মাসিক

আত-তাহরীক

সেপ্টেম্বর-১৯৯৭

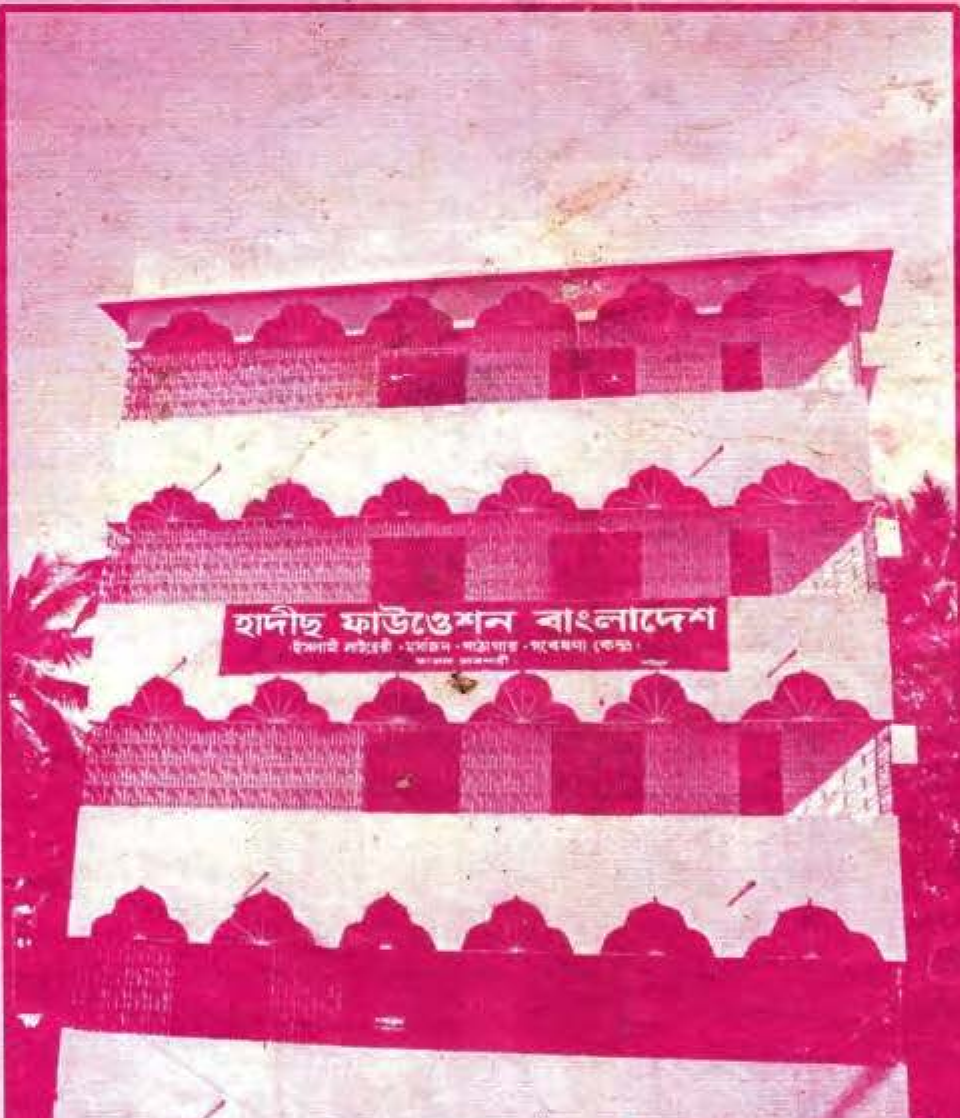

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ঃ যোহর ও আছরের ছালাতের শেষ দু''রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহার সাথে অন্য কোন সূরা মিলাতে হবে কি?

মুহাম্মাদ খায়রুল আনাম খাঁ
সাং কাটাখালি
পোঃ ইসলামকাঠি
থানাঃ তালা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ প্রথম দু'রাক'আতে মিলাতে হবে, শেষ দুরাক'আতে নয়। দলীলঃ

عن ابي قتادة أن النبي (ص) كان يقرأ في الظهر في الأُلَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وسورتين وفي الركعتين الأُخْرَيَيْنِ بفاتحة الكتاب و يُسْمِعُنَا الاية أحياناً ويَطُوْلُ في الركعة الاولى مالا يُطِيْلُ في الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح (متفق عليه و ابوداؤد)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে একটি রেওয়ায়াত এর বিপক্ষে থাক্লেও অন্য রেওয়ায়াতে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন,

لاأدْرِيْ أكانَ رسولُ اللّه (ص) يَقْرَأُ في الظُهْرِ والْعَصْرِ أم لا- (ابوداؤد)

উছূলে হাদীছের নিয়মানুযায়ী إثبات এর বর্ণনা نفي এর উপরে অগ্রগণ্য বিধায় বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত إثبات এর নির্দেশ অগ্রগণ্য হবে। ইমাম শওকানী বলেন, উক্ত হাদীছ দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, সকল প্রকার ছালাতে সূরায়ে ফাতিহা পড়তে হবে এবং প্রথম দিককার রাক'আত শেষের দিকের রাক'আত অপেক্ষা দীর্ঘ হবে (নায়লুল আওত্বার ২/২৫২)।

প্রশ্ন-২ঃ (এক) নির্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেলেও নির্ধারিত ইমাম ছাহেবের জন্য অপেক্ষা করা যাবে কি ?

মুহাম্মাদ নওশাদ আলী (৩৫)
পিতাঃ মুহাম্মাদ ওমর আলী
সাং শিবপুর, জায়গীর পাড়া
পোঃ শিবপুর, থানাঃ পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ অপেক্ষা করা যাবে। তবে ওয়াক্ত উত্তীর্ণ হ'য়ে যাওয়ার মত সময় ব্যয় করা যাবেনা। জামা'আতী শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে ইমাম ছাহেবকেও যথা সম্ভব সময়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। দলীলঃ ١- إنَّما جُعِلَ الامامُ لِيُؤْتَمَّ بِه رواه البخاري- বুখারী, মিশ,হা/ ১১৩৯;

٢- فقال أصَلِّي الناس فقلنا لا يارسولَ اللّهِ وهُمْ يَنْتَظِرُوْنَكَ فقالَ ضَعُوْا لِيْ مَاءً (متفق عليه - مشكاة ح/ ١١٤٧) (বুখারী ও মুসলিম, মিশ হা/ ১১৪৭)

প্রশ্ন-৩ঃ (দুই) মাগরিবের পূর্বে দু'রাক'আত সুন্নাত পড়া যাবে কি-না ?

উত্তরঃ পড়া উচিত। দলীলঃ-

١- بَيْنَ كُلِّ أذَانَيْنِ صَلاةٌ ، بين كل اذانين صلاة ثم قال في الثالثة لِمَنْ شَاءَ - متفق عليه ، مشكاة ح/ ٦٦٢ (বুখারী ও মুসলিম, মিশ হা/ ৬৬২

٢- صَلُّوْا قَبْلَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ ،صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين قال في الثالثة لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةً أنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً (اي موكّدة) متفق عليه - روى الحديثين عبد الله بن مغفل (رض) مشكاة ح/ ١١٦٥ باب السنن وفضائلها- (বুখারী ও মুসলিম, মিশ হা/ ১১৬৫

উক্ত সুন্নতটি আদায় করলে তিনটি নেকী পাওয়া যায় (১) নিজের জন্য দুই রাক'আত ছালাতের নেকী (২) অধিক সংখ্যক মুছল্লীর জামা'আতে শরীক হওয়ার সুযোগ দানের নেকী (৩) একটি মোর্দা সুন্নত যেন্দা করার নেকী।

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক

আত-তাহরীক

অক্টোবর-১৯৯৭

প্রশ্নোত্তর

আব্দুর রায্যাক সালাফী
আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ

প্রশ্ন-১(৪)ঃ বিনীত নিবেদন এই যে, জনৈক মসজিদের ইমাম তার প্রদত্ত এক ভাষণে গ্রামীণ ব্যাংকের লেনদেনকে অবৈধ বলে ঘোষণা দেন। কিছুদিন পর উক্ত মসজিদের সেক্রেটারী বিশেষ সূত্রে জানতে পারেন যে, স্বয়ং ইমাম ছাহেবের স্ত্রী গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সুদভিত্তিক শর্ত মেনে চলছেন এবং তদন্তে ইহা সত্য প্রমাণিত হয়। অথচ ইমাম ছাহেব একে রোধ করার কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এমতাবস্থায় ইমাম ছাহেব এর জন্য কতটুকু দায়ী হবেন ও এরূপ ইমামের পেছনে ছালাত আদায় করা যাবে কি-না? যদি না যায়, তবে অতীতের ছালাতের হুকুম কি হবে?

শিক্ষক বর্গ

আমনুরা দারুল হুদা হাক্কানিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা, চাপাই- নবাবগঞ্জ

উত্তরঃ- একজন স্বামী শারঈ বিধান অনুসারে স্ত্রীর প্রতি পূর্ণ দায়িত্বশীল ও দায়বদ্ধ। কিয়ামতের দিন তাকে সে দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। যারা স্ত্রীর শরীয়ত বিরোধী কাজকে নীরবে বা সরবে সমর্থন দেয়, তাদেরকে শারঈ পরিভাষায় 'দাইয়ূছ' বলা হয়। উপরোক্ত ক্ষেত্রে ইমাম ছাহেব তার স্ত্রীর মতই সূদী কারবারের অপরাধী। তবে তার পিছনে ছালাত আদায় করলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। নিঃসন্দেহে ছালাত হয়ে যাবে (ছহীহ বুখারী ১/৯৬ পৃঃ ; ফিকহুস সুন্নাহ ১/ ২০১ পৃঃ)।

প্রশ্ন- ২(৫)ঃ দাড়ি মুন্ডন অথবা কর্তন করার শারঈ বিধান কি? এক মুঠ দাড়ি রাখা সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কি?

সিরাজুদ্দীন

সাং ডাঙ্গিপাড়া, পোঃ নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তরঃ দাড়ি রাখা ইসলামের একটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত, যা ফরযের কাছাকাছি। রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ কর, দাড়ি বাড়াও ও গোঁফ ছোট কর'।- বুখারী ২ / ৮৭৫ পৃঃ।

দাড়ি মুন্ডনের পক্ষে কোন হাদীছ নেই। কিংবা ছাহাবায়ে কেরামেরও কোন আমল নেই। এক মুঠের উপরে দাড়ি কর্তনের পক্ষে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) ও হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর আমল সম্পর্কে যে বর্ণনা এসেছে, তা কেবল মাত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনের সময় মাথা মুন্ডনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। অন্য সময় তাঁরা এরূপ করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।- বুখারী, ফাৎহুল বারী (বৈরুতঃ ১৪১০ হিঃ) ১০/৪২৯ পৃঃ।

প্রশ্ন-৩(৬)ঃ ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীরের সংখ্যা কত? ছয় না বারো? ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

সিরাজুল ইসলাম

সাং মোহনপুর, পোঃ টৌটালি পাড়া

থানাঃ মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ঈদায়নের ছালাতে প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অতিরিক্ত তাকবীর হচ্ছে ছানা পড়ার পরে ও কিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে কিরাআতের পূর্বে পাঁচ মোট বারো। উক্ত বারো তাকবীর সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত এবং সুন্নাত হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। উক্ত মর্মে কাছীর বিন আব্দুল্লাহ বর্ণিত মারফূ হাদীছ (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত, হা/ ১৪৪১) সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেন, ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে এটিই হলো 'সর্বাধিক সুন্দর' রেওয়ায়াত' (তিরমিযী ১/ ৭০ পৃঃ)। তিনি আরও বলেন, আমি এ সম্পর্কে আমার উস্তাদ ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন,

ঈদায়নের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে 'এর চাইতে অধিক ছহীহ' আর কোন রেওয়ায়াত নেই'। -বায়হাকী (বৈরুতঃ তাবি) ৩/২৮৬, মিরআৎ ২/৩৩৯ পৃঃ।

ছয় তাকবীর সম্পর্কে ইমাম বায়হাকী বলেন, 'এটি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের 'ব্যক্তিগত রায়' মাত্র। অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত মারফূ

http://islaminonesite.wordpress.com

হাদীছ, যার উপরে মুসলমানদের আমল চালু আছে (অর্থাৎ বারো তাকবীর) তার উপরে আমল করাই উত্তম' (বায়হাকী ৩/২৯১)।

চার খলীফা ও মদীনার শ্রেষ্ঠ সাত জন তাবেঈ ফক্বীহ সহ প্রায় সকল ছাহাবী, তাবেঈ, তিন ইমাম ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ ইমামগণ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই প্রধান শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (খলীফা হারূণের নির্দেশ মতে) বারো তাকবীরের উপরে আমল করতেন। ভারতের দু'জন খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আল্লামা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী ও আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী বারো তাকবীরকে সমর্থন করেছেন (*মিরআৎ ২/ ৩৩৮ ও ৩৪১ পৃঃ*)।

প্রশ্ন-৪(৭)ঃ বর্তমানে অনেকেই দেখা যায় যে টাকার বিনিময়ে জমি ভাড়া দিয়ে থাকে, যাকে খাই খালাছী বা জমি ঠিকাও বলা হয়। এরূপ করা দীন ইসলামে বৈধ কি না?

উত্তরঃ খাই খালাছী বা জমি ঠিকা দেওয়া ছহীহ হাদীছের আলোকে জায়েয। কেননা হানযালা বিন কাইস রাফে বিন খাদীজ হ'তে বর্ণনা করেন তিনি বলেন যে, আমার চাচা আমাকে অবগত করিয়েছেন যে, তারা নবী (ছাঃ)-এর যুগে নালার সম্মুখভাগের ফসল অথবা জমির মালিক জমির একটি নির্দিষ্ট স্থানের ফসল নিজের জন্য নির্দিষ্টকরে নেওয়ার পরিবর্তে জমি ভাড়া দিতেন। নবী (ছাঃ) এরূপ জমি ভাড়া (বা ঠিকা) দেওয়া থেকে নিষেধ করেননি। অতঃপর আমি রাফে বিন খাদীজকে জিজ্ঞেস করলাম যে, দিরহাম ও দ্বিনারের পরিবর্তে জমি ভাড়া দেওয়া কেমন? তিনি বলেন এতে কোন ক্ষতি নেই (*বুখারী ও মুসলিম*)।

প্রশ্ন-৫(৮)ঃ দোওয়ায়ে কুনুত রুকুর পূর্বে ও পরে দু'ভাবেই পড়ার প্রচলন দেখা যায়। এর মধ্যে কোনটি সঠিক ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক তা অনুগ্রহ পূর্বক জানাবেন।

আব্দুছ ছামাদ
সাং বুলারাটী পোঃ আলীপুর
থানা ও জিলাঃ সাতক্ষীরা

উত্তরঃ যদি 'কুনূতে নাযিলা' পড়তে হয়, তবে তা সর্বাধিক বিশুদ্ধ হাদীছ অনুসারে রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায় পড়া বিধিসম্মত। আর যদি সাধারণ কুনুত হয় তবে বিশুদ্ধ হাদীছ অনুসারে রুকুতে যাওয়ার পূর্বে পড়া সর্বোত্তম। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও রুকুর পরে পড়ার হাদীছ তথা ছাহাবীগণের আমল থাকার দরুন রুকুর পরেও পড়া জায়েয।

প্রকাশ থাকে যে সাধারণ কুনূত রুকুর পূর্বে পড়ার হাদীছ গুলো সর্বাধিক বিশুদ্ধ এবং বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হাদীছ। এই সময় তাকবীর দিয়ে নয় বরং সধারণ ভাবে দো'আ করার ন্যায় দুই হাত একত্রে বুক বরাবর তোলা যাবে ও মুক্তাদীগণ 'আমীন ' 'আমীন' বলতে পারবেন (*-মিশকাত হাদীছ সংখ্যা ১২৮৯,৯০; মির'আত ২/২১৯, ২২*)।

প্রশ্ন-৬(৯)ঃ একামতের শব্দ বেজোড় হওয়াই হাদীছ সম্মত। কিন্তু আমরা একামতের শেষে 'আল্লাহু আকবর' দু'বার বলি। এর কারণ কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

মুহাম্মাদ ইমামুদ্দীন
সাং আখিলা
পোঃ উজির পুর, চাপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ একামতের মধ্যে 'আল্লাহু আকবর' দু'বার একত্রে উচ্চারিত হয়ে একটি বেজোড় বাক্যে পরিগণিত হয়েছে। আযানের সময় উহা দুই দুই চার-য়ে মোট দু'বার উচ্চারণ করতে হয়। হাদীছে 'মার্‌রাতান' শব্দ এসেছে (আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৬৪৩)। যার অর্থ একবার। একটি শব্দ নয়।

প্রশ্ন-৭(১০)ঃ জুম'আর দিন জুম'আর আযান এক না দুই? কোন কোন মসজিদে এক আযান আবার কোন মসজিদে দুই আযানও দিতে দেখা যায়। কোনটি সঠিক? কার মাধ্যমে ও কখন থেকে দুই আযানের প্রচলন হয়, উত্তর দানে বাধিত করবেন।

আব্দুল বাছীর
সাং ছয় রশিয়া,
চাপাই নবাবগঞ্জ

http://islaminonesite.wordpress.com

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), হযরত আবু বকর (রাঃ)ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর সময়কালে ইসলামী দুনিয়ার সর্বত্র জুম'আর এক আযান চালু ছিল। যা খুৎবার প্রাক্কালে দেওয়া হ'ত। হযরত ওছমান গণী (রাঃ)-এর সময় বিশেষ কারণে মসজিদে নববী হ'তে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে 'যাওরা' বাজারে আর একটি আযান চালু করা হয়। যা বর্তমানে 'ডাক আযান' নামে পরিচিত এবং একই মসজিদে একই স্থান হ'তে দেওয়া হয়ে থাকে। রাসূলের সুন্নত অনুসরণই মুমিনের জন্য অধিকতর কাম্য হওয়া উচিত বলে মনে করি।

প্রশ্ন-৮(১১)ঃ চোখে ছানি পড়েছে। বর্তমানে পাওয়ার যুক্ত চশমা ব্যবহার করেও কোন কাজ হচ্ছেনা। এমতাবস্থায় ডাক্তারগণ পরামর্শ দিয়েছেন যে, দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে হলে চোখ অপারেশন করতে হবে, শরীয়তের দৃষ্টিতে ইহা করা যায় কি না?

মুহাম্মদ আব্দুল কাদের
পাবনা।

উত্তরঃ **অন্যান্য** চিকিৎসার ন্যায় চোখ অপারেশন দ্বারা রোগ মুক্তিও একটি চিকিৎসা, যা ছহীহ সুন্নাহ থেকেই বৈধ সাব্যস্ত। হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন যে, নবী (ছাঃ) উবাই বিন কা'আবের নিকট এক ডাক্তার পাঠালে সে (চিকিৎসা স্বরূপ) তার একটি রগ কেটে ফেলল। অতঃপর উহাতে গরম লোহার দাগ মেরে দিল (*মুসলিম*)।

ইহা ছাড়াও চুঙ্গি লাগানো ও খাৎনা করাও এক ধরণের অপারেশন যা দ্বারা বহু রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং এর দ্বারা অন্যান্য অপারেশন. বা চিকিৎসার বৈধতাও সাব্যস্ত হয়।

প্রশ্ন-৯(১২)ঃ কোন মসজিদের ইমাম ছাহেব শুধুমাত্র শুক্রবারে জুম'আর ছালাতে ইমামতি করেন এবং কোন বেতন গ্রহণ করেন না। তবে সমাজের সাথে তার এই রকম চুক্তি রয়েছে যে, বায়তুল মালের সিকি অংশ তিনি নেবেন। এমতাবস্থায় ইমামতির বিনিময়ে এ ভাবে শুধু বায়তুল মাল গ্রহণ করা বৈধ কি ? কিতাব ও সুন্নাহর আলোকে উত্তর দানে বাধিত করিবেন।

প্রধান শিক্ষক
বড় বনগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়
পোঃ সপুরা, রাজশাহী

উত্তরঃ 'বায়তুল মাল' বলতে এখানে যদি উশর, ফিত্‌রা, যাকাত ইত্যাদি বুঝানো হয়, যাতে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের হক নিধারিত রয়েছে, সেই মাল থেকে সাধারণ ভাবে ইমাম ছাহেবকে ইমামতির বিনিময়ে মাল দেওয়া বৈধ নয়। কারণ এতে একের হক অন্যের অধিগ্রহণ হবে। তবে যাদের হক এই মালে রয়েছে শুধু তাদের পক্ষ হতে যদি দেওয়া হয় তবে তা দেওয়া জায়েয।

প্রশ্ন-১০(১৩)ঃ সমাজের দরিদ্র লোক যদি দরিদ্রতার কারণে ইমাম ছাহেবের ভাতা স্বরূপ তাদের উপর অর্পিত অংশের চাঁদা প্রদান করতে অপারগ হয় তবে তাদের পক্ষ থেকে ইমাম ছাহেবকে বায়তুল মালের সিকি অংশ প্রদান করা যাবে কি না? এর জন্য ইমাম ছাহেব কি পরকালে জিজ্ঞাসিত হবেন?

প্রধান শিক্ষক
বড়গ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ দরিদ্র শ্রেণীর এমন লোক যারা ফকীর অথবা মিসকীন পর্যায়ের এবং বায়তুল মালে যাদের হক রয়েছে, তাদের পক্ষ থেকে তাদের হক অনুপাতে সে পরিমান বায়তুলমাল ভাতা স্বরূপ ইমাম ছাহেবকে দেওয়া যায়। বিশেষ ভাবে তারা যদি নিকটতম গরীব হয়। নবী (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা তাদের উপরে যাকাত ফরয করেছেন। যা তাদের ধনীদের নিকট থেকে নেওয়া হবে ও তাদেরই গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। (*বুখারী, মুসলিম*)।

প্রকাশ থাকে যে, বায়তুল মালে গরীবদের হক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ও তাদের জন্য নির্ধারণ করে দেওয়ার পর সে মাল তাদের এখতিয়ারে চলে যায়। তারা তখন নিজ প্রয়োজনে তা বৈধ ভাবে যেখানে ইচ্ছা খরচ করতে পারে।

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক

আত-তাহরীক

রেজিঃ নং রাজঃ ১৬৪

নভেম্বর-১৯৯৭

১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন-১ (১৪)ঃ ওশরের ধান মসজিদে দেওয়া যাবে কি না? এর সমাধান প্রদান করে বাধিত করিবেন।

আব্দুল হান্নান
সাং- চক কাজীজিয়া
থানা -তানোর
রাজশাহী।

উত্তরঃ ওশর হচ্ছে ফসলের যাকাত। শারঈ বিধানে যাকাত বন্টনের সুনির্দিষ্ট যে আটটি খাত রয়েছে মসজিদ তার অন্তর্ভূক্ত নয়। ফলে ওশরের ধান মসজিদে দেওয়া যাবে না।

প্রশ্ন-২(১৫)ঃ মেয়েদের ফরয ছালাতে একাকী কিংবা জামা'আতে ইক্বামত দিতে হবে কি? কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে উত্তর প্রদানে বাধিত করিবেন।

মোসাম্মাৎ ফারযানাহ ইয়াসমীন
হাতেম খাঁ, রাজশাহী।

উত্তরঃ দ্বীন ইসলাম কতিপয় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত ঈমান, ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ও যাকাত সহ সকল বিষয়ে নারী ও পুরুষের জন্য একই রকম শারঈ বিধান দিয়েছে এবং যে সকল ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে তা স্পষ্ট উল্লেখ করে দিয়েছে।

বিশেষ তিনটি ক্ষেত্র ব্যতীত ছালাত আদায়ে নারী পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। সেই তিনটি ক্ষেত্রের মধ্যে ইক্বামতের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত নয়। ফলে মেয়েরা একাকী ও জামা'আতে উভয় ক্ষেত্রেই ইক্বামত দিতে পারবে।

প্রশ্ন-৩(১৬)ঃ অনেক মেয়ে কপালে টিপ, হাতে ও পায়ে নেইল পালিশ দিয়ে থাকে এবং বড় বড় নখ রাখে। এ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি? উত্তর দানে বাধিত করিবেন।

মুসাম্মাৎ তাসলীমা ইয়াসমীন
রাজশাহী

উত্তরঃ হিন্দু মহিলারা তাদের বিবাহিতা ও অবিবাহিতার মধ্যে পার্থক্য স্বরূপ ধর্মীয় রীতি হিসাবে সিঁদুর বা টিপ ব্যবহার করে থাকে। সেই টিপ মুসলিম মহিলাদের জন্য ব্যবহার করা বিধি সম্মত নয়। কেননা এতে অমুসলিমদের বিশেষ ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি পালনের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। আর এরূপ সাদৃশ্য শরীয়তে অপছন্দনীয়। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন জাতীর সাদৃশ্যতা অবলম্বন করল সে তাদেরই অন্তর্ভূক্ত (আবু দাউদ /মেশকাত পৃঃ ৩৭৫)।

এখানে সাদৃশ্য বলতে জাতীর বিশেষ ধর্মীয় ও সামাজিক আচরনকে বুঝানো হয়েছে, যা তাদের জন্যই নির্ধারিত প্রতীক স্বরূপ।

নিল পালিশ যদি এমন গাঢ় রং হয় যা ব্যবহার করলে অযুর পানি শরীর স্পর্শ করতে পারেনা। এরূপ নিল পালিশ মহিলাদের জন্য ব্যবহার করা বিধি সম্মত নয়। কেননা এতে অযুর অঙ্গ শুষ্ক থেকে যায়।

নখ বড় রাখা শারঈ বিধান অনুসারে জায়েয নয়। কেননা নবী করীম (ছাঃ) নখ কাটাকে ইসলামী বৈশিষ্ট্য(শিআর) -এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছেন।-(মুসলিম পৃঃ ১২৯ দেওবন্দ ১৯৮৬)।

প্রশ্ন-৪(১৭)ঃ তাশাহুদের বৈঠকে শাহাদাত (তর্জনী) আঙ্গুল উঠিয়ে কতক্ষণ রাখতে হবে ও উহার নিয়ম কি?

আব্দুস সালাম
আরবী প্রভাষক
কামারখন্দ সিনিয়ার মাদ্রাসা
পোঃ বৈদ্য জামতৈল
জেলা সিরাজগঞ্জ

উত্তরঃ তাশাহুদের বৈঠকে শাহাদাত আঙ্গুলী বিষয়ে শারঈ বিধানে কয়েক রকম পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে সর্বোত্তম পদ্ধতিটি হ'ল শাহাদাত আঙ্গুলীকে উঠিয়ে তাশাহুদের শেষ পর্যন্ত নাড়াতে থাকা। যেমনটি হযরত অয়েল বিন হুজ্র

http://islaminonesite.wordpress.com

(রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীছে তিনি বলেন فحلق حلقة ثم رفع إصبعه، فرأيته يحركها و يدعوبها- অর্থাৎ নবী করীম (ছাঃ) হাতের আঙ্গুল সমূহকে গুটিয়ে মুঠ বাধলেন। অতঃপর তিনি আঙ্গুল উঁচু করলেন আমি তাঁকে দেখলাম যে তিনি তার সেই আঙ্গুলটি নাড়াচ্ছেন ও তার দ্বারা দো'আ করছেন' (আবু দাঊদ, দারেমী,মিশকাত 'তাশাহুদ' অধ্যায় হাদীছ সংখ্যা ৯১১)।

প্রশ্ন-৫(১৮)ঃ মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে দো'আ উপলক্ষে কুরআন খানি করা যাবে কি না?

মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
নবাব জাইগীর মাজহারুল উলূম রহমানিয়া মাদ্রাসা
পোঃ সুন্দরপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির নেকী পৌছানোর উদ্দেশ্যে দো'আ উপলক্ষে এক স্থানে জমা হওয়া ও কুরআনখানী করা বিদ'আত। ইসলামে এর কোন ভিত্তি নেই। চার খলীফা এবং ছাহাবাগণ থেকে এরূপ কোন আমলের প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন-৬(১৯)ঃ নিজ নাতনী অথবা নিজ বোনের নাতনীকে বিবাহ করা যাবে কি না?

আহসান হাবীব
মেহেরপুর

উত্তরঃ নাতনী ও বোনের নাতনী উভয়েই মুহরিমাতের অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা যে সকল নারীদেরকে পুরুষদের জন্য বিবাহ করা হারাম করা হয়েছে নিজ নাতনী ও বোনের নাতনী উভয়েই তাদের অন্তর্ভূক্ত। সূরায়ে নিসা ২৩ নং আয়াতে মুহরামাত মহিলাদের বর্ণনায় 'বানাতুল আখ' (ভ্রাতৃ কন্যাগণ) ও 'বানাতুল উখ্‌ত' (ভগ্নি কন্যাগণ) -এর পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ তাদের অধঃস্তন কন্যাগণ। যেমন 'উম্মাহাতুকুম' অর্থে কেবল তোমাদের মাতা নয় বরং উর্দ্ধতন মাতা অর্থাৎ দাদী, নানীকেও বুঝানো হয়। আরবী পরিভাষায় এটাই অর্থ হয়ে থাকে।

প্রশ্ন- ৭(২০)ঃ মাইকে আযান দেওয়া জায়েয কি? উত্তর দানে বাধিত করিবেন।

এম, এম ,রহমান
মালো পাড়া
পোঃ ঘোড়ামারা
রাজশাহী

উত্তরঃ প্রথম আযান চালু করার সময় নবী করীম (ছাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদকে যিনি নিজেই আযানের স্বপ্ন দেখে নবী করীম (ছাঃ) কে সংবাদ দিতে ছুটে এসেছিলেন তাকে আযান দিতে না বলে বেলালকে নির্দেশ দিলেন এবং আব্দুল্লাহকে বললেন যে, 'তুমি বেলালের সাথে দাঁড়াও এবং আযানের শব্দগুলি তুমি যেভাবে স্বপ্নে দেখেছ, সেভাবে তাকে শুনাও, যেন সে ঐ ভাবে আযান দেয়। কেননা তোমার চেয়ে বেলালের গলার স্বর উঁচু' (فانه اندى صوتا منك) -আবু দাঊদ, ইবনু মাজাহ.মিশকাত হা/৬৫০। এক্ষণে যদি যন্ত্রের সাহায্যে আযানের শব্দকে দূরে পৌছে দেওয়া সম্ভব হয় তবে সেটা শরীয়ত পালনে ঠিক তেমনি সহায়ক হিসাবে বিবেচিত ও বৈধ হবে, যেমন যুদ্ধে নিত্য নতুন অস্ত্র ব্যবহারের বিষয়টি। এর দ্বারা দ্বীন ইসলামে কোন নতুন তরীক্বা ও নতুন ইবাদত সৃষ্টি হচ্ছে না। কেননা ঘড়ি বা মাইক নিজে কোন ইবাদত নয় বরং ইবাদতের সহায়ক। অতএব তা বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং মাইকে আযান নিঃসন্দেহে শরীয়ত সম্মত।

প্রশ্ন-৮(২১)ঃ নামের প্রথমে "মাওলানা" শব্দটি ব্যবহার করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি না? দলীল সহ উত্তর দিলে কৃতজ্ঞ হব।

প্রশ্নকারী
পূর্বোক্ত

উত্তরঃ মাওলানা (مَوْلَانَا) শব্দটি (نَا) সর্বনাম যুক্ত শব্দ। অর্থ 'আমাদের মাওলা'। মাওলা (مولى) শব্দটি বহুল অর্থে ব্যবহৃত শব্দ। এর মধ্যে কতিপয় অর্থ নিম্নে প্রদত্ত হল যথা-স্বত্ত্বাধিকারী, মালিক, দলপতি, দাস, দাস মুক্তকারী, মুক্তদাস, উপহার প্রদানকারী, উপহার গ্রহণ কারী, বন্ধু, অলী, সাথী, চুক্তিবদ্ধব্যক্তি, প্রতিবেশী, অতিথি,

http://islaminonesite.wordpress.com

অংশীদার, ইত্যাদি। (মেছবাহুললুগাত পৃঃ ৯৫৮)।

'মাওলা' শব্দটি আল্লাহ্র ক্ষেত্রে যেমন ব্যবহৃত হয়েছে তেমনি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের প্রতি ও ব্যবহৃত হয়েছে এবং নবী (ছাঃ)-এর পূর্ব থেকেই বিভিন্ন অর্থে এর ব্যবহার চলে আসছে। কিন্তু তিনি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ক্ষেত্রে এর ব্যবহারে বাধা বা নিষেধ আরোপ করেনি। আরবী ভাষার অন্যান্য শব্দের মত এটাও একটি বহুঅর্থ বিশিষ্ট আরবী শব্দ মাত্র। যার কোন একটি সঙ্গতিপূর্ণ অর্থের ভিত্তিতে পারিভাষিকভাবে ও শিষ্টাচার মূলক আরবী শিক্ষিত ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহারের প্রচলন ঘটেছে। যা কোন রকম ডিগ্রী স্বরূপ নয়, কোন আক্বীদা ও নেকী হাসিলের উদ্দেশ্যে নয়। যেমন ইদানিং ইসলামী উচ্চশিক্ষিত মুরব্বীদের নামের পূর্বে 'শায়খ' শব্দ ব্যবহারের প্রচলন ঘটেছে, যা নবী (ছাঃ) -এর যুগে ছিলনা। ফল কথা ইসলামী শিক্ষিতদের নামের পূর্বে এই শব্দ ব্যবহার শারঈ দৃষ্টিতে কোন দোষনীয় নয়।

প্রশ্ন- ৯(২২)ঃ কোন এক বিষয়ে আমার স্ত্রীর সাথে আমার তর্ক-বিতর্ক হয়। এক পর্যায়ে আমি এক সাথে পর পর তিন তালাক দিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাই। পরে ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হই। বর্তমানে আমি আমার স্ত্রীকে পুণরায় ফিরিয়ে নিতে চাই। কিতাব ও সুন্নাহের আলোকে তাকে ফিরিয়ে নেওয়া যায় কি-না, সমাধান দানে বাধিত করিবেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

জনৈক ভুক্তভোগী

উত্তরঃ ইসলামী শরীয়তে বৈবাহিক বন্ধনকে অক্ষুন্ন রাখার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তাই এই বন্ধন যেন ঝটিকার ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন না হয়ে যায় বরং চিন্তা ভাবনা ও পরামর্শের মাধ্যমে এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে, সে সুযোগ রেখে চুড়ান্ত বিচ্ছেদের বিষয়টিকে ইসলাম ইদ্দতের সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়ে ইদ্দতের শেষ সময় কাল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত রেখেছে। ইদ্দতের সময়কাল হল তিন তুহুর, তিন ঋতু বা তিন মাস। (বাক্বারাহ ২২৮)।

উল্লেখিত সময়কালের চেয়ে আরো কম সময়ের মধ্যে চুড়ান্ত বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর শারঈ বিধান ইসলামী শরীয়তে নেই। চাই এক তালাকের ক্ষেত্রে হৌক অথবা দুই তালাক ও তিন তালাকের ক্ষেত্রে হৌক। অর্থাৎ এক তালাকের মাধ্যমে চুড়ান্ত বিবাহ বিচ্ছেদ হতে হলে এক তালাক প্রদানের পর তালাক অবস্থায় পূর্ণ ইদ্দত অতিক্রম করতে হবে। দুই তালাকের মাধ্যমে চুড়ান্ত বিবাহ বিচ্ছেদ হতে হলে দুই তুহুরে পর পর দুই তালাক প্রদান করে বাকী ইদ্দত পূর্ণ করতে হবে এবং এর রজ'আত করবে না। তবেই সবচেয়ে কম সময়ে চুড়ান্ত বিবাহ বিচ্ছেদ হবে। (উক্ত তালাককে শারঈ পারভাষায় 'রাজ্ঈ' তালাক বলা হয়)।

আর তিন তালাকের মাধ্যমে সর্ব নিম্ন সময়ে বিবাহ বিচ্ছেদ চুড়ান্ত করতে হলে কোন তালাকের মধ্যে রাজ'আত (ফিরিয়ে নেওয়া) না করে এক ইদ্দতের প্রতি তুহুরে পর পর একটি করে তিন তুহুরে তিন তালাক প্রদান করলেই বিবাহ বিচ্ছেদ একেবারে চুড়ান্ত হয়ে যাবে।

প্রথম দুটি তালাকে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সাধারন ভাবে ইচ্ছা করলে ফিরিয়ে নেওয়া যায় এবং ইদ্দত পূর্ণ হয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যাওয়ার পর অন্যের সাথে বিবাহ না হয়েও সরাসরি নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু তৃতীয় তালাক প্রদান হওয়া মাত্র কোন ভাবেই সেই তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়া যায় না যতক্ষন না তার অন্যত্র স্বেচ্ছায় বিবাহ ও স্বেচ্ছায় আবারো তালাক ঘটে যায় (বাক্বারাহ ২৩০)।

এটাই হল সর্বনিম্ন সময়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর কিতাব ও সুন্নাহ ভিত্তিক এক মাত্র শারঈ বিধান। যেমন আল্লাহ বলেন, "তালাকের রাজ্ঈ দু'বার" (বাক্বারাহ ২২৯)। অতঃপর রাজ'আত করার অথবা বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার সর্বনিম্ন সময়ের

http://islaminonesite.wordpress.com

বর্ণনা দিয়ে বলেন, "তারা যখন ইদ্দতের শেষ সময়ের নিকট পৌঁছবে,তখন হয় তাকে রাজ'আত কর,নইলে(ইদ্দতের চূড়ান্ত সীমা অতিক্রম করিয়ে অথবা তৃতীয় তুহুরে তৃতীয় তালাক প্রদানের মাধ্যমে)তোমার বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত করে দাও" (বাক্বারাহ ২৩১)।

উল্লেখিত আয়াতে রাজ'আত করার সর্বশেষ সময় ও বিবাহ বিচ্ছেদের সর্বনিম্ন সময় একটি ইদ্দতের তৃতীয় তুহুরকে নির্ধারিত করা হয়েছে। তবে আল্লাহ পাক স্বামী স্ত্রীর পুনঃমিলনকেই বেশী পছন্দ করেন। আর সে জন্যেই তিনি এরশাদ করেন, 'যখন তোমরা কোন মহিলাকে তালাক দিবে এবং সে ইদ্দত শেষ হওয়ার নিকটবর্তী অবস্থায় পৌঁছে যাবে, তখন তাদেরকে তাদের স্বামীদের সাথে পুণরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে বাধা দিয়ো না যখন তারা আপোষে সুন্দরভাবে রাযী হয়' (বাক্বারাহ ২৩২)।

এক্ষণে যদি একই সাথে একই তুহুরে তিন তালাক প্রদান কার্যকর করা হয়, তবে এক দিকে স্বামীকে যে রাজ'আত করার আধিকার দেওয়া হয়েছে, তা যেমন খর্ব করা হবে,অন্য দিকে তেমনি সর্বনিম্ন সময়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর সীমালংঘন করা হবে। কেননা তৃতীয় তালাক কার্যকর হওয়া অর্থই হ'ল অবিলম্বে চূড়ান্ত বিবাহ বিচ্ছেদ। তাই ছহীহ হাদীছ দ্বারাও এটা প্রমাণিত যে. নবী করীম (ছাঃ), হযরত আবু বকর (রাঃ), হযরত ওমরের খিলাফতের প্রথম দুই বছরের দীর্ঘ সময় কাল পর্যন্ত এক মজলিসে তিন তালাক প্রদানকে মাত্র একটি রাজঈ তালাক ধরা হ'ত (মুসলিম পৃঃ ৪৭৮ দেওবন্দ ১৯৮৬ সাল)। পরে হযরত ওমর (রাঃ) যে এক মজলিসে তিন তালাক প্রদানকে তিন তালাকেই কার্যকর করেছিলেন, এটা ছিল উদ্ভূত সমস্যার প্রেক্ষাপটে একটি সাময়িক ইজতিহাদী ও প্রশাসনিক ফরমান। তালাকের আধিক্য বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি এই কঠোরতা আরোপ করেছিলেন। এই ইজতিহাদী ভুলের জন্য তিনি শেষ জীবনে দারুন ভাবে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন। কারণ এতে কোন ফায়েদা হয়নি (ইবনুল ক্বাইয়িম, ইগাছাতুল লাহ্ফান,কায়রো ১৪০৩/ ১৯৮৩,১/২৭৬-৭৭)। অতএব এই সাময়িক রাষ্ট্রীয় ফরমান কখনোই কুরআন ও সুন্নাহ্র স্থায়ী বিধানকে বাতিল করতে পারে না।

বলা বাহুল্য এক মজলিসে তিন তালাক বায়েন কার্যকর করার ফলেই অনুতপ্ত স্বামী-স্ত্রীরা 'হিল্লা'র মত নোংরা প্রথার শিকার হচ্ছেন। অথচ আল্লাহ পাক তাদেরকে তিন মাসে তিন বার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন।

উপরন্তু এক মজলিসে তিন তালাক কার্যকর হওয়ার কোন স্পষ্ট হাদীছ নেই। অতএব এক সাথে এক তুহুরে শতাধিক তালাক প্রদান করলেও মাত্র একটি রাজঈ তালাকই কার্যকর হবে। সেকারণে উপরের তালাক প্রাপ্তা মহিলাকে তার স্বামী ইচ্ছা করলে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পুর্বেই সাধারনভাবে ফিরিয়ে নিতে পারবেন। আর যদি ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তবে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে উক্ত মহিলার অন্যত্র বিবাহ হওয়া ও বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন-১০(২৩)ঃ সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করার নির্দেশ আছে। তাই বলে কি আযানের জওয়াব না দিয়ে এবং আযানের দো'আ বাদ দিয়ে ইফতার করতে হবে?

মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম
সাং- সারাই (বিদ্যা পাড়া)
পোঃ হারাগাছ, রংপুর।

উত্তরঃ সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ইফতার করতে হবে, এটাই ইসলামের বিধান। দেরীতে ইফতার করা ইয়াহুদ-নাছারাদের অভ্যাস। ইফতারের সাথে আযানের জওয়াব দান কিংবা আযানের দো'আ পাঠ করা শর্তযুক্ত নয়। ইফতার করেই আযান দেওয়া এবং ইফতার করা অবস্থায় আযানের জওয়াব দান ও দো'আ পাঠ করা জায়েয। মুসলিম ১/৩৫১ পৃঃ।

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক

আত-তাহরীক

ডিসেম্বর ১৯৯৭
১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন-১(২৪)ঃ মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার সময় 'মিন্‌হা খালাক্বনাকুম.......' দো'আটি পড়া যাবে কি-না? এই দো'আটি যদি পড়া না যায়, তবে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার সময় কোন দো'আ পড়তে হবে?

আবু আহসান
ইসঃ ইতিহাস
২য় বর্ষ, রাঃ বিঃ
ও
আব্দুল মালেক
নওদাপাড়া, রাজশাহী

উত্তরঃ 'মিনহা খলাক্বনাকুম ......'এটি মোটেই দো'আ নয়। বরং পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত মাত্র। এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানব সৃষ্টির রহস্য বর্ণনা করেছেন। মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার সময় এ আয়াতটি পাঠ করা কোন ছহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত নয়। এ সম্পর্কে বর্ণিত বায়হাক্বী ও মুস্তাদরাকে হাকেমের হাদীছটি যঈফ। -নায়লুল আওত্বার, 'কিতাবুল জানায়েয' (কায়রোঃ১৯৭৮) ৫/৯৭ পৃঃ। মৃতকে দাফন করার কোন দো'আ নেই। তবে মৃতকে কবরে রাখার সময় দো'আ রয়েছে ও দাফন শেষে মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা চাওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় (আবুদাঊদ, নায়লুল আওত্বার ৫/১০৯ পৃঃ)।

প্রশ্ন-২(২৫)ঃ ইসলামে 'হীলা' প্রথা জায়েয কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

তাওহীদুয্ যামান
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া

উত্তরঃ তালাকে বায়েন প্রাপ্তা মহিলাকে অন্য একজন পুরুষের নিকটে সাময়িক বিবাহ দিয়ে তার নিকট থেকে তালাক নিয়ে পুনরায় পূর্বস্বামীর নিকটে ফিরিয়ে দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করাকে এদেশে 'হীলা' বিবাহ বা 'হিল্লা' বলা হয়ে থাকে। এই প্রথা শরীয়তে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। শেষনবী (ছাঃ) 'হীলাকারী পুরুষ ও মহিলা উভয়কে লা'নত করেছেন' (আহমাদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে)। ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন যে, আমরা রাসূলের যামানায় এই ধরনের বিয়েকে 'যেনা' (سفاحا) হিসাবে গণ্য করতাম। -নায়লুল আওত্বার 'হীলা বিবাহ' অধ্যায় ৭/৩১১ পৃঃ। সুন্নাত মোতাবেক তিন তহুরে তিন তালাক দিলে মুসলিম সমাজে এই নোংরা প্রথার উদ্ভব ঘটতোনা।

প্রশ্ন-৩(২৬)ঃ শা'বান মাসে রোযা রাখার কোন শারঈ বিধান আছে কি? যদি থাকে তবে কয়টি রাখতে হবে? এবং কোন তারিখ হ'তে আরম্ভ হবে ও কোন তারিখ পর্যন্ত চলবে?

আব্বাস আলী
সাং ও পোঃ বোরের বাড়ী
বগুড়া

উত্তরঃ মা আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কয়েকটি দিন বাদে পুরা শা'বান মাস ছিয়াম পালন করতেন' (মুত্তাফাক আলাইহ, 'নফল ছিয়াম' অধ্যায় মিশকাত হা/ ২০৩৬)

মহানবী (ছঃ) মাহে রামাযান ব্যতীত সর্বাধিক ছিয়াম মাহে শা'বানেই রাখতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, (রামাযান ব্যতীত) মাহে শা'বানের চেয়ে অধিক ছিয়াম নবী (ছাঃ) অন্য মাসে রাখতেন না। তবে তিনি শা'বান মাসের দ্বিতীয়ার্ধে উম্মতের জন্য ছিয়াম পালনে নিষেধ করেছেন। (আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত, 'চাঁদ দেখা অধ্যায়' হা/১৯৭৪)। প্রমাণিত হ'ল যে শেষের ক'দিন বাদে পূর্ণ শা'বান মাস ছিয়াম পালন করা যায়। অন্ততঃ প্রথম ১৫ দিন তো বটেই। এ ছাড়া যারা প্রতি মাসে 'আইয়ামে বীয' -এর নফল ছিয়াম রেখে থাকেন ১৩.১৪.১৫ তারিখে। তাঁরা এমাসেও অনুরূপভাবে তিনদিন ছিয়রম পালন করতে পারেন। তবে বিশেষভাবে শুধুমাত্র শা'বান মাসের ১৫ তারিখে বিশেষ ফযীলত মনে করে সেই দিন ছিয়াম ও ইবাদত করা ঠিক নয়। কেননা এ ভাবে ছিয়াম ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত নয়। এ প্রসঙ্গে যে ইবাদতের নামে আরো কিছু বাড়তি ধুমধাম করা হয়, সেগুলি বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। প্রকাশ থাকে যে, শবেবরাতের সপক্ষে যে সকল হাদীছ পেশ করা হয় তার সবগুলিই বানাওয়াট ও অগ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন-৪(২৭)ঃ কোন মৃত মহিলাকে তার স্বামী জানাযার গোসল দিতে পারবে কি-না? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

ডাঃ এস, এম রুস্তম আলী
মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
ধোপাঘাটা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মৃত মহিলাকে তার স্বামীর গোসল দেওয়ানো শুধু জায়েযই নয় বরং অন্যদের দ্বারা গোসল দেওয়ানোর চেয়ে স্বামীর নিজ হাতে গোসল দেওয়ানোই সর্বোত্তম। মহানবী (ছাঃ) হযরত আয়েশাকে লক্ষ্য করে একবার বলেন যে 'তুমি যদি আমার পূর্বে মৃত্যুবরণ কর, তবে আমিই তোমাকে গোসল দেব ও কাফন পরাব (ইবনু মাজাহ ১ম খন্ড ৪৭০ পৃঃ, আবুদাউদ ২য় খন্ড ৪৪৮ পৃঃ)।

উক্ত হাদীছে মহানবী (ছাঃ) স্বীয় স্ত্রীকে মৃত্যুর পূর্বেই গোসল দেওয়ার আকাঙ্খা প্রকাশ করেছেন যা উত্তম কাজ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার একটি উৎকৃষ্ট দলীল।

প্রশ্ন-৫(২৮)ঃ খাওয়ার সময় সালাম দেওয়া যাবে কি? যদি না যায় তবে কেউ সালাম দিলে তাকে উত্তর দিতে হবে কি?

তাওহীদুয্ যামান
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া

http://islaminonesite.wordpress.com

উত্তরঃ সালাম হচ্ছে সাক্ষাতে অসাক্ষাতে এক মু'মিনের অপর মু'মিনের জন্য দো'আ ও শান্তি কামনার একটি বিশেষ শারঈ বিধান। রাসূল (ছাঃ) ব্যাপকভাবে সালাম প্রদান করা ও সালাম ছড়িয়ে দেওয়ার প্রতি অত্যাধিক তাকীদ করেছেন ও যেকোন সময় সালাম প্রদান করার পূর্ণ অবকাশ রেখেছেন। এখানে সালাম প্রদানকৃত ব্যক্তির অবস্থা ও ব্যস্ততা মোটেই বিবেচিত নয়। যে যে অবস্থায় থাকুক না কেন সালাম প্রদানকারী তাকে সালাম প্রদান করতে পারবেন। মহানবী (ছাঃ) বলেন "افشوا السلام بينكم" তোমরা আপোষে সালাম ছড়িয়ে দাও '(মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৩৯৭)। বারা বিন আযেব (রাঃ) বলেন, মহানবী (ছাঃ) আমাদের সাতটি কাজের নির্দেশ দেন তার মধ্যে একটি হ'ল সালাম ছড়িয়ে দেওয়া (বুখারী ২য় খন্ড পৃঃ ৯২১)। নবী করীম (ছাঃ) আরো বলেন 'যখনই তোমার কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করবে সে যে অবস্থায় থাকুক তাকে সালাম প্রদান করবে' (মুসলিম ২য় খন্ড ২১৩ পৃঃ)। শুধু তাই নয় বরং একজন মুসলিম অপর মুসলিমের নিকট থেকে যে কোন অবস্থায় সালাম পাওয়ার হকও রাখে (মুসলিম, ২য় খন্ড ২১৩ পৃঃ)। উল্লেখিত হাদীছ সমূহে সালাম প্রদানের জন্য কোন সময় ও অবস্থা বেঁধে দেওয়া হয় নি, বরং সাক্ষাত হলেই সালাম প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং খাওয়ার সময়েও সালাম দেওয়া যাবে। অনুরূপভাবে উত্তরও দিতে হবে। কারণ এক্ষেত্রে উত্তর দানে কোন শারঈ বাধা নেই।

প্রশ্ন-৬(২৯)ঃ যোহর অথবা আছরের ফরয ছালাতে দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের পর না বসে ভুল বশতঃ সম্পূর্ণ দাঁড়িয়ে গিয়েছি, তারপর মনে হয়েছে। এমতাবস্থায় কি তাশাহ্হুদের জন্য আবার বসে পড়ব? যদি না বসতে হয়, তবে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলিয়ে পড়ব কি-না?

এস, এম আযীযুল্লাহ
এম, এ (পূর্বভাগ)
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ শুধু যোহর কিংবা আছর -এর ছালাতে নয় বরং যেকোন ছালাতেই যদি প্রথম তাশাহ্হুদে বসতে ভুল হয়ে যায় এবং সম্পূর্ণ উঠে পড়ে তবে আর বসতে হবেনা। বরং সেই ছালাতটি পূর্ণ করে নেওয়ার পর সালাম ফেরার পূর্বে দু'টি সহো সিজদা করে নিবে (বুখারী, মুসলিম মিশকাত ৯৩ পৃঃ)।

প্রশ্ন-৭(৩০)ঃ জামে মসজিদে ছালাত আদায় করতে গিয়ে দেখি মসজিদের ঘর বারান্দাসহ বিশাল জায়গা থাকা সত্ত্বেও ইমাম ছাহেব সামান্য এক পা পরিমান সামনে এগিয়ে ইমামতি করছেন। ছহীহ হাদীছের আলোকে ইমামের দাঁড়ানোর বিধান কি জানতে চাই।

ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক
বিরামপুর বাজার
দিনাজপুর।

উত্তরঃ জামা'আত বদ্ধভাবে ছালাত আদায় করার শারঈ বিধান হ'ল এই যে, শুধু মুছল্লী যখন দু'জন থাকবে, তখন একই কাতারে ইমাম বামে ও মুক্তাদী ইমামের ডাইনে দাঁড়াবে। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, একদা আমি আমার খালা হযরত মাইমূনা (রাঃ) -এর বাড়িতে ছিলাম। নবী (ছাঃ) ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ালে আমি তাঁর বামে দাঁড়িয়ে যাই। নবী (ছাঃ) তখন আমার হাত ধরে পেছন দিক দিয়ে ডান দিকে করে দিলেন (বুখারী, মুসলিম মিশকাত 'বাবুল মাওক্বাফ' পৃঃ ৯৯)। আর যখনই মুছল্লী দুঁয়ের অধিক হয়ে যাবে তখন ইমাম আগে যাবেন এবং মুক্তাদীগণ ইমামের পেছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়াবেন। হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) ছালাতের জন্য দন্ডায়মান হলে আমি তাঁর বামে দাঁড়াই। তখন তিনি আমার হাত ধরে ডান দিকে করে দেন। এরপর জাব্বার বিন ছাখর এসে তাঁর বামে দাঁড়ালে তিনি আমাদের দু'জনের হাত ধরে পেছনে ঠেলে দেন। অতঃপর আমরা তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম (মুসলিম, মিশকাত 'বাবুল মাওক্বাফ' পৃঃ ৯৯)।

উক্ত হাদীছে এটা স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হয়েছে যে, একের অধিক মুক্তাদী হলেই কাতার ইমামের পেছন থেকে শুরু হবে এবং ইমামকে এমন পরিমান জায়গা পেছনে রেখে দাঁড়াতে হবে, যাতে পিছনের মুছল্লী তার পেছনে সঠিকভাবে রুকু-সিজদা করতে পারে। ইহাই সুন্নাত। কাতার থেকে মাত্র এক পা আগে বেড়ে ইমামের দাঁড়ানোর কোন শারঈ বিধান নেই, অতএব এ থেকে দূরে থাকা উচিত।

প্রশ্ন-৮(৩১)ঃ ইফতার কখন করতে হবে। আহলেহাদীছগণ রেডিও-টিভির আযানের পূর্বেই ইফতার করে থাকেন। এটা কতটুকু ঠিক? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানালে উপকৃত হব।

আব্দুল্লাহ বিন মুস্তফা
সাঃ ভালুকগাছী
পুঠিয়া, রাজশাহী

উত্তরঃ দ্বীন ইসলামে ইফতার সংক্রান্ত ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক শারঈ বিধান হ'ল এই যে, সূর্য অস্ত যাওয়া মাত্রই অনতিবিলম্বে ইফতার করবে। কারণ মহানবী (ছাঃ) বলেন, লোকেরা ততদিন কল্যাণে থাকবে, যতদিন তারা ইফতার জলদি করবে (বুখারী, মুসলিম ১ম খন্ড পৃঃ ৩৫১)।

আবু আতীয়্যা বলেন, আমি ও মাসরূক হযরত আয়েশার নিকট গেলাম এ সময় মাসরূক তাঁকে বলেন নবী (ছাঃ)-এর দু'জন ছাহাবী কল্যাণপূর্ণ কাজে ক্লান্তিবোধ করেননা। তবে এঁদের মধ্যে একজন ত্বরিৎ ইফতার ও ত্বরিৎ ছালাতে মাগরিব আদায় করেন এবং অন্যজন দেরী করেন। আয়েশা জিজ্ঞেস করেন, কে ত্বরিৎ ইফতার ও মাগরিব পড়েন? উত্তরে বলা হয় 'আব্দুল্লাহ' অতঃপর তিনি বলেন নবী (ছাঃ) এভাবেই করতেন (মুসলিম ১ম খন্ড পৃঃ ৩৫১)। এছাড়া দেরী করে ইফতার করাকে মহানবী (ছাঃ)

http://islaminonesite.wordpress.com

ইহুদীদের আচরণ বলেছেন (আবুদাউদ ১ম খন্ড ৩২১ পৃঃ)।

উক্ত আলোচনায় ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হ'ল যে, সূর্য অস্ত যাওয়া মাত্রই ইফতার করা রসূলের সুন্নাত। যেহেতু আহলেহাদীছগণ ছহীহ হাদীছের অনুসরণে আমল করেন, তাই রেডিও-টিভির আযানের অপেক্ষা না করে সূর্য অস্ত যাওয়া মাত্রই ইফতার করে থাকেন।

প্রশ্ন-৯(৩২)ঃ আল্লাহ্‌র রহমত কি এইভাবে ভাগ করা যাবে যে, কিছু দিন আল্লাহ্‌র রহমত থাকবে আর কিছুদিন থাকবেনা? যেমনটি রামাযান মাসের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে প্রথম দশ দিন রহমত, দ্বিতীয় দশদিন মাগফিরাত ও শেষ দশদিন জাহান্নাম হ'তে মুক্তি এটা কি ঠিক? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

মুহাম্মাদ আব্দুস্ সুবহান
ভালুকগাছী, কোনাপাড়া
পুঠিয়া, রাজশাহী

উত্তরঃ আল্লাহ্‌র রহমত বিশেষ কোন অপকর্মের প্রেক্ষাপট ছাড়া কিছুদিন জারী থাকবে আর কিছুদিন বন্ধ থাকবে এমনটি বিভাজন ঠিক নয়। আল্লাহ্‌র রহমত সর্বদা সর্বক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। যেমন এরশাদ হয়েছে 'হে প্রভু আপনার রহমত ও জ্ঞান সবকিছুতে পরিব্যাপ্ত (মুমিন ৭)। আর বিশেষভাবে সৎকর্মশীলদের জন্য আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত সর্বদা হ'তে থাকে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্‌র করুণা সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী (আ'রাফ ৫৬)।

তবে অপকর্মের দরুন যেমন আল্লাহ্‌র রহমতের পরিবর্তে গযব নাযিল হয়ে থাকে তেমনি বিশেষ সৎকর্মের দরুন আল্লাহ্‌র বিশেষ অতিরিক্ত রহমতও নাযিল হয়ে থাকে। মাহে রামাযানেও সেই বিশেষ রহমত নাযিল হয়ে থাকে। মাহে রামাযানকে রহমত, মাগফিরাত ও দোঁযখ থেকে মুক্তি দ্বারা তিন দশকের সাথে বিভক্ত করা ছহীহ হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত নয়। এ সম্পর্কে সালমান ফারসী (রাঃ) থেকে বায়হাক্বীর যে হাদীছটি রয়েছে তা যঈফ (মিশকাত হা/১৯৬৫)। বরং ছহীহ হাদীছ দ্বারা এটাই সাব্যস্ত যে, প্রথম রামাযান থেকেই জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় ও জান্নাতের দরজা তথা রহমতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় (বুখারী, মুসলিম মিশকাত পৃঃ ১৭৩)।

জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে জান্নাত ও রহমতের দরজা খুলে রাখার তাৎপর্য হচ্ছে বান্দাদের পাপ ক্ষমা করতঃ তাদেরকে জান্নাতবাসী করা। আর এটি প্রতিটি ছিয়ামের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মহানবী বলেন যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র পথে একটি ছিয়াম রাখবে, তাকে জাহান্নাম থেকে আল্লাহ সত্তর বছরের পথ দূরে রাখবেন (মুসলিম পৃঃ ৩৬৪)।

প্রশ্ন-১০(৩৩)ঃ জামে মসজিদে মুছল্লীর জায়গা সংকুলান হচ্ছে না। ফলে মসজিদের আয়তন বৃদ্ধির প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কিন্তু মসজিদের পার্শ্বস্থ স্থান কবরস্থানের জায়গা ব্যতীত মসজিদ বৃদ্ধির জন্য অন্য কোন সুযোগ নেই। কবরস্থানের জায়গাটিও মসজিদের জন্য ওয়াকফ করা। এমতাবস্থায় কবরস্থানের উক্ত জায়গায় মসজিদ বাড়ানো যায় কি-না?

ঘাষিগ্রাম মসজিদ কমিটি
পোঃ গোছা
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ দাফনকৃত লাশের সম্মান ও মর্যাদা সহকারে স্থানান্তরিতকরণ ও সেই স্থানে মসজিদ নির্মাণ বিধিসম্মত। এর দলীল হ'ল এই যে, হযরত জাবির (রাঃ) বলেন যে, আমার পিতার সাথে অন্য লোককে (একই কবরে) দাফন করা হলে আমি এতে সন্তুষ্ট হতে না পারায় আমার পিতাকে সেই কবর থেকে উঠিয়ে পৃথক ভাবে অন্য জায়গায় দাফন করি। অন্য হাদীছে রয়েছে যে, তিনি এটি দাফনের ছয়মাস পরে করেছিলেন (বুখারী, هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة অধ্যায় ১ম খন্ড ১৮০পৃঃ)। হযরত জাবির (রাঃ) -এর পিতা আব্দুল্লাহ ওহোদ যুদ্ধে শহীদ হন এবং সেখানেই তাকে আমর বিন জমুহ এর সাথে একই কবরে দাফন করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রয়োজনে দাফনকৃত লাশ যদি অন্যত্র স্থানান্তরিত বিধিসম্মত না হ'ত তবে নবী করীম (ছাঃ) তা প্রত্যাখ্যান করতেন ও পুনরায় পূর্বের কবরে দাফন করতে বলতেন অথবা এ সম্পর্কে কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করতেন। কিন্তু তিনি তার কোনটাই করেননি। যেমনটি তিনি মদীনায় নিয়ে যাওয়া শহীদের লাশগুলো পুনরায় ওহোদ প্রান্তে শহীদগাহে দাফনের জন্য ফেরত পাঠিয়ে ছিলেন (নাইলুল আওত্বার, "ما جاء فى الميت ينقل او ينبش.... الخ" অধ্যায় ৪র্থ খন্ড পৃঃ ১১২ হাদীছ নং ২)। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনে লাশ স্থানান্তরিত করা যায়।

প্রকাশ থাকে যে, কোন কবরকে লাশ মুক্ত করে নেওয়া হলে সেই জায়গাটি শরীয়তের নিকট কবর হিসাবে গন্য হয়না। বরং সেটি সাধারণ জায়গায় পরিণত হয়। যার ফলে হাদীছ "আমার জন্য পৃথিবীকে পবিত্রতা অর্জনের বস্তু ও ছালাত আদায়ের উপযোগী করা হয়েছে " বুখারী, كتاب التيمم। হাদীছ নং ৩৩৫ অনুসারে সেই জায়গায় ছালাত আদায় ও মসজিদ নির্মাণ করা যায়। কেননা নবী (ছাঃ) মুশরিকদের কবরস্থান থেকে লাশ উত্তোলন করে সেই স্থানে মসজিদে নববী নির্মাণ করেন (বুখারী, هل ينبش قبور مشركى الجاهلية ويتخذ مكانها..الخ অধ্যায় হাদীছ নং ৪২৮)।

এছাড়া অধিকাংশ বিদ্বানগণ প্রয়োজনে কবর স্থানান্তরিত করে সেই স্থানে মসজিদ নির্মাণ করার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেছেন। 'الفقه الاسلامى وادلته' গ্রন্থ প্রনেতা বলেন, لضيق المسجد الجامع......او اتخاذ مسجد محل القبر جاز। অর্থাৎ জামে মসজিদ সংকীর্ণ হওয়ার দরুন অথবা কবরস্থানে মসজিদ তৈরীর প্রয়োজনে কবর স্থানান্তরিত করা জায়েয (আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ২য় খন্ড ৫২৭ পৃঃ)।

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

জানুয়ারী ১৯৯৮
১ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

কোনো কোষবিন্যাস করে বেঁচে থাকবে। এ কোষের ক্রমাগত উন্নয়ন যদি তাদের পক্ষে সম্ভব হয় তা হলে যে জিনের পরাগে মানুষ সৃষ্ট হবে আগামীতে তাঁর যৌবনকাল দাঁড়াবে সুদীর্ঘ, হতে পারে ধীরে ধীরে নিজ আয়ুষ্কাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে পারবে। NSSA যুগে প্রথমে ১০০, তারপর ধীরে ধীরে ১৫০, ২০০, ৩০০, ৪০০ বছর পর্যন্ত মানুষের প্রজাতির আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাবে, তবে বর্তমান এ যুগের পতনের পূর্বে নয়, এ যুগে মৃত্যুর মাঝে শেষ হলে পর ধীরে ধীরে সেই ডিএনএ বা জিন এর মহাজাগতিক দেহাবয়বের যুগ শুরু হবে। মানুষের দেহ শুধু নয়, জীবনধারণেও এর আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে। সেই একই পদ্ধতিতে সকল প্রাণবৎ, জীবকূল ও উদ্ভিদকূলে আসবে মহা NSSA যুগের পরিবর্তন। এমনি এক আগামী দৃষ্টি হাতছানি দিচ্ছে গোটা মানব সমাজকে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগেঃ মানুষ জীব ও উদ্ভিদ সমন্বয়ে নতুন আরেক জিন বিশিষ্ট প্রজাতিতে রূপান্তরিত না হয়।

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির এমন প্রসার ঘটবে এই NSSA যুগে যাতে মানুষের আগামীতে ওয়্যারলেস সেট বা কম্পিউটারের কতগুলো সাংকেতিক শব্দ বা চিহ্নের প্রয়োজন হবে শুধু। বাকি যোগাযোগ ব্যবস্থা মানুষ নিজেই স্বরূপে বা অদৃশ্য রূপে সম্পন্ন করবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, NSSA যুগ হলো রক্তমাংসের সেই বরফ যুগ বা প্রস্তরের আদি যুগ বলি সেই মানুষটির সর্বশেষ রক্তকণিকার দৌড়। এর বাইরে রক্তমাংসের মানুষের যাবার ক্ষমতা নেই। সে সহায়ক শক্তি, যেমন-কম্পিউটার তৎসহ যান্ত্রিক ব্যবহার করে আরও উন্নতি করবে ঠিকই, কিন্তু নিজে থেকে যাবে সসীম, ফলে তাঁর সৃষ্টিতেও থাকবে সীমাহীন সন্দেহ ও সতর্কতা। এই NSSA যুগে মানুষের বেশির ভাগ মৃত্যু হবে মানুষের দ্বারা। মহামারি, দুর্ভিক্ষ, নৈসর্গিক দুর্বিপাক যত প্রাণ নাশ করবে তার চেয়ে বেশী করবে মানুষ মানুষের বুদ্ধি বৃত্তি ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে। ফলে মানুষ স্বভাবত,আর সেই মানুষটি, ভালবাসা স্নেহ, পবিত্র, মধুর মৃদু স্বভাবটি "Humaní" থাকবে না-হয়ে যাবে অন্য কিছু- না মানুষ, না দেবতা। না উদ্ভিদ না জীব। না পশু না স্বর্গীয়। না দৃশ্য না অদৃশ্য এমনিতর হয়ে যাবে NSSA-'র আগামী প্রজন্ম। কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ আর মানুষকে আটকে রাখতে পারবে না, ব্যক্তি মতাদর্শই স্ব স্ব ক্ষেত্রে হয়ে যাবে সার্বভৌম। আমরা এই SSA যুগের মানুষঃ যা চলবে আগামী ২০১০ সাল নাগাদ। আমরা সবাই অত্যন্ত ভাগ্যবান, যারা ১৯০০ সাল থেকে ২000 সালে হয়ে ২০০১ সাল পড়বো-কিন্তু একই সময় আমরা ভয়ানকভাবে অভিশপ্তও বটে।

সৌজন্যেঃ সাপ্তাহীক অহরহ

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা

হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন-১(৩৪)ঃ বড় ভাই পাঁচ হাযার টাকায় একটি ছাগল কুরবানী করল, আর ছোট ভাই চার হাযার টাকায় দু'টি ছাগল কুরবানী করল, এদের মধ্যে কার ছওয়াব বেশী হবে।

মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান
গ্রামঃ গড়ের ডাঙ্গা
পোঃ সেনের গাতী
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মহান রব্বুল আলামীনের নিকট নিয়ত ও ইখলাছ অনুসারে বান্দার আমল গৃহীত হয়ে থাকে এবং সে অনুপাতে বান্দা নেকী পেয়ে থাকে। যেমন- আল্লাহ বলেন, 'তাদেরকে একমাত্র খাঁটি নিয়ত ও ইখলাছ সহকারে আল্লাহ্র ইবাদত করতে বলা হয়েছে' (সূরা বাইয়্যেনাহ, ৫)। অনুরূপভাবে মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'মানুষের যাবতীয় আমলের ফলাফল তার নিয়তের উপরেই নির্ভরশীল' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ১)। এছাড়া বিশেষভাবে কুরবানীর বিষয়ে তো পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, 'এগুলোর (কুরবানীর) গোস্ত আল্লাহ্র নিকট পৌঁছে না। আল্লাহ্র নিকট একমাত্র পৌঁছে তোমাদের তাক্বওয়া' (সূরা হজ্জ ৩৭)।

উল্লেখিত আয়াত ও হাদীছ থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কে কত বড় ও কত সংখ্যক কুরবানী করল সেটি আল্লাহ্র নিকট তেমন বিষয় নয়। আল্লাহ্র নিকট মূল বিষয় হচ্ছে এই যে, কুরবানী দেওয়ার মূলে বান্দার ইখলাছ ও তাক্বওয়া কিরূপ? সে অনুপাতেই তিনি বান্দাকে নেকী প্রদান করবেন। সুতরাং বান্দা তার ইখলাছ ও তাক্বওয়ার ভিত্তিতেই বিবেচনা করবে যে, সাধ্য অনুযায়ী তার কুরবানী কিরূপ ও কত সংখ্যক হওয়া চাই।

অতএব পাঁচ হাযার টাকায়' একটি কুরবানী ও চার হাযার টাকায় দু'টি কুরবানীর মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক নেকী প্রাপ্ত হবে যার ইখলাছ ও তাক্বওয়া অধিক হবে। যদি দু'জনেরই ইখলাছ ও তাক্বওয়া সমান হয় তবে দু'জনের-ই সমান নেকী হবে। আর তাক্বওয়ার মান নির্ণয়ের মালিক একমাত্র আল্লাহ।

প্রকাশ থাকে যে, কুরবানীর পশুর প্রতি লোমে একটি নেকী হাছিল হওয়া, কিয়ামতের দিন কুরবানীর পশুর শিং, ক্ষুর, লোম ইত্যাদি ওজন হওয়া সম্পর্কিত ফযীলতের আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজা'র হাদীছগুলির সনদ যঈফ (আলবানী, মিশকাত, 'উযহিয়া' অধ্যায় হা/ ১৪৭০ ও

http://islaminonesite.wordpress.com

১৪৭৬ -এর টীকা দ্রষ্টব্য)। ফলে এর ভিত্তিতে কুরবানীর নেকী নিরুপন করা উচিত নয়।

প্রশ্ন-২(৩৫)ঃ কোন ব্যক্তি যদি কাউকে এই চুক্তিতে ঋণ প্রদান করে যে, ঋণ গ্রহীতা যতদিন তার ঋণ পরিশোধ করতে না পারবে ততদিন যাবৎ সে ঋণ গ্রহীতার প্রদত্ত বন্ধক জমি ভোগ করতে থাকবে। ইহা শরীয়তে বৈধ কি-না? যদি না হয় তবে কিভাবে বন্ধক রাখা বৈধ হবে? দলীলসহ উত্তর দিলে উপকৃত হব।

মুহাম্মদ ফযলুর রহমান
গ্রামঃ গড়ের ডাঙ্গা
পোঃ সেনেরগাতী, সাতক্ষীরা

উত্তরঃ ঋণ গ্রহণকারীর পক্ষ থেকে প্রদত্ত বন্ধক জমি ভোগ করা অবৈধ। যদিও বন্ধক প্রদানকারী স্বেচ্ছায় অনুমতি প্রদান করে। কেননা এরূপ বন্ধক বস্তু থেকে উপকৃত হওয়া নিঃসন্দেহে সুদের অর্ন্তভুক্ত। আর যদি বন্ধক বস্তু এমন ধরণের হয় যাকে অটুট রাখতে হ'লে তার পিছনে শ্রম ও অর্থ ব্যয় আবশ্যক, তাহলে শুধু শ্রমের মজুরী ও অর্থ ব্যয় পরিমাণে বন্ধক বস্তু হ'তে উপকৃত হ'তে পারে। তার বেশী নয়। কেননা বেশীটুকু সুদ হিসাবে গণ্য হবে। দলীলস্বরূপ কতিপয় হাদীছ ও বিদ্বানদের উক্তি নিম্নে প্রদত্ত হল-

'হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেন, ব্যয় অনুপাতে বন্ধক জন্তুর উপর আরোহণ করতে পারবে এবং ব্যয় অনুপাতে বন্ধক দুধ দানকারী পশুর দুধ পান করতে পারবে'।

হযরত মুগীরা (রাঃ) ইব্রাহীম নাখঈ হ'তে বর্ণনা করেন, 'কুড়িয়ে পাওয়া পশুর চরানোর খরচ অনুপাতে আরোহণ করতে ও দুধ দহন করতে পারবে এবং বন্ধক কৃত পশুর ক্ষেত্রেও অনুরূপ'।

সাঈদ বিন মানছুর মুত্তাছিল সনদে বর্ণনা করেন যে, চরানোর খরচ পরিমাণ বন্ধক কৃত পশুর উপর আরোহণ করতে ও সে অনুপাতে দুধ পান করতে পারবে'।

হাম্মাদ বিন সালামা তার 'জামে' গ্রন্থে ইব্রাহীম নাখঈ হ'তে বর্ণনা করেন, যখন কোন ছাগল বন্ধক রাখা হবে বন্ধক গ্রহণকারী ছাগলের চরানোর খরচ পরিমাণ দুধ গ্রহণ করতে পারবে যদি সে চরানোর দামের অধিক পরিমানে ছাগলের দুধ গ্রহণ করতে চায় তবে তা সুদ হবে (বুখারী, প্রথম খন্ড পৃঃ ৩৪১; ফাতহুল বারী ৫ম খন্ড পৃঃ ১৪৩-৪৪)। সাইয়্যেদ সাবেক বলেন, 'অনুমতি পেলে বন্ধক গ্রহণকারী বন্ধক হ'তে লাভবান হ'তে পারবেন (ফিকহুস সুন্নাহ ৩য় খন্ড পৃঃ ১৯৯৬)। মুহাদ্দিছগণ ও চার ইমামের অভিমতও তাই রয়েছে।

সুতরাং, শরীয়ত সম্মত বন্ধক এই যে, ঋণ ফেরতের নিশ্চয়তা স্বরূপ বন্ধক রাখতে হবে এবং ঋণ ফেরত পেলেই বন্ধক হুবহু ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু বন্ধকী জমি বা বস্তু হ'তে লাভ বা উপকার গ্রহণ করা যাবে না।

প্রশ্ন-৩(৩৬)ঃ বর্তমান সরকার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানসহ ইউ পি কাঠামো তৈরী করেছেন। এই ইউ পি কাঠামো ইসলামে স্বীকৃত কি-না? এবং এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করা উচিৎ হবে কি? কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দিলে খুশী হব।

মুহাম্মাদ সুলতান মাহমুদ
সম্পাদক, পাকুড়িয়া এতীম খানা
ভাদুরিয়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ আমাদের দেশের রাষ্ট্র পরিচালনার কাঠামো ও প্রচলিত গণতান্ত্রিক পন্থায় নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতি ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার কাঠামো ও নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। শুধু তাই নয় বরং ইসলাম ধ্বংসের অত্যন্ত কার্যকরী পথও বটে। বর্তমান সরকারের নির্বাচন পদ্ধতি যেহেতু প্রচলিত গণতান্ত্রিক পন্থায় এবং ইউ পি নির্বাচন ও ইউ, পি কাঠামোতে মহিলা মেম্বার ও ভাইস চেয়ারম্যান নিয়োগ তারই একটি অংশ, কাজেই শুধু পৃথকভাবে মহিলা নিয়োগের বিষয়টিকে দেখার অবকাশ নেই। বাকী রইল মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান হওয়ার ব্যাপার। শারঈ দৃষ্টিকোণে তা বৈধ নয়। কেননা ইসলাম মহিলা নেতৃত্বকে ভৎসনা করেছে। আল্লাহ বলেন, 'পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল' (সূরা নিসা ৩৪)। আবু বাকরা (রাঃ) বলেন, 'কেস্‌রার কণ্যাকে পারস্যবাসীগণ তাদের বাদশাহ নিযুক্ত করেছে এরূপ সংবাদ যখন নবী (ছাঃ) -এর নিকট পৌঁছল নবী (ছাঃ) বলে উঠলেন, সেই সম্প্রদায় কখনো সফলতা লাভ করবে না যারা তাদের নেতৃত্ব কোন মহিলার হাতে সমর্পণ করে' (বুখারী ২য় খন্ড ৬৩৭ পৃঃ)।

অতএব, মহিলাদেরকে নিজ নিজ গন্ডীর মধ্যে থেকে নিজ নিজ প্রতিভার বিকাশ ঘটানো উচিত এবং ইসলামের দেওয়া কল্যাণমন্ডিত রাষ্ট্র পরিচালনা কাঠামো প্রবর্তন ও প্রার্থীবিহীন নেতৃত্ব নিবার্চন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য মুসলিম রাজনীতিকদের অবশ্যই সোচ্চার হওয়া উচিত।

প্রশ্ন-৪(৩৭)ঃ সাহরীর আযান সম্পর্কে শরীয়তের অনুমোদন আছে কি? বর্তমানে সমাজে প্রচলিত সাহরীর সময় বাঁশী বাজানো, পটকা ফুটানো, গজল গাওয়া ও মাইকে চিৎকার করে ডাকাডাকি করা ইত্যাদি শরীয়ত সম্মত কি?

মুহাম্মাদ আলমগীর
প্রভাষক, জামতৈল ডিগ্রী কলেজ
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ সাহরীর জন্য আযান দেওয়া সুন্নাত। হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'বেলালের আযান তোমাদেরকে সাহরী খাওয়া থেকে কখনোই যেন বাধা না দেয়' (মুসলিম, ১ম খন্ড ৩৫০ পৃঃ; মিশকাত ৬৬ পৃঃ)।

ইবনে ওমর হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'বেলাল রাতে (সাহরীর) আযান দেয়। তোমরা ততক্ষণ

http://islaminonesite.wordpress.com

পর্যন্ত খাও এবং পান কর যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতুমের (ফজরের) আযান শুনতে পাও' (বুখারী ১ম খন্ড ৮৬ পৃঃ; মুসলিম ১ম খন্ড ৩৪৯ পৃঃ; নাসাঈ ১ম খন্ড (৭৫) পৃঃ; মিশকাত ৬৬ পৃঃ)।
উক্ত হাদীছ দু'টি প্রমাণ করে যে, রামাযান মাসে সাহরী খাওয়ার উদ্দেশ্যে সাধারণ জনগণকে জাগাবার জন্য ফজরের আযানের পূর্বে সাহরীর আযান দেওয়া উচিৎ। এছাড়া সাহরী খাওয়ার উদ্দেশ্যে সাধারন জনগণকে জাগাবার জন্য প্রচলিত নিয়মে সাহরীর সময় বাঁশী বাজানো, পটকা ফুটানো, গজল গাওয়া ও মাইকে চিৎকার করে ডাকাডাকি করা ইত্যাদি শরীয়ত পরিপন্থী ও মনগড়া কাজ। বিশেষ করে সাইরন ও পটকা ফুটানো ইয়াহুদীদের আচরণ (বুখারী ৮৫ পৃঃ; হাফেয আইনুল বারী, ছিয়াম ও রামাযান ৪৪ পৃঃ)।

প্রশ্ন-৫(৩৮)ঃ বর্তমান সমাজের মাযহাবী ফের্কার উৎপত্তি কখন থেকে এবং এর পরিণতি কি?

মুহাম্মাদ ছাদরুল আনাম
উত্তর পতেংগা, চট্টগ্রাম

উত্তরঃ ইসলামের তৃতীয় খলীফা হযরত ওছমানের (রাঃ) খিলাফাতের শেষ দিকে বাহ্যিক মুসলমান ইহুদী সন্তান আব্দুল্লাহ বিন সাবা-এর কুটচক্রে মুসলমানের মধ্যে সর্বপ্রথম সাবাঈ ও ওছমানী দু'দলের সৃষ্টি হয় এবং বিদ্রোহী সাবাঈ দলের হাতে তৃতীয় খলীফা শাহাদত বরণ করেন। পরবর্তীকালে হযরত আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া(রাঃ)-এর মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে খারেজী ও শী'আ ফের্কার উৎপত্তি হয় ও পরে এটি মাযহাবী ফের্কায় রূপ নেয়। এরপরে তাকদীরকে অস্বাকীরকারী কাদারিয়া মতবাদ ও তার বিপরীত অদৃষ্টবাদী জাবৃরিয়া মতবাদের জন্ম হয়। দ্বিতীয় শতাব্দীর দিকে সৃষ্টি যে প্রচলিত তাকলীদের উদ্ভব ঘটে, যা চতুর্থ শতাব্দী হিজরীতে গিয়ে বিভিন্ন মাযহাবী ফের্কায় রূপ নেয় (দ্রঃ শাহ অলিউল্লাহ হুজাতুল্লাহিল বালিগাহ 'চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বেকার লোকদের অবস্থা শীর্ষক' অধ্যায়) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) (৮০-১৫০ হিঃ), ইমাম মালেক (৯৫-১৭৯), ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪), ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১) (রহঃ), প্রমুখ ইমামগণ এজন্য দায়ী ছিলেন না। বরং তারা সকলেই তাদের অনুসারীদেরকে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করতে বলে গেছেন (শা'বানী, কিতাবুল মীযান ১/৭৩ পৃঃ)। ফের্কা বন্দির পরিণতি খুবই মারাত্মক। এক্ষেত্রে মহানবী (ছাঃ) বলেন, বানী ইস্রাঈল ৭২ ফের্কায় বিভক্ত হয়েছে আমার উম্মত ৭৩ ফের্কায় বিভক্ত হবে এদের একটি ব্যতীত সকল ফের্কা জাহান্নামে যাবে। নবী (ছাঃ) কে সকলে জিজ্ঞেস করলেন, মুক্তিপ্রাপ্ত সেই দলটি কারা? তিনি বললেন, আমি ও আমার ছাহাবাগণ যে আদর্শে রয়েছি ঠিক সেই আদর্শের অনুসারী হবে যারা (তিরমিযী মেশকাত পৃঃ ৩০)।

প্রশ্ন-৬(৩৯)ঃ সাধারণভাবে জানি যে, চাঁদ দেখে ছওম রাখতে হয় ও চাঁদ দেখেই ঈদ করতে হয়। ২৯ তারিখে চাঁদ দেখা না গেলে ৩০ তারিখ পূর্ণ করে নিতে হয়। কিন্তু বর্তমানে দেখা যায় যে, ৮/১০ মাইলের মধ্যে চাঁদ দেখার কোন খবর না পেলেও এবং ৩০ দিন পূর্ণ না হলেও রেডিও'র সংবাদ অনুযায়ী ছওম রাখা হয় ও ঈদ পালন করা হয়। ইহা কি কুরআন ও হাদীছের দৃষ্টিতে ঠিক? প্রমাণসহ উত্তর জানিয়ে বাধিত করবেন।

আব্দুল ওয়াজেদ
পাঁচ পটল
টাংগাইল।

উত্তরঃ চাঁদ দেখে ছওম রাখতে হবে ও চাঁদ দেখেই ছওম রাখা সমাপ্ত করতে হবে অর্থাৎ ঈদ করতে হবে। ২৯ তারিখে চাঁদ না দেখা গেলে ৩০ তারিখ পূর্ণ করে নিতে হবে। এই বিধানটি ছহীহ হাদীছভিত্তিক। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, প্রতি ব্যক্তি গ্রাম কিংবা প্রতিটি থানা ও জেলার লোককে চাঁদ দেখতেই হবে। বরং কোন দূরবর্তী এলাকার বিশ্বস্ত লোক চাঁদ দেখার সংবাদ দিলে সেই সংবাদে ছওম রাখা এবং ছওম ত্যাগ করা অর্থাৎ ঈদ করা যাবে। এর প্রমাণে ছহীহ সূত্র থেকে একটি হাদীছ পাওয়া যায় যে, 'একদা কিছু লোক ছওয়ারীতে চড়ে অন্য কোন দূরবর্তী স্থান থেকে নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে সংবাদ দেয় যে তারা গতকাল ঈদের চাঁদ দেখেছে। এই খবর শুনে নবী (ছাঃ) ছাহাবাগণকে ছওম ভঙ্গ করার নির্দেশ দেন ও পরের দিন ঈদগাহে সমবেত হ'তে বলেন' (আবু দাউদ, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজা, ইবুন হিব্বান/ নায়নুল আওতার 'কিতাবুছ ছাওম' ৪র্থ খন্ড পৃঃ ১৮৮)। উক্ত হাদীছে ঘটনাটি কোন নিকটতম অর্থাৎ ১০/১৫ মাইল দূরত্বের ঘটনা ছিলনা। কেননা এরূপ দূরত্বের ঘটনা হ'লে নবী (ছাঃ)-এর নিকট অবশ্যই সংবাদ পৌঁছে যেত এবং তিনি যথাসময়ে সে দিনেই ঈদ করতে পারতেন। আর যদি ঘটনাটি এরূপ নিকটতম দূরত্বের বলে ধরেও নেওয়া যায় তবুও ১০/১৫ মাইলের সীমা নির্ধারণ করেন নাই। কুরাইব হ'তে বর্ণিত হাদীছে শাম দেশে চাঁদ উদয়ের খবর মাদীনাবাসীর জন্য প্রযোজ্য না হওয়ার পক্ষে ইবনু আব্বাসের যে উক্তি রয়েছে তা থেকে খুব বেশী এতটুকু নেওয়া যায় যে, চাঁদ দেখা স্থানের ও চাঁদ দেখার খবর গ্রহণের স্থানের মাত্‌লা বা চাঁদ উদয় (স্থল) এক হওয়া চাই। এর অধিক নয় যেমনটি 'মির'আতুল মাফাতীহ' প্রণেতা ওবাইদুল্লাহ মুবরাকপুরী বর্ণনা দিয়েছেন। চাঁদ উদয় স্থান থেকে পূর্বে ৫৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত দূরুত্বের লোক সেই খবরে ছওম রাখতে ও ঈদ করতে পারবে। কিন্তু চাঁদ উদয় স্থান থেকে পশ্চিমের দূরত্বে কোন সীমা নেই। এক্ষণে যদি নিখুঁত ও নির্ভূলভাবে চাঁদ দেখে রেডিও টিভিতে সংবাদ পরিবেশনের ব্যবস্থা থাকে, তবে তা গ্রহণ করতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন আপত্তি নেই।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্ন-৭(৪০)ঃ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন, তাই আমি একটি ব্যবসা আরম্ভ করলাম। কিন্তু সমস্যা হ'ল এই যে, ব্যবসার অধিকাংশ মালের গায়েই প্রাণীর ছবিসহ লেবেল লাগানো থাকছে। এমতাবস্থায় সেই ছবিসহ সেই মালের ব্যবসা করা যায় কি-না?

আবুল কালাম আযাদ
সাং চককাযী মিয়া
পোঃ মুহাম্মদপুর
রাজশাহী

উত্তরঃ যে কোন প্রাণীর ছবি তোলা, ছবি টাঙ্গিয়ে রাখা অথবা এমনভাবে ছবি ব্যবহার করা, যাতে ছবির প্রতি কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করা হয়, শারঈ দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে তা হারাম। কিন্তু আগে থেকেই অন্য কারো দ্বারা ছবি অঙ্কিত অথবা ছবি লাগোনো দ্রব্যবস্তু ব্যবহার করা কিংবা সেই দ্রব্য কেনা-বেচা করা জায়েয যদি না সেখানে ছবির প্রতি কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন উদ্দেশ্য থাকে অথবা এমন কিছু না করে যাতে ছবির সম্মান হয়ে যায়। এর দলীল স্বরূপ নিম্নে ছহীহ হাদীছ প্রদত্ত হলঃ
হযরত মায়মুন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেন, ফিরিস্তা এমন বাড়ীতে প্রবেশ করেন না যে বাড়িতে কুকুর কিম্বা ছবি থাকে (বুখারী, মুসলিম)।
আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক কঠিন শাস্তিপ্রাপ্ত সেই ব্যক্তিরা যারা ছবি তোলে (বুখারী, মুসলিম)।
হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, তিনি তার ছোট্ট ঘরে একখানি পর্দা টাঙ্গিয়েছিলেন যাতে ছবি ছিল কিন্তু নবী (ছাঃ) তা দেখে ছিঁড়ে ফেলেন অতঃপর আমি তাকে দু'টি বসবার কাপ স্বরুপ বাড়িতে রেখে দিলাম, নবী (ছাঃ) তার উপর বসতেন (বুখারী-মুসলিম)। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি একটি পর্দা টাঙ্গিয়েছিলেন যাতে ছবি ছিল। নবী (ছাঃ) বাড়িতে প্রবেশ করলে তা টেনে ফেলে দেন। তিনি বলেন, অতঃপর আমি তাকে কেটে দু'টি বালিশ করি। নবী (ছাঃ) তাতে হেলান দিয়ে বসতেন (বুখারী, নায়ল ২য় খন্ড পৃঃ ১০৩)।
উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা ছবি অঙ্কিত বস্তু এমনভাবে ব্যবহার করা জায়েয প্রমাণিত হয় যাতে ছবির সম্মান না হয়ে অপমান হয়। অতএব ছহীহ হাদীছের আলোকে দোকানে ছবি টাঙ্গানো যাবে না। মালের সাথে যুক্ত ছবি দোকানে প্রদর্শন করা যাবে না। তবে ছবিযুক্ত মাল বিক্রি করা যাবে যদি মাল ক্রয় বিক্রয়ের সাথে ছবি ক্রয়-বিক্রয় উদ্দেশ্য না হয় এবং এমন মাল ক্রয়-বিক্রয় থেকে বিরত থাকতে হবে, যে মালের ক্রয়-বিক্রয় ছবির উপর নির্ভরশীল।
প্রকাশ থাকে যে, এখানে ছবি বুঝাতে প্রাণীর ছবি। গাছ-পালা অর্থাৎ জড়বস্তুর ছবিতে কোন আপত্তি নেই।

প্রশ্ন-৮(৪১)ঃ ছালাত আদায়ের সময় ছালাতে সূরাগুলি কি কুরআনের বিন্যাস অনুযায়ী পাঠ করতে হবে না এর ব্যতিক্রম করেও পড়া যায়? সূরা পাঠ করার মাধ্যমে যদি সূরা ভুলে যায় কিংবা ভুলের আশংকা থাকে তবে সেই স্থানে সূরা ইখলাছ পড়ার কি বিধান রয়েছে? দলীলসহ উত্তর দানে বাধিত করবেন।

আবুল কালাম আজাদ
সাং- চককাযীমিয়া
পোঃ মুহাম্মাদ পুর
রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাতে সূরা পাঠের নিয়ম যেহেতু প্রথম রাক'আতে কিরাআত লম্বা করা ও দ্বিতীয় রাক'আতে কিরাআত কিছুটা খাট করা, আর কুরআনে যেহেতু প্রথমে সর্বাধিক বড় সূরা (সূরা ফাতিহা ব্যতীত) তারপর ধারাবাহিকভাবে একের তুলনায় এক ছোট সূরাগুলো সাজানো রয়েছে (সামান্য ব্যতীক্রম বাদে) তাই স্বাভাবিকভাবেই কিরাআত পাঠের নিয়ম অনুযায়ী ছালাতে সূরা পাঠে কুরআনের বিন্যাস এসেই যায় এবং কুরআনের বিন্যাস অনুসারে নবী (ছাঃ)-এর ছালাতে সূরা পাঠ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, কুরআনের বিন্যাস অনুসারেই ছালাতে সূরা পাঠ অপরিহার্য। বরং আগের রাক'আতে পরের সূরা পড়ে ও পরের রাক'আতে আগের কোন সূরা পড়ে বিন্যাসের ব্যতিক্রম করা জায়েয। কারণ আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য যতটুকু কুরআন পাঠ করা সহজ ততটুকু পাঠ কর' (সূরা মুযাম্মেল ২০)। সুতরাং যে কোন সূরা থেকে সুবিধা মোতাবেক কুরআন পাঠ করে ছালাত আদায় করা যায়। অপরদিকে কুরআনের বিন্যাস অনুযায়ী নবী (ছাঃ) ছালাতে সূরা পাঠের নির্দেশ দিয়ে যাননি। তাছাড়া ছাহাবী ও তাবেঈগণের বিন্যাসের ব্যতিক্রম করে ছালাতে সূরা পাঠের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন- তাবেঈ আহনাফ বিন কায়স (বিন্যাসের ব্যতিক্রম করে) প্রথম রাক'আতে সূরা কাহাফ ও দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা ইউসুফ কিংবা ইউনুস পড়েন আর বলেন যে, তিনি হযরত ওমরের (রাঃ) সাথে ফজরের ছালাতে (এভাবেই) এ দু'টি সূরা পাঠ করেছিলেন (বুখারী ১ম খন্ড পৃঃ ১০৭)। এছাড়া প্রতি রাক'আতে (সূরা ফাতিহা ব্যতীত) অন্য সূরার সাথে সূরা ইখলাছ মিলিয়ে পড়া সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়েতো রয়েছেই। যা দ্বারা বিন্যাসের ব্যতিক্রম প্রমাণিত হয় (বুখারী ১ম খন্ড ১০৭ পৃঃ)।
ছালাতে সূরা পাঠ করার মধ্যে সূরা ভুলে গেলে কিংবা ভুল হওয়ার আশংকা থাকলেও সেস্থানে নির্দিষ্টভাবে সূরা ইখলাছ পাঠ করার কোন শারঈ বিধান নেই। তাই বিধান মনে করে পাঠ করা উচিৎ নয়। কিরাআত যথেষ্ট পরিমাণ হয়ে থাকলে সে অবস্থায় সে রুকুতে চলে যাবে নচেৎ সুবিধামত যে কোন সূরা পাঠ করে কিরাআত পূর্ণ করবে অতঃপর রুকুতে যাবে।

প্রশ্ন-৯(৪২)ঃ তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ ছালাতের মধ্যে কোন পার্থক্য রয়েছে কি? বর্তমানে আমাদের দেশে তারাবীহ'র ছালাত এশা ছালাতের পরপরই পড়া হয়ে থাকে। এটা কতটুকু শরীয়ত সম্মত?

ইমামুদ্দিন
নাচোল, নবাবগঞ্জ

http://islaminonesite.wordpress.com

উত্তরঃ ছালাতে তারাবীহ হচ্ছে মাহে রামাযানের রাতের সেই নফল ছালাত যাকে হাদীছের পরিভাষায় ছালাতুল লায়ল ও কিয়ামে রামাযান বলা হয়। অর্থাৎ অন্য ১১ মাসে রাতের যেই ছালাতকে " তাহাজ্জুদ" বলা হয় মাহে রামাযানে সেই ছালাতকেই তারাবীহ বলা হয়। তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ কোন পৃথক দু'টি ছালাত নয়। মহানবী (ছাঃ) মাহে রামাযানে পৃথক পৃথকভাবে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ পড়তেন বলে কোন প্রকার হাদীছ নেই (নায়লুল আওতার ২য় খন্ড ২৯৫ পৃঃ মির'আতুল মাফাতীহ ২য় খন্ড ২২৪ পৃঃ)।

প্রখ্যাত ছাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, মাহে রামাযানে লোকেরা রাতের এই ছালাত পড়ার সময় প্রতি চার রাক'আতের পর বিশ্রাম গ্রহণ করতেন তাই এই ছালাতের নাম তারাবীহ হয়ে যায়।

ছালাতে তারাবীহ পড়ার সময় সম্পর্কে এতটুকু নিশ্চিত যে, এটি রাতের ছালাত এবং ইহা 'ছালাতে এশা'-এর পরে ও ছুবহ ছাদিক হওয়ার পূর্বের মধ্যবর্তী সময়। কারণ ছালাতে এশা -এর পূর্বে কিংবা ছুবহ ছাদিকের পরে নবী (ছাঃ) -এর যুগে কেউ এই ছালাত পড়েছেন বলে কোন প্রমাণ নেই। বাকী রইল ছালাতে এশা-এর্র পরে ও ছুবহ ছাদিকের পূর্বের মধ্যবর্তী কোন সময়ে এই ছালাত আদায়ের নির্ধারিত সময়? এ সম্পর্কে বলা যায় যে, এই পূর্ণ ও দীর্ঘ সময়খানি সম্পূর্ণই 'ছালাতে তারাবীহ -এর সময়। তবে অর্ধেক রাতেই এই ছালাত পড়া উত্তম। কেননা সর্বাধিক ছহীহ সনদ সূত্রে এই ছালাত নবী (ছাঃ)-এর অর্ধেক রাতেই পড়া প্রমাণিত। যেমনটি বুখারী ১ম খন্ড ২৬৯ পৃষ্ঠায় হযরত আয়েশা (রাঃ) -এর হাদীছ প্রমাণ করে। তবে অন্য হাদীছ দ্বারা এটাও প্রমাণিত যে, নবী (ছাঃ) এই ছালাত ছালাতে এশা এর অল্পক্ষণ পরেও পড়েছেন। যেমনটি মুসনাদে আহমাদ ৫ম খন্ড ৭-৮ পৃষ্ঠায় হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছ প্রমান করে। এমনিতেই সেসময় ছালাতে এশা শেষ ও অর্ধেক রাত্রির শুরুর মধ্যে ব্যবধান খুব সামান্যই থাকত। এছাড়া নবী (ছাঃ) এই ছালাত আদায়ের জন্য রাতের কোন একটি সময়কে নির্দিষ্ট করে দেননি। ফলে মুছল্লীদের সুবিধার্থে 'ছালাতে এশা' এর পর পরই এই ছালাত আদায় করে নেওয়া যায়। তবে কেউ যদি অর্ধেক রাত্রে পড়তে চায় তবে তা আরো ভালো।

প্রশ্ন-১০(৪৩)ঃ তাবীজ লটকানো জায়েয আছে কি? কোন কোন মাওলানা বলেন যে, কুরআনের আয়াত দ্বারা তাবীজ ব্যবহার করা জায়েয। কথাটি কি ঠিক?

কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দিবেন।

আরীফুর রহমান
গ্রামঃ চরকুড়া
পোঃ বি, জামতৈল
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা তাবীয করা যদিও কতিপয় পন্ডিত জায়েয বলেছেন কিন্তু জায়েয হওয়ার পক্ষে তাদের নিকট তেমন কোন দলীল নেই কিছু অনুমান ছাড়া। 'আর আমি কুরআনে এমন বিষয়ও নাযিল করেছি যা রোগের সুচিকিৎসা ও মুমিনদের জন্য রহমত' (বনী ইসরাঈল ৮৭) এই আয়াত দ্বারা তাবীয লটকানো প্রমাণ করে থাকে। কিন্তু এটি তাদের অনুমান মাত্র যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রত্যাখ্যাত। বরং কুরআন তিলাওয়াত ও আয়াত দ্বারা ঝাড় ফুঁকের মাধ্যমে কুরআন থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করা ছহীহ হাদীছ সম্মত। এছাড়া হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত বায়হাক্বীর একটি হাদীছ থেকে তাবীয লটকানো প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সেখানে এমন কোন কথা উল্লেখ নাই যা দ্বারা স্পষ্টভাবে তাবীয লটকানো প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে আম্বরের ব্যক্তিগত আমল সংক্রান্ত একটি হাদীছ তাবীয লটকানোর পক্ষে পেশ করা হয় কিন্তু প্রথমতঃ সেখানে উল্লেখ রয়েছে যে, এটি তিনি কেবল সেই শিশুদের জন্য করতেন যারা এখনো কথা বলতে শেখেনি। দ্বিতীয়তঃ হাদীছটি গ্রহনযোগ্য নয়। পক্ষান্তরে এর বিপক্ষে একাধিক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যা দ্বারা সকল প্রকার তাবীয লটকানো নিষিদ্ধ ও শিরক প্রমাণিত হয়। যেমন- 'যে ব্যক্তি তাবীয ব্যবহার করবে আল্লাহ তাকে পূর্ণতা দেবেন না আর যে ব্যক্তি কড়ি ব্যবহার করবে আল্লাহ তাকে মঙ্গল দান করবেন না।' অন্য হাদীছে রয়েছে 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো সে শিরক করল' আরো রয়েছে 'ঝাড় ফুঁক, তাবীযালী এবং ভালবাসা সৃষ্টি করার তাবীয ব্যবহার নিঃসন্দেহে শিরক'। উল্লেখিত তিনটি হাদীছ ছহীহ এবং মুসনাদে আহমাদ, হাকেম ও ইবনু মাজাতে বর্ণিত হয়েছে। উক্ত তিনটি হাদীছে স্পষ্টভাবে সকল প্রকার তাবীয লটকানোকে শিরক করা হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে, এখানে ঝাড়-ফুঁক করাকে শিরক বলা হলেও এর দ্বারা শুধু সেই সকল ঝাড়-ফুকে উদ্দেশ্য রয়েছে যেগুলোতে শিরকী শব্দ রয়েছে। যেমন- মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের ঝাড়-ফুঁক আমার নিকট পেশ কর, যতক্ষণ না তাতে শিরকী শব্দ ব্যবহৃত হবে এতে কোন বাধা নেই' (মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৩৮৮)। শিরকমুক্ত শব্দে ঝাড়-ফুঁক করার শুধু অনুমতিই প্রদান করা হয়নি বরং প্রয়োজনে মহানবী (ছাঃ) ঝাড়-ফুঁক করার নির্দেশ প্রদান করেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি প্রদান করেছেন' (মুসলিম)। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'বদ নজরে মহানবী (ছাঃ) ঝাড়-ফুঁক করার নির্দেশ দেন' (বুখারী মুসলিম)। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা তাকে ঝাড়-ফুঁক কর তাকে বদনজর লেগে গিয়েছে' (বুখারী মুসলিম)। উল্লেখিত হাদীছত্রয় মিশকাত পৃঃ ৩৮৮।

অতএব এর দ্বারা প্রমাণিত হ'ল যে, কুরআনের আয়াতকে তাবীয করে নয় বরং আয়াত দ্বারা ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে তা থেকে চিকিৎসা নেওয়া বিধি সম্মত।

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক আত-তাহরীক

ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮

১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

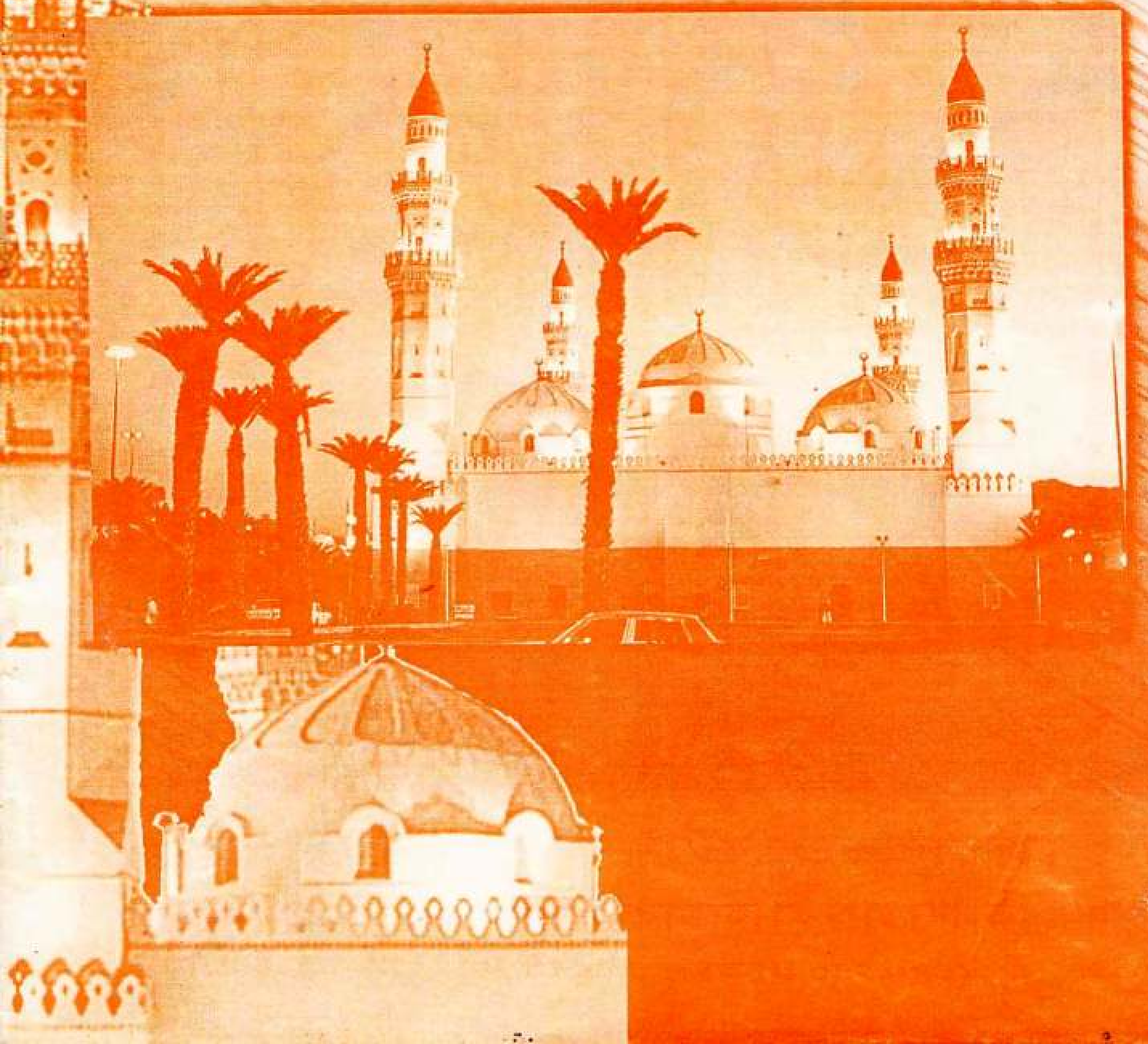

আহলেহাদীছ যুব সংঘ

সাতক্ষীরা জেলাঃ

রামাযানের পবিত্রতা রক্ষার দাবীতে রমাযানের শুরুতে সাতক্ষীরা সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে সাতক্ষীরা শহরে একটি বিরাট মিছিল বের হয়। মিছিলে বিভিন্ন দাবী সম্বলিত ব্যানার ও ফেস্টুন বহন করা হয়। মিছিল শেষে আয়োজিত সমাবেশে আহলেহাদীছ যুব সংঘের সাতক্ষীরা জেলার সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান ও অন্যান্য বক্তাগণ রামাযানের পবিত্র মাসে যাবতীয় অনৈসলামী কাজকর্ম হ'তে বিরত থাকার জন্য সকল মুসলমানের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

বগুড়া জেলাঃ

গাবতলী এলাকা আহলেহাদীছ যুবসংঘের উদ্যোগে অনুরূপ একটি মিছিল রামাযানের শুরুতে গাবতলী থানা শহরে অনুষ্ঠিত হয়। রামাযানের পবিত্রতা রক্ষার দাবীতে মিছিলে বিভিন্ন দাবী সম্বলিত ব্যানার ও ফেস্টুন বহন করা হয়। অনুষ্ঠান শেষে বক্তাগণ সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি এবং আপামর মুসলিম জনসাধারণের প্রতি সার্বিক জীবনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করার আহ্বান জানান। তাঁরা ব্যবসায়ী সমাজের প্রতি নিত্য ব্যবহার্য জিনিস পত্রের মূল্য বৃদ্ধি না করার জন্য উদাত্ত আহবান জানান।

(খ) আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থাঃ

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর মহিলা বিভাগ গাবতলী এলাকা আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থার উদ্যোগে গত ১৮ই জানুয়ারী'৯৮ রবিবার সকাল ১০-টায় গাবতলী বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে একটি মহিলা ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমায় প্রায় ৭০০ শত মহিলা অংশগ্রহণ করেন। ইজতেমায় পবিত্র মাহে রামাযানের গুরুত্ব এবং মহিলাদেরকে প্রবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার প্রতি আহবান জানিয়ে দীর্ঘ সময় বক্তব্য রাখেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহীর মুহাদ্দিছ শায়খ আব্দুর রায্যাক বিন ইউসুফ। পরিশেষে গাবতলী এলাকার পক্ষ থেকে মহিলাদের মধ্যে ইফতার বিতরণ করা হয়।

তাবলীগী ইজতেমা'৯৮

দলে দলে যোগ দিন

হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার শপথ নিন

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন-(১/৪৪)ঃ জন্মের ৭ম দিনে আকীকা না দিলে বা আকীকা করতে অসমর্থ হলে পরবর্তীতে আকীকা করলে তা শরীয়ত সম্মত হবে কি? আকীকার পশু নির্ধারনের শর্ত কি? আকীকার গোস্ত কি করতে হবে?

আব্দুল মোহায়মেন
ঘোড়ামারা
রাজশাহী

উত্তরঃ সন্তান জন্মের ৭ম দিনে বাচ্চার আকীকা করা পিতা বা পিতার অনুমতিক্রমে আইনগত অভিভাবকদের উপরে সুন্নাত। ছেলের জন্য ২টি সমান মাপের ছাগল ও মেয়ের জন্য ১টি ছাগল আকীকার উদ্দেশ্যে কুরবানী করতে হয়। এটাই ছাহীহ হাদীছ সম্মত বিধান।- দেখুনঃ তিরমিযী ইত্যাদি 'আকীকা' অধ্যায়।

৭ দিনের পরে যদি কেউ আকীকা করেন, তবে সেটা সুন্নাত মোতাবেক হবে না। ১৪ ও ২১ দিনে আকীকা সম্পর্কে তাবারাণী ও বায়হাকী বর্ণিত যে হাদীছ এসেছে, তা নিতান্তই যঈফ। নর হউক বা মাদী হউক ছাগল-ভেড়া ব্যতীত অন্য কোন পশু দ্বারা আকীকার কথা ছহীহ হাদীছে নেই। জমহুর বিদ্বানগণ আনাস (রাঃ) বর্ণিত তাবারাণীর হাদীছের উপরে ভিত্তি করে উট, গরু ও ছাগল দ্বারা আকীকা করা জায়েয বলেছেন। কিন্তু তাবারাণীর উক্ত হাদীছ ছহীহ নয়।- দেখুনঃ ফাৎহুল বারী শরহে বুখারী, তুহফাতুল আহওয়াযী শরহে তিরমিযী ইত্যাদি 'আকীকা' অধ্যায়।

এক্ষণে যথার্থভাবে কোন শারঈ ওযর বশতঃ যদি কেউ ৭দিনে আকীকা দিতে সক্ষম না হন, তবে (সুন্নাতের ক্বাযা হিসাবে) পরবর্তী সময়ে দিলেও চলবে বলে বিদ্বানগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।- দেখুনঃ ফিকহুস সুন্নাহ ২/৩২ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ৬/২৬১পৃঃ প্রভৃতি।

প্রশ্ন-(২/৪৫)ঃ হাতে এবং দাড়িতে মেহেন্দী দেওয়া যাবে কি? খেযাব দিয়ে চুল ও দাড়ী কালো করা যাবে কি-না?

আব্দুল মালেক
নওদাপাড়া
রাজশাহী

http://islaminonesite.wordpress.com

উত্তরঃ পুরুষ হাতে মেহেন্দী লাগাতে পারে না। তবে মহিলাদের হাতে মেহেন্দী লাগানো উচিত। একদা আল্লাহ্‌র রাসূল(ছাঃ) এক মহিলার হাতে মেহেন্দী না দেখে পুরুষের হাত বলে নিন্দা করেন। -আবু দাউদ, নাসায়ী, মেশকাত ৩৮৩ পৃঃ।

পুরুষ তার পাকা চুলকে মেহেন্দী দ্বারা রঙ্গিন করতে পারে বরং করা উচিৎ। কেননা আল্লাহ্‌র রাসূল(ছাঃ) বলেন, ইহুদী-খৃষ্টান তাদের পাকা চুল রাঙায় না। তোমরা তাদের বিরোধিতা কর অর্থাৎ চুল রাঙাও। -মুসলিম ২য় খন্ড ১৯৯ পৃঃ। আল্লাহ্‌র রাসূল(ছাঃ) বলেন, তোমরা সাদা চুল কোন কিছু দ্বারা পরিবর্তন কর। তবে কালো করা থেকে বেঁচে থাক। -মুসলিম ২য় খন্ড ১৯৯ পৃঃ। অপর দিকে চুল কালো করলে সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটে, যা আল্লাহ্‌র রাসূল(ছাঃ) নিষেধ করেছেন। -মুসলিম ২য় খন্ড ২০৫ পৃঃ।

প্রশ্ন-(৩/৪৬)ঃ ফরয ছালাত অন্তে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিত ভাবে হাত তুলে আমীন আমীন বলে মুনাজাত কেহ করেন, কেহ করেন না। কোনটা ঠিক কুরআন-হাদীছের আলোকে সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

আব্দুর রহমান

বিলচাপড়ী, ধুনট, বগুড়া

উত্তরঃ ক্ষেত্র বিশেষে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) থেকে হাত তুলে দো'আর বিশুদ্ধ প্রমাণ থাকলেও রাসূল (ছাঃ) তাঁর তেইশ বৎসরের নবী জীবনে কোন ফরয ছালাতের পরে প্রচলিত পদ্ধতিতে দো'আ করেননি। আল্লাহ চুপে চুপে তাঁকে ডাকতে বলেছেন (আরাফ ৫৫ আয়াত), যেটা ছালাতের মধ্যে মুছল্লী একান্ত নিভৃতে করে থাকেন। আল্লাহ্‌র রসূল (ছাঃ) বলেন, 'বান্দা তার প্রভুর অতীব নিকটে পৌঁছে যায়, যখন সে সিজদাবনত হয়। অতএব তোমরা সিজদায় গিয়ে সাধ্যমত প্রার্থনা কর' (মুসলিম)।

রাসূলুল্লাহ(ছাঃ) অধিকাংশ সময় শেষ বৈঠকে 'আত্তাহিয়াতু' এবং সালামের মধ্যবর্তী সময়ে বেশী বেশী দো'আ করতেন (মুসলিম)। বলা আবশ্যক যে, ছানা হ'তে শুরু করে সালাম ফিরানো পর্যন্ত ছালাতের প্রায় সকল স্তরেই দো'আর বিধান রয়েছে। এর পরেও বান্দা সিজদা ও আত্তাহিয়াতু-এর পরে তার মন মত যে কোন দো'আ আরবীতে বলতে পারে। আরবী জানা না থাকলে যে দো'আ গুলি তার জানা আছে, অন্তর থেকে ও চোখের পানি ফেলে সেগুলি পড়লেই তার উদ্দেশ্য হাছিল হবে। মনে রাখা উচিৎ যে, আল্লাহ বান্দার মনের খবর রাখেন। তিনি চান কেবল বান্দার প্রান ভরা দো'আ ও অশ্রুঝরা আকুতি।

দো'আ একটি ইবাদত। অতএব তার নিয়ম পদ্ধতি শরীয়ত অনুযায়ী হওয়া উচিত। ছালাতের পুরা অনুষ্ঠানটিই মূলতঃ দো'আর অনুষ্ঠান। মুছল্লী ছালাতের মধ্যে তার প্রভুর সাথে গোপনে কথা বলে। অতএব অর্থ বুঝে ছালাত আদায়ের অভ্যাস করা উচিত। তাহ'লে প্রচলিত প্রথার প্রতি আকর্ষণ কমে যাবে। অন্যদিকে সুন্নাত অনুযয়ী আমল করার জায্‌বা সৃষ্টি হবে।

হানাফী আলেম গণের মধ্যে চট্টগ্রামের হাটহাজারীর মুফতী মাওলানা ফয়যুল্লাহ প্রচলিত জামা'আতী দো'আর অনুষ্ঠানকে বিদ'আত বলেন। তার অনুসারীগণ উক্ত বিদ'আত হ'তে দূরে থাকেন। উপমহাদেশের আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের মধ্যে অনেকে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিত ভাবে প্রচলিত পদ্ধতিতে দো'আ করাকে জায়েয বলেন। তাঁরা দিল্লীর সৈয়দ নযীর হুসাইন দেহলভী (১২২০-১৩২০ হিঃ)-এর 'ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ'-এর উপরে ভিত্তি করে সম্ভবতঃ এ কথা বলে থাকেন। অথচ উক্ত ফৎওয়া গ্রন্থের কোথাও প্রচলিত জামা'আতী দো'আ সম্পর্কে কোন হাদীছ বর্ণিত নেই। সেখানে ফরয ছালাতের পরে রসূলের (ছাঃ) একাকী হাত উঠিয়ে দো'আ করা সম্পর্কে কয়েকটি যঈফ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে মাত্র।

মজার বিষয় এই যে, উক্ত ফৎওয়া গ্রন্থে 'মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ' -এর বরাতে আসওয়াদ বিন আমের বর্ণিত একটি হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে। যা নিম্নরূপঃ عن الأسود بن عامر عن أبيه قال صليتُ مع رسول الله (ص) الفجرَ فلما سلم انحرف و رفع يديه ودعا ، যার সারমর্ম হ'ল 'রাসূল (ছাঃ) ফজরের ছালাত শেষে সালাম ফিরালেন ও মুছল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন এবং স্বীয় দু'হাত উঁচু করলেন ও দো'আ করলেন'। অথচ মূল কিতাবে রয়েছে, عن جابر بن يزيد الأسود العامرى عن أبيه قال صليتُ مع رسول الله (ص) الفجرَ فلما سلم انحرفَ ، অত্র মূল হাদীছে শুধুমাত্র এটুকুই রয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ) সালাম ফিরানোর পরে মুছল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন'। এখানে 'দু'হাত উঁচু করলেন ও দো'আ করলেন' এ কথাটি নেই। জানিনা এই বাড়তি অংশটি কিভাবে ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ -তে যুক্ত হ'ল। তাছাড়া মূল কিতাবে রাবীর লক্বব হিসাবে আসওয়াদ আল-আমেরী উল্লেখিত হয়েছে। কিন্তু ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ -তে উক্ত লক্ববকে মূল নামে পরিণত করে 'আসওয়াদ বিন আমের' লেখা হয়েছে। যা রিজাল শাস্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে মারাত্মক অপরাধ (দ্রঃ মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, বোম্বাই-ভারতঃ ১৯৭৯, 'ছালাত' অধ্যায় ১/৩০২ পৃঃ)। তাছাড়া ফৎওয়াটির লেখক হলেন 'আয়নুদ্দীন' নামক তাঁর জনৈক ছাত্র এবং তার

http://islaminonesite.wordpress.com

পাশেই রয়েছে মিয়াঁ ছাহেবের সীল মোহর।- দ্রঃ ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ, দিল্লীঃ ১৯৮৮, ২য় খন্ড ৫৬৪-৬৫ পৃঃ)।

স্মর্তব্য যে, মিয়াঁ ছাহেবের নামে প্রকাশিত উক্ত ফৎওয়া সংকলনে তাঁর শিষ্যদের প্রদত্ত ফৎওয়া সমূহ তাদের নামসহ সংকলিত হয়েছে। জীবনের শেষ অংশে এসে মিয়াঁ ছাহেবের সিদ্ধান্তে অনেক দুর্বলতা এসে গিয়েছিল। যেটা শতায়ু মানুষের জন্য অনেকটা স্বাভাবিক ব্যাপার। অনেক সময় মসজিদে রক্ষিত তাঁর সীলমোহর তাঁর বিনা অনুমতিতেই ব্যবহৃত হ'ত। সেকারণে মিয়াঁ ছাহেবের জীবনীকার ছাত্র মাওলানা ফযল হুসাইন বিহারী বলেন, 'মিয়াঁ ছাহেবের জীবনের শেষ সিকি অংশের যেসব ফৎওয়া ইতিপূর্বেকার খেলাফ প্রমাণিত হয়, সেগুলি তাঁর নিজস্ব ফৎওয়া গণ্য করা ঠিক নয়। বরং পূর্বের ফৎওয়াগুলিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।' আল -হায়াত বা'দাল মামাত পৃঃ ৬১৩-১৪।

আহলেহাদীছগণ সর্বদা ছহীহ হাদীছের অনুসরণে সচেষ্ট থাকেন। আর সে কারনেই প্রচলিত জামা'আতী দো'আকে তারা সুন্নাত বিরোধী বলে মনে করেন।

আল্লাহ্‌র রাসূল(ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করবে, যাতে আমার নির্দেশ থাকবেনা তা পরিত্যাজ্য (বুখারী ১০৯২ পৃঃ)। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, কেউ যদি আমার দ্বীনের মধ্যে নতুন কাজের উদ্ভব ঘটায়, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা পরিত্যাজ্য (মুসলিম)।

প্রশ্ন-(৪/৪৭)ঃ 'পীর' শব্দের অর্থ কি? শরীয়তের দৃষ্টিতে পীর ধরতে হবে কি? অনেকেই বলেন পীর না ধরলে জান্নাত পাওয়া যাবে না। যার পীর নেই, তার পীর হচ্ছে শয়তান।

মোসাম্মাৎ সুলতানা

ঘোড়ামারা ,রাজশাহী।

উত্তরঃ 'পীর' ফারসী শব্দ, যার অর্থ বুড়া। শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রচলিত পীর-মুরীদীর কোন দলিল নেই। মহান আল্লাহ তার রাসূলকে(ছাঃ) আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে বলেছেন। আল্লাহ বলেন, অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র রাসূলের মাঝে উত্তম আদর্শ।'-আহযাব ৩৩ আয়াত। অন্য স্থানে মহান আল্লাহ বলেন, রাসূল যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর, আর যা নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাক।'-হাশর ৭ আয়াত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলের(ছাঃ) আদর্শই গ্রহণ করতে বলেছেন। অবশ্য দ্বীনী ইলম শিক্ষার জন্য যে কোন যোগ্য আলেমের নিকটে শিক্ষা গ্রহণ করার নির্দেশ শরীয়তে রয়েছে। শিক্ষক ও ছাত্রের উপরে কিয়াস করে পীর-মুরীদীকে জায়েয করার কোন সুযোগ নেই। কেননা রসূল(ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণ যুগে এসবের কোন অস্তিত্ব ছিল না। বরং মানুষ তাদের প্রয়োজনে আলেমদের নিকট থেকে কুরআন ও হাদীছ -এর বিধান জেনে নিয়ে সেভাবে আমল করতেন। তাছাড়া বর্তমান যুগের 'পীর' ছাহেবেরা 'মা'রেফাত' নামক একটি পৃথক শাস্ত্র সৃষ্টি করেছেন। যার মেহনত করার জন্য তাঁরা স্ব স্ব মুরীদানকে আহবান করেন, যা শরীয়তের প্রতি গভীর ভাবে আনুগত্যশীল হওয়ার মৌলিক আবেদনকে জনগণের নিকটে ক্ষুন্ন করে।

আল্লাহ্‌র রাসূল(ছাঃ) বলেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি ততক্ষণ মুমিন হবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকটে তার পিতা-মাতা, তার ছেলে-মেয়ে ও সকল মানুষের চেয়ে প্রিয় না হব'। -বুখারী, মুসলিম, মেশকাত ১২ পৃঃ। মোট কথা আল্লাহ্‌র রাসূলই সব চেয়ে সম্মানিত ও অনুসরণের যোগ্য। কোন পীর বা ওলী নয়। রাসূল(ছাঃ) বলেন, আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি বস্তু রেখে গেলাম। যদি তা কঠিন ভাবে আঁকড়ে ধরতে পার, তবে তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবেনা। তাহ'ল আল্লাহ্‌র কিতাব ও তার নবীর সুন্নাত' (মুওয়াত্তা মালেক)। এখানে সঠিক পথে থাকার সম্বল হিসাবে কেবল কুরআন ও হাদীছকেই বলা হয়েছে, অন্য কিছুকে নয়। অতএব 'পীর না ধরলে জান্নত পাওয়া যাবেনা' একথা ঠিক নয়। 'যার পীর নেই তার পীর হচ্ছে শয়তান' এটা একটা আবান্তর ও অতীব জঘন্য কথা শরীয়াতে বায়'আত ও ইমারত-এর কথা রয়েছে, জামা'আতী যিন্দেগী যাপনের জন্য মুমিনের উপরে যা অপরিহার্য। প্রচলিত পীর-মুরীদীর সাথে শরীয়তের আমীর ও মামূরের কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন-(৫/৪৮)ঃ যারা সন্তান না নেওয়ার আশায় অপারেশন হয়েছে, তাদের পিছনে ছালাত আদায় করলে তা শুদ্ধ হবে কি?

হাসানুয্ যামান ও সৈয়দ আলী

রাজপুর, সাতক্ষীরা

উত্তরঃ সন্তান না নেওয়ার আশায় অপারেশন হওয়া শরীয়তে গোনাহে কবীরাহ, যা তওবার শর্তে ক্ষমা হওয়া না হওয়া আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। এইরূপ অপরাধী লোকের পিছনে ছালাত জায়েয আছে। ইবনে ওমর (রাঃ) হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ-এর পিছনে ছালাত আদায় করেছেন (বুখারী)। হাজ্জাজ একজন অত্যাচারী ও ফাসেক শাসক ছিল। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) ফাসেক বাদশাহ মারওয়ানের পিছনে ছালাত আদায় করেছেন (মুসলিম)। ইমাম বুখারী স্বীয় 'তারীখ' গ্রন্থে বলেন, ১০ জন ছাহাবী বড় অপরাধী নেতাদের পিছনে ছালাত আদায় করতেন।- আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ নায়লুল আওত্বার ৩য় খন্ড ১৬৩ পৃঃ।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্ন-(৬/৪৯)ঃ কোন কোন এলাকায় দেখি টাকা দ্বারা ফিৎরা আদায় করে। টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা দেওয়া কি জায়েয আছে?

আব্দুল হান্নান

তানোর, রাজশাহী

উত্তরঃ আল্লাহ্‌র রাসূলের যুগে সোনা-রূপার মুদ্রা বাজারে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) খাদ্য বস্তু দ্বারা ফিৎরা আদায় করেছেন এবং বিভিন্ন শস্যের কথা হাদীছে উল্লেখ রয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা ফিৎরা প্রদান করতাম এক ছা খেজুর অথবা জব হ'তে বা পনির হ'তে কিংবা কিসমিস হ'তে, অন্য বর্ণনায় খাদ্য হ'তে' (বুখারী ১ম খন্ড ২০৪ পৃঃ)। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন'(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫-১৬)।

খাদ্যশস্য দ্বারা 'ছাদাক্বাতুল ফিৎর' আদায় করাই সুন্নাত। টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা প্রদান করা সুন্নাত নয়। ছায়েম নিজে যা খান, তা থেকেই ফিৎরা দানের মধ্যে অধিক মহব্বত নিহিত থাকে। দ্বিতীয়তঃ খাদ্য ও খাদ্যের মান কখনো এক হয় না। সম্ভবতঃ এসব কারণেই রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম খাদ্যশস্য দ্বারা ফিৎরা আদায় করতেন। তাঁরা খাদ্যমূল্য দ্বারা ফিৎরা দিয়েছেন বলে জানা যায় না।

প্রশ্ন-(৭/৫০)ঃ জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা শরীয়তে কতটুকু জায়েয আছে? যদি জায়েয থেকে থাকে, তাহ'লে প্রচলিত বড়ি বা প্যানথার ব্যবহার করা জায়েয কি-না?

আবুল কালাম আযাদ

তানোর, রাজশাহী

উত্তরঃ সুখী সংসারের উদ্দেশ্যে অথবা দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান কম নেয়ার লক্ষ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) 'আযল' অর্থাৎ শুক্র বাইরে নিক্ষেপ করাকে গোপন ভাবে সন্তানকে মাটিতে পুঁতে দেয়া বলে উল্লেখ করেছেন (মুসলিম, মেশকাত ২৭৬ পৃঃ)। মহান আল্লাহ বলেন, তোমরা দরিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা করনা। অমি তাদের ও তোমাদের খাদ্য দিয়ে থাকি'(বনী-ইসরাঈল ৩১)। দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তান কমানো উদ্দেশ্য না থাকলে, বাচ্চার দুধ খাওয়া পর্যন্ত অথবা মহিলার কোন শারীরিক কারণে কিংবা স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে যে কোন পদ্ধতিতে শুক্র বাইরে নিক্ষেপ করা যায়। জাবের (রাঃ) বলেন, আমরা আল্লাহ্‌র রাসূলের (ছাঃ) যুগে আযল করতাম। আল্লাহ্‌র রাসূলের (ছাঃ) নিকট এই সংবাদ পৌছলে তিনি আমাদের নিষেধ করেননি। কেননা যে সন্তান আসা তাকদীরে নিধারিত আছে, তা আসবেই। -মুসলিম ২য় খন্ড ৪৬৫ পৃঃ।

প্রশ্ন- (৮/৫১)ঃ যে কোন হালাল ব্যবসায় ক্রয় মূল্যের চেয়ে কি পরিমাণ লাভ করা যাবে ? এছাড়া বাকী বিক্রিতে দাম কম-বেশী করা যাবে কি-না?

আবুল কালাম আযাদ

তানোর, রাজশাহী

উত্তরঃ কুরআন হাদীছ লাভের পরিমান উল্লেখ করেনি। তবে হাদীছে ক্রয় মূল্যের ডবল দামে বিক্রয়-এর প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) হযরত উরওয়া বিন আবুল জা'আদ আল-বারেকীকে ছাগল কেনার জন্য একটি দীনার দিয়েছিলেন। তিনি এক দীনারে দু'টি ছাগল ক্রয় করে একটি এক দীনারে বিক্রি করেন এবং একটি ছাগল ও এক দীনার ফেরৎ দেন। তখন আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তার ক্রয়-বিক্রয়ে বরকতের দো'আ করেন (বুখারী, মেশকাত ২৫৪ পৃঃ)।

উক্ত হাদীছে পরিমাণ প্রমাণ হয় না, তবে বেশীর ইংগিত পাওয়া যায়। বাকী ক্রয়-বিক্রয়ে দামের কমবেশ হলে ঐ ব্যবসা অবৈধ হবে। কেননা হযরত অবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, نهي رسول الله (ص) عن بيعتين في بيعة رواه مالك والترمذي و أبو داؤد والنسائي باسناد حسن والحديث صحيح كما قاله الألباني – রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন এক বিক্রির মধ্যে দুই বিক্রি করতে' (মালেক, তিরমিযী ইত্যাদি, 'বুয়ূ' অধ্যায় মিশকাত হা/২৮৬৮)। এর ব্যাখ্যা হ'ল এই যে, 'এক ব্যক্তি কোন বস্তু বিক্রয়ের সময় বলল যে, আমি এ বস্তুটি তোমার নিকটে নগদে ১০ টাকায় এবং বাকীতে ২০ টাকায় বিক্রি করলাম'(লুম'আত, হাশিয়া মিশকাত ২৪৮ পৃঃ)।

প্রশ্ন-(৯/৫২)ঃ আজকাল কোন কোন আলেম বলছেন যে, ফজরের আযানের পরে জামা'আত শুরুর প্রাক্কালে অথবা চারিদিকে প্রভাতের লাল আভা ভালভাবে ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত সাহারী করা চলবে। এটা যদি কেউ না মানে তবে তারা ছহীহ হাদীছের বিরোধী হিসাবে গণ্য হবে ইত্যাদি। বিষয়টি কতটুকু সঙ্গত। জওয়াবদানে নিশ্চিন্ত করলে বাধিত হব।

মুহাম্মাদ ইউনুস আলী

গ্রাম ও পোঃ ফিংড়ী, জেলাঃ সাতক্ষীরা

http://islaminonesite.wordpress.com

উত্তরঃ আল্লাহ বলেন, 'তোমরা (রামাযানের রাতে) খানাপিনা কর যতক্ষণ না (রাত্রির) কাল রেখা হ'তে ভোরের শুভ্ররেখা স্পষ্ট হয় (বাক্বারাহ ১৮৭)। এই আয়াতাংশ নাযিল হওয়ার পরে লোকেরা পায়ে কালো সূতা ও সাদা সূতা বেঁধে পরখ করা শুরু করল। তখন বিষয়টি পরিষ্কার ভাবে বুঝানোর জন্য পরে নাযিল হয় 'মিনাল ফাজ্‌রে' অর্থাৎ সাদা সূতা নয় বরং রাত্রির কাল রেখা হ'তে ফজরের শুভ্ররেখা স্পষ্ট হওয়া পর্যন্ত। হযরত আদী বিন হাতিম (রাঃ) এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, إنما هو سواد الليل وبياض النهار। 'উহা হ'ল রাতের অন্ধকার ও দিবসের শুভ্রতা' (বুখারী)। ইমাম কুরতুবী বলেন, রাসূলের এই ব্যাখ্যার মধ্যেই সবকিছুর ফায়ছালা নিহিত রয়েছে'। তিনি বলেন, শরীয়তদাতা আল্লাহ যেখানে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত খানাপিনার শেষ সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেখানে ফজর উদয় হওয়ার পরেও খানাপিনা করা যাবে একথা কিভাবে বলা যেতে পারে? (তাফসীরে কুরতুবী, বাক্বারাহ ১৮৭ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)। হ্যাঁ খাদ্য বা পানীয় হাতে থাকা অবস্থায় যদি ফজর হয়ে যায়, তখন তা শেষ করার হুকুম হাদীছে রয়েছে (আবু দাঊদ, মিশকাত হাদীছ সংখ্যা ১৯৮৮)।

মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, كلوا واشربوا حتي يؤذن ابن ام مكتوم وإنه لايؤذّن حتي يطلُعَ الفجرُ رواه البخاري 'তোমরা খানাপিনা কর যতক্ষণ না আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম আযান দেয়। কেননা সে ফজর উদয় না হওয়া পর্যন্ত আযান দেয় না'(বুখারী)। বুঝা গেল যে, ফজর উদয় হওয়া পর্যন্তই সাহারীর শেষ সময়, ফজরের পরে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত নয়। মা আয়েশা (রাঃ) ও মা হাফছা (রাঃ) থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে মরফূ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে এই মর্মে যে, من لم يبيت وفي رواية لحفصة من لم يجمع الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له رواه الدارقطني ورجاله ثقات–

'যে ব্যক্তি ফজর উদয় হওয়ার পূর্বে ছিয়ামের প্রস্তুতি নিলনা, তার ছিয়াম হ'লনা' (দারাকুৎনী, কুরতুবী ২/৩১৯ পৃঃ)। ইমাম কুরতুবী বলেন, জমহুর বিদ্বানগণের মাযহাব এটাই এবং এর উপরেই চলছে শহরে গ্রামে সর্বত্র একই নিয়ম'।

সূর্যের লালিমা প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত সাহারী করতেন বলে হযরত আবুবকর, ওমর, হুযায়ফা, ইবনু আব্বাস, তাল্‌ক্ব বিন আলী, আতা বিন আবী রাবাহ, আ'মাশ, সুলায়মান প্রমুখ ছাহাবী ও তাবেঈ থেকে বর্ণনা এসেছে। ইমাম কুরতুবী বলেন, এগুলি ইখতেলাফ রাত্রি ও দিবসের ব্যাখ্যার ব্যাপারে আরবী ভাষাবিদ গণের মধ্যকার ইখতেলাফের কারণে হয়েছে (ঐ, তাফসীর ২/৩১৯ ও ১৯২-৯৩ পৃঃ)। তবে চূড়ান্ত মীমাংসা রাসূলের (ছাঃ) উপরোক্ত বক্তব্যের মধ্যেই নিহিত। যেখানে বলা হয়েছে 'উহা হ'ল রাত্রির অন্ধকার ও দিবসের শুভ্রতা' (বুখারী)। অতএব ছিয়াম-এর শুরু হ'ল ফজরের উদয় হওয়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

কিছু ছাহাবীর আমলের কারণে খ্যাতনামা তাবেঈ ইমাম ইসহাক্ব বিন রাহ্‌ওয়ে বলেন, 'যদি কেউ সকালের লাল আভা পর্যন্ত সাহারী প্রলম্বিত করেন, তবে আমি তার উপরে দোষারোপ করবো না বা তাকে ক্বাযা বা কাফ্‌ফারা আদায় করার জন্যও বলবোনা' (ফৎহুল বারী 'ছওম' অধ্যায় ৪/১৬৩ পৃঃ)।

প্রশ্ন (১০/৫৩)ঃ চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে যদি কোন মুক্তাদী দু' রাক'আত পায়, তাহ'লে সে কি পরবর্তী দু'রাক'আত শুধু সূরায়ে ফাতিহা পড়বে না অন্য সূরা মিলাবে?

মূসা

মেহেরপুর, ধুরইল, রাজশাহী।

উত্তরঃ জামা'আত শুরু হ'লে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ধীরে যেতে বলেছেন এবং ছুটে যাওয়া অংশটুকু পুরণ করতে বলেছেন। যেমন তিনি বলেন, عن أبي هريرة عن النبي (ص) قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلي الصلاة ، و عليكم السكينة والوقار و لا تسرعوا ، فما أدركتم فصلوا و ما فاتكم فأتموا، متفق عليه

(বুখারী ও মুসলিম, বুলূগুল মারাম হাদীছ সংখ্যা ৪১১)।

এক্ষনে জামা'আতের ছুটে যাওয়া অংশটুকু পুরণ করার নিয়ম সম্পর্কে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেন, তুমি যে অংশটা ইমামের সাথে পেলে সেটা তোমার ছালাতের প্রথম অংশ' (বায়হাক্বী ২য় খন্ড ২২৪ পৃঃ)। আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ নায়লুল আওত্বার ৪/১৯-২০ পৃঃ; সুবুলুস সালাম ২/৬৮ পৃঃ হাদিছ সংখ্যা ৩৯০।

অতএব প্রথম অংশের ধারা বহাল রেখে বাকী অংশটা পুরো করতে হবে। যেমন চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের এক রাক'আত পেলে এক রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়বে এবং বাকী দু'রাক'আত শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে।।

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

ইজতেমা সংখ্যা

১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা
মার্চ ১৯৯৮

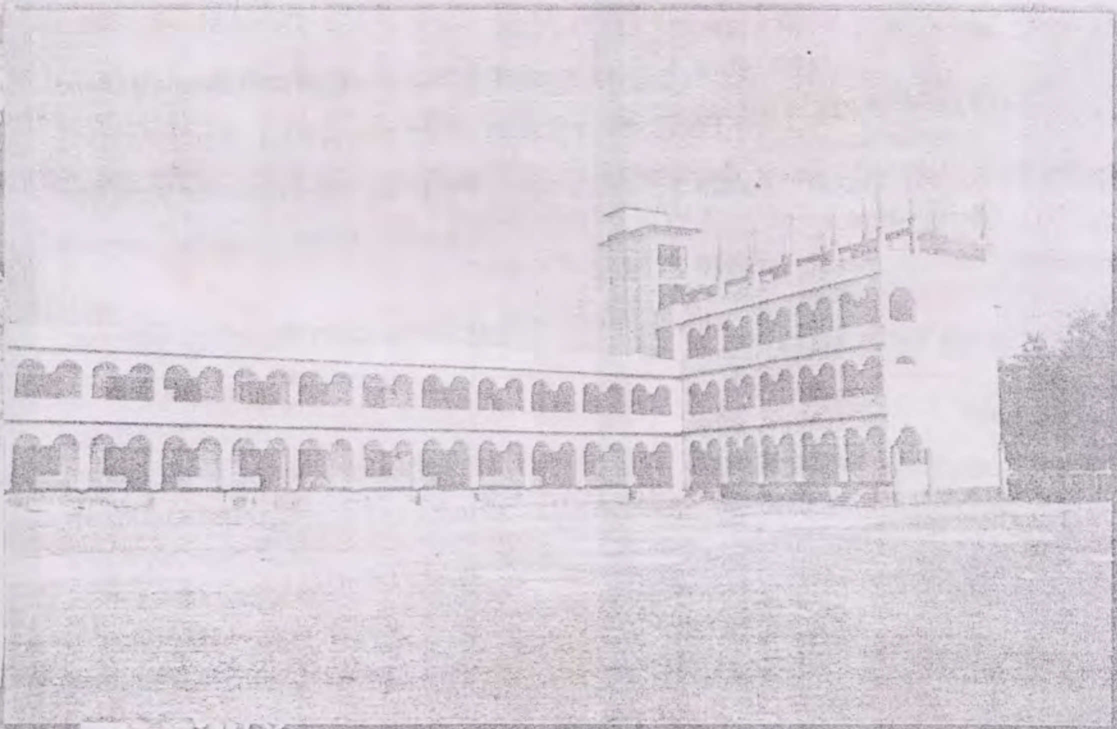

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন-(১/৫৪)ঃ ইফতারী সম্মুখে নিয়ে ইফতারের পূর্বে হাত তুলে মুনাজাত করা যায় কি?

রেযাউল ইবনে নুরশাদ
কম্পিউটার সাইন্স বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

উত্তরঃ ইফতারের সময় দো'আ পাঠ করা সুন্নাত। আমর বিনুল 'আছ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ইফতারের সময় রোযাদারের দো'আ ফেরৎ দেওয়া হয় না। -ইবনু মাজাহ ১২৫ পৃঃ হাদীছটি বিশুদ্ধ; যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ৫২ পৃঃ।

আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তিন প্রকার লোকের দো'আ ফেরৎ দেওয়া হয় না। (১) ন্যায়পরায়ণ বাদশার দো'আ। (২) ছায়েমের দো'আ ইফতার করা পর্যন্ত (৩) মাযলূমের দো'আ। -তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ১২৫ পৃঃ হাদীছ বিশুদ্ধ; যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ৫২ পৃঃ। ইফতারী সামনে রেখে দলবদ্ধভাবে হাত তুলে দো'আ করার কোন প্রমাণ নেই। ছায়েমগণ নিজেরা তাদের জানা দো'আ সমূহ পড়বেন।

প্রশ্ন-(২/৫৫)ঃ সাহারী খাওয়ার পূর্বে অথবা পরে স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়াম নষ্ট হয় কি?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বাবুপাড়া, পাংশা, রাজবাড়ী

উত্তরঃ 'রামাযান' বা অন্য সময়ে সাহারী খাওয়ার পূর্বে অথবা পরে স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়াম নষ্ট হবে না। আয়েশা ও উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) নাপাক অবস্থায় সকাল করতেন এবং ছিয়াম পালন করতেন -বুখারী ১ম খণ্ড ২৫৮ পৃঃ; মুসলিম ১ম খণ্ড ৩৫৩ পৃঃ; তিরমিযী ১৬৩ পৃঃ।

প্রশ্ন-(৩/৫৬)ঃ আমি একজন ফাযেল ক্লাসের ছাত্রী। 'রামাযান' মাসে কুরআন মজীদ খতম করার নিয়ত করেছিলাম। অসুস্থতার কারণে নিয়ত পুরণ হচ্ছে না। এমতাবস্থায় পিতা-মাতা বা ভাই-বোনের মাধ্যমে পড়ে নিলে হবে কি?

নারগিস ইসলাম
জামালপুর মহিলা মাদরাসা
জামালপুর

উত্তরঃ ছিয়াম ছাদকা, ইস্তেগফার ও হজ্জ, এক মুসলমান অন্য মুসলমানের পক্ষ থেকে পালন করার শরঈ বিধান পাওয়া যায়। কিন্তু ছালাত ও কুরআন তেলাওয়াতের কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। কাজেই এইরূপ ইবাদত শরীয়তে গ্রহণীয় নয়। -মাজমূ'আ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ২৪খণ্ড ৩০০ পৃঃ; মাজমূ'আ ফাতাওয়া আব্দুল আযীয বিন বায ৪র্থ খণ্ড ৩৪৮ পৃঃ। অতএব সাধ্য থাকলে ক্বাযা হিসাবে নিয়ত পুরণ করুন। না পারলে আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তিনি বান্দার নিকটে সাধ্যের বাইরে কিছু চান না।

প্রশ্ন-(৪/৫৭)ঃ আমরা মৃত ব্যক্তির নামে মাওলানাদের মাধ্যমে কুরআন খতম করি এবং তাদেরকে খাওয়াই ও নযরানা দেই। এতে মৃত ব্যক্তির কোন ছাওয়াব হবে কি?

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির জন্য কুরআন তেলাওয়াত করা ও ছালাত আদায় করা কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। কাজেই মৃত ব্যক্তির নামে নিজে কুরআন তেলাওয়াত করুক অথবা অন্য লোক দ্বারা করা হউক তা 'বিদ'আত' হবে। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, এরূপ আমল ইসলামী বিধান নয়। -মাজমূ'আ ফাতাওয়া ২৪ খণ্ড ৩০০ পৃঃ। মৃত ব্যক্তির নামে কুরআন তেলাওয়াত করা বিদ'আত। -যাদুল মা'আদ ১মখণ্ড ৫২৭ পৃঃ; মাজমূ'আ ফাতাওয়া ৪র্থ খণ্ড ৩৪২ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ৪র্থ খণ্ড ৯২ পৃঃ।

এদেশে প্রচলিত কুলখানি ও চেহলাম বা চল্লিশার খানা অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে বিদ'আত। অমনিভাবে কেউ মারা যাওয়ার পর লাশের নিকটে বা অনতিদূরে বসে কুরআন তেলাওয়াত করার কোন প্রমাণ নেই। মৃত ব্যক্তি এসবের কিছুই জানতে পারেন না। তার আমলনামায় এসবের কিছুই পৌঁছে না। অপচয় এবং 'রিয়া'-র গোনাহ হ'তে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাঁচতে পারেন না। রাসূল (ছাঃ) ও চার খলীফার জন্য কুলখানি ও চেহলামের ব্যবস্থা কখানোই ছিল না। অতএব অন্য ধর্মের অনুকরণে আমাদের মধ্যে চালু হওয়া এইসব বিদ'আত থেকে দ্রুত তওবা করা উচিত।

প্রশ্ন-(৫/৫৮)ঃ পশুর সাথে যেনা করলে তার বিধান কি?

আরীফুর রহমান
গ্রামঃ চরকুড়া, জামতৈল কামার খন্দ
সিরাজগঞ্জ

উত্তরঃ পশুর সাথে যেনাকারী পুরুষকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। তবে হত্যা করা যাবে না। -আবুদাউদ ২য় খণ্ড ৬১৩ পৃঃ 'পশুর সাথে যেনা করা' অধ্যায়; তিরমিযী ২য় খণ্ড ২৬৯ পৃঃ।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে অন্য এক বর্ণনায় অপকর্মকারী ব্যক্তি ও পশুকে হত্যার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু বর্ণনাটি ছহীহ নয়। ইমাম আবুদাউদ ও ইমাম তিরমিযী হত্যা না করার হাদীছকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

প্রশ্ন-(৬/৫৯)ঃ আমাদের দেশে তারাবীহর ছালাত এশার

ছালাতের পর পরই পড়া হয়ে থাকে। এটা কি সুন্নাত? **তা**রাবীহর ছালাতের প্রকৃত সময় কখন?জানিয়ে বাধিত **ক**রবেন।

বনী আমীন
তাবলীগ সম্পাদক
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
মেহেরপুর সাংগঠনিক যেলা

উত্তরঃ তারাবীহর ছালাত এশার ছালাতের পর রাতের প্রথম ভাগে পড়ার কথা হাদীছে এসেছে। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী বলেন, একদা (১৪ হিজরীর রমাযান মাসের রাতে) আমি হযরত ওমর ইবনে খাত্ত্বাবের সাথে মসজিদে (নববীতে) গেলাম। অতঃপর লোকদের বিক্ষিপ্ত ভাবে দেখলাম। কেউ একা ছালাত আদায় করছে, কারো সাথে কিছু লোক জামা'আত করছে। ঐ বিশৃঙ্খল ভাবে দেখে ওমর ফারূক (রাঃ) বললেন, আমি যদি সবাইকে এক ইমামের পিছনে জমা করে দেই তাহলে খুব ভাল হ'ত। তারপর তিনি দৃঢ় পদক্ষেপ নিলেন এবং সবাইকে উবাই ইবনে কা'বের পিছনে জামা'আত করালেন। পরের রাতে তিনি আবার মসজিদে আসলেন এবং সবাইকে একজন ক্বারীর পিছনে জামা'আতে ছালাত আদায় করতে দেখে বললেন, কি সুন্দর নতুন নিয়ম এটা। তবে হাঁ (শেষ রাতের তাহাজ্জুদের) যে ছালাত থেকে তোমরা শুয়ে থাকতে, তা এই তারাবীহ থেকে উত্তম যা তোমরা এখন পড়ছ। তখন লোকেরা প্রথম রাতে তারাবীহ পড়তো। -বুখারী, মেশকাত, ১১৫ পৃঃ। অবশ্য প্রথম রাতে জামা'আতে তারাবীহ পড়া শেষরাতে একাকী তাহাজ্জুদ পড়ার চেয়ে উত্তম। -মির'আত ২/২৩২ পৃঃ। হাদীছে রাতের প্রথম ভাগে তারাবীহ পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্য এক বর্ণনায় অর্ধ রাতে তারাবীহ পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। -বুখারী ১ম খণ্ড ২৬৯ পৃঃ। অপর বর্ণনায় এশার কিছু পরের প্রমাণ পাওয়া যায়। -মুসনাদে আহমাদ ৫ম খণ্ড ৭-৮ পৃঃ।

প্রশ্ন-(৭/৬০)ঃ হানাফী পরিবারে বিবাহ করা যাবে কি? বিবাহ পড়ানোর নিয়ম কি? বিবাহের পর ছালাত পড়া ও বৌ-ভাত -এর অনুষ্ঠান কি জায়েয?

হাসান আলী
জামদহ বৈদ্যপুর, মান্দা, নওগাঁ

উত্তরঃ মুসলমান হিসাবে হানাফী পরিবারে বিবাহ করা যাবে। তবে শর্ত হ'ল বিদ'আত থেকে দূরে থাকতে হবে। যদি স্বামী বা স্বামীর পরিবারের চাপে আহলেহাদীছ মেয়েটি কোন শিরক বা বিদ'আত করতে বাধ্য হয়, তবে তার গোনাহ ও পরকালীন শাস্তি মেয়ের সাথে তার দুনিয়াদার বাপ-ভাই বা অভিভাবকদেরও ভোগ করতে হবে।

বিবাহের নিয়ম- (১) বিবাহের জন্য প্রথম ওয়ালী নির্ধারণ করতে হবে। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন 'ওয়ালী ব্যতীত বিবাহ হয় না'। -তিরমিযী ১ম খণ্ড ২০৮ পৃঃ; আবুদাঊদ ১ম খণ্ড ২৯৪ পৃঃ।

(২) দুই জন মুমিন ও ন্যায়নিষ্ঠ পুরুষ অথবা দুইজন মহিলা ও একজন পুরুষ সাক্ষী থাকতে হবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ হয় না। -তিরমিযী ১ম খণ্ড ২১০ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ৬ষ্ঠ খণ্ড ১২৫ পৃঃ। ওয়ালী নিজে অথবা বিবাহ সম্পাদনকারী খুৎবা ও দু'আ পাঠ করবেন। -তিরমিযী ১ম খণ্ড ২১০ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৩০ পৃঃ। ওয়ালী বিবাহের বৈঠকে বর ও কনের উপস্থিতিতে উভয় পক্ষের দুইজন সাক্ষী রেখে বরের সামনে প্রস্তাব পেশ করবেন ও তা কবুল করাবেন। একে অপরের প্রস্তাব ও কবুল শুনবে! -ফিকহুস সুন্নাহ ২য় খণ্ড ৩০পৃঃ। বর ও কনের বৈঠক ভিন্নও হ'তে পারে। তখন ওয়ালী কনের প্রস্তাব বরের সামনে পেশ করবেন। -নায়লুল আওত্বার ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৩২ পৃঃ।

বিবাহের শেষে ছালাত আদায় করা সুন্নাত নয় বরং দু'আ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। বর ও কণের জন্য প্রত্যেকে নিম্নের দো'আটি পড়বেন–

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَ بَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ رواه الخمسة الا النسائى وصححه الترمذى–

'আল্লাহ আপনার জন্য ও আপনার উপরে বরকত দান করুন এবং আপনাদের দু'জনের মধ্যে মঙ্গলময় মিলন দান করুন' (তিরমিযী প্রভৃতি, সনদ ছহীহ) -নায়লুল আওত্বার ৭ম খণ্ড পৃঃ ৩০০। বিবাহ ও প্রথম মিলনের পর স্বামীর পক্ষ হ'তে সম্ভব মত আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়ানোর ব্যাবস্থা করা সুন্নাত। যাকে 'ওয়ালীমা' বলা হয় (বৌ-ভাত নয়)। -বুখারী ২য় খণ্ড ৭৭৬ পৃঃ।

'বৌ-ভাত' একটি হিন্দুয়ানী প্রথার নাম। যার অর্থ- হিন্দু বিবাহে বরের আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক নব বধুর দেওয়া অন্ন গ্রহণরূপ অনুষ্ঠান বিশেষ; পাকস্পর্শ (সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান, কলিকাতা ১৯৯১ পৃঃ ৪৬৮); নব বধুর ছোঁয়া অন্ন বরের আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক গ্রহণের আচার বিশেষ; পাকস্পর্শ (বাংলা অভিধান, ঢাকা বাংলা একাডেমী ১৯৯২, পৃঃ ৭৫৭)।

মুসলমানেরা নব বধুর হাতের ছোঁয়া পাকস্পর্শ খেতে যায় না। বরং নব বিবাহিত মুসলমান স্বামী তার নব পরিণীতা স্ত্রীকে ঘরে আনার পর নতুন জীবনের যাত্রা শুরুতে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে ও আত্মীয়-স্বজনের দো'আ চেয়ে আনন্দের সাথে নিজের সাধ্যমত যে খানাপিনার ব্যবস্থা করে, তাকেই 'ওয়ালীমা' খানা বলে। এটি নিঃসন্দেহে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান, যা পালন করা সুন্নাত। ওয়ালীমার দাওয়াতে সুন্নাত মনে করে যোগদান করার নির্দেশ শরীয়তে এসেছে, উপহারের ডালি নিয়ে নয়।

সকল মুসলমানের জন্য হিন্দুদের অনুকরণে 'বৌ-ভাত' নামক বিদ'আতী অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকা উচিত।

প্রশ্ন-(৮/৬১)ঃ ঈদের ছালাতের নির্দিষ্ট সময় কখন? ৯টা বা ১০টার সময় ছালাত আদায়ের বিধান আছে কি?

আব্দুল হাসিব
কাঁটাবাড়ীয়া, বগুড়া

উত্তরঃ জুনদুব (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) আমাদেরকে নিয়ে 'ঈদুল ফিতরের' ছালাত আদায় করলেন। তখন সূর্য দুই কাঠি উপরে ছিল এবং ঈদুল আযহা সূর্য এক কাঠি উপরে থাকাকালীন সময়ে আদায় করেন। -নায়লুল আওত্বার ৩য় খণ্ড ২৯৩ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড ২৬৯ পৃঃ।

আবদুল্লাহ ইবনে বুসর একদা 'ঈদুল ফিতর' কিংবা 'ঈদুল আযহা' পড়তে বের হন। অতঃপর ইমাম সাহেব দেরী করায় তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং বলেন, এই সময়েই আমরা (আল্লাহ্‌র রাসূলের (ছাঃ) যুগে) ছালাত আদায় করে ফারেগ হয়ে যেতাম। এটা ছিল ইশরাকের সময়। -আহমাদ, আবুদাঊদ ১ম খণ্ড ১৬১ পৃঃ। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) একদা আমর ইবনে হযমকে এক পত্রে লেখেন, তুমি 'ঈদুল আযহা' জলদী করে পড় এবং ঈদুল ফিতর দেরী কর। আর লোকদের নছীহত কর। -মিশকাত ১ম খণ্ড ১২৭ পৃঃ। সুতরাং সব হাদীছ গুলো একত্রিত করলে বুঝা যায় যে, সূর্যোদয়ের পর আনুমানিক দেড় ঘন্টার মধ্যে 'ঈদুল আযহা' এবং আড়াই ঘন্টার মধ্যে 'ঈদুল ফিতর' পড়া উচিত।

প্রশ্ন-(৯/৬২)ঃ ঈদে যে তাকবীর পাঠ করা হয়, যেমন 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হু আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার অলিল্লা-হিল হাম্‌দ'- এই তাকবীর কি সুন্নাত সম্মত?

আব্দুল ওয়াদূদ
কাঁটা বাড়ীয়া, বগুড়া

উত্তরঃ উল্লেখিত শব্দ সমূহ দ্বারা 'ঈদুল ফিতর' ও 'ঈদুল আযহা'তে তাকবীর পাঠ করা সুন্নাত। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) উক্ত শব্দগুলি সহকারে তাকবীর দিতেন। -মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা 'তাকবীর কোন্ দিন কোন সময় পর্যন্ত' অধ্যায় ২য় খণ্ড ৭২ পৃঃ।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন, অধিক সংখ্যক ছাহাবী হ'তে মারফূ ভাবে উক্ত শব্দে তাকবীর প্রমাণিত আছে। -ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়া ২৪ খণ্ড ২২০ পৃঃ। ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, উক্ত শব্দে তাকবীরের হাদীছগুলি বিশুদ্ধ। -যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ৪৪৯ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার 'আইয়ামে তাশরীকে যিকর' অধ্যায় ৩য় খণ্ড ৩১৬ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড ৩৭৫ পৃঃ 'ঈদায়নের তাকবীর' অধ্যায়।

প্রশ্ন-(১০/৬৫)ঃ কুরবানীর দিনে কুরবানীর পশুর গোস্ত ছাড়া অন্য খাদ্য দ্বারা ইফতার করা যাবে কি?

আব্দুল মতীন
মেহেন্দীপুর, বগুড়া

উত্তরঃ 'ঈদুল আযহা' শেষ করে বাড়ী ফিরে কুরবাণী কারীর জন্য কুরবাণীর গোস্ত খাওয়া উত্তম হবে। বুরায়দা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল ঈদুল ফিৎরে না খেয়ে বের হ'তেন না, আর ঈদুল আযহাতে ছালাত শেষ না করে খেতেন না। -তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত ১২৬ পৃঃ হা/১৪৪০।

মুসনাদে আহমাদ -এর বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি স্বীয় কুরবানীর গোস্ত হ'তে খেতেন' (فَيَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ) (নায়ল ৪/২৪১। বায়হাক্বীর-র রেওয়ায়াতে আল্লাহ্‌র নবী প্রথমে কলিজা হ'তে খেতেন' (মির'আত ২/৩৩৮ পৃঃ)।

দীর্ঘ বিরতির পরে সকালে প্রথম খাওয়াকে আভিধানিক অর্থে 'ইফতার' বলা হয়। কিন্তু শারঈ পরিভাষায় ইফতার বলতে ছিয়াম শেষের ইফতার বুঝায়। ইবনু কুদামা বলেন, এই দিন খাওয়া দেরীতে করার তাৎপর্য এই যে, এইদিন কুরবানী করা ও সেখান থেকে খাওয়াটাই সুন্নাত। অন্য একজন বিদ্বান বলেন, দুই ঈদে দুই সময় রাসূলের খাওয়ার তাৎপর্য হ'ল দু'ঈদের জন্য নির্দিষ্ট ছাদকা বের করা। যেমন- ঈদগাহে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে ফিৎরার ছাদকা বের করা এবং ঈদুল আযহা শেষে কুরবানীর ছাদকা বের করা। আমীরুল ইয়ামানী বলেন, আল্লাহ যে কুরবানী করার তাওফীক্ব দান করেছেন, সেই নিয়ামতের শুকরিয়া জানানোর জন্য সর্বপ্রথম নিজ কুরবানীর গোস্ত থেকেই খেতে হয়'। -মির'আত ২/৩৩৮ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার 'ঈদায়েন' অধ্যায় ৪/২৪১-৪৩ পৃঃ। অবশ্য শারীরিক অসুবিধা থাকলে ঈদগাহ থেকে ফিরে এসে সাধারণ খাদ্য খাওয়া যাবে। এই দিন যারা কুরবানী করতে পারেন না তাদের জন্য সাধারণ খাওয়ায় কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন প্রেরণকারী ভাই-বোনদের প্রতি

- প্রশ্ন পৃথক ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিস্কার হরফে লিখে ইনভেলাপে পাঠাবেন ও নীচে প্রশ্নকারীর নাম ও পূর্ণ ঠিকানা লিখবেন।
- ২টির বেশী প্রশ্ন পাঠাবেন না।
- প্রশ্ন অবশ্যই মান সম্পন্ন হ'তে হবে।
- ইতিপূর্বে প্রকাশিত প্রশ্নোত্তর পুনরায় প্রকাশ করা হয় না।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

ঈদুল আযহা সংখ্যা

১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা
এপ্রিল '১৯৯৮

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন-(১/৬৬)ঃ দ্বীন ইসলামে চিকিৎসার কিরূপ অবকাশ রয়েছে? বিশেষভাবে একজন মুসলমানের পক্ষে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা নেওয়া ও শিক্ষা অর্জন করা যায় কি?

মুহাম্মাদ আবুল মানছূর
চক লোকমান কলোনী,বগুড়া

উত্তরঃ দ্বীন ইসলামে অন্যান্য যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ন্যায় রোগ-ব্যাধির বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ইসলাম তিনটি পথ অবলম্বন করেছে- ১. স্বাস্থ্যের হেফাযত করা (বাক্বারাহ ১৮৪)। ২. রোগ-ব্যাধি থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করা (নিসা ৪৩)। ৩. রোগে আক্রান্ত হলে চিকিৎসা করা (বাক্বারাহ ১৯৬)।

সাথে সাথে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ এমন কোন রোগ দেননি যার ঔষধ রাখেননি (বুখারী 'চিকিৎসা' অধ্যায়)। প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ রয়েছে। রোগ মাফিক ঔষধ প্রয়োগ হ'লে আল্লাহ্র রহমতে ভাল হয়ে যায় (মুসলিম 'চিকিৎসা' অধ্যায়)। মহানবী (ছাঃ) নিজে চিকিৎসা করেছেন, চিকিৎসা নিয়েছেন ও অন্যের চিকিৎসা করিয়েছেন (বুখারী, মুসলিম, নায়লুল আওত্বার)। শুধু তাই নয় তিনি ব্যাপক হারে রোগের চিকিৎসার শিক্ষাও প্রদান করেছেন যা হাদীছ গ্রন্থ সমূহের 'ত্বিব' বা 'চিকিৎসা' অধ্যায়ে ভরপুর রয়েছে। তবে দ্বীন ইসলাম চিকিৎসা বিষয়েও বিধি-নিষেধের মাধ্যমে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেমন তাবীয লটকানো, শিরকী মন্ত্রপাঠ ও হারাম বস্তু দ্বারা ঔষধ গ্রহণ করা যাবে না।

হোমিও প্যাথি ঔষুধে অ্যালকোহল (যদি থাকে), তবে তা শরীয়তে হারামকৃত মদের পর্যায়ভুক্ত নয়। কেননা শরীয়তে একমাত্র 'মুসকির' ও 'খামর' পর্যায়ের শরাব (মদ) কে হারাম করা হয়েছে। যা পান করলে স্বাভাবিক অবস্থায় বিবেকশক্তি লোপ পায়। ঔষধে ব্যবহৃত অ্যালকোহল (যদি থাকে), তবে তা ব্যবহারে বিবেকশক্তি লোপ পায় না। ফলে এরূপ ঔষধ ব্যবহার করা বা তার শিক্ষা অর্জন করা কোনটিই না জায়েয নয়।

প্রশ্ন-(২/৬৭)ঃ হোমিওপ্যাথি মতে রোগীর সঙ্গে কথোপকথন, দর্শন ও শরীর স্পর্শ না করলে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা যায় না। ধর্মীয় মতে এটি করা যাবে কি?

মুহাম্মাদ আবুল মানছূর
চক লোকমান কলোনী, বগুড়া

উত্তরঃ দ্বীন ইসলামে মহিলাদের জন্য অত্যন্ত কঠোরভাবে পর্দার অন্তরালে থাকার নির্দেশ ও মুহরাম ব্যতীত অন্য পুরুষের সাথে কথোপকথন, দর্শন ইত্যাদি নিষেধ আছে। তবে নিতান্ত প্রয়োজনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তা জায়েয রাখা হয়েছে। যেমন- মহানবী (ছাঃ) বরদেরকে বিবাহের পূর্বেই কনে দেখার অনুমতি ও উৎসাহ প্রদান করেছেন (মুসলিম 'নিকাহ' অধ্যায়)। স্ত্রীগণ পুরুষদের সাথে তাওয়াফ করেছেন। এছাড়াও মহিলাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ সহ পুরুষদের চিকিৎসা করার বিষয়টিও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। জনৈক মহিলা ছাহাবী রুবাই বিনতে মু'আব্বিয বলেন, আমরা নবী করীম (ছাঃ) -এর সাথে যুদ্ধে শরীক হ'তাম। যোদ্ধাদের পানি পান করাতাম। আহতদের চিকিৎসা করতাম। আহত ও নিহতদেরকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মদীনায় স্থানান্তর করতাম।

প্রকাশ থাকে যে, পুরুষদের এসব সেবামূলক কাজে মহিলাদের নিয়োজিত থাকতে হ'লে তাদের সাথে কথোপকথন, দর্শন ইত্যাদি হওয়া স্বাভাবিক। ফলে এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, শারঈ বিধান মতে চিকিৎসার যরূরী প্রয়োজনে মহিলা ও পুরুষের মধ্যে কথোপকথন, দর্শন ও শরীর স্পর্শ জায়েয। তবে তা হ'তে হবে নিতান্ত প্রয়োজনে ও নিরুপায় অবস্থায় পূর্ণ শালীনতার সাথে। এসব ছাড়াই যদি চিকিৎসা সম্ভব হয়, তবে সেভাবেই চিকিৎসা গ্রহণ ও প্রদান করতে হবে।

প্রশ্ন-(৩/৬৮)ঃ সম্পূর্ণ 'মোহর' বাকী রেখে অথবা কিছু পরিশোধ করে ও কিছু বাকী রেখে বিবাহ করার বিধান কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কোথাও আছে কি?

শেখ মাহতাবুদ্দীন আহমাদ
রাজশাহী

উত্তরঃ মোহর সম্পূর্ণ বাকী রেখে অথবা কিছু নগদ ও কিছু বাকী রেখে উভয় ভাবেই বিবাহ সম্পাদন করা কিতাব ও সুন্নাহ অনুসারে বৈধ। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে যে স্বাদ গ্রহণ করেছ তার বিনিময়ে তাদের মোহরানা তাদেরকে ফরয মনে করেই

http://islaminonesite.wordpress.com

আদায় করে দাও' (নিসা২৪)।

জনৈক ছাহাবীর উপস্থিত মোহর প্রদানে অক্ষমতা প্রকাশের প্রেক্ষাপটে মোহর স্বরূপ কুরআনের সূরা শিক্ষা প্রদান বাকী রেখে মহানবী (ছাঃ) বিবাহ সম্পাদন করেন (বুখারী 'কুরআন শিক্ষার উপরে মোহর বাকী রেখে বিবাহ' অধ্যায় ২/৭৭৪ পৃঃ)। তবে উক্ত হাদীছ থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, 'মোহর' বাকী রেখে বিবহ সম্পাদন জায়েয হলেও বিবাহ সম্পাদন কালীন মোহর প্রদান সর্বোত্তম। কেননা কুরআনের অন্যান্য আয়াত ও হাদীছ দ্বারা বিবাহ সম্পাদন কালীন মোহর প্রদান উত্তম প্রমাণিত আছে। যেমন- রাসূল (ছাঃ) বলেন, সকল শর্তের চেয়ে বিবাহের শর্ত, যার দ্বারা তোমরা স্ত্রীকে হালাল করেছ (অর্থাৎ মোহর) পূর্ণ করা তোমাদের জন্য অধিক কর্তব্য (বুখারী, মুসলিম)।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সক্ষম ও অক্ষম উভয় অবস্থাতেই মোহর বাকী রেখে বিবাহ সম্পাদন করা জায়েয। অনুরূপভাবে কিছু মোহর প্রদান করে ও কিছু বাকী রেখে বিবাহ সম্পাদন যে জায়েয তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা পূর্ণ মোহর যেখানে বাকী রেখে বিবাহ জায়েয, সেখানে কিছু মোহর প্রদান করে বিবাহ সম্পাদন করা অধিকতর জায়েয। মহানবী (ছাঃ) হযরত আলী (রাঃ) -কে বিবাহের পরে হযরত ফাতিমার সাথে মিলনের পূর্বেই কিছু মোহর প্রদানের নির্দেশ দেন। দ্রষ্টব্যঃ নায়লুল আওত্বার 'মোহরের কিছু অংশ মিলনের পূর্বে ও বাকী অংশ পরে প্রদানের' অধ্যায়।

প্রশ্ন-(৪/৬৯)ঃ মোহর কি কারণে দিতে হয়? মোহরের টাকা কে পাবে? মোহরের ঊর্ধতম ও নিম্নতম পরিমাণ কত? মোহর কি পারিশোধ করা ফরয?

মুহাম্মাদ হাসান আলী

জামদহ, বৈদ্যপুর

মান্দা, নওগাঁ

উত্তরঃ বিবাহিতা স্ত্রীকে হালাল করার জন্য 'মোহর' শরীয়ত বির্ধারিত একটি বিনিময় মাধ্যম মাত্র। যার একমাত্র মালিকানা স্ত্রীর এবং যা আদায় করা স্বামীর জন্য অপরিহার্য। কেননা এটি বিবাহের অন্যতম প্রধান শর্ত। যেমন আল্লাহ বলেন, وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً অর্থাৎ 'আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে খুশী মনে তাদের মোহর দিয়ে দাও' (নিসা ৪)। فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ অর্থাৎ 'তোমরা তাদের অভিভাবকদের অনুমতিক্রমে বিয়ে কর এবং উত্তম ভাবে তাদের মোহর প্রদান কর' (নিসা ২৫)। সকল শর্তের চেয়ে বিবাহের শর্ত পালন করা অধিক কর্তব্য। -বুখারী 'বিবাহের শর্তাবলী' অধ্যায় ২/৭৭৪ পৃঃ।

প্রকাশ থাকে যে, শারঈ বিধানে মোহরের সর্বোচ্চ সীমা ও সর্ব নিম্ন সীমা নির্ধারণ করা হয় নাই। বর ও কনে পক্ষ খুশী মনে যে পরিমান মোহর নির্ধারণে সম্মত হবে, সেটাই হবে বিনিময় মোহর। তবে মোহরের পরিমাণ হালকা রাখাই শরীয়তে অধিক পসন্দনীয় ও কল্যাণময়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মোহর হিসাবে যদি কেউ তার স্ত্রীকে অঞ্জলি ভরে আটা বা খেজুর দেয় তবে তার দ্বারা তাকে হালাল করবে। -আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩২০। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, মেয়েদের মোহর সীমাহীন কর না। কেননা সীমাহীন মোহর নির্ধারণ যদি দুনিয়ায় সম্মান অথবা আখেরাতে তাক্বওয়া অর্জনের কারণ হ'ত, তবে এরূপ মোহর প্রদানে মহানবী আগ্রহী হ'তেন। কিন্তু তিনি তার কোন স্ত্রী বা কন্যার মোহর বার উকিয়্যাহ বা ৪৮০ দিরহামের অধিক নির্ধারণ করেননি। -আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ প্রভৃতি মিশকাত 'মোহর' অধ্যায় হা/৩২০৪। এ থেকে বুঝা যায় মহানবী (ছাঃ)-এর নিকট হালকা মোহর ধার্য করাই পসন্দনীয় ছিল।

প্রশ্ন-(৫/৭০)ঃ স্বামী-স্ত্রী এক সঙ্গে জামা'আত করে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করতে পারবে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

শহীদুল ইসলাম

বোনারপাড়া ডিগ্রী কলেজ

গাইবান্ধা

উত্তরঃ তাহাজ্জুদের ছালাত জামা'আত সহকারে আদায় করা যায়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) -এর সাথে তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করেছিলেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১০৬ পৃঃ)। ওমর ফারূক (রাঃ) রাতের ছালাত জামা'আত সহকারে আদায় করার জন্য আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল ক্বারী (রাঃ)-কে ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১২৫ পৃঃ)। তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একসঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে পারে না। কেননা মহিলাদের কাতার পুরুষের পিছনে হবে। আনাস (রাঃ) বলেন, একদা আমি ও

http://islaminonesite.wordpress.com

আমার ভাই আমাদের ঘরে নবী (ছাঃ) -এর পিছনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করি এবং আমার মা উম্মে সুলাইম আমাদের (দু'ভায়ের) পিছনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করেন (মুসলিম, মিশকাত ৯৯ পৃঃ)।

প্রশ্ন-(৬/৭১)ঃ 'একটি যরূরী বার্তা নিজে পড়ুন এবং অন্যকে পড়ে শুনান'। এই সংবাদটির সত্যতা সম্পর্কে শরীয়তের বক্তব্য জানিয়ে বাধিত করবেন।

আব্দুল জলীল

রুদ্রশ্বর কাকিনা

কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট

[জরুরী বার্তার বক্তব্যঃ এটি একটি সত্য ঘটনা। মদীনা মনওয়ারা থেকে শেখ আহম্মদ এই অছিয়তনামা লিখে পাঠিয়েছেন। তিনি জুম্মার দিন রাত্রে ক্বোরান মজিদ পড়িতেছেন। পড়তে পড়তে হটাৎ তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখতে পান যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) উনার সামনে দাঁড়িয়ে বলিতেছেন,........... ।]

উত্তরঃ প্রথমতঃ জরুরী বার্তা-র উপরে বিসমিল্লাহ-র বদলে ৭৮৬ লেখা আছে যা বিদ'আত। অতঃপর উক্ত যরূরী বার্তাটি ভিত্তিহীন। এই বার্তার প্রতি আমল করলে পাপ হবে। এই যরূরী বার্তায় ইসলামের মধ্যে মিথ্যা কিছু প্রবেশ করানো হয়েছে এবং ইসলামকে অসম্পূর্ণ প্রমাণ করা হয়েছে। যেমন- (১) আল্লাহ্‌র নবী তাকে স্বপ্নে বলেছেন, 'আকাশে একটা তারা দেখা দিবেএবং এর সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্‌র দরজা বন্দ হয়ে যাবে'। অথচ হাদীছে এসেছে সূর্য পশ্চিম দিকে উঠলে আল্লাহ্‌র রহমতের দরজা বন্ধ হবে' (বুখারী মুসলিম, মিশকাত ৪৬৩ পৃঃ) (২) আল্লাহ্‌র নবী তাকে স্বপ্নে বলেছেন কুরআন মজিদের অক্ষর উঠে যাবে'। অথচ আল্লাহ্‌র রাসূল বলেছেন, শুধুমাত্র কুরআনের অক্ষর থাকবে, আমল থাকবে না (বায়হাক্বী, মেশকাত ৩৮ পৃঃ)। (৩) আল্লাহ্‌র নবী তাকে স্বপ্নে বলেছেন, যে লোক এই অছিয়তনামা পড়বে এবং অন্যকে পড়ে শুনাবে রোজ ক্বিয়ামতের দিন আমি তার উছিলায় জান্নাতে জায়গা করে দিব'। একথা দ্বারা আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়েছে। যা জাহান্নামের কারণ। কেননা একজনের স্বপ্ন অপরজনের জন্য শরীয়ত হ'তে পারেনা অর্থাৎ আমল যোগ্য হ'তে পারেনা (৪) তার স্বপ্নকে মেনে নিলে ইসলামকে অসম্পূর্ণ প্রমাণ করা হবে। কেননা তার স্বপ্নকে অনুসরণ করা জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ, যা হ'তেই পারে না। ইসলামের বিধান মেনে চলাই জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হ'তে পারে।

মুসলিম উম্মাহ্‌র অবগত থাকা আবশ্যক যে, সত্য স্বপ্ন নবুঅতের ৪৬ ভাগের এক ভাগ মাত্র (নবুঅত নয়)।-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৯৪ পৃঃ।

(৫) বলা হয়েছে যে, এই অছিয়তনামা 'একজন ৪০ খানা ছাপিয়ে বিতরণ করেছে, তার ব্যবসায় ৮০ হাজার টাকা লাভ হয়েছে। একজন এটাকে মিথ্যা বলেছেন, তার মৃত্যু হয়েছে। আর একজন আজ নয় কাল ছাপিয়ে দেব বলেছেন তারও মৃত্যু হয়েছে'। অথচ মুসলমান তাক্বদীরে বিশ্বাস করে। তার হায়াত ও রূযি আসমান-যমীন সৃষ্টির ৫০ হাযার বছর পূর্বেই লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। অতএব এসব স্রেফ শয়তানী প্রচারণা ছাড়া কিছুই নয়।

আবু কাতাদা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সত্য স্বপ্ন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, আর মিথ্যা কল্পনা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। তোমাদের মধ্যে কেউ ভাল স্বপ্ন দেখলে প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া অন্যের নিকটে যেন প্রকাশ না করে। আর মন্দ স্বপ্ন দেখলে স্বপ্নের অনিষ্ট ও শয়তানের অনিষ্ট হ'তে যেন পরিত্রাণ চায় এবং সে যেন বাম দিকে তিনবার থুথু নিক্ষেপে করে ও স্বপ্ন অন্যের নিকট প্রকাশ না করে। তাহ'লে এই স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। -বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৯৪ পৃঃ। একজনের স্বপ্ন অপরজনের জন্য আমল যোগ্য হওয়া তো দূরের কথা বলাই নিষেধ। কল্যাণপূর্ণ মনে করলে স্বপ্নের ফলাফল জানার জন্য প্রিয় ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করতে পারে মাত্র। কাজেই এই ধরণের স্বপ্নের প্রতি আমল করতে বলা একটা ভণ্ডামী ছাড়া কিছুই নয়। এদের সহযোগিতা করা ও এগুলি ছেপে বিলি করাও পাপের কারণ হবে।

প্রশ্ন-(৭/৭২)ঃ একটি গরু ৩/৫/৭ ভাগে-কুরবানী করা জায়েয হবে কি?

আব্দুল হান্নান

সেনের গাতী

তালা, সাতক্ষীরা

উত্তরঃ তিন ভাগ বা পাঁচ ভাগে কুরবানী দেওয়ার প্রমাণে কোন হাদীছ নেই। ৭ জন কিংবা ১০ জনের পক্ষ থেকে কুরবানী করার প্রমাণে সফরের হাদীছ পাওয়া যায়। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমরা হোদায়বিয়ার বৎসরে (ওমরার সফরে) আল্লাহ্‌র রাসূলের সাথে ৭ জনের পক্ষ থেকে উট ও উটনী

http://islaminonesite.wordpress.com

কুরবানী করেছিলাম এবং ৭ জনের পক্ষ থেকে গরু কুরবানী করেছিলাম। -মুসলিম ১ম খন্ড ৪২৪ পৃঃ। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমরা আল্লাহর রাসূলের সাথে এক সফরে ছিলাম অতঃপর কুরবানীর সময় আসল। তখন আমরা গরুতে ৭ জন করে শরীক হ'লাম এবং উটে ১০ জন করে শরীক হ'লাম। -তিরমিযী ১ম খন্ড পৃঃ ২৭৬; আবুদাউদ ২য় খন্ড পৃঃ ৩৮৮। একজন ব্যক্তি নিজের ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে একটি জীবন অর্থাৎ একটি ছাগল বা গরু ইত্যাদি কুরবানী দেওয়াই সুন্নাতের অনুকূলে। -মুওয়াত্ত্বা মালেক ১৮৮ পৃঃ; নাছবুর রায়াহ ৪র্থ খন্ড ২১১ পৃঃ।

প্রশ্ন-(৮/৭৩)ঃ শ্বাশুড়ীর সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের ফলে নিজ বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে কি?

আশরাফ আলী

গ্রামঃ মিয়াপুর কুমার সেন্টার

বগুড়া

উত্তরঃ শ্বাশুড়ীর সাথে অপকর্মের ফলে শরীঅতের বিধান অনুযায়ী ঐ ব্যক্তি হত্যাযোগ্য অপরাধী হবে। কিন্তু নিজ স্ত্রীর সাথে বিবাহ ভঙ্গ কিংবা হারাম হবে না। কারণ শারঈ বিধানে একজনের অপরাধের শাস্তি অন্যজন বহন করবে না। আল্লাহ স্পষ্ট জানিয়েছেন وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَ لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَى 'যে ব্যক্তি কোন পাপ করে তা তারই দায়িত্বে থাকে, কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না' (আন'আম ১৬৪)।

প্রশ্ন-(৯/৭৪)ঃ ছালাতের বাইরে ও ভিতরে ইমাম মুক্তাদী, তেলাওয়াতকারী ও শ্রোতাদের আয়াতের জবাব দিতে হবে কি?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

রাজশাহী

উত্তরঃ ১. 'সাব্বিহিস্মা রব্বিকাল আ'লা' -এর জওয়াবে 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা' (আহমাদ, আবুদাউদ, হাকেম, মিশকাত, 'ছালাতে ক্বিরা'আত' অধ্যায় হা/৮৫৯) হাদীছ ছহীহ।

২. সূরায়ে ক্বিয়ামাহ-এর শেষে 'বালা' -আবুদাউদ, বায়হাক্বী -ছহীহ।-

আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নবী (বৈরুতঃ ১৪০৩/১৯৮৩) হাশিয়া পৃঃ ৮৬।

৩. 'ফাবে আইয়ে আ-লা-য়ে রাব্বিকুমা তুকায্যিবান'-এর জওয়াবে 'লা বেশাইইম মিন নি'আমিকা রব্বানা নুকায্যিবু ফালাকাল হাম্দ' (তাফসীরে তাবারী, মুসনাদে বায্যার ইত্যাদি। আলবানী, হাশিয়া মিশকাত হা/৮৬১,১/২৭৩ পৃঃ) হাদীছ 'হাসান'।

৪. সূরায়ে গাশিয়া-র শেষে 'আল্লাহুম্মা হাসিবনী হিসা-বাঁই ইয়াসীরা' (আহমাদ, হাকেম, ইবনু খুযায়মা, মিশকাত 'হিসাব ও মীযান' অধ্যায় হা/৫৫৬২) হাদীছ হাসান।

৫. (ক) সূরা ত্বীন-এর শেষে 'বালা ওয়া আনা আলা যালিকা মিনাশ শাহেদীন '(খ) সূরায়ে মুরসালাত -এর শেষে 'আমান্না বিল্লাহ' (তিরমিযী, আহমাদ, আবুদাউদ, বায়হাক্বী, মিশকাত 'ছালাতে ক্বিরাআত' অধ্যায় হা/৮৬০) হাদীছ যঈফ।

প্রথম চারটি হাদীছ দ্বারা কেবল পাঠকারী বা ইমামের ক্বিরাআত ও জওয়াব প্রমাণিত হয়, মুক্তাদীর জন্য নয়। সেকারণ এ বিষয়ে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন।

তিরমিযী-র ভাষ্যকার আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, তেলাওয়াত কারীর জন্য এইসব আয়াতের উত্তর দেওয়া পসন্দনীয়। তবে শ্রোতা বা মুক্তাদীর উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে আমি কোন হাদীছ অবগত নই (তুহফা ১/১৯৪)।

মিশকাত-এর ভাষ্যকার আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, শ্রোতা বা মুক্তাদীর জন্য উপরোক্ত আয়াত সমূহের জওয়াব দেওয়ার প্রমাণে স্পষ্ট কোন মরফূ হাদীছ আমি অবগত নই। তবে আয়াত গুলিতে প্রশ্ন রয়েছে। সে কারণ জওয়াবের মুখাপেক্ষী। কাজেই পাঠকারী ও শ্রোতা উভয়ের জন্য উত্তর দেওয়া বাঞ্ছনীয়। -মির'আত ৩/১৭৫। মুসলিম শরীফের ভাষ্যকার ইমাম নববী (রহঃ) ইমাম ও মুক্তাদী সকলের জন্য জওয়াব দান পসন্দনীয় বলেন। -মুসলিম ১/২৬৪ পৃঃ। শায়খ আলবানী বলেন, উহা ছালাত ও ছালাতের বাইরে এবং ফরয ও নফল ছালাত সব অবস্থাকে শামিল করে। তিনি 'মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা'র বরাতে একটি 'আছার' উদ্ধৃত করেন এই মর্মে যে, ছাহাবী আবু মূসা আশ'আরী ও মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) ফরয ছালাতে উক্ত জওয়াব দিতেন। -ছিফাতু ছালাতিন নবী পৃঃ ৮৬ হাশিয়া।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্ন-(১০/৭৫)ঃ আল্লাহ্‌র রাসূলের পাগড়ী কত হাত ছিল? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

মুহাম্মাদ মহিউদ্দীন মল্লিক
সাং- আন্দারিয়া পাড়া
ডাকঃ কাটখইর, নওগাঁ

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন সময়ে কালো পাগড়ী পরিধান করতেন, যার দুই আঁচল কাঁধে ঝুলত। আমর ইবনে হোরায়েস তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন যে, আমি আল্লাহ্‌র রাসূলকে মিম্বরের উপর দেখেছি এমতাবস্থায় যে তার উপর কালো পাগড়ী ছিল। যার দুই আঁচল দুই কাঁধে ঝুলছিল। -মুসলিম ১ম খণ্ড ৪৪০ পৃঃ; আবুদাঊদ ২য় খণ্ড ৫৬৩ পৃঃ; তিরমিযী ১ম খণ্ড ৩০৪ পৃঃ; নাসাঈ ২য় খণ্ড ২৫৫ পৃঃ; ইবনুমাজাহ ২০২ ও ২৫৫ পৃঃ; মিশকাত ৩৭৪ পৃঃ।

আল্লাহ্‌র রাসূলের (ছাঃ) পাগড়ীর পরিমাপের প্রমাণে কোন হাদীছ নেই। তিরমিযীর ভাষ্যকার আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, কেউ রাসূল (ছাঃ)-এর পাগড়ীর পরিমাপ দাবী করলে দলীল বিশুদ্ধ হ'তে হবে, অন্যথায় দাবী অগ্রহণীয় হবে। -তোহফা, ৫ম খণ্ড ৩৩৮ পৃঃ; নায়ল ২য় খণ্ড ১১০ পৃঃ। মোল্লা আলী ক্বারী আল্লামা জাযারীর কথা নকল করে বলেন, আল্লামা জাযারী তার তাসবীহুল মাছাবীহ গ্রন্থে বলেছেন, আমি হাদীছের কিতাব এবং তারীখের কিতাব খুঁজে আল্লাহ্‌র নবীর পাগড়ীর পরিমাপ অবগত হ'তে পারিনি। তবে ইমাম নববীর বক্তব্য অবগত হয়েছি যে, আল্লাহ্‌র নবীর ছোট বড় দু'টি পাগড়ী ছিল। ছোটটি ৭ হাত, আর বড়টি ১২ হাত। -মিরক্বাত ৮ম খণ্ড ২৫০ পৃঃ; নাসাঈ টীকা নং ১০, ২য় খণ্ড ২৫৫ পৃঃ; মিশকাত টীকা নং ১২, ২য় খণ্ড ৩৭৪ পৃঃ।

ফলকথা পাগড়ীর পরিমাপ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) কাল পাগড়ী পরতেন, যা মাথায় পেঁচানো থাকতো এবং শেষ অংশ কাঁধে ঝুলতো। এরূপ হাদীছ প্রমাণ করে যে, পাগড়ীর পরিমাপ কয়েক হাত ছিল। কাজেই নির্দিষ্ট পরিমাপকে সুন্নাত মনে না করে স্বাভাবিক নিয়মে প্রয়োজন অনুপাতে পাগড়ী দীর্ঘ করাই সুন্নাত হবে।

প্রশ্ন-(১১/৭৬)ঃ পায়ে মেহেন্দী লাগানো যায় কি? যদি যায় তবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানালে উপকৃত হব। কেননা বড়দের মুখে শুনেছি পায়ে মেহেন্দী লাগানো যায় না। লাগালে পাপ হয়, কথাটা কি সত্য?

আসমা আখতার ও রেজীনা ইয়াসমীন
সরকারী পাইওনিয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়
খুলনা

উত্তরঃ মেহেন্দী হচ্ছে মহিলাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার একটি মাধ্যম। যা পুরুষ ব্যবহার করতে পারে না। মহিলারা হাত পা উভয় স্থানেই মেহেন্দী ব্যবহার করতে পারে। একজন মহিলা আয়েশা (রাঃ) -কে মেহেন্দী ব্যবহার করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, মেহেন্দী ব্যবহারে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু আমি অপসন্দ করি এই জন্য যে, আমার হাবীব (ছাঃ) তার গন্ধকে অপসন্দ করতেন। -আবুদাঊদ, নাসাঈ, মেশকাত ২য় খণ্ড ২৮৩ পৃঃ। হাদীছে সাধারণভাবে মেহেন্দী ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। কাজেই মহিলারা হাত ও পায়ে মেহেন্দী লাগাতে পারে। -হাশিয়া নাসাঈ ২য় খণ্ড ২৩৭ পৃঃ। মহিলাদের মেহেন্দী লাগানো আবশ্যক। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একজন মহিলা আল্লাহ্‌র রাসূলকে (ছাঃ) একখানা কিতাব দেওয়ার জন্য হাত বাড়ালে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) নিজ হাত গুটিয়ে নেন। মহিলাটি বলল, আপনাকে কিতাব দেওয়ার জন্য হাত বাড়ালাম আর আপনি নিলেন না। তখন আল্লাহ রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি অবগত নই যে, এটা মহিলার হাত না পুরুষের হাত? মহিলাটি বলল, মহিলার হাত। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি মহিলা হলে মেহেন্দী দ্বারা তোমার নখ সমূহ রঙিন করে নিতে। -নাসাঈ ২য় খণ্ড ২৩৭ পৃঃ। -আবুদাঊদ ২য় খণ্ড ৫৭৪ পৃঃ। হাদীছে মহিলাদেরকে নখ সমূহে মেহেন্দী লাগিয়ে পুরুষ হ'তে পার্থক্য করতে বলা হয়েছে। যার দ্বারা মহিলাদের মেহেন্দী লাগানো আবশ্যক প্রমাণিত হয়।

মহিলারা পরিষ্কার ও সুন্দর হওয়ার জন্য এমন খোশবু বা পদার্থ ব্যবহার করবে যার রং প্রকাশ হবে এবং গন্ধ গোপন থাকবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, পুরুষের খোশবু হচ্ছে যার গন্ধ প্রকাশ হবে এবং রং গোপন থাকবে। আর মহিলাদের খোশবু হচ্ছে যার রং প্রকাশ হবে এবং গন্ধ গোপন থাকবে। -তিরমিযী, নাসাঈ, মেশকাত ৩৮১ পৃঃ। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) মেহেন্দী দাড়ীতে লাগিয়েছেন বলে মেয়েদের পায়ে লাগানো যায় না এই ধারণা ঠিক নয়। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তো খোশবু দাড়ীতে

http://islaminonesite.wordpress.com

লাগাতেন আবার মহিলাদের কে মাসিক হ'তে পবিত্র হওয়ার সময় লজ্জাস্থানেও লাগাতে বলেছেন। -বুখারী, মুসলিম, মেশকাত ৪৮ পৃঃ। আল্লাহ্‌র রাসূলের (ছাঃ) ব্যবহারে কোন বস্তুর মান বাড়লে মহিলাদেরকে লজ্জাস্থানে খোশবু লাগাতে বলতেন না। কাজেই আমাদের এ ধারণা আদৌ ঠিক নয়।

প্রশ্ন-(১২/৭৭)ঃ পবিত্র কুরআন হচ্ছে আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে নাযিলকৃত সর্বশেষ অহি-র বিধান। এর অর্থ ও মর্ম বুঝেই এর প্রতি আমল করার জন্য কি এই কুরআন নাযিল হয়নি? কিন্তু অনেকেই আমরা এর অর্থ ও মর্ম না বুঝেই শুধুমাত্র তেলাওয়াত করে থাকি। এরূপ কুরআন তিলাওয়াতে পূর্ণ ছওয়াব পাওয়া যাবে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

মুহাম্মাদ বাবলুর রহমান

বান্দাইখাড়া উচ্চ বিদ্যালয়

আত্রাই, নওগাঁ

উত্তরঃ একথা সুস্পষ্ট ভাবেই প্রমাণিত যে, সঠিক অর্থ ও মর্ম বুঝে পূর্ণ আমল করার জন্যই পবিত্র কুরআন নাযিল হয়েছে। আল্লাহ বলেন, إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ– 'আমি আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি যাতে তোমরা বুঝতে পার' (ইউসুফ ২)। তবে কুরআন তেলাওয়াতের ফযীলত প্রাপ্তির সাথে কুরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝে কুরআন তেলাওয়াত করা শর্তযুক্ত করা হয়নি। হাদীছে সাধারণভাবে কুরআনের কোন সূরা বা আয়াত পাঠের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন উকবা বিন আমের হ'তে বর্ণিত হাদীছে রয়েছে افلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أويقرء آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين الخ অর্থাৎ 'তোমাদের কি কেউ মসজিদে গমন করে কুরআন থেকে দু'টি আয়াত শিক্ষা দেবে না অথবা দু'টি আয়াত পাঠ করবে না। কেননা সেটি তার জন্য দু'টি উট হ'তে উত্তম। আর তিনটি আয়াত তিনটি উট থেকে আর চারটি আয়াত চারটি উট থেকে এবং এভাবে আয়াত সমূহের সমসংখ্যা উট থেকে সমসংখ্যা আয়াত পাঠ উত্তম। -মুসলিম, মিশকাত 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায় পৃঃ ১৮৩। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها...

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পড়বে তার জন্য একটি নেকী রয়েছে এবং নেকী দশগুণে উন্নীত হয়ে থাকে'।-তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত, 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায় পৃঃ ১৮৬। উক্ত হাদীছ দ্বয়ে কুরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝে পড়ার শর্তারোপ করা হয়নি। অতএব কুরআনের অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিও কুরআন তেলাওয়াতে পূর্ণ নেকী পাবেন।

প্রশ্ন-(১৩/৭৮)ঃ মৃত ব্যক্তির নামে তার আত্মীয়-স্বজন দান খয়রাত করলে মৃত ব্যক্তির কোন ফায়দা হবে কি? মৃত ব্যক্তির মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে ৩০/৪০ দিবসে আত্মীয়-স্বজন ও আলেমদের দাওয়াত করে খাওয়ানো জায়েয় আছে কি এবং এতে মৃত ব্যক্তির কোন উপকার হবে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ ফযলুল হক

মাদ্রাসাতুল হাদীছ

নাযিরা বাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ- মৃত ব্যক্তির নামে দান খয়রাত করা ও সেই দান হ'তে মৃত ব্যক্তির উপকৃত হওয়ার বিষয়ে বিদ্বানগণের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই এবং এটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আয়েশা (রাঃ) বলেন, إن رجلا قال للنبى (ص) إن امى افتلتت نفسها واظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر ان تصدقت عنها قال نعم متفق عليه– অর্থাৎ 'জনৈক ব্যক্তি নবী (ছাঃ) -কে বলল, আমার মাতা হঠাৎ মারা গেছেন। আমার ধারণা যে, তিনি কথা বলার সুযোগ পেলে দান করে যেতেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান করি তবে কি তিনি নেকী পাবেন? নবী (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ'।-মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত, -----অধ্যায় পৃঃ ১৭৬। উক্ত হাদীছে মৃত মায়ের নামে দান করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। ফলে এ থেকে মৃত ব্যক্তির নামে দান করা বৈধ প্রমাণিত হ'ল। সাথে সাথে এটাও প্রমাণিত হ'ল যে, সেই দান থেকে মৃত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে উপকৃত হবে। কেননা হাদীছটিতে নবী (ছাঃ) স্পষ্টভাবে মৃত ব্যক্তির নেকী প্রাপ্তির কথা সমর্থন করেছেন। তবে মৃত ব্যক্তির মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে ৩০/৪০ দিবসে অথবা যে কোন দিনকে নির্দিষ্ট করে সেই দিনে আত্মীয়-স্বজন এবং আলেম-ওলামাকে

http://islaminonesite.wordpress.com

দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানোর এই বিশেষ পদ্ধতিটি দ্বীন ইসলামের মধ্যে নব আবিষ্কৃত বিদ'আত। এইভাবে নির্দিষ্ট দিনে মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাত কামনা অথবা তার নিকট নেকী পৌঁছানোর এই বিশেষ তরীকা যা এ দেশে কুলখানী বা চল্লিশা নামে খ্যাত, তা কিতাব ও সুন্নাহ হ'তে প্রমাণিত নয়। কাজেই এটি বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত ও পরিত্যাজ্য। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলেন, من أحدث فى امرنا هذا ما ليس منه فهو رد– 'যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে এমন বিষয় সৃষ্টি করল যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত। -মুত্তাফাক আলাইহ। তিনি আরো বলেন, 'দ্বীনের মধ্যে প্রত্যেক নূতন সৃষ্টিই বিদ'আত' (আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী ও ইবনেমাজাহ) 'প্রত্যেক বিদ'আত ভ্রষ্টতা' (মুসলিম, মিশকাত 'ই'তিছাম বিল কিতাব' অধ্যায়। মোটকথা এ থেকে মৃত ব্যক্তি কোনরূপ উপকৃত হবে না বরং পূর্ব থেকেই যদি মৃত ব্যক্তির এরূপ অনুষ্ঠানের কামনা থেকে থাকে, তবে তারও এই বিদ'আতের গোনাহে শামিল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রশ্ন-(১৪/৭৯)ঃ কোন বক্তা কুরআন-হাদীছ বয়ান করার পূর্বে উপস্থিত জনতাকে সালাম দিবে, না কিছু বলার পর সালাম দিবে?

গোলাম রহমান
সাং ও পোঃ- বাটরা,
কলারোয়া, সাতক্ষীরা

উত্তরঃ কুরআন-হাদীছ বয়ান করার পূর্বে উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বক্তার সালাম দেওয়া সুন্নাত। বক্তৃতার মাঝে সালাম দেওয়ার কোন বিধান পাওয়া যায় না। ইবনুস সুন্নী হাসান সূত্রে বর্ণনা করেন, কোন ব্যক্তি সালামের পূর্বে কথা বললে তোমরা তার উত্তর দিয়ো না। -যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ৪১৫ পৃঃ। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) যখন মিম্বরের উপরে বসতেন তখন সরাসরি মুছল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন ও সালাম দিতেন'। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। -'ইমামের মিম্বরে উঠে বসে সালাম দেওয়া' অধ্যায়; বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা, ৩য় খণ্ড ২০৪ পৃঃ। হাদীছটি বিশুদ্ধ। -যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ১৭৯ পৃঃ। ইমাম শা'আবী বলেন, আবুবকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)ও এইরূপ করতেন। -মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ২য় খণ্ড (বোম্বাই - ভারতঃ ১৯৭৯) পৃঃ ১১৪।

প্রশ্ন-(১৫/৮০)ঃ বর্তমানে এদেশের কোন কোন জায়গায় আম বিক্রয় করার নামে পাঁচ বছর অথবা দুই বছরের চুক্তিতে আমের পাতা বিক্রয় করা হচ্ছে। এরূপ বিক্রয় কি বৈধ? পবিত্র কুরআন ও হাদীছের আলোকে জওয়াবের প্রত্যাশায়-

মুযাফফার হোসাইন
নওদাপাড়া, রাজশাহী

উত্তরঃ মুকুল ও ফলবিহীন গাছ ভাড়া দেওয়া যায়, যেমনিভাবে যমীন ভাড়া দেওয়া যায়। হানযালা ইবনে কায়েস (রাঃ) বলেন, আমি রাফে ইবনে খাদীজ (রাঃ) -কে দিনার ও দিরহাম এর পরিবর্তে যমীন ভাড়া নেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি বলেছেন, কোন ক্ষতি নেই।-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২৫৭ পৃঃ। অর্থাৎ যেমন মুদ্রার বিনিময়ে যমীন ভাড়া নেওয়া যায় তেমন মুকুল ও ফল বিহীন বাগান ভাড়া নেওয়া যায়। -মুসলিম উম্মাহ্‌র অবগত থাকা আবশ্যক যে, মুকুল থেকে শুরু করে ফল পাকা অথবা খাওয়ার উপযোগী হওয়া পর্যন্ত ফলের গাছ বা বাগান বিক্রি করা যায় না। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ফল পেকে খাওয়ার উপযোগী হওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই ফল ব্যবহারোপযোগী না হ'লে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। -বুখারী, ১ম খণ্ড ২৯২ পৃঃ; মুসলিম, ২য় খণ্ড ৭ পৃঃ; মিশকাত ২৪৭ পৃঃ। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) পাকার পূর্বে খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন, পাকার অর্থ হ'ল পেকে লাল হওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। -বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ২৪৭।

প্রকাশ থাকে যে, ব্যবহারোপযোগী হওয়ার পূর্বে যদি কেউ ফল বিক্রি করে এবং কোন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ দ্বারা তা নষ্ট হয়ে যায়, তাহ'লে বিক্রেতাকে সে ক্ষতির দায়িত্ব বহন করতে হবে। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তুমি যদি তোমার মুসলিম ভাইয়ের নিকট কোন ফল বিক্রি কর, আর তা যদি কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হয়ে যায়, তাহ'লে তার নিকট হ'তে মূল্য গ্রহণ করা তোমার জন্য হালাল হবে না। তোমার এই অর্থ গ্রহণ না হক্ব হবে। -মুসলিম ২য় খণ্ড পৃঃ ৭।

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা
মে-১৯৯৮

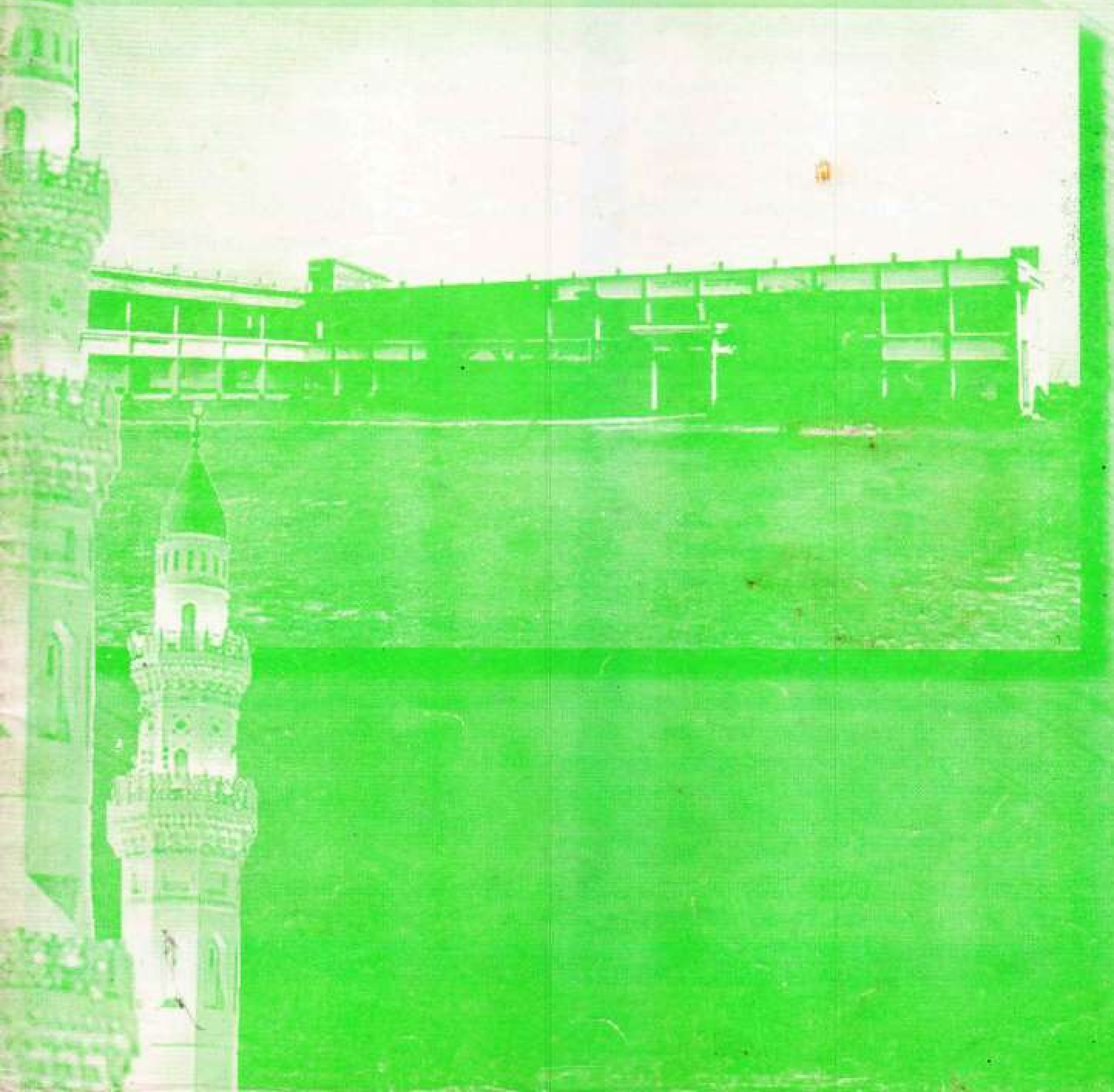

ছহীহ হাদীছের অনুসরণে প্রথম ঈদের জামা'আত

গত ৮ই এপ্রিল রোজ বুধবার কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর থানার গাযীপুর গ্রামের ঈদগাহ ময়দানে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী প্রথম ঈদের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মুহাম্মাদ ফারূকের নেতৃত্বে নানা প্রতিবন্ধকতা ছিন্ন করে সকাল ৭.২০ মিনিটে অত্র ঈদগাহে এই প্রথম ১২ তাকবীরে ঈদের জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়। ছালাতে ইমামতি করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বাংলাদেশ -এর কুমিল্লা জেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ। তাঁর সফর সঙ্গী হিসাবে জামা'আতে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা জেলার প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা ফাইযুল আমীন সরকার, মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়াহ ঢাকা'র হেফয বিভাগের প্রধান শিক্ষক হাফেয মুছলেহুদ্দীন, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের 'কর্মী' মুহাম্মাদ আব্দুল মুমিন ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। উল্লেখ্য যে, ঐ দিন একই স্থানে সকাল ৯.০০ টায় হানাফী মতাবলম্বীদের অপর একটি জামা'আত অনুষ্ঠিত হয়।

অপরদিকে দেবিদ্বার থানার জগন্নাথপুর গ্রামেও ১২ তাকবীরে ঈদুল আযহার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র অনুমোদিত কর্মী মুহাম্মাদ হুমায়ুন কবীর ও তার সাথীদের দাওয়াতের ফলেই এই সফলতা সম্ভব হয়েছে। উক্ত জামা'আতে ইমামতি করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' কুমিল্লা জেলার দফতর সম্পাদক ক্বারী মুহাম্মাদ শামসুল হক।

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ '৯৮ সম্পন্ন

গত ২৬ ও ২৭ শে মার্চ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার দু'দিন ব্যাপী 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা জেলার উদ্যোগে সাভার নাল্লাপোল্লা বাজার মসজিদে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ'৯৮ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছ। প্রশিক্ষণ শিবিরে কুরআন তিলাওয়াত করেন বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের প্রাথমিক সদস্য মুহাম্মাদ কুরবান আলী। উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন সাবেক কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আহসান হাবীব। তিনি উদ্বোধনী ভাষণে আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি-র বিধানের নিকট আত্মসমর্পণ করার জন্য জান্নাত পাগল কর্মীদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান। অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা জেলার সেক্রেটারী মুহাম্মাদ জালাল উদ্দিন।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন- (১/৮১)ঃ ব্যাংকে টাকা রেখে টাকার লাভ নিজে ভোগ করতে পারব কি? ছহীহ হাদীছ দ্বারা উত্তর দানে বাধিত করবেন।

মনীরুয্যামান
কুমিল্লা সেনানিবাস
কুমিল্লা

উত্তরঃ বাইয়ে মুযারাবা বা শরিকী কারবার অর্থাৎ একজনের অর্থে অন্যজনের ব্যবসার লভ্যাংশ উভয়ের মধ্যে বন্টন হবে, এইরূপ ব্যবসা ইসলামী শরীয়তে জায়েয আছে। আলা ইবনে আব্দুর রহমান তার পিতার মধ্যস্থতায় তার দাদা হ'তে বর্ণনা করেন, উছমান ইবনে আফফান (রাঃ) তাকে মুযারাবার উপর মাল দিয়েছিলেন এই শর্তে যে, সে পরিশ্রম করবে আর মুনাফা উভয়ে ভাগ করে নিবে। *-মুওয়াত্ত্বা মালেক ২৮৫ পৃঃ; যাদুল মা'আদ ৫ম খণ্ড ২৬৭ পৃঃ; বুলূগুল মারাম ২৬৭ পৃঃ; হাদীছটি ছহীহ।* বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলি লাভ-লোকসান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে চলে এবং সেই লভ্যাংশ সঞ্চয়ীদের মধ্যে বন্টন করে বলে জানা যায়। সে হিসাবে উক্ত লভ্যাংশ ভোগ করা যাবে ইনশাআল্লাহ। 'আল্লাহ সর্বাধিক অবগত'।

প্রশ্ন-(২/৮২)ঃ আমি হানাফী ইমামের পিছনে জামা'আতে ছালাত আদায় করি। মুছল্লীরা কেউ রাফউল ইয়াদায়েন করেন না এবং আমীন জোরে বলেন না। আমি একাই এই আমল করি। ইমাম ছাহেব অন্যান্য মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ওনারটা উনি আমল করুন, আপনাদেরটা আপনারা আমল করুন। দু'টোই ঠিক আছে। কথাটি কি সঠিক?

লুৎফর মন্ডল
নায়েক এ্যাসিস্ট্যান্ট
বড়সোহাগী, গোবিন্দগঞ্জ
গাইবান্ধা

উত্তরঃ ইমাম ছাহেবের 'দু'টোই ঠিক আছে' কথাটা আদৌ সঠিক নয়। রাফ'উল ইয়াদায়েন করতে হবে। না করলে ছালাত সুন্নাত অনুযায়ী হবে না। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন ছালাত শুরু করতেন, যখন রুকুতে যেতেন ও যখন রুকু থেকে

http://islaminonesite.wordpress.com

মাথা উঠাতেন, তখন দুই হাত কাধ পর্যন্ত উঠাতেন। *-বুখারী ১ম খণ্ড ১০২ পৃঃ; মুসলিম ১ম খণ্ড ১৬৮ পৃ;ঃ নাসাঈ ১ম খন্ড ১১৭ পৃঃ; আবু দাঊদ ১ম খণ্ড ১০৪ ও ১০৬ পৃঃ; তিরমিযী ১ম খণ্ড ৩৫ পৃঃ; ইবনে মাজাহ ৬২ পৃঃ; মালেক ২৫ পৃঃ; মুওয়াত্ত্বা মোহাম্মাদ ৮৯ পৃঃ; ত্বাহাভী ১ম খণ্ড ৯৬ ও ১০৯ পৃঃ।* ইবনে ওমর বলেন, রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুকাল পর্যন্ত উল্লেখিত সময়ে রাফ'উল ইয়াদায়েন করেছেন। *-বায়হাক্বী, নাছবুর রায়াহ ১ম খণ্ড ৪১০ পৃঃ।*

ইবনে মাস্'ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কেবলমাত্র তাকবীরে তাহরীমার সময় ১বার দুই হাত তুলতেন। -আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত ৭৭ পৃঃ।

মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী বলেন, ছালাতে রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে উঠার সময় দু'হাত না তোলা সম্পর্কে যত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সবগুলিই বাতিল। তন্মধ্যে একটিও ছহীহ নয়। যেমন-ইবনে মাসঊদের হাদীছ'। *-মউযুআতে কাবীর ১১০ পৃঃ; মউযু'আতে ইবনিল জাওযী ২য় খণ্ড ৯৬ পৃঃ।*

'আমীন' জোরে বলতে হবে, এটাই সুন্নাত। ওয়ায়েল বিন হুজ্‌র (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-কে গায়রিল মাগযূবে আলায়হিম অলায-যাল্লীন পড়ে জোরে আমীন বলতে শুনেছি। *-তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৮০ পৃঃ।* ইবনে যোবায়ের ও তাঁর মুক্তাদীগণ এত জোরে আমীন বলতেন যে, মসজিদে নববী গমগম করে উঠতো। *-বুখারী ১ম খণ্ড ১০৭ পৃঃ।* জোরে আমীন বলার প্রমাণে সতেরটি হাদীছ এবং ছাহাবীদের তিনটি আছার পাওয়া যায়। *-নায়লুল আওত্বার ২য় খণ্ড ১২২ পৃঃ।* এমনকি হানাফী পন্ডিতদের নিকটেও নীরবে আমীন বলার হাদীছের সনদ ছহীহ নয়। যেমন-আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী হানাফী (রঃ) বলেন, নিরবে আমীন বলার সনদে ত্রুটি আছে। সঠিক ফৎওয়া হ'ল জোরে আমীন বলা'। *-শরহে বেকায়াহ ১৪৬ পৃঃ।*

প্রশ্ন (৩/৮৩)ঃ আমার বাড়ীর নিকটবর্তী কোন আহলেহাদীছ মসজিদ নেই। হানাফী মসজিদ রয়েছে। এখানে নিয়মিত জামা'আত হয়। আমি তাদের জামা'আতে শরীক না হয়ে আমার পরিবার সহ বাড়ীতে জামা'আত করি। এটা কি আমি ভুল করছি, না ঠিক করছি? কুরআন ও হাদীছ অনুযায়ী সমাধান জানতে চাই।

শফীকুল ইসলাম
এ এম আই, রাজশাহী

উত্তরঃ ফরয ছালাত জামা'আতে আদায় করা আবশ্যক। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) অন্ধ ব্যক্তিকেও জামা'আতে উপস্থিত হ'তে বলেছেন। *-মুসলিম, মিশকাত ৯৫ পৃঃ।*

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ইমামগণ তোমাদের ছালাত আদায় করান। যদি তাঁরা ঠিক করেন তাহ'লে তোমাদের জন্য নেকী। আর যদি ভুল করেন তাহ'লে তোমাদের জন্য নেকী এবং তাদের জন্য গোনাহ।-বুখারী ১ম খণ্ড ৯৬ পৃঃ।

উল্লেখিত হাদীছ দ্বয়ের আলোকে বলা যায় যে, হানাফী ভাইদের জামা'আতে আহলেহাদীছদের শরীক হওয়া জায়েয আছে। তবে ঐ ছালাত সাধারণতঃ দু'টি বড় হক থেকে বঞ্চিত হয়, যা আদায় করা আবশ্যক। (১) রুকু-সিজদা সুষ্ঠুভাবে ধীর ও স্থীরতার সাথে আদায় করার সুযোগ হয় না। আর ধীরস্থীরতার সাথে ছালাত আদায় করা অপরিহার্য। এক ব্যক্তি ধীরস্থীর ভাবে রুকু-সিজদা না করলে রাসূল (ছাঃ) তাকে বলেন, তোমার ছালাত হয়নি, পুনরায় ছালাত আদায় কর।-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৫ পৃঃ। (২) হানাফী ভাইগণ কোন কোন ওয়াক্তে দেরী করে ছালাত আদায় করেন এবং রাসূল (ছাঃ) বর্ণিত আউয়াল ওয়াক্তের উত্তম সময় পার করে দিয়ে অনুত্তম সময়ে আদায় করেন, যা ছহীহ হাদীছের পরিপন্থী। ছহীহ হাদীছে রয়েছে সমাজের নেতারা দেরী করে ছালাত আদায় করলে ঠিক সময়ে একাই ছালাত আদায় করে নিবে। যেমন- ছাহাবী আবু যর গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, হে আবু যর! যখন তোমার উপর নেতারা ছালাতকে দেরী করে দিবে তখন তুমি কি করবে? আমি বললাম আপনি আমাকে কি আদেশ করছেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, নির্দিষ্ট সময়ে ছালাত আদায় করে নিয়ো। পরে তাদের ছালাত অবস্থায় পেলে তাদের সাথে পড়। সেটা তোমার জন্য নফল হ'বে'। *-মুসলিম, মিশকাত হা/৬০০।* অত্র হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, সমাজের লোক দেরী করে ছালাত আদায় করলে একাই সময়মত ছালাত আদায় করে নিতে হবে। পরে আবার জামা'আতে যোগ দিতে পারবে সেটা তার জন্য নফল হবে।

প্রশ্ন (৪/৮৪)ঃ চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত এক সালামে পড়া যাবে কি? যদি যায় তাহ'লে শেষের দুই রাক'আতে সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা মিলিয়ে পড়তে হবে কি?

http://islaminonesite.wordpress.com

হাসানুয যামান
গ্রামঃ রাজপুর, পোঃ সোনাবাড়ীয়া
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ যোহরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত এক সালামে অথবা দুই সালামে উভয় ভাবে পড়া যায়। তিরমিযী-র ভাষ্যকার আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, 'যোহরের পূর্বের চার রাক'আত সুন্নাত ছালাতকে সালাম দ্বারা বিভক্ত করে পড়া অথবা এক সালামে পড়া কোন পক্ষেই কোন মরফূ ছহীহ হাদীছ সম্পর্কে আমি অবগত হতে পারিনি। ফলে কেউ এক সালামে পড়তে চাইলে পড়তে পারবে অথবা দুই সালামে পড়তে চাইলেও পড়তে পারবে'। *-তোহফা ২য় খণ্ড পৃঃ ৪১১।*

ইমাম বুখারী (রাঃ) নফল বা সুন্নাত ছালাত গুলি দু'রাক'আত করে পড়ার প্রমাণে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন এবং ছাহাবী ও তাবেয়ীদের আমল সমূহ সংকলন করেছেন। তিনি ইয়াইহয়া ইবনে সাইদুল আনসারীর (রাঃ) কথা নকল করে বলেন, মদীনার সকল বিদ্বানগণ দিনের সুন্নাত গুলি দু'রাক'আত করে পড়ে সালাম ফিরাতেন। *-বুখারী, ১ম খণ্ড ১৫৫ পৃঃ।* আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, জমহুর ওলামা রাত-দিনের নফল বা সুন্নাত ছালাতগুলি দু'রাক'আত করে পড়ার মত গ্রহণ করেছেন। *-ফাতহুল বারী ৩য় খণ্ড ৬৩ পৃঃ।*

প্রকাশ থাকে যে, কেউ যদি নফল বা সুন্নাত ছালাত এক সালামে ৪ রাক'আত পড়েন, তাহ'লে পরের দু'রাক'আতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়বেন। কারণ নফল হচ্ছে ফরযের শাখা। কাজেই কোন স্পষ্ট দলীল ব্যতীত ফরযের যাবতীয় পদ্ধতি সুন্নাতে অনুসৃত হবে। আর সাধারণভাবে চার রাক'আত বিশিষ্ট ফরয ছালাত আদায় করার নিয়ম হ'ল প্রথম দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহা সহ ২টি সূরা পড়া ও শেষ দু'রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করা। যেমন- আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, كان النبىُّ (ص) يقرأ فى الظهرِ فى الأولَيَيْنِ بِأُمِّ الكتابِ وسورتينِ وفى الركعتينْ الأخرَيَيْنِ بأمِّ الكتابِ... وهكذا فى العصرِ متفق عليه-

'রাসূল (ছাঃ) যোহরের প্রথম দু'রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য দু'টি সূরা পড়তেন এবং শেষের দু'রাক'আতে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়তেন.....। এভাবে আছরের ছালাতেও পড়তেন'। *-মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২৮; নায়ল ৩/৭৬।*

প্রশ্ন-(৫/৮৫)ঃ বিবাহ করা কি ফরয? বিবাহ তরক কারীর হুকুম কি? কুরআন ও হাদীছের আলোকে বিস্তারিত ভাবে জানতে চাই।

মুহাম্মাদ সোলায়মান আলী
জন স্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তর
লালপুর,নাটোর

উত্তরঃ কোন ব্যক্তির উপরে বিবাহ করা ফরয হওয়া বা না হওয়া এবং কখন বিবাহ করা ফরয এসব নির্ভর করে ব্যক্তির নিম্নলিখিত অবস্থার উপরে। যেমন-

১। কোন ব্যক্তি যদি বিবাহ করার যোগ্যতা রাখে এবং দ্রুত বিবাহ না করলে যদি তার যৌন বিষয়ক গোনাহে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তবে এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির তাৎক্ষণিক বিবাহ করা ফরয। এ সম্পর্কে রাসূলের পবিত্র বাণী হল- 'যে ব্যক্তি বিবাহের যোগ্যতা রাখে সে যেন বিবাহ করে নেয়। কেননা বিবাহ হচ্ছে সর্বাধিক দৃষ্টি নিম্নকারী ও লজ্জাস্থানের সর্বাধিক পবিত্রতা রক্ষাকারী। আর যে ব্যক্তি বিবাহের ক্ষমতা রাখে না সে যেন ছাওম পালন করে। কেননা ছাওম যৌন উত্তেজনা অবদমন করে। *-বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ প্রভৃতি; ইরওয়াউল গালীল 'নিকাহ' অধ্যায় ৬ষ্ঠ খণ্ড ১৯২ পৃঃ।* এখানে নবী (ছাঃ) বিবাহে সক্ষম ব্যক্তিকে বিবাহ করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইমাম কুরতুবী বলেন, 'বিবাহে সক্ষম এমন ব্যক্তি যে বিবাহহীন থাকাকে নিজের ও তার দ্বীনের জন্য ক্ষতির ভয় করে এবং বিবাহ ব্যতীত এই ভয় দূর না হয়, তার প্রতি ঐ অবস্থায় বিবাহ করা ফরয, এতে কোন দ্বিমত নেই। *-নায়লুল আওত্বার ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ১০৩-১০৪।*

২। বিবাহে সক্ষম এমন ব্যক্তি যার যৌবন পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং যৌন বিষয়ক কোন গোনাহে লিপ্ত হওয়ার কোনরূপ আশঙ্কা নেই, এরূপ ব্যক্তির প্রতি বিলম্বে অবকাশ সহ বিবাহ ফরয। সে নিজের খুশী মত যখন ইচ্ছে বিবাহ করতে পারবে। তবে বিবাহ করার দৃঢ় নিয়ত অবশ্যই রাখতে হবে। কেননা তার প্রতিও বিবাহ ফরয। রাসূল (ছাঃ) উছমান বিন মাযউন (রাঃ)-কে বিবাহহীন থাকতে নিষেধ করেন। *-মুসলিম 'নিকাহ' অধ্যায় পৃঃ ৪৪৯; বুখারী ঐ পৃঃ ৭৫৯।* হযরত আয়েশা (রাঃ) -কে বিবাহহীন থাকার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনিও তাতে নিষেধ করেন। *-আল্ মুহাল্লা বিল আছার ৯ম খণ্ড পৃঃ ৪।* নবী (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তির বিবাহ হীন থাকার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'আমি বিবাহ করেছি। যে ব্যক্তি আমার তরীকাকে

http://islaminonesite.wordpress.com

অস্বীকার করবে সে আমার দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। *-বুখারী ২য় খণ্ড, কিতাবুন নিকাহ 'বিবাহে উৎসাহ প্রদান' পরিচ্ছেদ পৃঃ ৭৫৭।* এখানে বিবাহ হীন থাকার সিদ্ধান্তকে রাসূল (ছাঃ) তাঁর তরীকা অস্বীকারের পর্যায়ভূক্ত গন্য করেছেন।

৩। যে ব্যক্তি বিবাহ করার ক্ষমতা রাখে না, তার উপরে বিবাহ কর ফরয নয়। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি বিবাহ করার ক্ষমতা রাখে সে যেন বিবাহ করে'। তবে সে যদি বিবাহ করতে চায়, কিংবা তার বিবাহ কেউ যদি দিতে চায়, তবে সে তা পারে। কেননা রাসূল (ছঃ) জনৈক নিঃস্ব ও সম্পদহীন ব্যক্তিকে কুরআনের সূরা শিখিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে বিবাহ দিয়েছিলেন। *-বুখারী ২য় খণ্ড, 'নিঃস্ব ব্যক্তির বিবাহ সম্পাদন' পরিচ্ছেদ পৃঃ ৭৬১।* আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন আছে, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও। .... তারা যদি নিঃস্ব হয়, তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে স্বচ্ছল করে দিবেন' (সূরা নূর ৩২)।

বিবাহ তরক কারীর হুকুমঃ

বিবাহ করার ক্ষমতা না থাকার কারণে যদি কেউ বিবাহ না করে, তবে এতে গোনাহ নেই। যৌন উত্তেজনাকে দমিয়ে রাখতে তার জন্য মাঝে মধ্যে ছওম পালনই যথেষ্ট। আর যার বিবাহ করার ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু ওযর ও অসুবিধার দোহাই দিয়ে বিবাহ তরক করে। তাহ'লে এটি নবীর সুন্নাতের পরিপন্থী কাজ হবে। অবশ্য সে দ্বীন ইসলাম থেকে খারিজ হবে না।

আর যদি কেউ ইসলামী বিবাহ রীতিকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করে বিবাহ তরক করে, তবে সে ব্যক্তি দ্বীন ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার তরীকাকে অগ্রাহ্য করল, সে আমার দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। *-বুখারী, ফাৎহুল বারী ৯ম খণ্ড পৃঃ ১৩১ 'বিবাহে উৎসাহ প্রদান' অধ্যায়।*

প্রশ্ন-(৬/৮৬)ঃ ছহীহ হাদীছ ছাড়া যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যাবে কি?

আব্দুল জলীল
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ ফযীলত হোক কিংবা আহকাম হোক কোন ব্যাপারেই যঈফ হাদীছের উপর আমল করা যাবে না। হাদীছ বর্ণনা কারীদের যাচাই করা এবং তাদের মধ্যে নির্ভরযোগ্য লোকের হাদীছ গ্রহণ করা শরীয়তে একটি যরূরী বিষয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ কোন ফাসেক ব্যাক্তি তোমাদের নিকট কোন খবর নিয়ে আসলে তোমরা এর সত্যতা যাচাই করে নিও। অন্যথায় অজ্ঞতা বশতঃ কোন জাতির উপর বিপদ টেনে আনতে পার। ফলে তোমরা লজ্জিত হয়ে যাবে' (হুজরাত ৬)। দ্বীনি বিদ্বানগণের হাদীছের বিশুদ্ধতা যাচাই করে বলা আবশ্যক। হাফ্ছ ইবনে আছেম (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মানুষের মিথ্যুক হওয়ার জন্য এটিই যথেষ্ট যে, প্রত্যেক শুনা কথা তদন্ত না করেই বলবে। *-মুসলিম ভূমিকা ৮ পৃঃ।*

হাদীছ বর্ণনাকারীর সত্য-মিথ্যা যাচাই করে বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রহণ করা আবশ্যক। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন তাবেয়ী বলেন, নিশ্চয়ই জেনে রেখো (হাদীছের) জ্ঞান ইসলামের মৌলিক ব্যাপার। অতএব তোমরা কার দ্বীন গ্রহণ করছ তা সুক্ষ দৃষ্টিতে দেখে নাও। *-মুসলিম ভূমিকা ১১ পৃঃ।* মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন আরো বলেন, পূর্বে লোকেরা হাদীছের সূত্র এবং বর্ণনাকারীদের পরিচয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত না। কিন্তু যখন ফিৎনা শুরু হ'ল তখন তারা বলল, তোমাদের বর্ণনাকারীদের পরিচয় দাও। অতঃপর তাদেরকে সঠিক হাদীছ ধারণকারী মনে করলে তাদের হাদীছ গ্রহণ করা হতো, আর বর্ণনাকারীদেরকে বিদ'আতী মনে করলে তাদের হাদীছ গ্রহণ করা হতো না। *-মুসলিম ১১ পৃঃ।* হাদীছের বিশুদ্ধতা যাচাই না করে বর্ণনাকারীদের পরকাল ভয়াবহ। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার উপর মিথ্যা কথা বলবে, সে যেন তার আশ্রয় স্থল জাহান্নামে করে নেয়। *-মুসলিম ১ম খণ্ড পৃঃ ৭।*

উল্লেখিত কুরআন ও হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হাদীছের বিশুদ্ধতা যাচাই না করে হাদীছ বলা যাবে না। সুফিয়ান সওরী বলেন, হাদীছের সূত্র সম্পর্কিত জ্ঞান ঈমানদার লোকের হাতিয়ার। যদি তার নিকট হাতিয়ার না থাকে, তাহ'লে সে কি জিনিস নিয়ে যুদ্ধ করবে। *-মাওলানা আব্দুর রহীম, -হাদীছ সংকলনের ইতিহাস পৃঃ ৪৩৭।* ইমাম শাফেঈ (রঃ) বলেন, যে ব্যক্তি হাদীছের সূত্র ব্যতীত হাদীছ সন্ধান করে অর্থাৎ হাদীছের সূত্রের বিশুদ্ধতা না দেখেই হাদীছ গ্রহণ করে, সে রাত্রে কাষ্ঠ আহরণকারীর ন্যায়। সে কাঠের বোঝা বহণ করে যার মধ্যে সাপ আছে। সাপ তাকে দংশন করে কিন্তু সে বুঝতে পারে না। *-মাওলানা আব্দুর রহীম, হাদীছ সংকলনের ইতিহাস পৃঃ ৪৩৭।* আব্দুল্লাহ ইবনে

http://islaminonesite.wordpress.com

মুবারক বলেন, হাদীছের বর্ণনাসূত্র মৌলিক দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। যদি বর্ণনাসূত্র না থাকতো তাহ'লে যার যা ইচ্ছা সে তাই বলতো। *-মুসলিম ১২।*

ইমাম মুসলিম বলেন, হাদীছের বিশুদ্ধতা যাচাই করা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য আবশ্যক। *-মুসলিম ১ম খণ্ড ৬ পৃঃ।* মাওলানা আব্দুর রহীম বলেন, কেবলমাত্র ছহীহ হাদীছ ব্যতীত অন্য কোন হাদীছ গ্রহণ করা যাবে না। এ কথায় হাদীছের সকল ইমাম একমত ও দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। *-হাদীছ সংকলনের ইতিহাস ৪৪৫ পৃঃ।* সিরিয়ার মুজাদ্দেছ আল্লামা জামালুদ্দীন কাসেমী বলেন, ইমাম বুখারী, মুসলিম, ইয়াহইয়া ইবনে মায়ীন, ইবনুল আরাবী, ইবনে হাযম ও ইবনে তায়মিয়া বলেন, ফযীলত কিংবা আহকাম কোন ব্যাপারেই যঈফ হাদীছ আমল যোগ্য নয়। *-ক্বাওয়ায়িদুত্ তাহদীছ ৯৫ পৃঃ।*

প্রশ্ন-(৭/৮৭)ঃ ইসলামী দাওয়াত কার্য সম্পাদন করার উদ্দেশ্যে একজন পীর গ্রাম এলাকায় তার বাড়ীতে মীলাদ উপলক্ষ্যে গিয়ে শরীয়ত অনুযায়ী জালসা করেন এবং নামাজী ব্যক্তির দ্বারা খাবার আয়োজন করা হয়, এমতাবস্থায় সেখানে যাওয়া ও খাওয়া জায়েয হবে কি? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

মুহাম্মাদ আফসার আলী
গ্রামঃ হাঁসমারী, পোঃ কাছিকাটা
জেলাঃ নাটোর

উত্তরঃ ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত্ব অহি ভিত্তিক একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এখানে অহি-র বিধান ছাড়া অন্য কোন বিধান স্থান পাওয়ার বিন্দু মাত্র অবকাশ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে নতুন কোন কিছু সৃষ্টি করবে তা প্রত্যাখ্যাত। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ২৭।* মীলাদ যেহেতু দ্বীন ইসলামের মধ্যে ধর্মের নামে একটি নব আবিস্কৃত রীতি মাত্র। কিতাব ও সুন্নাহ্র মধ্যে যার কোন স্থান নেই এবং এটি নিঃসন্দেহে বিদ'আত যা প্রত্যাখ্যাত ও গোনাহের কাজ। অতএব উক্ত উপলক্ষ্যটি বিদ'আত হওয়ার কারণে উক্ত জালসাটিও তার পর্যায়ভুক্ত হবে। ফলে এরূপ জালসায় শরীক হওয়া ও সে জালসার কোন কিছু খাওয়া কোনটিই ঠিক নয়। কেননা এতে মীলাদের সহযোগিতা করা হবে। আর আল্লাহ বলেন, নেকী ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা কর। গোনাহ ও অন্যায় কাজে সহযোগিতা কর না (সূরা মায়েদা ২)।

প্রশ্ন-(৮/৮৮)ঃ যে সকল নারী ও পুরুষ সন্তান না নেওয়ার জন্য লাইগেশন বা ভ্যাসেকটমি করে থাকে, তারা মারা গেলে নাকি তাদের জানাযা হবে না? কথাটি ইসলামের দৃষ্টিতে কতটকু সত্য? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

মিসেস নূরুন নাহার
পীরগাছা, রংপুর

উত্তরঃ যে সকল নারী ও পুরুষ সন্তান না নেওয়ার জন্য লাইগেশন বা ভ্যাসেকটমি করে তাদের জানাযা পড়া যায়। যদিও ইসলামের দৃষ্টিতে এটি কঠিন গুনাহের কাজ। এইরূপ নারী ও পুরুষের তওবা করা ও আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা আবশ্যক। যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) বলেন, খায়বার নামক স্থানে একটি লোক মৃত্যু বরণ করেছিল। তখন রাসূল (ছাঃ) নিজে তার জানাযা না পড়ে ছাহাবীদেরকে বলেছিলেন, তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযা পড়। সে যুদ্ধে গণীমতের মাল হ'তে আত্মসাৎ করেছে। *-আবুদাঊদ, নাসাঈ ১ম খণ্ড ২১৫ পৃঃ; মিশকাত ৩৫০ পৃঃ।* হযরত জাবের বিন সামুরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন যে, জনৈক ব্যক্তি আত্মহত্যা করলে রাসূল (ছাঃ) তার জানাযা পড়েননি। *-মুসলিম ও সুনান, নায়ল ৫/৪৮।*

প্রকাশ থাকে যে, কালেমা পাঠকারী সকল মুসলমানের জানাযা পড়া যায়। *-তিরমিযী, তোহফা সহ ৪র্থ খণ্ড ৪৭ পৃঃ।*

হযরত ওমর বিন আবদুল আযীয, আহলে বায়েত, ইমাম আওযাঈ প্রমুখ ফাসেক ও কবীরা গোনাহগারের জানাযা পড়া জায়েয মনে করতেন না। তবে কলেমাগো যেকোন মুসলমানের জানাযা পড়ার বিষয়ে রাসূলের (ছাঃ) সাধারণ নির্দেশের প্রেক্ষিতে জমহুর বিদ্বানগণ কবীরা গোনাহগারের জানাযা জায়েয বলেন।

আত্মহত্যাকারী ও গণীমতের মাল আত্মসাৎকারীর জানাযা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিজে পড়েননি বরং অন্যদেরকে পড়তে বলেছিলেন। সেই হিসাবে অনুরূপ কবীরা গোনাহগারের জানাযা জামে মসজিদের ইমাম বা কোন বড় আলেমের পক্ষে না পড়াই সুন্নাতের অধিকতর নিকটবর্তী বলে অনুমিত হয়।

প্রশ্ন-(৯/৮৯)ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে কবিতা, গান, জাগরনী, গজল ইত্যাদি পাঠ করা জায়েয কি-না? কোনটি জায়েয ও কোনটি না জায়েয। এসবের কি কোন

http://islaminonesite.wordpress.com

নির্দিষ্ট শারঈ সুর রয়েছে? মসজিদে ইসলামী কবিতা পড়া যায় কি? কিতাব ও সুন্নাহ্র আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

মুহাম্মাদ উবাইদুর রহমান
গ্রামঃ মুহাম্মাদপুর
পোঃ ইনছাফ নগর
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া

উত্তরঃ দ্বীন ইসলামে ছন্দাকারের কথার দু'টি দিক রয়েছে এবং সে ভিত্তিতেই এর জায়েয হওয়া ও না হওয়া নির্ভর করে। যেমন-

১। ছন্দ যদি এমন কথা দ্বারা গঠিত হয় যেগুলো শারঈ দৃষ্টিতে আপত্তিকর। যথা- যৌন উত্তেজনাকর, বেহায়াপনা, অশ্লীল, শারীয়ত বর্জিত কথা, শিরক-বিদ'আত যুক্ত কথা ইত্যাদি। তবে এরূপ কথা দ্বারা গঠিত ছন্দ পাঠ করা জায়েয নয়। এরূপ ছন্দকারীকে আল্লাহ 'বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে' বলে ভর্ৎসনা করেছেন (শু'আরা ২২৪)। অনুরূপভাবে ছন্দের কথা যেমনই হোক ও ছন্দের নাম যাই হোক বাদ্যযন্ত্র সহ কোন ছন্দ পাঠ করা জায়েয নয়। কেননা বাদ্যযন্ত্র শরীয়তে হারাম। নাফে (রাঃ) বলেন, 'আমি রাস্তায় ইবনু উমরের সাথে ছিলাম তিনি বাদ্যযন্ত্রের আওয়ায শুনে তাঁর দু'কানে দু'আঙ্গুল রাখলেন এবং রাস্তা থেকে অন্য ধারে সরে পড়লেন। অতঃপর দূরে চলে যাওয়ার পর বলেন নাফে তুমি কি এখন কিছু শুনতে পাচ্ছ? (নাফে বলেন) আমি বললাম, না। তখন তিনি তার কান থেকে আঙ্গুল সরালেন এবং বললেন, আমি একদা নবী (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তিনি বাঁশীর আওয়াজ শুনে এরূপ করেছিলেন। *-আহমাদ, আবু দাউদ, মিশকাত, 'বয়ান ও কবিতা' অধ্যায়; সনদ হাসান পৃঃ ৪১১।* মোটকথা বাদ্যযন্ত্র বিহীন ছন্দের কথা যদি ভাল হয় তবে তা ভাল এবং তা পাঠ করাও জায়েয। আর যদি মন্দ হয় তবে না জায়েয। রাসূলের (ছাঃ) নিকট কবিতার বিষয় তুলে ধরা হ'লে তিনি বলেন, সে তো কথা, যার ভালটি ভাল ও মন্দটি মন্দ। *-দারাকুতনী, মিশকাত 'বয়ান ও কবিতা' অধ্যায়; সনদ হাসান পৃঃ ৪১১।* এমনকি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ কবিতা জিহাদের মারাত্মক অস্ত্র হিসাবেও ভূমিকা রাখে। নবী (ছাঃ) বলেন, মুমিন নিঃসন্দেহে জিহাদ করে তরবারী ও কবিতার ভাষা দ্বারা। কসম আল্লাহ্র তা দ্বারা তোমরা তীরের নিশানার মত তাদের আঘাত হান। *-শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত ৪১০ পৃঃ সনদ ছহীহ।* তিনি কবিতার মাধ্যমে কুরায়শদের দূর্নীতি বর্ণনা করার নির্দেশ দিয়ে বলেন, তা তাদের জন্য তীরের ফলা অপেক্ষা কঠোর। *-মুসলিম, মিশকাত 'বয়ান ও কবিতা' অধ্যায় পৃঃ ৪০৯।* আর এজন্য বিভিন্ন যুদ্ধে ও ক্ষেত্রে ছাহাবাগণের কবিতা পাঠ সুপ্রসিদ্ধ।

২। ছন্দ ও কবিতার সূর এবং রাগের ব্যাপারে দ্বীন ইসলামের পক্ষ থেকে কোন প্রকার বিধি নিষেধ আরোপিত হয়নি। কবিতা সম্পর্কিত যতটুকু বিধি-নিষেধ এসেছে তা উপরে উল্লেখিত হ'ল। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সূরের ব্যাপারে শারীয়তের পক্ষ থেকে কোন সুনির্দিষ্ট সূরের দিক-নির্দেশনা না দিয়ে বরং জাহেলি যুগে কাফিরদের তৈরীকৃত ও পঠিত কবিতা শোনার অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করে, শুনে এমনকি তাদের ভাল কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে ভাল কবিতা ও সূরের ব্যাপকতার অবকাশ রেখে গেছেন। যেমন- জাহেলি যুগের কবি লাবীদ ও উমাইয়্যা বিন আবী ছালত উল্লেখযোগ্য। *-মিশকাত 'বয়ান ও কবিতা' অধ্যায় প্রথম পরিচ্ছেদ পৃঃ ৪০৯; হাদীছ মুত্তাফাক আলাইহি।* এছাড়া তিনি রাখালিয়া উট চালকের কবিতা (এক প্রকার গান) শ্রবণ করার মাধ্যমে ও ছাহাবাগণের রাখালিয়া কবিতা (এক প্রকার গান) জায়েয করার মাধ্যমে সূরের আরো ব্যাপকতা প্রকাশ পেয়েছে। *-মিশকাত 'বয়ান ও কবিতা' অধ্যায় পৃঃ ৪১০ তৃতীয় পরিচ্ছেদ, হাদীছ মুত্তাফাক আলাইহ; ফাতহুল বারী ১০ম খণ্ড ৬৬৫ পৃঃ।*

ফল কথা উক্ত হাদীছ সমূহ থেকে এটা স্পষ্ট যে, কে কবিতার লেখক? কে পাঠক? কি সূর? এসব শরীয়তের বিবেচ্য বিষয় নয়। বিবেচ্য বিষয় হ'ল কবিতার কথা ও কবিতার সাথে হারাম এবং নিষিদ্ধ বস্তু সংযোজিত হয়েছে কি-না? যদি না হয়ে থাকে ও কথা ভাল হয়, তবে যেকোন সূরের কবিতা পাঠ জায়েয। তবে সূরের নামে যেন বেহায়াপনা ও কু-রুচির প্রকাশ না হয়।

৩। বিশেষ ভাবে ইসলামী ও জিহাদী কবিতা যে মসজিদে পাঠ করা যায়, এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সাঈদ বিন মুসাইয়িব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, উমর (রাঃ) একদা মসজিদ হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন রাসূলের (ছাঃ) সভাকবি হাস্সান বিন ছাবিত (রাঃ) মসজিদে কবিতা পাঠ করছিলেন। তিনি উমর (রাঃ) -কে লক্ষ্য করে বলেন, 'আমি মসজিদে কবিতা পড়তাম এবং সেখানে তোমার থেকে উত্তম ব্যক্তি উপস্থিত থাকতেন (অর্থাৎ নবী (ছাঃ)। অতঃপর তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) -এর দিকে ফিরে

http://islaminonesite.wordpress.com

বলেন, 'তুমি কি সে সময় নবী (ছাঃ) -কে আমার ক্ষেত্রে বলতে শুনেছ 'কাফিরদের জবাব দাও (কবিতায়)'। হে আল্লাহ তুমি তাকে (হাস্সানকে) জিব্রাঈলের মাধ্যমে সাহায্য কর'। উত্তরে আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন হ্যাঁ। *-বুখারী হাদীছ নং ৪৫৩, ৩২১২, ৬১৫২।*

এছাড়া আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) হাস্সানের জন্য মসজিদে একটি মিম্বর রাখতেন। যেখানে দাঁড়িয়ে হাস্সান (রাঃ) রাসূলের পক্ষে গর্বের কবিতা সমূহ পাঠ করতেন এবং তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার উদ্দেশ্যে বলতেন, আল্লাহপাক হাস্সানকে জিব্রাইল দ্বারা সাহায্য করেন যতক্ষণ তিনি রাসূলুল্লাহ্র পক্ষে কবিতা পাঠ করেন। -বুখারী, মিশকাত হা/৪৮০৫ 'বয়ান ও কবিতা' অধ্যায়। কবিতা পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে রাসূলুল্লাহ (ছঃ) এরশাদ করেন,

هو كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح، 'উহা কথা মাত্র। উহার সুন্দরগুলি সুন্দর খারাপগুলি খারাপ'। -দারা কুতনী, মিশকাত হা/৪৮০৭; সনদ হাসান, আলবানী।

প্রশ্ন-(১০/৯০)ঃ ছালাতের মধ্যেকার দো'আ সমূহ একবচনের জায়গায় বহুবচন পড়া যাবে কি? যেমন 'আল্লাহুম্মাহ্দীনী' এর স্থলে 'আল্লাহুম্মাহ্দীনা' পড়া হয়ে থকে।

ছিদ্দীকুর রহমান
গ্রামঃ জামলই
পোঃ তাহেরপুর, রাজশাহী

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে উল্লেখিত দো'আ সমূহের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন করা বিধি সম্মত নয়। কেননা এরূপ পরিবর্তন নবী করীম (ছাঃ) প্রত্যাখ্যান করেছেন। যেমন- একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত বারা বিন আযিব (রাঃ) -কে বিছানায় শয়নের দো'আ শিক্ষা দেন। উক্ত দো'আটি পুনরায় নবী (ছাঃ) -এর সামনে পাঠ করতে গিয়ে এক জায়গায় নিজ থেকেই তিনি 'বি নাবিয়্যিকা'র পরিবর্তে 'রাসূলিকা' বলে শুনান। এতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাৎক্ষনিকভাবে 'রাসূলিকা' শব্দ প্রত্যাখ্যান করে তাঁর শিখানো শব্দ 'নাবিয়্যিকা' পড়তে বলেন। *-বুখারী 'ফাযলু মাম বাতা আলাল অযূয়ে' অধ্যায় হাদীছ নং ২৪৭, পৃঃ ৩৮; অন্যান্য অধ্যায় হাদীছ নং ৬৩১১,৬৩১৩,৬৩১৫,৭৪৮৮।*

উল্লেখিত হাদীছ থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কুরআন ও হাদীছে প্রদত্ত দো'আর কোনরূপ পরিবর্তন করা যাবে না। তবে যদি কেউ কুরআন ও হাদীছে প্রদত্ত দো'আ ব্যতীত নিজস্ব কোন দো'আ পাঠ করতে চান তবে কুরআন-হাদীছে বর্ণিত সাধারণ নির্দেশের আওতায় তিনি যেভাবে ইচ্ছা দো'আ করতে পারেন।

আত-তাহরীক ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা এপ্রিল '৯৮ -এর (১৫/৮০) নং প্রশ্নোত্তরের ভুল সংশোধন

প্রশ্নঃ বর্তমানে এদেশের কোন কোন জায়গায় আম বিক্রয় করার নামে পাঁচ বছর অথবা দুই বছরে চুক্তিতে আমের পাতা বিক্রয় করা হচ্ছে। এরূপ বিক্রয় কি বৈধ? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াবের প্রত্যাশায়-

-মুযাফ্ফার হোসাইন
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ আম বিক্রয় করার নামে কয়েক বছরের জন্য আমের পাতা বিক্রয় করা শারীয়াত সম্মত নয়। কেন না নবী করীম (ছাঃ) কয়েক বছরের জন্য এক যোগে গাছ অথবা ফল বিক্রয় নিষেধ করেন। জাবির (রাঃ) বর্ণনা করেন نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة رواه مسلم-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুহাক্বালা, মুযাবানা, মু'আওয়াম... থেকে নিষেধ করেছেন'। *-ছহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড পৃঃ ১১।*

উক্ত হাদীছেই হাদীছে উল্লেখিত 'মু'আওয়ামা' শব্দের অর্থে বলা হয়েছে بيع السنين هى المعاومة অর্থাৎ একাধিক বছরের জন্য ক্রয় বিক্রয়ই হচ্ছে 'মু'আওয়ামা'। ইমাম নববী বলেন, গাছের ফল কয়েক বছরের জন্য বিক্রয় করাকে শারীয়তে 'মু'আওয়ামা' বলা হয়। *-নববী, মুসলিম ২য় খণ্ড পৃঃ ১০।*

النهاية গ্রন্থে জাযারী বলেন, 'মু'আওয়ামা' হচ্ছে গাছে ফল আসার পূর্বেই দুই/তিন ও তদধিক বছরের জন্য খেজুর গাছের ফল অথবা গাছ বিক্রয় করা এবং এরূপ ক্রয়-বিক্রয় বাতিল। *- তিরমিযী, তোহফা সহ ৪র্থ খণ্ড হাদীছ নং ১৩২৭ পৃঃ ৪৫১।* অতএব এরূপ ক্রয় বিক্রয় থেকে আমাদের বিরত থাকা আবশ্যক।

[অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। -পরিচালক, দারুল ইফতা]

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা
জুন ১৯৯৮

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন-(১/৯১)ঃ একটি জ্বরাজীর্ণ এক তলা পাকা জামে মসজিদ ভেঙে ফেলে তথায় মূল ভূমির উপর পূর্ব এবং উত্তর পাশে কিছুটা সম্প্রসারিত করে সমগ্র নীচতলা দোকানপাট ও আবাসিক কোয়ার্টার এবং দোতলায় মসজিদকরণ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি?

-আলতাফ হোসায়েন
নাটোর

উত্তরঃ মসজিদের নীচতলায় আবাসিক কোয়ার্টার ও দোকানপাট করা যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, খন্দকের যুদ্ধে সা'দ (রাঃ) আহত হয়েছিলেন। হিববান ইবনে আরিফাহ নামক কুরাইশ গোত্রের একজন লোক তাঁর দুই বাহুর মধ্যবর্তী রগে? তীর বিদ্ধ করেছিল। তাকে নিকটে রেখে শুশ্রূষা করার জন্য নবী (ছাঃ) মসজিদে নববীতে তার জন্য একটি তাঁবু খাটিয়ে ছিলেন। মসজিদে নববীতে বনু গেফার সম্প্রদায়েরও একটি তাঁবু ছিল। তাদের দিকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে আসতে দেখে বলল, হে তাঁবু বাসী এটা আমাদের দিকে তোমাদের তরফ থেকে কি আসছে? দেখা গেল সা'দ (রাঃ)-এর যখম হ'তে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। তিনি এতেই মারা গেলেন।- বুখারী ১ম খণ্ড ৬৬ পৃঃ। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আরব গোত্রের এক কৃষ্ণকায় দাসী রাসূলের (ছাঃ) নিকট আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, (তার থাকার জন্য) মসজিদে একটা তাঁবু বা ছোট ঘর দেয়া হয়েছিল।- বুখারী ১ম খণ্ড ৬২ পৃঃ। আছহাবে ছুফ্ফা মসজিদে থাকতেন এটা প্রসিদ্ধ কথা। উকল গোত্রের কিছু লোক আছহাবে ছুফ্ফার সাথে মসজিদে বসবাস করেছিল।- বুখারী ১ম খণ্ড ৬৩ পৃঃ। উল্লেখিত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মসজিদে বসবাস করা যায়। কাজেই মসজিদের নীচের তলায় আবাসিক কোয়ার্টার তৈরী করা বিধি সম্মত। জানা আবশ্যক যে, মসজিদ একমাত্র ইবাদতের স্থান হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনী কল্যাণার্থে বহু কাজে ব্যবহার করার অবকাশ রয়েছে। যেমন কোষাগার হিসাবে, মেহমানখানা হিসাবে, বিচারালয় হিসাবে, বসবাস স্থল হিসাবে, কয়েদখানা হিসাবে, হিসাবে ইত্যাদি। অনুরূপ মসজিদের মানকে অক্ষুন্ন রেখে মসজিদের কল্যাণার্থে মসজিদের জায়গায় অথবা নীচতলায় দোকানপাট বানানো যায়। ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেন, মসজিদের নীচে দোকানপাট ও পানির হাউয তৈরী করা যায়। তাতে কোন ক্ষতি নেই।- ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ৩১ খণ্ড ২১৮ পৃঃ। মিয়াঁ নাযীর হোসাইন দেহলভী বলেন, মসজিদের কল্যাণের জন্য নীচে ও উপরে দোকানপাট করা যায়।- ফাৎওয়া নাযীরিয়াহ ৩য় খণ্ড ৩৬৮ পৃঃ। আল্লামা কাযী খান বলেন, মসজিদের অধিবাসী মসজিদ দোতলা করে নীচতলায় দোকানপাট ও পানীর হাউয করতে পারে।- মুগনী ৬ষ্ঠ খণ্ড ২৫৪ পৃঃ।

প্রকাশ থাকে যে, নীচতলার কক্ষগুলি অথবা দোকানপাট গুলি মসজিদের অধীনে হ'তে হবে। নীচতলা কারো ব্যক্তিগত অধীকারে থাকলে তা মসজিদে রবলে গণ্য হবে না।- মুহাল্লা ৩য় খণ্ড ১৬৮ পৃঃ।

প্রশ্ন-(২/৯২)ঃ মসজিদের জমি ওয়াক্ফ হ'তে হবে কি? যদি ওয়াক্ফ হ'তে হয় তাহ'লে ওয়াক্ফের জন্য কতদিন দেরী করা যায়?

-আব্দুল হক
তোফরুল্লাহ হাজীর টোলা
পোঃ দেবীনগর, নবাবগঞ্জ

উত্তরঃ মসজিদের জমি ওয়াক্ফ হ'তে হবে এবং জমি ওয়াক্ফ করেই মসজিদ নির্মাণ করতে হবে। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) মদীনায় এসে মদীনার উচ্চ অংশে বনু আমর ইবনে আউফ গোত্রে অবস্থান করলেন। নবী (ছাঃ) সেখানে ২৪ দিন থাকলেন। তারপর তিনি বনু নাজ্জারকে ডেকে পাঠালে তারা ঝুলন্ত তরবারীসহ উপস্থিত হ'ল। আমি যেন এখনও দেখতে পাচ্ছি নবী (ছাঃ) তাঁর সওয়ারীর উপর, আবুবকর (রাঃ) তাঁর পিছনে এবং বনু নাজ্জারের দল তাঁর চার দিকে। অবশেষে তিনি আবু আইয়ুবের বাড়ীর প্রাঙ্গণে তাঁর জিনিসপত্র নামালেন। তিনি যেখানে

http://islaminonesite.wordpress.com

...তের সময় হ'ত, সেখানেই ছালাত আদায় করতেন। তিনি ছাগল ভেড়ার খোঁয়াড়ে ছালাত আদায় করতেন। তারপর তিনি মসজিদ তৈরী করার নির্দেশ দিলেন। তিনি বনু নাজ্জারের প্রধানকে ডেকে বললেন, হে বনু নাজ্জার তোমাদের এ বাগানটি আমার নিকট বিক্রি কর। তারা বলল, না আল্লাহ্‌র কসম আমরা একমাত্র মহান আল্লাহ্‌র নিকটেএর মূল্য চাই।- বুখারী ১ম খণ্ড ৬১ পৃঃ।

আহনাফ ইবনে ক্বায়েস (রাঃ) বলেন, আমি হজ্জে যাওয়ার সময় মদীনায় আসলাম এবং আমাদের আসবাবপত্র রাখতেই একটা লোক এসে বলল, মানুষ মসজিদে জমা হয়েছে। তখন আমি মসজিদে গিয়ে দেখি কিছু লোক বসে আছে। যাদের মধ্যে আলী, যোবায়ের, তালহা ও সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) প্রমুখ রয়েছেন। আমি তাঁদের নিকটে আসতেই বলা হ'ল ইনি উছমান ইবনে আফফান (রাঃ)। অতঃপর উছমান (রাঃ) বললেন, এখানে আলী, যোবায়ের, তালহা ও সা'দ (রাঃ) আছেন কি? তারা বললেন, জি। তখন তিনি বললেন, আমি আপনাদেরকে ঐ যাতের কসম দিয়ে বলছি, যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। আপনারা কি জানেন যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, কে ওমুক বংশের খেজুর শুকানো খোলিয়ানটি ক্রয় করবে? আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন। আমি উহা ক্রয় করে রাসূলের (ছাঃ) নিকট এসে বললাম, আমি ওমুকের খোলিয়ান ক্রয় করেছি। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি উহা আমাদের মসজিদে ওয়াক্‌ফ করে দাও। আর তার নেকী তোমার জন্য। আমি ২৫ হাযার দেরহাম দ্বারা জমি ক্রয় করে মসজিদের প্রশস্থতা বৃদ্ধি করেছিলাম। সকল লোক বলল, জি-হাঁ আপনি তা করেছেন।-নাসাঈ ২য় খণ্ড ১০৮ পৃঃ; তিরমিযী ২য় খণ্ড ২১১ পৃঃ সনদ ছহীহ।

উক্ত হাদীছ দ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জমি ওয়াক্‌ফ করার পর মসজিদ নির্মাণ করতে হবে। ওয়াক্‌ফ করতে দেরী করা আদৌ ঠিক নয় বরং ওয়াক্‌ফ করে মসজিদ নির্মাণ করা আবশ্যক।-ফাতওয়া নাযীরিয়াহ ১ম খণ্ড ৩৬০ পৃঃ।

প্রশ্ন-(৩/৯৩)ঃ মহিলাদের কেমন পোষাক হওয়া উচিৎ? কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ সোলায়মান আলী
জন স্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তর
লালপুর, জেলাঃ নাটোর

উত্তরঃ মহিলাদের এমন পোষাক হওয়া উচিৎ যা দ্বারা মহিলাদের সম্পূর্ণ শরীর আবৃত হয়। শরীরের কোন অংশ যেন মুহরাম ও স্বামী ব্যতীত অন্য পুরুষের সামনে খোলা না থাকে। আল্লাহ বলেন, 'তারা যেন তাদের স্বাভাবিক প্রকাশমান সৌন্দর্য ব্যতীত কোনরূপ সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং ওড়না যেন বক্ষদেশে ফেলে রাখে' (সূরা নূর ৩১)।

মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'মেয়ে যখন যুবতী হয়ে যাবে, তখন এই এই অংশ ব্যতীত তাদের শরীরের কোন অংশই প্রদর্শন করা উচিৎ নয়। তিনি দুই হাত ও মুখ মণ্ডলের দিকে ইঙ্গিত করলেন।- আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৭২ 'লিবাস' অধ্যায় তৃতীয় পরিচ্ছেদ। অর্থাৎ নিরুপায় ও নিতান্ত যরুরী কারণ ব্যতীত কব্জী পর্যন্ত দুই হাত ও মুখমণ্ডল ছাড়া নারী দেহের অন্য কোন অংশ প্রকাশ করা বৈধ নয়। হাত ও মুখমণ্ডল সাধারণ প্রয়োজনে প্রকাশ করার শারঈ অবকাশ থাকলেও এগুলোও পর্দার অন্তর্ভুক্ত। এই অঙ্গগুলো ঢেকে রাখা ফরয না হলেও ফরযের কাছাকাছি। কারণ ইফকের (إفك) ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'তিনি (ছাফওয়ান বিন মু'আত্ত্বাল) আমাকে দেখে চিনে ফেললেন। কেননা তিনি আমাকে পর্দার হুকুম আসার পূর্বে দেখেছিলেন। আমাকে চেনার পর তিনি যে ইন্না লিল্লাহ......... পড়েছিলেন, সেই আওয়াযে আমি জাগ্রত হই। অতঃপর চাদর দ্বারা আমার মুখমণ্ডল ঢেকে ফেলি। -বুখারী, 'ইফক' অধ্যায় ২য় খণ্ড পৃঃ ৫৯৪। উক্ত হাদীছ থেকে হযরত আয়েশার মুখমণ্ডল পর্দা করার স্পষ্ট দলীল পাওয়া যায় এবং ত্বরিৎ মুখ ঢেকে দেওয়ায় তাঁর নিকট যে মুখমণ্ডল পর্দা করার কিরূপ গুরুত্ব ছিল তা সহজেই অনুমেয়। মোটকথা সম্পূর্ণ শরীর আবৃত হয় এমন পোষাক মহিলাদের নিজ গৃহের বাইরে তথা গায়ের মুহরাম এর সামনে পরা উচিৎ। এমন কোন

পোষাক পরিধান করা উচিৎ নয়, যে পোষাকে শরীরের কোন কোন অংশ প্রদর্শিত হয়, যে পোষাক শরীরে সাথে এমন ভাবে সেঁটে থাকে যে, শরীরের বিভিন্ন অংশের আকৃতি হুবহু প্রকাশ পায়। যে পোষাকের কাপড় এত পাতলা যে, শরীরের রং প্রকাশ পায় বা শরীর দেখা যায়। কেননা রাসূল (ছাঃ) এরূপ পোষাক পরার প্রতি ভর্ৎসণা করে বলেছেন, 'এরূপ কাপড় পরিহিতা উলঙ্গ মহিলারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তারা জান্নাতের গন্ধটুকুও পাবে না'।- মুসলিম ২য় খণ্ড 'লিবাস' অধ্যায় পৃঃ ২০৫।

পাতলা কাপড় পরিধান কারীনী জনৈকা মহিলার দিক থেকে নবী (ছাঃ) মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলেন, 'হে আসমা! মেয়ে যখন যুবতী হয়ে যায় তখন তার শরীরের কোন অংশ প্রদর্শন করা উচিৎ নয়।-আবুদাঊদ, মিশকাত 'লিবাস' অধ্যায় হা/৪৩৭২।

হাফসা বিনতে আবদুর রহমান পাতলা ওড়না পরে আয়েশার নিকট আসলে তিনি রাগে তা দু'টুকরো করে ফেলেন এবং তাকে একটা মোটা ওড়না পরিয়ে দেন। -মালেক, মিশকাত 'লিবাস' অধ্যায় ৫/৪৩৭৫।

অপরদিকে পুরুষদের পোষাক মেয়েদের পরা উচিৎ নয়। কেননা রাসূল (ছাঃ) পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বন কারীনী মহিলাদের অভিশাপ দিয়েছেন। -বুখারী ও আবুদাঊদ 'লিবাস' অধ্যায়; তিরমিযী 'আদব' অধ্যায়; ইবনু মাজাহ 'নিকাহ' অধ্যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেই মহিলাদের অভিশাপ দিয়েছেন যারা পুরুষের পোষাক পরে। -আবুদাঊদ 'লিবাস' অধ্যায়।

অতএব মহিলারা উল্লেখিত নিষিদ্ধ পোষাক ও কাপড় ব্যতীত যেকোন রকম পোষাক পরতে পারে, যাতে তাদের শরীরের কোন অংশ পর পুরুষের জন্য প্রদর্শিত না হয়। তবে বাড়ীর ভিতরে স্বীয় স্বামীর সম্মুখে শরীর প্রদর্শন জনিত যেকোন পোষাক পরতে পারবে। এতে কোন নিষেধ নেই।

প্রশ্ন-(৪/৯৪)ঃ ছালাতে কাতার দেওয়ার সময় ইমাম ছাহেব ছয় বা আট ইঞ্চি ফাঁক ফাঁক হয়ে দাঁড়াতে বলেন। এইভাবে ফাঁক ফাঁক হয়ে দাঁড়াতে হবে কি? ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী উত্তর দিলে উপকৃত হব।

-মুখলেছুর রহমান ও তোফাযযাল
গ্রামঃ প্রক্ষপুর, পোঃ দাওকান্দী,
থানাঃ দুর্গাপুর, রাজশাহী

উত্তরঃ ইমাম ছাহেবের ছয় বা আট ইঞ্চি পা ফাঁক করে দাঁড়াতে বলা তাঁর মনগড়া ফৎওয়া মাত্র, যার কোন ভিত্তি নেই। এমনকি নির্দিষ্ট পরিমাণ পা ফাঁক করতে বললে শরীয়তের উপর মিথ্যা আরোপ করা হবে, যা ঘোরতর অপরাধ। ছহীহ হাদীছে পায়ের সাথে পা ও কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানোর এবং ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়ানোর নির্দেশ পাওয়া যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা লাইন গুলো সোজা করে নাও এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও। যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার কসম আমি দেখছি যে, শয়তান ছাগলের বাচ্চার মত তোমাদের কাতারের মাঝখানে ফাঁক গুলোতে ঢুকছে।- আবুদাঊদ, মেশকাত ৯৮ পৃঃ হাদীছ ছহীহ। আবু মাস'উদ আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ছালাতে আমাদের কাঁধগুলো ধরে সোজা করে দিতেন।-মুসলিম, মিশকাত হা/১০৮৮।

আনাস (রাঃ) বলেন, আমাদের প্রত্যেকেই তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে নিত।-বুখারী ১ম খণ্ড ১০০ পৃঃ। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, তোমরা কাতার সোজা কর, কাঁধ সমূহ সমান ভাবে মিলাও, ফাঁক বন্ধ কর এবং শয়তানের জন্য কোন ফাঁকা স্থান রেখো না। কেননা যে ব্যাক্ত কাতারে মিলে দাঁড়াল, আল্লাহ তার সঙ্গে মিলে থাকেন। আর যে ব্যক্তি তা কর্তন করলো, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক কর্তন করে থাকেন।-আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/১১০২। এই হাদীছ গুলি প্রমাণ করে যে, একজন মুছল্লী দাঁড়িয়ে তার ডান ও বাম পাশে দু'জন মুছল্লীকে দাঁড় করিয়ে এবং তাদের পায়ের সাথে পা ও কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবেন। অবশ্য নিজের দুই পায়ের মাঝে যতটা স্বাভাবিক ফাঁক থাকে, ততটা ফাঁক থাকা বিধি সম্মত।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্ন-(৫/৯৫)ঃ বর্তমানে প্রচলিত গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি, সরকার গঠন ও পরিচালনা পদ্ধতি কি কুরআন-সুন্নাহ্‌র পরিপন্থী? জনসংখ্যা বহুল রাষ্ট্রে মেম্বার, চেয়ারম্যান, সংসদ সদস্য, রাষ্ট্র প্রধান ইত্যাদি কিভাবে নির্বাচিত হবে? সরকার গঠনে ইসলামের বিধান কি?

-মুহাম্মাদ মু'তাছিম বিল্লাহ রফীক
সাঁকোয়া, কেশরহাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ বর্তমানে প্রচলিত পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক ধারার নির্বাচন পদ্ধতিতে সরকার গঠন ও পরিচালনা একাধিক কারণে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিপন্থী। তারমধ্যে কতিপয় কারণ নিম্নে প্রদত্ত হল-

১. প্রচলিত পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক ধারার নির্বাচন হচ্ছে প্রার্থী ভিত্তিক নির্বাচন। নেতৃত্ব ও পদ লাভে প্রার্থী হিসাবে প্রথমে মনোনয়পত্র দাখিল করতে হয়। অতঃপর ভোট প্রার্থনা করতে হয়। প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করতে নানা রকম পন্থা ও কৌশল অবলম্বন করতে হয়। পক্ষান্তরে ইসলামে নেতৃত্ব লাভের আকাঙ্খা করা ও নেতৃত্ব চাওয়া অবাঞ্ছিত। মহানবী (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নেতৃত্ব চায় তাকে আল্লাহ্‌র কসম আমরা নেতৃত্ব প্রদান করি না এবং যে ব্যক্তি এর কামনা করে।-বুখারী, 'নেতৃত্বের লোভ অপসন্দনীয়' অধ্যায়।

২. প্রচলিত গণতান্ত্রিক ধারায় সকল প্রকার লোকের ভোট দানের অধিকার ও নেতা নির্বাচিত হওয়ার অধিকার রয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামে শুধু রাজনৈতিক প্রজ্ঞাবান দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সর্বোচ্চ তাকওয়া ও দ্বীনদার পুরুষ ব্যক্তির নেতা নির্বাচিত হওয়ার অগ্রাধিকার রয়েছে এবং সকল প্রকার লোকের ভোট দানের পরিবর্তে রয়েছে মজলিশে শূরা-এর ব্যবস্থা, যেখানে শুধু থাকবেন বিচক্ষণ দ্বীনদার ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ।

৩. প্রচলিত গণতান্ত্রিক ধারায় সরকার ও বিরোধীদল থাকা অপরিহার্য। পক্ষান্তরে ইসলামে সরকার গঠন ও সরকার পরিচলনায় কোন বিশেষ দলের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। বিরোধী দল থাকা ও বিরোধী দল হিসাবে আন্দোলন করার অবকাশ থাকা তো বহুদূরের কথা। বরং ইসলামে প্রথমতঃ রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচিত হবেন এবং তার হাতে সকল নেতৃবৃন্দ তথা গণ্য মান্য ব্যক্তিগণ বায়'আত করবেন। অতঃপর বাকী অন্যান্য প্রতিনিধির নিযুক্তি রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্বে থাকবে।

৪. প্রচলিত গণতান্ত্রিক ধারায় রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ। পক্ষান্তরে ইসলামে সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ। অতএব তখন পার্লামেন্ট কর্তৃক আল্লাহ্‌র আইন লংঘন করা নিষিদ্ধ হবে।

৫. প্রচলিত গণতান্ত্রিক ধারায় মেম্বার, চেয়ারম্যান, সংসদ সদস্য, রাষ্ট্রপ্রধান ইত্যাদি প্রতিনিধিগণ জনগণের ভোটে কিংবা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোটে নির্বাচিত হন। পক্ষান্তরে ইসলামে এই দায়িত্ব রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য নিরঙ্কুশ ভাবে থাকবে। যেটা তিনি মজলিশে শূরার পরামর্শক্রমে অথবা একক ভাবে করতে পারেন।

৬. প্রচলিত গণতান্ত্রিক ধারায় রাষ্ট্রপ্রধান সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রস্তাব ব্যতীত একক ভাবে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত আইনতঃ জারী করতে পারেন না। তিনি তাদের নিকট একরূপ জিম্মী থাকেন। পক্ষান্তরে ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধান হবেন ক্ষমতাশালী। তিনি ইচ্ছা করলে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অনুকূলে তাঁর একক সিদ্ধান্ত জারী করতে পারবেন। তবে সর্বক্ষেত্রেই পরামর্শ ভিত্তিক অগ্রসর হওয়াই ইসলামী আদর্শের অনুকূল।

৭. প্রচলিত ধারায় সরকার প্রধান জনগণের নিকট দায় বদ্ধ থাকেন। পক্ষান্তরে ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধান মূলতঃ আল্লাহ্‌র নিকটে অতঃপর জনগণের নিকটে দায় বদ্ধ থাকেন।

৮. প্রচলিত ধারায় সরকারকে মানব রচিত ও তাদের অনুমোদিত আইন বলবৎ করতে বাধ্য থাকতে হয়। পক্ষান্তরে ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধানকে কিতাব ও সুন্নাহ্‌র আইন বলবৎ করতে বাধ্য থাকতে হয়।

৯. প্রচলিত ধারায় প্রতি পাঁচ বছর কিংবা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পুনরায় নতুন সরকার গঠনে নির্বাচন দিতে হয়। পক্ষান্তরে ইসলামে একবার রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত হয়ে গেলে তাঁর কুফরী, মৃত্যু, কর্তব্যে অবহেলা, অপারগতা কিংবা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ ব্যতীত আর নতুন কোন নির্বাচন নেই।

http://islaminonesite.wordpress.com

১০. ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নেতৃত্বকে একটি কঠিন বোঝা ও পরকালীন জওয়াব দিহীতার জন্য একটি কঠিন পরীক্ষা মনে করা হয়। পক্ষান্তরে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট একটি বয়স হ'লেই সকলকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের হকদার মনে করা হয় এবং সেকারণ ৪/৫ বছর মেয়াদ অন্তে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে সকলকে নেতা হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়। ফলে শুরু হয় নেতৃত্বের লড়াই, গ্রুপিং, দলাদলি, মারামারি-কাটাকাটি। এভাবে সমাজের সর্বত্র অশান্তির আগুণ জ্বলে ওঠে। সরকারী ও বিরোধী দলের লড়াইয়ের মধ্যেই মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। দেশের ও জনগণের কল্যাণ গৌণ হয়ে যায়।

মোদ্দা কথা নেতৃত্বের স্থিতিশীলতার ও আখেরাত মুখী প্রশাসন থাকার কারণে ইসলাম একটি শান্ত ও স্থিতিশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থা উপহার দেয়- যা একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের জন্য আবশ্যিক পূর্বশর্ত।

প্রশ্ন (৬/৯৬)ঃ শ্বশুর ও শাশুড়ী র পায়ে সালাম করা কি বিধি সম্মত? এবং সালামীর টাকা গ্রহণ করা কি জায়েয?

-মুহাম্মাদ রিয়াযুল ইসলাম
গ্রামঃ হাজীপুর
থানা ও জেলাঃ জামালপুর

উত্তরঃ শ্বশুর ও শাশুড়ীর পায়ে সালাম করা এবং সালাম করে সালামীর টাকা প্রদান কিম্বা গ্রহণ করা কোনটাই জায়েয নয়। অনুরূপ ভাবে সমাজে যে কদমু বুসি নামে পদ চুম্বনের যে প্রথা দেখা যায় এটাও বিধি সম্মত নয়। কেননা পায়ে চুমু কিম্বা সালাম দেওয়া ও সালামীর টাকা গ্রহণ করা সবটাই ইসলামী শরীয়তে নতুন সৃষ্টি। বরং এগুলি হিন্দু সমাজ থেকে অনুপ্রবিষ্ট বিদ'আতী রেওয়াজ। কোন কোন ছাহাবী কখনো কখনো ভালবাসার আতিসায্যে নবী করীম (ছাঃ)-এর হাত, পা, কটিদেশ ইত্যাদি চুম্বন করেছেন। কিন্তু সাধারণ ভাবে সকল ছাহাবী, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদের যুগে মুসলিম সমাজের কোথাও এর রেওয়াজ ছিলনা।

অতএব দ্বীন ইসলামের মধ্যে ইসলামী রীতির নামে যে কোন সৃষ্টি রীতি প্রত্যাখ্যাত ও বিদ'আত। যেমন আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে এমন রীতি সৃষ্টি করল যা দ্বীনের মধ্যে নয়, তা প্রত্যাখ্যাত'।-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ২৭। অতএব শ্বশুর বা শাশুড়ীর অনুরূপ কোন মুরব্বীর পায়ে সালাম এবং সালামীর টাকা প্রদান ও গ্রহণ করা ইসলামে প্রত্যাখ্যাত ও বিদ'আত।

প্রশ্ন (৭/৯৭)ঃ মীলাদ পড়া জায়েয কি না? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-ইউনুস আলী
বড় দরগা, পীরগাছা, রংপুর

উত্তরঃ জন্মের সময় কালকে আরবীতে মীলাদ বলা হয়। সে হিসাবে মীলাদুন্নবীর অর্থ দাঁড়ায় নবীর জন্ম কাল। মীলাদ হচ্ছে নবীর জন্মের বিবরণ, কিছু ওয়ায ও নবীর রুহের আগমন কল্পনা করে তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে 'ইয়া নবী সালামু আলাইকা' বলা ও সর্বশেষে জিলাপী বিলানো। এই সব মিলিয়ে মীলাদ মাহফিল একটা সাধারণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বরং দু'ঈদের সাথে যোগ হয়ে তৃতীয় আর একটি ঈদ হিসাবে গন্য হয়েছে। অন্য দুই ঈদের ন্যায় এ দিনও সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়। মিল কল-কারখানা অফিস-আদলত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে।

মীলাদ আবিষ্কারঃ ক্রুসেড বিজেতা মিসরের সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ুবী কর্তৃক নিয়োজিত ইরাকের 'এরবল' এলাকার গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফ্‌ফরুদ্দীন কুকুবুরীর মাধ্যমে কারো মতে ৬০৪ হিঃ ও সর্বপ্রথম সুন্নীদের মধ্যে কারো মতে ৬২৫ হিজরীতে। মীলাদের প্রচলন ঘটে। প্রতি বৎসর মীলাদুন্নবীর মওসুমে প্রাসাদের নিকটে তৈরী অন্যূন্য ২০টি খানকাহে তিনি গান-বাদ্যের আসর বসাতেন। ইবনুল জওযী বলেন, তিনি আলেমদেরকে উপঢৌকন ও চাপ দিয়ে মীলাদের পক্ষে জাল হাদীছ ও বানাওট গল্প লিখতে বাধ্য করতেন। মীলাদ অনুষ্ঠানের সমর্থনে সর্বপ্রথম আবুল খাত্তাব ওমর বিন দেহিইয়াহ 'আত-তানভীর ফী মাওলীদিস সিরাজিল মুনীর' নামে একটি বই লিখেন এবং সেখানে বহু জাল ও বানাওট হাদীছ জমা করেন। অতঃপর বইটি ৬২৬ হিজরীতে গভর্ণর কুকুবুরীর নিকট পেশ করলে তিনি খুশি

http://islaminonesite.wordpress.com

হয়ে তাকে সঙ্গে সঙ্গে এক হাযার স্বর্ণমুদ্রা বখশিশ প্রদান করেন। -দেখুন ইবনে খাল্লেকান।

এদেশে দু'ধরনের মীলাদ চালু আছে। একটি ক্বেয়ামী অন্যটি বে-ক্বেয়ামী। ক্বেয়ামীদের যুক্তি হ'ল তারা রাসূলের সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে থাকেন। এর দ্বারা তাদের ধারণা যদি এই হয় যে, মীলাদের মাহফিলে রাসূলের (ছাঃ) রূহ মুবারক হাযির হয়ে থাকে, তবে এ ধারণা সর্বসম্মত ভাবে কুফরী।

উল্লেখিত তথ্যাদি হ'তে প্রতীয়মান হয় যে, এই মীলাদ প্রথাটি নবী (ছাঃ)-এর সুন্নাত নয়। বরং এটি তার বহুযুগ পরে ধর্মের নামে নব আবিষ্কৃত একটি নিছক বিদ'আত মাত্র। উজ্জ্বল শরীয়তে যার স্থান নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, কেউ যদি আমার শরীয়তে নুতন কিছু সৃষ্টি করে যা আমার শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত নয় তাহ'লে উহা পরিত্যাজ্য।-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ২৭।

প্রশ্ন (৮/৯৮)ঃ মুর্দাকে দাফন করার পর সকলের বাড়ী ফিরার সময় মুর্দার নিকটতম ব্যক্তি কিছুক্ষণ কবরের পাশে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চাইতে পারে কি?

-মুহাম্মাদ মুর্তযা
সাং- রায়দৌলতপুর
কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ

উত্তরঃ মুর্দাকে দাফন করার পর মুর্দার কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা বিধি সম্মত কাজ, যা ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) মুর্দাকে দাফন করে অবসর হলে তিনি কবরের পার্শ্বে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা চাও এবং তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা কর আল্লাহ যেন তার (জিহ্বাকে ফেরেশতাদের উত্তর দানে) দৃঢ় করে দেন। এখন তাকে জিজ্ঞেসা করা হচ্ছে।-আবুদাউদ, মিশকাত পৃঃ ২৬; হাদীছ ছহীহ মির'আত ১ম খণ্ড ২৩০ পৃঃ।

এই হাদীছের মধ্যে নিকটতম আত্মীয়-স্বজন সহ জানাযায় উপস্থিত সকল সাধারণ মুছল্লী অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। আর বিশেষ ভাবে মৃত ব্যক্তির সন্তানাদীর দো'আ ইস্তিগফার করার বিষয়টি অন্যান্য হাদীছ দ্বারা আরো সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, মানুষ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায় তবে তিনটি আমল চালু থাকে (১) ছাদকায়ে জারিয়াহ (২) এমন বিদ্যা যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় (৩) সৎ সন্তান যে পিতার জন্য দো'আ করবে।-মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৩২। কাজেই সবার চলে যাওয়ার পর নিকটতম ব্যক্তিদের পুনরায় কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দো'আ ইস্তিগফার করা সুন্নাত হবে না বরং মাঝে মধ্যে বা সর্বদা মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ ও ইস্তিগফার করতে থাকবে।

প্রশ্ন (৯/৯৯)ঃ মসজিদের যে কোন স্তরের অর্থ মসজিদের সর্দারের কাছে থাকলে তা থেকে তিনি ব্যক্তিগত কাজে কিংবা সমাজের সুবিধার্থে হাওলাত নিতে অথবা দিতে পারবেন কি? অনুগ্রহপূর্বক দলীল সহ জানাবেন।

-আতাউর রহমান
উত্তর জাদিয়ালী

উত্তরঃ মসজিদের সর্দার হৌন কিংবা সমাজ নেতা হৌন নেকী ও তাকওয়ার ভিত্তিতে মসজিদের অর্থ ঋণ দেওয়া অথবা নেওয়া যাবে। মসজিদ কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে। কেননা সর্দারের নিকট মসজিদের অর্থ আমানত স্বরূপ থাকে। ফলে অনুমোদন ব্যতীত মসজিদের অর্থ লেন-দেন করা খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। মসজিদ কমিটিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ঋণ গ্রহণে মসজিদের অর্থ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্য কিংবা চাতুরী যেন না থাকে। আর এমতাবস্থায় ঋণ অনুমোদন না করাই হবে। যেহেতু অর্থ আত্মসাৎ গোনাহের কাজ। আর আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা গোনাহ ও শত্রুতার কাজে সহযোগিতা কর না' (সূরা মায়েদা ২)।

প্রশ্ন (১০/১০০)ঃ মু'আনাক্বার শারঈ বিধান কি? বিশেষ কোন সময়ে অথবা কোন অনুষ্ঠানে মু'আনাক্বা করা বিদ'আত হবে কি?

-আব্দুল গোফরান
ভাইস প্রেসিডেন্ট
আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক লিঃ
কর্পোরেট শাখা, ঢাকা।

উত্তরঃ মুছাফাহা ও মু'আনাক্বা ইসলামে একে অপরের সহিত সৌহার্দ্য, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার এক বড় মাধ্যম। আর এই রূপ

http://islaminonesite.wordpress.com

আমল ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা দিনের কোন এক সময় নবী (ছাঃ) বের হ'লেন। আমি তাঁর সাথে ছিলাম। কিন্তু তিনি আমার সাথে কোন কথা বলেননি।.. এমতাবস্থায় তিনি বনু ক্বায়নুক্বার বাজারে উপস্থিত হ'লেন এবং সেখান থেকে ফিরে ফাতেমা (রাঃ)-এর বাড়ীর অঙিনায় এসে বসলেন। .... কিছুক্ষণ পর দ্রুত গতিতে হাসান আসল। নবী (ছাঃ) তার সাথে গলাগলি করলেন ও চুমু খেলেন। তারপর বললেন, হে আল্লাহ তুমি তাকে ভালবাস এবং যারা তাকে ভালবাসে, তাদেরকেও তুমি ভালবাস।- বুখারী ১ম খণ্ড ২৮৫ পৃঃ।

বিশেষ কোন সময়ে অথবা কোন অনুষ্ঠানে মু'আনাক্বা করার কোন শারঈ বিধান পাওয়া যায় না। তবে আগন্তক ব্যক্তির সহিত মু'আনাক্বার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন-

(১) আনাস (রাঃ) বলেন, ছাহাবীগণ পরস্পর সাক্ষাতে মুছাফাহা করতেন, আর সফর হ'তে আসলে মু'আনাক্বা করতেন।- তাবারাণী, তোহফাতুল আহওয়াযী ৭ম খণ্ড পৃঃ ৪৩৪।

(২) আবু যর গিফারী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সহিত সাক্ষাত করলেই তিনি আমার সাথে মুছাফাহা করতেন। একদা তিনি আমার নিকট লোক পাঠান। তখন আমি বাড়ীতে ছিলাম না। আমি বাড়ীতে আসতেই তাঁর লোক পাঠানোর সংবাদ দেয়া হয় এবং আমি তাঁর নিকট আসি। তখন তিনি তাঁর খাটের উপর ছিলেন। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরেন ও গলাগলি করেন।- তোহফা ৭ম খণ্ড পৃঃ ৪৩৪।

(৩) জাবের (রাঃ) বলেন, আমি একদা সিরিয়ায় আব্দুল্লাহ ইবনে ওনাইসের নিকট আসি। অতঃপর আমি দারওয়ানকে বলি- বাড়ীতে বল যে, জাবের দরজায় রয়েছে। (তিনি ভিতর হ'তে) বললেন, কে জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ? আমি বললাম জি হাঁ। তিনি বের হয়ে আসলেন এবং আমার সাথে গলা গলি করলেন'।- তোহফা ৭ম খণ্ড পৃঃ ৪৩৪।

আব্দুর রহমান মুবারাকপুরী বলেন, গলাগলি করা সফর হ'তে আগন্তকের সাথে খাছ। আর ইহাই সত্য ও সঠিক।- তোহফা ৭ম খণ্ড পৃঃ ৪৩৪।

পূণঃ প্রকাশের পথে

ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)

সংক্ষিপ্ত

এতদ্বারা আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, ১ম সংস্করণ গত ২৭.২.৯৮ইং তারিখে প্রকাশিত হবার পর এপ্রিল মাসেই বিক্রয়যোগ্য সকল কপি শেষ হয়ে যায়। ফালিল্লাহিল হাম্‌দ। এক্ষণে পাঠক সাধারণের ব্যাপক চাহিদা পূরণের জন্য যত দ্রুত সম্ভব পুনরায় ২য় সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে আমরা জামা'আতের বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের নিকটে এবং পাঠক-পাঠিকা ভাই-বোনদের নিকটে ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)-এর কোনরূপ সংশোধনী বা সংযোজন প্রস্তাব থাকলে তা আগামী ৩০শে জুন'৯৮-এর মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর ঠিকানায় পাঠাতে অনুরোধ করছি। ওয়াস্‌সালাম। ইতি-

অধ্যাপক আব্দুল লতীফ
সচিব
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

১ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা
জুলাই ১৯৯৮

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১০১)ঃ সূরা জুম'আয় আল্লাহ বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ জুম'আর দিন যখন তোমাদেরকে ছালাতের জন্য আহবান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহ্‌র স্মরণে আগ্রহ সহকারে এসো এবং বেচাকেনা বন্ধ কর'। এখন প্রশ্ন হ'ল যদি খুৎবার সময় আযান দেওয়া হয়, তাহ'লে মুছল্লীরা কখন আসবে? এ আয়াতের তাৎপর্য জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ আতীকুর রহমান সরকার
দেবীদ্বার, কুমিল্লা

উত্তরঃ সূরা জুম'আর এ আয়াতে যে আযানের কথা বলা হয়েছে, সে আযান যে খুৎবার আযান তা ধ্রুব সত্য, যাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ এই আয়াত যাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি এক আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং পরবর্তীতে খলীফা আবু বকর এবং খলীফা ওমর ফারূক (রাঃ) ও এক আযান দিতেন। কাজেই কেউ যদি এই আয়াতের অর্থ প্রচলিত ডাক আযান বুঝেন, তাহ'লে মারাত্মক ভুল হবে। কেননা সায়েব বিন ইয়াযীদ বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে, আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর যুগে এবং ওমর ফারূক (রাঃ)-এর যুগে ইমাম মিম্বরে বসলে একটি আযান দেওয়া হ'ত। অতঃপর ওছমানের (রাঃ) যুগে মদীনার লোক সংখ্যা বেড়ে গেলে মদীনা থেকে কিছু দূরে 'যাওরা' বাজারে আরেকটি আযান বাড়িয়ে দেন।- *বুখারী, মিশকাত ১২৩ পৃঃ।* সাথে সাথে এটাও বুঝে নেয়া ভুল হবে যে, সেই কালে মুছল্লীগণ আযান না শুনে মসজিদে আসতেন না বরং আযানের বহু পূর্ব হ'তেই তাঁরা মসজিদে আসা শুরু করতেন, যার প্রমাণে একাধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, জুম'আর দিনে ফেরেস্তাগণ মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে যান এবং মসজিদে প্রথম সময়ে আগমনকারীদের নাম লিখেন। অতঃপর প্রথম সময়ে যে ব্যক্তি মসজিদে আসে, সেই ব্যক্তির ছওয়াব ঐ ব্যক্তির মত হয় যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় উট দান করে। তারপর দ্বিতীয় সময়ে আসা ব্যক্তি গরু দান করার, তৃতীয় সময়ে আসা ব্যক্তি দুম্বা, ৪র্থ সময়ে আসা ব্যক্তি মুরগী এবং ৫ম সময়ে আসা ব্যক্তি যেন আল্লাহ্‌র রাস্তায় ডিম দান করল। অতঃপর ইমাম যখন মিম্বরে উঠার জন্য বের হন, তখন তাদের খাতা-পত্র গুটিয়ে ফেলেন এবং খুৎবা শুনতে লাগেন। *-বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত ১২২ পৃঃ।* এতে বুঝা যায় যে, হাদীছে মুছল্লীদেরকে আযানের পূর্বে আসার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কারণ খুৎবার আযান শুরু হ'লে ফেরেস্তারা নেকী লিখার খাতা-পত্র বন্ধ করে দেন।

উল্লেখিত আলোচনায় স্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হয় যে, আয়াতে যে আযানের কথা বলা হয়েছে, সেটা খুৎবার আযান এবং একটি মাত্র আযান যা সকল মুছল্লীর জন্য নয়। মূলতঃ ব্যবসায়ীদেরকে ঐ সময় ব্যবসা ছেড়ে ছালাতের দিকে আসার জন্য আদেশ করা হয়েছে। অথবা আয়াতে মসজিদের নিকটবর্তীদের বুঝানো হয়েছে, যারা আযান শুনতে পান। দূরবর্তীগণ এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নন। *-কুরতুবী ১৭-১৮ খণ্ড ৬৮ পৃঃ; ইবনু কাছীর ৪র্থ খণ্ড ৯১ পৃঃ।*

প্রশ্ন (২/১০২)ঃ গাছের প্রথম ফল অনেকেই জুম'আর দিন মসজিদে নিয়ে আসে দান করার জন্য কিংবা অনেকে গরীব দুস্থদের দান করে থাকেন। শরীয়তের দৃষ্টিতে এর সঠিক ফায়ছালা দিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল লতীফ
রাজপুর, সাতক্ষীরা

উত্তরঃ গাছের নতুন ফল মসজিদে নিয়ে যাওয়ার কোন প্রমাণ নেই। তবে বরকতের দো'আ নেওয়ার জন্য পরহেযগার ব্যক্তির নিকটে নিয়ে যাওয়া সুন্নাত। ছাহাবীগণ নতুন ফল রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে যেতেন। তখন তিনি আল্লাহ্‌র দেওয়া নতুন নে'মতের জন্য দো'আ করে দিতেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, মানুষ যখন প্রথম ফল দেখতো তখন সে ফল রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসত। অতঃপর তিনি তা হাতে নিয়ে বলতেন, হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জন্য আমাদের ফলে বরকত দিন! আমাদের শহরে বরকত দিন! আমাদের ছা-এর পরিমাপে বরকত দিন! আমাদের মুদ-এর পরিমাপে বরকত দিন! হে আল্লাহ! নিশ্চয় ইবরাহীম (আঃ) আপনার বান্দা, দোস্ত ও নবী। আর আমিও আপনার বান্দা ও নবী। নিশ্চয় তিনি মক্কার জন্য দো'আ করেছেন, আর আমি মদীনার জন্য দো'আ করছি তাঁর মক্কার জন্য দো'আ করার মত। অতঃপর তিনি উপস্থিত একটা ছোট বালককে ডাকতেন এবং সেই ফল তাকে দিয়ে দিতেন'। *-মুসলিম-মিশকাত ২৩৯ পৃঃ।*

প্রশ্ন (৩/১০৩)ঃ বর্তমান যুগে ছেলেদের মুসলমানী দেওয়ার সময় গরু খাসী যবহ করে দাওয়াত দিয়ে যে অনুষ্ঠান করা হয়, তা শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু

http://islaminonesite.wordpress.com

সঠিক? কুরআনও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দিলে উপকৃত হব।

-মুযাফফার বিন মুহসিন

বাউসা হেদায়াতী পাড়া

রাজশাহী

উত্তরঃ খাৎনা দেওয়া সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। এটি যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত ও শারঈ বিধান তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। হাদীছে একে ফিৎরাতে ইসলামের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। *-বুখারী 'গোফ কর্তন' অধ্যায় হাদীছ নং ৫৮৮৯।* অতএব অন্যান্য শারঈ বিধানের মতই এ বিধানটিকে কিতাব ও সুন্নাতের আলোকে পালন করা আবশ্যক। নচেৎ সুন্নাত আমলটিও গোনাহের কাজে পরিণত হয়ে যাবে।

প্রকাশ থাকে যে, নবী (ছাঃ) ও ছাহাবা কেরামের যুগের খাৎনা ব্যতীত অতিরিক্ত অন্য কিছু করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং খাৎনা করার কার্য সম্পাদন করাই কেবল খালেছ সুন্নাত। এর অধিক কোন কিছু করা বিদ'আত ও সুন্নাত পরিপন্থী কাজ। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমাদের এই দ্বীনের ব্যাপারে যে এমন রীতি সৃষ্টি করল যা (প্রকৃত) দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত। *-বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ২৭।*

(প্রশ্ন ৪/১০৪)ঃ কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা শরীয়ত সম্মত কি? যেমন আমাদের এলাকায় ঈদগাহ মাঠে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

-হোসনে আরা আফরোয

গ্রাম ও পোঃ বোহাইল, বগুড়া

উত্তরঃ মহানবী (ছাঃ) যুদ্ধক্ষেত্রে পতাকা উত্তোলন করলেও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করেননি। ফলে বিশেষ কোন যরূরী অবস্থা ব্যতীত কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করা শরীয়ত সম্মত নয়। যদি ধর্মীয় রীতি হিসাবে না করে, তবুও অপ্রয়োজনে তা ঠিক নয়। কেননা এতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে অপ্রয়োজনীয় কার্য কলাপের সাথে মিশ্রিত করা হবে এবং সেটিও শরীয়ত সম্মত নয়। কেননা আল্লাহ বলেন, (সেই মু'মিনগণ সফলকাম) যারা অনর্থক কাজ হ'তে বিরত থাকে *(সূরা মু'মিনূন আয়াত ৩)।*

প্রশ্ন (৫/১০৫)ঃ প্রতি বছর বৈশাখ মাসের প্রথম তারিখে হিন্দুদের বৈশাখী পূজার মেলায় যাওয়া যাবে কি এবং সেই মেলার আয়ের টাকা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কাজে বা ...তন দেওয়া যাবে কি?

-মাহফূয

বিরামপুর জোয়াল কামড়া

দিনাজপুর

উত্তরঃ দ্বীন ইসলামে মুসলমানদের জন্য বছরে দু'টি উৎসব বা ঈদ বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা। এই দুই উৎসব ব্যতীত ইসলামে আর কোন জাতীয় উৎসব নেই। সেই উৎসবের নামকরণ যেমনই হোক না কেন। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন ম... ...দের দু'টি উৎসব পালন করতে দেখে তিনি তাদের বলেন, তোমাদের এ দু'টি দিন কেমন? তারা বলল, জাহেলী যুগে আমরা এই দুই দিনে উৎসব পালন করতাম। তিনি বললেন, আল্লাহ এই দুই দিনের উৎসবকে উত্তম উৎসবে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। আর তা হ'ল ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা'। *-আবু দাঊদ 'ছালাতুল ঈদাইন' অধ্যায় ১ম খণ্ড পৃঃ ১৬১।*

আল্লামা ত্বীবী বলেন, উক্ত হাদীছ দ্বারা নবী (ছাঃ) উক্ত দুই দিনে অন্যান্য যাবতীয় উৎসব নিষেধ করেছেন (ঐ হাশিয়া)। মাযহার বলেন, নওরোজ (নববর্ষ) ও মেহেরজানসহ কাফিরদের যাবতীয় উৎসবকে সম্মান প্রদর্শন করা যে নিষিদ্ধ উক্ত হাদীছ তার দলীল। হাফেয ইবুন হাজার বলেন, মুশরিকদের যাবতীয় উৎসবে খুশী করা কিংবা তাদের মত উৎসব করা উক্ত হাদীছ দ্বারা অবাঞ্ছনীয় প্রমাণিত হয়েছে। শায়খ আবু হাফছ আল-কাবীর বলেন যে, এ সব দিনের সম্মানার্থে মুশরিকদের যে একটি ডিমও উপঢৌকন দেবে, সে শিরক করবে। কাযী আবুল হাসান হানাফী বলেন, এই দিনের সম্মানার্থে কেউ যদি ঐ মেলা থেকে কোন জিনিষ ক্রয় করে কিংবা কাউকে কোন উপঢৌকন দেয় সে কুফরী করল। এমনকি সম্মানার্থে নয় বরং সাধারণ ভাবেও যদি এই মেলা থেকে কোন কিছু ক্রয় করে কিংবা কাউকে এই দিনে কিছু উপঢৌকন দেয়, তবে সেটিও অবাঞ্ছিত। *-মির'আত 'ছালাতুল ঈদাইন' ৫ম খণ্ড পৃঃ ৪৪-৪৫।*

অনুরূপভাবে ছাবিত বিন যুহাক হ'তে বর্ণিত হাদীছে মহানবী (ছাঃ) জাহেলী যুগের কোন এক কালে মূর্তিপূজার স্থানে কিংবা তাদের উৎসব স্থানে মানতকৃত জন্তু যবেহ করতে নিষেধ করেন। *-আবু দাঊদ ২ খণ্ড পৃঃ ৪৬৯।*

অতএব উক্ত হাদীছদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয় যে, অমুসলিমদের উৎসবের সাথে মুসলমানদের কোন

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রকারেরই কোনরূপ সম্পর্ক রাখা কিংবা সহযোগিতা করা বিধিসম্মত নয়। এছাড়া আল্লাহ্‌র পবিত্র বাণী 'তোমরা তাকওয়া ও নেকীর কাজে সহযোগিতা কর, গোনাহ ও শত্রুতার কাজে সহযোগিতা করোনা' সে নির্দেশ তো রয়েছেই। উল্লেখ্য যে, ঐ সকল উৎসবে যে গোনাহের কাজ সমূহ হয়ে থাকে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

ফলে তাদের মেলায় যাওয়া কিংবা সেই মেলার আয়ের টাকা গ্রহণ করা কোনটাই বিধিসম্মত নয়। কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে কিংবা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের বেতন হিসাবে সে টাকা ব্যবহার করাও বৈধ নয়।

প্রশ্ন (৬/১০৬)ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে আহমদী কাদিয়ানীরা কি? এ সম্প্রদায়ের জন্ম কোথা থেকে এবং এদের শেষ পরিণতি কি? ইমাম মাহ্‌দী ও দাজ্জালের আবির্ভাব কখন হবে? তারা মানুষকে কোন্ কাজের দিকে আহবান করবে?

-তাজুদ্দীন আহমাদ

মহারাজপুর, নাটোর

উত্তরঃ আহমাদী কাদিয়ানী সম্পূর্ণ আলাদা একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায় মুসলিম উম্মাহ্‌র অংশ নয়। কাদিয়ানী তৎপরতা নবুঅতে মুহাম্মাদীর বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহী তৎপরতা এবং ইসলামের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র। এরা ইসলাম প্রচারের নামে ইসলাম ধ্বংসের কাজে লিপ্ত একটি সম্প্রদায়। ভারতের বিখ্যাত ইংরেজী পত্রিকা 'ষ্টেটসম্যান' একবার এ সম্পর্কে আলোচনা করে। আল্লামা ইকবাল তাতে একটি প্রতিবেদন পাঠান। তাতে তিনি লিখেন 'কাদীয়ানী মতবাদ' মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নবুঅতের সমান্তরাল একটি আলাদা নবুঅতের ভিত্তিতে নতুন একটি জাতি সৃষ্টির নিয়মতান্ত্রিক তৎপরতার নাম'। *-দি ষ্টেটসম্যান ১০ই জুন ১৯৩৫ ইং।*

এ সম্প্রদায়ের জন্ম ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের 'কাদিয়ান' শহরের জনৈক ভণ্ড নবী মির্যা গোলাম আহমাদ (১৮৩৫-১৯০৮)-এর মাধ্যমে। এদের পরিণতি অন্যান্য অমুসলিম জাতির মতই হওয়া স্বাভাবিক।

ফাতেমা (রাঃ)-এর পরিবার হ'তে ইমাম মাহদীর জন্ম হবে। তাঁর নাম ও পিতার নাম রাসূল (ছাঃ)-এর নাম ও তাঁর পিতার নামে হবে। তিনি অন্যায়ে পরিপূর্ণ দেশকে ন্যায়ে পরিপূর্ণ করবেন। দাজ্জালের আবির্ভাব হবে ইরাক ও সিরিয়ার মাঝে। তার একটা চোখ হবে ট্যারা। তার দুই চোখের মাঝে কাফ, ফা, রা ك ف ر লিখা থাকবে। তার এক হাতে আগুন ও এক হাতে পানি থাকবে। যাকে সে পানি বলবে তা হবে জ্বলন্ত আগুন। আর যাকে আগুন বলবে তা হবে ঠান্ডা পানি। ইত্যাদি বহু নির্দশন ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত হয়েছে।- মিশকাত 'ক্বিয়ামতের আলামত ও দাজ্জাল' অধ্যায়।

প্রশ্ন (৭/১০৭)ঃ ছালাতের ব্যাপারে পুরুষ ও মহিলাদের কোন পার্থক্য আছে কি? আর ফরয ছালাতের সময় মহিলাদেরকে ইক্বামত দিতে হবে কি-না?

-সাখেরা বেগম

চাপাচিল, পীরব

শিবগঞ্জ, বগুড়া

উত্তরঃ দ্বীন ইসলাম কতিপয় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র'ব্যতীত ঈমান, ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ও যাকাত সহ সকল বিষয়ে নারী ও পুরুষের জন্য একইরূপ শারঈ বিধান দিয়েছে এবং যে সকল ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে তা স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করে দিয়েছে। বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত ছালাত আদায়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি। যেমন- (১) কোন মহিলা, মহিলাদের ইমাম হ'লে তিনি পুরুষ ইমামের মত সামনে না দাঁড়িয়ে কাতারের মাঝেই দাঁড়াবেন।- দারাকুতনী হা/১৪৯২-৯৩, ১ম খণ্ড ৪০৩ পৃঃ; হাদীছ ছহীহ। (২) ইমাম কোন ভুল করলে মহিলা মুক্তাদীগণ মুখে 'সুবহানাল্লাহ' না বলে হাতে হাত মেরে আওয়ায করবেন। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯১ পৃঃ।* (৩) প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলাগণ বড় চাদর গায়ে দিয়ে ছালাত আদায় না করলে তার ছালাত হবে না। *-আবু দাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত ৭৩ পৃঃ।* হাদীছ হাসান। তবে যদি কাপড় এমন হয় যা দ্বারা আপাদমস্তক ঢেকে যায়, তাহ'লে বাড়তি চাদরের দরকার নেই। *-আবু দাঊদ, মিশকাত ৭৩ পৃঃ।*

মহিলাদের ইক্বামত দেওয়া বিধিসমম্মত। ইবনে ওমর (রাঃ) -কে একদা জিজ্ঞেস করা হল যে, মহিলাদের উপর আযান আছে কি? তিনি রেগে গিয়ে বলেন, আমি আল্লাহ্‌র যিক্‌র করতে মানা করব কি? হাফছা (রাঃ) যখন ছালাত আদায় করতেন, তখন ইক্বামত দিতেন'। *-মুছান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ১ম খণ্ড ২৫৩ পৃঃ।* উক্ত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে আযান ও ইক্বামত যিকরের অন্তর্ভুক্ত, যা পালন করা বিধি সম্মত।

প্রশ্ন (৮/১০৮)ঃ সমাজে ছোট ইসতিঞ্জা ও বড় ইসতিঞ্জা কথাটি বহুল প্রচলিত। কথাটি কি শরীয়ত সম্মত? প্রস্রাব করে বাইরে এসে নাচানাচি করা হয় আর বলা

http://islaminonesite.wordpress.com

হয় যে, ঢেলা না নিলে নাপাকী থেকে যায়। ব্যাপারটা কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

-আবুহানীফ সিকদার

মিয়াঁপাড়া, গোপালগঞ্জ

উত্তরঃ ছোট ইসতিঞ্জা বা বড় ইসতিঞ্জা বলে কোন কথা ইসলামী শরীয়তে নেই। পেশাব বা পায়খানার পর পানি বা মাটি দ্বারা যে পবিত্রতা অর্জন করা হয়, তাকে ইসতিঞ্জা বলে। উভয় অবস্থায় যে কোন একটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনও শুধু পানি দ্বারা ইসতিঞ্জা করতেন। যেমন আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন পেশাব বা পায়খানার জন্য বের হতেন, তখন আমি ও একটি বালক পানির পাত্র নিয়ে বের হতাম। তিনি তা দ্বারাই ইসতিঞ্জা করতেন। *-বুখারী ১ম খণ্ড ২৭ পৃঃ।* রাসূল (ছাঃ) কখনও শুধু মাটি দ্বারা ইসতিঞ্জা করতেন। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) পেশাব পায়খানায় বের হ'লে আমি তার পিছে পিছে যেতাম। (তাঁর অভ্যাস ছিল যে,) তিনি কোন দিকে তাকাতেন না। আমি তাঁর নিকটবর্তী হ'লে তিনি আমাকে বললেন, কয়েকটি কংকর চাই যা দ্বারা আমি ইসতিঞ্জা করব'। *-বুখারী ১ম খণ্ড ২৭ পৃঃ।* তবে মাটির চেয়ে পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা উত্তম।

পেশাব করার পর পানি থাকা সত্ত্বেও কুলুখ ব্যবহারের কথা কোন হাদীছেই পাওয়া যায় না। সাথে সাথে পেশাবের পর কুলুখ নিয়ে ঘোরাফেরা করা একটা বেহায়াপনা মাত্র। তাই আশরাফ আলী থানবী হানাফী (রহঃ) বলেন, পেশাবের পর কুলুখ নিয়ে বেহায়ার মত ঘোরাফেরা করো না' (তা'লীমুদ্দীন)। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (রহঃ) বলেন, পেশাবের পর জোরে কাসি দেওয়া ও ওঠা বসা করা ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বেহায়াপনা করা শয়তানী ওয়াসওয়াসাহ ও বিদ'আত' মাত্র। *-এগাছাতুল লাহফান ১ম খণ্ড ১৬৬ পৃঃ।*

প্রশ্ন (৯/১০৯)ঃ কবরের পার্শ্বে কুরআন পড়া যাবে কিনা? আমি শিক্ষিত লোককে কবরের পার্শ্বে কুরআন পড়ে কবরবাসীর জন্য ক্ষমা চাইতে দেখি। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে অবগত করালে কৃতজ্ঞ হবো।

-এমরান আলী

কাদীরগঞ্জ, রাজশাহী।

উত্তরঃ কবরের পার্শ্বে কুরআন পড়া বা সূরা ফাতেহা পড়া কিংবা সূরা বাক্বারাহর শেষাংশ পড়ার প্রমাণে কোন নির্ভরযোগ্য হাদীছ নেই। অনেকেই কবরের পার্শ্বে কুরআন পড়া যায় বলে বাতিল ও মিথ্যা হাদীছের আশ্রয় নিয়েছেন যা পরিহার করা আবশ্যক। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, ছাদকা প্রদান করা, হজ্জ পালন করা ও কর্য আদায় করা যায়। কিন্তু কুরআন পড়া ও তার নেকী কবরে বখশানো শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত নয়। হাফেয ইবনুল কাইয়িম বলেন, মৃত ব্যক্তির নামে কবরের পার্শ্বে অথবা অন্য কোন স্থানে কুরআন পাঠ করা বিদ'আত। -যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ৫৮৩ পৃঃ।

প্রশ্ন (১০/১১০)ঃ আমাদের এখানে একটি ওয়াক্তিয়া মসজিদ সংলগ্ন একখণ্ড জমির মালিক আমরা প্রায় ১৫ জন। মসজিদ কমিটি আমার অংশটি (তিন শতাংশ) মসজিদের জন্য চাইলে আমি তা মসজিদে ওয়াক্ফ করে দেব বলে কথা দেই। আমার ছোট ভাই তার অংশে বাড়ি করার ইচ্ছায় আমার অংশটা কিনে নিতে চায়। এখানে উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে মসজিদ কমিটি ৮/১০ জনের অংশ কিনে নিয়েছে। আমার ছোট ভাই এর প্রস্তাব যে, যে মূল্যে কিনেছে এর সর্বোচ্চ মূল্য হিসাবে মসজিদকে দিয়ে দিবে। এতে মসজিদ কমিটিও রাযী। আরো উল্লেখ্য যে, উক্ত জমির কোন অংশই এ পর্যন্ত মসজিদে ব্যবহৃত হয়নি। এটি বর্তমানে পতিত এবং এতে ছেলেরা খেলা করে। এর সমাধান দানে বাধিত করবেন।

-নূর মুহাম্মাদ

বল্লা বাজার, টাংগাইল

উত্তরঃ মসজিদের নামে যে পরিমাণ জমি ওয়াক্ফ করা হয়েছে তার মধ্য থেকে কোনরূপ ক্রয়-বিক্রয় অথবা পরিবর্তন করা যাবে না। কেননা শারঈ বিধানে আল্লাহ্‌র পথে ওয়াক্ফকৃত বস্তুকে বিক্রি, হেবা কিংবা ওয়ারিছ হওয়া থেকে নিষেধ করা হয়েছে। -বুখারী, হা/২৭৬৪ পৃঃ ৩৮৭। অন্য হাদীছে রয়েছে 'দানকৃত বস্তুর মূল সম্পদ ধরে রাখ এবং তার ফল দান কর'। -ফাৎহুল বারী ৫ম খণ্ড 'দুর্বল, ফকীর এবং ধনীদের জন্য ওয়াক্ফ' অধ্যায় পৃঃ ৪০১।

প্রশ্নে উদ্ধৃত ব্যক্তি স্বীয় জমি সমজিদে ওয়াক্ফ করার ব্যাপারে মসজিদ কমিটিকে কথা দিয়েছেন। কথা দেওয়ার অর্থই হ'ল ওয়াক্ফ করে দেওয়া। এক্ষণে যদি তিনি কথা পরিবর্তন করেন এবং মসজিদ কমিটিও এতে রাযী থাকেন, তবে তিনি সেটা ফেরৎ নিতে পারেন। তবে মনে রাখতে হবে যে, 'আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে হেবাকৃত বস্তু ফেরৎ নেওয়া বমি করে পুনরায় তা চেটে খাওয়ার শামিল' বলে বুখারী ও মুসলিমের হাদীছে উল্লেখিত হয়েছে। *-নায়লুল আওত্বার ৭/১৪৬-৫০ 'ওয়াক্ফ' অধ্যায়।*

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

১ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা
আগষ্ট ১৯৯৮

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১১১)ঃ ইমাম যদি সূরা ফাতেহার শেষের দুই আয়াতে উল্লেখিত ض কে د -এর ন্যায় উচ্চারণ করে পড়েন। যেমন "مغضوب" কে 'মাগদুব' ও "ضالين" কে 'দাল্লীন'। তাহ'লে কি ইমামের ছালাত বাতিল হয়ে যাবে? এবং সাথে সাথে পিছনের মুছল্লীরও ছালাত বাতিল হয়ে যাবে? সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ তাহের আলী
সোশ্যাল মার্কেটিং কোম্পানী
সৈকত, জনেশ্বরীতলা, বগুড়া

উত্তরঃ আরবী ভাষার উচ্চারণ রীতি বা তাজবীদ বিশেষজ্ঞ মাত্রই অবগত আছেন যে, ض -এর উচ্চারণ কখনই د -এর মত নয়, বরং এর স্বতন্ত্র উচ্চারণ রীতি রয়েছে। সেটাকে যদি তার স্বীয় স্থান থেকে উচ্চারণ করা হয়, তবে তার আওয়াজ ظا -এর উচ্চারণের সাথে অধিকতর সামঞ্জশীল হবে। কিন্তু د -এর উচ্চারণের সাথে মোটেই নয়। বিস্তারিত দেখুন- মাওলানা আশরাফ আলী থানবী প্রণীত 'মুকাম্মাল জামালুল কুরআন' (উর্দূ) ৮ নং মাখরাজ। এর পরেও যদি কেউ ভুলবশতঃ অথবা ইলমে তাজবীদ সম্পর্কে অজ্ঞতাহেতু ض -এর সঠিক উচ্চারণ করতে ব্যর্থ হন এবং ছালাতে কিরা'আতের সময় ض কে د -এর মত উচ্চারণ করেন, তাতে ছালাত বাতিল হবেনা। কেননা এরূপ ভুল 'তাহরীফ' -এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য যদি কেউ ض -এর সঠিক উচ্চারণ সম্পর্কে অবগত হওয়ার ও সঠিক উচ্চারণ করতে সক্ষম থাকার পরেও ইচ্ছাকৃতভাবে অন্ধ অনুসরণ কিংবা যিদের বশীভূত হয়ে ض কে د এর মত করে উচ্চারণ করেন, তবে এটি কুরআন তিলাওয়াতে 'তাহরীফ' করার শামিল হবে। যাতে ছালাত বাতিল হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও বিষয়টি ইমাম পর্যন্ত সীমিত থাকবে। কেননা এমতাবস্থায় মুক্তাদীগণের ছালাত বাতিল হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তে কোন ইঙ্গিত নেই।

প্রশ্ন (২/১১২)ঃ অনেক আলেম বলেন যে, আল্লাহ নিরাকার। যদি আল্লাহ্‌র আকার থাকত, তাহলে তাঁর আহার নিদ্রা সবই থাকত। কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল মোতালেব মণ্ডল
বাখড়া (দক্ষিণ পাড়া)
পোঃ মোলামগাড়ী হাট
জয়পুরহাট

উত্তরঃ আল্লাহ নিরাকার নন। তাঁর আকার আছে। তবে তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন। যে সকল আলেম আল্লাহ্‌র আকারকে অস্বীকার করেন, তারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র স্পষ্ট বর্ণনাকে উপলব্ধি করতে অক্ষম রয়েছেন এবং সালাফে ছালেহীনের আক্বীদার বিরোধিতা করেন। মূলতঃ আল্লাহ্‌র আকার অস্বীকার করার পিছনে কতিপয় মনগড়া যুক্তি ব্যতীত কুরআন ও সুন্নাহ থেকে কোন দলীল নেই। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র আকারের প্রমাণে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে অসংখ্য দলীল রয়েছে, যার কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হ'ল।-

১. আল্লাহ বলেন, 'আর ইয়াহূদীরা বলে আল্লাহ্‌র হাত বন্ধ হয়ে গেছে। ....বরং তাঁর উভয় হাত উন্মুক্ত' (মায়েদা ৪৬)। ২. আল্লাহ বলেন, 'হে ইবলীস! আমি যাকে স্বহস্তে সৃষ্টি করেছি, তাঁর সম্মুখে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল'? (ছোয়াদ ৭৫)। ৩. 'তোমরা ভয় করনা আমি তোমাদের সাথে আছি, শুনি ও 'দেখি' (ত্বা-হা ৪৬)। ৪. 'সেদিনের কথা স্মরণ কর যেদিন গোছা পর্যন্ত (আল্লাহ্‌র) পা খোলা হবে এবং তাদেরকে সিজদা করতে আহবান করা হবে.....' (ক্বলম ৪২)। ৫. (হে মূসা!) 'আমি তোমার প্রতি মহব্বত সঞ্চারিত করেছিলাম আমার নিজের পক্ষ থেকে যাতে তুমি আমার চক্ষুর (দৃষ্টির) সামনে প্রতিপালিত হও' (ত্বা-হা ৩৯)। ৬. 'ক্বিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমান সমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর হাতে' (যুমার ৬৭)।

উল্লেখিত আয়াত সমূহ সহ অন্যান্য বহু আয়াত থেকে আল্লাহ্‌র অঙ্গ-প্রতঙ্গ তথা আকৃতি প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারাও প্রমাণিত হয়। যেমন মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা যখন তাঁর পা জাহান্নামের উপরে রাখবেন তখন জাহান্নাম 'ব্যস' 'ব্যস' (قط قط) বলবে। -বুখারী পৃঃ ৭১৯। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আকাশ সমূহকে ভাঁজ করে তাঁর ডান হাতে নিয়ে বলবেন, আমিই বাদশাহ। আজ অহংকারী ও যালেমগণেরা কোথায়? অনুরূপভাবে যমীন সমূহকে ভাঁজ করে বাম হাতে নিয়ে বলবেন, আমিই বাদশাহ, আজ যালিম ও অহংকারীগণ কোথায়?'। -মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৪৮২। এতদ্ব্যতীত অসংখ্য ছহীহ হাদীছ রয়েছে।

তবে আল্লাহ্‌র আকৃতি তাঁর জন্য যেমনটি হওয়া উচিৎ তেমনটিই রয়েছে। কোন সৃষ্টির মত নয় এবং তাঁর আকৃতির বর্ণনা দেওয়া কারো পক্ষে সম্ভবপর নয়। আল্লাহ বলেন, ليس كمثله شئ و هو السميع البصير। 'তাঁর মত কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' (শূরা ১১)। এ বিষয়ে সকল সালাফে

http://islaminonesite.wordpress.com

ছালেহীন একমত যে, কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যেভাবে আল্লাহ্র আকৃতি ও গুণাবলীর কথা বর্ণিত হয়েছে, কোনরূপ ব্যাখ্যা ব্যতীত সেভাবেই তা বিশ্বাস করতে হবে। যেমন- অলীদ বিন মুসলিম বলেন, আমি আল্লাহ্র ছিফাত ও দর্শন সম্পর্কিত হাদীছগুলি সম্পর্কে ইমাম আওযাঈ, সুফিয়ান, মালেক বিন আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন, কোন ব্যাখ্যা ব্যতীত যেভাবে হাদীছে এসেছে সেভাবেই মেনে নাও। যারা আল্লাহ্র নাম, ছিফাত, কালাম, আমল, ও কুদরত সমূহকে সরাসরি মেনে না নিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন, তাদেরকে ইমাম মালেক বিদ'আতী বলেছেন। -শারহুস সুন্নাহ; আক্বীদাতুস্ সালাফিছ ছালেহ ৫৬-৫৭ পৃঃ।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন, আল্লাহ্র সত্তার ব্যাপারে কারও কোনরূপ কথা বলা ঠিক নয়। বরং আল্লাহ যেভাবে স্বীয় সত্তার বর্ণনা দিয়েছেন, সেভাবেই যেন বর্ণনা করা হয়। এ সম্পর্কে যেন নিজের পক্ষ থেকে কোনরূপ যুক্তি পেশ করে কোন কিছু বলা না হয়। -শারহ আক্বীদা ত্বাহাবিইয়াহ; আক্বীদাতুস সালাফিছ ছালেহ পৃঃ ৫৭। নাঈম বিন হাম্মাদ বলেন, যে ব্যক্তি কোন সৃষ্টির সাথে আল্লাহ্র সাদৃশ্য করল, সে কুফরী করল এবং আল্লাহ যেভাবে তাঁর সত্তার বর্ণনা দিয়েছেন, সেটা যে অস্বীকার করল সেও কুফরী করল। আল্লাহ ও রাসূল যেভাবে তাঁর ছিফাত বর্ণনা করেছেন, তার কোন সাদৃশ্য নেই। -আক্বীদাতুস্ সালাফিছ ছালেহ পৃঃ ৫৮। মোট কথা ছহীহ আক্বীদা হল এই যে, আল্লাহ্র অবশ্যই আকার আছে। তবে তা কারো সাদৃশ্য নয়। আর আকার থাকলেই যে আহার-নিদ্রার প্রয়োজন হবে, এমনটিও ঠিক নয়। বহু সৃষ্টিই এমন রয়েছে, যাদের আকার আছে কিন্তু আহার-নিদ্রা নেই। যেমন- ফেরেশতাগণ, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি। আল্লাহ তো নিজেই বলে দিয়েছেন যে, 'তিনি কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন' (সূরা ইখলাছ)।

প্রশ্ন (৩/১১৩)ঃ যাকাত ও ফিৎরার টাকা দিয়ে গোরস্থানের জমি ক্রয় করা যাবে কিনা? কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে জানতে চাই।

-নূরুদ্দীন আহমাদ
মাঝডাঙ্গা, কোতওয়ালী
দিনাজপুর

উত্তরঃ যাকাত ও ফিৎরার টাকা দিয়ে গোরস্থানের জমি ক্রয় করা যাবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা যাকাত বিতরণের খাত গুলি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যাকাত হল কেবল ফক্বীর, মিসকীন, যাকাত আদায় কারী, যাদের অন্তর (ইসলামের দিকে) আকর্ষণ করা প্রয়োজন, দাস মুক্তির জন্যে, ঋণ পরিশোধের জন্যে, আল্লাহ্র পথে (জিহাদকারীদের জন্যে) এবং মুসাফিরদের জন্যে। এই হ'ল আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান। -সূরা তাওবা ৬০ আয়াত। গোরস্থান উক্ত খাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। নির্ধারিত খাতের বাইরে উক্ত অর্থ প্রদান করার অধিকার মুমিনের নেই। যিয়াদ ইবনে হারেছ আছ-ছুদাঈ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলের (ছাঃ) নিকট আসলাম। অতঃপর তাঁর হাতে বায়'আত করলাম। যিয়াদ বলেন, এই সময় একটি লোক রাসূলের (ছাঃ) নিকট আসল এবং বলল, আমাকে যাকাত প্রদান করেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকাত প্রদানের ব্যাপারে কোন নবী বা অন্য কোন লোকের ফায়ছালায় সন্তুষ্ট নন যে, যেকোন ব্যক্তি ফায়ছালা করবে। আল্লাহ তা'আলা যাকাত প্রদানের খাত আট ভাগে বিভক্ত করেছেন। আপনি তার অন্তর্ভুক্ত হ'লে আপনাকে প্রদান করব। -আবুদাঊদ, মিশকাত ১৬২ পৃঃ। ইমাম আবুদাঊদ বলেন, আমি আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ) হ'তে শুনেছি, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, যাকাত হ'তে মৃত ব্যক্তিকে কাফন দেয়া যাবে কি? তিনি বলেছিলেন, না। -মুগনী, ২য় খণ্ড ৫২৭ পৃঃ।

প্রশ্ন (৪/১১৪)ঃ আমরা মাসিক মদীনা পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, রাসূল (ছাঃ) রাতে ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু রাতে কোন সময় তা জানতে পারিনি। সময়টা সঠিক ভাবে জানালে আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত হবে।

-আবুল ফযল মোল্লা
কুমারখালী, কুষ্টিয়া

উত্তরঃ মাসিক মদীনায় যদি রাসূল (ছাঃ)-এর ইন্তেকাল রাত্রে উল্লেখ থাকে তাহ'লে ভুল হয়েছে। কারণ রাসূল (ছাঃ) ১১ হিজরী ১২ রবীউল আউয়াল সকালে রৌদ্র উত্তপ্ত হওয়ার সময় ইন্তেকাল করেন। -মুখতাছার সীরাতুর রাসূল ৫৯৭ পৃঃ; আর-রাহীকুল মাখতূম (বঙ্গানুবাদ), ২য় খণ্ড ৩৮০ পৃঃ।

প্রশ্ন (৫/১১৫)ঃ চিশতিয়া ও মাইজভাণ্ডারী তরীকা পন্থীরা মোমবাতি ও আগরবাতি জ্বালিয়ে সিজদা করে এবং ঢোল-তবলা বাজিয়ে গান-বাজনার মাধ্যমে যিকির করে থাকে। কাজেই তাদের সঙ্গে আত্মীয়তা বা তাদের বাড়ীতে খানাপিনা করা যাবে কি? কুরআন হাদীছ মুতাবেক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আবুল কালাম আযাদ
গ্রামঃ রুদ্রেশ্বর, পোঃ কাকিনা বাজার,
কালিগঞ্জ, লালমনিরহাট

উত্তরঃ আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে মহল্লা সমূহে মসজিদ বানানোর এবং সেগুলি পরিচ্ছন্ন রাখার ও খুশবু দিয়ে সুবাসিত করার হুকুম দিয়েছেন। -আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ; 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান' অধ্যায়, আলবানী, মিশকাত হা/৭১৭। মসজিদে আলোও রাখা যায়। -বুখারী ১ম খণ্ড ৬২ পৃঃ। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে,

http://islaminonesite.wordpress.com

সিজদার স্থানে মোমবাতি জ্বালাতে হবে। বরং এটা আগুন পূজার শামিল হবে। অনুরূপভাবে ঢোল-তবলা বাজিয়ে যিকির করা জঘন্য অপরাধ। কারণ যিকির আল্লাহ্‌র গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। আর গান-বাজনা শরীয়তে মহা পাপের কাজ। যার কঠোর শাস্তির কথা কুরআন শরীফে উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'এক শ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহ্‌র পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য গান-বাজনা ক্রয় করে ও ঠাট্টা বিদ্রুপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি (লোকমান ৬)। কাজেই ঢোল-তবলার মাধ্যমে যিকির করা মারাত্মক অপরাধ। যিকিরের নাম দিয়ে এসব ইসলাম ধ্বংসের কৌশল মাত্র। এই সব তরীকা পন্থী লোকেরা ভ্রান্ত। এদের সাথে আত্মীয়তা ও তাদের বাড়ীতে খানাপিনা বর্জন করাই উত্তম।

প্রশ্ন (৬/১১৬)ঃ আমাদের দেশের অল্পসংখ্যক মুসলমানই ঈদের ছালাত ১২ তাকবীরে আদায় করে থাকেন, বাকী সবাই ৬ তকবীরে আদায় করেন। কোনটি ছহীহ হাদীছ সম্মত? জানালে বাধিত হব।

-মেহদী
মৈশালা দারুল উলূম দাখিল মাদরাসা
পাংশা, রাজবাড়ী

উত্তরঃ জানা আবশ্যক যে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা হক ও বাতিলের নয় মানদণ্ড বরং সত্য ও সঠিক দলই সফলকামী যদিও তারা সংখ্যায় অল্প হয়। -মুসলিম, মিশকাত ২৩ পৃঃ। বাংলাদেশের শতকরা ৮০ জন মুসলমান ৬ তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করলেও এ সম্পর্কে ছহীহ বা যঈফ এমন কোন হাদীছ নেই যা রাসূল (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত। হানাফীদের সর্বশ্রেষ্ঠ ফিক্‌হ গ্রন্থ 'হিদায়া'তে আছে যে, ঐ ৬ তকবীর ইবনু মাসঊদের (রাঃ) উক্তি। রাসূল (ছাঃ)-এর আমল নয়। পক্ষান্তরে ১২ তাকবীরের বহু হাদীছ রয়েছে। তিরমিযীতে ৪টি, আবুদাঊদে ৪টি, ইবনু মাজাতে ৪টি, মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালিকে ২টি এবং বায়হাক্বী, দারাকুতনী, তাবারানী প্রভৃতি ১১টি হাদীছ গ্রন্থে মোট ২২টিরও অধিক হাদীছ সাক্ষ্য দেয় যে, স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) ১২ তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করতেন। প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে ৭ এবং শেষের রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে ৫ তাকবীর বলতেন। -তিরমিযী ১ম খণ্ড ১১৯ পৃঃ। তাকবীরের সংখ্যায় যত হাদীছ আছে তন্মধ্যে ১২ তাকবীরের হাদীছ সব চেয়ে বিশুদ্ধ। -মির'আতুল মাফাতীহ, ৫ খণ্ড, ৫৫ পৃঃ। ইমাম তিরমিযী বলেন, 'কাছীর বিন আব্দুল্লাহ বর্ণিত ১২ তাকবীরের হাদীছের চেয়ে সর্বাধিক সুন্দর হাদীছ এই মর্মে আর বর্ণিত হয়নি'। -তিরমিযী ১/৭০ পৃঃ। তিনি বলেন, আমি এ সম্পর্কে আমার উস্তায ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'ঈদায়েনের ছালাতে অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কে 'এর চাইতে অধিক ছহীহ' রেওয়ায়াত আর নেই এবং আমিও একথা বলি' (ليس فى هذا الباب شئى أصح من هذا و به أقول)

-বায়হাক্বী, ৩/২৮৬ পৃঃ।

প্রশ্ন (৭/১১৭)ঃ জনৈক মৃত ব্যক্তির সন্তানরা তাদের পিতার পরকালের মুক্তির উদ্দেশ্যে কিছু ফকীর-মিসকীনকে খাওয়াতে ইচ্ছুক। এর বৈধতা সম্পর্কে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-খায়রুল ইসলাম
গাংনী, মেহেরপুর

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির সন্তানেরা তাদের পিতার পরকালের মুক্তির জন্য যেকোন সময় দান করতে পারেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একজন লোক রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, আমার মাতা হঠাৎ মারা গেছেন। আমি মনে করি, তিনি কথা বলতে পারলে দান করতেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান করি তাহ'লে তাঁর নেকী হবে কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ'। -বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭২ পৃঃ। অনুরূপভাবে অনানুষ্ঠানিকভাবে যেকোন সময়ে ফক্বীর-মিসকীনকেও খাওয়াতে পারেন। কিন্তু মৃত ব্যক্তির নামে প্রচলিত প্রথায় মৃত্যুর দিনে অথবা ৩য় দিনে অথবা ১০ম দিনে বা ৪০তম দিনে কিংবা প্রতি মৃত্যু বার্ষিকীতে খানাপিনার ব্যবস্থা করা বিদ'আত। এগুলি জাহেলী যুগের আমল। যা অবশ্যই বর্জনীয়। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আল-বাজালী বলেন, আমরা মৃত ব্যক্তির পরিবারের নিকট একত্রিত হতাম এবং দাফনের পর খাদ্যের ব্যবস্থা করতাম। যা কান্না ও শোক পালনের অন্তর্ভুক্ত হ'ত। -মাজমূ'আ ফাতাওয়া ৪র্থ খণ্ড ৩৪৩ পৃঃ। কাজেই এই ধরণের জাহেলী আমল বর্জনীয়।

প্রশ্ন (৮/১১৮)ঃ আমরা জানি আল্লাহ এক। কিন্তু কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ নিজের জন্য বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা থেকে একাধিক আল্লাহ বুঝায়। বিষয়টি বুঝিয়ে দিলে বাধিত হব।

- মুহাম্মাদ ইদ্রীস আলী
সহকারী শিক্ষক
উজান কলসী উচ্চ বিদ্যালয়
দুর্গাপুর, রাজশাহী

উত্তরঃ শিক্ষিত মহলের নিকট এটা অজানা নয় যে, একটি ভাষার সাথে আরেকটি ভাষার ব্যবহারিক, পারিভাষিক তথা ব্যকরণ বিধির কোন কোন ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়েছে। প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়টিও তার একটি। বাংলা ভাষায় একবচন মধ্যম পুরুষের ক্ষেত্রে অবস্থার প্রেক্ষিতে তুই, তুমি ও আপনি -এর ব্যবহার বিধি রয়েছে। কিন্তু আরবী ভাষা এর ব্যতিক্রম। সেখানে এক্ষেত্রে মাত্র একটি শব্দ 'আনতা' (أنت) এবং ইংরেজীতে "You" ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অন্যদিকে

http://islaminonesite.wordpress.com

আবার একবচন মধ্যম পুরুষের ক্ষেত্রে বহুবচন মধ্যম পুরুষ -এর শব্দ ব্যবহার করে বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নিয়ম আরবী ভাষায় রয়েছে, যা বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় নেই। যেমন 'আন্‌তা' -এর স্থলে 'আন্‌তুম'। এক্ষেত্রে শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হ'লেও উদ্দেশ্য একবচনই থাকে।

অনুরূপভাবে আরবী ভাষায় একবচন উত্তম পুরুষের ক্ষেত্রে 'আনা' أنا অর্থাৎ (আমি) ব্যবহৃত হওয়ার বিধি থাকলেও মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করে 'নাহনু' (نحن) বা (আমরা)ও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন- 'নিশ্চয়ই আমরা কুরআন নাযিল করেছি' (হিজর ৯)। সুতরাং পবিত্র কুরআনে যেখানে আল্লাহ নিজের জন্য বহুবচন শব্দ ব্যবহার করেছেন সেখানে সেটা তাঁর উচ্চ মর্যাদা হিসাবে করা হয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্য একবচনই রয়েছে। অবশ্য তাওহীদের আয়াত সমূহে তিনি নিজের জন্য একবচনই ব্যবহার করেছেন। যেমন বলা হয়েছে, إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني 'নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ; নেই কোন উপাস্য আমি ব্যতীত। অতএব আমারই ইবাদত কর' (ত্বা-হা ১৪)। অতএব বহুবচন শব্দ থেকে যে একবচনই উদ্দেশ্য রয়েছে এবং শুধু মর্যাদার দিক থেকেই নিজের জন্য বহুবচন শব্দ ব্যবহার করেছেন তা সুনিশ্চিত।

প্রশ্ন (৯/১১৯)ঃ আব্দুল ওহাব নাজদী কেমন ব্যক্তি? তাকে শয়তান বলা হয় কেন? 'ওহাবী' কথাটি কি? এর উৎপত্তি কখন থেকে কিভাবে? এটি কি কোন ইসলাম বিরোধী কিংবা কুফরী নাম?

-মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম
রাজবাড়ী, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

উত্তরঃ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব নাজদী (১১১৫-১২০৬ হিঃ/১৭০৩-৯০ খৃঃ) হেজাযের নাজদ প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) -এর নামে তাঁর নাম বলে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তাঁর নাম বাদ দিয়ে পিতা আব্দুল ওয়াহ্‌হাবের নামে তাঁর ভক্তদেরকে 'ওয়াহ্‌হাবী' বলা হয়। অথচ তিনি কিংবা তাঁর পিতা কোন নতুন মাযহাব সৃষ্টি করে যাননি। বরং ইসলামের প্রথম যুগের আদিরূপ প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর আন্দোলনের লক্ষ্য। দেখুন; গোলাম আহমাদ মোর্তজা, চেপে রাখা ইতিহাস পৃঃ ২১০। সুতরাং তাঁর আন্দোলনকে কিংবা কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক তাক্বলীদ মুক্ত কোন আন্দোলনকে মাযহাবী রূপ দিয়ে 'ওয়াহ্‌হাবী' বলা নিঃসন্দেহে একটি অপবাদ ও যুলুম।

উল্লেখ্য যে, হিজরী দ্বাদশ শতকে আরব জাহান যখন পুনরায় বৃক্ষ, পাথর, মাযার ও আউলিয়া -এর ইবাদতে জড়িয়ে পড়েছিল। কিছু ভণ্ড লোক ছূফী সেজে সরল মানুষের ঈমান লুটে খাচ্ছিল। মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক কা'বা ঘর যখন চার মুছাল্লায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। ঘোর অন্ধকার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যখন প্রতিবাদ করার কেউ সাহস পাচ্ছিল না, ঠিক তখনই নাজদের এই কৃতি সন্তান মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব কিতাব ও সুন্নাহ্‌র খাঁটি অনুসারী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং আপোষহীনভাবে শিরক ও বিদ'আত সহ যাবতীয় কুসংস্কার উচ্ছেদ এবং আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র খাঁটি দ্বীন প্রতিষ্ঠায় দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন। বর্তমান সঊদী আরবের প্রতিষ্ঠাতা বাদশাহ আব্দুল আযীয তাঁর অনুসারী হন এবং কা'বাগৃহের চার পাশের চার মছাল্লা ভেঙ্গে দিয়ে সকলকে আল্লাহ্‌র হুকুম মোতাবেক ইবরাহীমী মুছাল্লায় এক ইমামের পিছনে ছালাত আদায়ের সঠিক রীতি পুনরুজ্জীবিত করেন।

যেহেতু তাঁর আন্দোলন শিরক-বিদ'আত ও কবর পূজার বিরুদ্ধে ছিল, কবর বাঁধানো, কবরে গুম্বজ নির্মাণ, মৃত বুযর্গদের নিকটে চাওয়া, মানত করা ও দ্বীনের ভণ্ড ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে ছিল, তাই সেই শ্রেণীর লোকেরা তাদের রুটি-রোজগারের মূল উৎস বন্ধ হওয়ার আশঙ্কায় ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁর প্রতি নানা রকম মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে নিজেদের ভণ্ডামি আড়াল করতে ও রুযীর উৎস বহাল রাখতে চেয়েছিল, যা আজও অব্যাহত আছে। সুতরাং তাঁকে শয়তান ও কাফির বলাটা নতুন কিছু নয়। এটা নবী ও রাসূলগণের প্রতি হয়েছে, তাঁর প্রতিও হচ্ছে এবং যে কেউ সত্য ও ন্যায়ের আন্দোলন নিয়ে অগ্রগামী হন, তাঁর প্রতিও নানা অপবাদ চাপানো হচ্ছে বা হবে। (১) জাষ্টিস আব্দুল মওদুদ বলেন, আরব দেশে 'ওহাবী' নামাঙ্কিত কোন মাযহাব বা তরীকার অস্তিত্ব নেই।.... বিদেশী দুশমন বিশেষতঃ তুর্কীদের ও ইউরোপীয়দের দ্বারা 'ওহাবী' কথাটির সৃষ্টি এবং তাদের মধ্যেই প্রচলিত।.... প্রকৃতপক্ষে আব্দুল ওয়াহ্‌হাব কোন মাযহাব সৃষ্টি করেননি (ওহাবী আন্দোলন পৃঃ ১১৬)। (২) 'ওহাবী' কথাটির দ্বিতীয় কারণ সম্পর্কে গোলাম আহমাদ মোর্তজা লিখেছেন, 'ইংরেজরা মুসলমান (আহলেহাদীছ) বিপ্লবীদের মতিগতি লক্ষ্য করে ঐ আন্দোলন যে তাদের বিরুদ্ধে অব্যর্থ আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি করছে, তা বুঝতে পেরেছিল। তাই তারা কিছু সংখ্যক দরিদ্র ও দুর্বলমনা আলেমকে টাকার বিনিময়ে হাত করে নিল। যারা বলতে লাগল যে, তোমরা যুগ যুগ ধরে যা করে আসছ, তা করতে থাক। এই বিপ্লবীরা আসলে 'ওহাবী'। ওরা নবী, ছাহাবী ও ওলীদের কবর ভাঙ্গার দল'। ইংরেজরা তাদের প্রচারে যোগ দিয়ে বলল, ১৮২২ খৃষ্টাব্দে সৈয়দ আহমাদ মক্কায় যান এবং গিয়েই তিনি 'ওহাবী' মতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অথচ এটা একেবারে মিথ্যা কথা।..... তাঁর হজ্জে যাওয়ার পূর্বের এবং পরের কার্যাবলীর সঙ্গে আরবের ওহাবী আন্দোলনের কোন যোগাযোগই ছিল না' (চেপে রাখা ইতিহাস পৃঃ ২১০)।

http://islaminonesite.wordpress.com

উল্লেখিত আলোচনা থেকে এটা সম্পুষ্ট যে, 'ওহাবী' কথাটি তুর্কী, ইউরোপিয় ও ভারতীয় ইংরেজদের দ্বারা ও তাদের সহযোগী বিদ'আতী আলেমদের দ্বারা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মিথ্যা অপবাদ মাত্র।

প্রশ্ন (১০/১২০)ঃ বাংলাদেশের হাজীগণ হজ্জ পালন করে বাড়ীতে ফেরার পর তাদেরকে তিন দিন মসজিদে অথবা খানকায় কাটাতে হবে এবং গরু অথবা খাসী কুরবানী করে বাড়ীতে ঢুকতে হবে। ঐ হাজীকে বাজারে যাওয়া চলবে না। যদি যায় তাহলে এক দরে জিনিস কিনতে হবে। এমন কোন নির্দেশ কুরআন ও হাদীছে আছে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মাহতাবুদ্দীন
কাজীপাড়া, ঘোড়াঘাট
দিনাজপুর

উত্তরঃ হজ্জ পালন করে বাড়ীতে ফেরার পর তিন দিন মসজিদে অথবা খানকায় থাকতে হবে এবং গরু অথবা খাসী কুরবানী করে বাড়ীতে ঢুকতে হবে এমন কথা ইসলামে নেই। তবে হজ্জ অথবা কোন সফর থেকে সুস্থভাবে বাড়ী ফিরে আসলে প্রথমে মসজিদে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে মানুষের সাথে প্রয়োজনীয় আলাপ করে বাড়ীতে প্রবেশ করা সুন্নাত। কা'ব ইবনে মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কোন সফর থেকে আসলে প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর লোকেদের সাথে বসতেন। -বুখারী ২য় খণ্ড ৬৩৪ পৃঃ। হজ্জ অথবা সফর থেকে ফিরে আসলে রাসূল (ছাঃ) নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করতেন।-

لآ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، آئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ هَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ-

'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। সার্বভৌমত্ব ও যাবতীয় প্রশংসা এক মাত্র তাঁরই। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী, ইবাদতকারী, আমাদের রবের উদ্দেশ্যে সিজদাকারী ও প্রশংসাকারী। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন, নিজ বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাকী সমস্ত শত্রুকে পরাভূত করেছেন'। -বুখারী ১ম খণ্ড, ৩৪২ পৃঃ। উপরোক্ত সুন্নাত ব্যতীত প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়গুলি শরীয়ত পরিপন্থী। অতএব তা অবশ্যই বর্জনীয়।

১ম বর্ষের বিগত সংখ্যা সমূহের প্রশ্নোত্তরের সংশোধনী

১. ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮ (৮/৫১ নং) প্রশ্নের শেষ অংশে বলা হয়েছে, বাকী ক্রয়-বিক্রয়ে দামের কমবেশী হ'লে ঐ ব্যবসা অবৈধ হবে'। সঠিক জবাব হ'ল এই যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা যদি নগদ বা বাকী মূল্য খোলাখুলিভাবে আলোচনা করে নেয় এবং উভয়ে সন্তুষ্ট থাকে, তাহ'লে বাকী ক্রয়-বিক্রয়ে দামের কমবেশী হ'লে ব্যবসা বৈধ হবে। যেমন- বিক্রেতা বলল, আমি কাপড় নগদ ১০ টাকা আর বাকীতে ২০ টাকা মূল্যে বিক্রি করব। ক্রেতা বলল, আমি উহা নগদ ১০টাকা মূল্যে ক্রয় করলাম, অথবা বাকীতে ২০ টাকা মূল্যে ক্রয় করলাম। -তোহফা, ৪র্থ খণ্ড ৩৫৮ পৃঃ; নায়ল, ৫ম খণ্ড ১৫২ পৃঃ।

২. ১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা মার্চ ১৯৯৮ (৮/৬১) প্রশ্নের উত্তরে তিনটি হাদীছ পেশ করা হয়েছে। কিন্তু প্রথম জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছ এবং তৃতীয় আমর ইবনে হযম বর্ণিত হাদীছ দু'টি যঈফ। -মির'আতুল মাফাতীহ, ৫ম খণ্ড ৬২ পৃঃ। তবে ঈদের মাঠে বের হওয়ার জন্য পত্রিকায় উল্লেখিত সময়ই সুন্নাত। কারণ দ্বিতীয় হাদীছটি বিশুদ্ধ। -নায়ল, ৩য় খণ্ড ২৯৩ পৃঃ।

৩. ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা এপ্রিল ১৯৯৮ (৪/৬৯) প্রশ্নের উত্তরে নিম্ন মোহরের প্রমাণে এক অঞ্জলী ভরে আটা বা খেজুর দেয়ার হাদীছটি যঈফ। -আলবানী, মিশকাত হাদীছ নং ৩২০৫। উল্লেখ্য যে, পত্রিকায় বর্ণিত হাদীছ নং ভুল (৩২০) রয়েছে।

৪. ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা এপ্রিল ১৯৯৮ (৬/৭১) প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, কুরআনের অক্ষর থাকবে আমল থাকবেনা (আলবানী, মিশকাত ৩৮ পৃঃ)। হাদীছটি যঈফ। আলবানী, মিশকাত, হাদীছ নং ২৭৬।

৫. ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা এপ্রিল ১৯৯৮ (৯/৭৪) প্রশ্নের উত্তরে সূরা ক্বিয়ামাহ -এর শেষে "বালা" -এর স্থলে 'সুবহানাকা ফা বালা' (سُبْحَانَكَ فَبَلَى) হবে।

৬. ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা এপ্রিল ১৯৯৮ (৯/৭৪) প্রশ্নের উত্তরে সূরা গাশিয়ার শেষে দো'আ পড়ার প্রমাণে যে হাদীছ পেশ করা হয়েছে, তা উক্ত সূরার সাথে খাছ নয় বরং ছালাতের মধ্যে যেকোন দো'আর স্থানে পড়া যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কোন এক ছালাতে "اَللَّهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَسِيْرًا" বলতে শুনেছি।-আহমাদ, সনদ জাইয়েদ; হাকেম একে ছহীহ বলেছেন ও যাহবী তা সমর্থন করেছেন; আলবানী, হাশিয়া মিশকাত, হা/৫৫৬২। তবে খাছ করে গাশিয়ার শেষে এই দো'আটি পড়ার প্রমাণে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না।

৭. ১ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা এপ্রিল ১৯৯৮ (১১/৭৬) প্রশ্নের উত্তরে মেহেন্দী ব্যবহারের প্রমাণে আয়েশা (রাঃ)-এর প্রথম হাদীছটি যঈফ। -আবূদাউদ হাঃ নং ৮৯৩। তবে ফৎওয়া সঠিক। কারণ পরের হাদীছটি ছহীহ।

http://islaminonesite.wordpress.com

৮. ১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা মে ১৯৯৮ (৪/৮৪) প্রশ্নের উত্তরে চার রাক'আত সুন্নাত ছালাতের শেষের দু'রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ার কথা বলা হয়েছে। ফলে মাওলানা রেযাউল্লাহ (সুলতানগঞ্জ, গোদাগাড়ী, রাজশাহী) ও মাওলানা মিছবাহুদ্দীন (লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, ভারত) আপত্তি পেশ করেন এবং শেষের দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য সূরা পড়ার মনোভাব প্রকাশ করেন। জনাব মাওলানা রেযাউল্লাহ অন্য সূরা পড়ার প্রমাণে একটি হাদীছ পেশ করেছেন, যা নিম্নরূপ-

روى الطبراني في الكبير عن ابن عباس يرفعه إلى النبى (ص) أنه قال من صلى أربع ركعة خلف العشاء الآخرة قرأ في الركعتين الأولتين قل يايها الكافرون و قل هو الله أحد و في الركعتين الآخر تين تنزيل السجده و تبارك الذى ..... (نيل الأوطار باب فضل الأربع قبل الظهر و بعدها و قبل العصر و بعد العشاء)-

জমহুর বিদ্বানগণ উক্ত হাদীছকে 'যঈফ' বলেছেন। - শাওকানী, নায়লুল আওত্বার (কায়রোঃ ১৯৭৮) ৩য় খণ্ড ২৭৫ পৃঃ; উল্লেখিত অধ্যায়। এতদ্ব্যতীত তিনি আল্লামা ইবনু হযম -এর নিম্নোক্ত মন্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন- ان الفرض فى كل ركعة أن يقرأ بأم القران فقط فان زاد على ذلك قرانًا فحسن قلَّ ام كثرَا یَ صلاة كانت من فرض او غير فرض - (محلى ابن حزم، الجزء الثالث صـ١٢ مسئلة ٤٤٥)-

আল্লামা ইবনু হযমের উপরোক্ত মন্তব্যটি দলীল বিহীন।

প্রকাশ থাকে যে, চার রাক'আত বিশিষ্ট নফল ছালাতে পরের দু'রাক'আতে অন্য সূরা পড়ার প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। অপর দিকে চার রাক'আত বিশিষ্ট ফরয ছালাতের শেষের দুরাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ার প্রমাণ অতীব স্পষ্ট। -বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৭৯ পৃঃ। অনুরূপভাবে চার রাক'আত বিশিষ্ট ফরয ছালাতের শেষের দু'রাক'আতে অন্য সূরা পড়ার বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন স্পষ্ট বর্ণনা নেই।

তবে ছহীহ মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সেখানে রাসূল (ছাঃ)-এর যোহরের শেষের দু'রাক'আতে ১৫টি করে আয়াত পাঠ করার সম পরিমান সময় দাঁড়িয়ে থাকা অনুমান করা হয়েছে। এই অনুমান থেকে অনেক বিদ্বান সূরা ফাতিহা ব্যতীত শেষের দু'রাক'আতে অন্য সূরা পড়ার মতামত ব্যক্ত করেছেন। কতিপয় ছাহাবীর আমল হ'তেও চার রাক'আত বিশিষ্ট ফরয ছালাতের শেষের দু'রাক'আতে অন্য সূরা পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। -মির'আত শরহ মিশকাত (লাহোরঃ ১৩৮০/১৯৬১) 'ছালাতে ক্বিরাআত' অধ্যায় ৩য় খণ্ড ১৩১ পৃঃ।

৯. ১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা মে'১৯৯৮ (৩/৮৩) প্রশ্নের উত্তরে হানাফীদের পিছনে ছালাত জায়েয বলা হয়েছে। তাতে মাওলানা আবদুস সাত্তার ত্রিশালী (ইমাম, আল-আমীন জামে মসজিদ, মোহাম্মাদপুর, ঢাকা) আপত্তি পেশ করেন এবং তাদের পিছনে ছালাত হবে না বলে দলীল সহ লিখিত মন্তব্য প্রেরণ করেন। দলীল- إنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، متفق عليه। প্রকাশ থাকে যে, মাওলানা ছাহেব দাবীর প্রমাণে যে হাদীছ পেশ করেছেন, তা দাবীর অনুকূলে নয়। কারণ হাদীছের অর্থ হ'ল- 'নিশ্চয়ই ইমাম নিযুক্ত করা হয় তার অনুসরণ করার জন্য'। অনুসরণ অর্থ ইমামের প্রকাশ্য কর্মের অনুসরণ। যেমন- ক্বিয়াম, কুঊদ, রুকু, সুজূদ ইত্যাদি। গোপন নিয়ত, দো'আ, কিরা'আত তাসবীহ ইত্যাদির অনুসরণ নয়। উক্ত হাদীছেই ইমামের অনুসরণের বিষয়গুলির বিবরণ রয়েছে। যথা- তাকবীর, রুকু, সিজদা, কিয়াম, সালাম ইত্যাদি। -দেখুন 'ফৎহুল বারী' 'ইমামের অনুসরণ' অধ্যায়; নায়লুল আওত্বার উক্ত অধ্যায়, ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৫-২৭।

তাছাড়া ইমাম ও মুক্তাদীর নিয়ত পৃথক হ'লেও মুক্তাদীর ছালাত বাতিল হবে না। মু'আয (রাঃ) রাসূলের পিছনে ফরয ছালাত আদায় করে অন্য মসজিদে গিয়ে একই ফরযের ইমামতি করতেন। তখন তাঁর নিয়ত নফল ও তাঁর মুক্তাদীদের নিয়ত ফরযের হ'ত। -সুবুলুস সালাম শরহ বুলুগুল মারাম, ৪র্থ সংস্করণ (কায়রোঃ ১৪০৭/১৯৮৭) 'ইমামের অনুসরণ' অধ্যায়, হা/৩৭৪, ২য় খণ্ড ৪৮ পৃঃ।

অতএব হানাফী ইমামের পিছনে আহলেহাদীছ মুক্তাদীর ছালাত সিদ্ধ হবে। কেননা মুক্তাদীর ছালাতের শুদ্ধতা ইমামের ছালাতের শুদ্ধতার উপরে নির্ভর করেনা (নায়ল ৪/২৬ পৃঃ)।

জনাব মাওলানা ছাহেব চিঠিতে খেদ প্রকাশ করে বলেছেন, যদি হানাফীদের পিছনে আহলেহাদীছের নামায জায়েয হয়, তাহ'লে পৃথকভাবে আহলেহাদীছ মসজিদ ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের কি প্রয়োজন? তার জবাবে বলব যে, ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে ছালাত আদায়ের জন্য 'আহলেহাদীছ মসজিদ' প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সকল মুসলমানকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সার্বিক জীবন গড়ার দাওয়াত দেওয়ার জন্য 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' -এর প্রয়োজন ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

১০. ১ম বর্ষ ১০ সংখ্যা জুন ১৯৯৮ দরসে কুরআন -এর শাব্দিক ব্যাখ্যায় ابتغى শব্দটির বাব افعال। বলা হয়েছে। ওটা افتعال হবে এবং مُبَدِّلَ শব্দটি ইসমে مفعول বলা হয়েছে। ওটা ইসমে فاعل হবে।।

[আমাদের ভুল ধরিয়ে দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। -পরিচালক।]

والله أعلم بالصدق والصواب وإليه المرجع والمآب -

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২য় বর্ষ ১ম সংখ্যা
অক্টোবর ১৯৯৮

চিকিৎসাধীন আছেন। চারজনের অবস্থা গুরুতর। তবে সকলেই বর্তমানে আশংকামুক্ত বলে জানা গেছে।

[আল্লাহ সকলকে আরোগ্যদান করুন ও মৃত ভাইটিকে শাহাদতের মর্যাদা দান করুন এবং তার বিধবা স্ত্রী ও অন্যান্যদেরকে ধৈর্যধারণের তাওফীক দান করুন! আমীন! -সম্পাদক]

অবিলম্বে মুরতাদ তাসলীমাকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করুন

-বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম, সহ-সভাপতি এস, এম, আব্দুল লতীফ এবং সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন এক যৌথ বিবৃতিতে কুখ্যাত মুরতাদ তসলীমা নাসরিনকে দেশে আসার সুযোগ করে দেয়ায় আওয়ামী সরকারের প্রতি তীব্র নিন্দা, ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, বার কোটি তাওহীদী জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন এবং তীব্র প্রতিবাদের মুখে মুরতাদ তাসলীমা তৎকালীন বিএনপি সরকারের ছত্রছায়ায় এদেশ থেকে পালিয়েছিল। সেই কুখ্যাত তাসলীমাকে দেশে আসার সুযোগ দিয়ে সরকার এদেশের কোটি কোটি তাওহীদী জনতার ঈমান ও আক্বীদার উপর আঘাত হেনে ইসলামের বিপক্ষে অবস্থান নিল।

যুবসংঘের নেতৃবৃন্দ সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, সরকার যদি অনতিবিলম্বে মুরতাদ তাসলীমাকে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান না করে, তাহ'লে ১২ কোটি তাওহীদী জনতার পক্ষ থেকে সরকার ও মুরতাদ তাসলীমার সহযোগীদের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। তারা সকল মুসলমানকে ইসলামদ্রোহী ও আল্লাহদ্রোহী শক্তির বিরুদ্ধে সর্বদা সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

কুখ্যাত মুরতাদ লেখিকা তাসলীমা নাসরীনের বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের তীব্র প্রতিবাদ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা জেলা কর্তৃক আয়োজিত এক যরূরী বৈঠকে বৃহত্তর ঢাকা সাংগঠনিক জেলার আহ্বায়ক জনাব আব্দুছ ছামাদ বলেন, পৃথিবীতে আল্লাহদ্রোহী অনেক অপশক্তি যুগে যুগে মুমিনের ঈমান নষ্ট করার জন্য পায়তারা করেছে। কিন্তু ঐ সকল অপশক্তি আল্লাহ্র শক্তির নিকট পরাজিত হয়ে ফেরাউন ও আবূ জেহেলদের ন্যায় ধ্বংস হয়ে গেছে। ফেরাউন ও আবূ জেহেলদের অনুসারী কুখ্যাত মুরতাদ লেখিকা তাসলীমা নাসরীনও মুসলমানদের মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অবমাননা করতে শংকিত হয়নি। সেই মুরতাদ আবার ক্ষমতাসীন দলের ছত্রছায়ায় ও তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে প্রত্যাবর্তন করায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। তিনি বলেন, আল্লাহদ্রোহী এই মুরতাদের যথাযথ বিচার করা না হ'লে আমরা এর সমুচিত জবাব দিতে প্রস্তুত আছি।

তিনি এই মুরতাদের বিরুদ্ধে ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবন ও সম্পদ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য আপামর তাওহীদি জনতার প্রতি আহ্বান জানান।

❑ সংগঠন প্রতিবেদক

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১)ঃ জামা'আতবদ্ধভাবে বা সাংগঠনিক নিয়মে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করেন না। বরং একাকী দাওয়াতী কাজ করেন। সকাল-সন্ধ্যা যিকর-আযকারে লিপ্ত থাকেন ও অন্যকে উদ্বুদ্ধ করেন। যারা তাতে উৎসাহ কম দেখান ও সর্বদা জামা'আতী যিন্দেগী যাপন করেন এবং দাওয়াতী কাজে বেশী বেশী অংশ নেন ও ইসলামী আন্দোলনে ভূমিকা রাখেন, তাদেরকে খারাব নযরে দেখেন। এমতাবস্থায় ঐ একাকী ব্যক্তির পরকালীন মুক্তি সম্ভব কি?

-মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ
রাজপুর, সাতক্ষীরা ও
মুহাম্মাদ সোলায়মান
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তর, লালপুর, নাটোর।

উত্তরঃ ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক মুমিনের জন্য জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা ফরয। এমনকি কোন স্থানে তিনজন মুমিন থাকলেও একজনকে 'আমীর' নির্বাচন করে তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য বজায় রেখে শরীয়ত অনুযায়ী জীবন যাপন করা অতীব যরূরী (আহমাদ, আবুদাউদ, সনদ ছহীহ)। একাকী ও বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করার বিরুদ্ধে হাদীছে বিভিন্নভাবে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র, আনুগত্য কর রাসূলের ও তোমাদের মধ্যকার আমীরের'... (নিসা ৫৯)। এখানে 'আমীর' হওয়ার জন্য রাষ্ট্রপ্রধান হওয়াকে শর্ত করা হয়নি। বরং মুসলমান পৃথিবীর যে প্রান্তে, যে অবস্থায় বসবাস করুক না কেন, তাকে একজন আমীরের অধীনে জামা'আতবদ্ধ ভাবে ইসলামী জীবন যাপন করতে হবে। অন্যত্র বলা হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই, যারা সর্বদা কল্যাণের দিকে মানুষকে আহবান করবে ও অন্যায় থেকে বিরত রাখবে। বস্তুতঃ তারাই হ'ল সফলকাম' (আলে ইমরান ১০৪)। এখানে মুসলমানকে দলবদ্ধভাবে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধের হুকুম দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি। জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা, আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা, তাঁর আনুগত্য করা, (প্রয়োজনে) হিজরত করা ও আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা। যে ব্যক্তি জামা'আত হ'তে এক বিঘত পরিমান বের হয়ে গেল, তার গর্দান হ'তে ইসলামের গণ্ডী ছিন্ন হ'ল- যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। যে ব্যক্তি মানুষকে

জাহেলিয়াতের দিকে দাওয়াত দেয়, সে ব্যক্তি জাহান্নামীদের দলভুক্ত হ'ল। যদিও সে ছিয়াম পালন করে, ছালাত আদায় করে ও ধারণা করে যে, সে একজন মুসলিম' (তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত 'ইমারত' অধ্যায়, হাদীছ সংখ্যা ৩৬৯৪)। উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র বিরোধী দাওয়াতকেই 'জাহেলিয়াতের দাওয়াত' বলা হয় (নিসা ৬০; 'ত্বাগূত'-এর ব্যাখ্যায় তাফসীর ইবনে কাছীর)। চাই সে দাওয়াত মুসলমানদের মাধ্যমে আসুক বা অমুসলিমদের মাধ্যমে আসুক।

এক্ষণে যদি কোথাও কোন মুমিন একাকী বাস করেন কিংবা জামা'আত না থাকে, সেখানে মুমিনকে একাকী দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে যেতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা একাকী হও বা জামা'আতবদ্ধ হও, তরুণ হও বা বৃদ্ধ হও, আল্লাহ্র রাস্তায় বেরিয়ে পড়ো, এবং তোমাদের জানমাল নিয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ কর' (তওবা ৪১)। অতএব উপরোক্ত দলীল সমূহের আলোকে বলা যায় যে, ইসলামী জামা'আত মওজুদ থাকা সত্ত্বেও অথবা জামা'আত গঠনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ একাকী বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করেন, তবে তার দাওয়াত বা যিক্র ও ইবাদত তার পরকালীন মুক্তির অসীলা হবে না। অবশ্য আল্লাহ তাঁর বিশেষ রহমতে অতি বড় পাপী বান্দাকেও ক্ষমা করতে পারেন। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

প্রকাশ থাকে যে, ইসলামী জামা'আত বলতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে সার্বিক জীবন পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত জামা'আতকে বুঝায়। ইসলামের নামে শিরক ও বিদ'আতের দিকে আহবানকারী অথবা তার সাথে আপোষকারী কোন সংগঠনকে প্রকৃত অর্থে ইসলামী জামা'আত বলা চলে না। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন,

الجماعةُ ما وافقَ الحقَّ وإنْ كنتَ وَحْدَكَ

'হকপন্থী দলকেই জামা'আত বলা হয়, যদিও তুমি একাকী হও' (ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশ্ক ১৩/৩২২/২, সনদ ছহীহ; আলবানী, মিশকাত, হা/১৭৩ টীকা দ্রঃ)।

প্রশ্ন (২/২)ঃ 'আল্লাহ্র নূরে নবী পয়দা এবং নবীর নূরে সারা জাহান পয়দা' এই উক্তিটি কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে কিরূপ? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সাং সন্যাসবাড়ী,
বান্দাইখাড়া, নওগাঁ

উত্তরঃ খ্যাতনামা ছাহাবী হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) -এর বরাতে রাসূল (ছাঃ)-এর নামে উক্ত মর্মে জাল হাদীছ রচনা করা হয়েছে। হাদীছটি নিম্নরূপঃ

عن جابر قال قلت يا رسول الله أخبرني عن أول شيئ خلقه الله قبل الاشياء؟ قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره... ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولاجنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا إنس الخ

অনুবাদঃ হযরত জাবের (রাঃ) বলেন যে, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করলাম, হে রাসূল! সকল বস্তু সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ সর্বপ্রথম কোন বস্তু সৃষ্টি করেছিলেন? তিনি বল্লেন, হে জাবের! নিশ্চয়ই সকল বস্তু সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ স্বীয় নূর হ'তে তোমার নবীর নূরকে সৃষ্টি করেন। তারপর সে আল্লাহ্র ইচ্ছামত স্থানসমূহ প্রদক্ষিণ করতে থাকল; যখন লওহ, কলম, জান্নাত, জাহান্নাম, ফিরিশতা, আসমান, যমীন সূর্য, চন্দ্র, জিন, ইনসান কিছুই ছিলনা। অতঃপর যখন আল্লাহ মাখলূক সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করলেন, তখন ঐ নূরকে চার ভাগে ভাগ করলেন। এক ভাগ দিয়ে কলম, ২য় ভাগ দিয়ে লওহ, ৩য় ভাগ দিয়ে আরশ সৃষ্টি করলেন। অতঃপর ৪র্থ ভাগকে চার ভাগে ভাগ করে প্রথম ভাগ থেকে আসমানসমূহ, দ্বিতীয় ভাগ থেকে যমীনসমূহ, তৃতীয় ভাগ থেকে জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি করলেন। অতঃপর চতুর্থ ভাগকে পুনরায় চার ভাগে ভাগ করে প্রথম ভাগ থেকে মুমিনদের চোখের জ্যোতি, দ্বিতীয় ভাগ থেকে তাদের হৃদয়ের জ্যোতি, তৃতীয় ভাগ থেকে তাদের ভালবাসার জ্যোতি সৃষ্টি করেন। আর তা হ'ল তাওহীদ 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। -মাওয়াহেবুল লা-দুন্নিয়াহ, মুহাম্মাদ বিন আবদুল বাকী আয-যুরক্বানী মালেকীর ভাষ্যসহ (মিসরঃ আযহারিয়া প্রেস, ১৩২৫ হিঃ) ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৬-৪৭; গৃহীতঃ আবু মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন, ফিরকাবন্দীর মূল উৎস (ঢাকাঃ রকেট প্রেস, তাবি) ১ম খণ্ড পৃঃ ২০-২২।

অগ্নিউপাসক মজূসীগণ ইসলাম গ্রহণ করে তাদের লালিত আক্বীদা বিশ্বাসের আলোকে জাল হাদীছ সমূহ তৈরী করে মুসলমানদের লালিত তাওহীদ বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছে। ইরানী মজূসীগণ নূরকে সকল সৃষ্টির আদি বলে বিশ্বাস করে। অত্র জাল হাদীছের মাধ্যমে তারা সকল মাখলূক্বাতের আদি হিসাবে নূর-কে সাব্যস্ত করেছে এবং সকল সৃষ্টিকে আল্লাহ্র অংশ হিসাবে দেখাতে চেষ্টা করেছে। ভারতীয় অদ্বৈতবাদ মূলতঃ ইরানী সর্বেশ্বরবাদ (Neo-Platonism) থেকে ধার করা দর্শন। সেকারণ হিন্দুরা বলেন, সকল সৃষ্টিই ব্রহ্মার অংশ। পৃথিবী হ'ল ব্রহ্মাণ্ড। তাদের থেকে ধার করে মুসলমান মারেফতী ছূফী-ফকীরেরা 'খোদার নূরে মুহাম্মাদ পয়দা, মুহাম্মাদের

নূরে সারা জাহান পয়দা' বলে প্রচার করে। তাদের দৃষ্টিতে 'আহমাদ ও আহাদে' কোন পার্থক্য নেই। মূলতঃ এগুলি সবই শিরকী আক্বীদা। পবিত্র কুরআনে রাসূলকে 'বাশার' এবং 'মাটির তৈরী' বলে ঘোষণা করা হয়েছে (কাহাফা ১১০, ইস্‌রা ৯৩, আম্বিয়া ৩৪, হিজ্‌র ২৮ ইত্যাদি)। বিগত যুগের কাফেররা মানুষ নবীর বদলে ফিরিশতা বা নূরের নবী চেয়েছিল (ইস্‌রা ৯৪-৯৫) আজকের যুগের তথাকথিত ছূফীরাও নূরের নবী কল্পনা করে থাকে। এদের ধোকা থেকে দূরে থাকা কর্তব্য।

প্রশ্ন (৩/৩)ঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে উৎসর্গীত কোন হালাল পশু আল্লাহ্‌র নামে যবেহ করে খাওয়া যাবে কি না? যেমন পীর, অলী, দেব-দেবী প্রভৃতির নামে। অনুরূপভাবে কারো নামে উৎসর্গীত নয় এমন হালাল পশু আল্লাহ্‌র নাম না নিয়ে কিংবা অন্য কারো নাম নিয়ে যবেহ করা হলে তার গোশত খাওয়া যাবে কি? অমুসলিমের যবেহকৃত পশুর গোশত খাওয়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ আবুল কালেম
লক্ষণপুর, ঝিকরগাছা, যশোর।

উত্তরঃ দ্বীন ইসলাম কতক গুলি শারঈ নিয়ম-নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে কিছু কিছু পশুর গোশত খাওয়া হারাম ঘোষণা করেছে এবং বাকী পশুর গোশত খাওয়া হালাল রাখা হয়েছে। যেগুলোকে হালাল রাখা হয়েছে, সেগুলোও বিশেষ অবস্থায় হারাম হয়ে যায়। তবে এর মধ্যে শুধুমাত্র প্রশ্ন সম্পর্কিত বিষয়গুলির জবাব নিম্নে প্রদত্ত হ'ল।-

১। যে সকল পশু আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত হয়, মুখে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে যবেহ করা হলেও ঐ হালাল পশুর গোশত খাওয়া হারাম হয়ে যায় (وَ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ= মায়েদাহ ৩)।

২। যে সকল পশু গায়রুল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে (তার উদ্দেশ্যে না হলেও) যবেহ করা হয়, সেই সকল পশু হালাল হলেও তার গোশত খাওয়া হারাম হয়ে যায় (وَ لاَ تَأكُلُوْا مِمَّا يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عليه وإنَّهُ لَفِسْقٌ= আন'আম ১২১)।

৩। যে সকল পশু গায়রুল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ও গায়রুল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে যবেহ করা হয়, তার গোশত খাওয়া হারাম হয়ে যায় (মায়েদাহ ৩, আন'আম ১২১)।

৪। কোন পশু গায়রুল্লাহ্‌র নামে বা উদ্দেশ্যে যবেহ না করা হ'লেও আল্লাহ্‌র নাম নিয়েও যবহ করা হয়নি, তার গোশত খাওয়া হারাম (আন'আম ১২১)।

কুরআনে উল্লেখিত 'গায়রুল্লাহ' দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত সকলকেই বুঝায়। সে দেব-দেবী, মূর্তি-প্রতিকৃত, ভাস্কর্য, জীব-জড়, বৃক্ষাদি হোক কিংবা নবী, অলী-দরবেশ, পীর-ফকীর, গাউছ-কুতুব যে-ই হৌন। 'যে জন্তু বেদীতে যবেহ করা হয়েছে সেই জন্তুর গোশত খাওয়া হারাম' (মায়েদাহ ৩)। চাই জন্তুটি হারাম হৌক বা হালাল হৌক। যবেহ কারী মুসলিম হৌক বা অমুসলিম হৌক। আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে হৌক বা অন্য কারো নাম উচ্চারণ করে যবেহ করা হৌক। উক্ত আয়াতটি হারাম হওয়ার ক্ষেত্রে সকল অবস্থাকেই শামিল করে।

'বিসমিল্লাহ' বিহীন যবহ জায়েয হওয়ার পক্ষে অনেকে আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি পেশ করে থাকেন। যেমন 'কিছু লোক এসে একদা রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, হে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)! এখানে কিছু লোক আছে, যারা সবেমাত্র শিরক পরিত্যাগ করে নতুন মুসলমান হয়েছে। তারা আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে। জানিনা তারা 'বিসমিল্লাহ' বলেছিল কি-না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা 'বিসমিল্লাহ' বলে খেয়ে নাও' (বুখারী, মিশকাত' শিকার ও যবহ' অধ্যায় হা/৪০৬৯)। উক্ত হাদীছে মুশরিকদের যবেহকৃত পশু হালাল হওয়ার যেমন দলীল নেই, তেমনি 'বিসমিল্লাহ' ব্যতীত যবহ হালাল হওয়ারও কোন দলীল নেই। কেননা ঐ নওমুসলিমগণ নিশ্চিতভাবে ও ইচ্ছাকৃতভাবে 'বিসমিল্লাহ' বলেননি, এমন কোন কথা ঐ হাদীছে নেই। তাছাড়া এখানে খাওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলার নির্দেশ এসেছে এবং ঘটনাটি মদীনার। অথচ 'বিসমিল্লাহ' ব্যতীত যবহকৃত পশু খেতে নিষেধাজ্ঞার আয়াত পূর্বেই নাযিল হয়েছে মক্কায় (সূরা আন'আম ১২১)। অতএব তাদের এই যুক্তি সঠিক নয়।

কোন মুসলিম যবেহ করার সময় যদি ইচ্ছা করেই 'বিসমিল্লাহ' বর্জন করে, তবে পবিত্র কুরআনের উল্লেখিত আয়াতের আলোকে সেই পশুর গোশত খাওয়া বৈধ নয়। আর যদি কোন মুসলিমের যবেহকৃত পশুর বিষয়ে অবগত না হওয়া যায় যে, সে যবেহ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' পাঠ করেছে কি-না?, তবে মুমিনের উপরে সু ধারণা রাখার ভিত্তিতে (যে সে বিসমিল্লাহ বলেছে) ও উল্লেখিত হাদীছের আলোকে 'বিসমিল্লাহ' বলে উক্ত গোশত খাওয়া নিঃসন্দেহে বৈধ।

প্রশ্ন (৪/৪)ঃ কোন ছোট বকনা বাছুর কাউকে এই শর্তে প্রদান করা সে বাছুরটিকে গর্ভ প্রসব করা পর্যন্ত পালন করতে থাকবে। অতঃপর বকনা পালনকারী সেই বকনা গাভী ও তার দুধ সহ নব জাতক বাছুরটির অর্ধেক ভাগ পাবে। যাকে 'ভাগ রাখালী' বলা হয়। এরূপ গরু ও

বাছুরের ভাগ রাখালী শরীয়তে জায়েয কি-না? কুরআন ও হাদীছ থেকে সমাধান দিলে খুশী হব।

-মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান
বোয়ালমারী, ফরিদপুর।

উত্তরঃ দ্বীন ইসলামে হালাল বিষয়ে মজুরীর বিনিময়ে শ্রমদানকে সামগ্রিক ভাবে বৈধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য ব্যবসাকে হালাল করেছেন' (বাক্বারাহ ১৭৫)। মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'সকল নবী ছাগল চরিয়েছেন। আমিও ক্বীরাত সমূহের বিনিময়ে ছাগল চরাতাম'। -বুখারী ১ম খণ্ড পৃঃ ৩০১। যেহেতু লালন-পালনের জন্য ভাগ-রাখালীতে বকনা বাছুর প্রদানের বিষয়টিও এই ব্যবসা ও মজুরীর বিনিময়ে শ্রম দান -এর অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু এটি নিঃসন্দেহে জায়েয।

অন্যদিকে এসব বিষয় হচ্ছে মু'আমালাত -এর অন্তর্ভুক্ত। মু'আমালাত বা বৈষয়িক ব্যাপার সমূহে শারঈ মূল নীতি হ'ল এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত শারঈ বাধা-নিষেধ প্রমাণিত না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিষয়টি জায়েযের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যেহেতু উল্লেখিত 'ভাগ-রাখালী' বিষয়ে শারঈ নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত নয়, সেহেতু উক্ত (গরু ও বাছুরের ভাগ-রাখালী) বিষয়টি জায়েয সাব্যস্ত হচ্ছে।

প্রশ্ন (৫/৫)ঃ জানাযার ছালাতে পায়ে পা মিলাতে হবে কি? এবং জুতা পায়ে দিয়ে জানাযার ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-সাঈদুর রহমান ইবনে শাহীনুর
বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ফরয ছালাত ব্যতীত বেশ কিছু নফল ছালাত রয়েছে, যা রাসূল (ছাঃ) জামা'আত সহকারে আদায় করতেন। যেমন- ঈদায়েন, ইস্তিসক্বা, চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ, জানাযার ছালাত ইত্যাদি। জামা'আত শুরু করার পূর্বে তিনি কাতার সোজা করে কাঁধে কাঁধ মিলায়ে ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়াতে বলতেন। -বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯৮ পৃঃ। কাজেই জানাযার ছালাত লাইন সোজা করে কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলিয়ে আদায় করা বিধি সম্মত।

জুতা যদি পরিষ্কার থাকে এবং কোন অপবিত্রতা লেগে না থাকে, তাহ'লে ফরয-নফল সকল প্রকার ছালাত আদায় করা যায়। সাঈদ ইবনে ইয়াযীদ আল-আযদী বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (ছাঃ) কি তাঁর দুই জুতা পরে ছালাত আদায় করতেন। তিনি বললেন, জি। -বুখারী ১ম খণ্ড ৫৬ পৃঃ। কাজেই জানাযার ছালাত পবিত্র জুতা পরে আদায় করা যায়।

প্রশ্ন (৬/৬)ঃ মসজিদে ঢুকে যে সালাম দেয়া হয়, তা মসজিদে প্রবেশের দো'আ পড়ার পূর্বে না পরে? ছালাত অবস্থায় সালাম দিলে কিভাবে উত্তর দেয়া হবে।

-আব্দুস সালাম
পুটিহার, দিনাজপুর।

উত্তরঃ সালাম দিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা সুন্নাত নয় বরং দো'আ পড়ে মসজিদে প্রবেশ করা সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন, তখন বলতেনঃ 'আল্লা-হুম্মাফ্ তাহ্লী আবওয়া-বা রাহমাতিকা' (মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৩)।

তবে মসজিদে কোন মুছল্লী থাকলে তাকে লক্ষ্য করে সালাম দেয়া যায়। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান কর'। -বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত ৩৯৭ পৃঃ। একদা এক ব্যক্তি ছালাত শেষে রাসূল (ছাঃ)-কে মসজিদে দেখলে সালাম প্রদান করেন। -বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত ৭৫ পৃঃ। কাজেই মসজিদের মুছল্লীকে সালাম দেয়া বিধি সম্মত।

ছালাত অবস্থায় কেউ সালাম দিলে হাত অথবা আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতে হবে। জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) একদা আমাকে কোন প্রয়োজনে পাঠান। অতঃপর (আমি ফিরে আসলে) তাঁকে ছালাত অবস্থায় পাই এবং সালাম প্রদান করি। তিনি আমার দিকে ইশারা করেন। -মুসলিম। আঙ্গুল, হাত ও মাথা দ্বারা ইশারা করার প্রমাণে হাদীছগুলি ছহীহ। -যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ২৬৬ পৃঃ টীকা।

প্রশ্ন (৭/৭)ঃ মসজিদের জায়গা সংকুলান না হওয়ায় মসজিদ স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এখন পুরাতন মসজিদের জায়গা বিক্রয় করা যাবে কি?

-আবুবকর বিন ইসহাক
কালিকাপুর, ঘোষগ্রাম
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ কারণ বশতঃ মসজিদ স্থানান্তর করলে পূর্বের জায়গা বিক্রি করা যাবে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ মসজিদে ব্যয় করতে হবে। ওমর (রাঃ)-এর যুগে কুফার দায়িত্বশীল ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)। একদা মসজিদ হ'তে বায়তুল মাল চুরি হ'লে সে ঘটনা ওমর (রাঃ)-কে জানানো হয়। তিনি মসজিদ স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন। ফলে মসজিদ স্থানান্তরিত করা হয় এবং পূর্বের স্থান খেজুর বিক্রির বাজারে পরিণত হয়। -ফৎওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১ খণ্ড ২১৭ পৃঃ। একদা ইমাম আহমাদকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল মসজিদ বিক্রি করে অর্থ অন্য মসজিদে লাগানো যায় কি? তিনি বললেন, যদি মসজিদ আবাদকারী কেউ না থাকে, তাহ'লে মসজিদের স্থান বিক্রি করে অর্থ অন্য স্থানে ব্যয় করাতে কোন দোষ নেই। -ফৎওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১ খণ্ড ২১৬ পৃঃ।

প্রশ্ন (৮/৮)ঃ বিড়ি, সিগরেট, আলাপাতা, জর্দা এবং যে সমস্ত হালাল দ্রব্যে মেয়েদের অর্ধ নগ্ন ছবি থাকে, যেমন আয়না, সাবান, মাজন, পাউডার ইত্যাদি। এই ধরনের দ্রব্যাদির ব্যবসা করা জায়েয হবে কি?

-মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম
পুটিহার, ভাদুরিয়া
দিনাজপুর।

উত্তরঃ বিড়ি, সিগারেট, আলাপাতা, জর্দা এবং এ ধরনের যত নোংরা খাওয়া ও পান করার বস্তু রয়েছে সবই অবৈধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আপনি বলুন, তোমাদের জন্য সব পরিচ্ছন্ন বস্তু হালাল করা হ'ল' (মায়েদা ৪)। অন্যত্র তিনি বলেন, 'রাসূল তাদের জন্য পরিচ্ছন্ন (ত্বাইয়িব) বস্তু হালাল করেন এবং নোংরা (খাবীছ) বস্তু হারাম করেন' (আ'রাফ ১৫৭)।

মূর্তি ও ছবির প্রতি ইসলাম খুবই কঠোরতা আরোপ করেছে। কারণ মূর্তি ও ছবি হচ্ছে মানুষের আক্বীদা ও চরিত্র ধ্বংসের মূল। মূর্তি হ'ল শিরকের উৎস। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তারা বলল তোমরা কোন অবস্থাতেই তোমাদের উপাস্যদেরকে কখনই পরিত্যাগ কর না'। তোমরা অদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়া'উক্ব ও নাসরকে কখনই পরিত্যাগ করনা' (নূহ ২৪)। উল্লেখিত আয়াতে মূর্তির নাম ও তার পূজা করার কথা পরিস্কারভাবে বলা হয়েছে। এরা সৎ লোক ছিল। পরে তাদের মূর্তি বানিয়ে পূজা করা হ'ত। বর্তমানে বিভিন্ন উপায়ে মূর্তি ও ছবির পূজা করা হচ্ছে। আর ছবি যে কিভাবে যুবক-যুবতীদের চরিত্র নষ্ট করছে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। রাস্তা-ঘাট, বাড়ী-ঘর পূর্ণ হয়ে আছে নগ্ন, অর্ধ নগ্ন ছবিতে। বিশেষ করে মহিলাদের ছবি বই-পুস্তক, নাটক, সিনেমা, টেলিভিশন, ভিসিআর-এর নীল ছবি সমূহে। রাসূল (ছাঃ) ছবির পরিণতি খুবই ভয়াবহ বলেছেন। যেমন আবু ত্বালহা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ঐ ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করেনা, যে ঘরে ছবি ও কুকুর থাকে'। -বুখারী, মুসলিম, মেশকাত ৩৮৫ পৃঃ। কাজেই এইরূপ ব্যবসা হ'তে বিরত থাকতে হবে অথবা ছবির মাথা কেটে দিতে হবে কিংবা ঢেকে বা উল্টিয়ে রাখতে হবে।

প্রশ্ন (৯/৯)ঃ একটি মেয়ের বিবাহ হওয়ার ছয় মাস পর তার সন্তান প্রসব হয়েছে এবং সে মেয়ে স্বীকার করেছে যে, এ সন্তান অন্যজনের। এখন স্বামী তার স্ত্রীকে নিতে পারবে কি?

-আব্দুল মতীন
মেন্দীপুর, বগুড়া।

উত্তরঃ ব্যভিচার দ্বারা গর্ভবতী হ'লে তার বিবাহ সম্পাদন করা যায়। হযরত ওমর (রাঃ) গর্ভবতী মহিলার বিবাহ বৈধ হওয়ার ফৎওয়া প্রদান করেন এবং কোন ছাহাবী তাঁর বিরোধিতা করেননি। -মুহাল্লা ৯ম খণ্ড ১৫৭ পৃঃ মাসআলা নং ১৮৬৯; ফৎওয়া নাযীরিইয়াহ ২য় খণ্ড ৪৭০। তবে যার দ্বারা গর্ভ হয়েছে, তার সাথে বিবাহ হ'লে সে যৌন সম্ভোগ করতে পারে। কিন্তু অন্যত্র বিবাহ হ'লে ঐ স্বামী সন্তান প্রসব না হওয়া পর্যন্ত যৌন সম্ভোগ করতে পারে না। -মুহাল্লা ৯ম খণ্ড ১৫৬ পৃঃ। অতএব উক্ত বিবাহ বৈধ থাকবে। স্বামী তার স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারবে।

প্রশ্ন (১০/১০)ঃ আমি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে মসীহ জামা'আতের বই, পত্রিকা ও ইঞ্জিল পড়তে ইচ্ছুক। পড়া যাবে কি? সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহসিন বিন আফতাব
কাকডাঙ্গা সিনিয়র মাদরাসা,
পোঃ কেঁড়াগাছি, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ইসলামী জ্ঞান অর্জন করার জন্য কুরআন-হাদীছ ব্যতীত অন্য কোন নবীর প্রতি অবতীর্ণ কিতাব পড়া জায়েয হবে না। রাসূল (ছাঃ) শুধুমাত্র কুরআন ও হাদীছকেই উত্তম কিতাব ও উত্তম আদর্শ বলেছেন। -মুসলিম, মিশকাত ২৭ পৃঃ। অন্য কোন ধর্মের কিতাবকে সেখানে উল্লেখ করা হয়নি। রাসূল (ছাঃ) শুধুমাত্র কুরআন ও সুন্নাহ্কে আকড়ে ধরতে বলেছেন এবং অন্য কিছু গ্রহণ করাকে পথভ্রষ্টতা বলেছেন (মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত ৩১ পৃঃ)। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা যার প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাকে কুরআন ও হাদীছের জ্ঞান দান করেন'। -বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত ৩২ পৃঃ। ইয়াহুদ ও নাছারাদের কিতাবের ভাল কথাও আমাদের জন্য গ্রহণীয় নয়। জাবের (রাঃ) বলেন, একদা ওমর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আসেন এবং বলেন, ইয়াহুদীদের কতগুলি কথা আমাদের পসন্দ লাগে, আমরা কি ঐগুলি লিখে নিব? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরাও কি পথহারা হচ্ছ যেমন ইয়াহুদ ও নাছারারা পথহারা হয়েছে? মনে রেখো আমি তোমাদের নিকট স্পষ্ট ও উজ্জ্বল দ্বীন নিয়ে এসেছি। যদি আজ মূসা (আঃ) বেঁচে থাকতেন, তাহ'লে আমার অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর থাকত না। -আহমাদ, বায়হাক্বী, সনদ হাসান; 'ঈমান' অধ্যায় মিশকাত হা/১৭৭, পৃঃ ৩০।

তবে কারণ বশতঃ তাদের ভাষা ও তাদের কিতাব অধ্যয়ন করা যায়। যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বলেন,-রাসুল (ছাঃ) আমাকে ইয়াহুদীদের ভাষা শিক্ষা করার আদেশ দেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে রাসূল (ছাঃ) আমাকে ইয়াহুদীদের পত্রলিখন পদ্ধতি শিক্ষা করার আদেশ করেন। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'পত্রালাপ সংক্রান্ত ব্যাপারে ইয়াহুদীদের দিক হ'তে আমি নিরাপত্তাহীন'। যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বলেন,

অর্ধ মাসের মধ্যে আমি ইয়াহূদীদের ভাষা শিখে ফেললাম। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) যখন কোন ইয়াহূদীকে চিঠি লিখতেন তখন আমি লিখতাম। আর কোন ইয়াহূদী যখন তাঁর নিকট চিঠি লিখত, তখন সেই চিঠি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট পড়তাম। -তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত, হা/৪৬৫৯ 'আদব' (সালাম) অধ্যায়, ৩৯৯ পৃঃ।

প্রশ্ন (১১/১১)ঃ জান্নাতে পুরুষদেরকে ৭২ টি হূর দেয়া হবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বামী যদি জাহান্নামী হয়, আর স্ত্রী জান্নাতী হয়, তাহ'লে ঐ স্ত্রীকে জান্নাতে কি দেয়া হবে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বামী আগে মারা গেল, ঐ বিধবা স্ত্রী পরে ২/৩ জায়গায় বিবাহ করল কিংবা স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা হওয়ায় অন্যত্রে বিবাহ করল। তারা সকলেই যদি জান্নাতে যায়, তাহ'লে ঐ স্ত্রী কোন স্বামীর অধীনে থাকবে।

-মিসেস হালীমা বেগম
বাজেধনেশ্বর, আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ সকল মুসলমানের মনে রাখা আবশ্যক যে, জান্নাত এত সুখ, ভোগবিলাস ও আনন্দের স্থান, যা মানুষের অন্তর কোনদিন কল্পনাও পারবেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'জান্নাতীদের কাছে পরিবেশন করা হবে স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র এবং তথায় রয়েছে মনে যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়' (যুখরুফ ৭১)। সেখানে মহিলা ও পুরুষের শান্তির লক্ষ্যে স্বামী-স্ত্রীর ব্যবস্থা করা হবে (দুখান ৫৪)।

একজন মহিলার যদি কারণ বশতঃ কয়েকজন স্বামী হয়, আর সবাই যদি জান্নাতী হয়, তাহ'লে ঐ মহিলা শেষের স্বামীর সাথে থাকবে। মায়মূন বিন মিহরান বলেন, মু'আবিয়া (রাঃ) দারদার মাতাকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তার মাতা তাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করেন এবং বলেন, আমি আবু দারদাকে বলতে শুনেছি রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মহিলা (জান্নাতে) তার শেষ স্বামীর সাথে থাকবে। আর আমি আবু দারদার পরিবর্তে অন্য কাউকে চাইনা'। -আলবানী, সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ-ছাহীহা হা/১২৮১।

প্রশ্ন (১২/১২)ঃ আমাদের দেশে বিবাহের পূর্বে বর ও কনেকে হলুদ মাখানো হয় এবং উভয় পক্ষের মহিলা উভয়কে হলুদ মাখাতে যায়। বিবাহের কয়েক দিন পূর্ব হ'তে রাত দিন গান গাওয়া ও নৃত্য পরিবেশন করা হয়। বর ও কনের ভাগ্য যাচাইয়ের জন্য ফুল ভাসানো হয়। এছাড়াও বরের সঙ্গে কোল ধরা ও কনের সঙ্গে আগরনী থাকে। তাদেরকে নতুন জামা কাপড় দিয়ে সমাদর করতে হয়। উল্লেখিত রেওয়াজগুলি শরীয়ত সম্মত কি? কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আতাউর রহমান
নয়াপাড়া, ঘোড়াঘাট
দিনাজপুর।

উত্তরঃ বিবাহের সময় বর ও কনে হলুদ মাখতে পারে। আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, নবী (ছাঃ) আব্দুর রহমান ইবনে আউফের (শরীরে) হলুদ রং -এর চিহ্ন দেখে বললেন, একি? আব্দুর রহমান উত্তর দিলেন, আমি জনৈকা মহিলাকে একটি খেজুরের বীজ সমপরিমাণ স্বর্ণের বিনিময়ে বিবাহ করেছি। নবী (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তোমার প্রতি রহমত নাযিল করুন। ওলীমার ব্যবস্থা কর যদি তা একটি ছাগল দ্বারাও হয়। -বুখারী ২য় খণ্ড, ৭৭৪ পৃঃ, 'বরের জন্য হলুদ রং' অধ্যায়।

তবে উভয়কে উভয় দিকের মহিলা হলুদ মাখাতে পারে না। ইহা একেবারেই অবৈধ। কারণ একজন পুরুষের শরীরে অপর কোন বেগানা মহিলা হাত লাগাতে পারেনা। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মহিলারা পর্দানশীন বস্তু। -তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১০৯, ২৬৯ পৃঃ।

মহিলারাও অন্য মহিলার শরীরে হলুদ মাখাতে পারেনা। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন মহিলা কোন মহিলার সাথে খালি শরীরে মিলিত হ'তে পারে না। কেননা তারা স্বামীর সামনে উক্ত মহিলার বিবরণ দিবে। তখন তার স্বামী যেন তাকে দেখবে। -বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২৬৮ পৃঃ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন মহিলা কোন মহিলার আবৃত অংশের প্রতি লক্ষ্য করতে পারেনা'। -মুসলিম ও মিশকাত ২৬৮ পৃঃ। উক্ত হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন মহিলা কোন মহিলার অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করতে কিংবা স্পর্শ করতে পারে না। আর হলুদ মাখা অর্থ হলুদ দ্বারা শরীর ডলে দেয়া যা কোনক্রমেই বৈধ হ'তে পারেনা। সুতরাং কনে নিজেই হলুদ মাখবে অথবা ছোট বালিকা দ্বারা মেখে নিবে অথবা মুহরাম মহিলা (মা, বোন, খালা, দাদী, নানী প্রমুখ) মাখাতে পারেন।

কোন কোন এলাকায় বিবাহের কয়েক দিন পূর্বে 'থুবড়া' করা হয়। 'থুবড়া' অর্থ গ্রামের যুবতী মেয়েরা বর ও কনের পিতার বাড়ীতে একত্রিত হ'য়ে গান গাওয়া শুরু করে এবং গানের মাধ্যমে বর ও কনেকে খাওয়ানোর অনুষ্ঠান করে। সেই রাত্রে গ্রামের মহিলা ও পুরুষ একত্রিত হয় এবং গায়িকারা বর ও কনের মুখে কাপড় দিয়ে মুখ বন্ধ করে ধরে বসে থাকে এবং বর ও কনের সামনে মিঠাই থাকে। গ্রামবাসী পরস্পর তাদের সামনে এসে টাকা প্রদান করলে তাদের মুখ খুলে দেওয়া হয় এবং উপস্থিত জনগণ বর ও কনের মুখে মিঠাই তুলে দেয়। এই গান ও খাওয়ার অনুষ্ঠান প্রায় সারা রাত চলতে থাকে। এমনকি সেই দিন হ'তে বিবাহের দিন পর্যন্ত মহিলাদের গান ও নৃত্য চলতে

থাকে। বিশেষ করে বিবাহের রাত্রে যুবক-যুবতীরা রং, জরি, কাদা ও কালি ছিটিয়ে কাপড় নষ্ট করে। পরস্পর এঘরে ওঘরে দৌড়াদৌড়ি করে এবং সারা রাত্রি নাচ-গান হ'তে থাকে। এসব কর্ম শরীয়তে কোন ক্রমেই বৈধ হ'তে পারেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'যারা মানুষকে আল্লাহ্র রাস্তা হ'তে সরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে গান-বাজনা বা খেল-তামাশা ক্রয় করে অজ্ঞতাবশতঃ এবং এগুলি ঠাট্টা হাসি মনে করে, এদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি' (লোকমান ৬)।

বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পরও বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্নভাবে শরীয়ত পরিপন্থী কাজ হয়ে থাকে। যেমনঃ

(১) কোন কোন এলাকায় বিবাহের পর পরই দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে বলা হয়। এইরূপ ছালাত বিদ'আত। এই ছালাত রাসূল (ছাঃ) হ'তে প্রমাণিত নয়।

(২) আবার কোন এলাকায় বিবাহের পর কনে বরের বাড়ী গেলে বিভিন্নভাবে বর ও কনের ভাগ্য পরীক্ষা করা হয়। যেমন দু'টি পানি ভর্তি কলসে আংটি নিক্ষেপ করে বর ও কনেকে খুঁজতে লাগানো হয়। যে আগে পাবে সে ভাগ্যবান। আবার কোথাও 'ফুলর' ভাসানো হয়। অথচ কার ভাগ্যে কি আছে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।

(৩) বিবাহের পর কনে শ্বশুর বাড়ী গেলে বিভিন্ন পদ্ধতিতে গ্রামের লোক কনের মুখ দর্শন করে। আবার অনেকেই নতুন মুখ দেখে টাকা প্রদান করে। অথচ রাসূল (ছাঃ) মহিলাদের দিকে তাকাতে নিষেধ করেছেন। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে মহিলাদের দিকে হঠাৎ দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাকে চক্ষু ফিরিয়ে নেয়ার আদেশ করেন। -মুসলিম, মিশকাত ২৬৮ পৃঃ।

(৪) নতুন বর শ্বশুর বাড়ী গেলে কোন কোন এলাকায় শালা-শালী ও সমন্দীর স্ত্রী বরের খাওয়ার সময় ও খাওয়া শেষে হাত ধুয়ে দেয় এবং বিভিন্ন অবৈধ পন্থায় বরের সমাদর করা হয়। এই সব কর্ম শরীয়তে বৈধ নয়।

(৫) আজকাল বিয়েতে উপঢৌকন প্রদান রীতিমত রেওয়াজে পরিণত হ'য়ে গেছে। বরং উপঢৌকনের প্রতিযোগিতা হ'য়ে থাকে। ফলে তুলনামূলক গরীব আত্মীয়গণ ঐসব অনুষ্ঠানে নিজেদেরকে ছোট মনে করে থাকেন। অতএব উপঢৌকন প্রদান শরীয়তে নিষিদ্ধ না হ'লেও প্রচলিত অন্যায় রীতি প্রতিরোধের জন্য উপঢৌকন প্রদান বন্ধ করা উচিত। এতে বিয়ের পবিত্রতা ফিরে আসবে। ধনী-গরীব সকল আত্মীয় ও বন্ধু স্বস্তি পাবে ও আন্তরিকভাবে বর কনের জন্য দো'আ করবে।

(৬) এছাড়া গেইট ধরা, দোর ধরা, কোল ধরা, গালে ক্ষীরের নামে মুহরাম-গায়ের মুহরাম সকলে ভিড় করা ও টাকা দেওয়া বা টাকা আদায় করা প্রভৃতি ছাড়াও বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন কুসংস্কার চালু আছে। এগুলো থেকে পরহেয করা অত্যন্ত যরূরী। যেকোন মূল্যে বিবাহকে সহজ-সরল ও শরীয়ত সম্মত পবিত্র অনুষ্ঠানে পরিণত করার জন্য ঈমানদার ও সচেতন ভাই-বোনদের এগিয়ে আসা অপরিহার্য।

প্রশ্ন (১৩/১৩)ঃ ছালাত আদায়ের সময় আমি মনে করি সামনে আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছি বা আল্লাহ আমাকে দেখছেন। তবুও দুনিয়ার আজে-বাজে চিন্তা আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায়। এতে আমার ছালাত হবে কি?

-খলীলুর রহমান

হাবাসপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আজে-বাজে চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খেলেও ছালাত হবে। ওছমান বিন আবুল আছ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! শয়তান আমার এবং আমার ছালাত ও ক্বিরাআতের মধ্যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং ছালাতে গোলমাল লাগিয়ে দেয়। রাসূল (ছাঃ) বললেন, সে একটা শয়তান তাকে 'খিনযাব' বলা হয়। যখন তুমি তার উপস্থিতি অনুভব করবে, তখন তার থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় গ্রহণ করবে ও বাম দিকে তিন বার থুক মারবে। ওছমান (রাঃ) বলেন, অতঃপর আমি এরূপ করলে আল্লাহ তা'আলা আমা হ'তে বাজে চিন্তা দূর করে দেন'। -মুসলিম, মিশকাত ১৯ পৃঃ। এই চিন্তা দূর করার বড় হাতিয়ার হ'ল এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা এবং শয়তানকে বলা যে, যাও আমি ছালাত পূর্ণ করিনি, তাতে কি হ'ল। তবে মানুষের মনোযোগ অনুপাতে ছালাতের নেকী কম-বেশী হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয় বান্দা ছালাত আদায় করে ও তার জন্য ছালাতের নেকী লিখা হয় দশমাংশ, নবমাংশ, অষ্টমাংশ, সপ্তমাংশ, ষষ্ঠাংশ, পঞ্চমাংশ, চতুর্থাংশ, তৃতীয়াংশ, অর্ধাংশ' (আলবানী, ছহীহ আবুদাঊদ, হাদীছ নং ৭৬১)।

উক্ত হাদীছ প্রমাণ করে যে, যিনি যত একমুখী ও একনিষ্ঠ হয়ে ছালাত আদায় করবেন, তিনি তত বেশী নেকীর অধিকারী হবেন।

প্রশ্ন (১৪/১৪)ঃ আমাদের গ্রামের কিছু যুবক ছেলের ফোঁটা ফোঁটা পেশাবের দোষ আছে। অনেক ঔষধ খেয়েছে কোন কাজ হয়নি। এমতাবস্থায় ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি?

-খলীলুর রহমান

হাবাসপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ যথা সম্ভব চিকিৎসা করার পরও যদি কারো ছালাত অবস্থায় পেশাব আসে, তাহ'লে তার ছালাতের কোন ক্ষতি হবেনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহ্কে ভয় কর, কথা শোন ও আনুগত্য কর' (তাগাবুন ১৬)। একদা কোন এক ব্যক্তি সাঈদ বিনুল মুসাইয়িব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি 'মযী' অর্থাৎ তরল পদার্থের ভিজা অনুভব করি। আমি কি ছালাত ছেড়ে দিব? তিনি তাকে বললেন, আমার উরুর উপর দিয়ে 'মযী' প্রবাহিত হয়। তবুও আমি ছালাত পরিত্যাগ করিনা, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা পূর্ণ করি' (মুওয়াত্তা, হাদীছ নং ৫৬)। 'মুস্তাহাযা' মহিলা কিংবা ফোঁটা ফোঁটা পেশাব অথবা সর্বদা বায়ু আসে এমন মহিলা ও পুরুষ প্রত্যেক ছালাতের জন্য ওযু করলেই ছালাত হয়ে যাবে (সাইয়িদ সাবিক্ব, ফিকহুস সুন্নাহ 'ইস্তিহাযা' অধ্যায়... ১ম খণ্ড ৬৮ পৃঃ)।

প্রশ্ন (১৫/১৫)ঃ ছালাতের শেষে তাশাহহুদ ও দরূদ পড়ার পর দো'আয়ে মাছূরা পড়া হয়। ঐ সাথে 'রাব্বিশ্ রাহ্লী' হ'তে ক্বাউলী' পর্যন্ত পড়া যায় কি? কিংবা অন্য দো'আ পড়া যায় কি?

-মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
দশম শ্রেণী
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী

উত্তরঃ ছালাতের শেষে তাশাহহুদ, দরূদ ও দো'আয়ে মাছূরা পড়ার পর সালাম ফিরানোর পূর্ব পর্যন্ত ইচ্ছামত যেকোন দো'আ পড়া যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাদের তাশাহহুদ শিখান এবং বলেন, অতঃপর সে তার ইচ্ছামত দো'আ বাছাই করে নিবে ও পড়বে। -বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত ৮৫ পৃঃ। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) তাশাহহুদের পর একটি দো'আ শিখাতেন এবং কুরআনের এই আয়াতটি শিখাতেন- 'রব্বানা আ-তিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাঁও....' (বাক্বারাহ ২০১)। -বুখারী, ফৎহুলবারী 'আযান' অধ্যায়, তাশাহহুদের পরে ইচ্ছামত দো'আ' পরিচ্ছেদ ২/৩৭৩-৭৪।

কাজেই প্রশ্নে উল্লেখিত সূরা ত্বা-হা ২৫ হ'তে ২৮ আয়াতগুলি সালামের পূর্বে পড়া যায়। প্রকাশ থাকে যে, রুকু ও সিজদায় কুরআন শরীফ পড়া নিষেধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমাকে রুকু ও সিজদায় কুরআন পড়তে নিষেধ করা হয়েছে'। -মুসলিম, মিশকাত ৮২ পৃঃ।

প্রশ্ন (১৬/১৬)ঃ কুরআনের ছেঁড়া পাতা কিভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। পুড়িয়ে ফেলা বা মাটির নিচে পুঁতে রাখা বৈধ হবে কি?

তাওহীদুয্ যামান
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ কুরআন শরীফ বা কুরআন শরীফের কোন পাতা তেলাওয়াত করার অনুপযুক্ত হ'লে তাকে পুড়িয়ে ফেলা বিধি সম্মত। মাটিতে পুঁতে রাখা বা পানিতে নিক্ষেপ করার দলীল পাওয়া যায় না। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, হুযায়ফা বিনুল ইয়ামান (রাঃ) খলীফা ওছমান গণী (রাঃ) -এর নিকট মদীনায় আগমন করেন। তখন তিনি ইরাকীদের সাথে থেকে আর্মেনিয়া ও আযারবাইজান জয় করার জন্য শামবাসীদের সাথে যুদ্ধ করছিলেন। লোকেদের বিভিন্ন রীতিতে কুরআন পাঠ করার বিষয়টি হুযায়ফাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। হুযায়ফা ওছমান গণী (রাঃ)-কে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! ইহুদী ও নাছারাদের ন্যায় আল্লাহ্র কিতাবে বিভিন্নতা সৃষ্টি করার পূর্বে আপনি এই জাতিকে রক্ষা করুন। তখন ওছমান (রাঃ) হাফছা (রাঃ)-এর নিকট বলে পাঠালেন, আপনার নিকট রক্ষিত কুরআনের কুরায়শী ক্বিরাআতের মূল খণ্ড সমূহ আমাদের নিকট পাঠান। আমরা উহা বিভিন্ন মাছহাফে অনুলিপি করে আপনাকে ফিরিয়ে দিব। হাফছা (রাঃ) উহা ওছমান (রাঃ)-এর নিকট পাঠালেন। ওছমান (রাঃ) তখন ছাহাবী যায়েদ বিন ছাবেত, আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের, সাঈদ বিনুল আছ ও আব্দুল্লাহ বিন হারেছ বিন হেশামকে অনুলিপি করতে আদেশ দিলেন। সে মতে তাঁরা বিভিন্ন মাছহাফে উহার অনুলিপি করলেন। সে সময় ওছমান (রাঃ) কুরাইশী তিন জনকে বলেছিলেন, যখন কুরআনের কোন স্থানে যায়েদের সাথে আপনাদের মতভেদ হবে, তখন আপনারা কুরাইশদের রীতিতে লিপিবদ্ধ করবেন। কেননা কুরআন মূলতঃ তাদের রীতিতেই নাযিল হয়েছে। তাঁরা সে মতে কাজ করলেন। অবশেষে যখন তাঁরা সমস্ত ছহীফা বা খণ্ড বিভিন্ন মাছহাফে অনুলিপি করলেন, তখন ওছমান (রাঃ) মূল ছহীফা সমূহ হাফছার নিকট ফেরত পাঠালেন এবং তাঁরা যা অনুলিপি করেছিলেন, তার এক এক কপি রাজ্যের এক এক এলাকায় পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর বাকী ছহীফা বা মাছহাফে লেখা কুরআন সমূহকে জ্বালিয়ে দেয়ার আদেশ দিলেন। -বুখারী, মিশকাত ১৯৩ পৃঃ।

প্রশ্ন (১৭/১৭)ঃ মসজিদের জমি ওয়াক্ফ করা আছে। কিন্তু মসজিদের কর্তৃপক্ষ খাজনা দেয়না। এই মসজিদে ছালাত জায়েয হবে কি?

-আব্দুল আলীম
৯ম শ্রেণী
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'মসজিদ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হ'ল সিজদার স্থান। শারঈ পরিভাষায় যে স্থান ছালাত আদায়ের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তকে 'মসজিদ' বলে (মিশকাত ৬৭ পৃঃ ১০ নং টীকা)। কোন স্থানকে মসজিদে পরিণত করতে

হ'লে মসজিদের জমি ও মসজিদের যাতায়াত পথ অন্যের অধিকার থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত করা অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মসজিদ সমূহ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে আহবান কর না' (জিন ১৮)। কাজেই মসজিদে ছালাত বৈধ হওয়ার জন্য মসজিদের জমি ওয়াক্ফ হওয়াই যথেষ্ট। খাজনা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য সময়মত খাজনা পরিশোধ না করলে মসজিদ কমিটি কবীরা গোনাহগার হবেন। কেননা তাঁরা আল্লাহ্‌র ঘরের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

প্রশ্ন (১৮/১৮)ঃ 'ইয়া আল্লাহ' 'ইয়া মুহাম্মাদ' শব্দ কেন ব্যবহার করা হয়? মুহাম্মাদ (ছাঃ) কি একই সময়ে পৃথিবীর সব জায়গায় যেতে পারেন? কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দিবেন।

-শাহজাহান

জিন্নাহপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ

শিপইয়ার্ড, খুলনা।

উত্তরঃ 'ইয়া আল্লাহ' ও 'ইয়া মুহাম্মাদ' এই বাক্য দ্বয়ের প্রথমে 'ইয়া' শব্দটিকে আরবী ব্যাকরণের পরিভাষায় 'হারফুন্ নিদা' বা সম্বোধন সূচক অব্যয় বলা হয়। এই শব্দ দ্বারা সম্বোধিত ব্যক্তিকে আহবান করা হয়। কখনো নিকটের কখনো দূরের কখনো উহ্য ব্যক্তিকে ডাক দেওয়া হয়। আবার কখনো শুধু তাম্বীহ বা সচেতন করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। -মিছবাহুল লুগাত পৃঃ ১০১৬ অধ্যায় ৬।

আল্লাহ ও মুহাম্মাদ এই দুই নামের পূর্বে 'ইয়া' শব্দ যোগ করে মূলতঃ আল্লাহ ও মুহাম্মাদকে আহ্বান করা হয়। তবে এই দুই নামের পূর্বে 'ইয়া' শব্দ ব্যবহারে আক্বীদাগত বিষয় সংশ্লিষ্ট রয়েছে। আক্বীদার দিক থেকে আল্লাহ ও মুহাম্মাদ নাম দ্বয়ের পূর্বে 'ইয়া' শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্র এক নয়। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সর্বক্ষণ সৃষ্টি জগতের সব কিছুর খবর রাখেন। সকলেরই কথা সরাসরি শুনতে পান ও সব কিছুই তাঁর গোচরে রয়েছে, সেহেতু তাঁর ক্ষেত্রে 'ইয়া' শব্দটি ব্যবহার করা যায়। কিন্তু মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নামের পূর্বে তাঁর মৃত্যুর পরে 'ইয়া' শব্দ ব্যবহার করা আক্বীদাগত দিক থেকে সঙ্গত বা বৈধ নয়। বিশেষ করে যখন নবী (ছাঃ)-কে হাযির-নাযির মনে করে তাঁর নামের পূর্বে 'ইয়া' শব্দ ব্যবহার করা হয়, তখন সেটা শিরকের পর্যায়ে চলে যায়। কেননা নবী (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই তাঁর জ্ঞান ও ইল্‌ম সর্ব ক্ষেত্রে অহী ব্যতীত বিরাজিত ছিলনা। মৃত্যুর পরে তো আরো সুদূর পরাহত।

সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তাকে যারা এক করে দেখাতে চান, সেই 'নররূপে নারায়ণ তত্ত্ব' বা অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী কুফরী দর্শনের অনুসারী কিছু বিভ্রান্ত মুসলমানের পক্ষ থেকে ষড়যন্ত্রমুলকভাবে এগুলো দেশে চালু করা হয়েছে। সাধারণ মুসলমানের ঈমান-আকীদা নষ্ট করার জন্য 'আল্লাহ' ও 'মুহাম্মাদ' দুটি নামকে মসজিদে, বাড়ী, বাসের মাথায় পাশাপাশি সুন্দরভাবে লেখা হচ্ছে। আয়নায় বাঁধিয়ে ঘরে টাঙানো হচ্ছে। কাঠের লেখা বা 'শো বক্স' করে ঘরের সৌন্দর্যের উপকরণ বানানো হচ্ছে। বর্তমানে মুহাম্মাদ-এর স্থলে 'ইয়া খাজা গরীব নেওয়ায' লেখা স্থান পাচ্ছে। এমনকি শুধু 'আল্লাহ' বা 'আল্লাহ' ও 'মুহাম্মাদ' লিখিত টুপী মাথায় দিয়ে অনেকে ছালাত আদায় করছেন এবং এর মাধ্যমে তাদের ছালাত বিনষ্ট করার পাঁয়তারা চলছে। নানা অপকৌশলে শিরকী আকীদাকে মুসলমানের ঘরে ঘরে প্রবেশ করানোর চক্রান্ত চলছে। অতএব আমাদের হুঁশিয়ার হওয়া উচিত। যাদের ঘরে এসব আছে, সেগুলি এখুনি সরিয়ে ফেলুন। যেসব মসজিদ ও বাসের মাথায় এসব লেখা আছে, সেগুলি মুছে ফেলুন। এসব লেখা টুপী বাদ দিয়ে অন্য সাদা টুপী মাথায় দিন। না পেলে খালি মাথায় ছালাত আদায় করুন। শির্‌কী চক্রান্ত হ'তে নিজেকে ও নিজের পরিবারকে বাঁচান!

প্রশ্ন(১৯/১৯)ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে ঠাট্টা বা কৌতুক করা জায়েয কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-ফারহানা ইয়াসমীন

দ্বাদশ শ্রেণী, বানিজ্য বিভাগ

সাতক্ষীরা সরকারী মহিলা কলেজ।

উত্তরঃ ইসলামের দৃষ্টিতে নির্মল আদর-সোহাগ ও নিঃস্বার্থ ভালবাসার ভিত্তিতে মার্জিত ভাবে ঠাট্টা ও কৌতুক করা জায়েয আছে। হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন যে, নবী (ছাঃ) আমাদের সাথে মেলামেশা করতেন। এমনকি আমার এক ছোট্ট ভাইকে (ঠাট্টা করে) বলতেন, হে আবু উমাইর তোমার নুগাইর কি করছে? আমার ভাইয়ের একটি নুগাইর ছিল তার সাথে সে খেলত। পরে সেটি মারা যায়। -বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত 'ঠাট্টা' অধ্যায় পৃঃ ৪১৬। উল্লেখ্য যে, নুগাইর এক প্রকার ছোট্ট বুলবুলি পাখী, যার ঠোট বা মাথা লাল। সেটিকে নিয়ে আবু উমাইর খেলা করত। সেটিকে লক্ষ্য করেই নবী (ছাঃ) আবু উমাইরের সাথে কৌতুক করতেন। আবু উমাইরের প্রকৃত নাম ছিল 'কাবশা'।

কিন্তু কৌতুক ও ঠাট্টা থেকে যদি কারো বিদ্রুপ ও উপহাস করা উদ্দেশ্য হয় কিম্বা কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা ও দুঃখ দেওয়া উদ্দেশ্য হয় অথবা ঠাট্টাকৃত ব্যক্তি অস্বস্তি বোধ করেন, তবে এরূপ কৌতুক ও ঠাট্টাকে দ্বীন ইসলামে হারাম করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিন গণ!

তোমাদের কেউ যেন অপর কাউকে ঠাট্টা-উপহাস না করে। কেননা সে উপহাস কারী অপেক্ষা উত্তম হ'তে পারে এবং কোন নারী যেন অপর কোন নারীকে উপহাস না করে। কেননা সে উপহাস কারিনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হ'তে পারে (হুজুরাত ১১)। উক্ত আয়াত থেকে দুঃখ দায়ক ঠাট্টাকে নিষেধ করা হয়েছে। ফলে প্রীতিভিত্তিক নিষ্কলুষ ঠাট্টা ব্যতীত অন্য কোন ঠাট্টা শরীয়তে বৈধ নয়।

প্রশ্ন (২০/২০)ঃ আপন ফুফাতো বোনের মেয়েকে বিয়ে করা কিংবা বিয়ের পরে দেন মোহর ধার্য করা যাবে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম

মহিষখোচা, আদিতমারী

লালমণিরহাট।

উত্তরঃ আপন ফুফাতো বোনের মেয়ে যেহেতু মুহরামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়, সেহেতু তার সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা নিঃসন্দেহে বৈধ ও জায়েয। যে সকল নারীর সাথে বিবাহ হারাম, পবিত্র কুরআনে তা উল্লেখিত হয়েছে। যেমন-

১. নারীদের মধ্যে তোমাদের পিতাগণ যাদেরকে বিবাহ করেছেন, তোমরা তাদেরকে বিবাহ কর না' (নিসা ২২)। তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে তোমাদের (২) মাতা (৩) কন্যা (৪) ভগ্নি (৫) ফুফু (৬) খালা (৭) ভ্রাতুষ্পুত্রী (৮) ভাগিনেয়ী (৯) দুগ্ধ মাতা (১০) দুগ্ধ ভগ্নি (১১) শ্বাশুড়ী (১২) তোমাদের স্ত্রীদের পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যা.....(১৩) তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী (১৪) দুই ভগ্নিকে বিবাহে একত্রিত করা (নিসা ২৩)। এতদ্ব্যতীত মুমিনদের প্রতি আহলে কিতাব ব্যতীত সকল অমুসলিম নারীর সাথে বিবাহ হারাম করা হয়েছে। (বাক্বারাহ ২২১)।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত মুহরামাত নারী ছাড়াও হাদীছ থেকে বেশ কিছু নারীর সাথে বিবাহ করা হারাম সাব্যস্ত হয়েছে। যথাঃ বংশীয় সূত্রে যে সকল মহিলাকে বিবাহ করা হারাম, দুগ্ধ পান সূত্রেও সেসকল নারীকে বিবাহ করা হারাম। -বুখারী, মিশকাত 'নিকাহ' অধ্যায় হা/৩১৬১। অথচ কুরআনে শুধু দুধ মা ও দুধ বোনকে বিবাহ করা হারাম উল্লেখিত হয়েছে। অনুরূপভাবে হাদীছে ফুফু ও ভ্রাতুষ্পুত্রী এবং খালা ও ভাগিনেয়ীকে একত্রে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। -বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৬০। অথচ কুরআনে শুধু সহোদর দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। মোটকথা যে সকল নারীকে কুরআন ও হাদীছে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে, ফুফাতো বোনের মেয়ে তার অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব তার সাথে বিবাহ বন্ধন জায়েয আছে।

২. কোনরূপ মোহর উল্লেখ ব্যতীতই বিবাহ করা জায়েয। যেমন আল্লাহ বলেন, 'স্ত্রীদেরকে স্পর্শ করার আগে এবং কোন মোহর সাব্যস্ত করার পূর্বে যদি তালাক দিয়ে দাও, তবে তাতেও তোমাদের কোন গোনাহ নেই (বাক্বারাহ ২৩৬)। হযরত আলক্বামা ও আসওয়াদ হ'তে বর্ণিত [illegible] আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)-এর নিকট প্রশ্ন করা হয় যে, জনৈক ব্যক্তি কোন[illegible] ধার্য না করেই বিবাহ করেছে। অতঃপর সে স্ত্রীর সাথে মেলামেশার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছে (এ বিষয়ে শারঈ সিদ্ধান্ত কি?)। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এ ব্যাপারে তোমরা কোন হাদীছ পাচ্ছ না? সকলে বলে উঠলেন, হে আবু আব্দুর রহমান এব্যাপারে কোন হাদীছ পাওয়া যাচ্ছে না। তিনি বললেন যে, আমি আমার বিবেচনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদান করব। সেটা যদি সঠিক হয়, তবে তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। (অন্য বর্ণনায় যদি ভুল হয়, তবে তা আমার উপর বর্তাবে)। আর তাহ'ল এই যে, তার মোহর অনুরূপ মহিলার সম পরিমান মোহর হবে, তার কমও নয় বেশীও নয়। আর সে মীরাছ পাবে এবং তাকে ইদ্দত পালন করতে হবে। এমন সময় আশজা' গোত্রের জনৈক ছাহাবী দাঁড়িয়ে বলে উঠলেন আমাদের মধ্যে বরু' বিনতে ওয়াছিক নামের এক মহিলার ব্যাপারে নবী (ছাঃ) অনুরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন। সে এক পুরুষের সাথে (মোহর ছাড়া) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং মেলামেশার পূর্বেই তার স্বামী মারা যায়। তার মোহরের ব্যাপারে নবী (ছাঃ) অনুরূপ মহিলার সমপরিমান মোহর ধার্য করেন এবং তার মীরাছ ও ইদ্দত পালনের ফয়ছালা প্রদান করেন। একথা শুনে (খুশীতে) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) দু'হাত উঠিয়ে তাকবীর ধ্বনি দিলেন'। -নাসাঈ 'মোহর ছাড়াই বিবাহ বৈধ' অধ্যায় ২য় খণ্ড ৭৩ পৃঃ; তিরমিযী, 'যে মহিলার মোহর ধার্যের পূর্বেই স্বামী মারা যায়' অধ্যায় পৃঃ ২১৭।

উল্লেখিত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যে মহিলার বিবাহের সময় মোহর ধার্য হয়নি, বিবাহের পরে তার মোহর ধার্য করা যাবে এবং সে মোহরের পরিমাণ হবে সম মর্যাদা সম্পন্ন মহিলার মোহরের সমতুল্য।

প্রশ্ন প্রেরণকারী ভাই-বোনদের প্রতি

- প্রশ্ন পৃথক ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হরফে লিখে ইনভেলাপে পাঠাবেন ও নীচে প্রশ্নকারীর নাম ও পূর্ণ ঠিকানা লিখবেন।
- ১টির বেশী প্রশ্ন পাঠাবেন না।
- প্রশ্ন অবশ্যই মান সম্পন্ন হ'তে হবে।
- ইতিপূর্বে প্রকাশিত প্রশ্নোত্তর পুনরায় প্রকাশ করা হয় না।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা
নভেম্বর ১৯৯৮

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২১)ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'কুদরতি কিচ্ছা' নামক পুস্তিকায় লিখিত একটি গল্প আছে যে, হযরত মূসা (আঃ) -এর নিকট হযরত আযরাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং হযরত মূসা (আঃ)-কে মৃত্যুর কথা অবহিত করেন। মূসা (আঃ) রেগে আযরাঈলকে সজোরে একটি থাপ্পড় মারেন। তাতে আযরাঈল (আঃ)-এর এক চক্ষু কানা হয়ে যায়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে -এর সত্যতা জানতে চাই।

- আব্দুল হালীম
বোনারপাড়া, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ঘটনাটি সত্য। বুখারী ও মুসলিম শরীফে এ ঘটনা সংক্রান্ত হাদীছটির অনুবাদ নিম্নরূপ-

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মৃত্যুর ফেরেশতাকে মূসা (আঃ)-এর নিকট পাঠানো হ'ল। ফেরেশতা তাঁর কাছে আগমণ করলে তিনি তাকে চপেটাঘাত করলেন এবং চক্ষু কানা করে ফেললেন। ফেরেশতা স্বীয় প্রভুর নিকট ফিরে গিয়ে বললেন, আপনি আমাকে এমন এক লোকের কাছে পাঠিয়েছেন যে মরতে চায় না। তখন আল্লাহ তার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, আবার তাঁর কাছে গিয়ে তাকে বল একটি ষাড়ের পিঠে হাত রাখতে। তাঁর হাত যতটুকু জায়গার উপর পড়বে ততটুকু যায়গার প্রতিটি পশমের বদলে তাঁকে এক বছর করে আয়ু দান করা হবে। (একথা তাঁকে জানানো হ'লে) তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার প্রভু! তারপর কি হবে? জবাবে আল্লাহ বললেন, তারপর মৃত্যু। একথা শুনে তিনি বললেন, তাহ'লে এখনই তা হোক। অবশ্য তিনি আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র ভূমি (বায়তুল মুক্বাদ্দাস) থেকে একটি পাথর নিক্ষেপের দূরত্ব পর্যন্ত পৌঁছে যাবার প্রার্থনা করলেন। রাবী (আবূ হোরায়রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, এ সময় আমি যদি বায়তুল মুক্বাদ্দাসের পবিত্র এলাকায় থাকতাম তবে পথের পার্শ্বে বালুর লাল টিবির কাছে তাঁর (মূসার) কবর তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতাম'। -বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, ক্বিয়ামতের অবস্থা অধ্যায়, হা/৫৭১৩।

প্রশ্ন (২/২২)ঃ বেশ কিছুদিন পূর্বে স্ত্রী তার স্বামীকে 'খোলা' তালাক দিয়েছে। স্ত্রী বা স্বামী কেউ ২য় বিয়ে করেনি। পরস্পরে পুনরায় একত্রে ঘর করতে ইচ্ছুক। বর্তমানে স্ত্রী সরাসরি স্বামীর বাড়ীতে চলে এসেছে। এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে রাজ'আত -এর কোন সুযোগ আছে কি?

-আলহাজ্জ মনযূর আলম
সাং ও পোঃ বোধখানা
জেলাঃ যশোর।

উত্তরঃ উক্ত স্বামী ও স্ত্রী নতুন বিবাহের মাধ্যমে পুনরায় একত্রে ঘর করতে পারবে। উভয়ের মাঝে পুনরায় বিবাহ বন্ধন বৈধ হওয়ার জন্য স্ত্রীকে ২য় জনের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া ও তার সঙ্গে মেলামেশা করার প্রয়োজন নেই। যারা এ ধরণের ফৎওয়া দেন তারা 'খোলা'কে সর্বশেষ তালাক বলে মনে করেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়।

'খোলা' তালাক কি-না এ ব্যাপারে বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে সঠিক কথা এই যে, 'খোলা' মূলতঃ তালাক নয় বরং বিবাহ বিচ্ছেদ। ফক্বীহদের মতে 'খোলা' হ'ল فراق الرجل زوجته ببدل يحصل له অর্থাৎ স্বামী কর্তৃক স্বীয় স্ত্রীকে পৃথক করে দেয়া (বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করা) এমন কিছুর বিনিময়ে যা তার হস্তগত হয়' (ফিকহুস সুন্নাহ)। একথাই ছাহাবীগণ থেকে প্রমাণিত। কতিপয় ছাহাবী 'খোলা' কে তালাক বলে মনে করতেন বলে বর্ণনা এসেছে। কিন্তু ঐগুলি ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। -ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩৩/১০ পৃঃ; তালখীছুল হাবীর ৩/২০৪ পৃঃ। 'খোলা' (الخلع) অর্থ (দেহ থেকে কাপড়) 'খুলে নেওয়া'। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়ের পোষাক সদৃশ। এক্ষণে কোন স্ত্রী তার স্বামীর নিকট হ'তে মালের বিনিময়ে 'খোলা' করে নিলেও পুনরায় ইচ্ছা করলে উভয়ে নতুন করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে। প্রকাশ থাকে যে, কোন কোন বিদ্বান 'খোলা'কে 'বায়েন তালাক' গণ্য করার পরেও স্বামী-স্ত্রীর নতুন বিবাহের মাধ্যমে একত্রে ঘর করাকে বৈধ বলেছেন। এজন্য স্ত্রীকে অন্য কারো সাথে বিয়ে দেওয়া ও তার সাথে মেলামেশা করার কোন প্রয়োজন মনে করেননি। -ফাতাওয়া নাযীরিইয়াহ ২/৪৩৩-৪৩৪ পৃঃ (নিউ পাবলিক প্রেস, দিল্লী-৬); ফিকহুস্ সুন্নাহ (কায়রোঃ আল-ফাতহু লিল ই'লাম আল-আরাবী ২/৩০৩, ৩২৪ পৃঃ)।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) 'খোলা' করার পর পুনরায় স্বামী-স্ত্রীর নতুন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফৎওয়া দিতেন। -আল-মুহাল্লা ৯/৫১৫। যেমন বলা হয়েছে,

عن عمرو بن دينار عن طاؤوس أنه سأله ابراهيم بن سعد عن رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت أينكحها ؟ (قال) قال ابن عباس نعم، ذكر الله الطلاق فى أول الآية وفى آخرها والخلع بين ذلك - (المحلى بالآثار ٥١٥/٩ ، ط، بيروت، لبنان)-

http://islaminonesite.wordpress.com

'খোলা'কে এজন্যই তালাক গণ্য করা সঠিক নয় যে, কুরআন মজীদে 'তালাক' (রাজঈ) দু'বার পর্যন্ত উল্লেখ করার পর 'খোলা' করার প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এর পরে বলা হয়েছে 'যদি সে তাকে (তৃতীয়) তালাক দিয়ে ফেলে, তবে ঐ মহিলা তার জন্য বৈধ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত অপর কোন স্বামীকে বিয়ে না করবে' (বাক্বারাহ্ ২২৯-৩০)।

অত্র আয়াত প্রমাণ করে যে, 'খোলা' তালাক নয়। যদি 'খোলা' তালাক-ই হ'ত, তবে শেষের তালাকটি চতুর্থ তালাক বলে গণ্য হ'ত। অথচ সকল বিদ্বান একমত যে, শেষে যে তালাক -এর কথা فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ উল্লেখ করা হয়েছে, (যার পরে স্ত্রীকে স্বামী ফেরৎ নিতে পারবেনা অন্যত্র বিবাহ হওয়া ব্যতীত) তা হ'ল তৃতীয় তালাক, চতুর্থ তালাক নয়। এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, 'খোলা' কোন 'তালাক' নয়। বরং ওটা বিবাহ বিচ্ছেদ মাত্র।

নবী করীম (ছাঃ) ছাবেত বিন ক্বায়েস (রাঃ) -এর স্ত্রীকে 'খোলা' করে নেওয়ার পর তাকে 'খোলা'র ইদ্দত স্বরূপ এক ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছিলেন (আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, নায়লুল আওত্বার (১ম সংস্করণ ১৪১৫ হিঃ- ১৯৯৫ইং) ৬/২৫৯ পৃঃ।

উক্ত হাদীছটিও প্রমাণ করে যে, 'খোলা' তালাক নয়। কারণ যদি তা তালাক হ'ত, তবে উক্ত মহিলাকে তিনি তিন 'তহুর' পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলতেন। বুখারী শরীফের যে বর্ণনায় 'খোলা'র ক্ষেত্রে 'তালাক' ব্যবহার করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা সাপেক্ষ (নায়ল ৬/২৬২-২৬৩)।

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, 'খোলা' যে তালাক নয়, তার প্রমাণ হলঃ তালাকের ক্ষেত্রে আল্লাহ তিনটি বিধানের কথা বলেছেন যেগুলোর সব ক'টি 'খোলা' তে পাওয়া যায় না। তিনটি নিম্নরূপ-

(১) 'তালাকে রাজঈ'র পর স্বামী তার স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে বিনা বিবাহে ফিরিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু 'খোলা' এর ব্যতিক্রম।

(২) 'তালাক' তিন পর্যন্ত সীমিত। সুতরাং তালাক সংখ্যা পূর্ণ হয়ে গেলে স্ত্রীর অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ ও মিলন না হওয়া পর্যন্ত প্রথম স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিতে পারবে না। কিন্তু 'খোলা'য় স্ত্রীকে অপর কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়েই প্রথম স্বামীর কাছে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরে যেতে পারবে।

(৩) 'খোলা'র ইদ্দত হ'ল এক ঋতু। পক্ষান্তরে তালাকের ইদ্দত (স্ত্রীর সাথে মিলন ঘটে থাকলে) তিন তহুর। -নায়লুল আওত্বার ৬/২৬৩।

মোট কথা প্রশ্নে উল্লেখিত অবস্থায় স্বামী তার স্ত্রীকে নতুন করে বিবাহ সম্পাদন করার মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে পারবে। তাতে কোন অসুবিধা নেই। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন (৩/২৩)ঃ কোন ব্যক্তির গোসল ফরয হয়েছিল। কিন্তু গোসল না করেই ভুল ক্রমে ফজরের ছালাতের ইমামতি করেছে। এমতাবস্থায় তার ও মুক্তাদীগণের ছালাতের কি হবে?

-নূরুল আমীন বিন আবু ত্বাহের
পোঃ সেইলাস কলোনী, বন্দরটিলা
দক্ষিণ হালিশহর, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ পবিত্রতা অর্জন ছালাত আদায়ের পূর্বশর্ত। পবিত্রতা অর্জন না করলে ছালাত সিদ্ধ হয় না (মায়েদাহ ৬)। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ ওযূহীন অবস্থায় তোমাদের কারো ছালাত কবুল করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ওযূ না করে। -বুখারী হা/১৩৫।

এক্ষণে ইমাম যদি ভুল বশতঃ ফরয গোসল না করে ছালাতে ইমামতি করেন, তবে মুক্তাদীর ছালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে। তাদেরকে ঐ ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে না। তবে ইমামকে অবশ্যই ঐ ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। -মুহাল্লা ৩/১৩১।

উক্ত ফৎওয়ার সপক্ষে কতিপয় দলীল নিম্নরূপ-

(১) নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ ওযূহীন অবস্থায় তোমাদের কারো ছালাত কবূল করেন না, যতক্ষণ না সে ওযূ করে' (বুখারী হা/১৩৫)। যেহেতু ইমাম ছাহেব পবিত্র অবস্থায় ছালাত আদায় করেননি। কাজেই তার ছালাতও কবুল হয়নি। সুতরাং পবিত্র হয়ে তাকে আবার ছালাত আদায় করতে হবে।

(২) নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তারা (অর্থাৎ ঐ নেতারা) তোমাদেকে নিয়ে ছালাত আদায় করবে। যদি তারা তা সঠিকভাবে আদায় করে, তবে তা তোমাদের অনুকূলে হবে। আর যদি তারা ভুল করে, তবুও উক্ত ছালাত তোমাদের অনুকূলে হবে (অর্থাৎ ছালাতের ছওয়াব পেয়ে যাবে)। তবে ওটা তাদের প্রতিকূলে যাবে। -বুখারী ফাৎহুল বারী সহ ২/১৮৭, হাদীছ নং ৬৯৪। ইবনুল মুনযির বলেন, অত্র হাদীছ ঐ ব্যক্তির প্রতিবাদ করে যে ধারণা করে যে, ইমামের ছালাত নষ্ট হ'লে মুক্তাদীরও ছালাত নষ্ট হয়ে যায়।

ইমাম বাগাভী (রহঃ) বলেন, হাদীছটিতে এই মর্মে দলীল পাওয়া যায় যে, যদি কেউ ওযূহীন অবস্থায় লোকদের ইমামতি করে, তাহ'লে মুক্তাদীদের ছালাত সিদ্ধ হয়ে যাবে। তবে ইমামকে উক্ত ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। -ফাৎহুল বারী ২/১৮৮।

(৩) হেশাম বিন ওরওয়াহ তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন যে, ওমর বিনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) ছালাত আদায় করেছিলেন (লোকদের নিয়ে) অপবিত্র অবস্থায়। পরে তা শুধু নিজে পুনরায় আদায় করেছিলেন। -মুহাল্লা

http://islaminonesite.wordpress.com

৩/১৩৩।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) লোকদের নিয়ে আছরের ছালাত আদায় করেছিলেন ওযূহীন অবস্থায়। পরে তিনি তা পুনরায় পড়েছিলেন। তবে তার সাথীরা (মুক্তাদীরা) পুনরায় পড়েননি। -মুহাল্লা ৩/১৩৩। উল্লেখিত আছার দু'টির সনদ ছহীহ। দেখুনঃ মুহাল্লা ৩/১৩৪।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত ফৎওয়ার বিপরীত ফৎওয়া আলী (রাঃ) ও সাঈদ বিনুল মুসাইয়িব (রহঃ) কতৃক বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ তাঁরা ফৎওয়া দিতেন যে, ঐ অবস্থায় ইমাম মুক্তাদী সকলেই ছালাত পুনরায় আদায় করবে। কিন্তু তাদের হ'তে উক্ত ফৎওয়া বিশুদ্ধভাবে সাব্যস্ত নয় (প্রাগুক্ত)।

প্রশ্ন (৪/২৪)ঃ হাটে বাজারে বিক্রিত তাসবীহ দানার মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করা যায় কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আনছার আলী
ইটাপোতা, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ তাসবীহ দানার মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করার কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে আঙ্গুলে তাসবীহ পাঠ করার ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায়। ইয়ুসায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি মুহাজের নারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাদের বললেন, তোমরা সুবহা-নাল্লা-হ, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ ও সুবহা-নাল মালিকিল কুদ্দূস বল এবং আংগুল সমূহ গণনা কর। কারণ আংগুল গুলোকে কিয়ামতের মাঠে জিজ্ঞেস করা হবে ও বলার শক্তি দেয়া হবে। তোমরা গাফিল হবে না। নইলে তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করা হবেনা। -আবু দাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত ২০২ পৃঃ। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)কে আংগুলের মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করতে দেখেছি। -আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, নায়ল ২য় খণ্ড, ৩১৬ পৃঃ 'আংগুলে তাসবীহ পাঠ' অধ্যায় হাদীছ ছহীহ। আবূদাউদের অন্য বর্ণনায় ডান হাতের আংগুলে তাসবীহ গণনার কথা রয়েছে। -নায়ল ২য় খণ্ড, ৩১৬ পৃঃ।

তাসবীহ দানার মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করার প্রমাণে যে হাদীছটি পেশ করা হয় তা যঈফ। হাদীছটি নিম্নরূপঃ-

সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি একদা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে এক স্ত্রীলোকের নিকট গমণ করেন। তখন স্ত্রী লোকটির সামনে কতক খেজুর বীজ অথবা কাঁকর ছিল, যা দ্বারা সে তাসবীহ পাঠ করছিল। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি কি তোমাকে এর চেয়ে সহজ অথবা এর চেয়ে উত্তম পথ বলে দিব? তা হচ্ছে 'সুবহা-নাল্লা-হ' বলা যে পরিমাণ তিনি আসমানে, যমীনে ও উভয়ের মধ্যে মাখলূক সৃষ্টি করেছেন এবং যে পরিমাণ করবেন। আর 'আল্লাহু আকবার' 'আল-হামদুলিল্লা-হ', 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' অনুরূপ পরিমাণে বলা। -তিরমিযী, আবূদাঊদ, মিশকাত ২০১ পৃঃ। হাদীছটি যঈফ। -তাহকীকে মিশকাত আলবানী 'তাসবীহ তাহমীদ' অধ্যায়। কাজেই তাসবীহ দানার মাধ্যমে তাসবীহ পাঠের আমল বর্জনীয়।

প্রশ্ন (৫/২৫)ঃ 'মাসবূক্ব' ইমাম হ'তে পারে কি? অর্থাৎ এক ব্যক্তি পূর্ণ ছালাত না পাওয়ায় ছুটে যাওয়া রাক'আত পূরণের জন্য দাঁড়িয়েছেন। এমতাবস্থায় অন্য এক ব্যক্তি এসে এই 'মাসবূক্ব'-কে ইমাম হিসাবে গ্রহণ করবে, না নতুন ভাবে ছালাত শুরু করবে?

-মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়,
পশ্চিমপাড়া, কোয়ার্টার।

উত্তরঃ মসজিদে প্রবেশ করে যদি কেউ দেখেন যে, মুছল্লীগণ ছালাত আদায় করে নিয়েছেন এবং মাসবুক তার বাকী ছালাত পূরণ করছেন, এমতাবস্থায় তিনি জামা'আতের নেকীর প্রত্যাশায় মাসবুককে ইমাম করতে পারবেন। অনুরূপ জামা'আতের পর কোন এক ব্যক্তিকে ছালাত আদায় করতে দেখলে জামা'আতের নেকীর আশায় তাকেও ইমাম হিসাবে গ্রহণ করা যায়। একদা রাসূল (ছাঃ) ছালাত শেষ হওয়ার পর এক ব্যক্তিকে মসজিদে প্রবেশ করতে দেখলেন, তখন তিনি বললেন, কোন ব্যক্তি আছে কি? যে এই লোকটিকে ছাদকা করবে অর্থাৎ তার সাথে ছালাত আদায় করবে। অতঃপর এক লোক দাঁড়াল এবং তার সাথে ছালাত আদায় করল'। -তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১৪৬ সনদ ছহীহ।

এখানে ছালাত আদায় করা ব্যক্তিকে রাসূল (ছাঃ) তার সাথী করে দিলেন এবং তাদেরকে জামা'আতের নেকীর উপর উদ্বুদ্ধ করলেন। কাজেই উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জামা'আতের নেকীর আশায় মাসবুককে ইমাম করা যাবে। শায়খ বিন বাযকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি মাসবুককে ইমাম করা যাবে বলে ফৎওয়া প্রদান করেন এবং দলীলে উক্ত হাদীছটি পেশ করেন। -ফাতাওয়া হাইআতু কেবারিল ওলামা, ১ম খণ্ড ১০৮ পৃঃ।

প্রশ্ন (৬/২৬)ঃ আমি আমার অর্জিত অর্থ দ্বারা কিছু জমি ক্রয়ের সময় আমার স্ত্রী বলে যে, আমার নামে দলীল কর। তাই দলীলে আমার সাথে তার নাম লিখা হয়েছে। এতে কি আমার স্ত্রী শরীয়ত অনুযায়ী উক্ত দলীলের সম্পত্তির মালিক হবে?

-মুহসিন বিন ইদরীস

http://islaminonesite.wordpress.com

সারাংপুর, গোদাগাড়ী
রাজশাহী।

উত্তরঃ দলীলে নাম লিখার অর্থ এই যে, আপনার স্ত্রী আপনার অর্থের হক্বদার হওয়ার পূর্বেই আপনি তাকে অর্থ প্রদান করেছেন। যা শরীয়ত পরিপন্থী। নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত একদা তার পিতা তাকে নিয়ে রাসূল (ছাঃ) -এর নিকট আসেন এবং বলেন, আমার এই ছেলেকে আমার একটি গোলাম প্রদান করেছি। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি তোমার সকল ছেলেকে এইরূপ করেছ কি? লোকটি বলল, না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, গোলাম ফেরত নাও। -বুখারী, মেশকাত ২৬০ পৃঃ। মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তোমার সন্তানদের মধ্যে ইনসাফ কর। অতঃপর আমার পিতা ঐ দান ফেরৎ নিলেন। -মেশকাত ২৬১ পৃঃ। আবু ওমামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ) কে বলতে শুনেছি নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক হক্বদারকে তার হক্ব প্রদান করেছেন। কাজেই হক্বদারদের জন্য কোন অছিয়ত বা দান নেই। -আবু দাউদ ২য় খণ্ড ৩৯৬ পৃঃ হাদীছ ছহীহ।

হাদীছ দ্বয় স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, হক্বদারগণকে কোন সম্পদ প্রদান করা যাবে না। কাজেই আপনাকে উক্ত সম্পদ আপনার স্ত্রীর নিকট হ'তে ফেরৎ নিতে হবে। অবশ্য কেউ যদি স্বীয় স্ত্রীকে মোহর বাবদ কোন জমি কিংবা কোন বাগান ইত্যাদি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন, তবে তাকে তা অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। উক্ত প্রতিশ্রুতি লিখিত আকারে হোক বা না হোক তাতে যায় আসে না।

প্রশ্ন (৭/২৭)ঃ যাকাত প্রদানের ক্ষেত্রে নগদ টাকার নিছাব কি সোনা-রূপার নিছাবের সমতুল্য হবে? না বৎসরান্তে ১০০ টাকা থাকলেই তার যাকাত দিতে হবে?

-মুযযাম্মেল হক
ক্যাশ বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা।

উত্তরঃ নগদ মুদ্রা বর্তমান পৃথিবীতে মানুষ যার লেন দেন করছে সেটা দিরহাম, দীনার, ডলার, টাকা যাই হোক না কেন তা যদি সোনা বা রূপার নিছাবের মূল্যে পৌঁছে এবং ঐ মুদ্রার উপর এক বৎসর সময়কাল অতিবাহিত হয়, তাহ'লে তার উপর যাকাত ফরয হবে এবং শতকরা আড়াই টাকা করে যাকাত দিতে হবে। সোনার নিছাব হচ্ছে ২০ দিনার বা ৮৫ গ্রাম। সুতরাং কারো ২০ দিনার বা ৮৫ গ্রাম সোনা হ'লে, এর ৪০ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ শতকরা আড়াই ভাগ যাকাত দিতে হবে। সোনা বা রূপা যেকোন একটির মূল্য ধরে নগদ টাকার যাকাত প্রদান করলেই ফরয আদায় হয়ে যাবে। শায়খ বিন বাযকে এই বিষয়ে ফৎওয়া জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি সোনা বা রূপা যেকোন একটির সমমূল্যে নগদ টাকা থাকলে তার যাকাত দিতে হবে বলে ফৎওয়া প্রদান করেন। -ফাতাওয়া হাইআতু কেবারিল ওলামা ১ম খণ্ড ৩৭৩, ৩৮৮, ৪১১ পৃঃ।

প্রশ্ন (৮/২৮)ঃ মুসলমান পুরুষের নামের আগে মুহাম্মাদ এবং মেয়েদের নামের আগে মুসাম্মাৎ লেখা হয়, এর কারণ কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর যামানা থেকে বর্তমানেও আরবদের নামের আগে এরূপ শব্দ দেখা যায় না। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
বোনারপাড়া, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ মুসলমান পুরুষের নামের আগে মুহাম্মাদ এবং মেয়েদের নামের আগে মুসাম্মাৎ লেখা বা বলার নিয়ম নবী করীম (ছাঃ), ছাহাবা ও তাবেঈনের যুগে ছিল না, এমনকি আরব দেশগুলোতে এখনও নেই। এই নিয়মটি ভারত উপমহাদেশেই বেশী প্রচলিত। তবে এরূপ করাতে কোন আপত্তি নেই। কেননা যতদূর জানা যায়, বৃটিশ ভারতে হিন্দুরা যখন ঢালাও ভাবে হিন্দু-মুসলমান সবার নামের প্রথমে শ্রী, শ্রীমান (যা তাদের নিকট সম্মান সূচক শব্দ) ইত্যাদি ব্যবহার করতে শুরু করে এবং রাষ্ট্রীয় নথিপত্রে ঐ শব্দগুলি যখন হিন্দুদের পাশাপাশি মুসলমানদের নামের শুরুতে বসানো ব্যাপকতা লাভ করতে থাকে, তখন মুসলমানগণ নিজদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার নিমিত্তে তাদের নামের শুরুতে পুরুষদের নামের আগে শ্রী ও শ্রীযুক্ত-এর পরিবর্তে 'মুহাম্মাদ' ও মহিলাদের নামের আগে শ্রীমতী -এর পরিবর্তে 'মুসাম্মাৎ' চালু করেন।

'মুহাম্মাদ' বসিয়ে নিজেকে নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসারী মুসলিম পরিচয় দেওয়া হয়। আর মুসাম্মাৎ-এর অর্থ হ'ল 'নাম রাখা হয়েছে'। এই আরবী শব্দটিও মহিলার মুসলিম হওয়ার সংকেত বহন করে।

অতএব আহমাদ ও আবুদাউদ বর্ণিত হাদীছ 'যে ব্যক্তি যে কওমের সদৃশ হবে, সে ব্যক্তি সেই কওমের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে' (মিশকাত, 'পোষাক' অধ্যায়, হা/৪৩৪৭, সনদ হাসান) এবং বুখারী ও অন্যান্য বর্ণিত হাদীছ 'মুশরিকদের বিপরীত কর' অন্য বর্ণনায় 'আহলে কিতাব ইহুদী-নাছারাদের বিপরীত কর' (বুখারী 'পোষাক' ও 'আম্বিয়া' অধ্যায়; মুসলিম, 'পবিত্রতা' ও 'পোষাক' অধ্যায়; নাসাঈ 'সৌন্দর্য' অধ্যায় প্রভৃতি) -এর আলোকে হিন্দুদের শ্রী -এর বিপরীতে মুসলমানদের 'জনাব' এবং শ্রীযুক্ত ও শ্রীমান -এর বদলে মুসলমানদের 'মুহাম্মাদ' এবং শ্রীমতী-র বদলে 'মুসাম্মাৎ' ইসলামী স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় হিসাবে বলা যেতে পারে।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্ন (৯/২৯)ঃ জানাযার ছালাতে সূরা ফাতেহা না বললে ছালাত হবে কি? অনেকেই বলেন, যে ছালাতে রুকূ ও সিজদা নেই সে ছালাতে সূরা ফাতেহা পড়তে হবে না। মাটি দেওয়ার সময় সঠিক দো'আ কি? কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানালে কৃতজ্ঞ হব।

-আবু বকর ছিদ্দীক
গাবতলী সিনিয়র মাদরাসা
বগুড়া।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা সুন্নাত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) একদা জানাযায় সূরা ফাতেহা সরবে পাঠ করে ছালাত শেষে বলেছিলেন, আমি এজন্য এরূপ করলাম যাতে তোমরা অবগত হও যে, এমনটি করা (অর্থাৎ সূরা ফাতেহা পড়া) মহানবী (ছাঃ)-এর সুন্নাত। -বুখারী, মিশকাত, হা/১৬৫৪।

নবী করীম (ছাঃ) জানাযার ছালাতকেও ছালাত বলেছেন। -মুখতাছার ছহীহ মুসলিম হাদীছ নং ৯৯৯।

অতএব জানাযার ছালাতও এক প্রকার ছালাত। আর নবী (ছাঃ) অপর হাদীছে বলেছেনঃ

لا صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

'ঐ ব্যক্তির কোন ছালাতই সিদ্ধ হবে না যে 'ফাতেহাতুল কিতাব' তথা সূরা ফাতিহা না পড়বে' (বুখারী হা/৭৫৬ কিতাবুল আযান; মুসলিম হা/৩৯৪ কিতাবুছ ছালাত, 'প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতেহা পাঠ ওয়াজিব হওয়া' অনুচ্ছেদ; -আল-মুহাল্লা ৩/৩৫১; মির'আতুল মাফা-তীহ ৫/৩৮১। অতএব যে ছালাতে রুকূ-সিজদা নেই, সে ছালাতে সূরা ফাতেহা পড়তে হবে না, এধরণের কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

মাটি দেওয়ার সঠিক দো'আ কি? এই সম্পর্কে নবী (ছাঃ) থেকে ছহীহ সনদে কিছুই প্রমাণিত হয়নি। তবে শুভ কাজ মনে করে 'বিসমিল্লাহ' বলা যেতে পারে।

মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার সময় 'বিসমিল্লা-হি ওয়াবিল্লা-হি ওয়া 'আলা মিল্লাতে রাসূলিল্লা-হি' অথবা 'ওয়া আলা সুন্নাতে রাসূলিল্লা-হি' বলা নবী (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত। -আহমাদ, আবূদাউদ, মিশকাত 'জানাযা' অধ্যায় 'দাফন' অনুচ্ছেদ হা/১৭০৭; সনদ ছহীহ, প্রাগুক্ত টীকা নং ১।

প্রকাশ থাকে যে, কবরে মাটি দেয়ার সময় অনেকে সূরায়ে ত্বা-হার নিম্নোক্ত ৫৪ নং আয়াতটিকে-

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

দো'আ মনে করে পড়ে থাকেন। যার অর্থ হ'লঃ '(আল্লাহ বলেন) এ মাটি থেকেই আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এতেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে দিব এবং পুনরায় এ থেকেই তোমাদেরকে বের করব'। এই আয়াতটি মাটি দেওয়ার সময় পড়ার প্রমাণে একটি হাদীছ মুসনাদে আহমাদ ও মুসতাদরাক হাকেমে পাওয়া যায়। তবে হাদীছটির সনদ যঈফ -নায়লুল আওত্বার (বৈরুতঃ ১ম সংস্করণ ১৯৯৫) ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৮৮।

প্রশ্ন (১০/৩০)ঃ তাকৃদীর কি? তাকৃদীর দো'আর মাধ্যমে পরিবর্তন হয় কি? যদি পরিবর্তন হয় তাহ'লে হায়াত-মওত রিযিক ও সম্পদ এই চারটির কোন পরিবর্তন হয় কি?

-আব্দুল মুত্তালেব মণ্ডল
বাখড়া মোলামগাড়ী
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ তাকৃদীর শব্দটি 'কৃাদর' হ'তে উৎপত্তি লাভ করেছে। যার অর্থ নির্ধারণ করা বা অনুমান করা। শারঈ পরিভাষায় তাকৃদীর হ'ল আল্লাহ কর্তৃক বান্দার ভবিষ্যত নির্ধারণ করা। তাকৃদীর সম্পূর্ণ গোপনীয় বিষয়। আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য প্রাপ্ত কোন ফেরেস্তাও যেমন তাকৃদীর সম্পর্কে অবগত নন, তেমনি কোন নবী-রাসূলও অবগত নন। এই বিষয়ে গভীরভাবে তলিয়ে দেখার চেষ্টা করা বা চিন্তা-ভাবনা করার পরিণতি ব্যর্থতা ও সীমালংঘন ব্যতীত আর কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাকৃদীরের জ্ঞান তাঁর সৃষ্টি কুল থেকে গোপন রেখেছেন এবং তাদেরকে এর তত্ত্ব উদঘাটনের প্রচেষ্টা চালানো থেকে নিষেধ করেছেন।

তাকৃদীর সদাচরণ ও দো'আর মাধ্যমে পরিবর্তন হয়। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজ জীবিকায় প্রশস্থতা ও মরণে বিলম্ব কামনা করে, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সাথে উত্তম ব্যবহার করে। -বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪১৯ পৃঃ। ছাওবান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'দো'আ ব্যতীত আর কিছুই ভাগ্যকে ফিরায় না এবং উত্তম ব্যবহার ব্যতীত আর কিছুই আয়ুকে বাড়ায় না। -ইবনু মাজাহ, মিশকাত ৪১৯ পৃঃ সনদ হাসান।

লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যখন মৃত্যুর নির্ধারিত সময় এসে যাবে তখন সামান্য সময় পরেও হবে না আগেও হবেনা' (ইউনুস ৪৯)। এটা সম্ভবতঃ এজন্য বলা হয়েছে যে, সদাচরণ ও দো'আর মাধ্যমে আয়ু বৃদ্ধি হওয়াও তাকৃদীর। কারণ জগতে যা কিছু ঘটে সব তাকৃদীর অনুসারেই ঘটে। এজন্য তাকৃদীরকে দুই ভাগ করা হয়। ঝুলন্ত ও অকাট্য। ঝুলন্ত তাকৃদীর দো'আ ও সদাচরণের মাধ্যমে অকাট্য পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অথবা আয়ু বৃদ্ধি অর্থ নেক কাজের বৃদ্ধি হওয়া। ফলে অল্প বয়সে দীর্ঘ বয়সের নেকী করে নিতে পারে। যেমন- শেষের উম্মতের চেয়ে পূর্বের উম্মতের বয়স অনেক বেশী ছিল। কিন্তু শেষের উম্মতের নেকী অনেক বেশী হয় লায়লাতুল কৃদরের মত ইবাদত সমূহের

http://islaminonesite.wordpress.com

মাধ্যমে। এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ বুখারী ফাৎহুল বারী ১০ম খণ্ড ৫০৯ পৃঃ।

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, হায়াত, মউত, রিযিক এবং সৌভাগ্যবান না হতভাগ্য- এই চারটি বিষয় জন্মের পূর্বেই লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত 'ঈমান' অধ্যায় হা/৮২)।

প্রশ্ন (১১/৭১)ঃ আইয়ামে বীযের নফল ছিয়ামের দলীল ও ফাযায়েল কি?

-এস, এম, মাহমূদ আলম
বাড়ী নং ৩, সড়ক নং ১১, সেক্টর-৬
উত্তরা, ঢাকা।

উত্তরঃ আইয়ামে বীযের ছিয়াম যাকে 'ছিয়ামুল বীয'ও বলা হয়, নফল ছিয়ামের মধ্যে অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ ছিয়াম। যা একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। এই ছিয়াম প্রতি চান্দ্র মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখে রাখতে হয়। 'বীয' শব্দটির অর্থ হ'ল 'সাদা'। ১৩, ১৪, ও ১৫ তারিখে পূর্ণ চাঁদের আলোতে প্রায় সম্পূর্ণ রাত্রি আলোকিত থাকে। আর দিনে তো সূর্যের আলো আছেই। তাই এই দিনের ছিয়ামকে 'ছিয়ামুল বীয' বলা হয়। এই 'ছিয়ামুল বীয' প্রতি মাসে তিনটি করে রাখা হ'লে সারা বছর নফল ছিয়াম পালনের সমান নেকী পাওয়া যায়।

ফাযায়েলঃ

(১) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিনুল 'আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'প্রতি (চান্দ্র) মাসে তিনটি করে ছিয়াম, সারা বছর ধরে ছিয়াম পালনের শামিল'। -বুখারী ও মুসলিম, আলবানী-ছহীহ তারগীব হা/১০১৫।

(২) আবুযর গিফারী (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বলেন, হে আবু যর! যখন তুমি মাসের তিনটি ছিয়াম রাখবে, তখন ১৩, ১৪, ও ১৫ তারিখে রাখবে'। -তিরমিযী ও নাসাঈ, সনদ হাসান; মিশকাত হা/২০৫৭।

(৩) আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, আমার দোস্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে তিনটি বিষয়ে অছিয়ত করে গেছেন, যা আমি জীবনে কখনো ছাড়িনি। তার একটি হ'ল মাসে তিনটি করে (আইয়ামে বীযের) নফল ছিয়াম পালন করা। -মুসলিম, ছহীহ তারগীব হা/১০১৪।

প্রশ্ন (১২/৭২)ঃ আমি নেকীর আশায় মুমূর্ষু রুগীকে বাঁচানোর জন্য রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের ব্লাড ব্যাংকে কয়েক বার রক্ত প্রদান করেছি। এইরূপ রক্ত প্রদান বৈধ হবে কি?

-দেলোয়ারা ওয়াহীদ
গ্রামঃ মধ্য নওদাপাড়া
সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ রুগীর যদি জীবন সংশয় দেখা দেয় এবং রক্ত দেয়ার ফলে তার জীবন রক্ষার সম্ভাবনা প্রবল হয় তাহ'লে সে অবস্থায় তার দেহে অন্যের রক্ত দেয়া জায়েয হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও পরহেযগারীর কাজে পরস্পরে সহযোগিতা কর' (মায়েদাহ ২)।

এ বিষয়ে সঊদী আরবের প্রধান মুফতী শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বাযকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, বিপরীত ধর্মী মানুষ পরস্পরকে রক্ত প্রদান করতে পারে কি? উত্তরে তিনি বলেন, কোন মানুষ যদি অসুস্থ হয়। আর তার দুর্বলতা বেড়ে যায় ও রক্ত প্রদান ব্যতীত কোন চিকিৎসা না থাকে এবং চিকিৎসকগণ রক্ত প্রদানে তার জীবন রক্ষার ধারণা প্রবল মনে করেন, তাহ'লে রক্ত প্রদানে কোন ক্ষতি নেই, উভয়ের দ্বীন ভিন্ন হ'লেও। দলীলে সূরা নাহলের ১১৫ নং আয়াত ও সূরা আন'আমের ১১৯ নং আয়াত পেশ করেন। -ফাতাওয়া হাইআতু কিবারিল ওলামা ২য় খণ্ড ৮৯৯ পৃঃ।

প্রশ্ন (১৩/৭৩)ঃ বর্তমানে স্কুল-কলেজ এমনকি মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করলে দাঁড়িয়ে যায় এবং শিক্ষক না বসা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকে। এইরূপ করা শরীয়ত সম্মত কি?

-আব্দুল্লাহ বিন মুছ্তফা
সাং- ভালুকগাছী, পাঁচানিপাড়া
পোঃ পানানগর, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করলে স্কুল-কলেজ ও মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রীদের দাঁড়ানো শরীয়ত সম্মত নয়। আনাস (রাঃ) বলেন 'ছাহাবায়ে কেরামের নিকট রাসূল (ছাঃ) অপেক্ষা কোন ব্যক্তিই অধিক প্রিয় ছিলেন না। অথচ তাঁরা যখন তাঁকে দেখতেন তখন দাঁড়াতেন না। কেননা তাঁরা জানতেন যে, তিনি এরূপ করা পসন্দ করেন না' (তিরমিযী, সনদ ছহীহ)। মু'আবিয়া (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এতে আনন্দিত হয় যে, লোকজন তার জন্য দাঁড়িয়ে থাকুক, তাহ'লে সে যেন নিজের জন্য জাহান্নামকে আবাসস্থল বানিয়ে নেয়' (আবু দাঊদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ)। শায়খ বিন বাযকে ছাত্র-ছাত্রীদের দাঁড়ানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি এইরূপ দাঁড়ানোকে অপসন্দ কর্ম বলেন এবং দলীলে উল্লেখিত হাদীছ দু'টি পেশ

http://islaminonesite.wordpress.com

করেন। -ফাতাওয়া হাইআতু কিবারিল ওলামা, ২য় খণ্ড, ৯৯৩ পৃঃ।

তবে অসুস্থ ব্যক্তিকে সাহায্যের জন্য কিংবা কোন ব্যক্তিকে স্বাগত জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে তাদের দিকে যাওয়া শরীয়ত সম্মত। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, যখন বনু কুরাইযা সা'দ ইবনে মু'আয (রাঃ) -এর ফায়ছালায় সম্মতি প্রকাশ করেন, তখন রাসূল (ছাঃ) তাঁকে ডেকে পাঠালেন। সা'দ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর গৃহের অনতিদূরে থাকতেন। তিনি একটি গাধার উপর সওয়ার হয়ে আসলেন। যখন তিনি মসজিদের নিকট পৌঁছলেন, তখন রাসূল (ছাঃ) আনছারদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা তোমাদের সরদারের দিকে দাঁড়িয়ে যাও) (قوموا إلى سيدكم। -বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত ৪০০ পৃঃ। অন্য এক ছহীহ হাদীছে রয়েছে 'তোমরা তার নিকটে যাও এবং তাকে গাধা হ'তে অবতরণ করাও' (قوموا إلى سيدكم فأنزلوه)

-তোহফা ৮ম খণ্ড পৃঃ ২৬ 'মানুষের জন্য দাঁড়ানো অপসন্দ' অধ্যায়।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'ফাতেমা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) -এর নিকট প্রবেশ করলে রাসূল (ছাঃ) দাঁড়িয়ে তার দিকে যেতেন এবং তার হাত ধরে হাতে চুম্বন করতেন ও নিজ স্থানে বসাতেন'। আর রাসূল (ছাঃ) যখন তাঁর নিকট গমণ করতেন তখন ফাতেমা (রাঃ)ও দাঁড়িয়ে তাঁর নিকট যেতেন এবং হাত ধরে হাতে চুম্বন করতেন ও নিজ স্থানে বসাতেন। -আবূদাউদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, তোহফা ৮ম খণ্ড ২৪-২৫ পৃঃ 'মানুষের জন্য দাঁড়ানো অপসন্দ' অধ্যায়। কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, আমার তওবা কবুলের পর আমি মসজিদে প্রবেশ করে দেখি রাসূল (ছাঃ) মসজিদে বসে আছেন এবং মানুষ তাঁর পার্শ্বে বসে আছে। হঠাৎ ত্বালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ দাঁড়িয়ে আমার দিকে দৌড়ে আসলেন এবং মুছাফাহা করলেন ও ধন্যবাদ জানালেন। -বুখারী ২য় খণ্ড ৬৩৬ পৃঃ।

প্রকাশ থাকে যে, হাদীছের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য না করায় কেউ কেউ মানুষের সম্মানার্থে দাঁড়ানো যায় বলে উক্ত হাদীছগুলি পেশ করেছেন। শায়খ নাছেরুদ্দীন আলবানী বলেন, আগন্তুক ব্যক্তিকে মোবারকবাদ জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে তার দিকে যাওয়া যায়। তবে প্রবেশকারীর সম্মানার্থে দাঁড়ানো যায় না। কারণ এইরূপ দাঁড়ানো শরীয়ত সম্মত নয়। তিনি বলেন, সম্মানার্থে দাঁড়ানো ও দাঁড়িয়ে মানুষের দিকে যাওয়া এই দু'টির মধ্যে অনেকেই পার্থক্য করতে পারেননি। অথচ এই দু'টির মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ্য। -সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ-ছাহীহাহ, ১ম খণ্ড, হা/৬৭। আবু দাউদের ভাষ্যকার আল্লামা শামসুল হক্ব আযীমাবাদী বলেন, আগন্তুকের সাথে সাক্ষাতের জন্য দাঁড়ানো জায়েয। তবে কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো নিন্দনীয়।-'আউনুল মা'বূদ, ৭ম খণ্ড পৃঃ ৮১।

প্রশ্ন (১৪/৩৪)ঃ খেলা বা অন্য কোন আনন্দের অনুষ্ঠানে হাত তালি দেয়া জায়েয কি? কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হাকীম
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ খেলা বা কোন কোন আনন্দের অনুষ্ঠানে হাত তালি দেয়া জায়েয নয়। হাত তালি দেয়া কাফেরদের। মক্কার কাফেরদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তাদের ছালাত বলতে কা'বার নিকট শিস দেয়া ও তালি বাজানো ছাড়া কিছুই ছিল না' (আনফাল ৩৫)।

সুতরাং মুসলিম উম্মাহ্র জন্য সুন্নাত হচ্ছে যখন কোন আনন্দের সংবাদ শুনবে তখন আলহামদুলিল্লা-হ বলবে।.....আর কোন সংবাদে অথবা দৃশ্যে বিস্মিত হ'লে সুবহা-নাল্লাহ বলবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) -এর নিকট আনন্দ অথবা পসন্দের কিছু আসলে আল-হামদুলিল্লা-হ বলতেন'। -আলবানী ছহীহুল জামে, ৪র্থ খণ্ড ২০১ নং হাদীছ; বুখারী, হাদীছ নং ২১০।

প্রশ্ন (১৫/৩৫)ঃ আল্লাহ তা'আলা 'রাসূল (ছাঃ)-কে সৃষ্টি না করলে পৃথিবীর কোন কিছুই সৃষ্টি করতেন না' কথাটা কি শরীয়ত সম্মত? কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানালে বাধিত হব।

- মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সাং সন্যাসবাড়ী,
বান্দাইখাড়া, নওগাঁ

উত্তরঃ উক্ত মর্মে মুস্তাদরাকে হাকেম ২য় খণ্ড ৬১৪-১৫ পৃষ্ঠায় এবং দায়লামী ও ইবনু আসাকির-য়ে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) -এর নামে হাদীছ لَوْلاَكَ لَمَا خَلَقْتُ الأَفْلاَكَ বর্ণিত হয়েছে, যা মওযূ বা জাল। -আলোচনা দেখুনঃ আলবানী, সিলসিলাতুল আহা-দিছ আয-যাঈফাহ ওয়াল মওযূ'আহ হা/২৮০, ২৮২।

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ১৯৯৮

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৩৬)ঃ বর্তমানে কিছু আলেম ও সাধারণ মানুষকে দেখা যায় যে, রুকূ থেকে উঠে সিজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে আগে হাটু রাখে ও পরে হাত রাখে। হাটু আগে রাখতে হবে না হাত আগে রাখতে হবে? কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

মুহাম্মাদ আশরাফ আলী
লালগোলা বাজার
মুর্শিদাবাদ, পঃ বঙ্গ, ভারত
ও
আলী আব্বাস বিন আবদুল্লাহ
ছাতিহাটী বাজার
কালিহাতী, টাংগাইল।

উত্তরঃ সিজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে আগে হাত রাখতে হবে এবং পরে হাটু রাখতে হবে। ইহাই ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সিজদা করতে ইচ্ছা করবে তখন সে যেন উটের মত না বসে। বরং তার উভয় হস্তকে যেন উভয় হাটু রাখার পূর্বে রাখে' (আবূদাউদ, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/৮৯৯; 'সিজদা ও তার ফযীলত' অধ্যায়, সনদ ছহীহ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে ছহীহ মরফূ রেওয়ায়াত এসেছে এই মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিজদা কালে উভয় হস্তকে (যমীনে) রাখতেন হাটুদ্বয়ের পূর্বে'। হাদীছটিকে হাকেম ছহীহ বলেছেন এবং যাহবী তা সমর্থন করেছেন। দ্রষ্টব্যঃ আলবানীর তাহকীককৃত মিশকাত ১/২৮২ পৃঃ, টীকা নং ১।

ইমাম আওযা'ঈ বলেন, আমি লোকদেরকে পেয়েছি এই অবস্থায় যে, তারা স্বীয় হস্তগুলিকে তাদের হাটুর পূর্বে রাখত। ইমাম মারওয়াযী উক্ত আছারটি স্বীয় 'মাসায়েল' গ্রন্থে (১/১৪৭/১) ছহীহ সনদে সঙ্কলন করেছেন -আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নবী (ছাঃ) পৃঃ ১৪০। প্রকাশ থাকে যে, নবী (ছাঃ) সিজদায় যাওয়ার সময় হাটু আগে রাখতেন বলে দারেমী ও সুনান চতুষ্টয়ের বরাতে ওয়ায়েল বিন হুজ্‌র (রাঃ) থেকে মিশকাতে (হা/৮৯৮) যে বর্ণনাটি সঙ্কলিত হয়েছে, তা ছহীহ নয়, বরং যঈফ। তাছাড়া আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি কওলী ও ওয়ায়েল (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি ফে'লী। দলীল গ্রহণের সময় কওলী হাদীছ অগ্রগণ্য হয়ে থাকে।

এতদ্ব্যতীত দুই সিজদার পরে যমীনে হাতের উপর ভর না দিয়ে দুই হাটুতে দুই হাত রেখে দাঁড়ানোর হাদীছগুলি 'যঈফ'। -আল্লামা যায়লা'ঈ হানাফী, নাছবুর রা'য়াহ, ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৮৯। মালিক ইবনে হুয়াইরিছ (রাঃ) নবী (ছাঃ)-এর ছালাত এভাবে দেখান যে, তিনি (ছাঃ) দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা তুলে বসলেন এবং যমীনের উপর ভর দিলেন, তারপর দাঁড়ালেন। -বুখারী ১১৪ পৃঃ। কেউ অক্ষম হ'লে বা কোন ওযর থাকলে শরীয়ত সেক্ষেত্রে তাকে ছাড় দিয়েছে। এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ অর্থঃ এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর তিনি কোন সংকীর্ণতা রাখেননি (হজ্জ ৭৮)। আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ আলবানীর তাহকীক কৃত মিশকাত (১/২৮৩ পৃঃ) টীকা নং ১; ইরওয়াউল গালীল হা/৩৫৭।

প্রশ্ন (২/৩৭)ঃ আমি একজন ব্যবসায়ী। সৎভাবে ব্যবসা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমার দোকানে অনেক ক্রেতা দ্রব্য ক্রয় করার পর এর মূল্য বৃদ্ধি করে ভাউচার দিতে বলেন। এমনকি খালি ভাউচারও দিতে বলেন। না দিলে দ্রব্য না নিয়ে চলে যান। এমতাবস্থায় আমি কোন পথ অবলম্বন করে ব্যবসা করব তা কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানাবেন।

মুস্তাফীযুর রহমান
শামসুন বই ঘর
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ ভাউচারে আপনাকে ঐ মূল্যই লিখতে হবে যা আপনি ক্রেতার নিকট থেকে নিয়েছেন। ক্রেতা মূল্য বেশী লিখে ভাউচার দিতে বললে কিংবা খালি ভাউচার দিতে বললে তা করবেন না। কারণ ভাউচারে প্রকৃত মূল্যের বেশী লেখা সততার পরিপন্থী কাজ। সুতরাং যদি আপনি তাকে মূল্য বৃদ্ধি করে ভাউচার লিখে দেন, তাহ'লে আপনি নিজে মিথ্যাবাদী হবেন ও মিথ্যুকের সহায়তাকারী বলে বিবেচিত হবেন। অথচ মিথ্যা বলা বা লেখা এবং মিথ্যা ও গর্হিত কাজে সহায়তা করা শরীয়তে নিষিদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, তোমাদেরকে কি সবচেয়ে বড় গুনাহ গুলির সংবাদ দেব না? একথাটি তিনি তিনবার বললেন। ছাহাবীগণ বলেছেন, জি হাঁ, হে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার নাফরমানী করা। তিনি তখন হেলান দিয়ে ছিলেন। এবার তিনি বসলেন ও বললেন, সাবধান! এর পরের বড় কবীরা গুনাহ হলঃ মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া। -বুখারী, হাদীছ নং ২৬৫৪ 'সাক্ষী সম্পর্কে যা বলা হয়েছে' অধ্যায়; মুসলিম 'কিতাবুল ঈমান'; অনুচ্ছেদঃ 'কাবীরা গুনাহ ও এর মধ্যে যে গুনাহ সবচেয়ে বড় তার বিবরণ'।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা গুনাহের কাজে ও সীমা লঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা কর না (সূরা মায়েদা ২)।

আপনি কাউকে সাদা ভাউচারও দিবেন না। কারণ একথা একপ্রকার নিশ্চিত যে, সে ঐ ভাউচার নিজ খেয়াল-খুশীমত পূরণ করবে ও দ্রব্যের মূল্য বেশী করে বসাবে। আর ঐ ধরণের ক্রেতা দু'রকমের হ'তে পারে ১- হয়তো সে মালিকের পক্ষ থেকে দ্রব্য কিনতে এসেছিল এবং মালিককে ঠকানোর উদ্দেশ্যেই সে আপনার কাছ থেকে সাদা ভাউচার নিয়েছে। ২- অথবা সে নিজে দোকানদার। স্বীয় দোকানের ক্রেতাদের ঠকানোর জন্য ঐ রূপ করছে। যাতে করে ক্রেতা তার দোকানের দ্রব্য ঐ ভাউচার দেখে বেশী দামে কিনে নিয়ে যায়। কাজেই উপরোক্ত অবস্থায় ক্রেতাকে সাদা ভাউচার দিলে গর্হিত কাজে সহযোগিতা করা হবে, যা তা শরীয়তে নিষিদ্ধ।

অবশ্য ক্রেতা সাদা ভাউচার নেওয়ার পিছনে শরীয়ত সম্মত কোন কারণ দর্শাতে পারলে এবং আপনি নিশ্চিত হ'লে সাদা ভাউচার দেওয়া যেতে পারে।

মোদ্দা কথা হ'ল, আপনি যেহেতু সৎভাবে ব্যবসা করতে চান, সেহেতু আপনি কোন ক্রেতাকে মূল্য বৃদ্ধি করে ভাউচার লিখে দিবেন না এবং শারঈ ওযর ব্যতীত কাউকে সাদা ভাউচারও দিবেন না। সে আপনার দোকানের দ্রব্য ক্রয় করুক বা না করুক। রূযীর মালিক আল্লাহ।

প্রশ্ন (৩/৩৮)ঃ ছালাতে রুকু থেকে উঠে হাত কোথায় থাকবে? বর্তমানে কিছু লোককে রুকু থেকে উঠে বুকে হাত বাঁধতে দেখা যায়। এটা কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নান
সাং কৃষ্ণপুর, পোঃ ধোপাঘাটা
থানাঃ মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ রুকু থেকে উঠার পর উভয় হাত স্বাভাবিক ভাবে ছেড়ে দেওয়া অবস্থায় রাখা উচিত। কেননা রুকুর পরে বুকে হাত বাঁধার কোন স্পষ্ট দলীল নেই।

রুকু থেকে উঠার পর বুকে হাত বাঁধার পক্ষে নম্নের কয়েকটি প্রসিদ্ধ দলীল পর্যালোচনা সহ পরিবেশিত হলঃ

১. ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -কে দেখেছি যে, যখন তিনি ছালাতে দণ্ডায়মান হতেন, তখন স্বীয় ডান হাত বাম হাতের উপর ধরে রাখতেন। -নাসাঈ ২/১২৬ পৃঃ; সনদ ছহীহ 'ছালাত' অধ্যায়। অত্র হাদীছের বক্তব্য প্রমাণ করে যে, নবী (ছাঃ) ছালাতের মধ্যে দণ্ডায়মান অবস্থায় ডান হাতকে বাম হাতের উপর ধরে রাখতেন। কাজেই অত্র হাদীছ রুকুর আগের ও পরের উভয় অবস্থাকে শামিল করে। সুতরাং রুকু থেকে উঠেও হাত বেঁধে রাখতে হবে।

পর্যালোচনাঃ অত্র হাদীছে যে দাঁড়ানোর কথা এসেছে তা দ্বারা রুকুর আগের দাঁড়ানো উদ্দেশ্যে হবে, রুকুর পরের দাঁড়ানো নয়। কারণ একই রাবীর একই মর্মের বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপঃ

ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখতে পেলেন যে, তিনি ছালাতে প্রবেশ করার সময় তার উভয় হাত উত্তোলন করলেন এবং তাকবীর দিলেন। হাম্মাম তাঁর উভয় কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠানোর বর্ণনা দিয়েছেন। তারপর তিনি একটি কাপড় শরীরে জড়িয়ে নিলেন। অতঃপর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখলেন। যখন তিনি রুকু করার ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন স্বীয় হাত দু'টিকে কাপড় থেকে বের করলেন। অতঃপর উভয় হাত উঠালেন (রাফ'উল ইয়াদায়েন করলেন)। অতঃপর তাকবীর দিয়ে রুকু করলেন। যখন তিনি 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বললেন, তখন স্বীয় দুই হাত উত্তোলন করলেন এবং যখন সিজদা করলেন, তখন উভয় হাতের তালুর মাঝে সিজদা করলেন'। -ছহীহ মুসলিম ১/৩৯ পৃঃ; 'ছালাত' অধ্যায়।

লক্ষণীয় বিষয় হলঃ ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) নবী (ছাঃ)-এর প্রথম ক্বিয়ামে রাফ'উল ইয়াদায়েন ও বুকের উপর হাত বাঁধার কথা উল্লেখ করেছেন। তারপরে তাঁর হাত উঠানোর কথা বলেছেন রুকু কালীন ও রুকু হ'তে উঠাকালীন সময়ে। অথচ পুনরায় বুকে হাত বাঁধার কথা আর উল্লেখ করেননি। এ থেকেই প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম (ছাঃ) রুকুর পরে আর হাত বাঁধতেন না। =দ্রষ্টব্যঃ আব্দুর রউফ বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-কামালী, আহকাম মুখতাছারাহ্ ফিল মানহিয়াতিশ্ শার'ঈয়াহ্ ফী ছিফাতিছ ছালাতে (আল-জাহরা কুয়েত ১৪১৬/১৯৯৬) পৃঃ ৮৩।

২. ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) বলেন, 'আমি দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাম হাতের উপর ডান হাত ধরে রেখেছেন ছালাতের মধ্যে।' -মুসনাদে আহমাদ, বৈরুত ছাপা ৫/৪১৬ পৃঃ; হা/১৮৩৯২। অত্র হাদীছ দ্বারা রুকুর পরে বুকে হাত বাঁধা প্রমাণ হয় না। কেননা **প্রথমতঃ** অত্র হাদীছটি 'শায' হওয়ার কারণে 'যঈফ'। **দ্বিতীয়তঃ** অত্র হাদীছে বলা হয়েছে 'ফিছ ছালাতে' অর্থাৎ ছালাতের মধ্যে। সুতরাং ছালাতের মধ্যে বলতে ছালাতের ঐ অংশ উদ্দেশ্য হবে, যে অংশে তিনি বুকে হাত বাঁধতেন বলে ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আর তাহ'ল রুকুর আগে (ছহীহ মুসলিম)। **তৃতীয়তঃ** মুসনাদে আহমাদে প্রথম ক্বিয়ামে হাত বাঁধা সম্পর্কে পাঁচটি বর্ণনা এসেছে। দেখুনঃ মুসনাদে আহমাদ ৪/৩১৯, ৪/৩১৭-৩১৮, ৪/৩১৮, ৩/৩১৮-৩১৯, ৩/৩১৯ পৃঃ।

চতুর্থতঃ ইহাও বলা যেতে পারে যে, হাদীছের উক্ত অংশ

'আমি তাঁকে বাম হাত ডান হাতে ধরা অবস্থায় দেখেছি ছালাতের মধ্যে' এই কথাটি ধারাবাহিকতা বুঝানোর জন্য আসেনি। বরং অত্র হাদীছে রুকুর বর্ণনার পরে ঐ কথাটি আসলেও উহা দ্বারা প্রথম ক্বিয়ামে হাত বাঁধা উদ্দেশ্য হবে। কেননা 'ওয়াও' হরফটি সর্বদা ধারাবাহিকতা বুঝানোর জন্য আসে না। যেমন- সূরা আলে ইমরানের ৪৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'হে মরিয়ম! তোমার পালনকর্তার উপাসনা কর এবং সিজদা কর ও রুকু কর রুকুকারীদের সাথে'।

অত্র আয়াতে রুকূর পূর্বে সিজদা করার নির্দেশ এসেছে। অথচ সিজদা রুকূর পরে হয়ে থাকে।

ছহীহ বুখারী থেকেও এই মর্মে একটি হাদীছ পেশ করা যায়। তাহ'লঃ ছাহাবী বারা বিন আযেব (রাঃ) বলেন, 'আমি গভীর দৃষ্টিতে রাসূল (ছাঃ) -এর ছালাত পর্যবেক্ষণ করেছি। অতঃপর আমি পেয়েছি তাঁর ক্বিয়ামকে, তাঁর রুকুকে, রুকুর পরে তাঁর স্থির হ'য়ে দাঁড়ানোকে, তাঁর সিজদাকে, দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠককে, অতঃপর সিজদাকে, অতঃপর সালাম ও মুছল্লীদের দিকে ফিরে বসাকে। সবগুলির মধ্যে সময়ের দূরত্ব প্রায় সমান'। -মুসলিম, 'ছালাত' অধ্যায়, ৩৮ নং পরিচ্ছেদ, হা/৪৭১। উক্ত হাদীছে ক্বিয়াম দ্বারা বারা বিন আযেব (রাঃ) প্রথম ক্বিয়াম তথা রুকূর পূর্বের ক্বিয়ামকে বুঝিয়েছেন। যা প্রত্যেক আলেমের নিকটে স্পষ্ট। সুতরাং মুসনাদে আহমাদের হাদীছে 'ক্বিয়াম' এর কথা থাকার কারণে ছালাতে রুকূর পরবর্তী ক্বিয়ামকেও শামিল করা ভুল হবে।

তাছাড়া স্বয়ং ইমাম নাসাঈ (যার হাদীছ দিয়ে রুকূর পরে হাত বাঁধা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে) উক্ত হাদীছে উল্লেখিত ক্বিয়াম দ্বারা প্রথম ক্বিয়ামকেই বুঝেছেন। দ্বিতীয় কিয়াম তথা রুকূর পরের ক্বিয়ামকে এর মধ্যে গণ্য করেননি। এজন্যই তিনি প্রথম ক্বিয়ামের অবস্থা বর্ণনা করার জন্য উক্ত হাদীছটি স্বীয় কিতাবে নিয়ে এসেছেন। যদি তিনি ঐ সাথে দ্বিতীয় ক্বিয়ামকেও গণ্য করতেন, তাহ'লে রুকূর পরের ক্বিয়ামের অবস্থা বর্ণনা করার জন্য আবার ঐ হাদীছটি উল্লেখ করতেন। অথচ তা করেননি। কারণ তাঁর নীতি হ'ল এই যে, বিভিন্ন মাসআলা বর্ণনা করার জন্য একই হাদীছকে তিনি বার বার নিয়ে আসেন।

৩- ছালাতে ভুলকারী জনৈক ব্যক্তিকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমার মাথা উঠাও এবং তুমি সোজা হয়ে খাড়া হয়ে যাও। যতক্ষণ না অস্থি সমূহ স্ব স্ব জোড়ে ফিরে আসে'। -তিরমিযী, নাসাঈ, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৮০৪। অপর রেওয়ায়াতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে গেলেন এমনভাবে যে, মেরুদণ্ডের প্রত্যেক জোড় স্ব স্ব স্থানে ফিরে আসে'। -বুখারী, মিশকাত, 'ছালাত' অধ্যায়; হা/৭৯২। এখানে 'ফাক্বার' (فَقَارٌ) -এর অর্থ কেবলমাত্র মেরুদণ্ড বা পিঠের হাড়গুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখার ব্যাপারে আছমা'ঈ প্রমুখ অভিধানবিদগণের ব্যাখ্যা রয়েছে। -মুহিব্বুল্লাহ শাহ্, নায়লুল আমানী (করাচীঃ ১৯৮৫) পৃঃ ৭। এতদ্ব্যতীত প্রথমোক্ত ছহীহ হাদীছে 'ফাক্বার' -এর ব্যাখ্যায় 'এযাম' (عِظَامٌ) শব্দ এসেছে, যার অর্থ অস্থি সমূহ। যার দ্বারা দেহের সকল অস্থি বুঝায়। হাতের অস্থি তার মধ্যে অন্যতম। এক হাদীছ অন্য হাদীছের ব্যাখ্যা করে। সুতরাং উভয় হাদীছের শব্দের প্রতি লক্ষ্য করলে রুকূর পরে হাত ছেড়ে রাখার পক্ষে দলীল রয়েছে বলে নিশ্চিত ভাবে অনুমিত হয়।

আল্লামা নাছেরুদ্দীন আলবানী বলেন, আমার এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, রুকূ থেকে উঠে পুনরায় বুকে হাত বাঁধার বিষয়টি 'ভ্রান্তিকর বিদ'আত' (بدعة ضلالة)। কেননা এবিষয়ে কোনরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। যদি এর কোন ভিত্তি থাকত, তাহ'লে একটি সূত্রে হ'লেও বর্ণিত হ'ত। সালাফে ছালেহীন -এর কেউ এরূপ করেননি বা হাদীছের ইমামগণের মধ্যে কেউ এরূপ বলেননি। -ঐ, ছিফাতু ছালাতিন নবী (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী ১১শ সংস্করণ ১৪০৩/১৯৮৩) 'দীর্ঘ ক্বিয়াম ও প্রশান্তি' অধ্যায়, পৃঃ ১২০ -এর টীকা দ্রষ্টব্য।

মিশকাতের ভাষ্যকার আল্লামা ওবায়দুল্লাহ্ মুবারকপুরী (রহঃ) সাহাল বিন সা'দ বর্ণিত বুকের উপরে হাত বাঁধার বিষয়ে বুখারী শরীফের হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, 'ক্বিয়াম বলতে রুকূর পূর্বের ক্বিয়ামকেই বুঝায় এবং তখন বুকে হাত বাঁধার নির্দেশ রয়েছে অত্র হাদীছে। এক্ষণে রুকুর পরে পুনরায় বুকে হাত বাঁধা সম্পর্কে কোন মরফূ, স্পষ্ট ও ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। অতএব এখানে হাতের আসল অবস্থার উপরে আমল করতে হবে। আর সেটা হ'ল স্বাভাবিক ভাবে হাতকে ছেড়ে দেওয়া। -মির'আত (লাহোরঃ মাকতাবা সালাফিইয়াহ ১৪ সংস্করণ ১৩৮০/১৯৬১) ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৫৮।

পরিশেষে বলব, উক্ত বিষয়টি ছালাতের মধ্যেকার সুন্নাতের পর্যায়ভুক্ত। অতএব এ বিষয়ে সকল প্রকার বাড়াবাড়ি হ'তে বিরত থাকা উচিত।

প্রশ্ন (৪/৩৯)ঃ আলেমগণ বলেন, যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে আল্লাহ্র রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। এমনকি সে ঘরে ছালাতও হয় না। তাহ'লে যে সকল লোক হজ্জ করতে যায়, তাদের ফটো তুলতে হয়। এমনকি টাকার মধ্যেও প্রাণীর ছবি বিদ্যমান। এমতাবস্থায় এই টাকা ও ছবি সাথে থাকলে ছালাত ও হজ্জ হবে কি-না?

মুহাম্মাদ শিহাব ইবনে আলাউদ্দীন
সাং- বীর পাকুটিয়া
পোঃ নাগবাড়ী
কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

উত্তরঃ 'যে ঘরে কোন প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে আল্লাহ্র রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না'। একথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত। তিনি বলেন, (রহমতের) ফেরেশতাগণ ঐ ঘরে প্রবেশ করেন না, যে ঘরে কুকুর ও ছবি থাকে। -বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৮৯, পোশাক- পরিচ্ছেদ অধ্যায়, ছবিব বিবরণ অনুচ্ছেদ। কাজেই যে ঘরে ছবির থাকে, সে ঘরে ছালাত আদায় করা অনুচিত।

হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) -এর ঘরে একটি পর্দা ছিল, যা দ্বারা তিনি তার ঘরের এক পার্শ্ব ঢেকে ছিলেন। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, (আয়েশা!) তোমার এই পর্দাটি সরিয়ে নাও। কারণ এর ছবিগুলি আমার ছালাতের মধ্যে ভেসে উঠছে। -বুখারী ফৎহ সহ, হা/১৫ 'যদি কেউ ক্রুশ যুক্ত কাপড়ে কিংবা ছবি বিশিষ্ট কাপড়ে ছালাত আদায় করে, তবে তার ছালাত নষ্ট হবে কি না' অধ্যায়।

অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, ছবি বিশিষ্ট কাপড় বা ছবির দিকে ছালাত আদায় করলে ছালাত নষ্ট হবে না। কারণ মহানবী (ছাঃ) ছবি বিশিষ্ট কাপড়ের দিকে ছালাত আদায় করার পরেও তিনি তা দ্বিতীয়বার পড়েননি। যেমন অন্য বর্ণনায় আছে, হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর একটি কাপড় ছিল, যাতে ছবি (অংকিত) ছিল এবং তা জানালার দিকে লম্বালম্বি টাঙ্গানো ছিল। নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করতেন। তিনি বললেন, (হে আয়েশা!) একে আমার নিকট হ'তে পশ্চাতে সরিয়ে রাখ। তিনি ওটাকে পিছন দিকে সরালেন ও পরে তা দিয়ে কয়েকটি বালিশ বানালেন'। - মুসলিম, 'পোষাক ও সৌন্দর্য' অধ্যায় হা/২১০৭।

ফটো তোলা নিঃসন্দেহে কবীরাহ গুনাহ। -বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হাদীছ নং ৪৪৯৮। হজ্জের ক্ষেত্রে যে ফটো তোলা হয়, তা নিরুপায় হয়ে ও যরূরী ভিত্তিক। এ ধরণের ছবি তোলাতে কোন গুনাহ হবে না বলে আশা করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তোমাদের সাধ্যমত' (তাগাবুন ১৬)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, আল্লাহ কারও উপরে তার সাধ্যাতিরিক্ত ভার চাপান না' (বাক্বারাহ ২৮৬)। সুতরাং উল্লেখিত অবস্থায় হজ্জের জন্য ফটো তোলা যাবে এবং হজ্জও করা যাবে। ফটো তোলার জন্য হজ্জ হবে না, এমন কথা আদৌ প্রমাণিত নয়। অপরদিকে ছবি বিশিষ্ট টাকা সাথে নিয়ে ছালাত ও হজ্জ আদায় করা যাবে। এতে কোন অসুবিধা নেই।

প্রকাশ থাকে যে, ছবি তোলা হারাম। আর যেহেতু হজ্জ করতে হ'লে ছবি তোলা আবশ্যক, এজন্য কোন কোন আলেম হজ্জ করতে নিষেধ করে থাকেন এবং নিজেও সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করা হ'তে বিরত থাকেন। এটা মোটেও ঠিক নয়।

প্রশ্ন (৫/৪০)ঃ জনৈক ব্যক্তি সূদের ব্যবসা করে অনেক সম্পদের মালিক হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে সে তওবা করে ছহীহ হাদীছ মোতাবেক আমল করছে। এমতাবস্থায় ঐ অবৈধ সম্পদ ভক্ষণ করা যাবে, না তা বর্জন করতে হবে? কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা উত্তর দানে বাধিত করবেন।

মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান
সাং- বাখড়া
পোঃ- মোলামগাড়ী হাট
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ অবৈধ পথে অর্জিত ঐ সম্পদ সে ভক্ষণ করতে পারবে না। বরং তা সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল ও সূদকে হারাম করেছেন' (বাক্বারাহ ২৭৫)। হযরত জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদখোর, সূদ দাতা, তার লেখক ও সাক্ষীদ্বয় -এর উপর লা'নত করেছেন। -মুসলিম, মিশকাত ২৪৪ পৃঃ। এখানে তওবা করার আগে ও পরের মধ্যে পার্থক্য করা হয়নি। কেউ কেউ বলেন যে, বিদায় হজ্জের খুৎবায় মহানবী (ছাঃ) বলেছিলেন, 'আইয়ামে জাহেলিয়াতের সমস্ত বিষয় আমার দুই পায়ের নীচে (মওকূফ করা হ'ল)। আর সর্বপ্রথম সূদ মওকূফ করছি আমি চাচা আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিবের সূদ'।- মুসলিম, মিশকাত, 'হজ্জ (মানাসিক)' অধ্যায়, 'বিদায় হজ্জের ঘটনা' পরিচ্ছেদ, হা/২৫৫৫। কিন্তু যে অর্থ সূদ হিসাবে এর পূর্বে কুফরী অবস্থায় নেওয়া হয়েছে তা ফেরত দেওয়ার কথা বলা হ'ল না। বরং বিগত সময়ের অবৈধ কাজকে মাফ করে দেওয়া হ'ল। কুরআনে করীমের ভাষায় 'যা সে ইতিপূর্বে করেছে তা ক্ষমা করা হ'ল' (মায়েদাহ ৯৫)। -এর ফায়ছালা আল্লাহ্র দিকেই ন্যস্ত করা হ'ল। এর উপর ভিত্তি করে ঐ সম্পদ খাওয়া বা ব্যবহার করা জায়েয বলা যেতে পারে। কিন্তু উক্ত বিষয়টি কাফেরদের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হয়েছে একজন মুসলমান সম্পর্কে। মুসলমান সূদের হুরমত জানা সত্ত্বেও উক্ত হারাম অর্থ উপার্জন করেছে। কাজেই এটাকে কুফরীর হালতের সাথে তুলনা করা যায় না।

এক্ষণে সূদী ব্যবসার মাধ্যমে সঞ্চিত অর্থ আনুমানিক হিসাব করে সম্ভব হ'লে যাদের নিকট হ'তে সূদ নেওয়া হয়েছে, তাদেরকে ফেরত দিতে হবে। অন্যথায় দায়মুক্ত হবার জন্য যে কোন দ্বীনী কাজে (নিজের নেকীর উদ্দেশ্যে নয়) ব্যয় করে দিতে হবে এবং এই চরম অপরাধের জন্য তাকে খালেক মনে তওবা (যুমার ৫৩, তাহরীক ৮) করতে হবে'।

প্রশ্ন (৬/৪১)ঃ জর্দ্দা, বিড়ি, সিগারেট সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা উত্তর দানে বাধিত করবেন।

মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম
সাং- গজারিয়া
পোঃ কামালের পাড়া
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ জর্দ্দা, বিড়ি, সিগারেট খাওয়া বা পান করা হারাম। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর স্বর্ণযুগে ধূমপানের কোন উপকরণ ছিল না। কিন্তু তিনি এমন কিছু নীতিমালা দিয়ে গেছেন, যা দ্বারা এর হুরমত প্রমাণিত হয়। যেমন- স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, প্রতিবেশী, সফরসঙ্গী, স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের জন্য ক্ষতিকর, সম্পদের অপচয় ইত্যাদি। এধরণের সব কিছুকেই তিনি হারাম করে গেছেন। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা অপচয় করো না'। 'নিশ্চয়ই অপচয়কারী শয়তানের ভাই' (ইস্রা ২৬, ২৭)। মহানবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার দেওয়া কষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়'। -মুসলিম, মিশকাত 'আদাব' অধ্যায় 'সৃষ্টিকুলের প্রতি অনুগ্রহ' পরিচ্ছেদ, মিশকাত হা/৪৯৬৩। আর ধূমপান প্রতিবেশী ও সঙ্গীদেরকে অবশ্যই কষ্ট দেয়। বাকী থাকল গুল, জর্দ্দা ও আলাপাতা। এ ব্যাপারে মূলনীতি হ'ল- আল্লাহ বলেন, রাসূল তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল করেন ও যাবতীয় অপবিত্র (খবীছ) বস্তু হারাম ঘোষণা করেন' ...(আ'রাফ ১৫৭)।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লামন এরশাদ করেন যে, 'মাদকতা আনয়নকারী প্রত্যেক বস্তুই মদ ও প্রতিটি মাদক দ্রব্য হারাম'। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ্য পান করল ও তওবা না করে মারা গেল, সে আখেরাতে (হাউয কাউছারের পানি) পান করতে পারবে না'।- মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যার বেশী পরিমাণে মাদকতা আসে, তার কম পরিমাণও হারাম। -তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৩৬৪৫।

জর্দ্দা বা তামাক ভক্ষণে যে কোন সাধারণ ব্যক্তি জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে। ভুক্তভুগীদের মতে কেউ কেউ বলে থাকেন যে, মদ, জুয়া ইত্যাদির নাম নিয়ে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু তামাক ইত্যাদির ব্যাপারে স্পষ্ট কোন বক্তব্য পাওয়া যায় না। তদুত্তরে বলা হবে, গাঁজা, ভাং, চুরুট, হিরোইন, ফেনসিডিল, কোকেন ইত্যাদিকে কি তাহ'লে হালাল বা মাকরূহ বলা হবে, না হারাম বলতে হবে? হাদীছে যেকোন মাদকদ্রব্যকে হারাম করা হয়েছে এবং ধূমপান ও মাদক দ্রব্য সেবনের বহুবিধ ক্ষতির দিক রয়েছে, যার কারণে এগুলো নিঃসন্দেহে হারাম।

প্রশ্ন (৭/৪২)ঃ বিবাহে ডিমাণ্ড বা যৌতুক নেওয়া যাবে কি-না? বিবাহের সময় ধার্যকৃত মোহর পরিশোধ করতে হবে কি? যদি কেউ অর্ধেক মোহর পরিশোধ করে, তবে বাকী অর্ধেকের জন্য স্ত্রীর নিকট মাফ চাইতে পারবে কি-না। এ বিষয়ে যথার্থ উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

মুহাম্মাদ মোখলেছুর রহমান
বাখড়া, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ বিবাহে ডিমাণ্ড বা যৌতুক নেওয়া নিষেধ। ইহা ইসলামী শরীয়তের পরিপন্থী। বরং মোহর পরিশোধ করা অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে খুশীমনে তাদের মোহর দিয়ে দাও। যদি তারা তোমাদেরকে খুশীমনে কিছু দেয়, তাহ'লে তা তোমরা সানন্দে খেতে পার' (নিসা ৪)।

বিয়ের সময় ধার্যকৃত মোহরের অর্ধেক পরিশোধ করা হ'লে বাকী অর্ধেক অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। স্ত্রীর নিকট হ'তে মাফ করিয়ে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করা যাবে না। তবে তিনি যদি খুশী মনে মাফ করে দেন, তাতে কোন দোষ নেই।

প্রশ্ন (৮/৪৩)ঃ আমার ১০০টি কলা গাছ হয়েছে। এখনো ফল হ'তে প্রায় ৭/৮ মাস বাকী। কলাগাছের সুন্দর চেহারা দেখে ব্যবসায়ীরা এখুনি গাছগুলো ক্রয় করতে চাচ্ছে। এমতাবস্থায় আমি কি এখন কলা গাছগুলি বিক্রি করতে পারি?

ফরীদুল ইসলাম
সাং- বড় সোহাগী
পোঃ ও থানাঃ গোবিন্দগঞ্জ
গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ফল খাওয়ার উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত ফলের গাছ বিক্রি করা জায়েয নয়। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই ফল ব্যবহারোপযোগী না হ'লে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। -বুখারী ১ম খণ্ড ২৯২ পৃঃ; মুসলিম ২য় খণ্ড ৭ পৃঃ; মিশকাত ২৪৭ পৃঃ।

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'মুহাক্বালা, মুযাবানা, মু'আওয়ামা' থেকে নিষেধ করেছেন। -মুসলিম ২য় খণ্ড পৃঃ ১১।

উক্ত হাদীছে তিন ধরণের ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হ'ল 'মু'আওয়ামা'। ইমাম নববী বলেন, ফল কয়েক বছরের জন্য বিক্রয় করাকে শরীয়তে 'মু'আওয়ামা' বলে।- নববী সহ মুসলিম, ২য় খণ্ড ১০ পৃঃ। 'নেহায়া' গ্রন্থে আল্লামা জাযারী বলেন,

'মু'আওয়ামা' হচ্ছে গাছে ফল আসার পূর্বেই ২/৩ বা ততোধিক বছরের জন্য খেজুর গাছের ফল অথবা গাছ বিক্রয় করা। এরূপ ক্রয়-বিক্রয় বাতিল। তিরমিযী তোহফা সহ ৪র্থ খণ্ড হাদীছ নং ১৩২৭, পৃঃ ৪৫১। হাদীছদ্বয় দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, অনুপযোগী ফল বা ফলের গাছ বিক্রি করা জায়েয নয়। কাজেই আপনি আপনার এরূপ কলার গাছ বিক্রি করতে পারেন না।

প্রশ্ন (৯/৪৪)ঃ মসজিদ ছোট। জুম'আর ছালাতের সময় বৃষ্টির কারণে বাইরেও ছালাত আদায় করা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় একই স্থানে দুই জামা'আতে জুম'আর ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান
বর্ষাপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ ছালাতে জুম'আর স্বতন্ত্র কিছু আহকাম রয়েছে, যা অন্যান্য ছালাতের জন্য প্রযোজ্য নয়। যেমন,

(১) অন্যান্য ছালাতের ক্বাযা হুবহু আদায়ী ছালাতের মতই আদায় করতে হয়। কিন্তু ছালাতে জুম'আ ছুটে গেলে সেটি আর জুম'আ হিসাবে আদায় করতে হয় না। বরং তার পরিবর্তে যোহর আদায় করতে হয়।

(২) অন্যান্য ছালাত আদায়ে প্রথম জামা'আতে শরীক হ'তে না পারলেও উক্ত ছালাতকে ওয়াক্তের মধ্যে পড়তে পারলে সেটি ক্বাযা হিসাবে গণ্য হয়না বরং আদা হিসাবেই গণ্য হয়। কিন্তু ছালাতে জুম'আর প্রথম জামা'আত ছুটে গেলে পরে ওয়াক্তের মধ্যে পড়লেও আর জুম'আ হিসাবে দু'রাক'আত পড়তে পারবেনা বরং তাকে জুম'আর পরিবর্তে যোহর হিসাবে চার রাক'আত পড়তে হবে। তবে অন্য কোন মসজিদে গিয়ে যদি এক রাক'আত জামা'আত ধরতে পারে, তবে তার জুম'আর ছালাত আদায় হয়ে যাবে। তাকে আর যোহর হিসাবে চার রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে না। এ বিষয়ে বিদ্বানগণের মধ্যে দ্বিমত নেই। মহানবী আরো বলেন, যে ব্যক্তি ছালাতে জুম'আর এক রাক'আত পেয়ে গেল সে ছালাতে জুম'আ পেয়ে গেল' (আল-ফিকহুল ইসলামী.... ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭৩; ইবনু মাজাহ 'জুম'আর অপরিহার্যতা' অধ্যায়, পৃঃ ৭৮।

ইমাম তিরমিযী বলেন, অধিকাংশ বিদ্বান ছাহাবী ও অন্যান্য পণ্ডিতগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি ছালাতে জুম'আর এক রাক'আত পাবে, সে তার সাথে দ্বিতীয় রাক'আত পড়ে ছালাত পূর্ণ করবে। আর যে ব্যক্তি ইমামের তাশাহহুদে বসে থাকা অবস্থায় ছালাতে শামিল হবে, সে (দু'রাক'আত না পড়ে) চার রাক'আত পড়বে'। এই মত সুফিয়ান ছওরী, ইবনুল মুবারক, শাফেঈ, আহমাদ ও ইসহাকের। -তিরমিযী 'যে ব্যক্তি জুম'আর এক রাক'আত পেল' অধ্যায় ১ম খণ্ড পৃঃ ১১৮। জমহুর ওলামার অভিমতও তাই। -আল-ফিকহুল ইসলামী....২য় খণ্ড পৃঃ ১৭৩।

বুঝা গেল যে, ছালাতে জুম'আর এক জামা'আত শেষ হ'তেই ছালাতে জুম'আ আদায়ের অবকাশ শেষ হয়ে যায়। ফলে অবহেলা ক্রমে হোক বা অসুবিধার কারণে হোক পুনরায় একই স্থানে জুম'আর জামা'আত হিসাবে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা বিধি সম্মত নয়। বরং একবার জাম'আত হয়ে গেলে এরপর যোহর হিসাবে চার রাক'আত পড়াই বিধি সম্মত। প্রথম জামা'আতেই যতদূর সম্ভব মুছল্লী শামিল হয়ে ছালাতে জুম'আ আদায় করবে এবং যারা বাকী থেকে যাবে, তারা যোহর হিসাবে চার রাক'আত ছালাত আদায় করবে। যেমনটি মসজিদে মুছল্লী সংকুলান না হওয়ার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে এবং যে বিষয়ে বিদ্বানগণের মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। -আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ২য় খণ্ড পৃঃ ৩১৪।

প্রশ্ন (১০/৪৫)ঃ আযান ও একামতের সময় 'মুহাম্মাদ' নাম শুনে কি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতে হবে? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বিস্তারিত জানতে চাই।

আবুল ফযল মোল্লা
সাং- আগড়া কুণ্ডা
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ আযান ও এক্বামতের সময় 'মুহাম্মাদ' নাম শুনে 'ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলতে হবে না। বরং শ্রোতাকে এক্বামতের সাথে সাথে ঐ শব্দগুলি বলতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আছ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমরা মুয়াযযিনকে আযান দিতে শুনো, তখন তোমরা সে যা বলে তার অনুরূপ বল। অতঃপর আমার উপর দরূদ পড়। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তার উপর ১০ বার রহমত করেন। তারপর আমার জন্য আল্লাহর নিকটে 'ওয়াসীলা' চাও। আর তা হচ্ছে জান্নাতের একটি উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্থান। যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্য হ'তে একজন ব্যতীত কারো জন্য উপযোগী নয়। আমি আশা করি আমিই হব সেই বান্দা। আর যে ব্যক্তি আমার জন্য 'ওয়াসীলা' চাইবে তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে যাবে। -মুসলিম, মিশকাত ৬৪ পৃঃ।

প্রকাশ থাকে যে, 'হাইয়া 'আলাছ ছালাহ' ও 'হাইয়া 'আলাল ফালাহ' বলার সময় শ্রোতাকে 'লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলতে হবে। -মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৮।

প্রশ্ন (১১/৪৬)ঃ 'মাসিক মদীনা' মে ১৯৯৬ সংখ্যায় প্রশ্নোত্তর পর্বের ৩০ নম্বর প্রশ্নোত্তরে দেখলাম স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী তাকে গোসল দিতে পারে না। তবে স্ত্রী স্বামীকে প্রয়োজনে গোসল দিতে পারে। কুরআন ও হাদীছের আলোকে সঠিক উত্তর জানার প্রত্যাশায় রইলাম।

মুহাম্মাদ রশীদুল ইসলাম
শোলাগাড়ী আলিম মাদরাসা
কোচা শহর ,গোবিন্দগঞ্জ
গাইবান্ধা।

উত্তরঃ এবিষয়ে সঠিক উত্তর হ'ল এই যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়কে গোসল দিতে পারে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা আমি মাথায় ব্যথা অনুভব করলে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেন, যদি তুমি আমার পূর্বে মৃত্যুবরণ কর, তাহ'লে আমি তোমার প্রতি লক্ষ্য রাখব, তোমাকে গোসল দিব, তোমাকে কাফন পরাব, তোমার জানাযা পড়ব এবং দাফন করব। - ইবনু মাজাহ 'জানায়েয' অধ্যায়, ১০৫ পৃঃ সনদ ছহীহ। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি এখন যা বুঝলাম যদি তা পূর্বে বুঝতাম, তাহ'লে রাসূল ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর স্ত্রী ব্যতীত অন্য কেউ তাঁকে গোসল দিত না'। -ইবনে মাজাহ 'জানায়েয ' অধ্যায় ১০৫ পৃঃ সনদ ছহীহ। হাদীছ দু'টি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী তাকে গোসল দিতে পারে এবং স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী তাকে গোসল দিতে পারে।

প্রশ্ন (১২/৪৭)ঃ ***বর্তমানে দেখা যায় ছেলে ছালাত আদায় করে। কিন্তু পিতা আদায় করেন না। এমতাবস্থায় ঐ পিতাকে কি করতে হবে? বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে? না বাড়ী থেকে নিজেই চলে যেতে হবে? দলীল ভিত্তিক উত্তর দানে বাধিত করবেন?***

মুহাম্মাদ যিয়াউল হক
আখেরীগঞ্জ, ভগবান গোলা
মুর্শিদাবাদ, পঃ বঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ পিতার উপরে ছেলের কোন কর্তৃত্ব নেই। সে দ্বীনের পথে পিতাকে ফিরিয়ে আনার সাধ্যমত চেষ্টা করবে। যদি পিতা উপদেশ গ্রহণ না করেন, তবুও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবেনা বরং তার সাথে বাহ্যিক সদাচরণ করতে হবে। - লোকমান ১৫। সম্ভব হ'লে তার সাথে পৃথক হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কেননা মুমিন ও কাফিরের মধ্যে পার্থক্যকারী বিষয় হ'ল ছালাত। -মুসলিম 'ঈমান' অধ্যায়।

প্রশ্ন (১৩/৪৮)ঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর ইসলামী বিপ্লব করার কর্মসূচী আছে কি? যদি থাকে তাহ'লে তারা কিভাবে তা বাস্তবায়ন করতে চায়?

-মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ
চাতরা ইসলামিক কালচারাল ইনস্টিটিউট
শিবগঞ্জ, চাপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' সত্যিকার অর্থেই একটি খাঁটি ইসলামী আন্দোলন। এই বিপ্লবী আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হ'ল আক্বীদা ও আমলের সংস্কারের মাধ্যমে এমন একটি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা **যেখানে থাকবে না প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ; থাকবে না ইসলামের নামে কোনরূপ মাযহাবী সংকীর্ণতাবাদ**। আর এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন কল্পেই আন্দোলনের সকল কর্মসূচী প্রণীত। যা দাওয়াত ও জিহাদের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে ইনশাআল্লাহ।

এখানে 'দাওয়াত' বলতে সংগঠনের গৃহীত কর্মসূচীর মাধ্যমে নিখুঁতভাবে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র বিধান সকলের নিকট তুলে ধরে তার প্রতি মানুষকে আহবান জানানো বুঝায়। আর 'জিহাদ' বলতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র অভ্রান্ত সত্য প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো এবং কোনরূপ সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রচলিত প্রথার চাপের মুখে নতি স্বীকার না করাকে বুঝায়।

প্রকাশ থাকে যে, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' একদিকে যেমন পাশ্চাত্য ধারার সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী নয় এবং রাজনীতির নামে তার সাথে কোনরূপ আপোষেও রাযী নয়। অন্য দিকে তেমনি **'আমর বিল মা'রূফ ও নাহি আনিল মুনকার'** -এর পথ পরিহার করে শুধু কতিপয় ভেজাল দো'আ ও আমলের 'ফাযায়েল' প্রচারে সীমাবদ্ধ থেকে তাবলীগের দায়িত্ব শেষ করাকে যথেষ্ট মনে করে না। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' আপোষহীন ভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিমূলে অটল থেকে ব্যক্তির আক্বীদা ও আমলের পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজের সার্বিক ও স্থায়ী পরিবর্তন ঘটাতে চায়। কেননা ব্যক্তির আক্বীদা-আমল ও চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন ব্যতীত স্থায়ীভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্ভব নয়।

এ আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হ'লে 'আন্দোলন' কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্র-পত্রিকা পাঠের আবেদন রইল।

প্রশ্ন (১৪/৪৯)ঃ ছালাত শেষে বসার পদ্ধতি কি? মসজিদে ফরয ছালাত শেষে মুক্তাদীদেরকে নিয়ে ইমাম দুই হাত তুলে মুনাজাত করবেন আর মুক্তাদীগণ 'আমীন' 'আমীন' বলবেন, শরীয়তে এর অনুমতি আছে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

আবুল ফযল মোল্লা
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ (ক) ছালাত শেষে ইমাম সরবে একবার 'আল্লাহু আকবার' ও তিন বার 'আসতাগফিরুল্লাহ' বলে ডানে অথবা বামে কিংবা সরাসরি মুক্তাদীগণের দিকে ফিরে বসবেন। - বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'ছালাতের বিবরণ' অধ্যায় হা/৯৪৪-৪৬। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সালাম ফিরানোর পরে 'আল্লা-হুম্মা আনতাস সালাম............ওয়াল ইকরাম' পড়া পর্যন্ত বসতেন। -তিরমিযী তোহফা সহ হা/২৯৭। উক্ত সময়টুকু পর্যন্ত শেষ বৈঠকের ন্যায় বসার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তী বসার পদ্ধতি সম্পর্কে স্পষ্ট কোন প্রমাণ নেই। ইমাম ও মুক্তাদী এ সময় নিজের সুবিধা মত বসে তাসবীহ-তাহলীল ও যিক্র-আযকার করবে। কারণ সালাম ফিরানোর পরে ছালাতে যা কিছু হারাম ছিল, তা মুছল্লীর জন্য হালাল হয়ে যায়। -আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত 'ত্বাহারৎ' অধ্যায় হা/৩১২; ঐ, 'ছালাত' অধ্যায় হা/৭৯১।

(খ) ফরয ছালাতের শেষে সালাম ফিরানোর পরে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিত ভাবে হাত উঠিয়ে প্রচলিত মুনাজাত পদ্ধতিটি ধর্মের নামে একটি নতুন সৃষ্টি। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম হ'তে এর পক্ষে ছহীহ বা যঈফ সূত্রে কোন প্রমাণ নেই। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন-

* ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ), মজমূ'আ ফাতাওয়া, ২২ খণ্ড ৫১৯ পৃঃ (ফিকহ- ছালাত খণ্ড)।
* হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ), যাদুল মা'আদ, ১ম খণ্ড ৯৩ পৃঃ।
* আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, মজমূ'আ ফাতাওয়া, ১ম খণ্ড ১৬১ পৃঃ।
* ওবায়দুল্লাহ রহমানী মুবারকপুরী, মাসিক মুহাদ্দিছ (বেনারস থেকে প্রকাশিত) জুন '৮২ সংখ্যা।
* আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী, ফায়যুল বারী, ২য় খণ্ড ১৬৭ পৃঃ।
* মুফতী ফয়যুল্লাহ হাটহাযারী, 'ফাতাওয়া মুনাজাত বা'দাছ ছালাওয়াত'।
* মুহাম্মাদ ইকবাল কীলানী (বাদশা সঊদ বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়ায) কিতাবুছ ছালাত, পৃঃ ৯৮।
* মুফতী মুহিব্বুদ্দীন (সাং কাযীর জোড় পুকুরিয়া, পোঃ আশার কোটা, লাঙ্গলকোট, কুমিল্লা; প্রকাশকঃ ওলামা কল্যাণ পরিষদ, বৃহত্তর নোয়াখালী), 'ফরজ নামাজের পর সম্মিলিত মুনাজাত'।
* ডঃ ছালেহ বিন গানেম আস-সাদলান, ছালাতুল জামা'আহ, পৃঃ ১৯৩।

আরো দেখুন- মাসিক আত-তাহরীক, ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী '৯৮, প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ৩/৪৬।

প্রশ্ন (১৫/৫০)ঃ পরিবহনে ছালাত আদায় করার শারঈ বিধান কি? ট্রেনে ভ্রমণের সময় আশেপাশে বা সামনের সিটে পুরুষ বসে থাকাবস্থায় মহিলা ছালাত আদায় করতে পারবে কি? কিভাবে করবে? দলীল সহ উত্তর পাওয়ার প্রত্যাশায় থাকলাম।

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান
সাং- রাজপুর,
সোনাবাড়ীয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ পরিবহনে ছালাত আদায় করা যায়। কেননা মহানবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নৌকায় কিরূপে ছালাত আদায় করতে পারি এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হ'লে তিনি বলেন, ডুবে যাওয়ার ভয় না থাকলে দাঁড়িয়ে (রুকূ ও সিজদা সহ) ছালাত আদায় কর। -দারা কুতনী, হাকেম, নায়ল ১ম খণ্ড ২য় অংশ 'নৌকায় দাঁড়িয়ে ছালাত' অধ্যায় পৃঃ ১৪৩; ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড পৃঃ ২৪৭। উল্লেখ্য যে, ট্রেন ও নৌকা দু'টিই যেহেতু পরিবহন, সুতরাং উভয়েরই বিধান এক। উক্ত হাদীছ দ্বারা এটাও সাব্যস্ত হ'ল যে, নিরুপায় অবস্থা ব্যতীত যেমন ডুবে যাওয়ার ভয়, রুকূ-সিজদার জায়গা না থাকা, কিবলা ঠিক রাখা সম্ভব না হওয়া ইত্যাদি ব্যতীত সাধারণ অবস্থায় ছালাত আদায়ের মতই ছালাত আদায় করতে হবে। ট্রেনে ছালাত আদায়ে নারী-পুরুষে কোন তফাৎ নেই। কোন ব্যক্তি (নারী বা পুরুষ) যদি আশেপাশে কিংবা সামনে বসে থাকে, তাতে ছালাতের কোন অসুবিধা নেই। মুছল্লী সামনে একখানি 'সুত্রা' রেখে দিয়ে ছালাত আদায় করবে। কেননা মহানবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদগাহে সামনে বল্লম দিয়ে সুত্রা করে ছালাত আদায় করতেন এবং জীব-জন্তু সুত্রার বাহির দিয়ে যাতায়াত করত। -বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'সুত্রা' অধ্যায়।।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী '৯৯

পরিণত করে ফেলেছেন। ফলে চট্টগ্রাম মহানগরী আজ কবর ও মাযারের নিরাপদ ও বিনা পূঁজির ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। অন্যদিকে আরাকানী মুসলমানরা আজ বৌদ্ধ অধ্যুষিত অত্যাচারী মায়ানমার সরকার কর্তৃক নির্যাতিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে জিহাদী মনোভাব নিয়ে শির্ক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে এবং ইসলামের নির্ভেজাল আদি রূপকে জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে অংশগ্রহণ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর অন্যতম শুরা সদস্য আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক আগ্রাবাদ শাখার সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট এস, এ, এম, হাবীবুর রহমান, ঝাউতলাস্থ আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক প্রমুখ।

সাক্ষাত মৃত্যুর হাত থেকে সপরিবারে বেঁচে গেলেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ১০ দিন ব্যাপী ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটে সাংগঠনিক সফর শেষে গত ২৬শে ডিসেম্বর'৯৮ ঢাকা থেকে কোচ যোগে সপরিবারে রাজশাহী ফেরার পথে সিরাজগঞ্জের বালুকুল নামক স্থানে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হন। তিনটি কোচ সমন্বিত এই দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই ২৩ জন নিহত ও শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আতের কোচ সমন্বিত এই এক্সিডেন্ট-এর খবর শুনে সিরাজগঞ্জ যেলা সংগঠনের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যান। অতঃপর তারা তাঁকে দুর্ঘটনাস্থল থেকে কামারখন্দ নিয়ে যান। সেখানে তিনি সিরাজগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব রফীকুল ইসলামের বাড়ীতে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন। এদিকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক রেযাউল করীম টেলিফোনে দুর্ঘটনার সংবাদ শুনে মাইক্রো নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যান এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও তাঁর পরিবার রাত সাড়ে ১০ টায় রাজশাহী পৌঁছেন। বর্তমানে তিনি ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠছেন। ফালিল্লা-হিল হাম্‌দ।

[প্রকাশ থাকে যে, আমীরে জামা'আত ও তাঁর পরিবার তুলনামুলকভাবে সামান্যই আঘাত পেয়েছেন। এমনকি তাঁদের মাল-সামানেও কেউ হাত দেয়নি। অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়ায় এবং জানে-মালে সপরিবারে হেফাযত করায় আমরা আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করছি'। -সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৫১)ঃ কেহ যদি মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ চায়, তাবে সম্মিলিত ভাবে দো'আ করা যাবে কি? এবং ছালাত শেষে নিজেদের গুনাহ স্মরণ করে আল্লাহ্‌র কাছে সম্মিলিত ভাবে হাত উঠিয়ে দো'আ করা যাবে কি?।

-নূরুল ইসলাম
গ্রামঃ বুইতা, ডাকঃ বাটরা,
থানাঃ কলারোয়া
যেলাঃ সাতক্ষীরা।
ও
তাজুল ইসলাম
নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির জন্য সম্মিলিত ভাবে দো'আ করা নবী করীম (ছাঃ) ও সালাফে ছালেহীন থেকে বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত নয়। অতএব মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ চাওয়া হ'লে সম্মিলিত ভাবে না করে প্রত্যেকে একাকী দো'আ করবেন।

নবী করীম (ছাঃ) মৃত ব্যক্তির দাফন কার্য সম্পাদনের পর তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে উপস্থিত লোকদেরকে এই বলে নির্দেশ দিতেন-'তোমরা তোমাদের (সদ্য মৃত) ভাইয়ের জন্য ক্ষমা চাও এবং সে যেন (প্রশ্নের জওয়াব দানে) দৃঢ় থাকে, সেজন্য প্রার্থনা কর'। *-আবূদাউদ, ইবনু মাজাহ, নায়লুল আওত্বার 'জানাযা' অধ্যায়; 'মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ' অনুচ্ছেদ; ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৬৯।* ছালাত শেষে সম্মিলিত ভাবে হাত উঠিয়ে দো'আ করা নবী করীম (ছাঃ) ও সালাফে ছালেহীন থেকে প্রমাণিত নয়। অনুরূপভাবে ছালাত শেষে একাকী হাত উঠিয়ে দো'আ করার নিয়মও নবী করীম (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব এগুলি বর্জনীয়।

প্রশ্ন (২/৫২)ঃ মহিলারা জানাযার ছালাত আদায় করতে পারে কি? যদি পারে, তবে কিভাবে আদায় করবে?

-মুহাম্মাদ আশেক আলী
সাং বাজে ধনেশ্বর
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ মহিলাগণ জানাযার ছালাত আদায় করতে পারবেন। তারা একাকী কিংবা পুরুষের জামা'আতের সাথেও

পড়তে পারেন।

জামা'আতের সাথে পড়ার দলীলঃ হযরত উমর (রাঃ) উৎবা-র জানাযা পড়ার জন্য উম্মে আব্দুল্লাহ্‌র অপেক্ষা করেছিলেন। *-সাইয়েদ সাবিক্ব, ফিকহুস সুন্নাহ 'জানাযা' অধ্যায়, ১ম খণ্ড পৃঃ ২৮২।*

একাকী পড়ার দলীলঃ সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন আয়েশা (রাঃ) বলেছিলেন, 'তোমরা তাকে মসজিদে প্রবেশ করাও, যাতে আমি তার উপর ছালাতে জানাযা আদায় করতে পারি'। *-মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৫৬, 'জানাযা' অধ্যায়; 'জানাযা নিয়ে চলা ও তার উপর ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ।*

প্রশ্ন (৩/৫৩)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা বড় জামা'আতের পায়রবী কর'। এক্ষণে যখন চার মাযহাব ব্যতীত অন্য সমস্ত মাযহাব অতি ক্ষুদ্র, তখন চার মাযহাবের পায়রবীতেই নবী করীম (ছাঃ)-এর উক্ত হুকুম পালন সম্ভব হবে। নচেৎ গোমরাহ ও ভ্রষ্ট দলে পড়তে হবে (ছাইফুল মাযাহেব ১২১ পৃঃ)। 'যে উহা হতে দূরে সরবে, সে জাহান্নামে পতিত হবে' (ঐ, ৪০ পৃঃ)। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দৃষ্টিতে বড় জামা'আতের অর্থ কি জানতে চাই।

- মুহাম্মাদ মুর্তযা
সাং রায়দৌলতপুর
কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রথমতঃ 'ছাইফুল মাযাহেব' বইয়ে সঙ্কলিত হাদীছটি অত্যন্ত যঈফ। *-দেখুনঃ আলবানী, মিশকাত ১/৬২ পৃঃ হাদীছ নং ১৭৪ ও তার টীকা।*

দ্বিতীয়তঃ হাদীছটি পবিত্র কুরআন -এর নিম্নোক্ত আয়াতটির বিরোধী। যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, 'যদি আপনি অধিকাংশ জগদ্বাসীর অনুসরণ করে চলেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্‌র পথ হ'তে বিচ্যুত করে দেবে। তারা তো শুধু কল্পনার অনুসরণ করে ও অনুমান ভিত্তিক কথা বলে' (আন'আম ১১৬)।

তৃতীয়তঃ উক্ত হাদীছটি নিম্নোক্ত ছহীহ হাদীছেরও বিরোধী। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ইসলাম স্বল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে অপরিচিত অবস্থায় সূচনা লাভ করেছিল এবং অচিরেই সে অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে। অতএব সুসংবাদ সেই স্বল্পসংখ্যক লোকের জন্য'। *-মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৯ 'ঈমান' অধ্যায়; 'কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ় ভাবে ধারণ করা' অনুচ্ছেদঃ।*

এক্ষণে তর্কের খাতিরে কিছুক্ষণের জন্য উক্ত বইয়ের হাদীছটিকে ছহীহ মেনে নিলেও এতে চার মাযহাবকে বড় জামা'আত ঘোষণার কোন দলীল নেই এবং তা দ্বারা চার মাযহাবের পায়রবী করাও বুঝায় না।

কারণ প্রথমতঃ চার মাযহাব একটি দল নয়, বরং চারটি দল। দ্বিতীয়তঃ চার মাযহাব ৪র্থ শতাব্দীর নিন্দিত যুগে সৃষ্টি। এর বহু পূর্বেই ছাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণযুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। আর ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আত ছিল প্রকৃত অর্থে বড় জামা'আত। তৃতীয়তঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'হক-এর অনুসারী দলই বড় দল, যদিও তুমি একাকী হও'। *-ইবনু আসাকির সনদ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত ১/৬১ পৃঃ টীকা নং ৫।*

অতএব যারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী তারাই প্রকৃত অর্থে হক পন্থী এবং তারাই হ'ল বড় দল। আর তাঁরা হ'লেন- সালাফে ছালেহীন ও আয়েম্মায়ে মুহাদ্দেছীন এবং তাদের অনুসারী প্রকৃত আহলেহাদীছগণ।

প্রশ্ন (৪/৫৪)ঃ আমার আব্বা ও আম্মার মৃত্যুর পর ইমাম ছাহেব জানাযার ছালাত পড়ানোর সময় আমাকে তাঁদের ক্বাযা ছালাত আদায় করার জন্য দায়িত্ব অর্পন করেন এবং আমি উক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করি। এখন আমার প্রশ্নঃ আমি কিভাবে উক্ত ক্বাযা ছালাত আদায় করব? কুরআন ও হাদীছের আলোকে সমাধান দিলে খুশী হব।

-মুহাম্মাদ ইয়াদ আলী মোল্লা
গ্রামঃ বহরমপুর
জিপিও - ৬০০০
রাজশাহী।

উত্তরঃ ইমাম ছাহেব আপনাকে ক্বাযা ছালাত আদায় করার দায়িত্ব দিলেন আর আপনি তা গ্রহণ করলেন। প্রশ্ন হওয়া উচিৎ ছিল যে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ হ'তে ছালাত আদায় করা যাবে কি-না?

যাই হোক মৃত ব্যক্তির অছিয়ত ও নযর পুরণ করার ব্যাপারে হাদীছ পাওয়া যায়। এমনিভাবে দো'আ ও ছাদাক্বা জায়েয হবার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। কিন্তু ছালাত ও ছিয়াম যদি তা অছিয়ত বা নযর না হ'য়ে থাকে তাহ'লে মৃতের পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে, এর কোন দলীল পাওয়া যায় না। আব্দুল্লাহ বিন ওমর বলেন, 'কেউ কারু পক্ষ থেকে ছালাত ও ছিয়াম আদায় করতে পারে না'। *-মুওয়াত্ত্বা পৃঃ ৯৪; নাসাঈ, আলবানী, মিশকাত 'ক্বাযা ছওম' অনুচ্ছেদ, হা/২০৩০, ফাৎহুল বারী ১১/১১৫ পৃঃ।* অবশ্য মানতের ছিয়াম থাকলে সে কথা আলাদা।

প্রশ্ন (৫/৫৫)ঃ ওয়াক্‌ফ লিল্লাহ কৃত বই, যার গায়ে লেখা থাকে 'বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য', ঐ বই বিক্রয় করে অর্থোপার্জন করা যাবে কি?

-কামাল আহমাদ
২০ আব্দুল আযীয রোড কাযীপাড়া,
যশোর-৭৪০০।

উত্তরঃ ওয়াক্‌ফ কৃত বই বিক্রি করা যাবে না এবং এই পন্থায় কোন অর্থ উপার্জন করাও বৈধ নয়। কেউ বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করলে তা অবৈধ বা হারাম হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এক মুসলমানের জন্য আরেক মুসলমানের উপরে হারাম হ'ল তার ইয্‌যত, মাল ও রক্ত...'। *-আলবানী, ছহীহ তিরমিযী হা/১৫৭২।* অন্য হাদীছে এরশাদ হয়েছে, 'তোমরা যুলম করো না। সাবধান! খুশীমনে দেওয়া ব্যতীত এক জনের মাল অন্য জনের জন্য হালাল নয়' *-বায়হাক্বী, দারাকুৎনী, আলবানী, ছহীহ জামে ছগীর হা/৭৬৬২; ঐ, ইরওয়াউল গালীল হা/১৪৫৯।*

প্রশ্ন (৬/৫৬)ঃ আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করার কারণ কি? আল্লাহ তা'আলা তো ইচ্ছা করলে মুহূর্তের মধ্যেই সৃষ্টি করতে পারতেন। এর কতটুকু কুরআন ও হাদীছে পাওয়া যায় বিস্তারিত জানালে উপকৃত হব।

-বাক্বী বিল্লাহ
সোনাবাড়িয়া
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হল, শরীয়তের যেকোন আদেশ-নিষেধ শিরোধার্য করা। ঐ আদেশ-নিষেধ প্রবর্তনের কারণ জানা আবশ্যক নয়। বরং তা মাথা পেতে মেনে নেয়াই আবশ্যক। মুমিনের পরিচয় প্রসংগে আল্লাহ বলেন, 'মুমিনের কথা হ'ল এই যে, যখন তাদের মধ্যে ফায়ছালার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাদেরকে আহ্বান করা হয়, তখন তারা বলে যে, আমরা শুনলাম ও মান্য করলাম' (নূর ৫১)।

আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী ছয়দিনে সৃষ্টি করার রহস্য নবী করীম (ছাঃ) -এর পক্ষ থেকে আমরা অবগত হ'তে পারিনি। তবে কোন কোন তাফসীরকার এর কারণ দর্শিয়েছেন নিম্নভাবে-

১- ইমাম কুরতুবী বলেন, সপ্তাকাশ ও যমীনকে মুহূর্তের মধ্যে সৃজনে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও মহান আল্লাহ ছয়দিনে সৃষ্টি করেছেন বান্দাদেরকে নম্রতা ও সকল কিছু ধীর স্থিরতার মাধ্যমে সম্পাদন করার শিক্ষাদানের জন্য। *-তাফসীরে কুরতুবী ৭ম খণ্ড ১৪০ পৃঃ।*

২- সাঈদ বিন জুবায়ের এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আল্লাহ তা'আলার মহাশক্তি নিঃসন্দেহে এক নিমিষে সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু মানুষকে বিশ্ব ব্যবস্থা পরিচালনায় ধারাবাহিকতা ও কর্ম পক্বতা শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে এতে ছয়দিন ব্যয় করা হয়েছে। *-মা'আরেফুল কুরআন, পৃঃ ৪৪৫।*

৩- ছয়দিনে এজন্যই সৃষ্টি করেছেন যে, আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যেকটি বস্তুর একটি সময় সীমা (নির্দিষ্ট মেয়াদ) আছে। *-কুরতুবী ও শাওকানী দ্রষ্টব্য; তাফসীরে কুরতুবী (৭/১৪০); ডঃ মুহাম্মাদ সুলাইমান আব্দুল্লাহ, যুবদাতুত্‌ তাফসীর পৃঃ ২০১, এহয়াউত্‌তুরাস কুয়েতঃ কর্তৃক মুদ্রিত।*

প্রকাশ থাকে যে, আসমান-যমীন সৃষ্টির উক্ত কারণগুলি অনুমান মাত্র। এজন্যই প্রখ্যাত তাফসীরবিদ আবূ হাইয়ান বলেন, আল্লাহ্‌র সৃষ্টি করা এক মুহূর্তে অথবা দীর্ঘ সময় ধরে এতে তাঁর কুদরতের দিক থেকে কোনই পার্থক্য নেই। এর কারণ দর্শানো, যেমন কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন, তা দলীল বিহীন কথা। সুতরাং আমরা এর উল্লেখ করে স্বীয় কিতাব মসীলিপ্ত করতে চাই না। মহান আল্লাহ একক ভাবে এ বিষয়ে জ্ঞান রাখেন। *-আল বাহরুল মুহীত্ব (প্রথম সংস্করণ ১৪১৩ হিঃ/ ১৯৯৩ খৃঃ) ৪র্থ খণ্ড ৩০৯ পৃঃ।*

প্রশ্ন (৭/৫৭)ঃ এক দম্পতির একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করার দুই বৎসরের মধ্যে স্বামী কর্তৃক স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা হয়। তখন স্ত্রী কন্যা সন্তানটি নিয়ে তার বাপের বাড়ীতে চলে আসে। কিছুদিন পর মহিলাটির দ্বিতীয় বিয়ে হয়। কন্যা সন্তানটিও ২য় স্বামীর বাড়ীতে লালিত-পালিত হ'তে থাকে এবং মাঝে মধ্যে নিজ পিতার বাড়ী যাতায়াত করতে থাকে। এমনি করে কন্যা সন্তানটি বাবালিকা হয়ে উঠে। তখন তার বিয়ে পড়ানোর সময় যদি নিজ পিতার নাম উল্লেখ না করে যিনি লালন-পালন করেছেন তার নাম উল্লেখ করে বিয়ে পড়ানো হয়, তবে তা শরীয়ত সম্মত হবে কি? কুরআন-হাদীছের আলোকে সঠিক উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নান
মৌভাষা খলীফার বাজার
রংপুর।

উত্তরঃ মেয়ের বিবাহ পড়ানোর সময় মেয়ের পিতার নাম উল্লেখ করাই শরীয়ত সম্মত। তবে মেয়ের পিতার নাম উল্লেখ না করে শুধু মেয়ের নাম উল্লেখ করলেও বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। *-আবুদাউদ, আদ্দারারিল মাযিইয়াহ পৃঃ ১৭৫ (জমঈয়তে এহইয়াউত্‌তুরাস আল-ইসলামী কর্তৃক ছাপা)।* এমনকি মেয়ের নাম উল্লেখ না করে বড় মেয়ে, ছোট মেয়ে ইত্যাদি গুণ উল্লেখ করলেও বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে শর্ত হ'ল, ঐ অবস্থায় বরের নিকট কিংবা বরের অভিভাবকের নিকট পাত্রীর পূর্ণ

পরিচিতি থাকতে হবে। হযরত শু'আইব (আঃ) মূসা (আঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই...' (ক্বাছাছ ২৭)।

নবী করীম (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে বলেছিলেন, (যার নিকটে বিয়ের মোহর দেয়ার মত কিছুই ছিলনা। তবে কুরআন শরীফের কিছু সূরা জানা ছিল) 'তোমার সাথে মেয়েটির বিবাহ দিয়ে দিলাম কুরআন -এর সূরা হ'তে যা তোমার কাছে আছে তার বিনিময়ে'। *-বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩২০২ 'বিবাহ' অধ্যায়; 'মোহর' অনুচ্ছেদ।*

প্রশ্ন (৮/৫৮)ঃ কবর পাকা করা হারাম। কিন্তু আমাদের গ্রামে একটি গোরস্থান আছে বেড়াবিহীন। ফলে গরু, ছাগল, মানুষ সেখানে গিয়ে পেশাব পায়খানা করে। আমি উহা সংরক্ষণের জন্য কবরস্থানের চার পাশে পাকা করার ইচ্ছা করেছি। ছহীহ হাদীছ মুতাবেক এরূপ করা চলবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ডাঃ আব্দুছ ছামাদ
অধ্যক্ষ, বগুড়া হোমিওপ্যাথিক
মেডিকেল কলেজ, বগুড়া।

উত্তরঃ সংরক্ষণের জন্য গোরস্থানের চার পার্শ্বে পাকা করা বা বেড়া দেওয়া শরীয়ত সম্মত। তবে বিশেষ একটি কবরকে কেন্দ্র করে নয়। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন, কবরে চুনকাম করতে, এর উপর লিখতে এবং একে পায়ে পদদলিত করতে। *- আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আলবানী, মিশকাত, হাদীছ ছহীহ, হাঃ/১৭০৯।*

উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কবরের উপর দিয়ে চলাফেরা করা অনুচিত। সুতরাং গোরস্থানের চারপার্শ্বে পাকা করা বা অন্য কিছু দিয়ে বেড়া দেওয়া জায়েয।

প্রশ্ন (৯/৫৯)ঃ ভ্রুর চুল উঠালে কি গুনাহ হবে? কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বি, এ (অনার্স) ইংরেজী,
সরকারী আযীযুল হক বিশ্বঃ কলেজ, বগুড়া।

উত্তরঃ আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে পরিবর্তন করা কবীরাহ গুনাহ। এরূপ পরিবর্তন কারীর উপরে আল্লাহ পাক লা'নত করেছেন। তবে চুল কাটা, নখ কাটা ইত্যাদি যেগুলো সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ এসেছে সেগুলি ব্যতিরেকে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেন এমন সব নারীর উপর যারা অপরের অঙ্গে উল্কি করে এবং নিজের অঙ্গেও করায়, যারা কপাল বা ভ্রুর চুল উপড়িয়ে ফেলে, যারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁত সরু ও এর ফাঁক বড় করে এবং যারা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে পাল্টিয়ে দেয়'। এসময় জনৈকা মহিলা ইবনে মাসউদের নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, আমি শুনতে পেলাম আপনি নাকি এমন এমন নারীদের লা'নত করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি কেন তাদের উপর লা'নত করব না যাদের উপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লা'নত করেছেন?....। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'পোষাক' অধ্যায় হা/৪৪৩১।* অনেকে চুল কাটা ও উপড়ানোকে পৃথক মনে করে এবং সে দৃষ্টিকোণ থেকে ভ্রুর চুল উপড়ানো নিষেধ হলেও কাটাকে জায়েয মনে করেন। এটি ঠিক নয়। কারণ দু'টির ফলাফল এক।

প্রশ্ন (১০/৬০)ঃ জানাযার ছালাতে আরবীতে নিয়ত করতে হবে না বাংলায়? যদি আরবীতে করতে হয়, তাহ'লে বাংলায় আরবী নিয়তটি লিখে প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

-ছাইফুল ইসলাম
টেলিফোন এক্সচেঞ্জ
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ সকল শুভ কাজের শুরুতে নিয়ত করা যরূরী (মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/১)। নিয়ত অর্থ- সংকল্প করা। জানাযার ছালাতে হোক বা অন্য কোন ছালাত বা ইবাদতে হোক, মুখে আরবী বা বাংলায় নিয়ত পড়া বিদ'আত। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ কখনোই নিয়ত উচ্চারণ করেননি।

জানাযার সময় ইমাম ছাহেবরা মুছল্লীদেরকে নিয়ত পড়ার জন্য মুখে যে আরবী নিয়ত শুনিয়ে থাকেন, তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। বরং মুছল্লীদেরকে জানাযার দো'আ মুখস্ত করানো উচিত।

প্রশ্ন (১১/৬১)ঃ বর্তমানে বাজারে রং-বেরংয়ের জায়নামায পাওয়া যায়। সেগুলিতে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা বুঝিয়ে দিলে উপকৃত হব।

-ওবায়দুল ইসলাম
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ একাগ্রতা বিনষ্ট হওয়ার আশংকা না থাকলে এরূপ জায়নামাযে ছালাত আদায় করা জায়েয। তবে একাগ্রতা বিনষ্টের আশংকা থাকলে এ ধরণের জায়নামায পরিত্যাগ করা ভাল। যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি চাদরে ছালাত আদায় করলেন, যাতে কিছু চিহ্ন ছিল। তিনি সেই চিহ্নের দিকে একবার নযর করলেন এবং ছালাত শেষ করে বললেন, চাদরটি প্রদানকারী আবু জাহ্‌মের নিকট নিয়ে যাও এবং তার 'আম্বেজানিয়া'টি (এক প্রকার চিহ্ন বিহীন কাপড় যা শামদেশে তৈরী হ'ত) নিয়ে এসো। কেননা এটি এখনই আমাকে আমার

ছালাতে একাগ্রতা হতে বিরত রেখেছিল। *-বুখারী, মুসলিম।* বুখারীর অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমি এর চিহ্নের দিকে নযর করছিলাম। অথচ তখন আমি ছালাতে। সুতরাং আমার ভয় হচ্ছে এটি আমাকে গোলমালে ফেলবে। *-মিশকাত 'ছালাত' অধ্যায়; 'সতর' অনুচ্ছেদঃ হা/৭৫৭।* উক্ত হাদীছ হতে বুঝা যায় যে, এর ফলে ছালাত নষ্ট হবে না। তবে ছালাতে এমন কোন জিনিষ ব্যবহার করা উচিৎ নয় যা ছালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট করে।

প্রশ্ন (১২/৬২)ঃ ***আমাদের এলাকায় বিবাহ পড়ানোর সময় মসজিদের খত্বীব বা কোন মোল্লাকে দেখা যায় দর কষাকষি করে বর পক্ষের নিকট থেকে টাকা আদায় করে। এরূপ দর কষাকষি শরীয়তে বৈধ কি? অথবা যদি বর পক্ষ স্বেচ্ছায় কিছু টাকা-পয়সা প্রদান করে, তাহ'লে কি তারা তা গ্রহণ করতে পারে? ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।***

-মমতাজ বিবি
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ এরূপ টাকা আদায় ঠিক নয়। তবে স্বেচ্ছায় টাকা-পয়সা প্রদান করলে তা গ্রহণ করতে পারে। হযরত বুরাইদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী কারীম (ছাঃ) বলেন, 'যে লোককে আমরা কোন কাজে নিয়োগ করি তাকে সে কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক প্রদান করি। যদি সে পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করে তবে তা খিয়ানত হবে'। *-আবুদাউদ, মিশকাত হাদীছ নং ৩৭৪৮ সনদ ছহীহ।*

উক্ত হাদীছ হ'তে প্রমাণিত হয় যে, খত্বীব বা কোন মোল্লাকে বিবাহ পড়ানোর জন্য যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, উক্ত দায়িত্বের বিনিময়ে তিনি তা গ্রহণ করতে পারেন। সাধারণ বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পাদিত কোন ধর্মীয় আমলের বিনিময় গ্রহণ করা উচিৎ নয়, বরং আল্লাহ্‌র নিকট হ'তে এর জাযা প্রার্থনা করা উচিৎ।

প্রশ্ন (১৩/৬৩)ঃ ***অমুসলিমদের তাদের রীতিতে অথবা প্রচলিত ইসলামী রীতিতে সালাম দেওয়া যায় কি? তারা যদি ইসলামী রীতিতে সালাম দেয়, তবে উত্তরে 'ওয়া আলায়কুমুস সালাম' বলা যাবে কি?***

-হোসনেআরা আফরোয
সাং+পোঃ বোহাইল
বগুড়া।

উত্তরঃ অমুসলিমদের তাদের রীতিতে সালাম দেওয়া যাবেনা। কেননা সালাম আদান-প্রদান একটি উত্তম ইবাদত। আর ইবাদত ইসলামী রীতি বহির্ভূত ভাবে পালন করা যায় না। অপরদিকে প্রচলিত ইসলামী রীতিতেও তাদের সালাম দেওয়া যাবেনা। মহানবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমরা ইয়াহুদ-নাছারাদেরকে প্রথমে সালাম দিবেনা। *-বুখারী, মুসলিম, 'অনুমতি গ্রহণ' অধ্যায়।* আনাস (রাঃ) বলেন, আহলে কিতাবদের সালামের উত্তরে 'ওয়া আলায়কুম'-এর বেশী না বলতে আমাদেরকে বলা হয়েছে।

তবে প্রয়োজনে অপ্রচলিত আরেক ইসলামী রীতিতে তাদের সালাম দেওয়া ও নেওয়া যায়। যেমন- মহানবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় পত্রে রুমের বাদশা হিরাক্লিয়াসকে সালাম দিয়েছিলেন। আর তাহ'ল 'আস্‌সালা-মু আলা মানিত্তাবা'আল হুদা'। *-বুখারী, 'ইসতিযান' অধ্যায়।* তোমরা যখন মুশরিকদের সালাম দেবে, তখন বলবে 'আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া 'আলা ইবা-দাল্লা-হিছ ছালেহীন...। *-ফাৎহুল বারী ১১ খণ্ড 'ইসতিযান' অধ্যায়।* অপ্রচলিত ইসলামী রীতিতে তাদের সালাম গ্রহণের রীতিটি হ'ল শুধু 'ওয়া আলাইকুম' বা একবচনে 'ওয়া আলায়কা' বলা'। *-বুখারী, 'ইসতিযান' অধ্যায়।*

প্রশ্ন (১৪/৬৪)ঃ ***আফগানিস্তানে তালেবান ও তাদের বিরোধীদের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলছে, এতে উভয় পক্ষের অনেক লোক মারা যাচ্ছে। কিন্তু উভয় পক্ষই মুসলমান। এদের মধ্যে কাদের নিহত ব্যক্তি শহীদ? কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দিলে বাধিত হব।***

-মুহাম্মাদ ওবায়দুল্লাহ
চাতরা ইসলামী কাল্‌চারাল ইন্‌সটিটিউট
শিবগঞ্জ, চাপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র তারাই শহীদ হিসাবে বিবেচিত হবেন, যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনায় আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে মৃত্যুবরণ করেন। অথবা স্বীয় জান-মাল, দ্বীন ও পরিবার পরিজনকে অন্যায় আক্রমণ ও আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে তারা যুদ্ধ করে আল্লাহ্‌র রাহে অতঃপর মারে ও মরে' (তওবাহ ১১১)। 'আর যে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে অতঃপর সে প্রাণ হারায়, আমি অবশ্যই তাকে মহা প্রতিদান দিব' (নিসা ৭৪)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হয় বা মৃত্যুবরণ করে, সে ব্যক্তি শহীদ (মুসলিম, মিশকাত 'জিহাদ' অধ্যায়, হা/৩৮১১। তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি সম্পদ রক্ষার্থে প্রাণ হারায় সে শহীদ। *-বুখারী, 'কিতাবুল মাযালিম' হাদীছ সংখ্যা ২৪৮০।* অন্য বর্ণনায়

রয়েছে যে ব্যক্তি স্বীয় মাল রক্ষার্থে প্রাণ হারায় সে শহীদ, 'যে ব্যক্তি স্বীয় জীবন রক্ষার্থে প্রাণ হারায় সে শহীদ, যে ব্যক্তি স্বীয় দ্বীন রক্ষার্থে প্রাণ হারায় সে শহীদ (তুহফা-র মধ্যে উক্ত হাদীছে 'স্বীয় পরিবার রক্ষার্থে' অংশটিও হাদীছের অংশ হিসাবে যুক্ত রয়েছে)। *-তিরমিযী, 'দিয়াত' অধ্যায় ১ম খণ্ড পৃঃ ১৭০; ছহীহ তিরমিযী হা/১১৪৮।* উল্লেখ্য যে, অন্য হাদীছে আক্রমনকারী প্রাণ হারালে সে জাহান্নামে যাবে বলে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। *-ফাৎহুল বারী 'মাযালিম' অধ্যায় ৫ম খণ্ড, পৃঃ ১২৪।* ওমর ফারূক (রাঃ) একদা খুৎবায় বলেন, তোমরা বলে থাক যে, অমুক শহীদ, অমুক শহীদ। তোমরা এরূপ বলো না। বরং ঐরূপ বলো যেরূপ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলতেন। সেটি হ'লঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় মৃত্যু বরণ করেছে বা নিহত হয়েছে, সে ব্যক্তি শহীদ'। -আহমাদ, সনদ হাসান; ফৎহুলবারী 'জিহাদ' অধ্যায়।

হাদীছে বর্ণিত উল্লেখিত অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে লড়াই করতে গিয়ে প্রাণ হারালে বিশেষভাবে উভয় পক্ষ যদি মুসলমান হয়, তবে সে সম্পর্কে মহানবী (ছাঃ) -এর হুঁশিয়ারী হল 'উভয় পক্ষেরই হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে'। *-বুখারী, 'ঈমান' অধ্যায় হাদীছ সংখ্যা ৩১।*

উপরোক্ত দলীল সমূহের প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, আফগানিস্তানের যুদ্ধ যতদিন যাবৎ রাশিয়ার আগ্রাসন প্রতিহত কল্পে জারি ছিল, ততদিন যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিদের শহীদের মর্যাদা লাভের আশা করা যায়। কিন্তু আফগানিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর যুদ্ধরত যে মুসলিম উপদল গুলো স্ব স্ব ক্ষমতা ও প্রাধান্য বিস্তার করতে আপোষে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, এই সংঘর্ষে কোন পক্ষেই শহীদের মর্যাদা পাওয়ার আশা করা মুশকিল। তবে তালেবানরা প্রথমতঃ যুদ্ধরত উপদল সমূহকে রক্তপাত বন্ধ করে নিজেদের হঠকারিতা পরিহার করে ঐক্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা তথা ইসলামী বিধান জারী করার আহবান জানায় এবং এর প্রয়াসও চালায়। কিন্তু এতে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত 'মুনকার' প্রতিরোধ ও দ্বীন প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত শারঈ বিধান অনুসারে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে উপদল গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করতে ও রক্তপাত বন্ধ করতঃ শারঈ বিধান জারী করার পথে অগ্রসর হ'তে বাধ্য হয় এবং এ পথে তারা উল্লেখযোগ্য বিজয় অর্জন করে। ফলে তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় রক্তপাত বন্ধ হয় এবং ইসলামী আইন তাৎক্ষনিকভাবে বলবৎ করা হয়। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে অন্যান্য উপদলগুলি তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় শারঈ বিধান বলবৎ করেছে বলে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। বরং তাদের পক্ষ থেকে ইসলামী আইনের বিরোধিতা করারই সংবাদ পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় যদি তালেবান পক্ষ মাযহাবী সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে নিরপেক্ষভাবে কিতাব ও সুন্নাহ্র বিধান বলবৎ করে ও করতে থাকে, তবে তালেবান ইসলামী সরকারের পক্ষে যুদ্ধে নিহত ব্যক্তি শহীদ হওয়ার আশা রাখতে পারে। অন্য উপদল সমূহের উচিৎ যুদ্ধ বন্ধ করে তালেবান সরকারে যোগ দিয়ে আফগানিস্তানে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করা।

প্রশ্ন (১৫/৬৫)ঃ পাঁচ ওয়াক্তের ইমামতি করে, জুম'আ বা ঈদের ছালাত শেষে ইমাম ছাহেবকে তার পারিশ্রমিক হিসাবে টাকা দেওয়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম
প্রভাষক,
কালীগঞ্জহাট কলেজ,
তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই ইমামতি বা অনুরূপ কোন ধর্মীয় আমল সম্পাদন করা উত্তম। কেননা নবীগণ স্ব স্ব দ্বীনী দাওয়াতের বিনিময়ে কোনরূপ মজুরী গ্রহণ করেননি (ফুরকান ৫৭)। কিন্তু যারা বাধ্য ও মুখাপেক্ষী, তারা প্রয়োজন মত সম্মানী ভাতা নিতে পারবেন এবং জনগণও তাদেরকে সম্মানী হিসাবে দিতে পারবেন। যেমন- আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি মুখাপেক্ষী হীন সে যেন বিরত থাকে এবং যে ব্যক্তি মুখাপেক্ষী সে যেন ন্যায়নিষ্ঠভাবে ভক্ষণ করে' (নিসা ৬)। অবশ্য ইমামতি বা অনুরূপ কোন ধর্মীয় কাজের দায়িত্বশীল নিয়োগ করা হ'লে তার দায়িত্বের বিনিময়ে সম্মান জনক রূযীর ব্যবস্থা সমাজকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এরশাদ করেন,

'যাকে আমরা কোন দায়িত্বে নিয়োগ করি আমরা তার রূযীর ব্যবস্থা করে থাকি। এর বাইরে যদি সে নেয় তবে তা খেয়ানত হবে'। *-আবুদাউদ সনদ ছহীহ, হাদীছ সংখ্যা ৩৫৮৮; মিশকাত, দায়িত্বশীলদের ভাতা অধ্যায়, হা/৩৭৪৮।* মোট কথা কোন ধর্মীয় আমলের বিনিময় আদায়ের জন্য দরাদরী করা যাবে না। তবে সরকার বা সমাজকে ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদনের মর্যাদা সমুন্নত রেখে সর্বোত্তম সম্মান জনক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নইলে দ্বীন পরাজিত ও বিপর্যস্ত হবে এবং বাতিল অগ্রগতি লাভ করবে।

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২য় বর্ষ ৫ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী '৯৯

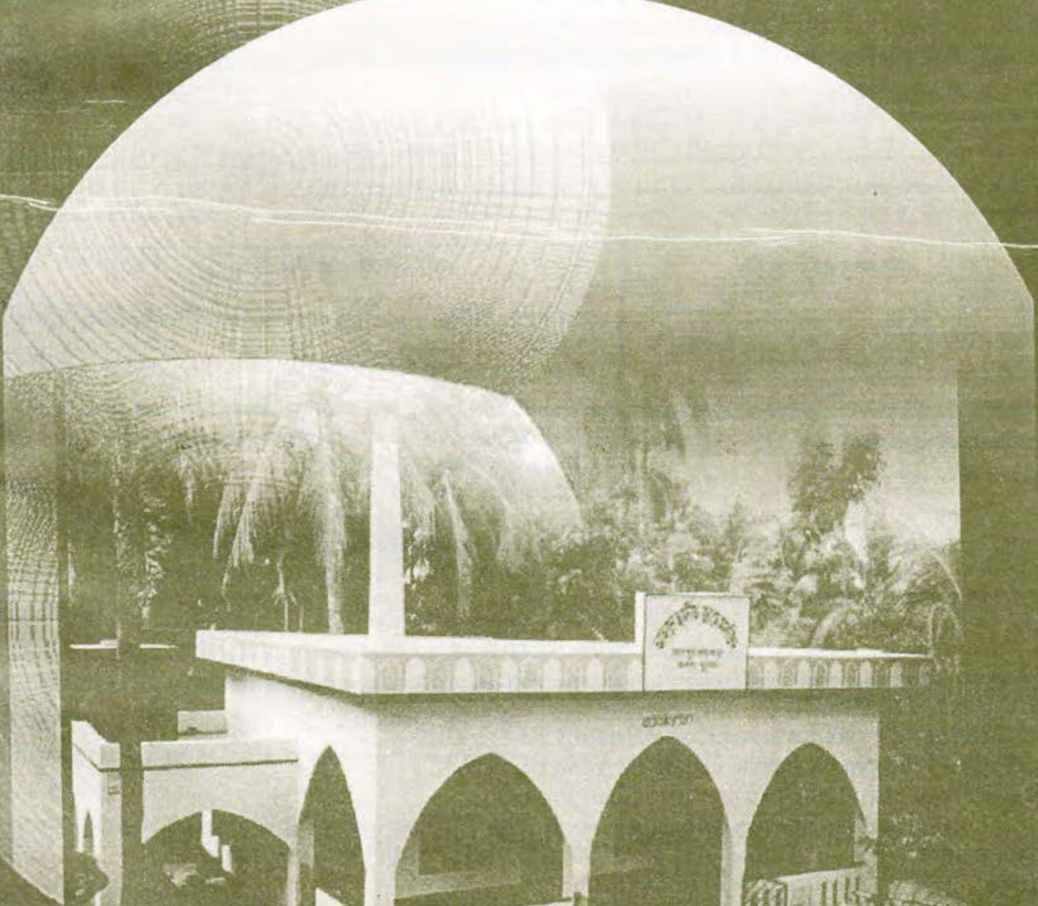

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফ্তা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৬৬)ঃ আমাদের গ্রামে একটি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা আছে। সেই মাদ্রাসায় আমি কিছু জমি দান করতে চেয়েছি। কিন্তু কমিটির অবহেলার কারণে মাদ্রাসাটি বর্তমানে বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি জমিটি ঐ মাদ্রাসায় দান করব? না অন্য কোন মাদ্রাসায় বা কোন জামে মসজিদে দান করব? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান
গ্রামঃ মাখনপুর, পোঃ মৌগাছী
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ যেখানে দান করলে আপনি অধিক ও স্থায়ী নেকীর আশা রাখেন, সেখানে দান করাই উত্তম হবে। যেমন-কোন মাদরাসা, মসজিদ, ইয়াতীমখানা ইত্যাদি। এছাড়া আপনি সেই জমি লিল্লাহ ওয়াক্ফ করতঃ মূল জমি নিজ নিয়ন্ত্রণে রেখে তা থেকে উৎপাদিত বস্তু উপযুক্ত খাতে দান করতে পারেন। প্রখ্যাত ছাহাবী আবু ত্বালহা (রাঃ) বলেন, তিনি স্বীয় 'বাইরুহা' নামের বাগান 'লিল্লাহ' দান করতঃ তা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট সমর্পণ করলে তিনি তা নিকটাত্মীয়দের মাঝে দান করার পরামর্শ দেন। ফলে তিনি তাই করেন। *-বুখারী 'ওয়াক্ফ' অধ্যায় ১৭ অনুচ্ছেদ, হা/২৭৫৮।*

এ মর্মে ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে একটি হাদীছ এসেছে। যা নিম্নরূপ-

'তিনি বলেন, খায়বারের একটি জমি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর হস্তগত হলে সে সম্পর্কে পরামর্শ নিতে তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসেন এবং বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি খায়বারের একটি জমির মালিক হয়েছি। এত উৎকৃষ্ট সম্পদের মালিক আমি আর কখনো হইনি। এ সম্পর্কে আমার প্রতি আপনার নির্দেশ কি? তিনি বললেন, তুমি যদি চাও এই সম্পত্তির মূল নিজ নিয়ন্ত্রণে রাখো আর তা থেকে দান করতে থাক। অতঃপর ওমর (রাঃ) এই শর্তে দান করতে থাকলেন যে, এই (মূল) সম্পত্তি বিক্রি ও হেবা করা যাবে না এবং এর কেউ ওয়ারিছ (উত্তরাধিকার) হবে না। তিনি এ জমি থেকে ফকীর, নিকটাত্মীয়, দাস মুক্তি, ফী-সাবীলিল্লাহ, মুসাফির ও দুর্বলদের দান করতে লাগলেন। (তিনি এ কথাও বললেন) যে ব্যক্তি এর 'অলী' (তত্ত্বাবধায়ক) হবে সে এ জমি থেকে প্রয়োজন মাফিক খাবে। অতিরিক্ত নয়'। *-বুখারী, 'শুরূত্ব' অধ্যায়, ১৯ অনুচ্ছেদ হা/২৭২৭।* উক্ত হাদীছ দ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনে ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির দানের খাত পরিবর্তন করা যায় এবং ওয়াক্ফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণভার নিজের অথবা বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট অর্পন করা যায়। আর তত্ত্বাবধানকারী প্রয়োজন মাফিক তা থেকে নিজের খরচও গ্রহণ করতে পারে।

প্রশ্ন (২/৬৭)ঃ পলাশবাড়ী বাজার মসজিদে প্রতি সোমবার 'হালকায়ে যিক্র' হয়। একদিন আমি এইরূপ 'হালকায়ে যিক্র' করার দলীল আছে কি-না প্রশ্ন করলে চরমোনাই-এর জনৈক শিষ্য বললেন, দলীল ছাড়া আমরা কিছুই করি না। এরপর তিনি আমাকে 'মারেফাতের হক বা তালিমে যিক্র' নামের একটি বই দিলেন। আমি বইটি পড়ে দেখলাম সূরা আ'রাফের ২০৫ নং আয়াত, তাফসীরে হোসানী ২১৫ পৃঃ, মিশকাত শরীফের হাদীছ আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত এবং তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত) -এর বরাত দেওয়া হয়েছে। এক্ষণে উক্ত 'হালকায়ে যিক্রে'র সত্যাসত্য শরীয়তে কতটুকু? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ যবান আলী
আরাজী ইটাখোলা
পলাশবাড়ী, নীলফামারী।

উত্তরঃ 'মারেফাতের হক বা তালিমে যিক্র' বই-এর মধ্যে সূরা আ'রাফের ২০৫ নং আয়াত ও মিশকাত শরীফে আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছ থেকে কিভাবে 'হালকায়ে যিক্র' প্রমাণ করা হয়েছে তা আমাদের বোধগম্য নয়। তবে সূরা আ'রাফের ২০৫ নং আয়াতের অর্থ এবং বিশ্বস্ত তাফসীর গ্রন্থ সমূহ হ'তে উক্ত আয়াতের তাফসীরে কোনক্রমেই 'হালকায়ে যিক্র' সাব্যস্ত হয় না। দেখুনঃ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় 'তাফসীরে ইবনে কাছীর ২য় খণ্ড পৃঃ ২৯৩, তাফসীরে কুরতুবী ৭ম খণ্ড পৃঃ ২২৫, তাফসীরে বাহরুল মুহীত্ব ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৪৪৯, তাফসীরে ফাত্হুল ক্বাদীর ২য় খণ্ড পৃঃ ২৮২, তাফসীরে তাইসীরুল কারীম ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৩৯। এমনকি মাওলানা মওদূদী-র তাফহীমুল কুরআন ও মুফতী মুহাম্মাদ শফী-র তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনেও একই কথা বলা হয়েছে। উল্লেখিত গ্রন্থ

সমূহের তাফসীর অনুসারে উক্ত আয়াত দ্বারা সকাল ও সন্ধ্যার ছালাতে কুরআন পাঠ ও যিক্‌রের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ছহীহায়েনে বর্ণিত (মিশকাত) আবু মূসা আশ'আরীর উক্ত হাদীছে মৃদু শব্দে যিক্‌র করার প্রতি উপদেশ থাকলেও 'হালকায়ে যিক্‌র' প্রমাণিত নয়। মা'আরেফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত বাংলা) -এর ৫৫২ পৃষ্ঠায় এরূপ কোন তাফসীর নেই। অবশ্য ৫১২-৫১৩ পৃষ্ঠায় 'সূরা আ'রাফ -এর ২০৫ নং আয়াতের তাফসীরে বিস্তারিত ভাবে যিক্‌র -এর আলোচনা রয়েছে। কিন্তু সেখানেও 'হালকায়ে যিক্‌রে'র কোন আলোচনা নেই। নিঃসন্দেহে যিক্‌র একটি পবিত্র ইবাদত। আর এর সর্বোত্তম স্থান হ'ল ছালাত। আল্লাহ্ বলেন, 'তোমরা আমার যিক্‌রের জন্য ছালাত কায়েম কর' (ত্বাহা ১৪)। তবে অভিনব তরীকা অবলম্বনে 'হালকায়ে যিক্‌র' অথবা সশব্দে জোরে জোরে যিক্‌র করা নিঃসন্দেহে বিদ'আত। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এরূপ যিক্‌রের কোন স্থান নেই।

প্রশ্ন (৩/৬৮)ঃ জমি বিক্রি করে হজ্জে যাওয়া যায় কি-না? যদি যায় তবে খাজনা অনাদায়ী জমি বিক্রি করে যেতে কোন অসুবিধা আছে কি?

-আব্দুল মুমিন

গ্রামঃ আব্দুল্লাহ্‌র পাড়া

পোঃ বারকোনা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য আবশ্যিক ভাবে প্রয়োজনীয় সম্পত্তির অতিরিক্ত জমি বিক্রি করে হজ্জে যাওয়া বৈধ। আল্লাহ বলেন, 'আর আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করা মানুষের উপরে অবশ্য কর্তব্য, যাদের সে পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রয়েছে' (আলে ইমরান ৯৭)।

অনুরূপভাবে হাদীছেও বলা হয়েছে- 'আর তুমি যদি বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার সমর্থ হও, তাহ'লে হজ্জ করবে' অন্য বর্ণনায় 'আমাদের যার বায়তুল্লাহ পৌঁছার সামর্থ্য রয়েছে তার প্রতি হজ্জ ফরয'। *-মুসলিম, 'ঈমান' অধ্যায় পৃঃ ২৭-৩১।*

সুতরাং প্রমাণিত হ'ল যে, এমন প্রত্যেক মুমিনের প্রতি হজ্জ ফরয যারা বায়তুল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রাখে। এক্ষণে টাকা পয়সার ন্যায় জমিও সম্পদ এবং হজ্জে যাওয়ার অসীলা। কাজেই এই জমি ওয়ালা ব্যক্তির ক্ষেত্রেও জমি বিক্রি করে হ'লেও হজ্জে যাওয়া কর্তব্য ও ফরয।

আর খাজনা দেওয়ার বিষয়টি রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে রাষ্ট্রের সৃষ্ট একটি আইন মাত্র। এর দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান পর্যন্ত। হজ্জের জন্য জমি বিক্রি জায়েয হওয়া না হওয়ার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। অতএব খাজনা বাকী থাকা কিংবা না দেওয়ার বিষয়টি হজ্জের জন্য জমি বিক্রির ক্ষেত্রে অন্তরায় নয়। তবে সরকারী ঋণ হিসাবে ওটা পরিশোধ করে যাওয়াই উত্তম হবে।

প্রশ্ন (৪/৬৯)ঃ আমি যথাসম্ভব শরীয়ত মোতাবেক চলে থাকি। কিন্তু আমার পিতা-মাতা পীরের কথামত চলেন। কুরআন-হাদীছ মানেন না। এজন্য আমিও তাদের কথা মোতাবেক চলি না। এমতাবস্থায় আমার ইবাদত আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হবে কি-না? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ যয়েনুদ্দীন সরদার

বান্দাইখাড়া উচ্চ বিদ্যালয়

আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ পিতা-মাতা যদি শরীয়ত বিরোধী কোন কাজের নির্দেশ দেন তবে তাদের কথা মানা যাবে না। কিন্তু তাদের সাথে পৃথিবীতে সদাচরণ করতে হবে। শরীয়ত সম্পর্কিত নয় তাদের এমন বৈষয়িক নির্দেশ মেনে চলা বাঞ্ছনীয়। আল্লাহ বলেন,

و إن جاهدك على ان تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما و صاحبهما فى الدنيا معروفا

'পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবেনা এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাব সহ অবস্থান করবে' (লোকমান ১৯)।

উক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, অন্যায় কাজের অনুসরণ ব্যতীত মাতা-পিতার সাথে সদাচরণ করতে হবে। আর মাতা-পিতার কথা মেনে চলা যে সদাচরণেরই চূড়ান্ত রূপ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এরূপ মাতা-পিতার কথা অমান্য করা যদিও গোনাহের কাজ কিন্তু এর সাথে অন্য ইবাদত কবুল হওয়া না হওয়ার কোন সম্পর্ক নেই। কেননা এটি এমন পর্যায়ের গোনাহ নয় যা অন্যান্য ইবাদতকে অগ্রহণযোগ্য করে দেয়। যেমনটি শিরক-বিদ'আত ও অন্যান্য কতিপয় গোনাহের কাজ করে থাকে।

প্রশ্ন (৫/৭০)ঃ 'দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করলে পরকালে জান্নাতের সুগন্ধটুকুও পাওয়া যাবে না' বলে হাদীছে রয়েছে। অথচ আমরা স্কুল-কলেজে দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যেই পড়ে থাকি। কেননা আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য থাকে চাকুরী। এমতাবস্থায় আমরা কি এ হাদীছের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব?

-মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম

গ্রামঃ কাফুরিয়া, পোঃ দাওনাবাদ

নাটোর।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছে যে শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, তা শুধু দ্বীনী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্য শিক্ষা নয়। *দেখুনঃ 'মির'আতুল মাফাতীহ ১ম খণ্ড, 'ইলম' অধ্যায় পৃঃ ৩২৭, মিরকাত, ঐ পৃঃ ২৮৭।*

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কুরআন ও হাদীছের ইল্ম অর্জন না করে একমাত্র দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে করে থাকে, এরূপ ইলম অর্জনকারী জান্নাতে যাবে না। কিন্তু যারা দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে দুনিয়াবী ইল্ম অর্জন করে, (যেমন- ভাষা শিক্ষা, অংক, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি) এরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। মোটকথা স্কুল-কলেজে দ্বীনী শিক্ষা ব্যতীত বাকী শিক্ষা দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে করতে পারে। অনুরূপভাবে মাদরাসাতেও দ্বীনী শিক্ষা দ্বীনী উদ্দেশ্যে ও দুনিয়াবী শিক্ষা দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে করতে পারে।

তবে মুসলমানের যেকোন কাজ যেহেতু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই হওয়া শ্রেয় তাই দুনিয়াবী ইল্মও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অর্জন ও ব্যয় করলে বিনিময়ে পূর্ণ নেকীর হকদার হওয়া যাবে।

প্রশ্ন (৬/৭১)ঃ 'ঘরে ছবি ও কুকুর থাকলে ফেরেশতা প্রবেশ করে না' বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে (বুখারী, মুসলিম/মিশকাত পৃঃ ৩৮৫)। অথচ জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে সংগৃহীত বিভিন্ন পেপার-পত্রিকায় মানুষ সহ অন্যান্য জীব-জন্তুর ছবি থাকে। আর এগুলো প্রায় সকলের ঘরেই রক্ষিত। এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি?

-নযরুল ইসলাম

গ্রামঃ পশ্চিম বিকরা

রাজশাহী।

উত্তরঃ উপরোক্ত পরিস্থিতিতে পেপার-পত্রিকা এমন স্থানে রাখতে হবে যেন দৃষ্টিগোচর না হয়। অথবা ঢেকে রাখতে হবে। যেকোন কারণেই হোক ছবি সম্বলিত পেপার দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখা যাবে না। বিশেষ করে কোন পেপার-পত্রিকায় অশ্লীল ছবি থাকলে তা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে গোপনে রাখতে হবে অথবা যেকোন ভাবে নষ্ট করে ফেলতে হবে। যাতে এরূপ ছবি দেখে কারো চরিত্র নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা না থাকে। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের উপর অশ্লীলতা ও অপবিত্রতা হারাম করেছেন।

সুতরাং যেকোন ভাবেই অশ্লীলতা উপভোগ বর্জনীয়। 'বাড়ীতে রক্ষিত সকল বস্তুর ছবি নবী করীম (ছাঃ) নষ্ট করে দিয়েছিলেন'। *-বুখারী, ফাৎহুল বারী ১০ম খণ্ড 'লিবাস' অধ্যায়, পরিচ্ছেদ ৯০ হা/৫৯৫২।* ইবনু আম্মার বলেন, 'এ থেকে যখন নবী করীম (ছাঃ)-এর ছবি দূরীকরণই উদ্দেশ্য তখন দেওয়ালে অঙ্কিত ছবিও মিটিয়ে ফেলা -এর অন্তর্ভুক্ত'। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) সফর থেকে বাড়ী ফিরে ছবি সম্বলিত একটি পর্দা টাঙ্গানো দেখে তা নামিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। অতঃপর আমি তা নামিয়ে ফেলি'। *-বুখারী 'লিবাস' অধ্যায় হা/৫৯৫৪- ৫৯৫৫।*

তবে ঘরে যদি ছবি এমতাবস্থায় থাকে যে, তা অপমাণিত ও পদদলিত হচ্ছে তাহ'লে এ অবস্থায় তেমন দোষণীয় নয়। যেমন- আয়েশা (রাঃ) ছবি সম্বলিত পর্দা দিয়ে বালিশ বানিয়েছিলেন। *-বুখারী হা/৫৯৫৪-৫৯৫৫।* ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, এটিই জমহুরে ওলামা, ছাহাবী ও তাবেঈনদের মত। সুফিয়ান ছাওরী, ইমাম মালেক, আবু হানীফা, শাফেঈ প্রমুখ বিদ্যানগণেরও অভিমত। তারা বলেন, দেয়ালে টাঙ্গানো অবস্থায়, পোষাকে, পাগড়ীতে কিংবা এমন কোন ভাবে ছবি ব্যবহার করা যাবে না, যা দ্বারা ছবির অসম্মান বুঝায় না। এরূপ ছবি ব্যবহার করা হারাম। *-ফাতুহুল বারী, 'লিবাস' অধ্যায় পরিচ্ছেদ ৯১।* সুতরাং প্রমাণিত হ'ল যে, এমন অবস্থায় ছবি রাখা যায় যাতে কোন প্রকারেই ছবির সম্মান বুঝায় না। আর এ অবস্থায় ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ না করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্ন (৭/৭২)ঃ অনেকে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পূর্বে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করে থাকেন। তারা মনে করেন ছালাত আদায় করলে পরীক্ষা ভাল হয় এবং কোন বিপদ আসেনা। এরূপ ছালাত আদায়ে শরীয়তের ব্যাখ্যা কি?

-গোলাম রব্বানী

সাং সিম্বা

পোঃ রাণীনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সময় ছালাত আদায় করতে হবে এমন কোন নির্দেশ কুরআন ও হাদীছে নেই। তবে কোন বিপদ-মুছীবত হ'তে রক্ষা পাওয়ার আশায় দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করা সুন্নাত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা ছবর ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও' (বাক্বারাহ ৪৫)। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, 'যখন কোন বিপদ-মুছীবত রাসূল (ছাঃ)-কে চিন্তিত করত তখন তিনি নফল ছালাত আদায় করতেন'। *-আবুদাঊদ, মিশকাত পৃঃ ১১৭ হাদীছ হাসান। ছহীহ আবুদাঊদ, মির'আতুল মাফাতীহ ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৩৬৭ 'নফল ছালাত' অধ্যায়।*

কাজেই কেউ যদি পরীক্ষাকে মুছীবত বা চিন্তার কারণ মনে করে তাহ'লে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করে আল্লাহ্র নিকট সাহায্য চাইতে পারে।

প্রশ্ন (৮/৭৩)ঃ জনৈক ব্যক্তি তার বিবাহের পর শ্বশুর বাড়িতে থাকে। সেখানে সে তার শ্বশুরের দেয়া তিন হাযার টাকা নিয়ে আয়ের পথে অগ্রসর হয় এবং কিছু সম্পদও গড়ে তোলে। হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে সে অছিয়ত করে যায় যে, আমার যা সম্পদ থাকল তার কিছু অংশ (পরিমাণ বলেনি) মসজিদে দান করবেন। মৃত্যুর সময় সে মোহরানা মাফ চায়নি। জানাযার সময় মোহরানা মাফ নেওয়া হয়। তারপর ঐ ব্যক্তির পিতা তার ছেলের সমুদয় সম্পদ দাবী করেন। এতে ঐ ব্যক্তির স্ত্রীও পুনরায় মোহরানা দাবি করে বসে। তার একটি মেয়ে সন্তানও রয়েছে। এখন এই সম্পদের কে কতটুকু অংশ পাবে? পুনরায় মোহরানা দাবী করা কতটুকু শরীয়ত সম্মত? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মাহতাবুদ্দীন সরকার

শিল্পী লাইব্রেরী, থানা রোড

ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ শ্বশুরের নিকট থেকে নেওয়া তিন হাযার টাকা যদি ঋণ স্বরূপ হয় এবং স্ত্রীর মোহর যদি পরিশোধ না করে থাকে তবে মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে সর্বপ্রথম শ্বশুরের ঋণ ও স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করতে হবে। কেননা মোহরটিও স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ঋণ। অতঃপর বাকী সম্পদের এক তৃতীয়াংশের কম সম্পদ (যতটুকুতে ওয়ারেছগণ সম্মত হয়) মসজিদে দান করতে হবে। এরপর বাকী অংশ ওয়ারেছগণের (উত্তরাধিকারগণের) মধ্যে বণ্টন হবে।

উল্লখ্য যে, প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী ঐ ব্যক্তির ওয়ারেছ হ'ল তার স্ত্রী, কন্যা, পিতা ও মাতা (যদি বেঁচে থাকে)।

ঋণ, মোহর ও অছিয়ত পূর্ণ করার পরে বাকী সম্পদ ২৪ ভাগে ভাগ করে ওয়ারেছ হিসাবে কন্যা পাবে অর্ধেক অর্থাৎ ১২ অংশ। স্ত্রী পাবে এক অষ্টমাংশ অর্থাৎ ২৪ ভাগের ৩ ভাগ। মাতা ও পিতা প্রত্যেকেই এক ষষ্ঠাংশ করে পাবে অর্থাৎ ৪+৪ =৮ ভাগ। বাকী ১ অংশ আছাবা স্বরূপ পিতা পেয়ে তার অংশের পরিমাণ দাড়াবে ৫ ভাগ। আর যদি মা বেঁচে না থাকেন তবে কন্যা ও স্ত্রীকে উক্ত অংশ দেওয়ার পর বাকী সমুদয় অংশ পিতা পেয়ে যাবেন। যেমন- আল্লাহ বলেন, 'আর যদি মেয়ে একজনই হয় তবে তার জন্য অর্ধেক। মৃতের পিতা-মাতার মধ্যে থেকে প্রত্যেকের জন্য ত্যাজ্য সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ.... ইহা অছিয়ত ও ঋণ পরিশোধের পর' (নিসা ১১)। আলী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) অছিয়ত পূর্ণ করার পূর্বেই ঋণ পরিশোধ করেছেন। *-তিরমিযী 'অছিয়তের পূর্বে ঋণ পরিশোধ অধ্যায়'।*

প্রকাশ থাকে যে, সম্পদ থাকতে 'মোহর' মাফ চাওয়ার অধিকার শারীয়তে কাউকে দেয়া হয়নি। এমনকি স্বামীকেও নয়। বিশেষভাবে মৃত্যুর পর মোহর মাফ চাওয়ার রেওয়াযটি শরীয়ত বিরোধী। মোহর ও মীরাছ বন্টনের শারঈ বিধান না জানার কারণে এবং সামাজিক লোকলজ্জার ভয়ে মেয়েরা সাধারণতঃ মোহর মাফ দিয়ে থাকে। এটা অনেক সময় আন্তরিক হয় না। উক্ত ঘটনাও তাই প্রমাণ করে। মোহর ও বন্টন বিধান তার সামনে পরিষ্কার তুলে না ধরে অন্য দোহায় দিয়ে মোহর মাফ করে নিয়ে তাতে অন্যের অংশ বসানোর সুযোগ সৃষ্টি করা প্রতারণার শামিল। ফলে ব্যাপারটি বুঝতে পেরে পুনরায় মোহর দাবি করলে মোহর মাফ করে দেওয়াটা কার্যকর হবে না। দাবী অনুযায়ী (ঋণ হিসাবে) তার মোহর পূর্বেই পরিশোধ করতে হবে অতঃপর সম্পদ বন্টন হবে।

প্রশ্ন (৯/৭৪)ঃ কুরাইশ বংশ কি সৈয়দ বংশ? সৈয়দ বংশের গরীব-মিসকীনকে যাকাত-ফিত্‌রা দেয়া যাবে কি-না? বিস্তারিত জানাবেন।

-হোসনেআরা আফরোয

গ্রামঃ বোহাইল, পোঃ বোহাইল

থানা+যেলা- বগুড়া।

উত্তরঃ কুরাইশ বংশের উপর যাকাত হারাম এ ধারণা সঠিক নয়। কারণ যাকাত খাওয়া হারাম করা হয়েছে মূলতঃ নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারের উপর। অন্য কারো

উপর নয়। যেমন- নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'এই যাকাত মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারদের জন্য হালাল নয়'। *-মুসলিম, মিশকাত 'যাদের প্রতি যাকাত হালাল নয়' অধ্যায়, পৃঃ ১৬১।*

এক্ষণে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পরিবার কারা এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে বিদ্বানগণের সর্বাধিক গৃহীত অভিমত হ'ল, এ থেকে শুধু বনু হাশিম ও বনু মুত্ত্বালিবকে বুঝায়। *দেখুনঃ ফাৎহুল বারী ৩য় খণ্ড, 'নবী করীম (ছাঃ)-এর ব্যাপারে যাকাতের আলোচনা' অধ্যায়, পৃঃ ৪৫১।*

উপমহাদেশে প্রচলিত সৈয়দ বংশ যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বংশ এরূপ প্রমাণ আমাদের নিকট নেই। যদি সঠিক ও নির্ভরযোগ্য সূত্রে সৈয়দ বংশ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বংশ বলে প্রমাণিত হয় তবে তাদের ফকীর-মিসকীনদের প্রতিও যাকাত খাওয়া হারাম হবে, অন্যথায় নয়।

প্রশ্ন (১০/৭৫)ঃ অনেক আলেম বলেন, ফরয বাদে সবই নফল, অতএব সুন্নাতের নিয়ত করলে ছালাত হবে না। আবার অনেকে বলেন, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, মুবাহ, নফল এসব আবিষ্কৃত হয় ২য় ও ৩য় শতাব্দী হিজরীতে। অতএব এসব বলা যাবে না। কথাগুলোর সত্যাসত্য কতটুকু? যদি কথাগুলো সঠিক হয় তবে ছালাতের নিয়ত কিভাবে করব?

-নূরুল আমীন বিন আবু ত্বাহির
পোঃ সেইলার্স কলোনী, বন্দরটিলা
দক্ষিণ হালিশহর, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ এই ধারণা ও দাবি সঠিক নয়। কেননা একদিকে এসব শব্দ হ'ল ইসলামের বিধান সমূহকে পৃথকভাবে বুঝা ও বুঝানোর জন্য পারিভাষিক ও আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত শব্দ মাত্র। আল্লাহ্র নিকট বিধান কার্যকর হওয়ার ক্ষেত্রে এর কোন ভূমিকা নেই। বরং ভূমিকা হ'ল নিয়তের। যে বিধানকে যেস্থানে যে মর্যাদা দিয়ে প্রদান করা হয়েছে আল্লাহ্র সন্তুষ্ট চিত্তে সে বিধানকে সে স্থানে সে মর্যাদা সহ সে নিয়তে পালন করলেই তা আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হবে। পারিভাষিক ও আভিধানিক নাম যাই হোক না কেন। যেমন- মাহে রামাযানের 'ছালাতুল লাইল'কে তারাবীহ্ নামকরণ করা হয়েছে। অথচ তারাবীহ কথাটি কুরআন ও হাদীছের ভাষা নয়। এরূপ বহু উদাহরণ রয়েছে। অন্যদিকে কোন বিধানের অহি প্রদত্ত নাম ঠিক রেখে বিধানটিকে স্বীয় মর্যাদায় ও আল্লাহ্র সন্তুষ্ট চিত্তে পালন না করে অন্য নিয়তে পালন করা হ'লে তা আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হবে না। যেমন- নিয়তের হাদীছটি দ্রষ্টব্য। তবে কোন বিধানকে অহি প্রদত্ত নামে উচ্চারণ করাই যে অধিক সুন্নাত সম্মত তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অন্যদিকে এসব শব্দ ও পরিভাষা কুরআন-হাদীছ ও ছাহাবাগণের নিকট থেকেই চয়নকৃত। ২য় ও ৩য় শতাব্দীর আবিষ্কৃত নয়। বরং ২য় ও ৩য় শতাব্দীতে ফক্বীহ পণ্ডিতগণ ঐ পরিভাষাগুলিকে উপযুক্ত বিধান সমূহের সাথে পরিচিতি ঘটিয়ে পুস্তকাকারে সাজিয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন মাত্র। এর বেশী নয়। যেমন- আবশ্যক অর্থে ফরয শব্দটি সূরা 'তাওবা' এর ৬০ নং আয়াতে এসেছে ও বুখারীর 'যাকাত' অধ্যায়ের ৪১ নং বাবে এসেছে। 'ওয়াজিব' শব্দটি আবশ্যক অর্থে বুখারীর 'গোসল' অধ্যায়ের ২৮ নং পরিচ্ছেদে এসেছে। মুস্তাহাব ও মুবাহ শব্দদ্বয় দেখুনঃ বুখারী 'হজ্জ' অধ্যায় ৩৮ নং পরিচ্ছেদ; ইবনু মাজাহ 'ইহবাস' অধ্যায় 'মসজিদ ওয়াকফ' পরিচ্ছেদ; মুসলিম, 'জিহাদ' অধ্যায়; আবুদাঊদ, 'কাযা' অধ্যায়। সুন্নাত শব্দটি নফল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে দেখুনঃ মুয়াত্ত্বা 'হুদূদ' অধ্যায়; নাসাঈ 'কাসামা' অধ্যায়। মোটকথা এসব শব্দ দ্বারা নিয়ত করা ও এগুলো উচ্চারণ করা সুন্নাতেরই অনুকূলে, প্রতিকূলে নয়। অতএব নিঃসন্দেহে এগুলো জায়েয। নাজায়েয কিংবা বিদ'আত নয়।

প্রশ্ন (১১/৭৬)ঃ জনৈক ব্যক্তির ধারণা যে, তার স্ত্রী হয়তো মনে মনে তালাক হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় তার স্ত্রী স্বীয় স্বামীর বাড়ীতে চাকরানী হিসাবে কাজ করার এবং আলাদা ঘরে বসবাস করার অনুমতি চায়। এক্ষণে এই ধরণের তালাক বৈধ হবে কি? যদি হয় তবে উক্ত ব্যক্তি তার হাতের রান্না খেতে পারবে কি? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ
লালগোলা, মুর্শিদাবাদ
ভারত।

উত্তরঃ মনে মনে কোন তালাক হবে না। দলীল বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীছ - عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى تجاوز عن أمتى ما حَدَّثَتْ به أنفسها ما لم تعمل او تتكلم -

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, 'আমার উম্মতের অন্তরে যা উদিত হয় সেটি বাস্তবে পরিণত না

করা পর্যন্ত অথবা না বলা পর্যন্ত তাদেরকে আল্লাহ তাআ'লা পাকড়াও করবেন না'। *-বুখারী তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৯০; মুসলিম হা/২০১, ২০২; ইরওয়াউল গালীল ৭/১৩৯।*

বুখারী শরীফের 'লিয়ান' অধ্যায়ে ৭৯৮ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে

الطلاق لا يكون الا بكلام و الا بطل الطلاق

অর্থাৎ 'স্পষ্ট কথা ছাড়া তালাক হয় না। অন্যথায় তালাক বাতিল বলে গণ্য হবে'।

সুতরাং মনে মনে ধারণার কারণে তার স্ত্রী তালাক হয়নি। কাজেই তার স্ত্রী চাকরানী নয় বরং তারা স্বামী-স্ত্রী হিসাবেই বসবাস করতে পারবে। আর এ অবস্থায় রান্না না খাওয়ার তো কোন প্রশ্নই আসে না।

প্রশ্ন (১২/৭৭)ঃ *আযান দেয়ার পূর্বে কি বিস্মিল্লাহ ও আউযুবিল্লাহ পড়া যাবে? কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।*

-আবুল ফযল মোল্লা

গ্রাম- আগড়াকুণ্ডা

পোঃ ও থানা- কুমারখালী

কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ বিসমিল্লাহ, আ'উযুবিল্লাহ অথবা কুরআনের আয়াত কিংবা হাম্দ ও দরূদ কোন কিছু দ্বারাই আযান আরম্ভ করা যাবে না। এরূপ আমল শরীয়তে বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। যা পরিহার করা আবশ্যক। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার এ দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে যা এ দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয় তা পরিত্যাজ্য'। *-বুখারী, মুসলিম, মেশকাত ২৭ পৃঃ।* কাজেই আযানের শুরুতে কিছু না বলে আযানের শব্দ উচ্চারণ করলেই আল্লাহ্র রাসূলের সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ হবে।

প্রশ্ন (১৩/৭৮)ঃ *সূরা লোকমানের শেষ আয়াতে ৫টি গায়েবী কথার উল্লেখ রয়েছে। তার মধ্যে একটি হ'ল মাতৃগর্ভে কি সন্তান আছে তা আল্লাহ জানেন। কিন্তু বর্তমানে আলট্রাসনোগ্রাফের মাধ্যমে সন্তানটি পুত্র না কন্যা তা বলা সম্ভব হচ্ছে। এটি আমার নিকট কুরআনের উক্ত আয়াতের বিরোধিতা বলে মনে হচ্ছে। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।*

-আব্দুল মুমিন

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ উপরোক্ত বিষয়ে কুরআন ও হাদীছের সাথে কোন বিরোধ নেই। আমাদের সঠিক বুঝ না হওয়ার কারণে বিরোধ মনে হচ্ছে। মাতৃগর্ভে পুত্র বা কন্যা সন্তান অথবা সন্তান আসবে কি-না এ গায়েবী ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ-ই। যখন কোন সন্তান আল্লাহ্র হুকুমে মায়ের রেহেমে স্থিতি লাভ করে তখন আধুনিক বিজ্ঞান ইচ্ছা করলে তার পরিচয় জেনে নিতে পারে। এটা গায়েব জানার বিষয় নয়। যদিও চর্ম চক্ষে আমাদের নিকটে গায়েব বলেই মনে হয়।

প্রশ্ন (১৪/৭৯)ঃ *শুধু মহিলারা মসজিদে সমবেত হয়ে ঈদের ছালাত আদায় করতে পারবে কি-না?*

-আফিয়া আঞ্জুমান

পোঃ বড়িয়াহাট

শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ মহিলারা ঈদগাহে না গিয়ে গ্রামে গ্রামে মসজিদে সমবেত হয়ে ঈদের ছালাত আদায় করা ছহীহ সুন্নাহ্ পরিপন্থী। কেননা ছহীহ হাদীছে স্পষ্টভাবে মহিলাদের ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে। এমনকি ঋতুবর্তী মহিলা, যাদের ছালাতে শরীক হওয়ার শারঈ অবকাশ নেই তাদেরকেও ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। যে সকল গরীব মহিলাদের চাদর নেই, কাপড় নেই তাদেরকেও সচ্ছল ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে কাপড় পরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতি নির্দেশ রয়েছে। উম্মে আতিয়া বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাদেরকে ঋতুবর্তী এবং অবিবাহিতা ও বিবাহিতা মহিলাদের ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে যারা ঋতুবর্তী মহিলা তারা ঈদগাহে মুসলিমাদের জামা'আতে ও তাদের দো'আতে উপস্থিত থাকবে কিন্তু ছালাত আদায় থেকে বিরত থাকবে। *-বুখারী 'কিতাবুল ঈদায়েন' 'ঋতুবর্তীদের মুছল্লা থেকে বিরত থাকা' অধ্যায় হাদীছ নং ৯৮১; 'ঈদের দিন কোন মেয়ের যখন চাদর না থাকবে' অধ্যায়, হাদীছ নং ৯৮০।*

সুতরাং মহিলারা ঈদগাহে গিয়ে ছালাতে ঈদায়েন আদায় করবে এটিই নবী করীম (ছাঃ)-এর পসন্দনীয় সুন্নাত। কিন্তু একান্তই যাদের ঈদগাহে যাওয়া সম্ভব না হয়, তবে গ্রামের মসজিদে অথবা যে কোন বাড়িতে কিংবা কোন জায়গায় কোন পুরুষ ব্যক্তি ইমাম হয়ে তাদের জন্য ঈদের ছালাতের ন্যায় শুধু দু'রাক'আত ছালাত পড়িয়ে দেবে। হযরত আনাস (রাঃ) ইবনু আবী

উৎবাকে তার পরিবারদের জন্য ঈদের ছালাত পড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং তিনি তা পড়িয়ে দেন। *-বুখারী 'কিতাবুল ঈদায়েন'।* কিন্তু কোন মহিলা মহিলাদের ইমাম হয়ে ঈদের ছালাত পড়াবেন না। কেননা জুম'আ ও ঈদায়েনের ক্ষেত্রে মহিলাদের ইমামতির কোন দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (১৫/৮০)ঃ রাসূল (ছাঃ) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-এর জ্ঞান-হিকমতের জন্য কতবার দো'আ করেছিলেন এবং কেন?

-মুস্তাফীযুর রহমান
বামনগ্রাম
পোঃ মোলামগাড়ী হাট
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ যেন আমাকে জ্ঞান দান করেন এ জন্য রাসূল (ছাঃ) দু'বার দো'আ করেছেন। *-তিরমিযী, মিশকাত ৫৭০ পৃঃ।*

প্রথম বারঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) আমাকে তাঁর বুকের সাথে জড়ায়ে বললেন, 'হে আল্লাহ! একে হিকমত দান করুন! অন্য এক বর্ণনায় আছে একে কেতাবের (কুরআনের) জ্ঞান দান করুন'। *-বুখারী, মিশকাত ৫৬৯ পৃঃ।*

দ্বিতীয় বারঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূল (ছাঃ) বাথরুমে প্রবেশ করলে আমি তাঁর জন্য ওযূর পানি রাখলাম। অতঃপর তিনি বের হ'লেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, এই পানি এখানে কে রেখেছে? তাঁকে অবহিত করা হ'ল যে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) রেখেছে। তখন তিনি দো'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান কর'। *-বুখারী, মিশকাত ৫৬৯ পৃঃ।*

হাদীছ দ্বয়ে বর্ণিত 'হিকমত' অর্থ কুরআন-হাদীছের জ্ঞান। আর এ দু'জ্ঞানের জন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য দো'আ করেছিলেন।

মাসিক দারুস সালাম

এর এজেন্সী নিন

দেশের যে সব স্থানে মাসিক দারুস সালাম এর এজেন্সী নেই সেসব স্থানে সংবাদপত্র ব্যবসায়ী অথবা যে কোন আগ্রহী ব্যক্তি এজেন্সী নিতে পারেন।
পাঠকরাও কমপক্ষে পাঁচজন একত্রে দারুস সালাম নিলে কম মূল্যে দারুস সালাম লাভের সুযোগ পাবেন। প্রতি কপির দাম যেক্ষেত্রে ১২ টাকা, একযোগে পাঁচটি নিলে প্রতি কপির দাম পড়বে ৮ টাকা মাত্র। এক সংগে ১০ কপি নিলে ১ কপি সৌজন্য সংখ্যা দেয়া হবে।

এজেন্সীর জন্য

কমপক্ষে পাঁচ কপি নিতে হবে
এজেন্সী কমিশন শতকরা ৩০ ভাগ
ভিপি যোগে পাঠানো হবে।
দশ কপির এজেন্সীতে অতিরিক্ত এক কপি সৌজন্য দেয়া হবে
এজেন্সীর জন্য কোন জামানতের প্রয়োজন নেই।
মাসিক দারুস সালাম ৩০ মালিটোলা রোড ঢাকা-১১০০ ফোন-৯৫৫৭২১৪, ফ্যাক্স-৯৫৫৯৭৩৮
ইমেল : dsp@dhaka. agni. com

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
মার্চ '৯৯

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফ্তা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৮১)ঃ 'জাগো মুজাহিদ' পত্রিকার আগষ্ট'৯৮ সংখ্যায় আহলেহাদীছ ও হানাফীর মধ্যে পার্থক্য কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, 'আহলেহাদীছগণ পুরানো যুগের মানুষের রায়কে আমল না করে এযুগের বিভিন্ন আলেম, ডক্টর ও প্রফেসরগণের রায়কে হাদীছ হিসাবে প্রকাশ করে থাকেন' -এ সম্পর্কে আপনাদের মন্তব্য জানতে চাই।

-অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ হাসান আলী (অবঃ)
বসুপাড়া, খুলনা।

উত্তরঃ আলোচ্য প্রশ্নের উত্তরে ঢাকা হ'তে প্রকাশিত সাপ্তাহিক-? 'জাগো মুজাহিদ' পত্রিকার বক্তব্যটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বরং আহলেহাদীছ ও হানাফীদের মাঝে সঠিক পার্থক্য হচ্ছে, আহলেহাদীছগণ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে নিঃশর্ত ভাবে মেনে নেন। পক্ষান্তরে হানাফীগণ তাকলীদ পন্থী হওয়ার কারণে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করতে তাদের লালিত মাযহাবের অনুকূলে হওয়া শর্ত করে থাকেন। কুরআন ও ছহীহ হাদীছ তাদের ইমামের রায় বা মাযহাবী ফৎওয়ার প্রতিকূলে অনুমিত হ'লে তা বিভিন্ন কৌশলে প্রত্যাখ্যান করার চেষ্টা চালিয়ে থাকেন। অবশ্য তাদের কিছু আলেম এর ব্যতিক্রমও রয়েছেন।

আহলেহাদীছগণ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ব্যাখ্যা ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী গ্রহণ করে থাকেন। তাই তাদের গৃহীত ফৎওয়া কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুকূলে হওয়ার সাথে সাথে সালাফে ছালেহীনের ফৎওয়ারও অনুকূলে হয়ে থাকে। ইসলামী বিদ্যায় পারদর্শী যেকোন পণ্ডিত ব্যক্তি এ বিষয়টি ভালভাবে অবগত আছেন।

প্রশ্ন (২/৮২)ঃ কোন এক ছেলে তার ভগ্নিপতির বোনের মেয়েকে বিবাহ করতে চায়। এরূপ বিবাহ করা যাবে কি-না।

-আবু বকর
সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ভগ্নিপতির বোনের মেয়েকে বিবাহ করা যাবে। এতে শরীয়তে কোন বাধা নেই। যে সমস্ত মহিলাকে বিবাহ করা হারাম কুরআনে তাদের বর্ণনা দেওয়ার পর বলা হয়েছে-

وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم

'এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্য সকল নারীকে হালাল করা হয়েছে এই শর্তে যে, তোমরা তাদেরকে কামনা করবে তোমাদের মালের বিনিময়ে... (অর্থাৎ মোহরের বিনিময়ে)' -নিসা ২৪।

প্রশ্নে উল্লেখিত মহিলা এ সমস্ত বৈধ মহিলাদেরই একজন। কাজেই তাকে বিবাহ করা শরীয়তে বৈধ।

প্রশ্ন (৩/৮৩)ঃ আমি আহলেহাদীছ জামা'আতের লোক। বিশেষ কারণে হানাফী এলাকায় থাকি। ছালাত আদায়ের সময় বুকে হাত বাঁধলে ও রাফ'উল ইয়াদায়েন করলে সাধারণ মুছল্লীদের বাধার সম্মুখীন হই। এমনকি ২/৪ দিন আমার বুক থেকে হাত টেনে নামানোরও চেষ্টা করা হয়েছিল। এখানে আর কোন আহলেহাদীছ নেই। এখন আমি নাভীর একটু উপরে হাত বাঁধি ও রাফ'উল ইয়াদায়েন করি না। ফলে এখন কোন সমস্যা হয় না। এ অবস্থায় আমার ছালাত হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আমীর হামযা
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ শরীয়তের বিধান পালনে বাধাপ্রাপ্ত হ'লে ঐ এলাকা ত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। মুছল্লীদের বাধার মুখে আপনি বুকের উপর হাত বাঁধা ও রাফ'উল ইয়াদায়েন -এর মত ছহীহ হাদীছের আমল থেকে নিজেকে বিরত রাখছেন। যা অত্যন্ত দুঃখজনক। আপনার উচিত হবে মুছল্লীদেরকে বুঝানো এবং এ সম্পর্কে দলীল সমূহ তাদের দেখানো। আশা করি তাদের মধ্যে এমন কিছু লোক পাবেন, যারা গোঁড়ামী মুক্ত ও খোলা মনে ছহীহ হাদীছকে গ্রহণ করে নিবেন।

নবী করীম (ছাঃ) ছালাতে হাতের উপরে হাত বুকের উপরে বাঁধতেন। এটা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। *দেখুনঃ বুখারী ১/১০২ পৃঃ; ছহীহ ইবনু খোযায়মা হা/৪৭৯ বৈরুত ছাপা; আহমাদ, তিরমিযী প্রভৃতি।*

খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান ইবনু হুমাম বলেন, বুকের নীচে বা নাভীর নীচে হাত বাঁধা সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। আলোচনা দেখুনঃ ফিকহুস সুন্নাহ ১/১০৯ পৃঃ (কায়রোঃ ছাপা ১৯৯২)।

রাফ'উল ইয়াদায়েনের হাদীছগুলি কেবল ছহীহ নয়, বরং 'মুতাওয়াতের' পর্যায়ভুক্ত। রাফ'উল ইয়াদায়েন

http://islaminonesite.wordpress.com

সম্পর্কিত হাদীছগুলি নিম্নে বর্ণিত হাদীছ গ্রন্থ গুলিতে বিশুদ্ধ সনদে পাবেন-

১. ছহীহ বুখারী পৃঃ ১০২; ২. ছহীহ মুসলিম ১/১৬৮ পৃঃ; ৩. নাসাঈ শরীফ ১/১১৭ পৃঃ; ৪. আবুদাউদ ১/১০৪ ও ১০৬ পৃঃ; ৫. তিরমিযী ১/৩৫ পৃঃ; ৬. ইবনু মাজাহ ৬২ পৃঃ; মুসনাদে আহমাদ ৫/৪২৪; মুওয়াত্ত্বা মালেক ২৫ পৃঃ; ছহীহ ইবনে খোযায়মা ১/২৩২; দারাকুতনী ১০৭-১১১ পৃঃ; বায়হাক্বী ২/৭৩। চার খলীফাসহ অন্যূন ৫০ জন ছাহাবী বর্ণিত চারশত হাদীছের বিপরীতে প্রধানতঃ যে চারটি হাদীছ পেশ করা হয়ে থাকে, তার সবগুলিই 'যঈফ'। তন্মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ, যা আহমাদ, আবুদাঊদ ও তিরমিযী শরীফে সংকলিত হয়েছে (মিশকাত হা/৮০৯)। ইমাম ইবনু হিব্বান বলেন, এটি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হ'লেও এটিই সবচেয়ে দুর্বলতম দলীল। কেননা এর মধ্যে এমন সব বিষয় রয়েছে, যা একে বাতিল প্রমাণ করে, (নায়ল ৩/১৪; ফিকহুস সুন্নাহ ১/১০৮)। বিস্তারিত আলোচনা দেখুনঃ ছালাতুল, (হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ)।

অতঃপর আপনি জানতে চেয়েছেন বুকে হাত না বেঁধে ও রাফউল ইয়াদায়েন না করে ছালাত হবে কি-না? একারণে ছালাত নষ্ট হবে না। তবে নিঃসন্দেহে ত্রুটিপূর্ণ হবে। আর জেনে শুনে ইনকার করলে ছালাত বাতিল হবে। আমাদের উচিত ছালাতকে ত্রুটি মুক্ত করে আদায় করা।

প্রশ্ন (৪/৮৪)ঃ অনেক আলেমকে দেখি সভা-সমিতিতে 'আল্লা-হুম্মা ছাল্লে'আলা সাইয়েদেনা মাওলা-না মুহাম্মাদ....' এই দরূদ পাঠ করেন। এই দরূদটি শরীয়ত সম্মত কি-না?

-আব্দুল হান্নান
গ্রামঃ চক কাযীযিয়া
তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ দরূদ পাঠের ফযীলত, গুরুত্ব ও স্থানের প্রতি লক্ষ্য করলে প্রায় ৫০টিরও বেশী দরূদ পাঠ করার হাদীছ পাওয়া যায়। সাথে সাথে আরও ৭টি যঈফ ও বানোয়াট হাদীছও পাওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্নে উল্লেখিত শব্দে কোন দরূদ পাওয়া যায় না। কাজেই উল্লেখিত শব্দে দরূদ পাঠ ভিত্তিহীন।

আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা (রাঃ) বলেন, আমার সাথে কা'ব ইবনে উজরা (রাঃ)-এর সাক্ষাত ঘটলে তিনি বলতে লাগলেন, আমি কি তোমাকে ঐ হাদিয়া দান করব না, যা আমি রাসূল (ছাঃ) থেকে শুনেছি। আমি বললাম, কেন নয়? অবশ্যই উহা আমাকে দান করুন! কা'ব ইবনে উজরা (রাঃ) বলতে লাগলেন, ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর সমীপে আরয করলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ আমাদেরকে আপনার প্রতি সালাম প্রেরণের পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন, তবে কিরূপে আপনার প্রতি ও আহলে বায়েত-এর প্রতি দরূদ পাঠ করব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা এ সমস্ত শব্দাবলী দ্বারা দরূদ পাঠ কর- 'আল্লাহুম্মা ছাল্লি'আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন, কামা ছাল্লায়তা 'আলা ইবরা-হীমা ওয়া 'আলা আলি ইবরা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক 'আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বা-রাকতা 'আলা ইবরা-হীমা ওয়া 'আলা আলি ইবরা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ'। *-বুখারী 'দু'আ সমূহ' অধ্যায়, হা/৬৩৫৮; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯১৯।*

উপরন্তু ইসলামী জালসা ও মীলাদের মাহফিলে যেভাবে হেলে দুলে সুর দিয়ে দরূদ পাঠ করা হয়, তাতে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য দো'আর আকুতি থাকেনা। বরং থাকে সুরের লহরী। মীলাদের মজলিসে তো দাঁড়িয়ে 'ইয়া নাবী সালাম আলায়কা' বলে সরবে সমস্বরে বানোয়াটী দরূদ পাঠ করা হয়- যা নিঃসন্দেহে বিদ'আত। এতে ছওয়াব দূরে থাক গুনাহের আশংকাই বেশী।

প্রশ্ন (৫/৮৫)ঃ হাঁটুর উপর কাপড় উঠানো হ'লে নাকি ফরয তরক করা হয়। ইদানিং এ সম্বন্ধে খুব বেশী শুনা যায়। সঠিক ব্যাপারটি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আতাউর রহমান
সাং সন্ন্যাসবাড়ী
পোঃ বান্দাইখাড়া
যেলাঃ নওগাঁ।

উত্তরঃ হাঁটুর উপর কাপড় উঠালে ফরয তরক হয় কথাটি ঠিক নয়। বরং প্রয়োজন বোধে হাঁটুর উপর কাপড় উঠানো যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) উরু অথবা পায়ের নলার উপর হ'তে কাপড় উঠানো অবস্থায় নিজ গৃহে শুয়েছিলেন। এমতাবস্থায় আবুবকর (রাঃ) ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দিলেন এবং তিনি ঐ অবস্থায় থাকলেন ও কথা বললেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) এসে অনুমতি চাইলে তাকেও অনুমতি দিলেন এবং ঐ অবস্থায় তার সাথেও কথা বললেন। এরপর ওছমান (রাঃ) এসে অনুমতি চাইলে রাসূল (ছাঃ) উঠে বসলেন এবং কাপড় ঠিক

http://islaminonesite.wordpress.com

করলেন। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৫৬০ পৃঃ।*

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, রাসূল (ছাঃ) খায়বার অভিযানে বের হ'লেন এবং আমরা সেখানে পৌছে ভোরে অন্ধকারে ফজরের ছালাত আদায় করলাম। তারপর রাসূল (ছাঃ) সওয়ারীর উপর আরোহন করলেন। আবু ত্বালহাও সওয়ারীর উপর আরোহন করলেন। আমি তাঁর পিছনে বসলাম। রাসূল (ছাঃ) খায়বারের গলি পথে দ্রুত চলতে থাকলেন এবং আমার হাঁটু তার উরু স্পর্শ করতে লাগল। তারপর উরু হ'তে লুঙ্গি সরে গেলে আমি তা লক্ষ্য করলাম। আমার মনে হচ্ছে আমি যেন এখনও তাঁর উরুর শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি। *-বুখারী ১ম খণ্ড, ৫৩ পৃঃ।*

উক্ত হাদীছ দ্বয় প্রমাণ করে যে, প্রয়োজনে হাঁটুর উপর কাপড় উঠানো যায়। তবে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা উত্তম। জারহাদ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, উরু গোপন অঙ্গসমূহের অন্তর্ভুক্ত। *-বুখারী ১ম খণ্ড, ৫৩ পৃঃ তরজমাতুল বাব।*

প্রশ্ন (৬/৮৬)ঃ মৃতব্যক্তির দাফনের পর কবরস্থানে দাঁড়িয়ে সম্মিলিত ভাবে হাত তুলে দো'আ করা যাবে কি? বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।

-মাষ্টার আয়নুদ্দীন
বালীজুড়ী, জামালপুর।

উত্তরঃ মৃতব্যক্তির দাফনের পর কবরস্থানে দাঁড়িয়ে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করা যাবেনা। এরূপ আমল বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। সম্মিলিতভাবে মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ করার রাসূল (ছাঃ) থেকে অত্যন্ত সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে, যাকে 'জানাযা' বলা হয়। সেখানে মৃত ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন প্রার্থনা করা হয়। সাথে সাথে মৃতব্যক্তিকে দাফন করার পর মৃতব্যক্তি যেন ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তর দানে সক্ষম হ'তে পারেন, সেজন্য সকল মুছল্লীকে ব্যক্তিগত ভাবে দো'আ করতেও বলা হয়েছে। হযরত ওছমান (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন দাফন কার্য শেষ করতেন, তখন কবরের পাশে দাঁড়াতেন ও মুছল্লীদের বলতেন, 'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর ও তার দৃঢ় থাকার জন্য দো'আ কর। কেননা তাকে এখনি জিজ্ঞেস করা হবে'। *-আবুদাঊদ, মিশকাত ২৬ পৃঃ; হাদীছ ছহীহ।*

যেহেতু মৃতব্যক্তির দাফনের পর সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয় সেহেতু প্রচলিত প্রথা পরিত্যাগ করে মৃতব্যক্তির রূহের মাগফেরাতের জন্য সকলে পৃথক পৃথক ভাবে দো'আ করাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুকূলে হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (৭/৮৭)ঃ আক্বীক্বা দেয়ার পর ধাত্রীমাতাকে ছাগলের রান ও সপ্তম দিবসে শিশুর গলায় রূপার চেইন দেয়া সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আলী সালাফী
ইকরা পাঠাগার
ধানীখোলা, ত্রিশাল
ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ আক্বীক্বা দেয়ার পর ধাত্রীমাতাকে ছাগলের রান দেয়া ও আক্বীক্বার গোশত বণ্টন করার প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। অনুরূপভাবে জন্মের সপ্তম দিনে গলায় রূপার চেইন দেয়ারও কোন হাদীছ নেই। কাজেই এরূপ রেওয়াজ পরিত্যাজ্য। অবশ্য জন্মের সপ্তম দিনে সন্তানের কর্তনকৃত চুলের সমপরিমাণ রূপা বা তার মূল্য ছাদক্বা করা সুন্নাত। *-তিরমিযী, তোহফা ৫ম খণ্ড 'আক্বীক্বা' অধ্যায়, হাদীছ ছহীহ।*

প্রশ্ন (৮/৮৮)ঃ আমাদের এখানে কয়েকজন আলেম ও হাফেয আছেন। আর একজন বেতনভুক আলেম আছেন। এমতাবস্থায় ইমাম কে হবেন? বেতনভুক ব্যক্তি না অন্য কেউ।

-মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান
সাং ও পোঃ দিগদানা
যেলাঃ যশোর।

উত্তরঃ আবু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষের ইমামতি করবে সেই ব্যক্তি যে কুরআন ভাল পড়ে। যদি সকলেই কুরআন পড়ায় সমান হয়, তবে যে সুন্নাত বেশী জানে। যদি সুন্নাত জানায় সকলেই সমান হয়, তবে যে হিজরত আগে করেছে। যদি হিজরতেও সমান হয় তবে যে বয়সে বেশী। কেউ যেন অপর ব্যক্তির অধিকার ও ক্ষমতা স্থলে ইমামতি না করে এবং তার অনুমতি ব্যতীত তার সম্মানের স্থানে না বসে'। *-মুসলিম, মিশকাত ১০০ পৃঃ।*

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন তিন ব্যক্তি একত্রিত হবে তখন যেন তাদের মধ্য হ'তে একজন ইমামতি করে এবং ইমামতির অধিকারী তিনিই যিনি কুরআন অধিক ভাল পড়তে পারেন। *-মুসলিম, মিশকাত ১০০ পৃঃ।*

হাদীছ দ্বয় থেকে প্রমাণিত হয় যে, যিনি সবচেয়ে ভাল কুরআন পড়তে পারেন তিনিই ইমাম হবেন। যদি কুরআন ভাল পড়ায় সকলে সমান হন তাহলে যিনি কুরআন-হাদীছের জ্ঞান বেশী রাখেন। যদি

http://islaminonesite.wordpress.com

কুরআন-হাদীছের জ্ঞানে সকলে সমান হন, তাহ'লে যার বয়স বেশী তিনি ইমাম হবেন। কাজেই আপনারা হাদীছের দৃষ্টিকোন থেকে ইমাম নির্ধারণ করবেন। উল্লেখ্য যে, পূর্ব নির্ধারিত ইমামই ইমাম হওয়ার প্রকৃত হকদার। তবে ইমামের অনুমতিক্রমে অন্য যোগ্য ব্যক্তি ইমামতি করতে পারেন।

প্রশ্ন (৯/৮৯)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দর্শন সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, ইহা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগের জন্য প্রযোজ্য। আবার কেউ কেউ বলেন, ইহা সকল যুগের জন্য প্রযোজ্য। কোনটা ঠিক জানতে চাই?

-মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান
সাং- বামন গ্রাম
পোঃ মোলামগাড়ী হাট
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ মানুষ যে কোন যুগে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখতে পারে। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, নবুঅতের কোন চিহ্ন এখন আর অবশিষ্ট নেই। তবে শুধু সুসংবাদ বহনকারী। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, সুসংবাদ বহনকারী কি? তিনি বললেন, ভাল স্বপ্ন'। *-বুখারী , মিশকাত ৩৯৪ পৃঃ।* হাদীছটি প্রমাণ করে যে, ভাল স্বপ্ন বাকী রয়েছে, যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখবে সে সত্যিই আমাকে দেখবে। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না'। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৩৯৪।*

উল্লেখিত হাদীছ দ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সর্বযুগেই মানুষ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখতে পারে এবং শয়তান তার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। তবে অন্য আকৃতি ধারণ করে শয়তান নবীর পরিচয় দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে। ফলে যে ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে তাঁর স্বীয় রূপে দেখবে, সে নিশ্চিত ভাবেই রাসূল (ছাঃ)-কে দেখবে।

প্রশ্ন (১০/৯০)ঃ ছালাতের সঙ্গে ছিয়ামের সম্পর্ক কি? 'রামাযান মাসে ছিয়াম অবস্থায় ছালাত আদায় না করলে ছিয়াম মূল্যহীন' কথাটা কতটুকু সঠিক? কুরআন-হাদীছের আলোকে -এর সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ যয়েনুদ্দীন সরকার
বান্দাইখাড়া উচ্চ বিদ্যালয়
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ ছিয়ামের নিয়তে শুধু সারাদিন পানাহার ও যৌন সম্ভোগ থেকে বিরত থাকার নাম ছিয়াম সাধনা নয়। বরং ছিয়াম সাধনা হচ্ছে পানাহার থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে সকল প্রকার অনৈসলামী ও মিথ্যা থেকে কঠোর ভাবে বিরত থাকা। অন্যথায় ছিয়াম প্রায় মূল্যহীন। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ, (অন্য বর্ণনায়) অনৈসলামী কাজ থেকে বিরত না থাকে, সে ব্যক্তির পানাহার থেকে বিরত থাকাতে আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই। *-বুখারী, 'ছিয়াম' অধ্যায়, পরিচ্ছেদ নং ৯, হা/১৯০৩।*

ছিয়াম অবস্থায় অন্যান্য ইবাদত বিশেষ করে শ্রেষ্ঠ ইবাদত ছালাত নিয়মিত আদায় করা ফরয। উক্ত ফরয তরক করে শুধুমাত্র ছিয়াম পালন করা মূল্যহীন। কেননা ছালাত-এর উপরেই অন্যান্য সকল ইবাদত কবুল হওয়া অনেকটা নির্ভর করে। যেমন নবী করীম (ছাঃ) বলেন,

"اول ما يحاسب العبد به يوم القيامة الصلوة فإن صلحت صلحت سائر عمله و إن فسدت فسدت سائر عمله رواى الطبرانى

'ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার ছালাতের। ছালাতের হিসাব সুষ্ঠ হ'লে বাকী আমল সমূহের হিসাব সুষ্ঠ হবে। নইলে সবকিছুই বেকার হবে'। *-তাবারাণী আওসাত্ব, হাদীছ ছহীহ।* সুতরাং ছালাত ব্যতীত ছিয়াম যে মূল্যহীন তা বলাই বাহুল্য।

প্রশ্ন (১১/৯১)ঃ গণতন্ত্রের অর্থ হচ্ছে 'জনগণের আইন' যা থেকে আল্লাহ্র আইন বোঝায় না। এমতাবস্থায় প্রচলিত গণতান্ত্রিক ধারাকে সমর্থন করে সে অনুযায়ী জীবন যাপন করে মুক্তি হাছিল কি সম্ভব? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-তোফায়েল আহমাদ
জগৎপুর এ,ডি,এইচ সিনিয়র মাদরাসা
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমর্থন করে কিংবা সে অনুযায়ী জীবন যাপন করে পরকালে মুক্তি পাওয়া ও না পাওয়ার বিষয়টি তার সমর্থন ও আমলের নিয়তের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ সে যদি আল্লাহ্র আইনকে অবিশ্বাস ও অসত্য মনে করতঃ প্রচলিত গণতন্ত্রের প্রতি সমর্থন কিংবা সে অনুযায়ী জীবন যাপন করে, তবে তওবা ব্যতীত পরকালে তার মুক্তি পাওয়ার কোন

http://islaminonesite.wordpress.com

সম্ভাবনা নেই। যেমন- আল্লাহ বলেন, 'যারা আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফায়ছালা প্রদান করে না তারা কাফের' (মায়েদা ৪৪)।

আর যদি আল্লাহ্‌র আইনের প্রতি বিশ্বাস রেখেও ঈমানের দুর্বলতার কারণে বা কোন পার্থিব স্বার্থে আল্লাহ্‌র আইনের পরিবর্তে প্রচলিত গণতন্ত্রের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে এরূপ ব্যক্তিকে ফাসেক কিংবা যালেম বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, দ্বীন ইসলাম তথা কোন শারঈ বিধানের অস্বীকার কারীকে কাফের বলা হয় এবং শারঈ বিধানকে স্বীকার করতঃ তা লঙ্ঘনকারী কাবীরা গোনাহগার ব্যক্তিকে 'ফাসেক' বলা হয়।

অতএব প্রচলিত গণতন্ত্রের প্রতি সমর্থন কিংবা সে অনুযায়ী জীবন যাপন কবীরা গোনাহ হ'লেও মুমিন ব্যক্তি এরূপ গোনাহেরও ক্ষমা ও পরকালে মুক্তি পেতে পারে। যদি আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন এবং সে ব্যক্তি শিরক না করে থাকে।

প্রশ্ন (১২/৯২)ঃ কোন কোন মাদরাসায় দেখা যায় যে, হেফ্য শেষ করে ফারেগ হওয়ার সময় আনুষ্ঠানিক ভাবে ছাত্রের মাথায় পাগড়ী পরানো হয়। কিন্তু ফারেগের পূর্বেও মাদরাসায় ছেলেদের পাগড়ী পরতে দেখা যায় না কিংবা অনুষ্ঠানের দিন ছাড়া পরেও পাগড়ী পরতে দেখা যায় না। তাহ'লে কি সেই সময় ও সেই অবস্থায় শুধু আনুষ্ঠানিক ভাবে পাগড়ী পরা মহৎ ফযীলতের কাজ? পাগড়ী পরা জায়েয কি-না? পাগড়ীর রং কিরূপ ও কত হাত লম্বা হওয়া উচিত? কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দেবেন বলে আশা করি।

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান
রাজশাহী।

উত্তরঃ নিঃসন্দেহে পাগড়ী একটি উত্তম পোষাক। নবী (ছাঃ) তথা ছাহাবীগণ সাধারণ ভাবেই এই পাগড়ী ব্যবহার করেছেন বলে একাধিক ছহীহ হাদীছ থেকে জানা যায়। যেমন- *মুসলিম 'হজ্জ' অধ্যায়, হা/৪৫১-৪৫৪; বুখারী 'মাগাযী' অধ্যায়, হা/৪০৩৯।*

উল্লেখিত হাদীছ সমূহ থেকে সাধারণ ভাবে পাগড়ী পরা জায়েয প্রমাণিত হচ্ছে এবং এ সকল হাদীছ থেকে এটিও প্রমাণিত হচ্ছে যে, বিশেষ কোন ইবাদতে কিংবা অনুষ্ঠানেই শুধু পাগড়ী পরা নির্দিষ্ট নয়। বরং সর্বাবস্থায় পাগড়ী পরা যেতে পারে। প্রকৃত অর্থে অন্যান্য পোষাকের ন্যায় পাগড়ীও একটি পোষাক মাত্র। যা সকল স্তরের লোকের জন্য ব্যবহার যোগ্য।

ফলে বিশেষ কোন স্তরের লোকদের জন্য শুধু পাগড়ী পরা ফযীলতপূর্ণ মনে করা যেমন আদৌ ঠিক নয় তেমনি বিশেষ ইবাদতে, অনুষ্ঠানে কিংবা সময়ে পাগড়ী পরা ফযীলতপূর্ণ মনে করাও ঠিক নয়। বরং ফযীলত মনে করে এরূপ পাগড়ী পরা বিদ'আতের পর্যায়ভুক্ত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এ থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিৎ। তবে ফারেগ হাফেয ছাত্রদের মাথায় যে পাগড়ী পরানো হয়, সম্ভবতঃ এটা তাদেরকে পুরস্কার হিসাবে দেওয়া হয় এবং এর মাধ্যমে তাকে সুন্নাতের পাবন্দ হওয়ার প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয়। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

প্রকাশ থাকে যে, যে কোন রঙের পাগড়ী পরা যায় তবে কালো পাগড়ী পরা উত্তম। পাগড়ীর দৈর্ঘ্য বিষয়ে ১ম বর্ষ ১০(৭৫) প্রশ্নোত্তর দেখুন।

প্রশ্ন (১৩/৯৩)ঃ বর্তমানে প্রচলিত আইনে যে খাজনার প্রচলন রয়েছে, তা কি জায়েয? না নাজায়েয? কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মোয্যাম্মেল হক
গ্রামঃ নিমতলা কাঁঠাল, পোঃ গোমস্তপুর
চাপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মুসলমানদের উপর প্রচলিত খাজনার আইন মানব সৃষ্ট রাষ্ট্রীয় আইন মাত্র। এই আইন শরীয়ত সম্মত নয়। কেননা দ্বীন ইসলাম রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য মুসলমানদের উপর যাকাত ফরয করেছে। যেমন- আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ছালাত কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর' (বাক্বারাহ ৪৩)। আর এই যাকাত সঞ্চিত মাল, ফল, ফসল সবকিছুর উপরেই ধার্য করা হয়েছে। ফলে উক্ত শারঈ বিধানের আলোকে সরকার যাকাত স্বরূপ মুসলমানদের নিছাবভুক্ত সব রকম সম্পদ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ সঞ্চয় করতে পরবে, যা দ্বারা সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। এছাড়া শারীয়তে আরো একাধিক আয়ের উৎস রয়েছে। আর নফল ছাদকা তো রয়েছেই। তাতেও যদি না কুলায়, তবে সরকার বৈধ যরূরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু মুসলমানদের উপর স্থায়ী ভাবে খাজনা-ট্যাক্স আরোপ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে।

প্রশ্ন (১৪/৯৪)ঃ জনৈক মাওলানা বলেছেন, লম্বা জামা পরা বিদ'আত। নবী (ছাঃ)-এর উম্মত হিসাবে আমার সুন্নাতী জামা কেমন হওয়া উচিৎ। ছহীহ হাদীছের আলোকে জানালে উপকৃত হব।

-লোকমান ও আব্দুল গাফফার
পোঃ সেনেরগাতী, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ দ্বীন ইসলামে অপচয় ও অহংকার বিবর্জিত যে কোন প্রকার পোষাক পরিধান করা বিধি সম্মত। আল্লাহ বলেন, 'আপনি বলুন, বান্দাদের জন্য সৃষ্ট আল্লাহ্‌র

http://islaminonesite.wordpress.com

সাজ-সজ্জা ও পবিত্র খাদ্যবস্তু সমূহকে কে হারাম করেছে? আপনি বলুন! এসব নে'আমত আসলে পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্য এবং ক্বিয়ামতের দিন খালেছ ভাবে তাদেরই জন্য' (আ'রাফ ৩২)।

মহানবী (ছাঃ) বলেন, পানাহার কর, পরিধান কর এবং ছাদকা কর। তবে অপচয় ও অহংকার বশতঃ নয়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যা চাও খাও ও যা চাও পরিধান কর। তবে এ বিষয়ে তোমাকে দু'টি ভুল থেকে সতর্ক থাকতে হবে। তা হ'ল- অপচয় ও অহংকার। *-বুখারী, 'লিবাস' অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদ; মিশকাত 'লিবাস' অধ্যায়, হা/৪৩৮০-৮১।* মহানবী (ছাঃ) আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি অহংকার বশতঃ স্বীয় পোষাক ঝুলাবে, তার দিকে আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টিপাত করবেন না' (ঐ)। অতএব জামা লম্বা-খাটো এখানে বিচার্য বিষয় নয়।

তবে পোষাকের ব্যাপারে নিম্নের বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যেমন- (১) পুরুষ হৌক নারী হৌক সকলেরই পোষাক যেন তাকওয়া সম্পন্ন হয়। তার মাধ্যমে যেন কোনরূপ বেহায়াপনা প্রকাশ না পায় (আ'রাফ ২৬)। (২) পোষাক যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয় এবং ময়লাযুক্ত ও নোংরা না হয় *(আ'রাফ ৩১, আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত 'লিবাস' অধ্যায় হা/৪৩৫১)*। (৩) পুরুষের পরিধেয় বস্ত্র যেন রেশম থেকে তৈরী না হয়। কেননা মহানবী (ছাঃ) পুরুষকে রেশম পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশম পরবে সে পরকালে পরবে না। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'লিবাস' অধ্যায় হা/৪৩২০-২১।* (৪) পুরুষের টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলানো না হয়। যেমন- নবী (ছাঃ) বলেন, 'দুই টাখনুর নিচে যতটুকু কাপড় ঝুলবে, তা জাহান্নামে যাবে'। *-বুখারী, 'লিবাস' অধ্যায়, পরিচ্ছেদ নং ৪।* (৫) পুরুষ ও মহিলাদের পোষাক যেন পরস্পরের সদৃশ না হয়। কেননা মহানবী (ছাঃ) মহিলাদের পোষাক পরিধানকারী পুরুষের প্রতি লা'নত করেছেন। *-ফাৎহুল বারী 'লিবাস' অধ্যায়, পরিচ্ছেদ নং ৫।*

অন্য বর্ণনায় আরো রয়েছে মহানবী (ছাঃ) 'মেয়েদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষ ও পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী মহিলাদের প্রতি লা'নত করেছেন। এমনকি তিনি এও বলেছেন, 'মেয়েদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষ ও পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী মহিলা আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'। *-বুখারী, 'লিবাস' অধ্যায়, পরিচ্ছেদ নং ৬১।*

(৬) যেন অমুসলিমদের জাতীয় পোষাকের সদৃশ না হয়। মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করল, সে তাদের মধ্যে গণ্য হ'ল। *-আবুদাউদ, 'লিবাস' অধ্যায়, পরিচ্ছেদ নং ৪।* তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি অন্যদের (অমুসলিম) সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়'। *-তিরমিযী, 'ইস্তিযান' অধ্যায় পরিচ্ছেদ নং ৭।*

(৭) এমন চিকন, আটো সাঁটো ও খাটো পোষাক পরা যাবে না, যা দ্বারা বেহায়াপনা প্রকাশ পায়। *-মুসলিম 'লিবাস' অধ্যায়; বুখারী 'ফিতান' অধ্যায় পরিচ্ছেদ নং ৬।*

উপরোক্ত বিধিনিষেধের সীমার মধ্যে থেকে প্রয়োজন মত খাটো, লম্বা যেকোন ধরনের পোষাক পরিধান করা জায়েয। তবে নবী (ছাঃ) -এর পোষাকের অনুকরণে সাদা, লম্বা ও ঢিলা-ঢালা পোষাক যে উত্তম, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রশ্ন (১৫/৯৫)ঃ মৃত ব্যক্তির রূহের মাগফেরাতের জন্য ফকীর-মিসকীন -কে খাওয়ানো যাবে কি? দলীল সহকারে বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।

-আকমাল হোসাইন
উত্তরা, ঢাকা।

উত্তরঃ কোন দিন নির্ধারণ না করে এবং আনুষ্ঠানিকতা না করে মৃত ব্যক্তির রূহের মাগফেরাতের জন্য ছাদকা স্বরূপ ফকীর-মিসকীন -কে খাওয়ানো যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা একজন লোক এসে রাসূল (ছাঃ) -কে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার মা হঠাৎ ইন্তেকাল করেছেন। কোন অছিয়ত করে জাননি। আমি মনে করছি তিনি কথা বলতে পারলে ছাদকা করতেন। এখন আমি তার পক্ষ থেকে ছাদকা করলে তার জন্য নেকী হবে কি? নবী (ছাঃ) বললেন, হাঁ। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ১৭২।* উক্ত হাদীছ প্রমাণ করে যে, মৃত ব্যক্তির নামে অর্থ দান করলে সে নেকীর হকদার হবে। মৃত ব্যক্তির নামে ছাদকা করা যায় আর ছাদকা ব্যাপক অর্থ বহন করে। ফকীর-মিসকীনকে খাওয়ানোও এর অন্তর্ভুক্ত। আজকাল মৃতব্যক্তির নামে জাকজমকের সাথে যে 'চল্লিশা' ও 'খানা'র অনুষ্ঠান হিন্দুদের 'শ্রাদ্ধ' অনুষ্ঠানের অনুকরণে মুসলিম সমাজে চালু হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বিদ'আত। ফকীর-মিসকীন খাওয়ানোর নামে এই সব 'খানা'র অনুষ্ঠান করা চলবে না। বরং তার চাইতে মৃতের নামে কোন স্থায়ী ছাদকা করা উচিত, যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত মৃতের জন্য নেকীর কারণ হয়।

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা
এপ্রিল'৯৯

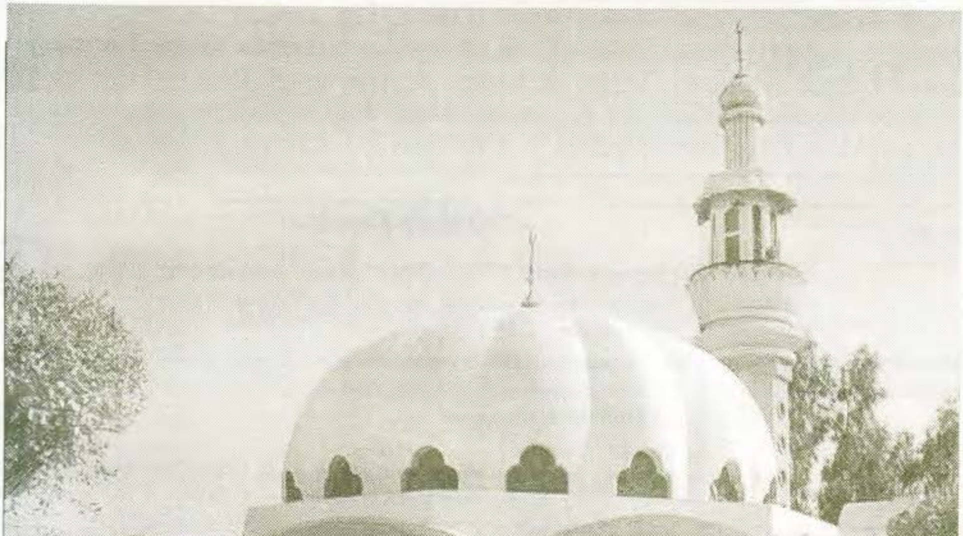

প্র শ্নো ত্ত র

প্রশ্ন (১/৯৬)ঃ মৃত ব্যক্তির লাশ বাড়ী থেকে যখন নিয়ে যাওয়া হয়, তখন কেউ বলে মাথা আগে নিয়ে যেতে হবে, কেউ বলে পা আগে নিয়ে যেতে হবে। কোনটা ঠিক। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মহেযুদ্দীন
নূরুল্যাবাদ, করাতী পাড়া
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির লাশ বাড়ী থেকে নিয়ে যাওয়ার সময় মাথা আগে করে নিয়ে যাওয়া সুন্নাতের অনুকূলে। ছহীহ হাদীছ সমূহ এদিকেই ইঙ্গিত করে। *-মুসলিম, ছহীহুল জামে আছ-ছগীর (হা/৩১৫১), মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৪৮, ১৬৫১; আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৬৬৭; আহামদ হা/১৬৬৮; মুসলিম, নাসাঈ, ছহীহুল জামে (হা/৮০১৭) রাবী আনাস (রাঃ)।*

প্রশ্ন (২/৯৭)ঃ পুরুষদের জন্য পাউডার, নারিকেল তৈল এবং আতরের মত বিভিন্ন ধরনের সেন্ট ব্যবহার করা জায়েয কি?

-মাছদার
-খিরশিন টিকর
রাজশাহী কোর্ট।

উত্তরঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, পুরুষের খোশবু হচ্ছে যার গন্ধ প্রকাশ হবে এবং রং গোপন থাকবে। আর মহিলাদের খোশবু হচ্ছে যার রং প্রকাশ হবে এবং গন্ধ গোপন থাকবে। *-তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত ৩৮১ পৃঃ; মিশকাত, আলবানী হা/৪৪৪৩।* তবে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, তাতে যেন এ্যালকোহল বা অনুরূপ কোন হারাম বস্তু মিশ্রিত না থাকে।

প্রশ্ন (৩/৯৮)ঃ ফরয গোসল করলে যদি অসুখ হওয়ার বা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহ'লে ওযু করে অথবা তায়াম্মুম করে ছালাত ও ছিয়াম পালন করা যাবে কি?

-আব্দুর রহমান
খিরশিন টিকর
রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।

উত্তরঃ ফরয গোসল করলে যদি অসুখ হয় বা অসুখ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহ'লে তায়াম্মুম করে ছালাত ও ছিয়াম পালন করা যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর যদি কখনো তোমরা অসুস্থ হয়ে পড়ো, সফরে থাকো বা তোমাদের কেউ মলমূত্র ত্যাগ করে আসে অথবা তোমরা নারী সম্ভোগ করে থাকো এবং এরপর পানি না পাও তাহ'লে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর' (নিসা ৪৩)। উক্ত আয়াতে অসুস্থতার আলোচনা রয়েছে। অর্থাৎ অসুস্থতার কারণে মানুষ যেকোন অপবিত্রতা হ'তে তায়াম্মুম করে পবিত্রতা লাভ করতে পারে। আমর ইবনুল আছ (রাঃ) একদা ঠাণ্ডা রাত্রে অপবিত্র হন এবং তায়াম্মুম করেন এবং প্রমাণ স্বরূপ একটি আয়াত পেশ করেন। 'তোমরা তোমাদের জীবনকে হত্যা কর না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর দয়াশীল' (নিসা ২৯); *তরজমা বুখারী ১ম খণ্ড ৪৯ পৃঃ।*

প্রশ্ন (৪/৯৯)ঃ মৃত ব্যক্তিকে কবরে কোন দিক থেকে নামাতে হবে? এবং কাফন পরানোর সময় মৃতব্যক্তির হাত কোথায় রাখতে হবে? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-শামসুদ্দীন
বৃ-কুষ্টিয়া দারুল হাদীছ সালাফিইয়াহ মাদরাসা
বগুড়া।

উত্তরঃ মৃতব্যক্তিকে পা-এর দিক থেকে নামানোই সুন্নাত। আবু ইসহাক হ'তে বর্ণিত, হারেছ আল-আওয়ার একদা আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদকে অছিয়ত করেছিলেন যে, সে তার জানাযা পড়াবে। অতঃপর দুই পায়ের দিক হ'তে কবরে প্রবেশ করাবে এবং বললেন, এটা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা শাওকানী, ইবনুল হুমাম, ইমাম বায়হাক্বী সকলেই বলেন, হাদীছের সনদ ছহীহ। *-মিরআতুল মাফাতীহ ৫ম খণ্ড 'দাফন' অধ্যায়।* কাফন পরানোর সময় মৃতব্যক্তির হাত কোথায় থাকবে তা রাসূল (ছাঃ) থেকে স্পষ্ট রূপে প্রমাণিত নয়। কাজেই সুবিধা মত হাত রাখাই শরীয়ত সম্মত হবে।

প্রশ্ন (৫/১০০)ঃ ইমাম ছাহেবের দ্রুত ছালাত আদায়ের কারণে তৃতীয় বা চতুর্থ রাক'আতে মুক্তাদী সূরা ফাতেহা সম্পূর্ণ পড়তে পারেনি। এমতাবস্থায় শেষের দু'রাক'আত ছালাত কি মুক্তাদির পুনরায় পড়তে হবে?

-আব্দুল লতীফ
রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ না পড়তে হবে না। তবে এই ধরনের ইমামের পিছনে শুরু থেকেই এক্তেদা না করা উচিত। মুক্তাদী চেষ্টা করেও যেহেতু ইমামের তাড়াহুড়ার কারণে সূরা ফাতেহা সম্পূর্ণ পড়তে পারেনি কাজে-ই এ জন্য আল্লাহ্ তাকে ধরবেন না। আল্লাহ্ বলেন, لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 'আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেন না' (বাক্বারাহ ২৮৬)। সুতরাং সূরা ফাতেহা সম্পূর্ণ না করার ত্রুটিটি তার উপর না বর্তিয়ে ইমামের উপরে বর্তাবে এবং মুক্তাদীর ছালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে।

নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, الإمام ضامن والمؤذن

مؤتمن 'ইমাম হ'ল যামিন আর মুআযযিন হ'ল আমানতদার'। -*আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু হাব্বান, বায়হাক্বী, ছহীহুল জামে আছ-ছগীর হা/২৭৮৭।*

তিনি (ছাঃ) আরো বলেন, الإمام ضامن فإن أحسن فله و لهم و إن أساء فعليه و لا عليهم 'ইমাম হ'লেন যামিন। সুতরাং যদি তিনি ভালভাবে ছালাত আদায় করেন তবে সে ছওয়াব তার এবং মুক্তাদীদের হবে। আর যদি তিনি মন্দ ভাবে ছালাত আদায় করেন, তবে তা কেবল তারই প্রতিকূলে যাবে, মুক্তাদীদের নয়'। -*তিরমিযী, হাকেম ছহীহুল জামে আছ-ছগীর হা/২৭৮৬।*

অত্র হাদীছদ্বয় প্রমাণ করে যে, ইমামের ক্রুটির কারণে মুক্তাদীর ক্রুটি হ'লে ইমামের উপরেই সেই ক্রুটি বর্তাবে।

প্রশ্নে উল্লেখিত মুক্তাদীকে তার ঐ দু'রাক'আত ছালাত পুনরায় পড়তে হবে না। কারণ তার এই ক্রুটিটি ইমামের কারণেই হয়েছে। কাজেই এই ক্রুটির জন্য ইমাম দায়ী।

প্রশ্ন (৬/১০১)ঃ জানাযার পূর্ব মুহূর্তে জনতার উদ্দেশ্যে ইমাম ছাহেব তিনবার জিজ্ঞেস করেন মৃতব্যক্তি কেমন ছিলেন? এরূপ করা কি জায়েয? দলীল সহকারে জানতে চাই।

-আব্দুল হাফীয
উত্তরা, ঢাকা।

উত্তরঃ জানাযার পূর্ব মুহূর্তে জনতার উদ্দেশ্যে মৃতব্যক্তি কেমন ছিলেন বলে ইমাম ছাহেবের জিজ্ঞেস করা শরীয়ত পরিপন্থী আমল। তবে মৃতব্যক্তিকে সাধারণ ভাবে ভাল বলা হ'লে তার পরকাল কল্যাণময় হওয়ার আশা করা যায়। যার প্রমাণে একাধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন- আনাস (রাঃ) বলেন, কিছু লোক একটি লাশের নিকট দিয়ে অতিক্রম করল এবং মৃত ব্যক্তি ভাল বলে প্রশংসা করল, তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তার জন্য নির্ধারিত হয়ে গেল। অতঃপর ঐ লোকগুলি অপর এক লাশের নিকট দিয়ে অতিক্রম করল এবং মৃতব্যক্তি মন্দ বলে তার কুৎসা করল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তার জন্য নির্ধারিত হয়ে গেল। ইহা শুনে ওমর ফারূক (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কি নির্ধারিত হয়ে গেল? রাসূল (ছাঃ) বললেন, ঐ ব্যক্তি যার তোমরা প্রশংসা করলে তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত হ'ল। আর ঐ ব্যক্তি যার তোমরা কুৎসা করলে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত হ'ল। তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহুর সাক্ষী। -*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৪৫ পৃঃ 'জানাযা' অধ্যায়।* ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন মুসলমানের পক্ষে ৪ জন মুসলমান ভাল বলে সাক্ষ্য দিলে তাকে আল্লাহ তা'আলা জান্নাত দান করবেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, তিন জন সাক্ষ্য দিলে? তিনি বললেন, হাঁ তিন জন সাক্ষ্য দিলেও। পুনরায় আমরা জিজ্ঞেস করলাম, দু'জনে সাক্ষ্য দিলে? তিনি বললেন, হাঁ দু'জনে সাক্ষ্য দিলেও। ওমর (রাঃ) বললেন, আমরা একজনের সাক্ষ্যের কথা জিজ্ঞেস করলাম না। -*বুখারী, মিশকাত ১৪৭ পৃঃ।* হাদীছ দ্বয় স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, মানুষের সাধারণ মন্তব্য মৃতব্যক্তির পরকাল কল্যাণময় হওয়া ও না হওয়ার লক্ষণ বহন করে।

প্রশ্ন (৭/১০২)ঃ শখ করে টিয়া, ময়না ও খরগোশ পুষা বৈধ হবে কি? এবং খরগোশের গোশত হালাল কি-না বিস্তারিত জানতে চাই।

-আবু মূসা আব্দুল্লাহ
আনন্দ নগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষ শখ করে টিয়া, ময়না পুষতে পারে এর প্রমাণে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে বাচ্চারা তা শখ করে পুষতে পারে। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী (ছাঃ) আমাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতেন। এমনকি একদিন আমার ছোট ভাইকে বললেন, হে আবু ওমার তোমার ছোট বুলবুলিটি কি হ'ল? তার একটি ছোট বুলবুলি পাখি ছিল। ওর সাথে সে খেলা করত। যা মৃত্যুবরণ করেছিল। -*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪১৬ পৃঃ।* আর যে সব পাখী খাওয়া জায়েয তা স্বাভাবিক ভাবে পুষাও জায়েয।

খরগোশের গোশত হালাল। মুসলমান খরগোশের গোশত খেতে পারে। আনাস (রাঃ) বলেন, মাররুয যাহরান নামক স্থানে আমরা একটি খরগোশ ধাওয়া করলাম। সাথী লোকজন অনেক চেষ্টা করে ক্লান্ত হয়ে গেলেন। শেষে আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং আবু তালহার নিকট নিয়ে গেলাম। তিনি তাকে যবহ করলেন এবং তার রান দু'টি কিংবা তার সামনের পা দু'টি নবী (ছাঃ)-এর জন্য পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তা গ্রহণ করলেন। -*বুখারী ২য় খণ্ড ৮৩০ পৃঃ।*

প্রশ্ন (৮/১০৩)ঃ মহিলা ও পুরুষের কাফনে কোন পার্থক্য আছে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে বিস্তারিত জানতে চাই।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
সুলতানগঞ্জ, গোদাগাড়ী
রাজশাহী।

উত্তরঃ মহিলা ও পুরুষের কাফনের কাপড়ে কোন পার্থক্য নেই। উভয়ের কাফন হচ্ছে সমপরিমাণ তিনটি কাপড়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে কাফন দেয়া হয়েছিল তিনটি ইয়ামানী সাদা সুতী কাপড়ে। যাতে জামা ও পাগড়ী ছিল না। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৪৩ পৃঃ 'জানাযা' অধ্যায়।*

প্রকাশ থাকে যে, মহিলাদেরকে পাঁচটি কাপড় দিতে হবে বলে যে হাদীছ পেশ করা হয় তা নিম্নরূপ- 'লায়লা বিনতে কানিফ আস-সাকাফীয়াহ (রাঃ) বলেন, আমি সেসব মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত যারা রাসূল (ছাঃ)-এর মেয়ে উম্মে কুলসুম ইন্তেকালের সময় গোসল দিয়েছিলেন। রাসূল (ছাঃ) কাফনের জন্য প্রথমে একটি লুঙ্গি দিলেন। তারপর একটি জামা দিলেন। তারপর একটি ওড়না দিলেন। তারপর একটি চাদর দিলেন। শেষে অন্য একটি কাপড়ে তাকে জড়িয়ে দেয়া হল'। -আহমাদ আবুদাউদ 'জানাযা' অধ্যায়। হাদীছটি যঈফ। *যঈফ আবুদাউদ-আলবানী হাদীছ নং ৬৯১।*

ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী ইমাম শাওকানীর মত নকল করে বলেন, কাফনের সংখ্যায় কোন নির্ভরযোগ্য হাদীছ নেই একমাত্র আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ ব্যতীত। যা বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে। কাজেই এর উপর আমল করাই উত্তম। *-মিরআতুল মাফাতীহ 'জানাযা' অধ্যায় ২৪৩-২৪৬ পৃঃ।*

প্রশ্ন (৯/১০৪)ঃ সন্তান ভূমিষ্ট হয়ে ২/১ দিনের মধ্যে মারা গেলে জানাযা পড়তে হবে জানি কিন্তু নাম রাখতে হবে কি-না? কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আশরাফুল আলম
গ্রাম- আরজি নিয়ামত
পোঃ বুড়ির হাট
রংপুর।

উত্তরঃ জন্মের সপ্তম দিনে নাম রাখা সুন্নাত। হাসান বাছরী সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'শিশু আক্বীক্বার সাথে আবদ্ধ থাকে। জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ হ'তে পশু যবেহ করবে, তার নাম রাখবে ও তার মাথা মুড়াবে'। *-আহমাদ তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত ৩৬২ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ।* তবে সপ্তম দিনের পূর্বেও নাম রাখা যায়। এমনকি পরদিনই নাম রাখা যায়। যেমন- আবু মূসা আশয়ারী (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমার একটি ছেলে জন্ম হ'লে আমি তাকে নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম। তিনি তার নাম রাখলেন ইবরাহীম এবং একটি খুরমা চিবিয়ে তার মুখে দিলেন। *-বুখারী ২য় খণ্ড ৮২১ পৃঃ 'আক্বীকা' অধ্যায়।*

প্রশ্ন (১০/১০৫)ঃ কেউ কেউ বলে থাকেন, বিদেশী টাকায় মসজিদ করলে ছালাত হয় না। কারণ ঐ টাকা যাকাতের টাকা। উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মুরশেদ মিলটন
গ্রামঃ উঞ্চুপাড়া (সার পাড়া)
থানাঃ গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ ধরনের কথা সাধারণতঃ তারাই বলে বেড়ায়, যারা বিদেশী মুসলমানদের টাকায় মসজিদ নির্মাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। মসজিদ নির্মাণ বাবদ টাকা যাকাতের টাকা নয়। বরং দানকারীর নিজস্ব দান মাত্র। যার প্রমাণ মসজিদে সংযুক্ত সাদা পাথরের লেখাগুলি। উক্ত পাথর গুলিতে মসজিদ দাতাদের নাম লেখা থাকে। তাছাড়া দাতা ও গ্রহিতাগণ বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত আছেন যে, কোন্ টাকা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করলে আল্লাহ্র দরবারে কবুল হয়ে থাকে। অতএব বিদেশী টাকায় মসজিদ করলে ওতে ছালাত হয় না- কথাটি সম্পূর্ণ অনুমান ভিত্তিক।

প্রশ্ন (১১/১০৬)ঃ ৭৮৬ সংখ্যা দিয়ে বিসমিল্লাহ লেখা জায়েয কি-না? ৭৮৬ সংখ্যার নাকি এক একটির পৃথক অর্থ রয়েছে ইহা কি সঠিক? কুরআন ও হাদীছের আলোকে সমাধান দিলে উপকৃত হব।

-মুহাম্মাদ আশরাফুয্ যামান
নাচুনিয়া পূর্বপাড়া,
তেরখাদা, খুলনা।

উত্তরঃ পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত 'আবজাদী' নিয়মের সংখ্যা তাত্ত্বিক গণনা পদ্ধতিতে বিসমিল্লাহ্-র ১৯টি হরফ গণনা করে ৭৮৬ বানানো হয়েছে। যেমন- আলিফে এক, বা-তে ২, জীমে ৩, দালে ৪। এইভাবে ৭৮৬ সংখ্যা দিয়ে বিসমিল্লাহ লেখা জায়েয তো নয়ই। বরং বিসমিল্লাহ্র পরিবর্তে ৭৮৬ -এর প্রচলন মানুষকে ইবাদত থেকে বঞ্চিত করার একটি অপকৌশল মাত্র।

'বিসমিল্লাহ' আল্লাহ প্রদত্ত একটি ইবাদতের শব্দ যা আল্লাহ্র নিকট থেকে অহি-র মাধ্যমে প্রদত্ত হয়েছে। উপযুক্ত স্থানে বিসমিল্লাহ ব্যবহার একটি ইবাদত ও নেকীর কাজ। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে তা যরূরীও বটে। ফলে বিসমিল্লাহ্র পরিবর্তে ৭৮৬ ব্যবহার করলে তা ইবাদতে গণ্য হবে না ও তা দ্বারা নেকী সঞ্চয় ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জিত হবে না। ৭৮৬ সংখ্যাটি যেমন

বিসমিল্লাহ শব্দের প্রতি ইঙ্গিত দিতে পারে, তেমনি এই সংখ্যা দ্বারা অন্য শব্দের প্রতিও ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে। ফলে ৭৮৬ সংখ্যাটি যে কেবল বিসমিল্লাহ্‌র প্রতি ইঙ্গিত বাহক সংখ্যা তা নয়। তাই বিসমিল্লাহ্‌র পরিবর্তে ৭৮৬ লেখা সম্পূর্ণরূপে বিদ'আত।

প্রশ্ন (১২/১০৭)ঃ আমি প্রত্যেক ওয়াক্তে ছালাতের সময় পর পর কয়েকটি আযান শুনতে পাই। এমতাবস্থায় আমি সব ক'টি আযানের জবাব দিব কি?

-নাজমুল আনাম
বাঁকাল দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালফিইয়াহ
পোঃ বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আযানের জওয়াব দেওয়া সুন্নাত (*মুসলিম, মিশকাত 'ছালাত' অধ্যায় হা/৬৫৭*)। তবে একই সময় শ্রুত কয়েকটি আযানের সব কয়টির জবাব না দিলেও চলে। কেননা অনেক সময় কোন কারণ বশতঃ আযানের জওয়াব না দেওয়ার ব্যাপারেও ছাহাবায়ে কেরামের আমল পাওয়া যায়। যেমন- হযরত ওমর (রাঃ) কখনো কখনো আযান দেওয়া কালীন সময়ে আযানের জওয়াব না দিয়ে অন্যের সাথে কথোপকথনে ব্যস্ত থাকতেন। *দ্রষ্টব্যঃ মাশহূব হাসান সালমান, আল-কাওলুল মুবীন কি আখত্বাইল মুছাল্লীন, সনদ শক্তিশালী, আলবানী*। সুতরাং ইচ্ছা হ'লে সবকটি আযানের উত্তর দিবেন অথবা প্রথম আযানটির জওয়াব দিয়ে ইতি করবেন।

প্রশ্ন (১৩/১০৮)ঃ ইমাম সাহেবের পিছনে মুছল্লীগণ আছরের ছালাত আদায় করছেন জামা'আতে। এমন সময় আর একজন মুছল্লী মসজিদের বারান্দায় একা ফরয ছালাত পড়ছেন। তার ছালাত হবে কি কুরআন-হাদীছের দৃষ্টিতে জানালে সুখী হব।

-মুহাম্মাদ আমীর হামযাহ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ রাসূলে করীম (ছাঃ) বলেন, যখন ছালাতের এক্বামত দেওয়া হবে তখন আর কোন ছালাত নেই, উক্ত ফরয ছালাত ছাড়া। -*মুসলিম, ছালাত অধ্যায়, হা/৭১০*। মুসনাদ আহমাদের বর্ণনায় বলা হয়েছে, যে ছালাতের এক্বামত দেওয়া হয়েছে, ঐ ছালাত ব্যতীত আর কোন ছালাতই শুদ্ধ হবে না। -*মুসনাদ আহমাদ, তালখীছুল হাবীর ২/২৩*।

সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তি যদি জামা'আত চলা অবস্থায় একই ছালাত পৃথকভাবে আদায় করে থাকে এবং যে মুসাফিরও নয় এবং একাকী পড়ার পিছনে শারঈ কোন কারণও না থাকে, তবে রাসূলের উক্ত হাদীছ অনুযায়ী তার ছালাত বাতিল হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রশ্ন (১৪/১০৯)ঃ কালেমার সংখ্যা কয়টি ও কি কি? সঠিক কালেমাগুলি বহুল প্রচারিত ও সুপ্রসিদ্ধ আত-তাহরীকের মাধ্যমে আরবী ও বাংলা ভাষায় প্রকাশ করে আমাদিগকে শিক্ষা দিলে চির কৃতজ্ঞ থাকব।

-মোসাম্মাৎ উম্মে হানী
পিতা- নযরুল ইসলাম সরদার
কালাই জুম্মাপাড়া আহলেহাদীছ
জামে (বড়) মসজিদ পাড়া।
পোঃ কালাই, যেলাঃ জয়পুরহাট।

উত্তরঃ কালেমার মূলতঃ কোন প্রকার নেই। একই কালেমা বিভিন্ন শব্দে হাদীছের গ্রন্থগুলিতে বর্ণিত হয়েছে। ভারত বর্ষের বিদ্বানগণ ঐ শব্দগুলির বিভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য করে কালেমার বিভিন্ন নামকরণ করেছেন (যেমন কালেমা তাইয়েবাহ্‌, শাহাদত, তাওহীদ, তামজীদ, ইত্যাদি)। এটি ইজতেহাদী বিষয়। সুতরাং ঐ কালেমা গুলির যেকোন একটি মনে রাখলেই হবে সব কটি মুখস্ত রাখা আবশ্যক নয়। তবে মুখস্ত করার জন্য ঐ কালেমাটিই নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয় যার মধ্যে তাওহীদ ও রেসালাতের সাক্ষ্য রয়েছে। আর তা হ'লঃ

أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمداً عبده و رسوله

(বুখারী ও মুসলিম)। অত্র কালেমাটি কলেমায়ে শাহাদত নামে পরিচিত। বাকী কালেমাগুলির জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** প্রণীত আরবী ক্বায়েদা দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন (১৫/১১০)ঃ ফিৎরা বা বায়তুল মাল থেকে যে কেউ চাইলে কি দিতে হবে? না অন্যকিছু বলে বিদায় দিতে হবে? এর সমাধান প্রদানে বাধিত করবেন।

-মিসেস রোজিফা হান্নান
গ্রামঃ চক কাযিযিয়া
তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ফিৎরা বা ছাদকা সমূহ বন্টনের নির্দিষ্ট খাত সমূহ ব্যতীত অন্য কোন খাতে ব্যয় করা বৈধ হবে না। কাজেই গ্রহীতাকে অবশ্যই নিরীক্ষা করে দেখতে হবে। শারঈ মানদণ্ডে তিনি হকদার প্রমাণিত হ'লে তাকে দিতে হবে। নতুবা নিজের পকেট থেকে কিছু দিয়ে বা মিষ্টি কথা দিয়ে বিদায় দিতে হবে।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা
মে '৯৯

প্র শ্নো ত্ত র

প্রশ্ন (১/১১১)ঃ কোথাও ঈদের খুৎবা দু'টি দিতে দেখা যায়, আবার কোথাও একটি দিতে দেখা যায়। আসলে খুৎবা ক'টি? এবং কখন ও কিভাবে দিতে হবে?

-মীযানুর রহমান
পুটিহার, ভাদুরিয়া
দিনাজপুর।

উত্তরঃ একটি খুৎবা দেওয়াই ছহীহ হাদীছ সম্মত। ঈদায়নের ছালাতে ইমাম প্রথমে ছালাত আদায় করবেন ও পরে খুৎবা দিবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদায়নের ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে কেবল মাত্র একটি খুৎবা দিয়েছেন। যার মধ্যে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, দো'আ সবই ছিল *(মির'আত ৫/২৭-২৮)*। দুই খুৎবা সম্পর্কে কয়েকটি যঈফ হাদীছ আছে। ইমাম নববী বলেন, প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি মূলতঃ জুম'আর দুই খুৎবার উপরে ক্বিয়াস করেই চালু হয়েছে। খুৎবা শেষে বসে সম্মিলিত ভাবে মুনাজাত করার রেওয়াজটিও হাদীছ সম্মত নয়। ঈদায়নের জামা'আতে পুরুষদের পিছনে পর্দার মধ্যে মহিলাগণ প্রত্যেকে বড় চাদরে আবৃত হয়ে যোগদান করবেন। খত্বীব ছাহেব নারী-পুরুষ সকলকে উদ্দেশ্য করে মাতৃভাষায় কুরআন-হাদীছের ব্যাখ্যাসহ খুৎবা দিবেন। ঋতুবতী মহিলাগণ কেবল খুৎবা শ্রবণ করবেন ও দো'আয় শরীক হবেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৩১; মির'আত ৫/৩০-৩১ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৭২)।*

فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيْرِهِمْ وَ يَدْعُوْنَ بِدُعَائِهِمْ يَرْجُوْنَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ طُهْرَتَه -

অর্থাৎ 'মুছল্লীদের তাকবীরের সাথে ঋতুবতী মেয়েরা তাকবীর পড়বেন, তাদের দো'আর সাথে তারা দো'আ করবেন এবং উক্ত দিনের বরকত ও পবিত্রতার আকাংখা করবেন' *(বুখারী 'ঈদায়েন' অধ্যায় 'মিনার দিবস সমূহে তাকবীর' অনুচ্ছেদ হা/৯৭১; ঐ, 'সূর্য গ্রহণের ছালাত' অধ্যায় হা/১০৬৬)।*

যাঁরা ঈদায়নের দু'টি খুৎবা সমর্থন করেন, তাঁরা মূলতঃ জাবের বিন সামুরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ হ'তে দলীল গ্রহণ করেন। যেখানে সাধারণভাবে বলা হয়েছে,

كانت للنبى صلى الله عليه و سلمَ خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দু'টি খুৎবা ছিল। যার মাঝে তিনি বসতেন' (মুসলিম, 'জুম'আ' অধ্যায় ১/২৮৩ পৃঃ)। কিন্তু তাঁর অন্য বর্ণনায় ব্যাখ্যা এসেছে وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا وَ صَلَاتُهُ قَصْدًا 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। তারপর বসতেন। তারপর দাঁড়াতেন।... তাঁর খুৎবা ছিল মধ্যম প্রকৃতির ও ছালাত ছিল মধ্যম প্রকৃতির' (ইবনু মাজাহ হা/১১০৬ হাদীছ ছহীহ)। এ হাদীছে একই রাবী কর্তৃক স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা এসেছে। তাছাড়া খুৎবা সংক্ষিপ্ত হওয়া মূলতঃ জুম'আর জন্য খাছ। এতদ্ব্যতীত হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছেও স্পষ্টভাবে এর ব্যাখ্যা এসেছে, كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ قَائِمًا ثم يَجْلِسُ ثم يَقُوْمُ...

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুম'আর দিন দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। অতঃপর বসতেন অতঃপর দাঁড়াতেন...' (মুসলিম, 'জুম'আ' অধ্যায় ১/২৮৩ পৃঃ)।

দ্বিতীয়তঃ জাবের বিন সামুরা বর্ণিত হাদীছটি কুতুবে সিত্তাহ সহ অধিকাংশ মুহাদ্দিছ 'জুম'আর খুৎবা' অনুচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জাবের বিন সামুরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের শাব্দিক বর্ণনায় কোন ব্যাখ্যা না থাকলেও এটা জুম'আর জন্য খাছ। যদি এটাকে 'আম' ধরা হয়, তাহ'লে জুম'আ, ঈদায়েন সহ সকল প্রকার খুৎবা বা ভাষণের মাঝে বসতে হয়। যার কোন ভিত্তি নেই।

তৃতীয়তঃ ঈদায়নের দুই খুৎবার পক্ষে ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, বায্যার প্রভৃতি গ্রন্থে যে হাদীছগুলি এসেছে, তা যঈফ। অমনিভাবে হাফেয ইবনু হযম ও ইবনু কুদামা প্রমুখ বিদ্বানগণ ছহীহ দলীল ছাড়াই ঈদায়নের দুই খুৎবার পক্ষে যে মত প্রকাশ করেছেন, ছহীহ হাদীছের বিপরীতে তা গ্রহণযোগ্য নয়।

চতুর্থতঃ হযরত জাবের (রাঃ) ও উম্মে আত্বিইয়াহ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে *(বুখারী 'ঈদায়েন-এর ছালাত' অধ্যায়, 'ঈদের দিন মহিলাদের প্রতি উপদেশ' অনুচ্ছেদ, হা/৯৭৮; মুসলিম, 'ঈদায়েনের ছালাত' অধ্যায়, হা/৮৮৫; বুখারী 'মিনার দিবস সমূহে তাকবীর' অনুচ্ছেদ হা/৯৭১; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত 'ঈদায়নের ছালাত' অধ্যায়, হা/১৪৩১; অনুরূপভাবে আবু সাঈদ খুদরী হ'তে মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, ঐ, হা/১৪২৬; ইবনু আব্বাস হ'তে ঐ, হা/১৪২৯)* দুই খুৎবার কথা নেই। বরং স্পষ্টভাবেই এক খুৎবার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ সেকারণেই ইমাম বায়হাক্বী ও ইমাম নববী বলেছেন যে, ঈদায়েনের প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি জুম'আর দুই খুৎবার উপরে ক্বিয়াস করে চালু হয়েছে *(বায়হাক্বী ৩/২৯৯ পৃঃ; মির'আত ৫/৪৭-৪৮ পৃঃ)*। অতএব ঈদায়নের জন্য একটি খুৎবাই সুন্নাত সম্মত বলে প্রতীয়মান হয়।

প্রশ্ন(২/১১২)ঃ যাকাত, ফিতরা, ওশর বা কুরবানীর চামড়া বিক্রির টাকায় মসজিদের বেতনভুক ইমাম-মুওয়ায্যিনের কোন হক আছে কি? থাকলে কি পরিমাণ? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বিস্তারিত জানতে চাই।

-আব্দুল জাব্বার খান
গোলনা, সাজিয়াড়া,
ডুমুরিয়া, খুলনা।

উত্তরঃ যাকাত, ফিৎরা, ওশর বা কুরবানীর চামড়া বিক্রয় বাবদ প্রাপ্ত টাকায় মসজিদের ইমাম বা মুওয়ায্যিনের নির্দিষ্ট কোন হক নেই। অবশ্য যারা বাধ্য ও মুখাপেক্ষী, তারা প্রয়োজন মত বায়তুল মাল থেকে নিতে পারবেন। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি মুখাপেক্ষীহীন, সে যেন বিরত থাকে এবং যে ব্যক্তি মুখাপেক্ষী সে যেন ন্যায়নিষ্ঠভাবে ভক্ষণ করে' (নিসা ৬)। ইমাম বা মুওয়ায্যিন যদি নিয়মিত দায়িত্বশীল হন, তবে তাদের দায়িত্বের বিনিময়ে সম্মানজনক রুযীর ব্যবস্থা সমাজকেই গ্রহণ করতে হবে *(আবুদাঊদ হা/৩৫৮৮ সনদ ছহীহ; মিশকাত 'দায়িত্বশীলদের ভাতা' অধ্যায় হা/৩৭৪৮)*।

ফকীর-মিসকীন, ফী সাবীলিল্লা-হ ইত্যাদি খাত সমূহ কমিয়ে বা বাদ দিয়ে অনেক স্থানে ফিৎরা-কুরবানী ইত্যাদির সমস্ত পয়সা বা অধিকাংশ পয়সা ইমাম ও মুওয়ায্যিনের ভাতা বাবদ ব্যয় করেন। এটা নিতান্তই অন্যায়।

প্রশ্ন (৩/১১৩)ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য হাফেয বা আলেমগণ দ্বারা কুলখানী, চেহলাম, চল্লিশা, দো'আ পাঠ ইত্যাদি করা কি শরীয়ত সম্মত? ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মোস্তফা কামাল
পাটগ্রাম বুড়ীমারি
লালমণিরহাট।

উত্তরঃ হাফেয, আলেম বা অশিক্ষিত যার দ্বারাই হোক না কেন উক্ত অনুষ্ঠানগুলি মৃত ব্যক্তির জন্য করা বিদ'আত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় এসবের কোন অস্তিত্ব ছিল না। হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের শরীয়তের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করবে, যা তার মধ্যে নেই সেটি প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী-মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০)*। *-আত-তাহরীক ফেব্রুয়ারী'৯৮ সংখ্যা প্রশ্নোত্তর (৪/৫৭) দ্রষ্টব্য।*

প্রশ্ন (৪/১১৪)ঃ বর্তমানে কিছু সংখ্যক মহিলা সমস্ত শরীর ঢেকে রাখেন শুধুমাত্র কপাল অথবা চোখ ব্যতীত। এটা কি জায়েয? ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ কামাল হোসায়েন
গাড়ফা পূর্বপাড়া
মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তরঃ প্রয়োজনে মেয়েদের কপাল বা চোখ খোলা জায়েয আছে। সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে-

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

'আর তারা (মহিলাগণ) যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে শুধু ঐটুকু ছাড়া যেটুকু এমনিতেই প্রকাশ পায়'। ইবনে আব্বাস বলেন, 'যেটুকু এমনিতেই প্রকাশ পায়' অর্থ- মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয় (তাফসীর ইবনে কাছীর ৩য় খণ্ড পৃঃ ৪৫৩)।

অতএব মহিলাগণ কপাল ও চোখ খোলা রেখে চলতে পারেন।

প্রশ্ন (৫/১১৫)ঃ ফরয ছালাতে তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা পড়া সুন্নাত। তেমনি নফল, বিত্র ও তারাবীর ছালাতেও কি তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা পড়া সুন্নাত? দলীল সহ উত্তর দিলে উপকৃত হব।

-মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম
চৌরাপাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ ফরয বা নফল যে ছালাতই হোক তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা পড়া সুন্নাত।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকবীর ও ক্বিরাআতের মাঝে চুপ থাকতেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাকবীর এবং ক্বিরাআতের মাঝে চুপ থেকে আপনি কি বলেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি 'আল্লাহুম্মা বা'ইদ বাইনী..' বলি *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮১২)*।

উপরোক্ত বর্ণনায় কোন খাছ ছালাতের কথা উল্লেখ করা হয়নি। অতএব ফরয ছালাত হোক বা নফল ছালাত হোক তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা পড়া বিধিসম্মত।

প্রশ্ন (৬/১১৬)ঃ কবর যিয়ারতের সময় কবর মুখী না কেবলা মুখী হয়ে যিয়ারত করতে হবে। দলীল সহকারে বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।

-আবুল খায়ের
উত্তর খান, ঢাকা।

উত্তরঃ কবর মুখী হয়ে যিয়ারত (ও যিয়ারতের দো'আ পাঠ) করবে। তবে সাধারণ দো'আ পাঠের সময় কবরকে সম্মুখীন করবে না বরং কেবলাকে সম্মুখীন করবে। কারণ নবী করীম (ছাঃ) কবরের দিকে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন (মুসলিম হা/৯৭২; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৭৫৭)। আর দো'আ হ'ল ইবাদত। সুতরাং ছালাতের ন্যায় দো'আও কবরের দিকে মুখ করে করা যাবে না। *দ্রষ্টব্য- তালখীছু আহকামিল জানায়েয পৃঃ ৮৩; জমঈয়াতু এহয়া-ইৎ তুরা-ছি ল ইসলামী কর্তৃক প্রকাশিত।*

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! কবর যিয়ারতের সময় আমি কি বলব? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি বল, মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক! আল্লাহ আমাদের পূর্বগামী ও পশ্চাদগামীদের উপর রহম করুন! আল্লাহ চাইলে আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হব'। - *মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৭ 'কবর যিয়ারত' অনুচ্ছেদ।*

প্রশ্ন (৭/১১৭)ঃ আমাদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মহিলারা নির্বাচনে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই মহিলাদের ভোট দেওয়া যাবে কি? ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক পার্টি কংগ্রেস, সিপিএম, আরএমপি, এসইউসি ও মুসলিম লীগ এই দলগুলোকে ভোট দেওয়া যাবে কি-না? আমি কোন পার্টি করব খুঁজে পাই না। কোন পার্টি করলে ভাল হবে?

-যিয়াউল হক বিন মুহাম্মাদ রূহুল আমীন
সাং- বেনীপুর, আখেরীগঞ্জ
ভগবাণ গোলা, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ ভোটের মাধ্যমে বিজয়ীদেরকে জনগণের দায়িত্বশীল নিযুক্ত করা হয়। অথচ মহিলা পুরুষদের দায়িত্বশীল হ'তে পারে না। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'ঐ জাতি কখনই সফলকাম হবে না, যারা তাদের নেতৃত্ব সমর্পণ করেছে কোন মহিলাকে' (বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, ছহীহুল জামে হা/৫২২৫, ইরওয়াউল গালীল হা/২৬১৩)। বর্তমান যুগের দল ও প্রার্থীভিত্তিক ভোটাভুটির মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্বাচন নীতিও শরীয়ত সমর্থিত নয়।

এক্ষণে যদি আপনার ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকে, তবে সকল পার্টিকে বর্জন করুন এবং কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক যারা চলে তাদের সঙ্গে থাকুন। যদি ঐ লোকদের না পান, তবে একাকী কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মেনে চলুন এবং সেই মতে নিজ পরিবার গড়ে তুলুন।

প্রশ্ন (৮/১১৮)ঃ 'ফজরের জামা'আত আরম্ভ হয়ে গেলে উক্ত ছালাতের ২ রাক'আত সুন্নাত পড়তে হবে কি-না? আর পড়তে হলে কিভাবে?' এই প্রশ্নের উত্তরে একটি মাসিক পত্রিকায় বলা হয়েছে, সে যদি সুন্নাত আদায়ের পরে ১ রাক'আত জামা'আতে শরীক হ'তে পারে, তাহ'লে মসজিদের এক প্রান্তে বা বারান্দায় সুন্নাত পড়ে জামা'আত ধরতে হবে। কারো কারো মতে তাশাহহুদ বা আত্তাহিইয়া-তুতে শরীক হ'তে পারলেও আগে সুন্নাত পড়ে নিতে হবে। এই উত্তরটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুয্যাম্মেল হক
গ্রাম- কোটগ্রাম
পোঃ- হাট গাঙ্গোপাড়া
থানা- বাঘমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত উত্তরটি সঠিক নয়। কেননা ফরয ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হ'লে আর কোন ছালাত জায়েয নয়। নবী (ছাঃ) বলেন, 'যখন ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হবে তখন আর কোন প্রকার ছালাত হবে না ফরয ছালাত ব্যতীত' (মুসলিম হা/৭১০ 'ছালাত' অধ্যায়)। মুসনাদে আহমাদের বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الَّتِىْ أُقِيْمَتْ لَهَا অর্থাৎ 'কোন ছালাতই শুদ্ধ হবে না শুধু মাত্র ঐ ছালাত ব্যতীত যার এক্বামত দেওয়া হয়েছে' (মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ ছহীহ; তালখীছুল হাবীর ২/২৩)।

অত্র হাদীছে ইক্বামতের পর যার জন্য ইক্বামত দেওয়া হয়েছে, ঐ ছালাত ব্যতীত বাকী সমস্ত ছালাতকে নাকচ করা হয়েছে, যার মধ্যে ফজরের পূর্বের দু'রাক'আত সুন্নাতও গণ্য।

আব্দুল্লাহ বিন শারজাস বলেন, একজন লোক এলো। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজরের ছালাতে রত ছিলেন। লোকটি দু'রাক'আত পড়ে জামা'আতে যোগ দিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছালাত শেষ করলেন তখন বললেন, ওহে! তোমার ছালাত কোন্‌টি? যেটি আমাদের সাথে পড়লে সেটি? না যেটি তুমি একাকী পড়লে সেটি? (নাসাঈ ১/১০১)। অন্য হাদীছে এসেছে 'তুমি কি ফজরের ছালাত চার রাক'আত পড়লে?' (ছহীহ নাসাঈ হা/৮৩৫)। এর দ্বারা আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ঐ ব্যক্তির ছালাতের প্রতিবাদ করলেন।

উক্ত হাদীছ দু'টি দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ফজরের ছালাত সহ যে কোন ফরয ছালাতের ইক্বামতের পর সুন্নাত ছালাত আদায় করা নবী (ছাঃ)-এর সুন্নাতের পরিপন্থী।

প্রশ্ন (৯/১১৯)ঃ সূর্য ডোবা দেখে ইফতার করতে হবে, না ইফতারের সময়সূচী দেখে ইফতার করতে হবে? সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুসাব্বর আলী বিন মুখলেছুর রহমান
গ্রাম- নানাহার
পোঃ- মোলামগাড়ীহাট
যেলা- জয়পুরহাট।

উত্তরঃ সূর্য ডোবা দেখে ইফতার করতে হবে (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৮৫)। তবে কোন সময়সূচীতে যদি সূর্য ডোবার সময় অনুসারে ইফতারের সময় নির্ধারণ করা থাকে, তবে তা মেনে চলা মোটেই দোষনীয় নয়। বরং আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা অবস্থায় তা মেনে চলা আবশ্যক। প্রকাশ থাকে যে, দেশে প্রচলিত অধিকাংশ ছাহাবী ইফতারের সময়সূচী সূর্যাস্তের সঠিক সময়ের সাথে সাবধানতা বশে কিছু সময় যোগ করে রচিত। সুতরাং এগুলি কুরআন ও ছহীহ হাদীছ পন্থীদের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক প্রকাশিত সময়সূচী বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ প্রদত্ত নির্ঘণ্ট অনুযায়ী রচিত। অতএব সেটার অনুসরণ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন (১০/১২০)ঃ মহিলারা আলাদাভাবে জামা'আতবদ্ধ হয়ে মহিলা ইমাম দিয়ে ছালাত আদায় করতে পারবে কি-না? হাদীছের উদ্ধৃতি সহ বিস্তারিত ভাবে জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ ইয়াহইয়া ছিদ্দীকী
সাং- ভেবামতলী

পোঃ- বারো তলা, থানা- শ্রীপুর
যেলা- গাযীপুর।

উত্তরঃ মহিলা ইমাম মহিলাদের জামা'আতে ইমামতি করবেন ও মহিলাদের কাতারে ছফের মধ্যস্থলে দাঁড়াবেন। উম্মে ওয়ারাক্বাহ বিনতে আব্দুল্লাহ আনছারিয়াহ (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার বাড়ীস্থ সকলের জন্য ছালাত সমূহের জামা'আতের ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। -আবুদাঊদ, ইবনু খুযায়মা একে 'ছহীহ' বলেছেন। -*শাওকানী, আস-সায়লুল জারার (বৈরুতঃ ছাপা, তাবি) ১/২৫১; ঐ, নায়লুল আওত্বার (কায়রো ছাপাঃ ১৯৭৮) ৪/৬৩।* অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি তাঁকে ফরয ছালাত সমূহে গৃহবাসীর ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন'। *-বায়হাক্বী ৩/১৩০; হাকেম ১/২০৩-৪ পৃঃ।* আত্বা বলেন যে, আয়েশা (রাঃ) আযান-ইক্বামত সহ মহিলাদের জামা'আতে ছফের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে ইমামতি করতেন। *-বায়হাক্বী ১/৪০৮।* রায়েত্বা আল-হানাফিইয়াহ বলেন যে, আয়েশা (রাঃ) ফরয ছালাত সমূহে মহিলাদের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে ইমামতী করতেন। *-বায়হাক্বী ৩/১৩১ পৃঃ।*

ইমাম শা'বী (রাঃ) বলেন, রামাযান মাসে মহিলারা মহিলাদের জামা'আতে ইমামতি করবেন ও ছফের মধ্যস্থলে দাঁড়াবেন। *-মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ২/৮৯ পৃঃ।* ইমাম মুযানী, আবু ছওর, ইবনু জারীর ত্বাবারী বলেন, মহিলারা মহিলাদের তারাবীহ্র জামা'আতে ইমামতি করবেন, যখন কুরআন মুখস্ত আছে এমন কোন ব্যক্তিকে না পাওয়া যাবে'। *-নায়লুল আওত্বার ৪/৬৩।* ইমাম শাওকানী বলেন, এটা প্রকাশ্য কথা যে, মহিলারা মহিলাদের জামা'আতে ইমামতি করবে। এতে কোন বাধা নেই। *-আস-সায়লুল জারার ১/২৫১ পৃঃ* সকলেরই দলীল উপরোক্ত হাদীছ সমূহ। যে সম্বন্ধে শায়খ আলবানী বলেন, 'মোটকথা উক্ত আছার সমূহের উপরে আমল করা চলে। বিশেষ করে এগুলি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সেই হাদীছের সহায়ক শক্তি যেখানে তিনি বলেছেন, إنما النساء شقائق الرجال 'মহিলারা পুরুষদের অংশ'। *-তামামুল মিন্নাহ (রিয়াযঃ দারুর রায়াহ, ৩য় সংস্করণ ১৪০৯ হিঃ) পৃঃ ১৫৪।*

প্রশ্ন (১১/১২১)ঃ মুছাফাহ-'র নিয়ম কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সাং- সন্যাসবাড়ী
পোঃ- বান্দাইখাড়া
যেলা- নওগাঁ।

উত্তরঃ মুছাফাহ ডান হাতে করতে হবে, দুই হাতে নয়। এটিই মুছাফাহা'র সুন্নাতী তরীকা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উমর (রাঃ)-এর এক হাত ধরে মুছাফাহা করেছিলেন (বুখারী, কিতাবুল ইস্তীযান, 'মুছাফাহা' অধ্যায়)। ইবনে মাজাহ'র বর্ণনায় এসেছেঃ

و اذا صافحه لم ينزع يده من يده حتى يكون هو الذى ينزعها رواه ابن ماجة

'তিনি যখন তার (কোন ছাহাবীর) সাথে মুছাফাহা করতেন, তখন তিনি (রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর পবিত্র হাত সরিয়ে নিতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে স্বীয় হাত সরিয়ে নিত' (ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৯৯৫; সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ-ছহীহাহ হা/২৪৮৫)। এখানে একবচন (يَدٌ) বলা হয়েছে।

অত্র হাদীছ দ্বয়ের বক্তব্য এ ব্যাপারে স্পষ্ট যে, মুছাফাহা দুই হাতে নয়, বরং এক হাতে-ই করতে হবে। অর্থাৎ নিজের ডান হাতের তালুর সাথে অপর মুসলিম ভাইয়ের ডান হাতের তালু মিলাতে হবে। দুই হাতে মুছাফাহা করা যেমন সুন্নাতের খেলাফ তেমনি অভিধানেরও খেলাফ। কারণ মুছাফাহা'র অর্থ হচ্ছে- একজনের হাতের তালু অপর জনের হাতের তালুর সাথে মিলানো (তাজুল আরূস; নেহায়া; মুখতারুছ ছেহাহ প্রভৃতি)। সুতরাং দুই হাতে মুছাফাহা অবশ্যই বর্জনীয়।

প্রশ্ন (১২/১২২)ঃ জুম'আর দিনে মসজিদে এক আযান দেওয়া হয়। কিন্তু একজন আলেম এসে দুই আযান দেওয়া সঠিক বলে ফৎওয়া দেওয়ায় সমাজে এ নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। কোনটি উত্তম? এক আযান না দুই আযান? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-শফীউদ্দীন আহমাদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ এক আযান দেওয়াই উত্তম। কারণ নবী করীম (ছাঃ), হযরত আবুবকর ও হযরত ওমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) প্রমুখদের যামানায় এক আযানই চালু ছিল।

হযরত সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আবুবকর ও উমর (রাঃ)-এর যুগে জুম'আর দিনে আযান দেওয়া হ'ত, যখন ইমাম মিম্বরে বসতে[illegible]। অতঃপর যখন হযরত উছমান (রাঃ)-এর যুগ [illegible]াসল এবং লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি 'যাওরা' নামক স্থানে তৃতীয় একটি 'নেদা' বা আহবান ধ্বনি বৃদ্ধি করলেন (ছহীহ আল-বুখারী, মিশকাত হা/১৪০৪; 'ছালাত' অধ্যায় 'খুৎবা ও ছালাত' অনুচ্ছেদ)।

এক আযান চালু করার পর দুই আযান দেওয়া সঠিক বলে ফৎওয়া দেওয়া এবং তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা নবীর সুন্নাতের উপর হামলা করার-ই শামিল। তাদের জেনে রাখা উচিত, মসজিদে জুম'আর দু'টি আযান দেওয়া নবীর (ছাঃ) সুন্নাত তো নয়ই এমনকি হযরত উছমানেরও সুন্নাত নয়। কারণ হযরত উছমান (রাঃ) তাঁর চালুকৃত আযানটি মসজিদে দেননি বরং 'যাওরা' বাজারে দিয়েছিলেন। তবে হাফেয ইবনে হাজারের

তথ্যানুযায়ী উক্ত আযান মসজিদে দেওয়া উমাইয়া খলীফা হেশাম বিন আব্দুল মালেক (১০৫-১২৫ হিঃ) -এর সৃষ্ট বিদ'আত। *[জুম'আর সুন্নাতী আযান সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মাসিক আত-তাহরীক মার্চ '৯৯, ২য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা দ্রষ্টব্য]।*

প্রশ্ন (১৩/১২৩)ঃ রামাযান মাসে একই রাত্রিতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ পড়া যাবে কি-না?

-আলহাজ্জ আব্দুস সাত্তার
মেইল বাস ষ্ট্যাণ্ড
দুপচাঁচিয়া, যেলা- বগুড়া।

উত্তরঃ রামাযান মাসে একই রাত্রিতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করা নবী করীম (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত নয়। বরং মা আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনানুসারে বলা যায় যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত রামাযান ও রামাযান ব্যতীত অন্যান্য মাসে একই রকম ছিল। আর তা ছিল বিতর সহ ১১ রাক'আত। বর্ণনাটি নিম্নরূপঃ মা আয়েশা (রাঃ) বলেন- ما كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يزيد فى رمضان و لا فى غيره على إحدى عشرة ركعة رواه البخارى باب فضل من قام رمضان 'নবী করীম (ছাঃ) রামাযানে ও রামাযান মাস ব্যতীত অন্যান্য মাসে ১১ রাক'আতের বেশী ছালাত আদায় করতেন না'(বুখারী, দেউবন্দ ছাপা ১৪০৫ হিঃ ১/২৬৯ পৃঃ)।

রামাযান মাসে যে ছালাতকে 'তারাবীহ' বলা হয়, সেটিকেই বাকী ১১ মাসে 'তাহাজ্জুদ' বলা হয়। এ দু'টি ছালাত মূলতঃ রাতের একটি ছালাতেরই নাম। কাজেই রামাযান মাসে একই রাত্রিতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ নামে দুই রকম ছালাত -এর কোন দলীল নেই।

প্রশ্ন (১৪/১২৪)ঃ স্বামীর মৃত্যুর ৭দিন পর জনৈকা বিধবা মহিলা ১০ম শ্রেণীর এক ছাত্রের সাথে বিবাহ বসে এবং কাযী দ্বারা বিবাহ রেজিষ্ট্রি করে নেয়। বর্তমানে তারা সংসার করছে। এরূপ বিবাহের সঠিকতা জানতে চাই।

-মহিউদ্দীন
আন্দারীয়া পাড়া
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ কোন বিধবা মহিলা স্বামী মারা যাওয়ার চার মাস দশ দিনের পূর্বে বিবাহ বসতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা মরে যায় এবং স্ত্রী রেখে যায়, তাদের স্ত্রীগণ অপেক্ষা করবে চার মাস ১০ দিন' (বাক্বারাহ ২৪৩)। উম্মে আত্বীইয়াহ হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন স্ত্রীলোক যেন কোন মৃত্যুর জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন না করে। তবে স্বামীর জন্য চার মাস ১০ দিন শোক পালন করবে' (বুখারী মুসলিম, মিশকাত ২৮৯ পৃঃ)। সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব ও সোলায়মান ইবনে ইয়াসার হ'তে বর্ণিত যে, তুলায়হা আসাদিয়াহ নামক মহিলা রশীদ সাফাকীর অধীনে ছিল। সে তাকে তালাক দেয়। তখন মহিলা ঐ ইদ্দতেই বিবাহ বসে। ফলে উমর ফারূক (রাঃ) তাকে ও তার স্বামীকে শাস্তি দেন। অতঃপর উমর ফারূক (রাঃ) বলেন, যদি কোন মহিলা তার ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ বসে এবং তার স্বামী বিবাহ করে তাকে সম্ভোগ না করে। তাহ'লে তাদের মাঝে পৃথক করে দেয়া হবে এবং সে প্রথম স্বামীর বাকী ইদ্দত অতিবাহিত করবে। ...(মুওয়াত্ত্বা হা/৫৩৬)।

উল্লেখিত হাদীছ সমূহ স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, কোন বিধবা মহিলা স্বামী মারা যাওয়ার চার মাস ১০ দিন পূর্বে বিবাহ বসলে উক্ত বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে।

প্রকাশ থাকে যে, গর্ভধারিণীর ইদ্দত হচ্ছে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত।

প্রশ্ন (১৫/১২৫)ঃ আমাদের মাদরাসায় পরীক্ষা দিবার সময় বিদায় অনুষ্ঠান করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে চাঁদা আদায় করে মাদরাসার হুযুরদের নিয়ে দো'আর অনুষ্ঠান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে আমি চাঁদা দেইনি এবং অংশগ্রহণও করিনি। তাতে আমি হুযুরদের দো'আ হ'তে মাহরূম হয়েছি এবং তাঁদের বদ দো'আর শিকার হয়েছি। এতে কি আমার কোন ক্ষতি হবে? এবং এরূপ অনুষ্ঠান কি জায়েয আছে?

-মুসাম্মাৎ মরিয়ম
কড়ই আলিয়া মাদরাসা
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উপদেশ দেওয়ার জন্য এবং তাদেরকে মন্দ কর্ম হ'তে সতর্ক করার জন্য বিদায় অনুষ্ঠান করতে পারে এবং চাঁদাও আদায় করতে পারে। তবে বিদায় অনুষ্ঠানকে শরীয়ত বহির্ভূত কর্ম হ'তে মুক্ত হ'তে হবে এবং অনুষ্ঠানটি কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক হ'তে হবে। রাসূল (ছাঃ) কোন সৈন্য দল বিদায় করলে অথবা কোন মেহমান বিদায় করলে তাকওয়ার উপদেশ দিতেন এবং নিম্নের দো'আগুলি পড়তেন।-

استودع الله دينكم و أمانتكم وأخر عملكم اوخواثيم عملكم - استودع الله دينك وأمانتك وأخرعملك وزوّدك الله التقوى وغفر دنبك ويسر لك الخير حيث ماكنت ترمذى-

প্রকাশ থাকে যে, এরূপ অনুষ্ঠান একটা সামাজিক অনুষ্ঠান মাত্র। সেখানে উপস্থিত হওয়া যরূরী নয়। বরং শরীয়ত বিরোধী কর্ম হ'লে উপস্থিত না হওয়াই উত্তম। কাজেই প্রশ্নকারিনীর কোন ক্ষতি হবে না এবং সে বদ দো'আর শিকারও হবে না বরং দো'আর অনুষ্ঠানে উল্লেখিত দো'আ না পড়ে প্রচলিত পদ্ধতিতে সবাই মিলে হাত তুলে দো'আ করলে শরীয়ত পরিপন্থী আমল হয়ে যাবে, যা প্রত্যাখানযোগ্য।

শায়খ বিন বায আর নেই

সঊদী আরবের গ্রাণ্ড মুফতী, বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী পণ্ডিত, বুখারী শরীফের হাফেয ও ফৎহুল বারীর ভাষ্যকার, মুহাদ্দিছকুল শিরোমণি সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা সংস্থা-র প্রধান শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (৮৬) গত ১৩ই মে '৯৯ বৃহস্পতিবার ভোরবেলায় সঊদী আরবের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ত্বায়েফের 'আল-হাদা' সামরিক হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন।

আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁর গায়েবানা জানাযা আদায়ের আহবান জানাচ্ছি। আল্লাহ পাক তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌস নছীব করুন! -আমীন!

(মরহুমের জীবনী পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে ইনশাআল্লাহ।)

-সম্পাদক।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা
জুন'৯৯

থাক'। ২০ রাক'আত তারাবীহ সম্পর্কে ইজমায়ে ছাহাবা রয়েছে বলে, যে দাবী করেছেন লেখক তা মোটেই ঠিক নয়। বরং 'হযরত ওমর (রাঃ) উবাই বিন কা'ব ও তামীম দারী (রাঃ)-কে রামাযানের রাত্রিতে জনগণকে নিয়ে জামা'আত সহকারে এগারো রাক'আত ছালাত আদায়ের নির্দেশ দান করেন' (মুওয়াত্ত্বা মালেক, মিকাত হা/১৩০২, সনদ ছহীহ)। সকল ছাহাবী তার উপরেই আমল করেছিলেন। বলতে গেলে বলতে হয় যে, এটাই ছিল ইজমায়ে ছাহাবা। উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছের শেষদিকে ইয়াযীদ বিন রূমান প্রমুখাত 'ওমরের যামানায় লোকেরা ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন' বলে যে বাড়তি অংশ যুক্ত হয়েছে, সেটার সূত্র ছহীহ নয়। -আলবানী তাহকীকে মিশকাত হা/১৩০২ পাদটীকা দ্রষ্টব্য। এ বিষয়ে আরো আলোচনা 'আত-তাহরীক' জানু '৯৮ পৃঃ ১৬-১৭ দেখুন।

তাছাড়া লেখক ইলমে হাদীছের উপর সন্দেহ পোষণ করে হাদীছের উপর ইজমাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার যে দুঃসাহসিকতা দেখিয়েছেন, তা রাসূলের হাদীছকে অস্বীকার করারই নামান্তর। লেখকের কাছে আমাদের প্রশ্নঃ 'ছাহাবায়ে কেরামের আমলের খেলাফ নবী (ছাঃ) কোন হাদীছ পাওয়া গেলে হাদীছটি পরিত্যক্ত হবে' এই বিধান পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত ও নবী করীম (ছাঃ)-এর কোন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত? আর হাদীছ বাদ দিয়ে ছাহাবায়ে কেরামের আমলইবা কিভাবে জানতে পারবেন? ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়ার ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরাম কত হিজরী সনের কোথায় বসে কত তারিখে ইজমা করেছেন তা দেখাতে পারবেন কি? হাদীছ হচ্ছে আল্লাহ্‌র অহি আর ইজমা হ'ল মানুষের ঐক্যমত। জানিনা কোন বিবেক দ্বারা আপনারা আল্লাহ্‌র অহিকে মানুষের ঐক্যমত দ্বারা বাতিল করেন?

আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। আমীন!

❐ দুর্‌রুল হুদা

গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

সকল বিধান বাতিল কর
অহি-র বিধান কায়েম কর।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন-(১/১২৬)ঃ হাজীগণ হজ্জ করতে গিয়ে যদি সেখান থেকে মালামাল ক্রয় করে এনে দেশে বিক্রি করেন, তবে তার হজ্জ হবে কি?

নূরুল ইসলাম
গ্রামঃ নিমতলা
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ হজ্জ আদায় হয়ে যাবে। কারণ হজ্জ পালন কালেও মালামাল ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের উপর কোন গোনাহ নেই স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে' (বাক্বারাহ ১৯৮)। অনুগ্রহ বলতে এখানে ক্রয়-বিক্রয়কে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং হজ্জ করতে গিয়ে সেখান থেকে মালামাল ক্রয় করে এনে দেশে বিক্রি করায় হজ্জ বাতিল হওয়ার কোন অবকাশ নেই। উল্লেখ্য, এখানে মালামাল বলতে বৈধ মালকেই বুঝতে হবে এবং ব্যবসা যেন মূল উদ্দেশ্য না হয়।

প্রশ্ন-(২/১২৭)ঃ বিনা ওযূতে আযান দেওয়া যাবে কি?

শফীকুল ইসলাম ও তার সাথীরা
গ্রামঃ নোওয়ালী
ঝিকরগাছা, যশোর।

উত্তরঃ বিনা ওযূতে আযান দেওয়া যায়। তবে ওযূ অবস্থায় আযান দেওয়াই উত্তম। 'ওযূ সম্পাদনকারী ব্যক্তি ছাড়া কেউ আযান দিবে না' বলে যে হাদীছটি তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে , তা যঈফ এবং নবী করীম (ছাঃ) থেকে ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয় *(দ্রষ্টব্যঃ আলবানী, যঈফ তিরমিযী হা/৩৩)*।

প্রশ্ন-(৩/১২৮)ঃ রামাযান মাসে তারাবীহ্‌র জামা'আত চলাবস্থায় কোন লোক মসজিদে প্রবেশ করে ফরয ছালাত চলছে ভেবে ফরয ছালাতের নিয়তে ছালাত আরম্ভ করল; কিন্তু দু'রাক'আত পর বুঝতে পারল যে, তারাবীহ্‌র ছালাত চলছে। এমতাবস্থায় সে কি করবে?

ডাঃ বনী আমীন বিশ্বাস
গ্রাম- কুলবাড়িয়া, ডাক-কাথুলী
থানা+যেলাঃ মেহেরপুর।

উত্তরঃ তার ফরয ছালাত আদায় হয়ে যাবে। ইমাম যদি দুই রাক'আত পড়ে সালাম ফিরান, তবে সে তার ফরয ছালাতের বাকী দু'রাক'আত পূরণ করার জন্য দাঁড়িয়ে যাবে এবং বাকী দু'রাক'আত পূরণ করতঃ সালাম ফিরাবে। এভাবে তার ফরয ছালাত আদায় হয়ে যাবে।

হযরত মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) নবী (ছাঃ)-এর সাথে

এশার ছালাত আদায় করে নিজ গোত্রে গিয়ে ঐ একই ছালাতের ইমামতি করতেন এবং ওটা তার জন্য নফল ছালাত বলে গণ্য হ'ত *(দ্রষ্টব্যঃ তাহাভী ১/২৩৭; দারাকুৎনী ১০২; বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/১১৫১, 'ছালাত' অধ্যায়)*। মু'আয (রাঃ)-এর উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নফল ছালাত আদায় কারীর পিছনে ফরয ছালাত আদায় করা যাবে। এতে শরঈ কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন-(৪/১২৯)ঃ ফরয ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়ার পর যে কোন সূরার মাত্র এক আয়াত দ্বারা ছালাত সমাপ্ত করলে হবে কি?

মুহাম্মাদ ইন্তিযার রহমান
গ্রামঃ দোয়ার পাড়া
পোঃ গাবতলী, যেলাঃ বগুড়া।

উত্তরঃ ফরয ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়ার পর যে কোন সূরার এক আয়াত দ্বারা ছালাত সমাপ্ত করলে ছালাত আদায় হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب فصاعداً

'সূরা ফাতিহা ও তদুর্ধে কিছু পাঠ না করা ব্যতীত ছালাত শুদ্ধ হবে না' *(মুসলিম, আবুদাঊদ, নাসাঈ, ছহীহুল জামে, হা/৭৫১২)*।

অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, সূরা ফাতিহার পর কিছু ক্বিরাআত পাঠ করতে হবে। চাই তা এক আয়াত হৌক বা একাধিক আয়াত হৌক। প্রকাশ থাকে যে, সূরা ফাতিহার সাথে অন্য কোন সূরা বা সূরার আয়াত না পড়লেও ছালাত হয়ে যাবে *(দ্রষ্টব্যঃ ছহীহ ইবনে খোযায়মা হা/১৬৩৪; ছহীহ আবূদাঊদ হা/৭৫৮)*।

প্রশ্ন-(৫/১৩০)ঃ টেবিল, চেয়ার, খাট, বিল্ডিং, স্কুল, চশমা প্রভৃতি বস্তুসমূহ আভিধানিক অর্থে বিদ'আত হ'লেও শরীয়তের পরিভাষায় বিদ'আত নয় কেন? হানাফীরা কোন্ দলীলের ভিত্তিতে বিদ'আতকে ভাগ করে থাকেন?

ফাতেমা খানম
গ্রামঃ জারেরা, পোঃ গাহোরকুট
থানাঃ মুরাদনগর, যেলাঃ কুমিল্লা।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত বস্তুগুলি আভিধানিক অর্থে বিদ'আত হ'লেও শরীয়তের পরিভাষায় এজন্য বিদ'আত নয় যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে বিদ'আত হ'ল- 'এমন একটি বিষয়, যা দ্বীনের মধ্যে নবাবিষ্কৃত। যার পিছনে উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করা' (শাত্বেবী, আল-ই'তিছাম ১/২৮)।

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু নতুন আবিষ্কার করবে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০, 'ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সুন্নাতকে আকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শরীয়তের দৃষ্টিতে বিদ'আত ওটাকে বলা হয়, যা দ্বীনের নামে ছওয়াবের আশায় সম্পাদন করা হয়ে থাকে, অথচ তা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং দুনিয়াবী ঐ বস্তুগুলি শরীয়তের দৃষ্টিতে বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

তাছাড়া নবী (ছাঃ) ঐ সব বৈষয়িক ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাধীনতা দিয়েছেন *(দ্রষ্টব্যঃ মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৭, 'ঈমান' পর্ব, 'কিতাব ও সুন্নাতকে আকড়ে ধরা' অধ্যায়)*।

সকল হানাফী আলেম বিদ'আতকে দু'ভাগে (হাসানাহ ও সাইয়েআহ) ভাগ করার পক্ষপাতি নন। বরং তাঁদের মধ্যকার অনেকে বিদ'আতকে ভাগ করার বিরোধী। যেসব দলীলের ভিত্তিতে তাঁরা বিদ'আতকে দু'ভাগে ভাগ করে থাকেন তার পূর্ণ বিবরণের জন্য মাসিক **আত-তাহরীক**, জুলাই'৯৮ ১ম বর্ষ ১১তম সংখ্যায় 'বিদ'আত ও তার পরিণতি' প্রবন্ধ পৃঃ ১৯-২২ এবং মে'৯৯ -এর 'দরসে হাদীছ' দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন-(৬/১৩১)ঃ আমার মা মৃত্যুর বেশ কিছুদিন আগে থেকে ছালাত আদায় করতো না বললেই চলে। কিন্তু মৃত্যুর কয়েক দিন আগে তওবার জন্য অস্থির হয়ে পড়ে। আমরা তাকে তওবা পড়াই। কিন্তু তারপর যে ক'দিন বেঁচে ছিলেন শয্যাগত থাকায় ছালাত আদায় করতে পারেনি। তারপর মারা যায়। এখন আমি কি করতে পারি? যদি কাফফারা দিতে হয়, তাহ'লে কিভাবে দেব? উল্লেখ্য যে, তওবার পর কয়দিন বেঁচে ছিল তাও সঠিক মনে নেই। আনুমানিক ৮/১০ দিন হবে।

মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান
গ্রামঃ বিষ্ণুপুর
ডাকঃ গোপালপুর, নাটোর।

উত্তরঃ আপনাদের উচিত ছিল তাকে শোয়া অবস্থায় ইশারায় ছালাত আদায় করতে বলা। কারণ ছালাত কোন অবস্থাতেই মাফ নেই। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তুমি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় কর, যদি না পার তবে বসে বসে, যদি তাও না পার তবে (শোয়াবস্থায়) এক পার্শ্বে হয়ে' (দ্রষ্টব্যঃ আহমাদ, বুখারী, সুনান চতুষ্টয়, ছহীহুল জামে' হা/৩৭৭৮)।

যা হোক এখন আপনাদের উচিত হবে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। তবে এজন্য কোন কাফফারা দিতে হবে না। কারণ ছালাত পরিত্যাগের জন্য কাফফারা দিতে হবে, এ মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ নেই।

প্রশ্ন-(৭/১৩২)ঃ আমি একটি মেয়েকে আমার পসন্দ অনুযায়ী বিবাহ করতে ইচ্ছুক। অবশ্য পূর্ব থেকে মেয়েটির সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমার পিতা-মাতা অন্যত্র বিবাহ করাতে চান। এই মুহূর্তে পিতা-মাতার আদেশ অমান্য করে আমার পসন্দকৃত মেয়েটিকে বিবাহ করা উচিত হবে কি?

কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

মুহাম্মাদ মাসঊদুর রহমান
জামিয়া ইসলামিয়াহ মাদরাসা
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ পিতা-মাতার পসন্দ করা মেয়েটি অগ্রাধিকার যোগ্য, যদি মেয়েটি দ্বীনদার হয়। যদি তা না হয় বরং ছেলের পসন্দ করা পাত্রীটি অধিক দ্বীনদার হয়, তবে সেটিই অগ্রাধিকার পাবে। এধরনের পাত্রীকেই নবী করীম (ছাঃ) বিয়ে করতে বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম)*। ঐ সময় ছেলে পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবে। কারণ তাদের সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং তাদের অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি *(দ্রঃ তিরমিযী, মুস্তাদরাক লিল হাকিম, ছহীহুল জামে' হা/৩৪০৬)*।

প্রশ্ন-(৮/১৩৩)ঃ ছালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়া, রাফ'উল ইয়াদায়েন না করা, নাভীর নীচে হাত বাঁধা, সিজদা থেকে হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে যাওয়া, ঈদের ছালাত ৬ তাকবীরে পড়া ইত্যাদি কার্যগুলো ছহীহ নয় তার প্রমাণ কি? জানতে ইচ্ছুক। যঈফ হাদীছ কি-না জানাবেন?

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
লালবাগ, ঢাকা ১২১১।

উত্তরঃ (ক) ছালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়া সম্পর্কে আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ হ'তে বর্ণিত একটি 'যঈফ' ও 'মুরসাল' হাদীছ জেহরী ও সের্রী সকল ছালাতে মুক্তাদীর জন্য সূরায়ে ফাতিহা না পড়ার পক্ষে পেশ করা হয়ে থাকে। হাদীছটি নিম্নরূপঃ

নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যার ইমাম রয়েছে, ইমামের ক্বিরাআত তার জন্য ক্বিরাআত হবে' *(নায়লুল আওত্বার ৩/৭০)*। হাদীছটি সম্পর্কে হাফেয ইবনু হাজার বলেন, হাদীছটি সকলের নিকটে সর্বসম্মত ভাবে যঈফ *(ফৎহুল বারী ২/৬৮৩)*। (খ) রাফ'উল ইয়াদায়েনের সর্বমোট হাদীছ সংখ্যা ৪০০ (চার শত)। আশারায়ে মুবাশশারাহ সহ ৫০ জন ছাহাবী রাফ'উল ইয়াদায়েন সম্পর্কে হাদীছ বর্ণনা করেছেন *(ফিকহুস সুন্নাহ ১/১০৭; ফাৎহুল বারী ২/১০০)*। তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত বাকী সময়ে রাফ'উল ইয়াদায়েন না করার পক্ষে প্রধানতঃ যে চারটি হাদীছ পেশ করা হয়ে থাকে, তার সবগুলিই যঈফ। তন্মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৮০৯)*। উক্ত হাদীছ সম্পর্কে ইমাম ইবনু হিব্বান বলেন, রাফ'উল ইয়াদায়েন না করার পক্ষে এটিই সবচেয়ে বড় দলীল হ'লেও এটিই সবচেয়ে দুর্বলতম দলীল। কেননা এর মধ্যে এমন সব বিষয় রয়েছে যা একে বাতিল গণ্য করে *(নায়লুল আওত্বার ৩/১৪; ফিকহুস সুন্নাহ ১/১০৮)*। (গ) বুকে হাত বাঁধা সম্পর্কে ১৮ জন ছাহাবী ও ২ জন তাবেঈ থেকে মোট ২০টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে এর বিপরীত কিছু বর্ণিত হয়নি এবং এটাই জমহূর ছাহাবা ও তাবেঈনের অনুসৃত পদ্ধতি *(ফিকহুস সুন্নাহ ১/১০৯)*। আর নাভীর নীচে হাত বাঁধা সম্পর্কে মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ও অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে যে কয়েকটি আছার বর্ণিত হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে মুহাদ্দেছীনের বক্তব্য হ'ল-

لا يصلح واحد منها للا ستد لال (যঈফ হওয়ার কারণে) এগুলির একটিও দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় *(তুহ্‌ফাতুল আহওয়াযী ২/৮৯)*।

সিজদা থেকে একবারে সোজা দাঁড়িয়ে যাওয়া সম্পর্কিত হাদীছ গুলি যঈফ হওয়ার কারণে দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। সিজদা থেকে উঠে সামান্য সময়ের জন্য স্থির হয়ে বসা সুন্নাত। একে জালসায়ে ইস্তেরাহাত বা স্বস্তির বৈঠক বলা হয়। যেমন হাদীছে এসেছে, 'যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেজোড় রাক'আত গুলিতে পৌছতেন, তখন দাঁড়াতেন না যতক্ষণ না সুস্থির হয়ে বসতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৯৬)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে لاحتى تطمئن جالسا 'যতক্ষণ না শান্ত হয়ে বসতেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৯০)*।

উল্লেখ্য যে, জালসা ছাড়া দাঁড়িয়ে যাওয়ার পক্ষে কোন মযবুত দলীল নেই *(নায়ল ৩/১৩৮-১৩৯ পৃঃ)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে কখনো ছয় তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করেছেন, এই মর্মে ছহীহ বা যঈফ কোন মারফূ হাদীছ নেই। 'জানাযার তাকবীরের ন্যায় চার তাকবীর' বলে মিশকাতে (হা/১৪৪৩) ও আবুদাউদে বর্ণিত হাদীছের সনদ 'যঈফ' এবং নয় তাকবীর বলে মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বায় (বোম্বাইঃ ১৯৭৯, ২/১৭৩ পৃঃ) যে হাদীছ এসেছে, সেটিও মূলতঃ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর উক্তি। তিনি এটিকে রাসূলের (ছাঃ) দিকে সম্পর্কিত করেননি। উপরন্তু উক্ত রেওয়ায়াতের সনদ সকলেই 'যঈফ' বলেছেন *(বায়হাক্বী ৩/২৯০; নায়লুল আওত্বার ৪/২৫৬; মির'আত ২/৩৪৩; আলবানী, মিশকাত হা/১৪৪৩)*। অতএব উপরোল্লিখিত মাসআলার পক্ষের গ্রহণযোগ্য কোন দলীল নেই।

প্রশ্ন-(৯/১৩৪)ঃ জায়নামাযে যদি তাজমহলের ছবি থাকে তাহ'লে এর উপরে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি? কুরআন-হাদীছের আলোকে জানালে খুশি হব।

খাদীজা খাতুন
জুনারী, তেরখাদা
খুলনা।

উত্তরঃ তাজমহলের ছবি সম্বলিত জায়নামাযে ছালাত আদায় করা সিদ্ধ নয়। তাজমহল হ'ল মাযার বা কবর।

আর কবরের উপর ছালাত আদায় করতে ও বসতে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। সুতরাং মাযার বা কবরের ছবির উপর ছালাত আদায় করা নিষেধের অন্তর্ভুক্ত। আবু মারছাদ বিন কান্নায বিন হুছাইন হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি 'তোমরা কবরে ছালাত আদায় কর না এবং এর উপর বস না' (মুসলিম হা/৯৭২)। অতএব তাজমহল যখন একটি মাযার বা কবর তখন এর ছবির উপরে ছালাত আদায় করা মোটেও উচিত হবে না।

প্রশ্ন-(১০/১৩৫)ঃ একটি মাসিক পত্রিকার প্রশ্নোত্তর বিভাগে বলা হয়েছে- 'অসুস্থতার কারণে রামাযান মাসে যে ক'টি ফরয রোযা ক্বাযা হয়েছে, ঐ ফরয রোযা শাওয়াল মাসে শাওয়ালের ৬টা রোযার সাথে নিয়ত করলে উভয়টি আদায় হয়ে যাবে'। একই সংগে ফরয ও নফল রোযা আদায় হবে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানাবেন।

কাযী আলী আযম
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ ফরয ছিয়ামের সাথে নফল ছিয়ামের নিয়ত করলে উভয়টি আদায় হয়ে যাবে বলে শরীয়তে কোন বিধান নেই। বরং ক্বাযা ছিয়াম সম্পর্কে সূরা বাক্বারাহ্‌র ১৮৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময়ে সে ছিয়াম পূরণ করে নিতে হবে'। উক্ত আয়াতে শুধুমাত্র ক্বাযা ছিয়াম পূরণ করার কথা বলা হয়েছে।

শাওয়াল মাসের ৬টি নফল ছিয়াম সম্পর্কে মুসলিম শরীফের হাদীছ এসেছে 'যে ব্যক্তি রামাযান মাসের ছিয়াম রেখে শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম রাখল সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল' *(মুসলিম হা/১১৬৪; তিরমিযী হা/৭৫৯; আবুদাঊদ হা/২৪৩৩)*। উক্ত হাদীছে রামাযানের ছিয়াম রাখার পর শাওয়ালের ছিয়াম রাখার ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এক সাথে ফরয ও নফল আদায় হয়ে যাবে, এ কথা বলা হয়নি। ফরয এবং নফল উভয় ছিয়ামের উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র নৈকট্য হাছিল করা হ'লেও উভয় ছিয়াম একই সাথে আদায় করা যাবে বলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব ফরয ও নফল পৃথকভাবে আদায় করাই শরীয়ত সম্মত।

প্রশ্ন-(১১/১৩৬)ঃ ইসলামে কাউকে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করার নির্দেশ আছে কি? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

আযাদ
বল্লা বাজার
টাংগাইল।

উত্তরঃ ইসলামে কাউকে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করার নির্দেশ দেওয়া তো দূরের কথা বরং সেটিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘৃণা করতেন এবং কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন। হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, ছাহাবীদের কাছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেয়ে অধিক প্রিয় ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন না। কিন্তু তবুও তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আগমন করতে দেখতেন, তখন তাঁর সম্মানার্থে দাঁড়াতেন না। কেননা তাঁরা জানতেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটা পসন্দ করেন না *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৬৯৮)*। আর হযরত সা'দ -এর জন্য দণ্ডায়মান হওয়ার যে আদেশ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দিয়েছিলেন, এর কারণ এই ছিল যে, হযরত সা'দ তখন আহত অবস্থায় গাধার পিঠে চড়ে এসেছিলেন। তখন তাঁকে সাহায্য করার জন্য এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এটি সম্মান প্রদর্শনার্থে দণ্ডায়মান হওয়ার আদেশ ছিল না। সুতরাং কাউকে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা যাবে না। তবে আগন্তুককে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এগিয়ে যাওয়া জায়েয আছে।

প্রশ্ন-(১২/১৩৭)ঃ আমাদের দেশের বা অন্যান্য দেশের অনেক হাজী ছাহেব হজ্জ করতে গিয়ে মক্কা, মদীনা ও আরাফার ময়দানসহ বিভিন্ন স্থানে দাঁড়িয়ে ছবি উঠিয়ে নিয়ে আসেন। এটি কি শরীয়ত সম্মত? এতে হজ্জের কি কোন ক্ষতি হবে? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানাবেন।

আব্দুর রউফ
গ্রাম+পোঃ শরীফপুর
জামালপুর।

উত্তরঃ হজ্জ করতে গিয়ে হোক বা অন্য জায়গায় হোক যে কোন প্রাণীর ছবি তোলা, ছবি টাঙ্গিয়ে রাখা অথবা এমনভাবে ছবি ব্যবহার করা, যাতে ছবির প্রতি কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করা হয়, তা হারাম।

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্‌র নিকট তারাই সর্বাধিক কঠিন শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি, যারা ছবি তোলে' *(বুখারী, মুসলিম মিশকাত হা/৪৪৯৭)*। অন্য হাদীছে আছে হযরত আবু ত্বালহা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ফেরেশতারা এমন বাড়ীতে প্রবেশ করেন না, যে বাড়ীতে কুকুর কিংবা ছবি থাকে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৮৭)*।

উপরোল্লিখিত হাদীছদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয় যে, ছবি তোলা বা ঘরে ছবি লটকিয়ে রাখা শরীয়ত সম্মত নয়। তবে এতে ঐ ব্যক্তির হজ্জের কোন ক্ষতি হবে না।

প্রশ্ন-(১৩/১৩৮)ঃ ছালাতে রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে যে দো'আ পড়তে হয় তা কি নীরবে না সরবে? আর সেজদায় যাবার সময় কোন্ অঙ্গ আগে রাখতে হবে?

শফীকুল ইসলাম ও সাথীগণ
গ্রামঃ নোওয়ালী

ঝিকরগাছা, যশোর।

উত্তরঃ রুকু থেকে উঠে যে দো'আটা পড়তে হয় তা নীরবে পড়াই উত্তম। অনেকে উক্ত দো'আ সরবে পড়ার প্রমাণে নিম্নের হাদীছটি পেশ করে থাকেন। ছাহাবী রেফা'আহ বিন রাফে' বলেন, একবার আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করছিলাম। যখন তিনি রুকু থেকে মাথা তুলে 'সামি'আল্লাহু লেমান হামিদাহ' বললেন, তখন একজন পিছন থেকে এই দো'আ পড়লঃ

ربنالك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه

অতঃপর তিনি সালাম ফিরায়ে জিজ্ঞেস করলেন, ঐ কথাগুলো কে বলল? লোকটি বলল, আমি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি ত্রিশের অধিক ফেরেশতাকে ছুটোছুটি করতে দেখলাম যে, ঐ কথা কে আগে লিখবে *(বুখারী, মিশকাত ৮২ পৃঃ 'ছালাত' পর্ব, 'রুকু' অধ্যায়)*।

অত্র হাদীছটি ব্যাখ্যা সাপেক্ষঃ

১। অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, ঐ লোক ব্যতীত নবী করীম (ছাঃ) ও সকল মুছল্লী রুকু থেকে উঠার দো'আটি সরবে পড়েননি।

২। উক্ত দো'আ পড়ার ব্যাপারে নবী (ছাঃ)-এর আমল নেই, ছাহাবীগণেরও আমল নেই শুধু ঐ ছাহাবী ব্যতীত।

৩। ঐ ছাহাবীর মুখে উচ্চারিত দো'আর ফযীলতে ঐ হাদীছটি বর্ণিত। উচ্চ কণ্ঠে বলার ফযীলতে তা বর্ণিত হয়নি। সুতরাং উক্ত হাদীছটি রুকু হ'তে উঠে সরবে দো'আ পড়ার চেয়ে নীরবে দো'আ পড়ার স্বপক্ষেই বেশী শক্তিশালী দলীল। তাছাড়া রুকু থেকে উঠে যা পড়া হয় তা একটি দো'আ মাত্র। আর দো'আর সাধারণ আদব হ'ল নীরবে পড়া। আল্লাহ বলেনঃ 'তোমরা তোমাদের প্রভুকে ডাক, বিনীতভাবে ও চুপে চুপে' (আ'রাফ ৫৫)।

সিজদায় যাবার সময় হাত আগে রাখাই সুন্নাত। উক্ত সুন্নাত নবী করীম (ছাঃ)-এর ক্বাওলী ও ফে'লী উভয় হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুনঃ মাসিক আত-তাহরীক ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৮ ইং, প্রশ্ন নং (১/৩৬)।

প্রশ্ন-(১৪/১৩৯)ঃ স্বেচ্ছায় ছিয়াম পরিত্যাগ করার কারণে বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন ভাবে সামাজিক শাস্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। যেমন- বেত্রাঘাত, কান ধরে উঠা বসা, ছেঁড়া জুতা গলায় বাঁধা ইত্যাদি। এ শাস্তি প্রদান করা যাবে কি?

আব্দুস সালাম
পুটিহার, দিনাজপুর।

উত্তরঃ স্বেচ্ছায় ছিয়াম পরিত্যাগ করার কারণে কোন ব্যক্তিকে প্রশ্নে উল্লিখিত শাস্তি বা অনুরূপ কোন শাস্তি প্রদান করা যাবে না। কারণ স্বেচ্ছায় ছিয়াম ভঙ্গ কারীর শাস্তি নবী করীম (ছাঃ) স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন, যা পৃথিবীর যে কোন স্থানে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। আর সেটা হ'লঃ 'পরপর ৬০টি ছিয়াম রাখবে' সম্ভব না হ'লে একজন দাস বা দাসীকে মুক্ত করবে। তাও সম্ভব না হ'লে ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়াবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৬৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন-(১৫/১৪০)ঃ নিফাসের সময়সীমা কত দিন। সারা দিন ছাওম পালন করে ইফতারের কিছু পূর্বে স্রাব শুরু হ'লে সেদিনের ছাওমের হুকুম কি?

আরেফা পারভীন
ভাদুরিয়া, দিনাজপুর।

উত্তরঃ নিফাসের নিম্ন সময়ের কোন পরিমাণ নেই। যখনই পবিত্র হবেন, তখনই ছালাত ও ছিয়াম আরম্ভ করবেন। তবে নিফাসের উর্ধ সময়সীমা হচ্ছে ৪০ দিন। উম্মে সালামা বলেন, নিফাসী মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ৪০ দিন অপেক্ষা করতেন *(তিরমিযী, হাদীছ হাসান, তোহফা ১ম খণ্ড ৩৬৪ পৃঃ 'নিফাসী মহিলাদের অপেক্ষার পরিমাণ' অধ্যায়)*। যখন কোন মহিলা রক্তস্রাব লক্ষ্য করবেন, তখনই তিনি ছালাত-ছিয়াম পরিত্যাগ করবেন। ফাতেমা বিনতে আবি হোবায়েশ মুস্তাহাযা মহিলা ছিলেন। তিনি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইহা ঋতু নয় ইহা রগের অসুখ মাত্র। যখন ঋতু আসবে তখন ছালাত ছেড়ে দাও। আর যখন ঋতু ভাল হয়ে যাবে তখন গোসল কর ও ছালাত আদায় কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৫৬ পৃঃ)*। এই হাদীছ প্রমাণ করে যে, স্রাব আসা মাত্রই ছালাত ও ছিয়াম ছেড়ে দিতে হবে। তবে ছিয়াম অন্য মাসে আদায় করতে হবে। যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং সারাদিন ছিয়াম পালন করে ইফতারের কিছু পূর্বে স্রাব শুরু হলে সেদিনের ছাওমও ভঙ্গ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন-(১৬/১৪১)ঃ বিনা ওযূতে হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল যবেহ করা যাবে কি? যাদের প্রতি গোসল ফরয হয়েছে, সে ব্যক্তি যদি কোন পশু যবেহ করে কিংবা যবেহ করার সময় পশু ধরে, তাহ'লে উক্ত পশুর গোস্ত খাওয়া যাবে কি?

আব্দুস সালাম
পুটিহার, ভাদুরিয়া
দিনাজপুর।

উত্তরঃ গোসল ফরয হোক বা না হোক, ওযূ থাক বা না থাক, যে কোন অবস্থায় কোন মুসলিম মহিলা বা পুরুষ কোন হালাল পশু যবেহ করলে তা খাওয়া জায়েয আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা যা জীবিত

যবেহ করেছ' (মায়েদাহ ৩) (তা তোমাদের জন্য হালাল)। পবিত্র-অপবিত্র সকল মুসলিম নর-নারী অত্র আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। উক্ত আয়াতের আলোকে ইবনু হযম বলেন, অপবিত্র, ঋতুবতী, ফাসেক সকলেই পশু যবেহ করতে পারে' *(মুহাল্লা ৬ খণ্ড ১৪২ পৃঃ)*। মুসলিম নর-নারীর যবেহ তো খাওয়া জায়েয, এমনকি কুকুরের শিকারও খাওয়া জায়েয। আদী বিন হাতেম বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! 'আমরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর (শিকারে) পাঠাই! তিনি বললেন, তোমার জন্য সে যা শিকার করে তা খাও। আমি বললাম, যদি হত্যা করে দেয়? তিনি বললেন, হত্যা করলেও' -*(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৫৭ পৃঃ)*। অপরিচিত সম্প্রদায়ের যবেহও খাওয়া জায়েয। আয়েশা (রাঃ) বলেন, অপরিচিত সম্প্রদায়ের যবেহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা 'বিসমিল্লাহ' বলে খাও -*(বুখারী, মিশকাত ৩৫৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন-(১৭/১৪২)ঃ *যারা ছিয়াম পালন করে না তাদের ফিৎরা দিতে হবে কি? এবং এরূপ দরিদ্রের মধ্যে ফিৎরা বণ্টন করা যাবে কি?*

আনীছুর রহমান
হাতীবান্ধা, সখিপুর
টাঙ্গাইল।

উত্তরঃ যারা ছিয়াম পালন করে না তাদেরও ফিৎরা আদায় করতে হবে এবং অনুরূপ দরিদ্রের মাঝে ফিৎরা বণ্টনও করা যাবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপরে ফিৎরা ফরয করেছেন। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসলিম নর-নারী, ছোট-বড়, গোলাম ও স্বাধীন সকলের প্রতি ফিৎরা ফরয করেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৬০ পৃঃ)*। ফিৎরা প্রদান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ফিৎরা হচ্ছে ফকীর-মিসকীনদের খাদ্য *(আবুদাউদ, মিশকাত ১৬০ পৃঃ)*। সুতরাং যাদেরকে মুসলমান বলা যাবে তাদের নিকট হ'তে ফিৎরা আদায় ও তাদের মধ্যে বণ্টন করা যাবে।

প্রশ্ন-(১৮/১৪৩)ঃ *স্বামী বিদেশ গিয়ে কোন অপরাধে যাবজ্জীবন জেল হয়ে যায়। এদিকে তার স্ত্রী ১০/১২ বৎসর পর সংবাদ পেলেন যে, তার স্বামী মারা গেছেন। স্ত্রী অনুতপ্ত হয়ে আরো দু'বৎসর অপেক্ষা করে অন্যত্র বিবাহ করে এবং সংসার করতে থাকে। এদিকে স্বামী ২৫ বৎসর পর জেল থেকে মুক্তি পায় এবং দেশে ফিরে আসে। সংবাদ পেয়ে তার স্ত্রী তাকে দেখতে আসে। এখন সমস্যা হচ্ছে সে কোন স্বামীর সঙ্গে থাকবে।*

মুসাম্মাৎ পারভীন
পুটিহার, দিনাজপুর।

উত্তরঃ নিখোঁজ স্বামীর স্ত্রী চার বৎসর অপেক্ষা করার পর অন্যত্র বিবাহ করতে পারে। ওমর (রাঃ) বলেন, নিখোঁজ স্বামীর স্ত্রী ৪ বৎসর যাবৎ অপেক্ষা করবে *(মুহাল্লা, ৯ম খণ্ড ৩১৬ পৃঃ)*। অত্র হাদীছটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত যেমন হাম্মাদ ইবনে সালামা, ইবনে আবী শায়বা, সাঈদ ইবনে মানছূর প্রমুখ *(মুহাল্লা পৃঃ ঐ)*। ওমর, উছমান, আলী, ইবনে মাসঊদ, ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর ও অনেক তাবেঈ বিদ্বান অনুরূপ ফৎওয়া প্রদান করেন *(মুহাল্লা ৯ম খণ্ড ৩২৪ পৃঃ)*। তবে স্বামী পরে প্রকাশ হ'লে তার জন্য এখতিয়ার রয়েছে। সে তার প্রদান কৃত মোহর গ্রহণ করতে পারে কিংবা স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারে। একদা ওমর (রাঃ) এক স্বামীকে মোহর ফেরত দেন এবং এক স্বামীকে স্ত্রী ফেরত দেন *(মুহাল্লা, ৯ম খণ্ড ৩১৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন-(১৯/১৪৪)ঃ *আমাদের এলাকায় বিবাহের দিন কনেকে অন্যান্য মেয়েরা গোসল করিয়ে দেয় এবং বিভিন্ন গীত বলে থাকে। এসব কর্ম আমার বিবাহ অনুষ্ঠানে আমার পিতা করতে দেননি। আমার প্রশ্নঃ বিবাহে গোসল কি সুন্নাত? গীত ও গোসল না হওয়ায় কি আমার পাপ হবে? কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানতে চাই।*

রোকসানা পারভীন
ফাযিল ১ম বর্ষ
কড়ই আলিয়া মাদরাসা
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ বিবাহের দিন গোসল করা সুন্নাত নয়। তবে পরিষ্কার পরিছন্ন ও সাজ-সজ্জার জন্য বর ও কনে গোসল করতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, পবিত্রতা অর্ধেক ঈমান *(মুসলিম, মিশকাত ৩৮ পৃঃ)*।

বিবাহে ছোট ছোট মেয়েরা গীত গাইতে পারে। আমের ইবনে সা'দ বলেন, আমি কুরযা ইবনে কা'ব এবং আবু মাসঊদ আনসারীর সাথে এক বিবাহে গেলাম, দেখি কতগুলি ছোট ছোট মেয়ে গীত গাচ্ছে। তখন আমি বললাম, 'আপনারা দু'জন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গী এবং বদরী ছাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। আর আপনাদের সামনে এরূপ হচ্ছে'! তারা দু'জন বললেন, 'আপনার ইচ্ছে হ'লে শুনুন নইলে যান'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে বিবাহের সময় এরূপ আনন্দ করার অনুমতি দিয়েছেন' *(নাসাঈ, ২য় খণ্ড ৭৭ পৃঃ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনেও ছোট মেয়েরা গীত গাইত *(বুখারী ২য় খণ্ড ৭৭৩ পৃঃ)*। বিবাহে গোসল ও গীত পরিবেশন যরূরী নয়। কাজেই নিঃসন্দেহে প্রশ্ন কারিনীর কোন পাপ হবে না।

প্রকাশ থাকে যে, দেশে প্রচলিত বর্তমান প্রথায় গীত গাওয়া ও হলুদ মাখা জায়েয নয়।

প্রশ্ন-(২০/১৪৫)ঃ *বিধর্মীদেরকে দাদা, ভাই, কাকা, বন্ধু কিংবা যে কোন সম্বন্ধ করে ডাকা যায় কি? কুরআন*

ও হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

মুসাম্মাৎ পারভীন
ভাদুরিয়া, দিনাজপুর।

উত্তরঃ দাদা, ভাই, কাকা বা কোন সম্বন্ধ করে ডাকা মূলতঃ ভাষাগত পার্থক্য। আমরা চাচা বলি তারা কাকা বলে, আমরা ভাই বলি তারা দাদা বলে, আমরা আব্বা বলি তারা বাবা বলে। এরূপ ডাকা সামাজিক ভদ্রতা মাত্র এতে কোন দোষ নেই। তবে মুসলিম উম্মাহ্‌র জেনে রাখা আবশ্যক যে, বিধর্মীগণ কোন দিনই মুসলমানদের দ্বীনী ভাই ও অন্তরঙ্গ বন্ধু হ'তে পারে না। আল্লাহ বলেন, 'মুমিন আপোষে ভাই ভাই' (হুজুরাত ১০)। এখানে শুধু মুমিন মুসলমান উদ্দেশ্য, কোন বিধর্মী এই ভাইয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'তোমরা কখনও এমন দেখতে পাবে না যে, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে তারা এমন লোকদের ভালবাসে, যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরোধিতা করে' (মুজাদালা ২২)। এই আয়াত স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, মুসলমান ও বিধর্মীদের মধ্যে অন্তরঙ্গ ভালবাসা গড়ে উঠতে পারে না। সাধারণভাবে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ মুসলমানের নিকট সদ্ব্যবহার ও ভদ্র আচরণের হক রাখে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করে না এবং বাড়ী থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দেয় না, তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না' (সূরা মুমতাহানা ৮)। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির প্রতি রহমত নাযিল করেন না, যে মানুষের প্রতি দয়াশীল হয় না' (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪২১ পৃঃ*)। আবুবকর (রাঃ)-এর মেয়ে আসমা (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমার মুশরিক মা আমার নিকট আসেন, তিনি ইসলামে অনাগ্রহী। আমি কি তার সাথে সদাচরণ করব? রাসূল (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ কর (*বুখারী মুসলিম, মিশকাত ৪১৯ পৃঃ*)। সুতরাং বিধর্মীগণ মুসলমানের নিকটে সদাচরণের অধিকার রাখেন।

***প্রশ্ন (২১/১৪৬)ঃ** জনৈক ব্যক্তি ১ম দফায় স্ত্রীকে এক তালাক দেয়। ২য় দফায় কয়েক বছর পরে থানায় দারোগার কার্যালয়ে একটি শালিশ বসে। দারোগা এক লেখকের মাধ্যমে ১টি তালাক নামা লিখে দেন। উভয় পক্ষের ৮ জন শালিশের সদস্য তালাক নামায় সই করেন। অতঃপর এটি দু'বার মজলিসে পাঠ করা হয়। দারোগার নির্দেশে তালাক নামায় স্বামী সই করে। কিন্তু তালাকের ভাষা মুখে উচ্চারণ করেনি। তালাক নামাটি নিম্নরূপ-*

'আজ হ'তে আমি যদি তাড়ি, মদ ইত্যাদি পান করি ও অত্যাচার করি, তবে আমার স্ত্রী এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক বায়েন হয়ে যাবে।' উল্লেখ্য যে, স্বামী পরবর্তীতে তাড়ি ও মদ পান করেছিল এবং বলেছিল, দারোগার ভয়ে আমি সই করেছিলাম। তখন এক আলেম ফৎওয়া দেন যে, ভয়ে সই করলে তালাক হয় না। ফলে তাদের সংসার চলতে থাকে। অতঃপর স্বামী স্ত্রীকে কোন কারণ বশতঃ ৩য় দফায় ১টি তালাক দেয়। এক্ষণে

সবিনয়ে জানতে চাই, তাদের বিবাহ বন্ধন ঠিক আছে কি? যদি না থাকে, তবে 'তাহলীল' ছাড়া তাদের বিবাহ জায়েয কি?

-মুহাম্মাদ শামসুল হুদা
ইমাম, মুশুরিভুজা পুরাতন জামে মসজিদ
ভোলাহাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ সত্যিই যদি ২য় দফার তালাকটি দারোগার ভয়ে দেওয়া হয়ে থাকে, তবে তা পতিত হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বাধ্য অবস্থায় তালাক ও গোলাম আযাদ হয় না' (*আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩২৮৫*)। তবে প্রথম ও তৃতীয় দফার তালাক দু'টি তালাক বলেই গণ্য হবে। অর্থাৎ আপনার পরিবেশিত তথ্যানুযায়ী স্বামী তার স্ত্রীকে দু'টি তালাক স্বেচ্ছায় দিয়েছে। সুতরাং এই দু'টি তালাক তালাক বলেই গণ্য হবে। অতএব ২য় তালাকের পর স্বামী যদি স্বীয় স্ত্রীকে ইদ্দতের (তিন তহুরের) মধ্যে রাজ'আত করে, তবে তাদের বিবাহ বহাল থাকবে। আর যদি ইদ্দতের মেয়াদ বিনা রাজ'আতে অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তবে দুই তালাক বায়েন বলে গণ্য হবে। এমতাবস্থায় উভয়ে পুনরায় ঘর সংসার করতে চাইলে উভয়কে নতুন করে বিবাহ পড়াতে হবে। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীকে অন্য এক জনের সাথে বিবাহ বসতে হবে না বা 'তাহলীল' করতে হবে না।

আল্লাহ বলেনঃ وَ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ أَنْ يَّنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ 'যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দিবে অতঃপর তারা তাদের ইদ্দতের শেষ মেয়াদে পৌঁছে যাবে তখন (অর্থাৎ মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়ে যাবে) তখন (হে অভিভাবকগণ!) তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না স্বীয় স্বামীদেরকে বিবাহ করা হ'তে (বাক্বারাহ ২৩২)। মা'ক্বেল বিন ইয়াসার-এর বোনকে তার স্বামী তালাক দিয়ে ঐ ভাবেই রেখে দিয়েছিলেন। এমনকি তার ইদ্দত পার হয়ে গিয়েছিল। তখন তার স্বামী তাকে পুনরায় বিবাহ করার প্রস্তাব দিলে মা'ক্বেল (মেয়েটির অভিভাবক) তাতে অস্বীকৃতি জানান। ফলে অত্র আয়াতটি নাযিল হয় (বুখারী ১/৬৪৯-৬৫০ 'তাফসীর' অধ্যায়, দেওবন্দ ছাপা)। তিরমিযী শরীফে (ছহীহ তিরমিযী হা/২৩৮২) আছে, অত্র আয়াতটি অবতীর্ণ হলে মা'ক্বেল (রাঃ) ঐ ব্যক্তিকে ডেকে তার সাথে স্বীয় বোনের (পুনরায়) বিয়ে দেওয়ার সম্মতি প্রকাশ করেন (*তাফসীর ইবনে কাছীর ১/৩৮০, রিয়াদ ছাপা, সূরা বাক্বারাহ ২৩৪ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য*)।

প্রশ্ন (২২/১৪৭)ঃ শিক্ষিত ব্যক্তিদের গলায় 'টাই' বাঁধা সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কি? এটি কি মুসলিম ব্যক্তির পোশাক? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ
২য় বর্ষ, দর্শন বিভাগ
রাজশাহী কলেজ।

উত্তরঃ 'টাই' খৃষ্টানদের একটি ধর্মীয় পোষাক হিসাবে পরিচিত। অতএব 'টাই' সহ বিধর্মীদের সকল ধর্মীয় পোশাক ইসলামী শরীয়তে নাজায়েয। নবী করীম (ছাঃ) আমর বিনুল আছ (রাঃ)-এর গায়ে দু'টি 'মোআছফার' পোষাক (এক প্রকার লাল কাপড়) দেখে বলেছিলেন, 'নিশ্চয়ই এটি কাফেরদের কাপড় সমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তুমি এ দু'টি কাপড় পরিধান কর না' (মুসলিম হা/৪৩২৭, 'পোশাক' অধ্যায়)। অপর হাদীছে নবী করীম (ছাঃ) বলেন- مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি কোন বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে' (আবুদাঊদ, 'পোশাক' অধ্যায়)। উক্ত সাদৃশ্য তাদের কৃষ্টি-কালচার পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি বিষয়েও হ'তে পারে। সুতরাং এ দৃষ্টিকোন থেকেও 'টাই' না পরা উচিৎ।

প্রশ্ন (২৩/১৪৮)ঃ আমি একজন নতুন বিবাহিতা মহিলা। আমার স্বামী সামনের কিছু চুল কাটা এবং হালকা সাজসজ্জা পসন্দ করেন। কিন্তু আমার শ্বাশুড়ী তা পসন্দ করেন না। এমতাবস্থায় আমি কার পসন্দকে মেনে চলব। উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুসাম্মাৎ নদী
প্রযত্নেঃ সাগর
গ্রাম ও পোঃ কাথুলী
থানা + যেলাঃ মেহেরপুর।

উত্তরঃ মহিলাদের মাথায় চুল বড় থাকাই শরীয়ত সম্মত। যা তাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির কারণ। মাথার চুল চিরুনী করলে সাজসজ্জা বৃদ্ধি হয়। জাবের (রাঃ) বলেন, একবার আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে এক যুদ্ধে ছিলাম।..... অতঃপর যখন আমরা মদীনায় উপনীত হয়ে আপন আপন বাসস্থানে যেতে চাইলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, থাম আমরা সন্ধ্যায় যার যার বাড়ী ফিরব, যাতে রুক্ষ নারীরা মাথায় চিরুনী করে নেয় এবং প্রবাসী স্বামীদের স্ত্রীরা নাভির নীচের কেশ সাফ করে নেয় (*বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত ২৬৭ পৃঃ*)। উম্মে আত্বিইয়াহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের নিকট আসলেন, এমতাবস্থায় আমরা তাঁর মৃত কন্যা যয়নবকে গোসল দিচ্ছিলাম।.... অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তার চুল গুলি বেণী গেঁথে দাও। অপর বর্ণনায় রয়েছে, উম্মে আত্বিইয়াহ বলেন, আমরা তার কেশকে তিনটি বেণীতে ভাগ করলাম এবং তার পিছন দিকে ছেড়ে দিলাম (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৪৩ পৃঃ, 'মৃতের গোসল ও কাফন' অধ্যায়*)। হাদীছদ্বয় স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় মহিলাদের মাথায় লম্বা চুল থাকত। তবে লম্বা চুল রাখা আবশ্যক নয়। ইচ্ছা করলে চুল ছোট করতে পারে। পুরুষের সদৃশ যেন না হয় এর প্রতি লক্ষ্য রেখে মাথার চুল ছোট করতে পারে। প্রমাণে ছহীহ হাদীছ রয়েছে (*মুসলিম ১ম খণ্ড ১৪৮ পৃঃ*)।

প্রশ্ন-(২৪/১৪৯)ঃ ছাহাবীর আছার যদি মারফূ' হাদীছের বিপরীত হয়, তাহ'লে মারফূ' হাদীছের উপর আমল করব নাকি আছারের উপর আমল করব।

ফাতেমা খানম
গ্রাম-জারেরা, পোঃ গাহেরকুট
থানাঃ মুরাদনগর, যেলাঃ কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় মারফূ' হাদীছের উপরই আমল করতে হবে। তবে অবশ্যই নিরীক্ষা করে দেখতে হবে মারফূ' হাদীছ ও 'আছার' উভয়ের সনদ কি পর্যায়ের। মারফূ' হাদীছের সনদ ছহীহ এবং আছারের সনদ যঈফ হ'লে তো আছার মানার প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু যদি মারফূ' হাদীছের সনদ দুর্বল অথচ ছাহাবীর আছারের সনদ সবল প্রমাণিত হয় তবে মারফূ' হাদীছ পরিত্যাগ করতঃ আছারকে গ্রহণ করতে হবে। কারণ যঈফ হাদীছ মারফূ' হ'লেও গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্ন-(২৫/১৫০)ঃ কোন পেশ ইমাম সারা বছর রাতে মসজিদে ঘুমাতে ও খাওয়া-দাওয়া করতে পারবেন কি?

শফীকুল ইসলাম ও তার সাথীরা
গ্রামঃ নোওয়ালী
ঝিকরগাছা, যশোর।

উত্তরঃ হ্যাঁ পারবেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) মসজিদে ঘুমাতেন (*বুখারী ফাৎহ সহ হা/৪৪০ 'ছালাত' অধ্যায় 'পুরুষদের মসজিদে ঘুমানো' অনুচ্ছেদ*)। সা'দ বিন মু'আয (রাঃ) যুদ্ধে যখম হ'লে নবী করীম (ছাঃ) তার দেখাশুনার জন্য মসজিদে একটি তাঁবু বানিয়েছিলেন। ঐ মসজিদে 'গেফার' গোত্রের লোকদেরও তাবু ছিল (*বুখারী ফাৎহ সহ হা/৪৬৩ 'অসুস্থ ও অন্যদের জন্য মসজিদে তাঁবু বানানো' অধ্যায়*)।

মসজিদে খাওয়া-দাওয়া করাও বৈধ। ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন হারেছ (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ) -এর যামানায় মসজিদে রুটি ও গোস্ত খেতাম (*ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, হা/৩৩০০ 'খাদ্য' অধ্যায়*)।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২য় বর্ষ ১০ম সংখ্যা
জুলাই'৯৯

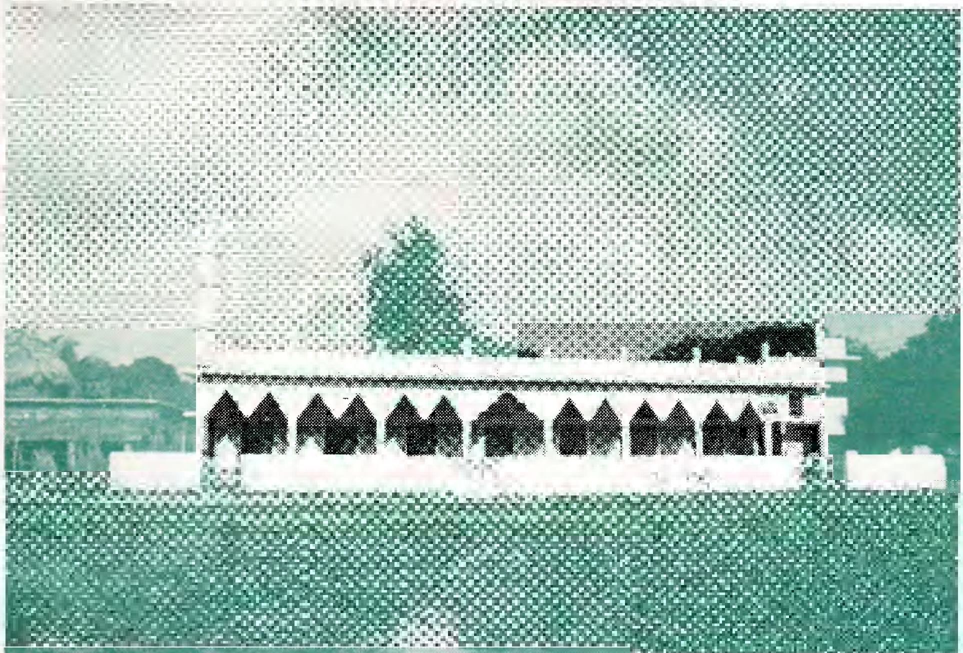

আনুগত্য করে না ও তাঁর বিধান মানেনা। সে যুগের আবদুল্লাহ্‌রা সূদখোর, ঘুষখোর, যেনাকার ও জুয়াড়ী ছিল। এ যুগের আবদুল্লাহ্‌রাও সেগুলো নির্বিবাদে করে যাচ্ছে। বরং সূদ, লটারী ও বেশ্যাবৃত্তির জন্য সরকারী লাইসেন্স দেওয়া হয়। সেযুগের আবদুল্লাহ্‌রা তাদের সমাজের নেককার লোকদের মূর্তি বানিয়ে কা'বা ঘরে রাখত ও তার অসীলায় পরকালীন মুক্তি কামনা করত। এযুগের আবদুল্লাহ্‌রাও তাদের কথিত অলি-আউলিয়াদের কবর পূজা করে ও তার অসীলায় বিপদ মুক্তি ও পরকালীন মুক্তি কামনা করে। পার্থক্য এই যে, তারা মূর্তি বানিয়ে সামনে রাখত আর আমরা কবরে ঢেকে রাখি। কিন্তু আক্বীদা উভয় ক্ষেত্রে একই।

এমতাবস্থায় ধর্মীয় ও বৈষয়িক জীবনে ফেলে আসা সেই জাহেলিয়াত পুনরায় ব্যাপকহারে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আমাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ইহুদী-নাছারা, অগ্নি উপাসক ও ব্রাহ্মন্যবাদীদের জয়জয়কার চলছে। অথচ আমরা। কেবল ভোট যুদ্ধ নিয়েই ব্যস্ত আছি। আর তাই সার্বিক সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে আমরা দেশে প্রচলিত ইসলাম বিরোধী সকল বিধান বাতিল করে আল্লাহ প্রেরিত 'অহি'-র বিধান কায়েমের দাবী জানিয়েছি। আমরা এই দাবীকে গণদাবীতে পরিণত করতে চাই এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। যার মধ্যেই রয়েছে জনগণের প্রকৃত কল্যাণ ও মুক্তি।

যেলা সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' -এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, সহকারী তাবলীগ সম্পাদক এস, এম আব্দুল লতীফ প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন 'আল-হেরা' শিল্পী গোষ্ঠী প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

উল্লেখ্য, যমুনা আন্তঃনগর ট্রেনে করে রবিবার সকাল ১০ টায় পাংশা ষ্টেশনে অবতরণের পরে যেলা সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদ সহ 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র নেতৃবৃন্দ সম্মানিত মেহমানদেরকে সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং আলহাজ্জ আবদুল মজীদ-এর বাড়ীতে তাঁরা আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেখান থেকে বাদ আছর প্রাইভেট ট্রাক্সি যোগে ১২ কিঃ মিঃ দূরে সম্মেলন স্থল পদ্মা তীরবর্তী বাহাদুরপুর গমন করেন। পরদিন সকালে রাজবাড়ী ও কুষ্টিয়া-পূর্ব দুই যেলার দায়িত্বশীলদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর স্থানীয় সেনগ্রাম ঘাট থেকে শ্যালো নৌকা যোগে পদ্মা পার হয়ে সাতবাড়ীয়া বাজার হয়ে সুজানগর, পাবনা, ঈশ্বরদী, নাটোরের পথে তাঁরা রাজশাহী পৌঁছেন।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন-(১/১৫১)ঃ ওযূতে ঘাড় মাসাহ করার কি কোন ছহীহ হাদীছ আছে? অনেক ভাইকে ওযূর সময় ঘাড় মাসাহ করতে দেখি। তারা কোন্ দলীলের ভিত্তিতে ঘাড় মাসাহ করে থাকেন? জানালে কৃতজ্ঞ হব।

-আব্দুছ ছামাদ
বর্ধমান, ভারত।

উত্তরঃ ওযূতে ঘাড় মাসাহ করার কোন ছহীহ হাদীছ নেই। এ ব্যাপারে আবূদাঊদে একটি হাদীছ পাওয়া যায় *(যঈফ আবুদাঊদ হা/১৫)*। যে সম্পর্কে ইমাম নবভী বলেন, হাদীছটি মওযূ'। সুতরাং এটা সুন্নাত নয় বরং বিদ'আত' *(নায়লুল আওত্বার, ১ম খণ্ড পৃঃ ১৫৮)*। হানাফী ফক্বীহ ক্বাযী খান বলেন, 'ঘাড় মাসাহ করা আদবও নয় সুন্নাতও নয়' *(আইনি তুহফা সালাতে মুস্তফা ১ম খণ্ড পৃঃ ১৪। গৃহীতঃ কাবীরী পৃঃ ২৪)*। হেদায়ার ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনুল হুমাম বলেন, 'কেউ বলেন এটা বিদ'আত' *(ফাৎহুল ক্বাদীর, ১ম খণ্ড পৃঃ ৫৪)*। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, ঘাড় মাসাহ -এর ব্যাপারে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) হ'তে কোন ছহীহ হাদীছ নেই' *(যাদুল মা'আদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৯)*। অতএব যারা ওযূর সময় ঘাড় মাসাহ করেন তাদের দলীল যঈফ ও যাল হাদীছ বৈ কিছুই নয়। আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ সিলসিলা আহাদীছ আয-যাঈফাহ হা/৬৯।

প্রশ্ন-(২/১৫২)ঃ আমি শুনেছি যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) নাকি হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে ঈর্ষা বা হিংসা করতেন। এরূপ কোন হাদীছ আছে কি? থাকলে দয়া করে হাদীছটি আত-তাহরীকে প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

-ফযীলাতুন্নেসা
অনুপনগর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ হ্যাঁ, আপনি ঠিকই শুনেছেন। হাদীছটি নিম্নরূপ-

'হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, খাদীজা (রাঃ)-এর প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা হ'ত, ততটা ঈর্ষা নবী করীম (ছাঃ)-এর অপর কোন স্ত্রীর প্রতি হ'ত না। অথচ তাকে আমি দেখিনি। (ঈর্ষার কারণ এই ছিল যে) নবী করীম (ছাঃ) অধিকাংশ সময় তাঁর কথা আলোচনা করতেন। প্রায়শঃ বকরী যবহ করে তার বিভিন্ন অঙ্গ কেটে

খাদীজার বান্ধবীদের জন্য (হাদিয়া স্বরূপ) পাঠাতেন। আমি কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতাম, মনে হয় দুনিয়াতে খাদীজা ব্যতীত আর কোন স্ত্রী লোকই নেই। উত্তরে তিনি বলতেন, নিশ্চয়ই সে এরূপই ছিল, এরূপই ছিল। আর তার পক্ষ হ'তেই আমার সন্তান-সন্ততি রয়েছে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬১৭৭)*।

এখানে ঈর্ষা অর্থ হিংসা নয়। যেমনটি আমাদের দেশে দুই সতীনের মধ্যে হয়ে থাকে। কারণ এখানে মা আয়েশা (রাঃ) খাদীজাতুল কুবরা (রাঃ)-এর ন্যায় উত্তম মহিলা হওয়ার আকাংখা পোষণ করতেন। আর ভাল কিছুর সাথে নিজেকে তুলনা করে অনুরূপ ভাল হওয়ার আকাংখা পোষণ করাকে ঈর্ষা বলা হয়, হিংসা নয়।

প্রশ্ন-(৩/১৫৩)ঃ অপবিত্র অবস্থায় সংসারের কাজকর্ম করা, কুরআন স্পর্শ বিহীন তেলাওয়াত করা এবং কুরআনের কোন আয়াত দো'আ হিসাবে পড়া যাবে কি-না? আর ওযূ ছাড়া কুরআন ও হাদীছ স্পর্শ করে পড়া যাবে কি? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-ফাতেমাতুয যাহরা
বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট
বগুড়া।

উত্তরঃ অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ বিহীন তেলাওয়াত করা ও উহা দো'আ হিসাবে পড়া এবং বিনা ওযূতে কুরআন-হাদীছ স্পর্শ করা জায়েয।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকির করতেন' *(মুসলিম, সুবুলুস সালাম, ১ম খণ্ড ১২১ পৃঃ, হা/৭২, ১২)*।

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার আল্লামা ছান'আনী বলেন, – فتدخل تلاوة القرآن و لو كان جنبًا

'সর্বাবস্থায় যিকির করার মধ্যে অপবিত্র অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াতও অন্তর্ভুক্ত'। তিনি আরও বলেন, لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ অর্থাৎ 'পবিত্রগণ ব্যতীত কেউ উহা স্পর্শ করে না' (ওয়াক্বি'আহ ৭৯) অর্থ 'ফেরেশতাগণ'। এখানে বিনা ওযূ উদ্দেশ্য নয়। বরং বিনা ওযূতে কুরআন পড়া জায়েয (পৃঃ ঐ)। ইমাম আবু হানীফাহ ও ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, অপবিত্র অবস্থায় দো'আ হিসাবে, শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে, যিকির-আযকার হিসাবে কুরআন তেলাওয়াত জায়েয। যেমন- সফরের দো'আয় কুরআনের আয়াত পাঠ করা।- *আল-ফিক্বহুল ইসলামী ১/৩৮৪ পৃঃ।*

সুতরাং অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ বিহীন কুরআন তেলাওয়াত দো'আ ও যিকির-আযকার হিসাবে কুরআন পড়া এবং বিনা ওযূতে কুরআন স্পর্শ করে পড়া জায়েয। তবে অপবিত্র (জুনুবী) অবস্থায় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তেলাওয়াত করেননি বলে হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে (তিরমিযী প্রভৃতি, বুলূগুল মারাম হা/১০৫)। এর মধ্যে নিষেধের কোন দলীল নেই। তবু অনুরূপ অবস্থায় বিরত থাকা যেতে পারে।

প্রশ্ন-(৪/১৫৪)ঃ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা মায়েদার ১৫ নং আয়াতে উল্লেখ আছে-

قَدْ جَاءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتَابٌ مُّبِيْنٌ

উক্ত আয়াতে 'নূর' দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে? আমাদের ক্লাসের একজন শিক্ষক বলেছেন, এই 'নূর' দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ যাকির হোসাইন
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত আয়াতে 'নূর' দ্বারা ইসলাম বা হেদায়াত বুঝানো হয়েছে *(তাফসীরে কুরতুবী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩-৮; আল-বাহরুল মুহীত্ব, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৬৩; ফাৎহুল ক্বাদীর, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩)*। নাছের সা'দী ও অন্যান্য তাফসীরকারদের মতে 'কুরআন' বুঝানো হয়েছে। যুজাজ বলেন, এখানে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। যদি 'নূর' দ্বারা যুজাজের উক্তি অনুযায়ী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে ধরে নেওয়া হয়, তাহ'লেও এর অর্থ এই নয় যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) নূরের তৈরী। দুর্ভাগ্য অনেকেই এই আয়াতের অপব্যাখ্যায় মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নূরের তৈরী বলে থাকেন। যা সমাজে বিভ্রান্তি সৃষ্টির কারণ।

সুতরাং অধিকাংশ মুফাস্সির ও উলামাদের মতে আয়াতে বর্ণিত 'নূর' দ্বারা ইসলাম, কুরআন বা হেদায়াতকেই বুঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন-(৫/১৫৫)ঃ বিবাহ কি তাক্বদীরে লেখা থাকে? অনেকে বলেন, বিবাহ নাকি ভাগ্যের ব্যাপার। আরও শোনা যায় আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন এবং নারীকে পুরুষের বাম পাঁজরের হাড্ডি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর যে নারী যে পুরুষের বাম পাঁজর হ'তে সৃষ্টি হয়েছে তার সঙ্গেই তার বিবাহ হবে। এর কোন ব্যতিক্রম

ঘটবেনা। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এর ফায়ছালা দিলে উপকৃত হব।

-আতাউর রহমান
গ্রামঃ ইসলামপুর
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ শুধু বিবাহ তাক্বদীরে লেখা আছে এমনটি নয়। বরং হাদীছে আছে যে, 'আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকুলের তাক্বদীর লিখেছেন আসমান যমীন সৃষ্টির ৫০ হাযার বছর পূর্বে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯)*। কিন্তু তাক্বদীরে কি লেখা আছে সেটি মানুষের অজানা।

আর মানুষকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন এর অর্থ স্বামী-স্ত্রী নয় বরং নর ও নারী। হাদীছে যেটি পাওয়া যায় সেটি হ'ল- বিবি হাওয়াকে হযরত আদম (আঃ)-এর হাড্ডি হ'তে সৃষ্টি করা হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার নিকট হ'তে নারীদের সাথে ভাল ব্যবহারের উপদেশ গ্রহণ কর। তাদেরকে পাঁজরের হাড় হ'তে সৃষ্টি করা হয়েছে। হাড়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বাঁকা হাড় হ'ল উপরেরটা। আর তা হ'তেই নারীদের সৃষ্টি করা হইয়াছে....' *(বুখারী মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩৮)*। উক্ত হাদীছে 'নারীদেরকে পাঁজরের হাড় হ'তে সৃষ্টি করা হয়েছে' দ্বারা বিবি হাওয়াকে আদমের পাঁজরের হাড় হ'তে সৃষ্টি করা হয়েছে বুঝানো হয়েছে। আর তিনি হচ্ছেন মূল। কাজেই সে দিকেই ইংগিত করা হয়েছে। সুতরাং এটি মানুষের ভ্রান্ত ধারণা যে, নারীকে যে পুরুষের বাম পাঁজরের হাড় হ'তে সৃষ্টি করা হয়েছে, তার সাথেই তার বিবাহ হবে।

প্রশ্ন-(৬/১৫৬)ঃ আমি শুনেছি যে, যে মসজিদে কুরআন ও হাদীছের বক্তব্য বা খুৎবা হয় না সেটি প্রকৃত অর্থে মসজিদ নয়। সে মসজিদে ছালাত আদায় করা আর ঘরে আদায় করা একই সমান। এমতাবস্থায় আমি ঘরে ছালাত আদায় করব, না মসজিদে আদায় করব? কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানালে কৃতজ্ঞ হব।

-আবুবকর
ঠিকানা বিহীন

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত শ্রুত ধারণাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যারা মসজিদে কুরআন ও হাদীছের বক্তব্য দেন না এ জন্য তারাই দায়ী হবেন এবং অন্যায়টিও তাদের। এ জন্য কোনক্রমেই মসজিদ দায়ী নয়। এমনকি কোন মসজিদে যদি চিরকাল ছালাত আদায় না হয়, তবুও সেটি মসজিদই থাকবে। মসজিদের সত্ত্ব বিলুপ্ত হবে না। যখনই যে ইচ্ছা করবে তাতে ইবাদত-বন্দেগী করতে পারবে, ছালাত কায়েম করতে পারবে এবং পূর্ণ ফযীলতও পাবে।

আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ যেসব গৃহকে মর্যাদায় উন্নীত করার এবং সেগুলোতে তার নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে (মুমিন লোকেরা) সকাল ও সন্ধ্যায় তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে' (নূর ৩৬)। উক্ত আয়াতে মসজিদকে মর্যাদাশীল করার অর্থ সেখানে সার্বক্ষণিক ইবাদত করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা। ফলে এ অধিকার চিরকাল বহাল থাকবে। কারো বাধা ও কার্যকলাপে তা ক্ষুন্ন হবে না।

প্রশ্ন-(৭/১৫৭)ঃ আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির পর আল্লাহ নিজের রূহ থেকে একটি রূহ আদম (আঃ)-এর দেহে প্রবেশ করালেন। উক্ত কথাটি কি কুরআনের? যদি কুরআনের কোন আয়াতের হয় তবে এর তাফসীর সম্পর্কে অবগত করে বাধিত করবেন।

-বযলুর রহমান
গ্রামঃ বিলবালিয়া, পোঃ বারইপটল
সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

উত্তরঃ উক্ত কথাগুলো সূরা সাজদার ৯নং আয়াতের প্রথমাংশের অনুবাদ। নিম্নে এর অনুবাদ সহ সংক্ষিপ্ত তাফসীর পেশ করা হ'ল।

আয়াতঃ ثُمَّ سَوّٰهُ وَ نَفَخَ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِهِ

অনুবাদঃ 'অতঃপর তিনি তাকে সুষম আকৃতি প্রদান করেন এবং তাতে তার পক্ষ থেকে (সৃষ্ট) রূহ সঞ্চার করেন'।

তাফসীরঃ আলোচ্য আয়াতের প্রসঙ্গ পূর্বের আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই প্রথমে ثُمَّ (অতঃপর) ব্যবহার করা হয়েছে। سَوّٰهُ শব্দের অর্থ 'তাকে সুষম আকৃতি প্রদান করেছেন'। আর نَفَخَ শব্দের অর্থ 'ফুঁক দিয়েছেন' কিন্তু এখানে এর পারিভাষিক অর্থ হ'ল 'তিনি (তাতে) প্রাণ সঞ্চার করেছেন'। مِنْ رُّوْحِهِ -এর মর্মার্থ হ'ল روح الذى خلقه لآدم অর্থাৎ 'তিনি আদমের দেহে সেই প্রাণ সঞ্চার করলেন যেটি আদমেরই জন্য তিনি সৃষ্টি করে রেখেছিলেন'। অতএব আয়াতাংশের মর্মার্থ দাঁড়াল যে, 'আল্লাহ তা'আলা আদমের দেহে সেই রূহটি সঞ্চার করলেন যেটি আগে থেকেই তিনি আদমের জন্য সৃষ্টি করে রেখেছিলেন'। আয়াতের অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ তা'আলা তার

নিজের রূহের মধ্য হ'তে একটি রূহ আদম (আঃ)-কে দান করলেন। যেমনটি কেউ কেউ বলে থাকেন।

উল্লেখ্য যে, আয়াতে مِنْ رُوْحِه এর ه (হা) সর্বনামটি আদমের সম্মানের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। যেমনটি طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّائِفِيْنَ আয়াতে بَيْتِىَ শব্দে ىَ সর্বনামটি 'বায়েত' (কাবা গৃহ)-এর সম্মানার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ 'আমার গৃহ'। আর এরূপ উদাহরণ কুরআনে অসংখ্য রয়েছে। ফলে "ه" সর্বনামটি যদিও আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করছে, কিন্তু তা থেকে আল্লাহ্র রূহ বুঝানো হয়নি। বরং এটা একমাত্র আদম (আঃ)-এর সম্মানের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

প্রশ্ন-(৮/১৫৮)ঃ আমি একজন হানাফী মাযহাবের লোক। শুনেছি, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে হয় না। আর আহলেহাদীছ ভাইগণ বলেন, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা না পড়লে ছালাত হয় না। কোন্টি সঠিক? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানালে খুশী হব।

-আব্দুর রহমান বিন দেলোয়ার
শরীফপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ 'ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে হয় না' কথাটি দলীল সম্মত নয়। বরং সূরা ফাতিহা না পড়লে ছালাত হবে না এ কথাই বিশুদ্ধ ও ছহীহ হাদীছ সম্মত। (১) মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'সে ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ, পৃঃ ৭৮)*। (২) মহানবী (ছাঃ) আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়ল না, তার সে ছালাত অসম্পূর্ণ। একথা তিনি তিনবার বলেন। হাদীছের বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে এই মর্মে জিজ্ঞেস করা হ'ল যে, আমরা যখন ইমামের পিছনে থাকি? তিনি বললেন, তখন সূরা ফাতিহা চুপে চুপে পড়' *(মুসলিম, মিশকাত 'ছালাতে ক্বিরা'আত' অনুচ্ছে পৃঃ ৭৮)*। (৩) উবাদা বিন ছামেত (রাঃ) হ'তে তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (ছাঃ) ছাহাবাগণকে জিজ্ঞেস করেন 'আমি মনে করছি তোমরা ইমামের পিছনে কিছু (সূরা) পড়ছ? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)। তখন তিনি বললেন, তোমরা এমনটি করনা, শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে। কেননা ওটা ব্যতীত ছালাত হয় না' *(ছহীহ তিরমিযী হা/২৫৭, ছহীহ আবুদাউদ হা/৭৩৬-৩৭; মিশকাত হা/৮৫৪ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)*।

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ থেকে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া যরূরী প্রমাণিত হওয়ার সাথে সাথে এটিও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, যে সকল হাদীছে ইমামের পিছনে সাধারণ ভাবে সূরা পাঠ করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে, তা দ্বারা সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য সূরা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ইমামের পিছনে থাকাবস্থায় শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে, অন্য কোন সূরা নয়।

প্রশ্ন-(৯/১৫৯)ঃ বর্তমানে 'তাবলীগ জামা'আত' নামে পরিচিত দলটি যে পদ্ধতিতে তাবলীগ করে বেড়ায় যেমন- ছয় উছূলের দাওয়াত, চল্লিশ দিনের চিল্লা, হাড়ি-পাতিল ও বিছানা-পত্র নিয়ে মসজিদে অবস্থান করা এবং চিল্লায় যাওয়ার জন্য মানুষকে উৎসাহিত করা ইত্যাদি কার্যগুলো শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু সঠিক?

-ক্বারী হেকমতুল্লাহ
গ্রামঃ কিশোরী নগর
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ তাবলীগ জামা'আতের দাওয়াতের মূল ভিত্তি যে ছয় উছূল রয়েছে মূলতঃ সেটিই পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভেজাল তাবলীগ হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা। কারণ, খাঁটি ও পূর্ণাঙ্গ তাবলীগের জন্য যে দু'টি মৌলিক বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন তা এই ছয় উছূলের মধ্যে নেই। আর তা হ'ল **প্রথমতঃ** কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গঠনের দাওয়াত। **দ্বিতীয়তঃ** যাবতীয় কুসংস্কার ও ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিরোধ। এই দু'টি বিষয় ব্যতীত কোন তাবলীগ যেমন মানুষের ঈমান ও আমলকে খাঁটি করতে পারে না, তেমনি সমাজ থেকে শিরক, বিদ'আত ও অশ্লীল কাজকর্মও বন্ধ করতে পারে না। তাছাড়া এই জামা'আতের দাঈদের মাধ্যমে তাদের মুরব্বীদের অলৌকিক স্বপ্ন এবং অসংখ্য জাল-যঈফ ও বানাওয়াট হাদীছ ছড়ানো হচ্ছে। ফলে এই দলটির কোন কোন কার্যক্রম ভাল হ'লেও সামগ্রিক বিবেচনায় এই 'তাবলীগ' মোটেই খাঁটি তাবলীগ নয়। বরং এদের সঙ্গে থাকলে আক্বীদা বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

প্রশ্ন-(১০/১৬০)ঃ আমি প্রায় সময়ই সফর করে থাকি। শুনেছি যে, সফরে ছালাত 'ক্বছর' করা উত্তম। যদি তাই হয় তবে ক্বছর 'করার' পদ্ধতি কি? এবং সব ছালাতেই কি 'ক্বছর' করতে হবে? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আবুল কালাম
হোটেল গোল্ডেন ইন
রাজারবাগ, ঢাকা।

উত্তরঃ হ্যাঁ, সফরে (ফরয) ছালাত 'ক্বছর' করাই উত্তম। কারণ সফর অবস্থায় ছালাতে 'ক্বছর' করা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বান্দাদের প্রতি একটি উপহার স্বরূপ। আর উপহার যে গ্রহণ করাই উত্তম তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যেমন- ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটি ছাদাক্বা। আল্লাহ তা'আলা (ছালাত 'ক্বছর' করার অনুমতি দানের মাধ্যমে) তোমাদের প্রতি এটি ছাদাক্বা হিসাবে দিয়েছেন। অতএব তোমরা তাঁর ছাদাক্বা গ্রহণ কর' *(মুসলিম, 'মুসাফিরদের ছালাতে ক্বছর' অধ্যায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৪১)*। উল্লেখিত হাদীছে মহানবী (ছাঃ) এই উপহার গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়া ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ), আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর সাথে সফরে থেকেছি। তাঁরা সফরে দু'রাক'আতের অধিক ছালাত আদায় করতেন না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, 'সফরের ছালাত' অধ্যায়, পৃঃ ১১৮)*।

উপরোক্ত হাদীছ ও ছাহাবাগণের আমল থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, সফরে ছালাত 'ক্বছর' করাই উত্তম।

প্রকাশ থাকে যে, চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতেই শুধু 'ক্বছর' রয়েছে। যেমন- যোহর, আছর ও এশা *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'সফরে ছালাত' অধ্যায়, পৃঃ ১১৯)*।

ক্বছর ছালাত দু'রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের মতই পড়তে হয়। অর্থাৎ চার রাক'আত বিশিষ্ট 'ফরয' ছালাতকে ক্বছরের নিয়তে ইক্বামতসহ দু'রাক'আত পড়ে সালাম ফিরাবে। এছাড়া ক্বছরের আর কোন পৃথক পদ্ধতি নেই। মুসাফিরের জন্য শরীয়তে আরও সহজ হুকুম রয়েছে। সেটি হ'লঃ

আপনি ইচ্ছা করলে সফর অবস্থায় দুই ওয়াক্ত ছালাত এক ওয়াক্তে দুই ইক্বামতে জুমা ও ক্বছর করে পড়তে পারেন। অর্থাৎ যোহরের ওয়াক্তে যোহর ও আছর ২+২=৪ রাক'আত কিংবা আছরের ওয়াক্তে যোহরকে পিছিয়ে অনুরূপভাবে দুই দুই চার রাক'আত এবং মাগরিব ও এশা তিন ও দুই পাঁচ রাক'আত দুই ইক্বামতে পড়তে পারেন। সফরে কোন সুন্নাত না পড়লেও চলবে কেবল বিতর এক রাক'আত ও ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছাড়া। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সফর করেছি। কিন্তু তাঁকে সফরে দু'রাক'আতের বেশী পড়তে দেখিনি'। অন্য বর্ণনায় আবুবকর, ওমর, ওছমান কেও অনুরূপ করতে দেখেছি (মুত্তাফাক্ব আলাইহ)। তিনি বলেন, যদি সফরে সুন্নাত পড়তে হ'ত, তবে আমি পুরা পড়তাম' (মুসলিম)। ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, বিতর ও ফজরের সুন্নাত ব্যতীত সফরের হালতে অন্য কোন সুন্নাত আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) আদায় করেছেন বলে বিশুদ্ধ ভাবে প্রমাণিত হয়নি' *(নায়লুল আওত্বার ৪/১৪০-৪৪ পৃঃ 'এক আযান ও দুই এক্বামতে সুন্নাত বিহীনভাবে দুই ফরয ছালাত জমা করা' অনুচ্ছেদ'। মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৩৮)*।

প্রশ্ন-(১১/১৬১)ঃ জনৈক ব্যক্তি মসজিদে জুম'আর ছালাতে এই মর্মে ফৎওয়া প্রদান করেন যে, চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত একবারে পড়া যাবে না। প্রথম দুই রাক'আত পড়ে সালাম ফিরিয়ে পুনরায় দুই রাক'আত পড়তে হবে। এ নিয়ে মসজিদে মুছল্লীদের মধ্যে হৈ চৈ শুরু হয়। ফৎওয়াটি কতটুকু সঠিক? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আশরাফুল আলম
গ্রামঃ দিগটারী
ডাকঃ কাব্দির হাট
থানাঃ পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ চার রাক'আত সুন্নাত এক সালামে পড়ার প্রমাণেও ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন-

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যোহরের পূর্বে চার রাক'আত যার মাঝে কোন সালাম নেই, এগুলোর জন্য আসমানের দরজা সমূহ উন্মুক্ত করা হয়' *(আবূদাঊদ, তিরমিযী ফিশ শামায়েল ও ইবনু খোযায়মা -এর বরাতে ছহীহুল জামে' হা/৮৮৫; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১১৩১)*।

হযরত আলী (রাঃ)-কে নবী করীম (ছাঃ)-এর দিনের বেলার নফল ছালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, '... তিনি যোহরের ছালাতের পূর্বে যখন সূর্য ঢলে যেত তখন চার রাক'আত ছালাত আদায় করতেন এবং যোহরের পরে দুই রাক'আত আদায় করতেন আছরের পূর্বে চার রাক'আত পড়তেন। প্রতি দুই রাক'আতকে পৃথক করতেন নিকটবর্তী ফেরেস্তা, নবীগণ ও তাদের অনুসারী মুমিন-মুসলিমদের উপর সালাম দিয়ে (অর্থাৎ আত্তাহিইয়াতু লিল্লা-হে...... বলে)....' *(নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, হাদীছ হাসান, দ্রষ্টব্যঃ সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ-ছহীহাহ হা/২৩৭)*। নাসাঈর বর্ণনায় রয়েছে চার রাক'আত শেষে সালাম ফিরাতেন (ঐ)।

তবে দুই সালামে চার রাক'আত আদায় করাও জায়েয আছে। মহানবী (ছাঃ) বলেন, 'রাতের এবং দিনের ছালাত দুই দুই রাক'আত করে' *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/১১৫১; ছহীহুল জামে' হা/৩৮৩১, ৩৮৩২)*।

অতএব চার রাক'আত সুন্নাত এক সালামে ও দুই সালামে উভয় পদ্ধতিতে আদায় করা ছহীহ হাদীছ সম্মত।

প্রশ্ন-(১২/১৬২)ঃ হাদীছে আছে, যে মহিলা তার 'অলী' বা অভিভাবক ব্যতীত বিয়ে করবে তার বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে। এখন প্রশ্ন হ'ল। জনৈকা মেয়ে কোন এক ছেলেকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু মেয়ের অভিভাবক সেই বিয়েতে রাযী নয়। এমতাবস্থায় সে মেয়েটি উক্ত ছেলেকে বিয়ে করলে সে কি উপরোক্ত হাদীছের অন্তর্ভুক্ত হবে? উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
বি, এ, (অনার্স) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
নাটোর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, নাটোর।

উত্তরঃ মেয়েটি উল্লেখিত হাদীছের আওতাভুক্ত হবে। কেননা নবী করীম (ছাঃ) অপর হাদীছে বলেন, لا نكاح إلا بولي 'ওলী ব্যতীত বিবাহ সিদ্ধ নয়' *(আহমাদ, সুনান চতুষ্টয়; ছহীহুল জামে' হা/৭৫৫৫; মিশকাত, হা/৩১৩০)*।

নবী করীম (ছাঃ) আরো বলেন, لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها 'কোন মহিলা অপর কোন মহিলার বিয়ে দিবে না এবং কোন মহিলা নিজেকেও (ওলী ব্যতীত) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করবে না' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১৩৬, হাদীছ ছহীহ, দ্রষ্টব্যঃ ছহীহুল জামে' হা/৭২৯৮; ইরওয়াউল গালীল হা/৮৪১)*।

প্রকাশ থাকে যে, হানাফী মাযহাব মতে 'ওলী' ব্যতীত মহিলার জন্য বিবাহ করা বৈধ। উক্ত মতের সপক্ষে যে দলীলগুলো পেশ করা হয়ে থাকে, পর্যালোচনা সহ নিম্নে তা তুলে ধরা হ'লঃ

১- আল্লাহ বলেন, 'যদি তাকে সে (অর্থাৎ তার স্বামী তৃতীয়) তালাক দেয়, তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না যতক্ষণ না সে তাকে ব্যতীত অন্য স্বামীকে বিবাহ করে' (বাক্বারাহ ২৩০)। অত্র আয়াতে বিয়ে করার বিষয়টি নারীর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। তাই নারী (ওলী ব্যতীত) বিয়ে করতে পারে।

জওয়াবঃ অত্র আয়াতে বিয়ে দ্বারা শারঈ পদ্ধতি অনুযায়ী বিয়েকে বুঝানো হয়েছে। আর তাহ'ল 'ওলী'র মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়া।

২- আল্লাহ বলেন, 'যখন তোমরা মহিলাদেরকে তালাক দিবে, অতঃপর তাদের ইদ্দতে পৌঁছে যাবে (অর্থাৎ ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে যাবে), তখন তোমরা তাদেরকে তাদের স্বামীর সাথে বিবাহ করতে বাধা দিয়ো না'(বাক্বারাহ ২৩২)। অত্র আয়াত প্রমাণ করে যে, বিয়ে 'ওলী' ব্যতীত হয়।

জওয়াবঃ যদি ওলী ব্যতীত বিয়ে হ'ত, তবে 'বাধা দিয়োনা' কথার কোন অর্থ থাকত না।

৩- যেহেতু মহিলার বেচা কেনা করার অধিকার রয়েছে। তাতে 'ওলী'র দরকার হয় না। অনুরূপ ভাবে সে নিজের বিয়ে নিজে করতে পারে 'ওলী' ব্যতীত। **জওয়াবঃ** দলীলের বর্তমানে ক্বিয়াস চলে না।

মোটকথাঃ 'ওলী' ব্যতীত কোন মহিলা বিয়ে করলে তার বিয়ে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী বাতিল হয়ে যাবে। তবে বিয়ে সিদ্ধ হওয়ার জন্য মেয়ের সম্মতি থাকা অন্যতম শর্ত। কেননা খানসা বিনতে খেদামকে তার সম্মতি ছাড়াই তার পিতা বিবাহ দেওয়াতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সেই বিবাহ রদ করে দিয়েছিলেন (বুখারী, মিশকাত হা/৩১২৮)। অবশ্য 'ওলী' কাফের হ'লে সে কথা ভিন্ন। তখন তার 'ওলী' হবেন ইসলামী হুকুমতের শাসক।

প্রশ্ন-(১৩/১৬৩)ঃ একটি মাসিক পত্রিকার প্রশ্নোত্তর বিভাগে এক ব্যক্তির প্রশ্নের জওয়াবে বলা হয়েছে যে, পীরের নিকট বায়'আত হওয়া ফরয। যারা এ ফরয আদায় করে না, তারা ফাসেক ও গোনাহগার এবং তাদের শেষ পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। অপরদিকে মাযহাব অনুসরণ করা ও মাযহাবের গণ্ডিতে থেকে শরীয়তের বিধান মেনে চলাও ফরয। এই ফরয আদায় না করলে তাদেরকেও ফাসেক ও গোনাহগার হ'তে হয়। কথাগুলোর সত্যতা জানতে চাই।

-আবুল ফযল মোল্লা
গ্রামঃ আগ্রাকুন্ডা
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ উপরোক্ত কথাগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও দলীল বিহীন দাবী মাত্র।

প্রথমতঃ পীরদের নিকট বায়'আত হওয়া কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দৃষ্টিতে একটি জঘন্য বিদ'আত। যা পীর ছাহেবগণ নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য সমাজে চালু রেখেছেন।

ছাহাবী ও তাবেঈদের যুগে পীর-মুরীদীর কোন অস্তিত্ব ছিল না। তারা একনিষ্ঠ ভাবে কেবল কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী ছিলেন। আজও যারা তাদের অনুসারী তথা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ পন্থী, তারা পীর

মুরীদীতে মোটেও বিশ্বাসী নন। প্রচলিত পীর-মুরীদীর বায়'আতকেও তারা বিদ'আত বলে জানেন।

দ্বিতীয়তঃ নির্দিষ্ট কোন মাযহাবের গণ্ডিতে থেকে শরীয়তের বিধান মেনে চলাকে ফরয মনে করাও একটি ভিত্তিহীন কথা। এর প্রতিবাদে আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফীর বক্তব্যই যথেষ্ট। তিনি বলেন,

و من المعلوم أن الله سبحانه و تعالى ما كلَّفَ أحداً أن يكونَ حنفيًا أو مالكيًا أو شافعيًا أو حنبليًا بل كلفهم أن يعملوا بالسنة ...

'একথা সর্বজন বিদিত যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কাউকে বাধ্য করেননি হানাফী হ'তে, মালেকী হ'তে, শাফেঈ হ'তে অথবা হাম্বলী হ'তে বরং সকল মানুষকে বাধ্য করেছেন (কিতাব ও) সুন্নাতের উপর আমল করতে'... (মি'য়ারুল হাক্ব পৃঃ ৫৩)। ইমাম ত্বাহাভী বলেন, আবু হানীফা (রহঃ) যা বলবেন, আমিও কি তাই বলব? গোঁড়া ও নির্বোধ ব্যক্তি ব্যতীত কেউ (কারো) তাক্বলীদ করে কি? *হাক্বীক্বাতুল ফিক্বহ পৃঃ* ৩৭। বরং কোন বিষয় জানার প্রয়োজন হ'লে যেকোন যোগ্য আলেমের নিকেট দলীল সহকারে জেনে নিতে হবে' (নাহল ৪৩-৪৪)।

প্রশ্ন-(১৪/১৬৪)ঃ 'নূরুন্নবী' নাম রাখা জায়েয কি-না? এই নাম ধরে ডাকলে পাপ হবে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-নূরুন্নবী আকন্দ
গ্রামঃ বুড়াবুড়ী
থানাঃ গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ 'নূরুন্নবী' নাম রাখা জায়েয নয়। কারণ 'নূরুন্নবী' অর্থ হ'ল 'নবীর নূর' আপনি নবীর নূর। আর একথা এদিকে ইঙ্গিত করে যে, নবী করীম (ছাঃ) নূরের তৈরী ছিলেন। যা একটি ভ্রান্ত আক্বীদা মাত্র।

নবী করীম (ছাঃ) নূরের তৈরী ছিলেন না। বরং আমাদের মতই মাটির তৈরী ছিলেন (সূরা কাহফ ১১০)। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা সকলে আদমের সন্তান আর আদম হ'লেন মাটি থেকে তৈরী' *(বাযযার -এর বরাতে ছহীহুল জামে' হা/৪৫৬৮)*।

অতএব 'নূরুন্নবী' নামটি যেহেতু ভ্রান্ত আক্বীদার বহিঃপ্রকাশ, কাজেই ঐ নাম রাখা যাবে না। ঐ নামের অর্থে বিশ্বাসী হয়ে ডাকলে পাপী হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।

অতএব প্রশ্নকারীর প্রতি পরামর্শ রইল, আপনি আপনার নামটি এফিডেভিটের মাধ্যমে 'নূরুল হক' বা 'নূরুল ইসলাম' রাখতে পারেন।

প্রশ্ন-(১৫/১৬৫)ঃ কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে সোনা-রূপা খুলে রাখতে হবে এবং আলাদা পোশাক পরিধান করতে হবে। কথাটির সত্যতা কতটুকু? এবং ঐ মহিলা কতদিন পরে আবার বিয়ে করতে পারবে?

-আব্দুল্লাহিল কাফী
গ্রামঃ ছোট বনগ্রাম
সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে শোক পালন স্বরূপ তাকে সোনা-রূপা সহ যাবতীয় সৌন্দর্যের উপকরণ বর্জন করতে হয় *(মুসলিম, নাসাঈ, ছহীহুল জামে' হা/৬৬৭৭; মিশকাত হা/৩৩৩৪)*। ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঐ ভাবেই থাকতে হয়। কাপড় যদি খুব রঙীন ও আড়ম্বর পূর্ণ না হয়, তবে ঐ কাপড় তার জন্য ইদ্দত কালীন সময়ে পরা বৈধ। ওটা পাল্টাতে হবে না। ঐ মহিলা স্বামীর মৃত্যুর চার মাস দশ দিন পর পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে। কারণ চার মাস দশ দিন পর তার ইদ্দতের সময় শেষ হয়ে যায় (বাক্বারাহ ২৩৪)।

তবে ঐ মহিলা যদি গর্ভবতী হয়, তাহ'লে তার ইদ্দত হবে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত (তালাক্ব ৪)। গর্ভ খালাস হ'লেই তার জন্য পুনরায় বিবাহ করা বৈধ হবে (বুখারী, মিশকাত হা/৩৩২৮ 'বিবাহ' অধ্যায় 'ইদ্দত' অনুচ্ছেদ)।

প্রশ্ন-(১৬/১৬৬)ঃ ঈদের খুৎবা চলা কালে টাকা-পয়সা আদায় করা যাবে কি?

-নূরুল ইসলাম
গ্রামঃ নিমতলা
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ খুৎবা সমাপ্তির পর আদায় করাই উত্তম। নবী করীম (ছাঃ) বেলালের মাধ্যমে মহিলাদের দান গ্রহণ করেছিলেন খুৎবা দেওয়ার পর *(বুখারী হা/৯৭৮ 'ঈদের দিনে মহিলাদেরকে ইমামের নছীহত করা' অধ্যায়; মুসলিম হা/১১৪১ 'ছালাত' অধ্যায়)*।

তবে খুৎবা চলাকালীন সময়ে টাকা-পয়সা আদায় করা যেতে পারে এজন্য যে, ঈদের খুৎবা শোনা ফরয নয়। নবী করীম (ছাঃ) ঈদের খুৎবা শোনা না শোনা উভয়টিকে ঐচ্ছিক রেখেছেন *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/১০৪৮)*। অত্র হাদীছটিকে হাকেম, যাহাবী, ইবনু খোযায়মা প্রমুখগণ 'ছহীহ' বলেছেন এবং আলবানী তাদের সমর্থন করেছেন *(তামামুল মিন্নাহ ৩৫০ পৃঃ)*।

তাছাড়া টাকা-পয়সা আদায় করা একটি বৈষয়িক ব্যাপার, যার নিষেধাজ্ঞা ঈদের খুৎবা চলাকালীন সময়ে আসেনি। অতএব খুৎবা শোনার আদবের দিকে খেয়াল রেখে ও শৃংখলা বজায় রেখে খুৎবা চলাকালীন সময়েও টাকা-পয়সা আদায় করা যাবে। তাতে শারঈ কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন-(১৭/১৬৭)ঃ শবেবরাতের রাতে অথবা অন্য কোন রাতে একাকী অথবা সম্মিলিত ভাবে কবরের পার্শ্বে গিয়ে হাত তুলে মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে মুনাজাত করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ আব্দুল আলীম
গ্রামঃ চর মাহমূদপুর
পোঃ মাহমূদপুর
মেলান্দহ, জামালপুর।

উত্তরঃ নির্দিষ্ট কোন দিন বা রাত নির্ধারণ না করে যে কোন সময়ে কবরের পাশে গিয়ে কবর বাসীর জন্য একাকী হাত উঠিয়ে দো'আ করা যায়। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) শেষ রাতে বাক্বী গোরস্থানে গিয়ে একাকী তাদের উদ্দেশ্যে হাত উঠিয়ে দো'আ করেছিলেন। *(ছহীহ মুসলিম ১/৩১৩ পৃঃ 'জানাযা' অধ্যায়, 'কবর বাসীদেরকে সালাম ও তাদের জন্য দো'আ' অনুচ্ছেদ যেয়ারতের সংক্ষিপ্ত দো'আ ব্যতীত অন্যান্য দীর্ঘ দো'আ ক্বিবব-মুখী হ'য়ে করতে হবে। কেননা কবর মুখী হ'য়ে দো'আ করতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন (মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৮ 'মৃতের দাফন' অনুচ্ছেদ)।* সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দো'আ করার প্রচলিত নিয়মটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয় বিধায় এটি পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন-(১৮/১৬৮)ঃ ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আমল করার কথা বললে অর্থাৎ যঈফ ও জাল হাদীছের পরিবর্তে ছহীহ হাদীছ শোনানো হ'লে কি ফেৎনা সৃষ্টি করা হয়? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সাং- সন্যাস বাড়ী
বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আমল করার কথা বলা এবং যঈফ ও জাল হাদীছের পরিবর্তে ছহীহ হাদীছ শোনানো একটি প্রশংসনীয় কাজ। এতে মোটেও ফেৎনা সৃষ্টি করা হয় না। বরং যারা একে ফেৎনা বলে থাকেন তারাই মারাত্মক ফিৎনার মধ্যে আছেন। তাদের জেনে রাখা উচিত যে, দ্বীনের মাসআলা-মাসায়েল গ্রহণ করতে হবে ছহীহ হাদীছ থেকে। যঈফ ও জাল হাদীছ থেকে নয়। সত্য সন্ধানী মুমিনের জন্য ছহীহ-যঈফ বাছাই করে আমল করা উচিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের নিকট ফাসেক ব্যক্তি কোন খবর দিলে তা যাচাই কর' (হুজুরাত ৫)।

হাদীছের মধ্যে স্বার্থ শিকারী লোকেরা কিভাবে তাদের চক্রজাল বিস্তার করেছে, তা জানার জন্য **আত-তাহরীক** জুন '৯৯ সংখ্যা **দরসে হাদীছ** পাঠ করুন।

প্রশ্ন-(১৯/১৬৯)ঃ মেয়েদের মাসিকের কাপড় গোসল করা সাবান দিয়ে ধোয়া যাবে কি? যদি যায় তবে সে সাবান দিয়ে গোসল করলে গোসল পবিত্র হবে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মমতাজ বেগম
গ্রামঃ নানাহার
পোঃ মোলামগাড়ী হাট
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ মাসিকের কাপড় গোসল করা সাবান দিয়ে ধোয়া যাবে এবং ঐ সাবান দিয়ে গোসল করলে গোসলও পবিত্র হবে। এর বিপরীত ধারণা কুসংস্কার মাত্র।

প্রশ্ন-(২০/১৭০)ঃ বর্তমানে মেয়েরা যেভাবে বোরক্বা পরিধান করে বেড়িয়ে থাকেন এভাবে বোরক্বা পরিধান করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ রবী'উল ইসলাম
চিতলমারী, বাগেরহাট।

উত্তরঃ বর্তমানে প্রচলিত বোরক্বা পরিধান করে বেড়ানো যাবে। পবিত্র কুরআনে মেয়েদেরকে বড় চাদর ও ওড়না ব্যবহার করতে বলা হয়েছে (আহযাব ৫৯, নূর ৩১)। উল্লেখ্য, বড় চাদর ও ওড়নার বর্তমান বিকল্প হচ্ছে বোরক্বা। অতএব তা পরিধান করে বেড়ানো সন্দেহাতীত ভাবে জায়েয। প্রকাশ থাকে যে, বোরক্বা বলতে ঐ বোরক্বা উদ্দেশ্য যা ঢিলা-ঢালা হবে, অনাড়ম্বর হবে এবং সৌন্দর্য প্রকাশকারী হবে না।

প্রশ্ন-(২১/১৭১)ঃ কারো ফলের বাগানের ফল ঝরে পড়লে তা অন্য কেউ কুড়িয়ে খেতে পারবে কি?

-মুহাম্মাদ আবুল হাশেম
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রচণ্ড ক্ষুধায় নিরুপায় অবস্থায় ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য কুড়ানো ফল খাওয়া জায়েয আছে। তবে বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া জায়েয নয়। নবী করীম (ছাঃ)-কে গাছে ঝুলানো খেজুর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, যদি নিয়ে যাওয়ার জন্য আঁচলে না বেঁধে কেবল

প্রয়োজন (ক্ষুধা) মেটানোর জন্য খায়, তবে তাতে কোন দোষ নেই' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, বুলূগুল মারাম হা/১২৬৩ 'চুরির শাস্তি' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন-(২২/১৭২)ঃ ***জনৈক ব্যক্তির প্রথমা স্ত্রী স্বামীর কথা মত চলে না এবং ছালাত আদায় করে না। তাই ঐ ব্যক্তি তার উক্ত স্ত্রীর সাথে কথা বলে না, মেলামেশাও করে না। তবে ভরণ-পোষণ দেয়। অপরদিকে দ্বিতীয়া স্ত্রী ছালাত আদায় করে বলে তার সাথে আলাদা বাড়ী করে বসবাস করে। এমতাবস্থায় ঐ লোক প্রথমা স্ত্রীর সাথে কথাবার্তা না বলায় গোনাহগার হবে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।***

-মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম
গ্রামঃ দিগটারী
ডাকঃ কান্দির হাট
পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ স্ত্রী বা যে কারো সাথে পার্থিব কারণে কথাবার্তা বন্ধ রাখা শরীয়তে নাজায়েয *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহুল জামে' হা/৭৬৬০)*। তবে শারঈ কারণে যেমন- তাকে ছালাত আদায় করার নির্দেশ দেওয়ার পরও তা মানতে অস্বীকৃতি জানালে তার সাথে কথাবার্তা বন্ধ রাখা ওয়াজিব। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর ছেলে একটি হাদীছের বিধান মানতে অস্বীকৃতি জানালে তার সাথে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি কথা বলেননি *(মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ ছহীহ)*। কা'ব বিন মালিক সহ তিন জনের সাথে নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ তাবুক যুদ্ধে কোন ওযর ছাড়াই শরীক না হওয়ার অপরাধে কথা বলা বন্ধ রেখেছিলেন *(বুখারী ও মুসলিম)*।

এক্ষণে কারো স্ত্রী যদি ছালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়ার পরও মানতে অস্বীকৃতি জানায়, তবে তাকে প্রথমে উপদেশ দিতে হবে। উপদেশে কাজ না হ'লে একই ঘরে পৃথক বিছানায় থাকতে হবে। যদি এতেও কোন ফল না পাওয়া যায়, তবে তাকে মারধর করতে হবে (নিসা ৩৩ মর্মার্থ)। যদি এতেও কোন ফল না হয় তবে তার সাথে কথা বলা বন্ধ রাখা অবশ্যই বৈধ হবে।

প্রশ্ন-(২৩/১৭৩)ঃ ***একটি ইসলামী সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রচার দফতর কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত জুলাই'৯৭ ইং '১৭ দফার ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তুলুন' শিরোনামে লিফলেটে 'প্রিয় দেশবাসী! আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ ....'লেখা হয়েছে।***

এক্ষণে আমার প্রশ্ন, যে দেশে বিভিন্ন ধর্মের লোক বসবাস করে, সেখানে এ ভাবে সালাম দেওয়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ আবদুছ ছামাদ
পুটিহার, ভাদুরিয়া, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মুসলিম অমুসলিম মিশ্রিত দেশবাসীকে আম ভাবে 'সালাম' দেওয়া জায়েয আছে। নবী করীম (ছাঃ) মুসলিম অমুসলিম মিশ্রিত মজলিস অতিক্রম কালে তাদেরকে সালাম দিতেন। হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসলিম-মুশরিক-মূর্তি পূজারী ও ইহুদী সংমিশ্রিত একটি মজলিস অতিক্রম করলেন এবং তাদেরকে সালাম দিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৩৯ 'আদাব' অধ্যায় 'সালাম' অনুচ্ছেদ)*।

অত্র হাদীছে সালাম দ্বারা ঐ সালামই উদ্দেশ্য যা মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত।

প্রশ্ন-(২৪/১৭৪)ঃ ***একটি মাসিক পত্রিকার জানুয়ারী '৯৯ সংখ্যার ৬০ নং প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে, তারাবীর ছালাত আগা গোড়া ২০ রাক'আতই পড়া হ'ত এবং এখন পর্যন্ত মসজিদে নববীতে পড়া হয়। ঐ সংখ্যার ৮৮ নং প্রশ্নের উত্তরে আরো বলা হয়েছে যে, তারাবীহর ছালাত ২০ রাক'আত। যারা বলেন, ৮ বা ১২ রাক'আত, তারা তাহাজ্জুদের ছালাত ও তারাবীহর ছালাতের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেননি। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।***

-মুহাম্মাদ নাজমুল হাসান
মাস্টারপাড়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ তারাবীহ্র ছালাত আগাগোড়া ২০ রাক'আতই পড়া হ'ত এ দাবী প্রমাণহীন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনও ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়েননি এবং হযরত ওমর (রাঃ)ও জামা'আত সহকারে ২০ রাক'আত তারাবীহ চালু করেননি। বরং ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবা ও তাবেঈন সকলেই ৮ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন।

একদা হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, রামাযান ও রামাযান ছাড়া অন্য মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত ১১ রাক'আতের বেশী ছিল না। ৪ রাক'আত করে ৮ রাক'আত তারাবীহ ও তিন রাক'আত বিতর *(বুখারী ১/১৬৯ পৃঃ; মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ; আবুদাঊদ, ১/১৮৯ পৃঃ; নাসাঈ ২৪৮ পৃঃ; তিরমিযী ৯৯পৃঃ; ইবনু মাজাহ ৯৭-৯৮ পৃঃ; মিশকাত ১১৫ পৃঃ; বাংলা বুখারী (আধুনিক প্রকাশনী) ১/৪৭০ পৃঃ ও ২/২৬০ পৃঃ)*।

সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) ওবাই বিন কা'ব ও তামীম দারী নামক দু'ছাহাবীকে রামাযান মাসে ১১ রাক'আত তারাবীহ্র ছালাত জামা'আতের

সাথে পড়াবার হুকুম দিয়েছিলেন *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত ১১৫ পৃঃ হা/১৩০২ 'ছালাত' অধ্যায়, 'রামাযানে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ)*। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) রামাযান মাসে আমাদেরকে ৮ রাক'আত তারাবীহ ও বিতর ছালাত পড়ান *(আবু ইয়ালা, ত্বাবারাণী আওসাত্ব, সনদ হাসান, মির'আত ২/২৩০ পৃঃ, 'রামাযানে রাত্রি জাগরণ অনুচ্ছেদ)*।

উক্ত বিশুদ্ধ বর্ণনাগুলি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, তারাবীহ্‌র ছালাত বিতরসহ ১১ রাক'আত, ২০ রাক'আত নয়। উল্লেখ্য যে, তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ সবই এক কথায় 'রাতের ছালাত' হিসাবে গণ্য।

বিশ রাক'আত তারাবীর অবস্থা ঃ

(১) ভারত বিখ্যাত হানাফী মনীষী আল্লামা **আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী** (রহঃ) বলেন, ২০ রাক'আত সম্পর্কে যতগুলো হাদীছ আছে সবগুলোর সনদ যঈফ এবং এ বিষয়ে সকল মুহাদ্দিছ একমত *(আরফুশ শাযী ৩০৯ পৃঃ)*। (২) ২০ রাক'আত তারাবীহ সম্পর্কে হানাফী ফিক্বহের সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব হিদায়ার ব্যাখ্যাকার আল্লামা **ইবনুল হুমাম** বলেন, ২০ রাক'আত -এর হাদীছটি যঈফ এবং ছহীহ হাদীছের বিরোধী *(ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২০৫ পৃঃ)*। (৩) আল্লামা **যায়লাঈ হানাফী** বলেন, ২০ রাক'আতের হাদীছটি 'যঈফ' হওয়ার সাথে সাথে ছহীহ হাদীছেরও বিরোধী *(নাছবুর রায়াহ, ২/১৫৩ পৃঃ)*। (৪) আল্লামা শায়খ **আব্দুল হক দেহলভী** (হানাফী) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে ২০ রাক'আত প্রমাণিত নেই, যা বর্তমান সমাজে প্রচলিত। কিন্তু ইবনে আবি শায়বার বর্ণনায় যে ২০ রাক'আত আছে তা যঈফ এবং ছহীহ হাদীছের বিরোধী *(ফাৎহু সিররিল মান্নান লিতা-য়ীদি মাযহাবিন নুমান ৩২৭ পৃঃ)*। (৫) দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা **কাসেম নানুতুবী** বলেন, ১১ রাক'আত তারাবীর ছালাত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কর্ম দ্বারা প্রমাণিত *(ফয়যে কাসিমিইয়াহ ১৮ পৃঃ)*। (৬) আল্লামা **আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী** হানাফী বলেন, ১৩ রাক'আতের বেশী তারাবীর ছালাত সংক্রান্ত কোন ছহীহ হাদীছ নেই *(ফায়যুল বারী, ২/৪২০ পৃঃ)*।

(৭) হানাফী জগতের বড় মুহাদ্দিছ এবং তাবলীগ জামা'আতের নেতা মাওলানা যাকারিয়া বলেন, ২০ রাক'আত তারাবীহ সুনির্দিষ্ট হিসাবে নবী (ছাঃ) থেকে মারফূ' ভাবে প্রমাণিত নেই এবং এ ব্যাপারে কোন সন্দেহও নেই' *(আওজাযুল মাসালিক শারহে মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক ১/৩৯৭ পৃঃ)*। (৮) আল্লামা **শওক্ব নিমভী** হানাফী বলেন, ২০ রাক'আত বর্ণনাকারী রাবী ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর মৃত্যুর মাঝে ১০৯ বছরের ব্যবধান আছে। তাহ'লে যিনি ওমর (রাঃ)-এর যুগ পাননি, তিনি ওমর (রাঃ)-এর নির্দেশের কথা কিভাবে বলেন? তাও আবার ছহীহ হাদীছের বিপরীতে'। (৯) আল্লামা **আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী** হানাফী বলেন, একথা না মানার কোন উপায়ই নেই যে, নবী (ছাঃ)-এর তারাবীহ আট রাক'আত ছিল *(আল-আরফুশ শাযী ৩০৯ পৃঃ)*।

(১০) **মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী** বলেন, হানাফী বিদ্বানদের কথা দ্বারা ২০ রাক'আত তারাবীহ বুঝা যায়। কিন্তু দলীল সমূহ প্রমাণ করে যে, বিতর সহ ১১ রাক'আত তারাবীহ সঠিক *(মিরক্বাত ১/১৭৫ পৃঃ)*। (১১) বুখারী শরীফের টীকাকার **আহমাদ আলী সাহারানপুরী** হানাফী বলেন, রামাযানের তারাবীহ বিতরসহ নবী করীম (ছাঃ) ১১ রাক'আত জামা'আত সহকারে পড়েছিলেন *(বুখারী ১৫৪ পৃঃ টীকা নং ৩)*।

অতএব ছহীহ হাদীছের প্রমাণাদি দ্বারা এবং হানাফী বিদ্বানগণের আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, বিশ রাক'আত তারাবীহ নবী করীম (ছাঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন ও ছাহাবীদের সুন্নাত নয়। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন (২৫/১৭৫)ঃ আত্মীয়-স্বজনের কান্নাকাটি মৃত ব্যক্তি শুনতে পায় কি? অনেকে বলেন মৃত ব্যক্তি নাকি আত্মীয়-স্বজনের কান্নাকাটি শুনতে পায়।

আব্দুল্লাহ ছাক্বিব
সাং- চাঁপাচিল
পোঃ সিহালীহাট
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ আত্মীয়-স্বজনের কান্নাকাটি মৃত ব্যক্তি শুনতে পায় না। আল্লাহ্‌পাক মহানবী (ছাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তুমি মৃতদেরকে শোনাতে পার না' (নামল ৮০, রূম ৫২)। অন্যত্র তিনি বলেন, 'তুমি কবর বাসীদেরকে শুনাতে সক্ষম নও' (ফাত্বির ২২)।

আয়াত সমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তি তথা কবরে শায়িত ব্যক্তি দুনিয়ার কোন কিছু শুনতে পায় না। সুতরাং এ ধরণের ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে দূরে থাকা উচিত।

সংশোধনী

মার্চ '৯৯ সংখ্যা ১৩/৯৩ নং প্রশ্নোত্তরের শেষে যোগ হবে- নাজায়েয। অনিচ্ছাকৃত মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত।-সম্পাদক।

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২য় বর্ষ ১১তম সংখ্যা

আগষ্ট'৯৯

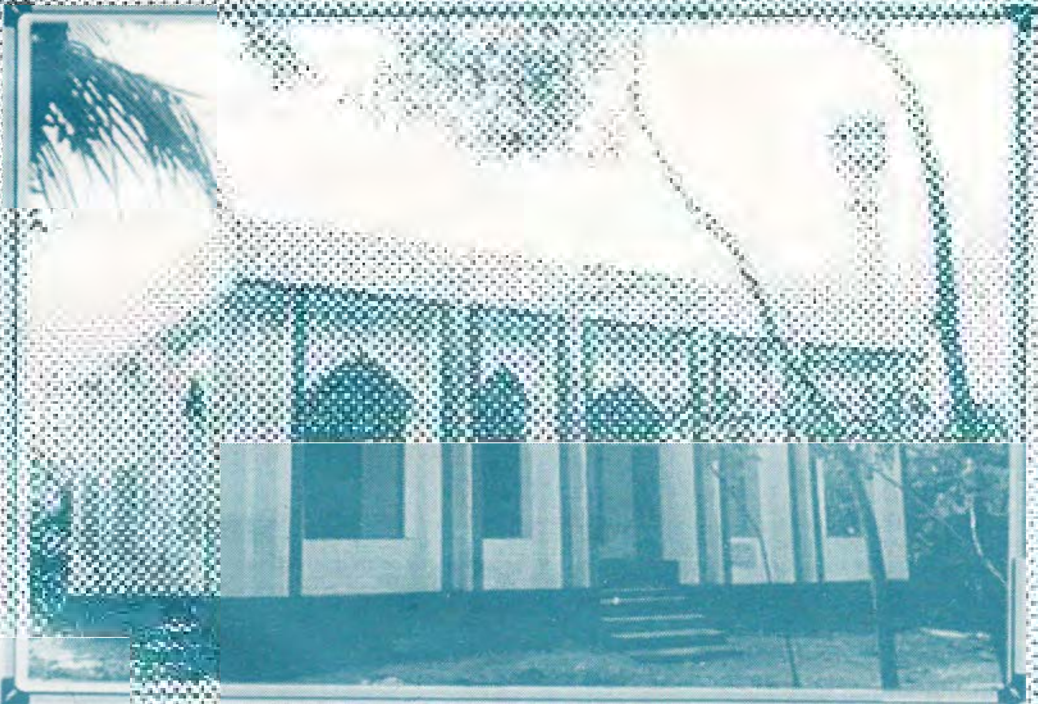

মারকায সংবাদ

বিগত দিনে দেশের কয়েকজন প্রথিতযশা পণ্ডিত ও বিজ্ঞ ব্যক্তি মারকায পরিদর্শনে আসেন। যেমন,

(১) বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর মিসরীয় অধ্যাপক **ডঃ রাশাদ ফাহমী** ও বাঙ্গালী প্রভাষক **মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ** দেশের বড় বড় ইসলামী প্রতিষ্ঠান সমূহ পরিদর্শনের এক পর্যায়ে গত ২৭শে মে '৯৯ বৃহস্পতিবার আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী পরিদর্শনে আসেন। তাঁরা ছাত্র-শিক্ষক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম-এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। তাঁরা আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর সিলেবাস ও পাঠদান পদ্ধতি এবং যোগ্য শিক্ষক মণ্ডলী ও ছাত্রদের সাথে মত বিনিময়ে খুবই সন্তোষ প্রকাশ করেন। পরিশেষে মারকাযের সভাপতি **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর আহবানে সাড়া দিয়ে ডঃ রাশাদ ফাহমী মারকাযের জন্য কয়েকজন মিসরীয় অধ্যাপক প্রেরণের ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

(২) গত **১৭ই জুলাই** '৯৯ শনিবার বাদ আছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক **ডঃ মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান** ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক **ডঃ মুহাম্মাদ রশীদ** রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সফরের এক পর্যায়ে মারকায পরিদর্শনে আসেন। মারকাযের সভাপতি **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ও অধ্যক্ষ **শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী** তাঁদেরকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানান ও মারকাযের বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে ঘুরে দেখান। বিশেষ করে দারুল ইফতা-র লাইব্রেরী দেখে তাঁরা খুবই খুশী হন। এটিকে একটি **বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে** রূপদানের চেষ্টা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে জেনে তাঁরা আরও খুশী হন এবং বিদেশী শিক্ষক নিয়োগে সহযোগিতা করার ব্যাপারে ডঃ মুস্তাফীযুর রহমান দৃঢ় আশ্বাস ব্যক্ত করেন।

(৩) গত ২৫শে জুলাই বাদ মাগরিব চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন প্রবীণ অধ্যাপক **ডঃ মঈনুদ্দীন আহমাদ খান** ও তাঁর সাথে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক **ডঃ এ, কে, এম, ইয়াকুব আলী** ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক **ডঃ এফ,এম,এ,এইচ তাকী** মারকাযে আসেন। তাঁরা আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন এবং অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেন।

(৪) একই দিনে দেশের খ্যাতনামা আইনজীবী ও প্রবীণ রাজনীতিক কুষ্টিয়ার 'রিযিয়া সা'দ ইসলামিক সেন্টারে'র প্রতিষ্ঠাতা **এডভোকেট সা'দ আহমাদ** ও তাঁর প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টর বাহ্রুল ইসলাম মারকাযে আসেন ও রাত্রি যাপন করেন। তাঁরা আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রতি তাঁদের আন্তরিকতা ও আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং আন্দোলনের অগ্রগতি বিষয়ে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে দীর্ঘ মত বিনিময় করেন।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১৭৬)ঃ ফজরের ফরয ছালাতের পর মুক্তাদীদের দিকে মুখ ফিরে বসে সূরা হাশরের শেষের তিন আয়াত মুক্তাদীসহ সম্মিলিতভাবে সুর করে পড়া কতটুকু নেকীর কাজ? জানতে চাই।

-এম হক্ব
ডাঙ্গাপাড়া, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ফজরের ছালাতের পর সূরা হাশরের শেষের তিন আয়াত পড়া সংক্রান্ত হাদীছটি যঈফ। পক্ষান্তরে ফজরের ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়া সংক্রান্ত হাদীছগুলি ছহীহ। আর মুক্তাদীদেরকে সাথে নিয়ে সুর করে পড়া বা যিকির করা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আমল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আপনি আপনার প্রভুকে সকাল-সন্ধ্যায় আপন মনে অত্যন্ত বিনীত ও ভীত সন্ত্রস্তভাবে স্মরণ করুন, উচ্চ শব্দে নয়' (আ'রাফ ২০৫)। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'তোমাদের প্রভুকে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এবং সংগোপনে ডাক' (আ'রাফ ৫৫)। একদা এক সফরে ছাহাবীগণ আওয়াজ করে তাসবীহ পাঠ করলে রাসূল (ছাঃ) তাদের চুপে চুপে তাসবীহ পাঠ করতে বলে বলেন 'তোমরা এমন সত্তাকে ডাকছ না যিনি নির্বোধ ও অন্ধ বরং এমন সত্তাকে ডাকছ যিনি সর্ব শ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২০১ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২/১৭৭)ঃ দেশে প্রচলিত সূদী ব্যাংকে চাকুরী করে **জীবিকা নির্বাহ করা যাবে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।**

-যয়নাল আবেদীন
দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ যে সব স্থানে সূদী লেন দেন হয়, সে সব স্থানে চাকুরী করে জীবিকা নির্বাহ করা জায়েয নয়। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদ ভক্ষণকারী, সূদ প্রদানকারী, সূদের লেখক এবং সূদের সাক্ষীদ্বয়ের উপর অভিসম্পাত করেছেন। তিনি আরো বলেন, পাপে তারা সবাই সমান (মুসলিম, মিশকাত ২৪২ পৃঃ)। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সৎ ও আল্লাহ ভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে কাউকে সহযোগিতা কর না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তি দাতা' (মায়েদা ২)।

প্রশ্ন (৩/১৭৮)ঃ পুরাতন একটি মসজিদ এক পর্যায়ে অনাবাদী হয়ে পড়ে। এমনকি মসজিদের চিহ্নও

বিলুপ্ত হয়ে যায়। উক্ত স্থানে ইমাম থাকার জন্য একটা ঘর নির্মাণ করলে কিছু লোক ঘর নির্মাণ ঠিক হয়নি বলে আপত্তি করেন। এক্ষণে প্রশ্নঃ ঘরটি নির্মাণ শরীয়ত সম্মত হয়েছে কি-না?

-আশরাফুল ইসলাম
নওহাটা, পবা
রাজশাহী।

উত্তরঃ অনাবাদী মসজিদের স্থানে বসবাসের জন্য ঘর নির্মাণ করা যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আরব গোত্রের এক কৃষ্ণকায় দাসী রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তার বসবাসের জন্য মসজিদে একটি তাঁবু বা ছোট ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল' (বুখারী ১ম খণ্ড ৬২ পৃঃ)। কাজেই আপনাদের অনাবাদী মসজিদের স্থানে ইমাম ছাহেবের বসবাসের জন্য ঘর নির্মাণ করা শরীয়ত সম্মত হয়েছে। তবে ঘরটির মালিকানা মসজিদের থাকবে এবং ঘরের উপার্জিত অর্থ মসজিদের কাজে ব্যয় হবে *(ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১ খণ্ড, ২১৮ পৃঃ; ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ৩য় খণ্ড, ৩৬৮ পৃঃ)*। বিস্তারিত দেখুনঃ মাসিক **আত-তাহরীক** জুন'৯৮ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ১/৯১।

প্রশ্ন (৪/১৭৯)ঃ বৃষ্টির দিনে যোহর-আছর এবং মাগরিব-এশার ছালাত একত্রে আদায় করা যায় কি?

-আবুল হোসাইন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ বৃষ্টি-বাদলের দিনে যোহর-আছর এবং মাগরিব-এশার ছালাত একত্রে আদায় করা যায়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বৃষ্টির কারণে যোহর-আছর এবং মাগরিব-এশার ছালাত জমা (একত্র) করে পড়েছিলেন' *(বুখারী ১ম খণ্ড, ৯২ পৃঃ; মুসলিম ১ম খণ্ড, ২৪৫ পৃঃ 'বৃষ্টির কারণে ছালাত একত্র করা' অধ্যায়)*।

প্রকাশ থাকে যে, বৃষ্টি ও প্রচণ্ড ঠাণ্ডার রাতে বাড়ীতে ছালাত আদায় করাও সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও বৃষ্টির রাতে মুওয়ায্যিনকে 'তোমরা বাড়ীতে ছালাত আদায় কর' বলার জন্য আদেশ করতেন' (বুখারী ১ম খণ্ড ৯২ পৃঃ)। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বৃষ্টির দিনে প্রদত্ত আযানে 'হাইয়া'আলাতাইন' এর পরিবর্তে 'ছাল্লূ ফী রিহা-লিকুম' (صلوا فى رحالكم) বলার জন্য মুওয়ায্যিনকে আদেশ করতেন (বুখারী ১ম খণ্ড, ৯২ পৃঃ)।

প্রশ্ন (৫/১৮০)ঃ কোন পুরুষ যদি অন্য কোন পুরুষের সাথে অপকর্ম করে। তাহ'লে তার শাস্তি কি? এরূপ লোকের পিছনে ইক্বতেদা করা যাবে কি? সে কোন সংগঠনে জড়িত থাকতে পারবে কি।

-আবদুল হালীম ছিদ্দীকী
এলাহাবাদ দাখিল মাদরাসা
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত অপকর্ম শরীয়তের দৃষ্টিতে অত্যন্ত নিন্দনীয় এক জঘন্য অপরাধ। এরূপ অপকর্ম লূৎ (আঃ)-এর সম্প্রদায় করত। আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বংসের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'অবশেষে যখন আমার শাস্তি এসে গেল, তখন আমি উক্ত জনপদকে উল্টে দিলাম এবং তার উপরে স্তরে স্তরে পাথর বর্ষণ করলাম' (হূদ ৮২, হিজর ৭৪)। কাজেই এরূপ দুষ্কৃতকারীকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। যেন তার শাস্তি অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে যায়' *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২য় খণ্ড, ৩৬২ পৃঃ)*।

কিন্তু এরূপ ব্যক্তির পিছনে ছালাতে ইক্বতেদা করা যায় এবং ঐ ব্যক্তি সংগঠনের সাথেও জড়িত থাকতে পারে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ফাসিক ও যালিম বাদশা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের পিছনে ছালাত আদায় করেছেন *(নায়ল ৩য় খণ্ড, ১৬৩ পৃঃ)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) মারওয়ানের পিছনে ছালাত আদায় করেছেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড, ২০১ পৃঃ)*।

প্রকাশ থাকে যে, যে সব ইমামকে মুক্তাদীগণ পসন্দ করে না, তাদের ছালাত তাদের কান অতিক্রম করে না। অর্থাৎ কবুল হয় না *(তিরমিযী, মিশকাত ১০০ পৃঃ সনদ হাসান)*। অতএব সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

প্রশ্ন (৬/১৮১)ঃ কাঁচা মালের (তরকারী) নেছাব পরিমাণ হ'লে ওশর দিতে হবে কি?

-মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ
রাজপুর
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কাঁচা মাল তথা তরি-তরকারীতে যাকাত (ওশর) নেই। নবী (ছাঃ) বলেন, ليس فى الخضروات زكاة; 'শাক-সবযিতে (তথা কাঁচা মালে) কোন যাকাত (ওশর) নেই' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, ছহীহুল জামে' হা/৫৪১১ হাদীছ ছহীহ)*। তবে তরি-তরকারী বিক্রয় লব্ধ অর্থে এক বছর অতিক্রম করলে এবং নেছাব পরিমাণ হ'লে যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন (৭/১৮২)ঃ আমার নিজের জমি নেই। অন্যের জমি চাষ করে নেছাব পরিমাণ ধান পেয়েছি। আমাকে এ ধানের ওশর দিতে হবে কি?

-আবদুর রহমান
গোমস্তাপুর, নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ নিজের বা অন্যের জমিতে উৎপাদিত শস্যের নেছাব পরিমাণ-এর মালিক হ'লে তার ওশর প্রদান করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ

যে অর্থ তোমরা উপার্জন করেছ এবং যা কিছু আমি জমি থেকে তোমাদের জন্য বের করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহ্র পথে ব্যয় কর' (বাক্বারাহ ২৬৭)। আল্লাহপাক আরো বলেন, 'শস্যের হক প্রদান কর শস্য কর্তনের দিন' (আন'আম ১৪১)। কাজেই আপনি আপনার বর্গার জমিতে উৎপাদিত শস্যের নিছাব পরিমাণের মালিক হ'লে উক্ত শস্যের ওশর প্রদান করবেন।

প্রশ্ন (৮/১৮৩)ঃ মাথা থেকে কাপড় পড়ে গেলে বা বাচ্চাকে দুধ খাওয়ালে ওযূ নষ্ট হবে কি?

-সুফিয়া বেগম
গ্রামঃ মাক্তাপুর
নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ওযূ নষ্ট হবে না। কারণ উক্ত দু'টি বিষয় হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত ওযূ ভঙ্গকারী বস্তুসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্ন (৯/১৮৪)ঃ একটি অবিবাহিত ছেলে গাভীর সাথে অপকর্ম করেছে। তার শাস্তি কি হবে?

-মুযাফ্ফর হোসাইন
ইমাম, শঠিবাড়ী জামে' মসজিদ
মিঠাপুকুর, রংপুর।

উত্তরঃ পশুর সাথে অপকর্মকারী পুরুষকে কঠোর শাস্তি দিতে হবে। তবে হত্যা করা যাবে না (আবুদাঊদ ২য় খণ্ড, ৬১৩ পৃঃ, 'পশুর সাথে অপকর্ম' অধ্যায়, তিরমিযী ১ম খণ্ড, ২৭০ পৃঃ 'পশুর সাথে অপকর্ম' অধ্যায়)। ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে অন্য এক বর্ণনায় অপকর্মকারী ব্যক্তি ও পশু উভয়কে হত্যার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু হাদীছটি যঈফ। হত্যা না করার হাদীছটি ছহীহ (তুহফা ৫ম খণ্ড, ১৬ পৃঃ, 'পশুর সাথে অপকর্ম' অধ্যায়; 'আউনুল মা'বুদ ৬ খণ্ড, ২০১ পৃঃ,।

প্রশ্ন (১০/১৮৫)ঃ জনৈক মুফতী আহলেহাদীছগণকে পথভ্রষ্ট, স্বেচ্ছাচারী, শী'আ সম্প্রদায়ের পদাঙ্ক অনুসারী, ধর্মদ্রোহী ইত্যাদি বলে অভিহিত করেছেন। আমরা এই মন্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

-মুফীযুদ্দীন
গ্রামঃ জাবেরা, পোঃ গাঙ্গের হাট
থানাঃ মুরাদনগর, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত মুফতী ছাহেবের অবগত হওয়া আবশ্যক যে, আহলেহাদীছগণ উক্ত হীন মন্তব্যের প্রকৃত হক্বদার না হ'লে তিনি নিজেই এই মন্তব্যের হক্বদার হবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকী আর তাকে হত্যা করা কুফরী (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪১১ পৃঃ)। রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, 'কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে কাফের অথবা ফাসেক বলে গালি দেয়, আর সে ব্যক্তি যদি তা না হয়, তাহ'লে ঐ ব্যক্তিই কাফের ও ফাসেক হবে' (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৪১১ পৃঃ)*।

প্রকাশ থাকে যে, আহলেহাদীছ নুতন কোন দল বা মাযহাবের নাম নয়। মহানবী (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের পথ ও পন্থা অনুসরণকারীগণ 'আহলুল হাদীছ' বা আহলুস সুন্নাহ নামে ছাহাবীদের যুগ থেকেই পরিচিতি লাভ করে আসছেন। আহলেহাদীছগণের বৈশিষ্ট্য হ'ল বিনা শর্তে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মেনে নেওয়া। হিন্দুস্থানে পরিচালিত আহলেহাদীছ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে উপমহাদেশের খ্যাতনামা হানাফী মনীষী আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী বলেন, 'হিন্দুস্থানে আহলেহাদীছ আন্দোলন চারটি বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে (১) খালেছ তাওহীদে বিশ্বাস (২) ইত্তেবায়ে সুন্নাত (৩) জিহাদী জাযবা এবং (৪) আল্লাহ্র নিকটে বিনীত হওয়া। আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ আহলেহাদীছদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, আহলেহাদীছ বলতে রাসূলের হাদীছের অনুসারীদেরকে বুঝায়। যারা তাক্বলীদের বন্ধন স্বীকার করেন না। যারা কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে একজন খাঁটি মুসলমানের জন্য যথার্থ পথ প্রদর্শক বলে মনে করেন। 'বড় পীর' নামে খ্যাত শায়খ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) একমাত্র আহলেহাদীছদেরকেই 'আহলে সুন্নাত' বলেছেন (দেখুনঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশঃ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ পৃঃ ৫৮)।

প্রশ্ন (১১/১৮৬)ঃ রামাযান মাসে লাগাতার ছিয়াম পালনের উদ্দেশ্যে ঋতুবতী মহিলারা কি ঔষধের মাধ্যমে ঋতু বন্ধ রেখে ছিয়াম পালন করতে পারে?

-রফীকুল ইসলাম
গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ নারী জীবনচক্রে ঋতু আল্লাহ্র সৃষ্টিগত ব্যাপার, যা পরিবর্তন করা ঠিক নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইহা এমন কিছু যা আল্লাহপাক আদম (আঃ)-এর মেয়েদের জন্য নির্ধারন করেছেন *(বুখারী ১ম খণ্ড, ৪৩ পৃঃ)*।

তবে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শক্রমে শারীরিক ক্ষতি না হ'লে সাময়িক ভাবে বন্ধ করে ছিয়াম পালন করা যায়। শায়খ আবদুল আযীয বিন বায অনুরূপ ফৎওয়া প্রদান করেন *(ফাতাওয়াল মার'আত ১২৫ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১২/১৮৭)ঃ ছাত্ররা শিক্ষা সফরে যায়। আমাদের মাদরাসায় কোন ছাত্র নেই। শুধু ছাত্রী। আমাদের ছাত্রীরা কি শিক্ষকদের সাথে শিক্ষা সফরে যেতে পারে?

-প্রধান শিক্ষক
পলিকাদোয়া মহিলা মাদরাসা
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ কোন ছাত্রী মাহরাম ব্যতীত (অর্থাৎ যাদের সাথে বিবাহ হারাম) কোন পর পুরুষের সাথে কোন সফরে যেতে পারে না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'অবশ্যই কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনে যেতে পারে না এবং অবশ্যই কোন মহিলা মাহরাম ব্যতীত সফর করতে পারেনা' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২২১ পৃঃ, 'হজ্জ' অধ্যায়)। অতএব কোন ছাত্রী গায়ের মাহরাম শিক্ষকের সাথে সফর করতে পারে না।

প্রশ্ন (১৩/১৮৮)ঃ আমার অনুপস্থিতিতে আমার মা ছোট ভাইকে পাঁচ কাঠা জমি দেওয়ার অছিয়ত করেন এবং আমার ছোট ভাই-বোন ও পাড়া-প্রতিবেশীকে সাক্ষী রাখেন। এখন আমার মায়ের অছিয়ত কি মানতে হবে?

-নূরুল হুদা
হাজীডাংগা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উত্তরাধিকারীদের জন্য কোন অছিয়ত নেই। আবু উমামা (রাঃ) বলেন, বিদায় হজ্জের বছর আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বক্তব্য দিতে শুনেছি যে, নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক হক্বদারকে তার হক্ব প্রদান করেছেন। কাজেই উত্তারাধিকারীর জন্য কোন অছিয়ত নেই *(আবুদাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ২৬৫ পৃঃ, সনদ ছহীহ)*।

অতএব আপনার মায়ের অছিয়ত মানতে হবে না। কারণ এই অছিয়ত মানলে রাসূলের (ছাঃ) হুকুম অমান্য করা হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র নাফরমানীতে মানুষের কথা মানা যাবে না' *(মিশকাত ৩২১ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৪/১৮৯)ঃ আল্লাহ, আল্লাহ; ইল্লাল্লাহ, ইল্লাল্লাহ; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অতঃপর শেষে ইল্লাল্লাহ খুব জোরে। এরূপ যিকির কি জায়েয?

-আবদুর রহীম
হুসেনাবাদ, দৌলতপুর
কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত যিকিরের শব্দগুলি ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। তবে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' যিকির ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সবচেয়ে উত্তম যিকির হচ্ছে লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' *(তিরমিযী, মিশকাত ২০১ পৃঃ সনদ ছহীহ)*।

উচ্চৈঃস্বরে যিকির শরীয়ত পরিপন্থী আমল। আল্লাহ বলেন, 'তোমার প্রতিপালককে স্মরণ কর আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং চীৎকারহীন স্বরে (আ'রাফ ২০৫)। রাসূল (ছাঃ)ও সশব্দে যিকির করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২০১ পৃঃ)*।

আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) একদল মুছল্লীকে মদীনার মসজিদে গোলাকার হয়ে তাসবীহ-তাহলীল করতে দেখে বলেন, 'হে মুহাম্মাদের উম্মতগণ! কত দ্রুত তোমাদের ধ্বংস এসে গেল'? (দারেমী, সনদ ছহীহ)। উক্ত হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এরূপ যিকির শরীয়ত সম্মত নয়।

প্রচলিত হালকায়ে যিকির নিঃসন্দেহ বিদ'আত। অর্থাৎ যিকরে জলী ও যিকরে খফী বা আরও এ ধরণের বিভিন্ন তরীকার যিকির ইসলামের নামে নব্য সৃষ্ট- যা পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (১৫/১৯০)ঃ দেশে প্রচলিত 'বৌভাত' অথবা মেয়ে বিদায় অনুষ্ঠান উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজন যদি কিছু উপঢৌকন পেশ করে তবে তা গ্রহণ করা যাবে কি?

-আবদুর রাযযাক
গ্রাম+পোঃ কোলগ্রাম
দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ প্রচলিত 'বৌভাত' অনুষ্ঠান হিন্দুদের অনুকরণে সৃষ্ট বিদ'আত। এতদ্ব্যতীত বিবাহের পর মেয়ের পিতার বাড়ীতে মেয়ের বিদায় উপলক্ষে অথবা উপঢৌকন গ্রহণের উদ্দেশ্যে কোন অনুষ্ঠান ইসলামে নেই। তবে ছেলের বাড়ীতে বিবাহের পর 'ওয়ালীমা'র অনুষ্ঠান করা সুন্নাত। আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাকে বললেন, 'একটি ছাগল হ'লেও ওয়ালীমা কর' *(বুখারী ২য় খণ্ড, ৭৭৬ পৃঃ)*। ওয়ালীমায় বরকে উপহার দেয়া যায়। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, একদা যখন নবী করীম (ছাঃ) যয়নবের সাথে বিবাহের বর ছিলেন, তখন উম্মে সুলাইম আমাকে বললেন, চল আমরা রাসূল (ছাঃ)-কে উপঢৌকন পাঠাই। আমি তাকে বললাম, হ্যাঁ, এর ব্যবস্থা করুন। তিনি খেজুর, মাখন ও পনিরের সংমিশ্রনে তৈরী 'হাইসা' ডেকচিতে ঢেলে মিশিয়ে আমার মারফত রাসূল (ছাঃ)-এর খেদমতে পাঠালেন। আমি এসব নিয়ে তাঁর খেদমতে হাযির হ'লে তিনি

বলেন, এগুলো রেখে দাও এবং আমাকে কতিপয় লোকের নাম করে ডেকে আনার নির্দেশ দিলেন। এছাড়াও যার সাথে আমার দেখা হবে তাকে দাওয়াত দিতে বললেন। আমাকে তিনি যেভাবে নির্দেশ দিলেন, আমি তদ্রুপ করলাম। যখন আমি ফিরে আসলাম তখন ঘর ভর্তি লোক দেখতে পেলাম ...। অতঃপর তিনি দশ জন করে ডাকলেন এবং তাদেরকে বললেন, আল্লাহ্‌র নামে পাশ থেকে খাওয়া শুরু কর' (বুখারী ২য় খণ্ড, ৭৭৫ পৃঃ)। বর্তমানে এই অনুষ্ঠান ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে, যেখানে ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয় ও গরীবদের বাদ দেওয়া হয়। যে ওয়ালীমা অনুষ্ঠানে গরীবদের বাদ দিয়ে কেবল ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয়, সেরূপ অনুষ্ঠান রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিকৃষ্ট অনুষ্ঠান বলেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২১৮ 'ওয়ালীমা' অনুচ্ছেদ)*। এমনকি উপঢৌকন আদায়ের এমন প্রতিযোগিতামূলক প্রদর্শনী করা হয়, যা দেখে পরহেযগার ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা এইসব অনুষ্ঠান থেকে দূরে থাকেন। আত্মীয়-মুরব্বীদের দো'আর চেয়ে তাদের উপঢৌকনের দিকেই যেন সবার নযর থাকে। এই মানসিকতা সম্পর্ণরূপে ইসলামী বিরোধী। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (১৬/১৯১)ঃ জি,পি,এফ, এর উপর সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সূদ গ্রহণ করা জায়েয কি? উল্লেখ্য যে, জি,পি,এফ -এর টাকা সরকার বাধ্যতামূলক কর্তন করে, তবে সূদ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নয়।

-আবদুল খালেক
আলীপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ প্রকাশ থাকে যে, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বর্ধিত টাকাকে সরকারী হিসাব-নিকাশে সূদ নামে অভিহিত করা হলেও সর্বক্ষেত্রে তা সূদের আওতাভুক্ত দেখা যায় না। ফলে জি,পি,এফ, এর উপর সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বর্ধিত টাকা যদি প্রকৃতই সূদ ভিত্তিক হয়, তবে তা কোনক্রমেই গ্রহণ করা জায়েয নয়। আর যদি তা সূদ ভিত্তিক না হয়ে ব্যবসা স্বরূপ অর্থাৎ লাভ লোকসানের ভিত্তিতে হয়, কিংবা অনুদান স্বরূপ হয়, তবে তা গ্রহণ করা জায়েয। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সূদকে হারাম করেছেন' (বুখারী ২৭৫)। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট যখন কোন খাবার নিয়ে আসা হ'ত তখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন এটি হাদিয়া না ছাদকা? ছাদকা বলা হ'লে তিনি নিজে না খেয়ে ছাহাবাদের খেয়ে নিতে বলতেন, আর হাদিয়া বলা হ'লে তিনি ছাহাবাদের সাথে খাওয়ায় শরীক হ'তেন (বুখারী, 'হাদিয়া গ্রহণ' অধ্যায় হা/২৫৭৬)। উল্লেখ্য যে, অনুদান হাদিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন (১৭/১৯২)ঃ মৃত ব্যক্তির রূহের মাগফিরাতের জন্য তার সন্তান-সন্ততিরা দান-খয়রাত এবং কুরআন পাঠ করতে পারবে কি? যদি পারে, তবে এর পূণ্য তাদের রূহ পর্যন্ত পৌঁছানোর পদ্ধতি কি?

-রামাযান আলী
শিরইল কলোনী
রাজশাহী।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির রূহের মাগফিরাতের জন্য দো'আ এবং দান-খয়রাত করা বৈধ হওয়া ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত এবং এতে কারো দ্বিমত নেই। তবে কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে নেকী পৌঁছানোর বিধান শরীয়তে নেই। এ থেকে বিরত থাকা উচিত। বিস্তারিত দেখুনঃ মাসিক **আত-তাহরীক**, নভেম্বর '৯৭ সংখ্যা প্রশ্নোত্তর নং ৫(১৮) ও এপ্রিল '৯৮ প্রশ্নোত্তর নং ১৩(৭৮)।

উল্লেখ্য যে, নিয়ত সহকারে দান-খয়রাত ও দো'আ করলেই সেই পূণ্য মৃত পিতা-মাতার নামে আল্লাহ তা'আলা কবুল করে তার গোনাহ মোচন ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতে থাকেন। এর জন্য অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করার বিধান শারীয়তে নেই।

প্রশ্ন (১৮/১৯৩)ঃ পাগড়ীসহ টুপি অথবা শুধু টুপি পরা কি সুন্নাত? ছালাতে টুপি পরিধান না করলে কি গোনাহ হবে?

-যহূরুল বিন উছমান
৮নং সড়ক, উপশহর, বাসা নং জি-১৬
দিনাজপুর।

উত্তরঃ স্বাভাবিক অবস্থায় বা ছালাতে শুধু টুপি কিংবা পাগড়ীসহ টুপি পরিধান কোনটিই 'সুনানুল হুদা' নয় (যে সুন্নাত পালনে ছওয়াব হয় কিন্তু না করলে সুন্নাতের খেলাপ হয়)। বরং এটি 'সুন্নাতে যায়েদা'র অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং কেউ যদি কোন অবস্থায় টুপি কিংবা পাগড়ীসহ টুপি না পরে, তবে তা সুন্নাতের খেলাপ নয়। এ জন্য তার সমালোচনা করা বা তার সম্বন্ধে কটুক্তি করা সঙ্গত নয়।

উল্লেখ্য যে, পাগড়ী পরা কিংবা টুপিসহ পাগড়ী পরার ফযীলত সম্পর্কে যে সব হাদীছ বর্ণিত হয়েছে সেগুলি সবই 'যঈফ'। তবে টুপি ও পাগড়ী মুসলিম সমাজে একটি উত্তম ধর্মীয় লেবাস হিসাবে পরিগণিত। সে

দৃষ্টিকোণ থেকে তা বিশেষভাবে ছালাতে পরিধান করা উত্তম। কেননা আল্লাহ বলেন, 'তোমরা প্রতি ছালাতের সময় সৌন্দর্য অবলম্বন কর' (আ'রাফ ৩১)। অর্থাৎ উত্তম লেবাস পরিধান কর।

প্রশ্ন (১৯/১৯৪)ঃ আমি ১০-১৬ বছর বয়স পর্যন্ত ছালাত আদায় করিনি। তার পর হ'তে নিয়মিত ছালাত আদায় করে আসছি। প্রশ্ন হ'ল এখন ঐ ক্বাযা ছালাত পড়া যাবে কি?

-রাশেদ
নন্দলালপুর
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ উক্ত ছুটে যাওয়া ছালাতসমূহ আপনাকে আর ক্বাযা আদায় করতে হবে না। কারণ এরূপ ছুটে যাওয়া ছালাত ক্বাযা করার শারীয়তে কোন বিধান নেই। বরং আপনি নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করতে থাকবেন এবং আগের ছুটে যাওয়া ছালাতের জন্য অনুতপ্ত হ'য়ে আল্লাহ্র নিকট খালেছ নিয়তে ক্ষমা চাইবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনার ছুটে যাওয়া ছালাতের গোনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ বলেন, 'বলুন! হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন' (যুমার ৫৩)। এ বিষয়ে 'উমরী ক্বাযা' বলে যে কথা চালু আছে, এটি সম্পূর্ণরূপে বিদ'আত এবং জানাযার সময় ঐসব ছুটে যাওয়া 'ছালাতের কাফফারা' হিসাবে মাইয়েতের উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে যে টাকা আদায় করা হয়, এটা দ্বীনের নামে দিন-দুপুরে ডাকাতি ছাড়া কিছুই নয়।

প্রশ্ন (২০/১৯৫)ঃ নবী করীম (ছাঃ) ছালাত আদায় করার সময় কোথায় হাত বাঁধতেন? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মামূনুর রশীদ
ঘোলহাড়িয়া
হাটগোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী করীম (ছাঃ) ছালাতের সময় বুকে হাত বাঁধতেন (*ফৎহুল বারী ২য় খণ্ড, 'আযান' অধ্যায়-এ ৮৭ নং অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা*)। সাহল ইবনে সা'দ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন যে, ছালাতে লোকদেরকে ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখতে বলা হ'ত (*বুখারী, 'আযান' অধ্যায় পরিচ্ছেদ নং ৮৭ হাদীছ নং ৭৪০*)। স্বাভাবিক ভাবেই তা বুকের উপরে এসে যায়। নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে ছালাতে বুকের উপরে হাত বাঁধা হ'ত। ছহীহ ইবনু খোযায়মা-তে 'আলা ছাদরিহী' অর্থাৎ 'বুকের উপরে' শব্দ স্পষ্টভাবে এসেছে (হা/৪৭৯)। নাভীর নীচে হাত বাঁধা সম্পর্কিত হাদীছ 'যঈফ'। বিস্তারিত দেখুনঃ **ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)।**

প্রশ্ন (২১/১৯৬)ঃ বর্তমানে অনেক স্থানে আকীকা উপলক্ষে ভোজের অনুষ্ঠান করা হয় এবং সে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের নিকট থেকে উপঢৌকন নেওয়া হয়। এটা কি শরীয়ত সম্মত?

-আবু মূসা
বড়তার, ক্ষেতলাল
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ আক্বীক্বার গোস্ত দ্বারা ভোজের অনুষ্ঠান করে সে উপলক্ষে উপঢৌকন নেওয়া শরীয়ত সম্মত নয়। এর প্রমাণে কোন দলীল নেই। তবে আক্বীক্বার বিধান মনে না করে ও বিনিময়ে কোন কিছু গ্রহণ না করে সৌজন্য মূলক ভাবে দ্বীনদার ব্যক্তি ও পাড়া প্রতিবেশীদেরকে সেই গোস্ত প্রদান করা অথবা সেই গোস্ত রান্না করে তাদেরকে খাওয়ানো যেতে পারে। যেমন নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'হে মুসলিম রমণীগণ! তোমরা প্রতিবেশীকে ছাগলের একটি ক্ষুর (সামান্য গোস্ত) হাদিয়া দিতে বা গ্রহণ করাকে ছোট মনে কর না' (বুখারী, 'হেবা' অধ্যায় হা/২৫৬৬)।

মু'আবিয়া ইবনে কুররা বলেন, আমার সন্তান আইয়াশ যখন জন্মগ্রহণ করে তখন আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর কিছু সংখ্যক ছাহাবী আমন্ত্রণ করে খাবার প্রদান করি। তাঁরা আমার সন্তানকে দো'আ করেন। আমি বললাম, যারা দো'আ দিয়েছেন তাদের আল্লাহ যেন বরকতময় করেন। এবার আমি দো'আ করছি আপনারা 'আমীন' 'আমীন' বলুন। রাবী বলেন, তিনি বলেন, অতঃপর আমি সেই নবজাতকের জান ও দ্বীন ইত্যাদির ব্যাপারে অনেক দো'আ করলাম' (ইমাম বুখারী, ছহীহুল মুফরাদ 'নব জাতকের জন্য দো'আ' অধ্যায়, ৪৮৫ পৃঃ)।

প্রশ্ন (২২/১৯৭)ঃ আপন নয়, দূর সম্পর্কীয় ভাতিজীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায় কি?

-আমীনুল ইসলাম
হাসপাতাল রোড
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ হ্যাঁ, সহোদর ও দুধ ভাতিজী ব্যতীত যে কোন প্রকার ভাতিজীকে বিবাহ করা বৈধ। ইসলামে যে ১৪

হয়েছে এ সকল ভাতিজী তার অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন আল্লাহ বলেন, '(১) যে নারীকে তোমাদের পিতা বা পিতামহ বিবাহ করেছেন তোমরা তাদের বিবাহ কর না, কিন্তু যা গত হয়ে গেছে। এটা অশ্লীল ও অসন্তুষ্টির কাজ এবং নিকৃষ্ট পন্থা (নিসা ২২)। তোমাদের প্রতি হারাম করা হয়েছে (২) তোমাদের মাতা, (৩) তোমাদের কন্যা, (৪) তোমাদের বোন, (৫) তোমাদে ফুফু, (৬) তোমাদের খালা, (৭) ভাতৃকন্যা, (৮) ভগিনীকন্যা, (৯) তোমাদের সে মাতা যারা তোমাদেরকে দুধ পান করিয়েছেন, (১০) তোমাদের দুধ বোন, (১১) তোমাদের স্ত্রীদের মাতা তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ, সে স্ত্রীদের কন্যা যারা তোমাদের লালন পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। (১২) তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং (১৩) দুইবোনকে একত্রে বিবাহ করা কিন্তু যা অতীতে হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু (ঐ, ২৩) এবং নারীদের মধ্যে (১৪) সকল সধবা স্ত্রী লোক তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ। তবে তোমাদের ক্রীতদাসীগণ তোমাদের জন্য বৈধ। এটা তোমাদের জন্য আল্লাহ্র হুকুম। এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্য অন্য সকল নারীকে (বিবাহ করা) হালাল করা হয়েছে। তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য, ব্যাভিচারের জন্যে নয় (নিসা ২৪)।

প্রকাশ থাকে যে, উল্লেখিত আয়াতে ফুফু, ভাই ও বোন থেকে সহোদর বুঝানো হয়েছে, দূর সম্পর্কীয় নয়। এছাড়া হাদীছও প্রমাণ করে যে, সহোদর ভাতিজী ব্যতীত অন্য ভাতিজীকে বিবাহ করা জায়েয। যেমন- স্বয়ং নবী করীম (ছাঃ)-এর কন্যা ফাতেমা ও তার স্বামী আলী (রাঃ)-এর মধ্যে দূর সম্পর্কীয় চাচা-ভাতিজীর সম্পর্ক ছিল।

প্রশ্ন (২৩/১৯৮)ঃ জিহাদের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি। ইহার পদ্ধতি ও প্রকারভেদ জানতে চাই। জিহাদ কি মুসলমানদের উপরে ফরয?

-যিয়াউল হক
কাপ্তাই, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ জিহাদ (جهاد) আরবী শব্দ।'কুরআন ও হাদীছে এই শব্দটি আভিধানিক ও পারিভাষিক উভয় অর্থেই ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হ'ল– ক্ষমতা, প্রচেষ্টা, শক্তি, কষ্ট, আল্লাহ্র দ্বীনকে সমুন্নত রাখতে যুদ্ধ করা ইত্যাদি। আর পরিভাষিক অর্থঃ চুক্তিবদ্ধ নয় এমন কাফেরকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার পরে তা অস্বীকার করলে আল্লাহ্র দ্বীন সমুন্নত রাখতে তার সাথে যুদ্ধ করা।

প্রকাশ থাকে যে, শুধু তরবারী দ্বারা কাফেরের শির খণ্ডিত করার নামই জিহাদ নয়। বরং পরিস্থিতি ও প্রেক্ষাপট হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে জিহাদ করার বিধান শরীয়তে রয়েছে। যেমন নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মুশরিকদের সাথে জিহাদ কর তোমাদের মাল, জান ও যবান দ্বারা' (আবুদাঊদ, নাসাঈ)। তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ্র পথে একদিন পাহারা দেওয়া দুনিয়া ও সকল কিছু থেকে উত্তম' (বুখারী, মুসলিম)। ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, ছিয়াম ও ক্বিয়াম থেকেও উত্তম। আর মৃত্যুর পরেও তার এই কৃত আমলের ছওয়াব জারি থাকবে ও সকল ফিৎনা থেকে সে মুক্ত থাকবে (মিশকাত 'জিহাদ' অধ্যায়)।

উপরোক্ত হাদীছ দ্বয় থেকে প্রমাণিত হয় যে, শুধু তরবারী নয় বরং জান, মাল ও যবান দ্বারাও জিহাদের বিধান রয়েছে। এমনকি আল্লাহ্র পথে পাহারাদারী করাও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া আরো অন্য প্রকারে জিহাদের কথাও শরীয়তে রয়েছে। তাই আল্লামা রাগেব বলেন, হাত, মুখ এবং সম্ভাব্য যে কোন কিছু দ্বারা সর্বশক্তি নিয়োগে ইসলামের শত্রুকে প্রতিহত করাই হ'ল জিহাদ। ইবনু তায়মিয়াহ বলেন, হৃদয়ের দৃঢ় সংকল্প, ইসলামের দিকে দাওয়াত প্রদান, বাতিলের বিরুদ্ধে হক-এর দলীল কায়েম, সন্দেহ দূরীকরণ, হক-এর পক্ষে পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত প্রদান, যুদ্ধে অংশগ্রহণ, এমনকি যা কিছু দ্বারা ইসলামকে সমুন্নত রাখা যায়, তা দ্বারা জিহাদ করা ওয়াজিব'। ইবনু বাহুতী বলেন, (প্রয়োজনে) কাফিরদের দোষ-ত্রুটি বলে ঠাট্টা-বিদ্রুপ বর্ণনা করাও জিহাদের অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি হাস্সান বিন ছাবেত (রাঃ) করতেন' (মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ 'জিহাদ' অধ্যায়)।

যেখানে তরবারী বা অস্ত্র ব্যবহার ছাড়া গত্যন্তর নেই কিংবা অস্ত্র ব্যবহারে সফলতা পাওয়ার আশা রয়েছে, সেখানেই কেবল অস্ত্র ধারণের মাধ্যমে ইসলামকে সমুন্নত রাখা ওয়াজিব। অস্ত্র ধারণের পরিস্থিতি যদি পুরোপুরি প্রতিকূলে থাকে। আর অন্য দিকে অন্য কৌশল ও পথ অবলম্বনে দ্বীনকে সমুন্নত রাখার অবকাশ পাওয়া যায়, তবে অস্ত্র ধারণ ব্যতীত অন্য কৌশল অবলম্বন করাই সঙ্গত। যেমনটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাক্কী জীবনে করেছিলেন। মদীনার ইহুদীদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়াও সেই একই কৌশলের অংশ। এমতাবস্থায় অস্ত্র ধারণ আত্মহত্যার শামিল হ'তে পারে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তোমরা স্বহস্তে নিজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে

দিয়োনা' (বাক্বারাহ ১৯৫)। এক্ষণে জিহাদের প্রয়োজন ও অবকাশ থাকা সত্ত্বেও জিহাদ না করা যেমন আত্মহত্যার শামিল, তেমনি পরিস্থিতি না বুঝে অস্ত্র ধারণ করাও আত্মহত্যার শামিল। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে লেখনী ও সাংবাদিকতায় প্রতিষ্ঠা লাভ ও প্রচার মাধ্যমকে প্রভাবিত করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ জিহাদের স্থান লাভ করে আছে। জিহাদ 'ফরযে কিফায়াহ'। প্রকারভেদে ও প্রয়োজনে প্রত্যেকের উপরেই জিহাদ ফরয হয়। জিহাদ ব্যতীত ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন (২৪/১৯৯)ঃ খোদা, নামায, রোযা এই শব্দগুলি ব্যবহার করা যাবে কি-না? এবং এই শব্দগুলির উৎপত্তি কোথায় দলীল ভিত্তিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ কাফী
গ্রামঃ ছোট বনগ্রাম
সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত শব্দগুলি ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়। বিশেষ করে 'খোদা' শব্দটি বলা মোটেই শোভনীয় নয়। বরং উক্ত শব্দটি অবশ্যই বর্জনীয়। কারণ ঐ শব্দটি আল্লাহ্‌র অন্যতম নাম হিসাবে সমাজে পরিচিত। অথচ তা কুরআন-হাদীছে বর্ণিত 'আসমাউল হুসনা'। তথা আল্লাহ্‌র সুন্দর নাম সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়।

উক্ত শব্দগুলির উৎপত্তি ফারসী শব্দ হ'তে একথা সর্বজন স্বীকৃত। খোদা অর্থঃ স্বয়ং উদভূত বা স্বয়ম্ভু, আর রোযার অর্থঃ উপবাস থাকা, নামায অর্থঃ নত হওয়া।

প্রশ্ন (২৫/১০০)ঃ মীলাদ শব্দের সংজ্ঞা কি? ইহার প্রবর্তক কে? কখন কিভাবে চালু হয়েছে? ইহা বিদ'আত কি-না? বিদ'আত হ'লেও কোন জাতীয় বিদ'আত? মীলাদে কিয়াম করা যাবে কি-না? ইহাতে দরূদ পড়া যাবে কি-না?

-ফযলুল হক মণ্ডল
সাং- বড় নিলাহালী
পোঃ তালুচহাট
দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ জন্মের সময়কালকে আরবীতে 'মীলাদ' বলা হয়। পারিভাষিক অর্থে নবী করীম (ছাঃ)-এর জন্ম বৃত্তান্ত, কিছু ওয়ায-নছীহত ও উক্ত অনুষ্ঠানে নবীর রূহের আগমন কল্পনা করে তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে 'ইয়া নবী সালাম আলায়কা' বলা ও সবশেষে জিলাপী বিলানো এই সব মিলিয়ে এদেশে ধর্মীয় প্রথারূপে যে 'মীলাদুন্নবী' পালিত হয়, সেটাকেই সাধারণ ভাবে 'মীলাদ' বলা হয়।

মিসরের সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী কর্তৃক নিয়োজিত ইরাকের 'এরবল' এলাকার গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফ্ফরুদ্দীন কুকুবুরীর মাধ্যমে সর্বপ্রথম ৬০৪ হিঃ মতান্তরে ৬২৫ হিজরী সনে সুন্নীদের মধ্যে মীলাদের প্রচলন ঘটে। এই অনুষ্ঠানের সমর্থনে আলেমদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন, তিনি হ'লেন আবুল খাত্ত্বাব ওমর বিন দেহিইয়াহ। যিনি 'আত-তানভীর ফী মাওলিদিস সিরাজিল মুনীর' নামে একটি পুস্তিকা লেখেন ও সেখানে বহু জাল ও বানোয়াট হাদীছ জমা করে গভর্ণর কুকুবুরীর নিকটে পেশ করলে তিনি খুশী হয়ে তাকে এক হাযার স্বর্ণমুদ্রা বখশিস দেন (তারীখে ইবনে খল্লেকান)।

রাসূল (ছাঃ)-এর রূহ মুবারক মীলাদের মজলিসে হাযির হয়েছে মনে করে তাঁর সম্মানে উঠে দাঁড়ানো সর্বসম্মত ভাবে কুফরী। আর মীলাদ হ'ল একটি বিদ'আতী অনুষ্ঠান। ঐ অনুষ্ঠান উপলক্ষে দরূদ পাঠ, ওয়ায-নছীহত, জিলাপী খাওয়া ও অন্যান্য খরচাদি সবই নাজায়েয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৫৯৩ অথবা ৬১৪ বছর পরে ধর্মের নামে রাজনৈতিক স্বার্থে জনৈক গভর্ণর কর্তৃক সর্বপ্রথম ইরাকে এটা চালু হয়। বিদ'আতের কোন ভাগাভাগি নেই। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সকল বিদ'আতই গোমরাহী। আর সকল গোমরাহীর পরিণতি জাহান্নাম' (আবুদাউদ, তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/১৬৫; নাসাঈ হা/১৫৭৯)। তিনি বলেন, যদি কেউ আমাদের শরীয়তে নতুন কিছু সৃষ্টি করে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত' (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০, পৃঃ ২৭)।

বিদ'আতকে যারা হাসানাহ ও সাইয়েআহ তথা ভাল ও মন্দ দু'ভাগে ভাগ করেন এবং মক্তব-মাদরাসা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠাকে বিদ'আতে হাসানাহ বলেন ও সেই সুযোগে মীলাদকে বিদ'আতে হাসানাহ বলে চালিয়ে দিতে চান, তাঁরা হয় বিদ'আতের সংজ্ঞা জানেন না, নয় তারা দুনিয়াবী স্বার্থে তা গোপন করেন মাত্র। কেননা 'দ্বীনের নামে ছওয়াবের উদ্দেশ্যে ইসলামের মধ্যে নতুন প্রথা সৃষ্টি করাকে বিদ'আত বলা হয়, যা শরীয়তের কোন ছহীহ দলীলের উপরে ভিত্তিশীল নয়' (শাত্বেবী, আল-ই'তিছাম)। দ্বীন মনে করে ছওয়াবের উদ্দেশ্যেই মীলাদ পড়া হয়, যা রাসূল (ছাঃ) করেননি, করতে বলেননি বা করার জন্য মৌন সম্মতিও দেননি। সে কারণেই এটা বিদ'আত। পক্ষান্তরে রাসূল (ছাঃ)-এর মসজিদেই দ্বীন শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। তারই অনুকরণে দ্বীনী শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত মক্তব-মাদরাসা কখনই বিদ'আত নয় বরং ছওয়াবের কাজ। অনুরূপভাবে সাইকেল, ঘড়ি, বিমান, মটরগাড়ী এসব বিদ'আত নয়। কেননা এগুলি বৈষয়িক প্রয়োজনে সৃষ্ট, দ্বীনের নামে বা ছওয়াবের উদ্দেশ্যে নয়।

দ্রষ্টব্যঃ মাসিক **আত-তাহরীক** জুন '৯৮, প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ৭/৯৭; **হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ**, কাজলা, রাজশাহী প্রকাশিত পুস্তিকা **'মীলাদ প্রসঙ্গ'**।

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

১২ বর্ষ [illegible] সংখ্যা
সেপ্টেম্বর [illegible]

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

***প্রশ্ন (১/১০১)ঃ** সূর্যোদয়ের সময় সূর্যের দিকে মুখ করে সূরা রহমান পাঠ করলে এবং 'ফাবে আইয়ে আলায়ে রব্বিকুমা তুকায যিবান' আয়াত পড়ার সময় শাহদাত আঙ্গুল দিয়ে সূর্যের দিকে ইশারা করে ৪০ দিন যাবৎ ফরয ছালাতের পর তা পড়লে ঈমান ও বরকত বেশী হয়। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।*

-শাহজাহান
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ এরূপ কথা কোন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। এটি নিছক বানাওয়াট কথা মাত্র। তবে পূর্ণ কুরআন মানুষের জন্য রহমত। কুরআনের যে কোন আয়াত পড়লে রহমত ও বরকত হ'তে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয় কুরআন মানুষের জন্য পথ প্রদর্শক ও রহমত স্বরূপ' (নমল ৭৭)।

***প্রশ্ন (২/১০২)ঃ** গাভী প্রজননের জন্য টাকার বিনিময়ে ষাঁড় প্রদান এবং কৃত্রিম পদ্ধতিতে গাভী প্রজনন বিধিসম্মত কি? কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক জানিয়ে বাধিত করবেন।*

-নূরুল আমীন
তারাকুল, ক্ষেতলাল
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ গবাদীপশু উন্নয়ন ও দুগ্ধ উৎপাদনের স্বার্থে সরকারী ও বেসরকারীভাবে গাভী প্রজননের জন্য টাকার বিনিময়ে ষাঁড় প্রদান করা যায়। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, কিলাব গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে ষাঁড়ের পাল বা প্রজননের মজুরী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে নবী করীম (ছাঃ)! তাকে নিষেধ করলেন। তখন সে ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমরা ষাঁড়ের পাল দিয়ে থাকি এবং তার বিনিময়ে সৌজন্যমূলক কিছু পেয়ে থাকি। নবী করীম (ছাঃ) ঐরূপ সৌজন্য গ্রহণের অনুমতি প্রদান করলেন *(তিরমিযী, মিশকাত পৃঃ ২৪৯ , সনদ ছহীহ)*। তবে কেবলমাত্র উপার্জনের লক্ষ্যে টাকার বিনিময়ে গাভী প্রজননের জন্য ষাঁড় প্রদান করা জায়েয নয়। ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) ষাঁড় দ্বারা গাভীকে পাল দিয়ে তার মজুরী গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মিশকাত পৃঃ ২৪৭)*।

প্রকাশ থাকে যে, কৃত্রিম পদ্ধতিতে গাভী প্রজনন করা দোষনীয় নয়। কারণ জীব-জন্তুর যেমন ধর্ম পালন করার দায়িত্ব নেই, তেমনি তার বংশের সূত্র টিকিয়ে রাখারও বাধ্যবাধকতা নেই। কাজেই যেকোন উপায়ে পশুর বাচ্চা গ্রহণ করা যায়।

***প্রশ্ন (৩/১০৩)ঃ** মসজিদ সংলগ্ন একটি জমির মালিক মসজিদ কমিটির নিকট জমিটি বিক্রি করার ওয়াদা করেন। কিন্তু পরে তিনি অন্যত্র জমিটি বিক্রি করে দেন। এখন আমরা মসজিদের জন্য জমিটি জোর করে দখল করতে চাই। মসজিদের নামে এ জোর দখল জায়েয হবে কি?*

-হাজী মুহাম্মাদ মতীউর রহমান
কাজিরহাট, ফটিকছড়ি
চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ জবর দখলকৃত জমি মসজিদের জন্য জায়েয হবে না। মসজিদের জন্য যে জমি নির্ধারিত হবে তা মালিকের পক্ষ হ'তে মসজিদের নামে স্বেচ্ছায় ওয়াক্‌ফকৃত হ'তে হবে। একদা ওছমান (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললাম, আমি অমুক গোত্রের 'মিরবাদ' নামক স্থানটি ক্রয় করেছি। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ওটা আমাদের মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফ করে দাও। তার নেকী তোমার জন্য হবে' *(নাসাঈ ২য় খণ্ড পৃঃ ১০৯; ছহীহ নাসাঈ হা/৩৩৭২-৭৩, 'মসজিদ ওয়াকফ' অনুচ্ছেদ, 'আহবাস' অধ্যায়)*। যদি মসজিদ বাড়ানোর প্রয়োজন হয়, আর পার্শ্বে কোন জমি না পাওয়া যায় তাহ'লে মসজিদ স্থানান্তর করাই শ্রেয় হবে। জবর দখল করা জায়েয হবে না।

***প্রশ্ন (৪/১০৪)ঃ** সূর্য ডোবার সময় ছালাত আদায় করা যায় কি? ছালাত আদায়ের নিষিদ্ধ ওয়াক্তগুলি জানতে চাই।*

-হাসীবুল ইসলাম
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সূর্য ডোবার সময় ছালাত আদায় করা নিষেধ। হযরত উকবা ইবনে আমের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন সময়ে ছালাত আদায় করতে এবং মৃতের দাফন করতে নিষেধ করেছেন। তাহ'ল-

১. সূর্যোদয়ের সময়, যতক্ষণ না সূর্য উপরে উঠে যায় (২) ঠিক দুপুরে, যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে যায় (৩) সূর্যাস্তকালে, যতক্ষণ না সম্পূর্ণ ডুবে যায় *(মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৯৪)*। তবে কেউ যদি সূর্য ডোবার পূর্বে এক রাক'আত ছালাত পেয়ে থাকে, তাহ'লে তার

সম্পূর্ণ ছালাত আদায় হয়ে যাবে। কারণ, হাদীছে এসেছে 'যে ব্যক্তি সূর্য ডোবার পূর্বে আছরের ছালাতের এক রাক'আত পেল সে পুরো ছালাত পেল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৬১)*।

প্রশ্ন (৫/১০৫)ঃ আমার স্বামী হানাফী মাযহাবপন্থী আর আমি আহলেহাদীছ। সে আমাকে একদিন পবিত্র অবস্থায় একসঙ্গে ৩ তালাক দেয়। অতঃপর জনৈক আলেমকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তোমার স্ত্রীর তিন তালাক হয়ে গেছে। এখন যদি তাকে নিতে চাও তবে 'হিল্লা' করাতে হবে। একথা শুনে আমি বললাম, উক্ত তিন তালাক ১ তালাকে পরিণত হবে। এ মর্মে আমি হাদীছ শুনেছি। এক্ষণে আমার স্বামী সেই হাদীছটি জানতে চায়। অনুগ্রহ করে হাদীছটি মাসিক 'আত-তাহরীকে' প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ এক সাথে তিন বা তদোধিক তালাক প্রদান করলে এক তালাকে পরিণত হবে। এ মর্মে হাদীছ নিম্নরূপঃ (১) হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতের প্রথম দুই বছর পর্যন্ত এক মজলিসে তিন তালাক প্রদানকে একটি (রাজঈ) তালাক গণ্য করা হ'ত' *(মুসলিম পৃঃ ৪৭৮, (দেওবন্দ ছাপাঃ ১৯৮৬); বুলূগুল মারাম হা/১০৭১ তাহকীকঃ ছফিউর রহমান মুবারকপুরী)*। পরবর্তীতে হযরত ওমর (রাঃ) এক মজলিসে তিন তালাক প্রদানকে যে তিন তালাক হিসাবেই কার্যকর করেছিলেন সেটি ছিল উদ্ভূত সমস্যার প্রেক্ষাপটে একটি সাময়িক ইজতেহাদী ও প্রশাসনিক ফরমান মাত্র। তালাকের আধিক্য বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি এই কঠোরতা আরোপ করেছিলেন। অবশ্য এই ইজতেহাদী ভুলের জন্য তিনি শেষ জীবনে দারুন ভাবে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হন। কারণ এতে কোন ফায়দা হয়নি *[ইবনুল ক্বাইয়িম, ইগাছাতুল লাহ্ফান (কায়রোঃ ১৪০৩/১৯৮৩) ১/২৭৬-৭৭]*। এ বিষয়ে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মধ্যেই উত্তম দৃষ্টান্ত নিহিত রয়েছে' (মুসলিম পৃঃ ৪৭৮; বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/১০৭৯)।

(২) মাহমূদ বিন লাবীদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে খবর দেওয়া হ'ল যে, জনৈক ব্যক্তি এক সাথে তিন তালাক দিয়েছে। একথা শুনে তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেলেন ও বল্লেন, আল্লাহ্র কিতাবের বিধান (বাক্বারাহ ২২৯, ২৩০) নিয়ে এখুনি খেলা শুরু হয়েছে? অথচ আমি তোমাদের মাঝে আছি? তখন আরেকজন দাঁড়িয়ে বললঃ হে রাসূল! আমি কি লোকটিকে হত্যা করব না? *(নাসাঈ, বুলূগুল মারাম হা/১০৭২)*। (৩) ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আবু রুকানাহ তার স্ত্রীকে এক মজলিসে তিন তালাক দিলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাকে রাজ'আত করতে বললেন (অর্থাৎ ফিরিয়ে নিতে বললেন)। আবু রুকানাহ বললেন, আমি যে তিন তালাক দিয়েছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আমি জানি। তুমি তাকে ফিরিয়ে নাও' *(আহমাদ, বুলূগুল মারাম, হা/১০৭৪ হাদীছ ছহীহ দ্রঃ ঐ, হাশিয়া মুবারকপুরী)*। বিস্তারিত দেখুনঃ মাসিক **আত-তাহরীক** নভেম্বর '৯৭, প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ৯(২২)।

অতএব স্বামী রাজ'আত করলে আপনি নিশ্চিত ভাবে আপনার স্বামীর সাথে বসবাস করতে পারেন। এর জন্য কোন কিছু করতে হবে না। আপনার উপরে এক তালাক পতিত হয়েছে। আপনার স্বামীর আরও ২টি তালাক প্রদানের অধিকার রয়েছে। আর যিনি 'হিল্লা'র (হালালার) ফৎওয়া দিয়েছেন, তিনি ভুল করেছেন। আল্লাহ তাকে মাফ করুন!

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন যে, 'হালালা কারী ও যার জন্য হালালা করা হয়েছে উভয় ব্যক্তির উপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লা'নত করেছেন' *(দারেমী, মিশকাত হা/৩২৯৬ সনদ ছহীহ)*। রাসূল (ছাঃ) যে কাজে লা'নত করেন, উম্মত তাকে জায়েয করতে পারে না।

প্রশ্ন (৬/১০৬)ঃ বিবাহের সময় পুরুষের গায়ে হলুদ দেওয়া যাবে কি? এ সম্পর্কে কোন হাদীছ থাকলে দয়া করে জানাবেন।

-হালীমা বেগম
রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ বিবাহের সময় বা বিবাহের আগে পুরুষের গায়ে হলুদ দেওয়া যেতে পারে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) আবদুর রহমান ইবনে 'আউফ (রাঃ)-এর শরীরে হলুদ রংয়ের চিহ্ন দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? তিনি বললেন, হুযুর! আমি একটি খেজুর দানার ওজনের পরিমাণ স্বর্ণ মোহরানা দিয়ে বিবাহ করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তোমার বিবাহে বরকত দিন! ওয়ালীমা কর, যদি একটি বকরী দ্বারাও হয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২১০ 'ওয়ালীমা' অনুচ্ছেদ)*। উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহের আগে বা বিবাহের সময় পুরুষগণ গায়ে হলুদ দিতে পারে। তবে বর্তমানে যে পদ্ধতিতে যুবতী

মহিলারা পুরুষের গায়ে হলুদ দিয়ে থাকে এবং বরকে গোসল দিয়ে থাকে, এটি শরীয়ত বিরোধী কাজ। এ কুসংস্কার বন্ধ করার জন্য সকলের সচেষ্ট হওয়া আবশ্যক। তবে ছোট বোন বা বাচ্চারা বরের গায়ে হলুদ দিলে কোন অসুবিধা নেই। গায়ে হলুদ দেয়া উপলক্ষ্যে বর ও কণে পক্ষের তরফ থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে যে বেহায়াপনা ও অপচয় করা হয়, তা নিঃসন্দেহে অন্যায় এবং অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (৭/১০৭)ঃ আব্বা মৃত্যুবরণ করলে আমার আম্মা বুক চাপড়িয়ে কাঁদতে থাকেন। আম্মাকে অনেক বুঝিয়েও আমরা ব্যর্থ হই। এক্ষণে প্রশ্নঃ এরূপ কান্নায় কি আমার আব্বার কবরে কোন শাস্তি হবে? মৃতের জন্য রোদনের পদ্ধতি সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ আছে কি?

-মুজীবুর রহমান
লালগোলা, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ বুক চাপড়িয়ে, বুকের কাপড় ছিঁড়ে, বুকে ও মুখে আঘাত করে মৃত ব্যক্তির জন্য রোদন করা ইসলামী শরীয়তে কঠোর ভাবে নিষেদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে (মৃতের শোকে) আপন মুখমণ্ডলে আঘাত করে, জামার কলার ছিঁড়ে এবং জাহেলী যুগের ন্যায় আহাজারী করে কাঁদে'। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যে মাথার চুল ছিঁড়ে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৫ 'মৃতের জন্য ক্রন্দন' অনুচ্ছেদ)*।

আপনার আম্মা না বুঝে এরূপ করে থাকলে আপনার আব্বার ইনশাআল্লাহ কিছু হবে না। কিন্তু জেনে শুনে এরূপ করলে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,... মৃত ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই শাস্তি দেওয়া হয় তার পরিবারের লোকদের উচ্চৈঃস্বরে রোদন করার দরুন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৪, ১৭৪০-৪৬)*।

তবে চুপে চুপে রোদন করলে ও চোখের পানি ফেললে মৃত ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা শাস্তি দেন না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৪)*। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিছগণ বলেছেন যে, যদি মৃত ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় কাঁদার জন্য ও শোক পালনের জন্য অছিয়ত করে যান, তাহ'লে তার উপর শাস্তি দেওয়া হবে, নচেৎ নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না' *(আন'আম ১৬৪, ইসরা ১৫, ফাত্বির ১৮, যুমার ৭, নাজম ৩৮; বুলূগুল মারাম পৃঃ ১৬২, মুবারকপুরী)*। অপরদিকে মৃত ব্যক্তি যদি তার জীবদ্দশায় রোদন না করার অছিয়ত করে যান, অথচ তার মৃত্যুর পর তার পরিবার রোদন করে, তাহ'লে মৃত ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া হবে না। কেননা জাহেলী আরবে এরূপ কান্নার জন্য মহিলাদের ভাড়া নেওয়া হ'ত। যাতে সমাজে মৃতের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ঐসব ক্রন্দনকারিণী মেয়েদের উপরে লা'নত করেছেন *(আবুদাঊদ, বুলূগুল মারাম হা/৫৭৫)*।

প্রশ্ন (৮/১০৮)ঃ আমাদের গ্রামের জনৈক ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে সূদ খাচ্ছেন। একদিন আমরা তাকে বললাম, চাচা! সূদ খাওয়া ছেড়ে দিন। চাচা উত্তর দিলেন, ছহীহ হাদীছে যদি দেখাতে পার যে, সূদখোরকে আল্লাহ পসন্দ করেন না, তাহ'লে আমি সূদ ছেড়ে দিব। অতএব অনুগ্রহ করে সূদ সংক্রান্ত হাদীছ প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

-আব্দুল করীম
আলীপুর, ফরিদপুর।

উত্তরঃ 'আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল এবং সূদকে হারাম করেছেন' (বাক্বারাহ ২৭৫)। এতদ্ব্যতীত সূদখোর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। হযরত জাবের বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদ গ্রহিতা, সূদ দাতা, সূদের দলীল লেখক এবং সূদের সাক্ষীদ্বয়ের উপর লা'নত করেছেন। গুনাহে তারা সবাই সমান' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭ 'সূদ' অনুচ্ছেদ)*।

উক্ত হাদীছ হ'তে প্রতীয়মান হয় যে, সূদখোর ব্যক্তি আল্লাহ্র রহমত হ'তে বঞ্চিত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রহমত হ'তে বঞ্চিত, সে ব্যক্তি জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।

প্রশ্ন (৯/১০৯)ঃ কারো তোষামোদ বা সামনাসামনি উচ্চ প্রশংসা করে কোন কাজ হাছিল করে নেওয়া কি শরীয়ত সম্মত? ছহীহ হাদীছ দ্বারা জানালে উপকৃত হব।

-আতাউর রহমান
পোঃ+থানাঃ কুমারখালী
কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ তোষামোদ অথবা প্রশংসার বিনিময়ে কোন স্বার্থ হাছিল করা শরীয়ত সম্মত নয়। হযরত মিক্বদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন তোমরা অত্যধিক প্রশংসাকারীদের দেখবে তখন তাদের মুখে মাটি

নিক্ষেপ করবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৬ 'আদাব' অধ্যায়)*। সুতরাং তোষামোদ ও প্রশংসা করে কাজ বা স্বার্থ হাছিল করা মোটেই উচিত নয়। এর দ্বারা বিরাট ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যায়। অতএব এ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

প্রশ্ন (১০/১১০)ঃ নেফাস কি? এর সময়-সীমা কতদিন?

-ফরীদা পারভীন
পোঃ+থানাঃ গোবিন্দগঞ্জ
গাইবান্ধা।

উত্তরঃ সন্তান প্রসবের পর যে রক্তস্রাব দেখা দেয়, তাকে 'নেফাস' বলে। যখনই রক্তস্রাব বন্ধ হবে তখনই গোসল করে ছালাত আদায় করতে হবে। এটিই হচ্ছে নেফাসের নিম্নতম সময়। নেফাসের ঊর্ধ সীমা সম্পর্কে হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর যামানায় নেফাস ওয়ালী মেয়েরা ৪০ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করত এবং নবী (ছাঃ) তাদেরকে ছালাত ক্বাযা করার হুকুম দিতেন না *(আবুদাঊদ, হাকেম, বুলূগুল মারাম হা/১৪৭ পৃঃ ৫০)*।

৪০ দিন পরও যদি কারো রক্তস্রাব বন্ধ না হয়, তাহ'লে বুঝতে হবে যে, এটি এস্তেহাযা, যা এক প্রকার প্রদর রোগ' *(হাকেম ১ম খণ্ড, ১৭৬ পৃঃ হাদীছ ছহীহ)*। এমতাবস্থায় গোসল করে ছালাত আদায় করবে এবং প্রতি ছালাতের পূর্বে ওযূ করবে।

প্রশ্ন (১১/১১১)ঃ তারাবীহ্‌র ছালাতে বিশেষ কোন দো'আ আছে কি? হানাফীগণ যে 'ইয়া মুজীরু, ইয়া মুজীরু' দো'আ পড়ে থাকেন তার কোন দলীল আছে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আলহাজ্জ আবদুস সাত্তার
মেইল বাসস্ট্যান্ড
দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ তারাবীহ্‌র ছালাতের নির্দিষ্ট কোন দো'আ নেই। অন্যান্য ছালাতের ন্যায় ছহীহ হাদীছে বর্ণিত যেকোন দো'আ পড়া যায়। হানাফী ভাইগণ যে 'ইয়া মুজীরু, ইয়া মুজীরু' পাঠ করে থাকেন, তার দলীল আমরা কুরআন-হাদীছ থেকে অবগত হ'তে পারিনি। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্ন (১২/১১২)ঃ আহলেহাদীছ ইমামের পিছনে হানাফীদের ছালাত হবে কি?

-আবু তাহের
সাং কাচিয়া,
থানাঃ বুরহানুদ্দীন, ভোলা।

উত্তরঃ হানাফী ফিকহের বিখ্যাত গ্রন্থ **হিদায়ায়** রয়েছে 'আহলেহাদীছরাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এবং তারাই হক্বের উপরে আছে। তাদের পিছনে হানাফীদের ছালাত জায়েয। এ ব্যাপারে ইজমা (ঐক্যমত) রয়েছে'। (হিদায়ার উর্দু অনুবাদ আইনুল হিদায়াহ পৃঃ ৫২৫, নওল কিশোর ছাপা)। মাওলানা **রশীদ আহমাদ গাংগোহী (রহঃ)** বলেন, আহলেহাদীছরা চার ইমামের অন্ধ অনুসারী নয়। আহলেহাদীছদের সাথে আহলে সুন্নাতের আক্বীদাগত কোন মতভেদ নেই। তাই এঁরা আহলে সুন্নাত। আর এঁদের পিছনে ইক্বতিদা করা জায়েয' *(ফাতাওয়া রাশীদিইয়াহ ২য় খণ্ড পৃঃ ৮৬, প্রথম সংস্করণ)*। মাওলানা **আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (রহঃ)** অনুরূপ ফৎওয়া প্রদান করেন *(ফাতাওয়া আবদুল হাই ২০২ পৃঃ)*। মাওলানা **আশরাফ আলী থানবী (রহঃ)** অনুরূপ ফৎওয়া প্রদান করেন *(ফাতাওয়া এমদাদিইয়াহ ১ম খণ্ড পৃঃ ৯৩)*।

প্রশ্ন (১৩/১১৩)ঃ ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি ও সঞ্চিত মাল রেখে যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় পিতা-মাতার আগে মারা যায়। তাহ'লে তার সেই মালে পিতা-মাতা অংশ পাবেন কি?

-ইউসুফ আলী
মাষ্টারপাড়া
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উল্লেখিত অবস্থায় মৃত ব্যক্তির মাতা-পিতার প্রত্যেকেই সন্তানের রেখে যাওয়া মোট সম্পদের ছয় ভাগের ১ ভাগ করে পাবেন (নিসা ১১)।

প্রশ্ন (১৪/১১৪)ঃ জানাযা ও ঈদের ছালাতে তাকবীরে তাহরীমার পর প্রত্যেক তাকবীরে যে হাত উঠানো হয়, এটা কোন্ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত? গায়েবানা জানাযা পড়ার কোন ছহীহ দলীল আছে কি? উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

-আহসান হাবীব
বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ঈদায়েন ও জানাযার অতিরিক্ত তাকবীর সমূহে হাত উঠানো সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন স্পষ্ট ছহীহ মারফূ' হাদীছ নেই। সে কারণে কোন কোন বিদ্বান হাত না উঠানোর পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তবে রুকুর পূর্বে তাকবীরের সময় হাত উঠানো সম্পর্কে হাদীছ রয়েছে এবং সাধারণ ভাবেও প্রত্যেক তাকবীরের সময় হাত উঠানোর হাদীছ রয়েছে। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছালাতে দাঁড়াতেন তখন দু'হাত উঠাতেন।

উক্ত হাদীছের শেষে রয়েছে-... এবং রুকূর পূর্বে প্রত্যেক তাকবীরে হস্তদ্বয় উঠাতেন, এমনকি ছালাত শেষ করা পর্যন্ত এভাবে উঠাতে থাকতেন' *(আবুদাউদ, বায়হাক্বী, দারাকুৎনী)*। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনে হাজার বলেন যে, ইবনুল মুনযির ও বায়হাক্বী রুকূর পূর্বে ঈদায়েন-এর সকল অতিরিক্ত তাকবীরে হাত উঠানোর পক্ষে উক্ত হাদীছ থেকে দলীল গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া হযরত ওমর, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ও যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীর আমলও অনুরূপ ছিল *(মিরআতুল মাফাতীহ 'ছালাতুল ঈদায়েন' অধ্যায়)*।

গায়েবানা জানাযার ব্যাপারে স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ রয়েছে। হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশী যখন ইন্তেকাল করেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদেরকে সংবাদ দিলেন এবং তার গায়েবানা জানাযা পড়লেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ১৪৪)*। অতএব মৃত ব্যক্তির গায়েবানা জানাযা পড়া শরীয়ত সম্মত।

প্রশ্ন (১৫/২১৫)ঃ সিজদায়ে তেলাওয়াত বা সিজদায়ে ছালাত কখন ও কিভাবে পড়তে হবে। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানাবেন।

-মুনীরুল ইসলাম
গ্রামঃ যোগীপাড়া
পোঃ লক্ষণহাট
থানাঃ বাগাতিপাড়া, নাটোর।

উত্তরঃ 'সাজদায়ে তেলাওয়াত' বা 'সাজদায়ে ছালাত'-এর জন্য কোন নির্ধারিত সময় নেই। যে অবস্থায় কুরআন পড়া যায় তা ছালাতের মধ্যে হোক বা ছালাতের বাইরে হোক সে অবস্থায় সিজদা করা জায়েয। সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করলেই সিজদা করা শরীয়ত সম্মত। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন সিজদার আয়াত পড়তেন এবং আমরা তাঁর নিকটে থাকতাম তখন তিনিও সিজদা করতেন আমরাও সিজদা করতাম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৯৩, 'তেলাওয়াতে সাজদাহ' অধ্যায়)*। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, জুম'আর দিন ফজরের ছালাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রথম রাক'আতে সূরায়ে সাজদাহ ও ২য় রাক'আতে সূরায়ে দাহ্‌র তেলাওয়াত করতেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৮০)*।

উপরোক্ত হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ছালাতে হোক বা ছালাতের বাইরে হোক সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করলেই সিজদা করা শরীয়তের বিধান।

প্রশ্ন (১৬/২১৬)ঃ ছেঁড়া অথবা নষ্ট হওয়া কুরআন শরীফ কি করতে হবে? উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

-শফীকুর রহমান
গ্রামঃ বড়াইবাড়ী কলতার পাড়
পোঃ নামুড়ী
যেলাঃ লালমণিরহাট।

উত্তরঃ ছেঁড়া বা নষ্ট হওয়া কুরআন শরীফ ফেলে না দিয়ে বা কোন স্থানে না রেখে পুড়িয়ে ফেলাই শরীয়ত সম্মত।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খিলাফতকালে কুরআনের ক্বিরাআতে মতভেদ দেখা দিলে তিনি কুরআনের বিভিন্ন নুসখাকে একত্রিত করার নির্দেশ দেন। অতঃপর তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কুরায়শী ক্বিরাআতের মূল নুসখা বা সংকলনটি রেখে অবশিষ্ট নুসখাগুলিকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের হিফাযতের জন্য কুরআন শরীফ পুড়িয়ে দেওয়া জায়েয আছে' *(বুখারী, ২য় খণ্ড পৃঃ ৭৪৬)*।

প্রশ্ন (১৭/২১৭)ঃ সূরা নিসার ৪৭ নং আয়াতে বর্ণিত 'আছহাবে সাবত' কারা?

-আবদুর রহমান মণ্ডল
সাং- দোশয়া পলাশবাড়ী
থানাঃ বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ সূরা নিসার ৪৭ নং আয়াতে বর্ণিত 'আছহাবে-সাবত' বলতে হযরত দাঊদ (আঃ)-এর কওমকে বুঝানো হয়েছে। আছহাবে সাবতের ঘটনা নিম্নরূপ-

বনী ইসরাঈলের জন্য শনিবার ছিল পবিত্র দিবস এবং সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য নির্ধারিত দিন। এ দিনে মৎস্য শিকার নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু তারা সমুদ্রোপকূলের অধিবাসী ছিল বলে মৎস্য শিকার ছিল তাদের অত্যন্ত প্রিয় পেশা। ফলে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই তারা ঐ দিনে মৎস্য শিকার করত। এতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাদের উপর 'মস্‌খ' তথা চেহারা বিকৃতির শাস্তি নেমে আসে। তিন দিন পর এদের সবাই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। আস-সাব্‌ত (السَّبْتُ) অর্থঃ শনিবার। আছহাবুস সাব্‌ত অর্থঃ শনিবার ওয়ালারা। শনিবারে মাছ মারার এলাহী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করায় তাদের উপরে এই গযব নেমে আসে। ফলে তারা 'আছহাবুস সাব্‌ত' নামে পরিচিতি লাভ করে।

প্রশ্ন (১৮/২১৮)ঃ জনৈকা মহিলা ৩ ছেলে ও ১ মেয়ে নিয়ে বিধবা হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন পর ঐ

মহিলা তার বড় ছেলের বয়সী এক যুবকের সাথে কাবিন রেজিষ্ট্রির মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। দুই বৎসর ঘর-সংসার করার পর ঐ ছেলের সাথেই ঐ মহিলা তার নিজের একমাত্র মেয়েকে বিবাহ দেয়। বর্তমানে তারা ঘর-সংসার করছে। আর ঐ মহিলা একজন লেবার সর্দারের সাথে পুনরায় বিবাহ করেছে। ইসলামী বিধান মতে ঐ মহিলার কি শাস্তি হ'তে পারে জানতে চাই।

-বি,এম,এম শফীকুয্যামান
গ্রামঃ লক্ষ্মীপুরা,
পোঃ+থানাঃ ভাণ্ডারিয়া
যেলাঃ পিরোজপুর।

উত্তরঃ ইসলামে বিয়ের ক্ষেত্রে বয়সের পার্থক্য কোন বড় কথা নয়। প্রশ্নে উল্লেখিত মহিলা যদি তার স্বামীর মৃত্যুর পরে ইদ্দত পূর্ণ করে দ্বিতীয় বিয়ে করে থাকে, তাহ'লে সে বিয়ে শুদ্ধ হয়েছে এবং দুই বৎসর সংসার করার পর তার ঔরসজাত কন্যার সাথে স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে কুরআনুল করীম -এর নির্দেশ মুতাবেক সম্পূর্ণ অবৈধ ও হারাম হয়েছে। এভাবে যত দিন তারা সংসার করতে থাকবে তা 'যেনা' হিসাবে বিবেচিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা, যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে তারাও হারাম *(নিসা ২৩; বুখারী 'মুহরামাত' অনুচ্ছেদ পৃঃ ৭৬৫)*। আর সে মহিলার তৃতীয় বিয়ে যদি তার দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে থাকে এবং ইদ্দত পূর্ণ করার পর হয়ে থাকে তাহ'লে তা বৈধ হবে। নইলে তার ঐ বিয়েও হারাম হবে। ইসলামী বিধানমতে সে হত্যাযোগ্য অপরাধী। কিন্তু বাংলাদেশে সরকারীভাবে ইসলামী বিধান প্রযোজ্য নয়। তাই অন্য কারু পক্ষে উক্ত শারঈ বিধান প্রয়োগ করা শরীয়ত সম্মত নয়। তবে রাষ্ট্রের বর্তমান আইনে তার জন্য অন্য শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। তাকে সামাজিক অনুশাসন মূলক শাস্তিও দেওয়া যেতে পারে। খালেছ তওবা না করে মারা গেলে পরকালে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত।

প্রশ্ন (১৯/২১৯)ঃ জনৈক ব্যক্তি মাঝে মধ্যে ছালাত আদায় করত। তিন মাস যাবৎ অসুস্থ থাকার কারণে সে ছালাত আদায় করতে পারেনি। হঠাৎ সে মারা গেলে এলাকার জনৈক ইমাম ছাহেব মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছের কাছ থেকে উক্ত তিন মাস সময়ের ছালাত আদায় না করা বাবদ কাফফারা স্বরূপ ৩০০০/= টাকা ও তিন খানা কুরআন শরীফ আদায় করেন। অতঃপর জানাযা পড়ে দাফন করেন। এক্ষণে আমার প্রশ্নঃ এরূপ কাফফারা আদায় ইসলামী শরীয়ত সমর্থন করে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুল ক্বাহহার
গ্রামঃ নারায়ণপুর
পোঃ হাটশ্যামগঞ্জ
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ছালাত-এর কোন কাফফারা নেই। আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, কেউ কারো পক্ষ থেকে ছালাত ও ছিয়াম আদায় করতে পারেনা' *(মুওয়াত্ত্বা পৃঃ ৯৪; নাসাঈ, আলবানী, মিশকাত 'ক্বাযা ছওম' অনুচ্ছেদ হা/২০৩৫; ফাৎহুল বারী 'কসম ও মানত' অধ্যায় ১১/১১৫)*।

প্রশ্ন (২০/২২০)ঃ ছালাত রত অবস্থায় শরীরে মশা-মাছি বা অন্য কোন পোকা পড়লে তা তাড়ানো এবং প্রয়োজনে শরীরের কোন জায়গায় চুলকানো যাবে কি? জানালে উপকৃত হব।

-শহীদুর রহমান লিখন
গ্রামঃ দিঘলকান্দী
পোঃ সারিয়াকান্দী, বগুড়া।

উত্তরঃ ছালাত রত অবস্থায় শরীরে মশা-মাছি বা অন্য কোন পোকা-মাকড় পড়লে তা তাড়ানো যাবে এবং শরীরের কোন জায়গা চুলকানোর প্রয়োজন দেখা দিলে সেখানে চুলকানো যাবে। তবে মনে রাখতে হবে যেন ছালাতের খুশূ'-খুযূ' নষ্ট না হয়। মু'আইক্বেব (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে সে ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে ব্যক্তি ছালাতের মধ্যে সিজদার স্থানের মাটি সমান করতেন। তিনি বলেন, যদি তা তোমাকে করতেই হয়, তবে শুধু একবার করবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯০ পৃঃ)*। আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে ইমামতি করতে দেখেছি। অথচ তখন (তাঁর নাতনী) আবুল আছ-এর কন্যা উমামা তাঁর কাঁধের উপরে ছিল। তিনি যখন রুকূ করতেন তাকে নামিয়ে দিতেন, আর যখন সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন পুনরায় তাকে তুলে নিতেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৯০)*। অন্য এক বর্ণনায় ছালাতের মধ্যে হাই আসলে মুখে হাত রাখতে বলা হয়েছে *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/৯৯৩, পৃঃ ৯১)*। অন্য বর্ণনায় ছালাত অবস্থায় সাপ ও বিচ্ছুকে মারতে বলা হয়েছে *(নাসাঈ, মিশকাত হা/১০০৪, পৃঃ ৯১)*। এসকল হাদীছ প্রমাণ করে যে, ছালাতরত অবস্থায় প্রশ্নে উল্লেখিত প্রয়োজন মিটালে ছালাতের ক্ষতি হবে না। তবে অবশ্যই ছালাতের বিনয়-নম্রতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। নচেৎ ছালাত কবুল হবে না।

প্রশ্ন (২১/২২১)ঃ বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সাধারণ নির্বাচনে আমাদের এই মূল্যবান ভোটটি কাকে দিব কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-এইচ, এম, খুরশীদ আলম
পোঃ বক্স নং ২২৫৭
উনাইযাহ, আল-ক্বাছীম
সঊদী আরব।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তিকে ভোট প্রদান করার পূর্বে আপনার অবগত হওয়া প্রয়োজন যে, বর্তমান গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি শরীয়ত সম্মত কি-না? শরীয়তের দৃষ্টিতে বিভিন্ন কারণে বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতি জায়েয নয়। তার মধ্যে কতিপয় কারণ নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

(১) প্রচলিত পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক ধারার নির্বাচন হচ্ছে দল ও প্রার্থী ভিত্তিক নির্বাচন। নেতৃত্ব ও পদ লাভে প্রার্থী হিসাবে প্রথমে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে হয়। প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করতে নানা রকম পন্থা ও কৌশল অবলম্বন করতে হয়। পক্ষান্তরে ইসলামে নেতৃত্ব লাভের আকাঙ্খা করা ও নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া জায়েয নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্‌র কসম যে ব্যক্তি নেতৃত্ব চায়, নেতৃত্বের লোভ করে কিংবা নেতৃত্বের আকাংখা করে, তাকে আমরা নেতৃত্ব প্রদান করি না' *(বুখারী, 'নেতৃত্বের লোভ অপসন্দ' অধ্যায়; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৩, ৩৬৯৩, 'শাসন ও বিচার' অধ্যায়)*।

(২) প্রচলিত গণতান্ত্রিক ধারায় রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ। পক্ষান্তরে ইসলামে সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র আল্লাহ (বাক্বারাহ ১৬৫)।

(৩) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অধিকাংশের রায় চূড়ান্ত। পক্ষান্তরে ইসলামী বিধানে 'অহি-র বিধানই চূড়ান্ত'। কুরআনে অধিকাংশের রায়-এর অনুসরণ করতে রাসূল (ছাঃ)-কে নিষেধ করা হয়েছে (আল-আন'আম ১১৬)।

(৪) প্রচলিত ধারায় সরকারকে মানব রচিত ও অনুমোদিত আইন বলবৎ করতে বাধ্য থাকতে হয়। পক্ষান্তরে ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধানকে কিতাব ও সুন্নাহ্‌র আইন বলবৎ করতে বাধ্য থাকতে হয়। এক্ষণে ভেবে দেখতে হবে যে, আমরা প্রচলিত শেরেকী গণতন্ত্রের ও গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থাকে সমর্থন করব কি-না? কেননা ভোট দেওয়া অর্থই হ'ল সমর্থন দেওয়া। শরীয়তের দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে বলতে হয় যে, প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিপরীতে খালেছ ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই এখন আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং তার পক্ষে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করা উচিত। বিস্তারিত দেখুন মাসিক *'আত-তাহরীক' জুন '৯৮ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর (৫/৯৫)।*

প্রশ্ন (২২/২২২)ঃ সীমান্ত রক্ষীদের জানা-অজানা উভয় অবস্থায় ভারতীয় দ্রব্য বাংলাদেশের যেকোন স্থানে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে কি?

-আবদুল লতীফ
রাজপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ সীমান্ত রক্ষীদের জানা-অজানা যেকোন অবস্থায় ভারতীয় দ্রব্য বাংলাদেশে ক্রয়-বিক্রয় বিভিন্ন কারণে জায়েয নয়। -

(১) ভারতীয় দ্রব্যে সরকারের অনুমতি না থাকায় তা চুরির অন্তর্ভুক্ত। যার বাস্তবতা চোরাচালানীদের দেখলে বুঝা যায়। ভারতীয় দ্রব্য বাংলাদেশের বাজারে প্রকাশ্যভাবে ক্রয়-বিক্রয় করতে তাদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়। কাজেই ভারতীয় দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করলে পাপ ও অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা হবে, যা জায়েয নয় (মায়েদাহ ২)।

(২) উক্তরূপ দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। আর মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ *(বুখারী, মিশকাত হা/ ** 'কবীরা গুনাহ' অধ্যায়)*।

(৩) ব্লাকে ওয়াদা ভঙ্গ করা হয়। ব্যবসায়ীরা সরকারের অধীনে মাল ক্রয় করে জনগণের কাছে বাজার মূল্যে বিক্রয় করার জন্য। কিন্তু ব্যবসায়ীরা ঐ মাল ব্লাকীদের নিকট বেশী মূল্যে বিক্রি করে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ওয়াদা ভঙ্গ করা কবীরা গুনাহ' *(মিশকাত পৃঃ ৯)*।

(৪) ব্লাকে সরকারের খিয়ানত করা হয় এবং জনগণের হক নষ্ট করা হয়। ব্যবসায়ীরা খোলা বাজারে মাল বিক্রি না করে ঐ মাল ব্লাকীদের নিকট বিক্রি করে। রাসূল (ছাঃ) 'খিয়ানতকে কবীরা গুনাহ বলেছেন' *(মিশকাত পৃঃ ৫)*।

(৫) ব্লাকীরা সীমান্ত রক্ষীদের ঘুষ প্রদান করে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতার উপরে আল্লাহ্‌র অভিশাপ *(আবুদাঊদ, বুলূগুল মারাম পৃঃ ২৪৬)*।

(৬) ব্লাকে ধোকাবাযী রয়েছে। রাসূল (ছাঃ) ধোকাকে হারাম করেছেন *(ঐ, পৃঃ ১৫৯, সনদ ছহীহ)*।

(৭) ব্লাকে জীবিকা নির্বাহের যরূরী সম্পদ অন্য দেশে পাচার হয়ে যায়, যাতে জনগণকে নিদারুন কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হ'তে হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মানুষকে কষ্ট ও বিপদে নিক্ষেপ করে আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন কষ্ট ও বিপদে নিক্ষেপ করবেন' *(বুখারী, ২য় খণ্ড পৃঃ ১০৫৯)*।

(৮) ব্লাকে এলাকার লোকের অকল্যাণ কামনা করা হয় এবং নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করার চেষ্টা করা হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, নিজের জন্য যা কল্যাণ মনে কর অপরের জন্য তাই মনে কর' *(বুখারী, ১ম খণ্ড পৃঃ ৬)*।

(৯) ব্লাক এমন ব্যবসা যা অন্তরে দ্বিধা সৃষ্টি করে এবং ব্লাকীরা সরকারী ও সাধারণ লোকের সামনে নিজকে প্রকাশ করতে চায় না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ওটাই পাপ যা মানুষের অন্তরে দ্বিধা সৃষ্টি করে এবং মানুষের সামনে প্রকাশ হওয়া খারাপ মনে করে (মুসলিম)।

(১০)ব্লাক সন্দেহ মুক্ত ব্যবসা নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা সন্দেহ যুক্ত জিনিস ছেড়ে সন্দেহ মুক্ত জিনিস গ্রহণ কর' (নাসাঈ, মিশকাত পৃঃ ২৪২, সনদ ছহীহ)।

(১১) ক্রয়-বিক্রয় শরীয়তে জায়েয। তাইতো ইহা প্রকাশ্য বাজারে সংঘটিত হয়ে থাকে। আর ব্লাক সাধারণতঃ গোপনে হয়ে থাকে। কাজেই ব্লাক শারঈ ক্রয়-বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব ব্লাক কখনোই ব্যবসা পদবাচ্য নয়। এটা স্রেফ চোরাকারবারী। অতএব তা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (২৩/২২৩)ঃ মৃত অবস্থায় বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করলে তার জানাযা পড়তে হবে কি?

-এরফান আলী
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মৃত অবস্থায় বাচ্চা জন্মগ্রহণ করলে তার জানাযা পড়তে হবে না। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, বাচ্চা যদি চিৎকার করে তাহ'লে তার জানাযা করা হবে এবং সে উত্তরাধিকারী হবে। হাদীছটি ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে ছহীহ। তবে মিশকাতে বর্ণিত জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(মির'আতুল মাফাতীহ ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪২৫, 'জানাযার ছালাত অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (২৪/২২৪)ঃ হাফ হাতা গেঞ্জি এবং সার্ট পরে ছালাত হবে কি? কুরআন-সুন্নাহর আলোকে জানতে চাই।

-আযহার আলী
মির্জাপুর, টাংগাইল।

উত্তরঃ হাফ হাতা গেঞ্জি ও সার্ট পরিধান করে ছালাত হবে। তবে স্যান্ডো গেঞ্জি পরে ছালাত জায়েয হবে না। কেননা ছালাত জায়েয হওয়ার জন্য কাঁধের উপর কাপড় থাকা যরূরী। ওমর ইবনে আবু সালামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে উম্মে সালামার গৃহে এক কাপড়ের দু'দিককে দু'কাঁধের উপরে দিয়ে ছালাত আদায় করতে দেখেছি *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৭২)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন এমন এক কাপড়ে ছালাত আদায় না করে যার কোন অংশ তার কাঁধের উপরে নেই' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৭২)*। অত্র হাদীছদ্বয় প্রমাণ করে যে, উভয় কাঁধ ঢেকে ছালাত আদায় করা যরূরী।

প্রশ্ন (২৫/২২৫)ঃ সালাম ফিরানোর পর কুরআনের আয়াত 'ফাকাশাফনা 'আনকা গিত্বা-আকা' পড়ে চোখের মধ্যে ফুঁক দেয়া সম্পর্কে দলীল জানতে চাই।

-শফীকুর রহমান
শিক্ষক, কানকির হাট নূরানী মাদরাসা
নোয়াখালী।

উত্তরঃ সালাম ফিরানোর পর আলোচ্য আয়াতাংশ পড়ে চোখে ফুঁক দেয়া সম্পর্কে কোন হাদীছ দেখা যায় না। তবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি কুরআন নাযিল করেছি, যা মুমিনের জন্য শেফাদানকারী ও রহমত স্বরূপ'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা ফাতেহা, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাসকে বিভিন্ন রোগের শেফার জন্য ব্যবহার করেছেন, যা একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। তবে নির্দিষ্টভাবে উক্ত সময়ে উক্ত দো'আ পাঠ করে চোখে ফুঁক দেওয়ার কোন দলীল সম্পর্কে আমরা অবগত নই। দলীল বিহীন কোন কাজকে নেকী মনে করা বিদ'আত হবে। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত

প্রশ্ন প্রেরণকারী ভাই-বোনদের প্রতি

* প্রশ্ন পৃথক ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিস্কার হরফে লিখে ইনভেলাপে পাঠাবেন ও নীচে প্রশ্নকারীর নাম ও পূর্ণ ঠিকানা লিখবেন।
* ২টির বেশী প্রশ্ন পাঠাবেন না।
* প্রশ্ন অবশ্যই মান সম্পন্ন হ'তে হবে।
* ইতিপূর্বে প্রকাশিত প্রশ্নোত্তর পুনরায় প্রকাশ করা হয় না।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা
অক্টোবর ১৯৯৯

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১)ঃ মাতৃভাষায় খুৎবা দেওয়ার শারঈ বিধান কি?

-আবদুল লতীফ
রাজপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ খুৎবা অর্থ ভাষণ। শরীয়তের পরিভাষায় খুৎবা হচ্ছে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা মানুষকে উপদেশ দান করা। যখনই কোন মানুষ মানুষকে উপদেশ দেওয়ার জন্য কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা খুৎবা দিতে চাইবে, তখনই মাতৃভাষায় খুৎবা হওয়া যরূরী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি সকল রাসূলকে তার সম্প্রদায়ের ভাষাতেই প্রেরণ করেছি। যেন তিনি তাদের সামনে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন' (ইবরাহীম ৪)। আল্লাহ বলেন, 'আমি কুরআনকে তোমার ভাষায় সহজ করেছি যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে (দুখান ৫৮)। অত্র আয়াত দু'টি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, খুৎবা এমন ভাষায় হ'তে হবে যে ভাষা মুছল্লী বুঝে। রাসূল (ছাঃ) কুরআন মজীদ পড়ে মুছল্লীদের মাতৃ ভাষায় উপদেশ দান করতেন। জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) দু'টি খুৎবা দান করতেন এবং উভয় খুৎবার মধ্যে বসতেন। তিনি তাতে কুরআন পাঠ করতেন এবং লোকদের উপদেশ দিতেন। *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪২০)*। প্রয়োজনে মুছল্লীদের সাথে কথাও বলতেন। যেমন একব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়লে তাকে দাঁড়াতে বলেন এবং সংক্ষেপে দু'রাক'আত 'তাহইয়াতুল মসজিদ'-এর ছালাত আদায় করতে বলেন *(মির'আত হা/১৪৩৩ -এর ভাষ্য ২/৩১৬ পৃঃ)*। কাজেই যে খুৎবা মুছল্লীরা বুঝে না, সেটা তাদের জন্য খুৎবা হ'তে পারেনা।

যারা বলেন, খুৎবা আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় দেওয়া যায় না। তারাই আবার ছালাতের ক্বিরাআত ফারসী ভাষায় জায়েয বলেন। দ্বিতীয়তঃ খুৎবা অর্থ ক্বিরাআত নয় যে, কেবল পড়ে গেলেই চলবে। তৃতীয়তঃ আমাদের রাসূল (ছাঃ) কেবল আরবী ভাষীদের নবী ছিলেন না। তিনি ছিলেন বিশ্বনবী। অতএব বিশ্বের সকল ভাষায় জুম'আর খুৎবায় কুরআন ও হাদীছের আলোকে ব্যাখ্যাসহ খুৎবা হওয়াই শরীয়ত সম্মত। খুৎবা মুছল্লীদের মাতৃভাষায় না হ'লে খুৎবার উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়। বিষয়টি বুঝতে পেরে আজকাল অনেকে খুৎবার পূর্বে মিম্বরে বসে মাতৃভাষায় ওয়ায করেন। এইভাবে তৃতীয় আরেকটি খুৎবা চালু হয়ে গেছে। যেটা নিতান্তই অনধিকার চর্চা ও নিঃসন্দেহে বিদ'আত।

প্রশ্ন (২/২)ঃ আউলিয়াদের কারামত সম্পর্কে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র ফায়ছালা কি? কোন আউলিয়ার কারামতের উপর নির্ভর করে একথা সাব্যস্ত করা যাবে কি যে, তিনি সঠিক পথ প্রাপ্ত?

-আবদুল্লাহ
বায়েযীদ বোস্তামী, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ অলী-দের কারামত ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কারামত হচ্ছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার কোন নেক বান্দার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন মাত্র। আল্লাহ কখন কাকে কিভাবে এই মর্যাদা প্রদর্শন করবেন এটা একমাত্র তিনিই জানেন। এতে বান্দার কোন নিজস্ব গৌরব নেই। তাছাড়া আউলিয়া বলে কোন শ্রেণী নেই। কে যে সত্যিকারের অলী, সেটা আল্লাহ ভাল জানেন। আল্লাহ্র খাঁটি বান্দারা কখনোই নিজেকে 'অলী' দাবী করেন না।

আনাস (রাঃ) বলেন, একদা উসাইদ ইবনে হুযাইর ও আব্বাদ ইবনে বিশর (রাঃ) তাদের কোন এক প্রয়োজনে দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে আলাপ করতে থাকেন। রাত্রি ছিল ঘোর অন্ধকার। যখন তারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট হ'তে যাত্রা করলেন, সেসময় তাদের হাতে একটা করে ছোট লাঠি ছিল। পথে বের হওয়ার পর তাদের একজনের লাঠি প্রদ্বীপের ন্যায় আলো দিতে লাগল। আর তারা লাঠির আলোতে পথ চলতে লাগলেন। অতঃপর যখন তাদের পথ পৃথক হয়ে গেল, তখন অপরজনের লাঠিটিও আলো দিতে লাগল। অবশেষে তারা প্রত্যেকেই আপন আপন লাঠির আলোতে বাড়ী পৌঁছে গেলেন' *(বুখারী, মিশকাত পৃঃ ৫৪৪)*। অত্র হাদীছে দু'জন ছাহাবীর কারামাত প্রমাণিত হয়, এছাড়া অন্যান্য ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে তাবেঈ ও আল্লাহ্র নেক বান্দাদের কারামত প্রমাণিত আছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। তবে কারামতের কারণে কেউ 'উম্মতের বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্ত ব্যক্তি' হিসাবে গণ্য হবেন না। তিনি মানুষের রোগ আরোগ্য কারী, প্রয়োজন পূরণকারী বা ইলমে গায়েবের অধিকারী হতে পারেন না। জীবিত বা মৃত অবস্থায় তাঁর প্রতি তা'যীমী সিজদা করা, নযর-নেয়ায পেশ করা, মৃত্যুর পরে তাঁর অসীলায় আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করা স্পষ্ট শিরক হবে।

প্রশ্ন (৩/৩)ঃ লোক মুখে শুনা যায়, প্রেম-ভালবাসা নাকি পবিত্র জিনিষ। উদাহরণ স্বরূপ ইউসুফ-যুলায়খা ও লায়লী-মজনুর কথা বলা হয়। লায়লী-মজনুর কথা নাকি ছিহাহ সিত্তাহ্র হাদীছে আছে। আর যারা প্রথম

থেকে দাঁড়ি রাখে, তারা নাকি জান্নাতে মজনুর বরযাত্রী হবে।

-আবদুর রহমান
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ ভালবাসা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র দান ও অমূল্য নে'মত। মানুষকে ভালবাসা, পৃথিবীর সকল সৃষ্টিকে ভালবাসা অত্যন্ত মূল্যবান গুণ। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। তাঁর ভালবাসার একটি ক্ষুদ্রাংশ তিনি সকল বান্দার মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। আর সেকারনেই মাতা-পিতা ও সন্তানের মধ্যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে, আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে, রাসূল ও উম্মতের মধ্যে ভালবাসার বন্ধন সৃষ্টি হয়। আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার জন্য পরস্পরকে ভালবাসবে, তার জন্য আমার ভালবাসা ওয়াজিব হবে *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/৫০১১)*। কিন্তু এই ভালবাসাকে অন্যায় ভাবে ব্যবহার করলে গোনাহগার হতে হবে। যেমন স্ত্রীকে ভালবাসলে নেকী পাওয়া যায়। কিন্তু পরনারীকে ভালবাসলে গোনাহগার হ'তে হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, একজন পরনারীর সাথে যদি কোন পুরুষ নির্জনে থাকে, তবে সেখানে তৃতীয় আরেকজন থাকে, সে হ'ল শয়তান' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১১৮ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। অতএব পরনারী বা পর পুরুষের প্রতি এবং সমকামী দুই ব্যক্তির পরস্পরের প্রতি যৌন ভালবাসা পোষণ করা হারাম (মু'মিনূন ৭)। যুলায়খার সাথে ইউসুফ (আঃ)-এর বিবাহ হয়েছিল জেল থেকে বের হওয়ার একবছর পরে এবং যুলায়খার স্বামী মারা যাবার পরে মিসরের বাদশাহের নিজস্ব উদ্যোগে। এর মধ্যে প্রেমকাহিনীর কিছু নেই। লায়লী-মজনুর কাহিনী হাদীছের কেতাবে আছে এ ধারণা মিথ্যা। আর যারা প্রথম থেকে দাড়ি রাখবে তারা জান্নাতে মজনুর বিবাহের বরযাত্রী হবে, এটাও মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা।

প্রশ্ন (৪/৪)ঃ কোন ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদ মাইকে প্রচার করা যাবে কি?

-আবদুল বারী
গ্রাম+পোঃ নয়া দিয়াড়ী
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ 'শোকসংবাদ' নামে মৃত্যু সংবাদ প্রচার করার যে রেওয়াজ আজকাল চালু হয়েছে, তা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়ঃ। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, তোমরা শোক সংবাদ প্রচার করা হ'তে বিরত থাক। কেননা এটা জাহেলী প্রথা' *(তিরমিযী, ছহীহ মওকূফ, নায়ল ৫/৬১)*। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি মারা গেলে তোমরা কাউকে সংবাদ দিয়োনা। আমার আশংকা হয় যে, এটা শোকসংবাদের পর্যায়ভুক্ত হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটা নিষেধ করেছেন' *(আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, নায়ল ৫/৬১)*। ফাৎহুলবারীতে ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐসব কাজ থেকে নিষেধ করেছেন, যা জাহেলী যুগে লোকেরা করত। তারা মৃত্যু সংবাদ প্রচারের জন্য ঘরে ঘরে ও বাজারে লোক পাঠিয়ে দিত' *(নায়লুল আওত্বার ৫/৬২, 'শোক সংবাদ' প্রচার করা মকরূহ' অধ্যায়)*। এর আলোকে মাইকে মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা মকরূহ বলেই অনুমিত হয়।

তবে মৃতের কাফন-দাফন ও জানাযায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মৃতের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে প্রাণখোলা দো'আ করার জন্য নিকটাত্মীয় ও বন্ধু-স্বজনকে মৃত্যু সংবাদ জানানো আবশ্যক। জানাযার জন্য তিনটি কাতার যথেষ্ট। একটি কাতারের জন্য কমপক্ষে দু'জন মুছল্লী প্রয়োজন। ৪০ থেকে ১০০ জন হওয়া মুস্তাহাব (মুসলিম, নাসাঈ প্রভৃতি)। মুছল্লীদের জন্য শিরক বিমুক্ত ও নির্ভেজাল তাওহীদবাদী হওয়া এবং প্রাণখোলা দো'আকারী হওয়া যরূরী *(নায়লুল আওত্বার ৫/৬০)*। এই ধরণের গুণাবলী সম্পন্ন মুছল্লী বেশী হওয়া উত্তম। হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর মৃত্যু সংবাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে কাতারবন্দী হয়ে গায়েবানা জানাযা আদায় করেন *(কুতুবে সিত্তাহ, নায়লুল আওত্বার ৫/৫১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কোন মৃত মুমিনের জন্য যখন একদল মুমিন জানাযার ছালাত আদায় করে এবং প্রত্যেকে মৃতব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য সুফারিশ করে, তখন তাদের সুফারিশ কবুল করা হয়' *(মুসলিম, নাসাঈ প্রভৃতি, নায়লুল আওত্বার ৫/৫৮-৫৯)*।

বর্ণিত হাদীছগুলির আলোকে ইবনুল আরাবী বলেন, মৃত্যু সংবাদ প্রচারের তিনটি অবস্থা রয়েছে। ১- নিজ পরিবার, সাথীবর্গ ও নেককার লোকদের খবর দেওয়া। এটা সুন্নাত। ২- অধিক লোক জড়ো করে গর্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে খবর দেওয়া। এটা মকরূহ। ৩- শোক প্রকাশ ও শোকানুষ্ঠান করার জন্য লোক ডাকা। এটা হারাম'। ইমাম শাওকানী বলেন, গোসল ও কাফন-দাফনের জন্য নিকটাত্মীয়দের সংবাদ দেওয়ার ব্যাপারটিতে কারু কোন আপত্তি নেই। তবে এর বাইরে যা করা হবে, তা সাধারণ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে' *(নায়লুল আওত্বার ৫/৬৩)*।

প্রশ্ন (৫/৫)ঃ আমার একটা মেয়ের সাথে সম্পর্ক ছিল এবং তার সাথে আমার যৌন মিলনও হয়েছে। এখন

http://islaminonesite.wordpress.com

যদি আমি সেই মেয়েকে বিবাহ করি, তাহ'লে কি আমার পাপ ক্ষমা হবে। কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানতে চাই

-আব্দুল্লাহ
থানাপাড়া, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ এরূপ নারীর বিবাহ এরূপ পুরুষের সাথে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এক ব্যক্তি আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর সময়ে এক মহিলার সাথে ব্যভিচার করে। আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) তাদের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত করেন এবং তাদের বিবাহ পড়িয়ে দেন (কুরতুবী সূরা নূর ২)। ওমর ফারূক (রাঃ) অনুরূপ ফৎওয়া প্রদান করেন *(ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ২য় খণ্ড ৪৭০ পৃঃ, মুহাল্লা ৯ম খণ্ড ১৫৭ পৃঃ)*। এরূপ অপরাধী খালেছ তওবা করলে পাপ ক্ষমা হবে বলে আশা করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করতে পারেন (যুমার ৫৩)।

প্রশ্ন (৬/৬)ঃ কোন মুসলমান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ, দান-খায়রাত, সততা ও সদাচরণ ইত্যাদি নেক আমল সমূহ করেন। কিন্তু ছালাত আদায় করেন না। এমন লোক কি জান্নাত পাবে?

-মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান
মোংলার পাড়
বারকোনা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ইচ্ছাকৃত ভাবে ছালাত তরককারী ব্যক্তি 'কাফের' ও 'জাহান্নামী'। তবে কলেমায় বিশ্বাসী হওয়ার কারণে সে ইসলামের গণ্ডীমুক্ত খালেছ কাফের হবে না বা চিরস্থায়ী জাহান্নামীও হবে না। (১) রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের মাঠে সর্বপ্রথম বান্দার ছালাত সম্পর্কে হিসাব নেওয়া হবে। যদি তার ছালাত ঠিক হয়, তাহ'লে সমস্ত আমল ঠিক হবে। যদি ছালাতের হিসাব বরবাদ হয়, তাহ'লে তার সমস্ত আমল বরবাদ হবে। *(ত্বাবারাণী, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৩৫৮)* রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে ছালাত ছেড়ে দেয়, সে কাফের' হয়ে যায় *(মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫৬৯, ৫৭৪)*। ছাহাবায়ে কেরাম ছালাত ত্যাগ কারীকে কাফের মনে করতেন *(তিরমিযী, মিশকাত ৫৯ পৃঃ)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইসলামের বুনিয়াদ তিনটি জিনিসের উপর রাখা হয়েছে তন্মধ্যে যে কেউ একটা ছেড়ে দিবে সে কাফের হয়ে যাবে। তার একটি হল ফরয ছালাত। *(আবু ইয়ালা, ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড ৮১ পৃঃ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে তিনটির কোন একটি ছেড়ে দিলে সে কাফের হয়ে যাবে। তার ফরয-নফল কোন ইবাদত কবুল করা হবে না *(আবু ইয়ালা, ফিকহুস সুন্নাহ)*। হাদীছ গুলির সনদ ছহীহ।

প্রশ্ন (৭/৭)ঃ হাদীছে আছে মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেস্ত এবং স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেস্ত। তাহলে মাতা বা স্বামীর পায়ের নিচে কি সত্যিই বেহেস্ত আছে? যদি থাকে তাহ'লে বেহেস্ত দু'টির নাম কি?

-আবদুল ওয়াহেদ সরকার
গ্রামঃ আমড়া, পোঃ গোপালপুর
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত 'পায়ের নীচে' অর্থ তাদের সন্তুষ্টির কারণে। দুনিয়াতে কোন জান্নাত থাকে না। তাই পায়ের নীচে জান্নাত খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঐ জান্নাত দু'টির পৃথক কোন নাম নেই। অন্যেরা যে জান্নাতে থাকবে, সে সেখানেই থাকবে। তবে মায়ের পায়ের নীচে নয়, বরং পায়ের নিকটে সন্তানের বেহেস্ত রয়েছে- কথাটি ঠিক। জাহিমা (রাঃ) একদা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমি যুদ্ধে যেতে চাই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার মা আছেন কি? আমি বললাম, জি। তিনি বললেন, তাঁর খিদমত কর। তাঁর পায়ের নিকট জান্নাত রয়েছে' *(আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত ৪২১ পৃঃ সনদ 'জাইয়িদ' বা উত্তম, হা/৪৯৩৯)*।

পিতা-মাতার সন্তুষ্টির কারণে জান্নাত লাভ করা যায়। তবে 'স্বামীর পায়ের নীচে জান্নাত' একথার প্রমাণে কোন হাদীছ পাওয়া যায়নি। কিন্তু স্বামীর আনুগত্য ও তার সন্তুষ্টিতে স্ত্রী জান্নাত লাভ করতে পারে, তার প্রমাণে একাধিক হাদীছ রয়েছে। যেমন- উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বললেন, কোন নারী তার স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মৃত্যু বরণ করলে সে জান্নাতে যাবে' *(তিরমিযী, মিশকাত পৃঃ ২৮১, সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (৮/৮)ঃ কলেজ, স্কুল ও সরকারী প্রতিষ্ঠানে দান করলে নেকী পাওয়া যাবে কি?

-আবু তাহের
সাং- কাচিয়া, থানা বুরহানুদ্দীন
যেলাঃ ভোলা।

উত্তরঃ কলেজ, স্কুল ও সরকারী প্রতিষ্ঠানে দান করলে নেকী পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে যে সকল বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, সে সমস্ত বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য যাকাত বা ছাদাক্বার অংশ নেই (তওবা ৬০)।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্ন (৯/৯)ঃ খাওয়া অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া যায় কি?

-মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ
সাং- কাচিয়া, থানা বুরহানুদ্দীন
যেলাঃ ভোলা।

উত্তরঃ যে কোন অবস্থায় মুমিনকে সালাম দেওয়া যায়। এমনকি কুরআন তেলাওয়াত, ছালাত ও পেশাব-পায়খানার অবস্থাতেও সালাম দেওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মুমিনের জন্য মুমিনের উপরে ছয়টি 'হক' রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হ'ল সাক্ষাত কালে সালাম দেওয়া (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৩৯৭)।

আবু জোহাইম (রাঃ) বলেন, আমি একবার নবী করীম (ছাঃ)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। যে সময় তিনি পেশাব করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি উঠে এসে তায়াম্মুম করে জবাব দিলেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৫৪)। ছালাত অবস্থায় কেউ সালাম দিলে রাসূল (ছাঃ) ইশারায় তার উত্তর দিতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৯১, পৃঃ ৯১; হাদীছ ছহীহ)*।

প্রকাশ থাকে যে, কুরআন তেলাওয়াত অবস্থায় সালামের উত্তর না দেওয়ার হাদীছটি 'যঈফ' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/২১৯৮, পৃঃ ১৯১)*।

প্রশ্ন (১০/১০)ঃ কোন ছেলে মেয়েকে বিবাহ উপলক্ষে দেখতে পারে কি? এবং অবিভাবকের পসন্দ হ'লেই চলবে, না উভয়ের পসন্দ হ'তে হবে।

-জুয়েল, রহমান, রুমেল, শিমন
সাং- জগতপুর
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ কোন ছেলে কোন মেয়েকে বিবাহ উপলক্ষে একবার মাত্র দেখতে পারে। মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) বলেন, আমি একজন মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব করলাম। তখন রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, তুমি তাকে দেখছ কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাকে দেখে নাও। কেননা এটা তোমাদের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি করবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১৭, পৃঃ ২৬৯)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি জনৈকা আনছারী মহিলাকে বিবাহ করতে চাই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি তাকে প্রথমে দেখে নাও। কেননা আনছারীদের (কোন কোন লোকের) চোখে দোষ থাকে *(মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ২৬৮)*। হাদীছ দ্বয় প্রমাণ করে যে, বিবাহের পূর্বে মেয়েকে দেখা যায়।

প্রকাশ থাকে যে, বিবাহ মূলতঃ সাবালক ছেলে ও মেয়ের পসন্দের উপরেই নির্ভর করে *(মুসলিম, বুখারী, মিশকাত হা/৩১২৭-২৮; বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২)*।

তবে পিতা বা অভিভাবকের সম্মতি ব্যতীত কোন মেয়ে একাকী বিবাহ বসতে পারে না *(আহমাদ, তিরমিযী প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩১৩১)*। অনুরূপভাবে পিতাকে অসন্তুষ্ট রেখে ছেলেরও বিয়ে করা উচিত নয়। কেননা পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি' *(তিরমিযী, হাকেম; মিশকাত হা/৪৯২৭; তানক্বীহ ৩/৩২৮ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১১/১১)ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা যায় কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-আবদুল বারী
সাং- হাজীটোলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারেন, যদি তিনি নিজের হজ্জ আগে করে থাকেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হজ্জ পালন কালে জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন যে, 'আমি শুবরুমার পক্ষ হ'তে উপস্থিত হয়েছি'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, শুবরুমা কে? সে বলল, 'আমার ভাই' অথবা নিকটাত্মীয়। রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নিজের হজ্জ করেছ কি? সে বলল, না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি নিজের হজ্জ কর। অতঃপর শুবরুমার পক্ষ থেকে হজ্জ কর' *(আবু দাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৫২৯, পৃঃ ২২২; সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১২/১২)ঃ জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে সৃষ্ট অবস্থায় আছে কি? যদি থাকে তাহ'লে আসমানে না যমীনে?

-মামুনুর রশীদ
সাং- চেয়ারম্যান পাড়া
পোঃ গোপালবাড়ী
যেলাঃ নীলফামারী।

উত্তরঃ জান্নাত ও জাহান্নাম সপ্তম আকাশের উপরে সৃষ্ট অবস্থায় রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা ঐ জাহান্নামকে ভয় কর যা কাফেরদের জন্য তৈরী করা হয়েছে' (আলে ইমরান ১৩১)। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে আদম তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে থাক আর ইচ্ছামত খাও' (বাক্বারাহ ৩৫, আ'রাফ ১৯)। এক সময় আল্লাহ বললেন, 'তোমরা এখান থেকে (জান্নাত থেকে) বের হয়ে যাও। তোমরা পরস্পরের শত্রু। তোমাদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান স্থল ও খাদ্যোপকরণ সমূহ' (বাক্বারাহ ৩৬)।

http://islaminonesite.wordpress.com

উপরোক্ত আয়াত সমূহ ছাড়াও আরও বহু আয়াত ও ছহীহ হাদীছ প্রমাণ করে যে, আদম ও হাওয়া জান্নাতে বসবাস করেছেন। এতদ্ব্যতীত মে'রাজের হাদীছ সমূহ প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বচক্ষে জান্নাত ও জাহান্নাম সমূহ সপ্তম আসমানের উপরে 'সিদরাতুল মুনতাহা'-তে সৃষ্ট অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি মিশকাত 'মি'রাজ' অধ্যায়, হা/৫৮৬২-৬৬, হা/৫৬৯৬ 'জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১৩/১৩)ঃ যুবকরা আজকাল গলায় স্বর্ণের চেইন পরছে। এ বিষয়ে শরীয়তের বিধান কি? হারাম হ'লে এবিষয়ে আলেমদের ভূমিকা কেমন হওয়া দরকার?

-আবদুস সাত্তার
উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

উত্তরঃ যুবক হৌক আর বৃদ্ধ হৌক পুরুষের জন্য স্বর্ণালংকার ব্যবহার নিষিদ্ধ। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ও রেশমী পোষাক ব্যবহার করা হারাম এবং মেয়েদের জন্য তা হালাল *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ প্রভৃতি, হাদীছ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/২৭৭)*।

বর্তমানে যুবকেরা যে গালায় স্বর্ণের চেইন ব্যবহার করছে এবং অনেকেই বিয়েতে ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে ছেলেদেরকে স্বর্ণের আংটি, চেইন ইত্যাদি উপহার দিচ্ছেন এটি সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী কাজ। কেননা স্বর্ণ পুরুষদের জন্য ব্যবহার করা হারাম। অতএব শুধু আলেম সমাজ নয়, সকলেরই উচিৎ এ ধরণের ইসলাম বিরোধী 'কালচার' পরিবর্তন করে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী জীবন, পরিবার ও সমাজ গঠন করা। উক্ত ছহীহ হাদীছটি প্রত্যেক মুসলমানের কাছে পৌঁছে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। যাতে করে আমাদের যুবকেরা আল্লাহ্র পথে ফিরে আসে।

প্রশ্ন (১৪/১৪)ঃ আমি ছোটবেলা থেকে আমাদের উস্তাদজীদের মুখে শুনেছি এবং পড়েছি যে, كل أمر ذى بال لايبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر- অর্থঃ প্রত্যেক কাজ যা বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা হয় না, তা অসম্পূর্ণ'। এখন শুনছি হাদীছটি যঈফ। কোন কিতাবে হাদীছকে যঈফ বলা হয়েছে জানালে উপকৃত হব।

-মুজীবুর রহমান
লালগোলা, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ হাদীছটি খত্বীব বাগদাদী স্বীয় তারীখে (৫/৭৭ পৃঃ) ও সুবকী স্বীয় তাবাক্বাতে শাফেঈয়াহ-তে (১/৬ পৃঃ) বর্ণনা করেছেন। হাদীছটি 'অধিকতর যঈফ' (ضعيف جدا) *(আলোচনা দেখুনঃ আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/১)*। এমনকি সকল কাজের শুরুতে 'আলহামদুল্লিাহ' বলার বিষয়ে ইবনু মাজাহতে (হা/১৮৯৪) বর্ণিত হাদীছটিও 'যঈফ' *(ঐ হা/২)*। তাই বলে যেন কেউ না ভাবেন যে, বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ বলা যাবে না। বরং অসংখ্য ছহীহ হাদীছে প্রমাণ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন কাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' ও শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলতেন। 'আলহামদুলিল্লাহ 'আলা কুল্লে হাল' অর্থাৎ 'সকল অবস্থায় আল্লাহ্র প্রশংসা' এই মর্মেও আবুদাউদ, নাসাঈ প্রভৃতি গ্রন্থে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(মিশকাত হা/২৪১০)*।

প্রশ্ন (১৫/১৫)ঃ জুম'আর খুৎবা চলা কালীন সময়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা যাবে কি? অনেকে ঐ সময় ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেন। বিস্তারিত জানতে চাই।

-ছিদ্দীকুর রহমান
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ জুম'আর খুৎবা চলা অবস্থায় কোন মুছল্লী মসজিদে প্রবেশ করলে সংক্ষেপে দু'রাক'আত নফল ছালাত পড়ে বসতে হবে। যাকে 'তাহ্ইয়াতুল মসজিদ' বলা হয়। দলীলঃ

(১) হযরত জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা খুৎবা দানকালে এরশাদ করেন, 'যখন তোমাদের কেউ জুম'আর দিন খুৎবা অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে যেন সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেয়' (মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১১ 'জুম'আর খুৎবা' অনুচ্ছেদ)।

(২) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন যে, একদা এক ব্যক্তি জুম'আর সময় মসজিদে প্রবেশ করল। এমন সময় যে তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিচ্ছিলেন। তখন তিনি ঐ ব্যক্তিকে দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন' (আহমাদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)। তিরমিযী হাদীছটিকে 'ছহীহ' বলেছেন এবং উক্ত বর্ণনায় আরও স্পষ্টভাবে এসেছে যে, ঐ ব্যক্তির ঐ দু'রাক'আত ছালাত আদায় কালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুৎবা চালিয়ে যাচ্ছিলেন'। 'ঐ সময় রাসূল (ছাঃ) খুৎবা বন্ধ রেখেছিলেন' বলে দারাকুৎনীতে আনাস (রাঃ) থেকে যে বর্ণনা (হা/১৬০২) এসেছে, খোদ দারাকুৎনী সেটিকে 'ধারণা মাত্র' (وَهْمٌ) বলেছেন এবং

http://islaminonesite.wordpress.com

হাদীছটি 'যঈফ' (ঐ, তাহকীক)। বরং দারাকুৎনী সহ আহমাদ ও অন্যান্য রেওয়ায়াতে এসেছে যে, ঐ ব্যক্তি দু'রাক'আত না পড়েই বসেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ছালাত পড়েছ? লোকটি বলল, না। তখন তিনি তাকে বললেন, দু'রাক'আত পড়ে নাও এবং পুনরায় কখনো এরূপ (ভুল) করো না' *(নায়লুল আওত্বার ৪/১৯৩; ছহীহ তিরমিযী হা/৪২১-২২; দারাকুৎনী হা/১৬০৪)*।

প্রশ্ন (১৬/১৬)ঃ ছালাতরত মুক্তাদীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা যায় কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

আবদুল মুমিন
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ মুছল্লীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা অতীব গোনাহের কাজ। এইভাবে অতিক্রমকারীকে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে 'শয়তান' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং ঐ ব্যক্তিকে বাধা দিতে বলা হয়েছে *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৭৭)*। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি হাদীছে এসেছে তিনি বলেন যে, আমি (বিদায় হজ্জের সময়) গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে জামা'আতে শরীক হওয়ার জন্য এলাম। এই সময় আমি কয়েকটি ছফের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করলাম। অতঃপর সওয়ারী থেকে নামলাম ও সেটিকে চরে খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিলাম। এরপর আমি একটি ছফে প্রবেশ করলাম। কিন্তু আমার এই কাজে কেউ ইনকার করল না' *(নায়লুল আওত্বার ৩/২৬৯ 'সুৎরা' অধ্যায়)*। উক্ত হাদীছের আলোকে ইমাম বুখারী অধ্যায় রচনা করেছেন যে, 'ইমামের সুৎরা মুক্তাদীর জন্য সুৎরা হবে'। কেননা রাসূল (ছাঃ) পৃথকভাবে মুক্তাদীদের জন্য কোন পর্দা বা সুৎরার কথা বলেননি' *(ইরওয়া উল গালীল হা/৫০৪)*।

ইবনু আবদিল বার্র বলেন যে, অত্র হাদীছ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছকে 'খাছ' করে। অর্থাৎ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ একাকী মুছল্লী বা ইমামের জন্য নির্দিষ্ট। অতএব ইমামের সম্মুখের সুৎরার ভিতর দিয়ে যাওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা (নিতান্ত প্রয়োজনে) মুক্তাদীদের সম্মুখ দিয়ে যাওয়া জায়েয প্রমাণিত হয় *(নায়লুল আওত্বার ৩/২৭০; ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৯২)*। অমনিভাবে ত্বাওয়াফের সময় মাত্বাফে কোন সুৎরা নেই *(আহমাদ, আবুদাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ; নায়ল ৩/২৬০-৬১, ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৯৩)*।

প্রশ্ন (১৭/১৭)ঃ জাদু বিদ্যা শিক্ষা করা যায় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
দিয়াড় মানিক চক
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ জাদু করা বা জাদু বিদ্যা শিক্ষা করা হারাম। এটি নেক আমল সমূহকে বিনষ্ট করে ফেলে। হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু হতে তোমরা বেঁচে থাক। ছাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন হে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেগুলি কি? জওয়াবে তিনি বললেন, সেগুলি হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, জাদু করা, অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করা যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সূদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, যুদ্ধের ময়দান হ'তে পিছু হটে আসা এবং পূত পবিত্র মুসলমান মহিলাদের চরিত্র সম্পর্কে কুৎসা রটনা করা *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২)*।

ছহীহ বুখারীতে হযরত বাজালা ইবনে আবাদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) লিখিত ফরমান জারি করেন যে, তোমরা প্রত্যেক পুরুষ ও মহিলা জাদুকরকে হত্যা করে ফেল'। বর্ণনাকারী বলেন, এই ফরমানে তিন জন জাদুকরকে হত্যা করা হয় (মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব, কিতাবুত তাওহীদ পৃঃ ৪৪-৪৫)।

প্রশ্ন (১৮/১৮)ঃ সত্যতা প্রমাণের জন্য অনেকে পিতা-মাতা ও কুরআনের কসম করে থাকেন। এটা কি শরীয়ত সম্মত?

-আবদুল জব্বার
শিরোইল, রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু নামে কসম করা শরীয়তে সিদ্ধ নয়। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পিতাদের নামে কসম খেতে নিষেধ করেছেন। অতএব যে কসম খেতে চায়, সে যেন আল্লাহ্র নামে কসম খায় অথবা চুপ থাকে (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৪০৭ 'কসম ও মানত' অধ্যায়)। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করল, সে কুফরী বা শিরক করল' (ছহীহ তিরমিযী হা/১২৪১)।

প্রশ্ন (১৯/১৯)ঃ সূরা মায়েদাহ ৩৫ নং আয়াতে বর্ণিত অসীলা-র অর্থ কি?

-আশেকে রব্বানী
পোঃ +থানাঃ গোবিন্দগঞ্জ
গাইবান্ধা।

http://islaminonesite.wordpress.com

উত্তরঃ অসীলা-র আভিধানিক অর্থ নৈকট্য (القربة)। পারিভার্ষিক অর্থঃ যার মাধ্যমে উদ্দিষ্ট বস্তুর নিকটবর্তী হওয়া যায় (আল-কামূসুল মুহীত্ব)। আয়াতে বর্ণিত 'অসীলা'র অর্থঃ তোমরা সৎ কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অন্বেষণ কর'। ক্বাতাদাহ বলেন, উক্ত আয়াতের অর্থ হচ্ছে তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন, সে সকল কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অন্বেষণ কর'। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন যে, এই ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সির গণের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই'। এতদ্ব্যতীত 'অসীলা' হ'ল জান্নাতের বিশেষ মর্যাদামণ্ডিত ও সর্বোচ্চ স্থানের নাম, যা আরশের নীচে ও সর্বাধিক নিকটবর্তী। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দান করা হবে। যে জন্য আযানের শেষে দো'আ করতে হয়।

অতএব মুফাসসিরগণ যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন সেটি হ'লঃ তোমরা সৎ কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অন্বেষণ কর। অনেকেই উক্ত আয়াতের অপব্যাখ্যা করে আম্বিয়া, আউলিয়া ও পীর-মাশায়েখের 'অসীলা' ধরার কথা বলে থাকেন। যা নিতান্তই ভিত্তিহীন কথা মাত্র।

প্রশ্ন (২০/২০)ঃ আমি স্বল্প শিক্ষিত হানাফী মাযহাবের লোক। আমার জানা মতে أهل الحديث অর্থ দাঁড়ায় হাদীছের অনুসারী। তাহ'লে তো কুরআন বাদ পড়ে যায়। এই নামটি কি তাহ'লে ঠিক হলো? আহলে হাদীছের সংজ্ঞা আপনারা কিভাবে দেন, জানালে খুশি হব।

-শরীয়তুল্লাহ
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণযুগ হতেই এই নাম চালু আছে। 'আহ্‌লুল হাদীছ' নামটি কুরআন ও হাদীছ উভয়কে শামিল করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَللّٰهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيْثِ

'আল্লাহ সর্বোত্তম হাদীছ অবতীর্ণ করেছেন' অর্থাৎ কুরআন। এমনিভাবে আল্লাহ্‌র রসূলের কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতিকেও হাদীছ বলা হয়েছে। সুতরাং أهل الحديث। -এর অর্থ দাঁড়ায় 'কুরআন ও হাদীছের অনুসারী'। পারিভাষিকভাবে আহলুল হাদীছের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা নিম্নরূপঃ 'যারা সর্বাবস্থায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হ'তে সরাসরি অথবা তার ভিত্তিতে প্রদত্ত ফায়ছালাকে সকল ব্যাপারে চূড়ান্ত সমাধান হিসাবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেন ও নিঃশর্ত ভাবে তা গ্রহণ করেন, তাঁদেরকে 'আহলেহাদীছ' বলা হয়'। দ্রঃ ডঃ *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব কৃত ডক্টরেট থিসিস, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন', পৃঃ ৬৫।*

প্রশ্ন (২১/২১)ঃ গণকের কাছে গিয়ে কি কোন কথা জিজ্ঞেস করা যায়? এ সম্পর্কে হাদীছে কিছু ইঙ্গিত আছে কি?

মতীউর রহমান
দক্ষিণ হালিশহর
চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ ইসলামী শরীয়তে এটি জায়েয নয়। গণককে বিশ্বাস করলে বা তার কথা সত্য বলে ধারণা পোষণ করলে আমল বরবাদ হয়ে যাবে। হযরত হাফছা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় এবং (তার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করে) তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করে, তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হয় না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৯৫)*।

প্রশ্ন (২২/২২)ঃ কবরে মাটি দেওয়ার সময় مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى দো'আটি পড়া যায় কি?

-আবদুছ ছামাদ
উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

উত্তরঃ এটি মূলতঃ সূরা ত্বা-হার ৫৪ নং আয়াত। উক্ত আয়াতটি মাটি দেওয়ার সময় পড়ার প্রমাণে একটি হাদীছ বায়হাক্বী ও মুস্তাদরাকে হাকেমে আবু উমামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু হাদীছটি 'যঈফ'। বরং কবর বন্ধ করার পরে মাথার দিক থেকে তিন মুঠো করে মাটি ছড়িয়ে দেওয়াই শারীয়ত সম্মত *(নায়লুল আওত্বার ৫/৯৭ 'কবরে প্রবেশ করানো ও মাটি ছড়িয়ে দেওয়া অধ্যায়; ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৯১)*।

প্রশ্ন (২৩/২৩)ঃ ইমাম ভুলক্রমে অপবিত্র অবস্থায় ইমামতি করলে তার ও মুক্তাদীগণের ছালাতের কি অবস্থা হবে জানালে বাধিত হব।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
পশ্চিমপাড়া কোয়ার্টার
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ উপরোল্লেখিত অবস্থায় মুক্তাদীদের ছালাত সিদ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু ইমামকে উক্ত ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। এ প্রসঙ্গে দলীল নিম্নরূপঃ

১। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ইমামগণ তোমাদের ছালাত পড়াবেন। যদি তারা ঠিকমত পড়ান, তবে তা তোমাদের সকলের

http://islaminonesite.wordpress.com

জন্য। আর যদি বেঠিক পড়ান, তবে তা তোমাদের পক্ষে ও তাদের বিপক্ষে হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩ 'ইমামের কর্তব্য' অনুচ্ছেদ)*।

২। হেশাম বিন ওরওয়াহ তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) ছালাত আদায় করেছিলেন *(লোকদের নিয়ে)* অপবিত্র অবস্থায়। পরে তিনি উক্ত ছালাত নিজে পুনরায় আদায় করে ছিলেন *(মুহাল্লা ৩/১৩৩)*।

৩। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) লোকদের নিয়ে আছরের ছালাত আদায় করেছিলেন বে-ওযূ অবস্থায়। পরে তিনি তা একাই আদায় করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সাথীরা পুনরায় পড়েননি *(মুহাল্লা ৩/১৩৩)*। উক্ত *আছার দু'টির সনদ ছহীহ, মুহাল্লা ৩/১৩৪*।

প্রশ্ন (২৪/২৪)ঃ কোন ব্যক্তি কোন ওযর ছাড়াই বাড়িতে ছালাত আদায় করলে তার ছালাত হবে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানাবেন।

-মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম
চিতলমারী, বাগেরহাট।

উত্তরঃ মসজিদে গিয়ে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব, যা একাধিক আয়াত ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ বলেন, তোমরা 'ছালাত কায়েম কর ও রুকুকারীদের সাথে রুকু কর' অর্থাৎ জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় কর। অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমকে রাসূল (ছাঃ) ওযরের কারণে বাড়িতে ছালাত আদায় করার অনুমতি দেননি *(মুসলিম, মিশকাত ৯৫ পৃঃ)*। যারা জামা'আতে ছালাত আদায় করতে আসলো না, তাদের বাড়িতে নবী করীম (ছাঃ) আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা পোষন করেছিলেন *(বুখারী, মিশকাত ৯৫ পৃঃ)*। উপরের দলীল সমূহ দ্বারা জামা'আতে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। এর পরেও যদি কোন ব্যক্তি বাড়িতে ছালাত আদায় করে, তাহ'লে অন্যান্য হাদীছ অনুযায়ী তার ছালাত আদায় হয়ে যাবে ও ছওয়াব কম হবে এবং শারঈ ওযর ব্যতীত জামা'আত ত্যাগের কারণে গুনাহগার হবে।

প্রশ্ন (২৫/২৫)ঃ জামে মসজিদ ও ঈদগাহের মুছল্লীগণ সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে যদি নতুন জামে মসজিদ ও ঈদগাহ তৈরী করে, তাহ'লে নতুন জামে মসজিদ ও ঈদগাহে ছালাত শুদ্ধ হবে কি?

-আবদুল বাকী
সাং- কোদালকাটি
পোঃ ভোলাডাংগী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ শারঈ অনুমোদন ব্যতীত সামান্য কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে যিদ বশতঃ নতুন জামে মসজিদ ও ঈদগাহ তৈরী করা শরীয়তে নিষিদ্ধ। এতে মুসলিম সমাজে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। ঈমানদারগণের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে যে মসজিদ নির্মাণ করা হয়, তা 'মসজিদে যেরারে' পরিণত হয়। আর 'মসজিদে যেরার' প্রতিষ্ঠাকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন (সূরা তওবা ১০৭)।

প্রশ্ন (২৬/২৬)ঃ আমার স্ত্রীর কঠিন রোগ হ'ল আমি মানত করি যে, যদি আমার স্ত্রীর রোগ ভাল হয়ে যায় তাহ'লে আল্লাহ্‌র নামে একটি কোরবানী করব। সেই মুহূর্তে রোগ ভাল হয়ে যায়। এখন কেউ বলে উক্ত কোরবানী ছাদাকায়ে জারিয়াহ্ হয়েছে। অতএব তা সম্পূর্ণ রূপে গরীবদের মাঝে বন্টন করতে হবে। আবার কেউ বলে উক্ত কোরবানী, কোরবানীর গোশ্‌তের মত বন্টন করতে হবে। তিন ভাগের একভাগ গরীবদের, এক ভাগ আত্মীয় এবং একভাগ নিজে খাওয়া যাবে। এমতাবস্থায় আমি কি করতে পারি, আপনাদের মতামতের অপেক্ষায় আছি।

-সিপাহী আলিয়ার রহমান
১০ ই, বেঙ্গল ডি কোম্পানী
খাগড়াছড়ি সেনানিবাস
পার্বত্য চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ প্রথমে আপনার এই বিশ্বাস দূর করতে হবে যে আপনার মানত-এর কারণে আপনার স্ত্রীর রোগ ভাল হয়েছে। কেননা মানত-এর কোন শক্তি নেই। যদি কোন ব্যক্তি অনুরূপ ধারণা রাখে, তাহ'লে তা শির্ক এর পর্যায়ে পড়ে যাবে। আবু হুরায়রা ও ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা মানত করবেনা। কেননা তাতে ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয় না। এতে কৃপণদের নিকট থেকে কিছু মাল বেরিয়ে আসে মাত্র' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত 'নযর' অধ্যায় হা/৩৪২৬, পৃঃ ২৯৭)*। তবে মানত করলে তা পূরণ করতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৪৩৩)*।

আপনার প্রশ্নে উল্লেখিত মানতটি ছাদাক্বা এবং এটা শুধু গরীব-মিস্‌কীনদের হক। কোরবানীর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। হযরত ওক্ববা ইবনে আমের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন 'মানত-এর কাফফারা এবং কসম-এর কাফফারা একই' *(মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ২৯৭)*। যেহেতু কসম-এর কাফফারা গরীবদের হক। সেহেতু মানত-এর কাফফারাও গরীবদের হক হবে। কসমের কাফফারা হ'ল ১০ জন মিসকীনকে মধ্যম ধরনের খাদ্য বা পোষাক প্রদান করা অথবা একটি গোলাম আযাদ করা। তাতে অপারগ হ'লে

http://islaminonesite.wordpress.com

তিনটি ছিয়াম পালন করা' (মায়েদাহ ৮৯)।

প্রশ্ন (২৭/২৭)ঃ জিন তাড়ানোর জন্য বাড়ীর চার কোণে চারটি ও মাঝখানে একটি কাঁচের বোতলে খাড়া লোহা ঢুকিয়ে মাটিতে পুঁতে রাখা এবং পোঁতার সময় নিম্নস্বরে আযান দেওয়া ও পাতিলের ঢাকনায় আয়াতুল কুরসী লিখে আঙ্গিনার মাঝে লম্বা বাঁশের মাথায় ঝুলিয়ে রাখা জায়েয হবে কি? না হ'লে জিন থেকে আশ্রয়ের উপায় কি?

-মুহাম্মাদ আনোয়ার বিন খায়রুয যামান
সাং- দক্ষিণ বোয়ালিয়া
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ প্রথমতঃ আপনাকে এ বিশ্বাস ত্যাগ করতে হবে যে জিন-শয়তান আপনার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে। কেননা মঙ্গল ও অমঙ্গলের একমাত্র মালিক আল্লাহ (ইউনুস ১০৭)। অতঃপর প্রশ্নে উল্লেখিত পন্থাটি পুরোপুরি কুরআনুল করীমের অবমাননা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের শামিল। আল্লাহ বলেন, '(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন যে, তোমরা কি আল্লাহ এবং তাঁর আয়াত সমূহ ও রাসূলের সাথে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করছ?' (তওবা ৬৫)। দ্বিতীয়তঃ এটা গন্ডা-তাবীয-এর পর্যায়ে পড়ে। ছহীহ হাদীছে এসেছে, যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো, সে শিরক করল' *(আহমাদ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯২)।* তৃতীয়তঃ ইসলামী শরীয়তে এর কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না বিধায় এটা একটি বিদ'আতী পন্থা। তবে সূরা নাস ও ফালাক্ব এবং আয়াতুল কুরসী অথবা নিজে সূরা বাক্বারাহ পড়ে বা পড়িয়ে ফুঁক দিয়ে জিন থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করা হাদীছ সম্মত পন্থা। এতদ্ব্যতীত এমন সব ঝাড়-ফুঁক করা যাবে, যাতে শিরক নেই *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৬০)।*

প্রশ্ন (২৮/২৮)ঃ শ্বশুর জামাই একই বিছানায় শোয়ার পর জামাইয়ের কাম আবেগের হাত শ্বশুরের গাত্র স্পর্শ করল। এমতাবস্থায় জামাইয়ের জন্য তার স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে কি? এখন আত্মশুদ্ধির উপায় কি?

-আসুতর রহমান
সাং- দাইপুখুরীয়া, শিবগঞ্জ
রাজশাহী।

উত্তরঃ ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক যে সমস্ত কারণে কোন ব্যক্তির স্ত্রী হারাম হয়ে যায়, আপনার প্রশ্নে উল্লেখিত কারণটি তার অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব স্ত্রী হারাম হবে না। এ ধরণের কর্মকাণ্ড অত্যন্ত অশোভনীয় কাজ। আল্লাহ্র নিকটে খালেছ অন্তরে তওবা করুন। মনে রাখবেন এক্ষেত্রে তওবা কবুল হবার জন্য শর্ত হ'ল তিনটি। ১- এরূপ কাজ আর কখনোই না করা। ২- লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া এবং ৩- ভবিষ্যতে এরূপ কাজ না করার জন্য প্রতিজ্ঞা করা। যদি এগুলির কোন একটি শর্ত তরক করেন, তবে আপনার তওবা সিদ্ধ হবে না (রিয়াযুছ ছালেহীন 'তওবা' অধ্যায় পৃঃ ৪১-৪২)। অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলুন ও সর্বদা শুদ্ধ চিন্তা করুন। দ্বীনী সাহিত্য পাঠ করুন। ছালাতের মধ্যে কান্নার চেষ্টা করুন। ইনশাআল্লাহ এর মাধ্যমেই আপনার আত্মশুদ্ধি ঘটবে।

প্রশ্ন (২৯/২৯)ঃ 'মোরাকাবা' কি? এটা কি কুরআন-হাদীছ সম্মত? নবী করীম (ছাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীন কি মোরাকাবা করেছেন?

-আবদুল হামীদ তালুকদার
শিরীন কটেজ
নাটাইপাড়া রোড, বগুড়া।

উত্তরঃ 'মুরাক্বাবা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ পর্যবেক্ষণ করা, লক্ষ্য করা, পাহারাদারী করা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থঃ কোন ব্যক্তির নির্জনে একাকী বসে আল্লাহ তা'আলার কোন আয়াত বা তাঁর সৃষ্টি জগত অথবা তাঁর আশ্চর্য নিদর্শনাবলীর গবেষণায় কিছুক্ষণ নিমজ্জিত থাকা (লুগাতুল হাদীছ ৮ম খণ্ড পৃঃ ১১৩)।

প্রচলিত অর্থে ছূফীদের আবিষ্কৃত ছয় লতীফার বিশেষ পদ্ধতিতে যিকরের মাধ্যমে মানবাত্মাকে পরমাত্মার সাথে মিলন ঘটিয়ে আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিলীন হয়ে যাওয়ার মত্ততা ও উল্লাস করাকে মুরাক্বাবা বলে হয়ে থাকে। ইসলামী শরীয়তে এইরূপ মুরাক্বাবার কোন অস্তিত্ব নেই। এটি ছূফীদের আবিষ্কৃত প্রথা মাত্র। এই বিদ'আতী তরীকা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (৩০/৩০)ঃ কোন মুসলমান বেদ্বীন, হিন্দুর রক্ত তার শরীরে নিতে পারবে কি?

অধ্যাপক স.ম. আবদুল মজীদ কাজিপুরী
আল-হুজরাত
মহাদেবপুর কলেজ পাড়া, নওগাঁ

উত্তরঃ যদি কোন মুসলমান এমন অসুস্থ হয় যে, রক্ত গ্রহণ ব্যতীত তার জীবন রক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। তাহ'লে সেক্ষেত্রে বেদ্বীন ও অমুসলমানের রক্ত গ্রহণে কোন ক্ষতি নেই (নাহল ১১৫, আনআম ১১৯)। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুশরিকদের হাদীয়া বা দান গ্রহণ করেছেন (বুখারী পৃঃ ৩৫৬, 'মুশরিকদের নিকট থেকে হাদীয়া গ্রহণ' অধ্যায়)।

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা
নভেম্বর ১৯৯৯

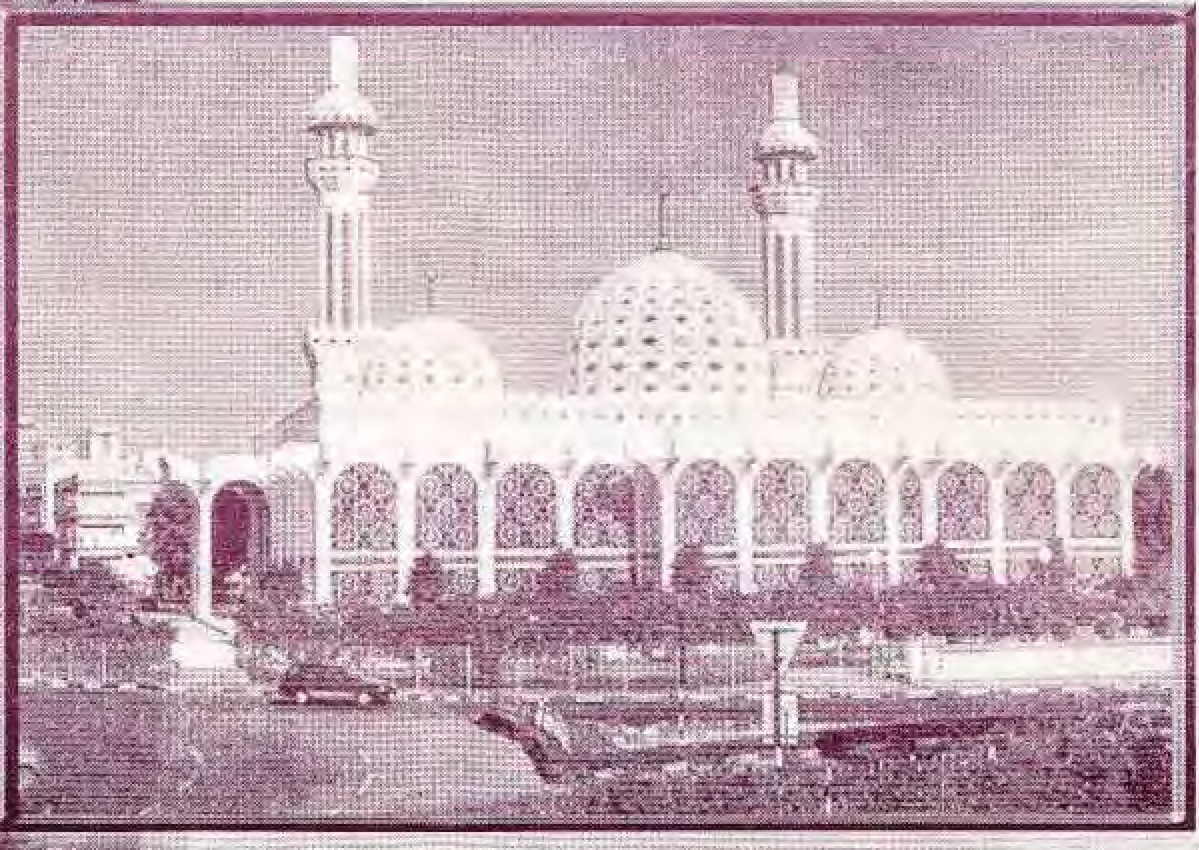

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/৩১)ঃ বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম -এর পরিবর্তে '৭৮৬' লিখা যাবে কি? অনেকে এর দলীল হিসাবে 'নেয়ামুল কুরআন' দেখিয়ে থাকেন। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আনোয়ার বিন খায়রুয যামান
সাং- দক্ষিণ বোয়ালিয়া
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' সূরায়ে নমল-এর ৩০ নং আয়াত। এতে ১৯টি হরফ রয়েছে। যা পাঠ করলে প্রতি হরফে ১০টি করে নেকী পাওয়া যায়। কিন্তু '৭৮৬' একটি সংখ্যা মাত্র, যা বিসমিল্লাহ্‌কে আবজাদী নিয়মে গণনা করে ঠিক করা হয়েছে। দু'টির মান, অর্থ ও তাৎপর্য কখনোই এক নয়। যেমন 'আবদুল্লাহ' শব্দটি আবজাদী নিয়মে গণনা করলে ১৪২ হয়। 'আলহামদুলিল্লাহ'-কে গণনা করলে ১৫৭ হয়। এক্ষণে যদি কেউ আবদুল্লাহ নামক ব্যক্তিকে ১৪২ বলে ডাকে এবং আলহামদুলিল্লাহ-এর পরিবর্তে ১৫৭ বলে, তাতে যেমন উদ্দেশ্য সফল হয় না, তেমনি এর দ্বারা অন্য কিছুও বুঝানো হ'তে পারে। অতএব আল্লাহ্‌র কোন আয়াতের এরূপ বিকৃতি তাকে নিয়ে খেলা ও ব্যঙ্গ করারই শামিল। দ্বিতীয়তঃ 'নেয়ামুল কুরআন' একজন মানুষের লেখা গ্রন্থ। এতে অসংখ্য ভুল ও ছহীহ হাদীছ বিরোধী কথা রয়েছে। এটাকে মূল কুরআন মনে করা অজ্ঞতা বৈ কিছুই নয়। এইসব কিতাব থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়ঃ।

প্রশ্ন (২/৩২)ঃ দাঁড়িয়ে পানি পান করা কি জায়েয? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রহমান
পোঃ কুশখালী
থানা+যেলাঃ সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ বসে পানি পান করাই উত্তম। তবে প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পানি পান করা জায়েয আছে। হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাঁড়িয়ে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন'। *-মুসলিম হা/২০২৪।* আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন দাঁড়িয়ে পানি পান না করে। যদি ভুলক্রমে পান করে তবে সে যেন বমি করে দেয়'। *-মুসলিম হা/২০২৬।*

তবে অন্যান্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি কখনো কখনো দাঁড়িয়ে পানি পান করেছেন। হযরত আলী ও হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) প্রমুখের বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো কখনো দাঁড়িয়ে পানি পান করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়'। *-বুখারী (ফৎহ সহ) ১০ম খণ্ড ৭১ পৃঃ; তিরমিযী হা/১৮৮১ সনদ হাসান।* দাঁড়িয়ে পানি পান করা সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞার হাদীছগুলি কওলী এবং জায়েযের হাদীছগুলি ফে'লী। সে কারণে বসে পানি পান করাই উত্তম। তবে দাঁড়িয়ে পানি পান করা জায়েয। *-রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৭৬৭-৭৭২।*

প্রশ্ন (৩/৩৩)ঃ ঘুমের কারণে যদি 'ছালাতুল লায়ল' বা তাহাজ্জুদের ছালাত পড়তে না পারে তাহ'লে উক্ত ছালাত দিনে পড়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ নঈমুদ্দীন
সাং- সারাংপুর
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ তাহাজ্জুদের ছালাত ক্বাযা হ'লে দিনে পড়া যাবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তন্দ্রা বা ঘুমের কারণে রাতের ছালাত আদায় করতে না পারলে দিনে আদায় করতেন'। *-তিরমিযী হা/৪৪৩ সনদ হাসান ছহীহ।*

তিরমিযীর ভাষ্যকার আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, উক্ত ছালাত ক্বাযা হয়ে গেলে আদায় করা মুস্তাহাব। *-তোহফা ২য় খণ্ড ৪৩০ পৃঃ।* এর অর্থ এই নয় যে, না পড়লে পাপ হবে। পড়া ভাল, না পড়লে গোনাহ হবে না। অনেকেই মনে করেন এটা পড়তেই হবে। এ ধারণা ঠিক নয়।

প্রশ্ন (৪/৩৪)ঃ ঈদের দিন সকালে যদি সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহ'লে ঐ সন্তানের ফিৎরা দিতে হবে কি? কুরআন-হাদীছের আলোকে জওয়াবদানে বাধিত করবেন।

-আবদুল্লাহ আল-মামুন
পোঃ দরবস্ত
থানাঃ জৈন্তাপুর, সিলেট।

উত্তরঃ ঈদের দিন সকালে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার ফিৎরা আদায় করতে হবে। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসলমানদের স্বাধীন ব্যক্তি, দাস, নারী-পুরুষ, ছোট-বড় সকলের উপর এক 'ছা' করে খাদ্য শস্য ছাদাকাতুল ফিৎর হিসাবে ফরয করেছেন। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫-১৬।*

http://islaminonesite.wordpress.com

উপরোল্লিখিত হাদীছ প্রমাণ করে যে, ছোট বাচ্চাদেরও ফিৎরা আদায় করতে হবে। এখানে ছোটর কোন নিম্ন বয়স উল্লেখ করা হয়নি। কাজেই ঈদের দিন সকালে সন্তান জন্মগ্রহণ করলে ছোট হিসাবে তারও ফিৎরা আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন (৫/৩৫)ঃ আমি হজ্জ করতে গিয়ে হারাম শরীফে বহু জানাযার ছালাত আদায় করেছি। সঊদী ইমামগণ শুধু ডান দিকে সালাম ফিরাতেন। অথচ আমরা ডান ও বামে সালাম ফিরিয়ে থাকি। কুরআন ও হাদীছের আলোকে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিবেন।

-কেরামত আলী
আতর আলী রোড
থানা+যেলাঃ মাগুরা।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে ডানে ও বামে সালাম ফিরানোর ছহীহ হাদীছ রয়েছে। হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর ৩টি বৈশিষ্ট্য ছিল তন্মধ্যে একটি হচ্ছে জানাযার সালাম ছালাতের সালামের ন্যায়। অর্থাৎ ছালাতে যেভাবে দু'দিকে সালাম ফিরাতেন ঠিক জানাযার ছালাতেও তেমনি দু'দিকে সালাম ফিরাতেন। *-বায়হাক্বী ৩/৩৪ পৃঃ; তাবারাণী কাবীর; ইমাম নববী, আল-মাজমূ ৫/২৩৯ পৃঃ। তিনি বলেন,* سنده جيد *(সনদ ভাল)। বিস্তারিত দেখুনঃ যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ৫১০ পৃঃ।* অতএব এ নিয়ে বাড়াবাড়ী করা অনুচিত।

প্রশ্ন (৬/৩৬)ঃ 'উশর' শব্দের অর্থ দশ ভাগের এক ভাগ। অথচ আমরা বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত প্রাদানকেও 'উশর' বলে থাকি? এর তাৎপর্য কি?

-আব্দুল জাব্বার
পোঃ হাট শ্যামগঞ্জ
থানাঃ ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ 'উশর' ও 'নেছফে উশর' দু'টি পরিভাষাই হাদীছে বর্ণিত আছে। দু'টির নেছাব (পরিমাণ) দুই রকম।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আসমানের পানি দ্বারা যে ফসল উৎপন্ন হবে সে ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ 'উশর' দিতে হবে। আর সেচ দ্বারা যে ফসল উৎপন্ন হবে তার 'নেছফে উশর' অর্থাৎ বিশ ভাগের এক ভাগ দিতে হবে। *-বুখারী ১ম খণ্ড ৩৭৭ পৃঃ; আবুদাঊদ হা/১৫৯৬; নাসাঈ ১ম খণ্ড ৩৪৪ পৃঃ; তিরমিযী ১ম খণ্ড ১২৫ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/১৮১৭; ইবনুল জারূদ হা/১৮০।* 'উশর' যেহেতু বহুল প্রচলিত, সেহেতু 'নেছফে উশর'ও 'উশর' হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে।

প্রশ্ন (৭/৩৭)ঃ মাগরিবের ফরয ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা সম্পর্কে জানতে চাই।

-মোস্তফা
পোঃ হাপানিয়া
নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তরঃ মাগরিবের ফরয ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা সম্পর্কে একাধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, মাগরিবের ছালাতের পূর্বে তোমরা দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর। মাগরিবের...। তৃতীয় বার তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে। *-বুখারী ৩য় খণ্ড ৪৯ পৃঃ; আবুদাঊদ হা/১২৮১।*

হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মাগরিবের পূর্বে ও পরে দু' দু'রাক'আত করে ছালাত আদায় করতাম। জিজ্ঞেস করা হ'ল, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) কি পড়তেন? তিনি বললেন, আমাদেরকে পড়তে দেখতেন। কিন্তু তিনি নির্দেশও দিতেন না নিষেধও করতেন না। *-মুসলিম হা/৮০৬।*

এতদ্ব্যতীত একটি 'আম হাদীছও রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, بين كل اذانين صلاة... 'দুই আযানের অর্থাৎ আযান ও ইক্বামতের মধ্যে ছালাত রয়েছে'।

অতএব মাগরিবের আযানের পরে ও ইক্বামতের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা শরীয়ত সম্মত।

প্রশ্ন (৮/৩৮)ঃ বর্তমানে বিবাহ অনুষ্ঠানে গরীবদের বাদ দিয়ে শুধু ধনীদের বেছে বেছে ওয়ালীমার দাওয়াত দেওয়া হয়। এটা কি শরীয়ত সম্মত? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- আব্দুল হাফীয
নাযিরাবাজার
ঢাকা।

উত্তরঃ এরূপ কার্য শরীয়ত সম্মত নয়। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কঠোর হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করেছেন। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, নিকৃষ্ট খাদ্য হচ্ছে ঐ ওয়ালীমার খাদ্য, যে ওয়ালীমায় শুধু ধনীদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয় এবং গরীবদেরকে বাদ রাখা হয়।.... *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২১৮।*

http://islaminonesite.wordpress.com

সুতরাং বর্তমান সমাজে প্রচলিত যে ওয়ালীমা অনুষ্ঠানে গরীবদের বাদ দিয়ে শুধু ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয়, সে অনুষ্ঠানের খাবার যত উন্নত মানের হউক না কেন, আল্লাহ্র নিকটে তা নিকৃষ্ট খাবার হিসাবে পরিগণিত।

প্রশ্ন (৯/৩৯)ঃ এক সাথে দু'জন মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়া যাবে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-আবদুল লতীফ
গ্রামঃ রাজাবাড়ী
পোঃ পাকবালীঘর
মুরাদনগর, কুমিল্লা।

উত্তরঃ এক সাথে একাধিক মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়া জায়েয। তবে এক্ষেত্রে পুরুষদেরকে ইমামের সামনে পশ্চিম দিকে ধারাবাহিক ভাবে সাজাতে হবে। তারপর একই লাইনে পুরুষের পাশ হ'তে পশ্চিম দিকে মহিলাদের সাজাতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) একদা ৯ জন পুরুষ ও নারীর জানাযা পড়িয়েছিলেন। ইমামের সামনে পশ্চিম দিকে পুরুষ ও নারীকে পর পর সাজিয়েছিলেন। একদা আমর ইবনুল 'আছ একজন মহিলা ও একজন ছেলের জানাযা এক সাথে পড়েছিলেন। *-আলবাণী, আহকামুল জানায়েয ৫১/৫২ পৃঃ।*

প্রশ্ন (১০/৪০)ঃ মৃত জীব-জন্তু ও কীট-পতঙ্গকে আগুনে পুড়ানো যাবে কি?

-গোলাম কিবরিয়া
গ্রাম+পোঃ পানিহার
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ জীব-জন্তু ও কীট-পতঙ্গ মৃত হৌক বা জীবিত হৌক আগুন দিয়ে পুড়ানো যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আগুন দিয়ে পুড়িয়ে শাস্তি প্রদান করতে নিষেধ করেছেন।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে কোন এক যুদ্ধে পাঠান। অতঃপর কুরায়েশ বংশের দু'জনের নাম উল্লেখ করে বলেন, তোমরা যদি তাদের পাও তাহ'লে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিও। অতঃপর আমাদের বের হওয়ার সময় বললেন, আমি তোমাদেরকে অমুক অমুককে পুড়িয়ে মারতে বলেছিলাম। কিন্তু একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কেউ আগুন দিয়ে শাস্তি দিতে পারে না। কাজেই তোমরা তাদেরকে হত্যা করিও। *-বুখারী, রিয়াযুছ ছালেহীন ৪৭৭ পৃঃ 'আগুন দ্বারা শাস্তি প্রদান' অধ্যায়।* ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আমরা এক সফরে পিপিলিকা পুড়িয়ে দিলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের বলেন, আগুনের প্রতিপালক ব্যতীত কারো জন্য আগুন দ্বারা শাস্তি প্রদান করা জায়েয নয়। *রিয়াযুছ ছালেহীন, পৃঃ ঐ।*

প্রশ্ন (১১/৪১)ঃ বিবাহ অনুষ্ঠানে বরের পক্ষ থেকে কনের জন্য মোহরানা ধার্য করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে শাড়ী, ব্লাউজ, কসমেটিকস সহ যে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস প্রদান করা হয়, সেগুলো মোহরানার মধ্যে গণ্য করা যাবে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ফায়ছালা দানে বাধিত করবেন।

-ইকবাল হোসায়েন
ধনেশ্বর, পাইকড়া
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ বিবাহ অনুষ্ঠানে বরের পক্ষ থেকে কনেকে যা প্রদান করা হয় বর ইচ্ছা করলে তা 'মোহর' হিসাবে গণ্য করতে পারে। কারণ, অল্প বস্তুকেও ইসলামী শরীয়ত 'মোহর' হিসাবে গণ্য করেছে। সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমি নিজেকে আপনার নিকট সমর্পন করলাম। তারপর মহিলাটি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকল। তখন একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনার প্রয়োজন না থাকলে আমার সাথে তার বিবাহ দিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার নিকট মোহর প্রদানের কিছু আছে কি? লোকটি বলল, আমার নিকট পরনের লুঙ্গি ব্যতীত অন্য কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি একটা লোহার আংটি হ'লেও খুঁজে দেখ। সে খুঁজলো কিন্তু কিছুই পেল না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কুরআন জান কি? লোকটি বলল, এই এই সূরা জানি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি তোমার সাথে তার বিবাহ দিলাম তোমার জানা কুরআনের বিনিময়ে। তুমি তাকে কুরআন শিখিয়ে দিয়ো। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিবাহ অনুষ্ঠানের যাবতীয় বস্তু 'মোহর' হ'তে পারে। কারণ, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি লোহার আংটিকেও 'মোহর' করতে চেয়েছেন। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২৭৭ পৃঃ।* তবে বিবাহ অনুষ্ঠানে বর ইচ্ছা করলে হাদীয়া স্বরূপ কিছু প্রদান করতে পারে।

প্রশ্ন (১২/৪২)ঃ খুৎবা চলাকালীন সময়ে ইমাম ছাহেবের সঙ্গে মুক্তাদীগণ প্রয়োজনীয় কোন কথা বলতে পারে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল লতীফ
সাং- রাজপুর
সোনাবাড়িয়া
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

http://islaminonesite.wordpress.com

উত্তরঃ খুৎবা চলাকালীন সময়ে ইমাম ছাহেবের সঙ্গে মুক্তাদী এবং মুক্তাদীর সঙ্গে ইমাম ছাহেব প্রয়োজনীয় কথা বলতে পারেন। যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আনাস (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খুৎবা চলাকালে জনৈক গ্রামবাসী এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! পরিবার ও জীব-জন্তু ধ্বংস হ'ল'। -*বুখারী ১ম খণ্ড ১৪০ পৃঃ।* অপর হাদীছে আছে- এক ব্যক্তি জুম'আর দিন মসজিদে প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন খুৎবা দিচ্ছিলেন। তিনি তাকে বললেন, তুমি কি ছালাত আদায় করেছ? লোকটি জওয়াব দিল, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, দাঁড়াও! দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর'। -*বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৪৪৫।* সুতরাং খুৎবা চলা কালে ইমাম-মুক্তাদী প্রয়োজনে কথা বলতে পারে।

উল্লেখ্য যে, মুক্তাদীগণ নিজেরা কথা বলতে পারবে না। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, জুম'আর দিন খুৎবা চলাকালে কেউ যদি কথা বলে তাহ'লে সে গাধার বোঝা বহন কারীর ন্যায়। আর কেউ যদি তাকে চুপ থাকতে বলে তাহ'লে তার জুম'আ হবে না (অর্থাৎ সে পূর্ণ নেকী পাবে না)। -*আহমাদ, বুলূগুল মারাম, হা/৪৪৩ সনদ ছহীহ।*

প্রশ্ন (১৩/৪৩)ঃ জনৈক মাওলানা ছাহেবের নিকট শুনলাম যে, যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে বাড়ি থেকে ওযূ করে মসজিদে গিয়ে ছালাতের শেষ পর্যন্ত চুপ করে বসে থাকে, সে ৭ কোটি ৭ লক্ষ ৭০ হাযার নেকী পাবে। এরূপ নেকীর সত্যতা কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা জানতে চাই।

-আনোয়ার হোসায়েন
গ্রামঃ নড়িয়াল
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ জুম'আর দিন বাড়ী থেকে ওযূ করে মসজিদে গিয়ে খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকলে সাত কোটি সাত লক্ষ সত্তর হাযার নেকী পাবে কথাটা আদৌ সত্য নয়। তবে জুম'আর দিন মসজিদে গিয়ে কিছু ছালাত আদায় করে খুৎবার শেষ পর্যন্ত চুপ থাকার ফযীলত ছহীহ হাদীছ সমূহে পাওয়া যায়। যেমন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কেউ যদি জুম'আর দিন গোসল করে মসজিদে আসে এবং সম্ভবপর কিছু ছালাত আদায় করতঃ খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকে, অতঃপর ইমামের সাথে ছালাত আদায় করে তাহ'লে তার দু'জুম'আর মধ্যেকার গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে এবং আরো তিন দিন বেশী ক্ষমা করা হবে। -*মুসলিম, মিশকাত ১২২ পৃঃ।*

প্রশ্ন (১৪/৪৪)ঃ আমি একটি জারী গানের ক্যাসেটে শুনেছি যে, হযরত ওছমান (রাঃ) -এর বাড়ীতে নাকি বিরাট এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সে অনুষ্ঠানে নবী করীম (ছাঃ) সহ আরবের প্রায় সকল মুসলমানকে দাওয়াত করা হয়। কিন্তু ওছমান (রাঃ)-এর স্ত্রী ও মহানবী (ছাঃ)-এর কন্যা কুলছুম তাঁর বোন ফাতেমা (রাঃ)-কে দারিদ্র্যের কারণে দাওয়াত করেনি। ফলে নবী করীম (ছাঃ) সহ সকলে খেতে বসে দেখে, সমস্ত খাবার কয়লায় পরিণত হয়েছে। তারপর নিজের ভুল বুঝতে পেরে কুলছুম ফাতেমা (রাঃ)-কে দাওয়াত দিলে কয়লা পুনরায় খাবারে পরিণত হয় এবং ফাতেমা (রাঃ) নিজে সকলকে খাবার পরিবেশন করেন। এই ঘটনার সত্যতা জানতে চাই।

-রফীকুল ইসলাম
মধ্যম মাগুরিয়া
হলায়জানা মাদরাসা
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত ঘটনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। উক্ত ঘটনায় কুলছূমের উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে, যা কবীরা গুনাহ। -*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৭ পৃঃ।* কারণ কুলছূম ও ফাতেমার মধ্যে এমন কোন শত্রুতা ছিল না, যার কারণে কুলছূম ফাতেমাকে ছেড়ে অন্যান্যদের দাওয়াত করবেন। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খেতে বসবেন অথচ খাবার কয়লা হয়ে যাবে। এমন অবমাননাকর ঘটনা কখনো ঘটতে পারে না। কাজেই এ ধরণের মিথ্যা ও ইসলামের অবমাননাকর ক্যাসেট শুনা হ'তে বিরত থাকা যরূরী। সাথে সাথে মহানবী (ছাঃ)-এর বংশের প্রতি মিথ্যা অপবাদ সম্বলিত এরূপ ক্যাসেটের উপর রাষ্ট্রীয় ভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত।

প্রশ্ন (১৫/৪৫)ঃ আমরা জানি যে, আহলেহাদীছগণ মাযহাব মানেন না। তবে সাধারণ লোক আলেমদের নিকট থেকেই মাসআলা জেনে থাকে এবং সে মোতাবেক আমল করে থাকে। আমরা তো সবাই আলেম নই। আমাদেরকে কোন না কোন আলেমের স্বরণাপন্ন হ'তে হয়। আর এটাই তখন মাযহাব হয়ে যায়। অপরদিকে আহলেহাদীছগণও অনেক আলেমের যুক্তি পেশ করে থাকেন। ফলে তারাও মাযহাব মেনে থাকে। দয়া করে এ সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানাবেন।

- এস,এম,এ গোফার হুসায়েন
অফিস সহকারী
ডিসি অফিস, নওগাঁ।

http://islaminonesite.wordpress.com

উত্তরঃ তাক্বলীদ ও ইত্তেবা দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। শারঈ বিষয়ে বিনা দলীলে কারু কোন কথা মেনে নেওয়াকে 'তাক্বলীদ' বলে (মুসাল্লামুছ ছুবূত ৬২৪ পৃঃ)। পক্ষান্তরে দলীলের অনুসরণকে 'ইত্তেবা' বলে (আল-কাওলুল মুফীদ পৃঃ ১৪)। কুরআন ও হাদীছে মুসলিম উম্মাহ্কে ইত্তেবায়ে রাসূলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাক্বলীদে ইমামের নয়। শারঈ বিষয়ে জানার থাকলে তা দলীল সহকারে জেনে নেওয়ার নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন (আম্বিয়া ৭)। আহলেহাদীছগণ সেটাই করে থাকেন। তারা কোন একজন বিদ্বানকে নির্দিষ্টভাবে মানেন না বা তাঁর কোন কথাকে বিনা দলীলে গ্রহণ করেন না। তাদের নিকটে ভুল শুদ্ধ যাচাইয়ের একমাত্র মানদণ্ড হ'ল কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। অতএব যখন কোন সাধারণ মানুষ কোন আলেমের নিকটে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান গ্রহণ করেন তখন তা মাযহাব মানা বা তাক্বলীদ করা হয় না বরং তা হয় ইত্তেবা করা। অতএব সাধারণ মানুষ আলেমদের নিকটে সমস্যার সমাধান গ্রহণ করবেন কুরআন ও ছহীহ হাদীছের প্রমাণ সহকারে যাতে কল্যাণ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি তোমাদের নিকট দু'টো জিনিস রেখে গেলাম। যতদিন তোমরা সে দু'টি থেকে ফায়ছালা গ্রহণ করবে, ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহ্র কেতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত। *-মুওয়াত্তা, মিশকাত ৩১ পৃঃ।* আর আহলেহাদীছগণ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান গ্রহণ করে থাকেন।

তবে ইজতেহাদী বিষয় সমূহে আয়িম্মায়ে মুজতাহেদীনের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা রাখেন।

প্রশ্ন (১৬/৪৬)ঃ আযানের দো'আ থাকা সত্ত্বেও দরূদ শরীফ পড়া হয় কেন? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানাবেন।

-হাবীবুর রহমান
দক্ষিণ ফুলবাড়ী
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ আযানের দো'আ থাকা সত্ত্বেও দরূদ পড়তে হয় এ জন্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আযানের পর দরূদ পড়তে বলেছেন। তারপর আযানের দো'আ। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আছ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমরা মু'আয্যিনকে আযান দিতে শোন, তার উত্তরে তাই বল, সে যা বলে। অতঃপর আমার উপর দরূদ পড়। কেননা যে আমার উপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তার উপর ১০ বার রহমত বর্ষণ করেন। তারপর আল্লাহ্র নিকট আমার জন্য 'অসীলা' চাও। আর তা হচ্ছে জান্নাতে একটি উচ্চ মর্যাদার স্থান। যা আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে শুধুমাত্র একজনের জন্য উপযোগী। আমি আশা রাখি আমি সেই বান্দা। আর যে আমার জন্য উক্ত স্থান চাইবে তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজিব হবে। *-মুসলিম, মিশকাত ৬৪ পৃঃ।*

প্রশ্ন (১৭/৪৭)ঃ মাতা-পিতার অসুস্থ অবস্থায় তাদের উপযোগী কোন মহিলা বা পুরুষ না থাকলে নিজ ছেলে মাতা-পিতার শরীরের নাপাকী পরিষ্কার করতে পারে কি? পিতার প্রস্রাব বন্ধ হয়ে গেলে প্রস্রাব করানোর জন্য ছেলে ক্যাথেড্রল পরাতে পারে কি?

-বযলুর রশীদ
যশোর।

উত্তরঃ পিতা-মাতার অসুস্থ অবস্থায় তাদের উপযোগী কোন মহিলা বা পুরুষ না থাকলে নিজ ছেলে তাদের সমস্ত স্থান হ'তে নাপাকী পরিষ্কার করতে পারে এবং পিতাকে প্রস্রাব করানোর জন্য ক্যাথেড্রলও পরাতে পারে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার অনুগত হ'তে এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে বলেছেন। বিশেষভাবে বৃদ্ধাবস্থায় (ইসরা ২৩৬)। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার অনুগ্রহ ও সদাচরণের সবচেয়ে বেশী হক্বদার কে? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার মাতা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মাতা। লোকটি বলল, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা'। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৪১৮।* সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, পিতা-মাতা যখন যে সমস্যার সম্মুখিন হবে তখন সে সমস্যার সমাধান করার সবচেয়ে বড় হক্বদার হচ্ছে ছেলে-মেয়ে। কাজেই প্রশ্নোল্লেখিত অবস্থায় নিজ ছেলে-মেয়ে সব ব্যবস্থা নিতে পারে।

প্রশ্ন (১৮/৪৮)ঃ আমার স্বামী আমার মোহরানার টাকা দিয়ে আমার জন্য জমি ক্রয় করেছেন। উক্ত জমি থেকে যে ফসল উৎপন্ন হয়, তা আমার স্বামী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা খেতে পারবে কি?

-মিসেস হালীমা
বাজেধনেশ্বর
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ স্ত্রী যদি তার নিজ সম্পদ হাদীয়া স্বরূপ সন্তুষ্টচিত্তে স্বামীকে প্রদান করে, তাহ'লে তার স্বামী পরিবার সহ উক্ত সম্পদ ভোগ করতে পারবে। যা কুরআন ও ছহীহ

http://islaminonesite.wordpress.com

হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'স্ত্রী যদি খুশী হয়ে তার মোহর থেকে কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তাহ'লে তোমরা তা খুশী হয়ে ভোগ করতে পার' (নিসা ৪)। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাদীয়া গ্রহণ করতেন এবং তার প্রতিদান দিতেন'। *-বুখারী, মিশকাত পৃঃ ১৬১।* আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাকে যদি গরু-ছাগলের একটি ক্ষুর খেতে দাওয়াত করা হয় নিশ্চয়ই আমি তা গ্রহণ করি। আর যদি আমাকে ছাগলের একটি রানও হাদীয়া দেওয়া হয়, আমি তা গ্রহণ করি'। *-বুখারী, মিশকাত ১৬১ পৃঃ।* সুতরাং স্ত্রী স্বেচ্ছায় তার সম্পদ স্বামীকে প্রদান করলে স্বামী পরিবার সহ তা ভোগ করতে পারে।

প্রশ্ন (১৯/৪৯)ঃ জনৈক হুযূরের কাছে শুনেছি যে, মানুষের আত্মা দুই প্রকার। এক প্রকার তার মৃত্যুর সাথে সাথে বের হয়ে যায়। আর এক প্রকার আত্মা ৪০ দিন ধরে বাড়ীতে অবস্থান করে। ৪০ দিন পর খানা (চল্লিশা) দিয়ে কিছু আটা কুলায় রাখলে আটার উপর পা দিয়ে চলে যায়। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ জামিরুল ইসলাম
গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ উপরোক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। প্রকৃত কথা হ'ল- মানুষের 'রূহ' বা আত্মা একটি। যা মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে বেরিয়ে যায় এবং মৃত ব্যক্তি কবর তথা 'আলামে বারযাখে থাকাকালীন সময়ে তার শরীরে পুনরায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অতঃপর মুনকার-নাকীর তাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে। মৃত ব্যক্তির 'রূহ' বাড়ীতে আসে এরূপ কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন (২০/৫০)ঃ কোন ব্যক্তির আমলনামা সমান সমান হয়ে গেলে ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না জাহান্নামে প্রবেশ করবে? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-ওয়াসিম
গ্রামঃ ছাতিয়ান পাড়া
পোঃ কি চক
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ যাদের আমলনামা সমান হবে তাদেরকে কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে 'আরাফ বাসী'। 'আরাফ' জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি উঁচু স্থানের নাম। যা প্রাচীর স্বরূপ। যাদের নেকী সেই পরিমাণ হবেনা যার ফলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং গোনাহও সেই পরিমাণ হবে না যার ফলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তাদের স্থান হবে এই 'আ'রাফে'। অর্থাৎ গোনাহ ও নেকী সমান সমান হওয়ার কারণে না জাহান্নামে যাবে, না তারা জান্নাতে যাবে (আ'রাফ ৪৬, ৪৭)।

প্রশ্ন (২১/৫১)ঃ আমার এক আত্মীয় তার বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মেয়ের মেয়েকে বিবাহ করেছে। এই বিবাহ কি জায়েয হয়েছে? জায়েয না হ'লে সমাধান কি?

-কামরুয্যামান (পলাশ)
সহকারী শিক্ষক
পূর্ব মাতাপুর সরকারী প্রাঃ বিদ্যায়লয়।

উত্তরঃ সহোদর ভাইয়ের মেয়ের মেয়েকে যেমনভাবে বিবাহ করা নাজায়েয, অনুরূপভাবে বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মেয়ের মেয়েকেও বিবাহ করা নাজায়েয। সূরায়ে নিসার ২৩ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের ভ্রাতৃকন্যাকে তোমাদের জন্যে বিবাহ করা হারাম করা হয়েছে যদিও সে নিম্নস্তরের হয় না কেন'।

সমাধানঃ এ ধরণের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। এর পরেও যদি বিবাহ বিচ্ছেদ না ঘটায়ে সংসার করতে থাকে তাহ'লে তা যেনা হিসাবে বিবেচিত হবে।

উল্লেখ্য, মুহরেমাতের বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য কোন তালাকের প্রয়োজন নেই। তালাক ছাড়াই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

প্রশ্ন (২২/৫২)ঃ কোন ব্যক্তি নাপাক অবস্থায় মারা গেলে তাকে কতবার গোসল দিতে হবে?

-মুহাম্মাদ নাঈমুদ্দীন
সাং- নেযামপুর ষ্টেশন
পোঃ বাকইল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ

উত্তরঃ নাপাক অবস্থায় কেউ মারা গেলে তাকে পৃথক পৃথকভাবে নাপাক ও মৃত্যুর জন্য গোসল না দিয়ে এক গোসল দিলেই যথেষ্ট হবে। যেমন ঋতুবর্তী মহিলা ঋতু থেকে ভাল হওয়ার সাথে সাথেই জুনুবী বা নাপাক হয়ে পড়লে তার জন্যে দুই গোসলের প্রয়োজন হয়না। এক গোসলই যথেষ্ট হয়। কারণ, গোসলের উদ্দেশ্য হ'ল মৃত ব্যক্তিকে পবিত্র করা। যা এক গোসল দ্বারাই হয়ে যায়। অতএব নাপাক অবস্থায় কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার জন্যে এক গোসলই যথেষ্ট হবে। *-মুগনী ৩২২ পৃঃ।*

প্রশ্ন (২৩/৫৩)ঃ স্ত্রী সহবাসে বীর্যপাত না হ'লে গোসল ফরয হবে কি?

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম
গ্রামঃ রুদ্রপুর
পোঃ ধুলিহর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ স্ত্রী সহবাস করে বীর্যপাত না হ'লেও গোসল ফরয হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ সহবাস করে তখন গোসল ওয়াজিব হয়, যদিও বীর্যপাত না হয়'। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৪৭, 'গোসল ওয়াজিব' অধ্যায়।*

প্রশ্ন (২৪/৫৪)ঃ কবর খনন কালে সেখানে কিছু হাড় পাওয়া গেলে সেই কবরে মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা

http://islaminonesite.wordpress.com

যাবে কি? কবর খনন করতে গিয়ে কোন অসুবিধা দেখা দিলে সেই কবর বাদ দিয়ে অন্য কোন স্থানে কবর খনন করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ হানারুল ইসলাম
গ্রামঃ ভরাট, পোঃ করমদী
থানাঃ গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ একটি কবরে লাশ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত সেখানে অন্য লাশ কবর দেওয়া জায়েয নয়। *-আবদুল্লাহ বিন জাবরীন, আহকামুল জানায়েয (রিয়ায, দারু ত্বাইয়েবা ১৪১৩ হিঃ) পৃঃ ১৪১।* অনুরূপভাবে শারঈ কারণ ব্যতীত কবর খনন করে লাশ উঠানোও জায়েয নয়। তবে যদি শারঈ কারণ দেখা দেয়, তবে কবর খনন করে লাশ উঠানো জায়েয আছে। *-আলবানী, আহকামুল জানায়েয, মাসআলা নং ১০৭, পৃঃ ৬৯ ও ৯১।* এভাবে লাশ উঠানোতে হাড়-হাড্ডি ভাঙ্গার সম্ভাবনা থাকে। তাতে লাশের অসম্মান করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, লাশের হাড্ডি ভাঙ্গা জীবিতের হাড্ডি ভাঙ্গার ন্যায়। *-মুওয়াত্ত্বা, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৭১৪ 'মৃতের দাফন' অনুচ্ছেদ।* এক্ষণে কবর খনন করতে গিয়ে কোন মুমিন মৃতের হাড় পাওয়া গেলে তাকে সসম্মানে সেখানে বা অন্যত্র দাফন করে কবর তৈরী করা যাবে। তবে এব্যাপারে সর্বদা উক্ত হাড্ডির সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। কোনরূপ বাড়াবাড়ি করা যাবে না।

***প্রশ্ন (২৫/৫৫)ঃ** আমি একজন ব্যবসায়ী। আমার দোকানে অনেক সময় ক্রেতা কেনা দ্রব্য ভুলবশতঃ রেখে যান। অনেকেই পরে সংগ্রহ করেন, আবার অনেকে ঘোষণা দেওয়ার পরও সংগ্রহ করেন না। এমতাবস্থায় আমি উক্ত দ্রব্য কি করব?*

-মুস্তাফীযুর রহমান
শামসুন বই ঘর
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ ক্রেতার রেখে যাওয়া দ্রব্য যদি অল্প মূল্যের হয়, যা হারিয়ে গেলে ক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না তাহ'লে তা গ্রহণ করা যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাস্তায় একটা খেজুর পান অতঃপর তিনি বলেন, আমি ছাদকার খেজুর বলে ভয় না করলে খেয়ে নিতাম। *-বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৯৩২, 'লুকতা' অধ্যায়।* জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছড়ি, চাবুক, রশি এবং এগুলোর ন্যায় নগন্য জিনিস পেলে তা দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। *-আবুদাঊদ, মিশকাত ২৬২ পৃঃ।* আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত একবার আলী (রাঃ) একটা হারানো দীনার পেয়েছিলেন এবং তা ফাতেমা (রাঃ)-কে দিয়েছিলেন। অতঃপর সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ইহা আল্লাহ প্রদত্ত রিযিক। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা হ'তে খেলেন এবং আলী ও ফাতেমা খেলেন। পরে এক মহিলা ঐ দীনার খোঁজ করলে আলীকে ফেরত দিতে বলেন'। *-আবুদাঊদ, মিশকাত ২৬২ পৃঃ।*

অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাধারণ মূল্যের প্রাপ্তবস্তু গ্রহণ করা যায়। তবে দামী দ্রব্য, যা হারালে মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তা গ্রহণ না করে এক বছর প্রচার করতে হবে। অতঃপর মালিক বের না হ'লে নিজেও গ্রহণ করতে পারে অথবা দানও করতে পারে। যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে হারানো বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, উহার থলি ও মুখবন্ধন চিনে লও। অতঃপর এক বছর তা প্রচার কর। যদি তার মালিক আসে তবে ভাল। নচেৎ তোমার ইচ্ছা (দান কর বা খাও)। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২৬২ পৃঃ।*

***প্রশ্ন (২৬/৫৬)ঃ** ফুটবল, ক্রিকেট, কেরাম বোর্ড, হাডুডু, দাবা, তাস ইত্যাদি খেলা সমূহ কি শরীয়ত সম্মত? দলীল ভিত্তিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।*

-আবদুল্লাহিল কাফী
ছোট বনগ্রাম,
সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত খেলা সমূহ যদি জুয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহ'লে তা অবশ্যই হারাম। জুয়া হচ্ছে এমন খেলা যাতে আর্থিক লাভ বা লোকসান হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শর, এসমস্ত হচ্ছে শয়তানের অপবিত্র কার্যকলাপ। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক' (মায়েদা ৯০)।

উপরোক্ত খেলা যদি আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে ও ছালাত থেকে বিরত রাখে অথবা আপোষে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করে তাহ'লে তা নাজায়েয। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'শয়তান চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ ও ছালাত থেকে তোমাদের বিরত রাখতে। তাহ'লে কি তোমরা এসব থেকে বিরত থাকবে?' (মায়েদা ৯১)।

উক্ত খেলাসমূহ যদি আর্থিক, শারীরিক ও সময়ের ক্ষতির কারণ হয়, তাহ'লে তা থেকে বেঁচে থাকা যরূরী হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা নিজেরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করোনা' (বাক্বারাহ ১৯৫)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিজের ক্ষতি করোনা অন্যকেও ক্ষতিগ্রস্ত করোনা। *-ইবনে মাজাহ 'আহকাম' অধ্যায়।* রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পদকে অনর্থক নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন'। *-বুখারী, 'যাকাত' অধ্যায়; মুসলিম, ২য় খণ্ড, ৭৫ পৃঃ।* অতএব খেলা যদি উল্লেখিত ক্ষতিসমূহ হ'তে মুক্ত হয় তাহ'লে তা জায়েয হবে।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্ন (২৭/৫৭)ঃ মৃত ব্যক্তির কবরে যেমন নেকী পৌঁছে তেমনি পাপ পৌঁছে কি? উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-আমীনুল ইসলাম
পাড়ালটোলা
দেবীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তি যদি কোন পাপের মাধ্যম বা উৎস হন তাহ'লে ঐ উৎস গ্রহণ করে যত মানুষ পাপ করবে সকলের সমান পাপ ঐ ব্যক্তির আমলনামায় লিখা হবে। যেমন কোন লোক একটি টিভি ক্রয় করলে যত লোক ঐ টিভি-র মাধ্যমে অশ্লীল ছবি দেখবে, সকলের সমপরিমাণ পাপ টিভি ক্রেতার আমলনামায় লিখা হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে সৎ পথের দিকে আহবান করবে তার জন্য সে পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে যা তার ডাকে সাড়া দানকারীর জন্য রয়েছে। অথচ তাদের ছওয়াব হ'তে বিন্দুমাত্রও কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি কাউকে পাপ কাজের দিকে আহবান করবে তার জন্যও সেই পরিমাণ পাপ রয়েছে, যা তার ডাকে সাড়া দানকারীদের জন্য রয়েছে। অথচ তাদের পাপ থেকে বিন্দুমাত্রও কম করা হবে না। *-মুসলিম, মিশকাত ২৯ পৃঃ।*

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলামে কোন নেকীর কাজ চালু করবে তার জন্য তার কাজের বিনিময় রয়েছে এবং তার পরে যারা এ কাজ করবে তাদের কাজের ছওয়াবও সে পাবে। তবে তাদের নেকীতে বিন্দুমাত্রও কম করা হবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ কাজ চালু করবে তার জন্য তার কাজের পাপ রয়েছে এবং তার পরে যারা এ মন্দ কাজ করবে তাদের পাপের অংশও সে পাবে। অথচ তাদের পাপের বিন্দুমাত্রও কম করা হবে না। *-মুসলিম, মিশকাত ৩৩ পৃঃ।*

হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কোন লোককে যদি অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয়, তবে তার খুনের একটি অংশ আদম (আঃ)-এর ছেলে কাবিলের উপর অর্পিত হয়। কারণ সে প্রথম হত্যার নিয়ম চালু করেছে'। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩৩ পৃঃ।*

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নেকী যেমন কবরে পৌঁছে তেমনি পাপও কবরে পৌঁছে।

প্রশ্ন (২৮/৫৮)ঃ আমি সরকারী চাকুরী করি। এ জন্য আমাকে যথারীতি বেতনও প্রদান করা হয়। এক্ষণে কারো কাজ দ্রুত সম্পন্ন করে দিলে খুশী হয়ে যদি সে ৫০/১০০ টাকা প্রদান করেন, তবে তা গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

-আবদুল বারী
গণপূর্ত সার্কেল
বরিশাল।

উত্তরঃ আপনি যেহেতু চাকুরীর বিনিময়ে নিয়মিত ভাতা গ্রহণ করে থাকেন, সেহেতু উক্ত অর্থ ঘুষ গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত হবে অথবা খেয়ানতের অন্তর্ভুক্ত হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতার উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত। *-আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৭৫৩ সনদ ছহীহ 'শাসন ও বিচার' অধ্যায়।* বুরায়দা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন আমরা কাউকে কোন কাজে নিয়োগ করি তখন তাকে ভাতা প্রদান করি। অতএব সে এর অতিরিক্ত যা গ্রহণ করবে সেটা খেয়ানত হবে। *-আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৭৪৮ সনদ ছহীহ 'শাসন ও বিচার' অধ্যায়।* অতএব উক্ত অর্থ গ্রহণ জায়েয নয়।

প্রশ্ন (২৯/৫৯)ঃ সব সময় টুপি ও পাগড়ী পরার দলীল কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাগড়ী পরে জুম'আর খুৎবা দিতেন কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-এম, এ, আবদুল কুদ্দূছ
ডাঃ যোহা কলেজ
গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তরঃ সব সময় টুপি ও পাগড়ী পরিধান করার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে কোন কোন সময় টুপি ও পাগড়ী পরিধান করার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমর ইবনে হুয়াইরিছ (রাঃ) তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -কে খুৎবা দিতে দেখেছি এ অবস্থায় যে, তার মাথার উপর কালো পাগড়ী ছিল। *-মুসলিম, ইবনু মাজাহ 'লেবাস' অধ্যায় 'কালো পাগড়ী' অনুচ্ছেদ।* আমর ইবনে ওমাইয়া (রাঃ) তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -কে তাঁর পাগড়ী ও তাঁর মোযার উপর মাছাহ করতে দেখেছি। *-বুখারী, ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৩।* আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! মুহরেম কোন্ কাপড় পরিধান করবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, জামা, পাগড়ী, পায়জামা, টুপি এবং মোযা পরতে পারবেনা। *-বুখারী ১ম খণ্ড পৃঃ ২০৯; বুখারী ২য় খণ্ড পৃঃ ৮৬৩ 'টুপি পরিধান' অনুচ্ছেদ।*

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উক্ত পোষাকগুলো হজ্জ পালনের সময় পরিধান করা যায় না। তবে অন্য সময় পরিধান করা যায়।

প্রশ্ন (৩০/৬০)ঃ ঈদে মীলাদুন্নবী উপলক্ষে প্রকাশিত আলোকচিত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর দাঁত, কাঠের বাটি, পেয়ালা, নিমুকদানী, চামচ, চামড়ার দস্তরখানা, রাসূল (ছাঃ) -এর দাড়ী, মক্কা ঘরের তালা-চাবি, কালো রং -এর জুব্বা, হাড় দ্বারা তৈরী চিরুনী, সুতীর টুপী, সুতী কাপড়ের তৈরী কোরতা, খেজুর গাছের ছালপূর্ণ বালিশ, সেগুন কাঠের তৈরী চৌকি, ঝাউ কাঠের তৈরী মিম্বার, নাইলন ফিতার

http://islaminonesite.wordpress.com

সেন্ডেল ইত্যাদি ছাপিয়ে ৫ টাকা মূল্যে বিক্রি করা হচ্ছে। এর বৈধতা জানতে চাই।

-আবদুল হাফীয
জান্নাতপুর, চাঁদপাড়া
গাইবান্ধা।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত আসবাবপত্রগুলো ছাপিয়ে বিক্রি করা বিভিন্ন কারণে জায়েয নয়। (১) শুধুমাত্র রাসূল (ছাঃ) -এর কথা, কর্ম ও অনুমোদন অনুসরণের যোগ্য। তাঁর বাড়ী-ঘর বা আসবাবপত্র অনুসরণের যোগ্য নয়। বরং আসবাবপত্রগুলোকে ভক্তি করা বা ভক্তির লক্ষ্যে ক্রয় করা শিরক-বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। (২) এগুলো ছাপিয়ে বিক্রি করলে মুসলমানের আক্বীদা নষ্ট হয়ে যাবে। তারা এগুলো মনে-প্রাণে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করবে। যা শিরক। (৩) উপরোক্ত জিনিসগুলো ছাপাতে মিথ্যা ও কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। কারণ, এগুলোর রূপরেখা রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীদের থেকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়নি। বরং তাঁরা শিরক ও বিদ'আতের ভয়ে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছেন। যেমন একথা সর্বজন বিদিত যে, ওমর বিন আবদুল আযীয (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর বাড়ী-ঘর ভেঙ্গে নষ্ট করেছিলেন এবং রাসূল (ছাঃ) হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যে গাছের নীচে বায়'আত নিয়েছিলেন সে গাছটি ওমর ফারূক (রাঃ) কেটে ফেলেছিলেন। কারণ, মানুষ সে গাছকে ভালবাসত এবং সেখানে যেত। ওমর (রাঃ) 'হাজরে আসওয়াদ' চুম্বন করলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই আমি জানি তুমি একটা পাথর মাত্র। তুমি কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারনা। যদি আমি রাসূল (ছাঃ) -কে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহ'লে তোমাকে চুম্বন করতাম না'। *-বুখারী ১ম খণ্ড পৃঃ ২১৭।* অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন বস্তু সম্মানের যোগ্য নয়। বরং শুধুমাত্র রাসূল (ছাঃ) -এর কথা, কর্ম ও অনুমোদনই অনুসরণের যোগ্য।

*****

ব্যাখ্যাঃ অক্টোবর'৯৯, পৃঃ ৪৯ প্রশ্নোত্তর (৩/৩)-য়ে 'যুলায়খার সাথে ইউসুফ (আঃ)-এর বিবাহ হয়েছিল জেল থেকে বের হওয়ার এক বছর পরে এবং যুলায়খার স্বামী মারা যাবার পরে মিসরের বাদশাহের নিজস্ব উদ্যোগে' একথার সূত্র হিসাবে দ্রষ্টব্যঃ (১) কুরতুবী, সূরায়ে ইউসুফ ৫৪ আয়াতের তাফসীর। তাবেঈ বিদ্বান ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ ও ইবনু যায়েদ প্রমুখাত বর্ণিত। ৯/২১৩-১৪ পৃঃ (২) ইবনু কাছীর, ঐ, ৫৪-৫৭ আয়াতের তাফসীর। মুহাম্মাদ বিন ইসহাক -এর বর্ণনা। ২/৫০০ পৃঃ (৩) শাওকানী, ফাৎহুল ক্বাদীর, ঐ ৫০-৫৭ আয়াতের তাফসীর। যায়েদ বিন আসলামের বর্ণনা। ৩/৩৬ পৃঃ (৪) মুফতী মুহাম্মাদ শফী, তাফসীরে কুরতুবী ও মাযহারীর বরাতে (বঙ্গানুবাদ, সংক্ষেপায়িত) পৃঃ ৬৭৩।

উপরোক্ত তাফসীর সমূহে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, মিসরের তৎকালীন বাদশাহ্র নাম ছিল রাইয়ান বিন ওয়ালীদ, যিনি আমালীক্ব বংশের নৃপতি ছিলেন। যুলায়খা ছিলেন তাঁর ভাগিনেয়ী। যুলায়খার স্বামী উৎফীর বা কিৎফীর। তিনি বাদশাহের রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন এবং উপাধি ছিল 'আযীয'। কারু মতে তিনি পুরুষত্বহীন ছিলেন এবং সেকারণ তাদের কোন সন্তানাদি ছিল না। ইউসুফ (আঃ) জেলে থাকাকালীন সময়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন ও যুলায়খা বিধবা হন। ৩০ বছর বয়সে ইউসুফ (আঃ) জেল থেকে মুক্তি পান। অতঃপর এক বা দেড় বছর পরে বাদশাহ ইউসুফ (আঃ)-কে রাজস্ব বিভাগসহ নিজের বাদশাহী সোপর্দ করেন এবং তিনি ইউসুফ (আঃ)-কে স্বীয় বিধবা ভাগিনেয়ী যুলায়খার সাথে বিবাহ দেন। যুলায়খার গর্ভে ইউসুফ (আঃ)-এর দু'টি পুত্র সন্তান জন্ম হয়। যাদের নাম হ'ল ইফরাছীম ও মানশা। প্রথম পুত্রের ছেলের নাম ছিল 'নূন'। যিনি খ্যাতনামা নবী ইউশা' বিন নূন (আঃ)-এর পিতা ছিলেন। ইফরাছীমের মেয়ের নাম ছিল 'রহমত'। যিনি আইয়ূব (আঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন।

তবে কুরআন বা ছহীহ হাদীছ সমূহে এসবের বিস্তারিত কোন বর্ণনা নেই। যদিও কুরআনে একে 'সুন্দরতম কাহিনী' (ইউসুফ ৩) বলে অভিহিত করা হয়েছে। তথাপি সেখানে মৌলিক ও শিক্ষনীয় বিষয়গুলিই কেবল ইশারায় ও সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে।

উপরোক্ত বর্ণনা সমূহের ভিত্তি মূলতঃ ইহুদী-নাছারাদের বর্ণিত কাহিনী সমূহের উপরে। 'অহি' দ্বারা সত্যায়িত নয় বিধায় এগুলি সত্য বা মিথ্যা দু'টিই হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ হ'লঃ 'তোমরা আহলে কিতাবদের বক্তব্য সমূহকে সত্য মনে করো না বা মিথ্যা মনে করো না। বরং তোমরা বল যে, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্র উপরে এবং যা তিনি নাযিল করেছেন আমাদের প্রতি, তার উপরে' (বাক্বারাহ ১৩৬)। -বুখারী, মিশকাত হা/১৫৫ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত। =পরিচালক, দারুল ইফতা।

শায়খ আলবানী আর নেই!

আধুনিক বিশ্বে হাদীছ শাস্ত্রের অনন্য প্রতিভা মুহাদ্দিছ কুল শিরোমণি শায়খ মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী (৮৬) গত ২২শে জুমাদাল আ-খেরাহ মোতাবেক ২রা অক্টোবর'৯৯ শনিবার দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেছেন। ইন্না লিল্লা-হে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'উন। আলবেনিয়া থেকে সিরিয়ায় হিজরতকারী এই মহামনীষী গত জুলাই'৯৯-তে হাদীছ শাস্ত্রে অনন্য অবদানের জন্য 'বাদশাহ ফায়ছাল আন্তর্জাতিক পুরস্কার' লাভ করেছিলেন। এ বছরের ১৩ই মে সঊদী আরবের মুফতীয়ে 'আম শায়খ বিন বাযের (৮৬) মৃত্যু ও ২রা অক্টোবরে সিরিয়ার জামা'আতে আহলেহাদীছের আমীর শায়খ আলবানীর (৮৬) মৃত্যুর ফলে দু'দু'জন শ্রেষ্ঠ আলেমে দ্বীন ও হাদীছ বিশারদ পণ্ডিতের অনন্য খিদমত হ'তে মুসলিম বিশ্ব বঞ্চিত হ'ল।

[আমরা তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আগষ্ট'৯৯ সংখ্যা ৪৩ পৃষ্ঠায় মরহুমের সংক্ষিপ্ত জীবনী রয়েছে। আগামীতে পূর্ণাঙ্গ জীবনী প্রকাশের ইচ্ছা রইল। -সম্পাদক]

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ১৯৯৯

(وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى تَكْلِيْمًا) নিসা ১৬৪; এতদ্ব্যতীত বাক্বারাহ ১৭৪, ২৫৩, আ'রাফ ১৪৩, ১৪৪, ইয়াসীন ৬৫, শূরা ৫১ (৫) আরশে সমাসীন থাকাঃ (اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى) ত্বা-হা ৫; এতদ্ব্যতীত আ'রাফ ৫৪, ইউনুস ৩, রা'আদ ২, ফুরক্বান ৫৯, সাজদাহ ৪, হাদীছ ৪ (৬) নিম্ন আসমানে অবতরণ করাঃ (وَّ جَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا) ফজর ২২; এতদ্ব্যতীত আন'আম ১৫৮, বাক্বারাহ ২১০ প্রভৃতি। প্রতিটির জন্য আরও বহু আয়াত রয়েছে। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) আল্লাহ্‌র হাত ও চেহারার বিষয়ে নিরাকার ও নির্গুণবাদীদের বিভিন্ন গৌণ ও রূপক অর্থের প্রতিবাদে যথাক্রমে ২০টি ও ২৬টি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ্‌র আরশে অবস্থান সম্পর্কে ঐসব নির্গুণবাদী দার্শনিকগণ ২৫ প্রকার সম্ভাব্য অর্থ ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম এসবের প্রতিবাদে ৪২টি যুক্তি পেশ করেছেন। হাফেয যাহবী (রহঃ) উপরোক্ত আয়াত সমূহের ব্যাখ্যায় ৯৬টি হাদীছ ২০টি আছার ও আহলেসুন্নাত বিদ্বানগণের ১৬৮টি বক্তব্য সংকলন করেছেন। -বিস্তারিত দেখুনঃ *আহলেহাদীছ আন্দোলন 'আক্বীদা' অধ্যায়, টীকা-২৯, পৃঃ ১১৫-১৭।* =(সঃ সঃ)।

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

জেড আহম্মেদ মানি চেঞ্জার

১. *বিদেশী মুদ্রা (ডলার, পাউন্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্যাঙ্ক, ইয়েন, রিংগিট, দিনার, রিয়াল) ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করা হয়।*
২. *ডলার ড্রাফ সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয়।*
৩. *পাসপোর্ট ডলারসহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।*

২০/৩১ সুলতানাবাদ, গোরহাঙ্গা
(হোটেল গুলশান সংলগ্ন পশ্চিম পার্শ্বে)
বোয়ালিয়া, রাজশাহী। ফোনঃ ৭৭৪৪২২।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/৬১)ঃ আমি প্রায় চির রুগী। তিন বছর যাবৎ রামাযানের ছিয়াম পালন করতে পারিনা। ছিয়াম পালন করলেই অসুখ বেড়ে যায়। সামনে রামাযান মাস। কি করব? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
গ্রামঃ চরকুড়া
পোঃ জামতৈল, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ অসুস্থতার কারণে যদি রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করা সম্ভব না হয়, তাহ'লে সুস্থতা ফিরে আসার পর যেকোন মাসে ছিয়াম ক্বাযা করতে হবে। এটিই শারঈ বিধান। তবে কেউ যদি চির রুগী হয়, তবে প্রত্যেক দিন একজন গরীব লোককে ছিয়াম পালন করার জন্য খাদ্য দান করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, সে অন্য সময়ে ছিয়াম পূরণ করে নিবে। আর এটি যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হবে, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে'। *-তাফসীর ইবনু কাছীর ১ম খণ্ড ২১৪ পৃঃ; ফাৎহুল ক্বাদীর ১ম খণ্ড ১৮০ পৃঃ।*

উল্লেখ্য যে, অতি বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, গর্ভবতী মহিলা, দুগ্ধদানকারী মহিলা যদি বাচ্চার জন্য দুধের ভয় থাকে তাহ'লে নিজে ছিয়াম পালন না করে একজন করে মিসকীনকে ছিয়াম পালন করার জন্য খাদ্য দান করবে। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোস্ত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ জন মিসকীন খাইয়েছিলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিনী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদয়া আদায় করতে বলতেন। *-নায়লুল আওত্বার ৫/৩০৮-১১পৃঃ; তাফসীর ইবনু কাছীর ১ম খণ্ড ২১৫ পৃঃ।*

প্রশ্ন (২/৬২)ঃ অনেক ভাইকে দেখা যায় যে, সূর্য ডোবার সাথে সাথে ইফতার না করে দেরীতে ইফতার করেন। এ বিষয়ে শারঈ বিধান কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দিবেন।

-মুহাম্মাদ মুবারক আলী
সিহালীহাট
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

http://islaminonesite.wordpress.com

উত্তরঃ সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ইফতার করা সুন্নাত। দেরী করে ইফতার করা ইয়াহুদ-নাছারাদের অভ্যাস। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। কেননা ইয়াহুদ-নাছারাগণ ইফতার দেরীতে করে'। *-আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫।*

অন্য এক হাদীছে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ লোকদের মধ্যে ইফতার সর্বাধিক তাড়াতাড়ি ও সাহারী সর্বাধিক দেরীতে করতেন। *-নায়লুল আওত্বার (মিসরী ছাপা ১৯৭৮) ৫/২৯৩।*

উপরোক্ত হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সূর্য ডোবার সাথে সাথেই ইফতার করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত। আর দেরী করে ইফতার করা সুন্নাতের বরখেলাফ।

প্রশ্নঃ (৩/৬৩)ঃ রামাযান মাসের '১ম দশ দিন রহমতের, দ্বিতীয় দশ দিন মাগফেরাতের ও শেষ দশ দিন জাহান্নাম হ'তে মুক্তির' এর সপক্ষে কোন ছহীহ দলীল আছে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবদুর জাব্বার
মাষ্টারপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ পবিত্র রামাযান মাসকে রহমত, মাগফিরাত, জাহান্নাম থেকে মুক্তি এ তিন ভাগে ভাগ করা সম্পর্কে সালমান ফারসী (রাঃ) থেকে বায়হাক্বীতে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ। *-মিশকাত হা/১৯৬৫।* বরং ছহীহ হাদীছ সমূহে পাওয়া যায় যে, প্রথম রামাযান থেকেই জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয় ও জান্নাতের তথা রহমতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৬।*

প্রশ্ন (৪/৬৪)ঃ কোন পুরুষ গায়র মাহরাম মহিলাকে অথবা কোন মহিলা গায়র মাহরাম পুরুষকে সালাম দিতে পারে কি?

-শিরিন বিশ্বাস
গ্রামঃ কুলুনিয়া
দোগাছী, পাবনা।

উত্তরঃ কোন ফিৎনার আশঙ্কা না থাকলে যেকোন পুরুষ যেকোন মহিলাকে সালাম দিতে পারে এবং মহিলাগণও অনুরূপ সালাম বিনিময় করতে পারে। আবু হাশেম থেকে বর্ণিত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেছেন, জুম'আর দিন আমরা খুশী হ'তাম। (আবু হাশেম বলেন) আমি জিজ্ঞেস করলাম, কেন? তিনি বললেন, আমাদের এখানে এক বৃদ্ধা ছিল। সে বুদা'আ নামক স্থানের কাছে লোক পাঠাত। ইবনে মাসলামা বলেছেন, বুদা'আ মদীনার একটি খেজুর বাগান। সেই বৃদ্ধা এক প্রকার সবজির শিকড় তুলে পাতিলে রাখত এবং যবের কয়েকটি দানা তাতে ঢেলে দিয়ে খাবার তৈরি করত। আমরা জুম'আর ছালাত শেষ করে ঐ বৃদ্ধার নিকট যেতাম এবং তাকে সালাম করতাম। *-বুখারী, ২য় খণ্ড ৯২৩ পৃঃ।* আবু তালেবের কন্যা উম্মে হানী বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম। তখন তিনি গোসল করছিলেন এবং ফাতিমা (রাঃ) তাকে কাপড় দিয়ে পর্দা করছিলেন। অতঃপর আমি তাকে সালাম দিলাম। *-মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৮৬৪।* আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাদের একদল মহিলার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমাদেরকে সালাম দিয়েছিলেন। *-আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪০০।* অত্র হাদীছ সমূহ প্রমাণ করে যে, মহিলা ও পুরুষ একে অপরকে সালাম দিতে পারে। তবে ফিৎনার ভয় থাকলে উভয়কেই সালাম দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। *-ফৎহুল বারী ১১ খণ্ড ৩৪ পৃঃ।*

প্রশ্ন (৫/৬৫)ঃ পানিতে মল-মূত্র ত্যাগ করা যাবে কি? বন্যার সময় উপায়ান্তর না পেয়ে পানিতেই মলত্যাগ করতে হয়। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আইয়ুব আলী
পঞ্চবটি
ঘোড়ামারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বদ্ধ পানিতে মল-মূত্র ত্যাগ করা জায়েয নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, অবশ্যই তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে'। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৫০ পৃঃ।* তবে চলমান পানি এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। চলমান পানিতে প্রয়োজনবোধে মল-মূত্র ত্যাগ করা যাবে। কারণ, চলমান পানির ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেননি।

প্রশ্ন (৬/৬৬)ঃ মজলিস শেষে যে দু'আটি পড়তে হয় তা অনুবাদ সহ মাসিক 'আত তাহরীকে' জানতে চাই।

-জান্নাতুল ফেরদাউস
বংশাল, ঢাকা।

উত্তরঃ মজলিস শেষের দো'আঃ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ –

http://islaminonesite.wordpress.com

অর্থঃ 'মহা পবিত্র আপনি হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকেই ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এই দো'আর ফলে ঐ মসলিসে থাকাকালীন তার গোনাহ সমূহ মাফ করা হয়'। *-তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৩৩, 'বিভিন্ন সময়ের দো'আ' অনুচ্ছেদ সনদ ছহীহ; হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রকাশিত 'আরবী ক্বায়েদা' দ্রষ্টব্য।*

প্রশ্ন (৭/৬৭)ঃ আমার খালার মৃত্যুর পর খালু খালাকে গোসল দিতে গেলে হৈচৈ বেধে যায়। কিছু লোক বলে, স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামীর জন্য স্ত্রীকে দেখা হারাম। সুতরাং স্বামী তাকে গোসল দিতে পারবেনা। আর কেউ বলে, গোসল দিতে পারবে। শেষে অবশ্য আমার খালু গোসল দিয়েছেন। কোন্‌টি শরীয়ত সম্মত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হান্নান
আখেরীগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ মৃত্যুর পর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়কে গোসল দিতে পারে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা আমি মাথায় ব্যথা অনুভব করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেন, যদি তুমি আমার পূর্বে মৃত্যু বরণ কর, তাহ'লে আমি তোমার প্রতি লক্ষ্য রাখব, তোমাকে গোসল দিব, তোমাকে কাফন পরাব, তোমার জানাযা পড়ব এবং দাফন করব। *-ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৫ 'জানাযা' অধ্যায় ১০৫ পৃঃ, সনদ ছহীহ।* আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি এখন যা বুঝলাম যদি তা পূর্বে করতাম, তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রী ব্যতীত অন্য কেউ তাকে গোসল দিত না। *-ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৪ সনদ ছহীহ।*

প্রশ্ন (৮/৬৮)ঃ আমার আব্বা মারা গেছেন। এখন আমার আম্মা কুলখানি করতে চান এবং এজন্য সকলকে দাওয়াত দেওয়ারও প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আমার প্রশ্ন কুলখানি কি শরীয়ত সম্মত এবং এতে কি মৃত ব্যক্তির কোন উপকার হবে?

-মুহাম্মাদ আবদুস সাত্তার
দাঊদপুর রোড
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির নিকট নেকী পৌছানোর উদ্দেশ্যে দো'আ উপলক্ষে কুলখানি-কুরআনখানি ইত্যাদি করা বিদ'আত। ইসলামী শরীয়তে এর কোন ভিত্তি নেই। চার খলীফা সহ ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এরূপ কোন আমলের প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব এরূপ অনুষ্ঠানে মৃত ব্যক্তির কোন উপকার তো দূরের কথা বরং তা দ্বীনের মধ্যে একটি বিদ'আত হিসাবে পরিগণিত হবে। আর বিদ'আতের পরিণাম জাহান্নাম।

প্রশ্ন (৯/৬৯)ঃ ঢাকার উত্তরাতে একটি মসজিদে কয়েকজন বিদেশী মেহমানকে জুতা পায়ে দিয়ে ছালাত আদায় করতে দেখলাম। জুতা পায়ে ছালাত আদায় জায়েয কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আবদুল মুমিন
আযমপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ জুতা যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং তাতে অপবিত্রতা না লেগে থাকে, তাহ'লে জুতা পায়ে ছালাত আদায় করা জায়েয। সাঈদ ইবনে ইয়াযীদ আল-আযদী (রাঃ) বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম (ছাঃ) কি তাঁর দুই জুতা পরে ছালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। *-বুখারী ১ম খণ্ড, ৫৬ পৃঃ।*

প্রশ্ন (১০/৭০)ঃ আমরা জন্মগতভাবে আহলেহাদীছ। কিন্তু আমার পিতা বর্তমানে 'আশেকে রাসূল' নামে একটি দলের সদস্য হয়ে তাদের ন্যায় আমল করছে। কুরআন-হাদীছের খুব একটা ধার ধারেনা। আমি তার অবাধ্য সন্তান হিসাবে চিহ্নিত হয়ে গেছি। আমি তার কোন কথাও মানি না। শরীয়ত অনুযায়ী আমি চলি। এতে কি আমার কোন পাপ হবে? জানালে চিন্তামুক্ত হ'তাম।

-মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন
মাষ্টার পাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ পিতা-মাতা যদি শরীয়ত পরিপন্থী কোন কাজের নির্দেশ দেন, তবে তাদের সে কথা প্রত্যাখ্যান করতে হবে। কিন্তু তাদের সাথে দুনিয়াতে সদাচরণ করতে হবে (লোকমান ১৯)। যেহেতু আপনার পিতা একটি বাতিল দলের সদস্য, সেহেতু তাকে প্রথমতঃ বুঝাতে হবে। যদি আপনার কথা তিনি অব্যাহতভাবে প্রত্যাখ্যান করতে থাকেন, তাহ'লে আপনার অবাধ্য হওয়ায় কোন পাপ হবে না। তবে পিতা হিসাবে তার সাথে সদাচরণ করে যাবেন।

প্রশ্ন (১১/৭১)ঃ অবিবাহিত ইমামের পিছনে ছালাত শুদ্ধ হবে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানাবেন।

-মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান ইবনে আব্দুর রঊফ
গ্রামঃ কালিগাংনী
পোঃ নওয়াপাড়া, মেহেরপুর।

http://islaminonesite.wordpress.com

উত্তরঃ অবিবাহিত ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা জায়েয। কারণ ইমামতি করার জন্য বিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। হযরত আমর ইবনে সালমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় ছয় সাত বৎসর বয়সে কুরআন অধিক জানার কারণে তার গোত্রের ইমামতি করেছেন। *-বুখারী, মিশকাত 'ইমামত' অনুচ্ছেদ পৃঃ ১০০।* উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নাবালেগ ও অবিবাহিত ব্যক্তি ছালাতের নিয়মকানূন ও ভাল ক্বিরাআত জানলে ইমামতি করতে পারে এবং এধরনের ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে।

প্রশ্ন (১২/৭২)ঃ বিয়ের উপযুক্ত হওয়ার পর উপযুক্ত মেয়ে না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে কি-না? এরূপ অপেক্ষায় পাপ হওয়ার আশংকা আছে কি?

-মুহাম্মাদ আনোয়ার হুসাইন
গ্রামঃ নাড়িয়াল
পোঃ সিহালী হাট
থানাঃ শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ বিয়ের উপযুক্ত হওয়ার পর নিজেকে সংযত রেখে উপযুক্ত বা ধার্মিকা মেয়ের সন্ধানে অপেক্ষা করা যাবে এবং এতে কোন পাপ হবে না। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কোন মেয়েকে বিয়ে করতে হ'লে তার মধ্যে চারটি গুণ তালাশ কর- অর্থ, বংশ, সৌন্দর্য এবং তার দ্বীন। তবে উল্লেখিত চারটি গুণের মধ্যে যদি শুধু 'দ্বীন' পাওয়া যায় তাহ'লে তাকে অগ্রাধিকার দাও। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ২৬৭।*

উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা চারটি গুণের সন্ধান করা বুঝা যায়। তবে এর মধ্যে ধার্মিকাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আর ধার্মিকা মেয়ে সন্ধান করতে সময়ের প্রয়োজন হবে এটাই স্বাভাবিক। বিধায় এ সময়টুকু অপেক্ষা করলে কোন পাপ হবে না।

প্রশ্ন (১৩/৭৩)ঃ আমরা জানি যে, তিন সময়ে অর্থাৎ সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন ও সূর্যাস্তের সময় ছালাত আদায় করা নিষেধ। কিন্তু শুক্রবার তা পালন করা হয় না। শুক্রবারে দ্বিপ্রহরেও ছালাত আদায় করা হয়। এ বিষয়ে ছহীহ আদীছের আলোকে জানতে চাই।

-আব্দুল জাব্বার খান
গ্রামঃ গোলনা
পোঃ সাজিয়াড়া, খুলনা।

উত্তরঃ শুক্রবার দিন দ্বিপ্রহরের সময় ছালাত আদায় করা জায়েয। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গোসল করে জুম'আর দিন মসজিদে যাবে অতঃপর তার পক্ষে যা সম্ভব ইমামের খুৎবা শুরুর আগ পর্যন্ত নফল ছালাত পড়তে থাকবে। *-মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ১২২।* এতদ্ব্যতীত আরো বেশ কিছু হাদীছে জুম'আর দিন সকাল-সকাল মসজিদে এসে ইমামের খুৎবা শুরুর পূর্ব পর্যন্ত নফল-সুন্নাত ছালাতে লিপ্ত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

উল্লেখিত হাদীছ ছাড়াও একাধিক মুরসাল ও যঈফ হাদীছে জুম'আর দিন দ্বিপ্রহরের সময় ছালাত আদায়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন আবু ক্বাতাদা ও আবু হুরায়রা বর্ণিত হাদীছ। *-যাদুল মা'আদ ৩৭৯ পৃঃ।*

প্রশ্ন (১৪/৭৪)ঃ ছালাত আদায় কালে বিভিন্ন কথা মনে হ'লে ছালাত হবে কি? এ অবস্থায় কি করণীয়?

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান মণ্ডল
সাং- দোশয়া পলাশবাড়ী
থানাঃ বিরামপুর
যেলাঃ দিনাজপুর।

উত্তরঃ ছালাত আদায় কালে মুছল্লীর অন্তরে শয়তানের পক্ষ থেকে কোন ওয়াসওয়াসার সৃষ্টি হ'লে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। উছমান বিন আবিল আছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার এবং আমার ছালাত ও ক্বিরাআতের মধ্যে শয়তান বাধা সৃষ্টি করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উত্তরে বললেন, এই শয়তানকে 'খিনযাব' বলা হয়। যখন তুমি এরূপ অনুভব করবে তখন তুমি তার কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং তিন বার তোমার বামদিকে থুক মারবে'। হাদীছের বর্ণনাকারী উছমান বিন আবিল আছ বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী অনুযায়ী আমল করলে আল্লাহ তা'আলা আমার ওয়াসওয়াসাকে দূর করে দেন'। *-মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ১৯, 'ওয়াসওয়াসা' অধ্যায়।*

প্রশ্ন (১৫/৭৫)ঃ হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-আব্দুল মতীন
সাং- চরকুড়া
কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য হরতাল, ধর্মঘট ও অবরোধ কখনো বৈধ হ'তে পারে না। কারণ, দলীয় স্বার্থের হরতাল একদিকে যেমন মানুষ হত্যা করতে দ্বিধাবোধ করে না, অন্যদিকে তেমনি রাস্তা-ঘাট বন্ধ করে মানুষের কষ্ট দিতে ও দেশের কোটি কোটি টাকার

http://islaminonesite.wordpress.com

ক্ষতি করতেও বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করে না। ফলে দেশের আর্থিক মেরুদণ্ড ক্রমশঃ ভেঙ্গে যায় এবং মানুষের বাঁচার পথ বিপন্ন হয়। যা আল্লাহ্র অভিশাপের কারণ। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১২ পৃঃ; মুসলিম, মিশকাত ৪২ পৃঃ; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৬৮ পৃঃ।* তবে জাতীয় স্বার্থে এবং 'হক' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধর্মঘট ও অবরোধ করার পথ অবলম্বন করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু সুফিয়ানের ব্যবসায়ী কাফেলাকে মদীনায় আটকে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ তা ইসলামের বিপক্ষে ব্যবহৃত হওয়ার আশংকা ছিল। *-আর-রাহীকুল মাখতূম পৃঃ ২০৪।*

প্রশ্ন (১৬/৭৬)ঃ অসুস্থ অবস্থায় গোসল ফরয হ'লে এবং গোসল করলে রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকলে গোসল না করে ওযূ বা তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করা যাবে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানাবেন।

- মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম
গ্রামঃ রুদ্রপুর
পোঃ ধুলিহর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ অসুস্থ অবস্থায় ফরয গোসল করলে অসুখ বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করা যাবে। আমর ইবনুল আছ (রাঃ) এক শীতের রাতে নাপাক অবস্থায় তায়াম্মুম করেন ও তাঁর সাথীদের ছালাতে ইমামতি করেন এবং তিনি দলীল হিসাবে আল্লাহ্র বাণী পাঠ করেন- 'তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়াবান' (নিসা ২৯, বুখারী ৪৯ পৃঃ)। অতএব অসুস্থ অবস্থায় ফরয গোসলের কারণে অসুখ বৃদ্ধি হওয়ার আশংকা থাকলে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করবে।

প্রশ্ন (১৭/৭৭)ঃ মুশরিকদের সাথে মুছাফাহা করলে ও তাদের পাশে বা তাদের আসনে বসলে মুসলমানগণ নাপাক হবে কি? আর যদি নাপাক হয় তবে তার বিধান কি?

-আবুল হুসাইন
সাং- বিষ্ণুপুর
পোঃ গোপালপুর, নাটোর।

উত্তরঃ মুশরিকদের সাথে মুছাফাহা করলে, তাদের পাশে বা তাদের আসনে বসলে মুসলমানগণ নাপাক হবে না। কারণ, তাদের শরীর যেমন নাপাক নয়, তেমনি তাদের আসবাবপত্রও নাপাক নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত ছুমামা ইবনে আছাল (রাঃ)-কে মুশরিক অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন দিন মসজিদের খুঁটিতে বেঁধে রেখেছিলেন। *-বুখারী, মিশকাত ৩৪৪ পৃঃ।* এক সফরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক মুশরিক মহিলার মশক হ'তে পানি নিয়েছিলেন এবং ছাহাবীদেরকে পান করতে ও তাদের পশুকে পান করাতে বলেছিলেন। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৫৩৩ পৃঃ।* অত্র হাদীছদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুশরিকের শরীর ও আসবাবপত্র নাপাক নয়। কাজেই মুসলমানগণ নাপাক হবেনা।

প্রকাশ থাকে যে, মুশরিকদেরকে সালাম দেওয়া যাবে না। তবে তারা সালাম দিলে 'ওয়া'আলাইকুম' বলা যাবে *-মিশকাত হা/৪৬৩৭।* মুশরিকগণ যে পাতিলে হারাম খাদ্য রান্না করে সে সব পাতিল ব্যবহার করতে চাইলে ধৌত করে ব্যবহার করতে হবে। *-তিরমিযী, মিশকাত হা/৪০৮৬।* উল্লেখ্য, পবিত্র কুরআনে মুশরিক গণকে যে 'নাপাক' বলা হয়েছে (তওবা ২৮)। তার অর্থ হ'ল, তাদের আক্বীদা নাপাক।

প্রশ্ন (১৮/৭৮)ঃ কোন মুসলমান কোন খৃষ্টান মহিলাকে বিয়ে করার পর তাদের সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে সন্তান কি মুসলমান হবে? না তাকে পরে মুসলমান করতে হবে? এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হাকীম তালুকদার
শিরীন কটেজ
নাটাইপাড়া রোড
বগুড়া।

উত্তরঃ মুসলমান পুরুষদের জন্য আহলে কিতাব মহিলাকে বিয়ে করা জায়েয। বিয়ে করার পর তাকে মুসলমান করার প্রয়োজন নেই। কারণ, ইসলাম তাদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে। তাদের যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে সে মুসলমান হিসাবেই জন্মগ্রহণ করবে। তাকে পুনরায় মুসলমান করার প্রয়োজন নেই। কারণ, মুসলমানের বংশ পরিচয় পিতার পক্ষ থেকেই হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রাপ্ত পবিত্র ও সতী-সাধ্বী মহিলাদের যদি তোমরা মোহরানা আদায় করে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য হালাল' (মায়েদাহ ৫)।

প্রশ্ন (১৯/৭৯)ঃ ইমাম বসে এবং মুক্তাদী দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি?

-ইয়াসীন আলী
দক্ষিণ ভাদিয়ালী
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ইমাম বসে এবং মুক্তাদী দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা জায়েয আছে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যখন অসুখ বেড়ে গেল, তখন একবার

http://islaminonesite.wordpress.com

বেলাল (রাঃ) তাঁকে ছালাতের সংবাদ দিতে আসলে তিনি বললেন, আবুবকরকে বল ছালাত পড়িয়ে দিতে। আবুবকর (রাঃ) সে ক'দিনের ছালাত পড়ালেন। অতঃপর একদিন নবী করীম (ছাঃ) নিজেকে কিছুটা সুস্থ মনে করলেন এবং দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে অতি কষ্টে মসজিদে প্রবেশ করলেন। যখন আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পদধ্বনি শুনতে পেলেন এবং পিছনে সরতে উদ্যত হ'লেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে না সরার জন্য ইঙ্গিত করলেন এবং অগ্রসর হয়ে আবুবকরের বাম দিকে বসে গেলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বসে ছালাত আদায় করতে লাগলেন। এ সময় আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এক্তেদা করছিলেন এবং লোকজন আবুবকরের এক্তেদা করছিল। -বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১০১ পৃঃ।

প্রকাশ থাকে যে, 'ইমাম বসে ছালাত আদায় করলে মুক্তাদীগণও বসে ছালাত আদায় করবে'-এর প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি মানসূখ বা রহিত। -মির'আতুল মাফাতীহ, ৪র্থ খণ্ড ৮৯ পৃঃ 'ইমাম মুক্তাদী দাঁড়ানো' অনুচ্ছেদ।

প্রশ্ন (২০/৮০)ঃ মসজিদের ভিতর কেবলার দিকে বা মেহরাবের দু'পাশে কুরআনের আয়াত বা হাদীছ লিখে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা অথবা কোন নকশা করা যাবে কি?

-আবদুস সালাম
ভাদুরিয়া, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মসজিদের ভিতর কেবলার দিকে বা মেহরাবের দু'পাশে কুরআনের আয়াত ও হাদীছ লিখে নকশা করা শরীয়ত সম্মত নয়। কারণ, মুছল্লীর সামনে এমন কোন নকশা বা ছবি রাখা যাবে না যা মুছল্লীকে ছালাত থেকে অমনোযোগী করে দেয় বা তার একাগ্রতা নষ্ট করে দেয়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মসজিদ সমূহকে অতিরিক্ত উচ্চ ও চাকচিক্যময় করে নির্মাণ করার জন্য আমি নির্দেশ প্রাপ্ত হইনি। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, কিন্তু তোমরা উহাকে চাকচিক্যময় করবে যেভাবে ইহুদী-নাছারাগণ চাকচিক্যময় করেছে। *-বুখারী, তরজুমাতুল বাব ৬৪ পৃঃ, মিশকাত হা/৭১৮।* আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) একদা একটি কারুকার্য খচিত চাদরে ছালাত আদায় কালে নকশার দিকে নযর পড়ল। তিনি ছালাত শেষে বললেন, আমার চাদর খানা এর প্রদানকারী আবু জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং তার আম্বেজানীয়া চাদর নিয়ে আস। কেননা, এ চাদর আমার ছালাত থেকে আমাকে অমনোযোগী করেছিল। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৭২।* আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আয়েশা (রাঃ)-এর একটি চাদর ছিল যা দিয়ে তিনি ঘরের একদিকে পর্দা করেছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার এ চাদরটি সরিয়ে ফেল। কেননা ছালাতের সময় এর নকশা গুলো সর্বদা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে। *-বুখারী, মিশকাত ৭১ পৃঃ।* অত্র হাদীছ সমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ছালাতে মুছল্লীর একাগ্রতা বিনষ্ট করে এমন নকশা মসজিদে করা যাবে না। এমনকি জায়নামাযেও না।

প্রশ্ন (২১/৮১)ঃ আমাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও কর্মচারী মিলে যৌথভাবে ২০ সদস্যের একটি সূদ বিহিন সমিতি গঠন করেছি। মাসে শতকরা ৫ টাকা লাভে সদস্যদের মাঝে টাকা লেনদেন করব বলে সংকল্প করেছি। কিন্তু জনৈক মৌলভী ছাহেব বলেছেন যে, শতকরা ৫ টাকার স্থলে যদি শতকরা ৪ টাকা লাভে লেনদেন করা হয় তাহ'লে উক্ত লাভ সূদ হবে না। কথাটির সত্যতা জানতে চাই।

-ইয়াকুব আলী
গ্রামঃ শিবদেবচর
পোঃ পাওটানা হাট
পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত বিবরণের উভয় অবস্থাই সূদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, কোন বস্তু কাউকে প্রদান করে হুবহু ঐ বস্তু তার চেয়ে বেশী গ্রহণ করাই হচ্ছে সূদ। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত একদা বেলাল (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এক প্রকার খুরমা নিয়ে আসলে নবী করীম (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই খুরমা কোথায় পেলে? তিনি বললেন, আমার নিকট খারাপ খুরমা ছিল। আমি তার দুই 'ছা' এক 'ছা'র বিনিময়ে বিক্রি করেছি। একথা শুনে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এটাইতো প্রকৃত সূদ। এটাইতো প্রকৃত সূদ। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২৪৪ পৃঃ।* অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, একই বস্তু লেনদেনের সময় অতিরিক্ত নিলেই তা সূদ বলে গণ্য হবে।

প্রকাশ থাকে যে, ইসলামে দুই ধরণের সমিতি রয়েছে। (১) মুযারাবা- একজনের অর্থে অপর জন ব্যবসা করবে। লভ্যাংশ চুক্তি অনুপাতে উভয়ের মধ্যে বন্টন হবে। (২) মুশারাকা- কয়েকজনের টাকা জমা করে ব্যবসা করা হবে। লভ্যাংশ তাদের টাকা অনুপাতে ভাগ হবে। যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

প্রশ্ন (২২/৮২)ঃ রোগের প্রতিষেধক হিসাবে শৃগালের গোশত ভক্ষণ করা জায়েয কি?

http://islaminonesite.wordpress.com

-এস,এম শাফা'আত হোসাইন
শের-ই-বাংলা হল, পূর্ব ১২
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ শৃগালের গোশত হারাম। হারাম বস্তু দ্বারা আল্লাহ্‌র রাসূল চিকিৎসা করতে নিষেধ করেছেন। হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হারাম ও নাপাক জিনিষ দ্বারা চিকিৎসা করতে নিষেধ করেছেন। -আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৫৩৯ সনদ ছহীহ। তবে কোন অভিজ্ঞ ডাক্তার যদি বলেন যে, রোগীকে বাঁচানোর জন্য একমাত্র ঔষধ হচ্ছে শৃগাল বা হারাম বস্তুর গোশত। তবে সে ক্ষেত্রে শৃগালের বা যে কোন হারাম বস্তুর গোশত (শুধু জীবন রক্ষার জন্য) ভক্ষণ করা যেতে পারে।

আল্লাহ বলেন, فمن اضطر غير باغ ولا عاد.....

'অতঃপর যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে পড়ে, সীমা অতিক্রম ও বাড়াবাড়ি না হয়, তবে তার কোন পাপ হবে না' (বাক্বারাহ ১৭৩)।

প্রশ্ন (২৩/৮৩)ঃ আমরা জানি যে তাহাজ্জুদ বা তারাবীহ্‌র ছালাত ১১ রাক'আত। আমরা দুই রাক'আত করে আট রাক'আত এবং শেষে এক সালামে তিন রাক'আত পড়ে থাকি। কিন্তু সঊদী আরবে বা আরব দেশ গুলোতে দুই রাক'আত করে দশ রাক'আত এবং শেষে এক রাক'আত পড়ে সালাম ফিরানো হয়। এরূপ পড়ার পদ্ধতি কি ছহীহ হাদীছে আছে? জানালে বাধিত হব।

-আবদুছ ছবুর
ঝিকরগাছা, যশোর।

উত্তরঃ দু'রাক'আত করে দশ রাক'আত এবং শেষে এক রাক'আত পড়ে তাহাজ্জুদ বা তারাবীহ্‌র ছালাত আদায় করার প্রমাণ হাদীছে রয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এশার ছালাত সমাপ্ত করার পর ফজরের পূর্ব পর্যন্ত এগার রাক'আত ছালাত আদায় করতেন এবং প্রত্যেক দু'রাক'আত পর সালাম ফিরাতেন ও শেষে এক রাক'আত পড়ে সালাম ফিরাতেন। *-মুসলিম হা/৭৩৬।*

সুতরাং আরব দেশগুলোতে প্রচলিত পদ্ধতি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। দক্ষিণ এশিয়াতে যে পদ্ধতি চালু আছে সেটিও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কারণ, তিন রাক'আত বিশিষ্ট বিতর ছালাত দুই ভাবে পড়া যায় একঃ দুই রাক'আত পড়ে সালাম ফিরে আবার এক রাক'আত পড়ে সালাম ফিরবে। দুইঃ তিন রাক'আত এক সালামে ফিরবে। -মির'আত ৪র্থ খণ্ড 'বিতর' অধ্যায় ২৬২-২৭৪ পৃঃ।

প্রশ্ন (২৪/৮৪)ঃ স্কুল, কলেজ ও মাদরাসার ছাত্ররা রাস্তাঘাটে কোন শিক্ষককে দেখলে বাইসাইকেল বা মটর সাইকেল থেকে নেমে কপালে হাত দিয়ে সালাম দেয়। যানবাহন থেকে নেমে এবং কপালে হাত দিয়ে সালাম দেয়া শরীয়ত সম্মত কি-না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ বাকী বিল্লাহ
সাং- সোনাবাড়ীয়া
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রাস্তাঘাটে শিক্ষককে দেখে ছাত্রদের যানবাহন থেকে নেমে সালাম দেওয়া যরূরী নয়। তবে শিষ্টাচার বা আদব হিসাবে সাইকেল বা মটর সাইকেল হ'তে নেমে সালাম দিতে পারে। আর কপালে হাত দিয়ে সালাম দেওয়া ঠিক নয়। সালাম দেওয়ার সুন্নাতী তরীকা হচ্ছে, সাইকেল বা মটর সাইকেল হ'তেই 'আসসালামু আলাইকুম' বলে সালাম প্রদান করা।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আরোহী ব্যক্তি পদব্রজে চলাচল কারীকে এবং পদব্রজে চলাচলকারী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে আর কম সংখ্যক লোক অধিক সংখ্যক লোককে সালাম করবে'। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩২।*

প্রশ্ন (২৫/৮৫)ঃ যোহরের পূর্বের ৪ রাক'আত সুন্নাত 'সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ'। কিন্তু আছরের পূর্বে যে ৪ রাক'আত পড়া হয় সেটা কি সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ? আবার অনেককে আছরের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে দেখা যায়। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হাসীবুল আলম
কাথুলী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ আছরের ছালাতের পূর্বে যে চার বা দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা হয়, সেটি সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ নয়। সেটি সাধারণ সুন্নাত। পড়লে ছওয়াব রয়েছে। যেমন ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আছরের পূর্বে ৪ রাক'আত ছালাত আদায় করবে তার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করবেন। *-আহমাদ, তিরমিযী সনদ হাসান, মিশকাত হা/১১৭০।*

অন্যত্র আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আছরের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। *-আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১১৭২।*

অতএব আছরের পূর্বে চার বা দু'রাক'আত ছালাত সাধারণ সুন্নাত হিসাবে আদায় করা যায়। মুওয়াক্কাদাহ হিসাবে নয়। এর যথেষ্ট ফযীলত রয়েছে।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্ন (২৬/৮৬)ঃ এক মায়ের দুই সন্তান। একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। কিন্তু তাদের বাপ দু'জন। উক্ত ভাই বোনের মধ্যে বিবাহ জায়েয হবে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ যেহেতু উভয়ে এক মায়ের সন্তান, সেহেতু তাদের সম্পর্ক ভাইবোন। সঙ্গত কারণেই তাদের বিবাহ হারাম হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন....... (নিসা ২৩)।

প্রশ্ন (২৭/৮৭)ঃ আমি বিবাহ করার পর সহবাসের সময় নিম্নের দো'আটি পড়তাম 'রাব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াজেনা ওয়া যুররিয়াতিনা কুররাতা আ'য়ুনিও ওয়াজ'আলনা লিল মুত্তাকীনা ইমামা'। অথচ আমার একটি হিরোইনখোর ছেলে হ'ল। তাহ'লে কি আল্লাহ আমার দো'আ কবুল করেননি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বাঙ্গাবাড়ী
রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রথমতঃ উল্লেখিত দো'আটি সহবাসের দো'আ নয়। এটি কুরআনের একটি আয়াত। যা সহবাসের সময় পড়া ঠিক নয়। উক্ত আয়াতটি ইবরাহীম (আঃ) সুসন্তানের আশায় পড়তেন (ফুরক্বান ৭৪)। সহবাসের দো'আ নিম্নরূপঃ

'বিস্‌মিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা জান্নিবনাশ শায়ত্বানা ওয়া জান্নিবিশ শায়ত্বানা মা রাযাক্ব তানা'। *-মুত্তাফাক্ব, মিশকাত হা/২৪১৬।*

দ্বিতীয়তঃ দো'আ কবুল হওয়া না হওয়া সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র হাতে। দো'আ তাৎক্ষনিকভাবে কবুল হ'তে পারে অথবা দো'আর মাধ্যমে কোন বড় বিপদ দূর হ'তে পারে অথবা দো'আর প্রতিদান পরকালে পেতে পারেন। অতএব নিরাশ হওয়ার কিছু নেই।

প্রশ্ন (২৮/৮৮)ঃ অনেকে আল্লাহ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলে যে, ভগবান, ঈশ্বর, গড একই জিনিষ। যে ধর্মের লোক যা বলে তাই ঠিক। এরূপ কথা যদি কোন মুসলমান বলে তাহ'লে শরীয়তের দৃষ্টিতে তার কোন অপরাধ হবে কি?

-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
সহকারী শিক্ষক
কারীমা মাধ্যমিক বিদ্যালয়
বাটকেখালি, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আল্লাহ বা তাঁর গুণবাচক নাম ব্যতীত অন্য কোন নামে আল্লাহ্‌কে ডাকা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পরিপন্থী। কাজেই প্রশ্নে উল্লেখিত শব্দগুলো দ্বারা আল্লাহ্‌কে ডাকা কোন মুসলমানের পক্ষে জায়েয নয়।

দ্বিতীয়তঃ 'আল্লাহ' শব্দটির কোন স্ত্রী লিঙ্গ নেই। তিনি স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি হ'তে সম্পূর্ণ পবিত্র (ইখলাছ)। কিন্তু ভগবানের ভগবতী, ঈশ্বরের ঈশ্বরী, গডের গডেজ ইত্যাদি স্ত্রী লিঙ্গ রয়েছে। অতএব আল্লাহকে ঐসব নামে ডাকা শিরকের পর্যায়ভুক্ত। কোন মুসলমানের উপরোক্ত উক্তি করা মোটেও উচিৎ নয়। করে থাকলে তাকে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র নিকটে তওবা করতে হবে।

প্রশ্ন (২৯/৮৯)ঃ জাদুর মাধ্যমে মানুষ হত্যার অপরাধ এবং তরবারী বা অন্য কোন অস্ত্রের মাধ্যমে মানুষ হত্যার অপরাধ কি সমান?

-শিহাবুদ্দীন আহমাদ
২য় বর্ষ (সম্মান) আরবী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ জাদুর মাধ্যমে মানুষকে হত্যা করা সম্ভব হ'লে ঐ হত্যা ও অস্ত্র দ্বারা হত্যার হুকুম একই হবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হত্যার হুকুম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হত্যার মাধ্যম নির্দিষ্ট করেননি। কাজেই যে কোন উপায়ে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে, হত্যার বদলে হত্যা করা শারঈ বিধান।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি তাদের উপর ফরয করেছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ এবং চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু.... (মায়েদা ৪৫)।

প্রশ্ন (৩০/৯০)ঃ যে সমস্ত ফরয ছালাতে ক্বিরাআত সরবে পড়ার হুকুম রয়েছে, সে সমস্ত ছালাত একা আদায় করলে নীরবে ক্বিরাআত পড়া যাবে কি?

-ছফীউদ্দীন
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ যে সমস্ত ছালাতে ক্বিরাআত সরবে পড়ার হুকুম রয়েছে, সে সমস্ত ছালাত একা আদায় করলেও ক্বিরাআত সরবে পরা সুন্নাত। কারণ, ক্বিরাআত সরবে ও নীরবে পড়া জামা'আতের সুন্নাত নয়। বরং পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের তিন ওয়াক্ত সরবে ক্বিরাআত পড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত। *-বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'ছালাতে ক্বিরাআত' অধ্যায়।* তবে একাকী ছালাতের ক্ষেত্রে কেউ যদি নীরবে ক্বিরাআত পড়ে, তবে তার ছালাত হয়ে যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মুছল্লী ছালাতের মধ্যে তার প্রভুর সাথে গোপনে আলাপ করে। অতএব সে দেখুক কি আলাপ করবে। এই সময় তোমরা পরস্পরের উপরে ক্বিরাআত সরবে করো না'। *-আহমাদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৮৫৬।*

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

৩য় বর্ষ ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০০

তাবলীগী ইজতেমা-২০০০ সংখ্যা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/৯১)ঃ আমরা শুনেছি যে, খাদ্যদ্রব্যের মধ্য হ'তে ফিৎরা আদায় করতে হয়। কিন্তু দেশে প্রচলিত টাকা-পয়সা দিয়ে ফিৎরা আদায় পদ্ধতি কি শরীয়ত সম্মত?

-মতীউর রহমান
ইসলামকাঠি
তালা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় বাজারে মুদ্রা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তিনি খাদ্যবস্তু দ্বারা ফিৎরা আদায় করেছেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা ফিৎরা প্রদান করতাম এক ছা' (আড়াই কেজি) খেজুর অথবা যব দ্বারা, পনির দ্বারা কিংবা কিশমিশ দ্বারা। অন্য বর্ণনায় এসেছে, খাদ্য দ্বারা (*বুখারী ১ম খণ্ড ২০৪ পৃঃ*)। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায় খাদ্যবস্তু) ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫-১৬*)।

সুতরাং খাদ্যশস্য দ্বারা ছাদাক্বাতুল ফিৎর আদায় করাই সুন্নাত। টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা প্রদান করা সুন্নাত নয়। কারণ, রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণের যুগে মুদ্রা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও টাকা-পয়সা দিয়ে ফিৎরা দিয়েছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া খাদ্য ও খাদ্যের মূল্য কখনো এক বস্তু নয়।

প্রশ্ন (২/৯২)ঃ 'শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম পালন করলে সারা বছরের ছিয়াম পালন করা হয়' -এর তাৎপর্য বুঝিয়ে দেওয়ার অনুরোধ রইল।

-নাঈমা
গাহোরকুট
মুরাদনগর, কুমিল্লা।

উত্তরঃ শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম পালনের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীছটি নিম্নরূপ-

আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন করতঃ শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল'(*মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৭*)।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করল সে তার বিনিময়ে দশটি নেকী পেল' (আন'আম ১৬০)। ছিয়াম পালন করা নিঃসন্দেহে ভাল কাজ। সুতরাং রামাযানের ৩০টি ছিয়ামকে ১০ দিয়ে গুণ করলে (৩০×১০) =৩০০ দিন হয়। আর শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়ামকে ১০ দিয়ে গুণ করলে (৬×১০) =৬০ দিন হয়। মোট ৩৬০ দিন হয়। আর আরবী গণনা হিসাবে ৩৬০ দিনে এক বছর। সুতরাং রামাযানের ৩০টি ছিয়াম পালন করে যে ব্যক্তি শাওয়ালের ৬টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল। এখানে উদ্দেশ্য ছওয়াব বর্ণনা করা (*ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড ৮১, ৮২ পৃঃ*)।

প্রশ্ন (৩/৯৩)ঃ বর্তমান যুগে যে ব্রাশ দ্বারা দাঁত মাজা হয় এটাকি জায়েয? নবী করীম (ছাঃ) কি দিয়ে দাঁত মাজতেন? অনেকেই বলেন, রামাযান মাসে রস জাতীয় গাছের ডাল এবং পেষ্ট দ্বারা দাঁত মাজা ঠিক নয়।

-আমীনুল ইসলাম
কমরগ্রাম, বানিয়াপাড়া
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ মিসওয়াক করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্নাত। মুখকে দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত রাখার জন্য এবং রোগ জীবানু থেকে বাঁচানোর জন্য সর্বদা দাঁত পরিষ্কার রাখা অত্যন্ত যরূরী। যেকোন পবিত্র বস্তু দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করা যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মিসওয়াক হচ্ছে মুখ পরিষ্কারকারী এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উপায়' (*আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৮১ হাদীছ ছহীহ*)। রস জাতীয় কাঁচা বা শুকনা যে কোন ডাল অথবা যেকোন পবিত্র বস্তুর মাধ্যমে ছিয়াম অবস্থায় সকাল-বিকাল যেকোন সময় মিসওয়াক করা যায় (*বুখারী, তারজুমাতুল বাব ২৫৮ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার 'মিসওয়াক' অধ্যায়*)। বাজারে যেসব পেষ্ট বিক্রি হয়, তার মধ্যে দাঁতের জন্য ক্ষতিকর অনেক উপাদান রয়েছে বলে জানা যায়। বাস্তবে তাই হ'লে এগুলি থেকে বিরত থাকাই উচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লম্বা ডাল দিয়ে মিসওয়াক করতেন (ঐ)।

প্রশ্ন (৪/৯৪)ঃ জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে প্রাপ্ত ঔষধের নামে স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে যেকোন রোগ নিরাময় হবে বলে ঔষধ দেয়। এইভাবে ঔষধ দেওয়া ও রুগী হিসাবে তার ঔষধ খাওয়া জায়েয হবে কি? ঈদের মাঠে ইমাম ছাহেবকে কি তিন থাক বিশিষ্ট মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতে হবে? সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আবদুল লতীফ
রাজপুর, কলারোয়া
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে আল্লাহ তা'আলা রোগ নাযিল করেছেন এবং তার ঔষধও নাযিল করেছেন। মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে প্রত্যেক রোগের ঔষধ আছে। রোগ অনুযায়ী ঔষধ পড়লেই আল্লাহ হুকুমে আরোগ্য হয়ে যায় *(মিশকাত, 'ঝাড় ফুঁক ও চিকিৎসা অধ্যায়)*। এক্ষণে স্বপ্ন যোগে ঔষধ পাওয়া ও স্বল্পমূল্যে তা দেওয়া বিক্রেতার কৌশল মাত্র। যা স্পষ্ট ধোকাবাজি। গ্রাহক বৃদ্ধির জন্য এসব বলা হয়ে থাকে। কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এরূপভাবে স্বপ্নে ঔষধ পাওয়ার কোন নযীর নেই। রাসূলে করীম (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে এযাম ও দ্বীনের ইমামগণ এরূপ কোন বর্ণনা দেন নাই। অনেক সময় এগুলি পীরদের কেরামতি যাহিরের জন্য করা হয়। এ সব জানতে পারলে তাদের ঔষধ ক্রয় করাই জায়েয নয়। কারণ, এতে বিদ'আতীদের সাহায্য করা হয়।

ঈদের মাঠে মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দেওয়ার কোন প্রমাণ নেই। রাসূল (ছাঃ) মিম্বর ছাড়াই মাটির উপরে দাঁড়িয়ে ঈদায়েনের খুৎবা দিতেন। তাই ইমাম বুখারী (রহঃ) অধ্যায় বিন্যাস করেছেন 'বিনা মিম্বরে ঈদের মাঠে যাওয়ার' বিবরণ। সেখানে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে একটি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেছেন *(বুখারী 'কিতাবুল ঈদায়েন' হাদীছ নং ৯৫৬ ফাৎহুল বারী ২য় খণ্ড, ৪৪৮/৪৯ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৫/৯৫)ঃ অন্ধ ব্যক্তির ইমামতি জায়েয হবে কি? ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-নূর হুসাইন
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ অন্ধ ব্যক্তি ইমামতি করতে পারেন। হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)-কে ইমাম বানিয়েছিলেন। তিনি লোকেদের ইমামতি করেছেন *(আবুদাউদ হা/৬০৯; মিশকাত হা/১১২১ হাদীছ ছহীহ)*।

উল্লেখ্য যে, সঊদী আরবের প্রাক্তন গ্রাণ্ড মুফতী বুখারী শরীফের হাফেয ও ভাষ্যকার শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (রহঃ) অন্ধ ছিলেন। তিনি রিয়াযে 'দারুল ইফতা'র মসজিদে ইমামতি করতেন। বর্তমান প্রধান মুফতী আবদুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ আলে শায়খও অন্ধ। তিনি বহুবার আরাফার 'মসজিদে নামেরা'য় হজ্জ-এর খুৎবা দিয়েছেন এবং যোহর ও আছর ছালাতের ইমামতি করেছেন। তাছাড়া রিয়াযে অবস্থিত 'মসজিদে দিরাহ'তেও তিনি নির্দিষ্টভাবে ইমামতি করেন।

প্রশ্ন (৬/৯৬)ঃ আমরা জানি যে, যোহরের ফরয ছালাতের পর দু'রাক'আত সুন্নাত পড়তে হয়। কিন্তু অনেককে চার রাক'আত পড়তে দেখা যায়। কোন্‌টি সঠিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবদুল মুমিন
ঝিকরগাছা, যশোর।

উত্তরঃ যোহরের ফরয ছালাতের পর দু'রাক'আত ও চার রাক'আত সুন্নাত উভয়ই জায়েয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি দিন-রাতে বার রাক'আত (সুন্নাত) ছালাত আদায় করবে জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করা হবে। যোহরের পূর্বে চার ও পরে দু'রাক'আত...*(তিরমিযী ২/২৭৪; মিশকাত হা/১১৫৯ সনদ ছহীহ)*।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি যোহরের পূর্বে ও পরে চার রাক'আত করে ছালাত আদায় করবে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দিবেন' *(আহমাদ, তিরমিযী ২/২৯২, ৪২৭ পৃঃ সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১১৬৭)*।

প্রশ্ন (৭/৯৭)ঃ 'আত-তাহরীক' শব্দের অর্থ কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আবুল কাসেম
বাজেধনেশ্বর, আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ 'তাহরীক' (تحريك) অর্থ আন্দোলন। 'আত-তাহরীক' অর্থ বিশেষ আন্দোলন। ইংরেজীতে যাকে বলা যাবে THE MOVEMENT অথবা THAT VERY MOVEMENT. অতএব 'আত-তাহরীক' বিশেষ একটি আন্দোলনের লক্ষ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। সে আন্দোলন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার আন্দোলন। সে আন্দোলন আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি ভিত্তিক সমাজ গড়ার আন্দোলন। সে আন্দোলন বিশ্ব মানবতার প্রকৃত মুক্তি আন্দোলন। যে মানুষ নিজের জ্ঞানকে অহি-র জ্ঞানের সামনে বিনা দ্বিধায় সমর্পণ করে দিবে, যে মানুষ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নির্দেশকে সানন্দে মাথা পেতে মেনে নিবে, দুনিয়ার চাইতে আখেরাতকে সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিবে 'আত-তাহরীক' ইনশাআল্লাহ তাদেরই মুখপত্র।

প্রশ্ন (৮/৯৮)ঃ অসুস্থ হ'লে সূরা নাস ও ফালাক্ব পড়ে ঝাড়-ফুঁক করা যাবে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আবদুল জাব্বার
নাড়ুয়ামালা, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ অসুস্থ ব্যক্তিকে বা নিজে অসুস্থ হ'লে উল্লেখিত

সূরাদ্বয় পড়ে ঝাড়-ফুঁক করা যাবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) যখন অসুস্থ হ'তেন তখন মু'আব্বাযাতাইন (সূরা নাস ও ফালাক্ব) পড়ে স্বীয় হস্তদ্বয়ে ফুঁক দিয়ে শরীরে বুলিয়ে দিতেন। তিনি যে অসুখে ইন্তিকাল করেছিলেন আমিও উক্ত সূরাদ্বয় দ্বারা ফুঁ দিয়ে আল্লাহ্র রাসূলের হাত দিয়ে বুলিয়ে দিতাম (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩২*)। মুসলিম শরীফের বর্ণনায় রয়েছে, আয়েশা (রাঃ) বলেন, পরিবারের কেউ অসুস্থ হ'লে নবী করীম (ছাঃ) মু'আব্বাযাতাইন পড়ে ফুঁক দিতেন।

প্রশ্ন (৯/৯৯)ঃ বাংলাদেশে আহলেহাদীছ ও হানাফী ভাইদের এশা-র ছালাতের সময়ের বেশ পার্থক্য দেখা যায়। আহলেহাদীছ মসজিদে এশা-র ছালাত দেরী করে পড়া হয়। আর হানাফী মসজিদে তাড়াতাড়ি পড়া হয়। কোনটি সঠিক? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-হুমায়ূন কবীর
ডুগডুগী হাট
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ছালাতুল এশা-র সময় আরম্ভ হয় পশ্চিম আকাশের লাল আভা শেষ হওয়ার পর থেকে (অর্থাৎ মাগরিবের প্রায় দেড় ঘন্টা পর)। আর শেষ সময় হ'ল মধ্যরাত পর্যন্ত (*মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮১*)।

এক্ষণে যদি কেউ সময় হওয়ার সাথে সাথে ছালাত আদায় করেন তাহ'লে তার ছালাত আদায় হয়ে যাবে। তবে আহলেহাদীছগণের দেরী করে আদায় করার কারণ হ'ল- আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছালাতুল এশা দেরী করে আদায়ের জন্য উৎসাহ প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, 'আমার উম্মতের উপর যদি আমি কঠিন মনে না করতাম তাহ'লে তাদেরকে রাতের এক তৃতীয়াংশ অথবা অর্ধেক রাত পর্যন্ত এশা-র ছালাত বিলম্ব করে পড়ার নির্দেশ দিতাম (*আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৬১১ সনদ ছহীহ*)।

উক্ত হাদীছটির দিকে লক্ষ্য করে আহলেহাদীছগণ কিছুটা দেরী করে এশা-র ছালাত আদায় করে থাকেন।

প্রশ্ন (১০/১০০)ঃ জনৈক ইমামকে খুৎবা দিতে শুনেছি যে, 'সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতিবার বাদ আছর সকল মৃত মানুষের 'রূহ' দুনিয়াতে ফিরে আসে এবং নিজ নিজ ওয়ারিছগণের নিকট হ'তে ছাদাক্বা, দান-খয়রাত ইত্যাদির ছওয়াব নিয়ে শুক্রবার জুম'আর ছালাতের পর পুনরায় নিজ নিজ কবরে ফিরে যায়'। কথাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ইয়াকুব আলী (প্রধান দপ্তরী)
শিবদেবচর দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয়
পোঃ পাওটানা হাট
পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ উপরোল্লেখিত কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কুরআন-হাদীছের সাথে এ বক্তব্যের কোন সম্পর্ক নেই। উক্ত বক্তব্যের উপর বিশ্বাস পোষণ করা গুরুতর অন্যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তারা কি প্রত্যক্ষ করেনা যে, তাদের পূর্বে আমি কত সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেছি, যারা তাদের মধ্যে আর ফিরে আসেনি' (ইয়াসীন ৩১)। এ আয়াত স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, রূহ ফিরে আসে না। সুতরাং এ ধরনের বিশ্বাস পোষণ করা কুরআন-হাদীছের সরাসরি বিরোধিতার শামিল।

প্রশ্ন (১১/১০১)ঃ আমাদের মসজিদে তাশাহহুদ পড়ার সময় আঙ্গুল দ্বারা সর্বদা ইশারা করা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হচ্ছে। কেউ এটিকে নতুন একটি বিদ'আত বলছেন। হাদীছে থাকলে দয়া করে হাদীছটি অনুবাদ করে আত-তাহরীকে প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

-আহমাদ আলী
দাঊদপুর রোড
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ তাশাহহুদের সময় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) শাহাদত অঙ্গুলি দ্বারা তাশাহহুদের শুরু থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত ইশারা করতেন। এটিই সুন্নাতী তরীকা। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন তাশাহহুদের বৈঠকে বসতেন, তখন বাম হাত বাম হাঁটুর উপরে এবং ডান হাত ডান হাঁটুর উপরে রাখতেন। এ সময় ডান হাতটি ৫৩-এর ন্যায় মুষ্টিবদ্ধ করতেন ও শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করতেন'। এভাবে তিনি ইশারার মাধ্যমে দো'আ করতে থাকতেন। এই সময় বাম হাতের আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিকভাবে ছড়ানো থাকত' (*মুসলিম, মিশকাত হা/৯০৬-৭, 'তাশাহহুদ' অনুচ্ছেদ*)। ওয়ায়েল বিন হুজ্র (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আঙ্গুল নাড়াতে ও দো'আ পাঠ করতে দেখেছি' (*আবুদাঊদ, দারেমী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯১১ সনদ ছহীহ*)। অবশ্য এমন দ্রুত আঙ্গুল উঠানামা করা উচিত নয়, যাতে পাশের মুছল্লীর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। অতঃপর লা-ইলাহা বলে আঙ্গুল উঠানো ও ইল্লাল্লাহ বলে নামানোর প্রচলিত নিয়মটি ভিত্তিহীন (*আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ১৪০*)।

প্রশ্ন (১২/১০২)ঃ একটি পোষ্টারে কা'বা শরীফের ছবি এবং তৎসঙ্গে কিছু মুছল্লীর ছবি রয়েছে। এরূপ পোষ্টার মসজিদে টাঙিয়ে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি?

-রশীদুল ইসলাম
বিনাই মোল্লাপাড়া
পোঃ কানাইহাট
ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ যে পোষ্টারে কোন প্রাণীর ছবি থাকবে সে পোষ্টার মসজিদে টাঙিয়ে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে না (*মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪৯৮ 'ছবি' অনুচ্ছেদ*)। এমনকি নকশাওয়ালা পর্দা বা পোষ্টার সরিয়ে ছালাত আদায় করা উচিত। যেমন আনাস (রাঃ) বলেন, আয়েশা (রাঃ)-এর একটি নকশা করা পর্দার কাপড় ছিল, যা দ্বারা তিনি ঘরের একদিকে পর্দা করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশাকে বললেন, তোমার এ চাদর সরিয়ে নাও। এর ছবি আমার ছালাতের মধ্যে ভেসে উঠছে' (*বুখারী, মিশকাত ৭২ পৃঃ হা/৭৫৮ 'সতর' অনুচ্ছেদ*)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন যে, ঐ ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না যে ঘরে (প্রাণীর) ছবি থাকে' (*মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪৯২ 'ছবি' অনুচ্ছেদ*)।

প্রশ্ন (১৩/১০৩)ঃ আমার ১০ বিঘা জমি আছে। কিন্তু আমি ১০ হাযার টাকা ঋণী আছি। এমতাবস্থায় জমির উৎপাদিত ধানের ওশর না দিয়ে ঋণ পরিশোধ করা যাবে কি-না?

-নূরুল ইসলাম
খোলাবাড়িয়া দাখিল মাদরাসা
পোঃ খোলাবাড়িয়া
থানা+যেলাঃ নাটোর।

উত্তরঃ জমির শস্য নির্ধারিত পরিমাণে পৌছলে তার ওশর বের করা ফরয (আন'আম ১৪১)। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে শস্য আকাশের পানি ও বন্যার পানির মাধ্যমে উৎপন্ন হবে তাতে ১০ ভাগের এক ভাগ এবং যে শস্য সেচের মাধ্যমে হয়, তাতে বিশ ভাগের এক ভাগ (নিছফে ওশর) যাকাত হিসাবে দিতে হবে (*মুসলিম, মিশকাত ১৫৯ পৃঃ*)।

প্রকাশ থাকে যে, সূরা তওবাহ ৬০ আয়াতে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে যাকাত প্রদানের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি এমন হবে, যার কোন সম্পদ নেই (*তাফসীর ইবনে কাছীর ২/৩৮০*)। কাজেই নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক অথচ ঋণগ্রস্ত এমন ব্যক্তিকে যাকাত বা ওশর বের করতে হবে না এ ধারণা ঠিক নয়।

প্রশ্ন (১৪/১০৪)ঃ আমার আম্মা অশিক্ষিতা। বয়স ৪০ এর উপরে। ছালাতের সব সূরা ও দো'আ তার জানা নেই। শত চেষ্টার পরও মুখস্থ হয় না। এক্ষণে তার জানা অল্প সূরা ও দো'আর মাধ্যমে ছালাত হবে কি?

-রবী'উল ইসলাম
গ্রাম+পোঃ হলিদাগাছী
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রত্যেক মুছল্লীকে ছালাতের জন্য প্রয়োজনীয় সূরা ও দো'আ মুখস্থ করা যরূরী। তবে কোন মুছল্লী সক্ষম না হ'লে যে কোন সূরা বা দো'আ পড়ে ছালাত আদায় করতে পারে। আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি কুরআন থেকে কিছু পড়তে সক্ষম নই। অতএব আমাকে এমন কিছু শিখিয়ে দিন যা আমার জন্য যথেষ্ট হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি বল-

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ -

উচ্চারণঃ *সুবহা-নাল্লা-হি ওয়ালহামদু লিল্লা-হি ওয়া লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার। ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।*

লোকটি বললঃ হে রাসূল! এগুলি তো আল্লাহ্‌র জন্য হ'ল। এতে আমার জন্য কি আছে? রাসূল (ছাঃ) বললেনঃ তুমি পড়বে, أَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ وَعَافِنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ *'আল্লা-হুম্মার হামনী ওয়া 'আ-ফিনী ওয়াহ্‌দিনী ওয়ারযুক্বনী'।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ আপনি আমাকে অনুগ্রহ করুন, আমাকে আরোগ্য করুন, আমাকে সুপথ প্রদর্শন করুন ও আমাকে রূযী দান করুন' (*আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৮৫৮ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ*)।

অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করাই ছালাতের জন্য যথেষ্ট।

প্রশ্ন (১৫/১০৫)ঃ মুসলমান ছেলেদের খাৎনা করতে হয় কেন? মেয়েদের এর বিপরীতে কি করতে হবে? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-বেদেনা খাতুন
গ্রামঃ বাখড়া মোলামগাড়ী
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ মুসলিম ছেলেদের খাৎনা করা সুন্নাত। যা হযরত ইবরাহীম (আঃ) থেকে চলে আসছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ইবরাহীম

(আঃ) ৮০ বৎসর বয়সে খাৎনা করেছিলেন (*বুখারী, মুসলিম, নায়ল ১ম খণ্ড 'খাৎনা' অধ্যায় ১১১ পৃঃ*)।

পুরুষের খাৎনার বিপরীতে মেয়েদের কিছুই করতে হবে না। উল্লেখ্য যে, 'মেয়েদের খাৎনা করা তাদের জন্য সম্মানের বিষয়' বলে আহমাদ ও বায়হাক্বীতে শাদ্দাদ বিন আউস (রাঃ) হ'তে যে মরফূ রেওয়ায়াতটি এসেছে, তার সকল সূত্রই যঈফ। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, খাৎনা কেবল পুরুষের জন্যই এবং এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে' (*আওনুল মা'বূদ ১৪/১৮৫, ১৯০; আবুদাঊদ 'খাৎনা' অধ্যায় হা/৫২৪৯-এর ব্যাখ্যা*)। মুসলমান ছেলেদের খাৎনা এজন্য করতে হয় যে, প্রথমতঃ এটি অন্যদের থেকে পার্থক্যকারী একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। দ্বিতীয়তঃ চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পুরুষের জন্য এর উপকারিতা ও কল্যাণকারিতা সুদূর প্রসারী। পক্ষান্তরে মেয়েদের জন্য খাৎনা না করার মধ্যে পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য কল্যাণ রয়েছে এবং রাসূল (ছাঃ) এটা করতে নিষেধ করেছেন (*আবুদাঊদ হা/৫২৪৯*)।

প্রশ্ন (১৬/১০৬)ঃ শহীদদের স্মরণে 'শহীদ মিনার' নির্মাণ করা যাবে কি?

-শাহিনূর
নন্দলালপুর, কুমারখালী
কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ শহীদদের স্মরণে মিনার বা সৌধ নির্মাণ শরীয়ত সম্মত নয়। এটি খৃষ্টানদের অনুকরণ মাত্র। ইয়াহুদ-নাছারাগণ তাদের কোন সৎ লোক মৃত্যুবরণ করলে মৃত ব্যক্তির সম্মানার্থে এবং তাদেরকে স্মরণ করার জন্য তার কবরের উপরে সিজদার স্থান নির্মাণ করত। সেখানে তাদের মূর্তি নির্মাণ করা হ'ত। আতা ইবনে ইয়াসার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে ইবাদতের স্থান কর না। আল্লাহ ঐ সম্প্রদায়ের উপরে ক্রোধান্বিত হয়েছেন যারা তাদের নবীদের কবরকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছে। -*মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/৭৫০ হাদীছ ছহীহ*। জুনদুব বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, সাবধান! তোমাদের পূর্বের লোকেরা তাদের নবী ও সৎ লোকদের কবরকে সিজদার স্থান হিসাবে গণ্য করত। সাবধান! তোমরা কবরকে সিজদার স্থান করোনা। আমি তোমাদের এরূপ করা থেকে নিষেধ করছি' (*মুসলিম, মিশকাত হা/৭১৩ 'ছালাতের স্থান' অনুচ্ছেদ*)। অতএব মৃত ব্যক্তির সম্মান ও স্মৃতির জন্য শহীদ মিনার বা অন্য কিছু নির্মাণ করা নিষিদ্ধ, যা 'শিরকে আকবার' বা বড় শিরক হিসাবে গণ্য।

প্রশ্ন (১৭/১০৭)ঃ হাঁস-মুরগী বা যে কোন হালাল পশু যবেহ করার নির্দিষ্ট কোন দো'আ আছে কি?

-আব্দুল জাব্বার
ঠিকানা বিহীন

উত্তরঃ হাঁস-মুরগী বা যেকোন হালাল পশু যবেহ করার দো'আ হচ্ছে- بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ অথবা শুধু بِسْمِ اللهِ। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ঈদে ধূসর বর্ণের শিংওয়ালা দুম্বা কুরবানী করলেন। (যবেহ করার সময়) তিনি বললেন, 'বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার'(*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৬৯*)। জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরবানীর ছালাত আদায় করলেন এবং বললেন, যে ছালাত আদায়ের পূর্বে কুরবানী করেছে সে যেন আর একটি কুরবানী করে। আর যে কুরবানী করেনি, সে যেন 'বিসমিল্লা-হ' বলে কুরবানী করে (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৮৯*)।

প্রশ্ন (১৮/১০৮)ঃ ইসলামে নারী নেতৃত্ব বৈধ কি-না? জনাব আসাদুয্যামান রচিত 'স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি' বইয়ের ৮৩ পৃষ্ঠায় অনেক আলেমের উদ্ধৃতি দিয়ে নারী নেতৃত্বকে বৈধ করা হয়েছে। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ইদরীস আলী
উজান খলসী
দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইসলামে নারী নেতৃত্ব বৈধ নয়। আল্লাহ বলেন, 'পুরুষ জাতি নারী জাতির উপরে কর্তৃত্বশীল' (নিসা ৩৪)। আবু বাকরাহ (রাঃ) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অবগত হ'লেন যে, ইরানের জনগণ কিসরার কন্যাকে তাদের নেত্রী নির্বাচিত করেছে। তখন তিনি বললেনঃ ঐ জাতি কখনও সফলকাম হ'তে পারে না, যারা নারীকে তাদের নেত্রী নির্বাচিত করে (*বুখারী, মিশকাত ৩২১ পৃঃ 'শাসন ও বিচার' অধ্যায় হা/৩৬৯৩*)।

প্রশ্ন (১৯/১০৯)ঃ আমাদের ছাগলের একটি বাচ্চা হয়েছিল। কিন্তু বাচ্চাটি তার মায়ের দুধ পায়নি। এমনকি অন্য কোন ছাগল বা গরুর দুধ না পাওয়ায় অবশেষে আমার নিজের বুকের দুধ থেকে কিছু দুধ বাচ্চাটিকে খাওয়াই। এ ঘটনা আমার স্বামী জানতে পেরে আমাকে গালমন্দ করেন এবং বলেন যে, এ ছাগলের গোস্ত মানুষের জন্য হারাম। আমি জানতে চাই এরূপ কাজ জায়েয কি? এবং এই ছাগলের গোস্ত খাওয়া জায়েয হবে কি?

-জিনিয়া আফরোয

প্রযত্নেঃ মীযানুর রহমান
ফুলবাড়িয়া হাট,
কাথুলী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ মানুষের দুধ পশুর খাদ্য নয়। আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন ভাবে পশুর খাদ্যের ব্যবস্থা রেখেছেন। তবে যদি বিশেষ প্রয়োজনে মানুষের দুধ পশুকে পান করানো হয়, তবে উক্ত পশুর গোস্ত মানুষের জন্য হারাম হবে না। কারণ, হালাল-হারাম মেনে চলার হুকুম শুধুমাত্র মানুষের উপর অবধারিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তোমাদের যা দিয়েছেন তা গ্রহণ কর আর যা নিষেধ করেন তা হ'তে বিরত থাক' (হাশর ৭)। পশুকে এরূপ কোন আদেশ করা হয়নি। কাজেই কোন মহিলা যদি কোন পশুকে তার নিজ বুকের দুধ পান করান, তাহ'লে ঐ পশুর গোস্ত মানুষের জন্য হারাম হবে না।

প্রশ্ন (২০/১১০)ঃ ফজরের ছালাতের সময় যখন ইমাম ছাহেব জামা'আত আরম্ভ করেন, তখন আমাদের হানাফী ভাইগণ সুন্নাত পড়তে থাকেন। তাদেরকে ছালাত ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হ'লে তারা দলীল চান। তাই আপনাদের শরণাপন্ন হ'লাম। দলীল প্রদান করে বাধিত করবেন।

-আতীকুর রহমান
সাহিত্য পাঠাগার সম্পাদক
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কুমিল্লা সাংগঠনিক যেলা।

উত্তরঃ ফরয ছালাতের জন্য ইক্বামত দেওয়ার পরে অন্য কোন ছালাত নেই। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন ফরয ছালাতের জন্য ইক্বামত দেওয়া হয়, তখন ফরয ব্যতীত অন্য কোন ছালাত নেই' (*মুসলিম, মিশকাত ৯৬ পৃঃ হা/১০৫৮ 'জামা'আত ও উহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ*)। অতএব ফজরের জামা'আত চলাকালে সুন্নাত পড়া যাবে না। বরং সুন্নাত শুরু করে থাকলে তা ছেড়ে দিয়ে জামা'আতে শামিল হ'তে হবে।

প্রশ্ন (২১/১১১)ঃ স্ত্রী তার স্বামীর নাম ধরে ডাকতে পারবে কি? কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-অধ্যাপক আবুল কাসেম
গ্রাম+পোঃ বাটরা
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ স্ত্রী তার স্বামীর নাম ধরে ডাকতে পারবে। যা একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, আয়েশা! যখন তুমি আমার উপর সন্তুষ্ট থাক তখন আমি বুঝতে পারি এবং তোমার অসন্তুষ্ট থাকাও আমি অনুভব করতে পারি। আমি বললাম, আপনি কেমন করে বুঝতে পারেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি যখন আমার উপর খুশী থাক তখন বল, মুহাম্মাদের রব-এর কসম। আর যখন অসন্তুষ্ট থাক তখন বল, ইবরাহীমের রব-এর কসম। আয়েশা (রাঃ) বললেন, জি হ্যাঁ। আল্লাহ্‌র কসম হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! ক্রোধ ব্যতীত আমি কখনই আপনার নাম ছাড়ি না' (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২৮০*)।

একদা ইবরাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী হাজেরা পিছন হ'তে বার বার ইবরাহীম (আঃ)-এর নাম ধরে ডেকেছিলেন (*বুখারী ১ম খণ্ড ৪৭৪ পৃঃ*)।

প্রশ্ন (২২/১১২)ঃ আমরা এক ছা' করে চাউল ফিৎরা প্রদান করে থাকি। এর দলীল জানতে চাই।

-আবদুল জাব্বার
ঝাপাঘাটা, কলারোয়া
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ হাদীছে ফিৎরা প্রদানের ব্যাপারে বিভিন্ন শস্যের নাম উল্লেখ রয়েছে। এতদ্ব্যতীত আমভাবে 'ত্বা'আম' এর কথা এসেছে। যার অর্থ হচ্ছে খাদ্য। যা দ্বারা পৃথিবীর সকল খাদ্যশস্যকে বুঝানো হয়েছে। চাউলের কথা সরাসরি উল্লেখ না থাকলেও চাউল ত্বা'আমের অন্তর্ভুক্ত। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা এক ছা' করে ত্বা'আম প্রদান করতাম অথবা জব, খেজুর, পনির ও কিশমিশ থেকে এক ছা' করে প্রদান করতাম' (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৬*)। অতএব এদেশের প্রধান খাদ্য হিসাবে চাউল দ্বারা ফিৎরা প্রদান করাই শরীয়ত সম্মত।

প্রশ্ন (২৩/১১৩)ঃ চার রাক'আত অথবা তিন রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে ভুল করে চার-এর স্থলে তিন এবং তিন-এর স্থলে চার রাক'আত পড়ে সালাম ফিরালে কি করণীয় রয়েছে?

-আবদুল হান্নান
কৃষ্ণপুর
পোঃ ধোপাঘাটা
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাক'আত কম হ'লে সালামের পর বাকী রাক'আত আদায় করতঃ সহো সিজদা করে পুনরায় সালাম ফিরাবে। আর রাক'আত বেশী হ'লে দু'টি সহো সিজদা করবে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কারো ছালাতের

মধ্যে সন্দেহ হয় এবং তিন কি চার তা ঠিক করতে না পারে তখন সে যেন সন্দেহ পরিত্যাগ করে এবং নিশ্চিতভাবে রাক'আত নির্ধারণ করে নেয়। অতঃপর সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সিজদা করে। যদি সে বাস্তবে পাঁচ রাক'আত পড়ে থাকে তাহ'লে এ দুই সিজদা তার ছালাতকে জোড়ে পরিণত করবে। আর যদি সে চার রাক'আত পড়ে থাকে তাহ'লে এ দুই সিজদা শয়তানের ধিক্কার স্বরূপ হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০১৫)*। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার যোহরের ছালাত পাঁচ রাক'আত পড়লেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'ল- যোহরের ছালাত কি এক রাক'আত বৃদ্ধি করা হয়েছে? তিনি বললেন, এ আবার কি? ছাহাবীগণ বললেন, আপনি যে পাঁচ রাক'আত ছালাত আদায় করলেন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সালামের পর দু'টি সিজদা করলেন। অপর বর্ণনায় আছে তিনি বলেন, আমিও তোমাদের ন্যায় একজন মানুষ। আমিও ভুলে থাকি যেমন তোমরা ভুলে থাক। সুতরাং আমি যখন কিছু ভুলে যাই তোমরা তখন স্মরণ করিয়ে দিয়ো। অতঃপর তিনি বললেন, তোমাদের কারো ছালাতের মধ্যে সন্দেহ হ'লে সে যেন সত্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করে এবং চেষ্টার উপর ভিত্তি করে বাকী ছালাত সমাপ্ত করে। অতঃপর সালাম ফিরায় ও দু'টি সহো সিজদা করে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০১৬)*।

প্রশ্ন (২৪/১১৪)ঃ আমাদের একটা সমিতি আছে। তা থেকে টাকা লীজ (ইজারা) দেওয়া হয়। দু'হাযার টাকায় তিন হাযার দু'শত টাকা নেওয়া হয়। সপ্তাহে ৫০ টাকা করে কিস্তিতে টাকা পরিশোধ করতে হয়। এতে ৩২০০ টাকা আদায় হ'তে ৬৪ সপ্তাহ লাগে। এভাবে টাকা লীজ দেওয়া বৈধ কি-না? জানালে উপকৃত হব।

-খাঁন সিরাজুল ইসলাম নূর
লেবুদিয়া
তেরখাদা, খুলনা।

উত্তরঃ টাকা লীজ দিয়ে যেভাবেই হউক বেশী টাকা আদায় করা সম্পূর্ণ অবৈধ। ইহা স্পষ্ট সূদ। যা কবীরা গোনাহ *(বাক্বারাহ ২৭৫; মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৯)*। ওমর ফারূক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য (মুদ্রা হউক বা অলংকার) সমতুল্য ব্যাতিরেকে কমবেশী গ্রহণ করা সূদ। গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর সমতুল্য ব্যতিরেকে (কমবেশী) গ্রহণ করা সূদ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৮১২ 'রিবা' অধ্যায়)*। যেহেতু টাকা আমাদের দেশে রৌপ্যমুদ্রার স্থলে ব্যবহৃত হয়, সেহেতু উহা কম বেশী গ্রহণ করায় স্পষ্ট সূদ হবে।

উল্লেখ্য যে, কোন বস্তু ক্রয় করে দিয়ে (উভয়ের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে) কিছু অধিক মূল্য গ্রহণ করা শরীয়তে বৈধ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৮)*। সূদ বর্জনের জন্য আল্লাহ পাক কঠোর নির্দেশ দান করেছেন। যারা এ আদেশ অমান্য করে তাদেরকে আল্লাহ ও তার রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে যুদ্ধের ঘোষণা দিতে বলা হয়েছে (বাক্বারাহ ২৭৯)।

প্রশ্ন (২৫/১১৫)ঃ কাউকে যদি খাৎনা না করা হয়, আর সে যদি এ অবস্থায় ধর্ম প্রচারের কাজ চালায়, তাহ'লে তাকে মুসলমান বলা যাবে কি-না? ১৮০০ বছর পূর্বে এ খাৎনা প্রথার প্রচলন ছিল কি? থাকলে কোন নবীর আমলে ছিল।

-মুহাম্মাদ ইয়াসীন আলী খান
যুগ্ম আহবায়ক, বাংলাদেশ কারিগরী ছাত্র পরিষদ
ও প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র সংসদ
দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট।

উত্তরঃ কাউকে খাৎনা না করা হ'লেও যদি সে যথা নিয়মে ইসলাম গ্রহণ করতঃ এর প্রচার কার্য চালায়, তবে তাকে মুসলমান বলা যাবে। অবশ্য তার জন্য খাৎনা করা সুন্নাত। ইবরাহীম (আঃ) সর্বপ্রথম ৮০ বৎসর বয়সে এই সুন্নাত পালন করেছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত ৫০৬ পৃঃ হা/৫৭০৩ 'সৃষ্টির সূচনা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২৬/১১৬)ঃ বিষাক্ত সাপকে আঘাত করার পর মারতে না পারলে কিছু করণীয় আছে কি?

-মুহাম্মাদ যয়নুল আবদীন
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ বিষাক্ত সাপ মারার চেষ্টা করে ব্যাহত হওয়া কোন দোষণীয় নয়। আল্লাহ কাউকেই সাধ্যাতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান করেন না (বাক্বারাহ ২৩৩, ২৮৬)। আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সর্ব প্রকার সাপকেই তোমরা মেরে ফেল। যে ব্যক্তি উহার আক্রমণকে ও পুনরাক্রমনকে ভয় করে ওদেরকে ছেড়ে দেয়, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত, 'শিকার' অধ্যায় ২৬২ পৃঃ; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪৩৭০-৭২)*। এই হাদীছ হ'তে বুঝা যায় সাপকে আঘাত করার পর মারতে না পারলে পুনরায় আক্রমণের ভয় করা উচিত নয়। তবে সাবধান থাকা কর্তব্য।

প্রশ্ন (২৭/১১৭)ঃ যঈফ হাদীছের সংজ্ঞা কি? মাসিক আত-তাহরীক আগষ্ট '৯৯ সংখ্যার প্রশ্নোত্তরে ১/১৭৬ নং প্রশ্নের উত্তরে ফজরের ছালাতের পর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়ার হাদীছ যঈফ বলা হয়েছে। অথচ একজন প্রভাবশালী আলেম তাঁর 'ছহীহ নামাজ ও মাসনূন দোয়া' শিক্ষা বইয়ে

লিখেছেন উক্ত তিনটি আয়াত পাঠে অনেক সওয়াব রয়েছে (তিরমিযী, মিশকাত ১৮৮ পৃঃ)। কোন্‌টি সঠিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আমীনুল হক
ষ্টেশনপাড়া, রহনপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মাসিক **আত-তাহরীক** আগষ্ট '৯৯ সংখ্যার প্রশ্নোত্তর কলামে ফজরের ছালাতের পর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠ বিষয়ে যা বর্ণিত হয়েছে, তা সঠিক। 'ছহীহ্ নামাজ ও মানসূন দোয়া শিক্ষা' বইয়ে সম্ভবতঃ সনদ বা সূত্রের তাহক্বীক বা যাচাই ছাড়াই লেখা হয়েছে। হাদীছটি যঈফ। দেখুনঃ আলবানী, যঈফুল জামে' হা/৫৭৪৪।

যঈফ হাদীছের সংজ্ঞাঃ ঐ হাদীছকে 'যঈফ' হাদীছ বলা হয়, যে হাদীছের রাবী বা বর্ণনাকারীর মধ্যে 'ছহীহ' ও 'হাসান' হাদীছের গুণাবলী পাওয়া যায় না' *(আল-বা'এছুল হাছীছ ৫৩ পৃষ্ঠা)*। মিশকাতের মুক্বাদ্দামায় বর্ণিত হয়েছে যে, যঈফ ঐ হাদীছকে বলা হয়, যে হাদীছের মধ্যে 'ছহীহ' ও 'হাসান' হাদীছের শর্তাবলী পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে পাওয়া যায় না এবং যার বর্ণনাকারী একাকীত্ব, অপরিচিতি বা অন্য কোন দোষে নিন্দিত হয়'।

প্রশ্ন (২৮/১১৮)ঃ জনৈক ব্যক্তি নিয়মিত ছালাত আদায় করেন না। কিছুদিন আদায় করেন আবার ছেড়ে দেন। এটা তার খামখেয়ালী মাত্র। এ ধরণের ছালাত আদায়কারীর কি শাস্তি হ'তে পারে? আর অন্য এক ব্যক্তি নিয়মিত ছালাত আদায় করেন। কিন্তু সূদ-ঘুষ থেকে শুরু করে অনেক অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকেন। তার কি শাস্তি হবে? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-ডাঃ আহমাদ আলী
গ্রাম+পোঃ মহিষবাথান
থানাঃ খোকসা, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ অনিয়মিত ছালাত ছালাত আদায় না করারই শামিল। যা লোক দেখানোর জন্য হয়ে থাকে। এর শাস্তির কথা সূরা মাঊনের ৪-৮ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'ঐ সব মুছল্লীর জন্য দুর্ভোগ, যারা স্বীয় ছালাত হ'তে উদাসীন। যারা লোক দেখানোর জন্য করে থাকে এবং মানুষকে গৃহস্থালী আসবাবপত্র হ'তে দিতে বাধা দান করে'। সূরা মুদ্দাছছির-এর ৪২ নং আয়াতে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে- 'তারা সঠিকভাবে ছালাত আদায় করেনি'। ছালাতের হেফাযত না করার কারণে তারা ক্বিয়ামতের দিন ফেরাউন, ক্বারূন, হামান ও উবাই বিন খালফ-এর সাথী হয়ে উঠবে *(আহমাদ, ত্বাবারাণী, ইবনু হিব্বান, ফিকহুস সুন্নাহ ৯২-৯৩ পৃঃ; মিশকাত 'ছালাতের ফযীলত' অধ্যায় ৫৮-৫৯ পৃঃ)*।

আর যদি কোন ব্যক্তি নিয়মিত ছালাত আদায় করে এবং তার ছালাত আদায় সঠিক হয় তবে তার ছালাতই তাকে গোনাহ হ'তে বিরত রাখবে (আনকাবূত ৪৫)। সঠিকভাবে ছালাত আদায়কারীকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে মাফ করে দিতে পারেন। তবে একটি হাদীছে কবীরা গোনাহ হ'তে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'ছালাত' অধ্যায় ৫৭-৫৮ পৃঃ)*।

এক্ষণে উক্ত ব্যক্তিকে কবীরা গোনাহ হ'তে তওবা করার নির্দেশ দিতে হবে। তওবা না করলে সে হবে ফাসেক মুসলমান। আল্লাহ ইচ্ছা করলে যেমন পাপ তেমন শাস্তি দিতে পারেন কিংবা মাফও করতে পারেন। কেননা শিরক ব্যতীত সকল গোনাহ তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করে দিতে পারেন (নিসা ৪৮)।

প্রশ্ন (২৯/১১৯)ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ ইচ্ছায় কিছুই বলেন না। অহি অবতীর্ণ হ'লেই তবে বলেন' (নাজম ৪)। জনৈক ব্যক্তি বলে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন না। তিনি ধর্মের সংস্কারক ছিলেন মাত্র। উপরোক্ত আয়াত ও এই কথার মধ্যে মিল আছে কি? রাসূল ও সংস্কারকের অর্থ কি? রাসূল (ছাঃ)-কে সংস্কারক বলা যাবে কি? কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ
বামুন্দী, গাংণী
মেহেরপুর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাওহীদ বা একত্ববাদের প্রবর্তক ছিলেন না একথা ঠিক। তবে তিনি ইসলামী শরীয়তের প্রবর্তক ছিলেন। তিনি শরীয়তের বিষয়ে 'অহি' ব্যতীত কিছুই বলতেন না। সূরা শূরা-র ১৩ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরে ইবনে কাছীরে বর্ণিত আছে- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমরা নবীগণ আল্লাতী সন্তান বা বিমাতা ভাই স্বরূপ। আমাদের দ্বীন এক, কিন্তু শরীয়ত ভিন্ন ভিন্ন'। *-বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, মু'জাম ৪/৩০৮*। ইবনু কাছীর বলেন, এখানে দ্বীন অর্থ এককভাবে আল্লাহ্‌র ইবাদত করা বা তাওহীদে ইবাদত। সকল নবী এই তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে গেছেন। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের প্রত্যেকের (পরীক্ষার জন্য) শরীয়ত বা ব্যবহারবিধি ভিন্ন করে দিয়েছি' (মায়েদাহ ৪৮)। 'অতঃপর তোমাকে ইসলামের একটি নির্ধারিত শরীয়ত দিয়েছি তুমি তারই

অনুসরণ কর' (জাছিয়া ১৮)। এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে তিনি নতুন শরীয়তের ধারক ছিলেন। একই সাথে তিনি সংস্কারকও ছিলেন। যেমন মূসা (আঃ)-এর শরীয়তে যেনার শাস্তি হিসাবে ছঙ্গেছার করার হুকুম ছিল। তার উম্মতরাই তা রদবদল করেছিল *(নিসা ৪৮; মায়েদা ১৩, ৪১; বাক্বারাহ ৭৫)*। আমাদের নবী (ছাঃ) উহার সংস্কার করতঃ বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছিলেন। রাসূল বা প্রেরিত পুরুষ হিসাবে তিনি যেমন নতুন শরীয়ত নিয়ে এসেছিলেন, তেমনি কোন কোন বিষয়ে তিনি পূর্বের শরীয়তের অনুসরণের জন্যও আদিষ্ট ছিলেন (আন'আম ৯০)।

প্রশ্ন (৩০/১২০)ঃ আমরা জানি বিপদ-আপদে বা কোন নেক মকছূদ পূরণে 'ছালাতুল হাজত' পড়ে দো'আ করলে আল্লাহ তা'আলা তার নেক মাকছূদ পূরণ করে দেন। আমার প্রশ্ন হল- কোন একটি মাকছূদের জন্য কি শুধু একবার ছালাত আদায় করতে হয়, নাকি মাকছূদ পুরা না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন বা মাঝে মাঝে আদায় করতে হয়? প্রতিদিন বা মাঝে মাঝে আদায় করলে কোন অসুবিধা আছে কি-না? বিস্তারিত জানাবেন।

-রিয়ায
তালাইমারী
রাজশাহী।

উত্তরঃ 'ছালাতুল হাজত' একাধিকবার আদায়ের কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। পূর্ণভাবে ওযূ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও নবী করীম (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করতঃ হাদীছে উল্লেখিত দো'আ পড়ে নেক মকছূদ পূরণের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। মুসনাদে আহমাদের ছহীহ হাদীছে ইংগিত পাওয়া যায় যে, শীঘ্র বা দেরীতে হউক আল্লাহ তার আশা পূর্ণ করবেন *(ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৫৯)*।

এখানে দেরীতে কবুল হওয়ার সম্ভাবনায় পুনরায় ছালাত আদায় করার কথা বলা হয়নি। তাই প্রত্যহ বা মাঝে মাঝে একই উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় না করাই উত্তম। হাদীছে যা নেই, তা করা অনুচিত।

প্রশ্ন (৩১/১২১)ঃ আমাদের গ্রামের দু'জন লোক পারস্পরিক ঝগড়ার কারণে একে অপরকে দেখতে পারে না। একদিন আছরের ছালাতে তাদের একজন মসজিদে এসে দেখে ২য় জনের পাশে একটু জায়গা খালি আছে। এ অবস্থা দেখে সে ঐখানে না দাঁড়িয়ে জামা'আতে ছালাত ছেড়ে চলে যায় এবং জামা'আত শেষ হ'লে এসে ছালাত আদায় করে। এ অবস্থায় তার ছালাত হবে কি?

-মুহাম্মাদ আখতারুয্যামান
গ্রামঃ জলাইডাঙ্গা (পূর্বপাড়া)
পোঃ গোপালপুর
থানাঃ পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তরঃ শারঈ কারণ ব্যতিরেকে এই দুই ব্যক্তির এভাবে হিংসা-বিদ্বেষ নিয়ে চলাফেরা করা সম্পূর্ণ অবৈধ। এই হিংসা তাদের নেকী খেয়ে ফেলবে, যেমন আগুন কাঠকে খেয়ে ফেলে। তারা আল্লাহ্‌র ক্ষমা থেকে বঞ্চিত হবে। তাদের কোন নেক আমল কবুল হবে না। আবু আইয়ূব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন দিনের বেশী কোন মুসলমান অপর মুসলিম ভাই হ'তে সম্পর্ক ছিন্ন রাখা হালাল নয়। তাদের উভয়ের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে প্রথমে সালাম প্রদান করবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৪২৭)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয় এবং শিরক কারী ব্যতিত প্রত্যেক বান্দাকে ক্ষমা করা হয়। তবে যে তার ভাইয়ের সাথে হিংসা জিইয়ে রেখেছে, ঐ ব্যক্তিও ক্ষমা পায় না আপোষ না করা পর্যন্ত *(মুসলিম, ঐ)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে- 'কোন মুসলমানের জন্য তার অপর মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখা হালাল নয়। যে ব্যক্তি তিনদিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে এবং মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, হাদীছ ছহীহ মিশকাত পৃঃ, ৪২৮, হা/৫০৩৫)*। ঐ ব্যক্তির ছালাত আদায় হ'য়ে যাবে। তবে তা কবুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

প্রশ্ন (৩২/১২২)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জানাযার ছালাত কে পড়িয়েছেন? 'দরূদে রুইয়াত' পড়লে মহানবী (ছাঃ)-এর সাথে স্বপ্নে দেখা হবে' একথা কোন ছহীহ হাদীছে আছে কি? 'নিয়ামুল কোরান' বইয়ে নিম্নোক্ত ভাবে দরূদ বর্ণিত আছে- 'আল্লাহুমা ছাল্লে আলা **সাইয়েদেনা মোহাম্মাদিন নাবীইন উম্মেইন'। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।**

-মুহাম্মাদ আনারুল ইসলাম
সাং+পোঃ সাতানী
কুশখালি, যেলা সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জানাযায় কেউ ইমাম হয়ে ছালাত আদায় করেননি। আবুবকর (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাফন-দাফনে মনোনিবেশ করেন। গোসল দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাঁর শয়ন কক্ষের মধ্যেই খাটনির উপর রাখা হয়। অতঃপর ঐ ঘরের মধ্যেই কবর খনন করার পর লোকজন পালাক্রমে দশজন

দশজন করে প্রথমে তাঁর পরিবারের লোক, তারপর মুহাজিরগণ, তারপর আনছারগণ, তারপর মহিলাগণ ঘরে প্রবেশ করতঃ জানাযার ছালাত আদায় করেন। সবশেষে বালকেরা প্রবেশ করে ছালাত আদায় করে *(মুখতাছার সীরাতির রাসূল ৪/৬০৩পৃঃ; আর-রাহীকুল মাখতূম ৫৩১ পৃঃ)*।

'দরূদে রুইয়াত' নামে কোন দরূদ বা আপনি যে শব্দগুলি লিখে পাঠিয়েছেন, ঐ শব্দে ও বাক্যে কোন দরূদ ছহীহ হাদীছে নেই। যে দরূদের অস্তিত্বই হাদীছে নেই, সেই দরূদ পাঠ করে নবী করীম (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখার আকাংখা করা বাতুলতা বৈ কি। তাছাড়া 'নেয়ামুল কোরান' কোন নির্ভরযোগ্য কিতাব নয়। বিনা দলীলে এর কোন কথা মানা যাবে না। আল্লাহ পাক বলেন, 'তোমরা আনুগত্য কর যা নাযিল করা হয়েছে তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর পক্ষ হ'তে। তা ব্যতিরেকে কোন অলী-আউলিয়ার অনুসরণ কর না' (আ'রাফ ৩)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার নামে কোন মিথ্যা কথা বলবে, সে যেন তার স্থান দোযখে বানিয়ে নেয় *(বুখারী, মিশকাত ৩২পৃঃ, 'ইলম' অধ্যায়)*। বানাওয়াট দরূদ তো দূরের কথা ছহীহ হাদীছে যেসব সুন্নাতী দরূদের বর্ণনা রয়েছে সে সব দরূদ পাঠেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখা যাবে বলে কোন প্রমাণ নেই। তবে হ্যাঁ, ছহীহ হাদীছে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ)-এর শামায়েল (অর্থাৎ পূর্ণ দৈহিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য) যথাযথ ভাবে স্মরণ রেখে কেউ স্বপ্ন যোগে তদনুরূপ দেখার সৌভাগ্য লাভ করলে তা সত্য বলে গণ্য হবে। অন্যথায় শয়তান দর্শনের সম্ভাবনা থাকতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখল সে আমাকেই দেখল, কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না *(তিরমিযী, শামায়েল ৩২ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৩/১২৩)ঃ মেয়েদের দিকে এক বারের বেশী দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে ছগীরা না কবীরা গোনাহ হবে? কোন্ কোন্ মেয়ের দিকে তাকানো নাজায়েয। জানিয়ে উপকৃত করবেন।

-রাশেদ, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ মেয়েদের সৌন্দর্যের দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে তাকানো নাজায়েয। হঠাৎ নযর পড়লে চোখ ফিরিয়ে নিবে *(মুসলিম, মিশকাত, ২০ পৃঃ)*। শারঈ কারণ ব্যতীত একাধিকবার ইচ্ছাকৃতভাবে তাকালে গোনাহ কবীরা হবে। সর্বদা দৃষ্টি নীচু রাখতে হবে (নূর ৩০)। ১৪ জন নারী ব্যতিরেকে সকল মহিলার দিকে তাকানো নাজায়েয। এই অবৈধ কার্য হ'তে বাঁচার শরীয়ত মোতাবেক উত্তম ব্যবস্থা হচ্ছে যাদের সামর্থ্য আছে তারা যেন বিবাহ করে। তবেই তাদের দৃষ্টি অবনমিত হবে ও লজ্জাস্থানের হেফাযত করা সম্ভব হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'নিকাহ' অধ্যায় ২২৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৪/১২৪)ঃ পাঁচ হাযার টাকার বিনিময়ে পাঁচ মাসের জন্য একটি গাভী বন্ধক রেখেছিলাম। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গাভীটি একটি বাচ্চা প্রসব করে। এখন পাঁচ হাযার টাকা জমা দিয়ে গাভীটি বাচ্চাসহ ফেরত পাব কি?

-মীযানুর রহমান
গ্রামঃ পলাশী
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ বন্ধক রাখা বস্তুর মালিক মূলতঃ মালিকই থাকে। কাজেই গাভীর বাচ্চা মূল মালিকই পাবে। তবে যার নিকট গাভী বন্ধক রাখা হয় সে ব্যক্তি খরচ বাবদ তা দ্বারা উপকৃত হ'তে পারে। যেমন গাভীর দুধ পান ইত্যাদি। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'খরচের কারণে বাহনের উপর আরোহণ করা যায় এবং গাভীর খরচের কারণে গাভীর দুধ পান করা যায়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৮৬)*।

প্রশ্ন (৩৫/১২৫)ঃ আমার আব্বার কবর গোরস্থানের এক পার্শ্বে। আর গোরস্থানটি পুকুর পাড়ে। বর্তমানে গোরস্থানের পার্শ্বের মাটি ক্ষয় হয়ে কবরটি বিলীন হ'তে চলেছে এবং সেখানে হাঁস, মুরগী, ভেড়া ইত্যাদি বিচরণ করছে। এমতাবস্থায় আমার আব্বার কবরটি কি ইট দিয়ে বাঁধানো যায়?

-খায়রুল আনাম
গ্রামঃ ইসলামপুর
পোঃ আক্কেলপুর
গোমস্তাপুর, নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কোন অবস্থাতেই কবর পাকা করা জায়েয নয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাধারণভাবে কবর পাকা করতে নিষেধ করেছেন। জাবের (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবর পাকা করতে, কবরের উপর কিছু লিখতে এবং কবরের উপর হাঁটতে নিষেধ করেছেন' *(তিরমিযী, মিশকাত ১৪৯ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ)*। তবে গোরস্থান সংরক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রশ্ন (৩৬/১২৬)ঃ ফরয ও নফল ছালাতে ক্বিরাআত পড়ার সময় কুরআন দেখে ক্বিরাআত পড়া যাবে কি?

-যিয়াউল বিন আবদুল গণী
গ্রাম ও পোঃ পানিহার

গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ ফরয ও নফল যে কোন ছালাতে ক্বিরাআত পড়ার সময় সরাসরি কুরআন দেখে পড়ার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং ছালাতের মধ্যে কুরআন মুখস্থ পড়াই সুন্নাত। যা একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'ক্বিরাআত' অধ্যায়)।*

প্রশ্ন (৩৭/১২৭)ঃ তারাবীহ্র ছালাতে শুধু তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরালে ছালাত পূর্ণ হবে কি? কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-ইমামুদ্দীন
গ্রামঃ আখিলা
নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ তারাবীহ্র ছালাত বা যে কোন ছালাতে শুধু তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরালে সুন্নাত অনুযায়ী ছালাত আদায় হবে না। বরং সুন্নাত হচ্ছে তাশাহহুদ পড়ার পর দরূদ পড়া এবং তারপর নিজের জন্য কিছু প্রার্থনা করা। ফাযালা ইবনে 'উবাইদ বলেন, 'একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট বসে ছিলাম। হঠাৎ একজন লোক এসে ছালাত আদায় করল এবং বলল, 'হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে মুছল্লী! তুমি তাড়াতাড়ি করলে। যখন তুমি ছালাত আদায় করবে এবং বৈঠকে বসবে তখন আল্লাহ্র যথাযথ প্রশংসা কর এবং আমার উপর দরূদ পড়। তারপর আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা কর' *(তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৯৩০ সনদ ছহীহ)।* আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'যখন আমি ছালাতে বৈঠকে বসতাম তখন আল্লাহ্র প্রশংসা করতাম। তারপর রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পড়তাম। তারপর নিজের জন্য দো'আ করতাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, চাও দেওয়া হবে। চাও দেওয়া হবে' *(তিরমিযী, মিশকাত ৮৫ পৃঃ, হা/৯৩১ সনদ হাসান)।*

প্রশ্ন (৩৮/১২৮)ঃ মসজিদের স্থান কোন ব্যক্তিকে ব্যবহারের জন্য প্রদান করে তার নিকট হ'তে অন্য স্থানে জমি নিয়ে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা যায় কি?

-আবদুল খালেক
প্রধান শিক্ষক, সাঁইধারা (রেজিঃ)
বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ যথাযথ কারণ ব্যতীত মসজিদ স্থানান্তরিত করা জায়েয নয়। তবে যথাযোগ্য কারণ থাকলে, যেমন মসজিদ সম্প্রসারণের প্রয়োজন কিন্তু ব্যবস্থা নেই বা মসজিদে যাওয়ার রাস্তা নেই কিংবা মসজিদ অনাবাদী হয়ে পড়েছে ইত্যাদি কারণে মসজিদের মুতাওয়াল্লী মসজিদের স্থান বিক্রি করে অন্য স্থান ক্রয় করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করতে পারেন এবং ক্রেতা সে স্থানকে যেকোন কাজের জন্য ব্যবহার করতে পারে। ওমর ফারূক (রাঃ) একদা দামেশকে মসজিদের স্থান বিক্রি করে অন্য স্থান ক্রয় করে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন এবং মসজিদের বিক্রিত স্থানটি খেজুর বিক্রির বাজারে পরিণত হয় *(ইবনে তাইমিয়াহ, মাজমূ'আ ফাতাওয়া ৩১ খণ্ড, ২৬১ পৃঃ)।*

প্রশ্ন (৩৯/১২৯)ঃ বর্তমানে কাযী-র মাধ্যমে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে যে তালাক দেওয়া হয়, তা কি শরীয়ত সম্মত? দলীলসহ বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-এম, এ, হুসায়েন
ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

উত্তরঃ তালাক প্রদানের অধিকার একমাত্র পুরুষের। তবে কোন নারী তার স্বামীর সাথে সংসার করতে যে কোন কারণে ব্যর্থ হ'লে, তার স্বামীর প্রদত্ত মোহর ফেরত দিয়ে নিজেকে স্বামীর বন্ধন হ'তে মুক্ত করে নেওয়ার জন্য কাযী-র নিকট প্রস্তাব পেশ করতে পারে। তখন কাযী স্বামীকে মোহর ফেরত গ্রহণ করতঃ একটি খোলা তালাক প্রদানের আদেশ করবেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, ছাবিত ইবনে ক্বায়েস (রাঃ)-এর স্ত্রী নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ছাবিত ইবনে ক্বায়েস এমন এক ব্যক্তি যার দ্বীন ও চরিত্র আমি ঘৃণা করিনা। কিন্তু আমি ইসলামের নে'মতের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অপসন্দ করি (অর্থাৎ হয়ত আমার দ্বারা তার নাফরমানী হবে)। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কি তার মোহর বাবদ বাগান ফেরত দিতে চাও? মহিলা বলল, জি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাবিত ইবনে ক্বায়েসকে বললেন, তুমি তোমার মোহর বাবদ বাগান ফেরত নাও এবং তাকে এক তালাক প্রদান কর *(বুখারী, মিশকাত ২৮৩ পৃঃ 'খোলা তালাক' অধ্যায়)।* এক্ষণে কাযী যদি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হন এবং কাযী-র মাধ্যমে প্রদত্ত তালাক যদি শরীয়ত মোতাবেক হয় তাহ'লে এই তালাক জায়েয হবে।

প্রশ্ন (৪০/১৩০)ঃ স্ত্রী যদি স্বামীকে বলে যে, আমি তোমার নিকটে তোমার মায়ের ন্যায়। তাহ'লে ঐ স্ত্রী তার জন্য হারাম হবে কি-না?

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
মেহেরচণ্ডি, চকপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় স্ত্রী স্বামীর উপরে হারাম হবে না, বরং পূর্বের ন্যায় বসবাস করবে। এটি স্ত্রীর একটি মিথ্যা ও বাজে কথা মাত্র। কেননা 'যেহার' করার অধিকার কেবলমাত্র স্বামীর, স্ত্রীর নয়। যেমন পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। অবশ্য যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে বলে

যে, 'তুমি আমার উপরে আমার মা, বোন, খালা বা অনুরূপ মুহরামাত মহিলাদের পিঠের ন্যায়' তাহ'লে তখন 'যেহার' হবে এবং স্ত্রী তার উপরে হারাম থাকবে যতক্ষণ না স্বামী 'কাফ্ফারা' আদায় করবে। যেহারের কাফ্ফারা হ'ল 'স্বামী একটি গোলাম আযাদ করবে অথবা একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন করবে অথবা ৬০ (ষাট) টি মিসকীন খাওয়াবে' (মুজাদালাহ ৩-৪)। *(আল-ফিক্বহুল ইসলামী ৭/৫৮৮, ৫৯৩, ৬০৪)।*

প্রশ্ন (৪১/১৩১)ঃ সাধারণ আলেমদের মুখে শুনে থাকি যে, স্বামীর উপর স্ত্রীর হক ১১টি। এ সংখ্যা কি ঠিক? যদি ঠিক হয় তাহ'লে কি কি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবদুল ক্বাহ্হার
রামপাড়া, পোঃ হাট শ্যামগঞ্জ
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ স্বামীর উপর স্ত্রীর ১১টি হক রয়েছে এরূপ নির্দিষ্ট সংখ্যা কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) সাধারণভাবে স্ত্রীর সাথে স্বামীর সদাচরণের কথা জোরালোভাবে বিবৃত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নারীদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর' (নিসা ১৯)। আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর সদাচরণের অধিকার রয়েছে তেমনি স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর' (বাক্বারাহ ২২৮)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম' *(মিশকাত, 'স্ত্রীর সাথে সদাচরণ' অধ্যায়, ২৮০ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ্)।* অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে কল্যাণের উপদেশ দান কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২৮০ পৃঃ)।*

প্রশ্ন (৪২/১৩২)ঃ কথিত আছে যে, 'দশ জনে যাকে ভালবাসে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন।' এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

-হাফীযুর রহমান
সম্রাট মটর মেশিনারিজ
বিআরটিসি মার্কেট, বগুড়া।

উত্তরঃ 'দশ জনে যাকে ভালবাসে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন' এরূপ কোন কথা হাদীছে নেই। বরং আল্লাহ যাকে ভালবাসেন সে-ই সমাজে ভালবাসা লাভ করে থাকেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোন ব্যক্তিকে ভালবাসেন তখন জিবরাঈলকে ডেকে বলেন, আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসি। তুমিও তাকে ভালবাস! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তখন জিবরাঈল (আঃ) তাকে ভালবাসেন। অতঃপর তিনি আসমানবাসীকে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুককে ভালবাসেন, তোমরাও তাকে ভালবাস। তখন আসমানবাসী তাকে ভালবাসে। তখন পৃথিবীতে তার ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত করা হয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫০০৫)।*

প্রশ্ন (৪৩/১৩৩)ঃ জুম'আর দিনে খুৎবা শুরু হ'লে শুধুমাত্র দাখেলী দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করে বসা হয়। এক্ষণে ছালাত শেষে জুম'আর পূর্বের চার রাক'আত সুন্নাত পড়তে হবে কি? যোহরের সুন্নাত ছুটে গেলে পরে পড়তে হবে কি?

-ওয়ালিউল্লাহ
দৌলতখালী, দৌলতপুর।

উত্তরঃ জুম'আর খুৎবা চলাকালীন সময়ে দু'রাক'আত সুন্নাত পড়ে বসে পড়াই রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ *(মুসলিম, মিশকাত ১২৩ পৃঃ)।* তবে জুম'আর ছালাত শেষে পূর্বের চার রাক'আত সুন্নাত পড়তে হবে না। কারণ, জুম'আর পূর্বের কোন নির্ধারিত সুন্নাত নেই। যার যত রাক'আত পড়া সম্ভব সে তত রাক'আত পড়বে *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৪৫১)।* জুম'আর পর চার রাক'আত সুন্নাত পড়া যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কেউ যদি জুম'আর পর ছালাত পড়তে চায় তবে সে যেন চার রাক'আত পড়ে' *(মুসলিম, মিশকাত ১০৪ পৃঃ)।* তবে দুই রাক'আত পড়াও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০৯৮)।* যোহর বা অন্য কোন ফরয ছালাতের পূর্বের সুন্নাত বাদ পড়লে পরে পড়া যায় *(তিরমিযী, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১১১৮ হাদীছ হাসান)।*

প্রশ্ন (৪৪/১৩৪)ঃ আল্লাহ্র নবীর মি'রাজ কি সশরীরে হয়েছিল? আল্লাহ্র সাথে তাঁর সাক্ষাত কি সশরীরে হয়েছিল? কুরআন-হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-সেলিম
চোষডাঙ্গা, কদমচিলিন
লালপুর, নাটোর।

উত্তরঃ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সশরীরেই মি'রাজে গিয়েছিলেন এবং আল্লাহ্র সাথে সরাসরি কথোপকথনও হয়েছে। যা কুরআন ও একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'পরম পবিত্র সত্তা তিনি যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় মসজিদে হারাম থেকে মসজিদ আক্বছা পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়েছিলেন। যার চতুর্দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি। যাতে করে আমি তাকে কুদরতের কিছু নির্দশন দেখিয়ে দেই' (ইসরা ১; তাছাড়া সূরা নজম ১১-১৮ পর্যন্ত দ্রষ্টব্য)। আর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি 'বোরাক'-এর মাধ্যমে প্রতি আসমানে পৌঁছেছেন। সেখানে নবীদের সাথে সাক্ষাত করেছেন। আরো অনেক কিছু দেখতে পেয়েছেন। ফেরার পথে মূসা (আঃ)-এর সাথে ছালাত সম্পর্কে কথোপকথন হয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৪, 'মি'রাজ' অনুচ্ছেদ)।*

প্রকাশ থাকে যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর সশরীরে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে সরাসরি কথোপকথন হ'লেও তিনি তাঁকে দর্শন করেননি। কারণ, পার্থিব চক্ষু দ্বারা আল্লাহ পাককে দর্শন করা সম্ভব নয় (আন'আম ১০৪; আ'রাফ ১৪৩)।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর মে'রাজ স্বপ্নে হওয়ার পক্ষে কিছু জাগতিক যুক্তির অবতারণা করা হয়ে থাকে মাত্র। যার পক্ষে কুরআন ও ছহীহ্ হাদীছের স্পষ্ট কোন দলীল নেই।

প্রশ্ন (৪৫/১৩৫)ঃ ***আমার যাবতীয় সম্পদ আমার ছেলেদের মাঝে মৌখিকভাগে বন্টন করে দিয়েছি। বর্তমানে আমি ও আমার স্ত্রী সকল ছেলেদের সাথে পর্যায়ক্রমে খাই। এক্ষণে আমার ঐ সম্পদে যা আয় হয়, তা নেছাব পরিমাণ হয়। অথচ তারা কেউ যাকাত-ওশর দিচ্ছে না। এমতাবস্থায় তাদের রোজগারকৃত রুযী আমাদের পক্ষে খাওয়া হালাল হবে কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।***

-আব্দুল লতীফ
রাজপুর, কলারোয়া
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ বিবরণ অনুপাতে উক্ত শস্যে ওশর ফরয হয়েছে। ওশর বের করা অপরিহার্য। নইলে সমস্ত শস্য অবৈধ হবে। যা কোন ব্যক্তির জন্য খাওয়া জায়েয হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আপনি তাদের সম্পদ হ'তে যাকাত বের করুন। তাদেরকে পবিত্র করুন এবং যাকাতের মাধ্যমে তাদের সম্পদ বরকতময় করুন' (তওবা ১০৩)। অতএব এমতাবস্থায় সমস্ত শস্যের ওশর বের করতে হবে। নইলে সমস্ত সম্পদ ছেলেদের কাছ থেকে ফেরৎ নিতে হবে। কারণ আপনি উক্ত সম্পদের প্রকৃত মালিক বিধায় আপনিই এর জন্য আল্লাহ্‌র নিকটে দায়ী হবেন।

প্রশ্ন (৪৬/১৩৬)ঃ ***আমরা গ্রামের কয়েকজন মিলে একটা সমিতি করেছি। আমরা আমাদের সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে কিছু দ্রব্য ক্রয় করে কিস্তির মাধ্যমে ছাড়তে আগ্রহী। এখন কিভাবে কিস্তিতে দ্রব্য প্রদান করলে সূদ হবে না? জানিয়ে বাধিত করবেন।***

-শফীকুর রহমান
গ্রামঃ মৈশালা
পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ দ্রব্য ক্রয় করে কিস্তির মাধ্যমে দ্রব্য প্রদান করা যায় এবং তাতে ক্রেতা ও বিক্রেতার সমঝোতার মাধ্যমে মূল্যের কমবেশী করা যায়। কারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উভয়ের সন্তুষ্টি শর্ত। আল্লাহ বলেন 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করনা, উভয়ের সন্তুষ্টিতে ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ ব্যতীত' (নিসা ২৯)। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি বাকীতে লেনদেন করবে, সে যেন তার পরিমাণ, পরিমাপ ও পরিশোধের সময় নির্ধারণ করে নেয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৮৩)*। বারীরাহ (রাঃ) ৯ কিস্তিতে নিজেকে মনিবের কাছ থেকে মুক্ত করেছিলেন এবং এভাবেই প্রথমে তার মালিকের সাথে চুক্তি হয়েছিল *(বুখারী হা/২৫৬৩)*।

প্রশ্ন (৪৭/১৩৭)ঃ ***আইয়ূব (আঃ)-এর শরীরে নাকি এমন ঘা হয়েছিল যাতে পোকা হয়েছিল। যার দুর্গন্ধের কারণে গ্রামের লোক তাঁকে গ্রাম থেকে দূরে রেখে এসেছিল। এই ঘটনার সত্যতা জানতে চাই।***

-আব্দুল্লাহ বিন মোস্তফা
ভালুকগাছি
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ আইয়ূব (আঃ)-এর শরীরে পোকা হয়েছিল এবং গ্রামের লোক তাকে গ্রাম থেকে বের করে দিয়েছিল, নবীর শানে এ ধরনের অবমাননাকর বক্তব্য কোন ছহীহ হাদীছ কিংবা কোন নির্ভরযোগ্য ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত নয়। যা কিছু শোনা যায় তা কেবল ইসরাঈলী বানাওয়াট কাহিনী মাত্র। কুরআন থেকে শুধু এতটুকু জানা যায় যে, তিনি কোন দূরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ছবর করেন। অবশেষে আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করে রোগ থেকে মুক্তি পান এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পরিবার ও অর্থ সম্পদ ফেরত দেন *(আম্বিয়া ৮৩, ছোয়াদ ৪১-৪৪; আহকামুল কুরআন ১৫-১৬ খণ্ড, ৪১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্ন (৪৮/১৩৮)ঃ ***কেউ যদি রাতের প্রথম ভাগে বিতর পড়ে এবং শেষ রাতে জাগ্রত হয়ে কিছু ছালাত আদায় করতে চায়, তাহ'লে সে কি আবার বিতর পড়বে? জনৈক আলেম বলেছেন, শেষ রাতে এক রাক'আত পড়ে জোড় করে নিবে এবং শেষে বিতর পড়বে।***

-আব্দুল হাফীয
জান্নাতপুর, চাঁদপাড়া
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ এ ব্যাপারে সুন্নাত হচ্ছে পরে আর বিতর পড়তে হবে না। প্রথম রাতের বিতরই বহাল থাকবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এক রাতে দুই বার বিতর নেই' *(তিরমিযী, ১০৭ পৃঃ; আবুদাউদ ২০৩ পৃঃ; হাদীছ ছহীহ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিতর পড়ার পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১২৮৪)*। অত্র হাদীছদ্বয় প্রমাণ করে যে, এক রাতে দু'বার বিতর পড়া যাবে না এবং বিতর পড়ার পর নফল ছালাত আদায় করা যায়। কাজেই সন্ধ্যা রাতে বিতর পড়ার পর রাতে জাগ্রত হয়ে ইচ্ছা মত নফল ছালাত পড়তে পারেন *(আওনুল মা'বূদ, ৩য় খণ্ড 'বিতরের সময়' অধ্যায়; মুহাল্লা ২য় খণ্ড ৯২-৯৩ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৪৯/১৩৯)ঃ *কচ্ছপ খাওয়া জায়েয কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।*

-আলাউদ্দীন
গ্রামঃ কিশোরীনগর
দৌলতখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ কারো রুচি সম্মত হ'লে কচ্ছপ খেতে পারে। কারণ, কচ্ছপ জলজ প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের কল্যাণার্থে তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও সমুদ্রের খাদ্য হালাল করা হয়েছে' (মায়েদাহ ৯৬)। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বাছরী বলেন, কচ্ছপে কোন দোষ নেই *(বুখারী, তরজমাতুল বাব ২য় খণ্ড ৮৫৪ পৃঃ)*।

প্রকাশ থাকে যে, কোন বস্তু হালাল হ'লেই খেতে হবে এমন নির্দেশ শরীয়তের নয়। বরং রুচি না হ'লে খাবে না। এটাই ইসলামী নীতি। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গুই সাপের ন্যায় রান্না করা গোস্ত পেশ করা হ'লে তিনি খেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন জাবের (রাঃ) বলেন, ইহা কি হারাম? তিনি বললেন, না। তখন জাবের (রাঃ) সামনে নিয়ে খেতে লাগলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১১১)*।

প্রশ্ন (৫০/১৪০)ঃ *শিক্ষকদের চাকুরী শেষ হ'লে ছাত্র ছাত্রী কর্তৃক শিক্ষককে যে উপঢৌকন প্রদান করা হয় তা জায়েয কি?*

-আরযেনা খাতুন
পলিকাদোয়া মহিলা দাঃ মাঃ
বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ শিক্ষকদের চাকুরী শেষে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদেরকে উপঢৌকন প্রদান করতে পারে। কারণ মুসলমানের আপোষে ভ্রাতৃত্বভাব বৃদ্ধি করার একটি বড় মাধ্যম হচ্ছে পরস্পর উপঢৌকন বিনিময়।

'আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উপঢৌকন গ্রহণ করতেন এবং তার প্রতিদান দিতেন *(বুখারী হা/১৭৩৪)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাকে একটি ছাগলের ক্ষুর খাওয়ার দাওয়াত করা হ'লেও আমি তা গ্রহণ করি এবং আমাকে একটি ছাগলের বাহু উপঢৌকন দেওয়া হ'লেও আমি তা কবুল করি' *(বুখারী হা/১৭৩৫)*। 'আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমার দু'জন প্রতিবেশী রয়েছে আমি কাকে উপঢৌকন দিব, তিনি বলেন, যার ঘরের দরজা তোমার নিকটে' *(বুখারী হা/১৮৪০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা মুছাফাহা কর হিংসা দূর হবে। পরস্পর উপঢৌকন প্রদান কর। ভালবাসা বাড়বে ও সংকীর্ণতা দূর হবে' *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/৪০৩)*।

প্রশ্ন (৫১/১৪১)ঃ *কোন জমিতে যদি ফসলের পরিবর্তে মাছের চাষ করা হয় তাহ'লে মাছের ওশর দিতে হবে কি?*

-আবদুল খালেক
আলীপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কোন জমিতে ফসলের পরিবর্তে মাছের চাষ করলে মাছের ওশর দিতে হবে না। কারণ মাছের কোন ওশর নেই। তবে মাছের চাষ যদি ব্যবসায়ে পরিণত হয়, তবে বছর শেষে মূলধন ও লভ্যাংশের যাকাত বের করতে হবে, যখন তা যাকাতের নিছাবে পৌঁছবে।

উল্লেখ্য, ৮৫ গ্রাম সোনার সমমূল্য অথবা ৫৯৫ গ্রাম রূপার সমমূল্য টাকা সঞ্চিত হ'লে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্ন (৫২/১৪২)ঃ *হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে তাঁর চাচা আবু ত্বালেব যে দুশমনদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন এর বিনিময়ে কি তিনি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন? তার অবস্থা কি হবে? ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।*

-আবদুর রশীদ
নন্দলালপুর
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ জান্নাতবাসী হওয়ার পূর্বশর্ত হচ্ছে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক না করা। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাচা আবু ত্বালেব আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনেননি। মুশরিক অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছিল। তবে রাসূল (ছাঃ)-কে সহযোগিতা করার জন্য জাহান্নামীদের মধ্যে তার শাস্তি সর্বাপেক্ষা সহজতর হবে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'জাহান্নামীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সহজতর শাস্তি হবে আবু ত্বালেবের। তার দু'পায়ে দু'খানা আগুনের জুতো পরানো হবে। এতে তার মাথার মগজ ফুটতে থাকবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৬৬৮)*।

প্রশ্ন (৫৩/১৪৩)ঃ *সিল্কের পাঞ্জাবী, শাড়ী ব্যবহার করা যাবে কি? আমি একজন দোকানদার। আমার দোকানে সিল্কের পাঞ্জাবী ও শাড়ী বিক্রি করা হয়। ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।*

-মুহাম্মাদ বেলাল
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'সিল্ক' ইংরেজী শব্দ যার অর্থ রেশম। রেশম-এর তৈরী কাপড় পরিধান করা পুরুষের জন্য হারাম ও নারীদের জন্য হালাল। হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের পুরুষদের উপর রেশম-এর কাপড় ও স্বর্ণ হারাম করা হয়েছে এবং নারীদের জন্য

হালাল করা হয়েছে' *(তিরমিযী ১ম খণ্ড ১৩২ পৃঃ; নাসাঈ ২য় খণ্ড ২৮৫ পৃঃ; আহমাদ ৪র্থ খণ্ড ৩৯৪ পৃঃ; হাদীছ ছহীহ)*। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে মিহি ও মোটা রেশমী কাপড় পরিধান করতে ও উহার উপর বসতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩২১)*। অতএব সিল্ক -এর শাড়ীর ব্যবসা নিঃসন্দেহে জায়েয। তবে পাঞ্জাবীর ব্যবসা করা যাবেনা। কারণ পাঞ্জাবী পুরুষের পোষাক।

প্রশ্ন (৫৪/১৪৪)ঃ জনৈক হিন্দু একজন মুসলমান নারীকে বিবাহ করেছে এবং তাদের সন্তানও হয়েছে। তাদের বিবাহ কি শরীয়ত সম্মত হয়েছে এবং তাদের সন্তানদের হুকুম কি?

-আবদুল জাব্বার
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের বিবাহ হয়নি। তারা ব্যভিচারী-ব্যভিচারিনীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের সন্তান-সন্ততি জারজ সন্তান হিসাবে পরিগণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, '....এরা (মুসলমান নারীরা) কাফেরদের জন্য হালাল নয় এবং কাফেররা তাদের জন্য হালাল নয়' *(মুমতাহিনা ১০; তাফসীর ইবনু কাছীর ৪র্থ খণ্ড ৩৭৫ পৃঃ)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 'ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিনী নারী অথবা মুশরিক নারী ভিন্ন কাউকে বিবাহ করেনা এবং ব্যভিচারিনী নারীকে ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিক পুরুষ ভিন্ন অন্য কেউ বিবাহ করেনা। মুসলমানদের প্রতি এরূপ বিবাহকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে' (নূর ৩)।

অতএব হিন্দু যেহেতু কাফের ও মুশরিক, সেহেতু তাদের সাথে কোন ঈমানদার রমণী বিবাহ বসতে পারেনা। এদের অবস্থা ব্যভিচারী-ব্যভিচারিনীর ন্যায়। এ অবস্থায় তাদের সন্তানেরা জারজ সন্তান হিসাবে পরিগণিত হবে।

প্রশ্ন (৫৫/১৪৫)ঃ ছালাত আদায়ে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? অনেকে বলেন, পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের কি কোন দলীল আছে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াবের প্রত্যাশায়-

-এখলাছুর রহমান
আন্দারিয়া পাড়া
কাটখইর, নওগাঁ।

উত্তরঃ ছালাত আদায়ে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আমাকে যেভাবে ছালাত আদায় করতে দেখছ সেভাবে ছালাত আদায় কর' *(বুখারী ১/৮৮)*। এখানে নারী-পুরুষের ছালাতের পার্থক্যের কথা বলেননি। বিশিষ্ট তাবেঈ ইবরাহীম নাখঈ বলেন, পুরুষেরা ছালাতে যা করে নারীরাও তাই করবে *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, ১ম খণ্ড, ৭৫ পৃঃ, সনদ ছহীহ)*। নারী-পুরুষের ছালাতের মধ্যে পার্থক্য করে যে দলীল পেশ করা হয়, সেগুলি দলীলের যোগ্য নয় *(ছিফাতু ছালাতিন নবী ১৮৯ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৫৬/১৪৬)ঃ নিজ পরিবার ব্যতীত অন্য রমণীদের সালাম প্রদান করা যাবে কি? অনুরূপভাবে রমণীরা পুরুষদেরকে সালাম প্রদান করতে পারবে কি?

-ফযলে রাব্বী
কোদালকাটি
ভোলাডাংগী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ কোনরূপ খারাবীর আশংকা না থাকলে পরিচিত অপরিচিত সকল নর-নারী একে অপরকে সালাম দিতে পারবে। উম্মে হানী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে আসলাম। তখন তিনি গোসল করছিলেন এবং ফাতেমা (রাঃ) কাপড় দিয়ে পর্দা করছিলেন। অতঃপর আমি সালাম প্রদান করলাম *(মুসলিম ১/৪৯৮ পৃঃ)*। আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদল মহিলার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাদেরকে সালাম করলেন *(আবুদাঊদ হা/৫২০; তিরমিযী হা/২৬৯৮ হাদীছ হাসান)*।

প্রশ্ন (৫৭/১৪৭)ঃ হিন্দুর জমিতে বা হিন্দুর অর্থ দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা যায় কি?

-নযরুল ইসলাম
সাং- বাররশিয়া, বাগডাঙ্গা
চাঁপাই নবাবগঞ্জ
ও
সামাদ এণ্ড সন্স
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ হিন্দুর জমিতে ও হিন্দুর অর্থ দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা যাবে। কারণ (১) হিন্দুর জমিতে কিংবা হিন্দুর অর্থে মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয নয়, এই মর্মে কোন শারঈ দলীল নেই। (২) মসজিদ নির্মাণ সৎ আমল সমূহের মধ্যে অন্যতম। আর মানব সমাজে সৎ আমল প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রেরণের মূল উদ্দেশ্য। ফলে কাফিরের দ্বারাও যদি সৎ আমল প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহ'লে শরীয়তের পক্ষ থেকে বাধা নেই। (৩) যদিও কাফেররা আল্লাহ ও পরকালকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। কিন্তু তাদেরও সৎ বা অসৎ আমল আল্লাহ্‌র নিকট সৎ বা অসৎ হিসাবেই বিবেচিত। তাদেরকেও দুনিয়াতে কিংবা পরকালে আযাব কম ও বেশী করণের মাধ্যমে এক প্রকার ফলাফল দেওয়া হবে। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি অনু পরিমাণ ভাল কাজ করবে তার ফল সে দেখতে পাবে। আর যে অনু পরিমাণ অন্যায় করবে তার ফলও সে দেখতে পাবে' (যিলযাল ৭-৮)।

কাফের অবস্থায় কৃত সৎ আমল সমূহও মুসলমান হওয়ার পরে জান্নাতে যাওয়ার অসীলা হবে বলে মহানবী (ছাঃ) স্পষ্ট ভাবে ঘোষণা দিয়েছেন। একদা হাকীম ইবনু হিশাম (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি কাফির অবস্থায় দান-খয়রাত, দাসমুক্তি, পরোপকার ইত্যাদি করার মাধ্যমে নেকী ও পাপমুক্তি কামনা করতাম। সেসব বিষয়ে কি এখন আমার কোন নেকী রয়েছে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তুমি বিগত (কাফের অবস্থার) ভাল কাজ সহ ঈমান এনেছ' (অর্থাৎ নেকী রয়েছে) *(বুখারী ফাৎহুল বারী 'আদাব' অধ্যায় হা/৫৯৯২)*।

প্রশ্ন (৫৮/১৪৮)ঃ কিস্তিতে কোন জিনিস ক্রয় করলে কি হারাম হবে?

-ফাতেমা
কলেজ রোড, বগুড়া।

উত্তরঃ কিস্তির ক্রয় বিক্রয় উভয়ের সন্তুষ্টিতে হ'লে হারাম হবে না। কারণ, এটা হচ্ছে অপারগদের সহযোগিতা করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্ত লোককে সুযোগ দিবে কিংবা তার ঋণ মওকূফ করে দিবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন উক্ত ব্যক্তিকে তার বিপদসমূহ থেকে মুক্তি দান করবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০৩, 'দারিদ্র ও অবকাশ দান' অনুচ্ছেদ)*। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি একদা বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সিরিয়া হ'তে একজন কাপড় বিক্রেতা এসেছে আপনি যদি কাউকে তার নিকট পাঠাতেন এবং পয়সার সুব্যবস্থা হওয়া পর্যন্ত দু'টি কাপড় বাকী নিতেন। (কাপড় বাকী ক্রয়ের জন্য) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একজন লোক পাঠান। কিন্তু লোকটি বাকীতে কাপড় প্রদান করেনি *(হাকেম, বায়হাক্বী, বর্ণনাকারীগণ সকলেই বিশ্বস্ত ও বুলূগুল মারাম হা/৮৪৬; সুবুল হা/৮০৮; তিরমিযী তোহফাসহ হা/১২২৮, 'নির্দিষ্ট মেয়াদে জিনিস ক্রয়ের সুযোগ দান' অনুচ্ছেদ, ৪/৪০৪ পৃঃ; বলূগুল মারাম 'সলম, কর্য ও রেহেন' অধ্যায় হাদীছ ছহীহ)*। এরূপ বাকী ক্রয়-বিক্রয়ে যদি দামের কমবেশী হয় আর উভয় পক্ষ সন্তুষ্ট থাকে তাহ'লেও জায়েয *(তোহফা ৪র্থ খণ্ড ৩৫৮ পৃঃ; নায়ল ৫ম খণ্ড ১৫২ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৫৯/১৪৯)ঃ জনৈক ব্যক্তি বিয়ের আগে কয়েকবার যিনা করেছে। গ্রামবাসী তার কোন বিচার করেনি। পরে এ ব্যক্তি অন্য গ্রামের একটি ভাল মেয়েকে বিবাহ করে। বিবাহের পরও সে পূর্বের ন্যায় অপকর্মে লিপ্ত হয়। তার স্ত্রী এসব সহ্য করতে না পেরে তাকে ভাল হওয়ার উপদেশ দেয়। ফলে সে তার স্ত্রীর উপর অত্যাচার করে। গ্রামবাসী এরও কোন বিচার করেনি। এমতাবস্থায় তার স্ত্রী যদি তাকে ভাল পথে আনার নিয়তে কোন গোপন ব্যবস্থা নেয়। তাহ'লে সেকি আল্লাহ্র নিকট দায়ী হবে? স্বামীর খারাপ চরিত্রের জন্য যদি তাকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে ও খুশি মত তার খেদমত না করে তবে কি সে গোনাহগার হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ স্বামীকে ভাল করার জন্য স্ত্রীর প্রচেষ্টা ছওয়াবের কাজ। তবে গোপনে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা প্রশ্নে উল্লেখ নেই। শিরক-বিদ'আত ও যাদু-মন্ত্র ছাড়া কোন ভাল পদ্ধতিতে হেদায়াতের চেষ্টা করলে স্ত্রী নিঃসন্দেহে ছওয়াব পাবে। স্বামীকে ঘৃণা না করে তাকে ভালবেসে খেদমত করবে এবং আল্লাহ্র নিকট প্রাণঢালা দো'আ করবে স্বামীর হেদায়াতের জন্য। আল্লাহপাকের দয়া হ'লে হয়ত সে সহজেই ভাল হয়ে যেতে পারে। একান্তভাবে যদি সে ফিরে না আসে এবং স্ত্রীর উপর অত্যাচার করতেই থাকে, তবে স্ত্রী স্বামীর নিকট হ'তে 'খোলা' তালাক নিয়ে মুক্ত হবে। আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা আশংকা কর যে, তারা আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমা বজায় রাখতে পারবে না। তবে মেয়েটি বিনিময় দিয়ে মুক্ত হ'লে উভয়ের উপরে কোন দোষ নেই' (বাক্বারাহ ২২৯)। এই আয়াতটি 'খোলা' তালাকের দলীল। স্বামীর অধীনস্থ থেকে তার খিদমত না করলে বা তাকে ঘৃণা করলে গোনাহগার হ'তে হবে। বিবি আছিয়া স্বামী কাফের হওয়া সত্ত্বেও তার দুনিয়াবী খিদমত করেছেন। স্বামীর নাফরমানী করেননি। তাই বলে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে তিনি স্বামীর হুকুম মানেননি।

প্রশ্ন (৬০/১৫০)ঃ আমরা জানি যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সপ্তম দিনে আক্বীকা দেওয়া উত্তম। কিন্তু যদি কোন সন্তান জন্মগ্রহণের পর সাত দিনের পূর্বে মারা যায় তবে তার আক্বীকা দিতে হবে কি?

-হাবীবুর রহমান মীযান
প্রভাষক, কাযিপুর কলেজ
গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ছেলের সাথে আক্বীকার হক সম্পৃক্ত। সুতরাং তার জন্য রক্তপাত কর (আক্বীকা কর) এবং তা হ'তে অপবিত্র (বস্তু) দূর কর (মস্তক মুণ্ডন কর) *(বুখারী ২য় খণ্ড ৮২১ পৃঃ)*। এ হাদীছে জীবন মৃত্যুর কোন বর্ণনা নেই। অন্য একটি বর্ণনায় আছে প্রতিটি সন্তান আক্বীকা না করার কারণে দায়বদ্ধ থাকে *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪১৫৩ 'আক্বীকা' অনুচ্ছেদ)*। ইমাম আহমাদ (রঃ) এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, সে পিতামাতার জন্য সুপারিশ করে না। এখানেও জীবন-মৃত্যুর কথা উল্লেখ নেই। বিধায় ছেলে যেহেতু জন্ম লাভ করেছে, সেহেতু আক্বীকা করা উচিত। তবে যেহেতু হাদীছে সপ্তম দিনে আক্বীকা করার কথা এসেছে, সেকারণ ইমাম শাওকানী বলেন যে, সাতদিনের পূর্বে বাচ্চা মারা গেলে তার আক্বীকা দিতে হবে না *(নায়ল ৬/২৬১)*।।

قُوْآ أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا 'তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারবর্গকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও' (তাহরীম ৬)।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

৩য় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
মার্চ ২০০০

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/১৫১)ঃ 'তওবা' শব্দের অর্থ কি? কিভাবে তওবা করতে হয়? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মতীউর রহমান
চিতলমারী, বাগেরহাট।

উত্তরঃ 'তওবা' শব্দের অর্থ রুজূ বা প্রত্যাবর্তন করা। শরীয়তের পরিভাষায় তওবা হচ্ছে নিজ কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ্র নিকট অনুতপ্ত হয়ে অন্যায় ও অসৎ কাজ হ'তে প্রত্যাবর্তন করা এবং ভবিষ্যতের জন্য ন্যায় ও সৎ কাজের সংকল্প করা। অতঃপর সৎ কাজ দ্বারা বিগত অসৎ কাজের ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করা। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্র সমীপে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হ'তে পার' (নূর ৩১)।

পাপ কাজের পর দ্রুত তওবা করা উচিৎ। ঠিক মরণ মুহূর্তের তওবা কবুল হবে না। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তওবা কবুল করেন সেসকল লোকের, যারা অজ্ঞাতসারে অপরাধ করে এবং দ্রুত তওবা করে নেয়। এরাই সে সকল লোক, যাদের তওবা আল্লাহ কবুল করেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাশীল। আর ঐ সকল লোকের তওবা গ্রহণযোগ্য নয়, যারা অবিরত পাপাচারে লিপ্ত থাকে। অবশেষে যখন তাদের মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন বলে, আমি এখন নিশ্চিতরূপে তওবা করলাম'। আর ঐ সকল লোকের তওবা ও গ্রহণযোগ্য নয়, যারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে' (নিসা ১৭, ১৮)।

তওবার দো'আ নিম্নরূপঃ

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَا اِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ اِلَيْهِ

'আমি আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করছি, যিনি ব্যতীত কোন (প্রকৃত) উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক। আমি তাঁর দিকেই ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি। রাসূল (ছাঃ) বলেন যে, ঐ দো'আ পাঠ কারীর গোনাহ মাফ করা হবে। যদিও সে যুদ্ধের ময়দানের পলাতক ব্যক্তি হয়' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩৫৩; ছহীহ তিরমিযী হা/২৮৩১; ছহীহ আবুদাউদ হা/১৩৪৩)।*

তবে তওবার পর সাইয়েদুল ইস্তেগফার (বা শ্রেষ্ঠ ইস্তেগফার) পড়া ভাল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে দিবসে ইহা পাঠ করবে, অতঃপর সন্ধ্যার আগে মৃত্যুবরণ করবে সে বেহেশতিদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং রাত্রে পাঠ করে সকাল হওয়ার আগে মৃত্যুবরণ করলে সে বেহেশতিদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/২৩৩৫ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়)।*

প্রশ্ন (২/১৫২)ঃ আমাদের মসজিদের ইমাম ছাহেব একদিন খুৎবায় বললেন, রামাযান মাসে একটি উমরাহ পালন করলে একটি হজ্জ-এর নেকী পাওয়া যায়। একথা শুনে আমার আব্বা স্থির করলেন যে, এবার হজ্জে না গিয়ে আগামী বছর রামাযান মাসে আমরা বাপ-বেটা দু'জনে উমরা করব। এতে এক খরচে দু'টি হজ্জ হয়ে যাবে। আমার পিতার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কি তাই করব? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-খলীলুর রহমান
দাউদপুর রোড
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উমরাহ্ করলে হজ্জ আদায় হবে না। কেননা সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের উপর হজ্জ ফরয। আল্লাহ বলেন, 'মানুষের উপর আল্লাহ্র হক হচ্ছে বায়তুল্লাহ্-র হজ্জ করা, যাদের পথ খরচের সামর্থ্য আছে' *(আলে ইমরান ৯৭)।* রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হে মানব মণ্ডলী! আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন, কাজেই তোমরা হজ্জ আদায় কর' *(মুসলিম হা/১৩৩৭)।* সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যার উপর হজ্জ ফরয করেছেন তাকে অবশ্যই হজ্জ পালন করতে হবে। আর 'রামাযান মাসে উমরাহ পালনে হজ্জ-এর নেকী পাওয়া যাবে' -এর দ্বারা রামাযান মাসে উমরাহ পালনের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, ফরয হজ্জ আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্ন (৩/১৫৩)ঃ কমিটির সাথে মনোমালিন্য হওয়ার কারণে মাদরাসার নামে দানকৃত জমি ফেরত নেওয়া যাবে কি? দলীল সহ জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আতীকুর রহমান
লালগোলা বাজার
মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ দানকৃত জমি কোনভাবেই ফেরত নেয়া যাবে না। দানকৃত বস্তু ফেরত নেওয়ার ব্যাপারে ইসলামে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'দানকৃত বস্তু ফেরত নেওয়ার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে বমি করে পুনরায় সে বমি ভক্ষণ করে' *(বুখারী*

http://islaminonesite.wordpress.com

২/১৪৩; মুসলিম ৫/৬৪; আবুদাঊদ হা/৩৫৩৮; নাসাঈ ২/১৩৪; ইবনু মাজাহ হা/২৩৮৫; ত্বাহাভী ২/২৩৯)।

প্রশ্ন (৪/১৫৪)ঃ ছালাতের কাতারে দু'জনের মাঝে ফাঁক করে দাঁড়ালে শয়তান প্রবেশ করে, একথা কি ঠিক? অনেকে বলে থাকেন, ছালাতের সময় শয়তান দূরে সরে যায়।

-আব্দুর রহমান
চরকুড়া, জামতৈল
কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ ছালাতে পায়ের সাথে পা মিলিয়ে কাতার সোজা করে দাঁড়ানো সম্পর্কে বহু হাদীছ রয়েছে। দু'জনের মাঝে ফাঁক রেখে দাঁড়ালে শয়তান প্রবেশ করে, একথা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কাতার সমূহে পরস্পরে মিলিয়ে দাঁড়াবে এবং লাইন পরস্পর নিকটে রাখবে। আর তোমাদের গর্দান সমূহ সোজা রাখবে। সেই আল্লাহ্‌র কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, নিশ্চয়ই আমি শয়তানকে দেখি কাল ভেড়ার বাচ্চার ন্যায় কাতার সমূহের ফাঁকে প্রবেশ করে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১০৯৩)*। অন্য হাদীছে আছে 'ফাঁক বন্ধ কর কেননা শয়তান কানা ভেড়ার বাচ্চার ন্যায় প্রবেশ করে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১০২)*।

সুতরাং ছালাতে পায়ে পা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাতার সোজা করে ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়ানো সুন্নাত। দু'জনের মাঝে ফাঁক রেখে দাঁড়ানো সুন্নাতের বরখেলাফ। আযান ও ইক্বামতের সময় শয়তান দূরে সরে যায়। তবে পুনরায় ফিরে এসে মুছল্লীর ছালাতে সন্দেহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৫)*।

প্রশ্ন (৫/১৫৫)ঃ আমরা জানি কিবলার দিকে মুখ করে অথবা কিবলাকে পিছন দিকে রেখে পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ। কিন্তু অনেক টয়লেট আছে যেগুলোতে কিবলার দিকে মুখ করে অথবা কিবলাকে পিছন দিকে রেখে বসতে হয়। এধরনের টয়লেট ব্যবহার করা যাবে কি?

-আযাদ আলী
রুদ্রশ্বর, কাকিনা
কালীগঞ্জ, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ খোলা জায়গায় কিবলার দিকে মুখ করে বা কিবলাকে পিছন দিকে রেখে পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ। তবে চারদিকে ঘেরা থাকলে কোন অসুবিধা নেই। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) কিবলার দিকে উট বসিয়ে কিবলামুখী হয়ে বসে পেশাব করলে তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আবু আব্দুর রহমান! কিবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করতে কি নিষেধ নেই? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে এ নিষেধাজ্ঞা ফাঁকা জায়গার জন্য প্রযোজ্য। কিন্তু যদি কিবলা ও হাজত পূরণকারীর মধ্যে কোন বস্তু দ্বারা আড়াল করা হয়, তবে কোন অসুবিধা নেই *(আবুদাঊদ ১/৩; হাকেম ১/১৪৫; বায়হাক্বী ১/৯২; সনদ হাসান; ইরওয়াউল গালীল ১/১০০)*।

উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ফাঁকা জায়গা ব্যতিরেকে কিবলামুখী হয়ে বা কিবলাকে পিছন দিকে রেখে পেশাব-পায়খানা করা জায়েয। তবে কিবলার দিকে মুখ বা পিছন করে টয়লেট তৈরী না করাই উত্তম।

প্রশ্ন (৬/১৫৬)ঃ আক্বীক্বার সুন্নাতী পদ্ধতি কি? আমাদের গ্রামের জনৈক ব্যক্তি তার সাত সন্তানের আক্বীক্বা করার জন্য একটি গরু ক্রয় করেছে। এরূপ আক্বীক্বা শরীয়তে বৈধ কি? যার অক্বীক্বা করা হয় তার চুল সমপরিমাণ সোনা বা চাঁদি কি ছাদাক্বা করতে হয়? এবং আক্বীক্বার গোশত কি মা-বাবা খেতে পারবেন? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আমীনুল ইসলাম
রাজপুর, সোনাবাড়ীয়া
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ সুন্নাতী পদ্ধতি হচ্ছে সন্তান জন্মের ৭ম দিনে আক্বীক্বা করা। ছেলে হ'লে দু'টি ছাগল, আর মেয়ে হ'লে একটি ছাগল ৭ম দিনে যবেহ করতঃ সন্তানের নাম রেখে মাথা মুণ্ডন করা। আক্বীক্বাকৃত পশুর গোশত পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনসহ গরীব মিসকীন সকলে খেতে পারে।

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, ছেলের পক্ষ হ'তে দু'টি ও মেয়ের পক্ষ হ'তে একটি হৃষ্টপুষ্ট ছাগল ৭ম দিনে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) আক্বীক্বা করার নির্দেশ দিয়েছেন *(আহমাদ, তিরমিযী সনদ ছহীহ; একই মর্মে বর্ণিত হয়েছে- মিশকাত 'আক্বীক্বা' অধ্যায় হা/৪১৫২, ৫৩, ৫৬; ইরওয়া হা/১১৬৫, ৬৬, ৬৯)*।

১৪ বা ২১ তম দিনে আক্বীক্বা করা সংক্রান্ত হাদীছগুলি যঈফ *(বায়হাক্বী, ত্বাবারাণী, ইরওয়া হা/১১৭০)*। সুতরাং ৭ম দিনের পরে আক্বীক্বা করলে সেটি আক্বীক্বা হিসাবে গণ্য হবে না।

উট বা গরু দ্বারা আক্বীক্বা করার হাদীছ 'মওযূ' বা জাল *(ত্বাবারাণী, ইরওয়া হা/১১৬৮)*। অতঃপর এক গরুতে

http://islaminonesite.wordpress.com

সাত সন্তানের আক্বীকা করার কোন বিধান ইসলামে নেই। অনেকে কুরবানীর সাথে আক্বীক্বা করে থাকেন। যা সম্পূর্ণ শরীয়তের বরখেলাফ। কারণ, কুরবানী ও আক্বীক্বা দু'টো ভিন্ন বিষয়।

প্রশ্ন (৭/১৫৭)ঃ ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত পড়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ডান কাতে শু'তেন বলে জানি। এটা কি সকলের জন্য প্রযোজ্য? নাকি শুধু তাহাজ্জুদ গুযারদের জন্য?

-আব্দুল খালেক
ধোপাঘাটা, রাজশাহী।

উত্তরঃ তাহাজ্জুদ গুযার ব্যক্তি হৌন বা সাধারণ মুছল্লী হৌন ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত পড়ার পর ডান কাতে শোয়া মুস্তাহাব। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যখন তোমাদের কেউ ফজরের পূর্বের দু'রাক'আত আদায় করবে, অতঃপর সে যেন ডানকাতে শয়ন করে' *(তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/১২০৬)*। আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে 'ফজরের জামা'আতের এক্বামত পর্যন্ত' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৮৮)*। তবে রাসূল (ছাঃ) এটা কখনো কখনো বাদ দিয়েছেন। যেমন আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'যদি আমি জেগে থাকতাম, তাহ'লে তিনি আমার সাথে কথা বলতেন। নইলে (ডানকাতে) শু'তেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৮৯)*।

প্রশ্ন (৮/১৫৮)ঃ জামা'আতে ছালাত আদায়ের সময় আমাদের ইমাম ছাহেব এত লম্বা ক্বিরাআত ও রুকূ'-সিজদা করেন যে, আমার পক্ষে জামা'আতে ছালাত আদায় দুষ্কর হয়ে পড়ে। নিরুপায় হয়ে আমি একাকী ছালাত আদায় করি। আমার প্রশ্ন- মুছল্লীদেরকে নিয়ে ইমাম ছাহেবের এত দীর্ঘ ছালাত আদায় কি শরীয়ত সম্মত?

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন
রাজবাড়ী, মুরাদনগর
কুমিল্লা।

উত্তরঃ একাকী ছালাতের ক্ষেত্রে যত ইচ্ছা লম্বা ক্বিরাআত ও রুকূ'-সিজদা করা যায়। কিন্তু জামা'আতের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত সংক্ষেপে ছালাত আদায় করাই শরীয়ত সম্মত। তবে ধীরস্থিরভাবে ছালাত আদায় করতে হবে, যেন ছালাতের আরকানসমূহ পুরো আদায় হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ লোকদেরকে নিয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করে, তখন সে যেন উহা সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে রোগী, দুর্বল ও বৃদ্ধ ব্যক্তি থাকেন। অবশ্য যখন কেউ একাকী ছালাত আদায় করবে, তখন সে ইচ্ছামত দীর্ঘ করতে পারে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩১)*।

প্রশ্ন (৯/১৫৯)ঃ যোহর ছালাতের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত পড়া সম্ভব না হ'লে পরে পড়া যাবে কি? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আবদুল হান্নান
ভালুকগাছী, কোণাপাড়া
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন কারণ বশতঃ যোহরের পূর্বের চার রাক'আত সুন্নাত পড়া সম্ভব না হ'লে পরে পড়া যাবে। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যোহরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত পড়তে না পারলে পরে পড়ে নিতেন' *(তিরমিযী হা/৪২৬ সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (১০/১৬০)ঃ একটি মসজিদে বাংলায় লেখা দেখলাম, 'যে ব্যক্তি দুই শীতল সময়ে ছালাত আদায় করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ ফজর ও আছর।' এই ব্যাখ্যা কি সঠিক? কোন্ কিতাবে হাদীছটি আছে রেফারেন্স সহ জানতে চাই। যদি ব্যাখ্যা ভুল হয়, তবে সঠিক ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আহসান হাবীব
দক্ষিণ হালিশহর
চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ উল্লেখিত হাদীছ ও তার ব্যাখ্যা সঠিক। হাদীছটি নিম্নরূপঃ

عن أبى موسى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، متفق عليه -

আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দুই শীতল সময় ছালাত আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬২৫ 'ছালাতের ফাযায়েল' অনুচ্ছেদ)*। এর ব্যাখ্যায় শায়খ আলবানী বলেন, এর দ্বারা ফজর ও আছর বুঝানো হয়েছে *(ঐ, হাশিয়া)*।

অন্য একটি হাদীছে এইভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু যোহায়ের (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি 'যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে ছালাত আদায় করবে সে কখনই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না' *(মুসলিম হা/৬৩৪)*। ইমাম নববী বলেন, এর

http://islaminonesite.wordpress.com

দ্বারা ফজর ও আছরের ছালাতকে বুঝানো হয়েছে। উক্ত দুই ছালাতের বিশেষ গুরুত্ব এজন্য দেওয়া হয়েছে যে, উক্ত দুই সময় ফেরেশতাদের পরিবর্তন হয়ে থাকে। ফজর ও আছরের ছালাতে ফেরেশতারা একত্রিত হয়। একদল ফেরেশতা বান্দাদের আমল নিয়ে আল্লাহ্র নিকটে উপস্থিত হয়। তখন আল্লাহ তাদের জিজ্ঞেস করেন, আমার বান্দাদের কি অবস্থায় রেখে আসলে? তারা উত্তরে বলে, ছালাত অবস্থায় রেখে এসেছি এবং যখন গিয়েছি তখনও ছালাত অবস্থায় পেয়েছি' *(বুখারী ২/২৮; মুসলিম হা/৬৩২; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬২৬)*।

প্রকাশ থাকে যে, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের হেফাযতও অবশ্যই করতে হবে। শুধু ঐ দুই ওয়াক্তের গুরুত্ব দিয়ে অন্য তিন ওয়াক্ত ছালাতের গুরুত্ব না দিলে বা ছেড়ে দিলে জান্নাতের আশা করা যায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা ছালাত সমূহের (পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের) বিশেষ করে মধ্যবর্তী (আছর) ছালাতের হেফাযত কর' (বাক্বারাহ ২৩৮)।

প্রশ্ন (১১/১৬১)ঃ স্বামীরা কি স্ত্রীদেরকে যখন-তখন অন্যায়ভাবে মারতে ও গালিগালাজ করতে পারে? কুরআন ও হাদীছের আলোকে জওয়াবদানে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কাযীপাড়া
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হবে সম্প্রীতির। পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বিরাজ করবে। তবেই সংসারে শান্তি থাকবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের সাথে বসবাস কর' (নিসা ১৯)। আল্লাহ আরো বলেন, 'তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সহধর্মীনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি লাভ করতে পার' (রূম ২১)। স্ত্রীকে অন্যায়ভাবে মারধর করা ও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করা চরম অন্যায়। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের উপর স্ত্রীদের হক কি? তিনি বললেন, যখন তুমি খাবে তখন তোমার স্ত্রীকে খাওয়াবে। যখন কাপড় ক্রয় করবে, তখন তার জন্যও ক্রয় করবে। আর তার মুখে মারবেনা ও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করবেনা। বাড়ী ব্যতিরেকে স্ত্রীকে কোথাও একাকী ছাড়বে না' *(আবুদাউদ হা/২১৪২; আহমাদ ৪/৪৪৬ পৃঃ সনদ ছহীহ)*। তবে স্ত্রী যদি শরীয়ত গর্হিত কোন কাজ করে, সেক্ষেত্রে তাকে মুখ ব্যতীত অন্যত্র হালকা প্রহার করার অনুমতি রয়েছে।

প্রশ্ন (১২/১৬২)ঃ আহলেহাদীছ মসজিদ গুলোতে খুৎবার সময় বাংলায় যে বক্তৃতা দেওয়া হয়, সেটা নাকি নছীহত, খুৎবা নয়। এর সত্যতা জানতে চাই।

-আবদুল খালেক
হাসপাতাল রোড
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ খাত্বাবা-ইয়াখতুবু-খুৎবাতান (خَطَبَ يَخْطُبُ خُطْبَةً) 'খুৎবা' ক্রিয়া মূল, যার অর্থ বক্তৃতা, ভাষণ। খুৎবাতুল জুম'আ (خطبة الجمعة) এর অর্থ জুম'আর ভাষণ। খুৎবার উদ্দেশ্য যেহেতু নছীহতের মাধ্যমে শ্রোতাদেরকে আল্লাহমুখী করা ও ইসলামের দিকে ফিরিয়ে আনা সেহেতু নছীহত সহ শ্রোতাদের মাতৃভাষাতেই খুৎবা হওয়া উচিত। অন্যথায় খুৎবার উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। খুৎবার শুরুতে আরবীতে হাম্দ, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর উপর দরূদ ও কুরআন তেলাওয়াত করা এবং খুৎবা শেষে আরবীতে আল্লাহ্র মাহাত্ম্য বর্ণনা করা, কুরআনের আয়াত পাঠ করা ও দরূদ পড়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভাষা যেহেতু আরবী ছিল সেহেতু তাঁর খুৎবাও ছিল আরবীতে। আমাদের ভাষা যেহেতু বাংলা, সেহেতু আমাদের খুৎবাও হবে বাংলায়। এমনকি বিশ্বের অন্যান্য দেশের যাদের যে ভাষা, তারা সে ভাষাতেই খুৎবা দিবেন। অন্যথায় মুছল্লীদের বোধগম্য নয় এমন ভাষায় খুৎবা দানে কোন উপকারের আশা করা যায় না। অনেক ভাইকে খুৎবার আযানের পূর্বে বাংলায় বক্তৃতা করতে দেখা যায়। এটি সুন্নাতের বরখেলাফ। সুতরাং আহলেহাদীছ মসজিদে যে পদ্ধতিতে নছীহত সহকারে যে খুৎবা দেওয়া হয় সেটিই ছহীহ সুন্নাহ সম্মত।

প্রশ্ন (১৩/১৬৩)ঃ 'মৃত ব্যক্তি পুরুষ হ'লে কবরের গভীরতা নাভী পর্যন্ত হবে আর নারী হ'লে সীনা পর্যন্ত হবে' এ কথা সত্য কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ইমাম, বড়কামতা জামে' মসজিদ
চান্দিনা, কুমিল্লা।

উত্তরঃ এরূপ কথা কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাধারণভাবে কবরকে প্রশস্ত ও গভীর করার নির্দেশ দিয়েছেন। হিশাম ইবনে আমের থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) ওহোদের যুদ্ধের দিন বলেছিলেন, তোমরা কবর খনন কর, উহাকে প্রশস্ত কর, গভীর কর এবং খুব সুন্দর কর *(আহমাদ, মিশকাত*

http://islaminonesite.wordpress.com

হা/১৭০৩ হাদীছ ছহীহ)।

আলোচ্য হাদীছের আলোকে কেউ কেউ বলেন যে, কবর এমন পরিমাণ গভীর হওয়া প্রয়োজন যাতে লাশ ঢাকা যাবে এবং হিংস্র পশু হ'তে নিরাপদে থাকবে *(মির'আৎ ৪র্থ খণ্ড ৪৩৭ পৃঃ)।*

প্রশ্ন (১৪/১৬৪)ঃ জানাযার ছালাতের কিছু অংশ ছুটে গেলে ইমামের সালাম শেষে বাকী অংশ আদায় করতে হবে কি?

-ইদ্রীস আলী
শঠিবাড়ী, রংপুর।

উত্তরঃ কোন মুছল্লীর জানাযার কিছু অংশ ছুটে গেলে ইমামের সালাম ফিরানোর পর ঐ অংশ পূরণ করতে হবে না। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, জানাযার কোন তাকবীর ছুটে গেলে তা পূরণ করতে হবে না। ঐ মুছল্লীকে ইমামের সাথেই সালাম ফিরাতে হবে' *(ইবনে আবি শায়বা, ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড ৪৪৪ পৃঃ 'জানাযা' অধ্যায়)।* আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি জানাযার ছালাত আদায় করি, অথচ আমার নিকটে কিছু তাকবীর অস্পষ্ট থেকে যায়। রাসূল (ছাঃ) বললেন, যা শুন তা পড় আর যা ছুটে যায় তার কোন ক্বাযা নেই' *(ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড ৪৪৪ পৃঃ; মুগনী ৩য় খণ্ড ৪২৪ পৃঃ)।*

প্রশ্ন (১৫/১৬৫)ঃ মাইয়েতকে দাফন করার পর কবরের পার্শ্বে আযান দেওয়া শরীয়ত সম্মত কি?

-আবদুল মতীন
গ্রামঃ বড়কামতা
চান্দিনা, কুমিল্লা।

উত্তরঃ মাইয়েতকে দাফন করার পর কবরের পার্শ্বে আযান দেওয়া শরীয়ত সম্মত নয়। তবে দাফন শেষে মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা সুন্নাত। হযরত ওছমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর নবী করীম (ছাঃ) যখন অবসর গ্রহণ করতেন তখন তিনি সেখানে দাঁড়াতেন এবং উপস্থিত লোকদেরকে বলতেন, তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং ঈমানের উপর দৃঢ় রাখার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ কর। কারণ এখনই তাকে প্রশ্ন করা হবে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৩৩)।* অতএব প্রত্যেকের ব্যক্তিগতভাবে মাইয়েতের ক্ষমা ও দৃঢ়তার জন্য দো'আ করা উচিত।

তবে সম্মিলিত ভাবে হাত তুলে সশব্দে দো'আ করার প্রচলিত পদ্ধতিটি শরীয়ত সমর্থিত নয়। অনেকে বর্তমানে জানাযার পরপরই দলবদ্ধভাবে পুনরায় দো'আ করছেন, যা স্পষ্টভাবেই বিদ'আত। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন-আমীন!

প্রশ্ন (১৬/১৬৬)ঃ গৃহপালিত পশু যেমন গরু, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা ইত্যাদি মারা গেলে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে, না মাঠে ফেলে দিতে হবে? এর চামড়া কি করতে হবে?

-আবুল হাসান
গ্রামঃ নুনগোলা, পোঃ রহনপুর
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ গৃহপালিত পশু মারা গেলে তার চামড়া আলাদা করে পশুটি মাঠে ফেলে দেওয়া যায়। মায়মূনা (রাঃ) থেকে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) একটি মৃত ছাগল টেনে নিয়ে যেতে দেখে বললেন, এর চামড়াটা নিতে পারতে। তারা বলল, এটাতো মৃত ছাগল। তিনি বললেন, পানি ও কারায (অর্থাৎ এক প্রকার গাছের ছাল) একে পবিত্র করে দিবে' *(আবুদাঊদ, বুলূগুল মারাম হা/১৮ সনদ ছহী)।* জাবের (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি পড়ে থাকা মৃত ছাগলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন বললেন, তোমাদের কেউ এক দিরহামের বিনিময়ে এই ছাগলটি নিতে চাও কি? তারা বলল, আমরা সামান্য কিছুর বিনিময়েও নিতে চাইনা। তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম দুনিয়া আল্লাহ্‌র নিকট এর চেয়েও কম মূল্যের *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৫৭)।* অত্র হাদীছ দ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃত পশুর চামড়া খালিয়ে নেওয়া যায় এবং তাকে মাঠে ফেলে দেওয়া যায়। তবে পরিবেশ দূষণের কারণে চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলা যাবে।

প্রশ্ন (১৭/১৬৭)ঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পর তার চোখে সুরমা, হাত-পায়ের আঙ্গুলে কর্পূর ও শরীরে গোলাপজল ছিটিয়ে দেওয়া এবং জানাযায় উপস্থিত মুছল্লীদের উপর ও কবরের ভিতরে গোলাপজল ছিটানো যাবে কি?

-গোলাম সারওয়ার
ঘোনা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মাইয়েতের চোখে সুরমা, হাতে-পায়ে কর্পূর লাগানো এবং জানাযায় উপস্থিত মুছল্লীদের গায়ে ও কবরের ভিতরে গোলাপজল ছিটানোর কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে মাইয়েতকে কর্পূর মিশানো পানি দ্বারা গোসল দেওয়া এবং শরীরে সুগন্ধি লাগানো সুন্নাত। জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমরা মাইয়েতকে সুগন্ধি লাগাবে তখন তিনবার লাগাও *(আহমাদ, নায়ল ৪র্থ খণ্ড ৪০ পৃঃ 'মাইয়েতের শরীরে সুগন্ধি লাগানো' অধ্যায়)।* উম্মে আতীয়া (রাঃ)

http://islaminonesite.wordpress.com

বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা গোসলের শেষবার পানিতে কর্পূর মিশাও' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৩৪)*। তবে এহরাম অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলে সুগন্ধি লাগানো যাবে না। 'একদা আরাফার মাঠে জনৈক ছাহাবী মুহরিম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুগন্ধি লাগাতে নিষেধ করেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৩৭)*। অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কর্পূর বা গোলাপ পানি মিশিয়ে গোসল দেওয়া এবং মাইয়েতের শরীরে সুগন্ধি লাগানো সুন্নাত। এছাড়া অন্যান্য আমলগুলি বাড়তি মাত্র।

প্রশ্ন (১৮/১৬৮)ঃ আমরা জানি পুরুষদের পিছনে মহিলাদের কাতার করে ছালাত আদায় করতে হয়। কিন্তু বর্তমানে পুরুষদের পার্শ্বে পর্দা করে মহিলাদের ছালাতের ব্যবস্থা করা হয়। এটা কি শরীয়ত অনুমোদিত।

-আব্দুছ ছবূর
আইচপাড়া, কলারোয়া
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মহিলারা পুরুষের পার্শ্বে পর্দা করে ছালাত আদায় করতে পারে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ কক্ষে ছালাত আদায় করতেন এবং মানুষ কক্ষের বাইরে থেকে তাঁর অনুসরণ করত' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১১৪)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুছল্লী লাইনের সমতা ঠিক না রেখে পর্দার বাইরে ভিন্ন স্থানেও ইমামের অনুসরণ করতে পারে।

প্রশ্ন (১৯/১৬৯)ঃ মুসাফিরকে জুম'আর ছালাত আদায় করতে হবে কি? নাকি যোহরের ক্বছর করাই যথেষ্ট হবে?

-হক্ব মুন্সী
বড়বাড়িয়া, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ মুসাফিরের জন্য জুম'আর ছালাত আদায় করা যরূরী নয়। বরং তার জন্য যোহরের ক্বছর করাই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সঙ্গীসহ হজ্জ-এর সফর করেন, তাদের কেউ জুম'আর ছালাত আদায় করেননি (ইরওয়া হা/৫৯৪)। জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীছেও অনুরূপ প্রমাণ রয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৫৫)। এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন নায়ল ৩য় খণ্ড ২২৬ পৃঃ 'কোন্ ব্যক্তির উপর জুম'আ ফরয আর কোন্ ব্যক্তি উপর ফরয নয়' অধ্যায়; মির'আত 'জুম'আ ওয়াজিব' অধ্যায়)।*

প্রশ্ন (২০/১৭০)ঃ পবিত্র কুরআনের একটি সূরায় বিসমিল্লাহ নেই এবং একটি সূরায় দুইবার বিসমিল্লাহ রয়েছে। এর রহস্য কি? জানতে চাই।

-নূরুল ইসলাম
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন মজীদের সূরা তওবাতে বিসমিল্লাহ নেই। এর বিভিন্ন কারণ রয়েছে। যেমন- আবু ইসহাক বলেন, আমি বারা ইবনে আযেব (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, সূরা নিসার ১৭৬ নং আয়াতটি সবশেষে অবতীর্ণ হয়েছে। আর সবশেষ সূরা বারাআত অর্থাৎ সূরা তওবা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাতে বিসমিল্লাহ লেখা হয়নি। কারণ ছাহাবীগণ ওছমান (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে রচিত মাছহাফে লিখেননি *(বুখারী ২য় খণ্ড ৬৭১ পৃঃ; তিরমিযী ২য় খণ্ড ১৩১ পৃঃ)*। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ বিষয়ে ওছমান (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, মদীনায় প্রথম অবতীর্ণ হয়েছে সূরা আনফাল। আর কুরআনের শেষ সূরা হচ্ছে তওবা। দুই সূরার আলোচনায় সাদৃশ্য রয়েছে। আমার ভয় হয় হয়ত সূরা তওবা সূরা আনফালের অন্তর্ভুক্ত। অথচ রাসূল (ছাঃ) এ বিষয়ে কিছু বলে যাননি। যার কারণে দুই সূরা মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং দু'টোর মাঝে বিসমিল্লাহ লিখা হয়নি *(তিরমিযী, ২য় খণ্ড ১৩৯ পৃঃ)*। আর সূরা নামালে দু'টি বিসমিল্লাহ রয়েছে। একটি সূরার প্রথমে আর একটি সুলায়মান (আঃ)-এর পত্রের প্রথমে। এর অন্য কোন রহস্য থাকলে তা নিশ্চিতভাবে আল্লাহ জানেন।

প্রশ্ন (২১/১৭১)ঃ মাসিক হ'লে স্বামী-স্ত্রী কতদিন পর একত্রে থাকতে পারে এবং কতদিন পর তাদের পুনরায় মিলন হ'তে পারে।

-মুসাম্মাৎ রোজিনা বেগম
গ্রামঃ গোটিয়া দক্ষিণ পাড়া
ধোকড়াকুল, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ স্বামী-স্ত্রী সর্বদা একত্রে থাকবে। এটাই সুন্নাত। মাসিক অবস্থায় বিছানা পৃথক করার কোন প্রয়োজন নেই। অতঃপর পবিত্র হওয়া মাত্রই তাদের মিলন হ'তে পারে। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, ইহুদীদের মধ্যে যখন কোন স্ত্রীলোকের মাসিক হ'ত, তখন তারা তাদের সাথে একত্রে খেত না এবং একসঙ্গে ঘরে থাকতনা। এ বিষয়ে ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তা'আলা সূরা বাক্বারাহ্র ২২২ নং আয়াত নাযিল করেন। যাতে মাসিক অবস্থায় শুধুমাত্র সহবাস নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই সময় রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, তোমরা তাদের সাথে মিলন ব্যতীত সবকিছু করতে পার' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৫)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার মাসিক অবস্থায় রাসূল (ছাঃ) আমার কোলে হেলান দিয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৮)*।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্ন (২২/১৭২)ঃ আমরা যে 'আ'উযুবিল্লাহ' পড়ি, এটা কি কুরআনের নির্দেশ, না হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। দলীল সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নূরুল ইসলাম
ব্রজবক্স বাজার
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কুরআন তিলাওয়াত করার সময় 'আ'উযুবিল্লাহ' পাঠ করা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ। আল্লাহ বলেন, 'যখন তুমি কুরআন তিলাওয়াত কর তখন বিতাড়িত শয়তান হ'তে আল্লাহ্‌র নিকট পানাহ চাও' (নাহল ৯৮)।

প্রশ্ন (২৩/১৭৩)ঃ মৃত ব্যক্তির দাফন শেষে কবরের চার কোণে ৪ ব্যক্তি কর্তৃক চার কুল পড়ে রসুন গেড়ে দেওয়া, সূরা কুরায়েশ পড়ে কবরকে বন্ধ করা (যেন শৃগাল-কুকুর কোন ক্ষতি করতে না পারে), কবর খননের সময় প্রথম কোপের মাটি ভিন্ন করে রাখা অতঃপর দাফন শেষে কবরের উপর ঐ মাটি দেওয়া, কবরের চার কোণে খেজুরের কাঁচা ডাল গেড়ে দেওয়া ইত্যাদি প্রচলিত কার্যসমূহের শরীয়তে বৈধতা আছে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আবদুল মতীন
বড়কামতা
চান্দিনা, কুমিল্লা।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত কার্যগুলি কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং এগুলি বিদ'আত, যা প্রত্যাখ্যাত। মা আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন 'যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের মধ্যে নতুন কিছু সৃষ্টি করে, যা তার মধ্যে নেই। সেটা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০)*।

প্রকাশ থাকে যে, দাফন শেষে অনেকে কবরে খেজুরের কাঁচা ডাল গেড়ে দেন এবং মনে করেন যে, ডাল শুকানো পর্যন্ত কবরের শাস্তি হালকা হবে। দলীলে তারা একটি হাদীছও পেশ করে থাকেন। যেমন নবী করীম (ছাঃ) দু'টি কবরের শাস্তি জানতে পেরে একখানা খেজুরের ডাল দুই টুকরা করে দু'টি কবরে গেড়ে দেন। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এরূপ করলেন কেন? তিনি বললেন, হয়ত ডাল দু'টি শুকানো পর্যন্ত তাদের শাস্তি হালকা হয়ে থাকবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৮)*। তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ তাদের শাস্তি হালকা হয়েছিল রাসূল (ছাঃ)-এর বিশেষ সুপারিশের জন্য। কাঁচা ডালের জন্য নয়। যা মুসলিম শরীফে জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই খেজুরের কাঁচা ডাল বা অন্য কোন কাঁচা ডাল গেড়ে কবরের শাস্তি হালকা হবে বলে ধারণা করা একেবারেই ভ্রান্ত। কেননা যদি বিষয়টি তাই-ই হ'ত তাহ'লে তিনি ডালটি চিরে ফেলতেন না। কেননা তাতে তো ডালটি দ্রুত শুকিয়ে যাবার কথা। আসল কারণ ছিল ঐ ডাল কবর দু'টিকে ঐ ডাল দ্বারা চিহ্নিত করা যে, তিনি তাদের জন্য সুপারিশ করেছেন (আলবানী, *মিশকাত ১ম খণ্ড ১১০ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৪/১৭৪)ঃ শহীদ কাকে বলে এবং কোন কোন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে শহীদের মর্যাদা লাভ করা যায়।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

উত্তরঃ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁর পথে জীবন দানকারীকে শহীদ বলা হয় এবং প্রত্যেক সৎ মুসলমান, যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় তাকেও শহীদ বলা হয়। বিভিন্ন হাদীছের প্রতি দৃষ্টিপাতে জানা যায় যে, বিভিন্ন ভাবে সৎ মুসলমান শহীদের মর্যাদা লাভ করতে পারে। হযরত জাবের ইবনে আতীক্ব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হওয়া ছাড়াও সাত ধরনের শহীদ রয়েছে। (১) মহামারীতে মৃত ব্যক্তি শহীদ (২) পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণকারী শহীদ (৩) শ্বাসকষ্ট রোগে মৃত্যুবরণকারী শহীদ (৪) পেটের রোগে মৃত্যুবরণকারী শহীদ (৫) আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণকারী শহীদ (৬) কোন কিছুতে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণকারী শহীদ (৭) প্রসব কষ্টে মৃত্যুবরণকারীণী শহীদ *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৫৬১)*। অন্য এক হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'শহীদ পাঁচ ব্যক্তি (১) যে মহামারীতে মারা গেছে (২) যে পেটের অসুখে মারা গেছে (৩) যে পানিতে ডুবে মারা গেছে (৪) যে চাপা পড়ে মারা গেছে এবং (৫) যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় যুদ্ধে মারা গেছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৪৬)*। অন্য এক বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অন্তর থেকে আল্লাহ্‌র নিকট শাহাদত কামনা করবে, আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদায় পৌঁছাবেন বিছানায় মৃত্যুবরণ করলেও' (মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০৮)।

অপরদিকে নেফাস অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীণীকেও শহীদ বলা হয়েছে। নিজ সম্পদের জন্য মৃত্যুবরণ কারীকেও শহীদ বলা হয়েছে। অন্যায় ভাবে যাকে হত্যা করা হয়েছে তাকেও শহীদ বলা হয়েছে। বন্দী অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীকেও শহীদ বলা হয়েছে। উট-ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে অথবা বিষাক্ত পশুর দংশনে মৃত্যুবরণকারীকেও শহীদ বলা হয়েছে *(ফাৎহুলবারী ৬/৫০-৫২, অনুচ্ছেদ ৩০)*। তবে প্রকৃত শহীদ কে সেকথা

http://islaminonesite.wordpress.com

আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেন না। সেকারণ কাউকে 'শহীদ' বলতে ওমর (রাঃ) নিষেধ করেছেন *(আহমাদ, হাদীছ হাসান; ফাৎহুলবারী ৬/১০৬ 'জিহাদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৭৭)*।

প্রশ্ন (২৫/১৭৫)ঃ ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিত্র-এর সময়ের কোন পার্থক্য আছে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ
রাজপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিৎর -এর সময়ের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। ঈদুল ফিৎর দেরী করে ও ঈদুল আযহা তাড়াতাড়ি পড়ার হুকুম রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা আমর ইবনে হযম (রাঃ)-কে এক পত্রে লিখেন, তুমি ঈদুল আযহা তাড়াতাড়ি এবং ঈদুল ফিত্র দেরী করে পড়বে এবং লোকদের নছীহত করবে' *(মিশকাত হা/ ১ম খণ্ড ১২৭ পৃঃ)*।

অন্য হাদীছে জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে নিয়ে ঈদুল ফিত্র -এর ছালাত আদায় করলেন, তখন সূর্য দুই কাঠি উপরে ছিল। অপরদিকে সূর্য এক কাঠি উপরে থাকাকালীন সময়ে তিনি ঈদুল আযহা আদায় করেন' *(নায়ল ৩/২৯৩ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৬৯ পৃঃ; আল-ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু, ২/২২১ পৃঃ)*।

সুতরাং সূর্যোদয়ের পর যত দ্রুত সম্ভব ঈদুল আযহা এবং কিছুটা বিলম্বে ঈদুল ফিত্র -এর ছালাত আদায় করাই সুন্নাত সম্মত। তবে মাত্রাতিরিক্ত বিলম্ব শরীয়তের বরখেলাফ। উল্লেখ্য, এক কাঠি ও দুই কাঠির সমপরিমাণ সময় আনুমানিক দেড় ও আড়াই ঘন্টা। অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পর প্রায় দেড় ঘন্টার মধ্যে ঈদুল আযহা ও আড়াই ঘন্টার মধ্যে ঈদুল ফিত্র পড়া উচিত।

প্রশ্ন (২৬/১৭৬)ঃ সাপ বা বিচ্ছুতে দংশন করলে বিষ নামানোর জন্য ঝাড়ফুঁক করা যাবে কি? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুল কুদ্দুস
সাং- সারাই
হারাগাছ, রংপুর।

উত্তরঃ শিরক মুক্ত ঝাড়ফুঁক করা জায়েয। হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, সাপ ও বিচ্ছুর দংশনে ঝাড়ফুঁক করার অনুমতি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) দিয়েছেন' *(বুখারী ফৎহ সহ ১০/১৭৫ পৃঃ; তিরমিযী 'বিচ্ছু ও সাপ দংশনে ঝাড়ফুঁক' অধ্যায়; মুসলিম হা/২১৯৩; যাদুল মা'দ ৪র্থ খণ্ড ১৮৫ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৭/১৭৭)ঃ ডায়াবেটিসের প্রতিষেধক হিসাবে জনৈক কবিরাজ ক্যাঙ্গারুর গোস্ত খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। আমার প্রশ্নঃ ক্যাঙ্গারুর গোস্ত প্রতিষেধক হিসাবে খাওয়া যাবে কি?

-আবদুস সুবহান
লালগোলা বাজার
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

উত্তরঃ হারাম বা অপবিত্র বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা যাবে না। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিকৃষ্ট ও হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করতে নিষেধ করেছেন' *(আবুদাঊদ হা/৩৮৭০; তিরমিযী হা/২০৪৬ সনদ শক্তিশালী)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রোগ ও ঔষধ সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেক রোগের জন্য ঔষধ রয়েছে। সুতরাং তোমরা চিকিৎসা কর। তবে হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা কর না' *(বুখারী ফৎহ সহ ১০/৬৮ পৃঃ)*।

হাদীছ দ্বয় থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হারাম বস্তু দ্বারা চিকিৎসা করা যাবে না। আর ক্যাঙ্গারু যেহেতু হারাম পশু তাই এর গোস্ত প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। তবে উক্ত গোস্ত ছাড়া জীবন রক্ষা অসম্ভব হয়ে পড়লে খাওয়া যেতে পারে। আল্লাহ বলেন, 'কোন বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন ছাড়া বাধ্যগত অবস্থায় খেলে গোনাহ নেই' (বাক্বারাহ ১৭৩)। সাথে সাথে এই আক্বীদা দৃঢ় রাখতে হবে যে, ঔষধ নয়, আল্লাহ্র রহমতেই রোগ সারে। কেননা অনেক ঔষধ ও রোগের কারণ হ'তে পারে *(ফাৎহুলবারী ১০/১৪২)*।

প্রশ্ন (২৮/১৭৮)ঃ জনৈক ইমাম ছাহেব খুৎবায় বললেন, ১০ই যিলহজ্জ মিনাতে কংকর নিক্ষেপ করে মাথা মুণ্ডন অতঃপর কুরবানী করতে হবে। আগপিছ করলে হজ্জ হবেনা। এর সত্যতা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ নাসিম
কোর্ট বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ উপরোক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কংকর নিক্ষেপ করার পূর্বে মাথা মুণ্ডন করা ও কুরবানী করা প্রসংগে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, "لا حرج" 'এতে কোন অসুবিধা নেই'। অন্য বর্ণনায় এসেছে "افعلوا و لا حرج" 'এটি কর, এতে কোন অসুবিধা নেই" *(বুখারী ৩য় খণ্ড ৪৫৩ পৃঃ 'হজ্জ' অধ্যায়)*।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্ন (২৯/১৭৯)ঃ শিকারী কুকুর কোন হালাল প্রাণী শিকার করে আনলে সেটি খাওয়া বৈধ হবে কি?

-আবদুল মালেক
গ্রামঃ লক্ষীপুর
ভাণ্ডারিয়া, পিরোজপুর।

উত্তরঃ 'বিসমিল্লাহ' বলে শিকারী কুকুরকে ছেড়ে দেয়া হ'লে ঐ কুকুর যে হালাল প্রাণী শিকার করে আনবে তা খাওয়া বৈধ হবে, যদি না তার সাথে অন্য কোন কুকুর যোগ দেয়। আদী ইবনু হাতেম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, এইসব কুকুর দ্বারা আমরা শিকার করে থাকি। রাসূল (ছাঃ) তখন বললেন, তুমি যদি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে 'বিসমিল্লাহ' বলে ছেড়ে দাও এবং সে শিকার জীবন্ত নিয়ে আসে, তাহ'লে সেটি যবহ কর এবং খাও। আর যদি নিহত অবস্থায় নিয়ে আসে এবং সে তার থেকে কিছু না খায়, তাহ'লে তুমি খাও। আর যদি সে কিছু খেয়ে থাকে, তাহ'লে তুমি খেয়ো না। কেননা সে ওটা নিজের জন্য শিকার করেছে। আর যদি অন্য কুকুর শিকারে যোগ দেয় তাহ'লে সেটি খেয়োনা' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪০৬৪ 'শিকার ও যবহ' অধ্যায়)।

প্রশ্ন (৩০/১৮০)ঃ যে মুরগী মানুষের মলমূত্র খায়, সে মুরগীর গোশত খাওয়া জায়েয হবে কি?

-আবদুল মুহাইমিন
সাং- পলাশবাড়ী
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত অবস্থায় মুরগীটিকে তিন দিন বেঁধে রাখতে হবে। অতঃপর এর গোশত খাওয়া জায়েয হবে। অন্যথায় ঐ মুরগীর গোশত খেতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গৃহপালিত গাধার গোশত ও গৃহপালিত হালাল পশু যদি মলমূত্র খায়, সে পশুর গোশত খেতে নিষেধ করেছেন (আহমাদ ২য় খণ্ড ২১৯ পৃঃ সনদ হাসান)। অন্য বর্ণনায় রয়েছে ইবনে ওমর (রাঃ) যখন মুরগীর গোশত (যে মুরগী মলমূত্র খায়) খেতে ইচ্ছে করতেন, তখন তিন দিন বেঁধে রাখতেন (ফাৎহুল বারী, ৯ম খণ্ড ৫৫৮ পৃঃ)।

قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا 'তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারবর্গকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও' (তাহরীম ৬)।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রাহীম
রাজশাহী শুধু শিক্ষা নগরী বা রেশম নগরীই নয়, স্যুট তৈরীর জন্যও প্রসিদ্ধ।

এম এন টেইলার্স

৬৮, ৭৩ ও ৭৪ নং নিউমার্কেট, দোতলা, রাজশাহী। ✆ ঃ ৭৭৫৭৭৫

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

সহযোগী প্রতিষ্ঠান
অনুপম টেইলার্স
❑ চট্টগ্রাম, হাইওয়ে প্লাজাঃ ✆০৩১-৬১২৪৬৮
❑ ঢাকা, র‍্যানিকিন স্ট্রীটঃ ✆০২-২৩০৫৭৬
❑ পাবনা, রবি আইনুল মার্কেটঃ ✆ ৫৯৫৬
অনুপম সিল্ক গার্মেন্টস
❑ ঢাকা ওয়ারীঃ ✆ ০১৭৫৬০৭৪০
❑ পাবনা, হাসপাতাল সড়কঃ ✆ ০৭৩১-৫৯৫৬
লর্ডস
❑ আমেরিকা, নিউইয়র্কঃ ✆ ৯৩২৩৬৯৬

❑ প্রয়োজনে একদিনেও পোষাক সরবরাহ
❑ অটোমেটিক মেশিনে ফিউজিং
❑ স্যুটের জন্য মনোরম কভার
❑ কাপড়ের উন্মুক্ত মূল্য

সাদর আমন্ত্রণে
মুহম্মদ রফিকুল ইসলাম

'শিক্ষা যেমন মানুষকে স্বাবলম্বী করে, তেমনি সুন্দর পোষাক ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে'।

http://islaminonesite.wordpress.com

৩য় বর্ষ ৭ম সংখ্যা
এপ্রিল ২০০০

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/১৮১)ঃ ছেলে সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'লে আযান দিতে হয়, আর মেয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'লে আযান দিতে হয় না। এরূপ বিধান শরীয়তে আছে কি?

-আবদুল হাদী
সাং- নলছিয়া, জুমারবাড়ী
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ছেলে হৌক মেয়ে হৌক ভূমিষ্ঠ সন্তানের কানে আযান শুনাতে হয় *(আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, ইরওয়া হা/১১৭৩, ৪/৪০০ পৃঃ)*। তবে ডান কানে আযান ও বাম কানে এক্বামত শুনানোর হাদীছটি 'মওযূ বা জাল *(ঐ, হা/১১৭৪)*।

প্রশ্ন (২/১৮২)ঃ মসজিদে আগুন অথবা আগরবাতি জ্বালানো যায় কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-ইসহাক্ব আলী
খয়রাবাদ, গোমস্তাপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ যে কোন মাধ্যমে মসজিদ আলোকিত করা যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার ছালাত অবস্থায় আমার সামনে আগুন পেশ করা হয়েছিল' *(বুখারী ১/৬১, ফৎহুলবারী হা/৪৩১; 'যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করল এমতাবস্থায় যে তার সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড বা আগুন বা এমন কোন বস্তু যাকে উপাসনা করা হয়, অতঃপর উক্ত ছালাতের মাধ্যমে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে' অনুচ্ছেদ নং ৫১)*। আর আগরবাতি অথবা যে কোন মাধ্যমে মসজিদ সুগন্ধিময় করে রাখা সুন্নাত। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) মহল্লায় মহল্লায় (ওয়াক্তিয়া) মসজিদ নির্মাণ করার আদেশ করেছেন এবং মসজিদকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে ও সুগন্ধিময় করতে আদেশ করেছেন' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৭১৭)*।

প্রশ্ন (৩/১৮৩)ঃ আমাদের গ্রামে খুব সরল মনের একজন লোক আছে। কিন্তু তার স্ত্রী খুব বদবখত। সে তার স্বামীকে যখন তখন গালিগালাজ করে। কাফেরও বলে। অথচ লোকটা ছালাত আদায়ে অভ্যস্ত। এর কারণ হ'ল- ঐ লোকের যা জমি ছিল তার স্ত্রীর নামে সব লিখে দিয়েছে। ফলে তার স্ত্রী তাকে কোন মূল্যায়ণ করে না। আর সেও ভয়ে কিছু বলে না। এই পরিস্থিতিতে ঐ ব্যক্তির ঘর-সংসার করা কি ঠিক হবে? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আবদুল ক্বাদের
সাথিয়া, পাবনা।

উত্তরঃ এধরনের ঘটনার জন্য স্বামীই দায়ী। ভালবাসার খাতিরে নিজের সম্পদ স্ত্রীর নামে পুরোটা লিখে দেওয়া শরীয়ত বিরোধী কাজ। যার শাস্তি তাকে দুনিয়াতেই ভোগ করতে হচ্ছে। ওয়ারেছ যারা থাকবে তারাও তার সম্পদ হ'তে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে আখেরাতেও তাকে জওয়াবদিহী করতে হবে। যে সমাজে এই লোক বসবাস করছে সেই সমাজের উচিৎ তার স্ত্রীকে বুঝানো যে, স্বামীকে শ্রদ্ধা করতে হবে, গালিগালাজ করা অন্যায়। স্বামী যদি কাফের না হয়, তাকে কাফের বললে নিজেই কাফের হয়ে যাবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮১৪, ৪৮১৫)*।

এরপরও স্ত্রী যদি এ ধরনের আচরণ করতে থাকে তাহ'লে তাকে তালাক দেওয়া উচিৎ *(বাক্বারাহ ২২৯)*।

প্রশ্ন (৪/১৮৪)ঃ কোন পুরুষ যদি কোন নারীকে ধর্ষণ করে, তাহ'লে তাদের উভয়ের শাস্তি কি যেনার শাস্তি হবে?

-ত্বা-হা
২৪/৮/২-২য় কলোনী
মাজার রোড, ঢাকা।

উত্তরঃ ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে একটা মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছিল। রাসূল (ছাঃ) মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং পুরুষটিকে যেনার শাস্তি প্রদান করেছিলেন' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৫৭১)*।

ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে একজন মহিলা ছালাত আদায়ের জন্য বের হয়েছিল। একটি লোক তাকে পেয়ে কাপড়ে ঢেকে নেয় এবং তাকে ধর্ষণ করে। মহিলাটি চিৎকার শুরু করলে লোকটি চলে যায়। কিন্তু সেখান দিয়ে মুহাজেরীনদের একদল লোক যাচ্ছিল। মহিলাটি তাদেরকে বলে দিল যে, ঐ ব্যক্তি আমার সাথে এই আচরণ করেছে। লোকেরা তাকে ধরে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসল। রাসূল (ছাঃ) মহিলাটিকে বললেন, তুমি চলে যাও। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন! আর পুরুষটিকে 'রজম' করার আদেশ দিলেন'*(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৩৫৭২)*।

প্রশ্ন (৫/১৮৫)ঃ ছহীহ হাদীছের আলোকে কবর যিয়ারত করার নিয়ম জানতে চাই। কবরস্থানে গেলে অনেকেই লুঙ্গীর নিচে গিট দেন। এর সত্যতা জানতে চাই।

-আবদুল জাব্বার
গ্রাম- গোলনা, পোঃ- সাজিয়াড়া
ডুমুরিয়া, খুলনা।

উত্তরঃ রাতে হৌক অথবা দিনে হৌক একা একা কবর যিয়ারত করা এবং কবরবাসীর জন্য একাকী হাত তুলে দো'আ করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাক্বী গোরস্থানে গিয়ে রাতের বেলা একাকী দু'হাত তুলে তাদের জন্য নিম্নোক্ত ভাষায় দো'আ করেছিলেন- اَلسَّلَامُ عَلٰى اَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَاْخِرِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ-

'মুমিন-মুসলমান কবরবাসীর উপর শান্তি বর্ষিত হৌক! আর আমাদের মধ্যে যারা আগে মারা গেছেন, তাদের উপর আল্লাহ করুণা বর্ষণ করুন এবং যারা পরে মারা যাবেন, তাদের উপরও। নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথে মিলিত হব' *(মুসলিম, ১ম খণ্ড, 'কিতাবুল জানায়েয' ৩১৪ পৃঃ)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি প্রমাণিত হয়। লুঙ্গীর নীচে গিট দিয়ে কবরস্থানে যাওয়া শরীয়ত বহির্ভূত কর্ম।

প্রশ্ন (৬/১৮৬)ঃ আযানের সময় কুরআন-হাদীছের আলোচনা করা যায় কি?

-মুনীরুযযামান
কামালনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আযানের সময় কুরআন-হাদীছের আলোচনা নিষেধের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এমনকি অন্য কোন কথা বলা নিষেধেরও প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং আযানের সময় রাসূল (ছাঃ)-এর কথা বলার প্রমাণ পাওয়া যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) ফজরের সময় শত্রুদের উপর হামলা করতেন। তিনি প্রথমে আযান শুনার চেষ্টা করতেন। যদি তিনি আযান শুনতেন, তাহ'লে হামলা করা হ'তে বিরত থাকতেন। আর আযান না শুনলে হামলা করতেন। হঠাৎ তিনি এক লোককে বলতে শুনলেন, *আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার*। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি জাহান্নাম থেকে বের হয়ে গেলে। তারপর তারা লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখল যে, লোকটি ছাগলের রাখাল' *(মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৬৫)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আযানের মধ্যে কথা বলা যায়। তবে অবশ্যই প্রত্যেক শ্রোতাকে আযানের উত্তর দিতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমরা মুয়ায্যিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন মুয়ায্যিন যা বলে তোমরাও তা বল' *(মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৬৪)*।

প্রশ্ন (৭/১৮৭)ঃ পেশাব-পায়খানায় পানি ব্যবহার করার পর অবশিষ্ট পানি দ্বারা ওযূ করা যাবে কি? এবং ওযূর অবশিষ্ট পানি পেশাব-পায়খানায় ব্যবহার করা যাবে কি?

-মনীর
যুগীপাড়া
লক্ষণহাটি, নাটোর।

উত্তরঃ পেশাব-পায়খানায় পানি ব্যবহার করার পর অবশিষ্ট পানি দ্বারা ওযূ করা যায় এবং ওযূর অবশিষ্ট পানিও পেশাব-পায়খানায় ব্যবহার করা যায়। কারণ পেশাব-পায়খানায় পানি ব্যবহার করার পর অবশিষ্ট পানির যেমন মর্যাদা কমে যায় না, তেমনি পানি দ্বারা ওযূ করলে অবশিষ্ট পানির মর্যাদাও বেড়ে যায় না। বদ্ধ পানি বা পাত্রের পানি শুধুমাত্র ঐ সময়ে অপবিত্র হয় যখন তাতে কোন অপবিত্র বস্তু পড়ে এবং পানির স্বাদ, রং ও গন্ধ পরিবর্তিত হয়ে যায় *(ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৫)*।

প্রশ্ন (৮/১৮৮)ঃ ছালাতের মধ্যে থুথু ফেলা যাবে কি? কুরআন-হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-আব্দুল্লাহিল কাফী
যুগীপাড়া, লক্ষণহাটী
নাটোর।

উত্তরঃ ছালাতে থুথু ফেলার প্রয়োজন হ'লে বাম দিকে অথবা পায়ের নিচে ফেলতে পারে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ ছালাতে থাকে, তখন সে তার প্রতিপালকের সাথে চুপে চুপে কথা বলে। কাজেই অবশ্যই সে যেন সামনে ও ডান দিকে থুথু নিক্ষেপ না করে। তবে বামদিকে পায়ের নিচে নিক্ষেপ করতে পারে' *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/২৪২)*।

প্রশ্ন (৯/১৮৯)ঃ 'সূরা ইখলাছ তিনবার পড়লে একবার কুরআন খতম করার সমান নেকী হয়' এই হাদীছের সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুল জাব্বার
এস,পি,এম,ডি, বাজার
দিনাজপুর।

উত্তরঃ 'সূরা ইখলাছ'কে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ এবং 'সূরা কাফিরূন'কে এক চতুর্থাংশ বলা হয়েছে। ইবনে আব্বাস ও আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সূরা যিলযাল কুরআনের অর্ধেকের

সমান। সূরা ইখলাছ কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান এবং সূরা কাফিরূন কুরআনের এক চতুর্থাংশের সমান' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৫৬)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সূরা ইখলাছ তিনবার পড়লে এক বার কুরআন খতম করার সমান নেকী পাওয়া যাবে।

প্রকাশ থাকে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এই বাণী সূরা ইখলাছ বা কাফিরূনের মর্যাদা বর্ণনা করে মাত্র। অবশ্যই কুরআন খতমের ভিন্ন মর্যাদা এবং অফুরন্ত নেকী রয়েছে। আর এই হাদীছে যে, সূরা যিলযালের মর্যাদার কথা রয়েছে তা যঈফ *(যঈফ তিরমিযী হা/৫৫০)*। অতএব সূরা যিলযাল দু'বার পড়লে কুরআন খতমের নেকী পাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন (১০/১৯০)ঃ আগে আমি কুরআন পড়তে পারতাম। কিন্তু আমার অসুস্থতার কারণে এখন আর কুরআন পড়তে পারি না। অন্যকে দিয়ে কুরআন পড়ালে আমার নেকী হবে কি?

-ইসহাক্ব
গোমস্তাপুর, রহনপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ একজন কুরআন পড়লে অন্যজন নেকী পাবে এ কথা সঠিক নয়। বরং যে ব্যক্তি কুরআন পড়বে, শুধুমাত্র তারই নেকী হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মানুষের জন্য অতটুকুই প্রাপ্য, যতটুকুর জন্য সে চেষ্টা করে' (নাজম ৩৯)। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাবের কোন একটি অক্ষর পড়বে, তার কারণে তার জন্য নেকী রয়েছে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৩৭)*। অত্র আয়াত ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একজন কুরআন পড়লে অন্যজনের নেকী হবে না। বরং পাঠকারীর-ই নেকী হবে।

প্রকাশ থাকে যে, এমন কিছু নেকীর কাজ রয়েছে যা একজন পালন করে অন্যজনকে নেকী পৌছাতে পারে। যেমন- (১) হজ্জ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫১২)* (২) ছাদাক্বা বা দান *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫০)* (৩) দো'আ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩)* (৪) কারো পক্ষ থেকে মানতের ছিয়াম *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৩)*। তবে ছালাত আদায় করে এবং কুরআন পড়ে অন্যজনকে নেকী পৌছানোর কোন ছহীহ হাদীছ নেই।

প্রশ্ন (১১/১৯১)ঃ বড়দের যদি কোন ভুল দেখি কিংবা মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে দেখি, সে সময় সত্য কথা বলে বাধা দেওয়া যাবে কি? আর যদি সত্য কথা বলাতে আঘাত পায়, তাহ'লে তার উপর দোষ বর্তাবে কি?

-খালেদা
লক্ষরখোলা, নাটোর।

উত্তরঃ বড়দের ভুল দেখলে কিংবা মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করতে দেখলে শালীনতা বজায় রেখে ভুল সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে এবং সাধ্যমত মিথ্যার প্রতিকার করতে হবে। তাতে তিনি আঘাত পেলে তাঁর উপর কোন দোষ বর্তাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা মানুষকে ভয় কর না আমাকে ভয় কর' (মায়েদা ৪৪)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই মানুষ যখন অন্যায় লক্ষ্য করে তার প্রতিকার করে না, তখন আল্লাহ তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করেন' *(ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'অবশ্যই কোন ব্যক্তি যেন হক্ব কথা বলতে মানুষকে ভয় না করে যখন সে হক্ব জানতে পারবে *(ইবনে মাজাহ হা/৩২৫৩ হাদীছ ছহীহ)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সবচেয়ে উত্তম জিহাদ হচ্ছে অন্যায়কারী নেতার নিকট হক্ব কথা বলা' *(ইবনে মাজাহ হা/৩২৫৬ হাদীছ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১২/১৯২)ঃ বর্তমানে আমাদের তিনজন সন্তান রয়েছে। আমাদের আয় কম। এমতাবস্থায় জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা যাবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আয়েশা
যুগীপাড়া, নাটোর।

উত্তরঃ সুখী সংসারের উদ্দেশ্যে অথবা আয় কম থাকার কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রদ্ধতি গ্রহণ করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'দরিদ্র্যতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করনা। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই খাদ্য প্রদান করে থাকি। নিশ্চয়ই তাদের হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ' (ইসরা ৩১)। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা খাদ্যের ভয়ে সন্তান হত্যা করোনা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'ঈমান' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১৩/১৯৩)ঃ মুহাররমের ছিয়াম কি হযরত হুসাইন বিন আলী (রাঃ)-এর শাহাদতের কারণেই রাখা হয়? সেই ছিয়ামের ফযীলত সম্পর্কে ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-তরীকুল ইসলাম
সাং- বেনীপুর, ভগবানগোলা
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ মুহাররমের ছিয়াম হযরত হুসাইন বিন আলী (রাঃ)-এর শাহাদতের কারণে রাখা হয় না। রাসূলুল্লাহ

(ছাঃ) তাঁর জীবদ্দশাতেই মুহাররমের ছিয়াম পালন করেছেন। অপরদিকে হযরত হুসাইন বিন আলী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৫০ বছর পরে শাহাদত করেছেন। তাহ'লে কি করে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদতের কারণে এই ছিয়াম পালন করলেন? অতএব এসব ভিত্তিহীন কথা মাত্র।

মুহাররম মাসের বিশেষ ফযীলত রয়েছে। আর সে কারণেই আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম পালন করেছেন এবং পালন করার নির্দেশও দিয়েছেন। হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন আশূরার ছিয়াম পালন করলেন এবং ছাহাবীদেরকে উহা পালন করার নির্দেশ দিলেন, তখন ছাহাবীগণ আরয করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! এই দিনকে তো ইয়াহুদ-নাছারাগণ সম্মান করে থাকে। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'যদি আমি আগামী বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকি তাহ'লে নিশ্চয়ই নবম তারিখেও ছিয়াম পালন করব' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪১)*। সে কারণেই উম্মতে মুহাম্মাদী ৯, ১০ অথবা ১০, ১১ মুহাররম ছিয়াম পালন করে থাকে।

এর ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'রামাযানের ছিয়ামের পর মুহাররমের ছিয়ামই হ'ল শ্রেষ্ঠ ছিয়াম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৯)*। অন্য হাদীছে আছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্‌র নিকটে আমার আশা যে, আশূরার ছিয়াম পালন করলে পরবর্তী এক বছরের গোনাহ মাফ করে দিবেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০২৪)*।

প্রশ্ন (১৪/১৯৪)ঃ জনৈক ছেলে তার পিতার হাতে হাত দিয়ে অঙ্গীকার করেছিল যে, সে ছাত্র জীবনে বিবাহ করবে না। পরবর্তীতে সেই ছেলে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তার পিতার অনুমতি ছাড়াই 'কোর্ট ম্যারেজ' করে। একথা শুনে তার পিতা বলে যে, আমি বেঁচে থাকা পর্যন্ত ঐ ছেলেকে বাড়ীতে উঠতে দিব না এবং তার লেখা-পড়ার কোন খরচও দিব না। এই পরিস্থিতিতে নিজের ভুল বুঝতে পেরে ছেলেটি পিতার কাছে ক্ষমা চাচ্ছে এবং বলছে, আমি কিছুই চাই না শুধু ক্ষমা চাই। অন্যথায় আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন না। শরীয়তের দৃষ্টিতে তার বিবাহ হয়েছে কি-না? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
খেসবা, নাচোল
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ বিবাহের ক্ষেত্রে ছেলের কোন 'অলী' (অভিভাবক) শর্ত নয়। তবে মেয়ের জন্য 'অলী' অবশ্যই শর্ত। অন্যথায় বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে *(আহমাদ, আবুদাউদ ও অন্যান্য, মিশকাত হা/৩১৩০, ৩১৩১)*।

প্রশ্নানুযায়ী ছেলের বিবাহ হয়ে গেছে। পিতা-মাতাকে অবশ্যই ছেলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা উচিত। ছেলে যখন ভুল বুঝে পিতার কাছে ক্ষমা চাইবে, তখন যোগ্য পিতা হ'লে অবশ্যই তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতার সময় ব্যয় করে, যারা নিজেদের ক্রোধ সংবরণ করে ও মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে (তাদের জন্য জান্নাত তৈরী করা হয়েছে)। বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ১৩৪)*।

সুতরাং বিবাহ যেহেতু শরীয়ত অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে সেহেতু পিতা স্বীয় পুত্রকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে ছেলে ও বউমাকে ঘরে তুলে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

প্রশ্ন (১৫/১৯৫)ঃ কোন লোক যদি তালাকের নিয়তে অস্থায়ী ভাবে কোন নারীকে বিবাহ করে, তাহ'লে কি এ বিবাহ জায়েয হবে? ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দিবেন।

-আহসান হাবীব
আলবাহা, সঊদী আরব।

উত্তরঃ এধরনের বিবাহকে শরীয়তের ভাষায় বলা হয় نِكَاحُ الْمُتْعَةِ অর্থাৎ অস্থায়ী বিবাহ। এধরনের বিবাহ মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত জায়েয ছিল। পরে রাসূল (ছাঃ) মুত'আ বিবাহ চিরতরে নিষিদ্ধ করে দেন *(বুখারী, মুসলিম, যাদুল মা'আদ ৩য় খণ্ড ৪৬০ পৃঃ)*। অনেকেই ইবনে আব্বাসের ফৎওয়ার উপর ভিত্তি করে এধরনের বিবাহকে জায়েয মনে করেন। কিন্তু ইবনু আব্বাস স্বীয় ফৎওয়া প্রত্যাহার করেছেন *(দেখুন- ঐ, পৃঃ ৪৬১)*। সুতরাং তালাকের নিয়তে অস্থায়ী বিবাহ জায়েয নয়।

প্রশ্ন (১৬/১৯৬)ঃ আল্লাহ্‌র ছিফাত (গুণ) সমূহের মধ্যে কিভাবে শিরক হয় উদাহরণ সহ জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ নওশের আলী
সাং+পোঃ শিবপুর,
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহ্‌র যাতের সাথে শিরক করার মতই আল্লাহ্‌র ছিফাতের সাথেও কিছু লোক শিরক করে থাকে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা আলেমুল গায়েব। অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র তাঁরই রয়েছে। সব জিনিষকে সব জায়গায় সব সময় তিনি জানেন। অথচ অনেকে আল্লাহ

ছাড়াও অন্যদের সম্পর্কে এ ধারণা করে নিয়েছে যে, তিনিও সব কথা জানেন। যেমন মুরীদ তার পীর সম্পর্কে এরকম ধারণা করে থাকে। কেউ কেউ নবী, অলী, শহীদকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী মনে করে থাকে এবং বলে যে, এরা অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। বিপদে পড়ে ডাকলে শুনে থাকেন এবং সাহায্য করেন। তার নামে নযর-নিয়ায করলে তিনি জেনে যান এবং খুশি হয়ে আরও দেন ইত্যাদি। এরূপ ধারণা পোষণ করা আল্লাহ্র ছিফাত তথা গুণাবলীর সাথে শিরক করার অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন (১৭/১৯৭)ঃ আমি বেশ কিছুদিন হ'তে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' পরিচালিত মহিলা বৈঠকে যাই। অতঃপর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করতে আরম্ভ করি। আমার স্বামী আগে থেকেই ছালাতে অভ্যস্ত। তিনি ধনিক শ্রেণীর লোক। আমাদের পাশে অনেক গরীব মানুষ আছে। আমি তাকে পার্শ্ববর্তী গরীবদের দান করতে বলি। কিন্তু তিনি খুব কৃপণ। কিছুই দান করতে চান না। কৃপণতা করা কি জায়েয? ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ কৃপণতা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। শরীয়তে ইহা জায়েয নয়। হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যুলম হ'তে বেঁচে থাকবে, কেননা যুলম হবে ক্বিয়ামতের দিন অন্ধকার স্বরূপ এবং কৃপণতা হ'তে বেঁচে থাকবে। কেননা কৃপণতা ধ্বংস করেছে তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে। কৃপণতা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে রক্তপাতের প্রতি এবং হারামকে হালাল করার প্রতি (ফলে তারা দুনিয়া ও আখেরাতে ধ্বংস হয়েছে)' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৬৫)*।

সুতরাং উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কৃপণতা করা জায়েয নয় বরং ইহা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনকে ধ্বংস করে দেয়।

প্রশ্ন (১৮/১৯৮)ঃ মওযূ বা জাল হাদীছ কি করে প্রমাণ করবেন? যেমন জনৈক বক্তা বললেন, مَنْ زَارَ قَبْرِىْ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ رواه البزار *'যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে, তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজেব হয়ে যাবে' (বাযযার)। উক্ত হাদীছটি জাল বা মওযূ প্রমাণ করুন!*

-মুহাম্মাদ মহসিন আলী
ইসলামকাঠি, তালা
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ হাদীছ যাচাই-বাছাই করার মাপকাঠি হ'ল সনদ বা বর্ণনা সূত্র। উল্লেখিত হাদীছটির সনদ এইভাবে বর্ণিত হয়েছে-

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ زَارَ قَبْرِىْ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ -

উক্ত বর্ণনাটি হাদীছ শাস্ত্রের মুহাদ্দিছগণের নিকট শুধু যঈফই নয় বরং মওযূ। এই রেওয়ায়াতের সনদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনু ইবরাহীম রয়েছেন, যিনি আবু ওমর আল-গেফারীর ছেলে। তিনি মুনকার। মুহাদ্দিছগণ তাকে মিথ্যাবাদী অথবা মিথ্যা রেওয়ায়াত আবিষ্কারকারী বলেছেন। ইমাম আবুদাঊদ বলেছেন, এ ব্যক্তি মুনকারুল হাদীছ অর্থাৎ তার হাদীছ অস্বীকৃত। ইমাম হাকেম বলেন, আব্দুল্লাহ ছেক্বাহ রাবীদের নাম নিয়ে মনগড়া রেওয়ায়াত বর্ণনা করে থাকে। স্বয়ং ইমাম বাযযার এই রেওয়ায়াত বর্ণনা করার পর লেখেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনু ইবরাহীমের এই রেওয়ায়াত এবং তার অন্যান্য রেওয়ায়াতগুলো অন্য কোন মুহাদ্দিছ বর্ণনা করেননি *(মীযানুল ই'তেদাল ২য় খণ্ড ২০-২১ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৯/১৯৯)ঃ পেপার-পত্রিকায় অদ্ভুত ঘটনা দেখা যায়। যেমন এক মহিলার ৮ জন সন্তান প্রসব করেছে। এধরনের ঘটনা কি সত্য? আর এটা কি সম্ভব?

-তসলীমা নাসরীন
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ এগুলো বাস্তব ঘটনা। আট কেন আরও অধিকও হ'তে পারে। এটি হওয়ার কারণ হ'ল, স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সময় স্ত্রীর ডিম্বকোষগুলি চলাচল করে। স্বামীর বীর্যের মধ্যে লক্ষাধিক শুক্রকীট থাকে। চিরাচরিত নিয়ম হ'ল যে কোন একটি শুক্রকীট স্ত্রীর ডিম্বকোষে প্রবেশ করলে সেটি বন্দ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ্র ইচ্ছায় যদি সেই সময় একাধিক শুক্রকীট এক সাথে ঢুকে যায়। তবে একাধিক সন্তান-সন্ততিই জন্ম নেয়। যার ফলে অনেক মহিলা একাধিক সন্তান প্রসব করেন।

প্রশ্ন (২০/২০০)ঃ আমাদের পাশেই 'আশেকে রাসূল' নামে একটি গোষ্ঠী আছে। যাদের অনেকেই পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে না। তাদের কাজ সব সময় মীলাদ মাহফিল ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকা। এরা

ছহীহ হাদীছের ধারে কাছেও যায় না। শরীয়তের দৃষ্টিতে এদের হুকুম কি?

-খলীলুর রহমান
বংশাল, পুরাতন ঢাকা।

উত্তরঃ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত হ'ল ফরয। যা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। আর মীলাদ হ'ল বিদ'আত। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর প্রায় ছয়শো বছর পরে ৬০৫ অথবা ৬২৫ হিজরীতে ইরাকের এরবল এলাকার গভর্ণর কুকুবুরী কর্তৃক সৃষ্ট। ছালাত আদায়ের ফলে জান্নাত লাভ হয়। আর বিদ'আত করার পরিণাম হ'ল জাহান্নাম (নাসাঈ হা/১৫৭৯)। এক্ষণে যারা ছালাত বাদ দিয়ে মীলাদ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তারা 'আশেকে রাসূল' নয়। বরং 'আশেকে বিদ'আত'। প্রকৃত মুমিনকে এসব বিদ'আতী হ'তে সর্বদা দূরে থাকা এবং তাদেরকে কোনরূপ সম্মান না করাই শরীয়তের হুকুম (বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৮৯)।

এরা যতদিন বিদ'আত করতে থাকবে, ততদিন সেই পরিমাণ সুন্নাত তাদের কাছ থেকে লোপ পেতে থাকবে। যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত আর তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না' *(দারেমী সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৮৮)*।

প্রশ্ন (২১/২০১)ঃ অনেক আলেমকে দেখা যায় যে, তাফসীর মাহফিল বা বিভিন্ন জালসায় জেনে-শুনে জাল হাদীছ বলে থাকেন। তাদের হুকুম কি? জাল হাদীছ তৈরীকারীর ন্যায় তাদেরও কি একই হুকুম হবে?

-হাশমতুল্লাহ
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ জাল হাদীছ তৈরীকারীর পরিণতি যেমন জাহান্নাম, তেমনি জেনে-শুনে যদি কোন আলেম জাল হাদীছ বলেন, তারও পরিণতি অনুরূপ হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,..... যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে *(অর্থাৎ বলবে যে, আল্লাহ্র রাসূল বলেছেন বা করেছেন অথচ তিনি বলেননি বা করেননি)* সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮)*।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার পক্ষ হ'তে এমন কথা বলে, যা সম্পর্কে সে মনে করে যে, উহা মিথ্যা। সে মিথ্যুকদের একজন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৯)*। মির'আত গ্রন্থকার বলেন, 'সে জাল হাদীছ তৈরীকারীর একজন' *(মির'আতুল মাফাতীহ ১ম খণ্ড ৩০৩ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২২/২০২)ঃ সফরে যোহর ও আছর ছালাত জমা' করা যাবে কি? এক সফরে আমরা এরূপ করলে আমাদের সাথী কিছু হানাফী ছাত্রভাই শুধু যোহর পড়ল এবং বলল যে, এধরনের কোন হাদীছ নেই। এর সত্যতা জানতে চাই এবং জমা' তাক্বদীম (আগে জমা করা) ও জমা' তাখীর (পরে জমা করা) জায়েয কি-না? ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুফায্যল হোসাইন
প্রেমতলী, গোদাগাড়ী
রাজশাহী।

উত্তরঃ সফর অবস্থায় জমা' তাক্বদীম ও তাখীর করে ক্বছর ছালাত আদায় করা সম্পর্কে বহু ছহীহ হাদীছ রয়েছে। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) তাবুক যুদ্ধে মনযিল ত্যাগের পূর্বে সূর্য ঢলে গেলে যোহর ও আছর-এর ছালাত একত্রে পড়তেন। যদি সূর্য ঢলার পূর্বে প্রস্থান করতেন তখন যোহরকে বিলম্ব করে যোহর ও আছর একত্রে পড়তেন। মাগরিবেও তিনি এরূপ করতেন। অর্থাৎ যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে প্রস্থান করতেন, তখন মাগরিব ও এশাকে জমা' (একত্র) করতেন। আর যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে প্রস্থান করতেন, তখন মাগরিবকে বিলম্ব করে মাগরিব ও এশা একত্র করে পড়তেন' *(আবুদাউদ হা/১২২০; তিরমিযী হা/৫৫৪; হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩৪৪; ইরওয়াউল গালীল ৩য় খণ্ড ২৮ পৃঃ)*। সুতরাং জমা' তাক্বদীম ও তাখীর উভয়ই জায়েয।

প্রশ্ন (২৩/২০৩)ঃ রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে গেলে ছহীহ হাদীছ মোতাবেক কোন দো'আটি পড়তে হবে এবং দো'আ পড়ার পদ্ধতি কিরূপ হবে? দো'আটি উচ্চারণ সহ আত-তাহরীকে প্রকাশ করে বাধিত করবেন।

-ইবরাহীম
নন্দলালপুর
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখার একাধিক দো'আ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য দো'আটি নিম্নরূপ-

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমাদের মধ্যে কারো অসুখ হ'লে রাসূল (ছাঃ) নিজের ডান হাতে তাকে স্পর্শ করে বলতেন, اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لاَ شِفَاءَ اِلاَّ شِفَاءُكَ شِفَاءً لاَّ يُغَادِرُ سَقَمًا

***উচ্চারণঃ** আযহিবিল বা'সা রব্বান্না-সে ওয়াশফে আনতাশ শা-ফী লাশিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা শিফা-আল্লা ইউগা-দেরু সাক্বামা।*

অর্থঃ 'হে মানুষের প্রভু! এই কষ্ট দূর কর এবং আরোগ্য দান কর তাকে। তুমিই আরোগ্য দানকারী। তোমার

আরোগ্য ব্যতীত কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য যা বাকী রাখেনা কোন অসুস্থতাকে' *(বুখারী ও মুসলিম মিশকাত হা/১৫৩০)*।

প্রশ্ন (২৪/২০৪)ঃ জনৈক ব্যক্তি একদিকে হজ্জ করে হাজী ছাহেব বনেছেন, অপরদিকে গান-বাজনা ক্লাবের সভাপতিও হয়েছেন। এই দ্বি-মুখী নীতি ইসলামে বৈধ কি?

-আবদুর রহমান
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ ভাল-মন্দ একত্রিত করা ইসলাম বিরোধী কাজ। গান-বাজনা নিঃসন্দেহে হারাম। যা শয়তানের হাতিয়ার এবং মানুষের চরিত্র ধ্বংসের অন্যতম মাধ্যম। এই অন্যায় কাজের দায়-দায়িত্ব সেই সভাপতির উপরে বর্তাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমরা তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে...' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৫)*। অন্য এক হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন তোমরা সবচেয়ে খারাপ লোক ঐ ব্যক্তিকে পাবে, যে দ্বি-মুখী (কপট)। সে এক মুখ নিয়ে এদের কাছে যায় এবং অপর মুখ নিয়ে অন্যদের কাছে যায়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২২)*।

সুতরাং উল্লেখিত হাদীছের আলোকে দ্বি-মুখী নীতি ইসলামে জায়েয নয়। এটি নিকৃষ্ট কাজ। সুতরাং অন্যায় কাজ পরিহার করে দ্রুত তওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসা দরকার।

প্রশ্ন (২৫/২০৫)ঃ কবরস্থানের জন্য ক্রয়কৃত জমিতে ঈদের মাঠ করা যায় কি?

-আবদুস সাত্তার সরকার
গ্রাম- কানসোনা, পোঃ- উল্লাপাড়া
যেলা- সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ কবরস্থানের জন্য ক্রয়কৃত জমিতে ঈদগাহ মাঠ করা যায়। যদি সেখানে কবর না থাকে এবং কবর স্থানের প্রয়োজন না থাকে। তবে কমিটিকে ঈদগাহের নামে ঐ মাটি ওয়াক্ফ করতে হবে। আর যদি কবরস্থানের প্রয়োজন থাকে, তাহ'লে কবরস্থানের নামে রাখাই উচিত হবে। ইচ্ছা করলে জনগণ উক্ত কবরস্থানের মাটিতে অস্থায়ীভাবে ঈদের ছালাত আদায় করতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার জন্য সম্পূর্ণ পৃথিবীকে সিজদার স্থান করা হয়েছে এবং পবিত্র করা হয়েছে' *(বুখারী ১ম খণ্ড ৬২ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৬/২০৬)ঃ কুরআন শরীফ পড়ার পূর্বে কি কি দো'আ পড়তে হয়? টেবিলের উপর কুরআন রেখে টেবিলে পা স্পর্শ করা যায় কি? পায়ের সমতলে কুরআন রেখে পড়া যায় কি? কুরআনের উপর অন্য কোন বই রাখা যায় কি?

-মুহাম্মাদ আযীযুল্লাহ
বালিয়াডাঙ্গা, হঠাৎগঞ্জ
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কুরআন পড়ার পূর্বে 'আঊযুবিল্লাহ' পড়তে হয় (নাহল ৯৮)। টেবিলের উপর কুরআন রেখে টেবিলে পা স্পর্শ করা, পায়ের সমতলে কুরআন রেখে পড়া এবং কুরআনের উপর অন্য বিষয়ের বই রাখা যদি কুরআনকে তাচ্ছিল্য করার জন্য হয়, তাহ'লে অবশ্যই তা হারাম হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কুরআন হচ্ছে মর্যাদাপূর্ণ গ্রন্থ' (বুরূজ ২১)। কুরআন মজীদ নিয়ে শত্রুদের এলাকায় যেতে নিষেধ করা হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১৯৭)*। অতএব কুরআনের সাধ্যমত এর মর্যাদা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে। তবে মর্যাদা প্রদানের অর্থ এই নয় যে, চুমা দিতে হবে বা সালাম দিতে হবে।

প্রশ্ন (২৭/২০৭)ঃ পানি যেমন বাষ্প হয়ে উড়ে যায় তেমন পায়খানার রস ও পেশাবও বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। আর এ বাষ্প মানুষের পোশাকেও লাগে। তাহ'লে কি এ বাষ্পে কাপড় অপবিত্র হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ইবনে হাকীম
সোনাপাতিল, নাটোর।

উত্তরঃ পেশাব-পায়খানার বাষ্প কাপড়ে লাগলে কাপড় অপবিত্র হবে না। কারণ এ বাষ্প থেকে বেঁচে থাকার উপায় মানুষের নেই। আল্লাহ তা'আলা কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না *(বাক্বারাহ ২৮৬)*।

প্রশ্ন (২৮/২০৮)ঃ ৫ দিন ই'তেকাফ করার পর যদি হায়েয হয়, তবে বাকি দিনগুলোতে কি ই'তেকাফের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় বসে যিকির করা যাবে?

-বর্ণা
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ ই'তেকাফ চলাকালীন সময়ে কোন নারী ঋতুবতী হ'লে তার নির্ধারিত স্থানে বসে আল্লাহ্‌র যিকির করতে পারে। ঋতুবতী নারীদের জন্য শুধুমাত্র ছালাত, ছিয়াম ও ত্বাওয়াফ করা নিষেধ। এতদ্ব্যতীত তারা সকল ইবাদত করতে পারে। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা একমাত্র হজ্জ-এর উদ্দেশ্যে রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে মদীনা থেকে বের হ'লাম। 'সারেফ' নামক স্থানে এসে আমার ঋতু হ'লে আমি কাঁদছিলাম। এমন সময় নবী (ছাঃ) আমার নিকট আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, কেন কাঁদছ? আমি বললাম, যদি এ বছর হজ্জ-এর নিয়ত না করতাম তাহ'লে ভাল হ'ত। তিনি বললেন, ... 'আল্লাহ তা'আলা আদমের কন্যাদের উপর এটা নির্ধারিত করেছেন। কাজেই ত্বাওয়াফ ব্যতীত হজ্জ-এর অন্যান্য বিধান পালন কর। যতক্ষণ না পবিত্র হও' *(বুখারী ১ম খণ্ড 'কিতাবুল হায়েয')*। অন্য

এক বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) ঋতুবতী নারীদেরকে ছালাত ও ছিয়াম পালন না করার কথা বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯)*।

অত্র হাদীছ দ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঋতুবতী নারী তার ই'তেকাফের স্থানে ছালাত ও ছিয়াম ব্যতীত তাসবীহ-তাহলীল ও যিকর-আযকার ইত্যাদি করতে পারে। তবে কষ্ট মনে করলে সে চলেও যেতে পারে। কেননা ই'তেকাফ হজ্জ -এর ন্যায় ফরয ইবাদত নয় বরং নফল ইবাদত মাত্র।

প্রশ্ন (২৯/২০৯)ঃ পরিবার পরিকল্পনার অস্থায়ী পদ্ধতি যেমন মায়াবড়ি, কনডম, নরডেট ২৮, মারভেলন ইত্যাদি কি আযলের অন্তর্ভুক্ত হবে? তুলনামূলক আলোচনা করে জওয়াব দিবেন।

-মুসাম্মাৎ নাদিরা পারভিন
কাথুলী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ মায়াবড়ি, কনডম ইত্যাদি যে কোন অস্থায়ী পদ্ধতি আযলের অন্তর্ভুক্ত হবে। পার্থক্য শুধু এগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরী বস্তু মাত্র। আযল করাতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যেটা হবার সেটা হবেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৭)*।

প্রশ্ন (৩০/২১০)ঃ এবার তো ঈদ এবং জুম'আ একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিছু লোক জুম'আর ছালাত আদায় করতে গেলেন গোশত করা বাদ দিয়ে। আর কিছু লোক যাননি। ইমাম ছাহেব বললেন, জুম'আতে যেতেই হবে। আমাদের জন্য এই এখতিয়ার নেই। ইমামের কথা কি ঠিক? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-সাইফুদ্দীন
শালবাগান, রাজশাহী।

উত্তরঃ নির্ধারিত ইমাম হ'লে তাকে অবশ্যই জুম'আ পড়ানোর জন্য যেতে হবে। কেননা যারা জুম'আর জন্য উপস্থিত হয়েছে তাদেরকে নিয়ে জুম'আর ছালাত আদায় করতে হবে। যায়েদ বিন আরক্বাম (রাঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদ পড়েছেন ও জুম'আয় রুখছত দিয়েছেন এবং বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে সে যেন পড়ে' (আহমাদ ও সুনানে আরবা'আহ, ছহীহ ইবনু খুযায়মা প্রভৃতি; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৬)। তবে ইমামদের জন্য ঈদ ও জুম'আ দু'টিই পড়া উচিত। কেননা অন্য বর্ণনায় উক্ত হাদীছের শেষে বলা হয়েছে, إِنَّا مُجَمِّعُوْنَ 'আমরা জমা করব' (আবুদাঊদ, ঐ)। কেননা রাসূল (ছাঃ) নিজেই ইমাম ছিলেন। তবে প্রয়োজনবোধে প্রতিনিধি হিসাবে যদি কাউকে ইমামের বদলে পাঠানো হয় তবে সেক্ষেত্রে ইমামের হুকুম সাধারণ মুছল্লীর ন্যায় হবে। তিনি জুম'আ পড়তেও পারেন, ছাড়তেও পারেন।

রেড হার্ট
চাইনিজ ও কমিউনিটি সেন্টার

- ❒ বিয়ে সহ যে কোন অনুষ্ঠানের সুব্যবস্থা।
- ❒ বর কনে বসার আলাদা (A.C.) কক্ষ।
- ❒ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কনফারেন্স রুম।
- ❒ চাইনিজ থাই ও দেশী খাবারের সুব্যবস্থা।
- ❒ চাহিদা অনুযায়ী প্যাকেট সরবরাহের সুব্যবস্থা।

সাজেদা প্লাজা
লক্ষীপুর, রাজশাহী
ফোনঃ ৭৭১৯৯৮
বাসাঃ৭৭৩৯৮৯

পরিচালনায়
মিসেসঃ মাফরুহা হক বেলা

আল-আরাফা ক্লিনিক

বে-সরকারী হাসপাতাল
(মেডিকেল কলেজ অডিটরিয়ামের পূর্ব পার্শ্বে)

বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা সার্জারী, গাইনী, মেডিসিন, হাড়জোড়, নাক-কান-গলা, চর্ম ও যৌনরোগ সমূহের চিকিৎসা ও অপারেশন করা হয়।

ঘোষপাড়া মোড়, রাজশাহী-৬০০০।
ফোনঃ (০৭২১)৭৭১৯২৪

৩য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা
মে ২০০০

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/২১১)ঃ বিদ'আতীদের পিছনে ছালাত জায়েয হবে কি?

-আবুল কাসেম
সারাংপুর, গোদাগাড়ী।

উত্তরঃ বিদ'আতীদের পিছনে ছালাত আদায় করা মকরূহ। তবে নিঃসন্দেহে জায়েয। হাসান (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল বিদ'আতীদের পিছনে ছালাত আদায় করা যায় কি? তিনি বললেন, তাদের পিছনে ছালাত আদায় কর। কারণ তাদের বিদ'আতের অকল্যাণ তাদের উপরে আপতিত হবে *(বুখারী ১/৯৬; ইরওয়া ২/৩১০, হা/৫২৮)*। ওবায়দুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে খিয়ার থেকে বর্ণিত, তিনি ঐ সময় ওছমান (রাঃ)-এর নিকট গেলেন যখন তিনি বিদ্রোহীদের দ্বারা অবরুদ্ধ ছিলেন। অতঃপর বললেন, আপনি তো সবার ইমাম। আর আপনি আপনার উপর অর্পিত বিপদ লক্ষ্য করছেন। এখনতো ফিৎনাবাজেরা আমাদের ইমামতি করছে। এতে আমরা দ্বিধাবোধ করছি। একথা শুনে ওছমান (রাঃ) বললেন, মানুষের সকল কাজের মধ্যে ছালাত সর্বোত্তম। সুতরাং লোকেরা ভাল কাজ করলে তুমিও তাদের সাথে থাক। আর খারাপ কাজ করলে তাদেরকে বর্জন কর *(বুখারী ১/৯৭; ইরওয়া ২/৩১০; হা/৫২৯)*। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, বিদ'আতী ও কবীরা গোনাহগারদের পিছনেও ছালাত আদায় করা জায়েয।

প্রশ্ন (২/২১২)ঃ 'ওয়ালীমা' ও 'বৌ-ভাতে'র মধ্যে পার্থক্য কি? উপহার নিয়ে বিয়ে খেতে যাওয়া কি ঠিক? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ শফীউল আলম
চিতলমারী, বাগেরহাট।

উত্তরঃ নব বিবাহিত মুসলিম স্বামী স্বীয় নববধুকে ঘরে আনার পর দাম্পত্য জীবনের শুরুতে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া স্বরূপ আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের দো'আ চেয়ে আনন্দের সাথে নিজের সাধ্যমত যে খানাপিনার ব্যবস্থা করেন, তাকে 'ওয়ালীমা' বলে। যা পালন করা সুন্নাত *(বুখারী ২য় খণ্ড ৭৭৬ পৃঃ)*।

অপরদিকে 'বৌভাত' হচ্ছে একটি হিন্দুয়ানী প্রথার নাম। যার অর্থ- হিন্দু বিবাহে বরের আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক নববধুর দেওয়া অন্ন গ্রহণ রূপ অনুষ্ঠান বিশেষ। যাকে পাকস্পর্শও বলা হয় *(সংসদ বাঙ্গালা অভিধান, কলিকাতা ১৯৯১ পৃঃ ৪৬৮)*। নববধুর ছোঁয়া অন্ন বরের আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক গ্রহণের আচার বিশেষ; পাকস্পর্শ *(বাংলা অভিধান, ঢাকা বাংলা একাডেমী ১৯৯২ পৃঃ ৭৫৭)*। কাজেই মুসলমানদের বিবাহের কার্ডে বৌ-ভাত লেখা মোটেই উচিৎ নয়।

আর উপহারের ডালি নিয়ে বিবাহ খেতে যাওয়া শরীয়ত পরিপন্থী কাজ। যা বর্জনীয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একাধিক বিবাহে কিংবা ছাহাবায়ে কেরামের বিবাহ-শাদীতে এরূপ প্রথা ছিল বলে জানা যায়না। ওয়ালীমার মূল উদ্দেশ্য হ'ল বর ও কনের জন্য দো'আ করা। যেমন দো'আঃ

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِى خَيْرٍ

'বা-রাকাল্লাহু লাকা ওয়া বা-রাকা 'আলায়কা ওয়া জামা'আ বায়নাকুমা ফী খায়রিন'

অর্থাঃ 'আল্লাহ আপনার জন্য ও আপনার উপরে বরকত দান করুন এবং আপনাদের দু'জনের মধ্যে মঙ্গলময় মিলন দান করুন' *(তিরমিযী প্রভৃতি, সনদ ছহীহ নায়লুল আওত্বার ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩০০)*। সুন্দর একটি দো'আ বাদ দিয়ে খাবার ভাল না হ'লে রাস্তায় গালি দিতে দিতে বাড়ী ফেরা নেহায়েত অন্যায়। যা প্রমাণ করে যে, এটা উপঢৌকনের বিনিময়ে খাওয়া। তবে সাধারণভাবে মুসলমানের মধ্যে পরস্পরে হাদিয়া বিনিময় করা সুন্নাত। ওয়ালীমার সময়ও এটা করা যায় *(বুখারী ২/৭৭৫ পৃঃ)*। তবে বর্তমান যুগে প্রচলিত ওয়ালীমায় উপঢৌকনটাই প্রধান লক্ষ্য ও বিবেচ্য বিষয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে অনেকে সেখানে খালি হাতে যেতে লজ্জা পান। বাড়ীওয়ালাও তাদেরকে খুশী মনে গ্রহণ করতে পারেন না। সেকারণ ওয়ালীমা অনুষ্ঠানে উপঢৌকন প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ এটা বাদ দেওয়া উচিত এবং তার বদলে সুন্নাতী তরীকায় দম্পতির ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য স্রেফ দো'আ করাই কর্তব্য। হাদিয়া দিতে চাইলে এই অনুষ্ঠান বাদ দিয়ে অন্য সময় গোপনে দেওয়াই উত্তম। এতে তিনি অধিকতর নেকীর হকদার হবেন ইনশাআল্লাহ। -দ্রঃ *আত-তাহরীক আগষ্ট'৯৯ প্রশ্নোত্তর ১৫/১৯০; মার্চ'৯৮ প্রশ্নোত্তর ৭/৬০।*

প্রশ্ন (৩/২১৩)ঃ মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ্‌র বরাত দিয়ে কিছু আলেম প্রমাণ করেছেন ফরয ছালাত পর হাত উঠিয়ে দো'আ করা যায়। তাদের মূল দলীলঃ

عن الأسود بن عامر عن أبيه قال صَلَّيْتُ مع رسول الله الفجرَ فلَمَّا سَلَّمَ اِنْحَرَفَ وَرَفَعَ

يَدَيْهِ وَدَعَا –

'আসওয়াদ স্বীয় পিতা আমের হ'তে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ফজরের ছালাত আদায় করলাম। যখন তিনি সালাম ফিরালেন তখন দু'হাত উঠিয়ে দো'আ করলেন'। উক্ত হাদীছ সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাওলানা ইদরীস আলী
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছটি মূল কিতাবে নেই। মূল কিতাবে এভাবে বর্ণিত হয়েছে عن جابر بن يزيد الأسود العامرى عن أبيه قال صَلَّيْتُ مع رسول الله (ص) الفجرَ فَلَمَّا سَلَّمَ انْحَرَفَ – অর্থঃ জাবের বিন ইয়াযীদ আল-আসওয়াদ আল-'আমেরী স্বীয় পিতা হ'তে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ফজরের ছালাত আদায় করলাম। অতঃপর যখন তিনি সালাম ফিরালেন তখন মুক্তাদীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন' *(মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, বোম্বাই ভারত ১৯৭৯ 'ছালাত' অধ্যায় ১/৩০২ পৃঃ)*।

মূল কিতাবে 'দু'হাত উচুঁ করলেন ও দো'আ করলেন' এই অংশটুকু নেই। প্রচলিত রেওয়াজ বহাল রাখতে গিয়ে কিছু সংখ্যক আলেম মূল কেতাব না দেখে কিভাবে মানুষকে ধোকা দিচ্ছে ভাববার বিষয়। প্রচলিত বর্ণনায় রাবীর নাম জাবির -এর বদলে আসওয়াদ করা হয়েছে। তাছাড়া উক্ত ভুল বর্ণনায় আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) একাই হাত উঠিয়েছেন বলে প্রমাণ করছে, সম্মিলিত ভাবে নয়। *-বিস্তারিত দ্রঃ আত-তাহরীক ফেব্রুয়ারী '৯৮ (৩/৪৬)*।

প্রশ্ন (৪/২১৪)ঃ কিছু কিছু ইসলামী ব্যাংকে ৫ বছরের জন্য এক লাখ দশ হাযার টাকা রাখলে প্রতি মাসে প্রায় সাড়ে এগার শত টাকা লাভ দিয়ে থাকে। এ টাকা কি শরীয়ত সম্মত হবে? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলি লাভ–লোকসান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে চলে এবং সেই লভ্যাংশ সঞ্চয়ীদের মধ্যে বন্টন করে বলে জানা যায়, যা শরীয়ত সম্মত।

'আলা ইবনে আব্দুর রহমান তার পিতার মধ্যস্থতায় তার দাদা হ'তে বর্ণনা করেন, উছমান (রাঃ) তাকে (মুযারাবা'র উপর) মাল দিয়েছিলেন এ শর্তে যে, সে পরিশ্রম করবে এবং উভয়ে মুনাফা ভাগ করে নিবে *(মুওয়াত্ত্বা, বুলূগুল মারাম ২৬৭ পৃঃ হা/৮৫২ 'ক্বিরায' অনুচ্ছেদ, হাদীছটি মওকূফ ছহীহ; মুওয়াত্ত্বা মালেক ২৮৫ পৃঃ)।*

সুতরাং উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী ব্যাংকগুলি যদি লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে ব্যবসা করে এবং লভ্যাংশ হিসাবে এক লাখ দশ হাযারে মাসে কমবেশী সাড়ে এগার শ' টাকা লাভ দেয়, তবে তা গ্রহণ করা শরীয়তে জায়েয হবে- ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (৫/২১৫)ঃ ফেনসিডিল কি মাদকদ্রব্যের অন্তর্ভূক্ত? অনেকের ধারণা এগুলি পেপসি-কোকাকোলার ন্যায় এক প্রকার পানীয়। যা পান করলে শ্বাসকষ্ট দূর হয়। এ বিষয়ে জানতে চাই।

-আবুবকর ছিদ্দীক্ব
সোনাবাড়িয়া বাজার
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ফেনসিডিল নিঃসন্দেহে মাদকদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। আর সেকারণে দেশের মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর থেকে এটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে এবং সরকারও এর আমদানী-রপ্তানি নিষিদ্ধ করেছে। দ্বিতীয়তঃ এটি কেবল নেশাখোররাই খায়। মুত্তাক্বী-পরহেযগার কোন ভদ্রলোকের টেবিলে এটাকে দেখা যায় না। তৃতীয়তঃ এই মরণনেশায় দেশের উঠতি যুব সমাজ যেভাবে ঝুঁকে পড়েছে ও তাদের চরম স্বাস্থ্যহানি ঘটছে, সেটাই হারাম হওয়ার অন্যতম কারণ। ইতিমধ্যে এটা খেয়ে অনেকে মারা গেছে বলে পত্রিকান্তরে প্রকাশ। এটা কখনোই 'পেপসি' নয়। স্রেফ অপপ্রচার মাত্র। এটা খেয়ে কারু শ্বাসকষ্ট দূর হ'লেও এটা হালাল হবে না।

প্রশ্ন (৬/২১৬)ঃ একটি গোরস্থান বন্যার কারণে নষ্ট হয়ে গেছে, তবে কবরের চিহ্ন রয়েছে। মানুষ হরহামেশা কবরের উপর দিয়ে চলাফেরা করছে। এটা কি ঠিক? ছহীহ হাদীছ মুতাবেক জওয়াব চাই।

-মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নান
ছোট বনগ্রাম, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কবরের যেহেতু চিহ্ন রয়েছে, সেহেতু কবরের উপর দিয়ে চলাচল করা অন্যায়। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবর পাকা ও চুনকাম করতে, তার উপর লিখতে এবং পায়ে দলিত করতে নিষেধ করেছেন' *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৭০৯ হাদীছ ছহীহ)*।

অতএব চিহ্ন থাকলে সে কবরের উপর দিয়ে চলাচল করা ঠিক নয়। বরং গোরস্থান সংরক্ষণের জন্য চার পাশে বেড়া দেওয়া উচিৎ।

প্রশ্ন (৭/২১৭)ঃ যমীন এক বা একাধিক বছরের জন্য ঠিকা বা ভাড়া দেওয়া কি শরীয়ত সম্মত? ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মাহফূয আলম
মিঠাপুকুর, রংপুর।

উত্তরঃ যমীন এক বা একাধিক বছরের জন্য ঠিকা বা ভাড়া দেওয়া জায়েয। হানযালা ইবনে ক্বায়েস (রাঃ) বলেন, আমি রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ)-কে দীনার ও দিরহামের পরিবর্তে যমীন ভাড়া দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, কোন ক্ষতি নেই *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৭৪)। =দ্রঃ আত-তাহরীক অক্টোবর'৯৭ প্রশ্নোত্তর ৪/৭।*

অতএব উক্ত হাদীছের আলোকে টাকার বিনিময়ে যমীন ঠিকা বা ভাড়া দেওয়া জায়েয।

প্রশ্ন (৮/২১৮)ঃ জেনেশুনে ভুয়া কবর যিয়ারতের বিধান কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ আল-মামুন
সিহালীহাট
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ জেনেশুনে ভুয়া কবর যিয়ারত করা মূর্তিপূজার শামিল। যেমন রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন,

مَنْ زَارَ قَبْرًا بِلاَ مَقْبُوْرٍ كَأَنَّمَا عَبَدَ الصَّنَمَ -

'যে ব্যক্তি ভুয়া কবর যিয়ারত করল, সে যেন মূর্তিপূজা করল' *(বায়হাক্বী, তাবারানী, গৃহীতঃ আওলাদ হাসান কান্নৌজী, রিসালাতু তান্বীহিয যা-ল্লীন বরাতে ছালাহুদ্দীন ইউসুফ, মাহে মুহাররম ও মউজূদাহ মুসলমান (লাহোর ১৪০৬ হিঃ) পৃঃ ১৫।*

প্রশ্ন (৯/২১৯)ঃ বায়তুল মাল ৮ শ্রেণীতে ভাগ করার কথা কুরআনে আছে। কিন্তু বর্তমানে ৮ প্রকার লোক পাওয়া যায় না। সে ক্ষেত্রে উক্ত টাকায় ইয়াতীমখানা, রাস্তা তৈরী বা মেরামত, পানির ব্যবস্থা ইত্যাদি জনহিতকর কাজ করা যাবে কি-না। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-আব্দুল আযীয (মাষ্টার)
গ্রাম- আগলা, পোঃ জামিরা
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইয়াতীমরা ফক্বীর-মিসকীনদের অন্তর্ভুক্ত। সেই হিসাবে বায়তুল মালে তাদের হক রয়েছে, তারা পাবে। এতদ্ব্যতীত জনহিতকর কাজ যেমন রাস্তা বানানো, টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করা, গোরস্থান নির্মাণ ইত্যাদি উক্ত টাকা দিয়ে করা যাবেনা। কারণ এগুলি বায়তুল মালের খাত নয়। অতএব যে সকল খাত এদেশে পাওয়া যায়, শুধু সে সকল খাতেই ব্যয় করতে হবে। এর বাইরে নয়।

যিয়াদ ইবনে হারেছ বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম এবং তাঁর হাতে বায়'আত করলাম। এই সময় একটি লোক রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমাকে যাকাত প্রদান করুন। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা যাকাত প্রদানের খাত আট ভাগে ভাগ করেছেন। তুমি তার অন্তর্ভুক্ত হ'লে প্রদান করব' *(আবুদাউদ, মিশকাত ১৬২ পৃঃ)*। ইমাম আবুদাউদ বলেন, আমি আহমাদ বিন হাম্বল হ'তে শুনেছি, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, যাকাত হ'তে মৃত ব্যক্তির কাফন দেওয়া যাবে কি? তিনি বলেছিলেন, না *(মুগনী ২য় খণ্ড, ৫২৭ পৃঃ)।*

প্রশ্ন (১০/২২০)ঃ ঝড়-তুফানের সময় আযান দেওয়া যায় কি? এ সময় কোন্ দো'আ পড়তে হয়? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- যাকির হোসাইন
তুলাগাঁও (নোয়াপাড়া)
পোঃ সুলতানপুর
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ঝড়-তুফান বা কোন বালা-মুছীবতের সময় আযান দেওয়ার কোন প্রমাণ হাদীছে পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে আল্লামা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীকে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি উক্ত সময়ে আযান দেওয়াকে বিদ'আত বলে ফৎওয়া প্রদান করেন। তবে ঝড়-তুফানের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুখের আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যেত এবং তিনি বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন দো'আ পড়তেন। যেমনঃ

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَمَا فِيْهَا وَخَيْرَمَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا وَشَرِّمَا أُرْسِلَتْ بِهِ -

১. *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খায়রাহা ওয়া খায়রা মা ফীহা ওয়া খায়রা মা উরসিলাত বিহী ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন শাররিহা ও শাররি মা-ফীহা ওয়া শাররি মা উরসিলাত বিহী।*

অর্থঃ *'হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট এ ঝড়ের কল্যাণ কামনা করছি। যে কল্যাণ রয়েছে এর মধ্যে এবং যে কল্যাণ পাঠানো হয়েছে-এর সাথে। আর তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এ ঝড়ের অকল্যাণ হ'তে। যে অকল্যাণ এর মধ্যে রয়েছে এবং যে অকল্যাণ দ্বারা একে পাঠানো হয়েছে' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫১৩)।*

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি বাতাস আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগমনকারী। উহা রহমত নিয়ে আসে এবং আযাব নিয়ে আসে। সুতরাং একে গালি দিয়োনা। বরং আল্লাহ্‌র নিকট এর কল্যাণ কামনা কর। এবং অকল্যাণ হ'তে আশ্রয় প্রার্থনা কর' (আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৫১৬, হাদীছ ছহীহ)। উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, বাতাসকে গালি দিয়োনা, বরং তোমরা অপসন্দ কিছু দেখলে বল-

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ -

২. আল্লা-হুম্মা ইন্না নাসআলুকা মিন খায়রে হা-যিহির রীহে ওয়া খায়রে মা ফীহা ওয়া খায়রে মা উমিরাত বিহী ওয়া না'উযুবিকা মিন শাররে হা-যিহির রীহে ও শাররি মা ফীহা ওয়া শাররি মা উমিরাত বিহী।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমরা তোমার নিকট এ বাতাসের কল্যাণ কামনা করছি। যে কল্যাণ এর মধ্যে রয়েছে এবং যে কল্যাণ দিয়ে একে পাঠানো হয়েছে। আর তোমার নিকট আশ্রয় চাই এ বাতাসের অনিষ্ট হ'তে। যে অনিষ্ট এর মধ্যে রয়েছে, আর যে অনিষ্টের আদেশ করা হয়েছে' (তিরমিযী, মিশকাত হা/১৫১৮)।

৩. অন্য এক ছহীহ বর্ণনায় রয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) মেঘের গর্জন শুনলে কথা-বার্তা ত্যাগ করতেন এবং নিম্নের দো'আ পড়তেন-

سُبْحَانَ الَّذِىْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ -

উচ্চারণঃ সুবহা-নাল্লাযী ইয়ুসাব্বিহুর রা'দু বিহামদিহী ওয়াল মালা-ইকাতু মিন খীফাতিহি।

অর্থঃ মহা পবিত্র সেই সত্তা যাঁর গুণগান করে বজ্র ও ফেরেশতামণ্ডলী সভয়ে' (রা'দ ১৩; বুখারী, আল-আযকার, পৃঃ ৭৯)।

প্রশ্ন (১১/২২১)ঃ বর্তমানে যুবতী রমনীদেরকে দেখা যায় পুরুষের ন্যায় পোষাক পরিধান করতে। আর শতকরা ৯৯ ভাগ ফুল প্যান্ট পরিধানকারী পুরুষ টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করে। শরীয়তে এদের বিধান কি? জানতে চাই।

-শাহীন
মহিষালবাড়ী
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মেয়েদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষ ও পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারিনী মহিলাদের প্রতি লা'নত করেছেন' (বুখারী 'লিবাস' অধ্যায় পরিচ্ছেদ নং ৬১)। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, দুই টাখনুর নীচে যতটুকু কাপড় ঝুলবে ততটুকু জাহান্নামে যাবে (বুখারী 'লিবাস' অধ্যায় পরিচ্ছেদ নং ৪)। অতএব ছালাত ও ছালাতের বাইরে সর্বাবস্থায় টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা নিষেধ।

প্রশ্ন (১২/২২২)ঃ বিদেশী টাকা দিয়ে যে সমস্ত মসজিদ নির্মিত হচ্ছে সেগুলি নাকি ইহুদীদের টাকা? এক শ্রেণীর বক্তারা এগুলি প্রচার করছে। এর সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুছ ছবুর
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এধরনের কথা ঐ শ্রেণীর লোকেরাই বলে বেড়াচ্ছেন, যারা বিদেশী মুসলমানদের টাকায় মসজিদ নির্মাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। কোন মুসলমানকে যদি কেউ ইহুদী বলে তাহ'লে সে নিজেই ইহুদী হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যারা মসজিদ নির্মাণ করছেন সেটা তাদের নিজস্ব দান মাত্র। তারা আক্বীদা ও আমলের দিক দিয়ে নিঃসন্দেহে আল্লাহভীরু মুমিন। তারা গরীব দেশগুলিতে মুসলমানদের জন্য মসজিদ নির্মাণ করে দ্বীনি ভাইদের সহযোগিতা করে থাকেন মাত্র। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার বিনিময়ে জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করবেন (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৯৭)।

উক্ত হাদীছের আলোকে বিদেশী মুসলমান দাতা ভাইয়েরা মসজিদ নির্মাণ করছেন। যার প্রমাণ মসজিদে সংযুক্ত সাদা পাথরের লেখাগুলি। উক্ত পাথরগুলিতে মসজিদ দাতাদের নাম লিখা আছে। তাদের পূর্ণ ঠিকানাও রয়েছে। সুতরাং এর সত্যতা যাচাই না করে মিথ্যা প্রচার করলে সে মিথ্যুক বলে চিহ্নিত হবে। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে যা শুনবে (তার সত্যতা যাচাই না করে) তাই-ই বলবে' (মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৬)। দ্রঃ আত-তাহরীক এপ্রিল '৯৯, প্রশ্নোত্তর ১০/১০৫।

প্রশ্ন (১৩/২২৩)ঃ চার মাযহাবের চার ইমামের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ জানতে চাই। চার ইমাম কি মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত, না ৭২ দলের অন্তর্ভুক্ত? দলীল সহ উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আহসান হাবীব
আনন্দনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ

১- ইমাম আবু হানীফাহ (রহঃ)ঃ জন্মঃ ৮০ হিঃ ও মৃঃ ১৫০ হিঃ।

২- ইমাম মালেক (রহঃ)ঃ জন্মঃ ৯৫ হিঃ, মৃঃ ১৭৯হিঃ।

৩- ইমাম শাফেঈ (রহঃ)ঃ জন্মঃ ১৫০ হিঃ, মৃঃ ২০৪ হিঃ।

৪- ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)ঃ জন্মঃ ১৬৪ হিঃ, মৃঃ ২৪১ হিঃ।

উক্ত চার ইমামের সকলেই মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁরা সকলেই বলে গেছেন إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِىْ 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, তখন জেনো যে, ওটাই আমার মাযহাব' *(শা'রানী, কিতাবুল মীযান ১/৭৩ পৃঃ)*। তাঁদের তথাকথিত ভক্তরাই পরবর্তীতে ছহীহ হাদীছ বাদ দিয়ে নিজেদের রায়, ক্বিয়াস অনুযায়ী বিভিন্ন মাযহাব সৃষ্টি করে আপোষে দলাদলিতে লিপ্ত হয়েছে। যার জন্য ইমামগণ দায়ী নন। দায়ী হ'লাম আমরা। রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে ৭৩ ফের্কা সৃষ্টি হবে। তার মধ্যে ৭২টি জাহান্নামে যাবে ও মাত্র একটি জান্নাতী হবে। তাঁকে উক্ত 'নাজী' বা মুক্তিপ্রাপ্ত দলটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বললেন, আমি ও আমার ছাহাবীগণ যে তরীকার উপরে রয়েছি সেই তরীকার অনুসারী হবে যারা' *(তিরমিযী, মিশকাত পৃঃ ৩০)*।

উল্লেখিত হাদীছের আলোকে চার ইমাম কেন যারাই নবী করীম (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণের তরীকার উপরে থাকবেন অর্থাৎ জীবনের সকল ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী হবেন, তারাই নাজাতপ্রাপ্ত দলের অন্তর্ভুক্ত হবেন- ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (১৪/২২৪)ঃ কোন ঘর ইসলামী ব্যাংক ব্যতিরেকে অন্যান্য ব্যাংকের কাছে ভাড়া দেওয়া যাবে কি-না?

-আনীসুর রহমান
গ্রাম- কুলবাড়িয়া, পোঃ মৌবাড়িয়া
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক পরিচালিত ব্যাংক ব্যতিরেকে কোন সূদী ব্যাংকের নিকট ঘর ভাড়া দেওয়া জায়েয হবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল ও সূদকে হারাম করেছেন (বাক্বারাহ ২৭৫)। হযরত জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদখোর, সূদ দাতা ও তার লেখকের ও সাক্ষীদ্বয়ের উপর লা'নত করেছেন' *(মুসলিম, মিশকাত ২৪৪ পৃঃ)*। আল্লাহপাক কুরআন মজীদে বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে একে অন্যের সাহায্য কর; আর পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তি দাতা' (মায়েদাহ ২)।

সূদভিত্তিক ব্যাংকগুলিকে ঘর ভাড়া দেওয়া পাপের কাজে সহযোগিতা করার শামিল। অতএব তাদের কাছে ঘর ভাড়া দেওয়া যাবে না এবং উক্ত ভাড়ার টাকা ভক্ষণ করা হারাম খাওয়ার শামিল হবে।

প্রশ্ন (১৫/২২৫)ঃ ছালাত অবস্থায় কেউ সালাম দিলে কিভাবে উত্তর দিতে হবে।

-আনীসুর রহমান
গ্রাম- বড়পাথার
মাঝিড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ ছালাত অবস্থায় কেউ সালাম দিলে হাতের দ্বারা ইশারা করে উত্তর দেওয়া যায়। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি বেলাল (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, যখন লোকেরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছালাত অবস্থায় সালাম দিত, তখন তিনি কিভাবে সালামের উত্তর দিতেন? তিনি বললেন, হাত দ্বারা ইশারা করে উত্তর দিতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৯১)*। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৮১৮)*। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে হাতের কব্জি (অর্থাৎ কব্জির উপরিভাগ তথা মুঠ বা আঙ্গুল সমূহ) প্রসারিত করতেন *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৮২০)*।

প্রশ্ন (১৬/২২৬)ঃ রাফউল ইয়াদায়েন না করা সম্পর্কে যে হাদীছ পেশ করা হয়, তা কি ছহীহ? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ কদর আলী
ডাকবাংলা বাজার
ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ অন্যূন ৪০০ শত ছহীহ হাদীছের বিপরীতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত বাকী সময়ে 'রাফউল ইয়াদায়েন' না করার পক্ষে প্রধানতঃ যে চারটি হাদীছ পেশ করা হয়ে থাকে, তার সবগুলিই 'যঈফ'। তন্মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৮০৯)*। উক্ত হাদীছ সম্পর্কে ইমাম ইবনু হিব্বান বলেন, هذا أحسن خبر روى.. فى نفى رفع اليدين فى الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه وهو فى الحقيقة أضعف شيئ يعول عليه لان فيه عللاً تبطله 'রাফউল ইয়াদায়েন' না করার পক্ষে এটিই সবচেয়ে বড় দলীল হ'লেও এটিই সবচেয়ে

দুর্বলতম দলীল, কেননা এর মধ্যে এমন সব বিষয় রয়েছে যা একে বাতিল গণ্য করে' *(নায়ল ৩/১৪; ফিক্বহুস্ সুন্নাহ ১/১০৮)*। শায়খ আলবানী বলেন, হাদীছটিকে ছহীহ মেনে নিলেও তা 'রাফউল ইয়াদায়েন'-এর পক্ষে বর্ণিত ছহীহ হাদীছ সমূহের বিপরীতে পেশ করা যাবে না। কেননা لأنه ناف وتلك مثبتة ومن المقرر في علم الأصول أن المثبت مقدم على النافي হাদীছটি না-বোধক। ইল্মে হাদীছ-এর মূলনীতি অনুযায়ী হা-বোধক হাদীছ না-বোধক হাদীছের উপরে অগ্রাধিকার যোগ্য' *(হাশিয়া, মিশকাত (আলবানী) ১/২৫৪ পৃঃ)*। শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রাঃ) বলেন,

وَالَّذِى يَرْفَعُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّنْ لَا يَرْفَعُ فَإِنَّ أَحَادِيثَ الرَّفْعِ أَكْثَرُ وَأَثْبَتُ

অর্থাৎ যে মুছল্লী রাফউল ইয়াদায়েন করে, ঐ মুছল্লী আমার নিকটে অধিক প্রিয় ঐ মুছল্লীর চাইতে, যে রাফউল ইয়াদায়েন করে না। কেননা 'রাফ'উল ইয়াদায়েন'-এর হাদীছ সংখ্যায় অধিক ও মযবুত' *(হুজ্জাতুল্লাহ [কায়রো ১৩৫০ হিঃ] ২/১০)*। ইমাম আবু ইউসুফের ছাত্র এছাম বিন ইউসুফ ও অন্যান্য খ্যাতিমান হানাফী বিদ্বান রাফউল ইয়াদায়েন পসন্দ করতেন।

প্রশ্ন (১৭/২২৭)ঃ ছালাতে নাভির নিচে হাত বাঁধার যে হাদীছ পেশ করা হয় তা ছহীহ কি-না জানতে চাই।

-আব্দুল হাফীয
বাইশপুর, চাঁদপাড়া
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ছালাতে নাভির নিচে হাত বাঁধার যে হাদীছ পাওয়া যায়, তা যঈফ। যেমন (১) আলী (রাঃ) বলেন, সুন্নাত হচ্ছে ডান কব্জি বাম কব্জির উপর রেখে নাভির নিচে রাখতে হবে *(যঈফ আবুদাউদ হা/৭৫৬, ইরওয়া হা/৩৫৩)*। (২) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'ছালাতে ডান হাত বাম হাতের উপরে নাভির নিচে রাখতে হবে' *(যঈফ আবুদাউদ হা/৭৫৮)*।

পক্ষান্তরে বুকের উপর হাত বাঁধার অনেক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন ত্বাউস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ছালাতে ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখতেন। অতঃপর হাত দু'টো বুকের উপর (على صدره) শক্ত করে বাঁধতেন *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৭৫৯)*। ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করেছি। তিনি তাঁর ডান হাতকে বাম হাতের উপর বুকের উপর রাখলেন *(ছহীহ ইবনু খুযায়মা, বুলুগুল মারাম হা/২৭৫)*। 'নাভীর নীচে হাত বাঁধা' সম্পর্কে মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ও অন্য হাদীছ গ্রন্থে যে কয়েকটি 'আছার' বর্ণিত হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে মুহাদ্দেছীনের বক্তব্য হ'লঃ لَايَصْلُحُ وَاحِدٌ مِنْهَا للإستدلال '(যঈফ হওয়ার কারণে) সেগুলির একটিও দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়' *(তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী ২/৮৯ পৃঃ; বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)*।

প্রশ্ন (১৮/২২৮)ঃ ইমাম যখন সূরা ফাতেহার শেষ আয়াত পড়বেন তখন মুক্তাদীগণ 'আমীন' জোরে বলবেন না আস্তে বলবেন? একজন দেওবন্দী আলেম আমীন আস্তে বলতে হবে বলে প্রমাণে সূরা আ'রাফের ৫৫ ও ২০৪ নং আয়াত পেশ করেন। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মীযানুর রহমান
কালিগঞ্জ বাজার
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ ইমাম যখন সশব্দে সূরা ফাতিহা শেষ করবেন, তখন মুক্তাদীগণও পরপই সশব্দে আমীন বলবেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন 'যখনই ইমাম ওয়ালাযযা-ল্লীন' বলবেন অন্য বর্ণনায় যখন 'আমীন' বলবেন, তখন তোমরাও আমীন বল'। কেননা যার আমীন ফেরেশতাদের আমীন-এর সঙ্গে মিলে যাবে, তার পূর্বেকার সকল গুনাহ মাফ করা হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে সশব্দে আমীন বলতেন, যার আওয়ায উচ্চ হত' *(আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৮৪৫)* উল্লেখ্য যে, নিম্ন স্বরে আমীন বলার হাদীছটি যঈফ *(যঈফ তিরমিযী হা/৪১; নায়ল ৩/৭৫)*।

সূরা আ'রাফের ৫৫নং ও ২০৪ নং আয়াতে আমীন চুপে বলার কথা বলা হয়নি। বরং ৫৫ নং আয়াতে গোপনে আল্লাহকে স্মরণ করার কথা বলা হয়েছে। আর ২০৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তা শ্রবণ কর এবং নিশ্চুপ থাক, যাতে তোমাদের উপর রহমত হয়'। অত্র আয়াত আমীন আস্তে বলা প্রমাণ করে না। কারণ অত্র আয়াতের শানে নুযূল ভিন্ন। রাসূল (ছাঃ) ছালাতে কুরআন পড়লে কাফেরগণ চিৎকার করত তখন আয়াতটি নাযিল হয়। কেউ বলেন, ছালাতে কথা বললে আয়াতটি নাযিল হয় *(কুরতুবী ৭/৮ খণ্ড পৃঃ ২২৪)*। কাজেই আয়াত দু'টিকে চুপে আমীন বলার প্রমাণে পেশ করা হীন অপকৌশল মাত্র। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ইহুদীরা তোমাদের সবচেয়ে বেশী হিংসা করে তোমাদের 'সালাম' ও 'আমীন'-এর কারণে' *(ইবনু মাজাহ হা/৮৫৬ সনদ ছহীহ)*। দুর্ভাগ্য আজ মুসলমানেরাই মাযহাবী

যিদের বশবর্তী হয়ে সশব্দে আমীন-এর কারণে হিংসা করেছে।

প্রশ্ন (১৯/২২৯)ঃ অনেকের মুখে শুনা যায় নবী করীম (ছাঃ) নাকি অসুস্থতার কারণে লাঠি নিয়ে খুৎবা দিয়েছিলেন। এর সত্যতা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ ফেরদাউস
সাহারপুকুর বাজার, গোবিন্দপুর
দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অসুস্থতার কারণে লাঠি নিয়ে খুৎবা দিয়েছিলেন কথাটি সত্য নয়। বরং লাঠি নিয়ে খুৎবা দেওয়া রাসূল (ছাঃ)-এর নিয়মিত সুন্নাত। হাকাম ইবনে হুযন আল-কুলাফী বলেন, আমি সপ্তম দিনে অথবা অষ্টম দিনে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম। অতঃপর বললাম, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) আমরা আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছি। আপনি আমাদের কল্যাণের জন্য দো'আ করুন। ... আমরা সেখানে কয়েকদিন থাকলাম। শেষ পর্যন্ত রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে জুম'আর ছালাতে উপস্থিত হ'লাম। তিনি লাঠির উপর ভর দিয়ে খুৎবায় দাঁড়ালেন। তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন, অতঃপর বললেন, 'হে মানব মণ্ডলী আমি যা আদেশ করছি তোমরা তা পুরোপুরি আদায় করতে সক্ষম নও। কাজেই মধ্যম পথ অবলম্বন কর' (*ছহীহ আবুদাউদ হা/১০৯৬; ইরওয়া ৩য় খণ্ড হা/৬১৬*)। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে রাসূল (ছাঃ) লাঠির উপর ভর দিয়ে খুৎবা দিতেন (*বায়হাক্বী, নায়ল ৩য় খণ্ড ২৬৯ পৃঃ হাদীছ মুরসাল ছহীহ, ইরওয়া ৩য় খণ্ড ৭৮ পৃঃ*)। উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট রূপে প্রমাণিত হয় যে, সর্বদা লাঠি হাতে করে খুৎবা দেওয়া সুন্নাত। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে বসে বক্তব্য দেওয়া কালীন সময়েও তাঁর হাতে লাঠি ছিল (*মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৪৭৫*)।

প্রশ্ন (২০/২৩০)ঃ মৃত ব্যক্তিগণ শুনতে পায়না। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে "انك لاتسمع الموتى" 'হে নবী আপনি মৃত ব্যক্তিকে শুনাতে পারে না'। তাহ'লে আমরা মৃতদেরকে সালাম দেই কেন?

-যমীরুল ইসলাম
গ্রাম- ভরাট কদমদি
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তি শুনতে পায়না এটাই ঠিক। তবে যেখানে আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ) কবর বাসীকে লক্ষ্য করে আমাদেরকে সালাম দিতে বলেছেন ও দো'আ করতে বলেছেন, তাই আমরা সেটা করে থাকি। এটা শুনানোর জন্য নয়, বরং দো'আ করার জন্য। বুরায়দা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে নিম্নোক্ত দো'আ শিক্ষা দিতেন যখন তারা কবর যিয়ারতে যেতেন- اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ -

'তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হৌক হে মুমেন-মুসলমানের ঘর বাসী। আমরাও ইনশাআল্লাহ তোমাদের সাথে মিলিত হব। আমরা আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট নিরাপত্তা কামনা করছি' (*মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ১৫৪*)। অন্য বর্ণনায় রয়েছে- اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُوْرِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَ نَحْنُ بِالْأَثَرِ -

'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক হে কবরবাসীগণ! আল্লাহ তোমাদের ও আমাদের ক্ষমা করুন। তোমরা অগ্রগামী আর আমরা পশ্চাৎগামী' (*তিরমিযী, মিশকাত ঐ*)।

অত্র হাদীছ দ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কবরবাসীকে সালাম দিয়ে তাদের জন্য দো'আ করা সুন্নাত।

প্রশ্ন (২১/২৩১)ঃ জনৈক হুযূরের কাছে শুনেছি যে, কোন ব্যক্তি জুম'আর ছালাতের জন্য মসজিদে গেলে তার প্রতি কদমে এক বৎসরের নফল ছালাত ও ছিয়ামের সমান নেকী হবে। এর সত্যতা জানতে চাই।

-মাস'উদ রেযা
ভরাট করমদি,
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ উপরোক্ত বক্তব্য মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। এ নেকীর কথা কোন হাদীছে নেই। তবে জুম'আর দিনে সকাল সকাল মসজিদে যাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী হিসাবে উট কুরবানী, গরু কুরবানী, ছাগল, মুরগী, ডিম ইত্যাদি কুরবানীর তুলনামূলক নেকীর আধিক্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যা খতীব খুৎবার উদ্দেশ্যে দাঁড়ানোর পরে বন্ধ হয়ে যায়' (*মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৮৪*)। এতদ্ব্যতীত যে ব্যক্তি ওযূ করে ফরয ছালাতের জন্য মসজিদে রওয়ানা হয়, আল্লাহ তার প্রতি পদক্ষেপের জন্য একটি করে নেকী লেখেন, তার মর্যাদার স্তর একটি করে উন্নীত হয় ও তার একটি করে গুনাহ ঝরে পড়ে' (*মুসলিম, মিশকাত হা/১০৭১*)। অতএব ফরয ছালাত হিসাবে জুম'আর উদ্দেশ্যে মসজিদে রওয়ানা দিলেও তিনি অনুরূপ নেকী পাবেন ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন (২২/২৩২)ঃ রুকূ' থেকে উঠে এবং দুই সিজদার মাঝের দো'আ সশব্দে পড়তে হবে, না চুপে চুপে?

জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল আহাদ
কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ ছালাত এমন একটি ইবাদত, যা একাগ্রতার সাথে আদায় করা হয় এবং মুছল্লীগণ স্বীয় প্রতিপালকের সাথে চুপে চুপে কথা বলেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই যখন তোমাদের কেউ ছালাতে দাঁড়ায় তখন সে তার প্রতিপালকের সাথে চুপে চুপে কথা বলে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৪৬)*। অতএব দুই সিজদার মাঝখানের দো'আ চুপে চুপে পড়াই বাঞ্ছনীয়। তবে যে সব দো'আ সশব্দে পড়ার কথা প্রমাণিত আছে সে সকল দো'আ সশব্দে বলতে হবে। যেমন সশব্দে 'আমীন' বলা ইত্যাদি *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৮৪৫)*।

প্রশ্ন (২৩/২৩৩)ঃ আমরা নবীর নাম শুনলে 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' ছাহাবীদের নাম শুনলে 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' এবং কোন আলেমে দ্বীনের নামের পর 'রাহেমাহুল্লাহু তা'আলা' বলে থাকি। এর দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আতাউর রহমান
যোহা কলেজ
গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত নামের পর উক্ত দো'আ গুলি পড়া সুন্নাত। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'অপমানিত হউক সে, যার নিকট আমার নাম উচ্চারণ করা হয় অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করেনা' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৯২৭)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (ছাঃ)-এর নাম শুনে (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলতে হবে।

ছাহাবী ও নেককার ব্যক্তিদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করে আল্লাহপাক একাধিক জায়গায় 'রাযিয়াল্লাহু আনহুম' ('আল্লাহ তার উপরে সন্তুষ্ট হয়েছেন') বলেছেন *(তওবা ১০০, মায়েদাহ ১১৯, বাইয়েনাহ ৮)*। অতএব প্রমাণিত হয় যে, ছাহাবী ও তাবেঈগণের নামে 'রাযিয়াআল্লাহু আনহু' পড়া বাঞ্ছনীয়। আর বিভিন্ন ছহীহ হাদীছ দ্বারা পরস্পরের জন্য আল্লাহ্র রহমত কামনার প্রমাণ পাওয়া যায় *(মিশকাত হা/১১৭০, ২৭৯০ ইত্যাদি)*। সে হিসাবে নেক্কার মুমিনদের জন্য দো'আ হিসাবে 'রাহিমাহুল্লাহু তা'আলা' বলা নেকীর কারণ হবে। এতদ্ব্যতীত নেক্কারগণের মধ্যেন্তর বুঝানোর জন্য যুগ যুগ ধরে মুসলিম বিদ্বানদের মধ্যে উপরোক্ত নিয়ম চলে আসছে।

প্রশ্ন (২৪/২৩৪)ঃ রাসূল (ছাঃ)-এর ছালাত আদায়ের জন্য কোন জায়নামায ছিল কি?

-ইলিয়াস
মাষ্টারপাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশেষ জায়নামায ছিল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, মসজিদ হ'তে আমাকে জায়নামাযটি এনে দাও *(মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৫৬)*। মায়মূনা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) জায়নামাযে ছালাত আদায় করতেন' *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৮৪৯)*।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বছরা শহরে জায়নামাযে ছালাত আদায় করেছিলেন এবং তাঁর সাথীদের বলেছিলেন যে, রাসূল (ছাঃ) তাঁর নিজের জায়নামাযে ছালাত আদায় করতেন *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৮৫১)*। তবে সেটা ছিল ইমামের জন্য। কেননা রাসূল (ছাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) ঐ সময় ইমাম ছিলেন।

প্রশ্ন (২৫/২৩৫)ঃ ফরয ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর পরে ইমাম ও মুক্তাদীগণ সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে প্রচলিত মুনাজাতকে কেউ সুন্নাত নয় বলছেন। কেউ বিদ'আত বলছেন। আবার কেউ বলছেন করলে ভাল না করলে অসুবিধা নেই। এ ব্যাপারে ওলামাদের মতামত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আলফাযুদ্দীন
কোদালকাটি, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ফরয ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর পরে ইমাম ও মুক্তাদীগণের সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে প্রচলিত মুনাজাত পদ্ধতিটি দ্বীনের মধ্যে একটি নতুন সৃষ্টি। 'সুন্নাত নয়' অর্থই বিদ'আত। দু'টো কথার একই অর্থ। কিন্তু 'করলে ভাল না করলে অসুবিধা নেই' কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সম্ভবতঃ সবাইকে খুশী করার জন্যই একথা বলা হয়। কারণ প্রচলিত সম্মিলিত মুনাজাত পদ্ধতির পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম হ'তে ছহীহ বা যঈফ সূত্রে কোন দলীল নেই। তাকবীরে তাহরীমা থেকে শুরু করে সালাম ফিরানোর পর পর্যন্ত যে সমস্ত যিকর ও দো'আ রয়েছে, প্রত্যেকটির স্থান ও পদ্ধতির বর্ণনা ছহীহ হাদীছে রয়েছে। এক্ষণে যে সকল বড় বড় বিদ্বান প্রচলিত সম্মিলিত মুনাজাতকে বিদ'আত বলেছেন তাঁদের মতামত জানার জন্য দেখুন-

(১) ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ), মজমূ'আ ফাতাওয়া ২২ খণ্ড ৫১৯ পৃঃ (ছালাত খণ্ড)।

(২) হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ), যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ৯৩ পৃঃ।

(৩) আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী, মজমূ'আ ফাতাওয়া ১ম খণ্ড ১৬১ পৃঃ।

(৪) ওবায়দুল্লাহ রহমানী মুবারকপুরী, মাসিক মুহাদ্দিছ বেনারস থেকে প্রকাশিত জুন '৮২ সংখ্যা।

(৫) মুহাম্মাদ ইকবাল কীলানী (বাদশা সঊদ বিশ্ববিদ্যালয় রিয়াদ) কিতাবুছ ছালাত পৃঃ ৯৮।

(৬) ডঃ ছালেহ বিন গানেম আস্‌সাদলান, ছালাতুল জামা'আহ পৃঃ ১৯৩।

(৭) মুফতী ফয়যুল্লাহ হাটহাজারী, ফাতাওয়া মুনাজাত বা'দাছ ছালাওয়াত।

(৮) মুফতী মুহীব্বুদ্দীন (সাং কাযীর জোড় পুকুরিয়া পোঃ আশারকোটা, লাঙ্গলকোট, কুমিল্লা, প্রকাশকঃ ওলামা কল্যাণ পরিষদ, বৃহত্তর নোয়াখালী) ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাত'। *দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ফেব্রুয়ারী'৯৮ (৩/৪৬); ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা ডিসেম্বর'৯৮ (১৪/৪৯)।*

প্রশ্ন (২৬/২৩৬)ঃ মুছাফাহা করার কোন দো'আ আছে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-যফীরুদ্দীন
চোপীনগর
কামারপাড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ সালামের পরে মুছাফাহা করার ফযীলত ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়। কিন্তু দো'আ পড়ার কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, দু'জন মুসলমান সাক্ষাতে মুছাফাহা করলে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বে তাদের পাপ ক্ষমা করা হয়' *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৫২১২)।*

মুছাফাহার সময় "يغفر الله لنا ولكم" অথবা "نحمد الله ونستغفره" পড়ার বিষয়ে মিশকাতে বর্ণিত হাদীছ যঈফ *(যঈফ আবুদাউদ হা/৫২১১; সিলসিলা যঈফা হা/২৩৪৪)।*

প্রশ্ন (২৭/২৩৭)ঃ ছালাত অবস্থায় হাঁচি আসলে হাঁচির দো'আ পড়া যায় কি?

-মুকাররাম
বাউসা হেদাতীপাড়া
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাত অবস্থায় হাঁচি আসলে হাঁচির দো'আ পড়া যায়। রেফা'আ ইবনে রাফে' (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করছিলাম। হঠাৎ আমার হাঁচি আসল। তখন আমি এই দো'আ পড়লামঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ مُبَارَكًا عَلَيْهِ كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى -

উচ্চারণঃ *'আলহামদু লিল্লা-হি হামদান কাছীরান ত্বাইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহি; মুবা-রাকান 'আলায়হে কামা ইয়ুহিব্বু রাব্বুনা ওয়া ইয়ারযা'।*

অর্থঃ আল্লাহ্র জন্য প্রশংসা, বহু প্রশংসা, পবিত্র প্রশংসা, বরকতময় প্রশংসা, বরকতজনক প্রশংসা, যেমন প্রশংসাকে আমাদের প্রতিপালক ভালবাসেন ও পসন্দ করেন... *(তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯৯২)।* অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, ছালাত অবস্থায় হাঁচি আসলে হাঁচির দো'আ পড়া যায় *(নায়ল ২/৩২৬; 'ছালাতের মধ্যে হাঁচির জন্য আল্লাহ্র প্রশংসা' অধ্যায়; মির'আত, ৩/৩৬৪, হা/৯৯৯)।* তবে হাঁচির জওয়াব দেওয়া ঠিক নয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৭৮; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২০৩ 'ছালাত বিনষ্টকারী বিষয় সমূহ' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্ন (২৮/২৩৮)ঃ হিন্দুর সম্পদ দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা যায় কি?

[আলোচ্য প্রশ্নটি জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০০ সংখ্যায় (৫৭/১৪৭) সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। উৎসুক পাঠকদের জন্য দলীল সহ বিস্তারিতভাবে পুনরায় প্রকাশিত হ'ল- সম্পাদক]

উত্তরঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, পবিত্র বস্তু ভিন্ন তিনি কবুল করেন না' *(মুসলিম, মিশকাত ২৪১ পৃঃ)।* অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অবৈধ সম্পদ দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয নয়। কারণ মসজিদ আল্লাহ্র জন্য *(সূরা জিন ১৮)।* এক্ষণে প্রশ্ন- অমুসলিমদের সম্পদ বৈধ না অবৈধ? একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অমুসলিমদের সম্পদ বৈধ। যেমন আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-কে (জনৈক মুশরিক-এর পক্ষ থেকে) একটা রেশমী জুব্বা উপহার দেওয়া হয়েছিল *(বুখারী ১ম খণ্ড ৩৫৬ পৃঃ, 'মুশরিকদের উপঢৌকন গ্রহণ' অধ্যায়)।* আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ইহুদী নারী নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট গোপনে বিষ মাখানো ছাগলের গোশত উপহার হিসাবে নিয়ে আসলে তিনি তা থেকে খেয়েছিলেন *(বুখারী ১ম খণ্ড পৃঃ ৩৫৬ অধ্যায় ঐ)।* ইমরান ইবনে হুছায়েন (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ একদা এক মুশরিক মহিলার মশক (পানির পাত্র) থেকে পানি নিয়ে পান করেছিলেন এবং ওযূ করেছিলেন *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/২০)।*

অত্র হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অমুসলিমদের সম্পদ বৈধ। আর বৈধ সম্পদ মসজিদে লাগনো যায়। আল্লামা আব্দুল্লা-হিল কাফী (রহঃ) বলেন, অমুসলিমদের সম্পদ হ'লেই যে তা অপবিত্র হবে, ইহা অপ্রমাণিত উক্তি। শরীয়তে বর্ণিত অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থই কেবল অপবিত্র। মুসলমানের হ'লেও তা অপবিত্র *(ফাতাওয়া ও মাসায়েল পৃঃ ৬০)।* অপরদিকে রাসূল (ছাঃ) অন্য এক বর্ণনায় কবরস্থান ও গোসল খানা ব্যতীত সম্পূর্ণ পৃথিবীকে সিজদার স্থান বলেছেন *(আবুদাউদ, মিশকাত পৃঃ ৭০)।* কাজেই যখন কোন অমুসলিম তার সম্পত্তিকে আল্লাহ্র নামে ওয়াক্ফ করে দিবে, তখন সে সম্পত্তিতে নির্দ্বিধায় মসজিদ বানানো জায়েয হবে। আর ওয়াক্ফ হচ্ছে কোন বস্তু বা সম্পত্তিকে মানবীয় স্বত্ব হ'তে সম্পূর্ণভাবে নিঃস্বত্ব করে শুধু আল্লাহ্র অধিকারে নির্দিষ্ট করে দেওয়া। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদল নওমুসলিম খৃষ্টানকে তাদের পূর্বতন গীর্জার স্থানকে মসজিদে পরিণত করার নির্দেশ

দেন এবং সেখানে ছালাত আদায় করতে বলেন *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৭১৬)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) মূর্তিমুক্ত গীর্জায় ছালাত আদায় করতেন *(বুখারী ১/৬২)*।

উপরোক্ত হাদীছের আলোকে আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, মূর্তির ঘরকে মসজিদ বানানো যায় *(মির'আতুল মাফাতীহ হা/৭২১, ২য় খণ্ড ৪২৬ পৃঃ)*। আল্লামা রশীদ আহমাদ গাংগোহী (রহঃ) বলেন, হিন্দুর ও অন্য বিধর্মীদের অর্থ দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা যায় *(ফাতাওয়া রাশীদিয়াহ করাচী ছাপা, তাবি, পৃঃ ৫২৩)*। আর একথা সর্বজন বিদিত যে, মক্কার কা'বা ঘরটি মুশরিকেরা নির্মাণ করেছিল। উল্লেখিত বিবরণে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দুদের সম্পদ মসজিদে লাগানো যায়।

প্রকাশ থাকে যে, সূরা তওবার ১৭-১৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, মুশরিকরা মসজিদ আবাদ করার যোগ্যতা রাখে না। এর অর্থ মসজিদের রক্ষনাবেক্ষণ করা, মসজিদে হারামের শাসন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে রাখা ইত্যাদি। এর অর্থ মসজিদ নির্মাণ করা নয়।

প্রশ্ন (২৯/২৩৯)ঃ কোন্ দলীলের ভিত্তিতে জালসাতে বক্তাদেরকে টাকা প্রদান করা হয়? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবুল কাসেম
গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ হযরত বুরাইদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে লোককে আমরা কোন কাজে নিয়োগ করি তাকে সে কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক প্রদান করি। যদি পারিশ্রমিকের অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করে তবে তা খেয়ানত হবে' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৩৭৪৮ সনদ ছহীহ)*।

উক্ত হাদীছের ভিত্তিতে বলা চলে যে, বক্তাকে যে বক্তৃতা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, উক্ত দায়িত্বের ও সময় ব্যয়ের বিনিময়ে তিনি তা গ্রহণ করতে পারেন। অবশ্য সাধারণ বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সম্পাদিত কোন ধর্মীয় আমলের বিনিময় গ্রহণ না করলে আল্লাহ্‌র নিকট হ'তে তিনি এর পূর্ণ জাযায়ে খায়ের পাবেন- ইনশাআল্লাহ। নবীগণ তাঁদের দাওয়াতের বিনিময় স্রেফ আল্লাহ্‌র নিকটে কামনা করতেন। অতএব আলেমরাও তার অনুসরণ করতে পারেন।

প্রশ্ন (৩০/২৪০)ঃ প্রতিষ্ঠানে চাকুরী নেওয়ার সময় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের নামে মোটা অংকের টাকা দিয়ে চাকুরী নিতে হয়। এটা কি শরীয়ত সম্মত?

-মুহাম্মাদ ইকবাল হোসাইন
ডঃ এম,এ, ওয়াজেদ বি, এড কলেজ
মুলাটোলা, রংপুর।

উত্তরঃ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ও পরকালীন মুক্তির জন্য স্বেচ্ছায় দান করাকে প্রকৃত অর্থে দান বা ছাদাক্বা বলা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে 'ডোনেশন'-এর নামে চাকুরী প্রার্থীদের নিকট থেকে যেটা নেওয়া হয়, সেটা প্রকাশ্য ঘুষকে এড়িয়ে চলার একটি গোপন কৌশল মাত্র। যা শরীয়তে জায়েয নয়। অনেক স্থানে এগুলি ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। এখানে কর্তৃপক্ষ ও চাকুরী প্রার্থী উভয়ের লক্ষ্য থাকে দুনিয়া। আখেরাত বা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি নয়। এটি নিঃসন্দেহে ঘুষ, যা দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষ বেকার চাকুরী প্রার্থীদের বাধ্য করছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘুষদাতা, ঘুষ গ্রহীতা ও ঘুষের দালাল সকলের উপর লা'নত করেছেন' *(আহমাদ, তিরমিযী বায়হাক্বী ইত্যাদি মিশকাত হা/৩৭৫৩-৫৫ সনদ ছহীহ)*।

অতএব জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধান ও চাকুরীপ্রার্থী উভয়কে প্রচলিত 'ডোনেশন' পদ্ধতি হ'তে বিরত থাকা কর্তব্য। তবে অসহায়, মযলূম ও বাধ্যগত অবস্থায় হারাম খাদ্য খাওয়ার ন্যায় সাময়িকভাবে জায়েয হ'তে পারে। তবে এ থেকে পরহেয করে অন্য রুযির পথ তালাশ করা উচিত।

সংশোধনীঃ

আত-তাহরীক ৩য় বর্ষ ৪র্থ-৫ম ইজতেমা সংখ্যা ৩৬/১২৬ প্রশ্নোত্তরে ফরয ও নফল ছালাতে সরাসরি কুরআন দেখে পড়ার বিষয়ে 'কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না' বলা হয়েছে। বিষয়টি ফৎওয়া বোর্ডের সদস্যদের নিকটে তখনই বলা হয়েছিল। কিন্তু ইজতেমা-র প্রচণ্ড ব্যস্ততায় অসাবধানতাবশতঃ বিনা সংশোধনীতেই চলে গেছে। এজন্য আমরা দুঃখিত।

যাই হোক সঠিক কথা হ'ল, বিশেষ প্রয়োজনে অন্ততঃ নফল ছালাতে এটা জায়েয আছে। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ক্রীতদাস আবু আমর যাফওয়ান রামাযান মাসে মহিলাদের ইমামতি করার সময় (সম্ভবতঃ দীর্ঘ ক্বিরাআতের জন্য) কুরআন দেখে পড়তেন। উক্ত আছারের উপরে ভিত্তি করে সঊদী আরবের সাবেক মুফতীয়ে 'আম শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) ফরয ও নফল ছালাতে কুরআন দেখে পড়া জায়েয বলে ফৎওয়া দিয়েছেন। কিন্তু অন্য বিদ্বানগণ এটাকে 'আমলে কাছীর' বা বাড়তি কাজ বলে নিষেধ করেছেন' *(বুখারী, তরজমাতুল বাব ১/৯৬, ফাৎহুলবারী শায়খ বিন বায-এর তা'লীক্বাত সহ ২/২৩৯, 'আযান' অধ্যায়, 'ক্রীতদাসের ইমামতি' অনুচ্ছেদ ৫৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৯৯)*।

উক্ত ফৎওয়ার আলোকে সঊদী আরব ও মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশে অনেক ইমাম তারাবীহ্‌তে কুরআন দেখে পড়েন। =(সঃ সঃ)॥

মাসিক

আত-তাহরীক

৩য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা জুন ২০০০

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

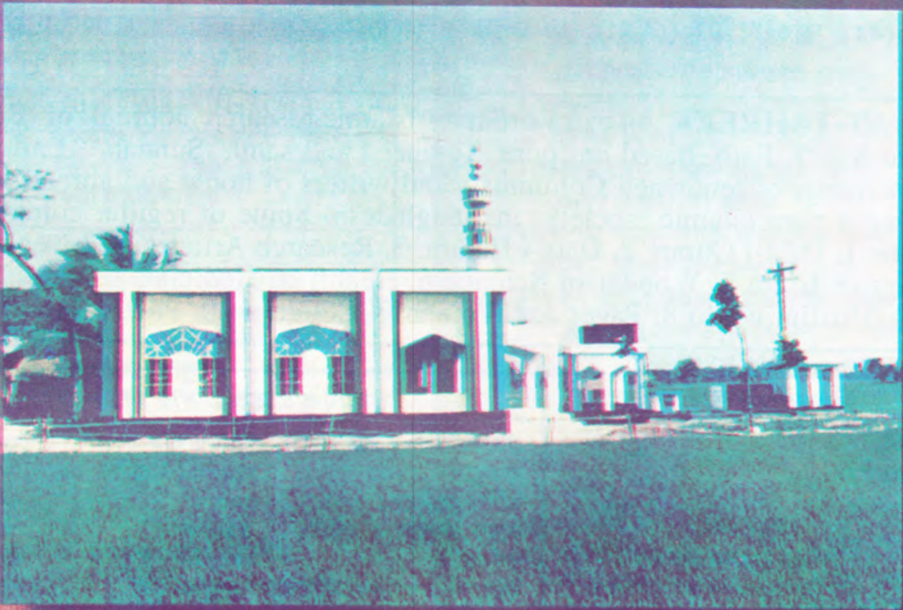

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/২৪১)ঃ তাবলীগ জামা'আতের ভাইগণ বলেন যে, কোন ব্যক্তি তাবলীগে গিয়ে নিজ প্রয়োজনে ১ টাকা ব্যয় করলে ৭ লক্ষ টাকার ছওয়াব পাবে, ১টি নেকী করলে ৪৯ কোটি নেকী পাবে এবং কারও জন্য অপেক্ষা করলে লায়লাতুল ক্বদরে হাজরে আসওয়াদকে সামনে রেখে ইবাদত করার ছওয়াব পাবে ইত্যাদি। শরীয়তে উক্ত কথাগুলোর প্রমাণ আছে কি? এবং শরীয়তে পীর-মুরীদ বলে কিছু আছে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ ইয়াকূব আলী
হায়দার হোসেন ছাত্রাবাস
নিউ গভঃ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত ফযীলতের কথাগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এর কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে ভাল কাজের জন্য অবশ্যই নেকী রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করবে এর বিনিময়ে তার জন্য দশটি নেকী রয়েছে' *(আন'আম ১৬০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের দশগুণ হ'তে সাতশত গুণ ছওয়াব প্রদান করা হয়..' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯)*। এক্ষণে জাল ও যঈফ হাদীছ দ্বারা ফযীলত বর্ণনা করে সাধারণ মুসলমানদের আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা দ্বারা পাপ বৈ ছওয়াবের আশা করা যায় না। এ প্রসঙ্গে রাসূল (ছাঃ)-এর কঠোর হুঁশিয়ারী শুনুন! 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে আমার উপর মিথ্যারোপ করে সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮)*।

অপরদিকে প্রচলিত পীর-মুরীদী সম্পূর্ণ রূপে শরীয়ত পরিপন্থী। এ থেকে আমাদের পরহেয করা উচিৎ।

প্রশ্ন (২/২৪২)ঃ রাতে আয়না দেখা যাবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-তাফহীমা
আলেম ১ম বর্ষ
জগতপুর এডিএইচ সিনিয়র মাদরাসা
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ দিবা-রাত্রি যে কোন সময় আয়না দেখা যায়। তবে আয়না দেখার সময় নিম্নোক্ত দো'আটি পড়তে হয়। যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।-

اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِىْ فَأَحْسِنْ خُلُقِىْ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা হাস্সানতা খালক্বী ফাআহসিন খুলুকী।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে উত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছ। এক্ষণে আমার স্বভাব-চরিত্রকেও উত্তম কর' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫০৯৯ সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৩/২৪৩)ঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য নারীর মধ্যে কি কি গুণ থাকা আবশ্যক। ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল বারী
মহিষালবাড়ী
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য নারীর মধ্যে প্রধানতঃ যে গুণ গুলো থাকা দরকার তা নিম্নরূপ (১) স্বামীর সাথে সর্বদা মুচকি হেসে কথা বলা (২) স্বামীর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। যদি শরীয়তের পরিপন্থী না হয় (৩) নিজের ইয্যত রক্ষা করা (৪) স্বামীর ধন-সম্পদ হেফাযত করা (৫) অল্পে তুষ্ট থাকা। রাসূল (ছাঃ)-কে সর্বোত্তম রমণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'স্বামী যখন তার স্ত্রীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তখন স্ত্রী তাকে (মুচকি হেসে) আনন্দ দেয়। যখন তাকে কোন কাজের নির্দেশ দেয় তৎক্ষণাৎ সে তা পালন করে এবং নিজের ও স্বামীর ধন-সম্পদ রক্ষা করে' *(আহমাদ ২/২৫১, ৪৩২, ৪৩৮ পৃঃ হাদীছ ছহীহ, আলবানী ইরওয়াউল গালীল ৬/১৯৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৪/২৪৪)ঃ জনৈক হাজী ছাহেব হজ্জ শেষে বাড়ী ফিরলেন। কিন্তু মসজিদে তিন দিন অবস্থানের পর বাড়ীতে প্রবেশ করলেন। এরূপ বিলম্বে বাড়ীতে প্রবেশ কি ঠিক? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-রেযাউল করীম
জামদই, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ ৩ দিন মসজিদে অবস্থান করার কোন প্রমাণ নেই। তবে সুন্নাত হচ্ছে দিনের বেলায় সফর থেকে ফিরে আসলে মসজিদে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে সরাসরি বাড়ীতে প্রবেশ করা। আর রাত্রি বেলায় আসলে মসজিদে রাত্রি যাপন করে বাড়ীতে প্রবেশ করা। আর যদি বাড়ীর মানুষ আগে থেকেই আসার ব্যাপারে অবহিত থাকে, তাহ'লে যেকোন সময় বাড়ীতে প্রবেশ করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন সফর থেকে বাড়ী ফিরতেন তখন ওযূ করে মসজিদে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে বাড়ীতে প্রবেশ করতেন এবং রাত্রে আসলে মসজিদে রাত্রি যাপন করে সকালে বাড়ীতে প্রবেশ করতেন *(আহমাদ ৬/২৮৬ সনদ ছহীহ; নায়ল ৬/২১৩ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৫/২৪৫)ঃ খারাপ স্বপ্ন দেখলে করণীয় কি? খারাপ স্বপ্ন নাকি মানুষের সামনে ব্যক্ত করা যায় না, কথাটির সত্যতা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-ওয়াহীদুল ইসলাম
উত্তর পতেংগা, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ ভাল স্বপ্ন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। ভাল স্বপ্ন দেখলে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে হয় এবং সেটি মানুষের সামনে ব্যক্ত করা যায়। আর খারাপ স্বপ্ন দেখে বাম দিকে তিনবার থুক মেরে 'আ'উযুবিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রজীম' বলে শয়তানের কুমন্ত্রণা হ'তে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে হয় এবং কারো সামনে ব্যক্ত করতে হয় না। এই সময় দাঁড়িয়ে ছালাত আদায়ের কথাও এসেছে। তাহ'লে এটি তার কোন ক্ষতি করতে পারেনা। এ প্রসঙ্গে একাধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে বাম দিকে ৩ বার থুক মারবে, ৩ বার 'আ'উযুবিল্লা-হিমিনাশ শায়ত্বা-নির রজীম' বলবে ও পার্শ্ব পরিবর্তন করবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬১৩-১৪ 'স্বপ্ন' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৬/২৪৬)ঃ মুসলমানগণ একে অন্যের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করতে পারে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-আব্দুল হান্নান
মালোপাড়া, ঘোড়ামারা
রাজশাহী।

উত্তরঃ মুসলমানগণ পরস্পরে খারাপ ধারণা পোষণ করতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ তোমরা অধিক ধারণা থেকে বেঁচে থাক, নিশ্চয়ই কতক ধারণা গোনাহের কারণ' (হুজুরাত ১২)।

হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কোন ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ ধারণা হ'তে বেঁচে থাক। কারণ খারাপ ধারণা সবচাইতে বড় মিথ্যা কথা...... *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০২৮)*।

উল্লেখ্য, যদি ঐ ব্যক্তির মধ্যে সত্যি সত্যিই সেই দোষ-ত্রুটি থাকে, তবে সংশোধনের উদ্দেশ্যে সরাসরি তাকেই বলা উচিৎ। অন্যদের সামনে বললে সেটি গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রশ্ন (৭/২৪৭)ঃ মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়ানোর আগে ইমাম ছাহেব উপস্থিত মুছল্লীদের বলে থাকেন যে, তার (মৃত ব্যক্তির) নিকট কারো টাকা পয়সা পাওনা আছে কি? কেউ কিছু পেয়ে থাকলে বলুন! তার ছেলেরা পরিশোধ করে দিবে'। এ ধরণের কথা বলা যায় কি-না?

-শরীফুল ইসলাম
সাং- সারাই, হারাগাছ
রংপুর।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতের পূর্বে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে উপরোক্ত কথা বলা যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জানাযার পূর্বে মৃত ব্যক্তির ঋণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/২৯০৯)*। মৃত ব্যক্তির পক্ষ হ'তে যত দ্রুত সম্ভব ঋণ পরিশোধ করা উচিৎ। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, মুমিনের আত্মা ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হয় তার ঋণের কারণে যতক্ষণ না তার পক্ষ হ'তে ঋণ পরিশোধ করা হয়' *(তিরমিযী হা/১০৭৮; আহমাদ ২/৪৪০ পৃঃ; রিয়ায হা/৯৪৩ সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (৮/২৪৮)ঃ একটি ইয়াতীমখানার জনৈক শিক্ষক ইয়াতীম ছেলেদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন, ভালভাবে দেখাশুনা করেন না, তাদের উপর বিভিন্ন রকম নির্যাতন চালান। ইসলামী শরীয়তে উক্ত শিক্ষকের হুকুম কি?

-আমীনুল হক
আযীমপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ ইয়াতীমদের প্রতি সহমর্মিতা ও স্নেহ-ভালবাসা প্রদর্শন করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। তাদেরকে ধমক দিতে ও গালিগালাজ করতে আল্লাহ তা'আলা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্যে করে আল্লাহপাক এরশাদ করেন, 'তিনি কি আপনাকে ইয়াতীম রূপে পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন। তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা। অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব। অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন। সুতরাং আপনি ইয়াতীমদের প্রতি কঠোর হবেন না। সওয়ালকারীকে ধমক দিবেন না' *(যোহা ৬-১০)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমদের তত্ত্বাবধানকারী জান্নাতে এইভাবে থাকব। এই বলে তিনি স্বীয় শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলী উঁচু করে দেখালেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২)*।

প্রশ্ন (৯/২৪৯)ঃ সকাল-সন্ধ্যা আ'উযুবিল্লাহ সহ সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পাঠে নাকি ৭০ হাযার ফেরেশতা নিয়োগ করা হয় এবং উক্ত ফেরেশতা তার জন্য দো'আ করতে থাকে। এমনকি সে মৃত্যুবরণ করলে শহীদের মর্যাদা পায়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আখতারুয যামান
জলাইডাংগা, রংপুর।

উত্তরঃ উপরোক্ত ফযীলতের কথাগুলি একটি যঈফ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। মা'কেল ইবনু ইয়াসার হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সকালে উঠে তিন বার 'আউযুবিল্লা-হিস সামীইল আলীমি মিনাশ্ শায়ত্বানির রাজীম' সহ সূরা হাশরের শেষের তিন আয়াত পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সত্তর হাযার ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন। যারা তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত দো'আ করতে থাকবে। আর যদি সে ব্যক্তি মারা যায় তবে শহীদ রূপে

মারা যাবে। আর যে ব্যক্তি উহা সন্ধ্যায় পড়বে সেও অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী হবে। *(যঈফ তিরমিযী 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায় নং ২২; হা/৫৭৩২)*। পড়লে সাধারণভাবে কুরআন তেলাওয়াতের নেকী তিনি পাবেন। তবে উপরোক্ত ফযীলত মনে করে পড়া ঠিক নয়।

প্রশ্ন (১০/২৫০)ঃ বিবাহ সম্পাদনের পর বউকে তৎক্ষণাৎ না উঠিয়ে ৬ মাস/এক বছর পর অনুষ্ঠান করে উঠানো শরীয়ত সম্মত কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সেকান্দার আলী
কালিগঞ্জ বাজার, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ উল্লেখিত পদ্ধতি শরীয়ত সম্মত নয়। এতে বিবাহের উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। তাছাড়া বিবাহের অনুষ্ঠান বা 'ওয়ালীমা', যা বিবাহের পর আল্লাহ্র শুকরিয়া স্বরূপ ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য করা হয়ে থাকে, তা ব্যাহত হয়। *(বুখারী ২/১৭৬ পৃঃ)*। রাসূল (ছাঃ) যয়নবের সাথে মিলামিশা করার পর ওয়ালীমা অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং লোক গোশত রুটি তৃপ্তি সহকারে খাইয়েছিলেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৩২১২)*। উপরোল্লিখিত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমানে ৬ মাস ১ বছর বা সন্তান হওয়ার পরও বিবাহের যে অনুষ্ঠান করতে দেখা যায়, তা সুন্নাতের বরখেলাফ।

প্রশ্ন (১১/২৫১)ঃ মৃত ব্যক্তির রূহ কবরে আসবে কি-না? এবং রূহের আযাব কোথায় হবে? কবরে, ইল্লীনে না সিজ্জীনে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-হাফেয যাকিরুদ্দীন
চোপীনগর হাফেযিয়া মাদরাসা
পোঃ কামারপাড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সকল উলামা এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, মানুষের মৃত্যুর পর তাকে কবর দেওয়া হৌক বা না হৌক সে যে কোন স্থানে যে কোন অবস্থায় থাক না কেন এমনকি কোন ব্যক্তি যদি সমুদ্রগর্ভে কিংবা কোন হিংস্র প্রাণীর পেটে থাকে বা পুড়ে ভষ্ম হয়ে যায়, তবুও তাকে একত্রিত করে সেখানে তার রূহকে ফিরিয়ে দিয়ে তাকে তার আমল বা কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে এবং তার আমল অনুযায়ী প্রতিদান দেওয়া হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ইসরাঈলের এক ব্যক্তি মৃত্যুর সময় অছিয়ত করে যে, সে মৃত্যুবরণ করলে তার দেহকে পুড়িয়ে ভষ্ম করে অর্ধেক স্থল ভাগে এবং অর্ধেক সমুদ্রে ছড়িয়ে দিবে। অছিয়ত অনুযায়ী তা করা হ'লে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে স্থল ও সমুদ্র তাকে একত্রিত করে দেয়। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি এরূপ করেছিলে কেন? সে বলে, তোমার ভয়ে। ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন *(বুখারী ২/১১১৭ পৃঃ)*।

কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর কবরে দাফন করা হ'লে তার রূহকে কবরে আনা হবে, ইহা একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। *এবারের দরসে কুরআন পাঠ করুন। -পরিচালক!*

প্রশ্ন (১২/২৫২)ঃ স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী কি স্বামীর গৃহে অবস্থান করে ইদ্দত পালন করবে না অন্য স্থানে ইদ্দত পালন করবে।

-হাবীবুর রহমান
ইসমাঈলপুর, একডালা
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী স্বামীর গৃহে অবস্থান করেই ইদ্দত পালন করবে। যায়নাব বিনতে কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আবু সাঈদ খুদরীর বোন ফুরাইয়া বিনতে মালেক রাসূল (ছাঃ)-কে ইদ্দত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমি পিতার বাড়ী যেতে পারি কি? কারণ আমার স্বামী কিছু রেখে যাননি। এমনকি আমার জন্য খোর পোষও রেখে যাননি। ফুরাইয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ যেতে পার। তখন আমি ফিরে চললাম এমনকি ঘর বা মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছলাম। তিনি আমাকে পুনরায় ডেকে বললেন, তোমার ইদ্দত শেষ হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার (স্বামীর) ঘরেই থাক। ফুরাইয়া বলেন, অতঃপর আমি ঐ বাড়ীতেই ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করি' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৩৩২)*। অন্য হাদীছ দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী স্বামীর বাড়ীতে ইদ্দত পালন করবে *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/১৬৬৪)*। তবে বিপদের আশংকা থাকলে নিরাপদ স্থানে ইদ্দত পালন করতে পারে। যেমন রাসূল (ছাঃ) একজন মহিলাকে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)-এর বাড়ীতে ইদ্দত পালন করতে বলেছিলেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩২৪)*।

প্রশ্ন (১৩/২৫৩)ঃ সূরা নূরের ৩০ নং আয়াতের অর্থ সহ ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-ফারযানা নাঈমা
কোটগাঁও, মুন্সিগঞ্জ-১৫০০।

উত্তরঃ অনুবাদঃ 'আপনি মুমিন পুরুষদের বলুন! তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনমিত রাখে এবং তাদের যৌনাঙ্গ হেফাযত করে। এটা তাদের জন্য বেশী পবিত্র পদ্ধতি। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন'।

ব্যাখ্যাঃ দৃষ্টি সংযত রাখা বা নিচু রাখার অর্থ পূর্ণ দৃষ্টি ভরে না দেখা এবং দেখার জন্য দৃষ্টিকে স্বাধীন ভাবে ছেড়ে না দেওয়া। স্ত্রী বা মাহরাম ব্যতীত কোন মহিলাকে নযর ভরে দেখা জায়েয নয় বরং তা যেনার অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (ছাঃ) এধরনের দেখাকে চোখের যেনা বলেছেন। তিনি বলেন, 'দেখা হচ্ছে চোখের যেনা, ফুসলানো কণ্ঠের যেনা, তৃপ্তির সাথে কথা শোনা কর্ণের যেনা, হাত দ্বারা স্পর্শ করা হাতের যেনা, অবৈধ উদ্দেশ্যে চলা পায়ের যেনা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮৬)*। তবে সাধারণভাবে নযর পড়া, বিবাহের প্রয়োজনে দেখা, কিংবা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে দেখা ইত্যাদি

যেনা নয়, যা একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। দৃষ্টি সংযত রাখার অর্থ এটাও হ'তে পারে যে, কোন পুরুষ কোন পুরুষের সতরের প্রতি নযর দিবে না। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন পুরুষ কোন পুরুষের সতর দেখবে না এবং কোন নারী কোন নারীর সতর দেখবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০০)*।

প্রশ্ন (১৪/২৫৪)ঃ আমার নিকট ২০ ভরি স্বর্ণ আছে। আমাকে কত টাকা যাকাত দিতে হবে?

-ফারযানা নাঈমা
কোটগাঁও, মুন্সিগঞ্জ-১৫০০।

উত্তরঃ সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ এক বছর অতিবাহিত হ'লে, স্বর্ণের দাম ধরে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত প্রদান করতে হবে *(আবুদাউদ, বুলূগুল মারাম হা/৫৯২; ইরওয়া হা/৮১৫)*। এক্ষণে ২০ ভরি স্বর্ণের দাম ধরে শতকরা আড়াই টাকা হারে যা হয় সে হিসেবে যাকাত বের করুন!

প্রশ্ন (১৫/২৫৫)ঃ মাসিক আত-তাহরীক সেপ্টেম্বর '৯৯ সংখ্যার ৫৫ পৃষ্ঠায় ২১/২২১ নং প্রশ্নের উত্তরে ছহীহ হাদীছ পেশ করে নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া নাজায়েয বলা হয়েছে। কিন্তু আধুনিক প্রকাশনীর ৪র্থ খণ্ডের ৪৩০৫ নং হাদীছে স্বেচ্ছায় নেতৃত্ব গ্রহণের প্রমাণ পাওয়া যায়। হাদীছটি নিম্নরূপ- ইবনে আবী মুলাইকা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকটে গেলাম। অতঃপর বললাম, আপনি কি দেখেননি যে, ইবনে যুবায়ের খেলাফতের জন্য দাঁড়িয়েছেন? তখন ইবনে আব্বাস (রাঃ) বললেন, আমি তার ব্যাপারে ভেবে দেখব। তবে আমি ওমর ও আবুবকর (রাঃ)-এর খিলাফতের ব্যাপারে কখনও ভেবে দেখিনি। কারণ তাঁরা সবদিক দিয়ে এর সম্পূর্ণ যোগ্য ছিলেন। পুনরায় মনে মনে ভাবলাম যে, ইবনে যুবায়ের তো নবী (ছাঃ)-এর ফুফাত ভাই, আবুবকর (রাঃ)-এর নাতি, খাদীজা (রাঃ)-এর ভাইপো, আয়েশা (রাঃ)-এর ভাগিনা। আমার চেয়ে নিজেকে মর্যাদাবান মনে করার এটাই কারণ....। দুই হাদীছের সঠিক মর্ম জানতে চাই।

-ইদরীস আলী মাষ্টার
মুজিবনগর হাইস্কুল
কেদারগঞ্জ, মেহেরপুর।

উত্তরঃ দুই হাদীছের মর্মে কোন বিরোধ নেই। কারণ (১) ৪৩০৪ নং হাদীছের উপরে ১৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) জনগণের দাবীতে খেলাফতের পদে আসীন হন এবং হেজায, মিসর, ইরাক, খোরাসান ও সিরিয়ার অধিকাংশ লোক তার হাতে বায়'আত করেন *(বুখারী আধুনিক প্রকাশনী ৪র্থ খণ্ড ৪০৯ পৃঃ)*। কাজেই আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) স্বেচ্ছায় নেতা হয়েছিলেন বলে দাবী করা একজন ছাহাবীর উপর অপবাদ মাত্র। (২) প্রচলিত পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক ধারার নির্বাচন হচ্ছে দল ও প্রার্থী ভিত্তিক নির্বাচন। আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)-এর নির্বাচন হয়েছিলো জনগণের দাবীতে বায়'আতের মাধ্যমে। কাজেই এই দুই নির্বাচনকে এক মনে করা ঠিক নয়। এটি শারঈ নির্বাচন পদ্ধতিকে খৃষ্টানী নির্বাচন পদ্ধতির সাথে মিলিয়ে দেওয়ার অপকৌশল মাত্র।

প্রশ্ন (১৬/২৫৬)ঃ জনৈক মাওলানা ছাহেবের মুখে শুনলাম যে, এক ওয়াক্ত ছালাত ত্যাগ করলে নাকি ৮০ হুকবা জাহান্নামে থাকতে হবে। একথার সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুস সাত্তার
কালিকাপুর, পোঃ ঘোষগ্রাম
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তি এক ওয়াক্ত ছালাত ত্যাগ করলে তাকে ৮০ হুকবা জাহান্নামে থাকতে হবে এর প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত ত্যাগকারী যে কাফের ও হত্যার যোগ্য, এর প্রমাণে একাধিক ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় *(আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫৭৪; তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৭৯ হাদীছ ছহীহ)*। অন্য এক বর্ণনায় ছালাত ত্যাগকারীর রক্ত ও অর্থ বৈধ বলা হয়েছে *(ফিকহুস সুন্নাহ ১/৮১ পৃঃ)*। অন্য বর্ণনায় ছালাত ত্যাগকারীর বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরতে বলা হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২)*।

প্রশ্ন (১৭/২৫৭)ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয় পত্রের মুনাফা গ্রহণযোগ্য কি-না? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল মুঈদ খান
কান্দিভিটুয়া
থানাপাড়া, নাটোর।

উত্তরঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধীনে জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন মুনাফা ভিত্তিক সঞ্চয় পত্রের মুনাফা যদি সত্যিকার অর্থে লাভ-লোকসান ভিত্তিক হয় এবং সূদভিত্তিক না হয়, তাহ'লে গ্রহণ করা যায়। কারণ ছহীহ হাদীছে ব্যবসায় 'মুক্বারাযা' বা 'মুযারাবা' নামে একটি পদ্ধতি পাওয়া যায়, যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে ব্যবসার জন্য তার অর্থ প্রদান করবে। আর লভ্যাংশ শর্ত অনুপাতে উভয়ের মাঝে বন্টিত হবে। উভয়ের সম্মতিতে এরূপ ব্যবসা বৈধ *(নিসা ২৯; ইরওয়া হা/১৪৭০-৭২ 'মুযারাবা' অধ্যায় ৫/২৯০-৯৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৮/২৫৮)ঃ আমাদের প্রিয়নবী (ছাঃ) নবুঅত লাভের পর ও মি'রাজের পূর্বরাত্রি পর্যন্ত কত ওয়াক্ত, কত রাক'আত ও কি নিয়মে ছালাত আদায় করতেন?

-মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান
কুরআন মঞ্জীল
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ নবুঅত লাভের পর থেকে মে'রাজের রাত্রি পর্যন্ত নবী করীম (ছাঃ) কত ওয়াক্ত ও কত রাক'আত ছালাত আদায় করেছেন, তার হিসাব পাওয়া যায়নি। তবে আল্লামা মুক্বাতিল (রহঃ) সূরা গাফিরের (মুমিন) ৫৫ নং আয়াতের তাফসীরে বলেন, ঐ সময়ে সকাল-সন্ধ্যা দুই ওয়াক্ত দুই রাক'আত করে ছালাত আদায় করা হ'ত এবং ইতিহাস দ্বারা তা প্রমাণিত হয় *(মুখতাছার সীরাতুর রাসূল ১১৮ পৃঃ; আর-রাহীকুল মাখতূম পৃঃ ১৪২ (বাংলা)*।

প্রশ্ন (১৯/২৫৯)ঃ ছালাত আদায় করে না এমন গরীব নিকটাত্মীয়কে দান করা ভাল, না ছালাত আদায়কারী গরীব পড়শীকে দান করা ভাল।

-আব্দুল জাব্বার
গ্রাম-গোলনা, ডাঃ সাজিয়াড়া
ডুমুরিয়া, খুলনা।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) নিকটাত্মীয়কে দান করার ব্যাপারে বেশী গুরুত্বারোপ করেছেন এবং ধারাবাহিকতায় আত্মীয়কে প্রথমে উল্লেখ করেছেন *(বাক্বারাহ ১৭৭; এতদ্ব্যতীত ক্রম ৩৮, আল-ইসরা ২৬ নিসা ৮ দ্রঃ)*। আনছারদের জনৈকা মহিলা এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদের স্ত্রী যায়নাব স্ব স্ব স্বামীকে কিছু দান করতে চাইলে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, তাদের জন্য দ্বিগুণ নেকী রয়েছে। একটা আত্মীয়তার জন্য আর একটা দানের জন্য *(বুখারী, মুসলিম, মিসকাত হা/১৯৩৪)*। অন্য এক বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেন, মিসকীনকে দান করলে এক নেকী, আর ঐ দান আত্মীয়কে করলে দ্বিগুণ নেকী রয়েছে। একটা দানের নেকী, অপরটা আত্মীয়তার নেকী *(নাসাঈ, মিশকাত হা/১৯৩৯)*। এখানে ছালাত আদায় করাকে শর্ত করা হয়নি।

প্রশ্ন (২০/২৬০)ঃ ছালাত অবস্থায় মহিলাদের মাথার চুল ছাড়া থাকবে না খোপা বাঁধা থাকবে বিস্তারিত জানতে চাই।

-শফীকুল ইসলাম
কমরগ্রাম, বানীয়াপাড়া
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ছালাত অবস্থায় মহিলা ও পুরুষের মাথার চুল ছেড়ে রাখা বাঞ্ছনীয়। কেননা সিজদায় গিয়ে ধূলা লাগার ভয়ে কাপড় ও চুল গুটিয়ে নেওয়ার মধ্যে অহংকার প্রকাশ পায়। আল্লাহ্র সম্মুখে সিজদা করার সময় এটা একেবারে অনভিপ্রেত *(মির'আত ১/৬৪৮, মিরক্বাত ২/৩১৯, নায়ল ৩/১২২-২৩)*। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমাকে সাত হাড়ের উপর সিজদা করতে নির্দেশ করা হয়েছে। কপাল, দু'হাত, দু'হাঁটু এবং দু'পায়ের অগ্রভাগ। আর যেন কাপড় ও চুল গুটিয়ে না নেই, *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮৮৭)*। তবে পূর্বে থেকে খোপা বাঁধা থাকলে খোলার দরকার নেই।

প্রশ্ন (২১/২৬১)ঃ আমরা আমাদের মসজিদে হানাফী ও আহলেহাদীছ একত্রে ছালাত আদায় করতাম। প্রায় ২৮ বৎসর যাবত উক্ত মসজিদে হানাফী ইমাম ইমামতি করে আসছেন। কিন্তু গত কুরবানীর সময় ইমাম ছাহেবকে পারিশ্রমিক সহ কুরবানীর গোশত প্রদান না করায় তিনি রাগ করে ইমামতি ছেড়ে চলে যান। পরপর চার জুম'আ না আসায় মসজিদ কমিটির সভাপতি একজন আহলেহাদীছ ইমাম নিয়োগ করেন। আহলেহাদীছ ইমাম মাত্র এক জুম'আ ছালাত আদায় করালে হানাফীগণ এই ইমামের পিছনে ছালাত আদায় না করার দাবী করে পুরাতন ইমামকে পুনরায় বহাল করেন। এই দেখে আহলেহাদীছগণ মসজিদ পৃথক করে ছালাত শুরু করেন। আমার প্রশ্ন নতুন মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-ওয়াজেদ আলী
দুর্গাদহ, জয়নগর
দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ এ অবস্থায় পৃথক মসজিদ 'যেরার' মসজিদ বলে গণ্য হবে না। অতএব নতুন মসজিদে ছালাত জায়েয হবে। কারণ সূরা তওবার ১০৭ নং আয়াতে পৃথক মসজিদকে যে 'মসজিদে যেরার' বলে নাজায়েয ঘোষণা করা হয়েছে, তার চারটি কারণ রয়েছে। যেমন-

(১) অপর মসজিদের ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে হওয়া।

(২) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফরী করার উদ্দেশ্যে হওয়া।

(৩) মুসলিম সংহতি নষ্ট করার উদ্দেশ্যে হওয়া।

(৪) কাফেরদের সহযোগিতা উদ্দেশ্য হওয়া।

কাজেই শিরক ও বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকার জন্য এবং ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে ছালাত আদায়ের জন্য মসজিদ পৃথক করা যাবে *(বিস্তারিত দেখুনঃ ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ১/৩৫৫ পৃঃ 'মাসাজিদ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২২/২৬২)ঃ বাগানের মালিক লিখিতভাবে বাগানের ঝুঁকি গ্রহণ করলে শুধু গাছ দেখে বাগান ক্রয় করা যায় কি? কিংবা আম ছোট থাকাবস্থায় বাগান ক্রয় করা যায় কি? এবং আখের গাছ ছোট অবস্থায় ক্রয় করা যায় কি?

-আনোয়ারুল ইসলাম
এম,এ, শেষ বর্ষ, বাংলা বিভাগ
১৭৩, শহীদ হবীবুর রহমান হল
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ বাগানের মালিক লিখিত ভাবে বাগানের ঝুঁকি গ্রহণ করলেও শুধু গাছ দেখে বাগান ক্রয় করা জায়েয নয়। অনুরূপভাবে আম উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আম গাছ ক্রয় করা এবং আখের গাছ উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ক্রয় করাও জায়েয নয়। হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) মুহাক্বালা, মুযাবানা, মুখাবারা ও মু'আওয়ামা-এর ক্রয়

বিক্রয়ে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৩৬)*। অত্র হাদীছে শেষের শব্দটি হচ্ছে মু'আওয়ামা, যার অর্থ ফল বিহীন গাছকে একাধিক বছরের জন্য বিক্রি করা *(মিশকাত তাহকীক আলবানী হা/২৮৩৬ টীকা নং ১; নববী, মুসলিম ২/১০ পৃঃ; তোহফা ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ৪৫১ হা/১৩২৭)*। অন্য হাদীছে জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বাগানের গাছ কয়েক বৎসরের জন্য অগ্রিম বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৪১)*। হাদীছ দ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফল বিহীন বাগান অগ্রিম বিক্রি করা হারাম।

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) গাছের ফল উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৩৯)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফল বা শস্য ব্যবহারের উপযোগী হওয়ার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম। *(দ্রঃ আত-তাহরীক ডিসেম্বর '৯৮ প্রশ্নোত্তর ৮/৪৩)*।

প্রশ্ন (২৩/২৬৩)ঃ ছালাতের মধ্যে মাতা-পিতা ও নিজেদের জন্য কখন কিভাবে দো'আ পড়তে হবে? বাংলায় দো'আ পড়া যাবে কি?

-মুছাব্বর আলী
নানাহার, মোলামগাড়ী হাট
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ মাতা-পিতা ও নিজের জন্য ছালাতের মধ্যে সিজদায় ও সালামের পূর্বে দো'আ করা যায়। তবে সিজদায় কুরআনের আয়াত পড়া যায় না। সালামের পূর্বে কুরআনের আয়াত পড়া যায়। কিন্তু বাংলা ভাষায় ছালাতে কোন দো'আ করা যায় না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, সাবধান! আমাকে রুকূ এবং সিজদায় কুরআন তেলাওয়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে। কাজেই তোমরা রুকূতে তোমাদের প্রতিপালকের মহত্ত্ব ঘোষণা কর এবং সিজদায় বেশী বেশী দো'আ কর। কারণ তোমাদের দো'আ কবুলের জন্য সিজদার স্থান যথাযথ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭৩)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, মানুষ সিজদায় সবচেয়ে বেশী তার প্রতিপালকের নিকটবর্তী হয়। কাজেই তোমরা সিজদায় বেশী বেশী দো'আ কর *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৪)*। হাদীছ দ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সিজদায় ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ চাওয়ার জন্য এবং অকল্যাণ থেকে বাঁচার জন্য যে কোন হাদীছী দো'আ পড়া যায়। অপরদিকে রাসূল (ছাঃ) বলেন, আত্তাহিইয়াতু পড়ার পর মুছল্লী তার ইচ্ছামত দো'আ পড়বে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯০৯)*। অতএব মুছল্লী সালামের পূর্বে তার মুখস্ত কুরআনের দো'আগুলি নিয়ত অনুযায়ী এবং হাদীছের দো'আগুলি পড়তে পারে। যেমন নিজের জন্য ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار পিতা-মাতার জন্য رب ارحمهما كما ربيانى صغيرا ইত্যাদি।

ছালাত অবস্থায় অন্য ভাষায় দো'আ করার কোন দলীল পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন 'নিশ্চয়ই এ ছালাতের মধ্যে মানুষের কোন কথা জায়েয নয়। এ ছালাত হচ্ছে তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআনের ক্বিরাআত' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৭৮)*।

প্রশ্ন (২৪/২৬৪)ঃ জুম'আর দু'রাক'আত ফরয ছালাতে সূরা ফাতিহার পর নির্দিষ্ট সূরা রয়েছে? না যে কোন সূরা পড়লেই চলবে?

-শফীকুল ইসলাম
গ্রাম- রুদ্রপুর, পোঃ ধুলিহার
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ জুম'আর দু'রাক'আত ফরয ছালাত সহ ঐ দিনের ফজরের ছালাতে নির্দিষ্ট সূরা পড়াই সুন্নাত। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) জুম'আর দিন ফজরের ছালাতের প্রথম রাক'আতে সূরা 'সাজদা' এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা 'দাহার' পড়তেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮৩৮)*। নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) দুই ঈদ এবং জুম'আর ছালাতে সূরা 'আ'লা' এবং সূরা 'গাশিয়া' পড়তেন। আর ঈদ ও জুম'আর দিন একত্রিত হয়ে গেলে দুই ছালাতে ঐ সূরা দু'টিই পড়তেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৪০)*। তবে অন্য সূরা পড়াও জায়েয আছে। কেননা আল্লাহ বলেন, 'কুরআন থেকে তোমরা পাঠ কর যা সহজ মনে কর' *(মুযযাম্মিল ২০)*।

প্রশ্ন (২৫/২৬৫)ঃ মাওলানা আইনুল বারী ছাহেব তার 'আইনি তোহফা ছালাতে মুস্তফা' বইয়ের ২য় খণ্ডে 'ফরমায়েশী জামা'আতী দো'আ বৈধ' শিরোনামে খুৎবার দো'আতে হাত তোলার ২টি দলীল পেশ করেছেন। এদিকে মুফতী মুহিউদ্দীনের বইয়ে পেলাম- খুৎবার দো'আয় হাত তোলার জন্য ওমারাহ ইবনে রোওয়ায়বা আছছাক্বাফী (রাঃ) বিশর ইবনে মারওয়ানকে বলেছিলেন, 'ঐ নিকৃষ্ট হাত দু'টি ধ্বংস হৌক। কারণ আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বহুবার দেখেছি তিনি খুৎবা অবস্থায় দো'আ করতে গিয়ে কখনো দু'হাত উঠাতেন না (তিরমিযী ১ম খণ্ড, ৬৮ পৃঃ)। উপরোক্ত পরস্পর বিরোধী দলীলের সঠিক সমাধান জানতে চাই।

-আতাউর রহমান
মানবিক বিভাগ, ডঃ যোহা কলেজ
গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তরঃ দলীলগুলি পরস্পর বিরোধী নয়। কারণ মাওলানা আয়নুল বারী ছাহেব যে ফরমায়েশী জামা'আতী দো'আয় হাত তোলার দলীল পেশ করেছেন তা ছিল বৃষ্টি চাওয়ার জন্য। জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে খুৎবা অবস্থায় অনাবৃষ্টির অভিযোগ করলে রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদের নিয়ে খুৎবা অবস্থায় হাত তুলে দো'আ করেছিলেন *(বুখারী 'ইস্তিসক্বা' অধ্যায় ১/১৪০ পৃঃ)*। আর ওমারা (রাঃ) যে বিশর ইবনে মারওয়ানের খুৎবা অবস্থায় দো'আতে হাত তোলার কঠোর নিন্দা করেছিলেন, তা ছিল খুৎবা অবস্থায় হাত তুলে হাত নেড়ে বক্তব্য দেওয়ার বিরুদ্ধে হাত তুলে দো'আ করা নয়। সাথে সাথে তিরমিযীতে বর্ণিত হাদীছের শেষাংশে

হাদীছের ভাবার্থ প্রকাশ পেয়েছে। বিশর ইবনে মারওয়ান জুম'আর খুৎবা দিচ্ছিলেন এবং বক্তব্যে দু'হাত উঁচু করেছিলেন। তখন ওমারা (রাঃ) বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা এই হাত দু'খানাকে ধ্বংস করুন। আমি রাসূল (ছাঃ)-কে খুৎবা দিতে দেখেছি তিনি হাত উঁচু করতেন না বরং তিনি শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে বক্তব্য দিতেন *(তিরমিযী হা/৫১৫)*। আবুদাউদ শরীফে রয়েছে ওমারা (রাঃ) বিশর ইবনে মাওয়ানের নিন্দা করার পর বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে মিম্বরের উপর বৃদ্ধাঙ্গুলের পাশের আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা ব্যতীত অন্য কিছু করতে দেখিনি *(আবুদাউদ হা/১১০৪)*। তাই ইমাম নাসাঈ জুম'আর খুৎবায় 'ইশারা' নামে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করেন এবং ওমারা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছটি পেশ করেন *(হাদীছ নং ১৪১১)*। অতএব দুই হাদীছের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই।

প্রশ্ন (২৬/২৬৬)ঃ মা-বাবা ও ওস্তাদের পায়ের ধূলা নেওয়া জায়েয কি?

-আবুল হোসায়েন আব্দুল্লাহ
দাম্মাম, সঊদী আরব।

উত্তরঃ মা-বাবা ও ওস্তাদের পায়ের ধূলা নেওয়া জায়েয নয়। এরূপ বিষয় হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়।

প্রশ্ন (২৭/২৬৭)ঃ যদি বিবাহ রেজিষ্ট্রি হয়, আর আনুষ্ঠানিকভাবে ইজাব-কবুল না হয়, তাহ'লে বর ও কনের মিলন বৈধ হবে কি?

-আব্দুল মালেক
নারুলী, বগুড়া।

উত্তরঃ বিবাহ রেজিষ্ট্রি হওয়া অর্থই ঈজাব-কবুল হওয়া। কারণ বিবাহ রেজিষ্ট্রির জন্য বর ও কনের সম্মতি, দু'জন সাক্ষী ও ওয়ালীর প্রয়োজন হয়। আর বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ওয়ালী ও দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ হয় না *(দারাকুৎনী, ফিকহুস সুন্নাহ ২/৪৯ পৃঃ; হাদীছ ছহীহ, ইরওয়া হা/১৮৫৮)*। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ন্যায়নিষ্ঠ দু'জন সাক্ষী এবং বিবেকবান একজন ওয়ালী ব্যতীত বিবাহ হয় না *(ইরওয়া হা/১৮৪৪ হাদীছ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২৮/২৬৮)ঃ কুরআন মজীদের সূরা ও আয়াত পড়ে ঝাড়-ফুঁক দিয়ে টাকা নেওয়া যাবে কি? তাছাড়া তাবীযের কিতাবে যে সকল নকশা করে তাবীয লেখা আছে তা শরীরে বেঁধে রাখা যাবে কি-না? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানাবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান
ঝিকরগাছা আলিয়া মাদরাসা
যশোর।

উত্তরঃ কুরআনী আয়াত দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা ও এর বিনিময়ে পারিতোষিক হিসাবে কিছু গ্রহণ করা শরীয়তে জায়েয আছে। আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত ছাহাবীদের একটি দলের সফর অবস্থায় কোন এক গোত্রের সরদার বিচ্ছু দ্বারা দংশিত হ'লে চুক্তি সাপেক্ষে সূরা ফাতিহা দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করে তাদের উভয়ের মধ্যেকার স্বীকৃত পারিতোষিক গ্রহণ করেন *(বুখারী ১/৩০৪ পৃঃ; ফাৎহুলবারী হা/২২৭৬ 'ইজারা' অধ্যায় অনুচ্ছেদ ১৬)*।

তাবীযের বা অন্য যেকোন কিতাবে যে সকল নকশা রয়েছে, তা সোলাইমানী নকশা হউক বা অন্য কোন নকশা হৌক তা দ্বারা অথবা কুরআন মজীদের আয়াত দ্বারা তাবীয তৈরী করে ব্যবহার ও লেনদেন করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

মুসনাদে আহমাদে উক্ববা বিন আমের (রাঃ) থেকে মরফূ সূত্রে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি তাবীজ লটকাবে আল্লাহ যেন তার উদ্দেশ্য পূর্ণ না করেন এবং যে ব্যক্তি কড়ি লটকাবে আল্লাহ তাকে আরোগ্য না করেন। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি তাবিজ লটকাল সে অবশ্যই শিরক করল *(ফাৎহুল মজীদ (রিয়াযঃ ১৯৯৪) ১০২ পৃঃ হাদীছ ছহীহ)*।

উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের আয়াত দ্বারা ঝাঁড়-ফুক করা এবং এর পারিতোষিক গ্রহণ করা জায়েয। অপরদিকে তাবীয বা তাবীয জাতীয় কোন বস্তু লটকানো নাজায়েয।

প্রশ্ন (২৯/২৬৯)ঃ আমি জনৈক বক্তাকে বলতে শুনেছি যে, এক ব্যক্তি নিয়মিত কুরআন পাঠ করত। মৃত্যুর পর তাকে দাফন করা হ'লে ফেরেশতারা সেখানে কুরআন দেখে বলল, হে কুরআন তুমি এখানে কেন? কুরআন উত্তর দিল, আমি সুপারিশ করে এই ব্যক্তিকে জান্নাতে পৌঁছাব। এর সত্যতা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহিল কাফী
ডুগডুগী হাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত বক্তব্য সঠিক নয়। ইহা অনুমান ভিত্তিক কথা মাত্র। প্রকৃত কথা হ'ল ছিয়াম ও কুরআন ছিয়াম পালনকারী ও কুরআন তেলাওয়াতকারীর জন্যে ক্বিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে *(বায়হাক্বী, মিশকাত পৃঃ ১৭৩ সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৩০/২৭০)ঃ অর্থ না বুঝে কুরআন তিলাওয়াত করায় কোন ছওয়াব আছে কি-না তা জানতে চাই।

-হাফেয যাকিরুদ্দীন
চোপীনগর হাফেযিয়া মাদরাসা
পোঃ কামারপাড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ অর্থ না বুঝে কুরআন তেলাওয়াত করলেও তিলাওয়াতকারী কুরআনের প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে দশটি করে নেকী পাবেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষর পাঠ করবে সে এমন একটি নেকী পাবে যা তার দশগুণ হবে অর্থাৎ একটি নেকী দশ নেকীর সমান *(তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায় পৃঃ ১৮৬)*। তবে এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, অর্থ না বুঝে কুরআন পাঠে ছওয়াব পাওয়া যাবে বটে কিন্তু কুরআনের অর্থ বুঝা এবং এতে চিন্তা-গবেষণা করার জন্যে কুরআন-হাদীছে বহু তাকীদ রয়েছে। একে কুরআন ও হাদীছের ভাষায় 'তাদাব্বুর' বলা হয়। আল্লাহ বলেন, 'তারা কি কুরআনে তাদাব্বুর (চিন্তা) করে না? নাকি তাদের অন্তরে তালা লাগানো হয়েছে? (মুহাম্মাদ ৩৪)।

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

৩য় বর্ষ ১০ম সংখ্যা
জুলাই ২০০০

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/২৭১)ঃ শরীয়তের মানদণ্ডে কালো-সাদার মাঝে কোন পার্থক্য আছে কি? আমি সুন্দরী ও আল্লাহভীরু মেয়েকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক। এ সম্পর্কে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জবাব দিয়ে বাধিত করবেন।

-আবদুস সাত্তার
জুমারবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে সাদা-কালোর মাঝে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকটে সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি যিনি সর্বাধিক আল্লাহভীরু' (হুজুরাত ১৩)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, '... কালোর জন্য লালের উপরে, লালের জন্য কালোর উপরে কোন মর্যাদা নেই 'তাক্বওয়া' ব্যতীত। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট অধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি যিনি অধিক তাক্বওয়াশীল' *(আহমাদ ৫/৪১১)*। অন্য হাদীছে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও মাল-সম্পদের দিকে তাকাবেন না। তিনি দেখবেন তোমাদের অন্তঃকরণ ও তোমাদের আমল সমূহ' *(মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৭)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নারীকে চারটি গুণের কারণে বিবাহ করা হয়। তার ধনের কারণে, তার বংশ মর্যাদার কারণে, তার সৌন্দর্যের কারণে এবং তার দ্বীনদারীর কারণে। তন্মধ্যে দ্বীনদার নারী লাভ করতে সচেষ্ট থাকবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৮২)*। অন্য এক হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সমগ্র দুনিয়াটাই হ'ল সম্পদ। আর দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হ'ল সতী-সাধ্বী নারী' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৩)*। সুতরাং বিবাহের ক্ষেত্রে তাক্বওয়া ও দ্বীনদারীকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

প্রশ্ন (২/২৭২)ঃ কিছু জাল ও যঈফ হাদীছ বিষয়ক পুস্তকের নাম জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শফীকুল ইসলাম
গড়পাড়া, পলাশ বাজার
নরসিংদী।

উত্তরঃ আরবী ভাষায় জাল ও যঈফ হাদীছের উপর অনেক কিতাব লিখা হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হ'লঃ- কিতাবুল মাউযূ'আত, লেখকঃ ইবনুল জাওযী (মৃঃ ৯০২ হিঃ); আল-লাআলিল মাছনূ'আহ -জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (মৃঃ ৯১১ হিঃ); তাময়ীযুত ত্বাইয়িব মিনাল খাবীছ -শায়বানী; তাযকিরাতুল মাউযূ'আতিল কাবীর -মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (মৃঃ ১০১৪ হিঃ); কাশফুল খেফা -আল-আজলূনী (মৃঃ ১১৬২ হিঃ); আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ'আহ -ইমাম শাওকানী (মৃঃ ১২৫০ হিঃ); সিলসিলাতুল আহাদীছিয যাঈফা ওয়াল মাউযূ'আহ -নাছেরুদ্দীন আলবানী (মৃঃ ১৪২০ হিঃ), যঈফুল জামে'ইছ ছাগীর -ঐ; যঈফ আবুদাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ -ঐ।

প্রশ্ন (৩/২৭৩)ঃ ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকুরীর ক্ষেত্রে অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলার ব্যাপারে ইসলামের কোন বাধা আছে কি?

-যাকারিয়া
শারে' খাযযান
রিয়াদ, সঊদী আরব।

উত্তরঃ দুনিয়াবী ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য অমুসলিমদের সাথে বাহ্যিকভাবে সম্পর্ক রাখার অনুমতি রয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে, 'মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোন কাফেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহ্‌র সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা কর, (তবে তাদের সাথে বাহ্যিক সম্পর্ক রাখতে পার)। আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় সত্তার ভয় দেখাচ্ছেন এবং সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে' (আলে ইমরান ২৮)।

এ কারণে ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক স্বার্থ বিরোধী বিষয়সমূহ ব্যতিরেকে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী-বাকুরী ইত্যাদি বিষয়ে অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলার ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই।

প্রশ্ন (৪/২৭৪)ঃ অনেককে সূরা ফাতিহা পড়ে সাপের বিষ ঝাড়তে দেখি। এটা কি শরীয়ত সম্মত? দলীল সহ জানতে চাই।

-সাঈদুর রহমান
তালুচহাট, দুপচাঁচিয়া
বগুড়া।

উত্তরঃ সূরা ফাতিহা পড়ে সাপের বিষ ঝাড়া শরীয়ত সম্মত। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদা এক সফরে আমাদের এক সাথী জনৈক গোত্রপতিকে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিয়ে সাপের বিষ ঝাড়েন এবং তিনি সুস্থ হ'ন....' (বুখারী)। এজন্য সূরা ফাতিহাকে 'সূরাতুশ শিফা' বা 'রোগমুক্তির সূরা' বলা হয় (তাফসীর ইবনু কাছীর ১/১১-১২ পৃঃ; কুরতুবী ১/৯৪ ও ১০৮ পৃঃ)।

প্রশ্ন (৫/২৭৫)ঃ তাবলীগী নেসাবে বায়হাক্বীর বরাতে বর্ণনা দেয়া হয়েছে যে, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট আমার উপর দরূদ পড়ে আমি স্বয়ং তা শ্রবণ করি এবং দূর থেকে যে আমার উদ্দেশ্যে দরূদ পড়ে তা আমার নিকট পৌছে দেয়া হয়' (ফাযায়েলে দরূদ শরীফ ১৮ পৃঃ)। উক্ত হাদীছের বিশুদ্ধতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হাসীবুদ্দৌলা
গয়াঘড়ি বাড়ী
নীলফামারী।

উত্তরঃ উল্লেখিত হাদীছটি ছহীহ নয়। ইবনুল জাওযী বলেন, এই হাদীছ ছহীহ নয়। এর বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বিন মুরান সিদ্দী সম্বন্ধে ইবনে নুমাইর বলেছেন যে, সে মিথ্যাবাদী। নাসাঈ বলেছেন, সে পরিত্যক্ত অর্থাৎ তার হাদীছ অগ্রহণযোগ্য (কিতাবুল মাউযু'আত ১/৩০৩ পৃঃ)।

আল্লামা নাছেরুদ্দীন আলবানী এই হাদীছ জাল হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ছহীহ হাদীছে শুধু একথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠায় তার দরূদ তার নিকট পৌছে দেওয়া হয়। (সিলসিলাতুল আহাদীছ আয-যাঈফা ১/২০০ পৃঃ)।

প্রশ্ন (৬/২৭৬)ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত একশত টাকার 'সূদমুক্ত জাতীয় প্রাইজবণ্ড'-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত পুরস্কার গ্রহণ করা বৈধ হবে কি? লটারীর মাধ্যমে যার ড্র অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হাফীয
বাসা নং ৩, রোড নং ১১
সেক্টর নং ৬, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লেখিত প্রাইজবণ্ডের মাধ্যমে পুরস্কার গ্রহণ শরীয়ত সম্মত নয়। কারণ লটারী শরীয়তে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আর প্রাইজবণ্ডের পুরস্কার প্রাপ্তরা লটারীর মাধ্যমেই নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এটি অনিশ্চিত বিষয়। যা 'গারার' বা ধোকার অন্তর্ভুক্ত এবং 'গারার' জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, ভাগ্য নির্ধারক শর, এ সব শয়তানের অপবিত্র কর্ম। অতএব এগুলো থেকে বেঁচে থাক যেন তোমরা কল্যাণ প্রাপ্ত হও' (*মায়েদাহ ১১*)। আলোচ্য আয়াতে জুয়া বা লটারীকে হারাম করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এটাতে কয়েক ধরনের ধোকা রয়েছে। যেমন- (১) সূদমুক্ত কথাটি বলে জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিকে আকৃষ্ট করা হয়েছে মাত্র। অথচ সকলেই জানেন, প্রাইজবণ্ডে কোন লাভ দেওয়া হয় না। অতএব সূদ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না (২) লাখ লাখ টাকার প্রাইজবণ্ড কিনার ফলে ব্যক্তির পকেট থেকে সম্পদ চলে যায়। কিন্তু এর বিনিময়ে তিনি কোন লাভ পান না। ফলে ইসলামী পদ্ধতির ব্যাংক বা বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান সমূহে টাকা রাখলে যে লাভ তিনি পেতেন, তা থেকে বঞ্চিত হন (৩) বিরাট অংকের প্রাইজের লোভ দেখিয়ে ব্যক্তির পকেট ছাফ করা হয়। যা পরিষ্কার জুয়া (৪) এর দ্বারা ব্যক্তি উদ্যোগ ব্যাহত হয়। যা সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে (৫) এর ফলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ন্যায় ব্যক্তিসমষ্টির পুঁজি এক স্থানে জমা হয়ে দেহের রক্ত মাথায় সঞ্চিত করে। ফলে দেশের মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। এমনকি একসময় অর্থনীতির চাকা অচল হয়ে পড়ে। দেহের সর্বত্র রক্ত চলাচলের ন্যায় ইসলাম সমাজের সকল স্তরে অর্থনীতিকে সচল রাখতে চায়। জুয়া, লটারী ইত্যাদি পুঁজিবাদী অর্থনীতির হাতিয়ার। এগুলি অর্থনীতিকে জমাটবদ্ধ রক্তের ন্যায় সমাজের কিছু লোকের নিকটে সঞ্চিত করে। যা আপামর জনসাধারণের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। অতএব রাতারাতি বড়লোক হওয়ার লোভ সংবরণ করে ইসলামী নীতিমালা অনুসরণ করা মুমিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

প্রশ্ন (৭/২৭৭)ঃ ঈমান কি? সংজ্ঞা সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আমানুল্লাহ আল-আমান
জগতপুর, বুড়িচং
কুমিল্লা।

উত্তরঃ 'ঈমান' শব্দটি 'আমান' ধাতু হ'তে উৎপন্ন। যার অর্থ ভীতিশূন্য নিশ্চিন্ত বিশ্বাস। পারিভাষিক অর্থে বিশ্ব পালক আল্লাহ্র উপরে একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস স্থাপন করাকে 'ঈমান' বলে।

মুহাদ্দেছীনের পরিভাষায় ঈমানের সংজ্ঞা হ'ল-

اَلْإِيْمَانُ هُوَ التَّصْدِيْقُ بِالْجَنَانِ وَالْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ وَالْعَمَلُ بِالْأَرْكَانِ يَزِيْدُ بِالطَّاعَةِ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ

উচ্চারণঃ আল ঈমা-নু হুয়াত তাছদীক্বু বিল জানা-নি, ওয়াল ইক্বরা-রু বিল লিসা-নি, ওয়াল 'আমালু বিল আরকা-নি; ইয়াযীদু বিত্‌ত্বা-'আতি ওয়া ইয়ান্‌কুছু বিল মা'ছিয়াতি।

'হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম হ'ল ঈমান। যা আনুগত্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও গোনাহে হ্রাস প্রাপ্ত হয়' (বিস্তারিত দেখুন, মাসিক আত-তাহরীক সেপ্টেম্বর '৯৭ প্রবন্ধঃ ঈমান, পৃঃ ২০-৩১)।

প্রশ্ন (৮/২৭৮)ঃ জনৈক বক্তার মুখে শুনলাম যে, হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ হ'ল স্বীয় বোন

ও ভগ্নিপতির ইসলাম গ্রহণের কারণে তাদেরকে প্রহার করতে গিয়ে তার বোনের কাছ থেকে সূরা ত্বাহা-র কতিপয় আয়াত শুনে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া-এই ঘটনা ঠিক নয়। এর সত্যতা জানতে চাই।

-আসাদুল্লাহ
টিকরাভিটা, কাচিহারা
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত ঘটনাটি সমাজে বহুল প্রচলিত হ'লেও তা ছহীহ ও মাক্ববূল (গ্রহণযোগ্য) সনদে বর্ণিত হয়নি। বক্তা যা বলেছেন তা সঠিক। এ সম্পর্কে ডঃ মাহদী রিযকুল্লাহ বলেন, 'আলোচ্য ঘটনাটি এমন কোন সনদে বর্ণিত হয়নি যা মুহাদ্দেছীনের নিকটে ছহীহ ও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত' (আস-সীরাহ আন-নাবুবিইয়াহ আলা যাওয়িল মাছাদির আল-মাছলিইয়া, পৃঃ ২১৬)।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের প্রকৃত কারণ হ'ল আল্লাহ্‌র নিকট নবী করীম (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত দু'আটি- 'হে আল্লাহ! আবু জাহ্‌ল ও ওমর বিনুল খাত্ত্বাব এ দু'ব্যক্তির মধ্যে যেকোন একজনের দ্বারা আপনি ইসলামকে শক্তিশালী করুন'! পরের দিন সকালে ওমর এলেন ও ইসলাম গ্রহণ করলেন। অতঃপর কা'বায় গিয়ে প্রকাশ্যে ছালাত আদায় করলেন' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৬০৩৬)*।

প্রশ্ন (৯/২৭৯)ঃ এ'তেকাফ কি? এ'তেকাফের নিয়ম কি? কোন মহল্লার একজন এ'তেকাফ করলে সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়, এ'তেকাফের জন্য কমপক্ষে তিন দিন মসজিদে থাকতে হবে, এ'তেকাফ দু'হজ্জ-এর সমতুল্য, কথাগুলো কি সঠিক? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জওয়াবদানে বাধিত করবেন।

-আতাউর রহমান
সন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া
নওগাঁ।

উত্তরঃ সংজ্ঞা ই'তিকাফ اعتكاف। ধাতু হ'তে উৎপন্ন। যা বাবে ইফতি'আলে-এর মাছদার। অর্থঃ নিজেকে কোন স্থানে বন্ধ রাখা। শারঈ পরিভাষায় আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে মসজিদে ইবাদত ও তেলাওয়াতের মধ্যে বন্ধ রাখাকে ই'তিকাফ বলা হয়। এ'তেকাফ করা সুন্নাত। যা ছিয়ামের সাথে সম্পৃক্ত। ছিয়াম ও জামে মসজিদ ব্যতীত এ'তেকাফ হয় না (ছহীহ আবুদাঊদ হা/২১৬০; মিশকাত হা/২১০৬)। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন এ'তেকাফের ইচ্ছা করতেন তখন ফজরের ছালাত আদায় করতঃ এ'তেকাফের স্থানে বসে যেতেন (ছহীহ আবুদাঊদ হা/২১৫২; মিশকাত হা/২১০৪)। অন্যত্র আয়েশা (রাঃ) বলেন, এ'তেকাফ কারীর জন্য সুন্নাত হচ্ছে কোন পীড়িত ব্যক্তিকে দেখতে যাবে না, কোন জানাযার ছালাতে শরীক হবে না, স্ত্রীর সাথে মিলবে না, প্রাকৃতিক প্রয়োজন ব্যতীত বাইরে যাবে না (ছহীহ আবুদাঊদ হা/২১৬০; মুত্তা, ঐ হা/২১০০)। 'কোন মহল্লার একজন এ'তেকাফ করলে সকলের পক্ষ থেকে এ'তেকাফ হয়ে যায় ও এ'তেকাফ দু'হজ্জ এর সমতুল্য' কথাগুলো ভিত্তিহীন। তাছাড়া এ'তেকাফের জন্য শুধু তিনদিন মসজিদে অবস্থান সুন্নাত নয়। বরং সুন্নাত হচ্ছে রামাযান মাসের শেষের ১০ অথবা ২০ দিন মসজিদে অবস্থান করা (বুখারী, মিশকাত হা/২০৯৯)। আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ) একবার এ'তেকাফে স্বীয় স্ত্রীদের ভিড় দেখে রামাযানে এ'তেকাফ না করে তা পরবর্তী শাওয়াল মাসে ১০ দিন করেন' (ইবনু মাজাহ হা/১৭৭১)। তবে কেউ মানত করে থাকলে মানত অনুযায়ী (একদিন বা) একরাত এ'তেকাফ করতে পারেন (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১০১)।

প্রশ্ন (১০/২৮০)ঃ জুম'আর দিনে কৌটা বা অন্য কোন পদ্ধতিতে টাকা উঠানো জায়েয কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ হারুণ
গ্রাম- চোরকোল
পোঃ বাজার গোপালপুর
ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ জুম'আর দিন সহ অন্য যেকোন দিনে ছালাত শেষে কৌটা বা অন্য যে কোন পদ্ধতিতে টাকা আদায় করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন ছালাত শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর উপস্থিত সকল ছাহাবীকে দান করার আহ্বান জানান। এমনকি একটি খেজুরের ছাল হ'লেও দান করতে বলেন (মুসলিম, মিশকাত হা/২১০)। আলোচ্য হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ছালাত শেষে মুছল্লীদের নিকট দান আহ্বান করা যায়। চাই সেটা কৌটা বা অন্য যে কোন পদ্ধতিতে হৌক। তবে খুৎবা চলা অবস্থায় কৌটা চালিয়ে বা অন্য কোনভাবে টাকা আদায় করা জায়েয নয় (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৮৫)।

প্রশ্ন (১১/২৮১)ঃ মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব পার্শ্বে কবর রয়েছে। মুছল্লীর স্থান সংকুলান না হওয়ায় কবরের পাশ দিয়ে আরো পূর্ব দিকে ছালাত আদায় করা হচ্ছে। আমার প্রশ্নঃ কবরের পার্শ্বে এইভাবে ছালাত আদায় জায়েয হবে কি?

-আব্দুস সাত্তার
বোহাইল, বগুড়া।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় ছালাত জায়েয হবে। কিন্তু যদি কবরের উপরে কিংবা কবরকে সামনে রেখে ছালাত আদায় করা হয়, তবে তা জায়েয হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ তা'আলা ইহুদী-নাছারাদের উপর অভিসম্পাত করুন! তারা তাদের নবীদের কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করেছে (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৬৭)। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তারা তাদের ভাল লোকদের কবরে মসজিদ নির্মাণ

করেছে *(ঐ)*। অপর বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) কবরের দিকে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন (মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৮)। সেকারণ কবরস্থান সর্বদা মসজিদ থেকে দূরে রাখাই কর্তব্য।

প্রশ্ন (১২/২৮২)ঃ কবর স্থানান্তর করা যায় কি? যদি কবরে কিছু না পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে স্থানান্তরের পদ্ধতি কিরূপ হবে?

-কাবীরুল ইসলাম
গ্রাম- বর্ষাপাড়া, কোটালীপাড়া
গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ বিশেষ শারঈ কারণে কবর স্থানান্তর করা যায় (বুখারী হা/১৩৫২; ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৭৬৯)। কবরে কিছু না পেলে স্থানান্তরের প্রশ্নই আসে না। সেক্ষেত্রে ঐ স্থানে যে কোন কাজ করা যায়। পুনরায় সেখানে কবরও দেওয়া যায় (ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০১)।

প্রশ্ন (১৩/২৮৩)ঃ ছালাতের কিছু অংশ আদায়ের পর কেউ জামা'আতে শরীক হ'লে তাকে ছানা পড়তে হবে কি?

-নূরুল ইসলাম
বড় বনগ্রাম (ভাঁড়ালীপাড়া)
নওদাপাড়া, সপুরা
রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নে উক্ত অবস্থায় ছানা পড়তে হবে না। বরং ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সে অবস্থায়ই ছালাতে শরীক হ'তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা ছালাতের যে অংশটুকু পাও, সেটুকু পড়। আর যেটুকু না পাও, সেটুকু পুরা কর' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৫৩৫-৩৬)*।

প্রশ্ন (১৪/২৮৪)ঃ জামা'আতে ছালাত আদায়ে কিছু অংশ ছুটে গেলে ছুটে যাওয়া অংশ আদায়ের জন্য এক সালামের পর দাঁড়াতে হবে, না দুই সালামের পর দাঁড়াতে হবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ হানযালা
চাঁদপুর, পোঃ বোরাকনগর
রূপসা, খুলনা।

উত্তরঃ জামা'আতে ছালাত আদায়ে কিছু অংশ ছুটে গেলে ঐ অংশ ছালাত শেষে অর্থাৎ ইমামের সালাম ফিরানোর পর আদায় করতে হয়। এক্ষণে যেহেতু একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক এক ও দুই সালামে ছালাত শেষের দলীল পাওয়া যায় (তিরমিযী, ইরওয়া হা/৩২৭, ২/৩৩-৩৪ পৃঃ; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৯৫০)। সেহেতু মুক্তাদীর ছুটে যাওয়া ছালাত ইমামের এক সালাম ফিরানোর পর অথবা দুই সালাম ফিরানোর পর আদায় করা যায়।

প্রশ্ন (১৫/২৮৫)ঃ হানাফী ভাইদের মীলাদ অনুষ্ঠান ইসলামের বিধান অনুযায়ী জায়েয কি-না? কুরআন ও হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মোরশেদুল আলম
মারকায যোবায়ের বিন আদী
গ্রাম+পোঃ কচুয়া সরদার পাড়া
কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।

উত্তরঃ ইসলামের বিধান অনুযায়ী প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠান বিদ'আত। এটি ৬০৫ মতান্তরে ৬২৫ হিজরীতে সর্বপ্রথম ইরাকের এরবল প্রদেশের গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরীর নির্দেশে সৃষ্ট একটি ধর্মানুষ্ঠান মাত্র। তবে তিনি করেছিলেন এটি খৃষ্টানদের বড় দিন উৎসবের বিপরীতে আখেরী নবী (ছাঃ)-এর জন্ম বার্ষিকী উদযাপনের জন্য। কিন্তু বর্তমানে কিছু কিছু ভাই সারা বছর যেকোন অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মীলাদ দিয়ে থাকেন। যেটা বিদ'আত তো বটেই, বরং তার সঙ্গে চরম মুর্খতা যুক্ত হয়েছে। আখেরাতে মুক্তিকামী সুন্নাতের অনুসারী ভাই-বোনদের এসব বিদ'আতী অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। এ বিষয়ে আমাদের প্রকাশিত 'মীলাদ প্রসঙ্গ' পুস্তিকাটি পাঠ করুন- *পরিচালক*।

প্রশ্ন (১৬/২৮৬)ঃ মসজিদ নির্মাণ বা সংস্কারের সময় মসজিদের অতিরিক্ত আসবাবপত্র বিক্রি করা যাবে কি?

-ইলিয়াস মিস্ত্রী
মাষ্টারপাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মসজিদ নির্মাণ বা সংস্কারের সময় মসজিদের অতিরিক্ত আসবাবপত্র বিক্রি করা যায়। এমনকি ক্রেতা ঐ আসবাবপত্র ইচ্ছামত ব্যবহারও করতে পারে। কূফার জামে মসজিদ হ'তে একবার কিছু চুরি হ'লে ওমর ফারূক (রাঃ) ঐ মসজিদের স্থানটি বিক্রি করতে বলেন। পরে মসজিদের ঐ বিক্রীত স্থানটি খেজুর বিক্রির বাজারে পরিণত হয় (ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১/২৪৪ পৃঃ)।

প্রশ্ন (১৭/২৮৭)ঃ ছালাত অবস্থায় জুতা চুরি হচ্ছে বুঝতে পারলে ছালাত ছেড়ে দিয়ে চোর ধরা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন
সহকারী অধ্যাপক
গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ হযরত আলী (রাঃ) বলেন, ছালাত অবস্থায় সম্পদ, জুতা, মোজা ইত্যাদি চুরির আশংকা থাকলে ছালাত ছেড়ে চোরের পিছনে ধাওয়া করা যায় (মুহাল্লা ২/১৩৬)। ছালাত অবস্থায় সাপ বা বিচ্ছু মারতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (আবুদাঊদ, মিশকাত

হা/১০০৪)।

প্রশ্ন (১৮/২৮৮)ঃ ইসলামী শরীয়তে মানত-এর বিধান কি? অনেককে ছেলে-মেয়ের রোগমুক্তির জন্য মসজিদ, মাদরাসা ও ফক্বীর-মিসকীনকে গরু-ছাগল-হাঁস মুরগী বা টাকা-পয়সা প্রদানের মানত করতে দেখা যায়। এ বিষয়ে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- হোসনেআরা
গ্রামঃ বোহাইল, বগুড়া।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মানত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন যে, তোমরা মানত করো না। কেননা মানত তাক্বদীরের উপরে কোন প্রভাব ফেলেনা। মানত দ্বারা বখীলের কিছু সম্পদ বের করা হয় মাত্র (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৬)। তবে কেউ যদি মানত করে, তবে তা পূরণ করা যরূরী। হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কেউ যদি আল্লাহ্র আনুগত্য করার জন্য কোন মানত করে তাহ'লে সে যেন তা পূরণ করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নাফরমানী করার জন্য মানত করবে, সে যেন তা পূরণ না করে' (বুখারী, মিশকাত হা/৩৪২৭)।

প্রশ্ন (১৯/২৮৯)ঃ মৃত ব্যক্তি কষ্টে থাকলে নাকি স্বপ্নে দেখা দেয়। এ কথা সত্য কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-কুমকুম আখতার
নাগেরগ্রাম
কিশোরগঞ্জ।

উত্তরঃ এ কথা সত্য নয়। এ সম্পর্কিত কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। এ ধরনের কোন খারাপ স্বপ্ন দেখলে সাথে সাথে আল্লাহ্র নিকটে এর অনিষ্ট হ'তে পরিত্রাণ চাইতে হবে ও আউযুবিল্লাহ... পড়ে বামদিকে তিনবার থুক মারতে হবে। ঐ স্বপ্নের কথা কাউকে বলা যাবে না এবং শোয়া অবস্থায় থাকলে পার্শ্ব পরিবর্তন করতে হবে (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬১২-১৩)। তবে মৃত ব্যক্তির কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা ও দান-ছাদাক্বা করার কথা হাদীছে এসেছে (মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩)।

প্রশ্ন (২০/২৯০)ঃ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি? সঠিক উত্তরে বাধিত করুন।

-মহব্বত আলী
মারকায যোবায়ের বিন আদী
গ্রাম+পোঃ কচুয়া সরদার পাড়া
কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।

উত্তরঃ 'আহ্‌ল' অর্থ অনুসারী। 'সুন্নাত' অর্থ তরীকা বা পদ্ধতি। 'জামা'আত' অর্থ দল। শারঈ পরিভাষায় সুন্নাত অর্থঃ দ্বীনী বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে বুঝায়। জামা'আত অর্থঃ জামা'আতে ছাহাবাহ বা ছাহাবীগণের দল। এক্ষণে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' অর্থ হ'লঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের তরীকার অনুসারী ব্যক্তি বা দল (আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৭২)। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) বলেন, الجماعة ما وافق الحق وان كنت وحدك 'হক-এর অনুসারী ব্যক্তি একাকী হ'লেও তিনি একটি জামা'আত' (হাশিয়া, মিশকাত, আলবানী হা/১৭৩)। আহলে সুন্নাত-এর অপর নাম 'আহলে হক'। অতএব সুন্নাত -এর বিরোধী বিদ'আতী কোন ব্যক্তি যেমন আহলেসুন্নাত হ'তে পারে না। তেমনি ছাহাবায়ে কেরামের আক্বীদা, আমল ও তরীকা বিরোধী কোন ব্যক্তি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুর্ভুক্ত হ'তে পারে না। এই দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হ'লঃ নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

উপরোক্ত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও তরীক্বা অনুযায়ী যে মুমিন যতটুকু কাজ করবেন, তিনি ততটুকু আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আত হবেন। শুধু দাবী, স্লোগান ও সাইনবোর্ড যথেষ্ট নয়।

প্রশ্ন (২১/২৯১)ঃ কোন মুসলিম স্ত্রীর জন্য তার স্বামীর কতটুকু আনুগত্য করা প্রয়োজন? স্বামীর অবাধ্যতার পরিণতি কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ স্ত্রী সর্বদা স্বামীর অনুগত থাকবে। স্বামীর বৈধ আদেশ-নিষেধ মেনে চলবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এ জন্য যে, আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত করেছেন। আর এ জন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে, সেমতে নেককার স্ত্রীলোকগণ হয় অনুগত এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোক চক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে' (নিসা ৩৪)। স্বামীর অবাধ্যতার পরিণতি ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির ছালাত তাদের কর্ণ পার হয় না (অর্থাৎ কবুল হয় না)। তন্মধ্যে একজন হচ্ছে ঐ মহিলা যে স্বামীর অসন্তুষ্টিতে রাত্রি যাপন করে' (তিরমিযী, মিশকাত হা/১১২২)। অন্য বর্ণনায় রয়েছে ফেরেশতাগণ সকাল পর্যন্ত ঐ মহিলার উপর অভিসম্পাত করতে থাকে (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৪৬)। তবে আল্লাহ্র অবাধ্যতায় স্বামী, পিতা কারুরই কোন আনুগত্য নেই (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩৬৬৪-৬৫, ৯৬)।

প্রশ্ন (২২/২৯২)ঃ সাপে কাটার ফলে কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে সে কি বিনা হিসাবে জান্নাত পাবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব

দানে বাধিত করবেন।

-মাহমূদুল হাসান
গ্রাম ও পোঃ বিলচাপড়ী
থানা ধুনট, বগুড়া।

উত্তরঃ সাপে কাটার ফলে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে এ কথাটি ঠিক নয়। তবে বিভিন্ন বর্ণনায় একাধিক বিশেষ বিশেষ অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীকে 'শহীদ' বলা হয়েছে। এর মধ্যে বিষাক্ত পশুর দংশনে মৃত্যুবরণকারীও রয়েছে (ফাৎহুলবারী ৬/৫০-৫২ অনুচ্ছেদ ৩০)। নেককার মুসলমান হ'লে সাপের দংশনে মৃত্যুবরণকারীও শহীদের মর্যাদা লাভ করতে পারে। তবে প্রকৃত শহীদ কে তা আল্লাহ অধিক জ্ঞাত।

প্রশ্ন (২৩/২৯৩)ঃ সূরা আনফালের ২৭ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে ফিৎনা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন কেন?

-মুহাম্মাদ আলফায়ুদ্দীন
সুলতানগঞ্জ, রাজশাহী।

উত্তরঃ ফিৎনা অর্থ পরীক্ষা, শাস্তি বা শাস্তির কারণ। যে কোন পরীক্ষার ভাল ও মন্দ দু'টি ফল থাকে। ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে বান্দার নিকট প্রেরিত আমানত ও পরীক্ষা। এগুলোর মোহে পড়ে মানুষ আল্লাহ্‌কে ও তাঁর প্রেরিত বিধানকে ভুলে যাচ্ছে কি-না সেটা একটা বড় পরীক্ষা বটে। কেননা ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মায়ায় অনেক সময় মানুষ পাপের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে এগুলো তার জন্য পরকালীন আযাবের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

প্রশ্ন (২৪/২৯৪)ঃ কালোবাজারী ব্যবসার সাথে জড়িত থাকার অপরাধে আমার আব্বাকে পুলিশ গ্রেফতার করে। আমার আম্মা আমাকে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বললে আমি তা প্রত্যাখ্যান করি। এতে কি পিতা-মাতার নাফরমানী করা হ'ল?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কাষ্টম্‌স হাউস, খালিশপুর
খুলনা।

উত্তরঃ একমাত্র শরীয়ত সমর্থিত কাজেই পিতা-মাতার আনুগত্য করতে হবে। শরীয়ত পরিপন্থী কোন কাজে নয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবেনা। তবে দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে চলবে...' (লোকমান ১৫)। মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'তোমরা গোনাহের ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদা ২)।*

সুতরাং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া যেহেতু মহাপাপের কাজ। সেহেতু সত্যসাক্ষ্য দেওয়ায় পিতা-মাতার নাফরমানী হবে না।

প্রশ্ন (২৫/২৯৫)ঃ এক শ্রেণীর লোক টিকটিকির লেজ পুড়িয়ে নেশা করছে। এটা কি মাদকদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত হবে?

- গোলাম মোস্তফা
লালগোলা বাজার, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ যে বস্তু খেলে নেশা হয় সেটিই মাদকদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। আর শরীয়তে মাদকদ্রব্য হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্‌র (ছাঃ) বলেছেন, 'যার বেশী পরিমাণে মাদকতা আসে তার কম পরিমাণও হারাম' (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৬৪৫)।

উল্লেখিত হাদীছের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, নেশা কম হউক বা বেশী হউক সেটি হারাম। অতএব টিকটিকির লেজ পুড়িয়ে যে নেশা করা হচ্ছে সেটা মাদকদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত হবে, যা শরীয়তে হারাম।

প্রশ্ন (২৬/২৯৬)ঃ আমাদের উপর যখন তখন বিপদাপদ নেমে আসে। সুতরাং আমাকে এমন কিছু দো'আ শিখিয়ে দিন, যাতে করে আল্লাহ তা'আলা আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

-মীযানুর রহমান
ভাদুরিয়া, নবাবগঞ্জ
দিনাজপুর।

উত্তরঃ বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাবার অনেক দো'আ রয়েছে। তন্মধ্যে সকাল-সন্ধ্যায় সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস তিনবার পাঠ করা একটি। হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) বলেন, একদা আমরা গভীর অন্ধকার ও বৃষ্টিমুখর রাত্রিতে রাসূল (ছাঃ)-কে খুঁজতে বের হ'লাম। অতঃপর আমরা তাঁকে খুঁজে পেলাম। তখন তিনি বললেন, সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস তুমি সকাল-সন্ধ্যায় তিন বার করে পড়বে। তাহ'লে সকল বিপদের জন্য যথেষ্ট হবে। অসুখ-বিসুখ হ'লেও রাসূল (ছাঃ) সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ে নিজের শরীরে ফুঁক দিতেন (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, হাসান ছহীহ মিশকাত হা/২১৬৩)। এতদ্ব্যতীত *আত-তাহরীক* দো'আ কলামটি পাঠ

করুন। সেখানে মে '২০০০ সংখ্যায় এ বিষয়ে কিছু দো'আ পাবেন।

প্রশ্ন (২৭/২৯৭)ঃ গ্রাম্য সরদারের নেতৃত্বে আমাদের সমাজ ভালভাবে চলছিল। কিন্তু পরে কিছু লোকের কুটনীতির কারণে সমাজ ভাগ হয়ে যায় এবং ঐক্যে ফাটল ধরে। এমতাবস্থায় এসব কুটনীতিকদের ও সমাজের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টিকারীদের বিধান এবং আমাদের করণীয় কি হবে? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-ফারূক হোসাইন
খেসবা, নাচোল
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দ্বীনের দাওয়াত ও জিহাদ ব্যতীত পার্থিব কোন উদ্দেশ্যে দলাদলি, পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও হানাহানি ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জুকে মযবুত করে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' (আলে ইমরান ১০৪)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ করো না, হিংসা করোনা, বিদ্বেষ করো না, চক্রান্ত করো না। তোমরা আল্লাহ্‌র বান্দা হিসাবে সকলে ভাই ভাই হয়ে যাও' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০২৮)।

অতএব পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও দলাদলি পরিহার করে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জামা'আতবদ্ধ ভাবে জীবন যাপন করা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব। অন্যথায় তারা নিজেরা আল্লাহ্‌র নিকটে দায়ী হবে এবং ইসলাম ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

প্রশ্ন (২৮/২৯৮)ঃ আপন মা ও সৎ মার খেদমতের ক্ষেত্রে কি কোন পার্থক্য আছে? আমাদের এলাকায় এক লোক ১ম স্ত্রী মারা যাবার পর দ্বিতীয় বিবাহ করে। কিছুদিন পর দ্বিতীয় স্ত্রী রেখে লোকটি মারা যায়। ফলে দ্বিতীয় স্ত্রী ১ম স্ত্রীর ছেলেদের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু ছেলেদের অর্থ-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সৎ মাকে দেখাশুনা করছে না। এদের পরিণাম কি হবে?

-মুহাম্মাদ আলী

উত্তরঃ আপন মা হউক আর সৎ মা হউক খেদমত পাওয়ার দিক দিয়ে উভয়ই সমান। আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের পর পিতা-মাতার খেদমত করার ব্যাপারে বহু আয়াত বর্ণিত হয়েছে। যেমন- সূরা ইসরা ২৩-২৪, মারিয়াম ৩০-৩২, ১২-১৪, ইবরাহীম ৪০-৪১, নূহ ২৮ ও লোকমান ১৪-১৫ ইত্যাদি।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি আর পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি' *(তিরমিযী হা/১৮৮৯, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৯২৭)*।

উল্লেখিত আয়াত সমূহ ও হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পিতা-মাতার খেদমত করা অপরিহার্য। নচেৎ তাদের উপর আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি নেমে আসবে। তারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় জীবনেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

প্রশ্ন (২৯/২৯৯)ঃ মাওলানা আহমাদ আলী ছাহেবের বঙ্গানুবাদ খুৎবায় বর্ণিত আছে যে, তিন জন সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হবে না। কিন্তু জনৈক শায়খুল হাদীছ বলেছেন, বিবাহে তিনজন সাক্ষী রাখা বিদ'আত। কোন্‌টি সঠিক? কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক জওয়াবদানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আনছার আলী
সাং- ইটাপোতা, পোঃ মোগলাহাট
লালমণিরহাট।

উত্তরঃ বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার জন্য একজন 'অলী' ও দু'জন সাক্ষী আবশ্যক। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'অলী' ও দু'জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ হয় না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ন্যায়নিষ্ঠ দু'জন সাক্ষী এবং বিবেকবান একজন 'অলী' ব্যতীত বিবাহ হয় না (ইরওয়াউল গালীল হা/১৮৪৪ হাদীছ 'মওকূফ' ছহীহ)।

প্রশ্ন (৩০/৩০০)ঃ ছালাত অবস্থায় চাদর কিভাবে পরিধান করতে হবে? চাদরের দু'পার্শ্ব এক কাঁধে উঠাতে হবে, না দু'কাঁধে উঠাতে হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আলহাজ্জ ইমাদুদ্দীন
শিরইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাত অবস্থায় দুই কাঁধ ঢেকে রাখা যরূরী *(মুত্তা, মিশকাত হা/৭৫৫)*। এক্ষণে যদি চাদর ব্যতীত দেহের উপরাংশে অন্য কোন পোশাক না থাকে, তাহ'লে চাদরের দুই কিনারা দু'কাঁধের উপরে রাখতে হবে। যাতে উভয় কাঁধ ঢাকা পড়ে। যেমন ওমর ইবনে আবু সালামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে উম্মে সালমার ঘরে একটি চাদরে ছালাত আদায় করতে দেখেছি যার দুই দিক দুই কাঁধের উপরে রেখেছিলেন *(মুত্তা, মিশকাত হা/৭৫৪)*। মূলত কাঁধ ঢেকে রাখাই শর্ত। এ শর্ত পূরণ করার পর যেভাবে খুশী চাদর গায়ে দেওয়া যায়।

৩য় বর্ষ ১১তম সংখ্যা
আগস্ট ২০০০

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/৩০১)ঃ সূরা আ'রাফের ১৭২ নং আয়াতে বর্ণিত আল্লাহপাক আদম সন্তানের নিকট থেকে أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ বলে যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন, সে সময় আদম সন্তান কি আত্মা বিশিষ্ট পূর্ণ দেহ সম্পন্ন ছিল? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-শাহজাহান
নকলা, শেরপুর।

উত্তরঃ আয়াতের অনুবাদঃ 'আর যখন তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হ'তে তার বংশধরকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তারা বলল, নিশ্চয়ই; আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি। (এ স্বীকৃতি এ জন্য যে) তোমরা যেন ক্বিয়ামতের দিন না বল যে, আমাদের তো এ বিষয়ে জানা ছিলনা, অথবা তোমরা না বল যে, আমাদের বাপ-দাদারা তো আগেই শিরক করেছিল। আমরা তো ছিলাম তাদের পরবর্তী সন্তানাদি। অতএব ঐসব পথভ্রষ্টদের কারণে কি তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে? *(আ'রাফ ১৭২-৭৩)*। অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহপাক আরাফাত মুখী ত্বায়েফ সড়কের না'মান উপত্যকায় আদমের পিঠ থেকে তার সন্তানদের বের করেন এবং তাদের প্রত্যেককে পিপীলিকার ন্যায় তার সামনে ছড়িয়ে দেন। অতঃপর তাদেরকে মুখোমুখি জিজ্ঞেস করেন, 'আমি কি তোমাদের প্রভু নই'? তারা বলে, হাঁ, নিশ্চয়ই *(আহমাদ, মিশকাত হা/১২১ হাদীছ ছহীহ)*।

আলোচ্য হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আদম সন্তান সে সময় পূর্ণ মানব দেহ সম্পন্ন ছিল না। বরং পিপীলিকার ন্যায় ছিল। তবে নিঃসন্দেহে তারা আত্মা ও জ্ঞান সম্পন্ন ছিল।

প্রশ্ন (২/৩০২)ঃ মাওলানা ইলিয়াস ছাহেব লিখিত মালফূযাত গ্রন্থের ২৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে যে, 'যাকাতের দরজা হাদিয়ার নিম্নে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর ছাদাক্বা হারাম ছিল, হাদিয়া হারাম ছিল না'। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হাসীনুর রহমান
জনতা ব্যাংক
দোবিলা শাখা, তাড়াশ
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ উল্লেখিত মন্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কারণ ইসলামী শরীয়তে যাকাত 'ফরয'। যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে, তার অন্যতম হচ্ছে যাকাত। আল্লাহ বলেন, তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর ও রাসূলের আনুগত্য কর। আশা করি তোমরা রহমত প্রাপ্ত হবে' *(নূর ৫৬)*। কুরআন মজীদের ৩২ জায়গায় ছালাতের পরেই যাকাতের নির্দেশ এসেছে। বহু ছহীহ হাদীছে যাকাতকে ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ বলা হয়েছে। অপরদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার জন্য হাদিয়ার কথা বলেছেন মাত্র। পারস্পরিক 'হাদিয়া' প্রদান করা সুন্নাত। কাজেই যাকাতের 'ফরয' দর্জা হাদিয়ার নিম্নে উল্লেখ করা নিতান্ত অন্যায়। দ্বিতীয়তঃ যাকাত হ'ল ছাদাক্বা বা ফরয অনুদান। যা গ্রহণ করা বিশ্বনেতা হিসাবে রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর পরিবারের জন্য মর্যাদাকর নয়। পক্ষান্তরে 'হাদিয়া' হ'ল উপঢৌকন। এতে মর্যাদা হানিকর কিছু নেই। সম্ভবতঃ সেকারণে রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য 'হাদিয়া' হারাম করা হয়নি।

প্রশ্ন (৩/৩০৩)ঃ মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়ার সময় মাথা সামনের দিকে রাখবে, না পা সামনের দিকে রাখবে?

-আশরাফ আলী
ধুরইল শীলগ্রাম
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ উল্লেখিত বিষয়ে শরীয়তের কোন স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না। তবে রুকু, সিজদা ইত্যাদি সময়ে মাথা আগে ঝুঁকাতে হয় এবং জানাযার ছালাতেও মহিলাদের মধ্যাংশ ও পুরুষের মাথা বরাবর দাঁড়াতে হয় এবং মাথাই হ'ল দেহের সেরা অংশ। তাতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, মাথা আগে রাখা ভাল।

প্রশ্ন (৪/৩০৪)ঃ আমার অফিসের 'বস' অন্যায় কাজে লিপ্ত। তার অন্যায় কর্ম সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরেও তাকে সহযোগিতা করতে হয়। এই পরিস্থিতিতে তার অধীনে থেকে চাকুরী করা কি ঠিক হবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জবাব দিবেন।

-মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ
মগবাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত অন্যায় কাজ যদি পেশাগত হয় এবং তার ফলে মূল পেশা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে উক্ত কাজে কোনক্রমেই সহযোগিতা করা যাবে না। এছাড়াও মৌলিকভাবে কারু কোন অন্যায় কাজে কোন মুমিন ব্যক্তি কোন ভাবেই সমর্থন ও সহযোগিতা করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ

করেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর, অন্যায় ও পাপের কাজে সাহায্য করো না' *(মায়েদাহ ২)*।

সুতরাং বস্‌কে শান্তভাবে ও নরম সুরে তার অন্যায় কাজগুলো সম্পর্কে অবহিত করে তা থেকে বেঁচে থাকার জন্য অনুরোধ করতে হবে। এরপরেও যদি তিনি অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকেন, তাহ'লে তার অধীনে চাকুরী করা ও তাকে সহযোগিতা করা জায়েয হবে না।

প্রশ্ন (৫/৩০৫)ঃ মোজার উপর মাসাহ করা জায়েয কি? সূতী বা নায়লন মোজা কি চামড়ার মোজার মত? কোন্ ধরনের মোজার উপর মাসাহ করা জায়েয? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রহমান
সহকারী শিক্ষক
বিলচাপড়ী হাইস্কুল
ধুনট, বগুড়া।

উত্তরঃ মোজার উপর মাসাহ করা বৈধ হওয়ার জন্য হাদীছে কোন প্রকার বিশেষ মোজাকে শর্ত করা হয়নি। কাজেই সূতী বা নায়লন যেকোন মোজার উপর মাসাহ করা যাবে। মোজার উপর মাসাহ করার একাধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। ইবনু আবী ত্বালিব (রাঃ)-কে মোজার উপর মাসাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত্রি এবং মুক্বীমের জন্য এক দিন এক রাত্রি মোজার উপরে মাসাহ করা নির্ধারণ করছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৭)*।

প্রশ্ন (৬/৩০৬)ঃ জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক তালাক প্রদান করে এবং ফেরত নেয়। কিছুদিন পর আবার তালাক দেয়। এবারে সমাজের লোক তার স্ত্রীকে তার নিকট ফেরত পাঠায়। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির পিছনে ছালাত আদায় জায়েয হবে কি?

-ছাদেকুল আলম
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ স্ত্রীকে দু'দু'বার তালাক প্রদান ও গ্রহণ করার শরীয়তে বৈধতা রয়েছে *(বাক্বারাহ ২২৯; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৭৫)*। তবে তৃতীয় তালাক কার্যকর হওয়ার পর দ্বিতীয় স্বামীর সাথে স্বেচ্ছায় বিবাহ ও তার পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় তালাক প্রদান ব্যতীত পূর্বের স্বামী তাকে ফেরত নিতে পারবে না *(বাক্বারাহ ২৩০; ছহীহ আবুদাউদ হা/১৯২২)*। আর এরূপ লোকের পিছনে ছালাত হবে না এমনটি নয়। কারণ কোন পাপ কারো ইমাম হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক নয়। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (ফাসিক্ব)-এর পিছনে ছালাত আদায় করতেন' *(ইরওয়াউল গালীল হা/৫২৫)*। তবে ইমামকে এ বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, তিনজন ব্যক্তির ছালাত তাদের কর্ণভেদ করেনা (অর্থাৎ কবুল হয়না)। তাদের অন্যতম হ'ল ঐ ইমাম যাকে মুছল্লীরা (সংগত কারণে) অপসন্দ করে' *(তিরমিযী, সনদ হাসান-আলবানী, মিশকাত হা/১১২২)*।

প্রশ্ন (৭/৩০৭)ঃ হিসাব-নিকাশের দিনটি নাকি বর্তমান দিনের ৫০ হাযার বৎসরের সমান হবে? যদি তাই হয় তবে সেদিন মানুষ কি খেয়ে বেঁচে থাকবে? সেদিন মানুষের পরিধানে কি থাকবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ইকবাল
প্রাণনাথপুর ভেন্ডাবাড়ী
পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তরঃ আল্লাহ বলেন, 'ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহ্‌র দিকে ঊর্ধ্বগামী হবে এমন একদিনে যেদিন পার্থিব পঞ্চাশ হাযার বৎসরের সমান' *(মা'আরিজ ৪; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৭৩)*। সেদিন মানুষ কি খেয়ে বেঁচে থাকবে তা চিন্তা করা অযৌক্তিক। কারণ আল্লাহপাক সর্বশক্তিমান। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তাঁর বান্দাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। তবে বিচারের দিন সৎ লোকের জন্য দ্রুত হিসাব ও হাউয কাউছারের পানি পানের কথা রয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'অচিরেই তাদের হিসাব-নিকাশ সহজে নেওয়া হবে' *(ইনশিক্বাক্ব ৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, হাউযে কাউছারের পানি যে ব্যক্তি একবার পান করবে সে আর কখনো পিপাসিত হবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৬৭)*। সেদিন মানুষ বিবস্ত্র ও খাৎনাহীন অবস্থায় উঠবে। তবে প্রথম পোষাক পরানো হবে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৩৫)*। তাতে বুঝা যায় যে, জান্নাতীগণ পোষাক পরিহিত হবেন।

প্রশ্ন (৮/৩০৮)ঃ কোন খুশীর সংবাদে মসজিদের মুছল্লীদের মিষ্টি খাওয়ানো যাবে কি?

-জাহিদুল ইসলাম
গ্রামঃ মধ্য পবন তাইর
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ কোন খুশীর সংবাদে মসজিদের মুছল্লীদের মিষ্টি বা অন্য কিছু খাওয়াতে হবে এরূপ কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে যে কোন খুশীর কারণে শুকরিয়া স্বরূপ সিজদা করার এবং আল্লাহ্‌র রাস্তায় ছাদাক্বা করার একাধিক ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায়। কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) স্বীয় তওবা কবুলের সংবাদ পেয়ে সিজদা করেছিলেন ও তাঁর বহু মাল-সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় রাসূল (ছাঃ)-এর খেদমতে

পেশ করেছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/২১)*।

প্রশ্ন (৯/৩০৯)ঃ খাস জমি জনৈক ব্যক্তির নামে রেকর্ড ছিল। ঐ জমি পরবর্তীতে দীর্ঘদিন কবরস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু গত ২০ বৎসর থেকে উক্ত কবরস্থানে নতুন কোন লাশ দাফন করা হয়নি। এক্ষণে ঐ গোরস্থানে ৬ ফুট উঁচু করে মাটি ভরাট করে ঈদগাহে পরিণত করা যাবে কি?

-মুফাযযাল সরদার
গ্রাম+পোঃ মিরাট
রাণীনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ ২০ বৎসর বা তদোধিক পুরাতন কবরস্থানকে ছালাতের স্থানে তথা ঈদগাহে পরিণত করা যাবে না। কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা এর পক্ষে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া কবরস্থানের উপর মাটি ভরাট করলে এর হুকুম পরিবর্তন হয়, তাও কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং কবরস্থানে ছালাত আদায় করাকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কবরের উপর ছালাত আদায় কর না' *(মুসলিম, ফৎহুল বারী ১/৬২৪ পৃঃ; 'মুশরিকদের কবর খনন' অধ্যায়)*।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত সম্পূর্ণ পৃথিবী ছালাতের স্থান' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৭৩৭)*।

জুনদুব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, সাবধান! তোমরা কবরকে ছালাতের স্থান হিসাবে নির্ধারণ কর না। আমি তোমাদের এ কাজ করতে নিষেধ করছি *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭১৩)*।

প্রশ্ন (১০/৩১০)ঃ মসজিদের কোন একটি বিশেষ স্থানকে কোন মুছল্লী তার নিজের জন্য নির্ধারিত করতে পারে কি? যে স্থানে উক্ত মুছল্লী সব সময় ছালাত আদায় করবেন।

-আফসার আলী
শিরোইল, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন মুছল্লী মসজিদের কোন বিশেষ স্থানকে ছালাত আদায়ের জন্য খাছ করতে পারেন না। আব্দুর রহমান ইবনে শিবল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (তিনটি কাজ করতে) নিষেধ করেছেন। সিজদায় কাকের ন্যায় ঠোকর মারতে, হিংস্র প্রাণীর ন্যায় হাত বিছিয়ে দিতে এবং মসজিদের কোন স্থানকে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিতে। উট যেভাবে নিজের জন্য স্থান নির্ধারণ করে নেয়' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৯০২)*। এ বিষয়ে হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, এ ধরনের কাজ মুছল্লীকে রিয়া-য় উপনীত করে *(মির'আতুল মাফাতীহ ৩/২২৩ পৃঃ 'সিজদা ও তার ফযীলত' অধ্যায়)*। অতএব প্রত্যেক মুছল্লীর উচিত মসজিদে বিশেষ স্থান নির্বাচন থেকে বিরত থেকে পুরো মসজিদকে ছালাতের স্থান হিসাবে গণ্য করা।

প্রশ্ন (১১/৩১১)ঃ বাংলাদেশী জনৈকা মহিলা বৃটেনে অবস্থান কালে একটি বিলাতী কুকুরের সাথে নিয়মিত যৌনক্রিয়া সম্পাদন করত। শরীয়তে তার বিধান কি হবে? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন
নাজিরাবাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ ঐ মহিলাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করতে হবে। যদিও তাকে হত্যা করা যাবে না *(আবুদাউদ ২/৬১৩ পৃঃ, 'পশুর সাথে অপকর্ম' অধ্যায় তিরমিযী ১/২৭০ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ)*।

উল্লেখ্য, ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে অন্য এক বর্ণনায় পশু মৈথুনকারী ব্যক্তি ও পশু উভয়কেই হত্যার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু হাদীছটি 'যঈফ'। হত্যা না করার হাদীছটিই ছহীহ (তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/১৬ পৃঃ, 'পশুর সাথে অপকর্ম' অধ্যায়, 'আউনুল মা'বূদ ৬/২০১ পৃঃ, দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক আগষ্ট '৯৯ সংখ্যা পৃঃ ৫১)।

প্রশ্ন (১২/৩১২)ঃ জনৈক ব্যক্তি কিছু সম্পদ ও ঋণ রেখে মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু তিনি তার স্ত্রীর মোহর পরিশোধ করেননি। ঐ ব্যক্তির সংসারে স্ত্রী, কন্যা, পিতা ও মাতা বেঁচে আছেন। এক্ষণে তার সম্পদ কিভাবে বন্টন হবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জবাব দানে বাধিত করবেন।

-আবু তালেব
সেইলার্স কলোনী
হালিশহর, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে প্রথমে ঋণ, স্ত্রীর মোহর ও অছিয়ত পূর্ণ করতে হবে। স্ত্রীর মোহরও ঋণের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর বাকী সম্পত্তি ওয়ারিছগণের মধ্যে বন্টিত হবে। ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদ ২৪ ভাগ করে সেখান থেকে ওয়ারিছ হিসাবে কন্যা পাবে অর্ধাংশ অর্থাৎ ১২ ভাগ। মাতা ও পিতা প্রত্যেকেই এক ষষ্ঠাংশ *(নিসা ১১)* অর্থাৎ ৪+৪=৮ ভাগ। স্ত্রী এক অষ্টমাংশ অর্থাৎ ৩ ভাগ। অতঃপর আছাবা হিসাবে পিতা বাকী ১ ভাগ পাবেন। মোট ১২+৮+৩+১ =২৪। এক্ষণে পিতার অংশ দাঁড়াবে ৫ ভাগ। হযরত আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অছিয়ত পূর্ণ করার আগেই ঋণ পরিশোধ করেছেন *(তিরমিযী 'অছিয়তের পূর্বে ঋণ পরিশোধ' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১৩/৩১৩)ঃ আমরা জানি যে, মুনাফিকের আলামত তিনটি। এক্ষণে উক্ত আলামত যদি কোন আলেম,

হাফেয বা বক্তার মধ্যে পাওয়া যায় তবে তাকে মুনাফিক বলা যাবে কি? এদের দৃষ্টান্ত কুরআন ও হাদীছে কিভাবে বর্ণিত হয়েছে?

-সাইফুর রহমান
নওদাপাড়া, সপুরা
রাজশাহী।

উত্তরঃ মুনাফিকের আলামত সমূহের কোন একটি আলামত কারো মধ্যে পাওয়া গেলে তাকে সরাসরি 'মুনাফিক' বলা যাবে না। তবে তার মধ্যে মুনাফিকের আলামত রয়েছে এ কথা বলা যাবে। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় 'নিফাক্ব' (স্পষ্ট) ছিল। কিন্তু বর্তমানে কুফরী অথবা ঈমান অবশিষ্ট রয়েছে' (বুখারী, মিশকাত হা/৬২)। নিফাক্ব গোপন বিষয়, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'অহি' মারফত জানতে পারতেন। কিন্তু আমরা জানতে পারি না বিধায় কাউকে পুরাপুরি মুনাফিক বলা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন (১৪/৩১৪)ঃ যে ইমাম সূদে টাকা খাটায়, তার পিছনে ছালাত আদায় জায়েয হবে কি?

-আবু সালেক (বি.এস,এস)
গ্রামঃ ডুবি, পোঃ রাজবাড়ী
নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

উত্তরঃ ফাসিক্ব বিদ'আতী ও কবীরা গোনাহগারের পিছনে ছালাত আদায় করা মকরূহ। তবে এ ধরনের অপরাধীর পিছনে ছালাত জায়েয হবে না এমনটি নয়। কারণ ইমামের পাপ মুক্তাদীর উপরে বর্তাবে না। আল্লাহ বলেন, 'একজনের পাপ অন্যজনে বহন করবে না' *(আন'আম ১৬৪)*। ইবনে ওমর (রাঃ) হাজ্জাজ বিন ইউসুফের পিছনে ছালাত আদায় করেছিলেন *(বুখারী)*। যিনি একজন অত্যাচারী ফাসেক শাসক ছিলেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) ফাসেক বাদশাহ মারওয়ানের ইমামতীতে ছালাত আদায় করেছিলেন *(মুসলিম)*। ইমাম বুখারী স্বীয় তারীখ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, ১০ জন ছাহাবী বড় বড় অপরাধী নেতাদের পিছনে ছালাত আদায় করতেন *(নায়লুল আওত্বার ৩য় খণ্ড, ১৬৩ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ২য় সংস্করণ ৮৮ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৫/৩১৫)ঃ মাসিক আত-তাহরীক মে ২০০০ সংখ্যার ২৮/২৩৮ নং প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে, 'একথা সর্বজন বিদিত যে, মক্কার কা'বা ঘরটি মুশরিকরা নির্মাণ করেছিল'। কথাটি নির্মাণ হবে, না পুনঃনির্মাণ হবে? এ নিয়ে বেশ বিতর্ক হচ্ছে। সঠিক উত্তর জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রেযওয়ানুর রহমান
সপুরা, বোয়ালিয়া
রাজশাহী।

উত্তরঃ কা'বা ঘর এযাবৎ দশবার নির্মিত হয়েছে বলা হয়ে থাকে। তবে সম্পূর্ণ নতুনভাবে নির্মিত হয়েছে মোট তিনবার। প্রথম হযরত ইবরাহীম (আঃ)। দ্বিতীয়ঃ রাসূলের নবুওয়াত লাভের পাঁচ বছর পূর্বে কুরায়েশ নেতাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবং তৃতীয় হযরত আবদুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) কর্তৃক ৬৪ হিজরী সনে। বর্তমান কা'বা ৭৪ হিজরীতে কা'বা আক্রমণকারী উমাইয়া গভর্ণর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কর্তৃক সংস্কারকৃত। যেখানে তিনি উত্তর দিকে হাতীমকে কা'বা থেকে বের করে দিয়েছেন। যদিও ওটাসমেত মূল ইবরাহীমী কা'বা নির্মিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইচ্ছা অনুযায়ী হযরত আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) সেটাই করেছিলেন। কিন্তু হাজ্জাজ তা বিনষ্ট করে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে আসেন। অতএব মক্কার মুশরিক নেতাদের হাতে কা'বার দ্বিতীয় নির্মাণ হয়। যারা ইবরাহীমী কা'বাকে ভেঙ্গে বর্তমান আঙ্গিকে নতুনভাবে নির্মাণ করেন। যা হাজ্জাজ ৭৪ হিজরীতে বহাল করেন এবং এখন সে অবস্থাতেই আছে। সুতরাং একে নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ দু'টিই বলা যাবে।

প্রশ্ন (১৬/৩১৬)ঃ ইয়াতীমদের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারীর শাস্তি কি হবে? কোন ব্যক্তি খিয়ানতকারী হিসাবে মৃত্যুবরণ করলে তার পরিণতি কি হবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

(১) মুখলেছুর রহমান, শিরোইল, রাজশাহী (২) এনামুল হক, মোড়াগাছা, খোকসা, কুষ্টিয়া (৩) নূরুল ইসলাম পানানগর, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণকারীর শেষ পরিণতি জাহান্নাম। আল্লাহ বলেন, 'যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে তারা নিজেদের পেটে অগ্নি ভর্তি করে এবং সত্বর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে' (নিসা ১০)।

খিয়ানতকারীর পরিণাম জাহান্নাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোন বান্দাকে কারো উপরে নেতৃত্ব দান করলে সে যদি খিয়ানতকারী হিসাবে মৃত্যুবরণ করে, তবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন' *(মুসলিম, 'ঈমান' অধ্যায় ৬৩ অনুচ্ছেদ হা/২২৭, মিশকাত 'ইমারত ও বিচার' অধ্যায় হা/৩৬৮৬-৮৭)*। অন্য হাদীছে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জনৈক সহযোদ্ধা খায়বর যুদ্ধে প্রাণ হারালে তিনি লোকদের বললেন, তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়। এতে লোকদের বিমর্ষ চেহারা দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের সাথী আল্লাহর মালে (বায়তুল মালে) খিয়ানত করেছে। অতঃপর তল্লাশি চালিয়ে তার নিকট দুই দিরহামেরও কম মূল্যের গণীমতের মাল পাওয়া গেল' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত*

'জিহাদ' অধ্যায় 'গণীমত বন্টন' অনুচ্ছেদ হা/৪০১১; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১১৬)। অর্থাৎ খিয়ানতের কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জানাযা পড়েননি। অতএব হাদীছ দু'টি থেকে খিয়ানত কারীর ভয়াবহ পরিণতি সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

প্রশ্ন (১৭/৩১৭)ঃ স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী নাকফুল, কানের দুল, রঙিন শাড়ী ইত্যাদি খুলে ফেলে। এরূপ করা শরীয়ত সম্মত কি? এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-তাসলীমা আখতার
লতীফপুর কলোনী
বগুড়া।

উত্তরঃ উম্মে আতিয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কোন স্ত্রীলোক যেন কোন মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন না করে। তবে স্বামীর জন্য চার মাস দশ দিন। উক্ত সময় সে যেন সাধারণ সূতি কাপড় ব্যতীত কোন রঙিন কাপড় পরিধান না করে, সুর্মা না লাগায় এবং ঋতু হ'তে পবিত্র হওয়ার পর সামান্য সুগন্ধি ব্যবহার ব্যতীত অন্য কোন সুগন্ধি ব্যবহার না করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৩১)* আবুদাউদ ও নাসাঈর বর্ণনায় হলুদ পোষাক, রঙিন সুগন্ধি, গহনা, খেযাব ও সুর্মা ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে (মিশকাত হা/৩৩৩৪; ছহীহুল জামে' হা/৬৬৭৭)।

উপরোক্ত হাদীছ দ্বয় থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীদের ইদ্দত পালন কালীন সময়ে সাধাসিধাভাবে চলাফেরা করতে হবে। এ সময় সৌন্দর্য বর্ধক বস্তু যেমন রঙিন চকচকে শাড়ী, অলংকার ইত্যাদি ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রকাশ থাকে যে, এ বিধান শুধু ইদ্দত পালনকালীন সময়ের জন্য প্রযোজ্য। সারা জীবনের জন্য নয়।

প্রশ্ন (১৮/৩১৮)ঃ কিছু সংখ্যক শীর্ষস্থানীয় মুফতী ফৎওয়া প্রদান করেছেন যে, মুসলিম রমনীদের শাড়ী, ব্লাউজ পরিধান করা জায়েয নয়। এটি হিন্দু সংস্কৃতি। এ বিষয়ে শরীয়তের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবু হাশেম
গ্রাম+পোঃ কুড়ালিয়া
থানা+যেলাঃ সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী মহিলাদের পোষাক এমন হবে, যে পোষাকে তাদের সম্পূর্ণ শরীর আবৃত থাকে। সে পোষাক শাড়ী, ব্লাউজ, মেক্সী বা অন্য যাই-ই হৌক না কেন। আল্লাহ বলেন, 'তারা যেন তাদের স্বাভাবিক প্রকাশমান সৌন্দর্য ব্যতীত কোনরূপ সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং যেন তাদের ওড়না বক্ষদেশে স্থাপন করে' *(নূর ৩১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মহিলাদেরকে পাতলা ও আঁটসাঁট পোষাক পরিধান করে শরীরের কোন অংশ প্রদর্শন করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন, চেহারা ও দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত ব্যতীত' (মুসলিম ২য় খণ্ড 'লিবাস' অধ্যায় পৃঃ ২০৫; আবুদাউদ, মিশকাত 'লিবাস' অধ্যায় হা/৪৩৭২)। অতএব মহিলারা উল্লেখিত নিষিদ্ধ ধরনের পোষাক ব্যতীত যে কোন ধরনের পোষাক পরিধান করতে পারে। যাতে তাদের শরীরের কোন অংশ পর পুরুষের জন্য প্রদর্শিত না হয়। *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ২৪)*।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে শাড়ী ও অর্ধেক ব্লাউজ পরিধান করে মহিলারা যেভাবে অর্ধনগ্ন দেহ নিয়ে রাস্তা-ঘাটে চলাফেরা করছে তা শরীয়তে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এরূপ দেহ প্রদর্শনকারী নারীদের কঠিন পরিণতি হ'ল জাহান্নাম *(মুসলিম মিশকাত হা/৩৫২৪ 'ক্বিছাছ' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১৯/৩১৯)ঃ জনৈক খত্বীব ছাহেবের মুখে শুনতে পেলাম যে, শয়তানের নিকট একজন ফক্বীহ (আলেম) এক হাযার 'আবেদের চেয়েও মারাত্মক। আমি হাদীছটির বিশুদ্ধতা জানতে চাইলে তিনি বলেন, হাদীছটি ছহীহ। তিরমিযী ও ইবনু মাজাহতে বর্ণিত আছে। এক্ষণে আপনাদের শরণাপন্ন হ'লাম। হাদীছটির বিশুদ্ধতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আমানুল্লাহ
আতর আলী রোড
মাগুরা।

উত্তরঃ মিশকাত 'ইল্ম' অধ্যায়ে বর্ণিত উক্ত হাদীছটি 'যঈফ'। কারণ হাদীছটির সনদে রাওহ ইবনু জেনাহ (روح بن جناح) নামে একজন রাবী আছেন, যিনি অত্যন্ত দুর্বল ও হাদীছ জালকারী। হাদীছটি অন্য সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু সেখানেও ইয়াযীদ বিন 'ইয়ায নামে একজন রাবী আছেন, যিনি মিথ্যাবাদী (মিশকাত-আলবাণী, টীকা, হা/২১৭)। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত হাদীছটির বিশুদ্ধতার বক্তব্য ভুল।

প্রশ্ন (২০/৩২০)ঃ আমাদের দেশে জুম'আর দিন আরবী ভাষায় খুৎবা প্রদান এবং খুৎবার পূর্বে মিম্বরে বসে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করার প্রচলিত পদ্ধতিটি শরীয়ত সম্মত কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবদুল হামীদ
জোড়বাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ জুম'আর খুৎবা মুছল্লীদের বোধগম্য ভাষায় হওয়া যরূরী। আল্লাহ বলেন, 'আমরা সকল রাসূলকেই তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করে প্রেরণ করেছি। যাতে তারা তাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হন' *(ইবরাহীম ৪)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, আমরা আপনার নিকটে 'যিক্র' (কুরআন) নাযিল করেছি, যাতে আপনি লোকদের নিকটে ব্যাখ্যা করে দেন

যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। (এটা এজন্য যে,) তারা যেন চিন্তা করে' *(নাহল ৪৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, একটি আয়াত জানা থাকলেও তোমরা তা আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮)*।

বাংলাদেশে আরবী ভাষায় খুৎবা পাঠের যে প্রচলন রয়েছে তাতে নিঃসন্দেহে খুৎবার মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। সম্ভবতঃ এটা বুঝতে পেরেই মূল খুৎবার পূর্বে দাঁড়িয়ে বা মিম্বরে বসে মাতৃভাষায় বক্তব্য রাখার মাধ্যমে যে তৃতীয় আরেকটি খুৎবা চালু করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বিদ'আত। কেননা জুম'আর জন্য নির্ধারিত খুৎবা হ'ল দু'টি। তিনটি নয়। তাছাড়া মূল খুৎবার পূর্বের সময়টুকু মুছল্লীদের নফল ছালাতের সময়। মুছল্লীদের ছালাতের সময় বক্তৃতা করার অধিকার ইসলাম খত্বীব ছাহেবকে দেয়নি। অতএব সুন্নাতের উপর আমল করতে চাইলে মূল খুৎবায়ই কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে তাদের বোধগম্য ভাষায় নছীহত করা বাঞ্ছনীয়। উল্লেখ্য যে, খুৎবার সময় কথা বলা নিষেধ। এমনকি অন্যকে 'চুপ কর' এ কথাও বলা যাবে না (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৮৫)। এর কারণ হ'ল এই যে, তাকে গভীর মনে খুৎবা শুনতে হবে। অথচ বাংলাভাষী মুছল্লীর জন্য আরবী খুৎবা তোতা পাখির বুলি ছাড়া আর কি হ'তে পারে? আর সে কারণেই মুছল্লীরা ঘুমে ঢুলতে থাকে। বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১০৭-১০৮)।

প্রশ্ন (২১/৩২১)ঃ অনেককে আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে ছিয়াম পালন করতে দেখা যায়। উক্ত দিন গুলিতে ছিয়াম পালন করলে কি পরিমাণ নেকী পাওয়া যায়? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুস সোবহান
বাখড়া, কালাই
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের ছিয়ামকে 'আইয়ামে বীয'-এর নফল ছিয়াম বলা হয়। প্রতি মাসের উক্ত দিনগুলিতে তিনটি করে ছিয়াম পালন করলে সারা বছর নফল ছিয়াম পালনের সমান নেকী পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'প্রতি (চান্দ্র) মাসে তিনটি করে ছিয়াম পালন করা সারা বছর ছিয়াম পালনের শামিল' (বুখারী, মুসলিম ছহীহ আত-তারগীব হা/১০১৫; তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২০৫৭)। বিস্তারিত দ্রঃ আত-তাহরীক নভেম্বর'৯৮ ১১/৩১ নং প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্ন (২২/৩২২)ঃ পেশাব করে ঢিলা-কুলুখ বা ন্যাকড়া ব্যবহার করা এবং বাইরে এসে হাঁটাহাটি বা উঠাবসা করার কোন বিধান ইসলামে আছে কি? দলীল ভিত্তিক জওয়াবদানে বাধিত করবেন।

-মহীদুল ইসলাম
জগতপুর, কুমিল্লা।

উত্তরঃ পেশাব-পায়খানা করার পর পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাই যথেষ্ট। পানি পাওয়া না গেলে ঢিলা-কুলুখ, টিস্যু পেপার বা ন্যাকড়া দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা শরীয়ত সম্মত (বুখারী ১/২৭ পৃঃ)। তবে পানি পাওয়া গেলে ঢিলা-কুলুখের কোন প্রয়োজন নেই। পেশাবের পর কুলুখ নিয়ে বাইরে হাঁটাহাটি ও উঠাবসা করা বেহায়াপনা মাত্র। আশরাফ আলী থানবী হানাফী (রহঃ) বলেন, পেশাবের পর কুলুখ নিয়ে বেহায়ার মত ঘোরাফেরা কর না (তা'লীমুদ্দীন)। আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, পেশাবের পর জোরে কাশি দেওয়া, উঠাবসা ও আনুসঙ্গিক অন্যান্য কাজ শয়তানী ধোকা মাত্র (ইগাছাতুল লাহফান ১/১৬৬ পৃঃ। বিস্তারিত দ্রঃ আত-তাহরীক জুলাই '৯৮, ৮/১০৯ নং প্রশ্নোত্তর)।

প্রশ্ন (২৩/৩২৩)ঃ বিবাহের পর আমি আমার স্ত্রীকে শেভ করা দেখতে পেয়ে অবাক হই। তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে সে কেঁদে ফেলে ও বলে যে, ছোটবেলায় থুতনিতে চুল বের হওয়া দেখে ব্লেড দিয়ে চেছে দেই। এরপর আরো ঘন হয়ে দাড়ির মত হয়ে যায়। অতঃপর বাধ্য হয়ে দৈনন্দিন ক্লীন শেভে অভ্যস্ত হই। আমার প্রশ্নঃ দাড়ি কাটা তো হারাম। মহিলাদের ক্ষেত্রে এর বিধান কি হবে? আমার স্ত্রী দাড়ি কাটবে না রেখে দিবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
গুলশান, ঢাকা।

উত্তরঃ দাড়ি রাখা পুরুষদের সৌন্দর্য। আর দাড়ি না থাকা নারীদের সৌন্দর্য। আল্লাহপাক এভাবে নারী-পুরুষকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে সৃষ্টি করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পুরুষকে দাড়ি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। নারীকে নয়। সঙ্গত কারণেই উক্ত মহিলা শুধু ক্লীন শেভই নয়, উন্নত কোন প্রযুক্তি থাকলে সেটিও ব্যবহার করতে পারেন বা এমন কোন চিকিৎসা নিতে পারেন, যাতে দাড়ি বের না হয়।

প্রশ্ন (২৪/৩২৪)ঃ বর্তমানে বাংলাদেশে একটি দলের নাম শুনা যাচ্ছে যাদের দাবী সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়া ইসলাম ক্বায়েম হবে না এবং এজন্য তারা গোপনে বিভিন্ন স্থানে ট্রেনিং দিচ্ছে বলে শুনা যাচ্ছে। আমরা আহলেহাদীছ আন্দোলন করি। আমরা কি ঐ দলে যোগ দিতে পারি?

-ইউনুস আলী
সাং + পোঃ ফিংড়ী, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়া ইসলাম কায়েম হবে না কথাটি ঠিক নয়। কারণ ইসলাম কায়েমের মূল মাধ্যম হচ্ছে 'দাওয়াত'। যার দায়িত্ব সকল নবী পালন করেছেন এবং আমাদের নবী (ছাঃ) তাঁর জীবনের প্রথম ১৩ বৎসর তাই

করেছেন। পরবর্তী মাদানী জীবনে তিনি সশস্ত্র যুদ্ধ করেন। যা একমাত্র অমুসলিমদের বিরুদ্ধে ছিল। তবুও তা ছিল প্রতিরক্ষা মূলক কিংবা শান্তিচুক্তি ভঙ্গ অথবা ইসলামী দাওয়াত প্রত্যাখান করার কারণে। কোন পাপী মুসলমান বা জাহান্নামী ঘোষিত মুনাফিকের বিরুদ্ধে তাঁর কোন যুদ্ধ ছিল না। বরং মৌখিক কালেমার দাবীদারকে তিনি মুসলিম বলেই গণ্য করেন। (১) তিনি বলেন, আমি লোকেদের সাথে যুদ্ধের জন্য আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল এবং ছালাত কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে। যখন তারা এইরূপ করবে, আমার পক্ষ হ'তে তাদের জান-মাল নিরাপদ থাকবে। কিন্তু ইসলামের বিধান অযযায়ী যদি কেহ দণ্ড পাওয়ার উপযোগী কোন অপরাধ করে, (তবে জান ও মালের দণ্ড হবে)। দুনিয়াতে তাদের মুখের ঘোষণা ও বাহ্যিক কার্যকলাপই গৃহীত হবে এবং তাদের (অন্তর সম্পর্কে) বিচারের ভার (আখেরাতে) আল্লাহ্র উপরই ন্যস্ত রইল' (বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১২, 'ঈমান' অধ্যায়)। (২) ফাসেক নেতাদের সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমাদের উপর অনেক শাসক হবে, যাদের কোন কোন কাজ তোমরা ভাল মনে করবে, আর কোন কোন কাজ অন্যায় মনে করবে। যে ব্যক্তি সেই অন্যায় কাজকে অস্বীকার করবে (অর্থাৎ অন্যায় বলে ঘোষণা দিবে ও প্রতিবাদ করবে), সে দায়িত্ব মুক্ত হবে। যে ব্যক্তি তা অপসন্দ করবে (কিন্তু মুখে প্রতিবাদ করবে না), সে ব্যক্তি (মুনাফেকী থেকে) নিরাপত্তা লাভ করবে। কিন্তু যে ব্যক্তি শাসকের অন্যায় কাজে সন্তুষ্ট থাকবে ও তার অনুসরণ করবে। এ সময় ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করবেন, আমরা কি ঐ সকল নেতাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব না? রাসূল (ছাঃ) বললেন, না। যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে। না যতক্ষণ তারা ছালাত আদায় করে' (মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৭১, 'ইমারত ও বিচার' অধ্যায়)।

উল্লেখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশে মৌখিক ও আন্তরিক কালেমা পাঠকারী জনগণ ও নেতাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয হবে না।

তবে যদি কখনো দেশ কাফের রাষ্ট্র দ্বারা আক্রান্ত হয়, তখন মুসলিম হিসাবে বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিকের উপরে যুদ্ধ করা 'ফরযে আয়েন' হবে। বর্তমান অবস্থায় প্রশ্নে উল্লেখিত কোনরূপ জঙ্গী দলের সাথে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কোন স্তরের নেতা বা কর্মীর যোগদান করা বৈধ হবে না।

প্রশ্ন (২৫/৩২৫)ঃ আমার বয়স এখন ৫৬। আমি একজন স্কুল শিক্ষক। আমি ১৯৫৮ সালে ম্যাট্রিক পাস করার পর প্রথম বিয়ে করি। কিন্তু বি,এ পাস করার পর উক্ত স্ত্রীকে তালাক দেই। ঐ বছরই দ্বিতীয় বিয়ে করি। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে একটি পুত্র সন্তান হয়। আমাদের দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল না। ফলে মনের দুঃখে আমি বাড়ী-ঘর ছেড়ে অনেক দূরে চলে যাই। সেখানে এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ হ'লে সে এক অল্পবয়স্কা বিধবা মেয়েকে আমার সাথে বিবাহ দেয়। এক বৎসর থাকার পর তাকেও ছেড়ে চলে আসি। সে তখন সন্তান সম্ভবা। পরে তার অন্যত্র বিয়ে হয় এবং তার কন্যা সন্তানটি নানা-নানীর নিকটে বড় হয়। অতঃপর পাগলপ্রায় হয়ে আমি অনেক দূরে চলে যাই এবং নিজেকে অবিবাহিত প্রকাশ করে এক ধনাঢ্য ব্যক্তির মেয়েকে বিবাহ করি। এই বিয়েতে আমি খুব সুখী হই। কিন্তু দু'টি সন্তান হওয়ার পর সত্য প্রকাশ হয়ে যায়। এতে আমার বর্তমান ৪র্থ স্ত্রী খুব কষ্ট পায়। আমি তার নিকটে ক্ষমা চাই এবং তার মোহরানা ১০ হাযার টাকা ছাড়াও সাড়ে ছয় লাখ টাকা প্রদান করি। এক্ষণে আমি আমার জীবনের সকল ভুল বুঝতে পেরে আল্লাহ্র নিকট কান্নাকাটি করি। সকল স্ত্রীর বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের মোহরানা ছাড়াও যাবতীয় দাবী পরিশোধ করি ও অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করি। দ্বিতীয়া স্ত্রীকে মোহরানা ছাড়াও ছেলেকে ষাট হাযার টাকা দেই। তৃতীয়া স্ত্রীর মেয়েকে বিবাহ দেই। আরও আড়াই লাখ টাকা খরচ করি এবং ক্ষমা চাই। তারা তাদের দ্বিতীয় স্বামীদের ঘরে ছেলেমেয়ে নিয়ে সুখে-শান্তিতে আছে। তারা সকলেই আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে। কিন্তু এরপরও আমি মানসিক ভাবে অশান্তিতে দিন কাটাচ্ছি। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে আমার কি ফায়ছালা হ'তে পারে? আমি কি ক্ষমা পাব? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
খুলনা।

উত্তরঃ আল্লাহ্র সঙ্গে বান্দা অন্যায় করলে তওবা কবুল হওয়ার তিনটি শর্ত রয়েছেঃ (১) কৃত পাপ থেকে বিরত থাকতে হবে (২) পাপের জন্য অনুতপ্ত হ'তে হবে (৩) ঐ পাপ পুনরায় না করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'তে হবে। এক্ষণে অন্যায় যদি বান্দার সঙ্গে বান্দার হয়, তাহ'লে তওবা কবুল হওয়ার শর্ত হবে চারটি। উপরোক্ত তিনটি শর্তের সঙ্গে চতুর্থ শর্তটি যোগ হবে এই যে, তওবাকারীকে বান্দার হক আদায় করতে হবে। বান্দা মাফ না করলে আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন না। (রিয়াযুছ ছালেহীন 'তওবা' অনুচ্ছেদ পৃঃ ৪১-৪২)।

আপনি উপরোক্ত চারটি শর্ত পূরণ করেছেন। অতএব ইনশাআল্লাহ আপনি আল্লাহ্র ক্ষমা পাবেন। আল্লাহপাক এরশাদ করেন, 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, তারা আল্লাহ্র অনুগ্রহ হ'তে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ তোমাদের সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' *(যুমার ৫৩)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অজ্ঞতাবশতঃ কোন খারাপ কাজ করে।

অতঃপর তওবা করে এবং সংশোধন করে নেয় তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' *(আন'আম ৫৪)*।

বণী ইসরাঈলের জনৈক ব্যক্তি ১০০ জন লোককে হত্যা

করার পর তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৭)*। জনৈক বড় পাপী মৃত্যুর আগে ছেলেদেরকে অছিয়ত করে যান যে, আমি মৃত্যুবরণ করলে আমার লাশকে আগুনে পুড়িয়ে ছাইগুলি পানিতে ভাসিয়ে ও বাতাসে উড়িয়ে দিয়ো। অতঃপর ছেলেরা তাই করল। আল্লাহ তা'আলা তার ছাইগুলোকে জমা করে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এরূপ করতে বললে কেন? লোকটি বলল, হে আল্লাহ! তোমার ভয়ে। অতঃপর আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩১৯)*।

সুতরাং আল্লাহ্কে ভয় করে পাপ থেকে সত্যিকারভাবে তওবা করলে যে কাউকে আল্লাহপাক ক্ষমা করতে পারেন। অতএব হতাশ হওয়ার কিছু নেই। মনে রাখবেন, আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হওয়াটা কবীরা গোনাহ। অতএব মন শক্ত রাখুন। তাক্বদীরের উপরে দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন। সাধারণ মানুষের মত দুনিয়াদারী করুন ও আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করুন। যদি আপনার ছোটবেলা থেকে মানসিক রোগ থেকে থাকে, তাহ'লে মনোরোগ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হ'তে পারেন। তবে খালেছ তওবা এবং দৃঢ় তাক্বদীর বিশ্বাসই আপনার সবচেয়ে বড় চিকিৎসা।

***প্রশ্ন (২৬/৩২৬)ঃ ঘড়ি কোন হাতে ব্যবহার করতে হবে? আমরা জানি যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে কোন কাজ ডান দিক থেকে করা পসন্দ করতেন। ঘড়ি কি** এর অন্তর্ভুক্ত নয়?*

-হারুণুর রশীদ
গোপালপুর, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ ডান অথবা বাম যেকোন হাতেই ঘড়ি ব্যবহার করা যায়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'হাতেই আংটি ব্যবহার করতেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৮৮-৮৯)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক কাজ ডান দিক থেকে করা পসন্দ করতেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪০০)-এর দ্বারা ঘড়ি বা আংটি ডান হাতে ব্যবহার বুঝায় না। কারণ ঘড়ি বা আংটি কোন কাজ নয় যে, ডান দিক থেকে শুরু করতে হবে।

প্রশ্ন (২৭/৩২৭)ঃ ইহুদীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন, হে নবী আপনি বলুন, রূহ হচ্ছে আল্লাহ্র আদেশ। আমার প্রশ্ন- এই 'রূহ' কি অহি ,না ফেরেশতা, নাকি প্রাণ?

-আবদুর রাযযাক
মশিন্দা শিকারপাড়া, নাটোর।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত রূহ অহি বা ফেরেশতা নয়। এই রূহ হচ্ছে প্রাণ শক্তি। যার প্রকৃতি মানুষের জ্ঞান ও অনুভূতির বাইরে। এমনকি আম্বিয়ায়ে কেরামও এর প্রকৃতি জানতেন না *(বিস্তারিত দেখুনঃ যুবদাতুত তাফসীর ৩৬৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৮/৩২৮)ঃ আল্লাহপাক আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির পূর্বে কি মানুষের রূহ সৃষ্টি করেছেন? রূহ, নফস ও জীবনের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

-আবুল কাসেম
ভাড়ালীপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহপাক হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির পূর্বে মানুষের রূহ সৃষ্টি করেননি। বরং রূহ সৃষ্টির পূর্বেই আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করে আল্লাহপাক তার পিঠ স্পর্শ করে আদম সন্তানকে পিপিলিকা আকারে সৃষ্টি করলেন এবং বললেন, আমি কি তোমাদের প্রভু নই? তখন সকলেই উত্তর দিল হ্যাঁ, নিশ্চয়ই *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১১৮-১২০, হাদীছ ছহীহ; সূরা আ'রাফ ১৭২)*। রূহ নফস ও জীবনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

প্রশ্ন (২৯/৩২৯)ঃ জিন জাতির কবরে আযাব হবে কি? জিনদের কি রূহ আছে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-যিয়াউল ইসলাম
কাপ্তাই, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ মানব ও জিন জাতি সৃষ্টির উদ্দেশ্য যেমন এক, তেমনি তাদের ফলাফলও একই। আল্লাহ বলেন, 'আমি জিন ও মানব জাতিকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি মানুষ ও জিন দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করব' *(সাজদা ১৩)*। অতএব জিনেদের অপরাধীদের কবরেও শাস্তি হবে। অপরদিকে জিনেরাও প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা প্রাণী জাতি সম্পর্কে বলেন, 'প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে' *(আনকাবুত ৫৭)*।

প্রশ্ন (৩০/৩৩০)ঃ আমাদের দেশের একটি জামা'আতের লোকেরা কবরের পূর্ব দিকে উঁচু এবং পশ্চিম দিকে নীচু করে। আর কবরের বাঁশ গুলিকে লাশ থেকে আনুমানিক এক বা সোয়া হাত উপরে রাখে। এরূপ করা কি সুন্নাত?

-সিরাজুল ইসলাম
শঠিবাড়ী, রংপুর।

উত্তরঃ উল্লেখিত আমল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। তবে কবর এমন হবে যেন লাশ নিরাপদে থাকে। শৃগাল-কুকুর যেন কোন ক্ষতি করতে না পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কবর খনন কর এবং প্রশস্ত ও গভীর কর' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৭০৩)*।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

মাসিক **আত-তাহরীক** *৩য় বর্ষের শেষ সংখ্যা সেপ্টেম্বর২০০০ বর্ষসূচী সহ প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ। সর্বমোট ৭২ পৃষ্ঠার মূল্য হবে ১২ টাকা। আপনার কপির জন্য আজই নিকটস্থ এজেন্টেকে বলুন।*

-নির্বাহী সম্পাদক

৩য় বর্ষ ১২তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ২০০০

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/৩৩১)ঃ বিবাহ পড়ানোর বিস্তারিত নিয়ম জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রহমান
বিলচাপড়ী, ধুনট, বগুড়া।

উত্তরঃ বিবাহের বৈঠকে বর, ওয়ালী ও দু'জন সাক্ষীর উপস্থিত থাকা যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ওয়ালী ব্যতীত বিবাহ হয় না' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩১৩০)*। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'দু'জন সাক্ষী এবং একজন বিবেকবান ওয়ালী ব্যতীত বিবাহ হয় না' *(ইরওয়াউল গালীল হা/১৮৪৪)*। বিবাহের বৈঠকে ওয়ালী বা কোন ব্যক্তি প্রথমে খুৎবা পড়বেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের দু'টি তাশাহহুদ শিখাতেন একটি ছালাতে অপরটি প্রয়োজনীয় কাজে বলার জন্য। অন্য বর্ণনায় রয়েছে বিবাহের প্রয়োজনে ও অন্যান্য প্রয়োজনে তিনি প্রথমে বলতেন-

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ -

তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরআনের তিনটি আয়াত পাঠ করতেনঃ আলে ইমরান ১৩২, নিসা ১ ও আহযাব ৭০-৭১ আয়াত। অতঃপর তিনি প্রয়োজনীয় কথা বলতেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩১৪৯)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রথমে খুৎবা অতঃপর প্রয়োজনীয় কথা বলতে হবে। অর্থাৎ ওয়ালী কনেকে বরের নিকট সমর্পন করবেন। স্পষ্ট ও পরিস্কার হওয়ার জন্য ওয়ালী কথাগুলি তিন বার বলতে পারেন। রাসূল (ছাঃ) কথা স্পষ্ট হওয়ার জন্য তিনবার বলতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/২০৮)*। ওয়ালীর কথার উত্তরে বর 'ক্বাবিলতু' (আমি কবুল করলাম) বলবেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড ৩৩ পৃঃ)*। অতঃপ ওয়ালী তাদের মঙ্গলের জন্য দো'আ করবেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) কোন ব্যক্তির বিবাহ সম্পাদন করালে বলতেন-

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ

(বা-রাকাল্লা-হু লাকা ওয়া বা-রাকা 'আলায়কুমা ওয়া জামা'আ বায়নাকুমা ফী খায়রিন) *(আহমাদ, মিশকাত হা/২৪৪৫)*। অর্থঃ আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন ও তোমাদের উভয়কে বরকত দান করুন! তিনি তোমাদের উভয়ের মাঝে দাম্পত্য মিলন কল্যাণ মণ্ডিত করুন'!

প্রকাশ থাকে যে, মেয়ের নিকট গিয়ে মেয়েকে কবুল করাতে হবে না। কারণ মেয়ের পক্ষ থেকে ওয়ালীই যথেষ্ট। আর এজন্যই মেয়ের ওয়ালীর প্রয়োজন হয়। পুরুষের কোন ওয়ালীর প্রয়োজন হয় না। উম্মে হাবীবা (রাঃ)-কে যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিবাহ করেছিলেন তখন উম্মে হাবীবা ছিলেন হাবশায়। আর নবী করীম (ছাঃ) ছিলেন মদীনায় *(মুহাল্লা ৯/১৬৮ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২/৩৩২)ঃ জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রী পসন্দ না হওয়ায় জাদুর মাধ্যমে তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে। সে এখন তার শ্যালিকাকে বিবাহ করতে চায়। এক্ষণে তার পাপ মোচন হবে কি? এবং সে তার শ্যালিকাকে বিবাহ করতে পারবে কি?

-আবুবকর
চক হরিদাসপুর
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ জাদু কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বেঁচে থাক। এর একটি হচ্ছে জাদু... *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২)*। এমনকি জাদুকর পুরুষ ও নারীকে হত্যা করতেও বলা হয়েছে' *(বুখারী, ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩০৪৩)*। অতএব এরকম লোক থেকে দূরে থাকা উচিত। তবে তার পাপ ক্ষমা হবে না এমনটি বলা যাবে না। তওবার কারণে আল্লাহ তাকেও ক্ষমা করে দিতে পারেন। আল্লাহ বলেন, 'হে আমার অপরাধী বান্দাগণ তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করে থাকেন *(যুমার ৫৩)*। কাজেই মেয়ের পক্ষ সম্মত হ'লে সে তার শ্যালিকাকে বিবাহ করতে পারে।

প্রশ্ন (৩/৩৩৩)ঃ জনাব সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি! স্পষ্ট হাদীছ থাকা সত্ত্বেও আপনি কোন স্বার্থে শবেবরাতকে চাপা দিচ্ছেন? অজ্ঞাত বিদ্বান ও আলবানীর দোহাই দিয়ে আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী ও ইবনে মাজার ৩৩৪৪ খানা হাদীছ বর্জনের ষড়যন্ত্র করছেন কেন? আলবানী কোন যুগের মুহাদ্দিছ? ১৩৩৩ হিজরীতে তিনি কতটি হাদীছ সংগ্রহ করেছেন? ইমাম তিরমিযীর জন্ম ২০২ হিজরীতে। তিনি ৩৮১২টি হাদীছ সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি তার গ্রন্থে ৮২৯টি যঈফ হাদীছ সংযোজন করেছেন বলে পত্রিকায় উল্লেখ করেছেন। শুধু হাদীছ যঈফ বললে চলবে না, অন্তত ৫০০ হিজরীর পূর্বের মুহাদ্দেছ দ্বারা চিহ্নিত যঈফ হাদীছ দেখাতে হবে। আমরা এখন আর চুপ করে থাকব না। আপনাদের মনগড়া ও কপট বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাতে আমরা যেকোন মুহূর্তেই সক্ষম।

-আব্দুল কাদের
ভেলাবাড়ী কারামতিয়া দাখিল মাদরাসা
পোঃ ভেলাবাড়ী
আদিতমারী, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ ভাই আব্দুল ক্বাদের। আমরা আপনার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে অশেষ রহমত ও দীর্ঘায়ু কামনা করি। কারণ আপনার লেখা পড়ে বুঝতে পারছি যে, আপনি ইসলামী বই চর্চা করেন। আশা করি, চর্চা আরো বেশী করলে আমাদের উপর বিরূপ ধারণার অবসান হবে। জানা উচিত যে, শায়খ আলবানী (রহঃ) যেমন নিজে কোন মন্তব্য করেননি, কেবল পূর্বের কথা উদ্ধৃত করেছেন মাত্র। তেমনি আমরাও কোন মনগড়া কথা লিখি না। ইমাম তিরমিযী নিজে কতটি হাদীছের উপর মন্তব্য করেছেন, সেটা আপনার জানা প্রয়োজন। আপনার নিকটে আমাদের পরামর্শ হ'লঃ আরবী বুঝতে পারলে ইমাম তিরমিযী ও শায়খ আলবানীর কিতাব গুলি পড়ুন। না পারলে মাওলানা আব্দুর রহীম ছাহেবের 'হাদীস সংকলনের ইতিহাস' বইটি পড়ুন। আশা করি ভুল ভেঙ্গে যাবে।

প্রশ্ন (৪/৩৩৪)ঃ চার বার সূরা ফাতিহা পাঠ করে ঘুমালে ৪ হাযার দীনার ছাদাক্বা করার সমান নেকী পাওয়া যায়। তিনবার সূরা ইখলাছ পড়ে ঘুমালে এক খতম কুরআনের নেকী পাওয়া যায়। তিন বার 'আস্তাগ্ফিরুল্লাহ' পড়ে ঘুমালে দু'জনের মাঝে বিবাদ মিটানোর নেকী পাওয়া যায়। চার বার তৃতীয় কালেমা পড়ে ঘুমালে এক হজ্জের নেকী হয়। কথাগুলি কতদূর সত্য। জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল মুমেন
আব্দুল্লাহ্‌র পাড়া
বারকোনা, সাঘাটা
গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উল্লেখিত সূরা ও দো'আগুলি ঘুমানোর সময় পড়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ উপরোক্ত পাহাড় প্রমাণ নেকীর দাবী ভিত্তিহীন। তবে সূরা নাস, ফালাক্ব ও ইখলাছ তিনবার পড়ে ঘুমানোর প্রমাণ আছে *(বুখারী, মিশকাত হা/২১৩২)*। চার বার সূরা ফাতিহা পড়ে ঘুমালে ৪ হাযার দীনার ছাদাক্বা করার নেকী পাওয়া যায় একথা মিথ্যা। তবে সূরা ইখলাছ তিনবার পড়লে একবার কুরআন খতমের সমান নেকী হয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৭)*।

দশ বার 'আস্তাগফিরুল্লাহ' পড়ে ঘুমালে দু'জনের মাঝে বিবাদ মিটানোর সমান নেকী হয় এ কথাও সত্য নয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমার অন্তরে মরিচা পড়ে আর (উহা ছাফ করার জন্য) আমি দৈনিক একশত বার 'আস্তাগফিরুল্লাহ' পড়ি *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৪)*। চার বার তৃতীয় কালেমা পড়ে ঘুমালে এক হজ্জের নেকী পাওয়া যায়, একথাও সত্য নয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ বলা আমার নিকট সমগ্র পৃথিবীর চেয়ে উত্তম *(মুসলিম, মিশকাত হা/২২৯৫)*।

প্রশ্ন (৫/৩৩৫)ঃ মুমূর্ষু রোগীকে রক্ত দানের বিনিময়ে টাকা-পয়সা গ্রহণ করা যায় কি?

-ফযলুর রহমান
ঠিকানা বিহীন

উত্তরঃ ডাক্তারের পরামর্শক্রমে মুমূর্ষু রোগীকে রক্ত প্রদান করে চিকিৎসা করা জায়েয *(মায়েদা ৩)*। বাধ্যগত অবস্থায় পরস্পর রক্ত ক্রয়-বিক্রয়ও নেকীর কাজে পরস্পরের সহযোগিতার শামিল *(মায়েদা ২)*।

প্রশ্ন (৬/৩৩৬)ঃ আমি একজন ক্যান্সার ও প্যারালাইসিস-এর রুগী। ঔষধ খাওয়ার পূর্বে অনেকেই 'আল্লাহ শাফী, আল্লাহ মাফী, আল্লাহ কাফী' এই দো'আ পড়ে থাকে। এটা কি ঔষধ খাওয়ার দো'আ? রোগ মুক্তির দো'আ কোন্‌টি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শফীকুর রহমান
পল্লবী, মিরপুর সাড়ে ১১
ঢাকা।

উত্তরঃ ঔষধ খাওয়ার পূর্বে 'আল্লাহ কাফী, আল্লাহ মাফী ও আল্লাহ শাফী' নামে কোন দো'আ নেই। ঔষধ সহ যেকোন খানাপিনার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলবেন। যদি প্রথমে বিসমিল্লাহ বলতে ভুলে যায়, তাহ'লে বলবেন-

بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

'বিসমিল্লাহি আউওয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহূ' (আবুদাউদ হা/৪২০২)। অর্থঃ উহার শুরুতে ও শেষে 'বিসমিল্লাহ'।

রোগ মুক্তির দো'আঃ

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হ'লে রাসূল (ছাঃ) তাকে ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করতেন এবং বলতেন, أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَائُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا-

(আযহিবিল বা'সা রাব্বান না-সে ওয়াশফি আনতাশ শা-ফী লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা শিফা-আল লা ইউগা-দিরু সাক্বামা)।

'হে মানব জাতির প্রতিপালক! এই রোগ দূর কর এবং আরোগ্য দান কর তাকে। তুমিই আরোগ্য দানকারী। তোমার আরোগ্য ব্যতীত কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য যা বাকী রাখেনা কোন রোগকে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩০)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন তাঁর

পরিবারের কেউ পীড়িত হ'ত, তখন তিনি সূরা নাস ও ফালাক্ব পড়ে তার উপর ফুঁক দিতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩২)*।

তবে কোন রোগী যদি আরোগ্য হওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যায়, তাহ'লে বলবে,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَاَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْاَعْلٰى

(আল্লা-হুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়া আল্‌হিক্বনী বির রাফীক্বিল আ'লা)

'হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর, আমার উপর রহমত বর্ষণ কর, আমাকে সর্বোচ্চ সঙ্গীর (আল্লাহ্‌র) সাথে মিলিয়ে দাও' *(বুখারী; মুসলিম ১ম খণ্ড 'জানাযা' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৭/৩৩৭)ঃ জনৈক ইমাম বলেছেন, মাগরিবের ছালাতের পর ৬ রাক'আত 'আউওয়াবীনে'র ছালাত আদায় করলে ১২ বছরের পাপ মোচন হয় এবং ১২ বছর যাবত ছিয়াম অবস্থায় দান করার সমান নেকী পাওয়া যায়। একথার সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুস সালাম
হারাগাছ, রংপুর।

উত্তরঃ মাগরিবের ছালাতের পর ৬ রাক'আত ছালাত আদায় করলে ১২ বছরের ইবাদতের সমান নেকী হয় বলে তিরমিযীতে একটি হাদীছ পাওয়া যায়, যা নিতান্তই 'যঈফ'। তবে হাদীছটিতে যেমন ১২ বছরের পাপ মোচন হওয়ার কথা নেই, তেমনি ১২ বছর ছিয়াম অবস্থায় দান করার সমান নেকী পাওয়ার কথাও নেই। আর এই ছালাতের নাম 'আউওয়াবীন'ও নয়। চাশ্তের ছালাতের নাম 'আউওয়াবীন' বলে একটি হাদীছ পাওয়া যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১২)*।

মাগরিবের পর ৬ রাক'আত ও ২০ রাক'আতের তিনটি হাদীছ রয়েছে, যা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল-

(১) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের ছালাতের পর ৬ রাক'আত ছালাত আদায় করবে এবং ছালাতের মাঝে মন্দ কথা বলবেনা তার ৬ রাক'আত ছালাতকে ১২ বছরের ইবাদতের সমান করা হবে *(যঈফ তিরমিযী হা/৪৩৬; মিশকাত হা/১১৭৩; সিলসিলা যাঈফা হা/৪৬৯)*। (২) আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ২০ রাক'আত ছালাত আদায় করবে তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১১৭৪)*। হাদীছটি জাল *(সিলসিলা যাঈফা হা/৪৬৭)*। (৩) সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ তার পিতা থেকে মারফূ সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পর কথা বলার পূর্বে ৬ রাক'আত ছালাত আদায় করবে তার ৫০ বছরের পাপ ক্ষমা করে দেওয়া হবে *(সিলসিলা যাঈফা ১/৬৮০ পৃঃ হাদীছটি যঈফ (ঐ)*।

প্রশ্ন (৮/৩৩৮)ঃ কুরআন তিলাওয়াত শেষে 'ছাদাক্বাল্লা-হুল 'আযীম' পড়া যাবে কি-না? যদি না যায়, তবে কি পড়তে হবে?

-আব্দুর রশীদ
বড়িয়া দাখিল মাদরাসা
বেথুলী, কালীগঞ্জ
ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন মজীদ তিলাওয়াত শেষে 'ছাদাক্বাল্লা-হুল 'আযীম' বলার কোন দলীল পাওয়া যায় না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বৈঠক শেষে, কিংবা ছালাত শেষে কিছু কালেমা পড়তেন। আমি একদা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) যখনই আপনি কোন বৈঠকে বসেন অথবা ছালাত আদায় করেন, তখনই এই কালেমাগুলি দ্বারা শেষ করেন। তিনি বললেন, হাঁ। কোন ব্যক্তি ভাল কথা বললে ঐ ভাল-র উপরে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মোহরাংকিত করা হয়। আর কোন ব্যক্তি মন্দ কিছু করলে এই দো'আ তার জন্য কাফফারা হয়ে যায়। দো'আটি হচ্ছে- سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ -

'সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়াবিহামদিকা আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলায়কা'

অর্থঃ মহা পবিত্র হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি আপনার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকেই ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি' *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৪৩৩, ২৪৫০)*। নাসাঈ স্বীয় عمل اليوم والليلة গ্রন্থে مايختم تلاوة القر آن কথাটিও বর্ণনা করেছেন। যার অর্থঃ 'যদ্বারা তিনি কুরআন তেলাওয়াত শেষ করতেন' *(ঐ, হা/৩০৮ নাসাঈ হা/১৩৪৩-এর টীকা, বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ ৪র্থ সংস্করণ ১৪১৮/১৯৯৭] ৩/৮১)*।

প্রশ্ন (৯/৩৩৯)ঃ শিশু সন্তানের দুধ পান করানোর সময় সীমা কত দিন?

(১) মিসেস শাহানা জসীম
সাং- নবিয়াবাদ
চান্দিনা, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।
(২) আব্দুর রশীদ
বড়িয়া দাখিল মাদরাসা
বেথুলী, কালীগঞ্জ

ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ শিশু সন্তানের দুধ পান করানোর সময়সীমা পূর্ণ দু'বছর। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আর দুগ্ধবতী মায়েরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, যদি তারা দুধ পানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায়' *(বাক্বারাহ ২৩৩)*। তবে দু'বছরের বেশী দুধ পান করালে পাপ হবে বা করানো যাবে না এরূপ কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (১০/৩৪০)ঃ বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হাদীছে ঈদের মাঠে মাহিলাদেরকে যে মুসলমানদের জামা'আতে ও দো'আয় শরীক হ'তে বলা হয়েছে এর অর্থ কি? এ দো'আ কি সেই দো'আ, যা ঈদের মাঠে খুৎবা শেষে ইমাম ও মুক্তাদী হাত তুলে সম্মিলিতভাবে করে থাকেন?

-আব্দুর রহীম
বাহাদুরপুর
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ মহিলাদেরকে ঈদের মাঠে মুসলমানদের জামা'আতে ও দো'আয় যে শরীক হ'তে বলা হয়েছে এ দো'আ সে দো'আ নয়, যা আমাদের দেশে ঈদের মাঠে খুৎবা শেষে ইমামও মুক্তাদী হাত তুলে সম্মিলিতভাবে করে থাকেন। কারণ এরূপ দো'আ আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবীগণ থেকে প্রমাণিত নয়। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) প্রথমে ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর মুছল্লীদের দিকে মুখ ফিরে দাঁড়াতেন। মুছল্লীরা নিজ নিজ কাতারে বসে থাকত। তিনি তাদের উপদেশ দান করতেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪২৬)*। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, তিনি ছালাত শেষে খুৎবা দিতেন। অতঃপর মহিলাদের নিকট আসতেন ও তাদের উপদেশ দিতেন। রাবী বলেন, আমি মহিলাদের দেখলাম তারা কান ও গলার দিকে হাত বাড়াচ্ছে এবং গয়না খুলে খুলে বেলালের দিকে দিচ্ছে। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ও বেলাল বাড়ীর দিকে চলে গেলেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪২৯)*।

কাজেই দো'আয় শরীক হওয়া অর্থ মহিলাগণ তাকবীর ও ইমামের বক্তব্যে শরীক হবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ঋতুবতী মহিলারা পুরুষের সাথে তাকবীর দিবে *(মুসলিম ১/২৯০ পৃঃ)*। আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারাকপুরী (রহঃ) বলেন, এখানে দো'আয় শরীক হওয়ার অর্থঃ ইমামের বক্তব্য ও উপদেশ শ্রবণে শরীক হওয়া। কারণ দো'আ শব্দটি 'আম; যা বক্তব্য, যিকর, উপদেশ সবকিছুকে বুঝায়' *(মির'আত ৫ম খণ্ড 'ঈদায়েন' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১১/৩৪১)ঃ জনৈক ভাই তার বোনের রোগ মুক্তি কামনায় ১০০টি ছিয়াম মানত করেছে। তাকে কি ১০০টি ছিয়ামই পালন করতে হবে, না কম করলেও চলবে।

-হারেছ
চাকলা
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ নেক আমল করার জন্য মানত করলে তা পালন করা যরূরী। আল্লাহ তা'আলা সৎকর্মশীলদের প্রশংসা করে বলেন, 'যারা মানত পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে, যেদিনের অনিষ্ট হবে সুদূরপ্রসারী' *(দাহর ৮)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্‌র আনুগত্যের মানত করে, তাহ'লে সে যেন তা পূরণ করে। আর কোন ব্যক্তি যদি নাফরমানীর মানত করে, সে যেন তা পূরণ না করে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৪২৭)*। তবে মানত কারীর পক্ষে যদি মানত পূরণ করা সম্ভব না হয় তাহ'লে তাকে কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে। আর মানতের কাফ্‌ফারা হচ্ছে শপথের কাফফারা *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৯)*। শপথের কাফ্‌ফারা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের অনর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করবেন না। কিন্তু তোমাদের শক্তভাবে শপথের জন্য পাকড়াও করবেন। এই শপথের কাফ্‌ফারা হচ্ছে এই যে, ১০ জন দরিদ্রকে মধ্যম ধরনের খাদ্য প্রদান করবে, যা তোমরা তোমাদের পরিবারকে নিয়ে খেয়ে থাক। অথবা তাদেরকে বস্ত্র প্রদান করবে অথবা একজন ক্রীতদাস বা দাসী মুক্ত করবে। আর যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখেনা, সে তিন দিন ছিয়াম পালন করবে' *(মায়েদা ৮৯)*।

অতএব ঐ ছেলেটি একশতটি ছিয়াম পালন করতে সক্ষম না হ'লে কাফফারা আদায় করবে।

প্রশ্ন (১২/৩৪২)ঃ জনৈক ছালাত আদায়কারী ব্যক্তি আত্মহত্যা করে মারা গেছে। তার জানাযা করা যাবে কি?

-রুহুল আমীন
গ্রাম+পোঃ ভূষণছড়া
থানাঃ বরকল, রাঙ্গামাটি।

উত্তরঃ আত্মহত্যাকারীর জানাযা করা যায়। তবে কোন বড় আলেম না পড়িয়ে সাধারণ লোক দ্বারা জানাযা করা উত্তম। জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একজন ছাহাবী যখম হয়েছিল। যখমের ব্যথা সহ্য করতে না পারায় আত্মহত্যা করেছিল। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তার জানাযা করেননি। জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, এটা ছিল তাকে আদব দেওয়ার জন্য *(ইবনে মাজাহ হা/১২৪৬)*। সাহাবীগণ তার জানাযা করেছিলেন *(নায়ল ৪/৪৭ পৃঃ, আওনুল মা'বূদ ৪/৩২৮ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৩/৩৪৩)ঃ আমার স্বামী তার ভাইদের সাথে একান্নভুক্ত। আমাকে স্বাধীন ভাবে খরচ করার জন্য মাঝে মাঝে কিছু টাকা দেন। আমি ঐ টাকা ইচ্ছামত খরচ ও দান করে থাকি। আমি কি ঐ দানের নেকী পাব?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
রাজবাড়ী।

উত্তরঃ স্ত্রী স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে স্বামীর সংসারে ক্ষতি না হয়, সেদিকে খেয়াল রেখে স্বামীর সম্পদ দান করতে পারে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি কোন মহিলা সম্পদ ধ্বংস না হয় সেদিকে খেয়াল রেখে তার বাড়ীর খাদ্য দান করে, তাহ'লে দান করার কারণে সে নেকী পাবে এবং উপার্জনের কারণে স্বামী নেকী পাবে। আর সম্পদের পাহারাদারও অনুরূপ নেকী পাবে। এতে কারো নেকী কমানো হবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৪৭)*। আবু'হুরায়রা (রাঃ) বলেন, কোন মহিলা যদি তার স্বামীর সম্পদ তার অনুমতি ব্যতীত দান করে, তাহ'লে সে অর্ধেক নেকী পাবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৪৮)*।

প্রশ্ন (১৪/৩৪৪)ঃ কোন ব্যক্তি গোসল করে জুম'আর ছালাতের জন্য মসজিদে গেলে তার প্রতি কদমে এক বছরের নফল ছালাত ও ছিয়ামের সমান নেকী হয়, কথাটা কি সত্য?

-আব্দুল হাফীয
জান্নাতপুর, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ কথাটি সত্য। আওস ইবনে আওস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজে গোসল করল এবং স্ত্রীকে গোসল করাল। অতঃপর সকাল সকাল পায়ে হেঁটে মসজিদে গেল, ইমামের পার্শ্বে গিয়ে খুৎবা শুনল এবং কোন বাজে কথা বলল না, তার প্রতি পদে এক বৎসরের নফল ছালাত ও ছিয়ামের নেকী হবে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৮৮)*।

প্রশ্ন (১৫/৩৪৫)ঃ মসজিদের গায়ে 'আহলেহাদীছ মসজিদ' লেখা হয় কোন্ দলীলের ভিত্তিতে? মাযহাবীদের কোন মসজিদের দেয়ালে স্ব স্ব মাযহাবের নাম নেই। অথচ আল্লাহ বলেছেন মসজিদ আল্লাহ্র জন্য।

-নযরুল ইসলাম
আলীপুর, বেলঘরিয়া
দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ মসজিদ আল্লাহ্র ঘর হ'লেও কোন ব্যক্তি বা বংশের নামে মসজিদের নামকরণ করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করেন। তিনি প্রতিযোগিতার দূরত্ব নির্ধারণ করেছিলেন 'ছানিয়াতুল বিদা' হ'তে 'বনু যুরাইক্ব'-এর মসজিদ পর্যন্ত *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১৩১৫)*।

প্রকাশ থাকে যে, 'আহলেহাদীছ' প্রচলিত অর্থে ব্যক্তি ভিত্তিক কোন মাযহাবের নাম নয়। এটি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারীদের নাম এক্ষণে যে মসজিদের ব্যবস্থাপনা আহলেহাদীছগণের হাতে সেটাই 'আহলেহাদীছ মসজিদ'। সেখানে সকল মুসলমানের ছালাতের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। কিন্তু ধর্মের নামে বিদ'আতের প্রচার ও বিদ'আতী অনুষ্ঠানাদি করার অধিকার সেখানে নেই। এদেশে আহলেহাদীছ মসজিদের সংখ্যা কম। তাই চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে উপরের হাদীছের আলোকে 'আহলেহাদীছ মসজিদ' নাম লেখা যেতে পারে।

প্রশ্ন (১৬/৩৪৬)ঃ জনৈক ব্যক্তি স্ত্রীর মাসিক অবস্থায় নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে তার সাথে মিলন করে। কিন্তু সে সূরা বাক্বারাহ ২২২ নং আয়াত জানে যে, আল্লাহ মাসিক অবস্থায় মিলন করা থেকে নিষেধ করেছেন। এখন তার কাফফারা কি হবে? দলীল ভিত্তিক জওয়াব চাই।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও।

উত্তরঃ যদি কোন ব্যক্তি হায়েয অবস্থায় হালাল মনে করে মিলন করে থাকে, তাহ'লে সে কাফের হয়ে যাবে। আর যদি নিজেকে সংযত রাখতে না পেরে মিলন করে, তাহলে তাকে অর্ধ দীনার কাফফারা দিতে হবে *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, ও অন্যান্য; সনদ ছহীহ মিশকাত হা/৫৫৩ 'হায়েয' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১৭/৩৪৭)ঃ দুই যমজ বোন জন্মলগ্ন থেকে তাদের কাঁধ, পার্শ্ব ও কোমর এক সাথে যুক্ত। যা আলাদা করা সম্ভব ছিল না। তাদের একসাথে ক্ষুধা লাগে। এক সাথে পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন হয়। এক সাথেই অসুস্থ হয় এবং সুস্থতা লাভ করে। তারা এখন যুবতী। তাদের বিবাহ কি একজন পুরুষের সাথে হ'তে পারে?

-জামীরুল
হাড়াভাঙ্গা মাদরাসা
গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ আল্লাহ মানুষের উপর এমন শরীয়ত অর্পণ করেননি, যা মানুষের সাধ্যাতীত। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ কারো উপর তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না *(বাক্বারাহ ২৮৬; আন'আম ১৫২; আ'রাফ ৪২; মুমিনূন ৬২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যা আদম সন্তানের আয়ত্বে নয়, তা তাকে পালন করতে হবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪১০)*। কাজেই ডাক্তারী চিকিৎসায় যদি তাদের পৃথক করা সম্ভব না হয়, তাহ'লে একজনের সাথেই বিবাহ বৈধ হবে।

প্রশ্ন (১৮/৩৪৮)ঃ আমাদের দেশে একটি প্রচলন রয়েছে যে, কেউ মৃত্যুবরণ করলে গ্রামের লোক মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে গিয়ে তার গরু-ছাগল যাই থাক, বিনা অনুমতিতে যবেহ করে যত লোক আসবে সবাইকে ভাত-গোশত খাওয়াবে। এদিকে বাড়ীর মানুষ সবাই শোকাহত হয়ে কান্নাকাটি করে। তারা কোন খোঁজ-খবর নিতে পারে না। এটা কি শরীয়ত সম্মত? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুখলেছুর রহমান
সিঙ্গী, সাগরপুর
বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ এটা নেহায়েত অন্যায় কাজ। এই অন্যায় রীতি এখুনি পরিত্যাজ্য। বরং প্রতিবেশীদের উচিত মৃতের পরিবারের লোকদের কমপক্ষে একটি দিন ও রাত পেট ভরে খাওয়ানো। জা'ফর বিন আবু ত্বালিব (রাঃ) শহীদ হ'লে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তার প্রতিবেশীদেরকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। এতদ্ব্যতীত বন্ধু-বান্ধব ও সকল হিতাকাংখীর কর্তব্য হ'ল মৃতের উত্তরাধিকারীদের সান্ত্বনা প্রদান করা ও তার বাচ্চাদের মাথায় সহানুভূতির হাত বুলানো। *=দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১৩০।*

প্রশ্ন (১৯/৩৪৯)ঃ জানাযার দো'আ ছোট বড় সকল মাইয়েতের জন্য কি একই? নাকি বাচ্চাদের পৃথক কোন দো'আ আছে? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-হেলালুদ্দীন
খোকসা, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ মাইয়েত শিশু হ'লে জানাযার দো'আর সাথে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) নিম্নের দো'আটি পড়তেন-

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَّفَرَطًا وَّذُخْرًا وَّاَجْرًا

'আল্লা-হুম্মাজ'আলহু লানা সালাফাওঁ ওয়া ফারাত্বাওঁ ওয়া যুখরাওঁ ও আজরান'। অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনি এই শিশুকে আমাদের জন্য পূর্বগামী, অগ্রগামী এবং আখেরাতের পুঁজি ও পুরস্কার হিসাবে গণ্য করুন' *(বুখারী-তা'লীক্ব ১/১৭৮; মিশকাত হা/১৬৯০)*।

প্রশ্ন (২০/৩৫০)ঃ বোনের ছেলের ঘরের নাতিনকে বিবাহ করা জায়েয কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম
গ্রামঃ মিরতুলী দেবীনগর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ আপন বোন, বৈপিত্রেয় বোন, বৈমাত্রেয় বোন ও এদের যত শাখা-প্রশাখা হবে, তাদেরকে বিবাহ করা হারাম। বোনের ছেলের ঘরের নাতিন যেহেতু বোনের শাখা, সেহেতু তাকে বিবাহ করা হারাম *(নিসা ২৩, আল-জামে' লি আহকামিল কুরআন ৫/৭১ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২১/৩৫১)ঃ জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীর দুধ খেয়ে নিত। স্ত্রী কথা ফাঁস করে দিলে জনৈক মুফতী ফৎওয়া দেন যে, তোমার তালাক হয়ে গেছে। ফলে মহিলা অন্য জায়গায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং সেখানে একটি সন্তান হয়। এদিকে পূর্বের স্বামী মারা গেছে। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল- দুধ খাওয়ার ফলে কি তার তালাক সম্পন্ন হয়েছিল? দ্বিতীয় বিবাহ কি শুদ্ধ হয়েছে? দ্বিতীয় স্বামীর সন্তান কি বৈধ? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ রুস্তম আলী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ স্ত্রীর দুধ পান করার ফলে তালাক হয়ে গেছে কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যেহেতু তালাক হয়নি সেহেতু দ্বিতীয় বিবাহও বৈধ হয়নি। ব্যভিচারী হিসাবে তারা গণ্য হয়েছে। আর তাদের যে সন্তান হয়েছে সে জারজ সন্তান হিসাবে পিতার সম্পত্তির ওয়ারেছ হ'তে পারবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি দুগ্ধ দানকারিনী স্ত্রীর দুধ পান করা হ'তে নিষেধ করার ইচ্ছা পোষণ করলাম। কিন্তু রোম ও পারস্যের লোকেরা স্ত্রীর দুধ পান করাতে বাচ্চাদের ক্ষতি হয় না (বিধায় নিষেধ করলাম না) *(মুসলিম, হা/১৪৪২)*।

প্রশ্ন (২২/৩৫২)ঃ কোন ইমাম যদি ছালাত আদায় করার সময় ইচ্ছাকৃত ভাবে হাতের আঙ্গুল ফুটায় এবং দাড়ি টেনে ছিঁড়তে থাকে তাহ'লে তার ও মুক্তাদীদের ছালাত হবে কি?

-মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর হোসাইন
প্রযত্নেঃ সিরাজুদ্দীন
গ্রামঃ আখালিয়া
সাতগ্রাম, নরসিংদী।

উত্তরঃ ছালাত আদায়ের সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে, তাকবীরে তাহরীমার মাধ্যমে দুনিয়ার সবকিছুকে হারাম করে আল্লাহ্‌র সম্মুখে নিবেদিত চিত্তে দন্ডায়মান হওয়া। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্‌র জন্য নিবিষ্ট চিত্তে দাঁড়িয়ে যাও *(বাক্বারাহ ২৩৮)*। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ছালাতের মধ্যে আঙ্গুল ফুটাতে নিষেধ করেছেন। এতে ছালাতের খুশু-খুযূ নষ্ট হয়। কিন্তু ছালাত আদায় হয়ে যাবে। কারণ আঙ্গুল ফুটানো, দাড়ি ছিঁড়া এগুলি ছালাত বিনষ্টের কারণ নয়। তবে ছালাতের খুশূ-খুযূ (একাগ্রতা) নষ্ট হয় বিধায় নিঃসন্দেহে মাকরূহ।

প্রশ্ন (২৩/৩৫৩)ঃ অনেক মসজিদে লিখা থাকে লাল বাতি জ্বললে সুন্নাত পড়া নিষেধ বা সুন্নাত পড়বেন না। শরীয়তের দৃষ্টিতে এধরনের কথা লেখা কি ঠিক?

-আব্দুল হামীদ
সদরঘাট, ঢাকা।

উত্তরঃ এধরনের কথা বলা বা মসজিদে লেখা উচিৎ নয়। কেননা উক্ত লালবাতি যদি ছালাতের নিষিদ্ধ তিনটি সময়ের নির্দেশক হয়, তবে বিভিন্ন হাদীছের আলোকে উক্ত সময়ে 'কারণ বিশিষ্ট' ছালাত সমূহ আদায় করা জায়েয। যেমন তাহিইয়াতুল মসজিদ, জানাযার ছালাত ইত্যাদি *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮২ পৃঃ)*। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত সুন্নাত পড়ে নেয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭০৪)*।

প্রশ্ন (২৪/৩৫৪)ঃ তাক্বলীদের আবির্ভাব কখন ঘটে? 'তাক্বলীদ' কাকে বলে? তাক্বলীদ ও ইত্তেবার মধ্যে পার্থক্য কি? চার ইমাম কি নিজ নিজ উস্তাযের মুক্বাল্লিদ

ছিলেন? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুস সাত্তার
ডুমুরিয়া, খুলনা।

উত্তরঃ ২য় শতাব্দী হিজরীতে 'তাক্বলীদে'র আবির্ভাব ঘটে এবং ৪র্থ শতাব্দীতে এসে তাক্বলীদ ভিত্তিক প্রচলিত মাযহাবী ফের্কাবন্দী শুরু হয়' *(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (কায়রো ছাপা ১৩৫৫ হিঃ) ১/১৫২।* ফলে মুসলিম উম্মাহ হাদীছের অনুসরণের বদলে ব্যক্তির অনুসরণে উদ্বুদ্ধ হয়। 'রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত কারু শারঈ সিদ্ধান্ত বিনা দলীলে কবুল করে নেওয়াকে তাক্বলীদ বা তাক্বলীদে শাখছী বলে'। পক্ষান্তরে দলীলের অনুসরণকে 'ইত্তেবা' বলা হয়। অর্থাৎ ইত্তেবা হ'ল অন্যের কোন শারঈ সিদ্ধান্ত দলীল সহকারে গ্রহণ করা। অপরদিকে 'তাক্বলীদ' হ'ল অন্যের কোন শারঈ সিদ্ধান্তকে দলীল ছাড়াই গ্রহণ করা'। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সহ সকল ইমামের বক্তব্য ছিল একটাই "إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبُنَا" 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে মনে রেখ সেটাই আমাদের মাযহাব' (শা'রানী, কিতাবুল মীযান ১/৬৩, ৭৩ পৃঃ; দ্রঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন (ডক্টরেট থিসিস) পৃঃ ১৭৩-৭৭, টীকা ২, ১৭, ১৮, ১৯, ২১, ২৪)। চার ইমামের অধিকাংশ পরস্পরের ছাত্র হ'লেও তারা কেউ কারু মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। তাঁদের শিষ্যরাও স্ব স্ব উস্তাযের শিক্ষা অনুযায়ী সাধ্যপক্ষে হাদীছ থেকে মাসআলা সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন। এর জন্য স্বীয় উস্তাদের ফৎওয়ার বিরোধিতা করতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করেননি। হেদায়া, শারহে বেকায়া ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। = *বিস্তারিত দেখুনঃ মাসিক আত-তাহরীক ফেব্রুয়ারী '৯৯ দরসে কুরআনঃ ইত্তেবায়ে রাসূল (ছাঃ)।*

প্রশ্ন (২৫/৩৫৫)ঃ অনেক জায়গায় দেখা যায় যে, মাইয়েতকে গোসল দেওয়ার সময় লজ্জাস্থানে ৭টি ঢিলা দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। দাঁতে খিলাল করা হয় ইত্যাদি। এগুলি কি ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত? গোসলের সঠিক পদ্ধতি কি হবে?

-মুজীবুর রহমান
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ মাইয়েতের গোসলের সময় কুলুখ ব্যবহার ও খিলাল করানো মানুষের মনগড়া রীতি। শরীয়তে এর কোন অস্তিত্ব নেই। মাইয়েতের গোসলের সঠিক পদ্ধতি হচ্ছেঃ বিসমিল্লাহ বলে ডান দিক থেকে ওযূর অঙ্গ সমূহ প্রথমে ধৌত করবে। গোসল দেওয়ার হাতে ভিজা কাপড় বা ন্যাকড়া রাখবে। পূর্ণ পর্দার সাথে মাইয়েতের দেহ থেকে কাপড় খুলে নিবে। গোসলের সময় লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না বা খালি হাতে স্পর্শ করবেনা। তিন বার বা তিনের অধিক বেজোড় সংখ্যায় সমস্ত দেহে পানি ঢালবে। গোসল শেষে যে কোন সুগন্ধি বা কর্পূর লাগাবে। মাইয়েত মহিলা হ'লে চুল খুলে দিবে। অতঃপর তিনটি ভাগে ভাগ করে পিছনে ছড়িয়ে দেবে *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল, ১২১ পৃঃ)।*

প্রশ্ন (২৬/৩৫৬)ঃ হাশরের ময়দানে দিশেহারা মানুষ কার কাছে সুফারিশের জন্য ছুটবে? ছহীহ দলীলের ভিত্তিতে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-কাওছারুল বারী
কান্দিরহাট
পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ হাশরের ময়দানের বিভীষিকাময় অবস্থায় দিশেহারা মানুষ সুপারিশের জন্য প্রথমে ছুটবে মানব জাতির পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর কাছে। কিন্তু তিনি অপারগতা প্রকাশ করবেন। তারপর হযরত নূহ (আঃ)-এর কাছে। তিনিও অপারগতা প্রকাশ করবেন। তারপরে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকটে। তিনিও অপারগতা প্রকাশ করবেন। এরপর হযরত মূসা (আঃ), অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ)। পরিশেষে সকলে ছুটবে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নিকটে। তিনি সুফারিশের জন্য আল্লাহ্র দরবারে প্রবেশের অনুমতি চাইবেন। অনুমতি পেয়ে আল্লাহকে দেখে তিনি সাজদায় লুটিয়ে পড়বেন। কিছুক্ষণ সাজদায় থাকার পর মহান আল্লাহ তাকে বলবেন, 'মাথা উঠাও হে মুহাম্মাদ! কি বলতে চাও শোনা হবে! কি সুফারিশ করতে চাও কবুল করা হবে। তুমি কি চাও দেওয়া হবে'। তখন রাসূল (ছাঃ) মাথা ওঠাবেন এবং আল্লাহ্র প্রশংসা করার পরে (মহা পাপীদের) মুক্তির জন্য সুফারিশ করবেন। এই ভাবে তিনবার যাবেন ও তিন বারে আল্লাহ্র হুমুমে নির্দিষ্ট সংখ্যক গোনাহগার বান্দাকে মুক্ত করবেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৭২-৭৩; তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/৫৫৯৮, ৫৬০০)। =বিস্তারিত দেখুনঃ আত-তাহরীক জুলাই ২০০০ দরসে কুরআন 'আখেরাতের কথা'।*

প্রশ্ন (২৭/৩৫৭)ঃ আমার স্বামী রাগ করে রাতে আমাকে একসাথে তিন তালাক দেয়। ফজরের সময় ভুল বুঝতে পেরে আমার কাছে ক্ষমা চায় এবং বলে যে, এক বুড়া নানা আছে তার সাথে বিবাহ পড়িয়ে এক রাত তার কাছে থাকতে হবে তাহ'লে তোমাকে ফিরিয়ে নিতে পারব। নচেৎ আর কোন উপায় নেই। আমি রাযী না হয়ে বাপের বাড়ীতে অবস্থান করছি। এধরনের এক রাতের বিবাহ কি জায়েয এবং আমার স্বামীকে ফিরে পাওয়ার শারঈ বিধান কি? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দিবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
জোড়বাড়িয়া, ত্রিশাল
ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ শরীয়তের বিধান অনুযায়ী এখনও আপনারা স্বামী-স্ত্রী রয়েছেন। শুধুমাত্র একটি তালাক হয়েছে। এক সাথে তিনটি কেন তিনশতটি তালাক দিলেও এক তালাক হিসাবে পরিগণিত হবে। তালাকে বায়েন-এর পর এক রাত্রির জন্য অন্য একজন পুরুষের নিকটে সাময়িক বিবাহ দিয়ে তার নিকট থেকে তালাক নিয়ে পুনরায় পূর্ব স্বামীর

নিকটে ফিরিয়ে দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করাকে এদেশে 'হীলা' বিবাহ বা হিল্লা বিয়ে বলা হয়ে থাকে। এটা জাহেলী যুগের প্রথা। ইসলামী শরীয়তে এটি সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, নবী করীম (ছাঃ) হীলাকারী পুরুষ ও মহিলা উভয়কে লা'নত করেছেন (সনদ ছহীহ তিরমিযী ও অন্যান্য)। ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, كُنَّا نَعُدُّ هذا سِفَاحًا على عهد رسول الله (ص) 'আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর যামানায় এই ধরনের বিয়েকে যেনা হিসাবে গণ্য করতাম' *(হাকেম, ত্বাবারাণী আওসাত্ব, নায়ল ৭/৩১১-১২ 'হীলা' অনুচ্ছেদ)*।

অতএব উপরোক্ত ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীকে বলবে 'তোমাকে ফিরিয়ে নিলাম'। এটাই যথেষ্ট হবে। নতুন করে বিবাহের প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন (২৮/৩৫৮)ঃ আমার স্ত্রীকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি। কিন্তু আমার মা-বাবা তাকে তালাক দিতে বলে। এমতাবস্থায় আমি কি করতে পারি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাধান চাই।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কাকডাঙ্গা, কলারোয়া
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ শরীয়ত বিরোধী নির্দেশ ছাড়া সকল ব্যাপারে পিতা-মাতার আনুগত্য করা অপরিহার্য *(নিসা ৩৬; আনকাবূত ৮; ইসরা ২৩, ২৪, লোকমান ১৪)*।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার স্ত্রীকে আমি ভালবাসতাম। কিন্তু আমার পিতা ওমর (রাঃ) আমার স্ত্রীকে ঘৃণা করতেন এবং তিনি আমাকে তালাক দিতে বলেন। কিন্তু আমি তালাক দিতে অস্বীকার করি। তখন আমার পিতা আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে ঘটনা বর্ণনা করলেন। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) তাকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিলেন *(আবুদাঊদ, রিয়ায হা/৩৩৩ সনদ ছহীহ)*। ছাহাবী আবুদ্দারদার নিকটে এক ব্যক্তি এসে বলল, আমার মা আমাকে আমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দেন (আমি কি করবঃ), আবুদ্দারদা বললেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, পিতা হচ্ছেন জান্নাতের দরজা সমূহের মধ্যম দরজা। তুমি যদি চাও তাহ'লে দরজাটিকে সেখানে (জান্নাতে) রাখ অথবা সেটিকে সংরক্ষণ কর *(তিরমিযী হা/১৯০১ সনদ ছহীহ; রিয়ায হা/৩৩৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সন্তানকে মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহার করার জন্য চারবারের মধ্যে তিনবার নির্দেশ দিয়েছেন' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, রিয়ায হা/৩১৬)।

উপরোল্লিখিত দলীল সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পিতা মাতার সিদ্ধান্ত সঠিক সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করা উচিৎ। তবে ছেলের বৌ যদি দ্বীনদার পরহেযগার হয় এবং কঠিন কোন অপরাধে অপরাধী না হয়, তাহ'লে পিতা-মাতাকেও সেদিকে লক্ষ্য রেখে তালাক দেওয়ার নির্দেশ না দেওয়া উচিৎ। কেননা ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর তালাক পসন্দ করে না। বরং সংসার জীবন অক্ষুন্ন রাখাই ইসলামী শরীয়তের একান্ত লক্ষ্য।

প্রশ্ন (২৯/৩৫৯)ঃ রাতে সশস্ত্র ডাকাত দল জনৈক ব্যক্তির বাড়ীতে প্রবেশ করে টাকা ও স্বর্ণালংকার চায়। কিন্তু সে ব্যক্তি নিজ মাল ও পরিবারকে রক্ষা করার জন্য ডাকাতদের মুকাবেলা প্রাণ হারাল এবং একজন ডাকাতও মারা গেল। এক্ষণে জানতে চাই নিহত দুই ব্যক্তির বিধান ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী কি হবে?

-লিটন
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ গৃহকর্তা যদি স্বীয় সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয়ে থাকে তাহ'লে ছহীহ হাদীছের আলোকে তাকে 'শহীদ' বলা যাবে। অপরদিকে আক্রমণ কারীর স্থান হবে জাহান্নামে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি স্বীয় মাল রক্ষার্থে প্রাণ হারায় সে শহীদ, যে ব্যক্তি স্বীয় জীবন রক্ষার্থে প্রাণ হারায় সে শহীদ, যে ব্যক্তি স্বীয় দ্বীন রক্ষার্থে প্রাণ হারায় সে শহীদ' *(তুহফার মধ্যে উক্ত হাদীছে স্বীয় পরিবার রক্ষার্থে অংশটুকুও হাদীছের অংশ হিসাবে যুক্ত রয়েছে) (তিরমিযী 'দিয়াত' অধ্যায় ১/১৭০ পৃঃ; ছহীহ তিরমিযী হা/১১৪৮)*।

উল্লেখ্য যে, অন্য হাদীছে আক্রমণকারী প্রাণ হারালে সে জাহান্নামে যাবে বলে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে' *(ফৎহুল বারী 'মাযালিম' অধ্যায় ৫/১২৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩০/৩৬০)ঃ অনেক ইমামকে ফজর বা অন্য জেহরী ছালাতে ক্বিরাআত ভুলে গেলে সূরা ইখলাছ পড়ে রুকুতে যেতে দেখা যায়। এটা কি শরীয়ত সম্মত। ছহীহ দলীল সহ জওয়াব চাই।

-ইবনু আব্দিল্লাহ
স্বরূপদহ, হাকিমপুর
উত্তর ২৪ পরগনা
পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ ফজরের প্রত্যেক রাক'আতে (সূরা ফাতিহা ব্যতীত) অন্য সূরার সাথে ইখলাছ মিলিয়ে পড়া যায় *(বুখারী ১ম খণ্ড, ১০৭ পৃঃ)*। কিন্তু ছালাতে সূরা পাঠ করার মধ্যে সূরা ভুলে গেলে কিংবা ভুল হওয়ার আশংকা থাকলে সে স্থানে নির্দিষ্ট ভাবে সূরা ইখলাছ পাঠ করার কোন দলীল নেই। তাই বিধান মনে করে পাঠ করা উচিৎ নয়। ক্বিরাআত যথেষ্ট পরিমাণ হয়ে থাকলে সে অবস্থায়ই সে রুকুতে চলে যাবে। নচেৎ সুবিধামত যে কোন সূরা পাঠ করে ক্বিরাআত পূর্ণ করবে ও রুকুতে যাবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কুরআন থেকে সহজমত পাঠ কর' *(মুয্যাম্মিল ২০)*।

৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা
অক্টোবর ২০০০

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/১)ঃ বর্তমানে টিকিট ক্রয় করে মৎস্য শিকার করা একটি জনপ্রিয় বিষয়। এভাবে মৎস্য শিকার করা কি জায়েয?

-ফরহাদ ও ছালাহুদ্দীন
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ টিকিট ক্রয় করে প্রচলিত পদ্ধতিতে মৎস্য শিকার করা নাজায়েয। কারণ এ ব্যবস্থা যেমন দৃষ্টির অগোচরে তেমন আয়ত্তের বাইরেও বটে, যা স্পষ্ট ধোঁকা। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) কাঁকর নিক্ষেপ করে ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং ধোঁকা বা অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫৪)*। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেয়, সে আমার দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৬০)*। অতএব যা মানুষের আয়ত্তের বাইরে রয়েছে এবং যে বস্তু অনিশ্চিত তার ক্রয়-বিক্রয় নাজায়েয। সেমতে টিকিট ক্রয় করে প্রচলিত পন্থায় মৎস্য শিকার করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয নয়।

প্রশ্ন (২/২)ঃ আমি কলিকাতায় দেখলাম, শতাধিক গরুকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হচ্ছে এবং গরুর মাথাগুলি এমনভাবে দু'টি রডের মধ্যে রাখা হচ্ছে যাতে মাথা উঁচু-নিচু করতে না পারে। তারপর সুইচ দিলে এক সাথে সব গরুর গলা কেটে যাচ্ছে। এরূপ যবেহ কি জায়েয?

-জমীরুল ইসলাম
মুহাম্মাদপুর, জঙ্গীপুর
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ 'বিসমিল্লাহ' অথবা 'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হু আকবার' বলে ধারালো অস্ত্র দ্বারা যে কোন পদ্ধতিতে এক বা একাধিক হালাল পশু যবেহ করা জায়েয। রাসূল (ছাঃ) 'বিসমিল্লাহ' বলে তীর নিক্ষেপ করতে বলেছেন। যাতে এক বা একাধিক পশু মরতে পারে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪০৬৪)*। রাসূল (ছাঃ) অস্ত্র ধারালো করতে এবং যবেহ করার সময় পশুকে আরাম দিতে বলেছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪০৭৩)*। নখ এবং হাড় ব্যতীত যে কোন বস্তু দ্বারা যবেহ করা যায় *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১৩৪১)*। ভালভাবে অতিসহজে পশু যবেহ করার জন্য যে কোন পদ্ধতিতে পশুকে আটকানো যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) দুম্বার পাঁজরে পা রেখে আটকিয়ে ছিলেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৩)*।

অতএব হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 'বিসমিল্লাহ' বা 'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হু আকবার' বলে যেকোন পদ্ধতিতে ধারালো অস্ত্র দ্বারা এক বা একাধিক পশু যবেহ করা জায়েয।

প্রশ্ন (৩/৩)ঃ জনৈকা মহিলা তার ওয়াক্‌ফকৃত জমির আয় মসজিদের কাজে ব্যয় করার ও তা বিক্রয় না করার শর্তে মসজিদের জন্য এক খণ্ড জমি দান করে। পরবর্তীতে মসজিদ স্থানান্তর করলে উক্ত দানকৃত জমি বিক্রি করে ঐ মসজিদ নির্মাণে ব্যয় করা যাবে কি? তাছাড়া মসজিদের গায়ে ঐ মহিলার নাম লেখা যাবে কি?

-আব্দুল কুদ্দুস
নবীনগর, মুক্তাগাছা
মোমেনশাহী।

উত্তরঃ মসজিদের জন্য মহিলার উক্ত দানকৃত জমি বিক্রি করা যাবে না। তবে জমির আয় দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করতে পারবে। বিনা প্রয়োজনে দাতার নাম না লেখাই উত্তম। কেননা এতে 'রিয়া' আসতে পারে। তাতে নেকী বরবাদ হয়ে যাবে।

ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত 'ওমর (রাঃ) খায়বারের গণীমতের সম্পদ থেকে এক খণ্ড ভূমি লাভ করেন। অতঃপর তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি খায়বারের এক খণ্ড ভূমি লাভ করেছি যার চেয়ে উত্তম সম্পদ আমি আর কখনো লাভ করিনি। আপনি আমাকে এক্ষেত্রে কি পরামর্শ দান করেন? রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে ভূখণ্ডের মূল অংশ রেখে লভ্যাংশ দান করতে পার'। তখন ওমর (রাঃ) উহা এরূপে দান করলেন যে, ভূখণ্ডের মূল বিক্রি করা, অন্য কাউকে 'হেবা' করা এবং তাতে উত্তরাধিকার পরিবর্তন করা যাবে না। তবে এর লভ্যাংশ দান করা হবে অভাবীদের জন্য, আত্মীয়দের জন্য, দাস মুক্ত করার জন্য, আল্লাহ্‌র রাস্তায় এবং যে মুতাওয়াল্লী হবে সে ন্যায়সঙ্গতভাবে খেতে পারবে' *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৯১৮)*। একদা রাসূল (ছাঃ) ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। তাতে তিনি ছানীয়া নামক স্থান হ'তে বনু যোরায়ক্বের মসজিদ পর্যন্ত দৌড়ানোর দূরত্ব নির্ধারণ করেন *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১৩১৫)*। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় মসজিদে বনু আব্দিল আশহালে মাগরিবের ছালাত আদায় করেছেন *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৮২)*। অত্র হাদীছদ্বয় প্রমাণ করে যে, প্রশ্নে উল্লেখিত শর্তযুক্ত দান বিক্রি করা যাবে না এবং মসজিদকে দাতার নামে চিহ্নিত করা যায়।

প্রশ্ন (৪/৪)ঃ আমার চাচার ছেলেমেয়ে হ'লে আক্বীক্বা করার জন্য বাড়ীতে দু'টি বড় খাসি রেখেছেন। কিন্তু চাচীর পেটে অদ্যাবধি বাচ্চা আসেনি। খাসির বয়সও অনেক হয়ে গেছে। যেকোন সময় চর্বির কারণে মারা যেতে পারে। এমতাবস্থায় খাসি বিক্রি করে ঐ টাকা দিয়ে সময়মত আক্বীক্বা করা যাবে কি?

-মামুনুর রশীদ
গোড়দহ, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ মানুষের আয়ত্তের বাইরে কোন মানত করা জায়েয নয়। এরূপ মানত হ'তে মুক্ত হওয়ার জন্য কাফফারা দিতে হবে। সুতরাং খাসিটি বিক্রি করতে হবে অথবা বাড়ীর কাজে লাগিয়ে মানতের জন্য পৃথকভাবে কাফফারা প্রদান করতে হবে। মানতের কাফফারা কসমের কাফফারার অনুরূপ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৯)*। আর কসমের কাফফারা হচ্ছে- ১০ জন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাদ্য প্রদান করা অথবা একজন ক্রীতদাস বা দাসী মুক্ত করা অথবা তিন দিন ছিয়াম পালন করা *(মায়েদাহ ৮৯)*।

প্রশ্ন (৫/৫)ঃ জামা'আতে ছালাত আদায়কালে পরস্পরে পায়ে পায়ে মিলানো কি সুন্নাত? এরূপ সুন্নাতকে অবজ্ঞা করলে কোন পাপ হবে কি?

-খলীল
সৈয়দপুর সেনানিবাস
নীলফামারী।

উত্তরঃ জামা'আতে ছালাত আদায়কালে মুছল্লীদের পরস্পরে পায়ে মিলানো একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। যেকোন সুন্নাতকে অবজ্ঞা করা পরকাল ধ্বংসের কারণ হ'তে পারে। নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) বলেন, 'আমাদের একজন অপরজনের পায়ের গিঁঠে গিঁঠ মিলিয়ে দাঁড়াতে দেখেছি' *(বুখারী ১/১০০ পৃঃ)*। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কাতার সোজা কর। আমি তোমাদেরকে পেছন থেকে লক্ষ্য করি'। রাবী বলেন, 'আমরা একে অপরের কাঁধে কাঁধ ও পায়ের সাথে পা লাগিয়ে দাঁড়াতাম' *(বুখারী ১/১০০ পৃঃ)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে আমার সুন্নাতের প্রতি অনীহা প্রদর্শন করবে, সে আমার দলভুক্ত নয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫)*।

প্রশ্ন (৬/৬)ঃ ফজরের সুন্নাত পড়ার সময় না পেলে ফজরের ফরয ছালাতের পর তা পড়া যায় কি?

-খলীল
পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত জমা'আতের পূর্বে পড়াই সুন্নাত। কিন্তু পড়ার সময় না পেলে ফরয ছালাতের পর পড়তে হবে। ক্বায়েস ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) একজন লোককে ফজরের ফরয ছালাতের পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে দেখে বললেন, ফজরের ছালাত কি দু'বার? তখন লোকটি বলল, আমি ফজরের পূর্বে দু'রাক'আত পড়িনি। [এ উত্তর শ্রবণে] রাসূল (ছাঃ) চুপ হয়ে গেলেন' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১১৬৫; মিশকাত হা/১০৪৪)*।

প্রশ্ন (৭/৭)ঃ অনেক ইসলামী জালসা বা সাংগঠনিক প্রোগ্রামে ইসলামী বই উপযুক্ত বেচাকেনার জায়গা না থাকার কারণে মসজিদের বারান্দায় বই বিক্রয় করতে দেখা যায়। কুরআন-হাদীছের দৃষ্টিকোণে এটি কি জায়েয? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবুল হাসান
সুলতানগঞ্জ, গোদাগাড়ী
রাজশাহী।

উত্তরঃ মসজিদের বারান্দা মসজিদের অংশবিশেষ। আর মসজিদে বেচাকেনা করা নিষেধ *(আবু দাউদ, মিশকাত হা/৭৩২ হাদীছ 'হাসান')*। কাজেই জায়গা না থাকার অজুহাতে মসজিদের বারান্দায় বই বেচাকেনা করা ঠিক হবে না। এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর কঠোর হুঁশিয়ার বাণী হচ্ছে- 'যখন তোমরা মসজিদে কাউকে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখবে (তখন এভাবে বদ দো'আ করবে) আল্লাহ যেন তোমার ব্যবসায়ে উন্নতি না দেন' *(তিরমিযী, দারেমী, ইবনু খুযায়মাহ, ইরওয়াউল গালীল ৫/১৩৪ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ)*। 'মসজিদে ক্রয় বিক্রয় করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন'।

প্রশ্ন (৮/৮)ঃ ছালাত শেষে হাত তুলে দো'আ না করার কারণে মুছল্লীরা কোন এক আলেমের প্রতি সন্তুষ্ট নয়। আর সেজন্য উক্ত আলেমকে তারা ইমামতি থেকে বাদ দিয়ে তদস্থলে একজন সাধারণ লোককে যার ক্বিরাআত শুদ্ধ নয়, তাকে দিয়ে ইমামতি করাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ইমামের প্রতি মুছল্লীরা সন্তুষ্ট না থাকলে তার পিছনে ছালাত হয় না- বলে তারা দলীল পেশ করছে। বিষয়টির সমাধান কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আমীনুল ইসলাম
ধর্মগড়, চিকনী
রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁ।

উত্তরঃ প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী এখানে মুছল্লীগণ কয়েকটি কারণে রামাত্মক ভুল করেছেন। (১) যোগ্য ইমামকে বাদ দিয়ে অযোগ্য লোককে ইমাম নির্ধারণ করে তারা ছহীহ হাদীছের বিরোধিতা করেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি উত্তমভাবে কুরআন পড়তে পারে এবং শরীয়ত সম্পর্কে অবগত সেই ব্যক্তি ইমাম হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১১৭-১১১৮)*।

(২) ইমামের প্রতি মুছল্লীরা অসন্তুষ্ট থাকলে 'মুছল্লীদের ছালাত হয় না' একথা বলে তারা আরেকটি ভুল করেছেন। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তিন ব্যক্তির ছালাত তাদের কর্ণ অতিক্রম করেনা (ক) পলাতক গোলাম যতক্ষণ না ফিরে আসে (খ) ঐ স্ত্রী যে রাত্রি যাপন করে, অথচ তার উপরে স্বামী ক্রুদ্ধ থাকে (গ) ঐ ইমাম যাকে মুক্তাদীরা অপসন্দ করে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১১২২)*। এখানে মুছল্লীদের ছালাত কবুল হবে না, এমন কথা নেই। অতএব মুছল্লীদের ছালাত ঠিকই কবুল হবে, ইমাম যিনিই হউন না কেন। তাছাড়া এক্ষেত্রে ইমামের কোন দোষ নেই। অতএব মুছল্লীরা অন্যায়ভাবে তার উপরে অসন্তুষ্ট হ'লে তা শরীয়তে গ্রহণীয় নয়।

(৩) ফরয ছালাত শেষে ইমাম-মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে প্রচলিত মুনাজাতের প্রথাটি নিঃসন্দেহে বিদ'আত। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এই রেওয়াজের পক্ষে কোন প্রমাণ নেই। যারা করেন, তারা সাধারণভাবে বর্ণিত দো'আর হাদীছগুলির উপরে ভিত্তি করেই এটা করেন। এক্ষণে উক্ত ইমাম ছাহেব উক্ত বিদ'আত পরিত্যাগ করায় তাঁকে ইমামতি থেকে বরখাস্ত করে প্রচলিত প্রথায় মুনাজাতকারী এবং সাধারণ এক ব্যক্তিকে ইমাম নিয়োগ করে মুক্তাদীগণ প্রকারান্তরে বিদ'আতকেই প্রতিষ্ঠা করেছেন ও হক-কে পরিত্যাগ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে সম্মান করল, সে ব্যক্তি ইসলাম ধ্বংসে সহযোগিতা করল' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৮৯, 'হাসান' -আলবানী ঐ, টীকা ৬)*।

অতএব মুছল্লীদের অবিলম্বে তওবা করে পূর্বের ইমামকেই বহাল করা উচিত।

প্রশ্ন (৯/৯)ঃ জনৈক বক্তা মহিলাদের পর্দা সম্পর্কে বেশ ভাল বক্তৃতা করলেন। কিন্তু তার বাড়ীতে বেড়াতে গিয়ে দেখি সে দিব্যি ভাবীদের সাথে আলাপ করছে। তার স্ত্রীও দেবরদের সাথে পর্দা করছে না। এক্ষণে আমার

প্রশ্ন, কথা ও কাজের সাথে মিল না থাকলে তার পরিণতি কি হবে?

-আব্দুল হাকীম
ভাওয়াল মির্জাপুর, গাজীপুর।

উত্তরঃ কথা ও কাজের মধ্যে মিল থাকা মুমিনের অন্যতম গুণ। যার কথা ও কাজের মধ্যে মিল নেই তার পরিণতি সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছে কঠোর সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা কর না তা কেন বল? *(ছফ ২)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে এনে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আগুনে তার নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে যাবে। তখন সে ঐ নাড়িভুঁড়ির চতুষ্পার্শ্বে ঘুরতে থাকবে। যেমনভাবে গাধা ঘানির চতুষ্পার্শ্বে ঘুরে থাকে। এহেন অবস্থাদৃষ্টে জাহান্নামবাসীরা তার চারপাশে একত্রিত হবে ও তাকে লক্ষ্য করে বলবে, হে অমুক! তোমার এ কি দশা? তুমি না সর্বদা আমাদেরকে ভাল কাজের উপদেশ দিতে ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে? তখন লোকটি বলবে, আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের উপদেশ দিতাম ঠিকই, কিন্তু নিজে তা করতাম না। আমি তোমাদেরকে মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতাম ঠিকই, কিন্তু আমি নিজেই সে কাজ করতাম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৯; 'সৎ কাজের নির্দেশ' অনুচ্ছেদ)*। প্রশ্নে বর্ণিত বিষয়টি এদেশে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার ফল। এটা পরিবর্তন করার জন্য সকল পক্ষকে সমভাবে আন্তরিকভাবে চেষ্টা নিতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬)*। অতএব উক্ত বক্তা বা তাঁর স্ত্রী জায়েয মনে করে ও খুশীমনে এটা করলে অবশ্যই গোনাহগার হবেন।

প্রশ্ন (১০/১০)ঃ সূরা হুজুরাতের ১৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'হে মানব সম্প্রদায়! আমরা তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ'তে পার...'। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, কেন আল্লাহ মানুষকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছেন? আয়াতটির ব্যাখ্যাসহ কারণ উল্লেখ পূর্বক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আযহারুদ্দীন
বারিধারা, ঢাকা।

উত্তরঃ অত্র আয়াতটি মানুষের বিশ্ব জাতীয়তার ভিত্তি হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছে। অত্র আয়াতে মানুষে মানুষে বিভেদ -এর ভেদরেখা ভেঙ্গে চূর্ণ করে দিয়ে সকল মানুষকে এক আদমের সন্তান হিসাবে এক কাতারে দাঁড় করানো হয়েছে। কুরআনের এই বিশ্বধর্মী উদার দৃষ্টিভঙ্গি মানুষকে যেমন এক জাতি হিসাবে পরস্পরে মহব্বতের বন্ধনে আবদ্ধ করে, তেমনি সকলকে একক সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র গোলামীতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে। সাথে সাথে মানুষকে বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করার অন্তর্নিহিত কারণ হিসাবে বলা হয়েছে 'যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ'তে পার'। পরস্পরের ভিন্ন পরিচয় পরস্পরকে চিহ্নিত করে ও পরস্পরের প্রতি সাহায্যে উদ্বুদ্ধ করে। অতঃপর পারস্পরিক সহযোগিতা একটি সহমর্মিতাপূর্ণ বিশ্বসমাজ গড়ায় প্রেরণা যোগায়। *(বিস্তারিত দেখুনঃ মাসিক আত-তাহরীক, দরসে কুরআন 'জাতীয়তাবাদ' জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০০ সংখ্যা)*।

প্রশ্ন (১১/১১)ঃ জানাযার জন্য কোন কোন জায়গায় গাড়ীতে করে লাশ বহন করা হয়। এটা কি শরীয়ত সম্মত?

-মুহাম্মাদ মোস্তফা সরকার
ডাকরা, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ জানাযার জন্য গাড়ীতে করে লাশ বহন করা সুন্নাত বিরোধী কাজ। সুন্নাত হচ্ছে- পুরুষেরা কাঁধে লাশ বহন করে কবরস্থানে নিয়ে যাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৪৬-৪৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ 'তোমরা জানাযার অনুগমন কর। তা তোমাদের আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দিবে' *(তালখীছ ৩৮-৪৩ পৃঃ)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'জানাযার সাথে ফেরেশতাগণ পায়ে হেঁটে চলেন এবং জানাযা শেষে তারা চলে যান। এ কারণে আমি বাহনে সওয়ার হইনি। এখন তাঁরা চলে গেছেন বিধায় সওয়ার হ'লাম' (আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৬৭২-এর টীকা নং ৪)। -দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ২য় সংস্করণ, ১২৩ পৃঃ। অতএব নিতান্ত বাধ্য না হ'লে কাঁধে করেই লাশ বহন করবে।

প্রশ্ন (১২/১২)ঃ যে সমস্ত মেয়েরা আধুনিক অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সন্তানধারণ ক্ষমতা চিরতরে নষ্ট করে ফেলে তাদের ছালাত, ছিয়াম কবুল হবে না, তাদের সাথে অন্যান্য মেয়েদের পর্দা করা ওয়াজিব ইত্যাদি কথাগুলোর সত্যতা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই। লাইগেশনকারী মহিলার তওবা করার পদ্ধতি কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাহমূদা
ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তরঃ লাইগেশন বা স্থায়ীভাবে সন্তান ধারণ ক্ষমতা নষ্ট করা হারাম ও কবীরা গোনাহ। তবে তাদের ছালাত, ছিয়াম কবুল হয় না বা তাদের সাথে অন্যান্য মহিলাদের পর্দা করা ওয়াজিব, এ কথাগুলো ঠিক নয়। তাদের পাপের শাস্তি তাদের উপর বর্তাবে *(ইসরা ১৫)*। এজন্য তাদের অবশ্যই অনুতপ্ত হ'তে হবে ও আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। তাহ'লে ইনশাআল্লাহ তাদের ছালাত ও ছিয়াম কবুল হওয়ার আশা করা যায়। তওবা করার পদ্ধতির জন্য *দেখুনঃ আত-তাহরীক মার্চ ২০০০ সংখ্যা প্রশ্নোত্তর ১/১৫১, পৃঃ ৪৮-৪৯।*

প্রশ্ন (১৩/১৩)ঃ মুহতারাম ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব রচিত ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বই-এর ১২১ পৃষ্ঠায় দেখলাম পুরুষ ও মহিলা সকল মাইয়েতের জন্য তিনটি কাপড় দিয়ে কাফন দিবে। মহিলাদের জন্য প্রচলিত পাঁচটি কাপড়ের হাদীছ 'যঈফ' (আলবানী, যঈফ আবুদাউদ হা/৩১৫৭)। এমনিতেই দাফন-কাফনের পর হাত উঠিয়ে সম্মিলিতভাবে দো'আ করা নিয়ে সমস্যা চলছে। এরপর আবার বহু প্রাচীন নিয়ম মহিলাদের পাঁচ কাপড় দিয়ে কাফন দেওয়ার হাদীছ যঈফ। এখন আমরা মানুষদের কিভাবে বুঝাব?

-কছীমুদ্দীন মণ্ডল
সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ মান্য করা মুমিনের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও নারীর সে বিষয়ে কোন এখতিয়ার থাকে না। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়' *(আহযাব ৩৬)*। সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরে তার অনুসরণ ও অন্যকে তা বুঝানো প্রত্যেক মুমিনের দায়িত্ব। কাজেই ফরয ছালাত শেষে জামা'আতবদ্ধ ভাবে দো'আ করার প্রথাটি অতি প্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও যেমন এখন প্রকৃত সত্য প্রকাশ পেয়েছে এবং বিদ'আত বলে অনেকে তা ছেড়ে দিয়েছেন বা দিচ্ছেন। অনুরূপভাবে জানাযার ছালাত শেষে সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দো'আ করাও বিদ'আত প্রমাণিত হয়েছে। এক্ষণে মহিলাদের কাফনের জন্য পাঁচ কাপড় ব্যবহারের প্রচলিত হাদীছটিও 'যঈফ' হওয়ায় তার উপর আমল পরিত্যাজ্য। আর ছহীহ হাদীছে যেহেতু পুরুষ-নারী উভয় মাইয়েতের জন্য তিনটি কাপড় দ্বারা কাফন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেহেতু তার উপর আমল করা ও অন্যকে শান্তভাবে তা বুঝানো সকলের কর্তব্য। তাছাড়া বাধ্যগত অবস্থায় একটি কাপড় দিয়ে কিংবা যতটুকু সম্ভব ততটুকু দিয়েই কাফন দিবে।

সত্য প্রকাশে সাহস করে এগিয়ে যাওয়া ভিন্ন জান্নাত পিয়াসীদের অন্য কোন পথ খোলা নেই।

প্রশ্ন (১৪/১৪)ঃ 'শয়তান মানুষের মধ্যে তার রক্তের ন্যায় বিচরণ করে থাকে' (মুত্তা, মিশকাত হা/৬৮) এ হাদীছটির মূল উদ্দেশ্য কি? তাছাড়া সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণের সময় চীৎকার দেয় এর কারণ কি?

-শফীকুর রহমান
রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ এর মর্মার্থ হলঃ মানুষের নফসে আম্মারাহকে প্ররোচিত করে তার মধ্যে কুপ্রভাব বিস্তার করার জন্য শয়তান মানুষের শরীরে রক্তের ন্যায় বিচরণ করে থাকে। উক্ত হাদীছে মানুষকে পথভ্রষ্ট করায় শয়তানের বিপুল ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং তার থেকে সর্বদা সতর্ক থাকার জন্য মানবজাতিকে সাবধান করা হয়েছে। এর অর্থ এটাও হ'তে পারে যে, যতদিন শিরা-উপশিরায় রক্ত চলাচল করবে, ততদিন শয়তান মানুষের সঙ্গ ত্যাগ করবে না' *(মিরক্বাত)*। সন্তান-সন্ততির জন্মগ্রহণের সময় চীৎকার দেওয়া শয়তানের খোঁচার কারণেই হয়ে থাকে বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯, ৭০)*।

প্রশ্ন (১৫/১৫)ঃ আমার খালাতো বোন গান শেখার জন্য গানের মাষ্টার ঠিক করে। আমি তাকে গান-বাজনা শরীয়ত সম্মত নয় বললে সে বলে, জনৈক আলেম বলেছেন, শিরকী কথা না থাকলে তা জায়েয। শরীয়তের দৃষ্টিতে গান-বাজনার বিধান কি?

-কায়ছার আহমাদ
একাদশ শ্রেণী, বিজ্ঞান বিভাগ
পাবনা ইসলামিয়া কলেজ, পাবনা।

উত্তরঃ মাওলানা ছাহেবের উপরোক্ত কথাটি রুচিশীল ও উপদেশমূলক কবিতা সমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। গান-বাজনার ক্ষেত্রে নয়। কারণ শরীয়তে গান-বাজনা হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের কিছু লোক এমন হবে যারা ব্যভিচার, রেশমের কাপড় পরিধান করা, মদ এবং গান-বাজনা হালাল মনে করবে' (বুখারী ২/৮৩৭ পৃঃ)।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বাজনা বা বাঁশীর শব্দ শুনতে পেলে কানে আঙুল দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করতেন। যা রাসূল (ছাঃ) থেকেও প্রমাণিত (আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৮১১, সনদ হাসান)।

প্রশ্ন (১৬/১৬)ঃ কোন হিজড়া কি মহিলাদের মজলিসে বসতে পারে? তার পর্দা সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি?

-আরীফুল ইসলাম
সোনাবাড়িয়া বাজার
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কোন হিজড়া কোন মহিলার সাথে বা মহিলাদের মজলিসে বসতে পারবে না। তাদের সাথে মহিলাদের পর্দা করা ওয়াজিব। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) প্রথমদিকে হিজড়াদেরকে মহিলাদের মজলিসে প্রবেশ করতে বাধা দেননি। কিন্তু যখন জনৈক হিজড়া 'গায়লান' নামক এক ব্যক্তির কন্যা সম্পর্কে কিছু বলল এবং নারীদের ব্যাপারে সে কিছু বুঝল, তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাদের থেকে পর্দা করার নির্দেশ দিলেন (মুসলিম, আবুদাঊদ, ইরওয়াউল গালীল ৬/২০৫ পৃঃ)।

প্রশ্ন (১৭/১৭)ঃ আমাদের গ্রামের একটি জমির মালিক হিন্দু। সে বর্তমানে ভারতে অবস্থান করছে। তার নামে রেকর্ডকৃত জমি সরকারের কাছ থেকে বার্ষিক লিজ নিয়ে চাষাবাদ করা হয় এবং সে জমির আয় দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হ'ল, উক্ত জমির আয় দিয়ে মসজিদ নির্মাণের কাজ শরীয়ত সম্মত কি-না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নূর মুহাম্মাদ তরফদার
শিহালী, হাটগাঙ্গোপাড়া
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ জমির মালিক হিন্দু হ'লেও বর্তমানে জমির মালিক সরকার। আর সরকার যখন স্বেচ্ছায় উক্ত জমি লিজ দিচ্ছে, তখন সেই জমির আয় হ'তে মসজিদ নির্মাণ করাতে শরীয়তে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (১৮/১৮)ঃ অনেকে বলেন, ওযূ করার সময় কথা বললে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

-মুসাম্মাৎ দেলোয়ারা বেগম
খুরমা (চড়বাড়ী), ছাতক, সুনামগঞ্জ।

উত্তরঃ ওযূ করার সময় কথা বললে ওযূ নষ্ট হয়ে যায় কথাটি ভিত্তিহীন। ওযূ ভঙ্গের কারণ সমূহ হচ্ছে- পেশাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু নির্গত হওয়া। বিভিন্ন ছহীহ হাদীছের আলোকে প্রমাণিত হয় যে, এটিই হ'ল ওযূ ভঙ্গের প্রধান কারণ। পেটের গণ্ডগোল, ঘুম, যৌন উত্তেজনা ইত্যাদি কারণের প্রেক্ষিতে যদি কেউ সন্দেহে পতিত হয় যে, ওযূ টুটে গেছে, তাহ'লে পুনরায় ওযূ করবে। আর যদি কোন শব্দ, গন্ধ বা চিহ্ন না পান এবং নিজের ওযূর ব্যাপারে নিশ্চিত থাকেন, তাহ'লে পুনরায় ওযূর প্রয়োজন নেই। 'ইস্তেহাযা' ব্যতীত কম হৌক বা বেশী হৌক অন্য কোন

রক্ত প্রবাহের কারণে ওযূ ভঙ্গ হওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই (আলবানী, হাশিয়া, মিশকাত হা/৩৩৩; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৩৪-৩৫)।

প্রশ্ন (১৯/১৯)ঃ চাশতের ছালাত কয়টা পর্যন্ত পড়া যায় এবং কখন পড়া উত্তম? দ্বিপ্রহর মানে কি সকাল দশটা?

-ফাতেমা
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ ছালাতুয যুহা বা চাশতের ছালাত প্রথম প্রহরের পর হ'তে দ্বিপ্রহরের পূর্বেই পড়তে হবে। সূর্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) চাশতের ছালাত আদায় করতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩০৯-১২)।*

প্রশ্ন (২০/২০)ঃ নতুন বাড়ীতে উঠার নিয়ম কি? নতুন বাড়ীতে উঠার সময় হাফেয বা মাদরাসার ছাত্র ডেকে কুরআন পড়িয়ে নেওয়া ও খাওয়ানো কি শরীয়ত সম্মত?

-মুহাম্মাদ সাইফুয্যামান
মুজগুন্নী, চিনাটোলা বাজার
মনিরামপুর, যশোর।

উত্তরঃ নতুন বাড়ীতে উঠার জন্য শারঈ কোন পদ্ধতি পাওয়া যায় না। তবে যে কোন বাড়ী থেকে শয়তান হটানোর জন্য এবং বরকত লাভের জন্য কিছু শারঈ পদ্ধতি রয়েছে। আনাস (রাঃ) বলেন, একদা আমি এবং আমাদের বাড়ীর একজন ইয়াতীম রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করেছিলাম এবং আমার মা উম্মু সুলায়েম আমাদের পিছনে ছিলেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১০৮)*। রাসূল (ছাঃ)-এর অত্র ছালাত বরকত মূলক এবং প্রশিক্ষণমূলক ছিল *(মিরআতুল মাফাতীহ 'মাওক্বেফ' অধ্যায়)*। বারা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাত্রে সূরা কাহ্ফ পড়ছিল আর তার পার্শ্বে তার ঘোড়া দু'টি রশি দ্বারা বাঁধা ছিল। এমন সময় এক খণ্ড মেঘ তাকে ঢেকে নিল এবং তার নিকট থেকে নিকটতর হ'তে লাগল। এতে তার ঘোড়া লাফাতে লাগল। সে সকালে নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে উক্ত বিবরণ পেশ করেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, উহা ছিল আল্লাহ্র রহমত, যা কুরআন পাঠের সাথে নাযিল হয়েছিল *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৭)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের ঘরসমূহকে কবরস্থানে পরিণত কর না (তাতে কুরআন পড়)। কেননা শয়তান ঐ ঘর হ'তে পলায়ন করে, যে ঘরে সূরা বাক্বারাহ পড়া হয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৯)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নতুন বা পুরাতন যে কোন ঘরে কুরআন পড়লে শয়তান পালিয়ে যায়। সেখানে বিশেষ রহমত বর্ষিত হয়। অতএব নতুন বাড়ীতে উঠার সময় জিন বা শয়তানের ক্ষতির আশংকা থেকে বাঁচার জন্য নিজে কিংবা অন্য কোন মুত্তাক্বী আলেম দ্বারা কুরআন পাঠ করিয়ে নেওয়া যায়।

প্রকাশ থাকে যে, এজন্য 'মীলাদ' করে অথবা কোন অনুষ্ঠান করে বাড়ীতে উঠা শরীয়ত সম্মত নয়। এর দ্বারা প্রচলিত 'ঘর এক্বামত' প্রথাটিও প্রমাণিত হয় না।

প্রশ্ন (২১/২১)ঃ মাযহাবী ইমামের পিছনে যখন ছালাত আদায় করি ইমাম তাকবীরে তাহরীমা দেওয়ার সাথে সাথে সূরা ফাতিহা আরম্ভ করে দেন। ছানা শেষ করা যায় না। অনুরূপভাবে শেষ বৈঠকেও তাশাহুদ, দরূদ ইত্যাদি শেষ করা যায় না। এমতাবস্থায় দায়ী কে হবে? মুক্তাদীগণ না ইমাম? মুক্তাদীর ছালাত শুদ্ধ হবে কি?

-মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ
উপযেলা কৃষি অফিস
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।
ও
আখতারুয্যামান
আনসার ও ভিডিপি কার্যালয়
বান্দরবান।

উত্তরঃ মুক্তাদী চেষ্টা করেও যেহেতু ইমামের কারণে ছালাতের আরকানসমূহ আদায় করতে পারে না, এজন্য আল্লাহ মুক্তাদীগণকে ধরবেন না। 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না...' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*। এর দায়-দায়িত্ব ইমামের উপর বর্তাবে। মুক্তাদীর ছালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, [পরবর্তী ইমাম ও আমীরগণ] তোমাদের ছালাত আদায় করাবে। যদি তারা ঠিকমত পড়ায় তাহ'লে তোমাদের সকলের পক্ষেই। আর বেঠিক পড়ালে তোমাদের পক্ষে কিন্তু ইমামের বিপক্ষে *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩)*। তিনি আরো বলেন, 'ইমাম হ'লেন যামিন। সুতরাং যদি তিনি ভালভাবে ছালাত আদায় করেন, তবে সে ছওয়াব তার ও মুক্তাদীর উভয়েরই হবে। আর যদি তিনি মন্দভাবে ছালাত আদায় করেন, তবে তা কেবল তারই, মুক্তাদীদের উপর নয়' *(তিরমিযী, হাকেম, ছহীহুল জামে আছ-ছগীর হা/২৭৮৬)*। হাদীছ সমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমামের কারণে মুক্তাদীর ছালাত ত্রুটিপূর্ণ হ'লে ইমামের উপরেই সে ত্রুটি বর্তাবে।

প্রশ্ন (২২/২২)ঃ কাঞ্চন নামক স্থানে মৃত আব্দুল গফূর শাহকে আউলিয়া নামে অভিহিত করে তার মাযার নির্মাণের জন্য একই বাক্সে মাযার ও মসজিদের জন্য দান করার আহ্বান করা হয়েছে। আমাদের ইমাম ছাহেব খুৎবায় বললেন, কোন ব্যক্তি আউলিয়া হ'তে পারে না এবং কবর ও মসজিদ পাশাপাশি হ'তে পারে না। সুতরাং ঐ বাক্সে পয়সা দিলে ছওয়াবের পরিবর্তে পাপ হবে। এর সত্যতা জানতে চাই।

-ইমাম ও মুছল্লীবৃন্দ
কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ ইমাম ছাহেব যে বক্তব্য দিয়েছেন তা সঠিক ও শরীয়ত সম্মত। আউলিয়া বলে ইসলামে কোন শ্রেণী নেই। কে সত্যিকারের ওলী তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। আল্লাহ্র খাঁটি বান্দারা কখনোই নিজেকে ওলী বলে দাবী করেন না। তাছাড়া কবর বা মাযার পাকা করা, তার উপর লিখা ও চুনকাম করতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৬৯৭ ও ১৭০৯)*। মাযার নির্মাণের জন্য চাঁদা বা দান করা গোনাহের কাজ। মাযার যেহেতু কবরস্থান, সেহেতু সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয নয়। কবরস্থানে ছালাত আদায় সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কবরের উপর ছালাত আদায় কর না' *(মুসলিম, ফৎহুলবারী ১/৬২৪ পৃঃ 'মুশরিকদের কবর খনন' অধ্যায়)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)

বলেছেন, 'কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত পুরা পৃথিবী ছালাতের স্থান' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৭৩৭)*। জুনদুব (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি যে, সাবধান! তোমরা কবরকে ছালাতের স্থান হিসাবে নির্ধারণ কর না। আমি তোমাদের একাজ করতে নিষেধ করছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭১৩)*। উপরোল্লেখিত দলীলসমূহ বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, মাযারের পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ ও মাযার নির্মাণের জন্য একই বাক্সে দান করা যাবে না। এতে গোনাহ ব্যতীত ছওয়াবের আশা করা যায় না।

প্রশ্ন (২৩/২৩)ঃ স্বামী তার নিজ স্ত্রীর সন্তান প্রসবের সময় ধাত্রী হ'তে পারবে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আতাউর রহমান
বিভাগদী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
অভয়নগর, যশোর।

উত্তরঃ বিনা দ্বিধায় নিজ স্ত্রীর সন্তান প্রসবের সময় স্বামীর ধাত্রী হওয়া বা সহযোগিতা করা শরীয়ত সম্মত। কারণ ধাত্রী হওয়া স্ত্রীর খেদমত করার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের জন্য পোষাকের সাথে তুলনা করেছেন' *(বাক্বারাহ ১৮৭)*। তবে স্বামী এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ হ'লে অভিজ্ঞ ও বিবেকবান মহিলা বা ক্লিনিকের শরণাপন্ন হবে। প্রসবের সময় গ্রাম্য মহিলারা যেভাবে প্রসবকারিনী মহিলার পাশে ভিড় করে, এটা শরীয়ত পরিপন্থী কাজ।

প্রশ্ন (২৪/২৪)ঃ খন্দকার মাওলানা বশির উদ্দীন (এম,এম) রচিত 'খায়রুল হাশর' নামক গ্রন্থে দেখলাম, আদম (আঃ)-এর জোড়া জোড়া সন্তান হ'ত। কিন্তু শীষ (আঃ) একাই জন্ম নেন। কাজেই বিবাহের সময় তার কোন পাত্রী না পাওয়ায় জান্নাতের হুরের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেওয়া হয়। এর সত্যতা জানতে চাই।

-মুছাদ্দেক্ব হোসাইন
পলিকাদোয়া, বানিয়াপাড়া
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ শীষ (আঃ) একাই জন্মগ্রহণ করেছেন একথা যেমন কোন বিশুদ্ধ সূত্র দ্বারা প্রমাণিত নয়, তেমনি বিবাহের জন্য কোন পাত্রী না পাওয়ায় জান্নাতের হুরের সাথে বিবাহ হওয়াও কোন বিশুদ্ধ সূত্র দ্বারা প্রমাণিত নয়। এসব ভিত্তিহীন কথা মেনে নিলে কুরআনের দাবীকে মিথ্যা প্রমাণ করা হবে। আল্লাহ বলেন, 'জান্নাতের হুরদেরকে জিন এবং মানুষ স্পর্শ করেনি' *(আর-রহমান ৫৬)*।

প্রশ্ন (২৫/২৫)ঃ জনৈক ব্যক্তি ও তার স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া বাঁধে। ঝগড়ার গতি দেখে অপর এক ব্যক্তি তাকে বলে, তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দাও। তুমি তালাক না দিলে আমি বাজারে যাব না। সাথে মাটি নিয়ে শপথ করে বলে, যদি তোমার স্ত্রীকে তালাক দাও তাহ'লে আমার জমি তোমাকে কোবালা করে দিব। এ সময় তার স্ত্রী তালাক চায়। তখন সে বলে ইতিপূর্বে তুমি তালাক চেয়েছিলে। তোমাকে তালাক দিয়ে শারঈ বিধান মত গ্রহণ করেছি। আবার তুমি তালাক চাও। যাও তোমাকে ১, ২, ৩ তালাক দিলাম। যদি তোমাকে গ্রহণ করি, তাহ'লে আমি... যেনা করি। এখন এ স্ত্রী গ্রহণ করা যাবে কি? যে তালাক দিতে বলেছে তার স্ত্রী কি তালাক হয়ে যাবে? এসব কসমের কাফফারা কি হবে?

-আকবর আলী
প্রতাপ জয়সেন, সাতদরগা
পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নের বিবরণে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত স্ত্রী এখন দু'তালাক প্রাপ্তা। এখন তিনি ইচ্ছা করলে ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারেন। আর ইদ্দত পার হ'লে বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন। কারণ ইসলামী বিধান মতে দু'তালাকের পর স্ত্রী ফিরিয়ে নেওয়া যায় *(বাক্বারাহ ২২৯; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৭৫)*। কিন্তু তৃতীয় তালাক কার্যকর হওয়ার পর অন্য লোকের সাথে স্বেচ্ছায় বিবাহ ও তার পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় তালাক প্রদান ব্যতীত পূর্বের স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে না (বাক্বারাহ ২৩০)।

উল্লেখ্য যে, তালাক পরপর দু'বার দিবে। অতঃপর স্ত্রীকে হয় রেখে দিবে, নয় সুন্দরভাবে ছেড়ে দিবে' *(বাক্বারাহ ২২৮)*। এটিই হ'ল তালাকের সুন্নাতী নিয়ম। একসাথে এক বৈঠকে তিন তালাক প্রদান করলে তা এক তালাক বলে গণ্য হবে *(হাদীছে রুকানা; আহমাদ, ফাৎহুল বারী হা/৫২৬১-এর ব্যাখ্যা, ৯/২৭৫ পৃঃ)* এবং এটাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আবুবকর এবং ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালের প্রথম দু'বছর পর্যন্ত চালু ছিল' *(মুসলিম হা/১৪৭২, 'তালাক' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ২)*।

যিনি তালাক দিতে বলেছেন তার স্ত্রী তালাক হবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে কসম করা জায়েযও নয়। ঐ ব্যক্তি যে নোংরা বাক্য উচ্চারণ করেছে সেজন্য তাকে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাইতে হবে ও তওবা করতে হবে *(মুহাল্লা ৬/২৮১ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৬/২৬)ঃ ইসলামী বিধান মতে কসাইগিরি জায়েয কি? গোশতের ছিটেফোঁটা ও রক্ত শরীরে বা কাপড়ে লাগলে ছালাত জায়েয হবে কি?

-আব্দুল্লাহ
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইসলামী বিধান মতে কসাইগিরি জায়েয। রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে অনেক ছাহাবী কসাইগিরি করতেন। আলী (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) আমাকে উট ও গরুগুলি আয়ত্তে রাখতে বললেন। এগুলির গোশত, চামড়া ও ঝুলসমূহ মিসকীনদেরকে প্রদান করতে এবং কসাইদেরকে গোশত প্রদান করতে নিষেধ করলেন' *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম 'আযাহী' অধ্যায়)*।

গোশতের ছিটেফোঁটা বা রক্ত কাপড়ে লাগলে তাতে ছালাত জায়েয হবে। আল্লাহ তা'আলা রক্ত খাওয়া হারাম করেছেন; কিন্তু রক্তকে অপবিত্র বলেননি। সে কারণ শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, 'ইস্তেহাযার রক্ত ব্যতীত কম হৌক বা বেশী হৌক অন্য কোন রক্ত প্রবাহের কারণে ওযূ ভঙ্গ হওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই' *(তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৩৩৩-এর টীকা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (২৭/২৭)ঃ এক ব্যক্তি জামা'আতের শেষাংশ পেল। সে কি ইমামের সঙ্গে সালাম ফিরানো পর্যন্ত দো'আগুলি পড়তে থাকবে না চুপ করে বসে থাকবে?

-এনামুল হক
ফিরোজ বস্ত্রালয়
কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন মুছল্লী জামা'আতের শেষাংশ পেলে ইমামের সঙ্গে দো'আগুলি পড়তে থাকবে। আবুহুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার অনুসরণ করার জন্য। কাজেই তোমরা তার বিরোধিতা কর না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯)*। আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমরা ছালাত আদায় করতে আস, তখন ধীরস্থীরভাবে আস। যে অংশটুকু পাও তা পড়। আর যে অংশ ছুটে যায় তা পূর্ণ কর' *(বুখারী ১/৮৮ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৮/২৮)ঃ আমাদের গ্রামে এক মেয়ের অবৈধ উপায়ে এক সন্তান জন্ম হয়। গ্রাম্য শালিসে মেয়েটি একটি ছেলের নাম করে। কিন্তু ছেলেটি তা অস্বীকার করে। শালিসের লোকজন ৪০ দিন পর ঐ ছেলের সাথে মেয়েটির বিবাহের দিন ধার্য করে। বিবাহ বৈঠকে এক আলেম ফৎওয়া দেন যে, এ বিবাহ বৈধ হবে না। কারণ এ অবৈধ কাজের কোন সাক্ষী নেই। তিনি এও বলেন যে, এ বিবাহের বৈঠকে যারা থাকবে, তাদের স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, এ বিবাহ কি জায়েয? উপস্থিত লোকদের স্ত্রী কি তালাক হয়ে যাবে?

-ফারজানা আক্তার
ও আয়েশা খাতুন
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী অবৈধ সন্তান উক্ত ছেলের বলে প্রমাণিত হ'লে ছেলের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিবাহ জায়েয হবে। আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)-এর যুগে এক লোক এক মেয়ের সঙ্গে যেনা করে। তিনি তাদের শাস্তি প্রদান করেন এবং তাদের বিবাহ দিয়ে দেন। অনুরূপ বিবাহ দিয়েছিলেন ওমর, ইবনে মাস'ঊদ ও জাবির (রাঃ) *(তাফসীরে কুরতুবী সূরা নূর ৩ আয়াতের তাফসীর)*। তবে ছেলে যদি স্বীকার না করে এবং কোন প্রমাণ না থাকে, তাহ'লে মেয়েটি অন্যত্র বিবাহ করতে পারে। কারণ মেয়ের পেটে এখন বাচ্চা নেই। কাজেই যে কোন ছেলের সাথে ঐ মেয়ের বিবাহ জায়েয। তবে আজকাল বিজ্ঞানের যুগে সন্দেহযুক্ত যুবক ও ভুমিষ্ট বাচ্চার রক্ত কিংবা ডিএনএ পরীক্ষা করলেই খুব সহজে বিষয়টি ধরা যেতে পারে। অতএব উভয়কে যিনার শাস্তি দিয়ে বিবাহ দিতে হবে। পুরুষকে ধরা না গেলে মেয়েটিকে এককভাবে যেনার শাস্তি দিতে হবে। প্রকাশ থাকে যে, বৈঠকে উপস্থিত লোকদের স্ত্রী তালাক হয়ে যাওয়া সংক্রান্ত জনৈক আলেমের ফৎওয়াটি ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন (২৯/২৯)ঃ মহিলারা জুম'আর দিন মসজিদে না গিয়ে বাড়ীতে ছালাত আদায় করলে জুম'আর ছালাত আদায় করবে না যোহরের ছালাত আদায় করবে?

-আব্দুল কাফী
মির্জাপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মহিলাদের উপর জুম'আর ছালাত ফরয নয় *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৩৭৭)*। এক্ষণে পুরুষ হৌক বা নারী হৌক যারা জুম'আর ছালাত পাবে না বা জুম'আয় উপস্থিত হ'তে পারে না, তাদেরকে যোহরের ছালাত আদায় করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, 'জুম'আর ছালাত এক রাক'আত পেলে আর এক রাক'আত মিলিয়ে নিতে হবে। আর দ্বিতীয় রাক'আতের রুকু ছুটে গেলে চার রাক'আত পড়তে হবে' *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, ইরওয়াউল গালীল ৩/৮২ ও ৮৮ পৃঃ হা/৬২১ -এর ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্ন (৩০/৩০)ঃ আমাদের মসজিদে মেয়েরা বারান্দায় পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে। অনেক সময় পুরুষ ও মেয়েদের মাঝে কয়েক লাইন ফাঁকা থেকে যায়। এতে সকলের ছালাত কি জামা'আতবদ্ধভাবে হচ্ছে?

-বেগম ত্বাহেরা
নিশ্চিন্তপুর, পারহাটী
ধুনট, বগুড়া।

উত্তরঃ মেয়েরা পুরুষ মুছল্লী ও তাদের মাঝে কয়েক লাইন ফাঁকা রেখেও ছালাত আদায় করতে পারে। এমনকি মসজিদের বাইরে অন্য কোন স্থান থেকেও জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করতে পারে। যদি সেখানে আওয়ায পৌছানো যায় ও ইক্বতেদা করা সম্ভব হয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাঁর ঘরে ছালাত আদায় করতেন এবং লোকেরা ঘরের বাইরে থেকে তাঁর ইক্বতিদা করত' *(ছহীহ আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১১৪)*।

প্রশ্ন (৩১/৩১)ঃ আমি একটা দোকানে চাকুরী করি। মালিককে ষাট হাযার টাকা ঋণ দিয়েছি। চাকুরী না করলে টাকা ফেরৎ দিবে। উক্ত ঋণ দিলে বেতন বেশী হয়। আর ঋণ না দিলে বেতন কম হয়। এভাবে চাকুরী করা যাবে কি?

-আনীছুর রহমান, নওগাঁ।

উত্তরঃ মালিককে টাকা ঋণ দেওয়ার কারণে যদি বেতন বেশী প্রদান করা হয়, তাহ'লে উক্ত বেশী বেতন গ্রহণ করে চাকুরী করা জায়েয হবে না। কারণ ঋণের টাকা যে লাভ বহন করে তা সূদ। যে ঋণ লাভ আনয়ন করে সে ঋণকে উবাই ইবনে কা'ব, ইবনে মাস'ঊদ ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) অপসন্দ করতেন এবং তা গ্রহণ করতে নিষেধ করতেন *(বায়হাক্বী, ইরওয়া হা/১৩৯৭)*। ঋণ প্রদানকারী উপঢৌকন গ্রহণ করলে কিংবা যেকোন সহযোগিতা গ্রহণ করলে তাও সূদ হবে। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কেউ কোন ব্যক্তিকে ঋণ দিলে ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার নিকট হ'তে কোন উপহার বা হাদিয়া গ্রহণ করবে না বা তার বাহনে সওয়ার হবে না। তবে যদি পূর্ব থেকেই তাদের মধ্যে এটা চালু থাকে' *(বায়হাক্বী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৮৩১-৩২)*। আবু বুরদা ইবনে আবু মূসা (রাঃ) বলে, একবার আমি মদীনা এসে আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি আমাকে বললেন, তুমি এমন এলাকায় বাস কর যেখানে সূদের প্রচলন খুব বেশী। অতএব কারু কাছে যদি তোমার পাওনা থাকে আর যদি সে তোমাকে এক বোঝা খড়, এক গাঁটরি যব বা ঘাসের একটি বোঝাও উপঢৌকন দেয়, তবে তা গ্রহণ কর না। কারণ এটা সূদ হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/২৮৩৩)*।

প্রশ্ন (৩২/৩২)ঃ একটি ছাগলের বাচ্চা তার মায়ের দুধ না পাওয়ায় কুকুরের দুধ খেয়ে বড় হয়। তার গোশত ভক্ষণ করা বা তাকে বাজারে বিক্রি করা যাবে কি?

-খুরশেদ আলম
মল্লিকপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ হালাল-হারাম মেনে চলার হুকুম শুধুমাত্র জিন ও মানুষের উপর রয়েছে, পশুপাখির জন্য নয়। আল্লাহ তা'আলা একমাত্র জিন ও মানুষকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'এটা হ'ল আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই এ সীমা অতিক্রম কর না। বস্তুতঃ যারা আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করে তারাই যালেম' *(বাক্বারাহ ২২৯)*। সুতরাং ইচ্ছা করলে এ ছাগলের গোশত ভক্ষণ করা যায় এবং বিক্রিও করা যায়। তবে দুধের একটা প্রতিক্রিয়া আছে। সেকারণ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হ'লে খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা খাদ্যের জন্য 'হালাল' ও 'ত্বাইয়িব' দু'টি শর্ত রয়েছে *(বাক্বারাহ ১৬৮)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৩)ঃ অনেকে বলেন, একজন শহীদ ৭০ জনকে এবং একজন হাফেয ১০ জনকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। এ কথার সত্যতা জানতে চাই?

-ফিরোয
গঙ্গারামপুর, মণিগ্রাম
বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ একজন শহীদ আল্লাহর নিকট সুপারিশ করে ৭০ জন নিকটাত্মীয়কে জান্নাতে নিয়ে যাবে। এটা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। মিক্বদাম ইবনে মা'দীকারাব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর নিকট শহীদের জন্য ৬টি মর্যাদা রয়েছে। প্রথমেই তাকে ক্ষমা করা হবে, তার জান্নাতের স্থান দেখানো হবে, কবরের শাস্তি থেকে বাঁচিয়ে নেওয়া হবে, বড় আতঙ্ক থেকে নিরাপদে রাখা হবে, পৃথিবী ও তন্মধ্যের বস্তু হ'তে মূল্যবান ইয়াকূত পাথর দ্বারা নির্মিত মর্যাদার মুকুট তার মাথায় পরিয়ে দেওয়া হবে, ৭২ জন হূরের সাথে তার বিবাহ দেওয়া হবে এবং নিকটতম ৭০ জন লোকের সুফারিশ কবুল করা হবে' *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/৩৮৩৪ 'জিহাদ' অধ্যায়)*। তবে একজন হাফেয ১০ জনকে সুফারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে এই মর্মে বর্ণিত হাদীছটি 'যঈফ' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৪১; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/৩৮)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৪)ঃ গর্ভাবস্থায় কোন স্ত্রীকে তিন মাসে তিন তালাক প্রদানের পর প্রসবান্তে স্বামী ঐ স্ত্রীকে পুনরায় ফেরত নিতে পারবে কি?

-ওছমান
নারুলী, বগুড়া।

উত্তরঃ গর্ভাবস্থায় কোন লোক তার স্ত্রীকে তিন মাসে তিন তালাক প্রদানের পর প্রসবান্তে স্বামী ঐ স্ত্রীকে পুনরায় ফেরত নিতে পারে না। কারণ গর্ভবতীদের ইদ্দত হচ্ছে গর্ভপাত হওয়া *(তালাক্ব ৪)*। আল্লাহ তা'আলা গর্ভাবস্থাকে তিন ইদ্দতের সমান গণ্য করেছেন। কাজেই তিন মাসে তিন তালাক প্রদানের পর স্ত্রীকে ফেরত নেওয়ার কোন সুযোগ নেই। যতক্ষণ না কেউ স্বেচ্ছায় বিবাহ এবং স্বেচ্ছায় তালাক প্রদান করে (বাক্বারাহ ২৩০; ছহীহ আবুদাঊদ হা/২১৯৫)।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫)ঃ জামা'আতে ছালাত আদায় করার সময় কাতারের মধ্যে খুঁটি রেখে ছালাত আদায় করা কি জায়েয?

-আব্দুল হাফীয
চাঁদপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ জামা'আতে ছালাত আদায় করার সময় (নিতান্ত বাধ্যগত অবস্থা ব্যতীত) কাতারের ভিতরে খুঁটি রেখে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে না। মু'আবিয়া ইবনে কুররা (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমাদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে খুঁটির মধ্যে কাতারবন্দী হ'তে নিষেধ করা হ'ত এবং সেখান থেকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হ'ত *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৮২৮; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৩৩৫)*। আল্লামা নাছেরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, 'খুঁটির মধ্যে কাতার না হওয়ার জন্য উক্ত হাদীছটি স্পষ্ট দলীল'। ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলতেন, তোমরা খুঁটির মধ্যে (খুঁটিকে মাঝে রেখে) কাতারবন্দী হয়ো না *(ঐ, ১/৫৭০ পৃঃ)*। কাজেই খুঁটির আগে বা পিছে কাতার দেয়া যরূরী। কারণ কাতারের মধ্যে খুঁটি থাকলে কাতারের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আসে। আর একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাতারের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রাখা যাবে না *(আবদাউদ, মিশকাত হা/১১০২)*।

সংশোধনী

গত সেপ্টেম্বর ২০০০ সংখ্যা ২১/৩৫১ নং প্রশ্নের উত্তরটি শরীয়তের দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে ঠিক রয়েছে। কারণ দুধ পানের সময়সীমা হচ্ছে পূর্ণ দু'বছর *(বাক্বারাহ ২৩৩; বুখারী 'তরজমাতুল বাব' ২/৭৬৪)*। এ নির্ধারিত সময়ের পরে কেউ কোন মহিলার দুধ পান করলে সে তার 'দুধ মা' হবে না। উম্মে সালামাহ প্রমুখাৎ বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لا يُحَرِّمُ من الرَّضَاعِ إلا ما فَتَقَ الأمعاءَ فى الثَّدْيِ و كان قبل الفِطَامِ। অর্থাৎ 'দুধ পান কিছুকে হারাম করে না দুধ ছাড়ানোর আগে ব্যতীত' (তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১৭৩ 'মুহাররামাত' অনুচ্ছেদ; ছহীহ তিরমিযী হা/৯২১ 'দু'বছরের কম বয়সের মধ্যে ব্যতীত দুধপান কাউকে হারাম করে না' অনুচ্ছেদ)।

উক্ত হাদীছ বর্ণনা শেষে ইমাম তিরমিযী বলেন, ছাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য অধিকাংশ বিদ্বানের নিকটে এই আমল গৃহীত যে, দু'বছর বয়সের নীচে ব্যতীত দুধপান কাউকে হারাম করে না'।

চট্টগ্রাম হ'তে জনৈক পত্র লেখকের পেশকৃত মুসলিম শরীফের 'দুধপান' অধ্যায়ে মা আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ১ম হাদীছটির ব্যাখ্যা একই রাবী বর্ণিত ৪,৫,৬,৭ নং হাদীছে এসেছে। তার সঙ্গে প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়ের কোন সম্পর্ক নেই। একই মর্মের হাদীছটি মিশকাতে 'মুহাররামাত' অনুচ্ছেদেও আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে *(হা/৩১৬২)*। *-বিস্তারিত দেখুনঃ আল-মুগনী ৭/৫৭২ পৃঃ, মিরক্বাত ৬/২২৮-২৯; সুবুলুস সালাম ৩/২১৪; মুহাল্লা ১০/২০৩ পৃঃ)*। তবে উক্ত ফৎওয়ার প্রমাণে গত সংখ্যায় পেশকৃত মুসলিম শরীফের হাদীছটি ফৎওয়ার সাথে সম্পর্কিত নয়। ভুলবশতঃ উল্লেখ হয়েছে। এ জন্য আমরা দুঃখিত *-সম্পাদক*।

৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা
নভেম্বর ২০০০

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/৩৬)ঃ কোন ব্যক্তি জীবিত থাকাবস্থায় ছেলে-মেয়েকে ইচ্ছানুযায়ী সম্পত্তি দান করতে পারে কি?

-মাসউদ করীম
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কোন পিতা তার ছেলে-মেয়েকে ইচ্ছানুযায়ী সম্পত্তি দান করতে পারেন না। যে যতটুকু অংশ পাবে তাকে ততটুকু দান করতে পারেন। নো'মান ইবনে বশীর (রাঃ) বলেন, আমার পিতা আমাকে কিছু (গোলাম) দান করলে আমার মাতা (আমরাহ্ বিনতে রাওয়াহা) বললেন, এই দানের উপর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে সাক্ষী না রাখা পর্যন্ত আমি রাযী নই। অতঃপর আমার পিতা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে বললেন, আমরাহ্ বিনতে রাওয়াহার গর্ভজাত আমার এ সন্তানকে একটি গোলাম দান করেছি। কিন্তু আমরাহ বলছে আপনাকে যেন এ দানের সাক্ষী রাখা হয়। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি তোমার সকল সন্তানকে এরূপ দান করেছ? তিনি বললেন, না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্কে ভয় কর। আর তোমার সকল সন্তানের মাঝে ইনছাফ কর। অতঃপর তিনি ফিরে গেলেন এবং দান ফেরত নিলেন। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি অন্যায় কাজের সাক্ষী থাকি না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০১৯)*।

জমহূর বিদ্বানগণ উক্ত হাদীছটিতে বর্ণিত সমতা বিধানের হুকুমকে 'মুস্তাহাব' হিসাবে গণ্য করেছেন এবং কমবেশী করাকে 'মাকরূহ' বলেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, কোন সন্তানকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্য থাকলে সমতা বিধান করা ওয়াজিব। হযরত আবুবকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর আমল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অন্যান্য সন্তানদের সম্মতি থাকলে কোন সন্তানকে পিতা কিছু বেশী দান করতে পারেন। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, দ্বীনী বা অন্য কোন সঙ্গত কারণ থাকলে পিতা কমবেশী করতে পারেন। তবে উক্ত হাদীছের সাধারণ হুকুম অনুযায়ী সন্তানদের দান করার ক্ষেত্রে সমতা বিধান করা ওয়াজিব এবং এটা না করা অন্যায়' *(নায়ল ৭/১২৭-১৩০; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩১৯)*।

প্রশ্ন (২/৩৭)ঃ কিছুদিন পূর্বে পত্রিকা পাঠে জানতে পারলাম যে, সঊদী আরবে জনৈক ব্যক্তি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ চিৎকার শুনতে পান। অতঃপর এলাকার এক আলেমকে ঘটনাটি জানালে তিনি কবর খনন করার নির্দেশ দেন। কবর খনন করলে দেখা যায় যে, একটি সাপ লাশকে দংশন করছে। এক্ষণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এ ঘটনার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল মাজেদ
জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ঘটনা সত্য কি-না জানা যায়নি। তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ঘটনার কোন মূল্য নেই। কারণ একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কবরের শাস্তি মানুষ এবং জিন শুনতে পাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কাল ও নীল বর্ণের অন্ধ-বধির ফেরেশতা কবরবাসীকে যখন হাতুড়ী দিয়ে আঘাত করবে তখন তার চিৎকার মানুষ ও জিন ব্যতীত পূর্ব ও পশ্চিমে যা আছে সবাই শুনতে পাবে *(বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৩১, ১২৬)*। অতএব যে শাস্তির ভয়াবহতা মানুষ শুনতে সক্ষম নয়, তা দেখতে পারে কি করে?

প্রশ্ন (৩/৩৮)ঃ ওশর-যাকাতের টাকা মসজিদের কাজে ব্যয় করা যাবে কি?

-আব্দুন নূর
ফুলতলা, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁ।

উত্তরঃ আল্লাহ বলেন, 'যাকাত হ'ল কেবল ফক্বীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী, যাদের মন জয় করা প্রয়োজন তাদের জন্য, দাস মুক্ত করা, ঋণগ্রস্তদের সাহায্য করা, আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা এবং মুসাফিরদের উপকারে ব্যয় করার জন্য' *(তওবা ৬০)*। চার ইমাম সহ অধিকাংশ বিদ্বান এ মত পোষণ করেন যে, ওশর-যাকাতের অর্থ মসজিদে ব্যয় করা যাবে না। যদিও কিছু বিদ্বান একে জায়েয বলেছেন।-*(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিইয়া ২৩/৩২৯ পৃঃ)*। সাইয়িদ সাবিক্ব বলেন, যাকাতের অর্থ মসজিদ নির্মাণ, রাস্তা সংস্কার ও পুল নির্মান, মৃতের কাফন ইত্যাদি কাজে ব্যয় করা যাবে না *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৭৬)*।

প্রশ্ন (৪/৩৯)ঃ প্রচলিত পদ্ধতিতে দোকান ঘর ভাড়া নেওয়ার জন্য মোটা অংকের টাকা মালিকের নিকট জামানত রাখতে হয়। আমার প্রশ্ন- জমাকৃত এ টাকার যাকাত কে আদায় করবে? দোকানের মালিক, নাকি জামানত দাতা? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ইবরাহীম
ত্বায়েফ, সঊদী আরব।

উত্তরঃ যিনি দোকান ঘর ভাড়া নেওয়ার জন্য টাকা জামানত রাখেন, তাকেই উক্ত টাকার যাকাত আদায় করতে হবে। কারণ টাকা বা কোন বস্তু কোথাও জমা রাখলে মালিকানা নষ্ট হয় না *(মিশকাত হা/২৮৮৭; হাদীছ ছহীহ, ইরওয়া হা/১৪০৬)*।

প্রশ্ন (৫/৪০)ঃ জনৈকা মহিলার পূর্বের স্বামীর মেয়ের সাথে পরের স্বামীর ছেলের বিবাহ সম্পন্ন হয়। এ বিবাহ জায়েয হবে কি?

-শহীদুল ইসলাম

ছান্দাবাড়ী, শিবপুর হাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন মহিলার পূর্ব স্বামীর মেয়ের সাথে পরের স্বামীর ছেলের বিবাহ জায়েয নয়। কারণ এরা বৈপিত্রেয় ভাই-বোন। যাদের বিবাহ হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের বোনদেরকে তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে' *(নিসা ১৯)*। আলোচ্য আয়াতে সহোদর বোন, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোনকে হারাম করা হয়েছে *(তাফসীরে জালালায়েন, ফাৎহুল ক্বাদীর প্রভৃতি)*। এমতাবস্থায় তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

প্রশ্ন (৬/৪১)ঃ কোন হিন্দু মহিলাকে বাড়ীর কাজের জন্য রাখা এবং তার হাতের রান্না খাওয়া যাবে কি?

-শফীকুল ইসলাম
আল-জামে'আ আস-সালাফিইয়া
সেন্ট্রাল রোড, রংপুর।

উত্তরঃ হিন্দু মহিলাকে বাড়ীর কাজের জন্য রাখা যাবে এবং তার হাতের রান্নাও খাওয়া যাবে। রাসূল (ছাঃ) একদা এক মুশরিক মহিলার মশক থেকে পানি পান করেছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৮৪)*। অন্য বর্ণনায় আছে রাসূল (ছাঃ) একদা খায়বারের এক ইহুদী মহিলার প্রেরিত ভুনা খাসির রান হাদিয়া হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন ও খেয়েছিলেন। যদিও ঐ মহিলা গোপনে তাতে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল, তিনি সত্য নবী কি-না যাচাই করার জন্য' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৯৩১)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) তাঁর মুশরিকা মায়ের সাথে থাকতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৯৫)*। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাঁর মুশরিক চাচার মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর আশ্রয়ে ছিলেন। অতএব প্রমাণিত হয় যে, কোন অমুসলিম বা হিন্দু মহিলাকে বাড়ীর কাজের জন্য রাখায় কোন দোষ নেই। তবে তাদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব করা থেকে বিরত থাকতে হবে *(মুজাদালা ২২)*।

প্রশ্ন (৭/৪২)ঃ বর্তমানে বহুতল বিশিষ্ট মসজিদ গুলিতে 'সাউণ্ডবক্সে'র মাধ্যমে একই জামা'আতে ছালাত আদায় করা হয়ে থাকে। এক্ষণে জামা'আত চলা অবস্থায় বিদ্যুৎ চলে গেলে এবং বিকল্প কোন ব্যবস্থা না থাকলে অন্যান্য তলার মুছল্লীগণ কি করবেন?

-মশীউর রহমান
চওড়া সাতদরগা
পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় বিদ্যুৎ চলে গেলে অন্যান্য তলার মুছল্লীগণের প্রথম কাতারের মাঝামাঝি থেকে একজন স্বেচ্ছায় ইমাম হয়ে অবশিষ্ট ছালাত আদায় করবেন। বাকী মুছল্লীগণ তার অনুসরণ করবেন। কেননা ছালাত চলা অবস্থায় ইমাম পরিবর্তন হ'তে পারে। যেমন একদা হযরত আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) ইমামতি করছিলেন, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসে আবুবকর (রাঃ)-এর বাম পাশে দাঁড়ালেন। তখন আবুবকর (রাঃ) মুক্তাদী হ'য়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৪০)*।

প্রশ্ন (৮/৪৩)ঃ জনৈক মুছল্লী পায়ে বাত থাকার কারণে মাটিতে বসে ছালাত আদায় করতে পারেন না বিধায় চেয়ারে বসে ছালাত আদায় করেন। কিন্তু এতে অন্যান্য মুছল্লীদের অসুবিধা হয়। বিশেষ করে কাতারের মাঝখানে চেয়ার থাকার ফলে কাতারে বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় তিনি কিভাবে ছালাত আদায় করবেন?

-হুসাইন
কালীনগর, চাঁপাইনবাগঞ্জ।

উত্তরঃ কোন মুছল্লী অসুস্থতার কারণে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে না পারলে বসে ছালাত আদায় করবেন। বসে সম্ভব না হ'লে কাত হয়ে শুয়ে আদায় করবেন, কাত হয়ে সম্ভব না হ'লে চিৎ হয়ে শুয়ে আদায় করবেন। ইমরান ইবনে হুছাইন (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তুমি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় কর, দাঁড়িয়ে সম্ভব না হ'লে বসে, বসে সম্ভব না হ'লে কাত হয়ে শুয়ে ছালাত আদায় কর' *(বুখারী, মিশকাত হা/১২৪৮)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে 'কাত হয়ে শুয়ে সম্ভব না হ'লে চিৎ হয়ে শুয়ে ছালাত আদায় কর' *(নাসাঈ, মির'আত, 'আমলে মধ্যম পন্থা' অধ্যায়)*। তবে বসে বা শুয়ে ছালাত আদায় করায় অর্ধেক নেকী হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২৪৯, ১২৫২)*। অতএব রোগের অবস্থা অনুপাতে ছালাত আদায়ের পন্থা অবলম্বন করতে হবে। তবে চেয়ারে বসে মুছল্লীদের অসুবিধা করে ছালাত আদায় করা ঠিক নয়। এতে কাতারের শৃংখলা বিনষ্ট হয়।

প্রশ্ন (৯/৪৪)ঃ আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম কি সৃষ্টি করেছেন?

-মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন
পাকুড়িয়া, মহিষকুণ্ডি বাজার
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম পানি সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর বাতাস এবং পরে আরশ সৃষ্টি করেছেন। আবু রাযীন আল-ওকায়লী (রাঃ) মারফূ ছহীহ সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আরশ এর পূর্বে পানি সৃষ্টি করা হয়েছে *(আহমাদ, তিরমিযী)*। ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, আল্লাহ বলেন, 'তাঁর আরশ পানির উপরে ছিল' *(হূদ ৭)*। কিন্তু পানি কিসের উপর ছিল? তিনি বলেন, পানি ছিল বাতাসের উপর অংশে (বায়হাক্বী)। আল্লামা সুদ্দী বিভিন্ন সূত্রের বরাত দিয়ে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পানির পূর্বে কোন বস্তু সৃষ্টি করেননি *(মির'আত ১/৮১)*। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীন সৃষ্টি করার ৫০ হাযার বছর পূর্বে সকল সৃষ্টির ভাগ্য লিখেছেন, তখন তাঁর আরশ ছিল পানির উপর *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯)*।

উপরোক্ত দলীল সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম পানি, বাতাস ও আরশ সৃষ্টি করেছেন। *-বিস্তারিত দেখুনঃ মির'আতুল মাফাতীহ ১ম খণ্ড 'তাক্বদীর' অধ্যায়; মিশকাত ৫০৬ পৃঃ 'সৃষ্টির শুরু' অধ্যায়; মিরক্বাত শরহে মিশকাত ১/১৬৬ পৃঃ; তাফসীর ইবনে কাছীর ৪র্থ খণ্ড সূরা ক্বলম ৪২৭ পৃঃ।* অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে- আল্লাহ তা'আলা প্রথমে কলম সৃষ্টি করেছেন *(তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৯৪ হাদীছ ছহীহ)*। এ হাদীছ এবং উপরেরের হাদীছ সমূহের মধ্যে হাদীছ বিশারদগণ সমাধান দিয়েছেন এভাবে যে, আল্লাহ তা'আলা পানি ও আরশ-এর পরে সর্বপ্রথমে কলম সৃষ্টি করেছেন। কিংবা আল্লাহ তা'আলা কলমকে বলেছেন, প্রথমে যা সৃষ্টি করা হয়েছে তা লিখ। *(মিরআতুল মাফাতীহ পৃঃ ঐ)*।

প্রকাশ থাকে যে, জ্ঞানকে প্রথমে সৃষ্টি করার হাদীছটি জাল *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫০৬৪; তাহক্বীক-আলবানী ১নং টীকা)*। এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নূরকে প্রথমে সৃষ্টি করার হাদীছটি 'বাতিল' *(মিশকাত, আলবানী হা/৯৪ এর টীকা-১)*।

প্রশ্ন (১০/৪৫)ঃ আমার চাচা আমার নিকট ২০ হাযার টাকা নিয়ে কাপড়ের ব্যবসা করেন। তিনি মণ হিসাবে কাটা কাপড় ক্রয় করেন। আমাকে তিনি প্রতি মণে ৫০ টাকা লাভ দিতে চান। এরূপ ব্যবসা জায়েয হবে কি?

-কবীর আহমাদ
ছালাভরা, কাযীপুর
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ এভাবে নির্দিষ্ট হারে লাভের চুক্তির ভিত্তিতে ব্যবসা করা জায়েয নয়। তবে লাভ-লোকসানের ভাগী হ'য়ে ব্যবসা করা জায়েয। শরীয়তে এক ধরনের ব্যবসা আছে, যাকে 'বাইয়ে মুযারাবা' বলা হয়। যার অর্থ- এক জনের অর্থে অন্যজন ব্যবসা করবে এবং লভ্যাংশ শর্ত অনুযায়ী উভয়ের মধ্যে ভাগ হবে। আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াকুব স্বীয় পিতার মধ্যস্থতায় তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, তার দাদা ওছমান (রাঃ)-এর অর্থে ব্যবসা করতেন এ শর্তে যে, লভ্যাংশ তাদের মধ্যে ভাগ হবে *(মালেক, মুওয়াত্ত্বা, বুলূগুল মারাম হা/৮৯৫, হাদীছ মওকূফ ছহীহ)*। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে লভ্যাংশ তাদের মীমাংসা অনুযায়ী বন্টন হবে *(ইরওয়া ৫/২৯৩)*। হাদীছ দ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এক জনের অর্থে অপরজন লভ্যাংশ বন্টনের শর্তে ব্যবসা করতে পারে।

প্রশ্ন (১১/৪৬)ঃ জুম'আ ও ঈদায়নের খুৎবা একটি না দু'টি? দু'খুৎবার মাঝে বসে কিছু বলতে হবে কি?

-মোকছেদ আলী
মৌপাড়া দাখিল মাদরাসা
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ জুম'আর খুৎবা দু'টি। দু'খুৎবার মাঝে বসতে হবে। তবে বসে কিছু বলতে হবে না। দু'খুৎবাতেই কুরআন-হাদীছ থেকে বক্তব্য পেশ করতে পারেন। জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) দু'টি খুৎবা প্রদান করতেন এবং দু'খুৎবার মাঝে বসতেন, কুরআন পাঠ করতেন এবং মুছল্লীদেরকে উপদেশ দিতেন। তাঁর ছালাত ও খুৎবা মধ্যম হ'ত' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতে দেখেছি। তিনি অল্প সময় বসতেন এবং কোন কথা বলতেন না *(ছহীহ আবুদাউদ হা/১০৯৫)*।

ঈদায়নের প্রচলিত দুই খুৎবার প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে একদা জিজ্ঞেস করা হ'ল, আপনি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে কোন ঈদের ছালাতে উপস্থিত ছিলেন কি? তিনি বললেন, হাঁ ছিলাম। রাসূল (ছাঃ) ঈদগাহে বের হ'লেন এবং প্রথমে ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর খুৎবা প্রদান করলেন, ...শেষে রাসূল (ছাঃ) মহিলাদের নিকট গমন করলেন। তাদেরকে নছীহত করলেন এবং দান-খয়রাত করার জন্য উপদেশ দিলেন। ...অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ও বেলাল (রাঃ) বাড়ীর দিকে চললেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪২৯)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূল (ছাঃ) একটি খুৎবা প্রদান করেছিলেন। আলোচ্য হাদীছের ব্যাখ্যায় ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, এখানে জুম'আর মত দু'টি খুৎবা নেই এবং মাঝে বসাও নেই এবং দু'খুৎবার প্রমাণে রাসূল (ছাঃ) থেকে অন্য কোন প্রমাণও নেই। নিশ্চয়ই লোকেরা জুম'আর উপর ক্বিয়াস করেই দু'খুৎবা প্রদান করে থাকে *(মির'আতুল মাফাতীহ, 'ঈদের খুৎবা' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১২/৪৭)ঃ আমাদের এলাকায় নির্ধারিত সময়ের জন্য কাউকে এক হাযার টাকা দেওয়া হয় এই শর্তে যে, পরিশোধের সময় টাকার সাথে অতিরিক্ত দুই বা তিন মণ ধান দিতে হবে। এরূপ লেন-দেন শরীয়তে বৈধ কি?

-যহুরুল ইসলাম
গ্রাম ও পোঃ নাকাইহাটা
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ কাউকে ঋণ হিসাবে টাকা প্রদান করে নির্দিষ্ট সময়ে টাকার সাথে অতিরিক্ত ধান গ্রহণ করা শরীয়ত সম্মত নয়। কেননা প্রত্যেক ঋণ যা অতিরিক্ত নিয়ে আসে তা-ই সূদ। ওবাই ইবনে কা'ব, ইবনে মাসঊদ ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) ঋণের বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করাকে অপসন্দ ও নিষেধ করতেন *(ইরওয়াউল গালীল ৫/২৩৪ পৃঃ হা/১৩৯৭ হাদীছ ছহীহ)*। তবে সময়, ওযন ও মূল্য নির্ধারণ করে অগ্রিম মূল্য প্রদান করা যায়। যাকে 'বাই'এ সালাম' বলা হয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৮৩)*।

প্রশ্ন (১৩/৪৮)ঃ জামা'আতে ছালাতের শেষ বৈঠকে কোন মুছল্লী মসজিদে গিয়ে কাতারে জায়গা না পেয়ে পিছনে একাই জামা'আতে শরীক হ'তে পারবে কি?

-আব্দুল্লাহ
জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ জামা'আত চলা অবস্থায় কাতারের পিছনে একা শরীক হওয়া ব্যক্তিকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) পুনরায় ছালাত আদায় করতে বলেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১০৫)*। অবশ্য বাধ্যগত অবস্থায় দাঁড়ালে ছালাত হয়ে যাবে। কেননা 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত তাকলীফ দেন না' (বাক্বারাহ ২৮৬)। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ ও শায়খ আলবানীও অনুরূপ বলেন *(ইরওয়া হা/৫৪১-এর ব্যাখ্যা, ২/৩২৯)*।

প্রশ্ন (১৪/৪৯)ঃ জনৈক ব্যক্তি তার কোন বান্ধবীর সাথে প্রেম বিনিময়ের একপর্যায়ে বান্ধবীর মায়ের সাথে অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। অতঃপর সেই বান্ধবীর সাথেই তার বিবাহ সম্পন্ন হয়। ইসলামী শরীয়তে এই বিবাহ বৈধ হবে কি? 'মাসিক মদীনা' পত্রিকায় এই প্রশ্ন করা হ'লে নাজায়েয ফৎওয়া দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

আব্দুল হাফীয
চাঁদপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ
গাইবান্ধা।

উত্তরঃ তাদের এ হীন অপকর্মের জন্য শারঈ শাস্তি সম্ভব না হ'লেও সামাজিকভাবে দৃষ্টান্তমূলক কঠোর শাস্তি হওয়া আবশ্যক। তবে তাদের বিবাহটি অবৈধ হবে না। কারণ কোন বৈধ বিবাহ বন্ধনকে অবৈধ কর্ম বিনষ্ট করতে পারে না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যেনা বৈবাহিক বন্ধনকে হারাম করে না *(মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, বায়হাক্বী, ইরওয়া ৬/২৮৭ পৃঃ হা/১৮৮১)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে- এক লোক তার শাশুড়ীর সাথে যেনা করেছিল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন, তারা পাপী। এ পাপ তার স্ত্রীকে তার জন্য হারাম করে না *(বায়হাক্বী, ইরওয়া ৬/২৮৮ পৃঃ)*। আলী (রাঃ) বলেন, যেনা বৈধ বিবাহ বন্ধনকে হারাম করতে পারে না *(ইরওয়া পৃঃ ঐ ,তা'লীক্ব বুখারী)*।

প্রশ্ন (১৫/৫০)ঃ একীভূত পরিবারে সাধারণতঃ দেবর-ভাবীর মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ ও বিভিন্ন ধরনের বাক্যালাপ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান কি?

-প্রফেসর এ,এস,এম, কামালুদ্দীন
কান্‌স ইন্টারন্যাশনাল লিঃ
পৌর বাণিজ্য বিভাগ, ঢাকা ট্রাংক রোড
ধনিয়ালা পাড়া, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ বর্তমানে দেবর-ভাবীর সাক্ষাৎ, কথা-বার্তা, গোপন আলাপ মামুলী ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। যা শরীয়তে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। আল্লাহপাক প্রত্যেক মুসলমান বয়স্ক নর-নারীর উপরে পর্দা ফরয করেছেন *(নূর ৩০-৩১; আহযাব ৩২, ৩৩, ৫৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কড়া হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন, 'তোমরা মহিলাদের নিকট গমন করবে না। জনৈক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! দেবর সম্পর্কে আপনার রায় কি? (অর্থাৎ সে কি ভাবীর নিকট গমন করতে পারবে)? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'দেবর মৃত্যু সমতুল্য' (الْحَمْوُ الْمَوْتُ)। অর্থাৎ তাকে মৃত্যুর ন্যায় ভয় করতে হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০২)*। অতএব সামাজিক এই প্রচলন দূর করার জন্য সবাইকে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হ'তে হবে।

প্রশ্ন (১৬/৫১)ঃ হিজড়া ছাগল আক্বীক্বা বা কুরবানী করা যাবে কি? অথবা এরূপ ছাগল বিক্রি করা যাবে কি? এরূপ ছাগল বিক্রি করলে নাকি বাড়ীর বরকত চলে যায় এবং মারা গেলে নাকি কাফন দাফন করতে হয়? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রুহুল আমীন
শিক্ষক, বায়তুন নূর দাখিল মাদরাসা
কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ পশু হিজড়া হওয়াটা অস্বাভাবিক ব্যাপার। তবে সেটা শরীয়তের দৃষ্টিতে দোষণীয় নয়। কাজেই তা কুরবানী করা চলবে। কেননা কুরবানী না হওয়ার জন্য যে সব কারণ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, হিজড়া তার অন্তর্ভুক্ত নয়। বারা ইবনে আযিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কুরবানীতে কোন ধরনের পশু থেকে বেঁচে থাকা উচিত? রাসূল (ছাঃ) হাতের ইশারা করে বললেন, চার রকমের পশু থেকে বেঁচে থাকা উচিত। (১) স্পষ্ট খোঁড়া (২) স্পষ্ট কানা (৩) স্পষ্ট রুগ্ন ও (৪) এমন দুর্বল যার হাড়ে মজ্জা নেই *(ছহীহ আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪৬৫)*। আলী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন আমরা যেন (কুরবানীর পশুর) চোখ ও কান ভালভাবে দেখে নেই এবং এমন পশু কুরবানী না করি, যার কানের অগ্রভাগ কাটা, যার কানের শেষ ভাগ কাটা, যার গোলাকারে পূর্ণ ছিদ্র এবং যার কান পাশের দিক থেকে ফাঁড়া *(ছহীহ তিরমিযী, মিশকাত হা/১৪৬৩)*।

প্রশ্ন (১৭/৫২)ঃ স্বামীর মৃত্যুর পরে তার লাশ দাফনের ব্যাপারে কিছুটা মতানৈক্য দেখা দেওয়ায় জনৈক ভদ্রলোক মৃতের স্ত্রীর মতামতের ইচ্ছা পোষণ করেন। সেসময় উপস্থিত জনৈক আলেম এর প্রতিবাদ করে বলেন, মৃতের ছেলেরা মতামত পেশ করতে পারেন, স্ত্রী নয়। কথাটি কি ঠিক? এ ব্যাপারে শরীয়ত সম্মত ফৎওয়া জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মঈনুদ্দীন
সাতগ্রাম, নরসিংদী।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে দ্রুত দাফন-কাফন সম্পন্ন করা উচিত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৪৬)*। এখানে কারু মতামতের অপেক্ষা করা যাবে না। তবে মৃত ব্যক্তি তার ছালাতে জানাযার ব্যাপারে কাউকে অছিয়ত করে গেলে তিনিই জানাযা পড়াবেন *(বায়হাক্বী ৪/২৮-২৯)*। *বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১১৫।*

প্রশ্ন (১৮/৫৩)ঃ আমরা চার ভাই ও দুই বোন। পিতা বৃদ্ধ হওয়ার কারণে সংসারের দায়িত্ব আমাদের উপরে ছেড়ে দেন। আমরা সংসারের আয় দিয়ে জমি ক্রয় করার সময় শুধু চার ভাইয়ের নামে দলীল করি। প্রশ্ন হ'ল- সেই জমির অংশ বোনেরা পাবে কি-না?

-মুহাম্মাদ যহুরুল ইসলাম
চৌমুহনী বাজার
দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ পিতার অর্থ দ্বারা কিংবা পিতার জমি থেকে সংসারের আয় দিয়ে যে জমি ক্রয় করা হয়, সে জমির অর্ধেক পাবে পিতা ও অর্ধেক পাবে ছেলেরা। প্রশ্নে উল্লেখিত অবস্থায় চার ভাই তাদের নামে অর্ধেক জমি রেজিষ্ট্রি করবে। আর অর্ধেক পিতার নামে। পিতার অংশ তাঁর মৃত্যুর পরে চার ভাই ও দু'বোন

ওয়ারিছ হিসাবে অংশ মুতাবিক পাবে *(নিসা ১৭৬; বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৯২০)*।

প্রশ্ন (১৯/৫৪)ঃ একটি ডিপ টিউবওয়েল-এর অধীনে শতাধিক বিঘা জমিতে ধান চাষ করা হয়। মেশিন দেখাশুনা ও জমিতে পানি সরবরাহ করার কারণে লাইনম্যানকে প্রতি বিঘা জমিতে ৫ কেজি করে ধান দেওয়া হয়। যা নিছাব পরিমাণের চেয়ে বেশী হয়ে থাকে। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল- তাকে সেই ধানের ওশর দিতে হবে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-শহীদুল ইসলাম
আমনুরা জংশন
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কেবলমাত্র জমিতে উৎপাদিত শস্য নেছাব পরিমাণ হ'লেই ওশর আদায় করতে হবে *(বাক্বারাহ ২৬৭, আন'আম ১৪১; মুত্তা, মিশকাত হা/১৭৯৪ ও ৯৭)*। চাই সে নিজে জমির মালিক হউক বা বর্গাকারী ব্যক্তি হউক। প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তিকে কর্মচারী হিসাবে তার প্রাপ্য দেয়া হচ্ছে। সুতরাং তাকে কোন ওশর দিতে হবে না। তবে শস্য বিক্রি করে যদি নেছাব পরিমাণ টাকা হয় এবং তা এক বছর অতিক্রম করে, তখন তাকে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দিতে হবে *(আবুদাঊদ, হাদীছ হাসান বুলূগুল মারাম, হা/৫৯২, ৫৯৩)*।

প্রশ্ন (২০/৫৫)ঃ যাকাত ও ওশরের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে কিছু বস্ত্র, কিছু টাকা বন্টন করা যায় কি?

-আব্দুল খালেক
সাঁজিয়াড়া, ডুমুরিয়া, খুলনা।

উত্তরঃ যাকাতের মূল বস্তুই বন্টন করা শরীয়ত সম্মত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের ধনীদের নিকট হ'তে যাকাত নিয়ে গরীবদের মাঝে বন্টন করা হবে' *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৫৮৬)*। তবে যাকাত, ওশরের বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বস্ত্র বা টাকা বন্টন করা যাবে। সোনা বা রূপা যে কোন একটির মূল্য ধরে নগদ টাকার যাকাত প্রদান করলেই ফরয আদায় হয়ে যাবে। শায়খ বিন বায (রহঃ)-কে এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি সোনা বা রূপা যে কোন একটির সম মূল্যে নগদ টাকায় যাকাত দিতে হবে বলে ফৎওয়া দিয়েছেন। *(ফাতাওয়া হাইআতু কেবারিল ওলামা ১/৩৭৩, ৩৮৮, ৪১১পৃঃ; আত-তাহরীক নভেম্বর ৯৮ ৭/২৭)*। অনুরূপভাবে প্রয়োজনবোধে গরু-ছাগল ও খাদ্যশস্য বিক্রি করে উক্ত টাকা বা তদ্বারা কিছু বস্ত্র ক্রয় করে শরীয়ত নির্ধারিত খাতে বন্টন করতে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (২১/৫৬)ঃ শা'বান মাসে আইয়ামে বীয (১৩, ১৪, ১৫ তারিখ)-এর নফল ছিয়াম পালন করা যাবে কি? নির্দিষ্ট করে শুধু ১৫ই শা'বানে শা'বানের ফযীলত হিসাবে ছিয়াম পালন করার হুকুম কি? শা'বান মাসে কখন ছিয়াম পালন করতে হবে এবং কয়টি? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-জালালুদ্দীন
ডোমকুলী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ রামাযান মাস ব্যতীত বাকী ১১ মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে 'আইয়ামে বীয'-এর নফল ছিয়াম পালন করা ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। তবে বিশেষভাবে শুধু শা'বান মাসের ১৫ তারিখে বিশেষ ফযীলত মনে করে ছিয়াম পালন ও অন্যান্য ইবাদত করা শরীয়ত সম্মত নয়। উল্লেখ্য যে, শবেবরাত সম্পর্কে যে সকল হাদীছ পেশ করা হয়, এর সবগুলিই 'যঈফ'। যা দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। তবে শা'বান মাসের শেষের কয়েকদিন বাদে পুরো শা'বান মাসই নফল ছিয়াম পালন করা যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কয়েকদিন বাদে পুরো শা'বান মাসই ছিয়াম পালন করতেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৬)*। তিনি আরও বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) (রামাযান ব্যতীত) অন্য কোন মাসে মাহে শা'বানের চেয়ে অধিক ছিয়াম পালন করতেন না' *(আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৯৭৪)*।

অতএব শা'বান মাসের ১ম থেকেই ইচ্ছানুযায়ী ছিয়াম পালন করতে পারেন এবং যারা 'আইয়ামে বীয'-য়ে অভ্যস্ত, তারাও শা'বান মাসে উক্ত ছিয়াম পালন করতে পারেন। *দ্রঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'শবেবরাত' পুস্তিকা।*

প্রশ্ন (২২/৫৭)ঃ তওবার ছালাত নামে কি কোন ছালাত আছে? যদি থাকে তাহ'লে পড়ার নিয়ম কি? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ
হাকিমপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ তওবার ছালাত আছে এবং তা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আবুবকর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'কোন লোক যদি পাপ করে অতঃপর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে এবং আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, তিরমিযী, হাদীছ হাসান, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৫৯)*। তবে এ ছালাতের ভিন্ন কোন পদ্ধতি নেই। সাধারণ ছালাতের ন্যায় দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে। তওবার জন্য নিম্নের দো'আটি বিশেষভাবে সিজদায় ও শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে পাঠ করা উচিৎ-

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ-

উচ্চারণঃ আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহে।

অনুবাদঃ আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি সেই আল্লাহ্‌র নিকটে যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক এবং তার দিকেই আমি ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি *(মিশকাত হা/২৩৫৩)*। *-বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৩৫-৩৬।*

প্রশ্ন (২৩/৫৮)ঃ মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নিজেকে নবী ও রাসূল দাবী করার পিছনে কি উদ্দেশ্য ছিল? তিনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? কেউ কাদিয়ানী হ'লে কি মুসলমান থাকতে পারবে? সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-নুরুল ইসলাম
বড় বনগ্রাম (ভাড়ালীপাড়া)
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ নবুঅতের বিপুল মর্যাদায় ঈর্ষান্বিত হয়ে দুনিয়া পূজারী কিছু ব্যক্তি যুগে যুগে নবুঅতের মিথ্যা দাবী করেছে। শেষ নবী

মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে ইয়ামনে জনৈক আসওয়াদ আনাসী, ইয়ামামাতে মুসায়লামা কায্যাব এবং রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরপরই নজদে তুলাইহা আসাদী ও ইরাকে সাজা' নাম্নী জনৈকা মহিলা নবী হবার দাবী করে। এই সব ভণ্ড নবীদেরকে সমূলে উৎখাত করেন প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)। প্রায় তেরশ' বছর পরে বর্তমান ভারতের পূর্ব পাঞ্জাব প্রদেশের গুরুদাসপুর যেলার বাটালা মহকুমাধীন ক্বাদিয়ান উপশহরে জন্মগ্রহণকারী মির্যা গোলাম আহমাদ ক্বাদিয়ানী (১৮৩৫-১৯০৮) ১৮৯১ সালে নিজেকে মসীহ ঈসা ও ১৮৯৪ সালে মাহদী এবং ১৯০৮ সালে মৃত্যুর দু'মাস পূর্বে নিজেকে রাসূল ও নবী বলে দাবী করে। বৃটিশের যুলুমশাহীর বিরুদ্ধে উত্থানরত ভারতীয় জনমত বিশেষ করে শাসন শক্তিহারা মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক উত্থানকে অংকুরেই বিনষ্ট করার জন্য কুচক্রী ইংরেজদের অসংখ্য কুট জালের মধ্যে এটা ছিল অন্যতম। ইংরেজ ও ইহুদীদের ছত্রছায়ায় লালিত-পালিত হয়ে এই ক্বাদিয়ানী নবী মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐক্যের দ্বিতীয় স্তম্ভ 'খতমে নবুঅতে'র বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালায়। ওলামায়ে দ্বীনের যথাযথ প্রতিরোধের মুখে তার এই অপচেষ্টা সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে তেমন কোন প্রভাব ফেলতে সক্ষম না হ'লেও দুনিয়া সর্বস্ব কিছু বুদ্ধিজীবীকে গ্রাস করে ফেলে। ফলে বৃটিশ রাজশক্তির সক্রিয় সমর্থন ও মুসলিম নামধারী কিছু আলেমের সহযোগিতায় এই মিথ্যা নবীর ভণ্ড মতবাদ উপমহাদেশ সহ সারা বিশ্বে বিভিন্ন ভাষায় প্রচারিত হ'তে থাকে।

ক্বাদিয়ানী হ'লে সে আর মুসলমান থাকতে পারে না। কারণ ক্বাদিয়ানী হ'লে 'খতমে নবুঅত'-কে অস্বীকার করতে হবে। কালেমায়ে শাহাদতের প্রথমাংশ তাওহীদ তথা আল্লাহ্‌র একত্ববাদের সাক্ষ্য এবং দ্বিতীয়াংশে রিসালাতে মুহাম্মাদী তথা খতমে নবুঅতের সাক্ষ্য দানের মাধ্যমেই একজন লোক মুসলমান হয়ে থাকে। ফলে উক্ত কালেমার প্রথমাংশের উপরে ঈমান আনলে ও দ্বিতীয়াংশকে অস্বীকার করলে কেউ মুসলমান থাকতে পারে না। বরং সে নিঃসন্দেহে কাফির ও জাহান্নামী হবে। শুধু তাই নয়, তার কুফরীতে সন্দেহ করা বা তাকে 'কাফের' না বলাটাও কুফরী হবে।

রাসূল (ছাঃ) বলেন, '...... আমিই শেষ নবী আমার পরে কোন নবী নেই' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪০৬)। -বিস্তারিত দেখুনঃ দরসে কুরআন 'খতমে নবুওয়াত' অক্টোবর'৯৯।*

প্রশ্ন (২৪/৫৯)ঃ জনৈকা স্ত্রী শিশুকালে তার স্বামীর মায়ের দুধ পান করেছিল। বর্তমানে সে ৩ সন্তানের জননী। আলেমগণ বলছেন, এ বিবাহ নাজায়েয হয়েছে। এক্ষণে বিবাহ যদি নাজায়েয হয়ে থাকে তবে স্বামী কি করবে এবং ঐ সন্তানগুলোর অবস্থা কি হবে? সন্তানগুলো কি জারজ সন্তান হবে? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ দেওয়ান
গ্রাম- গোয়ালকান্দী, বাগমারা
রাজশাহী।

উত্তরঃ দুই বছর বয়সের মধ্যে যদি দুধ পান করে থাকে, তাহ'লে সে রাযঈ বোন বা দুধবোন হয়েছে এবং এক্ষণে জানার পরে উভয়কে আলাদা করে দিতে হবে *(মিশকাত ৩১৬৯)*। অন্যথায় তাদের যেনার পাপ হবে। যেহেতু তাদের বিবাহ বৈধ হয়নি, সেহেতু সন্তানেরাও অবৈধ হবে। যেনাকারীর সাথে এদের কোন সম্পর্ক ইসলামে স্বীকৃত নয়। রবং এদের সম্পর্ক থাকবে মায়ের অভিভাবকের সাথে *(ছহীহ ইবনু মাজাহ 'ওয়ারিছের জন্য কোন অছিয়ত নেই' অনুচ্ছেদ; হা/২১৯২ টীকা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (২৫/৬০)ঃ সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাঁটু রাখতে হবে না হাত রাখতে হবে?

-যিয়াউল হক্ব
রেডিও কোম্পানী
৪ সিগন্যাল ব্যাটেলিয়ন
বগুড়া সেনানিবাস, বগুড়া।

উত্তরঃ সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাত ও পরে হাঁটু রাখতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যখন তোমাদের কেউ সিজদায় যাবে, তখন সে যেন উটের মত করে না বসে। সে যেন হাঁটুর পূর্বে হাত রাখে (وليضع يديه قبل ركبتيه) *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৮৯৯; হাদীছ ছহীহ, ইরওয়া ২/৭৮ পৃঃ)*। পক্ষান্তরে প্রথমে হাঁটু রাখা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছটি 'যঈফ' (আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৮৯৮; ইরওয়া হা/৩৫৭, ২/৭৫ পৃঃ)। ইবনে ওমর (রাঃ) প্রথমে হাত রাখতেন পরে হাঁটু রাখতেন এবং তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ করতেন' *(বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, ইরওয়া ২/৭৭ পৃঃ)। দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৬৮।*

প্রশ্ন (২৬/৬১)ঃ আমার পিতা কিছু জমি একটি বিদ'আতী মাদরাসায় মৌখিকভাবে দান করে যান। পিতার মৃত্যুর পর আমি উক্ত জমি ছহীহ সুন্নাহ অনুসারীদের মাদরাসায় লিখে দিতে পারব কি? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-হাফেয মুহাম্মাদ আব্দুল মুত্তালেব
কুমারগাতী, হাজীপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ জেনে-শুনে বিদ'আতীদের প্রতিষ্ঠানে সহযোগিতা করা উচিৎ নয়। জানার পরে সঠিক জায়গায় দান করলে সেটি ভাল কাজে সহযোগিতা করার শামিল হবে এবং ঐ নেকী ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ হিসাবে মৃত ব্যক্তির নিকট পৌছবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ভাল ও তাক্বওয়ার কাজে সহযোগিতা কর। গোনাহ ও সীমা লংঘনের কাজে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদা ২)*। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি বিদ'আতীকে সম্মান করল সে ইসলামকে ধ্বংস করায় সাহায্য করল' *(বায়হাক্বী; শায়খ আলবানী হাদীছটিকে 'হাসান' পর্যায়ভুক্ত বলেছেন। -দেখুনঃ ঐ তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৮৯ টীকা)*।

অতএব বিদ'আতীদেরকে সহযোগিতা করা যাবে না। কাজেই জানার পর সন্তানেরা মৃত পিতার মৌখিক দানকৃত জমি সঠিক স্থানে দান করতে পারেন।

প্রশ্ন (২৭/৬২)ঃ পুত্রবধুর সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার কারণে ছেলের বিবাহ বাতিল হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
গোয়ালকান্দী, বাগমারা
রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন হবে না। কারণ বৈধ বিবাহ বন্ধনকে অবৈধ কর্ম বিনষ্ট করতে পারে না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ব্যভিচার বৈবাহিক বন্ধনকে হারাম

করতে পারে না *(মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, বায়হাক্বী, ইরওয়া হা/১৮৮১, ৬/২৮৭ পৃঃ)*। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে এক লোক তার শাশুড়ীর সাথে যেনা করেছিল। ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন, তারা পাপী। এ পাপ তার স্ত্রীকে তার জন্য হারাম করতে পারে না *(বায়হাক্বী, ইরওয়া ৬/২৮৮ পৃঃ)*। আলবানী (রহঃ) বলেন, হাদীছটি বুখারী মুসলিমের শর্তে বর্ণিত। আলী (রাঃ) বলেন, যেনা বৈধ বিবাহ বন্ধনকে হারাম করতে পারে না *(ইরওয়া পৃঃ ঐ, তা'লীক্ব বুখারী)*। তবে তাদের যেনার শাস্তি হওয়া যরূরী। দেশে ইসলামী আইন জারি না থাকায় সামাজিকভাবে তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া অপরিহার্য।

প্রশ্ন (২৮/৬৩)ঃ ফরয ছালাতের পর জায়গা পরিবর্তন করে সুন্নাত বা নফল ছালাত আদায় সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবেদ আলী
গোপালপুর, পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তরঃ ফরয ছালাত আদায়ের স্থান হ'তে কিছুটা সরে গিয়ে সুন্নাত-নফল ছালাত আদায় করা মুস্তাহাব। যদিও জায়গা পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে বিশেষভাবে ইমামের জন্য। হযরত মুগীরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ইমাম যে স্থানে (ফরয) ছালাত আদায় করেছে, সেখান থেকে কিছুটা সরে গিয়ে, (সুন্নাত) ছালাত আদায় করবে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৯৫৩)*। মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) বলেন, যেন দু'টি স্থানই তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দেয়। আর এজন্যই স্থান পরিবর্তন করে অধিক ইবাদত করা মুস্তাহাব' *(মিরক্বাত)*।

ইমাম বুখারী ও ইমাম বাগাভী (রহঃ) বলেন, এর দ্বারা ইবাদতের স্থানের সংখ্যা বেশী হয় এবং সিজদার স্থান সমূহ আল্লাহ্র নিকটে সাক্ষী হয়। যেমন সূরায়ে যিলযালের ৪নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'ক্বিয়ামতের দিন যমীন নিজেই বান্দার আমল সম্পর্কে খবর দিবে'। তাছাড়া সূরায়ে দুখানের ২৯ নং আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে যে, কোন মুমিন যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন যমীনে তার সিজদার স্থানগুলি তার জন্য ক্রন্দন করতে থাকে এবং তার আমল সমূহ আসমানে উঠানো হয় *(নায়ল ৪/১১০ পৃঃ 'ফরয ব্যতীত অন্য স্থানে নফল ছালাত আদায়' অনুচ্ছেদ)*। ইবনে ওমর (রাঃ) জায়গা পরিবর্তন করে ছালাত আদায় করতেন' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১৮৭)*। অতএব জায়গা পরিবর্তন করে ছালাত আদায় করাই উত্তম। *-দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৯৩ পৃঃ।*

প্রশ্ন (২৯/৬৪)ঃ অপেক্ষাকৃত কম সুন্দরী মেয়েকে অধিক সুন্দরী হিসাবে দেখানোর জন্য বিউটি পার্লারে গিয়ে মেকআপ করে বিয়ের পূর্বে বরকে দেখানো জায়েয হবে কি? অতঃপর বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর মেয়ের আসল রূপ প্রকাশ পাওয়ায় ছেলে সম্পর্কচ্ছেদ করলে শরীয়তের দৃষ্টিতে ছেলে দোষী হবে কি?

-রফীকুল ইসলাম
জোড়বাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ ইসলামের দৃষ্টিতে এটি স্পষ্ট ধোকা। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ধোঁকা দেয় সে আমার দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম ২/১০১-২; ইরওয়া হা/১৩১৯)*। এমতাবস্থায় ছেলের এখতিয়ার রয়েছে। সে সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারে বা রাখতেও পারে। তবে এর জন্য দায়ী হবে মেয়ের অভিভাবকগণ। অতএব ছেলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটালে শরীয়তের দৃষ্টিতে দায়ী হবে না। তবে শুধু রং-রূপের কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো জায়েয নয়, দ্বীনের কারণ ব্যতীত। যদি মেয়েটি দ্বীনদার হয়, তবে বিবাহ বিচ্ছেদ করায় গোনাহের সম্ভাবনা বেশী।

প্রশ্ন (৩০/৬৫)ঃ জনৈক ব্যক্তির ইটের ভাটা রয়েছে। অধিক মুনাফার স্বার্থে অনেক সময় সে জেনে-শুনে দুই নম্বর ইট এক নম্বরে রেখে বিক্রি করে। এরূপ ব্যবসায়ীর কি শাস্তি হবে?

-আব্দুল গণী
সপুরা, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ এ ধরনের ব্যবসা ধোকার শামিল। রাসূল (ছাঃ) ধোঁকাবাজদের সম্পর্কে বলেন, 'যে আমাদের ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। প্রতারণা করা ও ধোঁকা দেওয়ার কারণে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে' *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১১০৭; ত্বাবারাণী ছগীর ১৫৩ পৃঃ; ইরওয়া ৫/১৬৪ পৃঃ হাদীছ হাসান)*।

প্রশ্ন (৩১/৬৬)ঃ সুন্দর আচরণ পাওয়ার অধিক হকদার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে রাসূল (ছাঃ) তিনবার মা এবং একবার পিতার কথা বলার কারণ কি? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আসাদুল্লাহ
নাযিরাবাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ পিতা-মাতা উভয়েরই মর্যাদা অপরিসীম। কিন্তু গর্ভধারিণী স্নেহময়ী মাতার কতগুলি বিশেষত্বের কারণে পিতার উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব হাদীছের আলোকে প্রমাণিত হয়। এর কারণ হাদীছ বিশারদ পণ্ডিতগণ নিম্নোক্তভাবে নিরূপণ করেছেন।-

(১) গর্ভধারণের পর দীর্ঘ দশটি মাস মাতা অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে থাকেন। যে কষ্ট পিতার সহ্য করতে হয় না।

(২) সন্তান প্রসবের সময় একমাত্র মাতাই প্রসব বেদনা সহ্য করে থাকেন।

(৩) সন্তানকে দুগ্ধ পান করানোর দায়িত্ব মাতাই গ্রহণ করে থাকেন। শিশু লালন-পালন এবং পরিচর্যার ভারও মাতার উপরই ন্যস্ত থাকে। যা পিতার পক্ষে সম্ভব নয় *(মিরক্বাত ৯/১৯০ পৃঃ)*। এই সঙ্গে আরেকটি সামাজিক কারণ যোগ করা যেতে পারে যে, নিজ স্ত্রী ও সন্তানাদি নিয়ে ব্যস্ত পুত্র বা পুত্রবধু সাধারণতঃ তাদের দুর্বল, বৃদ্ধা, রোগিনী বা শয্যাশায়িনী মায়ের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে পারে না। এ সময় অবহেলিত ও অসহায় মায়ের প্রতি ছেলেকে দায়িত্ব সচেতন করা হাদীছের অন্যতম তাৎপর্য হ'তে পারে।

আল্লাহ বলেন, 'তার মাতা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করে থাকে এবং দুই বৎসর দুধ পান করিয়ে থাকে' *(লোকমান ১৪, ১৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, মায়েরা নিজের সন্তানকে দু'বৎসর দুধ পান করাবে *(বাক্বারাহ ২২৩)*। উল্লেখিত কষ্ট পিতাকে সহ্য করতে হয় না। আদরিনী মাতাই উহা বরণ করেন বিধায় পিতার উপর মাতার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়ে থাকতে পারে।

প্রশ্ন (৩২/৬৭)ঃ জনৈক ইমাম ছাহেব ফৎওয়া দিয়েছেন যে, যদি কোন ব্যক্তির যোহরের ছালাত ক্বাযা হয়ে যায়। এমনকি আছরের সময় উপস্থিত হয়। তখন আছরের জামা'আতে যোহরের নিয়ত করে শরীক হ'লেই চলবে এবং পরে একাকী

বা জামা'আত সহকারে আছরের ছালাত আদায় করবে। উপরোক্ত বক্তব্য কি সঠিক? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ
রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত বক্তব্য সঠিক নয়। সঠিক ফৎওয়া হ'লঃ সে ইমামের সাথে আছরের নিয়তে আছরের ছালাত আদায় করে নিবে। অতঃপর যোহরের ক্বাযা ছালাত আদায় করবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة। 'যখন কোন ছালাতের এক্বামত দেওয়া হয়, তখন আর কোন ছালাত নেই, ঐ ফরয ছালাত ব্যতীত' *(মুসলিম, মিশকাত ১০৫৮)*।

প্রশ্ন (৩৩/৬৮)ঃ সূরা ফাতিহার ১ম আয়াতের অনুবাদ অনেকে এইভাবে করেন যে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি সারা বিশ্বের প্রতিপালক'। প্রকৃত অর্থ কি 'সারা বিশ্বের প্রতিপালক' হবে নাকি 'জগতসমূহের' প্রতিপালক হবে?

-সিরাজুল ইসলাম
খোকসা, কুষ্টিয়া।
ও
নিযামুদ্দীন মাষ্টার
হাটদামনাশ
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ আয়াতটির প্রকৃত অর্থ হবে- 'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি জগত সমূহের প্রতিপালক'। 'আ-লামীন' (عالمين) 'আ-লাম' (عالم) শব্দের বহুবচন। এর দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত সকল অস্তিত্বশীল বস্তুকে বুঝানো হয়েছে এবং মানুষের জানা-অজানা সকল সৃষ্টিজগতকে বুঝানো হয়েছে। ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ (রাঃ) বলেন, আল্লাহপাকের আঠারো হাযার মাখলূক্বাত রয়েছে। পৃথিবী তার মধ্যে একটি। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ আসমান ও যমীন এবং এ দুইয়ের মধ্যকার ও মধ্যবর্তী আমাদের জানা-অজানা অগণিত জগতের প্রভু ও প্রতিপালক *(ইবনু কাছীর ১/২৫ পৃঃ; দরসে কুরআন 'উম্মুল কুরআন' সেপ্টেম্বর'৯৭)*। উল্লেখিত দলীল সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ অগণিত জগতের প্রতিপালক। সুতরাং সঠিক অনুবাদ হচ্ছে 'জগত সমূহের প্রতিপালক'। কেননা 'সারা বিশ্ব' বলতে শুধু পৃথিবী নামক ছোট্ট এই গ্রহটিকেই বুঝানো হয়।

প্রশ্ন (৩৪/৬৯)ঃ একশ্রেণীর আলেম বলেন যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর কোন ছায়া ছিল না। তিনি ছিলেন অতিমানব। যারা বলেন তাঁর ছায়া ছিল তাদের কথার পিছনে কোন দলীল নেই। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

-আবুল কালাম আযাদ
সত্যজিৎপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ উপরের বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ নবী করীম (ছাঃ) মানুষ ছিলেন। অতিমানব বলতে মানবের অবয়ব বহির্ভূত কিছু নন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আপনি বলুন! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ন্যায় একজন মানুষ, (পার্থক্য হ'ল) আমার নিকটে 'অহি' করা হয় *(মু'মিন ৬; কাহফ ১১০)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, '...আমি (তোমাদের ন্যায়) একজন মানুষ। আমি যখন দ্বীন সম্পর্কে তোমাদের কোন নির্দেশ দেই, তখন তোমরা তা গ্রহণ কর... *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৭)*।

উপরোল্লিখিত দলীল সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নবী করীম (ছাঃ) মানুষ ছিলেন। আর প্রত্যেক মানুষের স্বাভাবিকভাবে ছায়া রয়েছে। সুতরাং রাসূল (ছাঃ)-এরও ছায়া ছিল এতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন (৩৫/৭০)ঃ জনৈকা মহিলা তালাক প্রাপ্তা হয়ে পিতার বাড়ীতে অবস্থান কালে অন্য এক লোকের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং একটি সন্তান প্রসব করে। গ্রামবাসী তার পিতাকে সমাজচ্যুত করেছে। বর্তমানে তার পিতা সমাজভুক্ত হতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। তাকে কিভাবে সমাজভুক্ত করা যায়? শারঈ বিধান মোতাবেক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আলহাজ্জ নাছীরুদ্দীন মোল্লা
সাং দোপাড়া, পোঃ ভাইয়ের পুকুর
বগুড়া।

উত্তরঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে মেয়েটি অপরাধী। তার উপর শারঈ ফায়ছালা হওয়া উচিৎ ছিল। আর তা হ'ল ১০০ দোর্রা ও 'রজম'। অর্থাৎ কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে পাথর মেরে মাথা ফাটিয়ে মেরে ফেলা (ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২০৬৬; ইরওয়া হা/২৩৪০-৪১; আলী (রাঃ) প্রদত্ত দোর্রা ও রজমের একত্রিত শাস্তির ঘটনা দ্রষ্টব্যঃ ইরওয়া ৮/৭ পৃঃ)। কিন্তু বর্তমানে দেশে শারঈ আইন না থাকার কারণে উক্ত মেয়েটিকে সামাজিক শাস্তি ও সংশোধনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কমপক্ষে ১০০ দোররা মেরে তওবা করতঃ সমাজভুক্ত করবে (ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২০৬৬; ইরওয়া হা/২৩৪১)। বাড়ীর দায়িত্বশীল হিসাবে পিতার উচিৎ ছিল মেয়ের হেফাযত করা। কিন্তু এ দায়িত্ব পালনে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে মেয়ের পিতাও অপরাধী (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৫)। উল্লেখ্য যে, যেনাকার ছেলেটিরও একইরূপ শারঈ শাস্তি নির্ধারিত। যদি সে বিবাহিত হয়। নইলে তাকে স্রেফ ১০০ দোর্রা মারতে হবে।

এক্ষণে সমাজের জ্ঞানবান পরহেযগার ব্যক্তিদের উচিৎ হবে পিতাকে তওবা করিয়ে সমাজভুক্ত করে নেওয়া। আল্লাহ তওবাকারীদের পসন্দ করেন *(যুমার ৫৩; বাক্বারাহ ২২২)*।

ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বিতরণ করুন!

আসন্ন রামাযানের নেকী উপার্জনের মওসুমে একত্রে ১০ কপি 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' পাইকারী ২০০/= টাকায় খরিদ করে বিতরণ করুন ও ছহীহ ছালাতের পদ্ধতি প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে ছাদাক্বায়ে জারিয়ায় অংশ নিন।

অগ্রিম মানি অর্ডার যোগে টাকা পাঠিয়ে অথবা ভি,পি যোগে ঘরে বসেও পেতে পারেন। খুচরা মূল্যঃ ৩০/=

প্রাপ্তিস্থানঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, কাজলা, রাজশাহী।
মারকাযী দারুল ইমারত, নওদাপাড়া, রাজশাহী।
হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, নাকলী, বগুড়া।

৪র্থ বর্ষ
৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০০০

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৪র্থ বর্ষ ৩য় সংখ্যা.

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/৭১)ঃ মাথার চুল কি পরিমাণ রাখা যায়। ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-ফযলুল হক্ব
বাড়ইপাড়া, সুজানগর, পাবনা।

উত্তরঃ একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চুল বড় রাখা, ছোট রাখা কিংবা প্রয়োজনে ন্যাড়া করা জায়েয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাথায় বড় চুল ছিল *(বুখারী, মুসলিম, ছহীহ আবুদাউদ হা/৪১৮৩, ছহীহ নাসাঈ ৫০৭৫, ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৯৪৫)*। বড় চুল তিন ধরনের হয়। সবচেয়ে ছোট 'ওয়াফরা' *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৯৪৬)*। তার চেয়ে একটু বড় 'লিম্মা' *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৪১৮৩)*। তারচেয়ে একটু বড় 'জুম্মা' *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৯৪৫)*। চুল ছোট রাখা যায় *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৯৪৭; ছহীহ নাসাঈ হা/৫২৫১, ছহীহ আবুদাউদ হা/৪১৯০)*। হজ্জ-ওমরা, অসুখ ইত্যাদির প্রয়োজনে মাথার চুল ন্যাড়া করা যায় *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৯৪৮, ছহীহ নাসাঈ হা/৫০৬৩; ছহীহ আবুদাউদ হা/৪১৯২)*।

তবে এব্যাপারে অমুসলিম ও বিদ'আতীদের অনুকরণ করা যাবে না। বর্তমানে অনেকে খেলোয়াড়, গায়ক, বিভিন্ন শিল্পী এবং অমুসলিমদের অনুকরণে চুল রাখে, যা জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি যে কওমের সামঞ্জস্য হবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়)*।

প্রকাশ থাকে যে, মাথার মাঝখান থেকে সিঁথি করে চুল আঁচড়ানো ইসলামী আদর্শ *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৯৪৪, ছহীহ নাসাঈ হা/৫২৫৩; ছহীহ আবুদাউদ হা/৪১৮৯)*।

প্রশ্ন (২/৭২)ঃ আমাদের মসজিদে মাইক নেই। তাছাড়া জামা'আতটিও বড়। আযানের শব্দ অনেকেই শুনতে পায়না। এজন্য আযানের আধা ঘন্টা পূর্বে বেল বাজানো হয়। রামাযানের ইফতার ও তারাবীহ -এর জামা'আতের জন্যেও এরূপ করা হয়। এ বেল বাজানো কি জায়েয?

-আব্দুর রায্যাক
কইমারী, জলঢাকা
নীলফামারী।

উত্তরঃ যে কোন ছালাতের জন্য ঘন্টা বাজিয়ে মানুষকে আহ্বান করা কিংবা ইফতার করার জন্য ঘন্টা বাজানো জায়েয নয়। কারণ এতে ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য রয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৪৯)*। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও তার রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে ছালাতের জন্য আযানের ব্যবস্থা রয়েছে *(জুম'আ ৯, বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৪১)*। এবং সূর্য অস্ত যাওয়া দেখে ইফতার করার জন্য বলা হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৫)*। অতএব কে শুনতে পেল না পেল সে দিকে লক্ষ্য না করে মুখে বা মাইকে একমাত্র আযানের মাধ্যমেই মানুষকে ছালাতের জন্য ডাকতে হবে এবং সম্ভবমত সূর্যাস্ত দেখেই ইফতার করতে হবে।

প্রশ্ন (৩/৭৩)ঃ স্বেচ্ছায় শ্বশুর কর্তৃক জামাইকে প্রদানকৃত উপঢৌকন গ্রহণ করা জায়েয কি?

-আব্দুর রহমান
বিশ্বনাথপুর, কানসাট
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ শ্বশুরের নিকট থেকে উপঢৌকন কিংবা স্বেচ্ছায় কিছু প্রদান করা হ'লে জামাই তা গ্রহণ করতে পারে। রাসূল (ছাঃ) আগ্রহ সহকারে উপঢৌকন প্রদান করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮২৪)*। আল্লাহ তা'আলা নিকটতর লোককে দান করতে বলেছেন *(বাক্বারাহ ৮৩, ১৭৭)*। তিনি নিকটাত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ করতে বলেছেন *(নিসা ৩৬)*। বিবাহের পরেও মেয়ে পিতার নিকট থেকে সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৮৭)*।

প্রশ্ন (৪/৭৪)ঃ বিতর ছালাত তিন রাক'আত পড়ার সময় দু'রাক'আত পড়ে বসতে হবে কি?

-আব্দুল হাফীয
চাঁদপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ
গাইবান্ধা।

উত্তরঃ বিতর এক রাক'আত, তিন রাক'আত, পাঁচ রাক'আত, সাত রাক'আত ও নয় রাক'আত পড়ার একাধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে *(ছহীহ নাসাঈ হা/১৬১৩-১৬; ছহীহুল জামে' হা/৭১৪৭)*। তবে সাত রাক'আত পড়লে ছয় রাক'আত পর এবং নয় রাক'আত পড়লে আট রাক'আত পর বসতে হবে *(ছহীহ নাসাঈ হা/১৬২১-২৭)*। কিন্তু এক রাক'আত, তিন রাক'আত ও পাঁচ রাক'আত পড়লে মধ্যে বসার কোন প্রমাণ নেই। বরং একটানা পড়ার ছহীহ দলীল রয়েছে। আল্লাহ্‌র রাসূল এক রাক'আত বিতর পড়তেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২৫৪-৫৫; ইরওয়া হা/৪১৯)*। রাসূল (ছাঃ) কখনও তিন রাক'আত বিতর পড়তেন, তখন মধ্যে বসতেন না *(ছহীহ নাসাঈ হা/১৬০৪-৬, মিশকাত হা/১২৬৫)*। রাসূল (ছাঃ) কখনও পাঁচ রাক'আত বিতর পড়তেন, মধ্যে বসতেন না *(ছহীহ নাসাঈ হা/১৬২০)*। কখনও সাত রাক'আত বিতর পড়তেন ও ছয় রাক'আত শেষে বসতেন। কখনও নয় রাক'আত বিতর পড়তেন ও আট রাক'আত শেষে বসতেন *(ছহীহ নাসাঈ হা/১৬২২; মুসলিম মিশকাত হা/১২৫৭)*। প্রকাশ থাকে যে, ইমাম নাসাঈ বিভিন্ন সূত্রে ১২টি ছহীহ হাদীছ বর্ণনা করেন, যার প্রতিটি একটানা তিন রাক'আত বিতর পড়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইঙ্গিত বহন করে *(ছহীহ নাসাঈ হা/১৬০৩-১০ ও ১৬১৩-১৬)*।

প্রশ্ন (৫/৭৫)ঃ ইমামের ভুল হ'লে সহো সিজদা করে সংশোধন করা হয়। কিন্তু মুক্তাদীর ভুল হ'লে করণীয় কি?

-আব্দুল মান্নান
ছালাভরা, কাযীপুর
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ যায়দী মযহাবের বিদ্বান হাদী মুক্তাদীর ভুল হ'লে সহো সিজদার পক্ষে মত পোষণ করেন; কিন্তু মুক্তাদী অবস্থায় কোন ছাহাবী কোন ভুল করলে পরে সহো সিজদা করেছেন বলে জানা যায় না। মু'আবিয়া বিনুল হাকাম সুলামী (রাঃ) মুক্তাদী অবস্থায় ভুলক্রমে কথা বলা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে পরে সিজদায়ে সহো দিতে বলেননি' *(বায়হাক্বী ২/৩৬৫; আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ ইরওয়া ২/১৩২)*।

প্রশ্ন (৬/৭৬)ঃ আমি হস্তমৈথুনে অভ্যস্ত। এটা করা যাবে কি? যদি কেউ করে তাকে ফরয গোসল করতে হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তরঃ হস্তমৈথুন অত্যন্ত গর্হিত ও নাজায়েয কাজ। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত লজ্জাস্থানকে অন্যত্র ব্যবহার করে তারা সীমা লংঘনকারী' *(মুমিনূন ৬)*। শয়তানের ধোকায় পড়ে কেউ যদি এরূপ করে বসে, তাহ'লে তাকে গোসল করতে হবে। কারণ যে কোন ভাবে বীর্য পাঁত হ'লেই গোসল ফরয হয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৩; তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৪১; ছহীহ আবুদাউদ হা/২১৬-১৭)*।

প্রশ্ন (৭/৭৭)ঃ যে সব ছালাতে ক্বিরাআত সশব্দে করতে হয়, ঐসব ছালাতে মহিলাদের নাকি জোরে ক্বিরাআত করা ওয়াজিব? অন্যথায় সহো সিজদা করতে হবে। বিষয়টি পরিষ্কার জানতে চাই।

-বর্না (বি,এ অনার্স)
সরকারী আযীযুল হক কলেজ, বগুড়া

উত্তরঃ রাসূল (ছাঃ) উম্মে ওয়ারাক্বাহ নাম্মী এক মহিলাকে তার পরিবারের ইমামতী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৫৯২)*। এ হাদীছ নারীদের সরবে ক্বিরাআত জায়েয হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। তবে মহিলাগণ নীরবে ক্বিরাআত করলে সহো সিজদা দিতে হবে একথা ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন (৮/৭৮)ঃ স্ত্রীকে মোহর কখন দিতে হবে? তার পরিমাণ কত? মোহর না দিলে পাপ হবে কি?

-রবীউল আউয়াল
বিশ্বনাথপুর, কানসাট
চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ যখন মোহর প্রদান করা সম্ভব হবে, তখনই মোহর প্রদান করবে। মোহর কমবেশীর কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট নেই। রাসূল (ছাঃ) এক লোকের বিবাহ দিয়েছিলেন কুরআন শিখানোর বিনিময়ে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২০২)*। উম্মে সুলায়েম আবু ত্বালহার বিবাহ প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিলেন স্রেফ ইসলাম গ্রহণের শর্তে *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৩২০৯)*। এক লোক তার স্ত্রীর মৃত্যুর পূর্বে মোহর প্রদান করেছিলেন *(হাকেম, ইরওয়া হা/১৯২৪; ঐ ৬/৩৪৫ পৃঃ)*। রাসূল (ছাঃ) লোহার আংটিকেও মোহর হিসাবে গণ্য করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২০২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, শ্রেষ্ঠ মোহর হ'ল যা সহজে পরিশোধ যোগ্য' *(প্রাগুক্ত)*। ওমর (রাঃ) বলেন, তোমরা মোহর বেশী ধার্য কর না। কারণ মোহর যদি পার্থিব মর্যাদার কারণ হ'ত এবং আল্লাহ্‌র নিকটে পরহেযগারিতার কারণ হ'ত, তাহ'লে আল্লাহ্‌র নবী তোমাদের অগ্রে থাকতেন। অথচ আল্লাহ্‌র নবী তার কোন স্ত্রীকে ৪৮০ দেরহামের বেশী প্রদান করেছেন বলে আমি জানিনা *(ছহীহ আবুদাউদ; মিশকাত হা/৩২০৪)*। অন্য বর্ণনায় ৫০০ দেরহামের কথা রয়েছে *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/১৫৪৩)*। তবে স্বেচ্ছায় স্ত্রীকে মোহর বেশী প্রদান করা যায়। এক ছাহাবী তার স্ত্রীকে সে যুগে এক লক্ষ দেরহাম সমমূল্যের জমি প্রদান করেছিলেন *(হাকেম, আবুদাউদ, ইরওয়া হা/১৯২৪ ও ৪০)*। বাদশাহ নাজ্জাশী রাসূল (ছাঃ)-এর এক স্ত্রী উম্মে হাবীবাহ্‌র মোহর প্রদান করেছিলেন। যার পরিমাণ ছিল সেকালে চার হাযার দেরহাম (নাসাঈ, মিশকাত হা/৩২০৮)। খুশীমত মোহর প্রদান আল্লাহ্‌র আদেশ (নিসা ৪, ২৪)। কাজেই মোহর প্রদান না করলে পাপ হবে।

প্রশ্ন (৯/৭৯)ঃ ছালাতে দাঁড়িয়ে যদি বাজে কল্পনা মনে পড়ে এবং চেষ্টার পরেও দূর না হয়, তাহ'লে ছালাত হবে কি? এবং ঐ সময় করণীয় কি হবে?

-আব্দুর রশীদ
দুর্গাপুর, আদিতমারী
লালমণিরহাট।

উত্তরঃ ছালাতে দাঁড়িয়ে যদি বাজে কল্পনা মনে আসে, তাহ'লে তা দূর করার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে, আল্লাহ তা'আলার নিকটে আশ্রয় চাইতে হবে এবং বাম দিকে থুক মারতে হবে। এরপরে বাজে কল্পনা বিদূরিত না হ'লেও ছালাত হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহকে সাধ্যমত ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬)*। শয়তানের ধোকা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্‌র নিকট পরিত্রাণ চাইতে বলেছেন (অর্থাৎ আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রজীম) বলতে হবে এবং তিনি বামে থুক মারার আদেশ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭)*। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'এরূপ হ'তে থাকলেও তুমি ছালাত আদায় কর' *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/৭৮)*।

প্রশ্ন (১০/৮০)ঃ ভাগ্য কি আল্লাহ কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পূর্ব নির্ধারিত? ভাগ্য কি পরিবর্তনশীল? ভাগ্য কি কর্মফলের উপর নির্ভর করে?

-ফযলুল হক
বারইপাড়া, সুজানগর, পাবনা।

উত্তরঃ ভাগ্য আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পূর্ব নির্ধারিত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আসমান-যমীন সৃষ্টির ৫০ হাযার বছর পূর্বে সৃষ্টজীবের ভাগ্য লেখা হয়েছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯)*। ভাগ্য কর্মের মাধ্যমে বের হয়ে আসে এবং উক্ত কর্মকে তার জন্য সহজ করে দেওয়া হয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮৫)*। তবে আদম সন্তানের অন্তর আল্লাহ্‌র আঙ্গুলের মধ্যে রয়েছে। তিনি যেমন ইচ্ছা তেমন পরিবর্তন করেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯)*। যার কারণে রাসূল (ছাঃ)-এ দো'আটি পড়তেন اَللّٰهُمَّ يَا مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ ভাগ্য নিয়ে তর্ক করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৮)*। ঈমানের অঙ্গ হচ্ছে তাক্বদীরের উপরে বিশ্বাস রাখা *(মুসলিম, মিশকাত হা/২)*। তাক্বদীরকে বিশ্বাস না করলে আমল কবুল হবে না *(ছহীহ আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১৫)*।

প্রকাশ থাকে যে, কিছু ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সদাচরণ ও প্রার্থনায় মানুষের বয়স ও অর্থ বৃদ্ধি পায়। এর অর্থ হচ্ছে কল্যাণ ও আনুগত্যের অনুকূলে থাকা, যাতে বরকত প্রদান করা হয় *(বিস্তারিত দেখুনঃ বুলূগুল মারাম হা/১৪৫৪)*।

প্রশ্ন (১১/৮১)ঃ আমাদের বাড়ীর পার্শ্বে মসজিদ। পাঁচ ওয়াক্ত আযানের সময় কুকুর কান্নার সুরে ঘেউ ঘেউ করে। আমরা জানতে চাই এটা ভাল না মন্দ।

-ফিরোযা খাতুন
লক্ষণপুর, শার্শা, যশোর।

উত্তরঃ আযানের সময় শয়তান পালাতে থাকে এবং কুকুর তা দেখতে পায়। সম্ভবতঃ সে কারণেই আযানের সময় কুকুর চিৎকার করতে থাকে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন আযান দেওয়া হয় তখন শয়তান আযান না শুনার জন্য বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পালাতে থাকে। আযান শেষ হ'লে ফিরে আসে। আবার এক্বামতের সময় পালিয়ে যায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমরা রাতে কুকুর ও গাধার চিৎকার শুনতে পাও, তখন তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট শয়তান থেকে পরিত্রাণ চাও। কারণ তারা এমন কিছু দেখতে পায় যা তোমরা দেখতে পাওনা *(মিশকাত হা/৪৩০২)*। কাজেই কুকুরের চিৎকারের সময় 'আ'ঊযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বানির রজীম' বলা ভাল।

প্রশ্ন (১২/৮২)ঃ ইমাম সূরা ফাতেহা পড়ার পর যখন অন্য সূরা পড়বেন, তখন মুক্তাদীগণ চুপ থাকবে না কোন তাসবীহ পাঠ করবে?

-যাকির
সাতক্ষীরা সরকারী কলেজ।

উত্তরঃ ইমাম সূরা ফাতেহা পড়ার পর যখন অন্য সূরা পড়বেন, তখন মুক্তাদীগণ চুপ থাকবেন এবং ইমামের ক্বিরাআত মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা ব্যতীত ছালাত আদায় করে, তার ছালাত ত্রুটিপূর্ণ হয়। একথা তিনি তিনবার বরেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি বললাম হে আবু হুরায়রা! আমরা যখন ইমামের পিছনে থাকি? তখন আবু হুরায়রা বললেন, মনে মনে কেবল সূরা ফাতিহা পড় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৩, ৮২৭)*। যোহর আছরের ছালাতে ইমাম ও মুক্তাদীগণ প্রথম দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য সূরাও পড়বেন এবং শেষের দু'রাক'আতে কেবল সূরা ফাতিহা পড়বেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২৮; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৬৯৪)*।

প্রশ্ন (১৩/৮৩)ঃ হাদীছে তরবারী, তীর, বর্শা, ঢাল ইত্যাদি অস্ত্র ব্যবহার করার কথা আছে। এসব অস্ত্রের স্থানে আধুনিক অস্ত্র ব্যবহার করা জায়েয হবে না বিদ'আত হবে?

-আবু তাসকীন
৭৫/১ টুটপাড়া, খুলনা।

উত্তরঃ ইসলাম বিরোধীদের হাতে যখন যেরূপ অস্ত্র থাকবে, তখন মুসলমানের হাতেও সেরূপ অস্ত্র থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা শত্রুর বিরুদ্ধে সম্ভবপর যে কোন প্রস্তুতি গ্রহণ কর, আর ঘোড়া প্রস্তুত করে শক্তি সঞ্চয় কর...' *(আনফাল ৬০)*। সে যুগে শত্রুর হাতে তীর ছিল বলেই রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সাবধান নিশ্চয় শক্তি হচ্ছে তীর (৩ বার) *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮৬১)*। সেকালে ঘোড়ার মাধ্যমে যুদ্ধ হ'ত বলে মুসলমানেরা ঘোড়া পরিচালনার প্রশিক্ষণ নিতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮৭০)*।

প্রশ্ন (১৪/৮৪)ঃ স্ত্রী স্বামীকে কোর্টের মাধ্যমে খোলা তালাক প্রদান করেছে। কিছু দিন পর স্ত্রী স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে চায় স্বামীও নিতে চায়। স্বামী স্ত্রীকে নিতে পারবে কি? আর নিতে হলে বিবাহ পড়াতে হবে কি?

- মাওলানা জামালুদ্দীন
হাটদামনাশ আহলেহাদীছ মসজিদ
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত স্বামী ও স্ত্রী নতুন বিবাহের মাধ্যমে পুনরায় একত্রে ঘর করতে পারবে। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) 'খোলা' করার পর পুনরায় স্বামী-স্ত্রীর নতুন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফৎওয়া দিতেন *(মুহাল্লা ৯/৫১৫ বিস্তারিত দেখুনঃ ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩৩/১০ পৃঃ, তালখীছুল হাবীর ৩/২০৪ পৃঃ, আত-তাহরীক নভেম্বর '৯৮ ২/২২ দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (১৫/৮৫)ঃ আত-তাহরীক মে ২০০০ সংখ্যায় প্রচলিত জাল ও যঈফ পাতায় আপনারা এক্বামতের

দো'আ أَقَامَهَا اللّٰهُ وَأَدَامَهَا কে যঈফ বলেছেন। অথচ ফিকহ মুহাম্মদী-এর ১ম খণ্ড ৩১ পৃষ্ঠায় আবুদাঊদ শরীফের বরাত দিয়ে ছহীহ হিসাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোনটা সঠিক? আমরা কোনটার উপর আমল করব?

-জুলহাসুদ্দীন
নাটোর পল্লী বিদ্যুৎ অফিস
গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তরঃ ফিকহ মুহাম্মদী ১ম খণ্ড ৩১ পৃষ্ঠায় আবুদাঊদ শরীফের বরাত দিয়ে অত্র দো'আটি পেশ করা হয়েছে মাত্র, সেখানে ছহীহ যঈফের কোন আলোচনা করা হয়নি। উল্লেখ্য যে, আবুদাঊদ শরীফে বেশ কিছু হাদীছ যঈফ রয়েছে। তন্মধ্যে এক্বামতের দো'আর প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটিও যঈফ *(দ্রঃ যঈফ আবুদাঊদ, হাদীছ নং ৫২৮)*।

প্রশ্ন (১৬/৮৬)ঃ আল্লাহ্র যিকর সরবে করতে হবে না নীরবে? আমাদের এলাকায় একজন পীর তার মুরীদদের নিয়ে আল্লাহু আল্লাহু বলে উচ্চৈঃস্বরে যিকর করেন। আল্লাহু আল্লাহু বলে যিকর করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ ছাক্বিব
চাঁপাবিল, পিরব
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ আল্লাহ্র যিকর করাতে হবে নীরবে। আপন মনে, বিনম্র ও ভীত অবস্থায় ও অনুচ্চ স্বরে *(আ'রাফ ২০৫, মারিয়ম ৩)*। আল্লাহ্র রাসূল নীরবে যিকর করতে বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩৩)*। তবে যে সব যিকর বা যিকরের স্থানগুলি সরবে এসেছে, তা সরবে পড়াই সুন্নাত। যেমন হজ্জের এহরাম বাধার পর দো'আ অর্থাৎ তালবিয়া পাঠ করা *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৪১)*। সূরা ফাতেহা শেষে 'আমীন' সরবে বলা ইত্যাদি *(আবুদাঊদ হা/৮৪৫)*। উল্লেখ্য যে, আল্লাহু আল্লাহু শব্দে কোন যিকর নেই। উক্ত মর্মে যে হাদীছটি রয়েছে তার অর্থ হ'ল 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫১৬)*। শায়খ আলবানী বলেন, শুধু আল্লাহ শব্দে যিকর করা বিদ'আত। সুন্নাতে যার কোন ভিত্তি নেই *(মিশকাত ১৫২৭ পৃঃ ১ নং টীকা)*। আর সর্বোত্তম যিকর হচ্ছে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৩০৬)*।

প্রশ্ন (১৭/৮৭)ঃ এক মহিলা প্রায় ৩৬ বছর পূর্বে সাতশত টাকা আত্মসাৎ করে। টাকা কিভাবে খরচ হয়েছে তা কেউ জানে না। পারিবারিক দ্বন্দ্বে তার মৃত্যুর দেড় বছর পূর্বে তার বড় মেয়ের সামনে এ কথা প্রকাশ করে। ঐ মহিলার মৃত্যুর দু'মাস পর তার বড় মেয়ে কথাটা প্রকাশ করে দেয়। ফলে সামাজিক বিচারে মহিলার মালিকানাধীন ৫ বিঘা জমি ছিল উক্ত টাকার মালিককে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ঐ বিচার কি ঠিক হয়েছে জানতে চাই।

-নযরুল ইসলাম
বারো রশিয়া, ইসলামপুর
নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ সমাজের পক্ষ থেকে এ বিচার ঠিক হয়নি। কারণ বিচারের জন্য সাক্ষী যরূরী *(বাক্বারাহ ২৮২, তালাক্ব ২)* এবং দাবীদারের জন্য প্রমাণ যরূরী *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৭৬৯)*। কাজেই উত্তরাধীকারীদের হক্ব নষ্ট করে মৃত ব্যক্তির সম্পদ অন্যের হাতে প্রদান করা যাবে না। তবে মৃত ব্যক্তির ঋণ থাকলে উত্তরাধিকারী তা পরিশোধ করবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৪১)*।

প্রশ্ন (১৮/৮৮)ঃ আমাদের জামে' মসজিদে প্রতি বছর রামাযান মাসে শেষের ১০ দিনের বেজোড় রাতগুলিতে কতিপয় মাওলানা ওয়ায করেন এবং কিছু পারিশ্রমিক নিয়ে চলে যান। এ ধরনের আমল শরীয়ত সম্মত কি?

-হেলালুয্যামান
লালবাগ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ রামাযানের শেষের ১০ রাতের বেজোড় রাত্রিগুলি শুধুমাত্র ছালাত, তেলাওয়াতুল কুরআন ও তাসবীহ-তাহলীলের জন্য। রাসূল (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকে ইবাদতের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৮৯)*। রাসূল (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকে ইবাদতের জন্য জোরালো প্রস্তুতি নিতেন। নিজে রাতে জাগতেন এবং পরিবারকে জাগাতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৯০)*। রাতে দীর্ঘ সময় ক্বিয়ামের কারণে সাহারীর সময় শেষ হয়ে যাবে বলে ভয় করতেন *(ছহীহ আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১২৯৮)*। ছাহাবীগণ দীর্ঘ ক্বিয়ামের কারণে লাঠির উপর ভর দিতেন *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২)*। অতএব, একমাত্র ইবাদত ব্যতীত ওয়ায-বক্তৃতা বা খানাপিনার অনুষ্ঠান করা ও আনন্দ-ফূর্তি করা শরীয়ত সম্মত নয়।

প্রশ্ন (১৯/৮৯)ঃ যারা ছিয়াম (রোযা) পালন করে না তাদের ফিৎরা আদায় করতে হবে কি? দলীলভিত্তিক জওয়াব চাই।

-আবুল কাসেম
(প্রাক্তন ইউপি চেয়ারম্যান)
সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ যারা ছিয়াম পালন করে না তাদেরকেও ফিৎরা আদায় করতে হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপরে ফিৎরা ফরয করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসলিম নর-নারী, ছোট-বড়, গোলাম ও স্বাধীন সকলের প্রতি ফিৎরা ফরয করেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৬০ পৃঃ হা/১৮১৫)*। ফিৎরা প্রদান সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ফিৎরা হচ্ছে ছিয়ামের পবিত্রতা ও ফক্বীর-মিসকীনদের খাদ্য *(আবুদাঊদ, মিশকাত ১৬০ পৃঃ হা/১৮১৮)*। সুতরাং যাদেরকে মুসলমান বলা যাবে তাদের নিকট হ'তে ফিৎরা আদায় করে গরীব-মিসকীনদের

মাঝে বিতরণ করতে হবে (দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক জুন'৯৯ ১৭/১৪২)।

প্রশ্ন (২০/৯০)ঃ আমরা জানি খাদ্য শস্য দ্বারা ফিৎরা দেওয়া সুন্নাত। কিন্তু বর্তমানে খাদ্যের চেয়ে টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড় ইত্যাদির বিশেষ প্রয়োজন। সেই হিসাবে টাকা দ্বারা ফিৎরা আদায় করা কি শরীয়ত সম্মত নয়? দলীলভিত্তিক জওয়াব চাই।

-ফিরোয আহমাদ
মহিষালবাড়ী, গোদাগাড়ী
রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) খাদ্য বস্তু দ্বারা ফিৎরা আদায় করেছেন এবং বিভিন্ন শস্যের কথা হাদীছে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং খাদ্য শস্য দ্বারা ফিৎরা আদায় করাই সুন্নাত। অতঃপর অবস্থার প্রেক্ষিতে উক্ত শস্য বিক্রি করে প্রয়োজন মত বস্তু ক্রয় করে বিতরণ করা যেতে পারে। কিন্তু টাকা পয়সা দ্বারা ফিৎরা আদায় করা উচিৎ নয় বরং জায়েয। কারণ আল্লাহ্‌র রাসূলের যুগে সোনা-রূপার মুদ্রা বাজারে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তিনি খাদ্য বস্তু দ্বারা ফিৎরা আদায় করেছেন এবং ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫-১৮১৬)*।

প্রশ্ন (২১/৯১)ঃ আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়, সূর্য অস্ত এত মিনিটে আবার দেখা যায় ইফতারী এত মিনিটে। অর্থাৎ সূর্য অস্তের তিন/চার মিনিট পরে ইফতারীর সময় নির্ধারণ করা হয়। এটা কি শরীয়ত সম্মত? অনেকেই দলীল দেন وَاَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ। 'তোমরা রাত্রি পর্যন্ত ছিয়াম পূর্ণ কর'। সুতরাং সূর্য ডুবলেই রাত্রি হয় না। বিধায় একটু দেরী করে ইফতার করলে রাত্রির হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। এর সত্যতা জানতে চাই।

-একরামুল হক্ব
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ সূর্যাস্তের পরেই রাত্রি শুরু হয় এবং সূর্যাস্তের পর পরই ইফতার করা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ)-এর চেয়ে কুরআনের ব্যাখ্যা কেউ অধিক অবগত নন। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) স্পষ্ট করে বলেন, 'লোকেরা ততদিন কল্যাণে থাকবে, যতদিন তারা জলদি ইফতার করবে' *(বুখারী, মুসলিম মিশকাত হা/১৯৮৪ পৃঃ ১৭৫)*। বিলম্বে ইফতার করাকে মহানবী (ছাঃ) ইহুদী-নাছারাদের আচরণ বলেছেন *(আবুদাঊদ ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫)*। অতএব সূর্যাস্তের পর পরই ইফতার করা শরীয়ত সম্মত। কিছুক্ষণ দেরী করা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে অমান্য করার শামিল।

প্রশ্ন (২২/৯২)ঃ তারাবীহ-এর ছালাত চলছে। এমতাবস্থায় এশার ফরয ছালাত আদায়ের নিয়ত করে তারাবীহ'র জামা'আতে শরীক হওয়া যাবে কি? ছহীহ দলীলভিত্তিক জওয়াব চাই।

-তুফান আলী
শার্শা, যশোর।

উত্তরঃ নফল ছালাত আদায়কারীর পিছনে ফরয ছালাত আদায় করা। শরীয়ত সম্মত। মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে এশার ছালাত আদায় করে নিজ গোত্রে গিয়ে ঐ একই ছালাতের ইমামতি করতেন এবং এটা তার জন্য নফল ছালাত বলে গণ্য হ'ত *(তাহাভী ১/২৩৭, দারাকুৎনী ১০২, বায়হাক্বী সনদ ছহীহ আলবানী মিশকাত হা/১১৫১ 'ছালাত' অধ্যায়)*। সুতরাং এশার ছালাত কেউ ইচ্ছে করলে নফল ছালাত 'তারাবীহ'র জামা'আতে শরীক হয়ে আদায় করতে পারে এবং ইমাম সালাম ফিরানোর পর বাকি রাক'আত সমূহ পড়তে পারে। এতে শারঈ কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (২৩/৯৩)ঃ রামাযান মাসে কিছু লোককে দেখা যায় শুধু ছিয়াম পালন করে এবং ছালাত দু'এক ওয়াক্ত পড়ে। এরূপ ছিয়ামের কোন মূল্য আছে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব চাই।

-নে'মাতুল্লাহ
পয়াবী, ফুলপুর
ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ ছিয়াম সাধনা হচ্ছে পানাহার থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে সকল প্রকার অনৈসলামী ক্রিয়া-কলাপ ও মিথ্যা থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকা। অন্যথায় ছিয়াম প্রায় মূল্যহীন। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ (অন্য বর্ণনায়) অনৈসলামী কাজ থেকে বিরত না থাকে, সে ব্যক্তির পানাহার থেকে বিরত থাকাতে আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই *(বুখারী 'ছিয়াম' অধ্যায়, পরিচ্ছেদ নং ৯, হা/১৯০৩)*। ছালাত-এর উপরেই অন্যান্য সকল ইবাদত কবুল হওয়া নির্ভর করে। যেমন নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন মু'মিনের সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার ছালাতের। ছালাতের হিসাব সঠিক হ'লে বাকী আমল সমূহের হিসাব সঠিক হবে। নইলে সবকিছুই বেকার হবে *(তাবারাণী আওসাত্ব হাদীছ ছহীহ)*। সুতরাং ছালাত ব্যতীত ছিয়াম যে মূল্যহীন তা বলাই বাহুল্য। *(আত-তাহরীক মার্চ ৯৯ ১০/৯০ দ্রষ্টব্য)*। তাই বলে ছিয়াম পালনের ফরয তরক করা যাবে না এবং তাকে একই সাথে অবশ্যই পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতে অভ্যস্ত হ'তে হবে।

প্রশ্ন (২৪/৯৪)ঃ ফজরের আযান শুরুর সময় সাহারীর জন্য কিছু খাওয়া যাবে কি? খাওয়া না গেলে ছায়েম কি করবে? এবং খাওয়ার মাঝে যদি ফজরের আযান শুরু হয় তাহ'লে খাওয়া বাদ দিবে না খাওয়া শেষ করবে? দলীলভিত্তিক জওয়াব চাই।

- মে'রাজ হোসাইন
দাঊদপুর রোড

চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ফজরের আযান শুরু হ'লে সাহারী খাওয়া শুরু করা যাবে না। বরং না খেয়ে ছিয়ামের নিয়ত করে নিবে। শক্তিতে না কুলালে ক্বাযা করবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা (রামাযানের রাতে) খানাপিনা কর যতক্ষণ না (রাত্রির) কাল রেখা হ'তে ভোরের শুভ্র রেখা স্পষ্ট হয়' *(বাক্বারাহ ১৮৭)*। মা আয়েশা হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা খানাপিনা কর যতক্ষণ না আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম আযান দেয়। কেননা সে ফজর উদয় না হওয়া পর্যন্ত আযান দেয় না' *(বুখারী, মুসলিম, নায়ল ২/১২০)*। বুঝা গেল যে, ফজর উদয় হওয়া পর্যন্তই সাহারীর শেষ সময়। ফজরের পরে সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত নয়। তবে খাদ্য বা পানীয় হাতে থাকা অবস্থায় যদি ফজরের আযান হয়ে যায়, তখন খাওয়া শেষ করার হুকুম হাদীছে রয়েছে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৮৮)*।

উপরোল্লেখিত দলীল সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ফজরের আযান পর্যন্ত সাহারী খাওয়া সুন্নাত। খাওয়ার মাঝে ফজরের আযান আরম্ভ হ'লে খাওয়া দাওয়া বন্ধ না করে সাহারী খাওয়া শেষ করা যায়।

প্রশ্ন (২৫/৯৫)ঃ জনৈক ব্যক্তি তাহাজ্জুদ ছালাত নিয়মিত আদায় করেন। রামাযান মাসেও তিনি তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করেন। তারাবীহ পড়েন না। প্রশ্ন হচ্ছে, দুই ছালাতের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে? দলীলভিত্তিক জওয়াব চাই।

-আহমাদুল্লাহ
নিউ সাহেবগঞ্জ, রংপুর।

উত্তরঃ তারাবীহ-এর ছালাত হচ্ছে রামাযান মাসের রাতের সেই নফল ছালাত যাকে হাদীছের পরিভাষায় 'ছালাতুল লায়ল' ও 'ক্বিয়ামে রামাযান' বলা হয়েছে। অর্থাৎ অন্য ১১ মাসে রাতের যেই ছালাতকে 'তাহাজ্জুদ' বলা হয়, মাহে রামাযানে সেই ছালাতকেই 'তারাবীহ' বলা হয়। তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ কোন পৃথক দু'টি ছালাত নয়। মহানবী (ছাঃ) রামাযান মাসে পৃথক পৃথক ভাবে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ পড়তেন বলে জানা যায় না *(নায়ল ২য় খণ্ড ২৯৫ পৃঃ; মিরআতুল মাফাতীহ ২য় খণ্ড ২২৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৬/৯৬)ঃ স্ত্রী মারা যাওয়ার পরে স্বামী স্ত্রীর মৃতদেহ দেখতে পারবে কি? দলীল সহ জওয়াব দিবেন।

- নেযামুদ্দীন সরকার
গোপালপুর, ঘোড়াঘাট
দিনাজপুর।

উত্তরঃ মৃত স্বামীকে স্ত্রী ও মৃত স্ত্রীকে স্বামী দেখতে পারবে। এতে শরীয়তে কোন বাঁধা নেই। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বীয় স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছিলেন, 'যদি আমার পূর্বে তুমি মারা যাও, তাহ'লে আমি তোমাকে গোসল দেব, কাফন পরাব, জানাযা পড়াব ও দাফন করব *(ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৫)*। হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) এবং হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে তার স্বামী হযরত আলী (রাঃ) গোসল দিয়েছিলেন *(বায়হাক্বী ৩/৩৯৭, দারাকুৎনী হা/১৮৩৩, সনদ হাসান দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১২০-২১)*।

স্বামী বা স্ত্রী মারা যাওয়ার পর একে অপরকে দেখতে পারবেনা, গোসল দিতে পারবে না, তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয় ইত্যাদি কথাগুলি দলীল বিহীন ও মনগড়া কথা মাত্র।

প্রশ্ন (২৭/৯৭)ঃ মসজিদে মাইকের ব্যবস্থা না থাকার কারণে সাহারীর সময় বাঁশী বাজানো, সাইরেন বাজানো ও দল বেঁধে ঢোল পিটানো, মাইকে চিৎকার করে ডাকাডাকি ইত্যাদি কি শরীয়ত সম্মত?

- আব্দুল ওয়াহ্হাব
মির্জাপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ সাহারীর জন্য আযান দেওয়া সুন্নাত। সেটা মাইক দ্বারা হৌক বা বিনা মাইকে হৌক। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাতে (সাহারীর) আযান দেয়। তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত খাও এবং পান কর যতক্ষণ না ইবনে উম্মে মাকতূমের (ফজরের) আযান শুনতে পাও' *(বুখারী ১ম খণ্ড ৮৬ পৃঃ; মুসলিম ১ম খণ্ড ৩৪৯ পৃঃ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'বেলালের আযান তোমাদেরকে সাহারী খাওয়া থেকে যেন বাধা না দেয়' *(মুসলিম ১ম খণ্ড, ৩৫০ পৃঃ)*।

উপরোল্লিখিত হাদীছ দু'টি প্রমাণ করে যে, রামাযান মাসে সাহারী খাওয়ার উদ্দেশ্যে সাধারণ জনগণকে জাগাবার জন্য ফজরের আযানের পূর্বে প্রচলিত নিয়মে সাহারীর সময় বাঁশী বাজানো, পটকা ফুটানো, গজল গাওয়া ও মাইকে চিৎকার করে ডাকাডাকি ইত্যাদি করা শরীয়ত পরিপন্থী ও মনগড়া কাজ। বিশেষ করে সাইরেন ও পটকা ফুটানো ইয়াহুদীদের আচরণ *(বুখারী ৮৫ পৃঃ)*। সুতরাং সাহারীর জন্য আযান দেওয়াই হচ্ছে একমাত্র শরীয়ত সম্মত পন্থা। বুখারী ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, সাহারীর সময় (আযান ব্যতীত) লোক জাগানোর নামে অন্য যেসব কাজ করা হয়, সবই বিদ'আত *(নায়ল ২/১১৯)*।

প্রশ্ন (২৮/৯৮)ঃ গোসলের পর ওযূ করার প্রয়োজন আছে কি? জনৈক মুফতী বলেন, গোসলের পর নতুন ভাবে ওযূ করার প্রয়োজন নেই। কারণ গোসলের দ্বারা ওযূর ফরয অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলো ধোয়া হয়ে যায়। তিরমিযীর এক হাদীছ থেকে জানা যায়, রাসূল (ছাঃ) গোসল করার আগে ওযূ করতেন। গোসলের পর আর অযূ করতেন না। এ বর্ণনাটা কি সঠিক? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আতাউর রহমান
গ্রাম- মুজগুন্নী, চিনাটোলা বাজার

মণিরামপুর, যশোর।

উত্তরঃ নিয়তের সাথে ওযূ সহ গোসলের পর ওযূ ভঙ্গ না হ'লে নতুন করে ওযূ করার প্রয়োজন নেই *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩৫; আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৬)*। গোসলের দ্বারা ওযূর ফরয অঙ্গ-প্রতঙ্গ গুলো ধোয়া হয়ে যায়, অতএব আর ওযূ করার প্রয়োজন নেই বলে যে ফাৎওয়া প্রদান করা হয়েছে তা ঠিক নয়। কারণ এতে ওযূর নিয়ত ও ধারাবাহিকতা বহাল থাকে না, যা অপরিহার্য *(মায়েদা ৬; নায়ল ১/২১৪, ২১৮)*।

প্রশ্ন (২৯/৯৯)ঃ اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا ***'গীবত যেনার চেয়েও কঠিন অপরাধ'। কালাম পাকে যেনার শাস্তি নির্ধারিত করা হয়েছে মৃত্যুদণ্ড। এক্ষণে আমার প্রশ্ন, কালাম পাকে নির্ধারিত শাস্তির চেয়ে হাদীছ শরীফে বর্ণিত শাস্তি অত্যন্ত নগন্য। হাদীছ ও কালাম পাকের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ না হ'লে হাদীছটিকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা যায় কি?***

- মুহাম্মাদ মহসিন আলী
অর্থনৈতিক উপদেষ্টা (অবঃ)
৪৬৪ উত্তর শাহজানপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন যে, তওবার কারণে আল্লাহ ব্যভিচারের গোনাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু গীবতের সম্পর্ক সরাসরি বান্দার সাথে। যার গীবত করা হ'ল সে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন না *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৮৭৪)*। এই দৃষ্টিকোণ থেকে গীবতের পাপ ব্যভিচারের চাইতে কঠিন ও ভয়ানক। প্রকাশ থাকে যে, না বুঝার কারণে হাদীছ ও কুরআনের মাঝে বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হ'লেও মূলতঃ কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কারণ হাদীছ হচ্ছে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী। উল্লেখ্য যে, অনেক সময় পাপ বড় হ'লেও দুনিয়াতে তার জন্য নির্ধারিত কোন শাস্তি নেই। যেমন শিরক সবচাইতে বড় পাপ। অথচ দুনিয়াতে তার কোন শাস্তি নেই।

প্রশ্ন (৩০/১০০)ঃ আমি একজন ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী। কিছু দিনের মধ্যে পদোন্নতি দিয়ে সহকারী তহশিলদার পদে নিয়োগ দান করা হবে। কিন্তু উক্ত পদে সরকারী ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের সময় দাখিলায় সূদ সহ লিখতে হয়। এই চাকুরী করা জায়েয হবে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব চাই।

- আব্দুন নূর (এম,এল,এস,এস)
ইউনিয়ন ভূমি অফিস
শিবপুর, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ যে ক্ষেত্রেই হৌক না কেন সূদের সাথে সম্পর্কিত কাজে সহযোগিতা করা নাজায়েয। কারণ আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল ও সূদকে হারাম করেছেন *(বাক্বারাহ ২৭৫)*। হযরত জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) সূদ খোর, সূদ দাতা, সূদের হিসাব লেখক ও সাক্ষীদ্বয়ের উপর লা'নত করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত ২৪৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩১/১০১)ঃ চাচাত ভাইয়ের মেয়েকে (ভাতিজীকে) বিবাহ করা জায়েয কি-না দলীলভিত্তিক জওয়াব চাই।

-খালেদ হোসাইন
দিয়াড়মানিক চক, আষাড়িয়াদহ
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ চাচাত ভাইয়ের মেয়ে (ভাতিজী) মুহাররামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ যে ১৪ জন মহিলাকে বিবাহ করা হারাম তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় *(নিসা ২৩)*। বিধায় তাকে বিবাহ করা জায়েয। হযরত আলী (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর কন্যা ফাতিমা (রাঃ)-কে বিবাহ করেছিলেন। অথচ ফাতিমা (রাঃ) ছিলেন চাচাত ভাইয়ের মেয়ে।

প্রশ্ন (৩২/১০২)ঃ অর্থ না জেনে শ্রুতিমধুর মনে হ'লেই অনেকেই নাম রেখেছে যেমন কানীয ফাতেমা ইত্যাদি। আমার প্রশ্ন কানীয অর্থ কি? এধরনের নাম রাখা ঠিক হবে কি?

- সুমন
কাদীরগঞ্জ, রাজশাহী।

উত্তরঃ অর্থ বহ ও সুন্দর নাম রাখা উচিৎ। যেন নামের মধ্যে কোনরূপ শির্ক বা অপবিত্রতার প্রকাশ না থাকে 'কানীয' শব্দটির অর্থ চাকরানী বা দাসী *(ফিরোযুল লোগাত ১০৩৮ পৃঃ)*। 'ফাতিমা' সুন্দরতম নামটির পূর্বে কানীয সংযুক্ত না করাই ভাল।

প্রশ্ন (৩৩/১০৩)ঃ কিছু দিন থেকে মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেদেরকে বিবাহ অনুষ্ঠানে আংটি ও স্বর্ণের চেন উপহার দেওয়া হচ্ছে। পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি? অনেকেই প্রেস্টিজ মনে করে স্বর্ণের চেন কিছুক্ষণ গলায় দিয়ে আবার স্ত্রীকে দিয়ে থাকেন। এধরনের করলে কি কোন অসুবিধা আছে?

- সারজেনা খাতুন
পলিকাদোয়া মহিলা দাখিল মাদরাসা
বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ বর্তমানে হারাম বস্তুকে অনেকেই ঘৃণিত প্রথানুযায়ী হালাল মনে করে নিচ্ছে। তন্মধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পুরুষদের জন্য স্বর্ণের বস্তু উপহার দেওয়া যা শরীয়তে হারাম করা হয়েছে। হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের পুরুষদের উপর রেশম-এর কাপড় ও স্বর্ণ হারাম করা হয়েছে এবং নারীদের জন্য হালাল করা হয়েছে *(তিরমিযী ১ম খণ্ড, ১৩২ পৃঃ, নাসাঈ ২য় খণ্ড, ২৮৫ পৃঃ; আহমাদ ৪র্থ*

খণ্ড, ৩৯৪ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ)।

উপরোল্লিখিত হাদীছ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, কিছুক্ষণের জন্য হ'লেও পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম।

প্রশ্ন (৩৪/১০৪)ঃ অনেক ইসলামী সংগঠনের নেতাদের মধ্যে কোন ছোটখাট বিষয়ে যদি মতানৈক্য হয়। তবে একে অন্যের ফাঁক খুঁজার চেষ্টা করে? তাদের ব্যাপারে শারঈ দৃষ্টিতে সমাজের করণীয় কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

- ইসলামুদ্দীন
বেলকুড়ী, মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ আল্লাহ পাক বলেন, 'মু'মিনগণ সকলে পরস্পর ভাই ভাই। অতএব তোমরা পরস্পরের মধ্যে এছলাহ করে দাও এবং এ সময় আল্লাহকে ভয় কর, তাহ'লে তোমরা রহমত প্রাপ্ত হবে' *(হুজুরাত ১০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গোটা মুসলিম জাতিকে একটি দেহ রূপে আখ্যায়িত করেছেন। তার এক অঙ্গ ব্যথাতুর হ'লে সারা শরীর ব্যথাতুর হয়ে যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৫৩-৫৪)*। তারা একই ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ। এই ভ্রাতৃত্বে কোন আঁচড় নেই। কোন ফাঁক নেই। অতএব কারো কোন ভুল দেখলে বা ভুল করলে সত্যিকার অর্থে মু'মিন হলে সেই ভুল সংশোধন করে দেয়া এবং তারও সংশোধন হওয়া উচিৎ।

প্রশ্ন (৩৫/১০৫)ঃ এক ছেলে কোন এক মহিলার দুধ পান করেছিল। উক্ত ছেলে কি ঐ মহিলার মেয়েকে বিবাহ করতে পারে? এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান জানতে চাই।

- আবুল কালাম আযাদ
সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছেলে যদি দু'বছর বয়সের মধ্যে উক্ত মহিলার দুধ পান করে থাকে, তাহ'লে দুধ মা সাব্যস্ত এবং তার ফলে উক্ত মহিলার মেয়ে দুধ বোন হওয়ায় তাকে বিবাহ করা হারাম। আর যদি দুই বছর পরে দুধ পান করে থাকে, তাহ'লে দুধ মা সাব্যস্ত না হওয়ার ফলে বিবাহ জায়েয হবে। কারণ দুধ পানের সময়সীমা হচ্ছে পূর্ণ দু'বছর *(বাক্বারাহ ২৩৩; বুখারী, তরাজমাতুল বাব ২/৭৬৪)*। এ নির্ধারিত সময়ের পরে কেউ কোন মহিলার দুধ পান করলে সে তার দুধ মা হবে না *(ছহীহ তিরমিযী হা/৯২১, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৯৪৬; মিশকাত হা/৩১৭৩)*।

সবাইকে স্বাগতম
তুফান ঘটক
পাত্র-পাত্রীর সন্ধান
পরিচালকঃ মোঃ সাইদুর রহমান
অফিসঃ-অপূর্ব কমিউনিটি সেন্টার
শালবাগান, রাজশাহী।
অফিস সময়ঃ সকাল ৯টা হইতে ১টা বিকেল ৫টা হইতে রাত ৮টা পর্যন্ত।
ফোনঃ (অনু) ৭৬১১৪৪
বাসাঃ বায়া (হিমালয় কোল্ড স্টোরেজ-এর পার্শ্বে)
সময়ঃ সকাল ৬টা হইতে ৯টা পর্যন্ত।

সবাইকে স্বাগতম
তিথী সিল্ক উইভিং এণ্ড প্রিন্টিং ফ্যাক্টরী
প্রোঃ- মোঃ ফারুক আলী
যাবতীয় রেশম কাপড় বুনন ও শিল্পসম্মত উপায়ে ছাপা ও সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়।
বি-২১৬/১, বিসিক শিল্প এলাকা, সপুরা রাজশাহী।
ফোন নং (অফিস)-৭৬১২২২, (বাসা)-৭৬১৩৮৩।

সবাইকে স্বাগতম
এম,এম, সিল্ক প্রিন্টিং ফ্যাক্টরী
পরিচালকঃ মোঃ মাহমুদুর রহমান
ঐতিহ্যবাহী, আধুনিক ডিজাইনের সিল্ক শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
ফ্যাক্টরী ও বিক্রয় কেন্দ্র (শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত)
বি-২০৭, বিসিক শিল্প এলাকা, সপুরা রাজশাহী।
ফোন নং-৭৬০৬৯৯।

এম, এস মানি চেঞ্জার
বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত
বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দিনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ড্রাফট সরাসরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপোর্ট ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।
এম, এস মানি চেঞ্জার
সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী
(সিনথিয়া কম্পিউটারের পিছনে)
ফোনঃ ৭৭৫৯০২, ফ্যাক্সঃ ৮৮০-০৭২১-৭৭৫৯০২

৪র্থ বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী ২০০১

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/১০৬)ঃ গান-বাজনা, ডুগি-তবলা, হারমোনিয়াম ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের হুকুম কি?

- মামূন
গোড়দহ, বগুড়া।

উত্তরঃ ইসলামী গান, জিহাদের দামামা ও দফ ব্যতীত অন্য সকল প্রকারের গান-বাজনা, ডুগি-তবলা, হারমোনিয়াম, দোতারা ও এ জাতীয় সকল বাদ্যযন্ত্র হারাম। এসব গান-বাজনা মানুষকে ছালাত ও আল্লাহর যিকর থেকে বিমুখ করে ও বিরত রাখে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা গান-বাজনা ও খেল-তামাশার বস্তু ক্রয় করে, তাদের জন্য অপমানজনক শাস্তি রয়েছে' *(লোক্বমান ৬)*। রাসূল (ছাঃ) সবধরণের বাদ্যযন্ত্রকে ক্বিয়ামতের আলামত বলেছেন *(বুখারী ২/৮৩৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২/১০৭)ঃ আমাদের দেশে অনেক মসজিদে সকাল-সন্ধ্যায় এবং বিভিন্ন জালসায় ইমাম ও বক্তাগণ কুরআনের কিছু আয়াত ও তাসবীহ পাঠ করেন এবং সাথে সাথে মুক্তাদী ও শ্রোতাদেরকেও পাঠ করতে বলেন। এরূপ আমল কি জায়েয?

- মাহবুব
পলাশী, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকাল-সন্ধ্যা ও বিভিন্ন সময়ে নিজে নিজে কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং তাসবীহ-তাহলীল করতেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৩, ২৪, ২৫)। অনুরূপভাবে ছাহাবীগণও নিজে নিজে কুরআন তিলাওয়াত করতেন এবং তাসবীহ-তাহলীল করতেন (তিরমিযী, আবূদাউদ, মিশকাত হা/২২৮৯, ৯০ সনদ ছহীহ)। আল্লাহ্র নবী (ছাঃ) কিংবা কোন ছাহাবী থেকে প্রশ্নোল্লেখিত আমল প্রমাণিত নেই যে, একজন আগে আগে পড়েছেন এবং অন্যরা তার সাথে সাথে অনুসরণ করেছেন। তা'লীমের উদ্দেশ্য ব্যতীত সাধারণভাবে এরূপ আমল বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০)। এতদ্ব্যতীত তাসবীহ-তাহলীল চুপে চুপে করার জন্য কুরআনের একাধিক আয়াত ও ছহীহ হাদীছ এসেছে (আ'রাফ ৫৫, ২০৫; মুসলিম, আলবানী, মিশকাত হা/২৩০৩, দো'আ অধ্যায়, তাসবীহ, তাহলীল...ও তাকবীরের ছাওয়াব অনুচ্ছেদ)।

প্রশ্ন (৩/১০৮)ঃ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বক্তার বক্তব্য শেষে উল্লাস প্রকাশের জন্য হাততালি দেওয়া হয়। এ আমল জায়েয কি?

-বেলালুদ্দীন
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মক্কার কাফেরগণ হাততালি ও বাঁশি বাজানোর মাধ্যমে তাদের ছালাত আদায় করত *(আনফাল ৩৫)*। কাজেই হাততালির মাধ্যমে উল্লাস প্রকাশ করা জায়েয নয়। তবে খুশী বা উল্লাসের সময় তাসবীহ-তাকবীর-তাহলীল করার ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায়।

প্রশ্ন (৪/১০৯)ঃ যে সব ছেলে-মেয়ের ইবাদতের পূর্ণ বয়স হয়নি, তাদের ইবাদতের নেকী পিতা-মাতা পাবে কি?

-হারেছ
চাকলা, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ যে সব ছেলে-মেয়ের উপর ইবাদত ফরয হয়নি, তাদেরকে পিতা-মাতা ইবাদত করালে তার নেকী তাদেরকে ও তাদের পিতা-মাতাকে প্রদান করা হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৫১০)*। তাছাড়া যে কেউ কোন ব্যক্তিকে কল্যাণকর কাজের কথা বললে সে তার সমপরিমাণ নেকী পাবে *(মুসলিম, 'বুলূগুল মারাম হা/১৪৬৬; মিশকাত হা/১৫৮, কিতাব ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৫/১১০)ঃ কতিপয় আলেমের মুখে শুনা যায় যে, আল্লাহ্র যিকর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের চেয়েও উত্তম। তারা প্রমাণে কুরআনের আয়াতও পেশ করে থাকেন। তাদের বক্তব্য কি সঠিক?

-আমীনুদ্দীন
দেবীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের দ্বিতীয় স্তম্ভ হচ্ছে ছালাত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪)*। পক্ষান্তরে প্রচলিত যিকর হচ্ছে নিজেদের রচিত শব্দ মালার বিদ'আতী আমল মাত্র। অথচ আল্লাহ তা'আলা ছালাতকেই সর্বাধিক বড় যিকর বলেছেন *(আনকাবূত ৪৫)*। কেননা পুরো ছালাতই মূলতঃ যিকর, দো'আ ও তাসবীহতে পরিপূর্ণ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ছালাত সঠিক না হ'লে কোন ইবাদত সঠিক হবে না' *(ছহীহ নাসাঈ হা/৪৬৪; ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড 'ছালাত' অধ্যায়)*। কাজেই সাধারণ যিকরকে ফরয ছালাতের যিকরের চেয়ে উত্তম মনে করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত আক্বীদা।

প্রশ্ন (৬/১১১)ঃ টেলিভিশনের সামনে বসে দ্বীনী আলোচনা শুনা জায়েয কি?

-খালেদা ইয়াসমীন
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ টেলিভিশনের সামনে বসে কুরআন তিলাওয়াত, দ্বীনী আলোচনা, সংবাদ ইত্যাদি শুনা যায়। তবে অশ্লীল গান-বাজনা ও ছবি দেখাসহ আক্বীদা বিধ্বংসী বক্তব্য শোনা ও দেখা নাজায়েয ও হারাম। আল্লাহ তা'আলা অশ্লীল কথা ও কর্মকে হারাম করেছেন *(আ'রাফ ৩৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'অশ্লীল কথা ও কর্ম মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৮২৪ 'আদব' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৭/১১২)ঃ পরীক্ষায় নকল করা কি জায়েয? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-খলীলুর রহমান
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ নকল করে পরীক্ষা দেওয়া জায়েয নয়। কেননা কোন বিষয় না জেনে বা শিক্ষা গ্রহণ না করে পরীক্ষায় নকল করতঃ নিজের শিক্ষা ও জানার পরিচয় দেওয়া মিথ্যা ও প্রতারণার শামিল, যা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ধোঁকা দেয় সে আমার উম্মত নয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৬০ 'ক্রয় বিক্রয়' অধ্যায়)*। অন্যত্র তিনি বলেন, মিথ্যা মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৮২৪)*। যারা পরীক্ষায় নকল করে তারা আমানতের খেয়ানত করে। আমানতের খিয়ানত মুনাফিকের তিনটি আলামতের অন্যতম (মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫ 'ঈমান' অধ্যায় 'কাবীরা গোনাহ সমূহ ও মুনাফিকের আলামত' অনুচ্ছেদ)। আর মুনাফিকের শেষ পরিণাত জাহান্নাম *(নিসা ১৪৫)*। কাজেই ছাত্র-ছাত্রীদের নকল করা হ'তে বিরত থাকা একান্তভাবে যরূরী।

প্রশ্ন (৮/১১৩)ঃ শরীরের লোম পরিষ্কার করা যায় কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আমীনুল ইসলাম
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ নবী করীম (ছাঃ) যে সব লোম কাটতে নিষেধ করেননি এবং যে সব লোম কাটলে নারীদের সাদৃশ্য হবে না, সে সব লোম ইচ্ছা করলে কাটা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর কিছু ফরয করেছেন, তোমরা তা নষ্ট কর না। কিছু সীমা নির্ধারণ করেছেন, তোমরা তা লংঘন কর না। আর কিছু বস্তু হারাম করেছেন, তোমরা তা হালাল কর না। আর রহমত স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা কিছু ব্যাপারে নীরব থেকেছেন *(দারাকুৎনী, হাইয়াতু কেবারিল উলামা ২য় খণ্ড, ৯৩২ পৃঃ)*।

যেমন বলা হয়েছে যে, গোঁফ কেটে ফেলতে হবে (ছহীহ নাসাঈ হা/৫০৬০ 'সুন্নাহকে সৌন্দর্য করণ' অধ্যায়)। মাথার চুল কেটে ফেলা যায় (ছহীহ নাসাঈ হা/৫০৬৩)। গুপ্তাঙ্গের লোম কেটে ফেলতে হবে (ছহীহ নাসাঈ হা/৫০৫৭)। বগলের লোম তুলে ফেলতে হবে (ছহীহ নাসাঈ হা/৫০৫৫)। দাড়ি ছাড়তে হবে (ছহীহ নাসাঈ হা/৫০৫৭)। চোখের ভ্রূ কেটে ও তুলে চিকন করা যাবে না (ছহীহ নাসাঈ হা/৫১১৪ ঐ অধ্যায়)। এছাড়া শরীরের বাকী লোমের ব্যাপারে কোন আলোচনা নেই। কাজেই বাকী স্থানের লোম কাটা ইচ্ছাধীন বিষয়। (বিস্তারিত দেখুনঃ হাইয়াতু কেবারিল উলামা ২য় খণ্ড, ৯৩২ পৃঃ)।

প্রশ্ন (৯/১১৪)ঃ সুর করে বক্তব্য পেশ করা যাবে কি?

-আনীসুর রহমান
২২৬/ঘ সেলিম হল
বিআইটি, রাজশাহী।

উত্তরঃ স্বাভাবিক সুন্দর সুরে বক্তৃতা করা যাবে। তবে অহেতুক সুর করে বক্তৃতা করলে বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া কম হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। কারণ এটি ভাণ করার শামিল। বক্তব্যের নিয়ম হচ্ছে কথা জোরে হওয়া এবং প্রয়োজনে একটি কথা তিনবার বলা। হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) যখন বক্তৃতা করতেন তখন তাঁর দু'চোখ লাল হ'য়ে যেত, তাঁর কণ্ঠস্বর উঁচু হ'ত এবং ক্রোধ বেড়ে যেত। যেন তিনি সৈন্যদলকে সতর্ক করছেন (মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৭ খুৎবা ও ছালাত অনুচ্ছেদ)। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) যখন কথা বলতেন বুঝানোর উদ্দেশ্যে তিনবার বলতেন' (বুখারী, মিশকাত, হা/২০৮)। উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআন সুর ও সুন্দর করে তেলাওয়াতের নির্দেশ রয়েছে (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১৯২-৯৩ 'কুরআন তেলাওয়াতের আদব' অনুচ্ছেদ)।

প্রশ্ন (১০/১১৫)ঃ আত্মহত্যাকারীর জানাযা করা যায় কি?

-ছদরুল ইসলাম
মেলান্দী, গোছা, রাজশাহী।

উত্তরঃ আত্মহত্যা একটা কাবীরা গোনাহ। যার পরিণতি ভয়াবহ। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি যদি পাহাড় থেকে পড়ে আত্মহত্যা করে, তাহ'লে সে সর্বদা জাহান্নামে এরূপ করতে থাকবে। কোন ব্যক্তি যদি বিষ পান করে আত্মহত্যা করে, তাহ'লে তার হাতে বিষ থাকবে। সর্বদা জাহান্নামে সে বিষ পান করতে থাকবে। যে ব্যক্তি কোন অস্ত্রের মাধ্যমে আত্মহত্যা করবে, সে জাহান্নামে সর্বদা ঐ অস্ত্র তার পেটে ঢুকাতে থাকবে' *(ছহীহ নাসাঈ হা/১৯৬৪ জানায়েয অধ্যায়)*। রাসূল (ছাঃ) এমন ব্যক্তির জানাযা পড়েননি। আত্মহত্যাকারীর ছালাতে জানাযা মসজিদের ইমাম বা বিশিষ্ট কোন ব্যক্তি পড়াবেন না। সাধারণ কোন ব্যক্তি পড়াবেন। একদা এক ব্যক্তি আত্মহত্যা করে মারা গেলে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'আমি তার জানাযা পড়াবো না' *(ছহীহ নাসাঈ হা/১৯৬৩)*। জাবির ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) মানুষকে সতর্ক করার জন্য তার জানাযা পড়াননি (ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১২৪৬)।

প্রশ্ন (১১/১১৬)ঃ যানবাহন যেমন বাস, বিমান ইত্যাদিতে কিভাবে ছালাত আদায় করতে হবে?

-মুস্তফা
আকুবাড়ী
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ যে কোন যানবাহনে সাধ্যপক্ষে ক্বিবলা ঠিক করে দাঁড়িয়ে সম্ভব না হ'লে বসে ছালাত আদায় করবে। ক্বিবলা ঠিক করা সম্ভব না হ'লে যে কোন দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন আমি তোমাদের কোন কাজের আদেশ করি তখন তোমরা সাধ্যানুযায়ী পালন কর' (বুখারী, মুসলিম, ইরওয়া হা/৩১৪)। রাসূল (ছাঃ) গাধার উপর ক্বিবলা ঠিক করে ছালাত আদায় করেন। কিন্তু পরে অবস্থা এমন হয় যে, ক্বিবলা তার পিছন দিকে হয়ে যায় (ছহীহ নাসাঈ হা/৭৪০ ক্বিবলা অধ্যায়)। অত্র হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্র আদেশ সাধ্যপক্ষে মেনে চলতে হবে এবং কারণ বশতঃ ক্বিবলা পরিবর্তন হ'লে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না।

প্রশ্ন (১২/১১৭)ঃ অনেক মাওলানাকে ছালাত আদায় না করার কাফফারা আদায় করতে দেখা যায়। ছালাত

আদায় না করার কাফফারা আছে কি?

-আছগর আলী
আলীপুর, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাত আদায় না করার কাফফারা ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। আল্লাহ তা'আলা ছালাত আদায় না করার জন্য তওবা করার কথা বলেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'অতঃপর তাদের পরে এলো পরবর্তীরা। তারা ছালাত নষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করবে। তবে তারা ব্যতীত যারা তওবা করবে, বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং নেক আমল করবে' *(মরিয়ম ৫৯-৬০)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ছালাতের কাফফারা একমাত্র ছালাতই, অন্য কিছু নয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬০৩ 'শ্রীঘ ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ)*। অর্থাৎ তওবা করে ছালাত আদায় শুরু করাটাই হ'ল ছালাতের প্রকৃত কাফফারা।

প্রশ্ন (১৩/১১৮)ঃ সরকারী কর্মচারীর মাধ্যমে কৃত্রিম উপায়ে বিদেশী ষাঁড়ের বীর্য দ্বারা দেশীয় গাভী প্রজনন করা হচ্ছে। এটা কতদূর সঠিক?

-মুকুছেদ
মধুপুর, বড়গাছী, রাজশাহী।

উত্তরঃ গবাদী পশু উন্নয়নের লক্ষ্যে যে কোন পদ্ধতিতে গাভী প্রজনন করা যায়। কারণ কুরআন ও সুন্নাহর বিধান মেনে চলার হুকুম একমাত্র জিন ও ইনসানের উপর অর্পিত হয়েছে *(যারিয়াত ৫৬)*, পশুর উপরে নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'উহা একমাত্র আল্লাহ্র সীমারেখা। তোমরা ঐ সীমা লংঘন কর না। যারা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা লংঘন করবে তারা যালেম' *(বাক্বারাহ ২২৯)*।

প্রশ্ন (১৪/১১৯)ঃ গণকের কথা বিশ্বাস করা যাবে কি? উহাতে বিশ্বাসকারীর হুকুম কি? দলীলসহ জানতে চাই।

-মুস্তফা কামাল
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ ইসলামী শরীয়তে এটি নিষিদ্ধ। গণককে বিশ্বাস করলে বা তার কথা সত্য বলে মেনে নিলে আমল বরবাদ হয়ে যাবে। হাফছা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় এবং তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করে, তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হয় না (মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৯৫ গণক অনুচ্ছেদ)। অন্য বর্ণনায় আছে, আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি গণকের কাছে আসলো এবং সে যা বলল তা বিশ্বাস করলো, ঐ ব্যক্তি মুহাম্মদ (ছাঃ)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার সাথে কুফরী করলো (আবূদাঊদ ২/৫৪৫ পৃঃ সনদ ছহীহ 'গণক ও কুফল' অধ্যায়)।

প্রশ্ন (১৫/১২০)ঃ সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। সুতরাং এ আয়াতের আলোকে সকল মুসলিম নারীর জন্য পর্দা করা ওয়াজিব নয়, কথাটি কি সঠিক? ছহীহ দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আশরাফ আলী
গড়পাড়া, পলাশ বাজার
নরসিংদী।

উত্তরঃ সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতটি রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ অর্থাৎ উম্মাহাতুল মুমিনীন সম্পর্কে নাযিল হ'লেও তা সকল মুসলিম নারীর জন্য প্রযোজ্য। তাছাড়া উক্ত সূরার ৩৫ এবং সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতে সকল মুসলিম রমণীকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) পাতলা কাপড়ে ও অর্ধনগ্ন হ'য়ে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে চলা মেয়েকে জাহান্নামী বলেছেন *(মুসলিম হা/২১২৮)*। সুতরাং উল্লেখিত আয়াত ও হাদীছ সমূহের আলোকে সকল মুসলিম নারীর উপর পর্দা করা ফরয। একজন মুসলিম নারীর জীবন পদ্ধতি নির্ণীত হয়েছে এভাবে যে, নারীর স্বাভাবিক অবস্থানস্থল হ'ল তার গৃহ। প্রয়োজনে বের হ'লে সে বের হবে সৌন্দর্য প্রকাশহীনভাবে এবং পূর্ণ পর্দা সহকারে। অতএব উপরোক্ত বক্তব্য সঠিক নয়।

প্রশ্ন (১৬/১২১)ঃ মজলিসে শূরা-র সদস্যমণ্ডলীর কোন্ গুণটি থাকা সর্বাধিক যরূরী? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-হাবীবুল্লাহ আনছারী
জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ শুধু মজলিসে শূরা নয় বরং যে কোন ঈমানদার ব্যক্তির মধ্যে সর্বাধিক যে গুণটি থাকা যরূরী সেটি হ'ল 'তাক্বওয়া' বা আল্লাহভীতি। যাদের অন্তরে আল্লাহ্র ভয় থাকে না, তারা নিজ প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে এবং স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নিতে পারে। আর এ ধরনের মানুষের দ্বারা সমাজের কল্যাণ সাধনের পরিবর্তে অকল্যাণই বেশী হয়ে থাকে। রাষ্ট্র পরিচালনার মত গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য সমাজের সর্বাধিক তাক্বওয়াশীল বা পরহেযগার ব্যক্তির অত্যন্ত প্রয়োজন। তাছাড়া রাষ্ট্রপ্রধান ও মজলিসে শূরা-র সদস্যপদগুলি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। আর আল্লাহ্র নিকট সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি হ'ল তাক্বওয়া বা আল্লাহভীরুতা *(হুজুরাত ১৩)*।

প্রশ্ন (১৭/১২২)ঃ আমাদের এলাকায় পীর-মুরীদের আখড়া। আমি ভণ্ড পীরদের ঘৃণা করি। কিছু পীর কঠিন বিদ'আতী। তাদেরকে কিভাবে সম্মান করব? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- মেহদী হাসান
উত্তর চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ কোন বিদ'আতীকে সম্মান করা যাবে না। এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) কড়া হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি বিদ'আতীকে সম্মান করল, সে ইসলামকে ধ্বংস করায় সাহায্য করল' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৮৯ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান)*।

বিদ'আতের পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই সর্বোত্তম বাণী হ'ল আল্লাহ্র বাণী। আর সর্বোত্তম পথ হ'ল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পথ। শরীয়তে নবাবিষ্কৃত কর্ম সমূহ বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম' (মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১ ঐ অনুচ্ছেদ, ছহীহ নাসাঈ হা/১৪৮৭, 'দুই ঈদের ছালাত' অধ্যায় 'খুৎবা কেমন হবে' অনুচ্ছেদ)।

প্রশ্ন (১৮/১২৩)ঃ বর্তমান যুগে ইসলামী নেতৃত্ব কিভাবে সম্ভব? সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

- যুবায়ের
মোগলটুলী, ঢাকা।

উত্তরঃ বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের প্রধান তিনটি স্তম্ভ হ'ল বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ ও আইন সভা বা জাতীয় সংসদ। ইসলামী পদ্ধতিতে প্রেসিডেন্ট বা আমীর প্রথমে নির্বাচিত হবেন। অতঃপর তিনি রাষ্ট্রের এক বা একাধিক শ্রেষ্ঠ মুত্তাক্বী ও যোগ্য আলেমকে নিজের জন্য পরামর্শ দাতা হিসাবে গ্রহণ করবেন। যিনি তখন বা পরে কোন প্রশাসনিক পদে থাকবেন না। অতঃপর তার পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তর থেকে সৎ ও যোগ্য ঈমানদার ব্যক্তি বাছাই করে নিজের জন্য একটি মজলিসে শূরা নিয়োগ করবেন। যারা জাতীয় সংসদে বসে দেশের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁকে পরামর্শ দিবেন। তবে তাঁদের পরামর্শ মানতে প্রেসিডেন্ট বাধ্য থাকবেন না। মোটকথা, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ যিম্মাদার হবেন প্রেসিডেন্ট। অন্যেরা থাকবেন তাঁর পরামর্শ দাতা ও সহযোগী *(বিস্তারিত দেখুনঃ আত-তাহরীক মে' ২০০০, দরসে কুরআনঃ নেতৃত্ব নির্বাচন)*।

প্রশ্ন (১৯/১২৪)ঃ বর্তমানে ক্বিয়ামতের কি কি আলামত প্রকাশ পেয়েছে। ক্বিয়ামত প্রাক্কালের যে ১০টি বড় নিদর্শনের কথা শুনা যায় সেই নিদর্শনগুলি কি? দলীলসহ উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-সুলায়মান
গ্রাম+পোঃ- কচুয়া
কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী।

উত্তরঃ ক্বিয়ামত সংগঠিত হওয়ার পূর্বের অনেক ছোট-বড় নিদর্শন হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। ইতিমধ্যে অনেক ছোট আলামতের প্রকাশও ঘটেছে। যেমন মিথ্যা বলা, আমানতের খেয়ানত করা, যেনা-ব্যভিচার ও মদ্যপানের ব্যাপক প্রসার লাভ ইত্যাদি (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৩৭, ৫৪৩৮, ৫৪৩৯) 'ক্বিয়ামতের আলামত' অনুচ্ছেদ)। কিন্তু ক্বিয়ামত প্রাক্কালের ১০টি বড় নিদর্শন এখনো প্রকাশ পায়নি। নিদর্শন গুলো হ'ল-

(১) পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় (২) দাব্বাতুল আরয বা যমীনের অভ্যন্তর থেকে চতুষ্পদ জন্তুর আগমন (৩) দাজ্জালের আবির্ভাব (৪) ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ (৫) ইয়াজূজ-মাজূজ এর আগমন (৬) প্রাচ্যে (৭) প্রাশ্চাত্যে (৮) আরব উপদ্বীপে মাটিতে ধ্বস নামা (৯) ধোঁয়া উদগীরণ ও (১০) ইয়ামন অন্য বর্ণনায় এডেন-এর গর্তসমূহ হ'তে প্রচণ্ড বেগে অগ্নি নির্গত হওয়া। যা লোকদেরকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে। অন্য বর্ণনা মতে 'প্রচণ্ড ঝড়' যা লোকদেরকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে' (মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৬৪ 'ক্বিয়ামত প্রাক্কালের আলামত সমূহ ও দাজ্জালের আবির্ভাব অনুচ্ছেদ; আহলেহাদীছ আন্দোলন পৃঃ ১০৬)।

প্রশ্ন (২০/১২৫)ঃ শিখা অনির্বাণ ও শিখা চিরন্তন বানিয়ে সেখানে নীরবে সম্মান প্রদর্শন করা, শহীদ মিনার ও স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করার বিষয়ে শরীয়তের হুকুম কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- সেলিম রেযা
দক্ষিণ হালিশহর, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত কাজ সমূহ শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কারণ মুশরিকদের আচরণ মূর্তি বা বেদী তৈরী করে তাকে সম্মান করা, সেখানে শ্রদ্ধা ভরে দাঁড়িয়ে থাকা, তার কাছে কিছু চাওয়া ও নীরবতা পালন করা, আগুনকে বড় মনে করে তার পূজা করা ইত্যাদি। আর এগুলির আলোকেই উপরোক্ত প্রথাসমূহ মুসলিম সমাজে চালু হয়েছে। সুতরাং কোন মুসলমান যদি উক্ত কাজগুলি করে, তবে সেও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে (মায়েদা ৫১; আহমাদ, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়, সনদ হাসান)। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না আমার উম্মতের কিছু গোত্র মুশরিকদের সঙ্গে মিশে যাবে এবং কিছু গোত্র মূর্তিপূজারী হবে' (আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪০৬ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায় সনদ ছহীহ)।

প্রশ্ন (২১/১২৬)ঃ জানাযার জন্য কয়টি কাতার হওয়া যরূরী? মৃত ব্যক্তির জন্য মাইকে শোক সংবাদ প্রচার করা শরীয়ত সম্মত কি?

- শাহীন আলম
গ্রাম ও পোঃ রহণপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ জানাযার জন্য তিনটি কাতার যরূরী। একটি কাতারের জন্য কমপক্ষে দু'জন মুছল্লী প্রয়োজন। ৪০ থেকে ১০০ জন হওয়া মুস্তাহাব (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৬৬১, ৬২, 'জানাযার সঙ্গে চলা ও ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ)।

শোক সংবাদ নামে মৃত্যু সংবাদ প্রচার করার যে রেওয়াজ আজকাল চালু হয়েছে, তা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, 'তোমরা শোক সংবাদ প্রচার করা হ'তে বিরত থাক। কেননা এটা জাহেলী প্রথা' *(তিরমিযী, ছহীহ মওকূফ, নায়ল ৫/৬১)*। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, 'আমি মারা গেলে তোমরা কাউকে সংবাদ দিয়ো না। আমার আশংকা হয় যে, এটা শোক সংবাদের পর্যায়ভুক্ত হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) এটা নিষেধ করেছেন *(আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী; নায়ল ৫/৬১)*। ফাৎহুল বারীতে ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ঐ সব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, যা জাহেলী যুগের লোকেরা করত। তারা মৃত্যুর সংবাদ প্রচারের জন্য ঘরে ঘরে ও

বাজারে লোক পাঠিয়ে দিত *(নায়ল ৫/৬২ 'শোক সংবাদ প্রচার করা মাকরূহ' অধ্যায়; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১২০)*।

প্রশ্ন (২২/১২৭)ঃ ছিয়াম অবস্থায় ইনজেকশন নেয়া যায় কি?

-আব্দুল খালেক
খয়েরসূতী, পাবনা।

উত্তরঃ যে সব ইনজেকশন শুধুমাত্র ঔষধ হিসাবে প্রয়োগ করা হয়, সেসব ইনজেকশন ছিয়াম অবস্থায় নেয়া যায়। রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় চিকিৎসা গ্রহণ করেছিলেন *(বুখারী, মিশকাত হা/২০১৭ 'ছিয়াম' অধ্যায়, বুলূগুল মারাম হা/৬৫০)*। আর যে সব ইনজেকশন খাদ্য হিসাবে প্রয়োগ করা হয় তা জায়েয নয়। কারণ ছিয়াম মূলতঃ আহার থেকে বিরত থাকার নাম। কাজেই রামাযান মাসে খাদ্য হিসাবে প্রয়োগকৃত কোন ইনজেকশন ব্যবহার করা যাবে না। প্রয়োজন হ'লে ছিয়াম ছেড়ে দিতে হবে এবং অন্য মাসে ক্বাযা আদায় করতে হবে *(বাক্বারাহ ১৮৪)*।

প্রশ্ন (২৩/১২৮)ঃ অনেক মানুষকে মসজিদে গিয়ে কুরআন নিয়ে কসম করতে দেখা যায়। আবার অনেককে দেখা যায় মা-বাবার ও চক্ষুর কসম খেতে। এ ধরনের কসম করা কি জায়েয? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-বুরহানুদ্দীন
কমরগ্রাম, বানিয়াপাড়া
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারু নামে কসম করা জায়েয নয়। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পিতাদের নামে কসম খেতে নিষেধ করেছেন। অতএব যে কসম খেতে চায়, সে যেন আল্লাহ্‌র নামে কসম খায় অথবা চুপ থাকে' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৪০৭ 'কসম ও মানত' অধ্যায়)। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করল, সে কুফরী বা শিরক করল' (তিরমিযী, মিশকাত, হা/৩৪১৯ ঐ অধ্যায়; ছহীহ তিরমিযী হা/১২৪১)। অন্তর থেকে কোন মুসলমান এরূপ কসম করলে তাকে কাফফারা দিতে হবে। আর সে কাফফারা হ'লঃ দশজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খানা খাওয়ানো, যা নিজ বাড়ীতে সাধারণভাবে খাওয়া হয় অথবা অনুরূপ পোষাক প্রদান করা...। এগুলি সম্ভব না হ'লে তিনদিন ছিয়াম পালন করবে' *(মায়েদাহ ৮৯)*।

প্রশ্ন (২৪/১২৯)ঃ সুখী সংসারের উদ্দেশ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা কি শরীয়ত সম্মত? অনেক আলেম রেডিও ও টেলিভিশনে দলীল সহকারে এ ব্যবস্থাকে জায়েয বলছেন। এর সত্যতা জানতে চাই।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
গ্রাম ও পোঃ- পাওটানা হাট
পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ সুখী সংসারের উদ্দেশ্যে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা জায়েয নয়। কারণ সুখ ও দুঃখ দেওয়ার মালিকানা স্রেফ আল্লাহ্‌র হাতে। সন্তান কম হওয়ার মধ্যে সুখী সংসারের কল্পনা শিরকী আক্বীদা বৈ কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'দরিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা কর না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই রূযী দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই তাদের হত্যা করা কাবীরা গোনাহ' *(ইসরা ৩১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র সঙ্গে শিরক করার পরে সবচেয়ে বড় পাপ হ'ল 'তোমার সংসারে খাবে, সেই ভয়ে সন্তানকে হত্যা করা...' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯ 'কবীরা গোনাহ' অনুচ্ছেদ)*। তবে জন্মনিয়ন্ত্রণের অস্থায়ী পদ্ধতি জায়েয আছে, যা 'আযল'-এর অন্তর্ভুক্ত। যা একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। তবে অবশ্যই তার মধ্যে তথাকথিত 'সুখী সংসার'-এর আক্বীদা পোষণ করা চলবে না। এক্ষণে রেডিও ও টেলিভিশনে অস্থায়ী পদ্ধতি ছাড়া যদি জন্মনিয়ন্ত্রণের স্থায়ী পদ্ধতি জায়েয করে, তাহ'লে সে বক্তব্য কুরআন-হাদীছের বিরোধী হবে, যা অগ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন (২৫/১৩০)ঃ কিছু লোককে দেখা যায় মদ খেয়ে বাড়ী এসে অন্যায়ভাবে স্ত্রীকে গালিগালাজ করে। এমতাবস্থায় স্ত্রীর করণীয় কি? স্বামী অন্যায়ভাবে স্ত্রীকে গালিগালাজ করতে ও মারতে পারে কি? ছহীহ দলীলভিত্তিক জওয়াব চাই।

-মীযানুর রহমান
কদমচিলিন, লালপুর, নাটোর।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় স্ত্রীর চুপ থাকাই ভাল। কেননা সেসময় স্ত্রী প্রতিবাদ করলে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী। তবে স্বামী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসলে তাকে সুন্দরভাবে বুঝানোর চেষ্টা করবে। স্বামী সঠিক পথে ফিরে আসলে ভাল কথা, নইলে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানোর অনুমতি রয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হবে সম্প্রীতির, পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ও সহমর্মিতার। তবেই সংসারে শান্তি নেমে আসবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের সাথে বসবাস কর' *(নিসা ১৯)*। আল্লাহ আরও বলেন, 'তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সহধর্মিণীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি লাভ করতে পার' *(রূম ২১)*। স্ত্রীকে অন্যায়ভাবে মারধর করা ও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করা চরম অন্যায়। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের উপর স্ত্রীদের হক কি? তিনি বললেন, যখন তুমি খাবে, তখন তুমি তোমার স্ত্রীকে খাওয়াবে। যখন কাপড় ক্রয় করবে, তখন তার জন্যও ক্রয় করবে। আর তার মুখে মারবে না ও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করবে না। নিজ বাড়ী ব্যতিরেকে স্ত্রীকে কোথাও একাকী ছাড়বে না' (আবুদাউদ হা/২১৪২; আহমাদ ৪/৪৪৬ সনদ ছহীহ মিশকাত হা/৩২৫৯ 'বিবাহ' অধ্যায়)। তবে স্ত্রী যদি শরীয়ত বিগর্হিত কোন কাজ করে, তবে সে ক্ষেত্রে তাকে মুখ ব্যতীত অন্যত্র হালকা প্রহার করার অনুমতি রয়েছে (আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩২৬১; ছহীহ আবুদাউদ হা/১৮৭৯)।

প্রশ্ন (২৬/১৩১)ঃ ব্যাংক থেকে সূদ দূর করার ব্যাপারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কি কোন ভূমিকা রয়েছে?

-আবুল কালাম ফকীর
হাটদামনাশ
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দেশের অর্থনীতিকে সূদমুক্ত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লঃ **'আল কাওছার বহুমুখী সমবায় সমিতি'** প্রতিষ্ঠা। যার মাধ্যমে মানুষ সূদমুক্ত অর্থনৈতিক লেনদেন করতে পারবে। প্রয়োজনীয় তহবিল সংগৃহীত হ'লে আগামীতে **'আল-কাওছার ইসলামী ব্যাংক'** প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষের রয়েছে। এতদ্ব্যতীত দেশ থেকে সূদ উচ্ছেদের জন্য জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যেমন বক্তৃতা করা হচ্ছে, তেমনি কর্মীদের মাধ্যমে সাংগঠনিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মাসিক 'আত-তাহরীক'-এর **'অর্থনীতির পাতা'**য় নিয়মিত লেখনী অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও বার্ষিক **তাবলীগী ইজতেমায়** এবং অন্যান্য সাংগঠনিক সম্মেলনগুলিতে সূদভিত্তিক অর্থনীতি বাতিল করার পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে দেশের সরকারের নিকটে দাবী ও স্মারকলিপি পেশ করা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন (২৭/১৩২)ঃ 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র উদ্যোগে প্রকাশিত ২০০০ সালের 'তুহফায়ে রামাযান' উপলক্ষে সাহারী ও ইফতারের সময়সূচীতে ইফতারকালীন যেসব দো'আর কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে কোন্‌টি আমলযোগ্য আর কোন্‌টি আমলযোগ্য নয়, না সবকটি আমলযোগ্য সে ব্যাপারে আমরা পরিষ্কার নই। এমতাবস্থায় আমরা কোন্‌টি আমল করব জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল মুক্বীত
বড়বাড়িয়া, রাজশাহী কোর্ট
রাজশাহী।

উত্তরঃ ২০০০ সালের তুহ্ফায়ে রামাযানে ইফতার কালীন ও ইফতার শেষে যে সব দো'আর কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে কোন্‌টি ছহীহ, কোন্‌টি যঈফ, সে সম্পর্কে বিদ্বানগণের অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। সঠিক ফায়ছালা হচ্ছে, সাধারণ হাদীছের আলোকে 'বিসমিল্লাহ' বলে ইফতার শুরু করবে ও ইফতার শেষে 'যাহাবায যামাউ ...' দো'আটি পড়বে। কেননা ইফতার কালীন প্রচলিত দো'আ আল্লাহ-হুম্মা লাকা ছুমতু... হাদীছটি 'যঈফ' *(ইরওয়া ৪/৩৮)*। তবে ইফতারের পরে প্রচলিত দো'আর হাদীছ 'হাসান'।

প্রশ্ন (২৮/১৩৩)ঃ মসজিদের জায়গা সংকুলান না হওয়ায় এবং যাতায়াতের অসুবিধার কারণে মসজিদ স্থানান্তরিত করা কি জায়েয? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-গ্রামবাসীর পক্ষে
বেলায়েত আলী সরকার ও
জসীমুদ্দীন মণ্ডল
সাং- জসোড়াই, পোঃ- হাট নারায়ণপুর
উপযেলা- মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ যথাযথ কারণ ব্যতীত মসজিদ স্থানান্তরিত করা জায়েয নয়। তবে যথাযোগ্য কারণ থাকলে যেমন মসজিদ সম্প্রসারণের প্রয়োজন কিন্তু ব্যবস্থা নেই বা মসজিদে যাওয়ার রাস্তা নেই কিংবা মসজিদ অনাবাদী হয়ে পড়েছে ইত্যাদি কারণে মসজিদের মুতাওয়াল্লী মসজিদের স্থান বিক্রি করে উক্ত টাকায় অন্য স্থানে জমি ক্রয় করে অথবা কেউ দান করলে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করতে পারেন এবং পুরাতন মসজিদের স্থানকে যে কোন ভাল কাজের জন্য ব্যবহার করতে পারেন। ওমর ফারূক (রাঃ) দামেষ্কে মসজিদের স্থান বিক্রি করে অন্য স্থান ক্রয় করে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। পরে মসজিদের বিক্রিত স্থানটি খেজুর বিক্রির বাজারে পরিণত হয় (মজমূ'আ ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১ খণ্ড ২১৬, ২১৭, ২৬১ পৃঃ; আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাহতুহু ২য় খণ্ড ৫২৭ পৃঃ)।

প্রশ্ন (২৯/১৩৪)ঃ শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম কি একাধারে রাখতে হবে? না মাঝে মধ্যে রাখলেও চলবে? ছয়টি ছিয়ামের ফযীলত পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক বর্ণনা করে বাধিত করবেন।

-মিসেস সালমা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ রামাযানের পর পরই শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম ধারাবাহিকভাবে রাখাই ভাল। তবে কেউ যদি (শাওয়াল মাসে) মাঝে মধ্যে ছিয়াম রাখে তাতে কোন দোষ নেই। কারণ রামাযানের ছিয়াম পালনের পর শাওয়াল মাসে সাধারণভাবে ছয়টি ছিয়াম পালনের কথা হাদীছে এসেছে। সুতরাং যেভাবেই ছিয়াম পালন করুন না কেন শাওয়াল মাসে রাখলেই চলবে। উক্ত ছিয়ামের ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন করে শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল' (মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৭ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)। অন্য এক হাদীছে এক বছরের হিসাব রাসূল (ছাঃ) এভাবে দিয়েছেন যে, 'রামাযানের একমাস ছিয়াম ১০ মাসের সমান এবং (শাওয়ালের) ছয়টি ছিয়াম দু'মাসের সমান' (বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, ইরওয়া ৪র্থ খণ্ড ১০৭ পৃঃ)। নেক আমলের ছওয়াব ১০ গুণ হিসাবে একমাস রামাযানের ছিয়ামে ৩০×১০=৩০০ দিন ও শাওয়ালের ৬×১০=৬০ দিন মোট ৩৬০ দিন, যা আরবী মাসে এক বছর হয়।

সুতরাং হাদীছের তাৎপর্য হচ্ছে রামাযানের ছিয়াম পালন করে শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম পালন করলে সারা বছরের ছিয়াম পালনের নেকী পাওয়া যায়।

প্রশ্ন (৩০/১৩৫)ঃ ফরয ছালাতান্তে দলবদ্ধভাবে হাত তুলে দো'আ কোন্ সাল থেকে চালু হয়েছে? উত্তর

দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল ওয়াহ্হাব
মেন্দীপুর, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ ফরয ছালাতান্তে দলবদ্ধভাবে হাত তুলে দো'আ কতদিন থেকে চালু হয়েছে তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে লিখিত ফৎওয়া সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ মিষ্টি বিদ'আতটি বহু পুরাতন, যা অনেকেই না বুঝে আমল করে আসছেন। এ বিষয়ে ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি এ আমলকে বিদ'আত বলেন *(ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ২২ খণ্ড, ৫১৯ পৃঃ)*। আর ইবনে তায়মিয়ার জন্ম ৬৬১ হিঃ ও মৃত্যু ৭২৮ হিজরীতে। এথেকে বুঝা যায় যে, এ বিদ'আতী আমলটি বহু পুরাতন।

প্রশ্ন (৩১/১৩৬)ঃ জাতিগতভাবে মুসলমান, কিন্তু ইচ্ছা করেই ছালাত আদায় করে না। শুধু ঈদের ও জুম'আর ছালাত আদায় করে। এমন ব্যক্তিকে সালাম প্রদান করা যাবে কি?

-আফসার আলী
হুসেনপুর, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ যাদেরকে মুসলমান হিসাবে গণ্য করা যায় তাদেরকে সালাম প্রদান করা সুন্নাত। এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হ'ল সাক্ষাতে সালাম প্রদান করা *(মিশকাত হা/৪৬৩০ 'আদাব' অধ্যায়)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬২৯)*।

প্রশ্ন (৩২/১৩৭)ঃ সূরা বাক্বারাহর ২১৬ নং আয়াতটির অনুবাদ ব্যাখ্যা সহ জানতে চাই।

-আনোয়ার হোসাইন,
ঢাকা।

উত্তরঃ অর্থঃ 'তোমাদের উপর যুদ্ধ করার হুকুম দেয়া হয়েছে, যা তোমাদের কাছে অপ্রীতিকর। হ'তে পারে তোমাদের কাছে কোন জিনিস অপ্রীতিকর অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আবার হ'তে পারে কোন জিনিস তোমরা পসন্দ কর অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহ জানেন কিন্তু তোমরা জানো না' *(বাক্বারাহ ২১৬)*।

ব্যাখ্যাঃ অত্র আয়াতে যে যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে তা একমাত্র অমুসলিমদের সাথে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হ'ল তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে' *(হজ্জ ৩৯)*।

প্রশ্ন (৩৩/১৩৮)ঃ ওয়াক্তিয়া মসজিদে ই'তিকাফ করা যায় কি? রামাযানের শেষ তিন দিন ই'তিকাফ করার কোন দলীল আছে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মামুনুর রশীদ
গ্রাম- নূরুল্লাহবাদ
পোঃ জ্যোত বাজার, নওগাঁ।

উত্তরঃ রামাযান মাস ও জামে মসজিদ ব্যতীত ই'তিকাফ হয় না *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/২১০৬ 'ই'তিকাফ' অধ্যায়, সনদ হাসান ছহীহ)*। ই'তিকাফের জন্য শুধু তিন দিন মসজিদে অবস্থান যথেষ্ট নয়। সুন্নাত হচ্ছে রামাযান মাসের শেষ ১০ দিন অথবা ২০ দিন অবস্থান করা *(বুখারী, মিশকাত হা/২০৯৯)*। তবে কেউ মানত করে থাকলে মানত অনুযায়ী একদিন বা এক রাত ই'তিকাফ করতে পারেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১০১)*।

প্রশ্ন (৩৪/১৩৯)ঃ বদলী হজ্জ করা জায়েয কি? যদি জায়েয হয় তবে কার দ্বারা হজ্জ সম্পন্ন করাতে হবে? সাধারণ লোক দ্বারা, নাকি কোন হাজী দ্বারা? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মতীউর রহমান
শিরোইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
রাজশাহী।

উত্তরঃ সুস্থ ও সবল ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ জায়েয নয়। বরং তাকে নিজেকেই হজ্জ সম্পাদন করতে হবে। যাদের পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ করা শরীয়ত সম্মত তারা হ'লেন, হজ্জ -এর মানত করে মৃত্যুবরণ করেছেন এমন ব্যক্তি, অতি বৃদ্ধ, চির রোগী, এমন মহিলা যার সাথে মুহরেম নেই প্রমুখ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫১১-১২, ১৩ 'হজ্জ' অধ্যায়)*। তবে যাকে পাঠানো হবে তাকে অবশ্যই ইতিপূর্বে নিজের হজ্জ করতে হবে ও নিজে হাজী হ'তে হবে *(আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৫২৯ হাদীছ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৩৫/১৪০)ঃ মাসিক আত-তাহরীক ডিসেম্বর ২০০০ সংখ্যা ৬/৭৬ নম্বর প্রশ্নোত্তরে সূরা মুমিন-এর ৬ নং আয়াতের আলোকে জানতে পারলাম 'যারা স্ত্রী ও দাসী ব্যতীত লজ্জাস্থানকে অন্যত্র ব্যবহার করে তারা সীমালংঘনকারী'। আমার প্রশ্ন- আয়াতে বর্ণিত দাসী বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে? বর্তমানে কাজের মেয়েরা কি দাসীদের অন্তর্ভুক্ত হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-এন্তাজ আলী
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
মহানগর মহাবিদ্যালয়, রাজশাহী।

উত্তরঃ সূরা মুমিনূন এর ৬ নং আয়াতে বর্ণিত দাসী বলতে ক্রীতদাসীদেরকে বোঝানো হয়েছে, যাদের সঙ্গে মনিবের সহবাস করা জায়েয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে এ প্রথা চালু থাকলেও বর্তমানে এ প্রথা চালু নেই। এক্ষণে দেশে প্রচলিত কাজের মেয়েরা ক্রীতদাসীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই কাজের মেয়েকে ক্রীতদাসীর ন্যায় ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

সংশোধনী

গত সংখ্যায় প্রকাশিত ২০/৯০ নং প্রশ্নোত্তরে 'উচিৎ নয় বরং জায়েয' বাক্যের স্থলে '... নাজায়েয' পড়তে হবে। অনবধানতা বশত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। -সম্পাদক

৪র্থ বর্ষ
৫ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী ২০০১

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/১৪১)ঃ যোহরের চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত এক সালামে পড়তে হবে, নাকি দুই সালামে পড়তে হবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-ফযলুর রহমান
রোডপাড়া, সারাংপুর
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ যোহরের পূর্বে চার রাক'আত বা দু'রাক'আত সুন্নাত পড়া জায়েয আছে *(তিরমিযী, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আলবানী, মিশকাত 'সুনান' অনুচ্ছেদ, হা/১১৫৯-৬০)*। চার রাক'আত সুন্নাত এক সালামে ও দুই সালামে উভয় পদ্ধতিতে আদায় করা ছহীহ হাদীছ সম্মত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যোহরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত যার মাঝে কোন সালাম নেই' *(ছহীহুল জামে' হা/৮৮৫; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১১৩১)*। তবে দুই সালামে চার রাক'আত আদায় করাও জায়েয আছে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'রাতের এবং দিনের ছালাত দুই দুই রাক'আত করে' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/১১৫১; ছহীহুল জামে' হা/৩৮৩১, ৩৮৩২॥ দ্রঃ আত-তাহরীক জুলাই '৯৯ সংখ্যা ১১/১৬১।*

প্রশ্ন (২/১৪২)ঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বই-এর ৭ম পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে 'যোহর ও আছরের ছালাতে ইমাম ও মুক্তাদী সকলে সূরায়ে ফাতিহা সহ অন্য সূরা পড়বে এবং শেষের দু'রাক'আতে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করবে'। এখানে দলীল উল্লেখ করা হয়নি। তাই ছহীহ দলীল সহ উল্লেখের অনুরোধ রইল। সেই সাথে যদি মুক্তাদীগণ শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করেন তাহ'লে ছালাত হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সৈনিক মুহাম্মাদ যিয়াউল হক্ব সরকার
৪ সিগন্যাল ব্যাটালিয়ন
বগুড়া সেনানিবাস
বগুড়া।

উত্তরঃ অবশ্যই দলীল রয়েছে 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)'-এর ৬০ পৃষ্ঠায়। যোহর ও আছর ছালাতে ইমাম-মুক্তাদী সকলে সূরায়ে ফাতিহা সহ অন্য সূরা পড়বেন এবং শেষের দু'রাক'আতে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করবেন। আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, كَانَ النَّبِىُّ (ص) يَقْرَأُ فِىْ الظُّهْرِ فِىْ الأوْلَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ وَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ... وهكذافى العَصْرِ متفق عليه- 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যোহরের প্রথম দু'রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য দু'টি সূরা পড়তেন এবং শেষের দু'রাক'আতে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়তেন। কখনো কখনো আমরা আয়াত শুনতে পেতাম। তিনি প্রথম রাক'আতে এতটুক দীর্ঘ করতেন, যা দ্বিতীয় রাক'আতে করতেন না। অনুরূপ করতেন আছরে ও ফজরে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২৮ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ' নায়ল ৩/৭৬, ৪/২৪ পৃঃ)*। তবে শুধু সূরা ফাতিহা পড়লেও ছালাত হয়ে যাবে। কেননা হাদীছে আছে, 'যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ল না তার ছালাত হ'ল না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ হা/৮২২)*।

প্রশ্ন (৩/১৪৩)ঃ নগদ টাকা-পয়সা বা ব্যবসা-বাণিজ্য নেই। তবে জায়গা-জমি আছে। যা পরিবারের ভরণ-পোষণের চেয়েও বেশী। অতএব জমি বিক্রি করে হজ্জে যাওয়া যাবে কি?

-হাদীকুল ইসলাম
বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ টাকা-পয়সার ন্যায় জমিও সম্পদ। অতএব পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পত্তির অতিরিক্ত জমি বিক্রি করে হজ্জে যাওয়া বৈধ। আল্লাহ বলেন, 'আর আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করা মানুষের উপরে অবশ্য কর্তব্য, যাদের সে পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রয়েছে' *(আলে ইমরান ৯৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমাদের মধ্যে যার বায়তুল্লাহ পৌঁছার সামর্থ্য রয়েছে, তার প্রতি হজ্জ ফরয' *(মুসলিম, 'ঈমান' অধ্যায় পৃঃ ২৭-৩১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি হজ্জে যাওয়ার এরাদা করে, সে যেন জলদী তা সমাধা করে' *(ছহীহ আবুদাঊদ, হা/১৫২৪; মিশকাত হা/২৫২৩)*।

প্রশ্ন (৪/১৪৪)ঃ কুরবানীর বকরী ক্রয়ের কিছুদিন পর বকরীর পায়ের খুর বড় হওয়ায় খুঁড়িয়ে হাটে। এমতাবস্থায় পায়ের খুর কাটা যাবে কি? অথবা যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় কুরবানী জায়েয হবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আতাউর রহমান বিশ্বাস
সারাংপুর
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ পশুর চলাফেরা যদি কষ্ট মনে হয়, তবে পায়ের বর্ধিত খুর কাটা দোষণীয় নয়। তাছাড়া নিখুঁত পশু ক্রয়ের পর যদি নতুন করে খুঁৎ হয় বা পুরনো কোন দোষ বেরিয়ে আসে, তবে ঐ পশু দ্বারাই কুরবানী জায়েয হবে *(মির'আত ২/৩৬৩; ফিকহুস সুন্নাহ ১/৭৩৮ পৃঃ; বিস্তারিত দেখুনঃ মাসায়েলে কুরবানী পৃঃ ৬)*।

প্রশ্ন (৫/১৪৫)ঃ জনৈক প্রবাসী সজ্ঞানে ৩ জন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখে দেশে নিজ গৃহে অবস্থানরত স্বীয় স্ত্রীকে এক সাথে তিন তালাক বায়েন প্রদান করে এবং মহরও পরিশোধ করে দেয়। উক্ত তালাক বৈধ হবে কি?

-নযরুল ইসলাম

পোষ্ট বক্স নং- ৬৩৫৭
সালমানিয়া, কুয়েত।

উত্তরঃ এক মজলিসে তিন তালাক বায়েন কার্যকর হওয়ার কোন দলীল নেই। এক সাথে এক তুহরে শতাধিক তালাক প্রদান করলেও একটি মাত্র রাজঈ তালাকই কার্যকর হবে। নবী করীম (ছাঃ), হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতের প্রথম দুই বা তিন বছরের দীর্ঘ সময়কাল পর্যন্ত এক মজলিসে তিন তালাক প্রদানকে মাত্র একটি রাজঈ তালাক ধরা হ'ত *(মুসলিম ৪৭৮ পৃঃ হা/১৪৭২॥ দেওবন্দ ছাপাঃ ১৯৮৬ সাল, 'তিন তালাক' অনুচ্ছেদ)*। পরবর্তীতে হযরত ওমর (রাঃ) যে এক মজলিসে তিন তালাক প্রদানকে তিন তালাকই কার্যকর করেছিলেন এটা ছিল উদ্ভূত সমস্যার প্রেক্ষাপটে একটি সাময়িক ইজতেহাদী ও প্রশাসনিক ফরমান মাত্র। তালাকের আধিক্য বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি এই কঠোরতা আরোপ করেছিলেন। এই ইজতিহাদী ভুলের জন্য তিনি শেষ জীবনে দারুণভাবে অনুতপ্ত হন। কারণ এতে কোন ফায়েদা হয়নি *(ইবনুল ক্বাইয়িম, ইগাছাতুল লাহ্‌ফান ১/২৭৬-৭৭)*।

অতএব, এই সাময়িক রাষ্ট্রীয় ফরমান কখনোই কুরআন ও সুন্নাহ্‌র স্থায়ী বিধানকে বাতিল করতে পারে না। সুতরাং উপরের তালাকপ্রাপ্তা মহিলাকে তার স্বামী ইচ্ছা করলে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই সাধারণভাবে ফিরিয়ে নিতে পারবেন। আর যদি ইদ্দত অতিক্রম হয়ে যায়, তবে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে পারবেন। *-বিস্তারিত দেখুনঃ নভেম্বর '৯৭ সংখ্যা ৯/২২ নং প্রশ্নোত্তর।*

প্রশ্ন (৬/১৪৬)ঃ গর্ভবতী মহিলা (১০ মাসের গর্ভবতী) মারা গেলে সিজারের মাধ্যমে বাচ্চা খালাস করা যাবে কি?

-নিলুফার ইয়াসমীন
কামালের পাড়া
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ কোন গর্ভবতী মহিলা মারা গেলে তার পেটে জীবন্ত বাচ্চা আছে বলে নিশ্চিত হ'লে সিজারের মাধ্যমে বাচ্চা খালাস করা যাবে *(ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩০১; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১২৬ পৃঃ)*। অন্যথায় সিজার না করে দাফন করা শরীয়ত সম্মত।

প্রশ্ন (৭/১৪৭)ঃ যোহরের ফরয ছালাতের পর জনৈক মুফতী ছাহেব বললেন, ইমাম 'আল্লাহু আকবার'-এর 'বা' অক্ষরে এক আলিফ পরিমাণ টেনেছেন। সুতরাং আমাদের ছালাত হয় নাই। অতঃপর তিনি কতিপয় মুছল্লীকে নিয়ে পুনরায় ছালাত আদায় করেন। এক্ষণে প্রশ্ন- উপরোক্ত ত্রুটির কারণে কি আমাদের ছালাত হয়নি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুখতার হোসাইন
হাঁসমারী, কাছিকাটা
গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত সামান্য ত্রুটিজনিত কারণে ছালাত হয়নি বলা এবং পুনরায় ছালাত আদায় করা সম্পূর্ণ সুন্নাত বিরোধী কাজ। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'ইমামগণ যদি সঠিকভাবে ছালাত আদায় করেন তবে তা সবার জন্য। আর যদি ভুল করেন, তবে মুক্তাদীদের ছালাত হয়ে যাবে এবং ইমামগণের উপর ভুলের দায়-দায়িত্ব অর্পিত হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩ 'ইমামের উপর যা করণীয়' অনুচ্ছেদ)*। অন্য হাদীছে আছে, 'ইমাম হ'লেন যামিন। সুতরাং যদি তিনি ভালভাবে ছালাত আদায় করেন, তবে সে ছওয়াব তার ও মুক্তাদীগণের। আর যদি মন্দভাবে ছালাত আদায় করেন, তবে তা কেবল তারই প্রতিকূলে যাবে, মুক্তাদীর নয়' *(তিরমিযী, হাকেম, ছহীহুল জামে' আছ-ছাগীর হা/২৭৮৬)*। সুতরাং আল্লাহু আকবা-র বলে এক আলিফ টানলে এই ভুলের জন্য শুধু ইমাম দায়ী হবেন। তবে সকলের ছালাত আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্ন (৮/১৪৮)ঃ ফের্কাবন্দীর উৎপত্তি কখন থেকে? বিশেষ করে মাযহাবী ফের্কার উৎপত্তি কখন থেকে এবং এর পরিণতি কি? ছহীহ দলীলের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-এম,এস, রহমান
পইস্যাকা, নরসিংদী।

উত্তরঃ তৃতীয় খলীফা হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খিলাফতের শেষ দিকে বাহ্যিক মুসলমান ইহুদী সন্তান আব্দুল্লাহ বিন সাবা-এর কুটচক্রে মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম সাবাঈ ও ওছমানী দু'দলের সৃষ্টি হয় এবং বিদ্রোহী সাবাঈ দলের হাতে তৃতীয় খলীফা শাহাদত বরণ করেন। পরবর্তীকালে হযরত আলী (রাঃ) ও মু'আবিয়া (রাঃ)-এর মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে খারেজী ও শী'আ ফের্কার উৎপত্তি হয় ও পরে এটি মাযহাবী ফের্কায় রূপ নেয়। এরপরে তাক্বদীরকে অস্বীকারকারী ক্বাদারিয়া মতবাদ ও তার বিপরীত অদৃষ্টবাদী জাবরিয়া মতবাদের জন্ম হয়। দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রচলিত তাক্বলীদের উদ্ভব ঘটে এবং তা চতুর্থ শতাব্দী হিজরীতে গিয়ে বিভিন্ন মাযহাবী ফের্কায় রূপ নেয় *(দ্রঃ শাহ ওলিউল্লাহ, হুজ্জা-তুল্লাহিল বালিগাহ, 'চতুর্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বেকার লোকদের অবস্থা' শীর্ষক অধ্যায়)*। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) (৮০-১৫০ হিঃ), ইমাম মালেক (রহঃ) (৯৩-১৭৯), ইমাম শাফেঈ (রহঃ) (১৫০-২০৪), ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)(১৬৪-২৪১) প্রমুখ ইমামগণ এজন্য দায়ী ছিলেন না; বরং তারা সকলেই তাদের অনুসারীদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করতে বলে গেছেন *(শা'রানী, কিতাবুল মীযান ১/৭৩ পৃঃ)*।

ফের্কাবন্দীর পরিণতি খুবই ভয়াবহ। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'বনী ইসরাঈলরা ৭২ ফের্কায় বিভক্ত হয়েছিল; আর আমার উম্মত ৭৩ ফের্কায় বিভক্ত হবে। এদের একটি দল

ব্যতীত সকল ফের্কা জাহান্নামে যাবে। নবী (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল মুক্তিপ্রাপ্ত দল কোন্‌টি? তিনি বললেন, আমি ও আমার ছাহাবীগণ যে তরীকার উপরে রয়েছি, সেই তরীকার যারা অনুসারী হবে' *(আহমাদ, আবুদাউদ হা/১৭২ সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৯/১৪৯)ঃ আমার স্বামীকে 'টাই' ব্যবহার করতে নিষেধ করলে তিনি উত্তর দেন যে, এটি একটি পোষাক মাত্র। 'টাই' ব্যবহারে কোন দোষ নেই। অতএব টাই সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
আগড়াকুন্ডা
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ 'টাই' অমুসলিমদের পোষাক। বিশেষ করে খৃষ্টানদের একটি ধর্মীয় পোষাক। সুতরাং অমুসলিমদের ধর্মীয় পোষাক ইসলামী শরীয়তে নাজায়েয। নবী করীম (ছাঃ) 'আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ)-এর গায়ে দু'টি মোআছফার পোষাক (এক প্রকার লাল কাপড়) দেখে বলেছিলেন, নিশ্চয়ই এটি কাফেরদের পোষাকের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তুমি এ দু'টি পরিধান করবে না' *(মুসলিম হা/৪৩২৭ 'পোষাক' অধ্যায়)*। অন্য হাদীছে নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি কোন বিজাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে' *(আবুদাউদ 'পোষাক' অধ্যায়)*। কাফেরদের সাথে সাদৃশ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে ও বর্ণিত দলীলের আলোকে মুসলমানদের 'টাই' না পরা উচিৎ।

অপরদিকে 'টাই' পরা খৃষ্টানদের নিছক কালচার নয় বরং তারা একে 'ক্রুশ'-এর চিহ্ন হিসাবেও গলায় ঝুলিয়ে রাখে। অতএব একজন মুসলমানের জন্য টাই পরা কখনোই শোভনীয় হ'তে পারে না।

প্রশ্ন (১০/১৫০)ঃ খরগোশের গোশত খাওয়া জায়েয কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ দবীরুদ্দীন
গ্রাম+পোঃ ভূষণছড়া
থানা- বরকল, রাঙ্গামাটি।

উত্তরঃ খরগোশের গোশত খাওয়া জায়েয। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, 'মাররুয যাহরান' নামক স্থানে আমরা একটি খরগোশ ধাওয়া করলাম। সাথী লোকজন অনেক চেষ্টা করে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। অবশেষে আমি একে ধরে ফেললাম এবং আবু ত্বালহার নিকট নিয়ে গেলাম। তিনি সেটিকে যবেহ করলেন ও তার রান দু'টি কিংবা তার সামনের পা দু'টি নবী করীম (ছাঃ)-এর জন্য 'হাদিয়া' স্বরূপ পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তা গ্রহণ করলেন' *(বুখারী ২/৮৩০)*।

প্রশ্ন (১১/১৫১)ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা মধ্য শা'বানের রাত্রিতে নিম্ন আকাশে নেমে আসেন এবং কলব গোত্রের বকরীর পশমের চেয়েও বেশী সংখ্যক লোককে ক্ষমা করেন'। উক্ত হাদীছটিকে আপনারা যঈফ বলেছেন। হাদীছটি কিভাবে যঈফ হ'ল জানতে চাই।

-মাওলানা ছানাউল্লাহ
দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী
ডেমরা রোড, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছটি ইমাম তিরমিযী (রহঃ) যে সনদে বর্ণনা করেছেন তা হ'ল এই যে, আমার নিকট আহমাদ বিন মানী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমার নিকট ইয়াযীদ বিন হারূণ খবর দিয়েছেন, তিনি বলেন, আমার নিকট হাজ্জাজ বিন আরত্বাত বর্ণনা করেছেন, তিনি ইয়াহ্‌ইয়া বিন আবী কাছীরের নিকট থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। এই হাদীছ উদ্ধৃত করে ইমাম তিরমিযী (রহঃ) লিখেছেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এই হাদীছ আমরা এই সনদ সহকারে জানি, যার একজন রাবী হ'লেন হাজ্জাজ। আর আমি ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর নিকট শুনেছি যে, তিনি এই হাদীছকে যঈফ বলেছেন। তিনি বলেন, ইয়াহইয়া বিন আবী কাছীর উরওয়া থেকে শোনেননি। সেজন্যে ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, হাজ্জাজ ইয়াহইয়া বিন আবী কাছীর থেকে শোনেননি *(তিরমিযী, আবওয়াবুছ ছাওম নিছফে শা'বানের রাত্রির আলোচনা, যঈফ তিরমিযী হা/১১৯; বিস্তারিত দেখুন, সিলসিলা যঈফাহ হা/৪০৬; আলবানী-মিশকাত হা/১২৯৯-এর টীকা 'রামাযান মাসে রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

অর্থাৎ এই হাদীছ সনদের দিক থেকে দু'জায়গায় বিচ্ছিন্ন। এক- হাজ্জাজ ও ইয়াহইয়ার মধ্যে এবং দুই- ইয়াহ্‌ইয়া ও উরওয়ার মধ্যে। সেকারণ তাদের বর্ণনা বাদ পড়বে দলীলযোগ্য নয়। ইমাম তিরমিযী এই হাদীছ উদ্ধৃত করেছেন বটে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যঈফও বলেছেন *(বিস্তারিত দেখুনঃ সিলসিলা যাঈফা, ঐ)*।

প্রশ্ন (১২/১৫২)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত কি হজ্জের অন্তর্ভুক্ত? অনেক হজ্জ শিক্ষা বইয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত সম্পর্কে বহু হাদীছ লিখা আছে। যেমন مَنْ زَارَ قَبْرِيْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ ইত্যাদি। এ ধরনের ফযীলতের হাদীছগুলি কি ছহীহ না যঈফ? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ খায়রুযযামান
মোগলটুলী, ঢাকা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত করা হজ্জের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এ ধরনের আক্বীদা পোষণ করাও উচিৎ নয়। বরং কবর যিয়ারত করা মুস্তাহাব। কেউ ইচ্ছা করলে যিয়ারত করতে পারেন *(শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায, আত-তাহক্বীক্ব ওয়াল ঈযাহ লে কাছীরিম মিম মাসায়েলিল হাজ্জ ওয়াল ওমরাহ ওয়ায যিয়ারাহ ৮৮ পৃঃ)*। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ

(রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর যিয়ারত সম্পর্কিত সবগুলি হাদীছ জাল ও যঈফ *(ইবনে তায়মিয়াহ, মাজমু'আয়ে ফাতাওয়া ১/২৩৪; ঐ, তাহক্বীক্ব ও ইযাহ পৃঃ ৯০॥ বিস্তারিত দেখুনঃ সিলসিলা যাঈফা ১ম খণ্ড পৃঃ)*। প্রশ্নে বর্ণিত হাদীছটিও যঈফ *(দেখুন, সিলসিলা যাঈফাহ ১/৬৪ পৃঃ; যঈফুল জামে' আছ-ছাগীর ৫/২০২ পৃঃ, ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ১/২৩৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৩/১৫৩)ঃ মুক্তাদীর ছালাত আদায় করা অবস্থায় ইমাম যদি মুক্তাদীর দিকে মুখ করে বসে থাকেন, তবে মুক্তাদীর ছালাত হবে কি?

-মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম
সহকারী শিক্ষক
চন্দনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়
ডাকঘরঃ ঝগড়ারচর, জামালপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত অবস্থায় ছালাত হয়ে যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে সামনে রেখে ছালাত আদায় করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৭৯ 'ছালাত' অধ্যায়, 'সুতরা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১৪/১৫৪)ঃ বন্যাদুর্গত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত ধনী-গরীব সকলেই কি রিলিফ নিতে পারেন? দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রহমান
রাজপুর, কলারোয়া
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ বন্যাদুর্গত এলাকার কোন ধনী ব্যক্তি যদি রিলিফ গ্রহণের উপযুক্ত হন, তবে তিনি রিলিফ গ্রহণ করতে পারেন। এতে শরী'আতের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। কেননা বন্যা এমনই প্রাকৃতিক দুর্যোগ যে, এলাকার ধনবান ব্যক্তিটিও এই চরম দুর্দিনে হতাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়েন। বাড়ী-ঘর বিষয়-সম্পত্তি অথৈ পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় তাকেও পরিবার-পরিজন নিয়ে আশ্রয় শিবিরের শরণাপন্ন হ'তে হয়। এমত পরিস্থিতিতে তিনিও অন্যদের ন্যায় রিলিফ বা যে কোন ধরনের সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। যে ব্যক্তি তার কোন ভাইয়ের সাহায্যে এগিয়ে আসে, আল্লাহ তা'আলাও তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তা'আলাও ক্বিয়ামতের দিন তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/ ৪৯৫৮ 'আদব' অধ্যায়, সৃষ্টির প্রতি দয়া করা অনুচ্ছেদ)*। তবে যাদের সামর্থ্য আছে, তাদের পক্ষে কোনমতেই হাত পাতা জায়েয নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, উপরের হাত নীচের হাতের চাইতে উত্তম' ( )।

প্রশ্ন (১৫/১৫৫)ঃ জনৈক ব্যক্তি পুকুর পাড়ে বাথরুম করেছেন এবং এর পাইপ পুকুরের দিকে সংযোগ দিয়েছেন। পুকুরের বদ্ধ পানিতে এভাবে পেশাব-পায়খানার পাইপ সংযোগ দেওয়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ জয়নাল আবেদীন
সাং- গোড়খাই
দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ পুকুর পাড়ে টয়লেট নির্মাণ করে তার পাইপ পুকুরের বদ্ধ পানিতে সংযোগ দেওয়া শরী'আত সম্মত নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বদ্ধ পানিতে পেশাব করতে কঠোর ভাবে নিষেধ করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৭৪; মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৫, 'তাহারাত' অধ্যায়, 'পানির বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১৬/১৫৬)ঃ বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর বিবাহ সম্পাদনকারী জনৈক আলেম বরকে শোকরানা দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করতে বলেন এবং হাত তুলে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করেন। উক্ত বিষয়টি কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
গ্রাম- মেহেরচণ্ডি (চকপাড়া)
খড়খড়ি, বোয়ালিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ বিবাহের পর শোকরানা দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় সম্পর্কে কোন দলীল পাওয়া যায় না। বিবাহ পড়ানোর পর খুৎবা পাঠ ও বরকে দো'আ করার কথা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যেমন بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِى الْخَيْرِ (বা-রাকাল্লা-হু লাকা ওয়া বারাকা আলায়কুমা ওয়া জামা'আয় বায়নাকুমা ফিল খায়ের) *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৪৪৫ 'দো'আ' অধ্যায়, 'সময়ানুযায়ী পঠিত দো'আ' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ)*। সুতরাং এতদ্ব্যতীত যা করা হবে সবই বিদ'আত। বিবাহের পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এভাবে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেছেন বা অন্যকে করতে বলেছেন বলে জানা যায় না।

প্রশ্ন (১৭/১৫৭)ঃ সহো সিজদায় কুরআন তেলাওয়াতের সিজদার দো'আ পড়তে হবে, নাকি ছালাতের সিজদার দো'আ পড়তে হবে? আর ৪ রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে ১ম তাশাহহুদ পড়তে ভুলে গেলে কি করতে হবে?

-আব্দুস সাত্তার
দাউদপুর রোড
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ছালাতের সিজদায় যে দো'আ পড়তে হয় সহো সিজদাতেও ঐ দো'আ পড়তে হয়। অপরদিকে কুরআন তেলাওয়াতের সিজদার জন্য বিশেষ দো'আ রয়েছে। যা তেলাওয়াতের জন্যই নির্ধারিত। অন্য স্থানে এই দো'আ পড়ার হুকুম হাদীছে আসেনি। আর ৪ রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে ১ম দু'রাক'আত পর আত্তাহিইয়াতু পড়তে ভুলে

গেলে ৪ রাক'আত পড়ার পর সালাম ফিরানোর পূর্বে দু'টি সহো সিজদা দিতে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০১৭; 'ছালাত ভুল হওয়া' অনুচ্ছেদ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৮৩-৮৫)*।

প্রশ্ন (১৮/১৫৮)ঃ ১০ই মুহাররমে বিশেষ ধরনের খানাপিনার আয়োজন করা এবং দান-খয়রাত ও কবর যিয়ারত করা কি শরীয়ত সম্মত? ৯ ও ১০ বা ১০ ও ১১ই মুহাররমে ছিয়াম পালনের কি কোন দলীল আছে? দলীল উল্লেখ পূর্বক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-সইবুর রহমান
বন্দরটিলা
দক্ষিণ হালিশহর, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ মুহাররম মাসে আশূরার দু'টি ছিয়াম পালন ব্যতীত যা কিছু করা হয়, সবই বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। ৯ ও ১০ অথবা ১০ ও ১১ই মুহাররমে ছিয়াম পালন করার নির্দেশ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) দিয়েছেন। তিনি বলেন, صُوْمُوْا قَبْلَهُ يَوْمًا اَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا 'তোমরা ১০ই মুহাররমের আগে একদিন অথবা পরে একদিন শাহাদাতে হুসায়নের নিয়তে ছিয়াম পালন কর' *(আহমাদ, ৪র্থ খণ্ড, ২১ পৃঃ সনদ হাসান, হাশিয়া ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২০৯৫, ২/২৯০)*। তবে কারবালার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঐদিন ছিয়াম পালন করা শরী'আত বিগর্হিত কাজ। এইরূপ ছিয়ামের কোন ছওয়াব আশা করা যায় না। বরং বিদ'আতী আমলের কারণে পরকাল হারানোর সম্ভাবনাই বেশী *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০-৪১, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য যে, রামাযান মাসের ছিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আশূরার ছিয়াম পালন করতেন এবং ছাহাবীদেরকেও নির্দেশ দিতেন। রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার পরও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম আশূরার ছিয়াম পালন করতেন। সুতরাং মুহাররাম মাসে আশূরার দু'টি ছিয়ামই শরী'আতসম্মত ও ফযীলতপূর্ণ *(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, মিশকাত হা/২০৪৪, ২০৬৯-৭০)*। এতদ্ব্যতীত বিশেষ খানাপিনার আয়োজন করা দান-খয়রাত ও কবর যিয়ারত ইত্যাদি যাবতীয় কর্ম শরী'আত বিগর্হিত কাজ। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন! আমীন!!

প্রশ্ন (১৯/১৫৯)ঃ কুরবানীর পশু ডান কাতে শুয়ায়ে, না বাম কাতে শুয়ায়ে কিবলামুখী করে যবেহ করতে হবে? কোন কোন আলেম ডান কাতে শুয়ায়ে ক্বিবলামুখী করে যবেহ করা মুস্তাহাব বলেছেন। দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-ক্বারী মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন
গ্রাম- বরকামতা
চান্দিনা, কুমিল্লা।

উত্তরঃ কুরবানীর পশুকে ডান বা বাম কাতে শুয়ায়ে যবেহ করার প্রমাণে তেমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে রাসূল (ছাঃ) নিজ ডান পা দিয়ে পশুর ঘাড় চেপে ধরতেন এবং পশুর চোয়াল বাম হাত দ্বারা চেপে ধরে ধারালো ছুরি দিয়ে যবেহ করতেন *(নায়ল ৬/২৪৫-৪৬)*। এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পশুকে বাম কাতে শুয়াতেন। অতঃপর স্বীয় বাম হাত দ্বারা পশুর চোয়াল ধরতঃ ক্বিবলামুখী হয়ে ধারালো ছুরি দ্বারা ডান হাতে যবেহ করতেন। কেননা বাম হাতে চোয়াল ধরে ক্বিবলামুখী হয়ে ডান হাতে যবেহ করতে হ'লে পশুকে বাম কাতেই শুয়াতে হয় *(বিস্তারিত দেখুনঃ মাসায়েলে কুরবানী পৃঃ ৯)*। তাছাড়া বাম কাতে শুয়ায়ে যবেহ করা সহজ হয় *(সুবুলুস সালাম ৪/১৭৭; মির'আত ২/৩৫১)*।

প্রশ্ন (২০/১৬০)ঃ কেউ কারো মাধ্যমে সালাম পাঠালে তার উত্তর কিভাবে দিতে হবে?

-ওবায়দুল্লাহ
নওদাপাড়া মাদরাসা
রাজশাহী।

উত্তরঃ কেউ কারো মাধ্যমে সালাম দিয়ে পাঠালে তার উত্তর মাধ্যম ব্যক্তিকে এবং সালাম প্রেরণকারীকে অথবা শুধুমাত্র সালাম প্রেরণকারীকে দেওয়া যায়। রাসূল (ছাঃ) একদা মাধ্যম ব্যক্তি এবং সালাম প্রেরণকারী দু'জনকেই সালাম দেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৫৫ 'সালাম' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ)*। অতএব, عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ (আলায়কা ওয়া 'আলাই হিস সালামু) বলা যাবে। একদা নবী করীম (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে বলেন, জিবরাঈল (আঃ) তোমাকে সালাম প্রদান করেছেন। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ অর্থাৎ শুধুমাত্র জিবরাঈল (আঃ)-কে উত্তর দিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬১৮১; 'রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ, ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৯৯৬)*।

প্রশ্ন (২১/১৬১)ঃ পুনরায় উত্তর প্রাপ্তির আশায় বক্তাদের ২য় ও ৩য় বার সালাম প্রদান শরীয়ত সম্মত কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হাদী
নলছীয়া
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ আলী ইবনে আবী ত্বালেব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'চলন্ত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে একজনের সালাম প্রদান করাই যথেষ্ট এবং যারা বসে থাকবে তাদের পক্ষ থেকে একজনের উত্তর প্রদান করাই যথেষ্ট' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৪৮ 'সালাম' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান)*। তবে বক্তাগণ শ্রোতাগণও নেকীর উদ্দেশ্যে জবাব দিবেন। কারণ প্রতি সালামে দশটি করে নেকী হয় (আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৪৪)। উত্তর প্রাপ্তির আশা করায় যদি নেকীর উদ্দেশ্য থাকে, তাহ'লে তা মোটেই অন্যায় নয়। শ্রোতাদেরকে

লক্ষ্য করে তিনবার পর্যন্ত সালাম প্রদান করতে পারেন *(বুখারী, মিশকাত হা/২০৮ 'ইলম' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (২২/১৬২)ঃ সালামের পর মুছাফাহা করলে কোন নেকী আছে কি?

-মেছবাহুল ইসলাম
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ সালাম পর মুছাফাহা করলে তাদের পাপ ক্ষমা করা হয়। বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'দু'জন মুসলমান পরষ্পর মিলিত হয়ে সালাম প্রদানের পর মুছাফাহা করলে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের পাপ ক্ষমা করা হয়' *(ছহীহ তিরমিযী, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩০০৩; মিশকাত হা/৪৬৭৯, 'মুছাফাহা ও মু'আনাকা' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২৩/১৬৩)ঃ কোন হিন্দুভাই সালাম দিলে উত্তর দিতে হবে কি?

-আব্দুল্লাহ
বৃকুষ্টিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ কোন হিন্দুভাই মুসলমানকে সালাম দিলে শুধুমাত্র 'ওয়া 'আলায়কুম' বলে উত্তর দিতে হবে। আবু আব্দুর রহমান জোহানী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা ইহুদীদের সালাম প্রদান কর না। তবে তারা যদি তোমাদের সালাম প্রদান করে, তাহ'লে তোমরা শুধুমাত্র ওয়া 'আলায়কুম বল' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৯৯৯; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৩৭ 'সালাম' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২৪/১৬৪)ঃ পুরুষগণ মহিলাদেরকে সালাম দিতে পারে কি?

-আব্দুল আহাদ
বৃকুষ্টিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ পুরুষগণ মহিলাদেরকে সালাম দিতে পারেন। আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাদের পাশ দিয়ে যেতেন এবং আমাদেরকে সালাম দিতেন *(আহমাদ, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩০০১; মিশকাত হা/৪৬৪৭ হাদীছ ছহীহ 'সালাম' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২৫/১৬৫)ঃ জুম'আ ও ঈদের ছালাত একদিনে হ'লে জুম'আর ছালাত আদায় না করলে পাপ হবে কি?

-শমশের আলী
মল্লিকপুর
রহনপুর, নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ জুম'আ ও ঈদ একদিনে হ'লে ঈদের ছালাত আদায় করার পর জুম'আর ছালাত আদায় করা ইচ্ছাধীন বিষয়। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ঈদ ও জুম'আ একদিনে হ'লে তিনি সকলকে নিয়ে ঈদের ছালাত আদায় করতেন, অতঃপর বলতেন, জুম'আ পড়তে আসা আর না আসা তোমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১০৯১)*।

প্রশ্ন (২৬/১৬৬)ঃ মুকুল অবস্থায় কিংবা মুকুল আসার পূর্বে আম বাগান বিক্রি করা যায় কি?

-হাফীযুদ্দীন
নওদাপাড়া, সপুরা
রাজশাহী।

উত্তরঃ মুকুল অবস্থায় কিংবা মুকুল আসার পূর্বে কোন ফলের বাগান বিক্রি করা বৈধ নয়। জাবির (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ২/৩ কিংবা ততোধিক বছরের জন্য ফলের গাছ বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৩৬; নববী, মুসলিম ২/১০ পৃঃ; তিরমিযী তোহফাসহ হা/১৩২৭ ৪/৪১৫ পৃঃ)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফল পাকার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৩৯ 'যা ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২৭/১৬৭)ঃ যে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় হয় না। শুধুমাত্র জুম'আর ছালাত আদায় হয়, সে মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-এরশাদ আলী
সাং- খিরসিনটিকর পাড়া
রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।

উত্তরঃ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় না হ'লেও এমন মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায় করায় কোন দোষ নেই। তবে এলাকার মুসলিম জনগণের উপর যরূরী কর্তব্য যে, তারা যেন মসজিদের জন্য ইমাম ও মুয়াযযিন নির্ধারণ করেন। যদি এরূপ সম্ভব না হয়, তাহ'লে জনশূন্য এলাকায় মসজিদ রাখা যাবে না; বরং তা স্থানান্তর করতে হবে।

প্রশ্ন (২৮/১৬৮)ঃ ছহীহ হাদীছের আলোকে ঈদের ছালাতের সময় জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ফাতিমা
বি,এ (অনার্স)
আযীযুল হক কলেজ, বগুড়া।

উত্তরঃ সূর্য উদিত হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই ঈদের ছালাত আদায় করা সুন্নাত। আব্দুল্লাহ ইবনে বসর (রাঃ) একদা লোকেদের সাথে ঈদুল ফিতর কিংবা ঈদুল আযহার ছালাতে গেলেন এবং ইমামের দেরী করে ছালাত আদায় করাকে অপসন্দ করলেন। অতঃপর বললেন, নিশ্চয়ই আমরা এ সময়ে ছালাত আদায় শেষ করতাম। আর ছালাত আদায়ের সময় হচ্ছে সূর্য উদিত হওয়ার অল্প কিছুক্ষণ পর *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১০৯২; আহমাদ, আবুদাউদ ১/১৬১ পৃঃ 'ঈদগাহে বের হওয়ার সময়' অনুচ্ছেদ হাদীছ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (২৯/১৬৯)ঃ আমি পাখি শিকার করা ভালবাসি। অনেক সময় এমন পাখি শিকার করি, যা হালাল নয়। যেমন কাক, ঈগল ইত্যাদি। এগুলো শিকার করা জায়েয

হবে কি?

-আবু ত্বালেব
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ যেসব পাখি হালাল নয়, সে সব পাখি ক্ষতিকারক না হ'লে শিকার করা জায়েয নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) শুধুমাত্র ক্ষতিকারক পশু-পাখিকেই মারতে বলেছেন। যার মধ্যে ঈগল, বাজপাখি এবং এক ধরনের কাক রয়েছে। সাথে সাথে সকল প্রাণীর প্রতি দয়া পোষণ করা নেকীর কাজ বলে ঘোষণা করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯০২ 'যাকাত' অধ্যায়, ছাদাক্বার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩০/১৭০)ঃ ঘুষখোর ব্যক্তি মসজিদে দান করলে নেকী পাবে কি এবং ঘুষখোরের টাকার জিনিস মসজিদে লাগানো যাবে কি?

-মুকাররাম হোসায়েন
শুকদেবপুর
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ঘুষখোর ব্যক্তি তার ঘুষ মিশ্রিত টাকা মসজিদে দান করলে নেকী পাবে না এবং ঘুষ মিশ্রিত টাকার জিনিস মসজিদে লাগানোও যাবে না। কারণ মসজিদ একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য *(জিন ১৮)*। আর আল্লাহ তা'আলা অবৈধ সম্পদ কবুল করেন না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র। আল্লাহ তা'আলা একমাত্র পবিত্র বস্তুই কবুল করেন' *(মুসলিম, মিশকাত 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায় হা/২৭৫৯)*। তবে টাকা পবিত্র কি অপবিত্র সেটা বাছাই করার দায়িত্ব মূলতঃ দাতার।

প্রশ্ন (৩১/১৭১)ঃ মাযহাবপন্থীদের আনুগত্য করা যাবে কি? আমার পিতা হানাফী এবং মাতা আহলেহাদীছ। আমি কার আনুগত্য করব?

-ইসরাঈল
বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ পিতা নেকীর কাজের আদেশ করলে অবশ্যই তাঁর আনুগত্য করতে হবে। শিরক-বিদ'আতের আদেশ দিলে তা মান্য করা যাবে না *(লুকমান ১৫)*। সর্বোপরি পিতা হিসাবে তিনি সর্বাবস্থায় সন্তানের আনুগত্য পাবার হকদার। আপনি পিতা ও মাতা উভয়ের যেকোন নেক আদেশের আনুগত্য করবেন।

প্রশ্ন (৩২/১৭২)ঃ ক্বাযা ছালাত আদায়ের সময় ইক্বামত দিতে হবে কি? এবং মাগরিব, এশা ও ফজরের ছালাত দিনে আদায় করলে ক্বিরাআত জোরে করতে হবে কি?

-রুবেল, তরফসরতাজ
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ ক্বাযা ছালাত আদায়ের সময় ইক্বামত দিতে হবে এবং মাগরিব, এশা ও ফজরের ছালাত দিনে আদায় করলে ক্বিরাআত নীরবে করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) ক্বাযা ছালাতের ইক্বামত দেন এবং ক্বিরাআত নীরবে করেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৩)*।

প্রশ্ন (৩৩/১৭৩)ঃ কোন মুসলমান মারা গেলে গোসলের আগে ও পরে কুরআন পড়া এবং মৃত ব্যক্তির নামে ৭ দিন পর ও ৪০ দিন পর কুরআন পড়া যাবে কি?

-হেলালুদ্দীন
মুর্দ্দবলাইল
সারিয়াকান্দী, বগুড়া।

উত্তরঃ কোন মুসলমান মৃত্যুবরণ করলে গোসলের আগে ও পরে কুরআন তিলাওয়াত করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'এরূপ আমল ইসলামী বিধান নয়' *(মাজমূ'আ ফাতাওয়া ২৪/৩০০, ৪/৩৪২; যাদুল মা'আদ ১/৫২৭; নায়লুল আওত্বার ৪/৯২ পৃঃ)*। ৭ ও ৪০ দিন পর তথা প্রচলিত কুলখানি ও চল্লিশা এবং কুরআন পড়ার অনুষ্ঠান রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে ছিল না। অতএব এগুলো শরী'আত বিগর্হিত কাজ। যা বর্জনীয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০; বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১১৯-১৩১)*।

প্রশ্ন (৩৪/১৭৪)ঃ বাচ্চা জন্মের পর সাত দিনের পূর্বে মারা গেলে ঐ বাচ্চার আক্বীক্বা দিতে হবে কি?

-আব্দুল বারী
হাজীটোলা, দেবীনগর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ বাচ্চা জন্মের সাতদিনের পূর্বে মারা গেলে তার আক্বীক্বা দিতে হবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাচ্চার জন্মের সপ্তম দিনে আক্বীক্বা নির্ধারণ করেছেন *(আহমাদ, তিরমিযী, আবূদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪১৫৩ 'আক্বীকা' অনুচ্ছেদ হাদীছ ছহীহ; ছহীহ ইবনু মাজাহ, আক্বীক্বা অধ্যায়, হা/২৫৮০)*। ইমাম শাওকানী বলেন, সাতদিনের পূর্বে বাচ্চা মারা গেলে তার আক্বীক্বা দিতে হবে না *(নায়লুল আওত্বার ৬/২৬১)*।

প্রশ্ন (৩৫/১৭৫)ঃ আমার ৫০ হাযার টাকা ঋণ আছে। পরিশোধের কোন ব্যবস্থা নেই। এমতাবস্থায় আমি মারা গেলে আমার কি হবে? 'শহীদ হ'লে ঋণ ব্যতীত সমস্ত পাপ মাফ হয়ে যায়' এ হাদীছটি কি ছহীহ?

-আমীনুল ইসলাম
বুবুরহাট, নরসিংদী।

উত্তরঃ এরূপ ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধের আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। সম্ভব না হ'লে ঋণদাতার নিকট ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। ঋণ পরিশোধ ব্যতীত মৃত্যুবরণ করলে হাশরের মাঠে নিজস্ব নেকী দিয়ে ঋণের দাবী পূরণ করতে হবে। নেকী শেষ হয়ে গেলে ঋণদাতার পাপ গ্রহণ করতে হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১২৬ 'আদব' অধ্যায় 'যুলম' অনুচ্ছেদ)*। আল্লাহ্‌র রাস্তায় শহীদ হ'লে ঋণ ব্যতীত সমস্ত পাপ মাফ হয়ে যায়' হাদীছটি ছহীহ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০৬ 'জিহাদ' অধ্যায়)*।

৪র্থ বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা
মার্চ ২০০১

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/১৭৬)ঃ আমাদের এখানে বাগুড় বাজার জামে মসজিদের সামনে দীর্ঘদিন থেকে তিনটি কবর ছিল। মসজিদে মুছল্লী সংকুলান না হওয়ায় পূর্ব দিকে মসজিদ সম্প্রসারণ করা হয়। কিন্তু কবর তিনটি স্থানান্তরিত না করে কবরের উপরেই পাকা করে কাতার করা হয়। এখন সেখানে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় হচ্ছে। এভাবে কবরের উপরে ছালাত আদায় জায়েয হবে কি?

-আব্দুল মতীন
গ্রামঃ বরকামতা, পোঃ চান্দিনা
কুমিল্লা।

উত্তরঃ কবর পাকা করা, চুনকাম করা, কবরে বসা, সেখানে ছালাত আদায় করা জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন 'তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা তাদের নবী ও নেককার ব্যক্তিদের কবরগুলিকে মসজিদে পরিণত করেছিল। সাবধান! তোমরা যেন তা কর না। আমি তোমাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭১৩ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবর যিয়ারতকারিনী মহিলা, কবরে ছালাত আদায়কারী (ও কবরে বাতি দানকারী) ব্যক্তির উপর লা'নত করেছেন *(নাসাঈ, আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৭৪০)*। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ বলেন, 'কবরে আলোকসজ্জা করা এবং সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা হারাম। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ বিদ্বানগণের মধ্যে কোন মতভেদ আছে বলে আমার জানা নেই' *(আলবানী, তাহযীরুস সাজেদ পৃঃ ৪৫)*।

উপরোল্লেখিত ছহীহ দলীল সমূহের আলোকে বলা যায় যে, মসজিদের ভিতরে কবর রাখা যাবে না। প্রশ্নে উল্লেখিত মসজিদের কবরগুলি দ্রুত স্থানান্তরিত করতে হবে। অর্থাৎ কবর খুঁড়ে প্রাপ্ত হাড়-হাড্ডিকে অন্যত্র দাফন করতে হবে। অন্যথায় সেখানে ছালাত হবে না। উল্লেখ্য যে, শারঈ ওযর বশতঃ যরূরী কারণে কবর পুনঃখনন, লাশ উত্তোলন ও স্থানান্তর করণ জায়েয আছে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১২৬)*।

প্রশ্ন (২/১৭৭)ঃ 'আল্লাহ' ও 'মুহাম্মাদ' শব্দ দু'টি পাশাপাশি লেখা যাবে কি? অনেক যানবাহন, মসজিদ ও ক্যালেণ্ডারে محمد الله। লেখা দেখা যায়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ কামালুদ্দীন
পলাশবাড়ী, নীলফামারী।

উত্তরঃ الله। ও محمد শব্দ দু'টি পাশাপাশি লেখা শিরকের পর্যায়ভুক্ত। এর দ্বারা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ও তাঁর বান্দা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে পাশাপাশি রেখে সমভাবে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। যা নিঃসন্দেহে শিরক। অনেক গাড়ীর সামনে 'আল্লাহ' ও 'খাজা গরীব নেওয়ায' লেখা দেখা যায়। এটি আরও জঘন্য শিরক। এমনকি শুধু 'আল্লাহ' শব্দও লেখা ঠিক নয়। কেননা এর ফলে আল্লাহ্‌র অদৃশ্য সত্তার প্রতি আকর্ষণ কমে গিয়ে দৃশ্যমান শব্দটির প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতকে সাবধান করে বলেছেন, 'তোমরা আমাকে নিয়ে অধিক বাড়াবাড়ি করো না। নাছারাগণ যেমন ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি আল্লাহ্‌র একজন বান্দা মাত্র। অতএব তোমরা বল 'আব্দুল্লাহি ওয়া রাসূলুহূ' 'আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৮৯৭)*। অতএব শুধু 'আল্লাহ' ও 'মুহাম্মাদ' শব্দ দু'টিকে বিশেষ সম্মানের উদ্দেশ্যে কোন দর্শনীয় স্থানে লেখা বা লিখে টাঙিয়ে রাখা যাবে না।

প্রশ্ন (৩/১৭৮)ঃ ছালাত পরিত্যাগকারীরা কি সত্যিকার অর্থে জাহান্নামী? একটি চটি বইয়ে দেখলাম ছালাত পরিত্যাগকারী কাফির। এর সত্যতা জানতে চাই।

-সাইফুদ্দীন
ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত পরিত্যাগকারীকে হাদীছে 'কাফের' বলা হয়েছে *(তিরমিযী হা/২৬২৩; নাসাঈ ১/২৩১ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/১০৭৯; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০৯১)*। তবে তারা কালেমায়ে শাহাদাতকে অস্বীকারকারী কাফেরদের ন্যায় চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। বরং খালেছ অন্তরে কালেমায় বিশ্বাসী হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শাফা'আতের ফলে শেষ পর্যায়ে তারা মুক্তি পাবে বলে আশা করা যায় *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৫৭৩-৭৪; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১৯)*।

প্রশ্ন (৪/১৭৯)ঃ ইমাম হুসায়েন (রাঃ)-এর শাহাদাত কখন কোন প্রেক্ষিতে হয়েছিল। সঠিক তথ্য জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ছাবেত আলী
বর্ষাপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ হুসায়েন (রাঃ)-এর হাতে খেলাফতের বায়'আত গ্রহণের উদ্দেশ্যে ইরাকের কূফা বাসীগণ তাঁকে সেখানে

আসার আহ্বান জানায়। বয়োজ্যেষ্ঠ ছাহাবীগণ হুসায়েন (রাঃ)-কে কূফায় না যাওয়ার এবং কূফা বাসীদের উপর কোনরূপ আস্থা না রাখার পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি তাদের পরামর্শ উপেক্ষা করে কূফায় গমন করলে ৬১ হিজরীর ১০ই মুহাররম তারিখে সেখানে মর্মান্তিকভাবে শাহাদাত বরণ করেন *(ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৮/১৭২-৭৩)*।

উল্লেখ্য যে, হুসায়েন (রাঃ)-এর মর্যাদাকে নবীদের কাছাকাছি পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য শী'আরা তাঁকে 'ইমাম' হিসাবে অভিহিত করে থাকে ও তাঁর নামের শেষে 'আলায়হিস সালাম' বা সংক্ষেপে (আঃ) লিখে থাকে। তাদের মতে ইমামগণ নবীদের ন্যায় নিষ্পাপ বা মা'ছূম। এই আক্বীদা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। অতএব তাঁর নামের আগে 'ইমাম' ও শেষে (আঃ) লেখা ঠিক নয় *(দ্রঃ আত-তাহরীক, প্রবন্ধঃ আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয় মে' ৯৮)*।

প্রশ্ন (৫/১৮০)ঃ কোন মুসলিম ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে অথবা সন্ত্রাসীদের কবল থেকে রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলে এর প্রতিদান কি হবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আহসান হাবীব
মৌগাছী, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ মুসলমানদেরকে পারস্পরিক সম্মান রক্ষা ও যালেমের হাত থেকে রক্ষা করা অপরিহার্য। এতে মহা পুরস্কারের কথা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মান রক্ষার্থে প্রতিবাদ করল, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার চেহারা থেকে আগুনকে দূরে সরিয়ে নিবেন। অর্থাৎ তাকে জাহান্নাম থেকে যুহ ছা-লেহীন রক্ষা করবেন' *(তিরমিযী, হাদীছ হাসান; রিয়ায হা/১৫২৮)*। অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসলিম ভাইয়ের জান-মাল-ইযযত রক্ষার্থে নিহত ব্যক্তি শহীদ-এর মর্যাদা পাবেন বলে উল্লেখ করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, রিয়ায অধ্যায় ২৩৫, হা/১৩৫৪, ১৩৫৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যত্র বলেন, وَاللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ। 'আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ বান্দার সাহায্যে থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪ 'ইল্‌ম' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৬/১৮১)ঃ গীবত বা পরনিন্দার শারঈ হুকুম কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মেছবাহুল ইসলাম
বড়িয়াহাট, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ গীবত বা পরনিন্দা সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। আল্লাহ বলেন, 'দুর্ভোগ ঐসব লোকদের জন্য, যারা সম্মুখে ও পশ্চাতে পরনিন্দা করে' *(হুমাযাহ ১)*। হযরত হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'গীবতকারী বা চোগলখোর ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৩)*। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ছহীহ হাদীছেও গীবতকারীর ভয়াবহ পরিণতি বর্ণিত হয়েছে *(মুসলিম, রিয়াযুছ ছা-লেহীন হা/১৫২৩ 'গীবত ও জিহ্বার হেফাযত' অধ্যায়, মিশকাত হা/৪৮২৮; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, রিয়ায হা/১৫১২, মিশকাত হা/৬; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৮)*।

প্রশ্ন (৭/১৮২)ঃ সূদী ব্যাংকে জমাকৃত টাকার লভ্যাংশ গরীবদের মাঝে বন্টন করা যাবে কি?

- সাঈদুল ইসলাম
শঠিবাড়ী, রংপুর।

উত্তরঃ প্রথমতঃ সূদী ব্যাংকে টাকা জমা করা শরী'আত সম্মত নয়। কেননা আল্লাহপাক ব্যবসাকে হালাল ও সূদকে হারাম করেছেন *(বাক্বারাহ ২৭৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদ গ্রহীতা সূদদাতা, সূদ-এর লেখক ও স্বাক্ষীদ্বয়-এর প্রতি লা'নত করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭)*। তবে সূদের টাকা হস্তগত হ'লে তা গরীবদের মাঝে বন্টন ও জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা যায়। যদিও এতে পরকালে কোন নেকী পাওয়ার আশা করা যাবে না। কেননা আল্লাহ পাক হারাম মালের ছাদাক্বা কবুল করেন না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩০১; আহমাদ, মিশকাত হা/২৭৭১)*।

প্রশ্ন (৮/১৮৩)ঃ আমার স্বামী জমির দলীল ব্যাংকে জমা রেখে 'সিসি' নামক ঋণ গ্রহণ করেছেন। আমার অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি এ সূদভিত্তিক ঋণ পরিত্যাগ করেননি। এমতাবস্থায় এ সূদের টাকার খাবার ও পোষাক পরে ইবাদত করলে ইবাদত কবুল হবে কি?

- বেদানা
বামুন্দী, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ সূদভিত্তিক সম্পদ হারাম। আর হারাম ভক্ষণ করে ইবাদত করলে ইবাদত কবুল হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র ব্যতীত কবুল করেন না *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*। তবে নারীরা সাধারণতঃ পুরুষদের অধীনে থাকেন। তাদের দায়িত্ব হ'ল স্বামীদেরকে দ্বীনের বিষয়ে সহযোগিতা করা এবং বৈধ উপার্জনে উৎসাহিত করা। অতএব সাধ্যমত হারাম পরিত্যাগের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে ও আল্লাহ্‌র নিকটে তাওফীক কামনা করতে হবে।

প্রশ্ন (৯/১৮৪)ঃ জনৈক ব্যক্তি তার সন্তানের জন্মের ৭ দিন পর তার স্ত্রীকে দুই তালাক প্রদান করে। ইতিমধ্যে প্রায় আড়াই বৎসর অতিবাহিত হয়ে যায়। কিন্তু এখন সে তার স্ত্রীকে ফেরত নিতে চায়। শরী'আতের দৃষ্টিতে সে তার স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারে কি?

- মেছবাহুল ইসলাম
বড়িয়াহাট, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ স্বামী তার স্ত্রীকে দুই তুহরে দুই তালাক প্রদানের পর ফেরত নিতে পারে। আল্লাহপাক দুই তালাক পর্যন্ত স্ত্রী ফেরত নেওয়ার সুযোগ রেখেছেন *(বাক্বারাহ ২২৯)*। তবে তিন তুহরে তিন তালাক প্রদান করলে এ সুযোগ বন্ধ হয়ে যায় *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইরওয়া হা/২০৮০)*। এক বা দুই তালাক দেওয়ার পরে তিন ঋতুর মধ্যে স্ত্রী ফেরত নিলে নতুন বিবাহের প্রয়োজন নেই। কিন্তু ইদ্দত পার হয়ে গেলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী ফেরত নিতে পারবে *(বাক্বারাহ ২৩২)*। উল্লেখ্য যে, একই তুহরে একাধিক তালাক দিলে তা এক তালাকে রাজ'ঈ হিসাবে গণ্য হয় এবং ইদ্দত কালের মধ্যে রাজ'আতের মাধ্যমে এক ইদ্দত শেষ হ'লে নূতন বিবাহের মাধ্যমে স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে *(মুসলিম, হা/১৪৭২-৭৩; দ্রঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত তালাক ও তাহলীল পৃঃ ৩৮-৪০)*।

প্রশ্ন (১০/১৮৫)ঃ পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে জানার জন্য মনীষীদের লেখা বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পড়া যাবে কি?

-শওকত আলী
সাতক্ষীরা সরকারী কলেজ

উত্তরঃ ইসলাম সর্বশেষ ও পূর্ণাগ জীবন বিধান হিসাবে বিশ্ব মানবতার কল্যাণের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে নাযিল হয়েছে। ইসলাম আসার পরে বিগত সকল ধর্মের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। অতএব পিছনের কোন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করা উচিত নয়। তাছাড়া এর দ্বারা আক্বীদায় দুর্বলতা আসাও বিচিত্র নয়। ওমর ফারূক (রাঃ) একবার রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মুখে তাওরাৎ খুলে পড়তে শুরু করেন। এতে তিনি ভীষণ রাগান্বিত হন ও আল্লাহ্‌র কসম খেয়ে বলেন, যদি আজ মূসা (আঃ)-এরও আবির্ভাব ঘটতো, আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তার অনুসরণ করতে, তাহ'লে অবশ্যই তোমরা সোজা পথ হ'তে বিচ্যুত হ'তে। যদি তিনি আজ জীবিত থাকতেন ও আমার নবুঅত পেতেন, তাহ'লে অবশ্যই তিনি আমার ইত্তেবা করতেন' *(দারেমী, বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, হাদীছ হাসান, মিশকাত হা/১৭৭, ১৯৪)*।

প্রশ্ন (১১/১৮৬)ঃ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মিসওয়াক দ্বারা মিসওয়াক করতে পারবে কি?

- ডাঃ মামূন
গোড়দহ, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মিসওয়াক দ্বারা মিসওয়াক করতে পারে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) মিসওয়াক করে ধৌত করার জন্য মিসওয়াকটি আমাকে দিতেন। আমি তখন ঐ মিসওয়াক দ্বারা মিসওয়াক করতাম। অতঃপর ধৌত করে রেখে দিতাম' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৮৪ 'তাহারৎ' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১২/১৮৭)ঃ যে সব পুরুষ ও নারী বয়স বেশী হওয়ার কারণে ছিয়াম পালন করতে পারেন না, তাদের করণীয় কি?

- মিছবাহুল ইসলাম
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ যে সব পুরুষ ও নারী বয়স বেশী হওয়ার কারণে ছিয়াম পালন করতে সক্ষম নন অথবা এমন রোগী যার সুস্থতার তেমন আশা নেই, তাদের পক্ষ থেকে প্রতিদিন একজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে ব্যক্তি ছিয়াম পালন করতে সক্ষম নয়, সে মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে' (বাক্বারাহ ১৮৪)। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, অত্র আয়াতটি ঐ সব বয়স্ক পুরুষ ও নারীর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, যারা ছিয়াম পালন করতে সক্ষম নয়। তারা প্রত্যেক দিন একজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে *(বুখারী, হাইয়াতু কেবারিল উলামা ১/৪২২)*। আনাস (রাঃ) গোস্ত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ জন মিসকীন খাইয়েছিলেন *(ফাৎহুলবারী ৮/২৮; তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২২১)*।

প্রশ্ন (১৩/১৮৮)ঃ হায়েয বন্ধ করে ছিয়াম পালন করা যায় কি?

- ফাতেমা
মাষ্টারপাড়া
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা মেয়েদের জন্য 'হায়েয' অপরিহার্য করে দিয়েছেন *(বুখারী ১/৪৩ পৃঃ)* এবং উক্ত অবস্থাকে 'অশুচি' বলেছেন *(বাক্বারাহ ২২২)*। নাপাকীর দিনগুলিতে ছিয়াম ছেড়ে দিয়ে অন্য দিনে ছিয়াম পালন করাই সুন্নাত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুলূগুল মারাম হা/৬৪৪, 'হায়েয' অনুচ্ছেদ)*। তবে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে ডাক্তারের পরামর্শে শারীরিক কোন ক্ষতি না হ'লে এবং বাচ্চা ধারণ ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত না হ'লে চিকিৎসার মাধ্যমে সাময়িকভাবে 'হায়েয' প্রতিরোধ করে ছিয়াম পালন করা যায় *(বিস্তারিত দেখুনঃ হাইয়াতু কেবারিল উলামা ৪৪৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৪/১৮৯)ঃ আছরের জামা'আতের সাথে যোহরের ক্বাযা ছালাত আদায় করা যাবে কি?

- ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ শাহজাহান
পোষ্ট বক্স নং ২৬৭৩০
মানামা, বাহরায়েন।

উত্তরঃ আছরের জামা'আতের সাথে যোহরের ক্বাযা ছালাত আদায় করা যাবে না। কোন ব্যক্তির যোহরের ছালাত ক্বাযা থাকলে, আর এ অবস্থায় আছরের জামা'আত শুরু হ'লে তাকে প্রথমে জামা'আতে আছরের ছালাত আদায় করতে হবে। অতঃপর যোহরের ক্বাযা ছালাত আদায় করবে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন কোন ফরয ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হয়, তখন ফরয ছালাত ব্যতীত অন্য কোন ছালাত নেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৮)*। আলোচ্য হাদীছে ঐ ফরয ছালাতকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে ফরয ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হ'ল। অতএব আছরের জামা'আতের সাথে যোহরের ফরয ছালাতের নিয়ত করা শরী'আত সম্মত নয়।

প্রশ্ন (১৫/১৯০)ঃ এক বছর বয়সে মামীর দুধ পান করলে বড় হয়ে ঐ মামীর মেয়েকে বিবাহ করা যাবে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

- শাহীন প্রধান
বগুড়া।

উত্তরঃ উক্ত মামাতো বোনকে বিবাহ করা যাবে না। কেননা সে তার দুধ বোন হয়েছে। আর দুধ বোনকে বিবাহ করা হারাম *(নিসা ২৩)*। দুধ পানের সময়সীমা পূর্ণ দু'বছর *(বাক্বারাহ ২৩৩)*। দু'বছর বয়সের মধ্যে কেউ দুধ পান করলে রাযা'আত সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ উক্ত মহিলা তার 'দুধ মা' হবেন। অতএব প্রশ্নে উল্লেখিত বিবাহ করা যাবে না।

প্রশ্ন (১৬/১৯১)ঃ মাসিক অবস্থায় স্ত্রীদের পৃথক বিছানায় রাখা শরী'আত সম্মত কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
ডেমরা, ঢাকা।

উত্তরঃ স্বামী-স্ত্রী সর্বদা একত্রে বসবাস করবে, এটাই সুন্নাত। মাসিক অবস্থায় স্ত্রীকে পৃথক করা ইহুদীদের কাজ। আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, ইহুদীদের কোন স্ত্রী লোকের যখন মাসিক হ'ত, তখন স্বামীরা তাদের সাথে একত্রে খাওয়া-দাওয়া করত না, একত্রে থাকত না। এ বিষয়ে ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহপাক সূরা বাক্বারাহর ২২২ নং আয়াত নাযিল করেন। যেখানে মাসিক অবস্থায় শুধু সহবাস নিষেধ করা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস ব্যতীত সবকিছু করতে পার' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৫)*। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমার মাসিক অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার কোলে মাথা রেখে কুরআন তেলাওয়াত করতেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৮)*। অতএব, মাসিক অবস্থায় স্ত্রীদের বিছানা পৃথক করা শরী'আত সমর্থিত নয়। তবে সীমা লংঘনের ভয় থাকলে পৃথক থাকায় দোষ নেই।

প্রশ্ন (১৭/১৯২)ঃ খাওয়ার সময় সালাম দেওয়া যাবে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

- আশরাফ আলী
বালীজুড়ী, জামালপুর।

উত্তরঃ যেকোন অবস্থায় সালাম প্রদান করা যায়। এমনকি ছালাতরত অবস্থাতেও সালাম দেওয়া এবং ইশারা করে তার উত্তর দেওয়ার কথা ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং খাওয়ার সময় যে সালাম দেওয়া যাবে, একথা বলার অপেক্ষাই রাখে না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখনই তোমরা কোন মুসলিম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করবে সে যে অবস্থায় থাকুক তাকে সালাম প্রদান করবে' *(মুসলিম ২/২১৩ পৃঃ)*' অন্যত্র বর্ণিত আছে, 'একজন মুসলিম অপর মুসলিম ভাইয়ের নিকট থেকে যেকোন অবস্থায় সালাম পাওয়ার অধিকার রাখে' *(মুসলিম, ঐ)*।

অতএব পেশাব ও পায়খানা ব্যতীত অন্য সকল অবস্থায় সালামের উত্তর প্রদানে শারঈ কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (১৮/১৯৩)ঃ জনৈক আলেম খুব জোরালোভাবে ফৎওয়া প্রদান করেছেন যে, এক মুঠ পরিমাণ দাড়ি রাখা সুন্নাত। এর অতিরিক্ত রাখা হারাম। তার কথার সত্যতা জানতে চাই।

- সেকান্দার আলী
সোনাবাড়িয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ দাড়ি রাখা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত, যা ফরযের কাছাকাছি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ কর। দাড়ি পূর্ণরূপে রাখ এবং গোঁফ ছোট করে ছাঁট' *(বুখারী ২/৮৭৫ পৃঃ)*। অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'গোঁফ ছাঁটা ও দাড়ি পূর্ণরূপে রাখা ইসলামের স্বভাবভুক্ত বিষয়। অগ্নিপূজকরা তাদের গোঁফ পূর্ণরূপে রাখে এবং দাড়ি ছোট করে ও কেউ চেছে ফেলে। সুতরাং তোমরা তাদের বিরুদ্ধ পন্থা অবলম্বন কর। তোমরা তোমাদের গোঁফ ছাঁটো এবং দাড়ি পূর্ণরূপে ছেড়ে দাও' *(বুখারী, ফৎহ সহ ১০/৩৬২, 'লিবাস' অধ্যায় অনুচ্ছেদ নং ৬৪, ৬৫, হা/৫৮৯২-৯৩)*।

স্বাভাবিক অবস্থায় দাড়ি মুণ্ডনের কোন প্রমাণ নেই। এক মুঠের অধিক দাড়ি কর্তন করার যে বর্ণনা এসেছে, তা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ও আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-এর নিজস্ব আমল হিসাবে, হজ্জ ও ওমরার সময় মাথা মুণ্ডনের সাথে

সম্পর্কিত। অন্য সময় তাঁরা এরূপ করেছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। জাবির (রাঃ) বলেন, হজ্জ ও ওমরাহ ব্যতীত অন্য সময় আমরা দাড়ি পূর্ণরূপে ছেড়ে রাখতাম *(আবুদাঊদ, সনদ হাসান; ঐ)*।

বুখারীর ভাষ্যকার কিরমানী বলেন, সম্ভবতঃ ইবনু ওমর (রাঃ) হজ্জের সময় মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করার কুরআনী হুকুমকে *(ফাৎহ ২৭)* একত্রিতভাবে আমল করতে গিয়ে হজ্জের সময় মাথা মুণ্ডন ও দাড়ি ছোট করতেন' *(ফাৎহুল বারী ১০/৩৬২)*।

প্রশ্ন (১৯/১৯৪)ঃ মহিলারা মহিলা ইমামের ইমামতীতে ফরয ছালাতসমূহ আদায় করবে, না পৃথকভাবে একাকী পড়বে। জানিয়ে বাধিত করবেন।

- শুকরানা সুলতানা
দাওনাবাদ, নাটোর।

উত্তরঃ মহিলাগণ মহিলা ইমামের ইমামতীতে জামা'আতবদ্ধ ভাবে ফরয ছালাতসমূহ আদায় করতে পারেন। আবার একাকীও পড়তে পারেন। রায়েত্বা আল-হানাফিইয়াহ বলেন যে, আয়েশা (রাঃ) ফরয ছালাত সমূহে মহিলাদের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে ইমামতী করতেন *(বায়হাক্বী ৩/১৩১ পৃঃ হাদীছ ছহীহ)*। উম্মে ওয়ারাক্বাহ বিনতে আব্দুল্লাহ আনছারিইয়াহ (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ) রামাযান মাসে তার বাটীস্থ সকলের জন্য ছালাত সমূহের জামা'আতের ইমামতী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন *(আবুদাঊদ)*। ইবনু খুযায়মা একে 'ছহীহ' বলেছেন *(শাওকানী, আস-সায়লুল জারার (বৈরুতঃ ছাপা, তাবি) ১/২৫১; ঐ, নায়লুল আওত্বার (কায়রোঃ ছাপা ১৯৭৮ ৪/৬৩)*।

প্রশ্ন (২০/১৯৫)ঃ বৃহত্তর রংপুর ও কুষ্টিয়া সহ দেশের অনেক যেলাতে তামাকের ব্যাপক চাষাবাদ করা হয়। শরী'আতের দৃষ্টিতে তামাকের চাষাবাদ করা কি জায়েয?

- শাব্বীর আহমাদ
আগড়াকুণ্ডা
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ তামাক হ'তে সিগারেট, বিড়িসহ বিভিন্ন রকমের মাদক দ্রব্য তৈরী করা হয়, যাকে শরী'আতে স্পষ্টভাবে হারাম বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে দ্রব্যই মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে, তাই মাদকতা' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৬৩৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক মাদক দ্রব্যই হারাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮-৩৯)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে 'যে জিনিষের অধিক পরিমাণ নেশাগ্রস্ত করে তার কম পরিমাণও হারাম' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৬৪৫)*।

উপরোল্লেখিত দলীল সমূহ প্রমাণ করে যে, তামাক হ'তে যে সব মাদক দ্রব্য তৈরি করা হয়, সেগুলির কমবেশী সবই হারাম। সুতরাং এই হারাম জিনিসের উৎস হিসাবে তামাক, গাঁজা ইত্যাদির উৎপাদন নিঃসন্দেহে হারাম। অতএব তামাকের চাষাবাদ পরিহার করা একান্তভাবেই যরূরী।

প্রশ্ন (২১/১৯৬)ঃ যোহর ও আছর ছালাতের মধ্যবর্তী সময়ে এবং আছর ও মাগরিব ছালাতের মধ্যবর্তী সময়ে ঘুমানো জায়েয কি-না? দিনের বেলায় ঘুমানোর ইচ্ছা করলে কি দো'আ পড়তে হবে?

- আরীফ হোসাইন
হাতেম খাঁ, রাজশাহী-৬০০০।

উত্তরঃ ছালাতের সময় ব্যতীত মানুষ প্রয়োজনে যেকোন সময় ঘুমাতে পারে। ঘুমন্ত অবস্থায় যদি ছালাত ক্বাযা হয়ে যায়, তাহ'লে ঘুম ভাঙ্গা মাত্রই ছালাত আদায় করে নিবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬০৩)*।

ঘুমানোর সময় যে দো'আ বর্ণিত তা সবসময় প্রযোজ্য।

দো'আটি হচ্ছে- اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা বিসমিকা আমূতু ওয়া আহইয়া।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তোমার নামে মৃত্যুবরণ করলাম (ঘুমালাম) এবং তোমার নাম নিয়ে জীবিত (জাগ্রত) হব' *(বুখারী, মিশকাত হা/২৩৮২)*।

প্রশ্ন (২২/১৯৭)ঃ ছিয়াম অবস্থায় কারু যদি বমি হয়, তাহ'লে ছিয়াম হবে কি?

- আছীরুদ্দীন
গয়নাকুড়ী, বগুড়া।

উত্তরঃ ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ছিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে এবং তদস্থলে একটি ছিয়াম পালন করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমন হ'লে ছিয়াম নষ্ট হবে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি কারু অনিচ্ছায় বমন হয়, তাহ'লে তাকে ক্বাযা করতে হবে না। আর যদি ইচ্ছা করে বমন করে, তাহ'লে তদস্থলে ক্বাযা ছিয়াম আদায় করতে হবে' *(আহমাদ, বুলূগুল মারাম হা/৬৫৫)*।

প্রশ্ন (২৩/১৯৮)ঃ মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার সময় কুরআনের আয়াত 'মিনহা খালাক্বনাকুম...' দাফনের দো'আ হিসাবে পড়া যাবে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

- মুশাররফ হোসাইন
দরগাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার সময় সূরা ত্বা-হার ৫৫ নং আয়াত 'মিনহা খালাক্বনা-কুম...' পড়ার প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে বর্ণিত বায়হাক্বী ও মুস্তাদরাকে হাকেম-এর হাদীছটি 'যঈফ' *(নায়লুল আওত্বার 'জানায়েয' অধ্যায় ৫/৯৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৪/১৯৯)ঃ বার বার ছগীরা (ছোট) গোনাহ করলে সেটি ছগীরাহ থেকে যায়, না কবীরা গোনাহে পরিণত

হয়? আমলনামায় কি ছোট-বড় সব ধরনের গোনাহ লেখা থাকবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

- আব্দুর শুকুর
সেনেরগাতী, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ছগীরা গোনাহ বারবার করলে তা কাবীরা গোনাহে পরিণত হয়ে যায়। হযরত ওমর ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, لاَكَبِيْرَةَ مَعَ اسْتِغْفَارٍ وَلاَ صَغِيْرَةَ مِنْ إِصْرَارٍ 'ইস্তেগফার করলে কাবীরা গোনাহ থাকে না। আর বারবার করলে তা আর ছগীরা গোনাহ থাকে না' *(মুসলিম, নববী সহ 'ঈমান' অধ্যায় ১/৬৫ পৃঃ)*। মানুষ হাশরের ময়দানে নিজের ছোট-বড় সব গোনাহ তার সামনে উপস্থিত দেখতে পাবে *(কাহফ ৪৯)*। সুতরাং মানুষের আমলনামায় বালুকণার ন্যায় ছগীরা ও কবীরা সব ধরনের গোনাহ লেখা থাকবে।

প্রশ্ন (২৫/২০০)ঃ ছিয়াম অবস্থায় স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়াম নষ্ট হবে কি?

- আব্দুল হাদী
নলছিটি, সাঘাটা
গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ছিয়াম অবস্থায় স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়াম নষ্ট হবে না। কারণ এটা মানুষের আয়ত্বের বাইরে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপর এমন দায়িত্ব ন্যস্ত করেন না, যা মানুষের সাধ্যাতীত *(বাক্বারাহ ২৮৫)*। রাসূল (ছাঃ) অপবিত্র অবস্থায় প্রভাত করতেন এবং গোসল করে ছিয়াম পালন করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০০১ 'ছিয়াম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৬/২০১) বর্তমানে কিছু আলেম বলছেন, যারা ছালাত আদায় না করে মারা যাবে, তাদের ছালাতে জানাযা তারাই পড়াবে, যারা ছালাত আদায় করে না। একথা কি সত্য?

-ছদরুল ইসলাম
মেলান্দী, গোছা, রাজশাহী।

উত্তরঃ এ কথা ঠিক নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) কোন ঋণগ্রস্থ ও আত্মহত্যাকারীর জানাযা নিজে পড়াতেন না; ছাহাবীদেরকে পড়তে বলতেন *(ছহীহ নাছাঈ হা/১৮৫১, ১৮৫৬)*। অতএব বর্তমানে কোন ইমাম বা কোন পরহেযগার ব্যক্তি (সতর্ক করার জন্য) নিজে কোন অপরাধী ব্যক্তির ছালাত আদায় না করে অন্যের দ্বারা পড়াতে পারেন।

প্রশ্নঃ (২৭/২০২) ইস্তিসক্বার ছালাত আদায়ের সময় ঈদায়নের ছালাতের ন্যায় ১২ তাকবীর দিতে হবে কি?

-মুহসিন
নামোশংকর বাটি
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ইস্তিসক্বার ছালাতে ঈদায়নের ছালাতের ন্যায় ১২ তাকবীর দিতে হবে না। বরং সাধারণ ছালাতের ন্যায় দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে ও দো'আ করবে। ইস্তিসক্বার ছালাতে ১২ তাকবীরের প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ইস্তিসক্বার ছালাতে ১২ তাকবীর সম্পর্কে একটি হাদীছ সংকলন করেছেন। কিন্তু হাদীছটি 'যঈফ' *(ইরওয়া হা/৬৬৬)*।

প্রশ্নঃ (২৮/২০৩) 'স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর বেহেশ্ত' একথার প্রমাণে কি কোন হাদীছ বর্ণিত হয়েছে? থাকলে হাদীছের কোন্ কিতাবে আছে জানালে উপকৃত হব।

-শাকিল আহমাদ
লালগোলা বাজার
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ 'স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর বেহেশ্ত'- একথার প্রমাণে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে স্বামীর আনুগত্যে ও তার সন্তুষ্টিতে স্ত্রী জান্নাত লাভ করতে পারে, এর প্রমাণে একাধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন- উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কোন নারী তার স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মৃত্যুবরণ করলে সে জান্নাতে যাবে' *(তিরমিযী, মিশকাত পৃঃ ২৮১ সনদ হাসান)*। তবে পিতা-মাতার পায়ের নিকটে জান্নাত রয়েছে এ মর্মে হাদীছ রয়েছে *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৯৩৯ সনদ 'জাইয়িদ')*।

প্রশ্ন (২৯/২০৪)ঃ মাদরাসায় দানকৃত সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-কোবাদ মাষ্টার
খয়েরসূতী, পাবনা।

উত্তরঃ মাদরাসায় দানকৃত সম্পত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে। কারণ দ্বীনী মাদরাসা ও মসজিদ উভয়টিই আল্লাহ্র জন্য নির্মিত হয়েছে। তবে যেহেতু মসজিদ নিঃস্বার্থভাবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র জন্য হয়ে থাকে। সেকারণ মাদরাসা কমিটির পক্ষ থেকে বিশেষভাবে মসজিদের জন্য ওয়াক্বফ হওয়া ভাল। আল্লাহ বলেন, 'মসজিদ সমূহ আল্লাহ্র জন্য। তোমরা আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে আহবান করোনা' *(জ্বিন ১৮)*।

প্রশ্ন (৩০/২০৫)ঃ আমরা যারা প্রবাসী, আমাদেরকে দীর্ঘদিন স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে হয়। আমার প্রশ্ন, একজন বিবাহিত পুরুষ কতদিন তার স্ত্রী হ'তে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে?

- আব্দুল্লাহ
পোঃ বক্স নং ২৯১৮৭
আবুধাবী।

উত্তরঃ উল্লেখিত বিষয়ে শরী'আতে কোন সীমা নির্ধারিত নেই। স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতিতে যতদিন ইচ্ছা বিচ্ছিন্ন থাকা যায়। ছাহাবীগণ যুদ্ধের জন্য দীর্ঘদিন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৮)*। ওমর

(রাঃ) নিখোঁজ স্বামীদের নারীদেরকে চার বছর অপেক্ষা করতে বলতেন *(মুহাল্লা ৯/৩১৬ পৃঃ)*। তিনি সৈন্যদেরকে ছয় মাস পরে স্ব স্ব কর্মস্থল থেকে বাড়ীতে আসার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেখানে যাওয়া-আসা দু'মাস ও বাড়ীতে অবস্থান চার মাসকাল নির্ধারিত হয় *(আল-ফিক্বহুল ইসলামী পৃঃ ৩৩০)*। এ থেকে বুঝা যায় যে, সাধারণ অবস্থায় ছয় মাসের অধিক সময় স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা উচিত নয়।

প্রশ্ন (৩১/২০৬)ঃ সূরা সিজদার ৯নং আয়াতে হযরত আদম (আঃ)-এর প্রতি রূহ সঞ্চারের যে কথা বর্ণিত হয়েছে তা কি আদম (আঃ)-এর দেহে ছিল, না ভ্রুণের মধ্যে ছিল? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শাহজাহান
নকলা
শেরপুর, বগুড়া।

উত্তরঃ বর্ণিত আয়াতে আদম (আঃ)-এর প্রতি যে রূহ সঞ্চারের কথা বলা হয়েছে, তা আদম (আঃ)-এর দেহে ছিল, ভ্রুণে নয় *(তাফসীরে কুরতুবী/সাজদাহ ৯; যুবদাতুত তাফসীর ৫৪৫ পৃঃ; তাফসীরে জালালাইন ৩৪৯ পৃঃ)*। কেউ কেউ ভ্রুণের কথাও বলেছেন। তবে প্রথম অভিমতটিই সঠিক ও গ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন (৩২/২০৭)ঃ মেয়েদের প্রতি কুদৃষ্টি এড়ানোর কোন উপায় আছে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
সৈয়দপুর, নীলফামারী।

উত্তরঃ মেয়েদের প্রতি কুদৃষ্টি এড়ানোর কিছু পদ্ধতি কুরআন-হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য অধিক পবিত্রতা রয়েছে' *(নূর ৩০)*। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে মেয়েদের প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি আমাকে চক্ষু ফিরিয়ে নেওয়ার আদেশ করেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০৪)*। জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'নারী শয়তানের রূপে আসে এবং শয়তানের রূপে যায়। তোমাদের কারু নিকটে যখন কোন নারী ভাল লাগে এবং সে তার অন্তরে প্রবেশ করে, তখন সে যেন আপন স্ত্রীর নিকটে গমন করে... এটা তার অন্তরে যা আছে, তা দূর করে দিবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০৫)*।

প্রকাশ থাকে যে, এ ধরনের পাপ থেকে বাঁচার জন্য এ দো'আটি পড়া বাঞ্ছনীয়।-

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াত তুক্বা ওয়াল 'আফা-ফা ওয়াল গেনা' *(মুসলিম হা/২৪৮৪)*।

প্রশ্ন (৩৩/২০৮)ঃ ঈদের ছালাত শেষে পরস্পরে কোলাকুলি করা যায় কি?

- হেলালুদ্দীন
পাকুড়িয়া, মহিষকুন্ডি বাজার
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ ঈদের ছালাত শেষে কোলাকুলি করার কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায়নি। তবে আগন্তুক ব্যক্তির সাথে কোলাকুলি করা যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ পরস্পর সাক্ষাতে মুছাফাহা করতেন, আর সফর থেকে আসলে কোলাকুলি করতেন *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব, বায়হাক্বী; সিলসিলা ছাহীহাহ ১/২৫২ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৪/২০৯)ঃ ব্যাঙ মারা এবং এর দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ করা জায়েয কি?

- জালালুদ্দীন
জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ব্যাঙ মারা এবং ব্যাঙ দ্বারা চিকিৎসা গ্রহণ জায়েয নয়। আব্দুর রহমান ইবনে ওছমান (রাঃ) বলেন, জনৈক ডাক্তার ব্যাঙ দিয়ে ঔষধ তৈরি করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি ব্যাঙ মারতে নিষেধ করেন' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৪৫)*।

প্রশ্ন (৩৫/২১০)ঃ কবর স্থানান্তর না করে কবরের উপরে মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে, এমন মসজিদে ছালাত আদায় জায়েয হবে কি?

-খোদাবখ্শ
চর প্রতাপপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
পাবনা।

উত্তরঃ কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ এবং ঐ মসজিদে ছালাত আদায় জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা কবরের উপর বসোনা এবং কবরের দিকে ফিরে ও কবরের উপরে ছালাত আদায় কর না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৮; ফৎহুল বারী 'মুশরিকদের কবর খনন' অধ্যায় ১/৬২৪ পৃঃ)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত সম্পূর্ণ পৃথিবী ছালাতের স্থান' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৭৩৭)*। তবে কবর স্থানান্তর করে মসজিদ বহাল রাখা যাবে *(বুখারী ফৎহ সহ হা/১৩৫১-৫২; ৩/২৫৪)*।

৪র্থ বর্ষ
৭ম সংখ্যা
এপ্রিল ২০০১

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/২১১)ঃ আমি একটি স্বর্ণের চেইন কুড়িয়ে পেয়েছি। ছয় মাস হ'ল প্রচার করছি। কিন্তু সঠিক মালিক না পাওয়ায় চেইনটি হস্তান্তর করতে পারছি না। এক্ষণে আমার করণীয় কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাযহারুল ইসলাম
গ্রাম ও পোঃ উল্লাপাড়া
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ কোন হারানো বস্তু কুড়িয়ে পেলে এক বছর পর্যন্ত প্রচার করতে হয়। অতঃপর মালিকের সন্ধান না পেলে উক্ত বস্তু আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান অথবা প্রাপক নিজে গ্রহণ করতে পারে। যায়েদ বিন খালেদ (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে হারানো বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এর থলে ও মুখবন্ধন চিনে লও। অতঃপর এক বছর তা প্রচার কর। যদি মালিক আসে তবে ভাল। অন্যথায় তোমার ইচ্ছা। অর্থাৎ দানও করতে পার অথবা নিজে খেতেও পার *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৩৩ 'লুক্বাত্বা' অধ্যায়)*।

অতএব প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তিকে আরো ছয় মাস প্রচার কার্য চালিয়ে যেতে হবে। এর মধ্যে মালিক পাওয়া গেলে হস্তান্তর করতে হবে। অন্যথা তার ইচ্ছাধীন।

প্রশ্ন (২/২১২)ঃ মাসিক আত-তাহরীক নভেম্বর '৯৯ সংখ্যার ৩৪ পৃষ্ঠায় পায়খানা থেকে বের হওয়ার দো'আ শুধু "غفرانك" (গুফরা-নাকা) বর্ণনা করা হয়েছে।

কিন্তু বাংলা মিশকাত ২য় খণ্ডের ৩৪৫ নং হাদীছে الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى (আল-হামদু লিল্লা-হিল্লাযী আযহাবা 'আন্নিল আযা ওয়া 'আফা-নী) বর্ণিত হয়েছে। তবে কি মিশকাতে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয
ফার্মেসী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ 'গুফরা-নাকা' বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ। তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও দারেমী হাদীছটি বর্ণনা করেছেন *(মিশকাত হা/৩৫৯ 'পায়খানা ও পেশাবের আদব' অনুচ্ছেদ)*। পক্ষান্তরে 'আল-হামদুলিল্লা-হিল্লাযী... ওয়া 'আফা-নী' বর্ণিত হাদীছটি যঈফ। যা ইবনু মাজাহ বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীছে ইসমাঈল বিন মুসলিম আল-মাক্কী নামে জনৈক বর্ণনাকারী রয়েছেন, যিনি সর্বসম্মতিক্রমে যঈফ *(আলবানী, মিশকাত হা/৩৭৪-এর টীকা-২ দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (৩/২১৩)ঃ যে মীলাদ অনুষ্ঠানে রাসূল (ছাঃ)-এর সম্মানে না দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করা হয় এবং কুরআন ও হাদীছ থেকে আলোচনা করা হয়, ঐ ধরনের মীলাদ জায়েয হবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মনছুর রহমান
চানপাড়া, গাজীপুর।

উত্তরঃ 'মীলাদ' ইসলামের চার চারটি স্বর্ণ যুগের বহু পরে ধর্মের নামে আবিষ্কৃত একটি নিছক বিদ'আতী অনুষ্ঠান মাত্র। উজ্জ্বল শরীয়তে যার কোন দৃষ্টান্ত নেই। চাই সে মীলাদ দাঁড়িয়ে করা হোক বা বসে করা হোক। সর্বাবস্থায়ই এই বিদ'আতী অনুষ্ঠান পরিত্যাজ্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আমার শরীয়তে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা এর অন্তর্ভুক্ত নয়, তবে তা পরিত্যাজ্য' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)।

প্রশ্ন (৪/২১৪)ঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বইয়ের ৩৬ পৃষ্ঠায় জুম'আর ছালাতের পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব বলা হয়েছে। কিন্তু বুখারী শরীফের ৮৩৪ ও ৮৩৫ নং হাদীছে দেখলাম জুম'আর দিন প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কের জন্য গোসল করা ওয়াজিব বা কর্তব্য। বক্তব্য পরস্পর বিরোধী। এর সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মোবারক আলী
রাণীনগর, রাজশাহী।

উত্তরঃ জুম'আর ছালাতের পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব। ইরাকবাসীগণ হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জুম'আর দিন গোসল করা ওয়াজিব কি-না জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ওয়াজিব নয়। তবে গোসল করা ভাল। কেউ গোসল না করলে তার জন্য গোসল ওয়াজিব হবে না' *(আবুদাঊদ হা/৩৭৯ সনদ হাসান; মিশকাত হা/৫৪৪ 'মাসনূন গোসল' অনুচ্ছেদ)*। বুখারীর শর্তানুযায়ী ইমাম যাহাবী ও হাকেম এটাকে ছহীহ বলেছেন এবং ইমাম নববী ও ইবনু হাজার আসক্বালানী এটাকে হাসান বলেছেন। আর এটিই সঠিক *(আলবানী, মিশকাত উক্ত হাদীছের টীকা-২ দ্রঃ)*।

হাদীছ বিশারদগণ উভয় হাদীছের সমাধান করেছেন এভাবে যে, ইমাম বুখারী বর্ণিত হাদীছটি ইসলামের প্রথম যুগের জন্য প্রযোজ্য যখন মানুষ ৭ দিন পর একবার গোসল করত। পরবর্তীতে হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর হাদীছ দ্বারা এটি মানুষের ইচ্ছাধীন করা হয়েছে। সুতরাং জুম'আর দিন গোসল করা ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব।

প্রশ্ন (৫/২১৫)ঃ আমি যে সমাজে বাস করি সে সমাজে ছালাতের পাবন্দী নেই। পর্দা একেবারেই নেই। এমতাবস্থায় আমি উক্ত সমাজভুক্ত থাকতে চাইনা। আমি

কি সমাজ ত্যাগ করতে পারি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আযহার আলী
নখোপাড়া
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহপাক যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণকে স্ব স্ব জাতির নিকটে রিসালাতের মহান দায়িত্বসহ প্রেরণ করেছিলেন। তাঁরা আজীবন তাঁদের কওমকে দ্বীনের পথে দা'ওয়াত দিয়েছেন। তাঁদের দা'ওয়াতে কম সংখ্যক লোকই সাড়া দিয়েছিল। তাঁদেরকে বরং নানাভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে আগুনে পুড়িয়ে মারার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছিল। হযরত মূসা (আঃ)-কে দেশ থেকে তাড়ানো হয়েছিল। হযরত ঈসা (আঃ)-কে তাঁর কওমের লোকেদের ষড়যন্ত্রের কারণে আল্লাহপাক আসমানে উঠিয়ে নেন। কিন্তু তাঁদের কেহই প্রশ্নে বর্ণিত কারণে দেশ ত্যাগ করেননি। বরং শত প্রতিকূলতা উপেক্ষা করেই দা'ওয়াতী কাজ চালিয়েছেন। হযরত নূহ (আঃ) প্রায় সাড়ে নয় শত বছর স্বীয় জাতিকে আল্লাহ্‌র পথে দা'ওয়াত দিলেও অল্প কয়েকজন ব্যতীত কেহই তাঁর দা'ওয়াতে সাড়া দেয়নি। অবশেষে তিনি বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তো আমার কওমকে দিবা-রাত্রি দা'ওয়াত দিয়ে চলেছি, কিন্তু আমার দা'ওয়াত কেবল তাদের পলায়ণ প্রবণতাকেই বৃদ্ধি করেছে। আমি যখনই তাদেরকে আহ্বান করেছি, যেন আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন, তখনই তারা নিজেদের কর্ণে অঙ্গুলি প্রবিষ্ট করেছে, বস্ত্রাবৃত করেছে, যিদ ধরেছে এবং অতিশয় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে' (*নূহ ৫-৭*)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সম্বোধন করে আল্লাহপাক বলেন, 'অতএব আপনি উপদেশ প্রদান করুন! আপনিতো একজন উপদেশদাতা মাত্র। আপনি তাদের শাসক নন' (গাশিয়াহ ২১,২২)।

অতএব প্রশ্নে বর্ণিত কারণে সমাজ ত্যাগ করা ঠিক হবে না। বরং সমাজভুক্ত থেকেই দা'ওয়াতী কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তবে তাদেরকে সৎ পথে আহ্বান জানাতে গিয়ে প্রতিরোধের মুখে সমাজে টিকতে না পারলে অন্যত্র হিজরত করা যাবে। যেমনটি করেছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম।

প্রশ্ন (৬/২১৬)ঃ ওযূ-র পর সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ালে ওযূ নষ্ট হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হুমায়ূন কবীর
গ্রামঃ সুলতানগঞ্জ ঘাট
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত কারণে ওযূ নষ্ট হবে না। কেননা ওযূ ভঙ্গের যে সমস্ত কারণ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানো এর অন্তর্ভুক্ত নয়। ওযূ ভঙ্গের প্রধান কারণ হচ্ছে, পেশাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে দেহ থেকে কোন কিছু নির্গত হওয়া। বিভিন্ন ছহীহ হাদীছের আলোকে প্রমাণিত যে, এটিই হ'ল ওযূ ভঙ্গের প্রধান কারণ। পেটের গণ্ডগোল, ঘুম, যৌন উত্তেজনা ইত্যাদি কারণের প্রেক্ষিতে যদি কেউ সন্দেহে পতিত হয় যে, ওযূ টুটে গেছে, তাহ'লে পুনরায় ওযূ করবে। আর যদি কোন শব্দ, গন্ধ বা চিহ্ন না পান এবং নিজের ওযূর ব্যাপারে নিশ্চিত থাকেন তাহ'লে পুনরায় ওযূর প্রয়োজন নেই। ইস্তেহাযা ব্যতীত কম হৌক বা বেশী হৌক অন্য কোন রক্ত প্রবাহের কারণে ওযূ ভঙ্গ হওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই (আলবানী, মিশকাত হা/৩৩৩-এর টীকা 'কোন বস্তু ওযূ ওয়াজিব করে' অনুচ্ছেদ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৩৪)।

প্রশ্ন (৭/২১৭)ঃ শৈশবকালে আমি কোন এক বাড়ীতে থাকাবস্থায় বেশ কিছু টাকা চুরি করেছিলাম। এক্ষণে সেই চুরির অপরাধের জন্য আমার করণীয় কি হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তরঃ চুরির কথা নিশ্চিত মনে থাকলে সেই টাকা মালিককে ফেরত দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া উচিত। কেননা বান্দার হক্ব আল্লাহ মার্জনা করবেন না। বান্দার নিকটেই মাফ নিতে হবে (*বুখারী, মিশকাত হা/৫১২৬ 'যুলুম' অনুচ্ছেদ*)। আল্লাহ বলেন, وَأَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا 'তোমরা যথাস্থানে আমানত পৌঁছে দাও' (*নিসা ৫৯*)।

প্রশ্ন (৮/২১৮)ঃ কালেমা কয়টি? আমাদের উপর কয়টি কালেমা ফরয করা হয়েছে? এর মধ্যে কয়টি কালেমা জানতে হবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ যিয়াউল হক সরকার
রেডিও কোম্পানী
৪ সিগন্যাল ব্যাটালিয়ন, বগুড়া সেনানিবাস
বগুড়া।

উত্তরঃ কালেমার মূলতঃ কোন প্রকার নেই এবং বিশেষ কোন কালেমা আমাদের উপর ফরযও করা হয়নি। একই কালেমা বিভিন্ন শব্দে হাদীছের গ্রন্থগুলিতে বর্ণিত হয়েছে। ভারতবর্ষের বিদ্বানগণ ঐ শব্দগুলির বিভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য করে কালেমার বিভিন্ন নামকরণ করেছেন। যেমন কালেমায়ে ত্বাইয়েবা, শাহাদত, তাওহীদ ও তামজীদ ইত্যাদি। এটি সম্পূর্ণ ইজতিহাদী বিষয়। মুসলমান হিসাবে আমাদের সবকটি কালেমা জানাই উচিত। তবে বিশেষভাবে যে কালেমায় তাওহীদ ও রিসালাতে সাক্ষ্য রয়েছে সেটি মুখস্থ করা আবশ্যক। যা হাদীছে জিবরীল দ্বারা প্রমাণিত হয়। আর সেটি হ'ল- أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ (আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ)। অর্থঃ 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রতিপালক নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূল' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২, ১২ 'ঈমান' অধ্যায়)।

প্রশ্ন (৯/২১৯)ঃ বাংলা মিশকাতের ২য় খণ্ডের ৩৫৯ নং হাদীছে পড়লাম 'যে ছালাতের জন্য মিসওয়াক করা হয় তার ফযীলত ঐ ছালাতের উপর সত্তর গুণ বেশী, যার জন্য মিসওয়াক করা হয় না' (বায়হাক্বী)। হাদীছটিতে যে ফযীলতের কথা বলা হয়েছে তা কি সঠিক?

দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ বায়েযীদ ওমর দরদাহ
ফার্মেসী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ মিসওয়াকের গুরুত্ব সম্পর্কে একাধিক ছহীহ হাদীছ থাকলেও প্রশ্নে বর্ণিত ৭০ গুণ ফযীলত সম্বলিত হাদীছটি যঈফ। আলোচ্য হাদীছটির সনদে একাধিক ত্রুটি রয়েছে। যেমন মুহাম্মাদ বিন ইসহাক্ব ইবনু শিহাব হ'তে হাদীছটি শুনেনি। তাছাড়া মু'আবিয়া বিন ইয়াহইয়া আবু ছুদাফী যুহরী হ'তে উক্ত হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, সেটিও শক্তিশালী নয়। অন্য বর্ণনায় উরওয়াহ আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন এটিও যঈফ। সুতরাং সবগুলি সূত্র ত্রুটিযুক্ত হওয়ায় মুহাদ্দিছগণ হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন। *-বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ মুসনাদ আহমাদ ৬/২৭২ পৃঃ; হাকেম ১/১৪৬ পৃঃ; তারগীব ১/১০২ পৃঃ; বায়হাক্বী ১/৩৮ পৃঃ; মিশকাত হা/৩৮৭ 'মিসওয়াক' অনুচ্ছেদ।* তবে মিসওয়াক করার জন্য আল্লাহ্‌র রাসূল তাঁর উম্মতকে উৎসাহ প্রদান করেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের উপর কষ্টকর মনে না করলে আমি তাদেরকে প্রতি ছালাতে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৭৬)।*

প্রশ্ন (১০/২২০)ঃ 'ইজতেমা' অর্থ কি? রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর তাবলীগী ইজতেমা ও ঢাকার তুরাগ নদীর তীরে অনুষ্ঠিত 'বিশ্ব ইজতিমা'র মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নূর আলী
পোঃ বক্স নং ৩১৬
ওনাইযাহ, সঊদী আরব।

উত্তরঃ 'ইজতেমা' অর্থ সমাবেশ, বৈঠক, একত্রিকরণ ইত্যাদি। 'তাবলীগী ইজতেমা' অর্থ দা'ওয়াতী সমাবেশ। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' প্রতিবছর রাজশাহীর নওদাপাড়ায় 'তাবলীগী ইজতেমা'র আয়োজন করে থাকে। অহিভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার নিমিত্তেই আয়োজন করা হয় এই বিশাল সমাবেশের। এই ইজতেমায় শুরু থেকে শেষ অবধি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকেই বক্তব্য পেশ করা হয়ে থাকে। বক্তব্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উদ্ধৃতিও পেশ করা হয়। যেন শ্রোতাগণের হৃদয়ে বিষয়টি বদ্ধমূল হয় এবং আল্লাহ প্রেরিত অহি অনুযায়ী নিজেদের আমলী যিন্দেগী সমৃদ্ধ করতে পারেন। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র আল্লাহ প্রেরিত 'অহি' আলোকে পরিচালনার উদাত্ত আহ্বান জানানো হয় এই তাবলীগী ইজতেমায়। আহ্বান জানানো হয়, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের একটিমাত্র প্লাটফরমে সমবেত হয়ে বৃহত্তর মুসলিম ঐক্য গঠনের।

পক্ষান্তরে ঢাকার তুরাগ নদীর তীরে অনুষ্ঠিত হয় 'বিশ্ব ইজতেমা'। দেশ-বিদেশের অনেক ওলামায়ে কেরাম উক্ত ইজতেমায় সমবেত হ'লেও পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসরণের আহ্বান জানাতে তারা কুণ্ঠাবোধ করে থাকেন। এতদ্ব্যতীত উক্ত ইজতেমায় তাদের রচিত 'তাবলীগী নেছাব' বই-এর আলোকে অধিকাংশ বক্তব্য পেশ করা হয়ে থাকে। যে তাবলীগী নেছাব অসংখ্য জাল ও যঈফ হাদীছে ভরপুর। যে বইয়ের মাধ্যমে মিথ্যা ফাযায়েলের বর্ণনা করে মানুষকে দ্বীনের পথে আহ্বান জানানো হয়। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কড়া হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন- مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ- 'যে ব্যক্তি জেনে শুনে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮ 'ইলম' অধ্যায়)।* অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার নামে এমন হাদীছ বর্ণনা করবে অথচ সে জানে যে, এটি মিথ্যা। সে হচ্ছে সেরা মিথ্যুক' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৯)।* উপরোক্ত আলোচনা থেকেই দুই ইজতেমার মৌলিক পার্থক্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন (১১/২২১)ঃ আমার স্বামী একজন নাইট গার্ড। সঙ্গত কারণেই তার সাথে রাতে আমার সাক্ষাৎ হয় না। কিন্তু স্বপ্নদোষজনিত কারণে মাঝে মাঝে আমাকে ফজরের প্রাক্কালে গোসল করতে হয়। যা দেখে আমার স্বামী আমার প্রতি সন্দেহ পোষণ করেন এবং আমাকে মারধর করেন। তিনি বলেন যে, মেয়েদের নাকি স্বপ্নদোষ হয় না। নিরুপায় হয়ে আপনাদের শরণাপন্ন হ'লাম। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মেয়েদের স্বপ্নদোষ হয় কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তরঃ একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মেয়েদের স্বপ্নদোষ হয়। উম্মে সুলাইম বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহপাক হক্ব কথা বলতে লজ্জাবোধ করেন না। মেয়েদের স্বপ্নদোষ হ'লে কি গোসল করতে হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, গোসল করতে হবে যদি নাপাকী দেখা যায়। উম্মে সুলাইম (লজ্জায়) মুখ ঢেকে নিয়ে পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! মেয়েদের কি স্বপ্নদোষ হয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অন্যথায় তার সন্তান তার মায়ের মত হয় কিভাবে? (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩৩ 'গোসল' অনুচ্ছেদ)।

আলোচ্য হাদীছ থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, মেয়েদের স্বপ্নদোষ হয়। আর এ অবস্থায় মেয়েদেরকে গোসল করে ছালাত আদায় করতে হবে। গোসল করা নিয়ে স্বামীকে সন্দেহ প্রবণ হওয়া মোটেও ঠিক নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ তোমরা অধিক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। কেননা কোন কোন ধারণা পাপজনক' *(হুজুরাত ১২)।*

প্রশ্ন (১২/২২২)ঃ মুহাম্মাদ ওসমান গণী প্রণীত 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত 'আনোয়ারুল মুকাল্লেদীন' বইয়ে 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' না করার পক্ষে দু'টি হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন (১) 'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছাঃ) শুধু ছালাত শুরু করার সময় তাকবীরে তাহরীমার জন্য হাত উঠাইতেন। অতঃপর ছালাতে আর কোথাও হাত উঠাইতেন না'। -বুখারীর হাশিয়া ১ম খণ্ড ১০২ পৃঃ। (২) 'হযরত জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাদের নিকট আসিয়া বলিলেন, কি হইল? আমি তোমাদিগকে রফে ইয়াদায়েন করিতে দেখিতেছি? মনে হয় যেন তোমাদের

হাতগুলি অবাধ্য ঘোড়ার লেজের ন্যায় উত্তোলিত। তোমরা ছালাতে এত নড়াচড়া করিও না; বরং ধীরস্থীর ও শান্ত থাক' (মুসলিম শরীফ)।' উক্ত হাদীছদ্বয়ের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসাইন
১ রাইফেল ব্যাটালিয়ন বি,ডি,আর
মিরপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত আবদুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বর্ণিত ১ম হাদীছটি যঈফ। হাদীছটি তিরমিযী, আবূদাঊদ ও নাসাঈতে বর্ণিত হয়েছে। হাদীছটি সম্পর্কে ইবনু হিব্বান বলেন, هذا أحسن خبر روى اهل الكوفة فى نفي رفع اليدين فى الصلاة عند الركوع وعند الرفع منه وهو فى الحقيقة أضعف شيئ يعول عليه لأن فيه عللاً تبطله-

অর্থাৎ 'রাফ'উল ইয়াদায়েন না করার পক্ষে কূফাবাসীদের এটিই সবচেয়ে বড় দলীল হ'লেও এটিই সবচেয়ে দুর্বলতম দলীল। কেননা এর মধ্যে এমন সব বিষয় রয়েছে, যা একে বাতিল গণ্য করে' *(নায়লুল আওত্বার ৩/১৪ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৮ পৃঃ)*। আবদুল্লাহ বিন মুবারক হাদীছটি সম্পর্কে বলেন, لم يثْبُتْ عندى حديثُ ابنِ مسعودٍ 'ইবনে মাস'ঊদের হাদীছটি আমার নিকটে গ্রহণযোগ্য নয়'। *(নাছবুর রা'য়াহ ১/৩৯৪ পৃঃ)*। ইবনুল মুনযির বলেন, 'আবদুল্লাহ বিন মুবারক ছাড়াও অনেকেই উক্ত হাদীছের সনদ সম্পর্কে বলেছেন لم يسمَعْ عبدُ الرحمنِ من علقمةَ 'আবদুর রহমান আলক্বামা থেকে শ্রবণ করেননি' *(ঐ, ১/৩৯৫)*। ইমাম আবুদাঊদ বলেন, 'হাদীছটি ছহীহ নয়' *(মিশকাত হা/৮০৯)*। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, 'হাদীছটিকে ছহীহ মেনে নিলেও তা 'রাফ'উল ইয়াদায়েন'-এর পক্ষে বর্ণিত ছহীহ হাদীছ সমূহের বিপরীতে পেশ করা যাবে না। কেননা لأنه نافٍ تلك مثبتةٌ ومِنَ المُقَرَّرِ فى علمِ الاصولِ أن المثبتَ مقدَّمٌ على النَّافى 'এটি না-বোধক এবং ঐগুলি হ্যাঁ-বোধক। ইলমে হাদীছ-এর মূলনীতি অনুযায়ী হ্যাঁ-বোধক হাদীছ না-বোধক হাদীছের উপরে অগ্রাধিকার যোগ্য *(আলবানী, মিশকাত ১/২৫৪ পৃঃ; হা/৮০৯ -এর টীকা)*।

উল্লেখ্য যে, হাদীছটি বুখারীর নয়। পরবর্তীতে টীকাকাররা নিজস্ব বক্তব্যে সংযোজন করেছেন মাত্র। হাদীছটি তিরমিযী, আবূদাঊদ ও নাসাঈতে বর্ণিত হয়েছে। অনেকেই হাদীছটি বুখারীর বলে বর্ণনা করে থাকেন। যা আদৌ ঠিক নয়।

২য় হাদীছটি ছহীহ মুসলিমে বর্ণিত হ'লেও রাফ'উল ইয়াদায়েন-এর সাথে উক্ত হাদীছটির কোন সম্পর্ক নেই। মূলতঃ হাদীছটি তাশাহ্হুদের ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে। একদা ছাহাবাগণ তাশাহ্হুদ পর সালাম ফিরানোর সময় হাত তুলে ডানে-বামে ইশারা করতঃ সালাম ফিরাচ্ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ দৃশ্য দেখে তাদের এ কাজকে ঘোড়ার লেজের সাথে তুলনা করেন। যেমন অন্য হাদীছে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা এসেছে যে, 'আবদুল্লাহ বিন ক্বিবত্বিয়াহ বলেন, জাবির বিন সামুরা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'আমরা একদা রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করা (তাশাহ্হুদ) অবস্থায় বলছিলাম, 'আসসালা-মু আলাইকুম, আসসালা-মু আলাকুম' এবং দুই পার্শ্বে হাত দ্বারা ইশারা করছিলাম, তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা কেন তোমাদের হাতগুলি দ্বারা ঘোড়ার লেজের ন্যায় নড়াচড়া করছ? বরং ইহাই যথেষ্ট যে, তোমরা তোমাদের হাত স্বীয় রানের উপর রাখবে। অতঃপর ডানে ও বামে সালাম ফিরাবে *(নাছবুর রা'য়াহ ১/৩৯৩ পৃঃ বুখারী, রাফ'উল ইয়াদায়েন ১৩ পৃঃ)*।

পক্ষান্তরে ছালাতে 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' করা সম্পর্কে চার খলীফা সহ প্রায় ২৫ জন ছাহাবী থেকে বর্ণিত ছহীহ হাদীছ সমূহ রয়েছে। একটি হিসাব মতে 'রাফ'উল ইয়াদায়েন'-এর হাদীছের রাবী সংখ্যা 'আশারায়ে মুবাশশারাহ' সহ অন্যূন ৫০ জন ছাহাবী *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৭পৃঃ; ফাৎহুল বারী ২/২৫৮ পৃঃ)* এবং সর্বমোট ছহীহ হাদীছ ও আছারের সংখ্যা চার শত *(সিফরুস সা'আদাত পৃঃ ১৫)*। সেকারণ আল্লামা সুয়ূত্বী ও শায়খ নাছীরুদ্দীন আলবানী 'রাফ'উল ইয়াদায়েন'-এর হাদীছকে 'মুতাওয়াতের' পর্যায়ের বলে মন্তব্য করেছেন (তুহফাতুল আহওয়াযী ২/১০০, ১০৬ পৃঃ; ছিফাতু ছালাতিন নবী (ছাঃ) পৃঃ ১২৮-২৯)।

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, لَمْ يَثْبُتْ عَنْ اَحَدٍ مِّنْهُمْ تَرَكَهُ وَقَالَ لاَ أَسَانِيْدَ أَصَحُّ مِنْ أَسَانِيْدِ الرَّفْعِ 'অর্থাৎ 'কোন ছাহাবী 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' তরক করেছেন বলে প্রমাণিত হয়নি'। তিনি আরও বলেন, 'রাফ'উল ইদায়েন'-এর হাদীছ সমূহের সনদের চেয়ে বিশুদ্ধতম সনদ আর নেই *(ফাৎহুল বারী ২/২৫৭ পৃঃ)*।

'রাফ'উল ইয়াদায়েন' সম্পর্কে প্রসিদ্ধতম হাদীছ সমূহের একটি নিম্নরূপঃ

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, أنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا كَذَالِكَ... متفق عليه، وفى رواية عنه: وَ إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ... رواه البخارى،

'রাসূল (ছাঃ) ছালাতের শুরুতে, রুকূতে যাওয়ার সময়ে ও রুকূ হ'তে ওঠার সময়ে....এবং তৃতীয় রাক'আতে দাঁড়ানোর সময়ে 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী, মিশকাত হা/৭৯৪)*। হাদীছটি বায়হাক্বীতে বর্ধিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلاَتُهُ حَتّٰى لَقِيَ اللّٰهَ تَعَالٰى 'এইভাবেই তাঁর ছালাত জারি

ছিল, যতদিন না তিনি আল্লাহ্‌র সাথে মিলিত হন'। অর্থাৎ আমৃত্যু তিনি রাফ'উল ইয়াদায়েন সহ ছালাত আদায় করেছেন *(নায়লুল আওত্বার ৩/১২-১৩; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৮ পৃঃ ॥ বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৬৫-৬৮)*।

প্রশ্ন (১৩/২২৩)ঃ আমরা জানি ঋতুবতী মহিলাদেরকে ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার কথা হাদীছে এসেছে এবং তাদেরকে ছালাতে শরীক না হয়ে শুধু দো'আয় শরীক হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আপনারাতো দো'আ করেন না। তবে তারা কিভাবে দো'আয় শরীক হবে? দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-রোস্তম আলী
কোটবাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ ঈদের মাঠে ঋতুবতী মহিলাদের দো'আয় শরীক হওয়া বলতে প্রচলিত মোনাজাতকে বুঝানো হয়নি। যা সম্মিলিতভাবে হাত তুলে করা হয়। কেননা এরূপ দো'আ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত নয়। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (ঈদের মাঠে) প্রথমে ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর মুছল্লীদের দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন। মুছল্লীরা নিজ নিজ কাতারে বসে থাকত। তিনি মুছল্লীদের উপদেশ দান করতেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৬ 'দুই ঈদের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'তিনি ছালাত শেষে খুৎবা দিতেন। অতঃপর মহিলাদের নিকট গমন করতেন এবং তাদেরকে উপদেশ দিতেন এবং দান করার জন্য আহ্বান জানাতেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি মহিলাদেরকে দেখলাম তারা কান ও গলার দিকে হাত বাড়াচ্ছে এবং তাদের গয়না খুলে বেলালের নিকট দিচ্ছে। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ও বেলাল বাড়ীর দিকে চলে গেলেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৯)*। হাদীছ দু'টিতে পৃথকভাবে হাত তুলে দো'আ করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ঋতুবতী মহিলাদের দো'আয় শরীক হওয়ার অর্থ হচ্ছে, তাকবীর ও ইমামের বক্তব্যে শরীক হওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ঋতুবতী মহিলারা পুরুষের সাথে তাকবীর বলবে' *(মুসলিম ১/২৯০ পৃঃ)*। আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, 'এখানে দো'আয় শরীক হওয়ার অর্থ ইমামের বক্তব্য ও উপদেশ শ্রবণে শরীক হওয়া। কারণ দো'আ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। যা বক্তব্য, যিকর, উপদেশ সবকিছুকে বুঝায়' (মির'আত ৫/৩১ পৃঃ 'ঈদায়েন' অধ্যায়)।

প্রশ্ন (১৪/২২৪)ঃ জনৈক ব্যক্তি একটি সিনেমা হল তৈরী করে মৃত্যুবরণ করেছেন। যেখানে নিয়মিত ছায়াছবি প্রদর্শিত হয়ে থাকে। আমার প্রশ্ন- লোকটির আমলনামায় কি পাপ বৃদ্ধি পেতে থাকবে?

-মুহাম্মাদ রঈসুদ্দীন
রেল বাজার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তি যদি কোন পাপের মাধ্যম বা উৎস হন, তবে ঐ মাধ্যম অবলম্বন করে যত মানুষ পাপ করবে, সকলের পাপের সমপরিমাণ পাপ ঐ ব্যক্তির আমলনামায় লিখা হবে। হযরত জারীর (রাঃ) বর্ণিত দীর্ঘ হাদীছের শেষাংশে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ইসলামে কোন নেকীর কাজ চালু করল, তার জন্য তার পুরস্কার ও পরবর্তীতে এর উপরে আমলকারী সকলের পুরস্কার প্রদত্ত হবে। তবে তাদের পুরস্কারে বিন্দুমাত্রও কম করা হবে না। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ কাজ চালু করবে, তার উপরে তার পাপ এবং তার অনুসারী সকলের পাপ চাপানো হবে। তবে তাদের পাপে বিন্দুমাত্রও কম করা হবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১০ 'ইলম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তি যেহেতু মন্দ রীতি চালু করে মৃত্যুবরণ করেছেন, সেহেতু এর মাধ্যমে যারা পাপ অর্জন করবে, তাদের সমপরিমাণ পাপ তার আমলনামায় লিখা হবে। এক্ষণে তার উত্তরাধীকারীদের উচিত হবে উক্ত সিনেমা হলটি বন্ধ করে দিয়ে অন্য কোন হালাল পথে রূযী তালাশ করা।

প্রশ্ন (১৫/২২৫)ঃ জনৈক ব্যক্তির নিকট শুনতে পেলাম যে, পুরুষের জন্য রেশমী কাপড় ও এমব্রয়ডারী করা পাঞ্জাবী ও টুপি পরিধান করা শরীয়ত সম্মত নয়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উক্ত বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মমতাযুল হক
সাং- কদমতলী, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ পুরুষের জন্য শুধু রেশমী কাপড় ও স্বর্ণ ও রোপ্য ব্যবহার করা হারাম। এতদ্ব্যতীত অন্য যেকোন পোষাক পরিধানে কোন দোষ নেই। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন ইহুদী-নাছারাদের সাদৃশ্য না হয়। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পান করতে, মোটা বা পাতলা রেশমের কাপড় পরিধান করতে এবং উহাতে বসতে নিষেধ করেছেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩২১ 'পোষাক' অধ্যায়)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্যত্র এরশাদ করেন, 'আমার উম্মতের নারীদের জন্য রেশমী কাপড় ও স্বর্ণ হালাল করা হয়েছে। আর পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে' *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৩৪১, হাদীছ হাসান ছহীহ)*। অতএব টুপি বা পাঞ্জাবীতে যদি রেশম মিশ্রিত থাকে তবে তা না জায়েয হবে।

প্রশ্ন (১৬/২২৬)ঃ আমি আর্থিক সংকটের কারণে বিবাহ করতে পারছি না। কিন্তু কোন কোন মেয়ের অভিভাবক আমাকে চাকুরী প্রদান ও বিদেশে পাঠানোর শর্তে মেয়ে বিয়ে দিতে চায়। উপরোক্ত শর্তানুযায়ী বিয়ে করা জায়েয হবে কি?

-মুহাম্মাদ ছাইফুর রহমান আনছারী
গ্রামঃ তেঘরিয়া সরকার বাড়ী
পোঃ ঝগড়ারচর বাজার
শ্রীবর্দী, শেরপুর।

উত্তরঃ উপরোক্ত শর্তানুযায়ী বিবাহ করা শরীয়ত সম্মত নয়। কারণ এটি যৌতুক হিসাবে গণ্য হবে। যা শরীয়তে সম্পূর্ণ হারাম। সুন্নাতী পদ্ধতি হচ্ছে বিয়ের সময় মেয়েকে মোহরানা প্রদান করা *(নিসা ৪)*। তবে বিয়ের পরে শ্বশুর স্বেচ্ছায় জামাতাকে কিছু প্রদান করলে তা গ্রহণ করা যাবে। এতে শরীয়তের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। আর বিবাহ করতে অসমর্থ হ'লে ছিয়াম পালনের কথা হাদীছে এসেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'হে যুব সমাজ! তোমাদের

মধ্যে যে বিবাহ করতে সক্ষম, সে যেন বিবাহ করে। কেননা বিবাহ চক্ষুকে অবনমিত ও লজ্জাস্থানকে সংযত রাখে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বিবাহ করতে সক্ষম নয়, তার ছিয়াম পালন করা আবশ্যক। কেননা ছিয়াম প্রবৃত্তিকে দুর্বল করে দেয়' (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৮০ 'বিবাহ' অধ্যায়)।

প্রশ্ন (১৭/২২৭)ঃ আমার জনৈকা মামাতো বোন শিক্ষিতা ও ধর্মভীরু। কিন্তু অসম্ভব কালো। আমি তাকে বিয়ে করতে চাই। কিন্তু আমার পরিবারের কেউ এই বিয়েতে সম্মত নয়। বিয়ে সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি? আমার পরিবারকে উপেক্ষা করে আমি তাকে বিয়ে করতে পারব কি? দলীলভিত্তিক জওয়াবদানে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মহিলাদেরকে অর্থ, বংশ, সৌন্দর্য ও দ্বীনদারী এই চারটি গুণ দেখে বিবাহ করা হয়। তবে দ্বীনদারীকে অগ্রাধিকার দাও' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৮২ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। আলোচ্য হাদীছে ধার্মিকা মহিলাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। প্রশ্নে উল্লেখিত মহিলা যেহেতু ধর্মভীরু কাজেই তাকে বিবাহ করা শরীয়ত সম্মত। এই বিয়েতে পরিবারের অসম্মতি থাকলে তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে। তবে ছেলের অভিভাবক বিয়েতে অসম্মত থাকলেও বিয়ে হয়ে যাবে। কেননা বিয়েতে মেয়ের ওয়ালী বা অভিভাবক শর্ত, ছেলের নয় (আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, দারেমী, মিশকাত হা/৩১৩০-৩১ 'বিবাহে অভিবাবক ও মেয়ের অনুমতি' অনুচ্ছেদ সনদ ছহীহ)। -বিস্তারিত দেখুনঃ সেপ্টেম্বর ২০০০ ১/৩৩১ প্রশ্নোত্তর।

প্রশ্ন (১৮/২২৮)ঃ ইমাম অসুস্থতার কারণে বসে ছালাত আদায় করলে কি মুক্তাদীদেরকেও বসে ছালাত আদায় করতে হবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-আবদুল আলীম
নেযামপুর ষ্টেশন, পোঃ বাকইল
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ইমাম অসুস্থতার কারণে বসে ছালাত আদায় করলেও মুক্তাদীগণ দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবেন। কেননা একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অসুস্থতার কারণে বসে ছালাত আদায় করতে লাগলে হযরত আবুবকর (রাঃ) দাঁড়িয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর এক্তেদা করছিলেন এবং লোকজন দাঁড়িয়ে আবুবকর (রাঃ)-এর এক্তেদা করছিল' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত পৃঃ ১০১ হা/১১৪০ 'মুক্তাদী ও মাসবূক-এর কি করণীয়' অনুচ্ছেদ)*। 'ইমাম বসে ছালাত আদায় করলে মুক্তাদীগণও বসে ছালাত আদায় করবে' এর প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি মানসূখ বা রহিত *(মির'আতুল মাফাতীহ ৪/৮৯ পৃঃ 'ইমাম-মুক্তাদী দাঁড়নো' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১৯/২২৯)ঃ পেশাব করার পর মাঝে মাঝে ফোঁটা ফোঁটা পেশাব আসে। এমনকি ছালাত অবস্থাতেও এমনটি ঘটে। এমতাবস্থায় আমার ওযূ থাকবে কি এবং ছালাত হবে কি?

- মনোয়ার হোসাইন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী।

উত্তরঃ পেশাব শেষ করার পর পুনরায় ফোঁটা ফোঁটা পেশাব নির্গত হওয়া এক প্রকার রোগ। এ ধরনের ব্যক্তিকে প্রতি ছালাতের জন্য পৃথক ওযূ করতঃ ছালাত আদায় করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রোগজনিত কারণে মহিলাদেরকে প্রত্যেক ছালাতের জন্য নতুন করে ওযূ করতে বলেন' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫৫৮ 'মুস্তাহাবা' অনুচ্ছেদ সনদ ছহীহ)*। ছালাত অবস্থায় কারো ফোঁটা ফোঁটা পেশাব নির্গত হ'লে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। কারণ আল্লাহপাক মানুষের উপর সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু চাপিয়ে দেননি *(বাক্বারাহ ২৮৬)*। তবে উক্ত রোগের দ্রুত চিকিৎসা নেয়া আবশ্যক।

প্রশ্ন (২০/২৩০)ঃ ফৎওয়া কি? ফৎওয়ার আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হুসাইন
সন্তোষপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'ফৎওয়া' আরবী শব্দ। শব্দটি একবচন। বহুবচনে 'ফাতাওয়া'। এর অর্থ কোন বিষয়ে রায় বা মতামত পেশ করা। পরিভাষায় 'শরীয়তের জটিল মাসায়েল ও আইন সম্পর্কিত প্রশ্নের যথাযথ জবাব প্রদান করার নাম ফৎওয়া' *(মু'জাম)*। ইমাম রাগেব বলেন, 'কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা জটিল বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধান দেয়ার নামই ফৎওয়া' *(আল-মুফরাদাত)*। পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতে 'ফৎওয়া' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ বলেন, '(হে নবী!) তারা আপনাকে নারীদের (উত্তরাধিকার ও মোহরানা পাবার অধিকার সম্পর্কে) বিধান জিজ্ঞেস করে। আপনি তাদের বলে দিন, তোমাদের জিজ্ঞাসিত বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ ইসলামের স্পষ্ট বিধান দিচ্ছেন' *(নিসা ১২৭)*। আলোচ্য আয়াতে 'ইয়াসতাফতু' শব্দটি' 'ফৎওয়া' শব্দ থেকে উদ্ভূত। অন্য আয়াতে এরশাদ হচ্ছে '(হে রাসূল!) মানুষ আপনার কাছে ফৎওয়া জানতে চায়। আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদেরকে 'কালালাহ' এর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সুস্পষ্ট নির্দেশ দিচ্ছেন' *(নিসা ১৭৬)*। এতদ্ব্যতীত সূরা ইউসুফ ৪১, ৪৩, ৪৬; নামাল ৩২; কাহাফ ২২; ছাফফাত ১১, ১৪৯ আয়াত দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন (২১/২৩১)ঃ জামা'আতে ছালাত আদায়ের সময় মুক্তাদীগণকে 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতে হবে কি?

-হাবীবুর রহমান
ধুরইল, রাজশাহী।

উত্তরঃ জামা'আতে ছালাত আদায়ের সময় মুক্তাদীগণ 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতে পারেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁর অনুসরণের জন্য' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯ 'মুক্তাদী ও মাসবূক-এর কি করণীয়' অনুচ্ছেদ)*। তবে কেউ সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' না বলে শুধু 'রাব্বানা লাকাল হাম্দ' কিংবা 'আল্লা-হুম্মা রাব্বানা লাকাল হাম্দ'ও বলতে পারেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৮, ১১৩৯)*।

প্রশ্ন (২২/২৩২)ঃ স্বামী-স্ত্রী এক সাথে জামা'আত করে ছালাত আদায় করতে পারে কি?

-ইউনুস
দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ স্বামী-স্ত্রী জামা'আত করে ছালাত আদায় করতে পারে। তবে স্ত্রীকে পৃথক কাতারে স্বামীর পিছনে দাঁড়াতে হবে। কেননা নারী-পুরুষ এক কাতারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় সিদ্ধ নয়। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি ও একজন ইয়াতীম ছেলে আমাদের বাড়ীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করেছিলাম। আর আমার মা আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করেছিলেন *(মুসলিম, আলবানী, মিশকাত হা/১১০৮ 'কাতারে দাঁড়ানো' অনুচ্ছে)।*

প্রশ্ন (২৩/২৩৩)ঃ ছালাত আদায় অবস্থায় সামনে কেউ শুয়ে থাকলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি?

-ইয়াহইয়া
ধুরইল মাদরাসা
রাজশাহী।

উত্তরঃ বর্ণিত অবস্থায় ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) যখন রাতে ছালাত আদায় করতেন তখন আমি তাঁর এবং ক্বিবলার মাঝে আড়াআড়িভাবে জানাযার মত শুয়ে থাকতাম' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৭৯ 'সুতরা' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্ন (২৪/২৩৪)ঃ বিবাহের মোহরানা সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন কত ধার্য করা যায়? বিবাহের পর মোহরানা বেশী করা যায় কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-ছফিউদ্দীন
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ বিবাহের মোহরানা শরীয়তে যেমন সর্বোচ্চ নির্ধারণ করা নেই, তেমনি সর্বনিম্নও নির্ধারণ করা নেই। তবে মোহরানা কম হওয়াই ভাল। ওমর (রাঃ) বলেন, সাবধান! তোমরা নারীদের মোহরানা বৃদ্ধি করো না। কারণ উহা যদি দুনিয়াতে সম্মান ও আখেরাতে তাক্বওয়ার বিষয় হ'ত, তবে তোমাদের অপেক্ষা নবী করীম (ছাঃ) অধিক উপযোগী ছিলেন। কিন্তু তিনি সাড়ে বার উক্বিয়া (১৩১ তোলা রূপার সমমূল্য)-এর বেশী দিয়ে কোন নারীকে বিবাহ করেননি এবং তার চেয়ে বেশী মোহরানা দিয়ে নিজের কোন মেয়েরও বিবাহ দেননি *(নাসাঈ, আলবানী, মিশকাত হা/৩২০৪ 'মোহর' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ)।* হাদীছে সর্বনিম্নে লোহার আংটি ও কুরআনের সূরা শিক্ষা দানকে মোহরানা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২০২)।* নির্ধারিত মোহরানা প্রদান করাই সুন্নাত।

প্রশ্ন (২৫/২৩৫)ঃ রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী 'আমার নিকট তিনটি বস্তু প্রিয়, নারী, ছালাত ও সুগন্ধি'-এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল মান্নান
গ্রাম+পোঃ ছালাভরা
কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ। হাদীছটি নিম্নরূপ-

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبِّبَ إِلَيَّ الطِّيْبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِيْ فِي الصَّلاَةِ -

আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার নিকট পসন্দনীয় হচ্ছে সুগন্ধি, নারী ও ছালাত, যে ছালাতকে আমার চোখের জন্য শীতল করে দেওয়া হয়েছে' *(আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫২৬১ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, 'দরিদ্রদের ফযীলত ও নবী (ছাঃ)-এর জীবন যাপন' অনুচ্ছেদ হাদীছ হাসান)।*

প্রশ্ন (২৬/২৩৬)ঃ যিলহজ্জ মাসের প্রথম থেকে ধারাবাহিকভাবে ৯টি ছিয়াম পালন করা যায় কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রাবিয়াহ
কলেজপাড়া, গাবতলী
বগুড়া।

উত্তরঃ যিলহজ্জ মাসের প্রথম থেকে ধারাবাহিকভাবে ৯দিন ছিয়াম পালন করা যায়। রাসূল (ছাঃ) যিলহজ্জ মাসে ৯ দিন ছিয়াম পালন করতেন *(ছহীহ আবুদাউদ হা/২৪৩৯)।* ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যিলহজ্জ মাসের আমল আল্লাহ্র নিকটে অন্য সময়ের আমলের চেয়ে উত্তম। আমলগুলি হচ্ছে ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ ও ছাদাক্বা *(মির'আত ৫/৮৯ পৃঃ; 'কুরবানী' অধ্যায়; নায়লুল আওতার ৩/৩১৩ পৃঃ 'কুরবানীতে যিকর' অধ্যায়)।*

প্রশ্ন (২৭/২৩৭)ঃ ফরয গোসল করার পূর্ণ বিবরণ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মোতাহার, মাগুরা।

উত্তরঃ হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) যখন ফরয গোসল করতেন, প্রথমে দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করতেন। অতঃপর বাম হাতে পানি নিয়ে স্বীয় লজ্জাস্থান ধৌত করতেন এবং হাত মাটি দ্বারা পরিষ্কার করতেন। অতঃপর ছালাতের ন্যায় ওযূ করতেন (পা বাকী রেখে)। তারপর তিন অঞ্জলী পানি মাথায় ঢালতেন। অতঃপর সম্পূর্ণ শরীরে পানি প্রবাহিত করতেন এবং গোসল শেষে দুই পা ধুয়ে নিতেন' *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১১৮)।*

আলোচ্য হাদীছে ফরয গোসল করার পূর্ণ বিবরণ বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ প্রথমে হাত ও লজ্জাস্থান ধৌত করতঃ ওযূ করে গোসল করতে হবে। তবে সর্বদা পানির অপচয় রোধে সচেষ্ট থাকতে হবে। কেননা অল্প পানিতে গোসল করাই সুন্নাত।

প্রশ্ন (২৮/২৩৮)ঃ ছেলের বয়স ২ বৎসর। খাৎনা করা হয়নি। হঠাৎ কোন এক সকালে খাৎনার ন্যায় দেখা যায়। লোকে বলে, এটা নাকি 'পীর সুন্নাত'। শরীয়তে 'পীর সুন্নাত' বলে কিছু আছে কি? ঐ ছেলের আর খাৎনা করতে হবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-খলীলুর রহমান
কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ 'সুন্নাতে খাৎনা' ইসলামী শরীয়তের একটি বিধিবদ্ধ নিয়ম। তবে 'পীর সুন্নাত' বা 'পায়গাম্বরী সুন্নাত' বলে কোন পরিভাষা শরীয়তে নেই। জন্মসূত্রে অথবা কোন কারণ বশতঃ খাৎনা সদৃশ মনে হ'লে পুনরায় খাৎনা করার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন (২৯/২৩৯)ঃ প্রশ্নঃ বৈপিত্রেয় বোনের নাতনীকে বিবাহ করা যাবে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দিলে উপকৃত হবো।

-মুহাম্মাদ মাস'উদ
জামালগঞ্জ,জয়পুরহাট।

উত্তরঃ বৈপিত্রেয় বোনের নাতনীকে বিবাহ করা হারাম। কারণ, তারা নিজ নাতনীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা নিজ মেয়েকে ও বোনের মেয়েকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছে *(নিসা ২৩)*। আর এ মেয়ে বলতে নিজ মেয়ের মেয়ে, তার মেয়ে এরূপ যত নীচে যাবে সবাই উক্ত আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন (৩০/২৪০)ঃ ছালাতে তাশাহ্হুদের সময় দৃষ্টি কোন দিকে রাখতে হবে? জনৈক মাওলানা বললেন, শাহাদত আঙ্গুলের দিকে রাখতে হবে। সঠিক উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ ফাকীরুল ইসলাম
হাড়াভাঙ্গা ডি-এইচ সিনিয়র মাদরাসা,
গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ছালাতে তাশাহ্হুদের সময় মুছল্লীর নযর ইশারা বরাবর থাকবে। তার বাইরে যাবে না *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/ ৯১২)*। হযরত নাফে' হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) যখন তাশাহ্হুদের জন্য বসতেন তখন তাঁর হস্তদ্বয় দুই হাঁটুর উপরে রাখতেন ও আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন এবং দৃষ্টি ইশারা বরাবর রাখতেন *(আহমাদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৯১৭)*। অন্য বর্ণনায় আছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর শাহাদত আঙ্গুল দ্বারা ক্বেবলার দিকে ইশারা করতেন এবং সেই দিকে দৃষ্টি রাখতেন *(মুসলিম, ইবনু খুযায়মাহ, আলবানী-ছিফাতু ছালাতিন নবী পৃঃ১৫৮)*। উল্লেখ্য যে, 'আশহাদু' বলার সময় আঙ্গুল উঠাবে ও 'ইল্লাল্লা-হু' বলার সময় আঙ্গুল নামাবে' বলে সমাজে যে কথা চালু আছে তার কোন ভিত্তি নেই; বরং তাশাহ্হুদ শেষ বা সালামের আগ পর্যন্ত সর্বদা ইশারা করতে থাকবে *(বিস্তারিত দেখুনঃ আলবানী, মিশকাত 'তাশাহ্হুদ' অনুচ্ছেদের ১ম হাদীছের টীকা নং-২, হা/৯০৬; ছিফাতু ছালাতিন নবী (ছাঃ) পৃঃ ১৪০;* ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ৭১-৭২)।

প্রশ্ন (৩১/২৪১)ঃ স্ত্রী মারা গেলে বিবাহের জন্য স্বামী কতদিন শোক পালন করবে? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- আনীসুর রহমান
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ স্ত্রী মারা গেলে স্বামীকে শোক পালন করতে হবে মর্মে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। শুধুমাত্র স্বামী মারা গেলে স্ত্রী ৪ মাস ১০ দিন এবং অন্য কেউ (নিকটাত্মীয়) মারা গেলে তিন দিন শোক পালন করবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৩০,৩৩৩১ 'ইদ্দত' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং স্ত্রী মারা যাওয়ার পর স্বামী যে কোন সময় বিবাহ করতে পারে।

প্রশ্ন (৩২/২৪২)ঃ যারা চাকুরীর জন্য সারা বছর জাহাজে অবস্থান করেন, তারা ক্বছর ছালাত আদায় করবে, না পূর্ণ ছালাত আদায় করবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল খালেক
আলীপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ যারা চাকুরীর জন্য সারা বছর জাহাজে বা যানবাহনে অবস্থান করেন তারা ক্বছর ছালাত আদায় করতে পারেন *(মিরক্বাত, ৩য় খণ্ড ২২১ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৩-১৪পৃঃ)*। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আযারবাইজান সফরে গেলে পুরো বরফের মৌসুম সেখানে আটকে যান ও দু'মাস যাবৎ ক্বছর করেন *(বায়হাক্বী ৩/১৫২পৃঃ; ইরওয়া হা/৫৭৭ সনদ ছহীহ)*। অনুরূপভাবে হযরত আনাস (রাঃ) শাম বা সিরিয়া সফরে গিয়ে দু'বছর সেখানে থাকেন ও ক্বছর করেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৩-১৪পৃঃ; মিরকাত ৩/২১১পৃঃ)*। সুতরাং স্থায়ী মুসাফির যেমন জাহাজ, বিমান, ট্রেন, বাস, ইত্যাদির চালক ও কর্মচারীগণ সফর অবস্থায় সর্বদা ছালাতে ক্বছর করতে পারেন।

প্রশ্ন (৩৩/২৪৩)ঃ দুই সিজদার মাঝের দো'আয় 'ওয়াজবুরনী' শব্দটি কোন কোন ছালাত শিক্ষা বইয়ে দেখা যায়, আবার কোন কোন বইয়ে দেখা যায় না। উক্ত স্থানে শব্দটি যোগ করে পড়া যাবে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-ছাদেকুর রহমান
মৈশালা, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ 'ওয়াজবুরনী' শব্দটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) দুই সিজদার মাঝে বলতেন, رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَارْفَعْنِيْ '(রাব্বিগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াজবুরনী ওয়ারযুক্বনী ওয়ারফা'নী) *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/ ৭৪০)*। তিরমিযী ও আবূদাঊদে বর্ণিত হয়েছে- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ (আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহামনী ওয়াহদিনী ওয়া 'আফিনী ওয়ারযুক্বনী) *(মিশকাত হা/৯০০ 'সিজদা ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ সনদ ছহীহ)*।

সুতরাং 'ওয়াজবুরনী' শব্দটি যোগ করে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ (আল্লাহুম্মাগফিরলী ওয়ারহাম্‌নী ওয়াজবুরনী ওয়াহ্‌দিনী ওয়া 'আ-ফিনী ওয়ারযুক্বনী) বলা যাবে। অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপরে রহম করুন, আমার অবস্থার সংশোধন করুন, আমাকে সৎ পথ পদর্শন করুন, আমাকে সুস্থতা দান করুন ও আমাকে রূযী দান করুন'।

প্রশ্ন (৩৪/২৪৪)ঃ কবরস্থানে গিয়ে 'আস-সালা-মু আলাইকুম ইয়া আহ্‌লাল কুবূরে ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়া লাকুম আনতুম সালাফুনা ওয়া নাহনু বিল আছারি'

যে দো'আটি কবরবাসীকে লক্ষ্য করে পাঠ করা হয়, তা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত কি? দলীলসহ উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মুহসিন আলী
সভাপতি, আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
গ্রামঃ বাউসা হেদাতী পাড়া
পোঃ তেঁথুলিয়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত দো'আটির প্রমাণে যে হাদীছটি তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ। হাদীছটির সনদে কাবূস ইবনে আবি যাবইয়ান নামক জনৈক রাবী দুর্বল *(আলবানী, মিশকাত হা/১৭৬৫-এর ১নং টীকা দ্রঃ)*। তবে এ সম্পর্কে আরো দো'আ ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যেমন,

اَلسَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ - *(আস্‌সালা-মু আহলাদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লাহু বিকুম লালা-হিকূনা; নাস্‌আলুল্লা-হা লানা ওয়া লাকুমুল আ-ফিয়াতা)।*

অর্থঃ মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীগণ! আপনাদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক! আল্লাহ চাহে তো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হ'তে যাচ্ছি। আমাদের ও আপনাদের জন্য আমরা আল্লাহ্‌র নিকটে মঙ্গল কামনা করছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৪ 'কবর যিয়ারত' অনুচ্ছেদ)*। হাদীছে আরো একটি দো'আ বর্ণিত হয়েছে,

اَلسَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ، وَيَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ -

(আস্‌সালা-মু 'আলা আহলিদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা; ওয়া ইয়ারহামুল্লা-হুল মুস্তাক্বদিমীনা মিন্না ওয়াল মুস্তাখিরীনা; ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লালা-হেকুনা)।

অর্থঃ মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীদের উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক! আমাদের অগ্রবর্তী ও পরবর্তীদের উপরে আল্লাহ রহম করুন! আল্লাহ চাহেতো আমরা অবশ্যই আপনাদের সাথে মিলিত হ'তে যাচ্ছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৭)*।

প্রশ্ন (৩৫/২৪৫)ঃ জিবরীল (আঃ) আল্লাহ তা'আলার বাণী বা অহি বহন করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে নিয়ে আসতেন। সুতরাং জিবরীল (আঃ)-কেও রাসূল বলা যাবে। আমাদের ইমাম ছাহেব জিবরীল (আঃ)-কে রাসূল বলা যাবে কথাটি মেনে নিতে পারছেন না। আমার প্রশ্ন, জিবরীল (আঃ)-কে রাসূল বলা যাবে কি-না? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ হাসান
পিতা- আব্দুল কাদের
গ্রামঃ বিরস্তইল
পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্য হ'তে যেমন রাসূল মনোনীত করেছেন, তেমনি ফেরেশতাদের মধ্যে হ'তেও রাসূল মনোনীত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, اَللهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً وَّمِنَ النَّاسِ، 'আল্লাহ ফেরেশতা ও মানুষের মধ্য থেকে রাসূল মনোনীত করেন' *(হজ্জ ৭৫)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا - 'জিবরীল (আঃ) বলেন, নিশ্চয়ই তোমাকে (মারইয়াম) পুতপবিত্র সন্তান দান করার জন্য তোমার রবের পক্ষ থেকে আমি রাসূল হিসাবে এসেছি' *(মারইয়াম ১৯)*। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন, إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ - 'নিশ্চয়ই এই কুরআন একজন সম্মানিত রাসূলের আনীত' *(তাকভীর ১৯)*।

আল্লামা শাওকানী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, يعنى جبريل لكونه نزل به من جهة الله سبحانه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم - অর্থাৎ 'আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে অহি নিয়ে আসার কারণে জিবরীলকে রাসূল বলা হয়েছে' *(ফাৎহুল ক্বাদীর ৫ম খণ্ড, ৩৯১ পৃঃ)*।

সুতরাং জিবরীল (আঃ) কেও রাসূল বলা যাবে। এতে সন্দেহ পোষণ করা কোন মুসলমানের উচিৎ নয়।

সংশোধনী

(১) ফেব্রুয়ারী২০০১ সংখ্যায় ১৮/১৫৮ নং প্রশ্নোত্তরে "صوموا قبله يوما او بعده يوما" *হাদীছের অনুবাদে 'শাহাদাতে হুসায়েনের নিয়তে' বাক্যটি অসাবধানতা বশতঃ সংযুক্ত হওয়ায় আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। সঠিক অনুবাদ হবে 'তোমরা ১০ই মুহাররামের আগে একদিন অথবা পরে একদিন ছিয়াম পালন কর'।*

(২) একই সংখ্যার ১৬/১৫৬ নং প্রশ্নোত্তরে বিবাহ পড়ানোর পর খুৎবা পাঠের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সঠিক উত্তর হবে বিবাহ পড়ানোর পূর্বে খুৎবা পাঠ করবে। -দারুল ইফতা।

৪র্থ বর্ষ
৮ম সংখ্যা
মে ২০০১

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

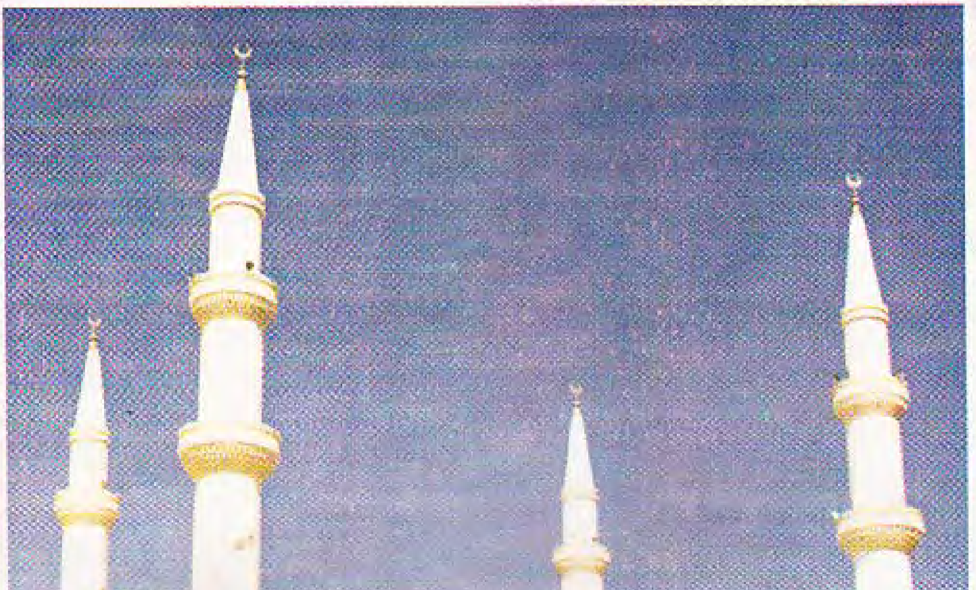

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/২৪৬)ঃ মসজিদে ছালাতের নির্ধারিত জামা'আত শেষ হওয়ার পর ঐ মসজিদে দ্বিতীয় জামা'আত করা যাবে কি?

-সুলতান আহমাদ
তুর নীড়, পবাপাড়া
সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মসজিদে ছালাতের নির্ধারিত জামা'আত শেষ হওয়ার পর ঐ মসজিদে দ্বিতীয় জামা'আত করা যাবে। আবুসাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি (মসজিদে) আগমন করল এমতাবস্থায় যে, রাসূল (ছাঃ) ছালাত আদায় শেষ করেছেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'কেউ এই লোকটিকে ছাদাক্বা করবে কি? অর্থাৎ তার সাথে ছালাত আদায় করবে কি?' তখন এক ব্যক্তি দাঁড়াল এবং ঐ লোকটির সাথে ছালাত আদায় করল' *(তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/১১৪৬ 'মুক্তাদীর উপর দায়িত্ব ও মাসবূক -এর হুকুম' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*। শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী বলেন, অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এক মসজিদে একাধিক জামা'আত হ'তে পারে এবং জামা'আতে ছালাত আদায়কারী ব্যক্তিও অন্যের সাথে পুনরায় জামা'আত করতে পারেন *(আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত ১/৩৬০ পৃঃ, উক্ত হাদীছের টীকা নং ৩)*।

প্রশ্ন (২/২৪৭)ঃ কোন কোন আলেম মে'রাজের রাত্রিকে ২৭ বছরের সমান বলে থাকেন। আল্লাহ নাকি তাঁর রাসূলের আগমনে ২৭ বছরের জন্য চন্দ্র ও সূর্যের গতি রোধ করেছিলেন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে কথাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবুল কালাম
সত্যজিৎপুর, পাংশা
রাজবাড়ী।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত বক্তব্য সঠিক নয় এবং এর প্রমাণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কোন দলীল পাওয়া যায় না। উল্লেখ্য যে, মে'রাজের তারিখ নিয়েও আলেমদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। কারু মতে, নবুঅত ও মে'রাজ একসাথে হয়েছে। কারু মতে, নবুঅতের পাঁচ বছর পর, কারু মতে ১০, কারু মতে ১২, কারু মতে ১৩তম বছরে, আবার কারু মতে ১৩তম বছরের রবী'উল আওয়াল মাসে মে'রাজ সংঘটিত হয়েছে *(বিস্তারিত দেখুনঃ আর-রাহীকুল মাখতূম পৃঃ ২১৯)*।

প্রশ্ন (৩/২৪৮)ঃ আত্মহত্যাকারীর লাশ পারিবারিক গোরস্থানে দাফন করা যায় কি?

-তাসলীম
দীঘিরপারিলা
রাজশাহী।

উত্তরঃ আত্মহত্যাকারীর লাশ যেকোন গোরস্থানে দাফন করা যায়। কারণ রাসূল (ছাঃ) আত্মহত্যাকারীকে ধর্মত্যাগী বলেননি। তবে তিনি তাদের জানাযা নিজে না পড়িয়ে ছাহাবাদের দ্বারা পড়িয়েছেন। হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) সংশোধনের উদ্দেশ্যে আত্মহত্যাকারীর জানাযার ছালাত আদায় করেননি *(ছহীহ ইবনুমাজাহ হা/১২৪৬ 'জানাযা' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৪/২৪৯)ঃ স্বামী খুনের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হ'লে স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে কি?

-আবুল হাসান
নোয়াপাড়া, যশোর।

উত্তরঃ স্ত্রী স্বীয় স্বামীর উপস্থিতিতে বা অনুপস্থিতিতে তার অধীনে বসবাস করতে কষ্ট মনে করলে স্বামীর পক্ষ থেকে বিবাহ বন্ধন খুলে নিয়ে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে। যাকে শরীয়তে 'খোলা তালাক' বলা হয়। হযরত ছাবিত ইবনে ক্বায়েস (রাঃ)-এর স্ত্রী রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে আরয করল যে, ছাবিত ইবনে ক্বায়েস-এর ব্যবহার ও দ্বীনদারী সম্পর্কে আমার কোন অভিযোগ নেই। তবে আমি মুসলমান অবস্থায় স্বামীর অবাধ্যতা পসন্দ করি না। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তার অধীনে বসবাস করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তুমি কি মোহর বাবদ বাগান ফেরৎ দিতে চাও'? সে বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূল (ছাঃ) তার স্বামীকে বললেন, 'তুমি মোহর ফেরৎ নাও এবং তাকে এক তালাক প্রদান কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৭৪ 'বিবাহ' অধ্যায়, 'খোলা ও তালাক' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৫/২৫০)ঃ দেশের বিভিন্ন এলাকায় দোকানে বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সকাল-সন্ধ্যায় আগরবাতি জ্বালানোর প্রচলন রয়েছে। শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বৈধ কি?

-আব্দুল আযীয
সুখানদীঘি, আক্কেলপুর
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ব্যবসা-বাণিজ্যে অধিক লাভ বা কল্যাণের উদ্দেশ্যে এরূপ আগরবাতি জ্বালালে তা অবশ্যই শিরক হবে। তবে দোকান বা নিজেকে সুগন্ধিময় করার লক্ষ্যে সকাল-সন্ধ্যায় আগরবাতি জ্বালানোতে কোন দোষ নেই। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, দুনিয়ার তিনটি বস্তু রাসূল (ছাঃ)-এর পসন্দ ছিল। যার দু'টি তিনি পেয়েছিলেন, একটি পাননি। তিনি

http://islaminonesite.wordpress.com

নারী ও সুগন্ধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু খাদ্য অর্জন করতে পারেননি *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫২৬০ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, 'দরিদ্রের ফযীলত ও নবী করীম (ছাঃ)-এর জীবন যাপন' অনুচ্ছেদ)*। অন্য এক বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার নিকট পসন্দনীয় হচ্ছে সুগন্ধি, নারী ও ছালাত, যে ছালাতকে আমার চোখের জন্য শীতল করে দেওয়া হয়েছে *(আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫২৬১, সনদ হাসান)*। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, জনৈকা মহিলা ভিতরে সুগন্ধি দিয়ে একটি সোনার আংটি তৈরি করলে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ইহা সবচেয়ে ভাল সুগন্ধি *(মুসলিম, ছহীহ নাসাঈ হা/৫১৩৪ 'সাজসজ্জা' অধ্যায়, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৬/২৫১)ঃ আমরা জানি হালাল ও হারাম সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু 'মাকরূহ' সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কিছু বর্ণিত হয়েছে কি? যদি না হয়ে থাকে, তাহ'লে 'মাকরূহ' শব্দটির উৎস কোথায় এবং এর হুকুম কি?

-মুঈনুদ্দীন
নওহাটা, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'মাকরূহ' শব্দটি 'কুরহুন' (كُرْهٌ) 'কারহুন' (كَرْهٌ), 'কারা-হাতুন' (كَرَاهَةٌ) ও 'কারা-হিয়াতুন' (كَرَاهِيَةٌ) শব্দ থেকে নির্গত। যার অর্থ- অপসন্দ করা, ঘৃণা করা, মন্দ মনে করা ইত্যাদি। 'মাকরূহ' শব্দটি কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا অর্থাৎ 'এসবের মধ্যে যেগুলি মন্দকাজ সেগুলি তোমার রবের নিকট অপসন্দনীয়' *(বণী ইসরাঈল ৩৮)*। তিনি অন্যত্র এরশাদ করেন, 'আল্লাহপাক সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলে প্রমাণ করেছেন, যদিও অপরাধীরা তা অপসন্দ করে' *(আনফাল ৮)*। হাদীছে এসেছে- كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا 'রাসূল (ছাঃ) এশার ছালাতের পূর্বে ঘুমানো এবং এশার পরে কথা বলাকে অপসন্দ করতেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৭ 'জলদি ছালাত আদায়' অনুচ্ছেদ; বুলূগুল মারাম হা/১৫৩)*। রাসূল (ছাঃ) ঘুমানো অবস্থায় শিকল পরা অপসন্দ করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬১৪ 'স্বপ্ন' অধ্যায়)*। যেসব কথা ও কর্মের প্রতি রাসূল (ছাঃ) 'কারাহাত' (অপসন্দ) শব্দ ব্যবহার করেছেন সেগুলি শরীয়তে জায়েয নয়। শরীয়তে 'মাকরূহ' বলে নাজায়েয কথা ও কর্মকে বুঝানো হয়েছে। কাজেই 'মাকরূহ' ভেবে শরীয়তের হুকুমকে সাধারণ মনে করা ঠিক নয়।

প্রশ্ন (৭/২৫২)ঃ 'ইয়াজূজ'-'মাজূজ'-এর বংশপরিচয় কি? তারা কি আদম সন্তান, না সাধারণ মানুষ থেকে পৃথক? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
ফুলতলা বাজার, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ 'ইয়াজূজ'-'মাজূজ'-কে আল্লাহ তা'আলা বান্দা বলে ঘোষণা করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭০ 'ক্বিয়ামতের প্রাক্কালের আলামত ও দাজ্জালের আবির্ভাব' অনুচ্ছেদ)*। তারা পৃথিবীতে কখন, কিভাবে আগমন করেছে, এ বিষয়ে বিদ্বানদের মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তবে তারা অবশ্যই আদম সন্তান ছিল। যদিও সরাসরি মা হাওয়ার পেট থেকে ভূমিষ্ঠ হয়নি; বরং হযরত নূহ (আঃ)-এর পরে পৃথিবীতে তাদের আগমন ঘটেছিল *(ফাতহুল বারী ১৩/১৩১ পৃঃ; 'ইয়াজূজ মাজূজ' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৮/২৫৩)ঃ স্ত্রী বিনা দোষে স্বামীকে 'খোলা তালাক' প্রদান করতে পারে কি?

-আব্দুল্লাহ
বাররোসিয়া, নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ নির্দোষ স্বামীর নিকট থেকে বিবাহ বন্ধন খুলে নেওয়া কোন স্ত্রীর জন্য জায়েয নয়। ছাওবান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন স্ত্রী তার নির্দোষ স্বামীর নিকট তালাক চাইলে, তার জন্য জান্নাতের সুগন্ধি হারাম হয়ে যাবে *(তিরমিযী, ছহীহ আবুদাঊদ হা/২২২৬; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২০৫৫ সনদ ছহীহ; ইরওয়া হা/২০৩৫)*।

প্রশ্ন (৯/২৫৪)ঃ আমাদের জামে মসজিদে মহিলাদের ছালাতের স্থান পুরুষের ছালাতের স্থান থেকে ২০ হাত দূরে। শব্দযন্ত্রের মাধ্যমে তাদেরকে খুৎবা ও তাকবীর শুনানো হয়। এভাবে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-ফাহীম মুন্তাছির ও ফারূক আহমাদ
গ্রামঃ জগতপুর (দালাল বাড়ী)
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ পুরুষ ও মহিলার ছালাতের স্থানের মাঝে দূরত্ব বজায় রেখে ছালাত আদায় করা যায়। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ঘরের মধ্যে ছালাত আদায় করতেন এবং লোকেরা তাঁর ঘরের পিছন থেকে ছালাতের এক্তেদা করত *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১১৪ 'ছালাতে দাঁড়ানো' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১০/২৫৫)ঃ রুকূ' ও সিজদাতে যদি কেউ পিঠ সোজা না করে তাহ'লে তার ছালাত শুদ্ধ হবে কি-না ছহীহ দলীলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মুহসিন আলী
ডুমুরিয়া, খুলনা।

উত্তরঃ কেউ যদি ছালাতে রুকূ' ও সিজদাতে পিঠ সোজাভাবে না রাখে তাহ'লে তার ছালাত ত্রুটিপূর্ণ হবে। আবু মাস'ঊদ আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ হবে না, যে ছালাতে রুকূ' ও সিজদাতে তার পিঠ সোজা রাখে না' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনুমাজাহ, মিশকাত হা/৮৭৮ 'রুকূ' অনুচ্ছেদ; নায়লুল আওত্বার ৩য় খণ্ড, ১১৩-১১৪ পৃঃ)*।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্ন (১১/২৫৬)ঃ জনৈক বিদেশী মুফতী ছাহেব ফৎওয়া দিয়েছেন যে, তালাকের নিয়তে অস্থায়ীভাবে বিবাহ করলে বিবাহ জায়েয হবে। এর সত্যতা ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ আহসান হাবীব
কমরগ্রাম, বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ তালাকের নিয়তে অস্থায়ী বিবাহ শরীয়তে জায়েয নয়। একে "نِكَاحُ الْمُتْعَةِ" বা অস্থায়ী বিবাহ বলে। এ ধরনের অস্থায়ী বিবাহ মক্কা বিজয়ের পূর্বে জায়েয ছিল। মক্কা বিজয়ের পরে রাসূল (ছাঃ) এ ধরনের বিবাহকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৪৭-৪৮ 'বিবাহের প্রস্তাব, খুৎবা ও শর্ত' অনুচ্ছেদ; যাদুল মা'আদ ৩/৪৬০ পৃঃ)*।

উল্লেখ্য যে, উক্ত মুফতীর ন্যায় অনেকেই ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি অনুযায়ী এ ধরনের বিবাহকে জায়েয বলে থাকেন, যা আদৌ ঠিক নয়। কারণ ইবনু আব্বাস (রাঃ) নিজেই এই ফৎওয়া প্রত্যাহার করেছেন *(যাদুল মা'আদ ৩/৪৬১ পৃঃ)*। তাছাড়া আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) যে এই বিবাহকে হারাম করেছেন তার ছহীহ দলীল বিদ্যমান *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনুমাজাহ, বলূগুল মারাম হা/৯৯৮ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১২/২৫৭)ঃ জনৈক ব্যক্তি একটি ইয়াতীম মেয়েকে ছোট থেকেই লালন-পালনসহ লেখাপড়া ও যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পালন করে আসছে। এক্ষণে মেয়েটি বিবাহের উপযুক্ত হ'লে ঐ ব্যক্তি তাকে বিবাহ করতে চায়। এই বিবাহ শরীয়তে জায়েয হবে কি-না পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মাহাতাব আলী
গ্রাম ও পোঃ গোলমুন্ড
জলঢাকা, নীলফামারী।

উত্তরঃ যদি পালক মেয়েটি দুই বছর বয়সের মধ্যে উক্ত ব্যক্তির স্ত্রীর দুধ পান না করে থাকে, তাহ'লে তাকে ঐ ব্যক্তি বিবাহ করতে পারে। কেননা মেয়েটি মুহরিমাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। অর্থাৎ শরীয়তে যাদেরকে বিবাহ করা হারাম করা হয়েছে, তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় *(নিসা ২৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পালক পুত্র যায়েদ বিন হারেছার স্ত্রী জয়নাব বিনতে জাহাশকে বিবাহ করেছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২১১-১২ 'ওয়ালীমাহ' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য যে, পালক ছেলে-মেয়ে নিজ সন্তানের অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি তাই হ'ত, তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পালক ছেলে যায়েদ বিন হারেছার স্ত্রীকে বিবাহ করতেন না।

প্রশ্ন (১৩/২৫৮)ঃ অনেক সময় সফরে হিন্দু লোকের সাথে সিট পড়ে। হিন্দুদের সাথে বসলে অপবিত্র হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মেহেরুন নেসা
কোটগাঁও, মুন্সিগঞ্জ।

উত্তরঃ মুসলমানদের পার্শ্বে হিন্দু বা মুশরিকরা বসলে অপবিত্র হয়ে যাবে কথাটি আদৌ ঠিক নয়। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুমামাহ ইবনে উসালকে মুশরিক অবস্থায় মসজিদে নববীর খুঁটির সাথে তিনদিন বেঁধে রাখা হয়েছিল এবং রাসূল (ছাঃ) তিনদিনই তার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, আলবানী, মিশকাত হা/৩৯৬৪ 'জিহাদ' অধ্যায়, 'কয়েদীদের বিধান' অনুচ্ছেদ)*। এক সফরে রাসূল (ছাঃ) জনৈকা মুশরিক মহিলার মশক বা পাত্র হ'তে পানি নিয়েছিলে এবং ছাহাবাগণকেও নিতে বলেছিলেন ও তাদের পশুগুলিকেও পানি পান করাতে বলেছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৫৩৩, হা/৫৮৮৪ 'মু'জেযাহ' অনুচ্ছেদ)*। ইমরান ইবনে হুছাইন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) এবং তাঁর ছাহাবাগণ একজন মুশরিকা মহিলার মশকে ওযূ করেছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/২০ 'পাত্রের হুকুম' অনুচ্ছেদ)*।

অত্র হাদীছত্রয় থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দু বা মুশরিকদের শরীর ও আসবাবপত্র নাপাক নয়। সুতরাং তাদের পার্শ্বে বসলে মুসলমানগণ নাপাক হবে না। তবে মুশরিকরা যে পাত্রে হারাম খাদ্য রান্না করে বা রাখে, সেসব পাত্র মুসলমানগণ ব্যবহার করতে চাইলে ভালভাবে ধৌত করে ব্যবহার করতে হবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪০৮৬ 'শিকার করা ও যবেহ করা' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য যে, সূরা তওবার ২৮ নং আয়াতে মুশরিকদেরকে যে নাপাক বা অপবিত্র বলা হয়েছে, তার অর্থ হ'ল, তাদের আক্বীদা নাপাক *(তাফসীরে ইবনে কাছীর ২/৩৬০ পৃঃ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্ন (১৪/২৫৯)ঃ প্রাপ্তবয়স্কা কোন মেয়েকে তার অসম্মতিতে অভিভাবকরা জোর-জবরদস্তি করে বিয়ে দিতে পারে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম
সা'দাত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
করটিয়া, টাঙ্গাইল।

উত্তরঃ প্রাপ্তবয়স্কা কুমারী মেয়ে হোক অথবা বিবাহিতা স্বামীহীন মহিলা হোক উভয়ের ক্ষেত্রে অভিভাবকের সম্মতি শর্ত। কেননা মেয়েদের ক্ষেত্রে ওয়ালী বা অভিভাবক ছাড়া বিবাহ সিদ্ধ হবে না *(আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনুমাজাহ, দারেমী, আলবানী, মিশকাত হা/৩১৩০ 'বিবাহতে অভিভাবক ও মেয়ের অনুমতি' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*। সেই সাথে অভিভাবকদেরকেও মেয়ের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'বিবাহিতাস্বামীহীন মহিলাকে পরামর্শ ছাড়া বিবাহ দেয়া যাবে না এবং কুমারী মেয়েকেও তার অনুমতি ছাড়া বিবাহ দেয়া যাবে না। ছাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, কুমারী মেয়ের অনুমতি কিভাবে হবে? উত্তরে তিনি বললেন, 'চুপ

http://islaminonesite.wordpress.com

থাকাই তার অনুমতি' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩১২৬)*। অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিবাহিতা স্বামীহীন মহিলার অনুমতি বিহীন বিবাহকে প্রত্যাখ্যান করেছেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৩১২৮)*। সুতরাং উপরোক্ত হাদীছ সমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মেয়ের অসম্মতিতে জোর-জবরদস্তি করে বিবাহ দেয়া শরীয়ত সম্মত নয়।

প্রশ্ন (১৫/২৬০)ঃ আমি ছোটকাল থেকে শুনে আসছি যে, 'যখন কোন ব্যক্তি ছালাতের জন্য ওযূ করতে শুরু করে, তখন চারজন ফেরেশতা একটি চাদরের চারকোণা ধরে ওযূকারীর মাথার উপর ধরে রাখে। এমতাবস্থায় ওযূকারী পরপর চারটি কথা বললে ফেরেশতা চারজন চাদর ছেড়ে চলে যান'। উপরোক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ইমামুদ্দীন
গ্রামঃ আখীলা, নাচোল
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ওযূ করা অবস্থায় প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ও সালাম বিনিময় করা যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৮ 'দুই মোজার উপর মাসাহ করা' অনুচ্ছেদ; মুসলিম ২/২১৩ পৃঃ, বুলূগুল মারাম হা/৫৫)*।

প্রশ্ন (১৬/২৬১)ঃ হজ্জব্রত পালনকালে এহরাম অবস্থায় কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার শরীরে সুগন্ধি লাগানো যাবে কি?

-আব্দুল মতীন
আইচপাড়া
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ হজ্জব্রত পালনকালে এহরাম অবস্থায় কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার শরীরে সুগন্ধি লাগানো যাবে না। জনৈক ছাহাবী আরাফার মাঠে এহরাম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে রাসূল (ছাঃ) তার শরীরে সুগন্ধি লাগাতে নিষেধ করেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৩৭ 'মৃত ব্যক্তিকে গোসল ও কাফন পরানো' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১৭/২৬২)ঃ মৃত স্বামীকে স্ত্রী বা স্ত্রীকে স্বামী চুম্বন করতে পারে কি? ছহীহ দলীলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ হাবীবুল বাশার
বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ মৃত স্বামীকে স্ত্রী এবং স্ত্রীকে স্বামী চুম্বন করতে পারে, যেমনিভাবে মৃত্যুর পর স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়কে গোসল দিতে পারে। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর আবুবকর (রাঃ) তাঁকে চুম্বন করেছিলেন' *(বুখারী, তিরমিযী, ইবনুমাজাহ, মিশকাত হা/১৬২৪, 'মৃত্যুর প্রাক্কালে যা বলা হয়' অনুচ্ছেদ সনদ হাসান)*। উল্লেখিত হাদীছ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তিকে চুম্বন করা যায়। অতএব স্বামী-স্ত্রীও পরস্পর পরস্পরকে চুম্বন করতে পারবে।

উল্লেখ্য যে, 'স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর পক্ষে তাকে দেখা হারাম' প্রচলিত এ কথাটি কুসংস্কার মাত্র। কারণ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, স্ত্রী স্বামীকে আর স্বামী স্ত্রীকে মৃত্যুর পর গোসল করাতে পারবে *(ছহীহ ইবনুমাজাহ হা/১২০৫-৬, 'জানাযা' অধ্যায়; বায়হাক্বী ৩/৩৯৭; দারাকুৎনী হা/১৮৩৩ সনদ হাসান; ইরওয়া হা/৭০০)*।

প্রশ্ন (১৮/২৬৩)ঃ জনৈক মাযহাবী ভাই 'তাক্বলীদ' ও 'ইত্তেবা'কে একই জিনিস বলে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম
রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'তাক্বলীদ' ও 'ইত্তেবা' ভিন্ন অর্থবোধক দু'টি শব্দ। এ দুইয়ের মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, اَلتَّقْلِيْدُ هُوَ قَبُوْلُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِلاَ دَلِيْلٍ 'কোন ব্যক্তির প্রদত্ত শারঈ সিদ্ধান্তকে বিনা দলীলে মেনে নেওয়ার নাম 'তাক্বলীদ'। আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন, اَلتَّقْلِيْدُ هُوَ الرُّجُوْعُ إِلى قَوْلٍ لاَحُجَّةَ لِقَائِلِه عَلَيْهِ وَالْإِتِّبَاعُ مَا ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ 'কোন ব্যক্তির শারঈ বিষয়ক কথার দিকে বিনা দলীলে ফিরে যাওয়ার নাম 'তাক্বলীদ'। পক্ষান্তরে দলীলের অনুসরণ করাকে বলা হয় 'ইত্তেবা' *(আহলেহাদীছ আন্দোলন (ডক্টরেট থিসিস) পৃঃ ১৫০-৫১, ১৭৩)*। অতএব 'ইত্তেবা' ও 'তাক্বলীদ'-এর পার্থক্যে বলা যাবে, اَلْإِتِّبَاعُ هُوَ قَبُوْلُ قَوْلِ الْغَيْرِ مَعَ دَلِيْلٍ وَالتَّقْلِيْدُ هُوَ قَبُوْلُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ دَلِيْلٍ অর্থাৎ 'ইত্তেবা' হ'ল অন্যের কোন শারঈ সিদ্ধান্ত দলীল সহকারে গ্রহণ করা এবং 'তাক্বলীদ' হ'ল কারু কোন শারঈ সিদ্ধান্ত বিনা দলীলে গ্রহণ করা'। সুতরাং দলীলসহ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসরণ করাই হ'ল 'ইত্তেবা'।

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেন, إِعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا قَبْلَ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ غَيْرُ مُجْمِعِيْنَ عَلَى التَّقْلِيْدِ الْخَالِصِ لِمَذْهَبٍ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ- 'জেনে রেখ যে, ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোন মুসলমান কোন একজন নির্দিষ্ট বিদ্বানের মাযহাবের তাক্বলীদের উপরে সংঘবদ্ধ ছিল না' *(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (কায়রোঃ ১৩৫৫/১৯৩৬), ১/১৫২ পৃঃ; আহলেহাদীছ আন্দোলন পৃঃ ১৫৭, ১৭৫)*।

প্রশ্ন (১৯/২৬৪)ঃ কাউকে মাধ্যম করে দো'আ করলে

http://islaminonesite.wordpress.com

শিরক হবে কি?

-হাবীবুর রহমান শহীদ
খড়খড়ি, মতিহার, রাজশাহী।

উত্তরঃ জীবিত ব্যক্তিকে মাধ্যম করে দো'আ করা যায় এবং অতীতের ভাল আমল পেশ করেও দো'আ করা যায়। পক্ষান্তরে মৃত ব্যক্তিকে মাধ্যম করে দো'আ করা শিরক। তাছাড়া মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ 'কবরস্থ কোন ব্যক্তিকে আপনি কিছুই শুনাতে পারবেন না' *(ফাত্বির ২২)*। নবী করীম (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করার পর ছাহাবীগণ আব্বাস (রাঃ)-এর মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১৫০৯ 'ইস্তিস্কার ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। তিন ব্যক্তি গর্তে আটকা পড়লে তারা উদ্ধার পাওয়ার প্রত্যাশায় তাদের ভাল আমলগুলি আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করেছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৩৮ 'আদব' অধ্যায় 'সুসম্পর্ক ও সদাচরণ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২০/২৬৫)ঃ আমরা শুনেছি ছেলেদের খাৎনা ইবরাহীম (আঃ) থেকে চালু হয়েছে। এক্ষণে জানতে চাই, ইবরাহীম (আঃ)-এর খাৎনা কখন হয়েছিল এবং কে করেছিল? হাসপাতালে বাচ্চাদের খাৎনা করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন
ঝাউতলী, দাউকান্দি, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ইবরাহীম (আঃ) ৮০ বছর বয়সে নিজ হাতে সুতারের অস্ত্র দ্বারা খাৎনা করেছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, নায়লুল আওত্বার ১/১১১ পৃঃ)*। নিজ হাতে অথবা যেকোন ব্যক্তির মাধ্যমে যেকোন স্থানে খাৎনা করা যায়। খাৎনা করা সুন্নাত। তবে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির মাধ্যমে এবং কোন নির্ধারিত স্থানে খাৎনা করা সুন্নাত, এমনটি নয়।

প্রশ্ন (২১/২৬৬)ঃ পীরের মাযারে ও অন্যায় কাজে মানত করলে ঐ মানত পূরণ করতে হবে কি-না ছহীহ দলীলের মাধ্যমে জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ শরীফ হোসাইন
হাটশ্যামগঞ্জ
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের নামে মানত, নযর-নিয়ায করা বা যবেহ করা শিরক। আর শিরককারীর উপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে চিরতরে হারাম করে দিয়েছেন *(মায়েদা ৭২)*। এ সম্পর্কে কুরআন-হাদীছে অসংখ্য দলীল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের জন্য হারাম করা হ'ল মৃত জীব, রক্ত, শুকরের গোশ্ত, আর যেসব জন্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয় এবং তীর্থকেন্দ্রে যে সব পশু যবেহ করা হয়'.. *(মায়েদা ৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِى مَعْصِيَةٍ وَلاَ فِيْمَا لاَ يَمْلِكُ الْعَبْدُ رواه مسلم 'গুনাহের কর্মে মানত করলে তা পূরণ করতে হবে না এবং ঐ মানত পূরণ করতে হবে না, যা তার সাধ্যের বাইরে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৮ 'নযর' অধ্যায়)*।

সুতরাং মাযারে বা অন্য কোন তীর্থস্থানে মানত করা যাবে না। যদি কেউ করেই ফেলে তাহ'লে তা পূরণ করতে হবে না।

প্রশ্ন (২২/২৬৭)ঃ চাচাতো বোনের মেয়েকে বিবাহ করা যাবে কি-না পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ চাচাতো বোনের মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয। যে সমস্ত মহিলাকে বিবাহ করা হারাম তার মধ্যে চাচাত বোন বা তার মেয়ে অন্তর্ভুক্ত নয় *(নিসা ২৩)*। বিবাহ করা হারাম এমন সব মহিলাদের বর্ণনা দেওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَالِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوْا بِأَمْوَالِكُمْ 'এদেরকে ছাড়া তোমাদের জন্য সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের (মোহরের) বিনিময়ে তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য' *(নিসা ২৪)*।

প্রশ্ন (২৩/২৬৮)ঃ সঊদী আরব সহ অন্যান্য দেশের বিভিন্ন রংবেরংয়ের জায়নামায পাওয়া যায়, যাতে ছালাত আদায়কালে একাগ্রতা বিনষ্ট হয়। এ সমস্ত জায়নামাযে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি?

-মুহাম্মাদ ফেরদাউস
নাচোল বাজার
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ যেকোন দেশের জায়নামায হোক না কেন যদি ছালাতের সময় একাগ্রতা বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহ'লে তাতে ছালাত আদায় করা উচিৎ নয়। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা কারুকার্য খচিত চাদরে ছালাত আদায়কালে নকশার দিকে নযর পড়লে ছালাত শেষে তিনি বললেন, চাদরখানা আবু জাহামের নিকট নিয়ে যাও এবং পরিবর্তন করে 'আম্বেজানিয়া' কাপড় নিয়ে এসো। কেননা এ চাদর আমাকে আমার ছালাত থেকে অমনোযোগী করেছে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৫৭, 'ছালাতের সুতরা' অনুচ্ছেদ, পৃঃ ৭২)*।

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আয়েশা (রাঃ)-এর একটি চাদর ছিল, যা দিয়ে তিনি ঘরের এক দিকে পর্দা করে ছিলেন। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'তোমার চাদরটি সরিয়ে রাখ।

http://islaminonesite.wordpress.com

কেননা ছালাতের সময় নকশাগুলি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৫৮ পৃঃ ৭২)*।

অতএব যে জায়নামায মুছল্লীর একাগ্রতা বিনষ্ট করে এমন নকশাযুক্ত জায়নামাযে ছালাত আদায় করা উচিৎ নয়।

প্রশ্ন (২৪/২৬৯)ঃ জনৈক মাওলানা বলেছেন 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মে'রাজে গিয়ে আল্লাহ্‌র আরশের সত্তর হাযার পর্দা অতিক্রম করছিলেন, তখন গায়েবী আওয়াজ শুনতে পেলেন যে, আবুবকর (রাঃ) বলছেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! সাবধান, মহান আল্লাহ এখন ছালাত আদায় করছেন'। এ ঘটনার সত্যতা জানতে চাই।

-আবু মুহাম্মাদ মু'তাছিম রেযা
ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে স্বশরীরে মে'রাজে গিয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমন করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আক্বছা পর্যন্ত' *(বণী ইসরাঈল ১)*। অত্র আয়াতটি মে'রাজ সংক্রান্ত। তাছাড়া মে'রাজের প্রমাণে অনেক ছহীহ হাদীছ রয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৫ 'মে'রাজ' অনুচ্ছেদ)*।

তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সত্তর হাযার পর্দা অতিক্রম করেছেন, আবুবকর (রাঃ) গায়েবী আওয়াজের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সতর্ক করেছেন, আল্লাহ তা'আলা ছালাত আদায় করছেন, এসমস্ত ঘটনা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে যার কোন প্রমাণ নেই।

তাছাড়া আবুবকর (রাঃ)-এর উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি গায়েব জানতেন, এরূপ আক্বীদা পোষণ করা শিরক। আবুবকর (রাঃ) কেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও গায়েব জানতেন না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আপনি বলে দিন, আসমান ও যমীনের কেউ গায়েবের খবর রাখে না একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত' *(নামল ৬৫, আন'আম ৫৯)*। তাছাড়া আমরা ছালাত আদায় করি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য; কিন্তু আল্লাহ কার জন্য ছালাত আদায় করবেন? সুতরাং প্রত্যেকের উচিত দলীল ভিত্তিক কথা বলা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি জেনে শুনে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮ 'ইলম' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (২৫/২৭০)ঃ ছবি সম্বলিত টাকা-পয়সা সাথে নিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি? দলীল ভিত্তিক জওয়াবদানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ
পুরানা মোগলটুলী, ঢাকা।

উত্তরঃ নিরুপায় হয়ে ও যরূরী ভিত্তিতে যেমন হজ্জ, সফর, চাকুরী ইত্যাদি ক্ষেত্রে ছবি তোলা এবং সেগুলি সাথে রাখা শরীয়তে যেমন জায়েয, তেমনি ছবি সম্বলিত টাকাও নিরুপায় হয়ে সাথে রেখে ছালাত আদায় করলে ইনশাআল্লাহ ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। যেমন হারাম বস্তু ভক্ষণ করা যায় না, তবে নিরুপায় হয়ে শুধু জীবন বাঁচানোর জন্য ভক্ষণ করা জায়েয। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন, মৃত জীব, রক্ত, শুকরের গোস্ত এবং সেসব জীব-জন্তু, যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু নামে উৎসর্গ করা হয়। তবে যে নিরুপায় হয়ে পড়বে তার জন্য কোন গোনাহ নেই, যদি সীমালংঘন না করে' *(বাক্বারাহ ১৪৭)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর সাধ্যমত' *(তাগাবুন ১৬)*। তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা কারু উপর তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করেন না' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*। নবী করীম (ছাঃ) ছবি সম্বলিত কাপড়ের দিকে ছালাত আদায় করার পর কাপড়টি সরিয়ে নিতে বলেছিলেন, কিন্তু ঐ ছালাত দ্বিতীয়বার আদায় করেননি *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৫৮ 'ছালাতের সুতরা' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না।

প্রশ্ন (২৬/২৭১)ঃ আমি একজন দোকানদার, আমার দোকানে হালাল-হারাম সবধরনের জিনিস আছে। যেমন বিড়ি, সিগারেট, চাল, আটা ইত্যাদি। এরূপভাবে হালাল-হারাম সবধরনের বস্তু দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করা এবং এর মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ হালাল হবে কি?

-মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান
জামতলা বাজার
গ্রামঃ ইটাংরা, সামটা
শার্শা, যশোর।

উত্তরঃ হালাল-হারাম সবধরনের বস্তু দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য করা উচিত নয়। শুধুমাত্র হালাল বস্তুর ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে 'আল্লাহপাক তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল ঘোষণা করেন ও নিষিদ্ধ করেন হারাম বস্তু সমূহ' *(আ'রাফ ১৫৭)*। প্রশ্নে বর্ণিত বিড়ি, সিগারেট সহ গুল, জর্দা আলাপাতা ইত্যাদি বস্তুগুলি হারাম। কেননা এগুলি মাদক দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যার বেশী পরিমাণে মাদকতা আসে তার কম পরিমাণও হারাম' *(তিরমিযী, ইবনুমাজাহ, মিশকাত হা/৩৬৪৫ 'মদের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'যে বস্তুটি হারাম তার মূল্যও হারাম' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৪৮৫ ও ৩৪৮৮ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়; মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮)*।

প্রশ্ন (২৭/২৭২)ঃ ছালাতের জন্য সময় নির্ধারণ করা আছে। ইমাম যদি ৪/৫ মিনিট দেরী করে উপস্থিত হন, তাহ'লে অন্য কেউ নির্ধারিত সময়ে ইমামতী করতে পারেন কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান

http://islaminonesite.wordpress.com

মেহেরচণ্ডি (চকপাড়া)
বোয়ালিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ জামা'আত শুরু হওয়ার নির্ধারিত সময়ে ইমাম যদি উপস্থিত হ'তে না পারেন তাহ'লে ইমামের জন্য কিছু সময় অপেক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। তবে ইমামকে জামা'আতী শৃংখলা রক্ষার্থে যথাসম্ভব নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হ'তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই ইমামকে নিযুক্ত করা হয়েছে তার অনুসরণের জন্যই' *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৯ 'মুক্তাদীর করণীয় ও মাসবূক্বের হুকুম' অনুচ্ছেদ)*। অন্য হাদীছে এসেছে একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অসুস্থতা গুরুতর আকার ধারণ করলে ছালাতের সময় পেরিয়ে যাওয়ায় রাসূল (ছাঃ) বললেন, জনগণ কি ছালাত আদায় করেছে'? আমরা বললাম, না। তারা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। রাসূল (ছাঃ) তখন ওযূর জন্য পানি চাইলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৪৭)*।

প্রশ্ন (২৮/২৭৩)ঃ আমাদের গ্রামে একটি ছোট মসজিদ আছে। গ্রামের ৯৫% লোক নিম্নোক্ত কারণে আরেকটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করেছে। (১) ওয়াক্বফকারীর বংশধররা মসজিদটিকে নিজস্ব মসজিদ বলে দাবী করে। (২) মসজিদের যাবতীয় কার্যক্রম তাদের নির্দেশে চলবে বলে দাবী করে। (৩) মসজিদে যাতায়াতের রাস্তা না থাকায় অন্যের জমি দিয়ে মসজিদে যাতায়াত করতে হয়। এতে জমির মালিক বাধার সৃষ্টি করে। (৪) জনসংখ্যার তুলনায় মসজিদের জায়গা একেবারে সংকীর্ণ। মসজিদ প্রশস্ত করার উদ্দেশ্যে পার্শ্বের লোকের কাছে জমি চাইলে তারা দিতে অস্বীকার করে। এমতবস্থায় আমরা কোন মসজিদে ছালাত আদায় করব?

-আলতাফ ও আব্বাস
যোগীপাড়া, বাগাতীপাড়া
নাটোর।

উত্তরঃ মসজিদের জমি, মসজিদ এবং মসজিদে যাতায়াতের রাস্তা মানুষের অধিকার হ'তে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া আবশ্যক। উক্ত বিষয়াবলীর উপর কারু আইনসঙ্গত দাবী থাকলে তা কখনও মসজিদ বলে গণ্য হবে না। আল্লাহ বলেন, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا 'মসজিদ একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য। তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে ডেক না' *(জিন ১৮)*। কাজেই প্রশ্নে উল্লেখিত কারণগুলি সঠিক হ'লে পুরাতন মসজিদ মসজিদ হিসাবে গণ্য হয়নি। অতএব সকল মুছল্লীর নতুন মসজিদে ছালাত আদায় করা উচিত। *-বিস্তারিত দেখুনঃ ফৎওয়া ইবনে তায়মিয়া ৩১/২১৬-১৭ পৃঃ।*

প্রশ্ন (২৯/২৭৪)ঃ মেয়েরা ই'তেকাফ করতে পারে কি? তাদের ই'তেকাফের নিয়ম কি? বাড়ীতে ই'তেকাফ করা যায় কি?

-কুমকুম আক্তার
খুরমা, সুনামগঞ্জ, সিলেট।

উত্তরঃ মেয়েরা ই'তেকাফ করতে পারে। নারী ও পুরুষের ই'তেকাফের নিয়ম একই এবং পুরুষের মত তাদেরকেও জামে মসজিদে ই'তেকাফ করতে হবে। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) মৃত্যু পর্যন্ত রামাযানের শেষ ১০ দিন ই'তেকাফ করেছেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীগণ ই'তেকাফ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৯৭ 'ই'তেকাফ' অনুচ্ছেদ)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রোগীর সেবা-শুশ্রূষা না করা, জানাযায় শরীক না হওয়া, স্ত্রীকে স্পর্শ না করা এবং স্ত্রীসহবাস না করা, অতীব প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না গিয়ে শুধু ছালাত আদায়, তাসবীহ-তাহলীল ও যিকির-আযকারে রত থাকাই হ'ল ই'তেকাফকারীর জন্য সুন্নাত। ছিয়াম ও জামে মসজিদ ছাড়া ই'তেকাফ হবে না *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২১০৬)*। মসজিদে নিরাপত্তা না থাকলে স্ত্রী স্বামীকে সাথে নিয়ে ই'তেকাফ করতে পারে। রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ তাঁর সাথে মসজিদে ই'তেকাফ করতেন *(ছহীহ ইবনুমাজাহ হা/১৪৪৬)*।

প্রশ্ন (৩০/২৭৫)ঃ উট যবেহ করার নিয়ম কি? সাধারণ পশুর মত উঠ যবেহ করা যায় কি?

-মুহাম্মাদ হারিছুদ্দীন
চাকলা, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ উট যবেহ করার সাধারণ নিয়ম হচ্ছে, উট দাঁড়ানো অবস্থায় অথবা উটের হাত পা বেঁধে কণ্ঠনালীতে ধারালো ছুরি চালিয়ে রক্ত ঝরানো। আর গরু-ছাগল যবেহ করার নিয়ম হচ্ছে, হাত-পা বেঁধে মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলে কণ্ঠনালীতে ছুরি চালানো। তবে উটকে গরু-ছাগলের মত মাটিতে ফেলে যবেহ করলে নাজায়েয হবে না।

উল্লেখ্য যে, উটের বক্ষে ছুরি মেরে যবেহ করাই সুন্নাত। বনু হারেছা গোত্রের এক ব্যক্তি ওহোদের পাহাড়ী এলাকায় উট চরাচ্ছিল। একটি মাদী উট হঠাৎ মুমূর্ষু হয়ে পড়লে তার বুকে লাঠি মেরে রক্ত প্রবাহিত করা হয়। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-কে এ সংবাদ প্রদান করলে তিনি তা খাওয়ার আদেশ দেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪০৯৬ 'শিকার ও যবেহ করা অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩১/২৭৬)ঃ মসজিদের ছাদ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা যায় কি? যেমন ছাদের উপর মরিচ শুকানো, ধান শুকানো ইত্যাদি।

-শাহাজাহান
গান্ধাইল, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ মসজিদ হচ্ছে ইবাদত-বন্দেগী করার স্থান। একে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা জায়েয নয়; বরং ময়লা-আবর্জনা ও দুর্গন্ধ বস্তু থেকে পবিত্র রাখা যরূরী।

http://islaminonesite.wordpress.com

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করতে এবং উহাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় করে রাখতে বলেছেন *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনুমাজাহ, মিশকাত হা/৭১৭ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থানসমূহ' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*। আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের ভাল-মন্দ সব আমল আমার সামনে পেশ করা হ'ল। তাতে আমি দেখলাম যে, ভাল আমলের মধ্যে রয়েছে, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু (কাটা প্রভৃতি) সরানো এবং মন্দ আমলের মধ্যে রয়েছে, মসজিদে শিকনি বা নাকের পোঁটা ফেলা, যা পরিষ্কার করা হয় না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৯)*। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, মসজিদে পেশাব করা ও আবর্জনা ফেলা জায়েয নয়; বরং মসজিদ হচ্ছে আল্লাহ্‌র যিকির ও কুরআন তেলাওয়াতের জন্য *(মুসলিম, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১১ পৃঃ, 'মসজিদ' অনুচ্ছেদ)*।

উপরোক্ত হাদীছসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মসজিদকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্দেশ্যে মসজিদে এসব কাজ না করাই ভাল।

প্রশ্ন (৩২/২৭৭)ঃ সঊদী আরবের লোকেরা টিকটিকি দেখলেই মেরে ফেলে। কিন্তু আমাদের দেশের লোকেরা মারে না। টিকটিকি মারা সম্পর্কে শরীয়তের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আফতাবুদ্দীন
কামারপাড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ সঊদী আরবের লোকদের মত আমাদের দেশের লোকদেরও টিকটিকি মারা উচিৎ। উম্মে শারীক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) টিকটিকি মারতে বলেছেন। তিনি আরো বলেন, টিকটিকি ইবরাহীম (আঃ)-এর বিরুদ্ধে আগুনে ফুঁক দিয়েছিল *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১১৯ 'কোন্ কোন্ বস্তু খাওয়া হালাল ও হারাম' অনুচ্ছেদ)*। সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) টিকটিকি মারার আদেশ দিয়েছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১২০)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রথমবারে টিকটিকি মারতে পারলে ১০০ নেকী, দ্বিতীয়বারে তার চেয়ে কম, তৃতীয় বারে তার চেয়ে কম নেকী পাবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১২১)*।

প্রকাশ থাকে যে, 'আল-ওয়াযাগ' (اَلْوَزَغ) শব্দের উর্দূ অনুবাদ 'ছিপকলী' *(মিছবাহুল লুগাত (আরবী-উর্দূ অভিধান), পৃঃ ৯৪৩; আল-মুনজিদ (আরবী-উর্দূ) পৃঃ ১০৮২)*। যার বাংলা অর্থ টিকটিকি *(ফ'রহঙ্গ-ই-রাব্বানী; পৃঃ ২৬০; ফরহঙ্গ-এ-জাদীদ (উর্দূ-বাংলা অভিধান), পৃঃ ৩৫৬)*। আর 'আল-হিরবাউ' (اَلْحِرْبَاءُ)-এর উর্দূ অর্থ গিরগিট্ *(মিছবাহুল লুগাত পৃঃ ১৪৪; আল-মুনজিদ পৃঃ ১৯৮)*। যার বাংলা গিরগিটি বা কাকলাস ব্যবহৃত হয় *(ফরহঙ্গ-এ-জাদীদ, পৃঃ ৬৯১; ফ'রহঙ্গ-ই-রাব্বানী, পৃঃ ৫০৭-৮)*। গিরগিটি মুহূর্তের মধ্যে গায়ের রং পরিবর্তন করতে পারে, কিন্তু টিকটিকি তা পারে না। ফলে গিরগিটির গায়ের পরিবর্তিত রং দেখেই আমাদের দেশের লোকজন মারতে বেশী উদ্যত হয়। *(বিস্তারিত দেখুনঃ আল-ক্বামূস; আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব পৃঃ ১০২৯; আরবী-বাংলা অভিধান (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৫৪)*। উল্লেখ্য যে, ভারতের কতিপয় লেখক স্ব স্ব লেখনীতে এবং এ দেশের বাংলা অনুবাদ মিশকাতে ও 'আল-কাওছার' আরবী-বাংলা অভিধানে 'আল-ওয়াযাগ' (اَلْوَزَغ) অর্থ গিরগিটি লেখা হয়েছে, যা ভুল।

প্রশ্ন (৩৩/২৭৮)ঃ মাদরাসায় অধ্যয়নরত মেয়েদের পরীক্ষার সময় ঋতুস্রাব হ'লে কুরআন পড়তে পারবে কি?

-যীবুন নেসা
হাটগাঙ্গোপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ঋতু বা অপবিত্র অবস্থায় কুরআন পড়া জায়েয। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার যিকির-আযকার করতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৬)*। ঋতুবতী মহিলা কুরআন পড়তে পারে তার প্রমাণে ইমাম বুখারী কয়েকটি আছার পেশ করেছেন। যেমন ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, لا بأس ان تقرأ الاية 'ঋতুবতী অবস্থায় কুরআন পড়ায় কোন দোষ নেই'। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, إنه لم ير بالقراءة للجنب بأساً 'অপবিত্র ব্যক্তির জন্য কুরআন পড়ায় কোন দোষ নেই' *(বুখারী ১/৪৪ পৃঃ)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) আরো বলেন, كان يقرأ ورده وهو جنب 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অপবিত্র অবস্থায় কুরআন পড়তেন' *(ইরওয়া ২/৪৫ পৃঃ)*।

উপরোক্ত হাদীছ ও আছার সমূহের আলোকে ইমাম বুখারী, ইবনু মুনযির ও অন্যান্যরা ঋতু বা অপবিত্র অবস্থায় কুরআন পড়া জায়েয বলেছেন *(ইরওয়াউল গালীল ২/২৪৪-৪৫)*। তবে কুরআন স্পর্শ করে তেলাওয়াত করা নিষিদ্ধ *(ইরওয়া হা/১২২, ১/১৫৮-৬১ পৃঃ, আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

উল্লেখ্য যে, যে হাদীছ সমূহে ঋতু অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, সে হাদীছগুলি যঈফ *(আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৬০, ৬১, ৬২, ৬৩ 'নাপাক ব্যক্তির সাথে মিলা ও তার জন্য যা বৈধ' অনুচ্ছেদ; ইরওয়া হা/৪৮৫-এর আলোচনা দ্রঃ)*।

প্রশ্ন (৩৪/২৭৯)ঃ আমি কিছু জমি মসজিদের নামে ওয়াক্বফ করেছি। ঐ জমি নিকটাত্মীয়ের মাঝে বর্গা দিয়ে ফসলের মূল্য বাবদ প্রাপ্ত টাকা মসজিদ তহবিলে জমা করে আসছি। ওয়াক্বফকৃত জমি নিকটাত্মীয়ের মাঝে বর্গা দেওয়া যাবে কি?

http://islaminonesite.wordpress.com

-ফয়েযুদ্দীন
ব্রহ্মপুর, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ওয়াক্বফকৃত জমি নিকটাত্মীয় বা অন্যের মাঝে বর্গা দেওয়া যায় এবং ফসলের মূল্য বাবদ প্রাপ্ত টাকা মসজিদ তহবিলে জমা করা যায়। ওমর (রাঃ) খায়বারের যুদ্ধে প্রাপ্ত মূল্যবান জমি ওয়াক্বফ করতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, 'তুমি জমির মালিকানা হাতে রাখ এবং তার ফসল ফকীর, নিকটাত্মীয়, দাসমুক্ত, পথিক ও দুর্বলদের মাঝে বন্টন করে দাও। আর যে ব্যক্তি জমি চাষ করবে সে বৈধ পন্থায় জমির ফসল ভোগ করবে। তবে বেশী ভোগ করার চেষ্টা করবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০০৮ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'স্বেচ্ছায় কিছু দেওয়া' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩৫/২৮০)ঃ আমাদের গ্রামে জনৈক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার আত্মীয়-স্বজন ছাদাক্বা হিসাবে ফকীর-মিসকীনকে খাওয়াতে চায়। এরূপ করা কতটুকু শরীয়ত সম্মত? ছহীহ দলীলের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মীযানুর রহমান
উত্তর চাষাড়া
নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির রূহের মাগফেরাতের জন্য ছাদাক্বা স্বরূপ যেকোন সময় ফকীর-মিসকীনকে খাওয়ানো যায়। তবে কোন দিন নির্ধারণ এবং আনুষ্ঠানিকতা করা যাবে না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা একজন লোক এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। কোন অছিয়ত করে যাননি। আমার ধারনা তিনি কথা বলতে পারলে ছাদাক্বা করতেন। এখন আমি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বা করলে তার নেকী হবে কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হাঁ' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ১৭২, হা/১৯৫০ 'স্বামীর মাল থেকে স্ত্রীদের ছাদাক্বা করা' অনুচ্ছেদ)*।

উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ছাদাক্বা ব্যাপক অর্থ বহন করে। ফকীর-মিসকীনকে খাওয়ানোও এর অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে যে মৃত ব্যক্তির নামে চল্লিশা ও খানা পিনার অনুষ্ঠান হিন্দুদের শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের অনুকরণে মুসলিম সমাজে চালু হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে বিদ'আত। ফকীর-মিসকীন খাওয়ানোর নামে এই সব খানার অনুষ্ঠান না করে বরং মৃতের নামে কোন স্থায়ী ছাদাক্বা করা উচিৎ, যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য নেকীর কারণ হয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩, 'ইলম' অধ্যায়)*।

রাজশাহী মেন্টাল হেলথ ক্লিনিক
মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র

সেবা সমূহঃ
- যে কোন মানসিক রোগ চিকিৎসা
- মাদকাসক্তি নিরাময়
- সাইকোথেরাপি
- বিহেভিয়ার থেরাপি

শার আচরণগত সমস্যা

লক্ষীপুর ভাটাপাড়া;
রাজশাহী-৬০০০
ফোনঃ ৭৭৫৮০৫।

http://islaminonesite.wordpress.com

৪র্থ বর্ষ
৯ম সংখ্যা
জুন ২০০১

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/২৮১)ঃ মাযহাব সাব্যস্ত করার জন্য মাযহাবপন্থী ভাইগণ একটি হাদীছ পেশ করে থাকেন। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা বড় জামা'আতের পায়রবী কর'। অর্থাৎ চার মাযহাবের অনুসরণ কর। এ হাদীছের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান
গ্রাম ও পোঃ বৈদেশির হাট
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ প্রথমতঃ প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীছটি ইবনে ওমর (রাঃ) কর্তৃক মিশকাতুল মাছাবীহ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। যা অন্য কোন হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হয়নি। মূলতঃ হাদীছটির কোন মূল সূত্র নেই। হাদীছটি নিতান্তই যঈফ *(বিস্তারিত দেখুনঃ আলবানী, মিশকাত হা/১৭৪-এর টীকা 'ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ পৃঃ ৩০)*। অনুরূপভাবে ইবনু মাজাহ-তে আনাস (রাঃ) কর্তৃক একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, ঐ হাদীছটিও যঈফ *(যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৭৮৮, পৃঃ ৩২১; সিলসিলা যাঈফা হা/২৮৯৬)*। **দ্বিতীয়তঃ** হাদীছটি পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের বিরোধী, যেখানে আল্লাহ তা'আলা রাসূল (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে এরশাদ করেন, 'যদি আপনি অধিকাংশ জগতবাসীর অনুসরণ করেন, তবে তারা আপনাকে আল্লাহ্র পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে। কারণ তারাতো শুধু কল্পনার অনুসরণ করে এবং অনুমানভিত্তিক কথা বলে' *(আন'আম ১১৬)*।

তৃতীয়তঃ চার মাযহাব একটি দল নয়; বরং চারটি দল। যা ৪র্থ শতাব্দীর নিন্দিত যুগে সৃষ্ট। এর অনেক পূর্বেই ছাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণযুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। প্রকৃত অর্থে ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আত ছিল বড় জামা'আত। এ সম্পর্কে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের ৭২টি দল জাহান্নামে যাবে আর একটিমাত্র দল জান্নাতে যাবে। সেটিই হ'ল বড় জামা'আত' *(আহমাদ, ছহীহ তিরমিযী সনদ ছহীহ তাহকীক মিশকাত হা/১৭২ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ পৃঃ ৩০)*। উক্ত বড় জামা'আতের অর্থ অন্য হাদীছে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك- 'হক্বের অনুসারী দলই প্রকৃতপক্ষে বড় দল। যদিও তুমি একাকী হও' *(ইবনু আসাকির, তারীখ দেমাশক্বী ১৩/৩২২ পৃঃ; সনদ ছহীহ-আলবানী, তাহকীক মিশকাত ১/৬১ পৃঃ, হা/১৭৩-এর টীকা নং ৫)*। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারককে জামা'আত কি প্রশ্ন করা হ'লে, তিনি বলেন, আবুবকর ও ওমর (রাঃ) *(মিশকাত ১/৬১ পৃঃ)*।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হক্বের অনুসারী যদি একজনও হয় তবুও সে বড় দলের অন্তর্ভুক্ত। সংখ্যায় অধিক হ'লেই বড় দল বা জামা'আত ও হক্বের অনুসারী হওয়া যায় না। বরং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারীগণই প্রকৃত অর্থে হক্বপন্থী। আর সেই হক্বপন্থীগণই হ'লেন বড় জামা'আত। আর তারা হ'লেন সালাফে ছালেহীন ও তাদের যথাযথ অনুসারীগণ। সুতরাং যারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুলাফায়ে রাশেদীন ও ছাহাবায়ে কেরামের আদর্শকে আঁকড়ে ধরে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করবেন, তারাই বড় জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

প্রশ্ন (২/২৮২)ঃ বর্তমান সমাজে মহিলারা একেবারে পাতলা পোশাক পরিধান করছে। ছহীহ দলীলের ভিত্তিতে এদের পরিণতি সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সাবরীন সুলতানা
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ মহিলাদের জন্য এমন কোন পোশাক পরিধান করা উচিত নয়, যে পোশাকে শরীরের কোন অংশ প্রদর্শিত হয় এবং যে পোশাক শরীরের সাথে এমনভাবে লেগে থাকে যে, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের আকৃতি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ পোশাক পরিধান কারিণীদের ভর্ৎসনা করে বলেন, 'এরূপ পাতলা পোশাক পরিধানকারিণী নগ্ন মহিলা এবং বক্র উটের মত মাথা হেলেদুলে বেপরোয়াভাবে যে মহিলা রাস্তায় চলাফেরা করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না' *(মুসলিম ২/২০৫ পৃঃ হা/২১২৮, 'লিবাস' অধ্যায়; মিশকাত ২/১০৪৫ পৃঃ হা/৩৫২৪ 'ক্বিছাছ' অধ্যায় 'যে পাপাচারের জিম্মাদারী নেই' অনুচ্ছেদ)*। একদা নবী করীম (ছাঃ) পাতলা পোশাক পরিধানকারিণী জনৈকা মহিলার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'মেয়েরা যখন যুবতী হয়ে যায় তখন তাদের শরীরের কোন অংশ প্রদর্শন করা ঠিক নয়' *(ছহীহ আবুদাঊদ ২/৫২০ পৃঃ হা/৪১০৪; আলবানী, হিজাবুল মারআতিলা মুসলিম; পৃঃ ২৪ সনদ ছহীহ-মিশকাত হা/৪৩৭২ 'পোষাক' অধ্যায়)*। অন্য হাদীছে আছে, হাফসা বিনতে আবদুর রহমান একটি পাতলা ওড়না পরে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে আসলে তিনি রেগে ওড়নাটি দু'টুকরো করে ফেলেন এবং তাকে একটি মোটা ওড়না পরিয়ে দেন' *(মালেক, মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/৪৩৭৫ 'পোষাক' অধ্যায় সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৩/২৮৩)ঃ আমাদের এলাকায় বংশে বংশে মারা-মারি, হানাহানি, কলহ-বিবাদ সর্বদা লেগেই থাকে। তাতে ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা না করে বংশের গৌরবে সকলেই সেই লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে থাকে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এরূপ লড়াই কতটুকু বৈধ। দলীলসহ

জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুছ ছবূর
দিয়াড় মানিক চক
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ সৎ কাজে পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা নিঃসন্দেহে ছওয়াবের কাজ। তবে অন্যায় ও অসৎ কাজে পরস্পরকে সাহায্য করা শরীয়তে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন- تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَاتَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ- 'তোমরা তাক্বওয়া ও পূণ্যের কাজে পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করো। অন্যায় ও পাপকাজে পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিজের সম্প্রদায়ের জন্য সাহায্য-সহযোগিতা করে তার তুলনা সেই উটের ন্যায়, যে উট কূপে পতিত হয়েছে, অতঃপর তার লেজ ধরে (উদ্ধারের জন্য) টানা হচ্ছে' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৯০৪ 'আদব' অধ্যায়)*। অর্থাৎ উটের শরীরের তুলনায় লেজ খুবই ছোট ও হালকা। উট কূপে পতিত হ'লে লেজ ধরে উদ্ধারের কল্পনা করা বৃথা। অনুরূপভাবে যে গোত্র বাতিলের জন্য যুদ্ধ করে তা মূলতঃ ধ্বংসের দিকে পতিত হয়। সুতরাং বংশ মর্যাদা রক্ষার স্বার্থে হ'লেও অন্যায় কাজে লিপ্ত হওয়া বা সহযোগিতা করা যাবে না।

প্রশ্ন (৪/২৮৪)ঃ দু'ভাইয়ের মধ্যে স্ব স্ব স্ত্রীর কারণে তুমল দ্বন্দ্ব। এমতাবস্থায় তৃতীয় কোন পক্ষ মীমাংসা করার উদ্দেশ্যে কোন তথ্য গোপন করে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে উভয়ের মাঝে মীমাংসা করলে তা বৈধ হবে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আমানুল্লাহ
মাকোরকোল, টাংগাইল।

উত্তরঃ দু'ভাই, ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে সৃষ্ট কলহ-বিবাদ মীমাংসা করার লক্ষ্যে সত্যকে গোপন করে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া যায়। উম্মে কুলসুম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সেই ব্যক্তি মিথ্যুক নয়, যে ব্যক্তি লোকদের মাঝে সৃষ্ট গণ্ডগোল মীমাংসা করে দেয় এবং পরস্পরের মাঝে ভালবাসা-ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে সর্বোত্তম বাক্য দ্বারা আলাপ-আলোচনা করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/২৬৯২ 'মীমাংসা, অধ্যায়; মুসলিম হা/২৬০৫; মিশকাত হা/৪৮২৫ 'জিহ্বা সংযত, গীবত ও গাল মন্দ' অনুচ্ছেদ)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিনটি বিষয়ে মিথ্যা বলার অনুমতি দিয়েছেন (১) বাতিলপন্থীদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে (২) মানুষের মাঝে বিবাদ মীমাংসার জন্য এবং (৩) স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে কোন বিষয়ে' *(মুসলিম, হা/২৬০৫ 'সৎকাজ, সদাচরণ ও আদব' অধ্যায় অনুচ্ছেদ নং ২৭; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/২৪৯ পৃঃ ১১৪)*।

প্রশ্ন (৫/২৮৫)ঃ স্বামী-স্ত্রীর মিলনে বীর্যপাত না হ'লে গোসল ফরয হবে কি? ছহীহ দলীলের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
গ্রামঃ ছাতিয়ান পাড়া
পোঃ কি চক, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ স্বামী-স্ত্রীর মিলনে বীর্যপাত না হ'লেও গোসল ফরয হবে। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'স্ত্রীর সাথে মিলনে বীর্যপাত না হ'লেও তার উপর গোসল ওয়াজিব' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/২৯১; মিশকাত হা/৪৩০ পৃঃ ৪৭ 'গোসল' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৬/২৮৬)ঃ আমার কিছু আত্মীয়-স্বজন আছে, যাদের সাথে আমি ভাল ব্যবহার করি। কিন্তু তারা আমার সাথে ভাল ব্যবহার করে না। এমতাবস্থায় তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুসাম্মাৎ হাওয়া খাতুন
পলিকাদোয়া মহিলা দাখিল মাদরাসা
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। হযরত জুবাইর ইবনে মুত্ব'ইম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী হা/৫৯৮৪; ছহীহ মুসলিম হা/২৫৫৬; মিশকাত হা/৪৯২২ 'সদাচরণ ও সুসম্পর্ক' অনুচ্ছেদ)*। অন্য হাদীছে নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আত্মীয়তা আল্লাহ্‌র আরশের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে এবং বলছে, যে ব্যক্তি আমাকে তাঁর সাথে রাখবে আল্লাহ তা'আলা তাকে সাথে রাখবেন। আর যে ব্যক্তি আমাকে ছিন্ন করবে আল্লাহ তা'আলাও তাকে ছিন্ন করবেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯২১ 'সৎকাজ ও সদাচরণ' অনুচ্ছেদ 'আদব' অধ্যায়)*।

উপরোক্ত হাদীছদ্বয় থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোনভাবেই আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা উচিত নয়। বরং তাদের সাথে সর্বদা সদ্ব্যবহার করাই শরীয়ত সম্মত।

প্রশ্ন (৭/২৮৭)ঃ খুৎবা শুনা অবস্থায় তন্দ্রা আসলে ওযূ নষ্ট হবে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হালীম
বাঁশবাড়ী
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ তন্দ্রায় ওযূ নষ্ট হয় না। আনাস (রাঃ) বলেন, ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) এশার ছালাতের জন্য অপেক্ষা করতেন। এমতাবস্থায় তাঁদের মাথা তন্দ্রায় ঢুলে পড়ত।

অতঃপর তাঁরা ছালাত আদায় করতেন কিন্তু ওযূ করতেন না *(মুসলিম, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৩১৭ 'কোন্ বস্তু ওযূ ওয়াজিব করে' অনুচ্ছেদ)*। তবে গভীর ঘুম অবশ্যই ওযূ ভঙ্গের কারণ *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৩১৬ সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৮/২৮৮)ঃ জামা'আতে ছালাত আদায়কালে একে অপরের পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে এ মর্মে কোন দলীল আছে কি এবং উভয়ের পায়ের মাঝে ফাঁক রাখলে শয়তান প্রবেশ করে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মেহরাব হুসাইন
আর,ডি,এ, মার্কেট
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ জামা'আতে ছালাত আদায়কালে পরস্পরে পায়ের সাথে পা মিলানো এবং উভয়ের পায়ের মাঝে ফাঁক থাকলে যে শয়তান প্রবেশ করে এ সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন ছালাতের এক্বামত দেওয়া হ'ত, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের দিকে ফিরে বলতেন, 'তোমরা কাতার যথাযথভাবে সোজা কর এবং একে অপরের সাথে লেগে যাও' *(বুখারী, ফাৎহুলবারী সহ ২/২৬৪ পৃঃ হা/৭১৯ 'আযান' অধ্যায়; মিশকাত হা/১০৮৬ 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, "تَرَاصُّوْا" অর্থ হ'লঃ তোমরা শিশা ঢালাইয়ের ন্যায় পরস্পরে দাঁড়াও *(মিছবাহুল লুগাত পৃঃ ২৯৫)*। আনাস (রাঃ) হ'তে অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা ছালাতের কাতারে পরস্পরে মিলে দাঁড়াবে এবং লাইন পরস্পর নিকটে রাখবে। আর তোমাদের কাঁধসমূহ সোজা রাখবে। সেই আল্লাহ্র শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয়ই আমি শয়তানকে দেখি কাল ছাগলের বাচ্চার ন্যায় কাতার সমূহের ফাঁকে প্রবেশ করে' *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৬৬৭ 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১০৯৩)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন, 'তোমরা পরস্পরে কাতারের ফাঁক বন্ধ কর, কেননা শয়তান কানা ভেড়ার বাচ্চার ন্যায় ফাঁকের মধ্যে প্রবেশ করে' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১১০২)*। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন আমাদেরকে কাতার সোজা করে নেওয়ার জন্য বলতেন, তখন আমরা পরস্পরে কাঁধের সাথে কাঁধ পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাড়াতাম' *(বুখারী ১/২১৯ পৃঃ; হা/৭২৫ 'আযান' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৭৬)*।

প্রশ্ন (৯/২৮৯)ঃ আমাদের গ্রামের এক ব্যক্তি পবিত্র কুরআনের হাফেয এবং তার তেলাওয়াতও সুন্দর। পক্ষান্তরে অন্য একজন যোগ্য আলেম আছেন কুরআন শুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করতে পারেন না। মসজিদে ইমাম নিযুক্তির ব্যাপারে গ্রামে উভয়ের পক্ষের লোক আছে। এমতাবস্থায় কাকে ইমাম নিযুক্ত করা যাবে? ছহীহ দলীল সহ জানিয়া বাধিত করবেন।

-আবু রায়হান মুহাম্মাদ মোস্তফা
পুরানা মোগলটুলী, ঢাকা।

উত্তরঃ বিশুদ্ধভাবে যিনি কুরআন মাজীদ তেলাওয়াত করতে জানেন, তিনিই ইমাম হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। হযরত আবু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'জনগণের ইমাম তিনিই নিযুক্ত হবেন, যিনি কুরআন তেলাওয়াতে পারদর্শী। যদি সকলেই কুরআন বিশুদ্ধভাবে তেলাওয়াত করতে পারেন, তাহ'লে যিনি বয়সে বড় তিনি ইমাম হবেন। কেউ যেন অপর কোন ব্যক্তির অধিকার ও ক্ষমতার স্থানে ইমামতি না করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১১৭ 'ইমামতি' অনুচ্ছেদ পৃঃ ১০০)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন তিন ব্যক্তি একত্রিত হবে তখন যেন তাদের মধ্য হ'তে একজনকে ইমাম নিযুক্ত করা হয়। আর ইমাম হওয়ার অধিকার তিনিই রাখেন, যিনি বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১১৮ পৃঃ ১০০)*।

প্রশ্ন (১০/২৯০)ঃ ওযূর সময় গরদান (ঘাড়) মাসাহ করার কোন ছহীহ দলীল আছে কি? উত্তর দানে উপকৃত করবেন।

-আবদুল মুহায়মিন
কেশবপুর, গোদাগাড়ী
রাজশাহী।

উত্তরঃ ওযূতে গরদান মাসাহ করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। এ সম্পর্কে আবুদাউদে একটি যঈফ হাদীছ পাওয়া যায় *(যঈফ আবুদাউদ হা/১৩২ পৃঃ ১৯)*। যে হাদীছটি সম্পর্কে ইমাম নববী, আল্লামা সুয়ূতী, ইবনু হাজার আসক্বালানী, ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) প্রমুখ বলেন, 'হাদীছটি মওযূ বা জাল'। সুতরাং এটা সুন্নাত নয় বরং বিদ'আত *(নায়লুল আওত্বার ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৮)*। হেদায়ার ভাষ্যকার আল্লামা ইবনুল হুমাম বলেন, কারো কারো মতে ঘাড় মাসাহ করা বিদ'আত *(ফাৎহুল ক্বাদীর ১/৫৪ পৃঃ)*। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ঘাড় মাসাহ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি *(যাদুল মা'আদ ১/৪৯ পৃঃ)*। অতএব ঘাড় মাসাহ করার পক্ষে কোন ছহীহ দলীল নেই। *(বিস্তারিত দেখুনঃ আলবানী, সিলসিলাতু আহাদীছিয যাঈফাহ ১/১৬৭-৭০ পৃঃ, হা/৬৯-এর আলোচনা)*।

প্রশ্ন (১১/২৯১)ঃ প্রতি মাসে অনেকেই তিনটি করে ছিয়াম পালন করে থাকেন। এ ছিয়ামের ফযীলত জানতে চাই। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন নফল ছিয়াম পালন করতে পারবে কি-না, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আসমাউল হুসনা
নাচোল স্টেশন

চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রতি চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের ছিয়ামকে 'আইয়ামে বীয'-এর নফল ছিয়াম বলা হয়। নিয়মিত উক্ত ছিয়াম পালন করলে পূর্ণ এক বছরের নফল ছিয়ামের ছওয়াব বা নেকী পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'প্রতি (চান্দ্র) মাসে তিনটি করে ছিয়াম পালন করা এক বছর ছিয়াম পালনের শামিল' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/১৯৭৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/১০১৫; মিশকাত হা/২০৫৪-৫৭ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*। এতদ্ব্যতীত মাসের অন্যান্য সময়েও নফল ছিয়াম পালন করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতি সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম পালন করতেন *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২০৫৫-৫৬ 'ছিয়াম' অধ্যায় সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১২/২৯২)ঃ মাথার চুল ছাড়া অবস্থায় ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি-না ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শাহীদা খাতুন
গ্রামঃ মেরীগাছা
বড়াইগ্রাম, নাটোর।

উত্তরঃ পুরুষ হোক বা মহিলা হোক চুল ছাড়া অবস্থায় ছালাত আদায় করলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। সিজদায় গিয়ে বরং ধূলা-বালি লাগার ভয়ে কাপড় ও চুল গুটিয়ে নেওয়ার মধ্যে অহংকার প্রকাশ পায়। আল্লাহ তা'আলার সামনে সিজদার সময় এটা করা একেবারেই অন্যায় *(মির'আতুল মাফাতীহ ১/৬৪৮ পৃঃ; মিরক্বাত ২/৩১৯ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ৩/১২২-২৩ পৃঃ)*।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাকে সাত অঙ্গের উপর সিজদা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নাক-কপাল, দু'হাত, দু'হাটু, এবং দু'পায়ের অগ্রভাগ। আর আমি যেন কাপড় ও চুল গুটিয়ে না নেই *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/৮০৯; মুসলিম হা/৪৯০; মিশকাত হা/৮৮৭ 'সিজদা ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

উপরোক্ত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, চুল ছাড়া অবস্থায় কেউ ছালাত আদায় করলে তার ছালাত সিদ্ধ হবে। তবে ছালাত অবস্থায় অহংকারবশে কাপড় ও চুল গুটিয়ে নেওয়া শরীয়ত সম্মত নয়।

প্রশ্ন (১৩/২৯৩)ঃ জমিতে উৎপাদিত অথবা ক্রয়কৃত খাদ্যশস্য বেশী দামে বিক্রয়ের আশায় জমা রাখা যায় কি?

-আব্দুর রহমান
হোমিও হল, নজিপুর বাজার,
পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তরঃ 'ইহতেকার' হচ্ছে নিষ্প্রয়োজনে বেশী দামের উদ্দেশ্যে শস্যাদি গুদামজাত করা। অথচ মানুষ ঐ শস্যের মুখাপেক্ষী *(তুহফা, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪০৪, 'ইহতেকার' অধ্যায়)*। মানুষ যেসব খাদ্যশস্যের মুখাপেক্ষী, সেসব খাদ্য শস্য গুদামজাত করে রাখা জায়েয নয়। হযরত মা'মার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য জমা করে রাখবে সে পাপী হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৯২ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'ইহতেকার' অনুচ্ছেদ)*। মু'আয (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'ঐ খাদ্যশস্য জমাকারী ক্ষতিগ্রস্ত, যে শস্যের দাম কমলে চিন্তিত হয় এবং বেশী হ'লে খুশী হয়' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৮৯৭)*।

প্রকাশ থাকে যে, খাদ্যশস্য গুদামজাত করায় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত না হলে তা জায়েয *(আউনুল মা'বূদ ৫ম খণ্ড , পৃঃ ২২৬-২২৮, 'ইহতেকার নিষিদ্ধ' অনুচ্ছেদ; নায়ল, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২২২, 'ইহতেকার' অনুচ্ছেদ)*। এতদ্ব্যতীত মানুষ তার প্রয়োজনীয় বাৎসরিক খাদ্য জমা করতে পারে' *(আউনুল মা'বূদ ৫/২২৭ পৃঃ)*। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র খাদ্যশস্যেই 'ইহতেকার' হয় অন্য কোন শস্যে নয় *(নায়ল ৫/২২২; 'আউনুল মা'বূদ' পৃঃ ঐ)*।

প্রশ্ন (১৪/২৯৪)ঃ স্বামীর বিনা অনুমতিতে স্ত্রী নফল ছিয়াম পালন করতে পারে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবুল কাসেম
ভুগরইল, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন স্ত্রী স্বামীর বিনা অনুমতিতে নফল ছিয়াম পালন করতে পারে না। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া নফল ছিয়াম পালন করা কোন স্ত্রীর জন্য জায়েয নয় এবং বাড়ীতে কোন পুরুষকে প্রবেশ করতে দেওয়া জায়েয নয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩১ 'ক্বাযা ছিয়াম' অধ্যায়)*। প্রকাশ থাকে যে, ফরয ছিয়াম পালনের জন্য স্বামীর অনুমতি প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন (১৫/২৯৫)ঃ জান্নাতে স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে পাবে কিন্তু অবিবাহিত যুবক-যুবতীরা কি পাবে? তাদের কি বিবাহ হবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ঝর্ণাআরা খাতুন
রাতইল, কালীগঞ্জ হাট
তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ জান্নাত এমন একটি স্থান যেখানে জান্নাতীদের বিন্দুমাত্রও সমস্যা থাকবে না। আল্লাহ বলেন, 'জান্নাত মানুষের চাহিদা অনুপাতে হবে' *(হা-মীম সাজদা ৩২)*। জান্নাতীদেরকে বিবাহ দেয়া হবে। আল্লাহ বলেন, 'আমি বড় ও সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট হূরদের সাথে তাদের বিয়ে দিয়ে দিব' *(দুখান ৫৪, তূর ২০)*। অতএব জান্নাতে যুবক-যুবতীর বিবাহের বন্দোবস্ত করা হবে।

প্রশ্ন (১৬/২৯৬)ঃ একামতে 'হাইয়া 'আলাছ ছালাহ' এবং 'হাইয়া 'আলাল ফালাহ' বলার সময় ডানে-বামে মুখ ফিরাতে হবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুছ ছাদেক্ব
অফিস সহকারী
হাকীমপুর ডিগ্রী কলেজ
হিলি, দিনাজপুর।

উত্তরঃ এক্বামতে 'হাইয়া 'আলাছ ছালাহ' ও 'হাইয়া 'আলাল ফালাহ' বলার সময়ে ডানে-বামে মুখ ফিরাতে হবে না। এই মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। আবু যুহায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে আযানে ডানে-বামে মুখ ফিরাতে দেখেছি *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ইরওয়া ১/২৫১ পৃঃ হা/২৩৩; বিস্তারিত দেখুনঃ ফাতহুল বারী ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৮, 'আযানে মুখ ফিরানো' অনুচ্ছেদ)*। প্রকাশ থাকে যে, 'রাদ্দুল মুহতার মা'আ দুররিল মুখতার' নামক ফিক্হ গ্রন্থে এ মর্মে যে ফৎওয়া দেওয়া হয়েছে, তা সঠিক নয়।

প্রশ্ন (১৭/২৯৭)ঃ জুম'আর খুৎবায় হাতে লাঠি নেওয়া সম্পর্কে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আমজাদ হোসাইন
ইমাম, চণ্ডিপুর জামে মসজিদ
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ যেকোন খুৎবায় বা বক্তব্যে হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দেওয়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিয়মিত সুন্নাত। হাকাম ইবনে হুযন আল-কুলফী বলেন, আমি সপ্তম অথবা অষ্টম দিনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গেলাম। অতঃপর বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য এসেছি। আপনি আমাদের কল্যাণের জন্য দো'আ করুন। .... আমরা সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করলাম। শেষ পর্যন্ত একদিন তাঁর সাথে আমরা জুম'আর ছালাতে উপস্থিত হ'লাম। তিনি লাঠির উপর ভর দিয়ে খুৎবায় দাঁড়ালেন *(ছহীহ আবুদাঊদ, হা/১০৯৬ 'ছালাত' অধ্যায় 'লাঠি অথবা বল্লম হাতে নিয়ে খুৎবা দেওয়া' অনুচ্ছেদ; ইরওয়াউল গালীল ৩/৭৮ পৃঃ, হা/৬১৬; আহমাদ ৪/২১২; বায়হাক্বী ৩/২০৬ পৃঃ)*।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লাঠির উপর ভর দিয়ে খুৎবা প্রদান করতেন' *(বায়হাক্বী, নায়লুল আওত্বার ৩/২৬৯ পৃঃ; ইরওয়াউল গালীল ৩/৭৮ পৃঃ সনদ ছহীহ)*। ছহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে, বসে বক্তব্য দেওয়াকালীন সময়েও তাঁর হাতে লাঠি ছিল *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৮২ পৃঃ ৪৭৫)*।

উপরোক্ত হাদীছসমূহ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, শুধু জুম'আ নয়, যেকোন খুৎবা বা বক্তব্য দেওয়ার সময় হাতে লাঠি রাখা সুন্নাত। উল্লেখ্য যে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অসুস্থ থাকার কারণে হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দিয়েছিলেন' বলে সমাজে প্রচলিত কথাটি ভিত্তিহীন।

প্রশ্ন (১৮/২৯৮)ঃ পশ্চিম (ক্বিবলা) দিকে পা দিয়ে শয়ন করা যায় কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হালীম
বাঁশবাড়ী
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ শরীয়তে পশ্চিম ও পূর্ব দিকে মুখ করে পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ করা হয়েছে; কিন্তু শয়ন করতে নিষেধ করা হয়নি। হযরত সালমান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে ক্বিবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ করেছেন... *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৬ 'পেশাব পায়খানার আদব' অনুচ্ছেদ)*। তবে শোয়ার কিছু বিধি-নিষেধ রয়েছে। যেমন চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায় এক পা অপর পায়ের উপর না উঠানো *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭০৯ 'চলা, বসা ও ঘুমানোর আদব' অনুচ্ছেদ, 'আদব' অধ্যায়)*। উপুড় হয়ে না শোয়া *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৭১৮ সনদ ছহীহ)*। খোলা ছাদের উপর না শোয়া *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৭২০ সনদ ছহীহ)*। শোয়ার সুন্নাতী পদ্ধতি হ'ল ডান কাতে শোয়া। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ডান কাতে শয়ন করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩৮৪ 'সকাল, সন্ধ্যা ও ঘুমানোর সময় কি বলবে' অনুচ্ছেদ)*। ডান হাত ডান গালের নীচে দেওয়া *(তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/২৪০০ ও ২৪০২ সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১৯/২৯৯)ঃ কেউ হজ্জ করার নিয়ত করার পর মৃত্যুবরণ করলে হজ্জের নেকী পাবে কি এবং তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে হবে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নযরুল ইসলাম
ইসলাবাড়ী
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ হজ্জ বা যেকোন নেক আমল করার নিয়ত করে কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে সে উক্ত আমলের নেকী পাবে বলে আশা করা যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা নেকী ও পাপ লিখেন। অতএব যে ব্যক্তি কোন নেকী করার ইচ্ছা করে তা বাস্তবায়ন করতে পারে না, (এমতাবস্থায়) আল্লাহ তার পূর্ণ নেকী লিখে থাকেন। আর যে ব্যক্তি তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয় তার আমলনামায় ১০ থেকে ৭শ'র অধিক নেকী লিখা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পাপের ইচ্ছা করে তা করে না, তার জন্য পূর্ণ নেকী এবং যে ব্যক্তি করে তার জন্য মাত্র একটি পাপ লিখা হয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩৭৪ 'আল্লাহ্র রহমত প্রশস্ত' অনুচ্ছেদ 'দো'আ' অধ্যায়)*। তবে উক্ত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা উচিৎ *(আবুদাউদ, ২৫২৯)*।

প্রশ্ন (২০/৩০০)ঃ ফরয ছালাতের সাথে সম্পৃক্ত নফল ছালাত আদায়ের কিরূপ গুরুত্ব রয়েছে? পবিত্র কুরআন

ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নূরুন নাহার
গাংনী, মেহেপুর।

উত্তরঃ ফরয ছালাতের সাথে সম্পৃক্ত নফল ছালাত আদায়ের গুরুত্ব অপরিসীম। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম মানুষের ছালাতের হিসাব নেওয়া হবে। যদি কারু ফরয ছালাত কমে যায়, তাহ'লে নফল ছালাত দিয়ে তা পূর্ণ করা হবে' *(ছহীহ নাসাঈ হা/৪৬৬ 'ছালাত' অধ্যায় অনুচ্ছেদ-৯)*। উম্মে হাবীবা বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কেউ যদি রাত দিনে ১২ রাক'আত নফল ছালাত আদায় করে, তাহ'লে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে। (তা হ'ল) যোহরের পূর্বে চার রাক'আত ও পরে দু'রাক'আত, মাগরিবের পরে দু'রাক'আত, এশার পরে দু'রাক'আত এবং ফজরের পূর্বে দু'রাক'আত' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১১৫৯ 'সুন্নাত ছালাত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ফজরের দু'রাক'আত নফল ছালাত পৃথিবী ও তার মধ্যকার সবকিছুর চেয়ে উত্তম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৬৪)*। কাজেই এ ছালাতগুলি গুরুত্ব সহকারে আদায় করা উচিৎ।

প্রশ্ন (২১/৩০১)ঃ নির্দিষ্ট কোন দিন বা রাতে জামা'আতবদ্ধভাবে কিংবা একাকী কবরের পার্শ্বে গিয়ে কবরবাসীর জন্য দো'আ করা যায় কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াবদানে বাধিত করবেন।

- রেযাউল করীম
গ্রাম ও পোঃ মৌবাড়িয়া
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ নির্দিষ্ট কোন দিন বা রাত নির্ধারণ না করে যেকোন সময় কবরের পাশে গিয়ে কবরবাসীর জন্য একাকী হাত তুলে দো'আ করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'বাক্বীউল গারকাদে' গিয়ে কবরবাসীদের উদ্দেশ্যে একাকী হাত তুলে দো'আ করতেন' *(মুসলিম ১/৩১৩ পৃঃ 'জানাযা' অধ্যায় 'কবরবাসীদের সালাম ও তাদের জন্য দো'আ' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, কবর যিয়ারতের সংক্ষিপ্ত দো'আ ব্যতীত অন্যান্য দীর্ঘ দো'আ ক্বিবলামুখী হয়ে করতে হবে। কেননা কবরমুখী হয়ে দো'আ করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৮ 'মৃতের ফাফন' অনুচ্ছেদ)*। এতদ্ব্যতীত সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দো'আ করার প্রচলিত নিয়মটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয় বিধায় এটি পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (২২/৩০২)ঃ বাজারের অধিকাংশ মিষ্টির দোকান হিন্দুদের। হিন্দুদের তৈরি মিষ্টি খাওয়া যায় কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রফীকুল ইসলাম
গড়েরডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ হিন্দু বা অমুসলিমদের তৈরি মিষ্টি খাওয়া যায়। কেননা রাসূল (ছাঃ) এক হিন্দু বা মুশরিক মহিলার মশক থেকে পানি পান করেছিলেন *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/২০)*। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক অমুসলিমকে মসজিদের খুঁটিতে বেঁধে রেখেছিলেন *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯৬৪ 'জিহাদ' অধ্যায়)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) তার মুশরিক মাতার সাথে থাকতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৯৫ 'মু'জেযাহ' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ইহুদী মহিলার দা'ওয়াত খেয়েছিলেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৯৩১ মু'জেযাহ' অনুচ্ছেদ সনদ ছহীহ)*। এ ছাড়াও ছহীহ বুখারীতে মুশরিকদের হাদিয়া কবুলের একটি অধ্যায় রয়েছে। কাজেই রুচিসম্মত হ'লে তাদের তৈরি মিষ্টি খাওয়ায় কোন দোষ নেই।

প্রকাশ থাকে যে, মুশরিকদের পাতিল ধৌত করে ব্যবহার করার প্রমাণে যে হাদীছ রয়েছে, তা তাদের অপবিত্রতা প্রমাণ করে না; বরং তারা যে পাতিলে হারাম খাদ্য রান্না করত সে কথা প্রমাণ করে।

প্রশ্ন (২৩/৩০৩)ঃ জনৈক আলেমকে বলতে শুনেছি যে, বিধর্মীদের পূজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলায় ব্যবসা-বাণিজ্য করে যে মুনাফা হয় তা হারাম এবং উক্ত মুনাফার অর্থ খেয়ে সন্তান জন্ম দিলে সে সন্তান জারজ সন্তান হিসাবে বিবেচিত হবে। বিষয়টির সত্যতা জানতে আপনাদের শরণাপন্ন হ'লাম। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবু মূসা
বড়তারা, ক্ষেতলাল
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ বিধর্মীদের মেলায় ব্যবসা-বাণিজ্য করা জায়েয নয়। কারণ এতে তাদের সহযোগিতা করা হয়। আর আল্লাহ তা'আলা অন্যায় ও পাপ কাজের সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন *(মায়েদাহ ২)*। তবে উক্ত মুনাফার টাকা খেয়ে সন্তান জন্ম দিলে সে জারজ সন্তান হিসাবে বিবেচিত হবে, একথাটি আদৌ ঠিক নয়।

প্রশ্ন (২৪/৩০৪)ঃ পেশাব-পায়খানায় বসে মিসওয়াক বা ব্রাশ করা যায় কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

- দেলোয়ার হুসাইন
খড়খড়ি, মতিহার, রাজশাহী।

উত্তরঃ পেশাব-পায়খানা করার সময় মূলতঃ অপবিত্র বস্তু ত্যাগ করা হয়। কাজেই ঐ সময় এ ধরনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অর্জনের কাজ থেকে বিরত থাকাই যরূরী। নবী করীম (ছাঃ) অধিক মিসওয়াক করতেন। যেমন এক বর্ণনায় এসেছে- তিনি মিসওয়াক করা অবস্থাতেই বাড়ীতে প্রবেশ করতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৬)*। অন্য এক বর্ণনায় আছে- তিনি ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া মাত্রই মিসওয়াক করতেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত*

হা/৩৮৩)। এতদসত্ত্বেও তিনি পেশাব-পায়খানা করা অবস্থায় মিসওয়াক করেছেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব পেশাব-পায়খানা করার সময় মিসওয়াক বা ব্রাশ করা উচিৎ নয়।

প্রশ্ন (২৫/৩০৫)ঃ যেসব পশু-পাখি পায়খানা ভক্ষণে অভ্যস্ত তাদের গোশত খাওয়া যায় কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হাবীবুল্লাহ
কামালনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ যেসব হালাল পশু-পাখি পায়খানা কিংবা অপবিত্র বস্তু ভক্ষণ করে এদেরকে সরাসরি না খেয়ে তিন দিন বেঁধে রেখে খাওয়া উচিৎ। ইবনে ওমর (রাঃ) অপবিত্র বস্তু ভক্ষণকারী পশুর গোশত খাওয়ার ইচ্ছা করলে তিন দিন বেঁধে রাখতেন *(ইবনে আবী শায়বা, ইরওয়া হা/২৫০৫)*।

প্রশ্ন (২৬/৩০৬)ঃ বর্তমানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' দ্বীন প্রচারের নামে ইসলামী জাগরণীর বিভিন্ন ক্যাসেট প্রকাশ করছে। আমার প্রশ্নঃ সুর সমৃদ্ধ এরূপ ইসলামী গান গাওয়া এবং প্রচার করা শরীয়ত সম্মত কি-না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সাইফুল ইসলাম
কান্দিভিটুয়া, নাটোর।

উত্তরঃ কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আলোচনা ছন্দাকারে বলা যায়। নবী করীম (ছাঃ) কবি হাসসান বিন ছাবিত (রাঃ)-কে বলেছিলেন, 'হে হাসসান! তুমি আমার পক্ষ থেকে কাফেরদের প্রতি ছন্দাকারে জবাব দাও'। তিনি আরো বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি হাসসানকে কাফেরদের প্রত্যুত্তর করার জন্য জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে শক্তিশালী কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৭৮৯, ৪৭৯৩, ৪৮০৫ 'বক্তৃতা প্রদান ও কবিতা-গান বলা' অনুচ্ছেদ)*। হাসসান বিন ছাবিতের কবিতা আবৃত্তির জন্য মসজিদে একটি মিম্বর নির্মাণ করা হয়েছিল *(তিরমিযী, ফাৎহুলবারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৪৮, 'মসজিদে কবিতা আবৃত্তি' অনুচ্ছেদ)*। অতএব বাতিলের বিরুদ্ধে ইসলামী জাগরণী মুখে ও ক্যাসেটের মাধ্যমে প্রচার করা যায়।

প্রশ্ন (২৭/৩০৭)ঃ হজ্জ করে এসে কিংবা যেকোন সফর থেকে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা যায় কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হাকীম
জান্নাতপুর, গোবিন্দগঞ্জ
গাইবান্ধা।

উত্তরঃ হজ্জের সফর বা যেকোন সফর থেকে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা যায়। জাবের (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) মদীনায় আগমন করে উট বা গরু যবেহ করেছিলেন *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৩৭৪৭ 'খাদ্য' অধ্যায়)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সফর থেকে এসে দা'ওয়াতের ব্যবস্থা করা যায়। তবে হজ্জ থেকে ফিরে এসে সুনাম বা সুখ্যাতি অর্জনের জন্য দা'ওয়াতের ব্যবস্থা করা ঠিক নয়।

প্রশ্ন (২৮/৩০৮)ঃ জনৈক ইমামকে বলতে শুনেছি যে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহপাক হযরত আদম (আঃ)-কে বলবেন, 'হে আদম! হাযারে একজনকে জান্নাতে এবং বাকী ৯৯৯ জনকে জাহান্নামে দাও। উক্ত একজন নাকি মুসলমান এবং বাকীরা ইয়াজূজ-মাজূজের অন্তর্ভুক্ত হবে। বিষয়টির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মশিউযযামান
মাষ্টার পাড়া
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়টি সঠিক এবং ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আদমকে বলবেন, হে আদম! আদম বলবেন, আমি হাযির। সমস্ত কল্যাণ আপনার হাতে। তখন আল্লাহ বলবেন, জাহান্নামী দলকে বাছাই কর। আদম (আঃ) বলবেন, জাহান্নামীদের দলে কতজন? উত্তরে আল্লাহ বলবেন, প্রতি হাযারে ৯৯৯ জন। এ সময় শিশু বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত হয়ে যাবে। আর তোমরা লোকদেরকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দেখতে পাবে। বস্তুতঃ তারা নেশাগ্রস্ত থাকবে না। বরং আল্লাহ্র আযাবই হবে কঠিন। ছাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের মধ্যে সে একজন কে হবে? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা সুসংবাদ শুনে রাখ যে, তোমাদের মধ্য থেকে একজন এবং ইয়াজূজ-মাজূজের মধ্য থেকে হবে ৯৯৯ জন'। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন! আমি আশা করি যে, তোমরা জান্নাতীদের এক চতুর্থাংশ হবে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা একথা শুনে 'আল্লাহু আকবার' বললাম। অতঃপর তিনি বললেন, আমি আশা করি তোমরা জান্নাতীদের অর্ধেক হবে। আমরা আবার 'আল্লাহু আকবার' বললাম। অতঃপর তিনি বললেন, মানুষের মধ্যে তোমাদের সংখ্যার তুলনা হবে একটি সাদা গরুর পশমের মধ্যে একটি কালো পশম অথবা একটি কালো গরুর পশমের মধ্যে একটি সাদা পশম *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৪১ 'হাশর' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২৯/৩০৯)ঃ অনেক অভিভাবককে দেখা যায় সন্তানদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হন। সন্তানদের সম্পর্কে এসব অভিভাবকদের জবাবদিহিতার ব্যাপারে শরীয়তের বিধি-বিধান কি?

-মুহাম্মাদ আমজাদ হুসাইন
গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তরঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে সন্তান-সন্ততি আল্লাহ তা'আলার দেওয়া একটি বড় নে'মত ও অনুগ্রহ। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য ও সুখ-শান্তির উপাদান ও বাহন' *(কাহাফ ৪৬)*। সন্তান হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের নিষ্কলংক পুষ্প বিশেষ। জন্মের পর থেকে সন্তানের শিক্ষা শুরু হয়। ১০ বছর পর্যন্ত সন্তানের শিক্ষার উপযুক্ত সময়। এই বয়সেই তাকে তাওহীদ-শিরক, সুন্নাত-বিদ'আত, ছালাত-ছিয়ামসহ ইসলামের সকল প্রকার মৌলিক বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া অপরিহার্য। এ দায়িত্ব পালন না করলে আল্লাহ তা'আলার কাছে কঠিনভাবে জবাবদিহি করতে হবে।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর' *(তাহরীম ৬)*। সুতরাং সকলের কর্তব্য হ'ল নিজেকে সহ স্বীয় পরিবারকে প্রয়োজনীয় দ্বীনী শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানো। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। অতএব তোমরা তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫ 'ইমারত অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৩০/৩১০)ঃ চাকুরী বা অন্য কোন কাজে সুপারিশকারী ব্যক্তিকে গিফট বা উপঢৌকন দেওয়া যাবে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সোলাইমান
গ্রামঃ রাজবাড়ী
নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত কারণে গিফট বা উপঢৌকন প্রদান সুদ প্রদানের শামিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি কারু জন্য সুপারিশ করল, অতঃপর এর বিনিময়ে তাকে কোন জিনিস প্রদান করা হ'লে তা গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি একটি বড় ধরনের সুদ গ্রহণ করল' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৭৫৭ সনদ হাসান, 'ইমারত' অধ্যায়; ছহীহুল জামে হা/৬৩১৬)*।

প্রকাশ থাকে যে, সুপারিশকারী আল্লাহ্র নিকটে পুরস্কৃত হবে। যেমন রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, اشفعوا تؤجروا।

'তোমরা অপরের জন্য সুপারিশ কর, পুরুষ্কৃত হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ফাৎহুল বারীসহ ১০/১৭২৬ পৃঃ 'আদব' অধ্যায়, মুমিনদের পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করা অনুচ্ছেদ; আবুদাউদ হা/৫১৩২)*।

প্রশ্ন (৩১/৩১১)ঃ আমার স্ত্রী বিদেশিনী, সে সব সময় ছোট চুল রাখতে ভালবাসে। বড় চুল রাখতে চায় না। চুল ছোট করে রাখা জায়েয কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-টিটু
বারীধারা, ঢাকা।

উত্তরঃ পুরুষের সাথে সাদৃশ্য যেন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে মাথার চুল ছোট করে রাখা যায় *(ছহীহ মুসলিম, দেওবন্দ ছাপা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৮)*। তবে মহিলাদের চুল বড় করে রাখাই শরীয়ত সম্মত। যা মহিলাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির কারণ। মাথার চুল চিরুনী করলে সাজ-সজ্জা বৃদ্ধি পায়। হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক যুদ্ধে ছিলাম। ... অতঃপর আমরা মদীনায় ফিরে এসে সবাই আপন আপন গৃহে চলে যেতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এখানে অবস্থান কর, সন্ধ্যায় আমরা স্ব স্ব বাড়ীতে ফিরে যাব। যাতে করে স্ত্রীরা মাথায় চিরুনী করে নেয় ও অন্যান্য বিষয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হ'তে পারে' *(মুত্তাফাক্ব আলাই, মিশকাত হা/৩০৮৮ 'বিবাহ' অধ্যায় পৃঃ ২৬৭)*।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, উম্মে আতিয়াহ বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত কন্যা জয়নবের কেশকে তিন ভাগে ভাগ করেছিলাম এবং পিছন দিকে ছেড়ে দিয়েছিলাম *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৩৪ 'মাইয়েতকে গোসল করানো ও কাফন পরানো' অনুচ্ছেদ পৃঃ ১৪৩)*। উক্ত হাদীছ দ্বয় থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রী-কন্যাদের মাথায় বড় চুল ছিল। সুতরাং বড় চুল রাখাই শরীয়ত সম্মত।

প্রশ্ন (৩২/৩১২)ঃ মসজিদের বাঁশ, কাঠ, ইট ইত্যাদি মানুষ তার ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতে পারবে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মুশিবুল ইসলাম
সাহার বাটি
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ মসজিদের জমি কিংবা যেকোন আসবাবপত্র কেউ ক্রয় করে নিয়ে নিজ দায়িত্বে ব্যবহার করতে পারবেন। দামেশক্বের মসজিদে চুরি হ'লে হযরত ওমর (রাঃ) মসজিদের স্থান বিক্রি করে মসজিদ স্থানান্তর করতে বলেন। পরে বিক্রিত স্থানকে খেজুর বিক্রির বাজারে পরিণত করা হয় *(ফাৎওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১/২৪৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩১৩)ঃ আলেম বা কোন মুসলিম ভাইয়ের লাঞ্ছনার প্রতিবাদ করা সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- খোকা
সিহালীহাট
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ কোন মুসলিম ভাইকে লাঞ্ছিত হ'তে দেখলে এর প্রতিবাদ করা অত্যন্ত যরূরী। শরীয়তে এর গুরুত্ব অপরিসীম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মানের পক্ষে প্রতিবাদ করল ক্বিয়ামতের

দিন আল্লাহ তা'আলা তার চেহারা থেকে আগুনকে সরিয়ে নিবেন। অর্থাৎ তাকে জাহান্নাম থেকে বাচাবেন' *(তিরমিযী, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৫২৮ সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩১৪)ঃ ফরযকে অস্বীকার করেনা তবে অলসতার কারণে ছালাতও আদায় করে না, এমন ব্যক্তি মুসলমান না কাফের। দলীলসহ উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আবদুস সাত্তার
কলারোয়া বাজার
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মুসলমান এবং কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হ'ল ছালাত। যে ব্যক্তি ছালাত পরিত্যাগ করল, সে কুফুরী করল' *(মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী হা/২৬২৩; নাসাঈ ১/২৩১ পৃঃ; ইবনু মাজাহ হা/১০৭৯; মিশকাত হা/৫৬৯, ৫৭৪, ৫৮০ 'ছালাত' অধ্যায় সনদ ছহীহ)*। যারা ছালাত আদায় করে না, তাদেরকে ছাহাবাগণ কাফের হিসাবেই গণ্য করতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৭৯ 'ছালাত' অধ্যায় সনদ ছহীহ)*।

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, ছাহাবাগণ ছালাত পরিত্যাগকারীকে ছাড়া কাউকে কাফের সাব্যস্ত করতেন না *(রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১০৯১)*। আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি তার উপর ছালাতকে ফরয মনে করে না সে ব্যক্তি যে কাফের তাতে বিদ্বানগণের মাঝে কোন মতবিরোধ নেই। তবে যারা নিজেদের উপর ছালাতকে ফরয মনে করে কিন্তু অবহেলার কারণে ছালাত আদায় করে না, তাদেরকে কাফের বলার ব্যাপারে মতবিরোধ থাকলেও অনেকেই তাদেরকে কাফের সাব্যস্ত করেছেন। যেমন- চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ), ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ), আবদুল্লাহ ইবনুল মোবারক, ইসহাক্ব ইবনে রাওহা প্রমুখ। ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত পরিত্যাগকারীকে ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) হত্যা করা যাবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন *(নায়লুল আওত্বার ১/২৯১ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩১৫)ঃ মৃত ব্যক্তির ক্বাযা ছালাত বা ছিয়াম ওয়ারিছগণ আদায় করতে পারবে কি? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-নাঈমা আখতার
বংশাল
ঢাকা।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির অছিয়ত না থাকলে তার পক্ষ থেকে ওয়ারিছগণকে ক্বাযা ছালাত ও ছিয়াম আদায় করতে হবে না। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, কেউ কারো পক্ষ থেকে ছালাত ও ছিয়াম আদায় করতে পারে না' *(মুওয়াত্ত্বা পৃঃ ৯৪; নাসাঈ, মিশকাত হা/২০৩০ 'ক্বাযা ছালাত' অনুচ্ছেদ; ফাৎহুলবারী, ১১/১১৫ পৃঃ)*। তবে তার মৃত্যুকালীন অছিয়ত থাকলে অছিয়ত পূরণ করতে হবে।

রাজশাহী মেন্টাল হেল্থ ক্লিনিক

মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র

সেবা সমূহ :
- যে কোন মানসিক রোগ চিকিৎসা
- মাদকাসক্তি নিরাময়
- সাইকোথেরাপি
- বিহেভিয়ার থেরাপি
- শিশু-কিশোর আচরণগত সমস্যা

লক্ষ্মীপুর ভাটাপাড়া;
রাজশাহী - ৬০০০।
ফোন :৭৭ ৫৮ ০৫।

৪র্থ বর্ষ
১০ম সংখ্যা
জুলাই ২০০১

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমেই মানবতার কাংখিত মুক্তি অর্জন সম্ভব। তিনি উপস্থিত সুধী ও কর্মীদেরকে সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করার আহ্বান জানান।

উক্ত সমাবেশে অন্যানের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলনে'র সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুস সোবহান, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা ইসহাক আলী, যেলা যুবসংঘের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আনোয়ারুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ ফরীদুল ইসলাম, তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল আলীম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবু হানীফ, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ মতলুবুর রহমান প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, সমাবেশে মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদকে সভাপতি ও ডাঃ মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয সরদারকে সাধারণ সম্পাদক করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট রওশনবাগ নতুন 'এলাকা' ঘোষণা করা হয়। পুরো অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন যেলা যুবসংঘের সভাপতি ডাঃ এ,কে,এম শামসুযযোহা। ইসলামী জাগরণী উপহার দেন পলাশবাড়ী এলাকা যুবসংঘের সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীন ও আব্দুল্লাহ আল-মামুন।

কর্মী ও সুধী সমাবেশ

বিশ্বনাথপুর, নবাবগঞ্জ॥ গত ২১শে জুন বৃহস্পতিবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নবাবগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসতে হ'লে তাঁর আদর্শকে ভালবাসতে হবে। তিনি মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন সহ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শ অনুসরণ করার উদাত্ত আহ্বান জানান।

'আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নবাবগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবু তাহের এবং আন্দোলনের নবাবগঞ্জ সাংগঠনিক যেলা সভাপতি মাওলানা আবদুল্লাহ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শায়খ আবদুল ওয়াদূদ মাদানী, শায়খ আবদুল হান্নান মাদানী, মাওলানা আমানুল্লাহ ও মাওলানা আবুল হোসাইন প্রমুখ।

মহিলা সংস্থা

মহিলা সমাবেশ

গত ২২শে জুন শুক্রবার 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' চাঁপাই নবাবগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার কানসাট এলাকার উদ্যোগে বিশ্বনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক বিরাট মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মহিলা সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী বলেন, অহি ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্য মহিলাদের ভূমিকা অপরিহার্য। তিনি মহিলাদেরকে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র পতাকা তলে সমবেত হয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক জীবন গড়ার আহ্বান জানান।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/৩১৬)ঃ দ্বীনের পথে দানকৃত সম্পদ দানকারী ব্যক্তি পুনরায় ক্রয় করতে পারে কি?

-আমীনুল ইসলাম
গোমস্তাপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়টি জায়েয নয়। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহ্র রাস্তায় একটি ঘোড়া দান করেছিলাম। ঘোড়ার লালন-পালনকারী ব্যক্তি ঘোড়াটিকে বেশ দুর্বল করে ফেলেছিল। লোকটি কমদামে বিক্রি করবে মনে করে আমি ঘোড়াটি ক্রয় করার ইচ্ছা করলাম। অতঃপর আমি বিষয়টি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, 'এক দিরহামের বিনিময়ে দিলেও তুমি তা ক্রয় কর না। তুমি তোমার ছাদাক্বার দিকে ফিরে যেয়ো না। কেননা ছাদাক্বার দিকে ফিরে যাওয়া ব্যক্তি বমি করে বমি ভক্ষণকারী ব্যক্তির ন্যায়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৪)।*

প্রশ্ন (২/৩১৭)ঃ ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর মোট রচিত গ্রন্থ কয়টি? বইগুলির নাম উল্লেখ করলে উপকৃত হ'তাম।

-ছফিউল্লাহ
মোলামগাড়ী হাট
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর রচনাবলীর সংখ্যা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলবী (রহঃ) বলেন, তাঁর রচনাবলী ১৫০টি *(বুস্তানুল মুহাদ্দিছীন পৃঃ ৩০৫)।* হাফেয সুয়ূত্বীর মতে ১৮৩টি *(আহওয়ালুল মুছান্নিফীন পৃঃ ২৪৭)।* ইবনুল ঈমাদ হাম্বলী ৭২টি কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন *(শাযারাতুয যাহাব, ৪র্থ খণ্ড, ৭ম অংশ, পৃঃ ২৭১-২৭৩)। =বিস্তারিত দ্রঃ নূরুল ইসলাম, মনীষী রচিতঃ ইবনে হাজার আসক্বালানী, মাসিক আত-তাহরীক, জানু-ফেব্রুয়ারী ২০০০ সংখ্যা, পৃঃ ৫৬-৬০।*

প্রশ্ন (৩/৩১৮)ঃ স্বরচিত কবিতা-গযল বাজনাবিহীন গানের সুরে গাওয়া জায়েয কি-না? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-হাফীযুর রহমান
গ্রাম ও পোঃ জামতৈল
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট বাজনাবিহীন কবিতা-গযল গাওয়া ও শোনা জায়েয। জিহাদের ময়দানে মুজাহিদগণকে

প্রেরণা যোগানোর জন্য জিহাদী কবিতা ও আখেরাতমুখী গান গাওয়া জায়েয। খন্দকের যুদ্ধে খন্দক বা পরিখা খননের সময় রাসূল (ছাঃ) কবিতা আবৃত্তি করেছেন *(বুখারী, 'খন্দকের যুদ্ধ' অধ্যায়, আর-রাহীকুল মাখতূম পৃঃ ৩০৩)।* এমনিভাবে শিরক ও বিদ'আতী আক্বীদামুক্ত কবিতা-গযল গাওয়া ও শোনা জায়েয। রাসূল (ছাঃ)-এর কবি হাসসান বিন ছাবিত (রাঃ)-এর জন্য রাসূল (ছাঃ) মসজিদে নববীতে একটি মিম্বর রাখতেন। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি ইসলামের পক্ষে কবিতাসমূহ পাঠ করতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৮০৫, 'বক্তৃতা ও কবিতা' অনুচ্ছেদ)।*

মোদ্দাকথাঃ শিরক, বিদ'আত ও বাজনাবিহীন কবিতা যা মানুষকে আখেরাতমুখী করে, নীতিবান করে, ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করে, সেইসব রুচিশীল কবিতা সুরের সাথে গাওয়া কখনই দোষের নয়। রাসূল (ছাঃ)-কে কবিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, هُوَ كَلَامٌ فَحَسَنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيْحُهُ قَبِيْحٌ 'উহা (কবিতা) কথামাত্র। উহার সুন্দরগুলি সুন্দর ও মন্দগুলি মন্দ' *(দারাকুৎনী, মিশকাত হা/৪৮০৭; হাদীছ হাসান)।*

প্রশ্ন (৪/৩১৯)ঃ যে জমিতে খাজনা লাগে সে জমির ফসলে কি ওশর দিতে হয়?

-আলালুদ্দীন
গ্রাম ও পোঃ ইনছাফ নগর
কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ যে জমির খাজনা দিতে হয় সে জমির উৎপাদিত ফসলের ওশর দিতে হয় না মর্মে নিম্নোক্ত হাদীছটি পেশ করা হয়- لَايَجْتَمِعُ عَلَى الْمُسْلِمِ خَرَاجٌ وَّعُشْرٌ 'মুসলমানের উপর একই সাথে খাজনা ও ওশর একত্রিত হয় না'। মূলতঃ এ হাদীছটি বাতিল ও দলীলের অযোগ্য। তাছাড়া এ হাদীছের বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া হাদীছ জাল করার দোষে দুষ্ট *(বায়হাক্বী ৪/১৩২ পৃঃ)।* ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, اَلْخَرَاجُ عَلَى الْأَرْضِ وَفِى الْحَبِّ الزَّكَاةُ 'খাজনা হ'ল জমির উপর এবং যাকাত (ওশর) হ'ল ফসলের উপর' *(বায়হাক্বী ৪/১৩১)।*

সুতরাং এ সম্পর্কিত ভ্রান্ত ধারণা পরিহার করে নেছাব পরিমাণ ফসল উৎপাদন হ'লে ওশর আদায় করতে হবে।

প্রশ্ন (৫/৩২০)ঃ রজব মাসে ছিয়াম পালন সম্পর্কে ফযীলত বর্ণনা করা হয় যে, 'যে ব্যক্তি রজব মাসে তিনটি ছিয়াম পালন করবে, তার জন্য আল্লাহ এক মাসের ছিয়াম লিখে দিবেন'। উক্ত হাদীছের সত্যতা জানতে চাই।

-আমানুল্লাহ
গ্রামঃ কাচিয়া
থানাঃ বুরহানুদ্দীন
ভোলা।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছের একজন বর্ণনাকারী আমর ইবনে আযহার হাদীছ জাল করত। তাই এই হাদীছটি জাল *(আল-লা'আলিল মাছনূ'আহ ফিল আহাদীছিল মাউযূ'আহ ২/১১৪-১১৫ পৃঃ)।*

প্রশ্ন (৬/৩২১)ঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর ব্যানারে লেখা থাকে 'মুক্তির একই পথ, দা'ওয়াত ও জিহাদ'। এর ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আমীরুল ইসলাম
মহিষালবাড়ী, গোদাগাড়ী
রাজশাহী।

উত্তরঃ এখানে দা'ওয়াত বলতে সংগঠনের গৃহীত কর্মসূচীর মাধ্যমে নিখুঁত ভাবে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র বিধান সকলের নিকট তুলে ধরে তার প্রতি মানুষকে আহ্বান জানানো বুঝায়। আর জিহাদ বলতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র অভ্রান্ত সত্য প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো এবং কোনরূপ সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রচলিত প্রথার চাপের মুখে নতি স্বীকার না করাকে বুঝায়। *-বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুনঃ 'দাওয়াত ও জিহাদ' (আন্দোলন সিরিজ)।*

প্রশ্ন (৭/৩২২)ঃ স্বামী-স্ত্রীর অভিভাবকদের সম্মতিতে বিবাহ হয়েছিল। তুচ্ছ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে মেয়ের অভিভাবকগণ ছেলেকে তালাক প্রদান করতে বাধ্য করে। তবে মেয়ে স্বামীর পক্ষে। এমতাবস্থায় উক্ত তালাক কি সিদ্ধ হয়েছে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
গ্রামঃ হাঁসমারী, পোঃ কাছিকাটা
নাটোর।

উত্তরঃ প্রদত্ত বিবরণ অনুযায়ী উক্ত তালাক সিদ্ধ হয়নি। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, لَا طَلَاقَ وَلَاعَتَاقَ فِىْ إِغْلَاقٍ - 'বাধ্য বা জবরদস্তি অবস্থায় তালাক ও গোলাম আযাদ হয় না' *(আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩২৮৫; 'খোলা তালাক' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ)।*

সুতরাং ছেলেকে তালাক প্রদানে বাধ্য করলেও সেটি মূলতঃ তালাক হয়নি। স্বামী-স্ত্রী যেভাবে ছিল সেভাবেই রয়েছে। অর্থাৎ তারা এখনো স্বামী-স্ত্রী রয়েছে।

প্রশ্ন (৮/৩২৩)ঃ আমাদের এলাকায় প্রথা চালু আছে যে, বিয়ের আগের রাতে বর-কনে উভয়কে নিজ নিজ বাড়ীতে সাতবার হলুদ মাখাবে, প্রতিবার যুবতী মেয়েরা গোসল করাবে এবং সারারাত গীত গাইবে। এরূপ কার্য কি শরীয়ত সম্মত?

-আরীফুল ইসলাম
নাজিরা বাজার
ঢাকা।

উত্তরঃ উল্লেখিত প্রথা সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী। এভাবে যুবতী মেয়েদের হলুদ মাখানো ও গোসল করানো সম্পূর্ণ নাজায়েয। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'একজন নারী অপর নারীর শরীর স্পর্শ করতে পারে না। কেননা সে তার স্বামীর কাছে ঐ শরীরের বিবরণ দিলে স্বামী অন্তরের দৃষ্টিতে দেখবে' অর্থাৎ স্বামীর মন ঐ মহিলার দিকে আকৃষ্ট হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাই, মিশকাত হা/৩০৯৯)*। তবে যারা মুহরামাতের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ যাদেরকে বিবাহ করা সিদ্ধ নয় তারা হলুদ মাখাতে পারে। আর ছোট মেয়েরা বিবাহে গীত গাইতে পারে। আমের ইবনে সা'দ (রাঃ) বলেন, আমি কুরাযা ইবনে কা'ব এবং আবু মাসঊদ আনছারীর সাথে এক বিবাহে গেলাম। দেখি কতগুলি ছোট ছোট মেয়ে গীত গাইছে। তখন আমি বললাম, আপনারা দু'জন রাসূল (ছাঃ)-এর সাথী এবং বদরী ছাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। অথচ আপনাদের সামনে এরূপ হচ্ছে। তাঁরা দু'জন বললেন, আপনার ইচ্ছা হ'লে শুনুন নইলে যান। রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে বিবাহের সময় এরূপ আনন্দ করার অনুমতি দিয়েছেন *(নাসাঈ ২/৭৭ পৃঃ)*। রাসূল (ছাঃ)-এর সামনেও ছোট মেয়েরা গীত গাইত *(বুখারী ২/৭৭৩ পৃঃ)*। তবে যুবতী মেয়েরা গীত গাইতে পারবে না।

প্রশ্ন (৯/৩২৪)ঃ 'আল্লাহ কা'বা ঘরকে বলবেন, জান্নাতে প্রবেশ কর। কা'বা ঘর বলবে, না। তারপর বলা হবে ইমামসহ জান্নাতে প্রবেশ কর। কা'বা বলবে, না, আমি সকল মুছল্লীকে সাথে নিয়ে জান্নাতে যাব'। এটি কি হাদীছ? মসজিদ নির্মাণের ফযীলতের ব্যাপারে ছহীহ হাদীছ থাকলে দয়া করে উল্লেখ করবেন।

-ইলিয়াস মিস্ত্রি
মাষ্টার পাড়া, পিটিআই
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উল্লেখিত কথাগুলি হাদীছ নয়; বরং মনগড়া কথামাত্র। মসজিদ নির্মাণের ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির নিমিত্তে একটি মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করবেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৯৭ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১০/৩২৫)ঃ 'যে ব্যক্তি যোহর ছালাতের আগে ও পরে চার রাক'আত করে মোট আট রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করবে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর জাহান্নাম হারাম করে দিবেন'। এটি কি ছহীহ হাদীছ?

-আব্দুল খালেক
বিলচাপড়ী, বগুড়া।

উত্তরঃ উল্লেখিত হাদীছটি ছহীহ। হাদীছটির মূল আরবী ইবারত হচ্ছে- مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا- *দ্রঃ আবুদাঊদ হা/৬২৬৯, তিরমিযী হা/৪২৭, ২৮; নাসাঈ ৩/২৬৫ পৃঃ।*

প্রশ্ন (১১/৩২৬)ঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল করালে নিজেকে গোসল করতে হবে কি?

-নারগীস
হাজীটোলা, দেবীনগর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল করিয়ে নিজে গোসল করা ভাল। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাবে সে গোসল করবে এবং যে ব্যক্তি লাশ বহন করবে সে ওযূ করবে' *(ছহীহ আবুদাঊদ, ইরওয়া হা/১৪৪)*। তবে গোসল করা যরূরী নয়। কেননা ছাহাবাদের অনেকেই গোসল করতেন আবার অনেকেই করতেন না *(ইরওয়া ১/১৭৫)*।

প্রশ্ন (১২/৩২৭)ঃ ওযূবিহীন ফরয গোসল করলে পবিত্রতা অর্জন হবে কি?

-রুস্তম আলী
উত্তর নওদাপাড়া
সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ওযূবিহীন ফরয গোসল করলে পবিত্রতা অর্জন হয়ে যাবে। কারণ গোসল হচ্ছে ফরয আর ওযূ হচ্ছে সুন্নাত। তাছাড়া গোসল পবিত্রতা অর্জনের বড় মাধ্যম। পক্ষান্তরে ওযূ তদপেক্ষা ছোট মাধ্যম। ইবনুল আরাবী বলেন, 'ওযূ ফরয গোসলের অধীনে হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে কোন দ্বিমত নেই। সুতরাং ফরয গোসলের সময় পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করলেই ওযূর পবিত্রতা পূর্ণ হয়ে যাবে' *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৬৫, মির'আতুল মাফাতীহ ১/১৪২)*। এক্ষেত্রে ছালাতের জন্য পৃথক ওযূ করতে হবে। তবে ওযূ করে গোসল করাই সুন্নাত।

প্রশ্ন (১৩/৩২৮)ঃ সূরা আনফালের ২নং আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ্‌র উপর ভরসার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌র উপর ভরসা বলতে কি বুঝায়? ব্যাখ্যাসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-এহসানুল্লাহ
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া
নওগাঁ।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করার অর্থ প্রত্যেক বান্দার একথা পুরোপুরি অবগত হওয়া যে, সমস্ত কাজ আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত। যে কাজ করলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন তা সম্পাদন করা। আর যে কাজ করলে তিনি অসন্তুষ্ট হন তা থেকে বিরত থাকা। তিনিই (আল্লাহ) হচ্ছেন উপকার ও অপকার উভয়ের অধিকারী এবং তিনি সকল বিষয়ে

ক্ষমতাবান।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-কে বলেন, إِذَا سَأَلْتَ فَسْئَلِ اللّٰهَ وَ إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ– 'তুমি যখন কিছু চাইবে তখন আল্লাহ্র নিকটেই চাইবে। আর যখন তুমি সাহায্য চাইবে তখনও আল্লাহ্র নিকটই চাইবে' *(মুসনাদে আহমাদ ১/২৯৩ পৃঃ)*। আল্লাহ্র উপর ভরসা করা ঈমানের শর্তসমূহের অন্তর্ভুক্ত *(আব্দুর রহমান বিন হাসান আলে শায়েখ, কুররাতু উয়ূনিল মুওয়াহ্হিদীন পৃঃ ২০৫)*।

সুতরাং যাবতীয় কাজে একমাত্র আল্লাহ্র উপর ভরসা করতে হবে। কোন পীর-ফকীর, তাবীয-কবয, তন্ত্র-মন্ত্র ইত্যাদির উপর ভরসা করা যাবে না।

প্রশ্ন (১৪/৩২৯)ঃ সৎ বোনের মেয়েকে বিবাহ করা যায় কি?

-জসীমুদ্দীন
দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

উত্তরঃ যেসব মেয়েদেরকে বিবাহ করা হারাম, সৎ বোনের মেয়ে তাদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের বোনের মেয়ে অর্থাৎ বৈমাত্রের ও বৈপিত্রেয় বোনের মেয়েকে বিবাহ করা তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে' *(নেসা-২৩)*।

প্রশ্ন (১৫/৩৩০)ঃ ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাতের পর ডান কাঁধে শোয়া কি জায়েয?

-ইঞ্জিনিয়ার আবদুল্লাহ আল-মামূন
গ্রামঃ দড়িসয়া, পোঃ ঝাওয়াইল
যেলাঃ টাংগাইল।

উত্তরঃ ফজরের ফরয ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত সুন্নাত আদায় করে ডান কাঁধে শয়ন করা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত। তাহাজ্জুদগুযার ও সাধারণ মুছল্লী উভয়ের জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য *(রিয়াযুছ ছালেহীন পৃঃ ৪৫১, অধ্যায় ১৯৮)*।

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করতেন, তখন স্বীয় ডান কাঁধে শয়ন করতেন *(বুখারী, ৩/৩৫ পৃঃ; রিয়ায হা/১১১০)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করবে, সে যেন ডান কাঁধে শয়ন করে' *(আবুদাঊদ হা/১২৬১; তিরমিযী হা/৪২০, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১৬/৩৩১)ঃ 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইয়ের ৬৩ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, ইমাম-মুক্তাদী সকলেই 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবে। পক্ষান্তরে 'আইনী তুহফা ও সালাতে মোস্তফা' বইয়ের ২/৫১ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, ইমাম 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' এবং মুক্তাদীরা 'রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ' বলবে। সঠিক উত্তর জানতে চাই।

-আফযাল হোসাইন
কানসাট বহুল বাড়ী, শিবগঞ্জ
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ইমাম 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলবেন এবং মুক্তাদীরা 'আল্লা-হুম্মা রব্বানা লাকাল হাম্‌দ' বলবে এর প্রমাণে একাধিক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭৪)*। তবে ইমাম-মুক্তাদী সকলেই 'সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ' ও 'আল্লা-হুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ' বলতে পারে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ছালাত আদায় কর যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৩)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাকে অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯)*। অত্র হাদীছদ্বয় প্রমাণ করে যে, ইমাম-মুক্তাদী সকলেই 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতে পারে *(বিস্তারিত দেখুন, মির'আত ৩/১৮৯, 'রুকূ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১৭/৩৩২)ঃ আমরা শবে ক্বদরের রাতে 'ছালাতুত তাসবীহ' আদায় করি। শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ছালাত পড়া যাবে কি?

-আব্দুল জাব্বার
ঝাপাঘাট, কলারোয়া
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রামাযান কিংবা রামাযানের বাইরে যে কোন সময় 'ছালাতুত তাসবীহ' না পড়াই ভাল। কারণ এ সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। বরং এ সম্পর্কিত ইবনু আব্বাস বর্ণিত হাদীছকে কেউ 'মুরসাল' কেউ 'মওকূফ' কেউ 'যঈফ' কেউ 'মওযূ' বা জাল বলেছেন। যদিও শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত হাদীছের যঈফ সূত্রগুলি পরস্পরকে শক্তিশালী মনে করে স্বীয় ছহীহ আবুদাঊদ (হা/১১৫২) গ্রন্থে সংকলন করেছেন এবং ইবনু হাজার আসক্বালানী 'হাসান' স্তরে উন্নীত বলেছেন। তবুও এরূপ বিতর্কিত, সন্দেহযুক্ত ও দুর্বল ভিত্তির উপরে কোন ইবাদত বিশেষ করে ছালাত প্রতিষ্ঠা করা যায় না *(দ্রঃ ইবনু হাজার আসক্বালানীর বিস্তারিত আলোচনা; আলবানী, মিশকাত পরিশিষ্ট, ৩নং হাদীছ, ৩/১৭৭৯-৮২ পৃঃ; আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩২৮-এর হাশিয়া; বায়হাক্বী ৩/৫২; আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ, মাসায়েলু ইমাম আহমাদ, মাসআলা নং ৪১৩, ২/২৯৫ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৮/৩৩৩)ঃ ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়ার পদ্ধতি কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-যিয়াউল হক্ব
বগুড়া সেনানিবাস
বগুড়া।

উত্তরঃ আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠের পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি

বলেন, চুপে চুপে পড়তে হবে (*মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৩*)। সুতরাং মুক্তাদীদেরকে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা চুপে চুপে এবং ইমামের প্রতি আয়াত পড়ার পরে পরে পড়তে হবে।

প্রশ্ন (১৯/৩৩৪)ঃ 'বালাগাল উলা বিকামালিহী, কাশাফাদ্দোজা বিজামালিহী, হাসুনাত জামীউ খিছালিহী, ছাল্লু 'আলাইহি ওয়া আলিহী' এটি নাকি আল্লাহপাক শেখ ফরীদুদ্দীন-এর শানে নাযিল করেছেন? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বিষয়টির সত্যতা জানতে চাই।

-আকরাম
গ্রামঃ ও পোঃ নন্দপুর
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত বাক্যগুলি কুরআন ও হাদীছের কোথাও নেই। পারস্য কবি শেখ সা'দী হাদীছে বর্ণিত দরূদ প্রত্যাখ্যান করে নবী করীম (ছাঃ)-এর উপর পাঠ করার জন্য এ বিদ'আতী দরূদটি রচনা করেন। এ দরূদ যেমন ভিত্তিহীন তেমনি শেখ ফরীদুদ্দীন-এর শানে নাযিল হওয়ার ব্যাপারটিও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সুতরাং এ দরূদ পাঠ করা এবং এরূপ দাবী পরিত্যাগ করা একান্ত যরূরী।

প্রশ্ন (২০/৩৩৫)ঃ ছালাতে বা ছালাতের বাইরে কুরআন মজীদের যে কোন সূরার মধ্য থেকে তেলাওয়াত করলে 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' পড়তে হবে কি? এছাড়া সূরা তওবার ব্যাপারটি বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাহবূবুর রহমান
সরকারী কলেজ
বগুড়া।

উত্তরঃ যেকোন সময়ে সূরার মধ্য থেকে তেলাওয়াত শুরু করলে 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' পড়তে হবে না। কেননা এটি একটি আয়াত। দুই সূরার মধ্যে পার্থক্য করার জন্য সূরার শুরুতে এটি পড়া সুন্নাত। উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' পড়লেন এবং একটি আয়াত হিসাবে গণ্য করলেন (*আবূদাউদ, ইরওয়া হা/৩৪৩*)। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সূরার পার্থক্য বুঝতে পারেননি (*ছহীহ আবূদাউদ হা/৭৮৮*)। হাদীছের আলোকে সূরা তওবার শুরুতে 'বিসমিল্লা-হির রহমানির রহীম' না থাকার কয়েকটি কারণ পরিলক্ষিত হয়। যথা- (১) নবী করীম (ছাঃ) অহি লেখকদেরকে লিখতে বলেননি। (২) আরবীয়রা চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী ওয়াদা ভঙ্গকারীর নিকটে চিঠি-পত্র লিখলে বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম লিখতেন না। এ সূরাটি ওয়াদা ভঙ্গকারীদের ব্যাপারে নাযিল হয় বিধায় লেখা হয়নি। (৩) সূরাটি পূর্ব সূরা আনফালের অংশবিশেষ, কাজেই লেখা হয়নি (*বিস্তারিত দেখুনঃ ফাতহুল ক্বাদীর, ২য় খণ্ড, সূরা তওবাহ-এর আলোচনা*)।

প্রকাশ থাকে যে, কুরআনের যেকোন স্থান থেকে পড়া শুরু করলে আউযুবিল্লাহ... পড়া যরূরী (*নাহল ৯৮*)।

প্রশ্ন (২১/৩৩৬)ঃ মৃত ব্যক্তি পুরুষ হ'লে দিনে এবং মহিলা হ'লে রাতে দাফন করতে হয়, এরূপ বিধান ইসলামে আছে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

মাহবূবুর রহমান
সরকারী আযীযুল হক কলেজ
বগুড়া।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তি পুরুষ হৌক আর নারী হৌক রাতে বা দিনে দাফন করা যায়। নবী করীম (ছাঃ) নারী-পুরুষের পার্থক্য না করে সকলকেই তিনটি নির্দিষ্ট সময়ে দাফন করতে নিষেধ করেছেন। সূর্যোদয়ের সময়, সূর্যাস্তের সময় এবং ঠিক দুপুরে (*মুসলিম, মিশকাত হা/১০৪০*)। হযরত আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)-কে রাতে দাফন করা হয়েছিল (*বুখারী ১/১৭৯ পৃঃ*)। সুতরাং সুবিধামত যেকোন সময়ে (নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত) দাফন করা যায়। তবে রাতে কোন অসুবিধা থাকলে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যায়।

প্রশ্ন (২২/৩৩৭)ঃ রক্তের সম্পর্ক ছাড়াই কোন নারীকে রক্ত প্রদান করলে তার সাথে বা তার মেয়ে কিংবা মাতার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয হবে কি?

-আব্দুল হামীদ
বায়সা (নূরপুর), কেশবপুর
যশোর।
ও
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
নন্দলালপুর, কুমারখালী
কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত কারণে বিবাহ হারাম হবে না। বরং জায়েয হবে। কেননা রক্ত সম্পর্ক ব্যতীত বিবাহ হারাম হওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে জন্ম থেকে দু'বছর বয়স পর্যন্ত দুধ পান করা। দু'বছর বয়সের মধ্যে দুধ পান করলে বিবাহ হারাম হবে (*লোক্বমান ১৪*)। অতএব মুহরামাত নয় এমন কোন নারীকে রক্ত প্রদান করলেও বিবাহ জায়েয হবে।

প্রশ্ন (২৩/৩৩৮)ঃ কোন কোন নামায শিক্ষা বইয়ে যেহরী ছালাতেও বিসমিল্লাহ নীরবে পড়তে হবে, আবার কোন কোন বইয়ে নীরবে বা সরবে উভয়ই পড়া যায় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল লতীফ
রাজপুর, কলারোয়া
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ সর্বাবস্থায় ছালাতে 'বিসমিল্লা-হির রহমানির রহীম' নীরবে পড়তে হবে। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ), আবুবরক ছিদ্দীক্ব (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ) 'আল-হামদুলিল্লা-হি রব্বিল আ-লামীন' দ্বারা ছালাত শুরু করতেন অর্থাৎ বিসমিল্লাহ... চুপে চুপে পড়তেন (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুলূগুল মারাম হা/২৭৭ 'ছালাতের নিয়ম' অনুচ্ছেদ)। মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, তাঁরা কেউই ক্বিরাআতের শুরু বা শেষে বিসমিল্লাহ... সরবে পড়তেন না। আবুদাউদ ও নাসাঈতেও এরূপ বর্ণনা রয়েছে। ছহীহ ইবনু খুযায়মার এক বর্ণনায় আছে, তাঁরা সকলেই বিসমিল্লাহ... চুপে চুপে পড়তেন *(বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৪৯-৫০)*।

প্রকাশ থাকে যে, সরবে বিসমিল্লাহ... পড়ার হাদীছ যঈফ ও জাল *(মুখতাছার ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ, পৃঃ ৪৬)*।

প্রশ্ন (২৪/৩৩৯)ঃ জনৈকা মেয়ে স্বীয় পসন্দ করা ছেলেকে বিবাহ করতে চাইলে মেয়ের মা মেয়ের বাবাকে না জানিয়ে নিজে অভিভাবক হয়ে সেই ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন। এ বিয়েতে বাবা এখনো সন্তুষ্ট নন। এক্ষণে এ বিয়ে কি বৈধ হয়েছে? ছহীহ দলীলের আলোকে উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন।

-আবদুস সুবহান
বিরামপুর বাজার
দিনাজপুর।

উত্তরঃ মেয়ের অভিভাবক বা ওয়ালী হচ্ছে তার পিতা। পিতার অবর্তমানে স্বীয় বংশীয় নিকটতম পুরুষ উত্তরাধিকারীগণ*(আউনুল মা'বূদ (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ ১৯৯৯) ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ জুয, পৃঃ৬৯)* এবং তাদের অবর্তমানে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৩১৩১)*। প্রশ্নে উল্লেখিত বিয়েটি ওয়ালীকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ বিয়ে হয়নি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ওয়ালী ব্যতীত বিবাহ সিদ্ধ হয় না' *(আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, ছহীহুল জামে হা/৭৫৫৫; মিশকাত হা/৩১৩০)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, لَاتُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ وَلَاتُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا- 'কোন মহিলা অপর কোন মহিলার বিয়ে দিবে না এবং কোন মহিলা (ওয়ালী ব্যতীত) নিজেকেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করবে না' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১৩৭, হাদীছ ছহীহ। -দ্রঃ ছহীহুল জামে হা/৭২৯৮; ইরওয়াউল গালীল হা/৮৪১)*।

প্রশ্ন (২৫/৩৪০)ঃ হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর স্ত্রী ও দাসী সংখ্যা কত ছিল? জনৈক বক্তা বললেন, তাঁর স্ত্রী ও দাসী মোট ১০০০ জন ছিল। সঠিক সংখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হারেছ
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর স্ত্রী ও দাসী সংখ্যা নিয়ে একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। ছহীহ বুখারীর বর্ণনা মতে তাঁর স্ত্রী ছিল ৭০ জন *(বুখারী হা/৩৪২৪)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে তাঁর স্ত্রী সংখ্যা ছিল ৯৯ জন *(বুখারী হা/২৮১৯)*। অন্য বর্ণনা মতে ৯০ জন *(ফাৎহুল বারী ৯/৪২৪ পৃঃ 'রাতে স্ত্রীদের নিকট যাওয়া' অনুচ্ছেদ)*। অপর বর্ণনা মতে ৬০ জন (আহমাদ, ফাৎহুল বারী ৬/৫৬৯ পৃঃ 'দাউদের জন্য তার ছেলে সোলায়মানকে দান করা হয়েছে' অনুচ্ছেদ)। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী উপরোক্ত পরস্পর বিরোধী বর্ণনাগুলির সমাধানকল্পে বলেন, 'তাঁর স্ত্রী ছিল ৬০ জন। আর বাকী সকলে দাসী ছিল' *(ফাৎহুল বারী ৬/৫৭০ পৃঃ)*। মুস্তাদরাকে হাকেম-এর এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, সোলায়মান (আঃ)-এর স্ত্রী ছিল ৩০০ জন আর দাসী ছিল ৭০০ জন' *(ফাৎহুল বারী ৬/৫৭০ পৃঃ)*। অর্থাৎ সর্বমোট ১০০০ (এক হাযার) জন।

প্রশ্ন (২৬/৩৪১)ঃ আমাদের এলাকার জনৈক ব্যক্তি তার এক ছেলেকে অধিকাংশ সম্পত্তি লিখে দিয়েছে। অথচ তার পাঁচটি মেয়ে ও একজন স্ত্রী রয়েছে। এরূপভাবে সম্পত্তি দেওয়া শরীয়তে কতটুকু বৈধ?

-হুসেন আলী
গোছা, মোহনপুর
রাজশাহী।

উত্তরঃ সম্পত্তির অন্যান্য অংশীদার থাকা অবস্থায় একজনের নামে এভাবে সম্পত্তি দেওয়া জায়েয নয়। এ বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) বলেন, আমার পিতা আমাকে একটি গোলাম দান করেন। তখন আমার মা বলেন, এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-কে সাক্ষী না রাখা পর্যন্ত আমি রাযী নই। অতঃপর তার পিতা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে গিয়ে বললেন, আমার এ ছেলেকে আমি একটি গোলাম দান করেছি। কিন্তু তার মা আপনাকে এতে সাক্ষী রাখার জন্য বলেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি কি তোমার সকল ছেলেকে এরূপভাবে দিয়েছ? সে উত্তরে বলল, না। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তোমার ছেলেদের মাঝে ইনছাফ কর। আমি অন্যায় কাজের সাক্ষী থাকি না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০১৯)*।

প্রশ্ন (২৭/৩৪২)ঃ আমাদের এলাকায় সূরা ফাতিহার শেষে উচ্চৈঃস্বরে তিনবার 'আমীন' বলা হয়। এভাবে আমীন বলা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাহবূবুর রহমান
রামচন্দ্রপুর, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ছালাতে তিনবার 'আমীন' বলার পক্ষে কোন ছহীহ হাদীছ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। তবে একবার উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলার পক্ষে একাধিক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী ১/১০৭ পৃঃ; আবুদাউদ হা/৯৩২; নাসাঈ হা/৯২৪; ইবনু মাজাহ হা/৮৬২; ইরওয়া হা/৩৪৪)*।

প্রশ্ন (২৮/৩৪৩)ঃ ঘোড়ার যাকাত দিতে হবে কি? দিতে হ'লে কি পরিমাণ যাকাত দিতে হবে?

-আবুদাঊদ
শ্রীপুর, রামনগর
বাগরামা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ঘোড়ার কোন যাকাত নেই। সুতরাং পরিমাণও নেই। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মুসলমানদের উপর তাদের গোলাম ও ঘোড়ার যাকাত নেই' *(নাসাঈ হা/২৪৬৬, 'ঘোড়ার যাকাত নেই' অনুচ্ছেদ; সিলসিলা ছহীহা হা/২১৮৯; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৯০)*।

উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক ঘোড়ার ১ দীনার অথবা ২০ দিরহাম যাকাত দিতে হবে বলে যে হাদীছ রয়েছে তা যঈফ *(নায়ল ৪/১৩৭ পৃঃ 'গোলাম, ঘোড়া ও গাধার যাকাত নেই' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (২৯/৩৪৪)ঃ যেকোন ভাবে বীর্যপাত হ'লেই কি গোসল ফরয হবে? ছহীহ দলীল সহ জানালে উপকৃত হব।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ যেকোন ভাবে বা যেকোন কারণে বীর্যপাত হ'লেই গোসল ফরয হবে। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, কেউ ঘুম থেকে উঠে তার কাপড় ভিজা দেখতে পেল, কিন্তু স্বপ্নের কথা স্মরণ নেই, তার উপর কি গোসল ফরয হবে? উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তাকে গোসল করতে হবে' *(আবুদাঊদ হা/২৩৬, মিশকাত হা/৪৪১)*।

প্রশ্ন (৩০/৩৪৫)ঃ জনৈক আলেম মহিলার জানাযা পড়ানোর সময় জানাযার দো'আটি পরিবর্তন করে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهَا وَارْحَمْهَا এভাবে পড়লেন। এরূপ লিঙ্গ পরিবর্তন করে পড়া কি জায়েয?

-মুহাম্মাদ মনীরুযযামান
ইসলামকাঠি
থানাতলা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণিত দো'আ সমূহ পরিবর্তন পরিবর্ধন করে পড়া যাবে না। তাছাড়া দো'আর প্রথমে 'মাইয়েত' শব্দটি উল্লেখ আছে যা স্ত্রীলিঙ্গ ও পুরুষলিঙ্গ উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং লিঙ্গ পরিবর্তন করে পড়ার কোন প্রশ্নই আসে না' (আওনুল মা'বুদ হা/৩১৮৪-এর ভাষ্য ৮/৪৯৬ পৃঃ; নায়ল ৫/৭২ ও ৭৪ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল ১১৮ পৃঃ)।

প্রশ্ন (৩১/৩৪৬)ঃ জুম'আর দিন খুৎবার সময় যারা ঘুমের কারণে খুৎবা শুনতে পারে না তাদের কি পাপ হবে?

-মেহরাব হোসাইন
গ্রামঃ আখিলা, পোঃ উজিরপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ জুম'আর দিন খুৎবা শুরু থেকে ছালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত এই সময়টুকু দো'আ কবুলের সর্বোত্তম সময়। যারা খুৎবার সময়ে তন্দ্রায় ঢুলে, তারা ঐ সময়ের ফযীলত হ'তে বঞ্চিত হয়। এ সময় যেন কেউ না ঘুমায় সেজন্য রাসূল (ছাঃ) উত্তম ব্যবস্থা করেছেন। তিনি বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা জুম'আর দিন ঘুমে ঢুলতে থাকে তারা যেন স্থান পরিবর্তন করে বসে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৯৪; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১১০)*। উক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার পরও যদি তন্দ্রা আসে তবে পাপ হবে না।

প্রশ্ন (৩২/৩৪৭)ঃ প্রাপ্ত বয়স্কা শালী তার দুলাভাইয়ের সাথে দেখা করতে পারে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-নাছরীন সুলতানা
বাটরা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ যে কোন যুবতী মেয়ে মুহরিম ছাড়া অন্য কারু সাথে দেখা করতে পারে না। আর দুলাভাই মুহরিমের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং তার সাথেও দেখা করতে পারবে না। তবে পর্দাসহ একান্ত প্রয়োজনীয় কথা বলতে পারে।

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আসমা বিনতে আবুবকর (আয়েশা (রাঃ)-এর বড় বোন) পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে আসলে তাকে দেখে নবী করীম (ছাঃ) মুখ ফিরিয়ে নেন এবং বলেন, হে আসমা! মেয়েরা যখন যুবতী হয়ে যায় তখন এই অংশ ছাড়া অন্য কোন অংশ প্রদর্শন করা ঠিক নয়। এ সময়ে তিনি মুখমণ্ডল ও হস্তদ্বয়ের দিকে ইশারা করলেন' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৭২)*। সুতরাং পর্দা ছাড়া দুলাভাইয়ের সাথে দেখা করা ঠিক নয়।

প্রশ্ন (৩৩/৩৪৮)ঃ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত উম্মতে মুহাম্মাদী মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ও মূর্তি পূজারী না হবে'। এ হাদীছটি কি ছহীহ? যদি ছহীহ হয় তাহ'লে মুসলমান কি করে মুশরিক ও মূর্তি পূজারী হবে? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবু হেনা ও মোশাররফ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছটি ছহীহ *(আবুদাঊদ, আলবানী, মিশকাত হা/৫৪০৬ 'ফিতান' অধ্যায়)*। এমনকি উক্ত লম্বা হাদীছের শেষ অংশটুকু মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে *(দ্রঃ উক্ত হাদীছের ৪নং টীকা)*। একটু গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করলে আমরা কিভাবে মূর্তিপূজারী হয়ে যাচ্ছি তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। যেমন- নেককার ব্যক্তির কবরে গিয়ে তাকে সিজদা করা, সেখানে বসে প্রার্থনা করা, তার অসীলায় মুক্তি চাওয়া, সেখানে নযর-নিয়ায পেশ করা, ভক্তিভাজন, পীর বা নেতা-নেত্রীর ছবিতে ফুলের মালা দেওয়া, চিত্রের পাদদেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা, নীরবে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা, ভাস্কর্যের নামে শিক্ষাঙ্গন ও রাস্তার মোড়ে মূর্তি বানিয়ে তার প্রতি সম্মান দেখানো, শিখা অনির্বাণ ও শিখা চিরন্তন

বানিয়ে সেখানে নীরবে সম্মান প্রদর্শন করা, শহীদ মিনার ও স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা ইত্যাদি শিরক ও মূর্তি পূজার শামিল। এভাবে ক্রমেই মুসলমানরা মুশরিক ও মূর্তিপূজারী হয়ে যাচ্ছে।

প্রশ্ন (৩৪/৩৪৯)ঃ আল্লাহ তা'আলা পুরুষ ও নারীকে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করেছেন। অথচ বোরক্বা পরলে তো সে আকর্ষণ থাকে না। এর সঠিক সমাধান কি?

-ছাদেকুল ইসলাম
দক্ষিণ হালিশহর, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বরং পর্দা অবস্থায় চলাফেরা করলে আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। আল্লাহপাক পুরুষ ও নারীকে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করেছেন একটি বিশেষ কল্যাণের লক্ষ্যে। এই আকর্ষণকে নিয়ন্ত্রণহীন করলে বাঁধভাঙ্গা বন্যার মত তা সমাজকে অধঃপতনের অতল তলে ডুবিয়ে দিবে। ইতিপূর্বেকার যত সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে, তার প্রায় সবগুলিরই কারণ ছিল বল্গাহীন নারী স্বাধীনতা। তাই ইসলাম নারীকে পর্দায় থাকার নির্দেশ দিয়েছে। চলার সময় সে সর্বদা দৃষ্টি অবনত করে চলবে। সারা দেহ কাপড়ে আবৃত করে বুকের উপর পৃথক চাদর দিয়ে রাখবে *(নূর ৫৯)*। পর-পুরুষের সাথে প্রয়োজনে কথা বলতে হ'লে তাকে তার কণ্ঠস্বরে রুক্ষতা বজায় রাখতে বলা হয়েছে। যাতে তার মিষ্ট কণ্ঠ অন্যের হৃদয়কে দুর্বল না করে ফেলে *(আহযাব ৩২)*। পাতলা কাপড়ে ও অর্ধনগ্ন হয়ে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে চলা মেয়েকে জাহান্নামী বলে নির্দেশ করা হয়েছে (মুসলিম হা/২১২৮ 'পোষাক ও সৌন্দর্য' অধ্যায়)।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫০)ঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এ নামের মধ্যে সংগ্রামের নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে। সংগ্রাম করা সম্পর্কে কি কোন ছহীহ হাদীছ আছে? শুধু কি দা'ওয়াত দিলেই কর্তব্য শেষ? নাকি সাথে সাথে সংগ্রামও অপরিহার্য?

-মুজীবুর রহমান
গ্রামঃ নিমতলা
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ দ্বীন ইসলাম ততদিন ক্বায়েম থাকবে যতদিন তার উপর একদল মুসলমান আন্দোলন বা সংগ্রাম করবে। হযরত জাবির বিন সামুরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'এই দ্বীন ক্বিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা কায়েম থাকবে, যতদিন তার উপর একদল মুসলমান সংগ্রাম করবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০১ 'জিহাদ' অধ্যায়)*। রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সর্বদা একটি দল লোক হক্ব-এর উপর বিজয়ী থাকবে। পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। এমতাবস্থায় ক্বিয়ামত এসে যাবে ও তারা অনুরূপ অবস্থায় থাকবে' *(মুসলিম হা/১৯২০ 'ইমারত' অধ্যায়)*।

শুধু হক্ব-এর দা'ওয়াত দিলেই চলবে না; বরং সাথে সাথে আন্দোলন বা সংগ্রাম করতে হবে। কারণ দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম অপরিহার্য।

রাজশাহী মেন্টাল হেলথ্ ক্লিনিক
...স্য কেন্দ্র
সেবা সমূহঃ
চিকিৎসা
...াময়
লক্ষীপুর ভ...
রাজশাহী-৬০০...
ফোনঃ ৭৭৫৮০...

৫ম বর্ষ
১ম সংখ্যা
অক্টোবর ২০০১

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্নঃ (১/১)ঃ কাঁচা পেঁয়াজ ও রসুন খাওয়া যায় কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া
নওগাঁ।

উত্তরঃ কাঁচা পেঁয়াজ-রসুন খাওয়া যায়। মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি পেঁয়াজ-রসুন খায়, সে যেন তার গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয় (ছহীহ আবুদাউদ হা/৩৮২৬, 'আত'য়েমা' অনুচ্ছেদ)। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি পেঁয়াজ-রসুন খায়, সে যেন আমাদের মসজিদ থেকে ভিন্ন থাকে অর্থাৎ বাড়ীতে থাকে। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ)-এর সম্মুখে কিছু সব্জি পেশ করা হ'ল, যাতে গন্ধ ছিল। তিনি বললেন, তোমরা ছাহাবীদেরকে এ সব্জি প্রদান কর। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) লক্ষ্য করলেন যে, ছাহাবীরা উহা খাওয়া অপসন্দ করছেন, ফলে তিনি বললেন, তোমরা খাও (এতে কোন অসুবিধা নেই)। কেননা আমি যার সাথে চুপে চুপে কথা বলি, তোমরা তার সাথে বল না (ছহীহ আবুদাউদ, হা/.৩৮২২ অনুচ্ছেদ ঐ)। উক্ত হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাঁচা পেঁয়াজ ও রসুন খাওয়া যাবে। তবে উহা খেয়ে মসজিদে যাওয়া যাবে না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৭)*।

প্রশ্নঃ (২/২)ঃ বিবাহের কিছুদিন পর স্ত্রী পাগল হয়ে যাওয়ায় বাবা-মা মেয়ের বিনা অনুমতিতে স্বামীর কাছ থেকে তালাক নিয়ে নেয়। ১৫ মাস পর স্ত্রী সুস্থ হ'লে স্বামীর ঘরে ফিরে যেতে চায়। এমতাবস্থায় স্বামীর নিকট ফিরে যাওয়ার শারঈ বিধান কি?

- আলী আহমাদ ভূঁইয়া
বাঞ্ছারামপুর, বি-বাড়িয়া।

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লেখিত বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত তালাক সিদ্ধ হয়নি। কেননা তিন ব্যক্তির তালাক গ্রহণযোগ্য নয়। তাদের মধ্যে একজন পাগল *(ইরওয়া হা/২০৪৩)*। তাছাড়া উক্ত তালাক মেয়ের অভিভাবকরা গ্রহণ করেছে, মেয়ে নয়। এতে মেয়ের কোন সম্মতি ছিলনা। সুতরাং স্বামী বিনা বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারবে। উল্লেখ্য যে, স্বামীর নিকট থেকে স্ত্রী কোন কিছুর বিনিময়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় 'খোলা' বলা হয় *(সাইয়েদ সাবেক, ফিকহুস সুন্নাহ ২/৩১৯ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩)ঃ অন্যের কাছে ব্যবসার জন্য দেয়া টাকা যদি নেছাব পরিমাণ হয়, তবে সেই টাকার যাকাত দিতে হবে কি-না।

-এইচ, বি, ছফিয়ুন নেসা
সহকারী শিক্ষিকা,
মাগুরা সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, মাগুরা।

উত্তরঃ অন্যের কাছে ব্যবসার জন্য দেওয়া টাকা যদি নেছাব পরিমাণ হয়, তবে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দিতে হবে (আবুদাউদ, বুলূগুল মারাম হা/৫৯২; ইরওয়া হা/৮১৫)। শেয়ারে ব্যবসা থাকলে লভ্যাংশ সহ হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। অর্থাৎ কেউ এক লক্ষ টাকা শেয়ারে ব্যবসা করতে দিলে তা যদি এক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর লভ্যাংশ সহ এক লাখ ১০ হাযার টাকা হয়, তবে এক লাখ ১০ হাযারের হিসাব করে যাকাত বের করতে হবে। প্রকাশ থাকে যে, টাকা বা অন্য বস্তু কোথাও জমা রাখলে মালিকানা নষ্ট হয় না (আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৬৪০৬; মিশকাত হা/২৮৮৭, হাদীছ ছহীহ)।

প্রশ্নঃ (৪/৪)ঃ কুরবানীর পশু অন্যের মাধ্যমে যবেহ করে নেওয়া যায় কি? ছহীহ দলীলের আলোকে জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ মামুনুর রশীদ
গোড়দহ, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ কুরবানীর পশু নিজ হাতে যবেহ করা সুন্নাত *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৫৭১)*। তবে অন্যের মাধ্যমেও যবেহ করা যায়। জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিছু উট নিজ হাতে যবেহ করলেন এবং কিছু উট অন্যের মাধ্যমে যবেহ করলেন' *(ছহীহ নাসাঈ হা/৪৪৩১)*।

প্রশ্ন (৫/৫)ঃ মোহর ধীরে ধীরে পরিশোধ করা যায় কি? মোহর পরিশোধ না করে স্ত্রী সহবাস করলে নাকি ক্বিয়ামতের ময়দানে ঐ ব্যক্তি যেনাকারের কাতারে শামিল হবে। কথাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কুমিল্লা সেনানিবাস, কুমিল্লা।

উত্তরঃ মোহর এক সাথে আদায় করা যরূরী নয়; বরং ধীরে ধীরে আদায় করা জায়েয। মোহর বাকী রেখে স্ত্রী সহবাস করা যায়। নবী করীম (ছাঃ) একদা মোহর বাকী রেখে এক ব্যক্তির বিবাহ দেন এবং ধীরে ধীরে তা আদায় করতে বলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২০২)*। মোহর আদায় না করে স্ত্রী সহবাস করলে যেনাকারের কাতারে শামিল হ'তে হবে কথাটি মিথ্যা। তবে মোহর আদায় করা যরূরী।

উল্লেখ্য যে, বিবাহে মোহর কম হওয়া উত্তম ও বরকতময় *(ছহীহ আবুদাউদ হা/২১১)*।

প্রশ্ন (৬/৬)ঃ পুত্রের উপার্জিত সম্পদ পিতা বিনা অনুমতিতে খরচ করতে পারে কি?

- আব্দুল খালেক
জোতখামার, লালগোলা
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ সন্তানের উপার্জিত মাল হ'লেও শরীয়তে সেগুলি

http://islaminonesite.wordpress.com

পিতার সম্পদ বলে বিবেচিত হয়। বিধায় পিতা পুত্রের উপার্জিত সম্পদ তার বিনা অনুমতিতে খরচ করতে পারে। একদা এক বেদুঈন নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমার মাল ও সন্তান রয়েছে। আমার পিতা আমার সম্পদ খরচ করতে চান। রাসূললুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের সন্তানেরাই তোমাদের উত্তম অর্জন। সুতরাং তোমাদের সন্তানদের উপার্জন হ'তে খাও' *(আবুদাঊদ, হা/৩৫৩০, ইবনু মাজাহ হা/২২৯২, আহমাদ ২/২১৪ পৃঃ, সনদ হাসান, ইরওয়াউল গালীল ৩/৩২৫ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৭/৭)ঃ মুসাফির অবস্থায় ৪ রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে মুক্বীম ইমামের সাথে দু'রাক'আত পাওয়া গেলে বাকী দু'রাক'আত আদায় করতে হবে কি?

- আবুল কালাম
কৃষি অফিস, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ মুসাফির বা মুক্বীম যেকোন অবস্থায় মুক্বীম ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করলে তাকে ৪ রাক'আত ছালাতই আদায় করতে হবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে একদা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, মুসাফির একাকী ছালাত আদায় করলে দু'রাক'আত আর ইমামের পিছনে আদায় করলে ৪ রাক'আত পড়বে কিঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এটাই সুন্নাত *(আহমাদ ,ইরওয়া হা/৫৭১)*। আবু মেযলাজ বলেন, আমি ইবনে ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, মুসাফির ব্যক্তি মুক্বীম মুছল্লীর সাথে দু'রাক'আত ছালাত পেলে ঐ দু'রাক'আতই কি তার জন্য যথেষ্ট হবে, না তাদের সমান ৪ রাক'আত পড়তে হবেঃ (এ কথায়) তিনি হেসে উঠলেন এবং বললেন, মুসাফির তাদের সমান ছালাত আদায় করবে *(ইরওয়া ৩/২২ পৃঃ, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৮/৮)ঃ জনৈক যুবকের এক মেয়ের সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপনের ফলে মেয়েটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে। পরে উভয়ের অভিভাবকের সম্মতিতে তাদের বিবাহ আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয়। কিন্তু বিবাহের ৩ মাসের মধ্যে একটি সন্তান প্রসব করলে মূল ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছেঃ সদ্যজাত এই ছেলেটি কি জারজ সন্তান হিসাবে গণ্য হবে এবং সে কি পিতার সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে?

- নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক
চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ বর্ণনা অনুযায়ী ছেলেটি জারজ সন্তান। কেননা বিবাহের পূর্বে ব্যভিচারের ফলে তার জন্ম হয়েছে। সে পিতার সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে না। তবে পিতার নিকটেই থাকবে। আমর ইবনে শু'আইব (রাঃ) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন নারী অথবা দাসীর সাথে (যে পূর্বে স্ত্রীর ন্যায় ব্যবহৃত হ'ত) যেনা করেছে (আর তাতে সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে) সে সন্তান হবে যেনার সন্তান। সে যেনাকারীর 'ওয়ারিছ' (উত্তরাধিকার) হবে না এবং 'মাওরূছ'ও (অন্য কাউকেও উত্তরাধিকার বানাতে পারবে না) হবে না' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩০৫৪)*।

প্রশ্ন (৯/৯)ঃ মালিকানাবিহীন একখণ্ড জমি আমি প্রায় ৩০ বৎসর যাবত চাষাবাদ করে উহার উৎপাদিত ফসল ভোগ করেছি। এখন জমিটি সরকারী মালিকানায় চলে গেছে। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, ইতিপূর্বের সকল ফসল বা এর মূল্য কি সরকারকে ফেরৎ দিতে হবে?

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
গ্রাম ও পোঃ এলাহাবাদ
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ মালিকানাবিহীন জমিতে যিনি ফসল উৎপন্ন করবেন, তিনিই তা ভোগ করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন জমি চাষাবাদ করেছে, যা কারো মালিকানায় নয়, সে-ই উহার হকদার'। উরওয়া ইবনে যুবায়র তাবেঈ বলেন, হযরত ওমর (রাঃ)ও তাঁর খেলাফত কালে এই হুকুম দিয়েছিলেন' (বুখারী, মিশকাত হা/২৯৯১ 'অনাবাদী ভূমি আবাদ করা, সেচের পালা ও সরকারী ভূমি দান করা' অধ্যায়)। সুতরাং সরকারকে ৩০ বছরের ফসল বা এর মূল্য ফেরৎ দিতে হবে না।

প্রশ্ন (১০/১০)ঃ আমার একটি কুকুর আছে। সেটি বিক্রি করতে চাই। কুকুর বিক্রির মূল্য ভোগ করা যাবে কি-না? ছহীহ দলীলের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- ডন ডব্লিউ
১নং গুলশান, ঢাকা।

উত্তরঃ কুকুর বিক্রির মূল্য হারাম। হযরত রাফে' ইবনে খাদীজ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কুকুর বিক্রির মূল্য ঘৃণিত বস্তু, ব্যভিচারের বিনিময় ও শিঙ্গা দেওয়া কার্যের অর্জনও জঘন্য' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬৩, ৬৪, 'উপার্জন করা এবং হালাল রোজগার' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (১১/১১)ঃ মাসিক 'আত-তাহরীক' নভেম্বর ২০০০ সংখ্যায় জনৈকা মহিলার পূর্বের স্বামীর মেয়ের সাথে পরের স্বামীর ছেলের বিবাহ জায়েয নয় বলে ফৎওয়া দেওয়া হয়েছে। কিন্তু উক্ত মহিলার পূর্বের স্বামীর মেয়ের সাথে পরের স্বামীর অন্য স্ত্রীর ছেলের বিবাহ কি জায়েয হবে?

- মুহাম্মাদ ইজাবুল হক্ব
বিদ্যালয় পরিদর্শক (অবঃ)
রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী।

উত্তরঃ স্ত্রীর পূর্বের স্বামীর মেয়ের সাথে পরের স্বামীর ছেলের বিবাহ জায়েয না হওয়ার কারণ হ'ল তারা বৈপিত্রেয় ভাই-বোন। যাদের বিবাহ কুরআন মাজীদে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে *(নিসা ২৩)*। কিন্তু মহিলার পূর্বের স্বামীর মেয়ের সাথে পরের স্বামীর অন্য স্ত্রীর ছেলের বিবাহ জায়েয। একে ربيبة (রাবীবাহ) বলা হয়। কুরআন মাজীদে যাদের সাথে বিবাহ হারাম এরা তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্ন (১২/১২)ঃ আমার চার ছেলে ও স্ত্রী রয়েছে। তাদেরকে আমি ছালাত আদায় করতে বলি এবং টিভির খারাপ অনুষ্ঠান দেখতে নিষেধ করি। কিন্তু তারা আমার কথা শোনে না। তাদেরকে বাড়ী-ঘর তৈরি করে পৃথকভাবে থাকতে বললে তাতে তারা সম্মত হয়নি। অবশেষে আমি আলাদা বাড়ী তৈরি করে সেখানে বসবাস করি এবং নিজে রান্নাবান্না করে খাই। এমতাবস্থায় আমার স্ত্রী জনৈক ব্যক্তিকে স্বামী সাজিয়ে আমার ১৬ বিঘা জমি জাল করে নিলে আমি আমার স্ত্রীকে তিন মাসে তিন তালাক কাযীর মাধ্যমে প্রদান করি। কিন্তু আমার স্ত্রী তালাকনামা গ্রহণ করেনি। আমি মামলা করে জমি ফিরে পেয়েছি। এখন আমার স্ত্রী আমার নিকট আসতে চায়। শরীয়তে তাকে ফিরিয়ে নেওয়ার কোন বিধান আছে কি?

- আব্দুর রাযযাক
গ্রামঃ নয়টি পাড়া
পোঃ চোরঘোর
থানাঃ তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ নেককার নারী-পুরুষকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন *(নূর ৩২)*। উল্লেখিত ঘটনা যদি সত্য হয় তাহ'লে শরীয়তের দৃষ্টিতে তালাক প্রদান করা যুক্তিযুক্ত হয়েছে। কেননা স্ত্রী সীমালংঘনকারিণী ও স্বামীর অবাধ্যচারিণী হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। স্ত্রীর তালাকনামা গ্রহণ করা বা না করা তালাক পতিত হওয়ার প্রতিবন্ধক নয়। যেহেতু তিন মাসে তিন তালাক প্রদান করা হয়েছে, সেহেতু তাকে আর ফিরিয়ে নিতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর যদি সে (স্বামী) তাকে (স্ত্রী) তালাক দেয়, তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না, যে পর্যন্ত সে অন্য স্বামীর সাথে সংগত না হবে' *(বাক্বারাহ ২৩০)*। মোদ্দাকথাঃ কুরআনে বর্ণিত নিয়মানুসারে তালাক দেওয়ার পরে স্ত্রী স্বেচ্ছায় অন্য স্বামী গ্রহণ করবে। অতঃপর যদি কখনও সেই স্বামী স্বেচ্ছায় তালাক দেয় এবং পূর্বের স্বামী তাকে পুনরায় আগ্রহের সাথে গ্রহণ করতে চায়, তখনই কেবল ঐ স্ত্রী তার প্রথম স্বামীর নিকট নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফেরৎ আসতে পারে। এ ব্যতীত প্রচলিত হিল্লা প্রথার মাধ্যমে ঐ স্ত্রীকে গ্রহণ করা যাবে না (*বিস্তারিত দেখুনঃ তালাক ও তাহলীল, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ', কাজলা, রাজশাহী প্রকাশিত*)।

প্রশ্ন (১৩/১৩)ঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে ব্যাঙ খাওয়া বৈধ কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জবাবদানে বাধিত করবেন।

- মীযানুর রহমান
জালাইগাড়ী, কালাই
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ব্যাঙ খাওয়া বৈধ নয়। রাসূল (ছাঃ) ব্যাঙ মারতে নিষেধ করেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ছুরাদ পাখি, ব্যাঙ, পিপিলিকা ও হুদহুদ পাখি মারতে নিষেধ করেছেন *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩২৮৩)*। আব্দুর রহমান ইবনে ওছমান (রাঃ) বলেন, একদা জনৈক ডাক্তার ওষুধ হিসাবে ব্যাঙের ব্যবহার সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে ব্যাঙ মারতে নিষেধ করেন *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৫৪৫)*।

প্রশ্ন (১৪/১৪)ঃ তওবা করলে ব্যভিচারের মত জঘন্য অপরাধ মার্জনা হবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মোরশেদ
জালাইগাড়ী, কালাই
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ একমাত্র শিরক ব্যতীত যেকোন অপরাধের ব্যাপারে অনুতপ্ত হয়ে বান্দা ঐ পাপ পুনর্বার না করার প্রতিজ্ঞা করে আল্লাহ্র দরবারে তওবা করলে তা মার্জনা হবে বলে আশা করা যায়। আল্লাহ বলেন, 'হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের উপর যুলম করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করতে পারেন। তিনি বড় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(যুমার ৫৩)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষ যখন তার পাপ স্বীকার করতঃ তওবা করে, তখন আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩০)*।

প্রশ্ন (১৫/১৫)ঃ বিবাহ পড়ানোর বিনিময়ে টাকা-পয়সা গ্রহণ করা বৈধ কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবু সাঈদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিম চত্তর।

উত্তরঃ বিবাহ পড়ানোর বিনিময়ে স্বেচ্ছায় কিছু প্রদান করলে তা গ্রহণ করা যায়। অন্যথা দাবী করে কিছু গ্রহণ শরীয়ত সম্মত নয়। ওমর ফারূক্ব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন আমাকে কিছু উপঢৌকন দিতে চাইলে আমি বললাম, আমার চেয়ে অধিক দরিদ্রকে প্রদান করুন। তখন তিনি বললেন, তুমি এটা তোমার নিজের অর্থ হিসাবে গ্রহণ কর। অতঃপর তা দান করে দাও। না চেয়ে বা আগ্রহ প্রকাশ না করে কোন অর্থ আসলে তা গ্রহণ কর। আর যে অর্থ এভাবে আসে না তার পিছু ধারণ করনা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৪৫)*।

প্রশ্ন (১৬/১৬)ঃ কোন মুসলিম দেশে কোন বিধর্মী সম্প্রদায় তাদের ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করলে সে দেশের সরকার ও জনগণের করণীয় কি হবে?

- নাজমুল হুদা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন মুসলিম দেশে বিধর্মীরা তাদের ধর্ম প্রচার করতে আসলে তাদেরকে তিনটি পদ্ধতিতে বাধা প্রদান করতে হবে। (১) শক্তি প্রয়োগ করে, (২) সম্ভব না হ'লে মুখের মাধ্যমে ও (৩) তাও সম্ভব না হ'লে বিধর্মীদের কর্মতৎপরতাকে অন্তর দ্বারা ঘৃণার মাধ্যমে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭)*। সে দেশের সরকার ও জনগণ যদি কোন রকম

http://islaminonesite.wordpress.com

বাধা প্রদান না করে, তাহ'লে তাদের উপর আল্লাহ্র গযব নাযিল হবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪২)*।

প্রশ্ন (১৭/১৭)ঃ নাপিত কিংবা কসাই-এর মেয়েকে বিবাহ করা যাবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
পঞ্চগড়।

উত্তরঃ যেকোন পেশাজীবী মুসলমানের মেয়েকে বিবাহ করা যাবে। বিবাহে কেবলমাত্র দ্বীন লক্ষণীয় বিষয়, কোন পেশা নয়। আল্লাহ বলেন, 'তিনি মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে রক্তগত, বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন' *(ফুরকান ৫৪)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হে আবু বায়াযা! তোমরা আবু হিন্দের সাথে তোমাদের মেয়ের বিবাহ দাও এবং তোমরাও তার মেয়েকে বিবাহ কর' *(ছহীহ আবুদাউদ হা/২১০২)*। উল্লেখ্য যে, আবু হিন্দ একজন শিঙ্গাদার ব্যক্তি ছিলেন' *(বুলূগুল মারাম হা/১০০১)*। প্রকাশ থাকে যে, তাঁতী ও শিঙ্গাদাররা বৈবাহিক ক্ষেত্রে সামর্থ্য রাখেনা বলে যে হাদীছটি রয়েছে তা বাতিল *(সুবুলুস সালাম ৩/১৩৩৮ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৮/১৮)ঃ স্বামীর সদুপদেশ না মানলে এবং স্বামীর অনুমতি ছাড়া যেখানে-সেখানে চলে গেলে তার বিধান কি হবে?

- মুহাম্মাদ সাকী
সঊদী আরব।

উত্তরঃ অবাধ্য স্ত্রীকে আনুগত্যশীলা করার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে স্বামীর জন্য পালনীয় তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। (১) সদুপদেশ প্রদান করা (২) এতে পরিবর্তন না হ'লে বিছানা পৃথক করে দেওয়া ও (৩) এতেও পরিবর্তন না হ'লে প্রহার করা। যদি এ পদ্ধতিতে তারা বাধ্য হয়ে যায়, তবে তাদের জন্য ভিন্ন পথ অনুসন্ধান করার প্রয়োজন নেই (নিসা ৩৪)। অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, সাধারণ ব্যাপারে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া ঠিক নয়। তবে চূড়ান্ত চেষ্টার পর স্ত্রীর আর বাধ্য হওয়ার কোন সম্ভাবনা না থাকলে তালাকের পথ অবলম্বন করা যেতে পারে। আল্লাহ বলেন, 'যদি তাদের মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার মত পরিস্থিতির আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ের মীমাংসা চাইলে আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত' (নিসা ৩৫)।

প্রশ্ন (১৯/১৯)ঃ বিড়ি-সিগারেট খাওয়া অবস্থায় রাস্তায় কোন মুসলমান ভাই সালাম দিলে তার সালাম নেওয়া যাবে কি?

- রফীকুল ইসলাম মুসাফির
চকবোচাই, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ বিড়ি-সিগারেট খাওয়া হারাম। বিড়ি-সিগারেট খাওয়া অবস্থায় সালাম প্রদান করা চরম বেয়াদবী। তবুও যদি কেউ এগুলি খাওয়া অবস্থায় সালাম দেয়, তাহ'লে তার উত্তর অবশ্যই দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা রাস্তার উপর বসা হ'তে বিরত থাক। ছাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের তো রাস্তার উপরে বসা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কেননা আমরা রাস্তায় বসে সকল প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সমাধা করি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, যদি তোমরা বসতে বাধ্য হও, তবে রাস্তার হক আদায় করবে। ছাহাবাগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! রাস্তার হক্ব কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, চক্ষু অবনমিত করা, কাউকে কষ্ট না দেওয়া, সালামের জওয়াব দেওয়া, ভাল কাজের আদেশ করা এবং অন্যায় কাজ হ'তে নিষেধ করা' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৪০ 'সালাম' অধ্যায়)।

প্রশ্ন (২০/২০)ঃ কুরবানীর পশু যবেহ করার কোন নির্ধারিত স্থান আছে কি?

-আব্দুর রহীম
নাড়ুয়া মালা
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ ঈদের মাঠে কুরবানীর পশু যবেহ করা সুন্নাত। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ঈদের মাঠে তাঁর কুরবানী যবেহ করতেন। ইবনে ওমরও অনুরূপ করতেন' *(ছহীহ আবুদাউদ হা/২৮১১)*। তবে স্ব স্ব বাড়ীতে কুরবানীর পশু যবেহ করাও শরীয়ত সম্মত *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৫৭০)*।

প্রশ্ন (২১/২১)ঃ হাত উঁচু করে সালাম দেওয়া যায় কি? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-আবুল কালাম
কৃষি অফিস, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ হাত উঠিয়ে ইশারা করে সালাম দেওয়া জায়েয নয়। হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তাদের (ইহুদীদের) সালাম হচ্ছে মাথায় হাত ও ইশারার মাধ্যমে' *(নাসাঈ, সনদ ছহীহ; তোহফা ৭/৩৯২ পৃঃ)*। এভাবে সালাম দেওয়া ইহুদীদের কাজ।

প্রশ্ন (২২/২২)ঃ আমাদের মসজিদের ইমাম খুৎবায় বলেছেন, যিনাকারী যদি বিবাহিত হয়, তাহ'লে তাকে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলতে হবে। তেমনি গিবতকারী যদি বিবাহিত হয়, তাহ'লে তাকেও যিনাকারীর মত শাস্তি প্রয়োগ করে মেরে ফেলতে হবে। ইমাম ছাহেবের এ কথা কি সঠিক?

- আব্দুর রহমান
জয়ন্তবাড়ী, কামারপাড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ ইমাম ছাহেবের উপরোক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। যিনাকারিণী মহিলাকে কোমর পর্যন্ত নয়; বরং বুক পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করতে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৬২)*। আর গীবতকারীর বিধান সম্পর্কে সম্ভবতঃ তিনি নিম্নোক্ত হাদীছের ভিত্তিতে ফৎওয়া দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যেনার চেয়েও

http://islaminonesite.wordpress.com

গীবতের পাপ কঠোর' (বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৮৭৪-৭৬)। হাদীছের তাৎপর্য তিনি বুঝেননি। এ হাদীছের তাৎপর্য হ'ল ব্যভিচার এমন একটি অপরাধ যার জন্য শরীয়তের পক্ষ থেকে শাস্তির বিধান নির্ধারিত আছে, যা শাস্তির দ্বারা অথবা তওবা করলে আল্লাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন। পক্ষান্তরে গীবত যেনার চেয়েও কঠোর হওয়ার কারণ হচ্ছে গীবতের সম্পর্ক সরাসরি বান্দার সাথে। যার গীবত করা হ'ল সে যতক্ষণ পর্যন্ত উহা ক্ষমা না করবে ততক্ষণ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে গীবত ব্যভিচারের চেয়েও ভয়ানক।

প্রশ্ন (২৩/২৩)ঃ ইলেকট্রোনিক্স সামগ্রী তথা টিভি, ফ্রিজ, ফ্যান, ভিসিডি, ভিসিপি, রেডিও, টেপ রেকর্ডার ইত্যাদির দোকান করতে আমি আগ্রহী। শরীয়তের দৃষ্টিতে তা করা কি জায়েয?

- মুন্তাছির রহমান
মোবারকপুর,' শিবগঞ্জ
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।
ও
এস,এম, মনীরুযযামান
উত্তর কামালনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ যেহেতু উক্ত বস্তুগুলি স্বয়ং হারাম নয় তাই এগুলির ব্যবসা ও মেরামত করা হালাল। আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন (বাক্বারাহ ২৭৫)। এক্ষণে ক্রেতাগণ যদি অন্যায় কাজে ব্যবহার করেন তবে পাপ তাদের উপরেই বর্তাবে, বিক্রেতার উপর নয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না' (আন'আম ১৬৪)।

প্রশ্ন (২৪/২৪)ঃ আমাদের এলাকায় এক যুবক তার বড় ভাইয়ের স্ত্রীর বড় বোনের বিবাহিতা মেয়েকে বিবাহ করেছে। মেয়ের পূর্বের স্বামী তাকে তালাক দেয়নি। মেয়েও খোলা করেনি। এই বিবাহ কি বৈধ হয়েছে?

- জি,এম, জসীমুদ্দীন খান
সভাপতি
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
দাউদকান্দি এলাকা, কুমিল্লা।

উত্তরঃ প্রশ্নকারীর বিবরণ অনুযায়ী উক্ত বিবাহ বৈধ হয়নি। কারণ তাদের বিবাহ বিচ্ছেদই হয়নি। যেহেতু তারা এখনও স্বামী-স্ত্রী রয়েছে, সেকারণ পরবর্তী স্বামীর সাথে সে যতদিন থাকবে ততদিন তারা ব্যভিচার করবে।

প্রশ্ন (২৫/২৫)ঃ সম্প্রতি বিমান ছিনতাই করে আমেরিকার 'টুইন টাওয়ার' ধ্বংস করা হয়েছে। এক্ষণে ছিনতাইকারীগণ যদি মুসলমান হন এবং তাদের উদ্দেশ্য যদি আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধের শামিল হয় তবে কি তারা শহীদ বলে গণ্য হবেন? দলীলভিত্তিক জওয়াব চাই।

- আব্দুর রহমান
হাটদামনাশ, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ করে অথবা স্বীয় জান-মাল, দ্বীন ও পরিবার-পরিজনকে অন্যায় আক্রমণ ও আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার জন্য লড়াই করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে তারাই শহীদ। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ জান্নাতের বিনিময়ে মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন। তারা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে অতঃপর মারে ও মরে' (তওবা ১১১)। 'আর যে আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে অতঃপর প্রাণ হারায়, আমি অবশ্যই তাকে মহা প্রতিদান দেব' (নিসা ৭৪)। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হয়, সে ব্যক্তি শহীদ' (মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮১১, 'জিহাদ' অধ্যায়)।

সুতরাং ছিনতাইকারীগণ যদি মুসলমান হন এবং মুসলিম বিদ্বেষী যালিম রাষ্ট্র আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের উদ্দেশ্যে এরূপ করে থাকেন, তবে অবশ্যই তারা শহীদ বলে গণ্য হবেন।

প্রশ্ন (২৬/২৬)ঃ ফজরের সুন্নাত ছালাত বাড়ীতে পড়ে মসজিদে গিয়ে ২ রাক'আত দাখেলী ছালাত আদায় করা যাবে কি-না?

- নযরুল ইসলাম (জালাল)
এ,বি, ব্যাংক লিঃ, নওগাঁ।

উত্তরঃ নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত যেকোন সময় মসজিদে প্রবেশ করলে দু'রাক'আত তাহিইয়াতুল মসজিদ (দাখেলী ছালাত) আদায় করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেয়' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৪)। সুতরাং যেকোন সুন্নাত বাড়ীতে আদায় করলেও মসজিদে এসে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা যায়।

প্রশ্ন (২৭/২৭)ঃ জনৈক মাওলানা ছাহেব বলেছেন, ঈদুল আযহার দিন না খেয়ে ছালাত আদায় করতে যাওয়া ঠিক নয়; বরং খেয়ে যাওয়া উচিত। এর সত্যতা জানতে চাই।

- আবদুল্লাহ আল-মামুন
বায়া, এয়ারপোর্ট রোড, রাজশাহী।

উত্তরঃ মাওলানা ছাহেবের উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎরে না খেয়ে (ঈদগাহে) বের হতেন না। আর ঈদুল আযহাতে ছালাত আদায় না করে খেতেন না' (তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/১৪৪০ সনদ ছহীহ তাহক্বীক্ব মিশকাত ২/৪৫২ পৃঃ টীকা নং ২)।

প্রশ্ন (২৮/২৮)ঃ এক ওয়াক্ত ছালাত কাযা করলে নাকি ৮০ হুক্বা জাহান্নামে জ্বলতে হবে- কথাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

http://islaminonesite.wordpress.com

- দিদার
খানপুর, পাঁচপাড়া
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ বর্ণিত উক্তিটির প্রমাণে কোন হাদীছ নেই। কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। 'মোকছেদুল মোমেনিন' গ্রন্থে এ মিথ্যা কথাটি উল্লেখিত আছে বলে আমাদের জনসমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা বহুল প্রচলিত।

প্রশ্ন (২৯/২৯)ঃ ছালাতে জানাযায় ক্বিরাআত উচ্চৈঃস্বরে না চুপে চুপে পড়তে হবে? ছহীহ দলীলভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

- আকবর আলী
কোন্দা, বাগরামা, রাজশাহী।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে ক্বিরাআত নিম্নস্বরে ও উচ্চৈঃস্বরে পড়া যায় *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৫৫৪)*। আবু ইবরাহীম আনছারী তার পিতার বরাত দিয়ে বলেন, তার পিতা নবী করীম (ছাঃ) থেকে জানাযার ছালাতে দো'আ পড়তে শুনেছেন *(ছহীহ নাসাঈ হা/১৯৮৫)*। ত্বালহা ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর পিছনে জানাযার ছালাত আদায় করেছি। তিনি সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা আমাদেরকে শুনিয়ে পড়লেন *(ছহীহ নাসাঈ হা/১৯৮৬)*। আওফ ইবনে মালিক রাসূল (ছাঃ) থেকে এক ব্যক্তির জানাযার দো'আ পড়া শুনে আকাংখা করেছিলেন যে, আমি যদি এ ব্যক্তি হ'তাম *(ছহীহ নাসাঈ হা/১৯৮২)*।

প্রশ্ন (৩০/৩০)ঃ জুম'আর দিন খুৎবা চলাকালীন সময়ে কথা বলা যায় কি? কেউ কথা বললে তার ছালাত হবে কি? যদি না হয়, তাহ'লে তার করণীয় কি?

- যিয়াউর রহমান
কোদালকাটী, আলাতুলী
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ জুম'আর দিন খুৎবা চলাকালীন সময়ে মুছল্লীদেরকে সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ইমামের খুৎবা চলাকালীন সময়ে তুমি যদি তোমার কোন সাথীকে বল যে, চুপ থাকুন, তাহ'লে তুমি একটি বাজে কাজ করলে' *(বুখারী হা/৯৩৪)*। এ সময় কথা বললে ছালাত নষ্ট হবে না। তবে নেকী কম হবে *(ছহীহ আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৩৯৬)*। ছালাত না হওয়ার প্রমাণে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ *(মিশকাত হা/১৩৯৭; টীকা নং ৩)*।

জুম'আর দিন খুৎবার সময়ে মুছল্লী বিশেষ প্রয়োজনে ইমামের সাথে কথা বলতে পারে। একদা এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর খুৎবা পেশ অবস্থায় তাঁর নিকট অনাবৃষ্টির অভিযোগ করেছিলেন *(বুখারী হা/৯৩৩)*। অনুরূপ ইমাম ছাহেবও প্রয়োজনে মুক্তাদীর সাথে কথা বলতে পারেন। রাসূল (ছাঃ)-এর খুৎবা চলাকালীন সময়ে এক ব্যক্তি মসজিদে এসে বসে পড়লে রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ছালাত (সুন্নাত) আদায় করেছ? লোকটি আরয করল, না। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, দাঁড়াও; দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর *(বুখারী হা/৯৩০)*।

প্রশ্ন (৩১/৩১)ঃ এক বঙ্গানুবাদ মিশকাত-য়ে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল-হামদুলিল্লাহ, ৩৩ বার আল্লাহু আকবার (মোট ৯৯ বার) এবং শত পূর্ণ করার জন্য শেষে একটি দো'আ লেখা আছে। বলা হয়েছে, এই দো'আ পড়লে সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গোনাহও মাফ হবে। কথাটি কি সত্য? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আযীযুর রহমান
বায়সা (নূরপুর)
কেশবপুর, যশোর

উত্তরঃ উপরোক্ত বর্ণনা সঠিক। এ সম্পর্কিত হাদীছটি হচ্ছেঃ

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ছালাতের পরে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আল-হামদুলিল্লাহ এবং ৩৩ বার আল্লাহু আকবার বলবে এ হচ্ছে ৯৯ বার আর শত পূর্ণ করার জন্য বলবেঃ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

তাহ'লে তার পাপরাশি মার্জনা করা হবে; যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৭)*। প্রকাশ থাকে যে, অন্য বর্ণনায় ৩৪ বার আল্লাহু আকবার বলার কথা রয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৬)*।

প্রশ্ন (৩২/৩২)ঃ এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক তালাক দিয়ে ফেরৎ নেয়। পরে দ্বিতীয় তালাক দিয়ে আবার ফেরৎ নেয়। পরে তৃতীয় তালাক দেওয়ার জন্য জনৈক আলেমের পরামর্শ গ্রহণ করে। আলেম তার স্ত্রীকে খোলা করে নেওয়ার পরামর্শ দেন এবং বলেন, এমতাবস্থায় স্বামী ইচ্ছা করলে আবার ঐ স্ত্রীকে ফেরৎ নিতে পারে। ফলে স্ত্রী খোলা তালাক গ্রহণ করে। এখন উক্ত আলেমের পরামর্শ অনুযায়ী স্বামী কি ঐ স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মাওলানা শামসুদ্দীন
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ স্বামী ঐ স্ত্রীকে গ্রহণ করতে পারবে। কেননা স্বামী দুই তালাক দেওয়ার পর স্ত্রী ৩য় তালাক খোলা হিসাবে গ্রহণ করেছে। আর খোলা মূলতঃ কোন তালাক নয়; বরং কোন কিছুর বিনিময়ে স্বামীর নিকট থেকে বিবাহ বন্ধন খুলে নেওয়া। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ছাবিত ইবনে ক্বায়েস-এর স্ত্রী খোলা তালাক গ্রহণ করলে রাসূল (ছাঃ) তার জন্য এক হায়েয ইদ্দত নির্ধারণ করেন। সেকারণ ছাহাবী ও তাবেঈগণ বলেন, ইহা স্পষ্ট যে, খোলা কোন তালাক নয় (মুহাল্লা ৯/৫১৬ পৃঃ; ইতহাফুল কেরাম শারহ বুলূগুল মারাম পৃঃ ৩১২; আউনুল মা'বূদ ৩/২২১; 'খোলা' অধ্যায়; তোহফা ৪/৩০৬ পৃঃ; ফাতহুল বারী ৯/৪৯৫ পৃঃ)।

http://islaminonesite.wordpress.com

একদা এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে দুই তালাক দেয়। অতঃপর তার স্ত্রী খোলা তালাক গ্রহণ করে। স্বামী আবার ঐ স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারবে কি-না সে সম্বন্ধে ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, বিবাহ করতে পারে (মুহাল্লা ৯/৫১৫)।

প্রশ্ন (৩৩/৩৩)ঃ বন্ধক রাখা জমির ফসল গ্রহণ করা যায় কি?

-আব্দুল্লাহ
পোঃ বক্স নং ২৯১৮৭
আবুধাবী

উত্তরঃ বন্ধক রাখা জমির ফসল গ্রহণ করা যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সওয়ারি বন্ধক রাখলে তার পিছনে খরচ করার কারণে তাতে আরোহণ করা যায়। অনুরূপভাবে গাভী বন্ধক রাখলে তার পিছনে খরচ করার কারণে তার দুধ পান করা যায়' *(বুখারী, মিশকাত হা/২৮৮৬)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৪)ঃ মৃত ব্যক্তিকে কবরে নিয়ে যাওয়ার সময় সম্মিলিতভাবে 'আল্লাহু আকবর' বলা শরীয়ত সম্মত কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন

- হাবীবুর রহমান
কোন্দা, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ বর্ণিত বিষয়টি সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর কোন হাদীছ না থাকায় তা বিদ'আত। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার শরীয়তের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করবে, তা প্রত্যাখ্যাত' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭)।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫)ঃ 'খায়রুল কুরূনি ক্বারনী' (خير القرون قرني) ***বলতে কি বুঝানো হয়েছে? জানিয়ে বাধিত করবেন।***

- মোস্তফা
রামপাল বিদ্যালয়
মুন্সীগঞ্জ-১৫০১।

উত্তরঃ 'খায়রুল কুরূনি ক্বারনী' বলতে রাসূল (ছাঃ)-এর যুগ তথা ছাহাবীগণকে বুঝানো হয়েছে। এ মর্মে ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,' আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম মানুষ হচ্ছে আমার যুগের মানুষ অর্থাৎ ছাহাবীগণ। তারপর যারা তাঁদের পরে রয়েছেন (তাবেঈগণ), তারপর যারা তাদের পরে রয়েছেন (তাবে তাবেঈগণ)। অতঃপর এমন সম্প্রদায়ের আগমন ঘটবে, যারা নাহক্বের সাক্ষ্য দিবে, আমানতের খেয়ানত করবে, মানত মেনে তা পূর্ণ করবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬০১০)*।

প্রকাশ থাকে যে, উত্তম যুগের সময়সীমা হচ্ছে ২২০ হিজরী পর্যন্ত *(আউনুল মা'বূদ ১২/২৬৭ পৃঃ)*।

রাজশাহী মেন্টাল হেল্থ ক্লিনিক

মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র

সেবা সমূহ :

- যে কোন মানসিক রোগ চিকিৎসা
- মাদকাসক্তি নিরাময়
- সাইকোথেরাপি
- বিহেভিয়ার থেরাপি
- শিশু-কিশোর আচরণগত সমস্যা

লক্ষীপুর ভাটাপাড়া;
রাজশাহী - ৬০০০।
ফোন :৭৭ ৫৮ ০৫।

http://islaminonesite.wordpress.com

৫ম বর্ষ
২য় সংখ্যা
নভেম্বর ২০০১

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্নঃ (১/৩৬)ঃ সংখ্যালঘু অর্থাৎ হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টানদের সাথে মুসলমানদের আচরণ কেমন হবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুনীরুযযামান
বিনোদনগর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ সাধারণভাবে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ মুসলমানদের নিকট সদ্ব্যবহার ও ভদ্র আচরণের হক্ব রাখে। মহান আল্লাহ বলেন, 'যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করে না এবং বাড়ী থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দেয় না, তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না' *(মুমতাহিনা ৮)*। অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির প্রতি রহমত নাযিল করেন না, যে মানুষের প্রতি দয়াশীল হয় না' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৪৭)। আবুবকর (রাঃ)-এর মেয়ে আসমা (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমার মুশরিক মা আমার নিকট আসেন, তিনি ইসলামে অনাগ্রহী। আমি কি তার সাথে সদাচরণ করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ কর' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১৩)। তবে তাদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপন করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ যালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না' *(মায়েদাহ ৫১)*।

প্রশ্নঃ (২/৩৭)ঃ আমার বিবাহের সময় পার হয়ে যাচ্ছে। তবুও আমার পিতা-মাতা সে ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনা করছেন না। অনেক সময় মনে মনে অনেক খারাপ কল্পনা হয়। এমনকি বীর্যপাতও হয়ে যায়। এতে আমার কোন পাপ হবে কি?

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মনে মনে যতই খারাপ কল্পনা হৌক না কেন সেটি বাস্তবে পরিণত না করা পর্যন্ত কোন পাপ হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের অন্তরে যা উদিত হয় সেটি বাস্তবে পরিণত না করা পর্যন্ত অথবা না বলা পর্যন্ত তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পাকড়াও করবেন না' (বুখারী ৩/১৯০ পৃঃ; মুসলিম হা/২০১, ২০২; ইরওয়াউল গালীল ৭/১৩৯ পৃঃ)।

প্রশ্নঃ (৩/৩৮)ঃ মীলাদ অনুষ্ঠানে বক্তাগণ বলেন, 'মহান আল্লাহ রাসূল (ছাঃ)-কে সৃষ্টি না করলে পৃথিবীর কোন কিছুই সৃষ্টি করতেন না'। এটা কি হাদীছ? কোন্ কিতাবে আছে জানালে উপকৃত হ'তাম।

- ফযলুল হক্ব
কাযীপুর, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ উল্লেখিত হাদীছটি মানুষের তৈরী জাল হাদীছ। যা ইবনে আব্বাসের নামে তৈরী করা হয়েছে (মুসতাদরাকে হাকেম ২/৬১৪-১৫ পৃঃ; সিলসিলাতুল আহাদীছ আয-যাঈফাহ ওয়াল মাউযূ'আহ হা/২৮০, ২৮২)।

প্রশ্নঃ (৪/৩৯)ঃ গুল ব্যবহার করলে কি ছিয়াম নষ্ট হবে?

- মোস্তফা
সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছিয়াম অবস্থায় যদি কেউ গুল ব্যবহার করে তাহ'লে তার ছিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ গুল মাদকদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত, যা খাওয়া বা ব্যবহার করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মাদকতা আনয়নকারী প্রত্যেক বস্তুই মদ এবং প্রতিটি মাদকদ্রব্য হারাম' (মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'যার বেশী পরিমাণে মাদকতা আসে, তার কম পরিমাণও হারাম' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৬৪৫, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (৫/৪০)ঃ আমাদের গ্রামে একটি গরু মারা গেলে কেউ বলে চামড়া খুলে নিয়ে মাটির নিচে পুঁতে দাও। আবার কেউ বলে, মরা গরুর চামড়া ছিলানো যাবে না। পরিশেষে চামড়া না ছাড়িয়ে গরুটি পুঁতে দেওয়া হয়েছে। মরা গরুর চামড়া সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি?

- শিহাবুদ্দীন ফারূক
রুদ্রেশ্বর, কাকিনা বাজার, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ হালাল পশু মরা হোক বা যবেহ কৃত হোক উহা 'দাবাগাত' (পাকা) করা হ'লে তা পাক হয়ে যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, (আমার খালা) উম্মুল মুমিনীন মায়মুনার আযাদ করা বাদীকে একটি বকরী দান করা হ'লে পরে উহা মারা যায়। রাসূল (ছাঃ) উহার নিকট দিয়ে গেলেন এবং বললেন, কেন তোমরা উহার চামড়া নিয়ে 'পাকা' করলে না। অতঃপর উহা দ্বারা ফায়দা উঠালে না? উত্তরে তারা বললেন, এটি যে মৃত? রাসূল (ছাঃ) বললেন, এর খাওয়াই মাত্র হারাম করা হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৯)*। অন্য একটি হাদীছে আছে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন; যখন (কাঁচা) চামড়া 'দাবাগাত' (পাকা) করা হয়, তখন উহা পাক হয়ে যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৮ 'অপবিত্রতা হ'তে পবিত্রকরণ' অধ্যায়)*।

উপরোল্লিখিত দলীল সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মরা গরু, মহিষ, বকরী, ভেড়া ইত্যাদি হালাল পশু মারা গেলে তার চামড়া দ্বারা ফায়দা গ্রহণ করা শরীয়ত সম্মত।

প্রশ্নঃ (৬/৪১)ঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর বর্ধিত কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন ২০০১-এ অংশ নিয়ে ছালাতে দেখলাম, রুকূর পরে رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ কেউ সরবে পড়লেন না। অথচ ছাহাবী রেফা'আহ বিন রাফে' বলেন, একবার

http://islaminonesite.wordpress.com

আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করছিলাম। যখন তিনি রুকূ থেকে মাথা তুলে سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ *বললেন, তখন একজন পিছনে উক্ত দো'আ পড়লেন। অতঃপর তিনি সালাম ফিরায়ে জিজ্ঞেস করলেন, ঐ কথাগুলি কে বলল? লোকটি বললেন, আমি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি ৩০ অধিক ফেরেশতাকে ছুটাছুটি করতে দেখলাম যে, ঐ কথা কে আগে লিখবে (বুখারী, মিশকাত ৮২ পৃঃ 'রুকূ' অধ্যায়)। উক্ত হাদীছের জবাব কি হবে?*

- জমীরুদ্দীন সরকার
চিতলমারী, বাগেরহাট।

উত্তরঃ উল্লেখিত হাদীছটি ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। যেমন- (ক) অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, ঐ লোক ব্যতীত নবী করীম (ছাঃ) সহ সকল মুছল্লী ছাহাবা (রাঃ) রুকূ থেকে উঠার দো'আটি সরবে পড়েননি। (খ) ঐ ছাহাবী ব্যতীত উক্ত দো'আটি পড়ার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) সহ কোন ছাহাবীর আমল নেই। (গ) ঐ ছাহাবীর মুখে উচ্চারিত দো'আর ফযীলতে উক্ত হাদীছটি বর্ণিত। উচ্চকণ্ঠে বলার ফযীলতে তা বর্ণিত হয়নি। সুতরাং উক্ত হাদীছ রুকূ হ'তে উঠে সরবে দো'আ পড়ার চেয়ে নীরবে পড়ার পক্ষেই বেশী শক্তিশালী দলীল। তাছাড়া দো'আর সাধারণ আদব হ'ল নীরবে পড়া। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের প্রভুকে বিনীতভাবে ও চুপে চুপে ডাক' *(আ'রাফ ৫৫)*।

প্রশ্নঃ (৭/৪২)ঃ জনৈকা যুবতীর স্বামী হঠাৎ মৃত্যুবরণ করলে স্ত্রী ভাল পাত্র পাওয়ায় তাকে বিবাহ করতে চায়। অথচ স্বামীর মৃত্যু সবেমাত্র ২২দিন হয়েছে। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, স্ত্রীকে কতদিন অপেক্ষা করতে হবে?

- হেলেনা আক্তার
পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ বিধবা স্ত্রীকে ৪ মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হবে। এর কমে কোন বিধবা মহিলা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'লে বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। আল্লাহ বলেন, 'যারা স্ত্রী রেখে মারা যায় তাদের স্ত্রীগণ অপেক্ষা করবে ৪ মাস ১০ দিন' *(বাক্বারাহ ২৩৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন স্ত্রীলোক যেন কোন মৃত্যুর জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন না করে। তবে স্বামীর জন্য ৪ মাস ১০ দিন শোক পালন করবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৩০)*। সাঈদ ইবনুল মুছাইয়িব ও সুলাইমান ইবনে ইয়াসার হ'তে বর্ণিত আছে যে, তুলাইহা আসাদিয়াহ নামক মহিলা রশীদ ছাক্বাফীর অধীনে ছিল। সে তাকে তালাক দেয়। তখন মহিলা ঐ ইদ্দতেই বিবাহে বসে। ফলে ওমর (রাঃ) তাকে ও তার স্বামীকে শাস্তি দেন। অতঃপর ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, যদি কোন মহিলা তার ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ বসে এবং তার স্বামী বিবাহ করে তাকে সম্ভোগ না করে, তাহ'লে তাদের মাঝে পৃথক করে দেওয়া হবে এবং সে প্রথম স্বামীর বাকী ইদ্দত অতিবাহিত করবে (মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক হা/৫৩৬)। উল্লেখিত দলীলসমূহ প্রমাণ করে যে, কোন বিধবা মহিলা স্বামী মারা যাওয়ার ৪ মাস ১০ দিন পূর্বে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'লে উক্ত বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে গর্ভধারিণীর ইদ্দত সন্তান প্রসব পর্যন্ত *(মুহাল্লা ৩/২১২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৮/৪৩)ঃ ওষুধ প্রয়োগের মাধ্যমে ঋতুস্রাব বন্ধ করে ছিয়াম পালন করা যায় কি?

- খালিদ
বোহাইল, বগুড়া।

উত্তরঃ অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শে কোনরূপ ক্ষতির আশংকা না থাকলে ঔষধ প্রয়োগে ঋতু বন্ধ করে ছিয়াম পালন করা যায় *(হায়আতু কিবারিল ওলামা ১/৪৪৭ পৃঃ)*। তবে ঋতু বন্ধ না করে ঐ সময় ছিয়াম ছেড়ে দিয়ে অন্য সময় কাযা আদায় করাই সুন্নাত *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩২)*।

প্রশ্নঃ (৯/৪৪)ঃ ছিয়াম অবস্থায় তরকারী বা অন্য কোন কিছুর স্বাদ চেখে দেখলে ছিয়াম নষ্ট হবে কি?

- হারুনুর রশীদ
ডাকবাংলা, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ ছিয়াম অবস্থায় কোন কিছুর স্বাদ চেখে দেখলে ছিয়াম নষ্ট হবে না। তবে স্বাদ চাখার সময় যাতে কণ্ঠনালী পর্যন্ত তা না পৌছে সেদিকে খেয়াল রাখা যরূরী। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ঝোল বা কোন বস্তুর স্বাদ চাখার সময় হল্ক্ব বা কণ্ঠনালী পর্যন্ত না পৌঁছলে কোন ক্ষতি নেই *(ইরওয়া ৪/৮৬ পৃঃ)*। অন্য বর্ণনায় ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ঝোল বা কোন বস্তুর স্বাদ চেখে দেখলে ছিয়াম নষ্ট হবে না *(বুখারী, ইরওয়া [illegible]/৭৩৭ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১০/৪৫)ঃ রামাযান মাসে ছিয়াম অবস্থায় নাজায়েয ও হারাম কথা-বার্তা বললে ছিয়াম নষ্ট হবে কি?

- সাঈদুর রহমান
জোড়বাগান, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ছিয়াম অবস্থায় নাজায়েয ও হারাম কথা-বার্তা বললে ছিয়াম পালনের নেকী হাছিল হবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি (ছিয়াম পালন অবস্থায়) মিথ্যা বলা ও সে অনুযায়ী আমল বর্জন করতে পারল না, তার পানাহার পরিত্যাগে আল্লাহ্‌র কোন প্রয়োজন নেই' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৯৯)*।

প্রশ্নঃ (১১/৪৬)ঃ রামাযান মাসে জান্নাতের দরজাসমূহ খোলা থাকে। তাহ'লে এ মাসে কেউ মৃত্যুবরণ করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে কি?

- ইসমাঈল হোসাইন
রংপুর সেন্ট্রাল রোড, রংপুর।

উত্তরঃ রামাযান মাসে জান্নাতের দরজা সমূহ খোলা থাকে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৬)*। এর অর্থ এই নয় যে, এ মাসে যে-ই মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। বরং দুনিয়াবাসীর ছিয়ামব্রত পালনের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশের আগ্রহ সৃষ্টিই এর মূল উদ্দেশ্য।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্নঃ (১২/৪৭)ঃ ছিয়াম অবস্থায় ইনজেকশন নেওয়া যাবে কি?

- আব্দুল মালেক
মজিদপুর, কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ যে সব ইনজেকশন খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না, সেগুলি রোগমুক্তির জন্য গ্রহণ করা যায়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় (রোগমুক্তির জন্য) সিঙ্গা লাগাতেন *(বুখারী, ইরওয়া হা/৯৩২)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় স্ত্রী চুম্বন করতেন ও সিঙ্গা লাগাতেন (ত্বাবারানী, ইরওয়া ৪/৭৪ পৃঃ)। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) প্রথমে ছিয়াম অবস্থায় সিঙ্গা লাগাতে নিষেধ করেন। কিন্তু পরে আবার অনুমতি প্রদান করেন *(ইরওয়া ৪/৭২)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৪৮)ঃ অপবিত্র অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে ছিয়াম পালন করা যাবে কি?

- আব্দুল হামীদ
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ অপবিত্র অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, এমনকি ঘুমন্ত অবস্থায় বেলা হয়ে গেলেও ছিয়াম পালন করা যাবে। এ ক্ষেত্রে ঘুম ভাঙলে গোসল করে ছালাত (ফজর) আদায় করতঃ মনে মনে শুধু ছিয়ামের নিয়ত করবে। কোন কিছু খাবে না। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর কখনও কখনও ফজর হয়ে যেত। অথচ তিনি স্ত্রী সহবাসের পর অপবিত্র থাকতেন। অতঃপর তিনি গোসল করে ছিয়াম পালন করতেন (বুখারী, মুসলিম, হায়আতু কিবারিল ওলামা ১/৪২৬ পৃঃ)। তবে অপবিত্র অবস্থায় ঘুম থেকে জেগে শুধু সাহারী খাওয়ার সময় অবশিষ্ট থাকলে বিনা গোসলেই সাহারী খাবে। অতঃপর গোসল করে ফজরের ছালাত আদায় করবে *(ঐ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৪৯)ঃ দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে কি?

- আব্দুর রহমান
কামারপাড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ উপরোক্ত কারণে ছিয়াম নষ্ট হবে না। কারণ স্বপ্নদোষ মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন কোন বিষয় নয়। আর যা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, তা করার জন্য মানুষকে বাধ্য করা হয়নি। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না...' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*। ব্যাপারটি অনিচ্ছায় বমি করার মত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কারো অনিচ্ছায় বমি হ'লে ছিয়াম নষ্ট হবে না' *(ছহীহ আবুদাঊদ, হায়আতু কিবারিল ওলামা ১/৪২৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৫০)ঃ ছিয়াম পালন করতে সক্ষম না এমন অসুস্থ ব্যক্তির জন্য করণীয় কি?

- আব্দুল হাফীয
চাঁদপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ যে ব্যক্তি অসুস্থ, ছিয়াম পালনে অক্ষম এবং অসুখ ভাল হওয়ারও সম্ভাবনা নেই, সে ব্যক্তিকে ছিয়াম পালন করতে হবে না। কিন্তু তার পক্ষ থেকে প্রতিদিন একজন মিসকীনকে অর্ধ ছা' বা সোয়া এক কেজি শস্য প্রদান করতে হবে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অসুস্থ, যার রোগমুক্তির আশা করা যায় না, তার পক্ষ থেকে একজন মিসকীনকে প্রতিদিন অর্ধ ছা' খাদ্যশস্য প্রদান করতে হবে' *(দারাকুৎনী, ইরওয়া ৪/১৭ পৃঃ; হা/৯১২)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৫১)ঃ যিনি নিজে হজ্জ করেননি, তিনি অন্যের জন্য বদলী হজ্জ করতে পারেন কি? ছহীহ দলীলভিত্তিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

- রাজীব
ইন্দিরা রোড, রাজাবাহার, ঢাকা।

উত্তরঃ নিজের জন্য হজ্জ না করে কারো জন্য বদলী হজ্জ করা যাবে না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে শোবরামা নামক এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে লাব্বাইক বলতে শুনলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'শোবরামা কে'? লোকটি জওয়াব দিল, শোবরামা আমার ভাই অথবা নিকটাত্মীয়। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তুমি কি তোমার নিজের হজ্জ সম্পাদন করেছ'? লোকটি বলল, না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তুমি তোমার হজ্জ আগে কর। তারপর শোবরামার পক্ষ থেকে হজ্জ কর' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৫২৯; হায়আতু কিবারিল ওলামা ১/৪৭০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৫২)ঃ মার্কিনীদের বিরুদ্ধে কুনূতে নাযেলা পড়া যাবে কি? যদি যায় তাহ'লে দো'আগুলি কেমন হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- ওবায়দুল্লাহ
আলিম ১ম বর্ষ, নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মার্কিনীরা অর্থাৎ খ্রীষ্টানরা আল্লাহ্‌র বড় শত্রু। তারা বলেছে, আমরা আল্লাহ্‌র সন্তান *(মায়েদাহ ১৮)*। তারা ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র সন্তান বলেছে *(তওবা ৩০)*। এরা সদা আল্লাহ্‌র গযবে নিমজ্জিত *(বাক্বারাহ ৬১)*। আল্লাহপাক তাদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন *(মায়েদাহ ৫১)*। মুসলমানদের চিরশত্রু মার্কিনীরা বিশ্বময় সন্ত্রাসের হোতা। সম্প্রতি তারা আফগানিস্তানের নিরীহ মুসলমানদের উপর হামলা করেছে। বুভুক্ষু মানবতা অতি কষ্টে দিন যাপন করছে। নিত্যদিন শাহাদাত চরণ করছে অসংখ্য মর্দে মুজাহিদ। মৃত্যুবরণ করছে সাধারণ জনগণ। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আফগানিস্তানের মুসলিম ভাইদের বিপদ মুক্তির জন্য বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের কুনূতে নাযেলা পড়া যরূরী। বিভিন্ন হাদীছের আলোকে কুনূতে নাযেলার শব্দগুলি নিম্নরূপঃ

(١) بِسْمِ اللهِ الرَّحمنِ الرحِيْمِ اَللّهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِى عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَلاَنَكْفُرُكَ- بسم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ اَللّهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّى وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعى وَنَحْفِدُ نَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ

http://islaminonesite.wordpress.com

بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ اَللّٰهُمَّ عَذِّبْ كَفَرَةَ أَهْلَ الْكِتَابِ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ-

(٢) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَاَلِّفْ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَاَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَانْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ ، اَللّٰهُمَّ الْعَنِ الْكَفَرَةَ الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِكَ وَيُكَذِّبُوْنَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُوْنَ اَوْلِيَآءَكَ، اَللّٰهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَزَلْزِلْ اَقْدَامَهُمْ وَاَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِىْ لاَ تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيْنَ - أَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ -

(বায়হাক্বী ২/২১০-১১; আহমাদ, আবুদাউদ, মিশকাত হা/২৪৪১ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়; আবুদাউদ, আল-আযকার পৃঃ ১০৮)।

(٣) اَللّٰهُمَّ انْجِ أُسَامَةَ بْنَ لاَدِنٍ وَمُلاَّ مُحَمَّدُ عُمَرَ وَمَنْ مَّعَهُمَا وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ بِأَفْغَانَ الَّذِيْنَ لاَيَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَلاَيَهْتَدُوْنَ سَبِيْلاً اَللّٰهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى بُوْشٍ وَّاجْعَلْهَاعَلَيْهِمْ سِنِيْنَ كَسِنِىْ يُوْسُفَ اَللّٰهُمَّ الْعَنْ عَلَى بُوْشَ وَمَنْ مَّعَهُ الَّذِىْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ-

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ آمِين ثم آمِين-

উপরোক্ত ভাবে নাম ধরে ধরে রাসূল (ছাঃ) মুসলমানদের নাজাত ও শত্রুর ধ্বংস কামনা করে দো'আ করতেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২৮৮)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৫৩)ঃ কারো হাই আসলে কি বলতে হবে? অনেকেই 'লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলে থাকে। এটা কি ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মাহমূদ ও হুমায়ূন কবীর
রাজবাড়ী, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

উত্তরঃ হাই আসলে মুখে হাত দিয়ে যতদূর সম্ভব মুখ বন্ধ করাই সুন্নাত। প্রশ্নে উল্লেখিত দো'আটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। কাজেই তা পড়া শরীয়ত সম্মত নয়। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন তোমাদের কারো হাই আসে, তখন সে যেন স্বীয় হাত দ্বারা মুখ বন্ধ করে রাখে। কেননা শয়তান মুখের মধ্যে প্রবেশ করে' (মুসলিম, মিশকাত, 'হাঁচি দেওয়া এবং হাই তোলা অধ্যায়' হা/৪৭৩২-৪৭৩৭)।

প্রশ্নঃ (১৯/৫৪)ঃ ছিয়াম অবস্থায় যেকোন সময় মিসওয়াক করা যায় কি?

- আহমাদ
হাজীটোলা, নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ছিয়াম অবস্থায় যেকোন সময় মিসওয়াক করা যায়। কেননা রাসূল (ছাঃ) মিসওয়াক করার কোন সময়সীমা বেঁধে দেননি। বরং সাধারণভাবে অযূ-র ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমি আমার উম্মতের উপর ভারী মনে না করলে প্রত্যেক অযূর সময় মিসওয়াক করার আদেশ করতাম'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'প্রত্যেক ছালাতের সময় মিসওয়াক করতে বলতাম' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৬; তোহফা ৩/৩৪৪ পৃঃ; হায়আতু কিবারিল ওলামা ১/৪২৩ পৃঃ)।

প্রশ্নঃ (২০/৫৫)ঃ আমার দ্বারা শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ হ'লে আমার অন্তর ইবাদতের প্রতি বেশী আগ্রহী হয় এবং আমি খুব অনুতপ্ত হই। এর কারণ জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুক্তাদির
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ কোন পাপ কার্য সম্পাদনের পর অনুতপ্ত হওয়া এবং ইবাদতের প্রতি আগ্রহী হওয়া, পক্ষান্তরে নেকীর কাজ করলে খুশী হওয়া মূলতঃ ঈমানদারিতার পরিচয়। এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, ঈমান কি? উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'যখন তোমার নেকী তোমাকে আনন্দিত করে এবং তোমার পাপ তোমাকে চিন্তিত করে, তখন তুমি ঈমানদার *(আহমাদ হা/১০১২ সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (২১/৫৬)ঃ মাগরিবের ছালাতে দ্বিতীয় রাক'আতে ইমামের সূরা মাউনের একটি আয়াত ছুটে যায়। পিছন থেকে জনৈক মুছল্লী লোকমা দেন। কিন্তু ইমাম ছাহেব শুনতে না পাওয়ায় রুকূতে চলে যান এবং এভাবেই ছালাত শেষ করেন। কিন্তু গোদাগাড়ীর জনাব মাওলানা মোস্তাক ছাহেব উঠে বলেন, সূরা পাঠে ভুল হ'লে সূরা ইখলাছ পাঠ করতে হবে। অন্যথায় ছালাত শুদ্ধ হবে না। অতঃপর তিনি মুছল্লীদেরকে নিয়ে পুনরায় ছালাত আদায় করেন এবং বলেন যে, এ ব্যাপারে ছহীহ হাদীছ রয়েছে। সঠিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

- মুস্তাফীযুর রহমান
ও
আনোয়ার হোসাইন
হেতেম খাঁ আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
রাজশাহী।

উত্তরঃ ইমামের কোন আয়াত ছুটে গেলে সূরা ইখলাছ পাঠে তা পূরণ হবে একথা আদৌ ঠিক নয় এবং এর প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। ছালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য সূরা ফাতেহা পড়াই যথেষ্ট। ইমাম তো সূরা ফাতেহা পড়েছেন। উপরন্তু সূরা মাউনের বেশীর ভাগ আয়াত পাঠ করেছেন। সুতরাং ছালাত শুদ্ধ না হওয়ার কোন প্রশ্ন আসে না। রাসূল

http://islaminonesite.wordpress.com

(ছাঃ) বলেন, 'সূরা ফাতেহা ব্যতীত কারো ছালাত শুদ্ধ হয় না' (বুখারী হা/৭৫৬; মুসলিম হা/৩৯৪; মুহাল্লা হা/৩৫১)।

দ্বিতীয়বার ছালাত আদায় করা সুন্নাত বিরোধী আমল হয়েছে। কেননা ইমাম ভুল করলে ইমাম দায়ী হবেন, মুক্তাদী নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের ইমামগণ সঠিকভাবে ছালাত আদায় করলে তোমাদের সকলের জন্য (নেকী রয়েছে)। আর তারা ভুল করলে তোমাদের ছালাত সঠিক হবে। ইমামদের উপর তাদের ভুলের দায়-দায়িত্ব অর্পিত হবে' (বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, '...মানুষেরা মূর্খ নেতা বা ইমাম বানাবে। তাদেরকে যখন কোন ফৎওয়া জিজ্ঞেস করা হবে তখন তারা বিনা ইলমে ফৎওয়া দিবে। সুতরাং তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৬)।

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম ইমামের ছালাতে কোন ত্রুটি হয়নি। বরং মাওলানা মোক্তাকই না জেনে মনগড়া ফৎওয়া দিয়ে সুন্নাত বিরোধী আমল করেছেন।

প্রশ্নঃ (২২/৫৭)ঃ যেকোন দো'আ কবুল হওয়ার জন্য পূর্বে দরূদ পড়া যরূরী কি?

- আব্দুল্লাহিল কাফী
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ দো'আ কবুল হওয়ার জন্য পূর্বে দরূদ পড়া যরূরী নয়। তবে দো'আ করার পূর্বে দরূদ পড়া সুন্নাত। ফাযালা ইবনে ওবায়েদ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে ছালাতে দো'আ করতে শুনলেন। লোকটি আল্লাহ্‌র প্রশংসা এবং রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ না পড়ে দো'আ করেছিল। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, হে মুছল্লী! তুমি তাড়াহুড়া করলে। অতঃপর তিনি তাদেরকে দরূদ শিখিয়ে দিলেন। পরে আরেক ব্যক্তিকে রাসূল (ছাঃ) ছালাত আদায় করতে দেখলেন। লোকটি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করল এবং রাসূল (ছাঃ)-এর উপর দরূদ পাঠ করল। রাসূল (ছাঃ) তখন তাকে বললেন, তুমি দো'আ কর, 'তোমার দো'আ কবুল করা হবে' *(ছহীহ নাসাঈ হা/১২৮৩)*।

প্রকাশ থাকে যে, দরূদ না পড়ে দো'আ করলে সে দো'আ আসমান ও যমীনের মাঝে আবদ্ধ থাকে বলে যে দু'টি হাদীছ রয়েছে, তা যঈফ *(ইরওয়া ২/১৭৭ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৫৮)ঃ কুনূতে নাযেলা কি? কুনূতে নাযেলায় হাত তোলা যাবে কি?

- ইমামুদ্দীন
আঁখিলা, উজিরপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ফরয ছালাতের শেষ রাক'আতে রুকূ থেকে উঠে 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলে মুসলমানদের জন্য নাজাত ও শত্রুপক্ষের ধ্বংস কামনা করে যে দো'আ করা হয়, তাকে কুনূতে নাযেলা বলা হয় (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২৮৮)। কুনূতে নাযেলায় হাত তোলা সুন্নাত। একদা মুশরিকরা রাসূল (ছাঃ)-কে ধোঁকা দিয়ে ৭০ জন ছাহাবীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে রাস্তায় হত্যা করেছিল। রাসূল (ছাঃ) এদের ধ্বংস কামনা করে হাত তুলে কুনূতে নাযেলা পড়েছিলেন (আহমাদ, তাবারাণী, ইরওয়া ১/১৮১ পৃঃ)।

প্রশ্নঃ (২৪/৫৯)ঃ দো'আ শেষে হাত মুখে মুছার কোন ছহীহ হাদীছ আছে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- এনামুল হক্ব
মুহাম্মাদপুর চর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ কুনূতে নাযেলা সহ কিছু কিছু স্থানে হাত তুলে দো'আ করার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু দো'আ শেষে হাত মুখে মুছার কোন ছহীহ হাদীছ পরিলক্ষিত হয় না। একদা ইমাম মালিক (রহঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'এ বিষয়ে কোন হাদীছ আমি অবগত নই'। আলবানী (রহঃ) বলেন, 'কুনূতের দো'আ শেষে হাত মুখে মুছার কোন হাদীছ আমি অবগত নই'। তিনি আরো বলেন, 'কুনূতের দো'আ শেষে হাত মুখে মুছার কোন হাদীছ রাসূল (ছাঃ) কিংবা কোন ছাহাবী থেকে প্রমাণিত নয়। কাজেই এ আমল নিঃসন্দেহে বিদ'আত' (ইরওয়া ২/১৮১ পৃঃ)।

প্রকাশ থাকে যে, দো'আ শেষে মুখে হাত মুছার হাদীছগুলি যঈফ। ইমাম আবুদাঊদ এ মর্মে হাদীছ বর্ণনা করার পর বলেন, 'হাদীছগুলি নিতান্তই যঈফ' (ইরওয়া ২/১৮০ পৃঃ)। শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানীও অনুরূপ কথা বলেছেন (মিশকাত হা/২২৫৫ -এর টীকা)।

প্রশ্নঃ (২৫/৬০)ঃ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতেই কি কুনূতে নাযেলা পড়া যায় জানিয়ে বাধিত করবেন?

- হারূনুর রশীদ
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতেই কুনূতে নাযেলা পড়া যায়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এক মাস যাবৎ যোহর, আছর, মাগরিব, এশা ও ফজরের ছালাতে দো'আয়ে কুনূত পড়েছিলেন। তিনি শেষ রাক'আতে سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলার পর দো'আয়ে কুনূত পড়তেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১২৯০ সনদ হাসান)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৬১)ঃ জনৈক ইমাম বলেন, যারা মাযহাব মানে না, তাদের মৃত্যু হবে জাহেলিয়াতের মৃত্যুর ন্যায়। তিনি দলীল হিসাবে নিম্নোক্ত হাদীছ পেশ করেন,

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

অর্থঃ যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল অথচ তার যুগের ইমামকে চিনল না, সে যেন জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল'। উল্লেখিত হাদীছ কোথায় আছে জানতে চাইলে তিনি উত্তর দিতে পারেননি। হাদীছটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- ইউসুফ
নাগবাড়ী, কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীছটি জাল। আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী বলেন, এ রকম শব্দ বিশিষ্ট হাদীছের কোন ভিত্তি নেই। এ হাদীছ শী'আ ও ক্বাদিয়ানীদের গ্রন্থে পাওয়া যায় (সিলসিলাতুল আহাদীছ আয-যাঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ ১/৩৫৪ পৃঃ)।

প্রশ্নঃ (২৭/৬২)ঃ আরবী সেন্টারে টিভি ও রেডিওতে আযান শেষের যে দো'আ শুনি, বাংলাদেশের টিভি ও রেডিও-তে সে দো'আর শেষাংশে কিছু বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্ধিত অংশটুকু হ'ল, 'ওয়াদ-দারাজাতার রাফী'আহ ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মী'আদ'। এ বর্ধিত অংশটুকু কি হাদীছে আছে? প্রমাণসহ জানতে চাই।

- হাসীনা মেহনাজ
আব্দুল্লাহ্‌র পাড়া, বারকোনা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ বর্ধিত অংশটুকুর কোন ভিত্তি শরীয়তে নেই। মিশকাত

http://islaminonesite.wordpress.com

শরীফের 'আযানের মাহাত্ম্য এবং মুয়াযযিনের উত্তর দান' অধ্যায়ে জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত (বুখারী, মিশকাত হা/৬৫৯) হাদীছের টীকায় আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী বলেন, মানুষেরা এই হাদীছে দু'টি কথা যোগ করেছে। ওয়াদ-দারাজাতার রাফী'আহ এবং ইন্নাকা লা তুখলিফুল মী'আদ। যার কোন ভিত্তি নেই (বিস্তারিত দেখুনঃ আবুদাঊদ হা/৪৫০)।

প্রশ্নঃ (২৮/৬৩)ঃ আমাদের মসজিদের ইমাম ছাহেব ভুলবশতঃ বিনা অযূতে আছরের ছালাতে ইমামতী করেন। পরে ব্যাপারটি স্মরণ হ'লে তিনি মুছল্লীদের নিকট ক্ষমা চেয়ে অযূ করে সকলকে নিয়ে আবার ছালাত আদায় করেন। ইমাম ছাহেবের ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং পুনরায় ছালাত আদায় করা ঠিক হয়েছে কি?

- আব্দুল হাকীম
বর্ষাপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ ইমামের ক্ষমা চাওয়া এবং পুনরায় সকলকে নিয়ে ছালাত আদায় করা ঠিক হয়নি। কারণ ইমামের ভুল মুক্তাদীদের উপর বর্তায় না। সুতরাং ইমাম ভুলবশতঃ বিনা অযূতে বা বিনা ফরয গোসলে ছালাত আদায় করলেও মুক্তাদীদের ছালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে। তাদেরকে পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে না। তবে ইমামকে অবশ্যই ঐ ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে (মুহাল্লা ৩/১৩১ পৃঃ)।

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তারা (ইমামগণ) তোমাদেরকে নিয়ে ছালাত আদায় করবে। যদি তারা তা সঠিকভাবে আদায় করে, তাহ'লে তোমাদের অনুকূলে হবে। আর যদি তারা ভুল করে, তাহ'লেও উক্ত ছালাত তোমাদের অনুকূলে হবে (অর্থাৎ ছালাতের ছওয়াব পেয়ে যাবে)। তবে উহা তাদের প্রতিকূলে যাবে (বুখারী, ফাৎহুল বারী সহ ২/১৮৭ পৃঃ; হা/৬৯৪)।

ইবনুল মুনযির বলেন, অত্র হাদীছ ঐ ব্যক্তির প্রতিবাদ করে, যে ধারণা করে যে, ইমামের ছালাত নষ্ট হ'লে মুক্তাদীর ছালাতও নষ্ট হয়ে যায়। ইমাম বাগাভী (রহঃ) বলেন, হাদীছটি প্রমাণ করে যে, কেউ যদি বিনা অযূতে লোকদের ইমামতী করে, তাহ'লে মুক্তাদীদের ছালাত সিদ্ধ হয়ে যাবে। তবে ইমামকে উক্ত ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে *(ফাৎহুল বারী ২/১৮৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৬৪)ঃ সর্বোত্তম রমণী কে? ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

- সেতাবুর রহমান
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ যে রমণী স্বামীর সাথে সর্বদা মুচকি হেসে কথা বলে, স্বামীর আদেশ-নিষেধ মেনে চলে, যদি তা শরীয়ত বিরোধী না হয়; নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করে, স্বামীর ধন-সম্পদ রক্ষা করে, অল্পে তুষ্ট থাকে, সে-ই সর্বোত্তম রমণী। রাসূল (ছাঃ)-কে সর্বোত্তম রমণী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'স্বামী যখন তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখন স্ত্রী তাকে (মুচকি হেসে) আনন্দ দেয়। যখন তাকে কোন কাজের নির্দেশ দেয়, তৎক্ষণাৎ সে তা পালন করে এবং নিজের ও স্বামীর ধন-সম্পদ রক্ষা করে' (আহমাদ ২/২৫১, ৪৩২, ৪৩৮ পৃঃ; হাদীছ ছহীহ, আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ৬/১৯৭ পৃঃ)।

প্রশ্নঃ (৩০/৬৫)ঃ অমুসলিম শিশুরা জান্নাতে যাবে কি?

- আব্দুল্লাহ
পোষ্ট বক্স নং ২৯১৮৭, আবুধাবী।

উত্তরঃ অমুসলিম শিশুদের জান্নাতে প্রবেশের ব্যাপারে চুপ থাকাই ভাল। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ)-কে অমুসলিম শিশুদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, তারা কি আমল করবে, তা আল্লাহ ভাল জানেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯৩)*। তবে অমুসলিম শিশুরাও জান্নাতে যেতে পারে বলে কিছু কিছু বর্ণনা থেকে বুঝা যায়। মি'রাজ রজনীতে নবী করীম (ছাঃ) জান্নাতে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সামনে কতগুলি শিশুকে দেখলেন, যাদের সম্পর্কে জিবরাঈল (আঃ) বললেন, এরা মানুষের সন্তান *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৬২১)*। অত্র হাদীছের প্রেক্ষিতে ছাহাবাগণ জিজ্ঞেস করেছিলেন, মুশরিকদের সন্তানও কি ইসলামী স্বভাবের উপর মৃত্যুবরণ করে? নবী করীম (ছাঃ) বলেছিলেন হ্যাঁ, মুশরিকদের সন্তানও ইসলামী স্বভাবের উপরে মৃত্যুবরণ করে *(বুখারী ২/১০৪৪)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৬৬)ঃ একজনের মিসওয়াক অন্যজন ব্যবহার করতে পারে কি? ছহীহ দলীলভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

- ডাঃ মুহসিন
দামনাস, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ একজনের মিসওয়াক অন্যজন ব্যবহার করতে পারে। ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেন, একদা আমি স্বপ্নে মিসওয়াক করছিলাম। হঠাৎ আমার নিকট ছোট-বড় দু'ব্যক্তি আগমন করল। আমি ছোটজনকে মিসওয়াকটি দিলাম। তখন আমাকে বলা হ'ল, বড়জনকে দাও। অতঃপর আমি মিসওয়াকটি বড়জনকে দিলাম (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮৫)। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) মিসওয়াক করছিলেন। এমতাবস্থায় তার নিকট দু'জন লোক ছিল। তিনি দু'জনের বড়জনকে মিসওয়াকটি প্রদান করলেন (আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৮৮)। তবে কারো অরুচি হ'লে অন্যের মিসওয়াক না করাই ভাল।

প্রশ্নঃ (৩২/৬৭)ঃ আমার পিতা অতিবৃদ্ধ হওয়ায় ছালাতে দাঁড়ালে মাঝে মধ্যে ফোঁটা ফোঁটা পেশাব পড়ে। এমতাবস্থায় তাঁর ছালাত হবে কি? ছহীহ দলীলভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

- সুলতান মাহমূদ
কাটাবাড়িয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ উপরোক্ত পরিস্থিতিতে চিকিৎসা সত্ত্বেও অবস্থার উন্নতি না হ'লে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। একদা এক ব্যক্তি সাঈদ ইবনুল মুছাইয়িব (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি মাযী (বীর্য বের হওয়ার পূর্বের তরল পদার্থ)-এর সিক্ততা অনুভব করি। এমতাবস্থায় আমি কি ছালাত ছেড়ে দিব? তিনি তাকে বললেন, আমার উরুর উপর দিয়ে তরল পদার্থ প্রবাহিত হয়। তথাপিও আমি ছালাত পরিত্যাগ করি না *(মুয়াত্তা হা/৫৬)*। মুস্তাহাযা মহিলা (মাসিকের নির্ধারিত সময়ের পরও যাদের ঋতুস্রাব হয়) কিংবা ফোঁটা ফোঁটা পেশাব অথবা সর্বদা বায়ু নির্গত হয় এমন নারী-পুরুষ প্রত্যেক ছালাতের জন্য অযূ করে নিলেই ছালাত হয়ে যাবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ, 'ইস্তিহাযা' অধ্যায় ১/৬৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৬৮)ঃ আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটি বিষয়ে সব সময় মতবিরোধ দেখা দেয়। তাহ'ল স্ত্রীর নাকি সংসারের কোন দায়-দায়িত্ব থাকে না। এ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি?

- মুজাহিদুল ইসলাম
ভগবান গোলা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লিখিত কথা সঠিক নয়। স্বামীর সংসার ও বাচ্চাদের লালন-পালনের দায়-দায়িত্ব স্ত্রীর উপর রয়েছে এবং

http://islaminonesite.wordpress.com

ক্বিয়ামতের দিন এ সম্পর্কে স্ত্রী জিজ্ঞাসিত হবে। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'সাবধান! তোমরা প্রত্যেকে দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসনকর্তা তার প্রজাদের সম্পর্কে, বাড়ীর মালিক তার পরিবার সম্পর্কে, স্ত্রী তার স্বামীর সংসার ও সন্তান সম্পর্কে এবং গোলাম (দাস) তার মালিকের ধন-সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল ও প্রত্যেকেই স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'ইমারত ও বিচার' অধ্যায় হা/৩৬৮৫)। সুতরাং স্ত্রীর বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। স্বামীর সংসারের হেফাযত এবং বাচ্চাদের লালন-পালনের ক্ষেত্রে স্ত্রীর বিরাট ভূমিকা অবশ্যই থাকতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩৪/৬৯)ঃ ফজরের জামা'আত আরম্ভ হয়ে গেছে তারপরও কিছু লোককে দেখলাম ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করে জামা'আতে শরীক হ'ল। উক্ত পদ্ধতি কি সঠিক? ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- হারেছ মণ্ডল
বারোতলা, শ্রীপুর, গাজীপুর।

উত্তরঃ ফরয ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হ'লে আর কোন ছালাত জায়েয নয়। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হবে তখন অন্যকোন ছালাত হবে না, ফরয ছালাত ব্যতীত' *(মুসলিম হা/৭১০ 'ছালাত' অধ্যায়)*। আব্দুল্লাহ বিন শারজাস বলেন, একজন লোক আসল, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজরের ছালাতে রত ছিলেন। লোকটি দু'রাক'আত পড়ে জামা'আতে যোগ দিল। রাসূল (ছাঃ) যখন ছালাত শেষ করলেন তখন বললেন, 'তোমার ছালাত কোনটি? যেটি আমাদের সাথে পড়লে সেটি? না যেটি তুমি একাকী পড়লে সেটি'? *(নাসাঈ ১/১০১ পৃঃ)*। অন্য হাদীছে এসেছে তুমি কি ফজরের ছালাত চার রাক'আত পড়লে? *(ছহীহ নাসাঈ হা/৮৩৫)*। উল্লেখিত দলীল সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ফরয ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হ'লে সেই সময় কেউ সুন্নাত পড়লে তা জায়েয হবে না। তবে জামা'আত শেষে উক্ত দু'রাক'আত সুন্নাত আদায় করে নিবে।

প্রশ্নঃ (৩৫/৭০)ঃ ছিয়াম অবস্থায় হস্তমৈথুন করলে ছিয়াম নষ্ট হবে কি?

-আব্দুল্লাহ
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ছিয়াম অবস্থায় হস্তমৈথুন করলে ছিয়াম নষ্ট হবে এবং তদস্থলে অন্য মাসে একটি ছিয়াম পালন করতে হবে। তবে তাকে কাফফারা প্রদান করতে হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা স্ত্রী ও দাসী* ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করে তারা সীমালংঘনকারী' *(মুমিনূন ৭)*। আল্লাহ তা'আলা স্ত্রী এবং দাসী ব্যতীত অন্য যে কোন ভাবে যৌনক্রিয়া সম্পাদনকে সীমালংঘন বলেছেন। কাজেই নিঃসন্দেহ হস্তমৈথুনে ছিয়াম নষ্ট হয়ে যাবে। তবে যেহেতু এটা সরাসরি মিলন নয়; বরং স্বেচ্ছায় বমন করার মত। আর স্বেচ্ছায় বমন করলে সে স্থানে একটি ক্বাযা ছিয়াম পালন করতে হয় *(আহমাদ, বুলূগুল মারাম হা/৬৫৫)*। কাজেই কোন ব্যক্তি ছিয়াম অবস্থায় শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে এ গর্হিত কর্মে লিপ্ত হ'লে তাকে সে স্থানে একটি ক্বাযা ছিয়াম আদায় করতে হবে। বিস্তারিত দেখুনঃ হায়আতু কেবারিল ওলামা 'ছিয়াম' অধ্যায়।

* দাসী বলতে তৎকালীন যুগে প্রচলিত ক্রীতদাসীকে বুঝানো হয়েছে। বর্তমানে এপ্রথা চালু নেই। কাজের মেয়েরা আদৌ দাসীর অন্তর্ভুক্ত নয়। -দারুল ইফতা।

রাজশাহী মেন্টাল হেল্থ ক্লিনিক

মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র

সেবা সমূহ ঃ

- যে কোন মানসিক রোগ চিকিৎসা
- মাদকাসক্তি নিরাময়
- সাইকোথেরাপি
- বিহেভিয়ার থেরাপি
- শিশু-কিশোর আচরণগত সমস্যা

লক্ষীপুর ভাটাপাড়া;
রাজশাহী - ৬০০০।
ফোন ঃ ৭৭৫৮০৫।

http://islaminonesite.wordpress.com

৫ম বর্ষ
৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০০১

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ৩য়

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্ন (১/৭১)ঃ 'বিদ'আত করতে থাকলে সমপরিমাণ সুন্নাত লোপ পেতে থাকে' হাদীছটি ছহীহ না যঈফ? সঠিক দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-বুলবুল আহমাদ
বড় দরগা, পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ হাদীছটি ছহীহ। তবে হাদীছটির মূল অনুবাদ এরূপঃ 'তারা (বিদ'আতীরা) যতদিন বিদ'আত করতে থাকবে, ততদিন সমপরিমাণ সুন্নাত তাদের কাছ থেকে লোপ পেতে থাকবে। যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে আর ফিরিয়ে দেওয়া হবে না' *(দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৮৮ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্ন (২/৭২)ঃ 'বিশ্বনবীর জীবন কথা' নামক একটি বইয়ে পড়েছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই সিজদায় পড়ে 'ইয়া উম্মাতী' 'ইয়া উম্মাতী' বলেছিলেন। এ কথার সত্যাসত্য জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ ফুরক্বান
নোনামাটিয়াল
দাওকান্দী, রাজশাহী।

উত্তরঃ মুহাম্মাদ (ছাঃ) ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই সিজদায় পড়ে 'ইয়া উম্মাতী' 'ইয়া উম্মাতী' বলেছিলেন মর্মে কথাটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। এ কথা দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়েছে। যেকোন লেখা পাঠকের সামনে পেশ করতে হ'লে যাচাই-বাছাই করা উচিৎ। বিশেষ করে রাসূল (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কিত লেখা দলীলভিত্তিক হওয়া অত্যাবশ্যক। তবে ক্বিয়ামতের দিন সবাই যখন 'নাফসী' 'নাফসী' বলবে তখন রাসূল (ছাঃ) বলবেন 'হে আমার প্রতিপালক! আমার উম্মত আমার উম্মত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৭৩)।*

প্রশ্ন (৩/৭৩)ঃ আমাদের এলাকার জনৈক ব্যক্তি সাপের বিষ ঝেড়ে অর্থ গ্রহণ করেন। এরূপ অর্থ গ্রহণ জায়েয আছে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নিযামুদ্দীন
মহানন্দখালী, নওহাটা
পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনের আয়াত পড়ে বা শরী'আত সম্মত পদ্ধতিতে সাপের বিষ ঝাড়া এবং এর বিনিময়ে পারিতোষিক হিসাবে কিছু গ্রহণ করা জায়েয আছে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা ছাহাবীদের একটি দল সফরে থাকাবস্থায় কোন এক গোত্রের সরদার বিচ্ছু দ্বারা দংশিত হ'লে তারা চুক্তি সাপেক্ষে সূরা ফাতিহা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করে তাদের উভয়ের মধ্যেকার স্বীকৃত পারিতোষিক গ্রহণ করে দিলেন' *(বুখারী ১/৩০৪ পৃঃ; ফৎহুল বারী হা/২২৭৬ 'ইজারা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ নং ৬)।*

প্রশ্ন (৪/৭৪)ঃ আমার মাতা-পিতা কিছু সম্পত্তি রেখে মারা গেছেন। উক্ত সম্পত্তি হ'তে তাদের জন্য ছাদাক্বাহ করা যাবে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-খালেকুযযামান
রূপসা, খুলনা।

উত্তরঃ মৃত মা-বাবার জন্য ছাদাক্বাহ করা যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। আমার ধারণা তিনি যদি কিছু বলার সুযোগ পেতেন তাহ'লে কিছু দান করে যেতেন। এমতাবস্থায় আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে দান করি, তাহ'লে তিনি উক্ত দানের ছওয়াব পাবেন কি? রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'হ্যাঁ' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫০, 'স্বামীর মাল হ'তে স্ত্রীর দান' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্ন (৫/৭৫)ঃ মসজিদে 'ছালাতুল জানাযা' আদায় করা যায় কি এবং উক্ত জামা'আতে মহিলারা অংশগ্রহণ করতে পারে কি? ছহীহ দলীলভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-জার্জিস মণ্ডল
ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ মসজিদে 'ছালাতুল জানাযা' আদায় করা যায় এবং উক্ত জানাযায় মহিলারাও অংশগ্রহণ করতে পারে। তাবেঈ আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান হ'তে বর্ণিত আছে, যখন ছাহাবী সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) ইন্তেকাল করেন, তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, তাঁকে মসজিদে নিয়ে এসো। যাতে আমিও তাঁর জানাযায় শরীক হ'তে পারি। কিন্তু তারা তাঁর এই বাসনাকে অপসন্দ করলে তিনি বললেন, আল্লাহ্র কসম! স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) বায়যার দুই ছেলে সোহাইল ও তার ভাইয়ের জানাযা মসজিদেই পড়িয়েছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৫৬ 'জানাযার সাথে চলা ও ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্ন (৬/৭৬)ঃ পীর-আওলিয়াগণ মানুষের কোন মঙ্গল বা ক্ষতি করার ক্ষমতা রাখেন কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জবাব দানে বাধিত করবেন।

-ছালাহুদ্দীন
হামিদপুর, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ স্বয়ং নবী-রাসূলগণও মানুষের কোন মঙ্গল বা অমঙ্গল করতে অক্ষম ছিলেন। সেখানে পীর-আওলিয়াগণের তো কোন প্রশ্নই আসে না। মহান আল্লাহ বলেন, '(হে নবী!) আপনি বলে দিন যে, আমি তোমাদের কোনরূপ ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা রাখি না' *(জিন ২১)*।

একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় কন্যা ফাতেমা (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেন, 'হে মুহাম্মাদের কন্যা ফাতেমা! তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। তুমি আমার মাল-সম্পদ হ'তে যত খুশী চেয়ে নাও। কিন্তু মনে রেখ, (ক্বিয়ামতের দিন) আল্লাহ্র নিকটে আমি তোমাদের জন্য কোনই কাজে আসব না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৭৩ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়)*। তবে রাসূল (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের জন্য ক্বিয়ামতের দিন শাফা'আত করবেন এমর্মে বহু ছহীহ হাদীছ রয়েছে।

প্রশ্ন (৭/৭৭)ঃ মেয়েরা কি প্যান্ট-সার্ট পরতে পারে? ছহীহ দলীলের আলোকে জানতে চাই।

-নাঈমুর রহমান
উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ প্যান্ট-সার্ট মূলতঃ পুরুষদের পোষাক। সে হিসাবে মহিলারা পুরুষদের সাদৃশ্য পোষাক পরতে পারবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষ ও পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী মহিলা আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২৯)*।

উপরোল্লেখিত দলীল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী কোন পোষাক মহিলারা পরিধান করতে পারবে না।

প্রশ্ন (৮/৭৮)ঃ যে ব্যক্তি মসজিদে সর্বদা ছালাতে রত থাকে, ফেরেশতাগণ নাকি সে ব্যক্তির উপর রহমতের দো'আ করে। এটা কি হাদীছ? হাদীছ হ'লে ছহীহ না যঈফ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ একরামুল হক্ব
চরকুড়া, জামতৈল, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত অংশটুকু একটি ছহীহ হাদীছের অংশ বিশেষ। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত উক্ত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কোন ব্যক্তির বাড়ীতে একাকী ছালাত আদায় করার চেয়ে মসজিদে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করায় ২৭ গুণ বেশী নেকী রয়েছে। যখন কোন ব্যক্তি ছালাতের জন্য ওযূ করে মসজিদের দিকে গমন করে তখন প্রতি পদে পদে তার জন্য একটি করে নেকী লেখা হয় এবং একটি করে গোনাহ মাফ করা হয়, যতক্ষণ না সে মসজিদে প্রবেশ করে। অতঃপর যতক্ষণ সে মসজিদে ছালাতে রত থাকে ততক্ষণ ফেরেশতামণ্ডলী তার জন্য রহমতের দো'আ করতে থাকেন এবং বলেন, 'হে আল্লাহ! তার প্রতি দয়া কর, তাকে ক্ষমা কর এবং তার তওবা কবুল কর' *(বুখারী ৪/২৮৫ পৃঃ মুসলিম হা/২৭২ ও ৬৪৯)*।

প্রশ্ন (৯/৭৯)ঃ ছহীহ, যঈফ ও জাল হাদীছ কাকে বলে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুঈনুল হক্ব
গ্রাম ও পোঃ সুন্দরপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ছহীহ ঐ হাদীছকে বলা হয়, যে হাদীছের বর্ণনা সূত্রে ধারাবাহিকতা রয়েছে, বর্ণনাকারীগণ সর্বতোভাবে ন্যায়পরায়ণ ও স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর এবং যে হাদীছের মধ্যে কোন প্রকার দোষ-ত্রুটি নেই ও অপর কোন ছহীহ হাদীছের বিরোধীও নয়' *(মিন আত্বইয়াবিল মিনাহ ফী ইলমিল মুছত্বালাহ, পৃঃ ১৭)*।

যঈফ হাদীছ ঐ হাদীছকে বলা হয়, যে হাদীছে ছহীহ ও হাসান হাদীছের শর্তসমূহ পাওয়া যায় না *(ইমাম নববী, মুক্বাদ্দামাহ মুসলিম পৃঃ ১৭)*। জাল হাদীছ বলা হয় ঐ হাদীছকে যে হাদীছ তৈরি করা হয়েছে ও নবী করীম (ছাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে *(তায়সীরু মুছত্বালাহিল হাদীছ পৃঃ ৩৩)*।

প্রশ্ন (১০/৮০)ঃ আমার এক ফুফু পরিবার-পরিকল্পনায় চাকুরী করেন। তিনি নানাভাবে অকাল গর্ভপাত ঘটান। আমার প্রশ্ন হ'ল, এর পরিণাম কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ হায়দার আলী
হোসেনপুর, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ গর্ভপাত ঘটানো অর্থই সন্তান-সন্ততি হত্যা করা। যা শরীয়তে হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন তাকে তোমরা হত্যা কর না' *(আন'আম ১৫১)*। গর্ভপাত ঘটানোর জন্য মূলতঃ তিন শ্রেণীর লোক দায়ী। **প্রথমতঃ** পরিবার, **দ্বিতীয়তঃ** ব্যবস্থাপক এবং **তৃতীয়তঃ** কর্মচারী। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নিজেদের সন্তানদেরকে দারিদ্র্যের কারণে হত্যা কর না। আমি তাদেরকে ও তোমাদেরকে রিযিক দান করি' *(আন'আম ১৫১)*।

এই অপরাধের সাথে যখন ব্যবস্থাপক ও কর্মচারী জড়িত থেকে সাহায্য-সহযোগিতা করছে সুতরাং তারাও দায়ী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা নেকী ও আল্লাহভীতির ক্ষেত্রে একে অন্যের সহযোগিতা কর এবং পাপকার্যে ও সীমালংঘনে একে অন্যের সাহায্য কর না। আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তি প্রদানকারী' *(মায়েদাহ ২)*। হাদীছে বিনা কারণে মানুষ হত্যা করাকে কবীরা গোনাহ্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে *(বুখারী, মিশকাত হা/৫০ 'কাবীরা গোনাহ ও মুনাফিকের আলামত' অনুচ্ছেদ)*। এরূপ অপরাধীদের শাস্তি ক্বিয়ামতের দিন দ্বিগুণ করা হবে এবং তারা জাহান্নামে স্থায়ী থাকবে *(ফুরক্বান ৬৮-৭০)*।

প্রশ্ন (১১/৮১)ঃ শী'আদের উক্তি হ'ল, 'মুহাম্মাদ (ছাঃ) শরী'আতের কোন কোন বিষয় গোপন করেছেন'। এর সত্যতা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম

গ্রামঃ গাযীপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ শী'আরা হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপ করেছে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب 'যদি কেউ তোমাকে বলে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তার কিছু অংশ তিনি গোপন করেছেন, তাহ'লে সে মিথ্যারোপ করবে। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন, 'হে রাসূল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা পৌঁছে দিন। আর যদি আপনি এরূপ না করেন তবে আপনি তাঁর পয়গাম কিছুই পৌঁছালেন না' *(মায়েদাহ ৬৭; বুখারী, 'তাফসীর' অধ্যায় পৃঃ ৬৬৪)*।

প্রশ্নঃ (১২/৮২)ঃ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতকালে যে আয়াতগুলিতে সিজদা পাওয়া যায়, সেগুলিতে সিজদা করা কি ইচ্ছাধীন? না অপরিহার্য? সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-তৈমুর আলী
ফার্মেসী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতকালে সিজদার আয়াতগুলিতে সিজদা করলে ছওয়াব হবে, না করলে পাপ হবে না। ওমর (রাঃ) বলেন, 'হে মানবমণ্ডলী! আমরা সিজদার আয়াত পাঠ করি। যে ব্যক্তি সিজদা করে সে ঠিক করে (নেকী পায়)। আর যে সিজদা করে না তার কোন পাপ হবে না' *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/৩৪১)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, তেলাওয়াতের সিজদাহ ফরয নয়; বরং যার ইচ্ছা সে সিজদাহ করবে *(বুলূগুল মারাম ১০২ পৃঃ)*। তবে সিজদা করা যে উত্তম একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। রাসূল (ছাঃ) সিজদা করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০২৩ ও ১০২৪ 'কুরআন তেলাওয়াতের সিজদা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৮৩)ঃ গত ৫.৮.০১ইং তারিখে কয়েকজন খুনী-সন্ত্রাসী আমাকে পথিমধ্যে ঘেরাও করে প্রথমে ৫০,০০০/= এবং পরবর্তীতে ১৬,৭০০/= টাকা আমার কাছ থেকে জোর করে একটি সাদা কাগজে লিখে নেয়। আর ২০.৮.০১ইং তারিখের মধ্যে উক্ত টাকা দিতে না পারলে আমার জীবন নাশের হুমকি দেয়। অতঃপর আমি আমার একজন হিতাকাংখী বন্ধুর পরামর্শক্রমে সন্ত্রাসীদের কবল থেকে জীবন বাঁচানোর তাগিদে 'আহমাদিয়া মুসলিম জামাতে'র শরণাপন্ন হই এবং উক্ত সংগঠনের সদস্য প্রশাসনের দু'জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার নিকটে নিজেকে 'আহমাদিয়া মুসলিম জামাতে'র সদস্য হিসাবে পরিচয় দিয়ে মামলার আরজীতে স্বাক্ষর করি। ফলে খুনী-সন্ত্রাসীদের কবল থেকে ১৬,৭০০/= টাকা এবং আমার জীবন রক্ষা পায়। এক্ষণে প্রশ্ন হ'লঃ জীবন বাঁচানোর তাগিদে এভাবে আমার মিথ্যা বলা শরীয়ত সম্মত হয়েছে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মাওঃ মুহাম্মাদ রূহুল আমীন
সাং- চরকানাপাড়া
পোঃ চরআসাড়িয়াদহ
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'আহমাদিয়া মুসলিম জামাত' একটি কাদিয়ানী সংগঠনের নাম। আর যারা কাদিয়ানী মতবাদ গ্রহণ করে, তারা নিঃসন্দেহে অমুসলিম। কারণ একথা সর্বজন বিদিত যে, কাদিয়ানীরা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে নবী বলে মানে। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে শেষ নবী স্বীকার করে না। অথচ আল্লাহপাক বলেন, মুহাম্মাদ হচ্ছেন শেষ নবী *(আহযাব ৪০)*। নবী (ছাঃ) বলেন, আমি শেষ নবী *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪৫)*। কাজেই গোলাম আহমাদ যে একজন মিথ্যা ও ভণ্ডনবী এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আর ভণ্ডনবীর তাবেদাররা কখনও মুসলমান হ'তে পারে না। এ প্রেক্ষিতে প্রশ্নকারীকে বাহ্যিকভাবে বড় অপরাধী মনে হ'লেও প্রশ্নকারীর বর্ণনামতে আন্তরিকভাবে তিনি কাদিয়ানী মতবাদ গ্রহণ করেননি; বরং প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে নিজেকে ক্ষণিকের জন্য কাদিয়ানী বলে প্রকাশ করেছেন মাত্র।

মিথ্যা বলা মহাপাপ *(হজ্জ ৩০; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০ 'মুনাফিক্বের আলামত ও কবীরা গোনাহসমূহ' অনুচ্ছেদ; মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৩১, ৪৮২৪)*। তবে কখনো কখনো একান্ত প্রয়োজনের তাকীদে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া যায়। যেমনঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) একদা এক অত্যাচারী বাদশার হাত থেকে বাঁচার জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে স্বীয় স্ত্রী সারাকে বোন বলে পরিচয় দিয়েছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭০৪)*। অতএব প্রশ্নকারীর ঘটনা যদি সত্য হয়, তাহ'লে উপরোল্লিখিত দলীলসমূহের আলোকে তার মিথ্যা বলা শরীয়ত সম্মত হয়েছে। তথাপিও স্বাক্ষরের কারণে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাওয়া যরূরী।

প্রশ্নঃ (১৪/৮৪)ঃ কুরবানীর চাঁদ উঠলে নাকি কোন পশু যবেহ করা যায় না। তাহ'লে এ সময় জন্মের ৭ম দিনে আক্বীক্বা করতে হ'লে করণীয় কি?

-আব্দুস সালাম
পুটিহার, ভাদুরিয়া, দিনাজপুর।

উত্তরঃ কুরবানীর চাঁদ উঠলে কোন পশু যবেহ করা যায় না মর্মে কথাটি ঠিক নয়। কুরবানীর চাঁদ উঠার পরও হালাল পশু যবেহ করা যায়। এতে শরীয়তে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। সুতরাং জন্মের ৭ম দিন ঈদের দিন হ'লেও আক্বীক্বা দেওয়া যাবে। তবে কুরবানী দাতার জন্য নখ ও চুল কাটা নিষেধ রয়েছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৯ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১৫/৮৫)ঃ আমি ও এক অমুসলিম একই মালিকের কর্মচারী। মালিক আমাদের একত্রে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। এমতাবস্থায় আমি কি তার সাথে খেতে ও থাকতে পারি?

-আবু জা'ফর
পোঃ বক্স নং ২০৩
হাইল, সঊদী আরব।

উত্তরঃ মুসলিম ও অমুসলিম একসাথে থাকতে ও খেতে পারে। তবে কোন অমুসলিমকে কোন সময় আন্তরিক বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না *(মুজাদালাহ ২২)*। রাসূল (ছাঃ) তাঁর চাচা আবু তালেবের সাথে থাকতেন *(মুসলিম 'ঈমান' অধ্যায়)*। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) তার মুশরিক মাতার সাথে থাকতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৯৫ 'মু'জেযাহ' অনুচ্ছেদ)*। রাসূল (ছাঃ) এক মুশরিক মহিলার পাত্র হ'তে পানি পান করেছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৮৪)*।

প্রশ্ন (১৬/৮৬)ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করা জায়েয আছে কি? দলীলভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হাফীয
চাঁদপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করার প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। হযরত আলী (রাঃ) থেকে এ মর্মে যে হাদীছটি পাওয়া যায়, তা যঈফ *(আলবানী, তাহক্বীক্ব, মিশকাত ১/৪৬০ পৃঃ; টীকা নং-১ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ; তোহফা, ৫/৬৬ পৃঃ)*। তথাপিও কেউ যদি মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করে, তাহ'লে নিজে না খেয়ে যবেহকৃত পশুর সম্পূর্ণ গোশত ছাদাক্বাহ করে দিতে হবে বলে আব্দুল্লাহ বিন মুবারকপুরী মত পোষণ করেছেন *(তোহফা ৫/৬৬ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১৭/৮৭)ঃ স্বামী বেশ কয়েকবছর যাবৎ বিদেশে অবস্থান করছে। এমতাবস্থায় যদি তার স্ত্রীর সন্তান হয়, তবে কি সে সন্তান তার স্বামীর সন্তান বলে গণ্য হবে? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুছ ছবূর
কয়েরদাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ স্বামী বেশ কয়েকবছর যাবৎ বাড়ীতে না থাকাবস্থায় কোন স্ত্রীর সন্তান জন্ম নিলে সে সন্তান শরী'আতের দৃষ্টিতে তার স্বামীর সন্তান হিসাবে গন্য হবে না। কেননা সন্তান গর্ভধারণ থেকে দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত সময়সীমা হচ্ছে ৩০ মাস' *(আহক্বাফ ১৫)*। অতএব স্বামী কয়েকবছর যাবৎ বাইরে থাকাবস্থায় স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্তান আসলে সেটি অবৈধ সন্তান হিসাবেই পরিগণিত হবে।

প্রশ্ন (১৮/৮৮)ঃ ছালাত অবস্থায় ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল নড়ানো যাবে কি? আমাদের ইমাম ছাহেব বলেছেন, নড়ানো যাবে না। আর নড়ালে ছালাত হবে না। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল মজীদ
কাজলা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাত অবস্থায় ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল নড়ানো যাবে না এবং নড়ালে ছালাত নষ্ট হয়ে যাবে কথাটি ভ্রান্ত। এ মর্মে কোন হাদীছ নেই; বরং প্রয়োজনে নড়াচড়া করা যায়। জাবির (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূল (ছাঃ)-এর বামে দাঁড়ালে তিনি আমাকে তাঁর ডান দিকে করে দেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৭)*। একদা রাসূল (ছাঃ) ছালাত দেখানোর জন্য মিম্বরের উপরে দাঁড়ান। অতঃপর ক্বিবলামুখী হয়ে তাকবীর দেন এবং সিজদার সময় মিম্বর থেকে মেনে পিছনে সরে সিজদা করেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১১১৩)*। উক্ত হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনে ছালাতের মধ্যে নড়াচড়া করা যায়। তবে বিনা প্রয়োজনে নড়াচড়া করা আদৌ ঠিক নয়।

প্রশ্ন (১৯/৮৯)ঃ বর্তমান যুগে মুসলমানদের মধ্যে বিবাহ পড়ানো শেষ হ'লে বর ও কনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দ্রুত দুরাক'আত ছালাত আদায় করে, এরূপ ছালাত জায়েয কি?

মুসাম্মাৎ মফেলা আকতার
নলছিয়া, জুমারবাড়ী
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ বিবাহ পড়ানো শেষ হ'লে বর ও কনেকে দুরাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে এর প্রমাণে কোন হাদীছ নেই। বরং এটা একটা বিদ'আত কাজ যা পরিহার করা যরূরী *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০)*। তবে বর ও কনে বিবাহে খুব খুশী হ'লে শুকরিয়া আদায়ের সিজদা করতে পারে। রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট কোন আনন্দের সংবাদ আসলে অথবা তাঁকে কোন সুসংবাদ প্রদান করা হ'লে তিনি আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায়ের জন্য সিজদায় পড়ে যেতেন *(আবুদাউদ হা/২৭৭৪)*। উল্লেখ্য যে, এই সিজদা হবে একটি।

প্রশ্ন (২০/৯০)ঃ প্রশ্নঃ মাসিক আত-তাহরীক মে ২০০০ সংখ্যার ২১ নং প্রশ্নোত্তরে জনৈক প্রশ্নকারীর প্রশ্নঃ 'জনৈক হুযুরের কাছে শুনেছি যে, কোন ব্যক্তি জুম'আর ছালাতের জন্য মসজিদে গেলে তার প্রতি কদমে এক বৎসরের নফল ছালাত ও ছিয়ামের সমান নেকী হবে। এর সত্যতা জানতে চাই' -এর জওয়াবে উপরোক্ত বক্তব্য মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বলা হয়েছে। কিন্তু সেপ্টেম্বর ২০০০ সংখ্যার ১৪ নং প্রশ্নোত্তরে একই প্রশ্নের জওয়াবে উপরোক্ত বক্তব্য সত্য বলা হয়েছে। এক্ষণে এই পরস্পর বিরোধী ফৎওয়ার সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুল জাব্বার

গ্রামঃ ঝাপাঘাট
পোঃ সোনাবাড়িয়া
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ প্রথমে প্রশ্নকারী ভাইকে 'দারুল ইফতা'র পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই পরস্পর বিরোধী ফৎওয়াটি ধরিয়ে দেওয়ার জন্য। এক্ষণে এর জবাব হচ্ছেঃ সেপ্টেম্বর ২০০০ সংখ্যার উত্তরটিই ছিল সঠিক। আওস ইবনে আওস বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে (সহবাস করার পর) নিজে গোসল করল এবং স্বীয় স্ত্রীকে গোসল করাল, অতঃপর সকাল সকাল পায়ে হেঁটে মসজিদে গেল, ইমামের পাশে গিয়ে খুৎবা শুনল এবং কোন বাজে কথা বলল না, তার প্রতি পদে এক বৎসরের নফল ছালাত ও ছিয়ামের নেকী হবে' *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩৮৮)*।

প্রশ্নঃ (২১/৯১)ঃ রাত-দিনে ১২ রাক'আত সুন্নাত ছালাতের কিরূপ ফযীলত রয়েছে? ছহীহ দলীলের আলোকে জবাবদানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ মা'ছূম
কেড়াগাছী, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ প্রতিদিন ১২ রাক'আত সুন্নাত ছালাতের ফযীলত অপরিসীম। উম্মে হাবীবা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দিন-রাতে (ফরয ছালাত ব্যতীত) ১২ রাক'আত ছালাত আদায় করবে, তার জন্য বেহেশতে একটি গৃহ নির্মাণ করা হবে। (সেগুলি হচ্ছে) যোহরের পূর্বে চার রাক'আত ও পরে দু'রাক'আত, মাগরিবের পরে দু'রাক'আত, এশার পরে দু'রাক'আত এবং ফজরের পূর্বে দু'রাক'আত। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ফরয ছালাত ব্যতীত ১২ রাক'আত নফল ছালাত আদায় করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহপাক জান্নাতে তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করবেন *(মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত হা/১১৬৯, 'সুন্নাত ছালাত ও উহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২২/৯২)ঃ ঈদগাহে মহিলাদের ছালাতের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও গ্রামে মহিলারা পৃথক ঈদের জামা'আত করে। এটা কি শরীয়ত সম্মত? দলীলভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-আশরাফুল ইসলাম (রেযা)
পাঁচদোনা বাজার, নরসিংদী।

উত্তরঃ ঈদগাহে মহিলাদের ছালাতের ব্যবস্থা থাকলে সেখানে গিয়ে তারা ছালাত আদায় করবে। মসজিদে কিংবা বাড়ীতে সমবেত হয়ে মহিলা ইমাম বানিয়ে মহিলাদের ঈদের ছালাত আদায় করা ছহীহ সুন্নাহ্‌র পরিপন্থী। কেননা ছহীহ হাদীছে মহিলাদেরকে ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে এমনকি ঋতুবতী মহিলা, যাদের ছালাতে শরীক হওয়ার অনুমতি নেই, তাদেরকেও ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, যেসব মহিলার চাদর নেই, কাপড় নেই তাদেরকেও স্বচ্ছল মহিলাদের পক্ষ থেকে কাপড় পরিয়ে ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার প্রতি নির্দেশ রয়েছে *(বুখারী, কিতাবুল ঈদায়েন, 'ঋতুবতীদের ছালাত থেকে বিরত থাকা' অনুচ্ছেদ হা/৯৮১; ঈদের দিন কোন মহিলার যখন চাদর না থাকবে' অনুচ্ছেদ হা/৯৮০)*। কিন্তু একান্তই ঈদগাহে যাওয়া সম্ভব না হ'লে কোন পুরুষ ব্যক্তি ইমাম হয়ে শুধু দু'রাক'আত ছালাত পড়িয়ে দিবে। রাসূল (ছাঃ) আনাস ইবনে আবী ওতবাকে তার পরিবারের ঈদের ছালাত পড়ানোর নির্দেশ দেন এবং তিনি তা পড়িয়ে দেন *(বুখারী, কিতাবুল ঈদায়েন')*।

প্রশ্নঃ (২৩/৯৩)ঃ শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম পালন করলে নাকি সারা বছর ছিয়াম পালন হয়ে যায়। বিষয়টির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ফাহীমা নাসরীন
সন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম পালন করলে সারা বছর ছিয়াম পালন করা হয়। অর্থাৎ সারা বছর ছিয়াম পালনের নেকী পাওয়া যায়। আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন করতঃ শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৭ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে ব্যক্তি একটি ভাল আমল করল, সে তার বিনিময়ে দশটি নেকী পেল' *(আন'আম ১৬০)*। ছিয়াম পালন করা নিঃসন্দেহে ভাল আমল। সুতরাং রামাযানের ৩০টি ছিয়ামকে ১০ দিয়ে গুণ করলে (৩০×১০)=৩০০ দিন হয় এবং শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়ামকে ১০ দ্বারা গুণ করলে (৬×১০)=৬০ দিন হয়। যোগ করলে মোট ৩৬০ দিন হয়। আর আরবী গণনা মতে ৩৬০ দিনে বছর হয়। সুতরাং রামাযানের ৩০টি ছিয়াম পালন করে যে ব্যক্তি শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল। এখানে ইহা দ্বারা ছওয়াব বর্ণনা করা উদ্দেশ্য মাত্র *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ২/৮১-৮২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৯৪)ঃ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার উপকারিতা কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জবাব দানে বাধিত করবেন।

-আনছার আলী
দেবকুণ্ড, বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নানাবিধ উপকার রয়েছে। তন্মধ্যে এতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও

ভালবাসার সৃষ্টি হয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তা'আলার নিদর্শনাবলীর মধ্যে আরেকটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সহধর্মিণীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবীল রয়েছে' *(রূম ২১)*।

সবচেয়ে বড় কথা হ'ল, বিবাহবন্ধন যেনা-ব্যভিচার উৎখাত করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হে যুবকেরা! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিবাহ করার ক্ষমতা রাখে, সে যেন বিবাহ করে। কেননা ইহা তার দৃষ্টিকে অবনমিত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। আর যে ব্যক্তি বিবাহ করতে অক্ষম, সে যেন ছিয়াম পালন করে। কেননা ছিয়ামই তার কুপ্রবৃত্তির প্রতি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮০; বিস্তারিত জানতে পড়ুন! 'হে যুবক! অবসর সময়কে কাজে লাগাও' মাসিক 'আত-তাহরীক' আগষ্ট '৯৯ সংখ্যা)*।

প্রশ্ন (২৫/৯৫)ঃ জনৈক খত্বীব জুম'আর খুৎবায় সূরা নাস ও ফালাক্বের উপর আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, মক্কায় একজন মূর্তিপূজক একটি স্বর্ণের মূর্তিপূজা করতো। হঠাৎ একদিন মূর্তিটি নড়াচড়া করে বলল, তোমাদের মাঝে মুহাম্মাদ নামে একজন নবী এসেছেন। তিনি সত্য নবী নয়। পরে ঐ মূর্তিপূজক তার বন্ধুদের সহ আবু জাহলকে জানালে তারা জিজ্ঞেস করায় মূর্তিটি একই কথা বলে। ফলে আবু জাহল পরামর্শ দেয়, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে ডেকে এনে শুনানোর জন্য। রাসূল (ছাঃ)-কে সংবাদ দিলে তিনি তাঁর কিছু ছাহাবাদেরকে নিয়ে মূর্তির নিকট যান। তখন মূর্তিপূজক মূর্তিকে লক্ষ্য করে বলল, মাগো! গত দু'দিন যা বলেছ আজকেও তাই বল। মূর্তি বলল, তোমাদের মাঝে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-ই সত্য নবী। কথা শুনে সবাই হতবাক হয়ে গেল এবং বলতে লাগল দুই দিন তুমি বললে সত্য নবী নয়, আর আজকে বললে সত্য নবী। অতঃপর রাসূল (ছাঃ) ফিরে আসার পথে একটি জিন সাক্ষাৎ করে বলল, দুষ্ট জিন মূর্তির মধ্যে ঢুকে গত দু'দিন বলেছে আপনি সত্য নবী নন। আপনার আগমনের কথা শুনে আমি ঐ শয়তানকে হত্যা করে আমি মূর্তির ভিতরে ঢুকে আপনি সত্য নবী বলে ঘোষণা করেছি। উক্ত ঘটার সত্যতা জানতে চাই।

-মুছল্লীবৃন্দ
বোয়ালিয়া মাঝের পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উল্লেখিত ঘটনা মিথ্যা। যার কোন বিশুদ্ধ দলীল নেই। সূরা নাস ও ফালাক্ব-এর তাফসীরে এমন কোন ঘটনা ছহীহ হাদীছ সমূহে এবং নির্ভরযোগ্য কোন তাফসীর গ্রন্থেও বর্ণিত হয়নি। তবে উক্ত সূরাদ্বয়ের শানে নুযূল সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর জনৈক ইহুদী যাদু করেছিল বলে যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(তাফসীরে ইবনু কাছীর, ৪র্থ খণ্ড, সূরা নাস-ফালাক্ব-এর তাফসীর দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (২৬/৯৬)ঃ জনৈক মহিলা স্বামীকে ঘরে রেখে নিজে বাজার করে, স্বামীকে স্বামী হিসাবে গণ্য করে না, স্বামীর প্রয়োজন পূরণের জন্য ডাকলে ডাকে সাড়া দেয় না এবং নিজের ইচ্ছা মতই সব কাজ করে, স্বামীর ধার ধারে না, এমন মহিলার পরিণাম সম্পর্কে জানতে চাই।

-হযরত আলী
শিলিন্দা, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।

উত্তরঃ নারীরা পুরুষের অনুগত হয়ে থাকবে এটাই আল্লাহ্‌র নির্দেশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এ জন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এ জন্যও যে, তারা তাদের (স্বামীর) অর্থ ব্যয় করে। তাই সতী স্ত্রীগণ হয় অনুগতা এবং আল্লাহ যা হেফাযতযোগ্য করে দিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেও তার হেফাযত করে। আর যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশংকা কর তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর' *(নিসা ৩৪)*। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে যদি সিজদা করার নির্দেশ দিতাম। তাহ'লে স্বামীকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম' *(তিরমিযী হা/১১৫৯; সনদ ছহীহ মিশকাত হা/৩২৫৫ ও ৬৬)*। অন্য হাদীছে এসেছে, স্বামী যদি স্বীয় স্ত্রীকে কোন প্রয়োজনে বা বিছানায় ডাকে আর সে যদি না আসে তাহ'লে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতামণ্ডলী ঐ স্ত্রীর উপর অভিসম্পাত করতে থাকে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, চুলার নিকটেও যদি স্ত্রী থাকে তবুও স্বামীর ডাকে সংগে সংগে সাড়া দিতে হবে' *(বুখারী ৯/২৫৮; মুসলিম হা/১৪৩৬; তিরমিযী হা/১১৬০)*।

প্রশ্ন (২৭/৯৭)ঃ বর্তমানে আফগানিস্তানে তালেবান ও উত্তরাঞ্চলীয় বিরোধী জোটের মধ্যে যুদ্ধ চলছে। যুদ্ধে উভয় দলের সৈন্যই মারা যাচ্ছে। আমরা কাদেরকে শহীদ মনে করব। জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ নেছারুদ্দীন
হাটগাঙ্গোপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ আফগানিস্তানে বর্তমানে যে যুদ্ধ চলছে, তা মূলতঃ ধর্ম যুদ্ধ। যা মুসলমান ও কাফেরদের মধ্যে সংঘটিত হচ্ছে। 'নর্দান এ্যালায়েন্স' নামধারী মুসলমানরা ইহুদী-খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করছে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও

খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ কর না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত' *(মায়েদাহ ৫১)*। সুতরাং 'উত্তরাঞ্চলীয় জোট' ইহুদী-খ্রীষ্টানদেরই অন্তর্ভুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়। পক্ষান্তরে তালেবানদেরকে খাঁটি মুসলমান বলা যায়। কেননা তারা ইসলামী ঐতিহ্যকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে জিহাদ করে চলেছে। সুতরাং তারা মারা গেলে শহীদ হিসাবে পরিগণিত হবে ইনশাআল্লাহ *(বুখারী ১/৮১ পৃঃ মুসলিম হা/২৮৮৮ ও ২৫৬৪)*।

প্রশ্ন (২৮/৯৮)ঃ মা সন্তানকে কত বছর দুধ পান করাতে পারেন? দু'বছর পর দুধ পান করালে কি পাপ হবে? ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাজমা খাতুন
শিতলাই, রাজশাহী।

উত্তরঃ সন্তানকে দুধ পান করানোর সময় সাধারণতঃ দু'বছর। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মায়েরা তাদের সন্তানকে পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে' *(বাক্বারাহ ২৩৩, লুকমান ১৪ ও আহকাফ ১৫)*। তবে দু'বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও দুধ পান করালে কোন দোষ নেই। মূলতঃ আয়াত সমূহে দু'বছর দুধ পান করানোর সময় সীমা নির্ধারণের উদ্দেশ্য হ'ল, দু'বছর পর যদি কোন বাচ্চা অন্য কোন মহিলার দুধ পান করে তাহ'লে ঐ বাচ্চা তার দুধ সন্তান হিসাবে গণ্য হবে না।

প্রশ্ন (২৯/৯৯)ঃ তওবা কি? একাধিকবার তওবা ভঙ্গ করলে কাফফারা দিতে হবে কি? ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় তওবা করলে তার পাপ ক্ষমা হবে কি-না জানতে চাই।

-আব্দুল্লাহ
নরানী মাদরাসা, লক্ষিকোল, পাবনা।

উত্তরঃ তওবা হচ্ছে বিগত পাপের কারণে অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যতে আর কোন দিন ঐ পাপ না করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে যাওয়া। এরূপ একাধিকবার করার পরেও ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় যদি চূড়ান্তভাবে তওবা করে তাহ'লে তার পাপ ক্ষমা হবে ইনশাআল্লাহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মানুষ একাধিকবার পাপ করে বারবার যদি ক্ষমা প্রার্থনা করে তবুও তাকে ক্ষমা করা হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩৩ 'ইস্তিগফার ও তওবা' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, তওবা ভঙ্গের কোন কাফফারা নেই।

প্রশ্ন (৩০/১০০)ঃ ছালাতের উভয় বৈঠকে 'তাশাহহুদ' পড়ার সময় যে শাহাদাত আঙ্গুলি উঠিয়ে রাখতে এবং শেষ পর্যন্ত নড়াতে হবে তার প্রমাণসহ বিস্তারিত জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ ফারূক হুসাইন
নুরুল্লাগঞ্জ, আটরশি, ফরিদপুর।

উত্তরঃ ছালাতের উভয় বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার সময় শাহাদাত আঙ্গুল উঠিয়ে রাখা এবং সালাম ফিরানো পর্যন্ত নড়ানো ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(মুসলিম, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯০৬ ও ৯০৭)*। উল্লেখ্য যে,"لا إ" অথবা "إلا الله" বলার সময় আঙ্গুল উঠানো বা উঠিয়ে সংগে সংগে নামিয়ে ফেলার যে রেওয়াজ বর্তমান সমাজে প্রচলিত রয়েছে তার কোন ছহীহ, যঈফ, মুনকার এমনকি কোন জাল হাদীছও নেই। প্রমাণ বিহীন এ আমল এক্ষুণি পরিত্যাজ্য *(বিস্তারিত দেখুনঃ তাহক্বীক্ব মিশকাত ১/২৮৫ পৃঃ টীকা নং-২)*।

প্রশ্ন (৩১/১০১)ঃ অনুদানের প্রত্যাশায় অপারেশনের মাধ্যমে নির্বীর্য হয়েছে, এমন ব্যক্তির ইমামতী বা মুওয়াযযিনী বৈধ হবে কি? যদিও তার কণ্ঠ সুমধুর হয়?

-আব্দুল করীম
নখোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ নিঃসন্তান হওয়ার উদ্দেশ্যে নির্বীর্য হওয়া শরীয়তে একটি গর্হিত অপরাধ। রাসূল (ছাঃ) নির্বীর্য হওয়ার অনুমতি দেননি *(নাসাঈ হা/৩২১৫)*। কাজেই এমন কাজ কেউ করলে তার জন্য তওবা করা যরূরী। তবে এমন ব্যক্তির ইমামতী বা মুওয়াযযিনী চলবে না, এ ধারণা আদৌ ঠিক নয়। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ বড় অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তার পিছনে ছালাত আদায় করতেন *(বুখারী, ইরওয়া হা/৫২৫)*। বিদ'আত ও ফিতনা সৃষ্টিকারীদের পিছনেও ছাহাবাগণ ছালাত আদায় করেছেন' *(বুখারী, ইরওয়া হা/৫২৮)*।

প্রশ্ন (৩২/১০২)ঃ জুম'আর দিন খুৎবা দেওয়ার সময় খত্বীবের ওযূ নষ্ট হ'লে করণীয় কি জানতে চাই।

-সাইফুল ইসলাম
আরবী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ জুম'আর দিন খুৎবা দেওয়ার সময় খত্বীবের ওযূ নষ্ট হ'লে খুৎবা শেষ করে ওযূ করে ছালাত আরম্ভ করবেন। কারণ খুৎবা ছালাত নয়। রাসূল (ছাঃ) খুৎবা অবস্থায় মুছল্লীদের সাথে কথোপকথন করতেন *(ইবনু মাজাহ হা/৯২০১; বুখারী, 'ইসতিস্কা' অধ্যায়)*।

প্রশ্ন (৩৩/১০৩)ঃ চুন শামুকের তৈরি আর শামুক হারামের অন্তর্ভুক্ত। তাহ'লে চুন খাওয়া কি জায়েয?

-মুহাম্মাদ ওয়ালিউল্লাহ
দৌলতখালী, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ চুন হারাম বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ চুন মাদকদ্রব্য নয়। তাতে মস্তিষ্কেরও কোন বিকৃতি ঘটে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মস্তিষ্ক পরিবর্তনকারী প্রত্যেক বস্তুই মদকদ্রব্য।

আর প্রত্যেক মাদকদ্রব্যই হারাম' (মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮)। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'যে বস্তুর বেশীর ভাগ মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটায় তার অল্প পরিমাণও হারাম' (আবুদাউদ, ছহীহ তিরমিযী হা/১৭৪৩; মিশকাত হা/৩৬৪৫ সনদ 'হাসান')। উল্লেখ্য যে, শামুক যে হারাম তার স্পষ্ট কোন দলীল নেই; বরং পানির জীবের অন্তর্ভুক্ত (তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৭৯)।

প্রশ্ন (৩৪/১০৪)ঃ বাম হাতে তাসবীহ পড়লে সুন্নাতের খেলাফ হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ দেলোয়ার হুসাইন
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ডান হাতে তাসবীহ গণনা করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও বাম হাতে তাসবীহ গণনা করলে অবশ্যই সুন্নাতের খেলাফ হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ডান হাতে তাসবীহ গণনা করতে দেখেছি' (আবুদাউদ হা/১৫০২)।

উল্লেখ্য যে, 'তাসবীহ দানার' মাধ্যমে তাসবীহ গণনা করার যে রেওয়াজ বর্তমান সমাজের সর্বত্র ব্যাপকভাবে চালু হয়েছে, তা বিদ'আত। সুতরাং এ আমল বর্জনীয়। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কেউ যদি কোন আমল করে আর সে আমলের নির্দেশ আমার পক্ষ থেকে না থাকে তাহ'লে পরিত্যাজ্য' (বুখারী, মুসলিম, ফৎহুল বারী, ১৩/৩২৯ পৃঃ 'ই'তিছাম' অধ্যায়)।

প্রশ্ন (৩৫/১০৫)ঃ কাফনের কাপড় বিনা ধৌতে মাইয়েতকে পরানো যাবে কি? অনেক সময় কাপড় তৈরিতে নাপাকীরও সম্ভাবনা থেকে যায়। দলীলভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ডাঃ মুহাম্মাদ ওয়ালিউল্লাহ
গ্রাম ও ডাকঃ দৌলতখালী
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ কাফনের অথবা যে কোন প্রয়োজনে নতুন কাপড় ব্যবহার করলে ধৌত করার প্রয়োজন নেই। কারণ নতুন কাপড়কে পবিত্র বলেই গণ্য করা হয়েছে। ধৌত করে ব্যবহার করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সাথে সাথে কোন অপবিত্র বস্তু কাপড়ে লেগে শুকিয়ে গেলে তাকে ঝেড়ে ফেললেই তা পবিত্র হয়ে যায়। কাপড়ে শুক্র লেগে শুকিয়ে গেলে আয়েশা (রাঃ) হাত দিয়ে তুলে ফেলতেন। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) সেই কাপড় পরে ছালাত আদায় করতেন (মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/২৫)। অতএব নতুন কাপড়ের কোন স্থানে শুকনা অপবিত্র দেখলে তা ঝেড়ে ফেলে ব্যবহার করা বৈধ।

রাজশাহী মেন্টাল হেল্থ ক্লিনিক

মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র

সেবা সমূহ ঃ
- যে কোন মানসিক রোগ চিকিৎসা
- মাদকাসক্তি নিরাময়
- সাইকোথেরাপি
- বিহেভিয়ার থেরাপি
- শিশু-কিশোর আচরণগত সমস্যা

লক্ষীপুর ভাটাপাড়া;
রাজশাহী - ৬০০০।
ফোন ঃ ৭৭৫৮০৫।

৫ম বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী ২০০২

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রশ্নোত্তর

- দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্নঃ (১/১০৬)ঃ 'মুক্বীম' অবস্থায় সাত ভাগে কুরবানী দেওয়া শরী'আত সম্মত কি-না ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ রেযাউল করীম
বাউসা সালাফী পাড়া, তেঁথুলিয়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'মুক্বীম' অবস্থায় ভাগে কুরবানী করার কোন বিধান শরী'আতে নেই। বরং একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পশু কুরবানী করাই যথেষ্ট। তবে সামর্থ থাকলে একাধিক পশুও কুরবানী করতে পারবে। নিম্নে এ বিষয়ে দলীল সহ বর্ণনা করা হ'লঃ

(১) আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি শিংওয়ালা সুন্দর সাদা কালো দুম্বা আনতে বললেন, ... অতঃপর দো'আ পড়লেন,

بِسْمِ اللهِ اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন মুহাম্মাদিন ওয়া আলে মুহাম্মাদিন ওয়া মিন উম্মাতি মুহাম্মাদিন'

অর্থঃ আল্লাহ্‌র নামে, হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে, তার পরিবারের পক্ষ হ'তে ও তার উম্মাতের পক্ষ হ'তে। এরপর উক্ত দুম্বা কুরবানী করলেন *(ছহীহ মুসলিম, আলবানী- ছহীহ তিরমিযী হা/১২১০; ছহীহ আবুদাউদ হা/২৪২৩; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩১২৮; মিশকাত পৃঃ ১২৭, হা/১৪৫৪ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ)।*

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

يَاَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِى كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً

'হে জনমণ্ডলী! নিশ্চয়ই প্রতিটি পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী' *(সনদ হাসান, আলবানী- ছহীহ তিরমিযী হা/১২২৫; ছহীহ আবুদাউদ হা/২৪২১; ছহীহ নাসাঈ হা/৩৯৪০; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৫৩৩; মিশকাত হা/১৪৭৮)।*

(৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরেও তাঁর সুন্নাত অনুযায়ী ছাহাবীগণের মধ্যে প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে একটা করে বকরী কুরবানী করার প্রচলন ছিল। যেমন আতা ইবনে ইয়াসির ছাহাবী আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে বলেন,

كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّيْ بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَاكُلُوْنَ وَيُطْعِمُوْنَ حَتَّى تَبَاهِيَ النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى-

'একজন লোক একটি বকরী দ্বারা নিজের ও নিজের পরিবারের পক্ষ হ'তে কুরবানী দিতেন। অতঃপর তা খেতেন ও অন্যকে খাওয়াতেন এবং এভাবে লোকেরা বড়াই করত। এই নিয়ম নবীর যুগ হ'তে চলে আসছে। বর্তমানে তুমি যা দেখছ' *(ছহীহ তিরমিযী হা/১২১৬ 'কুরবানী' অধ্যায়; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৫৩৩ 'নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে একটা বকরী কুরবানী করা' অনুচ্ছেদ, 'কুরবানী' অধ্যায়)।*

(৪) প্রখ্যাত ছাহাবী আবু ছারীহা (রাঃ) বলেন,

كَانَ أَهْلُ الْبَيْتِ يُضَحُّوْنَ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ-

অর্থঃ একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটা অথবা দু'টা করে বকরী কুরবানী করা হ'ত' *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৫৪৭)।*

(৫) আল্লামা শাওকানী উপরোক্ত পরস্পর তিন হাদীছ পেশ করে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন,

وَالْحَقُّ أَنَّهَا تَجْزِى عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَإِنْ كَانُوْا مِائَةَ نَفْسٍ أَوْ أَكْثَرَ كَمَا قَضَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ-

'হক কথা হ'ল, একটি পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি ছাগলই যথেষ্ট, যদিও সেই পরিবারের সদস্য সংখ্যা একশ' অথবা তার চেয়ে বেশী হয়' *(নায়লুল আওত্বার ৬/১২১ পৃঃ 'একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল কুরবানী করাই যথেষ্ট' অনুচ্ছেদ)।*

(৬) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনও কখনও দু'টি দুম্বা কুরবানী করেছেন। যেমন- আনাস (রাঃ) বলেন,

ضَحَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ হাত দ্বারা দু'টি শিংওয়ালা দুম্বা কুরবানী করেছেন' *(ছহীহ বুখারী হা/৫৫৬৪-৬৫; ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৩ প্রভৃতি)।* কখনও তিনি দু-এর অধিক দুম্বা, খাসী, বকরী (ছাগল), গরু ও উট কুরবানী করেছেন *(ফাৎহুল বারী ১০/৯ পৃঃ ৫৭; মির'আত হা/১৪৭৪, ২/৩৫৪ পৃঃ)।*

ভাগে কুরবানীঃ সফরে থাকাকালীন সময়ে ঈদুল আযহা উপস্থিত হ'লে একটি পশুতে একে অপরে শরীক হয়ে ভাগে কুরবানী করা যায়। নিম্নে দলীল সহ বর্ণিত হ'ল-

(ক) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন,

كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَحَضَرَ الأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِى الْبَقَرَةِ سَبْعَةً وَفِى الْبَعِيْرِ عَشَرَةً-

অর্থঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হ'ল। তখন আমরা সাত জন একটি গরুতে ও দশ জন একটি উটে

শরীক হ'লাম *(আলবানী-ছহীহ তিরমিযী হা/১২১৪; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৩১২৮; ছহীহ নাসাঈ হা/৪০৯০; সনদ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/১৪৬৯ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ)।*

(খ) জাবির (রাঃ) বলেন,

نَحَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ -

'হুদায়বিয়ার সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তখন একটি গরুতে সাত জন ও একটি উটে সাত শরীক হয়ে কুরবানী করেছিলাম' *(ছহীহ মুসলিম হা/১৩১৮, 'হজ্জ' অধ্যায়; ছহীহ আবুদাউদ হা/২৪৩৫; ছহীহ তিরমিযী হা/১২১৪; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৩১৩২)।*

(গ) জাবির (রাঃ) বলেন,

حَجَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَحَرْنَا الْبَعِيْرَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ -

'আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে হজ্জের সফরে ছিলাম। তখন সাত জনের পক্ষ থেকে একটি উট এবং সাত জনের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেছিলাম' *(ছহীহ মুসলিম ২/৯৫৫ পৃঃ)।*

(ঘ) উক্ত জাবির (রাঃ) বলেন,

كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ-

'একদা আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সঙ্গে তামাত্তু হজ্জের সফরে ছিলাম। তখন সাত জনে মিলে একটি গরু কুরবানী করেছিলাম' *(ছহীহ মুসলিম হা/১৩১৮ 'হজ্জ' অধ্যায়; ছহীহ নাসাঈ হা/৪০৯১; ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৪৩৩)*। উল্লেখ্য যে, জাবির (রাঃ) বর্ণিত এ মর্মের আরো হাদীছ রয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে মুক্বীম ও মুসাফির অবস্থায় কুরবানী করার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

বিভ্রান্তির কারণঃ মুক্বীম অবস্থায় শুধু সাত জন মিলে নয়; বরং সাতটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করার প্রথা সমাজে চালু হওয়ার কারণ সম্ভবতঃ জাবির (রাঃ) বর্ণিত নিম্নের ব্যাখ্যা শূন্য হাদীছটি, যা শুধু আবুদাউদে বর্ণিত হয়েছে।

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم اَلْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْجَزُوْرُ عَنْ سَبْعَةٍ- 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'একটি গরু সাত জনের পক্ষ থেকে ও একটি উট সাত জনের পক্ষ থেকে'। অথচ এই হাদীছটিও সফরে ভাগে কুরবানী করার সাথে সম্পৃক্ত। কারণ একই রাবী জাবির (রাঃ) থেকেই উপরোক্ত পরম্পর (খ, গ, ঘ নং) তিনটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহ তথা সফরের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া দলীলের ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে একই রাবীর বর্ণিত সংক্ষিপ্ত হাদীছের স্থলে বিস্তারিত ও ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীছ গ্রহণ করাই মুহাদ্দিছগণের রীতি। **দ্বিতীয়তঃ** ইমাম আবুদাউদ (রহঃ) উপরোক্ত খ ও ঘ নং ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীছ দু'টি যে অধ্যায়ে নিয়ে এসেছেন, এই ব্যাখ্যা শূন্য হাদীছটিও ঐ অধ্যায়েই নিয়ে এসেছেন। অতএব বিভ্রান্তির কোন প্রশ্নই উঠে না। তাছাড়া ১ম হিজরী সনে কুরবানীর বিধান চালু হওয়ার পর মুক্বীম অবস্থায় রাসূল (ছাঃ) ও তাঁরা ছাহাবীগণ ভাগে কুরবানী করেছেন বলে জানা যায় না।

প্রশ্নঃ (২/১০৭)ঃ 'ঈদুল ফিতর' ও ঈদুল আযহা' উভয় দিনেই কি তাকবীর পাঠ করতে হয়? ঈদের তাকবীর সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম
যোগীপাড়া, লক্ষণহাটী, নাটোর।

উত্তরঃ 'ঈদুল ফিতর' ও 'ঈদুল আযহা' উভয় দিন তাকবীর পড়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় চাচা আব্বাস, চাচাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, ফযল বিন আব্বাস, জামাতা আলী, তার ভাই জা'ফর, নাতি হাসান-হোসায়েন, গোলাম যায়েদ বিন হারেছা ও তৎপুত্র উসামা বিন যায়েদ প্রমুখ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে দু'ঈদের দিন সকালে উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর ও তাহলীল সহ ঈদগাহ অভিমুখে ঘর হ'তে রওয়ানা দিতেন ও এভাবে তিনি ঈদগাহ পর্যন্ত পৌঁছতেন *(বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল ৩/১২৩ পৃঃ, হা/৬৫০)।*

ঈদুল আযহা-তে আরাফার দিন বা ৯ই যিলহাজ্জ ফজর থেকে ১৩ই যিলহাজ্জ দিনের শেষ পর্যন্ত ২৩ ওয়াক্ত ছালাত শেষে ও অন্যান্য যেকোন সময়ে উচ্চকণ্ঠে তাকবীর ধ্বনি করা সুন্নাত *(মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, সনদ ছহীহ, ইরওয়া ৩/১২৫ পৃঃ)*। ঈদুল ফিতর-এর ক্ষেত্রে তাকবীর বলার সময়সীমা হ'ল, শাওয়ালের চাঁদ দেখার পর হ'তে ঈদের দিনের শেষ পর্যন্ত *(তাফসীরে কুরতুবী ২/৩০৬-৭ পৃঃ)*। ইবনু উমর, আবু হুরায়রাহ (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ বাজারে গমন করে তাকবীর ধ্বনি করতেন। লোকেরাও তাঁদের সাথে জোরে জোরে তাকবীর ধ্বনি করত *(ছহীহ বুখারী, ১/১৯২-৯৩ পৃঃ, 'ঈদায়েন' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ নং ১১)*। মেয়েরাও সরবে (তবে উচ্চকণ্ঠে নয়) তাকবীর পাঠ করবেন *(তাফসীরে কুরতুবী ২/৩০৭ ও ৩/২-৩ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ৪/২৫৭ পৃঃ)।*

তাকবীরের শব্দাবলীঃ প্রখ্যাত ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ) তাকবীর দিতেন, 'আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু' আল্লা-হু আকবার- আল্লা-হু আকবার, ওয়া লিল্লা-হিল হাম্দ' *(মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, সনদ ছহীহ, ইরওয়া ৩/১২৫ পৃঃ)*। ইবনুল মুবারক (রঃ) পড়তেন- 'আল্লা-হু আকবার আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, আল্লা-হু আকবর ওয়া লিল্লা-হিল হাম্দ, আল্লা-হু আকবর আলা মা হাদা-না'। অনেক বিদ্বান পড়েছেন, আল্লা-হু আকবার কাবীরা, ওয়াল হামদু লিল্লা-হি কাছীরা, ওয়া সুবহা-নাল্লা-হি বুকরাতাওঁ ওয়া আসীলাহ' *(কুরতুবী ২/৩০৬-৭ পৃঃ)।*

প্রশ্নঃ (৩/১০৮)ঃ ওশর-যাকাত আদায় না করলে কি সম্পদ ও শস্য হারাম হয়ে যাবে? ছহীহ দলীলের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-ফেরদাউস
পোঃ বক্স নং- ২৮১৩০, আবুধাবী।

উত্তরঃ 'যাকাত' ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আপনি তাদের সম্পদ হ'তে যাকাত গ্রহণ করুন, যাতে আপনি সেগুলিকে পবিত্র করতে এবং যাকাতের মাধ্যমে তাদের সম্পদ বরকতময় করতে পারেন' *(তওবা ১০৩)*। সুতরাং যাকাত বের না করলে শস্য ও সম্পদ অপবিত্র হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ (৪/১০৯)ঃ খুৎবা দেওয়ার সময় দু'হাত উঁচু করে খুৎবা দেওয়া যায় কি? দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-যয়নুল আবেদীন
গ্রাম ও পোঃ নূরুল্লাহ বাদ, নওগাঁ।

উত্তরঃ খুৎবা দান কালে দু'হাত উঁচু করা ঠিক নয়। শুধুমাত্র শাহাদত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করা শরী'আত সমর্থিত। বিশর ইবনে মারওয়ান জুম'আর খুৎবা দান কালে দু'হাত উঁচু করেছিলেন। তখন ওমারা (রাঃ) বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা এই হাত দু'খানাকে ধ্বংস করুন। আমি রাসূল (ছাঃ)-কে খুৎবা দিতে দেখেছি তিনি হাত উঁচু করতেন না; বরং শাহাদত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করে বক্তব্য দিতেন *(মুসলিম, তিরমিযী হা/৫২০)*। আবুদাঊদ শরীফে রয়েছে, ওমারা (রাঃ) বিশর ইবনে মারওয়ানের নিন্দা করার পর বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে মিম্বরের উপর বৃদ্ধাঙ্গুলের পাশের আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা ব্যতীত অন্য কিছু করতে দেখিনি *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/১১০৪)*।

প্রশ্নঃ (৫/১১০)ঃ জনৈক মহিলা তার স্বামীকে রেখে এক যুবকের সাথে পালিয়ে গিয়ে ভুয়া কাগজপত্র তৈরী করে 'খোলা তালাক' প্রমাণ করে ঐ যুবকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিছুদিন পর নিজের ভুল বুঝতে পেরে ১ম স্বামীর নিকট ফিরে আসতে চায় এবং স্বামীও তাকে নিতে চায়। এক্ষণে ১ম স্বামীর নিকট ফিরে আসার শারঈ বিধান কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।-

-সেলিম শাহ
মধ্য নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ অনুযায়ী পূর্ব স্বামীর সাথে উক্ত মহিলার তালাক হয়নি। ফলে উক্ত যুবকের সাথে তার বিবাহও শুদ্ধ হয়নি। যতদিন ঐ যুবকের সাথে থেকেছে ততদিন তারা ব্যভিচার করেছে। খোলা তালাকের নিয়ম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যদি তোমরা আশংকা কর যে, তারা আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমা বজায় রাখতে পারবে না, তবে মেয়েটি বিনিময় দিয়ে মুক্ত হ'লে উভয়ের উপরে কোন দোষ নেই' *(বাক্বারাহ ২২৯)*। অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীকে যা দিয়েছিল তা ফিরিয়ে দিয়ে স্বামীর নিকট হ'তে তালাক গ্রহণ করে নেওয়াই হচ্ছে 'খোলা তালাক'। খোলা তালাক হওয়ার পর স্ত্রীকে ১ ঋতু পর্যন্ত ইদ্দত পালন করতে হবে। এরপর অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে *(নায়ল ৬/২৫৯)*। এক্ষণে ১ম স্বামী তাকে বিনা বিবাহে ফিরিয়ে নিতে পারবে। কেননা খোলা তালাক হয়ে থাকলে নতুন বিবাহের প্রয়োজন হ'ত।

প্রশ্নঃ (৬/১১১)ঃ কতিপয় দাঈকে দেখা যায় কর্কশভাষী ও রূঢ় মেজাযের। ফলে সমাজে তাদের বক্তৃতায় তেমন প্রভাব পড়ে না। দা'ওয়াত দাতা কেমন গুণের অধিকারী হবেন? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-নঈমুদ্দীন মাষ্টার
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ দাঈ'র প্রধান যে গুণটি থাকা দরকার সেটি হচ্ছেঃ নম্র, ভদ্র ও সর্বপ্রকার রূঢ়তা থেকে মুক্ত থাকা। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যে, আপনি লোকদের প্রতি খুবই বিনম্র। নতুবা আপনি যদি পাষাণাত্মা ও রূঢ় ব্যবহারকারী হ'তেন তবে এসব লোক আপনার চতুষ্পার্শ্ব থেকে সরে যেত' *(আলে ইমরান ১৫৯)*। **দ্বিতীয়তঃ** সকল বিষয়ে সম্যক জ্ঞান থাকা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'বলুন! ইহাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহ্‌র পথে, জাগ্রত জ্ঞান সহকারে' *(ইউসুফ ১০৮)*। **তৃতীয়তঃ** ধৈর্য ধারণ করা। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) অনেক নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করেছেন। কিন্তু তিনি সেগুলিকে কিছু মনে না করে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। এরপরও তিনি প্রার্থনা করেছেন, 'হে আল্লাহ! আমার সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান কর। কেননা তারা অজ্ঞ' *(ডঃ মাহদী রিযকুল্লাহ, আস-সীরাতুন নববিইয়াহ আলা যাওয়িল মাছাদিরিল আছলিইয়া ১৫৫ পৃঃ)*। সুতরাং প্রত্যেক দাঈ-র জন্য উপরোল্লিখিত গুণাবলী অর্জন করা আবশ্যক। কর্কশ ভাষা, রূঢ় আচরণ অবশ্যই বর্জনীয়।

প্রশ্নঃ (৭/১১২)ঃ শীতকালে রাতে ঘর গরম করার জন্য আগুন জ্বালিয়ে ঘুমানো কি জায়েয? ছহীহ দলীলের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আতাউল্লাহ শেখ
নাযিরা বাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ ঘরে আগুন জ্বালিয়ে ঘুমাতে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা ঘুমানোর সময় তোমাদের বাড়ীতে আগুন জ্বালিয়ে রেখো না' *(বুখারী ১১/৭১ পৃঃ; মুসলিম হা/২০১৫)*। অন্য হাদীছে এসেছে, এক রাতে মদীনায় একটি বাড়ী পুড়ে গেলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই এ আগুন তোমাদের শত্রু। সুতরাং যখন তোমরা ঘুমাবে, তখন আগুন নিভিয়ে ঘুমাবে *(বুখারী ১১/৭১ পৃঃ; মুসলিম হা/২০১৬)*। অপর এক হাদীছে আছে, তোমরা বাতি নিভিয়ে ঘুমাবে *(মুসলিম হা/২০১২)*।

প্রশ্নঃ (৮/১১৩)ঃ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে পার্থক্য কি? সবগুলিই দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য নয় কি? দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-শহীদ আখতার
পুরানা মোগলটুলী, ঢাকা।

উত্তরঃ সন্তান-সন্ততি হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত নে'মত বা বিশেষ অনুগ্রহ। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য ও সুখ-শান্তির উপাদান ও বাহন' *(কাহফ ৪৬)*।

ধন-সম্পদ হচ্ছে প্রাণ বাঁচানোর উপায়। আর সন্তান-সন্ততি হচ্ছে বংশ তথা মানব প্রকৃতি রক্ষার মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজস্ব প্রজাতি থেকেই জুড়ি সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের এই জুড়ি থেকেই তোমাদের জন্য সন্তান-সন্ততি ও পৌত্র-পৌত্রী বানিয়ে দিয়েছেন' *(নাহল ৭২)*।

স্বামী ও স্ত্রীর আবেগ-উচ্ছাসপূর্ণ প্রেম-ভালবাসা পরিপূর্ণতা লাভ করে এ সন্তানের মাধ্যমে। সন্তান হচ্ছে দাম্পত্য জীবনের নিষ্কলংক পুষ্প বিশেষ। সুতরাং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে পার্থক্য হ'ল প্রাণ রক্ষার মাধ্যম ও বংশ রক্ষার মাধ্যম।

প্রশ্নঃ (৯/১১৪)ঃ রামাযান মাসের শেষ জুম'আয় সম্মিলিতভাবে কবর যিয়ারত করা এবং হাত উঠিয়ে দো'আ করার প্রথা আমাদের এলাকায় চালু আছে। এ ধরনের কবর যিয়ারত কি শরী'আত সম্মত?

-হেলালুদ্দীন সরকার
রেল বাজার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ উপরোক্ত পদ্ধতিতে কবর যিয়ারত করা শরী'আত সম্মত নয়। বরং নির্দিষ্ট কোন দিন বা রাত নির্ধারণ না করে যে কোন সময় কবরের পাশে গিয়ে কবরবাসীর জন্য একাকী হাত তুলে দো'আ করা যায়। নবী করীম (ছাঃ) 'বাক্বীউল গারক্বাদে' গিয়ে কবরবাসীদের উদ্দেশ্যে একাকী হাত তুলে দো'আ করতেন' *(মুসলিম ১/৩১৩ পৃঃ 'জানাযা' অধ্যায়, 'কবরবাসীদের সালাম ও তাদের জন্য দো'আ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১০/১১৫)ঃ 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' অবতীর্ণ হওয়ার কারণ কি? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মেহের আলী মণ্ডল
ঝাউতলী, দাউদকান্দী, কুমিল্লা।

উত্তরঃ দু'টি সূরার মধ্যে পার্থক্য নিরুপণ করার জন্যই মূলতঃ 'বিস্‌মিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' নাযিল করা হয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সূরার পার্থক্য বুঝতে পারেননি' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৭৮৮)*।

প্রশ্নঃ (১১/১১৬)ঃ বড় ভাইয়ের কন্যার কন্যাকে অর্থাৎ বড় ভাইয়ের নাতনীকে বিবাহ করা যাবে কি? সঠিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-হাসীনুর রহমান
গান্ধাইল, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ আপন ভাতিজীর কন্যাকে বিবাহ করা হারাম। ইসলামে যে ১৪ জন মহিলা ও তার শাখা-প্রশাখাকে বিবাহ করা হারাম করা হয়েছে ভাতিজীর কন্যাও তার অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তোমাদের উপর হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা অর্থাৎ মাতার মাতা তার মাতা এভাবে উপর দিকে যতদূর পর্যন্ত পৌছবে, তোমাদের কন্যা অর্থাৎ কন্যার কন্যা তার কন্যা এভাবে নীচে যতদূর পৌছবে, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভাতৃকন্যা অর্থাৎ তার কন্যা তার কন্যা এই ভাবে যত নীচে যাবে...' *(নিসা ২৪; তাফসীরে ইবনে কাছীর দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (১২/১১৭)ঃ জনৈক ছাত্র কোন এক বাড়ীতে লজিং থাকা অবস্থায় লজিং বাড়ীর মহিলার সাথে খালা সম্পর্ক স্থাপন করে। খালা ঐ ছেলের সাথে সফর করতে পারবে কি-না ছহীহ দলীলের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- মেহরাব হোসাইন
নাচোল, বাজার, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ শরী'আতে আপন খালা ছাড়া আর কোন খালা নেই। সুতরাং যাদেরকে বিবাহ করা হারাম উক্ত খালা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই তার সাথে একাকী সফর করা যাবে না। কেননা উক্ত ছেলে মুহরাম নয় (যাদের সাথে বিবাহ হারাম)। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনে যেতে পারে না এবং কোন মহিলা মুহরাম ব্যতীত সফর করতে পারবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫১৩ 'হজ্জ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৩/১১৮)ঃ সূরা আলে ইমরানের ১৬৯ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হয়েছে, তোমরা তাদেরকে মৃত বল না; বরং তারা জীবিত। তারা তাদের প্রভুর নিকটে রিযিক পেয়ে থাকে'। উল্লেখিত আয়াতে রিযিক বলতে কি দুনিয়াবী রিযিক বুঝানো হয়েছে, না আখেরাতের রিযিক বুঝানো হয়েছে? ছহীহ সুন্নাহভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মাওলানা আব্দুল হান্নান
বাগীপাড়া, নাটোর।

উত্তরঃ উক্ত আয়াতের তাফসীরে ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আল্লাহ সংবাদ দিচ্ছেন যে, শহীদগণ তাদের বরযখী জীবনে (মৃত্যু পরবর্তী জীবনে) জীবিত থাকেন ও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রিযিক প্রাপ্ত হন। অতঃপর দলীল হিসাবে তিনি ছহীহ মুসলিম থেকে হাদীছ পেশ করেছেন, যেখানে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই শহীদদের রূহগুলি সবুজ রংয়ের পাখি সমূহের পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়ে জান্নাতের যে কোন স্থানে ইচ্ছামত বিচরণ করে...। শহীদদের উচ্চ মর্যাদা দেখে তারা আল্লাহ্‌র আরশের নিকটে গিয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে এসে জিহাদ করে শহীদ হওয়ার আকাংখা ব্যক্ত করবে। কিন্তু আল্লাহ বলেন, এটাই চূড়ান্তভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে যে, তাদেরকে আর ফেরত পাঠানো হবে না' *(তাফসীর ইবনে কাছীর ১/২০৩ পৃঃ)*। উল্লেখিত দলীলের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, মৃত্যুর পরে মানুষের জন্য নতুন জীবন আরম্ভ হয়। সেই বরযখী জীবনের উপলব্ধি ও রিযিক প্রদান সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রবৃত্তির, যা দুনিয়াবী জীবনে বসে অনুভব করা সম্ভব নয়।

প্রশ্নঃ (১৪/১১৯)ঃ জনৈক মহিলা স্বামীর উপর অভিমান করে আত্মহত্যা করার কারণে তার জানাযার ছালাত কেউ পড়েনি। গ্রামবাসীরা কাজটি কি ঠিক করেছেন? ছহীহ হাদীছভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল ওয়াদূদ
জোত খামার, লালগোলা বাজার, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ রাসূল (ছাঃ) কোন ঋণগ্রস্ত ও আত্মহত্যাকারীর জানাযা নিজে পড়তেন না। কিন্তু ছাহাবীদেরকে পড়তে বলতেন' *(ছহীহ নাসাঈ হা/১৮৫১-১৮৫৬)*। সুতরাং কোন আলেম নিজে জানাযা না পড়িয়ে অন্য কোন সাধারণ মানুষ দ্বারা উক্ত মহিলার জানাযা পড়ানো উচিৎ ছিল।

প্রশ্নঃ (১৫/১২০)ঃ কোন এক মসজিদে দেখলাম মসজিদের ময়লা ফেলার জন্য মসজিদের ভিতরের এক কর্ণারে ডাষ্টবিন রাখা আছে। মসজিদের ভিতরে এরূপ ডাষ্টবিন স্থাপন কি জায়েয? দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- মেছবাহুল ইসলাম
চাকলা, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে পাড়ায় পাড়ায় মসজিদ নির্মাণ করতে এবং উহাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় করে রাখতে বলেছেন' *(তিরমিযী, আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ মিশকাত হা/৭১৭ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'মসজিদে পেশাব করা ও আবর্জনা ফেলা জায়েয নয়। মসজিদ হচ্ছে আল্লাহ্‌র যিকির ও কুরআন তেলাওয়াতের জন্য' *(মুসলিম, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১১ পৃঃ, 'মসজিদ' অনুচ্ছেদ)*।

দলীল সমূহের আলোকে এ কথা বলা যায় যে, মসজিদে কোনক্রমেই আবর্জনা রাখার জন্য ডাষ্টবিন রাখা শরী'আত সমর্থিত নয়। মসজিদের বাইরে যে কোন স্থানে ডাষ্টবিন স্থাপন করতে হবে।

প্রশ্নঃ (১৬/১২১)ঃ ছালাতে থুথু ফেলার প্রয়োজন হ'লে সামনে না ফেলে বামে অথবা পায়ের নীচে ফেলার নির্দেশ কেন? দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-জমসেদ আলী
ভূষণছড়া, বরকল, রাঙ্গামাটি।

উত্তরঃ মুছল্লী যখন ছালাতে থাকে, তখন সে তার প্রতিপালকের সাথে চুপে চুপে কথা বলে। সেকারণ ডানে বা সামনে থুথু ফেলা নিষেধ। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন তোমাদের কেউ ছালাতে থাকে, তখন সে তার রবের সাথে চুপে চুপে কথা বলে। সে যেন সামনে ও ডান দিকে থুথু নিক্ষেপ না করে। তবে বাম দিকে ও পায়ের নীচে নিক্ষেপ করতে পারে' *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/২৪২)*।

প্রশ্নঃ (১৭/১২২)ঃ সিল্কের পাঞ্জাবী, শাড়ী প্রভৃতি ব্যবহার করা যাবে কি-না ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল খালেক
মল্লিকপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'সিল্ক' ইংরেজী শব্দ যার অর্থ 'রেশম'। রেশম-এর তৈরি কাপড় পরিধান করা পুরুষের জন্য হারাম ও নারীদের জন্য হালাল। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আমার উম্মতের পুরুষদের উপর রেশম-এর কাপড় ও স্বর্ণ হারাম করা হয়েছে এবং নারীদের জন্য হালাল করা হয়েছে' *(তিরমিযী ১/১৩২ পৃঃ; নাসাঈ ২/২৮৫ পৃঃ; আহমাদ ৪/৩৯৪ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/১২৩)ঃ নর্তকীদেরকে এবং তাদের নাচ দেখা শরী'আতের দৃষ্টিতে কেমন অপরাধ? দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-খালেদ
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ নর্তকীদেরকে এবং তাদের নৃত্য পরিদর্শন করা ইসলামী শরী'আতে গর্হিত অপরাধ। কেননা নৃত্য অশ্লীল কর্ম সমূহের মধ্যে অন্যতম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে নবী! আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীল কর্মকে হারাম করেছেন' *(আ'রাফ ৩৩)*। 'তোমরা অশ্লীল কর্মের নিকটবর্তী হবে না' *(আন'আম ১৫১)*। 'যারা নর্তকীদের ক্রয় করে আল্লাহ্‌র পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে, তাদের জন্য অপমানজনক শাস্তি রয়েছে' *(লোকমান ৬)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা নর্তকীদের বিক্রি করো না, তাদের ক্রয় করো না এবং তাদেরকে নৃত্য শিক্ষা দিয়ো না। তাদের উপার্জন হারাম' *(আহমাদ, ছহীহ তিরমিযী হা/১০৩১৩; মিশকাত হা/২৭৮০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। এতদ্ব্যতীত নর্তকীদের নৃত্য পরিদর্শন যেনার সমতুল্য। কেননা রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'দু'চোখের যেনা হচ্ছে চোখের দর্শন, আর দু'কানের যেনা হচ্ছে কানের শ্রবণ' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৬ 'তাক্বদীরের প্রতি ঈমান' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/১২৪)ঃ ঈদের ছালাত আদায় শেষে পরস্পরে কোলাকুলি করা যাবে কি-না দলীলভিত্তিক জানতে চাই।

-শরীফুল ইসলাম
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ঈদের ছালাত শেষে কোলাকুলি করার কোন শারঈ ভিত্তি নেই। তবে আগন্তুক ব্যক্তির সাথে কোলাকুলি করা যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ পরস্পর সাক্ষাতে মুছাফাহা করতেন আর সফর থেকে আসলে কোলাকুলি করতেন *(তাবারানী আওসাত, বায়হাক্বী, সিলসিলা ছহীহা ১/২৫২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২০/১২৫)ঃ ৬০ বছর বয়সের জনৈক হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে খাৎনা করতে লজ্জাবোধ করছে। খাৎনা না করলে মুসলমান হওয়া যাবে কি? ছহীহ সুন্নাহভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-যাকির হোসাইন
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ খাৎনা করা সুন্নাত। যা হযরত ইবরাহীম (আঃ) থেকে চলে আসছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ইবরাহীম (আঃ) ৮০ বছর বয়সে খাৎনা করেছিলেন' *(বুখারী, মুসলিম, নায়ল 'খাৎনা' অনুচ্ছেদ ১/১১১ পৃঃ)।*

উপরোল্লিখিত হাদীছ থেকে জানা যায় যে, ইবরাহীম (আঃ) ৮০ বছর বয়সে খাৎনা করতে লজ্জাবোধ করেননি। অতএব ৬০ বছর বয়সে খাৎনা করতে লজ্জাবোধের কোন কারণ নেই। তবে খাৎনা না করলে মুসলমান হওয়া যায় না কথাটি ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (২১/১২৬)ঃ আমরা জানি যে, ঘুম থেকে উঠে হাত ধৌত না করে পাত্রে প্রবেশ করাতে হাদীছে নিষেধ করা হয়েছে। তবে কি টিউবওয়েলে ওযূ করলেও প্রথমে হাত ধৌত করতে হবে?

-আব্দুল আলীম
বিভাগদা, যশোর।

উত্তরঃ ঘুম থেকে ওঠে হাত ধৌত না করে পানির পাত্রে হাত প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা মূলতঃ পানির পবিত্রতা রক্ষার্থে করা হয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, তখন সে যেন তার হাত ধৌত না করে পানির পাত্রে না ডুবায়। কেননা সে জানে না রাতে তার হাত কোথায় কোথায় লেগেছিল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/৩৯১)।* অর্থাৎ ঘুমন্ত অবস্থায় তার হাত শরীরের কোন অপবিত্র স্থানে লাগতে পারে এবং সে অপবিত্র বস্তু পাত্রের পানিতে মিশলে পানি অপবিত্র হয়ে যাবে এই আশংকায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। এক্ষণে টিউবওয়েল, ছোট পাত্র (যে পাত্র থেকে ঢেলে ওযূ করা হয়) অথবা চলমান পানিতে ওযূ করলে পৃথকভাবে আগে হাত ধৌত করার প্রয়োজন নেই। এতদ্ব্যতীত অন্য যে সকল পাত্রে হাত ডুবিয়ে ওযূ করা হয় সেক্ষেত্রে উপরোক্ত নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে।

প্রশ্নঃ (২২/১২৭)ঃ ছোট ছেলেরা জামা'আতের প্রথম কাতারে অথবা বড়দের কাতারের মাঝখানে দাঁড়াতে পারে কি?

দ্বীন ইসলাম
ইমাম, মসজিদে ফেরদাউস
ঝিকর কলেজ পাড়া
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ছোট ছেলেরা প্রথম কাতারে অথবা বড়দের কাতারের মাঝে দাঁড়াতে পারবে না মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। তবে জ্ঞানী ও সম্মানী ব্যক্তিদের সামনের কাতারে ধারাবাহিক ভাবে দাঁড়ানোর কথা হাদীছে এসেছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে বয়স্ক জ্ঞানী ব্যক্তিগণ আমার পাশে দাঁড়াবে। অতঃপর তাদের পাশে দাঁড়াবে এর চেয়ে কম জ্ঞানীগণ, এরপর তারচেয়ে কম জ্ঞানীগণ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/ ১১০৮)।*

প্রকাশ থাকে যে, প্রথমে বড়রা দাঁড়াবে তারপর ছোটরা দাঁড়াবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ। এ হাদীছে শহর ইবনে হাওশাম নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে *(তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১১১৫-এর টীকা, পৃঃ ৩৪৮)।* অনুরূপ আরেকটি দুর্বল সূত্রে বলা হয়েছে যে, ওমর (রাঃ) কোন ছেলেকে কাতারে দেখলে বের করে দিতেন' *(আউনুল মা'বূদ, ২/২৬৪ পৃঃ 'কাতারে বাচ্চাদের দাঁড়ানো' অধ্যায়)।*

প্রশ্নঃ (২৩/১২৮)ঃ 'রাসূল (ছাঃ) রোদের মধ্যে পথ চললে তাঁর শরীরে রোদ লাগত না, এক খণ্ড মেঘ তাঁকে ছায়া করে থাকত' এ কথা কি সঠিক?

-আহসান
লালবাগ, নাটোর।

উত্তরঃ 'রাসূল (ছাঃ)-এর শরীরে কোন সময় রোদ লাগত না বা পথ চললে সর্বদা মেঘ ছায়া করে থাকত' মর্মে কোন হাদীছ নেই। তবে কখনো কখনো মেঘ, পাথর, গাছ ইত্যাদি তাঁকে ছায়া করত। আবু বকর (রাঃ) বলেন, আমরা একদিন মদীনার পথ চলতে চলতে দুপুর হ'লে একটা লম্বা পাথর আমাদের উপর তুলে ধরা হ'ল, যার ছায়া ছিল, আমরা সে ছায়ায় অবতরণ করলাম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/ ৫৮৬৯)।* অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি আকাবার দিন আলী ইবনে আবদে ইয়ালীল ইবনে কোলালকে ইসলামের দা'ওয়াত দিলে সে আমার দা'ওয়াত গ্রহণ করেনি। তখন আমি চিন্তিত হয়ে পথ চলতে লাগলাম। অতঃপর আমি সা'আলীব নামক স্থানে পৌছে দেখি একখণ্ড মেঘ আমাকে ছায়া করে আছে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৪৮)।*

প্রশ্নঃ (২৪/১২৯)ঃ 'রাসূল (ছাঃ)-কে আগে সালাম করার জন্য কেউ কেউ গোপনে পিছন দিক হ'তে আসত। কিন্তু তবুও সফল হ'তে পারত না। কেননা তিনি সম্মুখে, পশ্চাতে সমভাবেই দেখতেন'। আলোচ্য বক্তব্য কি সঠিক? দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- নু'মান
দাউকান্দী, মোহনপুর
রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লিখিত বক্তব্য সঠিক নয়। বরং ছালাত অবস্থায় রাসূল (ছাঃ) সম্মুখ ও পশ্চাতে সমভাবে দেখতেন। তবে তাঁর পিছন দিকে চোখ ছিল এমনটি নয়। বরং এটা ছিল তাঁর মু'জেযা বা অলৌকিক ক্ষমতা। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে যোহরের ছালাত আদায় করালেন। এক লোক পিছনের কাতারগুলিতে খারাপ কিছু ঘটিয়েছিল। রাসূল (ছাঃ) সালাম ফিরায়ে তাকে ডেকে বললেন, 'তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর না? তুমি বুঝ না কিভাবে ছালাত আদায় করছ? নিশ্চয়ই তোমরা মনে কর যে, তোমাদের কর্ম কেবল আমার সামনে গোপন থাকে। আল্লাহ্র কসম, নিশ্চয়ই আমি সামনে যেমন দেখি, পিছনেও তেমনি দেখি' *(আহমাদ, সনদ ছহীহ মিশকাত, হা/৮১১)।* ছহীহ বুখারীর এক বর্ণনায় এসেছে, 'আল্লাহ্র কসম, ছালাতের মধ্যে তোমাদের বিনয়-নম্রতা এবং তোমাদের রুকূ আমার সামনে গোপন থাকে না। আমি তোমাদেরকে আমার পিছন থেকে দেখতে পাই' *(মিশকাত, পৃঃ ২৫৫)।* অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'তোমরা রুকু-সিজদা ঠিকভাবে কর, আল্লাহ্র কসম আমি তোমাদেরকে আমার পিছন থেকে দেখতে পাই' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/৮৬৮)।*

প্রশ্নঃ (২৫/১৩০)ঃ বিতর ছালাতে দো'আয়ে কুনূত পড়া কি আবশ্যক? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুঈনুদ্দীন আহমাদ
মহানন্দাখালী, রাজশাহী

উত্তরঃ বিতর ছালাতের জন্য দো'আয়ে কুনূত পড়া আবশ্যক নয়; বরং সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় নাতি হাসান ইবনে আলীকে বিতর ছালাতে পড়ার জন্য দো'আয়ে কুনূত শিখিয়েছিলেন' *(তিরমিযী, নাসাঈ সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১২৭৩)*।

প্রশ্নঃ (২৬/১৩১)ঃ তাহাজ্জুদ পড়ার আশায় বিতর পড়িনি। ঘুম থেকে ওঠে দেখি সকাল হয়ে গেছে। এখন আমার করণীয় কি?

-ফারহানা
নোয়াগাঁও, আড়াইহাযার
নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তি যদি বিতর ছালাত বাকী রেখে ঘুমিয়ে যায় অথবা বিতর আদায়ে ভুলে যায়, তাহ'লে যখন ঘুম ভাঙ্গবে অথবা স্মরণ হবে তখন বিতর ছালাত আদায় করে নিবে *(আবুদাউদ, ইরওয়া, হা/৪৪২)*। অন্য বর্ণনা মতে, কেউ যদি তার রাতের নির্ধারিত ইবাদত আদায় না করতে পারে তাহ'লে ফজর ও যোহরের ছালাতের মাঝে আদায় করলে তাকে রাতে আদায়ের নেকী প্রদান করা হবে' *(মুসলিম, মিশকাত, হা/১২৪৭)*।

প্রশ্নঃ (২৭/১৩২)ঃ আমাদের গ্রামের এক মহিলাকে জিনে ধরেছে। মেয়েটিকে জিন বিয়ে করতে চায়। আমার প্রশ্নঃ জিন কি মানুষকে ধরতে পারে এবং বিয়ে করতে পারে?

-এনামুল হক্ব
দাউকান্দী, রাজশাহী।

উত্তরঃ শয়তান জিন মানুষকে ধরে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে নবী! আপনি শয়তান জিন ও মানুষের অনিষ্ট হ'তে পরিত্রাণ চান' *(সূরা নাস)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সন্ধ্যার সময় তোমরা তোমাদের বাচ্চাদেরকে ধরে রাখ, কেননা ঐ সময় জিন ছড়িয়ে পড়ে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৯৫)*। উপরোক্ত দলীল থেকে প্রমাণিত হয় যে, জিন মানুষের ক্ষতি করতে পারে। তবে জিনের সাথে মানুষের বিবাহ সম্পর্কে শরী'আতে কোন আলোচনা নেই। তাছাড়া জিন আগুনের তৈরী, আর মানুষ মাটির তৈরী' *(আ'রাফ ১২)*। কাজেই উভয় জাতির মধ্যে বিবাহের কোন প্রশ্নই আসে না।

প্রশ্নঃ (২৮/১৩৩)ঃ মসজিদ ও মাদরাসার নামে ব্যাংকে সংরক্ষিত টাকার বর্ধিত অংশ বা সুদ উক্ত প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা যাবে কি? যদি না যায় তাহ'লে উক্ত সুদের টাকার ব্যবস্থা কি হবে?

- মুহাম্মাদ হাফীযুদ্দীন
আতা নারায়নপুর, গোছা
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ সুদ এমন একটি জঘন্য অপরাধ যা চিরতরে দমন করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সুদ মানুষের অর্থকে সংকুচিত করে দেয়' *(বাক্বারাহ ২৭৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুদ দাতা, গ্রহীতা, সুদের লেখক ও সাক্ষীর উপর লা'নত করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) এক দেরহাম সুদকে ৩৬ বার যেনা করার চেয়েও কঠিন বলে উল্লেখ করেছেন *(আহমাদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৮২৫ 'সুদ' অনুচ্ছেদ)*।

অতএব মসজিদ, মাদরাসা ও অন্য যেকোন প্রতিষ্ঠানের অর্থ সুদী ব্যাংকে অথবা সুদ নেয়ার আশায় কোন ব্যাংকে রাখা যাবে না।

মাদরাসা বা অন্য কোন দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের পূর্বের রক্ষিত টাকার সুদ উক্ত প্রতিষ্ঠানে অথবা সমাজ কল্যাণ মূলক কোন কাজে ব্যয় করা যাবে। তবে মসজিদে ব্যবহার করা যাবে না। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তির ব্যাংকে রক্ষিত টাকার সুদ দায়মুক্ত হওয়ার জন্য কোন দ্বীনি কাজে ব্যবহার করতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা ভাল কাজে ও আল্লাহভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপের কাজে ও সীমালংঘনের ব্যাপারে সহায়তা করো না' *(মায়েদাহ ২)*। তবে ঐ অর্থ খরচে কখনো নেকীর আশা করা যাবে না। কারণ অবৈধ অর্থ আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করে কোন নেকী পাওয়া যায় না *(আহমাদ, মিশকাত হা/২৭৭১)*।

প্রশ্নঃ (২৯/১৩৪)ঃ আমরা জানি যে, মৃত্যুর সময় কালিমা পড়লে জান্নাতী হওয়া যায়। কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় মারা গেলে কালেমা পড়ার সুযোগ থাকে না। তাই ঘুমানোর সময় কালেমা পড়ে ঘুমালে ঐ হাদীছের আওতাভুক্ত হওয়া যাবে কি?

- আবুল কাসেম, কুয়েত।

উত্তরঃ রাসূল (ছাঃ) মুমূর্ষু অবস্থায় কালিমা স্মরণ করানোর জন্য বলেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৬)*। এ কালিমা পাঠকারীকে জান্নাতী বলেও ঘোষণা করেছেন *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৩১১৬; মিশকাত হা/১৬২১)*। তবে ঘুমানোর সময় এ কালেমা পড়ার কথা বলা হয়নি। সুতরাং মৃত্যুর সময়ের ফযীলত লাভের আশায় ঘুমানোর সময় কালেমা পাঠ করা যাবে না। বরং ঘুমানোর সময় যে দো'আ পড়ার কথা এসেছে ঐ দো'আগুলি পড়েই ঘুমাতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩০/১৩৫)ঃ কোদালকাটি, চাঁপাই নবাবগঞ্জে জনৈক মহিলা মারা গেলে তিনটি কাফনের কাপড় পরিয়ে তার দাফন-কাফন সম্পন্ন করা হয়। এতে কতিপয় লোকের মাঝে মতানৈক্য দেখা দেয়। ছহীহ দলীলের আলোকে এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
দিয়াড় মানিক চক
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত মহিলাকে তিন কাপড়ে দাফন করাই সঠিক হয়েছে। কেননা পুরুষ ও মহিলার মাঝে কাফনের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-কে তিনটি ইয়ামানী সাদা সূতী কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছিল। যাতে জামা ও পাগড়ী ছিল না *(বুখারী, মুসলিম,*

মিশকাত হা/১৪৩, 'জানাযা' অধ্যায়)।

মহিলাদেরকে পাঁচটি কাপড়ে কাফন দেওয়ার যে প্রথা সমাজে চালু আছে তার প্রমাণে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ *(যঈফ আবুদাঊদ হা/৬৯১)*।

সুতরাং ছহীহ হাদীছের উপর আমল করার নিমিত্তে মহিলা ও পুরুষের মধ্যে পার্থক্য না করে তিনটি কাপড়ে সবাইকে দাফন করতে হবে *(মির'আত 'জানাযা' অধ্যায় ২৪৩-২৪৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩১/১৩৬)ঃ বাচ্চা জন্মের পর সাত দিনের পূর্বে মারা গেলে ঐ বাচ্চার আক্বীক্বা দিতে হবে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ বাচ্চা জন্মের পর সাত দিনের পূর্বে মারা গেলে তার আক্বীক্বা দিতে হবে না। কারণ নবী করীম (ছাঃ) বাচ্চার জন্মের পর সপ্তম দিনে আক্বীক্বা নির্ধারণ করেছেন *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪১৫৩ 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ, ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৫৮০)*। ইমাম শাওকানী বলেন, সাত দিনের পূর্বে বাচ্চা মারা গেলে আক্বীক্বা দিতে হবে না *(নায়লুল আওত্বার ৬/২৬১)*।

প্রশ্নঃ (৩২/১৩৭)ঃ ঈদের খুৎবা চলা কালে টাকা-পয়সা আদায় করা যাবে কি? ছহীহ দলীলের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ গোলাম কিবরিয়া
কৈবর্ত গ্রাম, গোয়ালা
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ ঈদের ছালাত আদায় করতে গিয়ে টাকা-পয়সা ছাদাক্বাহ করা সুন্নাত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৯ 'ঈদ' অনুচ্ছেদ)*। আর তা খুৎবা সমাপ্তির পরে করাই উত্তম। নবী করীম (ছাঃ) বেলালের মাধ্যমে মহিলাদের দান গ্রহণ করেছিলেন খুৎবা দেওয়ার পর *(বুখারী হা/৯৭৮; মুসলিম হা/১১৪১ 'ছালাত' অধ্যায়)*।

তবে খুৎবা শোনার আদবের দিকে পূর্ণ খেয়াল রেখে ও শৃংখলা বজায় রেখে খুৎবা চলাকালীন সময়েও টাকা-পয়সা আদায় করা যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (৩৩/১৩৮)ঃ কুরবানীর দিনে কুরবানীর গোশত খাওয়া পর্যন্ত অনেকেই না খেয়ে থাকেন। এটা কি শরী'আত সম্মত? ছহীহ দলীলের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মাঈনুল ইসলাম
আলাদীপুর মাদরাসা
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ কুরবানী দাতার জন্য কুরবানীর দিন গোশত খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত না খেয়ে থাকা সুন্নাত। বুরায়দা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎর-এর দিন না খেয়ে (ঈদগাহে) বের হ'তেন না। আর ঈদুল আযহার দিন ছালাত শেষ না করে খেতেন না *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৪৪০)*।

মুসনাদে আহমাদ-এর বর্ণনায় এসেছে যে, فَيَأْكُلُ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ 'তিনি স্বীয় কুরবানীর গোশত হ'তে খেতেন' *(নায়লুল আওত্বার ৪/২৪১)*। বায়হাক্বীর এক বর্ণনায় এসেছে أَكَلَ مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ 'প্রথমে তিনি কলিজা হ'তে খেতেন' *(মির'আতুল মাফাতীহ ৪/৪৫ পৃঃ, 'দু'ঈদের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। তবে শারীরিক অসুবিধা থাকলে ঈদগাহ থেকে ফিরে এসে যেকোন সাধারণ খাদ্য খাওয়া যাবে। উল্লেখ্য যে, যারা কুরবানী করবেন না তাদের জন্য খাওয়ায় কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

প্রশ্নঃ (৩৪/১৩৯)ঃ আরাফার দিন বা ৯ই যিলহাজ্জ ছিয়াম রাখার ফযীলত কি? ছহীহ দলীলের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- আবুল কালাম
জুমারবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ যারা আরাফার ময়দানের বাইরে থাকেন অর্থাৎ যারা হাজী নন তারা আরাফার দিন ছিয়াম পালন করলে তাদের বিগত ও পরবর্তী এক বছরের গুনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায় *(ছহীহ মুসলিম, তাহক্বীক মিশকাত হা/২০৪৪ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/১৪০)ঃ মুকুল অবস্থায় কিংবা মুকুল আসার পূর্বে অথবা ৪/৫ বছর একসঙ্গে আম বাগান বিক্রি করা কি শরী'আত সম্মত? ছহীহ দলীলের আলোকে জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম
কর্মকার পাড়া
গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তরঃ মুকুল অবস্থায় কিংবা মুকুল আসার পূর্বে অথবা ৪/৫ বছর এক সঙ্গে ফলের বাগান বিক্রয় করা শরী'আতে একেবারেই নিষিদ্ধ। জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ২/৩ কিংবা ততোধিক বছরের জন্য ফলের গাছ বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৩৬; মুসলিম নববী সহ ২/১০ পৃঃ; তিরমিযী তুহফা সহ হা/১৩২৭, ৪/৪১৫ পৃঃ)*। অন্যত্র নবী করীম (ছাঃ) ফল পাকার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৩৯)*।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

আলহাজ্জ ডাঃ মুন্সী হাসরাতুল্লাহ ওয়াকফ এস্টেট (ইসি নং- ১৭৮২৩) -এর মাদরাসা 'দারুস সালাম সালাফিয়া', নয়াবাড়ী ভায়া লক্ষ্মীপুর, ডাক- বাঁকড়া, চারঘাট, রাজশাহীতে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি চলিতেছে এবং ২০/০১/২০০২ ইং তারিখ হইতে সকল শ্রেণীর ক্লাস শুরু করা হইবে ইনশাআল্লাহ।

-মাওলানা মুহাম্মাদ মুস্তাফীযুর রহমান
মুতাওয়াল্লী

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

৫ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী ২০০২

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্নঃ (১/১৪১)ঃ মসজিদ মার্কেটের দোকানঘরের 'সিকিউরিটী মানি' (নিরাপত্তা জামানত)-তে নয় বরং পজিশন বিক্রির টাকা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ জায়েয হবে কি?

-মাওলানা হাশমতুল্লাহ
কড়াই আলিয়া মাদরাসা
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত জমির উপরে নির্মিত মসজিদ মার্কেটের দোকানঘরের পজিশন বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ মসজিদ নির্মাণ বা মসজিদের উন্নয়নের কাজে লাগানো যায়। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) খায়বারের যুদ্ধে গনীমত স্বরূপ প্রাপ্ত জমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় ওয়াক্ফ করেছিলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, 'উক্ত জমির উৎপন্ন শস্য ফকীর, মিসকীন, নিকটাত্মীয়, দাসমুক্তি, আল্লাহ্‌র পথে, পথিকের সহযোগিতায় ও দুর্বলদের মাঝে বন্টন করে দাও' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০০৮ 'বেচা-কেনা' অধ্যায়)।*

উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ওয়াক্ফকৃত সম্পদের আয় আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করা যায়। সুতরাং মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত সম্পদের আয় মসজিদের কাজে লাগানো যাবে।

প্রশ্নঃ (২/১৪২)ঃ অমুসলিম ঘরে জন্ম গ্রহণকারী শিশু কত দিন পর্যন্ত মুসলমান থাকে?

-যহুরা খাতুন
বরিদ, বাঁশঈল
দূর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ অমুসলিম ঘরে সন্তান জন্ম নেওয়ার পর কতদিন পর্যন্ত মুসলমান থাকে এ মর্মে কোন হাদীছ নেই। তবে প্রত্যেক সন্তান ইসলামী স্বভাবের উপরে জন্মগ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে পিতা-মাতার ধর্মের দিকে ধাবিত হয় বলে হাদীছে এসেছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯০ 'ঈমান' অধ্যায়, 'তাক্বদীরের প্রতি ঈমান' অনুচ্ছেদ)।* যেহেতু অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ৭ বৎসর বয়সেই সন্তানদের ছালাতের নির্দেশ দেওয়ার কথা বলেছেন *(আহমাদ, আবুদাউদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৫৭২ 'ছালাত' অধ্যায়)* সেহেতু ৭ বৎসর বয়সেই অমুসলিম শিশু তার পিতা-মাতার ধর্মের দিকে ধাবিত হয় বলা যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (৩/১৪৩)ঃ ছালাতরত মুক্তাদীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা যায় কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-এস, এম, শাফা'আত হুসাইন
নাচুনিয়া, জুনারী, তেরখাদা, খুলনা।

উত্তরঃ মুছল্লীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা অতীব গোনাহের কাজ। এইভাবে অতিক্রমকারীকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'শয়তান' বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং ঐ ব্যক্তিকে বাধা দিতে বলেছেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৭৭)।* কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন যে, আমি (বিদায় হজ্জের সময়) গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে জামা'আতে শরীক হওয়ার জন্য এলাম। এই সময় আমি কয়েকটি ছফের (কাতারের) সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করলাম। অতঃপর সওয়ারী থেকে নামলাম ও সেটিকে চরে খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিলাম। এরপর আমি একটি ছফে প্রবেশ করলাম। কিন্তু আমার এই কাজে কেউ ইনকার করল না *(নায়লুল আওত্বার ৩/২৬৯ 'সুৎরা' অধ্যায়)।* উক্ত হাদীছের আলোকে ইমাম বুখারী অধ্যায় রচনা করেছেন যে, 'ইমামের সুৎরা মুক্তাদীর জন্য সুৎরা হবে'। কেননা রাসূল (ছাঃ) পৃথকভাবে মুক্তাদীদের জন্য কোন পর্দা বা সুৎরার কথা বলেননি *(ইরওয়াউল গালীল হা/৫০৪)।*

ইবনু আবদিল বার্র বলেন, অত্র হাদীছ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছকে 'খাছ' করে। অর্থাৎ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ একাকী মুছল্লী বা ইমামের জন্য নির্দিষ্ট। অতএব ইমামের সম্মুখের সুৎরার ভিতর দিয়ে যাওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা (নিতান্ত প্রয়োজনে) মুক্তাদীদের সম্মুখ দিয়ে যাওয়া জায়েয প্রমাণিত হয় *(নায়লুল আওত্বার ৩/২৭০; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৯২)।* অমনিভাবে ত্বাওয়াফের সময় মাত্বাফে কোন সুৎরা নেই *(আহমাদ, আবুদাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ; নায়ল ৩/২৬০-৬১; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৯৩)।*

প্রশ্নঃ (৪/১৪৪)ঃ কোন ধর্মভীরু ব্যক্তি জীবনে কোন দিন দাড়ি না কাটলে সে হযরত ঈসা (আঃ)-এর বিয়ের বরযাত্রী হ'তে পারবে, একথা কি ঠিক?

-রনজু
ছিপিনগর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন মুত্তাক্বী (আল্লাহভীরু) ব্যক্তি জীবনে কোন দিন দাড়ি না কাটলে ঈসা (আঃ)-এর বিয়ের বরযাত্রী হ'তে পারবে, এ প্রসঙ্গে শরী'আতের কোন বিধান নেই; বরং এটা মানুষের তৈরী করা উদ্ভট কিচ্ছা বা জনশ্রুতি মাত্র।

প্রশ্নঃ (৫/১৪৫)ঃ অবৈধ পন্থায় জন্ম নেওয়া কোন মেয়েকে গৃহস্থালীর কাজের জন্য রাখা জায়েয কি-না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মজনু
ছয় রশিয়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে অবৈধ পন্থায় জন্ম নেওয়ার জন্য কোন সন্তান দোষী নয়; বরং দোষী তার পিতা-মাতা। রাসূল (ছাঃ) অবৈধ সন্তানকে জীবিত রাখার সার্বিক ব্যবস্থা করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৬২ 'হুদূদ' অধ্যায়)।* কাজেই অবৈধ সন্তান-সন্ততি দ্বারা যেকোন বৈধ কাজ ও সেবা গ্রহণ করা যায়।

প্রশ্নঃ (৬/১৪৬)ঃ জামা'আত চলাকালীন সময়ে জামা'আতে শরীক হ'লে ছানা পড়তে হবে কি?

-আমীরুল ইসলাম
অনন্তপুর, মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ জামা'আত চলা অবস্থায় কোন ব্যক্তি জামা'আতে অংশগ্রহণ করলে তাকে ছানা পড়তে হবে না। ইমাম যে অবস্থায় থাকবেন মুক্তাদীকেও সে অবস্থা গ্রহণ করতঃ ইমামের অনুসরণ করতে হবে। হযরত মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-কে যে অবস্থায় পেতাম সে অবস্থায় ছালাতে শরীক হ'তাম *(ছহীহ আবুদাউদ, তাহক্বীক্ব মিশকাত ১/৩৫৯ পৃঃ টীকা নং ১)*। তবে ইমাম ক্বিরআত পড়া অবস্থায় থাকলে অবশ্যই সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। কেননা সূরা ফাতিহা ছাড়া ছালাত হয় না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২২ 'ছালাতে কিরা'আত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৭/১৪৭)ঃ সফরে ছালাত ক্বছর করলে নফল ছালাত আদায় করতে হবে কি?

-আব্দুল গফূর
মেলান্দী, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ সফরে ছালাত ক্বছর করলে কোন সুন্নাত বা নফল ছালাত আদায় করতে হবে না। হাফছ ইবনু আছিম ইবনু ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, আমরা একদা ইবনু ওমরের সাথে সফরে ছিলাম। তিনি আমাদের ছালাত আদায় করালেন...। অতঃপর তিনি কতিপয় লোককে ছালাত আদায় করতে দেখে বললেন, এসব লোক কি করছে? আমি বললাম, তারা নফল ছালাত আদায় করছে। তিনি বললেন, যদি নফল ছালাত আদায় করতাম তাহ'লে ছালাত পূর্ণ আদায় করতাম। তারপর তিনি বললেন, আমি আজীবন রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে থেকেছি। তিনি (সফরে) দু'রাক'আতের বেশী ছালাত পড়েননি। অনুরূপ আমি আবুবকর ছিদ্দীক্ব, ওমর, ওছমান ও আলী (রাঃ)-এর সাথেও থেকেছি। তাঁরাও (সফরে) কেউ দু'রাক'আতের বেশী ছালাত পড়েননি *(বুখারী, মুসলিম, ইবনু মাজাহ হা/৮৮৫)*।

প্রশ্নঃ (৮/১৪৮)ঃ মৃত ব্যক্তিকে মরহূম, মাগফূর বলা যাবে কি?

-যাকারিয়া
কাদীরগঞ্জ, রাজশাহী।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে মরহূম, মাগফূর বলা যায় না। কেননা শব্দ দু'টি অতীত কালের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যার অর্থ দয়া করা হয়েছে ও ক্ষমা করা হয়েছে। অথচ কোন মানুষই জানে না যে, মৃত ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয়েছে কি-না। তাই এই ধরনের শব্দ ব্যবহার করা ঠিক নয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬১৫৮/১৬৫৫)*।

প্রশ্নঃ (৯/১৪৯)ঃ মৃত ব্যক্তিকে কবরে নামানোর সময় কোন দিক থেকে নামাতে হবে? ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল কাফী
দলদলীয়া, বোনারপাড়া
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ কবরের যে দিকে মৃত ব্যক্তির পা রাখা হয় সেদিক থেকেই কবরে নামানো শরী'আত সম্মত। আবু ইসহাক্ব (রাঃ) বলেন, হারিছ (রাঃ) আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদকে অছিয়ত করেছিলেন তার জানাযা পড়ানোর জন্য। পরে তিনি তার জানাযার ছালাত আদায় করান এবং কবরের যেদিকে মুর্দার পা থাকে সেদিক হ'তে কবরে নামান এবং বলেন যে, এটাই সুন্নাত *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৩২১১ 'জানাযা'অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১০/১৫০)ঃ পবিত্র কুরআনে যেসব আয়াতে 'মুহাম্মাদ' শব্দ রয়েছে, সেসব আয়াত ইমাম ছালাতে পড়লে বা এমনিতে কুরআন পড়ার সময় '(ছাঃ)' বলতে হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাজমুল আনাম
বুলারাটি, আলীপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত শব্দ সম্বলিত আয়াতগুলি ইমাম সাহেব ছালাতে পড়লে মুক্তাদীকে '(ছাঃ)' পড়তে হবে এর প্রমাণে কোন দলীল পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে এমনিতে কুরআন পড়ার সময় উক্ত আয়াতগুলি পড়লেও '(ছাঃ)' বলার কোন প্রমাণ নেই।

প্রশ্নঃ (১১/১৫১)ঃ শরীয়ত, তরীকত, হকীকত ও মারিফত' এ চার তরীক্বা কি কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত? এসব তরীক্বা মানা যাবে কি-না? ছহীহ দলীলের আলোকে জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ ইয়াকূব আলী
শিবদেব বর, পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ 'শরীয়ত, তরীকত, হকীকত ও মারিফত' বলে ইসলামী শরী'আতে কোন কিছু নেই। এক শ্রেণীর কথিত আলেম ইসলামকে বিকৃত করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পথ ও পদ্ধতি ছেড়ে উক্ত পদ্ধতি ধরেছে। যাদের অন্তর শয়তানের অন্তরের মত এবং আকৃতি মানুষের মত। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'এক শ্রেণীর আলেম আমার তরীক্বা ও আদর্শ ছেড়ে ভিন্ন আদর্শ ও তরীক্বা গ্রহণ করবে। যাদের অন্তর শয়তানের অন্তরের মত এবং আকৃতি হবে মানুষের মত' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৮২ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়)*। সুতরাং এ তরীক্বা সমূহের কোন একটি কেউ অবলম্বন করলে এক্ষুণি তা পরিত্যাজ্য।

প্রশ্নঃ (১২/১৫২)ঃ খাসীর অণ্ডকোষ বিচ্ছিন্ন করার কারণে অনেকেই খুঁৎওয়ালা জন্তু হিসাবে বিবেচনা করেন। এটা কি ঠিক? হৃষ্টপুষ্ট এক বছর বয়সী খাসী না দাঁতলে কুরবানী জায়েয হবে কি-না? দলীলভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-সাইফুদ্দীন
মিয়াপুর, বগুড়া।

উত্তরঃ খাসীর অণ্ডকোষ বিচ্ছিন্ন করার কারণে খুঁৎওয়ালা জন্তু হিসাবে বিবেচনা করা মোটেই ঠিক নয়। মূলতঃ এটি কোন খুঁৎ নয়; বরং এর ফলে গোশত রুচিকর হয়, দুর্গন্ধ দূরীভূত হয় ও সুস্বাদু হয় *(ফাৎহুল বারী, কায়রো ১৪০৭ হিঃ, ১৮/১২ পৃঃ)*। যদি কুরবানীর পশুর ক্ষেত্রে কষ্টকর হয় তাহ'লে এক বছরের ভেড়া, দুম্বা ও খাসী কুরবানী করা জায়েয।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা দুধ দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত ওঠা (মুসিন্নাহ) পশু ব্যতীত যবহ কর না। তবে কষ্টকর হ'লে এক বছর পূর্ণকারী ভেড়া (দুম্বা বা ছাগল) কুরবানী করতে পার' *(মুসলিম হা/৯৬; মিশকাত হা/১৪৫৫ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ)*। আর 'মুসিন্নাহ' পশু হ'ল, ষষ্ঠ বছরে পদার্পণকারী উট এবং তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু, ছাগাল ও ভেড়া-দুম্বা *(মির'আতুল মাফাতীহ ২/৩৫২ পৃঃ)*। কেননা এই বয়সে সাধারণতঃ এই সব পশুর নতুন দাঁত উঠে থাকে। তবে কোন পশুর বয়স বেশী ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সঠিক সময়ে দাঁত না উঠলে কুরবানী করা যাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্নঃ (১৩/১৫৩)ঃ চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে ইমাম তিন রাক'আত পড়ে সালাম ফিরান। মাসবূক মুছল্লীরা তাদের বাকী ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ায়। পরে ইমাম ছাহেব মুক্তাদীসহ বাকী ছালাতের জন্য দাঁড়ান। ফলে মাসবূক মুছল্লীরা শেষ রাক'আতে ইমাম ছাহেবের সাথে হয়ে যায়। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, দ্বিতীয় বার ইমামের ইক্তেদা করা কি ঠিক হয়েছে? দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-যিয়াউর রহমান
পানিহার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ পরবর্তীতে মাসবূক মুছল্লীদের ইমামের সাথে হওয়া ঠিক হয়নি। তাদের উচিত ছিল একাকী বাকী ছালাত শেষ করা। কারণ রাসূল (ছাঃ) মাসবূক মুছল্লীদেরকে একা একা ছালাত আদায় করার আদেশ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৬ 'আযান' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/১৫৪)ঃ মসজিদের ভিতরে মাইকে আযান দেওয়া যায় কি? দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আবুল কাসেম
মেহেরচণ্ডী, রাজশাহী।

উত্তরঃ আযানের ধ্বনি দূরে পাঠানোর উদ্দেশ্যে মসজিদের বাইরে যে কোন উঁচু স্থান হ'তে আযান দেওয়া সুন্নাত। কারণ উদ্দেশ্য হ'ল আযানের ধ্বনি দূরে পাঠানো। যেমন হাদীছে এসেছে, বেলাল (রাঃ) নাজ্জার বংশের একজন মহিলার বাড়ীর ছাদের উপর থেকে আযান দিতেন। কেননা তার বাড়ী মসজিদের পার্শ্বের অন্যান্য বাড়ী হ'তে উঁচু ছিল *(আবুদাউদ, ইরওয়া হা/২২৯)*। সুতরাং এমনিতেই আযান দিলে মসজিদের বাইরে মিনারে বা যেকোন উঁচু স্থান হ'তে দিতে হবে। মাইকে আযান দিলে উক্ত উদ্দেশ্য হাছিল হয়ে যায়। সেহেতু যেকোন স্থান হ'তে দেওয়া যায়। তবে স্থানগত সুন্নাত আমল করার স্বার্থে মসজিদের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মাইকে আযান দেওয়া চলে।

প্রশ্নঃ (১৫/১৫৫)ঃ আলেমদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করলে নাকি জাহান্নামে যেতে হবে? এর সত্যতা কতটুকু?

-তারীকুল ইসলাম
শুকদেবপুর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লিখিত বক্তব্য সঠিক নয়। তবে হাদীছে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা আলেমদের সাথে গর্বপ্রকাশ করার জন্য এবং মুর্খদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য জ্ঞানার্জন কর না। আর এর দ্বারা মজলিসের কল্যাণ কামনা কর না। যে এরূপ করবে, তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত' *(ছহীহ তিরমিযী হা/২১৩৮;ইবনু মাজাহ, ইবনু হিব্বান, বায়হাক্বী, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/১১৬; মিশকাত হা/২২৫, 'ইলম' অধ্যায়)*। তবে প্রয়োজনে শারঈ বিষয়ে দলীলের ভিত্তিতে শালীনতা বজায় রেখে তর্ক-বিতর্ক করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তাদের সাথে বিতর্ক করুন উত্তম পন্থায়' *(নাহল ১২৫)*।

প্রশ্নঃ (১৬/১৫৬)ঃ আমার ছোট বোনের একটি চোখে অসুবিধা হওয়ায় ঝাপসা দেখে। অনেক চিকিৎসা করেও কোন লাভ হয়নি। কেউ কেউ পরামর্শ দিচ্ছে, সূরা ফাতিহা লিখে পানিতে ভিজিয়ে ঐ পানি চোখে দিলে ভাল হবে। এটা করা কি বৈধ? দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম (রাজু)
নয়াপাড়া জামে মসজিদ
পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি অসুখের প্রতিষেধক (ঔষধ) তৈরী করেছেন। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ তা'আলা যে অসুখ সৃষ্টি করেছেন সে অসুখের প্রতিষেধকও তিনি সৃষ্টি করেছেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৫১৪)*।

হযরত জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'প্রতিটি অসুখের জন্য ঔষধ রয়েছে'.... *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫১৫ 'চিকিৎসা ও ঝাঁড় ফুঁক' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং চিকিৎসা গ্রহণ করা শরী'আত সম্মত। সাথে সাথে রোগ নিরাময়ের জন্য প্রয়োজনে ঝাঁড় ফুঁক করাও শরী'আত সম্মত।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদা এক সফরে আমাদের এক সাথী জনৈক গোত্রপতিকে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ে ফুঁক দিয়ে সাপের বিষ ঝাড়েন এবং তিনি সুস্থ হন *(বুখারী, তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/১১-১২ পৃঃ; কুরতুবী ১/৯৪ ও ১০৮)*। সুতরাং সূরা ফাতিহা পড়ে ঝাঁড় ফুঁক করা যায়। তাছাড়া সূরা নাস ও ফালাক্ব পড়েও অসুস্থ ব্যক্তিকে অথবা নিজে পড়ে ঝাঁড়-ফুঁক করতে পারে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৫৩২ 'রোগীর পরিচর্যা করা' অনুচ্ছেদ)*।

তবে সূরা লিখে পানিতে ভিজিয়ে চোখে পানি দেওয়া আদৌ ঠিক নয়। কারণ এ ধরনের পদ্ধতি শরী'আত সম্মত নয়।

প্রশ্নঃ (১৭/১৫৭)ঃ আমরা জানি যে, রামাযান মাসের শেষ দশকে ই'তেকাফ করা সুন্নাত। প্রশ্ন হ'ল, ঈদুল ফিতরের চাঁদ উঠার সাথে সাথে ই'তেকাফের স্থান ত্যাগ করে স্ব স্ব বাড়ীতে ফিরে যাবে, নাকি ঈদের ছালাত আদায় করে বাড়ী ফিরবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল জলীল
ও

মোবারক হুসাইন
বাতাপুকুরিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ রামাযানের শেষ দশকে রাসূল (ছাঃ) ই'তেকাফ করতেন। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রামাযানের শেষ দশকে ই'তেকাফ করেছেন। অতঃপর তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সহধর্মিণীগণ ই'তেকাফ করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৯৭ 'ই'তিকাফ' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় আছে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/২০৯৯)*। আর রামাযানের শেষ দশক ঈদের চাঁদ দেখার সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়। সুতরাং চাঁদ দেখার পর বাড়ী ফিরে আসাই সুন্নাতের অনুকূলে। উল্লেখ্য যে, ঈদের রাতকে অধিক ফযীলতের মনে করে অনেকে ঈদের রাতে মসজিদে থেকে পরদিন ঈদের ছালাত আদায় করে বাড়ী ফিরেন। এ সম্পর্কে বর্ণিত সবক'টি হাদীছই জাল ও যঈফ *(আত-তাহরীক অক্টোবর ২০০০ প্রচলিত জাল ও যঈফ হাদীছ সমূহ দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/১৫৮)ঃ গর্ভবতী মহিলাদের উপর চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের ফলে কোন প্রভাব পড়ে কি? শুনেছি ঐ সময় মহিলারা কোন কাজ করলে সন্তানের ক্ষতি হয়। এর সত্যতা ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মাহফূযুল ইসলাম
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের ফলে গর্ভবতী মহিলাদের সন্তানের ক্ষতি হয় এ কথা ঠিক নয়। সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি বিশেষ নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে এই গ্রহণ হয় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন তোমরা চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ দেখবে, তখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৮২)*।

চন্দ্র-সূর্য গ্রহণ শুরু হ'লে পুরুষ ও মহিলা সবাই মিলে আল্লাহ্‌র প্রতি গভীর আনুগত্য ও ভীতি সহকারে এর ক্ষতি থেকে বাঁচা ও কল্যাণ কামনা করার উদ্দেশ্যে জামা'আত সহ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৮০)*। অন্য বর্ণনায় সে মুহূর্তে ছাদাক্বাহ করার কথাও রয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৮৩)*।

প্রশ্নঃ (১৯/১৫৯)ঃ শরী'আতের আলোকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ করার কিছু দিন পর পুনরায় ঐ স্ত্রীকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ করা কি শরী'আত সম্মত? ছহীহ দলীলের আলোকে জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ মফিযুদ্দীন খান
জারেরা, গাংগেরকুট, কুমিল্লা।

উত্তরঃ শরী'আতের আলোকে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে থাকলে কিছুদিন পর পুনরায় বিবাহ করা সুন্নাত বিরোধী। ইসলামে এরূপ বিবাহের স্থান নেই। যদি বিবাহ শরী'আত অনুযায়ী সম্পন্ন না হয়ে থাকে যেমন- মেয়ের অলী বা অভিভাবক ছাড়া বিয়ে হ'লে বা দু'জন সাক্ষী না থাকলে ১ম বিবাহ বাতিল হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে শর্তানুযায়ী বিবাহ সম্পন্ন করতে হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৩১২৭)*।

প্রশ্নঃ (২০/১৬০)ঃ বিবাহের দিন কনের সাথে শ্বশুর বাড়ীর উদ্দেশ্যে অন্য একজন মহিলাকে পাঠানো হয়ে থাকে। পরের দিন মেয়ের পিতা বাড়ী হ'তে ছেলের বাড়ীতে যতক্ষণ নাস্তা না পাঠাবে ততক্ষণ উক্ত মহিলাকে খেতে দিবে না। এ প্রথা কি শরী'আত সম্মত?

-মিসেস সালমা (জুমেরা)
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ এটি সমাজে প্রচলিত কুপ্রথা সমূহের একটি। যা বর্জন করা অপরিহার্য। উক্ত মহিলা তাদের একজন সম্মানিত মেহমান। আর মেহমান সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী হ'ল, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আখেরাতে বিশ্বাস রাখে, সে যেন স্বীয় মেহমানকে সম্মান করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৪৩-৪৪ 'আপ্যায়ন' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২১/১৬১)ঃ কোন কোন জায়গায় ঈদের খুৎবা দু'টি দিতে দেখা যায়। আবার কোন কোন জায়গায় একটি খুৎবা দিতে দেখা যায়। কোন্‌টি সঠিক?

-আয়েশা আখতার
বি,এ অনার্স
আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া।

উত্তরঃ একটি খুৎবা দেওয়াই ছহীহ হাদীছ সম্মত। দুই খুৎবার পক্ষে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। ইমাম বায়হাক্বী ও ইমাম নববী বলেন, প্রচলিত দুই খুৎবার নিয়মটি মূলতঃ জুম'আর দুই খুৎবার উপরে ক্বিয়াস করেই চালু হয়েছে *(বায়হাক্বী ৩/২৯৯পৃঃ;মির'আত ৫/৩০-৩১ পৃঃ)*। কারণ নিম্নের হাদীছ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ঈদের খুৎবা একটিই ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাঝে বসতেন না। যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদগাহে বের হ'লেন এবং সর্বপ্রথম ছালাত আদায় করলেন। অতঃপর খুৎবা দিলেন। তারপর তিনি মহিলাদের কাছে আসলেন, তাদেরকে ওয়ায-নছীহত করলেন এবং দান-খয়রাত করার নির্দেশ দিলেন... *(মুত্তাফাক আলাই, মিশকাত হা/১৪২৯ 'দু'ঈদের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। জাবির (রাঃ) বলেন, আমি ঈদের দিনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছালাতে উপস্থিত ছিলাম। দেখলাম যে, তিনি আযান ও এক্বামত ছাড়াই খুৎবার পূর্বে ছালাত আরম্ভ করলেন। যখন তিনি ছালাত শেষ করলেন তখন বেলালের গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। অতঃপর আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করলেন এবং জনসাধারণকে উপদেশ দিলেন, পরকালের কথা স্মরণ করালেন এবং আল্লাহ্‌র আনুগত্যের প্রতি উদ্বুদ্ধ করলেন। অতঃপর মহিলাদের দিকে অগ্রসর হ'লেন এমতাবস্থায় তাঁর সাথে বেলাল (রাঃ) ছিলেন। তাদেরকে আল্লাহভীতির উপদেশ দিলেন এবং আখেরাতের কথা স্মরণ করালেন *(ছহীহ নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৪৬ 'দ'ঈদের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

উক্ত হাদীছ দু'টি থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল (ছাঃ) ঈদের খুৎবার মাঝে বসতেন না।

যারা ঈদায়েনের দু'টি খুৎবা সমর্থন করেন, তাঁরা মূলতঃ জাবির বিন সামুরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ হ'তে দলীল গ্রহণ করেন। যেখানে সাধারণভাবে বলা হয়েছে,

كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه و سلم خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দু'টি খুৎবা ছিল। যার মাঝে তিনি বসতেন' *(মুসলিম, 'জুম'আর ছালাত' অধ্যায় ১/২৮৩ পৃঃ)*। কিন্তু একই রাবী জাবির বিন সামুরা থেকে অন্য বর্ণনায় সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাসহ এসেছে যে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। তারপর বসতেন। তারপর দাঁড়াতেন।... তাঁর খুৎবা ও ছালাত ছিল মধ্যম প্রকৃতির' *(ইবনু মাজাহ হা/১১০৬, হাদীছ ছহীহ, জুম'আর দিন খুৎবা' অনুচ্ছেদ)*।

দ্বিতীয়তঃ জাবের বিন সামুরা বর্ণিত হাদীছটি কুতুবে সিত্তাহসহ প্রায় সকল মুহাদ্দিছ 'জুম'আর খুৎবা' অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। কেউই ঈদের ছালাত অধ্যায়ে বর্ণনা করেননি। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, জাবের বিন সামুরা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের শাব্দিক বর্ণনায় কোন ব্যাখ্যা না থাকলেও এটা জুম'আর জন্য খাছ। তাছাড়া যদি এটাকে 'আম' ধরা হয়, তাহ'লে জুম'আ, ঈদায়েন সহ সকল প্রকার বক্তব্য বা ভাষণের মাঝে বসতে হয়। যার কোন ভিত্তি নেই।

অতএব ঈদায়েনের জন্য একটি খুৎবাই সুন্নাত সম্মত।

প্রশ্নঃ (২২/১৬২)ঃ বেশী দাম দিয়ে একটি এবং তদাপেক্ষা কম দাম দিয়ে দু'টি ছাগল কুরবানী করলে কার নেকী বেশী হবে? ছহীহ দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-সুলতান মাহমূদ
আল-মাজাল কোম্পানী
আল-জুবাইল, সঊদী আরব।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'কুরবানীর পশুর গোশত ও রক্ত আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে না; বরং তোমাদের তাক্বওয়া তথা আল্লাহভীতি কেবল তাঁর নিকটে পৌঁছে' *(হজ্জ ৩৭)*। রাসূল (ছাঃ) কুরবানীর পশু সুঠাম, সুন্দর ও নিখুঁত হওয়া আবশ্যক করেছেন *(তুহফা ৫/৯০; মিশকাত ২/১৪৬৫, ৬৩, ৬৪)*।

উল্লেখিত দলীল দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি খালেছ নিয়তে বেশি দামে ভাল পশু ক্রয় করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করে তাহ'লে সে অধিক নেকীর অধিকারী হবে। তেমনিভাবে যদি কেউ অধিক পশু কুরবানীর মাধ্যমে অধিক ছওয়াব লাভের আশায় একাধিক সুস্থ, সবল পশু কুরবানী করে তাহ'লে সেও অধিক নেকী পাবে। যদিও সে পশুর দাম কম হয়।

মোদ্দাকথাঃ লৌকিকতা বিহীন খালেছ নিয়তে সুস্থ, সবল, সুঠাম ও নিখুঁত এক বা একাধিক পশু কেউ আল্লাহ্‌র রাস্তায় কুরবানী করলে কুরবানীর ছওয়াব পাবে। এখানে মূল্য মুখ্য বিষয় নয় বরং মূল্য গৌণ। মূল বিষয় হচ্ছে পরিশুদ্ধ নিয়ত। কেননা নিয়ত পরিশুদ্ধ না হ'লে কোন আমলই কবুল হয় না। তবে অবশ্যই ভাল পশু কুরবানী করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৩/১৬৩)ঃ বদলী হজ্জ মূলতঃ কাদের জন্য? ছহীহ দলীলভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-আবেদ আলী
বাবুপাড়া, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ হজ্জের নিয়ত করে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি, অতিবৃদ্ধ, চিররোগী, মুহরিম বিহীন মহিলা প্রমুখের জন্য মূলতঃ বদলী হজ্জের বিধান *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫১১-১২, ১৩ 'হজ্জ' অধ্যায়)*। তবে বদলী হজ্জ আদায়কারীকে অবশ্যই ইতিপূর্বে হাজী হ'তে হবে *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত, হাদীছ ছহীহ হা/২৫২৯)*। সুস্থ, সবল ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ জায়েয নয়।

প্রশ্নঃ (২৪/১৬৪)ঃ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের খেদমত করতে পারে কি? স্বামী স্বীয় স্ত্রীর খেদমত করলে তাকে স্ত্রীর গোলাম বলা কতটুকু যুক্তিযুক্ত?

-আনছার আলী
মহাদেবপুর কলেজ পাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের খেদমত ও সহযোগিতা করা যরূরী এবং তা শরী'আত সম্মত। আল্লাহ তা'আলা স্বামী-স্ত্রীকে পরস্পরের জন্য ভূষণের সাথে তুলনা করেছেন *(বাক্বারাহ ১৮৭)*।

সুতরাং এক্ষেত্রে স্বামীকে স্ত্রীর গোলাম বা অন্য কোন অপমানকর শব্দ ব্যবহার করে তিরষ্কার করা চরম অন্যায় যা সকলের জন্য পরিত্যাজ্য।

প্রশ্নঃ (২৫/১৬৫)ঃ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কেউ কুরবানী না করলে সে কেমন পাপী হবে?

-আশরাফুল ইসলাম
হাজীপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক স্বীয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র রাহে কুরবানী করার ঘটনা ক্বিয়ামত পর্যন্ত স্মরণীয় করে রাখার জন্য ইবরাহীম (আঃ)-এর অনুসরণে সুন্নাত হিসাবে উম্মাতে মুসলিমাহ্‌র মধ্যে কুরবানী প্রচলিত আছে *(নায়ল ৬/২২৮)*। এই কুরবানীর গুরুত্ব অত্যধিক। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করল না সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয় *(ইবনু মাজাহ নায়লুল আওত্বার ৬/২২৭)*।

উল্লেখিত দলীলের আলোকে বলা যায় যে, সামর্থ্য থাকলে কুরবানী করা অপরিহার্য।

প্রশ্নঃ (২৬/১৬৬)ঃ কোন পীর বা অলীর কবরের উপর মাযার নির্মাণ করা যায় কি?

-মুফীযুদ্দীন
নেংগা পীরহাট, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ কোন পীর বা অলীর কবরের উপর মাযার নির্মাণ করা নাজায়েয। কেননা রাসূল (ছাঃ) কবরের উপর বসতে এবং কবরের উপর মাযার নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৫৪৩)*।

প্রশ্নঃ (২৭/১৬৭)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পর কোন পীর, অলী, গাওছ, কুতুবের কাছে জিবরীল (আঃ)-এর আগমনের কোন প্রমাণ কুরআন ও হাদীছে আছে কি?

-হাশমাতুল্লাহ
কড়ই মাদরাসা, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ মহানবী (ছাঃ)-এর মাধ্যমে নবুওয়াত ও রিসালাতের সিলসিলা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে জিবরীল (আঃ)-এর আগমনের প্রয়োজনীয়তাও শেষ হয়ে গেছে। রাসূল (ছাঃ)-এর পরে কোন পীর, অলী, গাওছ, কুতুবের কাছে জিবরীল (আঃ)-এর আগমনের কোন প্রমাণ কুরআন-হাদীছে নেই। এমনকি কোন ছাহাবীর কাছে জিবরীল (আঃ) এসেছেন এ মর্মে কোন আছারও নেই। বস্তুতঃ জিবরীল (আঃ) শুধু নবী-রাসূলগণের নিকট আসতেন, অন্য কোন লোকের নিকট নয় *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৮৪১)*।

প্রশ্নঃ (২৮/১৬৮)ঃ মৃত ব্যক্তি কষ্টে থাকলে নাকি স্বপ্নে দেখা দেয়। এ কথা সত্য কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-ফাহিমা খাতুন
বানেশ্বর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উপরোক্ত কথা সত্য নয়। এ সম্পর্কিত কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। এ ধরনের কোন খারাপ স্বপ্ন দেখলে সাথে সাথে আল্লাহ্র নিকটে এর অনিষ্ট হ'তে পরিত্রাণ চাইতে হবে ও আঊযুবিল্লাহ... পড়ে বামদিকে তিনবার থুক মারতে হবে। ঐ স্বপ্নের কথা কাউকে বলা যাবে না এবং শোয়া অবস্থায় থাকলে পার্শ্ব পরিবর্তন করতে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬১২-১৩)*। তবে মৃত ব্যক্তির কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা ও দান-ছাদাক্বা করার কথা হাদীছে এসেছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩)*।

প্রশ্নঃ (২৯/১৬৯)ঃ মসজিদের কোন একটি বিশেষ স্থানকে কোন মুছল্লী তার নিজের জন্য নির্ধারিত করতে পারে কি? যে স্থানে উক্ত মুছল্লী সব সময় ছালাত আদায় করবেন।

-আল আমীন
ইকবালপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ কোন মুছল্লী মসজিদের কোন বিশেষ স্থানকে ছালাত আদায়ের জন্য খাছ করতে পারেন না। আব্দুর রহমান ইবনে শিবল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (তিনটি কাজ করতে) নিষেধ করেছেন। সিজদায় কাকের ন্যায় ঠোকর মারতে, হিংস্র প্রাণীর ন্যায় হাত বিছিয়ে দিতে এবং মসজিদের কোন স্থানকে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নিতে। উট যেভাবে নিজের জন্য স্থান নির্ধারণ করে নেয়' *(আবদাউদ, মিশকাত হা/৯০২)*। এ বিষয়ে হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, এ ধরনের কাজ মুছল্লীকে রিয়া-য় উপনীত করে *(মির'আতুল মাফাতীহ ৩/২২৩ পৃঃ 'সিজদা ও তার ফযীলত' অধ্যায়)*। অতএব প্রত্যেক মুছল্লীর উচিত মসজিদে বিশেষ স্থান নির্বাচন থেকে বিরত থেকে পুরো মসজিদকে ছালাতের স্থান হিসাবে গণ্য করা।

প্রশ্নঃ (৩০/১৭০)ঃ কুরআন তিলাওয়াত শেষে 'ছাদাক্বাল্লা-হুল 'আযীম' পড়া যাবে কি-না? যদি না যায়, তবে কি পড়তে হবে?

-বেলালুদ্দীন
পিয়ারপুর পূর্বপাড়া,
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন মজীদ তিলাওয়াত শেষে 'ছাদাক্বাল্লা-হুল 'আযীম' বলার কোন দলীল পাওয়া যায় না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বৈঠক শেষে কিংবা ছালাত শেষে কিছু কালেমা পড়তেন। আমি একদা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! যখনই আপনি কোন বৈঠকে বসেন অথবা ছালাত আদায় করেন, তখনই এই কালেমাগুলি দ্বারা শেষ করেন কেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। কোন ব্যক্তি ভাল কথা বললে ঐ ভাল-র উপরে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মোহরাংকিত করা হয়। আর কোন ব্যক্তি মন্দ কিছু করলে এই দো'আ তার জন্য কাফফারা হয়ে যায়। দো'আটি হচ্ছে- سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ-

'সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়াবিহামদিকা আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলায়কা'।

অর্থঃ মহা পবিত্র হে আল্লাহ! আপনার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি আপনার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকেই ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি' *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৪৩৩, ২৪৫০)*।

নাসাঈ স্বীয় عمل اليوم والليلة গ্রন্থে ما يختم تلاوة القرآن কথাটিও বর্ণনা করেছেন। যার অর্থঃ 'যদ্বারা তিনি কুরআন তেলাওয়াত শেষ করতেন' *(ঐ, হা/৩০৮; নাসাঈ হা/১৩৪৩-এর টীকা, বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ ৪র্থ সংস্করণ ১৪১৮/১৯৯৭/ ৩/৮১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩১/১৭১)ঃ আযান ও এক্বামতের সময় 'মুহাম্মাদ' নাম শুনে কি ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওলা সাল্লাম বলতে হবে? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বিস্তারিত জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ হেলালুদ্দীন
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ আযান ও এক্বামতের সময় 'মুহাম্মাদ' নাম শুনে 'ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলতে হবে না। বরং শ্রোতাকে আযান ও এক্বামতের সাথে সাথে ঐ শব্দগুলি বলতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আছ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমরা মুয়ায্যিনকে আযান দিতে শুন, তখন সে যা বলে তোমরাও তার অনুরূপ বল। অতঃপর আমার উপর দরূদ পড়। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পড়ে আল্লাহ তার উপর ১০ বার রহমত করেন। তারপর আমার জন্য

আল্লাহ্‌র নিকটে 'ওয়াসীলা' চাও। আর তা হচ্ছে জান্নাতের একটি উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্থান। যা আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্য হ'তে একজন ব্যতীত কারো জন্য উপযোগী নয়। আশা করি আমিই হব সেই বান্দা। আর যে ব্যক্তি আমার জন্য 'ওয়াসীলা' চাইবে তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে যাবে' *(মুসলিম, মিশকাত ৬৪ পৃঃ)*।

প্রকাশ থাকে যে, 'হাইয়া 'আলাছ ছালাহ' ও 'হাইয়া 'আলাল ফালাহ' বলার সময় শ্রোতাকে 'লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৮)*।

প্রশ্নঃ (৩২/১৭২)ঃ বিনা ওযুতে আযান দেওয়া যাবে কি?

-মুকাররম বিন মুহসিন
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

উত্তরঃ বিনা ওযূতে আযান দেওয়া যায়। তবে ওযূ অবস্থায় আযান দেওয়াই উত্তম। 'ওযূ সম্পাদনকারী ব্যক্তি ছাড়া কেউ আযান দিবে না' বলে যে হাদীছটি তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ এবং নবী করীম (ছাঃ) থেকে ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয় *(দ্রষ্টব্যঃ আলবানী, যঈফ তিরমিযী হা/৩৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/১৭৩)ঃ খোদা, নামায, রোযা এই শব্দগুলি ব্যবহার করা যাবে কি-না? এবং এই শব্দগুলির উৎপত্তি কোথায় দলীল ভিত্তিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-হারূনুর রশীদ
চরকোল, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত শব্দগুলি ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়। বিশেষ করে 'খোদা' শব্দটি বলা মোটেই শোভনীয় নয়। বরং উক্ত শব্দটি অবশ্যই বর্জনীয়। কারণ ঐ শব্দটি আল্লাহ্‌র অন্যতম নাম হিসাবে সমাজে পরিচিত। অথচ তা কুরআন-হাদীছে বর্ণিত 'আসমাউল হুসনা' তথা আল্লাহ্‌র সুন্দর নাম সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়।

উক্ত শব্দগুলির উৎপত্তি ফারসী শব্দ হ'তে একথা সর্বজন স্বীকৃত। খোদা অর্থঃ স্বয়ং উদভূত বা স্বয়ম্ভু, আর রোযার অর্থঃ উপবাস থাকা ও নামায অর্থঃ নত হওয়া। উক্ত শব্দগুলির যে মৌলিক উদ্দেশ্য তা বিকৃত হয়ে যায়। কারণ ছিয়ামের উদ্দেশ্য উপবাস থাকা নয়। অনুরূপ চালাতের উদ্দেশ্য শুধু মাথা নত করাই নয়। সুতরাং উক্ত শব্দগুলির মূল আরবী ছালাত, ছিয়াম বলাই উচিত। যেমনিভাবে কালেমা, যাকাত ও হাজ্জ মূল শব্দ ব্যবহার করা হয়।

প্রশ্নঃ (৩৪/১৭৪)ঃ মৃত অবস্থায় বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করলে তার জানাযা পড়তে হবে কি?

-আবদুল ওয়াহ্হাব লালবাগী
আলাদীপুর মাদরাসা, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ মৃত অবস্থায় বাচ্চা জন্মগ্রহণ করলে তার জানাযা পড়তে হবে না। জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'বাচ্চা যদি চিৎকার করে তাহ'লে তার জানাযা করা হবে এবং সে উত্তরাধিকারী হবে'। হাদীছটি ছহীহ বুখারী ও মুসলিমের শর্তে ছহীহ। তবে মিশকাতে বর্ণিত জাবির (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(মির'আতুল মাফাতীহ ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪২৫, 'জানাযার ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/১৭৫)ঃ কোন ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদ মাইকে প্রচার করা যাবে কি?

-আনোয়ারুল হক
ইটাপোতা, মোগলহাট, লালমনিরহাট।

উত্তরঃ 'শোকসংবাদ' নামে মৃত্যু সংবাদ প্রচার করার যে রেওয়াজ আজকাল চালু হয়েছে, তা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। আবদুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা শোক সংবাদ প্রচার করা হ'তে বিরত থাক। কেননা এটা জাহেলী প্রথা' *(তিরমিযী, ছহীহ মওকূফ, নায়ল ৫/৬১)*। হুযায়ফা (রাঃ) অছিয়ত করে বলেন, আমি মারা গেলে তোমরা কাউকে সংবাদ দিয়োনা। আমার আশংকা হয় যে, এটা শোকসংবাদের পর্যায়ভুক্ত হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটা নিষেধ করেছেন *(আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, নায়ল ৫/৬১)*। ফাৎহুলবারীতে ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐসব কাজ থেকে নিষেধ করেছেন, যা জাহেলী যুগে লোকেরা করত। তারা মৃত্যু সংবাদ প্রচারের জন্য ঘরে ঘরে ও বাজারে লোক পাঠিয়ে দিত *(নায়লুল আওত্বার ৫/৬২)*। এর আলোকে মাইকে মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা মকরূহ বলেই অনুমিত হয়।

তবে মৃতের কাফন-দাফন ও জানাযায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মৃতের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে প্রাণখোলা দো'আ করার জন্য নিকটাত্মীয় ও বন্ধু-স্বজনকে মৃত্যু সংবাদ জানানো আবশ্যক। কারণ জানাযার জন্য তিনটি কাতার এবং একটি কাতারের জন্য কমপক্ষে দু'জন মুছল্লী প্রয়োজন। ৪০ থেকে ১০০ জন হওয়া মুস্তাহাব *(মুসলিম, নাসাঈ প্রভৃতি)*। মুছল্লীদের জন্য শিরক বিমুক্ত ও নির্ভেজাল তাওহীদবাদী হওয়া এবং প্রাণখোলা দো'আকারী হওয়া যরূরী *(নায়লুল আওত্বার ৫/৬০)*। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন মৃত মুমিনের জন্য যখন একদল মুমিন জানাযার ছালাত আদায় করে এবং প্রত্যেকে মৃত ব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য সুফারিশ করে, তখন তাদের সুফারিশ কবুল করা হয়' *(মুসলিম, নাসাঈ প্রভৃতি, নায়লুল আওত্বার ৫/৫৮-৫৯)*।

বর্ণিত হাদীছগুলির আলোকে ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলেন, মৃত্যু সংবাদ প্রচারের তিনটি অবস্থা রয়েছে। ১- নিজ পরিবার, সাথীবর্গ ও নেককার লোকদের খবর দেওয়া। এটা সুন্নাত। ২- অধিক লোক জড়ো করে গর্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে খবর দেওয়া। এটা মকরূহ। ৩- শোক প্রকাশ ও শোকানুষ্ঠান করার জন্য লোক ডাকা। এটা হারাম'। ইমাম শাওকানী বলেন, গোসল ও কাফন-দাফনের জন্য নিকটাত্মীয়দের সংবাদ দেওয়ার ব্যাপারটিতে কারো কোন আপত্তি নেই। তবে এর বাইরে যা করা হবে, তা সাধারণ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে' *(নায়লুল আওত্বার ৫/৬৩)*।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
মার্চ ২০০২

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্নঃ (১/১৭৬)ঃ কেউ মারা গেলে সে বাড়ীতে তিন দিন পর্যন্ত চুলা না জ্বালানো এবং অন্যের বাড়ীতে খাওয়ার ব্যবস্থা করার প্রচলন সঠিক কি-না? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জবাব দানে বাধিত করবেন।

-তোতা
গড়েরবাড়ী, বগুড়া।

উত্তরঃ মৃতের প্রতিবেশী ও নিকটাত্মীয়দের কর্তব্য হ'লঃ (কমপক্ষে) একটি দিন ও রাত মৃতের পরিবারের লোকদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা। বাড়ীর সদস্যরা যেহেতু বেদনার্ত থাকেন, সেহেতু একদিনের খাদ্য তাদের বাড়ীতে পাঠানো সুন্নাত। আব্দুল্লাহ ইবনে জা'ফর (রাঃ) বলেন, যখন যুদ্ধে 'জা'ফরের শাহাদাতের খবর আসল, তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা জা'ফরের পরিবারের জন্য খাদ্য প্রস্তুত কর। কেননা তাদের নিকট এমন সংবাদ এসেছে, যা তাদেরকে ব্যস্ত করে রেখেছে' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৭৩৯ 'জানাযা' অধ্যায়)*। অতএব প্রশ্নে বর্ণিত প্রথাটি বাড়াবাড়ি মাত্র।

প্রশ্নঃ (২/১৭৭)ঃ মসজিদের কোন্ স্থানে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করলে বেশী নেকী হয়?

-জসীমুদ্দীন
জামদহ, নওগাঁ।

উত্তরঃ মসজিদের কোন স্থান বেশী নেকীর জন্য নির্ধারিত নেই। তবে কাতারের ডানদিকে দাঁড়ানো ভাল এবং প্রথম কাতারে দাঁড়ালে বেশী নেকী হয়। বারা (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করতাম এবং তাঁর ডান দিকে দাঁড়াতে পসন্দ করতাম *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৪৭ 'তাশাহহুদ' অনুচ্ছেদ)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষ যদি জানত আযানে এবং প্রথম কাতারে কি নেকী রয়েছে। তাহ'লে লটারীর মাধ্যমে হ'লেও আযান দেওয়ায় ও প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর জন্য অংশগ্রহণ করত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৮ 'ছালাতের ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩/১৭৮)ঃ পিতা বা অন্য যে কোন মাহরাম ব্যক্তির সামনে মাথার চুল খোলা যায় কি-না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ফাতিমা বিনতে শহীদুল্লাহ
খানগঞ্জ, বেলগাছি, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ পিতা বা অন্য যে কোন মাহরাম ব্যক্তির সামনে মাথার চুল খোলা যায়। ইবনে আব্বাস, ক্বাতাদা ও মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রাঃ) বলেন, নারীরা মাহরাম ব্যক্তির সামনে তাদের সাজ-সজ্জার স্থান সমূহ প্রকাশ করতে পারে। যেমনঃ সুরমা, বালা, হার, আংটি, গয়না ও মেহেদি পরার স্থান সমূহ *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর, সূরা নূর ৩১)*।

প্রশ্নঃ (৪/১৭৯)ঃ এক ব্যক্তি তার আপন বোনের সৎ দেবরের কন্যাকে বিবাহ করতে চায়। শরী'আতে এ বিবাহ জায়েয হবে কি-না?

-রেযাউল করীম
বেকারী দোকান, সাততলা
বাগেরহাট।

উত্তরঃ আপন বোনের সৎ দেবরের কন্যাকে বিবাহ করা যায়। এমনকি আপন বোনের নিজ দেবরের কন্যাকেও বিবাহ করা যায়। কেননা তারা ঐসব নারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যাদেরকে বিবাহ করা পবিত্র কুরআনে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে *(নিসা ২৯)*।

প্রশ্নঃ (৫/১৮০)ঃ টুপি বিহীন অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা যায় কি-না?

-রফীকুল ইসলাম
সন্ধ্যাবাড়ী, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ টুপি বিহীন অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা যায়। কেননা টুপি মাথায় দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করতেই হবে, এমন বাধ্যবাধকতার প্রমাণে কোন হাদীছ নেই। তবে কুরআন তেলাওয়াত একটি ইবাদত। তাই ইবাদতের সময় ইসলামী আদব বজায় রাখা কর্তব্য। ছালাত হ'ল শ্রেষ্ঠ ইবাদত। যার মধ্যে কুরআন তেলাওয়াত করা হয়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ছালাতের সময় সৌন্দর্যমণ্ডিত পোষাক পরিধান কর' *(আ'রাফ ৩১)*। টুপি পুরুষের জন্য সৌন্দর্য্যের একটি পোষাক মাত্র। এটি ছালাত বা তেলাওয়াতের জন্য অপরিহার্য কিছু নয়।

প্রশ্নঃ (৬/১৮১)ঃ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করতে হবে না বলার পরে? রাফ'উল ইয়াদায়েন করার সময় হাত কতক্ষণ উঠিয়ে রাখতে হবে?

-মুর্শিদা যামান
কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) এ সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৯৩ 'ছালাতের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*।

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলা শেষ হওয়া মাত্র হাত ছেড়ে দেওয়া উচিত। কেননা রুকূ থেকে উঠার পর প্রত্যেক জোড় স্ব স্ব স্থানে ফিরে যাওয়ার কথা হাদীছে এসেছে *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৯২)*। আর রুকূ থেকে উঠে হাত উঁচু করে রাখলে কিংবা পুনরায় বুকে বেঁধে রাখলে জোড়গুলি স্ব স্ব স্থানে পৌঁছে না।

প্রশ্নঃ (৭/১৮২)ঃ মিম্বার কত স্তরের হওয়া সুন্নাত এবং ইমাম কোন্ স্তরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিবেন? ছহীহ দলীলের আলোকে জবাব দানে বাধিত করবেন।

-এমদাদুল হক
কৃষ্ণপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ মিম্বার তিন স্তর বিশিষ্ট হওয়া সুন্নাত। আবদুল আযীয ইবনে আবু হাযেম বলেন, কাঠের মিম্বারটি ছিল তিন স্তর বিশিষ্ট *(মুসলিম, আওনুল মা'বূদ ৩/২৯৫-৯৬ পৃঃ 'মিম্বার' অনুচ্ছেদ)*। তুফাইল ইবনে উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) তাঁর পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, জনৈক্য ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনার জন্য কি একটি মিম্বার তৈরী করব? যার উপর দাঁড়িয়ে আপনি খুৎবা দিবেন এবং জুম'আর দিন আপনার খুৎবা মানুষকে শুনাবেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'হ্যাঁ' (তাই করা হোক)। তখন তাঁর জন্য তিন স্তর বিশিষ্ট একটি মিম্বার তৈরী করা হ'ল *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/১৪৩৫ 'ছালাত' অধ্যায়, 'মিম্বারের শুরু অবস্থা' অনুচ্ছেদ)*। তবে ইমাম কোন স্তরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিবেন তা কোন হাদীছ দ্বারা নির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত হয় না। কাজেই সুবিধামত ইমাম যে কোন স্তরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতে পারেন।

প্রশ্নঃ (৮/১৮৩)ঃ ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীরগুলিতে হাত উত্তোলন করতে হবে কি?

-আফসার আলী
প্রসাদপুর, নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীরগুলিতে হাত উত্তোলন করা সুন্নাত *(ফিরইয়াবী ২/১৩৬ পৃঃ; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল ৩/১১৩ পৃঃ)*। ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) তাকবীরের সাথে সাথে তাঁর দু'হাত উঠাতেন *(আহমাদ, ইরওয়া হা/৬৪১)*। আবদুর রহমান ইবনে ইয়াহছাবী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাকবীরের সাথে সাথে তাঁর দু'হাত উত্তোলন করতে দেখেছি *(আহমাদ, সনদ হাসান, ইরওয়া ৩/১১৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৯/১৮৪)ঃ আমরা মুসলমান-হিন্দু একই গ্রামে বসবাস করি। রাস্তার পূর্ব ধারে আমাদের জমিতে আমরা একটি মসজিদ তৈরী করেছি। মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে হিন্দুদের একখণ্ড জমি ছিল, যা আমরা ক্রয় করে নিয়েছি। ঐ জমির পূর্বপার্শ্বে রাস্তার ধারে একটি গাছ আছে যার পাশে হিন্দু মহিলারা বছরে একবার 'ভাটুই পূজা' করে। গাছটি আমরা বিক্রি করতে চাইলে হিন্দুরা বলে, গাছটির বিক্রয়লব্ধ অর্থ অর্ধেক মসজিদে ও অর্ধেক মন্দিরে লাগানো হোক। এক্ষণে আমাদের করণীয় কি?

-মুহাম্মাদ হারেছুদ্দীন
কালিকাপুর, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ যেহেতু হিন্দু মালিক শর্তহীনভাবে মুসলমানদের কাছে গাছসহ জমিটি বিক্রি করেছে, সেহেতু এ গাছের মালিক মুসলমানরা। অতএব এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ মুসলমানদের হবে।

প্রশ্নঃ (১০/১৮৫)ঃ চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত এক সালাম ও দু'সালাম উভয় নিয়মেই কি পড়া যায়?

-আবদুল্লাহ
আখিলা, নবাবগঞ্জ
ও
আবদুল হামীদ
রাণীবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত এক সালাম ও দু'সালাম উভয় নিয়মেই পড়া যায়। আবূ আইয়ূব আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে যাওয়া মাত্রই যোহরের পূর্বে চার রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। মাঝে কোন সালাম ফিরাতেন না' *(ইবনু মাজাহ হা/১১৫৮)*। আছিম ইবনে সামুরা সালুমী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যোহর ও আছরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করতেন। প্রত্যেক দু'রাক'আতকে সালামের মাধ্যমে পৃথক করতেন *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ হা/৯৬০; সনদ হাসান, মিশকাত হা/১১৭১ 'সুন্নাত ছালাত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১১/১৮৬)ঃ আমার পিতা আমার এক ফুফাত ভাইকে আমাদের বাড়ীতে লালন-পালন করেন। সে এখন বড় হয়েছে। তাকে আমাদের সম্পত্তির অংশ দিতে হবে কি?

-মাহফূযুল গনী
বাদিনারপাড়া, সাঘাটা
গাইবান্ধা।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তি সম্পত্তির অংশীদার হবে না। তবে যারা অংশহারে কিছু পায় না তাদেরকে অছিয়ত স্বরূপ কিছু দান করা ভাল। এ দানের সর্বনিম্ন কোন পরিমাণ নেই। তবে সর্বোচ্চ পরিমাণ হচ্ছে সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগ। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর খুব বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে দেখার জন্য আসেন। আমি বললাম, আল্লাহ্র রাসূল! আমার অনেক অর্থ রয়েছে। আর আমার মেয়ে মাত্র একজন। আমি কি আমার সম্পূর্ণ মাল অছিয়ত করব? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, অর্ধেক? তিনি বললেন, না। আমি পুনরায় বললাম, তিন ভাগের এক ভাগ? তিনি বললেন, তিন ভাগের এক ভাগ দান করা যায়। তবে এটাও বেশী। নিশ্চয়ই তোমার ছেলেমেয়েকে বিত্তবান অবস্থায় ছেড়ে যাবে। এটা দরিদ্র করে ছেড়ে যাওয়ার চেয়ে ভাল। কারণ তারা মানুষের কাছে চাইতে পারে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্য খরচ করলে নেকী দেওয়া হবে। এমনকি স্ত্রীর মুখে কিছু উঠিয়ে দিলেও নেকী পাওয়া যায় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৭১ 'অছিয়ত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১২/১৮৭)ঃ কাকে লক্ষ্য করে ছালাত শেষের সালাম করা হয়? ছহীহ দলীলভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-রজব আলী

শাহারবাটী, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ছালাত শেষের সালাম ফেরেশতা, নবীগণ এবং তাদের অনুসারীদের উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়। আছিম ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, আমি আলী (রাঃ)-কে রাসূল (ছাঃ)-এর দিনের নফল ছালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, আপনারা কি তা পালন করতে পারবেন? আমরা বললাম, আপনি বলুন আমরা সম্ভবপর পালন করব। তিনি বললেন, রাসূল (ছাঃ) সূর্য ঢলে যাওয়া মাত্র যোহরের পূর্বে চার রাক'আত, পরে দু'রাক'আত এবং আছরের পূর্বে চার রাক'আত নফল ছালাত আদায় করতেন। প্রত্যেক দু'রাক'আত পর নিকটতম ফেরেশতা, নবীগণ এবং তাদের অনুসারী মুমিন-মুসলমানদের উপর সালাম করতেন *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ হা/৯৬০; সনদ হাসান, মিশকাত হা/১১৭১ 'ছালাতে সুন্নাত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৩/১৮৮)ঃ ইসলামী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে তা যদি কেউ সূদে খাটায় এবং ঐ সূদে খাটানো টাকা দ্বারা ব্যাংকের কিস্তি পরিশোধ করে তবে ইসলামী ব্যাংকের জন্য সেটি জায়েয হবে কি? নাকি ইসলামী ব্যাংকের সঙ্গে জড়িত সকল গ্রাহকের সেই সূদ খাওয়া হবে? ছহীহ দলীলভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহেল কাফী
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
গিভেন্সী স্পিনিং মিল্স লিঃ, গাযীপুর।

উত্তরঃ ঋণ দেওয়া-নেওয়া শরী'আতের বিধান। এখন ঋণ নিয়ে যদি কেউ অবৈধ কাজে ব্যবহার করে বা অবৈধ পথে উপার্জিত টাকা দ্বারা কিস্তি পরিশোধ করে তাহ'লে ঋণদাতা কোনক্রমেই দায়ী হবে না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না' *(আন'আম ১৬৪)*। তবে ঋণদাতা যদি জানতে পারে যে, ঋণের টাকা সূদে ঘটানো হচ্ছে এবং সূদের টাকা দিয়ে কিস্তি পরিশোধ করা হচ্ছে তাহ'লে সবাই দায়ী হবে। আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল ও সূদকে হারাম করেছেন *(বাক্বারাহ ২৭৫)*। জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) সূদদাতা, গ্রহীতা, তার লেখক ও সাক্ষীদ্বয়ের উপর লা'নত করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত, হা/২৮০৭ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায় 'সূদ' অনুচ্ছেদ)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে একে অন্যের সাহায্য কর। আর পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না' *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্নঃ (১৪/১৮৯)ঃ আমাদের গ্রাম্য মসজিদের ইমাম আমাকে ই'তেকাফে বসার পূর্বে মাথা মুণ্ডানো দেখে বলেন, এভাবে মাথা মুণ্ডানো হারাম। বিষয়টির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হারুনুর রশীদ
বাণিজ্যিক বিভাগ
ইউরিয়া সার কারখানা লিঃ
ঘোড়াশাল, নরসিংদী।

উত্তরঃ ই'তেকাফে বসার পূর্বে যে মাথা মুণ্ডন করতে হবে শরী'আতে এরূপ কোন বিধান নেই। তবে সাধারণভাবে চুল ছোট, বড় এবং প্রয়োজনে মাথা মুণ্ডানো করা যায় *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৪১৮৩, ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৯৪৬ ও ৪৭)*।

প্রশ্নঃ (১৫/১৯০)ঃ আমি একজন স্কুল ছাত্র। পরীক্ষার প্রশ্নে উল্লেখ ছিল তারাবীহ'র ছালাত কত রাক'আত? ১ম সাময়িক পরীক্ষায় উত্তর দিয়েছিলাম ৮ রাক'আত। এতে আমাকে নম্বর দেওয়া হয়নি। আবার বার্ষিক পরীক্ষায় একই প্রশ্ন এসেছিল। আমি উত্তর দিয়েছিলাম ২০ রাক'আত। এতে পুরো নম্বর যোগ করা হয়। আমার প্রশ্নঃ জেনে শুনে সঠিককে বেঠিক লিখলে কোন পাপ হবে কি?

-শাহীনুর রহমান
নন্দলালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ বর্তমানে স্কুল-মাদরাসাগুলিতে যে সমস্ত ধর্মীয় বই পড়ানো হয় সেগুলি নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের বই। যাতে অধিকাংশ মাসআলা জাল, যঈফ, রায় ও ক্বিয়াসের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। ফলে পরীক্ষার সময় বেঠিক মাসআলাগুলিকে সঠিক বলে না লিখলে নম্বর দেওয়া হয় না। এমতাবস্থায় বেঠিক হ'লেও বইয়ে যেটা আছে সেটাই লিখলে গোনাহ হবে না বলে আশা করা যায়। কারণ এটি তার জন্য বাধ্যগত অবস্থা। উল্লেখ্য, ২০ রাক'আত তারাবীহ সম্পর্কে যতগুলি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তার সবগুলির সূত্রই যঈফ অথবা জাল *(মির'আত হা/১৩০৮ ও ১২, ২/২২৯ ও ২৩৩ পৃঃ; ইরওয়া হা/৪৪৬-এর আলোচনা ২/১৯৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৬/১৯১)ঃ জনৈক ব্যক্তি নিজ ভাগনীর মেয়েকে বিবাহ করেছে এবং তারা স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাস করছে। এ বিবাহ কি শরী'আত সম্মত হয়েছে? বিবাহ নাহ'লে কিভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো যায়? বিস্তারিত জানিয়ে উপকৃত করবেন।

-আবুল হাসনাত
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ শরী'আতে নিজ ভাগনীর মেয়েকে বিবাহ করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা নিজ মেয়েকে ও বোনের মেয়েকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন *(নিসা ২৩)*। আর এ মেয়ে বলতে মেয়ের মেয়ে, তার মেয়ে এরূপ যত নীচে যাবে সবাই উক্ত আয়াতের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত *(দেখুনঃ তাফসীরে ইবনে কাছীর উক্ত আয়াতের আলোচনা)*। সুতরাং তাদের বিবাহই সংঘটিত হয়নি। এমনিতেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। তাছাড়া এরূপভাবে যতদিন তারা থাকবে যেনার অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রশ্নঃ (১৭/১৯২)ঃ কুরবানীর ঈদের চাঁদ উঠার পর কুরবানী ক্রয় করা হয়েছিল। ঈদের আগের রাত্রে কুরবানী চুরি হয়ে যায়। কুরবানী দাতা কুরবানীর কি নেকী পাবেন? দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত

করবেন।

-মুহাম্মাদ মহসিন আলী
ভেড়ীপাড়া সারাংপুর
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ কুরবানী দাতা কুরবানীর নেকী পাবেন। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'কুরবানীর পশুর গোশত আর রক্ত আল্লাহ্র নিকটে পৌঁছে না, তোমাদের হৃদয়ের তাক্বওয়াই কেবল তার নিকটে পৌঁছে থাকে' *(হজ্জ ৩৭)*। সুতরাং কুরবানীর গরু বা পশু চুরি হয়ে গেলেও কুরবানী দাতা নেকী পাবেন।

প্রশ্নঃ (১৮/১৯৩)ঃ মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর তার জন্য বাংলায় দো'আ করা জায়েয হবে কি-না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, নওগাঁ।

উত্তরঃ দাফনের পরে মাইয়েতের 'তাছবীত' অর্থাৎ মুনকার-নাকীরের সওয়ালের জবাব দানের সময় যেন তিনি দৃঢ় থাকতে পারেন সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে সকলের দো'আ করা উচিত। যেমন- 'আল্লা-হুম্মাগফির লাহু ওয়া 'ছাব্বিতহু'। অর্থঃ হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন এবং দৃঢ় রাখুন' *(হিছনুল মুসলিম, দো'আ নং ১৬৪)*।

এক্ষণে যদি কেউ হাদীছের দো'আ বলতে সক্ষম না হন, তাহ'লে মাতৃভাষায় তার জন্য দো'আ করতে পারেন। কেননা একটি যুদ্ধে জনৈক অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে, কিন্তু সে আরবী ভাল না জানায় 'আসলামনা' (আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম) এর বদলে 'ছাবা'না' (আমরা ধর্ম পরিবর্তন করলাম) বলেছিল। তার বক্তব্য বুঝতে না পেরে খালিদ বিন ওয়ালীদ তাকে হত্যা করে ফেলেন। তখন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'হে আল্লাহ! খালেদ যা করেছে আমি তা থেকে তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল ভাষা জানেন' *(বুখারী, জিযয়াহ' অধ্যায় অনুচ্ছেদ ১১)*।

প্রশ্নঃ (১৯/১৯৪)ঃ আমার পিতা তার মৃত্যুর পর তার রূহের মাগফিরাতের জন্য বিরাট খানার আয়োজন করার অনুরোধ জানান। কিন্তু আমি বিদ'আত ভেবে সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করি। এতে বিশেষ করে আমার মা মনে কষ্ট পান। এমতাবস্থায় আমি কি অপরাধী হব? ছহীহ দলীলের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-শাম্স ইবনে ময়েয
৫৫৭/১ দক্ষিণ গোড়ান
(নীচতলা পূর্ব) ঢাকা-১২১৯।

উত্তরঃ মৃতু ব্যক্তির রূহের মাগফিরাত কামনার্থে এধরনের খানা পিনার আয়োজন করা বিদ'আত। ইবনু তাইমিয়া (রাঃ) বলেন, এরূপ আমল ইসলামী বিধান নয় *(মাজমূ'আ, ফাতাওয়া ২৪/৩০০ পৃঃ)*। এদেশে তথা উপমহাদেশে প্রচলিত কুলখানি ও চেহলাম বা চল্লিশা খানার যে অনুষ্ঠান চালু আছে তা সম্পূর্ণরূপে বিদ'আত। যা অবশ্য বর্জনীয়। বিদ'আত বন্ধের কারণে মা কষ্ট পেলেও আপনি সঠিক কাজ করেছেন। ফলে আপনি অপরাধী নন। সূরা লোকমানের ১৪ ও ১৫ নং আয়াতটি স্মরণ করিয়ে মাকে বিষয়টি ভালভাবে বুঝিয়ে দিবেন।

প্রশ্নঃ (২০/১৯৫)ঃ ইনস্যুরেন্স বা জীবন বীমা বৈধ কি-না?

-মুহাম্মাদ আশরাফ আলী
কম্পিউটার প্লাস লিঃ
১২০/৩৭ গফুর ম্যানশন
এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১০০০।

উত্তরঃ ইসলামী জীবন বীমা ছাড়া অন্যান্য জীবন বীমা নিঃসন্দেহে সূদভিত্তিক। কাজেই প্রচলিত জীবন বীমা শরী'আতে জায়েয নয়। 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল ও সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২৭৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদখোর, সূদদাতা, তার লেখক ও সাক্ষীদ্বয়ের উপর লা'নত করেছেন এবং বলেছেন, পাপের ক্ষেত্রে তারা সবাই সমান *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭ 'সূদ' অনুচ্ছেদ)*। বাংলাদেশে ইতিমধ্যে কয়েকটি ইসলামী বীমা (তাকাফুল) কাজ শুরু করেছে। কিন্তু সেগুলি পূর্ণ ইসলামী কি-না, যাচাই সাপেক্ষ। এ বিষয়ে 'আত-তাহরীক' ডিসেম্বর ২০০১ সংখ্যা পাঠ করুন।

প্রশ্নঃ (২১/১৯৬)ঃ মাসবূক মুছল্লী দু'রাক'আত ছালাত ইমামের সাথে পেলে এবং সে দু'রাক'আতকে প্রথম ধরে শেষের দু'রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়লে চার রাক'আতেই কেবল সূরা ফাতিহা পড়া হয়। এতে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি?

-মীযানুর রহমান
ছাতিয়ান, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা পড়া আল্লাহ্র রাসূলের সুন্নাত। তবে সূরা ফাতিহা না পড়লে ছালাত হবে না। কাজেই চার রাক'আতেই শুধু সূরা ফাতিহা পড়লেও ছালাত হবে এবং ছালাতের কোন ক্ষতি হবে নাই *(ছহীহ ইবনে খুযায়মাহ হা/১৬৩৪; ছহীহ আবুদাউদ হা/৭৫৮)*। হযরত উবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়। যে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২২ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২২/১৯৭)ঃ পারিবারিক দ্বন্দ্বের কারণে আমার শ্বশুর আমার স্ত্রীকে বাড়ীতে না পাঠিয়ে কাযীর মাধ্যমে আমাকে তালাক দিয়ে তালাকনামা পাঠিয়ে দেয়। প্রশ্ন হ'ল, এ রকম তালাক বৈধ কি-না? যদি তালাক না হয়ে থাকে তাহ'লে আমি আমার স্ত্রীকে কিভাবে ফিরিয়ে নিব।

-নওশের
খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ তালাক প্রদানের অধিকার একমাত্র স্বামীর। তবে

কোন কারণে স্ত্রী স্বামীর সাথে সংসার করতে ব্যর্থ হ'লে, স্বামীর প্রদত্ত মোহর ফেরত দিয়ে নিজেকে স্বামীর বন্ধন হ'তে মুক্ত করে নেওয়ার জন্য সরকার অনুমোদিত কাযী 'খোলা তালাক' দিতে পারে। যেমনভাবে ছাবিত ইবনে ক্বায়েস (রাঃ)-এর স্ত্রী 'খোলা তালাক' গ্রহণ করেছিলেন *(বুখারী, মিশকাত ২৮৩ পৃঃ 'খোলা তালাক' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৩/১৯৮)ঃ ছালাতের প্রথম রাক'আতে সূরা নাস তেলাওয়াতে কোন শারঈ প্রতিবন্ধকতা আছে কি? অনেকের মতে প্রথম রাক'আতে সূরা নাস পড়া যাবে না। এ ব্যাপারে সঠিক সমাধান চাই।

-সাঈদুর রহমান
৫৩/৭-ই, ব্লক, মিরপুর- ১২, ঢাকা।

উত্তরঃ সূরা ফাতিহা পাঠের পর ছালাতে অন্য ক্বিরাআত হিসাবে কুরআনের যে কোন জায়গা থেকে ইচ্ছামত যে কোন সূরা বা আয়াত পাঠ করা যায়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'অতঃপর তোমরা পড় কুরআন থেকে যা সহজ মনে কর' *(মুযযাম্মিল ২০)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা আদিষ্ট হয়েছিলাম যেন আমরা ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়ি এবং কুরআন থেকে যা সহজ হয় তাই পড়ি *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৭৩২)*।

উল্লিখিত আলোচনা প্রমাণ করে যে, মুছল্লী সূরা ফাতিহার পর যে কোন সূরা বিনা তারতীবে বা ধারাবাহিকতা ছাড়াই পড়তে পারেন। তবে কুরআনী তারতীব অনুযায়ী আগের সূরা আগে ও পরের সূরা পরে পড়া ভাল।

অনুরূপভাবে রাসূল (ছাঃ) কোন কোন ছালাতে কোন বিশেষ সূরা তেলাওয়াত করতেন, যাকে মাসনূন ক্বিরাআত বলে, যা বজায় রাখা কর্তব্য। যেমন জুম'আর দিন ফজর ছালাতে ১ম রাক'আতে সূরা সাজদাহ ও দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা দাহর পড়তেন ইত্যাদি *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮৩৮)*।

প্রশ্নঃ (২৪/১৯৯)ঃ কুরআন মাজীদের প্রথমে অনেক বিষয়ের নকশা লিখে বিভিন্ন ফযীলতের কথা লেখা আছে। এই নকশার উপরে আমল করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ মুশতাক আহমাদ
গোছা, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ কুরআন মাজীদের প্রথমে যেসব নকশা তৈরী করা আছে এবং ফযীলতের কথা লেখা আছে, শরী'আতে সেগুলির কোন স্থান নেই। বরং দ্বীনের মধ্যে নবাবিষ্কৃত, যা প্রত্যাখ্যাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাদের শরী'আতের মধ্যে কেউ যদি এমন কিছু সৃষ্টি করে, যা তার মধ্যে নেই তাহ'লে তা প্রত্যাখ্যাত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০)*। কাজেই এই ধরনের নকশার উপর মোটেই বিশ্বাস বা আমল করা যাবে না।

প্রশ্নঃ (২৫/২০০)ঃ বিবাহ, আক্বীক্বা বা অনুরূপ কোন অনুষ্ঠানে অমুসলিম প্রতিবেশীকে দাওয়াত দেওয়া এবং তাদের আনীত উপহার গ্রহণ করা যাবে কি?

-মীর বিলালুদ্দীন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ অনুরূপ অনুষ্ঠানসমূহে মুসলিম ও অমুসলিম প্রতিবেশীকে দাওয়াত দেওয়া যায়। তবে ঐ উপলক্ষে উপঢৌকন নেওয়া ঠিক নয়। কেননা এর কোন দলীল পাওয়া যায় না। যদিও সাধারণভাবে কেউ যদি প্রতিবেশীকে উপঢৌকন দেয় তাহ'লে তা শরী'আত সম্মত হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা প্রতিবেশীকে ছাগলের একটি ক্ষুর (সামান্য বস্তু) হাদিয়া দেওয়াকে বা গ্রহণ করাকে ছোট মনে কর না' *(বুখারী, হা/২৫৬৬ 'হেবা' অধ্যায়)*। জনৈক মুশরিক-এর পক্ষ থেকে একটি জুব্বা রাসূল (ছাঃ)-কে উপহার দেওয়া হয়েছিল *(বুখারী ১/৩৫৬ পৃঃ, 'মুশরিকদের হাদিয়া কবুল করা' অনুচ্ছেদ)*।

কাজেই হিন্দুদের দাওয়াত দেওয়া ও তাদের দাওয়াত খাওয়া শরী'আতে জায়েয আছে *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/২০; মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৯৫; আবুদাউদ, মিশকাত হা/৫৯৩১, 'মু'জেযাহ' অনুচ্ছেদ সনদ ছহীহ)*। তবে তাদের যবেহকৃত গোশত খাওয়া যাবে না এবং হারাম খাদ্য রান্না করা পাতিল ধৌত না করে তাতে খাওয়া যাবে না।

প্রশ্নঃ (২৬/২০১)ঃ রাসূল (ছাঃ) কি মসজিদে সুন্নাত ছালাত আদায় করতেন? না করলে আমরা করি কেন? ছহীহ দলীলভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মুহসিন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূল (ছাঃ) সুন্নাত ছালাত মসজিদে আদায় না করলেও তিনি ছাহাবায়ে কেরামকে সুন্নাত বা নফল ছালাত আদায় করার জন্য বলেছেন এবং তারা নিয়মিত মসজিদে সুন্নাত আদায় করতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৭৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফরয ছালাত আদায় করার পর সুন্নাত বা নফল ছালাত ফরযের স্থান থেকে সামনে পিছনে কিংবা ডানে বা বামে কিছুটা সরে গিয়ে আদায় করতে বলেছেন *(দেখুনঃ ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/১৪৪৮ ও ১৪৪৯; ছহীহ আবুদাউদ হা/৬১৬; ছহীহুল জামে' হা/৭৭২৭; মিশকাত হা/৯৫৩ 'তাশাহহুদ' অনুচ্ছেদ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৯৩)*। তবে সুন্নাত বা নফল ছালাত বাড়ীতে আদায় করাই উত্তম। যেমন- রাসূল (ছাঃ) বাড়ীতে আদায় করতেন এবং (ছাহাবাগণকে) আদায় করার জন্য বলতেন। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূল (ছাঃ) যোহর, মাগরিব, এশা ও ফজরের সুন্নাত বা নফলগুলি বাড়ীতে আদায় করতেন' *(বুখারী, মুসলিম, যাদুল মা'আদ ১/৩০৪ পৃঃ)*। রাসূল (ছাঃ) বলতেন, 'হে জনতা! তোমরা তোমাদের বাড়ীতে ছালাত (সুন্নাত ছালাত) আদায় কর। কেননা ফরয ছালাত ব্যতীত অন্যান্য ছালাত বাড়ীতে পড়াই উত্তম' *(বুখারী, যাদুল মা'আদ ১/৩০৫ পৃঃ)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিকাংশ সময় বাড়ীতেই সুন্নাত-নফল আদায় করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৬০; যাদুল মা'আদ)*। তবে

জামা'আতের কারণ বিশিষ্ট নফল ছালাত সমূহ মসজিদে পড়েছেন *(বায়হাক্বী ৪/৫২)* এবং প্রতি বছর রামাযানের শেষ দশক ও মৃত্যুর বছর শেষ ২০ দিন মসজিদে ইতিকাফে সময় তিনি ফরয-সুন্নাত-নফল সকল ছালাত মসজিদেই আদায় করতেন। কেননা এই সময় পেশাব-পায়খানা ইত্যাদি স্বাভাবিক প্রয়োজন ব্যতীত তিনি বাড়ীতে যেতেন না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৯৭, ২০৯৯, ২১০০)*।

প্রশ্নঃ (২৭/২০২)ঃ কেউ কেউ বলে থাকেন, লোকের সামনে নফল ইবাদত-বন্দেগী করলে ছওয়াব কমে যায়। এমতাবস্থায় মসজিদে নফল ছালাত আদায় বা তেলাওয়াত করলে ছওয়াব কমে যাবে কি?

-মুহাম্মাদ ছাকী হোসায়েন
উপ-ব্যবস্থাপক (প্রশাসন)
টিএসপি সিএল, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ লোকের সামনে নফল ইবাদত করলে ছওয়াব কমে যায় কথাটি ঠিক নয়, যদি 'রিয়া' বা লোক দেখানো মনোবৃত্তি না জাগে। কেননা 'রিয়া' হ'ল ছোট শিরক। যা থাকলে ফরয বা নফল সব ছালাতই ব্যর্থ হবে।

প্রশ্নঃ (২৮/২০৩)ঃ হিন্দু মেয়েকে মুসলমান করে বিয়ে করতে হবে? না হিন্দু অবস্থায় বিয়ে করে মুসলমান করতে হবে? বিবাহ করলে তাদের সাক্ষী কে হবে? ছহীহ দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মাসুদ রানা
দুর্গাদহ, হাট শেরপুর
সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তরঃ হিন্দু মেয়েকে মুসলমান করে বিয়ে করতে হবে। অন্যথায় বিয়ে হবে না। কারণ হিন্দুরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে' *(বাক্বারাহ ২২১)*। আর উক্ত মেয়ের বিবাহের সাক্ষী হবে যে কোন দুইজন মুসলমান অথবা একজন পুরুষ ও দুইজন নারী *(দারেমী, ছহীহ মওকূফ, ইরওয়াউল গালীল, হা/১৮৪৪, ৪৫ ৬/২৫১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৯/২০৪)ঃ প্রচলিত মোযার উপর মাসাহ করা যাবে কি-না?

-ইয়াকুব আলী
প্রধান দপ্তরী
শিবদেব চর বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়
পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ যে কান ধরনের পাক মোযার উপরে মাসাহ করা যায় *(আহমাদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৫২৩; মির'আত ১/৩৪২)*। ওযূ করে পায়ে মোযা পরতে হবে। অতঃপর নতুন ওযূর সময় মোযার উপরিভাগে দুই হাতের ভিজা আঙ্গুলগুলি পায়ের পাতা হ'তে টাখনু পর্যন্ত টেনে এনে একবার মাসাহ করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৮)*। মুক্বীম অবস্থায় ১ দিন এক রাত ও মুসাফির অবস্থায় ৩ দিন ৩ রাত একটানা মোযার উপরে মাসাহ করা চলবে *(মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৭, ৫২০ 'মোযার উপর মাসাহ করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩০/২০৫)ঃ দীর্ঘদিন বেহুশ অবস্থায় কেউ যদি বিছানায় শুয়ে থাকে, তবে তার কাছে কয়েকজন মিলে অনুষ্ঠান করে কুরআন শরীফ পড়া যাবে কি?

-আবু তালেব সরকার
হরিরামপুর, মিরগঞ্জ
বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন বেহুশ ব্যক্তির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে কুরআন পড়া নাজায়েয। এমনকি মৃত্যুর প্রাক্কালে শিয়রে বসে সূরা ইয়াসীন পাঠ করার হাদীছটি যঈফ *(তাহক্বীক, মাজাহ, মিশকাত হা/১৬২২-এর টীকা নং ৩)*।

প্রশ্নঃ (৩১/২০৬)ঃ আমাদের দেশে পীর-দরবেশদের জন্ম ও মৃত্যু তারিখে 'ওরস'-এর আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে নারী-পুরুষ উপস্থিত হয়ে বিভিন্নভাবে যিকর করে থাকে এবং গরু-ছাগল নিয়ে এসে যবেহ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে ঐ সকল পশু পীর-দরবেশের নামে যবেহ করা হয়। এ ধরনের কার্যাবলী কি জায়েয?

-ফেরদাউস আলম
ও
ফাতেমা
তারাপাইয়া, লাকসাম, কুমিল্লা।

উত্তরঃ কারো জন্ম বা মৃত্যুদিবস পালন করা ইসলামী শরী'আতে নেই। 'ওরস' সম্পূর্ণ একটি বিদ'আতী প্রথা। যার অর্থ নবদম্পতির বাসর মিলন। যেখান থেকে সমার্থ নেওয়া হয়েছে পীরের আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলনের আনন্দঘন মুহূর্ত। ইসলামের ইতিহাসে সালাফে ছালেহীনের যুগে এসবের কোন অস্তিত্ব ছিল না। সম্মিলিতভাবে উচ্চৈঃস্বরে যিকর করার কোন দলীল নেই। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্কে স্মরণ কর বিনীতভাবে ও চুপিচুপি' *(আ'রাফ ৫৫)*। গরু-ছাগল যবেহ করা যদি পীরের নামে হয়, তাহ'লে নিঃসন্দেহে তা শিরক। অনুরূপভাবে আল্লাহ্র নামে কোন দরগাহে বা কবরস্থানে পশু যবেহ করাও স্থানগত শিরকের পর্যায়ে পড়ে *(মায়েদাহ ৩)*।

প্রশ্নঃ (৩২/২০৭)ঃ ধান, গম, সরিষা, চাউল এই খাদ্য শষ্যগুলি কতদিন মজুদ রেখে বিক্রি করা যাবে? অনেকে বলেন, ৪০ দিন। একথা কি ঠিক?

-আব্দুল মান্নান
গ্রাম ও পোঃ ছালাভরা
কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ চল্লিশ দিন খাদ্যশষ্য মজুদ করার হাদীছগুলি সবই

মওযূ *(সিলসিলাতুল আহাদীছ আয-যাঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ হা/৮৫৭-৫৯)*। তবে খাদ্য মজুদকারী ব্যক্তি গোনাহগার মর্মের হাদীছটি ছহীহ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৯২)*। ইমাম শাওকানী বলেন, 'জনগণের ক্ষতির উদ্দেশ্যে মাল মজুদ রাখা হারাম। সাধারণ অবস্থায় জায়েয'। ইমাম সুবকীও অনুরূপ বলেন। ইমাম শাওকানী আরো বলেন, 'চল্লিশ দিন মজুদ রাখার উপরে কোন বিদ্বান আমল করেছেন বলে আমার জানা নেই' *(নায়লুল আওত্বার ৬/৩৮১-৮৩, 'ইহতেকার' অনুচ্ছেদ)*। ইবনে হাযম বলেন, 'স্বচ্ছলতার সময় মজুদ রাখলে সে ব্যক্তি গোনাহগার হবে না' *(মুহাল্লা ৭/৫৭২ 'ইহতেকার' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/২০৮)ঃ কোন ব্যক্তি হজ্জ উপলক্ষে মক্কা গমনের পথে যদি দুর্ঘটনাবশতঃ কিংবা রোগাক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন, তাহ'লে তিনি হজ্জের ছওয়াব পাবেন কি-না? কিংবা তিনি হাজী হিসাবে গণ্য হবেন কি-না?

-এস,এম, শাফা'আত হোসাইন
গ্রামঃ নাচুনিয়া, পোঃ জুনারী
তেরখাদা, খুলনা।

উত্তরঃ ঐ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে হজ্জের পূর্ণ নেকী পাবেন *(নিসা ১০০)*। কারণ তিনি হজ্জের নিয়তে ঘর থেকে বের হয়েছিলেন। আর সকল আমলের ছওয়াব নির্ভর করে নিয়তের উপরে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১)*। তবে তিনি হাজী বলে গণ্য হবেন না। কারণ তিনি আরাফায় অবস্থান করতে সক্ষম হননি।

প্রশ্নঃ (৩৪/২০৯)ঃ জনৈক আলেমের কাছে জানতে পারলাম যে, মি'রাজের সময় নাকি ২৭ বছর সময়ের গতি থেমে ছিল। কথাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন?

-মশিউয্যামান
মাষ্টারপাড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মি'রাজের সময় ২৭ বছর সময়ের গতি থেমে ছিল কথাটি ভিত্তিহীন। এর প্রমাণে কোন দলীল পাওয়া যায় না। মি'রাজের মূল ঘটনা উপলব্ধি করলে পরিষ্কার বুঝা যাবে যে, উল্লেখিত ধরনের কথাগুলি বানাওয়াট *(বিস্তারিত দেখুনঃ আর-রাহীকুল মাখতূম (আরবী) ২১৯ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/২১০)ঃ 'মহিলাদের জামা'আতের জন্য মসজিদ ও ঈদগাহে যাওয়া 'মাকরূহ তাহরীমী' আর তাদের জন্য পৃথক মসজিদ তৈরী করা নাজায়েয ও 'বিদ'আতে সাইয়িয়াহ' মাসিক 'আল-বাইয়্যেনাত'-এর এ বক্তব্য কি সঠিক?

-মাওলানা মুহাম্মাদ আফতাবুদ্দীন
ইমাম, হরিপুর নতুন পাড়া জামে মসজিদ
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উপরোক্ত বক্তব্যটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। সুগন্ধিবিহীনভাবে শারঈ পর্দা সহকারে পূর্ণ শালীনতা বজায় রেখে মহিলাদের মসজিদে যাওয়া ও জামা'আতে শরীক হওয়া নিঃসন্দেহে শরী'আত সম্মত। একই ফ্লোরে হ'লে পর্দার সাথে পুরুষের পিছনে মহিলাদের কাতার হবে। আর পৃথক ফ্লোর হ'লে ইমামের আওয়ায শোনা গেলে ইমামের ইক্তেদা করবে নতুবা মহিলাগণ মহিলাদের প্রথম কাতারের মধ্যবর্তী স্থানে সমান্তরালভাবে দাঁড়িয়ে জামা'আতে ইমামতি করবেন *(আবুদাউদ, ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৭১; আবুদাউদ, দারাকুৎনী প্রভৃতি; ইরওয়াউল গালীল হা/৪৯৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, (১) 'তোমরা মহিলাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করো না। তবে তাদের গৃহসমূহ তাদের জন্য উত্তম' *(ছহীহ আবুদাউদ, হা/৫৬৭; মিশকাত হা/১০৬২, 'জামা'আতে ছালাত ও উহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। (২) 'তোমরা আল্লাহ্র বান্দীদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করো না। তবে তারা যেন সুগন্ধিবিহীনভাবে বের হয়' *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৫৬৫)*। (৩) 'যে সমস্ত মহিলা সুগন্ধি মাখে তারা যেন আমাদের সাথে এশার ছালাতে হাযির না হয়' *(মুসলিম, নাসাঈ, ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৭১ পৃঃ)*। (৪) আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, তোমরা মহিলাদেরকে রাত্রিবেলায় মসজিদে যেতে অনুমতি দাও। তখন তাঁর জনৈক পুত্র দু'বার বলেন, 'আল্লাহর কসম! আমর তাদেরকে মসজিদে যেতে অনুমতি দিব না'। তখন ইবনে ওমর স্বীয় পুত্রকে গালি দেন ও ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বলেন, আমি বলছি রাসূলের নির্দেশ তোমরা তাদেরকে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দাও'। আর তুমি বলছ, আমরা তাদেরকে অনুমতি দিব না *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৫৬৮)*।

সহযোগী মাসিক 'আল-বাইয়্যেনাত'-এর লেখকগণ এ সম্পর্কে মা আয়েশার যে, মতামত পেশ করেছেন, তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আয়েশা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশকে অমান্য করতে চাননি; বরং মহিলাদের প্রতি পর্দার অধিকতর কঠোরতা আরোপ করেছিলেন মাত্র।

সেজন্য ইমাম আবূদাউদ অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন التشديد

فى خروج النساء إلى المسجد বলে। আয়েশা (রাঃ)-এর মতামতটি নিম্নরূপঃ 'বর্তমানে মহিলারা যেসব করছে তা যদি রাসূল (ছাঃ) জানতে পারতেন, তাহ'লে তিনি তাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করতেন যেভাবে বনী ইসরাঈলের মহিলাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল' *(ছহীহ আবূদাউদ হা/৫৬৯)*। অথচ মা আয়েশা ও তাঁর যুগের অন্যান্য মহিলাগণ নিয়মিত মসজিদে নববীতে ছালাত আদায় করতেন।

এর জবাবে বলা চলে যে, (১) মহিলারা পর্দাহীনভাবে মসজিদে না গেলে তার কোন আপত্তি ছিল না। (২) বনী ইসরাঈলের নিষেধ করার বিষয়টি আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) সম্যক অবগত ছিলেন। (৩) রাসূল (ছাঃ)-এর কোন নির্দেশ কোন ছাহাবীর মতামত দ্বারা মানসূখ হ'তে পারে না।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

৫ম বর্ষ ৭ম-৮ম সংখ্যা
এপ্রিল-মে ২০০২

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্নঃ (১/২১১)ঃ আমরা জানি যে, হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর তাঁর বাম পাঁজরের হাড় থেকে বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে কি পৃথিবীর প্রত্যেক নারী সে সকল পুরুষের পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্ট, যাদের সঙ্গে তাদের বিয়ে হয়?

-আতাউর রহমান
বি,আই,টি, রাজশাহী।

উত্তরঃ হযরত আদম (আঃ)-এর বাম পাঁজরের হাড় হ'তে হযরত হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে পৃথিবীর সকল নারীকেও তাদের স্বামীর বাম পাঁজরের হাড় হ'তে সৃষ্টি করা হয়েছে, একথা ঠিক নয় এবং এর পিছনে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কোন প্রমাণও নেই। বরং প্রত্যেককে স্বীয় পিতা-মাতার মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'অতএব মানুষের দেখা উচিৎ সে কি বস্তু থেকে সৃজিত হয়েছে। সে সৃজিত হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে। এটা নির্গত হয় মেরুদণ্ড ও বক্ষপাঁজরের মধ্য থেকে' *(ত্বা-রেক্ব ৫, ৬ ও ৭)*।

প্রশ্নঃ (২/২১২)ঃ আমরা জানি ঈদের ছালাতে প্রথম রাক'আতে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর পড়তে হয়। কিন্তু যদি প্রথমে পাঁচ ও পরে সাত তাকবীর বলে ছালাত আদায় করা হয় তাহ'লে কি ছালাত সিদ্ধ হবে?

-জামিরুল ইসলাম
হাড়াভাঙ্গা ফাযিল মাদরাসা
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ইচ্ছাকৃতভাবে উপরোক্ত নিয়মে কেউ ঈদের ছালাত আদায় করলে তার ছালাত সিদ্ধ হবে না। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা আমাকে যেভাবে ছালাত আদায় করতে দেখ, ঠিক সেভাবে ছালাত আদায় কর' *(বুখারী. পৃঃ ৮৮; মিশকাত হা/৬৮৩ 'দেরিতে আযান' অনুচ্ছেদ)*। তবে যদি ভুলবশত ঈদের তাকবীর উলোট-পালট হয়, তাহ'লে ছালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং এর জন্য সহো সিজদা লাগবে না *(ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭০)*।

প্রশ্নঃ (৩/২১৩)ঃ কোন্ পাঁচটি প্রশ্নের জবাব দান ব্যতীত কোন ব্যক্তি স্বীয় কদম নাড়াতে পারবে না? এ সম্পর্কিত হাদীছটি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আলহাজ্জ যেকের মোল্লা
গ্রামঃ বরিদ বাঁশাইল
দূর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ক্বিয়ামতের দিন যে পাঁচটি প্রশ্নের জবাব দান ব্যতীত আদম সন্তান স্বীয় কদম নড়াতে পারবে না সে পাঁচটি প্রশ্ন হচ্ছে- (১) তার বয়স সম্পর্কে, কিভাবে সে তা অতিবাহিত করেছে। (২) তার যৌবনকাল, কিভাবে সে তা নিঃশেষ করেছে। (৩) তার ধন-সম্পদ, কিভাবে তা উপার্জন করেছে। (৪) সেই উপার্জিত সম্পদ কোন খাতে সে ব্যয় করেছে এবং (৫) সে যে ইল্ম শিক্ষা করেছে, সে অনুযায়ী আমল করেছে কি-না' *(তিরমিযী, মিশকাত, 'অন্তর কোমল হওয়া' অধ্যায়, পৃঃ ৪৪৩ হাদীছ ছহীহ, হা/৫১৯৭)*।

প্রশ্নঃ (৪/২১৪)ঃ আমার ছোট বোনের শরীর দিয়ে দুর্গন্ধ বের হয়। সেজন্য বাধ্য হয়ে তাকে সব সময় আতর ব্যবহার করতে হয়। এভাবে তার আতর ব্যবহার করা ঠিক হচ্ছে কি? এতে তার ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জবাব দানে ব্যাধিত করবেন।

-সাঈদুর রহমান
সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ পুরুষের মজলিসে বা মসজিদে আতর বা যেকোন সুগন্ধি ব্যবহার করা মেয়েদের জন্য নাজায়েয। তবে নিজ ঘরের মধ্যে নয়। ইবনু মাসউদের স্ত্রী যয়নবকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلاَ تَمَسَّ طِيْبًا 'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে যাবে, তখন যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৬০ 'জামা'আত ও উহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় 'মজলিস'-এর কথা এসেছে *(তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/১০৬৫)*।

প্রশ্নঃ (৫/২১৫)ঃ গণতন্ত্রের অন্যতম শ্লোগান 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস'। অথচ আল্লাহ পাক হচ্ছেন সকল ক্ষমতার উৎস। এমতাবস্থায় প্রচলিত এ গণতন্ত্র শিরক নয় কি এবং এর অনুসারীরা মুশরিক নয় কি? ছহীহ দলীলভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-আরীফ
কাঠিপাড়া, পাবনা।

উত্তরঃ জনগণ নয় আল্লাহই সকল ক্ষমতার একমাত্র উৎস। আল্লাহ বলেন, 'সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্র এবং তিনি শাস্তি প্রদানে অত্যন্ত কঠোর' *(বাক্বারাহ ১৬৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্রই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন' *(ফাতহ ১৪)*। সুতরাং প্রশ্নোল্লিখিত শ্লোগানটি সম্পূর্ণ শিরকী শ্লোগান। যারা এ শ্লোগানে অন্তর থেকে বিশ্বাসী তারা প্রকারান্তরে শিরক করে থাকেন।

প্রশ্নঃ (৬/২১৬)ঃ আমার স্বামীর গোপন অপারেশনের ব্যাপারটা বিয়ের পর জানতে পারলে সে আমার হাতে কুরআন মাজীদ দিয়ে এ মর্মে শপথ করায় যে, আমি যেন কোনদিন তাকে ত্যাগ না করি। বিয়ের বয়স এখন ১৬ বছর। অথচ আজ পর্যন্ত আমার কোন সন্তান নেই।

এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি? ছহীহ দলীলভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ যেকোন যুক্তিসংগত কারণে স্ত্রী বিবাহ বন্ধন খুলে নিতে পারে। ছাবিত ইবনে ক্বায়েস (রাঃ)-এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে তার বিবাহ বন্ধন খুলে নিতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে মোহর ফেরৎ দিতে এবং তার স্বামীকে 'খোলা' তালাক দিতে বলেন' *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/১০৬৬)*। সুতরাং ঐ স্ত্রী ইচ্ছা করলে স্বামীর কাছে থাকতে পারে অথবা 'খোলা' তালাক গ্রহণ করতে পারে।

কুরআন হাতে নিয়ে কসম করা ঠিক নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করল, সে ব্যক্তি শিরক করল' *(ছহীহ তিরমিযী হা/১২৪১; মিশকাত হা/৩৪১৯ 'শপথ ও মানত' অধ্যায়)*। অতএব উক্তভাবে শপথ করার জন্য তওবা-ইস্তিগফার করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৭/২১৭)ঃ মৃত ব্যক্তির দাফনের কাজ কেবল পুরুষরা করে থাকে। মহিলারা নেকী থেকে বঞ্চিত হয়। সেজন্য কিছু মাটি বাড়ী নিয়ে গিয়ে সকল মহিলাকে স্পর্শ করিয়ে কবরে দেওয়ার প্রচলন অনেক এলাকায় আছে। এতে মহিলাদের নেকী হবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-তোতা মিয়া
গড়েরবাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ যারা দাফন কার্যে অংশ নিবেন, তারাই মাটি দিবেন এবং তিন মুঠি করে মাটি কবরের মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে ছড়িয়ে দিবেন *(আলবানী, তালখীছ পৃঃ ৬৪; ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৭২০)*। অতএব বর্ণিত প্রথাটি নিঃসন্দেহে বিদ'আত। কারণ এ মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার শরী'আতে এমন নতুন কাজ আবিষ্কার করবে, যা শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়; তা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭)*।

প্রশ্নঃ (৮/২১৮)ঃ বিভিন্ন হাদীছে আছে, ছাহাবায়ে কেরাম বলতেন 'হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার মাতা-পিতা আপনার জন্য কুরবান হৌন'। আলোচ্য বক্তব্যের মর্মার্থ কি?

-আতাউর রহমান
উত্তর নাড়ীবাড়ী, গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তরঃ এ ধরনের বাক্য মূলতঃ আরাবীদের কথা বলার আদব এবং এর দ্বারা নিগূঢ় ভালবাসা প্রকাশ করা হয় মাত্র। ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কোন কথা বলতে চাইলে এ ধরনের বাক্য ব্যবহার করে তাঁকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করতে চাইতেন এবং আনুগত্য প্রকাশ করতেন। সাথে সাথে 'আমার পিতা-মাতাকে আপনার জন্য ফিদ্ইয়া বা মুক্তিপণ দিতে রাযী আছি' একথা বুঝাতেন *(ফাৎহুল বারী, 'মানাক্বিব' অধ্যায়, ১৩ অনুচ্ছেদ হা/৩৭২৮-এর ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (৯/২১৯)ঃ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত 'ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিনী নারী ব্যতীত বিবাহ করে না এবং ব্যভিচারিনী নারী ব্যভিচারী পুরুষ ব্যতীত বিবাহ করে না' (নূর ৩)-এর মমার্থ কি? যারা ব্যভিচারী পুরুষ তাদের ভাগ্যে কি তাহ'লে কোন সতী-সাধ্বী রমণী জুটবে না? উপরোক্ত আয়াতের মমার্থ যদি এই হয়, তবে সতী জেনে কোন মেয়েকে বিয়ে করলেও প্রকৃত সে ব্যভিচারিনী গণ্য হয়। বিষয়টি দলীলভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছের আলোকে আলোচ্য আয়াতের মমার্থ তিন ধরনের হ'তে পারে (১) এখানে বিবাহ অর্থ নয়; বরং মিলন অর্থ হবে। অর্থাৎ ব্যভিচারী পুরুষই কেবল ব্যভিচারিনী নারীর সাথে মিলনে লিপ্ত হয়। (২) কোন সৎ পুরুষ ব্যভিচারিনী নারীকে তওবা না করা পর্যন্ত বিয়ে করবে না। (৩) আলোচ্য আয়াতটি অত্র সূরার ৩২ নং আয়াত দ্বারা রহিত। যখন কেউ ব্যভিচারের পরে তওবা করে, তখন সে আর ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিনী থাকে না। কাজেই তাওবাকারিণী কোন মেয়েকে পরবর্তীতে আর ব্যভিচারিনী মনে করা ঠিক হবে না *(কুরতুবী, সূরা নূর ৩ আয়াত-এর তাফসীর)*।

প্রশ্নঃ (১০/২২০)ঃ প্রচলন আছে যে, জানাযার ছালাতে ইমাম ছাহেব মৃত ব্যক্তিকে সামনে রেখে কাফফারা স্বরূপ একটি কুরআন মজীদ দিয়ে থাকেন। মৃত ব্যক্তি মুছল্লী হৌন বা না হৌন সবার ক্ষেত্রে কি এরূপ কাফফারা দেওয়া ঠিক? কাফফারা কি? তা কাদের জন্য আদায় করা আবশ্যক এবং তার পরিমাণ কত? কাফফারা আদায় না করলে গোনাহ হবে কি?

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন
আল-মাদানী নূরানী মাদরাসা
লক্ষ্মীফলা, পাবনা।

উত্তরঃ অপরাধীর অপরাধের কারণে যে দণ্ড আদায় করা হয়, তাকে কাফফারা বলে। শরী'আতে কতিপয় অপরাধে কাফফারা রয়েছে এবং তার পরিমাণ বিভিন্ন। যেমন- স্ত্রীকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করলে অর্থাৎ 'যিহার' করলে কিংবা ছিয়াম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে তার কাফফারা ধারাবাহিকভাবে দু'মাস ছিয়াম পালন করা বা ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়ানো অথবা একজন গোলাম আযাদ করা *(মুজাদালাহ ৩; বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৬৬০)*। কোন মাহরাম মহিলার সাথে বিবাহ করলে তার কাফফারা ছিয়ামের কাফফারার মতই *(আবুদাউদ, বুলূগুল মারাম হা/১০৯২)*। মানত ও কসম ভঙ্গের কাফফারা ১০ জন মিসকীনকে খাওয়ানো বা

গোলাম আযাদ করা অথবা তিনদিন ছিয়াম পালন করা *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১৩৭২)*। তবে মৃত ব্যক্তিকে সামনে রেখে কুরআন বা যেকোন ধরনের কাফফারা আদায় করা নাজায়েয। কেননা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কাফফারা আদায়ের প্রমাণে কোন দলীল নেই। যাদের ক্ষেত্রে কাফফারা প্রযোজ্য তা অনাদায়ে উক্ত ব্যক্তি গোনাহগার হবে। কেননা কাফফারাই তার পাপ মোচনের অন্যতম প্রধান কারণ।

প্রশ্নঃ (১১/২২১)ঃ জুম'আর দিন মসজিদে একজন মুছল্লী ২টি ডিম এবং অন্য একজন ১ কেজি দুধ দান করেছেন। ডাকের মাধ্যমে দরকষাকষি করে ২টি ডিমের দাম ১১০ টাকা এবং দুধের দাম ১২০ টাকা ধার্য করা হয়। এভাবে অতিরিক্ত মূল্যে দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় শরী'আত সম্মত কি-না? শরী'আত সম্মত হ'লে কার ছওয়াব বেশী হবে, ক্রেতার না দাতার?

-মুহাম্মাদ আলী
সাতনালা জোত
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ডাকের মাধ্যমে দরাদরি করে দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় শরী'আত সম্মত। 'ছহীহ বুখারী'তে 'ডাকের মাধ্যমে বিক্রি করা' অধ্যায়ে হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ আছে 'জনৈক মুখাপেক্ষী ব্যক্তি তার মুদাববার গোলামকে মুক্ত করলে রাসূল (ছাঃ) উক্ত গোলামটিকে নিয়ে ডাক দিলেন যে, আমার নিকট হ'তে কে এই গোলামটিকে ক্রয় করবে? অতঃপর নু'আইম ইবনে আবদুল্লাহ এত এত টাকা দিয়ে গোলামটিকে ক্রয় করলেন। তারপর উক্ত গোলাম বিক্রয়ের টাকা আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দিলেন *(বুখারী, পৃঃ ৩৫৪)*। এক্ষেত্রে ক্রেতারই ছওয়াব বেশী হবে। যেহেতু ক্রেতা অতিরিক্ত মূল্যে সহযোগিতা করেছে।

প্রশ্নঃ (১২/২২২)ঃ ই'তিকাফ অবস্থায় পেপার পড়তে দেখে জনৈক ব্যক্তি বিতর্কে লিপ্ত হন এবং ই'তিকাফ অবস্থায় পেপার-পত্রিকা পাঠ করা যাবে না মর্মে জোরালো বক্তব্য পেশ করেন। এ বিষয়ে দলীলভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-রফীকুল ইসলাম মুসাফির
সন্ধ্যাবাড়ী, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ ই'তিকাফ অবস্থায় অহেতুক কারো সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া এবং অপ্রয়োজনীয় ও অশ্লীল পেপার-পত্রিকা পাঠ করা জায়েয নয়। কারণ অধিক নফল ইবাদত, তাসবীহ-তাহলীল, তেলাওয়াতে কুরআন ও দো'আ-ইস্তিগফারে লিপ্ত থেকে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করাই ই'তিকাফের মূল উদ্দেশ্য। হযরত আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) মসজিদে ই'তিকাফ অবস্থায় তাঁর মাথা আমার দিকে এগিয়ে দিলে আমি তাঁর মাথা আঁচড়িয়ে দিতাম। কিন্তু মানবীয় প্রয়োজন ব্যতীত কখনও ঘরে আসতেন না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৩ 'ই'তিকাফ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৩/২২৩)ঃ আকীকার জন্তু যবেহ করার পৃথক কোন দো'আ আছে কি? বাজারে প্রচলিত কিছু চটি বইয়ে আকীকার জন্য পৃথক দো'আ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এটা কি ঠিক?

-দাঊদ হোসাইন
তেলিগান্দিয়া, বড় গান্দিয়া
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছে আকীকার জন্য পৃথক কোন দো'আ নেই। বরং আকীকা হচ্ছে কুরবানীর মত *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/২৭৯ পৃঃ)*। সুতরাং আকীকা ও কুরবানীর ক্ষেত্রে একই দো'আ প্রযোজ্য।

প্রশ্নঃ (১৪/২২৪)ঃ অনেক মাওলানা বক্তব্যে বলে থাকেন যে, হযরত নূহ (আঃ) জনৈকা বুড়িমাকে বলেছিলেন, বুড়িমা! দেশের মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান না আনার কারণে আল্লাহ মহাপ্লাবন দিয়ে সকলকে ধ্বংস করে দিবেন। তুমি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছ। কাজেই প্লাবন শুরু হ'লে তুমি আমার নৌকায় উঠবে। কিন্তু প্লাবন শুরু হ'লে নূহ (আঃ) বুড়িমার কথা ভুলে গেলেন। অতঃপর প্লাবন শেষে নূহ (আঃ) ফিরে এসে দেখেন বুড়িমা মাঠে ছাগল চরাচ্ছে। ঘটনাটি আমার নিকট বিস্ময়কর মনে হয়। এর সত্যাসত্য জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আযহার আলী ও
মুহাম্মাদ আব্দুল করীম
নখোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত বক্তব্যটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এর প্রমাণে বিশুদ্ধ কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। বুড়িমা যদি মুমিনা হ'ত, তাহ'লে অবশ্যই তাকে ঈমানদারগণের সাথে নৌকায় তুলে নেওয়া হ'ত। কেননা নৌকায় উঠানোর ব্যাপারে কোন ঈমানদারকেই বাদ রাখা হয়নি। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, 'আমি বললাম, সর্বপ্রকার জোড়ার দু'টি করে এবং যাদের উপরে পূর্বাহ্নেই হুকুম হয়ে গেছে তাদের বাদ দিয়ে আপনার পরিবারবর্গ ও সকল ঈমানদারগণকে নৌকায় তুলে নিন' *(হূদ ৪০)*।

প্রশ্নঃ (১৫/২২৫)ঃ ব্যাংকে একাউন্ট খোলার সময়ে যদি লিখি যে, সূদ গ্রহণ করব না। তবে ব্যাংক আমাকে কোন সূদ দিবে না। আমার ইচ্ছা যে, সূদের টাকা ব্যাংকে ফেলে না রেখে জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করব। এক্ষণে সূদের টাকা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করব এ উদ্দেশ্যে 'সূদ গ্রহণ করব না' না লিখে একাউন্ট খোলা শরী'আত সম্মত হবে কি?

-আবদুল্লাহ
বারমদি, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ মহান আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন *(বাক্বারাহ ২৭৫)*। অতএব যেকোন প্রকার সূদী কারবার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে ব্যাংকের সাথে লেনদেন না করে চলা যদি নিতান্ত অসাধ্য হয়ে পড়ে, তাহ'লে ব্যাংকে টাকা রেখে সে টাকার সূদ ব্যাংকের কর্মচারী ও নিজে ভক্ষণ না করে গরীব, অসহায় ও ফকীর-মিসকীনকে প্রদান করা এবং জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা যাবে। কিন্তু একে কোন মতেই পুণ্যের কাজ মনে করা যাবে না *(ফাতাওয়া ছানাইয়াহ ২/২০৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৬/২২৬)ঃ জনৈক ব্যক্তি ছালাত-ছিয়াম কিছুই পালন করত না। সে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। জানাযার ছালাত ছাড়াই তার দাফন সম্পন্ন করা হয়। ফলে জানাযা না করার কারণে জনৈক ব্যক্তিকে থানায় ধরে নিয়ে আটকানো হয়েছে। এ সম্পর্কে শরীয়তের সঠিক বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ জয়েনুদ্দীন
মাসিন্দা, কালিগঞ্জ হাট
তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ একজন মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের জানাযায় উপস্থিত হওয়া 'ফরযে কিফায়া'। অর্থাৎ সকলের উপস্থিত হওয়া যরূরী নয়। ছাহাবীগণ একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছাড়াই জনৈক ব্যক্তির জানাযা ও দাফন সম্পন্ন করেন' *(বুখারী, মুসলিম, ইবনু মাজাহ হা/১২৪৭)*। অপরদিকে আত্মহত্যাকারীর জানাযা জায়েয হ'লেও কোন ইমাম বা পরহেযগার ব্যক্তির জন্য জানাযায় উপস্থিত না হওয়াই ভাল। কেননা জনৈক ব্যক্তি তার শারীরিক ব্যথা সহ্য না করতে পেরে আত্মহত্যা করলে রাসূল (ছাঃ) তার জানাযা পড়েননি' *(মুসলিম, ইবনু মাজাহ হা/১২৪৬)*। জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, এটা ছিল মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। অর্থাৎ জানাযা না করা হ'লে মানুষ এ ধরনের গর্হিত অপরাধ থেকে বিরত থাকবে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তিকে জানাযা বিহীনভাবে দাফন করা শরী'আত বিরোধী হয়নি এবং কোন ইমাম বা আলেম কোন আত্মহত্যাকারীর জানাযা না পড়লে শারঈ বিধান অনুযায়ী তিনি দায়ী হবেন না।

প্রশ্নঃ (১৭/২২৭)ঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দানের কোন সুনির্দিষ্ট বিধান আছে কি? মৃতের স্ত্রীরা অথবা সন্তানরা গোসল দিতে পারে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ এমাযুদ্দীন
মুহাম্মাদপুর, তানোর , রাজশাহী।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দানের সুনির্দিষ্ট বিধান শরী'আতে রয়েছে। উম্মে আত্বিয়াহ আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর কন্যা যয়নাবের মৃত্যুর পর তিনি আমাদের নিকটে এসে বললেন, 'তোমরা তাকে (যয়নাবকে) তিনবার অথবা পাঁচবার অথবা প্রয়োজনবোধ করলে এর চেয়ে অধিকবার কুলপাতা মিশ্রিত পানি দ্বারা গোসল দাও। কিন্তু শেষবারে কর্পূর দিবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, পৃঃ ১৪৩ 'মৃতের গোসল ও কাফন' অনুচ্ছেদ)*।

বুখারীর অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, গোসল ডান দিক থেকে ও ওযূর স্থান সমূহ হ'তে আরম্ভ করে তাঁর চুলকে তিনটি বেনীতে ভাগ করলাম এবং তাঁর পিছন দিকে ছড়িয়ে দিলাম' *(বুখারী পৃঃ ১৬৬, ১৬৮)*।

মৃতের স্ত্রী অথবা সন্তানরা মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিতে পারে। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি পরে যা জানতে পারলাম তা যদি পূর্বে জানতাম (অর্থাৎ স্ত্রীরা স্বামীকে গোসল দিতে পারে এ ব্যাপারটি), তাহ'লে রাসূল (ছাঃ)-কে তাঁর স্ত্রীগণ ব্যতীত কেউ গোসল দিত না' *(ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৪)*। অপর বর্ণনায় রয়েছে, স্বামী স্ত্রীকে গোসল দিতে পারে *(ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৫)*।

মহিলারা মহিলাদেরকে এবং পুরুষরা পুরুষদেরকে গোসল দিবে। আর মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার ক্ষেত্রে অন্যান্যদের চেয়ে স্বীয় সন্তান ও নিকটাত্মীয়রাই অধিক হকদার। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-কে গোসল দিয়েছিলেন হযরত আলী, হযরত আব্বাস, ফযল ইবনে আব্বাস, কুসহিম বিন আব্বাস, উসামা বিন যায়েদ প্রমুখ *(ইবনে হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিইয়াহ, পৃঃ ৬৬২; বিস্তারিত দেখুনঃ 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' পৃঃ ১২০-২১)*।

প্রশ্নঃ (১৮/২২৮)ঃ গোশতের বাজার বর্তমান ১০০ টাকা কেজি। আমি একটি ছাগল যবেহ করে তিন মাস পরে টাকা নেওয়ার শর্তে ১৫০ টাকা কেজি করে বিক্রি করলাম। এরূপভাবে বাকীতে অতিরিক্ত মূল্য ধরে বিক্রি জায়েয হবে কি?

-মাওলানা মুকাদ্দেস হোসাইন
বোয়ালিয়া, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ ক্রেতা যদি বিক্রেতার নিকট হ'তে দ্রব্যের মূল্য বাকীতে নির্ধারণ করে ক্রয় করে তাহ'লে জায়েয হবে। আর যদি নির্ধারণ না করে তাহ'লে নাজায়েয হবে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন একই বিক্রির মধ্যে দুই রকম বিক্রি করা হ'তে *(মুওয়াত্ত্বা, আবূদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত পৃঃ ২৪৮; নায়ল ৬/২৮৭ 'এক বিক্রির মধ্যে দুই বিক্রি' অনুচ্ছেদ)*। *দ্রঃ আত-তাহরীক ১ম বর্ষ ফেব্রুয়ারী ও আগষ্ট সংখ্যা।*

প্রশ্নঃ (১৯/২২৯)ঃ যোহরের ফরয ছালাতের পূর্বে ছুটে যাওয়া চার রাক'আত সুন্নাত ফরযের পরে আদায় করা যায় কি? উক্ত সুন্নাত ছালাত আদায় না করলে কোন গোনাহ হবে কি? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-এম, আযীযুর রহমান
ধারা বারিষা, গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তরঃ যোহরের পূর্বের ৪ রাক'আত সুন্নাত ছালাত হ'ল সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ (তাকীদকৃত সুন্নাত), যা আল্লাহ্‌র

রাসূল (ছাঃ) সর্বদা আদায় করতেন এবং পূর্বে ছুটে গেলে পরে পড়ে নিতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যোহরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত না পড়তে পারলে পরে পড়ে নিতেন' *(তিরমিযী হা/৪২৬, সনদ ছহীহ)*। তাছাড়া এর যথেষ্ট ফযীলতও রয়েছে। উম্মে হাবীবাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি যোহরের পূর্বে চার রাক'আত ও পরে দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত সংরক্ষণ করবে, আল্লাহ পাক তার উপর জাহান্নাম হারাম করে দিবেন *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাই, ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১১৬৭)*। অন্য হাদীছে আছে, যে ব্যক্তি দিবারাতে ১২ রাক'আত ছালাত আদায় করবে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করা হবে। যোহরের পূর্বে চার রাক'আত, পরে দুই রাক'আত, মাগরিবের পরে দুই রাক'আত, এশার পরে দুই রাক'আত ও ফজরের পূর্বে দুই রাক'আত *(তিরমিযী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৫৯, 'সুন্নাত ও সুন্নাত ছালাতের ফযীলত' অধ্যায়)*। তবে যেহেতু সুন্নাত ছালাত সেহেতু আদায় না করলে কোন গোনাহ হবে না, তবে নেকী থেকে মাহরূম হবে।

প্রশ্নঃ (২০/২৩০)ঃ ফজর, যোহর, আছর, মাগরিব ও এশা এই পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের শাব্দিক অর্থ কি? এগুলির নামকরণ কার মাধ্যমে হয়েছে? আল্লাহ নাকি তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর মাধ্যমে? পাঁচ ওয়াক্তের পূর্বে যে পঞ্চাশ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করা হয়েছিল, এর কোন নামকরণ ছিল কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান
ছাতিয়ান, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের শাব্দিক অর্থগুলি নিম্নরূপঃ

(১) ফজর (فَجْرٌ) প্রাতঃকালের আভা, প্রভাত, ঊষা।

(২) যোহর (ظُهْرٌ) দ্বি-প্রহর, মধ্যাহ্ন, দুপুর। (৩) আছর (عَصْرٌ) অপরাহ্ন, দিনের শেষাংশ, কাল, সময়। (৪) মাগরিব (مغرب) সূর্যাস্তের স্থান, সূর্যাস্তের সময়, পশ্চিম। (৫) এশা (عشاء) সন্ধ্যা রাত, রাতের প্রথমাংশের অন্ধকার।

এগুলির নামকরণ মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন করেছেন। কুরআনের বিভিন্ন সূরায় এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হয়েছে। আর রাসূল (ছাঃ) জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা সহকারে তা গ্রহণ করেছেন *(মির'আতুল মাফাতীহ ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৮৪ 'ছালাতের বিবরণ' অধ্যায়)*।

পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের পূর্বের পঞ্চাশ ওয়াক্ত ছালাত ছিল। তবে সেগুলির বিবরণ কুরআন বা হাদীছে পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (২১/২৩১)ঃ মৃত্যুর পর মুমিন, কাফের ও শিশুদের আত্মা কোথায়, কিভাবে রাখা হয়? ছহীহ দলীলভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-ডাঃ মুহাম্মাদ আলী হোসাইন
সোহাগদল, স্বরূপকাঠি, পিরোজপুর।

উত্তরঃ মৃত্যুর পর হ'তে হাশরের দিবস পর্যন্ত সময়কে 'আলমে বারযাখ' বলা হয়। আর এই 'আলমে বারযাখে' আত্মাসমূহের অবস্থান তাদের আমল অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮৭)*।

মুমিনদের আত্মা 'ইল্লিঈন' নামক স্থানে রাখা হবে। 'ইল্লিঈন' সপ্তম আকাশের উপরে অবস্থিত। আর কাফিরদের আত্মা সমূহ 'সিজজীন' নামক স্থানে থাকবে। 'সিজজীন' সপ্ত যমীনের নীচে অবস্থিত *(তাফসীরে কুরতুবী ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৮ সূরা মুত্বাফফিফীন)*।

মুমিন শিশুদের আত্মা তাদের পিতা-মাতাদের সংগেই থাকবে। চাই তারা ইল্লিঈনেই থাকুক, না হয় জান্নাতেই থাকুক। আল্লাহ বলেন, 'যারা ঈমানদার এবং তাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী' *(তূর ২১)*।

কাফেরদের সন্তানদের (শিশুদের) ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য ছহীহ মত হ'লঃ তারা জান্নাতে থাকবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১০)*।

প্রশ্নঃ (২২/২৩২)ঃ যের, যবর, পেশ ছাড়া কুরআন শরীফ পড়লে অথবা কোন শব্দ উচ্চারণে ভুল হ'লে এর জন্য কোন শাস্তি হবে কি? শাস্তি হ'লে কিরূপ শাস্তি হবে?

-আসমা খাতুন
মটমড়া, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ তাজবীদ সহকারে সঠিক উচ্চারণে কুরআন পড়তে হবে। আল্লাহ বলেন, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً 'তোমরা ধীরে ও শুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত কর' *(মুযযাম্মিল ৪)*। তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল করে পড়লে গোনাহ হবে না। সর্বদা ভালভাবে উচ্চারণ করার চেষ্টা করতে হবে। ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে নবী করীম (ছাঃ)-এর ক্বিরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, নবী করীম (ছাঃ) মাখরাজ সহকারে টেনে টেনে কুরআন পড়তেন *(বুখারী, আবুদাউদ হা/১৪৬৫)*। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ) বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (ছাঃ)-কে উটনীর উপর সূরা ফাতহ পড়তে দেখেছি। তিনি কণ্ঠকে হলকের মধ্যে ঘুরিয়ে সুন্দর আওয়াযে পড়ছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ হা/১৪৬৭)*। বারা ইবনে আযিব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের কণ্ঠের মাধ্যমে ক্বিরাআতকে সুন্দর কর' *(আবুদাউদ হা/১৪৬৮)*।

প্রশ্নঃ (২৩/২৩৩)ঃ ডিগ্রী ক্লাসের ইতিহাসে দেখেছি যে, নবী করীম (ছাঃ)-এর সময় জুম'আর খুৎবা ছালাতের পর হ'ত। মু'আবিয়া (রাঃ)-এর যুগে জনগণ খুৎবা না

শুনে চলে যেত। ফলে মু'আবিয়া (রাঃ) খুৎবা ছালাতের পূর্বে নির্ধারণ করে দেন। এ ঘটনার সত্যাসত্য জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মমতাজুর রহমান
চুপিনগর, বগুড়া।

উত্তরঃ ঘটনাটি জুম'আর ছালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়; বরং ঈদের ছালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট। আর এ রীতি প্রবর্তন করেছিলেন মারওয়া ইবনুল হিকাম, মু'আবিয়া (রাঃ) নন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদের মাঠে যেতেন এবং প্রথমে ছালাত আদায় করতেন। তারপর মানুষের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, মানুষ এভাবে আমল করতে থাকে। একদা আমি মারওয়ানের সাথে ঈদুল ফিৎর অথবা ঈদুল আযহায় গেলাম। তখন সে মদীনার আমীর। মাঠে এসে দেখি কাছীর ইবনে সালত ঈদের মাঠে মিম্বর তৈরী করেছে। মারওয়ান মিম্বরে চড়ে ছালাতের পূর্বে খুৎবা দিতে চাইলে আমি তার কাপড় টেনে ধরলাম। সে আমার সাথে জোর করে মিম্বরে উঠে ছালাতের পূর্বে খুৎবা দিল। আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্র কসম! তোমরা (রাসূলের সুন্নাত) পরিবর্তন করলে। মারওয়ান বলল, আবু সাঈদ! তুমি যে নিয়ম জান ঐ নিয়ম এখন চলবে না। আমি বললাম, আমি যে নিয়ম জানি সেটা কল্যাণকর। তখন মারওয়ান বলল, মানুষ ছালাতের পর আমার খুৎবা শুনার জন্য বসে না। তাই আমি খুৎবাকে ছালাতের পূর্বে করেছি *(মুসলিম হা/৮৮৯ 'ঈদায়েন-এর ছালাত' অধ্যায়)*।

***প্রশ্নঃ (২৪/২৩৪)ঃ** ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত 'আমপারা, শব্দার্থ সহ কতিপয় ফযীলতের আয়াত' বইয়ে সূরা বাক্বারাহ'র শেষ দু'আয়াতের ফযীলত সম্পর্কে উল্লেখ আছেঃ (ক) রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাক্বারাহ'র শেষ দু'আয়াত পাঠ করবে, তা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। (খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এ দু'টি আয়াত জান্নাতের ভাণ্ডার থেকে অবতীর্ণ করেছেন। জগত সৃষ্টির দুই হাযার বৎসর আগে আল্লাহ পাক তা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। (এশার ছালাতের পর এ দু'টি আয়াত পাঠ করলে তাহাজ্জুদ ছালাতের সমান ছওয়াব পাওয়া যায়)। (গ) ...সূরা বাক্বারার শেষ আয়াতগুলি আমাকে আরশের নীচের গুপ্তধন থেকে দেওয়া হয়েছে... (বায়হাক্বী ও মুস্তাদরাকে হাকেম), উপরোক্ত বর্ণনাগুলি ছহীহ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।*

-মুহাম্মাদ বদরুদ্দীন মণ্ডল
বিভাগীয় প্রকৌশলী, টেলিকম
রাজশাহী কার্যালয়, রাজশাহী।

উত্তরঃ (ক) নম্বরে উল্লেখিত হাদীছটি ছহীহ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১২৫, 'ফাযায়েলে কুরআন' অনুচ্ছেদ)*। (খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন 'আল্লাহ তা'আলা এ দু'টি আয়াত... লিপিবদ্ধ করেছিলেন, এ অংশ পর্যন্ত ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(মুস্তাদরাকে হাকেম হা/২০৬৫, সনদ ছহীহ, 'ফাযায়েলে কুরআন' অনুচ্ছেদ)*। তবে 'এশার ছালাতের পর এ দু'টি আয়াত পাঠ করলে তাহাজ্জুদ ছালাতের সমান ছওয়াব পাওয়া যায়' এ অংশটুকু সূরা আলে ইমরানের শেষাংশ সম্পর্কে বলা হয়েছে *(দারেমী, মিশকাত হা/২১৭১, 'ফাযায়েলে কুরআন' অনুচ্ছেদ; তবে হাদীছটি যঈফ)*। (গ) হাদীছটি ছহীহ *(মুস্তাদরাকে হাকেম, হা/২০৬৬ 'ফাযায়েলে কুরআন' অনুচ্ছেদ)*।

***প্রশ্নঃ (২৫/২৩৫)ঃ** জনৈক ব্যক্তি ছালাত আদায় করা শুরু করে কিছুদিন পর আবার ছেড়ে দেয়। এভাবে সে অনেকবার করেছে। এখন সে তওবা করে আবার নিয়মিত ছালাত আদায় সহ অন্যান্য সৎ আমল করার ইচ্ছা পোষণ করছে। কিন্তু শুনেছি যে, তিনবারের অধিক তওবা কবুল হয় না। এমতাবস্থায় তার জন্য তওবার কোন পথ খোলা আছে কি?*

-সুজন মিয়া
আবদুল্লাহ্র পাড়া
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ তিনবারের অধিক তওবা কবুল হয় না একথা ঠিক নয়। বরং একাধিকবার পাপ করেও তওবা করলে তওবা কবুল করা হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মানুষ পাপ করার পর যখন বলে আল্লাহ আমি পাপ করেছি। আমাকে ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা কি জানে তার প্রতিপালক রয়েছেন, যিনি পাপ ক্ষমা করতে পারেন? কাজেই আমার বান্দাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম। এরূপ যতবার করবে ততবার তাকে ক্ষমা করা হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩৩ 'দো'আ' অধ্যায়)*।

***প্রশ্নঃ (২৬/২৩৬)ঃ** আমরা শুনেছি যে, হাদীছে আছে 'যে ব্যক্তি মৃত্যুর সময় 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' বলবে সে জান্নাতে যাবে'। কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে কালেমা পাঠের সুযোগ থাকে না। তাহ'লে ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণকারীদের অবস্থা কি হবে? এমন কোন দো'আ আছে কি, যা পাঠে কালেমা পাঠের সমান গণ্য হবে?*

-মুহাম্মাদ আবুল কাসেম
পোঃ বক্স নং ৪১১৭১, কুয়েত।

উত্তরঃ হযরত মু'আয (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তির জীবনের শেষ বাক্য 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' হবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৬২১)*। তবে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' পড়তে হবে এমনটি নয়। বরং ঘুমানোর পূর্বে পঠিত দো'আ সমূহ পাঠ করে ঘুমালেই সে জান্নাতে যাবে আশা করা যায়। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মুসলিম ব্যক্তি দু'টি স্বভাবের (আমলের) প্রতি যত্নবান হ'লে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (১) প্রত্যেক ছালাতের পরে দশবার করে 'সুবহানাল্লা-হ,

আল-হামদু লিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার' পাঠ করা এবং (২) শয্যা গ্রহণের সময় উপরোল্লিখিত তাসবীহ গুলি মোট একশতবার পাঠ করা *(তিরমিযী ২য় খণ্ড, ১৭৮ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ)*। অনুরূপভাবে শাদ্দাদ বিন আউস কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা সাইয়েদুল ইস্তিগফার পাঠ করে ইন্তেকাল করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়' *(তিরমিযী ২য় খণ্ড, ১৭৬ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ)*। এছাড়াও এ মর্মে হাদীছে অনেক দো'আ রয়েছে। উল্লিখিত হাদীছদ্বয় থেকে প্রতীয়মান হয় যে, যে ব্যক্তি শয্যাগ্রহণের সময় তাসবীহ ও সাইয়েদুল ইস্তিগফার পাঠ করে ঘুমন্ত অবস্থায় হোক অথবা জাগ্রত অবস্থায় হোক ইন্তেকাল করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে বলে আশা করা যায়।

প্রশ্নঃ (২৭/২৩৭)ঃ যাদের বাড়ীতে টিভি, ভিসিআর আছে এবং সবসময় গান-বাজনায় মত্ত থাকে তাদের সাথে আত্মীয়তা করা যাবে কি? আর পূর্ব থেকে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকলে উক্ত সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখা অথবা ছিন্ন করা সম্পর্কে শারঈ বিধান কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শামসুল আলম
মুওয়াযযিন, কারিগরপাড়া জামে মসজিদ
দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ যাদের বাড়ীতে টিভি, ভিসিআর আছে এবং সবসময় গান-বাজনায় মত্ত থাকে, শরী'আতের দৃষ্টিতে তারা অন্যায়কারী। তাদের সাথে আত্মীয়তা না করাই ভাল। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন যে, তুমি প্রকৃত মুমিন ছাড়া কাউকে সাথীরূপে গ্রহণ করবে না এবং মুত্তাক্বী ছাড়া কেউ যেন তোমার খাদ্য না খায়' *(তিরমিযী, আবুদাউদ, দারেমী, মিশকাত, আলবানী হা/৫০১৮, হাদীছ হাসান, 'আল্লাহর জন্য ভালোবাসা ও আল্লাহর জন্য বিদ্বেষ পোষণ করা' অধ্যায়)*।

আর পূর্ব থেকে তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকলে তাদেরকে উক্ত কাজে বাধা দিতে হবে এবং নছীহত করতে হবে। এতে তারা বিরত না থাকলে অন্তর থেকে ঘৃণা করতে হবে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে কেউ যখন কোন খারাপ কাজ হ'তে দেখে সে যেন উহা হাত দ্বারা বাধা দেয়। তাতে সক্ষম না হ'লে যবান দ্বারা বাধা দেয়। এতেও যদি সক্ষম না হয় তাহ'লে যেন অন্তর দ্বারা ঘৃণা করে' *(মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৪৩৬ 'সৎ কাজের আদেশ' অধ্যায়)*।

তবে জানা আবশ্যক যে, যেকোন আধুনিক প্রচার মাধ্যমকে ইসলামী দাওয়াতের কাজে ব্যবহার করা অন্যায় নয়, বরং যরূরী। কেননা আল্লাহ বলেন, 'তোমরা (আল্লাহ ও তোমাদের) শত্রুদের বিরুদ্ধে সাধ্যমত শক্তি সঞ্চয় কর..' (আনফাল ৬০)।

প্রশ্নঃ (২৮/২৩৮)ঃ 'মুসলমান' শব্দের বর্ণগত অর্থ কি হবে? যেমন 'শিক্ষক' শব্দের বর্ণগত অর্থ হলঃ 'শ'-এর শিষ্টাচার 'ক্ষ'-এর ক্ষমা এবং 'ক'-এর কর্মনিষ্ঠা। এই তিনটি গুণ একজন শিক্ষকের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। অনুরূপ 'বই' এর বর্ণগত অর্থঃ 'ব' বক্তব্য এবং 'ই'-এ ইহকাল। অর্থাৎ বইয়ে ইহকালের বক্তব্য লেখা থাকে।

-শেখ সেতাবুদ্দীন
গ্রামঃ মুহাম্মাদপুর, জঙ্গীপুর
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ 'মুসলমান' শব্দের বর্ণগত কোন অর্থ নেই। 'মুসলমান' শব্দটি মূলতঃ ফারসীতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর আরবী রূপ হল- 'মুসলিম'। যার বাংলা অর্থ আত্মসমর্পণকারী, আদেশ মান্যকারী, অনুগত। 'মুসলিম' শব্দেরও বর্ণগত কোন অর্থ নেই। প্রশ্নকারী প্রদত্ত বর্ণগত ব্যাখ্যার ও দলীল প্রয়োজন।

প্রশ্নঃ (২৯/২৩৯)ঃ দাঁড়িয়ে না পারলে বসে, বসে না পারলে কাত হয়ে বা শুয়ে ছালাত আদায়ের কথা হাদীছে এসেছে। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, শুয়ে ছালাত আদায় করলে মাথা ও পা কোন্ দিকে রাখতে হবে? ছহীহ দলীলের আলোকে জওয়াবদানে বাধিত করবেন।

-আলহাজ্জ কসীমুদ্দীন মণ্ডল
সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ ক্বিবলামুখী হয়ে ছালাত আদায় করাই শরী'আতের নির্দেশ *(বাক্বারা ১৪৪)*। ইমরান ইবন হুছাইন বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় কর। সম্ভব না হ'লে বসে, তাও সম্ভব না হ'লে কাত হয়ে বা শুয়ে ছালাত আদায় কর *(বুখারী, মিশকাত হা/১২৪৮)*। আলোচ্য হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যেকোন অবস্থায় ছালাত আদায় করতে হবে। এক্ষণে শুয়ে ছালাত আদায় করতে হ'লে পূর্ব দিকে মাথা এবং পশ্চিম দিকে পা রেখে ছালাত আদায় করতে হবে। সেটা সম্ভব না হ'লে যেদিকে থাকবে সেদিকেই ক্বিবলার নিয়তে ছালাত আদায় করবে *(দারাকুৎনী, হাকেম, বায়হাক্বী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, ইরওয়া হা/২৯৬; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৮৬; মির'আত হা/১২৫৬-এর টীকা)*।

প্রশ্নঃ (৩০/২৪০)ঃ নবুঅত লাভের পর আবু জাহাল, ওৎবা, শায়বাহ সহ ইসলাম বিরোধী শক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট সমঝোতা করার জন্য এসে কতিপয় প্রস্তাব দিয়েছিল। সে প্রস্তাব গুলি কি কি?

-আব্দুর রহমান
কালিগঞ্জ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে সূরা কাফিরূনের তাফসীর দেখলে তিনটি প্রস্তাবের বিবরণ পাওয়া যায়। (১) আপনি আমাদের মা'বূদের এক বছর ইবাদত করেন, আমরা আপনার মাবূদের এক বছর ইবাদত করব। (২) আপনাকে আমরা প্রচুর অর্থ দিব আপনি মক্কার সবচেয়ে বড় ধনী হবেন এবং ইচ্ছামত যেকোন মহিলাকে বিবাহ করতে পারবেন। এর বিনিময়ে আমাদের মা'বূদের নিন্দা করবেন না। (৩) আপনি আমাদের মাবূদের গায়ে হাত লাগান আমরা আপনাকে সত্যবাদী বলব *(কুরতুবী ২০/২২৫-২৭)*।

প্রশ্নঃ (৩১/২৪১)ঃ জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি ও সমাজ সেবক ইয়াতীমের সম্পদ জবর দখল করে খায় এবং অপর এক দ্বীনী আলেম অর্থ সঞ্চয়ের মানসে জিনের পূজা করে। এদের সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে কি?

-মফিযুদ্দীন
রুদ্রেশ্বর কাকিনা বাজার
কালিগঞ্জ, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা কাবীরা গুনাহ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কর্ম থেকে বেঁচে থাক। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে ইয়াতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা' *(মুসলিম, মিশকাত 'কবীরা গোনাহ' অধ্যায় হা/৫২)।* অপর দিকে আল্লাহ ব্যতীত জিন বা অন্যের পূজা করা শিরক, যা সবচেয়ে বড় পাপ' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'কবীরা গোনাহ' অধ্যায় হা/৫০)।* এধরনের পাপীকে আন্তরিক বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। বরং এধরনের লোকের তিনটি পদ্ধতিতে বিরোধিতা করতে হবে। (১) শক্তি প্রয়োগ করে বাধা দিতে হবে। (২) সম্ভব না হ'লে মুখে বলতে হবে (৩) সম্ভব না হ'লে অন্তর দ্বারা ঘৃণা করতে হবে' *(মুসলিম, মিশকাত 'আদাব' অধ্যায় হা/৫১৩৭)।*

প্রশ্নঃ (৩২/২৪২)ঃ আমরা হাঁস-মুরগী যবেহ করে সাধারণতঃ আগুনে পুড়িয়ে অথবা গরম পানিতে দিয়ে লোম পরিষ্কার করে থাকি। যবেহকৃত প্রাণীর লোম এভাবে পরিষ্কার করা জায়েয হবে কি?

-মুহাম্মাদ ইউসুফ আলী
আলী ভিলা, মাষ্টারপাড়া
পি,টি,আই, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ হাঁস-মুরগী বা যেকোন হালাল প্রাণী 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে যবেহ করার পর সুবিধামত আগুনে সেঁকে বা গরম পানিতে ডুবিয়ে লোম পরিষ্কার করাতে কোন বাধা শরী'আতে নেই। অবশ্য একটি হাদীছে বলা হয়েছে কেবল আল্লাহ ছাড়া আর কেউ কাউকে আগুন দ্বারা শাস্তি দিতে পারে না *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৬৭৩)।* কিন্তু হাঁস-মুরগী পরিষ্কারের উক্ত পদ্ধতি এ হাদীছের হুকুমে পড়ে না। কেননা এখানে আগুন দ্বারা পোড়ানোর উদ্দেশ্য শাস্তি নয়; বরং পরিষ্কার করা। অতএব শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোন প্রাণীকে আগুনে পোড়ানো যাবে না বা মরার পর পুড়িয়ে শাস্তি দেওয়া যাবে না। অন্যথায় তা জায়েয।

প্রশ্নঃ (৩৩/২৪৩)ঃ ছালাতের এক্বামতের পর ছালাত শুরুর পূর্বে কথা বলা যায় কি না?

-ছাহেব আলী
হাটগাংগো পাড়া
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাতের এক্বামতের পর ছালাত শুরুর পূর্বে প্রয়োজনে কথা বলা যায়। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) তাঁর সাথীদের কোন ব্যক্তিকে পিছনে দেখলে আগে বাড়ার জন্য বলতেন এবং বলতেন তোমরা আমার অনুসরণ কর, আর তোমাদের পিছনে যারা আছে তারা তোমাদের অনুসরণ করবে' *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৩৯৬)।*

প্রশ্নঃ (৩৪/২৪৪)ঃ 'হেরা' গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় রাসূল (ছাঃ) কি করতেন।

-আব্দুল গণি
কেঁড়াগাছি, কলারোয়া
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ 'হেরা' গুহায় ধ্যান মগ্ন অবস্থায় রাসূল (ছাঃ) ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বীন অনুসারে ইবাদত করতেন *(বুখারী, ফৎহুলবারী ১ম খণ্ড, 'ওয়াহী শুরু' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (৩৫/২৪৫)ঃ একাধিক বিবাহিতা মহিলা জান্নাতে প্রবেশ করলে কোন স্বামীর সাথে তার বসবাস হবে?

-মুসাম্মাৎ ফাতিমা খাতুন
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ একাধিক বিবাহিতা জান্নাতী মহিলা তার সর্বশেষ স্বামীর সাথে থাকবে। দারদা (রাঃ)-এর পিতার মৃত্যুর পর তার মাতাকে মু'আবিয়া (রাঃ) -এর সাথে বিবাহের প্রস্তাব করা হ'লে তিনি বলেন, আমি অন্য কোথাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে রাযী নই। কেননা আবু দারদা বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, নারীরা তাদের শেষ স্বামীর সাথে থাকবে। অতএব আমি আমার স্বামী আবু দারদার পরিবর্তে কাউকে চাইনা'। একই ধরনের বক্তব্য এসেছে আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) হ'তে। অনুরূপভাবে হযরত হুযায়ফা (রাঃ) স্বীয় স্ত্রীকে বলেন, যদি তুমি আমার সাথে স্ত্রী হিসাবে জান্নাতে থাকতে চাও তাহ'লে আমার পরে অন্যত্র বিবাহ করো না' *(ত্বাবারানী, বায়হাক্বী, সিলসিলা ছাহীহাহ, হা/১২৮১; দ্রঃ আত-তাহরীক, অক্টোবর '৯৮ প্রশ্নোত্তর ১১/১১)।*

প্রশ্নঃ (৩৬/২৪৬)ঃ মসজিদে ছালাতে যাওয়ার সময় হঠাৎ করে আমার জামা কাপড়ে পাখি পায়খানা করে দেয়। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-মুহসিন আকন্দ
জোরবাড়িয়া, ফুলবাড়িয়া
ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ কবুতর, চড়ুইপাখি ইত্যাদি হালাল পাখির পায়খানা নাপাক নয়। তবে ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) এরূপ অবস্থায় কবুতরের পায়খানা আঙ্গুল দিয়ে ঘষে ফেলে দিয়ে ছালাত আদায় করেন। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে' *(ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/১৩৮, ১৪২)।*

প্রশ্নঃ (৩৭/২৪৭)ঃ উপুড় হয়ে শয়ন করা যায় কি? শুনেছি, পুরুষেরা উপুড় হয়ে শুইলে যেনার ন্যায় পাপ হয়। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আমীনুর রহমান
মজীদপুর, কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ উপুড় হয়ে শয়ন করা নিষিদ্ধ। এতে আল্লাহ তা'আলা নাখোশ হন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত,

তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে উপুড় হয়ে শোয়া দেখে বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা এ পদ্ধতিতে শোয়া পসন্দ করেন না' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৭১৮-১৯; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩০১৫, 'উপুড় হয়ে শয়ন করা নিষিদ্ধ' অধ্যায় নং ২৭)*। অন্য এক হাদীছে এসেছে, আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলাম। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি স্বীয় পা দ্বারা আমাকে খোঁচা দিলেন এবং বললেন, হে জুনদুব (আবু যার-এর নাম)! শোয়ার এ পদ্ধতি জাহান্নাম বাসীদের পদ্ধতি' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩০১৬, মিশকাত হা/৪৭৩১)*। তবে উপুড় হয়ে শয়ন করলে ব্যভিচারের ন্যায় পাপ হয় কথাটি ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (৩৮/২৪৮)ঃ বিদায় নেওয়ার সময় কেউ যদি বলেন, আমার জন্য দো'আ করবেন। তখন আমরা কি বলব বা করব? কেউ দো'আ চাইলে অনেকে 'ফী আমানিল্লাহ বলেন'। এরূপ বলা যায় কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হালীম
হরিপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ বিদায় নেওয়ার সময় বা অন্য যেকোন সময় দো'আ চাইলে বিভিন্নভাবে দো'আ করা যায়। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা এক ব্যক্তিকে বিদায় দেওয়ার সময় বলেন,

أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَآخِرَ عَمَلِكَ وَفِيْ رِوَايَةٍ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ -

অর্থঃ 'তোমার দ্বীন, তোমার আমানত এবং তোমার শেষ আমল আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ করলাম' *(তিরমিযী, আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৪৩৫)*। অন্য বর্ণনায় এভাবে এসেছে,

أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكُمْ وَأَمَانَاتِكُمْ وَخَوَاتِيْمَ أَعْمَالِكُمْ -

অর্থঃ 'তোমাদের দ্বীন, তোমাদের আমানত এবং তোমাদের শেষ আমল আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ করলাম' *(আবুদাউদ সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৪৩৬)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট দো'আ চাইলে তিনি বলেন,

زَوَّدَكَ اللّٰهُ التَّقْوٰى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ -

অর্থঃ 'আল্লাহ তোমাকে কারো নিকট চাওয়া থেকে বাঁচান, তোমার গোনাহ মাফ করুন এবং তুমি যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ তোমার জন্য কল্যাণকে সহজ করে দিন' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৩৭, 'বিভিন্ন সময়ের দো'আ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/২৪৯)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক ফরয ছালাতান্তে 'আয়াতুল কুরসী' পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশের জন্য মৃত্যু ব্যতীত আর কোন বাধা থাকে না' নাসাঈ-এর উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মাখন
পাশুণ্ডিয়া, জামিরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উল্লেখিত হাদীছটি ছহীহ *(সিলসিলাতুছ ছহীহাহ লিল আলবানী হা/৯৭২)*। নাছিরুদ্দীন আলবানী ছহীহুল জামে'তে হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।- *(দেখুনঃ সা'দ বিন আব্দুল্লাহ আল-বোরাইক-এর 'আযকারুল ইয়াওম ওয়াল-লাইলাহ' (দিন রাত্রির যিকর সমূহ) 'ছালাতের পরে যিকির' অধ্যায়)*। তবে মিশকাতে আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত এ মর্মের হাদীছটি যঈফ। কারো মতে মওযূ *(ঐ)*। হাদীছটি ইমাম বায়হাক্বী 'শু'আবুল ঈমান'-য়ে বর্ণনা করেছেন *(মিশকাত হা/৯৭৪-এর ২ নং টীকা)*।

প্রশ্নঃ (৪০/২৫০)ঃ আমাদের গ্রামে তিন ব্যক্তি নারিকেল চুরি করে ধরা পড়লে সামাজিক বিচারে তাদের জরিমানা ধার্য করা হয়। জরিমানার এ অর্থ দিয়ে ঈদগাহের জন্য কার্পেট কেনা হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, এই কার্পেটে ছালাত আদায় জায়েয হবে কি-না? সঠিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-আলহাজ্জ সিরাজুদ্দীন
সভাপতি, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ
নুন্দাপুর শাখা, রাজশাহী।

উত্তরঃ জরিমানার ঐ টাকা মূলতঃ নারিকেল গাছের মালিকের। কাজেই তার হক তাকে পৌঁছে দিতে হবে। আল্লাহ পাক বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে যথাস্থানে আমানত পৌঁছে দেওয়ার নির্দেশ দেন' *(নিসা ৫৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যার যেটা হক তাকে তা দিয়ে দাও *(আবু দাঊদ, সনদ ছহীহ ৩/২০৫ পৃঃ)*। সুতরাং জরিমানার টাকা মালিককে দিয়ে দেওয়ার পর তিনি যদি তা ঈদগাহে দান করেন বা সম্মত থাকেন, তাহ'লে ঐ কার্পেটে ছালাত আদায় করাতে কোন অসুবিধা নেই। পক্ষান্তরে মালিকের অসম্মতিতে ঐ টাকা দিয়ে কার্পেট ক্রয় করা হ'লে তাতে ছালাত আদায় শুদ্ধ হবে না।

প্রশ্নঃ (৪১/২৫১)ঃ কোন স্থানের নাম 'আল্লাহ্‌র দরগা' এবং কোন দোকান বা এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নাম 'আলিফ-লাম-মীম' রাখা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ গোলাম কিবরিয়া (বিপুল)
মথুরাপুর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ 'আল্লাহ্‌র দরগা' অর্থ আল্লাহ্‌র কবর বা মাজার। এ ধরনের নামকরণ করা নিঃসন্দেহে শিরক ও ইসলামী আক্বীদার পরিপন্থী। কেননা আল্লাহ পাক চিরস্থায়ী, চিরঞ্জীব। তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করবেন না। আল্লাহ বলেন, আল্লাহ ব্যতীত কোন (হক) মা'বূদ নেই। তিনি জীবিত, সবকিছুর ধারক *(বাক্বারাহ ২৫৫)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, (হে মুহাম্মাদ)! আপনি সেই চিরঞ্জীব সত্তার উপর ভরসা করুন, যার মৃত্যু নেই' *(ফুরক্বান ৫৮)*।

দোকান বা এ জাতীয় কোন প্রতিষ্ঠানের নাম 'আলিফ-লাম-মীম' রাখা যেতে পারে। তবে বরকত মনে করলে এ জাতীয় নাম না রাখাই উচিৎ।

প্রশ্নঃ (৪২/২৫২)ঃ অসুখের কারণে জনৈক কবিরাজের কাছে গেলে তিনি লাল কালি দিয়ে আরবী হরফে লেখা একটি কাগজ পানিতে ভিজিয়ে পানিসহ তা আমাকে খাওয়ালেন। খাওয়ার পর তাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, কাগজে কুরআনের আয়াত লেখা ছিল। এ কাজটি শিরকের মধ্যে পড়বে কি-না? যদি পড়ে তাহ'লে এ পাপ থেকে বাঁচার উপায় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ বর্ণিত পদ্ধতি শরী'আতে নাজায়েয। কেননা শিরক মুক্ত ঝাড়-ফুঁক ছাড়া অন্য কোন তাবীয বা এ জাতীয় পদ্ধতি শরী'আতে জায়েয নয়। উল্লেখ থাকে যে, তাবীযে কুরআনের আয়াত লেখা থাক আর নাই লেখা থাক তা নাজায়েয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো, সে শিরক করল' *(সিলসিলাতুল আহাদীছ আছ-ছাহীহাহ হা/৪৯২; আহমাদ ৪/৫৬ পৃঃ)*।

কেবলমাত্র শিরক বর্জিত ঝাড়-ফুঁক শরী'আতে জায়েয আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা তোমাদের ঝাড়-ফুঁক সমূহ আমার নিকট পেশ কর। (কেননা) ঝাড়-ফুঁকে কোন দোষ নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত তাতে শিরক না থাকে *(মুসলিম, শারহে নববী ১৪/১৮৭ পৃঃ)*। সুতরাং কবিরাজ ও রোগী উভয়কে আল্লাহ্‌র নিকটে খালেছভাবে তওবা করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, যখন কোন বান্দা স্বীয় পাপ স্বীকার করে আল্লাহ্‌র নিকট তওবা করে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩০)*।

প্রশ্নঃ (৪৩/২৫৩)ঃ রুকূতে তিনবার এবং সিজদায় চারবার এরূপ কম-বেশী করে তাসবীহ পাঠ করা যাবে কি?

-মুসাম্মাৎ মুনীরা খাতুন
বাখড়া, মোলামগাড়ী হাট
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ রুকূতে তিনবার এবং সিজদায় চারবার এরূপ কম-বেশী করে তাসবীহ পাঠ করা যাবে। কেননা যে সমস্ত হাদীছে রুকূ ও সিজদাতে তিন তিনবার করে তাসবীহ পাঠের কথা এসেছে সে সমস্ত হাদীছের সূত্রগুলি ক্রটিমুক্ত নয় *(মির'আত হা/৮৮৭-এর ভাষ্য)*।

আল্লামা শাওকানী বলেন, 'রুকূ ও সিজদাতে তাসবীহ পাঠের নির্ধারিত কোন সংখ্যা নেই; বরং ছালাতকে দীর্ঘ করে পড়ার জন্য অধিক হারে তাসবীহ পাঠ করাই বাঞ্ছনীয়' *(ঐ)*।

প্রশ্নঃ (৪৪/২৫৪)ঃ لا إله إلا الله محمد رسول الله এই কালেমাটি কে, কখন চালু করেন? এর নাম 'কালেমা ত্বাইয়েবা' কে রেখেছেন এবং কেন?

-আ,জ,ম, যাকারিয়া
জলাইডাঙ্গা, গোপালপুর
পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তরঃ মূলতঃ لا إله إلا الله এই বাক্যটির নামই 'কালেমা ত্বাইয়েবা'। মুফাস্সিরকুল শিরোমণি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) সূরা ইবরাহীমের ২৪ নং আয়াতের আলোকে এই বাক্যটিকে এ নামে অভিহিত করেন *(তাফসীরে কুরতুবী পৃঃ ২৩৬; তাফসীরে খাযেন পৃঃ ৫৪৮; তাফসীরে ফাৎহুল ক্বাদীর পৃঃ ১০৫)*।

মুফাস্সির আতা আল-খুরাসানী সূরা 'ফাতহ'-এর ২৬ নং আয়াতাংশে كَلِمَةَ التَّقْوَى -এর ব্যাখ্যায় محمد رسول الله বাক্যটিকে لا إله إلا الله -এর সাথে যোগ করেছেন *(তাফসীরে কুরতুবী ১৬/২৮৯ পৃঃ)*।

উল্লেখ্য যে, যিকরের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র لا إله إلا الله এ বাক্যটির মাধ্যমেই যিকর করতে হবে। এর সাথে محمد رسول الله যোগ করা যাবে না। কারণ শুধুমাত্র স্রষ্টারই যিকর করা যায়, সৃষ্টির নয়।

প্রশ্নঃ (৪৫/২৫৫)ঃ গোরস্থান সংশ্লিষ্ট মসজিদ অর্থাৎ মসজিদের উত্তর-দক্ষিণ ও পশ্চিম পার্শ্বে কবর থাকলে ঐ মসজিদে ছালাত হবে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ তৈমুর রহমান
ফার্মেসী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ এ ধরনের মসজিদে ছালাত জায়েয হবে না। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইহুদী ও নাছারারা তাদের নবীদের কবর সমূহকে মসজিদ বানিয়ে নেওয়ার কারণে আল্লাহ তাদের উপরে অভিসম্পাত করেছেন। কবরকে মসজিদ বানিয়ে নেওয়ার আশংকা যদি না থাকত, তাহ'লে রাসূল (ছাঃ)-এর কবরকে প্রকাশ করে দেওয়া হ'ত *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৬৭)*। আবু মারছাদ গানাবী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কবরের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় কর না'। মুসলিমের অপর বর্ণনায় হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছাঃ) কবর সমূহের মধ্যস্থল ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন' *(এ হাদীছটি ইবনু হিব্বান তার ছহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ফতওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ২৭তম খণ্ড, পৃঃ ১৫৮)*।

উল্লেখ্য যে, মসজিদের দেওয়াল ব্যতীত মসজিদ এবং কবরস্থানের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে মসজিদকে পৃথক করার জন্য যদি আলাদা কোন প্রাচীর দেওয়া হয় এবং যদি সে মসজিদটি কোন কবরকে কেন্দ্র করে গড়ে না ওঠে, তাহ'লে উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে। যেরূপ খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে রাসূল (ছাঃ)-এর কবর তাঁর গৃহের প্রাচীর দ্বারা পৃথক করা ছিল।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

৫ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা
জুন ২০০২

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্নঃ (১/২৫৬)ঃ 'আল্লাহ পাক আদম (আঃ)-কে আপন আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন' হাদীছটির প্রকৃত ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
উত্তর নাড়ীবাড়ী
গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তরঃ হাদীছের উক্ত অংশটুকু মিশকাত শরীফের 'আদাব' বা 'শিষ্টাচার' অধ্যায়ের 'সালাম'-অনুচ্ছেদের ১ম পরিচ্ছেদের ১ম হাদীছ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬২৮)*।

হাদীছটির পটভূমিতে বলা হয়েছে, এক ব্যক্তি এক বালকের গালে চপেটাঘাত করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে এভাবে গালে চপেটাঘাত করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আদমকে তার আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন'। এ বাক্য প্রয়োগের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মূলতঃ মানুষের মুখমণ্ডলের মর্যাদা নির্দেশ করেছেন এবং মানবদেহের মর্যাদাপূর্ণ এই অঙ্গে আঘাত করতে নিষেধ করেছেন। বাকী থাকে হাদীছাংশে উল্লেখিত সর্বনাম (صورته)-এর প্রত্যাবর্তন স্থল কোন দিকে? এর জবাবে মুহাদ্দিছগণের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও হাদীছটির পটভূমির আলোকে এর প্রকৃত অর্থ হবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ আদমকে তার (বালকটির) আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন *(মিরক্বাত ৬/৪৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২/২৫৭)ঃ ছালাতে কিংবা ছালাতের বাইরে হাই উঠলে করণীয় কি? 'লা-হাওলা ওয়ালা-কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলা যাবে কি?

-মামুনুর রশীদ
বাঁকড়া, চারঘাট
রাজশাহী।

উত্তরঃ যেকোন অবস্থায় হাই উঠলে যথাসম্ভব তা হাত দ্বারা প্রতিহত করার চেষ্টা করতে হবে। কেননা হাদীছে এসেছে, আল্লাহ পাক হাঁচিকে পসন্দ করেন এবং হাই তোলাকে অপসন্দ করেন।... আর হাই তোলা শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমাদের কারো হাই আসলে যথাসম্ভব তা প্রতিহত করার চেষ্টা করা উচিৎ। কেননা যখন কেউ হাই তুলে, তখন শয়তান তা দেখে হাসতে থাকে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৩২ 'হাঁচি দেওয়া ও হাই তোলা' অনুচ্ছেদ)*। হাই উঠলে উক্ত দো'আ পড়ার কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। *(দ্রঃ ফৎহুল বারী হা/৬২২৬-এর ব্যাখ্যা; বুখারী 'আদব' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩/২৫৮)ঃ আমার প্রবাসী বড় ছেলে বিদেশে বসেই দু'টি ছাগল আল্লাহ্র রাস্তায় ছেড়ে দেওয়ার মানত করেছে। এখন কোন্ পদ্ধতিতে দু'টি ছাগল ছেড়ে দিলে শরী'আত মোতাবেক মানত আদায় হবে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল বারিক ভুঁইয়া
একলারামপুর, দাউদকান্দি
কুমিল্লা।

উত্তরঃ মানতের বর্ণিত পদ্ধতি শরী'আত সম্মত নয়; বরং তা কোন মাদরাসায় বা ইয়াতীম খানায় অথবা দরিদ্র লোকদের খাওয়ানোর নিয়তে মানত করাই ঠিক ছিল। তবে যেহেতু মানত করে ফেলেছে এবং তা ভুল পদ্ধতি হয়েছে, সেহেতু তাকে কাফফারা দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মানতকারীর পক্ষে যদি মানত পূরণ করা সম্ভব না হয়, তাহ'লে তাকে কাফফারা দিতে হবে। আর মানতের কাফফারা হ'ল শপথের কাফফারা *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৯)*। শপথের কাফফারা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'তোমরা দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে; মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য, যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে দিয়ে থাক অথবা তাদেরকে বস্ত্র প্রদান করবে অথবা একজন ক্রীতদাস কিংবা দাসী আযাদ করে দিবে। যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না, সে তিন দিন ছিয়াম পালন করবে। এটা তোমাদের শপথের কাফফারা, যখন তোমরা শপথ করবে' *(মায়েদাহ ৮৯)*।

প্রশ্নঃ (৪/২৫৯)ঃ আমি যথারীতি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করি, জনকল্যাণ মূলক কাজও করি। আমার জানা মতে, কারো প্রতি অন্যায় করি না। তথাপিও আমার উপর নানা রকম বালা-মুছীবত আসে।

-নেছার আলী
দক্ষিণ দনিয়া, নয়াপাড়া
ডেমরা, ঢাকা-১২৩১।

উত্তরঃ মুমিন ব্যক্তিগণ সর্বদা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নানা পরীক্ষার সম্মুখীন হন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ যার মঙ্গল চান, তাকে বিপদগ্রস্ত করেন' *(বুখারী, ১০/৯৪ পৃঃ)*। অন্যত্র এসেছে, মুসলমান যেসব দুঃখ-কষ্ট, রোগ-ব্যাধি, দুশ্চিন্তা ও সংকটে পড়ে, এমনকি পায়ে যে কাঁটা বিদ্ধ হয়, এগুলি সব তার গোনাহের কাফফারা হিসাবে আল্লাহ গ্রহণ করেন' *(বুখারী ৮৪৩ পৃঃ; মুসলিম হা/২৫৭১)*। অন্য হাদীছ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, মুমিন নারী-পুরুষ এবং তাদের সন্তানদের জীবনে ও ধন-সম্পদে সর্বদা বিপদাপদ হ'তেই থাকে। অতঃপর সে আল্লাহ্র সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার উপর কোন গোনাহ থাকবে না' *(তিরমিযী হা/২৪০১)*।

কাজেই মুমিন জীবনের নানা বিপদ-আপদকে তার জন্য মঙ্গল মনে করা উচিৎ এবং আল্লাহ্র সিদ্ধান্তে ছবর করা উচিত।

প্রশ্নঃ (৫/২৬০)ঃ জানাযার ছালাতে ছানা পড়া যায় কি?

-ইদরীস বিন হযরত আলী
বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে ছানা পড়ার কোন দলীল নেই। তাকবীরে তাহরীমার পর আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ সহ সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা পড়তে হয়। ত্বালহা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওফ বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর পিছনে জানাযার ছালাত আদায় করেছি। তিনি সূরা ফাতিহা সরবে পড়লেন এবং বললেন, আমি এজন্য এটা পড়লাম যাতে তোমরা জান যে, এটি পড়া সুন্নাত' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৬৫৪, 'লাশের অনুগমন ও জানাযার ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। আনাস, ইবনু ওমর, ইবনু আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী জানাযার সকল তাকবীরেই হাত উঠাতেন। অতঃপর আউযুবিল্লাহ বিসমিল্লাহ সহ সূরায়ে ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়তেন *(বুখারী তা'লীক্ব ১/১৭৮ পৃঃ; নাসাঈ হা/১৯৮৯; ছহীহ নাসাঈ হা/১৮৭৮; নায়লুল আওত্বার ৫/৬৭-৭১ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১১৬)*।

প্রশ্নঃ (৬/২৬১)ঃ জনৈক আলেমের নিকট থেকে শুনলাম, 'মালাকুল মঊত' হযরত মূসা (আঃ)-এর জান কবয করতে আসলে তিনি তাঁকে থাপপড় মেরে একটি চোখ কানা করে দেন। এ ঘটনা কি সত্য?

-আবদুছ ছবুর
চান্দা, সোনাবাড়িয়া
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ঘটনাটি সত্য। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, মৃত্যুর ফেরেশতাকে মূসা (আঃ)-এর নিকট পাঠানো হ'ল। ফেরেশতা তাঁর নিকট আগমন করলে তিনি (মূসা) তাকে থাপপড় মারলেন এবং চক্ষু কানা করে দিলেন। ফেরেশতা স্বীয় প্রভুর নিকট গিয়ে বললেন, আপনি আমাকে এমন এক লোকের কাছে পাঠিয়েছেন, যে মরতে চায় না। তখন আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, আবার তার কাছে গিয়ে একটি ষাঁড়ের উপর হাত রাখতে বল। তার হাত পশুর যতটুকু জায়গার উপর পড়বে ততটুকু জায়গার প্রতিটি পশমের পরিবর্তে তাকে এক বছর করে আয়ু দান করা হবে। (একথা তাঁকে জানানো হ'লে) তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে আমার প্রভু! তারপর কি হবে? জবাবে আল্লাহ তা'আলা বললেন, তারপর মৃত্যু। একথা শুনে তিনি বললেন, তাহ'লে এখনই তা হোক। অবশ্য তিনি বায়তুল মুক্বাদ্দাস থেকে একটি পাথর নিক্ষেপের দূরত্ব পর্যন্ত পৌঁছে যাবার সময় প্রার্থনা করলেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, এ সময় আমি যদি বায়তুল মুক্বাদ্দাসের পবিত্র এলাকায় থাকতাম তবে পথের পাশে বালুর লাল টিবির কাছে মূসার কবর তোমাদেরকে দেখাতাম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭১৩ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৭/২৬২)ঃ ফরয ছালাতে কাতারের ভিতর পিলার রেখে দু'পাশে দাঁড়ালে ছালাত হবে কি-না?

-মুহাম্মাদ সানাউল হক
বি,বি,এ, ২য় বর্ষ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ কাতার সোজা করা এবং কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলানোই হ'ল ছালাতের সঠিক পদ্ধতি। আনাস (রাঃ) বলেন, আমাদের মধ্য থেকে একজন একে অপরের কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলিয়ে দিতেন। ছাহাবী নু'মান বিন বাশীর (রাঃ)ও অনুরূপ বলেন। যার ভিত্তিতে ইমাম বুখারী (রহঃ) 'ছালাতের কাতারে কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলানো' শিরোনামে অধ্যায় রচনা করেছেন। এখানে পা মিলানো অর্থ পায়ের সাথে পা এমনভাবে লাগি[illegible] দেওয়া, যাতে মাঝে কোনরূপ ফাঁক না থাকে এবং কাতারও সোজা হয়। বুখারীর অপর বর্ণনায় পরিষ্কারভাবে এসেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ভালভাবে মিলাও ও ফাঁক বন্ধ কর' *(বুখারী, ফৎহুল বারী ২/২৪৭ পৃঃ, 'কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলানো' অনুচ্ছেদ; আবুদাউদ, নাসাঈ হা/১০৮৭, ১১০২; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৮৮-৮৯)*।

উপরোল্লেখিত দলীল সমূহ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কাতারে ফাঁক রাখা শরী'আত বিরোধী আমল। কাজেই কাতারের ভিতর পিলার রেখে না দাঁড়িয়ে পিলারের আগে বা পিছে কাতার করে দাঁড়াতে হবে। একান্ত অসুবিধা থাকলে সেটি ভিন্ন কথা।

প্রশ্নঃ (৮/২৬৩)ঃ মাগরিবের সময় প্রথম কাতারে স্থান গ্রহণ করার জন্য মুছল্লীগণ বসে থাকেন। অনেকের ধারণা আছর ও মাগরিবের মাঝে কোন ছালাত নেই। আশে-পাশে, সামনে-পিছনে সবাই বসে থাকে। আমি দুই রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করতে ইচ্ছুক। কিন্তু সবাই বসে থাকার কারণে সুন্নাত পড়তে বা দাঁড়িয়ে থাকতে খারাপ লাগে। আবার এক্বামতের কিছু পূর্বে গেলেও পিছন কাতারে দাঁড়াতে হয়। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-মুহাম্মাদ বদরুদ্দীন
রাজশাহী মহানগরী।

উত্তরঃ ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই হ'তে হবে। মানুষের নিকট তা খারাপ লাগুক বা ভাল লাগুক তাতে কিছু যায় আসে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, তখন সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭০৪ 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

অন্য একটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মাগরিবের ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর। তোমরা মাগরিবের ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর। তৃতীয়বারে তিনি বললেন, যার ইচ্ছা হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৬৫, 'সুন্নাত সমূহ ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে 'মাগরিবের পূর্বে দু'রাক'আত সুন্নাত পড়' *(আবূদাউদ হা/১২৮১; রিয়াযুছ ছালেহীন ৪৫৪ পৃঃ;*

'মাগরিবের পূর্বে ও পরে সুন্নাত ছালাত' অধ্যায়)।

প্রকাশ থাকে যে, আছরের পরে কোন ছালাত নেই একথা ঠিক। তবে দু'রাক'আত তাহিইয়াতুল মসজিদ, জানাযা ও ক্বাযা ইত্যাদি কারণ বিশিষ্ট ছালাত আদায় করা এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮২; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ২৯)।*

প্রশ্নঃ (৯/২৬৪)ঃ অর্থের প্রয়োজন হেতু কোন ব্যক্তি কারো কাছে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমি এ শর্তে বন্ধক রাখে যে, যতদিন সে উক্ত অর্থ পরিশোধ করতে না পারবে ততদিন ঋণদাতা উক্ত জমির ফসল ভোগ করবে। এ ধরনের নিয়ম কি শরী'আত সম্মত?

-আবদুর রশীদ
কাকডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ঋণদাতা ঋণের বিনিময়ে কোন কিছু যামানত রাখুক বা নাই রাখুক উভয় অবস্থায়ই সে ঋণদাতা সাব্যস্ত হবে। আর ঋণের বিনিময়ে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করাই সূদ এবং হারাম।

হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন কেউ কাউকে ঋণ দিবে, তখন হাদিয়া স্বরূপ তার নিকট থেকে যেন কিছু গ্রহণ না করে' *(বুখারী স্বীয় তারীখে হাদীছটি বর্ণনা করেন, ফাতাওয়া ছানাঈয়াহ ২/১৭৭ পৃঃ)।*

হযরত আবূ বুরদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি মদীনায় এলে আবদুল্লাহ ইবনে সালামের সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি বললেন, তুমি এমন একটা জায়গায় বসবাস করছ, যেখানে সূদপ্রথা ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে। সুতরাং কোন লোকের নিকট যদি তোমার কোন প্রাপ্য থাকে আর সে তোমাকে যদি ঘাস, যব কিংবা তৃণের আঁটিও উপঢৌকন হিসাবে প্রদান করে, তবে তুমি তা গ্রহণ কর না। কেননা এটাও সূদের নামান্তর' *(বুখারী ১/৫৩৮ পৃঃ; 'মানাক্বিবে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম' অনুচ্ছেদ)।*

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বন্ধক রাখা জন্তুর প্রতি খরচের বিনিময়ে আরোহণ করা এবং দুধ পান করা যায়। আর যে জন্তুর প্রতি আরোহণ করা হয় এবং যার দুধ পান করা হয় তার প্রতি খরচ করতে হবে' *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/৮৪৭)।* ইমাম আহমাদ ও ইসহাক্ব প্রমুখ বিদ্বান বলেন, বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী পশু হ'তে তার খরচ পরিমাণে আরোহণ ও দুধপান দ্বারা উপকার নিতে পারবে। এ দু'টি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে উপকার নিতে পারবে না *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/৮৪৭-এর ব্যাখ্যা 'ঋণ ও বন্ধক' অনুচ্ছেদ)।*

আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর হাদীছটি خلاف قياس হওয়ার কারণে মুষ্টিমেয় বিদ্বান ব্যতীত সকল বিদ্বান বন্ধকী বস্তু ভোগ করা হারাম হওয়ার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। তবে এ দু'টি ক্ষেত্র অর্থাৎ বন্ধক রাখা জন্তুর প্রতি খরচার বিনিময়ে আরোহণ করা এবং উহার দুধ পান করা ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে বন্ধকী বস্তু ভোগ করা হারাম হওয়ার পক্ষে সকল বিদ্বান একমত। আর এ দু'টি জায়েযের কারণ হচ্ছে- খাদ্য না দিলে জন্তু মারা যাবে। কিন্তু জমি এবং অন্যান্য জিনিষ নষ্ট হওয়ার আশংকা নেই। বরং জমিতে আবাদ না করলে জমি আরো উর্বর হবে *(ফাতাওয়া ছানাঈয়া, ঐ)।*

প্রশ্নঃ (১০/২৬৫)ঃ ছালাতের মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠের পর অন্য সূরা পাঠ করতে যদি ভুলে যায় বা আয়াত ছাড়া পড়ে যায়, এমতাবস্থায় সেই সূরার পরিবর্তে অন্য সূরা পড়বে?, না সহো সিজদা দিবে?

-আমীনুল ইসলাম
কমরগ্রাম, বানিয়াপাড়া
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ছালাত আদায় হওয়ার জন্য সূরা ফাতেহাই যথেষ্ট। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮২২, 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)।* জনৈক ব্যক্তিকে ছালাতের প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, '...অতঃপর তুমি সূরা ফাতিহা পড়বে এবং যেটুকু আল্লাহ ইচ্ছা করেন কুরআন থেকে পাঠ করবে' *(ছহীহ আবূদাউদ হা/৭৬৫, 'রুকূ-সিজদায় যে ব্যক্তি পিঠ সোজা রাখে না' অনুচ্ছেদ)।*

অতএব সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে অন্য সূরার কিছু অংশ পড়ার পর ভুল হয়ে গেলে সে অবস্থাতেই রুকূতে যেতে পারবে। অথবা অন্য সূরাও পড়তে পারবে। এক্ষেত্রে সহো সিজদার কোন প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে ভুলের সংশোধনী মনে করে খাছ করে সূরা ইখলাছ পাঠ করার কোন দলীল নেই।

প্রশ্নঃ (১১/২৬৬)ঃ আমরা জেনে আসছি যে, পবিত্র কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬৬৬৬। কিন্তু আমি নিজে হিসাব করে দেখলাম ৬২৩৬টি। কোনটি সঠিক? কিভাবে ৬৬৬৬ আয়াত গণনা করা হয়েছে'?

-মুহসিন আলম
ইসমাঈলপুর
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬০০০ হওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত। এর বেশী সম্পর্কে বিদ্বান গণের মধ্যে ইখতিলাফ রয়েছে। যেমন- 'কেউ এর চাইতে বেশী বলেননি। অতঃপর মতভেদকৃত অন্যান্য সংখ্যাগুলি নিম্নরূপঃ ৬২০৪, ৬২১৪, ৬২১৯, ৬২২৫, ৬২২৬, ৬২৩৬' *(তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/৭ পৃঃ; তাফসীরে কুরতুবী ১/৬৪-৬৫)।* প্রশ্নে বর্ণিত সংখ্যাটি বিশ্বস্ত কোন তাফসীরে পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (১২/২৬৭)ঃ কেউ কাদিয়ানী হ'লে তাকে মুসলমান বানানোর পদ্ধতি কি? ছহীহ দলীলের আলোকে জবাবদানে বাধিত করবেন।

-আবুল বাশার
বাগাডাঙ্গা, হঠাৎগঞ্জ
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কাদিয়ানীরা নিঃসন্দেহে অমুসলিম। তারা ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবের গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীকে নবী বলে দাবী করে। হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে তারা শেষনবী বলে স্বীকার করে না। এ আক্বীদা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিরোধী। আল্লাহ বলেন, 'মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল ও শেষ নবী' *(আহযাব ৪০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি ও নবীদের তুলনা একটি প্রাসাদের ন্যায়, যা সুন্দরভাবে তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু একটি ইটের স্থান বাকী রাখা হয়েছে।... অতঃপর আমি সেই ইটের স্থানটি পূর্ণ করেছি। আমাকে দিয়েই প্রাসাদ নির্মাণ শেষ করা হয়েছে এবং আমাকে দিয়েই রাসূলদের সিলসিলা সমাপ্ত করা হয়েছে'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আমিই সেই ইট এবং আমি নবীদের সমাপ্তকারী' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭৪৫ 'রাসূলদের নেতার মর্যাদা সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে লোকেরা বায়'আত ও কালেমায়ে শাহাদাত পাঠের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করতেন। নবীর ওয়ারিছ হিসাবে দ্বীনদার মুত্তাক্বী আলেমদের নিকটে একইভাবে এসে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে পারে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭, ১৮, ২৮ 'ঈমান' অধ্যায়; আবুদাউদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/২১২ 'ইল্ম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৩/২৬৮)ঃ এক পাউণ্ড সুতা নগদ ৬০ টাকায় ক্রয় করা যায়। কিন্তু বাকীতে কিনলে ৬১ টাকা লাগে। এরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয হবে কি?

-ওয়াহীদুযযামান ভূঁইয়া
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে যদি বিষয়টি খোলাখুলিভাবে আলোচনা করে নেয় এবং উভয়ে সন্তুষ্ট থাকে, তাহ'লে বাকী ক্রয়-বিক্রয়ে এরূপ দামের কমবেশী হ'লে ব্যবসা বৈধ হবে *(তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ জামে তিরমিযী ৪/৩৫৮ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ৫/১৫২ পৃঃ; আত-তাহরীক আগষ্ট '৯৮, ৫৩ পৃঃ দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/২৬৯)ঃ অনেকেই ভেমটে সাপ (এক ধরনের সাপ যা বৃষ্টির সময় স্থলভাগে অধিক পরিমাণে দেখা যায়, যা মানুষকে সাধারণত দংশন করে না) মারতে নিষেধ করেন। এটা কি সঠিক? দলীল ভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-মানিক ও সেলিম
বাসুদেবপুর, গোদাগাড়ী
রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সব ধরনের সাপ মারার নির্দেশ দিয়েছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, সব ধরনের সাপকেই তোমরা মেরে ফেল...। যে ব্যক্তি উহার আক্রমণ ও পুনরাক্রমণকে ভয় করে ওদেরকে ছেড়ে দেয়, সে আমার দলভুক্ত নয়' *(ছহীহ আবুদাউদ, হা/৪৩৭০-৭২, মিশকাত, হা/৪২৪২ 'শিকার' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৫/২৭০)ঃ গোবর জিনদের খাদ্য হওয়ায় তা দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এক্ষণে প্রশ্ন- উক্ত গোবর হ'তে তৈরী শলা বা নুন্দা দ্বারা রান্না-বান্না করা যাবে কি?

-আব্দুল ওয়ারেছ
প্রধান মাওলানা, দরদী উচ্চ বিদ্যালয়
হারাগাছ, রংপুর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গোবর, কয়লা ও হাড় দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন। কেননা সেগুলি জিনদের খাদ্য *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৭; তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৪৭, ৩৫০ ও ৩৭৫, সনদ ছহীহ)*। মুসলিম-এর বর্ণনায় গোবরকে জিনদের পশুদের খাদ্য হিসাবে বলা হয়েছে *(তানক্বীহ শারহু মিশকাত ১/৬৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওগুলিকে ইস্তিঞ্জা ব্যতীত রান্না-বান্না ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করতে নিষেধ করেননি। সুতরাং তা দ্বারা রান্না-বান্না করা যায়বে। অনুরূপভাবে গোবর-মাটি মিশিয়ে ঘর লেপন করলে সেখানে ছালাত আদায় করা জায়েয আছে।

প্রশ্নঃ (১৬/২৭১)ঃ জমি, গাড়ী-বাড়ী, স্বর্ণালংকার প্রভৃতি বিক্রয় করে হজ্জ করা যাবে কি?

-যাকির হোসাইন আযাদী
বি,এ, অনার্স, ২য় বর্ষ
ইসলামের ইতিহাস বিভাগ
সাতক্ষীরা সরকারী কলেজ, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মহান আল্লাহ বলেন, 'কা'বা গৃহের হজ্জ করা হ'ল মানুষের উপর আল্লাহ্র প্রাপ্য, যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে ঐ পর্যন্ত পৌছার' *(আলে ইমরান ৯৭)*।

আয়াতে বর্ণিত 'সাবীল' (سبيل) শব্দটির অর্থ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বললেন, الزاد والراحلة '(পারিবারিক খরচের অতিরিক্ত) পাথেয় এবং যানবাহন' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৩৪১, শারহুস সুন্নাহ হা/১৮৪৭, মিশকাত হা/২৫২৬, ২৫২৭ 'মানাসিক' অধ্যায়)*। উল্লেখিত আয়াত এবং হাদীছের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাতে সাংসারিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত এ পরিমাণ অর্থ থাকতে হবে, যদ্বারা সে কা'বা গৃহ পর্যন্ত যাতায়াত ও সেখানে অবস্থানের ব্যয়ভার বহন করতে সক্ষম হয়। এছাড়া গৃহে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে *(দ্রঃ বুলূগুল মারাম হা/৬৯৭-৯৮-এর ভাষ্য*

'হজ্জ' অধ্যায়। ভাষ্যকার ছফিউর রহমান মুবারকপুরী)। আর জমি-জায়গা, গাড়ী-বাড়ী, স্বর্ণালংকার সব কিছুই ধন-সম্পদের মধ্যে গণ্য। অতএব জমি, গাড়ী-বাড়ি, স্বর্ণালংকার প্রভৃতি যদি পরিবার-পরিজনের মৌলিক চাহিদা অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান তথা ভরণ-পোষণের অতিরিক্ত হয়, তাহ'লে তা বিক্রয় করে হজ্জ পালন করা কর্তব্য।

প্রশ্নঃ (১৭/২৭২)ঃ বাসর রাতে অনেক সময় স্বামী স্ত্রীর হাতে কিছু টাকা দিয়ে মোহরানা মাফ করিয়ে নিতে চায়। স্ত্রী না বুঝে বা স্বেচ্ছায় তা মাফ করে দেয়। এ পদ্ধতি শরী'আত সম্মত কি-না।

-মুসাম্মাৎ হালীমা বেগম
কাজী ভিলা, কালীগঞ্জ
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ এটি একটি ঘৃণিত কৌশল বৈ কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলা স্বামীর উপরে মোহরানা ফরয করে দিয়েছেন *(নিসা ৪)* স্ত্রীদেরকে হালাল করার জন্য। সুতরাং তা বিবাহ সম্পাদনের সাথে সাথে পরিশোধ করে দিতে হবে। আর বাকী রাখাটা জায়েয আছে, তবে দ্রুত তা পরিশোধ করার চেষ্টা করতে হবে। যদি স্বামী পরিশোধ না করতে পারে এবং স্ত্রীর নিকটে ক্ষমা চায় তাহ'লে স্ত্রী ক্ষমা করতে পারে। কুট-কৌশলের আশ্রয় নিলে গোনাহগার হবে।

প্রশ্নঃ (১৮/২৭৩)ঃ আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পিতা-মাতা জান্নাতে যাবেন কি?

-আতাউর রহমান
বড়কুড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার পিতা কোথায়? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার পিতা জাহান্নামে। একথা শ্রবণ করে লোকটি দুঃখিত হয়ে ফিরে যাচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললেন, আমার পিতা এবং তোমার পিতা উভয়েই জাহান্নামী *(আবুদাঊদ পৃঃ ৬৪৯; ছহীহ আবুদাউদ হা/৩৯৪৯ 'সুন্নাহ' অধ্যায় 'মুশরিকদের সন্তান-সন্ততি' অনুচ্ছেদ)*।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মা আমেনার কবর দেখতে গেলেন। তখন তিনি নিজেও কাঁদলেন এবং তাঁর সাথীগণও কাঁদলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চেয়েছিলাম; কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। অতঃপর তাঁর কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দেন। অতএব তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা তা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়' *(মুসলিম, মিশকাত ১৫৪ পৃঃ হা/১৭৬৩ 'কবর যিয়ারত' অনুচ্ছেদ)*।

উপরোল্লেখিত হাদীছদ্বয় থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিতা-মাতা জান্নাতী হবেন না।

প্রশ্নঃ (১৯/২৭৪)ঃ মৃত অবস্থায় সন্তান জন্ম নিলে তাকে নাভী কেটে, না-কি নাভী সহ দাফন করতে হবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ সিনহাবুল ইসলাম
১নং লালবাগ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মৃত অবস্থায় সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তার নাভী না কেটে উক্ত অবস্থাতেই দাফন-কাফন করাই শরী'আত সম্মত।

মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ্র কসম, একটি মৃত প্রসবিত সন্তানও তার মাকে আপন নাভী-লতা দ্বারা জান্নাতের দিকে টেনে নিয়ে যাবে- যদি তার মা (ছবর করে এবং) ছওয়াবের আশা রাখে' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ ২/৪৬ পৃঃ 'মৃতের জন্য রোদন' অধ্যায়, মিশকাত হা/১৭৫৪; পৃঃ ১৫৩)*।

প্রশ্নঃ (২০/২৭৫)ঃ নৌকায় বসে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় না করে এক/দেড় ঘন্টা পরে মসজিদে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করাই উত্তম। জনৈক তাবলীগ জামা'আতের আমীরের এই বক্তব্য অনুসারে আমি বিলম্বে মসজিদে ছালাত আদায় করেছি। কাজটি কতটুকু শরী'আত সম্মত হয়েছে?

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ উল্লেখিত বক্তব্যটি সঠিক নয়। ছালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলে মসজিদ, যানবাহন বা নৌকা, যে যেখানে থাকবে ছালাত আদায় করে নিবে। নৌকাতে ছালাত আদায়ের পদ্ধতি হচ্ছে, কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে ছালাত শুরু করা। তবে নৌকা ডুবে যাওয়ার আংশকা থাকলে বা দাঁড়াতে অক্ষম হ'লে বসে ছালাত আদায় করা যাবে *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৮৬)*।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নৌকায় ছালাত আদায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'নৌকা ডুবে যাওয়ার আশংকা না থাকলে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবে' *(দারাকুত্বনী; হাকেম বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী মায়মূন বিন মেহরান হ'তে বর্ণনা করেছেন। নায়ল ৩/১৯৯)*। অতএব নৌকায় অবস্থানকালীন সময় ছালাতের ওয়াক্ত হয়ে গেলে ছালাত আদায় করে নিতে হবে, বিলম্ব করা ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (২১/২৭৬)ঃ যে সকল মুসলমান নিয়মিত ছালাত আদায় করে না, তাদের সাথে আত্মীয়তা করার শারঈ বিধান কি?

-মুহাম্মাদ মকবূল হোসায়েন
সখীপুর, টাংগাইল।

উত্তরঃ ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম মুমিন বান্দার ছালাতের

হিসাব নেওয়া হবে। ছালাতের হিসাব সুষ্ঠু হ'লে বাকী আমল সমূহের হিসাব সুষ্ঠু হবে। অন্যথায় সব অনর্থক হয়ে যাবে *(সিলসিলা ছহীহা হা/১৩৫৮; ছহীহুল জামে' আছ-ছাগীর হা/২৫৭৩; ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩৬৯)*। ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত পরিত্যাগকারীকে হাদীছে কাফের বলা হয়েছে' *(মুসলিম, মিশকাত, হা/৫৬৯; নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫৭৪; ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫৮০, সনদ ছহীহ, ছালাত অধ্যায়)*।

তবে এ প্রকারের কাফের কালেমায়ে শাহাদাত অস্বীকারকারী কাফেরের ন্যায় চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না; বরং শাস্তি ভোগের পর কালিমায়ে শাহাদত ও নবী করীম (ছাঃ)-এর শাফা'আতের বরকতে কোন এক পর্যায়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭৩ শাফা'আত অধ্যায়; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১৯)*।

উল্লেখিত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ছালাত পরিত্যাগকারীদের সাথে আত্মীয়তা করা উচিত নয়।

প্রশ্নঃ (২২/২৭৭)ঃ জামা'আত চলাকালে ইমামকে যে অবস্থায় পাওয়া যায় সে অবস্থায় জামা'আতে শামিল হ'তে হবে, না ছুটে যাওয়া রাক'আত বাদ দিয়ে পরবর্তী রাক'আতে শামিল হ'তে হবে? জেহরী ছালাতের ১ম রাক'আত ছুটে গেলে পরবর্তীতে সে রাক'আত আদায়ের সময় ক্বিরাআত সরবে পড়তে হবে, না নিরবে? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান
রহমতপুর (ফেরুসা)
দীঘিরহাট, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ছালাতে ইমামকে যে অবস্থায় পাওয়া যাবে সেই অবস্থায় জামা'আতে শরীক হ'তে হবে। দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে থাকা শরী'আত সম্মত নয়। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন ছালাতের এক্বামত দেওয়া হয়, তখন তোমরা দৌড়ে যেয়োনা; বরং স্বাভাবিক ভাবে হেঁটে যাও। স্থিরতা অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক। অতঃপর তোমরা জামা'আতে যতটুকু পাবে ততটুকু আদায় কর এবং ছুটে যাওয়া ছালাত পূর্ণ কর' *(বুখারী)*। মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় এসেছে, 'তোমাদের কেউ যখন ছালাতের জন্য মসজিদে যায়, তখন সে ছালাতের মধ্যেই থাকে। অর্থাৎ সে জামা'আতের নেকী পাবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৬; 'আযান দেরীতে দেওয়া' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং ইমামকে যে অবস্থায় পাবে সেই অবস্থায় জামা'আতে শরীক হ'তে হবে।

জেহরী ছালাতের ১ম বা ২য় রাক'আত ছুটে গেলে পরবর্তীতে দাঁড়িয়ে শুধু সূরা ফাতিহা নিরবে পড়বে যাতে অন্যের ছালাতে অসুবিধা না হয়। যদি মুক্তাদী ইমাম হয় তাহ'লে ছুটে যাওয়া রাক'আত সরবে পড়বে' *(আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ২/১৫৮-৬৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৩/২৭৮)ঃ দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে সক্ষম ব্যক্তি বসে ছালাত আদায় করলে তার ছালাত আদায় শরী'আত সম্মত হবে কি?

-ডাঃ মুহাম্মাদ শাহাদত হোসায়েন
ও
মুহাম্মাদ ইসরাঈল হোসায়েন
আলাইপুর, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ সক্ষম ব্যক্তির জন্য দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করাই শরী'আত সম্মত। কিন্তু সে যদি বসে ছালাত আদায় করে তাহ'লে তার ছালাত আদায় হয়ে যাবে। তবে নেকী অর্ধেক পাবে। ইমরান বিন হুছায়েন (রাঃ) বসা ব্যক্তির ছালাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 'দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করলে সেটি হবে উত্তম। যে ব্যক্তি বসে ছালাত আদায় করবে, সে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায়কারীর অর্ধেক নেকী পাবে। তেমনি শুয়ে ছালাত আদায়কারী ব্যক্তি বসে ছালাত আদায়কারীর অর্ধেক নেকী পাবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১২৪৯; মুসলিম, মিশকাত হা/১২৫২)*।

প্রশ্নঃ (২৪/২৭৯)ঃ আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ই শারীরিক অসুস্থতার কারণে অপবিত্রাবস্থায় ফজরের ছালাত আদায় করি। এ ক্ষেত্রে আমার স্ত্রীর বক্তব্য ছিল যে, রোগ বৃদ্ধি নয়, বরং মৃত্যুর আশংকা থাকলে অপবিত্রাবস্থায় ছালাত আদায় করা জায়েয হবে। কোন কথাটি সঠিক?

-আখতারুয্যামান বিন আকবর হোসায়েন
জাঙ্গালিয়া, মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

উত্তরঃ শারীরিক অসুস্থতার কারণে বা রোগ বৃদ্ধির আশংকায় অপবিত্রাবস্থায় তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করাই শরী'আত সম্মত। এ মর্মে একাধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) বলেন, 'যাতুস সালাসিল' যুদ্ধে শীতের রাতে আমার স্বপ্নদোষ হয়েছিল। শারীরিক অসুস্থতার আশংকায় গোসল না করে তায়াম্মুম করে সাথীদের নিয়ে ফজরের ছালাত আদায় করলাম। পরে সাথীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এই ঘটনা বর্ণনা করলে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি কি অপবিত্রাবস্থায় তোমার সাথীদের নিয়ে ছালাত আদায় করেছ? তখন আমি গোসল না করার কারণ ব্যাখ্যা করলাম এবং বললাম আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের সম্মুখীন কর না' *(বাক্বারাহ ১৯৫)*। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাঁসলেন এবং চুপ থাকলেন *(ছহীহ আবূদাউদ হা/৩৩৪, 'ঠাণ্ডা লাগার ভয় থাকলে অপবিত্র ব্যক্তি কি করবে' অনুচ্ছেদ)*।

আহত ব্যক্তিও গোসল না করে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করতে পারবে *(ছহীহ আবূদাউদ হা/৩৩৬, ৩৬৭, 'আহত ব্যক্তির তায়াম্মুম করা' অনুচ্ছেদ)*।

সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তির শারীরিক অসুস্থতা বা রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকলে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করতে পারবে। শুধু মৃত্যুর আশংকায় তায়াম্মুম করে ছালাত

আদায় করতে হবে এমনটি নয়।

প্রশ্নঃ (২৫/২৮০)ঃ বিবাহিত পুরুষ বা মহিলা ব্যভিচার করলে পাথর মেরে হত্যা করাই শারঈ বিধান। আমাদের দেশের বিচার ব্যবস্থায় যেহেতু তা করা হয় না, সেহেতু ঐ অপরাধে অপরাধী নারী-পুরুষের পরবর্তী জীবনের নেক আমলসমূহ আল্লাহ্র দরবারে কবুল হবে কি?

-মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম
কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ আমাদের দেশে যেহেতু ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা নেই, সেহেতু ইসলামী বিধি-বিধান প্রয়োগ করা সম্ভবপর নয়। এমতাবস্থায় কারো দ্বারা কোন পাপকার্য সংঘটিত হয়ে গেলে তাতে অনুতপ্ত হয়ে 'ভবিষ্যতে এরূপ কার্য করবে না এই মর্মে আল্লাহ্র নিকট খালেছ তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মুসলমান কোন পাপ করে (অনুতপ্ত হয়ে) উত্তমরূপে ওযু করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন'। অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন,

وَالَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوْآ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْالِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلَى مَافَعَلُوْاوَهُمْ يَعْلَمُوْنَ- أُولٰئِكَ جَزَآؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ جَنّٰتٌ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَاالْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا، وَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِيْنَ-

'তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা কোন মন্দ কাজে জড়িত হয়ে নিজের উপর যুলুম করে ফেললে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে পাপ ক্ষমা করবেন? তারা নিজেদের কৃতকর্মের জন্য হঠকারিতা প্রদর্শন করে না এবং জেনে-শুনে বারবার করতে থাকে না'। তাদেরই জন্য প্রতিদান হ'ল তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্রবণ, যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। যারা সৎকর্ম করে তাদের জন্য কতইনা চমৎকার প্রতিদান' *(আলে ইমরান ১৩৫-৩৬; ছহীহ আবূদাঊদ হা/১৩৪৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি এই দো'আটি পড়বে

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لآ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ،

অর্থঃ 'আমি মহান আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি ব্যতীত কোন (হক) মা'বূদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক। আর আমি তাঁরই নিকটে ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি'। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন যদিও সে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়নকারী হয়' *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/১৩৪৩; ছহীহ তিরমিযী হা/২৮৩১; মিশকাত হা/২৩৫৩, 'ইস্তেগফার ও তওবা' অনুচ্ছেদ)*। এর সাথে সাইয়েদুল ইস্তেগফার দো'আটিও যোগ করা ভাল। *=দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১৩৫-১৩৬, ১৪২)*।

প্রশ্নঃ (২৬/২৮১)ঃ অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে তালাক দেওয়া যাবে কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ ওমর ফারূক
বৈদ্য জামতৈল, কামারখন্দ
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ গর্ভাবস্থায় তালাক দেওয়া যাবে *(মুসলিম, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৬৫৬; ছহীহ আবূ দাঊদ হা/২১৮১, অধ্যায়, 'তালাকের সুন্নতী পদ্ধতি' অনুচ্ছেদ)*। আল্লাহ তা'আলা গর্ভাবস্থাকে তিন ইদ্দতের সমান গণ্য করেছেন। কাজেই তিন মাসে তিন তালাক প্রদানের পর স্ত্রীকে ফেরত নেওয়ার কোন সুযোগ নেই, যতক্ষণ না কেউ স্বেচ্ছায় বিবাহ এবং স্বেচ্ছায় তালাক প্রদান করে *(বাক্বারাহ ২৩০; ছহীহ আবূ দাঊদ হা/২১৯৫)*। উল্লেখ্য যে, গর্ভবতীদের ইদ্দত হচ্ছে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত *(তালাক্ব ৪)*।

প্রশ্নঃ (২৭/২৮২)ঃ আমি স্বপ্নে একটি পাথর থেকে প্রচুর আলো বিচ্ছুরিত হয়ে পার্শ্ববর্তী এলাকা আলোকিত হ'তে দেখলাম। এরপর পাথরটি একটি ছেলে হাতে নিলে আলোটা অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে যায়। অতঃপর আমি সেটা হাতে নিয়ে তিনবার আল্লাহু আকবর বলে ফুঁক দিলে তা আগের মত আলো ছড়াতে থাকে। এই স্বপ্নটি ভাল না খারাপ? স্বপ্ন সম্পর্কে কুরআন-হাদীছের নির্দেশ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আলমগীর হুসাইন
পিতাঃ ইমামুদ্দীন মণ্ডল
বাড়ীগ্রাম, হাটগাঙ্গোপাড়া,
বাঘমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ স্বপ্নটি ভাল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নেক স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় এবং বিভ্রান্তিমূলক স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। অতএব যখন তোমাদের কেউ এমন কোন স্বপ্ন দেখবে যা তার নিকটে ভাল লাগবে, তখন সে যেন তা স্বীয় প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া অন্যের নিকটে না বলে। আর যদি সে স্বপ্নে এমন কিছু দেখে যা সে অপসন্দ করে, তখন সে যেন তা কারো নিকটে না বলে; বরং তার বাম দিকে তিনবার থুক মেরে বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করে। সাথে সাথে সে ঐ জিনিস থেকেও আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করবে, যা সে দেখেছে। তাহ'লে তা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। অতঃপর পার্শ্ব পরিবর্তন করে শয়ন করবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬১২-১৩ 'স্বপ্ন' অধ্যায়)*।

সুতরাং ভাল স্বপ্ন দেখলে আল-হামদুলিল্লাহ এবং খারাপ স্বপ্ন দেখলে আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রজীম বলবে

(রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/৮৪১, ৪২, ৪৩, পৃঃ ৩৭১-৭২, 'ভাল স্বপ্ন' অধ্যায়)।

প্রশ্নঃ (২৮/২৮৩)ঃ পাকা দাড়ি ও পাকা চুল উঠানো যাবে কি? পাকা চুল নূরের আলো কি?

-রফীকুল ইসলাম
বোহাইল, বগুড়া।

উত্তরঃ পাকা চুল ও দাড়ি উঠানো যাবে না। এতদুভয়কে নূরের আলো বলা হয়নি। তবে পাকা চুল ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের জন্য জ্যোতি হবে বলে হাদীছে উল্লেখ আছে। আমর ইবনু শু'আইব (রাঃ) স্বীয় পিতার মধ্যস্থতায় তাঁর দাদা হ'তে বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা পাকা চুল তুলে ফেলো না। কেননা পাকা চুল হচ্ছে মুসলমানের জ্যোতি। কোন মুসলমানের একটি চুল পেকে গেলে আল্লাহ তার জন্য একটি নেকী লিখেন, একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তার একটি পাপ মোচন করেন' *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৫৮ 'সনদ হাসান')*। অন্য বর্ণনায় আছে, 'পাকা চুল মুসলমানদের জন্য ক্বিয়ামতের দিন নূর হবে' *(তিরমিযী, নায়ল ১/১৩২ পৃঃ, 'পাকা চুল তুলে ফেলা অপসন্দনীয়' অনুচ্ছেদ, মিশকাত হা/৪৪৫৯ 'পোষাক' অধ্যায় 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (২৯/২৮৪)ঃ জমির আইল ঠেলার পরিণতি কি? দলীল ভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-সাঈদুর রহমান
বড়পলাশী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ অন্যায়ভাবে জমির আইল ঠেলা কবীরা গোনাহ। আয়েশা (রাঃ) বলেন, হে আবু সালামা! জমি জবর দখল হ'তে বিরত থাক। (কেননা) নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি জবর দখল করবে, ক্বিয়ামতের দিন সাতটি যমীন তার গলায় বেড়ী পরিয়ে দেওয়া হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৯৩৮ 'ব্যবসার' অধ্যায় 'জমি জবর দখল' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (৩০/২৮৫)ঃ আপন ছোট চাচার আপন ফুফাত শালীকে বিবাহ করা জায়েয কি?

-শামসুর রহমান ঢালী
দক্ষিণ কুশখালী, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ বর্ণিত মহিলাকে বিবাহ করা বৈধ। সূরা নিসার ২৩ নং আয়াতে যেসব মহিলার সাথে বিবাহ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, উক্ত মহিলা তাদের অন্তর্ভুক্ত নন।

প্রশ্নঃ (৩১/২৮৬)ঃ বিবাহের সাক্ষী শুধু মহিলা হ'লে ক'জন মহিলা প্রয়োজন হবে? কোন সম্ভ্রান্ত শিক্ষিতা মহিলা বিয়ে পড়াতে পারেন কি?

-হালীমা
কাজী ভিলা, কালীগঞ্জ
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ শুধুমাত্র মহিলা বিবাহের সাক্ষী হ'তে পারে না। সাক্ষী মূলতঃ দু'জন পুরুষ হবে। দু'জন পুরুষ না থাকলে একজন পুরুষ এবং দু'জন মহিলা হবে *(বাক্বারাহ ২৮২)।*

মহিলারা বিয়ে পড়াতে পারে না। কারণ খুৎবা পড়া ও বিবাহের কাজ সম্পাদন করা মূলতঃ অলীর কাজ। আর মহিলারা অলী হ'তে পারে না এবং 'কোন মহিলা কোন মহিলাকে বিবাহ দিতে পারে না বা নিজেই নিজের বিবাহ দিতে পারে না' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১৩৭; তানক্বীহ শারহ মিশকাত ২/১০)।* অলী হচ্ছেন পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, চাচা এবং এভাবে পুরুষ নিকটাত্মীয়গণ। অতঃপর দেশের প্রশাসন *(আবু দাউদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/৩১৩১, বিবাহ অধ্যায়, 'অলী' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ; ফাতাওয়া হাইয়াতু কিবারিল ওলামা ২/৬২৭ পৃঃ)।*

প্রশ্নঃ (৩২/২৮৭)ঃ ৮/১০ জন মহিলা একত্রে হজ্জ করতে গেলে তাদের মাহরামের প্রয়োজন হবে কি?

-ছাকী হুসায়েন
উপ-ব্যবস্থাপক
প্রশাসন, টি,এস,পি, কমপ্লেক্স
উত্তরপতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ ৮/১০ জন মহিলা একত্রে হজ্জে গমন করলেও তাদের সাথে মাহরাম থাকা যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, একটি দিন ও রাতের সফর মাহরাম পুরুষ ব্যতীত কোন নারী সফরে বের হবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫১৩, ২৫১৫ 'মানাসিক' অধ্যায়)।*

প্রশ্নঃ (৩৩/২৮৮)ঃ বোনের সতীনের মেয়ের মেয়েকে বিবাহ করা যায় কি? জবাবদানে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
পল্লবী, মিরপুর ১২, ঢাকা।

উত্তরঃ বোনের সতীনের মেয়ের মেয়েকে বিবাহ করা যায়। কেননা বোনের সতীন সূরা নিসার ২৩ নং আয়াতে বর্ণিত ঐসব মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত নয়, যাদেরকে বিবাহ করা হারাম।

প্রশ্নঃ (৩৪/২৮৯)ঃ একটি বহুল প্রচারিত মাসিক ধর্মীয় ম্যাগাজিনে বলা হয়েছে যে, 'তারাবীহ'-এর ছালাত বিশ রাক'আতই। কম-বেশীর কোন দলীলই নির্ভরযোগ্য নয়। অথচ আমরা আহলেহাদীছরা আট রাক'আত পড়ি। তাহ'লে কি আমাদের ছালাত সঠিক হচ্ছে না?

-নাজমুল হাসান
বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে ৮ রাক'আতের বেশী 'রাতের' ছালাত (তারাবীহ) আদায় করেননি এবং ওমর (রাঃ) ৮ রাক'আতের বেশী 'তারাবীহ' চালু করেননি *(বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ; মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ, আবু দাউদ ১/১৮৯ পৃঃ; নাসাঈ ১/২৪৮ পৃঃ; তিরমিযী ১/৯৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ ১/৯৭-৯৮ পৃঃ; মিশকাত পৃঃ ১১৫; বঙ্গানুবাদ বুখারী আধুনিক প্রকাশনী ১/৪৭০ পৃঃ ও ২/২৬০ পৃঃ; আরো দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৯৯-১০৩)।*

বিশ রাক'আত তারাবীহ-এর প্রমাণে হাদীছটি জাল *(ইরওয়া ২/৪৪৫ পৃঃ)*। ভারত বিখ্যাত হানাফী মনীষী আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী বলেন, বিশ রাক'আত সম্পর্কে যত হাদীছ এসেছে, তার সবগুলিই যঈফ *(আরফুশ শাযী, 'তারাবীহ' অধ্যায়, পৃঃ ৩০৯)*। হিদায়ার ভাষ্যকার ইবনুল হুমাম হানাফী বলেন, ২০ রাক'আতের হাদীছ যঈফ এবং ছহীহ হাদীছের বিরোধী *(ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২০৫ পৃঃ)*। আল্লামা যায়লাঈ হানাফী বলেন, বিশ রাক'আতের হাদীছ যঈফ এবং আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ছহীহ হাদীছের বিরোধী *(নাছবুর রায়াহ ২/১৫৩ পৃঃ)*। আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী হানাফী বলেন, রাসূল (ছাঃ) থেকে বিশ রাক'আত তারাবীহ প্রমাণিত নয়, যেমন তা বাজারে প্রচলিত আছে। এছাড়া ইবনু আবী শায়বা বর্ণিত বিশ রাক'আতের হাদীছ যঈফ এবং ছহীহ হাদীছের বিরোধী *(ফাতহু সিররিল মান্নান লিতায়ীদি মাযহাবিন নু'মান, পৃঃ ৩২৭)*। দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ক্বাসিম নানুতুবী বলেন, বিতর সহ ১১ রাক'আত তারাবীহ রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত যা বিশ রাক'আতের চাইতে জোরদার *(ফুয়ূযে ক্বাসিমিয়াহ, পৃঃ ১৮)*। তাবলীগ জামা'আতের বিশিষ্ট নেতা মাওলানা যাকারিয়া বলেন, বিশ রাক'আতের হাদীছ রাসূল (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত নয় *(আওজাযুল মাসালিক শরহে মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক ১/৩৯৭ পৃঃ)*। মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী বলেন, ১১ রাক'আত তারাবীহ সঠিক' *(মিরক্বাত ১/১৭৫ পৃঃ)*। হানাফী ফিক্বহ 'কানযুদ দাক্বায়িক্ব'-এর টীকাকার আহসান নানুতুবী বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়েননি, বরং আট রাক'আত পড়েছেন *(হাশিয়া কানযুদ দাক্বায়িক্ব, পৃঃ ৩৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/২৯০)ঃ পুকুরের বদ্ধ পানিতে মাছের খাদ্য হিসাবে মল-মূত্র প্রভৃতি নিক্ষেপের পর ঐ পানি দ্বারা ওযূ-গোসল করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ আব্দুল বাকী
বৃ-কুষ্টিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ পানির পরিমাণ যদি 'কুল্লাতায়েন' (قلتين) বা ২২৭ কেজি-এর বেশী হয় এবং তাতে অপবিত্র বস্তু পতিত হওয়ার পরেও যদি পানির রং স্বাদ ও গন্ধের কোন পরিবর্তন না হয়, তাহ'লে সেই পানি দ্বারা ওযূ-গোসল তথা পবিত্রতা অর্জন করা যাবে' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত পৃঃ ৫১ হা/৪৭১ 'পানি' অনুচ্ছেদ; ইবনু মাজাহ, আবুদাঊদ, বুলূগুল মারাম 'ত্বাহারৎ' অধ্যায় হা/৩-৪ ও তার টীকা দ্রষ্টব্য; ভাষ্যকার মুবারকপুরী)*।

তবে বদ্ধ পানিতে মল-মূত্র নিক্ষেপ করা শরী'আত সম্মত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, তোমাদের কেউ যেন অপবিত্র অবস্থায় বদ্ধ পানিতে গোসল না করে। বরং পানি উঠিয়ে ব্যবহার করে' এবং কেউ যেন বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব না করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৫০; হা/৪৭৪ 'পানি' অনুচ্ছেদ)*।

রাজশাহী মেন্টাল হেল্থ ক্লিনিক
মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র

সেবা সমূহ ঃ
➤ যে কোন মানসিক রোগ চিকিৎসা
➤ মাদকাসক্তি নিরাময়
➤ সাইকোথেরাপি
➤ বিহেভিয়ার থেরাপি
➤ শিশু-কিশোর আচরণগত সমস্যা

৮০৫।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

৫ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা
জুলাই ২০০২

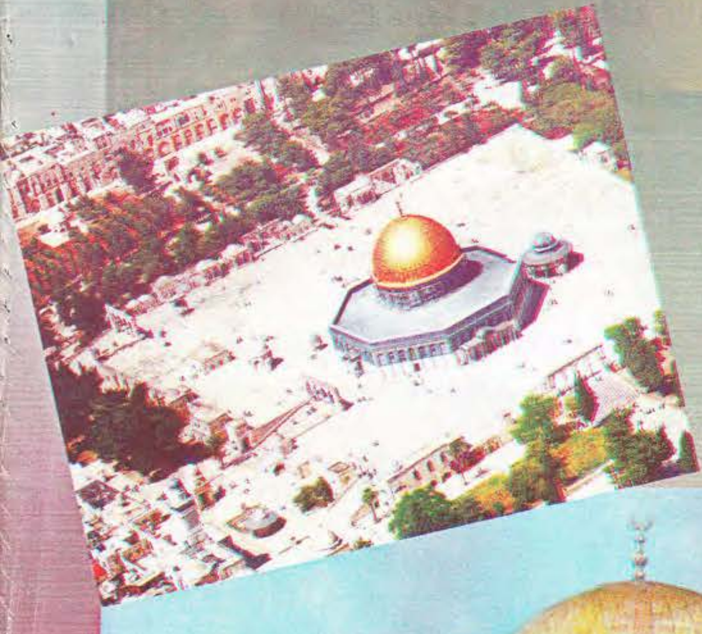

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্নঃ (১/২৯১)ঃ ঈদের ময়দানে মুছল্লীদের জন্য শামিয়ানা ইত্যাদির মাধ্যমে ছায়ার ব্যবস্থা করা যায় কি?

-আবুল কালাম
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ ঈদের ময়দানে মুছল্লীদের জন্য শামিয়ানার মাধ্যমে ছায়ার ব্যবস্থা করার কোন বিধান নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং তাঁর ছাহাবীগণ ফাঁকা ময়দানে ঈদের ছালাত আদায় করতেন। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ঈদুল ফিৎর এবং ঈদুল আযহার দিন ঈদের ময়দানে যেতেন। প্রথমে ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর জনগণের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪২৬)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) এবং ছাহাবীগণের জন্যও ঈদগাহে ছায়ার কোন ব্যবস্থা ছিল না। উল্লেখ্য যে, খুব সকালে ঈদের ছালাত আদায় করা সুন্নাত, যাতে রৌদ্রের তাপ সহ্যসীমার মধ্যে থাকে।

প্রশ্নঃ (২/২৯২)ঃ ইসলামে নতুন উদ্ভাবিত বস্তুমাত্রই বিদ'আত। তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে নাকি কুরআনে যের, যবর, পেশ ইত্যাদি ছিল না, পরে যুক্ত করা হয়েছে। এটি বিদ'আত নয় কি?

-আব্দুস সাত্তার
পারঈল, নওগাঁ।

উত্তরঃ কুরআনের আয়াতে হরকত দেওয়া বিদ'আত নয়। কেননা এটি শরী'আতে কোন নব উদ্ভাবিত বিষয় নয়, যার মাধ্যমে নেকীর আশা করা হয়। বরং এটি কুরআন পাঠে সাহায্যকারী বিষয় মাত্র।

প্রশ্নঃ (৩/২৯৩)ঃ জুম'আর খুৎবার শুরুতে 'আঊযুবিল্লাহ' পড়া যাবে কি? যদি না যায়, তাহ'লে খুৎবা শুরুর নিয়ম কি?

-আব্দুল্লাহ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ জুম'আর খুৎবার শুরুতে আঊযুবিল্লাহ পড়া যাবে না। বরং সুন্নাত হচ্ছে খুৎবার শুরুতে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা। প্রশংসা করার পদ্ধতি নিম্নরূপঃ-

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ-

(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬০, ১৪১; নাসাঈ হা/১৫৭৯)।

প্রশ্নঃ (৪/২৯৪)ঃ শ্বশুর-শাশুড়ীকে আব্বা-আম্মা বলে সম্বোধন করা যায় কি? কেউ কেউ বলেন, নিজ পিতা ছাড়া অন্য কাউকে আব্বা বলা ঠিক নয়। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ফারূক আহমাদ
কাকিনা বাজার, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ শ্বশুর-শাশুড়ীকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে আব্বা-আম্মা বলা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছোট বাচ্চাকে আদর করে 'ইয়া বুনাইয়া' বা 'হে আমার ছেলে' বলতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৫২)*। বড়দেরকে শ্রদ্ধা করে 'চাচাজী'ও বলা যায়। যেমন বদরের যুদ্ধে মু'আয ও মু'আউওয়ায নামক দুই তরুণ প্রবীণ ছাহাবী আব্দুর রহমান ইবনে 'আউফ (রাঃ)-কে 'ইয়া 'আম্মে' বা 'হে চাচাজী' বলে সম্বোধন করেন *(বুখারী ২/৫৬৮)*।

প্রশ্নঃ (৫/২৯৫)ঃ আমরা গ্রামের কতিপয় ব্যক্তি একটি সমিতি ও ক্লাব গঠন করি এবং টাকা ব্যবসায় ঋণ দিয়ে লভ্যাংশ চুক্তিহারে নির্ধারিত সময়ে গ্রহণ করি। ঐ লভ্যাংশ দিয়ে কিছু জমি ক্রয় করি। এক্ষণে আমরা সকল সদস্য ঐ জমি ও ক্লাব মসজিদে দান করতে চাই। বিষয়টি বিস্তারিত জানাবেন।

-মুছাদ্দেক
পলিকাদোয়া, বানিয়াপাড়া
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ব্যবসার জন্য ঋণ দিয়ে চুক্তিহারে লভ্যাংশ গ্রহণ করা যায় এবং ঐ সম্পদ মসজিদে দান করা যায়। আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াকূব তাঁর পিতার মধ্যস্থতায় তাঁর দাদা হ'তে বর্ণনা করেন, তাঁর দাদা ওছমান (রাঃ)-এর সম্পত্তি নিয়ে ব্যবসা করতেন এবং লভ্যাংশ উভয়ের মাঝে বন্টিত হ'ত *(মুওয়াত্ত্বা, বুলূগুল মারাম হা/৮৯৫)*।

প্রশ্নঃ (৬/২৯৬)ঃ এক্বামত বিহীন ছালাত আদায় করলে ছালাত আদায় হবে কি? না হ'লে করণীয় কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্বাস
দক্ষিণ শুকদেবপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ আযান ও এক্বামত দিয়ে ছালাত আদায় করা সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) বেলাল (রাঃ)-কে জোড়া শব্দে আযান এবং বেজোড় শব্দে এক্বামত দিতে বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৪১)*। কোন ব্যক্তি এ সুন্নাত ছেড়ে ছালাত আদায় করলে তার ছালাত হয়ে যাবে। জনৈক রাখাল কেবল আযান দিয়ে ছালাত আদায় করলে আল্লাহ তাঁর প্রশংসা করেন *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৬৬৫; ফাতাওয়া হাইআতু কিবারিল ওলামা ১/২৭৪)*।

প্রশ্নঃ (৭/২৯৭)ঃ জনৈক আলেমের নিকট শুনলাম, ফির'আউনের স্ত্রী আছিয়া এবং ঈসা (আঃ)-এর মা মারইয়ামের সাথে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর বিবাহ হবে। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবুল কালাম
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ এটি সম্পূর্ণ বানোয়াট কথা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণই দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁর স্ত্রী থাকবেন, অন্য কেউ না *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৬১৮২)*।

প্রশ্নঃ (৮/২৯৮)ঃ জনৈক আলেমের কাছে শুনলাম, একটি কুকুর জান্নাতে যাবে। কথাটির সত্যতা কতটুকু? যদি সত্যি হয়, তাহ'লে সেটি কোন কুকুর?

-শফীকুল ইসলাম
রুদ্রপুর, ধুলিহর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কতিপয় লোকের ধারণা, সূরা কাহ্‌ফে একদল মুমিনের কথা রয়েছে, যারা বহুদিন একটি গুহায় ছিলেন এবং তাদের সাথে একটি কুকুর ছিল। ঐ কুকুরটি জান্নাতে যাবে। তাদের সাথে কুকুর ছিল তা ঠিক *(কাহফ ১৮)*। কিন্তু কুকুরটি জান্নাতে যাবে এর প্রমাণে কোন হাদীছ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে যাকে ভালবাসে, সে তার সাথে থাকবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০০৯-৫০১০)*। এ মর্মের হাদীছগুলি মানুষের সাথে সম্পৃক্ত। পশুর সাথে নয়। কাজেই কুকুর তাদেরকে ভালবাসলেও সে তাদের সাথে জান্নাতে যাবে একথা বলা যাবে না। কেননা জান্নাত-জাহান্নাম জিন ও ইনসানের জন্য সৃষ্ট অন্যদের জন্য নয়।

প্রশ্নঃ (৯/২৯৯)ঃ ঈদগাহের পশ্চিম পার্শ্বের দেওয়ালে মেহরাব ও মিম্বর নির্মাণ করা যায় কি?

-আব্দুর রাযযাক
কিশোরীনগর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ ঈদগাহে মেহরাব ও মিম্বর নির্মাণ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফাঁকা ময়দানে ছালাত আদায় করতেন। তাঁর সামনে বর্শা, লাঠি ইত্যাদি পুঁতে রাখা হ'ত। তিনি সেটিকে সামনে 'সুতরা' বানিয়ে ছালাত আদায় করতেন *(বুখারী ১/১৩৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের ময়দানে মিম্বর ছাড়াই দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। পরবর্তীতে মারওয়ান ইবনে হাকাম মদীনার গভর্ণর থাকাকালীন ঈদের ময়দানে মিম্বর তৈরী করেন *(বুখারী ১/১৩১)*। এটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের খেলাফ *(নায়লুল আওতার ৪/২৬২ 'ঈদের খুৎবা' অনুচ্ছেদ; মির'আত ৫/১৮৯ 'ইস্তেস্কা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১০/৩০০)ঃ গরু-ছাগলের বাচ্চা প্রসবের ৩/৪ মাস পরে নর বাচ্চার অন্ডকোষ ফেলে দেওয়া হয় অথবা যৌন ক্ষমতা নষ্ট করার জন্য ডাক্তার দ্বারা শিরা নষ্ট করে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে শরী'আতের হুকুম জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রফীকুল ইসলাম
কালদিয়া, বাগেরহাট।

উত্তরঃ উহাতে কোন বাধা নেই। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কুরবানীর ইচ্ছা করতেন, তখন দু'টি মোটা-তাযা শিংওয়ালা, সাদা-কালো মিশ্রিত খাসি, মেষ ক্রয় করতেন' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৩১)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পশু খাসি করা যায়; বরং এটিই ভাল। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ ধরনের পশু ক্রয় করার ইচ্ছা করতেন। তাছাড়া 'এটি রুচিকর ও সুস্বাদু' *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৯ 'খাসি দ্বারা কুরবানী' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১১/৩০১)ঃ প্রকাশ্য জনসম্মুখে কোন হিন্দুকে কালেমা পড়িয়ে মুসলমান বানানো যায় কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি এভাবে কাফিরদেরকে মুসলিম বানাতেন?

-শেখ তুহিন
সাহারবাটী, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ বিধর্মীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বায়'আত ও কালেমা শাহাদাত পাঠের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করত। যেমাদ মক্কায় এসে এভাবেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬০ 'নবুওয়াতের নিদর্শন' অনুচ্ছেদ)*। তবে শুধু কালেমায়ে শাহাদাত পাঠের মাধ্যমেও ইসলাম কবুল করা যায়। ইয়ামামার নেতা ছুমামাহ বিন ওছাল এভাবেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯৬৪ 'কয়েদীদের বিধান' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁর 'ওয়ারিছ' *(আবুদাঊদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/২১২ 'ইলম' অধ্যায়)* হিসাবে দ্বীনদার মুত্তাক্বী আলেমগণের নিকটে একইভাবে ইসলাম গ্রহণ করা শরী'আত সম্মত।

উল্লেখ্য যে, প্রকাশ্যভাবে জনসম্মুখে ইসলাম গ্রহণ করালে অন্যেরাও ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হবে। কাজেই উক্ত পদ্ধতিতে ইসলাম গ্রহণ করানোতে কোন দোষ নেই, যদি তাতে 'রিয়া' না থাকে।

উল্লেখ্য যে, কালেমা ত্বাইয়েবা হচ্ছে لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ আর কালেমা শাহাদৎ হচ্ছে اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

প্রশ্নঃ (১২/৩০২)ঃ আমাদের এলাকার এক কবিরাজ শিরক মুক্ত ঝাড়-ফুঁক করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-নযরুল ইসলাম
কাশিয়াবাড়ী, রহণপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ শরী'আতে শিরক বিমুক্ত ঝাড়-ফুঁক জায়েয আছে। এর বিনিময়ে পারিতোষিক হিসাবে কিছু গ্রহণ করে তার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করাও শরী'আত সম্মত। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, ছাহাবীদের একটি দলের সফর অবস্থায় কোন এক অমুসলিম গোত্রের নেতা বিচ্ছু দ্বারা দংশিত হ'লে সূরা ফাতিহা পড়ে তাকে ঝাড়-ফুঁক

করানো হয় এবং বিনিময়ে ছাহাবীগণ পারিতোষিক গ্রহণ করেন' *(বুখারী ১/৩০৪; ফাৎহুল বারী হা/২২৭৬ 'ইজারা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ নং ১৬)।*

প্রশ্নঃ (১৩/৩০৩)ঃ মেয়েরা চুল ছোট করতে পারে কি?

-আনোয়ার হোসায়েন
সমাজকর্ম (২য় বর্ষ)
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ মহিলাদের চুল লম্বা রাখাই আল্লাহ্‌র সৃষ্টিগত বিধান। তাদের চুল লম্বা রাখার বিষয়টি ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৮ 'বিবাহ' অধ্যায়; ঐ মিশকাত হা/১৬৩৪ 'মৃতের গোসল ও কাফন' অনুচ্ছেদ)*। তবে বিশেষ কোন প্রয়োজনে মেয়েরা চুল ছোট করতে পারে *(মুসলিম ১/১৪৮ নববীর শরহ সহ মীরাট ছাপা)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৩০৪)ঃ খুৎবায় অনেক খত্বীবকে নেচে-নেচে, হেলে-দুলে, দুই হাত উঁচু করে বক্তব্য দিয়ে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে দেখা যায়। এটা কি ঠিক? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-নাহীদ আখতার
চোপীনগর, কামারপাড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতিতে খুৎবা দেওয়া ঠিক নয়। বরং প্রত্যেক খত্বীবের উচিৎ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে জ্ঞানগর্ভ ও নাতিদীর্ঘ আলোচনা পেশ করা। বিশর ইবনে মারওয়ান জুম'আর খুৎবা দিচ্ছিলেন এবং বক্তব্যে দু'হাত উঁচু করছিলেন, তখন ওমারাহ (রাঃ) বলেছিলেন, আল্লাহ এই হাত দু'খানিকে ধ্বংস করুন। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে খুৎবা দিতে দেখেছি, তিনি এভাবে হাত উঁচু করে বক্তব্য দিতেন না। বরং তিনি শাহাদৎ আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে বক্তব্য দিতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১৭ 'খুৎবা ও ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৩০৫)ঃ আযান দেওয়ার সময় 'আশহাদু আন্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বাক্যগুলি উচ্চৈঃস্বরে বলার আগে নিম্নস্বরে বলা যাবে কি-না ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-ক্বামারুযযামান (শামীম)
শেরকোল, নাসিরগঞ্জ
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতিতে আযান দেওয়াকে 'তারজী আযান' বলে। আযানের মধ্যে দুই শাহাদৎকে প্রথমে দু'বার করে মোট চারবার নিম্নস্বরে অতঃপর দু'বার করে মোট চারবার উচ্চৈঃস্বরে বলাকে 'তারজী' বা পুনরুক্তির আযান বলে। আবু মাহযূরাহ, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী হ'তে তারজী আযানের ছহীহ হাদীছ সমূহ বর্ণিত আছে *(মুসলিম, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, আওনুল মা'বূদ সহ হা/৪৯৬, মিশকাত হা/৬৪২, ৬৪৫ 'আযান' অধ্যায়; বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৪১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৩০৬)ঃ শুনেছি রাসূল (ছাঃ)-এর নাকি কোন ছায়া ছিল না এবং তাঁর গায়ে নাকি মাছি বসত না। এসব বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুল্লাহেল কাফী
সহকারী প্রকৌশলী, গিভেন্সী স্পিনিং মিল্‌স লিঃ
মণিপুর, গাজীপুর।

উত্তরঃ বক্তব্যটি সম্পূর্ণ বানাওয়াট ও মিথ্যা। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মানুষ ছিলেন। আর প্রত্যেক মানুষের স্বাভাবিকভাবে ছায়া রয়েছে এবং মশা, মাছি ইত্যাদি মানুষের শরীরে বসতে পারে। সুতরাং রাসূল (ছাঃ)-এরও ছায়া ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'আপনি বলুন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদের ন্যায় একজন মানুষ। (পার্থক্য হ'ল) আমার নিকট 'অহি' নাযিল করা হয়' *(মুমিন ৬; কাহফ ১১০)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'আমি যখন দ্বীন সম্পর্কে তোমাদের কোন নির্দেশ দেই, তখন তোমরা তা গ্রহণ কর। আর যখন আমার 'রায়' অনুযায়ী কোন কিছুর নির্দেশ দিই, তখন (মনে রেখ) আমি তোমাদের মত একজন মানুষ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৭ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৩০৭)ঃ স্বামী একাধিক বিবাহ করলে এবং স্ত্রীদের বয়সের মধ্যে কম-বেশী হ'লে রাত্রি যাপনের ব্যাপারে স্বামী কি নিয়ম পালন করবেন?

-হালীমা বেগম
কাজী ভিলা, কালীগঞ্জ
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ কারো একাধিক স্ত্রী থাকলে রাত্রি যাপনের ব্যাপারে তাদের মধ্যে কম-বেশী করা যাবে না। তবে নতুন স্ত্রী কুমারী হ'লে তার নিকট সাত রাত্রি যাপনের পর সমানহারে রাত্রি বন্টন করবে। আর নতুন স্ত্রী কুমারী না হ'লে তার নিকট তিন রাত্রি থাকার পর সমান হারে রাত্রি বন্টন করবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২৩৩ 'স্ত্রীদের দিন বন্টন' অনুচ্ছেদ)*।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইনছাফ সহকারে তার সহধর্মিনীদের মাঝে রাত্রি বন্টন করতেন *(নাসাঈ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৩২৩৫, সনদ হাসান)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'কারো নিকট যদি দু'জন স্ত্রী থাকে, আর সে যদি তাদের মাঝে ইনছাফ না করে, তাহ'লে সে ক্বিয়ামতের মাঠে অর্ধাঙ্গ অবস্থায় উঠবে' *(নাসাঈ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৩২৩৬, সনদ ছহীহ)*। তবে স্ত্রীদের পারস্পরিক সম্মতিতে দিন কম-বেশী করা যায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২২৯, ৩২৩০ ও ৩২৩১)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৩০৮)ঃ কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করলে তাকে মুসাফির বলে? কেবল ৪৮ মাইল অতিক্রম করলেই কেউ মুসাফিরের অন্তর্ভুক্ত হবে কি?

-মুহাম্মাদ আবু তাহের
সাভার সেনানিবাস, ঢাকা।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনের সূরা নিসা ১০১ আয়াত ও ছহীহ হাদীছ সমূহে সফরের দূরত্বের ব্যাপারে কোনরূপ নির্ধারিত সীমা নেই। কেবল সফরের কথা আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের সফরের হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। কাজেই সফর হিসাবে গণ্য করা যায় এরূপ সফরে বের হ'লে নিজ বাসস্থান থেকে বেরিয়ে কিছুদূর গেলেই কৃছর করা যায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৩৬, ১৩৩৭; মিরক্বাত ৩/২২১, নায়ল ৪/১২৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২১৩, ২১৪ পৃঃ; দ্রষ্টব্যঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১০৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৩০৯)ঃ জনৈক মাওলানার কাছে শুনলাম, সুলায়মান (আঃ) কোন এক পাহাড়ী এলাকায় সুন্দর সুন্দর কতগুলি ঘোড়া দেখে বিস্মিত হয়ে আছরের ছালাত ক্বাযা করে ফেলেন। যার জন্য তিনি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চেয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দেন। তাঁর কান্না শুনে আল্লাহ পাক সূর্যকে পুনরায় উদিত হওয়ার আদেশ দেন। ঘটনাটির সত্যতা জানতে চাই। তাঁর আমলে কোন ফরয ছালাত ছিল কি? ছহীহ দলীলভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ
প্রেমতলী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ এ বিষয়ে কুরআনের বর্ণনা নিম্নরূপঃ 'যখন তার সামনে অপরাহ্নে উৎকৃষ্ট অশ্বরাজি পেশ করা হ'ল, তখন সে বলল, আমি তো আমার পরওয়ারদেগারের স্মরণে বিস্মৃত হয়ে সম্পদের মহব্বতে মুগ্ধ হয়ে পড়েছি, এমনকি সূর্য ডুবে গেছে। এগুলিকে আমার কাছে ফিরিয়ে আন। অতঃপর সে তাদের পা ও গলদেশ ছেদন করতে শুরু করল' *(ছোয়াদ ৩১-৩৩)*।

এ ঘটনার প্রেক্ষিতে কোন কোন মুফাস্সির বলেছেন, 'আছরের ছালাত ক্বাযা হয়ে যাওয়ার পর সুলায়মান (আঃ) আল্লাহ তা'আলা অথবা ফেরেশতাদের কাছে সূর্যকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার নিবেদন জানান। সে মতে সূর্যকে ফিরিয়ে আনা হ'লে তিনি নিয়মিত ইবাদত পূর্ণ করেন। এরপর পুনরায় সূর্য অস্তমিত হয়। তাদের মতে আয়াতে رُدُّوْهَا বাক্যের সর্বনাম দ্বারা সূর্যকে বুঝানো হয়েছে'। এর বিপরীতে رُدُّوْهَا-এর অর্থ আল্লামা শাওকানী 'পুনরায় সূর্যকে উদিত করা হয়েছিল' এর চাইতে 'ঘোড়াগুলিকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল' এই তাফসীরকে উত্তম বলেছেন *(তাফসীর ফাৎহুল ক্বাদীর ৪/৪৩১ পৃঃ; তাফসীরে কুরতুবী ৮/১২৮ পৃঃ)*।

সুলায়মান (আঃ)-এর সময়ে অবশ্যই ফরয ছালাত ছিল। যেমন প্রত্যেক নবী এবং রাসূল-এর যুগে ছিল *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৮৩)*। আর যদি সুলায়মান (আঃ)-এর আমলে ফরয ছালাত না থাকত তাহ'লে (১) পুনরায় সূর্যকে উদিত করে ছালাত আদায়ের কথা বলা হ'ত না। (২) ছালাত আদায়ে ব্যর্থ হওয়ার কারণে সুলায়মান (আঃ) রেগে গিয়ে ঘোড়াগুলিকে আনিয়ে যবেহ করতেন না।

প্রশ্নঃ (২০/৩১০)ঃ হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) নূরের তৈরী, না মাটির তৈরী? এপ্রিল মাসের 'মাসিক মদীনার' ৪র্থ পৃষ্ঠায় মাওলানা আবদুর রহমান আল-আরাবী হযরত জাবের (রাঃ)-এর বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, নবী করীম (ছাঃ) নূরের তৈরী। উক্ত বর্ণনা কি সঠিক?

- মুহাম্মাদ হাকীম মণ্ডল
৪ সিগন্যাল ব্যাটালিয়ান
বগুড়া সেনানিবাস।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীছটি জাল বা মওযূ *(আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৯৪-এর টীকা-১ 'তাক্বদীরের উপর ঈমান' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নূরের তৈরী নন; বরং তিনি মাটির তৈরী মানুষ। মহান আল্লাহ বলেন, '(হে নবী!) আপনি বলুন, অবশ্যই আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। (পার্থক্য হ'ল) আমার প্রতি 'অহি' নাযিল হয়' *(কাহ্ফ ১১০)*।

এ ধরনের অনেক আয়াত রয়েছে, যে গুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি আমাদের মতই একজন মানুষ। আমাদেরকে যেরূপ মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে, তদ্রূপ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কেও মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ফেরেশতাদেরকে নূর দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর জিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে ধোঁয়া মিশ্রিত অগ্নিশিখা হ'তে এবং আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে ঐ বস্তু দ্বারা, যার বর্ণনা কুরআনে তোমাদেরকে বলা হয়েছে' অর্থাৎ মাটি দ্বারা *(মুসলিম, মিশকাত ৫০৬ পৃঃ, 'সৃষ্টির সূচনা ও নবীদের আলোচনা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২১/৩১১)ঃ পানির ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও পেশাব-পায়খানার পর ঢিলা-কুলুপ ব্যবহার করা ছহীহ হাদীছ সম্মত কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-দেলোয়ার হোসায়েন
ঠিকানা বিহীন

উত্তরঃ পেশাব বা পায়খানার পর পানি বা মাটি দ্বারা যে পবিত্রতা অর্জন করা হয়, তাকে 'ইস্তিঞ্জা' (استنجاء) বলে। উভয় অবস্থায় যে কোন একটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনও শুধু পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতেন। যেমন আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন পেশাব বা পায়খানার জন্য বের হ'তেন, তখন আমি ও একটি বালক পানির পাত্র নিয়ে বের হ'তাম। তিনি তা দ্বারাই ইস্তিঞ্জা করতেন *(বুখারী ১/২৭ পৃঃ)*। আবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনও শুধু মাটি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতেন। যেমন আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পেশাব পায়খানায় বের হ'লে আমি তার পিছে পিছে যেতাম। (তাঁর অভ্যাস ছিল যে) তিনি কোন দিকে তাকাতেন না। আমি তাঁর নিকটবর্তী হ'লে তিনি আমাকে বলতেন, কয়েকটি কংকর চাই, যা দ্বারা আমি ইস্তিঞ্জা করব *(বুখারী ১/২৭ পৃঃ)*। তবে মাটির চেয়ে পানি দ্বারা পবিত্রতা

অর্জন করা উত্তম। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করায় অভ্যস্ত আনছারদের প্রশংসা করেছিলেন *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৬৯-এর টীকা-৪ 'পায়খানার শিষ্টাচার' অনুচ্ছেদ)*।

পেশাব করার পর পানি থাকা সত্ত্বেও কুলুপ ব্যবহারের কথা কোন হাদীছে পাওয়া যায় না। সাথে সাথে পেশাবের পর কুলুপ নিয়ে ঘোরাফেরা করা বেহায়াপনা মাত্র। তাই আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) বলেন, 'পেশাবের পর কুলুপ নিয়ে বেহায়ার মত ঘোরাফেরা করো না' (তা'লীমে দ্বীন)। আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, 'পেশাবের পর জোরে কাশি দেওয়া, ওঠা-বসা করা ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বেহায়াপনা করা শয়তানী ধোঁকা ও বিদ'আত মাত্র' *(এগাছাতুল লাহফান ১/১৬৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২২/৩১২)ঃ ১১-০৪-০২ইং তারীখের দৈনিক ইনকিলাবের 'আপনাদের জিজ্ঞাসার জবাব' কলামে বলা হয়েছে- যদি কোন মহিলা চুলার উপর হাঁড়ি বসিয়ে ছালাত আদায় করতে শুরু করে। এমন সময় রান্নার হাঁড়ি উথলে উঠল। এতে করে রান্নার বস্তু বিনষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় সে ছালাত ছেড়ে দিয়ে হাঁড়ি ঠিক করতে পারবে। এরূপ বিধান শরী'আতে আছে কি?

-আব্দুল্লা-হিল হাদী
মাদরাসা দারুস সুন্নাহ
৬২৮/ধ, মিরপুর-১২৩, ঢাকা।

উত্তরঃ রান্নার হাঁড়ি চুলায় বসিয়ে দিয়ে ছালাত শুরু না করাই উত্তম। তবে কোন মহিলা যদি রান্নার হাঁড়ি চুলায় বসিয়ে দিয়ে ছালাত শুরু করে, আর চুলা যদি নিকটেই হয় এবং যদি ছালাত অবস্থাতেই হাঁড়ির ভাত উথলে উঠে, তাহ'লে সে ছালাত অবস্থাতেই রান্নার হাড়ি ঠিক করে দিয়ে পুনরায় বাকী ছালাত আদায় করতে পারবে। ছালাত ছেড়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নফল ছালাত আদায় করছিলেন, আর দরজা বন্ধ ছিল। আমি এসে দরজা খুলতে চাইলাম। তখন তিনি কিছু হেঁটে এসে আমার জন্য দরজা খুলে দিলেন। অতঃপর নিজ ছালাতের জায়গায় প্রত্যাবর্তন করলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, দরজাটি কিবলার দিকে ছিল' *(নাসাঈ, তাহক্বীক্বে মিশকাত, ১ম খণ্ড, হা/১০০৫ হাদীছ ছহীহ)*। অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত আদায় করছিলেন। হঠাৎ করে দু'টি বালিকা ঝগড়া অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এলো। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত অবস্থাতেই তাদের দু'জনের হাত ধরে একজনকে অপরজন হ'তে পৃথক করে দিলেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৯৫ পৃঃ 'ছালাত অবস্থায় কোন কোন আমল মুবাহ' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ থাকে যে, প্রথম হাদীছটি নফল ছালাতের সাথে সম্পর্কিত হ'লেও দ্বিতীয় হাদীছটি 'আম (সাধারণ)। সেহেতু এরূপ পরিস্থিতিতে ফরয ছালাত হ'লেও জায়েয হবে।

প্রশ্নঃ (২৩/৩১৩)ঃ ক খ -এর কাছে এক হাযার টাকার সার ও কীটনাশক ঔষধ বিনিয়োগ করে এই শর্তে যে, 'খ' তার ফসল কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াই যদি ঘরে তোলে, তবে 'ক'-কে ১৫০০ শত টাকা দিতে হবে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটলে 'ক' শুধু মূলধন ফেরৎ নিবে। এরূপ বিনিয়োগ কি জায়েয হবে?

-আতাউর রহমান
সহকারী শিক্ষক
ব্রাইট কিণ্ডার গার্টেন, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত বিক্রয় শরী'আত সম্মত। কারণ যে সমস্ত শর্তের কারণে ক্রয়-বিক্রয় হারাম বা সূদে পরিণত হয় সে সমস্ত শর্ত এখানে পাওয়া যায় না। কোন ব্যক্তি যদি বাকীতে অতিরিক্ত মূল্য নির্ধারণ করে জিনিষ বিক্রয় করে, তাহ'লে তা জায়েয হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে 'ক' যে 'খ'-কে ৫০০ টাকা ছাড় দিচ্ছে এটা 'খ'-এর প্রতি 'ক'-এর উদারতা। আর ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে উদারতা প্রদর্শনকারীর জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আ করেছেন *(বুখারী, পৃঃ ২৭৮ 'ক্রয়-বিক্রয়ের সময় উদারতা' অধ্যায়; তিরমিযী, ফিক্বহুস সুন্নাহ /১৪৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৩১৪)ঃ বিদ্যুৎ না থাকায় মুখে আযান দেওয়া শুরু হ'ল, কিন্তু আযান শেষ না হ'তেই বিদ্যুৎ চলে আসলে আযান ছেড়ে দিয়ে পুনরায় মাইকে আযান শুরু করা যাবে কি?

-সাইফুল ইসলাম
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আযান আরম্ভ করার পর বিদ্যুৎ আসার কারণে পূর্বের আযান ছেড়ে দিয়ে পুনরায় মাইকে আযান শুরু করা শরী'আত সম্মত নয়। কেননা এটি কোন শারঈ ওযর নয়। তবে সেই সময় কেউ মাইক্রোফোনটি মুওয়াযযিনের সম্মুখে এনে দিলে মাইকে আযান দেওয়া যাবে। তবে নতুনভাবে আযান শুরু করতে হবে না।

প্রশ্নঃ (২৫/৩১৫)ঃ আমরা জানি যে, 'তুলসী গাছ' হিন্দুদের একটি মর্যাদাপূর্ণ গাছ। তারা এ গাছের পূজা করে থাকে। এক্ষণে উক্ত গাছ ঔষধের প্রয়োজনে মুসলমানদের বাড়ীতে লাগানো যাবে কি-না?

-আবূ মূসা আব্দুল্লাহ
আনন্দনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ হিন্দুদের তুলসী গাছের পূজা করা ও তাকে মর্যাদা দেওয়ার কারণে মুসলমানদের জন্য উক্ত গাছ ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা এবং ঔষধের প্রয়োজনে বাড়ীতে লাগানো শরী'আত পরিপন্থী কাজ নয়। কেননা আল্লাহ পাক বলেন, 'আল্লাহ পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন তোমাদের কল্যাণের জন্য' *(বাক্বারাহ ২৯)*।

সুতরাং তুলসী গাছ ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা ও প্রয়োজনে মুসলমানদের বাড়ীতে লাগানো যাবে। তবে কারো যদি এরূপ আক্বীদা থাকে যে, 'তুলসী গাছ' হিন্দুদের

উপাসনার মাধ্যম হওয়ায় মর্যাদাবান, তাহ'লে তা শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রশ্নঃ (২৬/৩১৬)ঃ পিতার সংসার থেকে পৃথকভাবে বসবাসকারী কোন ছেলে পিতা জীবিত থাকতে হজ্জব্রত পালন করতে পারে কি?

-ডাঃ কমরুদ্দীন প্রাং
ফাতেমা ডেন্টাল ক্লিনিক, নওগাঁ।

উত্তরঃ সামর্থ্যবান ছেলে যার উপরে হজ্জ ফরয হয়েছে, সে অবশ্যই নিজের হজ্জ করবে। কেননা আল্লাহ পাক সামর্থ্যবান সকল মুসলিমের জন্য হজ্জ ফরয করেছেন *(আলে ইমরান ৯৭)*। তবে পিতা ইচ্ছা করলে সন্তানের অর্থ নিয়ে নিজে হজ্জ করতে পারেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত' *(আবুদাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৭৭০ ব্যবসা-বাণিজ্য' অধ্যায়, 'হালাল উপার্জন' অনুচ্ছেদ)*। তিনি অন্যত্র বলেন, 'তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের পবিত্রতম উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে ভক্ষণ কর' *(ছহীহ নাসাঈ হা/৪১৪৪)*। রাসূল (ছাঃ) আরও বলেন, 'তুমি ও তোমার ধন-সম্পদ তোমার পিতার জন্য' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৮৫৫; ইরওয়া হা/৮৩৮)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৩১৭)ঃ সরকারী রাস্তা থেকে মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছানের রাস্তাটি কি ওয়াকফকৃত হওয়া শর্ত? মসজিদের জমিটি যে ব্যক্তি ওয়াক্ফ করে দিয়েছেন তিনি বেঁচে নেই। এখন তার ছেলেরা মাঝে-মধ্যে বলে থাকে, আমার বাবার মসজিদ। আমার বাবার জমিতে মসজিদ তৈরী করা হয়েছে। এরূপ উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মতীউর রহমান
ছোট চওড়া সাতদরগা বাজার
পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ মসজিদের জমি, মসজিদ এবং মসজিদের যাতায়াতের রাস্তা মানুষের অধিকার হ'তে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া আবশ্যক। উক্ত বিষয়াবলীর উপর কারো আইন সঙ্গত দাবী থাকলে তা কখনও মসজিদ বলে গণ্য হবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'মসজিদ একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য। তোমরা আল্লাহ্‌র সাথে অন্য কাউকে আহ্বান করো না' *(জিন ১৮)*। উল্লেখ্য যে, কোন ব্যক্তির ওয়াক্ফ করে যাওয়ার পরে তার সন্তান-সন্ততি কর্তৃক আমার পিতা বা দাদার মসজিদ বলে দাবী করা অযৌক্তিক ও বেআইনী। এধরনের কথা বলার জন্য মসজিদ ত্যাগ করা আদৌ ঠিক হবে না। যেহেতু তার পিতা বা দাদার ওয়াক্ফ করার কারণে তাদের মালিকানা শেষ হয়ে গেছে।

প্রশ্নঃ (২৮/৩১৮)ঃ আমাদের এলাকার হরিপুর নতুন পাড়ায় একটি মসজিদ নির্মাণের সময় পশ্চিম দিক ভালভাবে নির্ণীত হয়নি। ফলে মসজিদটি উত্তর দিকে বেঁকে আছে। এক্ষণে প্রশ্ন হ'লঃ মসজিদের অবস্থান অনুযায়ী ছালাত আদায় করা যাবে কি? না কাতার পশ্চিম দিক অনুযায়ী ঠিক করে নিতে হবে? ইমাম যদি পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়ান আর মুক্তাদীরা মসজিদের অবস্থান অনুযায়ী দাঁড়ায়, তবে ছালাত আদায় জায়েয হবে কি-না? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আফতাবুদ্দীন
দেওয়ানপাড়া, কাকনহাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ ক্বিবলা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পরে মসজিদের অবস্থান যেভাবেই থাকুক না কেন ইমাম-মুক্তাদী সকল মুছল্লীকে ক্বিবলামুখী হয়ে ছালাত আদায় করতে হবে *(বাক্বারাহ ১৪৯)*। একথা নয় যে, শুধু ইমাম ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে আর মুক্তাদী মসজিদের অবস্থান অনুযায়ী দাঁড়াবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তুমি যখন ছালাতে দাঁড়াতে ইচ্ছা করবে, পূর্ণরূপে ওযূ করবে অতঃপর ক্বিবলার দিকে মুখ করে দাঁড়াবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৯০ 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৩১৯)ঃ শুনেছি সন্তান শিশু অবস্থায় মারা গেলে পিতা-মাতাকে না নিয়ে জান্নাতে যাবে না। কথাটি ঠিক হ'লে বিনা আক্বীক্বায় মৃত্যুবরণকারী শিশু পিতা-মাতাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে কি-না?

-মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিম চত্তর।

উত্তরঃ এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুসলমানদের মৃত শিশু সন্তানরা বেহেশতের কার্যকারক হবে। তাদের কেউ আপন পিতাকে পাবে, আর তার কাপড়ের আঁচল ধরে টানতে থাকবে এবং তা হ'তে পৃথক হবে না যতক্ষণ না সে তাকে জান্নাতে নিয়ে পৌঁছায়' *(মুসলিম, আহমাদ, মিশকাত পৃঃ ১৫৩ 'মৃতের জন্য রোদন' অধ্যায়)*। সামুরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক শিশুকে তার আক্বীক্বার বিনিময়ে প্রাণবন্দী রাখা হয়' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবূদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪১৫৩ 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ, 'শিকার ও যবেহ' অধ্যায়)*।

পিতা-মাতার জন্য সুফারিশ সম্পর্কে ইমাম খাত্ত্বাবী বলেন, 'বিনা আক্বীক্বায় সন্তান মৃত্যুবরণ করলে পিতা-মাতার জন্য সে সুফারিশ করবে না। কারণ সন্তানের আক্বীক্বা না করা হ'লে পিতা-মাতা দায়বদ্ধ থাকবেন। অনেক বিদ্বান বলেন, দায়বদ্ধ থাকেন বলার মাধ্যমে আক্বীক্বার আবশ্যিকতা বুঝানো হয়েছে *(বুলূগুল মারাম ৪০৮ পৃঃ, তাহকীক মুবারকপুরী)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৩২০)ঃ আমাদের এলাকার অনেক চাকুরীজীবী ব্যাংকের চেকবই জমা রেখে নির্ধারিত ফরমে ঋণের জন্য আবেদন করে ঋণ উঠান। নিয়ম হচ্ছেঃ শতকরা ৩ টাকা হারে জমা দিয়ে ফরম ক্রয় করে ঋণের জন্য আবেদন করতে হয়। অতঃপর আবেদন মঞ্জুর হ'লে চেক বই জমার মাধ্যমে অগ্রিম মাসিক বেতন ভাতার

অংশটুকু দিয়ে থাকে। যা বিল টু বিলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এভাবে ফরম ক্রয় ও বিক্রয়লব্ধ অর্থ সূদের আওতাভুক্ত হবে কি?

-ওবায়দুর রহমান
সহকারী শিক্ষক
হরিপুর আলিম মাদরাসা, পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তরঃ উল্লেখিত প্রশ্নে বিল টু বিলের মধ্যে যেহেতু সীমাবদ্ধ সেহেতু ঋণের টাকার বিপরীতে শর্ত করা হারে ফরম ক্রয় ও বিক্রয়লব্ধ অর্থ সূদের আওতাভুক্ত হবে। ওমর ফারূক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য (মুদ্রা হোক বা অলংকার হোক) সমতুল্য ব্যতিরেকে কমবেশী গ্রহণ করা সূদ' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮১২, 'সূদ' অধ্যায়)*। যেহেতু টাকা আমাদের দেশে রৌপ্য মুদ্রার স্থলে ব্যবহৃত হয় সেহেতু উহা কমবেশী করে গ্রহণ করা সূদ হবে।

উল্লেখ্য যে, কোন বস্তু ক্রয় করে দিয়ে (উভয়ের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে) কিছু অধিক মূল্য গ্রহণ করা শরী'আতে বৈধ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৮, 'সূদ' অধ্যায়)*। সূদ বর্জন অপরিহার্য। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা কঠোর নির্দেশ দান করেছেন। যারা এ আদেশ অমান্য করে তাদেরকে আল্লাহ ও তার রাসূল (ছাঃ)-এর সংগে যুদ্ধের ঘোষণা দিতে বলা হয়েছে *(বাক্বারাহ ২৭৯)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩২১)ঃ জনৈক মাওলানা বক্তব্যের মাঝে বলেছেন, মুহাম্মাদ (ছাঃ) খাদীজা (রাঃ)-কে বিবাহের পর বাসর রাতে উভয়ে লজ্জাতে কথা বলেননি। এমন সময় আল্লাহ গায়েব থেকে জানালেন, তুমি তোমার স্ত্রীর পাঁচ স্থানে ৫টি চুমো দাও। তাহ'লে খাদীজাও তোমার দু'জায়গায় চুমো দিবে। রাসূল (ছাঃ) ও খাদীজা (রাঃ) তাই করলেন। কাজেই বাসর রাতে প্রত্যেক উম্মতে মুহাম্মাদীকে তাই করতে হবে। একথা কি ঠিক? বাসর রাত্রির পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নওশাদ আলী
ও
মেরিনা খাতুন
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত মাওলানার বক্তব্য সম্পূর্ণ বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন। বাসর রাত্রির জন্য যা করণীয় তা আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি এরশাদ করেন, 'যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কোন নারীকে বিবাহ করে (তার সাথে প্রথম মিলনের প্রাক্কালে) মাথার অগ্রভাগের অর্থাৎ কপালের সংলগ্ন চুল ধরে এই দো'আ পাঠ করবে-

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ
وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ-

উচ্চারণঃ *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খায়রাহা ওয়া খায়রা মা জাবালতাহা আলাইহি ওয়া আউযুবিকা মিন শাররি হা ওয়া শাররি মা জাবালতাহা আলাইহ।*

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! তোমার নিকট উহার (স্ত্রীর) কল্যাণের প্রার্থনা জানাই এবং প্রার্থনা জানাই তার সেই স্বভাবের মঙ্গল, যার উপর তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ। আর আমি তোমার আশ্রয় চাই তার অনিষ্ট হ'তে এবং তার অনিষ্ট হ'তে, যার উপর তুমি তাকে সৃষ্টি করেছ' *(আবূদাউদ ২/২৪৮; ইবনু মাজাহ ১/৬১৭; মিশকাত হা/২৪৪৬, 'বিভিন্ন সময়ে দো'আ সমূহ' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান)*।

মহান আল্লাহ স্ত্রীদেরকে শস্য ক্ষেত্রের সাথে তুলনা করে বলেন, 'তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য ক্ষেত স্বরূপ। সুতরাং তোমরা তোমাদের ক্ষেতে এসো অর্থাৎ যেভাবে ইচ্ছা মিলন করো' *(বাক্বারাহ ২২৩)*। তবে হায়েয অবস্থায় মিলন করায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে' *(বাক্বারাহ ২২২; তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১৯১ 'হায়েয অবস্থায় স্পর্শ' অধ্যায় সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩২২)ঃ পিতা-মাতার কথামত স্ত্রীকে তালাক দেওয়া শরী'আত সম্মত কি?

-মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন
বামুন্দী বাজার, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ শরী'আত বিরোধী নির্দেশ ছাড়া সকল ব্যাপারে পিতা-মাতার আনুগত্য করা অপরিহার্য *(নিসা ৩৬; আনকাবুত ৩৮; ইসরা ২৩-২৪ ও লোক্বমান ১৪)*। অতএব শারঈ কারণের প্রেক্ষিতে পিতা-মাতা যদি অনুরূপ নির্দেশ দেন, তবে তা মান্য করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার স্ত্রীকে আমি ভালবাসতাম। কিন্তু আমার পিতা ওমর (রাঃ) আমার স্ত্রীকে ঘৃণা করতেন এবং তিনি আমাকে তালাক দিতে বলেন। আমি তালাক দিতে অস্বীকার করি। আমার পিতা আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে এসে ঘটনা বর্ণনা করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিলেন *(আবূদাউদ রিয়ায হা/৩৩৩ সনদ ছহীহ)*। ছাহাবী আবূ দারদার নিকটে এক ব্যক্তি এসে বলল, আমার মা আমাকে আমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। (আমি কি করব?) আবূ দারদা (রাঃ) বললেন, আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, পিতা হচ্ছেন জান্নাতের দরজা সমূহের মধ্যম দরজা। তুমি যদি চাও, তাহ'লে দরজাটিকে সেখানে (জান্নাতে) রাখ অথবা সেটিকে সংরক্ষণ কর *(তিরমিযী হা/১৯০১ সনদ ছহীহ; রিয়ায হা/৩৩৪)*। উল্লেখিত দলীল সমূহ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, পিতা-মাতার সিদ্ধান্তকে সঠিক সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করা উচিৎ। তবে ছেলের বউ যদি দ্বীনদার, পরহেযগার হয় এবং কোন মারাত্মক অপরাধে অপরাধী না হয়, তাহ'লে পিতা-মাতাকেও সেদিকে খেয়াল রেখে তালাক দেওয়ার নির্দেশ না দেওয়া উচিৎ। কেননা ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর তালাক পসন্দ করে না। বরং সংসার অক্ষুন্ন রাখাই ইসলামী শরী'আতের একান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩২৩)ঃ বঙ্গানুবাদ তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনের ৬৫ পৃষ্ঠায় তিরমিযীর বরাতে বলা হয়েছে, 'হে মানব জাতি! আমি তোমাদের জন্য দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। এতদুভয়কে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহ্‌র কিতাব এবং অপরটি আমার সন্তান ও পরিবার-পরিজন'। এক্ষণে প্রশ্নঃ উপরোক্ত হাদীছটি কি ছহীহ? সঠিক জবাব দানে বাধিত করবেন। সন্তান ও পরিবার পরিজনের ব্যাখ্যা কি?

-ঠিকানা বিহীন

উত্তরঃ বর্ণিত হাদীছটিকে ইমাম তিরমিযী 'হাসান গরীব' বলেছেন। কিন্তু বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী উহার সূত্র (সনদ) কে যঈফ বলেছেন' *(তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৬১৫২ ৩/১৭৩৫ পৃঃ)*।

তবে এ মর্মে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণিত হাদীছটিকে তিনি 'ছহীহ' বলেছেন *(সিলসিলা ছহীহাহ ৪/৩৫৬ পৃঃ)*। হাদীছটি হ'লঃ

عن علی بن ربیعة قال: لَقِیْتُ زَیْدَ بْنَ اَرْقَمَ وَهُوَدَاخِلٌ عَلَى الْمُخْتَارِ أَوْخَارِجٌ مِنْ عِنْدِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَسَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنِّىْ تَارِكٌ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ "كِتَابُ اللّٰهِ وَعِتْرَتِىْ" قَالَ نَعَمْ-

সন্তান ও পরিবার-পরিজনের ব্যাখ্যাঃ

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণ রূপে পূত-পবিত্র রাখতে' *(আহযাব ৩৩)*। উপরে বর্ণিত হাদীছে "عترتی" শব্দের ব্যাখ্যায় কোন কোন হাদীছে أهل بيتى ও এসেছে। অর্থাৎ عترتی। আর أهل بيتى দ্বারা উদ্দেশ্য أهل بيتى হ'ল, রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ, হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান, হুসাইন (রাঃ) প্রমুখ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬১৩৫, 'রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবারের মর্যাদা' অধ্যায়)*। তাফসীরে কুরতুবীতে উদ্ধৃত হয়েছে, ইবনে আব্বাস, আতা ও ইকরিমা (রাঃ) বলেন, أهل بيت দ্বারা নির্দিষ্ট স্ত্রীগণ উদ্দেশ্য। মুফাসসির কালবী বলেন, أهل بيت থেকে উদ্দেশ্য হ'ল, হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন *(তাফসীরে কুরতুবী ১৪/১৮২ পৃঃ)*।

সুতরাং উল্লেখিত আয়াত এবং হাদীছ থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, 'আহলে বায়েত' বা নবী পরিবার বলতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ, হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। শী'আরা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বাড়াবাড়ি করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পবিত্র স্ত্রীগণকে বের করে দিয়ে কেবলমাত্র হযরত আলী (রাঃ), ফাতেমা এবং তার দুই পুত্রকে শামিল করেছে। এটি তাদের ভ্রান্ত মত ছাড়া কিছুই নয় *(সিলসিলা ছহীহাহ ৪/৩৫৯ পৃঃ)*।

কোন কোন হাদীছে كتاب الله وسنة امرين থেকে الرسول বলা হয়েছে। আর উল্লেখিত হাদীছটিতে سنة الرسول এর পরিবর্তে عترتى ব্যবহার করা হয়েছে। উভয় হাদীছের দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, এদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা كتاب الله وسنة الرسول -এর প্রতি যারা আমল করবে তারা পথভ্রষ্ট হবে না। আবার كتاب الله ও عترتى (নবী পরিবারবর্গ) এর যারা অনুসরণ করবে তারাও পথভ্রষ্ট হবে না। কেননা নবী পরিবারবর্গ সুন্নাতের পরিপন্থী কোন আমল করতেন না' *(সিলসিলা ছহীহাহ ৪/৩৬১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩২৪)ঃ মসজিদের দেওয়াল ঘেঁষে পায়খানা নির্মাণ করা যাবে কি-না? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জওয়াবদানে বাধিত করবেন।

-ডাঃ মুহাম্মাদ ছাবের আলী
সিংহমারা, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ দুর্গন্ধ না আসলে মসজিদের পার্শ্বে বা মসজিদ ঘেঁষে পেশাব-পায়খানা নির্মাণ করা যাবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে গ্রামে গ্রামে মসজিদ নির্মাণ করার, সেগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার এবং খোশবু দ্বারা সুবাসিত করার হুকুম দিয়েছেন' *(আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৭১৭ সনদ ছহীহ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩২৫)ঃ আমাদের এলাকায় জনৈক মৃতের জানাযার সময় নির্ধারিত হয় বাদ এশা। ফলে বিতর ছালাত আদায় নিয়ে মুছল্লীদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়। কারো মতে, বিতর পড়ে জানাযা পড়তে হবে। আবার কারো মতে, আগে জানাযা পড়তে হবে এবং পরে বিতর পড়তে হবে। উক্ত বিষয়ে সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মাসঊদুর রহমান
সুলতানপুর (চাঁদপুর), সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ জানাযার ছালাত বিতর ছালাতের আগে বা পরে পড়া যায়। জানাযার ছালাতের জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় নেই; বরং নিষিদ্ধ তিন সময় তথা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় এবং ঠিক দুপুর ব্যতীত রাত-দিনের যেকোন সময় জানাযার ছালাত আদায় করা যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৪০ 'নিষিদ্ধ সময় সমূহ' অধ্যায়; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৪৬-৪৭ 'লাশের অনুগমন ও জানাযার ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩২৩)ঃ বঙ্গানুবাদ তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনের ৬৫ পৃষ্ঠায় তিরমিযীর বরাতে বলা হয়েছে, 'হে মানব জাতি! আমি তোমাদের জন্য দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। এতদুভয়কে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহ্র কিতাব এবং অপরটি আমার সন্তান ও পরিবার-পরিজন'। এক্ষণে প্রশ্নঃ উপরোক্ত হাদীছটি কি ছহীহ? সঠিক জবাব দানে বাধিত করবেন। সন্তান ও পরিবার পরিজনের ব্যাখ্যা কি?

-ঠিকানা বিহীন

উত্তরঃ বর্ণিত হাদীছটিকে ইমাম তিরমিযী 'হাসান গরীব' বলেছেন। কিন্তু বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী উহার সূত্র (সনদ) কে যঈফ বলেছেন' *(তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৬১৫২ ৩/১৭৩৫ পৃঃ)*।

তবে এ মর্মে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল থেকে বর্ণিত হাদীছটিকে তিনি 'ছহীহ' বলেছেন *(সিলসিলা ছহীহাহ ৪/৩৫৬ পৃঃ)*। হাদীছটি হ'লঃ

عَن عَلى بن ربيعة قال: لَقِيْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَهُوَ دَاخِلٌ عَلَى الْمُخْتَارِ أَوْخَارِجٌ مِنْ عِنْدِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَسَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنِّىْ تَارِكٌ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ "كِتَابُ اللّٰهِ وَعِتْرَتِىْ" قَالَ نَعَمْ-

সন্তান ও পরিবার-পরিজনের ব্যাখ্যাঃ

আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'হে নবী পরিবারের সদস্যবর্গ! আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণ রূপে পূত-পবিত্র রাখতে' *(আহযাব ৩৩)*। উপরে বর্ণিত হাদীছে "عترتى" শব্দের ব্যাখ্যায় কোন কোন হাদীছে أهل بيتى ও এসেছে। অর্থাৎ عترتى أهل بيتى। আর أهل بيتى দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল, রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ, হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান, হুসাইন (রাঃ) প্রমুখ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬১৩৫, 'রাসূল (ছাঃ)-এর পরিবারের মর্যাদা' অধ্যায়)*। তাফসীরে কুরতুবীতে উদ্ধৃত হয়েছে, ইবনে আব্বাস, আতা ও ইকরিমা (রাঃ) বলেন, أهل بيت দ্বারা নির্দিষ্ট স্ত্রীগণ উদ্দেশ্য। মুফাসসির কালবী বলেন, أهل بيت থেকে উদ্দেশ্য হ'ল, হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন *(তাফসীরে কুরতুবী ১৪/১৮২ পৃঃ)*।

সুতরাং উল্লেখিত আয়াত এবং হাদীছ থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, 'আহলে বায়েত' বা নবী পরিবার বলতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ, হযরত আলী, ফাতেমা, হাসান ও হুসাইন (রাঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। শী'আরা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বাড়াবাড়ি করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পবিত্র স্ত্রীগণকে বের করে দিয়ে কেবলমাত্র হযরত আলী (রাঃ), ফাতেমা এবং তার দুই পুত্রকে শামিল করেছে। এটি তাদের ভ্রান্ত মত ছাড়া কিছুই নয় *(সিলসিলা ছহীহাহ ৪/৩৫৯ পৃঃ)*।

কোন কোন হাদীছে كتاب الله وسنة امرين থেকে سنة الرسول বলা হয়েছে। আর উল্লেখিত হাদীছটিতে سنة الرسول এর পরিবর্তে عترتى ব্যবহার করা হয়েছে। উভয় হাদীছের দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যায় যে, এদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। কেননা كتاب الله وسنة الرسول -এর প্রতি যারা আমল করবে তারা পথভ্রষ্ট হবে না। আবার كتاب الله ও عترتى (নবী পরিবারবর্গ) এর যারা অনুসরণ করবে তারাও পথভ্রষ্ট হবে না। কেননা নবী পরিবারবর্গ সুন্নাতের পরিপন্থী কোন আমল করতেন না' *(সিলসিলা ছহীহাহ ৪/৩৬১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩২৪)ঃ মসজিদের দেওয়াল ঘেঁষে পায়খানা নির্মাণ করা যাবে কি-না? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জওয়াবদানে বাধিত করবেন।

-ডাঃ মুহাম্মাদ ছাবের আলী
সিংহমারা, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ দুর্গন্ধ না আসলে মসজিদের পার্শ্বে বা মসজিদ ঘেঁষে পেশাব-পায়খানা নির্মাণ করা যাবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে গ্রামে গ্রামে মসজিদ নির্মাণ করার, সেগুলিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার এবং খোশবু দ্বারা সুবাসিত করার হুকুম দিয়েছেন' *(আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৭১৭ সনদ ছহীহ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩২৫)ঃ আমাদের এলাকায় জনৈক মৃতের জানাযার সময় নির্ধারিত হয় বাদ এশা। ফলে বিতর ছালাত আদায় নিয়ে মুছল্লীদের মাঝে মতবিরোধ দেখা দেয়। কারো মতে, বিতর পড়ে জানাযা পড়তে হবে। আবার কারো মতে, আগে জানাযা পড়তে হবে এবং পরে বিতর পড়তে হবে। উক্ত বিষয়ে সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মাসউদুর রহমান
সুলতানপুর (চাঁদপুর), সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ জানাযার ছালাত বিতর ছালাতের আগে বা পরে পড়া যায়। জানাযার ছালাতের জন্য নির্দিষ্ট কোন সময় নেই; বরং নিষিদ্ধ তিন সময় তথা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় এবং ঠিক দুপুর ব্যতীত রাত-দিনের যেকোন সময় জানাযার ছালাত আদায় করা যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৪০ 'নিষিদ্ধ সময় সমূহ' অধ্যায়; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৪৬-৪৭ 'লাশের অনুগমন ও জানাযার ছালাত' অধ্যায়)*।

মাসিক

আত-তাহরীক

৫ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা
আগস্ট ২০০২

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্নঃ (১/৩২৬)ঃ আমার ছেলের অসুখ হ'লে দু'টি ছাগল মানত করি। এখন আমার ছেলে সুস্থ। ছাগল দু'টি কি করতে হবে?

-খালেদা
পশ্চিম নওদাপাড়া
সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ যেকোন মানত আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে হ'তে হবে। মানতকারী তার নিয়ত অনুযায়ী মানত পূর্ণ করবে। মানতের বস্তু ছাদাক্বা হিসাবে গণ্য হবে এবং ছাদাক্বার হকদারগণের মধ্যে তা বন্টিত হবে। এক্ষণে ছাগল দু'টি যবেহ করে মিসকীনদের মধ্যে গোশত বন্টন করা যাবে এবং চামড়ার মূল্য অনুরূপভাবে বন্টন করে অথবা কোন ইয়াতীম খানা কিংবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বায়তুল মালে জমা দিবে। =*(দ্রঃ হাইআতু কিবারিল ওলামা ২/৭৭৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২/৩২৭)ঃ একজন জুম'আর খুৎবা দিবেন এবং অপরজন ছালাত আদায় করাবেন- এটা কি জায়েয?

-আবদুর রহমান
উপরবিল্লী, গোদাগাড়ী
রাজশাহী।

উত্তরঃ যিনি খুৎবা দিবেন তিনি ছালাত আদায় করাবেন এটাই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বদা এরূপ করেছেন এবং চার খলীফার যিনি যখন খুৎবা দিয়েছেন তিনি তখন ছালাতের ইমামতি করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা আমাকে যেভাবে ছালাত আদায় করতে দেখছ সেভাবে ছালাত আদায় কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮১)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা আমার সুন্নাত এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত গ্রহণ কর' *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৬৫)*। তবে কারণবশতঃ অন্যজনের ইমামতিতে ছালাত আদায় জায়েয হবে' *(ফাতাওয়া হাইআতে কেবারিল ওলামা ১/৩২৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩২৮)ঃ স্বামী তার স্ত্রীর অগোচরে সরকারী কোন মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে পারে কি?

-আনোয়ার
ইটাপোতা, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ স্বামী তার স্ত্রীকে যেকোন বিশ্বস্ত মাধ্যমে তালাক প্রদান করতে পারে। তবে স্ত্রীকে তা অবশ্যই অবহিত করতে হবে এবং ইদ্দত হিসাব করে তালাক প্রদান করতে হবে ও মোহর পরিশোধ করতে হবে' *(তালাক ১, বাক্বারাহ ২৩৭, নিসা ২৫)। দ্রঃ 'তালাক ও তাহলীল' পুস্তিকা।*

প্রশ্নঃ (৪/৩২৯)ঃ কুরআন-হাদীছের বিধান বর্জন করে স্বরচিত বিধান দ্বারা যারা ফায়ছালা করে, তারা কি কাফির?

-আবদুল মুছাব্বির
আদিতমারী, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ ফায়ছালাকারী ব্যক্তি যদি কুরআনের হুকুমকে হালকা মনে করে অথবা কুরআনের হুকুম বর্জন করা জায়েয মনে করে অথবা অস্বীকার করে বর্জন করে, তাহ'লে সে কাফির হবে। অন্যথায় সে যালিম ও ফাসিক। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনের ফায়ছালাকে অস্বীকার করে, সে ব্যক্তি কাফির। আর যে ব্যক্তি স্বীকার করে অথচ সে অনুযায়ী ফায়ছালা করে না, সে ব্যক্তি যালিম ও ফাসিক' *(শাওকানী, যুবদাতুত তাফসীর, পৃঃ ১৪৫; তাফসীর ইবনে কাছীর, মায়েদা ৪৪, ৪৫ ও ৪৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্নঃ (৫/৩৩০)ঃ জনৈক মাওলানার নিকট শুনেছি যে, কোন এক যুদ্ধে একজন ছাহাবী মৃত্যুমুখে পতিত হ'লে রাসূল (ছাঃ) তাকে উটের পেশাব পান করাতে বলেন এবং এতে সে সুস্থ হয়। ঘটনাটি সত্য হ'লে প্রশ্ন হচ্ছে, চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেকোন হারাম জিনিসের মাধ্যমে চিকিৎসা করা যায় কি?

-তৈমুর
ফার্মেসী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ ঘটনাটি নিম্নরূপঃ বরং একটি গোত্র মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় অবস্থানকালীন সময়ে মদীনার আবহাওয়া তাদের প্রতিকূলে হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে উটের পেশাব পান করতে বলেন। ফলে তারা সুস্থতা লাভ করে' *(বুখারী ২/৬০২ পৃঃ)*। উল্লেখ্য যে, যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল সেসব প্রাণীর পেশাব নাপাক নয়। তাই এসব প্রাণীর পেশাব প্রয়োজনে ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা হারাম বস্তুর মধ্যে তোমাদের জন্য আরোগ্য রাখেননি' *(বুখারী, 'চিকিৎসা' অধ্যায়)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অপবিত্র ঔষধ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন' *(আবূদাঊদ, যাদুল মা'আদ ৪/১৪২ পৃঃ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মদে কোন আরোগ্য নেই; বরং তাতে আছে রোগ' *(মুসলিম, 'পানীয়' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৬/৩৩১)ঃ টিনের বেড়া সম্বলিত ঘরগুলির চতুর্দিকে অথবা উপরে টিনের গায়ে প্রাণীর ছবি থাকে। এসব ঘরে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ
বেহালাবাড়ী, বল্লা, টাঙ্গাইল।

উত্তরঃ প্রথমতঃ প্রাণীর ছবি মার্কা টিন না কেনার চেষ্টা করতে হবে। অবশ্য যেহেতু ঐসব ছবিকে সম্মান করা হয়

না, সেহেতু ঐ ঘরে ছালাত আদায় করা যায়। তবে পাশের ও সম্মুখের ছবিগুলি ঢেকে দেওয়া অথবা মিটিয়ে দেওয়া যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা আয়েশা (রাঃ)-কে প্রাণীর ছবিযুক্ত একটি পর্দার কাপড় ছিঁড়ে বালিশ বা বেডশীট তৈরী করার নির্দেশ দেন, যা পদদলিত করা হয়' *(বুখারী, মুসলিম, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫০১, ৪৫৯৩)*।

প্রশ্নঃ (৭/৩৩২)ঃ আমাদের তিনজনের একজন ইমাম হ'লেন। পিছনে একজনের ওযূ টুটে গেলে সে ওযূ করতে চলে গেল। অপরজন কি করবে? যার ওযূ টুটে গেল সে ওযূ করে ফিরে এলে কোন অবস্থায় জামা'আতে শরীক হবে?

-পিয়ার
জয়ন্তীবাড়ী
কামারপাড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত সমস্যা দেখা দিলে অপরজন ইমামের ডান দিকে গিয়ে দাঁড়াবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একা দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন *(আহমাদ, মিশকাত হা/১১০৫)* এবং এক মুক্তাদীকে ইমামের ডান দিকে দাঁড় করিয়েছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৯৫)*। আর ছালাত ছেড়ে যাওয়া মুক্তাদী ওযূ করে এসে নতুনভাবে ছালাত শুরু করবে *(আহমাদ ও সুনানে আরাবা'আহ, বুলূগুল মারাম হা/২০৩)*।

প্রকাশ থাকে যে, ওযূ নষ্ট হওয়ার পূর্বের ছালাত পরবর্তী ছালাতের সাথে যোগ হবে মর্মে ইবনু মাজাহ বর্ণিত হাদীছটি যঈফ' *(ইবনু মাজাহ, বুলূগুল মারাম হা/৭২ তাহক্বীক্বঃ মুবারকপুরী)*।

প্রশ্নঃ (৮/৩৩৩)ঃ একাধিক বিবাহ সম্পর্কে শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাই। বর্তমান সমাজে একাধিক বিবাহকারীকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হয়। এটা কি ঠিক?

-সাইফুল ইসলাম
বি,এ, অনার্স
ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

উত্তরঃ স্ত্রীদের মধ্যে ইনছাফ কায়েম করতে সমর্থ হ'লে এক থেকে চার পর্যন্ত বিবাহ করা যাবে। ইনছাফ কায়েম করতে সমর্থ হবে না বলে আশংকা থাকলে একটি মাত্র বিবাহ করবে *(নিসা ৩)*। একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করাকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখা অন্যায়। কারণ ইসলাম যার অনুমতি দিয়েছে তাকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখা দোষণীয়।

প্রশ্নঃ (৯/৩৩৪)ঃ ফজরের ছালাতের সময় প্রায় শেষ হওয়ার পর্যায়ে। এমতাবস্থায় ইমাম ছাহেব মসজিদে আসেন এবং মুছল্লীগণও ছালাতের জন্য দাঁড়িয়ে যান। এমন সময় ইমাম ছাহেব পূর্বে সুন্নাত ছালাত আদায় না করে থাকলে প্রথমে জামা'আত আরম্ভ করবেন না কি সুন্নাত পড়বেন?

-আশরাফুল ইসলাম
হাড়াভাংগা, গাংনী
মেহেরপুর।

উত্তরঃ ইমাম ছাহেব প্রথমে মুছল্লীদের নিয়ে ফরয ছালাত আদায় করবেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্ধারিত সময়ে ছালাত আদায় করার জন্য নির্দেশ দান করেছেন *(নিসা ১০৩, মুসলিম, মিশকাত হা/৬০০)*। অতঃপর সুন্নাত ছালাত আদায় করবেন। কারণবশতঃ ফজরের সুন্নাত ছালাত পূর্বে আদায় করতে না পারলে পরবর্তীতে পড়ে নেওয়ার বিধান রয়েছে' *(আহমাদ, ইবনু খুযায়মাহ, ফাতাওয়া হাইআতু কিবারিল উলামা ১/২৭৭ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১০/৩৩৫)ঃ ইক্বামত দেওয়ার সময় মুছল্লীগণও কি ইক্বামতের শব্দগুলি বলবে। ছহীহ দলীলের আলোকে জানতে চাই।

-জসীমুদ্দীন
কেরামপুর, চিরির বন্দর
দিনাজপুর।

উত্তরঃ ইক্বামত দেওয়ার সময় মুছল্লীগণও মুওয়ায্যিনের সাথে সাথে ইক্বামতের শব্দগুলি বলবে। কারণ আযান ও ইক্বামত উভয়কেই হাদীছে আযান বলে উল্লেখ করা হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৬২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যখন মুওয়ায্যিনের আযান শুনবে তখন সে যা বলবে তোমরাও তা বলবে। তবে 'হাইয়া 'আলাছ ছালাহ ও হাইয়া 'আলাল ফালাহ'-এর সময় বলবে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮৮ পৃঃ)*। সুতরাং ইক্বামতের ক্ষেত্রেও তাই বলতে হবে।

প্রশ্নঃ (১১/৩৩৬)ঃ আমি কতক পাখির ডাক জানি। আমার ডাক কোন কোন পাখির ডাকের মত অবিকল হয়। এতে কোন কোন পাখি আমার কাছে চলে আসে, তখন ঐ পাখি শিকার করলে কি তা বৈধ হবে?

-সাঈদুর রহমান
ও
সানাউর রহমান
দামনাশ, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা হালাল প্রাণী শিকার করার অনুমতি দিয়েছেন *(মায়েদা ১, ২, ৯৪ ও ৯৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'বিসমিল্লাহ' বলে শিকার করতে বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১৩৪১)*। আর শিকার হচ্ছে কৌশলের নাম। মানুষ যেকোন কৌশলে 'বিসমিল্লাহ' বলে হালাল প্রাণী শিকার করতে পারে।

প্রশ্নঃ (১২/৩৩৭)ঃ এমন কোন দো'আ আছে কি, যা পাঠ করলে আল্লাহ রিযিকের ব্যবস্থা করবেন?

-হামীদুল ইসলাম
বামুন্দী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তি তাক্বওয়া অবলম্বন করলে আল্লাহ তার রিযিকের ব্যবস্থা করেন। যেমন তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলে, আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ বের করে দিবেন'। 'তিনি তাকে ধারণাতীত উৎস থেকে উপজীবিকা দান করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপরে নির্ভর করে চলে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ নিশ্চয়ই তার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর জন্য পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন' *(তালাক্ব ২-৩)*। প্রকাশ থাকে যে, আর্থিক সংকট দূর করার জন্য ইবনুস সুন্নী এবং বায়হাক্বী থেকে নিম্নের যে দু'টি দো'আ পেশ করা হয়, যার সূত্র দূর্বল। অতএব তা পড়া যাবে না। ১নং দো'আঃ اَللّٰهُمَّ بِسْمِ اللهِ عَلَى نَفْسِيْ وَمَالِيْ وَدِيْنِيْ رَضِّنِيْ بِقَضَائِكَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا قُدِّرَ حَتَّى لاَ أُحِبَّ تَعْجِيْلَ مَا أَخَّرْتَ وَلاَ تَأْخِيْرَ مَا عَجَّلْتَ-

অনুবাদঃ আমার সত্ত্বা, আমার অর্থ ও আমার দ্বীনের কর্ম আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! তোমার ফায়ছালার প্রতি আমাকে সন্তুষ্ট কর। আমার জন্য যা নির্ধারণ করা হয়েছে তাতে বরকত দান কর। তুমি যা করতে দেরী কর আমি যেন তার দ্রুততা না চাই। আর তুমি যা দ্রুত করতে চাও আমি যেন তার বিলম্ব না চাই *(ইবনুস সুন্নী; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৯০ 'যিকর সমূহ' অধ্যায়)*।

২নং দো'আ সূরা ওয়াক্বি'আহ প্রতি রাত্রিতে পাঠ করা *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২১৮১, 'ফাযায়েলুল কুরআন' সনদ যঈফ)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৩৩৮)ঃ যবেহকৃত পশুর পেটে বাচ্চা থাকলে সেই বাচ্চা খাওয়া যাবে কি? যদি খাওয়া যায় তাহ'লে যবেহ করে খেতে হবে, না এমনিতেই গোশত বানিয়ে নিতে হবে?

-আতাউর রহমান নাঈম
ইসলাবাড়ী, নরসিংহপুর
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ যবেহকৃত পশুর পেটে প্রাপ্ত বাচ্চা মৃত হৌক বা জীবিত হৌক খাওয়া জায়েয। পুনরায় যবেহ করার প্রয়োজন নেই। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ذَكَاةُ ذَكَاةُ أُمِّهِ 'মায়ের যবেহ তার বাচ্চার জন্য যথেষ্ট' *(আহমাদ, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৬০৮; ছহীহ আবূদাঊদ হা/১৫১৬ প্রভৃতি, মিশকাত হা/৪০৯১ 'শিকার ও যবেহ সমূহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৩৩৯)ঃ একটি মাসিক পত্রিকায় পড়লাম যে, কোন ব্যক্তি যদি দুর্ঘটনায় মারা যায়, তবে তাকে শহীদ বলা যাবে না। কিন্তু সে পরকালে শহীদের মর্যাদা পাবে। কথাটি কি সঠিক?

-পলাশ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ শহীদের স্তর তিনটি। যথাঃ

(১) ইহকাল-পরকাল উভয় জগতেই শহীদ। তারা হ'লেন ঐসব শহীদ যাঁরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর দ্বীনকে বুলন্দ করার লক্ষ্যে বিধর্মীদের সাথে যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। তাঁদের গোসল ও কাফন লাগবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮১১, পৃঃ ১১২২, 'জিহাদ' অধ্যায়)*।

(২) পরকালে শহীদের মর্যাদা লাভ করবেন। কিন্তু দুনিয়াতে তার উপরে শহীদের শারঈ বিধান প্রযোজ্য হবে না। অর্থাৎ তাকে গোসল ও কাফন দেওয়া হবে। জাবের ইবনে আতীক্ব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হওয়া ছাড়াও সাত ধরনের শহীদ রয়েছে। যেমন,

(ক) মহামারীতে মৃত্যুবরণকারী শহীদ
(খ) পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণকারী শহীদ
(গ) ক্যান্সার ও হাঁপানী রোগে মৃত্যুবরণকারী শহীদ
(ঘ) পেটের রোগে মৃত্যুবরণকারী শহীদ
(ঙ) আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণকারী শহীদ
(চ) কোন কিছুতে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণকারী শহীদ
(ছ) প্রসব কালে মৃত্যুবরণকারিণী শহীদ'
(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৫৬১)।

(৩) ইহকালে বাহ্যিক দৃষ্টিতে শহীদ। কিন্তু পরজগতে শহীদ বলে গণ্য হবে না। আর তারা হ'ল ঐ সকল ব্যক্তি, যারা গনীমতের মাল আত্মসাৎ করেছে অথবা যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পলায়নকালে বিধর্মীদের হাতে নিহত হয়েছে' *(ফিক্বহুস সুন্নাহ, 'শহীদের মর্যাদা' অধ্যায়, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০)*।

প্রশ্নে উল্লেখিত মাসিক পত্রিকার জবাব ঠিক আছে এবং ঐ ব্যক্তি উপরে আলোচিত ২নং শহীদের স্তরভুক্ত হ'তে পারেন, যদি তিনি ঈমানের হালতে মৃত্যুবরণ করে থাকেন।

প্রশ্নঃ (১৫/৩৪০)ঃ মুফতী কাকে বলে? কি কি গুণাবলী থাকলে একজন মানুষ ফৎওয়া প্রদান করতে পারেন? কাবীরা গুনাহকারীর ফৎওয়া গ্রণহযোগ্য হবে কি?

-মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান
ঢাকা ফ্রী কুরক্বানিয়া মাদরাসা
বংশাল, ঢাকা।

উত্তরঃ শারঈ হুকুম অনুযায়ী যিনি প্রশ্নের জবাব প্রদান করেন, তাকে 'মুফতী' বলা হয় (লুগাতুল হাদীছ)। একজন মুফতীর জন্য দুই ধরনের গুণাবলী থাকা আবশ্যকঃ

(১) পবিত্র কুরআন ও হাদীছ এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উপরে যথার্থ জ্ঞান থাকা।

(২) চারিত্রিক গুণাবলীঃ তাক্বওয়া, সত্যবাদীতা, দূরদর্শিতা, ন্যায় পরায়ণতা, ধীশক্তি সম্পন্ন হওয়া' *(সুলায়মান আল-আশক্বার, আল-ফুৎইয়া ওয়া মানাহিজু লিল ইফতা পৃঃ ৩১-৪২)*।

দ্বীনী মাসআলা গ্রহণ সম্পর্কে তাবেঈ বিদ্বান ইবনে সীরীন বলেন, 'নিশ্চয়ই কিতাব ও সুন্নাতের ইল্ম হচ্ছে দ্বীনের

ভিত্তি। সুতরাং তোমরা লক্ষ্য কর যে, তোমাদের দ্বীন তোমরা কার নিকট থেকে গ্রহণ করছ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৩, পৃঃ ৯০, 'ইলম' অধ্যায়, মুক্বাদ্দামাহ মুসলিম পৃঃ ৮)*।

তিনি আরও বলেন, 'সুন্নাতের অনুসারী হ'লে তার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণযোগ্য হবে। বিদ'আতী হ'লে তার হাদীছ গ্রহণীয় হবে না'।

অতএব কাবীরা গুনাহগার ব্যক্তি যিনি তওবা করেননি, তার ফৎওয়া গ্রহণ করা থেকে আমাদের বেঁচে থাকা কর্তব্য।

প্রশ্নঃ (১৬/৩৪১)ঃ উচ্চ শিক্ষিত, সুস্বাস্থ্যবান ব্যক্তি বিবাহের প্রকৃত সময়ের ১২/১৪ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর বিবাহ করে। এ সম্পর্কে শরী'আতের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আনোয়ারুল হক
মহিষখোচা, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ সামর্থ্যবান যুবককে দ্রুত বিবাহকার্য সম্পাদন করার প্রতি শরী'আতে তাকীদ এসেছে। সামর্থ্য বলতে দৈহিক ও আর্থিক উভয়কেই বুঝায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ্য রয়েছে সে যেন বিবাহকার্য সম্পাদন করে। কেননা বিবাহ চক্ষুকে নীচু ও লজ্জাস্থানকে সংযত রাখার মাধ্যম। আর যে সামর্থ্য রাখে না সে যেন ছিয়াম পালন করে। কারণ ছিয়াম যৌবনকে দমন করার মাধ্যম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮০)*। উল্লেখ্য, আর্থিক কারণে কোন ব্যক্তি বিবাহ করতে সামর্থ্য না রাখলে তাকে সহযোগিতা করা উচিত *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৩০৮৯)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৩৪২)ঃ গরু, মহিষ দ্বারা আক্বীক্বা দেওয়া যাবে কি-না ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মুযযাম্মেল হক
ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ গরু, মহিষ দ্বারা আক্বীক্বা করার প্রমাণে কোন ছহীহ দলীল নেই। এর প্রমাণে ত্বাবারাণী ছাগীর বর্ণিত হাদীছটি মওযূ বা জাল *(আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/১১৬৮, ৪/৩৯৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৩৪৩)ঃ আমার নানার তিন ছেলে ও দুই মেয়ে। নানার যা জমি ছিল তা কিছু বিক্রয় করেছেন আর বাকী ছেলেদের নামে দলীল করে দিয়েছেন। বর্তমানে নানীর নামে এক বিঘা জমি আছে। এ জমি কি তার দু'মেয়ের নামে গোপনে দলীল করে দিতে পারবেন।

-আব্দুর রাযযাক
বগুড়া সদর, বগুড়া।

উত্তরঃ আপনার নানা শুধু ছেলেদের নামে জমি লিখে দিয়ে মেয়েদের হক্ব নষ্ট করেছেন, যা মহাপাপের শামিল। অনুরূপভাবে আপনার নানীও যদি শুধু মেয়েদের নামে জমি লিখে দেন, তাহ'লে ছেলেদের হক্ব নষ্ট করা হবে। এটাও কাবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা মৃত ব্যক্তির সম্পদ বন্টন সম্পর্কে বিধান প্রেরণ করেছেন। এগুলি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা। যে কেউ এই সীমারেখা লংঘন করবে, সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে এবং লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে *(নিসা ১৩-১৪)*।

জনৈক ব্যক্তি তার কোন এক ছেলেকে একটি গোলাম দিতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তুমি কি তোমার বাকী ছেলেদেরকেও এরূপ দিয়েছ? উত্তরে লোকটি বলল, না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তোমার ছেলেদের মাঝে ইনছাফ কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০১৯)*। সুতরাং যার যা প্রাপ্য তা তাকেই প্রদান করতে হবে।

প্রশ্নঃ (১৯/৩৪৪)ঃ আমার মা আমাকে অছিয়ত করেছেন সরকারী চাকুরীজীবী দেখে মেয়ের বিবাহ দিতে। কিন্তু সরকারী চাকুরীজীবী ভাল ছেলে পাওয়া যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় কি করা যায়?

-নূরুল ইসলাম
শেরুয়া গড়ের বাড়ী
শেরপুর, বগুড়া।

উত্তরঃ আপনার মায়ের অছিয়ত শরী'আত সম্মত হয়নি। কারণ বিবাহের যে শর্তাবলী হাদীছে বর্ণিত হয়েছে এটি তার অন্তর্ভুক্ত নয় *(তিরমিযী; শাওকানী, আদ-দারারিউল মাযিয়াহ ১/১৭৩; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/১১৬)*। অতএব তা মানা অপরিহার্য নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র নাফরমানী বিষয়ে কোন মানুষের কথা মানা যাবে না' *(শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩৬৯৬)*।

প্রশ্নঃ (২০/৩৪৫)ঃ আমরা শুনেছি কুরআনের প্রতি অক্ষরে ১০টি নেকী হয়। বাংলা উচ্চারণে কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী হবে কি?

-ইমামুদ্দীন
প্রসাদপুর, নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ বাংলা উচ্চারণের কুরআন পড়লেও প্রতি আরবী হরফে ১০ নেকী হবে। কারণ আরবী অক্ষর উচ্চারণ করে বাংলায় লেখা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষর পড়লে ১০টি নেকী পাবে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৩৭ 'ফাযায়েলুল কুরআন' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২১/৩৪৬)ঃ কি পরিমাণ অর্থ-সম্পদ, টাকা-পয়সা ও স্বর্ণালংকার থাকলে যাকাত দিতে হয়?

-আবদুল হাকীম
৪ সিগন্যাল ব্যাটালিয়ন
বগুড়া।

উত্তরঃ (১) ফসলের যাকাতঃ পাঁচ ওয়াসাক্ব বা কেজির ওযনে ১৮ মন ২০ কেজি শস্য বর্ষার পানিতে উৎপাদিত হ'লে ১০ ভাগের এক ভাগ এবং সেঁচা পানিতে হ'লে ২০ ভাগের এক ভাগ ওশর দিতে হয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৯৭ 'যাকাত' অধ্যায়)*।

(২) স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাতঃ সোনা বা রূপার হিসাবে টাকার যাকাত বের করতে হয়। ২০ মিছক্বাল স্বর্ণ বা সাড়ে সাত তোলা বা ১০৫ গ্রাম স্বর্ণের সমমূল্য টাকা হ'লে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে যাকাত দিতে হবে। আর দু'শত দিরহাম রৌপ্য বা সাড়ে ৫২ তোলা বা ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্যের সমমূল্য টাকা হ'লে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হিসাবে যাকাত দিতে হবে' *(আবূদাঊদ হা/১৫৭৩)*। স্বর্ণালংকার ১০৫ গ্রাম হ'লে তার দাম ধরে শতকরা আড়াই টাকা যাকাত দিতে হবে *(আবূদাঊদ হা/১৫৬৪; বুলূগুল মারাম হা/৫৯২-৫৯৩ 'যাকাত' অধ্যায়-এর ভাষ্য, তাহক্বীক্বঃ মুবারকপুরী)*।

প্রশ্নঃ (২২/৩৪৭)ঃ ৭ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও যদি ঋতু অব্যাহত থাকে তাহ'লে গোসল করে ছালাত ও ছিয়াম আদায় করা যাবে কি?

-সুলতানা
১৮/১৩ কচুক্ষেত
মিরপুর ১৪, ঢাকা।

উত্তরঃ ঋতুকালীন সময়সীমা সম্পর্কে হাদীছে ৩টি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। (১) যুবতী হওয়ার প্রথম দিকে ঋতুর যে সময়সীমা থাকত, সেটাই হবে তার স্থায়ী সময়সীমা *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১৩৯)*। (২) যতক্ষণ কালো রং থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ছালাত থেকে বিরত থাকতে হবে। রং পরিবর্তিত হ'লে ওযূ করে ছালাত আদায় করতে হবে *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৫৫৮, ৫৮১; বুলূগুল মারাম হা/১৩৭)*। (৩) ঋতুকাল থাকার সময়সীমা ৬ বা ৭ দিন। এরপর ছালাত আদায় করতে হবে *(নাসাঈ, বুলূগুল মারাম হা/১৩৮)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৩৪৮)ঃ কোন্ পশু-পাখিকে 'জাল্লালাহ' বলে? এদের খাওয়ার হুকুম কি?

-নাযীর হুসাইন
জান্নাতপুর, গোবিন্দগঞ্জ
গাইবান্ধা।

উত্তরঃ যে সব হালাল পশু-পাখি পায়খানা কিংবা অপবিত্র বস্তু ভক্ষণ করে, সেগুলিকে আরবী ভাষায় 'জাল্লালাহ' বলা হয়। এগুলি সরাসরি না খেয়ে তিন দিন বেঁধে রেখে খাওয়া উচিত। ইবনে ওমর (রাঃ) অপবিত্র বস্তু ভক্ষণকারী পশুর গোশত খাওয়ার ইচ্ছা করলে তিন দিন বেঁধে রাখতেন *(মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, ইরওয়া হা/২৫০৪, ২৫০৩; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৯৯)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৩৪৯)ঃ আমার একটি গার্মেন্টসের দোকান আছে। দোকানে মেয়েরা নানান ধরনের অশালীন পোষাক পরিধান করে আসে। তাদের সাথে দরদাম করতে গিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাদের দিকে দৃষ্টি পড়ে যায়। এখন আমার দৃষ্টি এড়ানোর কোন পদ্ধতি আছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
আর,ডি,এ মার্কেট
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ বাংলাদেশে শারঈ আইন না থাকায় অধিকাংশ নারী নির্লজ্জ ও বেহায়াপনার সাথে চলাফেরা করে। ফলে পরহেযগার ব্যক্তিগণের জন্য বিদ্যমান অবস্থায় যতদূর সম্ভব মেয়েদের প্রতি কুদৃষ্টি এড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য অধিক পবিত্রতা রয়েছে' *(নূর ৩০)*। নারীকে অবশ্যই পর্দার সঙ্গে চলতে হবে এবং নারী ও পুরুষ উভয়কে দৃষ্টি নত রেখে ভদ্রতার সঙ্গে সংযতভাবে লেনদেন করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৫/৩৫০)ঃ আমরা জানি আত্মহত্যাকারীর পরিণাম জাহান্নাম। বর্তমানে ফিলিস্তিনী মুজাহিদ ভাইয়েরা অভিশপ্ত ইহুদীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে গিয়ে নিজেকে মানব বোমায় পরিণত করে মারা যাচ্ছে। আখেরাতে তাদের পরিণাম কি হবে।

-এস,এম, মনীরুয্যামান
কৃপারামপুর, ধানদিয়া
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলার দ্বীনকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে মুজাহিদগণ যেকোন কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। যদিও নিশ্চিত হন যে, আমরা জিহাদের ময়দানে মৃত্যুবরণ করব। তারা শহীদের মর্যাদা পাবেন ইনশাআল্লাহ। কারণ ১- তাদের লক্ষ্য হ'ল আল্লাহ্র দ্বীনকে বিজয়ী করা। পক্ষান্তরে আত্মহত্যাকারীর ঐ ধরনের কোন প্রত্যাশা থাকে না। কাজেই দু'টির লক্ষ্য দু'ধরনের।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, মূতার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় গোলাম যায়েদ বিন হারেছাকে তিন হাযার সৈন্যের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। অতঃপর বললেন, যায়েদ বিন হারেছা শহীদ হ'লে জা'ফর বিন আবু ত্বালেব সেনাদলের নেতৃত্ব দিবে। সেও যদি শহীদ হয় তাহ'লে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। পরপর তিন জনই শহীদ হ'লে খালিদ বিন ওয়ালিদ-এর হাতে নেতৃত্ব সোপর্দ করা হয় এবং তাঁর হাতেই বিজয় সাধিত হয় *(ছহীহ বুখারী হা/৩৭২৮, 'মাগাযী' অধ্যায়, পৃঃ ২১০)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত ভাষণে সেনাপতিগণ অনুধাবন করেছিলেন যে, আমাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কারণ তাঁর কথা চির সত্য। এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে হ'লেও আল্লাহ্র দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য সশস্ত্র জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়।

প্রশ্নঃ (২৬/৩৫১)ঃ একাকী কিংবা জামা'আতের সাথে ছালাত আদায়কালীন সময়ে বা যেকোন সময়ে সূরা রহমানের আয়াত فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ -এর জবাব কি প্রত্যেক বারই দিতে হবে? জামা'আতের ক্ষেত্রে কি ইমাম-মুক্তাদী উভয়কেই উত্তর দিতে হবে?

-আব্দুল্লাহ
কাড়াগড়ি, ছাপারবাড়ী
বারপেটা, আসাম, ভারত।

উত্তরঃ ছালাত অবস্থায় উক্ত আয়াতের জবাবে ইমাম বা মুক্তাদী কিংবা উভয়েই কিছু বলবেন কি-না এ সম্পর্কে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। তবে আয়াতগুলি প্রশ্নবোধক। তাই জবাবের মুখাপেক্ষী। অতএব পাঠক ও শ্রোতা উভয়ের জন্য প্রত্যেকবারই নীরবে উত্তর দেওয়া বাঞ্ছনীয়। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বের হয়ে ছাহাবীগণের নিকট পৌঁছলেন এবং তাদের নিকট সূরা আর-রহমানের শুরু হ'তে শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। ছাহাবায়ে কেরাম চুপ করে থাকলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি এক রাতে জিনদের কাছে এই সূরা পড়লে তোমাদের চেয়ে তারা ভাল উত্তর দিয়েছে। আমি যখনই فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ তেলাওয়াত করেছি, তখনই তারা لَا بِشَيْءٍ مِّنْ نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ। বলেছে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৮৬১ 'ছালাতে ক্বিরা'আত পড়া' অনুচ্ছেদ)।*

উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, প্রত্যেকবারই জওয়াব দেওয়া উচিত।

ছালাতে আয়াতের জবাব দেওয়া সম্পর্কে ছহীহ মুসলিম-এর ভাষ্যকার ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের জন্যই জওয়াব দেওয়া পসন্দনীয় *(মুসলিম নববী সহ ১/২৬৪ পৃঃ)*। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, উহা ছালাত ও ছালাতের বাইরে, ফরয ও সুন্নাত-নফল সকল ছালাতকে শামিল করে। তিনি মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা-এর বরাতে একটি 'আছার' উল্লেখ করেন এই মর্মে যে, ছাহাবী আবু মূসা আশ'আরী ও মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) ফরয ছালাতে আয়াতের জওয়াব দিতেন' *(আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী-এর টীকা পৃঃ ৮৬; বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৯০)।*

প্রশ্নঃ (২৭/৩৫২)ঃ ভেড়া-ভেড়ী দ্বারা আক্বীকা সম্পন্ন করা শরী'আত সম্মত কি? আক্বীক্বার নিয়ম-পদ্ধতি কি? ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ক্বারী হেকমতুল্লাহ
বায়তুন নূর দাখিল মাদরাসা।

উত্তরঃ ভেড়া-ভেড়ী দ্বারা আক্বীক্বা সম্পন্ন করা ছহীহ হাদীছ সম্মত। ছেলের জন্য দু'টি ও মেয়ের জন্য একটি ছাগল দ্বারা আক্বীকা করবেন *(আবূদাঊদ, নাসাঈ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪১৫৬)*। আবূদাঊদের অপর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসান-হোসায়েনের জন্য একটি করে ভেড়া দ্বারা আক্বীক্বা দিয়েছেন বলে জানা যায় *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪১৫০)*।

আক্বীক্বার পদ্ধতি হ'ল, শিশু সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে আক্বীক্বা সম্পন্ন করা, মাথা মুণ্ডন করা ও নাম রাখা। তিরমিযীর ভাষ্যকার আবদুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, আক্বীক্বার পশু কুরবানীর পশুর ন্যায় হওয়া শর্ত নয়। আক্বীক্বার গোস্ত নিজে খাবে ও অপরকে খাওয়াবে *(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৮৭ পৃঃ, 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৩৫৩)ঃ কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোকের ইবাদত আল্লাহ্র নিকট কবূল হয় না। তাদের আওতায় পড়লে আমাদের করণীয় কি? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আবু সাঈদ
বল্লা বাজার, কালিহাতী, টাংগাইল।

উত্তরঃ কোন মুসলিম ব্যক্তির ইবাদত আল্লাহ্র নিকট কবূল হওয়ার পূর্বশর্ত হ'ল তিনটিঃ (১) ছহীহ আক্বীদা। যা সম্পূর্ণরূপে শিরক বিমুক্ত ও নির্ভেজাল তাওহীদ ভিত্তিক হবে (২) ছহীহ তরীকা। অর্থাৎ যা হবে ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক এবং সকল প্রকার বিদ'আত মুক্ত (৩) খালেছ নিয়ত। অর্থাৎ সকল প্রকার রিয়া তথা লোক দেখানো ও নিফাক্ব মুক্ত আমল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে *(কাহফ ১১০)*। যারা উক্ত শর্তানুযায়ী ইবাদত করবে না তাদের ইবাদত কবুল হবে না। ঐ আওতায় কেউ পড়ে গেলে তাকে তওবা করে উপরোক্ত শর্তানুযায়ী ইবাদত শুরু করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৯/৩৫৪)ঃ অধিকাংশ মহিলাকে দেখা যায় স্বামীর আগে খাওয়া-দাওয়া করে না। এমনকি কোন কারণবশতঃ স্বামী সারা দিন বাড়ীতে না আসলেও না খেয়ে কাটায়। এটা কি শরী'আত সম্মত। এর জন্য স্ত্রী কি কোন প্রতিদান পাবে?

-মিসেস হালীমা বেগম
কাজী ভিলা, কালীগঞ্জ
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ এটা কোন শরী'আতের বিধান নয়। এজন্য কোন বাধ্যবাধকতাও নেই। তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়ের জন্য এরকম প্রতীক্ষা করতে পারে। কেননা স্বামী-স্ত্রী একত্রে খাওয়াতে পারস্পরিক মহব্বত বৃদ্ধি পায় এবং তাতে বরকতও রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা একত্রিতভাবে খাও। পৃথক পৃথকভাবে খেয়ো না। কেননা একত্রিতভাবে খাওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য বরকত রয়েছে' *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৬৫৮ 'একত্রিতভাবে খাওয়া' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (৩০/৩৫৫)ঃ কোন মহিলা মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া ২০/২২ কিলোমিটার দূরে গিয়ে নিজের কার্য সম্পাদন করতে পারে কি?

-রাবে'আ আখতার
উত্তর নাগরিয়া কান্দী, নরসিংদী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাহরাম ছাড়া মহিলাদেরকে সফর করতে নিষেধ করেছেন' *(মুক্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫১৩, ২৫১৫ 'মানাসিক' অধ্যায় পৃঃ ২২১)*। অতএব মহিলাদের মাহরাম ছাড়া সফর করা নিষিদ্ধ। তবে যদি রাস্তা নিরাপদ হয় অথবা কাফেলা বিশ্বাসী হয় এবং সর্বোপরি যদি অভিভাবকের অনুমতি থাকে, তাহ'লে যেতে পারে। যেমন, 'আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, হে 'আদী! তুমি কি হীরা দেখেছ? 'আদী বলেন, না। কিন্তু হীরা সম্পর্কে আমার জানা আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমার জীবন যদি দীর্ঘ হয়, তাহ'লে তুমি দেখতে পাবে হীরা হ'তে মেয়েদের কাফেলা কা'বায় এসে ত্বাওয়াফ করবে। অথচ তারা আল্লাহ্কে ছাড়া কাউকে ভয় করবে না' *(ছহীহ বুখারী ১/১৭৫ পৃঃ 'নবুওয়াতের পরিচয়' অনুচ্ছেদ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৫৩৫ পৃঃ, 'মহিলাদের হজ্জ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩৫৬)ঃ আযান শুনে বাড়ীতে একাকী ছালাত আদায় করলে ছালাত শুদ্ধ হবে কি? জামা'আতে ও একাকী ছালাত আদায়ে ছওয়াবের পার্থক্য জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মামুনুর রশীদ
উজালখলসী, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ঈমানদারদের জন্য এরূপ করা মোটেও বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমের মত একজন অন্ধ ছাহাবীকেও বাড়ীতে ছালাত আদায় করার অনুমতি দেননি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৪)*। তবে আযান শুনে বাড়ীতে ছালাত আদায় করলে তা শুদ্ধ হবে এবং নিঃসন্দেহে তা আদায় হয়ে যাবে' *(তিরমিযী, মালেক, নাসাঈ, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১১৫২, ১১৫৩, ১১৫৫ 'দু'বার ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ)*।

একাকী ছালাত আদায়ের চেয়ে জামা'আতে ছালাত আদায়ে ২৫ গুণ ছওয়াব বেশী। তবে এই ছালাত মসজিদের সাথে সম্পর্কিত। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তির মসজিদে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা, তার ঘরে বা বাজারে ছালাত আদায় অপেক্ষা ২৫ গুণ ছওয়াব বেশী' *(বুখারী হা/৬৪৭; ফৎহুলবারী ২/১৫৪ পৃঃ, 'জামা'আতে ছালাত আদায়ের ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। অবশ্য মসজিদের বাইরেও জামা'আতে ছালাত আদায় করলে একাকী ছালাত আদায়ের চেয়ে নেকী অবশ্যই বেশী হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্নঃ (৩২/৩৫৭)ঃ যদি কোন ষাঁড় স্বীয় মা, খালা ও বোনদের সাথে মেলামেশা করে, তবে ঐ পশুগুলির বাচ্চা হ'লে দুধ খাওয়া যাবে কি? আমার আব্বা মনে করেন, এগুলি অবৈধ সন্তান। সেই কারণে তিনি দুধ পান করেন না। এ ব্যাপারে শরী'আতের ফায়ছালা কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কমরগ্রাম, বানীয়াপাড়া
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ কুরআন-সুন্নাহ্র বিধান মেনে চলার তথা আল্লাহ্র ইবাদতের হুকুম একমাত্র মানুষ ও জিন্ন জাতির উপর অর্পিত হয়েছে' *(যারিয়াত ৫৬)*। পশুর উপরে নয়। আল্লাহ বলেন, 'উহা একমাত্র আল্লাহ্র সীমারেখা। তোমরা ঐ সীমা লংঘন করো না। যারা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা লংঘন করবে তারা যালেম' *(বাক্বারাহ ২২৯)*। জিন ও ইনসানের উপরে অর্পিত হুকুমকে পশুর উপরে আরোপ করা আল্লাহ নির্ধারিত সীমা লংঘনের শামিল। অতএব ঐ দুধ খাওয়া নিঃসন্দেহে জায়েয এবং ঐ দুধ খাওয়া যাবে না, এরূপ ধারণা পোষণ করা মোটেই উচিত নয়।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৫৮)ঃ শিক্ষিকা ও ছাত্রীরা মাসিক অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত অথবা কুরআন শিক্ষা দিতে পারবেন কি? তাঁরা ঐ অবস্থায় আত-তারহীক পাঠ করতে পারবেন কি?

-আবুল কালাম আযাদ
উপযেলা কৃষি অফিস
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।
ও
সুলতানা
১৮/১৩ কচুক্ষেত
মিরপুর-১৪, ঢাকা।

উত্তরঃ ঋতুবতী অবস্থায় কুরআন স্পর্শবিহীনভাবে তেলাওয়াত করা এবং উহা দো'আ হিসাবে পড়া জায়েয। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকির করতেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৬; সুবুলুস সালাম ১/১২১ পৃঃ, হা/৭২)*।

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার আল্লামা ছান'আনী বলেন, فتدخل تلاوة القران ولو كان جنبا 'সর্বাবস্থায় যিকির করার মধ্যে অপবিত্র অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াতও অন্তর্ভুক্ত'। তিনি আরো বলেন, لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ 'পবিত্রগণ ব্যতীত কেউ উহা স্পর্শ করে না' (ওয়াক্বি'আহ) অর্থ ফেরেশতাগণ! এখানে বিনা ওযূ উদ্দেশ্য নয়। বরং বিনা ওযূতে কুরআন পড়া জায়েয' *(ঐ)*। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, অপবিত্র অবস্থায় দো'আ হিসাবে, শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে, যিকির-আযকার হিসাবে কুরআন তেলাওয়াত জায়েয। যেমন- সফরের দো'আয় কুরআনের আয়াত পাঠ করা ইত্যাদি' *(আল-ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৩৮৪ পৃঃ)*।

ঋতুবতী মহিলা কুরআন পড়তে পারে তার প্রমাণে ইমাম বুখারী কয়েকটি 'আছার' পেশ করেছেন। যেমন ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, لا بأس أن تقرأ الآية 'ঋতুবতী অবস্থায় কুরআন পড়ায় কোন দোষ নেই'। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'অপবিত্র ব্যক্তির জন্য কুরআন পড়ায় কোন দোষ নেই' *(বুখারী ১/৪৪ পৃঃ)*। তিনি আরো বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অপবিত্র অবস্থায় দো'আ পড়তেন' *(ইরওয়া ২/৪৫ পৃঃ)*। ইমাম বুখারী, ইবনুল মুনযির ও অন্যান্যরা ঋতু বা অপবিত্র অবস্থায় কুরআন পড়া জায়েয বলেছেন' *(ইরওয়া ২/২৪৪-৪৫)*। তবে কুরআন স্পর্শ করে পড়া নিষিদ্ধ' *(ইরওয়া ১/১৫৮-৬১ পৃঃ, হা/১২২)*।

উল্লেখ্য, যে সকল হাদীছে ঋতু অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, সে হাদীছগুলি যঈফ' *(আলবানী, তাহকীক্ব মিশকাত হা/৪৬০, ৬১, ৬২, ৬৩ 'নাপাক ব্যক্তির সাথে মেলামেশা ও তার জন্য যা বৈধ' অনুচ্ছেদ; ইরওয়া হা/৪৮৫-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। অতএব কুরআন হৌক বা কুরআনের আয়াত সম্বলিত মাসিক আত-তাহরীক বা অনুরূপ কোন ধর্মীয় বই-পুস্তক হৌক ঋতু অবস্থায় তা পাঠ করা যাবে।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৫৯)ঃ গরুহাট জামে মসজিদের বারান্দায় পাঁচফিট চার ইঞ্চি উঁচুতে মসজিদের নেমপ্লেট দেওয়া হয়েছে। তাতে মুছল্লীদের ছালাত অবস্থায় দৃষ্টি পড়ে। নেমপ্লেটে লেখা আছে, 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম, ... গরুহাট জামে মসজিদ ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন জনাব ..., মাননীয় চেয়ারম্যান, ... ইউনিয়ন পরিষদ'। এতে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি-না ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

*-মসজিদের
মুছল্লীবৃন্দ।*

উত্তরঃ নেমপ্লেট মসজিদের বাহিরে রাখাই ভাল। নইলে ঐদিকে নযর যাওয়ার কারণে মুছল্লীগণের একাগ্রতা বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি চাদরে ছালাত আদায় করলেন, যাতে কিছু চিহ্ন ছিল। তিনি সেই চিহ্নের দিকে একবার দৃষ্টি দিলেন এবং ছালাত শেষ করে বললেন, চাদরটি প্রদানকারী আবু জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং তার 'আম্বেজানিয়া'টি (এক প্রকার চিহ্ন বিহীন কাপড়, যা শাম দেশের আম্বাজ শহরে তৈরী হ'ত) নিয়ে এসো। কেননা এটি এখনই আমাকে আমার ছালাতে একাগ্রতা হ'তে বিরত রেখেছিল' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ)*। বুখারীর অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমি এর চিহ্নের দিকে তাকিয়েছিলাম। অথচ তখন আমি ছালাতে। সুতরাং আমার ভয় হচ্ছে এটি আমাকে গোলমালে ফেলবে' *(ঐ, মিশকাত ছালাত অধ্যায় 'সতর' অনুচ্ছেদ হা/৭৫৭)*। উক্ত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, এর ফলে ছালাত নষ্ট হবে না। তবে ছালাতে এমন কোন বস্তু মুছল্লীগণের সামনে রাখা যাবে না, যাতে ছালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট হয়। সুতরাং নেমপ্লেটটি মসজিদের বাহিরে অথবা ৭/৮ ফিট উপরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে মুছল্লীর নযরে না পড়ে।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৬০)ঃ জনৈক ব্যক্তি তার একাধিক কন্যা সন্তানের মধ্যে হজ্জে যাওয়ার পূর্বে জমি বন্টন করেন এবং কিছু সম্পত্তি তার নিজ নামে রাখেন। উল্লেখ্য যে, ঐ ব্যক্তির দুই ভাই, দুই বোন ও মা জীবিত আছেন। বন্টনটি বৈধ হয়েছে কি-না?

*-সাইফুল ইসলাম
গোপালপুর কলোনী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
গড়মাটি, বড়াইগ্রাম, নাটোর।*

উত্তরঃ উল্লেখিত প্রশ্নে শুধু কন্যাদের মাঝে সম্পদ বন্টন করা ঠিক হয়নি। বরং ভাই-বোন ও মায়ের উক্ত সম্পদে হক্ব রয়েছে। মোট সম্পত্তি ছয় ভাগে বিভক্ত হবে। কন্যাগণ ৬ ভাগের ৪ ভাগ, মা ৬ ভাগের ১ ভাগ এবং ২ ভাই ও ২ বোন অবশিষ্ট ১ ভাগ পাবে ভাইয়েরা বোনদের দ্বিগুণ পাবে *(নিসা ১৭৬)*।

মুক্তি ক্লিনিক প্রাঃ লিঃ
লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।
এতদ অঞ্চলের প্রথম বেসরকারী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান
সুবিধাদিঃ
- রোগ নির্ণয়ের পূর্ণ ব্যবস্থা
- চিকিৎসা
- অপারেশন
ডাঃ এস,এম,এ মান্নান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ফোনঃ ৭৭৪৩৩৭, ৭৭৫৪৪৭

নিউ সাত্তার ব্রাদার্স
এখানে সিল্ক শাড়ী, থ্রিপিচ সহ ভ্যারাইটিস ডিজাইন উন্নতমানের বিভিন্ন ধরনের পোশাক পাওয়া যায়।
সোনাদীঘির মোড়
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

মাসিক আত-তাহরীক

৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ২০০২

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ।

তা'লীমী বৈঠক

প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ, নওদাপাড়া, রাজশাহীঃ

(১) ৩রা জুলাই বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এস,এম, আব্দুল লতীফ-এর পরিচালনায় ও হাফেয মুকাররম বিন মুহসিন-এর বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিক্ষা দানের মাধ্যমে সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক শুরু হয়।

উক্ত বৈঠকে 'আল্লাহ্‌র সাথে খেয়ানত' বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ তা'লীম প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর অন্যতম মুবাল্লেগ জনাব মুহাম্মাদ আতাউর রহমান। দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ শিক্ষা দান করেন হাফেয মুহাম্মাদ মুকাররম বিন মুহসিন।

(২) ১০ই জুলাই বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব হাফেয মুকাররম বিন মুহসিন-এর বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত এর মাধ্যমে যথারীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক শুরু হয়।

উক্ত বৈঠকে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এর উপর গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য পেশ করেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

(৩) ১৭ই জুলাই বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব হাফেয মুকাররম বিন মুহসিন-এর বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিক্ষা দানের মাধ্যমে যথারীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক শুরু হয়।

বৈঠকে কালিমা তাইয়েবা-এর সঠিক উচ্চারণ ও অর্থসহ মুখস্তকরণ বিষয়ে তা'লীম প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর অন্যতম মুবাল্লেগ জনাব মুহাম্মাদ আতাউর রহমান।

(২) ২৪শে জুলাই বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব যথারীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক শুরু হয়।

বৈঠকে জিহাদের গুরুত্ব-এর উপর বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাধারণ পরিষদ সদস্য ও আন্দোলন-এর কেন্দ্রীয় অফিস সহকারী জনাব মাওলানা আনোয়ারুল হক্ব।

সৃষ্টিকে সৃষ্টিকর্তার বিধান অনুযায়ী পরিচালনা করাই আহলেহাদীছ আন্দোলনের রাজনৈতিক দর্শন।

আমাদের রাজনীতি ইমারত ও খিলাফত

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্নঃ (১/৩৬১)ঃ আমার বিবাহের সময় মোহরানা কত টাকা ধার্য করা হয়েছিল তা আমার মনে নেই। এমনকি মোহরের কোন টাকাও এ পর্যন্ত পরিশোধ করা হয়নি। এখন আমার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
রুদ্রেশ্বর কাকিনা
কালীগঞ্জ, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ উক্ত ব্যক্তিকে 'মোহরে মিছাল' প্রদান করতে হবে। 'মোহরে মিছাল' অর্থ স্ত্রীর বোন বা স্ত্রীর বংশীয় নারীদের মোহর যেটা ধার্য করা হয়েছে সেই পরিমাণ মোহর স্বামীকে প্রদান করতে হবে' *(তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৩২০৭)* 'মোহর' অধ্যায়ে ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে 'মোহরে মিছাল' সম্পর্কে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, সেটি যঈফ। তবে উক্ত হাদীছের সমর্থনে (শাহেদ) আবূদাউদ ও হাকেমে ছহীহ হাদীছ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে এক মহিলার সাথে মোহর নির্ধারণ ছাড়াই বিবাহ দেন। অতঃপর সেই নারীর বংশীয় নারীদের মোহর অনুযায়ী মোহর প্রদান করেন *(তানকীহুর রুওয়াত শরহে মিশকাত ২/২২ পৃঃ, 'মোহর' অধ্যায়; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২২৩-২৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২/৩৬২)ঃ ফজর, মাগরিব ও এশার ছালাতে প্রথম দু'রাক'আতে যদি ক্বিরাআত নীরবে এবং যোহর ও আছর ছালাতের প্রথম দু'রাক'আতে সরবে পড়া হয়, তবে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি? এক্ষেত্রে জামা'আতে ও একাকী উভয়ের হুকুম কি এক হবে, না ভিন্ন হবে?

-আযীযুল হক
সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া
গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ যে সমস্ত ছালাতে ক্বিরাআত সরবে ও নীরবে পড়ার হুকুম রয়েছে, সে সমস্ত ছালাত জামা'আতে বা একাকী সর্বাবস্থায় সে নিয়মে পড়াই শরী'আত সম্মত। তবে ক্বিরাআত সরবের জায়গায় নীরবে এবং নীরবের জায়গায় সরবে পড়লে ছালাত হয়ে যাবে। কোন সাহু সিজদা লাগবে না। আবু ক্বাতাদাহ বলেন, আমরা যোহরের ছালাত আল্লাহ্‌র রাসূলের পিছনে পড়ার সময় তিনি আমাদেরকে কখনো কখনো শুনিয়ে পড়তেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২৮, 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)*। মিশকাতের ভাষ্যকার ছাহেবে মির'আত বলেন, উল্লেখিত হাদীছটি এবং নাসাঈ বর্ণিত বারা ইবনে আযেব ও ইবনু খুযায়মা বর্ণিত আনাস (রাঃ)-এর হাদীছ সমূহ প্রমাণ করে যে, ক্বিরআত সরবের জায়গায় নীরবে এবং নীরবের জায়গায় সরবে পড়লেও

ছালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে ইমাম ও মুক্তাদীর হুকুম একই *(মির'আত ৩/১৩২ পৃঃ, 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩৬৩)ঃ মুমিনদের আত্মা পাখি হয়ে জান্নাতে বেড়াবে মর্মে কোন হাদীছ আছে কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবুবকর
নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

উত্তরঃ উল্লেখিত বক্তব্যটি একটি হাদীছের অংশবিশেষ। হাদীছটি নিম্নরূপঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মুমিনের আত্মা পাখি হয়ে জান্নাতের বৃক্ষশাখায় চরে বেড়ায়। ক্বিয়ামতের দিন সেগুলিকে আল্লাহ তাদের স্ব স্ব দেহে ফিরিয়ে দিবেন' *(মুওয়াত্ত্বা, নাসাঈ, বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৬৩২, 'জানাযা' অধ্যায়)*।

তাছাড়া হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) ছহীহ মুসলিম থেকে হাদীছ পেশ করেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই শহীদদের রূহগুলি সবুজ রংয়ের পাখি সমূহের পিঞ্জরে আবদ্ধ হয়ে জান্নাতের যে কোন স্থানে ইচ্ছামত বিচরণ করে। ...শহীদদের উচ্চ মর্যাদা দেখে তারা আল্লাহ্‌র আরশের নিকটে গিয়ে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে এসে জিহাদ করে শহীদ হওয়ার আকাংখা ব্যক্ত করবে। কিন্তু আল্লাহ বলবেন, এটাই চূড়ান্তভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে যে, তাদেরকে আর ফেরৎ পাঠানো হবে না' *(তাফসীর ইবনু কাছীর, ১/২০৩ পৃঃ)*। *বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ দরসে কুরআনঃ 'হায়াতুন্নবী' আত-তাহরীক আগষ্ট '৯৯)*।

প্রশ্নঃ (৪/৩৬৪)ঃ বাংলাদেশের কাগজী মুদ্রায় হরিণ, দোয়েল, মানুষের ছবি রয়েছে। জামার পকেটে এসব ছবি সম্বলিত টাকা রেখে ছালাত হবে কি?

-শামীম ও সহপাঠীরা
দুবইল, নারায়ণপুর,
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ ছবি সম্বলিত টাকা-পয়সা নিরুপায় হয়ে সাথে রেখে ছালাত আদায় করা জায়েয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছবি সম্বলিত কাপড়ের দিকে ছালাত আদায় করার পর কাপড়টি সরিয়ে নিতে বলেছিলেন, কিন্তু ঐ ছালাত দ্বিতীয়বার আদায় করেননি *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৫৮ 'ছালাতের সুতরা' অনুচ্ছেদ)*। কাজেই ছবি সম্বলিত টাকা-পয়সা সাথে নিয়ে ছালাত আদায় করলে ইনশাআল্লাহ ছালাত হয়ে যাবে *(আত-তাহরীক, মে ২০০১ ২৫/২৭০ প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্নঃ (৫/৩৬৫)ঃ আপন ফুফাত বোনের মেয়ে অর্থাৎ ভাগনীকে বিবাহ করা কি শরী'আত সম্মত?

-তাজুল ইসলাম
রাজশাহী।

উত্তরঃ ফুফাত বোনের মেয়ে (ভাগনী) যেহেতু মুহাররামাতের (যাদেরকে বিবাহ করা হারাম) অন্তর্ভুক্ত নয়, সেহেতু তাকে নিঃসন্দেহে বিবাহ করা জায়েয। যেসব নারীদের সাথে বিবাহ করা হারাম, পবিত্র কুরআনে ও ছহীহ হাদীছে তাদের তালিকা বর্ণিত হয়েছে *(নিসা ২২-২৩, বাক্বারাহ ২২১; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৬০, ৩১৬১ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৬/৩৬৬)ঃ শুটকি মাছ খাওয়া কি জায়েয? যদি জায়েয হয় তবে হিদলের শুটকি খাওয়া যাবে কি?

এস, হোসেন
টরেন্টো, কানাডা
ও
সাথী, সিলেট।

উত্তরঃ জীবিত বা মৃত যেকোন মাছ খাওয়ার ব্যাপারে শরী'আত অনুমতি দিয়েছে। পদ্ধতিগতভাবে কেউ রান্না করে খায়, কেউ শুটকি বানিয়ে খায় তাতে কোন অসুবিধা নেই। আমাদের শ্রুতি মতে হিদলও বড়-ছোট সামুদ্রিক মাছের অন্তর্ভুক্ত। সে হিসাবে হিদলের শুটকি খেতে কোন বাধা নেই। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার ধরা ও উহা খাওয়া হালাল করা হয়েছে' *(মায়েদাহ ৯৬)*। মরা মাছ ও মরা টিড্ডি (পঙ্গপাল) খাওয়া জায়েয। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমাদের জন্য দু'টি মরা (প্রাণী) ও দুই প্রকার রক্ত হালাল করা হয়েছে। দু'টি মৃত (প্রাণী) একটি মাছ, অপরটি টিড্ডি। আর দুই প্রকার রক্তের একটি কলিজা, অপরটি প্লীহা' *(আহমাদ, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৬২৫; মিশকাত হা/৪১৩২; বুলূগুল মারাম, তাহকীকঃ মুবারকপুরী হা/১ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৭/৩৬৭)ঃ সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের ছালাতের পদ্ধতি অনেক মানুষ না জানার ফলে একটি বিরাট সুন্নাত আমাদের মধ্য হ'তে উঠে যাচ্ছে। সুতরাং উক্ত ছালাতের পদ্ধতি মাসিক আত-তাহরীকে প্রকাশ করলে বহু লোক হয়তো সুন্নাতটি আঁকড়ে ধরে থাকবে।

- নো'মান আলী
হাজীটোলা, দেবীনগর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণ শুরু হ'লে আল্লাহ্‌র প্রতি গভীর আনুগত্য ও ভীতি সহকারে এর ক্ষতি থেকে বাঁচা ও কল্যাণ থেকে উপকৃত হবার প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে জামা'আতসহ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হয় এবং শেষে খুৎবা দিতে হয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৮০, 'সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

পদ্ধতিঃ আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে একদা সূর্য গ্রহণ হ'লে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ছালাত আদায় করেন এবং লোকেরাও তাঁর সাথে ছালাত আদায় করে। প্রথমে তিনি ছালাতে দাঁড়ালেন এবং সূরা বাক্বারাহ্‌র মত দীর্ঘ ক্বিরাআত করলেন। অতঃপর দীর্ঘ রুকূ করলেন। তারপর মাথা তুলে ক্বিরাআত করতে লাগলেন। তবে প্রথম ক্বিরাআতের চেয়ে কিছু কম। ক্বিরাআত করে রুকূতে গেলেন। এবারের রুকূ প্রথম রুকূর

চেয়ে কিছুটা কম হ'ল। তারপর তিনি রুকূ থেকে মাথা তুলে সিজদা করলেন। অতঃপর সিজদা শেষে দাঁড়িয়ে লম্বা ক্বিরাআত করলেন। তবে প্রথমে রাক'আতের তুলনায় কিছুটা ছোট। এরপর তিনি লম্বা রুকূ করলেন, যা প্রথম রুকূর চেয়ে কম ছিল। রুকূ থেকে মাথা তুলে পুনরায় ক্বিরাআত করলেন। যা প্রথমের তুলনায় ছোট ছিল। অতঃপর তিনি রুকূ করলেন ও মাথা তুলে সিজদায় গেলেন। পরিশেষে সালাম ফিরালেন। ইতিমধ্যে সূর্য উজ্জ্বল হয়ে গেল। অতঃপর ছালাত শেষে দাঁড়িয়ে তিনি খুৎবা দিলেন এই বলে যে, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের মধ্যে দু'টি বিশেষ নিদর্শন। কারো মৃত্যু ও জন্মের কারণে এই গ্রহণ হয় না। যখন তোমরা ঐ গ্রহণ দেখবে, তখন তোমরা আল্লাহ্র স্মরণ করবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৮২, 'সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৮/৩৬৮)ঃ জনৈক আলেম ফৎওয়া দিয়েছেন যে, চার রাক'আত বিশিষ্ট সুন্নাত ছালাতের শেষের দু'রাক'আতেও সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা মিলিয়ে পড়তে হবে। আবার অন্য একজন বলেন, মিলিয়ে পড়তে হবে না। উভয়ের মধ্যে কার ফাৎওয়া সঠিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সাঈদুর রহমান
কয়াগাড়ী গাঁও, টাপা বারপেটা
আসাম, ভারত।

উত্তরঃ উল্লেখিত দুই পদ্ধতিতেই ফরয বা সুন্নাত-নফল ছালাত সমূহ আদায় করা যায়। শেষের দু'রাক'আতে অন্য সূরা মিলাতে কিংবা নাও মিলাতে পারে, শুধু সূরা ফাতিহা পড়তে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যোহর ছালাতের প্রথম দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য দু'টি সূরা পড়তেন এবং শেষের দু'রাক'আতে কেবল সূরা ফাতিহা পড়তেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২৮ 'ছালাতে কিরা'আত' অনুচ্ছেদ; নায়ল ৩/৭৬ পৃঃ)*।

শেষের দু'রাক'আত ছালাতেও কোন কোন ছাহাবী সূরা মিলাতেন বলে জানা যায় *(মুওয়াত্ত্বা, মির'আত ১/১৩১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৯/৩৬৯)ঃ জনৈক ব্যক্তি কোন এক মাদরাসায় একটি গরু ছাদাক্বাহ করে। মাদরাসা কমিটি উক্ত গরু বিক্রি করার জন্য হাটে নিয়ে আসলে ছাদাক্বাহ দাতার ছেলে গরুটি ক্রয় করে নেয়। ফলে বাড়ী যাওয়ার পর পিতা ও ছেলের মাঝে তর্ক হয়। পিতা বলেন, গরু পুনরায় ক্রয় করা ঠিক হয়নি। ছেলে বলে, আমি নিজের টাকা দিয়ে নিয়েছি তাতে দোষ কি? ছহীহ দলীলের আলোকে উক্ত বিষয়ে সমাধান চাই।

-মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন
বংশাল চৌরাস্তা, ঢাকা।

উত্তরঃ পিতার দেওয়া ছাদাক্বাহ ছেলের পক্ষে ক্রয় করা ঠিক হয়নি। যেহেতু পিতাই পরিবারের মূল মালিক। সেহেতু গরুটি ছেলের পক্ষ থেকে ক্রয় করা মানেই পিতার ক্রয় করা। যা শরী'আতে নিষিদ্ধ। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহ্র রাস্তায় একটি ঘোড়া দান করেছিলাম। ঘোড়ার লালন-পালনকারী ঘোড়াটিকে বেশ দুর্বল করে ফেলে। ঘোড়াটি কম দামে বিক্রি করবে বলে আমি ক্রয় করার ইচ্ছা পোষণ করি এবং এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করি। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, এক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রয় করলেও তুমি তা ক্রয় করোনা। তোমার ছাদাক্বাহ'র দিকে ফিরে যেয়োনা। ছাদাক্বাহর দিকে ফিরে যাওয়া ব্যক্তি বমি করে পুনরায় ঐ বমি ভক্ষণ করার ন্যায়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৪ 'যে আপন দান ফিরিয়ে নেয়' অনুচ্ছেদ, 'ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা' অধ্যায়; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৭৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১০/৩৭০)ঃ অলী বা অভিভাবকের অগোচরে কোন পুরুষ কোন মহিলাকে যদি বলে আমি তোমাকে বিবাহ করলাম। জওয়াব মহিলা বলল, আমি তোমাকে গ্রহণ করলাম। এমতাবস্থায় সেখানে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা উপস্থিত থাকলে নাকি বিবাহ হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
ও
বিলকিস রাণী
মজিদপুর, কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ উল্লিখিত পদ্ধতিতে বিবাহ জায়েয নয়। তাছাড়া অলী ব্যতীত বিবাহ সিদ্ধ নয়। নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কোন মহিলা যদি অলীর বিনা অনুমতিতে বিবাহ করে তাহ'লে তার ঐ বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩১৩১ ও ৩১৩০ 'বিবাহে অলীর কাছে মহিলাদের অনুমতি' অনুচ্ছেদ)*।

নবী করীম (ছাঃ) আরো বলেন, 'কোন মহিলা কোন মহিলার বিয়ে দিতে পারবে না এবং কোন মহিলা নিজেকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারবে না' *(ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৩১৩৬; ইরওয়া হা/৮৪১)*।

প্রশ্নঃ (১১/৩৭১)ঃ জনৈক ব্যক্তি ১ম স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে, কিন্তু মোহর পরিশোধ করেনি। পরে ঐ স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহ হয় এবং তিন সন্তানের মা হয়ে সে মৃত্যুবরণ করে। তবে ১ম স্বামীর পক্ষে কোন সন্তানাদি নেই। এক্ষণে অনাদায়ী ১ম স্বামীর মোহর ২য় স্বামীর পক্ষের ছেলেদের দেওয়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ মামুনুর রশীদ
আল-জাহারা, কুয়েত।

উত্তরঃ মোহরের মূলতঃ হকদার যেহেতু উক্ত মহিলা, সেহেতু তার সম্পদ উত্তরাধিকার সূত্রে অংশ হিসাবে তার ছেলেরা পাবে। যদি মাইয়েতের পিতা-মাতা না থাকেন, তাহ'লে ছেলেদের মাঝে সমানভাবে ভাগ করে দিতে হবে। আর যদি পিতা-মাতা বেঁচে থাকেন তাহ'লে ৬ ভাগ করে

দুই ভাগ পিতা-মাতা ও বাকী ৪ ভাগ ছেলেদের মাঝে সমানভাবে বন্টন করে দিতে হবে। যদি ছেলের সাথে মেয়ে থাকে তাহ'লে মেয়ে যা পাবে ছেলে তার দ্বিগুণ পাবে' *(নিসা ১১)*।

প্রশ্নঃ (১২/৩৭২)ঃ জেনে-শুনে সূদ খেলে ইবাদত কবুল হবে কি?

-মুজাহিদুল ইসলাম
শুকদেবপুর, চিরির বন্দর
দিনাজপুর।

উত্তরঃ হারাম খাদ্য ভক্ষণ করে ইবাদত করলে ইবাদত কবুল হবে না। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র ব্যতীত কিছুই কবুল করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে যে আদেশ করেছেন, মুমিনগণকেও সেই আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে রাসূলগণ! আপনারা পবিত্র খাদ্য ভক্ষণ করুন এবং সৎ আমল করুন' *(মুমিনূন ৫২)*। মুমিনদের সম্বোধন করে আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! আমার দেওয়া পাক-পবিত্র বস্তু হ'তে ভক্ষণ কর, যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে রিযিক হিসাবে দান করেছেন' *(বাক্বারাহ ১৭২)*। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি দীর্ঘ সফর করেছে, এলোমেলো তার মাথার চুল ও শরীরে ধুলা-বালি। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি আসমানের দিকে হাত উত্তোলন করে আল্লাহর নিকটে কাতর কণ্ঠে দো'আ করছে, হে প্রভু! হে প্রভু! বলে। অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং সে হারাম খাদ্য খেয়েছে। ঐ ব্যক্তির প্রার্থনা কিভাবে কবুল হবে? *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০ 'হালাল উপার্জন' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৩৭৩)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কোন মৃত সুন্নাত কেউ জীবিত করলে সে নাকি ১০০ জন শহীদের সমান নেকী পাবে, এ কথা কি সঠিক? জওয়াবদানে বাধিত করবেন।

-বিলকিস বিনতে রহমান
মজিদপুর, কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(তাহক্বীক্ব মিশকাত, ১ম খণ্ড হা/১৭৬, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আকঁড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*। তবে কোন ব্যক্তি যদি কাউকে কোন সুন্নাতের প্রতি আমলের জন্য কিংবা সৎ পথের দিকে আহ্বান করে, তাহ'লে ঐ আহ্বানকারীর জন্য প্রচুর ছওয়াব রয়েছে। তার নির্দিষ্ট কোন পরিমাণ নেই।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কাউকে সৎ পথের দিকে ডাকে, তার জন্য সেই পরিমাণ ছওয়াব রয়েছে যা তা পালনকারীদের জন্য রয়েছে। অথচ তাদের ছওয়াবের কোন অংশই কমবে না' *(তাহক্বীক্ব মিশকাত, হা/১৫৮, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৩৭৪)ঃ আমি সরকারী চাকুরীজীবি। আমার প্রভিডেন্ট ফাণ্ড-এর অর্থ দিয়ে হজ্জ সম্পাদন করতে পারি কি-না ছহীহ হাদীছের আলোকে জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ ওসমান গণি
ভদ্রা, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে যদি সূদ দেওয়া হয়, তবে তা দিয়ে হজ্জ করা জায়েয নয়। কেননা সূদী ব্যাংকে টাকা জমা রেখে যে মুনাফা অর্জিত হয় তার সম্পূর্ণই সূদ। অতএব সেই অর্থ দিয়ে হজ্জ সম্পাদন করা শরী'আত সম্মত নয়। কেননা পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে, 'মহান আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২৭৫)*। তবে সূদের টাকা বাদ রেখে উক্ত ফাণ্ডে আপনার জমাকৃত আসল টাকা দিয়ে হজ্জ সম্পাদন করায় কোন দোষ নাই।

প্রশ্নঃ (১৫/৩৭৫)ঃ মহিলাদের কোন্ কোন্ অঙ্গ পর্দার অন্তর্ভুক্ত? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মিসেস হালীমা বেগম
কাজী ভিলা, কালীগঞ্জ
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ মহিলাদের আপাদমস্তক সকল অঙ্গই পর্দার অন্তর্ভুক্ত। পর পুরুষের সামনে তাদের সৌন্দর্যের কোন অঙ্গই প্রকাশ করা যাবে না। 'তবে যেটা প্রকাশিত হয়ে যায়, সেটা ব্যতীত' *(সূরা নূর ৩১)*। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর দ্বারা মেয়েদের মুখমন্ডল ও দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত বুঝানো হয়েছে। যা প্রয়োজনবোধে প্রকাশ করতে কোন দোষ নেই *(তাফসীরে ইবনে কাছীর ৩/২৯৪ পৃঃ)*। যেমন চিকিৎসা, সাক্ষ্য দান ইত্যাদি ক্ষেত্রে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম, তখন আরোহীদল আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় আমাদের প্রত্যেকেই আপন মাথার চাদর চেহারার উপর টেনে দিত। আর যখন অতিক্রম করে চলে যেত, আমরা উহা খুলে দিতাম' *(আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত 'হজ্জ' অধ্যায়, হা/২৬৯০)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৩৭৬)ঃ ঈসা (আঃ) আল্লাহর নিকট এই বলে প্রার্থনা করেছিলেন যে, 'আমি নবী না হয়ে যদি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মত হ'তে পারতাম তাহ'লে বেশী খুশী হ'তাম'। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জীবিত অবস্থায় তুলে নিয়েছেন। আবার তাঁকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মত হিসাবেই ক্বিয়ামতের পূর্বে পৃথিবীতে প্রেরণ করবেন। এই তথ্য সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ডাঃ আহমাদ আলী
ভবানীগঞ্জ বাজার, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত ঘটনাটি কুরআন বা ছহীহ হাদীছে

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা,

নেই। তবে 'কথিত আছে' (قيل) মর্মে ফাৎহুল বারীতে বর্ণিত হয়েছে। ঈসা (আঃ) ক্বিয়ামতের পূর্বে শেষনবীর উম্মত হিসাবে অবতরণ করবেন এবং দাজ্জাল বধ করবেন, ক্রুশ ও শুকর ধ্বংস করবেন ও মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবেন। অবশেষে মৃত্যুবরণ করবেন ও মুসলমানেরাই তাঁর জানাযা পড়বেন *(আহমাদ, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, ফাৎহুল বারী 'নবীদের কাহিনী অধ্যায় ৬/৫৬৮-৬৯ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৩৭৭)ঃ অবৈধ মেলামেশা করার সন্দেহে আমি আমার স্ত্রীর সাথে ৬/৭ মাস একই ঘরে বসবাস করলেও স্ত্রী সহবাস থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকি। পরিশেষে স্ত্রী বাবার বাড়ীতে চলে যায়। সেখানে ৪/৫ মাস অবস্থান করার পর উভয়ের সম্মতিক্রমে আমি আমার স্ত্রীর মোহরানা প্রদান করে একই বৈঠকে তিন তালাক প্রদান করি। এমতাবস্থায় এক বৎসর অতিবাহিত হয়। পরিশেষে আমি আমার ভুল বুঝতে পেরে উক্ত স্ত্রীকে পুনরায় নিতে চাই। সেও আমার কাছে আসতে চায়। শরী'আতের বিধান অনুযায়ী উক্ত তালাকের সমাধান কি হ'তে পারে জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ আমীনুল হক
গ্রামঃ একডালা, মিঠাপুকুর, রংপুর।

উত্তরঃ কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীকে একই বৈঠকে তিন তালাক প্রদান করে, তাহ'লে উক্ত তিন তালাক এক তালাক হিসাবে গণ্য হবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে এবং আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফত কালে ও ওমর ফারূক (রাঃ)-এর প্রথম দু'বছরের খেলাফতকাল পর্যন্ত এক সঙ্গে প্রদত্ত তিন তালাককে একটি মাত্র তালাক হিসাবে গণ্য করা হ'ত। তারপর ওমর (রাঃ) বললেন, লোক তো ধীরস্থিরভাবে তালাক সম্পাদনের সুযোগ গ্রহণ না করে তাড়াহুড়া করছে। এমতাবস্থায় তিনি এক সাথে তিন তালাককে তিন তালাক হিসাবেই চালু করে দেন *(ছহীহ মুসলিম ৯/৩১২ পৃঃ, 'তিন তালাক প্রসঙ্গ' অধ্যায়)*।

এটি ছিল উমর (রাঃ)-এর ইজতিহাদ মাত্র। এর দ্বারা রাজঈ তালাক-এর কুরআনী পদ্ধতিকে বাতিল করা যায় না। ওমর (রাঃ) এটি করেছিলেন লোকদের ভয় দেখাবার জন্য সাময়িক কঠোরতা হিসাবে। কিন্তু এতে তার উদ্দেশ্য মোটেই হাছিল হয়নি বিধায় মৃত্যুর পূর্বে তিনি লজ্জিত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন *(ইবনুল ক্বাইয়িম, ইগাছাতুল লাহফান ১/২৭৬; দ্রঃ তালাক ও তাহলীল পৃঃ ২৫)*।

সুতরাং ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর উক্ত স্ত্রীকে স্বামী নতুন বিবাহের মাধ্যমে পুনরায় ফিরিয়ে নিতে পারবেন। তবে জাহেলী 'হিল্লা' প্রথার মাধ্যমে নয়।

প্রশ্নঃ (১৮/৩৭৮)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন ধরনের দাড়ি রাখার নির্দেশ প্রদান করেছেন? অনেকে বলেন, দ্বীনী আন্দোলন করার জন্য যুবক চেহারা প্রকাশার্থে দাড়ি ছোট রাখা যায়। কথাটির সত্যতা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ মুহসিন
জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাড়ি লম্বা করার নির্দেশ দিয়েছেন। দাড়ি কর্তন করার পক্ষে কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ কর, দাড়ি বাড়াও ও গোফ ছোট কর' *(বুখারী ২/৮৭৫ পৃঃ)*।

দ্বীনী আন্দোলন করার জন্য যুবক চেহারা প্রকাশার্থে দাড়ি ছোট রাখা যায়- এরূপ কথা একেবারেই ভিত্তিহীন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর আমল সম্পর্কে যে বর্ণনা এসেছে তা কেবলাত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনের সময় মাথা মুণ্ডানোর সাথে সম্পৃক্ত। অন্য সময় তারা এরূপ করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না' *(বুখারী, ফাৎহুলবারী সহ, ১০/৪২৯ পৃঃ; আত-তাহরীক ১ম বর্ষ অক্টোবর '৯৭ ২/৫ সংখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৩৭৯)ঃ খাট বা চৌকির উপর বিছানো কাপড়ে প্রস্রাব বা অন্য কারণে নাপাক থাকলে তার উপর জায়নামায বিছিয়ে ছালাত আদায় করলে শুদ্ধ হবে কি? সঠিক উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-লুৎফর রহমান খাঁন
বরিশাল।

উত্তরঃ খাট কিংবা চৌকির নাপাক বিছানার উপর পাক জায়নামায বিছিয়ে ছালাত আদায় করলে উক্ত ছালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে। যদি জায়নামায সে নাপাকীকে চোষণ না করে *(মুগনী ২/৪৭৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২০/৩৮০)ঃ হারাম জিনিস কাছে রেখে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি-না সঠিক উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ হাসানুজ্জামান
সোন্দাহ মাদরাসা
ছাতিয়ান, গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ যে সমস্ত জিনিস ইসলামী শরী'আতে হারাম, কিন্তু তা স্পর্শ করলে মানুষ অপবিত্র হয় না। যেমন বিড়ি, তামাক, সূদ-ঘুষের টাকা ইত্যাদি। এ সমস্ত জিনিস সঙ্গে রেখে ছালাত আদায় করলে ছালাত আদায় হয়ে যাবে। কেননা মুছল্লীর দেহ ও পোষাক বাহ্যিক নাপাকী হ'তে পবিত্র হওয়া আবশ্যক হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ অপবিত্র পোষাক পরে ছালাত আদায় করে, তবুও তার ছালাত জায়েয হবে। যদিও ওয়াজিব তরক হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৯৫)*। তবে 'আল্লাহ নিজে সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পসন্দ করেন'। 'তিনি পবিত্র ও পবিত্র বস্তু ভিন্ন তিনি কবুল করেন না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*।

প্রশ্নঃ (২১/৩৮১)ঃ কালেমা, ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত এইগুলি কোন ধনী ব্যক্তির পালন করার মনোভাব থাকা সত্ত্বেও তা আদায় করার পূর্বেই যদি মারা যায়, তাহ'লে কি সে উক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আল্লাহ্র নিকট জিজ্ঞাসিত হবে? উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-আজাদ
এজেন্ট নং ১২৫
কচুয়া, সরদার পাড়া, নীলফামারী।

উত্তরঃ উক্ত বিষয়গুলি ফরয হওয়াকে অস্বীকারকারী ব্যক্তি কাফির ও জাহান্নামী। ঐ ব্যক্তি ইসলাম হ'তে বহিষ্কৃত। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐগুলির প্রতি ঈমান রাখে, অথচ অলসতা ও ব্যস্ততার অজুহাতে সেগুলি তরক করে, সে ব্যক্তি ফাসিক্ব হবে এবং তাকে ক্বিয়ামত দিবসে আল্লাহ্র নিকটে জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে। 'ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক বান্দাকে প্রথমে ছালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে' *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব, আত-তারগীব ওয়াত্ তারহীব হা/৩৬৯, ১/২২২; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১৮)*।

প্রশ্নঃ (২২/৩৮২)ঃ কোন ব্যক্তি বিবাহ করে স্ত্রীর সাথে সহবাসের পূর্বেই তার শ্বশুর মারা যায়। এখন স্ত্রীকে বাদ দিয়ে স্ত্রীর মাতাকে বিবাহ করতে পারবে কি? দলীল সহ সমাধান দিলে কৃতজ্ঞ থাকব।

-ছখিনা
কালীগঞ্জ বাজার
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ বর্ণিত অবস্থায় স্ত্রীর মাতাকে বিবাহ করা বৈধ। সূরা নিসার ২৩নং আয়াতে ১৪ জন মহিলার সাথে বিবাহ হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, উক্ত মহিলা তাদের অন্তর্ভুক্ত নন।

প্রশ্নঃ (২৩/৩৮৩)ঃ ছালাত আদায় করে না, পর্দার বিধান মেনে চলে না এবং সূদভিত্তিক এন,জি,ও-এর সাথে জড়িত, এমন ব্যক্তির বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়া বৈধ হবে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-শিহাবুদ্দীন আহমাদ
বি,এ, অনার্স ৪র্থ বর্ষ
আরবী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ অনুরূপ ব্যক্তির বাড়ীতে এবং বিশেষ করে সূদী আয়ের উপরে নির্ভরশীল ব্যক্তির বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়া থেকে বিরত থাকা যরূরী। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, তিনি পবিত্র ছাড়া কোন কিছুই গ্রহণ করেন না' *(মিশকাত, 'বেচা-কেনা' অধ্যায়, 'হালাল ও হারাম উপার্জন' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৩৮৪)ঃ আমাদের জামে মসজিদে প্রায় শুক্রবার মুছল্লীদের মধ্য হ'তে অনেকেই বিভিন্ন কাজের উপলক্ষে দো'আ চায়। তৎপ্রেক্ষিতে ইমাম সাহেব মুছল্লীগণ সহ হাত উত্তোলন করে দো'আ করেন। সকলে আমীন! আমীন! বলেন। এরূপ দো'আ করা যায় কি-না? ছহীহ দলীলের আলোকে জবাবদানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুন নূর খান
সাং খানপাড়া, ফুলতলা, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ ইসতিসক্বার ছালাত ব্যতীত অন্য সময় ইমাম-মুক্তাদী সকলে মিলে সম্মিলিতভাবে হাত উত্তোলন করে দো'আ করার পক্ষে রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এটা একটি নবাবিষ্কৃত পদ্ধতি।

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই' তা প্রত্যাখ্যাত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০)*।

কেউ দো'আ চাইলে ইমাম ছাহেব মুছল্লীদের অবহিত করবেন, যেন সবাই স্ব স্ব দো'আর নিয়তের মধ্যে ঐ ব্যক্তিকে শামিল করে নেন ও তার জন্য দো'আ করেন। এভাবে ইমাম ও মুক্তাদী সবাই দো'আপ্রার্থী ব্যক্তির জন্য ব্যক্তিগতভাবে মৌখিক দো'আ করবেন।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্য হ'তে সত্তর হাযার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা ঐ সমস্ত লোক যারা অশুভ লক্ষণ মানে না, ঝাড়ফুঁক ও তন্ত্র-মন্ত্রের ধার ধারে না এবং অঙ্গে দাগায় না। তারা আপন প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে। তখন উক্কাশা ইবনে মিহছান দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করুন, তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন তিনি এই বলে (মৌখিক) দো'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! একে তাদের মধ্যে শামিল কর' *(মিশকাত হা/৫০৬৫, 'তাওয়াক্কুল ও ছবর' অনুচ্ছেদ পৃঃ ৪৫২)*।

মুসলিম শরীফেও অনুরূপ বর্ণনা আছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে বললাম, আপনি আমার মাতার জন্য দো'আ করুন। তিনি যেন ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৌখিক দো'আ করলেন যে, 'হে আল্লাহ! তুমি আবু হুরায়রার মাতাকে হেদায়াত দান কর'।

তবে কেউ ব্যক্তিগতভাবে হাত তুলেও দো'আ করতে পারেন। কিন্তু সম্মিলিতভাবে নয়। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)!) আবু আমের আপনার নিকট তার মাগফেরাতের জন্য দো'আ চেয়েছেন। অতঃপর তিনি পানি এনে ওযূ করলেন ও দু'হাত তুলে বললেন, হে আল্লাহ! উবাইদ বিন আবু আমেরকে মাফ কর' *(বুখারী ৬১৯ পৃঃ দেউবন্দ ছাপাঃ আওতাসের যুদ্ধ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৩৮৫)ঃ দেশে অনেক ইসলামী দল আছে। এর মধ্যে যেকোন একটির সাথে থাকা যাবে কি?

-মাহদী হাসান

কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ নিজের ইচ্ছামত যেকোন ইসলামী দলের সাথে থাকা যাবে না। এমন একটি দলের সাথে থাকতে হবে, যে দলের ভিত্তি বা মূলনীতি একমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ এবং দলনেতা হবেন উক্ত দুই মূলনীতির একনিষ্ঠ অনুসারী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হক্বপন্থী দল ও হক্বের একনিষ্ঠ অনুসারী নেতাকে খুঁজে বের করতে বলেছেন। যদি না পাওয়া যায় তাহ'লে একাই থাকতে বলেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৩৮২ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায়)*।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মত ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে একটি দলই মাত্র জান্নাতে যাবে। বাকী সব দল জাহান্নামী হবে। নাজী দলটি হবে তারাই যারা আমার ও আমার ছাহাবীদের তরীকার উপরে থাকবে' *(ছহীহ তিরমিযী হা/২১২৯; সিলসিলা ছহীহা হা/১৩৪৮; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৭১)*। ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন, হক্বপন্থী একজন ব্যক্তি হ'লেও তিনি একটি জামা'আত' *(ইবনু আসাকির, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৭৩-এর টীকা দ্রষ্টব্য)*। অতএব বাছাই করে সঠিক ইসলামী দলের সাথে থাকতে হবে। যেকোন দলের সাথে নয়।

প্রশ্নঃ (২৬/৩৮৬)ঃ স্বামী কতদিন নিখোঁজ থাকলে স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে? ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হালীমা বেগম
কাজী ভিলা, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় স্ত্রীকে চার বছর অপেক্ষা করতে হবে। যেমন ওমর ফারূক (রাঃ) এমন নিরুদ্দিষ্ট পুরুষের স্ত্রীকে চার বছর অপেক্ষা করতে বলতেন' *(মুবাল্লা ৯/৩১৬ পৃঃ; 'নিরুদ্দিষ্ট স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৩৮৭)ঃ আমরা জানি ইবলীস মাত্র একজন। কিন্তু পৃথিবীর সর্বস্থানে ইবলীসের কারণেই সকল পাপকার্য সংঘটিত হচ্ছে। তাহ'লে ইবলীসের সংখ্যা কি একাধিক?

-আব্দুল খালেক
গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ইবলীস একজনই। তবে তার সাঙ্গপাঙ্গ আছে, যারা ইবলীসের আদেশক্রমে মানবজাতিকে বিপথগামী করে। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই ইবলীস তার আসনকে পানির উপর স্থাপন করে। অতঃপর মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তার নির্ধারিত সৈন্যদলকে পাঠায়। তাদের মধ্যে যে মানুষকে সবচেয়ে বেশী বিপথগামী করতে পারে, তাকে ইবলীস অতি নিকটে করে নেয়। তাদের কেউ যখন এসে বলে আমি এই এই ভাবে বিভ্রান্ত করেছি, তখন ইবলীস বলে তুমি কিছুই করো নি। কিন্তু যখন তাদের কেউ এসে বলে যে, আমি অমুক স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ না করে ছাড়িনি। তখন তাকে সে বলে, তুমি কতই না সুন্দর! এরপর সে তাকে টেনে নেয় ও বুকে জড়িয়ে ধরে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭১ 'ঈমান' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৩৮৮)ঃ দু'রাক'আত ও চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের শেষ বৈঠকে বসার সুন্নাতী পদ্ধতি জানতে চাই।

-আবদুল্লাহ
আরামনগর, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ আবু হুমায়েদ আস-সা'এদী বর্ণিত হাদীছ অনুযায়ী মুছল্লী তার শেষ বৈঠকে ডান পায়ের তলা দিয়ে বাম পায়ের অগ্রভাগ বের করে দিয়ে নিতম্বের উপরে বসবে ও ডান পা খাড়া রাখবে। এই সময় ডান পায়ের আঙ্গুলের অগ্রভাগ কেবলামুখী রাখার চেষ্টা করবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৯২; ঐ আবুদাঊদ, তিরমিযী হা/৮০১; দ্রঃ মির'আত হা/৮০৭-এর ভাষ্য পৃঃ ৩/৬৮-৬৯, 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৭১)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৩৮৯)ঃ লোক সমাজে প্রচলিত সেন্ট ব্যবহার করা যায় কি? সেন্ট কিসের তৈরি আর আতর কিসের তৈরি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ যেকোন হালাল বস্তু দ্বারা তৈরি সুগন্ধি ব্যবহার করা যায়। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'পুরুষের সুগন্ধি হচ্ছে যার গন্ধ প্রকাশ পায় আর রং গোপন থাকে। নারীর সুগন্ধি হচ্ছে যার রং প্রকাশ পায় আর গন্ধ গোপন থাকে *(নাসাঈ, নায়লুল আওত্বার ১/১৪৫ পৃঃ, 'ত্বাহারাত বা পবিত্রতা' অধ্যায়)*।

শোনা যায় সেন্টে এ্যালকোহল বা মদ থাকে। কিন্তু আতরে থাকে না। এটা যদি সত্যি হয়, তাহ'লে সেন্ট ব্যবহার করা যাবে না। তবে দু'টিই যদি হালাল বস্তু দ্বারা প্রস্তুত করা হয় তাহ'লে দু'টিই জায়েয হবে।

প্রশ্নঃ (৩০/৩৯০)ঃ স্বামীর হুকুম ছাড়া স্ত্রী অন্যের ঔরসজাত সন্তানকে দুধ পান করাতে পারে কি? কতটুকু দুধ পান করালে দুধ মা সাব্যস্ত হবে?

-হালিমা বেগম
কাজী ভিলা, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে অন্যের ঔরসজাত সন্তানকে দুধ পান করাতে পারে। কেননা 'স্বামী তার পরিবারের দায়িত্বশীল' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়)*। স্বামীর অনুমতি থাক বা না থাক কোন মহিলা অন্যের সন্তানকে দুধ পান করালে সে 'দুধ মা' সাব্যস্ত হবে। আর দুধ মা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য পাঁচ ঢোক দুধ পান করানো শর্ত। যেমন আয়েশা (রাঃ) বলেন, পবিত্র কুরআনে দুধ পান সম্পর্কে পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তাতে দশ ঢোকে দুধ মা সাব্যস্ত হ'ত। পরবর্তীতে পাঁচ ঢোকের হুকুম রহিত হয়ে যায় আর বাকী পাঁচ ঢোকের হুকুম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত জারী থাকে *(মুসলিম, আল বানী, মিশকাত হা/৩১৬৭ 'যাদেরকে বিবাহ করা হারাম' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩৯১)ঃ গোরস্থানের উপর বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করে দোতলার উপর মাদরাসা বা মসজিদ নির্মাণ করা যায় কি?

-আবুল হোসেন
১৩ মধ্য বাসবো, ঢাকা-১২১৪।

উত্তরঃ কবরের উপর যেমন মসজিদ নির্মাণ করা যায় না, তেমনি ঘরও নির্মাণ করা যায় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের পূর্বের লোকেরা তাদের নবী ও সৎ লোকদের কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করত। সাবধান! তোমরা কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ কর না। আমি তোমাদেরকে এথেকে কঠোরভাবে নিষেধ করছি' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭১৪ 'মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ)।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবর পাকা করতে, কবরের উপর ঘর নির্মাণ করতে এবং কবরের উপর বসতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৭ 'জানাযা' অধ্যায়)।*

প্রশ্নঃ (৩২/৩৯২)ঃ স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী যে কোন কাজ করতে পারে কি? যদি স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোন কাজ করে তাহ'লে এর পরিণতি কি হবে?

-হুসনেআরা
দক্ষিণ গোড়ান, ঢাকা-১২১৯।

উত্তরঃ স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী সাংসারিক প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারে এবং প্রয়োজনীয় বস্তু ক্রয় করতে পারে। আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে না বলে একটি চাদর ক্রয় করেছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯২)।* স্বামীর আনুগত্য ছাড়া স্ত্রী স্বামীর অর্থ-সম্পদ দান করতে পারে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৪৭, ১৯৪৮)।* তবে স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোথাও যাওয়া যাবে না। মহিলারা জান্নাতে যাওয়ার পাঁচটি কারণ আছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে স্বামীর আনুগত্য *(আবু নু'আইম, সনদ হাসান মিশকাত হা/৩২৫৪ 'বিবাহ' অধ্যায়)।* অনুমতি ছাড়া কোথাও যাওয়া আনুগত্য না করার শামিল। তবে স্বামী হৌক, পিতা হৌক বা যে কেউ হৌক 'আল্লাহ্র অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোনরূপ আনুগত্য করা যাবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬৫, শারহুস সুন্নাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৬৯৬ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়)।*

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৯৩)ঃ সূদী ব্যাংকের কর্মচারীরা পাপী হবে কি?

-জেসমিন
কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ সূদী কারবারই পাপের কাজ। আর সূদী ব্যাংকের কর্মচারীরা যেহেতু এ কাজে সহযোগিতা করে, সেহেতু তারা পাপী সাব্যস্ত হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পাপ ও অন্যায়ের কাজে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ২)।* রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদ দাতা, সূদ গ্রহীতা, সূদের লেখক এবং সূদের সাক্ষীদ্বয়ের উপর অভিসম্পাত করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭ 'সূদ' অধ্যায়)।*

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৯৪)ঃ কারণবশতঃ এক ওয়াক্ত ছালাত ক্বাযা হয়ে যায়। রাতে বিতর ছালাতের পর স্মরণ হ'লে তা আদায় করা যাবে কি-না?

-আতাউর রহমান
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ বিতর ছালাতের পর কোন ছালাত আদায় করা যায় না এ ধারণা ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিতরের পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৮৪)।* এছাড়াও ফরয ছালাত ক্বাযা হয়ে গেলে তা আদায় করার জন্য কোন নির্ধারিত সময় নেই। স্মরণ হওয়া মাত্রই আদায় করতে হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬০৩, ৬০৪)।*

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৯৫)ঃ আমাদের ইমাম ছালাত পূর্ণ হয়েছে কি-না সন্দেহ করে সহো সিজদা করেন। সালামের পর মুক্তাদীরা বলে ছালাত এক রাক'আত কম হয়েছে। বিষয়টি আলেমদের নিকট জানতে চাইলে কেউ বলেন, পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে। আবার কেউ বলেন, আদায় করতে হবে না। এ বিষয়ে সঠিক মতামত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রফীক মাষ্টার
মাষ্টারপাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মুক্তাদীদের কথায় যদি ইমাম রাক'আত কম হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হন, তাহ'লে তিনি মুক্তাদীদের নিয়ে বাকী ছালাত আদায় করবেন ও সহো সিজদা করবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০২১)।* আর যদি নিজের সিদ্ধান্তে নিশ্চিত থাকেন এবং সহো সিজদা করে থাকেন, তবে পরে পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে না। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কারো যখন সন্দেহ হবে সে কত রাক'আত ছালাত আদায় করেছে- তিন রাক'আত না চার রাক'আত? তখন সে যেন সন্দেহ দূর করে ও কোন একটির উপর দৃঢ়তা পোষণ করে এবং সালামের পূর্বে দু'টি সিজদা করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০১৫ 'সহো সিজদা' অনুচ্ছেদ)।*

দৃষ্টি আকর্ষণ

আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু

*প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আপনাদের সার্বিক কুশল কামনা করি। পর ৬ষ্ঠ বর্ষের শুভাগমনের সাথে সাথে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাতে হচ্ছে যে, বিভিন্ন কারণে ৬ষ্ঠ বর্ষের প্রথম সংখ্যা (অক্টোবর ২০০২) থেকে আপনাদের প্রিয় **'আত-তাহরীক'**-এর খুচরা মূল্য ১২/= (বার টাকা) নির্ধারণ করা হয়েছে। এই অনাকাঙ্খিত মূল্য বৃদ্ধির জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আশা করি আপনাদের সহযোগিতা পূর্বের ন্যায় অব্যাহত থাকবে। ওয়াসসালাম। ইতি -সম্পাদক।*

মাসিক

আত-তাহরীক

৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা
অক্টোবর ২০০২

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

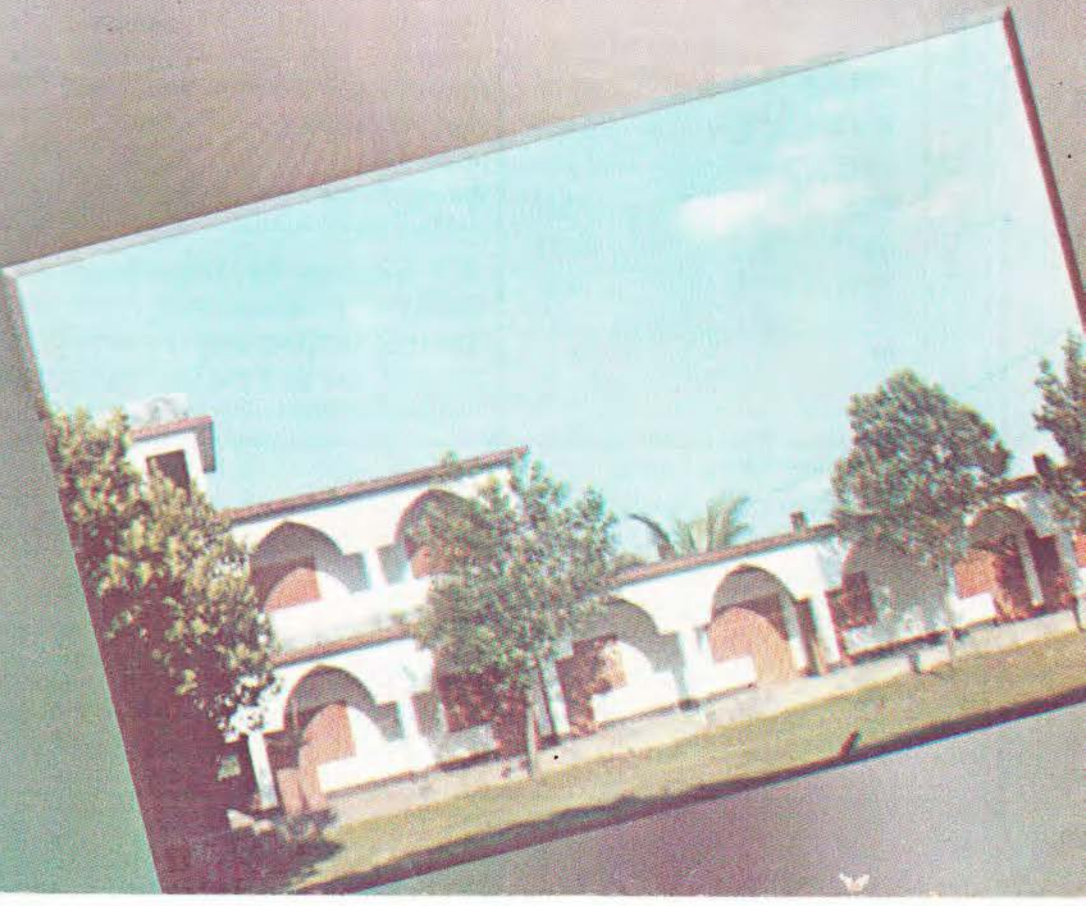

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্নঃ (১/১)ঃ জীবিত ব্যক্তি কোন মৃত ব্যক্তির আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ পাপ স্বেচ্ছায় নিজের উপর নিতে চাইলে আল্লাহ তা'আলা তা গ্রহণ করবেন কি?

-আমীনুল ইসলাম
প্রভাষক, আত্রাই অগ্রণী কলেজ
নওগাঁ।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা কারো পাপ নিজের উপর দেওয়া-দেওয়ার অধিকার কাউকে দেননি। কারণ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى 'কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না' *(আন'আম ১৬৪)*।

পাপ-পূণ্য নিজস্ব বিষয়। এর কোন লেন-দেন হয় না। এ ধরনের কথা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্নঃ (২/২)ঃ খুৎবায় জনৈক খত্বীব বললেন, 'শারঈ কারণ ব্যতীত কোন মুসলমান যদি অপর কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী সময় সম্পর্ক ছিন্ন রেখে মারা যায়, তাহ'লে সে জাহান্নামে যাবে'। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

-শামসুয যোহা
নাযিরা বাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ উল্লিখিত বক্তব্যটি সঠিক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কোন মুসলমানের জন্য তার অপর মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখা হালাল নয়। যে ব্যক্তি তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে এবং এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে' *(আহমাদ, আবুদাউদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৫০৩৫ 'আদব' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩)ঃ 'মালাকুল মাউত' (জান কবযকারী ফেরেশতা) একাই জান কবয করবেন, না সাথে সহযোগী ফেরেশতা থাকেন?

-এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ হাদীছের আলোচনা হ'তে প্রতীয়মান হয় যে, জান কবযকারী ফেরেশতা মাত্র একজন। তবে তিনি একাই কিভাবে সর্বত্র এত প্রাণীর জান কবয করেন, এ প্রশ্নের জবাবে কেবল এটুকুই বলা যায় যে, লৌকিক জগতের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অলৌকিক জগতের বিষয়গুলি কল্পনা করা সম্ভব নয়। আল্লাহ্র ক্ষমতা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। আমরা অহি-র খবরে বিশ্বাস করব মাত্র।

উল্লেখ্য যে, জান কবয করার সময় কিছু সহযোগী ফেরেশতা তার সাথে থাকেন এবং উক্ত রূহকে নিয়ে সপ্ত আসমানে উঠে যান।

বারা ইবনে আযেব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মুমিন বান্দা দুনিয়া ত্যাগ করে পরকালে পাড়ি জমানোর প্রাক্কালে সূর্যের ন্যায় আলোকিত চেহারাবিশিষ্ট একদল ফেরেশতা আসমান থেকে নাযিল হন। যাদের হাতে জান্নাতী কাফন ও জান্নাতী সুগন্ধি থাকে। অতঃপর তারা এসে ঐ ব্যক্তির দৃষ্টিসীমার মধ্যে উপবিষ্ট হন। এমতাবস্থায় মালাকুল মাউত আসে এবং বলে যে, এসো হে পবিত্র আত্মা! আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে বেরিয়ে এসো। অতঃপর রূহ এমনভাবে বেরিয়ে আসে যেমন কলসী থেকে আলকাতরা সহজে বেরিয়ে আসে। অতঃপর অপেক্ষমান ফেরেশতাগণ তা পলকের মধ্যে উক্ত জান্নাতী কাফনে জড়িয়ে নেন। যা পৃথিবীর সেরা সুগন্ধির চাইতে উত্তম সুগন্ধিযুক্ত। ফেরেশতাগণ উক্ত রূহকে নিয়ে সপ্ত আসমানের দিকে উঠে যেতে থাকেন। ...

কিন্তু মৃত ব্যক্তি যদি কাফির বা মুনাফিক হয়, তাহ'লে তার রূহ কবয করার পূর্বক্ষণে কালো চেহারাবিশিষ্ট ফেরেশতার আগমন ঘটে। যাদের হাতে পশমের কাপড় থাকে। তারা এসে ঐ ব্যক্তির দৃষ্টি সীমার মধ্যে উপবিষ্ট হন। এরপর মালাকুল মাউত এসে তার মাথার কাছে বসে বলে, হে অপবিত্র আত্মা! তোমার প্রভুর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধের দিকে বেরিয়ে এসো। অতঃপর তিনি তার রূহ এমনভাবে টেনে বের করেন যেমন বাঁকা ধারালো লোহার শিককাঠি পশমের মধ্য থেকে টেনে-ছিঁড়ে বের করে আনা হয়। অতঃপর সেটাকে ঐ ফেরেশতাগণ পশমের কাপড়ের মধ্যে মুড়ে নেন। যা থেকে পৃথিবীর সর্বাধিক দুর্গন্ধযুক্ত পঁচা লাশের ন্যায় গন্ধ বের হ'তে থাকে। এটা নিয়ে ফেরেশতাগণ উর্ধ্ব আসমানে উঠতে থাকে। কিন্তু এরূপ অপবিত্র আত্মার দুর্গন্ধের কারণে আসমানের দরজা খোলা হয় না... *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬২৮; আহমাদ, মিশকাত হা/১৬৩০, সনদ ছহীহ 'জানাযা' অধ্যায়; ছহীহ আবুদাউদ হা/৪৭৫৩; মিশকাত হা/১৩১ 'কবরের আযাব' অনুচ্ছেদ; আব্দুল মালেক আল-কুলায়েব, আহওয়ালুল ক্বিয়ামাহ, ৯-১৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৪/৪)ঃ আমি অনেক দিন যাবৎ লক্ষ্য করছি, পেশাব শেষে যখন উঠে যাই তখন দুই থেকে তিন মিনিটের মধ্যে কাপড়ে কয়েক ফোঁটা পেশাব পড়ে। কুলুপ ব্যবহার করে কাজ হয় না। চিকিৎসা করেও ভাল ফল পাই না। এমতাবস্থায় শরীর ও কাপড়কে পবিত্র ভেবে ছালাত আদায় করে আসছি। আমার ছালাত শুদ্ধ হচ্ছে কি?

পারভেজ সাজ্জাদ
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ চিকিৎসা করার পরও যদি কাপড়ে ফোঁটা ফোঁটা পেশাব পড়ে, তাহ'লে সে কাপড়ে ছালাত আদায় করলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর, কথা শোন এবং আনুগত্য কর' *(তাগাবুন ১৬)*। একদা এক ব্যক্তি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি মযী অর্থাৎ তরল পানির ভেজা অনুভব করি। আমি কি ছালাত ছেড়ে দিব? তিনি তাকে বললেন, আমার উরুর উপর দিয়ে মযী প্রবাহিত হয়। তথাপিও আমি ছালাত পরিত্যাগ করি না যতক্ষণ পর্যন্ত না তা পূর্ণ করি' *(মুওয়াত্ত্বা হা/৫৬)*।

মুস্তাহাযা মহিলা কিংবা ফোঁটা ফোঁটা পেশাব অথবা সর্বদা বায়ূ আসে এসব মহিলা ও পুরুষ প্রত্যেক ছালাতের জন্য ওযূ করলেই ছালাত হয়ে যাবে *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৫৫৮ 'মুস্তাহাযা' অনুচ্ছেদ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৬৮, 'ইস্তিহাযা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৫/৫)ঃ আমি ইসলামী ব্যাংকে একটি ডি,পি,এস খুলেছি। প্রতি মাসে পাঁচশত টাকা হিসাবে প্রতি বছর ৬০০০/= টাকা এবং দশ বছরে ৬০,০০০/= জমা দিয়ে দশ বছর পর ১,২০,০০০/= টাকা পাব। অন্যান্যরাও আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকে আই,টি,ডি খুলেছে প্রায় একই নিয়মে। এই ডি,পি,এস বা আই,টি,ডি করা কি জায়েয?

-শহীদুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক
জয়েন্তীবাড়ী
দারুল হুদা বালিকা দাখিল মাদ্‌রাসা
বগুড়া।

উত্তরঃ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলি লাভ-লোকসান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে চলে এবং সেই লভ্যাংশ সঞ্চয়ীদের মধ্যে বন্টন করে বলে জানা যায়, যা শরী'আত সম্মত। 'আলা ইবনে আব্দুর রহমান তার পিতার মধ্যস্থতায় তার দাদা হ'তে বর্ণনা করেন, ওছমান (রাঃ) তাকে (মুযারাবা'র উপর) মাল দিয়েছেন এই শর্তে যে, সে পরিশ্রম করবে এবং উভয়ে মুনাফা ভাগ করে নিবে *(মুওয়াত্ত্বা, মালেক ২৮৫ পৃঃ, বুলূগুল মারাম ২৬৭ পৃঃ, হা/৮৫২, 'ক্বিরায' অনুচ্ছেদ, হাদীছটি মওকূফ ছহীহ, সুবুলুস সালাম, তাহক্বীকঃ আলবাণী, হা/৮৫২)*।

প্রশ্নঃ (৬/৬)ঃ যারা হিজড়া তারা মহিলাদের পোষাক পরিধান করে মহিলাদের সাথে চলাফেরা-উঠাবসা করতে পারে কি?

-সুলতানুল ইসলাম
গ্রামঃ বৈদ্যপুর, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ কোন হিজড়া মাহ্‌রাম মহিলা ব্যতীত অন্যান্য মহিলার সাথে বা মহিলাদের বৈঠকে বসতে পারবে না। তাদের সাথে মহিলাদের পর্দা করা ওয়াজিব। আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন জনৈক হিজড়া 'গায়লান' নামক এক ব্যক্তির কন্যা সম্পর্কে কিছু বলল এবং নারীদের ব্যাপারে সে কিছু বুঝল, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের থেকে পর্দা করার নির্দেশ দিলেন *(মুসলিম, ইরওয়া ৬/২০৫ পৃঃ 'বিবাহ' অধ্যায় হা/১৭৯৭)*। উম্মে সালামা (রাঃ) থেকেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১২১ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৭/৭)ঃ 'তাবলীগ জামাতে'র লোকেরা বলে থাকেন, শহীদের মর্যাদা অপেক্ষা দ্বীনের পথে দা'ওয়াত দাতার মর্যাদা অনেক বেশী। কারণ শহীদ হয়ে গেলে আমল বন্ধ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে দাঈ যতদিন বেঁচে থাকেন, ততদিন দা'ওয়াতের মাধ্যমে নেকী অর্জন করতে থাকেন। একথার সত্যতা জানতে চাই।

-মাশুকুর রহমান
সাধুর মোড়, রাজশাহী।

উত্তরঃ তাবলীগ জামাতের লোকদের উপরোক্ত কথা ঠিক নয়। কারণ শহীদের উচ্চমর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) যেভাবে বর্ণনা করেছেন, অন্য কোন আমলকারীর মর্যাদা সেভাবে বর্ণনা করেননি। নবী করীম (ছাঃ) শ্রেষ্ঠ নবী হওয়ার পরেও বারবার শহীদ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৯০ 'জিহাদ' অধ্যায়)*। আর একমাত্র শহীদগণই পুনরায় শহীদ হওয়ার আশায় দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০৩ 'জিহাদ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৮/৮)ঃ সন্তান প্রসবের সময় মাহ্‌রাম মহিলা ব্যতীত অন্য কোন মহিলা সেখানে যেতে পারে কি?

-শহীদা খাতুন
মেরীগাছা, বড়াইগ্রাম
নাটোর।

উত্তরঃ সন্তান প্রসবের সময় ধাত্রী এবং উক্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ সহযোগী মহিলা ব্যতীত অন্য কোন মহিলার সেখানে থাকা আদৌ ঠিক নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন মহিলা কোন মহিলার ঢেকে রাখা অঙ্গগুলি দেখতে পারে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০০ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। কেবল বাধ্যগত প্রয়োজনে হ'তে পারে। হাত্বিব ইবনে আবী বালতা'আহ নামক ছাহাবীর পত্র বাহক এক মহিলা তার পত্র বের করে দিতে অস্বীকার করলে ছাহাবীগণ তাকে বিবস্ত্র করে পত্র বের করতে চান' *(বুখারী ২/৫৬৭ পৃঃ, 'যুদ্ধসমূহ' অধ্যায়, হা/২৪৭৪)*।

প্রশ্নঃ (৯/৯)ঃ ছালাতের সালাম ফিরানোর সময় السلام عليكم ورحمة الله وبركاته বলতে হবে, না শুধু ورحمة الله। পর্যন্ত বলতে হবে?

-মা'রূফুর রহমান
সাধুর মোড়, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সালাম ফিরানোর সময় ডানে ও বামে বলতেন, السلام عليكم ورحمة الله *(নাসাঈ, তিরমিযী, আবুদাউদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৯৫০)*। তবে কখনো কখনো ডানে বৃদ্ধি করে বলতেন, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৯৯৭; ইবনু খুযায়মা, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৯৫০-এর ৩ নং টীকা দ্রষ্টব্য, পৃঃ ৩০০; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৭৫)*।

প্রশ্নঃ (১০/১০)ঃ আল্লাহ্র পথে দা'ওয়াত দিতে গিয়ে দ্বারে দ্বারে অপেক্ষা করার মূল্য, শবেক্বদরে হাজরে আসওয়াদকে সামনে রেখে দো'আ করলে যে নেকী হয় তার চেয়েও হাযার হাযার গুণ বেশী। একথা কি ঠিক?

-মহিবুল ইসলাম
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ উপরোক্ত বক্তব্যটি বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। বরং যে কোন সময়ে যে কোন পদ্ধতিতে আল্লাহ্র পথে দা'ওয়াত দেওয়া যেতে পারে *(নূহ ৫-৯)*। আর দা'ওয়াত গ্রহণ করে যত লোক আমল করবে সবার সমপরিমাণ নেকী দাঈ পাবে। তাতে আমলকারীর নেকী এতটুকুও কমবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৮ 'ইল্ম' অধ্যায়)*। তবে দা'ওয়াত দেওয়ার সময় শ্রোতার মন-মানসিকতা ও আগ্রহের প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) প্রতি বৃহস্পতিবার মানুষকে দ্বীনের দা'ওয়াত দিতেন। একদা জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বললেন, হে আবু আবদুর রহমান। আমি চাই যে, আপনি প্রতিদিন আমাদেরকে দা'ওয়াত দিবেন। জবাবে তিনি বলেন, মনে রেখ! আমি তোমাদেরকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতে অপসন্দ করি। আমি তোমাদেরকে দা'ওয়াত দেওয়ার সময় তোমাদের বিরক্তির বিষয়টির দিকে খেয়াল রাখব, যেমনভাবে আমাদেরকে দা'ওয়াত দেওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খেয়াল রাখতেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৭ 'ইল্ম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১১/১১)ঃ মসজিদে একবার জামা'আত হওয়ার পর ইক্বামত দিয়ে সরবে ক্বিরা'আত করে পুনরায় জামা'আত করা যাবে না, কথাটি কি ঠিক?

-ফারুক আহমাদ
সোহাগদল, স্বরূপকাটি
পিরোজপুর।

উত্তরঃ একথা সঠিক নয়। বরং পরেও ইক্বামত ও সরবে ক্বিরা'আত সহ জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা যাবে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একজন লোক জামা'আত হওয়ার পর মসজিদে প্রবেশ করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদের এক ব্যক্তিকে তার সাথে ছালাত আদায় করতে বললেন *(নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১১৪৬ 'ছালাত' অধ্যায়, 'মুক্তাদী ও মাসবুকের হুকুম' অনুচ্ছেদ)*। আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'ঊদ (রাঃ) একদা মসজিদে প্রবেশ করলেন, যখন জামা'আত শেষ হয়ে গেছে, তখন তিনি আলক্বামা, মাসরূক্ব ও আসওয়াদকে নিয়ে জামা'আত করেন *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, সনদ ছহীহ, মির'আত হা/১১৫৩-এর ব্যাখ্যা, ১/১০৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১২/১২)ঃ তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের জন্য ঘুম থেকে উঠে কোন দো'আ পড়তে হবে কি?

-আবুল কালাম আযাদ
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করার জন্য ঘুম থেকে উঠে আসমানের দিকে তাকিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা আলে ইমরানের শেষ রুকূ অথবা শেষ রুকূর প্রথম ৫ আয়াত পড়তেন' *(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, মিশকাত হা/১১৯৫, ১২০৯; সনদ ছহীহ 'রাতের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৩/১৩)ঃ ঋতু অবস্থায় কোন মেয়ের বিবাহ বৈধ হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবু মূসা
বড় তারা, ক্ষেতলাল
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ বিবাহের জন্য ঋতু প্রতিবন্ধক নয়। তবে ঋতু অবস্থায় কারো বিবাহ সংঘটিত হ'লে ঋতু হ'তে পবিত্রতা অর্জনের পূর্ব পর্যন্ত সহবাস হ'তে বিরত থাকতে হবে *(বাক্বারাহ ২২২)*।

প্রশ্নঃ (১৪/১৪)ঃ 'প্রতিটি দাড়িতে একজন করে ফেরেশতা থাকেন' এর সত্যতা জানতে চাই। দাড়ি আঁচড়ানোর সময় দু'একটি উঠে গেলে গোনাহ হবে কি?

-আব্দুছ ছামাদ
খলসী, হেলাতলা
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যার কোন ছহীহ প্রমাণ নেই। ওছমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাওহাব (রাঃ) বলেন, আমি একদা উম্মে সালামার নিকট গেলাম। তখন তিনি আমাদের সম্মুখে নবী করীম (ছাঃ)-এর কয়েক গাছি চুল বের করে আনলেন, (চিরুনি করার কারণে উঠে গিয়েছিল) যা (মেহেদী দ্বারা) খেযাব দেওয়া ছিল *(ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/৪৪৮০ 'চুল আঁচড়ানো' অধ্যায়)*। এ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, চিরুনী দ্বারা চুল-দাড়ি আঁচড়ানোর ফলে দু'একটি উঠে গেলে কোন গোনাহ নেই এবং চুল-দাড়ির পৃথক কোন মর্যাদাও নেই।

প্রশ্নঃ (১৫/১৫)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কত বছর জীবিত ছিলেন? তিনি মক্কা ও মদীনায় কত বছর করে অবস্থান করেছেন। আত-তাহরীক জুলাই '০২ সংখ্যায় মক্কা ও মদীনায় ১০ বছর করে অবস্থানের কথা বলা হয়েছে। ছহীহ দলীলের আলোকে জানতে চাই।

-আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া
নওগাঁ।
ও
আব্দুল ওয়াহহাব
তুলাগাঁও (নোয়াপাড়া)
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এককভাবে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি মক্কায় ১৩ বছর অবস্থান করেন। এ সময় তাঁর প্রতি 'অহি' নাযিল হচ্ছিল। তারপর তাঁর প্রতি হিজরতের নির্দেশ হ'লে তিনি মদীনায় হিজরত করেন এবং সেখানে ১০ বছর অবস্থান করেন। অবশেষে তিনি ৬৩ বছর বয়সে মদীনায় পরলোকগমন করেন' *(ছহীহ বুখারী হা/৩৯০৩, 'নবী করীম (ছাঃ) ও তার ছাহাবীগণের মদীনায় হিজরত' অনুচ্ছেদ)।*

অন্যত্র আয়েশা ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) যৌথভাবে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) মক্কায় অবস্থান করেন ১০ বছর। এ সময় তাঁর প্রতি কুরআন নাযিল হ'তে থাকে। অতঃপর তিনি মদীনায় অবস্থান করেন ১০ বছর' *(বুখারী হা/৪৪৬৪-৬৫ 'রাসূল (ছাঃ)-এর ইন্তেকাল' অনুচ্ছেদ; 'মাগাযী' অধ্যায় ফাৎহুল বারী ৮/১৯০ পৃঃ)।*

উল্লেখ্য যে, পরের বর্ণনায় মক্কায় ১৩ বছর নুবওয়াতী জীবনের 'অহি' বন্ধের ৩ বছর সময়কে বাদ দিয়ে ১০ বছর গণনা করা হয়েছে *(ফাৎহুলবারী ৮/১৯০ পৃঃ)।* সুতরাং নবওয়াতের সূচনা থেকে গণনা করলে রাসূল (ছাঃ)-এর মক্কায় নুবওয়াতী জীবন ১৩ বছরই সাব্যস্ত হয়। তাছাড়া ১৩ বছরের বর্ণনাই অধিক' *(দেখুনঃ ছহীহ মুসলিম হা/২৩৪৮-২৩৫২, 'ফাযায়েল' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩২ ও ৩৩)।*

প্রশ্নঃ (১৬/১৬)ঃ যে সমস্ত বাড়ী নির্মাণ করে ভাড়া দিয়ে রাখা হয়, সে সমস্ত বাড়ীর যাকাত দিতে হবে কি?

-মুহাম্মাদ ছাদেক হুসাইন
বংশাল (মালিবাগ), ঢাকা।

উত্তরঃ ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয় বাড়ী ব্যতিরেকে যে সমস্ত বাড়ী, গাড়ী, লঞ্চ, বাস, ট্যাক্সি, হোটেল, বিমান, দোকান ইত্যাদি ব্যবসার জন্য তৈরি বা ক্রয় করা হয়েছে তার মূল্য ও ব্যবসার লভ্যাংশ মিলে নেছাব পরিমাণ হ'লে এবং এক বছর পূর্ণ হ'লে শারঈ বিধানানুযায়ী তার যাকাত দিতে হবে।

উল্লেখ্য যে, পরবর্তীতে উক্ত গাড়ী-বাড়ীর দোকানের মূল্য কমবেশী হ'লে সে বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের হিসাব অনুযায়ী যে পরিমাণ মূল্য দাঁড়াবে, সে অনুযায়ী হিসাব করে যাকাত দিতে হবে *(ইউসুফ ক্বারযাভী, ফিক্বহুয যাকাত (বৈরুতঃ ১৪১৭/১৯৯৬, ২৩শ' সংস্করণ), ১/৪৬৬-৬৮ পৃঃ, 'কিভাবে ইমারত ও কারখানা সমূহের যাকাত দিতে হয়' অনুচ্ছেদ)।*

জানা আবশ্যক যে, ইসলাম পুঁজিবাদী অর্থনীতির ঘোর বিরোধী। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘর-বাড়ী নিজ ব্যবহারের জন্য তৈরি করা বিলাসিতা ও অপচয় বৈ কিছুই নয়। আর অপচয়কারী শয়তানের ভাই *(ইসরা ২৭)।*

প্রশ্নঃ (১৭/১৭)ঃ একটি বইয়ে লেখা আছে, জুম'আর দিন আছর ছালাতান্তে উক্ত স্থানে বসে 'আল্লাহুম্মা ছাল্লি'আলা মুহাম্মাদিন নাবিয়্যিল উম্মী ওয়া 'আলা আলিহী ওয়া সাল্লিম তাসলীমা' এ দরূদটি ৮০ বার পাঠ করলে মহান আল্লাহ ৮০ বছরের ছগীরা গোনাহ মাফ করে দেন এবং তার আমলনামায় ৮০ বছরের নফল ইবাদতের ছওয়াব দান করেন। এর সত্যতা জানতে চাই।

-হুসনেআরা আফরোজ
বোহাইল, বগুড়া।

উত্তরঃ সরাসরি উক্ত মর্মে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে শাব্দিকভাবে উহার কাছাকাছি মর্মে দু'একটি হাদীছ পাওয়া যায়। যার মধ্যে ৮০ বার দরূদ পাঠ করলে ৮০ বছরের গোনাহ মাফের কথা এসেছে। কিন্তু হাদীছগুলি 'জাল' *(দেখুনঃ আলবানী, সিলসিলা যঈফা হা/২১৫)।*

প্রশ্নঃ (১৮/১৮)ঃ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ঝিলি-মিলি বাতি দিয়ে আলোকসজ্জা করা কি জায়েয? যেমন বিবাহ, দোকানপাট, মার্কেট, জন্মদিন ইত্যাদি অনুষ্ঠান।

-মুহাম্মাদ ইউনুস চৌধুরী
ঠিকানা বিহীন।

উত্তরঃ এ ধরনের আলোকসজ্জা শরী'আত সম্মত নয়। এগুলি অপচয়ের শামিল। কারণ এসব বাতি দ্বারা উক্ত অনুষ্ঠান শুধু আলোকিতই হয় না; বরং সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অপচয় করা হয় মাত্র। তাই এসব আলোকসজ্জা পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা অপচয় করে তারা শয়তানের ভাই' *(ইসরা ২৭)।*

দ্বিতীয়তঃ এসব আলোকসজ্জায় অমুসলিমদের অনুকরণের সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে, যার পরিণাম অতীব ভয়াবহ। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অন্য কোন জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত' *(আহমাদ, আবুদাউদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়)।*

প্রশ্নঃ (১৯/১৯)ঃ জনৈক ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে প্রায় ১৮ দিন ছালাত আদায় করতে পারেনি। এখন তা আদায় করতে হবে কি? আদায় করতে হ'লে পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুসাম্মাৎ মুনীরা
মৈশালা, পাংশা
রাজবাড়ী।

উত্তরঃ অসুখ অবস্থাতেও ছালাত আদায় করা যরূরী। এমনকি ইশারা করে হ'লেও তাকে ছালাত আদায় করা

আবশ্যক ছিল। কিন্তু তা না করায় সে অন্যায় করেছে। সেকারণ তাকে তওবা করতে হবে ও ক্ষমা চাইতে হবে এবং বেশী বেশী নফল ছালাত আদায়ের চেষ্টা করতে হবে। তবে তাকে উক্ত ছালাতের ক্বাযা আদায় করতে হবে না *(ফিক্বহুস সুন্নাহ, 'কাযা ছালাত' অনুচ্ছেদ ১/২০৫ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২০/২০)ঃ ওযূ করার সময় ওযূর অঙ্গে ক্ষত বা অপারেশনকৃত চোখ পানি দ্বারা ধৌত করতে হবে কি? পট্টি থাকলে মাসাহ করতে হবে, না-কি শুধু তায়াম্মুম করলেই চলবে?

-বেগম বদর-উন-নিসা
নতুন বিলশিমলা
রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত অবস্থায় শুধু ক্ষত স্থানে মাসাহ করবে। তাছাড়া ওযূর অঙ্গের বাকী অংশ সম্পূর্ণই ধৌত করতে হবে। একারণে তায়াম্মুম করা ঠিক নয়। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, যে ব্যক্তির ক্ষত স্থানে পট্টি আছে সে ওযূ করবে ও পট্টির উপরে মাসাহ করবে এবং পট্টির আশেপাশের স্থান ধৌত করবে *(বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, মির'আত হা/৫৩৩-এর ব্যাখ্যা 'পট্টির উপর মাসাহ করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২১/২১)ঃ 'ছালাতুল আউওয়াবীন' নামে কোন ছালাত আছে কি? তা আদায় করার পদ্ধতি জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ শাহাদাত হুসাইন
হামিরকুৎসা, বাগমারা
রাজশাহী।

উত্তরঃ চাশ্‌তের শেষ সময়ে যে ছালাত আদায় করা হয় তাকে 'ছালাতুল আউওয়াবীন' বলে। যায়েদ ইবনে আরক্বাম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা ছালাতুল আউওয়াবীন তখনই পড়বে যখন উটের বাচ্চা রৌদ্রের তাপে অস্থির হয়ে পড়ে' *(মুসলিম, বাংলা-মিশকাত হা/১২৩৭ 'চাশতের ছালাত' অনুচ্ছেদ; আলবানী, মিশকাত হা/১৩১২)*।

উল্লেখ্য যে, মাগরিবের পরে ৬ বা ২০ রাক'আত নফল ছালাত আদায় করাকে এদেশে 'ছালাতুল আউওয়াবীন' বলা হয়, তা ঠিক নয়। তাছাড়া উক্ত মর্মের হাদীছ দু'টি মুনকার ও জাল *(যঈফ তিরমিযী, হা/৬৬; সিলসিলা যঈফা হা/৪৬৯; যঈফুল জামে' হা/৪৬৬১; মিশকাত হা/১১৭৩, ১১৭৪ 'সুন্নাত ও উহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২২/২২)ঃ একজন নিরক্ষর মুমিন ও একজন আলেমের মধ্যে মর্যাদাগত কোন পার্থক্য আছে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আযাদ
বল্লা বাজার, টাংগাইল।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, একজন জাহিল মুমিন বান্দার চেয়ে একজন আলেম আল্লাহ্‌র নিকটে অনেকগুণ বেশী মর্যাদাশীল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হ'তে পারে' *(যুমার ৯)*। অর্থাৎ দু'জনের মর্যাদা সমান নয়। আবুদারদা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই একজন আলেমের মর্যাদা একজন আবেদ-এর চেয়ে ঐরূপ বেশী, যেমন চন্দ্রের মর্যাদা সমস্ত তারকারাজির উপর' *(আহমাদ, তিরমিযী প্রভৃতি, সনদ হাসান, আলবানী, মিশকাত হা/২১২ 'ইল্‌ম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৩/২৩)ঃ ওযূ করার পর শরীরের কোন অঙ্গে নাপাকী লেগে থাকলে পুনরায় ওযূ করতে হবে কি?

-মুহাম্মাদ হাশমত আলী
ও
আব্দুল হাকিম মাষ্টার
ঝাউতলা, দাউদকান্দি
কুমিল্লা।

উত্তরঃ ওযূ করার পর শরীরের কোন অঙ্গে নাপাকী বা অপবিত্র কিছু লক্ষ্য করলে পুনরায় ওযূ করার প্রয়োজন নেই। ধুয়ে পরিষ্কার করে নিলেই যথেষ্ট হবে। আব্দুল আশহাল বংশের জনৈকা মহিলা হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের মসজিদে যাওয়ার রাস্তাটি পূতিগন্ধময়। বৃষ্টির সময় আমরা সেখানে কিভাবে যাব? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উত্তরে বললেন, ঐ রাস্তাটুকু অতিক্রম করার পর তার চেয়ে ভাল রাস্তা পাওয়া যায় না? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, ভাল রাস্তাটুকু ঐ খারাপ রাস্তার বদলা' *(আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৫১২ 'অপবিত্র হ'তে পবিত্রকরণ' অনুচ্ছেদ)*। অর্থাৎ খারাপ রাস্তাতে চলায় নাপাকী লাগলে ভাল রাস্তায় চললে তা পবিত্র হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ (২৪/২৪)ঃ মিম্বর তৈরীর পর থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি লাঠি হাতে খুৎবা দিতেন? জনৈক আলেমের মুখে শুনেছি যে, মিম্বর তৈরীর পর হ'তে তিনি লাঠি হাতে খুৎবা দিতেন না। এর সত্যতা জানতে চাই।

-আবুল কালাম আযাদ
উপযেলা কৃষি অফিসার
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর জীবদ্দশায় সব সময়ই খুৎবার সময় হাতে লাঠি রাখতেন। হাকাম ইবনে হযম আল-কুলাফী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদা প্রতিনিধি দল হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গমন করি এবং সেখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করি। এই অবস্থানকালীন সময়ে আমরা একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এক জুম'আর ছালাতে অংশগ্রহণ করি। তখন আমরা তাঁকে লাঠি বা ধনুকের উপর ভর দিয়ে খুৎবা প্রদান করতে দেখলাম *(ছহীহ আবুদাউদ হা/১০৯৬ 'ধনুক বা লাঠির উপর ভর দিয়ে*

খুৎবা দেওয়া' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান)।

ফাতিমা বিনতে ক্বায়েস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা সাধারণ আলোচনার সময় মসজিদে মিম্বরে বসে লাঠি দিয়ে মিম্বরে আঘাত করে বললেন, ত্বাইয়েবা অর্থাৎ মদীনা শহর। ত্বাইয়েবা অর্থাৎ মদীনা শহর... *(মুসলিম মিশকাত হা/৫৪৮২ 'ফিতান' অধ্যায়; মাসিক আত-তাহরীক জুন ২০০১, ১৭/২৯৭ প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য)*। এতে বুঝা যায় যে, মিম্বর তৈরীর পরেও তিনি লাঠি হাতে নিয়ে খুৎবা দিতেন।

প্রশ্নঃ (২৫/২৫)ঃ প্রাণীর ছবিযুক্ত ঘরে ছালাত আদায় করা যায় কি? এরূপ ঘরে ছবি দৃষ্টিগোচর না হওয়ায় ছালাত আদায় করার পর জানতে পারলে পুনরায় ঐ ছালাত অন্যত্র পড়তে হবে কি?

-আব্দুল করীম
উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

উত্তরঃ ছবিযুক্ত ঘরে ছালাত আদায় করা অনুচিৎ। তবে ছালাত আদায় করে থাকলে দ্বিতীয়বার উক্ত ছালাত আদায় করার প্রয়োজন নেই। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে একটি পর্দা ছিল যা দ্বারা তিনি তার ঘরের একপার্শ্ব ঢেকে রেখে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, (আয়েশা!) তোমার ঐ পর্দাটি সরিয়ে নাও। কারণ এর ছবিগুলি আমাকে ছালাত থেকে অন্যমনস্ক করে দিচ্ছে *(বুখারী ফাৎহুলবারী সহ হা/৩৭৪, যদি কেউ 'ক্রুসযুক্ত কাপড়ে কিংবা ছবি বিশিষ্ট কাপড়ে ছালাত আদায় করে, তবে তার ছালাত হবে কি-না' অনুচ্ছেদ, 'ছালাত' অধ্যায়)*।

অত্র হাদীছ প্রমাণ করে যে, ছবিযুক্ত কাপড় বা ছবির দিকে ছালাত আদায় করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তা দ্বিতীয়বার পড়েননি। সুতরাং উক্ত ছালাত দ্বিতীয়বার পড়ার প্রয়োজন নেই *(দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক, ডিসেম্বর' ৯৮, প্রশ্নোত্তর ৪/৩৯)*।

প্রশ্নঃ (২৬/২৬)ঃ জনৈক ব্যক্তি দু'দিন পর্যন্ত পান্তা ভাত রেখে খেতে অভ্যস্ত, যা অনভ্যস্ত কেউ খেলে মাথায় চক্কর দেয়। এরূপভাবে ভাত রেখে খাওয়া যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
ডুমুরিয়া, খুলনা।

উত্তরঃ যেহেতু মাথায় চক্কর দেয় সেহেতু ঐ পঁচা ভাতে মাদকতা আসে বলে প্রমাণিত হয়। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মাদকতা আনয়নকারী প্রত্যেক বস্তুই মদ' আর প্রতিটি মাদকদ্রব্যই হারাম। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মদ পান করল এবং তওবা না করে মারা গেল আখেরাতে (হাউয কাওছারের) পানি সে পান করতে পারবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮ 'হুদূদ' অধ্যায়)*।

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যাতে বেশী পরিমাণে মাদকতা আসে, তার কম পরিমাণও হারাম' *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৭৫৪; মিশকাত হা/৩৬৪৫ 'হুদূদ' অধ্যায় 'মদ ও মদ্যপানকারীর শাস্তি' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৭/২৭)ঃ মসজিদে ঘুমানো বা খাওয়া-দাওয়া করা যায় কি? জনৈক ইমাম বলেন, মসজিদ ছালাতের স্থান। অন্যকিছু সেখানে করা যাবে না। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

-শামীম রেযা
জোড়বাড়িয়া, ত্রিশাল
ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ মসজিদে ইবাদত করা ছাড়া অন্য কিছু করা যাবে না কথাটি ইমাম ছাহেবের বলা ঠিক হয়নি। প্রয়োজনবোধে মসজিদে খাওয়া-দাওয়া ও ঘুমানো যায়। আব্দুল্লাহ বিন হারিছ (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় মসজিদে রুটি ও গোশত খেতাম *(ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ হা/৩৩০০ 'খাদ্য' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৪)*। আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) মসজিদে ঘুমাতেন *(বুখারী, ফাৎহসহ হা/৪৪০ 'ছালাত' অধ্যায়, 'পুরুষদের মসজিদে ঘুমানো' অনুচ্ছেদ ৫৮)*। এতদ্ব্যতীত রোগী সেবা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রয়োজনে মসজিদে নববীতে অবস্থান ও রাত্রিযাপন সম্পর্কে ছহীহ বুখারীর 'মসজিদ' অনুচ্ছেদে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্নঃ (২৮/২৮)ঃ ইক্বামতের দো'আ أقامها الله وأدامها সঊদী আরবের একটি ফিক্বহ বইয়ে দেখলাম। কিন্তু আহলেহাদীছ মসজিদে বলতে দেখিনা। শুনেছি আপনারা নাকি 'যঈফ' বলেছেন। প্রমাণসহ জানতে চাই।

-মেছবাহুল ইসলাম
অভয়ব্রীজ, গোদাগাড়ী
রাজশাহী।

উত্তরঃ 'ক্বাদ্ ক্বা-মাতিছ ছালাহ' বলার জবাবে মুক্তাদীগণও তাই বলবেন। 'আক্বা-মাহাল্লা-হু ওয়া আদা-মাহা' বলার যে হাদীছ মিশকাতে এসেছে *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৬৭০ 'আযানের ফযীলত ও মুয়াযযিনের জবাবদান' অনুচ্ছেদ)* তা যঈফ। ছহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নববী, ছহীহ বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানী, যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ শায়খ আলবাণী প্রমুখ বিদ্বানগণ সকলে একবাক্যে হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন। *(দ্রঃ আলবাণী, মিশকাত উক্ত হাদীছের টীকা-২; আলবাণী, যঈফ আবুদাউদ হা/৫২৮; ঐ, ইরওয়াউল গালীল হা/২৪১)*।

প্রশ্নঃ (২৯/২৯)ঃ ছোট একটি বইয়ে পড়লাম, কুরবানীর গোশত যতদিন ইচ্ছা রেখে খাওয়া যায়। কিন্তু কথাটির স্বপক্ষে কোন দলীল পেশ করা হয়নি। জানতে চাই উক্ত হাদীছটি সঠিক কি-না?

-খায়রুল আনাম
আমীন বাজার, গাবতলী

ঢাকা।

উত্তরঃ উল্লেখিত বক্তব্যটি সঠিক এবং সেটি একটি ছহীহ হাদীছের অংশ বিশেষ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, كُلُوْا وَادَّخِرُوْا وَتَصَدَّقُوْا... 'তোমরা (কুরবানীর গোশত) খাও, জমা রাখো এবং ছাদাক্বাহ কর' *(মুসলিম, ছহীহ নাসাঈ হা/৪৪৪৩ 'কুরবানীর গোশত জমা রাখা' অনুচ্ছেদ; ইরওয়া হা/১১৫৬, ৪/৩৭০ পৃঃ; ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৫০৩)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৩০)ঃ বিবাহিত ব্যভিচারীকে রজম করা হ'লে জানাযা পড়া শরী'আত সম্মত কি-না? সঊদী আরবে রজমকৃত ব্যক্তির জানাযা হয় কি-না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শরফুদ্দীন আহমাদ
ব্রহ্মপুর, দুর্গাপুর
রাজশাহী।

উত্তরঃ 'রজম' করার পরে মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়তে হবে। মা'এয ইবনু মালিক এবং জনৈকা গামেদী মহিলাকে 'রজম' করার পরে যথারীতি জানাযা পড়া হয়েছিল *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৬০-৬২ 'হুদূদ' অধ্যায়; বুলূগুল মারাম, তাহক্বীকঃ মুবারকপুরী হা/৫৪১)*। সঊদী আরবেও 'রজম' শেষে জানাযা পড়া হয়।

প্রশ্নঃ (৩১/৩১)ঃ জনৈক ব্যক্তি প্রায় ৩০ বছর ছালাত আদায় করেনি। বরং বিভিন্ন অন্যায় কাজে লিপ্ত ছিল। তার একটি সন্তান মারা যাওয়ায় এখন সে তওবা করে ফিরে এসেছে। প্রশ্ন হ'ল, তাকে পূর্বকৃত পাপের হিসাব দিতে হবে কি?

-যমীরুদ্দীন
মিয়াঁপাড়া, সপুরা
রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন বান্দা যখন খালেছ নিয়তে তওবা করে আল্লাহ্র পথে ফিরে আসে, তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। কারণ বান্দার শেষ আমলটাই গ্রহণযোগ্য হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কোন বান্দা জাহান্নামের কাজ করতে থাকে অথচ সে জান্নাতী। আবার কোন বান্দা জান্নাতীদের কাজ করে থাকে অথচ সে জাহান্নামী। বস্তুতঃ মানুষের শেষ আমলটিই গ্রহণীয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৩ 'তাক্বদীরের উপর ঈমান' অনুচ্ছেদ)*। ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, পূর্বকৃত আমল (অন্যায় কর্ম) গ্রহণযোগ্য নয়। শেষের আমলটাই গ্রহণযোগ্য হবে *(মির'আত হা/৮৩, ১/১৬৭ পৃঃ)*। সুতরাং তওবা কবুল হয়ে থাকলে ইনশাআল্লাহ পূর্বের অন্যায় কাজের হিসাব আল্লাহ নিবেন না। আল্লাহ বলেন, 'হে আমার ঐ বান্দারা! যারা নিজের উপর বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল গোনাহ ক্ষমা করে থাকেন। তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান *(যুমার ৫৩)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩২)ঃ বিদেশে থাকার দরুণ আপনজনের জানাযা পড়তে না পারায় দেশে ফিরে কবরস্থানে গিয়ে দু'একজন সাথে নিয়ে জানাযা পড়া এবং 'বিস্মিল্লাহ' বলে তিন মুষ্টি মাটি দেওয়া যাবে কি?

-শাহজাহান
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তির জানাযা হৌক বা না হৌক কবরস্থানে গিয়ে যে কোন সময়ে তার জানাযা পড়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার রাতে দাফনের পরদিন এক মহিলার কবরকে সামনে রেখে লোকজন নিয়ে জানাযা পড়েছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৫৮, ১৬৫৯ 'জানাযা' অধ্যায়)*। অন্যত্র বর্ণিত আছে, একবার তিনি এক কবরের উপর দাফনের তিন দিন পর এবং অন্যত্র একবার এক মাস পর জানাযা পড়েছিলেন *(বায়হাক্বী; ১/৭৫ ও ৮১ পৃঃ; হা/৭০০৪ ও ৭২৩ 'জানাযা' অধ্যায়, যাদুল মা'আদ ১/৪৯৩ পৃঃ; 'জানাযা' অধ্যায়, 'কবরের উপর ছালাত আদায়' অনুচ্ছেদ, ছহীহ মুরসাল, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৮১ পৃঃ, 'কবরের উপর ছালাত' অনুচ্ছেদ; আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ মির'আত হা/১৬৭২-এর ব্যাখ্যা, ৫/৩৯০ পৃঃ)*। তবে ঐ সময় তিন মুষ্টি মাটি দেওয়ার প্রমাণে কোন হাদীছ নেই।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৩)ঃ দাজ্জাল শব্দের আভিধানিক অর্থ কি? দাজ্জাল পৃথিবীতে কখন আসবে? দাজ্জালের ফিৎনা হ'তে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি?

-রফীকুল ইসলাম
ফুলতলা বাজার
পঞ্চগড়।

উত্তরঃ দাজ্জাল শব্দের অর্থঃ প্রতারক, ভণ্ড, মিথ্যুক, অত্যাচারী প্রভৃতি। ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে ১০টি বড় নিদর্শন রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে 'দাজ্জালের আবির্ভাব' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৬৪ 'ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্ব লক্ষণ ও 'দাজ্জালের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*। আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফের প্রথম ১০ আয়াত মুখস্থ পড়বে, তাকে দাজ্জালের ফিৎনা হ'তে বাঁচিয়ে নেওয়া হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৬ 'কুরআনের ফযীলত সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি দাজ্জালের সাক্ষাতে সূরা কাহ্ফের প্রথম ১০ আয়াত পড়বে তাকে দাজ্জালের ফিৎনা হ'তে রক্ষা করা হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫)*। তাছাড়া প্রতি ছালাতের শেষ তাশাহহুদে বসে দো'আ মা'ছূরায় পড়া যায় وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৪১)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৪)ঃ ছালাতের মধ্যে সিজদার দো'আ শেষে يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ এবং সালামের বৈঠকে দো'আ মাছূরা শেষে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ পড়া যাবে কি?

-শাহাদৎ হুসাইন
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাতে সিজদার সময় কুরআন মাজীদের আয়াতের দ্বারা দো'আ করা ব্যতীত অন্য যেকোন দো'আ পড়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা সিজদায় বেশী বেশী দো'আ পড়ার চেষ্টা কর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৪ 'সিজদাহ ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমাকে রুকূ-সিজদায় কুরআন মাজীদ পড়তে নিষেধ করা হয়েছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭৩ 'রুকূ' অনুচ্ছেদ)*। তবে সালামের বৈঠকে অন্যান্য দো'আ সহ কুরআন মাজীদের দো'আও পড়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তাশাহ্হুদ পড়ার পর তোমরা তোমাদের ইচ্ছামত দো'আ পড়' *(বুখারী ১/১১৫ পৃঃ, হা/৮৩৫ অনুচ্ছেদ নং ১৫০)*। অতএব সিজদায় গিয়ে ১ম দো'আটি এবং শেষ বৈঠকে দ্বিতীয় দো'আটি পড়া যায়। কেননা দ্বিতীয় দো'আটি কুরআন মাজীদের আয়াত হওয়ার কারণে তা সিজদায় গিয়ে পড়া যাবে না। কিন্তু শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু ও দরূদ শেষে পড়া যায়।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৫)ঃ বোরক্বা বিহীন কোন মহিলা কবর যিয়ারত করতে যেতে পারে কি?

-হালীমা বেগম
কাযী ভিলা
কালিগঞ্জ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ মহিলারা সর্বাঙ্গে আবরণ ব্যতীত যেমন বাহিরে যেতে পারে না, তেমনি কবর যিয়ারত করতেও যেতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মহিলারা পোষাকাবৃত সম্পদ। যখনই তা প্রকাশ পায়, তখনই শয়তান তাকে পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট করে' *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ- মিশকাত হা/৩১০৯ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। মহান আল্লাহ বলেন, 'মহিলারা বাড়ী থেকে বের হ'লে শরীর আবৃত করে বের হবে' *(আহযাব ৫৯)*। কবর যিয়ারতের জন্য ভিন্ন কোন পর্দার প্রয়োজন নেই।

সংশোধনী

গত সংখ্যার ৩১ পৃষ্ঠায় ২২/৩৮২ নং প্রশ্ন এবং উত্তরে 'মাতা'-এর স্থলে 'বিমাতা' পড়তে হবে। এই অনাকাংখিত 'প্রিন্ট মিসটেকে'র জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। -সম্পাদক।

রাজশাহী মেন্টাল হেলথ ক্লিনিক

মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র

সেবা সমূহ ঃ

- যে কোন মানসিক রোগ চিকিৎসা
- মাদকাসক্তি নিরাময়
- সাইকোথেরাপি
- বিহেভিয়ার থেরাপি
- শিশু-কিশোর আচরণগত সমস্যা

লক্ষীপুর ভাটাপাড়া
রাজশাহী-৬০০০।
ফোনঃ ৭৭৫৮০৫।

মাসিক আত-তাহরীক

৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা
নভেম্বর ২০০২

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

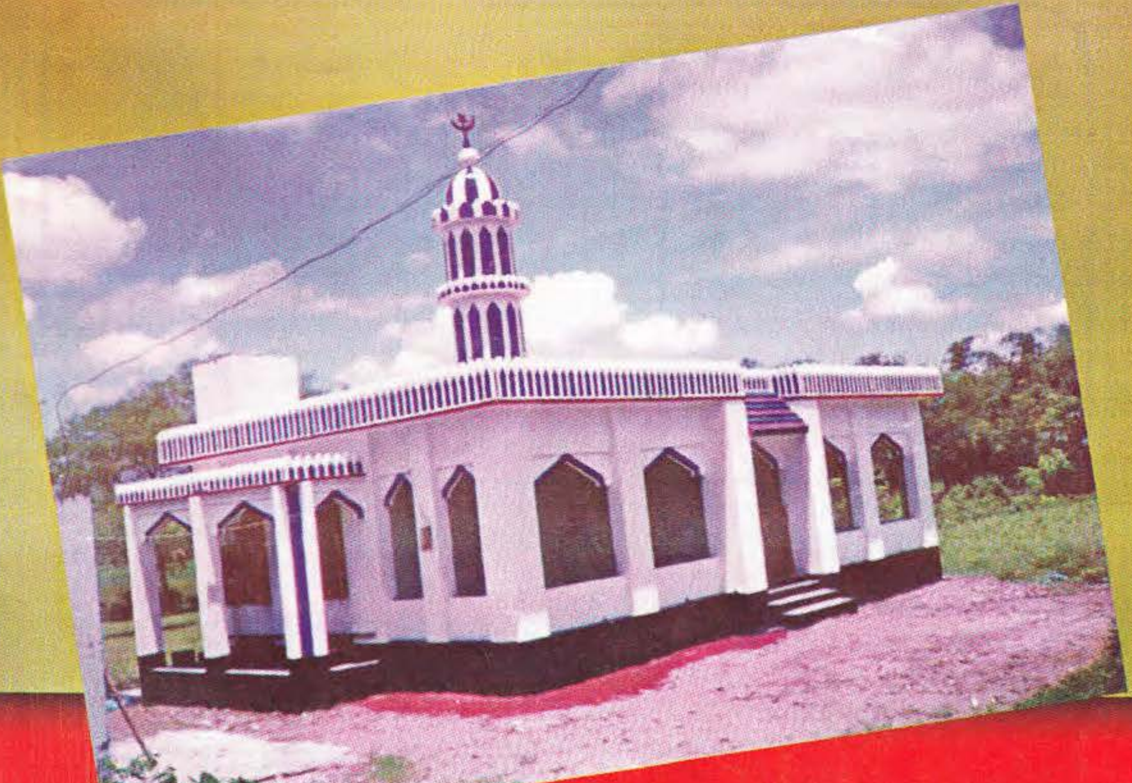

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্নঃ (১/৩৬)ঃ ছালাতুত তারাবীহ আমি বিশ রাক'আত করে পড়িয়ে আসছি। শুনলাম বিশ রাক'আতের হাদীছগুলি যঈফ। তাই পরিত্যাগ করার ইচ্ছা করেছি। তবে ১১ রাক'আত ও ২০ রাক'আতের হাদীছগুলির তুলনামূলক আলোচনা করে সমাধান চাই। কেউ কেউ বলছেন, কুরআন হেফয ঠিক রাখার জন্য ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়াতে কোন বাধা নেই।

-আবু যার গিফারী
সাং চরশ্যামপুর, রাজশাহী
ও
হাফেয ইসহাক বিন আবু তাহের
নরসিংহপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাতুত তারাবীহ বা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত বিতর সহ ১১ রাক'আত ছিল। রাতের ছালাত বলতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টিকেই বুঝানো হয়। উল্লেখ্য যে, রামাযান মাসে প্রথম রাতে তারাবীহ পড়লে আর শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে হয় না।

১১ রাক'আতের দলীলসমূহঃ বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ, মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ; আবুদাঊদ ১/১৮৯ পৃঃ; নাসাঈ ২৪৮ পৃঃ; তিরমিযী ৯৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ ৯৭-৯৮ পৃঃ; বাংলা বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী ১/৪৭০ ও ২/২৬০ পৃঃ; মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২; মির'আত ২/২৩০ পৃঃ।

২০ রাক'আত-এর দলীল ও তার জওয়াব এবং ২০ রাক'আত সম্পর্কে হানাফী পণ্ডিতদের অভিমত ও ১১ রাক'আতের পক্ষে তাদের মতামত ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা দেখুনঃ 'আত-তাহরীক' ডিসেম্বর '৯৯ সংখ্যা ২২, ২৩ ও ২৪ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৯৯-১০৩।

কুরআন হেফয ঠিক রাখার জন্য ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়া যাবে বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে, তা ভিত্তিহীন। এ ধরনের নিয়ত থাকলে ছালাত কবুল হবে না।

প্রশ্নঃ (২/৩৭)ঃ গর্ভাবস্থায় সূরা আলে ইমরান পড়লে বাচ্চা দ্বীনের দাঈ হয়, সূরা ইউসুফ পড়লে বাচ্চা সুন্দর হয়, সূরা মুহাম্মাদ পড়লে বাচ্চা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মত ধৈর্যশীল হয় এবং সূরা লুক্বমান পড়লে বাচ্চা জ্ঞানী হয়, এ ধরনের কথা কি ঠিক?

-হুসনে আরা আফরোজ
বোহাইল, বগুড়া।

উত্তরঃ উল্লেখিত কথাগুলি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। এসব ফযীলতের প্রমাণে কোন হাদীছ নেই। তবে সূরা আলে ইমরানের অন্যান্য অনেক ফযীলত রয়েছে। তন্মধ্যে যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যারা সূরা বাক্বারাহ ও আলে ইমরান পড়বে তাদের জন্য এ সূরা দু'টি ক্বিয়ামতের দিন ছায়া হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২১ 'কুরআনের ফযীলত সমূহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩৮)ঃ এমন কোন কথা আছে কি যেগুলি স্ত্রী ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় মুখে উচ্চারণ করলে স্বামী তালাক হয়ে যায়? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবেদা সুলতানা
মেরীগাছা, বড়াইগ্রাম, নাটোর।

উত্তরঃ এমন কোন কথা নেই, যে কথা স্ত্রী মুখে উচ্চারণ করলে স্বামী তালাক হয়ে যায়। কারণ তালাক প্রদানের অধিকার হ'ল স্বামীর। স্ত্রী বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতে চাইলে সে 'খোলা'-এর মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে *(বুখারী, মিশকাত হা/৩২৭৪ 'খোলা তালাক' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৪/৩৯)ঃ যে ব্যক্তি দিনে একশত বার 'সুবহানাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী' পড়বে তার পাপ সমূহ মুছে ফেলা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণও হয়। এ হাদীছটি কি ছহীহ?

-এ, কে, আযাদ
বাসুদেবপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ হাদীছটি ছহীহ। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দিনে ১০০ বার 'সুবহানাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী' পড়বে, তার সমস্ত পাপ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমপরিমাণ হয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২২৯৬ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায় 'তাসবীহ, তাহলীল ও তাকবীরের ছওয়াব' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৫/৪০)ঃ মা হাওয়াকে আদম (আঃ)-এর বাম পাঁজর হ'তে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

-আবদুল মালিক
উত্তর শালিখা, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, আদম (আঃ)-এর শরীরের উপরাংশের বাঁকা হাড় দ্বারা হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৩৮, 'নারীদের দেখা শোনা ও হক সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৬/৪১)ঃ আযানের সময় মাথায় কাপড় দেওয়ার গুরুত্ব কি? না দিলে পাপ হবে কি-না? মহিলাদেরকে দেখি আযান শুনে তাড়াহুড়ো করে মাথায় কাপড় দেয়। এর দলীল জানতে চাই।

-মুহসিন
জোরবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ আযানের সময় মাথায় কাপড় দেওয়ার কোন গুরুত্ব নেই। এর দ্বারা যদি কোন মহিলা বিশেষ ছওয়াবের কামনা করে কিংবা ফেরেশতা দেখবে বলে মনে করে, তাহ'লে তা নিঃসন্দেহে বিদ'আত হবে। শুধু আযানের সময় নয়; বরং মাহরাম পুরুষ ব্যতীত সকল পুরুষের সামনে মহিলাদের

মাথায় সর্বদা পর্দা সহ কাপড় থাকা যরূরী *(নূর ৩১)*।

প্রশ্নঃ (৭/৪২)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জানাযা বর্তমান জানাযার সদৃশ ছিল, নাকি ভিন্নতর ছিল? সঠিক দলীলভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহেল কাফী
পারহাটী, ধুনট, বগুড়া।

উত্তরঃ ছালাতুল জানাযার হুকুম-আহকাম একই ছিল। কিন্তু তাঁর জানাযা আদায়ের পদ্ধতি ছিল একটু ভিন্নতর। আবুবকর (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাফন-দাফনে মনোনিবেশ করেন। গোসল দেওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাঁর শয়ন কক্ষেই চৌকির উপর রাখা হয়। অতঃপর ঐ ঘরের মধ্যেই কবর খনন করার পর লোকজন পালাক্রমে দশজন দশজন করে প্রথমে তাঁর পরিবারের লোক, তারপর মুহাজিরগণ, তারপর আনছারগণ, তারপর মহিলাগণ ঘরে প্রবেশ করে জানাযার ছালাত আদায় করেন। সবশেষে বালকেরা প্রবেশ করে ছালাত আদায় করে *(আর-রাহীকুল মাখতূম (আরবী) ৫৫৭ পৃঃ 'দাফন-কাফন' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৮/৪৩)ঃ কতিপয় আলেম বলেন যে, ধানের ফিৎরা চলবে না। চাউল, গম, যব ইত্যাদির ফিৎরা দিতে হবে। আবার কোন কোন আলেম যুক্তি দেন যে, যবের যেমন খোসা আছে ধানেরও তেমন খোসা আছে। সুতরাং ধানের ফিৎরা দেওয়া যাবে। চাউলের ফিৎরার দলীল নেই। টাকা দ্বারা ফিৎরা দেওয়া যাবে কি? সঠিক সমাধান জানতে চাই।

-সৈয়দ আলী
সাং খাসমহল, সাতমেরা
থানা+যেলাঃ পঞ্চগড়
ও
আজমাল হোসাইন
ডোমকুলি, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ হাদীছে ফিৎরা প্রদানের ব্যাপারে বিভিন্ন খাদ্যশস্যের নাম সহ সাধারণভাবে 'ত্বা'আম' বা খাদ্যের কথা এসেছে। যা দ্বারা পৃথিবীর সকল খাদ্য শস্যকে বুঝানো হয়েছে। সরাসরি চাউলের কথা উল্লেখ না থাকলেও তা যে ত্বা'আম বা খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ধান খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা ধান মানুষের সরাসরি খাদ্য নয়। যবের উপরে ধানের ক্বিয়াস করা যাবে না। কেননা যব খোসা সহ পিষে খাওয়া যায়। কিন্তু ধান খোসা সহ পিষে খাওয়া যায় না।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা এক ছা' করে ত্বা'আম (খাদ্য) প্রদান করতাম অথবা যব, খেজুর, পনির ও কিশমিশ থেকে এক ছা' করে প্রদান করতাম *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৬ 'ছাদাক্বাতুল ফিত্বর' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং এদেশের প্রধান খাদ্য হিসাবে চাউল দ্বারা ফিৎরা প্রদান করাই শরী'আত সম্মত।

টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা আদায় করা উচিৎ নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে সোনা-রূপার মুদ্রা বাজারে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তিনি খাদ্যবস্তু দ্বারা ফিৎরা আদায় করেছেন এবং ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫-১৬, ঐ)*। *=দ্রঃ ডিসেম্বর ২০০০ প্রশ্নোত্তর ২০/৯০*।

প্রশ্নঃ (৯/৪৪)ঃ রামাযান মাসে দিনের বেলায় কেউ যদি ভুল করে পেট পুরে খেয়ে নেয়, তাহ'লে সে কি ঐ ছিয়াম পূর্ণ করবে, নাকি পরে তার ক্বাযা আদায় করবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সুলতানা রাযিয়া
পাংশা বাজার, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ ছায়েম ভুল বশতঃ পেট পুরে বা সামান্য পরিমাণে খেয়ে ফেললে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না। ফলে পরে তার ক্বাযা আদায় করার কোন প্রয়োজন নেই। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, ছিয়াম অবস্থায় কেউ যদি ভুল করে পানাহার করে, তাহ'লে সে যেন ছিয়াম পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহ তা'আলাই তাকে পানাহার করিয়েছেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০০৩ 'ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১০/৪৫)ঃ আমার একটি বিদেশী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর আছে। আমি আমার কুকুর দিয়ে শিকার করতে চাই। কুকুর দ্বারা শিকার সম্পর্কে শরী'আতের বিধান কি?

-মুহাম্মাদ সেলিম (ভন)
গুলশান ১নং, ঢাকা।

উত্তরঃ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী কুকুরকে 'বিসমিল্লাহ' বলে ছেড়ে দেওয়া হ'লে ঐ কুকুর যে হালাল প্রাণী শিকার করে আনবে তা খাওয়া বৈধ হবে, যদি তার সাথে অন্য কুকুর যোগ না দেয়। 'আদী ইবনু হাতেম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, এ সব কুকুর দ্বারা আমরা শিকার করে থাকি (এটা কি জায়েয?)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি যদি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর 'বিসমিল্লা-হ' বলে ছেড়ে দাও এবং সে যদি শিকার জীবন্ত নিয়ে আসে, তাহ'লে তা যবেহ কর এবং খাও। আর যদি নিহত অবস্থায় নিয়ে আসে এবং তার থেকে কিছু অংশ না খায়, তাহ'লে তুমি খাও। পক্ষান্তরে যদি সে শিকারকৃত জন্তুর কিছু অংশ খেয়ে নেয়, তাহ'লে তুমি তা খেয়ো না। কেননা সে ওটা নিজের জন্য শিকার করেছে। আর যদি অন্য কুকুর শিকারে যোগ দেয়, তাহ'লেও তা খেয়ো না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪০৬৪ 'শিকার ও যবহ' অধ্যায় দ্রঃ মার্চ ২০০০, প্রশ্নোত্তর ২৯/১৭৯)*।

প্রশ্নঃ (১১/৪৬)ঃ জুম'আর খুৎবার সুন্নাতী পদ্ধতি কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-যিয়াউর রহমান
কোদালকাটি, চরআলাতুলী

চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ জুম'আর জন্য দু'টি খুৎবা দেওয়া সুন্নাত, যার মাঝখানে বসতে হয় *(আর-রওযাতুন নাদিইয়াহ ১/৩৪৫ পৃঃ)*। ইমাম মিম্বরে বসার সময় মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সালাম দিবেন। আবু বকর ও ওমর (রাঃ) এটি নিয়মিত করতেন। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক (রহঃ) প্রমুখ বিদ্বান মসজিদে প্রবেশ কালে সালাম করাকেই যথেষ্ট বলেছেন। খত্বীব হাতে লাঠি নিবেন *(ইবনু মাজাহ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩০; আহমাদ, আবুদাউদ নায়ল ৪/২১০, ২১২ পৃঃ; ইরওয়া হা/৬১৬)*। নিতান্ত কষ্ঠদায়ক না হ'লে সর্বদা দাঁড়িয়ে খুৎবা দিবেন। ১ম খুৎবায় হামদ-ছানা ও ক্বিরাআত ছাড়াও সকলকে নছীহত করবেন, অতঃপর বসবেন। দ্বিতীয় খুৎবায় হাম্দ ও দরূদ সহ সকল মুসলমানের জন্য দো'আ করবেন *(আহমাদ, ত্বাবারানী, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৪; মির'আত ২/৩০৮)*। প্রয়োজনে দ্বিতীয় খুৎবায়ও নছীহত করা যাবে। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) হাম্দ, দরূদ ও নছীহত তিনটি বিষয়কে খুৎবার জন্য 'ওয়াজিব' বলেছেন। এতদ্ব্যতীত সূরায়ে 'ক্বা-ফ'-এর প্রথমাংশ বা অন্য কিছু আয়াত তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব *(মির'আত ২/৩০৮, ৩১০। =দ্রঃ ছালাতুর রাসূল ২য় সংস্করণ, ১০৭ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১২/৪৭)ঃ সাধারণতঃ শহরের মসজিদগুলোর নীচ তলা দোকান হিসাবে ভাড়া দেয়া হয়। যারা দোকান ভাড়া নেন তারা দোকানে অশ্লীল অডিও-ভিডিও বিক্রয় করেন। এ সকল মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি? তাছাড়া উক্ত ভাড়ার টাকা মসজিদের কোন কাজে লাগানো যাবে কি?

-বাকী বিল্লাহ
সোনাবাড়ীয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ দোকান ভাড়ার জন্য বরাদ্দকৃত মসজিদের নীচতলা মসজিদ সংলগ্ন হ'লেও তা মসজিদের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে। এতে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। নোংরা ছবিযুক্ত অডিও-ভিডিও ক্রয়-বিক্রয় হারাম। অনুরূপভাবে অশ্লীল ছবি প্রদর্শন করাও হারাম। এক্ষণে যদি মসজিদের মার্কেটের ভাড়াটিয়া ব্যক্তি অনুরূপ ক্রয়-বিক্রয় করেন ও ঐ হারাম উপার্জন থেকে ভাড়া পরিশোধ করেন, তবে ঐ হারাম অর্থ গ্রহণ করা জায়েয নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র তিনি পবিত্র ছাড়া অপবিত্র বস্তু গ্রহণ করেন না *(মুসলিম, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/২৭৬০, ২/৮৪২ পৃঃ, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'উপার্জন করা এবং হালাল রোজগারের উপায় অবলম্বন করা' অনুচ্ছেদ)*। যন্ত্রের ক্রয়-বিক্রয়ে কোন দোষ নেই। এর মাধ্যমে দ্বীনী খিদমতও নেওয়া যায়।

প্রশ্নঃ (১৩/৪৮)ঃ কুরআন মজীদের হাফেযগণ কুরআন ভুলে গেলে কিয়ামতের দিন তাদের মুখের চামড়া থাকবে না, কথাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ওয়ালিউল্লাহ
কিষানগঞ্জ, বিহার, ভারত।

উত্তরঃ উল্লেখিত কথাটির প্রমাণে কোন দলীল নেই। তবে হেফয ধরে রাখার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অত্যধিক তাকীদ দিয়েছেন। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কুরআনের প্রতি সদা লক্ষ্য রাখবে। সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন, নিশ্চয়ই কুরআন রশিতে বাঁধা উট অপেক্ষাও অধিক পলায়নপর' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/২১৮৭ 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়)*। অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, '(ক্বিয়ামতের দিন) কুরআন পাঠকারীকে বলা হবে, পাঠ করতে থাক এবং উপরে উঠতে থাক! তারতীল সহকারে পাঠ করতে থাক, যেভাবে দুনিয়াতে স্পষ্টভাবে পাঠ করতে। কেননা তোমার সর্বোচ্চ স্থান শেষ আয়াতের নিকটে, যা তুমি পাঠ করবে' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/২১৩৪ 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৪৯)ঃ পিতা-মাতার জন্য দো'আ করার সময় 'রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী ছাগীরা'-এর স্থলে 'রাব্বাইয়ানা ছাগীরা' বলা যাবে কি?

-আযাদুর রহমান
লালগোলা, দিনাজপুর।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত দো'আ সমূহের কোনরূপ পরিবর্তন না করে হুবহু ঐভাবেই পাঠ করা উচিৎ। যদিও তা একবচন হয়। যেমনঃ রুকূ, সিজদা, তাশাহ্হুদ, দো'আয়ে ইস্তেফতাহ ইত্যাদি। কেননা এরূপ পরিবর্তনের কোন স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ নেই। ইমামতি করার সময় উক্ত দো'আ সমূহ পাঠ করলে ইমাম তার নিয়তে মুক্তাদীদেরকেও শামিল করে নিবেন *(মির'আত ৩/৫১৫ পৃঃ, 'জামা'আত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে হাদীছটিতে বলা হয়েছে, তিনটি কাজ কারো জন্য জায়েয নয়; (১) ইমাম মুক্তাদীদেরকে বাদ দিয়ে শুধু নিজের জন্য দো'আ করলে সে বিশ্বাসঘাতকতা করল...' তা মওযূ *(তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১০৭০, 'জামা'আত ও উহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। তবে অন্যান্য হাদীছের আলোকে ওলামায়ে আরব দো'আর বিষয়টিকে প্রশস্ত মনে করেন এবং নিজে আরবীতে বিভিন্ন দো'আ করতে পারবেন বলে ফৎওয়া প্রদান করে থাকেন। সে হিসাবে কুনূত ইত্যাদিতে তাঁরা একবচনের স্থলে বহুবচন বলা জায়েয বলে থাকেন' *(দ্রঃ মাজমূ'আ ফাতাওয়া শায়খ বিন বায ৪/২৯৫-৯৬)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৫০)ঃ তারাবীহ্‌র জামা'আত চলা অবস্থায় এশার ফরয ছালাত আদায় করার জন্য উক্ত তারাবীহ্‌র জামা'আতে শামিল হওয়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ মোযাহার
সাং ও পোঃ পাওটানাহাট
পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ নফল ছালাত আদায়কারীর পিছনে ফরয ছালাত আদায় করা যাবে। এতে শরী'আতে কোন বাধা নেই। মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে

এশার ছালাত আদায় করে নিজ গোত্রে গিয়ে ঐ একই ছালাতের ইমামতি করতেন এবং ওটা তার জন্য নফল ছালাত হিসাবে গণ্য হ'ত *(বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ মিশকাত হা/১১৫১ 'এক ছালাত দু'বার আদায় করা' অনুচ্ছেদ)*। অতএব এশার নিয়তে কেউ তারাবীহ্‌র জামা'আতে শামিল হ'লে তার এশার ছালাত আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ (১৬/৫১)ঃ মসজিদে ইমামের জায়নামায যদি ১ম বা ২য় কাতারে রাখা হয়, তাহ'লে ইমামের সামনে সুৎরা দিতে হবে কি?

-আতাউর রহমান
চকপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ দেওয়াল বেষ্টিত মসজিদের দেওয়ালটাই অথবা খুঁটির চালের মসজিদের ক্বিবলার দিকের খুঁটিই মুছল্লীর জন্য সুৎরা। নতুন করে ইমামের সামনে সুৎরা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে মসজিদের মধ্যে ইমামের সামনে দিয়ে কারো অতিক্রম করার যদি আশংকা থাকে, তাহ'লে সুৎরা দিতে হবে। আর যদি সেরূপ কোন আশংকা না থাকে, তাহ'লে সুৎরা দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খোলা ময়দানে ছালাত আদায় করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্মুখে কোন সুৎরা ছিল না' *(আহমাদ, আবুদাউদ, বায়হাক্বী)*। এই হাদীছের শাহেদ রয়েছে, সেটি এর চাইতেও অধিকতর ছহীহ *(ফিক্বহুস সুন্নাহ 'মুছল্লীর সম্মুখে সুৎরা' অনুচ্ছেদ ১/১৯১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৫২)ঃ রামাযান মাসে প্রত্যেক রাতে জামা'আতের সাথে তারাবীহ্‌র ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-হাবীবুর রহমান
ক্ষেত্রিপাড়া, দিনাজপুর।

উত্তরঃ রামাযান মাসের প্রত্যেক রাতেই তারাবীহর ছালাত একাকী অথবা জামা'আতের সাথে আদায় করা জায়েয। তাবেঈ বিদ্বান আব্দুর রহমান বলেন, রামাযান মাসে এক রাতে আমি খলীফা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর সাথে মসজিদে নববীতে পৌঁছে দেখলাম, লোকেরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে কেউ একাকী ছালাত পড়ছে, আবার কারো পেছনে ক্ষুদ্র একদল লোক ছালাত আদায় করছে। এ দৃশ্য দেখে হযরত ওমর ফারূক (রাঃ) লোকদেরকে একজন ইমামের পেছনে একত্রিত করে দেওয়াটাকে ভাল মনে করলেন এবং তিনি তাদেরকে হযরত উবাই ইবনে কা'ব ছাহাবীর পিছনে একত্রিত করে দিলেন। অতঃপর তিনি একদিন লোকদেরকে জামা'আতের সাথে (তারাবীহ্‌র) ছালাত আদায় করতে দেখে বললেন, 'কতইনা সুন্দর বিদ'আত এটি'! (نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِه) অর্থাৎ পূর্বের নিয়মের চেয়ে বর্তমানে জামা'আতে ছালাত আদায় করার নিয়মটা কতই না উত্তম *(বুখারী, মিশকাত হা/১৩০)*। মুওয়াত্ত্বার বর্ণনায় এসেছে, ওমর (রাঃ) উবাই বিন কা'ব ও তামীম দারীকে ১১ রাক'আত জামা'আত সহকারে আদায় করার হুকুম দিয়েছিলেন *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২)*। উল্লেখ্য যে, এখানে বিদ'আত শব্দটি আভিধানিক অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে শারঈ অর্থে নয়। কেননা শারঈ বিদ'আত সর্বদা নিন্দনীয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জামা'আতের সাথে তারাবীহর ছালাত আদায় করার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তিনি তা ফরয হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তিন দিনের বেশী জামা'আতের সাথে আদায় করেননি। তবে পরবর্তীতে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের উপরে আপতিত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে তারাবীহ্‌র জামা'আত পুনরায় চালু করা সম্ভব হয়নি' *(মির'আত ২/২৩২)*। ২য় খলীফা হযরত ওমর (রাঃ) স্বীয় যুগে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে এবং বহু সংখ্যক মুছল্লীকে মসজিদে বিক্ষিপ্ত ভাবে উক্ত ছালাত আদায় করতে দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুসরণ ও তাঁর ইচ্ছার বাস্তব রূপদানের জন্য পুরো রামাযানেই জামা'আতের সাথে তারাবীহ্‌র ছালাত চালু করেন *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১০০)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৫৩)ঃ হযরত মূসা (আঃ)-এর মৃত্যু কিভাবে সংঘটিত হয়? পৃথিবীর কোন্ স্থানে তাঁর কবর রয়েছে।

-মানিক মাহ্‌মূদ
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, মূসা (আঃ)-এর নিকট মালাকুল মউতকে প্রেরণ করা হ'ল। ফেরেশতা যখন তাঁর নিকটে আসলেন, তিনি তখন ফেরেশতাকে এটি চড় মারলেন। তখন তিনি স্বীয় প্রভুর কাছে ফিরে গেলেন ও বললেন, আপনি আমাকে এমন এক বান্দাহর কাছে পাঠিয়েছেন, যিনি মরতে চান না। আল্লাহ বললেন, তার কাছে ফিরে যাও এবং তাকে বল, সে যেন তার একটি হাত গরুর পিঠে রাখে; তার হাতের তালুর নীচে যতগুলো লোম পড়বে, প্রতিটির পরিবর্তে সে এক বছরের হায়াত পাবে।... মূসা জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কী হবে? তিনি বললেন, মৃত্যু। মূসা (আঃ) বললেন, তাহ'লে এখনই হৌক। হে প্রভু! আপনি আমাকে বায়তুল মুক্বাদ্দাস থেকে একটি পাথর নিক্ষেপের দূরত্ব সীমানার নিকটবর্তী করুন! রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যদি আমি সেখানে থাকতাম তাহ'লে অবশ্যই তোমাদেরকে রাস্তার পাশে লাল বালুর টিলার নীচে তাঁর কবরটি দেখিয়ে দিতাম' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭১৩, 'নবীদের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*।

উপরোক্ত হাদীছ প্রমাণ করে যে, মূসা (আঃ)-এর কবর বায়তুল মুক্বাদ্দাস-এর নিকটবর্তী এলাকায় রয়েছে।

প্রশ্নঃ (১৯/৫৪)ঃ কোন কাপড়ে অপবিত্র জিনিষ লাগলে তা পবিত্র করার নিয়ম কি?

-হোসাইন ও নাঈম
মোনাফের মোড়, রাজশাহী।

উত্তরঃ দৃশ্যমান অপবিত্র বস্তু যদি শরীরে বা কাপড়ে লাগে, তাহ'লে সেগুলোকে পানি দ্বারা ভালভাবে ধৌত করে

দূরীভূত করতে হবে। যেমনঃ রক্ত, পায়খানা ইত্যাদি। ধোয়ার পরে কিছু চিহ্ন থাকলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। আর যে অপবিত্র বস্তু চোখে দেখা যায় না, সেটাকে পানির দ্বারা কমপক্ষে একবার ধৌত করলে যথেষ্ট হবে। যেমন পেশাব ইত্যাদি *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩ পৃঃ 'পবিত্রতা' অধ্যায়; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৩ 'পবিত্রতা' অধ্যায় 'অপবিত্রতাকে পবিত্র করণ' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (২০/৫৫)ঃ পিতার পূর্বে পুত্র মারা গেলে ঐ পুত্রের সন্তান দাদার জমির অংশীদার হবে কি? পালিত পুত্র/কন্যা পালিত পিতার জমির অংশীদার হবে কি? পালিত পুত্র/কন্যার জন্মদাতা পিতার জমির অংশীদার হবে কি? মা-এর সম্পদের অংশ ছেলে ও মেয়ে কে কতটুকু পাবে? এক ব্যক্তির চার কন্যা কোন পুত্র সন্তান নেই। তারা পিতার সম্পদের কত অংশ পাবে? মিরাছ বন্টনের নিয়মসহ জানাবেন।

-আশরাফুল আলম
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ পিতার পূর্বে পুত্র মারা গেলে ঐ পুত্রের সন্তান তার চাচার উপস্থিতিতে শারঈ বিধান অনুযায়ী দাদার জমির অংশীদার হবে না। তবে যেহেতু দাদা তার সমস্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ অছিয়ত করার অধিকার রাখেন, সেহেতু তিনি উক্ত ইয়াতীম পৌত্রের জন্য অছিয়ত করে গেলে তারা সেই অছিয়তের হকদার হবে।

(২) পালিত পুত্র/কন্যা পালক পিতার জমির অংশীদার হবে না। তবে দাদা যেমন তার পৌত্রের জন্য অছিয়ত করতে পারেন, অনুরূপভাবে পালক পিতাও পালিত পুত্রের জন্য অছিয়ত করতে পারেন।

(৩) পালিত পুত্র/কন্যা জন্মদাতা পিতার জমির অংশীদার হবে *(নিসা ১১)*।

(৪) পিতার সম্পত্তিতে ছেলে ও মেয়ে যতটুকু করে অংশ পাবে, মা-এর সম্পত্তিতেও ছেলে ও মেয়ে ঠিক ততটুকু করেই অংশ পাবে। অর্থাৎ ছেলে মেয়ের দ্বিগুণ পাবে। পিতা-মাতা উভয়ের সম্পত্তি ছেলে-মেয়েদের মাঝে একই নিয়মে বন্টিত হবে *(নিসা ১১)*।

৫. কোন পুত্র সন্তান না থাকলে চার কন্যা তাদের পিতার সমস্ত সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ পাবে *(নিসা ১১)*।

প্রশ্নঃ (২১/৫৬)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কয়টি নাম ছিল এবং কি কি? অর্থসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আলী
সাতনালা জোত
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ আল্লাহ্‌র ৯৯টি গুণবাচক নাম ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য অনুরূপ গুণবাচক নামের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা হাদীছে নেই। তবে তাঁর বিভিন্ন গুণাবলীর দিকে লক্ষ্য করে গুণবাচক নাম সমূহ নির্ধারণ করলে দু'শতেরও অধিক হবে বলে হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। পবিত্র কুরআন ও বিভিন্ন ছহীহ হাদীছে তাঁর যেসব গুণবাচক নাম পাওয়া যায়, তার মধ্যে প্রসিদ্ধ নাম সমূহ নিম্নরূপঃ

(১) مُحَمَّدٌ এই নামেই তিনি পরিচিত (২) أَحْمَدُ 'অধিক প্রশংসাকারী' (৩) اَلْمُتَوَكِّلُ 'আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকারী' (৪) اَلْمَاحِيْ 'বিলুপ্তকারী, নিশ্চিহ্নকারী' (৫) اَلْحَاشِرُ 'একত্রকারী, জমাকারী' (৬) اَلْعَاقِبُ 'শেষনবী, পরে আগমনকারী' (৭) اَلْمُقَفِّىْ 'অনুসরণকারী'। অর্থাৎ যিনি পূর্ববর্তী রাসূলদের অনুসরণকারী (৮) نَبِىُّ التَّوْبَةِ 'তওবার নবী'। অর্থাৎ যার দ্বারা আল্লাহ পৃথিবীবাসীর জন্য তওবার দরজা খুলে দিয়েছেন (৯) نَبِىُّ الْمَلْحَمَةِ 'সংগ্রামকারী নবী'। অর্থাৎ যাকে আল্লাহ তাঁর শত্রুদের সাথে সংগ্রাম করার জন্য প্রেরণ করেছেন (১০) نَبِىُّ الرَّحْمَةِ 'রহমতের নবী'। অর্থাৎ যাকে আল্লাহ সমগ্র জগতের জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন (১১) اَلْأَمِيْنُ 'বিশ্বস্ত' (১২) اَلْفَاتِحُ 'উন্মুক্তকারী' (১৩) اَلضَّحُوْكُ الْقَتَّالُ 'অধিক হাসিমুখী অধিক সংগ্রামী' (১৪) اَلْبَشِيْرُ 'সুসংবাদ প্রদানকারী' (১৫) اَلنَّذِيْرُ 'ভয় প্রদর্শনকারী' (১৬) سَيِّدُ وُلْدِ آدَمَ 'আদম সন্তানদের নেতা' (১৭) عَبْدُ اللهِ 'আল্লাহ্‌র বান্দা' (১৮) اَلسِّرَاجُ الْمُنِيْرُ 'উজ্জ্বল প্রদীপ' (১৯) اَلشَّاهِدُ 'সাক্ষ্য প্রদানকারী' (২০) اَلْمُبَشِّرُ 'সুসংবাদদাতা' (২১) اَلْقَاسِمُ 'বন্টনকারী' (২২) صَاحِبُ لِوَاءِ الْحَمْدِ 'প্রশংসার ঝাণ্ডা ধারণকারী' (২৩) صَاحِبُ الْمَقَامِ الْمَحْمُوْدِ 'প্রশংসিত স্থানের অধিকারী' (২৪) اَلصَّادِقُ وَالْمَصْدُوْقُ 'সত্যবাদী ও সত্যায়িত' (২৫) اَلرَّؤُوْفُ الرَّحِيْمُ 'স্নেহশীল দয়াবান'। *-দ্রঃ যাদুল মা'আদ ১/৮ ৪ পৃঃ।*

প্রশ্নঃ (২২/৫৭)ঃ খতম তারাবীহ-এর ইমামতি করে টাকা নেওয়া ও দেওয়া জায়েয কি?

-হাফেয ইয়াকুব আলী
মাদারকোল, দেলদুয়ার, টাংগাইল
ও
হাবীবুর রহমান
ক্ষেত্রিপাড়া, দিনাজপুর।

উত্তরঃ কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই ইমামতি বা অনুরূপ কোন ধর্মীয় আমল সম্পাদন করা উত্তম। কেননা নবীগণ স্ব স্ব

দ্বীনী দাওয়াতের বিনিময়ে কোনরূপ মজুরী গ্রহণ করেননি *(ফুরক্বান ৫৭)*। কিন্তু যারা বাধ্য ও মুখাপেক্ষী, তারা প্রয়োজনমত সম্মানী ভাতা নিতে পারবেন এবং জনগণও তাদেরকে সম্মানী হিসাবে দিতে পারবেন। যেমন আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি মুখাপেক্ষীহীন সে যেন বিরত থাকে এবং যে ব্যক্তি মুখাপেক্ষী সে যেন ন্যায়নিষ্ঠভাবে ভক্ষণ করে' *(নিসা ৬)*। অবশ্য ইমামতি বা অনুরূপ কোন ধর্মীয় কাজের দায়িত্বশীল নিয়োগ করা হ'লে তার দায়িত্বের বিনিময়ে সম্মানজনক রূযীর ব্যবস্থা সমাজকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যাকে আমরা কোন দায়িত্বে নিয়োগ করি, আমরা তার রূযীর ব্যবস্থা করে থাকি। এর বাইরে যদি সে নেয়, তবে তা খেয়ানত হবে' *(আবুদাউদ সনদ ছহীহ হা/৩৫৮৮; মিশকাত হা/৩৭৪৮ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়, 'দায়িত্বশীলদের ভাতা' অনুচ্ছেদ)*। মোটকথা কোন ধর্মীয় আমলের বিনিময় আদায়ের জন্য দরাদরী করা যাবে না। তবে সরকার বা সমাজকে ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদনের মর্যাদা সমুন্নত রেখে সর্বোত্তম সম্মানজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নইলে দ্বীন পরাজিত ও বিপর্যস্ত হবে এবং বাতিল অগ্রগতি লাভ করবে। *=দ্রঃ আত-তাহরীক জানুয়ারী '৯৯ প্রশ্নোত্তর ১৫/৬৫।*

প্রশ্নঃ (২৩/৫৮)ঃ এদেশে বিয়ে, ওয়ায-মাহফিল এবং সাধারণ যেকোন অনুষ্ঠানে ভিডিও করা হয় এবং এসব ছবি পরবর্তীতে দেখা হয়। এমনকি মসজিদের ভিতরে জুম'আর খুৎবা বা ওয়াযের সময়ও ভিডিও করা হয়। এ ধরনের ভিডিও করা এবং পরবর্তীতে তা দেখা জায়েয হবে কি?

-আব্দুল কাদের
আল-জাহরা, কুয়েত।

উত্তরঃ বৃক্ষ-লতা, প্রাকৃতিক দৃশ্য, মসজিদ ইত্যাদি পবিত্র স্থান সমূহের প্রাণীবিহীন ছবি ব্যতীত প্রাণীদের সব ধরনের ছবি, মূর্তি, ভাস্কর্য চাই তা সাধারণ ক্যামেরা দ্বারা হোক অথবা ভিডিও ক্যামেরা দ্বারা হোক সব সময়ের জন্য নিষিদ্ধ। বিশেষ করে জুম'আর খুৎবার সময় ভিডিও করা বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ এতে জুম'আর খুৎবার ভাবমূর্তি ও মুছল্লীদের একাগ্রতা বিনষ্ট হয়। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুৎবা চলাবস্থায় অন্যকে 'চুপ কর' বলতেও নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১২২ পৃঃ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে সমস্ত লোক এইসব ছবি তৈরী করে তারা ক্বিয়ামতের দিন আযাব প্রাপ্ত হবে। তাদেরকে বলা হবে তোমরা যা সৃষ্টি করেছিলে তা জীবিত কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯২ 'পোষাক' অধ্যায় 'ছবি সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। তবে বাধ্যগত কারণে জনগুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে রেকর্ড রাখার স্বার্থে ছবি তোলা বা প্রস্তুত করা চলে। *=দ্রঃ 'আত-তাহরীক' দরসে হাদীছ 'ছবি ও মূর্তি' সেপ্টেম্বর ২০০২।*

প্রশ্নঃ (২৪/৫৯)ঃ শায়খ আবদুল্লাহ বিন বায (রহঃ) তাঁর এক গ্রন্থে লিখেছেন, বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়া জায়েয। আহলেহাদীছগণ ৮ রাক'আত পড়তে বলেন। কোনটি সঠিক?

-আবদুল আলীম
বাঘুটিয়া, অভয়নগর, যশোর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জীবনে কখনো বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়েননি এবং ওমর (রাঃ)ও বিশ রাক'আত তারাবীহ চালু করেননি। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ৮ রাক'আত তারাবীহ পড়েছেন *(বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ; মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ; তিরমিযী ১/৯৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ ১/৯৭-৯৮ পৃঃ; মিশকাত ১১৫ পৃঃ)*। ওমর (রাঃ) ৮ রাক'আত তারাবীহ জামা'আতে পড়ার আদেশ করেছিলেন *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, মিশকাত হা/১৩০২)।* কাজেই সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের উপর আমল করাই উত্তম হবে।

উল্লেখ্য যে, ২০ রাক'আতের পক্ষে বর্ণিত কোন হাদীছই দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় এবং তা সবই ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী' *(আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৪৪৫-এর ব্যাখ্যা, ২/১৯৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৬০)ঃ বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন সূর্যাস্তের প্রায় ৩ মিনিট পরে ইফতারের সময় ঘোষণা করে থাকে। আমরা সূর্যাস্তের সাথে সাথে না ৩ মিনিট পরে ইফতার করব? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-ইবরাহীম
দ্বীপনগর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ সূর্যাস্তের সাথে সাথে ছায়েম ইফতার করবে। এটাই শরী'আতের বিধান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ... যখন সূর্য ডুবে যাবে, তখন ছায়েম ইফতার করবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৮৫ 'ছিয়াম' অধ্যায়, 'বিবিধ মাসায়েল' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, লোকেরা ততদিন কল্যাণের মধ্যে থাকবে, যতদিন তারা তাড়াতাড়ি ইফতার করবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৮৪ 'ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*। অপর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'দ্বীন ততদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা দ্রুত ইফতার করবে। কেননা ইয়াহুদ ও নাছারাগণ দেরী করে ইফতার করে' *(আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৯৯৫ 'ছিয়াম' অধ্যায়)*।

উল্লেখিত দলীল সমূহ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা আবশ্যক। ৩ মিনিট পরে ইফতার করা ইয়াহুদ-নাছারাদের অভ্যাস।

প্রশ্নঃ (২৬/৬১)ঃ আমি একজন গাড়ির চালক। তারাবীহ পড়ার সুযোগ হয় না বলেই ছিয়াম পালন করি না। আহলেহাদীছগণ বলেন, তারাবীহ না পড়লেও ছিয়াম পালন করতে হবে। কারণ ছিয়াম হচ্ছে ফরয আর তারাবীহ হচ্ছে নফল ইবাদত। আর হানাফীগণ বলেন, তারাবীহ না পড়লে ছিয়াম হবে না। বিষয়টি সঠিকভাবে জানতে চাই।

-নূর ইসলাম
উত্তর জয়পুর, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি হচ্ছে ছিয়াম, যা ফরয এবং তা অবশ্যই পালন করতে হবে *(বাক্বারাহ ১৮৩; বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৪)*। অপরদিকে তারাবীহ্‌র ছালাত হচ্ছে নফল ইবাদত, যা পালন করলে নেকী হয়, না করলে গোনাহ হয় না। দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। অতএব তারাবীহ পড়তে না পারলেও ফরয ছিয়াম অবশ্যই পালন করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৭/৬২)ঃ যারা ছিয়াম পালন করে না তাদেরকে ফিৎরা আদায় করতে হবে কি?

-আবদুল হাফীয
চাঁদপাড়া, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ যারা ছিয়াম পালন করে না তাদেরকেও ফিৎরা আদায় করতে হবে। কারণ ফিৎরা আদায়ের জন্য ছিয়াম পালন করা বা না করাকে শর্ত করা হয়নি। বরং মুসলিম হওয়াকে শর্ত করা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকল ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী ছোট ও বড় সকল মুসলিমের উপর এক ছা' করে খাদ্যশস্য যাকাতুল ফিৎর হিসাবে ফরয করেছেন এবং ঈদের ময়দানে বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮১৫)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৬৩)ঃ চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের সময় লোকজন খাওয়া-দাওয়া, পেশাব-পায়খানা এমনকি যেকোন প্রয়োজনীয় কাজ থেকে বিরত থাকে। এ ব্যাপারে শারঈ বিধান জানতে চাই।

-তোফাযযল
মল্লিকপুর, নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত ধারণা ঠিক নয়। তবে যেহেতু মানুষের জন্য এটা একটা বড় বিপদ, কাজেই এসময় অন্য কোন কাজে ব্যস্ত না থেকে তাসবীহ-তাহলীল ও ছালাত আদায় করা বাঞ্ছনীয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'চন্দ্র-সূর্য আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে গ্রহণ লাগেনা। অতএব তোমরা চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণ দেখলে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা কর, তাকবীর দাও ছালাত আদায় কর এবং ছাদাক্বা কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৮৩ 'চন্দ্র গ্রহণের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের মাধ্যমে তার বান্দাদের ভয় প্রদর্শন করেন। তোমরা এরূপ দেখলে দ্রুত ভীত অবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ কর, তাঁর নিকট প্রার্থনা কর ও ক্ষমা চাও' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৮৪)*। চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণ লাগলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যথাক্রমে কুসূফ ও খুসূফ-এর ছালাত আদায় করতেন। আমাদেরও তা করা উচিত। *=দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১৩২-৩৩।*

প্রশ্নঃ (২৯/৬৪)ঃ ছিয়াম অবস্থায় দিনের বেলায় স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে কি?

-আব্দুল মান্নান
মাজিন্দা, দুপচাচিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ উপরোক্ত কারণে ছিয়াম নষ্ট হবে না। কারণ এটি মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয় নয়। আর যা মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, তা করার জন্য মানুষকে বাধ্য করা হয়নি। কেননা 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*। ব্যাপারটি অনিচ্ছায় বমন করার মত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কারো অনিচ্ছায় বমি হ'লে ছিয়াম নষ্ট হবে না' *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/২০০৭; ইরওয়া ৪/৫১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৬৫)ঃ ই'তেকাফ অবস্থায় মসজিদে অথবা কোন বাড়িতে গিয়ে কুরআন শিক্ষা দেওয়া যাবে কি?

-আবুবকর ছিদ্দীক্ব
সানারপুকুর, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ ই'তেকাফ অবস্থায় মসজিদে কুরআন শিক্ষা দেওয়া যায় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৩৭ পৃঃ 'ই'তেকাফকারীর জন্য যা করা পসন্দনীয়' অনুচ্ছেদ)*। তবে মসজিদের বাইরে অন্য কোন স্থানে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য যাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ই'তেকাফ অবস্থায় পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন ব্যতীত বাড়ীতে বা অন্য কোন স্থানে যেতেন না' *(বুখারী, মুসলিম, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/২১০০, ২১০৬)*। তবে অর্থোপার্জনের স্বার্থে ই'তিকাফ অবস্থায় মসজিদে ছাত্র পড়ানো বা প্রাইভেট টিউশনী হিসাবে কুরআন-হাদীছ পড়ানো যাবে না।

প্রশ্নঃ (৩১/৬৬)ঃ রামাযান মাসে নামাযী-বেনামাযী সবার খাদ্য দ্বারা ইফতার করা যায় কি?

-যিয়াদ আলী
দক্ষিণ কুশখালী, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রামাযান বা যেকোন সময়ে নামাযী বা বেনামাযীর বৈধ খাদ্য খাওয়া যায় এবং তা দ্বারা ইফতার করা যায়। তবে হারাম খাদ্য খাওয়া ও তা দ্বারা ইফতার করা হ'তে বিরত থাকা যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ পবিত্র। আল্লাহ পবিত্র বস্তু ব্যতীত কবূল করেন না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০ 'ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৬৭)ঃ খতম তারাবীহ জায়েয কি? খতম তারাবীহতে কষ্ট হয় বিধায় অনেক মুছল্লী এশার জামা'আতে আসেন না।

-আব্দুল ওয়াহ্হাব
নোয়াপাড়া, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ খতম তারাবীহ বলে কোন নিয়ম শরী'আতে নেই। রামাযানে রাত্রিকালীন ইবাদত হিসাবে এবং মুছল্লীদের আগ্রহ দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তারাবীহ্র ছালাত দীর্ঘায়িত করেছিলেন *(আবূদাঊদ, তিরমিযী' নাসাঈ প্রভৃতি, মিশকাত হা/১২৯৮ 'ক্বিয়ামে রামাযান' অনুচ্ছেদ)*। ছাহাবায়ে কেরামের অনেক ইমামই ৮ রাক'আত (فى ثمان ركعات) তারাবীহতে সূরায়ে বাক্বারাহ তথা আড়াই পারা কুরআন খতম করতেন *(মুওয়াত্ত্বা, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩০৩ 'ক্বিয়ামে রামাযান' অনুচ্ছেদ)*। তবে এটি কোন বাঁধাধরা নিয়ম নয়। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কোন ব্যক্তি ইমামতি করলে সে যেন ছালাত সংক্ষিপ্ত করে। কারণ জামা'আতে অনেক অসুস্থ, দুর্বল এবং বৃদ্ধ মানুষ থাকেন। তবে কোন ব্যক্তি একা ছালাত আদায় করলে ইচ্ছামত ছালাত দীর্ঘায়িত করতে পারে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৩১ 'ইমামের কর্তব্য' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, ক্বিরাআত দীর্ঘ হৌক বা খাটো হৌক ছালাতে খুশূ-খুযূটাই প্রধান বিষয়। খতম তারাবীহ্র ভয়ে এশার জামা'আতে না আসাটা নিতান্তই অন্যায়। কারণ 'ফজর ও এশার ছালাতে হাযির হওয়াটাই মুনাফিকদের উপরে সবচাইতে ভারী কাজ' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬২৯ 'ছালাতের ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। তিনি এশার জামা'আতে হাযির হয়ে পরে একাকী বাড়ীতে তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ পড়তে পারেন।

প্রশ্নঃ (৩৩/৬৮)ঃ কোন অমুসলিম যদি তার বৈধ উপার্জন

থেকে রামাযান মাসে কোন মুসলমানের ইফতারের ব্যবস্থা করে, তবে তা খাওয়া জায়েয হবে কি?

-নিরঞ্জন কুমার সাহা
কৌরিখাড়া মহিলা কলেজ, পিরোজপুর।

উত্তরঃ অমুসলিমদের বৈধ উপার্জন থেকে মুসলমানগণ খেতে পারে। সে হিসাবে তাদের বৈধ উপার্জন দ্বারা রামাযানের ইফতারীর ব্যবস্থাও করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যেসব মুশরিক তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে না এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দেয় না, তোমরা তাদের সাথে সদাচরণ কর এবং তাদের ব্যাপারে ন্যায় বিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনছাফকারীকে ভালবাসেন' *(মুমতাহানা ৮)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ মুশরিকদের সাথে সদাচরণের কথা বলেছেন। তাদের দা'ওয়াত কবুল করাও একটি সদাচরণ *(শাওকানী, যুবদাতুত তাফসীর)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক মুশরিক ইহুদী মহিলার প্রদত্ত হাদিয়া খেয়েছিলেন *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৫৯৩১ 'রাসূলুল্লাহ্‌র চরিত্র ও গুণাবলী' অধ্যায়, 'মু'জেযা' অনুচ্ছেদ)*। তিনি একজন মুশরিক ব্যক্তির নিকট একটি ছাগল হাদিয়া চেয়েছিলেন *(বুখারী ১/৩৫৬ পৃঃ)*। তিনি এক মুশরিক মহিলার মশক হ'তে পানি পান করেছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৮৪ 'মু'জেযা' অনুচ্ছেদ)*। তবে গায়রুল্লাহ্‌র নামে তাদের যবেহকৃত পশুর গোশত থেকে বিরত থাকতে হবে *(মায়েদাহ ৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৬৯)ঃ রামাযান মাস আরম্ভ হ'লে খত্বীব ও বক্তাগণ মসজিদ বা বিভিন্ন মজলিসে রামাযানের ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে রামাযানের ১ম দশদিন রহমতের, ২য় দশদিন মাগফেরাতের ও শেষ দশদিন জাহান্নাম হ'তে মুক্তি-এর স্বপক্ষে হাদীছ পেশ করে থাকেন, সেটা কি ছহীহ?

-হাফেয মুহাম্মাদ আহসান হাবীব
হাজীপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ রামাযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করা সম্পর্কে সালমান ফারেসী (রাঃ) থেকে বায়হাক্বীতে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ *(মিশকাত হা/১৯৬৫ তাহক্বীক আলবানী 'ছিয়াম' অধ্যায়)*। বরং ছহীহ হাদীছ সমূহে একথা এসেছে যে, পুরা রামাযান মাসই রহমত ও মাগফেরাতের মাস এবং এ মাসে জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করা হয় ও জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৬ 'ছিয়াম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৭০)ঃ লায়লাতুল ক্বদরে তারাবীহ্‌র ছালাত আদায় করার পর ক্বদরের নামে ৮ বা ১২ রাক'আত ছালাত আদায় করা যায় কি?

-আব্দুল হামীদ
নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

উত্তরঃ ক্বদরের নামে পৃথক নিয়তে ৮ বা ১২ রাক'আত নফল ছালাত আদায়ের কোন দলীল নেই। লায়লাতুল ক্বদরে অন্যান্য রাত্রির ন্যায় তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ ৮ রাক'আত পড়বেন। সঙ্গে ১ থেকে ১১ রাক'আত পর্যন্ত বিতর পড়তে পারেন। এতদ্ব্যতীত বেশী বেশী তাসবীহ-তাহলীল ও কুরআন তেলাওয়াতে লিপ্ত থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকের রাত্রিগুলিতে দীর্ঘ ইবাদতে রত থাকতেন ও পরিবার-পরিজনকে এজন্য জাগাতেন ও উদ্বুদ্ধ করতেন। *(দ্রঃ বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ; মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৮৯-২০৯০; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৯৯-১০৩)*।

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

'রিভাইভ্যাল অফ ইসলামিক হ্যারিটেইজ সোসাইটি' কুয়েত পরিচালিত 'ইসলামী উচ্চ শিক্ষা ইনষ্টিটিউট'-এ নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে ১৪২৩-১৪২৪ হিঃ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র ভর্তির লক্ষ্যে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান করা যাচ্ছে।

ভর্তির শর্তাবলীঃ

১। প্রার্থীকে আরবী ভাষায় পারদর্শী হ'তে হবে।
২। সচ্চরিত্র ও বিশুদ্ধ আক্বীদা সংক্রান্ত সার্টিফিকেট থাকতে হবে।
৩। আলিম বা সমমানের সার্টিফিকেট (সরকারী বা বেসরকারী মাদরাসায় পাঁচ বছর বয়স হওয়া থেকে নিম্নে বার বৎসরের ক্লাসিক্যাল শিক্ষা) থাকতে হবে।
৪। ইতিপূর্বে অর্জিত সার্টিফিকেট সমূহ সঙ্গে আনতে হবে।
৫। নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট।
৬। স্থায়ী ও সংক্রামক রোগ থেকে মুক্ত মর্মে ডাক্তারী সার্টিফিকেট।
৭। দু'জন পরিচিত ব্যক্তিত্বের প্রশংসাপত্র।

যোগাযোগঃ
বাড়ী নং ১৭, রোড- ২, সেক্টর- ৬, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা।
ফোনঃ (০২) ৮৯১৬৩৯৫।

ইনস্টিটিউটের বৈশিষ্ট্য সমূহঃ

১। ছাত্রদের জন্য ফ্রি থাকা, খাওয়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থা।
২। ছাত্রদেরকে মাসিক ভাতা প্রদান।
৩। কোর্স শেষে উত্তীর্ণ ছাত্রদেরকে উচ্চমানের ডিপ্লোমা সার্টিফিকেট প্রদান।
৪। আগ্রহী ছাত্রদের সরকারী মাদরাসা সমূহে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দান।
৫। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাৎসরিক আরবী শিক্ষা কোর্সে ছাত্রদের অংশগ্রহণ করার সুযোগদান।
৬। কোর্স শেষে অধিকাংশ ছাত্রদেরকে বিভিন্ন মসজিদ, মাদরাসা, ইসলামী সেন্টার ও ইয়াতীমখানায় ইমাম ও শিক্ষক হিসাবে চাকুরীর সুযোগ দান।
৭। ইনস্টিটিউটের সুযোগ্য শিক্ষকমন্ডলী এ্যারাবিয়ান ও নন এ্যারাবিয়ান। নন এ্যারাবিয়ান শিকগণ সৌদী আরবের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফারেগ।
৮। অত্র ইনস্টিটিউটের সার্টিফিকেট মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত।
৯। ইনস্টিটিউট সংলগ্ন বিশাল লাইব্রেরীতে বিভিন্ন বিষয়ের উপর পড়াশুনার ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।
১০। আধুনিক জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে অচিরেই কম্পিউটার বিভাগ চালু করা হবে।

মাসিক

আত-তাহরীক

৬ষ্ঠ বর্ষ ৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০০২

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্নঃ (১/৭১)ঃ সূরা যিলযাল দু'বার পড়লে নাকি কুরআন খতমের নেকী পাওয়া যায়। জনৈক খত্বীব খুৎবায় হাদীছটি বর্ণনা করে বলেছেন, তিরমিযীর এ হাদীছ 'ছহীহ'। খত্বীব ছাহেবের বক্তব্য সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুকুল
দাউদপুর রোড
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ সূরা যিলযালের ফযীলত সংক্রান্ত তিরমিযীর উক্ত হাদীছটি 'যঈফ'। হাদীছটি নিম্নরূপঃ আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সূরা যিলযাল পাঠ করবে, সে অর্ধেক কুরআন পাঠের সমপরিমাণ নেকী পাবে' *(আলবানী, যঈফ তিরমিযী হা/৫৪৮; সিলসিলা যাঈফাহ হা/১৩৪২)*। এ বিষয়ে মিশকাতে বর্ণিত হাদীছটি 'মুনকার' ও 'যঈফ' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৫৬ 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়)*। তবে উক্ত হাদীছের মধ্যে বর্ণিত সূরায়ে ইখলাছ ও কাফেরূন-এর ফযীলতের বিষয়টি অন্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

প্রশ্নঃ (২/৭২)ঃ মহিলাদের জন্য কাঁচের চুড়ি অথবা বাজনা জাতীয় অলংকার পরিধান করা জায়েয আছে কি?

-হালীমা বেগম
কাযী ভিলা, কালীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ কাঁচের চুড়ি হৌক বা যেকোন বাজনা জাতীয় অলংকার হৌক, পুরুষ বা মহিলা কারুর জন্য তা ব্যবহার করা জায়েয নয়। বাজনা বিহীন চুড়ি পরিধানে কোন দোষ নেই। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট ঘুঙুর পরিহিতা একটি ছোট মেয়েকে আনা হয়, ঐ সময় তার ঘুঙুরটা বাজছিল। তখন হযরত আয়েশা বললেন, এ মেয়েটিকে ঘুঙুর না কাটা পর্যন্ত আমার ঘরে প্রবেশ করাবে না। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ঘরে বাদ্য থাকে, সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতা প্রবেশ করে না' *(মিশকাত হা/৪৩৯৯ 'পোষাক' অধ্যায় 'আংটি' অনুচ্ছেদ; ছহীহ আবুদাউদ ২/৪২৩১ সনদ হাসান)*।

প্রশ্নঃ (৩/৭৩)ঃ প্রেম করে বিয়ে করার ইচ্ছে করেছি। তবে কোন পাপে লিপ্ত হব না এবং শরী'আত মোতাবেক তাকে বিয়ে করব। এরূপ পদ্ধতিতে বিয়ে করলে কি শরী'আত বিরোধী কাজ হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
সাঁজিয়াড়া, ডুমুরিয়া, খুলনা।

উত্তরঃ বেগানা নারী-পুরুষের মধ্যে শারঈ পদ্ধতিতে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বে কোনরূপ প্রেম মূলক সম্পর্ক স্থাপন করা ইসলামী শরী'আতে সম্পূর্ণরূপে অবৈধ। বিবাহের উদ্দেশ্যে মেয়ের অভিভাকের সম্মতিক্রমে পাত্র তার প্রস্তাবিত পাত্রীকে দেখতে পারে মাত্র। তার বেশী নয় *(মুসলিম, তিরমিযী, আবুদাউদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/৩০৯৮, ৩১০৬-৭ 'বিবাহ' অধ্যায় 'পাত্রীকে দেখা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৪/৭৪)ঃ বিবাহের সময় যুবতী মহিলারা বরের গায়ে হলুদ মাখায় এবং গোসল করায়। এগুলি কি শরী'আত সম্মত? হলুদ মাখানো যদি জায়েয হয়, তাহ'লে ছোট বাচ্চারা বরের গায়ে হলুদ মাখাতে পারে কি-না? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-হারুনুর রশীদ
বায়া বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ এটি শরী'আত বিরোধী কাজ। এ ধরনের অন্যায় ও বেহায়াপনা কাজ হ'তে বেঁচে থাকা আবশ্যক। বরের গায়ে হলুদ মাখানো জায়েয আছে। মাহরাম মহিলা বা ছোট বাচ্চারা বরের গায়ে হলুদ মাখালে কোন দোষ নেই।

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আব্দুর রহমান ইবনে 'আউফ (রাঃ)-এর শরীরে হলুদ রঙের চিহ্ন দেখে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি? তিনি বললেন, আমি একটি খেজুর দানার ওযনের পরিমাণ স্বর্ণ মোহরানা দিয়ে বিবাহ করেছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তোমার বিবাহে বরকত দিন। ওয়ালীমা কর, যদি একটি বকরী দ্বারাও হয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২১০ 'ওয়ালীমা' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য যে, গায়ে হলুদ দেওয়া উপলক্ষ্যে যেসব অপচয় হয় এবং বর ও কনে পক্ষ থেকে যুবতী মহিলারা হলুদ রঙের শাড়ী পরে যেসব বেহায়াপনা করে, তা নিঃসন্দেহে অন্যায় এবং অবশ্যই পরিত্যাজ্য *(দ্রঃ 'আত-তাহরীক' সেপ্টেম্বর '৯৯ প্রশ্নোত্তর ৬/১০৬)*।

প্রশ্নঃ (৫/৭৫)ঃ সূরা তওবার ১২২ নং আয়াতে ইলমে তাছাউওফের আলোচনা রয়েছে কি? অত্র আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-জালালুদ্দীন
সরকারী আযীযুল হক কলেজ, বগুড়া।

উত্তরঃ উক্ত আয়াতের অনুবাদ নিম্নরূপঃ '(যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে) সকল মুমিনের বাড়ি হ'তে বের হওয়া উচিত নয়। কেন তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ বের হচ্ছে না, যাতে তারা দ্বীনের শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং ফিরে এসে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করতে পারে, যাতে তারা সকলে সতর্ক হয়' *(তাওবাহ ১২২)*।

ব্যাখ্যাঃ মদীনা জনশূন্য হ'লে শত্রুরা মদীনার উপর আক্রমণ করতে পারে, এ জন্য আল্লাহ তা'আলা সকল মুমিনকে যুদ্ধে বের হ'তে নিষেধ করেছিলেন। অত্র আয়াতে

আরো বলা হয়েছে, যারা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে বাড়িতে অবস্থান করবে, তাঁর নিকট থেকে তারা যে সব জ্ঞান অর্জন করবে, যোদ্ধারা ফিরে আসলে তাদের তা শিখিয়ে দিবে। অথবা যারা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে যুদ্ধে যাবে এবং তাঁর নিকটে যেসব জ্ঞান অর্জন করবে, যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে যারা বাড়িতে আছে তাদেরকে তা শিখিয়ে দিবে *(দ্রঃ শাওকানী, যুবদাতুত তাফসীর, তাফসীর ইবনে কাছীর, ফাতহুল ক্বাদীর, জালালাইন প্রভৃতি)*।

অত্র আয়াতে তাছাউওফের কোন আলোচনা নেই। পাকিস্তানের মুফতী মুহাম্মাদ শফীকৃত সঊদী ছাপা তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনে অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় ইলমে তাছাউওফ শিক্ষা করাকে 'ফরযে আইন' বলা হয়েছে। অথচ তার সাথে অত্র আয়াতের কোনই সম্পর্ক নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শিক্ষায় তাক্বওয়া অর্জনের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রচলিত বানোয়াট সূফীবাদের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্নঃ (৬/৭৬)ঃ কোন হিন্দু বা অমুসলিম ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে চাইলে তার জন্য কি খাৎনা করা শর্ত? এ বিষয়ে শরী'আতের বিধান কি?

-আহমাদ আলী
লালগোলা বাজার, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ ইসলাম গ্রহণের সময় কোন অমুসলিমের প্রতি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ কোন শর্ত আরোপ করেছেন বলে জানা যায় না।

প্রশ্নঃ (৭/৭৭)ঃ আমি আমার অংশীদারদের না বলে আমার মায়ের নিকট হ'তে ৭ শতক জমি রেজিষ্ট্রি করে নিয়েছি। পরে সাড়ে তিন শতক বিক্রি করে আমার মা ও ছেলে-মেয়ের পিছনে সংসারে খরচ করেছি। এখন বাকী সাড়ে তিন শতক জমি অংশীদাদের ফেরৎ দিলে পরকালে আমার নাজাত হবে কি?

-সাঈদুল ইসলাম
তেঘর বাড়িয়া, মোহনপুর
রাজশাহী।

উত্তরঃ অংশীদারদের ফাঁকি দিয়ে জমি রেজিষ্ট্রি করে নেওয়া নাজায়েয হয়েছে, যা ফেরত দেওয়া যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ সম্পদ ফেরত দিতে বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০১৯ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'অনুদান' অনুচ্ছেদ)*। তবে অংশীদারগণ খুশী মনে সম্মতি দিলে পরকালে নাজাতের আশা করা যায়।

প্রশ্নঃ (৮/৭৮)ঃ আমার বোনের নিকট হ'তে ১,০০০/= (এক হাযার) টাকা নিয়ে একটি ছাগল তার কাছে জমা রেখেছিলাম এই শর্তে যে, তোমার টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত তোমার নিকট ছাগলটি থাকবে। প্রায় ৫ বছর হয়ে গেল। এখন আমি ছাগল চাইতে গেলে শুধু আমার ছাগলটি ফেরত দিতে চায়, কিন্তু তার বাচ্চা ৩টি দিতে চায় না। শরী'আতের বিধান অনুযায়ী আপনাদের মাসিক আত-তাহরীকের মাধ্যমে ফায়ছালা চাই।

-মমতায বেগম
অভয়নগর, যশোর।

উত্তরঃ ছাগলটি মূলতঃ বন্ধক রাখা হয়েছিল। অতএব ছাগলের বাচ্চা সহ মূল মালিক তা ফেরত পাবে। তবে বন্ধক গ্রহিতা উক্ত ছাগল প্রতিপালন বাবদ খরচ পাওয়ার হকদার। সে হিসাবে তিনি উক্ত ছাগলের দুগ্ধ পান ইত্যাদির মাধ্যমে উপকৃত হ'তে পারেন। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, খরচের বিনিময়ে বন্ধকী বাহনের উপর সওয়ার হওয়া যায় এবং প্রতিপালনের বিনিময়ে বন্ধকী পশুর (গাভী, ছাগল ইত্যাদি) দুধ পান করা যায়' *(বুখারী, মিশকাত হা/২৮৮৬ 'বন্ধক' অধ্যায়)*। কাজেই প্রশ্নে উল্লেখিত তিন বাচ্চাসহ ছাগল মূল মালিককে ফেরত দিতে হবে।

প্রশ্নঃ (৯/৭৯) ক্বিবলার দিকে ফিরে পেশাব-পায়খানা করা যাবে কি-না? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আলী
সাতনালা জোত
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ আবূ আইয়ূব আনছারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,... পায়খানা পেশাবের সময় তোমরা ক্বিবলাকে সামনে বা পিছনে রাখবে না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৪ 'পেশাব-পায়খানার শিষ্টাচার' পরিচ্ছেদ)*। একই মর্মের হাদীছ মুসলিম শরীফেও সালমান ফারেসী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে *(মিশকাত হা/৩৩৬, 'ঐ' পরিচ্ছেদ)*।

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি হাফছার বাড়ীর ছাদে কোন কারণে উঠেছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ক্বিবলা পিঠ করে হাজত সারতে দেখলাম' *(মুত্তাফাক্ব আলাই, মিশকাত হা/৩৩৫)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি উন্মুক্ত স্থানের জন্য *(মির'আত হা/৩৩৬-এর টীকা ২/৪৮ পৃঃ)*। সাইয়িদ সাবিক্ব উক্ত হাদীছ দু'টির সমন্বয় সাধন করে বলেন, উন্মুক্ত স্থানে ক্বিবলামুখী বা ক্বিবলা পিঠ হওয়া নিষিদ্ধ। তবে টয়লেটের মধ্যে জায়েয' *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৫-২৬ পৃঃ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১০/৮০)ঃ ওয়ার্ল্ড ভিশনের সাহায্যে মসজিদ-মাদরাসার আঙ্গিনা এবং ঈদগাহের মাঠ ভরাট করা যাবে কি?

-হুসাইন আহমাদ
হানাইল, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ওয়ার্ল্ড ভিশনের সাহায্য দ্বারা মসজিদ-মাদরাসার আঙ্গিনা ও ঈদগাহের মাঠ ভরাট করা যাবে এবং মুসলিম বা অমুসলিম যেকোন সংস্থার হাদিয়া গ্রহণ করা যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অমুসলিমদের উপঢৌকন গ্রহণ করতেন

(বুখারী ১/৩৫৪ পৃঃ)।

প্রশ্নঃ (১১/৮১)ঃ বাড়ীতে স্ত্রী ছেলে মেয়ে নিয়ে জামা'আত সহ ছালাত আদায় করলে কি ২৫/২৭ গুণ বেশী ছওয়াব পাওয়া যাবে? ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ ছাকী হুসাইন
উপ-ব্যবস্থাপক প্রশাসন
টি,এস,পি কমপ্লেক্স লিঃ
উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।
ও
মুহাম্মাদ আবদুল বারী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ বাড়ীতে স্ত্রী, ছেলেমেয়ে নিয়ে জামা'আত সহকারে ছালাত আদায় করলে ২৭ গুণ বেশী ছওয়াব পাওয়া যাবে না। কারণ অধিক ফযীলত সংক্রান্ত হাদীছগুলি মসজিদে জামা'আতে ছালাত আদায়ের সাথে সম্পৃক্ত। ইবনু হাজার এটিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

এ সম্পর্কে ইমাম বুখারী (রহঃ) কিছু হাদীছ ও আছার পেশ করেছেন। যেমন- (ক) আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তির (মসজিদে) জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা তার বাড়ীতে অথবা বাজারে ছালাত আদায় করা অপেক্ষা ২৫ গুণ ছওয়াব বেশী। কেননা কোন ব্যক্তি যখন কেবলমাত্র ছালাতের উদ্দেশ্যে ওযূ করে মসজিদে রওয়ানা হয়, তখন তার প্রতি কদমে একটি করে মর্তবা উন্নীত হয় এবং একটি করে গোনাহ ঝরে পড়ে ও একটি করে নেকী লেখা হয়...' *(বুখারী, ফৎহুলবারী হা/৬৪৭, ২/১৫৪ পৃঃ, 'আযান' অধ্যায়; 'জামা'আতের সাথে ছালাত আদায়ের ফযীলত' অনুচ্ছেদ; মুসলিম, মিশকাত হা/১০৭২)।*

(খ) জ্যেষ্ঠ তাবেঈ হযরত আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ নাখঈ যখন নিজ এলাকার মসজিদে জামা'আত না পেতেন তখন তিনি (ছওয়াবের প্রত্যাশায়) অন্য মসজিদে গিয়ে জামা'আত সহকারে ছালাত আদায় করতেন' *(ফৎহুলবারী ২/১৫৪ পৃঃ)।* মিশকাতের ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, মসজিদ কেবল ছালাতের জন্যই নির্দিষ্ট। সেকারণ সেখানে জামা'আতে বা একাকী হ'লেও নেকী নিঃসন্দেহে বেশী হওয়া স্বাভাবিক। অনুরূপভাবে বাড়ীতে বা বাজারে জামা'আতে ছালাত আদায় করলে সেখানে একাকী ছালাত আদায়ের চেয়ে নেকী অবশ্যই বেশী হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মির'আত হা/৭০৭-এর ভাষ্য; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ২২ টীকা ৩৯)।* যদিও তা ২৫/২৫ গুণ হবে না।

প্রশ্নঃ (১২/৮২ঃ বাসর রাতে সহবাসের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের কোন নিয়ম আছে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-সোনিয়া
শাহজীপাড়া, মেহেরপুর।

উত্তরঃ বাসর রাতে সহবাসের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের প্রমাণে কোন দলীল নেই। তবে সে সময়ে স্বামী স্বীয় নব বধুর চুলের সম্মুখভাগ ধরে নিম্নোক্ত বরকতের দো'আ পাঠ করবে-

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ
وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ-

উচ্চারণঃ 'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খায়রাহা ওয়া খায়রা মা জাবালতাহা 'আলাইহি ওয়া আঊযুবিকা মিন শার্রিহা ওয়া শার্রি মা জাবালতাহা 'আলাইহি' *(আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ; তাহক্বীক্ব মিশকাত ২/৭৫৫ পৃঃ, হা/২৪৪৬, 'বিভিন্ন সময়ে দো'আ' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান)।*

প্রশ্নঃ (১৩/৮৩)ঃ আমার বা আমার স্বামীর আক্বীক্বা দেওয়া হয়নি। আমাদের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে আছে। আমাদের আগে ছেলে মেয়ের আক্বীক্বা দিলে সেই আক্বীক্বা জায়েয হবে কি? ছেলের জন্য কয়টি, মেয়ের জন্য কয়টি পশু আক্বীক্বা দিতে হবে? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুসাম্মাৎ রেহেনা বেগম
গ্রামঃ বেহালা বাড়ী, বল্লাবাজার
কালিহাতী, টাংগাইল।

উত্তরঃ পিতা-মাতার আক্বীক্বা না হওয়াটা সন্তানদের আক্বীক্বার জন্য কোন প্রতিবন্ধক নয়। অর্থাৎ পিতা-মাতার আক্বীক্বা না দেওয়া হ'লেও নিজ সন্তানদের আক্বীক্বা দিয়ে সুন্নাত পালন করা আবশ্যক। হযরত সামুরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'শিশু আক্বীক্বার সাথে আবদ্ধ থাকে। অতএব জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ হ'তে পশু যবেহ করবে' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৪১৫৩, ২য় খণ্ড, 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ, পৃঃ ১২০৮)।*

ছেলের জন্য দু'টি এবং মেয়ের জন্য একটি ছাগল আক্বীক্বা দিতে হবে। উম্মে কুরয বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, ছেলের পক্ষ হ'তে দু'টি বকরী এবং মেয়ের পক্ষ হ'তে একটি বকরী আক্বীক্বা দিতে হবে এবং সেগুলি ছাগ বা ছাগী হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৪১৫২ 'আক্বীকা' অনুচ্ছেদ ১২০৭ পৃঃ)।*

প্রশ্নঃ (১৪/৮৪)ঃ ঘরের ভিতরের ছবি ঢেকে রাখলে ফেরেশতা যাতায়াত করবে কি?

-জাহিদুল ইসলাম
বংশাল, ঢাকা।

উত্তরঃ ছবি তোলা সাধারণভাবে নাজায়েয। ছবি ঘরে টাঙিয়ে রাখা নাজায়েয। তবে ছবি ঢেকে রাখলে ফেরেশতা আসতে বাধা নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) টাঙানো ছবিকে ছিঁড়ে বালিশ বা বেডশীট বানাতে বলেছিলেন। যাতে পায়ে

মাড়ানো যায় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪৯৩; মুসলিম হা/২১০৭ 'পোষাক ও সৌন্দর্য' অধ্যায় ৩৭, অনুচ্ছেদ ২৬; ছহীহ আবুদাউদ হা/৩৪৯৯)*। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ছবি স্পষ্ট থাকলেও তাকে অসম্মান করা হ'লে তাতে ফেরেশতা আসতে বাধা নেই। অনুরূপভাবে তা ঢেকে রাখলেও ফেরেশতা আসতে বাধা নেই।

প্রশ্নঃ (১৫/৮৫)ঃ যেখানে সারা বছর গরু-ছাগল চারণ করে ও মলমূত্র ত্যাগ করে, তথায় ঈদের ছালাত আদায় করা সিদ্ধ হবে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম
বর্ষাপাড়া, ইরণ, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ যেসব জীব-জানোয়ারের গোশত ভক্ষণ করা শরী'আতে বৈধ, উহাদের মলমূত্র ত্যাগে মুছাল্লা (ঈদগাহ) অপবিত্র হবে না। জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, ভেড়া-ছাগল বাঁধার স্থানে ছালাত আদায় করতে পারি কি? জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ পার...' *(মুসলিম হা/৩০৫, মিশকাত ১/১০১, 'যে যে কারণে ওযূ করতে হয়' অনুচ্ছেদ)*।

তবে ঈদের ছালাতের পূর্বে তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা আল্লাহ পাক নিজে সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে পসন্দ করেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮ 'ক্রোধ ও অহংকার' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল কোন্ ব্যক্তি উত্তম? জবাবে তিনি বলেন, 'আল্লাহভীরু ও পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩৩৯৭ 'পরহেযগারী ও আল্লাহভীরুতা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৮৬)ঃ মাগরিবের আযানের অন্ততঃ কত মিনিট পর জামা'আত আরম্ভ করা উচিৎ হবে? অনেক সময়ই দেখা যায় আযান শোনার পর অনেক মুছল্লী ওযূ, এস্তেঞ্জায় রত থাকা অবস্থাতেই অন্যান্য মুছল্লীগণ জামা'আত শুরু করার জন্য ইমামের উপর চাপ সৃষ্টি করে থাকেন। ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে ফায়ছালা দিলে কৃতজ্ঞ হব।

-মুহাম্মাদ আযীযুল হক
গাফুরিয়াবাদ, শনিরদিয়াড়, পাবনা।

উত্তরঃ মাগরিবের সময় অল্প হ'লেও আযানের পরে মুছল্লীদের উপস্থিতি এবং প্রস্তুতির জন্য কিছু সময় জামা'আত শুরু করা থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। যেন এই সময়ের মধ্যে উপস্থিত মুছল্লীবৃন্দ দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করার সুযোগ পান। কেননা মাগরিবের ফরয ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায়ের তাকীদ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(ছহীহ বুখারী হা/৬২৪, ১/১৯২ পৃঃ; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৬৫; 'সুন্নাত সমূহ ও উহার ফাযায়েল' অনুচ্ছেদ; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১১২৫)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৮৭)ঃ জনৈক ব্যক্তি স্বীয় মৃত শ্যালকের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করেছে। এক্ষণে উক্ত শ্যালকের ঔরসজাত সন্তানের সাথে তার পূর্বের স্ত্রীর সন্তানদের বিবাহ বৈধ হবে কি?

-মুহাম্মাদ গোলাম সারওয়ার
নূরনগর নতুন পাড়া, মুগবেলাই
কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তিদ্বয়ের স্ব স্ব ঔরসজাত সন্তানদের পরস্পর বিবাহ সম্পাদন বৈধ। কেননা পবিত্র কুরআনে যাদের মধ্যে বিবাহ সম্পাদন হারাম করা হয়েছে এরা তাদের মধ্যে গণ্য নয়' *(নিসা ২৩)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৮৮)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি যোহরের ফরয ছালাতের পূর্বে এবং পরে চার রাক'আত করে ছালাত আদায় করবে তার জন্য দোযখের আগুন হারাম হবে' (আবু দাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, আহমাদ)। হাদীছটি কি ছহীহ? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইন
গোভীনর, মেহেরপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লেখিত হাদীছটি ছহীহ *(তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/১১৬৭)*। তবে ছাহেবে মিরক্বাত বলেন, যোহরের শেষের চার রাক'আতের মধ্যে প্রথম দু'রাক'আত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ এবং বাকী দু'রাক'আত নফল *(মির'আত হা/১১৭৪, ৪/১৪৪)*। অন্য হাদীছে যোহরের ফরযের পূর্বে চার রাক'আত অথবা দু'রাক'আত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ-র কথা এসেছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৬০ 'সুন্নাত সমূহ ও উহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৮৯)ঃ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, চল্লিশটি (উত্তম) স্বভাব রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে উন্নত স্বভাব হ'ল দুধেল প্রাণী কাউকে দান করা। যে কোন আমলকারী ঐ স্বভাবগুলির কোনটির উপর ছওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে ও তার জন্য প্রতিশ্রুত প্রতিদানের বিষয়কে সত্য জেনে আমল করবে তাকে অবশ্যই মহান আল্লাহ জান্নাতে দাখিল করাবেন' (বুখারী, রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/৫৫১)। উক্ত হাদীছের আলোকে চল্লিশটি (উত্তম) স্বভাবের বর্ণনা ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করলে কৃতজ্ঞ হব।

-মুহাম্মাদ শাহাদত হোসাইন
রামচন্দ্রপুর, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রশ্নে উল্লেখিত উক্ত চল্লিশটি উত্তম স্বভাব সম্পর্কে অবগত ছিলেন। কিন্তু তিনি উম্মতে মুহাম্মাদীর কল্যাণার্থে সেগুলির বর্ণনা দেননি। কারণ সেই উত্তম স্বভাবগুলি এমন সব বিষয় সম্বলিত যেগুলির আলোচনা করলে উম্মতে মুহাম্মাদী শুধুমাত্র ঐগুলি আমল করবে এবং অন্যান্য উত্তম স্বভাবগুলির প্রতি আমল করার ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করবে। তবে উক্ত চল্লিশটি উত্তম স্বভাবের মধ্য থেকে কতিপয় উত্তম স্বভাব বিভিন্ন হাদীছ থেকে ইবনু বাত্তাল উল্লেখ করেছেন, সেগুলি নিম্নে বর্ণিত

হ'ল-

(১) বকরী দান করা (২) সালামের জবাব দেওয়া (৩) হাঁচির জবাব দেওয়া (৪) কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে দেওয়া (৫) শিল্প প্রস্তুতকারীকে সহায়তা করা (৬) অজ্ঞকে শিক্ষা দান করা (৭) কাউকে জুতার ফিতা দান করা (৮) মুসলিম ভাইয়ের কোন দোষ গোপন করা (৯) মানহানি থেকে মুসলিম ভাইকে রক্ষা করা (১০) মুসলিম ভাইকে আনন্দ দান করা (১১) বৈঠকে কেউ আসলে তার জন্য জায়গা করে দেওয়া (১২) উত্তম কাজের পথ প্রদর্শন করা (১৩) উত্তম কথা বলা (১৪) জনকল্যাণে গাছ লাগানো (১৫) চাষাবাদ করা (১৬) কারো কল্যাণে সুপারিশ করা (১৭) রুগীকে দেখতে যাওয়া (১৮) মুছাফাহা করা (১৯) আল্লাহ্‌র জন্যই কাউকে ভালোবাসা (২০) আল্লাহ্‌র জন্যই কাউকে ঘৃণা করা (২১) আল্লাহ্‌র জন্যই দ্বীনী বৈঠকে যোগদান করা (২২) আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পরস্পরে সাক্ষাৎ করা (২৩) মানুষের হিতাকাঙ্ক্ষী হওয়া (২৪) অপরের প্রতি অনুগ্রহ করা' প্রভৃতি *(ফতহুল বারী, ৫ম খণ্ড, হা/২৬৩১, পৃঃ ৩০৭ 'দানের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২০/৯০)ঃ যে ব্যক্তি একশত মৃত মানুষের জানাযা সহ মাটি দিবে সে নাকি কবরের আযাব থেকে মুক্তি পাবে। কথাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন
চরকুড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্যটি সঠিক নয়। তবে কোন মৃত ব্যক্তির জানাযা আদায় করলে এক 'ক্বীরাত' এবং জানাযা সহ দাফন করলে দুই 'ক্বীরাত' নেকী পাওয়া যাবে। এভাবে যত মৃত ব্যক্তির জানাযা আদায় করবে এবং দাফন করবে তত বেশী নেকী পাওয়া যাবে' *(বুখারী, মুসলিম, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/১৬৫১ 'লাশের অনুগমন ও জানাযার ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২১/৯১)ঃ অন্যের কবুতর যদি কারো বাড়ীতে আশ্রয় নেয় এবং সেখানে বাসা বেঁধে বংশ বিস্তার করে। তবে সে কবুতর বা তার বাচ্চাদের খাওয়া দোষণীয় হবে কি?

-বাহারুদ্দীন
হোসেনপুর, মালশিরা, নওগাঁ।

উত্তরঃ অন্যের কবুতর যখন উড়ে গিয়ে অন্য কারু বাড়ীতে আশ্রয় নেয় এবং সেখানে ডিম দিয়ে বংশ বিস্তার করে, তখন সে কবুতর বা তার বাচ্চা খাওয়া জায়েয। কেননা কারো মালিকানাভুক্ত কবুতর যখন আকাশে উড়ে যায় তখন তা মালিকের আয়ত্বের বাইরে চলে যায়। এ জন্য যে, এমতাবস্থায় সে উহা বিক্রয় করতে পারবে না। যদি করে তবে উহা 'ধোঁকামূলক ক্রয়-বিক্রয়ে' (بَيْعُ الْغَرَرِ) পরিণত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ধোঁকামূলক বিক্রয় নিষেধ করেছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫৪ 'নিষিদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়' অনুচ্ছেদ; মুগনী ৪/২৯৪ পৃঃ, মাসআলা নং ৩০৮০)*। তবে যদি উহার মালিক পাওয়া যায় বা কেউ উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে তা দাবী করে তাহ'লে ফেরৎ দিতে হবে। আর যদি মালিক পাওয়া না যায় তবে ভক্ষণ করা দোষণীয় নয়।

প্রশ্নঃ (২২/৯২)ঃ আমি অনেক লোকের হক নষ্ট করে খেয়েছি। তাদের ঋণ এখন পরিশোধ করতে চাই। কিন্তু তাদের কাউকে চিনিনা। আমার এ কর্মের জন্য কি কবরে আযাব হবে? যদি হয়, তবে আমার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ অতীতের এ সমস্ত অন্যায়ের জন্য একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা করতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'অতঃপর যে তওবা করে স্বীয় অত্যাচারের পর এবং সংশোধিত হয়, আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু' *(মায়েদাহ ৩৯)*। উক্ত মাল সমূহ মালিকের নিকট পৌঁছানোর পূর্ণ ব্যবস্থা করতে হবে। মালিক না থাকলে তার ওয়ারিছদের নিকট পৌঁছাতে হবে। যদি তাও সম্ভবপর না হয় তাহ'লে মালিকের নামে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ছাদাক্বাহ করতে হবে' *(ফাতাওয়া নাযীরিয়া 'সূদ' অধ্যায় ১৮১ পৃঃ; ফাতাওয়া ছানাঈয়াহ ২/১৮৯ পৃঃ, আল্লামা দাঊদ রায কর্তৃক টীকা কৃত)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৯৩)ঃ সালাম ফিরানোর পর ইমাম মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে বসে থাকাবস্থায় মুক্তাদীগণ ছালাত আদায় করলে ছালাত সিদ্ধ হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাজিমুল হক
নাজিরা বাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় ইমাম মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে বসে থাকলে মুক্তাদীগণের ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। তাদের ছালাত হয়ে যাবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৭৯ 'ছালাত' অধ্যায়, 'সুৎরা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৯৪)ঃ আমার আব্বা হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছে করে কোন কারণ ছাড়াই তা বাতিল করেছেন। হজ্জের সংকল্প করে এরূপভাবে বাতিল করা কি ঠিক হয়েছে? উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-ছিদ্দীকুর রহমান
চরফ্যাশন, ভোলা।

উত্তরঃ যাদের উপর হজ্জ ফরয হয়েছে, তাদের বিলম্ব করা মোটেই ঠিক নয়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'আর আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করা লোকেদের উপর অবশ্য কর্তব্য, যাদের সে পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য রয়েছে' *(আলে ইমরান ৯৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ। 'যে ব্যক্তি হজ্জের ইচ্ছা করে, সে যেন তা দ্রুত সমাধা করে' *(ছহীহ আবুদাউদ হা/১৫২৪, মিশকাত হা/২৫২৩ 'মানাসিক' অধ্যায়)*। অতএব পিতাকে অবশ্যই জলদী

হজ্জ করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৫/৯৫)ঃ পরিবার-পরিকল্পনার অস্থায়ী পদ্ধতি ইনজেকশনের মাধ্যমে নেওয়া যাবে কি? উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-মিনহাজুল আবেদীন
হাকীমপুর, হিলি, দিনাজপুর।

উত্তরঃ দরিদ্রতার ভয়ে না হ'লে বরং শারীরিক বা অন্য কোন কারণে পরিবার পরিকল্পনার অস্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। এগুলি আযলের অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং উক্ত পদ্ধতি জায়েয আছে। পার্থক্য শুধু এই যে, এগুলি আধুনিক পদ্ধতিতে তৈরী। তাছাড়া আযল করাতেও সন্তান আসার সম্ভাবনা থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যেটা হবার সেটা হবেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৭ 'বিবাহ' অধ্যায়)।*

প্রশ্নঃ (২৬/৯৬)ঃ অনেক দাঈ ও বক্তাকে কর্কশ ভাষার জন্য পসন্দ করি না, কিন্তু তাদের আলোচনা খুব সুন্দরভাবে কুরআন-হাদীছ দ্বারা উপস্থাপন করেন। উল্লেখিত দাঈ বা বক্তা সম্পর্ক শরী'আতের নির্দেশ কি?

-আব্দুস সাত্তার
চণ্ডিপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহ্‌র পথে দা'ওয়াত দাতাকে অর্থাৎ দাঈকে হ'তে হবে নম্রভাষী। সর্বপ্রকার রূঢ়তা বর্জন করতে হবে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তুমি হিকমত (কুরআন ও সুন্নাহ) ও উত্তম নছীহতের সাথে আল্লাহ্‌র পথে দা'ওয়াত দাও' *(নাহল ১২৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'এটা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ যে, তুমি লোকদের প্রতি খুবই বিনম্র। নতুবা তুমি যদি রূঢ় ব্যবহারকারী ও পাষাণাত্মা হ'তে, তবে এসব লোক তোমার চতুষ্পার্শ্ব থেকে সরে যেত' *(আলে ইমরান ১৫৯)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৯৭)ঃ তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করার পর পানি পাওয়া গেলে কি ওযূ করে পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে? জবাবদানে বাধিত করবেন।

-গোলাম মোস্তফা
দাঊদপুর রোড, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ তায়াম্মুম করে ছালাত আদায়ের পরে ওয়াক্তের মধ্যে পানি পাওয়া গেলে পুনরায় ঐ ছালাত আদায় করার প্রয়োজন নেই। তবে কেউ আদায় করলে দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, দুই ব্যক্তি সফরে ছালাতের ওয়াক্ত হ'লে তাদের নিকট পানি না থাকায় পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করেন। অতঃপর ওয়াক্তের মধ্যে পানি পাওয়ায় একজন ওযূ করে পুনরায় ছালাত আদায় করেন, অন্যজন আদায় করেননি। পরে উভয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বিষয়টি অবহিত করলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) যে ব্যক্তি পুনরায় ছালাত আদায় করেনি তাকে বললেন, তুমি সুন্নাত অনুযায়ী ঠিকই করেছ এবং তোমার ছালাত আদায় হয়ে গেছে। আর যে ব্যক্তি পুনরায় ওযূ করে ছালাত আদায় করেছে তাকে বললেন, তোমার জন্য দ্বিগুণ নেকী হয়েছে *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩২৭ 'তায়াম্মুমকারীর ওয়াক্তের মধ্যে পানি পাওয়া' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৯৮)ঃ মৃত প্রতিবেশী বা নিকটাত্মীয়দের বাড়ীতে যে খাবার পাঠানো হয় তা কি কেবল সহানুভূতির জন্য?

-আহসানুল্লাহ
বিলবালিয়া, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

উত্তরঃ প্রতিবেশী ও নিকটাত্মীয়গণ মৃতের পরিবারের জন্য যে খাদ্য পাঠান, তা সহানুভূতির জন্য তো অবশ্যই, এর পিছনে শরী'আতের নির্দেশও রয়েছে। জা'ফর বিন আবু ত্বালিব (রাঃ) শহীদ হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার প্রতিবেশীদেরকে মৃতের পরিবারকে একদিন ও এক রাত পেটভরে খাওয়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৭৩৯ প্রভৃতি 'মৃতের জন্য কান্না' অনুচ্ছেদ)*। এতদ্ব্যতীত বন্ধু-বান্ধব ও সকল হিতাকাংখীর কর্তব্য হ'ল মৃতের উত্তরাধিকারীদের সান্ত্বনা প্রদান করা ও তার সন্তানদের মাথায় সহানুভূতির হাত বুলানো *(আলবানী, তালখীছ ৭৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃতের বাড়ীতে গিয়ে তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে সান্ত্বনা দিতেন। নিজের সন্তান হারা কন্যা যয়নবকে তিনি সর্বোত্তম সান্ত্বনাবাণী দিয়েছিলেন এই বলে যে, 'নিশ্চয়ই সেটা আল্লাহ্‌র জন্য, যেটা তিনি নিয়েছেন এবং সেটাও আল্লাহ্‌র জন্য যেটা তিনি দিয়েছেন। প্রত্যেক বস্তু তাঁর নিকটে রয়েছে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। অতএব তুমি ছবর কর ও ছওয়াবের আকাংখা কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭২৩ 'মৃতের জন্য কান্না' অনুচ্ছেদ)*। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এটিই সর্বোত্তম দো'আ *(তালখীছ ৭১, ছালাতুর রাসূল ১২৯-৩০)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৯৯)ঃ আমার স্বামী পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত নিয়মিত আদায় করতেন। জনৈক ব্যক্তির সাথে তাঁর দ্বন্দ্ব ছিল। আমার স্বামীর মৃত্যুর পর ঐ লোক তাকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করে। আমার প্রশ্নঃ মৃত ব্যক্তিকে গালি-গালাজ করা কি শরী'আতে জায়েয? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-নাসীমা আখতার
হাড়াভাঙ্গা, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ মৃত মুসলিম ব্যক্তিকে গালি-গালাজ করা চরম অন্যায় এবং আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) এ বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। তিনি এরশাদ করেন, 'তোমরা মৃতদের গালি দিবে না। কেননা তারা তাদের পূর্বে পেশকৃত অর্জনের প্রতি ধাবিত হয়েছে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৬৬৪ 'জানাযা' অধ্যায়)*। তবে ঐ ব্যক্তি যদি ফাসিক্ব ও বিদ'আতী হয়, তবে তা থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রয়োজনে আলোচনা করা যেতে পারে। নতুবা অহেতুক ঐসব আলোচনা থেকে বিরত থাকতে হবে' *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৭৫ 'মৃতদের গালি দেওয়া নিষিদ্ধ' অধ্যায়)*।

সুন্দর মুসলমানের পরিচয় হ'ল অনর্থক বিষয় সমূহ হ'তে বিরত থাকা' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩২১১; মালিক, আহমাদ, মিশকাত হা/৪৮৩৯ হাদীছ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (৩০/১০০)ঃ গ্রামে-গঞ্জে মহিলাদেরকে দেখা যায় ঈদগাহে না গিয়ে বাড়ীতে কিংবা মসজিদে মহিলার ইমামতিতে ঈদের ছালাত আদায় করে। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-মামূনুর রশীদ
দিয়াড় মানিক চর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মহিলারা ঈদগাহে গিয়ে পুরুষের ইমামতিতে ছালাত আদায় করবে এটাই সুন্নাত। মহিলার ইমামতিতে ঈদের ছালাত গ্রামে হোক কিংবা মসজিদে হৌক আদায় করার কোন প্রমাণ নেই। বরং ছহীহ হাদীছে স্পষ্টভাবে মহিলাদের ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে। এমনকি ঋতুবতী মহিলা যাদের ছালাতে শরীক হওয়ার শারঈ অবকাশ নেই তাদেরকেও ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। যে সকল গরীব মহিলাদের চাদর নেই, কাপড় নেই তাদেরকেও অন্য মহিলার চাদরে ঢেকে যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে' *(বুখারী, 'কিতাবুল ঈদায়েন' 'ঋতুবতীদের মুছল্লা থেকে বিরত থাকা' অনুচ্ছেদ হা/৯৮১; 'ঈদের দিন কোন মেয়ের যখন চাদর না থাকবে' অনুচ্ছেদ হা/৯৮০)*। যদি ঈদগাহে যাওয়া সম্ভব না হয় তাহ'লে কোন পুরুষ লোকের ইমামতিতে গ্রামের মসজিদে কিংবা বাড়ীতে ঈদের ছালাত আদায় করে নিবে, যেমনভাবে আনাস (রাঃ) ইবনু আবী উৎবাকে তার পরিবারের জন্য ঈদের ছালাত পড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং তিনি তা পড়িয়ে দেন' *(বুখারী, ঐ 'কিতাবুল ঈদায়েন' দ্রঃ আত-তাহরীক ফেব্রুয়ারী ৯৯ ১৪/৭৯)*।

প্রশ্নঃ (৩১/১০১)ঃ টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা আদায় জায়েয কি?

-সাইফুল ইসলাম
আসাম, ভারত।

উত্তরঃ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) খাদ্য বস্তু দ্বারা ফিৎরা আদায় করেছেন এবং বিভিন্ন শস্যের কথা হাদীছে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং খাদ্য শস্য দ্বারা ফিৎরা আদায় করাই সুন্নাত। টাকা পয়সা দ্বারা ফিৎরা আদায় করা শরী'আত সম্মত নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে সোনা-রূপার মুদ্রা বাজারে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তিনি খাদ্য বস্তু দ্বারা ফিৎরা আদায় করেছেন এবং ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫-১৮১৬)*।

প্রশ্নঃ (৩২/১০২)ঃ ইউনিভার্সিটির জনৈকা ছাত্রীর উক্তি 'পর্দা করলে নারী স্বাধীনতা থাকে না'। সৎ হ'লে বোরক্বার প্রয়োজন নেই'। পর্দা সম্পর্কে আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ 'পর্দা করলে নারী স্বাধীনতা থাকে না' কথাটি শরী'আত বিরোধী। ইতিপূর্বেকার যত সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে, তার প্রায় সবগুলিরই কারণ ছিল বল্গাহীন নারী স্বাধীনতা। তাই ইসলাম নারীকে পর্দায় থাকার নির্দেশ দিয়েছে। চলার সময় সে সর্বদা দৃষ্টি অবনত করে চলবে। সারা দেহ কাপড় আবৃত করে বুকের উপর পৃথক চাদর দিয়ে রাখবে *(নূর ৩১)*। পর-পুরুষের সাথে প্রয়োজনে কথা বলতে হ'লে তাকে স্বীয় কণ্ঠস্বরে রুক্ষতা বজায় রাখতে বলা হয়েছে। যাতে তার মিষ্ট কণ্ঠ অন্যের হৃদয়কে দুর্বল না করে ফেলে *(আহযাব ৩২)*। পাতলা কাপড়ে ও অর্ধনগ্ন হয়ে আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে চলা মেয়েকে জাহান্নামী বলে নির্দেশ করা হয়েছে *(মুসলিম হা/২১২৮ 'পোষাক ও সৌন্দর্য' অধ্যায়)*। পর্দাবিহীন নারী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'নারী শয়তানের রূপে আসে এবং শয়তানের রূপে যায়...' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০৫ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

উপরোল্লিখিত দলীল সমূহ প্রমাণ করে যে, নিজে সৎ হ'লেও পর্দা করা ফরয। অন্যথায় পরকালে নাজাত পাওয়ার আশা করা যায় না।

প্রশ্নঃ (৩৩/১০৩)ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রকাশিত ডঃ আ.ফ.ম. আবু বকর ছিদ্দীক অনুদিত আবূদাউদ শরীফ ১৯৩ নং অনুচ্ছেদে 'ছালাতের মধ্যে হাতের উপর ভর করা মাকরূহ' বলা হয়েছে। অথচ আহলেহাদীছগণ হাতের উপর ভর করে পরবর্তী রাক'আতের জন্য দাঁড়ায়। কোনটি সঠিক? হাতের উপর ভর করে দাঁড়ানো, নাকি হাঁটুর উপর ভর করে দাঁড়ানো? জবাবদানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ বাবু বিশ্বাস
মহাদেবপুর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ হাঁটুর উপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো মর্মে আবূদাউদে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে সে হাদীছটি 'যঈফ' *(যঈফ আবূদাউদ হা/৮৯৬ 'সিজদার পদ্ধতি' অনুচ্ছেদ)*। হাতের উপর ভর না দিয়ে তীরের মত সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন বলে ত্বাবারাণী কাবীরে বর্ণিত হাদীছটি 'মওযূ' এবং উক্ত মর্মে বর্ণিত সকল হাদীছই 'যঈফ' *(আলবানী, ছিফাত ১৩৭ পৃঃ; সিলসিলা যাঈফা হা/৫৬২, ৯২৯, ৯৬৮; শাওকানী, নায়ল ৩/১৩৮, ১৩৯ পৃঃ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন দ্বিতীয় সিজদা হতে মাথা উঠাতেন তখন সুস্থীর হয়ে বসতেন এবং মাটির উপর (দু'হাত) ভর দিয়ে পরবর্তী রাক'আতের জন্য দাঁড়াতেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৯৬; বুখারী ফৎহ সহ হা/৮২৪ 'আযান' অধ্যায় ২/৩৫৩-৫৪; নায়ল ৩/১৩৮; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল ৭০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/১০৪)ঃ ক্বিয়ামতের দিন কি সকলেই বস্ত্রহীন শরীরে উঠবে? যদি কেউ পোষাক পরিহিত অবস্থায় উঠে, তার নাম কি?

-মুহাম্মাদ শামীম শেখ
পণ্ডিত দহপাড়া, গাংনগর, বগুড়া।

উত্তরঃ ক্বিয়ামতের দিন সকল মানুষকে বস্ত্রহীন অবস্থায় উঠানো হবে। কেউ কেউ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় উঠবেন, একথা ঠিক নয়। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) আমাদের মধ্যে দাঁড়ালেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই (ক্বিয়ামতের দিন) তোমাদেরকে নগ্নপদ, নগ্ন দেহ এবং খাৎনা বিহীন অবস্থায় জমায়েত করা হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'প্রথমে যে অবস্থায় (মানুষকে) সৃষ্টি করেছিলাম, সে অবস্থায় আমি তাকে ফিরিয়ে নিব' *(আম্বিয়া ১০৪)*।

ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম ইবরাহীম (আঃ)-কে পোষাক পরানো হবে' *(বুখারী, ২/৯৬৬ পৃঃ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায় 'হাশর' অনুচ্ছেদ)*। ইবনুল মোবারক 'যুহদ' গ্রন্থে বলেন, ইবরাহীম (আঃ)-এর পর মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে কাপড় পরানো হবে' *(ফাৎহুল বারী 'হাশর' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য যে, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, মৃত ব্যক্তিকে উঠানো হবে ঐ বস্ত্রে যে বস্ত্রে সে মৃত্যু বরণ করেছে' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩১১৪)*। এখানে বস্ত্র দ্বারা অনেক বিদ্বান 'আমল' বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ যে আমলের উপর তার মৃত্যু হয়েছে, সেই আমলের উপরেই তাকে উঠানো হবে। কেননা অন্যত্র হযরত জাবের (রাঃ) হ'তে মারফূ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন যে, প্রত্যেক মানুষকে ক্বিয়ামতের দিন উঠানো হবে সে আমলের উপর, যে আমলের উপর সে মৃত্যুবরণ করেছে' *(মুসলিম; দ্রঃ ফাৎহুল বারী 'রিক্বাক্ব' অধ্যায় 'হাশর' অনুচ্ছেদ হা/৬৫২৬-এর ভাষ্য)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/১০৫)ঃ প্রতিবেশী ভারত থেকে যে সমস্ত মুরগীর ডিম আসছে তার মধ্যে অনেক ডিম নাকি কচ্ছপের রয়েছে। যদি কচ্ছপের ডিম হয়ে থাকে তাহ'লে খাওয়া কি জায়েয হবে? জবাব দানে বাধিত করবেন।

-বকুল
দাঊদপুর রোড, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ যদি অনুরূপ ঘটনা ঘটে এবং কেউ কচ্ছপের ডিম খেয়ে ফেলে, তবে তা জায়েয আছে। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের কল্যাণার্থে তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও সমুদ্রের খাদ্য হালাল করা হয়েছে *(মায়েদাহ ৯৬)*। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হাসান বছরী বলেন, কচ্ছপ খাওয়ায় কোন দোষ নেই' *(বুখারী তরজমাতুল বাব ২/৮৫৪ পৃঃ)*।

প্রকাশ থাকে যে, কোন বস্তু হালাল হ'লেই খেতে হবে এমন নির্দেশ শরী'আতে নেই। বরং রুচি সম্মত না হ'লে খাবে না। এটাই ইসলামী বিধান। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট 'যাব' (গুই সাপের ন্যায়) রান্না করা গোশত পেশ করা হ'লে তিনি খেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন খালেদ ইবনু ওয়ালীদ বললেন, এটা কি হারাম? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না, এটি আমার এলাকায় নেই। তখন খালেদ সামনে নিয়ে খেতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খালেদের দিকে দেখতে লাগলেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১১১ 'শিকার' ও যবহ' অধ্যায়)*। উল্লেখ্য যে, কচ্ছপের ডিম গোলাকৃতির আর মুরগীর ডিম লম্বা আকৃতির। সুতরাং পার্থক্য বুঝা কঠিন নয়।

রাজশাহী মেন্টাল হেল্থ ক্লিনিক

মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র

সেবা সমূহ ঃ
- যে কোন মানসিক রোগ চিকিৎসা
- মাদকাসক্তি নিরাময়
- সাইকোথেরাপি
- বিহেভিয়ার থেরাপি
- শিশু-কিশোর আচরণগত সমস্যা

লক্ষীপুর ভাটাপাড়া
রাজশাহী-৬০০০।
ফোনঃ ৭৭৫৮০৫।

মাসিক

আত-তাহরীক

৬ষ্ঠ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী ২০০৩

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্নঃ (১/১০৬)ঃ মনে মনে অন্যায় কাজের সংকল্প করে সেটি বাস্তবায়িত না করলে কি পাপী হ'তে হবে? জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মুনাউওয়ার হোসাইন
বোহাইল, বগুড়া।

উত্তরঃ মানুষের অন্তরে খারাপ কিছু উদিত হ'লে বা খারাপ কাজের সংকল্প করলে সেটি বাস্তবায়িত না করা পর্যন্ত কোন পাপ হবে না।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের অন্তরে যা উদিত হয় সেটি বাস্তবে পরিণত না করা পর্যন্ত অথবা না বলা পর্যন্ত তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা পাকড়াও করবেন না' *(বুখারী, মুসলিম, ইরওয়া হা/২০১, ২০২ ৭/১৩৯)।*

প্রশ্নঃ (২/১০৭)ঃ আমাদের চাঁপাই নবাবগঞ্জ এলাকায় কেউ কারো বাড়ী গেলে বলে যে, 'বাড়ীতে আছ জি? এ কথা বলেই বাড়ীতে ঢুকে পড়ে। এভাবে কারো বাড়ীতে প্রবেশ করা যাবে কি?

-মুজাহিদ আলী
গোমস্তাপুর, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ পরগৃহে প্রবেশের ইসলামী রীতি হ'লঃ বাড়ীওয়ালাকে লক্ষ্য করে প্রথমে সালাম দিয়ে পরে অনুমতি নিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত না অনুমতি নিবে এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম দিবে...। যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তবে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সে গৃহে প্রবেশ করো না। যদি তোমাদেরকে বলা হয় ফিরে যাও। তবে ফিরে যাবে' *(নূর ২৭-২৮)।*

ছাহাবীগণ তিনবার সালাম দিয়ে অনুমতি না পেলে পরগৃহে প্রবেশ করতেন না; বরং ফিরে আসতেন' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, আলবানী হা/৪৬৬৭ 'সালাম' অধ্যায়, 'অনুমতি চাওয়া' অনুচ্ছেদ)।*

উপরোল্লিখিত দলীল সমূহ প্রমাণ করে যে, সালাম ও অনুমতির মাধ্যমে পরগৃহে প্রবেশ করতে হবে। 'বাড়ীতে আছ জি' একথা বলে প্রবেশ করা অন্যায় এবং এই নিয়ম অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত।

প্রশ্নঃ (৩/১০৮)ঃ আমাদের গ্রামের জনৈক ব্যক্তিকে দেখে মানুষ ভয় করে। ফলে তার অন্যায়ের প্রতিকার করা সম্ভব হয় না। এজন্য কি আমরা আল্লাহ্র নিকট শাস্তি পাব। ইচ্ছে করলে আমরা যৌথভাবে প্রতিকার করতে পারি।

-মাহমূদ আলম
সাং ভগবান গোলা
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তোমরা মানুষকে ভয় কর না, আমাকে ভয় কর' *(মায়েদাহ ৪৪)।* রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই মানুষ যখন অন্যায় হ'তে দেখে। অথচ তার প্রতিকার করে না, তখন আল্লাহ তাদের সকলের উপর গযব নাযিল করেন' *(ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪২ 'আদব অধ্যায় 'সৎ কাজের আদেশ' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে কোন অন্যায় হ'তে দেখে, সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে। না পারলে যবান দিয়ে প্রতিবাদ করে। না পারলে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে। তবে সেটি হ'ল দুর্বলতম ঈমান'। *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭ 'আদাব' অধ্যায়, 'সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের নিষেধ' অনুচ্ছেদ)।*

উল্লেখিত দলীল সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, শক্তি থাকা সত্ত্বেও অন্যায়ের প্রতিকার না করলে কেউ আল্লাহ্র শাস্তি হ'তে রেহাই পাবে না।

প্রশ্নঃ (৪/১০৯)ঃ শুনেছি মানুষের মাল হ'তে তিনটি উপকার হয়। আমি জানতে চাই সেই তিনটি জিনিষ কি?

-মাহফূয
জুমারবাড়ী, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, বান্দা বলে আমার মাল, আমার মাল। অথচ প্রকৃতপক্ষে তার মাল হ'ল মাত্র তিনটি (যা তার উপকারে আসে)। ১- যা সে খেয়ে শেষ করেছে। ২- যা পরিধান করে সে ছিঁড়ে ফেলেছে। ৩- যা দান করে সে (পরকালের জন্য) সঞ্চয় করেছে। এতদ্ভিন্ন যা আছে, সেগুলি সে লোকদের (ওয়ারিছদের) জন্য ছেড়ে চলে যাবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৬৬ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়)।*

প্রশ্নঃ (৫/১১০)ঃ মেযবানের জন্য দো'আ اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ ***ব্যতীত অন্য কোন দো'আ থাকলে আমার প্রিয় আত-তাহরীকে প্রকাশ করলে বাধিত হব।***

-ফুয়াদ
মাষ্টারপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লিখিত দো'আ ছাড়াও নিম্নের দু'টি দো'আ পাঠ করতে পারেন-

(١) اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُوْنَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكَةُ-

অর্থঃ 'ছায়েমগণ আপনাদের নিকট ইফতার করুন, নেককার লোকেরা আপনাদের খাদ্য হ'তে আহার করুন

এবং ফেরেশতাগণ আপনাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন' *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/৩৮৫৪ 'মেযবানের জন্য দো'আ' অধ্যায়; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৭৪৭)*।

(২) اَللّٰهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِىْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِىْ-

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! যে আমাকে আহার করালো তুমি তাকে আহার করাও, যে আমাকে পান করালো তুমি তাকে পান করাও' *(মুসলিম ৩/১২৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৬/১১১)ঃ ঈসা (আঃ) জীবিত, না মৃত? এখন তিনি কোথায় আছেন? তিনি কি আবার দুনিয়াতে আসবেন?

-আবদুল্লাহ
কিষানগঞ্জ, বিহার, ভারত।

উত্তরঃ ঈসা (আঃ) এখন জীবিত আছেন। ইহুদীরা তাঁকে হত্যাও করেনি শূলেও চড়ায়নি। তবে তাদের একজনকে তাঁর সাদৃশ্য করা হয়েছিল, যাকে তারা শূলে বিদ্ধ করে হত্যা করেছিল। আল্লাহ ঈসা (আঃ)-কে সশরীরে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন' *(নিসা ১৫৭-১৫৮)*। মি'রাজের রাত্রিতে ঈসা (আঃ)-এর সাথে ২য় আসমানে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাক্ষাত হয়েছিল *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৬২)*।

ঈসা (আঃ) ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে দুনিয়াতে আসবেন এবং পৃথিবীতে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন, আপোষে হিংসা-বিদ্বেষ দূর করবেন, ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন এবং 'জিযিয়া' আদায় করবেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫০৫-০৭)*। দাজ্জালকে হত্যা করবেন ও পৃথিবীতে ৭ বছর অবস্থান করবেন। অতঃপর একটি ঠাণ্ডা বায়ু প্রবাহিত হবে ও সকল ঈমানদার লোকের মৃত্যু হবে। ফলে দুষ্ট লোকে দুনিয়া ভরপুর হবে। অতঃপর ক্বিয়ামত হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫১৯)*।

প্রশ্নঃ (৭/১১২)ঃ ৩০/৪০ হাত দূরত্বের দু'টি পৃথক মসজিদে একই ইমামের ইমামতীতে সাউণ্ড বক্স-এর মাধ্যমে পুরুষ ও মহিলা পৃথকভাবে ছালাত আদায় করতে পারে কি? আমাদের এলাকায় উপরোক্ত ভাবে ছালাত আদায় করলে অনেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাদের মতে মাঝখানের মাঠে গরু-ছাগল বিচরণ করে এবং অনেক নাপাক প্রাণীও চলাচল করে। কাজেই এভাবে ছালাত হবে না। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ
ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লেখিতভাবে ইক্বতেদা করা জায়েয। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় হুজরার মধ্যে ছালাত আদায় করতেন ও মুছল্লীগণ ঘরের বাহির হ'তে তাঁর ইক্বতেদা করত' *(আবুদাঊদ, হাদীছ ছহীহ)*। একই মর্মে বুখারীতেও হাদীছ এসেছে *(আলবানী তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/১১১৪, টীকা-১; 'ছালাত' অধ্যায় 'দাঁড়ানোর স্থান' অনুচ্ছেদ; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৯৩-৯৪)*।

প্রশ্নঃ (৮/১১৩)ঃ পঞ্চগ্রাম যৌথ ঈদগাহ মাঠের পশ্চিম দিকে ওয়াকফ করা জমিতে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। লোক সংখ্যা বেশী হওয়ায় উক্ত মসজিদের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণের পার্টিশন উঠিয়ে দিয়ে গ্রীল ব্যবস্থা করে মসজিদের খুৎবার স্থান থেকে ইমাম ঈদের খুৎবা দেন। এভাবে ছালাত জায়েয হবে কি?

-আবুবকর
বেতগাড়ী, নওগাঁ।

উত্তরঃ মসজিদ হ'তে ভিন্ন স্থানে ঈদের ছালাত আদায় করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীর পূর্ব পার্শ্বের ময়দানে ঈদের ছালাত আদায় করতেন *(যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২৫)*। মসজিদে ঈদের ছালাত আদায়ের প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। বৃষ্টির কারণে একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের ছালাত মসজিদে পড়েছিলেন মর্মের হাদীছটি যঈফ' *(মিশকাত হা/১৪৪৮, যঈফ আবুদাঊদ হা/২১৩; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/২৭০)*। বাধ্যগত কারণে মসজিদে পড়া যেতে পারে। তবে সর্বদা ময়দানে পড়াই সুন্নাত সম্মত *(মির'আত ৫/৬১ 'ঈদায়নের ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৯/১১৪)ঃ বিদ'আতীদের পিছনে ছালাত জায়েয হবে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-আব্দুল আহাদ
পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ বিদ'আতীদের পিছনে ছালাত জায়েয হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'অনেকেই তোমাদেরকে ছালাত আদায় করাবে। তারা যদি (ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক) সঠিক ভাবে ছালাত আদায় করায়, তাহ'লে তোমাদের জন্য নেকী রয়েছে। আর যদি ভুল করে, তাহ'লে তোমাদের জন্য নেকী এবং তাদের জন্য রয়েছে গোনাহ' *(বুখারী ১/৯৬ পৃঃ; মিশকাত হা/১১৩৩ 'ছালাত' অধ্যায়)*। মারওয়ানের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বিদ'আত প্রকাশ পাওয়ার পরেও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) তার পিছনে ছালাত আদায় করেছিলেন' *(মুসলিম, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১১৭৭ পৃঃ)*। হাসান (রাঃ) বলেন, বিদ'আতীর পিছনে ছালাত আদায় কর। বিদ'আতের পরিণাম বিদ'আতীর উপরে বর্তাবে তোমাদের উপরে নয় *(বুখারী ১/৯৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১০/১১৫)ঃ 'বড় পীর' ছাহেব তার মুরীদদের মকছূদ পূরণের জন্য দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে বলেন। যার প্রত্যেক রাক'আতে একবার সূরা ফাতিহা, ১১ বার সূরা এখলাছ, ১১ বার দরূদ পড়তে বলেন। তারপর ১১ বার দরূদ পড়ে বাগদাদ মুখী হয়ে মকছূদ পূরণের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতে বলেন। তাহ'লে তার মকছূদ পূর্ণ হবে। এ বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুল হামীদ
তারাবুনিয়ার ছড়া, কক্সবাজার।

উত্তরঃ 'বড় পীর' আবদুল কাদের জীলানী (রহঃ) এমন ধরনের কথা কখনো বলেছেন বলে জানা যায় না। তবে

যদি তিনি অনুরূপ কথা সত্যিই বলে থাকেন, তবে তা ছহীহ হাদীছের বিরোধী। কেননা ছহীহ হাদীছে কোথাও এভাবে ছালাত আদায়ের কথা নেই। প্রার্থনা করার সময় পীর ছাহেব ইরাকমুখী হ'তে বলেছেন, অথচ ছহীহ হাদীছে প্রার্থনা করার সময় ক্বিবলা মুখী হ'তে বলা হয়েছে। অবশ্য ক্বিবলামুখী না হ'য়েও প্রার্থনা করা যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুম'আর খুৎবারত অবস্থায় মিম্বরে দাঁড়িয়েই বৃষ্টি বন্ধের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন *(বুখারী, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায় ২/৯৩৯; ফাৎহুলবারী ২/৬৩৪২ ও ৪৩-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্নঃ (১১/১১৬)ঃ 'তানবীর' গ্রন্থের ৬০৩ পৃঃ বলা হয়েছে দু'টি হাদীছের মধ্যে দ্বন্দ্ব হ'লে ক্বিয়াসের আশ্রয় নিতে হবে। এ বক্তব্য কি সঠিক? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ছিবগাতুল্লাহ
উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ 'তানবীর' গ্রন্থের এ বক্তব্য সঠিক নয়। দু'টি হাদীছের মধ্যে দ্বন্দ্ব হ'লে নিম্ন পদ্ধতিতে সমাধান দিতে হবে। (১) সহজ সরল ভাবে দু'টি হাদীছের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হবে। (২) শেষের হাদীছটির হুকুম বলবৎ হবে এবং পূর্বের হাদীছটির হুকুম রহিত হবে। (৩) উল্লেখিত দু'টি পদ্ধতিতে সমাধান সম্ভব না হ'লে সনদ ও মতনের গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে দু'টি হাদীছের মাঝে সমাধান করতে হবে *(দ্রঃ মিন আত্বইয়াবিল মিনাহ ফী ইলমিল মুছত্বালাহ, প্রকাশকঃ মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সঊদী আরব)*।

প্রশ্নঃ (১২/১১৭)ঃ জনৈক মুফতী ছাহেব বলেন, আমরা মহিষের গোশত খাই। অথচ মহিষের কথা কুরআন হাদীছে নেই। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুস সাত্তার
চক পারইল, নওগাঁ।

উত্তরঃ সূরা হজ্জের ৩৪ ও ৩৬ নং আয়াতে اَلْبُدْنَ ও اَلْاَنْعَامُ। শব্দ উল্লেখিত হয়েছে, যা উট, গরু বা গরু জাতীয় পশু বুঝায়। আর মহিষ ও গরু যে একই জাতবিশিষ্ট এতে সকল বিদ্বান একমত। কাজেই মহিষের গোশত খাওয়াতে ও তা কুরবানী দেওয়াতে কোন দোষ নেই। হাসান (রাঃ) বলেন, মহিষ গরুর স্থলাভিষিক্ত *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, মির'আত ৫/৮১ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৩/১১৮)ঃ 'খোলা' তালাক্ব প্রাপ্ত হওয়ার পর ঋতু আসলে অন্যত্র আমার বিবাহ হয়। তিন ঋতু অতিবাহিত না হ'লে পুনরায় বিবাহ জায়েয নয় বলে গ্রামবাসী আমাদেরকে এক ঘরে করে রেখেছে। বিষয়টির শরী'আত সম্মত সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শামীমা
ওয়ালীপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'খোলা' তালাক্ব প্রাপ্তা মহিলা তালাক প্রাপ্তা হওয়ার পর এক ঋতু আতিক্রান্ত হ'লেই অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে। হযরত ওছমান (রাঃ) রুবাইয়া নামক মহিলাকে খোলা তালাক্ব প্রাপ্তা হওয়ার পর এক ঋতু অতিবাহিত হ'লেই অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অনুমতি প্রদান করেন *(তিরমিযী দিল্লী ছাপা ২/২২৪ পৃঃ; ছহীহ ইবনু মাজাহ ২/১৮২ পৃঃ, হা/১৬৮৭)*।

প্রশ্নঃ (১৪/১১৯)ঃ ক্ষুধার কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পেটে পাথর বেঁধে ছিলেন- একথা কি সত্য?

-আযীযুর রহমান
নামোশংকরবাটি, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ হ্যাঁ, ক্ষুধার কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পেটে পাথর বেঁধেছিলেন। জাবির (রাঃ) বলেন, আমরা খন্দকের দিন গর্ত খনন করছিলাম। তখন একটি বড় পাথর দেখা দিল। ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বড় পাথর বের হওয়ার কথা বললে তিনি বললেন, আমি গর্তে নামব। তারপর তিনি দাঁড়ালেন এমতাবস্থায় তার পেটে পাথর বাঁধা ছিল' *(বুখারী ২/৫৮৮ পৃঃ; ফৎহুল বারী হা/৪০১২-এর ব্যাখ্যা 'যুদ্ধ বিগ্রহ' অধ্যায় 'খন্দকের যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/১২০)ঃ শুয়ে ছালাত আদায় করতে হ'লে কোন পার্শ্বে শুতে হবে? ডান পার্শ্বে, বাম পার্শ্বে, না চিৎ হয়ে?

-ফাতিমা
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ কোন অসুস্থ ব্যক্তি শুয়ে ছালাত আদায় করতে চাইলে সে তার সুবিধা অনুযায়ী শুয়ে ছালাত আদায় করবে। এমরান ইবনে হুছাইন (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় কর, সম্ভব না হ'লে বসে ছালাত আদায় কর, সম্ভব না হ'লে শুয়ে পার্শ্বদেশে ভর করে ছালাত আদায় কর' *(বুখারী, মিশকাত হা/১২৪৮ 'ছালাত' অধ্যায় 'কর্মে মধ্যপন্থা অবলম্বন' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে পার্শ্বদেশে শুয়ে সম্ভব না হ'লে চিৎ হয়ে শুয়ে ছালাত আদায় করবে *(নাসাঈ, নায়ল ৩/২১০ পৃঃ 'অসুস্থ ব্যক্তির ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৬/১২১)ঃ ইমাম মুক্তাদী উভয়েই কি আয়াতের জবাব দিবে?

-আমীন হাসান
হাজীটোলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ তেলাওয়াতকারীর জন্য আয়াতের উত্তর দেওয়া সুন্নাত। তবে শ্রোতা বা মুক্তাদীর উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে তিরমিযী-র ভাষ্যকার আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, 'তেলাওয়াতকারীর জন্য আয়াতের উত্তর দেওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে এ বিষয়ে আমি কোন হাদীছ অবগত নই' *(তুহফাতুল আহওয়াযী ১/১৯৪)*। মিশকাতের ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, 'শ্রোতা বা মুক্তাদীর জন্য আয়াতের জবাব দেওয়ার প্রমাণে স্পষ্ট কোন মরফূ হাদীছ আমি

অবগত নই। তবে যে আয়াতগুলিতে প্রশ্ন রয়েছে, সেগুলি জওয়াবের মুখাপেক্ষী। কাজেই পাঠকারী ও শ্রোতা উভয়ের জন্য উত্তর দেওয়ার বাঞ্ছনীয়' *(মির'আত ৩/১৭৫)*। মুসলিম শরীফের ভাষ্যকার ইমাম নববী (রহঃ) ইমাম ও মুক্তাদী সকলের জন্য জওয়াবদান পসন্দনীয় বলেন' *(শরহ মুসলিম ১/২৬৪)*। আলবানী (রহঃ) বলেন, উহা ছালাত ও ছালাতের বাইরে এবং ফরয ও নফল সকল ছালাত অবস্থায় জবাবদানকে শামিল করে *(ছিফাতু ছালাতিন নবী ৮৬ পৃঃ হাশিয়া দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্নঃ (১৭/১২২)ঃ ছালাতে আয়াতের জওয়াব সরবে দিতে হবে না নীরবে?

-আব্দুল হাফীয
চাঁদপাড়া, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ আয়াতের জওয়াব নীরবে দিতে হবে। কারণ ছালাতের শুরু হ'তে শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র 'আমীন' সরবে বলার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, দারাকুতনী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৮৪৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুছল্লী তার প্রতিপালকের সাথে চুপে চুপে কথা বলে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭১০)*।

প্রকাশ থাকে যে, একজন ছাহাবী রুকূ থেকে উঠে সরবে ক্বওমার দো'আ পড়েছিলেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৮৭৭)*। ঐ দো'আটি ছাহাবীগণ সেই দিনের পূর্বে ও পরে সরবে পড়েছেন বলে জানা যায় না। তাছাড়া তিরমিযীর বর্ণনায় এটি হাঁচির জবাবে এসেছে *(মির'আত ৩/১৯৩)*।

প্রশ্নঃ (১৮/১২৩)ঃ সূরা গাশিয়ার শেষে কোন উত্তর আছে কি?

-শরীফা
গোলাবাড়ী, বগুড়া।

উত্তরঃ সূরা গাশিয়ার শেষে নির্দিষ্টভাবে কোন উত্তর নেই। اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِىْ حِسَابًا يَّسِيْرًا দো'আটি গাশিয়ার শেষে নির্দিষ্টভাবে পড়ার প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ নেই।

তবে কুরআন মজীদ পড়ার সময় অনির্দিষ্টভাবে যে কোন দো'আর স্থানে এটি পড়া যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তার কোন এক ছালাতে অত্র দো'আটি পড়তে শুনেছি *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫৫৬২ সনদ 'জাইয়িদ' বা উত্তম 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায় 'হিসাব ও মীযান' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/১২৪)ঃ জনৈক বক্তা তার বক্তব্যে বললেন, আল্লাহ তা'আলা ফাতিমা (রাঃ)-কে 'মা' বলে ডেকেছেন। আর ফাতিমা (রাঃ) মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিতা। এ বক্তেব্যের সত্যতা জানতে চাই।

-শহীদুল
জাহানাবাদ, রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা ফাতিমা (রাঃ)-কে 'মা' বলে ডেকেছেন এ বক্তব্য আদৌ ঠিক নয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফাতিমাকে 'জান্নাতবাসী মহিলা নেত্রী বলেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬১২৯)* সে হিসাবে তিনি নিঃসন্দেহে মহা সম্মানিতা।

প্রশ্নঃ (২০/১২৫)ঃ জমি ইজারা দেওয়ার পরে ঐ জমি ইজারা গ্রহীতা অন্যত্র বন্ধক দিয়ে নগদ টাকা নিয়েছে এবং জমির মালিককে ইজারার টাকা নিয়মিতভাবে পরিশোধ করে আসছে। উক্ত লেনদেন কি শরী'আত সম্মত হবে?

-আলহাজ্জ আব্দুর রহমান সরদার
রাজপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ অর্থের বিনিময়ে জমি ইজারা দেওয়া জায়েয *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৯৭৪ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। ইজারা গ্রহীতা ঐ জমি অন্যত্র ইজারা দিতে পারেন বা তার লভ্যাংশ নিতে পারেন। কিন্তু বন্ধক দিলে তার লভ্যাংশ নিতে পারবেন না। কেননা বন্ধকী বস্তু ভোগ করা শারী'আতে জায়েয নয় দু'টি ক্ষেত্র ব্যতিরেকে (১) বন্ধক রাখা জন্তুর প্রতি খরচার বিনিময়ে তাতে আরোহণ করা (২) খরচার পরিমাণে তার দুধ পান করা।

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'বন্ধক রাখা জন্তুর প্রতি খরচের বিনিময়ে আরোহণ করা এবং উহার দুধ পান করা যায়' *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/৮৪৭; মিশকাত হা/২৮৮৬ 'বন্ধক' অধ্যায়)*। ইমাম আহমাদ ও ইসহাক্ব প্রমুখ বিদ্বান বলেন, বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকী পশু হ'তে তার খরচ পরিমাণে আরোহণ ও দুধ পান দ্বারা উপকৃত হ'তে পারবে। এ দু'টি ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে উপকৃত হ'তে পারবে না' *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/৮৪৭-এর ব্যাখ্যা 'ঋণ ও বন্ধক' অনুচ্ছেদ, তাহক্বীক্ব ছফিউর রহমান মুবারকপুরী; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/১৯৬)*।

প্রশ্নে উল্লেখিত পদ্ধতিটি আরও মারাত্মক। সুতরাং এ ধরনের লেনদেন শরী'আতে হারাম *(দ্রষ্টব্য জুন ২০০২ প্রশ্নোত্তর নং ৯/২৬৪)*।

প্রশ্নঃ (২১/১২৬)ঃ যেসব সম্পদ বা পশু মানত করা হয় সেগুলির হকদার কারা?

-আব্দুর রশীদ
নজিপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মানতের হক্বদার নির্ধারণ করেননি যেমনভাবে যাকাত ও ছাদাক্বার হক্বদার নির্ধারণ করেছেন। ইমাম শাওকানী বলেন, মানতকারী ব্যক্তি গুনাহের কাজ ব্যতীত সবধরনের বৈধ মানত বাস্তবায়নে স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী *(নায়লুল আওত্বার ১০/২৩১ 'নযর' অধ্যায়)*। শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, এটি মানতকারীর নিয়তের উপরে নির্ভর করে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সকল কাজ তার নিয়তের উপরে নির্ভরশীল' (হাইআতু কিবারিল উলামা ২য় খণ্ড 'নযরত' অধ্যায়)। অবশ্য যদি কেউ মানত বাস্তবায়ন না করে, তবে তার কাফফারা আদায় করতে হয়। সেক্ষেত্রে তার হকদার হবে ফক্বীর-মিসকীন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৯ 'নযর' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২২/১২৭)ঃ মহান আল্লাহ আদম (আঃ)-কে যে গাছের নিকট যেতে নিষেধ করেছিলেন সে গাছটি কি গাছ ছিল? বর্তমান পৃথিবীতে সে গাছ আছে কি?

-ফিরোজ
সোনারপাড়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আল্লাহ আদম (আঃ)-কে যে গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছিলেন সে গাছটি কি গাছ ছিল তা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। কাজেই এ সম্পর্কে মানুষের নিকট কোন সঠিক জ্ঞান নেই। নিঃসন্দেহে তা জান্নাতের কোন গাছ ছিল। অনেকে আংগুর, খেজুর, আঞ্জির, ডুমুর, যায়তূন, গম ইত্যাদি গাছের কথা বলেছেন *(তাফসীরে ইবনে কাছীর)*। তবে যেহেতু নির্ধারিতভাবে কোন গাছের কথা হাদীছে বলা হয়নি, সেহেতু ঐ গাছের নাম বলা সম্ভব নয়। কাজেই ঐ গাছ এখন পৃথিবীতে আছে কি-না তাও বলা সম্ভব নয়।

প্রশ্নঃ (২৩/১২৮)ঃ ব্যভিচারের ক্ষেত্রে চারজন সাক্ষীর স্থানে তিনজন সাক্ষ্য দিলে তাদের পাল্টা অপবাদের শাস্তি হবে কি?

-ফেরদাউস
আদিতমারী, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ ব্যভিচারের ক্ষেত্রে চারজন সাক্ষীর স্থলে তিনজন সাক্ষী দিলে তাদের পাল্টা অপবাদের শাস্তি হবে না। বরং তাদের সাক্ষ্য অগ্রহণযোগ্য হবে এবং যিনি উক্ত অসম্পূর্ণ সাক্ষ্য পেশ করেছেন, তাকে অপবাদের শাস্তি প্রদান করতে হবে *(নূর ৫)*। অবশ্য এই শাস্তি প্রদানের হক্বদার হ'ল দেশের সরকার।

প্রশ্নঃ (২৪/১২৯)ঃ 'তানবীর' গ্রন্থের ৪২৯ পৃষ্ঠায় নিম্নের হাদীছ তিনটিকে যঈফ বলা হয়েছে। (১) সকল নিশাকারক বস্তু মদ (২) অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ নয় (৩) লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযূ করতে হবে। হাদীছগুলি সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল কাফী
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ 'তানবীর' গ্রন্থের উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। বরং হাদীছ তিনটি ছহীহ।

প্রথমটির সূত্রঃ *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮ 'বিবাহ' অধ্যায় 'অলি' অনুচ্ছেদ।*

দ্বিতীয়টির সূত্রঃ *আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৩১৩০, হাদীছ ছহীহ 'বিবাহ' অধ্যায় 'বিবাহে অলি এবং কণের অনুমতি গ্রহণ' অনুচ্ছেদ।*

তৃতীয়টির সূত্রঃ *আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৩১৯ হাদীছ ছহীহ 'পবিত্রতা' অধ্যায়।*

প্রকাশ থাকে যে, লজ্জাস্থান স্পর্শ করলে ওযূ নষ্ট হয় অর্থ যৌন উত্তেজনার সাথে স্পর্শ করলে ওযূ নষ্ট হয় *(মিশকাত ১/১০৪ পৃঃ ৪নং টীকা আলবানী)*।

প্রশ্নঃ (২৫/১৩০)ঃ জিন জাতির বিবাহ-শাদী ও বংশ বিস্তার হয় কি? তাদের হায়াত কি ক্বিয়ামত পর্যন্ত তারা কি জান্নাত ও জাহান্নামে প্রবেশ করবে? আমরা শুনেছি যে, জিনের পাশাপাশি পরীও আছে। আসলে পরী কি স্ত্রী জিন বা পরী নামে কোন কিছু আছে কি? ছহীহ দলীলভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মোবারক হোসাইন
আইলচারা বাজার, পোড়াদহ, কুষ্টিয়া
ও
আযহার আলী
ফলিত গণিত বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ মানব জাতির ন্যায় জিন জাতির মধ্যেও পুরুষ এবং নারী বিদ্যমান। তারা পরস্পরে বিবাহ-শাদী করে। তাদের সন্তান-সন্ততিও জন্ম লাভ করে এবং তাদের বংশ বিস্তার ঘটে *(ফাৎহুল বারী ৬/৪২৫ পৃঃ 'জিনদের ছওয়াব ও শাস্তি' অনুচ্ছেদ)*।

আল্লাহ বলেন, 'যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, আদমকে সিজদা কর, তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদা করল। সে ছিল জিনদের একজন। সে তার পালন কর্তার আদেশ অমান্য করল। অতএব তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে এবং তার বংশধরদেরকে (وَذُرِّيَّتَهُ) বন্ধুরূপে গ্রহণ করছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু' *(কাহ্ফ ৫০)*। হাসান ও ক্বাতাদাহ বলেন,

ইবলীস জিন জাতির পিতা। যেরূপ হযরত আদম (আঃ) মানব জাতির পিতা *(তাফসীরে কুরতুবী ১/২৯৪ পৃঃ, বাক্বারাহ ৩৪ আয়াতের ব্যাখ্যা)*। ইবলীসের হায়াত ক্বিয়ামত পর্যন্ত প্রলম্বিত *(আ'রাফ ১৪, ১৫)*।

বিভিন্ন হাদীছ ও ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অন্যান্য জিনরাও দীর্ঘ হায়াতের অধিকারী। তাদের হায়াতের সময়সীমা সম্পর্কে আল্লাহই অধিক জ্ঞাত। ইনসানের ন্যায় জিনদের মধ্যেও মুমিন এবং কাফির রয়েছে *(জিন ১১)*। আল্লাহ তা'আলা (কাফির) জিন ও ইনসান দ্বারা জাহান্নাম ভর্তি করবেন *(সাজদাহ ১৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, জিন জাতি তিন প্রকার। (১) ডানা বিশিষ্ট। তারা বাতাসে উড়ে বেড়ায় (২) সাপ ও কুকুরের আকার বিশিষ্ট এবং (৩) যারা কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে। আবার চলে যায় *(শারহুস সুন্নাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪১৪৮ 'শিকার ও যবহ' অধ্যায়)*।

স্ত্রী জাতীয় জিনকে 'পরী' বলা হয় কি-না, সে সম্পর্কে কোন দলীল পাওয়া যায় না। বিষয়টি সম্ভবতঃ রূপক মাত্র।

প্রশ্নঃ (২৬/১৩১)ঃ আমার পিতা অতি বৃদ্ধ ও চির রোগী। তার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে। এমতাবস্থায় বদলী হজ্জ করানোর ইচ্ছা পোষণ করেছেন। যিনি বদলী হজ্জে যাবেন তার জন্য কি আগে হজ্জ করা শর্ত?

-আব্দুস সালাম
বিরামপুর বাজার, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ওনার পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ করা শরী'আত সম্মত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫১১ 'হজ্জ' অধ্যায়)*। তবে যাকে হজ্জে পাঠানো হবে তাকে অবশ্যই ইতিপূর্বে নিজের হজ্জ সম্পন্ন করতে হবে *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৫২৯ হাদীছ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (২৭/১৩২)ঃ আমার আব্বা হজ্জে যাওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছেন। কিন্তু তিনি হজ্জ থেকে কিছু জায়নামায ব্যবসার জন্য আনতে ইচ্ছুক। এটা কি ঠিক হবে?

-আব্দুল হালীম
গ্রাম ও পোঃ ঝাওয়াইল, টাংগাইল।

উত্তরঃ হজ্জ করতে গিয়ে সেখান থেকে বৈধ পন্থায় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে মালামাল নিয়ে আসাতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ হজ্জ পালন কালেও মালামাল ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের উপর কোন গোনাহ নেই স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে' *(বাক্বারাহ ১৯৮)*। অনুগ্রহ বলতে এখানে ক্রয়-বিক্রয়কে বুঝানো হয়েছে। তবে হজ্জের সময় ব্যবসা যেন মূল উদ্দেশ্য না হয়। *(দ্রষ্টব্য জুন '৯৯ প্রশ্নোত্তর নং ১/১২৬)*।

প্রশ্নঃ (২৮/১৩৩)ঃ জনৈক ব্যক্তি জুয়া খেলার জন্য একটি ঘর তৈরী করেছিল। তার মৃত্যুর পরও সেই ঘরে জুয়া খেলা অব্যাহত আছে। এর পাপ কি তার উপর বর্তাবে? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আমজাদ আলী
হাট নারায়ণপুর, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ যার কারণে পাপ জারি হয়, তার অনুসারীদের গোনাহ সমূহের সমপরিমাণ গোনাহ তার উপরে আপতিত হয়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামতের দিন ওরা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে ওদের পাপ ভার এবং পাপ ভার তাদেরও যাদেরকে তারা তাদের অজ্ঞতা হেতু বিপথগামী করে। হুঁশিয়ার! খুবই নিকৃষ্ট বোঝা তারা বহন করে থাকে' *(নাহল ২৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি মানুষকে ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান জানালো, তার উপরে ঐ পরিমাণ গোনাহ চাপানো হবে, যে পরিমাণ গোনাহ তার অনুসারীদের উপরে চাপবে। তাদেরকে তাদের গোনাহ থেকে এতটুকুও কম করা হবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৫, 'ঈমান' অধ্যায়; হা/২১০ 'ইল্‌ম' অধ্যায়)*।

অতএব জুয়া খেলার জন্য যে ঘর নির্মাণ করা হয়েছে, ঐ ঘরে যতদিন উক্ত পাপ কাজ অব্যাহত থাকবে ততদিন মৃত ব্যক্তির উপর উক্ত ঘরের জুয়াড়ীদের পাপ সমূহের সম পরিমাণ পাপ বর্তাবে।

প্রশ্নঃ (২৯/১৩৪)ঃ বিভিন্ন কাপড়ের দোকানে মহিলা ও পুরুষের মূর্তি দাঁড় করিয়ে শাড়ী-পাঞ্জাবী, থ্রি-পিস ইত্যাদি বিক্রির জন্য রাখা হয়, এটা কি শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে?

-এহসানুল্লাহ বিশ্বাস
আর,ডি,এ, মার্কেট
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ এটা অভ্যাসগত শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আবক্ষ হৌক বা পূর্ণ হৌক কোন প্রাণীর মূর্তি বা ভাষ্কর্য তৈরী করা ও তা বাড়ীতে ও দোকানে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন করা ইসলামী শরী'আতে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলী (রাঃ)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, কোন মূর্তি পেলে তা ধ্বংস না করে ছাড়বে না এবং কোন উঁচু কবর পেলে তা সমান না করে ছাড়বে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৯৬ 'জানাযাহ' অধ্যায় 'মৃতের দাফন' অনুচ্ছেদ; দ্রঃ 'ছবি ও মূর্তি' দরসে হাদীছ সেপ্টেম্বর ২০০২)*।

প্রশ্নঃ (৩০/১৩৫)ঃ অনেকে কবর যিয়ারতকে উৎসবে পরিণত করে। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-ফেরদাউস
সুজানগর, পাবনা।

উত্তরঃ শুধু সাধারণ কবর নয় বরং নবী-রাসূল, অলি-আওলিয়ার কবরকেও উৎসবে পরিণত করা যাবে না।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন যে, 'তোমরা আমার কবরকে ঈদ বা উৎসব স্থলে পরিণত কর না...' *(নাসাঈ; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৭৯৬; মিশকাত হা/৯২৬ 'ছালাত' অধ্যায় 'রাসূলের প্রতি দরূদ' অনুচ্ছেদ)*।

উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, তোমরা আমার কবর যিয়ারতকে উৎসবে পরিণত কর না' *(মিরক্বাত ২/৩৪২)*। আল্লামা ত্বীবী বলেন, এর অর্থ- ঈদ উৎসব পালনের মত তোমরা নির্দিষ্ট দিনে কবরে ভিড় জমাবে না। কেননা ইহুদী-নাছারা ও মূর্তি পূজারীগণ তাদের মৃতদের সম্মানে সর্বদা এসব করে থাকে *(ঐ)*।

প্রশ্নঃ (৩১/১৩৬)ঃ অনেক খতীব ছাহেব খুৎবার মাধ্যমে নিকটতম আত্মীয়দের দান করার কথা বলেন, কিন্তু দলীল পেশ করেন না। আমি 'আত-তাহরীক'-এর মাধ্যমে দলীল ভিত্তিক জওয়াব চাই।

-শফীকুল ইসলাম
কৈমারী, জলঢাকা, নীলফামারী।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা নিকটাত্মীয়কে দান ও অনুগ্রহ করতে বলেছেন *(বাক্বারাহ ৮৩, ১৭৭)*। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ছাহাবী আবু ত্বালহাকে তার মূল্যবান খেজুর বাগনটিকে তার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে দান করে দেওয়ার নির্দেশ দেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৪৫ 'যাকাত' অধ্যায় 'শ্রেষ্ঠ ছাদাক্বা' অনুচ্ছেদ)*। এমনকি নিকটতম আত্মীয়কে দান করার মাধ্যমে দ্বিগুণ ছওয়াব পাবার কথা হাদীছে এসেছে। তার একটি হ'লঃ আত্মীয়তার হক আদায়ের নেকী। অন্যটি হ'ল ছাদাক্বা দেওয়ার নেকী' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৩৪ 'শ্রেষ্ঠ ছাদাক্বা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/১৩৭)ঃ জনৈক সঊদী মেহমানকে ছালাতুত

তারাবীহ পড়াতে দেখলাম যে, দু'দু'রাক'আত করে দশ রাক'আত ও পরে এক রাক'আত বিতর মোট এগার রাক'আত পড়ালেন। কিন্তু আহলেহাদীছগণ দু'দু'রাক'আত করে আট রাক'আত ও এক সালামে তিন রাক'আত বিতর মোট ১১ রাক'আত পড়েন। কোন্টি সঠিক?

-মুবাশশের হোসাইন
নওদাপাড়া বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ উভয় পদ্ধতি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এশার ছালাত হ'তে অবসর নেওয়ার পর ফজর পর্যন্ত ১১ রাক'আত আদায় করতেন। দুই দুই রাক'আত করে সালাম ফিরাতেন ও পরে এক রাক'আত পড়তেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৮৮ 'রাত্রিকালীন ছালাত' অধ্যায়)*।

অন্য হাদীছে আছে রামাযান মাসে আট রাক'আতে সূরা বাক্বারাহ পড়তেন *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০৩ সনদ ছহীহ)*। আট রাক'আতের সাথে তিন রাক'আত এক সালামে পড়তেন *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২৬৫ সনদ ছহীহ 'বিতর' অধ্যায়)*। উল্লেখ্য যে, ইমাম নাসাঈ বিভিন্ন সূত্রে ১২টি ছহীহ হাদীছ বর্ণনা করেন, যার প্রতিটি এক টানা তিন রাক'আত বিতর পড়ার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ইঙ্গিত বহন করে *(ছহীহ নাসাঈ হা/১৬০৩-১৬)*। *দ্রষ্টব্য ডিসেম্বর ২০০০ প্রশ্নোত্তর ৪/৭৪; আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৯৯-১০০)।*

প্রশ্নঃ (৩৩/১৩৮)ঃ হাদীছে আছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কালো কুকুর, গাধা ও নারী সুতরা বিহীন ছালাত আদায় কারীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করলে তার ছালাত নষ্ট হয়ে যায়' (ইবনু মাজাহ, আবুদাঊদ)। হাদীছটির ব্যাখ্যা কি?

-রাবেয়া বেগম
ফি আমানিল্লাহ ভিলা
ষ্টেডিয়াম রোড, মেহেরপুর।

উত্তরঃ জমহূর বিদ্বানগণ এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এর দ্বারা ছালাত নষ্ট হয় না। বরং ছালাত আদায়কারীর একাগ্রতা নষ্ট হয়। ফলে ছালাতের ক্ষতি হয় *(মুসলিম, শরহ নববী, ৩-৪ খণ্ড, পৃঃ ৪৫০; তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী, ২য় খণ্ড পৃঃ ২৫৯, 'সুতরা' অনুচ্ছেদ)*।

ভাষ্যকার ছফিউর রহমান মোবারকপুরী উল্লেখিত হাদীছে সুতরার হিকমত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, বান্দা যখন ছালাতে রত হয়, তখন আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তার প্রতি রহমত বর্ষিত হয়। এ অবস্থায় কোন ব্যক্তি সুতরার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করলে তার বিনয় নম্রতার ঘাটতি হয়। ফলে আল্লাহ্র রহমত ও ছওয়াব বর্ষণ কমে যায়' *(ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, শরহ বুলূগুল মারাম পৃঃ ৬১ 'মুছল্লীর সুতরা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/১৩৯)ঃ পুরুষের জন্য কি পর্দার বিধান নেই? থাকলে তাদের পর্দা কিরূপ হবে?

-অপরূপা সাগর
দিনাজপুর সরকারী মহিলা কলেজ
দিনাজপুর।

উত্তরঃ মহিলাদের যেরূপ পর পুরুষ হ'তে পর্দা করা অপরিহার্য, তদ্রূপ পুরুষদেরও বেগানা মহিলা হ'তে পর্দা করা অপরিহার্য।

আল্লাহ বলেন, 'হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনমিত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। আর এটাই তাদের জন্য উত্তম। বস্তুতপক্ষে তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত' *(নূর ৩০)*।

তিনি আরো বলেন, 'তোমরা যখন তাদের (মহিলাদের) নিকট কোন জিনিষ চাইবে তখন পর্দার বাইরে থেকে চাইবে। কেননা ইহা তোমাদের ও তাদের অন্তর সমূহের জন্য পবিত্রতর' *(আহযাব ৫৩)*।

হযরত বুরাইদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে বলেন, হে আলী! তুমি দৃষ্টির উপর দৃষ্টি ফেলো না। হঠাৎ যে দৃষ্টি পড়ে ওটা তোমার জন্য ক্ষমা। কিন্তু পরবর্তী দৃষ্টি তোমার জন্য বৈধ নয়' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, দারেমী, মিশকাত হা/৩১১০ 'পাত্রী দেখা, আবরণীয় অঙ্গ ও পর্দা' অনুচ্ছেদ; ছহীহ আবুদাঊদ ১ম খণ্ড হা/২১৪৯; হাদীছ হাসান)*। পুরুষের জন্য দৃষ্টিকে সংযত করতে হবে। তবে মহিলাদের ন্যায় সর্বাঙ্গ ঢেকে পর্দা করতে হবে না।

প্রশ্নঃ (৩৫/১৪০)ঃ কেউ দো'আ চাইলে صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ বলা যাবে কি? যদি না বলা যায় তবে এক্ষেত্রে দো'আ করার পদ্ধতি কি?

-ইসহাক আলী
সড়গাছী, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ যেকোন ব্যক্তির জন্য রহমত ও বরকতের দো'আ স্বরূপ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ বলা জায়েয আছে। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তাঁর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খিদমতে আরয করলেন, صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِيْ অর্থঃ 'হে রাসূল (ছাঃ)! আপনি আমার ও আমার স্বামীর জন্য দো'আ করুন'! তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দো'আ করলেন *(আহমাদ, ইবনু হিব্বান হাদীছটিকে 'ছহীহ' বলেছেন, ফৎহুল বারী ১১/২০৪ পৃঃ)*। ক্বায়েস ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর দু'হাত উঠালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! আপনার দয়া ও রহমত সা'দ ইবনে ওবাদার পরিবারের উপর অবতীর্ণ হৌক *(আবূদাঊদ, সনদ জাইয়িদ, ফাৎহুল বারী ১১/২০৪ পৃঃ)*। আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইবনু আবী আওফা (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, যখন কোন সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে ছাদাক্বাহ নিয়ে আসতো তখন তিনি বলতেন, اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ 'হে আল্লাহ!

তুমি অমুকের বংশধরগণের উপরে রহমত বর্ষণ কর! অতঃপর তাঁর নিকটে যখন আমার পিতা আসলেন তখন তিনি বলেন, اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ اَبِيْ اَوْفَى 'হে আল্লাহ! তুমি আবু আওফার বংশধরগণের উপর রহমত বর্ষণ কর' *(বুখারী, ফৎহুল বারী ৩/৪৬০-৬১, হা/১৪৯৭)*। তবে স্থান-কাল-পাত্র ও প্রশ্নভেদে বিভিন্নভাবে দো'আ করা সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছ রয়েছে।

প্রশ্নঃ (৩৬/১৪১)ঃ সূরা নূরের ৩৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাই। তৎসঙ্গে তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে উক্ত আয়াতে مَثَلُ نُوْرِهِ -এর পরিবর্তে উবাই ইবনে কা'ব مَثَلُ نُوْرِمَنْ آمَنَ بِهِ পড়তেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুমিনের ও নবী করীম (ছাঃ)-এর নূর নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। এতদ্বিষয়ে জানালে কৃতার্থ হব।

-এ,বি,এম, বায়েজীদ
সহকারী অধ্যাপক
তাহেরপুর কামিল মাদরাসা
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'আল্লাহ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের জ্যোতি। তাঁর জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার, যার মধ্যে রয়েছে একটি প্রদীপ। প্রদীপটি রয়েছে একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে। কাঁচের ঐ চিমনীটি প্রদীপ্ত নক্ষত্র সদৃশ। যা পবিত্র যয়তূন বৃক্ষের তৈল দ্বারা প্রজ্জ্বলিত করা হয়। যা পূর্ব মুখীও নয় পশ্চিম মুখীও নয়। অগ্নি স্পর্শ না করলেও যেন উহার তৈল উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরিত করছে। জ্যোতির উপরে জ্যোতি। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন স্বীয় জ্যোতির দিকে। আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন এবং আল্লাহ সকল বিষয়ে অবগত' *(নূর ৩৫)*।

نور السموات والارض-এর ব্যাখ্যাঃ 'নূর' অর্থ জ্যোতি। তবে আল্লাহ্‌র ক্ষেত্রে অর্থ হবে জ্যোতি দানকারী। কেননা জ্যোতি স্বয়ং একটি পদার্থ বা পদার্থজাত বস্তু। অথচ আল্লাহ এসবের ঊর্ধ্বে। 'তিনি কোন কিছুর জন্মদাতা নন বা কোন কিছু থেকে জন্মিত নন এবং তাঁর সমতুল্য কিছুই নেই' *(ইখলাছ ৩-৪)*। সে কারণ 'নূর'-এর ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, هادى اهل السموات والارض 'আসমান ও যমীনবাসীর পথ প্রদর্শক'। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন যে, 'আল্লাহ সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি দ্বারা আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী সব কিছুকে পরিচালনা করেন'।

অতঃপর مثل نوره -এর "ه" সর্বনামটি কোন দিকে ফিরেছে, এটা নিয়ে মুফাসসিরগণের মধ্যে দু'টি মত রয়েছে। (১) আল্লাহ্‌র দিকে। তখন অর্থ হবে মুমিনের হৃদয়ে রক্ষিত আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়াতের নূর। এটি ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন। (২) মুমিনের দিকে। তখন অর্থ হবে মুমিনের হৃদয়ে রক্ষিত ঈমানের উজ্জ্বল কাঁচপাত্র সদৃশ দীপাধার, যাতে রয়েছে স্বচ্ছ যয়তূন তৈল দ্বারা প্রজ্জ্বলিত নির্মল দীপশিখা, যা পূর্বে বা পশ্চিমে হেলে না। বরং সর্বাবস্থায় সমভাবে আলো প্রদান করে। এখানে 'যয়তূন' তৈল বলতে কুরআন ও শরী'আতকে বুঝানো হয়েছে। যার সাহায্যে মুমিনের হৃদয়ে ঈমানের দীপশিখা সদা সমুজ্জ্বল থাকে। উবাই বিন কা'ব (রাঃ) বলেন, উক্ত দীপাধারকে মুমিনের হৃদয়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে। সেকারণ তিনি পড়েছেন مَثَلُ نُوْرِمَنْ آمَنَ بِهِ ।

نُوْرٌ عَلَى نُوْرٍ 'নূরের উপরে নূর' অর্থ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, বান্দার ঈমান ও তার আমল' *(দ্রষ্টব্যঃ তাফসীর ইবনু কাছীর ৩/৩০০-৩০১)*। অর্থাৎ সুন্দর ঈমানের সাথে সুন্দর আমল। উল্লেখ্য যে, আল্লাহকে চেনার মত 'নূর' সকল মানুষ এমনকি সকল সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে। যার মাধ্যমে তারা সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে পারে। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, 'আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবকিছুই আল্লাহ্‌র গুণগান করে থাকে...' *(ছফ ১)*।

উক্ত আয়াতের মাধ্যমে 'নূরে মুহাম্মাদী'-র শিরকী আক্বীদা প্রমাণের কোন অবকাশ নেই।

প্রশ্নঃ (৩৭/১৪২)ঃ যবেহ করার সময় মুরগীর মাথা আলাদা হয়ে গেলে তার গোশত খাওয়া হালাল হবে কি?

-মুহাম্মাদ সুমন হোসাইন
নন্দলালপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ হাঁস, মুরগী কিংবা যেকোন পশু যবেহ করার সময় 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে যবেহ করতে গিয়ে যদি মাথা আলাদা হয়ে যায়, তাহ'লে তার গোশত খাওয়া হালাল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অতঃপর যে জন্তুর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয়, তা থেকে ভক্ষণ কর যদি তোমরা তাঁর বিধান সমূহে বিশ্বাসী হও *(আন'আম ১১৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/১৪৩)ঃ আল্লাহ তা'আলার আকার আছে কি? বাংলাদেশের অধিকাংশ লোকই জানেন আল্লাহ নিরাকার। এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্যসহ সঠিক সমাধান দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ শাহাবুদ্দীন
১২৯ ফিল্ড ওয়ার্কশপ কোম্পানী ই,এম,ই
বগুড়া সেনানিবাস, বগুড়া।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র আকার আছে। তবে তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। আল্লাহ্‌র আকৃতি তাঁর জন্য যেমনটি

হওয়া উচিৎ তেমনটিই রয়েছে। কোন সৃষ্টির মত নয় এবং তাঁর আকৃতির বর্ণনা দেওয়াও কারু পক্ষে সম্ভবপর নয়। আল্লাহ বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ। 'তাঁর তুলনীয় কিছু নেই, তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(শূরা ১১)*।

যে সকল আলেম আল্লাহ্‌র আকারকে অস্বীকার করেন, তারা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্‌র স্পষ্ট বর্ণনাকে উপলব্ধি করতে অক্ষম রয়েছেন এবং সালাফে ছালেহীনের আক্বীদার বিরোধিতা করেন।

মূলতঃ আল্লাহ্‌র আকারকে অস্বীকার করার পিছনে মু'আত্তিলা, মু'তাযিলা প্রভৃতি ভ্রান্ত ফেরকা সমূহের লোকদের কতিপয় মনগড়া যুক্তি ব্যতীত কুরআন ও সুন্নাহ থেকে কোন দলীল নেই। পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র আকারের প্রমাণে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে অসংখ্য দলীল রয়েছে, যার কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হ'ল-

১. আল্লাহ বলেন, 'আর ইহুদীরা বলে আল্লাহ্‌র হাত বন্ধ হয়ে গেছে।... বরং তাঁর উভয় হাত উন্মুক্ত' *(মায়েদা ৪৬)* (২) আল্লাহ বলেন, 'হে ইবলীস! আমি যাকে স্বহস্তে সৃষ্টি করেছি, তাঁর সম্মুখে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল'? *(ছোয়াদ ৭৫)* (৩) 'তোমরা ভয় কর না আমি তোমাদের সাথে আছি, শুনি ও দেখি' *(ত্বা-হা ৪৬)* (৪) 'সেদিনের কথা স্মরণ কর যেদিন গোছা পর্যন্ত (আল্লাহ্‌র) পা খোলা হবে এবং তাদেরকে সিজদা করতে আহ্বান করা হবে...' *(ক্বলম ৪২)* (৫) 'হে মূসা! 'আমি তোমার প্রতি মহব্বত সঞ্চারিত করেছিলাম আমার নিজের পক্ষ থেকে যাতে তুমি আমার চক্ষুর (দৃষ্টির) সামনে প্রতিপালিত হও' *(ত্বা-হা ৩৯)* (৬) 'ক্বিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর (আল্লাহ্‌র) হাতের মুঠোতে এবং আসমান সমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর হাতে' *(যুমার ৬৭)*।

উল্লেখিত আয়াত সহ অন্যান্য বহু আয়াত থেকে আল্লাহ্‌র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তথা আকৃতি প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারাও প্রমাণিত হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ যখন তাঁর পা জাহান্নামের উপরে রাখবেন, তখন জাহান্নাম বলবে, قَطْ قَطْ যথেষ্ট, যথেষ্ট' *(বুখারী পৃঃ ৭১৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা আসমান সমূহকে ভাঁজ করে তাঁর ডান হাতে নিয়ে বলবেন, আমিই বাদশাহ। আজ অহংকারী ও অত্যাচারীরা কোথায়? অনুরূপভাবে যমীন সমূহকে ভাঁজ করে বাম হাতে নিয়ে বলবেন, আমিই বাদশাহ, আজ যালিম ও অহংকারীগণ কোথায়? *(মুসলিম, মিশকাত পৃ ৪৮২)*। এতদ্ব্যতীত অসংখ্য ছহীহ হাদীছ রয়েছে।

এ বিষয়ে সকল সালাফে ছালেহীন একমত যে, কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যেভাবে আল্লাহ্‌র আকৃতি ও গুণাবলীর কথা বর্ণিত হয়েছে কোনরূপ ব্যাখ্যা ব্যতীত সেভাবেই তা বিশ্বাস করতে হবে। যেমন- ওয়ালীদ বিন মুসলিম বলেন, আমি আল্লাহ্‌র ছিফাত ও দর্শন সম্পর্কিত হাদীছগুলি সম্পর্কে ইমাম আওযাঈ, সুফিয়ান ছওরী, মালেক বিন আনাস (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন, কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই যেভাবে হাদীছে এসেছে সেভাবেই মেনে নাও। যারা আল্লাহ্‌র নাম, ছিফাত, কালাম, আমল ও কুদরত সমূহকে সরাসরি মেনে না নিয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন, তাদেরকে ইমাম মালেক বিদ'আতী বলেছেন *(শারহুস সুন্নাহ; আক্বীদাতুস সালাফিছ ছালেহ ৫৬-৫৭ পৃঃ)*।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র সত্তার ব্যাপারে কারও কোনরূপ কথা বলা ঠিক নয়। বরং আল্লাহ যেভাবে স্বীয় সত্তার বর্ণনা দিয়েছেন, সেভাবেই যেন বর্ণনা করা হয়। এ সম্পর্কে নিজের পক্ষ থেকে কোনরূপ যুক্তি পেশ করে যেন কিছু বলা না হয় *(শারহ আক্বীদা ত্বাহাভিয়াহ; আক্বীদাতুস সালাফিছ ছালেহ পৃঃ ৫৭)*। নাঈম বিন হাম্মাদ বলেন, যে ব্যক্তি কোন সৃষ্টির সাথে আল্লাহ্‌র সাদৃশ্য করল, সে কুফরী করল এবং আল্লাহ যেভাবে তাঁর সত্তার বর্ণনা দিয়েছেন, সেটা যে অস্বীকার করল সেও কুফরী করল। আল্লাহ ও রাসূল যেভাবে তাঁর ছিফাত বর্ণনা করেছেন, তার কোন সাদৃশ্য নেই *(প্রাগুক্ত পৃঃ ৫৮)*।

মোট কথা ছহীহ আক্বীদা হ'ল এই যে, আল্লাহ্‌র অবশ্যই আকার আছে। তবে তা কারো সদৃশ নয়। আর আকার থাকলেই যে আহার-নিদ্রার প্রয়োজন হবে, এমনটিও ঠিক নয়। বহু সৃষ্টি রয়েছে, যাদের আকার আছে, কিন্তু আহার-নিদ্রা নেই। যেমন- ফেরেশতা, চন্দ্র, সূর্য, বায়ু, পানি ইত্যাদি। আল্লাহ তো নিজেই বলে দিয়েছেন যে, 'আল্লাহ মুখাপেক্ষীহীন... তাঁর সমতুল্য কেউ নেই' *(ইখলাছ ২, ৪)*।

দেখুনঃ 'আত-তাহরীক' আগষ্ট '৯৮ সংখ্যা: 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' (থিসিস) 'আক্বীদা' অধ্যায় পৃঃ ১১৫-১১৭, টীকা নং ২৯।

প্রশ্নঃ (৩৯/১৪৪)ঃ আমাদের এক হিরোইনখোর বন্ধু হঠাৎ ভাল হয়ে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় শুরু করেছে এবং মসজিদে বসে সবাইকে ভাল ভাল উপদেশ দেয়। ওদিকে শুনতে পাই সে গোপনে হিরোইন খায়। এসব লোকের পরিণতি কি হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
শরীফপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ এই ধরনের উপদেশ দানকারী সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা কেন ঐসব কথা বল, যা তোমরা করো না?' *(ছফ ২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামতের দিন জনৈক ব্যক্তিকে আনা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আগুনে তার নাড়ী-ভূড়ি বেরিয়ে যাবে। তখন সে ঐ নাড়ী-ভূড়ির চতুর্দিকে ঘুরতে থাকবে। যেমনভাবে গাধা ঘানির চারদিকে ঘুরে থাকে। এ অবস্থা দেখে জাহান্নামবাসীরা তার চার পাশে জড়ো হবে ও তাকে লক্ষ্য করে বলবে, হে অমুক! তোমার এ কি অবস্থা? তুমি না সর্বদা আমাদেরকে ভাল কাজের উপদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে? তখন লোকটি জবাবে বলবে, আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের

আদেশ দিতাম; কিন্তু নিজে তা করতাম না। আমি তোমাদেরকে মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতাম; কিন্তু আমি নিজেই সে কাজ করতাম' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১৩৯ 'সৎ কাজের নির্দেশ' অনুচ্ছেদ)*। তবে যেকোন লোক সদুপদেশ দিলে তা গ্রহণযোগ্য। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) ইবলীসের নিকট থেকে আয়াতুল কুরসীর ফযীলত শিখেছিলেন এবং পরে তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সত্যায়ন করেছিলেন *(বুখারী, মিশকাত হা/২১২৩ 'কুরআনের ফযীলত সমূহ' অধ্যায়)*। অতএব উক্ত হিরোইন সেবীকে তার মৃত্যুর পূর্বেই দ্রুত তওবা করা যরূরী *(আলে-ইমরান ১০২)*।

প্রশ্নঃ (৪০/১৪৫)ঃ মুছাফাহার সঠিক পদ্ধতি কি? দু'হাতে মুছাফাহা করার পক্ষে কি কোন ছহীহ হাদীছ আছে?

-মাওলানা শামসুল হুদা
নজিপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ মুছাফাহা (المصافحة) শব্দটি বাবে مفاعلة -এর ক্রিয়ামূল। এর আভিধানিক অর্থঃ الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد অর্থাৎ এক হাতের তালুর সাথে অন্য হাতের তালুকে আঁকড়িয়ে ধরা *(মিশকাত, পৃঃ ৪০১, হাশিয়া ৬)*। আরবী ভাষার কোন অভিধানে চার হাতের সংযোগকে মুছাফাহা বলে অভিহিত করা হয়নি।

নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী বলেন, দুই দুই করে চার হাতের তালু মিলিয়ে মুছাফাহার প্রমাণে কোন মরফূ হাদীছ নেই *(তানক্বীহুর রুওয়াত শরহ মিশকাত 'মুছাফাহা' অনুচ্ছেদ ৩/২৮৭ পৃঃ, টীকা ৬)*।

(১) হাসান ইবনে নূহ বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে বুসরকে বলতে শুনেছি, তোমরা আমার এই হাতের তালুটি দেখেছ? তোমরা সাক্ষী থাক, আমি এই তালুটি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর তালু মোবারকে রেখেছি। অর্থাৎ মুছাফাহা করেছি *(মুসনাদে আহমাদ, সনদ ছহীহ, তুহফাতুল আহওয়াযী ৭/৪৩০ পৃঃ 'মুছাফাহা' অনুচ্ছেদ)*।

(২) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল যে, আমি কি আমার বন্ধুর আগমনে মাথা নত করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না। তবে কি আলিঙ্গন করব? তিনি বললেন, না। আমি কি তাকে চুম্বন করব? তিনি বললেন, না। সে বলল যে, তবে কি তার এক হাতে মুছাফাহা করব? (فيأخذه بيده ويصافحه) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ *(হাদীছ হাসান, আলবানী মিশকাত হা/৪৬৮০ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'মুছাফাহা ও মু'আনাকা' অনুচ্ছেদ)*।

তবে আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে তাশাহহুদ শিক্ষা দেওয়ার সময় তাঁর হাতের তালুটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দুই হাতের তালুর মধ্যে ছিল *(বুখারী, মুসলিম)*। উক্ত হাদীছটির ব্যাখ্যায় আবদুল হাই লাক্ষ্ণৌবী হানাফী স্বীয় ফাৎওয়া গ্রন্থে বলেছেন, হাদীছটি মুছাফাহার সাথে সম্পৃক্ত নয়। বরং শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীর অধিক আগ্রহ সৃষ্টির জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ করেছিলেন *(তুহফাতুল আহওয়াযী হা/২৮৭৫-এর ভাষ্য, ৭/৫২২)*।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ)-এর উক্ত হাদীছ থেকেও চার হাতের তালু মিলানো প্রমাণিত হয় না; বরং তিন হাতের তালু প্রমাণিত হয়। সুতরাং উভয়ের ডান হাতের তালু দ্বারা মুছাফাহা করাই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

উল্লেখ্য যে, প্রথম সাক্ষাতে মুছাফাহা করা সুন্নাত এবং বিদায়কালে মুছাফাহা করা মুস্তাহাব। উহা কোনক্রমেই বিদ'আত নয়। যেমনটি অনেকে বলে থাকেন। অনুরূপভাবে উভয়ের দু'হাতে মোট চার হাতে মুছাফাহা করা সুন্নাতের খেলাফ' *(আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬-এর ভাষ্য, ১/২৩ পৃঃ)*। এর চাইতে আরো বড় বিদ'আত হ'ল মুছাফাহা শেষে বুকে হাত দেওয়া, মাথা ঝুঁকানো ইত্যাদি পন্থায় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

রাজশাহী মেন্টাল হেল্থ ক্লিনিক

মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র

সেবা সমূহ ঃ

- যে কোন মানসিক রোগ চিকিৎসা
- মাদকাসক্তি নিরাময়
- সাইকোথেরাপি
- বিহেভিয়ার থেরাপি
- শিশু-কিশোর আচরণগত সমস্যা

লক্ষীপুর ভাটাপাড়া
রাজশাহী-৬০০০। *ফোনঃ ৭৭৫৮০৫।*

মাসিক

আত-তাহরীক

৬ষ্ঠ বর্ষ ৫ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী ২০০৩

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** গত ১৪ জানুয়ারী দিবাগত রাত ১২-টা হ'তে ৩-টা পর্যন্ত তীব্র শীতের মধ্যে রাজশাহী রেলষ্টেশন, কোর্ট ষ্টেশন, কাশিয়াডাঙ্গা হাইস্কুল সহ বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় গ্রহণকারী শীতার্ত ছিন্নমুল অসহায় মানুষের মাঝে কম্বল, চাদর, সুয়েটার ও ছোটদের পোষাকসহ বিভিন্ন শীতবস্ত্র বিতরণ করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর রাজশাহী যেলা সভাপতি অধ্যাপক মাওলানা ফারূক আহমাদ ও 'আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর নেতা-কর্মীগণ।

এতদ্ব্যতীত কেন্দ্রীয় সংগঠনের পক্ষ হ'তে ৪২টি যেলা সংগঠনকে স্ব স্ব এলাকা হ'তে শীতবস্ত্র সংগ্রহ ও শীতার্তদের মাঝে বিতরণের জন্য যরূরী নির্দেশ প্রেরণ করা হয়েছে। 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ এলাকায় ইতিমধ্যে ত্রাণ বিতরণ শুরু করেছেন বলে জানা গেছে।

বিভিন্ন যেলায় শীতবস্ত্র বিতরণ

(১) পঞ্চগড় ১৪ জানুয়ারী মঙ্গলবারঃ অদ্য যেলার ফুলতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে এলাকার দুঃস্থদের মাঝে গরম কাপড় বিতরণ করা হয়। এ সময়ে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মাওলানা আব্দুর রাযযাক (নাটোর)। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল আহাদ, সহ-সভাপতি রফিজুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুন নূর, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আমীনুর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

(২) কুষ্টিয়া ১৪ ও ১৬ জানুয়ারীঃ কেন্দ্রীয় নির্দেশ অনুযায়ী গত ১৪ ও ১৬ই জানুয়ারী যেলার পোড়াদহ রেলষ্টেশন ও পার্শ্ববর্তী এলাকা, কুষ্টিয়া শহর এলাকার দুঃস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। এ সময়ে তাঁর সাথে ছিলেন কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, কুষ্টিয়া পূর্ব যেলা কর্মপরিষদ সদস্য জনাব রায়হানুল ইসলাম, মেহেরপুর যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ তারীকুযযামন প্রমুখ। যেলার নন্দলালপুর এলাকাতেও শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

(৩) ঠাকুরগাঁ ১৭ই জানুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে রাণীশংকৈল আল-ফুরক্বান ইসলামিক সেন্টারে এলাকার অসহায়দের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মাওলানা আব্দুর রাযযাক (নাটোর)। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর যেলার সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব ইদরীস আলী, ঠাকুরগাঁ যেলা সভাপতি মাওলানা মুযযাম্মিল হক প্রমুখ।

(৪) দিনাজপুর -পশ্চিম ১৭ই জানুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য রাত ১১ টায় দিনাজপুর রেলষ্টেশন ও তৎসংলগ্ন বস্তিতে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এ সময়ে উপস্থিত ছিলেন সাবেক কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ মাওলানা আব্দুর রাযযাক (নাটোর)। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক ইদরীস আলী, মাওলানা আব্দুল্লাহ প্রমুখ।

(৫) নীলফামারী ২৪শে জানুয়ারী শুক্রবারঃ অদ্য দিবাগত রাত ১-টা ৩০ মিনিটে স্থানীয় শৌলমারী বাজার ও জলঢাকা উপযেলা শহরে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এ সময় মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী এবং যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক ইসমাঈল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক জনাব খায়রুল আযাদ ও অন্যান্য দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

(১/১৪৬)ঃ জান্নাতে প্রবেশের সময় জান্নাতীদের বয়স কত হবে?

-নাঈমা সুলতানা
সম্মান (২য় বর্ষ) বাংলা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ জান্নাতবাসী নারী-পুরুষ সকলেই ৩০ বা ৩৩ বছর বয়সী হবেন। তারা কেশ ও শ্মশ্রুবিহীন এবং সুরমায়িত চক্ষু বিশিষ্ট হবেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৩৯ 'জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের বিবরণ' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান)*। তারা স্থায়ী যৌবনের অধিকারী হবেন এবং দুনিয়ার ১০০ জন যুবকের সমান শক্তি সম্পন্ন হবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬২১; তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৩৬, 'জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের বিবরণ' অনুচ্ছেদ হাদীছ ছহীহ)*। *বিস্তারিত দেখুনঃ দরসে কুরআন 'জান্নাতের বিবরণ' সেপ্টেম্বর ২০০০ইং।*

প্রশ্নঃ (২/১৪৭)ঃ শরী'আতে বার্ধক্যের কোন চিকিৎসা আছে কি?

-আব্দুল্লাহ আল-মাহমুদ
বান্দাইখাড়া, আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ বার্ধক্যের কোন চিকিৎসা বা ঔষধ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, হে আল্লাহ্‌র বান্দারা! তোমরা ঔষধ ব্যবহার কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা এমন কোন রোগ দেননি, যার আরোগ্যের কোন ব্যবস্থা দেননি। তবে একটি রোগ ব্যতীত। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, সে রোগটি কি? তিনি বললেন, (তা হচ্ছে) বার্ধক্য' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৪৫৩২ 'চিকিৎসা ও ঝাড়-ফুঁক' অধ্যায়, সনদ ছহীহ)*। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিম্নোক্ত দো'আটি পড়ে অতি বার্ধক্য হ'তে পানাহ চেয়েছেন,

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ-

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল বুখলি ওয়া আ'উযুবিকা মিনাল জুবনি ওয়া আ'উযুবিকা মিন আন আরুদ্দা ইলা আরযালিল 'উমরি ওয়া আ'উযুবিকা মিন ফিৎনাতিদ দুনইয়া ওয়া 'আযা-বিল ক্বাবরি।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাচ্ছি কৃপণতা, কাপুরুষতা, নিকৃষ্টতম বার্ধক্য, দুনিয়ার ফিতনা-ফাসাদ ও ক্ববরের আযাব হ'তে *(বুখারী ফাৎহসহ ৬/৩৫ পৃঃ; বুলূগুল মারাম হা/৩১৮ 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩/১৪৮)ঃ ছালাতে দু'জনের মধ্যে ফাঁক করে দাঁড়ালে তথায় শয়তান প্রবেশ করে, এটি কি হাদীছ, না কি ইজতেহাদী কথা?

-মুনশী আব্দুল ওয়াদূদ
সাং ও পোঃ বোহাইল, বগুড়া।

উত্তরঃ উপরোক্ত কথাটি ছহীহ হাদীছের, ইজতেহাদী নয়। হাদীছটি নিম্নরূপঃ আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা কাতার সমূহে ভালভাবে পরস্পরে মিলে দাঁড়াবে এবং পরস্পর নিকটে থাকবে। তোমাদের গর্দানসমূহ সমান্তরাল রাখবে। সেই আল্লাহ্‌র শপথ, যার হাতে আমার জীবন রয়েছে! নিশ্চয়ই আমি শয়তানকে কালো ভেড়ার বাচ্চার ন্যায় কাতার সমূহের ফাঁকে প্রবেশ করতে দেখি' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১০৯৩ 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ)*। অন্য হাদীছে এসেছে, কাতারের ফাঁক বন্ধ কর। কেননা শয়তান কাতারের ফাঁক দিয়ে ভেড়ার বাচ্চার ন্যায় প্রবেশ করে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১০১)*।

প্রশ্নঃ (৪/১৪৯)ঃ অনেক মুসলমান ভাইকে 'বড়দিন' পালন করতে দেখা যায়। এটি কি ঠিক? জবাব দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হান্নান
চিনাটোলা, যশোর।

উত্তরঃ এটা মোটেই ঠিক নয়। কেননা কোন মুসলমান খৃষ্টানদের 'বড়দিন' উদযাপন করলে তিনি তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করলেন এবং তিনি তাদেরমধ্যেই গণ্য হবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন, যে ব্যক্তি অন্য কোন জাতির সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে, সে ঐ জাতির মধ্যেই গণ্য হবে *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪০৩১, মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়; মিরক্বাত ৮/২৫৫)*।

প্রশ্নঃ (৫/১৫০)ঃ জনৈক আলেম এক মহিলার জানাযা পড়ানোর সময় 'আল্লা-হুম্মাগফির লাহু ওয়ার হামহু..' এভাবে পড়ে জানাযা শেষ করলে কতিপয় আলেম প্রতিবাদ করে বলেন যে, আপনি স্ত্রী লিঙ্গ-পুং লিঙ্গ কিছুই বুঝেন না। আপনাকে পড়তে হবে 'আল্লা-হুম্মাগফির লাহা ওয়ার হামহা..'। কোনটি সঠিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আযম আলী
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ উক্ত দো'আর প্রথমে 'মাইয়েত' শব্দের উল্লেখ আছে। আর 'মাইয়েত' শব্দটি স্ত্রী ও পুরুষ উভয় লিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত হয়। সুতরাং লিঙ্গ পরিবর্তন করে দো'আ পাঠের কোন প্রয়োজন নেই *(আউনুল মা'বূদ হা/৩১৮৪-এর ভাষ্য ৮/৪৯৬ পৃঃ; নায়ল ৫/৭২ পৃঃ, দ্রষ্টব্যঃ ছালাতুর রাসূল ১১৮ পৃঃ)*। সুতরাং যিনি জানাযা পড়িয়েছেন, তিনি ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক পড়িয়েছেন।

প্রশ্নঃ (৬/১৫১)ঃ আমরা জানি যে, হারানো বিজ্ঞপ্তি মসজিদে প্রচার করা যায় না। কিন্তু মসজিদের হারানো বস্তু মসজিদে প্রচার বা বিজ্ঞপ্তি আকারে টাঙ্গানো যায় কি?

-আবদুল্লাহ
রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মসজিদের বা অন্য কোন স্থানের হারানো বস্তুর বিজ্ঞপ্তি মসজিদে প্রচার বা টাঙ্গানো জায়েয নয়। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি যদি মসজিদে হারানো বিজ্ঞপ্তি শুনে তাহ'লে সে যেন বলে, আল্লাহ যেন তাকে হারানো বস্তু ফিরিয়ে না দেন। কেননা হারানো বিজ্ঞপ্তির জন্য মসজিদ নির্মাণ করা হয়নি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৬)*। এ অবস্থায় মসজিদের বাইরে গিয়ে ঘোষণা দেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (৭/১৫২)ঃ যোহরের চার রাক'আত সুন্নাত পড়ার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়েছি। এক রাক'আত হ'তেই জামা'আত শুরু হ'ল। এখন আমার করণীয় কি? সুন্নাত ছেড়ে দিলে যেটুকু আদায় করেছি তার কি হবে?

-আব্দুল লতীফ
রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ সুন্নাত শুরু করার পর জামা'আত আরম্ভ হ'লে সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে জামা'আতে শরীক হ'তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ফরয ছালাতের জন্য এক্বামত দেওয়া হ'লে আর কোন ছালাত নেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৮)*। ছেড়ে দেওয়া সুন্নাতের পড়া অংশটুকু গণ্য হবে না। তবে তাতে তিনি নেকী পাবেন। কেননা এক সরিষা দানা পরিমাণ নেকীর কাজ করলেও তা আল্লাহ্‌র নিকটে গণ্য হবে *(যিলযাল ৭)*।

প্রশ্নঃ (৮/১৫৩)ঃ বন্ধুর বাসায় কলিংবেল টিপতেই যান্ত্রিক শব্দে ভেসে এলো 'আসসালা-মু আলাইকুম, বারায়ে মেহেরবাণী দরজা খুলিয়ে'। এ শব্দ শুনে সালামের প্রত্যুত্তর দেওয়া যাবে কি?

-শাহনেওয়াজ
চাচকৈর, নাটোর।

উত্তরঃ পূর্ব থেকে ধারণকৃত যান্ত্রিক শব্দে সালাম প্রদান করা হ'লে তার প্রত্যুত্তর দিতে হবে না। কারণ যন্ত্র শরী'আতের দায়িত্বমুক্ত একটি বস্তু মাত্র। তবে মাইক, টেলিফোন ইত্যাদি যন্ত্রের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি সালাম দিলে তার জবাব দিতে হবে।

প্রশ্নঃ (৯/১৫৪)ঃ তাশাহহুদ ও সালামের বৈঠকে শাহাদত আঙ্গুল কতক্ষণ উঠিয়ে রাখতে হবে। এভাবে শাহাদত আঙ্গুল উঠিয়ে রাখার উদ্দেশ্য কি?

-মুছল্লীগণ
দুবলাই আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ তাশাহহুদ ও সালামের বৈঠকে সর্বদা আঙ্গুল নাড়াতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শাহাদত আঙ্গুল নাড়িয়ে দো'আ করতেন' *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৯১১)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) যখন ছালাতের বৈঠকে বসতেন তখন

তাঁর দু'হাত 'হাটুর উপর রাখতেন এবং আঙ্গুলের উপর দৃষ্টি রেখে আঙ্গুল নাড়িয়ে ইশারা করতেন ও বলতেন (তর্জনী নড়ানো কাজটি) শয়তানের বিরুদ্ধে লোহা (অর্থাৎ তীর-বর্শা) অপেক্ষা কঠিন' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৯১৭ 'তাশাহ্হুদ' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (১০/১৫৫)ঃ আমরা মাসিক 'মদীনা' পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাতে ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু রাতে কোন সময় তা জানতে পারিনি। সঠিক সময় জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাহতাব
মুন্সিপাড়া, চাঁদপাড়া, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ মাসিক 'মদীনা'য় যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তেকাল রাতে উল্লেখ থাকে তাহ'লে ভুল হয়েছে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ১১ হিজরীর ১২ রবীউল আউয়াল সকালে রৌদ্র উত্তপ্ত হওয়ার সময় ইন্তেকাল করেন *(আর-রাহীকুল মাখতূম (অনূদিত) ২/৩৮০ পৃঃ; মুখতাছার সীরাতির রাসূল ৫৯৭ পৃঃ)।*

প্রশ্নঃ (১১/১৫৬)ঃ মাগরিবের আযানের পর দু'রাক'আত সুন্নাত পড়া যায় কি?

-আব্দুস সালাম
নতুন হাট, নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মাগরিবের আযানের পর দু'রাক'আত সুন্নাত পড়া উচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আযান ও এক্বামতের মাঝে ছালাত রয়েছে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৬২)।* রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মাগরিবের ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর। এভাবে দ্বিতীয় বার বলার পরে তৃতীয়বারে বললেন, যার ইচ্ছা *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৬৫)।*

প্রশ্নঃ (১২/১৫৭)ঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে আমি দু'পাত্র জ্ঞান অর্জন করেছি। তার একটি প্রকাশ করেছি। অপর পাত্রের কথা এমন যে, যদি আমি তা প্রকাশ করি তবে এই গলা কাটা যাবে'। হাদীছটির মর্মার্থ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রাবেয়া বেগম
ফী আমানিল্লাহ ভিলা
ষ্টেডিয়াম রোড, মেহেরপুর।

উত্তরঃ হাদীছে উল্লিখিত পাত্র দু'টির ১ম টি হাদীছের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। আর যে পাত্রটি আবূ হুরায়রা (রাঃ) প্রকাশ করেননি, ওলামায়ে দ্বীন ঐ পাত্রটির মধ্যে امراءالسوء। অর্থাৎ অত্যাচারী শাসকদের নাম, তাদের অবস্থা ও সময়ের বর্ণনা দিয়েছেন। আবূ হুরায়রা (রাঃ) ভয়ে তা প্রকাশ করেননি। অত্যাচারী শাসক বলতে তিনি ইয়াযীদ ইবনে মু'আবিয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ আমি যদি ঐ সমস্ত শাসকের নাম উল্লেখ করি, তবে আমার গলা কাটা যাবে *(ফাৎহুল বারী ১/২৮৯ পৃঃ 'জ্ঞান সংরক্ষণ করা' অনুচ্ছেদ)।* অন্য বর্ণনায় আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি ৬০ হিজরীর অনিষ্ট ও যুবক শাসকদের নেতৃত্ব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি'। ঐ বছরই ইয়াযীদ খলীফা হন এবং উম্মতের মধ্যে অসংখ্য ফিৎনা-ফাসাদ বিস্তৃতি লাভ করে। এ হাদীছটিতে রাবী সেই ফিৎনা সম্পর্কে বর্ণনা করেন। কিন্তু চুপ থাকাটাই মঙ্গল মনে করে তিনি তা উল্লেখ করেননি।

প্রশ্নঃ (১৩/১৫৮)ঃ পাথর নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও তা কেন জাহান্নামের জ্বালানী হবে। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন
বাইতুন নূর আলিম মাদরাসা, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাকে সে কাজে ব্যবহার করা তার জন্য শাস্তির বিষয় নয়। এছাড়া পাথরের উপর আল্লাহ তা'আলা শরী'আতের কোন বিধানও অর্পণ করেননি যে, তার কুফরীর কারণে তাকে জাহান্নামে শাস্তি স্বরূপ জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হবে। পবিত্র কুরআনে الحجارة। বলতে গন্ধকের পাথরকে বুঝানো হয়েছে, যা অত্যন্ত কালো, বড় এবং দুর্গন্ধময়। যার আগুনে অত্যন্ত তেজ থাকে। এ পাথর সম্পর্কে হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন যে, আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার সময় এই পাথরগুলি প্রথম আকাশে সৃষ্টি করা হয় *(তাফসীরে ইবনে জারীর, মুসনাদে ইবনে আবী হাতিম, মুসতাদরাকে হাকীম)।* এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসঊদ ও অন্যান্য কয়েকজন ছাহাবী হ'তে সুদ্দী বর্ণনা করেন যে, জাহান্নামের মধ্যে এ কালো পাথরও থাকবে, যার কঠিন আগুন দ্বারা কাফেরদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে (পাথরকে নয়)।

কেউ কেউ বলেন, জাহান্নামের ইন্ধন শুধু মানুষই হবে না বরং তাদের তৈরী করা পাথরের মূর্তিগুলিও সেখানে ইন্ধন হিসাবে ব্যবহৃত হবে। যে মূর্তিগুলিকে তারা মা'বূদ হিসাবে উপাসনা করতো। যাতে তারা জানতে পারে যে, আল্লাহ দাবী করার ও উপাস্য হবার ব্যাপারে এদের অধিকার কতটুকু' *(তাফসীরে ইবনে কাছীর, পৃঃ ৫৯)।* আল্লাহ বলেন, তোমরা যাদের পূজা কর সেগুলি জাহান্নামের ইন্ধন মাত্র' *(বাক্বারাহ ২৪)।*

প্রশ্নঃ (১৪/১৫৯)ঃ জনৈকা স্ত্রী স্বামীর অজান্তে নীরবে স্বামীর ঘর ছেড়ে ঢাকায় গিয়ে তার আত্মীয়-স্বজনের বাসায় থেকে চাকুরীর খোঁজ করে। সে নিজেকে স্বামীর ইচ্ছার বাইরে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগ পর্যন্ত স্বামীর সাথে সকল প্রকার যোগাযোগ রক্ষা করতে অস্বীকার করে। এ ধরনের স্ত্রীর প্রতি শরী'আতের বিধান কি? সময়ের ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে কি? স্ত্রীর এভাবে বিচ্ছিন্ন থাকা প্রায় দু'মাস পূর্ণ হ'ল। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ ইসহাক আলী
গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজ, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ স্বামীর বিনা অনুমতিতে অন্যত্র যাওয়া স্ত্রীর জন্য বৈধ নয়। কারণ সর্বাবস্থায় শারঈ বিরোধহীন বিষয়ে স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর জন্য অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে স্ত্রী পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে, রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করে, স্বীয় লজ্জাস্থানের হেফাযত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে' *(আবু নাঈম, মিশকাত হা/৩২৫৪ 'নারীদের সাথে ব্যবহার' অনুচ্ছেদ সনদ হাসান)*।

প্রশ্নে বর্ণিত স্ত্রী নিখোঁজ নয়। সেহেতু সময়ের ব্যবধান যাই হৌক না কেন তালাক না দেওয়া পর্যন্ত বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না এবং ঐ স্ত্রী কোন অবস্থাতেই মাহরাম ব্যতীত অন্য কারু বাড়ীতে থাকতে পারবে না। প্রতিষ্ঠিত হবার নাম করে সে ঘর ছেড়ে চলেও যেতে পারে না। বরং সুখে-দুখে সর্বাবস্থায় স্বামীর সাথে একত্রে সংসার করতে হবে। স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্ত্রী ঘর ছাড়লে সে গোনাহগার হবে। পক্ষান্তরে স্বামীর যুলুমের কারণে স্ত্রী ঘর ছাড়লে স্বামী গোনাহগার হবে। নিশ্চয়ই যালেমকে আল্লাহ ভালবাসেন না *(আলে ইমরান ৫৭)*। 'যেকোন যুলম ক্বিয়ামতের দিন যালেমের জন্য অন্ধকার রূপে দেখা দিবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১২৩ 'যুলম' অনুচ্ছেদ)*। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের হক আদায় না করলে ক্বিয়ামতের দিন তাদের নেক আমলসমূহ থেকে কেটে নিয়ে হকদারকে দিয়ে দেওয়া হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৮ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'যুলম' অনুচ্ছেদ)*। অতএব উভয়কে সাবধান ও সংযত হ'তে হবে।

প্রশ্নঃ (১৫/১৬০)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন 'চুল, দাড়ি পেকে গেলে তা পরিবর্তন করবে না। যারা চুল-দাড়ি সাদা রাখবে ক্বিয়ামতের দিন তাদের জন্য তা নূর হবে। চুল-দাড়ি সাদা রাখার জন্য তাদের গুনাহ মাফ করা হবে ও নেকী দেয়া হবে' (আবুদাঊদ ২/৫৭৮ পৃঃ)। হাদীছটি ছহীহ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রফীকুল ইসলাম মুসাফির
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ উল্লেখিত হাদীছটি ছহীহ। কিন্তু অর্থ ভুল করা হয়েছে। হাদীছটির সঠিক অর্থ হবেঃ 'হযরত আমর ইবনে শো'আইব তাঁর পিতা হ'তে, তিনি তাঁর দাদা হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা সাদা চুলগুলি উপড়িয়ে ফেল না। কেননা উহা মুসলমানদের জন্য নূর। বস্তুতঃ ইসলামের মধ্যে থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তির একটি লোম সাদা হবে, এর অসীলায় আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ করবেন এবং তার একটি গুনাহ মুছে ফেলবেন' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৪৫৮ 'পোষাক' অধ্যায় সনদ হাসান)*।

প্রশ্নঃ (১৬/১৬১)ঃ সূরা কাহাফের ১০৩-১০৫ নং আয়াত গুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই। উক্ত আয়াতের বক্তব্যে যে সৎ আমল ধ্বংস হওয়ার কথা বলা হয়েছে সে সৎ আমল গুলি কি কি? এবং কোন্ দলের লোকদের সৎ আমল ধ্বংস হওয়ার কথা বলা হয়েছে? তাফসীরে মা'রেফুল কুরআন গ্রন্থটি ছহীহ কি-না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আনছার আলী
বায়তুল ফালাহ জামে মসজিদ
চক শিয়ালকোল, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ আলোচ্য আয়াতে নির্দিষ্ট কোন আমল ও নির্দিষ্ট কোন গোত্রের কথা বলা হয়নি। বরং ঐ গোত্র ও ঐ আমলের কথা বলা হয়েছে, যে আমল গুলির পদ্ধতি আল্লাহ্‌র নিকট পসন্দনীয় নয়। কিন্তু তারা এগুলিকে সুন্দর আমল বলে ধারণা করে থাকে।

ব্যাখ্যাঃ ইমাম বুখারী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এই আয়াত দ্বারা নাছারা ও ইহুদীদের কথা বলা হয়েছে। হযরত আলী, যাহহাক ও অন্যান্য তাফসীরবিদগণ এ আয়াত দ্বারা খারেজীদের বুঝিয়েছেন। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, শুধু খারেজী বা নাছারা ও ইহুদী নয়, বরং অন্যান্য ভ্রান্ত সম্প্রদায়কেও শামিল করে। যারা ভ্রান্ত পদ্ধতিতে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে এবং ধারণা করে যে, তারা যা কিছু করছে, সঠিক করছে এবং আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের আমল গৃহীত হচ্ছে। অথচ বাস্তবে তাদের আমল প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে *(তাফসীর ইবনে কাছীর ৩/১০৪ পৃঃ)*।

তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে অনেক জায়গায় ভুল তাফসীর করা হয়েছে। নমুনা স্বরূপ কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করা হ'লঃ (১) 'নবী বা ওলীর বরাত দিয়েও আল্লাহ তা'আলার সাহায্য প্রার্থনা করা কুরআনের নির্দেশ ও হাদীছের বর্ণনায় বৈধ প্রমাণিত হয়েছে' *(পৃঃ ৯, ৩২৭)*। অথচ মৃত নবী বা অন্য কারুর অসীলা দিয়ে প্রার্থনা করা স্পষ্ট শিরক। (২) 'সৃষ্ট জগতের মাঝে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নূর সৃষ্টি করা হয়েছে'... এক হাদীছে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন' *(পৃঃ ৪২৮)*। অথচ এটি সম্পূর্ণ ভুল আক্বীদা এবং হাদীছটি জাল। রাসূল সহ সকল মানুষ মাটির তৈরী। (৩) 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর পবিত্র রওজা শরীফে জীবিত আছেন।... এ কারণেই তাঁর ত্যাজ্য সম্পত্তি বন্টন করা হয়নি এবং এর ভিত্তিতেই তাঁর পত্নীগণের অবস্থা অপরাপর বিধবা নারীদের মত হয়নি' *(পৃঃ ১০৯৩)*। অথচ 'হায়াতুন্নবী'-র এই আক্বীদা পরিষ্কার শিরকী আক্বীদা*(যুমার ৩০)*। (৪) 'কোন না কোন একজন মুজতাহিদ ইমামের তাক্বলীদ করা অপরিহার্য। সকল মুজতাহিদ ইমামই সত্য' *(পৃঃ ৭৪৩)*। অথচ কুরআন ও সুন্নাহ্‌র অনুসরণই কেবল অপরিহার্য এবং মুজতাহিদ ইমামগণ ভুলের ঊর্ধ্বে নন। (৫) 'আল্লাহ তা'আলার কোন আকার নেই' *(পৃঃ ১৪৬৫)*। অথচ কুরতুবী স্বীয় তাফসীরে অন্যের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন এভাবে যে, 'আমরা মানুষকে সর্বোত্তম অবয়বে সৃষ্টি করেছি'। এর অর্থ অনেকে করেছেন "على صورة الرحمن" 'আল্লাহ্‌র আকৃতিতে'। অথচ আল্লাহ্‌র বাস্তব আকার (صورة متشخصة) কোথায় আছে ভাবার্থ ব্যতীত? *(ঐ, ২০/১১৪)*'। এ বিষয়ে সঠিক

আক্বীদা হ'ল এই যে, আল্লাহ্‌র আকার আছে। কিন্তু তার তুলনীয় কিছুই নেই *(শূরা ১১)* (৬) 'এলমে তাছাউফও ফরযে আইনের অন্তর্ভুক্ত' *(পৃঃ ৫৯৬)*। অথচ দ্বীনী ইলম হাছিল করা ফরয। ইসলামের সকল ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য হ'ল তাযকিয়ায়ে নাফ্‌স বা আত্মশুদ্ধি। পৃথকভাবে ইলমে তাছাউওফের কোন অস্তিত্ব শরী'আতে নেই। বরং কথিত ছূফীবাদের চোরাগলি দিয়েই মুসলমানদের মধ্যে শিরক প্রবেশ করেছে। (৭) প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ হ'ল বড় জিহাদ। তরবারীর জিহাদ হ'ল ছোট জিহাদ' *(মর্মার্থ পৃঃ ৯০৯)*। এটি জিহাদের অপব্যাখ্যা বৈ কিছুই নয়। (৮) অনুরূপভাবে সূরায়ে 'মুহাম্মাদ' ৩৮ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম সয়ূতীর বরাতে বলা হয়েছে যে, 'আলোচ্য আয়াতে ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সহচরদেরকে বুঝানো হয়েছে। কেননা তাঁরা পারস্য সন্তান। কোন দলই জ্ঞানের সেই স্তরে পৌছেনি, যেখানে আবুহানীফা ও তাঁর সহচরগণ পৌছেছেন' *(পৃঃ ১২৬৩)*। এমনিতরো অসংখ্য শিরকী আক্বীদা ও বিদ'আতী আমলের সুক্ষ্ম প্রচারণা চালানো হয়েছে অত্র তাফসীর গ্রন্থে। অতএব জ্ঞান-বিবেক জাগ্রত রেখেই এ তাফসীর পড়তে হবে। কেননা তার মধ্যে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

প্রশ্নঃ (১৭/১৬২)ঃ জনৈক বক্তার মুখে শুনলাম যে, মানুষ নাকি চার বস্তু যথা আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস দ্বারা সৃষ্টি। এ কথা কি সত্য? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রহমান বিন নূরুল ইসলাম
নিমতলা কাঁঠাল
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ বর্ণিত চার বস্তু (আগুন, পানি, মাটি ও বাতাস) দ্বারা মানুষকে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং শুধুমাত্র মাটি দ্বারাই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এঁটেল মাটি থেকে *(ছাফফাত ১১)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি শুকনা পচা ঠনঠনে মাটি থেকে' *(হিজর ২৬)*। প্রশ্নে উল্লিখিত চার বস্তুকে আনাছেরে আরবা'আহ (عناصر اربعة) বলা হয়। ঐসব বস্তু দ্বারা মানুষ সৃষ্ট করার কথা প্রাচীন দার্শনিকদের মত। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এরূপ কিছু উল্লেখ নেই।

প্রশ্নঃ (১৮/১৬৩)ঃ কোন মহিলার নিকট হজ্জ পালন করার মত অর্থ-সম্পদ আছে। কিন্তু তার স্বামীর নিকট তা নেই। এমতাবস্থায় উক্ত স্ত্রী তার স্বামীর অনুমতিক্রমে একাকিনী হজ্জে যেতে পারবে কি?

-মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন ভূঁইয়া
উপ-ব্যবস্থাপক
এজাক্স জুট মিলস লিঃ, দৌলতপুর, খুলনা।

উত্তরঃ স্বামীর অনুমতি থাকলেও স্ত্রী স্বীয় স্বামী অথবা কোন মাহরাম ব্যতিরেকে কোন অবস্থাতেই হজ্জে যেতে পারবে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কোন পুরুষ যেন কখনও কোন স্ত্রীলোকের সাথে নির্জন স্থানে মিলিত না হয় এবং কোন স্ত্রীলোক যেন কখনও মাহরাম ব্যক্তির সাথে ব্যতীত একাকিনী ভ্রমণে বের না হয়। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! অমুক যুদ্ধে আমার নাম লেখানো হয়েছে। অথচ আমার স্ত্রী একাকিনী হজ্জে রওয়ানা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যাও তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত ২২১ পৃঃ; 'হজ্জের ফরযিয়াত, ফযীলত ও মীক্বাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৯/১৬৪)ঃ জনৈক মাওলানা আবু সুফিয়ান আল-কাদরিইয়াহর লণ্ডন ভিত্তিক এক ওয়াজের রেকর্ডে শুনলাম যে, রাসূল (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেননি। তার মৃত্যুর পর আযরাঈল যখন রূহ নিয়ে যায়, তখন আল্লাহ বলেন, তাঁর রূহ কোথায় রাখা হবে? সুতরাং যাও যেখান থেকে রূহ নিয়ে এসেছ, সেখানে রেখে এসো। আল্লাহ্‌র কথামত আযরাঈল তাই করল। হযরত আবুবকর (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর মুখের কাপড় সরিয়ে দিতে গেলে তিনি মুচকি হাসলেন। তখন আবুবকর মুখে কান লাগালে শুনতে পান, 'ইয়া উম্মাতী ইয়া উম্মাতী'। বক্তব্যটি কতটুকু সঠিক? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মনছূর আলী
ফুলতলা বাজার, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ বক্তব্যটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, বেদলীল ও বানোয়াট। একাধিক আয়াত ও ছহীহ হাদীছ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যুবরণ করেছেন। আল্লাহ বলেন, '(হে রাসূল) আপনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং (আপনার শত্রু-মিত্র) সবাই মৃত্যুবরণ করবে' *(যুমার ৩০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ওফাতের পর যখন ছাহাবীগণ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন, তখন আবূবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) সূরা আলে ইমরানের ১৪৪ আয়াত পাঠ করে শুনিয়ে সবাই সান্ত্বনা দেন। যার অনুবাদ নিম্নরূপঃ

'মুহাম্মাদ একজন রাসূল বৈ কিছুই নন। তার আগে আরো অনেক রাসূল চলে গেছেন। যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন, তাহ'লে তোমরা কি পিছনের দিকে ফিরে যাবে'? অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'সকল প্রাণী মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করবে' *(আলে ইমরান ১৮৫)*। সুতরাং বক্তার উপরোক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে শিরকী আক্বীদা ভিত্তিক। এসব মাহফিল থেকে দূরে থাকাই মুমিনের কর্তব্য। *(দ্রঃ দরসে কুরআন 'হায়াতুন্নবী' আগস্ট '৯৯)*।

প্রশ্নঃ (২০/১৬৫)ঃ শুধু মহিলাদের সম্মেলনে পুরুষেরা পর্দার আড়াল থেকে এবং মহিলারা সামনা-সামনি মাইকে বক্তব্য পেশ করেন। মহিলাদের আওয়াজও অনেক দূর থেকে শোনা যায়। এ ধরনের বক্তব্য শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়েয আছে কি?

-মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন
হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক
চকরামপুর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ দ্বীনী তাবলীগের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে মাইক দ্বারা শারঈ বিধান বজায় রেখে উক্ত রূপে বক্তব্য প্রদান করা বা শ্রবণ করা শরী'আত সম্মত।

হযরত মূসা ইবনে ত্বালহা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-এর চেয়ে অন্য কাউকে অধিক শুদ্ধভাষী দেখিনি *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৬১৮৬ 'নবী সহধর্মিনীদের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*।

হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের (ছাহাবীদের) মাঝে যখন কোন হাদীছ বোধগম্য হ'ত না তখন আমরা মা আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট হ'তে তার সমাধান নিতাম *(ঐ, হা/৬১৮৫)*।

উক্ত হাদীছ দ্বয় হ'তে বুঝা যায় যে, মা আয়েশা (রাঃ) পুরুষদের সামনে (পর্দার অন্তরাল হ'তে) বক্তব্য প্রদান করতেন।

প্রশ্নঃ (২১/১৬৬)ঃ মসজিদের বেতনভুক ইমাম একই সাথে মাদরাসায় চাকুরী করেন। কিন্তু মসজিদের চাকুরী রক্ষার খাতিরে তিনি ছহীহ হাদীছ জানা সত্ত্বেও বিদ'আতী আমল করেন ও জনগণের নিকটে তা প্রচার করেন। এজন্য তার কি পাপ হবে? তার ছালাত কবুল হবে কি? তার পিছনে আমাদের ছালাত হবে কি? তাকে সালাম দেওয়া যাবে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুঈনুদ্দীন আহমাদ
মহানন্দখালী, নওহাটা, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তি চাকুরী রক্ষার্থে ছহীহ হাদীছ জানা সত্ত্বেও যদি বিদ'আতী আমল করে ও তা মানুষের মাঝে প্রচার করতে থাকে, তাহ'লে সে অবশ্যই গোনাহগার হবে এবং তার কারণে যত লোক বিভ্রান্ত হবে, সকলের পাপের সমপরিমাণ পাপের বোঝা তার উপরে চাপানো হবে *(নাহল ২৫; মুসলিম, মিশকাত হা/২১০, 'ইলম' অধ্যায়)*।

ইরবায ইবনে সারিয়া (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,... তোমরা (দ্বীন সম্পর্কে) প্রত্যেক নতুন সৃষ্টি হ'তে বেঁচে থাকো। কেননা প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা বা গোমরাহী, আর প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম' *(তাহক্বীক্বে মিশকাত ১/৫৮ পৃঃ, হা/১৬৫' নাসাঈ হা/১৭৭৯ 'কিতাব ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ, 'ঈমান' অধ্যায়)*।

বিদ'আতীর পিছনে ছালাত জায়েয হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'অনেকেই তোমাদেরকে ছালাত আদায় করাবে। তারা যদি (ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক) সঠিকভাবে ছালাত আদায় করায়, তাহ'লে তোমাদের জন্য নেকী রয়েছে। আর যদি ভুল করে তাহ'লে তোমাদের জন্য নেকী এবং তাদের জন্য রয়েছে গোনাহ' *(বুখারী ১/৯৬ পৃঃ, মিশকাত হা/১১৩৩ 'ছালাত' অধ্যায়)*।

মারওয়ানের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বিদ'আত প্রকাশ পাওয়ার পরেও আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) তার পিছনে ছালাত আদায় করেছিলেন' *(মুসলিম, ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৭৭ পৃঃ)*। হাসান (রাঃ) বলেন, বিদ'আতীর পিছনে ছালাত আদায় কর। বিদ'আতীর পরিণাম বিদ'আতীর উপর বর্তাবে, তোমাদের উপর নয়' *(বুখারী ১/৯৬)*।

উল্লেখ্য, যে সমস্ত মসজিদে বিদ'আতী আমল হয় ঐ সমস্ত মসজিদ বর্জন করাই ভাল। তাবেঈ মুজাহিদ বলেন, একদা আমি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর সাথে ছিলাম। অতঃপর এক ব্যক্তি যোহর অথবা আছরের আযানের পরে পুনরায় মানুষকে আহ্বান করল। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (আমাকে) বললেন, এই বিদ'আতীর মসজিদ থেকে বেরিয়ে চল' *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/৫৩৮, হাদীছ হাসান, 'আত-তাছবীব' অনুচ্ছেদ, 'ছালাত' অধ্যায়)*। তবে মুসলমান হিসাবে উক্ত ইমামকে সালাম প্রদান করা যাবে।

প্রশ্নঃ (২২/১৬৭)ঃ মৃত ব্যক্তি তার নিজের নামে একটি গরু কুরবানী করার জন্য অছিয়ত করেছিলেন। প্রশ্ন হ'ল- মৃত ব্যক্তির জন্য কুরবানী করা জায়েয কি-না? সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ছালাহুদ্দীন
আসাম, ভারত।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির জন্য পৃথকভাবে কুরবানী দেওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই। হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অছিয়ত হিসাবে তার জন্য পৃথক একটি দুম্বা কুরবানী করেছিলেন বলে তিরমিযী ও মিশকাতে যে হাদীছটি এসেছে *(হা/১৬৪২)* তা নিতান্তই যঈফ। অন্যকোন ছাহাবী রাসূলের জন্য বা কোন মৃত ব্যক্তির জন্য এভাবে কুরবানী করেছেন বলে জানা যায় না।

মৃত ব্যক্তিগণ পরিবারের সদস্য থাকেন না। সুতরাং তাদের উপর শরী'আত প্রযোজ্য নয়। অথচ কুরবানী দিতে হয় জীবিত ব্যক্তি ও পরিবারের পক্ষ হ'তে। হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক *(১১৮-১৮১ হিঃ)* বলেন, যদি কেউ কুরবানী করেই বসে তবে সবটুকু ছাদাক্বা করে দিতে হবে' *(তিরমিযী, তুহফাতুল আহওয়াযী সহ হা/১৫২৮, ৫/৭৮-৮০পৃঃ; দ্রঃ মাসায়েলে কুরবানী)*।

প্রশ্নঃ (২৩/১৬৮)ঃ এক ব্যক্তি হজ্জে যাবেন। তিনি ইচ্ছা করেছেন হজ্জের সফরে সঊদীতে দীর্ঘ দিন থেকে অর্থ উপার্জন করবেন। এ নিয়তে হজ্জে গেলে হজ্জ কবুল হবে কি?

-মুহাম্মাদ ইবরাহীম শাহ
ধনপাড়া, রাণীনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ হজ্জ পালন করতে গিয়ে হজ্জের সময় বা পরে ব্যবসা-বাণিজ্য করা জায়েয আছে। তবে এহরাম অবস্থায় এথেকে বিরত থাকতে হবে *(তাফসীর ইবনে কাছীর ১/২২৭-২২৮ পৃঃ, সূরা বাক্বারাহ ১৯৮ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলী যুগে উকায, মাজান্না এবং যুলমাজায নামে বড় বড় বাজার ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর হজ্জের সময় ছাহাবীগণ ঐ বাজারগুলিতে ব্যবসা করার ব্যাপারে গোনাহ হবার ভয় করেন। তখন নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়ঃ

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ-

অর্থাৎ 'হজ্জের সময় তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ তালাশ করায় কোন দোষ বর্তাবে না' *(বাক্বারাহ ১৯৮, বুখারী হা/৪৫১৯ 'তাফসীর' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৪/১৬৯)ঃ গত আগষ্ট ২০০২ সংখ্যায় আক্বীক্বার নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে জানলাম। কিছুদিন আগে আমাদের জনৈক প্রতিবেশী আক্বীক্বা উপলক্ষ্যে মানুষকে গরুর ও মুরগীর গোশত দিয়ে দাওয়াত খাওয়ালেন এবং লোকেরা প্রায় সকলেই এর বিনিময়ে উপঢৌকন দিলেন। এটা কতটুকু শরী'আত সম্মত? এটা যদি শরী'আত সম্মত না হয় তবে গোনাহগার কে হবেন?

-মুহাম্মাদ তোফাযযল হক
প্রকৌশলী ও বিভাগীয় প্রধান (বিদ্যুৎ)
গিভেন্সী স্পিনিং মিলস্ লিঃ
হোতাপাড়া, মনিপুর, গাজীপুর।

উত্তরঃ ইসলামের সোনালী যুগে আক্বীক্বার জন্য লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়ার কোন প্রচলন ছিল না। এটা বর্তমান সমাজের প্রচলিত প্রথা মাত্র। ইবনু আব্দুল বার্র ইমাম মালেকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ولا يدعى الرجال كما يفعل بالوليمة অর্থাৎ বিবাহের ওলীমায় যেভাবে লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয়, সেভাবে আক্বীক্বায় লোকদের দাওয়াত দেওয়া হ'ত না *(ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিইয়াহ, তুহফাতুল মাওদূদ বি আহকামিল মাওলূদ, পৃঃ ৬০ 'আক্বীক্বার গোশত বন্টন' অনুচ্ছেদ)*। তবে আক্বীক্বার গোশত নিজে খাওয়া যাবে এবং পাড়া-প্রতিবেশীকে দান করা যাবে *(ঐ, পৃঃ ৫৯)*। উল্লেখ্য যে, আক্বীক্বার জন্য ছাগল-ভেড়া নির্দিষ্ট। গরু বা মুরগী নয়। আক্বীক্বার দাওয়াত খাইয়ে উপঢৌকন গ্রহণ করা শরী'আত সম্মত নয়। এরূপ ক্ষেত্রে দাওয়াত দাতা ও দাওয়াতে অংশগ্রহণকারী উভয়কেই গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য।

প্রশ্নঃ (২৫/১৭০)ঃ ফার্মের মুরগী শকুনের প্রজননে হয় কি-না? যদি শকুনের প্রজননে হয়, তাহলে ফার্মের মুগরীর গোস্ত খাওয়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
শিক্ষক, আলমারকাযুল ইসলামী
কালাদিয়া, বাগেরহাট।

উত্তরঃ কিছু পশু চিকিৎসককে জিজ্ঞেস করে জানা গেল যে, ফার্মের মুরগী শকুনের প্রজননে হয় না। অতএব এটা হালাল হওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। তবে যদি বিষয়টি বিশুদ্ধ সূত্রে সঠিক বলে প্রমাণিত হয় তাহ'লে উক্ত মুরগীর গোস্ত খাওয়া হারাম হয়ে যাবে। যেরূপ ঘোড়া ও গাধার মিলনে জন্ম নেওয়া খচ্চর খাওয়া হারাম *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৩৭৮৯)*।

প্রশ্নঃ (২৬/১৭১)ঃ আমাদের কিছু হিন্দু বন্ধু আছে, যাদের অনেকেই পূজা উপলক্ষে আমাদেরকে দাওয়াত করে। সৌজন্যের খাতিরে তাদের বাড়ীতে গেলে তারা পূজা উপলক্ষে তৈরী বিভিন্ন খাদ্য খেতে দেয়। এ খাদ্য খাওয়া যাবে কি?

-মাহবূবুল হক
প্রাণীবিদ্যা ১ম বর্ষ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ পূজা উপলক্ষে তাদের দাওয়াত গ্রহণ করা যাবে না এবং এ উপলক্ষে তৈরী খাদ্য খাওয়াও যাবে না। কারণ এতে শিরকের মত বড় পাপের সাহায্য করা হবে, যা হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা পরস্পর ভাল ও তাক্বওয়াশীল কাজে সহযোগিতা কর। পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্নঃ (২৭/১৭২)ঃ আমাদের এলাকায় ঈদুল ফিৎরের টাকা ঈদের ছালাতের পর বন্টন করা হয়। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-মুহাম্মাদ শফীকুর রহমান
৫৩/৭ ব্লক-ই, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

উত্তরঃ ফিৎরার টাকা ঈদুল ফিৎরের পর বন্টন করা যায়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আদায়ের সময় নির্ধারণ করেছেন, কিন্তু বন্টনের সময় নির্ধারণ করেননি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ফিৎরা ঈদের মাঠে যাওয়ার পূর্বে প্রদান কর' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫)*। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফিৎরার সম্পদ হেফাযত করার জন্য আবূ হুরায়রা (রাঃ)-কে দায়িত্বশীল করেছিলেন। যে হাদীছে বেশ কিছুদিন ফিৎরার খাদ্য শস্য জমা রেখেছিলেন বলে প্রমাণিত হয় *(বুখারী, মিশকাত হা/২১২৩ 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়)*। ইবনু ওমর (রাঃ) ঈদুল ফিৎরের এক বা দু'দিন পূর্বে জমাকারীর নিকটে ফিৎরা জমা করতেন *(বুখারী হা/১৫১১)*। ইমাম বুখারী বলেন, 'তাঁরা এগুলি সংগ্রহের জন্য জমা করতেন ফক্বীরদের মধ্যে (ঈদের আগে) বন্টনের জন্য নয়' *(ঐ, ব্যাখ্যা ফৎহুল বারী ৩/৪৩৮)*।

প্রশ্নঃ (২৮/১৭৩)ঃ তাবলীগ জামা'আতের এক বয়ানে জানতে পারলাম ছালাতে এমন দিলে দাঁড়াতে হয় যেন সামনে আল্লাহ, ডানে জান্নাত, বামে জাহান্নাম, পিছনে আযরাঈল (মালাকুল মঊত) রয়েছেন। বক্তব্যটি কি সঠিক?

-মাহবূবুর রহমান
বড়সোহাগী, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উক্ত বয়ান আদৌ সত্য নয়। ইবাদতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এমনভাবে ইবাদত করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছ। যদি এমন মনে না হয় তাহ'লে মনে করতে হবে যেন আল্লাহ তোমাকে দেখছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১)*। অর্থাৎ গভীর একাগ্রতা ও আল্লাহ ভীতির সাথে ইবাদত করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৯/১৭৪)ঃ সূরা মায়েদার ৪৪ নং আয়াতে যাকে কাফির বলা হয়েছে আমরা তাকে কাফির বলব না মুসলমান বলব? কাফির হ'লে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে কি?

-রহমতুল্লাহ
মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্‌র কোন বিধানকে হালকা গণ্য করে অথবা হারামকে হালাল মনে করে অথবা কোন বিধানকে অস্বীকার করে অর্থাৎ কুরআনের ফায়ছালাকে গ্রহণ না করে তাহ'লে তাকে 'কাফির' বলা যাবে এবং তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে। তবে এরূপ না হ'লে তাকে ফাসিক বলা যাবে, কাফির নয়। এ মর্মে বিস্তারিত দেখুনঃ তাফসীর ইবনে কাছীর ও যুবদাতুত তাফসীর মায়েদা ৪৪-এর সংশ্লিষ্ট আলোচনা।

প্রশ্নঃ (৩০/১৭৫)ঃ এক বেনামাযী ৮ বিঘা জমির এক চতুর্থাংশ জমি রাগ করে কোন এক মসজিদে দান করেছে। এই দান সঠিক হয়েছে কি? মসজিদে দান করা জমি ফেরৎ নেওয়া যাবে কি?

-আতাউর রহমান (ফার্মাসিস্ট)
জাহানাবাদ, সুলতানগঞ্জ
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ নামাযী হৌক বা বেনামাযী হৌক, রাগ করে হৌক বা স্বাভাবিক অবস্থায় হৌক হালাল উপায়ে অর্জিত সম্পদ মসজিদ বা যেকোন বৈধ স্থানে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দান করলে তা দান বলে গণ্য হবে এবং তা ফেরৎ নেওয়া যাবে না। ওমর (রাঃ) বলেন, আমি একটি ঘোড়া আল্লাহ্‌র পথে একজনকে দান করেছিলাম। লোকটি প্রাণীটিকে দুর্বল করে দেয়। সে কম দামে দিবে মনে করে আমি ক্রয়ের ইচ্ছা করি। বিষয়টি আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জানালে তিনি বললেন, তুমি এটি ক্রয় কর না। তুমি তোমার ছাদাক্বায় ফিরে যেয়ো না একটি দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করলেও। নিশ্চয়ই ছাদাক্বা প্রদান করে পুনরায় তা ফিরিয়ে নেওয়া কুকুরের বমন করে তা পুনরায় ভক্ষণ করার ন্যায়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৪)*।

প্রশ্নঃ (৩১/১৭৬)ঃ লায়লাতুল ক্বদরে সারা রাত নফল ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আরীফা খাতুন
কোরপাই সিনিয়র মাদরাসা
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ লায়লাতুল ক্বদরে দীর্ঘ ছালাত, কুরআন তেলাওয়াত, তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদির মাধ্যমে রাত্রি জাগরণ করা সুন্নাত। এজন্য বিশেষ কোন ছালাত নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান বা গায়ের রামাযানে ১১ রাক'আতের অধিক রাত্রিকালীন নফল ছালাত আদায় করেননি' *(বুখারী ১/১৫৪; মুসলিম ১/২৫৪ ইত্যাদি)*। তবে এ দো'আটি বিশেষভাবে পড়ার কথা এসেছে-

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ

'আল্লাহ তুমি ক্ষমাশীল। ক্ষমাকে ভালবাস। অতএব আমাকে ক্ষমা কর' *(আহমাদ, মিশকাত হা/২০৯১)*।

প্রশ্নঃ (৩২/১৭৭)ঃ মোর্দাকে দাফন করার পর মোর্দার কল্যাণের জন্য নিকটতম ব্যক্তিরা কিছুক্ষণ দো'আ করতে পারে কি?

-আব্দুল মতীন
সাকনাইর চর, বাসাইল, টাঙ্গাইল।

উত্তরঃ মোর্দাকে দাফন করার পর মোর্দার কল্যাণের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাওয়া সুন্নাত। ওছমান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মোর্দাকে দাফন করে অবসর হ'লে কবরের পার্শ্বে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, 'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা চাও এবং তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট তার জন্য দৃঢ়তা প্রার্থনা কর। যেন সে প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হয়। এখন তাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে' *(আবূদাউদ, মিশকাত হা/১৩৩)*। অন্য হাদীছে ছেড়ে যাওয়া নেককার সন্তানকে ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ বলা হয়েছে। কারণ সে তার পিতার জন্য দো'আ করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/১৭৮)ঃ সূরা আলে ইমরানের ১০৪ ও ১১০নং আয়াতের ব্যাখ্যা কি একই, না ভিন্ন?

-আবদুর রহমান
সোনাবাড়িয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ সূরা আলে ইমরানের ১০৪ ও ১১০ নং আয়াতের সারমর্ম একই। ১০৪নং আয়াতের অর্থঃ 'আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত, যারা আহ্বান জানাবে কল্যাণের দিকে, নির্দেশ দিবে সৎ কাজের এবং নিষেধ করবে অন্যায় কাজ থেকে। আর তারাই হ'ল সফলকাম'। ১১০ নং আয়াতের অর্থঃ 'তোমরাই সর্বোত্তম জাতি, মানব জাতির কল্যাণের জন্যই তোমাদের উত্থান ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে এবং অন্যায় কাজে বাধা দিবে এবং তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে'।

প্রশ্নঃ (৩৪/১৭৯)ঃ আমরা পাঁচ ভাই। আমার পিতা জীবদ্দশাতেই ছেলেদেরকে অর্ধেক সম্পত্তি লিখে দিয়ে গেছেন। কিন্তু ছোট ছেলেকে এক বিঘা বেশী দিয়েছেন। এতে আমরা অন্য ভাইয়েরা অসন্তুষ্ট রয়েছি। আমার পিতার এরূপ কমবেশী করা ঠিক হয়েছে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল মাজেদ
কালীগঞ্জহাট, তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ অংশীদারদের মাঝে সমানভাবে সম্পত্তি বন্টন করাই শরী'আত সম্মত। এ বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, আমার পিতা আমাকে একটি গোলাম দান করেন। তখন আমার মা বলেন, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সাক্ষী না রাখা পর্যন্ত আমি রাযী নই। অতঃপর আমার পিতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে গিয়ে বললেন, আমার এ ছেলেকে আমি একটি গোলাম দান করেছি। কিন্তু তার মা আপনাকে এতে সাক্ষী রাখার জন্য বলেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কি তোমার সকল ছেলেকে এরূপ দিয়েছ? তিনি উত্তরে বললেন, না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহকে

ভয় কর। তোমার ছেলেদের মাঝে ইনছাফ কর। আমি অন্যায় কাজের সাক্ষী থাকি না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০১৯ 'বিক্রয়' অধ্যায়)*। অতএব আপনাদের পিতার এরূপ কমবেশী করে সম্পত্তি বন্টন করা ঠিক হয়নি। এমতাবস্থায় পিতার আখেরাতে মুক্তির জন্য সন্তান হিসাবে সবাইকে একটি সন্তোষজনক সমাধানে আসতে হবে ও পিতার মাগফেরাতের জন্য খালেছ অন্তরে দো'আ করতে হবে। সন্তানেরা উক্ত এক বিঘা সম্পত্তি আপোষে ভাগ করে নেবে অথবা অংশ ছেড়ে দিয়ে সন্তুষ্ট হবে। তবুও পিতাকে আখেরাতে দায়মুক্ত করা সন্তানের অন্যতম প্রধান কর্তব্য বটে।

প্রশ্নঃ (৩৫/১৮০)ঃ আমাদের এক শিক্ষিত হিন্দু বন্ধু এটিএন চ্যানেলের প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানটি দেখে এমনভাবে ইসলামের পক্ষে কথা বলেন, যেন তিনি মুসলমান। কিন্তু তিনি হিন্দু হয়ে আছেন। আমাদেরকে বা যেকোন মুসলমানকে দেখলে তিনি সালাম দেন। এখন আমরা উত্তরে কি বলব?

-সিরাজুল ইসলাম
আমীন বাজার, গাবতলী, ঢাকা।

উত্তরঃ কোন হিন্দুকে কোন মুসলমান সালাম দিলে শুধুমাত্র 'ওয়া 'আলায়কুম' (وَعَلَيْكُمْ) বলে উত্তর দিতে হবে। আবু আব্দুর রহমান জোহানী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা ইহুদীদের সালাম প্রদান করো না। তবে তারা যদি তোমাদের সালাম প্রদান করে, তাহ'লে তোমরা শুধুমাত্র 'ওয়া'আলায়কুম' বল' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৯৯৯)*। আনাস (রাঃ) হ'তেও মিশকাতে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৩৭ 'সালাম' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, কোন মুসলমান কোন অমুসলিমকে সালাম দিতে পারবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৫ 'সালাম' অনুচ্ছেদ)*। তবে মুসলিম-অমুসলিম মিশ্রিত থাকলে সাধারণভাবে সকলকে সালাম দেওয়া যাবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৩৯ 'সালাম' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/১৮১)ঃ জাহান্নামীদেরকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন তাদের চর্ম দগ্ধ হয়ে যাবে। ফলে এরপর তো আর শাস্তি অনুভূত হবে না। কেননা শরীরে তো আর চামড়া নেই। কুরআন-হাদীছের আলোকে জাহান্নামের শাস্তি সম্পর্কে জানতে চাই।

-আনীসুর আলী
লালগোলা বাজার, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ জাহান্নামীরা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে এবং শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই জাহান্নাম সীমালংঘনকারীদের আশ্রয়স্থলরূপে প্রতীক্ষায় থাকবে। তারা তথায় শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করবে' *(নাবা ২১-২৪)*। তার শাস্তি সর্বদা তীব্রতর ভাবে অনুভূত হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'যখন তাদের চর্ম দগ্ধ হয়ে যাবে, তখনই উহার স্থলে নতুন চর্ম সৃষ্টি করব, যাতে তারা শাস্তি ভোগ করে...' *(নিসা ৫৬)*। আল্লাহ পাক আরো বলেন, 'আমি তাকে নিক্ষেপ করব 'সাক্বারে'। তুমি কি জান 'সাক্বার' কি? উহা জাহান্নামবাসীকে জীবিতাবস্থায়ও রাখবে না আবার মৃত অবস্থায়ও ছেড়ে দিবে না' *(মুদ্দাছ্ছির ২৬-২৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, তোমাদের (ব্যবহৃত) আগুন জাহান্নামের আগুনের (উত্তাপের) সত্তর ভাগের একভাগ মাত্র। জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! (জাহান্নামীদের শাস্তিদানের জন্য) দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল। তিনি বললেন, দুনিয়ার আগুনের উপর উহার সমপরিমাণ তাপসম্পন্ন জাহান্নামের আগুন আরো উনসত্তর ভাগ বৃদ্ধি করা হয়েছে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬৬৫ 'জাহান্নাম ও জাহান্নামের অধিবাসীদের বিবরণ' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং চামড়া দগ্ধ হ'লে পুনরায় নতুন চামড়া তৈরী করে শাস্তি অব্যাহত থাকবে। এভাবেই জাহান্নামীরা শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। *(দ্রঃ দরসে কুরআন 'জাহান্নামের বিবরণ' আগষ্ট ২০০০)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/১৮২)ঃ যাকাতকে ইবাদতে মালী কেন বলা হয়?

-এহসানুল্লাহ
কালাই জুম্মাপাড়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনে ছালাত কায়েমের নির্দেশ দানের সাথে সাথে যাকাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। যাকাতের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থকে পবিত্র করা হয়। উল্লেখ্য যে, ইসলাম মুসলিম জাতিকে সারা বিশ্বে একটি অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। এজন্য ইসলাম যাকাতকে ইবাদতে মালী বা অর্থনৈতিক ইবাদত হিসাবে গণ্য করেছে। ছালাত ও ছিয়াম ইবাদতে বদনী বা দৈহিক ইবাদত, যার মাধ্যমে মানুষকে শুদ্ধাচারী ও নৈতিকতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক ইবাদতের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে আর্থিক প্রবাহ সৃষ্টি করা হয়। সূদ সমাজের অর্থ-সম্পদকে শোষণ করে এক বা একাধিক স্থানে জমা করে। পক্ষান্তরে যাকাত ও ছাদাক্বা পুঁজি ভেঙ্গে দিয়ে তা জনসাধারণের মাঝে ছড়িয়ে দেয় এবং হক্বদারগণকে ক্রয়ক্ষমতার অধিকারী বানায়। এর ফলে জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন ও ছাদাক্বাকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কাফির ও পাপীকে ভাল বাসেন না' *(বাক্বারাহ ২৭৬)*। *বিস্তারিত দেখুনঃ দরসে হাদীছ 'যাকাত দারিদ্রতা বিমোচনের স্থায়ী কর্মসূচী' ডিসেম্বর '৯৯*।

প্রশ্নঃ (৩৮/১৮৩)ঃ জনৈক ব্যক্তি মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় ক্রুদ্ধ হয়ে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে। মাতাল অবস্থায় কি তালাক গ্রহণযোগ্য হবে? দলীলভিত্তিক জওয়াবদানে বাধিত করবেন।

-আকরাম
নাড়াবাড়ী, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় তালাক পতিত হবে না। রাসূলুল্লাহ

(ছাঃ) বলেন, তিন ব্যক্তির ব্যাপারে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে (১) ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় (২) নাবালেগ ব্যক্তি, যতক্ষণ না বালেগ হয় (৩) জ্ঞান হারা ব্যক্তি, যতক্ষণ না সুস্থ জ্ঞান ফিরে পায়' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৭০৩)*। সুতরাং মাতাল হয়ে ক্রুদ্ধ অবস্থায় তালাক দিলে ইসলামী শরী'আত মতে ঐ তালাক গ্রহণীয় নয়। ক্রোধান্ধ বলতে ঐ ক্রোধকে বুঝতে হবে, যাতে স্বামী তার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে *(আল-ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ৭/৩৬৫ পৃঃ)*। *বিস্তারিত দেখুনঃ 'তালাক ও তাহলীল' পুস্তক।*

প্রশ্নঃ (৩৯/১৮৪)ঃ সুন্দরবনে জনৈক ব্যক্তিকে প্রথমে বাঘে আংশিক খেয়ে ফেলে। পরে শৃগালে সম্পূর্ণ খেয়ে ফেলে। কবর দেওয়ার মত কিছু পাওয়া যায়নি। এমতাবস্থায় কবরের যে শাস্তি ও আযাবের কথা বলা হয়েছে তা কি ভাবে সম্ভব? সঠিক উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-আমীনুল ইসলাম
পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ যে দেহ নিয়ে আমরা চলাফেরা করি, এটি হ'ল আমাদের জৈবিক বা জড়দেহ। মানুষ যেখানে যেভাবে মরবে, সেখানে সেভাবেই তার কবর আযাব অথবা শান্তি হবে। আল্লাহ যেকোন ভাবেই কবরের শাস্তি বা শান্তি প্রদান করতে পারেন। এর জন্য মানুষের জড়দেহ বা মাটির বানানো কবর শর্ত নয়। কবর আযাবের বিষয়টি সম্পূর্ণ অদৃশ্য জ্ঞানের বিষয়। যে বিষয়ে মানবীয় জ্ঞানের প্রবেশাধিকার নেই। অতএব পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে প্রাপ্ত তথ্যাদির উপরে নিঃশংকচিত্তে আমাদের ঈমান আনতে হবে। অহেতুক সন্দেহ-দ্বন্দ্বের দোলাচলে পড়ে ইহকাল ও পরকাল হারানোর পিছনে কোন যুক্তি নেই। *দেখুনঃ দরসে কুরআন 'কবরের কথা' জুন ২০০০; 'কবর আযাব' অধ্যায়, মির'আত ১/২১৭।*

প্রশ্নঃ (৪০/১৮৫)ঃ দেহের অনেক অঙ্গে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করছি। বহু চিকিৎসা করেও কোন ফল পাইনি। এমন কোন দো'আ আছে কি, যা পড়লে ব্যথার কষ্ট হ'তে পরিত্রাণ পাব।

-দিল মুহাম্মাদ
ফুলবাড়িয়া, কাথুলী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ব্যথা দূরীকরণের দো'আ নিম্নরূপঃ ওছমান বিন আবুল 'আছ (রাঃ) মুসলমান হওয়ার পর থেকে দেহের এক স্থানে ব্যথার কষ্ট ভোগ করতেন। তিনি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে পেশ করলে তিনি বলেন, ব্যথার স্থানে হাত রেখে তুমি তিনবার 'বিসমিল্লাহ' বলবে। অতঃপর সাতবার নিম্নের দো'আ পাঠ করবেঃ

أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ –

উচ্চারণঃ আ'উযু বি'ইযযাতিল্লা-হি ওয়া কুদরাতিহী মিন শার্রি মা আজিদু ওয়া উহা-যিরু।

অর্থঃ আমি আল্লাহ্‌র সম্মান ও তাঁর ক্ষমতার দোহাই দিয়ে ঐ বিষয়ের ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা আমি ভোগ করছি এবং আশংকা করছি'। তিনি বলেন, এটি করায় আল্লাহ আমার কষ্ট দূর করে দেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩৩ 'রোগীর দেখাশোনা' অনুচ্ছেদ 'জানাযা' অধ্যায়)*।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দৈহিক কোন কষ্ট পেলে সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ে হাতে ফুঁক দিয়ে নিজ দেহে বুলাতেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৫৩২ 'জানাযা' অধ্যায়)*।

রাজশাহী মেন্টাল হেল্থ ক্লিনিক
মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র

সেবা সমূহ ঃ
➤ যে কোন মানসিক রোগ চিকিৎসা
➤ মাদকাসক্তি নিরাময়
➤ সাইকোথেরাপি
➤ বিহেভিয়ার থেরাপি
➤ শিশু-কিশোর আচরণগত সমস্যা

লক্ষীপুর ভাটাপাড়া
রাজশাহী-৬০০০। *ফোনঃ ৭৭৫৮০৫।*

মাসিক

আত-তাহরীক

৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
মার্চ ২০০৩

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

(১/১৮৬)ঃ 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত' হাদীছটি 'যঈফ' বলায় চট্টগ্রাম ঝাউতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জনৈক খত্বীব জুম'আর খুৎবায় 'আত-তাহরীক'কে কটাক্ষ করে বক্তব্য রাখেন। এতে মুছল্লীদের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কেননা আমরা প্রিন্টিং মিস্টেক ছাড়া 'আত-তাহরীক'-এর প্রতিটি ফায়ছালা সঠিক বলে বিশ্বাস করি। বিষয়টি বিস্তারিতভাবে জানালে বাধিত হব।

-মুহাম্মাদ ছদরুল আনাম
টি,এস,পি সার মহাপ্রকল্প
উত্তর পতেংগা, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ 'আত-তাহরীকে' প্রকাশিত প্রশ্নোত্তর সমূহে এবং 'প্রচলিত জাল ও যঈফ হাদীছ' নামক মে ২০০০ হ'তে ফেব্রুয়ারী ২০০2 পর্যন্ত ১৫ কিস্তিতে প্রকাশিত মোট ৯৮টি হাদীছের কোথাও উক্ত বিষয়টি আলোচিত হয়নি। অন্যত্র কারো প্রবন্ধে এসে থাকলে সংখ্যা উল্লেখ সহ আমাদেরকে জানালে বাধিত হব। তবে মার্চ ২০০১ সংখ্যায় ২৮/২০৩ নং প্রশ্নোত্তরে 'স্বামীর পায়ের নীচে স্ত্রীর বেহেশত' কথাটির প্রমাণে কোন 'হাদীছ' পাওয়া যায় না' বলা হয়েছে। খত্বীব ছাহেব জুম'আর খুৎবায় কটাক্ষ না করে সরাসরি **আত-তাহরীক** সম্পাদক বরাবর লিখে পাঠালে আমানতদারীর পরিচয় হ'ত। যাই হোক নিম্নে প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়টি আলোচনা করা হ'লঃ

(১) اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ 'মায়েদের পদতলে জান্নাত'। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত ও সৈয়ূত্বী সংকলিত অত্র হাদীছটি 'যঈফ' ও 'মওযূ' *(দ্রঃ আলবানী-যঈফ জামে' ছাগীর হা/২৬৬৫; ঐ, সিলসিলা যাঈফাহ হা/৫৯৩)*।

(২) فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا 'কেননা জান্নাত তাঁর (মায়ের) দু'পায়ের তলে'। মু'আবিয়া বিন জাহেমাহ সালামী (রাঃ) বর্ণিত অত্র হাদীছটি সম্পর্কে শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, 'ইনশাআল্লাহ হাদীছটি হাসান' *(নাসাঈ হা/৩১০৬, ছহীহ নাসাঈ হা/২৯০৮ 'জিহাদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ৬)*।

(৩) فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا 'কেননা জান্নাত তাঁর (মায়ের) দু'পায়ের নিকটে' *(মুস্তাদরাকে হাকেম ৪/১৫১ পৃঃ 'সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ' অধ্যায়)*। হাকেম এটিকে 'ছহীহ' বলেছেন এবং যাহাবী তা সমর্থন করেছেন।

(৪) وَيْحَكَ الْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ 'তোমার ধ্বংস হৌক! মায়ের পা আঁকড়ে ধর। সেখানেই তোমার জান্নাত' *(ইবনু মাজাহ হা/২৭৮১, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২২৪১ 'জিহাদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১২)*।

(৫) فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا 'তাঁকে (মাকে) আঁকড়ে ধর। কেননা জান্নাত তাঁর পায়ের নিকটে' *(আহমাদ, নাসাঈ, বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান, সনদ জাইয়িদ বা উত্তম, মিশকাত-আলবানী হা/৪৯৩৯ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় অনুচ্ছেদ-১৪)*।

উপরের আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, উক্ত হাদীছটি 'ছহীহ' এবং মর্ম একই। কেননা পায়ের তলে ও পায়ের নিকটে একই কথা। যদিও কোন কোন সনদে হাদীছটি যঈফ ও মওযূ। 'বেহেশ্‌ত' না বলে 'জান্নাত' বলাই উত্তম। কেননা 'জান্নাত' কুরআনী শব্দ।

প্রশ্নঃ (২/১৮৭)ঃ 'অলি' বা অভিভাবক ছাড়া ছেলে এবং মেয়ে উভয়েই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। পরবর্তীতে উভয় পক্ষের অভিভাবকগণ উক্ত বিবাহ মেনে নিলে শরী'আত সম্মত হবে কি? যদি শরী'আত সম্মত না হয় তাহ'লে করণীয় কি? তাছাড়া উক্ত দম্পতির ঘরে সন্তান জন্ম নিলে সে সন্তান বৈধ হবে কি-না সঠিক উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মফীযুদ্দীন
আল-জাহরা, কুয়েত।

উত্তরঃ 'অলি' ব্যতীত ছেলে এবং মেয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'লে তা শরী'আত সম্মত হবে না। তবে পরবর্তীতে যদি উভয় পক্ষের অভিভাবকগণ রাযী হয়ে যান, তাহ'লে তারা নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'অলি ব্যতীত বিবাহ হয় না' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, তাহক্বীক্বে মিশকাত ২/৯৩৮ পৃঃ; হা/৩১৩০; 'বিবাহে অভিভাবক ও নারীর অনুমতি গ্রহণ' অনুচ্ছেদ)*।

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে কোন নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই বিবাহ করেছে, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল। স্বামী যদি তার সাথে সহবাস করে তাহ'লে সে মোহরানা পাবে.... ' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত ২/৯৩৮ পৃঃ, হা/৩১৩১ অনুচ্ছেদ ঐ)*। সুতরাং অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করলে তাদের ঘরে যে সন্তান জন্ম নিবে সে 'জারজ সন্তান' হিসাবে গণ্য হবে এবং পিতা-মাতার মীরাছ হ'তে বঞ্চিত হবে।

প্রশ্নঃ (৩/১৮৮)ঃ নিরুপায় হয়ে সূদের টাকা নিয়ে ইসলামিয়া মাদরাসায় লেখাপড়া করা যাবে কি? দলীল ভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আবু সাঈদ

ফুলকোট, কামারপাড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ ইসলামিয়া মাদরাসায় পড়ার বিষয়টি নিরুপায় অবস্থার অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব সেজন্য সূদের টাকা নেয়া যাবে না। সূদ সব কাজের জন্যই হারাম। একমাত্র জীবন রক্ষার্থে বাধ্যগত অবস্থায় হারাম ভক্ষণ করা যেতে পারে *(মায়েদাহ ৩)*।

প্রশ্নঃ (৪/১৮৯)ঃ ইয়ামামার যুদ্ধে কতজন হাফেযে কুরআন শহীদ হয়েছিলেন? তাদের নাম জানতে চাই।

-এস,এম, মুনীরুয্যামান
কৃপারামপুর, ধানদিয়া
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উপরোক্ত বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। ইবনু কাছীর (রহঃ) স্বীয় 'আল-বিদায়াহ ওয়াননিহায়াহ' গ্রন্থে বলেন, ৫০০ বা ৬০০ জন মুজাহিদ শহীদ হন *(৪/৩৩০ পৃঃ)* তাবেঈ বিদ্বান সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব এর মতে-এ যুদ্ধে ৫০০ জন মুজাহিদ শহীদ হন। তন্মধ্যে কুরআনের হাফেয ছিলেন ৫০ অথবা ৩০ জন *(তারীখু খালীফা ইবনু খাইয়াত্ব ১১১ পৃঃ)* সৈয়ূত্বী বলেন যে, ইমাম কুরতুবী (রহঃ)-এর মতে ৭০ জন কুরআনের হাফেয শহীদ হন *(আল-ইৎক্বান ফী উলূমিল কুরআন,১/১৫৫ পৃঃ)*।

ইয়ামামার যুদ্ধে যে সকল হাফেযে কুরআন শহীদ হয়েছিলেন, তাঁদের নাম পৃথকভাবে পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৫/১৯০)ঃ জনৈক আলেমের মুখে শুনলাম ছালাতের কোন স্থানে নিজের ভাষায় দো'আ করা যায় না। কিন্তু ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় মনের মধ্যে বাংলা ভাষাতেও দো'আ এসে যায়, এর সমাধান কি?

-রফীক আহমাদ
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ছালাতের কোন স্থানে নিজের ভাষায় দো'আ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই ছালাতের মাঝে মানুষের কোন কথা সঙ্গত নয়। নিশ্চয়ই ছালাত হচ্ছে তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন তেলাওয়াতের নাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৭৮)*। তবে নিজের ভাষায় প্রার্থনা অন্তরে জাগলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। এমনকি শয়তানের পক্ষ থেকেও অন্তরে কিছু জাগলে ছালাতের কোন ক্ষতি হয় না *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, মিশকাত হা/৭৮)*।

প্রশ্নঃ (৬/১৯১)ঃ মসজিদের মিম্বারে তিন স্তর কেন? কে এটি চালু করেছেন?

-ওবায়দুল্লাহ
সোনারচড়, বাসাইল, টাংগাইল।

উত্তরঃ সাহল বিন সা'দ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মিম্বার তিন স্তর বিশিষ্ট ছিল। *(ছহীহ মুসলিম (দিল্লী ছাপা), ১/২০৬ পৃঃ 'মসজিদ সমূহ' অধ্যায় অনুচ্ছেদ ৯)*।

প্রশ্নঃ (৭/১৯২)ঃ মসজিদের জন্য ওয়াকফকৃত জায়গার মধ্যে ইমাম ছাহেব স্বীয় স্ত্রী ও সন্তানাদী নিয়ে বসবাস করতে পারেন কি-না? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল মতীন
পাঁচদোনা মোড়, নরসিংদী,
ও
মুসাম্মাৎ রহীমা
নরসিংদী।

উত্তরঃ মসজিদের জন্য ওয়াক্ফকৃত জায়গার মধ্যে পৃথকভাবে ঘর তৈরী করে ইমাম, মুওয়ায্যিন ও খাদেম সপরিবারে থাকতে পারেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈকা কৃষ্ণকায় দাসীকে মসজিদের মধ্যে একটা তাঁবু দ্বারা পৃথক কক্ষ করে দেওয়া হয়েছিল। সে সেখানে থেকে মসজিদের খেদমত করতো *(ছহীহ বুখারী (দিল্লী ছাপা) ১/৬২ পৃঃ 'ছালাত' অধ্যায়, 'মেয়েদের মসজিদে ঘুমানো' অনুচ্ছেদ)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ৭০ জন ছাহাবী (আহলে ছুফ্ফাহ) মসজিদে নববীর চত্বরে বসবাস করতেন। তাদের কোন বাসস্থান, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ছিল না। তারা ছাহাবায়ে কেরামের দান-ছাদাক্বার উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। অবশ্য উক্ত সংখ্যা কখনো কম আবার কখনো বেশী হ'ত' *(ছহীহ বুখারী ১/৬৩ পৃঃ 'পুরুষদের মসজিদে ঘুমানো' অনুচ্ছেদ; তুহফাতুল আহওয়াযী ৭/২৮ পৃঃ, তিরমিযী হা/২৪৭৩-এর ভাষ্য 'যুহ্দ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৮/১৯৩)ঃ নাবালেগা অবস্থায় কন্যার বিবাহ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে কন্যা বালেগা ও শিক্ষিতা হয়ে স্বামীর সংসার করতে চায় না। এক্ষণে অভিভাবকদের করণীয় কি?

-মুসাম্মাৎ হালীমা বেগম
কাজী ভিলা, কালীগঞ্জ বাজার
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ নাবালেগা কন্যাকে অভিভাবক বিবাহ দিলে বালেগা হওয়ার পর তার এখতিয়ার রয়েছে। সে স্বামীর সংসার করতেও পারে, নাও পারে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনৈকা বালেগা কুমারী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে অবহিত করল যে, তার পিতা তার অমতে তাকে বিবাহ দিয়েছিল। বর্তমানে সে স্বামীর ঘর করতে চায় না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে স্বামীর সাথে থাকা না থাকার এখতিয়ার দিলেন' *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/১৮৪৫ 'বিনা পরামর্শে পিতার পক্ষ থেকে কুমারী মেয়ের বিবাহ দেওয়া' অনুচ্ছেদ; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৩১৩৬ 'বিবাহে অভিভাবক ও নারীর অনুমতি গ্রহণ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৯/১৯৪)ঃ ফেরাউনের সাথে সংঘটিত যুদ্ধে মূসা (আঃ)-এর পরাজয়ের কারণ কি? মূসা (আঃ) তাঁর আলৌকিক লাঠিটি কোথা থেকে এবং কিভাবে

আরেকটি লাশ আনা হ'ল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তার কি কোন দেনা রয়েছে? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমাদের এ সাথীর ছালাত তোমরা পড়াও। আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তার দেনার যিম্মা আমার উপর রইল। তখন তিনি তার ছালাত পড়ালেন *(বুখারী ফাৎহুল বারী হা/২২৮৯ 'যামিন হওয়া' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ৩)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন স্বীয় ঋণ অপরের যিম্মায় অর্পন করে, তখন সে যেন উক্ত যিম্মা গ্রহণ করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুলূগুল মারাম হা/৮৬৫; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৭৩৬)*।

প্রশ্নঃ (১৩/১৯৮)ঃ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, ঈদের দিনে মহিলা এমনকি ঋতুবতী মহিলারাও ঈদগাহে গিয়ে দো'আয় শরীক হবে। আমরা জানি ফরয ছালাতের পর হাত তুলে দো'আ করা বিদ'আত। কিন্তু ঈদের ছালাত সুন্নাত। এখানে ঋতুবতী মহিলারা দো'আয় শরীক হবে বলা হয়েছে। তবে কি ফরয ছালাতের মত ঈদের ছালাতেও হাত তুলে দো'আ করা বন্ধ করে দিব?

-অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ হাসান আলী
বসুপাড়া, বাঁশতলা, খুলনা।

উত্তরঃ ঈদায়নের ছালাতে ঋতুবতী মহিলাদের দো'আয় শরীক হওয়ার অর্থ হচ্ছে, ঈদের তাকবীর ও ইমামের খুৎবা শ্রবণে শরীক হওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ঋতুবতী মহিলারা পুরুষের সাথে তাকবীর বলবে' *(মুসলিম (দিল্লী ছাপা) ১/২৯০ পৃঃ)*। ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, এখানে দো'আয় শরীক হওয়ার অর্থ ইমামের খুৎবা ও উপদেশ শ্রবণে শরীক হওয়া। কারণ দো'আ শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক, যা বক্তব্য, যিকর, উপদেশ সবকিছুকেই শামিল করে *(মির'আত ৫/৩১ পৃঃ 'ঈদায়েন' অধ্যায়)*। অতএব ফরয ছালাতের ন্যায় ঈদের ছালাতেও সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করা শরী'আত সম্মত নয়। *-দ্রষ্টব্যঃ এপ্রিল ২০০১ সংখ্যা ১৩/২২৩ নং প্রশ্নোত্তর)*।

প্রশ্নঃ (১৪/১৯৯)ঃ মুহাররমের ছিয়াম কেন পালন করা হয়? মুহাররমের ১টি ছিয়াম, আমরা দু'টি কেন পালন করে থাকি?

-রেখা
গ্রাম ও পোঃ হাট শ্যামগঞ্জ
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মুহাররমের নয়, বরং এটি হ'ল আশূরায়ে মুহাররম বা ১০ই মুহাররমের ছিয়াম। এই ছিয়াম ফেরাউনের কবল থেকে 'নাজাতে মূসা'-র শুকরিয়া স্বরূপ পালন করা হয়ে থাকে। ইহুদীরা যেহেতু কেবলমাত্র আশূরার একদিন ছিয়াম রাখে, সেকারণ তাদের সাথে পার্থক্য করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পরের বছর ৯ম দিন যোগ করে দু'দিন ছিয়াম পালনের আশাবাদ ব্যক্ত করেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪১ 'ঐচ্ছিক ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা আশূরার ছিয়াম পালন কর এবং এ ব্যাপারে ইহুদীদের বিপরীত কর। তোমরা আশূরার পূর্বে একদিন অথবা পরে একদিন যোগ করে ছিয়াম পালন কর' *(বায়হাক্বী, ২/২৮৬; মির'আত ৭/৪৬ পৃঃ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/২০০)ঃ পিতা-মাতার কসম খাওয়া কি শরী'আতে জায়েয আছে? দলীল ভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-মশিউর রহমান
তেঘরিয়া শ্রীবর্দী, শেরপুর।

উত্তরঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম করা জায়েয নয়; বরং শিরকের অন্তর্ভুক্ত। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করল, সে কুফরী ও শিরক করল' *(ছহীহ তিরমিযী হা/১২৪১; মিশকাত হা/৩৪১৯ 'শপথ ও মানত' অধ্যায়)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তোমাদের পিতাদের নামে কসম খেতে নিষেধ করেছেন। অতএব যে শপথ করতে চায়, সে যেন আল্লাহ্র নামে শপথ করে অথবা চুপ থাকে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪০৭ 'শপথ ও মানত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৬/২০১)ঃ জিহাদের উদ্দেশ্য কি? দলীল ভিত্তিক জানতে চাই।

-আব্দুল করীম
মোবারকপুর, শিবগঞ্জ
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ইসলামে 'জিহাদ' স্রেফ আল্লাহ্র জন্য হয়ে থাকে, দুনিয়ার জন্য নয়। যদি নিয়তের মধ্যে খুলূছিয়াত না থাকে এবং ব্যক্তি স্বার্থ বা অন্য কোন দুনিয়াবী স্বার্থ উদ্দেশ্য হয়, তাহ'লে আল্লাহ্র দরবারে সেটা 'জিহাদ' হিসাবে কবুল হবে না। যুদ্ধাবস্থায় তার মৃত্যু হ'লেও ত্রুটিপূর্ণ নিয়তের কারণে ঐ ব্যক্তি শহীদের মর্যাদা হ'তে বঞ্চিত হবে। আবার শহীদ হওয়ার খালেছ নিয়তের কারণে যুদ্ধে শহীদ না হয়েও অনেকে শহীদের মর্যাদা পাবেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ আমল কবুল করেন না, যা স্রেফ তার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে না হয়' *(ছহীহ আবুদাউদ হা/২৯৪৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি লড়াই করে এজন্য যে, আল্লাহ্র কালেমা সমুন্নত হৌক, সে ব্যক্তিই কেবল আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধ করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৮১৪ 'জিহাদ' অধ্যায়)*।

অন্য হাদীছে আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকটে খালেছ অন্তরে শাহাদত কামনা করে, আল্লাহ তাকে শহীদগণের স্তরে পৌঁছে দেন, যদিও সে বিছানায় মৃত্যুবরণ করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০৮ 'জিহাদ' অধ্যায়; দ্রঃ দরসে কুরআন 'জিহাদ ও ক্বিতাল' ডিসেম্বর ২০০১)*।

প্রশ্নঃ (১৭/২০২)ঃ রোগ-দুশ্চিন্তার সময় ছবর করলে নাকি গুনাহ সমূহের কাফফারা হয়ে যায়। একথাটি কি সঠিক?

-মুহাম্মাদ হোসাইন
কামাল নগর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উল্লেখিত বক্তব্যটি সঠিক এবং এটি একটি হাদীছের অংশবিশেষ। কোন মুসলমান যখন কোন কষ্ট, রোগ, দুশ্চিন্তা, দুঃখ, বেদনা, সংকট, এমনকি পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হয়, (যদি সে এতে ছবর করে ও সন্তুষ্ট হয় তাহ'লে) এগুলিকে আল্লাহ তার গুনাহ সমূহের কাফফারা হিসাবে গ্রহণ করেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৫৩৭ 'জানায়েয' অধ্যায়; ঐ বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৪৫১)*। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তোমাদেরকে যে সব বিপদাপদ স্পর্শ করে, সেগুলি তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল। তবে অনেক গুনাহ তো আল্লাহ মাফ করে দেন' *(শূরা ৩০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মানুষের মধ্যে সর্বাধিক বিপদ দ্বারা পরীক্ষা করা হয় নবীগণকে। অতঃপর নেককার বান্দাগণকে স্তর অনুযায়ী। মানুষ তার দ্বীনদারীর অনুপাতে বিপদগ্রস্ত হয়। যদি সে দ্বীনের ব্যাপারে শক্ত হয়, তার উপরে পরীক্ষাও কঠিন হয়। আর যদি দ্বীনের ব্যাপারে শিথিলতা থাকে, তাহ'লে তার উপরে বিপদও সহজ হয়। মুমিনের উপরে এরূপ পরীক্ষা চলতেই থাকে। অবশেষে সে দুনিয়ার উপরে চলাফেরা করে এমন অবস্থায় যে তার আমলনামায় আর কোন গোনাহ অবশিষ্ট থাকে না' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৫৬২; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩২৫০ বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৪৭৬)*।

প্রশ্নঃ (১৮/২০৩)ঃ আল্লাহ্র নির্দেশে ফেরেশতাগণ আদম (আঃ)-কে যে সিজদা করেছিল, সে সিজদা এবং ছালাতের সিজদা কি একই রকম ছিল, নাকি ভিন্ন ছিল? যদি সম্মান প্রদর্শনের জন্য হয়ে থাকে, তাহ'লে বর্তমানে সম্মানের জন্য এরূপ করা জায়েয হবে কি?

-আসাদুল্লাহ
শিবদেবচর, পাওটানাহাট
পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ ইবাদতের ক্ষেত্রে যেরূপ সিজদা করা হয়, ঐ সিজদা তদ্রূপ ছিল না। বরং তা ছিল সম্মান প্রদর্শনের জন্য মাথা নত করা মাত্র। জান্নাতী ঐ সিজদার উপরে ক্বিয়াস করে দুনিয়াতে অনুরূপ পদ্ধতিতে কাউকে মাথা নত করে সম্মান প্রদর্শন করা শরী'আতে নিষেধ রয়েছে *(দেখুনঃ তিরমিযী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৬২০ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'মুছাফাহা ও মু'আনাকা' অনুচ্ছেদ; ঐ বঙ্গানুবাদ হা/৪৪৭৫, ৯/২৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/২০৪)ঃ আমার নিকটাত্মীয় অন্যদের সাথে আপন ভাইয়ের মত চলাফেরা করে, তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করে। আমরা আপন চাচাত ভাই কিন্তু আমাদের সাথে সম্পর্ক নেই বললেই চলে। আত্মীয়-স্বজনের হক ও সম্পর্ক ছিন্নকারী সম্পর্কে শরী'আতের বিধান কি?

-নযরুল ইসলাম
শার্শা, যশোর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯২২ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ' অনুচ্ছেদ)*। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! আমার এমন কিছু আত্মীয়-স্বজন আছে, আমি তাদের সাথে সদাচরণ করি, কিন্তু তারা সম্পর্ক ছিন্ন রাখে। আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করি, তারা আমার ক্ষতি সাধন করে। আমি তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ও ক্ষমা প্রদর্শন করি, তারা আমার সাথে বর্বরতা প্রদর্শন করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি যেরূপ বলছ যদি তুমি সেরূপ আচরণ করে থাক তবে তুমি যেন তাদের প্রতি গরম ছাই নিক্ষেপ করছ। যতক্ষণ তুমি এই গুণের উপর বহাল থাকবে, আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে সর্বদা তোমার সাথে একজন সাহায্যকারী থাকবেন (যিনি তাদের প্রতিটি ক্ষতিকে প্রতিরোধ করেন)' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯২৪ অধ্যায় ঐ)*।

উপরোক্ত হাদীছ সমূহের আলোকে বিধান এটাই যে, অন্যদের চাইতে নিজের আত্মীয়দের হক আদায় করতে হবে। নইলে গোনাহগার হবে।

প্রশ্নঃ (২০/২০৫)ঃ মৃত্যুর পরে কোন কাজের ছওয়াব তার নিকটে পৌঁছবে।

-আহমাদুল্লাহ
পুরানো মোগলটুলী, ঢাকা।

উত্তরঃ নিম্নের হাদীছে বর্ণিত মৌলিক কাজগুলি সম্পাদন করলে সেগুলির ছওয়াব মৃত্যুর পর তার নিকট পৌছবে।-

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মৃত্যুর পরও মুমিন ব্যক্তির যেসব সৎকর্ম ও অবদান তার আমলনামায় যোগ হ'তে থাকবে, সেগুলি হ'ল-

(১) ইলমঃ যা সে শিক্ষা করেছে এবং মানুষের মাঝে প্রচার-প্রসার ও বিস্তার করে গেছে।

(২) নেক সন্তানঃ যাকে সে দুনিয়ায় রেখে গেছে।

(৩) কুরআনঃ যা মীরাছ রূপে সে রেখে গেছে।

(৪) মসজিদঃ যা সে নির্মাণ করে গেছে।

(৫) মুসাফির খানাঃ যা সে পথিক-মুসাফিরদের জন্য তৈরী করে গেছে।

(৬) খাল, কুয়া, পুকুর প্রভৃতিঃ যা সে খনন করে গেছে।

(৭) দানঃ যা সে সুস্থ ও জীবিত অবস্থায় তার মাল হ'তে করে গেছে। (এগুলোর ছওয়াব) মৃত্যুর পরও তার নিকট পৌছতে থাকবে' *(ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান; আত-তারগীব ওয়াত তারহীব ১/৯৯ পৃঃ, সনদ হাসান)*।

এছাড়াও আবু হুরায়রা কর্তৃক মুসলিম শরীফে তিনটি আমলের কথা উল্লেখ রয়েছে। 'যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তার তিনটি আমল ব্যতীত সবগুলি আমল বন্ধ হয়ে যায় (১) ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ (২) এমন জ্ঞান, যার দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয় (৩) নেক সন্তান, যে পিতার জন্য দো'আ করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩ 'ইল্ম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২১/২০৬)ঃ বর্তমানে এক ধরনের পাউডার ব্যবহার করে কাঁচা ও কচি টমেটোকে লাল বানিয়ে পাকা টমেটো বলে অহরহ বিক্রি হচ্ছে। এ ধরনের ব্যবসা কি শরী'আতে জায়েয আছে?

-শামীম
সি,এণ্ড,বি, গোদাগাড়ী
রাজশাহী।

উত্তরঃ এধরনের ব্যবসা ধোঁকার শামিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে আমাদের ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম প্রভৃতি ইরওয়া হা/১৩১৯ ৫/১৬০)*। আল্লাহ্র রাসূল ধোঁকা দেওয়া ব্যবসা করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫৪ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২২/২০৭)ঃ ইমাম বুখারী কত বছরে ছহীহ বুখারী সংকলন করেছেন ও ছহীহ বুখারীর পুরো নাম কি? হাদীছ লিখার সময় নাকি তিনি দু'রাক'আত ইস্তেখারার ছালাত আদায় করতেন? এসব তথ্য কোথায় পাওয়া যাবে? দয়া করে আমার প্রিয় আত-তাহরীকে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

-হাবীবুল বাশার
বামুন্দী, গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করে সুদীর্ঘ ১৬ বছরে ছহীহ বুখারী সংকলন সম্পন্ন করেন। ছহীহ বুখারীর পুরো নামঃ

اَلْجَامِعُ الْمُسْنَدُ الصَّحِيْحُ الْمُخْتَصَرُ مِنْ أُمُوْرِ
رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَنِهِ وَأَيَّامِهِ-

তিনি প্রত্যেক হাদীছ লিখার সময় গোসল করে দু'রাক'আত ইস্তেখারার ছালাত আদায় করে ছহীহ হাদীছ নিশ্চিত হওয়ার পরে লিপিবদ্ধ করতেন *(ছহীহ বুখারীর ভূমিকা বা মুক্বাদ্দামাহ ১ম খণ্ড ৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৩/২০৮)ঃ আমার স্ত্রী অসুস্থতার কারণে রাতে আগুন জ্বালিয়ে শরীর গরম করে। সে কাঠের আগুন হাঁড়ীতে রেখে দেয়। নিভাতে নিষেধ করলে নিভাতে দেয় না। উত্তরে বলে, পুনরায় আগুন জ্বালানো সম্ভব নয়। কিন্তু আমার ভয় হয় যে, খড়ের বাড়ী আগুন লেগে যেতে পারে। আমার প্রশ্নঃ রাতে এভাবে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখা কি ঠিক হবে? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-এনায়েতুল্লাহ
রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।

উত্তরঃ সাধারণভাবে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রাখা ঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘরে আগুন জ্বালিয়ে ঘুমাতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী ফৎহ সহ ১১/৭১ পৃঃ; মুসলিম হা/২০১৫; মিশকাত হা/৪৩০০ 'খানা-পিনা' অধ্যায়)*। এক রাতে মদীনায় একটি বাড়ী পুড়ে গেলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই এ আগুন তোমাদের শত্রু। সুতরাং যখন তোমরা ঘুমাবে, তখন আগুন নিভিয়ে ঘুমাবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩০১)*। অন্য হাদীছে এসেছে, 'তোমরা বাতি নিভিয়ে ঘুমাবে' *(মুসলিম হা/২০১২; মিশকাত হা/৪২৯৬ 'পাতিল ঢাকা' অনুচ্ছেদ)*। তবে বিশেষ কারণবশতঃ এবং কোনরূপ ক্ষতির আশংকা না থাকলে ঘরে আলো বা আগুন জ্বালিয়ে রাখা যাবে।

প্রশ্নঃ (২৪/২০৯)ঃ 'মানুষের কৃতকর্মের সাক্ষ্য নিজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রদান করবে' এর দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-বকুল
চান্দিনা, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'সেদিন আমরা তাদের মুখে মোহর এঁটে দিব এবং তাদের হাত আমাদের সাথে কথা বলবে ও তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য প্রদান করবে' *(ইয়াসীন ৬৫)*। আলোচ্য আয়াতে কেবল হাত ও পায়ের কথা উল্লেখিত হ'লেও অন্যত্র চক্ষু, কর্ণ ও চর্মের সাক্ষ্য দানের কথা এসেছে *(ফুছছিলাত ২০)*। এমনকি নিজের জিহ্বা সেদিন বিপরীত সাক্ষ্য দিবে *(নূর ২৪)*। কেউ কোন কথা লুকাতে পারবে না *(নিসা ৪২)*। *দ্রষ্টব্যঃ দরসে কুরআন, অবিচ্ছেদ্য সাক্ষী হ'তে সাবধান, সেপ্টেম্বর ২০০১।*

প্রশ্নঃ (২৫/২১০)ঃ নিম্নের হাদীছের আলোকে হানাফী মসজিদে মাগরিবের আযানের পর দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করা হয় না। বুরায়দাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'মাগরিব ব্যতীত প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মধ্যে দু'রাক'আত ছালাত রয়েছে'। হাদীছটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হালীম
রঘুনাথপুর
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীছটি 'যঈফ' *(তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৬৬২ -এর ৩নং টীকা দ্রষ্টব্য)*। তবে একই রাবী কর্তৃক বর্ণিত ছহীহ হাদীছে এসেছে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা মাগরিবের ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর, তোমরা মাগরিবের ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর। তোমরা মাগরিবের ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর। তৃতীয় বারে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৬৫ 'সুন্নাত সমূহ ও উহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং বুখারী ও মুসলিমের ন্যায় ছহীহ হাদীছের প্রতি আমল না করে যঈফ হাদীছের উপর আমল করা সুন্নাতকে এড়িয়ে যাবার শামিল।

প্রশ্নঃ (২৬/২১১)ঃ মুওয়াযযিন সম্পর্কে তিরমিযী ও আবুদাউদে বর্ণিত হাদীছ 'যে ব্যক্তি নেকীর আশায় ৭ বছর আযান দিবে, তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করা হবে'। হাদীছটি কি ছহীহ, না যঈফ?

-সুরুজ মিয়া
মাষ্টারপাড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ তিরমিযী বর্ণিত উল্লেখিত হাদীছটি যঈফ *(তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৬৬৪ টীকা নং ৩ 'আযানের ফযীলত ও উহার জবাবদান' অনুচ্ছেদ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৫০)*। তবে ছহীহ হাদীছে মুওয়াযযিনদের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামতের দিন মুওয়াযযিনদের গর্দান অন্য মানুষের চেয়ে উঁচু হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৪ আরো দ্রষ্টব্য; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৩৮-৩৯)*।

প্রশ্নঃ (২৭/২১২)ঃ সদ্য বিবাহিতা কন্যা স্বীয় স্বামীর গৃহে যেতে নারায। তাদের দাম্পত্য জীবন নাকি সুখের নয়। এমতাবস্থায় মেয়েকে কি জোর করে পাঠাব, না মেয়ের কথানুযায়ী ফায়ছালা করব? শরী'আতের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বোয়ালকান্দী, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ আল্লাহ পাক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বন্ধন সুদৃঢ় দেখতে চান। কিন্তু যদি তাদের মধ্যে ভাঙ্গনের আশংকা করা হয়, তাহ'লে উভয়ের পরিবারের পক্ষ হ'তে একজন করে জ্ঞানী ও দূরদর্শী মধ্যস্থতাকারী প্রেরণ করতে হবে *(নিসা ৩৫)*। কিন্তু তাতে কোন ফায়ছালা না হ'লে এবং কোনভাবেই মিলমিশ সম্ভব না হ'লে স্ত্রী তার মোহরানা ফেরৎ দানের মাধ্যমে 'খোলা' তালাক নিতে পারে *(বাক্বারাহ ২২৯; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২৭৪ 'খোলা তালাক' অনুচ্ছেদ)*। অতএব জ্ঞানী ও সাবালিকা মেয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে চাপ দিয়ে ছেলের বাড়ীতে না পাঠানোই শরী'আত সম্মত হবে।

প্রশ্নঃ (২৮/২১৩)ঃ আমার এক হানাফী বন্ধুকে বললাম, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন, 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে জেনো সেটিই আমার মাযহাব'। বন্ধু উত্তর দিলেন, এটি তিনি বলেননি। এর সত্যতা জানতে চাই।

-আলতাফ হোসাইন
সিংহমারা, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর উপরোক্ত উক্তিটি সঠিক। নিম্নে প্রমাণ সহ উদ্ধৃত হ'লঃ

إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ

'যখন হাদীছ ছহীহ প্রমাণিত হবে তখন সেটিই আমার মাযহাব'। ইবনু আবেদীনের 'রাদ্দুল মুহতার' ওরফে 'শামী' নামক গ্রন্থের ১ম খণ্ডের ৬৭ পৃষ্ঠায় (বৈরুত ছাপা) এ উক্তিটি বর্ণিত হয়েছে। *(দ্রঃ থিসিস পৃঃ ১৭৭)*।

প্রশ্নঃ (২৯/২১৪)ঃ ঈদায়নের খুৎবা কয়টি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবুবকর
অমৃতপাড়া, নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তরঃ ঈদায়নের খুৎবা একটি। জাবির (রাঃ) বলেন, আমি ঈদের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ঈদের ছালাতে উপস্থিত হ'লাম। তিনি আযান ও এক্বামত বিহীন খুৎবার পূর্বে ছালাত আরম্ভ করলেন। ছালাত শেষ করে তিনি বেলাল (রাঃ)-এর গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেন। অতঃপর আল্লাহ্র প্রশংসা করলেন এবং লোকদের উপদেশ দান করলেন, আর তাদেরকে তাঁর অনুসরণ করার আদেশ দান করলেন। তারপর তিনি বেলাল (রাঃ)-কে সাথে নিয়ে মহিলাদের নিকট গেলেন এবং আল্লাহ্কে ভয় করার উপদেশ দিলেন ও অন্যান্য নছীহত করলেন' *(নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৪৬)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে অতঃপর তিনি চলে গেলেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৮)*। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, ঈদায়নের প্রচলিত দু'খুৎবা জুম'আর দু'খুৎবার উপরে ক্বিয়াস করে চালু হয়েছে *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১১১)*। শাওকানী (রহঃ) বলেন, দু'খুৎবার প্রমাণে বর্ণিত হাদীছ যঈফ *(নায়লুল আওত্বার ৩/২২৪; হাইআতু কেবারিল ওলামা ১/৩৩৬)*।

প্রশ্নঃ (৩০/২১৫)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি ঈদের খুৎবা মিম্বারে দাঁড়িয়ে দিয়েছিলেন। ঈদের মাঠে মিম্বারের ব্যবস্থা করা যাবে কি?

-আব্দুল আলীম
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের খুৎবা মিম্বারে দাঁড়িয়ে দেননি এবং তাঁর যুগে ঈদের মাঠে মিম্বার ছিল না। ত্বারিক ইবনে শিহাব (রাঃ) বলেন, একদা মারওয়ান সর্বপ্রথম ঈদের দিন মিম্বারের ব্যবস্থা করলে এবং ছালাতের পূর্বে খুৎবা আরম্ভ করলে জনৈক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, হে মারওয়ান তুমি সুন্নাত বিরোধী কাজ করলে। তুমি ঈদের দিন মিম্বার নিয়ে আসলে। তুমি ছালাতের পূর্বে খুৎবার ব্যবস্থা করলে' *(ইবনু মাজাহ, নায়ল ৩/৩২২)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি মারওয়ানের সাথে ঈদের মাঠে আসলাম, এসে দেখি কাছীর ইবনে ছালত মাটি ও ইট দ্বারা মিম্বার তৈরী করেছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫২)*। ইমাম বুখারী 'রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে ঈদের মাঠে মিম্বার ছিল না' মর্মে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন' *(বুখারী ১/১৩১)*। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, নিঃসন্দেহ মিম্বার মসজিদ হ'তে বের করে মাঠে নিয়ে যাওয়া হ'ত না, সর্বপ্রথম মারওয়ান ইবনুল হাকাম এটি করেছেন' *(যাদুল মা'আদ ১/৪৩১)*।

প্রশ্নঃ (৩১/২১৬)ঃ রামাযান মাসে যে সাহারীর আযান দেওয়া হয় এটি কি সাহারীর জন্য খাছ না তাহাজ্জুদের জন্য খাছ? বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল বাতেন
সাকনাইরচর, বাসাইল
টাংগাইল।

উত্তরঃ রামাযান মাসে বা অন্য মাসে ফজরের আযানের পূর্বে যে আযান দেওয়া হয়, সেটি সাহারী ও তাহাজ্জুদ উভয়টির জন্য প্রযোজ্য। বিশেষ কোন একটির সাথে খাছ নয়। ইমাম নববী বলেন, ফজরের আযানের পূর্বের আযানটি তাহাজ্জুদের জন্য কিংবা বিতর পড়ার জন্য অথবা সাহারী খাওয়ার জন্য অথবা ফরয গোসলের জন্য অথবা

ওযূ করার জন্য অথবা কোন প্রয়োজন পূরণের জন্য' *(মুসলিম ১/৩৫০ পৃঃ দিল্লী ছাপা)*। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, যদি কেউ উক্ত আযানকে রামাযানের জন্য খাছ বলেন, তবে তাতে আপত্তি রয়েছে *(ফাৎহুল বারী, নায়লুল আওত্বার (কায়রো ছাপা) ২/১১৭ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/২১৭)ঃ বিদ'আতের পরিচয় কি? বিদ'আতের শ্রেণী বিন্যাস করা যায় কি? বিদ'আতের হুকুম কি?

-মাহবুবুর রহমান
আলীপুর, দূর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ বিদ'আতের আভিধানিক অর্থ অতীতের কোন নমুনা ছাড়াই নতুন কিছুর আবিষ্কার। আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টান্ত বিহীনভাবে আসমান ও যমীন সৃষ্টি করায় তিনি নিজেকে بَدِيْعُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ বলেছেন *(বাক্বারাহ ১১৭)*।

শরী'আতের পরিভাষায় বিদ'আত হচ্ছে, আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের আশায় দ্বীনের মধ্যে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র প্রমাণ বিহীন নব আবিষ্কৃত পদ্ধতি। বিদ'আতের কোন প্রকারভেদ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সকল বিদ'আতই ভ্রষ্টতা' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১)*।

বিদ'আতের হুকুমঃ দ্বীনের মধ্যে সব ধরনের বিদ'আত নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত হ'তে বেঁচে থাকো। নিশ্চয়ই প্রত্যেক নতুন কাজ বিদ'আত এবং প্রত্যেক বিদ'আতই ভ্রষ্টতা *(আহমাদ, আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৬৫)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে দ্বীনের মধ্যে নতুন আমলই প্রত্যাখ্যাত' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০)*।

যুগে যুগে বৈষয়িক প্রয়োজনে সৃষ্ট বিভিন্ন আবিষ্কার সমূহ যেমন সাইকেল, ঘড়ি ইত্যাদি আভিধানিক অর্থে বিদ'আত বা নতুন সৃষ্টি হ'লেও শারঈ পরিভাষায় কখনোই বিদ'আত নয়। কেননা এগুলি ছওয়াবের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় না। তাই এগুলিকে অজুহাত করে ধর্মের নামে ও ছওয়াবের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট মীলাদ, ক্বিয়াম, শবেবরাত, কুলখানি, চেহলাম ইত্যাদিকে শরী'আতে বৈধ কিংবা বিদ'আতে হাসানাহ বলাটা নেহায়েতই অন্যায়। অনুরূপভাবে বিদ'আতকে হাসানাহ ও সাইয়েআহ দু'ভাগে ভাগ করাটাও আরেকটি বিদ'আত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দ্বীনের মধ্যেকার সকল প্রকার বিদ'আতকে ভ্রষ্টতা বলেছেন।

প্রশ্নঃ (৩৩/২১৮)ঃ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে কিভাবে সম্বোধন করবে? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-আব্দুল আযীয
বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে নিম্নরূপে সম্বোধন করতে পারে। (১) ছেলে-মেয়ের নামের সাথে যোগ করে ডাকবে। যেমন হে অমুকের আব্বা বা অমুকের আম্মা! *(আবুদাউদ, নাসাঈ, সনদ জাইয়িদ, মিশকাত হা/৪৭৬৬ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'নাম রাখা' অনুচ্ছেদ)*। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের নাম ধরেও ডাকতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে নাম ধরে ডাকতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৬১৬৭ 'ছালাত' অধ্যায়, 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ; 'বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬১৭৮; মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৪ 'মর্যাদা' অধ্যায়)*। ইবরাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী ইবরাহীম (আঃ)-কে নাম ধরে ডেকেছিলেন *(বুখারী ১/৪৭৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/২১৯)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন সালের কত তারিখে মি'রাজে গমন করেছিলেন? তিনি কি পর্দা ব্যতীত আল্লাহ্র দর্শন লাভ করেছিলেন? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আইয়ূব আলী ও শামীম
আলাদীপুর মাদরাসা
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ মি'রাজের তারিখ সম্পর্কে বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। যেমন (১) নবুওয়াত লাভের বছরে (২) নবুওয়াত লাভের ৫ বছর পরে (৩) নবুওয়াতের ১০ম বছরে ২৭শে রজবে (৪) হিজরতের ১৬ মাস পূর্বে (৫) হিজরতের ১৪ মাস পূর্বে (৬) হিজরতের এক বছর পূর্বে রবীউল আউওয়াল মাসে *(দ্রঃ আর-রাহীকুল মাখতূম (আরবী) ১৩৭ পৃঃ; মুখতাছার সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১৯৬)*।

মি'রাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ তা'আলার নূর দেখেছিলেন। হযরত আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি (মি'রাজের রাত্রে) আপনার প্রতিপালককে দেখেছেন? উত্তরে তিনি বলেন, তিনি (আল্লাহ) তো জ্যোতি। আমি তাঁকে কিভাবে দেখতে পারি? *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৫৯ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায় 'আল্লাহকে দেখা' অনুচ্ছেদ; দ্রঃ থিসিস পৃঃ ১০৭, ১২৩।* হযরত মূসা (আঃ)ও আল্লাহ্র নূর দেখেছিলেন (আ'রাফ ১৪৩)।

প্রশ্নঃ (৩৫/২২০)ঃ কোন কোন মসজিদে ডান পার্শ্বে অথবা বাম পার্শ্বে অথবা পিছনে মহিলাদের জামা'আতে ছালাত আদায় করতে দেখা যায়। মহিলারা এভাবে মসজিদে ছালাত আদায় করতে পারে কি?

-ফযলুর রহমান
সেতাবগঞ্জ, ষ্টেশনপাড়া, ঠাকুরগাঁও।

উত্তরঃ জুম'আ সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত মহিলাগণ মসজিদে গিয়ে আদায় করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নারীগণ তোমাদের নিকট মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তোমরা তাদের বাধা প্রদান কর না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৮২)*। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কারো স্ত্রী মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে সে যেন তাকে বাধা প্রদান না করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৯ 'জামা'আত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশার ঘরের সম্মুখে স্বীয় কক্ষের মধ্যে রাতের ছালাত আদায় কালে কক্ষের বাইরে থেকে মুক্তাদীরা

তাঁর ইক্তেদা করেছেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১১৪ 'ছালাতে দাঁড়ানোর স্থান' অনুচ্ছেদ)*। এতে বুঝা যায় যে, ইমামের ডাইনে-বামে বা পিছনে থেকে ইক্তেদা করা যায়। পর্দার মধ্যে থেকে মহিলাগণও এভাবে দাঁড়াতে পারেন।

প্রশ্নঃ (৩৬/২২১)ঃ উছূলে তাফসীর ও উছূলে হাদীছ কারা লিখেছেন। আপনারা যদি ছহীহ হাদীছের অনুসারী হন তাহ'লে উছূলে তাফসীর ও উছূলে হাদীছের অনুসরণ করেন কেন?

-বুলবুল, চল্লাকাথী, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ ما لايتم به الواجب الا به فهو واجب অর্থাৎ 'যা না হ'লে ওয়াজিব পূর্ণ করা যায় না, সেটাও ওয়াজিব'। যেমন 'হজ্জ'-এর ফারযিয়াত আদায় করার জন্য বিমান ভ্রমণ ওয়াজিব। একইভাবে কুরআনের তাফসীরে যাতে কেউ মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিতে না পারে এবং হাদীছ বর্ণনায় যাতে কেউ ধোঁকাবাজির আশ্রয় নিতে না পারে, সেজন্যই উম্মতের প্রথম যুগের ন্যায়নিষ্ঠ বিদ্বানগণ সুনির্দিষ্ট নিয়ম-কানূন করে গিয়েছেন। যা অনুসরণ করলে কুরআনের তাফসীর সঠিকভাবে করা যায় এবং হাদীছ ছহীহ-শুদ্ধভাবে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। অতএব কুরআন ও হাদীছের সঠিক ব্যাখ্যা ও বর্ণনার বিশুদ্ধতা যচাইয়ের স্বার্থে যে প্রচেষ্টা চালানো হয়, তা অন্যায় তো নয়ই, বরং ওয়াজিব এবং ছওয়াবের বিষয়। দ্বীনের সঠিক বুঝ হাছিলের জন্য এবং সঠিক তাৎপর্য উদ্ধারের অংশ হিসাবে উছূলে তাফসীর ও উছূলে হাদীছ অন্যতম যরূরী বিষয়।

প্রশ্নঃ (৩৭/২২২)ঃ ফরয ছালাতের রাক'আত সংখ্যা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল আহাদ, রাজঃ বিশ্বঃ।

উত্তরঃ ফরয ছালাতের রাক'আত সংখ্যা কুরআনে উল্লেখ নেই। তবে হাদীছে উল্লেখ রয়েছে। আর আল্লাহ্‌র নির্দেশক্রমেই হাদীছের উপরে আমল করা অপরিহার্য। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের নিকটে রাসূল যা এনেছেন, তা গ্রহণ কর। যা নিষেধ করেছেন, তা বর্জন কর' *(হাশর ৭)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/২২৩)ঃ 'অহি' দু'প্রকারের প্রমাণ কি? হাদীছ যদি 'অহি' হয়, তাহ'লে তা সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ নিলেন না কেন?

-আব্দুল আলীম, মজীদপুর, যশোর।

উত্তরঃ হাদীছ হ'ল 'অহিয়ে গায়ের মাতলু'। অর্থাৎ যা তেলাওয়াত করা হয় না এবং যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'রাসূল 'অহি' ব্যতীত কিছু বলেন না' *(নাজম ৩-৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমাকে কুরআন দেওয়া হয়েছে এবং তার অনুরূপ আরেকটি বস্তু দেওয়া হয়েছে।... নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হারাম ঘোষণা আল্লাহ্‌র হারাম ঘোষণার ন্যায়' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৬৩ 'ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*। আল্লাহ স্বীয় 'অহি'কে হেফাযতের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন' *(হিজর ৯)*। শুধু হেফাযত নয়, সেটির সংকলন, ব্যাখ্যা, প্রচার-প্রসারের দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেছেন' *(ক্বিয়ামাহ ১৭, ১৮, ১৯)*। 'যিকর' এবং 'বায়ান' দ্বারা কুরআন ও সুন্নাহকে বুঝানো হয়েছে *(আলবানী, আল-হাদীছু হুজ্জাতুন.. পৃঃ ২১-২৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/২২৪)ঃ কোন মাল ক্রয় করে দেড় গুণ দামে বিক্রয় করলে যে লভ্যাংশ পাওয়া যায় তা হালাল হবে, না হারাম হবে। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আবুবকর ছিদ্দীক
সহঃ শিক্ষক (অবঃ), রুদ্রেশ্বর সরঃ প্রাঃ বিদ্যালয়
কাকিনা, কালীগঞ্জ, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ে যদি বিনিময় মূল্যে সন্তুষ্ট থাকে তাহ'লে তা বৈধ হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ তোমরা একে অপরের সম্পদকে অবৈধভাবে ভক্ষণ করো না পরস্পরের সম্মতিক্রমে ব্যবসার মাধ্যমে ব্যতীত' *(নিসা ২৯)*। উরওয়াতুল বারেক্বী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে একটি দিনার দিলেন একটি কুরবানী বা বকরী কেনার জন্য। সে ঐ এক দিনার দ্বারা দু'টি বকরী ক্রয় করল এবং একটি বকরী এক দিনারে বিক্রয় করে দিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে একটি বকরী ও একটি দিনার নিয়ে হাযির হ'ল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর ক্রয়-বিক্রয়ে বরকতের দো'আ করলেন। তারপর থেকে সে যদি মাটিও খরিদ করত, তাতেও তার লাভ হ'ত' *(ছহীহ আবুদাঊদ, হা/৩৩৮৪ ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়; বুখারী, মিশকাত হা/২৯৩২ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১০)*।

প্রশ্নঃ (৪০/২২৫)ঃ ভিন পুরুষের বীর্য কোন নারী গ্রহণ করতে পারে কি? অনুরূপভাবে কোন নারীর ডিম্ব কোন নারী গ্রহণ করতে পারে কি?

-আবুবকর, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কোন নারী অপর কোন পুরুষের বীর্য গর্ভে ধারণ করতে পারে না। কারণ এটা স্পষ্ট যেনা। দ্বিতীয়তঃ এর ফলে সন্তানের কোন বংশ পরিচয় থাকে না। অথচ আল্লাহ বলেন, 'আমি মানব সমাজের মধ্যে বংশ ও গোত্র করে সৃষ্টি করেছি যেন তোমরা পরস্পরে পরিচয় দিতে পার' *(হুজুরাত ১৩)*। তৃতীয়তঃ সন্তান বড় কিছু হওয়ার আশায় অন্যের বীর্য গ্রহণ করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ নারী-পুরুষ ও ভাল-মন্দ সৃষ্টি করা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে। 'তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদের পুত্র ও কন্যা উভয় দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে রাখেন' *(শূরা ৪৯-৫০; হাইয়াতু কেরাবিল ওলামা ২/৯৫৭ পৃঃ)*।

মৃত্যু সংবাদ

'উনাইযাহ ইসলামিক সেন্টার' সঊদী আরব -এর নিয়মিত ছাত্র, স্থানীয় 'মাকতাবাতুল আশরাফিইয়া'তে কর্মরত, নতুন আহলেহাদীছ, 'আত-তাহরীক' এর অন্যতম গ্রাহক রেযাউল হক বিন আব্দুল আযীয (২৬) গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী রোজ মঙ্গলবার ভোর পৌনে চারটায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তিকাল করেন। *ইন্নালিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন।* মাদারীপুর যেলার শিবপুর থানাধীন নলগোড়া গ্রামের অধিবাসী রেযাউল হক দীর্ঘ ৬ বৎসর যাবৎ সঊদী আরবে প্রবাসী জীবন যাপন করছিলেন। তার এ অকাল মৃত্যুতে উনাইযাহ ইসলামিক সেন্টারের সকল ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। পরিবারের অনুমতিক্রমে তাকে উনাইযাতেই দাফন করা হয়।

[আমরা তার রূহের মাগফেরাত কামনা করছি এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। -সম্পাদক।]

মাসিক

আত-তাহরীক

৬ষ্ঠ বর্ষ ৭ম সংখ্যা
এপ্রিল ২০০৩

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/২২৬)ঃ হিজড়া ব্যক্তি মারা গেলে তার জানাযা পড়তে হবে কি? কাফন দেওয়ার সময় তাকে পুরুষ না মহিলার কাফন দিতে হবে?

শফীকুল ইসলাম ছিদ্দীকী
ফুলবাড়ী, গাজীপুর।

উত্তরঃ হিজড়া পুরুষের আকৃতিতে হৌক বা নারীর আকৃতিতে হৌক মুসলিম হ'লে তার জানাযার ছালাত পড়তে হবে। কেননা হিজড়া হওয়ার কারণে সে অমুসলিম হয়ে যায়নি। ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নারী ও পুরুষের কাফন তিন কাপড় দিয়ে করতে হবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তিনটি সাদা সূতী কাপড়ে কাফন দেওয়া হয়েছিল। তারমধ্যে ক্বামীছ ও পাগড়ী ছিল না *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৩৫ 'মৃতকে গোসল দেওয়া এবং কাফন পরানো' অনুচ্ছেদ)।*

উল্লেখ্য যে, নারীদের পাঁচ কাপড়ে কাফন দেওয়ার হাদীছটি 'যঈফ' *(আলবানী, যঈফ আবুদাউদ হা/৩১৫৭ 'মহিলাদের কাফন দেওয়া' অনুচ্ছেদ)।* অতএব মুসলিম হিজড়াকে তিনটি কাপড়ে কাফন দিতে হবে।

প্রশ্নঃ (২/২২৭)ঃ তেলাওয়াতের সিজদা ও তার তাসবীহ পাঠের শারঈ হুকুম কি? ছালাতের মধ্যেকার তেলাওয়াতের সিজদা ছালাত শেষে আদায় করলে শরী'আত সম্মত হবে কি?

-আযীযুল হক
সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ তেলাওয়াতের সিজদা ও তার তাসবীহ পাঠ সাথে সাথেই করা সুন্নাত *(বুখারী, মিশকাত হা/১০২৩ 'তেলাওয়াতের সিজদা' অনুচ্ছেদ)।* পরে আদায় করা বা ছালাত শেষে আদায় করার প্রয়োজন নেই। ওমর (রাঃ) বলেন, হে জনগণ! আমরা তেলাওয়াতের সিজদার স্থানসমূহ অতিক্রম করি। এক্ষণে যে ব্যক্তি সিজদা করল, সে সঠিক কাজ করল। যে ব্যক্তি সিজদা করল না, তার উপরে কোন গোনাহ নেই *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/৩৪১ 'সহো সিজদা প্রভৃতি' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (৩/২২৮)ঃ হিন্দুদের মন্দিরের পাশের মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি? অথবা মন্দিরের বারান্দায় ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি?

-ওবায়দুল্লাহ বিন আবদুল্লাহ
সোনারচর, বাসাইল, টাঙ্গাইল।

উত্তরঃ কতকগুলি স্থান ব্যতীত সকল স্থানেই ছালাত আদায় করা জায়েয। যদিও কোন মসজিদ মন্দিরের পার্শ্বেও হয়। ছালাতের নিষিদ্ধ স্থানগুলি নিম্নরূপঃ (১) কবরস্থান (২) গোসলখানা (৩) উট বাঁধার স্থান (৪) অপবিত্র স্থান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যমীন সর্বত্রই মসজিদ, কবরস্থান ও গোসলখানা ব্যতীত *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৭৩৭, 'মসজিদ ও ছালাতের স্থানসমূহ' অনুচ্ছেদ)।*

অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উট বাঁধার স্থানে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৭৩৯)।* ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী বলেন, উটের মধ্যে শয়তানী ভাব ধারা থাকার কারণে নিষেধ করা হয়েছে, অপবিত্রতার কারণে নয়' *(মির'আতুল মাফাতীহ ২/৪৫২ পৃঃ)।*

উল্লেখ্য যে, সাতটি স্থানে ছালাত আদায় করা নিষিদ্ধ মর্মে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ বর্ণিত হাদীছটির সনদ 'যঈফ' *(আলবানী, মিশকাত হা/৭৩৮)।*

মন্দিরের চত্বরে এমনকি মন্দিরের মধ্যেও ছালাত আদায় করা জায়েয, যদি তার মধ্যে কোন ছবি ও মূর্তি না থাকে। ওমর (রাঃ) বলেন, আমরা তোমাদের গীর্জায় ছালাত আদায় করি না এজন্য যে, সেখানে মূর্তি থাকে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এমন গীর্জায় ছালাত আদায় করেছেন, যেখানে কোন ছবি বা মূর্তি ছিল না' *(বুখারী ১/৬২পৃঃ 'গীর্জায় ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ)।*

তবে এর অর্থ এটা নয় যে, গীর্জা বা মন্দিরকে মসজিদ বানিয়ে নিতে হবে। কেননা স্থায়ীভাবে কোন স্থানকে মসজিদ হিসাবে গ্রহণ করতে গেলে ঐ স্থানটিকে মসজিদের নামে 'ওয়াক্ফ' করতে হবে *(ছহীহ নাসাঈ হা/৩৩৭২-৭৩ 'মসজিদ সমূহ ওয়াক্ফ করা' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (৪/২২৯)ঃ কোন কাজ আরম্ভ করার আগে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে নাকি 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' সম্পূর্ণটাই বলতে হবে? সঠিক উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুল করীম
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ যে কোন কাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা শরী'আত সম্মত। যেমন- পানাহার, পবিত্রতা অর্জন, গাড়ীতে আরোহণ ইত্যাদি *(আন'আম ১১৮, হূদ ৪১, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১৫৯, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৯৪, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৫৩, কুরতুবী ১/৬৯পৃঃ)।* স্পষ্ট হাদীছের ভাষায় 'বিসমিল্লাহ' শব্দ এসেছে। তবে দু'টির অর্থ যেহেতু একই, সম্ভবতঃ সেকারণেই ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, প্রত্যেক কাজের শুরুতে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলা মুস্তাহাব। আর 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' সম্পূর্ণ বলাটা 'হাসান' উত্তম *(মুসলিম ২/১৭১পৃঃ 'খানা-পিনার শিষ্টাচার' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (৫/২৩০)ঃ চাটুকারিতা, দালালী এবং অন্যের কাছ থেকে কথা দিয়ে কথা নেওয়া, এমনকি সিআইডি-এর মাধ্যমে কথা নেওয়া যায় কি? যারা এরূপ করে তাদের পরিণাম কি হবে?

-সোলায়মান হোসাইন
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ বিক্রেতা তার পক্ষ থেকে কিছু লোক নিয়োগ করে যারা ক্রয়ের উদ্দেশ্যে নয়; বরং পণ্যের দাম বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দাম হাঁকে এবং মিথ্যা কসম করে। এ ধরনের প্রতারণামূলক দালালী করা নিষিদ্ধ। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতারণামূলক দালালী করতে নিষেধ করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুলূগুল মারাম হা/৭৯১ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়; বুখারী ১/২৮৭)*। যাবতীয় রকমের চাটুকারিতা, প্রতারণা ও অন্যায় দালালীর পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্‌র অঙ্গীকার ও স্বীয় শপথ সামান্য মূল্যে বিক্রি করে, পরকালে তাদের কোনই অংশ নেই, আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং ক্বিয়ামত দিবসে তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে' *(আলে ইমরান ৭৭; ঐ, তাফসীরে ইবনে কাছীর)*।

অন্যের গোপন তথ্য অনুসন্ধান করা থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়ে আল্লাহ বলেন, 'মুমিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই কতক ধারণা পাপ এবং কারো গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না---*(হুজুরাত ১২)*।

তবে সিআইডি-র বিষয়টি আলাদা। কেননা এটি সরকারীভাবে রাখা হয় রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার স্বার্থে। এটি জায়েয রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক যুদ্ধ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে এরূপ বহু নযীর রয়েছে। অবশ্য এটিকে যদি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও জনকল্যাণের বদলে অন্য কোন অন্যায়পথে করা হয়, তবে তা জায়েয হবে না এবং সেটা আল্লাহ কর্তৃক উপরোক্ত সাধারণ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে।

প্রশ্নঃ (৬/২৩১)ঃ আমাদের ঈদগাহ ময়দানে দীর্ঘ দিন হ'তে মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুৎবা দেওয়া হ'ত, কিন্তু বর্তমানে মিম্বারে না উঠে মাটিতে দাঁড়িয়ে খুৎবা দেওয়া হচ্ছে। কারণ কোন কোন আলেম বলছেন যে, মিম্বারে উঠে খুৎবা দেওয়া জায়েয নয়। বিধায় দয়া করে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আযহার আলী
ফলিত গণিত বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ মিম্বরে না দাঁড়িয়ে খুৎবা প্রদান করাই শরী'আত সম্মত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদগাহে খুৎবা প্রদান করতেন বিনা মিম্বরে।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, উমাইয়া শাসক মারওয়ানের আমলে (৬৪-৬৫ হিঃ) তার নির্দেশে কাছীর ইবনে ছাল্‌ত ঈদগাহে প্রথম মিম্বর নির্মাণ করেন *(বুখারী ১/১৩১; মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫২ 'ঈদায়নের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। অতএব, ঈদগাহে মিম্বর নির্মাণ করা সুন্নাত বিরোধী কাজ। এটি অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

প্রশ্নঃ (৭/২৩২)ঃ অপবিত্র অবস্থায় প্রচণ্ড ঠান্ডা বা অসুস্থতার কারণে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করলে পরে গোসল করার সময় কি ফরয গোসলের নিয়ত করতে হবে? কনকনে ঠাণ্ডা বা অসুস্থতার কারণে ফরয গোসলে কষ্ট বোধ হ'লে শুধু ওযূ করে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ মুহসিন মলঙ্গী
ঝিনাইখালী, আলীপুর
বটিয়াঘাটা, খুলনা।

উত্তরঃ অপবিত্র ব্যক্তি অসুস্থতা বৃদ্ধির ভয়ে কিংবা মৃত্যুর আশংকার কারণে যে তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করেছে, সে পবিত্রতা দ্বারাই গোসলের ফরযিইয়াত রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং পরবর্তীতে যদি গোসল করে, তবে তাকে আর ফরয গোসলের নিয়ত করতে হবে না। কারণ তায়াম্মুমই গোসলের স্থলাভিষিক্ত। কনকনে ঠাণ্ডা নয় বরং অসুস্থতা বৃদ্ধি জনিত কারণে ফরয গোসল করতে কষ্ট বোধ করলে যদি ওযূ করে ছালাত আদায় করে, তবে ছালাত আদায় হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যদি অসুস্থ হয়ে থাক তাহ'লে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর' *(নিসা ৪৩)*।

প্রশ্নঃ (৮/২৩৩)ঃ মাথার চুল কত পদ্ধতিতে রাখা সুন্নাত? আধা ইঞ্চি চুল রাখা ও মাথা মুণ্ডন করা কি সুন্নাত সম্মত?

-মুহাম্মাদ আবুবকর ছিদ্দীক্ব
সহকারী শিক্ষক (অবঃ)
রুদ্রেশ্বর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়
কাকিনা, কালিগঞ্জ, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ মাথার চুল লম্বা রাখা বা ছোট করে রাখা উভয়টিই জায়েয। তবে এটি 'সুনানুয যাওয়ায়েদ' বা ব্যবহারগত সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। শরী'আতে সুন্নাত উহাই যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বদা করেছেন। তবে মাঝে-মধ্যে ছেড়ে দিয়েছেন। যদি এই ধারাবাহিকতা ইবাদতগত পদ্ধতির মধ্যে হয়, তাহ'লে তা 'সুনানুল হুদা' হবে। যেমনঃ আযান, ইক্বামত, কুলি করা, নাকে পানি দেওয়া ইত্যাদি। এ ধরনের সুন্নাত ছেড়ে দেওয়াটা অপসন্দনীয়। পক্ষান্তরে যদি উহা ব্যবহারিক পদ্ধতির মধ্যে হয়, তাহ'লে তা 'সুনানুয যাওয়ায়েদ' হবে। যেমনঃ রাসূল (ছাঃ)-এর মেসওয়াক করা, তাঁর উঠা-বসা, পোষাক-পরিচ্ছেদ ও আহারের নিয়ম-নীতি ইত্যাদি। এ ধরনের সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠা করা ভাল। তবে ছেড়ে দেওয়া অপসন্দনীয় নয়' (শরীফ জুরজানী, কিতাবুত তা'রীফাত, বৈরুত ছাপা ১৪০৮/১৯৮৮ 'সুন্নাতের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ, পৃঃ ১২২)।

আবু ইসহাক্ব বলেন, আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম আহমাদ)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, যার মাথায় লম্বা চুল ছিল। তিনি বলেন, এটি উত্তম সুন্নাত। যদি আমরা সক্ষম হই, তাহ'লে আমরাও অনুরূপ লম্বা চুল রাখব। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) -এর 'জুম্মা' চুল ছিল। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ৯ জন ছাহাবীর লম্বা চুল ছিল। ১০ জন ছাহাবীর 'জুম্মা' চুল ছিল। ইমাম আহমাদ

নিজে মধ্যম সাইজের চুল রাখতেন *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১/৭৩-৭৪ পৃঃ 'চুল ছাঁটা ও মুণ্ডনের হুকুম' অনুচ্ছেদ)।*

উল্লেখ্য যে, বড় চুল তিন ধরনের। যথা (১) ওয়াফরা, যা কানের লতি পর্যন্ত। (২) লিম্মা, যা ঘাড়ের মধ্যখান পর্যন্ত। (৩) জুম্মা, যা ঘাড়ের নীচ পর্যন্ত।

এক্ষণে উপরের আলোচনা দ্বারা একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মাথার চুল রাখার বিষয়টি 'সুনানুয যাওয়ায়েদ' বা ব্যবহারগত সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। কেননা যদি এটি 'সুনানুল হুদা'র অন্তর্ভুক্ত হ'ত. তাহ'লে সকল ছাহাবী এ সুন্নাতের উপরে আমল করতেন ও চুল লম্বা রাখতেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, ১০ বা ১৯ জন ছাহাবী লম্বা চুল রেখেছেন। বাকীদের চুল ছোট ছিল।

প্রশ্নঃ (৯/২৩৪)ঃ তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনের ৯৬ পৃষ্ঠায় تِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে যে, ছিয়াম অবস্থায় স্ত্রীর অতিরিক্ত নিকটবর্তী হওয়া, মুখের ভিতর কোন ঔষধ ব্যবহার করা প্রভৃতি মাকরূহ। তেমনিভাবে সময় শেষ হওয়ার সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য সময়ের কিছুটা আগেই সাহরী খাওয়া শেষ করে দেয়া এবং ইফতার দু'চার মিনিট দেরীতে করা উত্তম'। অথচ আত-তাহরীক ডিসেম্বর ২০০০ ২১/৯১ এবং নভেম্বর'০২ ২৫/৬০ নং প্রশ্নোত্তরে লেখা হয়েছে, দেরীতে ইফতার করা ইহুদী-নাছারাদের অভ্যাস। এ মর্মে হাদীছও উল্লেখ করা হয়েছে। তাই উভয় প্রকার আলোচনায় বিভ্রান্তিতে পড়েছি। সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান
এশিয়ান টেক্সটাইল, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ সময় শেষ হওয়ার সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য ২/৩ মিনিট দেরী করে ইফতার করা উত্তম মর্মে ব্যাখ্যাটি লেখকের মনগড়া এবং তা সম্পূর্ণ শরী'আত বিরোধী মত। ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ছায়েম সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ইফতার করবে। সূর্যাস্ত হ'ল কি-না সে সন্দেহে ২/৪ মিনিট দেরী করে ইফতার করা ইহুদী ও নাছারাদের কাজ বলে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) নিজেই মন্তব্য করেছেন *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত, হা/১৯৯৫ 'সাহারী ও ইফতার প্রভৃতি' অনুচ্ছেদ)।* অতএব রাসূল (ছাঃ) প্রদত্ত ব্যাখ্যাই মুমিনের জন্য গ্রহণীয়। অন্যের কোন ব্যাখ্যা নয়।

প্রশ্নঃ (১০/২৩৫)ঃ আমাদের গ্রামে একটি ঈদগাহ আছে, যা আমবাগানে অবস্থিত। ঈদগাহটির দাতার শর্ত এই যে, ঈদায়নের ছালাত আদায়ের জন্য জমি দিচ্ছি কিন্তু যতদিন গাছ থাকবে ততদিন পর্যন্ত বাগানের মালিকানা আমার থাকবে। গ্রামের লোকজন বলছেন, উপরোক্ত শর্ত সাপেক্ষে উক্ত ঈদগাহে ছালাত জায়েয হবে না। বিষয়টি নিয়ে এলাকায় বেশ জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। দলীল ভিত্তিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রহীম (ইউ, পি, সদস্য)
বেলঘরিয়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ওয়াক্‌ফকারী তার ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তি দ্বারা উপকৃত হ'তে পারে। সুতরাং ওয়াক্‌ফকারীর শর্তারোপকৃত উক্ত ঈদগাহ্ ময়দানে ছালাত আদায় করা জায়েয এবং তা শরী'আত সম্মত হবে। ওমর (রাঃ) তাঁর ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে শর্তারোপ করেছিলেন যে, ওয়াক্‌ফের জমি তদারককারী মুতাওয়াল্লীর জন্য তা হ'তে কিছু খেতে বাধা নেই *(বুখারী, ২/২৫৯ পৃঃ বৈরুত ছাপা, ওয়াকফকারী কি তাঁর ওয়াক্‌ফ দ্বারা উপকৃত হ'তে পারে?' অনুচ্ছেদ; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০০৮ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায় 'অনুদান' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (১১/২৩৬)ঃ হেফাযতের উদ্দেশ্যে সূদী ব্যাংকে সূদ মুক্ত করে টাকা রাখা যায় কি?

-শহীদুল ইসলাম
যুগীখালী, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ হেফাযতের উদ্দেশ্যে সূদী ব্যাংকে টাকা রাখা যাবে না। কারণ তাতে পাপের সহযোগিতা করা হয়। আল্লাহ পাপের সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন *(মায়েদা ২)।* তবে টাকা হেফাযতের অন্য কোন ব্যবস্থা না থাকলে নিরুপায় অবস্থায় রাখা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, আল্লাহ যা তোমাদের উপর হারাম করেছেন, তা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। তবে তোমরা নিরুপায় হয়ে পড়লে তা স্বতন্ত্র কথা...*(আন'আম ১১৯)।*

প্রশ্নঃ (১২/২৩৭)ঃ ইক্ষু ক্রয় কেন্দ্রে ইক্ষু বিক্রির পর উক্ত ইক্ষুর দাম হিসাবে বিক্রেতাকে একটি বিল দেওয়া হয়। সেই বিলের টাকা সরকার নির্দিষ্ট সময়ে দিতে না পারায় কৃষকেরা বাধ্য হয়ে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীর শরণাপন্ন হন এবং কিছু কম টাকায় যেমন ১১০০ টাকার বিল ১০০০ টাকায় নগদে বিক্রি করে দেন। এ পদ্ধতিতে বিল ক্রয় করা শরী'আত সম্মত হবে কি?

-রবীউল ইসলাম
ক্রীড়া শিক্ষক, মহানগর মহাবিদ্যালয়, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইক্ষু বিক্রয়ের বিলটি সরাসরি টাকা না হ'লেও টাকারই একটা রূপ। কাজেই এরূপ বিল ক্রয়-বিক্রয় সূদ হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একই বস্তুকে সমান সমান বিক্রি করতে বলেন এবং কমবেশী বিক্রিকে সূদ বলেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৯)।* তবে বস্তু পৃথক হ'লে কমবেশী গ্রহণ করা যায়। (যেমন এক কেজি চাউলের বিনিময়ে দেড় কেজি গম) *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৮)।* একদা জনৈক ছাহাবী দুই ছা খেজুরের পরিবর্তে এক ছা খেজুর ক্রয় করেন, তখন রাসূল (ছাঃ) বলেন, এটাই হচ্ছে আসল সূদ, এটাই হচ্ছে আসল সূদ' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮১৪)।*

প্রশ্নঃ (১৩/২৩৮)ঃ এক ব্যক্তি গোরস্থানের জন্য জমি ওয়াক্‌ফ করেছেন পরবর্তীতে গোরস্থানের কমিটির নিকট হ'তে কিছু জমি ক্রয় করে মসজিদের নামে

ওয়াকফ করেছেন ও সেখানে মসজিদ নির্মিত হয়েছে। মসজিদের নীচে কোন কবর নেই। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, এভাবে মসজিদ নির্মাণ করা ও সেখানে ছালাত আদায় করা শরী'আত সম্মত হবে কি?

-আব্দুল হালীম মিয়াঁ
গ্রামঃ চৌধুরী পাড়া, পোঃ কাঞ্চন
থানাঃ রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রশ্নের আলোকে উক্ত স্থানে মসজিদ নির্মাণ ও তথায় ছালাত আদায় করা শরী'আত সম্মত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, মসজিদের দেওয়াল ব্যতীত মসজিদ এবং গোরস্থানের মধ্যবর্তী স্থানে আলাদা প্রাচীর দিয়ে মসজিদকে পৃথক করে ফেলতে হবে। তাহ'লে উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর তাঁর গৃহের প্রাচীর দ্বারা পৃথক করা ছিল এবং এখনও আছে *(দেখুনঃ 'আত-তাহরীক' এপ্রিল ও মে ৪৫/২৫৫; সেপ্টেম্বর ৩১/৩৯১, ২০০২)।*

প্রশ্নঃ (১৪/২৩৯)ঃ আমরা পূর্ব হ'তে ছালাত আদায় করে আসছি। বর্তমানে বেশ কিছু অসুবিধার জন্য পৃথক একটি মসজিদ নির্মাণ করে ছালাত আদায় করছি। কারণগুলিঃ (১) পূর্বের মসজিদের জমি মসজিদের নামে ওয়াকফকৃত নয় (২) বর্তমান মসজিদ থেকে ঐ মসজিদের দূরত্ব ১ কিঃ মিঃ (৩) মসজিদে যাতায়াতের ভাল রাস্তা নেই (৪) মুরব্বী দু'চারজন মাঝে মধ্যে জামা'আতে গেলেও ছোটরা জামা'আতে একবারেই যায় না (৫) মসজিদের অধীনে পরিবারের সংখ্যা ৪০০-এর মত। সমাজ বড় হওয়াতে মসজিদে মুছল্লী সংকুলান হয় না। অতএব এসব কারণে আমরা ৭০/৭৫ পরিবার মিলে সুবিধামত জায়গায় ৫ শতাংশ জমি ওয়াকফ করে গত ১২/১২/২০০১ইং তারিখ হ'তে পৃথকভাবে একটি মসজিদ নির্মাণ করে ছালাত আদায় করে আসছি। উক্ত মসজিদটি কুরআন-হাদীছ সম্মত হয়েছে কি-না জানালে আমরা খুবই উপকৃত হব।

-পরিচালনা কমিটি
চরগোজামানিকা মধ্যপাড়া জামে মসজিদ
থানাঃ মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত কারণগুলি যদি সঠিক হয়, তবে মুছল্লীদের পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে নতুন জামে মসজিদ নির্মাণ ও সেখানে ছালাত আদায় করায় শরী'আতের পক্ষ থেকে কোন বাধা নেই। কারণ প্রশ্নে বর্ণিত কারণ সমূহের মধ্যে 'মসজিদে যেরার' হওয়ার কোন কারণ নেই। 'মসজিদে যেরার' হওয়ার কারণ সমূহ হলঃ

১. অপর কোন মসজিদের ক্ষতি করার জন্য ২. কুফরী করার জন্য ৩. মুসলিম জামা'আতের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য ৪. আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের শত্রুদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করার জন্য *(তওবা ১০৭)।*

প্রশ্নঃ (১৫/২৪০)ঃ স্ত্রীর সাথে সদাচরণ করলে নাকি আত্মীয়-স্বজনদের সাথে ভালবাসা কমে যায়। এটি হাদীছ, না-কি বানাওয়াট কথা?

-হাবীবুর রহমান
তারাপাইয়া, লাকসাম, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উল্লেখিত বক্তব্যটি সম্পূর্ণ বানাওয়াট। শরী'আতে এ ধরনের কথার কোন অস্তিত্ব নেই। বরং স্ত্রীদের প্রতি সদাচরণ করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তোমরা স্ত্রীদের সঙ্গে সৎভাবে জীবন যাপন কর' *(নিসা ১৯)।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সমগ্র দুনিয়া-ই একটি সম্পদ। আর তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হ'ল নেককার স্ত্রী' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮৩ 'বিবাহ' অধ্যায়)।* অতএব এটাই স্বাভাবিক কথা যে, স্ত্রী নেককার হ'লে স্বামী-স্ত্রীর ভালবাসা যেমন গভীর হয়, তেমনিভাবে তার মাধ্যমে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক আরও উন্নত হয়।

প্রশ্নঃ (১৬/২৪১)ঃ চরিত্র ভাল হ'লে নাকি জান্নাতুল ফিরদাউস লাভ করা যাবে? এর সত্যতা জানতে চাই।

-সাইফুল্লাহ
কাকিনা বাজার, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ চরিত্র ভাল হ'লেই সে ব্যক্তি জান্নাতুল ফিরদাউস লাভ করবে এমনটি নয়। বরং সচ্চরিত্রতা জান্নাত লাভের অন্যতম প্রধান উপায়, যদি সে ব্যক্তি ঈমানদার হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের পাল্লায় সর্বাপেক্ষা ভারী যে বস্তুটি রাখা হবে, তাহ'ল তার উত্তম চরিত্র *(ছহীহ তিরমিযী হা/১৬২৮-২৯ তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৫০৮১ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়)।*

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, উত্তম চরিত্র এবং আল্লাহভীতি মানুষকে বেশী জান্নাতে প্রবেশ করাবে *(তিরমিযী, তুহফাতুল আহওয়াযী ৬/১২০ পৃঃ, হা/২০৭২; বুলূগুল মারাম হা/১৫৩৪ 'উত্তম চরিত্র গঠনে উৎসাহ প্রদান' অধ্যায়; মিশকাত হা/৪৮৩২ 'শিষ্টাচা' অধ্যায়; তানক্বীহ ৩/৩১৩)।*

প্রশ্নঃ (১৭/২৪২)ঃ আমার একটি বিদেশী কুকুর আছে। আমি এটি বিক্রি করার ইচ্ছে করেছি। কুকুর বিক্রি করা শরী'আতে জায়েয আছে কি?

-রবীন সারওয়ার
ইন্দিরা রোড, রাজারবাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ কুকুর বিক্রি করে তার মূল্য গ্রহণ করা সাধারণভাবে শরী'আতে নিষিদ্ধ। আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুকুরের বিক্রয় মূল্য, ব্যভিচারিণীর উপার্জন ও গণকের প্রতিদান গ্রহণ থেকে নিষেধ করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুলূগুল মারাম হা/৭৭১ তাহক্বীক্ব মুবারকপুরী 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)।*

প্রশ্নঃ (১৮/২৪৩)ঃ সিজদায়ে সহো যদি সালাম ফিরানোর পরে হয়, তবে তাশাহহুদ পড়ে সহো সিজদা দিতে হবে কি? সঠিক জওয়াবের প্রত্যাশায় রইলাম।

-মাওলানা আশরাফুল হক্ব

লালগোলা বাজার, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ সিজদায়ে সহো সালামের আগে হৌক বা পরে হৌক শুধুমাত্র দু'টি সিজদা দিতে হবে, তাশাহহুদ নয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১০১৪-১৭ 'সহো' অধ্যায়)*।

সিজদায়ে সহোর পরে তাশাহহুদ পড়ার ব্যাপারে ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) হ'তে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, সেটি **'যঈফ'** *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইরওয়াউল গালীল হা/৪০৩, ২/১২৮-২৯পৃঃ)*। তাছাড়া একই রাবী কর্তৃক বর্ণিত বুখারী ও মুসলিমের ছহীহ হাদীছের বিরোধী। সেখানে তাশাহহুদের কথা নেই *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১০১৭ অধ্যায় ঐ; বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৮৪)*।

প্রশ্নঃ (১৯/২৪৪)ঃ ওযূর অঙ্গগুলি একবার অথবা তিনের অধিক বার ধোয়া যাবে কি?

-আব্দুল জলীল
বাত্বহা, রিয়াদ, সঊদী আরব।

উত্তরঃ ওযূর অঙ্গগুলি এক, দুই বা তিনবার করে ধোয়া যাবে। তিনের বেশী হ'লে তা বাড়াবাড়ি হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার করে (ওযূর অঙ্গগুলি) ধোয়ে ওযূ করতেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, দুইবার করে ধৌত করে ওযূ করতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৯৫-৯৬ ওযূর সুন্নাত' অধ্যায়)*। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিনবার করেই বেশী ধৌত করতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯৭ অধ্যায় ঐ)*। কিন্তু তিনের অধিক ধোয়াটা বাড়াবাড়ি *(নাসাঈ, ইবনু মাজাহ ও আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪১৭ অধ্যায় ঐ; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল ৩৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২০/২৪৫)ঃ বাচ্চা সাথে নিয়ে ছালাত আদায় করলে বাচ্চারা ছালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট করে। ফলে ইমাম ছাহেব মসজিদে বাচ্চা নিয়ে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। এই নিষেধ করাটা কি ঠিক হয়েছে?

-সেলিম রেযা
কুমারগাতী, হাজীপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ ছালাতে বাচ্চাদের সাথে করে নিয়ে যাওয়া অন্যায় নয় এবং বাচ্চাদের দ্বারা ছালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট হয় এটাও ঠিক নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে এটি করেছেন।

আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে লোকদের ইমামতি করতে দেখেছি, এমতাবস্থায় নাতনী উসামা বিনতে আবিল' আছ তাঁর কাঁধে ছিল। যখন তিনি রুকূতে যেতেন, তখন তাকে রেখে দিতেন এবং যখন সিজদা হ'তে উঠতেন, তখন তাকে (পুনরায় কাঁধে) ফিরিয়ে নিতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৮৪ 'ছালাত' অধ্যায়)*।

অতএব ইমাম ছাহেবের বাচ্চাদের মসজিদে নিয়ে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করা ঠিক হয়নি। তাদেরকে আদর করে বুঝাতে হবে এবং তাদের কাতার হবে বড়দের পিছনে।

প্রশ্নঃ (২১/২৪৬)ঃ আমার যাবতীয় সম্পত্তি স্ত্রীর নামে রেজিষ্ট্রি করে দিয়েছি। এখন স্ত্রী আমার অবাধ্য। কোন কথা শুনে না, ডাকলে সাড়া দেয় না। এদিকে তাকে তালাক দেওয়াও সম্ভবপর হচ্ছে না। স্বামীর খেদমত সম্পর্কে শরী'আতের বিধান এবং স্বামীর নির্দেশ অমান্যকারিণী স্ত্রীর পরিণতি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আখতার হোসাইন
রহনপুর রেলষ্টেশন, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ স্ত্রীরা স্বামীর অনুগত হয়ে থাকবে এটাই আল্লাহর নির্দেশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল' *(নিসা ৩৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে যদি সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহ'লে স্ত্রীর উপর তার স্বামীকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম' *(তিরমিযী, হা/১১৫৯ সনদ ছহীহ মিশকাত হা/৩২৫৫ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

অন্য হাদীছে এসেছে, স্বামী যদি স্বীয় স্ত্রীকে কোন প্রয়োজনে বা বিছানায় ডাকে আর সে যদি না আসে তাহ'লে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতাগণ ঐ স্ত্রীর উপর অভিসম্পাত করতে থাকেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২৪৬ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, চুলার নিকটেও যদি স্ত্রী থাকে তবুও স্বামীর ডাকের সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিতে হবে *(তিরমিযী সনদ ছহীহ মিশকাত হা/৩২৫৭ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। অতএব স্বামীর হক নির্দেশ অমান্যকারিণী স্ত্রীর পরিণতি জাহান্নাম ব্যতীত কিছু নয়।

উল্লেখ্য যে, মোহরানা ব্যতীত অন্য কোন সম্পত্তি স্ত্রীর নামে রেজিষ্ট্রি করে দেওয়া নাজায়েয। 'কেননা আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের জন্য তার হক নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব ওয়ারিছের জন্য কোন অছিয়ত নেই' *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ প্রভৃতি, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩০৭৩ 'ফারায়েয' অধ্যায় 'অছিয়ত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২২/২৪৭)ঃ সূরা আন'আমের ১৪১ নং আয়াতের ভিত্তিতে আমরা ধান ও গমের ওশর দিয়ে আসছি। ইদানিং গমের পরিবর্তে আলু চাষ করি এবং কোল্ড স্টোরে গুদামজাত করে সারা বছর রেখে দেই। এক্ষণে আলুর কি নেছাব পরিমাণ হ'লে যাকাত দিতে হবে?

-মুঈনুদ্দীন আহমাদ
মহানন্দখালী, নওহাটা
পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ আলু خضروات তথা কাঁচামালের অন্তর্ভুক্ত। আর শরী'আতে কাঁচামালের জন্য ওশর নির্ধারণ করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ليس فى الخضروات زكاة 'কাঁচামালে কোন যাকাত নেই' *(ছহীহুল জামে' হা/৫৪১১)*। তবে তরি-তরকারী বিক্রয় লব্ধ অর্থে এক বছর অতিক্রম করলে এবং নেছাব পরিমাণ হ'লে শতকরা আড়াই টাকা হারে নিয়মমাফিক যাকাত দিতে হবে *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৭৯৯ 'যাকাত' অধ্যায় হাদীছ ছহীহ)*।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলা সূরা আন'আমের ১৪১ নং আয়াতে দানা-শস্যের ওশর বের করার কথা বলেছেন, কাঁচা মালের নয়।

প্রশ্নঃ (২৩/২৪৮)ঃ ক্ষুধার্ত অবস্থায় ছালাতের সময় হ'লে আব্বা বললেন, আগে ছালাত আদায় কর, পরে খাও। কেননা আমি মিশকাতে একটি হাদীছ পেয়েছি যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা খাদ্য অথবা অন্য কোন কারণে ছালাতে দেরী কর না'। উক্ত হাদীছটি সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আকরামুযযামান
মহিষ কুণ্ডি বাজার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছটি মিশকাতের 'ছালাত' অধ্যায় 'জামা'আত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে (শারাহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/১০৭১)। হাদীছটি 'মুনকার ও যঈফ' এবং প্রকাশ্য ছহীহ হাদীছের বিরোধী (দ্রঃ আলবানী, মিশকাত উক্ত হাদীছের টীকা নং ৩)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, খানা-পিনা ও পেশাব-পায়খানার সময় কোন ছালাত নেই' (মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৭)। কাজেই সুন্নাত হচ্ছে খানা উপস্থিত হ'লে প্রথমে তা খেয়ে নেওয়া।

প্রশ্নঃ (২৪/২৪৯)ঃ আমরা রাজশাহী যেলার সুলতানগঞ্জের অধিবাসী। গত কুরবানীর দু'একদিন আগে আমাদের এলাকার অনেকের কুরবানী চুরি হয়ে যায়। কুরবানীর পশু না পাওয়ায় সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অনেকে পুনরায় কুরবানী কিনতে পারেনি। অনেকে আবার অর্থের অভাবে কিনতে পারেনি। এক্ষণে প্রশ্ন উক্ত ব্যক্তিগণ কুরবানীর নেকী পাবেন কি?

-আহমাদ আলী
পোঃ সুলতানগঞ্জ করিডোর
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত ব্যক্তিগণ কুরবানীর নেকী পাবেন। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'কুরবানীর পশুর গোশত আর রক্ত আল্লাহ তা'আলার নিকটে পৌঁছে না, তোমাদের হৃদয়ের তাক্বওয়াই কেবল তাঁর নিকটে পৌঁছে থাকে' *(হজ্জ ৩৭)*। সুতরাং কুরবানীর পশু হারিয়ে বা চুরি হয়ে গেলেও কুরবানী দাতা কুরবানীর নেকী পাবেন। যদি ঐ পশু পরে পাওয়া যায়, তবে তখনই তা আল্লাহ্‌র রাহে যবহ করে দিতে হবে। *দ্রঃ মাসায়েলে কুরবানী পৃঃ ১২; কিতাবুল উম্ম ২/২২৫।*

প্রশ্নঃ (২৫/২৫০)ঃ আমার ভগ্নিপতি হিরোইন ও মদ খোর। আর এ কারণে আমার বোন স্বামীর ঘর করতে রাযী নয়। ফলে ক্বাযীর মাধ্যমে খোলা তালাক দেওয়া হয়েছে। এটি শরী'আত সম্মত হয়েছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
একডালা, মিঠাপুকুর, রংপুর।

উত্তরঃ তালাক প্রদানের অধিকার একমাত্র স্বামীর। তবে কোন কারণে স্ত্রী স্বামীর সাথে সংসার করতে ব্যর্থ হ'লে স্বামীর প্রদত্ত মোহর ফেরত দিয়ে নিজেকে স্বামীর বন্ধন হ'তে মুক্ত করে নেওয়ার জন্য সরকার অনুমোদিত ক্বাযীর মাধ্যমে খোলা তালাক দিতে পারে। যেমনিভাবে ছাবিত ইবনে ক্বায়েস (রাঃ)-এর স্ত্রী খোলা তালাক দিয়েছিলেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৩২৭৪ 'খোলা তালাক' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখিত পদ্ধতিতে খোলা তালাক হয়ে থাকলে নিঃসন্দেহে তা শরী'আত সম্মত হয়েছে।

প্রশ্নঃ (২৬/২৫১)ঃ আমার পিতা একটি 'জীবন বীমা' খুলেছিলেন। তার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এবং ইতিমধ্যে আমার পিতাও মারা গেছেন। এক্ষণে এই টাকা কি সূদের আওতায় পড়বে? যদি পড়ে, তাহ'লে মূল টাকা বাদে সূদের টাকা কি করব? আমরা সূদের টাকা খেতে রাযী নই।

-আব্দুল হান্নান
গ্রামঃ মাসিন্দা, কালিগঞ্জহাট
তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইসলামী জীবন বীমা ছাড়া অন্যান্য জীবন বীমা নিঃসন্দেহে সূদ ভিত্তিক। সুতরাং ঐ টাকা সূদের আওতায় পড়বে। মূল টাকা বাদে সঞ্চিত টাকা কোন জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে হবে। কিন্তু এতে কোন নেকীর আশা করা যাবে না *(ফাতাওয়া ছানাইয়াহ ২/২০৬ পৃ; দ্রঃ আত-তাহরীক ৫/৭-৮ম সংখ্যা, এপ্রিল-মে ২০০২ প্রশ্নোত্তর ১৫/২২৫)*।

প্রশ্নঃ (২৭/২৫২)ঃ কোন জারজ সন্তানকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা ঠিক হবে কি?

-ছিফাতুল্লাহ
সাং ও পোঃ দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ অবৈধ পন্থায় জন্ম নেওয়ার ফলে উক্ত সন্তানকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা উচিৎ নয়। কারণ সে এজন্য দোষী নয়; বরং দোষী তার পিতা-মাতা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈকা গামেদী মহিলার অবৈধ সন্তানের ভরণ-পোষণের সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৬২ 'হুদূদ' অধ্যায়)*।

কাজেই অবৈধ সন্তান-সন্ততির সাথে স্বাভাবিক আচরণ করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৮/২৫৩)ঃ আমি একজন ব্যবসায়ী, বৈধ পন্থায় ব্যবসা করতে চাই। কিন্তু ব্যবসার অধিকাংশ মালের গায়ে প্রাণীর ছবিসহ লেবেল লাগানো থাকে। এমতাবস্থায় ছবিযুক্ত মালের ব্যবসা করা যাবে কি?

-আযাদ
কলাকোপা, বগুড়া।

উত্তরঃ দোকানে ছবি টাঙ্গানো না থাকলে, ছবির সম্মান প্রদর্শন না করা হ'লে অথবা মালের সাথে যুক্ত ছবি দোকানে প্রদর্শন করা না হ'লে, মালের সাথে ছবি বিক্রি উদ্দেশ্য না হ'লে, ছবিযুক্ত মাল বিক্রি করা যাবে। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি একটি পর্দা টাঙ্গিয়ে ছিলেন, যাতে ছবি ছিল। নবী করীম (ছাঃ) বাড়ীতে প্রবেশ করে তা টেনে ফেলে দেন। তিনি বলেন, অতঃপর আমি তা কেটে দু'টি বালিশ তৈরী করি।

তিনি একটি পর্দা টাঙ্গিয়ে ছিলেন, যাতে ছবি ছিল। নবী করীম (ছাঃ) বাড়ীতে প্রবেশ করে তা টেনে ফেলে দেন। তিনি বলেন, অতঃপর আমি তা কেটে দু'টি বালিশ তৈরী করি। নবী (ছাঃ) তাতে হেলান দিয়ে বসতেন *(বুখারী, নায়ল ২/১০৩; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯৪)*। প্রকাশ থাকে যে, ছবি ও মূর্তি প্রদর্শন করে ব্যবসা করা হারাম, যেমনটি আজকাল বহু দোকানে দেখা যায় এবং এমন বস্তু ক্রয়-বিক্রয় হারাম, যার লাভ-লোকসান ছবির উপর নির্ভরশীল।

প্রশ্নঃ (২৯/২৫৪)ঃ আমার বয়স প্রায় ৫০ বছর। এ যাবত আমি কোনদিন ছালাত ও ছিয়াম আদায় করিনি। এখন তওবা করে ছালাত-ছিয়াম শুরু করলে অতীতের গোনাহ মাফ হবে, না বিগত ছালাত ও ছিয়াম আদায় করতে হবে?

-আহমাদ
তল্লাতলা, বাগবাড়ী
বগুড়া।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তি ছালাত ও ছিয়াম ছেড়ে দেওয়ার পর অতীতের অন্যায়ের জন্য অনুতপ্ত হয়ে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অন্যায় না করার প্রতিজ্ঞা করলে ও একনিষ্ঠভাবে তওবা করলে তার অতীতের গোনাহগুলি মাফ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। ঐ ব্যক্তিকে অতীতের ছালাত ও ছিয়াম আদায় করতে হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে নবী! আপনি কাফিরদেরকে বলুন, যদি তারা পাপ হ'তে বিরত হয়, তাহ'লে তাদের অতীতের সকল গোনাহ মাফ করা হবে' *(আনফাল ৩৮)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট খালেছ অন্তরে তওবা কর। আশা করা যায়, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের গোনাহসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত আছে *(তাহরীম ৮)*। উল্লেখ্য যে, বিগত জীবনের পরিত্যক্ত ছালাত-ছিয়ামের বদলে 'উমরী ক্বাযা' করার যে নিয়ম এদেশে অনেকের মধ্যে চালু আছে, তার কোন শারঈ ভিত্তি নেই।

প্রশ্নঃ *(৩০/২৫৫)ঃ ছালাত আদায়ের সময় সূরাগুলি কি কুরআনের বিন্যাস অনুযায়ী পাঠ করতে হবে, না কি এর ব্যতিক্রম করেও পড়া যাবে?*

-আবুল কালাম
বালীজুড়ি, মাদারগঞ্জ,
জামালপুর।

উত্তরঃ কুরআনের বিন্যাস অনুযায়ী ক্বিরাআত করাই উত্তম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত বিন্যাস অনুসারে ছালাতে ক্বিরাআত করতেন বলে পরিলক্ষিত হয় *(দ্রঃ মিশকাত 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)*। তবে এটা অপরিহার্য নয়; বরং এর ব্যতিক্রম করা যায়। কারণ আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কুরআন থেকে যা সহজ মনে কর, তা পাঠ কর' *(মুযযাম্মিল ২০)*। *[বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ বুখারী ১/১০৬-৭ 'একই রাক'আতে দুই সূরা পড়া এবং এক সূরার পূর্বে আরেক সূরা পড়া' অনুচ্ছেদ; একই অনুচ্ছেদ শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৩/৮০-৮২]*

প্রশ্নঃ (৩১/২৫৬)ঃ অনেকেই লুঙ্গী পরার সময় টাখনুর উপরে পরে আবার পাজামা-প্যান্ট পরার সময় টাখনুর নীচে পরে। এরূপ করা যায় কি?

-আমীনুল ইসলাম
চাঁদমারী, পাবনা।

উত্তরঃ জুব্বা, পাজামা, প্যান্ট, লুঙ্গী যেটাই হৌক না কেন টাখনুর নীচে পরিধান করা জায়েয নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অহংকার বশে লুঙ্গী টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে চলে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিবেন না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩১১)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যেটুকু টাখনুর নীচে থাকবে, সেটুকু জাহান্নামে জ্বলবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১৩ 'পোষাক' অধ্যায়)*। টাখনুর নীচে আজকাল যেভাবে ঝুলিয়ে ফুলপ্যান্ট-পাজামা তৈরী ও পরিধান করা হয়, তা অহংকার বশে বলেই গণ্য হবে।

প্রশ্নঃ (৩২/২৫৭)ঃ ঘড়ি বা আংটি ডান হাতে ব্যবহার করতে হবে না বাম হাতে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হারুনুর রশীদ
চোরকোল, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ ঘড়ি বা আংটি সুবিধামত ডান অথবা বাম উভয় হাতে ব্যবহার করা যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চাঁদির আংটি তার ডান হাতে পরেছিলেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে, বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলে আংটি পরেছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩৮৮; মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৯০ 'পোষাক' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/২৫৮)ঃ কারেন্ট শক খেয়ে কোন প্রাণী মারা গেলে তার গোশত খাওয়া যাবে কি?

- হাবীবুর রহমান
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ কোন প্রাণীকে যদি কারেন্টে শক করে আর জীবিত অবস্থায় তাকে 'বিসমিল্লাহ' বলে যবেহ করা সম্ভব না হয়, তাহ'লে তার গোশত খাওয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত জীব, রক্ত, শুকরের গোশত, যেসব বস্তু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা হয়, যা কণ্ঠরোধে মারা যায়, যা আঘাত লেগে মারা যায়, যা উচ্চ স্থান থেকে পড়ে মারা যায়, যা শিং-এর আঘাতে মারা যায় এবং যাকে হিংস্র প্রাণী ভক্ষণ করে। কিন্তু তোমরা যাকে যবেহ করেছ তা খেতে পার' *(মায়েদা ৪)*। অতএব মারা যাওয়ার পূর্বে যবেহ করা সম্ভব হ'লে তার গোশত খাওয়া যাবে।

প্রশ্নঃ (৩৪/২৫৯)ঃ মৃত প্রাণী ক্রয়-বিক্রয় করা যায় কি?

-ওমর আলী
মানিকহার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আল্লাহ পাক মৃত প্রাণী হারাম করেছেন *(মায়েদা ৩)*। তবে মাছ এবং টিড্ডি পাখি মরা হ'লেও তা খাওয়া ও

ক্রয়-বিক্রয় হালাল *(আহমাদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪১৩২ 'শিকার ও যবেহ' অধ্যায়)*। কাজেই মাছ ও টিডিড পাখি ব্যতীত মৃত সকল প্রাণীর ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।

প্রশ্নঃ (৩৫/২৬০)ঃ গরীব-মিসকীনকে দান করার উদ্দেশ্যে ব্যাংকে টাকা রেখে সূদ গ্রহণ করা যায় কি?

-আবদুল্লাহেল বাকী
কামালনগর
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ফক্বীর-মিসকীনকে দান করার উদ্দেশ্যে ব্যাংকে টাকা রেখে সূদ গ্রহণ করা যাবে না। কারণ সূদ সর্বাবস্থায় হারাম। আল্লাহ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় হালাল করেছেন এবং সূদ হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২৭৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদদাতা, সূদ গ্রহীতা, সূদের লেখক এবং সূদের সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭)*। গরীব মানুষকে দানের ইচ্ছা করলে তার জন্য অনেক বিকল্প হালাল পথ ও পন্থা রয়েছে, সেগুলি গ্রহণ করা উচিৎ।

প্রশ্নঃ (৩৬/২৬১)ঃ হারাম বস্তু যেমন মদ, সিনেমার ফিল্ম, সিগারেট ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ঘর ভাড়া দেওয়া যায় কি?

-হাফীযুর রহমান
মানিকহার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ হারাম বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য ঘর ভাড়া দেওয়া হারাম ব্যবসায়ে সহযোগিতার শামিল। অতএব ঐ কাজে ঘর ভাড়া দেওয়া যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা নেকী ও তাক্বওয়াশীল কাজের জন্য পরস্পর সহযোগিতা কর, পাপ ও অন্যায় কাজের প্রতি পরস্পর সহযোগিতা করো না' *(মায়েদা ২)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/২৬২)ঃ বিশেষ কারণ বশতঃ ফজরের ছালাত আদায় করা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায় যোহরের জামা'আতের সময় উপস্থিত। এক্ষণে যোহরের ইমামতি করা যাবে কি? নাকি উপস্থিত মুক্তাদীদের মধ্যে যাদের পূর্ববর্তী ওয়াক্তের ছালাত ক্বাযা হয়নি তাদের মধ্য হ'তে কাউকে ইমামতির দায়িত্ব দিতে হবে। যদিও তারা প্রথমোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা অনুপযুক্ত হন।

-নাজমুল হাসান
বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ইমাম হোক বা মুক্তাদী হোক তাকে ওয়াক্তের ছালাতের পূর্বেই ক্বাযা ছালাত আদায় করতে হবে। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, খন্দকের যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) ব্যতিব্যস্ত থাকার কারণে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আছরের ছালাত আদায় করতে পারেননি। এমতাবস্থায় সূর্যাস্ত হয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রথমে আছরের ক্বাযা ছালাত আদায় করেন, অতঃপর মাগরিবের ছালাত আদায় করেন *(মুসলিম ১/২২৭ পৃঃ 'ছালাতুল উসত্বা' অনুচ্ছেদ)*। অতএব দু'চার মিনিট দেরী হ'লেও ইমামকে ক্বাযা ছালাত আদায় করার পর ওয়াক্তের ছালাতের ইমামতি করাটাই বাঞ্ছনীয়। অন্যকে ইমামতির দায়িত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা ইমামের জন্য অপেক্ষা করার প্রমাণ হাদীছে রয়েছে *(মুসলিম ১/১৭৭ পৃঃ 'ইমামের প্রতিনিধি বানানো' অনুচ্ছেদ)*। তবে কোন কারণ উপস্থিত হয়ে গেলে ওয়াক্তের ছালাত আদায় করার পর ক্বাযা ছালাত আদায় করা যাবে। যেমন, ছালাতের এক্বামত হয়ে গেলে অন্য কোন ছালাত আদায় করা চলবে না *(মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন ৫১৪ পৃঃ হা/ ১৭৫৯, 'মুয়াযযিনের এক্বামত আরম্ভের পরে মুক্তাদীর নফল ছালাত আদায় করা মাকরূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/২৬৩)ঃ কোন নারী মোহর ছাড়াই কোন পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে কি?

-আবদুর রক্বীব
শাখারীপাড়া, নাটোর।

উত্তরঃ মোহর বিহীন বিবাহ সিদ্ধ নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদেরকে মোহর প্রদান কর' *(নিসা ২৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যেসব শর্ত পূর্ণ কর, তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে যে, মোহরের বিনিময়ে যে লজ্জাস্থান বৈধ করেছ, তা পূর্ণ করা' *(বুখারী ২/৭৭৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/২৬৪)ঃ মহিলারা হালাল পশু-পাখি যবেহ করতে পারে কি? তাদের যবেহ করা প্রাণী খাওয়া যাবে কি?

-সুফিয়া
মহিলা হাফেযিয়া মাদরাসা
রাণীনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ মহিলারা যেকোন হালাল প্রাণী যবেহ করতে পারে এবং তাদের যবেহ করা প্রাণীর গোশত খাওয়া জায়েয। কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, একদা এক মহিলা পাথর দ্বারা ছাগল যবেহ করেছিল। এ বিষয়ে রসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি তা খাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪০৭২ 'শিকার ও যবেহ' অধ্যায়; মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১২৪০)*।

প্রশ্নঃ (৪০/২৬৫)ঃ ফিক্বহে মুহাম্মাদীতে তাহাজ্জুদ ছালাতের পূর্বে সাত ধরনের দো'আর কথা বর্ণিত আছে। উহা কতটুকু সঠিক? তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের সঠিক নিয়ম জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল ওয়াহ্হাব
গোপালপুর, ধুরইল
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ তাহাজ্জুদ ছালাতের পূর্বে সাত ধরনের দো'আ সম্পর্কিত আবুদাউদে শারীক আল-হাওযানী বর্ণিত হাদীছটি 'যঈফ' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১২১৬ 'তাহাজ্জুদ ছালাতের জন্য রাত্রে উঠার দো'আ' অনুচ্ছেদ)*। তবে এ মর্মে আছিম বিন হুমাইদ

বর্ণিত নাসাঈ শরীফের হাদীছটি 'ছহীহ'। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (ছাঃ) রাতের ছালাত কোন্ দো'আ দিয়ে আরম্ভ করতেন? তিনি বললেন, তুমি আমাকে এমন বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে যে সম্পর্কে তোমার পূর্বে আর কেউ জিজ্ঞেস করেনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ১০ বার আল্লাহু আকবার, ১০ বার আল হামদুলিল্লা-হ, ১০ বার সুবহা-নাল্লা-হ, ১০ বার লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ, ১০ বার আসতাগফিরুল্লাহ এবং একবার নিম্নের দো'আ পড়তেন।-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ وَاهْدِنِیْ وَارْزُقْنِیْ وَعَافِنِیْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ضِیْقِ الْمَقَامِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ–

(ছহীহ নাসাঈ হা/১৫২৫, 'ক্বিয়ামুল লাইল' অধ্যায়)।

তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের পদ্ধতিঃ

(১) ঘুমানোর সময় তাহাজ্জুদ ছালাতের নিয়ত করবে। আবু দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি ঘুমানোর সময় রাতের ছালাতের নিয়ত করল, কিন্তু ঘুমের কারণে সকাল পর্যন্ত ছালাত আদায় করতে পারলনা, তবুও তাকে তার নিয়তের কারণে পূর্ণ ছালাতের নেকী দেওয়া হবে এবং তার ঘুমটা তার জন্য ছাদাক্বা হয়ে যাবে' *(নাসাঈ, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১১১৩ সনদ ছহীহ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৫১ পৃঃ; ইরওয়া হা/৪৫৪)*।

(২) রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বিভিন্নরূপ দো'আ পাঠ করতেন, যা মিশকাত শরীফে 'রাত্রির ছালাত' অনুচ্ছেদে ও অন্যান্য ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। উপরে বর্ণিত দো'আগুলিও তার অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর সূরা আলে ইমরানের শেষ ১০টি আয়াত اِنَّ فِیْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ ... لِّاُولِی الْاَلْبَابِ، পাঠ করবে।

(৩) তাহাজ্জুদ ছালাতের প্রথম দুই রাক'আত হালকা করে আরম্ভ করবে। অতঃপর তার পরের রাক'আতগুলি ইচ্ছামত পড়বে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৯৩-৯৪)*। এভাবে দুই দুই রাক'আত করে ৮ রাক'আত পড়বে। অতঃপর একটানা ৩ রাক'আত বিতর পড়ে শেষ বৈঠক করবে। রামাযান ও অন্য সময়ে এটা ছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অধিকাংশ রাতের আমল *(বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১০১ পৃঃ)*।

(৪) বৃদ্ধাবস্থায় বা কম সময় থা/কলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো কখনো কম সংখ্যক রাক'আতে তাহাজ্জুদ পড়তেন। যেমন দুই দুই করে ৬ বা ৪ রাক'আত। অতঃপর ৩ বা ১ রাক'আত বিতর। শেষ বয়সে দেহ ভারী হয়ে গেলে তিনি অধিকাংশ সময় তাহাজ্জুদ বসে বসে পড়তেন। যদি কেউ প্রথম রাতে এশার পরে বিতর পড়ে ঘুমিয়ে যায়, তবে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ-এর শেষে পুনরায় বিতর পড়তে হবে না *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১০২-০৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমরা তোমাদের শক্তি অনুযায়ী ইবাদত করো। আল্লাহ্‌র কসম! আল্লাহ অতক্ষণ বিরক্তি বোধ করেন না, যতক্ষণ না তোমরা বিরক্তিবোধ কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৫২)*।

রিজ হোটেল এণ্ড রেষ্টুরেন্ট
প্রোঃ মুহাম্মাদ আব্দুল মতিন
এখানে যাবতীয় খাবার ও নাস্তা পাওয়া যায় এবং রমজান মাসে ইফতারী ও সেহেরীর সু-ব্যবস্থা আছে ও অর্ডার মোতাবেক সরবরাহ করা হয়।
লক্ষীপুর, গ্রেটার রোড, রাজশাহী।

মাসিক

আত-তাহরীক

৬ষ্ঠ বর্ষ ৮ম সংখ্যা
মে ২০০৩

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

(১/২৬৬)ঃ বর্ষাকালে কাদামাটির রাস্তায় চলাফেরা করার ফলে অনেক সময় নখের মধ্যে কাদা ঢুকে যায়। নখ কাটার পরও তা বের করা সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় ওযূ করে ছালাত আদায় করলে ছালাত শুদ্ধ হবে কি?

-মুহাম্মাদ হাসানুয্যামান
আদর্শ দাখিল মাদরাসা
ছাতিয়ান, গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ উল্লেখিত অবস্থায় ওযূ করে ছালাত আদায় করলে ছালাত শুদ্ধ হবে। কারণ নখের ভিতরে পানি প্রবেশ করানো যরূরী নয়। তাছাড়া এটি (নখের মধ্যে কাদা প্রবেশ) ওযূ ভঙ্গের কারণসমূহেরও অন্তর্ভুক্ত নয়। যদি নখের মধ্যে পানি প্রবেশ করানো যরূরী হ'ত, তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় জীবদ্দশাতেই তা বর্ণনা করে যেতেন। আর নখের মধ্যে পানি প্রবেশ করানো ব্যতীত ছালাত হবে না মর্মে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না *(মুগনী ১/১৪০ পৃঃ মাসআলা নং ১৬৪, 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*। তবে নখ কোনক্রমেই ৪০ দিনের বেশী রাখা উচিত নয়। ৪০ দিনের মধ্যেই তা কেটে ফেলতে হবে এবং যথাসম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করতে হবে *(মুসলিম ১/১২৯ পৃঃ, 'স্বভাবগত অভ্যাস' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২/২৬৭)ঃ জনৈক ব্যক্তি সহোদর ভাইয়ের এক পুত্র, চার কন্যা এবং বৈমাত্রেয় চার ভাই, দুই বোন রেখে মৃত্যুবরণ করেছে। এমতাবস্থায় উপরোল্লেখিত ওয়ারিছগণ তার সম্পত্তি থেকে কে কত অংশ পাবেন? প্রকাশ থাকে যে, তার অন্য কোন ওয়ারিছ নেই।

-ফায়ছাল মাহমূদ ভূঁইয়া
মাতাইন, রসূলপুর
আড়াইহাযার, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ সহোদর ভাইয়ের পুত্র ও কন্যা থাকায় বৈমাত্রেয় ভাই ও বোন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে না। ওয়ারিছগণের মধ্যে ভাই ও বোন থাকায় 'আছাবা' হিসাবে 'ছেলে মেয়ের দ্বিগুণ পাবে' (للذكر مثل حظ الأنثيين) এই মূলনীতির *(নিসা ১১)* আলোকে মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তিকে ৬ ভাগ করে ২ ভাগ পাবে ভাতিজা আর ৪ ভাগ পাবে চার ভাতিজী।

প্রশ্নঃ (৩/২৬৮)ঃ সূরা বাক্বারাহর ২৩৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'সকল ছালাতের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী ছালাতের প্রতি'। এখানে মধ্যবর্তী ছালাতের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদানের কারণ কি?

-মঈনুদ্দীন আহমাদ
মহানন্দখালী, নওহাটা
পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত 'ছালাতুল উসত্বা' বা মধ্যবর্তী ছালাত বলতে আছরের ছালাত প্রমাণিত হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ এবং সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মধ্যবর্তী ছালাত' (صلاة الوسطى)-ই হচ্ছে আছরের ছালাত' *(তিরমিযী, তাহক্বীক্ব মিশকাত ১/১৯৯ পৃঃ, হা/৬৩৪ 'ছালাতের ফযীলত' অনুচ্ছেদ সনদ ছহীহ)*। আলী (রাঃ) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন কাফেরগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ফরয ছালাত সমূহ বিশেষ করে 'ছালাতুল উসত্বা' ছালাতুল আছর থেকে বিরত রাখে' *(মুসলিম, নায়লুল আওত্বার ২/৪১ পৃঃ)*।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে উক্ত ছালাতের বিশেষ গুরুত্বের কারণ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি। হাদীছ ও তাফসীরবিদগণও এ বিষয়ে কিছু বলেননি। তবে ছাহেবে 'মির'আত' অন্যান্য হাদীছের আলোকে বলেন, ফজর ও আছর ছালাতের সময় ফেরেশতা বদল হয়, যা অন্য ছালাতের সময় হয় না। ফজরের পরে দিবসের রিযিক বন্টিত হয় এবং আছরের সময় দিবসের আমলসমূহ আল্লাহ্র কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। অতএব ঐ সময় যদি কেউ আল্লাহ্র আনুগত্যের মধ্যে সময় কাটায়, তবে তার রিযিক ও আমলে বরকত হয়ে থাকে' *(মির'আত (বেনারস, ভারতঃ ১৪১৩/১৯৯২) হা/৬২৮-এর ব্যাখ্যা, 'ছালাত' অধ্যায়, 'ছালাতের ফযীলত' অনুচ্ছেদ ২/৩৩৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৪/২৬৯)ঃ ওযূ করা অবস্থায় ওযূর পানি ওযূর পাত্রে পড়লে কিংবা ওযূ করার পর কাপড় বা লুঙ্গি হাটুর উপর উঠে গেলে ওযূর কোন ক্ষতি হবে কি?

-আবদুল খালেক
উত্তর শালিখা, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ওযূকারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধোয়া পানি ওযূর পাত্রে পড়লে পানি অপবিত্র হয় না। আবু হুজায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা দুপুরের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিকটে আসলে তাঁর জন্য ওযূর পানি আনা হ'ল। তিনি ওযূ করলেন। লোকেরা তাঁর ওযূর অবশিষ্ট পানি নিয়ে নিজেদের শরীরে মাখতে লাগলো। আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, (ওযূর সময়) নবী করীম (ছাঃ) একটি পানির পাত্র চেয়ে নিলেন এবং তা থেকে স্বীয় দু'হাত ও মুখমণ্ডল ধৌত করলেন ও তাতে কুলি করলেন। তারপর তাদের দু'জনকে (আবু মূসা ও বেলালকে) বললেন, 'তোমরা এটা পান কর এবং তোমাদের মুখ ও বুক উত্তমরূপে ধৌত কর' *(বুখারী ১/৩১ পৃঃ, হা/১৮৭ 'ওযূর অবশিষ্ট পানি ব্যবহার করা' অনুচ্ছেদ)*।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পানির পাত্রে হাত

ডুবিয়ে পানি নিয়ে ফরয গোসল করতেন'। তিনি বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একই পাত্রে হাত ডুবিয়ে ওযূ ও গোসল করতাম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৫, ৪৪০ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*। উম্মুল মুমেনীন মায়মূনা (রাঃ) একটি গামলার পানিতে ফরয গোসল করেন। পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত পানিতে ওযু করেন এবং বলেন, (নাপাক ব্যক্তির স্পর্শে) পানি নাপাক হয় না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৭; বাংলা মিশকাত হা/৪২৯)*।

প্রশ্নঃ (৫/২৭০)ঃ সূরা সাবার ১৩ নং আয়াতে تَمَاثِيْلَ শব্দের অনুবাদ কোনটিতে ভাস্কর্য ও কোনটিতে মূর্তি উল্লেখ করা হয়েছে। তাফহীমুল কুরআনে এভাবে তাফসীর করা হয়েছে যে, সে যুগে লোকেরা মূর্তি তৈরী করত অথচ সুলায়মান (আঃ)-এর শরী'আতে মূর্তি তৈরী করা জায়েয ছিল না। কিন্তু তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে উল্লেখ আছে যে, সুলায়মান (আঃ)-এর শরী'আতে মূর্তি তৈরী করা জায়েয ছিল। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রাবেয়া বেগম
ফী আমা-নিল্লাহ ভিলা
ষ্টেডিয়াম রোড, মেহেরপুর।

উত্তরঃ تَمَاثِيْلَ শব্দটি বহুবচন, একবচনে تِمْثَالٌ। আরবী ভাষার বিখ্যাত অভিধান 'লিসানুল আরব'-এ বলা হয়েছে, এমন প্রত্যেকটি কৃত্রিম বস্তুকে 'তিমছাল' (تمثال) বলা হয়, যা আল্লাহ্‌র তৈরী বস্তুর সদৃশ। তাফসীরে কাশশাফে বলা হয়েছে, এমন ছবিকে تمثال বলা হয়, যা অন্য কোন বস্তুর আকৃতি অনুযায়ী তৈরী করা হয়েছে। তাফসীরে 'বাহরুল মুহীত্ব' প্রণেতা আবু হাইয়ান আন্দালুসী বলেন, সুলায়মান (আঃ)-এর যুগে যে সকল تمثال ছিল, তা ছিল প্রাণহীন বস্তুর (অর্থাৎ গাছপালা, লতাপাতা ইত্যাদির) *(আল-বাহরুল মুহীত্ব ৭/২৫৪ পৃঃ)*।

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তৎকালীন আবিসিনিয়ায় একটি গীর্জা ছিল, যাতে ছবি ছিল। একথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অবগত করানো হ'লে তিনি বললেন, তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, যখন তাদের মধ্যে কোন সৎ লোকের জন্ম হ'ত, তার মৃত্যুর পর তার কবরের উপর তারা উপাসনালয় তৈরী করত এবং তার মধ্যে তাদের মূর্তিগুলি স্থাপন করত। ক্বিয়ামতের দিন তারা আল্লাহ্‌র কাছে নিকৃষ্ট সৃষ্টি হিসাবে গণ্য হবে' *(মুসলিম ১/২০১ 'কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ ও তার উপর ছবি নির্মাণ করা নিষিদ্ধ' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখিত আয়াত ও হাদীছ থেকে **স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সকল** নবীর যুগের ন্যায় সুলায়মান (আঃ)-এর যুগেও জীব-জন্তুর ছবি নির্মাণ করার অনুমতি ছিল না।

ছহীহ হাদীছের বর্ণনার পরে প্রমাণহীন ঐতিহাসিক বর্ণনার দোহাই দিয়ে 'সুলায়মান (আঃ)-এর সিংহাসনের উপরে পাখীদের চিত্র অংকিত ছিল' বলে তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনের বক্তব্য অগ্রহণযোগ্য। তবে উক্ত তাফসীরে একথাও পরিষ্কার বলা আছে যে, 'সোলায়মান (আঃ)-এর শরীয়তে প্রাণীদের চিত্র নির্মাণ ও ব্যবহার ছিল না' *(ঐ, পৃঃ ১১০৫)*। এ বক্তব্য নিঃসন্দেহে সঠিক।

প্রশ্নঃ (৬/২৭১)ঃ হযরত ইউনুস (আঃ) কতদিন মাছের পেটে ছিলেন এবং তাঁকে কোন্ গাছের নীচে মাছে ফেলেছিল? গাছটির নাম কি?

-মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
নবাব জায়গীর মাযহারুল উলূম
রহমানিয়া মাদরাসা
সুন্দরপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ইউনুস (আঃ)-এর মাছের পেটে অবস্থান করা সম্পর্কে ছহীহ হাদীছে কিছু পাওয়া যায় না। তবে তাবেঈ বিদ্বানগণ এ বিষয়ে যেসব মতামত পেশ করেছেন, তা নিম্নে প্রদত্ত হ'লঃ

(১) মুজাহিদ ইমাম শা'বী হ'তে বর্ণনা করেন, তাকে সকাল বেলায় মাছে ভক্ষণ করেছিল এবং সন্ধ্যা বেলায় উগরে দিয়েছিল (২) ক্বাতাদাহ বলেন, ৩ দিন মাছের পেটে অবস্থান করেছিলেন (৩) জা'ফর ছাদেক বলেন, ৭ দিন (৪) সাঈদ বিন আবুল হাসান এবং আবু মালেক বলেন, ৪০ দিন অবস্থান করেছিলেন। এ বিষয়ে আল্লাহ সর্বাধিক অবগত। *(আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/২১৮ 'ইউনুস (আঃ)-এর বিবরণ' অনুচ্ছেদ; ফাৎহুল বারী 'নবীদের বর্ণনা' অধ্যায় ৬/৫২০-২১ হা/৩৪১৬-এর ব্যাখ্যা)*। তাফসীর মা'আরেফুল কুরআনে (পৃঃ ৮৮৯) তাফসীরে ইবনে কাছীরের হাওয়ালা দিয়ে 'তার উদর কয়েকদিনের জন্য তাঁর কয়েদখানা' বলে যে কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তন্মধ্যে 'কয়েকদিনের জন্য' কথাটি ইবনু কাছীরে নেই *(দ্রঃ ঐ, সূরা আম্বিয়া ৮৭-৮৮ আয়াতের তাফসীর, ৩/২০১ পৃঃ)*।

মহান আল্লাহ যে গাছের মাধ্যমে তার ছায়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, তা ছিল কাণ্ডবিহীন লতা জাতীয় গাছ। গাছটি লাউ, কুমড়া, তরমুয, কাকুড় যেকোন ধরনের হ'তে পারে। *(জাযায়েরী, আয়সারুত তাফাসীর ৪/৪২৭-২৮; ফাৎহুল বারী ৬/৫২০)*।

প্রশ্নঃ (৭/২৭২)ঃ আমি হজ্জ করতে গিয়ে মদীনায় ছোট কালো রং-এর খেজুর প্রতি কেজি ১২০ রিয়ালে কিনলাম। শুনেছি এতে নাকি অসুখ ভাল হয়। একথা কি ঠিক?

-আতাউর রহমান
সোনাদিঘীর মোড়, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত খেজুরটির নাম 'আজওয়া'। এটি মদীনার একটি উন্নত জাতের খেজুর। আকারে ছোট ও বর্ণে কালো। এ খেজুর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মদীনার উচ্চভূমির 'আজওয়া' খেজুরের মধ্যে রোগের

নিরাময় রয়েছে। প্রত্যুষে তা (খেলে) বিষের প্রতিষেধক' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৯১ 'খাদ্য' অধ্যায়)*।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ভোরে ৭টি 'আজওয়া' খেজুর খাবে, সেদিন কোন বিষ ও জাদু-টোনা তার ক্ষতি করতে পারবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১৯০ অধ্যায় ঐ)*।

প্রশ্নঃ (৮/২৭৩)ঃ ঢাকার বিভিন্ন অলি-গলিতে দেখা যায়, কিছু সংখ্যক লোক রাশিফল ও টিয়া পাখি দ্বারা মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে থাকেন। অনেকে বহু টাকা-পয়সা খরচ করে এগুলি করে থাকেন। এ ধরনের ভাগ্য নির্ধারণ কি শরী'আত সম্মত?

-ইবরাহীম
চিনাটোলা বাজার
মণিরামপুর, যশোর।

উত্তরঃ ইসলামী শরী'আতে এগুলি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। গণককে বিশ্বাস করলে বা তার কথা সত্য বলে মেনে নিলে আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। হাফছা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় এবং তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করে, তার ৪০ দিনের ছালাত কবুল হয় না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৯৫ 'চিকিৎসা ও ঝাঁড়ফুক' অধ্যায় 'গণনা করা' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় আছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে গেল এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল, ঐ ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার সাথে কুফরী করল' *(আহমাদ, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৯৯ সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (৯/২৭৪)ঃ আমি একজন অবিবাহিতা মেয়ে। আশেপাশে কিছু লোককে তাদের স্ত্রীদের উপর চরম অন্যায় করতে দেখে আমার বিবাহ করতে ভয় লাগে। স্ত্রীদের প্রতি স্বামীদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
পাওটানা হাট
পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক হবে সম্প্রীতির, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার। তবেই সংসারে শান্তি নেমে আসবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের সাথে বসবাস কর' *(নিসা ১৯)*। তিনি আরো বলেন, 'তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সহধর্মিণী সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা প্রশান্তি লাভ করতে পার' *(রূম ২১)*।

স্ত্রীকে অন্যায়ভাবে মারধর করা ও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করা চরম অন্যায়। মু'আবিয়া (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের উপর স্ত্রীদের হক কি? তিনি বললেন, যখন তুমি খাবে, তখন তোমার স্ত্রীকে খাওয়াবে। যখন কাপড় ক্রয় করবে, তখন তার জন্যও ক্রয় করবে। আর তার মুখে প্রহার করবে না ও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করবে না। নিজ বাড়ী ব্যতিরেকে স্ত্রীকে কোথাও একাকী ছাড়বে না' *(আবূদাঊদ, আহমাদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩২৫৯ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। তবে স্ত্রী যদি শরী'আত বিরোধী কোন কাজ করে, তবে সেক্ষেত্রে তাকে মুখমণ্ডল ব্যতীত অন্যত্র হালকা প্রহার করার অনুমতি রয়েছে *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/২৮৭৯; ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩২৬১ অধ্যায় ঐ)*।

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া আল্লাহ্র হুকুম। ভবিষ্যতের খবর আল্লাহ জানেন। কাজেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা, সহযোগিতা, সহমর্মিতা বজায় রেখে সংসার সাজাতে হবে। এতে ভয় পাওয়ার কোনই কারণ নেই।

প্রশ্নঃ (১০/২৭৫)ঃ গত ২৯ মার্চ ২০০১ইং তারিখের দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার 'ধর্ম দর্শন' বিভাগে অধ্যাপক আবদুল মান্নান মিয়া রচিত 'কদমবুসীঃ ইসলামের দৃষ্টিতে একটি উত্তম শিষ্টাচার' প্রবন্ধে কদমবুসির প্রমাণে তিনি যে সমস্ত হাদীছ পেশ করেছেন, সেগুলি ছহীহ, না যঈফ? দলীল ভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-মোবারক
৩/১৬/৩ মিরপুর-১১, ঢাকা।

উত্তরঃ অধ্যাপক আবদুল মান্নান মিয়া কদমবুসি জায়েয করার প্রমাণে যে সমস্ত হাদীছ উল্লেখ করেছেন, তার সবগুলিই যঈফ। তাঁর আনীত হাদীছ সমূহের আলোচনা নিম্নে প্রদত্ত হ'লঃ

ইনকিলাব ১ঃ হযরত ইমাম বোখারী (রহঃ) হযরত যিরা বিন আমের (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হই, কিন্তু আমি তাঁকে (রাসূল) চিনতাম না। জনৈক ব্যক্তি ইশারা করে আমাকে বললেন, ইনিই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)। অতঃপর আমি তাঁর পবিত্র হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় চুম্বন করতে লাগলাম *(আল-আদাবুল মুফরাদ)*।'

জবাবঃ হাদীছটির সনদ 'যঈফ'। রাবী উম্মে আবান 'অপরিচিত'। *দ্রঃ আল-আদাবুল মুফরাদ, তাহক্বীক্ব আলবানী (আল-জুবাইল, সঊদী আরব ১৪১৯/১৯৯৯) হা/৯৭৫ 'পায়ে চুমু দেওয়া' অনুচ্ছেদ নং ৪৪৫ পৃঃ ৩৫১)*। অধ্যাপক ছাহেব রাবীর নাম যেরা বিন আমের লিখেছেন, যেটা ভুল।

ইনকিলাব ২ঃ মেশকাত শরীফে হযরত যিরা বিন আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি আবদুল কায়েস গোত্রের অন্যতম দূত হিসাবে মদীনায় আগমন করেন, তখন নবী করিম (সাঃ)-এর পবিত্র হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় চুম্বন করার জন্য তাড়াতাড়ি সওয়ারী হতে অবতরণ করলেন *(মেশকাত মুসাফাহা অধ্যায়)*।'

জবাবঃ হাদীছটির মতনে বর্ণিত 'তাঁর পা' (رِجْلَهُ) অংশটি অনুপ্রবিষ্ট। এ অংশটি বাদ দিয়ে হাদীছটি 'হাসান'। *দ্রঃ ছহীহ*

আবুদাঊদ হা/৪৩৫৩; আলবানী মিশকাত হা/৪৬৮৮ তাহকীক ছানী। এখানেও লেখক রাবীর নাম যেরা বিন আমের লিখেছেন। অথচ রাবী হ'লেন যারি' ইবনে 'আমের।

ইনকিলাব ৩ঃ মেশকাত শরীফের অন্যত্র বর্ণিত আছে যে, দু'জন ইহুদী হযরত রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে প্রশ্ন করল। হযরত রাসূলে করিম (সাঃ) প্রদত্ত উত্তর শুনে তারা উভয়েই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দুই হাত ও দুই পা (মোবারক) চুম্বন করে বলল- 'আমরা আপনার নবুয়তের সাক্ষ্য দিচ্ছি' *(মিশকাত-কবীরা গুনাহ ও কপটতার নিদর্শন অধ্যায়)।'*

জবাবঃ হাদীছটির সনদে 'দুর্বলতা' রয়েছে *(আলবানী হাশিয়া মিশকাত হা/৫৮)*। ইমাম বুখারী বলেন, রাবী 'আবদুল্লাহ ইবনে সালেমার হাদীছের অনুসরণ করা যাবে না' (لايتابع على حديثه) ইমাম যাহাবী বলেন, ইনি ছাফওয়ান ইবনে 'আসসাল, আম্মার ও ওমর হ'তেও বর্ণনা করেছেন। *দ্রঃ যাহাবী, মীযানুল ই'তিদাল (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, তাবি) রাবী ক্রমিক সংখ্যা ৪৩৬০, ২/৪৩০-৩১ পৃঃ।*

ইনকিলাব ৪ঃ হযরত সাফওয়ান বিন আসলাম হ'তে বর্ণিত আছে যে, ইহুদীদের একটি গোত্র হযরত রাসূল (সাঃ)-এর দুই হাত ও দুই পা (মোবারক) চুম্বন করেছে। *(ইবনে মাজা শরীফ)।*

জবাবঃ তৃতীয় জবাবটিই এর জবাব। হাদীছটি যঈফ। *দ্রঃ আলবানী, যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৮০৮ মূল ইবনু মাজাহ হা/৩৭০৫ 'হস্ত চুম্বন করা' অনুচ্ছেদ।* এখানে লেখক রাবীর পিতার নাম ভুল করে 'আসলাম' লিখেছেন। অথচ হবে 'আসসাল'।

ইনকিলাব ৫ ঃ 'জনৈক বেদ্বীন রাসূলের দরবারে এসে মো'জেযা দেখানোর আবেদন করলে রাসূলের হুকুমে একটি গাছ সমূলে উঠে তাঁর নিকটে আসে, অতঃপর যথাস্থানে চলে যায়। এ দৃশ্য দেখে ঐ লোকটি রাসূলকে সিজদা করতে চায়। তখন তাকে সিজদার অনুমতি না দিয়ে হাত ও পা চুম্বনের অনুমতি দেন (মর্মার্থ)।

জবাবঃ উক্ত মর্মে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে রাসূলের হুকুমে গাছ উঠে আসা ও যথাস্থানে ফিরে যাওয়া সম্পর্কে দারেমী বর্ণিত ১৬ ও ২৩ নং হাদীছ দু'টি ছহীহ, যা মিশকাত (মো'জেযা' অধ্যায়) হা/৫৯২৪ ও ৫৯২৫ নং হাদীছে সংকলিত হয়েছে। কিন্তু উক্ত হাদীছ দু'টির কোথাও প্রশ্নকারী ব্যক্তি রাসূলকে সিজদা করতে চেয়েছেন বা রাসূল (ছাঃ) তাকে স্বীয় হাত ও পা চুম্বনের অনুমতি দিয়েছেন এমন কোন ইঙ্গিতও নেই। বরং দারেমী ২৪ নং হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, বনু আমের গোত্রের উক্ত ব্যক্তি তার কওমকে বলেছিল হে বনু আমের! আজকের দিনে এই ব্যক্তির চাইতে বড় জাদুকর আমি কাউকে দেখিনি।

ইনকিলাব ৬ঃ 'আমি জ্ঞানের শহর এবং আলী উহার দরজা..'

জবাবঃ ইবনু মারদুবিয়াহ সংকলিত উক্ত হাদীছটি 'মওযূ' বা জাল। *দ্রঃ ইবনুল জাওযী, কিতাবুল মওযূ'আত (বৈরুতঃ দারুল ফিক্র, ২য় সংস্করণ ১৪০৩/১৯৮৩) ১/৩৫১ পৃঃ।*

ইনকিলাব ৭ঃ সোহাইব (রাঃ) বলেন, আমি আলী (রাঃ)-কে তাঁর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর হাত ও পা চুম্বন করতে দেখেছি।

জবাবঃ হাদীছটি মওকূফ ও যঈফ। রাবী 'ছুহায়েব' পরিচিত নন' *(আল-আদাবুল মুফরাদ, তাহক্বীক্ব আলবানী হা/৯৭৬ 'কদমবুসি' অনুচ্ছেদ)।*

'সাহাবাগণের রীতি' শিরোনামে লেখক আলী (রাঃ)-এর উপরোক্ত আমলকেই দলীল হিসাবে পেশ করেছেন। অথচ আছারটি যঈফ। ছাহাবায়ে কেরামের রীতি যদি পদচুম্বন করাই হ'ত, তাহ'লে রাসূলের চাচাকে কেন রাসূলকেই তাঁরা সর্বদা পদচুম্বন করতেন। কিন্তু সে মর্মে কোন একটি ছহীহ হাদীছও লেখক পেশ করতে পারেননি। দু'জন ইহুদী ও একজন বেদ্বীনের নিজস্ব আমল ইসলামী শরী'আতে গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেটি করার জন্য সকল ছাহাবীকে হুকুম দিতেন ও নিজে তার দৃষ্টান্ত পেশ করতেন। অথচ এরূপ কোন দৃষ্টান্ত নেই। অতএব কদমবুসি ইসলামের দৃষ্টিতে কোন উত্তম শিষ্টাচার নয়। বরং এটি একটি বিদ'আতী আমল, যা বেদ্বীনদের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে। পীরপন্থীদের বিদ'আতী আমলগুলিকে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের নামে হালাল করে নেওয়ার অপচেষ্টা থেকে দূরে থাকাই আখেরাতের জন্য মঙ্গলজনক হবে।

বর্তমানে পীর ও আলিমগণের দরবারে কদমবুসির বড় ছড়াছড়ি দেখা যায়। মুরীদগণ তাদের পীরের সম্মুখে মাথা নত করে কদমবুসি করে থাকে। অমনিভাবে ছোটরা বড়দেরকে, নতুন বৌ শ্বশুরবাড়ী গিয়ে তার শ্বশুর-শ্বাশুড়ীকে কদমবুসি করে থাকে। এ সমস্ত প্রথা সম্পূর্ণরূপে শরী'আত পরিপন্থী। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, আমি কি আমার বন্ধুর আগমনে মাথা নত করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না। তবে কি আলিঙ্গন করব? তিনি বললেন, না। আমি কি তাকে চুম্বন করব? তিনি বললেন, না। লোকটি বলল, তবে কি তার হাতে মুছাফাহা করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ' *(মিশকাত হা/৪৬৮০ হাদীছ হাসান, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'মুছাফাহা ও মু'আনাকা' অনুচ্ছেদ)।* উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কারো নিকটে মাথা নত করা এবং কদমবুসি করা জায়েয নয়। কেননা তা সিজদার শামিল। যা শরী'আতে নিষিদ্ধ। তবে স্নেহ স্বরূপ হাতে কিংবা কপালে চুমু দেয়া বিভিন্ন ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফাতেমা (রাঃ)-এর হস্তদ্বয়ে চুমু দিতেন' *(মিশকাত হা/৪৬৮৯ 'মুছাফাহা ও মু'আনাকা' অনুচ্ছেদ)।*

উল্লেখ্য যে, মাননীয় লেখক 'কদমবুসি'কে ইসলামের একটি 'উত্তম শিষ্টাচার' বলে অভিহিত করেছেন। অথচ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সালাম ও মুছাফাহাকেই 'উত্তম শিষ্টাচার' বলে গণ্য করেছেন। অতএব রাসূলের বর্ণিত ও আমলকৃত ছহীহ সুন্নাহ বিরোধী কারু কোন কথা ও কর্ম মুসলমানের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্নঃ (১১/২৭৬)ঃ আমি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি করি। বোরক্বা পরা সত্ত্বেও পুরুষের ভেতর কাজ করতে হয়, তাদের সাথে কথা বলতে হয় এবং বেতন উঠানোর সময় ঘুষ দিতে হয়। এভাবে মুখ খুলে পরপুরুষের সাথে কথা বলা, টাকা উঠানোর সময় ঘুষ প্রদান করা, এমনকি সরকারী বেতন গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ পর্দা রক্ষা করে পরপুরুষের সাথে বিশেষ প্রয়োজনে কথা বলা যায়। তাদের মধ্যে থেকে কাজও করা যায়। রাসূলের সময়ে মহিলারা পর্দা রক্ষা করে জুম'আ-জামা'আতে এমনকি জিহাদের ময়দানে গমন করতেন। তবে সর্বাবস্থায় শরী'আত বিরোধী কর্মসমূহ হ'তে বেঁচে থাকা যরূরী। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬)*। সরকারী বেতন গ্রহণ করা নিঃসন্দেহে জায়েয। তবে অন্যায় স্বার্থ হাছিলের জন্য ঘুষ দেওয়া হারাম। অবশ্য যুলম প্রতিরোধ ও নিজের কিংবা সামষ্টিক 'হক' স্বার্থ রক্ষার জন্য বখশিশ দেওয়ার বিষয়ে কোন কোন ছাহাবী ও তাবেঈ থেকে আমল লক্ষ্য করা যায়। *(আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ২/১৭৯ 'সূদ' অধ্যায়; 'ঘুষ' বিষয়ে দরসে হাদীছ আগষ্ট '৯৯; দরসে কুরআনঃ নারীর সামাজিক অবস্থান এপ্রিল-মে ২০০২)*।

প্রশ্নঃ (১২/২৭৭)ঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে উৎসর্গিত কোন হালাল পশু আল্লাহ্‌র নামে যবেহ করে তা ভক্ষণ করা যাবে কি? অনুরূপভাবে কারো নামে উৎসর্গিত নয় এমন কোন হালাল পশু আল্লাহ ব্যতীত পীর-অলীদের নামে যবেহ করে তার গোশত ভক্ষণ করা যাবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আহসান হাবীব
রামপুর, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ যেসব পশু আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে উৎসর্গিত হয়, মুখে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে যবেহ করলেও তার গোশত খাওয়া হারাম। আল্লাহ বলেন, 'যেসব পশু আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়, তা হারাম' *(মায়েদা ৩)*। অনুরূপভাবে যেসব পশু আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহ করা হয়, তা খাওয়াও হারাম *(আন'আম ১২১)*। কাজেই দেব-দেবী, মূর্তি, প্রতিকৃতি, ভাস্কর্য, জীব-জড় বা বৃক্ষাদি হৌক কিংবা নবী, অলী, দরবেশ, পীর-ফকীর গাউছ-কুতুব যে-ই হৌন না কেন, যে পশু 'বেদী'তে যবেহ করা হয়েছে, তার গোশত খাওয়া হারাম। চাই পশু হালাল হৌক বা হারাম হৌক, যবেহকারী মুসলিম হৌন বা অমুসলিম হৌন, তার উপরে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা হৌক বা অন্যের নাম উচ্চারণ করা হৌক সর্বাবস্থায় ঐ পশুর গোশত খাওয়া হারাম *(মায়েদাহ ৩)*। উল্লেখ্য যে, বেদী বলতে তীর্থকেন্দ্রে পশু যবেহ করার নির্দিষ্ট স্থানকে বলা হয়। হিন্দুরা একে 'যজ্ঞবেদী' বলে থাকে।

প্রশ্নঃ (১৩/২৭৮)ঃ আমাদের এলাকার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক ছাত্রের দু'বছর যাবৎ পেটের গোলযোগের কারণে সর্বদা বায়ু নির্গত হয়, এক মিনিটও ওযূ রাখতে পারে না। এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করা এবং কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে কি?

-আবুল খায়ের
তেলিগাংদিয়া, দৌলতপুর
কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তি ঘনঘন পেশাব বা বায়ু নিঃসরণ রোগে আক্রান্ত হ'লে তাকে তায়াম্মুম করতে হবে না; বরং প্রতি ছালাতের জন্য একবার ওযূ করতে হবে। ওযূ নষ্ট হয়ে গেলেও কোন ক্ষতি নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রক্তস্রাবগ্রস্ত মহিলাকে প্রতি ছালাতের জন্য ওযূ করতে বলেছেন *(আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫৫৮ 'মুস্তাহাযা' অনুচ্ছেদ)*। তাছাড়া মানুষ ওযূ ছাড়াই কুরআন তেলাওয়াত করতে পারে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৬)*।

প্রশ্নঃ (১৪/২৭৯)ঃ কারো স্বামী যদি জাহান্নামে যায় এবং স্ত্রী জান্নাতে যায়, তাহ'লে স্ত্রীর জন্য জান্নাতে কি ব্যবস্থা করা হবে?

-হালীমা
কাযী ভিলা, কালীগঞ্জ
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ জান্নাত এমন একটি আনন্দময় স্থান, যেখানে জান্নাতবাসী পুরুষ বা মহিলা যা চাইবেন, তা-ই পাবেন *(হা-মীম সাজদাহ ৩১; দোখান ৪৫ প্রভৃতি)*।

প্রশ্নঃ (১৫/২৮০)ঃ মৃত ব্যক্তির সংখ্যা একাধিক হ'লে কিভাবে জানাযা পড়াতে হবে?

-মুযাফফর হোসাইন
শঠিবাড়ী, রংপুর।

উত্তরঃ একসাথে একাধিক মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়ার ক্ষেত্রে পুরুষ মাইয়েত গুলিকে ইমামের সামনে ক্বিবলার দিকে পরপর সাজাতে হবে। মিশ্রিত মাইয়েত হ'লে একই লাইনে ক্বিবলার দিকে পুরুষের পরে শিশু তারপর মহিলাদের সাজাতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) একদা ৯ জন পুরুষ ও নারীর জানাযা পড়িয়েছিলেন এবং ইমামের সামনে ক্বিবলার দিকে প্রথমে পুরুষ ও পরে নারীকে পরপর সাজিয়েছিলেন *(আলবানী, তালখীছু আহকামিল জানায়েয ৫০-৫২ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১১৫)*।

প্রশ্নঃ (১৬/২৮১)ঃ 'মুরাক্বাবা' (مراقبة) কি? এটি কি

কুরআন-হাদীছ সম্মত? নবী করীম (ছাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীন কি 'মুরাক্বাবা' করেছেন?

-রূহুল আমীন
পাহাড়পুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ শব্দটির আভিধানিক অর্থ পর্যবেক্ষণ করা, লক্ষ্য করা, পাহারাদারী করা ইত্যাদি। শারঈ পরিভাষায় কোন ব্যক্তির নির্জনে একাকী বসে আল্লাহ পাকের কোন আয়াত বা তাঁর সৃষ্টিজগত অথবা তাঁর নিদর্শনাবলীর গবেষণায় নিমজ্জিত থাকাকে 'মুরাক্বাবা' বলে *(লুগাতুল হাদীছ ৮/১১৩ পৃঃ)*। মা'রেফতী অর্থে ছূফীদের আবিষ্কৃত ছয় লতীফার বিশেষ পদ্ধতিতে যিকরের মাধ্যমে মানবাত্মাকে পরমাত্মার সাথে মিলিয়ে আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিলীন হয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে মুরাক্বাবা বলে। ইসলামে এরূপ মুরাক্বাবার কোন অস্তিত্ব নেই। এরূপ মুরাক্বাবা আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ) ও তাঁর কোন ছাহাবী কোনদিন করেননি। কাজেই ইবাদতের নামে এইরূপ বিদ'আতী পদ্ধতি অবশ্যই পরিত্যাজ্য *(দ্রঃ আত-তাহরীক, অক্টোবর '৯৯ প্রশ্নোত্তর ২৯/২৯)*।

প্রশ্নঃ (১৭/২৮২)ঃ ইমাম ভুলক্রমে অপবিত্র অবস্থায় ইমামতি করলে তার ও মুক্তাদীদের ছালাতের কি অবস্থা হবে?

-নূরুল ইসলাম
জামি'আ সালাফিইয়া মাদরাসা
সেন্ট্রাল রোড, রংপুর।

উত্তরঃ উল্লেখিত অবস্থায় মুক্তাদীদের ছালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু ইমামকে উক্ত ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ইমামগণ তোমাদের ছালাত আদায় করান। যদি তারা ঠিকমত আদায় করান, তাহ'লে সকলের জন্য নেকী। পক্ষান্তরে যদি ঠিকমত আদায় না করান, তাহ'লে তোমাদের জন্য নেকী ও তাদের জন্য পাপ' *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩)*। একদা ওমর (রাঃ) অপবিত্র অবস্থায় লোকদের নিয়ে ছালাত আদায় করেন। পরে তিনি উক্ত ছালাত পুনরায় (নিজে) আদায় করেন *(মুহাল্লা ৩/১৩৩)*। অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) একবার অপবিত্র অবস্থায় লোকদের নিয়ে ছালাত আদায় করেন। পরে তিনি তা একাকী আদায় করেছিলেন। কিন্তু তার সাথীগণ পুনরায় আদায় করেননি *(মুহাল্লা ৩/১৩৩)*।

প্রশ্নঃ (১৮/২৮৩)ঃ জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে সৃষ্ট অবস্থায় আছে কি? যদি থাকে তাহ'লে আসমানে না যমীনে আছে?

-আমীনুল ইসলাম
চাঁদমারী, পাবনা।

উত্তরঃ জান্নাত ও জাহান্নাম সপ্তম আসমানের উপরে সৃষ্ট অবস্থায় রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আদম ও হাওয়াকে জান্নাত থেকে বের করে দুনিয়াতে নামিয়ে দেন' *(বাক্বারাহ ৩৬)*। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জান্নাত আসমানের উপরে অবস্থিত। এছাড়া একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মি'রাজের সময়ে স্বচক্ষে জান্নাত ও জাহান্নামকে সপ্তম আসমানের উপরে সৃষ্ট অবস্থায় দেখেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৬ 'মি'রাজ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৯/২৮৪)ঃ কোন মুসলমান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য হজ্জ, যাকাত, ছিয়াম, দান-খয়রাত, সততা ও সদাচরণ ইত্যাদি নেক আমল সমূহ করেন। কিন্তু ছালাত আদায় করেন না। এমন লোক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে কি?

-ফয়ছাল
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ ছালাত ব্যতীত অন্যান্য নেক আমল যত বেশীই হৌক না কেন আল্লাহ্র নিকটে তা গৃহীত হবে না। আর এ ধরনের আমলকারীর জান্নাত পাওয়ার আশা করা যায় না। যদিও ঈমানের কারণে কোন একদিন ঐ ব্যক্তি জান্নাত পেতেও পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার ছালাতের হিসাব নেওয়া হবে। যদি তার ছালাত ঠিক থাকে, তাহ'লে সমস্ত আমল ঠিক হবে। পক্ষান্তরে ছালাত বরবাদ হ'লে তার সমস্ত আমল বরবাদ হবে' *(ত্বাবারাণী, সিলসিলা ছাহীহা হা/১৩৫৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত ছেড়ে দেয়, সে কাফের হয়ে যায়' *(মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫৬৯, ৫৭৪)*। অনেক জাহান্নামী মুমিন বুঝেসুঝে খালেছ অন্তরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করেছে, তারা উক্ত ঈমানের কারণে অবশেষে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে তারা সেখানে 'জাহান্নামী' বলেই পরিচিত হবে। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৭৪, ৫৫৮০, ৫৫৮৪ 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২০/২৮৫)ঃ জানাযার ছালাতে পায়ে পা মিলাতে হবে কি? জুতা পায়ে দিয়ে জানাযার ছালাত জায়েয হবে কি?

-আব্দুল আহাদ
সেতাবগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তরঃ ফরয ছালাত ব্যতীত বেশ কিছু নফল ছালাত রয়েছে যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জামা'আত সহকারে আদায় করতেন। যেমনঃ ঈদায়েন, ইস্তিস্ক্বা, চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের ছালাত, জানাযার ছালাত ইত্যাদি। জামা'আত শুরু করার পূর্বে তিনি কাতার সোজা করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়াতে বলতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০৯১)*। কাজেই জানাযার ছালাত কাতার সোজা করে কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলিয়ে আদায় করা সুন্নাত। পরিষ্কার ও পবিত্র জুতা পরে ফরয-নফল যেকোন ছালাত আদায় করা যায় *(বুখারী ১/৫৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২১/২৮৬)ঃ আমার পিতার বয়স প্রায় ৮০ বছর। তার খেদমতের জন্য তাকে দ্বিতীয় বিয়ে করার অনুরোধ করলে তিনি বার বার তা প্রত্যাখ্যান করছেন। মাঝে

মাঝে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে যে, ছেলে-মেয়েদের পক্ষে পেশাব-পায়খানা বা নাপাকী পরিষ্কার করা কঠিন হয়ে পড়ছে। এমতাবস্থায় আমরা কিভাবে তার খেদমত করব?

-সিরাজুল ইসলাম
জ্যোতবাজার, নওগাঁ।

উত্তরঃ উল্লেখিত অবস্থায় পিতার বিবাহ না দিয়ে ছেলেমেয়েরা তার যাবতীয় খেদমত করবে। এটাই শরী'আতের নির্দেশ। পিতার নাপাকী পরিষ্কারের জন্য আধুনিক সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। কিন্তু কোন অবস্থায় তার খেদমত থেকে পিছিয়ে আসা যাবে না। কেননা আল্লাহ পিতা-মাতার অনুগত হ'তে এবং তাঁদের প্রতি অনুগ্রহশীল হ'তে সন্তানদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। বিশেষ করে তাদের বৃদ্ধাবস্থায় *(ইসরা ২৩)*। ছহীহ হাদীছ সমূহেও পিতা-মাতার খেদমত সম্পর্কে জোর তাকীদ এসেছে *(মিশকাত হা/৪৯১১-১২)*। সুতরাং পিতা-মাতা যখন যে সমস্যার সম্মুখীন হবেন, তখন সে সমস্যার সমাধান করার দায়িত্ব হ'ল তাঁদের ছেলে-মেয়েদের। অতএব প্রশ্নোল্লেখিত অবস্থায় যত কষ্টই হৌক ছেলে-মেয়েকেই সব ব্যবস্থা নিতে হবে।

প্রশ্নঃ (২২/২৮৭)ঃ কিছু ভণ্ড লোক টুপি মাথায় দিয়ে মানুষদের দা'ওয়াত দিচ্ছে এই বলে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মহব্বত হ'লেই জান্নাত অবধারিত। এরা ছালাত আদায় করে না। শুধু মীলাদ নিয়ে ব্যস্ত। এরা কি সঠিক পথে আছে?

-মিনহাজুল আবেদীন
চাপাচিল, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রকৃত মহব্বত হবে তাঁর কথা ও কর্মের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে *(বাক্বারাহ ৩১)*। তিনি আল্লাহ্র হুকুমে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করে গিয়েছেন ও নিজে আদায় করে গিয়েছেন। তিনি কখনই মীলাদ অনুষ্ঠান করেননি বা কাউকে করতে বলেননি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৫৯৩ বা ৬১৪ বছর পরে ৬০৪ বা ৬২৫ হিজরীতে ইরাকের এরবল এলাকার গভর্ণর মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরী কর্তৃক প্রথম প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠান চালু হয়। অতএব নিঃসন্দেহে এটি বিদ'আত। মীলাদ অনুষ্ঠান করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মহব্বতের নামে ভণ্ডামি বৈ কিছুই নয়। আর বিদ'আতের পরিণাম হ'ল জাহান্নাম *(নাসাঈ হা/১৫৭৯)*। এক্ষণে যারা ছালাত বাদ দিয়ে মীলাদ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তারা নিঃসন্দেহে ভণ্ড ও তাদের দা'ওয়াত মিথ্যা। প্রকৃত মুমিনকে এসব প্রতারক ও বিদ'আতী লোকদের থেকে সর্বদা দূরে থাকা কর্তব্য এবং তাদেরকে কোনরূপ সম্মান না করাই শরী'আতের হুকুম *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৮৯ সনদ হাসান, 'কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*।

এরা যতদিন বিদ'আত করতে থাকবে, ততদিন সেই পরিমাণ সুন্নাত তাদের কাছ থেকে লোপ পেতে থাকবে। যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত আর তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না *(দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৮৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি বিদ'আত করল বা কোন বিদ'আতীকে আশ্রয় দিল, তার উপরে আল্লাহ, ফেরেশতামণ্ডলী ও সকল মানুষের অভিসম্পাত। তার কোন ফরয বা নফল ইবাদত আল্লাহ্র নিকটে 'হজ্জের অনুষ্ঠানাদি' কবুল হবে না' *(বুখারী মুসলিম, মিশকাত হা/২৭২৮ 'হজ্জের অনুষ্ঠানাদি' অধ্যায় 'হরমে মদীনা ও তার প্রহরা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৩/২৮৮)ঃ বর্তমানে চুল কালো করার জন্য বাজারে 'দুলহান ব্লাক নাইট' নামক এক প্রকার তৈল বের হয়েছে। এটা কি ব্যবহার করা যাবে?

-জামীলা খানম
পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ উক্ত তৈল যদি পাকা চুলকে কালো করে, তাহ'লে তা ব্যবহার করা যাবে না। জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা সাদা চুল কালো করা থেকে বেঁচে থাক' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২৪)*। তিনি বলেন, আখেরী যামানায় কিছু লোক হবে, যারা কবুতরের বক্ষের ন্যায় কালো রংয়ের খেযাব দিয়ে চুল কালো করবে। এরা জান্নাতের বু-বাতাসও পাবে না' *(আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৫২ বাংলা মিশকাত হা/৪২৫৫ 'পে)াষাক' অধ্যায়, 'চুল আচড়ানো' অনুচ্ছেদ সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (২৪/২৮৯)ঃ আমি মসজিদে ছালাত আদায়ে ইচ্ছুক। কিন্তু আমার স্বামী আমাকে মসজিদে যেতে দেয় না। জনৈক ব্যক্তি বলেছেন যে, মসজিদে ছালাত আদায় না করলে তা কবুল হবে না। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সঠিক সমাধান দিলে উপকৃত হব।

-মুসাম্মাৎ আঞ্জুয়ারা
ধর্মদহ, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ স্ত্রী যদি মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করতে ইচ্ছুক থাকেন, তাহ'লে বিনা কারণে তাকে মসজিদে যেতে বাধা প্রদান করা স্বামীর পক্ষে উচিত নয়। কেননা এটা একটি উত্তম কাজ। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে মসজিদে যেতে বাধা প্রদান করো না, যদিও বাড়ীতে ছালাত আদায় করা তাদের জন্য উত্তম' *(ছহীহ আবুদাউদ, হা/৫৬৭, 'মহিলাদের মসজিদে গমন' অনুচ্ছেদ, ঐ, মিশকাত হা/১০৬২ 'জামা'আত ও উহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ মার্চ/২০০২ প্রশ্নোত্তর ৩৫/২১০)*।

জনৈক ব্যক্তি যে বলেছেন, 'মসজিদে ছালাত আদায় না করলে সে ছালাত কবুল হবে না'। এ কথা ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (২৫/২৯০)ঃ পশু প্রজনন কর্মচারীদের উক্ত কাজের বিনিময়ে বেতন গ্রহণ করা জায়েয হবে কি? এই পদ্ধতিতে পশুর যৌনতৃপ্তি পূর্ণ না হ'লে কোন অসুবিধা হবে কি?

-আবদুল আযীয

সিতাইকুণ্ড, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ ষাঁড়ের প্রজননের কোন বিনিময় মূল্য নেওয়া নিষিদ্ধ *(বুখারী, মিশকাত হা/২৮৫৬ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। তবে প্রয়োজনে সম্মানী হিসাবে কিছু গ্রহণ করতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অনুমতি দিয়েছেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৮৬৬, সনদ ছহীহ)*। অতএব ব্যবসা হিসাবে এটা করা যাবে না। তবে রাষ্ট্রীয়ভাবে গবাদিপশু উন্নয়নের স্বার্থে কোনরূপ বিনিময় মূল্য ছাড়াই এরূপ করা যাবে এবং কর্মচারীদের সম্মানী ভাতা রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে দিতে হবে। উক্ত পদ্ধতিতে যৌনতৃপ্তি হয়ে থাকে। নইলে গাভীর ডিম্ব নির্গত হবে না। ফলে বাচ্চাও হবে না *(দ্রঃ আত-তাহরীক সেপ্টেম্বর '৯৯ প্রশ্নোত্তর ২/১০২)*।

প্রশ্নঃ (২৬/২৯১)ঃ খাদ্যদ্রব্য কি মেপে গ্রহণের কথা হাদীছে এসেছে? এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবদুল ওয়াহ্হাব
প্রেমতলী মোড়
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ খাদ্যদ্রব্য মেপে নিলে তাতে বরকত রয়েছে। মিক্বদাদ ইবনে মা'দী কারব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা তোমাদের খাদ্যদ্রব্য মেপে নাও। এতে তোমাদের জন্য বরকত প্রদান করা হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৮ 'খাদ্য' অধ্যায়)*। সুতরাং মেপে খেতে হবে এমনটি নয়; বরং খাদ্যদ্রব্য মেপে রান্না করলে এতে কল্যাণ রয়েছে বলে হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়।

প্রশ্নঃ (২৭/২৯২)ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখেছি। এ স্বপ্ন কি মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে?

-সাবীনা ইয়াসমীন
উযীরপুর, নাচোল
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ বাস্তবিকই যদি কেউ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখে, তাহ'লে সেটি অবশ্যই সত্য হবে এবং এতে কোন প্রকার সন্দেহ করা যাবে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখবে সে ব্যক্তি সত্যিই আমাকে দেখবে। কারণ শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬০৯-১০ 'স্বপ্ন' অধ্যায়)*। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখা স্বপ্ন সঠিক না বেঠিক, সেজন্য ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত রাসূলের 'শামায়েল' বা আকৃতি-প্রকৃতি যাচাই করতে হবে। উল্লেখ্য যে, কোন বে-আমল, মুশরিক ও বিদ'আতী রাসূল (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখবে এমন কথা চিন্তা করাও বৃথা। কেননা এটি নিঃসন্দেহে একটি নেক স্বপ্ন এবং নেক স্বপ্ন প্রকৃত মুসলিম ব্যক্তিকেই মাত্র দেখানো হয় *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৬০৭ 'স্বপ্ন' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৮/২৯৩)ঃ কিছু লোককে দেখা যায় দৈনিক মাছ, গোশত, দই, মিষ্টি, ফলমূল ইত্যাদি খায়। এগুলি কি অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়?

-মুনীরুল ইসলাম
রাজবাড়ী, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

উত্তরঃ সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেকেই হালাল খাদ্য খাবে। আল্লাহ্র শুকরিয়ার সাথে খেলে এতে আল্লাহ বেশী খুশী হন। তবে যদি সে কৃপণতা করে কিংবা নষ্ট করে, তাহ'লে তা অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা খাও ও পান কর, অপচয় কর না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীদেরকে অপসন্দ করেন' *(আ'রাফ ৩১)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যা খুশী খাও এবং যা খুশী পরিধান কর। তবে এ বিষয়ে তোমাকে দু'টি ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। তাহ'ল অপচয় ও অহংকার' *(বুখারী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৩৮০-৮১ 'পোষাক' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৯/২৯৪)ঃ জনৈক মাওলানা রুকূ থেকে উঠে পুনরায় বুকে হাত বাঁধা সম্পর্কে বহু দলীল ও যুক্তি দিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। এ বিষয়ে 'দারুল ইফতা'-র দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

-আকরাম
উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

উত্তরঃ এ বিষয়ে আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানীর জওয়াবটি সঠিক বলে আমরা মনে করি। তিনি বলেন, 'আমার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, রুকূ থেকে উঠে পুনরায় বুকে হাত বাঁধার বিষয়টি ভ্রান্তিকর বিদ'আত। কেননা এ বিষয়ে কোনরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। যদি এর কোন ভিত্তি থাকত, তাহ'লে একটি সূত্রে হ'লেও বর্ণিত হ'ত। সালাফে ছালেহীন-এর কেউ এরূপ করেননি বা হাদীছের ইমামগণের মধ্যে কেউ এরূপ বলেননি' *(ছিফাতু ছালাতিন নবী, বৈরুতঃ মাকতাবা মা'আরিফ, ১৪১১ হিঃ, ১৩৮-১৩৯ পৃঃ টীকা দ্রষ্টব্য 'দীর্ঘ ক্বিয়াম ও প্রশান্তি' অধ্যায়)*। বিষয়টি ছালাতের মধ্যকার সুন্নাতের পর্যায়ভুক্ত। অতএব এ বিষয়ে সকল প্রকার বাড়াবাড়ি হ'তে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয় *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৬৪-৬৫)*।

প্রশ্নঃ (৩০/২৯৫)ঃ বাংলা ভাষা মানুষের না আল্লাহ্র তৈরী? পৃথিবীর মানুষ কয়টি ভাষায় কথা বলে?

-মুজীবুর রহমান
তাহেরপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ শুধু বাংলা ভাষা নয় পৃথিবীর সমস্ত ভাষাই আল্লাহ্র সৃষ্টি। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের অন্যতম হ'ল আসমান ও যমীন সমূহ সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও রংয়ের বৈচিত্র্য সৃষ্টি। নিশ্চয়ই এর মধ্যে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শন সমূহ রয়েছে' *(রূম ২২)*।

পৃথিবীতে প্রায় ৫ হাযার ভাষায় মানুষ কথা বলে। তন্মধ্যে শুধু ভারতেই ১৩০০টি ভাষা চালূ আছে' *(এম, আব্দুল্লাহ, বাংলাদেশ ও নতুন বিশ্ব, ২য় অংশ, পৃঃ ৪২; গৃহীতঃ মাসিক আত-তাহরীক, মার্চ '৯৯ দরসে কুরআন 'ভাষা আল্লাহ্র সৃষ্টি')*।

প্রশ্নঃ (৩১/২৯৬)ঃ ঋণদাতা ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ মওকূফ করে দিলে আল্লাহ তাকে কি পরিমাণ নেকী দিবেন?

-নে'মতুল্লাহ
ইনছাফনগর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ এটা হচ্ছে অপারগদের সহযোগিতা করা। এ ধরনের ঋণ মওকূফকারী ও সহযোগিতাকারী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্ত লোককে সুযোগ দিবে, অথবা মাফ করে দিবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তিকে তার বিপদ সমূহের মধ্যকার কোন বিপদ থেকে মুক্তি দান করবেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০৩ 'দরিদ্রতা ও অবকাশ দান' অনুচ্ছেদ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩২/২৯৭)ঃ জানাযার ছালাতে ১ম তিন তাকবীর না পেয়ে শেষের তাকবীর পেলে ইমামের সাথে সালাম ফিরাবে কি? এবং বাকী তাকবীরগুলি ক্বাযা করতে হবে কি?

-আবদুস সাত্তার
কলারোয়া বাজার
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ছালাতে জানাযার তাকবীর ছুটে গেলে ইমামের সাথে সালাম ফিরাতে হবে এবং ঐ তাকবীরগুলি আর ক্বাযা করতে হবে না' *(ইবনু আবী শায়বা; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৭৭ পৃঃ, 'জানাযা' অধ্যায়)*। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি জানাযার ছালাত আদায় করি, অথচ আমার নিকটে কিছু তাকবীর অস্পষ্ট থেকে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যা শুন তা পড়, আর যা ছুটে যায় তার ক্বাযা নেই' *(ঐ) দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১১৫*।

প্রশ্নঃ (৩৩/২৯৮)ঃ প্রভাবশালী লোকদেরকে দেখে কিছু লোক ভয় করে এবং তাদের অন্যায় কাজগুলি দেখে চুপ থাকে। অন্যায় প্রত্যক্ষ করার পরও কি প্রতিকার করা ঠিক হবে না?

-মিকাঈল হোসাইন
নাযিরাবাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা মানুষকে ভয় কর না। আমাকে ভয় কর *(মায়েদাহ ৪৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই মানুষ যখন কোন অন্যায় হ'তে দেখে, অথচ তার প্রতিকার করে না, তখন আল্লাহ তাদের উপর ব্যাপক শাস্তি অবতীর্ণ করেন' *(ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪২, সনদ ছহীহ 'সৎ কাজের আদেশ' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'অবশ্যই কোন ব্যক্তি যেন হক্ব কথা বলতে ভয় না করে যখন সে হক্ব জানতে পারবে' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩২৩৭)*। তিনি আরো বলেন, 'সবচেয়ে উত্তম জিহাদ হচ্ছে অন্যায়কারী নেতার নিকট হক্ব কথা বলা' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩২৪০; মিশকাত হা/৩৭০৫)*। সুতরাং প্রভাবশালী হৌক বা অন্য কেউ হৌক অন্যায়কারীকে ভয় করা চলবে না। সাধ্য অনুযায়ী অন্যায় কাজের প্রতিকার করতে হবে। না হ'লে অন্ততঃ মনে মনে ঘৃণা করতে হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৭ 'সৎ কাজের আদেশ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/২৯৯)ঃ রাফ'উল ইয়াদায়েন যে করে আর যে করে না, শরী'আতের দৃষ্টিতে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি?

-ছাবের আলী মণ্ডল
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ যে ব্যক্তি ছালাতে রাফ'উল ইয়াদায়েন করে, সে ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক আমল করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি রাফ'উল ইয়াদায়েন করে না সে সুন্নাত বিরোধী আমল করে। রুকূতে যাওয়া ও রুকূ হ'তে ওঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করা সম্পর্কে অন্যূন ৪০০ হাদীছ এসেছে এবং এ বিষয়ে চার খলীফা সহ অন্যূন ৫০ জন ছাহাবী কর্তৃক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, যা 'মুতাওয়াতির' পর্যায়ে উন্নীত। পক্ষান্তরে রাফ'উল ইয়াদায়েন না করার বিষয়ে কোন ছহীহ হাদীছ নেই।

শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেন, 'যে মুছল্লী রাফ'উল ইয়াদায়েন করে সে মুছল্লী আমার নিকটে অধিক প্রিয় ঐ মুছল্লীর চেয়ে যে রাফ'উল ইয়াদায়েন করে না। কেননা রাফ'উল ইয়াদায়েন-এর হাদীছ সংখ্যায় অধিক ও অধিকতর মযবূত' *(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ২/১০; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৬৫-৬৭)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩০০)ঃ জনৈক মাওলানা তার বক্তব্যে বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ সর্বপ্রথম আমলনামা হযরত ওমর (রাঃ)-এর হাতে দিবেন। কথাটি কতটুকু সত্য?

-মুঈনুদ্দীন
মহানন্দখালী, নওহাটা
পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত মর্মের হাদীছটি মওযূ বা জাল *(ইবনুল জাওযী, কিতাবুল মওযূ'আত, ১/৩২০ পৃঃ, হযরত উমর (রাঃ)-এর ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। এ ধরনের হাদীছ বর্ণনা করা হ'তে বিরত থাকা অপরিহার্য।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩০১)ঃ গত ৩০শে ডিসেম্বর'০২ খুলনা শিল্প ব্যাংকে এশার জামা'আত শেষে তাবলীগ জামা'আতের জনৈক মুরব্বী 'ফাযায়েলে আমল' বইয়ের ১৪০ পৃষ্ঠা হ'তে 'ফাযায়েলে যিকর' অধ্যায়ে বর্ণিত ২০ লক্ষ নেকীর নিম্নোক্ত দো'আটি-

لا اله الا الله وحده لا شريك له احداً صمداً لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد-

পাঠ করে আমাকে হাত তুলে দো'আ করতে অনুরোধ জানান। উল্লেখিত বিষয়টির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-গোলাম মুক্তাদির (বাবু)
১৯২ বি,কে, রায় রোড, খুলনা

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লেখিত হাদীছটি 'মওযূ' বা জাল *(যঈফুত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১ম খণ্ড, হা/৯৩৭, তাহক্বীক্ব নাছিরুদ্দীন আলবানী)*। এ ধরনের 'জাল' হাদীছ বর্ণনা করা ও তার উপর আমল করা হ'তে বিরত থাকা যরূরী। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে, সে জাহান্নামে স্বীয় ঠিকানা করে নেয়' *(মুক্বাদ্দামা মুসলিম ৭ম পৃঃ, দেউবন্দ ছাপা 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করা জঘন্য অপরাধ' অনুচ্ছেদ; বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮ 'ইল্ম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩০২)ঃ আমাদের বাড়ীতে একটি পুরানো কুরআন শরীফ আছে যার পৃষ্ঠা জরাজীর্ণ। তাতে হাত দিলেই ছিঁড়ে যায়। এখন প্রশ্ন হ'লঃ পুরানো কুরআন শরীফটি পুড়িয়ে এর ছাই মাটির নীচে পুঁতে রাখা যাবে কি?

-সোহেল রানা
হোসেনাবাদ, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ ছেঁড়া বা নষ্ট হওয়া কুরআন শরীফ ফেলে না দিয়ে বা কোন স্থানে রেখে না দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে তার ছাই কোন পবিত্র স্থানে ফেলে দেওয়াই শরী'আত সম্মত।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে কুরআনের ক্বিরাআতে মতভেদ দেখা দিলে তিনি কুরআনের বিভিন্ন ক্বিরাআতের কপিসমূহ একত্রিত করার নির্দেশ দেন। অতঃপর তার নির্দেশ অনুযায়ী কুরায়েশী ক্বিরাআতের মূল নুসখা বা সংকলনটি রেখে অবশিষ্ট নুসখাগুলিকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের হেফাযতের জন্য কুরআন শরীফ পুড়িয়ে দেওয়া জায়েয আছে' *(বুখারী ২/৭৪৬ পৃঃ; ঐ, মিশকাত হা/২২২১ 'ফাযায়েলে কুরআন' অধ্যায়; মাসিক আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর '৯৯ প্রশ্নোত্তর ১৬/২১৬ দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩০৩)ঃ পবিত্র কুরআনের আয়াতের পরিবর্তে শুধুমাত্র তার অর্থ বাংলায় পাঠ করে ছালাত আদায় করলে ছালাত শুদ্ধ হবে কি?

-মামূনুর রশীদ
সোনাচাকা, নোয়াখালী।

উত্তরঃ কুরআনের আয়াতের পরিবর্তে শুধুমাত্র তার অর্থ বাংলায় পাঠ করে ছালাত আদায় করলে তা শুদ্ধ হবে না। কারণ শুধু অর্থকেই কুরআন বলা হয় না। বরং কুরআন বলা হয়, শব্দ এবং অর্থ উভয়ের সমষ্টিকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় জীবদ্দশায় কখনো ছালাতে কুরআনের অর্থ পাঠ করেননি। তিনি বলেন, 'তোমরা সেভাবেই ছালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ' *(বুখারী 'আযান' অধ্যায় ১/৮৮; ঐ, মিশকাত হা/৬৮৩)*। অধিকন্তু 'অর্থ' বা তরজমা মানুষের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। তা সরাসরি আল্লাহ্র কালাম নয়। অতএব তাকে কালামুল্লাহ মনে করে ছালাতে পাঠ করা যাবে না। কেননা ছালাতে কেবলমাত্র 'কালামুল্লাহ' থেকেই ক্বিরাআত করার হুকুম এসেছে। সেখানে 'কালামুন্নাস' বা মানুষের কথা শরী'আতে অনুমোদিত নয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৭৮ 'ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩০৪)ঃ স্বামী কয়েকদিনের জন্য কোন কারণ বশতঃ সফরে অথবা অন্য কোথাও গিয়েছে। এমন সময়ের মধ্যে হঠাৎ করে পিতা-মাতা কিংবা কোন নিকটাত্মীয় মারা গিয়েছে বলে যরূরী সংবাদ আসলে স্বামীর হুকুম ছাড়া ঐ সংবাদে সাড়া দেয়া যাবে কি? সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-হালীমা বেগম
কাযী ভিলা, কালীগঞ্জ
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ সর্বাবস্থায় স্বামীর আনুগত্য করা স্ত্রীর একান্ত কর্তব্য। স্বামীর বিনা অনুমতিতে অন্যত্র যাওয়া স্ত্রীর জন্য বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, '.... যে স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করে, সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে' *(আবু নু'আইম; মিশকাত হা/৩২৫৪, 'নারীদের সাথে ব্যবহার' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান)*। তবে প্রশ্নোল্লেখিত যরূরী অবস্থায় যদি স্বামী উপস্থিত না থাকেন এবং তার পক্ষ থেকে সে স্থানে যেতে শরী'আত সম্মত আগাম নিষেধাজ্ঞা না থাকে, তাহ'লে স্ত্রী সে স্থানে যেতে পারবে। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা থাকলে যেতে পারবে না।

প্রশ্নঃ (৪০/৩০৫)ঃ আমাদের সমাজে বহু পূর্ব হ'তে ওয়াক্বফকৃত জমিতে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত আছে। সেখানে পাঁচ ওয়াক্ত সহ জুম'আর ছালাত আদায় হয়। গত ৩/৪ বছর পূর্বে মসজিদের অনতিদূরে হাফেযিয়া মাদরাসার কিছু জমি একটি বিদেশী সংস্থার নামে দান করে দেয়া হয়। সংস্থাটি সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করে এবং সেখানেই ছালাত শুরু হয়। ফলশ্রুতিতে পুরাতন মসজিদ পরিত্যক্ত হয়ে যায়। বর্তমানে মসজিদ কমিটির অসাধুতার কারণে মসজিদে ছালাত আদায় নিয়ে বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। এখন প্রশ্ন হ'ল- মাদরাসার জমির উপর নির্মিত মসজিদে ছালাত হবে কি? পুরাতন মসজিদটি পুনরায় চালু করতে কোন বাধা আছে কি?

-আবুল মুকাররম
সহকারী ষ্টেশন কর্মকর্তা
লামা মুখবন চৌকি
লামা, বান্দরবান।

উত্তরঃ মাদরাসার ওয়াক্বফকৃত সম্পত্তির উপর সর্বসম্মতিক্রমে যে মসজিদ নির্মিত হয়েছে, সেখানে ছালাত আদায় করাই শরী'আত সম্মত। মসজিদ কমিটির অসাধুতার কারণে পুরাতন মসজিদ পুনরায় চালু করা যাবে না। বরং মসজিদ কমিটির অসাধুতা বন্ধ করতে হবে। পুরাতন মসজিদের সম্পদ নতুন মসজিদের স্বার্থে ব্যয় করতে হবে অথবা ঐ জমি বিক্রি করে তার অর্থ নতুন মসজিদে ব্যয় করতে হবে।

মাসিক

আত-তাহরীক

৬ষ্ঠ বর্ষ ৯ম সংখ্যা
জুন ২০০৩

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৩০৬)ঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' কর্তৃক নির্মিত মসজিদ সমূহের সামনে বড় অক্ষরে লেখা থাকে 'আহলেহাদীছ জামে মসজিদ'। এটা অহংকারের বহিঃপ্রকাশ এবং পরোক্ষভাবে হানাফী বা অন্য মতাবলম্বীদের প্রবেশাধিকারে নিষেধাজ্ঞা আরোপের নামান্তর নয় কি?

-আরমান খন্দকার
বাসাবো, ঢাকা।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তি বা গোত্রের নামে মসজিদের নামকরণ করা যায়। হাদীছে 'মসজিদে বনু ফোলান' বলে বহু বক্তব্য এসেছে। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়দৌড় শুরু করা সম্পর্কে বলেন, 'দৌড় প্রতিযোগিতা হবে 'ছানিয়াতুল বিদা' হ'তে 'মসজিদে বনু যুরায়েক্ব' পর্যন্ত' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুলূগুল মারাম হা/১৩১৫; মিশকাত হা/৩৮৭০ 'জিহাদ' অধ্যায়)*।

'আহলেহাদীছ জামে মসজিদ' লেখা হয় স্রেফ পরিচিতির জন্য, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। কেননা মসজিদ নির্মিত হয় আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য। সেখানে যেকোন মুসলমান ইবাদতের জন্য প্রবেশ করতে পারে *(দ্রঃ আত-তাহরীক সেপ্টেম্বর ২০০০ প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ১৫/৩৪৫)*।

প্রশ্নঃ (২/৩০৭)ঃ ছালাতের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

-আবদুল ওয়াহিদ
ষষ্টিতলা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাতের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলার মধ্যে মাত্র দু'টি স্থানে পার্থক্য রয়েছেঃ (১) ইমামের ভুল হ'লে মহিলারা ডান হাত বাম হাতের পিঠের উপর মেরে শব্দ করে ইমামকে সতর্ক করবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯৮৮)*। (২) মহিলাদের ইমাম প্রথম লাইনের মাঝখানে দাঁড়াবে *(আবূদাউদ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৯; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৮৭)*। এছাড়া রুকূ, সিজদা ও হাত বুকে বাঁধা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ছালাতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই *(দ্রঃ জুলাই ১৯৯৮ প্রশ্নোত্তর ৭/১০৭)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩০৮)ঃ আমরা জানি সালামের সময় মুছাফাহা করা সুন্নাত। জনৈক মাওলানা ছাহেব বলেছেন, বিদায়ের সময় মুছাফাহা করা মুস্তাহাব। বিষয়টির সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবদুর রঊফ
খাসের হাট, শিবগঞ্জ
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ বিদায়ের সময় সালাম দেওয়ার হাদীছ রয়েছে *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪৬৫১)*। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায়ী ব্যক্তির হাত ধরে নিম্নের দো'আটি পড়তেন-

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ

'আমি আপনার দ্বীন, আপনার (উপরে ন্যস্ত দায়িত্ব, সম্পদ ও পরিবারের) আমানত ও আপনার শেষ আমলকে আল্লাহ্‌র উপরে সোপর্দ করে দিলাম' *(তিরমিযী, আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৪৩৭ 'বিভিন্ন সময়ে দো'আ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৪/৩০৯)ঃ জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখেছে তার দাড়ি পেকে গেছে এবং সে শুনেছে যদি কেউ স্বপ্নে দাড়ি পাকা দেখে তাহ'লে নাকি সে মারা যায়। বিষয়টির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মূসা খান
রহিমানপুর, ঠাকুরগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে কোন হাদীছ আমাদের জানা নেই। তবে যেসব কিতাবে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়া আছে সেসব কিতাবে বলা হয়েছে যে, উক্ত স্বপ্নের মাধ্যমে কোন পাপ কর্মের উপর তাকে সতর্ক করা হয় অথবা সে অসুস্থ হ'তে পারে *(আল-মু'জামুল হাদীছ ফী তাফসীরিল আহলাম, পৃঃ ৩৭৮)*।

প্রশ্নঃ (৫/৩১০)ঃ আমার পূর্ব স্বামী তার পিতার ভয়ে আমাকে এক বৈঠকে তিন তালাক প্রদান করেন। পরে অন্যত্র আমার বিবাহ হয় এবং একটি মেয়ে সন্তান হয়। এখন আমি আমার আগের স্বামীর নিকটে ফিরে যেতে চাই। এটি কিভাবে সম্ভব?

-ফাতিমা
ঢেকরা, নওগাঁ।

উত্তরঃ প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী বর্তমান স্বামীর নিকটে থাকাই ভাল হবে। কারণ এখন পূর্বের স্বামীর নিকটে স্বাভাবিকভাবে ফিরে যাওয়া যাবে না। একান্ত বাধ্য হ'লে এবং পূর্বের স্বামীর নিকটে ফিরে যেতে চাইলে বর্তমান স্বামীর নিকট থেকে খোলা তালাক নিতে হবে। ছাবিত ইবনে ক্বায়েসের স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশক্রমে 'মোহর' ফেরৎ দানের বিনিময়ে নিজেকে স্বামীর নিকট থেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৭৫ 'খোলা তালাক্ব' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৬/৩১১)ঃ ফেরাউন ডুবে যাওয়ার সময় প্রথমবার যে বাক্যগুলি উচ্চারণ করেছিল, পরবর্তীতে তা কেন উচ্চারণ করতে পারেনি?

-শিশির
বাজেদোল, মোহনপুর
রাজশাহী।

উত্তরঃ ফেরাউন ডুবে যাওয়ার সময় বলেছিল-

آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِيْ آمَنَتْ بِهِ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ

وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

'আমি বিশ্বাস করছি যে, কোন (সত্য) মা'বূদ নেই তিনি ব্যতীত, যার উপর ঈমান এনেছে বনু ইসরাঈলগণ। আর আমি অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত'। (তখন আল্লাহ তাকে বলেন) এখন একথা বলছ? অথচ তুমি ইতিপূর্বে নাফরমানী করেছিলে এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে' *(ইউনুস ৯০-৯১)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ফেরাউনের মৃত্যুকালীন ঈমান নাকচ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন যে, 'আল্লাহ বান্দার তওবা অতক্ষণ কবুল করেন, যতক্ষণ না তার মৃত্যু বিভীষিকা প্রকাশ পায়' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৩৪৩ 'তওবা ও ইস্তিগফার' অনুচ্ছেদ, 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়; ছহীহ তিরমিযী হা/২৮০২)*।

উল্লেখ্য যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বরাত দিয়ে বলা হয়ে থাকে যে, ফেরাউনের মুখের ভিতরে জিব্রীল (আঃ) কাদা ভরে দিয়েছিলেন বলেই ফেরাউন দ্বিতীয়বার কিছু বলতে পারেনি- একথাটির কোন ছহীহ ভিত্তি নেই *(তাফসীরে কুরতুবী ৮/৩৭৮)*।

প্রশ্নঃ (৭/৩১২)ঃ বর ও কনের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টির লক্ষ্যে কুরআনের কিছু আয়াত পড়ে শরবতে ফুঁক দিয়ে অর্ধেক বরকে ও অর্ধেক কনেকে পান করানো হয়। ভালবাসা সৃষ্টির জন্য এ ধরনের কাজ করা যায় কি?

-আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া
নওগাঁ।

উত্তরঃ বর ও কনের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টির লক্ষ্যে কুরআন পড়ে শরবতে ফুঁক দিয়ে পান করানোর উপরোক্ত পদ্ধতি শরী'আত সম্মত নয়। কারণ বিবাহ সম্পাদনের সাথে সাথে বর ও কনের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তাঁর অন্যতম নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন' *(রূম ২১)*।

স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন মহব্বতপূর্ণ ও সুখময় হওয়ার জন্য বিবাহের পরপরই উপস্থিত সকলকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিম্নোক্ত দো'আটি স্বামী-স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন- بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِيْ خَيْرٍ- 'আল্লাহ তোমার উপরে বরকত দান করুন এবং তোমাদের দু'জনের উপরে বরকত দান করুন এবং তোমাদের দু'জনের মধ্যে কল্যাণের সাথে মিলন দান করুন' *(তিরমিযী, আবূদাঊদ; মিশকাত হা/২৪৪৫ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়)*। বিকল্প পদ্ধতিতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি করার প্রচেষ্টাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শিরক বলেছেন *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৫২ 'চিকিৎসা ও ফুঁকদান' অধ্যায়; ফাৎহুল মাজীদ (২য় সংস্করণ ১৪১৬/১৯৯৬) পৃঃ ১১০)*।

প্রশ্নঃ (৮/৩১৩)ঃ আমি একজন ২২/২৪ বছরের যুবক। গ্যাষ্ট্রিক রোগে ভীষণ অসুস্থ। বয়স্ক মানুষ দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করে, অথচ আমি বসে ছালাত আদায় করি। এতে আমার লজ্জাবোধ হয়। অনেক সময় শুয়ে থেকে ছালাত আদায়ের ইচ্ছা হয়। তবুও বসে আদায় করি। এমতাবস্থায় বাড়ীতে ছালাত আদায় করলে হবে কি?

-মোস্তফা
সাতনী, ঢেকরা, নওগাঁ।

উত্তরঃ কম বয়সের মানুষ বেশী বয়সের মানুষের সাথে বসে ছালাত আদায় করলে তাতে লজ্জার কিছু নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় কর, সম্ভব না হ'লে বসে আদায় কর, সম্ভব না হ'লে পার্শ্বদেশে শুয়ে আদায় কর' *(বুখারী, মিশকাত হা/১২৪৮)*।

বায়হাক্বীর বর্ণনায় এসেছে যে, মাটিতে সিজদা করা অসম্ভব হ'লে ইশারায় ছালাত আদায় করবে এবং সিজদার সময় রুকূর চেয়ে মাথা কিছুটা বেশী ঝুঁকাবে' *(বায়হাক্বী, বুলূগুল মারাম হা/৪৩১; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৮৬-৮৭)*।

বাড়ীতে পড়লে তার ছালাত হয়ে যাবে। তবে মসজিদে জামা'আতে ছালাত আদায়ের নেকী হ'তে বঞ্চিত হবে।

প্রশ্নঃ (৯/৩১৪)ঃ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সম্মতিতে ৪ মাসের বেশী পৃথক থাকতে পারে কি?

-নূরুল ইসলাম
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ বিশেষ কোন কারণবশতঃ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সম্মতিতে দীর্ঘ দিন পৃথক থাকতে পারে। তবে বিনা কারণে পৃথক থাকা ঠিক নয়। কারণ বিবাহ হচ্ছে দৃষ্টি নীচু রাখা এবং লজ্জাস্থান নিরাপদে রাখার মাধ্যম *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮০)*। এতদ্ব্যতীত স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি সুনির্দিষ্ট 'হক' রয়েছে, যা আদায় করা উভয়ের উপরে অপরিহার্য।

প্রশ্নঃ (১০/৩১৫)ঃ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় আযান ও এক্বামত দিতে হবে কি? যদি দিতে হয় তবে কে দিবে?

-আনারুল
দেবীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ছেলে হৌক মেয়ে হৌক ভূমিষ্ঠ সন্তানের কানে আযান শুনাতে হয় *(আহমাদ, আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইরওয়া হা/১১৭৩, ৪/৪০০ পৃঃ)*। তবে ডান কানে আযান ও বাম কানে এক্বামত শুনানোর হাদীছটি 'মওযূ' বা জাল *(ঐ, হা/১১৭৪)*। আযান যে কেউ দিতে পারে।

প্রশ্নঃ (১১/৩১৬)ঃ কোন ব্যক্তি যদি তার নামের সাথে 'সালাফী' শব্দটি ব্যবহার করে তবে এটা কি বিদ'আত হবে?

-তাজুদ্দীন সালাফী
গাছবাড়ী বাজার, সিলেট।

উত্তরঃ 'সালাফী' নাম লেখা না লেখার মধ্যে সুন্নাত-বিদ'আতের কোন বিষয় নেই। কেননা এটা লেখার দ্বারা ছওয়াবের আশা করা হয় না। তবে এই উপাধি সর্বদা ব্যবহারের মধ্যে যদি অহংকারের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, তবে তা বর্জন করা বাঞ্ছনীয়। কেননা আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। কে সত্যিকারের আল্লাহভীরু সেটা আল্লাহ ভাল জানেন' *(নাজম ৩২)*। তবে বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ফারেগ অনেক আলেম উক্ত প্রতিষ্ঠানের দিকে সম্পর্কিত করার জন্য নিজের নামের শেষে 'সালাফী' লিখে থাকেন। জেনে রাখা ভাল যে, 'সালাফী' মুসলিম উম্মাহ্র ঐ সকল ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যগত লক্বব, যাঁরা ধর্মীয় বিধি-বিধানে ছাহাবায়ে কেরাম তথা সালাফে ছালেহীনের অনুসরণ করেন। এই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ার জন্য প্রত্যেক মুসলমানের সার্বিক প্রচেষ্টা চালানো উচিত এবং নিজেকে সত্যিকারের 'সালাফী' হওয়ার জন্য সর্বদা আল্লাহ্র তাওফীক্ব কামনা করা উচিত। নামে নয়, কাজের মধ্যে সালাফী হওয়া উচিত।

প্রশ্নঃ (১২/৩১৭)ঃ তাবলীগ জামা'আতের এক সাথী আমাকে বলেন যে, ইলিয়াস (রহঃ) উম্মতের দূরাবস্থা দেখে দেওয়ানা হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাজারে গিয়ে কান্নাকাটি শুরু করলে স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে তাবলীগের কাজ করতে বলেন এবং তার (তাবলীগের) একটি নকশা দেখান। সেই নক্শা মোতাবেক তিনি উপমহাদেশে তাবলীগের কাজ চালু করেন, যা আজও অব্যাহত রয়েছে। এ ধরনের স্বপ্ন ও তাবলীগ কি ঠিক? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জবাবদানে বাধিত করবেন।

-মা'ছূম বিল্লাহ
ইখড়ী মাদরাসা, তেরখাদা
খুলনা।

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লেখিত স্বপ্ন এবং নক্শার শারঈ কোন ভিত্তি নেই। কারণ আজ থেকে প্রায় ১৪ শত বছর পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উম্মতের জন্য দা'ওয়াতের পদ্ধতি নির্ধারণ করে গেছেন। তাছাড়া উপমহাদেশে যে তাবলীগের প্রচলন রয়েছে তা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পরিপন্থী। তাবলীগ মূলতঃ আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুযায়ী হ'তে হবে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরাই হ'লে সর্বোত্তম উম্মত। মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে এবং অন্যায় কাজে নিষেধ করবে...' *(আলে ইমরান ১১০)*।

উল্লেখিত আয়াত দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দা'ওয়াতের পদ্ধতি দু'টি। যথা- (১) امر بالمعروف (সৎ কাজের নির্দেশ দেয়া) (২) نهى عن المنكر (অন্যায় কাজে নিষেধ করা)। যার সংক্ষিপ্ত দু'টি শব্দ হ'ল 'দা'ওয়াত' ও 'জিহাদ'।

কিন্তু তাবলীগ জামা'আতের কর্মীদের দা'ওয়াতের মধ্যেকার ত্রুটি এই যে, তারা ছহীহ-যঈফ, জাল, মওযূ ইত্যাদি হাদীছ যাচাই-বাছাই করেন না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের বুযর্গদের ও মুরব্বীদের দোহাই দেন। আবার দা'ওয়াতের উল্লেখিত পদ্ধতিদ্বয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টি তথা نهى عن المنكر-এর কোন ভূমিকাই তাদের মধ্যে দেখা যায় না। এতদ্ব্যতীত বানাওয়াট ১৩ ফরযের প্রচার, চিল্লা প্রথা ইত্যাদি বহু বিদ'আতী প্রচার ও পদ্ধতি তাদের মধ্যে রয়েছে। সুতরাং বর্তমানে প্রচলিত তাবলীগ ও উহার পদ্ধতি এবং স্বপ্নের দোহাই দিয়ে তাবলীগ করা সম্পূর্ণরূপে শরী'আতের পরিপন্থী। যার কোন ভিত্তি নেই *(দ্রঃ আত-তাহরীক জুলাই '৯৯, প্রশ্নোত্তর ৯/১৫৯)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৩১৮)ঃ ঈদগাহ মাঠের পিছনে প্রায় ১৩০ বছর পূর্বের কয়েকটি কবর আছে। উক্ত ঈদগাহে ঈদের ছালাত জায়েয হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব
আলাদীপুর মাদরাসা
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত ঈদগাহে ছালাত আদায় বৈধ হবে। কারণ কবর যদি মুছল্লীর সম্মুখে বা পার্শ্বে হয়,তাহ'লে ছালাত বৈধ হবে না। কিন্তু প্রশ্নে উল্লেখিত কবরগুলি মুছল্লীদের পিছনে হওয়ায় ছালাত আদায়ে কোন অসুবিধা নেই।

আবু মারছাদ গানাবী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কবরের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় কর না' *(মুসলিম, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/১৬৯৮ 'মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা' অনুচ্ছেদ)*।

মুসলিমের অপর বর্ণনায় হযরত আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছাঃ) কবর সমূহের মধ্যস্থলে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন' *(হাদীছটি ইবনু হিব্বান তাঁর ছহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, ফাতওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ২৭/১৫৮ পৃঃ)*।

তাছাড়া ১৩০ বছর পূর্বেকার কবরে মাইয়েতের লাশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। অতএব যদি লাশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ও তা মাটি হয়ে যায়, তাহ'লে সাধারণ মাটির ন্যায় সেখানে সবকিছু করা যাবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৩১৯)ঃ 'দৈনন্দিন জীবনে কুরআন' টিভি অনুষ্ঠানে আযানের জবাবে দরূদ পাঠের বাধ্যবাধকতা নেই বলা হয়েছে। অথচ আমি ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) বই-এ আযানের দো'আর আগে দরূদ পড়ার কথা জানতে পেরে তা পড়ে থাকি। এক্ষণে আযানের জবাবে দরূদ পড়া সম্বন্ধে কি নির্দেশ রয়েছে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া
নওগাঁ।

উত্তরঃ আযানের জবাব দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশিত হাদীছটির অনুবাদ নিম্নরূপঃ

আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) প্রমুখাৎ বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন তোমরা আযান শুনবে, তখন মুওয়াযযিনের অনুরূপ বলবে। অতঃপর আমার উপরে দরূদ পাঠ করবে। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপরে একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তার উপরে দশটি রহমত নাযিল করেন। অতঃপর তোমরা আমার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট 'অসীলা' চেয়ে প্রার্থনা করবে। কেননা 'অসীলা' জান্নাতের এমন একটি স্থানের নাম, যা কেবলমাত্র একজন ব্যতীত আল্লাহ্‌র অন্য কোন বান্দার জন্য নির্ধারিত হবে না। আশা করি যে, আমিই হব সেই বান্দা। অতএব যে ব্যক্তি আমার জন্য উক্ত 'অসীলা' প্রার্থনা করবে, তার উপরে আমার শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে যাবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭ 'আযান ও আযানের জবাবের ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

উক্ত হাদীছে আযানের জবাব দানের পদ্ধতি পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মুওয়ায্‌যিনের সাথে সাথে আযানের কালেমাগুলি পাঠ করে যেতে হবে। অতঃপর দরূদ পাঠ করতে হবে। 'অসীলা' চেয়ে প্রার্থনা করতে হবে। যাকে আমরা আযানের দো'আ বলে থাকি। সবই রাসূলের নির্দেশ ও নিয়মিতভাবে তাঁর পালিত সুন্নাত। এর মধ্যে কোন্‌টির বাধ্যবাধকতা আছে, আর কোন্‌টির বাধ্যবাধকতা নেই, সে বিষয়ে রাসূল (ছাঃ) থেকে কিছু বর্ণিত হয়নি কিংবা তাঁর আমল থেকেও কিছু জানা যায় না। অতএব উম্মত হিসাবে আমাদের কর্তব্য হ'ল রাসূলের পদাংক অনুসরণ করা, অন্য কিছু নয়। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্নঃ (১৫/৩২০)ঃ ফরয ছালাতের শেষে সম্মিলিত মুনাজাতের প্রমাণে নিম্নলিখিত হাদীছটি ছহীহ না যঈফ জানিয়ে বাধিত করবেন। হাদীছটি হ'লঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন 'যখন তুমি আল্লাহ্‌র নিকটে দো'আ করবে, তখন তোমার দু'হাতের পেট দ্বারা করবে। দু'হাতের পিঠ দ্বারা দো'আ করবে না। অতঃপর যখন দো'আ শেষ করবে তখন দু'হাত দ্বারা চেহারা মুছে নিবে'।

-শেখ আবু মূসা
ইমাম
মৌতলা বাসষ্ট্যাণ্ড জামে মসজিদ
কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত উক্ত হাদীছটি যঈফ *(যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৮৪৪; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২২৪৩ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়; ইরওয়াউল গালীল ২/১৮০ পৃঃ হা/৪৩৩ ও ৪৩৪)*। তাছাড়া এর মধ্যে সম্মিলিত মুনাজাতের কোন বিষয় নেই।

প্রশ্নঃ (১৬/৩২১)ঃ আমি সফরে থাকাবস্থায় কোন এক মসজিদের ইমাম হয়ে ছালাত আদায় করছি। প্রথম রাক'আতের পর স্মরণ হয় যে, আমি মুসাফির। আমাকে কৃছর করতে হবে অথচ মুক্তাদীদের সাথে পরামর্শ হয়নি। এ সময় আমার করণীয় কি?

-সিরাজুল হক
কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ
ভারত।

উত্তরঃ যে নিয়তের উপরে ছালাত শুরু করেছেন, তার উপরেই ছালাত শেষ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'সকল কাজ নিয়তের উপরে নির্ভরশীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তা-ই পাবে, যার জন্য সে নিয়ত করবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ছহীহ বুখারী ও মিশকাত শরীফের প্রথম হাদীছ)*।

অতএব ছালাতের প্রথমেই নিয়ত করা আবশ্যক। ছালাত আরম্ভ করার পর ছালাতের ভিতরে নিয়তের কোন পরিবর্তন ঘটানো চলবে না। প্রকাশ থাকে যে, মুসাফির ইমামের জন্যে ছালাত আরম্ভ করার পূর্বে মুক্তাদীদের সঙ্গে পরামর্শের প্রয়োজন নেই। তবে গণ্ডগোলের সম্ভাবনা আছে মনে করলে ছালাত শুরুর প্রাক্কালে মুক্তাদীদের জানিয়ে দেওয়া ভাল।

প্রশ্নঃ (১৭/৩২২)ঃ আড়াই বৎসরের দাম্পত্য জীবনে আমি দেড় বছর বয়সের এক সন্তানের জনক। আমার স্ত্রী বর্তমানে পাঁচ মাসের গর্ভবতী। বিবাহের পর থেকেই সে আমার সাথে খারাপ আচরণ করে আসছিল। তার পিতা-মাতা বুঝানো সত্ত্বেও সে নিজ সিদ্ধান্তে অটল থেকে কিছুদিন আগে ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ী চলে যায়। এমতাবস্থায় কুরআন-হাদীছের আলোকে স্ত্রী ও সন্তানের প্রতি আমার কর্তব্য কি?

-আবুল খায়ের
কাপাসিয়া, গাজীপুর।

উত্তরঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে যদি মনোমালিন্য দেখা দেয় এবং স্ত্রী যদি স্বামীর আনুগত্য করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহ'লে উভয় পক্ষ হ'তে একজন করে উকিল বা প্রতিনিধি নিয়োগ করতে হবে। তারা যদি মীমাংসা করে দিতে পারে তাহ'লে মীমাংসা হবে, অন্যথায় তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে' *(নিসা ৩৫)*। আর গর্ভবতী অবস্থায় তালাক দেয়া হ'লে প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত ইদ্দত থাকে (প্রসবের পরে আর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অবকাশ থাকবে না) *(তালাক্ব ৪)*। আর সন্তানের ন্যায়সঙ্গত খোরপোষের দায়িত্ব পিতার উপর বর্তাবে' *(বাক্বারাহ ২৩৩)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৩২৩)ঃ ফরয ছালাতে সিজদায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' পড়ার পর অন্যান্য দো'আ যেমন, আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনান্নার ইত্যাদি দো'আ পড়া যায় কি?

-শরীফুল ইসলাম
নিমসার জনাব আলী কলেজ

বুড়িচং, কুমিল্লা

উত্তরঃ সিজদারত অবস্থায় বিভিন্ন ধরনের দো'আ পাঠ করা যায়, যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। এ সমস্ত দো'আ ব্যতীত নিজের কল্যাণের জন্য অন্যান্য দো'আও পাঠ করা যায়। কেননা সিজদা হ'ল দো'আ কবুলের সর্বোত্তম সময়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'বান্দা স্বীয় প্রভুর সর্বাধিক নিকটে পৌঁছে যায়, যখন সে সিজদায় রত হয়। অতএব তোমরা ঐ সময় বেশী বেশী প্রার্থনা কর'। অন্য বর্ণনায় এসেছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা মনে রেখ যে, আমাকে রুকূ ও সিজদায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে। রুকূতে তোমরা আল্লাহ্র মহত্ত্ব ঘোষণা কর এবং সিজদাতে তোমরা বেশী বেশী প্রার্থনা কর। আশা করা যায়, তোমাদের দো'আ কবুল করা হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৪, ৮৭৩; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৬৯, ৮৩)*। অর্থাৎ কুরআনী দো'আ ব্যতীত অন্যান্য যেকোন দো'আ সিজদায় করা যায়।

প্রকাশ থাকে যে, হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম 'যাদুল মা'আদ' গ্রন্থে সিজদায় ৯ ধরনের দো'আ পড়া যায় বলে উল্লেখ করেছেন *(ঐ ১/২২৫ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৩২৪)ঃ কবরস্থানের বৃক্ষাদি, বাঁশগাছ ইত্যাদি কবরের উপরে বসে কাটা যায় কি? তাছাড়া উক্ত বৃক্ষাদি ও বাঁশ বিক্রয় করা এবং ক্রয় করে মসজিদে ব্যবহার করা যাবে কি?

-মাওলানা আবদুল ওয়াহ্হাব
আলাদীপুর মাদরাসা
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবরের উপর বসতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৭)*। অতএব কবরের অসম্মান ঘটিয়ে কোন কাজ করা যাবে না। তবে বাধ্যগত অবস্থায় সাময়িকভাবে কবরের উপরে বসা যেতে পারে। কেননা তখন কবরের অসম্মান করা উদ্দেশ্য থাকে না। তাছাড়া লাশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে ও তা মাটি হয়ে গেলে সেখানে সাধারণ মাটির ন্যায় সবকিছু করা যায় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০১; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১২৬)*। অতএব সাময়িক প্রয়োজনে বাধ্যগত অবস্থায় কবরের বৃক্ষাদি কাটা যাবে। কবরের বৃক্ষাদি বিক্রয় করে কবরস্থানের উন্নয়নের কাজে লাগানো যাবে। সেখানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত হ'লে তা মসজিদের কাজেও লাগানো যায় *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'আ ফাতাওয়া ৩১/২০৮)*।

প্রশ্নঃ (২০/৩২৫)ঃ মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী সবাই মিলে ছাদাক্বার বকরী খেতে পারবে কি?

-আয়নুল হক
কদমডাংগা মাদরাসা
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ ছাদাক্বা মূলতঃ ফক্বীর-মিসকীনদের জন্য। ধনী ও সামর্থ্যবান ব্যক্তিগণের জন্য নয় *(আবূদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৮৩০-৩২ 'যাকাত' অধ্যায় 'যার জন্য ছাদাক্বা হালাল নয়' অনুচ্ছেদ)*। তবে 'হাদিয়া' স্বরূপ অন্যেরাও তা থেকে খেতে পারে। যেমন, আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বারীরা-র গৃহে প্রবেশ করে দেখলেন ডেকচিতে গোশত রান্না হচ্ছে। অতঃপর খাওয়ার জন্য তাঁর নিকটে রুটি ও তরকারী পেশ করা হ'ল। তিনি বললেন, আমি যে দেখলাম ডেকচিতে গোশত রান্না হচ্ছে! তারা বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু উহা বারীরাকে ছাদাক্বা হিসাবে দেওয়া হয়েছে। আর আপনি তো ছাদাক্বার জিনিষ খান না। তিনি বললেন, ওটা তার জন্য ছাদাক্বা ও আমাদের জন্য হাদিয়া' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮২৪ অনুচ্ছেদ ঐ)*। উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মাদরাসায় প্রদত্ত ছাদাক্বার বকরী 'হাদিয়া' স্বরূপ সকলে খেতে পারে *(তানক্বীহ শরহে মিশকাত, বারীরাহ-এর হাদীছের ব্যাখ্যা ২/১১ পৃঃ 'যাকাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২১/৩২৬)ঃ জানাযার ছালাতে বুখারী শরীফ ছাড়া আর কোন্ কোন্ গ্রন্থে সূরা ফাতিহা পাঠের কথা উল্লেখ রয়েছে, জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া
নওগাঁ।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা সম্পর্কে বুখারী ছাড়া অন্যান্য যেসব হাদীছ গ্রন্থে উল্লেখ আছে সেগুলি হচ্ছে- নাসাঈ ১/২৮১, আবূদাঊদ হা/৩১৯৮ 'জানাযা' অধ্যায়, 'জানাযায় যা পাঠ করা হয়' অনুচ্ছেদ; তিরমিযী হা/১০২৭; দারাকুৎনী হা/৩; ত্বাহাবী ১/৫০০ পৃঃ; হাকেম ১/৩৫৮ পৃঃ; ইবনুল জারূদ, আল-মুনতাক্বা হা/৫৩৫ পৃঃ শাফেঈ, ১/২১৫, বায়হাক্বী ৪/৩৮, মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা ৪/১১৩ প্রভৃতি *(ইবনু হাজার আসক্বালানী, তালখীছুল হাবীর ২/২৭৯ পৃঃ বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিইয়া ১৪১৯ হিঃ/১৯৯৮। বিস্তারিত দেখুনঃ আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৭৩১-এর ব্যাখ্যা, ৩/১৭৮-১৮০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২২/৩২৭)ঃ গত ২ বছর ধরে আমাদের অফিসে আযান দিয়ে ছালাতে আমিই ইমামতি করে আসছি। কিন্তু মুনাজাত না করার ফলে আমার উপর রাগ করে অফিসের লোকজন আরেক জনকে ছালাত আদায় করাতে বলে। তিনি মাযহাবী কায়দায় ছালাত আদায় করেন এবং শেষে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করেন। এমতাবস্থায় আমার আযান ও এক্বামত দেওয়া ও তাদের সাথে ছালাত আদায় করা কি ঠিক হবে?

-নযরুল ইসলাম
আরব বাংলাদেশ ব্যাংক লিঃ
নওগাঁ শাখা, নওগাঁ।

উত্তরঃ ফাসিক্ব ও বিদ'আতীর পিছনে ছালাত জায়েয আছে। তবে এখানে অবস্থাটা ভিন্নরূপ। কেননা ছহীহ হাদীছ মোতাবেক ছালাত বাতিল করে মাযহাবী তরীকায়

ছালাত আদায় করা হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ জিদের বশবর্তী হয়ে বিদ'আতী ইমাম দিয়ে দলবদ্ধ মুনাজাত করে জঘন্যতম বিদ'আত প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। তৃতীয়তঃ বিদ'আতীকে ইমামতি করতে দেওয়া তাকে সম্মান প্রদর্শন করার শামিল। চতুর্থতঃ বিদ'আত সৃষ্টি করে সুন্নাতকে বিলুপ্ত করা হচ্ছে। হাস্‌সান বিন ছাবিত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন কোন কওম দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টি করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্য হ'তে সে পরিমাণ সুন্নাত উঠিয়ে নেন' *(দারেমী, মিশকাত হা/১৮৮ সনদ ছহীহ 'কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*। তিনি আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে সম্মান করল, সে ইসলাম ধ্বংসে সাহায্য করল' *(বায়হাক্বী, শো'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/১৮৯ সনদ হাসান, অনুচ্ছেদ ঐ)*।

উপরোক্ত দলীলসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এ ধরনের বিদ'আত প্রতিষ্ঠাকারীদের সাথে নিরুপায় না হ'লে ছালাত আদায় করা ঠিক হবে না।

প্রশ্নঃ (২৩/৩২৮)ঃ আমি তাহাজ্জুদ ছালাতে অভ্যস্ত। কষ্ট হ'লেও নিয়মিত আদায় করি। কিন্তু জনৈক মৌলভী ছাহেব বললেন যে, কোন একটি নির্দিষ্ট আমল না করে অন্যান্য নফল ইবাদত করলে আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয় হওয়া যাবে। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

-হাবীবুর রহমান
উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ মৌলভী ছাহেবের উক্ত বক্তব্য ঠিক নয়। কারণ আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক প্রিয় ঐ আমল, যা কম হ'লেও নিয়মিত করা হয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৪২ 'কাজে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ... ফরয ছালাতের পরে শ্রেষ্ঠ ইবাদত হ'ল নৈশকালীন ছালাত (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ)' *(মুসলিম হা/১১৬৩, মিশকাত হা/২০৩৯ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*।

কাজেই তাহাজ্জুদ ছালাত নিয়মিত আদায় করা আল্লাহ্‌র নিকট সর্বাধিক প্রিয় আমল। অন্যান্য নফল ইবাদত করলে নেকী হবে। কিন্তু তাহাজ্জুদের ন্যায় প্রিয় আমল হবে না।

প্রশ্নঃ (২৪/৩২৯)ঃ জনৈক প্রভাবশালী আলেম বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামত পর্যন্ত চিরকাল আমার উম্মতের মধ্যে একটি দল হক্ব-এর উপরে লড়াইরত ও বিজয়ী থাকবে। অতঃপর ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন। তখন হকপন্থী দলের আমীর তাঁকে বলবেন, আসুন! আমাদের ছালাতে ইমামতি করুন! সেই আমীর নাকি ইমাম মাহদী? এর সত্যতা জানতে চাই।

-আবদুল কুদ্দুস
নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ বিষয়টি নিঃসন্দেহে সত্য এবং হাদীছটি মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে *(মিশকাত হা/৫৫০৭ 'ক্বিয়ামতের নিদর্শন' অনুচ্ছেদ)*।

ইমাম মাহদী হকপন্থী দলের আমীর হবেন সেটিও ইবনু মাসঊদ ও অন্যান্য বর্ণনাকারী হ'তে বর্ণিত। সেখানে বলা হয়েছে যে, তিনি হবেন মাহদী (আঃ), যিনি ফাতিমা বিনতে রাসূল (ছাঃ)-এর বংশধর হবেন। যাঁর নাম মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ হবে। যিনি এসে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করবেন এবং সাত বৎসর সুশাসনের মাধ্যমে পৃথিবীকে ন্যায়বিচার ও শান্তিতে পূর্ণ করে দিবেন' *(তিরমিযী, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪৫২-৫৪ 'ফিতান' অধ্যায়, 'ক্বিয়ামতের নিদর্শন' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান। দ্রঃ দরসে হাদীছঃ মাহদীর আগমন, আত-তাহরীক ফেব্রুয়ারী '০৩)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৩৩০)ঃ মানুষের মাথার চুল পাকা নাকি মৃত্যুর চিঠি। মাথার চুল পাকলে বুঝতে হবে যে, তার মৃত্যু অত্যাসন্ন। এ বক্তব্যের সত্যতা কতটুকু?

-মিছবাহুল হক
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ উল্লেখিত বক্তব্য কুরআন-হাদীছ সমর্থিত নয়। এগুলি মানুষের ধারণা বা কথার কথা মাত্র। মৃত্যুর সঙ্গে কাঁচা বা পাকা চুলের কোন সম্পর্ক নেই। এটি মৃত্যুর চিঠিও নয়। বরং চুল পাকলে সেগুলিকে উপড়িয়ে না ফেললে ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য নূর হবে *(তিরমিযী, নাসাঈ, সনদ হাসান)*। আমর ইবনে শো'আয়েব তার পিতা হ'তে, তিনি তার দাদা হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা সাদা চুলগুলি উপড়িয়ে ফেল না। কেননা উহা মুসলমানদের জন্য নূর। বস্তুতঃ ইসলামের মধ্যে থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তির একটি চুল সাদা হবে, তার অসীলায় আল্লাহ তা'আলা তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ করবেন, তার একটি গুনাহ মাফ করবেন এবং মর্যাদার একটি স্তর উঁচু করবেন' *(আবূদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৪৫৮ 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৩৩১)ঃ আমরা কৃষক মানুষ। মালকোচা বা নেংটি মেরে কাজ না করলে অসুবিধা হয়। শুনেছি হাঁটুর উপরে কাপড় উঠলে বা উরু বের করলে নাকি ৪০ দিনের ইবাদত নষ্ট হয়ে যায়। একথা কতটুকু সত্য?

-মানিক মাহমূদ
ঝাগড়ুপাড়া, বিরামপুর
দিনাজপুর।

উত্তরঃ হাঁটুর উপরে কাপড় উঠলে বা উরু বের করলে ৪০ দিনের ইবাদত নষ্ট হয়ে যায় কথাটি ভিত্তিহীন ও বানাওয়াট। প্রয়োজনে উরু বের করে তথা নেংটি মেরে কাজকর্ম করা যেতে পারে। তবে বিনা প্রয়োজনে উরু বের না করাই ভাল *(বুখারী ১/৫৩ পৃঃ; তরজুমাতুল বাব 'উরু গোপন অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত')*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উরু কিংবা পায়ের নলা হ'তে কাপড় খোলা অবস্থায় নিজ গৃহে শুয়ে ছিলেন। এমন সময় আবূবকর ও ওমর (রাঃ) ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি তাদেরকে

প্রবেশের অনুমতি দিলেন এবং তিনি ঐ অবস্থায় (উরু অথবা পায়ের নলা হতে কাপড় খোলা অবস্থায়) ছিলেন এবং তাদের সাথে কথাবার্তা বললেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬০৬০ 'ওছমান (রাঃ)-এর মর্যাদা অনুচ্ছেদ; আত-তাহরীক মার্চ '৯৯ প্রশ্নোত্তর ৫/৮৫ দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৩৩২)ঃ তাবলীগী নিছাবে বায়হাক্বীর 'শো'আবুল ঈমান' গ্রন্থের উদ্ধৃতিতে একটি হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, 'যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকটে আমার উপর দরূদ পড়ে আমি স্বয়ং তা শুনি এবং দূর থেকে যে আমার উদ্দেশ্যে দরূদ পড়ে তা আমার নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়' (ফাযায়েলে দরূদ শরীফ, পৃঃ ১৮)। হাদীছটি কি ছহীহ?

-সাইদুল আনছারী
নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছের প্রথমাংশ অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি আমার কবরের... আমি স্বয়ং তা শুনি' -এটি 'জাল'। কিন্তু দ্বিতীয়াংশটি অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি দূর থেকে আমার উদ্দেশ্যে...' এটি 'ছহীহ' *(দ্রঃ আলবানী, সিলসিলা যাঈফাহ ১/২০৩ পৃঃ; ইবনুল জাওযী, কিতাবুল মওযূ'আত ১/৩০৩; মুসলিম, মিশকাত হা/৯২১ 'রাসূলের উপরে দরূদ পাঠের ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৩৩৩)ঃ একজন মুসলমান ছেলে একজন হিন্দু মেয়েকে এই শর্তে বিবাহ করে যে, তারা নিজ নিজ ধর্মের উপরে থাকবে। শরী'আতের দৃষ্টিতে এদের হুকুম কি হবে?

-আকরাম
টৌটালিপাড়া, মোহনপুর
রাজশাহী।

উত্তরঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে তাদের বিবাহ হয়নি। তারা ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর অন্তর্ভুক্ত হবে। তাদের সন্তান-সন্ততি হ'লে জারজ সন্তান হিসাবে পরিগণিত হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিক নারী ভিন্ন কাউকে বিবাহ করে না এবং ব্যভিচারিণী নারীকে ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিক পুরুষ ভিন্ন অন্য কেউ বিবাহ করে না। মুসলমানদের প্রতি এরূপ বিবাহকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে' *(নূর ৩)*। সূরা মুমতাহিনার ১০ নং আয়াতেও এরূপ বর্ণনা এসেছে।

অতএব হিন্দু যেহেতু কাফের ও মুশরিক, সেহেতু তাদেরকে মুসলমান না করে কোন ঈমানদার মুসলিম বিবাহ করতে পারে না। এখন তার উচিৎ হবে তাকে দ্রুত মুসলমান করে পুনরায় বিবাহ করা এবং এই অন্যায় কাজের জন্য আল্লাহ্র নিকট তওবা করা।

প্রশ্নঃ (২৯/৩৩৪)ঃ অন্যত্র চাকুরীর তাকীদে নিজ বাড়ী এক হিন্দু লোককে ভাড়া দিয়ে কর্মস্থলে চলে আসি। সে প্রায় ১২ বছর যাবৎ সেখানে বসবাস করছে। এখন নিজ বাড়ীতে পুনরায় বসবাস করতে চাইলে কিভাবে বাড়ী-ঘর পবিত্র করতে হবে?

-তোফাযযল হক
প্রকৌশলী ও বিভাগীয় প্রধান (বিদ্যুৎ)
গিভেন্সী স্পিনিং মিল্স লিঃ
মতিঝিল, ঢাকা।

উত্তরঃ হিন্দু হৌক বা বিধর্মী হৌক কোন মুসলমানের বাড়ীতে তারা বসবাস করলে সে ঘর অপবিত্র হয় না। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ছুমামা ইবনে আছাল (রাঃ)-কে মুশরিক অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন দিন মসজিদের খুঁটিতে বেঁধে রেখেছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯৬৪ 'জিহাদ' অধ্যায়, 'কয়েদীদের ফায়ছালা' অনুচ্ছেদ)*। এক সফরে রাসূল (ছাঃ) জনৈকা মুশরিকা মহিলার মশক হ'তে পানি নিয়েছিলেন এবং ছাহাবীগণকে পান করতে ও তাদের পশুকে পান করাতে বলেছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৮৪ 'মু'জিযা' অনুচ্ছেদ)*।

অত্র হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হিন্দুদের ব্যবহার করা জিনিষপত্র অপবিত্র হয় না। সুতরাং তা পবিত্র করার কোন প্রয়োজন নেই *(ডিসেম্বর '৯৯ প্রশ্নোত্তর ১৭/৭৭)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৩৩৫)ঃ আমি একজন অবিবাহিতা নারী। সাধ্যমত শরী'আতের বিধান মেনে চলি। কিন্তু আমার বিবাহ না হওয়ার ফলে কিছু দুষ্ট লোক আমার সম্পর্কে কুৎসা রটনা করে। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের কুৎসা রটনাকারীদের ইবাদত কবুল হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
জামতৈল, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ পূত-পবিত্র মুসলমান নারীদের উপরে অপবাদ ও কুৎসা রটনাকারী ব্যক্তি ইহকালে কঠোর পরিণাম এবং পরকালে কঠিন আযাবের সম্মুখীন হবে। আল্লাহ বলেন, 'যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ দেয়, অথচ তার স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে পারে না, তাদেরকে তোমরা ৮০টি বেত্রাঘাত কর এবং তাদের সাক্ষ্য কখনোই গ্রহণ করবে না' *(নূর ৪)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'যারা সতী-সাধ্বী মোমেনা সরলা মেয়েদের উপরে অপবাদ দেয়, দুনিয়াতে ও আখেরাতে তারা অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি *(নূর ২৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, '৭টি ধ্বংসকারী বস্তু হ'তে তোমরা বেঁচে থাক। আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, জাদু করা, অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করা যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সূদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, যুদ্ধের ময়দান হ'তে পিছু হটে আসা এবং পূত-পবিত্র মুসলিম মহিলাদের চরিত্র সম্পর্কে কুৎসা রটনা করা' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২ 'ঈমান' অধ্যায়, মুনাফিকের আলামত ও কাবীরা গুনাহ' অনুচ্ছেদ)*। অতএব ঐসব কুৎসা রটনাকারীদের ইবাদত কবুল হ'লেও তওবা না করে মারা গেলে ক্বিয়ামতের দিন তার নেকী হ'তে অন্যের ক্ষতিপূরণ দিতে

দিতে এক পর্যায়ে নেকীশূন্য অবস্থায় জাহান্নামে চলে যাবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৭ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'যুলুম' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩৩৬)ঃ হজ্জ প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় একজন বাঙ্গালী আলেম বললেন যে, হাজরে আসওয়াদে মুখ রেখে অনেকক্ষণ ক্রন্দন করা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ করেছেন কি?

-শরফুদ্দীন
গ্রাম ও ডাকঃ মাহমূদপুর
মেলান্দহ, জামালপুর।

উত্তরঃ উল্লেখিত হাদীছটি 'অত্যন্ত যঈফ' (ضعيف جداً) হাদীছটি নিম্নরূপঃ

ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাজরে আসওয়াদকে সামনে রেখে তাতে দুই ঠোঁট রেখে দীর্ঘক্ষণ ক্রন্দন করলেন... *(ইরওয়াউল গালীল হা/১১১১, ৪/৩০৮ পৃঃ)*। ইমাম নাসাঈ বলেন, হাদীছটি পরিত্যক্ত। ইমাম বুখারী বলেন, হাদীছটি 'মুনকার' বা 'অগ্রহণযোগ্য' *(ইরওয়া, ঐ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩৩৭)ঃ ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বলক্ষণ সমূহের মধ্যে মুসলমানদের কিছু গোত্র মূর্তি পূজারী হবে। কিন্তু মুসলমানরা কোথাও মূর্তি পূজারী নয়। তাহ'লে এই আলামতটি এখনও বাকী আছে কি?

-ফয়ছাল আহমাদ
আলীপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, অনেক মুসলমান মূর্তি পূজারী হয়ে গেছে। যেমন নেককার ব্যক্তির কবরে গিয়ে তাকে সিজদা করা, সেখানে বসে প্রার্থনা করা, তার অসীলায় মুক্তি চাওয়া, সেখানে নযর-নেয়ায দেওয়া, ভক্তিভাজন পীর বা নেতা-নেত্রীর ছবিতে ফুলের মালা দেওয়া, চিত্রের পাদদেশে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করা, নীরবে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা, ভাস্কর্যের নামে শিক্ষাঙ্গনে ও রাস্তার মোড়ে মোড়ে মূর্তি স্থাপন করা ও তাকে সম্মান দেখানো, শিখা অনির্বাণ ও শিখা চিরন্তন বানিয়ে সেখানে নীরবে সম্মান প্রদর্শন করা, শহীদ মিনার ও স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করা ইত্যাদি মূর্তি পূজার শামিল।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না আমার উম্মতের কিছু গোত্র মুশরিকদের সঙ্গে মিশে যাবে এবং কিছু গোত্র মূর্তি পূজারী হবে' *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪০৬ 'ফিতান' অধ্যায়। বিস্তারিত দেখুন দরসে কুরআনঃ জান্নাতের পথ আপোষহীন, অক্টোবর '৯৯)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৩৮)ঃ এক শ্রেণীর ছেলেরা কবুতর ক্রয় করে উড়িয়ে খেলাধূলা করে। শুধু তাই নয় এই ধরনের কবুতরের দামও বেশ চড়া। আমার প্রশ্ন, কবুতর নিয়ে এভাবে খেলাধূলা করা কি জায়েয?

-আব্দুল মুমিন
সুন্দরপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কবুতর হালাল প্রাণী, যা লালন-পালন করা জায়েয। কিন্তু কবুতরকে নিয়ে খেল-তামাশা করতে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে কবুতরের পিছনে দৌড়াচ্ছে (অর্থাৎ কবুতর নিয়ে খেলা করছে)। তখন তিনি বললেন, এক শয়তান আরেক শয়তানের পিছনে ছুটছে *(আহমাদ, আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, শো'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/৪৫০৬ 'ছবি সম্পর্কিত বর্ণনা' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৩৯)ঃ মিসরের আলেমগণ ছোট মেয়েদের খাৎনা জায়েয বলেন এবং এর উপকারিতা সম্পর্কে নিম্নের হাদীছটি দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন। '... কেননা উহা নারীর জন্য অত্যধিক তৃপ্তিদায়ক এবং স্বামীর নিকটে খুবই প্রিয়' (আবূদাঊদ)। এই হাদীছের বিশুদ্ধতা জানতে চাই।

-মুযাফফর হোসাইন
বারকোনা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ মেয়েদের খাৎনার উপকারিতা সম্পর্কে বর্ণিত উপরোক্ত হাদীছটি 'যঈফ'। নিম্নে হাদীছটি বর্ণিত হ'লঃ

উম্মে 'আতিয়াহ আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈকা নারী মদীনায় মেয়েদের খাৎনা করাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, খাৎনা স্থানের মাংস খুব বেশী কেটো না। কেননা উহা নারীর জন্য খুবই তৃপ্তিদায়ক এবং স্বামীর নিকটে খুবই প্রিয় *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৪৬৮ 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। আবূদাঊদ বলেন, হাদীছটি যঈফ এবং তার বর্ণনাকারী মাজহূল বা অপরিচিত।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৪০)ঃ বিগত ইউপি নির্বাচনে জনৈক ইমামের মনোনীত প্রার্থী জয়ী হ'লে তিনি মুছল্লীদের সাথে করে দু'রাক'আত শুকরানা ছালাত আদায় করেন। উল্লেখিত পদ্ধতি ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক হয়েছে কি?

-সাইফুল ইসলাম
গ্রামঃ নারায়ণজোল
আগরদাঁড়ী, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ইমাম ছাহেব যে খুশির কারণে শুকরানা ছালাত আদায় করেছেন, সেটি শরী'আত সম্মত নয়। তাছাড়া যে দু'রাক'আত ছালাত তিনি শুকরানা আদায় করেছেন সেটিও হয়েছে শরী'আত বহির্ভূত পদ্ধতিতে।

সিজদায়ে শুক্‌র-এর পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

কোন খুশীর ব্যাপার ঘটলে রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সিজদায় পড়ে যেতেন *(আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৪৯৪ 'সিজদায়ে শুকর' অনুচ্ছেদ)*। সিজদায়ে তেলাওয়াতের ন্যায় এখানে একটি সিজদা হবে এবং এই সিজদাতেও ওযূ বা ক্বিবলা শর্ত নয়। হাদীছে তাকবীর দেওয়ার স্পষ্ট বক্তব্য নেই। তবে সম্ভবতঃ অন্যান্য সিজদার

উপরে ভিত্তি করে ছাহেবে 'বাহ্‌র' তাকবীর দেওয়ার কথা বলেছেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৬৮ পৃঃ; বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল ৮৫-৮৬ পৃঃ)*।

উল্লেখ্য যে, প্রচলিত গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি ইসলামী নির্বাচন পদ্ধতির বিরোধী। অতএব এতে কেউ জয়ী হওয়াতে ইমাম ছাহেবের খুশী হওয়া এবং সেজন্য শুকরানা ছালাত আদায় করা কোনটাই ঠিক হয়নি।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৪১)ঃ আমি সউদীতে বহুদিন ছিলাম। একদিন বাজারে গিয়ে এক মুরগীর দোকানদারকে বললাম, انا اريد لحم الدجاج كيلو واحد অর্থাৎ আমি এক কেজি মুরগীর গোশত চাই। দোকানদার হেসে বললেন যে, মুরগীর ক্ষেত্রে লাহম অর্থ গোশত বলা ঠিক না। আমি জানতে চাচ্ছি, মুরগীর ক্ষেত্রে লাহম বা মুরগীর গোশত হাদীছে ব্যবহার হয়েছে কি-না?

-আব্দুস সাত্তার
গ্রামঃ কিশোরী নগর
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ সউদী আরবে 'মুরগীর গোশতে' 'লাহ্‌ম' শব্দটি ব্যবহার হয় না বিধায় দোকানদার হেসেছেন। তারা 'দাজাজ' বা মুরগী শব্দটি বললেই মুরগীর গোশত বুঝবেন। কিন্তু হাদীছে মুরগীর গোশত শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে 'লাহমুদ দাজাজ' অর্থাৎ মুরগীর গোশত খেতে দেখেছি' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১১২, 'যে প্রাণী খাওয়া হালাল ও হারাম' অনুচ্ছেদ)*। এটি ঐদেশের একটি বহুল প্রচলিত ভুল (خطأ شائع) মাত্র।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৪২)ঃ বিদেশী ষাঁড়ের শুক্রবীজ সংগ্রহ করে গাভী প্রজনন ঘটানো বৈধ হবে কি?

-আযীযুল হক
সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া
গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ গৃহপালিত প্রাণীসহ পৃথিবীর সকল প্রাণী আল্লাহ তা'আলা মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। গাভী একটি বড় কল্যাণকর পশু। কাজেই গবাদী পশুর উন্নয়নের লক্ষ্যে যেকোন উন্নতমানের প্রজনন পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়। স্মর্তব্য যে, শরী'আতের বিধি-বিধান মেনে চলার আদেশ শুধুমাত্র মানুষ ও জিনের উপর ন্যস্ত। পশুর উপরে নয় *(দ্রঃ আত-তাহরীক জানু/২০০১ প্রশ্নোত্তর ১৩/১১৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩৪৩)ঃ আমাদের এলাকায় কোন লোক মারা গেলে তার জন্য কাফ্‌ফারা আদায় করা হয়। মৃত ব্যক্তির কোন কাফ্‌ফারা আছে কি?

-আব্দুল্লাহ
চটেরহাট, মংলা বন্দর
খুলনা।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য বিভিন্নভাবে ক্ষমা চাইতেন। যেমন- মারা যাবার পর খোলা চক্ষু বন্ধ করার সময় ক্ষমা চাইতেন *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৫২৬ 'জানাযা' অধ্যায়)*। জানাযা পড়ার সময় ক্ষমা চাইতেন *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৫৩৩ 'জানাযা' অধ্যায়)*। মাটি দেওয়ার পর ক্ষমা চাইতেন *(আবূদাউদ, বুলূগুল মারাম হা/৫৬৯ 'জানাযা' অধ্যায়)*। বিভিন্ন সময়ে কবরের পার্শ্বে গিয়ে ক্ষমা চাইতেন *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৫৮২ 'জানাযা' অধ্যায়)*। কিন্তু তিনি কোনদিন কোন মৃত ব্যক্তির কাফ্‌ফারা আদায় করেননি। এমনকি ছাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈনে এযাম থেকেও এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অবশ্যই এটা বিদ'আত যা প্রত্যাখ্যাত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩৪৪)ঃ কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার ৪০ দিন পর 'চল্লিশা' করা জায়েয আছে কি?

-হারূণ
ডাকবাংলা
ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে চল্লিশতম দিবসে অথবা যেকোন দিনকে নির্দিষ্ট করে সেই দিনে আত্মীয়-স্বজন এবং আলেম-ওলামাকে দা'ওয়াত দিয়ে খাওয়ানোর প্রচলিত রেওয়াজটি দ্বীনের মধ্যে নব্যসৃষ্ট বা 'বিদ'আত'। এভাবে নির্দিষ্ট দিনে মৃত ব্যক্তির জন্য মাগফিরাত কামনা অথবা তার নিকট নেকী পৌঁছানোর এই বিশেষ তরীকা যা এদেশে 'কুলখানি' বা 'চল্লিশা' নামে প্রচলিত আছে, তা কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিপন্থী আমল, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে এমন কিছু সৃষ্টি করল যা তার অন্তর্ভুক্ত নয় তা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৩৪৫)ঃ মৃত ব্যক্তির নামে কুরআন খতম করা বা তার নামে কুরআন খরিদ করে মসজিদ- মাদরাসায় দেওয়া যায় কি?

-আফযাল
কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবর যিয়ারত করতে যেতেন, কবরবাসীর মাগফিরাত কামনা করতেন এবং লোকদেরকে মাগফিরাত কামনা করতে বলতেন। তবে তিনি মৃত ব্যক্তির নামে কুরআন পড়তেন না। অবশ্যই এটা নতুন সৃষ্টি, যা প্রত্যাখ্যাত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০; হাইআতু কিবারিল ওলামা ১/৩৫৯ পৃঃ; যাদুল মা'আদ ১/৫০৯পৃঃ; আত-তাহরীক জুলাই '৯৮ প্রশ্নোত্তর ৯/১০৯)*।

তবে আর্থিক দান হিসাবে কুরআন মজীদ ক্রয় করে মসজিদ-মাদরাসায় প্রদান করা যায়। কেননা মৃত ব্যক্তির নামে আর্থিক দান করা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩)*।

মাসিক

আত-তাহরীক

৬ষ্ঠ বর্ষ ১০ম সংখ্যা
জুলাই ২০০৩

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

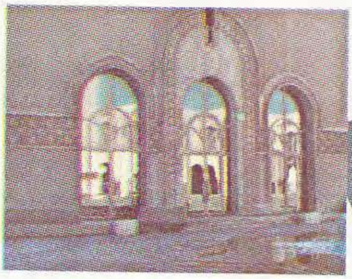

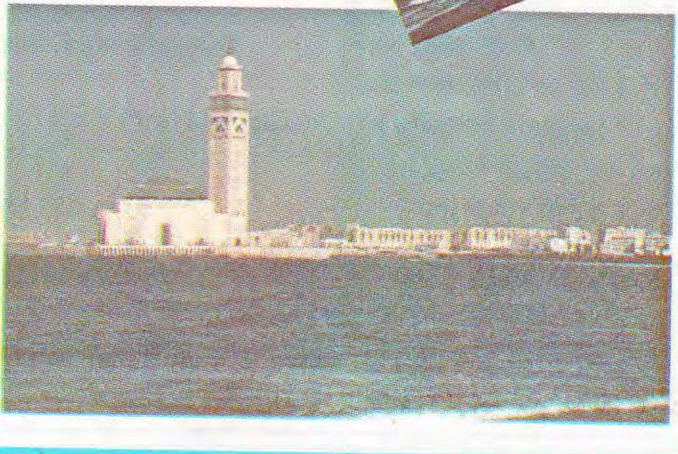

অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ ও যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আবু তাহের।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় প্রভাবশালী সুধী ও যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ রুস্তমত আলী, জগতপুর এডিএইস সিনিয়র মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নান ও মাওলানা শামসুল হক প্রমুখ।

প্রশিক্ষণে ও দরসে কুরআন পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, দরসে হাদীছ পেশ করেন যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আবু তাহের, পরিচিতি 'ক'-এর উপরে প্রশিক্ষণ দান করেন 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন, 'নৈতিক ভিত্তি ও প্রস্তাবনা' বই-এর উপরে সামষ্টিক পাঠ পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, ছালাতের গুরুত্ব, ছালাত তরককারীর পরিণাম এবং ছালাতের বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কোরপাই কারিয়ারচর ফাযিল মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ মুসলেমুদ্দীন ও মাওলানা মুহাম্মাদ শরাফত আলী।

আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা

মহিলা সমাবেশ

পাংশা, রাজবাড়ী ॥ ১৮ মে, রবিবারঃ রাজবাড়ী যেলা 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র উদ্যোগে স্থানীয় মৈশালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদ-এর সভাপতিত্বে এক মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় 'দারুল ইফতা'-র সম্মানিত সদস্য ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী' নওদাপাড়া-র শিক্ষক মাওলানা আবদুর রাযযাক বিন ইউসুফ। পর্দার অন্তরালে সমবেত মা-বোনদের উদ্দেশ্যে প্রধান অতিথি স্বীয় বক্তব্যে সকলকে অহি-র বিধান অনুযায়ী সার্বিক জীবন পরিচালনা করার উদাত্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মহিলাদের জান্নাতে যাওয়া সহজ হওয়া সত্ত্বেও তারাই জাহান্নামে বেশী যাবে। সুতরাং জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হাফেয আব্দুল্লাহ খান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আলহাজ্জ আব্দুল মজীদ ও আলহাজ্জ আব্দুল গফূর প্রমুখ।

সমাবেশ পরিচালনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব আব্দুর রউফ এবং সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আব্দুর রাযযাক ও অন্যান্যগণ।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৩৪৬)ঃ একজন বালেগা মেয়ের জন্য পিতা ও অন্যান্য মেয়েদের সামনে কতটুকু পর্দা করা ফরয? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-খালেদা
জেদ্দা, সঊদী আরব।

উত্তরঃ মহিলাদের পর্দার সীমারেখা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ... 'তারা যেন তাদের স্বামী ও তাদের পিতা ছাড়া অন্যের সম্মুখে তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে' (*নূর ৩১*)। পিতা ও অন্যান্য মাহরাম ব্যক্তিবর্গের সামনে কতটুকু পর্দা করতে হবে বা শরীরের কতটুকু প্রকাশ করা যায় এ সম্পর্কে সঠিক কথা এই যে, নারী দেহের গোপন ও বাহ্যিক সৌন্দর্য এমনভাবে প্রকাশ করা যাবে না, যা শালীনতা বিরোধী এবং যা অন্যকে আকৃষ্ট করে।

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফাতেমা (রাঃ)-কে দেওয়ার জন্য একটি গোলাম নিয়ে তার নিকট আগমন করেন। গোলামকে দেখে ফাতেমা (রাঃ) নিজেকে স্বীয় চাদরে আবৃত করতে থাকেন। কিন্তু চাদরটা ছোট হওয়ায় মাথা ঢাকলে পা খোলা থাকছিল এবং পা ঢাকলে মাথা খোলা থাকছিল। এ দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, 'হে আমার প্রিয় কন্যা! তুমি এত কষ্ট করছ কেন? আমি তো তোমার আব্বা আর এতো তোমার গোলাম' (*ছহীহ আবুদাউদ ২/৫২১ পৃঃ, হা/৪১০৬; 'গোলাম স্বীয় মহিলা মনিবের চুল দেখতে পারে' অনুচ্ছেদ*)।

মেয়েরা অন্যান্য মহিলাদের সামনে কতটুকু খোলা রাখতে পারে সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতে তা বর্ণিত হয়েছে। ঐ আয়াতের نِسَائِهِنَّ দ্বারা মুসলিম নারীদেরকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং তাদের সামনে ঐ আভরণ প্রকাশ করা যাবে, যা মাহরাম আত্মীয়দের সামনে প্রকাশ করা যায়। উল্লেখ্য যে, ইহুদী, নাছারা ও মুশরিক মহিলাদের সামনে স্বীয় সৌন্দর্য প্রকাশ করা যাবে না (*তাফসীর ইবনে কাছীর, ২/২৭৫ পৃঃ*)।

প্রশ্নঃ (২/৩৪৭)ঃ আমরা জানি, আত্মহত্যাকারীর পরিণাম জাহান্নাম। বর্তমানে মুজাহিদ ভাইয়েরা ইহুদী-খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে গিয়ে নিজেকে মানববোমায় পরিণত করে মারা যাচ্ছেন। এভাবে আত্মঘাতি বোমায় নিহতদের আখেরাতে পরিণাম কি হবে?

-ইকবাল হুসাইন
হরিপুর, ভেণ্ডাবাড়ী, পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলার দ্বীনকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে মুজাহিদগণ যেকোন কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। যদিও তারা নিশ্চিত হন যে, আমরা জিহাদের ময়দানে মৃত্যুবরণ করব। এরা শহীদের মর্যাদা পাবেন ইনশাআল্লাহ। কারণ- তাদের লক্ষ্য হ'ল আল্লাহ্র দ্বীনকে বিজয়ী করা। পক্ষান্তরে আত্মহত্যাকারীর ঐ ধরনের কোন প্রত্যাশা থাকে না। কাজেই দু'টির লক্ষ্য দু'ধরনের। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, মূতার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় গোলাম যায়েদ বিন হারেছা (রাঃ)-কে তিন হাযার সৈন্যের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। অতঃপর বললেন, যায়েদ বিন হারেছাহ শহীদ হ'লে জা'ফর বিন আবু ত্বালেব সেনাদলের নেতৃত্ব দিবে। সেও যদি শহীদ হয়, তবে আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা নেতৃত্ব গ্রহণ করবে'। অপর বর্ণনায় আনাস (রাঃ) বলেন, উক্ত তিনজনের শহীদ হওয়ার খবর আসার আগেই আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) অশ্রুসিক্ত নয়নে তাদের মৃত্যুর খবর আমাদেরকে শুনান এবং বলেন, অতঃপর আল্লাহ্র তরবারি সমূহের মধ্যকার একটি তরবারি (খালেদ বিন ওয়ালীদ) ঝাণ্ডা হাতে নেন এবং তার হাতেই আল্লাহ বিজয় দান করেন। *(ছহীহ বুখারী ২/১০৪ পৃঃ, হা/৪২৬১, ৪২৬২ 'মাগাযী' অধ্যায় 'সিরিয়ায় সংঘটিত মূতার যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত ভাষণে সেনাপতিগণ অনুধাবন করেছিলেন যে, আমাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কারণ রাসূলের কথা চির সত্য। উপরোক্ত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে হ'লেও আল্লাহ্র দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়। তবে সবকিছু নির্ভর করে ব্যক্তির নিয়তের উপরে। *(দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক, আগষ্ট ২০০২, প্রশ্নোত্তর নং ২৫/৩৫০)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩৪৮)ঃ গত ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০০৩ইং তারিখের দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় আযানের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে বৃদ্ধাঙ্গুলি চুম্বন করার ফযীলত সম্পর্কে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যারা আযানের সময় আমার নাম শ্রবণ করে দু'হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখকে চুম্বন করে চোখে মাসাহ করবে তারা কখনও অন্ধ হবে না' (তাফরীহু আজকিয়া)। আরো বলা হয়েছে, আযানের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নাম প্রথমবার শুনবার পর 'ছাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে দুই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি চুম্বন করা মুস্তাহাব এবং দ্বিতীয়বার শুনবার পর 'কুররাতু আইনি বিকা ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলে দুই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি পূর্বের ন্যায় চুম্বন করা ছওয়াবের কাজ (কানযুল ইবাদ ও শামী কিতাবের বাবুল আযান অধ্যায়)। বর্ণিত হাদীছ দু'টির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে জানতে চাই।

-আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস
হরিপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে যে সমস্ত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তার সবগুলিই 'মওযূ' বা বানাওয়াট *(দ্রঃ মুহাম্মাদ ত্বাহের বিন আলী হিন্দী, তাযকিরাতুল মাওযূ'আত (বৈরূত ছাপা ১৪১৫/১৯৯৫) 'আযান এবং আযানের সময় চক্ষুদ্বয় মাসাহ করা' অনুচ্ছেদ, পৃঃ ৩৪)*।

প্রশ্নঃ (৪/৩৪৯)ঃ পৃথিবীতে কতজন নবী ও রাসূল আগমন করেছিলেন? তাঁদের মধ্যে রাসূল-এর সংখ্যা কত?

-মাহমুদুল হাসান
পোঃ ও থানাঃ পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ তাবে'ঈ আবু উমামা হ'তে বর্ণিত, আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবীদের সংখ্যা কত? তিনি বললেন, 'এক লক্ষ চব্বিশ হাযার (১,২৪,০০০)। তন্মধ্যে রাসূল ছিলেন তিনশত পনের (৩১৫) জনের এক বিরাট জামা'আত' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৫৭৩৭ 'সৃষ্টির সূচনা ও নবীদের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*। কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় রাসূলের সংখ্যা তিনশত তের জন *(তাহযীব, তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা নিসা ১৬৪ আয়াতের তাফসীর দ্রঃ আলবানী, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৬৬৮)*।

প্রশ্নঃ (৫/৩৫০)ঃ ওহোদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাঁত ভেঙ্গে যাওয়ার সংবাদ পেয়ে নাকি ওয়াইস ক্বারানী তার নিজের দাঁত ভেঙ্গে ফেলেন। এ ঘটনা কি সত্য?

-আযীযুল হক
সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া
গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ কাহিনী উক্ত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বানাওয়াট। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওয়াইস ক্বারানী প্রসঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, অবশ্যই তাবেঈদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি 'ওয়াইস'। সে ইয়ামন হ'তে মদীনায় আগমন করবে। তোমরা নিজ নিজ মাগফেরাতের জন্য তার থেকে দো'আ নিবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৫৭; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৬০০৬, ১১/২২৬ পৃঃ, 'ইয়ামন, শাম ও ওয়াইস ক্বারানীর বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, 'ক্বারান' ইয়ামনের একটি শহরের নাম।

প্রশ্নঃ (৬/৩৫১)ঃ ১ তলা মসজিদকে ২/৩ তলা বানিয়ে সেখানে ছালাত আদায় করা হচ্ছে এবং নীচতলায় দোকানপাট করে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হ'লঃ এরূপভাবে মসজিদে দোকানপাট করা শরী'আত সম্মত কি?

-রশীদ আহমাদ
বারিধারা, ঢাকা।

উত্তরঃ মসজিদে বসবাস করার বিষয়টি একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই মসজিদের মানকে অক্ষুণ্ন রেখে মসজিদের কল্যাণার্থে মসজিদের জায়গায় বা নীচতলায় দোকানপাট তৈরী করা বিধি সম্মত। ইমাম ইবনে

তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, মসজিদের নীচে দোকানপাট ও পানির হাউয তৈরী করা যায়। তাতে কোন দোষ নেই *(ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১/২১৮ পৃঃ)*। মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ) বলেন, মসজিদের কল্যাণার্থে জন্য নীচে ও উপরে দোকানপাট করা যায় *(ফাৎওয়া নাযীরিয়াহ ১/৩৬৭ পৃঃ)*। ক্বাযী খান বলেন, মসজিদের অধিবাসী মসজিদ দোতলা করে নীচতলায় দোকানপাট ও পানির হাউয তৈরি করতে পারে *(মুগনী ৬/১৬৮ পৃঃ; দ্রঃ আত-তাহরীক, ১ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা, জুন '৯৮ প্রশ্নোত্তর ১/৯১)*।

প্রকাশ থাকে যে, মসজিদের ঐ সকল দোকানপাটে শরী'আত বিরোধী কোন প্রকার গান-বাজনা, অশ্লীল ছায়াছবি ও অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্নঃ (৭/৩৫২)ঃ নাবালিকা মেয়েদের বিবাহ দানের পদ্ধতি কি? তাদের বিবাহ কি শুধু পিতা দিতে পারেন, না মায়েরও অনুমতির প্রয়োজন আছে? তাদের বিবাহে কতজন সাক্ষী প্রয়োজন? সূরা নিসার ৬ ও বনী ইসরাঈলের ৩৪ নং আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, সাবালিকা না হওয়া পর্যন্ত মেয়েদের বিবাহ বৈধ নয়? বিষয়টির সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-বিলকিস বানু
নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ পদ্ধতিগত দিক থেকে নাবালিকা, সাবালিকা বা বিধবা মহিলাদের বিবাহের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। তবে সাবালিকা বা বিধবা মহিলার ক্ষেত্রে মৌখিক সম্মতি শর্ত। পক্ষান্তরে নাবালিকা মেয়েদের কোন অনুমতির প্রয়োজন নেই। তাদের পক্ষ থেকে পিতা বা দাদার অনুমতিই যথেষ্ট। পিতা বা দাদা ব্যতীত অন্যের দ্বারা তাদের বিবাহ শুদ্ধ হবে না। আবূবকর (রাঃ) স্বীয় কন্যা আয়েশা (রাঃ)-কে ৭ বছর বয়সে তার অনুমতি ছাড়াই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২০১ পৃঃ)*। বিবাহের মায়ের অনুমতির প্রয়োজন নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মহিলা কোন মহিলাকে বিবাহ দিতে পারে না' *(দারাকুৎনী, ইবনু মাজাহ হা/৩১৩৭; হাদীছ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল ৬/২৪৮ পৃঃ, হা/১৮৪১)*। অতএব মা অলী হ'তে পারেন না। নাবালিকা হোক বা সাবালিকা হোক বিবাহে দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষী প্রয়োজন *(ত্বাবারাণী, ইরওয়াউল গালীল হা/১৮৪৪, সনদ ছহীহ)*।

সূরা নিসার ৬নং আয়াতে 'নিকাহ' দ্বারা বিবাহ উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে যৌবনে পদার্পণ করা *(তাফসীর ইবনে কাছীর ১/৪২৮ পৃঃ)*। উক্ত আয়াত ও বনী ইসরাঈলের ৩৪ নং আয়াতে যৌবনে পদার্পণ না করা পর্যন্ত ইয়াতীমের রক্ষণাবেক্ষণ ও মাল ফিরিয়ে না দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, সাবালিকা না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিবাহ দেওয়া যাবে না। কারণ বিবাহের সাথে মাল ফিরিয়ে দেওয়ার কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্নঃ (৮/৩৫৩)ঃ কবরস্থানে গিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে কবরবাসীর জন্য হাত তুলে দো'আ করা কি বিদ'আত? কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ তাজুদ্দীন সালাফী
সম্পাদক
আহলেহাদীছ পাঠাগার
গাছবাড়ী বাজার, সিলেট।

উত্তরঃ এটি বিদ'আত নয়। নির্দিষ্ট কোন দিন/রাত নির্ধারণ না করে একাকী কবরস্থানে গিয়ে কবরবাসীর জন্য হাত তুলে দো'আ করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'বাক্বীউল গারক্বাদ' কবরস্থানে গিয়ে কবরবাসীর উদ্দেশ্যে একাকী হাত তুলে দো'আ করেছিলেন *(মুসলিম ১/৩১৩ পৃঃ; 'জানাযা' অধ্যায়, 'কবরবাসীদের সালাম ও তাদের জন্য দো'আ' অনুচ্ছেদ)*।

তকে সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দো'আ করার প্রচলিত নিয়মটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয় বিধায় এটি পরিত্যাজ্য।

প্রশ্নঃ (৯/৩৫৪)ঃ তাবীয-কবয, শামুক, কোমরে সূতা, রাকশী (গিরা দেয়া সূতা গলায় পরা) এবং ছেলেদের জন্য সোনা-রূপার আংটি, কড়ি বা যেকোন ধরনের মালা ব্যবহার করা যায় কি? কবিরাজগণ জ্বিনদের মাধ্যমে যে সমস্ত কথা-বার্তা বলে থাকে, সেসব কথা বিশ্বাস করা যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ উল্লিখিত সমস্ত কিছুই ইসলামী শরী'আতে নিষিদ্ধ। মুসনাদে আহমাদ-এ উক্ববা বিন আমের (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকাবে আল্লাহ যেন তার উদ্দেশ্য পূর্ণ না করেন এবং যে কড়ি লটকাবে আল্লাহ যেন তাকে আরোগ্য দান না করেন'। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো সে শিরক করল' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৪৯২)*। অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, 'যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকাবে তার দায়-দায়িত্ব তার উপরই অর্পিত হবে' অর্থাৎ আল্লাহ তার কোন দায়িত্ব নিবেন না' *(আবুদাউদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৫৫৬ 'চিকিৎসা ও ঝাঁড়-ফুঁক' অধ্যায়)*। মানুষের ন্যায় জীব-জন্তুর গলাতেও তাবীয, সূতা, শঙ্খ ইত্যাদি লটকানো নিষিদ্ধ *(বুখারী, মুসলিম, ফাৎহুল মাজীদ ১১৯ পৃঃ)*।

যেকোন ধরনের মালা পুরুষের জন্য ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহর লা'নত সেই পুরুষদের উপর যারা নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে এবং সেই সকল নারীদের উপর যারা পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বন করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২৯ 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। তাছাড়া পুরুষদের জন্য রেশম ও স্বর্ণের তৈরী সবকিছুই হারাম *(আহমাদ, আবুদাউদ, নাসাঈ; মিশকাত হা/৪৩৯৪)*। তাদের জন্য শুধু রৌপ্যের আংটি ব্যবহার করা জায়েয *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৩৮৭)*।

মানুষের মধ্যে যেমন মুমিন-কাফির দু'টিই বিদ্যমান, তেমনি জ্বিনদের মাঝেও তেমনি মুমিন-কাফির বিদ্যমান। সুতরাং কবিরাজ যদি মুমিন জ্বিনদের মাধ্যমে কথা-বার্তা বলে থাকে, তাহ'লে তা গ্রহণযোগ্য *(ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/২১২৩ 'কুরআনের শিক্ষা ও তেলাওয়াতের মহিমা' অনুচ্ছেদ)*। তবে যদি গায়েবী কোন বিষয় সম্পর্কে বলে বা শরী'আত বিরোধী কিছু বলে তাহ'লে অবশ্যই তা প্রত্যাখ্যাত *(নামল ৬৫)*।

প্রশ্নঃ (১০/৩৫৫)ঃ তাশাহহুদ পাঠের সময় 'আসসালা-মু আলাইকা আইয়ুহান নাবিইয়ু' (হে নবী! আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হৌক)-এর স্থলে 'আসসালা-মু আলান্নাবী' (নবীর উপর শান্তি বর্ষিত হোক) পড়তে হবে বলে আব্দুশ শহীদ নাসিম অনুদিত শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানীর 'ছিফাতু ছালাতিন নাবী (সাঃ)' বইতে উল্লেখিত হয়েছে। ইবনে মাস'উদ (রাঃ) থেকে তা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর আয়েশা (রাঃ) সহ ছাহাবীগণ নাকি অনুরূপ পড়তেন। কোন্ হাদীছে তা উল্লিখিত হয়েছে এবং তা ছহীহ কি-না জানতে চাই।

-আব্দুল আযীয
ধারাবারিষা
গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তরঃ তাশাহহুদ সম্পর্কিত সকল ছহীহ-মরফূ হাদীছে রাসূল (ছাঃ)-কে সম্বোধন সূচক 'আইয়ুহান্নাবী' শব্দ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাঃ) প্রমুখ কতিপয় ছাহাবী 'আইয়ুহান্নাবী'-এর পরিবর্তে 'আলান্নাবী' বলতে থাকেন। যেমন বুখারী 'ইস্তীযা-ন' অধ্যায়ে এবং অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। অথচ সকল ছাহাবী, তাবেঈন, মুহাদ্দেছীন ও ফুক্বাহা পূর্বের ন্যায় 'আইয়ুহান্নাবী' পড়েছেন। এই মতবিরোধের কারণ হ'ল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় তাঁকে সম্বোধন করে 'আইয়ুহান্নাবী' বলা গেলেও তাঁর মৃত্যুর পরে তো আর তাঁকে ঐভাবে সম্বোধন করা যায় না। কেননা সরাসরি এরূপ গায়েবী সম্বোধন কেবল আল্লাহকেই করা যায়। সে কারণ কিছু সংখ্যক ছাহাবী 'আলান্নাবী' বলতে থাকেন। পক্ষান্তরে অন্য সকল ছাহাবী পূর্বের ন্যায় 'আইয়ুহান্নাবী' বলতে থাকেন।

আল্লামা ত্বীবী (রহঃ) বলেন, এটা এ জন্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁদেরকে উক্ত শব্দেই তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়েছিলেন। তার কোন অংশ তাঁর মৃত্যুর পরে পরিবর্তন করতে বলে যাননি। অতএব ছাহাবায়ে কেরাম উক্ত শব্দ পরিবর্তনে রাযী হননি। ছাহেবে মির'আত বলেন, জীবিত-মৃত কিংবা উপস্থিত-অনুপস্থিতের বিষয়টি এখানে ধর্তব্য নয়। কেননা স্বীয় জীবদ্দশায়ও তিনি বহু সময় ছাহাবীদের থেকে দূরে সফরে বা জিহাদের ময়দানে থাকতেন। তবুও তারা তাশাহহুদে নবীকে সম্বোধন করে 'আইয়ুহান্নাবী' বলতেন। তাঁরা তাঁর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে উক্ত সম্বোধনে কোন পরিবর্তন করতেন না। তাছাড়া বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য খাছ বিষয়াবলীর অন্তর্ভুক্ত। এটা স্রেফ তাশাহহুদের মধ্যেই পড়া যাবে, অন্য সময় নয় *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৭৩ পৃঃ)*।

উল্লেখ্য যে, এই সম্বোধনের মধ্যে কবর পূজারীদের জন্য কোন দলীল নেই। তারা এই হাদীছের দ্বারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সর্বত্র হাযির-নাযির প্রমাণ করতে চায় ও তাঁকে মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্য 'অসীলা' হিসাবে গ্রহণ করতে চায়। এটা পরিষ্কারভাবে 'শিরকে আকবর' বা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত *(ঐ)*।

প্রশ্নঃ (১১/৩৫৬)ঃ এক সরকারী প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ঈদগাহে ইমামতি করার সময় বক্তব্যে বলেন, আমার দু'টি আশা, যার একটি পূরণ হয়েছে। অপরটি আমি ঈদের ছালাতের শেষে আপনাদেরকে বলব। ঈদের ছালাত শেষে তিনি বলেন, আমি ২৩ শে রামাযান রাতে আমার মৃত পিতাকে অনেক লোকের মধ্যে দেখেছি। এই বলে তিনি হাউ-মাউ করে কেঁদে বলেন, আমি হজ্জে যাব এবং হজ্জে যাওয়ার খরচ আপনাদেরকে বহন করতে হবে। ঈদগাহের মুছল্লীগণ তাঁকে ৭৪,০০০/= (চুয়াত্তর হাযার) টাকা দিলে তিনি বলেন, অবশিষ্ট টাকাও আপনাদেরকেই দিতে হবে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হ'ল- ইমাম ছাহেবের জমি-জমা ও ২টি পাকা বাড়ী আছে। এমতাবস্থায় লোকদের নিকট থেকে অর্থ নিয়ে হজ্জে যাওয়া জায়েয হবে কি?

-আব্দুল ওয়াহহাব
মহিষখোচা, আদিতমারী
লালমণিরহাট।

উত্তরঃ ইমাম ছাহেবের উক্ত স্বপ্নের কথা জনসমক্ষে প্রকাশ করা ঠিক হয়নি। কেননা স্বপ্নটি দুঃস্বপ্ন। যা অন্যের সম্মুখে প্রকাশ করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬১২ 'স্বপ্ন' অধ্যায়)*। এক্ষণে উক্ত স্বপ্নের উপরে ভিত্তি করে হজ্জে যাওয়ার সংকল্প করা ও সেজন্য মুছল্লীদের নিকটে টাকা চাওয়া ও তাদের টাকা দেওয়া, সবটাই অন্যায় ও শরী'আত বিরোধী হয়েছে। এটা এক ধরনের প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। অতঃপর ইমাম ছাহেবের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মুছল্লীদের নিকট থেকে অর্থ নিয়ে হজ্জে যাওয়া ঠিক হবে না। কারণ হজ্জ শুধুমাত্র সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপরেই ফরয *(আলে ইমরান ৯৭)*।

প্রশ্নঃ (১২/৩৫৭)ঃ দ্বিতীয় আদম কে এবং কেন? ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-হাবীবুর রহমান
সাতরশিয়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ আদম (আঃ) প্রথম যেমন জনমানবহীন পৃথিবীকে আবাদ করেছিলেন, তেমনি নূহ (আঃ) মহাপ্লাবনের পর পৃথিবীকে পুনরায় আবাদ করেছিলেন। সেকারণ তাঁকে দ্বিতীয় আদম বলার যে কথা জনসমাজে প্রচলিত আছে তা

ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। বরং প্রচলিত কথা মাত্র।

উল্লেখ্য যে, ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নূহ (আঃ) ছিলেন 'প্রথম রাসূল'। ক্বিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে লোকেরা নূহ (আঃ)-এর নিকটে সুপারিশের আবেদন জানিয়ে বলবে يَا نُوْحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرَّسُوْلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ। 'হে নূহ! আপনি জগদ্বাসীর নিকটে প্রথম প্রেরিত রাসূল' *(তিরমিযী ২/৬৯ পৃঃ, হাদীছ হাসান ছহীহ; 'ক্বিয়ামতের বর্ণনা' অধ্যায় 'শাফা'আত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৩৫৮)ঃ যোহরের ছালাত ৪ রাক'আত ফরয। কিন্তু জুম'আর দিনে তদস্থলে ২ রাক'আত কমিয়ে দেয়ার কারণ কি? এর কোন ফযীলত আছে কি? সুন্নাত ও নফলসহ জুম'আর ছালাত কত রাক'আত?

-হাসানুয্যামান
আদর্শ দাখিল মাদরাসা
গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ খুৎবার জন্য যোহরের ৪ রাক'আত কমিয়ে জুম'আর ছালাত ২ রাক'আত করা হয়েছে- এ মর্মে ওমর (রাঃ) আয়েশা (রাঃ), আমর ইবনে শু'আইব প্রমুখাৎ যে সমস্ত বর্ণনা এসেছে, তার সবগুলিই যঈফ *(ইরওয়াউল গালীল ৩/৭২ পৃঃ, হা/৬০৫-এর আলোচনা দ্রঃ)*। সুতরাং খুৎবার কারণে জুম'আর ছালাত দু'রাক'আত কমানো হয়েছে- এ কথা সঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের নিয়মিত আমল দ্বারা জুম'আর ফরয ছালাত দু'রাক'আত প্রমাণিত হয়েছে। সেকারণ কোন ব্যক্তি খুৎবা পাক বা না পাক, তাকে মাত্র দু'রাক'আতই ফরয হিসাবে আদায় করতে হয়। তার বেশী নয়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর ১ রাক'আত পেল, সে যেন তার সাথে আর এক রাক'আত মিলিয়ে নেয়' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৯২৭ 'যে ব্যক্তি জুম'আর এক রাক'আত পেল তার হুকুম' অনুচ্ছেদ; ইরওয়াউল গালীল ৩/৮৪ পৃঃ, হা /৬২২)*।

জুম'আর পূর্বে নির্দিষ্ট কোন সুন্নাত ছালাত নেই। মুছল্লী কেবল 'তাহিইয়াতুল মাসজিদ' দু'রাক'আত পড়ে বসবে। সময় পেলে খুৎবার আগ পর্যন্ত যত খুশি নফল ছালাত আদায় করবে। জুম'আর ছালাতের পর মসজিদে চার রাক'আত অথবা বাড়ীতে দু'রাক'আত সুন্নাত আদায় করবে। তবে মসজিদেও চার বা দুই কিংবা চার ও দুই মোট ছয় রাক'আত সুন্নাত ও নফল পড়া যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৬৬ 'সুন্নাত ও তার ফযীলত সমূহ' অনুচ্ছেদ; মির'আত ২/১৪৮; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১১০)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৩৫৯)ঃ আম, কাঁঠাল, বাঁশ এবং অন্যান্য গাছের বিক্রয়লব্ধ টাকায় যাকাত প্রদান করতে হবে কি?

-আব্দুল বাসেত
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লিখিত বস্তুর উপর যাকাত নেই। তবে উক্ত বস্তু বিক্রয়ের পর বিক্রয়লব্ধ অর্থ যদি নেছাব পরিমাণ হয় এবং তা পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত হয়, তাহ'লে তার উপর যাকাত ফরয *(শায়খ বিন বায, মাজমু'আ ফাতাওয়া ৫/৮৬ পৃঃ; মুওয়াত্ত্বা মালেক পৃঃ ১৯১ 'যে সব ফল ও তরি-তরকারিতে যাকাত নেই' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৩৬০)ঃ ওযন ও মাপে কম দেওয়ার পরিণতি সম্পর্কে শরী'আতের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হেমায়াতুল্লাহ
শালবাগান, রাজশাহী।

উত্তরঃ ওযন ও মাপে কম দেওয়া একটি মারাত্মক সামাজিক অপরাধ। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'ধ্বংস তাদের জন্য, যারা ওযন ও মাপে কম-বেশী করে। যারা নেওয়ার সময় পুরোপুরি নেয় ও দেওয়ার সময় কম করে দেয়' *(মুত্বাফফেফীন ১-৩)*। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন কোন কওমের মধ্যে (রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক) আমানতের খেয়ানত ব্যাপ্তি লাভ করে, তখন আল্লাহ তাদের অন্তর সমূহে ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার করেন। যখন কোন জনপদে যেনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেই সমাজে মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পায়। যখন কোন সমাজে মাপ ও ওযনে কম দেওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়, সেই সমাজে রূযীর স্বচ্ছলতা বন্ধ করে দেওয়া হয়। যখন কোন সমাজে অবিচার শুরু হয়, তখন সেই সমাজে খুন-খারাবী সস্তা হয়ে যায়। যখন কোন কওম চুক্তি ভঙ্গ করে, তখন তাদের উপরে শত্রু জয়লাভ করে' *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, মিশকাত হা/৫৩৭০ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, হাদীছটি মওকূফ)*।

একদা ইবনু আব্বাস (রাঃ) মাপ ও ওযনকারীদের লক্ষ্য করে বলেন, 'হে মাওয়ালীগণ! তোমরা দু'টি বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব লাভ করেছ। যে দু'টির মাধ্যমে তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা ধ্বংস হয়েছে। সে দু'টি হ'ল মাপ ও ওযন *(তিরমিযী, ইবনু কাছীর ২/১৯৭; সনদ ছহীহ; বিস্তারিত দেখুনঃ দরসে কুরআন 'দশটি হারাম থেকে বেঁচে থাকুন' মে '৯৯)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৩৬১)ঃ মৃত ব্যক্তির গোসলের পূর্বে দাঁতে সাতবার খিলাল করা এবং ঢিলা দ্বারা গুপ্তাঙ্গে সাতবার কুলুপ করা শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়েয কি?

-শওকত আলী
জগন্নাথপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উল্লিখিত পদ্ধতিগুলি গ্রাম্য প্রথা, যা দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি অর্থাৎ বিদ'আত। এগুলি থেকে বিরত থাকা অবশ্য কর্তব্য। অতঃপর মৃত ব্যক্তির গোসলের সুন্নাতী পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

'বিসমিল্লাহ' বলে ডান দিক থেকে ওযূর অঙ্গ সমূহ প্রথমে ধৌত করবে। ধোয়ানোর সময় হাতে ভিজা ন্যাকড়া রাখবে। পূর্ণ পর্দার সাথে মাইয়েতের দেহ থেকে পরনের কাপড় খুলে নেবে। গোসলের সময় লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না বা খালি হাতে স্পর্শ করবে না। তিনবার বা

তিনের অধিক বেজোড় সংখ্যায় সমস্ত দেহে পানি ঢালবে। গোসল শেষে সুগন্ধি বা কর্পূর লাগাবে। মাইয়েত মহিলা হ'লে চুল খুলে দিবে। অতঃপর তিনটি ভাগে ভাগ করে পিছনে ছড়িয়ে দেবে *(আলবানী, তালখীছ ২৮-৩০ পৃঃ)*। উল্লেখ্য যে, কুল পাতা দেওয়া পানি, সুগন্ধি ও সাবান দিয়ে সুন্দরভাবে গোসল করাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৩৪-৩৫ 'জানাযা' অধ্যায়, 'মৃতকে গোসল করানো ও কাফন পরানো' অনুচ্ছেদ)*। এছাড়া যা কিছু করা হয় সবগুলিই বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে *(বিস্তারিত দেখুনঃ 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১২৬-২৭ পৃঃ, মৃত্যুর পরে প্রচলিত বিদ'আত সমূহ ও কবরে প্রচলিত শিরক সমূহ')*।

প্রশ্নঃ (১৭/৩৬২)ঃ দুপুর ১-টা বা সোয়া একটার সময় আমরা যোহরের ছালাত আদায় করে থাকি। জনৈক আলেম পৌনে একটায় ছালাত আদায় করেন এই যুক্তিতে যে, তিনি আউয়াল ওয়াক্তে পড়ছেন আর আমাদের ১-টা বা সোয়া একটা আউয়াল ওয়াক্তের মধ্যে পড়ে না। তাঁর এ কথা কি সঠিক?

-মুজীবুর রহমান বিশ্বাস
সারাংপুর, গোদাগাড়ী
রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাতের ওয়াক্ত আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। জিবরীল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আউয়াল ও আখেরী ওয়াক্তে দু'দিন ছালাত আদায় করে বলেন, উক্ত দুই ওয়াক্তের মধ্যবর্তী সময়কালই হ'ল আপনার জন্য ছালাতের ওয়াক্ত (اَلْوَقْتُ مَابَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ) *(আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৮৩ 'ছালাতের সময়কাল' অনুচ্ছেদ)*। এক্ষণে ঐ দুই ওয়াক্তের প্রথমার্ধে ছালাত আদায় করলে সেটাই হবে আউয়াল ওয়াক্তে। যেমন ৪ঠা জুন ঢাকায় যোহর শুরু হচ্ছে ১১-৫৯ মিঃ ও আছর শুরু হচ্ছে ৩-১৪ মিঃ। এ দুই প্রান্তসীমার মধ্যবর্তী সময়ের প্রথমভাগে আউয়াল ওয়াক্ত ধরা হবে। তবে হাদীছে যেহেতু ছালাত আগেভাগে পড়ার ব্যাপারে তাকীদ এসেছে *(আহমাদ, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৬০৭)*, সেহেতু প্রথমার্ধের প্রথম দিকে পড়াই উত্তম। অবশ্য এশার ছালাত দেরীতে পড়া এবং যোহরের ছালাত গ্রীষ্মকালে একটু বিলম্বে পড়ার প্রতি হাদীছে তাকীদ এসেছে *(মুসলিম, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুলূগুল মারাম হা/১৫৫, ১৫৬)*। প্রশ্নোল্লিখিত বিষয়ে উভয়ের বক্তব্যই ঠিক আছে। তবে উক্ত আলেমের নিজ বক্তব্যের উপরে যিদ করা ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (১৮/৩৬৩)ঃ বাঘের চামড়ার তৈরী জ্যাকেট ব্যবহার করা যাবে কি?

-আকরামুযযামান
সাতদরগা বাজার, পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ বাঘের চামড়ার তৈরী গদি সহ কোনকিছু ব্যবহার করা যাবে না। মু'আবিয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা রেশমী কাপড় এবং বাঘের চামড়ার তৈরী গদির উপর সওয়ার হয়ো না *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৪১২৯; নাসাঈ; মিশকাত হা/৪৩৫৭ 'পোশাক-পরিচ্ছদ' অধ্যায়, সনদ ছহীহ)*।

উক্ত হাদীছে বাঘের চামড়ার তৈরী গদিতে বসতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং পোষাক হিসাবে ব্যবহার করার জন্য জ্যাকেটও উক্ত নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়বে।

প্রশ্নঃ (১৯/৩৬৪)ঃ যেকোন মীক্বাত হ'তে ৯ তারিখে সূর্য উদয়ের পূর্বে আরাফার ময়দানে রওয়ানা দিলে হজ্জ হবে কি?

-আরশাদ আলী
কালীগঞ্জ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ আরাফার দিনই মূলতঃ হজ্জ। সুতরাং ৯ তারিখ আরাফা ময়দানে সূর্যোদয়ের পূর্বে বা পরে পৌঁছলেও হজ্জ হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আরাফাই হচ্ছে হজ্জ। (১০ তারিখ) সূর্যোদয়ের পূর্বে যে ব্যক্তি আরাফায় পৌঁছেছে সে হজ্জ পেয়েছে'... *(তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৭১৪ 'বাধা প্রাপ্ত এবং হজ্জ ফউত হওয়া' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/২৫৯৫)*। মোট কথা ৯ই যিলহাজ্জ পূর্বাহ্ন হ'তে ১০ই যিলহাজ্জ ফজরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আরাফার ময়দানে হজ্জের নিয়তে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেই উক্ত ফরয আদায় হয়ে যাবে। *(দ্রঃ হজ্জ ও ওমরাহ পৃঃ ৩৮-৩৯, হাফাবা ২০০১। ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক হজ্জের নিয়ম-পদ্ধতি জানতে হলে ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত অত্র বইটি পাঠ করুন। -সম্পাদক)*।

প্রশ্নঃ (২০/৩৬৫)ঃ ক্বাযা ছালাত আদায় করার পদ্ধতি কি? প্রত্যেক ছালাতের জন্য কি ভিন্ন ভিন্ন এক্বামত দিতে হবে?

-আহসান হাবীব
ছাতিয়ান, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ক্বাযা ছালাত আদায়ের নিয়মে স্পষ্ট কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে ধারাবাহিকভাবে আদায় করা বাঞ্ছনীয় এবং প্রত্যেক ছালাতের জন্য আলাদা আলাদাভাবে এক্বামত দিতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮৩)*। ঘুমিয়ে গেলে বা ভুলে গেলে ঘুম ভাঙ্গলে অথবা স্মরণে আসার সাথে সাথে ক্বাযা ছালাত আদায় করতে হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২০৫। বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৯৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২১/৩৬৬)ঃ প্রত্যেক নবী কি ছাগল চরাতেন? আমাদের নবী নিজের ছাগল চরাতেন, না অন্যের ছাগল চরাতেন?

-ইশতিয়াক আহমাদ
মহেশ্বরপাশা বাজার, খুলনা।

উত্তরঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা কোন নবী পাঠাননি যিনি ছাগল-ভেড়া চরাননি। ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনিও কি? তিনি বললেন হাঁ, আমি কয়েক ক্বীরাতের (কিছু দিরহামের) বিনিময়ে মক্কাবাসীদের

ছাগল-ভেড়া চরাতাম' *(বুখারী, মিশকাত হা/২৯৮৩ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'ভাড়া ও শ্রম বিক্রি' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২২/৩৬৭)ঃ যখন মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করবে না, তাঁর ইবাদত করবে না, তখনই নাকি ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, এ কথা কি সঠিক?

-ছাব্বীর হুসাইন
মাষ্টারপাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ 'নিকৃষ্ট লোকদের উপরেই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। একজন তাওহীদবাদী লোক থাকা পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামত তখনই সংঘটিত হবে, যখন যমীনের মধ্যে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলার মত কেউ থাকবে না'। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন, নিকৃষ্ট লোকদের উপরই ক্বিয়ামত কায়েম হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫১৬-১৭,'ফিৎনা' অধ্যায়, 'নিকৃষ্ট লোকদের উপরেই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত হাদীছে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' শব্দ দ্বারা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু' বুঝানো হয়েছে। যেমন মুসনাদে আহমাদে ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা বিদ'আতী, ছূফীদের 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' যিকর বুঝানো হয়নি। বরং তাওহীদবাদী বুঝানো হয়েছে। কেননা শুধু 'আল্লাহ' শব্দ দ্বারা যিকর করা বিদ'আত। এটির কোন শারঈ ভিত্তি নেই *(আলবানী, মিশকাত; উক্ত হাদীছের টীকা নং ১)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৩৬৮)ঃ অন্ধ ব্যক্তি তার অন্ধত্বের উপর ছবর করলে নাকি আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাত দান করবেন। উক্তিটি কি সত্য?

-বকুল
মজীদপুর, কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ উল্লিখিত কথাগুলি একটি ছহীহ হাদীছের অংশ বিশেষ। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'আমি যখন আমার কোন বান্দাকে দু'টি প্রিয় বস্তু অর্থাৎ দু'টি চক্ষু অন্ধ করে দেই, আর সে যদি তাতে ছবর করে, তাহ'লে আমি তার বিনিময়ে তাকে জান্নাত দান করব' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৫৪৯ 'জানাযা' অধ্যায়, 'রোগীকে দেখতে যাওয়া ও রোগের ছওয়াব' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৩৬৯)ঃ বৃষ্টি প্রার্থনার দো'আ ছালাতের পূর্বে করতে হবে না পরে? ছহীহ হাদীছ মোতাবেক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মুর্তযা
রায়দৌলতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ ইস্তিসক্বার ছালাত দুই পদ্ধতিতেই জায়েয আছে। (১) ইমাম ছাহেব জনগণ সহ ময়দানে গিয়ে তাকবীর ও তাহমীদ শেষে লোকদেরকে ইস্তিসক্বার গুরুত্ব সম্পর্কে ঈমানবর্ধক খুৎবা দিবেন *(আবুদাউদ, বুলূগুল মারাম হা/৫০৩ সনদ জাইয়িদ বা উত্তম)*। অতঃপর দু'হাত উপুড় অবস্থায় সোজাভাবে খাড়া রেখে দো'আ করবেন। তারপর সবাইকে নিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবেন *(ঐ; মিশকাত হা/১৫০৮)*।

২. খুৎবার পর মুছল্লীদের নিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবেন। ছালাত শেষে ক্বিবলামুখী অবস্থায় দু'হাত তুলে সমবেতভাবে দো'আ করবেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৯৭ 'ইস্তিসক্বা' অনুচ্ছেদ)*।

ইস্তিসক্বার ছালাত আদায়ের পদ্ধতিঃ

জীর্ণ ও পরিচ্ছন্ন কাপড় পরে চাদর গায়ে দিয়ে বিনয়-নম্র চিত্তে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে ময়দান অভিমুখে রওয়ানা হবে। সাথে ইমামের জন্য মিম্বর নিতে পারবে। ইমাম মিম্বরে বসে তাকবীর বলবেন ও আল্লাহর প্রশংসা করবেন এবং লোকদের ইস্তিসক্বার গুরুত্ব সম্পর্কে ঈমানবর্ধক কিছু উপদেশ দিবেন। অতঃপর ক্বিবলামুখী হয়ে চাদরের নীচের ডান কিনারা ধরে বাম কাঁধে ও নীচের বাম কিনারা ধরে ডান কাঁধে রাখবে। অতঃপর ইমাম মিম্বর থেকে অবতরণ করবেন ও সবাইকে নিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবেন। অতঃপর দো'আর সময় দু'হাত উপুড় অবস্থায় সোজাভাবে মুখ বরাবর সামনে রাখবেন *(বুলূগুল মারাম হা/৫০৩; আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৫০৮, সনদ হাসান, 'ইস্তিসক্বা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৩৭০)ঃ এক ওয়ায মাহফিলে জনৈক বক্তা বললেন, যখন কোন হাজী ছাহেবের সাথে সাক্ষাত হবে তখন তাকে সালাম করবে, তার সাথে মুছাফাহা করবে ও তিনি স্বীয় বাড়ীতে প্রবেশের পূর্বেই তার নিকট থেকে তোমরা মাগফেরাতের দো'আ নিবে। কেননা হাজী ছাহেব হ'লেন গোনাহ মাফকৃত ব্যক্তি। উল্লিখিত বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

-আলীমুদ্দীন দেওয়ান
ছালাভরা, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লেখিত বক্তার পেশকৃত হাদীছটি যঈফ *(আহমাদ, আলবানী, মিশকাত হা/২৫৩৮ 'হজ্জ' অধ্যায়, উক্ত হাদীছের টীকা দ্রঃ)*। তবে হজ্জ ও ওমরাহ সম্পাদনকারীর মর্যাদা সম্পর্কে বহু ছহীহ হাদীছ রয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫০৬-৯ 'হজ্জ' অধ্যায়)*। অতএব সাধারণভাবে যেকোন সময় তাঁদের নিকটে দো'আ চাওয়া যাবে।

প্রশ্নঃ (২৬/৩৭১)ঃ আমি একজন ব্যবসায়ী। প্রায়ই ঢাকা যেতে হয়। বাসষ্ট্যাণ্ড হ'তে গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে শত্রুর ক্ষতির আশংকা করি। ক্ষতির আশংকা হ'তে বাঁচার জন্য কোন ছহীহ দো'আ আছে কি?

-আব্দুস সুবহান
কলেজ বাজার, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ব্যবসা বা সফরের উদ্দেশ্যে ঘর হ'তে বের হ'লে প্রথমে এই দো'আটি পড়তে হয়ঃ بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ। উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ'। অনুবাদঃ আল্লাহ্র নামে (বের হচ্ছি), তাঁর উপরে ভরসা করছি। নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত' *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৫০৯৫; তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৪৩ 'বিভিন্ন সময়ের দো'আ' অনুচ্ছেদ)*।

নতুন গন্তব্যস্থল কিংবা অন্য কোন ভীতিকর স্থানে নামার পর নিম্নের দো'আটি পড়তে হয়-

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ

উচ্চারণঃ আ'উযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্বা'। অর্থঃ আমি আল্লাহ্র পরিপূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টির যাবতীয় অনিষ্টতা হ'তে পানাহ চাচ্ছি *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২২ 'বিভিন্ন সময়ের দো'আ' অনুচ্ছেদ)*। এছাড়াও শত্রুর ভয় থাকলে পড়বে-

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্না নাজ'আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম'। অর্থঃ হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে শত্রুদের মুকাবেলায় পেশ করছি এবং তাদের অনিষ্টসমূহ হ'তে আপনার নিকটে পানাহ চাচ্ছি *(আহমাদ, আবুদাউদ, মিশকাত হা/২৪৪১ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৪১-৪২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৩৭২)ঃ জনৈক বক্তার মুখে শুনলাম যে, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নাকি বাদ ফজর হ'তে মাগরিব পর্যন্ত মসজিদে মিম্বরে বসে খুৎবা দিয়েছিলেন। এ ধরনের বক্তব্য কুরআন-হাদীছে আছে কি?

-মুসাম্মাৎ মারইয়াম
হোসনাবাদ, সরিষাবাড়ী
জামালপুর।

উত্তরঃ উল্লিখিত বক্তব্য সঠিক। এটা ছিল তাঁর মু'জেযার অন্তর্ভুক্ত। 'আমর ইবনে আখত্বাব আনছারী (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে ফজর ছালাত আদায় করিয়ে মিম্বরে উঠলেন এবং আমাদের সম্মুখে ভাষণ দিলেন। ভাষণ একটানা যোহর পর্যন্ত চলে। অতঃপর মিম্বর হ'তে তিনি নামলেন এবং যোহরের ছালাত আদায় করলেন। ছালাত শেষ করে আবার মিম্বরে উঠে ভাষণ দিলেন, এমনকি আছরের ওয়াক্ত হয়ে গেল। তখন মিম্বর হ'তে নেমে আছরের ছালাত আদায় করলেন। আছরের ছালাত শেষ করে পুনরায় মিম্বরে উঠে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ভাষণ দিলেন। ভাষণে তিনি সেই সমস্ত বিষয়গুলি আমাদেরকে অবহিত করলেন, যা কিছু ক্বিয়ামত পর্যন্ত সংঘটিত হবে। বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী, যে সেইদিনের কথাগুলি বেশী বেশী স্মরণ রেখেছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৯৩৬ 'মু'জেযাহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৩৭৩)ঃ আমি হাদীছ শোনার পর সোমবার ও বৃহস্পতিবার সপ্তাহে দু'দিন ছিয়াম পালন করে থাকি। এখন শুনছি উক্ত দু'দিন মানুষের আমল সমূহ নাকি আল্লাহ্র নিকটে পেশ করা হয় এবং মুমিন বান্দাকে মাফ করা হয়। আমার প্রশ্নঃ উক্ত দুই দিন ছিয়াম পালন করার ফলে মাফ করা হবে, না অন্য কোন কারণে?

-নাজমুল হুদা
রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ বান্দাকে মাফ করার সাথে ছিয়াম পালন শর্তযুক্ত নয়; বরং প্রত্যেক মুমিন বান্দা যারা আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে শরীক করে না তাদের ক্ষমা করা হয়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজা সমূহ খোলা হয় এবং এমন সব বান্দাকে মাফ করে দেওয়া হয়, যারা আল্লাহ্র সাথে কোন কিছুকে শরীক করে না। তবে ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না, যার মধ্যে ও তার কোন ভাইয়ের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ বিদ্যমান। তখন ফেরেশতাগণকে বলা হয়, এদেরকে পরস্পরে মীমাংসা করার জন্য সুযোগ দাও' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫০২৯ 'সম্পর্ক ত্যাগ, বিচ্ছিন্নতা ও দোষান্বেষণে নিষেধাজ্ঞা' অনুচ্ছেদ)*। অন্য হাদীছে আছে, 'সপ্তাহে দু'দিন সোম ও বৃহস্পতিবার মানুষের কার্যাবলী আল্লাহ তা'আলার দরবারে পেশ করা হয় এবং প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে ক্ষমা করা হয়। কিন্তু সেই ব্যক্তিকে ক্ষমা করা হয় না, যে কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়, যাতে তারা আপোষ হ'তে পারে সেই পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দাও' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৩০)*। প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে নফল ছিয়াম পালন করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত ছওয়াবের কাজ। উক্ত ছিয়ামের কারণেও আল্লাহ মাফ করতে পারেন। তাছাড়া রাসূল (ছাঃ) উক্ত দু'দিন ছিয়াম পালন করা পসন্দ করতেন এই জন্য যে, ছিয়াম অবস্থায় তাঁর আমলগুলি যেন আল্লাহ্র সমীপে পেশ করা হয় *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২০৫৬, ২০০৫ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান)*। যদি সে কবীরা গোনাহ থেকে তওবা করে থাকে।

প্রশ্নঃ (২৯/৩৭৪)ঃ আমাদের দেশে দেখা যায় যে, অধিকাংশ বিধবা মহিলা অন্য অলংকার পরলেও নাকফুল পরেন না। এটা পরাকে তারা অশুভ মনে করেন। এটা কি ঠিক? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-সানজিদা বেগম
তাহেরপুর পৌরসভা, বাগমারা
রাজশাহী।

উত্তরঃ এটি কুসংস্কার মাত্র। শরী'আতের বিধান অনুযায়ী বিধবা মহিলাগণ ৪ মাস ১০ দিন গহনা পরা থেকে বিরত থাকবে। ইদ্দত পার হয়ে গেলে নাকফুল সহ সব ধরনের গহনা পরতে পারে। উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'বিধবা নারী (স্বামীর মৃত্যুর ৪ মাস ১০ দিন পর্যন্ত)। লাল রঙ্গের কাপড়, লাল মাটি দ্বারা রঞ্জিত

কাপড় পরিধান করবে না, চুলে বা হাতে-পায়ে মেহেদী ও চোখে সুরমা লাগাবে না এবং গয়না পরবে না' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৩৩২ 'বিবাহ' অধ্যায়, 'ইদ্দত' অনুচ্ছেদ; নাসাঈ, ছহীহ আবুদাউদ হা/২৩০৪, মিশকাত হা/৩৩৩৪, হাদীছ ছহীহ)*।

উক্ত হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিধবা মহিলাগণ স্বামীর মৃত্যুর ৪ মাস ১০ দিন পর সাধারণ মহিলাগণের ন্যায় অলংকার সহ সব ধরনের কাপড় পরিধান করতে পারে। *(দ্রঃ সেপ্টেম্বর ২০০১ প্রশ্নোত্তর নং ১২/৩৯৭)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৩৭৫)ঃ একটি বইয়ে দেখলাম, স্ত্রী মিলনের নিষিদ্ধ সময় হ'ল, চান্দ্র মাসের প্রথম ও শেষ তারিখ, পূর্ণিমা রাত, অমাবস্যার রাত, চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের সময়, মঙ্গলবার দিবাগত রাতে, ভরা পেটে, রাতের প্রথম অংশে, পশ্চিম দিকে শয়ন করে, ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহার রাতে। এসব কথাগুলি কি ঠিক?

-ডাবলু মিয়া
কদমতলা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ এসব কথাগুলির ধর্মীয় কোন ভিত্তি নেই। বরং আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের স্ত্রীরা হ'ল তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর' *(বাক্বারাহ ২২৩)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষকে যেকোন সময়ে মিলনের পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেছেন। শরী'আতে মাত্র দু'টি নিষিদ্ধ সময় নির্ধারিত আছে (১) স্ত্রীর হায়েযের সময় *(বাক্বারাহ ২২২)*। (২) তার সন্তান প্রসবের পর *(আবুদাউদ; নায়লুল আওত্বার ১/৩০৬)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩৭৬)ঃ আমি মাগরিবের ছালাত দু'রাক'আত পেয়েছি। বাকী এক রাক'আত পড়ার সময় ক্বিরাআত জোরে পড়তে হবে কি এবং ফাতেহা সহ অন্য সূরা মিলাতে হবে কি?

-ওবায়দুল্লাহ
লালবাগ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মাসবূক্ব তার ইমামের সাথে ছালাতের যে অংশটুকু পায় সে অংশটুকু তার জন্য ছালাতের প্রথম অংশ হয়। কাজেই এ অবস্থায় মাগরিবের বাকী এক রাক'আত পড়ার সময় ক্বিরাআত জোরে পড়তে হবে না এবং অন্য সূরা মিলাতে হবে না। কারণ এটি তার শেষ রাক'আত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমরা ছালাত আদায়ের জন্য আসবে তখন ধীরস্থিরভাবে আস এবং (ইমামের সাথে) যা পাবে তা আদায় কর, আর যা ছুটে যাবে তা পূর্ণ কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৬ 'আযান' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩৭৭)ঃ কোন ব্যক্তির বা ছেলে-মেয়ের জন্ম দিবস পালন করা ও তার দাওয়াত কবুল করা যায় কি?

-ঈমান আলী
শাহাগোলা, আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে কারো জন্ম ও মৃত্যু দিবস কিংবা অন্য কোনরূপ দিবস পালনের কোন নযীর নেই। এটি অমুসলিমদের অনুকরণে পালিত রেওয়াজ। ইসলামের অনুসারীদেরকে এসব থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আবূদাউদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৭৮)ঃ ছালাতের মাঝে দীর্ঘ সময় আল্লাহর ভয়ে কাঁদলে ছালাত বাতিল হবে কি?

-আব্দুল ওয়াহ্হাব
রাণীরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ছালাতের মাঝে দীর্ঘ সময় কাঁদলে ছালাত বাতিল হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তারা ক্রন্দন করতে করতে নতমস্তকে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়ভাব আরো বৃদ্ধি পায়' *(বনী ইসরাঈল ১০৯)*। মুত্বাররিফ ইবনে শিখখীর স্বীয় পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, আমি একদা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম। এমতাবস্থায় তিনি ছালাত আদায় করছিলেন এবং ফুটন্ত পানির ডেগের শব্দের ন্যায় কাঁদছিলেন। অন্য বর্ণনায় আছে, চাক্কীর শব্দের ন্যায় শব্দ করে কাঁদছিলেন *(আহমাদ, আবুদাউদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১০০০)*। উক্ত দলীলসমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ছালাতে দীর্ঘ সময় কাঁদলে ছালাত বাতিল হয় না।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৭৯)ঃ কোন ব্যক্তি ছালাত আদায় করার পর জানতে পারল যে, তার কাপড় অপবিত্র। তাকে পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে কি?

-আমীনুল ইসলাম
সেতাবগঞ্জ ষ্টেশন
আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, ঠাকুরগাঁ।

উত্তরঃ অপবিত্র কাপড়ে ছালাত আদায় করার পর জানতে পারলে পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে না। অনুরূপ কাপড় অপবিত্র একথা জানা আছে, কিন্তু ছালাত আদায়ের সময় স্মরণ ছিল না। এ অবস্থাতেও পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে না। রাসূল (ছাঃ) অপবিত্র জুতা নিয়ে ছালাতের কিছু অংশ আদায় করেন। পরে জিবরীল (আঃ)-এর মাধ্যমে জানতে পারলে জুতা খুলে ফেলেন কিন্তু আদায়কৃত ছালাত পুনরায় আদায় করেননি *(আবুদাউদ, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭৬৬; ঐ বঙ্গানুবাদ হা/৭১০, 'ছালাত' অধ্যায়, 'সাতর' বা আচ্ছাদন অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৮০)ঃ কাপড়ে ছেলে-মেয়ের পেশাব লেগে কাপড় যদি শুকিয়ে যায়, তাহ'লে ঐ কাপড়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মুজীবুর রহমান
পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ যেসব ছেলে বাচ্চা মায়ের দুধ ব্যতীত অন্য কিছু খাদ্য খেতে শিখেছে তাদের পেশাব ধোয়া ব্যতীত ঐ কাপড়ে ছালাত আদায় করা যাবে না। আর মেয়ে বাচ্চা খাদ্য গ্রহণ করুক আর না করুক সর্বাবস্থায় তার পেশাব নাপাক এবং ঐ কাপড় ধোয়া ব্যতীত তাতে ছালাত আদায়

করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মেয়েদের পেশাব ধৌত করতে হবে এবং ছেলেদের পেশাবে পানি ছিটাতে হবে' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫০১; নাসাঈ, ঐ, হা/৫০২ উভয়ের সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৮১)ঃ চার মাযহাবের কোন এক মাযহাব মান্য করা কি যরূরী?

-রফীকুল ইসলাম
টেঘরা, দিনাজপুর।

উত্তরঃ চার মাযহাবের কোন একটি মাযহাবকে নির্দিষ্টভাবে মান্য করা যরূরী নয়। বরং সর্বাবস্থায় নিরপেক্ষভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করতে হবে। কেননা প্রত্যেক মানুষের জন্য যরূরী হ'ল, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে মান্য করা, যদি তিনি নিজে শরী'আত বুঝতে সক্ষম হন। অন্যথায় বিদ্বানগণের নিকট থেকে প্রমাণ সহকারে জেনে নিয়ে তদনুযায়ী আমল করবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা জ্ঞানী ব্যক্তিদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ সহকারে জিজ্ঞেস কর' *(নাহল ৪৩-৪৪)*। কাজেই কোন মাযহাব বা কোন সম্প্রদায়ের দলীলবিহীন আনুগত্য করা যাবে না।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৮২)ঃ যাকাত-ফিৎরা-ওশর ইত্যাদি নিকটাত্মীয়কে দেওয়া যাবে কি?

- বেবী
উত্তর নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ যাকাত-ফিৎরা, ওশর ইত্যাদি নিজ নিকটাত্মীয়কে দেওয়া যাবে, যদি তিনি শারঈভাবে ছাদাক্বার হকদার হন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, الصَّدَقَةُ عَلَي الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَ هِيَ عَلَى ذِى الرَّحْمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَ صِلَةٌ- 'মিসকীনকে ছাদাক্বা দিলে একটি ছাদাক্বা হয়। কিন্তু সে যদি রক্ত সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয় হয়, তবে নেকী দ্বিগুণ হয়। এক- ছাদাক্বা এবং দুই- আত্মীয়তা'। *(আহমাদ, তিরমিযী প্রভৃতি, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৯৩৯ 'যাকাত' অধ্যায়, 'শ্রেষ্ঠতম ছাদাক্বা' অনুচ্ছেদ)*।

হকদার হওয়ার কারণে ইবনু মাসঊদ (রাঃ)-এর স্ত্রী যায়নাবকে ও অন্য একজন আনছারী ছাহাবীর স্ত্রী যায়নাবকে তাদের প্রশ্নের উত্তরে নিজ নিজ স্বামীকে ছাদাক্বা প্রদানের নির্দেশ দিয়ে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ- 'তাদেরজন্য দু'টির পুরস্কার রয়েছেঃ (১) আত্মীয়তার পুরস্কার (২) ছাদাক্বার পুরস্কার'। *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৩৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩৮৩)ঃ হিন্দুদের পূজা উপলক্ষে দ্বীনী প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ রাখা এবং তাদের পূজার দাওয়াত গ্রহণ করা যায় কি?

-আব্দুল্লাহ
মাঝাডাঙ্গা, দিনাজপুর।

উত্তরঃ দ্বীন ইসলামের প্রতীকগুলি প্রকাশ করা এবং ইসলাম বিরোধী প্রতীকগুলি বর্জন করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা আমার এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত গ্রহণ কর' *(আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৬৫)*। মুসলমানদের জন্য কাফেরদের উৎসব-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা এবং ঐ উপলক্ষে মুসলমানদের দ্বীনী অথবা দুনিয়াবী প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা জায়েয হবে না। কারণ এতে আল্লাহর শত্রুদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কখনো এরূপ করেননি। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আবূদাঊদ, সনদ হাসান মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩৮৪)ঃ মি'রাজের রাতে ইবাদত করা এবং ঐ রাতের মর্যাদা বর্ণনা করার জন্য অনুষ্ঠান করা কি শরী'আত সম্মত?

-মুজীবুর রহমান
বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মি'রাজের রাতে ইবাদত করা এবং তার মর্যাদা বর্ণনা করার জন্য অনুষ্ঠান করা অবশ্যই ভিত্তিহীন। যেমন ২৭ শে রজব মি'রাজ হওয়ার প্রমাণে কোন দলীল নেই, তেমনি কোন্ মাসে মি'রাজ হয়েছে তারও কোন জোরালো প্রমাণ নেই এবং মি'রাজ উপলক্ষ্যে বিশেষ কোন ইবাদত করা বা কোন অনুষ্ঠান করা রাসূল (ছাঃ) এবং তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত নয়। কাজেই এ বিদ'আতী আমল অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

প্রশ্নঃ (৪০/৩৮৫)ঃ ছালাতের পর মুছাফাহা করা যায় কি?

-আমীনুদ্দীন
হাজীটোলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ছালাত শেষে ইমামের সাথে বা মুছল্লীদের সাথে পরস্পরে সালাম বিনিময় ও মুছাফাহা করার যে রেওয়াজ বর্তমানে কোন কোন মসজিদে চালু আছে, সেটির কোন শারঈ ভিত্তি নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে এরূপ কোন আমল প্রমাণিত নয়। তবে যদি কোন নতুন মেহমান বা আগন্তুকের সাথে ছালাতের পরে সাক্ষাত হয়, তাহ'লে তার সাথে সালাম ও মুছাফাহা দু'টিই জায়েয আছে। *(তিরমিযী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪১৮০ 'মুছাফাহা ও মু'আনাকা' অনুচ্ছেদ)*। অনুরূপভাবে সাক্ষাৎকারী হিসাবে সাধারণভাবে পরস্পরে সালাম বিনিময় করা জায়েয আছে *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৩০ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'সালাম' অনুচ্ছেদ)*।

সংশোধনী

গত মে'০৩ সংখ্যা ২/২৬৭ নং প্রশ্নোত্তরে 'মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তিকে ৬ ভাগ করে দু'ভাগ ভাতিজা ও চার ভাগ চার ভাতিজী' পাবে বলা হয়েছে। সঠিক উত্তর হবে এই যে, কেবলমাত্র ভাতিজাই সমস্ত সম্পত্তির ওয়ারিছ হবে, ভাতিজীরা নয়। *-দারুল ইফতা।*

মাসিক

আত-তাহরীক

৬ষ্ঠ বর্ষ ১১তম সংখ্যা
আগস্ট ২০০৩

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

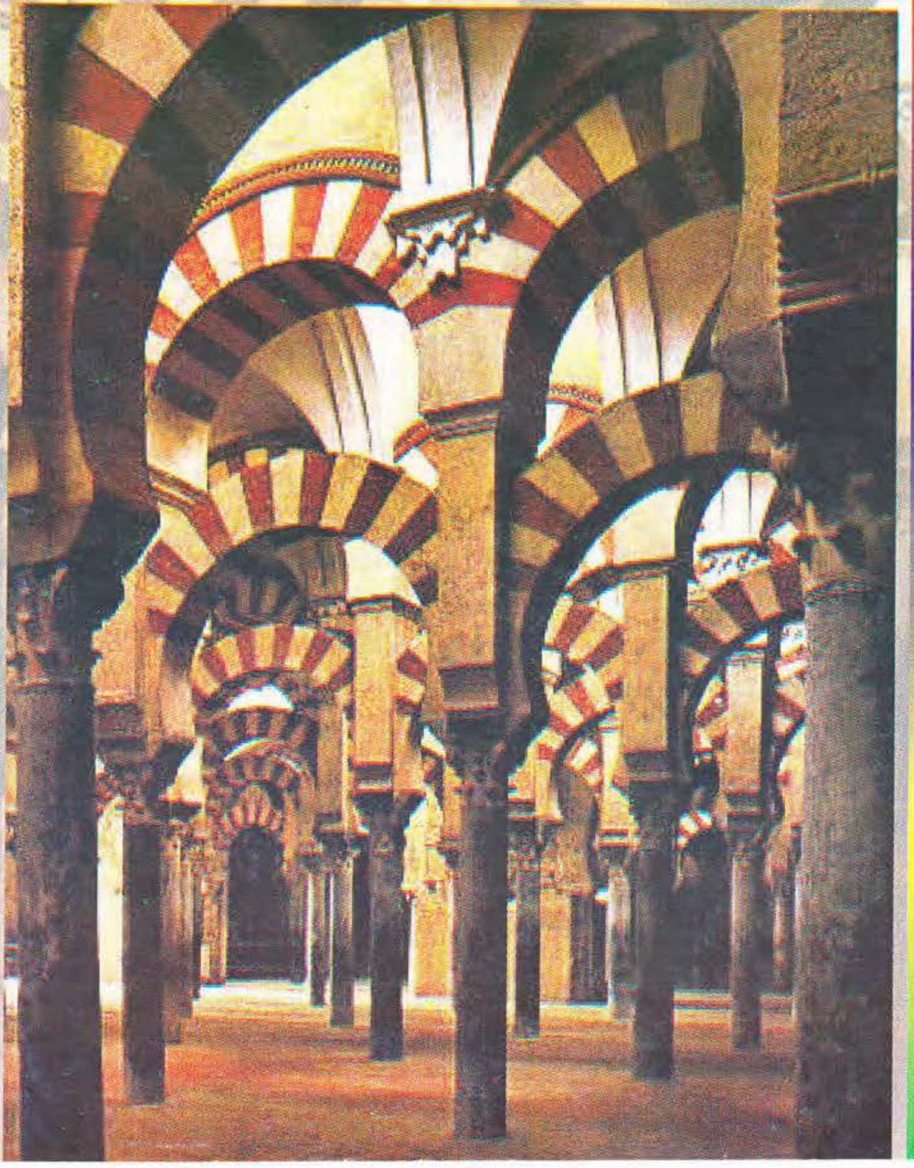

দাখিল পরীক্ষার ফলাফল

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ছাত্ররা ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। মোট ১৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৬ জনই উত্তীর্ণ হয়েছে। মোট পরীক্ষার্থীর ১ জন 'A' গ্রেড, ৯ জন 'A-' গ্রেড, ৪ জন 'B' গ্রেড এবং ২ জন 'C' গ্রেড পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে।

বাঁকাল সংবাদ

দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ মাদরাসার ছাত্রদের কৃতিত্ব

বাঁকাল, সাতক্ষীরা, ১৯ জুন বৃহস্পতিবারঃ অদ্য 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলা শাখা কর্তৃক আয়োজিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০২-০৩ উপযেলা পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ দাখিল মাদরাসার ছাত্ররা বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৩০টি পুরস্কারের মধ্যে সিংহ ভাগ ২১টি পুরস্কার লাভ করেছে। পুরস্কার প্রাপ্তরা হ'ল-

গ্রুপ 'ক'

ক্বিরাআতঃ ১ম- মাহমূদুর রহমান (৬ষ্ঠ শ্রেণী), ২য়- আবূ রায়হান (৪র্থ) এবং ৩য়- হাফেয আরীফ রায়হান।

ইসলামী সংগীতঃ ১ম- মাহমূদুর রহমান (৬ষ্ঠ) এবং ২য়- আবূ রায়হান (৪র্থ)।

আযানঃ ১ম- আবূ রায়হান (৪র্থ) ২য়- মাহমূদুর রহমান (৬ষ্ঠ) এবং ৩য়- তরীকুল ইসলাম (৪র্থ)।

উপস্থিত বক্তৃতাঃ ১ম-ইকরামুল কবীর (৭ম), ৩য়- আবূ জাহিদ (৭ম)।

রচনা প্রতিযোগিতাঃ ২য়- ইকরামুল কবীর (৭ম)।

গ্রুপ 'খ'

ক্বিরাআতঃ ১ম- মাশকূরা খাতুন (১০ম)।

আযানঃ ১ম- আবদুর রহমান (৮ম) এবং ২য়- খায়রুল ইসলাম (১০ম)।

উপস্থিত বক্তৃতাঃ ১ম- খায়রুল ইসলাম (১০ম), ২য়- রজব আলী (৯ম) এবং ৩য়- আবদুর রহমান (৮ম)।

কবিতা আবৃত্তিঃ ১ম- আবদুর রহমান (৮ম)।

রচনা প্রতিযোগিতাঃ ১ম- যহীরুল্লাহ (১০ম), ২য়- ওয়াহীদুয্যামান (১০ম) এবং ৩য়- রজব আলী।

দাখিল পরীক্ষার ফলাফল

দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়া দাখিল মাদরাসা, বাঁকাল, সাতক্ষীরার ছাত্ররা ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিত দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। মোট ১০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৮ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। তাদের মধ্যে ৩ জন 'A' গ্রেডে, ১ জন 'A-' গ্রেডে, ১ জন 'B' গ্রেডে এবং ৩ জন 'C' গ্রেডে উত্তীর্ণ হয়েছে।

২০০২ সালের বৃত্তি পরীক্ষার ফলাফল

দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়া থেকে ২০০২ইং সালে অষ্টম শ্রেণীতে একজন ও পঞ্চম শ্রেণীতে একজন বৃত্তি পেয়েছে। বৃত্তি প্রাপ্তরা হচ্ছে- মুহাম্মাদ আব্দুল জাব্বার (সাং মাহমুদপুর, সাতক্ষীরা, ৮ম শ্রেণী) ও মুহাম্মাদ আলী হোসাইন (সাং হাওয়ালখালী, সাতক্ষীরা, ৫ম শ্রেণী)।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

***প্রশ্নঃ (১/৩৮৬)ঃ** আমার নিজস্ব কোন জমি নেই। অনেক মালিকের নিকট হ'তে কিছু জমি ভাগে ফসল করি। ঐ জমিতে যে ধান হবে ঐ ধানের ওশর কি আমাকে দিতে হবে, না জমির মালিককে দিতে হবে? ছহীহ দলীলের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।*

-মুহাম্মাদ আলফামুদ্দীন সর্দার
কাকডাংগা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ জমিতে উৎপাদিত শস্য নেছাব পরিমাণ হ'লে তাতে ওশর দিতে হবে। চাই সে জমি ভাগে করা হৌক বা মালিক নিজে করুক। ভাগে করলে সম্পূর্ণ শস্যের মধ্য হ'তে প্রথমে ওশর বের করে নিয়ে পরে উক্ত শস্য ভাগীদার ও মালিক আপোষে ভাগ করে নিবেন।

আল্লাহ বলেন, 'তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর, নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করতে মনস্থ করো না' *(বাক্বারাহ ২৬৭)*।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আসমান ও ঝর্ণা ইত্যাদির পানি দ্বারা অথবা মাটির নিজস্ব সরসতা দ্বারা উৎপন্ন ফসলের ওশর অর্থাৎ দশভাগের একভাগ দিতে হবে। আর কূপ হ'তে অর্থাৎ কৃত্রিম উপায়ে সেচ দ্বারা উৎপাদিত ফসলের 'নিছফে ওশর' অর্থাৎ বিশভাগের একভাগ দিতে হবে' *(বুখারী, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৭৯৭ 'যাকাত' অধ্যায় 'যে জিনিসে যাকাত দেওয়া ওয়াজিব' অনুচ্ছেদ)*।

***প্রশ্নঃ (২/৩৮৭)ঃ** ছালাত আদায়কারীর দিকে খেয়াল না করে অনেকেই পার্শ্বে বসে গল্পগুজব করেন। এতে মুছল্লীর ছালাতে বিঘ্ন ঘটে। এরূপ করা কি ঠিক?*

-মুহাম্মাদ এমামুদ্দীন মোল্লা
মির্জাপুর, বিনোদপুর বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ মুছল্লীর ছালাতে বিঘ্ন ঘটে অথবা একাগ্রতা বিনষ্ট হয় এরূপ যেকোন কাজ করা শরী'আতে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। এমনকি সরবে কুরআন তেলাওয়াতের কারণেও বিঘ্ন ঘটলে তা থেকে বিরত থাকতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত আদায়কারী কতিপয় লোকের নিকটে গমন করেন। তারা উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করছিল। তিনি বলেন, 'মুছল্লী ছালাতের মধ্যে স্বীয় প্রভুর সাথে সংগোপনে কথা বলে। সে তার প্রভুর সাথে কি বলছে তার প্রতি একাগ্র থাকে। অতএব কেউ যেন উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত না করে' *(আহমাদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৮৫৬ 'ছালাত' অধ্যায়, 'ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)*।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে ই'তেকাফ রত অবস্থায় শুনতে পেলেন যে, লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করছে। তখন তিনি পর্দা উঠিয়ে বললেন, 'তোমরা সবাই তোমাদের রবের সাথে কথা বলছ। সুতরাং একে অপরকে কষ্ট দিয়ো না এবং তোমরা উচ্চৈঃস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করো না' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, বায়হাক্বী, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১২ পৃঃ, 'মসজিদে স্বর উঁচু করা' অনুচ্ছেদ; সনদ ছহীহ, হাকেম ১/৪৫৫ পৃঃ, হা/১১৬৯ 'নফল ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩৮৮)ঃ আমাদের এলাকার কতিপয় লোক ধান কাটার ২/৩ মাস পূর্বেই মণ প্রতি ১৫০ টাকা ধার্য করে তা ক্রয় করে নেয়। এভাবে ধান কাটার পূর্বে অল্প মূল্যে ক্রয় করা কি শরী'আত সম্মত?

-মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ
জোত সাতনালা, ঘন্টারহাট
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতি শরী'আত সম্মত। কারণ বিক্রিত বস্তুর পূর্ণ পরিচয় ও পরিমাণ ঠিক করে এবং তা হস্তান্তর করার সময় নির্দিষ্ট করে নিয়ে নির্দ্ধারিত মূল্যে বিক্রেতাকে অগ্রিম দিয়ে দেওয়া হ'লে এরূপ কেনা-বেচাকে ইসলামী পরিভাষায় 'বাইয়ে সালাম' বা 'বাইয়ে সালাফ' বলে।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) যখন মদীনায় হিজরত করে এলেন, তখন মদীনাবাসীগণ এক বছর বা দু'বছর মেয়াদে 'বাইয়ে সালাফ' করতেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে বললেন, 'যারা 'বাইয়ে সালাফে'র ভিত্তিতে ফলের সওদা করবে তারা যেন তার ধার্যকৃত ওযন ও (কাঠা বা আড়ীর) মাপ এবং ধার্যকৃত সময়ের ভিত্তিতে তা করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৮৩ 'সালাম ও রেহেন' অনুচ্ছেদ)*।

তবে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় হ'ল, বিক্রেতার অভাবের তাড়নার সুযোগ নিয়ে যেন তার উপরে যুলুম না করা হয়।

প্রশ্নঃ (৪/৩৮৯)ঃ যারা ওকালতি পেশায় নিয়োজিত তাদের অনেকেই কোর্টে অহরহ মিথ্যা কথা বলেন, সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন, আবার মিথ্যাকে সত্য করে মক্কেলের নিকট হ'তে অন্যায়ভাবে টাকা আদায় করেন। এভাবে অর্থ নেওয়া বা এ পেশা হালাল হবে কি?

-মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম
পাবলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
দৌলতপুর, খুলনা।

উত্তরঃ যেসকল উকীল মক্কেলের দাবীর সত্যাসত্য যাচাই-বাছাই না করে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মরিয়া হয়ে উঠেন এবং তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় মক্কেলের নিকট থেকে টাকা আদায় করা, এ ধরনের ওকালতি নিঃসন্দেহে নাজায়েয *(ফাতাওয়া রাশীদিয়া ৫৪৫ পৃঃ, 'ওকালতি পেশা' অনুচ্ছেদ)*। তবে যেসকল উকীল মক্কেলের বৈধ অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে ভারপ্রাপ্ত হয়ে ওকালতি করেন এবং তার বিনিময়ে হাদিয়া গ্রহণ করে থাকেন, তাদের জন্য তা হালাল হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর এবং গোনাহ ও শত্রুতার কাজে সাহায্য করো না' *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্নঃ (৫/৩৯০)ঃ মসজিদের জন্য এবং মহিলাদের ঈদের ছালাত আদায়ের জন্য তৈরী পর্দার কাপড় ব্যক্তিগত কাজে যেমন বিবাহ, আক্বীক্বা, শোকরানার দাওয়াত ইত্যাদিতে ব্যবহার করা যাবে কি? তাছাড়া মসজিদের অন্যান্য জিনিস ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম
ঠাকুরগাঁও।

উত্তরঃ অনুরূপ দুনিয়াবী কাজে ব্যবহার করা যাবে না। তবে মুতাওয়াল্লীর অনুমতি সাপেক্ষে মসজিদ সংশ্লিষ্ট দ্বীনী কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। কারণ এগুলি কেবল ইবাদতের উদ্দেশ্যে দানকৃত বস্তু।

প্রশ্নঃ (৬/৩৯১)ঃ জনৈক ইমাম ছাহেব মসজিদের জমিতে কিছু ফলের গাছ লাগিয়েছিলেন। উক্ত গাছগুলি কর্তৃপক্ষ কেটে বিক্রি করেছেন এবং ইমাম ছাহেবকে ২/৩টা গাছ দিয়েছেন। পরবর্তীতে ইমাম ছাহেব মৃত্যুবরণ করলে উক্ত গাছের হকদার হয় তাঁর ছেলে-মেয়েরা। কিন্তু বর্তমান ম্যানিজিং কমিটি উক্ত গাছগুলি মৃত ইমামের সন্তানদের না দিয়ে ফলসহ গাছগুলি বিক্রি করেছে। এক্ষণে উক্ত গাছের প্রকৃত হকদার কে তা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ সোহরাব হোসাইন
ঠাকুরগাঁও।

উত্তরঃ মসজিদের ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির বৃক্ষাদি কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী ইমাম ছাহেব ভোগ করতে পারেন। তবে তার ওয়ারিছ হিসাবে কেউ তা গ্রহণ করতে পারবে না। যেমন ওমর (রাঃ) তাঁর খায়বারের সম্পত্তির লভ্যাংশ দান করেন এই শর্তে যে, তা বিক্রি করা যাবে না, ওয়ারিছ সূত্রে বন্টন করা যাবে না এবং হেবা করা যাবে না। তবে তা ফক্বীর-মিসকীন ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে দান করা যাবে। সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণকারী মুতাওয়াল্লী তা থেকে খেতে পারবে এবং বন্ধু-বান্ধবকে খাওয়াতে পারবে, যদি সে নিজস্ব স্বার্থে মাল বৃদ্ধিকারী না হয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০০৮ 'দান করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৭/৩৯২)ঃ হযরত খিযির (আঃ) নাকি 'আবে হায়াৎ' পান করে এখনও বেঁচে আছেন? 'ক্বাছাছুল আম্বিয়া' কিতাবে একটি হাদীছে উল্লেখ আছে যে, 'ইলইয়াস ও খিযর (আঃ) উভয়ে বেঁচে আছেন এবং প্রতি বছর হজ্জের মৌসুমে তারা পরস্পরে সাক্ষাৎ করেন'। উক্ত কথাগুলির সত্যতা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ইউসুফ আহমাদ
গোয়াইলটুলা, বাসা নং ৮২
মল্লিকা' বড় বাজার, আম্বরখানা, সিলেট।

উত্তরঃ খিযির (আঃ) বর্তমানে বেঁচে নেই। আল্লাহপাক স্বীয় রাসূল (ছাঃ)-কে বলেন, 'নিশ্চয়ই তুমি মৃত্যুবরণ করবে, যেমন (তোমার পূর্বের) নবীগণ মৃত্যুবরণ করেছেন' *(যুমার ৩০)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করবে' *(আলে ইমরান ১৮৫)*। তিনি বলেন, 'তুমি কোথাও আল্লাহ্র নিয়মের ব্যতিক্রম পাবে না' *(ফাত্বির ৪৩)*। অতএব যদি দুনিয়া কারু জন্য চিরস্থায়ী হ'ত, তাহ'লে শ্রেষ্ঠ মানুষ ও শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) চিরস্থায়ী জীবন লাভ করতেন। তিনিই যখন মৃত্যুবরণ করেছেন, তখন অন্যদের বেঁচে থাকার প্রশ্নই ওঠে না। খিযির (আঃ) 'আবে হায়াৎ' পান করে আজও বেঁচে আছেন বলে যে কথা চালু আছে, এগুলি ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ্ প্রমুখ হ'তে বর্ণিত, যা খৃষ্টানী অপপ্রচার তথা 'ইস্রাঈলিয়াত' (الإسرائيليات)-এর অন্তর্ভুক্ত। আবু জা'ফর আল-মুনাদী এ বিষয়ে বিস্তৃত গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেখানে এসবের অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে *(দ্রঃ ফাৎহুল বারী ৮/২৬৮ পৃঃ, হা/৪৭২৬-এর ব্যাখ্যা 'তাফসীর' অধ্যায় ৩নং অনুচ্ছেদ)*।

'ক্বাছাছুল আম্বিয়া' কিতাবের বরাতে ইলইয়াস ও খিযির (আঃ)-এর যে কথা প্রশ্নে বর্ণিত হয়েছে, এটি বানাওয়াট ও জাল হাদীছ সমূহের অন্তর্ভুক্ত *(দ্রঃ মুহাম্মাদ ত্বাহির পাটনী, তাওকেরাতুল মওযূ'আত (বৈরুতঃ দারু এহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, ৩য় সংস্করণঃ ১৪১৫/১৯৯৫) পৃঃ ১০৮-১০৯; ইবনু কাছীর, ক্বাছাছুল আম্বিয়া, সংক্ষিপ্তকরণঃ মুহাম্মাদ বিন আহমাদ কিন'আন (বৈরুতঃ মুওয়াসসাসাতুল মা'আরিফ, ১ম সংস্করণঃ ১৪১৬/১৯৯৬) পৃঃ ২৯৫-৩০২)*।

প্রশ্নঃ (৮/৩৯৩)ঃ জনৈক ব্যক্তি দশ শতাংশ জমি মসজিদের জন্য দান করেন। পরে তিনি মৃত্যুবরণ করলে কিছু অসাধু লোক সেখানে একটি প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করে এবং গোপনে উক্ত কমিটি স্কুলের নামে উক্ত জমি রেকর্ড করে নেয়। এক্ষণে ঐ মৃত ব্যক্তি কি তার দানের ছওয়াব পাবেন? আর যারা স্কুল করেছে তাদের পরিণতি কি হবে?

-মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন রামাযান
বৃ-কুষ্টিয়া, কামারপাড়া, মাঝিড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ দাতা যে মহান উদ্দেশ্যে দান করেছেন তা শরী'আতে ওয়াক্ফ হিসাবে গণ্য হবে। যা পরিবর্তন করা আদৌ জায়েয নয়, যেরূপ অছিয়তকে পরিবর্তন করা জায়েয নয়। সুতরাং যদি কেউ তা পরিবর্তন করে তাহ'লে এর গোনাহ তার উপরেই বর্তাবে *(বাক্বারাহ ১৮১ ও ফাতাওয়া নাযীরিয়া ২/৩২৫ পৃঃ, 'ওয়াক্ফ' অধ্যায়)*।

তবে দাতা যে নিয়তে দান করেছেন সে নিয়তের উপরেই তিনি ছওয়াবের অধিকারী হবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিয়তের উপরেই সমস্ত কাজ নির্ভরশীল' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১)*।

অপরদিকে গোপনে স্কুলের নামে উক্ত জমি রেকর্ড করে নিয়ে তারা আমানতের খেয়ানত করেছে ও প্রতারণা করেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে প্রতারণা করবে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২০ 'ক্বিছাছ' অধ্যায়)*। ফলে স্কুল কর্তৃপক্ষ কবীরা গোনাহের অধিকারী হবে।

প্রশ্নঃ (৯/৩৯৪)ঃ জনৈক ইমাম বিনা ওযূতে আযান দেন এবং পরে ওযূ করে ছালাত আদায় করান। এমনটি করায় কি কোন অসুবিধা আছে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ যুলফিক্বার আলী
স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যাল্স লিঃ পাবনা।

উত্তরঃ বিনা ওযূতে আযান দেওয়া যায়। তবে ওযূ অবস্থায় আযান দেওয়াই উত্তম *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৯৯ পৃঃ, 'মুওয়াযযিনের করণীয় কি?' অনুচ্ছেদ)*। 'ওযূ সম্পাদনকারী ছাড়া কেউ আযান দিবে না' বলে যে হাদীছটি তিরমিযীতে বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ *(দ্রঃ আলবানী, যঈফ তিরমিযী হা/৩৩)*। উল্লেখ্য যে, মুওয়াযযিন বিনা ওযূতে আযান দিয়ে পরে ওযূ করে ছালাত আদায় করলে তাতে কোন ক্ষতি হবে না *(দ্রঃ আত-তাহরীক, ফেব্রুয়ারী ২০০২, প্রশ্নোত্তর নং ৩২/১৭২)*।

প্রশ্নঃ (১০/৩৯৫)ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত আবূদাঊদ শরীফের ৬৭৬ নং হাদীছে আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ কাতারের ডান দিকের মুছল্লীদের উপর রহমত বর্ষণ করেন'। প্রশ্ন হ'লঃ তবে কি কাতারের বাম ও পিছনের দিকের মুছল্লীগণ রহমত থেকে বঞ্চিত হবে?

-মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
রাজপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত উক্ত হাদীছটি যঈফ *(আলবানী, যঈফ আবূদাঊদ ৫৫ পৃঃ, হা/৬৭৬ 'ছালাত' অধ্যায় 'কাতার ঠিক করা' অনুচ্ছেদ)*। তবে 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাগণ তাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন, যারা কাতারে ছালাত আদায় করে' মর্মে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে তার সনদ হাসান *(আলবানী, ছহীহ আবূদাঊদ ৫৫ পৃঃ; মিশকাত-আলবানী হা/১০৯৬ টীকা-৬ 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ)*। অতএব যে সকল মুছল্লী কাতারে অর্থাৎ জামা'আতে ছালাত আদায় করবেন তাদের সকলের উপরই রহমত বর্ষিত হবে, ডাইনে থাকুন আর বামে থাকুন।

প্রশ্নঃ (১১/৩৯৬)ঃ ক্বাযা ছালাত জামা'আত সহকারে আদায় করা যায় কি?

-আযাদুর রহমান
কৃষ্ণরামপুর, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ক্বাযা ছালাত জামা'আত সহকারে আদায় করা যায়।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খায়বারের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে শেষ রাত্রিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে বিশ্রামের জন্য এক স্থানে অবস্থান নিলেন। বেলাল (রাঃ)-কে ছালাতের জন্য ডাকার দায়িত্ব দিয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। এক পর্যায়ে বেলাল (রাঃ)ও ঘুমিয়ে পড়লেন। সূর্য উঠার পূর্বে কেউ টের পেলেন না। ফলে সূর্য উঠার পরে জাগ্রত হয়ে স্থান পরিবর্তন করে অন্য স্থানে গিয়ে এক্বামত দিয়ে তাঁরা জামা'আত সহকারে ছালাত আদায় করলেন *(মুসলিম, মিশকাত, হা/৬৮৪ 'ছালাত' অধ্যায়, 'বিলম্বে আযান দেওয়া' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১২/৩৯৭)ঃ দাড়ি রাখার বিষয়টি কতটুকু যরূরী? দাড়ি রাখার বিধান সম্পর্কে এবং বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে দাড়ির গুরুত্ব বুঝিয়ে দিলে খুবই উপকৃত হব।

-মুহাম্মাদ মা'ছূম বিল্লাহ
পাথরঘাটা কলেজ, পাথরঘাটা, বরগুনা।

উত্তরঃ দাড়ি রাখা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত, যা ফরযের কাছাকাছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ কর। দাড়ি পূর্ণরূপে রাখ এবং গোঁফ ছোট করে ছাঁটো' *(বুখারী ২/৮৭৫ পৃঃ হা/৫৮৯২-৯৩)*। অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'গোঁফ ছাঁটা ও দাড়ি পূর্ণরূপে রাখা ইসলামের স্বভাবভুক্ত বিষয়। অগ্নিপূজকরা তাদের গোঁফ পূর্ণরূপে রাখে এবং দাড়ি ছোট করে, কেউ চেছে ফেলে। সুতরাং তোমরা তাদের বিপরীত কর। তোমরা তোমাদের গোঁফ ছাঁটো এবং দাড়ি পূর্ণরূপে ছেড়ে দাও' *(বুখারী, ফাৎহসহ ১০/৩৬২; 'লিবাস' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ নং ৬৪, ৬৫, হা/৫৮৯২-৯৩)*।

স্বাভাবিক অবস্থায় দাড়ি মুণ্ডনের কোন প্রমাণ নেই। এক মুঠের অধিক দাড়ি কর্তন করার যে বর্ণনা এসেছে, তা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর নিজস্ব আমল। যা হজ্জ ও ওমরাহ্‌র সময় মাথা মুণ্ডনের সাথে সম্পর্কিত। অন্য সময় তাঁরা এরূপ করেছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বুখারীর ভাষ্যকার আল্লামা কিরমানী বলেন, সম্ভবতঃ ইবনু ওমর (রাঃ) হজ্জের সময় মাথা মুণ্ডন অথবা চুল ছোট করার কুরআনী হুকুমকে *(ফাৎহ ২৭)* একত্রিতভাবে আমল করতে গিয়ে হজ্জের সময় মাথা মুণ্ডন ও দাড়ি ছোট করতেন' *(ফাৎহুল বারী ১০/৩৬২; দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক, মার্চ ২০০১ প্রশ্নোত্তর নং ১৮/১৯৩)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৩৯৮)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আংটিতে শুধু 'আল্লাহ' লেখা ছিল, কথাটি কি ঠিক?

-আবু সাঈদ
পলাশবাড়ী, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আংটিতে 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লেখা ছিল, শুধু আল্লাহ নয়। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পারস্যের রাজা কিসরা, রোম সম্রাট ক্বায়ছার এবং আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজাশীর নিকট পত্র লেখার ইচ্ছা করলেন, তখন তাঁকে বলা হ'ল যে, তারা এমন লিপি গ্রহণ করে না, যা মোহর বা সীলযুক্ত নয়। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি আংটি তৈরী করালেন। যার গোল চাক্তিটি ছিল রূপার। এতে অঙ্কিত ছিল 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আংটির লেখাটি তিন লাইনে ছিল। 'মুহাম্মাদ' এক লাইনে, 'রাসূল' এক লাইনে এবং 'আল্লাহ' এক লাইনে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৮৬ 'আংটির বর্ণনা' অনুচ্ছেদ; ঐ বঙ্গানুবাদ হা/৪১৯১, ৮/২২০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৩৯৯)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের পর জিবরীল (আঃ) চার খলীফার নিকট চার বার এসেছিলেন। জনৈক খত্বীবের এ বক্তব্য কি সঠিক?

-সাইফুর রহমান
জোড় বাড়িয়া, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ বক্তব্যটি বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইন্তেকালের সাথে সাথে নবুওয়াত ও রিসালাতের ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে গেছে। ফলে জিবরীল (আঃ)-এর আগমনের প্রয়োজনীয়তাও শেষ হয়ে গেছে। তাছাড়া জিবরীল (আঃ) শুধু নবী-রাসূলগণের নিকটেই আসতেন, অন্য কারু নিকটে নয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৪১ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায় 'নবী প্রেরণ ও অহি-র সূচনা' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং এরূপ দলীল বিহীন কথা খুৎবায় পেশ করা খত্বীব ছাহেবের মোটেই উচিৎ হয়নি।

প্রশ্নঃ (১৫/৪০০)ঃ ঈসা (আঃ)-কে পিতা বিহীন সৃষ্টির রহস্য কি? জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মুজীবুর রহমান
রাজবাড়ী, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত প্রজ্ঞাময় এবং সকল ক্ষমতার অধিকারী। উপরোক্ত বিষয়টি আল্লাহ কর্তৃক অলৌকিক ঘটনা, যা মানব জাতির জন্য আল্লাহ্‌র নিদর্শন স্বরূপ। আল্লাহ বলেন, 'মারইয়াম বলল, কিভাবে আমার সন্তান হবে? অথচ কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শ করেনি এবং আমি ভ্রষ্টচরিত্রাও নই। ফেরেশতা বলল, এরূপেই হবে। আপনার প্রতিপালক বলেছেন, এটি আমার পক্ষে অতি সহজ। তিনি (আরও) বলেন, এটা এজন্যই যে, একে আমি লোকেদের জন্য দৃষ্টান্ত করে রাখব এবং এতে আমার রহমতের প্রকাশ ঘটবে। এটা ঐরূপ কথা, যা নির্ধারিত হয়ে গেছে' *(মারইয়াম ২১)*। তবে যদি বলি, এটা অবিশ্বাসীদের হৃদয়ে আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাস ও ভীতি সঞ্চারের জন্য করা হয়েছিল, তবে সম্ভবতঃ ভুল বলা হবে না। আল্লাহ সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রশ্নঃ (১৬/৪০১)ঃ সঊদী আরবে আমি ব্যাঙের ছাতা খেতে দেখেছি। ব্যাঙের ছাতা খাওয়া কি শরী'আত সম্মত?

-নাদের আলী
গোপালপুর, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ শুধু সঊদী আরবেই নয় বাংলাদেশেও উন্নতমানের খাবার হোটেলে ও রেস্টুরেন্টে ব্যাঙের ছাতা পরিবেশন করা হয় এবং অনেকেই তা খায়। হাদীছেও এটি খাওয়ার হুকুম

রয়েছে। সাঈদ ইবনে যায়েদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ব্যাঙের ছাতা 'মান্ন' জাতীয় এবং উহার পানি চক্ষুর জন্য নিরাময়'। অন্য বর্ণনায় আছে, 'সেই 'মান্ন', যা আল্লাহ তা'আলা মূসা (আঃ)-এর প্রতি নাযিল করেছিলেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৮৪ 'খাদ্য' অধ্যায়)*। সুতরাং রুচি হ'লে ব্যাঙের ছাতা খাওয়াতে কোন দোষ নেই। অনুরূপভাবে দক্ষ চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতিরেকে উহার পানি চক্ষুতে ব্যবহার করা ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (১৭/৪০২)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আঙ্গুল ও খাদ্যপাত্র চেটে খাওয়া এবং পাত্র হ'তে খাদ্য পড়ে গেলে উঠিয়ে খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, এর কারণ কি?

-আসলাম
ঝিকরগাছা, যশোর।

উত্তরঃ খাদ্যের কোন্ অংশের মধ্যে বরকত রয়েছে, এটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। সেকারণ আঙ্গুল ও খাদ্যপাত্র চেটে খেতে এবং খাদ্যের কোন অংশ পড়ে গেলে তা উঠিয়ে খেতে বলা হয়েছে। জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'তোমাদের কারও প্রতিটি কাজের সময় শয়তান উপস্থিত হয়। এমনকি তার খাওয়ার সময়ও তার নিকট উপস্থিত হয়। সুতরাং যদি তোমাদের কারো লোকমা পড়ে যায়, সে যেন তা তুলে ময়লা পরিষ্কার করে খেয়ে নেয়; শয়তানের জন্য যেন তা রেখে না দেয়। আর খাওয়া শেষে যেন আঙ্গুল চেটে খায়। কেননা সে জানেনা, তার খাদ্যের কোন্ অংশে বরকত রয়েছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬৭ 'খাদ্য' অধ্যায়)*। তবে চেটে খাওয়ার ফলে জিহ্বা দিয়ে যে লালা বের হয়, তা হযমের সহায়ক। এর দ্বারা দেহে ইনসুলিন বৃদ্ধি পায়, যা ডায়াবেটিস রোগীর জন্য উপকারী। এতদ্ব্যতীত হৃদরোগ, পেটের পীড়া ও মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য আঙ্গুল চাটা খুবই উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে *(দ্রঃ 'সুন্নতে রাসূল (স.) ও আধুনিক বিজ্ঞান' পৃঃ ১০৬-১০৭)*। মানবদেহের অধিকাংশ রোগ বদহযম থেকেই উৎপত্তি হয়। অতএব হযমের সহায়ক হিসাবে আঙ্গুল চেটে খাওয়ার সুন্নাতী অভ্যাস করা অতীব যরূরী। সেই সাথে কাটা চামচ দিয়ে খাওয়ার বদভ্যাস অবশ্যই পরিত্যাজ্য। এর ফলে স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, নেকীও পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্নঃ (১৮/৪০৩)ঃ আমাকে আমার পিতা-মাতা ওয়াহ্হাবী বলে ডাকেন। কারণ আমি তাদেরকে শিরক হ'তে বাধা দেই। এক্ষণে তাদের সাথে কি সদাচরণ করব? না তাদেরকে ছেড়ে চলে যাব?

-মিছবাহুল ইসলাম
আখেরীগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ যারা শিরকের বিরুদ্ধে কথা বলে তাদেরকে 'ওয়াহ্হাবী বলে গালি দেওয়া চরম অন্যায়। পিতা-মাতা যদি শরী'আত বিরোধী কোন কাজের নির্দেশ দেন, তবে তাদের কথা মানা যাবে না। কিন্তু তাদের সাথে দুনিয়াতে সদাচরণ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরীক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তখন তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাব সহকারে অবস্থান করবে' *(লুক্বমান ১৯)*। পিতা-মাতাকে শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে বুঝাতে হবে। যদি তাতেও তারা সাড়া না দেন তবুও তাদেরকে ছেড়ে যাওয়া যাবে না। বরং তাদের সাথে সদ্ভাবসহ অবস্থান করবে এটিই উল্লেখিত আয়াতের নির্দেশ।

প্রশ্নঃ (১৯/৪০৪)ঃ জনৈক বক্তা বললেন, মেয়েদের স্বর্ণের গয়না না পরাই ভাল। কারণ হাদীছে আছে, যে সকল নারী গলায়, কানে, হাতে স্বর্ণের অলংকার পরবে ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে আগুনের হার পরানো হবে? এ বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

-আমজাদ হোসাইন
আক্কেলপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত মর্মের হাদীছটি যঈফ। হাদীছটি নিম্নরূপঃ

আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে নারী গলায় সোনার হার পরিধান করল, ক্বিয়ামতের দিন তার গলায় অনুরূপ আগুনের হার পরিধান করানো হবে। আর যে নারী স্বীয় কানে সোনার বালী পরিধান করবে, ক্বিয়ামতের দিন তার কানে উহার অনুরূপ আগুনের বালী পরানো হবে' *(যঈফ আবুদাউদ, হা/৪২৩৮; নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪০২ 'পোষাক' অধ্যায়, 'আংটি' অনুচ্ছেদ, সনদ যঈফ)*। পক্ষান্তরে বহু ছহীহ হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেনঃ 'আমার উম্মতের পুরুষের জন্য স্বর্ণ হারাম করা হয়েছে। আর নারীদের জন্য তা হালাল করা হয়েছে' *(আহমাদ, আবুদাউদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৩৯৪ 'আংটি' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং মহিলাগণ স্বর্ণের যেকোন গহনা পরিধান করতে পারেন।

প্রশ্নঃ (২০/৪০৫)ঃ খাবার শেষের দো'আ ও কাপড় পরিধানের দো'আ নাকি একই? পার্থক্য থাকলে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সাইফুদ্দীন
ভোলাডাংগী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ খাবার শেষের একাধিক ছহীহ দো'আ হাদীছে রয়েছে। তন্মধ্যে একটি দো'আ আছে যা কাপড় পরিধানের দো'আর সাথে একটি শব্দ ব্যতীত হুবহু মিলে যায়। ফলে একই রকম মনে হ'লেও কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। যেমন-

খাবার শেষের দো'আঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ أَطْعَمَنِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلاَقُوَّةَ-

উচ্চারণঃ আলহাম্‌দুলিল্লা-হিল্লাযী আত্ব'আমানী হা-যা ওয়া রাযাক্বানীহি মিন গাইরে হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুওয়াতান।

অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাকে এই খাদ্য খাইয়েছেন এবং আমার শক্তি ও সামর্থ্য ব্যতিরেকেই তিনি তা আমাকে দান করেছেন।

কাপড় পরিধানের দো'আঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّىْ وَلَاقُوَّةَ–

উচ্চারণঃ আলহাম্‌দুলিল্লা-হিল্লাযী কাসা-নী হা-যা ওয়া রাযাক্বানীহি মিন গাইরে হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুওয়াতান।

অর্থঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাকে এই কাপড় পরিধান করিয়েছেন এবং আমার শক্তি ও সামর্থ্য ব্যতিরেকেই তিনি তা আমাকে দান করেছেন' *(তিরমিযী, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৩ সনদ ছহীহ, 'পোষাক-পরিচ্ছদ' অধ্যায়)*। উল্লেখ্য যে, খাবার শেষের দো'আর মধ্যে আত্ব'আমানী' শব্দ রয়েছে, আর পোষাক পরিধানের দো'আয় রয়েছে 'কাসা-নী'। বাকী শব্দসমূহ একই রূপ।

প্রশ্নঃ (২১/৪০৬)ঃ এখনও অনেক মানুষকে দেখা যায় মাযারে গিয়ে মৃত পীরদের নিকটে প্রার্থনা করে। এটি পরিষ্কার শিরক। শিরকের ভয়াবহতা সম্পর্কে মাসিক আত-তাহরীকের মাধ্যমে জানতে চাই।

-আযাদ
বাররশিয়া, বাগডাঙ্গা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ শিরক এমন একটি মহাপাপ, যা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করেন না। তবে অন্যান্য গোনাহ ইচ্ছা করলে তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন *(নিসা ৪৮, ১১৬)*। আবু দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে উপদেশ দিয়েছেন যে, 'তুমি আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করবে না, যদিও তোমাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে হত্যা করা হয় এবং আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়' *(ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৫৮০ টীকা-৩ 'ছালাত' অধ্যায়)*।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'আপনার প্রতি এবং আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে, যদি আপনি আল্লাহ্‌র সাথে শরীক নির্ধারণ করেন, তাহ'লে আপনার যাবতীয় আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং আপনি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবেন' *(যুমার ৬৫)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন এবং তার বাসস্থান হয় জাহান্নাম এবং আখেরাতে তার কোন সাহায্যকারী থাকবে না' *(মায়েদাহ ৭২; বিস্তারিত পাঠ করুন, মাসিক আত-তাহরীক, দরসে হাদীছঃ 'শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ' এপ্রিল/৯৯)*।

প্রশ্নঃ (২২/৪০৭)ঃ এক সন্তানের জননী জনৈকা মহিলা স্বীয় স্বামীকে রেখে অন্য ছেলের সাথে পালিয়ে গেছে। কাযী অফিসে তারা বিবাহ করেছে এবং একটি কন্যা সন্তানও হয়েছে। উক্ত বিবাহ কি বৈধ হয়েছে?

-আফতাবুদ্দীন
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ উক্ত বিবাহ বৈধ হয়নি। কারণ পূর্বের স্বামীর সাথে উক্ত মহিলার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়নি। সেকারণ পরবর্তী স্বামীর সাথে সে যতদিন থাকবে ও সন্তান জন্ম দিবে, ততদিন তারা ব্যভিচার করবে এবং তাদের সন্তান 'জারজ' হিসাবে গণ্য হবে। এর সমাধান হ'লঃ পূর্বের স্বামীর নিকটে যেতে না চাইলে 'খোলা তালাক' করে নিয়ে পরবর্তী স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। সমাজে এ ধরনের ঘটনা যেন না ঘটে তার জন্য কঠোর সামাজিক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া অবৈধভাবে মেলামেশার কারণে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্‌র নিকটে খালেছ অন্তরে তওবা করতে হবে।

যেহেতু এদেশে নারী কর্তৃক পুরুষ নির্যাতনের বিরুদ্ধে কোন আইন নেই, ফলে মেয়েদের এই ধরনের স্বেচ্ছাচারিতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদি এরা মুসলমান হয়, তবে তাদেরকে অবশ্যই ইসলামের বিধান মেনে চলতে হবে, নইলে জাহান্নামী হ'তে হবে।

প্রশ্নঃ (২৩/৪০৮)ঃ ফিলিস্তীনে কখন ইসরাঈল রাষ্ট্রের জন্ম হয়? সূরা ফাতিহাতে যে ইহুদী-নাছারার কথা উল্লেখ রয়েছে, তাদের বংশধর কি ফিলিস্তীনে বসতি স্থাপন করেছে?

-ছিফাতুল্লাহ
হরিরামপুর, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাশিয়া থেকে বিতাড়িত ইহুদীদেরকে খৃষ্টানরা ফিলিস্তীনে জোরপূর্বক বসতি স্থাপনে বাধ্য করে এবং তাদেরকে সামনে রেখেই ১৯৪৮ সালের ১৪ই মে তারিখে অবৈধ 'ইসরাঈল' রাষ্ট্রের জন্ম দেয়।

সূরা ফাতিহাতে বর্ণিত 'মাগযূব' (অভিশপ্ত) ও 'যা-ল্লীন' (পথভ্রষ্ট)-এর ব্যাখ্যায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, অভিশপ্ত হ'ল ইহুদীরা এবং পথভ্রষ্ট হ'ল নাছারারা *(আহমাদ, তিরমিযী তুহফাহ সহ ৮/২৩০-৩৩ পৃঃ হা/৩১২৮-৩০ 'তাফসীর' অধ্যায় সূরা ফাতিহা; তাফসীর ইবনে কাছীর ১/৩১ পৃঃ)*। আল্লাহ তা'আলা এদের সম্পর্কে বলেন, 'এরা পূর্বেই পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে। এরা সঠিক রাস্তা হ'তে বিচ্যুত হয়েছে' *(মায়েদাহ ৭৭)*। সূরা ফাতিহাতে যে অভিশপ্ত ইহুদীদের কথা বলা হয়েছে তাদের বংশধররাই ফিলিস্তীনে বসতি স্থাপন করেছে *(বিস্তারিত দেখুনঃ দরসে কুরআন, অক্টোবর ২০০১ 'খ্রীষ্টান-মুসলিম সম্পর্ক')*।

প্রশ্নঃ (২৪/৪০৯)ঃ ছাহাবীগণকে গালি-গালাজ করা শরী'আতের দৃষ্টিতে কতটুকু অন্যায়?

-মীযানুর রহমান
তেলিগান্দিয়া, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ ছাহাবীগণকে গালি-গালাজ করার বিরুদ্ধে হাদীছে

কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা আমার ছাহাবীদেরকে গালি দিয়ো না। আমি সেই সত্তার কসম করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড়ের সমপরিমাণ স্বর্ণ দান করে, তবুও তাদের কোন একজনের (আমলের) সমপরিমাণ হবে না। এমনকি তার অর্ধেকও হবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম হা/৬৪৩৫; মিশকাত হা/৬০০৭ 'ছাহাবীগণের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (২৫/৪১০)ঃ ক্বিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে একটি নাকি এমন যে, মসজিদ বানিয়ে মানুষ গর্ব করবে। যদি তাই হয় তাহ'লে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' যে মসজিদগুলি তৈরি করছে সেগুলি তার অন্তর্ভুক্ত হবে না?

-আমীনুল হক
সন্ধ্যাবাড়ী, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে, মানুষ পরস্পরে মসজিদ নিয়ে গর্ব করবে' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, দারেমী, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭১৯ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অধ্যায়)।*

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যে সমস্ত মসজিদ তৈরি করেছে বা করছে তা গর্ববোধের জন্য নয়। বরং বিশেষ প্রয়োজনে যেখানে স্থানীয় লোকদের মসজিদ তৈরি করার সামর্থ্য নেই শুধু সেইসব স্থানে মসজিদ তৈরি করা হচ্ছে। আরেকটি বিরাট উদ্দেশ্য হ'ল, মানুষের নিকটে ছহীহ দা'ওয়াত পৌঁছে দেওয়া। সুতরাং যদি কেউ মসজিদ নিয়ে গর্ব-অহংকার করে, সে ব্যক্তিগতভাবে গোনাহগার হবে, তার জন্য সংগঠন দায়ী হবে না।

প্রশ্নঃ (২৬/৪১১)ঃ শুকনা কুকুর মসজিদে বা জায়নামাযের উপর দিয়ে গেলে মসজিদ বা জায়নামায ধৌত করতে হবে কি?

-মুয্যাম্মিল হক
বাখড়া, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ শুকনা কুকুর পবিত্র স্থানে যাতায়াত করলে তা অপবিত্র হয় না। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় মসজিদে কুকুর যাতায়াত করত, কিন্তু ছাহাবীগণ এজন্য পানি ছিটাতেন না বা ধৌত করতেন না' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১৪ 'অপবিত্র হ'তে পবিত্র করণ' অনুচ্ছেদ)।* তবে তার পায়ে যদি নাপাকী থাকে এবং তা মসজিদে লেগে যায়, তবে সেটা ধুয়ে ফেলতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৭/৪১২)ঃ রক্ত দান কি 'ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ'র অন্তর্ভুক্ত?

-মারুফ হোসাইন
আগৈলঝরা, বরিশাল।

উত্তরঃ রক্ত দান ছাদাক্বা নয়; বরং নিরুপায় হয়ে ভাল কাজে সহযোগিতা করা মাত্র। কারণ স্বাভাবিকভাবে রক্ত দ্বারা চিকিৎসা করা জায়েয নয়। অভিজ্ঞ কোন ডাক্তার যদি বলেন রক্ত ছাড়া বিকল্প কোন চিকিৎসা নেই, তাহ'লে বাধ্যগত অবস্থায় রক্ত দ্বারা চিকিৎসা করা যায় *(মায়েদাহ ৩)।* এমতাবস্থায় রক্ত দান একটি ভাল কাজ হিসাবে গণ্য হবে, যা নেকীর কাজে সহযোগিতার শামিল হবে।

উল্লেখ্য, রক্ত দানের ফলে যদি লোকটি বেঁচে যায় এবং নেকীর কাজ করে, তবে উক্ত নেকীর ছওয়াব রক্তদাতাও পাবেন। সে দিক দিয়ে বিচার করলে রক্তদান 'ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ'র পর্যায়ভুক্ত হ'তে পারে।

প্রশ্নঃ (২৮/৪১৩)ঃ খালি গায়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি? ছহীহ দলীলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ ক্বামারুযযামান
তুলাগাঁও, সুলতানপুর, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ খালি গায়ে ছালাত আদায় করা যাবে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন এমন একটি কাপড়ে ছালাত আদায় না করে যার কিছু অংশ তার দু'কাঁধে থাকে না' *(ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/৭৫৫ 'ছালাত' অধ্যায়, 'সতর' অনুচ্ছেদ)।* অর্থাৎ ছালাত আদায়ের সময় কাঁধে কাপড় থাকা যরূরী। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কোন ব্যক্তি যদি একটি কাপড়ে ছালাত আদায় করে, তাহ'লে সে যেন কাপড়টির দু'কিনারা দু'কাঁধের উপরে রাখে' *(ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/৭৫৬)।* তবে কারো কাপড় না থাকলে ঐ অবস্থায়ই ছালাত আদায় করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৯/৪১৪)ঃ ছহীহ হাদীছ মোতাবেক বিবাহ পড়ানোর পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবদুল হালীম
হরিপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কনে সাবালিকা হ'লে পিতা বা অভিভাবককে প্রথমেই তার সম্মতি নিতে হবে। অতঃপর বিবাহ অনুষ্ঠানে নিম্নরূপে বিবাহ সম্পাদন করবে।-

পিতা বা অভিভাবক নিজেই প্রথমে খুৎবা পড়বেন। অতঃপর দু'জন সাক্ষীর সম্মুখে কনের পিতা বা অভিভাবক বরকে বলবেন, 'আমার মেয়ে এত টাকা নগদ, এত টাকা বাকী অথবা পূর্ণ বাকী বা পূর্ণ মোহরানা নগদ গ্রহণ করে তোমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে রাযী আছে, তুমি তাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে রাযী আছ কি? জবাবে বর বলবেঃ 'রাযী আছি'। এভাবেই ঈজাব-কবূল সম্পন্ন হবে। অভিভাবক বলতে না পারলে তাঁর উপস্থিতিতে অন্যজন বললেও হবে।

উল্লেখ্য যে, হাদীছে এভাবে কথাগুলি লেখা নেই, তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুৎবার পর বিবাহের কিছু প্রয়োজনীয় কথা বলতেন *(দারেমী, মিশকাত হা/৩১৪৯ 'বিবাহের খুৎবা' অনুচ্ছেদ)* ঈজাব-কবূল ছাড়াও বর্তমানে বিবাহের কাবিন নামায় বর-কনে উভয়ের স্বাক্ষর নেওয়া হয়। এছাড়া অলী ও সাক্ষীদ্বয়ের স্বাক্ষরও থাকে। এমতাবস্থায় মেয়ের সম্মতির কথা সকর্ণে শোনার জন্য কনে পক্ষের দু'জন সাক্ষীকে বিবাহের আগেই অন্দরমহলে প্রবেশ করে মেয়েকে জিজ্ঞেস

করা, অতঃপর বিবাহ পড়ানো একেবারেই অন্যায়। কেননা মূল বিবাহকারী হ'ল বর। কনে নয়। এতদ্ব্যতীত বিয়ের সময় মোহরানা নিয়ে ঝগড়া করা অন্যায়। বিয়ের পরে সালাম করা ও দু'রাক'আত ছালাত আদায় করারও কোন বিধান নেই।

প্রশ্নঃ (৩০/৪১৫)ঃ কবরে লাশ রাখার পর দু'একটি পাটাতন দেয়া হয়েছে, এমতাবস্থায় কেউ দেখতে চাইলে পাটাতন সরিয়ে দেখানো যায় কি?

-ইমাদুদ্দীন
শিরোইল জামে মসজিদ, রাজশাহী।

উত্তরঃ কবরের পাটাতন সরিয়ে লাশ দেখানো যায়। এমনকি লাশ কবরে রেখে পুনরায় উত্তোলন করা যায়। অন্যত্র স্থানান্তরও করা যায়। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে কবরে রাখার পর কবর থেকে উঠিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে নিজের জামা পরিয়ে দেন এবং পুনরায় কবরে রাখেন *(বুখারী ১/১৮০ পৃঃ, হা/১৩৫০ 'জানাযা' অধ্যায়)*। জাবির (রাঃ) স্বীয় পিতাকে ছয় মাস পর কবর থেকে উঠান এবং অন্যত্র দাফন করেন *(বুখারী ১/১৮০ পৃঃ, হা/১৩৫১)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৪১৬)ঃ জানাযার ছালাতের তাকবীর সমূহে রাফউল ইয়াদায়েন করতে হবে কি?

-শামীম আহমাদ
আহলেহাদীছ পাঠাগার, গাছবাড়ী, সিলেট।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে রাফউল ইয়াদায়েন করা সম্পর্কে ছাহাবী থেকে 'মওকূফ' সূত্রে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইবনে ওমর এবং আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) জানাযার তাকবীরে তাঁদের দু'হাত উঠাতেন *(বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ যাদুল মা'আদ ১/৪৯২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৪১৭)ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত আবুদাউদ ২য় খণ্ডের ৩৭০ পৃঃ ১৫৬৫ নং হাদীছ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরিমাণ যত কম বা বেশী হৌক না কেন সে পরিমাণের উপরই যাকাত ফরয। আবুদাউদে বর্ণিত উক্ত হাদীছটি ছহীহ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-যহীরুল ইসলাম
দৌলতপুর কলেজ, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছটি ছহীহ। তবে এটি অলংকারের যাকাত সম্পর্কিত। কম বা বেশীর কোন কথা উক্ত হাদীছে উল্লেখ নেই। অন্য হাদীছে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, নেছাব পরিমাণ পৌঁছলে যাকাত দিতে হবে, তার কম হ'লে নয় *(দ্রঃ মুখ আবুদাউদ হা/১৫৬৪; ছহীহ আবুদাউদ হা/১৩৮৩; বুলূগুল মারাম হা/৬০৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৪১৮)ঃ জনৈক বক্তার বক্তব্য, এক ছাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রক্ত পান করলে তিনি তাঁকে জান্নাতী বলে ঘোষণা করেন; ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পেশাব-পায়খানা সুগন্ধি হিসাবে ব্যবহার করতেন এবং খেয়ে ফেলতেন ইত্যাদি। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-আব্দুল কাদের
পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ ছাহাবীগণ কর্তৃক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রক্ত ও পেশাব-পায়খানা খাওয়া ও পান করার উপরোক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন। পেশাব পান করার প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি 'জাল' *(আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ ৩/২২৮ পৃঃ, হা/১১৮২)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৪১৯)ঃ আমি এক আলেমের মুখে শুনেছি, এক মুষ্টি পরিমাণ অথবা হা করলে দুই ঠোঁটের মাঝে যে পরিমাণ দূরত্ব হয়, সে পরিমাণ লম্বা দাড়ি রেখে বাকীটা ছেঁটে ফেলা যায়। বিষয়টির সত্যতা জানতে চাই।

-মাহমূদুল হাসান
গোপালবাড়ী, জলঢাকা, নীলফামারী।

উত্তরঃ উপরোক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা দাড়ি ছেঁটে ফেলার প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। পক্ষান্তরে দাড়ি সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়ার প্রমাণে একাধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর ও দাড়ি লম্বা কর' *(বুখারী ২/৮৭৫ পৃঃ, হা/৫৮৯২-৯৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৪২০)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি হাযের-নাযের ছিলেন? তিনি কি অদৃশ্যের খবর জানতেন?

-শিহাবুদ্দীন
মুহাম্মাদপুর জামে মসজিদ, ঢাকা।

উত্তরঃ 'হাযির' অর্থঃ সর্বত্র হাযির হওয়া ও 'নাযির' অর্থঃ সর্বদ্রষ্টা হওয়া এবং অদৃশ্যের খবর জানা, এগুলি একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র পক্ষেই সম্ভব। তিনি আরশে সমাসীন আছেন *(ত্বা-হা ৫)*। কিন্তু তাঁর ইল্ম ও কুদরত সর্বত্র বিরাজমান। সবই তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে রয়েছে *(শূরা ১১)*। এটি কোন সৃষ্টজীবের জন্য কখনই সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মানুষ ছিলেন। অতএব মাখলূক হিসাবে খালেক বা সৃষ্টিকর্তার গুণ অর্জন করা সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে এই ধরনের আক্বীদা পোষণ করা সম্পূর্ণরূপে 'শিরক' *(আ'রাফ ১৮৮, নামল ৬৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৪২১)ঃ ফরয ছালাতের চেয়ে কি যিক্র উত্তম?

-আব্দুল খালেক
গোছা, কেশরহাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'ছালাত' হ'ল সর্বোত্তম যিক্র *(আনকাবূত ৪৫)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ছালাত আদায় কর আমার যিকরের জন্য' *(ত্বা-হা ১৪)*। 'যিক্র' অর্থ আল্লাহ্র স্মরণ। এক্ষণে ছালাত-এর শেষে যে সমস্ত যিক্র ও তাসবীহ পাঠ করা হয়, তা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ নেকীর কাজ হ'লেও ফরয ছালাতের চেয়ে উত্তম নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামত দিবসে সর্বপ্রথম মানুষের ছালাতের হিসাব হবে। ছালাত সঠিক হ'লে বাকী ইবাদত সঠিক হবে, আর ছালাত বিনষ্ট হ'লে বাকী সব ইবাদত বিনষ্ট হবে' *(আলবানী, সিলসিলা*

ছহীহাহ হা/১৩৫৮; নাসাঈ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৭০ পৃঃ)। ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ হচ্ছে ছালাত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪ 'ঈমান' অধ্যায়)*। ছালাত পরিত্যাগকারীকে 'কাফের' বলা হয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৯)*। অথচ যিকর পরিত্যাগকারীকে কাফের বলা হয়নি। কাজেই যিকর ছালাতের চেয়ে উত্তম বলা ঠিক হবে না। উল্লেখ্য যে, বর্তমান যুগে বিভিন্ন শিরকী ও বিদ'আতী যিকর চালু হয়েছে। এমনকি যিকরের সাথে রাজনৈতিক সম্মেলনে যাবার জন্য আহ্বান জানানো হয়ে থাকে। এগুলি থেকে দূরে থাকা আবশ্যক।

প্রশ্নঃ (৩৭/৪২২)ঃ ঈসা (আঃ) এখন জীবিত না মৃত? যদি জীবিত থাকেন তাহ'লে কোথায় আছেন?

-একরাম মণ্ডল
সালামতপুর, মধুপুর, যশোর।

উত্তরঃ ঈসা (আঃ) জীবিত আছেন এবং দ্বিতীয় আসমানে রয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈসা! আমি তোমাকে নিয়ে নিব এবং তোমাকে আমার দিকে উঠিয়ে নিব। কাফেরদের হাত থেকে আমি তোমাকে মুক্ত করব' *(আলে ইমরান ৫৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'তারা ঈসাকে না হত্যা করেছে, আর না শূলে চড়িয়েছে; বরং তারা তার সদৃশ একজনের ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে থাকে। বস্তুতঃ তারা এ বিষয়ে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে। শুধুমাত্র অনুমান ব্যতীত তারা এ ব্যাপারে কোন কিছুই জানে না। আর নিশ্চয়ই তাকে তারা হত্যা করেনি। বরং আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন' *(নিসা ১৫৭)*। ঈসা (আঃ) বর্তমানে দ্বিতীয় আসমানে আছেন *(বুখারী মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬২ 'মি'রাজ' অনুচ্ছেদ)*। দামেস্ক মসজিদের পূর্ব দিকের সাদা মিনার-এর নিকটে দু'জন ফেরেশতার কাঁধে ভর দিয়ে ঈসা (আঃ) ক্বিয়ামতের পূর্বে দুনিয়ায় আগমন করবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫ 'ফিতান' অধ্যায়, 'ক্বিয়ামত পূর্বেকার নিদর্শন সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৪২৩)ঃ যাত্রা পথে অকল্যাণকর কিছু দেখলে যাত্রাকে অশুভ বলা যায় কি?

-আবদুল আযীয
বংশাল, ঢাকা-১১০০।

উত্তরঃ যাত্রা পথে অকল্যাণকর কিছু দেখে যাত্রাকে অশুভ বলা শিরক। কারণ এতে আল্লাহ্‌র শক্তির অবমাননা করা হয়। অথচ আল্লাহ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'অশুভ বলে কিছু নেই' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৭৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৪২৪)ঃ জানতে পারলাম যে, আমি নাকি শিশুকালে আমার শাশুড়ীর বুকের দুধ দু'একদিন পান করেছি। একথা শাশুড়ীও স্বীকার করেছেন। বর্তমানে আমি স্ত্রী হ'তে বিচ্ছিন্ন রয়েছি। আমার করণীয় কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ নূরুয্যামান
বানিয়াবাড়ী, ডেংগারগড়
ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ দু'বছর বয়সের মধ্যে যদি শাশুড়ীর বুকের দুধ কমপক্ষে পাঁচ ঢোক পূর্ণরূপে পান করে থাকে, তবে দুধ পান হিসাবে গণ্য হবে এবং বর্তমান স্ত্রী দুধবোন হিসাবে গণ্য হবে ও তার উপর হারাম হবে *(বাক্বারাহ ২৩৩; মুসলিম, আলবানী, মিশকাত হা/৩১৬৭ 'যাদের বিবাহ করা হারাম' অনুচ্ছেদ)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের উপর তোমাদের দুধবোনকে হারাম করা হয়েছে' *(নিসা ২৩)*। উক্ববাহ ইবনে হারিছ (রাঃ) আবু এহাব ইবনে আযীযের মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন। অতঃপর একজন মহিলা এসে বলল, আমি ওক্ববা ও তার স্ত্রীকে শিশুকালে দুধপান করিয়েছি। একথা শুনে ওক্ববা (রাঃ) বললেন, আপনি যে আমাকে দুধ পান করিয়েছেন তা আমি জানিনা। আর আপনিও আমাকে কখনও বলেননি। ওক্ববা (রাঃ) আবু এহাবের পরিবারকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলে আমাদেরও জানা নেই। এবার ওক্ববা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে জিজ্ঞেস করলেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'এরূপভাবে বলার পরে বিবাহ বন্ধন কিভাবে থাকতে পারে'। অতঃপর ওক্ববা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করলেন। তখন মেয়েটি অন্যত্র বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হ'ল *(ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/৩১৬৯)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৪২৫)ঃ মামা মারা যাওয়ার তিন বৎসর পরে জনৈক ব্যক্তি স্বীয় মামীকে বিবাহ করেছে। উক্ত বিবাহ বৈধ হয়েছে কি-না পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ
সিন্দুকাই, তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ মামার মৃত্যুর পরে মামীকে বিবাহ করা শরী'আত সম্মত। কারণ আল্লাহ রব্বুল আলামীন যে চৌদ্দ প্রকার মহিলাকে বিবাহ করা হারাম করেছেন, মামী তার অন্তর্ভুক্ত নয় *(নিসা ২৩)*।

খান হোটেল এন্ড রেষ্টুরেন্ট
ইসরাত আযম খান
স্বত্বাধিকারী
নিজস্ব তৈরী দৈ-মিষ্টি, বিরিয়ানী, তেহারী, পোলাও-মাংস, মাছ-ভাত ও যাবতীয় টাটকা ভাজা খাবারের অনন্য প্রতিষ্ঠান। অর্ডার অনুযায়ী যেকোন অনুষ্ঠানে ২৪ ঘন্টার মধ্যে খাবার সরবরাহ করা হয়।
আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই
বিমান বন্দর রোড, রেলগেট, নৌহাটা
ঘোড়ামারা, রাজশাহী-৬১০০
ফোনঃ ৭৭৪৬০৫, মোবাইলঃ ০১৭১৮১৯০৭৫

মাসিক

আত-তাহরীক

৬ষ্ঠ বর্ষ ১২তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ২০০৩

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৪২৬)ঃ যাকাত আদায় না করলে ক্বিয়ামতের দিন নাকি সাপে দংশন করবে? ছহীহ দলীলের আলোকে এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হামযাহ
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ উপরোক্ত বিষয়ে সঠিক কথা হচ্ছে, যাকাত না দেওয়া সম্পদগুলি সাপের আকৃতি ধারণ করে মালিকের গলায় পেঁচিয়ে থাকবে। তবে দংশন করবে কি-না সেকথা স্পষ্ট পাওয়া যায় না। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদ দান করেছেন, অথচ সে তার যাকাত আদায় করেনি, ক্বিয়ামতের দিন তার সমস্ত সম্পদ মাথায় টাকপড়া সাপের আকৃতি ধারণ করবে। যার চোখের উপর দু'টি কালো চক্র থাকবে। ঐ সাপটি তার গলায় বেড়ী দিয়ে থাকবে এবং সে তার মুখের দু'ধারের চোয়াল চেপে ধরে বলবে, আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ। একথা বলার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিম্নোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করেন, যার অর্থঃ 'আল্লাহ তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহে যে সম্পদ দান করেছেন, তাতে যারা কৃপণতা করে, তারা যেন অবশ্যই একথা না ভাবে যে, এটা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং এটি তাদের জন্য ক্ষতিকর। কেননা তাদের কৃপণতার জন্য এই মাল অতিসত্ত্বর ক্বিয়ামতের দিন তাদের গলায় বেড়ী হিসাবে পরানো হবে' *(আলে ইমরান ১৮০; বুখারী, মিশকাত হা/১৭৭৪ 'যাকাত' অধ্যায়)*। এখানে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বেড়ী পরানো হবে আযাবের জন্য, সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য নয়।

প্রশ্নঃ (২/৪২৭)ঃ আমি হজ্জে যাওয়ার মনস্থ করেছি। ছহীহ-শুদ্ধভাবে হজ্জ পালন করতে হ'লে কোন্ বইটি অনুসরণ করব? আর কা'বা শরীফে প্রবেশের সময় 'আল্লাহুম্মাফতাহ্লী আবওয়াবা রাহ্মাতিকা' বলা যাবে কি-না? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-এহসানুল্লাহ
মালিটোলা রোড, ঢাকা-১১০০।

উত্তরঃ ছহীহ-শুদ্ধভাবে এবং অতি সহজে বুঝার জন্য প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব রচিত 'হজ্জ ও ওমরাহ' বইটি পড়াই যথেষ্ট বলে আমরা মনে করছি। এছাড়াও শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায-এর 'মাসায়েলে হজ্জ ও ওমরাহ' বইটি পড়লে ভাল হয়।

মাসিক 'আত-তাহরীক'-এ প্রকাশিত 'এক নযরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হজ্জ' (জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ২০০০ সংখ্যা ৫৪, ৫৫ পৃঃ) প্রবন্ধটিও পড়তে পারেন।

কা'বা শরীফে প্রবেশকালে ডান পা বাড়িয়ে নিম্নের দো'আটি পড়া সুন্নাত, بِسْمِ اللّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ اَعُوْذُبِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَبِسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ– 'বিসমিল্লা-হি ওয়াছছালা-তু ওয়াস সালা-মু আলা রাসূলিল্লা-হি; আল্লা-হুম্মাগফিরলী যুনূবী ওয়াফতাহ্লী আবওয়াবা রাহমাতিকা আ'উযুবিল্লা-হিল আযীম ওয়াবিওয়াজহিহিল কারীম ওয়াবিসুলত্বা-নিহিল ক্বাদীমি মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজীম' *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭৪৯ মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থান' অনুচ্ছেদ)*।

তবে দো'আটি মুখস্থ না থাকলে প্রশ্নে উল্লেখিত দো'আটি পড়লেও চলবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৩)*।

প্রশ্নঃ (৩/৪২৮)ঃ সফর অবস্থায় সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ পূর্বে মাগরিব ও এশাকে একত্র করা যাবে কি?

-আছগর আলী
ঘোড়ামারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ সময়ের পূর্বে ছালাত জমা করা জায়েয নয়। সফর অবস্থায় 'জমা তাক্বদীম' ও 'তাখীর' করে ক্বছর ছালাত আদায় করা যায়। যার পদ্ধতি নিম্নরূপঃ

মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাবূক যুদ্ধে মনযিল ত্যাগের পূর্বে সূর্য ঢলে গেলে যোহর ও আছর-এর ছালাত একত্রে পড়তেন। যদি সূর্য ঢলার পূর্বে প্রস্থান করতেন, তখন যোহরকে বিলম্ব করে যোহর ও আছর একত্রে পড়তেন। মাগরিবেও তিনি এরূপ করতেন। অর্থাৎ যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে প্রস্থান করতেন, তখন মাগরিব ও এশাকে একত্র করতেন। আর যখন সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে প্রস্থান করতেন, তখন মাগরিবকে বিলম্ব করে মাগরিব ও এশা একত্র করে পড়তেন' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩৪৪ 'সফরের ছালাত' অনুচ্ছেদ; ইরওয়াউল গালীল ৩/২৮ পৃঃ; বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'সফরের ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৪/৪২৯)ঃ কোন্ ধরনের গান ও গযল গাওয়া শরী'আতে জায়েয? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সাইফুল ইসলাম
কাযীপুর, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ শিরক-বিদ'আত মুক্ত ও বাদ্য-বাজনা বিহীন এমন সব রুচিশীল গযল, কবিতা, গান গাওয়া শরী'আতে জায়েয, যা মানুষকে আখেরাতমুখী, নীতিবান ও ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করে। এগুলি সুরের সাথে গাওয়াও শরী'আতে জায়েয আছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮০৫-৬, দারাকুৎনী,; মিশকাত হা/৪৮০৭ 'বায়ান ও কবিতা' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান)*।

মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ১২তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৬ষ্ঠ বর্ষ ১২তম সংখ্যা

প্রশ্নঃ (৫/৪৩০)ঃ দেখতে প্রায় সাপের মত। আমরা তাকে কৈচার (কুঁচে) মাছ বলি। অনেকে সেটাকে খুব মজা করে খায়। আবার অনেকে খায় না। আমার প্রশ্ন- এটি খাওয়া যাবে কি?

-হাফীযুর রহমান
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ কুঁচে জলজ প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত। এটি এক প্রকার মাছ, সাপ নয়। কারো রুচি হ'লে এটি খেতে পারে। তবে কোন বস্তু হালাল হ'লেই খেতে হবে এমনটি নয়; বরং রুচি না হ'লে খাবে না। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গুঁই সাপের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট 'যাব' রান্না করা গোশত পেশ করা হ'লে তিনি খেতে অনীহা প্রকাশ করেন। তখন খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) বলেন, এটা কি হারাম? তিনি বললেন, না। এটি আমার এলাকায় নেই। তখন খালিদ (রাঃ) তা সামনে নিয়ে খেতে লাগলেন এবং রাসূল (ছাঃ) তার দিকে দেখতে লাগলেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১১১ 'শিকার ও যবেহ' অধ্যায়)।*

প্রশ্নঃ (৬/৪৩১)ঃ ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে অক্ষমতার কারণে ক্ষমা করে দিলে তার বদলা কি হবে?

-আবদুর রহমান
কানাইহাট, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ সক্ষম ঋণদাতা অক্ষম ঋণগ্রহীতাকে ক্ষমা করে দিলে তার জন্য বিরাট প্রতিদান রয়েছে। আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি এই কামনা করে যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্বিয়ামত দিবসের দুঃখ-কষ্ট হ'তে মুক্তি দিবেন, সে যেন অক্ষম ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির সহজ ব্যবস্থা করে অথবা ঋণ মওকূফ করে দেয়' *(মিশকাত হা/২৯০২)।*

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'যে ব্যক্তি অক্ষম ঋণগ্রস্তকে সময় দান করবে অথবা ঋণ মওকূফ করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামত দিবসের দুঃখ-কষ্ট হ'তে তাকে মুক্তি দান করবেন'। অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'আল্লাহ তা'আলা তাকে (হাশরের মাঠে) তাঁর (রহমতের) ছায়া দান করবেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০৩-৪ 'দেউলিয়া হওয়া এবং ঋণ গ্রহীতাকে অবকাশ দান' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (৭/৪৩২)ঃ কোন নেতা যদি বায়তুল মাল আত্মসাৎ করে, তাহ'লে মৃত্যুর পর তার জানাযা পড়া যাবে কি? তার শাস্তি কি হবে?

-সোহেল রানা
চাঁদপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ তার জানাযা পড়া যাবে। তবে সাধারণ মানুষ পড়াবে। কোন আলেম পড়াবেন না। এ ধরনের লোকদের শাস্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ পাক তার কোন বান্দাকে কারু উপরে নেতৃত্ব প্রদান করলে যদি সে খেয়ানতকারী হিসাবে মৃত্যুবরণ করে, তাহ'লে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতকে হারাম করে দেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৬-৭ 'ইমারত ও বিচার' অধ্যায়।*

প্রশ্নঃ (৮/৪৩৩)ঃ পরিষ্কার বিছানার চাদরের এক পার্শ্বে ঋতুবর্তী স্ত্রী শুয়ে থাকা অবস্থায় চাদরের অন্য পার্শ্বে স্বামী ছালাত আদায় করলে ছালাত আদায় হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বাঙ্গাবাড়ী, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ঋতুবর্তী স্ত্রীর সাথে মিলন ব্যতীত সব কিছু করা জায়েয। সেহেতু প্রশ্নে উল্লিখিত অবস্থায় ছালাত আদায় সিদ্ধ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৫-৪৮ 'হায়েয' অনুচ্ছেদ)।* মায়মূনা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত আদায় করতেন একটি চাদরে, যার একাংশ আমার গায়ের উপর থাকত আর অপরাংশ তাঁর গায়ের উপর থাকত। অথচ তখন আমি ঋতু অবস্থায় ছিলাম' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫০ 'ঋতু' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (৯/৪৩৪)ঃ জনৈক বক্তা আনাস (রাঃ)-এর হাদীছের উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, উট, গরু ও ছাগল দ্বারা আক্বীক্বা করা যাবে। উক্ত মর্মের হাদীছের বিশুদ্ধতা জানতে চাই।

-আযহারুদ্দীন বিশ্বাস
দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত মর্মের হাদীছটি 'মওযূ' বা জাল *(দেখুনঃ আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/১১৬৮, ৪/৩৯৩ পৃঃ)।* ছহীহ হাদীছে রয়েছে, পুত্র সন্তান হ'লে দু'টি ছাগল ও কন্যা সন্তান হ'লে একটি ছাগল ৭ম দিনে আক্বীক্বা দিতে হবে *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ মিশকাত হা/৪১৫২, ৫৭, ৫৮ 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ)।* উল্লেখ্য যে, ১৪, ২১ তারীখে আক্বীক্বা দেয়া সংক্রান্ত হাদীছ যঈফ *(ইরওয়া হা/১১৭০)।*

প্রশ্নঃ (১০/৪৩৫)ঃ একটি ওয়ায মাহফিলে শুনলাম যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক নবীর জন্য আসমান হ'তে দু'জন উযীর ছিলেন এবং যমীন হ'তে দু'জন উযীর ছিলেন। আসমান হ'তে আমার দু'জন উযীর হ'লেন জিবরীল ও মীকাঈল (আঃ)। আর যমীন হ'তে দু'জন উযীর হ'লেন আবুবকর এবং ওমর। উল্লিখিত কথাগুলি কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?

-আব্দুল্লাহ
নাটাইপাড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ উল্লেখিত বক্তব্যটি তিরমিযীর একটি যঈফ হাদীছের হুবহু অনুবাদ, যা 'আবু বকর এবং ওমর (রাঃ)-এর মর্যাদা' অনুচ্ছেদে উল্লিখিত হয়েছে *(দেখুনঃ আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৬০৫৬; যঈফ তিরমিযী হা/৭৫৮; যঈফুল জামে' হা/৫২৩৩)।*

প্রশ্নঃ (১১/৪৩৬)ঃ বেকার হয়ে বাড়ীতে বসেছিলাম। কিছুদিন পূর্বে একটি সূদী ব্যাংকে চাকরি পেয়েছি। কিন্তু সূদী ব্যাংকে চাকরি করার জন্য পিতা খুব অসন্তুষ্ট এবং তিনি চাকরি ছেড়ে দিতে বলছেন। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-আযাদ আলী
নন্দলালপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ সূদী চাকরি করে জীবিকা নির্বাহ করা জায়েয নয়। জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদ ভক্ষণকারী, সূদ

প্রদানকারী, সূদের হিসাব লেখক এবং সূদের সাক্ষীদ্বয়ের উপর অভিসম্পাত করেছেন। তিনি আরো বলেন, 'পাপে তারা সবাই সমান' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭ 'সূদ' অনুচ্ছেদ)*।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'নেকী ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে কাউকে সাহায্য করো না' *(মায়েদাহ ২)*। উক্ত অবস্থায় চাকরি ছেড়ে দেওয়া উচিৎ এবং পিতার নির্দেশ পালন করা ওয়াজিব *(লুক্বমান ১৫)*।

উল্লেখ্য যে, হারাম রূযী থেকে তওবা করে আল্লাহ্র উপরে তাওয়াক্কুল করলে আল্লাহ তাকে হালাল রূযীর পথ খুলে দেবেন। অন্যদিকে পিতার আদেশ পালন করার মধ্যে অশেষ নেকী রয়েছে। তাঁর দো'আর বরকতে সন্তান নিশ্চয়ই হালাল রূযী প্রাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ। কেননা 'পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি, পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৯২৭ 'সদাচরণ' অনুচ্ছেদ; সনদ ছহীহ, তানক্বীহ ৩/৩২৮)*।

প্রশ্নঃ (১২/৪৩৭)ঃ বাংলাদেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের পুকুর পাড়ে, রাস্তার ধারে এবং বিভিন্ন নির্জন স্থানে ছাত্র ও ছাত্রী দু'জন দু'জন করে বসে গল্প করতে দেখা যায়। আমার প্রশ্ন- নির্জনে ছেলে ও মেয়ে এভাবে একত্রে বসার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি? সরকার কি এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেন না?

-আব্দুল খাবীর
কাজলা, রাজশাহী।

উত্তরঃ পাশ্চাত্য অপসংস্কৃতির ঢেউ লেগেছে মুসলিম দেশগুলিতে। বাংলাদেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় সহ স্কুল-কলেজ সমূহেও অনুরূপ অবস্থা চলছে। যার ফলে ব্যভিচার বর্তমানে একটি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শরী'আতের দৃষ্টিতে নির্জনে সাবালক ছেলে ও মেয়ে একত্রে বসা নিষিদ্ধ। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, তিনি এরশাদ করেন, 'কোন পুরুষ কোন নারীর সাথে নির্জনে একাকী হ'লেই শয়তান তাদের তৃতীয় ব্যক্তি হয়' *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩১১৮ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

সরকারের উচিৎ সব ধরনের বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বিশেষ করে মেয়েদের অভিভাবকগণকে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলগণকে কঠোরভাবে সচেতন থাকতে হবে এ ব্যাপারে। তাহ'লে অশ্লীলতা কিছুটা হ'লেও হ্রাস পাবে এবং এই নোংরা অসভ্য সমাজ অনেকাংশে সভ্য সমাজে পরিণত হবে। সাথে সাথে দায়িত্বশীলগণও পরকালীন জবাবদিহিতা থেকে মুক্তি পাবেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক স্তরের দায়িত্বশীলই ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৬৮৫ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৪৩৮)ঃ আমরা অনেকেই জায়নামাযে ছালাত আদায় করে থাকি। জায়নামাযে ছালাত আদায় করার কি কোন দলীল আছে?

-হাজী মঈনুদ্দীন
দোগাছী, পাবনা।

উত্তরঃ জায়নামাযে ছালাত আদায় করার বহু ছহীহ দলীল রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশেষ জায়নামায ছিল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, 'মসজিদ হ'তে আমাকে জায়নামাযটি এনে দাও' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৯ 'ত্বাহারাত' অধ্যায়)*। মায়মূনা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জায়নামাযে ছালাত আদায় করতেন *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৮৪৯ ও ৫১)*। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, জায়নামায যেন খুব রংঢংয়ের না হয়, যাতে ছালাতের মধ্যে দৃষ্টি ছিনিয়ে নেয় ও খুশূ-খুযূ বিনষ্ট হয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৫৭ 'ছালাত' অধ্যায় 'সতর' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৪৩৯)ঃ 'ছিহাহ সিত্তাহ' বলা কি ঠিক? অনেক আলেম বলে থাকেন যে, কিতাবগুলিতে অধিকাংশ হাদীছ ছহীহ রয়েছে বিধায় 'ছিহাহ সিত্তাহ' বলা যাবে।

-যোবায়ের আহমাদ
আখেরীগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ কিছু ওলামায়ে কেরাম বুখারী, মুসলিম, আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ এসব মহামতি ইমামগণের হাদীছ গ্রন্থগুলিকে 'ছিহাহ সিত্তাহ' বলে থাকেন। যার অর্থ হাদীছের ছয়টি ছহীহ কিতাব। মূলতঃ ছহীহ কিতাব শুধু বুখারী ও মুসলিম। যাকে একত্রে 'ছহীহায়েন' বলা হয়। এ গ্রন্থদ্বয়ের সব হাদীছই ছহীহ। তাই ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়েই স্ব স্ব কিতাবের নাম 'ছহীহ' বলেই নামকরণ করেছেন। কিন্তু এর বাইরে আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ এ চারটি কিতাবে অধিকাংশ হাদীছ 'ছহীহ' হ'লেও তাঁরা কেউই স্ব স্ব কিতাবকে 'ছহীহ' বলে নামকরণ করেননি। কারণ সেখানে অনেক যঈফ হাদীছ সংযোজিত হয়েছে। শায়খ আলবানীর হিসাব মতে এগুলিতে সর্বমোট তিন হাযারের অধিক 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে। যেমন আবুদাঊদে ১১২৭, তিরমিযীতে ৮৩২, নাসাঈতে ৪৪০ এবং ইবনু মাজাহতে ৯৪৮টি, সর্বমোট ৩৩৪৭টি *(দেখুনঃ শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী, যঈফ আবুদাঊদ, যঈফ তিরমিযী, যঈফ নাসাঈ ও যঈফ ইবনু মাজাহ)*।

অতএব দ্বীনী আলেমদের উচিৎ এগুলিকে বুখারী ও মুসলিমের সাথে মিলিয়ে 'ছিহাহ সিত্তাহ' না বলা। বরং একত্রে 'কুতুবে সিত্তাহ' বা পৃথকভাবে 'ছহীহায়েন' ও 'সুনানে আরবা'আহ' বলা উচিৎ। কারণ মুহাদ্দিছগণের নিকটে এ দু'নামই সমধিক পরিচিত।

প্রশ্নঃ (১৫/৪৪০)ঃ চিকিৎসা ক্ষেত্রে 'এলকোহল' ব্যবহার করা যাবে কি? বিশেষ করে হোমিওপ্যাথিতে পোটেন্সি মেডিসিনগুলি এলকোহল ছাড়া অসম্ভব। এক্ষেত্রে শরী'আতের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
কারবোনা, মালদহ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ এলকোহল সন্দেহযুক্ত হ'লেও উপায়হীন অবস্থায়

চিকিৎসার স্বার্থে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শক্রমে ব্যবহার করা যেতে পারে *(বাক্বারাহ ১৭৩)*।

ঔষধে ব্যবহৃত এলকোহল শরী'আতে হারাম ঘোষিত মদের পর্যায়ভুক্ত নয়। কারণ শরী'আত শুধুমাত্র 'মুসকির' ও 'খাম্‌র' জাতীয় শরাব বা মদকে হারাম করেছে। যা পান করলে স্বাভাবিকভাবেই বিবেকশক্তি লোপ পায়। আর ঔষধে ব্যবহৃত এলকোহলে বিবেকশক্তি লোপ পায় না। সুতরাং চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রচলিত এলকোহল ব্যবহারে শরী'আতের পক্ষ থেকে কোন বাধা নেই' *(মাসিক আত-তাহরীক, এপ্রিল '৯৮ প্রশ্নোত্তর ১/৬৬)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৪৪১)ঃ ইমামের সূরা ফাতেহা পাঠ শেষে অন্য সূরা পাঠ করা অবস্থায় কোন মুছল্লী জামা'আতে শরীক হ'লে তাকে 'ছানা' পড়তে হবে কি? তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া বুকে হাত বাঁধলে ছালাতের ক্ষতি হবে কি?

-মেছবাহুল ইসলাম
টিকলীচর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ইমামের তেলাওয়াত অবস্থায় কোন মাসবূক ছালাতে শরীক হ'লে তাকে তাকবীরে তাহরীমা বলে শুধু সূরা ফাতেহাই পড়তে হবে, 'ছানা' পড়তে হবে না। কারণ সূরা ফাতেহা ব্যতীত ছালাত শুদ্ধ হয় না *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৮২২)*। অপরদিকে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত ছালাত সঠিক হবে না। কেননা তাকবীরে তাহরীমা হ'ল ছালাতের 'রুকন'। আলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ছালাতে সবকিছু হারাম হয় তাকবীরের মাধ্যমে এবং সবকিছু হালাল হয় সালাম ফিরানোর মাধ্যমে' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ হাসান মিশকাত হা/৩১২ 'ত্বাহারৎ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৪৪২)ঃ আমি গ্রামের নতুন একটি মসজিদে ইমামতি করি। আমি ও আমার ছোট চাচা ব্যতীত সকল মুছল্লীই সম্মিলিত মোনাজাতের পক্ষে। তারা আমাকে ফরয ছালাতান্তে জোরপূর্বক দলবদ্ধভাবে মোনাজাত করতে বাধ্য করে। এক্ষণে আমার প্রশ্ন, ফরয ছালাতান্তে দলবদ্ধ মোনাজাত জায়েয আছে কি?

-আনোয়ার হোসাইন
ধোকড়াকুল, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ ফরয ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর পরে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে ইমামের সরবে দো'আ পাঠ ও মুক্তাদীদের সশব্দে 'আমীন' 'আমীন' বলার প্রচলিত প্রথাটি দ্বীনের মধ্যে একটি নতুন সৃষ্টি (বিদ'আত)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম হ'তে এর পক্ষে ছহীহ বা যঈফ সনদে কোন দলীল নেই *(ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৮২, বিস্তারিত দেখুনঃ মাসিক 'আত-তাহরীক', ফেব্রুয়ারী '৯৮ সংখ্যা, প্রশ্নোত্তর ৩/৪৬; ডিসেম্বর '৯৮ সংখ্যা প্রশ্নোত্তর ১৬/৪৯)*।

অতএব জনগণের চাপে পড়ে অথবা রুযী-রোযগারের ভয়ে কোন বিদ'আত করা যাবে না। কারণ রুযীর দায়-দায়িত্ব একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হাতে *(হূদ ১১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের এ দ্বীনে নতুন কিছু সৃষ্টি করেছে যা তাতে নাই, তা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৪৪৩)ঃ কোন মুসলিম পুরুষ পরপর পাঁচ জুম'আর ছালাত পরিত্যাগ করলে তার স্ত্রী নাকি তালাক হয়ে যায়। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে ইহার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-কাযী রোমান সরকার
পুরিন্দা সরকার বাড়ী, সাতগ্রাম
আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ-১৬০৩।

উত্তরঃ পাঁচ জুম'আর ছালাত পরিত্যাগ করলে স্ত্রী তালাক হয় না। তবে তিন জুম'আর ছালাত পরিত্যাগ করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অবহেলাবশতঃ পরপর তিন জুম'আর ছালাত পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরের উপর মোহর মেরে দেন' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩৭১, 'জুম'আর ছালাত ফরয' অনুচ্ছেদ)*। মুসলিম-এর বর্ণনায় এসেছে যে, ঐ ব্যক্তি গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৭০)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৪৪৪)ঃ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী 'ছিফাতু ছালাতিন নবী (ছাঃ)' গ্রন্থে জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর ক্বিরাআত (সূরা ফাতিহা) পড়তে হবে না বলেছেন। কিন্তু ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' গ্রন্থে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনটি সঠিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ছাদেকুর রহমান
রাণীরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানীর জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে মুক্তাদী সূরা ফাতিহা না পড়ে নীরব থাকবে মর্মের কথাটি তাঁর ইজতিহাদ। পক্ষান্তরে অধিকাংশ মুহাদ্দিছ যেমন- ইমাম বুখারী, ইমাম শাফেঈ (রহঃ) প্রমুখ বিদ্বানগণ বলেছেন, ইমামের ক্বিরাআত সরবে হৌক কিংবা নীরবে হৌক প্রত্যেক ছালাতে ইমামের পিছনে মুক্তাদীদেরকে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে। ইমাম বুখারী স্বীয় ছহীহ বুখারীতে অধ্যায় রচনা করেছেন এভাবেঃ

بَابُ وَجُوْبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ وَالْمَامُوْمِ فِى الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ وَمَا يُجْهَرُ فِيْهَا وَمَا يُخَافَتُ–

'ইমাম ও মুক্তাদীর জন্য সকল প্রকার ছালাতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব, মুক্বীম অবস্থায় হৌক বা মুসাফির অবস্থায় হৌক, জেহরী ছালাতে হৌক বা সের্রী ছালাতে হৌক'। অতঃপর বিভিন্ন ছালাতে সূরায়ে ফাতেহা পাঠ সম্পর্কে বহু হাদীছ জমা করেছেন *(বুখারী ১/১০৪ পৃঃ ও তার পরের পৃষ্ঠা সমূহ; বিস্তারিত দেখুনঃ সকল প্রকার ছালাতে সর্বাবস্থায় সূরায়ে ফাতিহা পাঠের অপরিহার্যতা বিষয়ে ইমাম বুখারী প্রণীত 'জুযউল ক্বিরাআত')*।

প্রশ্নঃ (২০/৪৪৫)ঃ মেয়েরা হাতে, নখে মেহেদী দিয়ে থাকে। এমনকি পায়ের নখেও দেয়। পুরুষেরা কি ঐরূপ মেহেদী ব্যবহার করতে পারে? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-হাফেয আব্দুছ ছামাদ
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মেয়েদের ন্যায় পুরুষদের হাতে-পায়ে মেহেদী ব্যবহার করা জায়েয নয়। কারণ মেহেদী এক ধরনের রঙ। আর পুরুষদের জন্য রঙ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'জেনে রাখো যে, পুরুষদের খোশবূ এমন, যাতে সুগন্ধি আছে রং নেই। পক্ষান্তরে নারীদের খোশবূ এমন, যাতে রং আছে কিন্তু তা থেকে সুগন্ধি বিচ্ছুরিত হয় না' *(তিরমিযী, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৪৪৩ 'পোষাক' অধ্যায় 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)।*

তবে পুরুষদের জন্য পাকা দাঁড়ি ও চুলে মেহেদী ব্যবহার করার কথা হাদীছে এসেছে, কিন্তু তাতে কালো রং ব্যবহার করতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২৪ 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। তিনি বলেন যে, ঐ ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৪৫২; দ্রঃ আত-তাহরীক এপ্রিল '৯৮ প্রশ্নোত্তর ১১/৭৬ ও সংশোধনী সহ আগষ্ট '৯৮ পৃঃ ৫৩)*।

প্রশ্নঃ (২১/৪৪৬)ঃ ছালাত আদায়কালে কেউ যদি দু'সিজদার স্থলে একটি সিজদা দেয়, তবে কি তাকে শুধু সহো সিজদা দিতে হবে? না ঐ রাক'আত পুনরায় আদায় করতে হবে?

-মুহসিন খান
কাজিয়াতল, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ছালাতে ভুলক্রমে কোন ওয়াজিব তরক হয়ে গেলে শেষ বৈঠকের তাশাহহুদ শেষে সালাম ফিরানোর পূর্বে 'সিজদায়ে সহো' দিতে হয়। রাক'আতের গণনায় ভুল হ'লে বা সন্দেহ হ'লে বা কমবেশী হয়ে গেলে অথবা ১ম বৈঠকে না বসে দাঁড়িয়ে গেলে এবং মুক্তাদীগণের মাধ্যমে ভুল সংশোধিত হ'লে 'সিজদায়ে সহো' দেয়া আবশ্যক হয়। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, ওয়াজিব তরক হ'লে 'সিজদায়ে সহো' ওয়াজিব হবে এবং সুন্নাত তরক হ'লে 'সিজদায়ে সহো' সুন্নাত হবে' *(শাওকানী, আস-সায়লুল জার্রার ১/২৭৪; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৮৩)*।

আর যদি 'রুকন' তরক হয়ে যায়, তবে সেই রাক'আত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং পুনরায় তা আদায় করে সালাম ফিরানোর পূর্বে 'সহো সিজদা' করতে হবে।

এক্ষণে সিজদা যেহেতু ছালাতের রুকন সমূহের অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু 'সহো সিজদা' দ্বারা তা পূরণ হবে না। বরং পুনরায় তা আদায় করে সহো সিজদা করতে হবে *(মুগনী ১/৭২৮-২৯, মাসআলা নং ৯২৫, 'ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২২/৪৪৭)ঃ 'পীর' শব্দটি আরবী না ফারসী? পীর না ধরলে জান্নাত পাওয়া যাবে না, পীরেরা তাদের মুরীদদের হাশরের ময়দান পার করাবেন এ ধরনের কথা কি ঠিক? শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী কি 'বড় পীর' ছিলেন? পীরগণ যেহেতু মুরীদদের সঠিক পথের সন্ধান দেন, সেহেতু তাঁদের মান্য করতে বাধা কোথায়?

-হাসানুয্যামান
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ 'পীর' শব্দটি ফারসী। অর্থঃ বৃদ্ধ, প্রাচীন, প্রবীণ, ধর্মগুরু ইত্যাদি *(ফারহাঙ্গে জাদীদ পৃঃ ২০৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং তাবেঈ-তাবেঈনের যুগে পীর-মুরীদীর কোন অস্তিত্ব ছিল না। পীর না ধরলে জান্নাত পাওয়া যাবে না, পীরেরা তাদের মুরীদদের হাশরের ময়দান পার করাবেন এ ধরনের কথাবার্তা কুরআন-হাদীছে নেই। আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ) অতি বড় একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন। তবে তিনি 'পীর' ছিলেন না। তাঁকে 'বড় পীর' বলা নিতান্তই অন্যায়। কোন 'পীর' নয়, বরং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী যোগ্য আলেমগণই মাত্র সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারেন, অন্য কেউ নন।

রায়-ক্বিয়াস ও বিদ'আতপন্থী আলেম থেকে দূরে থাকার জন্য ওমর (রাঃ) সবাইকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'এরাই হ'ল সুন্নাতের সবচেয়ে বড় শত্রু। এরা দ্বীনের ব্যাপারে নিজেদের মনমত কথা বলে। এরা নিজেরা ভ্রান্ত ও অন্যকে ভ্রান্ত করে'। এক স্থানে আহলুল হাদীছ ও আহলুর রায় দু'জন আলেম থাকলে তাদের মধ্যে কার নিকট থেকে ফায়ছালা জিজ্ঞেস করতে হবে এরূপ একটি প্রশ্নের উত্তরে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, তুমি 'আহলুল হাদীছ' আলেমের নিকট থেকে ফায়ছালা নিবে, 'আহলুর রায়' আলেমের নিকট থেকে নয়' *(ছালেহ ফুল্লানী, ঈক্বাযু হিমাম (বৈরুত ছাপা ১৩৯৮/১৯৭৮) পৃঃ ১২, ১১৯)*। এদেশের অধিকাংশ পীরই মূর্খ এবং কুরআন-হাদীছের বিষয়ে অজ্ঞ। পক্ষান্তরে যারা আলেম আছেন, তাঁরা প্রায় সবাই তাক্বলীদ ও রায়পন্থী। অতএব দ্বীনী বিষয়ে তাদের নিকট থেকে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া দুরূহ ব্যাপার।

প্রশ্নঃ (২৩/৪৪৮)ঃ ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহ সজ্জিত করা যায় কি? যেমনটি বর্তমানে বিভিন্ন ঈদগাহে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উক্ত বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-জি, ডি সার্জেন্ট মুহাম্মাদ আবু ইউসুফ
১২৯ ফিল্ড ওয়ার্কশপ ই, এম, ই কোম্পানী
মাঝিড়া ক্যান্টনম্যান্ট, বগুড়া সেনানিবাস, বগুড়া।

উত্তরঃ বর্তমানে যেভাবে কোন কোন ঈদগাহকে গেইট, রঙিন কাগজ ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়ে থাকে, তা শরী'আত সম্মত নয়। কারণ ঈদগাহ হ'ল ইবাদতের স্থান। ইবাদতের স্থানে সাজ-সজ্জা করা যাবে না। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মসজিদ সমূহকে চাকচিক্য করে নির্মাণ করার জন্য আমি আদিষ্ট হইনি'। অতঃপর ইবনে আব্বাস বলেন, (কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে,) তোমরা উহাকে (বিভিন্নভাবে) চাকচিক্যময় করবে, যেভাবে ইহুদী-খৃষ্টানরা চাকচিক্যময় করেছে *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ,*

মিশকাত হা/৭১৮ 'মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ)।

তবে মসজিদকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ রয়েছে (আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭১৭ 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ)। অতএব, ঈদগাহ ছালাতের স্থান হিসাবে তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, সাজ-সজ্জা নয়।

প্রশ্নঃ (২৪/৪৪৯)ঃ মাওলানা আব্দুল খালেক রহমানী অনুদিত 'আর-রাহীকুল মাখতূম' (আগষ্ট ১৯৯৫)-এর ২৮১-২৮২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে যে, মক্কা বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশে মূর্তি বিনষ্ট করার জন্য দ্বিতীয়বার খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) উযযা দেবী মন্দিরে এবং সা'দ বিন যায়েদ (রাঃ) মানাত দেবী মন্দিরে উপস্থিত হ'লে বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট কালো উলঙ্গ মহিলা বেরিয়ে আসে। তাঁরা উভয়েই তরবারী দ্বারা উক্ত মহিলা দু'জনকে হত্যা করেন। এথেকে জানা যায় যে, এসব মূর্তি শুধু পাথরের ছিল না, এর ভিতর মানবী বা দানবীও ছিল। হাদীছের আলোকে এর বাস্তবতা জানতে চাই।

-ফয়েযুদ্দীন সরকার
সম্পাদক, আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
শিরোইল, রাজশাহী।

উত্তরঃ দেব-দেবী মূলতঃ পাথরের তৈরী। এদের কোন প্রাণ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশে খালিদ বিন ওয়ালীদ 'উযযা' দেবী মন্দিরে তাকে ধ্বংস করার জন্য উপস্থিত হ'লে দারোয়ানের আহ্বানে শয়তান মহিলার রূপ ধারণ করে বেরিয়ে আসে। ফলে খালিদ (রাঃ) তাকে হত্যা করেন। অনুরূপ সা'দ (রাঃ)ও 'মানাত' মন্দিরে মহিলাকে হত্যা করেন।

ইবনে হিশাম আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, উযযা মূলতঃ শয়তানই ছিল। সে নাখলা মন্দিরে এসেছিল (কুরতুবী ৯/৬৬পৃঃ, সূরা নাজম, আয়াত নং ১৯-এর তাফসীর)।

প্রকাশ থাকে যে, শয়তান মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। যেমনভাবে ইবলীস 'নাজদের শায়খ'-এর রূপ ধারণ করে 'দারুন নাদওয়া'র পরামর্শ বৈঠকে কুরায়েশ-নেতাদের সাথে অংশগ্রহণ করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হত্যা করার জন্য তাদেরকে পরামর্শ দিয়েছিল (তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা আনফালের ৩০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা)।

প্রশ্নঃ (২৫/৪৫০)ঃ আমার বড় ছেলে আমার বাড়ীতে বসবাস করে। তাকে বিয়ে দিয়েছি, তার একটি কন্যা সন্তানও রয়েছে। সে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে না। কিন্তু বৌমা ছালাত আদায় করে। এমতাবস্থায় ঐ ছেলেকে সপরিবারে বাড়ী থেকে বের করে দিতে পারি কি?

-আনীসুর রহমান
কৃষ্ণপুর, ধোপাঘাটা, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ফরয তরককারী অবাধ্য সন্তানকে সংসার থেকে পৃথক করে দেওয়াটাই শরী'আত সঙ্গত। কারণ সন্তান যদি শরী'আতের পাবন্দ না হয়, তাহ'লে পিতা-মাতাকেই আখেরাতে তার দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'বাড়ীর মালিক তার পরিবারের দায়িত্বশীল। তাকে তার এই দায়িত্ব সম্পর্কে ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হতে হবে' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৫ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়)। ছেলের স্ত্রী-কন্যা ছেলের সাথেই যুক্ত। সেকারণ অবাধ্য ছেলের জন্য প্রযোজ্য হুকুম তার স্ত্রী ও সন্তানদের উপরেও বর্তাবে।

প্রশ্নঃ (২৬/৪৫১)ঃ জনৈক ব্যক্তি মৃত্যুকালে এক স্ত্রী, চার কন্যা, চার ভ্রাতা ও তিন ভগ্নি রেখে যান। প্রথম অর্থাৎ নিজ মায়ের পক্ষের সহোদর তিন ভ্রাতা ও দুই ভগ্নি এবং দ্বিতীয় মায়ের পক্ষের এক ভ্রাতা ও এক ভগ্নি। মোট সম্পত্তি ৩০ (ত্রিশ) একর এবং নগদ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাযার) টাকা আছে। কে কতটুকু পাবে?

-আমীর হোসাইন
রাজারামপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ স্থাবর-অস্থাবর সম্পূর্ণ সম্পদ থেকে স্ত্রী পাবে ৮ এর ১ অংশ, কন্যারা পাবে ৩ এর ২ অংশ এবং অবশিষ্টাংশ পাবে সহোদর ভাই-বোনেরা। উল্লেখ্য যে, সহোদর ভাই-বোন থাকার কারণে বৈমাত্রেয় ভাই-বোনেরা অংশ পাবে না।

মাসআলা ২৪ দিয়ে করে তার ৩ ভাগ পাবে স্ত্রী, ১৬ ভাগ পাবে কন্যারা এবং সহোদর ভাই-বোনেরা পাবে অবশিষ্ট ৫ ভাগ এবং এই ৫ ভাগ তাদের মধ্যে '১ ভাই ২ বোনের সমান' এই নিয়মে ভাগ করে দিতে হবে। এক্ষণে ৩০ একর জমি ও ৫০,০০০/= টাকার মধ্যে স্ত্রী পাবে ১১ বিঘা ৫ কাঠা জমি ও ৬২৪৯.৯৯ টাকা, ৪ কন্যা পাবে ৬০ বিঘা জমি ও ৩৩,৩৩৩.৩৩ টাকা, ৩ ভাই পাবে ১৪ বিঘা ১ কাঠা ৪ ছটাক জমি ও ৭৮১২.৫৪ টাকা এবং ২ বোন পাবে ৪ বিঘা ১৩ কাঠা ১২ ছটাক জমি ও ২৬০৪.১৮ টাকা।

প্রশ্নঃ (২৭/৪৫২)ঃ হাদীছের সনদ কোথা থেকে শুরু হয়? মুছান্নিফ থেকে না ছাহাবী থেকে? সনদের মধ্যে সমালোচিত রাবী থাকলে সেটা 'যঈফ' হয় কেন? হ'তে পারে তার উপরের রাবীগণ ছিক্বাহ (বিশ্বস্ত) এবং আসলে হাদীছটিও ছহীহ ছিল।

-মুহাম্মাদ আনোয়ার হোসাইন
মাদরাসা দারুল হাদীছ, পাবনা।

উত্তরঃ হাদীছের সনদ শুরু হয় 'মুছান্নিফ' থেকে। যে হাদীছে ছহীহ ও হাসান হাদীছের শর্তসমূহ পাওয়া যায় না, তাকেই 'যঈফ' হাদীছ বলে (মুক্বাদ্দামাহ ইবনুছ ছালাহ পৃঃ ২০)।

বর্ণনাকারীদের কোন স্তরে কোন দুর্বল রাবী থাকলে তার কারণে হাদীছের বিশুদ্ধতা সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে। সেকারণে তা 'যঈফ' বা দুর্বল শ্রেণীভুক্ত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার থেকে কোন হাদীছ বর্ণনা করে, (অতঃপর) দেখা যায় যে, সেটি মিথ্যা, তাহ'লে সে হবে

মিথ্যুকদের অন্যতম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৯)*। অতএব, কোনরূপ সন্দেহযুক্ত ও মিথ্যার উপরে ইসলামী শরী'আত ভিত্তিশীল নয়।

প্রশ্নঃ (২৮/৪৫৩)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'চারটি কাজ করলে মহিলারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে'। সে চারটি কাজ কি কি?

-তহূরা আখতার
সাতুটা, বাজিতপুর, কিশোরগঞ্জ।

উত্তরঃ আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'স্ত্রীলোক যখন (১) তার প্রতি নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করবে (২) রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করবে (৩) স্বীয় লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে এবং (৪) স্বামীর অনুগত থাকবে, তখন সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে' *(আবু নাঈম, আল-হিল্ইয়াহ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৩২৫৪ 'বিবাহ' অধ্যায়, 'নারীদের সাথে ব্যবহার ও স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের হক' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৪৫৪)ঃ শরী'আত নির্ধারিত সময়ের পূর্বে ছালাতের আযান দেওয়া এবং উক্ত আযানে ছালাত আদায় করা শুদ্ধ হবে কি?

-আবুল হাশেম
পাইনমাইল, ভাওয়াল মির্জাপুর, গাযীপুর।

উত্তরঃ শরী'আত নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আযান দিলে তা ছালাতের আযান বলে গৃহীত হবে না; বরং ছালাতের সময় হ'লে পুনরায় আযান দিতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই ছালাত মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফরয করা হয়েছে' *(নিসা ১০৩)*। তবে পুনরায় আযান না দিয়ে ছালাত আদায় করলেও তা শুদ্ধ হবে। কিন্তু আযান যেহেতু ফরযে কেফায়াহ, সেহেতু তা অনাদায় থেকে যাওয়ার গোনাহ উক্ত মসজিদের মুছল্লীদের সকলের উপর বর্তাবে *(আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান আল-জাবরীন, আহকামুল আযান, পৃঃ ১৭-১৮)*।

উল্লেখ্য যে, ওয়াক্তের পূর্বে আযান দেওয়া যাবে না, এ মর্মে সকল বিদ্বান একমত। তবে ফজরের আযান ওয়াক্তের পূর্বে দেওয়া যাবে বলে ইমাম মালেক, শাফেঈ, আহমাদ, আবু ইউসুফ প্রমুখ বিদ্বানগণ মত প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ ফজরের পূর্বে আযান দিলে ওয়াক্ত হওয়ার পরে তা পুনরায় দিতে হবে না। বরং ওয়াক্তের পূর্বে দেওয়া আযানই যথেষ্ট হবে। তাঁদের দলীল হ'ল বেলাল (রাঃ)-এর সাহারী ও তাহাজ্জুদের আযান এবং আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ)-এর ফজরের আযান দেওয়া প্রসঙ্গে বুখারী, নাসাঈ প্রভৃতিতে বর্ণিত হাদীছ। যেখানে বলা হয়েছে, উভয় আযানের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছিল খুবই কম। একজন নামতেন, অন্যজন উঠতেন *(মির'আত ২/৩৮০)*।

ইমাম নববী শরহ মুসলিমে বলেন, 'বিদ্বানগণ এর অর্থ করেছেন এই মর্মে যে, বেলাল ছুবহে ছাদিক-এর পূর্বেই আযান দিতেন। অতঃপর ফজর উদিত হওয়ার পর মিনার থেকে অবতরণ করে আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমকে জাগাতেন। অতঃপর ইবনে উম্মে মাকতূম পেশাব-পায়খানা, ওযূ-গোসল সেরে এসে ফজরের ওয়াক্তের শুরুতেই আযান দিতেন' *(তানক্বীহ শরহ মিশকাত ১/১৩০ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৬ হা/৬৮০-এর ব্যাখ্যা)*। ছাহেবে মির'আত বলেন, ফজরের আযান ওয়াক্তের সামান্য পূর্বে (بِزَمَانٍ يَسِيْرٍ) দেওয়া যেতে পারে এবং তা পুনরায় দেওয়া ওয়াজিব নয়' *(মির'আত ২/৩৮২)*।

তবে এ বিষয়ে আবুদাউদে বর্ণিত হাদীছই যথেষ্ট বলে অনুমিত হয়। যেখানে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেলালকে নির্দেশ দেন যে, لَا تُؤَذِّنْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الْفَجْرُ وَ مَدَّ يَدَيْهِ عَرْضًا। 'তুমি আযান দিয়ো না যতক্ষণ না তোমার নিকটে ফজর স্পষ্ট হয়ে যায়। এ বলে তিনি স্বীয় দুই হাত বিস্তৃত করে দেখালেন' *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৫০০; নায়লুল আওত্বার ২/১১৮পৃঃ)*। অতএব ফজরসহ সকল ছালাতে ওয়াক্তের পরেই আযান দেওয়া কর্তব্য, পূর্বে নয়।

প্রশ্নঃ (৩০/৪৫৫)ঃ ফজর, মাগরিব এবং এশার ক্বাযা ছালাতে ক্বিরাআত সরবে পাঠ করতে হবে, না নীরবে? ক্বাযা ছালাতের এক্বামত দিতে হবে কি?

-আইয়ুব আলী বিন সিরাজুল ইসলাম
আলাদীপুর মাদরাসা, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ ক্বাযা ছালাত সের্রী হৌক বা জেহরী হৌক ওয়াক্তের সাথে আদায়কৃত ছালাতের ন্যায় এক্বামত সহ আদায় করাই শরী'আত সম্মত।

মালেক ইবনে হুয়াইরিছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ঐরূপভাবে ছালাত আদায় কর যেরূপভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছো' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮৩ 'আযান' অনুচ্ছেদ; বুখারী ১/৮৮ পৃঃ 'আযান' অধ্যায়)*।

তাবেঈ বিদ্বান যায়েদ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খায়বার যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে একস্থানে ফজরের সময়ের আগে অবস্থান করলেন। অতঃপর বেলাল (রাঃ)-কে ছালাতের জন্য জাগানোর দায়িত্ব দিয়ে সকলে ঘুমিয়ে পড়লেন। অবশেষে বেলাল (রাঃ)ও ঘুমিয়ে পড়লেন। সূর্য উদিত হওয়ার পর ঘুম ভাঙলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখান থেকে স্থান পরিবর্তন করে আযান ও এক্বামতের মাধ্যমে ছালাত সম্পাদন করলেন।

এমতাবস্থায় ছাহাবীগণের ভীতি-বিহ্বলতা লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আল্লাহ আমাদের প্রাণ সমূহকে কবয করেছিলেন, অতঃপর তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ফেরত দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি ছালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে অথবা ভুলে যায়, তাহ'লে ঘুম থেকে উঠে অথবা স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে জলদী করে সে যেন ঐ ছালাত সেরূপভাবে আদায় করে যেরূপ যথাসময়ে আদায় করত' *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, মুরসাল সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৬৮৭ 'আযান দেরীতে দেওয়া' অনুচ্ছেদ)*।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, জেহরী ছালাত

যদি দিনের বেলায় জামা'আত সহকারে আদায় করে, তবে সরবে ক্বিরাআত করবে। পক্ষান্তরে যদি একাকী আদায় করে, তবে ইচ্ছা করলে নীরবে ক্বিরাআত করতে পারে *(মুগনী ১/৬০৭ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৪৫৬)ঃ ছফিউর রহমান মুবারকপুরী রচিত 'আর-রাহীকুল মাখতূম' এবং মাওলানা আকরম খাঁ রচিত 'মোস্তফা চরিত' পড়ে দেখলাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার। অথচ আমাদের দেশে ১২ই রবীউল আউয়ালকে তাঁর জন্ম এবং মৃত্যুর তারিখ হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ইসলামী বইগুলিতেও ১২ই রবীউল আউয়াল দেখা যায়। আমাদের ইমাম ছাহেব বলেন, দুনিয়ার ৮০ ভাগ লোক ১২ তারিখ পালন করে। কাজেই এটাই ঠিক। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আমীনুল ইসলাম
কোমরগ্রাম, বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম দিন ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার, এটাই ঠিক। ১২ই রবীউল আউয়াল ভুল। দুনিয়ার ৮০ ভাগ লোক ১২ তারিখ পালন করে এটাও ভুল কথা। আর কারু জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালন করাটাও বিদ'আত। অধিকন্তু ধর্মের নামে রাসূল (ছাঃ) -এর জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালন করা জঘন্যতম বিদ'আত ও মারাত্মক গুনাহের কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম কখনোই তাঁর জন্ম ও মৃত্যু দিবস পালন করেননি।

প্রশ্নঃ (৩২/৪৫৭)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন্ ডালের মিসওয়াক ব্যবহার করতেন? পেষ্ট ও ব্রাশ দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করা যাবে কি?

-সাইফুল ইসলাম
আল-মা'হাদ, উত্তরা, সেক্টর-৬, ঢাকা।

উত্তরঃ বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মিসওয়াক ছিল আরাক, যায়তূন অথবা খেজুর ডালের। অবশ্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন্ ডাল দ্বারা মিসওয়াক করতেন এটা জানা যেমন যরূরী নয়, তেমনি সে ডাল দিয়ে মিসওয়াক করাও যরূরী নয়। বরং সুন্নাত হচ্ছে যেকোন পদ্ধতিতে দাঁত ভালভাবে পরিষ্কার করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মিসওয়াক মুখ পরিষ্কার রাখার জন্য এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য *(আহমাদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৮১)*। কাজেই বর্তমান পেষ্টগুলি যদি হালাল বস্তু দ্বারা তৈরী হয় এবং দাঁতের জন্য ক্ষতিকর না হয়, তাহ'লে তা দ্বারা মিসওয়াক করা যায়।

প্রশ্নঃ (৩৩/৪৫৮)ঃ জনৈক মাওলানার মুখে শুনলাম, মুসলমান মৃত গরুর চামড়া ছিলে নিয়ে বিক্রি করতে পারে। একথা কি ঠিক? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-এফ,এম, লিটন
কাযীগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ মাওলানা ছাহেবের উক্ত কথা সঠিক। মুসলমান মৃত গরুর চামড়া ছিলে নিয়ে বিক্রি করতে পারে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, মায়মূনা (রাঃ)-এর দাসীকে একদা একটি ছাগল ছাদাক্বা দেওয়া হয়েছিল। সে ছাগলটি মারা গেলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, তোমরা এর চামড়া ছিলে নিচ্ছনা কেন? তোমরা এটা পবিত্র করে নিয়ে তা দ্বারা উপকৃত হবে। তারা বলল, ছাগলটি মারা গেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'নিশ্চয়ই ছাগলটি খাওয়া হারাম (কিন্তু তার চামড়া দ্বারা উপকৃত হওয়া হারাম নয়)' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৯ 'ত্বাহারৎ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৪৫৯)ঃ প্রচলিত তাবলীগ এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তাবলীগের মধ্যে পার্থক্য জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মফীযুল ইসলাম
এলাহাবাদ, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ প্রচলিত তাবলীগ এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তাবলীগের মধ্যে হক্ব ও বাতিলের পার্থক্য রয়েছে। প্রচলিত তাবলীগের ভিত্তি হচ্ছে স্বপ্নের উপর। মাওলানা ইলিয়াস ১৩৪৪ হিজরীতে দ্বিতীয়বার হজ্জে যান। এই সময় মদীনায় অবস্থানকালে তিনি (গায়েবী) নির্দেশ পান যে, 'আমি তোমার দ্বারা কাজ করে নিব'। ফলে ১৩৪৫ হিজরীতে তিনি দেশে ফিরে এসে তাবলীগের কাজ শুরু করেন। তিনি বলেন, আজকাল স্বপ্নে আমার উপর সঠিক জ্ঞানের প্রতিফলন ঘটছে। সেজন্য তোমরা চেষ্টা কর যাতে আমার ঘুম বেশী আসে। অতঃপর তার মাথায় বেশী করে তেল মালিশ করা হয়, যাতে ঘুম বেশী হয়। তিনি আরো বলেন, এই তাবলীগের নিয়মও আমার নিকটে স্বপ্নে প্রকাশিত হয় *(মালফূযা-তে মাওলানা ইলিয়াস পৃঃ ৫১, গৃহীতঃ আব্দুর রহমান উমরী, তাবলীগী জামা'আত (দরিয়াগঞ্জ, নয়াদিল্লীঃ দারুল কিতাব ১৯৮৮) পৃঃ১৩)*। প্রচলিত তাবলীগী নেছাব অসংখ্য জাল ও যঈফ হাদীছ এবং উদ্ভট কল্প-কাহিনীতে পরিপূর্ণ। পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তাবলীগ ছিল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের তাবলীগ *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ দরসে কুরআন 'তাবলীগে দ্বীন' ডিসেম্বর '৯৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৪৬০)ঃ সূরা কাহফের ১৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাই। এখানে নাকি বলা হয়েছে 'পীর' ছাড়া সঠিক পথ পাওয়া যাবে না।

-মাহমূদা খাতুন
সত্যজিৎপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ আয়াতটি হচ্ছে وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا– 'আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন আপনি তার জন্য কখনও কোন অভিভাবক ও পথ প্রদর্শনকারী পাবেন না'। আল্লাহ তা'আলা এখানে 'কাহফ' বা গুহাবাসীদের বিবরণ দিয়েছেন। আল্লাহ তাদের সঠিক পথ দেখিয়েছেন। তাই তাদের কেউ ভ্রান্ত করতে পারেনি। এখানে 'ওলী' ও 'মুরশিদ' অর্থ পীর নয়; বরং সাহায্যকারী ও পথপ্রদর্শক। বান্দার প্রকৃত সাহায্যকারী ও পথ প্রদর্শক হ'লেন আল্লাহ।

তিনি সরাসরি অথবা কাউকে দিয়ে বান্দাকে সাহায্য করে থাকেন। এর অর্থ পীর-আউলিয়া নয়। পীরবাদ, গুরুবাদ, ছূফীবাদ ইত্যাদি নামে বিভিন্ন বিদ'আতী দর্শন ও তরীকার অনুসারীরা উক্ত আয়াতকে নিজেদের স্বার্থে অপব্যাখ্যা করে থাকে মাত্র।

প্রশ্নঃ (৩৬/৪৬১)ঃ পানি ছাড়া অন্য কোন তরল পদার্থ দ্বারা ওযূ করা যাবে কি?

-আবুল কালাম
উপজেলা কৃষি অফিস, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ পানি ছাড়া অন্য কোন তরল পদার্থ দ্বারা ওযূ করা যাবে না। কারণ এর প্রমাণে কোন দলীল নেই। খেজুর ভিজানো পানি দ্বারা ওযূ করার প্রমাণে যে হাদীছ রয়েছে তা 'যঈফ' *(যঈফ আবুদাউদ হা/৮৪, আহমাদ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৮০ 'ত্বাহারৎ' অধ্যায়)*। পানি না থাকা অবস্থায় আল্লাহ তা'আলা মাটিকে তার স্থলাভিষিক্ত করেছেন *(মায়েদাহ ৬)*। অন্য কোন তরল পদার্থের কথা বলেননি।

প্রশ্নঃ (৩৭/৪৬২)ঃ কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় 'আসসালা-মু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবূরে ইয়াগফিরুল্লা-হু লানা ওয়ালাকুম...' দো'আটি কি ছহীহ? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মূসা
নানাহার, মোলামগাড়ী হাট
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ উল্লেখিত হাদীছটি 'যঈফ' *(যঈফুল জামে' হা/৩৩৭২; যঈফ তিরমিযী হা/১৭৬; মিশকাত হা/১৭৬৫ 'জানাযা' অধ্যায় 'কবর যিয়ারত' অনুচ্ছেদ)*। কবর যিয়ারতে ছহীহ দো'আ নিম্নরূপঃ

(١) اَلسَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَ يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَ الْمُسْتَأْخِرِيْنَ، وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ-

উচ্চারণঃ আস্সালা-মু 'আলা আহ্লিদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা, ওয়া ইয়ারহামুল্লা-হুল মুস্তাক্বদিমীনা মিন্না ওয়াল মুস্তা'খিরীনা, ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লা লা-হেকূনা *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৭)*।

(٢) اَلسَّلاَمُ عَلَيْكم أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَ إِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَ لَكُمُ الْعَافِيَةَ-

উচ্চারণঃ আস্সালা-মু 'আলায়কুম আহলাদ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীনা ওয়াল মুসলিমীনা; ওয়া ইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লা লা-হেকূনা; নাসআলুল্লা-হা লানা ওয়া লাকুমুল 'আ-ফিয়াতা *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৪৬৩)ঃ পেশাব করার পর পানি ব্যবহার করে বদনার বাকী পানিতে ওযূ করা যায় কি?

-ইউনুস
গোবিন্দপুর, দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ অবশিষ্ট পানি দ্বারা ওযূ করা যাবে। কারণ তাতে অপবিত্র কোন কিছু পড়েনি। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ...'নিশ্চয়ই পানি পবিত্র। কোন কিছু তাকে অপবিত্র করতে পারে না' *(আহমাদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৭৮ 'পানির বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*। যে সমস্ত কারণে পানি অপবিত্র হয়, ওযূর অবশিষ্ট পানি তার অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্নঃ (৩৯/৪৬৪)ঃ একাকী ছালাত আদায় করার পর একাকী হাত তুলে দো'আ করা যায় কি?

-তাজুল ইসলাম
দেইলপাড়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ ফরয বা নফল ছালাত শেষে একাকী হাত উঠিয়ে দো'আ করা সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। কাজেই একাকী ছালাত আদায়ের পর হাত তুলে দো'আ করা ঠিক নয় *(আলোচনা দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল 'ফরয ছালাত বাদে সম্মিলিত দো'আ' পৃঃ ৮২)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৪৬৫)ঃ আমার পিতা একজন বৌদ্ধ ধর্মের লোকের সাথে ব্যবসা করেন। অনেক সময় তাদের নিকটে থাকতে হয় এবং খেতে হয়। এভাবে থাকা খাওয়া যাবে কি?

-মশীউর রহমান
মহিষখোচা, আদিতমারী কলেজ, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ নিজ ধর্ম যথাযথভাবে বজায় রেখে বিধর্মী কোন ব্যক্তির সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য ও থাকা-খাওয়া জায়েয। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে না এবং তোমাদেরকে তোমাদের বাড়ি থেকে বিতাড়িত করে না, তাদের সাথে সদাচরণ করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না' *(মুমতাহিনা ৮)*।

খান হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্ট
ইসরাত আযম খাঁন
(স্বত্বাধিকারী)
নিজস্ব তৈরী দৈ-মিষ্টি, বিরিয়ানী, তেহারী, পোলাও-মাংস, মাছ-ভাত ও যাবতীয় তেলে ভাজা খাবারের অনন্য প্রতিষ্ঠান। অর্ডার অনুযায়ী যেকোন অনুষ্ঠানে ২৪ ঘন্টার মধ্যে খাবার সরবরাহ করা হয়।
আমাদের কোথাও কোন শাখা নেই
বিমান বন্দর রোড, রেলগেট, গৌরহাঙ্গা
ঘোড়ামারা, রাজশাহী-৬১০০
ফোনঃ ৭৭৪৬০৫, মোবাইলঃ ০১৭১৮১৪৩৭৫

মাসিক

আত-তাহরীক

৭ম বর্ষ ১ম সংখ্যা
অক্টোবর ২০০৩

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১)ঃ আমি ফজর ও এশার সময় যখন আযান দিতে আরম্ভ করি, তখন কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করে। যতক্ষণ আযান দিতে থাকি কুকুরও ততক্ষণ ঘেউ ঘেউ করে। এর কারণ কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-আব্দুছ ছামাদ
খলসী জামে মসজিদ
হেলাতলা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আযানের সময় শয়তান পালাতে থাকে এবং কুকুর তা দেখতে পায়। সম্ভবতঃ সে কারণেই কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান আযান শুনে বায়ু নিঃসরণ করতে করতে পালাতে থাকে। আযান শেষ হ'লে ফিরে আসে। আবার এক্বামতের সময় পালিয়ে যায়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৫ 'আযানের ফযীলত ও মুয়াযযিনের জবাব দান' অনুচ্ছেদ)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমরা রাতে কুকুর ও গাধার চিৎকার শুনতে পাবে, তখন আল্লাহ্র নিকটে শয়তান থেকে পরিত্রাণ চাইবে। কারণ তারা এমন কিছু দেখতে পায়, যা তোমরা দেখতে পাও না' *(শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৪৩০২ 'খাদ্য' অধ্যায়, 'পাত্র সমূহ ঢেকে রাখা' অনুচ্ছেদ)*। কাজেই কুকুরের চিৎকারের সময় 'আঊযুবিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রজীম' বলা ভাল।

প্রশ্ন (২/২)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মি'রাজ সম্পন্ন করতে নাকি ২৭ বছর সময় লেগেছিল? এর সত্যতা কতটুকু?

-এম, এ, রহমান
সিলেট।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মি'রাজের সময়সীমা সম্পর্কিত উল্লেখিত বক্তব্যটি ভিত্তিহীন। মূলতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মি'রাজ হয়েছিল রাতের প্রথমাংশে অল্প সময়ের জন্য। সূরা বনু ইসরাঈলের ১নং আয়াতে বর্ণিত أَسْرَى ক্রিয়াপদ দ্বারা রাত্রিকালীন ভ্রমনকে বুঝানো হয়েছে। তারপরও 'রাত' (لَيْلًا) শব্দটি অনির্দিষ্টবাচক (نكرة) ভাবে ব্যবহার করে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সমগ্র ঘটনাটি সম্পূর্ণ রাত্রিতে নয়; বরং রাত্রির কিছু অংশে ঘটেছে *(তাফসীর ফাৎহুল ক্বাদীর ৩/২০৬ পৃঃ, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (৩/৩)ঃ জিনেরা কি সত্যিই মানুষের উপর আছর করে এবং মানুষের মাধ্যমে কথা বলে? জিন তাড়ানোর জন্য কোন মৌলভী ছাহেবের শরণাপন্ন হওয়া এবং জিনের আছর থেকে বাঁচার জন্য তাবীয ব্যবহার করা যাবে কি?

-আসিফ আহমাদ
লালবাগ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ জিন মাঝে মধ্যে মানুষের উপর আছর করে এবং মানুষের মাধ্যমে কথা বলে। জিনেরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ১৬/৮৯ পৃঃ)*। তাদের মধ্যে মুমিন ও কাফির উভয়ই রয়েছে *(জিন ১১ ও ১৪)*। রাসূল (ছাঃ) জিনদের ক্ষতি হ'তে পরিত্রাণ চাইতেন। যেমন- পেশাব-পায়খানায় গেলে জিন থেকে পরিত্রাণ চেয়ে দো'আ পড়তে বলা হয়েছে *(আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৫৭ 'পায়খানা-পেশাবের আদব' অনুচ্ছেদ)*। জিনের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে সূরা নাস ও ফালাক্ব পাঠ করা। যদি কোন মৌলভী ছাহেব কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে জিনের ক্ষতি দূর করার চেষ্টা করেন, তাহ'লে তার নিকটে যাওয়া যায়।

প্রশ্ন (৪/৪)ঃ ফিৎরা কি ছিয়ামের সাথে সম্পৃক্ত? যদি তাই হয় তাহ'লে যারা ছিয়াম পালন করে না, তাদের ফিৎরা নেওয়া যাবে কি?

-আবু মূসা
বড়তারা, ক্ষেতলাল
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ যারা ছিয়াম পালন করে না, তাদেরও ফিৎরা আদায় করতে হবে এবং অনুরূপ দরিদ্রের মাঝে ফিৎরা বন্টনও করা যাবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফিৎরা ফরয করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫ 'ছাদাক্বাতুল ফিৎর' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ফিৎরা হচ্ছে ফক্বীর-মিসকীনদের খাদ্য' *(আবুদাউদ, সনদ জাইয়িদ, মিশকাত হা/১৮১৮)*। সুতরাং যাদেরকে মুসলমান বলা যাবে, তাদের নিকট হ'তে ফিৎরা গ্রহণ এবং তাদের মধ্যে ফিৎরা বন্টন দু'টিই করা যাবে।

প্রশ্ন (৫/৫)ঃ ছহীহ হাদীছ মতে তারাবীহ্র ছালাত কত রাক'আত? দলীল সহ বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ডাঃ মুহাম্মাদ আমীরুল ইসলাম
মহিপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে বিতর সহ ১১ রাক'আতের বেশী রাতের ছালাত (তারাবীহ) আদায় করেননি *(বুখারী ১/১৫৪, পৃঃ; মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ, আবুদাউদ ১/১৮৯ পৃঃ; নাসাঈ ১/১৯১ পৃঃ; তিরমিযী ১/৯৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ ১/৯৬-৯৭ পৃঃ; মুওয়াত্ত্বা মালেক ১/৭৪ পৃঃ)*। ওমর (রাঃ) উবাই বিন কা'ব ও তামীম দারী (রাঃ)-কে রামাযান মাসে লোকদের নিয়ে ১১ রাক'আত (তারাবীহ্র) ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন' *(মুওয়াত্ত্বা ১/৭১ পৃঃ; মিশকাত*

হা/১৩০২ হাদীছ ছহীহ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১২২৮ 'রামাযান মাসে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ; বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৯৯-১০৩)।

বঙ্গানুবাদ মিশকাতে মাওলানা নূর মোহাম্মদ আ'জমী মুওয়াত্ত্বা মালেক বর্ণিত উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় দু'কূল বাঁচিয়ে লিখেছেনঃ 'সম্ভবতঃ হজরত ওমর (রাঃ) প্রথমে বিতর সহ এগার রাকাত পড়ারই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার আমলেই তারাবীহ্ বিশ রাকাত স্থির হয়, অথবা স্থায়ীভাবে ২০ রাকাতই স্থির হয়, কিন্তু কখনও আট রাকাত পড়া হইত' *(ঐ, ৩/১৯৯)*। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

শায়খুল হাদীছ মাওলানা আজিজুল হক স্বীয় বঙ্গানুবাদ বুখারীতে ১১ রাক'আতের ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যা করেছেন *(ঐ, তারাবীর নামায অধ্যায় ২/১৯৬)* এবং তাঁর হিসাব মতে ২০ রাক'আতের সাত খানা যঈফ হাদীছ দিয়ে বুখারীর ছহীহ হাদীছকে রদ করার চেষ্টায় গলদঘর্ম হয়ে অবশেষে বলেন, 'দুর্বল রাবী সম্বলিত কতিপয় হাদীছ একত্রিত ও একই মর্মে বর্ণিত হইলে তাহা গ্রহণীয় হইবে' (ঐ)।

মাওলানা মওদূদী একইভাবে কতগুলি জাল-যঈফ হাদীছ ও আছার একত্রিত করে যুক্তিবাদের সাহায্যে ছহীহ হাদীছ সমূহকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন *(দ্রঃ বঙ্গানুবাদ রাসায়েল ও মাসায়েল পৃঃ২৮২-২৮৬; বঙ্গানুবাদ বুখারী (আধুনিক প্রকাশনী) ২/২৭৯-৮২ হা/১৮৭০ -এর টীকা নং ২৮)*। অথচ এটাই সর্বসম্মত মূলনীতি যে, إِذَا وَرَدَ الْأَثَرُ بَطَلَ النَّظَرُ 'যখনই হাদীছ উপস্থিত হবে, তখনই যুক্তি বাতিল হবে'। এখানে ছহীহ হাদীছের বিধান সেটাই, যা উপরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর আমল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমাদের উপরে অপরিহার্য হ'ল আমার সুন্নাত ও খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত এবং তাকে মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরা। তোমরা দ্বীনের মধ্যে বিদ'আত সৃষ্টি করা হ'তে বিরত থাক। কেননা সকল বিদ'আতই ভ্রষ্টতা' *(আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৬৫ 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*।

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, মুওয়াত্ত্বায় বর্ণিত ইয়াযীদ বিন রূমান কর্তৃক যে বর্ণনাটি এসেছে যে, 'লোকেরা ওমরের যামানায় ২৩ রাক'আত তারাবীহ পড়ত' একথাটি 'যঈফ'। কেননা ইয়াযীদ বিন রূমান ওমর (রাঃ)-এর যামানা পাননি *(দ্রঃ আলবানী, মিশকাত হা/১৩০২ টীকা-২)*। অতএব ইজমায়ে ছাহাবা কর্তৃক ওমর, ওছমান ও আলীর যামানা থেকে ২০ রাক'আত তারাবীহ সাব্যস্ত বলে যে কথা বাজারে চালু রয়েছে, তার কোন শারঈ ভিত্তি নেই। একথাটি পরবর্তীকালে অনুপ্রবিষ্ট। হাদীছের বর্ণনাকারী ইমাম মালেক নিজে ১১ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন, যা রাসূল (ছাঃ) হ'তে প্রমাণিত *(হাশিয়া মুওয়াত্ত্বা পৃঃ ৭১; দ্রঃ তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী হা/৮০৩ -এর ব্যাখ্যা ৩/৫২৬-৩২)*।

বিশ রাক'আত তারাবীহ-এর প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৪৪৫, ২/১৯১ পৃঃ)*। ভারত বিখ্যাত হানাফী মনীষী আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বলেন, বিশ রাক'আত সম্পর্কে যত হাদীছ এসেছে, তার সবগুলিই যঈফ *(আরফুশ শাযী, 'তারাবীহ' অধ্যায়, পৃঃ ৩০৯)*। হেদায়া কিতাবের ভাষ্যকার আল্লামা ইবনুল হুমাম হানাফী বলেন, ২০ রাক'আতের হাদীছ যঈফ এবং ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী *(ফাৎহুল ক্বাদীর ১/২০৫ পৃঃ)*। আল্লামা যায়লাঈ হানাফী বলেন, বিশ রাক'আতের হাদীছ যঈফ এবং আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ছহীহ হাদীছের বিরোধী *(নাছবুর রা'য়াহ ২/১৫৩ পৃঃ)*। আব্দুল হক মুহাদ্দিছ দেহলভী হানাফী বলেন, রাসূল (ছাঃ) থেকে বিশ রাক'আত তারাবীহ প্রমাণিত নয়, যা বাজারে প্রচলিত আছে। এছাড়া ইবনু আবী শায়বাহ বর্ণিত বিশ রাক'আতের হাদীছ যঈফ এবং ছহীহ হাদীছের বিরোধী *(ফাৎহু সিররিল মান্নান লিতাঈদি মাযহাবিন নু'মান, পৃঃ ৩২৭)*। দেওবন্দ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা ক্বাসিম নানুতুবী বলেন, বিতরসহ ১১ রাক'আত তারাবীহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত, যা বিশ রাক'আতের চাইতে জোরদার *(ফুয়ূযে ক্বাসিমিয়াহ, পৃঃ ১৮)*। হানাফী ফিক্বহ 'কানযুদ দাক্বায়েক্ব'-এর টীকাকার আহসান নানুতুবী বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়েননি; বরং আট রাক'আত পড়েছেন *(হাশিয়া কানযুদ দাক্বায়েক্ব, পৃঃ ৩৬; এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা দেখুনঃ শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী প্রণীত 'ছালাতুত তারাবীহ' নামক তথ্যবহুল কিতাবখানি)*।

প্রশ্নঃ (৬/৬)ঃ রামাযান মাসে ছিয়াম অবস্থায় টিকা বা ইনজেকশন নেয়া যাবে কি? ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুসাম্মাৎ রুনাউল তাসলীমা
বোহাইল, বগুড়া।

উত্তরঃ যেসব টিকা বা ইনজেকশন খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না, সেগুলি ছিয়াম অবস্থায় রোগমুক্তির জন্য চিকিৎসা হিসাবে গ্রহণ করা যায়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় (রোগ মুক্তির জন্য) শিঙ্গা লাগাতেন' *(বুখারী, ইরওয়াউল গালীল হা/৯৩২; মির'আত ৬/৪০৬ পৃঃ 'ছিয়াম' অধ্যায়)*। অনুরূপ হাঁপানী রোগের জন্য ছিয়াম অবস্থায় 'ইনহেলার' নেওয়া যায়।

প্রশ্নঃ (৭/৭)ঃ ইদানিং অনেক লোক হজ্জ করতে গিয়ে ইহরাম বাঁধার পর জেদ্দা বিমান বন্দর থেকে সরাসরি মদীনায় যান এবং মদীনা থেকে ফিরে এসে মক্কায় হজ্জের কাজ সমাধা করেন। এতে হজ্জের কোন ত্রুটি হয় কি?

-হাজী আব্দুল আযীয
বলিহারী, স্বরূপকাঠী, পিরোজপুর।

উত্তরঃ হজ্জ ও ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধে মদীনায় যাওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্ব স্ব মীক্বাত থেকে হজ্জ ও ওমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বেঁধে বায়তুল্লাহ্‌র দিকে যেতে বলেছেন, মদীনার দিকে নয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫১৬ 'হজ্জ' অধ্যায়)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, যার সামর্থ্য আছে সে যেন আল্লাহ্‌র জন্য আল্লাহ্‌র ঘরের হজ্জ করে' *(আলে ইমরান ৯৭)*। তবে হজ্জের কাজ সমাধা করার পর মসজিদে নববীতে ছালাত আদায়ের নেকী হাছিলের উদ্দেশ্যে মদীনায় যাওয়া যেতে পারে।

প্রশ্ন (৮/৮)ঃ রামাযান মাসে কয়েকজন মাদরাসার ছাত্রকে দাওয়াত দিয়ে কুরআন খতম করিয়ে মৃত পিতা-মাতার জন্য দো'আ করা হয়, এটা কি শরী'আত সম্মত?

-ডাঃ মুহাম্মাদ আমীরুল ইসলাম
মহিপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ রামাযান মাসে হৌক বা রামাযানের বাইরে হৌক মৃত ব্যক্তির জন্য আলেম-ওলামা বা মাদরাসার ছাত্রদেরকে দাওয়াত দিয়ে কুরআন খতম করানো শরী'আত সম্মত নয়। মৃত ব্যক্তির নামে নিজে কুরআন তেলাওয়াত করুক অথবা অন্য লোক দ্বারা করা হৌক, তা বিদ'আত হবে। এরূপ নিয়ম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যামানায় চালু ছিল না *(যাদুল মা'আদ ১/৫২৭ পৃঃ; মাজমূ'আ ফাতাওয়া ৪/৩৪২ পৃঃ; নায়লুল আওত্বার ৪/৯২ পৃঃ)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, এরূপ আমল ইসলামী বিধান নয়। *(মাজমূ'আ ফাতাওয়া ২৪/৩০০ পৃঃ)*।

এতদ্ব্যতীত দেশে প্রচলিত কুলখানি ও চেহলাম বা চল্লিশার খানা সম্পূর্ণরূপে বিদ'আত। এমনিভাবে কেউ মারা যাওয়ার পর লাশের অনতিদূরে বসে কুরআন তেলাওয়াত করার কোন প্রমাণ শরী'আতে নেই। মৃত ব্যক্তি এসবের কিছুই জানতে পারেন না। তার আমলনামায় এসবের কিছুই পৌঁছে না। এজন্য অপচয় ও 'রিয়া'-র গোনাহ হ'তে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঁচতে পারেন না। রাসূল (ছাঃ) ও চার খলীফার জন্য কুলখানি ও চেহলামের ব্যবস্থা কখনোই ছিল না। অতএব অন্য ধর্মের অনুকরণে আমাদের মধ্যে চালু হওয়া এই সব বিদ'আত থেকে সংশ্লিষ্ট সকলের তওবা করা উচিত। *(দ্রঃ আত-তাহরীক, মার্চ ১৯৯৮, প্রশ্নোত্তর ৪/৫৭)*।

প্রশ্ন (৯/৯)ঃ রামাযান মাসে জামা'আতের সাথে বিতর ছালাত পড়ার হুকুম কি?

-মুহাম্মাদ আল-আমীন (মাষ্টার)
গ্রাম ও পোঃ টেংগার চর
ভূঁইয়া বাড়ী,গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ।

উত্তরঃ রামাযান মাসে জামা'আতের সাথে বিতর ছালাত আদায় করা শরী'আত সম্মত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ২৩, ২৫ ও ২৭ তিনরাত লোকজন নিয়ে জামা'আত সহকারে বিতর সহ যে ১১ রাক'আত তারাবীহ্‌র ছালাত আদায় করেছিলেন *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৯৮)* এবং ওমর (রাঃ) উবাই বিন কা'ব ও তামীম দারী-কে যে ১১ রাক'আত তারাবীহ জামা'আত সহকারে আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২)*, সেখানেও শেষের রাক'আত বিতর ছিল। অতএব রামাযান মাসে বিতর ছালাত জামা'আত সহকারে আদায় করা যাবে।

প্রশ্ন (১০/১০)ঃ রামাযান মাসে কোন ব্যক্তি সাহারী খাওয়ার জন্য ঘুম থেকে জেগে দেখল যে, সূচী মোতাবেক আর মাত্র ১ মিনিট বাকি আছে। সে ব্যক্তি ছিয়াম পালনের নিয়তে এক গ্লাস পানি পান করে নিল। এক্ষণে সাহারী না খাওয়ার কারণে তার ছিয়াম নষ্ট হবে কি?

-নযরুল ইসলাম নিযামী
আতা নারায়ণপুর, ইসলামিয়া মাদরাসা
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ সাহারীর সময়সূচীর ১ মিনিট বাকী থাকলেও সে সময় এক লোকমা খাদ্য বা এক ঢোক পানি পান করলে সাহারী আদায় হয়ে যাবে এবং সাহারী খাওয়ার ফযীলত পাওয়া যাবে। তাছাড়া সাহারী খেতে না পারলেও ছিয়ামের নিয়ত করলে ছিয়াম আদায় হয়ে যাবে *(বুখারী, ফাৎহুল বারী ৪/১৭৫ হা/১৯২২-এর আলোচনা 'সাহারী ওয়াজিব নয়' অনুচ্ছেদ; নায়লুল আওত্বার ২/২২২)*।

প্রশ্ন (১১/১১)ঃ আমি বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র। জীব বিজ্ঞানের জন্য ব্যবহারিক খাতায়, পরীক্ষায় এবং ক্লাসে প্রতিনিয়ত ব্যাঙ, কেঁচো, মানুষ, মানুষের হৃৎপিণ্ডসহ বিভিন্ন প্রাণীর ছবি বাধ্য হয়ে আঁকতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-মুহাম্মাদ রাকিব রায়হান
বড় কুঠিপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রাণীর ছবি তোলা ও ছবি অংকন করা শরী'আতে জায়েয নয়। কেননা দু'টির ব্যবহারিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া একই। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যারা এসব ছবি তৈরী করে, তারা ক্বিয়ামতের দিন আযাবপ্রাপ্ত হবে। তাদেরকে বলা হবে 'তোমরা যা সৃষ্টি করেছিলে তা জীবিত কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯২ 'পোষাক' অধ্যায়, 'ছবি সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

অবশ্য যদি সম্মান প্রদর্শন কিংবা ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য না হয়, তবে বিভিন্ন হাদীছের আলোকে বলা চলে যে, বাধ্যগত কারণে জনগুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যে হীনকর কাজে ব্যবহারের জন্য ছবি তোলা, অংকন করা ও প্রস্তুত করা চলে। যেমন- পাসপোর্টের জন্য ছবি তোলা, শিক্ষার জন্য জীব বিজ্ঞানের ব্যবহারিক পরীক্ষার সময় প্রাণীর ছবি অংকন ইত্যাদি। সুতরাং এজন্য ক্লাসে প্রাণীর ছবি অংকন করাতে ইনশাআল্লাহ কোন পাপ বা শাস্তি হবে না। *(বিস্তারিত দেখুনঃ দরসে হাদীছ, 'ছবি ও মূর্তি' সেপ্টেম্বর ২০০২)*।

প্রশ্ন (১২/১২)ঃ গর্ভবতী মহিলাদের প্রসবের সর্বনিম্ন সময়সীমা কত? কোন মহিলা ১৮০ দিনের মধ্যে অর্থাৎ গর্ভধারণের পূর্ণ ছয় মাসের মধ্যে প্রসব করলে স্বামীর পক্ষে বিনা প্রমাণে স্ত্রীর উপর সন্দেহ পোষণ করা কি ঠিক হবে?

-মাওলানা আবুল কাসেম
সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ গর্ভবতী মহিলাদের প্রসবের সর্বনিম্ন সময়সীমা ছয় মাস। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসংগে এরশাদ করেন,

'সন্তানের গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময়কাল মোট ৩০ মাস' *(আহক্বাফ ১৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'সন্তানবতী নারীগণ তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর দুধপান করাবে, যদি সে দুধপান করানোর পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়' *(বাক্বারাহ ২৩৩)*।

আলী (রাঃ) ১ম ও ২য় আয়াত দ্বারা গর্ভধারণের সর্বনিম্ন সময়সীমা পূর্ণ ছয় মাস নির্ধারণ করেছেন। এটিই হচ্ছে সর্বাধিক ছহীহ ও শক্তিশালী দলীল এবং অধিকাংশ ছাহাবী (রাঃ) এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে মা'মার ইবনে আব্দুল্লাহ আল-জুহানী বলেন, এক ব্যক্তি জুহায়না গোত্রীয় জনৈকা মহিলাকে বিবাহ করেছিল। ঐ মহিলা পূর্ণ ছয় মাসে সন্তান প্রসব করলে তার স্বামী ওছমান (রাঃ)-এর নিকটে ঘটনা বর্ণনা করে। ওছমান (রাঃ) উক্ত মহিলাকে 'রজম' বা পাথর নিক্ষেপে হত্যা করার চিন্তা করেন। একথা আলী (রাঃ)-এর নিকটে পৌঁছলে তিনি খলীফা ওছমান (রাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, আপনি কি এই আয়াত পড়েননি? দু'বছর হ'ল দুধ পান করার সময়সীমা। বাকী ছয় মাস হ'ল গর্ভধারণ। এই মোট ত্রিশ মাস আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। একথা শোনার পর ওছমান (রাঃ) 'রজম' করা হ'তে বিরত থাকেন *(ইবনু আবী হাতেম, সনদ ছহীহ, তাফসীর ইবনু কাছীর, সূরা আল-আহক্বাফের ১৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা; ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ২/৬৭৬ পৃঃ, 'গর্ভধারণের সময়সীমা' অধ্যায়)*।

অতএব ছয় মাস সময় পূর্ণ করে সন্তান প্রসব করলে স্বামীর সন্তান হিসাবে পরিগণিত হবে। এমতাবস্থায় বিনা প্রমাণে স্ত্রীর উপর স্বামীর সন্দেহ পোষণ করা শরী'আত সম্মত হবে না।

প্রশ্নঃ (১৩/১৩)ঃ কয়েক জন বখাটে ছেলে একটি মেয়েকে ধর্ষণের চেষ্টা করলে কতিপয় বন্ধু মিলে প্রতিহত করি। এতে আমাদের বদলা কি হবে?

-মাহমূদ
কৈমারী, জলঢাকা, নীলফামারী।

উত্তরঃ অসহায় মানুষের ইযযত ও জান-মাল ইত্যাদি রক্ষা করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাবেন। উক্ত কারণে নিহত হ'লে ঐ ব্যক্তি শহীদের মর্যাদা পাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আবুদাউদ, তিরমিযী, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৩৫৪, ১৩৫৬)*। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সম্মানের পক্ষে প্রতিবাদ করল, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার চেহারা থেকে আগুনকে সরিয়ে নিবেন'। অর্থাৎ তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাবেন *(তিরমিযী, হাদীছ হাসান, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৫২৮)*।

প্রশ্নঃ (১৪/১৪)ঃ জনৈক খতীব ছাহেব খুৎবায় সালাফী ও আহলেহাদীছদের সম্পর্কে চরমভাবে সমালোচনা করে মাযহাব না মানার পরিণতি সম্পর্কে নিম্নের হাদীছটি পেশ করেন, 'যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল অথচ তার যুগের ইমামকে চিনল না, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল'। তিনি আরো বলেন যে, 'আহলেহাদীছের মৃত্যু কাদের ন্যায় হবে হাদীছ দ্বারা ভালভাবে বুঝে নিন'। উক্ত হাদীছের সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুস সাত্তার
হাট নারায়ণপুর, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ উল্লেখিত বর্ণনাটি জাল। নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, এ রকম শব্দবিশিষ্ট হাদীছের কোন ভিত্তি নেই। এটি শী'আ ও ক্বাদিয়ানীদের বই সমূহে পাওয়া যায় *(সিলসিলাতুল আহাদীছিয যাঈফাহ ওয়াল মাওযূ'আহ হা/৩৫০, ১/৩৫৪ পৃঃ)*।

সুতরাং ইমাম ছাহেব শী'আ ও ক্বাদিয়ানীদের অনুসরণ করে জাল ও বানাওয়াট হাদীছ দ্বারা মাযহাব সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে মুছল্লীদের বিভ্রান্ত করেছেন মাত্র।

প্রশ্নঃ (১৫/১৫)ঃ সুপারী খেলে নাকি মাথায় চক্কর দেয়। একথা শুনে জনৈক আলেম ফৎওয়া দিয়েছেন যে, সুপারী খাওয়া হারাম। এটা কি সঠিক?

-মুহাম্মাদ আশরাফুল আলম
গ্রামঃ মহিষা শহর, পোঃ পামুড়ীহাট
আদিতমারী, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ মাথায় চক্কর দিলেই তা মাদক হয় না। তাছাড়া শুকনা সুপারি মাথায় চক্কর দেয় না। অতএব সুপারি খাওয়া হারাম নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক মাদক দ্রব্যই হারাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮, 'মদের বর্ণনা ও মদ্যপায়ীর শাস্তি' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে 'যে বস্তুর বেশীর ভাগ মাদকতা আনে, তার অল্প পরিমাণও হারাম' *(আবুদাউদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৬৪৫)*।

প্রশ্নঃ (১৬/১৬)ঃ কোন কোন মসজিদের ইমাম বালা মুছীবতের সময় লোকদেরকে তাবীয লিখে দিয়ে থাকেন। তাদেরকে নিষেধ করার পরও তারা মানছেন না। এরূপ শিরককারী ইমামের পিছনে সর্বাবস্থায় ছালাত আদায় করা ঠিক হবে কি?

-ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক
কলেজ রোড, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ 'তাবীয' কুরআন দ্বারা লিখিত হোক বা মাসনূন দো'আ দ্বারা হোক অথবা অন্য কিছুর দ্বারাই হোক না কেন সবগুলিই শিরকের অন্তর্ভুক্ত *(দ্রঃ আত-তাহরীক, প্রবন্ধ; 'তাবীয' জানুয়ারী '৯৯, পৃঃ ১৭)*। অতএব এধরনের ইমামের পিছনে নিরুপায় না হ'লে সর্বাবস্থায় ছালাত আদায় করা ঠিক হবে না। যদিও ফাসিক ও বিদ'আতীর পিছনে ছালাত আদায় করা জায়েয। কারণ ইমামের পাপ ইমামের উপরেই বর্তাবে, মুক্তাদীর উপরে নয়। *(বুখারী, ফাৎহুল বারী সহ 'বিদ'আতী ও ফিৎনাগ্রস্তের ইমামতি' অধ্যায় ২/২৩৯-৪১পৃঃ; হা/৬৯৫ ও ৬৯৬-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্নঃ (১৭/১৭)ঃ প্রশ্নঃ আযানের পূর্বে ও সাহারীর পূর্বে মাইকে ক্বিরাআত ও গযল গাওয়া ইত্যাদি জায়েয কি-না ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ
কিষাণগঞ্জ, বিহার
ভারত।

উত্তরঃ আযানের পূর্বে আঊযুবিল্লা-হ বিসমিল্লা-হ পড়া, কুরআন তেলাওয়াত করা এবং সাহারীর পূর্বে লোক জাগানোর নামে মাইকে ক্বিরাআত ও গযল গাওয়া কিংবা বাদ্য-বাজনা করে দলবদ্ধভাবে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ানো সবই নাজায়েয। বুখারীর ভাষ্যকার আহমাদ ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, আজকাল সাহরীর সময় লোক জাগানোর নামে (আযান ব্যতীত) যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত' *(ফাৎহুল বারী ২/১২৩ 'আযান' অধ্যায় ১৩ অনুচ্ছেদ; নায়লুল আওত্বার ২/১১৯)*।

প্রশ্নঃ (১৮/১৮)ঃ একটি সেনেটারী পায়খানা কেবলামুখী করে তৈরী করা হয়েছে। ইমাম ছাহেব এটি পরিবর্তন করে উত্তর-দক্ষিণে করতে বলছেন। এ বিষয়ে শরী'আতের নির্দেশ কি?

-এনামুল হক
পিরোজপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ পায়খানা যেহেতু চারদিকে ঘেরা থাকে সেহেতু ক্বিবলামুখী হ'লে কোন অসুবিধা নেই। খোলা জায়গায় ক্বিবলার দিকে মুখ করে বা ক্বিবলাকে পিছনে রেখে পেশাব-পায়খানা করা নিষেধ। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ক্বিবলার দিকে উট বসিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে বসে পেশাব করলে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়, ক্বিবলামুখী হয়ে পেশাব-পায়খানা করতে কি নিষেধ নেই? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তবে এ নিষেধাজ্ঞা ফাঁকা জায়গার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু যদি ক্বিবলা ও হাজত পূরণকারীর মধ্যে কোন বস্তু দ্বারা আড়াল করা হয়, তবে কোন অসুবিধা নেই *(আবুদাঊদ, হাকেম, বায়হাক্বী, সনদ হাসান, ইরওয়া হা/৬১, ১/১০০ পৃঃ)*। তবে সাধারণ নিষেধাজ্ঞামূলক হাদীছের *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৪ 'পেশাব-পায়খানার আদব' অনুচ্ছেদ)* আলোকে ক্বিবলার দিকে মুখ বা পিছন করে টয়লেট তৈরী না করাই উত্তম।

প্রশ্নঃ (১৯/১৯)ঃ যোহরের ছালাত রত অবস্থায় প্রথম দু'রাক'আতের পর ঋতুস্রাব শুরু হ'লে বাকী দু'রাক'আত পূর্ণ করতে হবে, নাকি ছালাত ছেড়ে দিতে হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কলারোয়া বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উল্লিখিত অবস্থায় ছালাত ছেড়ে দিতে হবে। ফাতেমা বিনতে আবী হোবায়েশ 'মুস্তাহাযা' মহিলা ছিলেন। তিনি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে রাসূল (ছাঃ) বলেন, এটি ঋতু নয় রগের অসুখ মাত্র। যখন ঋতু আসবে তখন ছালাত ছেড়ে দাও। আর যখন ঋতু ভাল হয়ে যাবে, তখন গোসল কর ও ছালাত আদায় কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*। সুতরাং ঋতু আসা মাত্রই ছালাত ছেড়ে দিতে হবে, বাকী ছালাত পড়তে হবে না।

প্রশ্নঃ (২০/২০)ঃ জনৈকা মহিলার স্বামী মারা যাওয়ার ৪ মাস পর আরো দশদিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। এখন শোনা যাচ্ছে যে, চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করতে হয়। এক্ষণে তার উক্ত বিবাহ কি শুদ্ধ হয়েছে? না হয়ে থাকলে করণীয় কি?

-হুফিউল্লাহ
তাহেরপুর বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন বিধবা মহিলা স্বামী মারা যাওয়ার পর চার মাস দশদিন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'লে সেই বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'যারা মারা যায় এবং স্ত্রী রেখে যায়, তাদের স্ত্রীগণ অপেক্ষা করবে চার মাস দশ দিন' *(বাক্বারাহ ২৩৪)*। সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব ও সোলায়মান ইবনে ইয়াসার হ'তে বর্ণিত যে, তুলাইহা আসাদিয়াহ নামক জনৈকা মহিলা রশীদ ছাক্বাফীর অধীনে ছিল। সে তাকে তালাক দেয়। তখন মহিলা ঐ ইদ্দতেই বিবাহ বসে। ফলে ওমর ফারূক (রাঃ) তাকে ও তার স্বামীকে শাস্তি দেন। অতঃপর ওমর (রাঃ) বলেন, যদি কোন মহিলা তার ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ বসে এবং তার স্বামী তাকে সঙ্গম না করে, তাহ'লে তাদেরকে পৃথক করে দেয়া হবে এবং সে প্রথম স্বামীর বাকী ইদ্দত পূরণ করবে...' *(মুওয়াত্ত্বা হা/৫৩৬)*।

উপরোক্ত দলীল সমূহ প্রমাণ করে যে, উক্ত বিবাহ শুদ্ধ হয়নি। যার ফলে তাকে আরও দশ দিন ইদ্দত পালন করে পুনরায় বিবাহ দিতে হবে। যদি মিলন হয়ে থাকে, তবে সেটা যেনা হবে এবং এজন্য তাকে তওবা করতে হবে *(দ্রঃ মে '৯৯ প্রশ্নোত্তর ১৪/১২৪)*।

প্রশ্নঃ (২১/২১)ঃ জনৈক খৃষ্টান ৩৫ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এখন তার সুন্নাতে খাৎনা করতে হবে কি?

-মুসাম্মাৎ জান্নাতুল ফেরদাঊস
খিরশিনটিকর, মিয়াঁপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ খাৎনা না করলে মুসলমান হওয়া যায় না কথাটি ঠিক নয়। তবে ইচ্ছা করলে খাৎনা করতে পারে। এতে স্বাস্থ্যগত অনেক উপকার রয়েছে। ইবরাহীম (আঃ) ৮০ বছর বয়সে খাৎনা করেছিলেন' *(বুখারী, মুসলিম, নায়লুল আওত্বার 'খাৎনা' অনুচ্ছেদ ১/১১১ পৃঃ; দ্রঃ আত-তাহরীক জানুয়ারী ২০০২ প্রশ্নোত্তর ২০/১২৫)*।

প্রশ্নঃ (২২/২২)ঃ জনৈক ইমাম ১ম কাতার হ'তে একটি বালককে বের করে দিয়ে বললেন, হাদীছে আছে, ওমর (রাঃ) বালকদেরকে কাতার থেকে বের করে দিতেন। এর সত্যতা জানতে চাই।

-শু'আইবুর রহমান
হাতিয়ান, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ হাদীছটি 'যঈফ' *(দ্রঃ আবুদাঊদ শরহ 'আওনুল মা'বূদ ২/২৬৪ পৃঃ 'কাতারে বাচ্চাদের দাঁড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। ছহীহ হাদীছে জ্ঞানী ও সম্মানী ব্যক্তিদের সামনের কাতারে ইমামের কাছাকাছি দাঁড়ানোর কথা এসেছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১০৮*

'ছালাত' অধ্যায়)। বাকীরা সবাই স্বাভাবিক নিয়মে দাঁড়াবে। প্রকাশ থাকে যে, প্রথমে বড়রা দাঁড়াবে তার পর ছোটরা দাঁড়াবে মর্মে বর্ণিত আবুদাউদের হাদীছটিও 'যঈফ'। এ হাদীছে শহর ইবনে হাওশাব নামে একজন দুর্বল রাবী রয়েছে *(তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১১১৫-এর টীকা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্নঃ (২৩/২৩)ঃ একটি মাসিক পত্রিকায় দেখলাম, কেউ ঘুমালে শয়তান তার মাথার পিছনে তিনটি গিঁঠ লাগায়। দো'আ পড়ে উঠলে একটি গিঁঠ খুলে যায়। ওযূ করলে একটি খুলে যায় এবং ছালাত আদায় করলে আরেকটি খুলে যায়। আর দিনের শুরু থেকে মনে প্রফুল্লতা আসে। পক্ষান্তরে যে শয়তানের গিঁঠ তিনটি খুলতে পারে না, সে দিনের শুরু থেকে শয়তানের মত নিজেকে চালাতে শুরু করে। উক্ত বর্ণনা কি ছহীহ?

-মাহবুবুল হক
প্রাণীবিদ্যা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ উক্ত বিবরণটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। হাদীছটি আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২১৯ 'ছালাত' অধ্যায়, 'রাত্রিকালীন ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৪/২৪)ঃ মৃত্যু শয্যায় শায়িত জনৈক আলেম বললেন, ক্বিয়ামতের মাঠে মুছল্লীদের দুই দলে ভাগ করা হবে এবং দুই দলের মাঝে পর্দা দেওয়া হবে। তন্মধ্যে একদল করব ছালাত পর দুরূদে ইবরাহীমী পড়ত আর অপর দল দুরূদে ইবরাহীমী পড়ত না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেখানে উপস্থিত হয়ে উভয় দল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এ দলটি ছালাতের পর দুরূদে ইবরাহীমী পড়ত, আর এই দলটি দুরূদে ইবরাহীমী পড়ত না। যারা দুরূদে ইবরাহীমী পড়ত না তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলবেন, 'সুহক্বান-সুহক্বান' দূর হও, দূর হও। এ বক্তব্য কি ঠিক?

-আব্দুল হামীদ
বায়সা (নূরপুর)
কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য ঠিক নয়, বরং বানাওয়াট। তবে বিদ'আতীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত শব্দ ব্যবহার করবেন বলে ছহীহ হাদীছে এসেছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫৭১, 'ফিতান' অধ্যায় 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৫/২৫)ঃ মেয়েরা অনেকেই কপালে টিপ দেয়, হাতে ও পায়ে নেইল পালিশ দেয় এবং বড় বড় নখ রাখে। এগুলি কি শরী'আত সম্মত?

-মুহাম্মাদ কাওছার
কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ নখ বড় রাখা যাবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নখ ছোট করার নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২০)*। কপালে টিপ দেওয়া যাবে না। কারণ এটা হিন্দুদের সাদৃশ্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে *(আবুদাউদ মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়, 'চুল আচঁড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। মেয়েরা হাতে পায়ে নেইল পালিশ দিতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, নারীদের সুগন্ধি হচ্ছে যা দেখা যায়, গন্ধ পাওয়া যায় না। আর পুরুষের সুগন্ধি হচ্ছে যা দেখা যায় না, গন্ধ পাওয়া যায় *(নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৪৪৩)*। তবে তা যেন পুরু না হয় এবং তাতে ওযূর পানি প্রবেশে বাধা না হয়।

প্রশ্নঃ (২৬/২৬)ঃ ইসলামে তিন সংখ্যাটির উৎপত্তি কিভাবে হ'ল? যেমন ছালাতের পর তিনবার ইস্তিগফার পাঠ করা, ওযূতে তিনবার অঙ্গ ধৌত করা, মেহমানের তিনদিন যাবৎ সমাদর করা ইত্যাদি।

-যাকী হুসাইন
টি,এস,সি, কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ শুধুমাত্র যে তিন সংখ্যাটির বেশী ব্যবহার হয়েছে তা নয়; বরং অন্যান্য সংখ্যাও প্রয়োজনমত ব্যবহৃত হয়েছে। যা কুরআন ও হাদীছের বহু স্থানে রয়েছে। উক্ত সংখ্যাগুলি ইসলাম আসার আগে থেকেই আরবী ভাষায় প্রচলিত ছিল এবং সে অর্থেই ইসলামী শরী'আতে ব্যবহৃত হয়েছে। এর পৃথক কোন গুরুত্ব নেই।

প্রশ্নঃ (২৭/২৭)ঃ একদা ফজরের ছালাতে ইমাম ক্বিরাআত ভুল করলে আমি লোক্বমা দেই। তাতে তিনি ছালাতের মধ্যেই বলেন, এখানে তা হবে না। তিনি পরে কোন সহো সিজদা করলেন না। উক্ত ছালাত কবুল হবে কি?

-আব্দুল আলীম
অভয়নগর, যশোর।

উত্তরঃ উক্ত ছালাত বাতিল হবে। কেননা ছালাতরত অবস্থায় ইমাম ইচ্ছাকৃতভাবে উপরোক্ত প্রতিবাদ করেছেন। এটি সাধারণ কথাবার্তার অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই এটি ছালাত; এর মধ্যে মানুষের সাধারণ কথাবার্তার অবকাশ নেই। নিশ্চয়ই এটি হ'ল তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন তেলাওয়াত মাত্র' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৭৮ 'ছালাত' অধ্যায় 'ছালাতের মধ্যে কি কি জায়েয ও নাজায়েয' অনুচ্ছেদ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২০৩; মির'আত ৩/৩৪০)*।

প্রশ্নঃ (২৮/২৮)ঃ একটি গাছ দীর্ঘ ১৮/২০ বছর যাবত আমার জমিতে ছিল। এখন জরিপে গাছটি প্রতিবেশীর জমিতে পড়েছে। তারা বলছে, গাছটির হকদার আমরা। অথচ গাছটি এতদিন আমি রক্ষণাবেক্ষণ করেছি। গাছটির প্রকৃত হকদার কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবুল হাশেম
গোলমারী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ বিবরণ অনুযায়ী গাছের হকদার হবেন প্রশ্নকারী নিজে। তিনি স্বীয় জমি মনে করে গাছ লাগিয়েছেন এবং রক্ষাণাবেক্ষণও করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এমন কোন জমি আবাদ করে, যা কারো মালিকানায়

থাকে না, তখন তার আবাদকারী ঐ জমির অধিক হক্বদার হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/২৯৯১ 'ব্যবসা-বাণিজ্য' অধ্যায়, 'জমি আবাদকরণ' অনুচ্ছেদ)*। এক্ষণে প্রশ্নকারী পূর্ণ গাছ বা গাছের মূল্য নিয়ে নিতে পারেন। তবে অন্যের মালিকানা প্রমাণিত হবার পর মালিকের অনুমতি ব্যতীত উক্ত জমিতে আর আবাদ করতে পারবেন না *(দ্রঃ ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/২০২ পৃঃ 'যে ব্যক্তি নিজের অজান্তে অন্যের জমি আবাদ করে, উক্ত আবাদের হকদার ঐ ব্যক্তি হবে' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৯/২৯)ঃ মীরপুর ঢাকা হ'তে জনৈকা আকিমুন্নেসা বিনতে মোস্তাক কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে মাসিক মদীনায় নারী ও পুরুষের ছালাতের মধ্যে মোট ১৮টি পার্থক্য দেখানো হয়েছে। উক্ত বক্তব্য কতটুকু সঠিক, তা ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাজমুল হাসান
আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মাসিক মদীনায় যে ১৮টি পার্থক্য দেখানো হয়েছে তার ১৮ নম্বর পার্থক্যটি অর্থাৎ লোকমা দেওয়া ব্যতীত বাকী সবগুলিই প্রমাণহীন অথবা দুর্বল প্রমাণযুক্ত। নারী-পুরুষের ছালাতের মধ্যে পদ্ধতিগত কোন পার্থক্য নেই *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৯)*। একাকী ছালাত আদায়ের সময় বড় চাদরে তাদের আপাদমস্তক ঢাকতে হয়, যা পুরুষের জন্য শর্ত নয় *(তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৭৬২ 'সতর' অনুচ্ছেদ)*। জামা'আতে ছালাত আদায়ের সময় তিনটি পার্থক্য রয়েছেঃ (১) নারীদের ইমাম ১ম কাতারের মধ্যে থাকবে, সামনে যাবে না *(দারাকুৎনী হা/১১৪৯২-৯৩ সনদ হাসান)* (২) নারীরা পুরুষের কাতারে দাঁড়াতে পারবে না (মুসলিম, মিশকাত হা/১১০৮ 'জামা'আতে দাঁড়াবার স্থান' অনুচ্ছেদ) (৩) ইমামের ভুল হ'লে মহিলা মুক্তাদী নিজ ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের উপর আঘাত করে লোক্বমা দিবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৮৮ 'ছালাতে কি কি কাজ সিদ্ধ বা অসিদ্ধ' অনুচ্ছেদ; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৮৭)*।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে প্রচলিত অধিকাংশ ইসলামী পত্রিকাই দলীল বিহীন কল্পকাহিনী এবং যঈফ ও জাল হাদীছের বক্তব্যে ভরপুর। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করুন। আমীন!

প্রশ্নঃ (৩০/৩০)ঃ নাপাক অবস্থায় সালাম দেওয়া এবং পশু যবেহ করা যায় কি?

-মেজারুল হক
জগন্নাথপুর, মনাকষা
শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ নাপাক অবস্থায় সালাম দেওয়া ও পশু যবেহ করা যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা আমার সাথে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর সাক্ষাত হ'ল, এমতাবস্থায় আমি অপবিত্র ছিলাম। তিনি আমার হাত ধরে নিলেন এবং আমি তাঁর সাথে চলতে শুরু করলাম। তিনি এক স্থানে বসে পড়লেন। আমি তখন চুপে চুপে সেখান থেকে চলে গেলাম এবং বাড়ি এসে গোসল করলাম, অতঃপর সেখানে গিয়ে দেখি তিনি বসে আছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আবু হুরায়রা তুমি কোথায় গিয়েছিলে? তখন আমি ঘটনার বিবরণ দিলে তিনি বললেন 'সুবহানাল্লাহ'! নিশ্চয়ই মুমিন কখনো অপবিত্র হয় না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫১ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩১)ঃ বিতর সম্পর্কিত الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا আবুদাউদে বর্ণিত এ হাদীছটি কি ছহীহ?

-শেখ মহিউদ্দীন
মক্কা, সঊদী আরব।

উত্তরঃ বিতর সম্পর্কিত উক্ত হাদীছটি 'যঈফ'। এর সনদে ওবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ আল 'আতাকী নামে একজন দুর্বল রাবী আছে *(তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১২৭৮ টীকা নং ২)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩২)ঃ বিভিন্ন ওয়ায মাহফিলের পোষ্টারে অনেক আলেমের নামের পূর্বে 'আল্লামা' লেখা দেখা যায়। আল্লামা অর্থ কি? আল্লামা লেখা যাবে কি?

-লুৎফর রহমান
মুন্সিরগাঁও, বিশ্বনাথ, সিলেট।

উত্তরঃ 'আল্লামা' শব্দটি আরবী। অর্থ- বড় জ্ঞানী। শব্দটি নামের পূর্বে ব্যবহার করা শিরক কিংবা বিদ'আত নয়। তবে ব্যবহার না করা ভাল। কারণ তাতে মানুষের মধ্যে 'রিয়া' বা অহংকার আসতে পারে, যার পরিণাম মর্মান্তিক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে যাবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৭)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৩)ঃ গত ১৪ আগষ্ট রোজ বৃহস্পতিবার রাজশাহীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে দাওয়াত পত্রে লিখা ছিল, প্রধানমন্ত্রীর সম্মানার্থে দাঁড়ানোর জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ রইল'। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-মুহাম্মাদ নঈমুদ্দীন
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ কাউকে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করা ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যদি কেউ এতে আনন্দ বোধ করে যে, লোকেরা তাকে দেখে স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকুক, তাহ'লে সে জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নিল *(তিরমিযী, আবুদাউদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৬৯৯ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ছাহাবীদের কাছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেয়ে অধিক প্রিয় ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন না। কিন্তু তবুও তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আগমন করতে দেখতেন, তখন কেউই তাঁর সম্মানার্থে

দাঁড়াতেন না। কেননা তারা জানতেন যে, রাসূল (ছাঃ) এটা পসন্দ করেন না *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৬৯৮)*।

সা'দ ইবনে মু'আয (রাঃ)-এর জন্য দণ্ডায়মান হওয়ার যে আদেশ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দিয়েছিলেন, তার কারণ ছিল সা'দ (রাঃ)-কে গাধার পিঠ থেকে নামতে সাহায্য করা। কেননা তখন তিনি আহত অবস্থায় ছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৯৫)*।

তবে আগন্তুককে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে এগিয়ে যাওয়া জায়েয আছে। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, ফাতিমা (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হ'তেন, তখন তিনি তার দিকে এগিয়ে যেয়ে তাঁর হাত ধরতেন, কপালে চুম্বন করতেন এবং নিজের আসনে বসাতেন। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ফাতিমা (রাঃ)-এর নিকটে যেতেন ফাতিমা (রাঃ) দাঁড়িয়ে তাঁর হাত ধরতেন, হাতে চুম্বন করতেন এবং নিজের বসার স্থানে বসাতেন' *(আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৬৮৯)*।

উল্লিখিত দলীল সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়ানো যাবে না; কিন্তু অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এগিয়ে যাওয়া যাবে।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৪)ঃ জামা'আতের সাথে যোহরের ছালাত আদায় শেষে সালাম ফিরানো হ'লে কিছু সংখ্যক মুছল্লী বলে উঠলেন যে, এক রাক'আত ছালাত কম হয়েছে। একথা শুনে ইমাম ছাহেব পুনরায় প্রথম থেকে চার রাক'আত ছালাত আদায় করলেন এবং কোন সহো সিজদা না দিয়ে ছালাত শেষ করলেন। এটা কি সঠিক হয়েছে?

-মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীন
চাঁদপুর, বিরামপুর
দিনাজপুর।

উত্তরঃ ইমাম ছাহেব ছহীহ হাদীছ বিরোধী আমল করেছেন। এরূপ ঘটনা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাতে ঘটেছিল, যা আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নিয়ে যোহরের ছালাত আদায় করলেন এবং দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি বাকী দু'রাক'আত পড়ে সালাম ফিরে সহো সিজদা করলেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১০১৬ 'সহো সিজদা' অনুচ্ছেদ)*। অতএব ইমাম ছাহেবের উচিৎ ছিল বাকী এক রাক'আত ছালাত আদায় করে সহো সিজদা দেওয়া।

তিনি সম্ভবতঃ একটি যঈফ হাদীছের উপর ভিত্তি করে এটা করেছেন, যা ইমাম ত্বাহাবীর 'মা'আনিউল আছার' গ্রন্থে আত্বা তাবেঈ হ'তে বর্ণিত আছে। একদা ওমর (রাঃ) তাঁর সাথীদেরকে নিয়ে চার রাক'আত ছালাতের পরিবর্তে দু'রাক'আত পড়ে সালাম ফিরালে তাঁকে এ বিষয়ে অবহিত করলে তিনি পুনরায় চার রাক'আত ছালাত আদায় করেন'। আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, 'মুরসাল' হাদীছ সমূহের মধ্যে এটি সর্বাধিক যঈফ। এটি গ্রহণযোগ্য নয় *(তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৩৫২ 'ছালাত' অধ্যায়)*। অনেকের ধারণা এই যে, সালাম ফিরানোর পর কথা বললে পুনরায় ছালাত পুরাপুরি আদায় করতে হবে। ছফিউর রহমান মুবারকপুরী বলেন, বুখারী, মুসলিম বর্ণিত ছহীহ হাদীছ প্রমাণ করে যে, এরূপ কোন কথা বললে ছালাত বিনষ্ট হবে না *(মুবারকপুরী শরহ বুলূগুল মারাম পৃঃ ৯৮ 'সিজদায়ে সহো' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৫)ঃ তাফসীর গ্রন্থে দেখলাম, সূরা কাওছার একবার পাঠ করলে এক হাযার আয়াত পড়ার সমান নেকী পাওয়া যায়। একথা কি সঠিক?

-ক্বাযী আব্দুর রহমান
বামনডাঙ্গা, খুলনা।

উত্তরঃ সূরা 'কাওছার' একবার পড়লে এক হাযার আয়াত পড়ার সমান নেকী পাওয়া যায় এর প্রমাণে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে সূরা 'তাকাছুর' একবার পড়লে এক হাযার আয়াত পড়ার সমান নেকী হবে বলে হাদীছে এসেছে *(বায়হাক্বী, মিশকাত, 'ফাযায়েলে কুরআন' হা/২১৮৪; হাদীছ ছহীহ দ্রঃ তানক্বীহ ২/৫৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৬)ঃ অহংকার মনে না করে স্বাভাবিকভাবে পায়জামা, প্যান্ট ও লুঙ্গী টাখনুর নিচে রাখা যায় কি?

-আব্দুল বাকী
সিরচর, কাকমারী, জলংগী
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ জেনে শুনে টাখনুর নীচে কাপড় পরা পুরুষের জন্য হারাম। আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোকের প্রতি দয়ার দৃষ্টিতে দেখবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না; বরং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আবু যার গিফারী (রাঃ) বললেন, যারা খর্ব হ'ল, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল তারা কারা হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন, (১) টাখনুর নীচে কাপড় পরিধানকারী (২) অনুগ্রহ করে তা প্রকাশকারী এবং (৩) মিথ্যা কসম করে সম্পদ বিক্রয়কারী *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৯৫, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৭)ঃ একটি তাফসীর গ্রন্থে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজরের সুন্নাতে এবং মাগরিবের পরের সুন্নাতে সূরা কাফিরূন ও এখলাছ বেশী বেশী পড়তেন। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সাঈদুর রহমান
বামনডাঙ্গা, খুলনা।

উত্তরঃ ফজরের সুন্নাতে এবং মাগরিবের পরের সুন্নাতে সূরা কাফিরূন এবং এখলাছ পড়া সুন্নাত *(মুসলিম, তিরমিযী, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৮৪২ ও ৮৫১; ৮৪৯ নং-টীকা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩৮)ঃ ছালাতুত তারাবীহকে কোন কোন বর্ণনায় সুন্নাত ও কোন কোন বর্ণনায় নফল বলা হয়েছে। কোনটি সঠিক? বিতর ছালাতের সুন্নাতী ক্বিরাআত কি কি? জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ

রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ফরয বহির্ভূত সব ছালাতই 'নফল' অতিরিক্ত। তবে যে সব নফল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিত করেছেন ও উম্মতের জন্য তাকীদ করেছেন, সেগুলিকে 'সুন্নাত' বা 'সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ' বলে। তারাবীহ্‌র ছালাত মূলতঃ নফল। তবে নিয়মিত তিনদিন জামা'আত সহকারে আদায়ের কারণে এবং উম্মতকে তা আদায়ে উৎসাহিত করার কারণে 'সুন্নাত' বলা হয়। খলীফা ওমর ফারূক (রাঃ) জামা'আত সহকারে নিয়মিত তারাবীহ পড়াকে সুন্নাতে রূপ দিয়ে গেছেন। অতএব ছালাতুত তারাবীহকে সুন্নাত ও নফল দু'টিই বলা যাবে।

'ছালাতুল বিতর'-এর সুন্নাতী ক্বিরাআত হচ্ছে- তিন রাক'আত হ'লে প্রথম রাক'আতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা কাফেরূন এবং তৃতীয় রাক'আতে সূরা এখলাছ, ফালাক্ব ও নাস *(হাকেম ১/৩০৫; হাদীছ ছহীহ)*। অথবা শুধু সূরা এখলাছ পড়বে (আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সনদ ছহীহ)। এবং এটাই অধিকাংশ বিদ্বান পসন্দ করেছেন' *(কির'আত ৪/২৮২-৮৩ হা/১২৭৭-৮০-এর ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩৯)ঃ আযানের মধ্যে যে তারজী দেয়া হয়, তা কি প্রত্যেক আযানেই দিতে হবে? তারজী কে দিয়েছিলেন? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুছ ছামাদ
কলসী জামে মসজিদ
হেলাতলা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ প্রত্যেক আযানেই তারজী দেয়া সুন্নাত *(তুহফাতুল আহওয়াযী ১/৪৮৬ 'আযানে তারজী দেওয়া' অনুচ্ছেদ)*। আযানের মধ্যে দুই কালেমায়ে শাহাদাতকে প্রথম দু'বার করে মোট চারবার নিম্নস্বরে অতঃপর দু'বার করে মোট চারবার উচ্চৈঃস্বরে বলাকে 'তারজী' বা পুনরুক্তির আযান বলা হয়। তারজী আযানের কালেমা সংখ্যা হবে মোট ১৫+৪=১৯টি। তারজী আযানের হাদীছটি আবু মাহযূরাহ (রাঃ) কর্তৃক আবুদাউদ শরীফে বর্ণিত হয়েছে *(আবুদাউদ আওনুল মা'বূদ সহ হা/৪৯৬; মিশকাত হা/৬৪৫; ছালাতুর রাসূল ৪১ পৃঃ দ্রঃ)*।

৮ম হিজরীতে হুনাইনের যুদ্ধ হ'তে ফেরার পথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু মাহযূরাহ (রাঃ)-কে তারজী আযান শিক্ষা দিয়েছিলেন *(মুসলিম, শরহে নববী সহ ১/১৬৫)*।

ইমাম নববী বলেন, আযানের জন্য 'তারজী' রোকন নয়। বরং সুন্নাত। তারজী ছাড়াই আযান শুদ্ধ হয়ে যাবে। মুহাদ্দেছীনের নিকটে তারজী দেওয়া ও না দেওয়া উভয়েরই এখতিয়ার রয়েছে *(মুসলিম ১/১৬৫ পৃঃ বাব 'ছিফাতিল আযান')*। তবে তারজী দেওয়াই উত্তম।

প্রশ্নঃ (৪০/৪০)ঃ জুম'আর খুৎবার পূর্বে মিম্বরে বসে বাংলায় বয়ান দেওয়া জায়েয কি-না?

-নূরুল ইসলাম
নাহিদ এন্টারপ্রাইজ
চামড়াপট্টি, নাটোর।

উত্তরঃ জুম'আর খুৎবা মুছল্লীদের মাতৃভাষায় বা তাদের জ্ঞাত ভাষায় হ'তে হবে। যেমন আল্লাহ স্বীয় রাসূলকে বলেন, 'আমরা আপনার নিকটে 'যিকর' অর্থাৎ কুরআন-হাদীছ নাযিল করেছি, যাতে আপনি লোকদের নিকটে ঐ সকল বিষয় বর্ণনা করেন, যা তাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে। যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে' *(নাহল ৪৪)*। অতএব নবীর ওয়ারিছ হিসাবে প্রত্যেক আলেম ও খত্বীবের দায়িত্ব হ'ল মুছল্লীদের নিজস্ব ভাষায় কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিধানসমূহ খুৎবায় ব্যাখ্যা করে শুনানো।

রাসূল (ছাঃ) আরবীভাষী ছিলেন বলেই তিনি আরবীতে খুৎবা দিতেন। কিন্তু তিনি ছিলেন বিশ্বনবী ও তাঁর দ্বীন ছিল বিশ্বজনীন। এতএব বিশ্বের সর্বত্র সবধরনের মুছল্লীর ভাষায় তাঁর দ্বীনের ব্যাখ্যা করা খত্বীবদের প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু এদেশের খত্বীবগণ আরবীতে খুৎবা দেন, যা একেবারেই অনর্থক ও খুৎবার উদ্দেশ্য বিরোধী। তাই মুছল্লীদের চাহিদা বুঝতে পেরে তারা খুৎবার পূর্বে বাংলায় বয়ানের নামে তৃতীয় আরেকটি খুৎবা চালু করেছেন, যা নিঃসন্দেহে বিদ'আত।

দেশী ও প্রবাসী দানশীল মুমিন ভাই-বোনদের প্রতি

রামাযান আসছে। আপনি নিশ্চয়ই যাকাত দিবেন ও সাধ্যমত নফল ছাদাক্বা করবেন। আপনি কি পারেন না এমন সিদ্ধান্ত নিতে যে, আপনার দানটা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ার আন্দোলনে ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ হিসাবে ব্যয়িত হৌক। ছহীহ হাদীছের ভাষ্য অনুযায়ী আপনার দানটি 'গাছের চারা রোপনের ন্যায় দিনে দিনে প্রবৃদ্ধি' লাভ করুক। ফুলে-ফলে পল্লবিত ও সুশোভিত হৌক! তাহ'লে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' আপনাকে সেই পথ খুলে দিয়েছে। ইনশাআল্লাহ আপনার দান আমাদের ঘোষিত লক্ষ্যেই যথাস্থানে ব্যয়িত হবে।

সর্বাধুনিক মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা আহলেহাদীছ আন্দোলনকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চাই। এজন্য প্রয়োজন অর্থের। আপনার ব্যাংকে রক্ষিত অলস টাকা উঠিয়ে এনে পরকালীন ব্যাংকে জমা করুন। নিম্নোক্ত একাউন্টগুলিতে আপনি অর্থ প্রেরণ করুন ও আমাদেরকে জানিয়ে দিন।-

এ বছরে আমাদের প্রকল্প সমূহঃ

(১) একটি সর্বাধুনিক APPLE কম্পিউটার (প্রিন্টার-ইউপিএস সহ) আড়াই লক্ষ টাকা।

(২) ইমাম প্রকল্প (১ বছরের জন্য) তিন লক্ষ টাকা।

(৩) অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রকল্প (কুরআন, মিশকাত ও কুতুবে সিত্তাহ)। প্রারম্ভিক ব্যয় প্রথম বছরে ১০ লক্ষ টাকা।

আহলেহাদীছ আন্দোলন কেন্দ্রীয় বায়তুল মাল ফাণ্ড
সঞ্চয়ী হিসাব নং ৩২৪৫
ইসলামী ব্যাংক সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

মাসিক

আত-তাহরীক

৭ম বর্ষ ২য় সংখ্যা
নভেম্বর ২০০৩

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

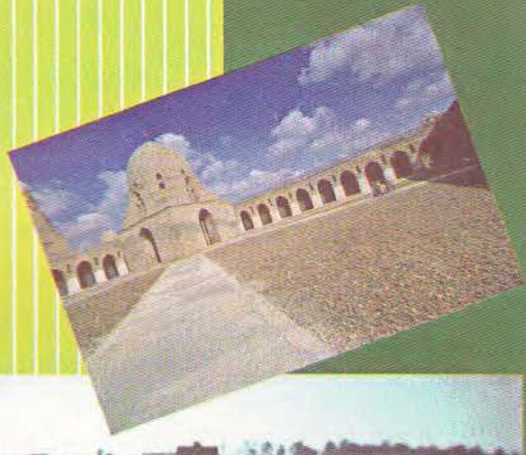

(২) ৫৪ জন প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকের মারকাযে আগমনঃ

৪ অক্টোবর, শনিবারঃ অদ্য রাত ৮-টা ৩০ মিনিটে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের যেলা শহর সাতক্ষীরা থেকে ৫৪ জন প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক তাদের সপ্তাহব্যাপী শিক্ষা সফরের প্রথম পর্যায়ে হঠাৎ করে মারকাযে আগমন করেন। 'যুবসংঘে'র সাবেক কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য মাষ্টার আব্দুর রঊফ ও অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক জনাব আবু তালেব-এর নেতৃত্বে তারা মারকাযের বিভিন্ন ভবন ঘুরে দেখেন। অতঃপর তারা মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সাথে সাক্ষাৎ করলে শিক্ষা সফর উপলক্ষে মারকায পরিদর্শনে তাঁদের এ আকস্মিক আগমনকে তিনি স্বাগত জানান এবং তাঁদের নিকটে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র দাওয়াত পৌঁছে দেন।

অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আতের পক্ষ থেকে তাদের পরবর্তী সফরসূচী অনুযায়ী দিনাজপুর, পঞ্চগড় প্রভৃতি যেলা সংগঠনকে টেলিফোনে তাদের শিক্ষা সফরের সংবাদ জানিয়ে দেওয়া হয় এবং সফরকারীদের সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য কর্মীদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য যে, সফরকারীদের মধ্যে মাত্র ৫ জন আহলেহাদীছ ছিলেন। অতঃপর একদিনের সংক্ষিপ্ত সফর শেষে পরদিন ৫ অক্টোবর রবিবার সকালে তারা দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে রাজশাহী ত্যাগ করেন। পরবর্তীতে সফরকারী দলের নেতৃবৃন্দ চিঠি ও টেলিফোনের মাধ্যমে মারকাযের আতিথেয়তা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

(৩) মাহমূদ ইসমাঈল (সুদান)ঃ

'জমঈয়াতু এহইয়াইত তুরাছিল ইসলামী কুয়েত'-এর বাংলাদেশ অফিসের ইয়াতীম বিভাগের ডাইরেক্টর শায়খ মাহমূদ ইসমাঈল সুদানী গত ৪ অক্টোবর শনিবার ইয়াতীম বিভাগ পরিদর্শন উপলক্ষে এক সংক্ষিপ্ত সফরে মারকাযে আগমন করেন। তিনি বাদ মাগরিব মারকাযী জামে মসজিদে ইয়াতীম ও অন্যান্য ছাত্রদের নিয়ে তাৎক্ষনিকভাবে এক মনোজ্ঞ সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন এবং বিজয়ী ছাত্রদেরকে নিজের পক্ষ থেকে পুরস্কার প্রদান করেন। পরদিন সকালে প্রস্তাবিত বেসরকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর 'বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০৩'-এর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে তিনি যোগদান করেন। মারকাযের শিক্ষক জনাব আবুল কাছেম-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে তিনি বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। এ সময়ে মারকাযের অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী উপস্থিত ছিলেন। পুরস্কার বিতরণ শেষে তিনি ছাত্রদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মারকায ছাত্রদের কৃতিত্বের কথা তুলে ধরেন এবং আগামীতে আরো সুন্দর করার পরামর্শ দেন। তার বক্তব্যের বাংলা অনুবাদ করেন মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল মাওলানা সাঈদুর রহমান। অতঃপর সেদিনই তিন বগুড়ার উদ্দেশ্যে রাজশাহী ত্যাগ করেন।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৪১)ঃ সম্প্রতি ঢাকার তাওহীদ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ বুখারী ১ম খণ্ড ২৯০ পৃষ্ঠায় ১০/১৩ অধ্যায়ে 'ফাজরের ওয়াক্ত হবার পূর্বে আযান দেওয়া' অনুচ্ছেদে ৬২২-৬২৩ নং হাদীছের টীকায় বলা হয়েছে যে, নাসায়ী, বাইহাকী, ইবনু খুযাইমাহ, ইবনুস সাকান থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যাতে প্রমাণিত হয় যে, শুধুমাত্র প্রথম আযানে (অর্থাৎ সাহারীর আযানে) 'খাইরুম মিনান নাওম' আছে। আর দ্বিতীয়তে অর্থাৎ ফাজরের মূল আযানে নেই (সুবুলুস সালাম ২/১৮৫)। সুন্নাতের বিরোধিতা আরো বেশি সাব্যস্ত হয় প্রথম আযানকে উৎখাত করে সে আযানের শব্দকে দ্বিতীয় আযানে যুক্ত করা'। বিষয়টি আমাদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। সঠিক সমাধান জানালে বাধিত হব।

-আমীরুল ইসলাম মাষ্টার
ভায়া লক্ষ্মীপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ এ বিষয়ে সঠিক কথা এই যে, সাহারীর আযান সাধারণ আযানের ন্যায় দিতে হবে। অতঃপর ফজরের আযানের সাথেই কেবল 'আছছালা-তু খায়রুম মিনান নাউম' যোগ হবে এবং 'এটা কেবল ফজরের আযানের সাথেই নির্দিষ্ট' *(মির'আত ২/৩৫১)*। এ বিষয়ে (১) হাফেয ইবনু খুযায়মা باب التثويب فى أذان الصبح 'ফজরের আযানে 'আছছালা-তু খায়রুম... বলা' মর্মে পৃথক শিরোনাম রচনা করেছেন *(১/২০১ পৃঃ)*। সেখানে আবু মাহযূরাহ (রাঃ) বর্ণিত আযান শিক্ষা দান বিষয়ক হাদীছে এটি فَإِنْ كَانَ هَذَا صَلَاةَ الصُّبْحِ 'অতঃপর যদি এটা ফজরের ছালাত হয়, তাহ'লে তুমি বলবে, আছছালাতু খায়রুম মিনান নাওম..'। *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৬৪৫ 'আযান' অধ্যায়; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪৭২; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৩৮৫)*। এতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ফজরের ছালাতের আযানের সাথেই এটি যুক্ত। অনুরূপভাবে (২) হযরত বেলাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছেন যে, لَا تُثَوِّبَنَّ فِيْ شَيْءٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِيْ صَلَوةِ الْفَجْرِ। 'তুমি ফজরের ছালাত ব্যতীত অন্য কোন ছালাতে 'আছছালা-তু খায়রুম মিনান নাউম' বলবে না' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৬৪৬)*। আলবানী (রহঃ) বলেন, হাদীছটি অর্থগত দিক দিয়ে 'ছহীহ'। কেননা আছছালা-তু খায়রুম মিনান নাউম ফজরের আযানের সাথে দিতে হবে, এ মর্মে পূর্বের আবু মাহযূরাহর হাদীছে বর্ণিত হয়েছে (ঐ

হাশিয়া দ্রষ্টব্য)। (৩) ছহীহ ইবনু খুযায়মা হ'তে বর্ণিত অন্য হাদীছেও কেবল ফজরের কথা এসেছে। যেমন আনাস (রাঃ) বলেন, مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِى الْفَجْرِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ: اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ 'সুন্নাত হ'ল এই যে, মুআযযিন ফজরের আযানে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার পরে বলবে 'আছছালা-তু খায়রুম মিনান নাউম' *(ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৩৮৬ সনদ ছহীহ; বুলূগুল মারাম (সুবুলুস সালাম সহ) হা/১৬৭)*। এতে বুঝা যায় যে, এটাই ছিল ছাহাবী যুগের নিয়মিত সুন্নাত। অথচ অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় ছাহেবে সুবুল বলেন, উক্ত হাদীছে বর্ণিত আছছালা-তু খায়রুম মিনান নাউম' ফজরের আযানের জন্য নয়। বরং এটি হ'ল ঘুমন্ত ব্যক্তিদের (তাহাজ্জুদ ও সাহারীর উদ্দেশ্যে) জাগানোর জন্য' *(উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ১/২৫০ পৃঃ)*। তাঁর এই বক্তব্য ছহীহ হাদীছ সমূহের এবং ছাহাবীগণের আমলের অনুকূলে নয়। সম্ভবতঃ উক্ত ব্যক্তিগত মন্তব্যের উপরে ভিত্তি করেই সম্প্রতি ঢাকা থেকে প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ ছহীহুল বুখারীর টীকাকার আর একধাপ বেড়ে গিয়ে কড়া মন্তব্য করেছেন।

(৪) নাসাঈ সুনানুল কুবরা التَّثْوِيبُ فِى أَذَانِ الْفَجْرِ। 'ফজরের আযানে 'আছছালা-তু খায়রুম মিনান নাউম' শিরোনামে আবু মাহযূরাহ থেকে বর্ণিত হাদীছে كُنْتُ أَقُولُ فِى أَذَانِ الْفَجْرِ الأَوَّلِ 'আমি প্রথম ফজরের আযানে আছছালা-তু খায়রুম... বলতাম' মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে (হা/১৬২৩), উক্ত 'প্রথম ফজর' কথাটি কেবলমাত্র নাসাঈতেই এসেছে, কুতুবে সিত্তাহ্র অন্য কোন হাদীছে নেই' *(ঐ, হাশিয়া ২/২৪০ পৃঃ)*। ইমাম নাসাঈ রচিত উপরোক্ত শিরোনামে প্রমাণিত হয় যে, তিনি 'প্রথম ফজর' বলতে 'ফজরের ছালাত' বুঝেছেন, ফজরের পূর্বের সাহারীর আযান নয়।

(৫) মুসনাদে আহমাদে (৩/৪০৮ পৃঃ) বর্ণিত فَإِذَا أَذَّنْتَ أَذَانَ الصُّبْحِ الأَوَّلَ فَقُلْ: اَلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ -এর ব্যাখ্যায় সঊদী আরবের সাবেক মুফতী শায়খ ইবনু উছাইমীন (রহঃ) বলেন, (নাসাঈ ও আহমাদে বর্ণিত) উক্ত আযানের অর্থ হ'ল ফজরের ওয়াক্ত প্রবেশ করার পরের আযান, ফজরের পূর্বের তাহাজ্জুদ বা সাহারীর আযান নয়। অতঃপর দ্বিতীয় আযান বলতে ছালাতের এক্বামত বুঝায়। যেমন অন্য হাদীছে এসেছে بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ 'দুই আযানের মধ্যে ছালাত রয়েছে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৬২)*। এক্ষণে যাঁরা এটাকে ফজরের পূর্বেকার আযান ধারনা করেছেন (ও সেখানে আছছালা-তু খায়রুম মিনান নাউম বলতে হবে বলে মনে করেছেন) فَلَيْسَ لَهُ حَظٌّ فِى النَّظَرِ তাঁর এ বিষয় কোন দূরদৃষ্টি নেই' *(ঐ, ফাৎওয়া নং ১৯৮)*। প্রায় একই ধরনের বক্তব্য দ্রষ্টব্যঃ শায়খ বিন বায, মাজমু'আ ফাতাওয়া ৪/১৭০ ফাৎওয়া নং ১৫৮; আলবানী, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৬৪৬-এর হাশিয়া; হেদায়াতুর রুওয়াত ইলা তাখরীজি আহাদীছিল মাছাবীহ ওয়াল মিশকাত হা/৬১৫-এর টীকা পৃঃ ১/৩১০; শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ২/১০২; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮৬; মির'আত ২/৩৫১ হা/৬৫১-এর ব্যাখ্যা; শায়খ ইবনে উছাইমীন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ১৯৮ পৃঃ ২৮৩।

প্রশ্নঃ (২/৪২)ঃ কোন প্রকার হিসাব-নিকাশ ছাড়াই ৭০ হাযার মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-এম,এম, রহমান
সিলেট।

উত্তরঃ উম্মতে মুহাম্মাদীর ৭০ হাযার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে, কথাটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাকে বলা হ'ল এদিক ওদিক দেখুন। তখন আমি বিরাট জামা'আত দেখতে পেলাম। যা দিগন্ত জুড়ে রয়েছে। এবার আমাকে জানানো হ'ল, এরা আপনার উম্মত। এদের অগ্রভাগে ৭০ হাযার লোক রয়েছে, যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা ঐ সমস্ত লোক যারা অশুভ চিহ্ন বা কুলক্ষণ মানে না, ঝাড়ফুঁক বা মন্ত্র-তন্ত্রের ধার ধারেনা এবং (আগুনে পোড়া লোহার) দাগ লাগায় না। সর্বাবস্থায় তারা পরওয়ারদিগারের উপর ভরসা রাখে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৯৬, ('রিক্বাক্ব' অধ্যায় 'তাওয়াক্কুল ও ছবর' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩/৪৩)ঃ আমরা জানি যে, নফল ছালাতে অধিক নেকী রয়েছে। তবে বিশেষ কোন রজনীতে যেমন শবে মি'রাজ, শবেবরাত, শবে ক্বদর ইত্যাদি রজনীতে মসজিদ সমূহে একত্রিত হয়ে নফল ইবাদত করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের আমলের অন্তর্ভুক্ত নয় কি?

-মুহাম্মাদ আলাউদ্দীন চৌধুরী
নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, নওগাঁ।

উত্তরঃ দুই ঈদের ছালাত, পানি প্রার্থনার ছালাত, সূর্যগ্রহণের ছালাত, তারাবীহ্র ছালাত ইত্যাদি নফল ছালাতগুলি জামা'আতের সাথে আদায় করার কথা হাদীছে রয়েছে। এতদ্ব্যতীত যে সমস্ত নফল ছালাত মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত যেমন- মসজিদে প্রবেশের পর ছালাত, সফর থেকে আগমনের পর ছালাত ইত্যাদি ছালাতগুলি ব্যতীত অন্যান্য নফল ছালাত মসজিদে আদায় করার চেয়ে বাড়ীতে আদায় করা উত্তম। এর জন্য ছওয়াবও অধিক পাওয়া যাবে, যদিও সে ছালাতগুলি কা'বা, মসজিদে নববী ও বায়তুল মুক্বাদ্দাসে আদায় করা হৌক *(মির'আতুল মাফাতীহ, ৪/৩২৫ পৃঃ 'রামাযান মাসে ক্বিয়াম' অনুচ্ছেদ)*। এই ধরনের নফল ছালাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কারো নিজ ঘরে

(নফল) ছালাত আদায় করা আমার এই মসজিদে ছালাত আদায় অপেক্ষা উত্তম, ফরয ছালাত ব্যতীত' *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ মিশকাত হা/১৩০০; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৯৫ অনুচ্ছেদ ঐ)*।

উল্লেখ্য যে, লায়লাতুল ক্বদর ব্যতীত প্রচলিত শবে মি'রাজ ও শবেবরাতের কোন ছালাত বা কোন ইবাদত ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়।

প্রশ্নঃ (৪/৪৪)ঃ কোন সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারী নির্ধারিত অফিস সময়ে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করে মাস শেষে বেতন নিলে তা বৈধ হবে কি-না এবং তার ইবাদত কবুল হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সৈয়দ মুহাম্মাদ বখতিয়ার আলী
সিনিয়র সহকারী, আরবী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ যাকে যে কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সে কাজ যথাসাধ্য পালন করার জন্য তাকে সচেষ্ট হ'তে হবে। অন্যথায় ক্বিয়ামতের দিন তাকে আল্লাহ্‌র নিকট জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেককেই ক্বিয়ামতের দিন স্ব স্ব দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৮৫, 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়)*। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'অবশ্যই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন' *(বুখারী 'কুরবানী' অধ্যায়)*। সুতরাং দায়িত্ব পালন না করে বেতন ভোগ করলে তা হারাম হবে। আর হারাম খেয়ে ইবাদত করলে তা কবুল হবে না। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তি কাতর কণ্ঠে আল্লাহকে ডাকে। অথচ তার খাদ্য-পানীয়, পরিধেয় বস্ত্র সবই হারাম। তার দো'আ কিরূপে কবুল হ'তে পারে'? *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'উপার্জন করা ও হালাল অন্বেষণ' অনুচ্ছেদ)*। অতএব অফিস প্রধানের অনুমতি ব্যতীত দায়িত্ব পালন থেকে সামান্যতম দূরে থাকা যাবে না।

প্রশ্নঃ (৫/৪৫)ঃ মীলাদ বা দো'আ অনুষ্ঠানে বহু লোক আল্লা-হুম্মা ছাল্লি 'আলা সাইয়েদেনা....' ইত্যাদি বলে দরূদ পাঠ করে। এই সমস্ত দরূদ দলীল সম্মত কি-না এবং দরূদে ইবরাহীমী ছাড়া অন্য কোন দরূদ হাদীছে আছে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন
সহকারী অধ্যাপক
ফযিলা রহমান মহিলা কলেজ
কৌরিখাড়া, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

উত্তরঃ মীলাদ বা দো'আ অনুষ্ঠানে প্রচলিত উল্লেখিত দরূদগুলি সম্পূর্ণ বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন। এগুলি পরবর্তীতে কতিপয় ভ্রান্ত আক্বীদা সম্পন্ন লোকের আবিষ্কৃত বস্তু মাত্র। এসব বর্জন করা অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি শরী'আতের মধ্যে এমন কিছু সৃষ্টি করল, যা শরী'আতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০ 'ঈমান' অধ্যায়, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*। দরূদে ইবরাহিমী থেকে সামান্য শাব্দিক পরিবর্তনে কয়েকটি দরূদ হাদীছে রয়েছে, যার সাথে প্রচলিত বিদ'আতী দরূদ সমূহের কোন মিল নেই।

প্রশ্নঃ (৬/৪৬)ঃ মৃত ব্যক্তির হাত-পায়ের নখ, গোঁফ ও গুপ্তাংগের লোম কাটা কি শরী'আত সম্মত? যদিও তা দেখে মনে হয় ৪০ দিনের বেশী হয়েছে।

-মহর আলী
পলাশিয়া, নগদাশিমলা, গোপালপুর, টাংগাইল।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির হাত-পায়ের নখ, গোঁফ ও গুপ্তাঙ্গের লোম কাটার কোন ছহীহ দলীল নেই। তাছাড়া এতে মৃতকে উলঙ্গ করা হয়, যা হারাম। এগুলি কাটা বিদ'আতের পর্যায়ভুক্ত *(আলবানী, তালখীছ আহকামুল জানায়েয, পৃঃ ৯৭)*। এগুলি কাটা-ছাঁটা থেকে বিরত থাকতে হবে, যদিও দেখতে ৪০ দিন সময়ের বেশী মনে হয়।

প্রশ্নঃ (৭/৪৭)ঃ মোহর আদায়ে অপারগ জনৈক ব্যক্তি মোহর হিসাবে স্ত্রীকে পবিত্র কুরআনের একটি সূরা শিক্ষা দানের শর্তে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। উক্ত বিবাহ কি শরী'আত সম্মত হয়েছে?

-আলমগীর
চরকুড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ সামান্য কিছুও যখন না পাওয়া যায়, সেই ধরনের বাধ্যগত অবস্থায় মোহর হিসাবে পবিত্র কুরআন শিক্ষা দানের বিনিময়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া শরী'আতে জায়েয রয়েছে। সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমি নিজেকে আপনার নিকটে সমর্পণ করলাম। তারপর মহিলাটি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকল। তখন একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমার সাথে তার বিবাহ দিন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার নিকট মোহর প্রদানের কিছু আছে কি? লোকটি বলল, আমার নিকট পরনের লুঙ্গি ব্যতীত কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি একটা লোহার আংটি হ'লেও খুঁজে দেখ। সে খুঁজল কিন্তু কিছুই পেল না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কুরআন পড়া জান কি? লোকটি বলল, এই এই সূরা জানি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি তোমার সাথে তাকে বিবাহ দিলাম তোমার জানা কুরআনের বিনিময়ে। তুমি তাকে কুরআন শিখিয়ে দিবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২০২ 'মোহর' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সাধ্যমত চেষ্টার পরেও মোহরানা বাবদ কিছু দিতে ব্যর্থ হ'লে তখনই কেবল কুরআন শিখানোকে মোহরানা হিসাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে, সাধারণ অবস্থায় নয়।

প্রশ্নঃ (৮/৪৮)ঃ জুম'আর ছালাত আদায় করলে আগত সপ্তাহের ক্বাযা ছালাতের ছওয়াব তার আমলনামায় লেখা হয় এবং ঐ সপ্তাহে কৃত তার যাবতীয় গোনাহ মাফ করা হয়। একথা কি সঠিক? জবাবদানে বাধিত করবেন।

-আবূ ত্বাহের
বল্লা বাজার, কালিহাতী, টাঙ্গাইল।

উত্তরঃ ক্বাযা ফরয ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত তা মাফ হবে না। সুতরাং শুধু জুম'আর ছালাত আদায় করলে ঐ সপ্তাহের ফরয ক্বাযা ছালাত আদায় না করার গোনাহ মাফ করে আমলনামায় নেকী লেখা হয় এ ধরনের বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তবে প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের বক্তব্যটি সঠিক। অর্থাৎ জুম'আর ছালাত আদায় করলে আদায়কৃত জুম'আ থেকে পরবর্তী জুম'আ এবং আরো তিন দিনের (ছগীরা) গোনাহ মাফ করা হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৮২ 'ছালাত' অধ্যায়, 'জুম'আর দিনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও সকাল সকাল মসজিদে যাওয়ার বিবরণ' অনুচ্ছেদ)*। তবে কবীরা গোনাহ তওবা ব্যতীত মাফ হবে না। আল্লাহ বলেন, 'যেগুলি সম্পর্কে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে যদি তোমরা সেসব বড় গোনাহগুলি থেকে বেঁচে থাকতে পার, তবে আমি তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি ক্ষমা করে দিব এবং সম্মানজনক স্থানে তোমাদের প্রবেশ করাব' *(নিসা ৩১)*। উক্ত আয়াতে ছগীরা গোনাহ মাফের কথা বলা হয়েছে *(মির'আতুল মাফাতীহ ৪/৪৫৭-৪৫৮, হা/১৩৯৩-এর ভাষ্য)*।

প্রশ্নঃ (৯/৪৯)ঃ ৭ম শ্রেণীর ইসলাম শিক্ষা বইয়ে লেখা আছে, জানাযার ছালাতে তাকবীর বলার সময় হাত উঠাতে হবে না। উক্ত বইয়ে মাটি দেওয়ার দো'আ লিখা আছে, 'মিনহা খালাক্বনা-কুম....'। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক? জানাযার ছালাতে মুক্তাদীরা ইমামের পিছনে কোন কিছু পড়বে, না নীরবে দাঁড়িয়ে থাকবে?

-গোলাম রহমান
বাটরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত বাকী তাকবীরগুলিতে হাত উঠানোর ব্যাপারে মওকূফ সূত্রে ছহীহ বর্ণনা এসেছে। আনাস, ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীগণ সকল তাকবীরে হাত উঠাতেন *(বায়হাক্বী, নায়লুল আওত্বার ৫/৬৭-৭১)*। প্রশ্নে উল্লেখিত মাটি দেওয়ার দো'আ সম্পর্কিত হাদীছটি যঈফ *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৬০)*। মূলতঃ দাফনের কোন ছহীহ দো'আ নেই। অতএব অন্যান্য কাজ শুরুর ন্যায় মাটি দেওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা যায়। ইমাম সরবে ক্বিরাআত করলে মুক্তাদীগণ নীরবে আ'উযুবিল্লাহ, বিসমিল্লাহ সহ কেবল সূরা ফাতিহা পাঠ করবেন *(বুখারী ১/১৭৮; মিশকাত হা/৮২২ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ ও হা/১৬৫৪ 'জানাযা' অধ্যায়)*। ইমাম সূরা ফাতিহা সহ অন্য একটি সূরা পাঠ করবেন *(নাসাঈ হা/১৯৮৯, ছহীহ নাসাঈ হা/১৮৭৮)*। মুক্তাদীগণ অন্যান্য ছালাতের ন্যায় জানাযার ছালাতেও দরূদসহ বিভিন্ন দো'আ পাঠ করবে *(ছালাতুর রাসূল, পৃঃ ১১৬)*।

প্রশ্নঃ (১০/৫০)ঃ আমার এক বন্ধু অসুস্থ হয়ে কবিরাজের নিকটে যায়। কবিরাজ তাকে একটি কাগজে 'আল্লাহ্ তুমি আমার মা, আর আমি তোমার ছেলে' একথা লিখে বালিশে ভরে রাখার নির্দেশ দেন। বন্ধুটি তার পিতা-মাতার অনুমতিক্রমে তাই করেছে। এক্ষণে কবিরাজ এবং যারা উক্ত কাজের নির্দেশ দিয়েছে তাদের কি পরিমাণ পাপ হয়েছে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
রামনগর, লালগোলা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ এধরণের ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা কঠিনতম শিরক। হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, 'আদম সন্তান আমাকে গালি দেয় এই বলে যে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। অথচ আমি একক ও পরমুখাপেক্ষিতা হীন। আমি কারু পিতা নই, কারু সন্তানও নই এবং আমার সমকক্ষ কেউ নেই' *(বুখারী, মিশকাত হা/২০ 'ঈমান' অধ্যায়)*। শিরকের গোনাহ তওবা ব্যতীত মাফ হয় না।

প্রশ্নঃ (১১/৫১)ঃ সৎ শ্বাশুড়ীর সাথে অবৈধ সম্পর্কের কারণে নিজ বিবাহিতা স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে কি? শ্বাশুড়ীও শ্বশুরের উপর হারাম হয়ে যাবে কি? ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ শামসুল হক
পশ্চিম বাঁশবাড়ী, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ সৎ শ্বাশুড়ীর সাথে অপকর্মের ফলে শরী'আতের বিধান অনুযায়ী শ্বাশুড়ী ও জামাই উভয়েই পাথর নিক্ষেপে হত্যাযোগ্য অপরাধী। কিন্তু একারণে নিজ স্ত্রী হারাম হবে না এবং শ্বাশুড়ীও শ্বশুরের উপর হারাম হবে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে একদা এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'এজন্য নিজ স্ত্রী তার প্রতি হারাম হবে না' *(আছার ছহীহ, মাতাওয়ায়ে নাযীরিয়াহ (দিল্লীঃ ১৯৮৮/১৪০৯হিঃ), ২/৪২৬ পৃঃ)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلَاتَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرَى 'যে ব্যক্তি পাপ করে তার পাপ তারই দায়িত্বে থাকে, কেউ অপরের বোঝা বহন করে না' *(আন'আম ১৬৪; দ্রঃ আত-তাহরীক, প্রশ্নোত্তরঃ এপ্রিল '৯৮, ৮/৭৩ পৃঃ ৫৩)*।

প্রশ্নঃ (১২/৫২)ঃ প্রথমবার জানাযায় অংশগ্রহণের পর পুনরায় ঐ ব্যক্তির জানাযায় শরীক হওয়া যাবে কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মুসা খাঁন
রহিমানপুর, ঠাকুরগাঁও।

উত্তরঃ জানাযায় প্রথমবার অংশগ্রহণের পর পুনরায় ঐ মৃত ব্যক্তির জানাযায় অংশগ্রহণ করা একই ব্যক্তির জন্য সুন্নাত হবে না *(আল-মুক্বনে' আশ-শারহুল কাবীর, ৬/১৮১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৫৩)ঃ বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদীছে রয়েছে, ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বায়তুল্লাহর দুই ইয়ামানী কোণ ছাড়া অপর কোন কোণকে স্পর্শ করতে দেখিনি। এখানে দুই

ইয়ামানী কোণ বলতে কোন্ দুই কোণকে বুঝানো হয়েছে? 'হাজরে আসওয়াদ' কি ভিন্ন কোণে অবস্থিত? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মোশাররফ হুসাইন
কাথুলী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ হাদীছে দুই ইয়ামানী কোণ বলতে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ অর্থাৎ 'রুকনে ইয়ামানী' এবং দক্ষিণ-পূর্ব কোণ অর্থাৎ 'হাজরে আসওয়াদ'-কে বুঝানো হয়েছে। উভয়টিকে হাদীছে 'রুকনে ইয়ামানী' বলা হয়েছে। রুকনে ইয়ামানীকে শুধু স্পর্শ করতে হবে আর হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করে চুম্বন করতে হবে। তাবেঈ যুবায়র বিন আরাবী বলেন, জনৈক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-কে 'হাজরে আসওয়াদ' চুম্বন করা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে উহা স্পর্শ ও চুম্বন করতে দেখেছি' *(বুখারী, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫৬৭, ২৫৬৮ 'মক্কায় প্রবেশ ও ত্বাওয়াফ' অনুচ্ছেদ; 'বিস্তারিত দেখুনঃ মাননীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি প্রণীত পুস্তক 'হজ্জ ও ওমরাহ')।*

***প্রশ্নঃ (১৪/৫৪)ঃ** তাবলীগ জামা'আতের বৈঠকে জনৈক বক্তা বললেন, মজলিসে বসে যদি যিকর ও দরূদ না পড়া হয়, তাহ'লে তা মরা গাধা খাওয়ার শামিল বলে গণ্য হবে। কথাগুলি কি হাদীছে আছে, না বানানো?*

-আব্দুর রহমান
চিতলমারী, বাগেরহাট।

উত্তরঃ কথাগুলি ছহীহ হাদীছে রয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে কোন দল আল্লাহ্র স্মরণ (যিক্র) না করে কোন মজলিস হ'তে উঠল, তারা নিশ্চয়ই মরা গাধা খেয়ে উঠল। সে মজলিস তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে' *(আহমাদ, আবুদাউদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২২৭৩ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়)*। অন্য হাদীছে আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কোন দল কোন মজলিসে বসল, অথচ আল্লাহ্র যিক্র করল না এবং তাদের নবীর প্রতিও দরূদ পাঠ করল না, নিশ্চয়ই উহা তাদের জন্য ক্ষতির কারণ হবে। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন তাদের শাস্তি দিতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে মাফও করে দিতে পারেন' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/২২৭৪)*।

তবে ছহীহ হাদীছের অপব্যাখ্যা করে শুধু 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' যিক্র করা ও দরূদের নামে নিজেদের বানানো দরূদ 'ইয়া নবী সালা-মু আলাইকা'... ইত্যাদি পাঠ করা বিদ'আত ও শরী'আত বিরোধী কাজ। সর্বোত্তম যিক্র হচ্ছে لا إله إلا الله। 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু' বলা। আর দরূদ বলতে 'দরূদে ইবরাহিমী' পড়া, যা তাশাহহুদে পড়া হয়।

উপরোক্ত হাদীছে মূলতঃ মজলিস ভঙ্গের সুন্নাতী দো'আ পাঠের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আন্‌লা ইলা-হা ইল্লা আন্‌তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা' রাসূল (ছাঃ) বলেন, এই দো'আ পাঠ করলে মজলিসে থাকাকালীন যাবতীয় অন্যায় কথার কাফফারা হবে এবং ভাল কথা সমূহের জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত সীলমোহর হয়ে যাবে' *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৪৩৩, ২৪৫০ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়)*।

***প্রশ্নঃ (১৫/৫৫)ঃ** মুমূর্ষু অবস্থায় তওবা কবুল হবে কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জবাব দানে বাধিত করবেন।*

-শাকীল আহমাদ
লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ মৃত্যু মুহূর্তের তওবা কবুল হবে না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'ঐ সকল লোকের তওবা গ্রহণযোগ্য নয়, যারা অবিরত পাপাচারে লিপ্ত থাকে। অবশেষে যখন তাদের মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন বলে, আমি এখন তওবা করলাম। আর ঐ সকল লোকের তওবাও গ্রহণযোগ্য নয়, যারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে' *(নিসা ১৮)*।

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দার তওবা কবুল করেন, যতক্ষণ না তার মৃত্যুশ্বাস আগমন করে' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৩৪৩ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়, 'ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা' অনুচ্ছেদ)*। উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মৃত্যুশ্বাস আসার পূর্ব পর্যন্ত তওবা কবুল হয়, মৃত্যুর সময়কালে নয়।

***প্রশ্নঃ (১৬/৫৬)ঃ** যারা হাদীছ সংকলনের মহান দায়িত্ব পালন করেছেন, তাঁরা কি হাদীছ সংগ্রহের নীতিমালা জানতেন না? তাঁরা কেন জাল ও যঈফ হাদীছ সমূহ তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন? নাকি তাঁরা ছহীহ মনে করে সংকলন করেছেন? এক হাযার বছর পরে এসে শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানীই বা কিভাবে উক্ত হাদীছগুলিকে জাল ও যঈফ হিসাবে শনাক্ত করেছেন? শায়খ আলবানী ও হাদীছ সংকলক মুহাদ্দিছগণের নীতিমালা কি তাহ'লে ভিন্ন ধরনের? আমরা কাদেরকে অধিকতর নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত মনে করব? উত্তরদানে বাধিত করবেন।*

-এস,এম, কামাল
নূর মহল
১১০ হাজী ইসমাঈল লিংক রোড
বানরগাতী, খুলনা।

উত্তরঃ ছহীহ ও যঈফ হাদীছ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী নিজের পক্ষ থেকে কোন হাদীছকে ছহীহ কিংবা যঈফ বলেননি; বরং বিগত সময়ে হাদীছ সংকলক মুহাদ্দিছগণ ছহীহ-যঈফ বাছাইয়ের ক্ষেত্রে যে সমস্ত নীতিমালা বর্ণনা করে গেছেন তার ভিত্তিতেই ছহীহ ও যঈফ হাদীছ বাছাই করেছেন। শায়খ আলবানীর 'সিলসিলা ছহীহাহ' ও 'সিলসিলা যঈফাহ' সহ অন্যান্য গ্রন্থ পাঠ করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে।

তৎকালীন সময়ের হাদীছ সংকলকগণের দিকে লক্ষ্য করলে আমাদের নিকটে দু'শ্রেণীর মুহাদ্দিছ পরিলক্ষিত হন। এক শ্রেণীর মুহাদ্দিছগণ তাদের জীবদ্দশাতেই ছহীহ ও যঈফ

হাদীছ সমূহ বাছাই করে শুধুমাত্র ছহীহ হাদীছগুলিকেই স্ব স্ব হাদীছ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। যেমন- ইমাম বুখারী, ইমাম মুসলিম প্রমুখ। অপরদিকে অনেক মুহাদ্দিছ ছহীহ ও যঈফ হাদীছ জানা সত্ত্বেও সমস্ত হাদীছই তাদের গ্রন্থসমূহে সংকলন করেছেন। ফলে ছহীহ হাদীছের সাথে যঈফ ও জাল হাদীছগুলিও গ্রন্থবদ্ধ হয়ে প্রসার লাভ করে। আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে পরবর্তীতে হক্বপন্থী মুহাদ্দিছগণের প্রচেষ্টায় পূর্ববর্তী মুহাদ্দিছগণের নীতিমালার আলোকেই হাদীছ যাচাই ও বাছাই হয়। এতে যঈফ ও জাল হাদীছগুলি শনাক্ত হয়ে যায়। ইলমে হাদীছের এ বিশাল খিদমতে যে সকল খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ অবদান রেখেছেন, তাদের মধ্যে কুতুবে সিত্তাহর মুহাদ্দিছগণ ছাড়াও ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, হাফেয যাহাবী, ইবনু হাজার আসক্বালানী, ইবনুল ক্বাইয়িম প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শুধুমাত্র যঈফ ও জাল হাদীছগুলিকে পৃথক করে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, এমন কিছু প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম তাঁদের মৃত্যু সন সহ নিম্নে প্রদত্ত হ'লঃ

١- الموضوعات للنقاش الحنبلى (٤١٤ هـ) ٢- تذكرة الموضوعات لمحمد بن طاهر المقدسى (٥٠٧ هـ) ٣- الأباطيل والمناكير للجو زقانى (٥٤٣هـ) ٤- الموضوعات لابن الجوزى (٥٩٧ هـ) ٥- موضوعات للصغانى (٦٥٠ هـ) ٦- تلخيص الأباطيل للذهبى (٧٤٨ هـ) ٧- اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الموضوعات للسيوطى (٩١١) ٨- تذكرة الموضوعات لمحمد بن طاهر الفتنى (٩٨٦ هـ) ٩- الأسرار المرفوعة فى الأحاديث الموضوعة لملاّ على القارئ (١٠١٤ هـ) ١٠- الدرر الموضوعات فى الأحاديث الموضوعات للسفارينى (١١٨٨هـ)

তবে শায়খ মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানীই প্রথম ছহীহ এবং যঈফ ও যওযূ (জাল) হাদীছ সমূহকে পৃথক করে গ্রন্থ সংকলন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন- আমীন।

প্রশ্নঃ (১৭/৫৭)ঃ নিজ আত্মীয়কে এবং সাধারণ গরীবদের দান করার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-রায়হান আলী
ধোঁকড়াকুল, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ উভয় দানের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। আত্মীয়দের দান করা সর্বোত্তম। সালমান বিন আমের বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'গরীবদের দান করা হ'ল শুধু দান, আর আত্মীয়দের দান করা হ'ল দ্বিগুণ দান- একটি হ'ল দান, অন্যটি হ'ল আত্মীয়তা রক্ষা করা' *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, হাদীছ ছহীহ মিশকাত হা/১৯৩৯, 'শ্রেষ্ঠ দান' অনুচ্ছেদ)*। ঐ ব্যক্তি আত্মীয়তা রক্ষার ছওয়াব ও দানের ছওয়াব উভয়টিই পাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৩৪)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৫৮)ঃ আমি নতুন আহলেহাদীছ হয়েছি। কুরআন হাদীছ জানি না বললেই চলে। আমি বুকের উপর হাত বেঁধে ছালাত আদায় করি। কিন্তু ইমাম ছাহেব আবুদাঊদ হ'তে নাভির নীচে হাত বাঁধতে হবে বলে আমাকে হাদীছ অনুবাদ করে শুনান। এক্ষণে হাদীছগুলির প্রতি আমল করা যাবে কি?

-মাহমূদ
কাযীপুর, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ছালাতে নাভির নীচে হাত বাঁধা সম্পর্কিত আবুদাঊদে বর্ণিত হাদীছ দু'টি যঈফ। এর উপর আমল করা যাবে না। যঈফ হওয়ার কারণে দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় *(তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৭৪-৮৪ পৃঃ)*। যেমন-

(১) আলী (রাঃ) বলেন, সুন্নাত হচ্ছে ডান কব্জি বাম কব্জির উপরে রেখে নাভির নীচে রাখা' *(যঈফ আবুদাঊদ হা/৭৫৬ ও ৫৭)*।

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'ছালাতে ডান হাত বাম হাতের উপরে নাভির নীচে রাখতে হবে' *(যঈফ আবুদাঊদ, হা/৭৫৮; আলোচনা দেখুনঃ ইরওয়া-উল গালীল হা/৩৫৪)*।

পক্ষান্তরে বুকের উপরে হাত বাঁধার বহু ছহীহ হাদীছ রয়েছে। ... যেমন ত্বাঊস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতে ডান হাতকে বাম হাতের উপরে রাখতেন।

অতঃপর হাত দু'টো বুকের উপরে (على صدره) শক্তভাবে করে বাঁধতেন *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৭৫৯ 'ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা' অনুচ্ছেদ)*।

ওয়ায়েল ইবনে হুজর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করেছি। তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপরে বুকের উপর রাখলেন' *(ছহীহ ইবনু খুযায়মা, বুলূগুল মারাম হা/২৭৫; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৪৭-৪৮)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৫৯)ঃ খারাপ কাজের ইচ্ছা করে তা বাস্তবায়ন না করলে আমলনামায় কি কোন পাপ বা নেকী লেখা হবে?

-মাসঊদ রানা
কাটখইর, নওগাঁ।

উত্তরঃ কোন অন্যায় কাজের সংকল্প করে তা বাস্তবায়ন না করলে তার আমলনামায় কোন পাপ লেখা হবে না; বরং অন্যায় থেকে বিরত থাকার কারণে আল্লাহ তার প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তার আমলনামায় পূর্ণ নেকী লিপিবদ্ধ করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজের ইচ্ছা করে কিন্তু উহা কার্যে পরিণত না করে, আল্লাহ তার জন্য একটি পূর্ণ নেকী লিপিবদ্ধ করবেন। কিন্তু ভাল কাজের সংকল্প করে ও তা যদি বাস্তবায়ন করে, তাহ'লে আল্লাহ তার জন্য দশ হ'তে সাত শত গুণ-এর অধিক গুণ নেকী লিপিবদ্ধ করবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজের ইচ্ছা করল অথচ সেটি কার্যে পরিণত করল না, আল্লাহ তার জন্য পূর্ণ একটি নেকী লিপিবদ্ধ করবেন। কিন্তু খারাপ কাজের সংকল্প করে সেটি কার্যে পরিণত করলে তার জন্য মাত্র একটি পাপ লিখা হবে

(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩৭৪ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায় 'আল্লাহ্‌র রহমতের প্রশস্ততা' অনুচ্ছেদ)।

প্রশ্নঃ (২০/৬০)ঃ আল্লাহ্‌র ইবাদত বন্দেগী হ'তে বিমুখ কোন দরিদ্রের অভাব কি আল্লাহ তা'আলা দূরীভূত করবেন?

-নূরুদ্দীন
রুদ্রেশ্বর, কাকিনা বাজার
লালমণিরহাট।

উত্তরঃ এ ধরনের দরিদ্রের অভাব আল্লাহ তা'আলা কোনদিন দূরীভূত করবেন না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ বলেন, 'হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য তুমি তোমার অন্তরকে খালি করে নাও। আমি তোমার অন্তরকে স্বচ্ছলতা দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিব এবং দরিদ্রতার পথ বন্ধ করে দিব। আর যদি তা না কর, তবে আমি তোমার হাতকে (পার্থিব) ব্যস্ততায় পূর্ণ করে দিব এবং তোমার অভাব শেষ হবে না' *(আহমাদ, ইবনু মাজাহ, সনদ 'জাইয়িদ' মিশকাত হা/৫১৭২, 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২১/৬১)ঃ চাচা অন্যায় কাজ করলে তার প্রতিকার করতে গিয়ে কি ভয় করা চলবে? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কামাল নগর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ শালীনতা বজায় রেখে মুরব্বীদের অন্যায়ের প্রতিকার করা উচিৎ। এক্ষেত্রে ভয় করা চলবে না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তোমরা মানুষকে ভয় কর না, আমাকে ভয় কর' *(মায়েদা ৪৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই মানুষ যখন অন্যায় প্রত্যক্ষ করে অথচ তার প্রতিকার করে না, তখন আল্লাহ তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করেন' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫৬৪; ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪২ 'আদব' অধ্যায়, 'সৎ কাজের আদেশ' অনুচ্ছেদ)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'অবশ্যই কোন ব্যক্তি যেন হক্ব কথা বলতে মানুষকে ভয় না করে যখন সে হক্ব জানতে পারবে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩২৫৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬৮)*।

প্রশ্নঃ (২২/৬২)ঃ জনৈক বক্তার মুখে শুনেছি যে, সূর্যের তাপে গরম পানিতে গোসল করলে কুষ্ঠ রোগ হয়। এ কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আনছার আলী
কাযীপাড়া, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা তিনি জাল ও যঈফ হাদীছের উপর ভিত্তি করে কথা বলেছেন। হাদীছটি হ'লঃ আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকট আসলেন, তখন আমি সূর্যের তাপে পানি গরম করছিলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হুমায়রা! এই কাজ কর না। কারণ এই পানি কুষ্ঠ ব্যাধির জন্ম দেয়' হাদীছটি 'মওযূ' বা জাল *(দারাকুৎনী, বিস্তারিত দেখুনঃ ইরওয়া হা/১৮, ১/৫০-৫৪ পৃঃ)*। অন্য এক বর্ণনায় আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সূর্যের তাপে গরম পানিতে গোসল কর না। কারণ এই পানি কুষ্ঠ রোগের জন্ম দেয়' হাদীছটি যঈফ *(ইরওয়া ১/৫২ পৃঃ)*। সুতরাং সূর্যের তাপে গরম পানিতে গোসল করাতে কোন দোষ নেই।

প্রশ্নঃ (২৩/৬৩)ঃ ছহীহ হাদীছ জানা সত্ত্বেও বিদ'আতীদের মসজিদে ইমামতি নিয়ে তাদের অনুরূপ ছালাত আদায় করেন এমন ইমামদের পরিণতি কি হবে?

-নাজমুল শিকদার
কাটাবাড়িয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছ জানা সত্ত্বেও যঈফ হাদীছের উপরে আমল করলে, অবশ্যই তিনি গোনাহগার হবেন এবং 'তার কারণে যত লোক বিভ্রান্ত হবে, সকলের পাপের সমপরিমাণ বোঝা তার উপরে চাপানো হবে' *(নাহল ২৫; মুসলিম, মিশকাত হা/২১০ 'ইল্‌ম' অধ্যায়)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'অনেকেই তোমাদেরকে ছালাত আদায় করাবে। তারা যদি (ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক) সঠিক ভাবে ছালাত আদায় করায়, তাহ'লে তোমাদের জন্য নেকী রয়েছে। আর যদি ভুল পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করায়, তাহ'লে তোমাদের জন্য নেকী আর তাদের জন্য রয়েছে গোনাহ' *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩ 'ছালাত' অধ্যায় 'ইমামের করণীয়' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৬৪)ঃ বিবাহ পড়ানোর জন্য মাওলানা ছাহেবকে টাকা দিতে হবে মর্মে শরী'আতে কোন নির্দেশ রয়েছে কি?

-আলাউদ্দীন
পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তরঃ বিবাহ পড়ানোর বিনিময়ে কিছু গ্রহণ বা প্রদান করার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম থেকে কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে সাধারণভাবে উপঢৌকন হিসাবে বর বা কনে পক্ষ তাঁকে কিছু দিতে পারে। তবে এজন্য হৃদয়ে কোনরূপ আকাংখা পোষণ করা যাবে না। ওমর (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে উপঢৌকন দেন। আমি বললাম, আমার চেয়ে দরিদ্র ব্যক্তিকে দিন। তিনি বললেন, তুমি তা মাল হিসাবে গ্রহণ কর অথবা ছাদাক্বা করে দাও। বিনা চাওয়ায় যে সম্পদ আসে তা গ্রহণ কর। আর যা চাওয়ার মাধ্যমে আসে, তার দিকে নিজেকে ধাবিত কর না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৪৫ 'যাকাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৬৫)ঃ একজন মা'রেফতী ফক্বীর গযলের মাধ্যমে লোকদেরকে একথা বুঝাচ্ছিলেন যে, সম্পদের পরিশুদ্ধি হ'লেই জান্নাত অবধারিত। কথাটি কি ঠিক?

-আসাদুযযামান
দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ শুধু সম্পদের পরিশুদ্ধিই নয়, বরং পূর্ণ ইখলাছের সাথে ইসলামের যাবতীয় আরকান-আহকাম পালনের মাধ্যমেই কেবল আল্লাহ্‌র রহমতে জান্নাত লাভের আশা করা যায়। আল্লাহ বলেন, اُدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً وَّلاَ تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ- 'তোমরা পরিপূর্ণভাবে

ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না' *(বাক্বারাহ ২০৮)*। এক্ষণে ইসলামের পরিপূর্ণ অনুসরণ বাদ দিয়ে কেবল সম্পদের পরিশুদ্ধিকেই জান্নাত লাভের অবধারিত শর্ত মনে করা অন্যতম শয়তানী ধোকা বৈ কিছুই নয়। *(মা'রেফতী আক্বীদা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন দরসে কুরআন 'মা'রেফতে দ্বীন', জানুয়ারী '৯৯)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৬৬)ঃ ধনী হওয়ার জন্য কি আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করা যাবে?

-আছগর আলী
হাজীপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ স্বচ্ছলতা লাভের জন্য আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করা জায়েয আছে, যদি সেই স্বচ্ছলতার মাধ্যমে পরকালীন পাথেয় হাছিলের উদ্দেশ্য থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিম্নোক্তভাবে দো'আ করেছেন, اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى– 'হে আল্লাহ 'আমি তোমার নিকট সৎপথ, সংযম, হারাম হ'তে বেঁচে থাকা ও স্বচ্ছলতার জন্য প্রার্থনা করছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৮৪ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়)*। অধিক ধনসম্পদের আকাংখা মানুষকে আল্লাহ্র পথ থেকে গাফেল করে দেয় *(তাকাছুর ১)*। সেজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি তোমাদের দরিদ্রতাকে ভয় পাই না। বরং তোমাদের স্বচ্ছলতাকে অধিক ভয় পাই। তোমরা দুনিয়া অর্জনে মেতে উঠবে, অতঃপর দুনিয়া তোমাদের ধ্বংস করে দেবে, যেমন বিগত উম্মতকে ধ্বংস করেছিল' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১৬৩; 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়)*। তবে পরিমিত ধনসম্পদ অর্জনের জন্য আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করা যাবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় পরিবারের জন্য দো'আ করেছিলেন এই মর্মে যে, 'হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের পরিবার-পরিজনকে পরিমিত রূযি দান কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১৬৪ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৬৭)ঃ দীর্ঘদিন যাবত আমরা এক হানাফী মসজিদে হানাফীদের আযানের পূর্বে আযান বিহীন অবস্থায় জামা'আতবদ্ধভাবে ছালাত আদায় করে আসছি। উল্লেখ্য যে, উক্ত মসজিদে তাদের সময়ের পূর্বে আযান দেওয়াও সম্ভব নয়। এক্ষণে এভাবে নিয়মিত ছালাত আদায় করা যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শহীদুল ইসলাম
দুর্গাপুর বাজার, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন মহল্লার অধিবাসী নির্ধারিত সময়ে ছালাত আদায় না করলে তাদের ছালাত আদায়ের পূর্বে জামা'আতবদ্ধভাবে আযান বিহীনভাবে ছালাত আদায় করা যাবে। আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, 'হে আবু যর! দায়িত্বশীলগণ যখন ছালাতকে নির্ধারিত সময় হ'তে বিলম্ব করে দিবে, তখন তুমি কি করবে? আমি বললাম, আপনি আমাকে কি করতে বলেন? তখন তিনি আমাকে বললেন, তুমি নির্ধারিত সময়ে ছালাত আদায় করে নাও। তারপর ইচ্ছা করলে সে ছালাত তাদের সাথে পুনরায় আদায় কর। তোমার জন্য পরের ছালাত নফল হিসাবে গণ্য হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬০০ 'তাড়াতাড়ি ছালাত আদায়' অনুচ্ছেদ)*। এখানে আযান দেওয়াকে শর্ত করা হয়নি।

প্রশ্নঃ (২৮/৬৮)ঃ আমার নাম ইসরাঈল। সঊদী আরবে থাকি। এখানকার লোকেরা বলেন যে, ইসরাঈল কোন মুসলমানের নাম হ'তে পারে না। এটি ইহুদীদের নাম। কিন্তু বাংলাদেশের জনৈক আলেম বলেছেন, এই নাম রাখা যাবে। এ বিষয়ে সঠিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ ইসরাঈল
ডেল্টা কোম্পানী
রিয়াদ-১১৩৯৩, সঊদী আরব।

উত্তরঃ ইসরাঈল নাম রাখা শরী'আত সম্মত। এটি হযরত ইয়াকূব (আঃ)-এর দ্বিতীয় নাম ছিল *(বাক্বারাহ ৪০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। এ জন্য তাঁর বংশধরকে বনু ইসরাঈল বলা হয় *(কুরতুবী, ১ম খণ্ড ২২৬ পৃঃ)*। প্রকাশ থাকে যে, কোন নবী বা রাসূলের উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে মুসলমানদের শত্রু হ'লে উক্ত নবীর নামে অন্য কারো নাম রাখা যাবে না একথা ঠিক নয়। যেমন- মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী এবং তার দল পথভ্রষ্ট ও অমুসলিম। অথচ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দ্বিতীয় নাম ছিল 'আহমাদ'। আর 'মুহাম্মাদ' ও 'আহমাদ' নাম রাখার বিষয়ে রাসূলের নির্দেশ রয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৫০ 'আদাব' অধ্যায় 'নামসমূহ' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, তাবেঈদের অনেকের নাম ইসরাঈল ছিল। যেমন إسرائيل بن حاتم المروزى، إسرائيل بن روح الساحلى، إسرائيل بن موسى، إسرائيل بن يونس– প্রমুখ *(মীযানুল ই'তেদাল ১/২০৮ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (২৯/৬৯)ঃ আমরা শবে ক্বদরে 'ছালাতুত তাসবীহ' পড়ি। শরী'আতের দৃষ্টিতে এ ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আব্দুল জাব্বার
ঝাপাঘাট, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রামাযান কিংবা রামাযানের বাইরে যে কোন সময় 'ছালাতুত তাসবীহ' না পড়াই ভাল। কারণ এ সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। বরং এ সম্পর্কিত ইবনু আব্বাস বর্ণিত হাদীছকে কেউ 'মুরসাল' কেউ 'মওকূফ' কেউ 'যঈফ' কেউ 'মওযূ' বা জাল বলেছেন। যদিও শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত হাদীছের যঈফ সূত্রগুলি পরস্পরকে শক্তিশালী করে বলে স্বীয় ছহীহ আবুদাঊদ *(হা/১১৫২)* গ্রন্থে সংকলন করেছেন এবং ইবনু হাজার আসক্বালানী 'হাসান' স্তরে উন্নীত বলেছেন। তবুও এরূপ বিতর্কিত, সন্দেহযুক্ত ও দুর্বল ভিত্তির উপরে কোন ইবাদত বিশেষ করে ছালাত প্রতিষ্ঠা করা যায় না *(দ্রঃ ইবনু হাজার আসক্বালানীর বিস্তারিত*

আলোচনা; আলবানী, মিশকাত পরিশিষ্ট ৩নং হাদীছ, ৩/১৭৭৯-৮২ পৃঃ; আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩২৮-এর হাশিয়া; বায়হাক্বী ৩/৫২; আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ, মাসায়েলু ইমাম আহমাদ, মাসআলা নং ৪১৩, ২/২৯৫ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১৩৮)।

প্রশ্ন (৩০/৭০)ঃ ঈদের ছালাত শেষে পরস্পরে কোলাকুলি করা যায় কি?

- হেলালুদ্দীন
পাকুড়িয়া, মহিষকুণ্ডি বাজার
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ বিশেষভাবে ঈদের ছালাত শেষে কোলাকুলি করার কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে সাধারণভাবে আগন্তুক ব্যক্তির সাথে কোলাকুলি করা যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ পরস্পর সাক্ষাতে মুছাফাহা করতেন, আর সফর থেকে আসলে কোলাকুলি করতেন *(ত্বাবারানী আওসাত্ব, বায়হাক্বী; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৬০-এর ব্যাখ্যা ১/২৫২ পৃঃ)।*

প্রশ্ন (৩১/৭১)ঃ যে সব পুরুষ ও নারী বয়স বেশী হওয়ার কারণে ছিয়াম পালন করতে পারেন না, তাদের করণীয় কি?

- মিছবাহুল ইসলাম
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ যে সকল পুরুষ ও নারী বয়স বেশী হওয়ার কারণে ছিয়াম পালন করতে সক্ষম নন অথবা এমন রোগী যার সুস্থতার তেমন আশা নেই, তাদের পক্ষ থেকে প্রতিদিন একজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে ব্যক্তি ছিয়াম পালন করতে সক্ষম নয়, সে মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে' *(বাক্বারাহ ১৮৪)।* ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, অত্র আয়াতটি ঐ সব বয়স্ক পুরুষ ও নারীর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে, যারা ছিয়াম পালন করতে সক্ষম নয়। তারা প্রত্যেক দিন একজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করবে *(বুখারী, হাইআতু কেবারিল উলামা ১/৪২২ পৃঃ)।* আনাস (রাঃ) গোস্ত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ জন মিসকীনকে খাইয়েছিলেন *(ফাৎহুল বারী ৮/২৮, তাফসীরে ইবনে কাছীর, ১/২২১)।*

প্রশ্ন (৩২/৭২)ঃ হায়েয বন্ধ করে ছিয়াম পালন করা যায় কি?

- ফাতেমা
মাষ্টারপাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ নাপাকীর দিনগুলিতে ছিয়াম ছেড়ে দিয়ে অন্য দিনে তা পালন করাই সুন্নাত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুলূগুল মারাম হা/৬৪৪, 'হায়েয' অনুচ্ছেদ)।* তবে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে ডাক্তারের পরামর্শে শারীরিক কোন ক্ষতি না হ'লে এবং বাচ্চা ধারণ ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত না হ'লে সাময়িকভাবে 'হায়েয' প্রতিরোধ করে ছিয়াম পালন করা যায় *(বিস্তারিত দেখুনঃ হাইআতু কেবারিল উলামা ৪৪৭ পৃঃ)।*

প্রশ্ন (৩৩/৭৩)ঃ শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম কি একাধারে রাখতে হবে? না মাঝে মধ্যে রাখলেও চলবে? ছয়টি ছিয়ামের ফযীলত জানতে চাই।

-মিসেস সালমা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ রামাযানের পর পরই শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম ধারাবাহিকভাবে রাখা ভাল। তবে কেউ যদি মাঝে মধ্যে ছিয়াম রাখে তাতে কোন দোষ নেই। যেভাবেই হৌক শাওয়াল মাসে রাখলেই চলবে। উক্ত ছিয়ামের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন শেষ করে শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৭ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)।* অন্য হাদীছে এক বছরের হিসাব রাসূল (ছাঃ) এভাবে দিয়েছেন যে, 'রামাযানের একমাস ছিয়াম (১০ গুণ নেকী ধরলে) ১০ মাসের সমান এবং (শাওয়ালের) ছয়টি ছিয়াম দু'মাসের সমান' *(বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, ইরওয়া ৪/১০৭ পৃঃ হা/৯৫০-এর আলোচনা)।*

উক্ত হাদীছের তাৎপর্য হচ্ছে- রামাযানের ছিয়াম পালন করে শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম পালন করলে সারা বছরের ছিয়াম পালনের নেকী পাওয়া যায়।

প্রশ্ন (৩৪/৭৪)ঃ রামাযান মাসে কিছু লোককে দেখা যায় শুধু ছিয়াম পালন করে এবং ছালাত দু'এক ওয়াক্ত পড়ে। এরূপ ছিয়ামের কোন মূল্য আছে কি?

-নে'মাতুল্লাহ
পয়াবী, ফুলপুর, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ ছিয়াম সাধনা হচ্ছে পানাহার থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে সকল প্রকার অনৈসলামী ক্রিয়া-কলাপ ও মিথ্যা থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকা। অন্যথায় ছিয়াম মূল্যহীন। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ, (অন্য বর্ণনায়) অনৈসলামী কাজ থেকে বিরত না থাকে, সে ব্যক্তির পানাহার থেকে বিরত থাকাতে আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই *(বুখারী হা/১৯০৩ 'ছিয়াম' অধ্যায়, পরিচ্ছেদ নং ৯)।* ছালাত-এর উপরেই অন্যান্য সকল ইবাদত কবুল হওয়া নির্ভর করে। যেমন নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার ছালাতের। ছালাতের হিসাব সঠিক হ'লে বাকী আমল সমূহের হিসাব সঠিক হবে। নইলে সবকিছুই বেকার হবে *(ত্বাবারানী আওসাত্ব হাদীছ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৫৮)।* সুতরাং ছিয়াম পালনের ফরয আদায়ের সাথে সাথে অবশ্যই পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতে অভ্যস্ত হ'তে হবে *(আত-তাহরীক মার্চ ৯৯ ১০/৯০ দ্রষ্টব্য)।*

প্রশ্ন (৩৫/৭৫)ঃ রামাযানের ইফতার এবং তারাবীহ-এর জামা'আতের জন্য বেল বাজানো কি জায়েয?

-আব্দুর রায্যাক
কইমারী, জলঢাকা, নীলফামারী।

উত্তরঃ যে কোন ছালাতের জন্য ঘন্টা বাজিয়ে মানুষকে আহ্বান করা কিংবা ইফতার করার জন্য ঘন্টা বা সাইরেন বাজানো জায়েয নয়। কারণ এতে ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য রয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৪৯ 'আযান' অনুচ্ছেদ)।*

পক্ষান্তরে আল্লাহ ও তার রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে ছালাতের জন্য আযানের ব্যবস্থা রয়েছে *(সূরা জুম'আ ৯; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৪১)*। আর সূর্য অস্ত যাওয়া দেখে দ্রুত ইফতার করার জন্য তাকীদ করা হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৫)*। অতএব কে শুনতে পেল না পেল সেদিকে লক্ষ্য না করে মুখে বা মাইকে একমাত্র আযানের মাধ্যমেই মানুষকে ছালাতের জন্য ডাকতে হবে এবং সূর্যাস্ত দেখেই ইফতার করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩৬/৭৬)ঃ কতিপয় আলেম বলেন, ধানের ফিৎরা চলবে না। চাউল, গম, যব ইত্যাদির ফিৎরা দিতে হবে। আবার কোন কোন আলেম যুক্তি দেন যে, যবের যেমন খোসা আছে ধানেরও তেমন খোসা আছে। সুতরাং ধানের ফিৎরা দেওয়া যাবে। চাউলের ফিৎরার দলীল নেই। টাকা দ্বারা ফিৎরা দেওয়া যাবে কি? সঠিক সমাধান জানতে চাই।

-সৈয়দ আলী
সাং খাসমহল, সাতমেরা, পঞ্চগড়
ও
আজমাল হোসাইন
ডোমকুলি, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ হাদীছে ফিৎরা প্রদানের ব্যাপারে বিভিন্ন খাদ্যশস্যের নাম সহ সাধারণভাবে 'ত্বা'আম' বা খাদ্যের কথা এসেছে। যা দ্বারা পৃথিবীর সকল খাদ্য শস্যকে বুঝানো হয়েছে। সরাসরি চাউলের কথা উল্লেখ না থাকলেও তা যে ত্বা'আম বা খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ধান মানুষের সরাসরি খাদ্য নয়। যবের উপরে ধানের ক্বিয়াস করা যাবে না। কেননা যব খোসা সহ পিষে খাওয়া যায়। কিন্তু ধান খোসা সহ পিষে খাওয়া যায় না।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা এক ছা' করে ত্বা'আম (খাদ্য) প্রদান করতাম অথবা যব, খেজুর, পনির ও কিশমিশ থেকে এক ছা' করে প্রদান করতাম *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৬ 'যাকাত' অধ্যায়, 'ছাদাক্বাতুল ফিৎর' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং এদেশের প্রধান খাদ্য হিসাবে চাউল দ্বারা ফিৎরা প্রদান করাই শরী'আত সম্মত।

টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা আদায় করা উচিৎ নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে সোনা-রূপার মুদ্রা বাজারে চালু থাকা সত্ত্বেও তিনি খাদ্যবস্তু দ্বারাই ফিৎরা আদায় করেছেন এবং ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই তা (জমাকারীর নিকটে) আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫-১৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৭৭)ঃ রামাযান মাসে দিনের বেলায় কেউ যদি ভুল করে পেট পুরে খেয়ে নেয়, তাহ'লে সে কি ঐ ছিয়াম পূর্ণ করবে, নাকি পরে তার ক্বাযা আদায় করবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সুলতানা রাযিয়া
পাংশা বাজার, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ ছায়েম ভুলবশতঃ পেট পুরে বা সামান্য পরিমাণে খেয়ে ফেললে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না। পরে তার ক্বাযা আদায় করার কোন প্রয়োজন নেই। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, ছিয়াম অবস্থায় কেউ যদি ভুল করে পানাহার করে, তাহ'লে সে যেন ছিয়াম পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহ তা'আলাই তাকে পানাহার করিয়েছেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০০৩ 'ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৭৮)ঃ রামাযান মাসে নামাযী-বেনামাযী সবার খাদ্য দ্বারা ইফতার করা যায় কি?

-যিয়াদ আলী
দক্ষিণ কুশখালী, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রামাযান বা যেকোন সময়ে নামাযী বা বেনামাযীর বৈধ খাদ্য খাওয়া যায় এবং তা দ্বারা ইফতার করা যায়। তবে হারাম খাদ্য খাওয়া ও তা দ্বারা ইফতার করা হ'তে বিরত থাকা যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ পবিত্র। আল্লাহ পবিত্র বস্তু ব্যতীত কবুল করেন না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০ 'ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৭৯)ঃ রামাযান মাস আরম্ভ হ'লে খত্বীব ও বক্তাগণ মসজিদ বা বিভিন্ন মজলিসে রামাযানের ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে রামাযানের ১ম দশ দিন রহমতের, ২য় দশ দিন মাগফেরাতের ও শেষ দশ দিন জাহান্নাম হ'তে মুক্তির স্বপক্ষে হাদীছ পেশ করে থাকেন। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

-হাফেয মুহাম্মাদ আহসান হাবীব
হাজীপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ রামাযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করা সম্পর্কে সালমান ফারেসী (রাঃ) থেকে বায়হাক্বীতে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আলবানী, মিশকাত হা/১৯৬৫ 'ছিয়াম' অধ্যায়)*। বরং ছহীহ হাদীছ সমূহে একথা এসেছে যে, পুরা রামাযান মাসই রহমত ও মাগফেরাতের মাস এবং এ মাসে জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করা হয় ও জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৬ 'ছিয়াম' অধ্যায়)*। এই সময় বহু লোক জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হবে *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৬০)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৮০)ঃ লায়লাতুল ক্বদরে তারাবীহ্‌র ছালাত আদায় করার পর ক্বদরের নামে ৮ বা ১২ রাক'আত ছালাত আদায় করা যায় কি?

-আব্দুল হামীদ
নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

উত্তরঃ ক্বদরের নামে পৃথক নিয়তে ৮ বা ১২ রাক'আত নফল ছালাত আদায়ের কোন দলীল নেই। লায়লাতুল ক্বদরে অন্যান্য রাত্রির ন্যায় তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ ৮ রাক'আত পড়বেন। সঙ্গে বিতর পড়বেন। এতদ্ব্যতীত বেশী বেশী তাসবীহ-তাহলীল ও কুরআন তেলাওয়াতে লিপ্ত থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকের রাত্রিগুলিতে দীর্ঘ ইবাদতে রত থাকতেন ও পরিবার-পরিজনকে এজন্য জাগাতেন ও উদ্বুদ্ধ করতেন। *(দ্রঃ বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ; মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৮৯-২০৯০)*।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০০৩

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৮১)ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নামে রেকর্ডকৃত জমির উপর ওয়াক্ফিয়া মসজিদ নির্মিত হয়। পরে তা জুম'আ মসজিদে পরিণত হয়। বর্তমানে মসজিদটি পুনরায় নির্মাণের প্রয়োজন। এক্ষণে ঐ জমির উপরে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে কি?

-খাদীজা
কুমিরা মহিলা কলেজ
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মসজিদ এমন স্থানে নির্মিত হবে, যা সর্বদা মানুষের অধিকার হ'তে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকবে। অনুরূপভাবে মসজিদে যাতায়াতেরও সুব্যবস্থা থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় 'মসজিদে নববী' নির্মাণ করার পূর্বে (মানুষের অধিকারমুক্ত করার জন্য) জমির মালিককে মসজিদের জন্য জমিটি বিক্রি করতে বলেন। কিন্তু মালিক উক্ত জমির অর্থ নিতে অস্বীকার করেন এবং জমিটি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে দান করে দেন *(বুখারী ১/৬১ পৃঃ হা/৪২৮ 'ছালাত' অনুচ্ছেদ-৪৮)*। উক্ত দলীল অনুযায়ী প্রমাণিত হয় যে, মসজিদের জন্য জমি ওয়াক্ফ হওয়া যরূরী। অতএব মসজিদ পুনঃনির্মাণ করার পূর্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কমিটিকে মসজিদের নামে জমিটি ওয়াক্ফ করে দেওয়া আবশ্যক।

প্রশ্নঃ (২/৮২)ঃ 'বিয়ের এক প্রস্তাবের উপর নতুন প্রস্তাব পেশ করা নাজায়েয' কথাটির প্রমাণে কোন ছহীহ দলীল আছে কি?

-মাহমূদ হাসান
বড় পাথার, বগুড়া।

উত্তরঃ একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বর-কনের পক্ষ থেকে কেউ কারো প্রতি প্রস্তাব পেশ করলে তাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান না করা পর্যন্ত অন্য কেউ নতুনভাবে বিয়ের প্রস্তাব পেশ করতে পারবে না। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

لاَيَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ إِلاَّ أَنْ يَّأْذَنَ لَهُ-

কেউ তার ভাইয়ের দেওয়া বিয়ের প্রস্তাবের উপর নতুন প্রস্তাব দেবে না, যতক্ষণ না তাকে অনুমতি দেয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বর্ণিত অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

لاَيَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ-

'কেউ তার ভাইয়ের বিয়ের প্রস্তাবের উপরে নতুন প্রস্তাব পেশ করবে না, যতক্ষণ না সে বিয়ে করে অথবা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৪৪ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩/৮৩)ঃ দাস-দাসী প্রথা কি রহিত হয়ে গেছে? না হ'লে এ ধরনের নারী-পুরুষ বর্তমানে আছে কি? থাকলে তাদেরকে গ্রহণ করা যাবে কি?

-নযরুল ইসলাম
কলেজ বাজার, বিরামপুর
দিনাজপুর।

উত্তরঃ দাস-দাসী প্রথা শরী'আতে রহিত করা হয়নি। তবে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যদি তোমরা ভয় কর যে, ইয়াতীম মেয়েদের হক্ব যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না, তবে সেসব মেয়েদের মধ্য থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই, তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশংকা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না, তবে একটিই (বিয়ে কর); অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত ক্রীত দাসীদেরকে। এতেই রয়েছে কোন একজনের দিকে অন্যায়ভাবে ঝুঁকে পড়ার সর্বাধিক কম সম্ভাবনা *(নিসা ৩)*।

কুরআন ও হাদীছে অসংখ্য স্থানে দাস-দাসী মুক্ত করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী শরী'আত উক্ত প্রথাকে নিরুৎসাহিত করেছে। আধুনিক ইউরোপ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে চতুর্দশ শতকে তাদের দেশে দাসমুক্তির বিধান করেছে। অথচ ইসলাম তার সাতশ' বছর পূর্বে সপ্তম শতকে স্রেফ মানবিক কারণে দাসপ্রথা ক্রমবিলোপের স্থায়ী বিধান জারি করেছে। ইসলামে দাসগণ যে উচ্চ মর্যাদা ভোগ করেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তা অতুলনীয়। হযরত বেলাল (রাঃ), যায়েদ বিন হারেছাহ (রাঃ) প্রমুখ তার অনন্য দৃষ্টান্ত। পক্ষান্তরে আব্রাহাম লিংকন কেবল দাস মুক্তির বিধান জারি করেছিলেন। কিন্তু তাদের সামাজিক পুনর্বাসনের ও মর্যাদা উন্নয়নের ব্যবস্থা করেননি। যার জন্য এখনও ঐসব দেশে সাদা-কালোর ভেদাভেদ অব্যাহত রয়েছে।

তবে ইসলাম দাসপ্রথা সাথে সাথে নিষিদ্ধ করেনি সামাজিক দূরদর্শিতার কারণে। ভারতের কোন কোন অঞ্চলে আজও বাজারে দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় হয় বলে মাঝে-মধ্যে পত্রিকায় খবর আসে। যাইহোক স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কোনরূপ বাধ্যগত পরিস্থিতির উদ্ভব হ'লে মুসলমান যেন বিপথে ধাবিত না হয়, সেজন্যেই উক্ত প্রথাকে নিষিদ্ধ করা হয়নি। তবে নিঃসন্দেহে ইসলাম এই প্রথা চিরস্থায়ীভাবে উচ্ছেদের পক্ষপাতী। *(আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ মুহাম্মাদ কুতুব, ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম পৃঃ ৩৫-৬০; আত-তাহরীক, জানুয়ারী ২০০. প্রশ্নোত্তর ৩৫/১৪০)*।

প্রকাশ থাকে যে, বর্তমান যুগে বাসার কাজের মেয়েরা ক্রীতদাসী নয়। অতএব, কাজের মেয়ে বড় হ'লে তার সঙ্গে স্বাধীন মেয়েদেরমত যথাযথভাবে পর্দা রক্ষা করে চলতে হবে।

প্রশ্নঃ (৪/৮৪)ঃ জনৈক মাওলানা ছাহেব বললেন, 'ওমর (রাঃ) ও অন্যান্য কতিপয় ছাহাবী একই রাতে আযানের বিষয়টি স্বপ্নে দেখেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে উপস্থাপন করা হ'লে তিনি তা সত্যায়ন করেন' মর্মে ঘটনাটি মিথ্যা। মাওলানা ছাহেব কি সত্য বলেছেন? জবাবদানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হালীম
পশ্চিমভাগ, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ মাওলানা ছাহেবের উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। বরং ঘটনাটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৬৫০ সনদ হাসান, 'আযান' অনুচ্ছেদ)*। একটি বর্ণনা মতে, ঐ রাতে ১১ জন ছাহাবী একই স্বপ্ন দেখেন *(বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৩৮)*।

প্রশ্নঃ (৫/৮৫)ঃ সময় ও মূল্য নির্ধারণ করে শস্য প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে টাকা প্রদান করা হয়। এক্ষণে, নির্ধারিত সময়ে শস্য দিতে না পারলে শস্যের পরিমাণ বাড়ানো যায় কি?

-আমজাদ হুসাইন
হড়গ্রাম মুনশীপাড়া
রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।

উত্তরঃ সময়, মূল্য ও পরিমাণ নির্ধারণ করার পর নির্ধারিত সময়ে শস্য প্রদান করতে না পারলে শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাবে না। কেননা এক ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে দুই ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৮৬৮ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়; আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ মুবারকপুরী, শরহ বুলূগুল মারাম হা/৭৮৬, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৬/৮৬)ঃ বিছানায় নাপাকী লেগে থাকলে তার উপর পরিষ্কার কিছু বিছিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-শাবলু মিয়া
নিউঘর, কাউনিয়া, রংপুর।

উত্তরঃ বর্ণিত অবস্থায় ছালাত আদায় করা যাবে। তবে নাপাকীর উপর যা বিছানো হচ্ছে, তা যদি উক্ত নাপাকীর কারণে ভিজে যায়, তাহ'লে ছালাত হবে না। কারণ এতে এটিও নাপাক হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, অপবিত্র বস্তু পবিত্র করার দু'টি মাধ্যম রয়েছেঃ (১) নাপাকি ছাফ করা (২) নাপাকি ঢেকে দেওয়া *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩ পৃঃ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৭/৮৭)ঃ আমি মাঝে-মধ্যে ভুলক্রমে তাশাহ্হুদ পড়ার পর দরূদ না পড়ে দো'আয়ে মাছূরা পড়ে ফেলি। এমতাবস্থায় আমাকে সহো সিজদা দিতে হবে কি?

-হাফীযুর রহমান
ডক শ্রমিক এলাকা, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ উপরোক্ত অবস্থায় সহো সিজদা দিতে হবে না। তবে এটি সুন্নাতের খেলাফ। দো'আ কবূলের জন্য সুন্নাতী পদ্ধতি হচ্ছে, দরূদ পড়ার পর অন্যান্য দো'আ পড়া। ফাযালা ইবনে ওবায়েদ (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) মসজিদে বসেছিলেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে ছালাত আদায় করল। অতঃপর বলল, اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ 'হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি দয়া কর'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, 'হে মুছল্লী! তুমি তাড়াহুড়া করলে! যখন তুমি ছালাত আদায় করবে এবং সালামের বৈঠকে বসবে, তখন আল্লাহ্র যথাযথ প্রশংসা করবে এবং আমার প্রতি দরূদ পড়বে। তারপর দো'আ করবে। হাদীছের শেষাংশে রয়েছে, তাহ'লে দো'আ কবূল করা হবে' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৯৩০ 'ছালাত' অধ্যায়, 'দরূদ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৮/৮৮)ঃ দৈহিক ও আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমি বিয়ে করতে অনিচ্ছুক। তবে মুসলমান হিসাবে আমি ইসলামের অন্যান্য বিধি-বিধান পালন করার চেষ্টা করি। পরকালে আমার মুক্তি হবে কি?

-বাদশাহ
হাকিমপুর বাজার
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ দৈহিক ও আর্থিক সামর্থ্য থাকলে বিয়ে করা অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যার বিয়ে করার সামর্থ্য আছে, সে যেন বিয়ে করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮০ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বৈরাগ্য জীবন যাপন করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮১)*। তিনি আরো বলেন, 'আমি ছিয়াম পালন করি আবার ছিয়াম পরিত্যাগ করি, রাত জেগে ছালাত আদায় করি আবার নিদ্রাও যাই এবং বিয়েও করি। এটাই আমার সুন্নাত। অতএব, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত পরিত্যাগ করবে, সে আমার দলভুক্ত নয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৯/৮৯)ঃ নতুন ঘরবাড়ী, দোকানপাট উদ্বোধনের সময় অথবা কোন অনুষ্ঠানের শুরু বা শেষে হাত তুলে দো'আ করা যায় কি?

-ফযলুল হক্ব
২২০ বংশাল রোড, ঢাকা।

উত্তরঃ এগুলি উদ্বোধন উপলক্ষে অথবা কোন অনুষ্ঠানের শুরুতে হাত তুলে দো'আ করা যাবে না। কারণ দো'আ হচ্ছে ইবাদত, যার পদ্ধতিতে কোন প্রকার সংযোজন বা বিয়োজন করার অধিকার কারু নেই। যে বিধান যেখানে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা সেখানে সেভাবেই পালন করতে

হবে। কেবল বরকতের আশায় উক্ত স্থানগুলিতে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা যেতে পারে। যেমন আনাস (রাঃ) স্বীয় দাদীর বাড়ীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে খানাপিনার দা'ওয়াত দেন। তখন তিনি উক্ত বাড়ীর পুরুষ-মহিলা সকলকে নিয়ে সেখানে জামা'আত করে ছালাত আদায় করেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১০৮)*। ছাহেবে মির'আত বলেন, অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তা'লীম ও বরকতের জন্য বাড়ীতে জামা'আত সহকারে নফল ছালাত পড়া যায় *(মির'আত ৪/২৯ পৃঃ হা/১১১৪-এর ব্যাখ্যা)*। অনুরূপভাবে শয়তানের ক্ষতি থেকে বাঁচার আশায় সূরা বাক্বারাহ পড়া যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৯)*।

প্রশ্নঃ (১০/৯০)ঃ 'আত-তাহরীক' ৬ষ্ঠ বর্ষ ১০ম সংখ্যা জুলাই ২০০৩-এর প্রশ্নোত্তর কলামে বলা হয়েছে, 'জুম'আর পূর্বে নির্দিষ্ট কোন সুন্নাত ছালাত নেই'। যদি তাই হয়, তবে নিম্নের হাদীছগুলির সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

(١) اَنَّ النَّبِىَّ صلى اللّٰه عليه وسلم كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الْجُمْعَةِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ -رواه ابن ماجة- (٢) كَانَ النَّبِىُّ صلى اللّٰه عليه وسلم يَرْكَعُ قَبْلَ الْجُمْعَةِ اَرْبَعًا لاَيَفْصِلُ فِىْ شَيْئٍ مِنْهُنَّ -رواه ابن ماجة- (٣) عن عبد اللّٰه بن مسعود رضى اللّٰه عنه أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الْجُمْعَةِ اَرْبَعًا وَّبَعْدَهَا أَرْبَعًا- رواه الترمذى والطبرانى-

-আব্দুল ওয়াদূদ
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ,
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ ১ম ও ৩য় বর্ণনা যথাক্রমে ইবনু মাজাহ ও তিরমিযীতে নেই। তবে ২য় বর্ণনাটি ইবনু মাজায় রয়েছে, যা নিতান্তই যঈফ *(যাদুল মা'আদ ১/৪২৩ 'জুম'আ' অধ্যায়; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২১৩)*। ইহাই চূড়ান্ত কথা যে, জুম'আর পূর্বে কোন নির্ধারিত সুন্নাত নেই *(যাদুল মা'আদ ১/৪১৭; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৬; নায়ল ৩/২৭১ পৃঃ; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১১০)*।

প্রশ্নঃ (১১/৯১)ঃ আমাদের একটি সমাজকল্যাণ সংস্থা আছে। সেখানে পনের দিন পর পর টাকা জমা দিতে হয়। জমাকৃত টাকা গরীব ও দুঃস্থদের মাঝে বন্টন করা হয়। এক্ষণে আমাদের ওশর-ফিৎরার টাকা সেখানে জমা করা যাবে কি?

-শফীকুর রহমান
শঠিবাড়ী, মিঠাপুকুর, রংপুর।

উত্তরঃ গ্রামের বা জামা'আতের বায়তুলমাল ফাণ্ডে ওশর-ফিৎরা ইত্যাদি জমা করতে হবে। পৃথক কোন সংস্থায় নয়। ইবনু ওমর (রাঃ) ঈদুল ফিৎরের দু'তিন দিন পূর্ব থেকেই নির্ধারিত জমাকারীর নিকটে ফিৎরা জমা করতেন *(ফাৎহুল বারী ৩/৪৩৮ পৃঃ)*। ছাহাবায়ে কেরামের যুগে মুসলমানদের বায়তুলমাল এক স্থানেই জমা করে পরে বন্টন করা হ'ত।

প্রশ্নঃ (১২/৯২)ঃ বিবাহ পড়ানোর কোন নির্ধারিত স্থান আছে কি?

-ফযলুল হক
জলাইডাঙ্গা, গোপালপুর
মিঠাপুকুর, রংপুর।

উত্তরঃ বিবাহ পড়ানোর নির্ধারিত কোন স্থান নেই। বরং বর-কনের অভিভাবকের সুবিধামত যেকোন স্থানে বিবাহ পড়ানো যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিজের বিবাহ সমূহ এবং তাঁর কন্যা ফাতিমা (রাঃ) ও অন্যান্য মেয়েদের বিবাহ কোন মসজিদে বা নির্দিষ্টভাবে কোন বিশেষ স্থানে পড়ানো হয়নি; বরং সুবিধামত স্থানে হয়েছিল। উল্লেখ্য, মসজিদে বিবাহ পড়ানো সংক্রান্ত তিরমিযী বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(যঈফ তিরমিযী হা/১৮৫; ইরওয়া হা/১৯৯৩)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৯৩)ঃ মুকুট মাথায় দিয়ে বিবাহ করতে যাওয়া কি ঠিক? বরের জন্য কোন নির্ধারিত পোষাক আছে কি?

-আযাদ
জলাইডাঙ্গা, রংপুর।

উত্তরঃ ভারতের মুসলমান বাদশাহ্দের রাজমুকুট ও পাগড়ীর অনুকরণে মুসলমান বরদের মুকুট পরানো হয়ে থাকে। হিন্দু বরেরাও হিন্দু রাজাদের অনুকরণে মুকুট পরে থাকে। কিন্তু বর্তমানে এসবের তারতম্য নেই। ফলে হিন্দু-মুসলমান একে অপরের মুকুট পরছে, যা মুসলমানদের ক্ষেত্রে বিধর্মীদের সাদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আবুদাঊদ, সনদ হাসান মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। মুকুট পরা বিবাহের কোন সুন্নাতী পোষাক নয়। অতএব, এগুলি থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। এগুলি অপচয় ব্যতীত কিছু নয়। বরের জন্য নির্ধারিত কোন পোষাক নেই। তবে নিম্নোক্ত চারটি মূলনীতি অনুসরণ করতে হবেঃ (১) পোষাক পরিধানের উদ্দেশ্য থাকবে দেহকে আবৃত করা। যেন পোষাক পরা সত্ত্বেও লজ্জাস্থান সমূহ অন্যের চোখে প্রকট হয়ে না ওঠে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪ 'ক্বিছাছ' অধ্যায়)* (২) ভিতরে-বাইরে তাক্বওয়াশীল হ'তে হবে। এজন্য ঢিলাঢালা, ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করতে হবে। হাদীছে সাদা পোষাক পরিধানের নির্দেশ এসেছে *(আ'রাফ ২৬; মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৮৮ 'আদব' অধ্যায় প্রভৃতি)* (৩) পোষাক যেন অমুসলিমদের সাদৃশ্য না হয় *(আহমাদ, আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৩৪৭)* এবং (৪) পোষাকে যেন অহংকার প্রকাশ না পায়। এজন্য পুরুষ যেন সোনা ও রেশম পরিধান না

করে এবং টাখনুর নীচে কাপড় না রাখে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১১-১৪)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৯৪)ঃ পৈত্রিক সম্পত্তিতে শত বছরের একটি পুরাতন মসজিদ রয়েছে। জমির পরিমাণ আনুমানিক ১২/১৫ শতক। ওয়ারিছের সংখ্যা আনুমানিক ৫০/৬০ জন। কিন্তু ১৯৬২ সালের রেকর্ডের সময় মাত্র দু'জন ওয়ারিছ নিজেদের নামে সমস্ত জমি রেকর্ড করে নেয়। এতে বাকী ওয়ারিছগণ ব্যথিত হন। বিষয়টি ফাঁস হয়ে গেলে উক্ত দুই ওয়ারিছ যে তিন শতক জমির উপর মসজিদটি অবস্থিত, শুধু সেটুকু ওয়াক্‌ফ করে দেয়। এ নিয়ে ওয়ারিছদের মধ্যে এখনও দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। প্রশ্ন হ'ল, উক্ত মসজিদে ছালাত হবে কি-না?

-সোহেল রানা
নোনামাটিয়াল, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ পুরা জমিটাই মসজিদের আওতাভুক্ত বিধায় শুধু তিন শতক নয়, বরং সকল অংশীদারের পক্ষ থেকে পুরা জমিটাই মসজিদের নামে ওয়াক্‌ফ করে দেওয়া আবশ্যক। দাতার কোন লিখিত দলীল না থাকলেও শত বছরের পুরাতন হওয়ার কারণে সেটাকেই তাঁর অছিয়ত ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়।

উক্ত মসজিদে ছালাত জায়েয। তবে ওয়ারিছগণ সম্মিলিতভাবে ওয়াক্‌ফ না করলে মসজিদ স্থানান্তর করতে হবে *(দ্রঃ আত-তাহরীক, প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ২৮/২৭৩, মে ২০০১)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৯৫)ঃ জনৈক প্যারালাইসিসে আক্রান্ত ব্যক্তি অক্ষমতার কারণে তার গুপ্তাঙ্গের লোম পরিষ্কার করতে পারে না। তার স্ত্রীও নেই। এমতাবস্থায় তার করণীয় কি?

-আব্দুল খালেক
উকপানিয়া
মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল।

উত্তরঃ অক্ষমতার কারণে কেউ শরী'আতের বিধান পালনে অপারগ হ'লে সে আল্লাহ্‌র কাছে অপরাধী সাব্যস্ত হবে না। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ কোন ব্যক্তির উপর তার সামর্থ্যের অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা চাপান না' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*। এক্ষণে উক্ত অক্ষম ব্যক্তির বিশ্বস্ত কোন নিকটতম লোক উক্ত কাজে সাহায্য করতে পারেন। উক্ত সুন্নাত আদায়ে অপারগ ব্যক্তিকে সাহায্য করার জন্য তিনি নেকীর হকদার হবেন। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা নেকীর কাজে পরস্পরকে সাহায্য কর' *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৯৬)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভুল ছালাত আদায়কারীকে ৩য় বা ৪র্থ বারে বললেন, 'ফিরে যাও, পুনরায় ছালাত আদায় কর; কেননা তুমি ছালাত আদায় করনি'। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ হেদায়ার ৮৩ পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত হাদীছ পেশ করা হয়েছে, 'তুমি যদি এর কিছু কম কর, তবে তোমার ছালাতকে তুমি কম করলে'। আমার প্রশ্ন, ত্রুটিপূর্ণ ছালাত যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভুল ছালাত আদায়কারীকে বার বার ছালাত পড়ালেন কেন?

-মুহাম্মাদ মুর্তযা
রায় দৌলতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ ছালাত ত্রুটিপূর্ণ হওয়ার কারণে নয়; বরং তা'দীলে আরকান তথা ধীরস্থিরভাবে ছালাত আদায় না করার কারণে ছালাত বিনষ্ট হওয়ার ফলে তাকে বারবার ছালাত আদায় করানো হয়েছিল। হেদায়া প্রণেতা তিরমিযীর বরাতে وَمَا نَقَصْتَ مِنْ هَذَا شَيْئًا فَنَقَصْتَ مِنْ صَلاَتِكَ 'তুমি যদি এর কিছু কম কর, তবে তোমার ছালাতকে তুমি কম করলে' দ্বারা তা'দীলে আরকানকে ছালাত অপূর্ণতার কারণ প্রমাণ করতে চেয়েছেন, যা ভুল। বরং তাতে ছালাত বিনষ্ট হবে। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ছাহেবে মির'আত বলেন, লোকটিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভুলের কারণে পরপর ৩ বার ছালাত আদায় করালেন। তারপর সে অপারগতা প্রকাশ করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে তা'দীলে আরকান সহ ছালাত শিক্ষা দিলেন। অতঃপর বললেন, 'এভাবে ছালাত আদায় করলে তোমার ছালাত পূর্ণ হবে'। পক্ষান্তরে তা'দীলে আরকান কিছু কম করলে ছালাত অপূর্ণ রয়ে যাবে। মোটকথা ধীরস্থিরভাবে ছালাত আদায় করলে ছালাত পূর্ণ হবে, নইলে ছালাত বিনষ্ট হবে। শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ -এর মধ্যে 'না বোধক'টি نفى الصحة। (বিশুদ্ধতার পরিপন্থী) ছিল, نفى الكمال (পূর্ণতার পরিপন্থী) ছিল না। কারণ অপূর্ণতার বিষয় হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বারবার ছালাত ফিরিয়ে পড়তে বলতেন না। ইমাম শাফেঈ, আবু ইউসুফ সহ জমহূর বিদ্বানগণ উক্ত হাদীছের প্রেক্ষিতে তা'দীলে আরকানকে 'ফরয' বলেছেন *(দ্রঃ মির'আতুল মাফাতীহ হা/৭৯৬-এর ব্যাখ্যা, ৩/২-৩ পৃঃ 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৯৭)ঃ মসজিদে কার্পেট বিছানো থাকা সত্ত্বেও কতিপয় মুছল্লীকে তার উপর জায়নামায বিছিয়ে ছালাত আদায় করতে দেখা যায়। এটা কি ঠিক?

-মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ
রাজপুর, কলারোয়া
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মসজিদে কার্পেট বিছানো থাকা সত্ত্বেও তার উপরে নিজস্ব জায়নামায বিছিয়ে ছালাত আদায় করা ঠিক নয়। কেননা এতে পার্শ্ববর্তী মুছল্লীর নযর পড়ে, যা তাদের ছালাতে একাগ্রতা বিঘ্নিত হওয়ার কারণ হয়। হাদীছে এটাকে 'শয়তান কর্তৃক দৃষ্টি কেড়ে নেওয়া' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৮২ 'ছালাতের মধ্যে কি কি কাজ জায়েয ও নাজায়েয' অনুচ্ছেদ)*। তবে যদি কোন

মুছল্লীর হাঁটুতে ব্যথা বা অনুরূপ কোন বাধ্যগত সমস্যা থাকে, তবে তার জন্য সেটা জায়েয হবে। অনুরূপভাবে ইমামের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা থাকায় কোন দোষ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য বিশেষ জায়নামায ছিল *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৯ 'ত্বাহারাৎ' অধ্যায়, 'ঋতু' অনুচ্ছেদ)*। তবে ঈদের ময়দানে কার্পেট বা কোন কিছু বিছানোর ব্যবস্থা না থাকলে সেখানে স্ব স্ব জায়নামায বা মাদুর সাথে নিয়ে যাওয়া যাবে।

প্রশ্নঃ (১৮/৯৮)ঃ আমাদের গ্রামে পাঁচটি মসজিদ আছে। আমি অপেক্ষাকৃত নিকটের মসজিদ ছেড়ে অন্য একটি মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করি এবং সেখানে দান করি। আমার এভাবে ছালাত আদায় করা শরী'আত সম্মত হচ্ছে কি?

-মুহাম্মাদ ক্বামারুযযামান সরকার
তুলাগাঁও, সুলতানপুর
দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ শারঈ কারণ ব্যতিরেকে নিকটবর্তী মসজিদ ছেড়ে অন্য মসজিদে ছালাত আদায় করা কিংবা নির্দিষ্টভাবে সেখানে দান করা ঠিক নয়। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের নিজ মসজিদেই ছালাত আদায় করা উচিৎ। অন্য মসজিদের সন্ধান করবে না' *(ত্বাবারাণী, আল-মু'জামুল কাবীর ১২/২৭০ পৃঃ, হা/১৩৩৭৩ সনদ ছহীহ; আলবানী, ছহীহুল জামে' হা/৫৪৫৫)*। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার দু'জন পড়শী আছে। কাকে আমি হাদিয়া দিব। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'দু'জনের মধ্যে যে তোমার বেশী নিকটবর্তী, তাকে দাও' *(বুখারী হা/৬০২০; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৩১০)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৯৯)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামের পরে 'ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলতে হয় এবং লিখতে হয়। এটা সংক্ষেপে '(ছাঃ)' লেখা কি ঠিক হবে?

-এম,এম, রহমান
সেনগ্রাম, কানাইঘাট, সিলেট।

উত্তরঃ পুরা লেখাটাই উত্তম হবে। তবে সংক্ষিপ্ত লেখা নাজায়েয হবে না। অবশ্য মুখে উচ্চারণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণটাই বলতে হবে। কারণ সংক্ষিপ্ত লেখার অর্থ হ'ল পূর্ণ বলার প্রতি ইঙ্গিত করা।

প্রশ্নঃ (২০/১০০)ঃ স্বামী বিদেশে থাকাবস্থায় স্ত্রীর অসৎ চরিত্রের কারণে তাকে এক সঙ্গে তিন তালাক প্রদান করে। অতঃপর স্বামী দু'বছর পর বাড়ী ফিরে এসে ঐ স্ত্রীকে নিতে পারবে কি?

-মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ
রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ স্বামী যদি উক্ত স্ত্রীকে নিতে ইচ্ছুক হয়, তবে নতুন বিবাহের মাধ্যমে নিতে পারে। কেননা একই মজলিসে ৩ তালাক শরী'আতে ১ তালাক হিসাবে গণ্য হয় *(মুসলিম হা/১৪৭২, ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২৯৯ পৃঃ)*।

উক্ত ব্যক্তি ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রীকে ফিরিয়ে না নেয়ায় স্ত্রীর এক তালাকে বায়েন হয়েছে। আর এক তালাকে বায়েন প্রাপ্তা স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চাইলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে পারবে *(দ্রঃ আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর '৯৯ প্রশ্নোত্তর নং ৫/১০৫ বিস্তারিত দেখুনঃ 'তালাক ও তাহলীল' পুস্তক)*।

প্রশ্নঃ (২১/১০১)ঃ 'আত-তাহরীক' আগষ্ট ২০০৩-এর ৩২/৪১ নং প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে, আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইকে কবরে রাখার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে উঠিয়ে তাঁর নিজের জামা পরিয়ে দিলেন। প্রশ্ন হ'ল, একজন মুনাফিককে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কেন তাঁর নিজের জামা পরালেন?

-হাসান মুহাম্মাদ
নামো শংকরবাটি, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ আব্বাস (রাঃ) যখন মদীনায় আসলেন, তখন তার পরিধেয় বস্ত্র ছিল না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য ছাহাবীদের নিকটে জামা চাইলেন। কিন্তু তিনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ায় আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ছাড়া অন্য কারো জামা তার গায়ে হচ্ছিল না। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তাঁকে নিজ জামাটি দিয়েছিলেন *(তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা তওবা ৮৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা, ২/৩৯৪ পৃঃ)*। সুফিয়ান ইবনে ওয়ায়না (রাঃ) বলেন, সকলের ধারনা, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই-এর উক্ত বদান্যতার বদলা স্বরূপ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে স্বীয় জামা প্রদান করেছিলেন *(বুখারী ১/১৮০ পৃঃ, 'লাশ কোন্ কারণে কবর থেকে উঠানো যাবে' অনুচ্ছেদ)*। তবে এর অন্তর্নিহিত কারণ সম্পর্কে আল্লাহই অধিক অবগত।

প্রশ্নঃ (২২/১০২)ঃ আধুনিক বিশ্বে বর ও কনে পৃথিবীর দুই প্রান্ত থেকে মিডিয়ার মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। শরী'আতের দৃষ্টিতে উক্ত পদ্ধতিটি কি জায়েয?

-ইবনু খায়রুযযামান
সার্কিট হাউস, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ অলী বা অভিভাবকের নির্দেশক্রমে দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বর ও কনে পৃথিবীর দুই প্রান্তে থাকলেও উকিলের মাধ্যমে আধুনিক মিডিয়ার মধ্যস্থতায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া শরী'আত সম্মত। বাদশাহ নাজাশী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পূর্ব প্রস্তাবক্রমে আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবীবার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিবাহ দিয়েছিলেন। ঐ সময় বর ছিলেন মদীনায় ও কনে ছিলেন আবিসিনিয়ায় বাদশাহ নাজাশীর বাড়ীতে *(আওনুল মা'বূদ শরহ আবুদাউদ হা/২০৭২, ৬/১০৫ পৃঃ)*।

আবু সুফিয়ান তখন ইসলাম গ্রহণ না করায় বাদশাহ নাজাশী অলীর দায়িত্ব পালন করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যার অলী নেই, বাদশাহ তার অলী' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৩১৩১, 'অলী' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*। উম্মে হাবীবা (রাঃ) বর্ণনা করেন,

তিনি তাঁর পূর্ব স্বামী জাহশের নিকটে ছিলেন। জাহশের মৃত্যুর পর বাদশাহ নাজাশী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তাকে বিবাহ দেন *(ছহীহ আবূদাঊদ, 'অলী' অনুচ্ছেদ, হা/২০৮৬, ১/৫৮৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৩/১০৩)ঃ যাদের পাপ-পুণ্যের পাল্লা সমান হবে তাদেরকে নাকি 'আ'রাফ' নামক স্থানে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রাখা হবে। সেখানে তারা কতদিন থাকবে এবং তারপর তাদেরকে কোথায় রাখা হবে?

-শফীক
বাংলাদেশ নৌবাহিনী
চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ 'আ'রাফ'বাসীরা হবে এমন একদল লোক, যাদের ভাল কাজের দিক এত বেশী শক্তিশালী হবে না যে, তার ফলে তারা জান্নাত লাভ করবে। আবার খারাবের দিকও এত বেশী হবে না যে, এর পরিণতি হিসাবে তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাই তারা জান্নাত ও জাহান্নামের একটি সীমান্ত এলাকায় অবস্থান করবে তাদের ফায়ছালা না হওয়া পর্যন্ত।

ছাহাবী হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আ'রাফবাসীরা সেখানে থাকতে থাকতে মহান আল্লাহ এক সময় তাদের নিকটে উপস্থিত হয়ে বলবেন, যাও, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর। আমি তোমাদের গোনাহ মাফ করে দিলাম *(ইবনু জারীর-এর বরাতে তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা আ'রাফ ৪৭নং আয়াতের ব্যাখ্যা, ২/২২৬ পৃঃ; রেওয়ায়াত মুরসাল হাসান)*।

প্রশ্নঃ (২৪/১০৪)ঃ আমাদের দেশের ব্যবসায়ীরা প্রতি বছর নববর্ষের নামে 'শুভ হালখাতা'র মহরত উৎসব পালন করে থাকে। এ ব্যাপারে শরী'আতের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ শওকত আলী
জগন্নাথপুর, মনাকষা
শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ 'শুভ হালখাতা' উৎসবটি মূলতঃ ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য করা হয়। এটি একটি সামাজিক প্রথা। এতে যদি গান-বাজনা এবং অন্যান্য অনৈতিক ও অপচয়মূলক বিষয়াদি না থাকে, তাহ'লে তাতে শরী'আতের দৃষ্টিতে কোন বাধা নেই। তাছাড়া ১লা বৈশাখ বা নববর্ষ বলে এটি উদযাপন করা শরী'আত সম্মত নয়। কেবলমাত্র 'হালখাতা' বলা উচিত।

প্রশ্নঃ (২৫/১০৫)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিতা-মাতা কোন্ ধর্মের অনুসারী ছিলেন? তাঁদের পরকালীন জীবন সম্পর্কে ছহীহ দলীলের আলোকে জানতে চাই।

-এস,এম, কামাল
নূর মহল
১১০ হাজী ইসমাঈল লিংক রোড
বানরগাতী, খুলনা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিতা-মাতা জাহেলী আরবদের ন্যায় ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বীনের অনুসারী ছিলেন। যদিও সেই সময় আরবদের মধ্যে মূর্তিপূজার প্রচলন শুরু হয়েছিল। কিন্তু তারা একে তাদের খাযা'আহ গোত্রের নেতা আমর বিন লুহাই কর্তৃক চালুকৃত 'বিদ'আতে হাসানাহ' মনে করত এবং কখনোই একে দ্বীনে ইবরাহীমীর পরিবর্তন বলে মনে করত না। শিরক ও বিদ'আতে ভরপুর দ্বীনে ইবরাহিমীর কিছু নমুনা হিসাবে তাদের মধ্যে তখন এক আল্লাহ্র স্বীকৃতি, কা'বা গৃহের তত্ত্বাবধান, আশূরার ছিয়াম পালন, হজ্জ পালন ইত্যাদির প্রচলন ছিল। যদিও দ্বীনের আদেশ-নিষেধ সমূহ প্রতিপালন করা থেকে তারা বহু দূরে অবস্থান করত *(আর-রাহীকুল মাখতূম পৃঃ ৩৫-৪১)*।

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আরয করল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার পিতা কোথায় আছেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তোমার পিতা জাহান্নামে। একথা শ্রবণ করে লোকটি দুঃখিত হয়ে ফিরে যাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললেন, আমার পিতা এবং তোমার পিতা উভয়েই জাহান্নামী' *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/৩৯৪৯ 'হুদূদ' অধ্যায়, 'মুশরিকদের সন্তান-সন্ততি' অনুচ্ছেদ)*। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় মাতা আমেনার কবর দেখতে গেলেন। তিনি নিজে কাঁদলেন এবং তাঁর সাথীগণও কাঁদল। অতঃপর তিনি বললেন, আমি আমার প্রতিপালকের নিকট আমার মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দেননি। অতঃপর তার কবর যিয়ারতের অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দেন। অতএব তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা তা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়' *(মুসলিম, মিশকাত 'জানায়েয' অধ্যায় হা/১৭৬৩ 'কবর যিয়ারত' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, এখানে যিয়ারতের অর্থ স্রেফ দেখা। মৃতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা বা দো'আ করা নয়। উল্লিখিত হাদীছদ্বয় থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিতা-মাতা জান্নাতী হবেন না' *(দ্রঃ 'আত-তাহরীক' জুন/২০০২ প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ১৮/২৭৩)*।

প্রশ্নঃ (২৬/১০৬)ঃ কুরআন-হাদীছে অভিজ্ঞ অথচ দাড়ি রাখতে অনিচ্ছুক এমন ইমামের পিছনে ছালাত জায়েয হবে কি?

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ কতিপয় আছার দ্বারা ফাসেক্ব-ফাজের ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা জায়েয প্রমাণিত হ'লেও তাকে স্থায়ীভাবে ইমামতির দায়িত্ব দেওয়া ঠিক নয়। কারণ ফাসেক্ব-ফাজেরকে ইমামতির দায়িত্ব দিলে মুনকার তথা শরী'আত বিরোধী আমলকে সমর্থন করা হবে। অতএব, তাকে ইমামতির দায়িত্ব না দেওয়াটাই বাঞ্ছনীয় *(শায়খ বিন বায, মাজমু'আ ফাতাওয়া ৪/৩০৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৭/১০৭)ঃ মৃত ব্যক্তিকে বাড়ী থেকে নিয়ে যাওয়ার সময় মাথা আগে নিয়ে যেতে হবে, নাকি পা? কবরে নামানোর সময় কোন দিক থেকে নামাতে হবে? ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ফয়সাল
ষোল শহর, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে বাড়ী থেকে নিয়ে যাওয়ার সময় মাথা আগে নিয়ে যেতে হবে না পা নিয়ে যেতে হবে এ মর্মে কোন নির্দিষ্ট বর্ণনা নেই। ইবনু কুদামা একটি আছার উল্লেখ করে যে যুক্তি পেশ করেছেন, তাতে আগে মাথা নিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত বহন করে *(আল-মুক্বনে' ৬/১৯৯ পৃঃ)*। কিন্তু তা যুক্তি মাত্র। আছারটিতে এর কোন ইঙ্গিত নেই। তাছাড়া আছারটি যঈফ *(দেখুনঃ আলবানী, যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২৮৬ ও ২৮৯, পৃঃ ১১৫-১৬ 'জানাযা' অধ্যায়)*। শায়খ আলবানী (রহঃ) মাথা বা পা আগে নিয়ে যাওয়া নির্দিষ্টকরণকে বিদ'আতের পর্যায়ভুক্ত করেছেন *(ঐ, আহকামুল জানায়েয, পৃঃ ৯৯-১০০, বিদ'আত নং ৫০ ও ৬৯ দ্রঃ)*।

মৃত ব্যক্তিকে কবরে পায়ের দিক থেকে নামানোই সুন্নাত। আবু ইসহাক্ব হ'তে বর্ণিত, হারেছ আল-আওয়ার একদা আবদুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদকে অছিয়ত করেছিলেন যে, সে তার জানাযা পড়াবে। অতঃপর দু'পায়ের দিক হ'তে কবরে প্রবেশ করাবে এবং বলবে, এটা সুন্নাত *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৩২১১ 'জানাযা' অধ্যায়, 'মৃত ব্যক্তিকে পায়ের দিক থেকে কবরে রাখা' অনুচ্ছেদ; বিস্তারিত দেখুনঃ আহকামুল জানায়েয পৃঃ ৬৩)*।

প্রশ্নঃ (২৮/১০৮)ঃ মসজিদে জানাযার খাটলি রাখা শরী'আত সম্মত কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ নু'মান
মুক্তাপুর, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ জানাযার খাটিয়া সামাজিক স্বার্থে রাখা হয়। তাছাড়া এটি মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মসজিদে খাওয়া-দাওয়া করা, অবস্থান করা, চিকিৎসা করার বিষয়টি একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩৩০০ 'খাদ্য' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২৪; বুখারী, ফাৎহ সহ হা/৪৪০ 'ছালাত' অধ্যায় 'পুরুষদের মসজিদে ঘুমানো' অনুচ্ছেদ-৫৮)* সেকারণ মসজিদের পবিত্রতা ও মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রেখে সামাজিক কল্যাণার্থে সেখানে জানাযার খাটিয়া রাখা শরী'আত সম্মত।

প্রশ্নঃ (২৯/১০৯)ঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার ক্ষেত্রে নিকটাত্মীয়রাই বেশী হকদার, কথাটি কি ঠিক?

-আব্দুল হামীদ
ধূরইল, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ বক্তব্যটি সঠিক। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি পরে যা জানতে পারলাম তা যদি পূর্বে জানতাম, তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তাঁর স্ত্রীগণ ব্যতীত কেউ গোসল দিত না' *(ছহীহ আবুদাউদ হা/২৬৯৩; ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৪)*। অপর বর্ণনায় রয়েছে, স্বামী স্ত্রীকে গোসল দিতে পারে *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৫)*। মহিলারা মহিলাদেরকে এবং পুরুষরা পুরুষদেরকে গোসল দিবে। অন্যান্যদের চেয়ে স্বীয় সন্তান ও নিকটাত্মীয়রাই অধিক হকদার। রাসূল (ছাঃ)-কে গোসল দিয়েছিলেন আলী, ইবনু আব্বাস, উসামা বিন যায়েদ প্রমুখ নিকটাত্মীয়গণ *(ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিইয়াহ, পৃঃ ৬৬২; বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ১২০-১২৯ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩০/১১০)ঃ নাছিরুদ্দীন আলবানী প্রণীত ও আকরামুযযামান বিন আবদুস সালাম অনুদিত 'নবী ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছলাত সম্পাদনের পদ্ধতি' বইয়ের ১৩২ পৃষ্ঠায় রাসূল (ছাঃ) সিজদা কালেও হস্তদ্বয় উত্তোলন করতেন বলা হয়েছে। এ বিষয়ে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আতাউর রহমান
চকপাড়া, মেহেরচণ্ডী, রাজশাহী।

উত্তরঃ শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) সিজদায় রাফ'উল ইয়াদায়েন সম্পর্কে যে হাদীছ পেশ করেছেন, তা দ্বারা মূলতঃ সাধারণভাবে সিজদা থেকে হাত উঠানো বুঝানো হয়েছে, এর দ্বারা রুকূর ন্যায় রাফ'উল ইয়াদায়েন উদ্দেশ্য নয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) সিজদায় রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯৩ 'ছালাত' অধ্যায়; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৬৯৪)*। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, ইমাম আহমাদ (রহঃ)-এর অধিকাংশ বর্ণনাও একথা প্রমাণ করে যে, তিনি সিজদাকালে রাফ'উল ইয়াদায়েন-এর সমর্থক ছিলেন না *(মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, মাসআলা নং ৩২০)*। তাছাড়া হাদীছটির বর্ণনা এরূপঃ وَكَانَ أَحْيَانًا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا سَجَدَ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিজদা কালে কখনও কখনও হাত উঠাতেন' *(নাসাঈ, দারাকুৎনী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী পৃঃ ১২১)*। কখনও কখনও শব্দ দ্বারা নিয়মিতভাবে সিজদা থেকে হাত উঠানো বুঝায় না। এর দ্বারা রুকূর ন্যায় হাত উঠানো উদ্দেশ্য নয়। *(বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৬৮; আত-তাহরীক আগষ্ট ২০০১ প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ২৯/৩৭৯)*।

প্রশ্নঃ (৩১/১১১)ঃ ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পর নাকি জিবরীল (আঃ) তাঁর নিকটে 'অহি' নিয়ে আসবেন? এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুল জাব্বার
ভোলাডাংগী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে নবুওয়াত ও রিসালাতের সিলসিলা শেষ হয়ে গেছে। ফলে জিবরীল (আঃ)-এর আগমনের প্রয়োজনীয়তাও শেষ হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরে জিবরীল (আঃ) কারু নিকটে আসবেন এ আক্বীদা পোষণ করা ঈমান বিনষ্টের শামিল। কারণ হাদীছে এসেছে, 'জিবরীল (আঃ) শুধু নবী-রাসূলগণের নিকটে আসতেন, অন্য কারু নিকটে নয়'

(*বুখারী, মিশকাত হা/৫৮৪১ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়*)। ইমাম মাহদী নবী নন। অতএব, তাঁর আবির্ভাবের পর জিবরীল (আঃ) তাঁর নিকটে আসবেন কথাটি ভিত্তিহীন।

প্রশ্নঃ (৩২/১১২)ঃ একাধিক স্ত্রীর স্বামী জান্নাতী হ'লে কোন্ স্ত্রীর সাথে তিনি জান্নাতে অবস্থান করবেন? অনুরূপভাবে কোন মহিলার একাধিক স্বামী থাকলে তিনি কোন্ স্বামীর সাথে জান্নাতে থাকবেন? ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ বিন আব্দুস সাত্তার
পাণ্ডুলিপি ছাত্রাবাস
কোরাপাড়া, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ কোন জান্নাতী ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী জান্নাতী হ'লে সবাই উক্ত স্বামীর সাথে জান্নাতে থাকবে। পক্ষান্তরে একাধিক স্বামীর অধিকারী জান্নাতী মহিলা তার সর্বশেষ জান্নাতী স্বামীর সাথে থাকবে। আবু দারদা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর তার বিধবা স্ত্রী উম্মে দারদাকে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সাথে বিবাহের প্রস্তাব করা হ'লে তিনি বলেন, আমি অন্য কোথাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে রাযী নই। কারণ আবু দারদা (রাঃ) বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'মহিলাগণ তাদের শেষ স্বামীর সাথে থাকবে। অতএব, আমি আমার স্বামী আবু দারদার পরিবর্তে কাউকে চাই না'। একই ধরনের বক্তব্য এসেছে আসমা বিনতে আবু বকর (রাঃ) হ'তে। অনুরূপভাবে হুযায়ফা (রাঃ) স্বীয় স্ত্রীকে বলেন, যদি তুমি আমার সাথে জান্নাতে থাকতে চাও, তাহ'লে আমার পরে অন্যত্র বিবাহ করো না (*ত্বাবারাণী, বায়হাক্বী, সিলসিলা ছাহীহাহ্ হা/১২৮১; দ্রঃ প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ১১/১১ অক্টোবর '৯৮*)।

প্রশ্নঃ (৩৩/১১৩)ঃ বিধবা, কাজের মেয়ে, ইয়াতীম ও মিসকীনদের সাথে কি ধরনের আচরণ করা উচিৎ? জানালে উপকৃত হব।

-মীযানুর রহমান
মৈশালা, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ এদের প্রতি সর্বদা দয়ার্দ্য আচরণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কেবল তাঁর বাণীর মাধ্যমে নয়, বরং বাস্তব জীবনে তাদের প্রতি সম্মান, ভালবাসা ও স্নেহ-মমতা প্রদর্শন করে গেছেন, যা ছিল অনুকরণীয় ও অতুলনীয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'বিধবা ও মিসকীনের লালন-পালনকারী আল্লাহ্র রাস্তায় প্রচেষ্টাকারীর ন্যায়'। রাবী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি একথাও বলেছেন যে, ঐ ব্যক্তি আলস্যহীন ছালাত আদায়কারী ও বিরতিহীন ছিয়াম পালনকারীর ন্যায়' (*মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৫১ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়*)। সাহ্ল বিন সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমি ও ইয়াতীমের তত্ত্বাবধায়ক, চাই সে নিজের বংশের হৌক বা বাইরের হৌক, জান্নাতে এভাবে থাকব। একথা বলে তিনি নিজের শাহাদত ও মধ্যমা অঙ্গুলি দু'টি একত্রিত করে দেখালেন (*বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২; বিস্তারিত দেখুনঃ দরসে কুরআন 'নারীর সামাজিক অবস্থান' এপ্রিল-মে ২০০২*)।

প্রশ্নঃ (৩৪/১১৪)ঃ প্রাইমারী ও হাইস্কুলের 'ইসলাম শিক্ষা' বইয়ে যে ছালাত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, তা ছহীহ হাদীছে নেই। এছাড়াও শবেবরাত ও তার ফযীলত সম্বলিত হাদীছও পড়ানো হয়। এগুলি মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় না লিখলে আবার নম্বরও পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় ছহীহ হাদীছপন্থী ছাত্র-ছাত্রীদের করণীয় কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুছ ছামাদ
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ প্রাইমারী স্কুল, হাইস্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদরাসাগুলিতে যেসব ধর্মীয় বই পড়ানো হয়, সেগুলি নির্দিষ্ট একটি মাযহাবের বই। যাতে অধিকাংশ দো'আ ও ধর্মীয় বিধি-বিধান জাল, যঈফ ও নিজেদের রচিত নিয়মের ভিত্তিতে লেখা। ফলে পরীক্ষার সময় বইয়ে যা থাকে, তা না লিখলে নম্বর দেওয়া হয় না। এমতাবস্থায় বেঠিক হ'লেও বইয়ে যেটা আছে, সেটাই লিখলে গোনাহ হবে না বলে আশা করা যায়। কারণ এটি বাধ্যগত অবস্থা। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' (*তাগাবুন ১৬*)। তবে এসবের প্রতিবিধানের জন্য ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের পক্ষ হ'তে সরকারের নিকটে জোরালো দাবী উত্থাপন করা উচিত। নইলে অন্যায়কে নীরবে সমর্থন করার জন্য আখেরাতে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩৫/১১৫)ঃ আমাদের কোন সন্তান-সন্ততি না হওয়ায় আমি দ্বিতীয় বিয়ে করতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু বর্তমানে সন্তান-সন্ততি ফিৎনা মনে হচ্ছে। ফলে দ্বিতীয় বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমার চিন্তাধারা সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
চাঁদপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ,
গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ডাক্তারী পরীক্ষার মাধ্যমে স্ত্রী বন্ধ্যা প্রমাণিত হ'লে বংশধারা অব্যাহত রাখার জন্য দ্বিতীয় বিয়ে করা উচিৎ। কিছু সংখ্যক লোকের সন্তান-সন্ততি দেখে তাদেরকে ফিৎনা মনে হ'লেও তাক্বদীরের খবর কেউ জানে না। কারণ সন্তান-সন্ততি হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত নে'মত বা বিশেষ অনুগ্রহ। আল্লাহ বলেন, 'ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা...' (*কাহ্ফ ৪৬*)। সন্তান-সন্ততি হচ্ছে বংশ রক্ষার মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল থেকে তোমাদেরকে সন্তান-সন্ততি ও পৌত্র-পৌত্রী দান করেছেন' (*নাহল ৭২*)। তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি (তোমাদের জন্য) পরীক্ষা স্বরূপ। আল্লাহ্র নিকটেই রয়েছে

মহান পুরস্কার *(তাগাবুন ১৫)*। এ আয়াতে 'ফিৎনা' অর্থ ফাসাদ নয় বরং পরীক্ষা। অতএব, বিবাহ থেকে বিরত থাকা উচিৎ নয়।

প্রশ্নঃ (৩৬/১১৬)ঃ প্রথম আঘাতে টিকটিকি মারতে পারলে ১০০ নেকী পাওয়া যাবে- কথাটি কি ঠিক?

-মুহাম্মাদ আলী
কলারোয়া বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উল্লেখিত বাক্যটি ছহীহ হাদীছের অংশ বিশেষ। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রথম আঘাতে টিকটিকি মারতে পারলে ১০০, দ্বিতীয় আঘাতে তার চেয়ে কম, তৃতীয় আঘাতে তার চেয়ে কম নেকী পাবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১২১ 'শিকার ও যবেহ' অধ্যায়)*। টিকটিকি মারার কারণ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'টিকটিকি ইবরাহীম (আঃ)-এর বিরুদ্ধে আগুনে ফুঁক দিয়েছিল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১১৯ 'কোন্ কোন্ বস্তু খাওয়া হালাল ও হারাম' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য, অনেকেই গিরগিটি *(যা কোন কোন এলাকায় কাঁকলাস, রক্তচোষা, ডাহিন ইত্যাদি বলে পরিচিত, যা ইচ্ছামত রং বদলায়)* মারতে বলেন। এটি ঠিক নয়। কারণ আরবী ভাষায় وَزَغٌ শব্দের অর্থ টিকটিকি, গিরগিটি কিংবা কাঁকলাস নয়। গিরগিটির আরবী হচ্ছে حِرْبَاءٌ যেটাকে এদেশে মারা হয় *(দেখুনঃ আল-মুনজিদ ১২৫ পৃঃ; আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব ছবিসহ দ্রঃ)*। উল্লেখ্য যে, টিকটিকির লেজ পুড়িয়ে নেশাকর বস্তু তৈরী করা হয়, যা মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

প্রশ্নঃ (৩৭/১১৭)ঃ জুম'আর দু'রাক'আত ফরয ছালাতে সূরা আ'লা এবং সূরা গাশিয়াহ না পড়লে সুন্নাত বিরোধী আমল হবে বলে জনৈক আলেম ফৎওয়া দিয়েছেন। বিষয়টির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সোলায়মান
পাওটানাহাট, পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ উল্লেখিত সূরা দু'টি ছাড়াও জুম'আর ছালাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা জুম'আ ও সূরা মুনাফিকূন পাঠ করেছেন *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৪৪৬-৪৪৭)*। অতএব নির্দিষ্টভাবে ঐ দু'টি না পড়লে সুন্নাত বিরোধী আমল হবে বলা ঠিক নয়। অন্য সূরা পড়াও জায়েয আছে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'কুরআনের যতটুকু তোমাদের জন্য সহজ হয়, ততটুকু পাঠ কর' *(মুযযাম্মিল ২০)*। তবে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) জুম'আর ছালাতে যে সূরাগুলি পড়েছেন, সেগুলি পড়াই সুন্নাত।

প্রশ্নঃ (৩৮/১১৮)ঃ কুরআন পড়তে পারি কিন্তু অর্থ বুঝি না। এতে কি আমার নেকী হবে?

-আব্দুস সাত্তার
বাঙ্গাবাড়ী, রহণপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কুরআনের অর্থ না বুঝে তেলাওয়াত করলেও প্রতিটি হরফের বিনিময়ে দশটি করে নেকী পাওয়া যাবে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ করবে, সে একটি নেকী পাবে, যা তার দশগুণ হবে। 'আলিফ লাম মীম' একটি হরফ নয়; বরং 'আলিফ' একটি হরফ, 'লাম' একটি হরফ ও 'মীম' একটি হরফ' *(তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/২১৩৭ 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়)*।

তবে অর্থ বুঝে পড়ার উপর পবিত্র কুরআনে জোর তাকীদ রয়েছে। যাকে 'তাদাব্বুর' বলা হয়। আল্লাহ বলেন, 'তারা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে না? নাকি তাদের অন্তরসমূহ তালাবদ্ধ' *(মুহাম্মাদ ২৪)*। সুতরাং তেলাওয়াতের সাথে অর্থ বুঝে পড়া বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্নঃ (৩৯/১১৯)ঃ যিলহজ্জ মাসে আরাফার ছিয়াম ছাড়া অন্য ছিয়াম পালন করার বিধান আছে কি?

-শরীফা সুলতানা
মহিষবাথান, খোকসা, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ যিলহজ্জ মাসের প্রথম থেকে ধারাবাহিকভাবে ৯ দিন ছিয়াম পালন করা সম্পর্কে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। এছাড়াও প্রতি মাসে তিনদিন আইয়ামে বীয-এর নফল ছিয়াম এবং প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবারে নফল ছিয়াম পালন করা যায়' 'যিলহাজ্জ মাসের প্রথম দশকের নেক আমল অন্য সময়ের নেক আমলসমূহের চেয়ে এমনকি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদের চেয়েও উত্তম। তবে শহীদগণের কথা স্বতন্ত্র' *(ছহীহ আবুদাউদ হা/২১২৮-২১৩০ 'ছিয়াম' অধ্যায়; বুখারী, মিশকাত হা/১৪৬০ 'ছালাত' অধ্যায় 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য যে, আরাফার দিনের ছিয়াম উপরোক্ত ৯টি ছিয়ামের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও সোম ও বৃহস্পতিবারের ছিয়াম বার মাস রাখা যায়, যদি নিষিদ্ধ দিনসমূহের মধ্যে না পড়ে *(দ্রঃ প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ২৬/২৩৬ এপ্রিল ২০০১)*।

প্রশ্নঃ (৪০/১২০)ঃ মহিলারা কি হাঁস-মুরগী ইত্যাদি যবেহ করতে পারে? স্বামী-স্ত্রী নাপাক অবস্থায় উক্ত পশুগুলি যবেহ করতে পারে কি?

-মাশকূরা মাহমূদা
মিহালীহাট, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ যে কোন মুসলিম মহিলা বা পুরুষ পবিত্র অবস্থায় হৌক বা অপবিত্র অবস্থায় হৌক, ওযূ থাক বা না থাক 'বিসমিল্লাহ' বলে যেকোন হালাল পশু যবেহ করতে পারে *(বুখারী, মিশকাত হা/৪০৭২ 'শিকার ও যবেহ' অধ্যায়)*। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'তোমরা যা জীবিত যবেহ করেছ (তা তোমাদের জন্য হালাল) *(মায়েদাহ ৩)*। পবিত্র-অপবিত্র সকল মুসলিম নর-নারী অত্র আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। অত্র আয়াতের আলোকে ইবনু হাযম বলেন, 'অপবিত্র, ঋতুবতী, ফাসেক্ব সকলেই পশু যবেহ করতে পারে' *(মুহাল্লা ৬/১৪২ পৃঃ; দ্রঃ প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ১৬/১৪১ জুন '৯৯)*।

মাসিক

আত-তাহরীক

৭ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী ২০০৪

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

এবং মৃতের জন্য আল্লাহ্র দরবারে কিছু আরয করা। অথচ আমি কিছুই বললাম না, শুধু গাড়ী গাড়ী ফুল শহীদ মিনারের পাদমূলে ঢেলে দিলাম। ফুলের সুবাসে আল্লাহ খুশী হয়ে শহীদদের জন্য জান্নাত দিবেন কি? দৃশ্যতঃ তাই মনে হয়।

শহীদ মিনারে যা করা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ অন্ধ-বিশ্বাস। এর কোনই মূল্য নেই। বড়ই আফসোস! দেশের যারা কর্ণধার এবং যাদের অঙ্গুলি সংকেতে অনেককিছু সংঘটিত হ'তে পারে এবং হয়েও থাকে, তারাই যদি অন্ধ বিশ্বাসে বিশ্বাসী হন, তাহ'লে সাধারণ মানুষের বেলায় কি-না হ'তে পারে? এভাবেই ভিত্তিহীন আমলের প্রসারতা বেড়ে চলেছে।

আরেকটি কথা। শহীদ মিনারে শহীদদের মরদেহ সমাধিস্থ করা নেই। এমনিতেই শহীদদের উদ্দেশ্যে একটি বেশ আড়ম্বরপূর্ণ সৌধ নির্মাণ করে নাম দেওয়া হয়েছে শহীদ মিনার। শরী'আতের দৃষ্টিতে এটি একটি সর্বতোভাবে ভুয়া কার্যক্রম। মিনার সৃষ্টির পর থেকে যত পুষ্পস্তবক এতে অর্পণ করা হয়েছে, সেগুলি সংরক্ষিত করে রাখা গেলে শহীদ মিনারের বেয়েও আরো অনেক বেশি স্তূপ হয়ে যেত। অথচ এতে শহীদদের আত্মার কোনই ফায়দা হয়নি, যারা অর্পণ করেছেন তাদের আত্মারও ফায়দা অর্জিত হয়নি এবং এ কাজের মাধ্যমে কখনও ফায়দা অর্জিত হবে না। ফায়দা অর্জিত হবে প্রিয় নবী (ছাঃ) প্রদর্শিত পথে চললে। প্রিয় দেশবাসী! আসুন, শহীদদের জন্য প্রাণ খুলে দো'আ করি। অন্ধ বিশ্বাসের আবেগে আপ্লুত না হয়ে প্রিয় নবীর প্রদর্শিত পথে আমল করি।

❑ *মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সাং- বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

জ্ঞানের আলো আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা মাসিক **'আত-তাহরীক'** বর্তমান উন্নত সভ্যতার এক অনন্য অবদান। **আত-তাহরীক** বর্তমান বিশ্বে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে চলেছে। অশ্লীলতা ও নগ্নতার কালো থাবায় যখন ছাত্র ও যুব সমাজ জর্জরিত, এমনি মুহূর্তে অহি ভিত্তিক সমাজ গড়ার দৃপ্ত শপথ নিয়ে এগিয়ে চলেছে **আত-তাহরীক**। এর প্রতিটি বিষয় পাঠকের হৃদয়ে স্পন্দন জাগায়। **আত-তাহরীক** ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রতিমূর্তি। সত্যিই এ যেন হতাশায় উৎসাহ। তাই সকলকে **আত-তাহরীক** পড়ার অনুরোধ রইল। মহান আল্লাহ আত-তাহরীক-এর অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখুন- আমীন।

❑ *মুহাম্মাদ শু'আইব আলী*
সাং- দুবইল (পূর্বপাড়া)
মান্দা, নওগাঁ।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/১২১)ঃ একটি বইয়ে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বংশধরের প্রতি ওশর, যাকাত, ফিৎরা ও ছাদাক্বা হারাম। ছহীহ দলীলের আলোকে এ কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন। আর 'বংশ' বলে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে?

-মুঈনুদ্দীন আহমাদ
মহানন্দখালী, নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তরঃ বক্তব্যটি সঠিক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা বলেন, 'নিশ্চয়ই এগুলি ছাদাক্বা..., রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য এবং তার বংশধরের জন্য হালাল নয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৮২৩, 'যাকাত' অধ্যায়, 'যাদের জন্য ছাদাক্বা হালাল নয়' অনুচ্ছেদ)*। হাসান ইবনু আলী (রাঃ) ছাদাক্বার খেজুর মুখে দিলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে তা মুখ হ'তে ফেলে দিতে বাধ্য করেন এবং বলেন, হাসান তুমি জান না? আমরা ছাদাক্বা খাইনা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮২২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর 'বংশ' বলে আলী, আব্বাস, জা'ফর, আক্বীল ও হারিছের সন্তানদেরকে বুঝানো হয়েছে *(বুলূগুল মারাম হা/৫৯১ -এর ব্যাখ্যা)*। অর্থাৎ দাদা আবদুল মুত্ত্বালিব বিন হাশিম-এর দুই পুত্র আব্বাস ও হারিছের বংশ এবং চাচা আবু ত্বালিবের তিন পুত্র আলী, জা'ফর ও আক্বীল-এর বংশ' *(মির'আতুল মাফাতীহ হা/১৮৩৭ এর ব্যাখ্যা, ৬/২১৪)*। উল্লেখ্য যে, বিশ্বস্ত ও সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে পিতার দিক দিয়ে উপরোক্ত ব্যক্তিগণের বংশধরের সাথে রক্ত সম্পর্ক না থাকলে কাউকে 'কুরায়শী' বলা যাবে না এবং তার উপরে ছাদাক্বাও হারাম করা যাবে না।

প্রশ্নঃ (২/১২২)ঃ যে সমস্ত সূরার শেষ আয়াতে সিজদা রয়েছে, সেগুলি ছালাতের মধ্যে শেষ করলে কিভাবে সিজদা করতে হবে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাহমূদা খানম
সত্যজিৎপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ সূরা শেষ করে তাকবীরের মাধ্যমে সিজদায় যেতে হবে। অতঃপর সিজদা শেষে তাকবীর দিয়ে উঠে দাঁড়ানোর পর রুকূতে যেতে হবে। তবে ইচ্ছা করলে সিজদা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে যেকোন সূরা বা সূরার অংশ পড়া যাবে *(হাইআতু কেবারিল ওলামা ১/২৯৭ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩/১২৩)ঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' (ডক্টরেট থিসিস)-এর ১৩৯ পৃঃ ৫ নম্বরের 'ক'-এ উল্লেখ রয়েছে, বিয়ে করার পর মিলনের পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে শ্বাশুড়ীকে বিয়ে করলে বিবাহ শুদ্ধ

হবে না। কিন্তু 'আত-তাহরীক' সেপ্টেম্বর ২০০২ সংখ্যায় ২২/৩৮২ নং প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে, বিয়ে সিদ্ধ হবে। কোন্টি সঠিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাহমূদা
পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ থিসিসের বক্তব্যই সঠিক *(নিসা ২৩)*। তবে আত-তাহরীকের উক্ত সংখ্যার প্রশ্ন ও উত্তর উভয়টিতে ভুল ছিল যা পরবর্তী অক্টোবর '০২ সংখ্যায় সংশোধনী দেওয়া আছে *(ঐ, ৬ষ্ঠ বর্ষ ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৫৬)*।

প্রশ্নঃ (৪/১২৪)ঃ আমার স্ত্রী ছালাত আদায় করে না। আমার অনুমতি ব্যতীত যেখানে সেখানে যায়। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-ছানাউল্লাহ
চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় তাকে বার বার উপদেশ দান করতে হবে। পরকালীন ভয়াবহ শাস্তির কথা বলতে হবে। শেষ পর্যন্ত সংশোধন না হ'লে তাকে রাখা না রাখা আপনার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ব্যাপার। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যাদের মধ্যে অবাধ্যতার আশংকা কর, তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা পৃথক কর এবং প্রহার কর। যদি তাতে তারা বাধ্য হয়, তবে তাদের জন্য অন্য কোন পথ অনুসন্ধান কর না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবার উপরে শ্রেষ্ঠ' *(নিসা ৩৪)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এসব পন্থা অবলম্বন করার পর স্ত্রী সংশোধন না হ'লে তালাক দেওয়া যায়।

প্রশ্নঃ (৫/১২৫)ঃ নফল ছালাতে তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা পড়তে হবে কি?

-মনযূর হুসাইন
মাষ্টারপাড়া, নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ফরয বা নফল যে ছালাতই হোক তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা পড়া সুন্নাত। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকবীর ও ক্বিরা'আতের মাঝে চুপ থাকতেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তাকবীর এবং ক্বিরা'আতের মাঝে চুপ থেকে কি বলেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'আল্লা-হুম্মা বা'ইদ বাইনী.. বলি' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮১২)*। আলোচ্য বর্ণনায় কোন খাছ ছালাতের কথা উল্লেখ করা হয়নি। অতএব ফরয ছালাত হৌক বা নফল ছালাত হৌক তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা পড়া সুন্নাত।

প্রশ্নঃ (৬/১২৬)ঃ জনৈক পরিচিত বক্তা এক তাফসীর মাহফিলে বলেন, তেঁতুল গাছ, ঝাউগাছ ও বাবলা গাছ মানুষের প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করা নিষেধ। বিষয়টির সত্যতা জানতে চাই।

-শফীকুল ইসলাম
দারুসা বাজার, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন। তাফসীরের নামে এ ধরনের বেদলীল ও মিথ্যা বক্তব্য থেকে মুসলমানদের সর্বদা সাবধান থাকা অত্যাবশ্যক।

প্রশ্নঃ (৭/১২৭)ঃ মুসাফির ব্যক্তি মুক্বীমের ইমামতি করতে পারে কি?

-শহীদুল্লাহ
মোহাম্মদপুর আল-আমীন জামে মসজিদ
ঢাকা।

উত্তরঃ মুসাফির ব্যক্তি মুক্বীমের ইমামতি করতে পারেন। ইমরান ইবনু হুসায়েন (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা বিজয়ের বছর ১৮ দিন মক্কায় ছিলেন। তিনি মাগরিব ব্যতীত অন্যান্য ছালাত দু'রাক'আত করে আদায় করতেন। অতঃপর বলতেন, 'হে মক্কাবাসী! তোমরা দাঁড়াও এবং বাকী দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর। নিশ্চয়ই আমরা মুসাফির' *(আহমাদ, নায়লুল আওত্বার ৩/১৭৭ পৃঃ, 'মুক্বীমের জন্য মুসাফিরের ইক্বতেদা' অনুচ্ছেদ)*। অনুরূপভাবে ওমর (রাঃ) মক্কায় আসলে তাদেরকে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করাতেন এবং বলতেন, 'হে মক্কাবাসী! তোমরা তোমাদের ছালাত পূর্ণ কর, আমরা মুসাফির' *(মুওয়াত্ত্বা, নায়ল ৩/১৭৭ পৃঃ; হাইআতু কেবারিল ওলামা ১/৩১৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৮/১২৮)ঃ 'খোলা তালাক' গ্রহীতা মহিলার তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার কিছু দিন পূর্বে অন্যত্র বিবাহ সম্পন্ন হ'লে জনৈক আলেম বলেন, এ বিবাহ বৈধ হয়নি। এতে বরং সাক্ষীদ্বয় ও উকীলের স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুস্তাফীযুর রহমান
জয়ন্তীবাড়ী, কামারপাড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ উক্ত বিবাহ বৈধ হয়েছে। কারণ 'খোলা তালাক' গ্রহীতা মহিলার ইদ্দত হচ্ছে এক ঋতু বা এক মাস। ছাবিত ইবনু ক্বায়েসের স্ত্রী 'খোলা তালাক' গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার ইদ্দত নির্ধারণ করেন এক হায়েয' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, বুলূগুল মারাম হা/১০৬৬ 'খোলা তালাক' অনুচ্ছেদ)*। আর এ বিবাহের কারণে সাক্ষীদ্বয় ও উকিলের স্ত্রী তালাক হয়ে গেছে বলে ফৎওয়া দেওয়া স্রেফ মূর্খতা বৈ কিছুই নয়।

প্রশ্নঃ (৯/১২৯)ঃ গলায় 'টাই' ঝুলানো যাবে কি? ছহীহ দলীলের আলোকে জানতে চাই।

-তাযীরুল ইসলাম
এশিয়ান প্রি ক্যাডেট কলেজ
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ 'টাই' খৃষ্টানদের 'ক্রুশ' ঝুলানোর সাথে সামঞ্জস্যশীল এক বিশেষ পোশাক। যার বিরোধিতা করা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে

ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*।

প্রশ্নঃ (১০/১৩০)ঃ আমি এক ব্যক্তির নিকট কিছু টাকা কর্য নিয়েছিলাম। এখন তাকে খুঁজে পাচ্ছি না, পাওয়ার সম্ভাবনাও নেই। এক্ষণে আমার করণীয় কি?

-লাবীব
বড় কুঠিপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ মালিক খুঁজে না পাওয়া গেলে কিংবা তাকে বা তার উত্তরাধিকারী কাউকে পাওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে উক্ত ব্যক্তির নামে তা আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করে দিতে হবে *(মুগনী ৮/৩২০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১১/১৩১)ঃ লাঠি হাতে নিয়ে খুৎবা দেওয়ার শারঈ বিধান কি? খুৎবা বাংলায় দেওয়া যাবে কি?

-মুছল্লীবৃন্দ
কোন্দা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ লাঠি হাতে খুৎবা দেওয়া সুন্নাত *(আবুদাঊদ, বুলূগুল মারাম হা/৪৬৩, ছহীহ আবুদাঊদ হা/৯৭১)*। খুৎবার উদ্দেশ্য যেহেতু মানুষকে উপদেশ দান সেকারণ স্ব স্ব ভাষায় খুৎবা দেওয়া অপরিহার্য *(ইবরাহীম ৪; ইবনু উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, ফাৎওয়া নং ৩২৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'খুৎবাতেই কুরআন পড়তেন এবং মানুষকে উপদেশ দিতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৫ 'জুম'আর খুৎবা ও ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খুৎবা কেবল আরবীতে হওয়াই সুন্নাত নয়; বরং মুছল্লীদের বোধগম্য ভাষায় হওয়াই শরী'আত সম্মত।

প্রশ্নঃ (১২/১৩২)ঃ আমাদের মসজিদ সংকীর্ণ হওয়ায় এর সংলগ্ন আরেকটি মসজিদ নির্মান করতে চাচ্ছি। কিন্তু মাঝে দুইটি কবর পড়ে যাচ্ছে। একটির বয়স ৫ বছর অপরটির বয়স ৩০ বছর। অনেকেই বলছেন, দুই মসজিদ একত্র না হ'লে পরবর্তী মসজিদ জায়েয হবে না। এখন আমাদের করণীয় কি?

-কওছার
রাণীনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ কবর দু'টি স্থানান্তর করে সম্পূর্ণ জমির উপর মসজিদ নির্মাণ করা যায় *(বুখারী ১/১৮০ 'জানাযা' অধ্যায়, 'কবর হ'তে লাশ বের করা যায় কি?' অনুচ্ছেদ)*। অথবা পূর্বের মসজিদের স্থান বিক্রি করে পৃথক স্থানে মসজিদ নির্মাণ করা যেতে পারে এবং উক্ত জমির যায়। এছাড়া সে স্থানের আয় উপার্জনও পরবর্তী মসজিদে লাগানো যায়।

প্রশ্নঃ (১৩/১৩৩)ঃ আমরা জানি মৃত ব্যক্তির নামে একত্রিত হয়ে দো'আ করা, কুরআন খতম, চল্লিশা, কবরস্থানে মিষ্টি বিতরণ ও পশু যবেহ করে মানুষকে খাওয়ানো বিদ'আত। কিন্তু 'আত-তাহরীক' মে'৯৯ সংখ্যার ২৯ পৃষ্ঠায় 'ছাহাবা চরিত' কলামে বলা হয়েছে, 'যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পরে তাঁর কাফন-দাফন শেষে মারওয়ান ইবনুল হাকাম প্রদত্ত ভেড়াটি যবেহ করে যায়েদ (রাঃ)-এর ছেলেরা মানুষদেরকে খাওয়ায়'। এ বিষয়ে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম
রেযওয়ানুল উলূম আলিম মাদরাসা
চুয়া মল্লিকপাড়া, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির নামে উল্লেখিত অনুষ্ঠানাদি পালন করা বিদ'আত। কেননা শরী'আতে এর কোন দলীল নেই *(ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ১/২৭৭-৭৮ পৃঃ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতের মধ্যে এমন কোন কাজ করল যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুসলিম ২/৭৭ পৃঃ, 'মীমাংসা' অধ্যায়)*।

যায়েদ বিন ছাবিত (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পরে তাঁর ছেলেদের কর্তৃক পালিত যে অনুষ্ঠানের কথা তাঁর জীবনীতে উল্লেখিত হয়েছে, এর সূত্র মুহাদ্দিছগণের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা উক্ত হাদীছের সনদে মুহাম্মাদ ইবনু ওমর ইবনু ওয়াক্বেদ আল-আসলামী নামক একজন বর্ণনাকারী রয়েছে, যে ব্যক্তি পরিত্যক্ত (متروك) *(ইবনু হাজার, তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৪৯৮)*।

উল্লেখ্য, ফাতাওয়া ও মাসায়েলের ক্ষেত্রে হাদীছ ছহীহ হওয়া আবশ্যক। এজন্য মুহাদ্দিছগণ এসব ক্ষেত্রে হাদীছের ছহীহ-যঈফ যাচাই করে থাকেন। কিন্তু ঐতিহাসিক কোন ঘটনা বর্ণনা কিংবা জীবন চরিত রচনার ক্ষেত্রে লেখকগণ অনেক সময় পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই জীবনী লিখে থাকেন। অতএব সঠিকভাবে যাচাই সাপেক্ষে বিশুদ্ধ বিষয়গুলিই সর্বদা গ্রহণযোগ্য।

প্রশ্নঃ (১৪/১৩৪)ঃ ছালাতের জন্য কাতারবন্ধ হয়ে দাঁড়ানোর সময় ইমাম ছাহেব বাচ্চাদেরকে পেছনে দাঁড়াতে বলেন। কারণ জানতে চাইলে বলেন, বাচ্চাদের পাশে ছালাত হয় না। ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাহমূদুল হাসান
টি,এস,পি কলোনী জামে মসজিদ
উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ ইমাম ছাহেবের উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। পুরুষের কাতারের পেছনে বাচ্চাদের দাঁড়ানো মর্মে যে হাদীছটি এসেছে তা যঈফ *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১১৫)*। তবে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী কাতারে দাঁড়ানোর সঠিক পদ্ধতি হ'ল 'জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ ইমামের কাছাকাছি দাঁড়াবেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৮৯ 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ)*। অতএব কাতার পূরণের জন্য বাচ্চারা যেকোন স্থানে

দাঁড়াতে পারে।

প্রশ্নঃ (১৫/১৩৫)ঃ অধিক বিক্রির স্বার্থে দোকানদার কেরাম বোর্ড ক্রয় করে প্রতি 'গেম' দু'টাকা করে ভাড়া দিচ্ছে। এভাবে ব্যবসা করা বৈধ কি?

-আলহাজ্জ আব্দুর রহমান
রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ দোকানে অধিক বিক্রির উদ্দেশ্যে অবৈধ পন্থা গ্রহণ করা জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ঘাস বিক্রির উদ্দেশ্যে উদ্বৃত্ত পানি বিক্রি করা যাবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৮৫৯ 'নিষিদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়' অনুচ্ছেদ)*। অর্থাৎ পানি খরিদ করলেই তবে ঘাস খেতে দিবে, নইলে দিবে না। অনুরূপভাবে দোকানে অধিক বিক্রির উদ্দেশ্যে খেলা বা অন্য কোন অবৈধ কৌশল অবলম্বন করা জায়েয নয়।

প্রশ্নঃ (১৬/১৩৬)ঃ কূপের ভিতর ইঁদুর পড়ে মারা গেলে ঐ কূপের পানি দ্বারা ওযূ করা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে জায়েয হবে, কিন্তু তাঁর দুই ছাত্র আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদের মতে জায়েয নয়। ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাধান জানতে চাই।

-হারুণুর রশীদ
বায়তুল ইযযত, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'পানি যদি দুই 'কুল্লা' হয় তাহ'লে তা অপবিত্র হয় না' *(আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, দারেমী, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৭৭ 'পানি' অনুচ্ছেদ)*। অতএব কূপের পানি যদি দুই 'কুল্লা' অর্থাৎ ২২৭ কেজির কম হয়, তাহ'লে নাপাকী পড়ার কারণে তা অপবিত্র হয়ে যাবে। চাই তার স্বাদ, গন্ধ ও রং পরিবর্তন হৌক বা না হৌক।

আর যদি দুই 'কুল্লা' বা দুই 'কুল্লা'র বেশী হয় তাহ'লে তা অপবিত্র হবে না। কিন্তু পানির স্বাদ, গন্ধ ও রং তিনটি গুণের যেকোন একটির পরিবর্তন হ'লে তা অপবিত্র হয়ে যাবে *(বিস্তারিত দেখুনঃ ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, বুলূগুল মারাম হা/৪ 'পানি' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৭/১৩৭)ঃ ফরয ছালাতের পর ১৯ বার 'বিসমিল্লা-হ' পড়লে নাকি পুলছিরাত পার হওয়া সহজ হয়। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাঈমুন নাহার
৬৫ মালিটোলা রোড, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে ছহীহ বা যঈফ সূত্রে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে 'বিসমিল্লা-হ'-এর ফযীলত বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) থেকে একটি কক্তব্য এসেছে- 'যে ব্যক্তি ইচ্ছা পোষণ করে যে, আযাবের ১৯ জন ফেরেশতা হ'তে আল্লাহ তাকে পরিত্রাণ দেবেন, সে যেন 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' পড়ে। কারণ 'বিসমিল্লা-হ'-তে ১৯টি বর্ণ রয়েছে। আর প্রতিটি বর্ণ তার জন্য ঢাল স্বরূপ এবং উক্ত বর্ণ তাকে আযাবের ১৯ জন ফেরেশতা হ'তে বাঁচাবে' *(তাফসীরে কুরতুবী ১/৯২ পৃঃ 'বিসমিল্লা-হ' অনুচ্ছেদ)*। তবে উক্ত বর্ণনার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ইমাম কুরতুবী কোন মন্তব্য করেননি। তবে ইবনু আত্বিয়াহ মন্তব্য করেন যে, هذا من مُلَح التفسير 'এগুলি চটপদার তাফসীরের অন্তর্ভুক্ত' (ঐ)।

প্রশ্নঃ (১৮/১৩৮)ঃ 'যে বছর রামাযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হবে, সে বছর ইমাম মাহদীর আবির্ভাব ঘটবে' (মিশকাত) হাদীছটি কি ছহীহ? কারণ আগামী রামাযানে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ অনুষ্ঠিত হ'তে যাচ্ছে।

-ইউসুফ বিন একরামুল হক
নিজপাড়া, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মিশকাত বা অন্য কোন হাদীছগ্রন্থে উক্ত মর্মে বর্ণনা পাওয়া যায় না; বরং এর বিরোধী হাদীছ এসেছে। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্‌র নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন। উভয়ই কারো জন্ম বা মৃত্যুর কারণে গ্রহণগ্রস্ত হয় না' *(বুখারী, মুসলিম মিশকাত হা/১৪৮৩ 'সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। অতএব সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণের সাথে ইমাম মাহদীর জন্ম বা আবির্ভাবের কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্নঃ (১৯/১৩৯)ঃ জনৈক আলেমের নিকটে ছালাতের ভিতর ক্ষত স্থানের পট্টি খুলে যাওয়ার বিধান জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে ছালাত নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু তাঁর দুই ছাত্রের মতে ছালাত নষ্ট হবে না। তিনি আরো বলেন, আমরা ইমাম আবু হানীফার মতটাই গ্রহণযোগ্য মনে করি। এক্ষণে ছহীহ হাদীছের আলোকে এর সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হারুণুর রশীদ
বায়তুল ইযযত, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ ছালাত অবস্থায় পট্টি খুলে গেলে ছালাত বিনষ্ট হবে না। কেননা পট্টি খুলে যাওয়া ওযূ ভঙ্গের কারণ সমূহের অন্তর্ভুক্ত নয় *(মুহাম্মাদ ইবনু ছালেহ আল-উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃঃ ২৩৩)*। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) পট্টির উপর মাসাহ করেছেন মর্মে ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে *(মির'আতুল মাফাতীহ ২/২৩০ পৃঃ 'ত্বাহারৎ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২০/১৪০)ঃ জান্নাতে মোট কয়টি স্তর হবে? সর্বোচ্চ স্তরের জান্নাতটির নাম কি?

-সাজ্জাদুর রহমান
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ উবাদাহ ইবনু ছামেত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতের স্তর হবে একশ'টি। প্রত্যেক স্তরের মাঝের ব্যবধান হবে আসমান ও যমীনের দূরত্বের

সমান। তবে জান্নাতুল ফেরদাউসের স্তর হবে সর্বোচ্চে। তা থেকে প্রবাহিত হবে চারটি ঝর্ণাধারা এবং তার উপরেই থাকবে আল্লাহ্‌র 'আরশ'। সুতরাং তোমরা যখন আল্লাহ্‌র নিকটে কিছু চাইবে, তখন জান্নাতুল ফেরদাউস চাইবে' *(বুখারী, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬১৭ 'জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের বিবরণ' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ ১০ খণ্ড হা/৫৩৭৬; দ্রঃ দরসে কুরআন 'জান্নাতের বিবরণ' সেপ্টেম্বর ২০০০)*।

প্রশ্নঃ (২১/১৪১)ঃ শখ করে টিয়া, ময়না বা যেকোন ধরনের পাখি পোষা যাবে কি?

-লিমা
পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ অপ্রাপ্ত বয়স্করা শখ করে পাখি পুষতে পারে। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতেন। এমনকি একদিন আমার ছোট ভাইকে বললেন, হে আবু উমায়ের! তোমার ছোট বুলবুলিটির কি হ'ল? (উল্লেখ্য যে,) তার একটি ছোট বুলবুলি পাখি ছিল, যার সাথে সে খেলা করত। এটি তখন মারা গিয়েছিল' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৮৮৪, 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'হাসি-ঠাট্টা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২২/১৪২)ঃ সাত/আট বছরের ছেলেদের পুকুরে বা নদীতে উলঙ্গ হয়ে গোসল করা কি ঠিক?

-মুহাম্মাদ শু'আয়েব আখতার
প্রেমতলী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ সাত/আট বছর বয়সের ছেলেদের উলঙ্গ হয়ে গোসল করা বা চলাফেরা করা উচিৎ নয়। ছোট থেকে সতর ঢাকার অভ্যাস করতে হবে। মিসওয়ার ইবনু মাখরামা (রাঃ) বলেন, আমি একদা একটি ভারী পাথর নিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার পরনের কাপড় খুলে গেলে আমি তা ধরতে পারলাম না। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, কাপড় পরিধান কর। উলঙ্গ হয়ে চল না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১২২ 'বিবাহ' অধ্যায় 'পাত্রী দেখা, আবরণীয় অঙ্গ ও পর্দা' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য, উক্ত ছাহাবীর বয়স তখন ৭/৮ বছর ছিল *(বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৬ খণ্ড, হা/২৯৮৮-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৩/১৪৩)ঃ কুরবানী করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী না করলে ঈদের ছালাতে শরীক হ'তে কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কি?

-এহসানুল্লাহ
সাং বারোতলা, শ্রীপুর, গাযীপুর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তীও না হয়' *(আহমাদ, সনদ হাসান, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৩২; বুলূগুল মারাম হা/১৩৪৯ 'কুরবানী' অধ্যায়)*। তবে এ শ্রেণীর লোক ঈদগাহে গিয়ে ছালাত আদায় করলে ছালাত হয়ে যাবে। কেননা উক্ত হাদীছে ছালাত আদায়ে নিষেধ বুঝানো হয়নি; বরং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না এমন ব্যক্তিদের সতর্ক করা হয়েছে মাত্র।

প্রশ্নঃ (২৪/১৪৪)ঃ জনৈক আলেম বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'চাকু দিয়ে গোশত কেটে খাবে না বরং দাঁত দ্বারা ছিঁড়ে খাও'। হাদীছটির সত্যতা জানতে চাই।

-শামীমা সুলতানা
চাকলা, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ হাদীছটি যঈফ। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, তোমরা ছুরি দ্বারা গোশত কেটে খেয়োনা। কেননা এটি আজমী (অনারব) দের অভ্যাস। বরং দাঁত দ্বারা ছিঁড়ে খাও। কারণ এটি বেশী স্বাদকর এবং হযমের জন্য উত্তম' *(যঈফ আবুদাঊদ ৩৭৭৮, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৪২১৫ 'খাদ্য' অধ্যায়; ঐ, বঙ্গানুবাদ ৮ম খণ্ড, হা/৪০৩১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাড় থেকে গোস্ত ছিঁড়ে খেয়েছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭ 'ত্বাহারৎ' অধ্যায় 'ঋতু' অনুচ্ছেদ)*। যদি আস্ত খাসি বা তার কোন অংশ ভুনা হয়, তবে ছুরি দিয়ে গোস্ত কেটে নিয়ে হাত দিয়ে খেতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এভাবে খেয়েছেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪২১৪, ৪২৩৬ 'খাদ্য' অধ্যায়)*। গোস্তের টুকরা ছোট হ'লে ছুরি দিয়ে বা কাটা চামচ দিয়ে খাওয়ার প্রয়োজন নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বদা ডান হাত দিয়েই খাদ্য গ্রহণ করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১৫৯ 'খাদ্য' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৫/১৪৫)ঃ 'এক্বামত' অর্থ কি? কাতার সোজা করে এক্বামত দিতে হবে, না এক্বামত দিয়ে কাতার সোজা করতে হবে? এক্বামত দেওয়ার ক্ষেত্রে ইমামের অনুমতির প্রয়োজন আছে কি?

-মাওলানা এ,কে,এম, আব্দুর রশীদ
সাং টোকনগর, পোঃ টোকনয়ন বাজার
গাযীপুর।

উত্তরঃ 'এক্বামত' অর্থ দাঁড় করানো। উপস্থিত মুছল্লীদেরকে ছালাতে দাঁড়িয়ে যাওয়ার জন্য 'এক্বামত' দিতে হয়। কাজেই এক্বামত দেওয়ার মাধ্যমেই কাতার সোজা করবে। আনাস (রাঃ) বলেন, ছালাতের এক্বামত হয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর এবং ভালভাবে পরষ্পরে মিলে দাঁড়াও' *(বুখারী, মিশকাত হা/১০৮৬, 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ 'তোমরা কাতার সোজা কর। কেননা কাতার সোজা করা ছালাতে দাঁড়ানোর অংশ' *(বুখারী, মুসলিম)*। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ 'ছালাতের পূর্ণতার অংশ' *(মিশকাত*

হা/১০৮৭)। এখানে إِقَامَةُ الصَّلَاةِ অর্থ প্রচলিত এক্বামত নয় বরং ছালাত পূর্ণাঙ্গ হওয়ার অংশ *(মির'আত হা/১০৯৩-এর ব্যাখ্যা, ৪/৭ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৬/১৪৬)ঃ আমার স্বামী নাপাক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। কিন্তু আমি লজ্জায় বল্লতে পারিনি। যার ফলে আমার স্বামীকে একটি গোসল দেওয়া হয় এবং কাফন-দাফন সম্পন্ন করা হয়। কিন্তু ফরয গোসল না দেওয়ার কারণে আমার ভয় হয়। এক্ষণে উক্ত গোসলে তার ফরয গোসল হয়েছে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

উত্তরঃ নাপাক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলেও মাইয়েতের জন্য একটি গোসলই যথেষ্ট। দুই গোসলের কোন প্রয়োজন নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একাধিক স্ত্রীর নিকটে গমন করার পর শেষে মাত্র একবারই গোসল করতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৫ 'ত্বাহারৎ' অধ্যায় 'অপবিত্র ব্যক্তির সঙ্গে মেলামেশা' অনুচ্ছেদ)*। কারণ গোসলের উদ্দেশ্য হ'ল পবিত্র করা। যা এক গোসল দ্বারাই হয়ে যায় *(মুগনী, ৩২২ পৃঃ; নভেম্বর '৯৯ প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ২২/৫২ দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্নঃ (২৭/১৪৭)ঃ আমার জমির পার্শ্বে অন্য লোকের জমি রয়েছে। ফলে আমার কিছু জমি সে জবরদখল করে নিয়েছে। এরূপ অন্যায়ের পরিণতি কি হবে?

-সেকান্দার আলী
গ্রাম ও পোঃ মোগলাহাট
লালমণিরহাট।

উত্তরঃ কেউ অন্যায়ভাবে কারো জমি বা অন্য কিছু জবরদখল করলে ক্বিয়ামতের দিন তার অবস্থা হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। সাঈদ ইবনু যায়েদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কারো এক বিঘত পরিমাণ যমীন জোর করে দখল করেছে, ক্বিয়ামতের দিন তার গলায় সাত তবক পরিমাণ যমীন বেড়ি রূপে পরিয়ে দেওয়া হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৯৩৮ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৮/১৪৮)ঃ জনৈক বক্তা এক মাহফিলে বললেন, একদা এক মহিলা তার ছোট সন্তানকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে এসে বলল, আমার ছেলেকে সকালে ও সন্ধ্যায় শয়তান আক্রমণ করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তখন ছেলেটির বুকে হাত বুলিয়ে দো'আ করলে ছেলেটি বমি করে। ফলে তার পেটের ভিতর হ'তে কালো কুকুর ছানার ন্যায় বের হয়ে পালিয়ে গেল'। বক্তা বললেন, হাদীছটি মিশকাতে আছে। আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, এটি হাদীছ, না কিচ্ছা। জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মোস্তফা কামাল
বামুন্দী বাজার, গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ উক্ত মর্মের হাদীছটি মিশকাতে 'মু'জেযা' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম দারেমী স্বীয় সুনানে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। হাদীছটি 'যঈফ' *(মিশকাত হা/৫৯২৩ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়, 'মু'জেযা' অনুচ্ছেদ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ১১তম খণ্ড হা/৫৬৭১)*।

প্রশ্নঃ (২৯/১৪৯)ঃ রাসূল (ছাঃ)-এর খাদেম আনাস (রাঃ)-এর নাকি শতাধিক সন্তান-সন্ততি ছিল? কথাটি কি সঠিক?

-আব্দুল খালেক
মহারাজপুর, নাটোর।

উত্তরঃ কথাটি সঠিক। একদা আনাস (রাঃ)-এর মাতা উম্মে সুলাইম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনার খাদেম আনাসের জন্য আল্লাহ্র কাছে দো'আ করুন। তখন তিনি এভাবে দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করে দাও। তুমি তাকে যা কিছু দান করবে তাতে বরকত দান কর'। আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমার প্রচুর ধন-সম্পদ হয়েছে এবং সন্তান-সন্ততির সংখ্যাও আজ প্রায় একশ' অতিক্রম করেছে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬১৯৯ 'সমষ্টিগতভাবে ফযীলতের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৯৪৮ ১১তম খণ্ড, ১৯৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩০/১৫০)ঃ তাবলীগ জামা'আতের জনৈক খত্বীব বললেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পরে বিশ রাক'আত ছালাত আদায় করবে তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন। হাদীছটি যঈফ হলে কারণ সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুছ ছবূর
বাখড়া, মোলামগাড়ীহাট
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ বর্ণিত হাদীছটি জাল। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এর সনদে ইয়াকূব ইবনু ওয়ালীদ আল-মাদানী নামে একজন মিথ্যুক রাবী রয়েছে। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, সে বড় মিথ্যুকদের একজন এবং সে হাদীছ জাল করত। এছাড়া অন্যান্য মুহাদ্দিছগণও তাকে মিথ্যুক বলেছেন *(দ্রঃ তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১১৭৪-এর টীকা; দেখুনঃ বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৩য় খণ্ড, হা/১১০৬-এর ব্যাখ্যা)*। অন্য বর্ণনায় ছয় রাক'আতের কথা এসেছে এবং যাকে ১২ রাক'আতের সমতুল্য বলা হয়েছে, মর্মের হাদীছটিও 'যঈফ'। এটি এদেশে 'ছালাতুল আউওয়াবীন' নামে খুবই ফযীলতের ছালাত হিসাবে প্রচলিত। হাদীছটির সংকলক ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীছটি 'গরীব'। ওমর বিন আবু খাছ'আম ব্যতীত অন্য কারুর হাদীছ থেকে আমরা এটা জানতে পারিনি। আমি (আমার উস্তাদ) মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল (ইমাম বুখারী)-কে বলতে শুনেছি যে, হাদীছটি

'মুনকার' এবং তিনি এটিকে কঠিনভাবে 'দুর্বল' বললেন। *(ঐ, হা/১১৭৩ 'সুন্নাত সমূহ ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩১/১৫১)ঃ সূরা ইয়াসীন পড়ার ফযীলত সম্পর্কীয় বহু হাদীছ শুনেছি, তন্মধ্যে একটি হ'ল- দশবার কুরআন খতম করার সমান নেকী পাওয়া যায়। এর সত্যতা জানতে চাই।

-মোশাররফ হোসাইন
রাজবাড়ী, মুরাদনগর, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত মর্মের হাদীছটি জাল। হাদীছটি নিম্নরূপঃ আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, প্রত্যেক বস্তুর হৃদয় আছে। কুরআনের হৃদয় হচ্ছে সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন একবার পড়বে, সে যেন ১০ বার কুরআন পড়ল *(তিরমিযী, দারেমী, হাদীছটি জাল; সিলসিলা যাঈফাহ হা/১৬৯, মিশকাত হা/২১৪৭ 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৫ম খণ্ড হা/২০৪৪)*।

প্রশ্নঃ (৩২/১৫২)ঃ অনেকে দুই সিজদার মাঝের দো'আটি সশব্দে পড়ে থাকেন। এটা কি ঠিক?

-মুহাম্মাদ আবেদ আলী
লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা একাগ্রতার সাথে আদায় করতে হয় এবং মুছল্লীগণ স্বীয় প্রতিপালকের সাথে চুপে চুপে কথা বলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই যখন তোমাদের কেউ ছালাতে দাঁড়ায় তখন সে তার প্রতিপালকের সাথে চুপে চুপে কথা বলে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৪৬ 'ছালাত' অধ্যায়)*। অতএব দুই সিজদার মাঝের দো'আটি চুপে চুপে পড়াই বাঞ্ছনীয়। তবে যেসব দো'আ সশব্দে পড়ার কথা হাদীছে এসেছে সেগুলি ব্যতীত। যেমন সশব্দে 'আমীন' বলা ইত্যাদি *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৮৪৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/১৫৩)ঃ নিজ জমিতে উৎপাদিত কিংবা ক্রয়কৃত খাদ্য ও মালামাল অনির্দিষ্টকালের জন্য গুদামজাত করা যায় কি?

-আব্দুল লতীফ
রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ নিজ জমিতে উৎপাদিত কিংবা ক্রয়কৃত খাদ্য ও মালামাল যাই হৌক না কেন তা নিজ পরিবার-পরিজনের ব্যয়ভার বহনের জন্য এক বছর গুদামজাত করতে পারে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/১৬৩ পৃঃ)*।

মালেক ইবনু আওস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, ... রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফাইয়ের মাল (বিনা যুদ্ধে কাফিরদের পরিত্যক্ত সম্পদ হ'তে অর্জিত মাল) থেকে নিজের ও পরিবার-পরিজনের জন্য এক বছরের খোরাক রেখে দিতেন এবং অবশিষ্ট মাল ভাল কাজে ব্যয় করতেন *(ছহীহ আবুদাঊদ ২৯৬৩, ২/২৩৬ পৃঃ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খাছ গনীমতের মাল' অনুচ্ছেদ)*। ইমাম শাওকানী বলেন, জনগণের ক্ষতির উদ্দেশ্যে মাল মওজুদ রাখা হারাম। সাধারণ অবস্থায় জায়েয। ইমাম সুবকীও অনুরূপ বলেন। ইবনু হাযম বলেন, স্বচ্ছলতার সময় মাল মওজুদ রাখলে সে গুনাহগার হবে না *(মুহাল্লা ৭/৫৭২, 'মওজুদদারী' অধ্যায়)*।

উল্লেখ্য যে, চল্লিশ দিনের বেশী খাদ্য-শস্য মজুদ না করার হাদীছগুলি সবই জাল *(সিলসিলা যাঈফাহ হা/৮৫৭-৫৯; দ্রঃ আত-তাহরীক ৫/৬ষ্ঠ সংখ্যা মার্চ ২০০২ প্রশ্নোত্তর ৩২/২০৭)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/১৫৪)ঃ কুরআনের অনেক অক্ষর ৩/৪ আলিফ টেনে পড়তে হয়। কিন্তু এর সঠিক সীমা না জানায় অনেকে ভুল পড়ে গোনাহগার হচ্ছে। ৩/৪ আলিফ বলতে কতটুকু সময় টেনে পড়তে হবে? এ বিষয়ে সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বোয়ালকান্দী, বেতীল বাজার
এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় যদি শব্দের উচ্চারণে অর্থের পরিবর্তন না ঘটে, তাহ'লে গোনাহগার হবে না। কিন্তু অর্থের পরিবর্তন ঘটলে অবশ্যই গোনাহগার হবে। ক্বারীদের মতে এক আলিফ (মাদ্দে আছলী)-র পরিমাণ হ'ল- হাতের ১ আঙ্গুলকে দ্রুত বা আস্তে নয় বরং মধ্যম গতিতে বন্ধ বা খুলতে যে সময় লাগে ততটুকু সময়। আবার কারো মতে, মানুষের স্বাভাবিকভাবে এক শ্বাস নিতে বা ছাড়তে যে সময় লাগে তাকে এক আলিফ পরিমাণ ধরা হয় *(জামালুল কুরআন ও ক্বিরাআতুল কুরআন)*। তবে যার যতটুকু শ্বাস বা দম আছে, সে ততটুকু টেনে পড়বে এ বক্তব্য ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (৩৫/১৫৫)ঃ কোন মুছল্লী এক সিজদা করে উঠে গেলে সে কি সিজদায়ে সহো করবে, না পুনরায় ছালাত আদায় করবে? তেমনি কোন মুছল্লী এক রাক'আতে তিনটি সিজদা করে ফেললে সিজদায়ে সহো কি যথেষ্ট হবে, না কি অন্য কোন বিধান আছে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাজমুল হুদা
সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাতে ভুলক্রমে কোন ওয়াজিব তরক হয়ে গেলে শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ শেষে সালাম ফিরানোর পূর্বে 'সিজদায়ে সহো' ওয়াজিব হবে। রাক'আতের গণনায় ভুল হ'লে বা সন্দেহ হ'লে কিংবা কমবেশী হয়ে গেলে অথবা ১ম বৈঠকে না বসে দাঁড়িয়ে গেলে এবং মুক্তাদীগণের মাধ্যমে ভুল সংশোধিত হ'লে সিজদায়ে সহো দেয়া আবশ্যক হয় *(শাওকানী, আস-সায়লুল জার্রার ১/২৭৪; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৮৩)*। তাকবীরে তাহরীমা, রুকু, সিজদা ইত্যাদি ছালাতের রুকনের অন্তর্ভুক্ত। অতএব যদি রুকন তরক হয়ে যায়, তবে সে রাক'আত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং পুনরায় তা আদায় করে সালাম ফিরানোর পূর্বে সহো

সিজদা করতে হবে।

এক্ষণে যদি কোন মুছল্লী ছালাতের ১ম রাক'আতে এক সিজদা করে উঠে যায় এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআত শুরু করার পূর্বে তা মনে হয়, তাহ'লে সেখান থেকে সিজদায় গিয়ে দ্বিতীয় সিজদা করবে। তবেই ১ম রাক'আত পূর্ণ হবে। আর দ্বিতীয় রাক'আতের ক্বিরাআত শুরু করার পর মনে পড়লে ১ম রাক'আত বাতিল হবে এবং দ্বিতীয় রাক'আত ১ম রাক'আত বলে গণ্য হবে। আর যদি তিনটি সিজদা করে তাহ'লে অতিরিক্ত সিজদার জন্য সিজদায়ে সহো দিতে হবে। তবে কোন মুছল্লী ছালাতের নিয়ত ও তাকবীরে তাহরীমা ছেড়ে দিলে তার ছালাত বাতিল বলে গণ্য হবে *(আল-মুক্বনে' শারহুল কাবীর, আল-ইনছাফ সহ ৪/৪৯)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/১৫৬)ঃ উপমহাদেশে মুসলিম সমাজে আল্লাহকে অনেকেই 'খোদা' নামে ডাকে। এ নামটি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন। সেই সাথে সূরা আ'রাফের ১৮০ নং আয়াতের তাফসীর জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ সওদাগর আলী
পোষ্ট বক্স নং ০১০০২
আল-জাহরা, কুয়েত।

উত্তরঃ ফারসী 'খোদা' শব্দটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শানে ব্যবহার করা মোটেই শোভনীয় নয়, বরং তা অবশ্যই বর্জনীয়। কারণ ঐ শব্দটি আল্লাহ্র অন্যতম নাম হিসাবে সমাজে পরিচিত হ'লেও তা কুরআন-হাদীছে বর্ণিত 'আসমাউল হুসনা' তথা আল্লাহ্র সুন্দরতম নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ বা তাঁর গুণবাচক নাম ব্যতীত অন্য কোন নামে আল্লাহকে ডাকা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পরিপন্থী। কাজেই প্রশ্নে উল্লেখিত শব্দ দ্বারা আল্লাহকে ডাকা জায়েয নয় *(দ্রঃ 'আত-তাহরীক' ফেব্রুয়ারী ২০০২ ও ডিসেম্বর '৯৯)*।

আ'রাফ ১৮০ আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যাঃ 'আল্লাহ্র রয়েছে উত্তম নাম সমূহ। কাজেই সে নাম ধরেই তাঁকে ডাক। আর তাদেরকে বর্জন কর, যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বাঁকা পথে চলে। তারা নিজেদের কৃতকর্মের ফল শীঘ্রই পাবে'। এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ মানুষকে প্রয়োজনের সময় ঐ সকল উত্তম নামে ডাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা যখন তাঁর উত্তম নাম সমূহ ধরে তাঁকে ডাকা হবে তখন সেটা কবূল হওয়ার কারণ হবে। অর্থাৎ কবূল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে *(ফাৎহুল ক্বাদীর, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৬৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/১৫৭)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর দাড়ির লম্বা ও চওড়া থেকে উষ্কখুষ্ক দাড়ি ছাটতেন মর্মে তিরমিযীতে বর্ণিত হাদীছটির সনদ কি ছহীহ? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সেতাবুর রহমান
জগন্নাথপুর, মনাকষা
শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ লম্বা ও চওড়া থেকে উষ্কখুষ্ক দাড়ি ছাটার মর্মে বর্ণিত হাদীছটি মওযূ বা জাল *(আলবানী, যঈফ তিরমিযী হা/৫২৫; ঐ, সিলসিলা যাঈফা হা/২৮৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/১৫৮)ঃ মানুষের রং ও ভাষা বিভিন্ন হওয়ার কারণ কি?

-ফিরোজ
লালবাগ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মানুষের রং ও ভাষা বিভিন্ন হওয়ার কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা ও নিদর্শনের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো এবং মানুষকে আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের অন্যতম হ'লঃ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা এবং তোমাদের ভাষা ও রং বিভিন্ন করা। নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে অনেক নিদর্শন' *(রূম ২২)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/১৫৯)ঃ অবৈধ সন্তান জান্নাতে যাবে কি?

-আনীসুর রহমান
চাকলা, দেবীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ পিতা-মাতার যেনার অপরাধ সন্তানের উপর বর্তাবে না। কারণ এই পাপ তার নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, সে যা উপার্জন করেছে তা সে পাবে, তার কর্মের ফল তার উপর বর্তাবে' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 'একজনের পাপের ভার অন্যজনে বহন করবে না' *(ইসরা ১৫)*। আক্বীদা ও আমল বিশুদ্ধ হ'লে আল্লাহ্র রহমতে জারজ সন্তান জান্নাতী হ'তে পারে। এটা সম্পূর্ণরূপে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র এখতিয়ারাধীন বিষয়।

প্রশ্নঃ (৪০/১৬০)ঃ সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতে 'আল জাহেলিয়াতিল ঊলা' বলতে কোন্ যুগকে বুঝানো হয়েছে? কোন্ তাফসীরে এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বিস্তারিতভাবে পাওয়া যাবে?

-ছফিউল্লাহ
দামনাশ, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'আল-জাহেলিয়াতুল ঊলা' (পূর্বেকার মূর্খতার যুগ) বলতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আবির্ভাব যুগের নিকটবর্তী ও দূরবর্তী যুগকে বুঝানো হয়। সাধারণভাবে প্রাক ইসলামী যুগকে 'জাহেলী যুগ' বলে। যেমন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'আমি জাহেলী যুগে আমার পিতাকে বলতে শুনেছি' *(বুখারী, তাফসীরে কুরতুবী ১৪/১১৭ পৃঃ)*। ইমাম কুরতুবী বলেন, এটাই হ'ল সুন্দর কথা। এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা তাফসীরে কুরতুবীতে পাওয়া যাবে *(১৪/১৮০ পৃঃ)*। বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন দরসে কুরআন 'পর্দাঃ নারী মর্যাদার রক্ষাকবচ' নভেম্বর '৯৯ সংখ্যা।

মাসিক

আত-তাহরীক

৭ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী ২০০৪

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/১৬১)ঃ 'যাহা বলিব সত্য বলিব; সত্য বৈ মিথ্যা বলিব না' কুরআনের উপর হাত রেখে আদালতে এরূপ শপথ করা কি শরী'আত সম্মত? কুরআনের উপর হাত রেখে উক্ত শপথের পর মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে বিশেষ ধরনের কোন পাপ হবে কি?

-শফীক
বাংলাদেশ নৌবাহিনী
চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ কুরআনের উপর হাত রেখে বা কুরআন হাতে নিয়ে শপথ করা সঠিক নয়। এ মর্মে কোন ছহীহ বা যঈফ হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে পুরা কুরআনকে বা কোন সূরাকে স্রেফ 'কালামুল্লাহ' বা আল্লাহ্‌র বাণী মনে করে তার শপথ করার বিষয়টি অনেক বিদ্বান জায়েয বলেছেন। যদিও এর ভিত্তি কতকগুলি 'মুরসাল' হাদীছ মাত্র *(বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা পৃঃ ৪১-৪৩)*। ঐ সময় সংকলিত কুরআনকে উদ্দেশ্য না করে মূল কালামুল্লাহকে উদ্দেশ্য করে শপথ করতে হবে। কেননা কালামুল্লাহ আল্লাহ্‌র সত্তাগত গুণ, যা অবিচ্ছিন্ন *(মুহাম্মাদ ছালেহ আল-উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃঃ ১৫৭)*। মিথ্যা সাক্ষ্য দান কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। কালামুল্লাহ্‌র শপথের পর মিথ্যা সাক্ষ্যদানে বিশেষ ধরনের কোন পাপ না হ'লেও এর দ্বারা কালামুল্লাহকে অবজ্ঞা করার গোনাহের সম্ভাবনা রয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১ 'কাবীরাহ গুনাহ ও মুনাফিকের আলামত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২/১৬২)ঃ আক্বীক্বা করে ছেলের নাম রেখেছি আব্দুল কুদ্দুস। কিন্তু ছেলের নানা-নানী ও অন্যান্যরা তাকে 'মাসূম' বলে ডাকে। প্রশ্ন হ'ল, আমরা কি তাকে মাসূম নামে ডাকতে পারব এবং মাসূম নামটি কি শরী'আত সম্মত?

-মুহাম্মাদ জলীলুর রহমান
সাজিন্দা, আমশট্ট
দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ সন্তান জন্মের ৭ম দিনে আক্বীক্বা করে যে আব্দুল কুদ্দূস নাম রাখা হয়েছে তা মূল নাম হিসাবে গৃহীত হবে। পরবর্তীতে তাকে দ্বিতীয় নামে ডাকাতে শারঈ কোন বাধা নেই। আর প্রত্যেক নামের পরিবর্তে আক্বীক্বা করতে হবে এমন কোন বিধানও শরী'আতে নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাদা আব্দুল মুত্ত্বালিব তাঁর জন্মের ৭ম দিবসে আক্বীক্বা করে তাঁর নাম রাখেন 'মুহাম্মাদ' এবং তাঁর মাতা রাখেন 'আহমাদ' *(আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ২/২৪৭ পৃঃ; মনছূরপুরী, রাহমাতুল লিল আলামীন ১/[illegible])।* [illegible] নাম হাদীছে পাওয়া যায় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭৭৬-৭৭ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়, 'নবীর নাম ও গুণাবলী' অনুচ্ছেদ)*।

'মাছূম' অর্থ দোষমুক্ত। নবীগণ ব্যতীত কেউ প্রকৃত অর্থে 'মাছূম' নন। অতএব এই ধরনের নাম না রাখাই উচিত। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈকা মহিলার 'বার্রাহ' (দোষমুক্ত) নাম পরিবর্তন করে 'যায়নাব' রাখেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৫৬ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'নাম সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। অনুরূপভাবে তিনি মন্দ নামও পরিবর্তন করে দিতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৭৭৪)*। তবে এ নাম রাখা যায় কেবল দোষমুক্ত বা পবিত্র থাকার আকাংখা থেকে। ঐ ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে দোষমুক্ত এ জন্য নয়। কেননা ঐ ব্যক্তি নির্দোষ কি-না তা চূড়ান্তভাবে কেবল আল্লাহ বলতে পারেন। যেমন মৃত মুমিন ব্যক্তিকে 'মরহূম' বলা যায় কেবল কামনা অর্থে, খবর দেওয়া অর্থে নয়' *(উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ১০৬, পৃঃ ১৯৩)*।

প্রশ্নঃ (৩/১৬৩)ঃ অধিকাংশ ইমাম পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের দুই ওয়াক্তে মুছল্লীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেন। বাকী তিন ওয়াক্তে বসেন না এজন্য যে, বাকী তিন ওয়াক্তে ফরয ছালাতের পরে আরো ছালাত আছে। এর বিশুদ্ধতা জানতে চাই।

-হাফেয মুহাম্মাদ আবুল কালাম আযাদ
ও
আলহাজ্জ আলাউদ্দীন আহমাদ
পাটিকাবাড়ী, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ দুই ওয়াক্ত ছালাত শেষে মুখ ফিরিয়ে বসা আর বাকী তিন ওয়াক্ত ছালাত শেষে না বসার কোন প্রমাণ নেই। সামুরা ইবনে জুনদুব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কোন ছালাত শেষ করতেন, তখন আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৯৪৪ 'ছালাত' অধ্যায়)*। অতএব পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের পর বাম দিক দিয়ে হৌক অথবা ডান দিক দিয়ে হৌক মুক্তাদীগণের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসাই শরী'আত সম্মত *(মুসলিম, মির'আতুল মাফাতীহ হা/৯৫৪-এর ব্যাখ্যা, ৩/৩০৪ পৃঃ 'তাশাহহুদে প্রার্থনা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৪/১৬৪)ঃ খুৎবার সময় ইমাম মিম্বরের কোন্ স্তরে বসবেন এবং কোন্ স্তরে দাঁড়িয়ে খুৎবা প্রদান করবেন?

-মুহাম্মাদ মুহসিন খাঁন
কাযিয়াতল, মুরাদনগর
কুমিল্লা।

উত্তরঃ আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি খেজুর গাছের গুড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। পরে তাঁর জন্য একটি কাঠের মিম্বর তৈরী করা হয়, যা দুই স্তর [illegible]। তিনি তৃতীয় স্তরের উপরে বসতেন'... *(ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/১৭৭৭ সনদ হাসান)*। একই ধরনের বর্ণনা এসেছে ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে (ছহীহ

আবুদাঊদ হা/৯৫৮)। তবে আবদুল আযীয ইবনু আবী হাযেম এবং উবাই বিন কা'ব থেকে যথাক্রমে ছহীহ মুসলিম *(হা/৫৪৪)* এবং ইবনু মাজাহ *(ঐ, ছহীহ হা/১১৬৯)*-তে তিন স্তর বিশিষ্ট বলে বর্ণিত হয়েছে। এ দু'য়ের সমন্বয় করে ছাহেবে 'আওন বলেন যে, যে রাবী দুই স্তরের কথা বলেছেন, তিনি উপরের ঐ স্তরকে গণ্য করেননি, যার উপরে রাসূল (ছাঃ) বসতেন *(আওনুল মা'বূদ হা/১০৬৮-এর ব্যাখ্যা ৩/৪২২)*। যে কথাটি ইবনু খুযায়মার বর্ণনায় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

বর্তমানে আমাদের দেশে দুই স্তর বিশিষ্ট যে মিম্বর চালু আছে, তা রাসূলের মিম্বরের হুবহু অনুকরণে তৈরী। মিম্বরের সর্বোচ্চ পাটাতনকে স্তর হিসাবে গণ্য করলে যাকে তিন স্তর বিশিষ্ট বলা যাবে। তবে আমীর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (৪১-৬০ হিঃ) মারওয়ান ইবনুল হিকাম নীচের দিক থেকে আরও তিনটি স্তর বৃদ্ধি করে উক্ত মিম্বরকে মোট ৬টি স্তরে পরিণত করেন *(আওন ৩/৪২২)*।

আবুল হাসান আলী বিন আহমাদ আল-মুরদাভী (৮১৭-৮৮৫ হিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরের ৩য় স্তরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিয়েছেন। আবুবকর (রাঃ) ২য় স্তরে এবং ওমর (রাঃ) ১ম স্তরে (নীচের স্তরে) দাঁড়িয়ে খুৎবা দিয়েছেন। পরবর্তীতে ওছমান (রাঃ) ২য় স্তরে এবং আলী (রাঃ) সর্বোচ্চ স্তরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিয়েছেন। তবে পরবর্তী খলীফাগণ সকলে ওমরের স্তরে (অর্থাৎ নীচের স্তরে) দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন *(আল-ইনছাফ ৫/২৩৫)*। অতএব ইমাম তাঁর সুবিধামত মিম্বরের যেকোন স্তরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতে পারেন।

প্রশ্নঃ (৫/১৬৫)ঃ দশ বছর পূর্বে দলীয় বিতর্কের কারণে গ্রামের জামে মসজিদ ছেড়ে একই গ্রামের বাজারে একদল লোক পৃথকভাবে জামে মসজিদ নির্মাণ করে। বর্তমানে বাজার মসজিদে সর্বদলীয় লোকজন এবং বাজারের ক্রেতা-বিক্রেতা সবাই ছালাত আদায় করে। প্রশ্ন হ'ল, উক্ত মসজিদটি কি 'মসজিদে যেরার'-এর অন্তর্ভুক্ত হবে? যদি হয় তাহ'লে সংশোধনের উপায় কি? সেই সাথে মসজিদের জায়গা ওয়াক্ফ করার প্রয়োজন আছে কি?

-মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক
রাজশাহী চিনিকল উচ্চ বিদ্যালয়
রাজশাহী।

উত্তরঃ শারঈ কারণ ব্যতীত কেবল পারস্পরিক দলাদলি করে নতুনভাবে মসজিদ নির্মাণ করলে সেটি 'মসজিদে যেরার'-এর অন্তর্ভুক্ত হবে *(তওবা ১০৭)* এবং উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে না। তবে গ্রামবাসী আপোষে নিজেদের মধ্যকার হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে গিয়ে সম্মিলিতভাবে বাজারের মসজিদে ছালাত আদায় করলে যেরার-এর আওতা থেকে মুক্ত হ'তে পারে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ বলেন, 'মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে, যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও' *(হুজুরাত ১০)*।

মসজিদের জায়গা ওয়াক্ফ হওয়া আবশ্যক। আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় পৌঁছে মসজিদ নির্মাণ করার আদেশ দিলেন এবং বললেন, 'হে বনু নাজ্জার! তোমরা আমার নিকট এ বাগানটি বিক্রয় করে দাও। তাঁরা বলল, না। আল্লাহ্‌র কসম! আমরা এর বিনিময় একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকটে কামনা করি' *(বুখারী ১/৩৮৯ পৃঃ, 'মসজিদের জন্য জমি ওয়াক্ফ করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৬/১৬৬)ঃ জনৈক 'যুক্তিবাদী' বক্তার ক্যাসেটে শুনলাম, ক্বিয়ামতের মাঠে আল্লাহ যখন 'মরিয়ম' বলে ডাক দিবেন, তখন হাযার হাযার মরিয়ম আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দিবে। তখন ঈসা (আঃ)-এর মা মরিয়মের নামের গুণে সমস্ত মরিয়মকে আল্লাহ বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। উপরোক্ত কথাগুলি কি সঠিক?

-মুহাম্মাদ আবু তালেব
হরিরামপুর, বাঘা
রাজশাহী।

উত্তরঃ উল্লিখিত কথাগুলি মনগড়া ও ভিত্তিহীন। কারণ নবীগণের নামে অনেক মানুষের নাম রাখা হয়। তাই বলে কি তারা নবীগণের নামের গুণে বিনা হিসাবে জান্নাতে যেতে পারবে? এগুলি ইসলামী আক্বীদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

প্রশ্নঃ (৭/১৬৭)ঃ জামা'আতে ছালাত আদায় করার সময় এক মুক্তাদী হ'তে অপর মুক্তাদীর পা ফাঁকা বা মিলিয়ে রাখা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বিস্তারিত জানালে খুশী হব।

-আব্দুল ওয়াদূদ ভূঁইয়া
সিনিয়র শিক্ষক
বড়শালঘর এম,এ, উচ্চ বিদ্যালয়
দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছে কাঁধের সাথে কাঁধ, পায়ের সাথে পা মিলিয়ে ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়ানোর নির্দেশ পাওয়া যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা কাতার সমূহে দুই ইট পরস্পরে মিলানোর ন্যায় মিলে দাঁড়াও এবং দুই কাতারের মাঝের ফাঁক নিকটবর্তী রাখবে। কাঁধসমূহ সমান্তরাল রাখবে। ফাঁক বন্ধ কর, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার কসম, আমি শয়তানকে দেখি যে, কালো ছাগলের বাচ্চার মত সে তোমাদের কাতারের মাঝখানের ফাঁকে ঢুকছে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১০৯৩, ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১০২৫)*।

আনাস (রাঃ) বলেন, আমাদের মধ্য থেকে একজন একে অপরের কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে নিত। ছাহাবী নু'মান বিন বাশীরও অনুরূপ বলেন *(বুখারী ১/১০০ পৃঃ)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, তোমরা কাতার

সোজা কর, কাঁধ সমূহ সমানভাবে মিলাও, ফাঁক বন্ধ কর এবং শয়তানের জন্য কোন স্থান ফাঁকা রেখো না। কেননা যে ব্যক্তি কাতারে মিলে দাঁড়াল, আল্লাহ তার সঙ্গে মিলে থাকেন। আর যে ব্যক্তি তা কর্তন করল, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক কর্তন করে থাকেন' *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ মিশকাত হা/১১০২)*। উক্ত হাদীছগুলি প্রমাণ করে যে, একজন মুছল্লী দাঁড়িয়ে তার ডান এবং বাম পাশের দু'জন মুছল্লীর পায়ের সাথে পা এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে কাতার সোজা করে দাঁড়াবেন *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৮৯; আত-তাহরীক জুন '৯৮ প্রশ্নোত্তর ৪/৯৪)*।

প্রশ্নঃ (৮/১৬৮)ঃ বাংলাদেশের জনৈকা মুসলিম মহিলার ভারতীয় এক হিন্দু ছেলের সাথে বিবাহের পর দু'টি পুত্র সন্তান হয়েছে। যাদের বর্তমান বয়স ৮ ও ৬ বছর। উক্ত মহিলা ছেলে দু'টিসহ বাংলাদেশে তার পিতার নিকটে আসলে পিতা তাকে স্বামীর কাছে যেতে নিষেধ করেন এবং ছেলে দু'টিকে মুসলমান করতে চান। কিন্তু মহিলা ও ছেলে দু'টি ভারতে যাওয়ার জন্য কান্নাকাটি শুরু করে। এমতাবস্থায় উক্ত মহিলা ও ছেলে দু'টির করণীয় কি হ'তে পারে?

-মুহাম্মাদ আযীমুদ্দীন
কাকডাঙ্গা, কলারোয়া
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে তাদের বিবাহ হয়নি। তারা ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের সন্তান-সন্ততি জারজ সন্তান হিসাবে পরিগণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'এরা (মুসলমান নারীরা) কাফেরদের জন্য হালাল নয় এবং কাফের মহিলারাও তাদের জন্য হালাল নয়' *(মুমতাহানা ১০, তাফসীর ইবনু কাছীর ৪/৩৭৫ পৃঃ)*। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, 'ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারিণী নারী অথবা মুশরিক নারী ভিন্ন কাউকে বিবাহ করে না এবং ব্যভিচারিণী নারীকে ব্যভিচারী পুরুষ অথবা মুশরিক পুরুষ ভিন্ন অন্য কেউ বিবাহ করে না। মুসলমানদের জন্য এদেরকে হারাম করা হয়েছে' *(নূর ৩)*। অতএব হিন্দু যেহেতু কাফের এবং মুশরিক, সেহেতু তাদের সাথে কোন ঈমানদার মুসলিম রমণী বিবাহ বসতে পারে না।

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত মহিলা যদি নিজের ধর্ম পরিত্যাগ করে বিধর্মীতে পরিণত হয়ে থাকে, তাহ'লে তাকে পুনরায় ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে। যদি সে দাওয়াত কবুল না করে তবে সে হত্যাযোগ্য অপরাধী। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন... 'যে ব্যক্তি তার দ্বীন ইসলামকে পরিবর্তন করবে, তাকে হত্যা কর' *(বুখারী ২/১০২৩ 'মুরতাদ ও আল্লাহদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধের বর্ণনা' অধ্যায়)*। ছেলে দু'টিকে তাদের ইচ্ছার উপরে ছেড়ে দিতে হবে। উল্লেখ্য যে, ইসলামী হুদূদ বাস্তবায়নের অধিকার কেবলমাত্র ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারের, অন্যদের নয়।

প্রশ্নঃ (৯/১৬৯)ঃ রামাযান মাসে লায়লাতুল ক্বদরে পশু-পাখি, গাছপালা, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি নাকি আল্লাহকে সিজদা করে, এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শেখ আব্দুছ ছামাদ
বুলারাটী, আলীপুর
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ পশু-পাখি, গাছ-পালা, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি নির্দিষ্টভাবে রামাযান মাসে ক্বদরের রাতে আল্লাহকে সিজদা করে এ কথা সঠিক নয়। তবে এগুলিসহ ফেরেশতাকুল ও আসমান-যমীনে যা কিছু আছে, সবাই যে আল্লাহকে সিজদা করে একথা পবিত্র কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহকে সিজদা করে যা কিছু নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আছে এবং ফেরেশতাগণ, তারা অহংকার করে না' *(নাহল ৪৯)*। তবে এই সিজদা হ'ল তাদের যথাযোগ্য নিয়মে, যা আল্লাহ্‌র জন্য প্রযোজ্য।

প্রশ্নঃ (১০/১৭০)ঃ খারাপ মাল দ্বারা যাকাত প্রদান করলে যাকাত কবুল হবে কি? আর যাকাতদাতার উপর কোন গোনাহ বর্তাবে কি? আবার অনেককে দেখা যায়, ব্যক্তিগত রাগারাগির কারণে যাকাতের হকদার ব্যক্তিকে যাকাত দেননা। এমন আচরণ শরী'আত সম্মত কি?

-আযীযুর রহমান
চণ্ডিপুর, মণিরামপুর, যশোর।

উত্তরঃ ভাল মাল থাকা সত্ত্বেও খারাপ মাল দ্বারা যাকাত আদায় করা শরী'আত সম্মত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর এবং তা থেকে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করতে মনস্থ কর না। কেননা তোমরা নিজেরা কখনো তা নিতে রাযী হও না। তবে চক্ষু বন্ধ করে গ্রহণ করলে তা স্বতন্ত্র কথা' *(বাক্বারাহ ২৬৭)*।

সুতরাং উচ্চমানের মাল থাকা সত্ত্বেও নিম্ন মানের মাল দ্বারা যাকাত আদায় করলে তা পাপের কারণ হবে। আওফ ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে প্রবেশ করে নিম্নমানের খেজুর ঝুলানো দেখে বললেন, এই দানকারী ব্যক্তি ইচ্ছা করলে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট মাল দান করতে পারত। অতঃপর বললেন, এই ব্যক্তি অবশ্যই ক্বিয়ামতের দিন ঐ নিম্নমানের খাদ্যই খাবে *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৬০৮)*।

ব্যক্তিগত রাগারাগির কারণে যাকাতের হকদার ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা সমীচীন নয়। আয়েশা (রাঃ)-এর অপবাদের ঘটনায় মুনাফিকদের সাথে আবুবকর (রাঃ)-এর দরিদ্র খালাতো ভাই মিসতাহ যোগ দিয়েছিলেন। আল্লাহ যখন মা আয়েশাকে অপবাদ থেকে মুক্ত করলেন, তখন আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) রাগান্বিত হয়ে শপথ করে বলেন, আমি

মেসতাহকে যে ভাতা প্রদান করতাম, তা আর প্রদান করব না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমার শপথ প্রত্যাহার কর এবং তাকে যে ভাতা প্রদান করতে তা প্রদান কর *(বুখারী ২/৫৯৫ 'যুদ্ধ-বিগ্রহ' অধ্যায় 'ইফকের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ক্রোধের বশবর্তী হয়ে কোন হকদারের হক বিনষ্ট করা যাবে না।

প্রশ্নঃ (১১/১৭১)ঃ মসজিদে ইমামের পিছনে এক পার্শ্বে পুরুষ ও এক পার্শ্বে মহিলারা ছালাত আদায় করছে। তবে উভয়ের মাঝে পর্দা রয়েছে। কিন্তু কাতারে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে উভয়ে একই কাতারে দাঁড়ায়। এভাবে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম
চকবিষ্ণুপুর, পোরশা, নওগাঁ।

উত্তরঃ মসজিদের মধ্যে ইমামের পিছনে পুরুষের কাতারের এক পার্শ্বে পর্দার মধ্যে থেকে কাতারবন্দী হয়ে মহিলাদের ছালাত আদায় করা জায়েয *(মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, 'মহিলাদের কাতারের হুকুম' অনুচ্ছেদ, পৃঃ ৩১০-৩১১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মহিলাদের সর্বোত্তম কাতার হ'ল পিছনের কাতার, আর নিকৃষ্ট কাতার হ'ল সামনের কাতার' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৯২ 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ 'ছালাত' অধ্যায়)*। তবে পর্দার ব্যবস্থা থাকলে (যেমন বর্তমান যুগে বিভিন্ন মসজিদে রয়েছে) মহিলাদের প্রথম কাতার ভাল হবে পিছনের কাতারের চাইতে। পর্দার অন্তরালে থাকলে এবং ইমামের তাকবীর শুনতে পেলে নারী-পুরুষ সমান্তরাল কাতারে দাঁড়ানোতে শরী'আতে কোন বাধা নেই *(বুখারী ১/১০১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১২/১৭২)ঃ যিনি নিয়মিত 'আইয়ামে বীয'-এর ছিয়াম পালন করেন, তিনি শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম উক্ত তিন দিন ব্যতীত অন্য সময়ে আদায় করবেন? নাকি উক্ত তিনটি সহ মোট ৬টি ছিয়াম পালন করলে উভয় ছিয়ামের নেকী পাবেন?

-মোস্তফা
ধুরইল ডি.এইচ কামিল মাদরাসা
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'আইয়ামে বীয'-এর ছিয়াম এবং শাওয়াল মাসের ছিয়াম প্রত্যেকটির নেকী পৃথক। শাওয়াল মাসের ছিয়ামের হিসাব হ'ল রামাযানের সাথে। আর আইয়ামে বীয-এর হিসাব প্রত্যেক মাসের সাথে। অতএব যিনি নিয়মিত 'আইয়ামে বীয'-এর ছিয়াম পালন করেন, তিনি আইয়ামে বীয-এর তিনটি ছিয়াম এবং শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম পৃথক পৃথকভাবে পালন করবেন।

প্রশ্নঃ (১৩/১৭৩)ঃ নাছিরুদ্দীন আলবানী প্রণীত এবং আকরামুযযামান অনুদিত 'ছালাত সম্পাদনের পদ্ধতি' বই-য়ে তিন রাক'আত ও চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে প্রথম বৈঠকে তাশাহ্হুদের পর দরূদ পাঠ করার যে বর্ণনা এসেছে, সে ব্যাপারে বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ হব।

-লিয়াকত আলী
৩৪২/১ মধ্য মাদারটেক
ঢাকা।

উত্তরঃ তাশাহ্হুদের পরে দরূদ পাঠের সাধারণ নির্দেশের আলোকেই শায়খ আলবানী অনুরূপ ফৎওয়া দিয়েছেন *(ছিফাতু ছালাতিন নবী পৃঃ ১৪৬)*। যদিও শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদের পরে দরূদ পাঠের বিষয়টি বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। যেমন ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন প্রথম দু'রাক'আত শেষে বসতেন, তখন মনে হ'ত তিনি যেন গরম পাথরের উপরে বসেছেন'। এর দ্বারা তিনি অল্পক্ষণ বসতেন বুঝানো হয়েছে। আলবানী বলেন, তিরমিযী বর্ণিত উক্ত হাদীছটির সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত। তবে তিরমিযী বলেন যে, ওবায়দাহ স্বীয় পিতা ইবনু মাসউদ (রাঃ) থেকে হাদীছটি শোনেননি *(মিশকাত হা/৯১৫-এর টীকা)*। অর্থাৎ মুছল্লী প্রথম বৈঠকে কেবল 'আত্তাহিয়াতু' পড়েই উঠে যাবে, অন্য কিছু নয়। ইমাম তিরমিযী বলেন, এই আমল জারি রয়েছে বিদ্বানগণের নিকটে। এর বেশী কিছু পড়লে সিজদায়ে সহো দিতে হবে। ছাহেবে মির'আত বলেন, সিজদায়ে সহো দেওয়ার ব্যাপারে কোন হাদীছ নেই। তালখীছুল হাবীর ১০১ পৃষ্ঠায় বলেন, ইবনু আবী শায়বা ছহীহ সনদে বর্ণনা করেন যে, আবুবকর যখন প্রথম বৈঠকে বসতেন, তখন তিনি যেন গরম পাথরের উপরে বসতেন'। ইবনু ওমর থেকেও অনুরূপ বর্ণনা এসেছে। অতঃপর তিনি বলেন, আহমাদ ও ইবনু খুযায়মা বর্ণনা করেছেন যে, ইবনু মাসউদ বলেন যে, তাঁকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাশাহ্হুদ শিক্ষা দেন। ... অতঃপর তিনি ছালাতের মধ্যখানে হ'লে তাশাহ্হুদ পড়েই উঠে যেতেন। আর শেষ বৈঠক হ'লে তাশাহ্হুদের পরে ইচ্ছামত দো'আ করতেন। অতঃপর সালাম ফিরাতেন' *(ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৭০৮ সনদ হাসান)*। অত্র হাদীছগুলির সমর্থনের কারণেই তিরমিযী স্বীয় বর্ণিত হাদীছকে 'হাসান' বলেছেন *(মির'আত ৩/২৪৩)*। ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, প্রথম বৈঠকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দরূদপাঠ করেছেন বলে কিছু বর্ণিত হয়নি। যিনি এটাকে মুস্তাহাব বলেন, তিনি দরূদ পাঠের সাধারণ নির্দেশের উপরে ধারণা করেই সম্ভবত এটা বলেন। যদিও শেষ বৈঠকে দরূদ পাঠের বিষয়টি বিশুদ্ধভাবে স্পষ্ট হয়ে গেছে' *(যাদুল মা'আদ ১/২৩৭; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১২৯)*।

প্রশ্নঃ (১৪/১৭৪)ঃ পবিত্র কুরআন হাত অথবা তাক থেকে পড়ে গেলে কিংবা অসাবধানতা বশতঃ পা লাগলে চুম্বন করা যাবে কি? না এর বিনিময়ে কিছু দিতে হবে?

-আনোয়ার
বাঁকড়া, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ কুরআন সর্বাধিক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন পবিত্র গ্রন্থ *(বুরূজ*

২২)। অনিচ্ছাকৃতভাবে কুরআন পড়ে গেলে কিংবা পা লাগলে চুম্বন করতে হবে না বা এর বিনিময়ে কিছু ছাদাক্বাহও করতে হবে না। তবে এই দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেলে সাথে সাথে ভীতি ও শ্রদ্ধার সাথে তওবার মন নিয়ে 'ইন্নালিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজে'উন' পড়তে হবে *(বাক্বারাহ ১৫৬; উম্মে সালামহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছ, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৮ 'জানায়েয' অধ্যায়)*। কুরআনের মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে সর্বদা সাবধানতা অবলম্বন করে চলতে হবে এবং কোনভাবেই যেন এর মর্যাদা ক্ষুণ্ন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শত্রুভূমিতে কুরআন নিয়ে সফর করতে নিষেধ করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১৯৭, 'কুরআন পাঠের আদব' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/১৭৫)ঃ মসজিদের পূর্বদিকে বাইরে কবর আছে। মুছল্লীদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় উক্ত কবরের উপরে দোতলা করে ছালাত আদায় করা যাবে কি? অনেকে বলেন, মসজিদ সংস্কারের সময় পুরাতন মসজিদের মেহরাব ও কাতার ছেড়ে দিয়ে ক্বিবলার দিকে বাড়ানো যাবে না এবং পুরাতন মসজিদের ছালাতের কোন স্থানে ওযূ খানাও করা যাবে না। মহিলাদের জন্য দোতলায় পুরুষদের পিছনে একটু দূরে পৃথক কামরায় ছালাত জায়েয হবে কি? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ জাহারুল ইসলাম
সুজাপুর, ফুলবাড়ী
দিনাজপুর।

উত্তরঃ কবরের উপরে মসজিদ নির্মাণ করা বৈধ নয়। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, '...ঐ সব (হাবশাবাসী) লোকদের মধ্য হ'তে কোন সৎ ব্যক্তি মারা গেলে তারা তার কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ করত এবং তাদের চিত্র নির্মাণ করে মসজিদের মধ্যে রাখত। ঐসব লোক আল্লাহ্র নিকট অত্যন্ত নিকৃষ্ট ও জঘন্য' *(মুসলিম ১/২০১ 'কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ' অনুচ্ছেদ)*। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবরকে পাকা করতে, তার উপরে ঘর নির্মাণ করতে, তার উপরে বসতে ও নাম লিখে রাখতে নিষেধ করেছেন' *(মুসলিম, ইরওয়াউল গালীল হা/৭৫৭, ৩/২০৭ পৃঃ)*।

পুরাতন মসজিদ সংস্কারের সময় মেহরাব ও কাতার ঠিক রাখতে হবে এবং সেখানে ওযূ খানা তৈরি করা যাবে না কথাগুলি ভিত্তিহীন। কারণ যেখানে মসজিদের স্থান পরিবর্তন করা শরী'আত সম্মত, সেখানে মেহরাব ও কাতার ঠিক রাখার কোন প্রশ্নই আসে না। ওমর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে কুফার মসজিদকে স্থানান্তরিত করে সেখানে খেজুরের বাজার করা হয়েছিল *(ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ৩১/২১৭ পৃঃ)*। পুরুষদের সাথে একটু দূরে পৃথক কামরায় মহিলাদের ছালাত আদায় করা জায়েয হবে *(ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃঃ ৩১১)*।

প্রশ্নঃ (১৬/১৭৬)ঃ জনৈক মুফতী ছাহেব ছহীহ হাদীছের হাওয়ালা দিয়ে বলেন, যারা ফজরের সুন্নাত ফরয ছালাতের পূর্বে পড়তে না পারবে, তাদেরকে সূর্যোদয়ের পরে পড়তে হবে। বিষয়টি যথাযথভাবে জানানোর জন্য অনুরোধ রইল।

-আব্দুস সালাম
কাটিয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ফজরের ফরয ছালাতের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের সুন্নাত পড়া যাবে না মর্মে মুফতী ছাহেবের উক্ত কথা সঠিক নয়। ক্বায়েস ইবনে ওমর (রাঃ) একদা ফজরের ছালাত আদায় করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছালাতরত অবস্থায় পেলেন। ফলে তিনি ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত না পড়েই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে জামা'আতে ফরয ছালাত আদায় করলেন। ছালাত শেষ হওয়ার পর পরই তিনি ফজরের সুন্নাত পড়ার জন্য দাঁড়ালেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, এটা কোন্ ছালাত? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জবাব শুনে চুপ থাকলেন, কিছু বললেন না' *(আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, আহমাদ, ইবনু খুযায়মা, ইবনু হিব্বান, সনদ হাসান, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪০)*। কাজেই ফজরের পর পরই এটা পড়া উত্তম। তবে সূর্যোদয়ের পরেও পড়া জায়েয আছে *(নায়ল ৩/২৮)*।

প্রশ্নঃ (১৭/১৭৭)ঃ এ.টি.এন বাংলা চ্যানেলে শুনলাম ব্যবহারিক গয়নার যাকাত নেই। একথা সত্য কি?

-আযাদ
উপযেলা মেডিক্যাল সেন্টার
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ ব্যবহারিক গহনার স্বর্ণ নেছাব পরিমাণ হ'লে তাতে যাকাত দিতে হবে। উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, আমি সোনার গয়না পরিধান করতাম। একদা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ব্যবহৃত গয়না কি সঞ্চিত ধন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'নেছাব পরিমাণ হ'লে এবং তাতে যাকাত দেওয়া হ'লে তা সঞ্চিত ধন নয়' *(আবুদাউদ, মুওয়াত্তা, মিশকাত হা/১৮১০ ছহীহ আবুদাউদ হা/১৩৮৩, 'যাকাত' অধ্যায়; মুগনী ৪/২২৩ পৃঃ মাসআলা নং ৪৫০; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৩০ পৃঃ)*। ইবনু মাস'উদের স্ত্রী যায়নাব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে বলেন, 'হে নারী সমাজ! তোমরা ছাদাক্বা কর, যদিও সেটা তোমাদের ব্যবহৃত গয়না হৌক। কেননা ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের অধিকাংশ জাহান্নামী হবে' *(ছহীহ তিরমিযী হা/৫১৭; মিশকাত হা/১৮০৮)*।

প্রশ্নঃ (১৮/১৭৮)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'ওয়ায়েস কুরনী'কে জামা দান করেছিলেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মহব্বতে তাঁর বত্রিশটি দাঁত ভেঙ্গে ছিলেন। এসব কথা কি সত্য? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রফীকুল ইসলাম
কাতলাসেন, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'ওয়ায়েস কুরনী'কে জামা দান করেছিলেন একথা সত্য নয় এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মহব্বতে বত্রিশটি দাঁত ভেঙ্গে ছিলেন মর্মেও কোন প্রমাণ নেই। কারো মহব্বতে দাঁত ভেঙ্গে ফেলাও জায়েয নয়। কারণ এত সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটে, যা হারাম। যারা সৃষ্টির পরিবর্তন ঘটায় তাদের প্রতি আল্লাহ লা'নত করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৩১, 'পোষাক' অধ্যায়, 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, এই উম্মতের মধ্যে শুধুমাত্র ওয়ায়েস কুরনীকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খলীল বা দোস্ত বলেছেন মর্মে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, সেটি 'জাল' *(সিলসিলা যঈফা হা/১৭০৭)*।

প্রশ্নঃ (১৯/১৭৯)ঃ ফিৎরা বা কুরবানীর চামড়ার টাকা দিয়ে সামাজিক ও ধর্মীয় কাজের জন্য সামিয়ানা তৈরি করা যাবে কি?

-মুত্তালেব
তালশন, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ফিৎরা বা কুরবানীর চামড়ার টাকা দ্বারা সামাজিক ও ধর্মীয় কাজের জন্য সামিয়ানা তৈরি করা যাবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা যাকাতের জন্য যেসব খাত উল্লেখ করেছেন এটা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। এমনকি উক্ত টাকা দ্বারা মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের ব্যবস্থাও করা যাবে না *(মুগনী ৪/১২৫ পৃঃ)*। একদা ইমাম আহমাদ (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যাকাত হ'তে মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা যাবে কি? এবং তার কাফন-দাফন করা যাবে কি? জবাবে তিনি বলেছিলেন, না' *(মুগনী ৪/১২৬, মাসআলা নং ৪৩১)*।

প্রশ্নঃ (২০/১৮০)ঃ পায়ে নূপুর পরা যায় কি? অনেকে বলেন, পায়ে নূপুর পরা ইহুদীদের চলন। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শারমিন আখতার
বেনীচক, গোমস্তাপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ পায়ে নূপুর পরা যাবে না। কারণ নূপুর পরলে এমন শব্দ হয় যাকে ঘন্টার সাথে তুলনা করা হয়েছে। একদা এক মেয়ে টুন টুন বাজনা সম্পন্ন ঝুমুর পরে আয়েশা (রাঃ)-এর নিকটে আসলে আয়েশা (রাঃ) ঝুমুর খুলে ফেলা পর্যন্ত তাকে ভিতরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি 'যেখানে ঘন্টা থাকে সেখানে ফেরেশতা আসে না' *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৩৫৬০; ছহীহ নাসাঈ হা/৪৮১৫-১৮; মিশকাত হা/৪৩৯৯ 'আংটি' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, শব্দবিহীন নূপুর পরিধানে কোন দোষ নেই।

প্রশ্নঃ (২১/১৮১)ঃ দুই তলা বিশিষ্ট একটি দালানের প্রথম তলা হচ্ছে সিনেমা হল, আর দ্বিতীয় তলা মসজিদ। এমন মসজিদ জায়েয হবে কি?

-আমীনুল ইসলাম
মাহমূদপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মসজিদ ইবাদতের জন্য যেমন ওয়াক্ফ থাকতে হবে, তেমনি সেটার পরিবেশও পবিত্র থাকতে হবে। নীচে সিনেমা হল রেখে উপরে মসজিদ করা নিঃসন্দেহে একটি অবৈধ কাজ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা'বা গৃহে ছালাত আদায়ের সময় ছালাতে অমনোযোগী করার জন্য কুরায়েশরা গোলমাল ও শব্দ করত *(হা-মীম সাজদাহ ২৬)*। এতদ্ব্যতীত তারা তালি বাজাতো ও শিস দিত *(আনফাল ৩৫)*। বাজনা থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কানে আঙ্গুল দিয়ে সেখান থেকে সরে যেতেন। ছাহাবীগণও অনুরূপ করতেন *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪১১৬ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'গান-বাজনা মকরূহ' অনুচ্ছেদ)*। অতএব সিনেমা হলের পবিত্র পরিবেশে মসজিদ করা কখনোই ঠিক হবে না।

প্রশ্নঃ (২২/১৮২)ঃ মৃত ব্যক্তিকে দাফন না করা পর্যন্ত পরিবারের সকল সদস্যকে না খেয়ে থাকতে হবে, একথাটি কি ঠিক?

-ইউনুস রহমান
মুশরিভুজা, ভোলাহাট
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ঠিক নয় বরং এগুলি জাহেলী প্রথা। জা'ফর বিন আবু ত্বালিব (রাঃ)-এর শহীদ হওয়ার সংবাদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে পৌছার পরপরই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার পরিবারের জন্য অন্যদেরকে খাদ্য তৈরি করতে বলেন, অথচ তখন তাঁর কাফন-দাফন হয়নি' *(আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, নায়ল ৪/১০৪ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৬১ পৃঃ; মিশকাত হা/১৭৩৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর তিন দিন যাবত তাঁর লাশ দাফন করা হয়নি *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৪৭১)*। অথচ তাঁর পরিবার তিন দিন না খেয়ে ছিলেন এমন কোন প্রমাণ নেই।

প্রশ্নঃ (২৩/১৮৩)ঃ ছালাত চলা অবস্থায় আগন্তুক ব্যক্তি মুছল্লীদের সালাম দিতে পারে কি?

-ছাদেকুল ইসলাম
চৌডালা, গোমস্তাপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় মসজিদে প্রবেশকারী ব্যক্তি মুছল্লীদের সালাম দিতে পারে। এ সময়ে মুছল্লীগণ মুখে উচ্চারণ করে সালামের উত্তর না দিয়ে বরং হাতের ইশারায় উত্তর দিবে। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি বেলাল (রাঃ)-কে বললাম, ছালাত অবস্থায় মুছল্লীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সালাম দিলে তিনি কিভাবে উত্তর দিতেন। বেলাল (রাঃ) বললেন, হাতের ইশারায় উত্তর দিতেন *(নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৯১ সনদ হাসান)*। নাফে' (রাঃ) বলেন, একদা ইবনু ওমর (রাঃ) এক মুছল্লীর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সালাম দিলেন,

মুছল্লী মুখে উচ্চারণ করে উত্তর দিল। তিনি তার নিকট ফিরে গিয়ে বললেন, তোমাদের কারো প্রতি ছালাত অবস্থায় সালাম দিলে মুখে উচ্চারণ করে উত্তর দিবে না। হাতের ইশারায় উত্তর দিবে *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, মিশকাত হা/১০১৩ সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (২৪/১৮৪)ঃ আমার পিতা বিদ'আতী কাজের মাধ্যমে আমাকে অর্থ উপার্জন করতে বলেন। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
গোপালপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ বিদ'আতী কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা হারাম। আর হারাম কাজে পিতা-মাতার আদেশ পালন করা যাবে না। নাওয়াস ইবনে সাম'আন (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩৬৬৪ ও ৩৬৯৬ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৫/১৮৫)ঃ ডিপোজিট পেনশন স্কীমে আমার কিছু টাকা জমা আছে। মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মুনাফা পাব না। এখন আমাকে মূল টাকার যাকাত দিতে হবে, নাকি মূল ও লাভ সমষ্টির যাকাত দিতে হবে?

-আব্দুল হামীদ
হেলেনাবাদ, রাজশাহী।

উত্তরঃ যেহেতু এই টাকা ব্যবসা মূলক রয়েছে। কাজেই প্রতি বছর মূল টাকা ও লাভের টাকা হিসাব করে যাকাত বের করতে হবে। সামুরা বিন জুনদব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে ব্যবসার সম্পদ হিসাব করে যাকাত বের করতে বলেছেন' *(আবুদাউদ, বুলূগুল মারাম হা/৬০৯ 'যাকাত' অধ্যায়, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৩২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৬/১৮৬)ঃ যৌতুক নিয়ে বিবাহ করলে কি স্বামী-স্ত্রীর মেলামেশা অবৈধ হবে?

-রাফিয়া খাতুন
মহেশপুর, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তরঃ যৌতুক নিয়ে বিবাহ করলে স্বামী-স্ত্রীর মেলামেশা অবৈধ হবে না। কারণ যৌতুক একটি হারাম কাজ, তা বৈধ বিবাহের কোন ক্ষতি করতে পারে না। উল্লেখ্য যে, যৌতুক গ্রহণ করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা যেখানে মোহরানার বিনিময়ে বিবাহ করতে বলেছেন *(নিসা ২৩)*, সেখানে উল্টা স্ত্রীর নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ করা আল্লাহ্র হুকুমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। মুসলমান ছেলেদের এ বিষয়ে কঠোর হওয়া উচিত।

প্রশ্নঃ (২৭/১৮৭)ঃ মসজিদের টাকা ব্যাংকে রেখে সে টাকা দিয়ে ইমামের বেতন দেওয়া যাবে কি?

-শফীকুর রহমান
নামুড়ি, আদিতমারী
লালমণিরহাট।

উত্তরঃ মসজিদের টাকা ব্যাংকে রেখে ইমামের বেতন দেওয়া যাবে। তবে টাকা যে কোন ইসলামী ব্যাংকে রাখতে হবে অথবা সূদমুক্ত অবস্থায় রাখতে হবে। কারণ সূদ যেমন কোন মুসলমানের জন্য গ্রহণ করা বৈধ নয়, তেমনি ইমামের জন্যও গ্রহণ করা বৈধ নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূদ দাতা, সূদ গ্রহীতা, সূদের লেখক ও সূদের সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি লা'নত করেছেন এবং বলেছেন তারা সকলেই সমান' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায় 'সূদ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৮/১৮৮)ঃ গাছ-পালা ও যমীনকে সাক্ষী রেখে বিয়ে করা কি জায়েয হবে?

-আব্দুছ ছামাদ
চৌডালা, গোমস্তাপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ এ ধরনের বিবাহ জায়েয নয়, কেউ করলে তা বাতিল হবে। কারণ বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য একজন ওয়ালী ও দু'জন সাক্ষী অপরিহার্য *(নায়ল ৬/১২৬ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/১৯৭ পৃঃ)*। বিবাহ মুসলিম জীবনে ঈমানের মাপকাঠি। এটা নিয়ে এ ধরনের খেল-তামাশা করার বিরুদ্ধে কঠোর সামাজিক শাসন ও রাষ্ট্রীয়ভাবে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যরূরী।

প্রশ্নঃ (২৯/১৮৯)ঃ ডান পায়ে অসুখ হওয়ার কারণে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি?

-মনছূর আলী
হরিরামপুর, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাতে বসতে অসুবিধা হ'লে দাঁড়িয়ে থেকে আদায় করলে ছালাত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন 'তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬)*। পীড়িত ব্যক্তি সক্ষম হ'লে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবে। নচেৎ বসে অথবা শুয়ে বা কাত হয়ে বা ইশারা করে ছালাত আদায় করবে। অথবা তার সুবিধা মত ছালাত আদায় করবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ, 'পীড়িত ব্যক্তির ছালাত' অনুচ্ছেদ ১/২৬০, ২৬১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩০/১৯০)ঃ এক খণ্ড জমি দুই ব্যক্তির নিকট বিক্রি করলে উক্ত জমি কোন ব্যক্তি পাবে?

-আব্দুল বারী
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ ১ম ব্যক্তি উক্ত জমি পাবে। সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে নারীকে দুই ওয়ালী দুই ব্যক্তির নিকট বিবাহ দিয়েছে, সে প্রথম ব্যক্তির হবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি দু'জনের নিকট কোন মাল বিক্রয় করেছে, সে মাল প্রথম জনের হবে' *(তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/৩১৫৬ 'বিবাহের ঘোষণা, খুৎবা ও শর্তাবলী' অনুচ্ছেদ, বাংলা মিশকাত হা/৩০২১)*।

হাদীছটিকে তিরমিযী, আবু যুর'আ ও আবু হাতেম 'হাসান' বলেছেন। হাকেম একে বুখারীর শর্ত অনুযায়ী 'ছহীহ' বলেছেন এবং যাহাবী তাকে সমর্থন করেছেন। তবে আলবানী বলেন, হাদীছটি যঈফ *(ইরওয়াউল গালীল হা/১৮৫৩, ৬/২৫৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩১/১৯১)ঃ জান্নাতে কি যৌবন লোপ পাবে? না সর্বদা যুবক অবস্থায় থাকবে?

-মিছবাহুল ইসলাম
মোলামগাড়ীহাট, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ জান্নাতে যৌবন কখনোই নিঃশেষ হবে না। বরং সর্বদা যুবক অবস্থায় থাকবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে তথায় সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে আরাম-আয়েশের মধ্যে ডুবে থাকবে। কোন প্রকারের দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা তাকে স্পর্শ করবে না এবং তার পোষাক-পরিচ্ছদ ময়লা বা পুরাতন হবে না এবং তার যৌবনও নিঃশেষ হবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬২১ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা' অধ্যায় 'জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের বিবরণ' অনুচ্ছেদ; বাংলা মিশকাত হা/৫৩৮০, ১০ম খণ্ড)*।

প্রশ্নঃ (৩২/১৯২)ঃ ক্বিয়ামতের দিন শুধু ভাল আমল সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে অবহিত করে ফায়ছালা করবেন? নাকি খারাপ কাজের জন্যও বিচার করবেন?

-আব্দুল কুদ্দুস
বান্দাইখাড়া, আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দার কিছু পাপ ঢেকে রেখে সে পাপ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করবেন এবং সে ঐ পাপ সমূহের স্বীকৃতি প্রদান করবে। তখন সে বান্দা ধারণা করবে যে, ঐ পাপের কারণেই সে ধ্বংস হবে। অতঃপর নেকীর আমলনামা দেওয়া হবে এবং ঐ অপরাধ সমূহ আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন। অতঃপর কাফির ও মুনাফিকদেরকে সকল সৃষ্টিকুলের সম্মুখে বলা হবে 'এরাই হ'ল ঐসব লোক, যারা তাদের পালনকর্তাকে মিথ্যা মনে করেছিল। জেনে রাখঃ সীমালংঘণকারীদের উপরে আল্লাহ্র লা'নত' *(হূদ ১৮; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৫১; বাংলা মিশকাত হা/৫৩১৭)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামতের দিন যার হিসাব নেওয়া হবে, সে অবশ্যই ধ্বংস হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৪৯ 'হিসাব-নিকাশ' অধ্যায় 'প্রতিশোধ গ্রহণ ও মীযানের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ; বাংলা মিশকাত হা/৫৩১৫, ১০ম খণ্ড)*। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ভাল-মন্দের হিসাব অবহিত করেই ফায়ছালা করবেন।

প্রশ্নঃ (৩৩/১৯৩)ঃ দাস বা গোলাম নাকি আল্লাহ্র নিকটে দ্বিগুণ নেকী পাবে? এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

-সবুজ ও নাঈম
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ যে গোলাম আল্লাহ এবং তার মালিকের হক যথাযথভাবে আঞ্জাম দেওয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, তার জীবন সার্থক। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সেই গোলামের জন্য কতই না সৌভাগ্য আল্লাহ তা'আলা যাকে নিজের মালিকের খেদমত এবং আল্লাহ্র ইবাদত করা অবস্থায় মৃত্যু দান করেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৪৯ 'স্ত্রী ও সন্তানের খোর-পোষ এবং দাস-দাসীর অধিকার' অনুচ্ছেদ; বাংলা মিশকাত হা/৩২০৬, ৬ষ্ঠ খণ্ড)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন 'গোলাম বা দাস যখন নিজের মালিকের মঙ্গল কামনা করে এবং উত্তম রূপে আল্লাহ্র ইবাদত করে, সে দ্বিগুণ নেকীর অধিকারী হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৪৮)*। সুতরাং আল্লাহ্র ইবাদত যথাযথভাবে সম্পাদন করার সাথে সাথে মনিবের হক পূর্ণভাবে আদায় করলে দ্বিগুণ নেকী পাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্নঃ (৩৪/১৯৪)ঃ মোটা মোযা ছাড়া নাকি মাসাহ করা যাবে না? কোন্ মোযার উপর মাসাহ চলবে এবং কয়দিন চলবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ইমাদাদুল হক
মালিটোলা (বংশাল এলাকা)
ঢাকা-১১০০।

উত্তরঃ মোটা মোযা হৌক বা পাতলা মোযা হৌক যেকোন মোযার উপর মাসাহ করা যাবে *(আহমাদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৫২৩, মির'আত হা/৫১৯-এর ব্যাখ্যা, ২/২১২ পৃঃ, 'মোযার উপরে মাসাহ' অনুচ্ছেদ)*। নিয়ম হচ্ছে ওযূ করে পায়ে মোযা পরতে হবে। অতঃপর নতুন ওযূর সময় মোযার উপরিভাগে হাতের ভিজা আঙ্গুল দ্বারা পায়ের উপরের পাতা হ'তে টাখনু পর্যন্ত টেনে এনে একবার মাসাহ করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৮)*। মুক্বীম অবস্থায় ১ দিন ১ রাত ও মুসাফির অবস্থায় ৩ দিন ৩ রাত একটানা মোযার উপরে মাসাহ করা যাবে' *(মুসলিম, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫১৭, ৫২০)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/১৯৫)ঃ আমরা দুই বন্ধু চট্টগ্রামের এক পাহাড়ে অবস্থান করছিলাম। খাদ্য ও টাকা পয়সা নিকটে না থাকায় নিরুপায় হয়ে ক্ষুধার তাড়নায় সাপ ধরে ভুনা করে খেয়ে ফেলেছি। এতে কি আমাদের কোন পাপ হবে?

-ছাব্বির ও সোহাগ
বড়িয়াহাট, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ হারাম বস্তু ভক্ষণ হ'তে সর্বদা বেঁচে থাকতে হবে, এটিই শরী'আতের নির্দেশ। প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ যদি সত্য হয়, তবে উক্ত অবস্থায় সাপ খাওয়া জায়েয হয়েছে এবং এতে কোন পাপ হবে না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'কোন বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন ছাড়া বাধ্যগত অবস্থায় (হারাম খাদ্য) খেলে কোন পাপ নেই' *(বাক্বারাহ ১৭৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/১৯৬)ঃ সন্তান-সন্ততি জন্মের সময় চিৎকারের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে জনৈক আলেম বলেন, মাতৃগর্ভের গরম হ'তে হঠাৎ পৃথিবীর ঠাণ্ডায় আসার জন্য ক্রন্দন করে। আমরা শুনেছি শয়তানকে দেখে কাঁদে। কোন্টি সঠিক? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-জাবেদ ইকবাল
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ একাধিক ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, এটি শয়তানের স্পর্শ বা খোঁচার কারণে হয়ে থাকে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মারিয়াম ও তার সন্তান ঈসা (আঃ) ব্যতীত প্রত্যেক বনু আদমই প্রসবকালে শয়তানের স্পর্শে চিৎকার করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৯ 'ঈমান' অধ্যায়; বাংলা মিশকাত হা/৬৩)*। অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন 'প্রসবকালে শিশুর চিৎকার শয়তানের খোঁচার কারণে হয়ে থাকে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭০)*। শয়তানকে দেখে শিশু চিৎকার দেয় সেটাও ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (৩৭/১৯৭)ঃ পরনিন্দা বা গীবত করলে ওযূ ও ছিয়াম নষ্ট হবে কি?

-আব্দুশ শুকুর
বারকোণা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি মওযূ বা জাল। যেমন- আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'পাঁচটি কর্ম ছিয়াম ও ওযূকে নষ্ট করে দেয়। (১) মিথ্যা (২) গীবত বা পরনিন্দা (৩) চোগলখুরী (অর্থাৎ একের কথা অন্যকে লাগিয়ে দু'জনের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে নিজে ভাল থাকা) (৪) যৌনাকাংখা নিয়ে অন্যের দিকে তাকানো (৫) মিথ্যা কসম করা' *(সিলসিলা যঈফা হা/১৭০৮)*। গীবত বা পরনিন্দা করা শরী'আতে নিষিদ্ধ। কিন্তু তাতে ওযূ বা ছিয়াম নষ্ট হবে কথাটি সঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (৩৮/১৯৮)ঃ হায়েয ও ইস্তেহাযা উভয়টির হুকুম পার্থক্য করে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ রইল।

-এস, খাতুন
শুকদেবপুর, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ নিয়মিত মাসিককে 'হায়েয' বলে। আর মাসিকের বাইরে অথবা প্রসবান্তে নেফাসের ৪০ দিন পরেও রক্তস্রাব দেখা দিলে তাকে 'এস্তেহাযা' বলে। শেষেরটি রোগের মধ্যে শামিল। উভয়ের হুকুম হ'ল, মাসিক হ'লে ছালাত ও ছিয়াম হ'তে বিরত থাকবে। ছিয়াম ক্বাযা করতে হবে কিন্তু ছালাত মাফ। মাসিকের নির্দিষ্ট সময় শেষ হ'লে তারপরও যদি রক্ত প্রবাহিত হ'তে থাকে অথবা প্রসবের ৪০ দিন পর রক্ত প্রবাহিত হ'তে থাকে, তবে গোসল করে প্রত্যেক ছালাতের সময় ওযূ করে ছালাত আদায় করবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি এমন একজন স্ত্রীলোক, যে সর্বদা এস্তেহাযা রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকি এবং পাক হই না। আমি কি ছালাত ছেড়ে দিব? তিনি বললেন, না, এটি একটি শিরার রক্ত, মাসিক নয়। যখন তোমার মাসিক হবে, তখন ছালাত ছেড়ে দিবে। আর যখন মাসিকের নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে যাবে, তখন তুমি গোসল করে নিবে। অতঃপর ছালাত আদায় করতে থাকবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭ 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'ইস্তেহাযা' অনুচ্ছেদ; বাংলা মিশকাত ২য় খণ্ড, হা/৫১২)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/১৯৯)ঃ বাংলা মিশকাত ৮ম খণ্ডের ১৭৮ পৃঃ ৪০৭৬ নং হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের পিতার কসম খেয়েছেন। তাহ'লে আমরা বাপ-মার কসম কেন খেতে পারব না?

-আব্দুল ওয়াদুদ
কালীগঞ্জ হাট কলেজ
তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উল্লিখিত হাদীছটি 'যঈফ' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪২৬১ 'খাদ্য' অধ্যায় 'বাধ্যগত অবস্থায় খাওয়া' অনুচ্ছেদ)*। বর্ণনাকারীদের মধ্যে উক্ববা বিন ওয়াহাব নামক জনৈক ব্যক্তি রয়েছে। যাহাবী বলেন, সে অপরিচিত এবং তার বর্ণিত খবর সঠিক নয়' *(ইবনু হাজার আসক্বালানী, হেদায়াতুর রুওয়াত শরহ মিশকাত হা/৪১৯০-এর টীকা; আলবানী, যঈফ আবুদাউদ হা/৩৮১৭)*। উপরন্তু হাদীছটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত ছহীহ হাদীছের বিরোধী। যেমন- ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেছেন তোমাদের পিতা-মাতার নামে কসম করতে। অতএব যে ব্যক্তি কসম করতে চায়, সে যেন আল্লাহ্র নামে কসম করে অথবা চুপ থাকে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৪০৭ 'শপথ ও মানত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৪০/২০০)ঃ বাঘের গোশত খাওয়া যে হারাম তার দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আলমগীর
দক্ষিণ দনিয়া, নয়াপাড়া
ডেমরা, ঢাকা-১২৩৬।

উত্তরঃ বাঘ হিংস্র জন্তু। সেকারণ তার গোশত খাওয়া হারাম। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তীক্ষ্ণ দন্তধারী হিংস্র জন্তু খাওয়া হারাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১০৪ 'যে প্রাণী খাওয়া হালাল ও যা হারাম' অনুচ্ছেদ; বাংলা মিশকাত হা/৩৯২৬, ৮ম খণ্ড)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'দন্ত তীক্ষ্ণ হিংস্র জন্তু এবং ধারাল নখরবিশিষ্ট হিংস্র পাখি খেতে নিষেধ করেছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১০৫, বাংলা মিশকাত হা/৩৯২৭)*।

মাসিক আত-তাহরীক

৭ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
মার্চ ২০০৪

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে আল্লাহ পাকের যাবতীয় নির্দেশ ও তদীয় রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ ও উপদেশ মোতাবেক আমাদের জীবন গড়তে হবে। তাই আজ ধর্মের যাবতীয় ফের্কাবন্দীর অবসান অতি প্রয়োজন। আমাদের সামনে মহাগ্রন্থ 'আল-কুরআন' ও 'হাদীছ' গ্রন্থ বিদ্যমান রয়েছে। কোন মহাত্মার কথার প্রতি গুরুত্ব না দিয়ে আমাদেরকে ঐ দু'টি গ্রন্থের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। এজন্য দীর্ঘদিনের রচিত মাযহাবের বেড়া ভেঙ্গে এক মুসলিম জাতির পরিচয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে।

❒ মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সাং- সন্ন্যাসবাড়ী, পোঃ বান্দাইখাড়া
যেলাঃ নওগাঁ।

প্রেরণায় 'আত-তাহরীক' জাগরণে 'আত-তাহরীক'

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা মাসিক **'আত-তাহরীক'** তুমি বড়ই সুন্দর। যেন একটা ফুটন্ত গোলাপ। তোমার আবেগময় গন্ধরাজি দ্বারা তুমি বিমোহিত কর সকল পাঠককে। **'আত-তাহরীক'** তুমি নবীন। তোমার রয়েছে উন্মাদময় আকর্ষণ। তাই কামনা করি, মাসের শুরুতেই আসবে আমাদের কাছে নব বার্তা নিয়ে। আসবে ফুলের সৌরভ নিয়ে। এই শুভ কামনায় আজকের মত কলম রাখছি। সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি, সম্পাদক সহ সংশ্লিষ্ট সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মত শেষ করছি। আল্লাহ হাফেয।

❒ মুহাম্মাদ শু'য়াইব আলী
সাং- দুবইল (সরদারপাড়া)
পোঃ নারায়ণপুর, মান্দা, নওগাঁ।

হোটেল এশিয়া
(আবাসিক)
ফোনঃ (০৭২১) ৭৭৩৭২১; মোবাইলঃ ০১১-৩৭৭৫৯৮

HOTEL ASIA
(RESIDENTIAL)
Tel: (0721) 773721; Mob: 011-377598

* মনোরম পরিবেশ
* রুচিসম্মত আবাসিক সুবিধা
* গাড়ি পার্কিং-এর সু-ব্যবস্থা ও
* ডিলাক্স রুম

ইয়াসিন সুপার মার্কেট, ষ্টেশন রোড, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/২০১)ঃ আমার স্ত্রী মারা গেলে মনের আবেগে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে আমি বলেছিলাম, 'হে আল্লাহ! আমি আমার স্ত্রীর রূহের মাগফিরাতের জন্য এক হাযার টাকা মসজিদে দান করব। তুমি তাকে শান্তিতে রাখো'। কিন্তু এখন আর্থিক সংকটের কারণে আমি দিতে পারছি না। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-মুহাম্মাদ আনছার আলী
পলাশপোল, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ অপারগ অবস্থায় উক্ত মানত পূরণ করা আবশ্যক নয়। তবে স্বচ্ছলতার অপেক্ষায় থাকুন এবং প্রথম সুযোগেই তা পূর্ণ করুন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ নেকী ও বদীসমূহ লিখে রাখেন। যে ব্যক্তি কোন নেক কাজের সিদ্ধান্ত নেয়, অথচ তা পূরণ করতে পারে না, আল্লাহ তার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নেকী লিখেন। কিন্তু যদি সে তার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমল করে, তবে তার জন্য ১০ গুণ হতে ৭০০ গুণ এবং তারও বেশী নেকী লেখা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি কোন অন্যায় কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, অথচ তা বাস্তবায়ন করে না, আল্লাহ তার জন্য একটি পূর্ণ নেকী লিখেন। কিন্তু যদি সে তা বাস্তবায়ন করে, তাহ'লে তার জন্য একটি গোনাহ লিখেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩৭৪ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২/২০২)ঃ আদম (আঃ)-কে কুমন্ত্রণা দেওয়ার জন্য বহিষ্কৃত ইবলীস কিভাবে পুনরায় জান্নাতে প্রবেশ করে?

-মুহাম্মাদ তাওহীদুর রহমান
কাঁঠালবাড়িয়া, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইবলীস কোথা থেকে কিভাবে আদম ও হাওয়া (আঃ)-কে কুমন্ত্রণা দিয়েছিল, সে বিষয়ে বিশুদ্ধ সূত্রে ও স্পষ্টভাবে কিছু জানা যায় না। তবে বিভিন্ন তাফসীরে বিভিন্ন কাল্পনিক কথা লেখা রয়েছে। যেমন- 'ইবলীস জান্নাতের দারোয়ানদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হ'লে সাপের মুখে ঢুকে জান্নাতে প্রবেশ করে। কেননা সাপ আদমের খাদেম ছিল' ইত্যাদি। অনেক বিদ্বান বলেন, ইবলীস সশরীরে জান্নাতে প্রবেশ করেনি। তবে কুমন্ত্রণার মাধ্যমে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে। কারণ 'শয়তান মানুষের রক্তনালীর মধ্যে প্রবেশ করে তাকে বিভ্রান্ত করতে পারে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮ 'কুমন্ত্রণা' অনুচ্ছেদ)*। ক্বিয়ামত পর্যন্ত ইবলীস এভাবেই মানুষকে কুমন্ত্রণা দিয়ে যাবে, মানুষ যেখানেই অবস্থান করুক না কেন। তবে মানুষের মৃত্যুর পর আর সে সুযোগ থাকবে না। এটা নিশ্চিত যে, ইবলীস আদম ও হাওয়া(আঃ)-কে কুমন্ত্রণা দিয়ে বিভ্রান্ত করেছিল *(বাক্বারাহ*

৩৬)। তবে তার পদ্ধতি কি ছিল, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ই সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্নঃ (৩/২০৩)ঃ আল্লাহ তা'আলা যে ব্যক্তিকে যে স্থানের মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, তার কবর সে স্থানেই হবে। কথাটি কি শরী'আত সম্মত?

-মুহাম্মাদ তাওহীদুর রহমান
কাঁঠালবাড়িয়া, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে কোন বিশুদ্ধ দলীল আমাদের গোচরে আসেনি।

প্রশ্নঃ (৪/২০৪)ঃ মাসিক 'আত-তাহরীক' অক্টোবর ২০০১ প্রশ্নোত্তর ৩৩/৩৩-এর উত্তরে বলা হয়েছে, 'বন্ধক রাখা জমির ফসল গ্রহণ করা যায়'। আবার জুন ২০০২ প্রশ্নোত্তর ৯/২৬৪-য়ে বলা হয়েছে 'ঋণের বিনিময়ে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করাই সূদ এবং তা হারাম'। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আলহাজ্জ তোফাযযল হুসাইন
পূর্ব জগন্নাথপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ অক্টোবর ২০০১-এর প্রশ্নে বন্ধক রাখা জমির ফসল গ্রহণ করা যায় বলে যে ফৎওয়া দেওয়া হয়েছে, জুন ২০০২-এর প্রশ্নোত্তর ৯/২৬৪ মূলত তারই সংশোধনী। অতএব, ঋণদাতা তার ঋণের বিনিময়ে জমি বা অন্য কিছু বন্ধক বা যামানত রাখুন বা না রাখুন, ঋণের বিনিময়ে ঋণগ্রহিতার নিকট থেকে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করাই সূদ এবং তা হারাম, এটাই সঠিক ফৎওয়া।

প্রশ্নঃ (৫/২০৫)ঃ 'প্রসিদ্ধ একটি নামায শিক্ষা বইয়ে জুম'আর মাহাত্ম্য বর্ণনায় লেখা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে সহবাসের কারণে নিজের বিবিকে গোসল করায় ও নিজে গোসল করে এবং তাড়াতাড়ি পায়ে হেঁটে মসজিদে যায় এবং খুৎবা শোনে, সে প্রত্যেক পদক্ষেপের বদলে এক বছরের ছিয়াম ও এবাদতের ছওয়াব পায়' (তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ)। অত্র হাদীছটি কি ছহীহ?

-মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ
আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীছটি ছহীহ *(ছহীহ আবুদাঊদ, হা/৩৪৫; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৩৮৮ 'জুম'আর ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। ছাহেবে মির'আত বলেন, 'এটি জুম'আর বিশেষ ফযীলতের অন্তর্ভুক্ত। জুম'আর ছালাতের অশেষ নেকী প্রমাণ করাই অত্র হাদীছের উদ্দেশ্য' *(মির'আত ৪/৪৭২)*। উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছে এক বছরের নফল ছিয়াম ও ক্বিয়ামের (নফল ছালাতের) কথা বলা হয়েছে। ফরয ইবাদতের কথা নয়।

প্রশ্নঃ (৬/২০৬)ঃ সতর কতটুকু এবং এর হুকুম কি? ছহীহ দলীলের আলোকে জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল কুদ্দূস
ইয়াসীন ফার্মেসী, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তরঃ মহিলাদের জন্য চেহারা ও দুই হস্ততালু ব্যতীত সর্বাঙ্গ সতর *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৭২ সনদ হাসান, 'পোশাক' অধ্যায়)*। তবে বেগানা পুরুষের ক্ষেত্রে এগুলিও সতরের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন হজ্জের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ বেগানা পুরুষ থেকে মুখ ঢাকতেন *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৬৯০ সনদ জাইয়িদ 'মানাসিক' অধ্যায়)*। আল্লাহ বলেন, 'মহিলারা যেন তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে, তবে যা সাধারণভাবে প্রকাশ পায়, তা ব্যতীত' *(নূর ৩১)*। পুরুষের জন্য তার নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত সতর। তবে তার রান, নাভী ও হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত কি-না এ বিষয়ে বিদ্বানগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে বিভিন্নমুখী আছারের কারণে। তদৃষ্টে ইমাম বুখারী (রহঃ) রান ঢেকে রাখাকে أَحْوَطُ বা 'অধিক সতর্কতা' হিসাবে উত্তম বলেছেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৯৬ পৃঃ)*। এগুলি হ'ল মৌলিক সতর। তবে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে পুরুষেরও সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখা আবশ্যক হয়।

হুকুমঃ কোন পুরুষ ও মহিলার জন্য পরস্পরের কোন অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'কোন পুরুষ কোন পুরুষের এবং কোন মহিলা কোন মহিলার সতরের দিকে যেন দৃষ্টিপাত না করে' *(মুসলিম নববীসহ ১/১৫৪ পৃঃ; 'সতরের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৩১০০ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। উল্লেখ্য, পুরুষেরা প্রয়োজনে হাঁটুর উপর কাপড় উঠাতে পারে। তবে হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা উত্তম *(বিস্তারিত দেখুনঃ মাসিক আত-তাহরীক, ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, মার্চ '৯৯ প্রশ্নোত্তর ৫/৮৫)*।

প্রশ্নঃ (৭/২০৭)ঃ বিবাহের জন্য ইসলামী বিধান অনুযায়ী পাত্রীর কি কি গুণাবলী দেখা উচিত? দুই-এক বছরের বড় মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয কি?

-মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
ফুলকোট, মাঝিড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ বিবাহের জন্য ইসলামী বিধান মোতাবেক সর্বাগ্রে পাত্রীর ধর্মীয় গুণাবলী দেখা উচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, সাধারণতঃ মেয়েদের চারটি গুণ দেখে বিবাহ করা হয়ঃ তার ধন-সম্পদ, বংশ-মর্যাদা, সৌন্দর্য এবং ধর্ম। এর মধ্যে তোমরা ধার্মিকা মহিলাকে অগ্রাধিকার দাও' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮২ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। বয়সে বড় মহিলাকে বিবাহ করা নিঃসন্দেহে জায়েয। নবুঅতের পূর্বে নবী করীম (ছাঃ) বিবি খাদীজা (রাঃ)-কে যখন বিবাহ করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ২৫ বছর এবং খাদীজা (রাঃ)-এর বয়স ছিল ৪০ বছর *(যাদুল মা'আদ ১/১০২ পৃঃ)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের পসন্দমত দুই, তিন বা চারজন নারীকে বিবাহ কর' *(নিসা ৩)*। অত্র আয়াতে স্ত্রীর বয়সের কোন সীমা নির্দেশ করা হয়নি।

প্রশ্নঃ (৮/২০৮)ঃ জনৈক আলেমকে বলতে শুনেছি, বিবাহের উকিল তিনিই হবেন, যিনি মাহরাম। বিষয়টি ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আবু মূসা
বড় তারা, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ উকিলের জন্য মাহরাম হওয়া শর্ত নয়; বরং 'অলি' নিজেই বিবাহ পড়াবেন। অথবা ইচ্ছা করলে কাউকে তার পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল বা উকিল নিয়োগ করবেন। বাদশাহ নাজাশী আবু সুফিয়ান (রাঃ)-এর মেয়ে উম্মে হাবীবার সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিবাহ সম্পাদন করিয়ে ছিলেন উভয় পক্ষের উকিল হিসাবে। অথচ বাদশাহ নাজাশী মাহরাম ছিলেন না *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩২০৮ 'বিবাহ' অধ্যায়, 'মোহরানা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৯/২০৯)ঃ ছালাতের মধ্যে অমনোযোগী ভাব এবং দুনিয়াবী কথা মনে পড়লে করণীয় কি?

-মুহাম্মাদ আবুবকর ছিদ্দীক্ব
সহকারী শিক্ষক
রুদ্রেশ্বর সরকারপাড়া
কাকিনা, কালীগঞ্জ, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ ওছমান ইবনু আবিল 'আছ বলেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! শয়তান আমার ছালাত এবং ক্বিরাআতের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উত্তরে বললেন, 'এটা একটা শয়তান যাকে 'খিনযাব' বলা হয়। সুতরাং তুমি যখন এর ওয়াসওয়াসা অনুভব করবে, তখন তা থেকে আল্লাহ্‌র নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। অর্থাৎ 'আ'উযুবিল্লা-হ' পড়বে এবং বাম দিকে তিনবার থুক মারবে। রাবী বলেন, 'আমি এ আমল করাতে আল্লাহ আমার হ'তে শয়তানের ওয়াসওয়াসা দূরীভূত করেন *(মুসলিম, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২২৬ পৃঃ; মিশকাত হা/৭৭ 'ওসওয়াসাহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১০/২১০)ঃ তাশাহ্হুদ বৈঠকে ডান হাতের শাহাদত আঙ্গুল কিভাবে কোন্ সময় ইশারা করতে হয়। প্রতি ইশারায় নাকি ১০টি করে নেকী হয়। এটা কি ঠিক।

-মুহাম্মাদ পারভেজ মোল্লা
বড়ঘাট, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তরঃ তাশাহ্হুদ বৈঠকে ডান হাত ৫৩-এর ন্যায় মুষ্টিবদ্ধ রাখবে অর্থাৎ বৃদ্ধা আঙ্গুল শাহাদত আঙ্গুলের নীচে খোলা রেখে বাকী ৩টি আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ রাখবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯০৬ ও ৯০৮ 'ছালাত' অধ্যায়, 'তাশাহ্হুদ' অনুচ্ছেদ; সুবুলুস সালাম ১/৪২৬ পৃঃ)*। বৈঠকের শুরু থেকে নিয়ে সালাম ফিরানোর আগ পর্যন্ত শাহাদত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে। ইশারার সময় আঙ্গুল সামান্য হেলিয়ে রাখা যায় *(বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৭২)*।

প্রতি ইশারায় ১০টি করে নেকী রয়েছে কথাটি ভিত্তিহীন। বরং প্রতিটি ইশারা দ্বারা শয়তানকে আঘাত করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আঙ্গুলের ইশারা শয়তানের উপরে লোহার আঘাতের চেয়েও কঠিন' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৯১৭, সনদ হাসান, 'তাশাহ্হুদ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১১/২১১)ঃ মসজিদের জমি রেজিষ্ট্রি না থাকায় একদল লোক অন্য মসজিদে ছালাত পড়ে। অন্যদল তাদের ঈদগাহে ছালাত পড়বে না। এমতাবস্থায় তারা ঈদের ছালাত মসজিদে পড়তে পারবে কি?

-মূসা বিন যাকির
তলুইগাছা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মসজিদের জমিদাতার পক্ষ থেকে কোন বাধার সম্মুখীন না হ'লে কিংবা অন্য কোন শারঈ কারণ না থাকলে মসজিদ পৃথক করা বা মসজিদ ত্যাগ করা বৈধ নয়। কারণ এতে মুমিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি হয়। যা করতে মহান আল্লাহ নিষেধ করেছেন *(তওবা ১০৭)*। আর মসজিদটির জমি লিখিতভাবে রেজিষ্ট্রি না থাকলেও সেটা ওয়াক্‌ফ হওয়ার জন্য মৌখিক স্বীকৃতিই যথেষ্ট। তবে জমিটি লিখিতভাবে ওয়াকফ করে দেওয়াই উত্তম।

অতএব প্রশ্নে বর্ণিত অজুহাতে মসজিদ ও ঈদগাহ ত্যাগ করে পৃথক মসজিদ ও ঈদগাহে গমন করা নিঃসন্দেহে শরী'আত বিরোধী কাজ। যা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

প্রশ্নঃ (১২/২১২)ঃ জীবিত তিন ভাই একত্রে মায়ের নামে একটি কুরবানী করেন। তারা বলেন যে, মা-ইতো কুরবানী করেন। অথচ ভাইদের দেওয়া টাকা দিয়েই এ কুরবানী করা হয়। এভাবে কুরবানী বৈধ হবে কি?

-জাহিদুল ইসলাম
কুশখালী, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ 'প্রতি পরিবারের জন্য প্রতি বছর একটি করে কুরবানী' দেওয়ার হুকুম শরী'আতে রয়েছে' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/১৪৭৮ 'ছালাত' অধ্যায় 'আতীরাহ' অনুচ্ছেদ)*। এক্ষণে যদি প্রশ্নে উল্লেখিত তিন ভাই পৃথক পরিবার হয়, তাহ'লে তিনটি পৃথক কুরবানী হবে। আর যদি তিন ভাই তাদের মা সহ একই পরিবারভুক্ত হন, তাহ'লে সন্তানেরা মায়ের মাধ্যমে কুরবানী করায় কোন দোষ নেই। মা যদি পৃথক থাকেন এবং সন্তানদের নিকট থেকে টাকা নিয়ে পৃথক কুরবানী করেন, তবে সেটাও জায়েয আছে। কেননা সন্তানরা পিতা-মাতার উপার্জ। তাদের আয়-উপার্জনে পিতা-মাতার হক রয়েছে। আমর ইবনু শু'আইব তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমার সম্পদ আছে। আর আমার পিতা সে সম্পদের মুখাপেক্ষী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার বাপের। জেনে রেখ, তোমাদের সন্তানরা তোমাদের উত্তম উপার্জন। অতএব তোমরা সন্তানদের উপার্জন খাও' *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৩৫৪, সনদ ছহীহ, 'সন্তানের*

খোরপোষ' অনুচ্ছেদ)।

প্রশ্নঃ (১৩/২১৩)ঃ নিম্নোক্ত হাদীছগুলি ছহীহ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন-
(১) জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয (২) বিদ্বানের কলমের কালি শহীদের রক্তের চেয়ে উত্তম (৩) যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে গৃহ ত্যাগ করে, সে আল্লাহর পথে বিচরণ করে (৪) তোমরা সুদূর চীন দেশে যেয়ে হ'লেও জ্ঞান অন্বেষণ কর (৫) দুই ব্যক্তির আকাঙ্খা কখনো পরিতৃপ্ত হয় না। জ্ঞানীর জ্ঞান তৃষ্ণা ও দুনিয়াদারের সংসার আসক্তি (৬) সারারাত প্রার্থনা (ইবাদত) করা অপেক্ষা একঘন্টা জ্ঞানচর্চা করা শ্রেষ্ঠ (৭) জ্ঞানের আধিক্য ইবাদতের আধিক্য হ'তে শ্রেষ্ঠ (৮) দোলনা হ'তে কবর পর্যন্ত শিক্ষাকাল প্রসারিত (৯) যে জ্ঞানার্জন করে তার মৃত্যু নেই (১০) যে জ্ঞানীকে সম্মান করে, সে আমাকে সম্মান করে।

-তারিক অনিকেত
ঈদগাহ বাজার, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল।

উত্তরঃ ১ম হাদীছটি সম্পর্কে ইমাম বায়হাক্বী বলেন, এটির 'মতন' মশহূর কিন্তু 'সনদ' যঈফ। যদিও হাদীছটির মর্মার্থ ছহীহ। আল্লামা সুয়ূত্বী উক্ত হাদীছের ৫০টির মত সূত্র একত্রিত করে 'ছহীহ' বলেছেন। তবে উক্ত হাদীছে কেবল مُسْلِمٍ পর্যন্ত রয়েছে। মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত مُسْلِمَةٍ শব্দটির কোন ভিত্তি নেই *(আলবানী, হাশিয়া মিশকাত হা/২১৮ 'ইল্ম' অধ্যায়)*। আর مُسْلِمٌ বললে নারী-পুরুষ সকল মুসলিমকেই বুঝায়।

২য় হাদীছটি 'মওযূ বা জাল' *(তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, পৃঃ ২৩)*।

৩য় হাদীছটি 'যঈফ' *(যঈফুল জামে' আছ-ছাগীর হা/৫৫৮০; সিলসিলা যঈফাহ হা/২০৩৭)*। তবে উক্ত মর্মে ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন- 'যে ব্যক্তি ইল্ম অন্বেষণে বের হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪ 'ইল্ম' অধ্যায়)*।

৪র্থ হাদীছটি মওযূ বা জাল *(যঈফুল জামে' আছ-ছাগীর হা/১০০৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/৪১৬; আলবানী, হাশিয়া মিশকাত, ১/৭৬ পৃঃ)*।

৫ম হাদীছটি 'ছহীহ' *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, আলবানী, মিশকাত হা/২৬০, 'ইল্ম' অধ্যায়, উক্ত হাদীছের টীকা দ্রষ্টব্য)*।

৬ষ্ঠ হাদীছটি যঈফ *(দারেমী, মিশকাত হা/২৫৬, 'ইল্ম' অধ্যায়)*।

৭ম হাদীছটি ৬ষ্ঠ হাদীছের মর্মার্থ। উক্ত শব্দে কোন হাদীছ নেই। তবে উক্ত মর্মে 'হাসান' পর্যায়ের হাদীছ রয়েছে। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আলেমের মর্যাদা আবেদের উপরে, যেমন আমার মর্যাদার তোমাদের উপরে ... *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২১২ 'ইল্ম' অধ্যায়)*।

৮ম বক্তব্যটি কোন হাদীছ নয়; বরং একটি প্রবাদ বাক্য মাত্র।

৯ম বক্তব্যটি একটি ছহীহ হাদীছের মর্মার্থ। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সমস্ত আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কেবল তিনটি আমল ব্যতীতঃ ১. ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ ২. ইল্ম যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয় ৩. সুসন্তান যে তার জন্য দো'আ করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩ 'ইল্ম' অধ্যায়)*।

১০ম বক্তব্যটি হাদীছ না হ'লেও কথাটি ছহীহ হাদীছের মর্মার্থ। যেখানে হকপন্থী উলামায়ে দ্বীনকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর 'ওয়ারীছ' বা উত্তরসূরী বলা হয়েছে *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২১২ সনদ হাসান)*।

[ভাই তারিককে বলছি, আপনার নামের শেষাংশটি বাদ দিন। এটি অমুসলিমদের সদৃশ। এর অর্থ 'গৃহহীন'।-(স.স.)]

প্রশ্নঃ (১৪/২১৪)ঃ মুছল্লীদের জায়গা সংকুলান না হওয়ায় মসজিদ অন্যত্র স্থানান্তর করা যায় কি? যদি করা যায় তাহ'লে পূর্বের মসজিদের স্থান বা তার আসবাবপত্র কি করতে হবে? উল্লেখ্য, এ বিষয়ে ঢাকা মুহাম্মাদপুর জামেয়া রাহমানিয়া আরাবিয়ার মুফতী ছাহেবদের নিকট ফৎওয়া চাইলে তারা উত্তরে বলেন, কোন স্থানে শারঈ মসজিদ নির্মিত হ'লে তা মাটির নীচ হ'তে আসমান পর্যন্ত চিরকাল মসজিদ হিসাবেই বহাল থেকে যায়। উক্ত মসজিদ স্থানান্তর করা এবং নতুন মসজিদের নির্মাণ কাজে পুরাতন মসজিদের সম্পত্তি ও জিনিসপত্রসহ কোন কিছু কাজে লাগানো সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয এবং হারাম'। এ উত্তর কি সঠিক? এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাষ্টার আবুল হুসাইন সরদার
চৌথল, পালসা, আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ মসজিদে মুছল্লীদের জায়গা সংকুলান না হ'লে এবং পার্শ্বে মসজিদ সম্প্রসারণের সুযোগ না থাকলে সে অবস্থায় উক্ত মসজিদ স্থানান্তর করা এবং মসজিদের আসবাবপত্র বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ নতুন মসজিদে ব্যয় করা শরী'আত সম্মত। মসজিদের মুতাওয়াল্লী বা কমিটি উক্ত মসজিদের স্থান বিক্রয় করে তার অর্থ দিয়ে অন্য স্থানে জমি ক্রয় করে অথবা কেউ দান করলে সেখানে নতুন মসজিদ নির্মাণ করতে পারেন। ওমর (রাঃ)-এর যুগে কূফার শাসক ছিলেন ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)। একদা মসজিদ হ'তে বায়তুল মালের অর্থ চুরি হ'লে সে ঘটনা ওমর (রাঃ)-কে জানানো হয়। তিনি মসজিদ স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন এবং মসজিদ স্থানান্তর করা হয়। পরে পরিত্যক্ত মসজিদের স্থানটি খেজুর বিক্রেতাদের স্থানে পরিণত হয়' *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'আ ফাতাওয়া ৩১/২১৬-২১৭ পৃঃ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের উপরে অপরিহার্য হ'ল আমার সুন্নাত ও আমার খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত' *(আহমাদ, আবুদাউদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/১৬৫*

সনদ হাসান, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)।

প্রকাশ থাকে যে, 'ওয়াক্ফের সম্পত্তি বিক্রি করাও যাবে না এবং কাউকে হেবা করাও যাবে না' মর্মের হাদীছটির প্রেক্ষিতে কতিপয় আলেম বলে থাকেন যে, যেহেতু মসজিদের সম্পত্তি ওয়াক্ফকৃত, তাই তাকে পরিবর্তন করা যাবে না'। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) একথার উত্তরে বলেন, 'ওয়াক্ফের সম্পত্তি বিক্রি করে তার চেয়ে উন্নতমানের সম্পত্তি ক্রয় করলে ওয়াক্ফকে নষ্ট করা হয় না বা পরিবর্তন করাও হয় না। যেমন একটি ঘোড়া যা জিহাদের জন্য ওয়াক্ফ করা হয়েছে, সেটি বৃদ্ধাবস্থায় বিক্রি করে তার চেয়ে উন্নতমানের ঘোড়া ক্রয় করে জিহাদের জন্য রেখে দেওয়াতে ওয়াক্ফের কোন পরিবর্তন হয় না; বরং আরো ভালো হয়' *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'আ ফাতাওয়া ৩১/২১৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/২১৫)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জামা কেমন ছিল? পাঞ্জাবী ও শার্ট কি সুন্নাতী পোষাক?

-আব্দুল মজীদ
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুব্বা অর্থাৎ বড় জামা পরিধান করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩০৫)*। পাঞ্জাবী ও শার্ট-এর মধ্যে প্রকারভেদ রয়েছে। এ বিষয়ে অমুসলিমদের সামঞ্জস্য থেকে বেঁচে থাকতে হবে। স্থান ও মওসুমের কারণে পোষাকের পরিবর্তন হ'তে পারে। তবে সর্বাবস্থায় সতর ও লেবাস সম্পর্কে নিম্নোক্ত মূলনীতিগুলি মনে রাখতে হবে।-

(১) পোষাক পরিধানের উদ্দেশ্য থাকবে দেহকে আবৃত করা। যেন পোষাক পরা সত্ত্বেও লজ্জাস্থান সমূহ অন্যের চোখে প্রকট হয়ে না ওঠে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪ 'ক্বিছাছ' অধ্যায়)* (২) ভিতরে-বাইরে তাক্বওয়াশীল হ'তে হবে। এজন্য ঢিলাঢালা, ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করতে হবে। হাদীছে সাদা পোষাক পরিধানের নির্দেশ এসেছে *(আ'রাফ ২৬; মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮ 'আদাব' অনুচ্ছেদ; তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৩৫০ লিবাস' অধ্যায়; আহমাদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৩৩৭)* (৩) পোষাক যেন অমুসলিমদের সাদৃশ্য না হয় *(আহমাদ, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)* (৪) পোষাকে যেন অহংকার প্রকাশ না পায়। এজন্য পুরুষ যেন সোনা ও রেশম পরিধান না করে এবং টাখনুর নীচে কাপড় না রাখে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১১-১৪, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৩৪৬ দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ২৪)*।

প্রশ্নঃ (১৬/২১৬)ঃ জুম'আর দিন মসজিদে প্রবেশের দু'রাক'আত ছালাত আদায় করার পর আর কোন ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আযাদ মোল্লা
জোলখাদীয়া, তেলজুড়ি
বোয়ালমারী, ফরিদপুর।

উত্তরঃ জুম'আর দিন মসজিদের প্রবেশের দু'রাক'আত ছালাত আদায় করার পর ইচ্ছামত নফল ছালাত আদায় করা যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গোসল করে অতঃপর জুম'আ মসজিদে আসে, সাধ্যমত ছালাত আদায় করে, অতঃপর খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকে এবং ইমামের সাথে ছালাত আদায় করে, তার জন্য পরবর্তী জুম'আ সহ আরো তিনদিনের গোনাহ মাফ করা হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৮২ 'জুম'আর ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৭/২১৭)ঃ কোন অভাবী মানুষ সূদের উপর নেওয়া ঋণ বা উহার কিস্তি পরিশোধের জন্য কর্জ চাইলে দেওয়া যাবে কি?

-আব্দুল গফূর তালুকদার
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ সূদের কিস্তি পরিশোধের জন্য কর্জ দেওয়া অন্যায়ের সহযোগিতা করার শামিল, যা শরী'আতে জায়েয নয় *(মায়েদাহ ২)*। অবশ্য বাধ্যগত অবস্থায় মৃত ভক্ষণের ন্যায় *(বাক্বারাহ ১৭৩)* তাকে ঋণমুক্ত করার জন্য সহযোগিতা করা যেতে পারে। তবে যাকাতের পয়সা কোন অবস্থাতেই এসব কাজে ব্যয় করা যাবে না। কারণ তার জন্য নির্দিষ্ট খাত সমূহ রয়েছে *(তওবা ৬০)*।

প্রশ্নঃ (১৮/২১৮)ঃ ওযূ অবস্থায় সন্তানকে দুধ খাওয়ালে ওযূ নষ্ট হবে কি?

-মাহবূবুর রহমান
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ওযূ অবস্থায় সন্তানকে দুধ খাওয়ালে ওযূ ভঙ্গ হবে না। কারণ যেসব কারণে ওযূ ভঙ্গ হয়, সন্তানকে দুধ পান করানো তার অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্নঃ (১৯/২১৯)ঃ জুম'আর দিন মিম্বরে উঠার সময় সালাম দেওয়া যাবে কি?

-আব্দুল ওয়াদূদ
কাঁটাবাড়িয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ জুম'আর দিন খুৎবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে মিম্বরে উঠার সময় সালাম দেওয়া সুন্নত। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন মিম্বরের উপর উঠতেন, তখন সালাম দিতেন *(ইবনু মাজাহ হা/১১০৯; আলবানী, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৯১৭)*।

প্রশ্নঃ (২০/২২০)ঃ আবু নুসরাত গোলাম রাব্বানীর লিখিত 'পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা' বইয়ের ৩৬ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, 'ইমাম আবু হানীফা ওযূ করার সময় ওযূর পানির সাথে পাপ ঝরে যাওয়া দেখতে পেতেন'। একথা কি ঠিক?

-শাহ আলম
গোবরাপাড়া, রিশখালা

হরিণাকুণ্ড, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ অন্যান্য বানোয়াট কথার ন্যায় এটিও মহামতি ইমামের নামে দুষ্টমতি লোকদের রচিত মিথ্যা ও বানোয়াট কথা মাত্র। কারণ পাপ ও পূণ্য আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত হয়, যা মানুষের চর্ম চুক্ষতে দেখার বস্তু নয়। তবে ওযূর পানির শেষ ফোঁটার সাথে পাপ ঝরে পড়ে কথাটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২১/২২১)ঃ জনৈক ব্যক্তি ছালাতে ক্বিরাআত ও দো'আগুলির বাংলা অনুবাদ পড়ে। তার যুক্তি হ'ল, আল্লাহ সব ভাষা বুঝেন'। এভাবে ছালাত হবে কি?

-হায়দার আলী
কাটিগ্রাম, ফকীরবাড়ী
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ ছালাতের মধ্যে কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত দো'আ ও ক্বিরাআত ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় দো'আ ও ক্বিরাআত করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই এই ছালাতের মধ্যে মানুষের কালাম চলে না। নিশ্চয়ই ছালাত হচ্ছে তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন তেলাওয়াতের নাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৭৮)*। মুসলিম উম্মাহর সকল বিদ্বান এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করে থাকেন। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) অনারবদের জন্য তাদের নিজ ভাষায় ছালাতে ক্বিরাআত পাঠের যে ফৎওয়া দিয়েছিলেন, তা থেকে তিনি প্রত্যাবর্তন করেছিলেন *(দ্রঃ নূরুল আনওয়ার 'কিতাব' অধ্যায় (দেওবন্দ ছাপা), পৃঃ ১২ টীকা-১)*।

প্রশ্নঃ (২২/২২২)ঃ মৃত ব্যক্তির কাফনের উপর কালেমা বা কোন কিছু লিখা জায়েয আছে কি?

-ফরীদা ইয়াসমীন
বন গবেষণা ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ কাফনের কাপড়ে কোন কিছু লেখা জায়েয নয়। এতে মৃত ব্যক্তির কোন লাভ হয় মনে করলে তা শিরক হবে। কারণ কারু মঙ্গলামঙ্গলের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর হাতে *(ইউনুস ১০৭)*।

প্রশ্নঃ (২৩/২২৩)ঃ ঈদায়নের তাকবীর পাঠ করতে করতে বাড়ী হ'তে ঈদগাহে গমন এবং বাড়ীতে প্রত্যাবর্তনের মারফূ সূত্রে বর্ণিত কোন হাদীছ আছে কি?

-নাছিরুদ্দীন
বাউশা হেদাতী পাড়া, তেঁথুলিয়া
বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ এ মর্মে মারফূ সূত্রে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(ইরওয়াউল গালীল ৩/১২৩ পৃঃ হা/৬৫০-এর আলোচনা দ্রঃ)* তবে কোন্ শব্দে পড়তে হবে সে সম্পর্কে কোন হাদীছ মারফূ সূত্রে বর্ণিত হয়নি *(নায়ল ৩/৩৩৫, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪৩ পৃঃ)*। তবে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর এবং আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে নিম্নোক্ত আছারটি ছহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে। বহুল প্রচলিত উক্ত দো'আটি নিম্নরূপঃ

اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

(আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ৩/১২৫ পৃঃ, হা/৬৫৪-এর আলোচনা; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪৩ দ্রঃ 'মাসায়েলে কুরবানী' পৃঃ ১১)।

প্রশ্নঃ (২৪/২২৪)ঃ ইস্তেগফারের জন্য নিম্নের দো'আটির বিশুদ্ধতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّىْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّأَتُوْبُ إِلَيْهِ-

-মনীরুল ইসলাম
যোগীপাড়া, বাগাতীপাড়া, নাটোর।

উত্তরঃ উক্ত শব্দে কোন দো'আ আমাদের অবগতিতে নেই। তবে এ ধরনের অন্য শব্দ দ্বারা একটি দো'আয়ে ইস্তেগফার রয়েছে যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। যেমন-

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ-

(ছহীহ তিরমিযী হা/২৮৩১; ছহীহ আবুদাউদ হা/১৩৪৩; মিশকাত হা/২৩৫৩ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়, 'ইস্তেগফার' অনুচ্ছেদ)।

প্রশ্নঃ (২৫/২২৫)ঃ 'নিউওয়ে প্রাইভেট লিমিটেড' এবং 'ডেসটিনি ২০০০ প্রাইভেট লিমিটেড' যে কার্যক্রম চালাচ্ছে এবং Multi Level Marketing পদ্ধতিতে যে লভ্যাংশ মানুষকে দিচ্ছে, এটা কি জায়েয?

-আফযাল হুসাইন
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ শরী'আতে মাত্র দু'টি পদ্ধতিতে যৌথ ব্যবসা জায়েয রয়েছে। একটির নাম اِشْتِرَاكٌ (ইশতেরাক) অর্থাৎ যৌথ ব্যবসা। এতে যার যেমন অর্থ থাকবে, সে তেমন লভ্যাংশ পাবে *(নাসাঈ, বুলূগুল মারাম হা/৮৭১)*। অপরটির নাম مُضَارَبَةٌ (মুযারাবা) অর্থাৎ একজনের অর্থ নিয়ে অপর জন ব্যবসা করবে। এ পদ্ধতিতে লভ্যাংশ তাদের মাঝে চুক্তিহারে বন্টিত হবে *(দারাকুৎনী, বুলূগুল মারাম হা/৮৯৫)*। প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যবসা এ দু'য়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্যই এটা ধোঁকা যা শরী'আতে হারাম করা হয়েছে *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম ৭৮৪)*।

উক্ত সংস্থার প্রকাশিত The index file, The concept এবং Sales & marketing plan বই তিনটি পর্যালোচনা করে এবং এর কিছু সদস্যের সঙ্গে আলোচনা করে এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় যে, এই ধরনের নেটওয়ার্ক ব্যবসাগুলি কেবল লাভেরই প্রলোভন দেখায়, যা এখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চলছে পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্যতম হাতিয়ার হিসাবে। লোকসানের কোন ঝুঁকি এখানে নেই। এদের প্রতিটি বক্তব্যই প্রলোভনমূলক এবং তাদের এই

ব্যবসায়ে সূদের বিষয়টি সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। সর্বোপরি এই ব্যবসায়ে পিরামিড জুয়ার বিষয়টি আক্রমণাত্মক ভঙ্গিমায় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। যা প্রতারণার শামিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যাবতীয় প্রতারণাকে নিষিদ্ধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫৪ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)। বিস্তারিত দেখুনঃ আত-তাহরীক, প্রবন্ধঃ প্রতারণার অপর নাম জিজিএন অক্টোবর ২০০০ সংখ্যা।*

প্রশ্নঃ (২৬/২২৬)ঃ অনেক সময় দেখা যায়, ৫/৭ বছর বয়সের ছেলের অলৌকিকভাবে খাৎনা হয়ে যায়। এটা আসলে কি? এরূপ খাৎনা হ'লে পুনরায় খাৎনা দিতে হবে কি?

-রঙ্গসুদ্দীন
গ্রাম ও পোঃ ফুলতলা, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ জন্মগত খাৎনা হৌক বা জন্মের পরে অলৌকিকভাবে খাৎনা হৌক খাৎনা হয়ে গেলে সেখানে পুনরায় খাৎনা করা সম্পর্কে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে যদি অলৌকিক খাৎনা সম্পূর্ণরূপে না হয়ে থাকে, তাহ'লে পুনরায় সুন্দরভাবে খাৎনা করা উচিত। কেননা এর মধ্যে রয়েছে শিশুর ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যের জন্য অশেষ মঙ্গল। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, একদল বিদ্বান জন্মগত খাৎনাওয়ালা শিশুর জন্য পুনরায় সামান্য হ'লেও ঐ স্থানে ক্ষুর ঘুরিয়ে নেওয়াকে 'মুস্তাহাব' বলেছেন *(নায়লুল আওত্বার ১/১৭১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৭/২২৭)ঃ ইমামের অনুমতি ছাড়া কিংবা তার ইমামতির জায়গায় পৌঁছার পূর্বেই এক্বামত দেওয়া যাবে কি?

-ওবায়দুল্লাহ
বি এ অনার্স, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সোনারচর, বাসাইল, টাংগাইল।

উত্তরঃ ইমাম ও মুওয়াযযিন নির্ধারিত থাকলে ইমামের অনুমতি ছাড়াই সময় হ'লে ইমাম নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার পূর্বে এক্বামত দিতে পারে। আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ছালাতের এক্বামত দেওয়া হ'লে তোমরা আমাকে ঘর থেকে বের হ'তে না দেখা পর্যন্ত দাঁড়িয়ো না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৫)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, বেলাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ঘর থেকে বের হ'তে দেখলেই এক্বামত দিতেন *(আহমাদ, মুসলিম, নাসাঈ, নায়ল ২/৫০)*। অবশ্য হাদীছদ্বয়ের সারমর্ম হ'ল এই যে, ইমাম ছালাত আরম্ভ করবেন এরূপ ইচ্ছা বুঝতে পারলে এক্বামত দিবেন।

প্রশ্নঃ (২৮/২২৮)ঃ গান-বাজনার মজলিসে বসলে কি ক্ষতি হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আশরাফ আলী
সাং ও পোঃ ভাইয়ের পুকুর, বগুড়া।

উত্তরঃ যেখানে গান-বাদ্যের মজলিস হয়, সেখানে শয়তান ও তার সহচররা এমনভাবে চক্রজাল বিস্তার করে যে, ঐ মসলিস ছেড়ে উঠে এসে মসজিদে জামা'আতে যোগদান করা অসম্ভব হয়। এমনকি অনেক প্রয়োজনীয় ও পারিবারিক বা সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথাও সে ভুলে যায় কিংবা ভুলে না গেলেও ঐ শয়তানী পরিবেশ তাকে তা থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করে। আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে সে গাফেল হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য একটি শয়তানকে নিয়োজিত করি। সে-ই হয় তার সাথী *(যুখরুফ ৩৬)*। এই শয়তানরাই তাদেরকে সৎ পথে বাধা দান করে। অথচ লোকেরা মনে করে যে, তারা সৎ পথে রয়েছে' *(যুখরুফ ৩৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গান-বাদ্যের আওয়ায শুনলে কানে আঙ্গুল দিয়ে বন্ধ করতেন' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪১১৬; মিশকাত হা/৪৮১১ সনদ হাসান, 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'বক্তৃতা ও কবিতা' অনুচ্ছেদ; বিস্তারিত দেখুনঃ দরসে কুরআন 'বাদ্য-বাজনাঃ বুদ্ধি বৃত্তির অপচয়' জুলাই '৯৯।*

প্রশ্নঃ (২৯/২২৯)ঃ জনৈক ব্যক্তি অবৈধ পথে অর্জিত অর্থ দ্বারা একটি মসজিদের ছাদ দিয়েছেন। কিন্তু মসজিদের কমিটি বা মুছল্লীগণ সে অর্থ সম্বন্ধে পূর্বে জানত না। এখন সেটি প্রকাশ পেয়েছে। এক্ষণে উক্ত মসজিদের ছাদ কি ভেঙ্গে ফেলতে হবে?

-এহসানুল্লাহ
সত্যজিৎপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ মসজিদ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য *(জিন্ন ১৮)*। আর আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র বস্তু ভিন্ন কবুল করেন না *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। প্রশ্নে উল্লেখিত অবৈধ সম্পদ মসজিদে দান করার নেকী ঐ দাতা পাবে না। কিন্তু এতে মসজিদের কোন ক্ষতি হবে না এবং ছালাত আদায় করতেও কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্নঃ (৩০/২৩০)ঃ মুহাররমের ছিয়াম কয়টি? উক্ত ছিয়ামের ফযীলত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সোহরাব হোসেন
গোয়ালকান্দী, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মুহাররম মাসে আশূরার দু'টি ছিয়াম পালন করতে হয়। ৯ ও ১০ অথবা ১০ ও ১১ই মুহাররম। এই ছিয়াম বিগত এক বছরের (ছগীরা) গুনাহ মাফ করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা ৯ ও ১০ই মুহাররম *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪১)* অথবা ১০ ও ১১ই মুহাররম মিলিয়ে মোট দু'টি ছিয়াম পালন করবে' *(বায়হাক্বী ২/২৮৭ পৃঃ; মির'আত ৭/৪৬ পৃঃ; মুসনাদ আহমাদ ১/২১ পৃঃ)*। এই ছিয়াম হবে নাজাতে মূসার শুকরিয়া স্বরূপ *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৬৭)*, শাহাদাতে হুসাইনের শোক বা মাতম স্বরূপ কখনোই নয়। যদি শেষোক্ত নিয়তে কেউ আশূরার ছিয়াম পালন করে, তবে ছওয়াবের বদলে সে গুনাহগার হবে। কারণ এটি নিঃসন্দেহে বিদ'আত। ছিয়াম পালন ব্যতীত এই দিনে অন্য কোন কিছু করার ব্যাপারে শরী'আতে কোন প্রমাণ নেই *(বিস্তারিত দ্রঃ 'আত-তাহরীক' মে'৯৮ প্রবন্ধঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, 'আশূরায়ে মুহাররম ও*

আমাদের করণীয়'; এপ্রিল '৯৯, 'মুহাররম মাসে করণীয় আমল ও বিদ'আত সমূহ' পৃঃ ২৮)।

প্রশ্নঃ (৩১/২৩১)ঃ ভোটের সময় মনে করি যে, কোন প্রার্থীকে ভোট দিব না। কিন্তু মহিলা প্রার্থী এসে এমন করে ধরে যে ভোট না দিয়ে পারি না। এমতাবস্থায় আমাদের কি হবে?

-আব্দুল কুদ্দূস
কুমারগাতী, হাজীপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ বর্তমানের দল ও প্রার্থী ভিত্তিক নেতৃত্ব নির্বাচন পদ্ধতি শরী'আত সমর্থিত নয়। বিশেষ করে মহিলাদেরকে কোনক্রমে কর্তৃত্বশীল নিযুক্ত করা যাবে না। নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ঐ জাতি কখনই সফলকাম হবে না, যারা তাদের নেতৃত্ব সমর্পণ করেছে মহিলার হাতে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৬৯৩; তিরমিযী, নাসাঈ, ইরওয়াউল গালীল হা/২৬১৩)*। অতএব উল্লেখিত শরী'আত বিরোধী আমলে শরীক হওয়ার জন্য আপনি দায়ী হবেন। *(দ্রঃ মে '৯৯ প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ৭/১১৭)*।

প্রশ্নঃ (৩২/২৩২)ঃ গ্রামে অনেকেই সন্ধ্যার সময় ছোট বাচ্চাদের বাইরে বের করতে নিষেধ করেন। এর কারণ কি?

-যুবায়ের হুসাইন
লক্ষ্মীপুর মোড়, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সন্ধ্যার সময় তোমরা তোমাদের বাচ্চাদেরকে ঘরে রাখ। কেননা ঐ সময় জিনেরা ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা ছোঁ মারে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৯৫ 'খাদ্য' অধ্যায়, 'পাতিল ও অন্যান্য বস্তু ঢেকে রাখা' অনুচ্ছেদ)*। অতএব সন্ধ্যার সময় বাচ্চাদেরকে বাইরে বের না করাই উত্তম। কেননা জিনেরা এ সময় বাচ্চাদের ক্ষতি করতে পারে।

প্রশ্নঃ (৩৩/২৩৩)ঃ আপনারা লিখেছেন, সম্মানার্থে দাঁড়ানো জায়েয নয়। অথচ ফাতেমা (রাঃ)-এর নিকট রাসূল (ছাঃ) আসলে ফাতেমা (রাঃ) দাঁড়িয়ে তাঁর হাতে চুম্বন দিয়ে তাঁকে স্বীয় আসনে বসাতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও অনুরূপ করতেন (আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, তোহফা ৮/২৪ ও ২৫ পৃঃ) উক্ত হাদীছের উত্তর জানতে চাই?

-আব্দুল জাব্বার
সাং তেঁতুলিয়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ অনেকে হাদীছের অর্থ না বুঝে বা হাদীছের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য না করে মানুষের সম্মানার্থে দাঁড়ানো যায় বলে উক্ত হাদীছ পেশ করে থাকেন। আল্লামা নাছেরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, আগন্তুক ব্যক্তিকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে তার দিকে যাওয়া যায়। উল্লেখিত হাদীছের অর্থ সেটাই। তবে আগন্তকের সম্মানার্থে দাঁড়ানো যায় না। কারণ এইরূপ দাঁড়ানো শরী'আত সম্মত নয়। তিনি বলেন, আগন্তুকের সম্মানার্থে দাঁড়ানো এবং অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে এগিয়ে যাওয়া এই দু'টির মধ্যে অনেকেই পার্থক্য করতে পারেননি। অথচ এই দু'টির মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট *(সিলসিলা ছাহীহাহ্ হা/৬৭)*। আবুদাঊদের ভাষ্যকার শামসুল হক্ব আযীমাবাদী (রহঃ) বলেন, আগন্তুকের সাথে সাক্ষাতের জন্য দাঁড়ানো জায়েয। তবে কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো নিন্দনীয় *(আউনুল মা'বূদ ৭/৮১ পৃঃ; দ্রষ্টব্য 'আত-তাহরীক' নভেম্বর '৯৮, প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ১৩/৩৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/২৩৪)ঃ মুক্তাদীদেরকে বাদ দিয়ে শুধু ইমামের নিজের জন্য দো'আ করা নাকি বিশ্বাস ঘাতকতার শামিল? এর সত্যতা জানতে চাই।

-মাহমূদুর রহমান
কলেজপাড়া, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ এটি একটি বহুল প্রচলিত হাদীছের প্রথমাংশ, যেখানে তিনটি কাজ করলে খেয়ানত করা হবে বলে নির্দেশ করা হয়েছে। যেমন (১) ইমামতির সময় অন্যদের বাদ দিয়ে কেবল নিজের জন্য দো'আ করা (২) ছিদ্রপথে কারু বাড়ীর অভ্যন্তরে গোপনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা (৩) পেশাব-পায়খানার চাপ অবস্থায় ছালাত আদায় করা' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১০৭০ 'ছালাত' অধ্যায়, 'জামা'আত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। ইমাম তিরমিযী হাদীছটিকে 'হাসান' বলেছেন। ইবনু তায়মিয়াহ ও ইবনুল ক্বাইয়িম দৃঢ়তার সাথে 'যঈফ' বলেছেন। আলবানীও তা সমর্থন করেন। ইবনু খুযায়মা হাদীছটির প্রথমাংশ অর্থাৎ 'ইমামতির সময় অন্যদের বাদ দিয়ে কেবল নিজের জন্য দো'আ করা' অংশটিকে 'মওযূ' বা জাল বলেছেন *(দ্রষ্টব্যঃ আলবানী, মিশকাত হা/১০৭০-এর টীকা-২)*।

উল্লেখ্য যে, ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত ছালাতের মধ্যকার সকল দো'আয় উত্তম পুরুষ একবচন এসেছে। যেমন দো'আয়ে ইস্তেফতাহ 'আল্লাহুম্মাহদিনী' রুকু-সিজদাহ ও দুই সিজদাহ্র মধ্যবর্তী বৈঠকের দো'আ, দো'আয়ে মাছূরাহ, দো'আয়ে কুনূত ইত্যাদি। সেকারণ ছাহেবে তুহ্ফা আবদুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, 'ইমাম দো'আয়ে কুনূত ইত্যাদিতে একবচন উত্তম পুরুষ ব্যবহার করলেও তাকে নিয়তের মধ্যে মুক্তাদীদেরকেও শামিল করতে হবে'। তবে উপরোক্ত যঈফ হাদীছের ভিত্তিতে এবং বায়হাক্বীতে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত বহু বচন বিশিষ্ট ফজরের দো'আয়ে কুনূতের উপরে ভিত্তি করে শাফেঈ ও হাম্বলীগণ দো'আয়ে কুনূত উত্তম পুরুষ বহু বচনে পড়া জায়েয বলেন। যদিও বায়হাক্বীর হাদীছটিতেও 'কথা' (نَظَرٌ) রয়েছে' *(মির'আত ৩/৫১৫-৫১৬ পৃঃ, হা/১০৭৭-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/২৩৫)ঃ অনেক মাদরাসাতে দেখা যায়, ইয়াতীমদের সাথে দুর্ব্যবহার সহ মারপিট করা হয়। এ ধরনের শাসন কি শরী'আত সম্মত?

-আব্দুল খালেক
কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ দুর্ব্যবহার করা মোটেই উচিৎ নয়। তবে লেখা-পড়া

করানোর উদ্দেশ্যে, ছালাত ঠিকমত জামা'আতের সাথে আদায় কারানোর লক্ষ্যে যদি প্রশাসন সেটি করে থাকে, তবে তা শরী'আত সম্মত। ইয়াতীমদের প্রতি সহমর্মিতা ও স্নেহ-ভালবাসা প্রদর্শন করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি ও ইয়াতীমদের তত্ত্বাবধানকারী জান্নাতে এভাবে থাকব। এই বলে তিনি স্বীয় শাহাদত ও মধ্যমা অঙ্গুলী উঁচু করে দেখালেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৯৫২ 'আদাব' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/২৩৬)ঃ জুম'আর ছালাতে মহিলারা মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করতে পারে কি?

-সেকান্দার আলী
কান্দিভিটুয়া, নাটোর।

উত্তরঃ শুধু জুম'আ নয়, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতেই মহিলাগণ মসজিদে গিয়ে জামা'আতের সাথে আদায় করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নারীগণ তোমাদের নিকট মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তোমরা তাদের বাধা প্রদান কর না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৮২)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কারো স্ত্রী মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে সে যেন তাকে বাধা প্রদান না করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৯ 'জামা'আত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/২৩৭)ঃ মাগরিবের আযানের পর দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করতে চাইলে মসজিদের ইমাম আমাকে হাদীছ শুনালেন যে, বুরায়দাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মাগরিব ব্যতীত প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মধ্যে দু'রাক'আত ছালাত রয়েছে'। সুতরাং মাগরিবের আযানের পর দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করা যাবে না'। এর সঠিক সমাধান চাই।

-মাওলানা মুস্তফা
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ উল্লেখিত হাদীছটি 'যঈফ' বরং ইবনু হাজার আসক্বালানী হাদীছটিকে 'বাতিল' বলেছেন *(আলবানী, মিশকাত হা/৬৬২-এর ৩নং টীকা দ্রষ্টব্য)*। বরং একই রাবী কর্তৃক বর্ণিত ছহীহ হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা মাগরিবের ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর। তোমরা...। তৃতীয় বারে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৬৫ 'সুন্নাত সমূহ ও উহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ এবং হা/৬৬২ 'আযানের ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। অতএব একই রাবী কর্তৃক বর্ণিত ছহীহ হাদীছই গ্রহণযোগ্য।

প্রশ্নঃ (৩৮/২৩৮)ঃ স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী ইদ্দত পালনকালে অন্যত্র দাওয়াত খাওয়ার উদ্দেশ্যে ২/৪ দিনের জন্য যেতে পারবে কি? না স্বামীর বাড়ীতেই অবস্থান করতে হবে?

-যয়নব
ইটাপোতা, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী স্বামীর গৃহে অবস্থান করেই ইদ্দত পালন করবে *(মালেক, তিরমিযী, আবুদাঊদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/৩৩৩২ 'ইদ্দত' অনুচ্ছেদ)*। অন্য হাদীছ দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী স্বামীর বাড়ীতেই ইদ্দত পালন করবে *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৬৬৪)*। তবে রোগের চিকিৎসা, ভয়ের আশংকা বা কোনরূপ যরূরী অবস্থার বিষয়টি ভিন্ন কথা। প্রশ্নে বর্ণিত বিষয়টি যরূরী অবস্থার অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্নঃ (৩৯/২৩৯)ঃ খোলা মাঠে ছালাত আদায় করলে সম্মুখ দিয়ে কোন কিছু যাওয়ার আশংকা না থাকলে সুৎরার প্রয়োজন হবে কি?

-কাযীমুদ্দীন
বিসিক শিল্প এলাকা, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ আশংকা থাক বা না থাক খোলা স্থানে ছালাত আদায় করার সময় ইমামের জন্য সর্বদা সুৎরা রাখা সুন্নাত। যা মুছল্লীর সম্মুখ দিয়ে কাউকে যেতে বাধা দিবে এবং মুছল্লীর দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ রাখবে। 'সুৎরা' বলতে চিহ্ন স্বরূপ যেকোন বস্তুকে বুঝায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ কোন বস্তুকে সম্মুখে রেখে ছালাত আদায় করবে যা তাকে লোকদের থেকে সুৎরা বা পর্দা স্বরূপ হবে, এমন অবস্থায় তার সম্মুখ থেকে যদি কেউ অতিক্রম করতে চায়, তাহ'লে সে যেন তাকে প্রতিরোধ করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭৭ 'ছালাত' অধ্যায় 'সুৎরা' অনুচ্ছেদ।বিস্তারিত দ্রষ্টব্য; মির'আতুল মাফাতীহ হা/৭৮৬-এর ব্যাখ্যা; উছায়মীন, আরকানুল ইসলাম ২/৪৯৩ পৃঃ, প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ২৬৭)*।

প্রশ্নঃ (৪০/২৪০)ঃ আফ্রিকা মহাদেশের একজন সঊদী মুবাল্লেগ 'ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালাহ' বলার সময় أقامها الله وأدامها বললেন। কিন্তু আপনারা কেন বলেন না?

-সাইফুল ইসলাম
কাশিয়াবাড়ী, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ছহীহ দলীলই শরী'আতের একমাত্র মানদণ্ড। উক্ত মর্মের হাদীছটি যঈফ হওয়ার কারণে আমরা ওটা বলি না *(মিশকাত হা/৬৭০ 'আযানের ফযীলত ও মুওয়াযযিনের জবাব দান' অনুচ্ছেদ)*। ছহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নববী, ছহীহ বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানী, যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিছ শায়খ আলবানী প্রমুখ বিদ্বানগণ এক বাক্যে হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন *(দ্রঃ আলবানী, মিশকাত হা/৬৭০ হাদীছের টীকা-২; যঈফ আবুদাঊদ হা/৫২৮; ইরওয়াউল গালীল হা/২৪১; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৪২)*।

ইক্বামতের সময় মুওয়াযযিন যা বলেন, মুক্তাদী তা-ই বলবেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমরা আযান শুনবে, তখন মুওয়াযযিন যা বলে তদ্রূপ বল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭ 'আযানের ফযীলত' ও তার জবাব দান' অনুচ্ছেদ)*। আযান ও এক্বামতের একই হুকুম। অতএব এক্বামতের সময় মুক্তাদীগণ বলবেন 'ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালাহ' *(দ্রঃ আলবানী, মিশকাত হা/৬৭০-এর টীকা-২)*।

মাসিক

আত-তাহরীক

৭ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা
এপ্রিল ২০০৪

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/২৪১)ঃ 'হে আল্লাহ! আমার মৃত্যু যদি কল্যাণকর হয়, তাহ'লে আমাকে তাড়াতাড়ি উঠিয়ে নিন' এরূপভাবে মৃত্যু কামনা করা যাবে কি?

-আব্দুল ক্বাদের
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ মৃত্যু কামনা করতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কারণ সে নেককার হ'লে হয়তো অধিক নেকী অর্জন করবে এবং বদকার হ'লে সম্ভবত তওবা করে আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভে সমর্থ হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৫৯৮ 'জানাযা' অধ্যায়, 'মৃত্যু কামনা ও মৃত্যুর স্মরণ' অনুচ্ছেদ; বাংলা মিশকাত হা/১৫১১)*। তবে নিতান্তই কেউ যদি মৃত্যু কামনা করে, তবে শর্ত সাপেক্ষে করতে পারে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন তার নিকটে বিপদ পৌঁছার কারণে মৃত্যু কামনা না করে। তবে সে যদি মৃত্যু কামনা করতেই চায়, তবে যেন বলে, হে আল্লাহ! আমাকে জীবিত রেখ যে পর্যন্ত আমার জীবন কল্যাণকর হয় এবং আমাকে মৃত্যু দান কর, যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬০০; বাংলা মিশকাত হা/১৫১৩)*। অতএব প্রশ্নে উল্লেখিত ভাবে মৃত্যু কামনা করা যায়।

প্রশ্নঃ (২/২৪২)ঃ ১০ই মুহাররমকে বিশেষ ফযীলত মনে করে উক্ত দিনে বিবাহের দিন ধার্য করা যাবে কি?

-মিনারুল ইসলাম
সেতাবগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তরঃ বিশেষ ফযীলত মনে করে উক্ত দিবসে বিবাহের দিন ধার্য করা যাবে না। কেননা ১০ই মুহাররমে নাজাতে মূসার শুকরিয়ার নিয়তে দু'টি নফল ছিয়াম পালন ব্যতীত এ মাসে অন্য কিছুই করণীয় নেই। যার দ্বারা বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহ সমূহ মাফ করা হয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*। এদিনকে শুভ দিন বা ফযীলতপূর্ণ দিন মনে করে বিবাহের দিন ধার্য করার পক্ষে শরী'আতের কোন নির্দেশ নেই। এ ধরনের চিন্তাগুলি বিদ'আতী আক্বীদা সমূহ থেকে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে মাত্র।

প্রশ্নঃ (৩/২৪৩)ঃ হামযাহ (রাঃ)-এর হত্যাকারী কে ছিল? আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা বিনতে উৎবাহ সত্যিই কি তাঁর লাশ বিকৃত করেছিল?

-যাহহাক আলী
কাকিনা, কালীগঞ্জ, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ ওয়াহ্‌শী বিন হারব নামক জনৈক হাবশী গোলাম হযরত হামযা (রাঃ)-কে হত্যা করেছিল। হামযাহ (রাঃ) কুরায়েশ নেতা জুবায়ের বিন মুত্ব'ইম বিন আদী-এর চাচা ত্বো'আয়মা বিন আদীকে বদরের যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন। স্বীয় চাচা হত্যার প্রতিশোধ হিসাবে রাসূলের চাচা হামযাকে হত্যার জন্য জুবায়ের তার হাবশী গোলাম ওয়াহশীকে মুক্ত করে দেওয়ার শর্তে নিযুক্ত করেছিল। ওহোদের যুদ্ধে হামযাহ (রাঃ) বীরদর্পে দু'হাতে তরবারি পরিচালনা করছিলেন, এমন সময় গাছ বা পাথরের আড়ালে ওঁৎ পেতে থাকা ওয়াহ্‌শী বর্শা নিক্ষেপ করলে হামযা (রাঃ)-এর নাভিতে বিদ্ধ হয়ে তিনি পড়ে যান এবং শাহাদত বরণ করেন। ফলে মুশরিক মহিলারা হিন্দা বিনতে উৎবাহ্‌র নেতৃত্বে খুশীর গান গাইতে গাইতে হামযা (রাঃ)-এর পবিত্র লাশের কান, নাক, ঠোঁট এবং অন্যান্য অঙ্গ কেটে ফেলে এবং কলিজা বের করে চিবিয়ে গিলে ফেলার চেষ্টা করে তা ফেলে দেয় *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ২৬১; বিস্তারিত দেখুনঃ 'ছাহাবা চরিত' হামযাহ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব (রাঃ), 'আত-তাহরীক' মার্চ ২০০০, পৃঃ ২২)*।

উল্লেখ্য যে, হামযাহ (রাঃ) বদরের যুদ্ধে ৩১ জন কাফের নেতাকে হত্যা করেন *(মোস্তফা চরতি পৃঃ ৬৫৭)*। সে যুদ্ধে হিন্দার পিতা, চাচা ও ভাই যথাক্রমে কুরায়েশ নেতা উৎবাহ, শায়বা ও ওয়ালীদ নিহত হন। সেজন্য হিন্দা হামযাহ্‌র প্রতি খুবই ক্রুদ্ধ ও প্রতিশোধকামী ছিলেন। পরবর্তীতে হিন্দা মক্কা বিজয়ের দিন স্বামী আবু সুফিয়ানের পরে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ১৪ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন *(বুলূগুল মারাম, তাহক্বীক্বঃ ছফিউর রহমান, মুবারকপুরী হা/১১৩৭-এর টীকা-২)*।

প্রশ্নঃ (৪/২৪৪)ঃ অন্ধ ব্যক্তি স্বীয় অন্ধত্বের উপর ছবর করলে নাকি জান্নাতে প্রবেশ করবে। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আফতাব আহমাদ
দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ডেমরা, ঢাকা।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত বক্তব্যটি সঠিক। অন্ধ ব্যক্তি যদি পরহেযগার হয় এবং অন্ধত্বকে আল্লাহ্‌র দেওয়া মনে করে ধৈর্য ধারণ করলে আল্লাহ তাকে ছবরের বিনিময়ে জান্নাত দান করবেন।

আনাস (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি যখন আমার কোন বান্দার দু'টি প্রিয় বস্তুকে বিপদগ্রস্ত করি, আর সে তাতে ছবর করে, আমি তাকে এর বিনিময়ে জান্নাত দান করি। প্রিয় বস্তুদ্বয় হ'ল তার চক্ষুদ্বয়' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৫৪৯ বাংলা মিশকাত হা/১৪৬৩ 'জানায়েয' অধ্যায়, 'রোগীকে দেখতে যাওয়া ও রোগের ছওয়াব' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৫/২৪৫)ঃ জ্ঞানশূন্য বা অস্বাভাবিক অবস্থায়

তালাক দিলে তালাক হবে কি? এমন কিছু ঘটলে করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
ইনছাফ নগর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ জ্ঞানশূন্য বা অস্বাভাবিক অবস্থায় তালাক দিলে তালাক কার্যকর হবে না। আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তিন ব্যক্তির ব্যাপারে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে (১) ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় (২) নাবালেগ, যতক্ষণ না সে বালেগ হয় এবং (৩) জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে সুস্থ জ্ঞান ফিরে পায়' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩২৮৭ 'বিবাহ' অধ্যায় 'খোলা ও তালাক' অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪০৫৪)*।

সুতরাং পাগল, মাতাল, জ্ঞানহারা বা ক্রুদ্ধ অবস্থায় তালাক প্রদান করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না *(আল-ফিক্বহুল ইসলামী ৭/৩৬৫ পৃঃ)*। তবে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে নিশ্চিতভাবে রোগীর স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক অবস্থা নির্ণয় করা উচিৎ *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব 'তালাক ও তাহলীল' পুস্তক)*।

প্রশ্নঃ (৬/২৪৬)ঃ 'বুলূগুল মারাম' গ্রন্থের ভূমিকার নিম্নোক্ত আরবী অংশের সরল বঙ্গানুবাদ জানিয়ে বাধিত করবেন।

فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرًا بالغًا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغًا وستعين به الطالب المبتدى ولا يستغنى عنه الراغب المنتهى-

-এরশাদুল বারী
দাউদপুর রোড, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ অর্থঃ 'ইহা শারঈ বিধান সমূহের জন্য হাদীছ ভিত্তিক মূল দলীলাদি সম্বলিত একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন। এমন এক উন্নত ধারায় একে আমি লিপিবদ্ধ করেছি যে, এর আয়ত্বকারী তার সমসাময়িকদের মধ্যে সমুন্নত হ'তে পারবে। প্রাথমিক শিক্ষার্থীগণ এর সাহায্য লাভে সক্ষম হবে এবং উচ্চতর জ্ঞান লাভের অভিলাষী ব্যক্তিগণও এথেকে সাহায্য গ্রহণে অমুখাপেক্ষী থাকতে পারবে না'।

প্রশ্নঃ (৭/২৪৭)ঃ খোলা জায়গায় পায়খানা করার সময় দূরে নির্জনে যাওয়ার মধ্যে কি হিকমত রয়েছে?

-মুখতার আহমাদ
স্বরূপকাটি, পিরোজপুর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খোলা জায়গায় পায়খানা করার ইচ্ছা করলে দূরে (নির্জনে) যেতেন। এ মর্মে কয়েকটি হাদীছ রয়েছে *(ছহীহ আবুদাউদ হা/২, মিশকাত হা/৩৪৪ সনদ ছহীহ, উক্ত হাদীছের টীকা নং ১ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*। সাইয়েদ সাবিক্ব স্বীয় 'ফিক্বহুস সুন্নাহ' গ্রন্থে নির্জনে পায়খানা করার হিকমত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, পায়খানা করার সময় লোকজন হ'তে দূরে ও নির্জনে যাওয়া উচিৎ। যাতে করে বাহ্যক্রিয়ার কোন শব্দ বা দুর্গন্ধ না পাওয়া যায়। তিনি দলীল হিসাবে উল্লেখিত হাদীছ ছাড়াও কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করেছেন *(ঐ, ১/২৫; 'নাপাকী' অধ্যায় 'প্রয়োজন পূরণ' অনুচ্ছেদ ১/২৫ পৃঃ 'পায়খানা-প্রস্রাবের শিষ্টাচার' অনুচ্ছেদ)*। এছাড়া লজ্জাশীলতাও অন্যতম কারণ বটে। এর ফলে সে মানসিক চাপমুক্ত থাকে এবং তাতে পায়খানা খোলাছা হয়।

প্রশ্নঃ (৮/২৪৮)ঃ মা'রেফতী ফকীরেরা বলে, রাসূল (ছাঃ)-কে ভালোবাসাই যথেষ্ট। নামায-রোযার দরকার নেই। মা'রেফত ব্যতীত শরী'আতের কানাকড়ি মূল্য নেই। এদিকে এর পাল্টা অন্যরা ছহীহ হাদীছের দা'ওয়াত দেওয়ায় গ্রামে দলাদলি ও হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়েছে। এখন আমাদের করণীয় কি?

-আশরাফুল ইসলাম
নামোপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ মা'রেফতী ফকীরদের দা'ওয়াত ইসলাম ধ্বংসের দা'ওয়াত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভালোবাসার বাস্তব প্রমাণ হ'ল তাঁর ইত্তেবা বা অনুসরণ করা *(আলে ইমরান ৩১)*। ছালাত ও ছিয়াম ইসলামের মূল বুনিয়াদী ফরয সমূহের অন্যতম। একে অস্বীকার করলে সে নিঃসন্দেহে কাফির। 'মা'রেফত' অর্থ চেনা। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে যথার্থ মর্যাদায় চেনা। বর্তমান যুগে মা'রেফতের নামে যা চলছে, এগুলি স্রেফ ধোঁকাবাজি। পারসিক ও গ্রীক দর্শনের কুপ্রভাবে এগুলি ৩য় শতাব্দী হিজরীর পরে মুসলিম উম্মাহ্র মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ইসলামের একটি ফরয 'যাকাত' আদায়কে অস্বীকার করার অপরাধে প্রথম খলীফা হযরত আবুবকর (রাঃ) তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। অথচ এরা দু'টি ফরযকে অস্বীকার করছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমার উম্মত ৭৩ ফের্কায় বিভক্ত হবে। ৭২ ফের্কাই জাহান্নামে যাবে। ১টি ফের্কা জান্নাতে যাবে। যারা আমার ও আমার ছাহাবীদের তরীকার উপরে থাকবে *(তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/১৭১, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*। আর সেই ফের্কা নিঃসন্দেহে তারাই যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র অনুসরণ করে। অতএব আপনাদেরকে যেকোন মূল্যে ছহীহ হাদীছের দা'ওয়াত দানকারীদের সাথে থাকতে হবে, বিদ'আতীদের সাথে নয় *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ দরসে কুরআন, 'মা'রেফাতে দ্বীন' জানুয়ারী '৯৯)*।

প্রশ্নঃ (৯/২৪৯)ঃ মসজিদে জনৈক ব্যক্তির 'ছালাতুল জানাযা' অনুষ্ঠিত হয়। সে জানাযায় মহিলাগণও অংশগ্রহণ করেন। ফলে বিতর্ক দেখা দেয় যে, মহিলাগণ জানাযায় শরীক হ'তে পারবেন কি-না। এর সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবুল হুসাইন মাষ্টার
বর্ষাপাড়া, উপযেলাঃ কোটালিপাড়া
গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ মসজিদসহ যেকোন জায়গায় পর্দাসহ মহিলাগণ জানাযার ছালাতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। তাবেঈ বিদ্বান আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান হ'তে বর্ণিত, যখন ছাহাবী সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) ইন্তেকাল করেন, তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, তাকে মসজিদে নিয়ে এসো। যাতে আমিও তার জানাযায় শরীক হ'তে পারি। কিন্তু তারা তার এই বাসনাকে অপসন্দ করলে তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র কসম! স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বায়যার দুই ছেলে সোহাইল ও তার ভাইয়ের জানাযা মসজিদেই পড়েছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৫৬ 'জানাযার সাথে চলা ও ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ; দ্রষ্টব্যঃ ডিসেম্বর ২০০১ প্রশ্নোত্তর ৫/৭৫; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১২১-১২২)।*

প্রশ্নঃ (১০/২৫০)ঃ ক্রন্দনের ফলে মাইয়েতের উপর চোখের পানি পড়লে নাকি মৃত ব্যক্তির কবরে আযাব হয়। কথাটি কি সঠিক?

-শামীমা আখতারা
রামপাল, মুন্সীগঞ্জ।

উত্তরঃ কথাটি সঠিক নয়। তবে মৃত ব্যক্তির জন্য চিৎকার দিয়ে ক্রন্দন করা জায়েয নয়। নিঃশব্দে অশ্রু বিসর্জন করা নিঃসন্দেহে জায়েয। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওছমান বিন মাযঊনকে মৃত অবস্থায় চুম্বন করেন। তখন তিনি ক্রন্দনরত ছিলেন এবং তাঁর অশ্রু ওছমানের চেহারার উপর পড়েছিল' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৬২৩ 'জানাযা' অধ্যায়; বাংলা মিশকাত হা/১৫৩৫)।*

প্রশ্নঃ (১১/২৫১)ঃ পরপর তিনটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করায় স্বামী এদের লালন-পালনে অবহেলা করেন। কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ ভরসা রেখে তাদের লালন-পালন করছি। তারা কি আখেরাতে আমার কোন কাজে আসবে?

-মুনাওয়ারা বেগম
ঝাউতলী, দাউদকান্দী, কুমিল্লা।

উত্তরঃ মেয়ে তিনটির সযত্ন লালন-পালনই আপনার জান্নাত লাভের অসীলা হ'তে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা বা তিনটি বোনকে প্রতিপালন করবে এবং সুন্দর ব্যবহার করবে, তারা তার জাহান্নামের পর্দা হবে' *(আহমাদ, বায়হাক্বী প্রভৃতি, আলবানী ছহীহুল জামে' হা/৫৩৭২)।* রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাধারণভাবে সকল কন্যা সন্তানের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, 'যে ব্যক্তি এইসব মেয়েদের নিয়ে পরীক্ষায় পড়বে, অতঃপর এদের প্রতি সুন্দর ব্যবহার করবে, এরা ঐ ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের পর্দা হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৪৯ 'সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা ও দয়া' অনুচ্ছেদ)।* উল্লেখিত হাদীছদ্বয় হ'তে প্রতীয়মান হয় যে, কন্যা সন্তানদেরকে সুন্দরভাবে লালন-পালন করলে আখেরাতে জাহান্নাম হ'তে রক্ষা পাওয়া যাবে। বাপ হৌক বা মা হৌক যে কেউ কন্যা সন্তানের প্রতি সদ্ব্যবহার করবেন, তিনি উক্ত মহা পুরস্কারের হক্বদার হবেন ইনশাআল্লাহ। *(দ্রষ্টব্যঃ দরসে কুরআন, 'নারীর সামাজিক অবস্থান' এপ্রিল-মে ২০০২)।*

প্রশ্নঃ (১২/২৫২)ঃ 'জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস' বক্তব্যটি কি শরী'আত সম্মত?

-রবীউল ইসলাম
বরকল, রাঙ্গামাটি।

উত্তরঃ আল্লাহ সকল ক্ষমতার একমাত্র উৎস, জনগণ নয়। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন, 'সকল ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ্‌র' *(বাক্বারাহ ১৬৫)।* অন্যত্র তিনি বলেন, 'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্‌রই' *(ফাৎহ ১৪)।* তিনি বলেন, 'আল্লাহ সকল রাজত্বের মালিক। যাকে ইচ্ছা তিনি রাজত্ব দান করেন' *(আলে ইমরান ২৬)।*

অনেকেই বলেন, এর দ্বারা আমরা জনগণকে আল্লাহ্‌র শরীক হিসাবে মনে করি না। অতএব এটা শিরক নয়। এর জবাব এই যে, সার্বভৌমত্বের বাস্তব অর্থ হ'ল, যার ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। এক্ষণে যারা জনগণের সার্বভৌমত্বের কথা বলেন, তারা দেশে আল্লাহ্‌র আইন বাদ দিয়ে নিজেদের রচিত আইন চালু করেন জনগণের সার্বভৌমত্বের দোহাই দিয়ে, যাকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। ফলে মুখে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে বাস্তবে জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা আল্লাহ্‌র সার্বভৌত্বকে চ্যালেঞ্জ করার শামিল। সুতরাং উল্লেখিত বক্তব্যটি কোন মুসলমানের মুখ দিয়ে বের হওয়া উচিৎ নয়। কারণ তা শিরকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। *(দ্রষ্টব্যঃ এপ্রিল-মে ২০০২, প্রশ্নোত্তর ৫/২১৫)।*

প্রশ্নঃ (১৩/২৫৩)ঃ হঠাৎ আমার দুই চক্ষু লাল হয়ে যাওয়ায় একজন কবিরাজের শরণাপন্ন হ'লাম। তিনি কুরআনের আয়াত পড়ে ফুঁক দিয়ে আমার নিকট ৫০ টাকা চাইলেন। আমি দিয়ে দিলাম। আমার প্রশ্নঃ ওষুধ না দিয়ে শুধু ঝাড়-ফুঁকের বিনিময়ে এ ধরনের টাকা নেওয়া শরী'আত সম্মত কি?

-শমশের আলী
পিয়ারপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ শরী'আতী পদ্ধতিতে কুরআনের আয়াত দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা ও এর বিনিময়ে পারিতোষিক হিসাবে কিছু গ্রহণ করা জায়েয আছে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ছাহাবীগণের একটি দলের সফর অবস্থায় কোন এক গোত্রের সরদার বিচ্ছু দ্বারা দংশিত হ'লে সূরা ফাতিহা দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করে তাঁরা পারিতোষিক গ্রহণ করেন *(বুখারী ১/৩০৪ পৃঃ; ঐ, ফৎহ সহ হা/২২৭৬ 'ইজারা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৬)।*

প্রশ্নঃ (১৪/২৫৪)ঃ ইয়ামামার যুদ্ধে ৭০ জন কুরআনের হাফেয শহীদ হয়েছিলেন। এ তথ্য কি সঠিক?

-আযাদ
উত্তর চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। আল্লামা সুয়ূত্বী বলেন যে, ইমাম কুরতুবী (রহঃ)-এর মতে, ৭০ জন কুরআনের হাফেয শাহাদত বরণ করেন *(আল-ইৎক্বান ফী উলূমিল কুরআন ১/১৫৫ পৃঃ)*। ইবনু কাছীর (রহঃ) স্বীয় 'আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ' গ্রন্থে বলেন, প্রায় ৫০০/৬০০ জন মুজাহিদ শহীদ হন *(ঐ, ৪/৩৩০ পৃঃ)*। তাবেঈ বিদ্বান সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব-এর মতে ৫০০ জন শহীদ হন। তন্মধ্যে কুরআনের হাফেয ছিলেন ৫০ অথবা ৩০ জন *(ইবনু খাইয়াত্ব, তারীখু খলীফা ১১১ পৃঃ; দ্রষ্টব্যঃ প্রশ্নোত্তর ৪/১৮৯ মার্চ ২০০৩ সংখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (১৫/২৫৫)ঃ আযানের পর ছালাত শুরু হওয়ার জন্য কত সময় অপেক্ষা করতে হবে?

-রফীক্ব আহমাদ
প্রফেসর পাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ আযান ও এক্বামতের মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান হবে এর প্রমাণে স্পষ্ট কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে খানাপিনা ও পেশাব-পায়খানা শেষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা সংক্রান্ত তিরমিযী প্রভৃতি বর্ণিত যে হাদীছগুলি এসেছে, তা সবই যঈফ *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৯০ পৃঃ; নায়ল ২/১০ পৃঃ 'মাগরিবের পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ)*। এ মর্মে ইমাম বুখারী (রহঃ) একটি অনুচ্ছেদ নির্ধারণ করেছেন। সেখানে পেশকৃত হাদীছ সমূহ দ্বারা অনির্ধারিত কিছু সময়ের ব্যবধান বুঝা যায়। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক আযান ও এক্বামতের মধ্যে ছালাত রয়েছে' *(বুখারী ১/৮৭ পৃঃ)*। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, আযানের পরপরই ছাহাবীগণ খুঁটির পিছনে দ্রুত (সুন্নাত) ছালাত আরম্ভ করতেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘর হ'তে বের হওয়া পর্যন্ত *(বুখারী ১/৮৭ পৃঃ)*। এতে বুঝা যায় যে, ফরয ছালাতের পূর্বের প্রস্তুতি ও সুন্নাত ছালাত আদায় করা পর্যন্ত অপেক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। তবে নির্দিষ্ট ইমাম থাকলে তাঁর আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্য হাদীছে স্পষ্ট নির্দেশ এসেছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮৫ 'আযান দেরীতে দেওয়া' অনুচ্ছেদ)*। ছাহেবে মির'আত বলেন, আযানের উদ্দেশ্য হ'ল অনুপস্থিত মুছল্লীকে আহ্বান করা। অতএব তাকে এতটুকু সময় দেওয়া আবশ্যক, যাতে মুছল্লী প্রস্তুতি নিয়ে জামা'আতে হাযির হ'তে পারে' *(মির'আত হা/৬৫২-এর ব্যাখ্যা, ২/৩৫৩)*।

প্রশ্নঃ (১৬/২৫৬)ঃ 'হাইয়া আলাছ ছালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ' প্রতিটির জন্যই দু'দিকে মুখ ফিরাতে হবে কি?

-মামূন
লালবাগ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ 'হাইয়া আলাছ ছালাহ'-এর জন্য ডান দিকে দু'বার এবং 'হাইয়া আলাল ফালাহ'-এর জন্য বাম দিকে দু'বার মুখ ফিরাতে হবে। ইমাম নববী এই পদ্ধতিকে বিশুদ্ধতম বলেছেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮৯)*। আবু জুহায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি বেলাল (রাঃ)-কে তাঁর দু'কানে দু'আংগুল রেখে ডাইনে ও বামে মুখ ফিরাতে দেখেছি *(আহমাদ, তিরমিযী, বুলূগুল মারাম হা/১৮০; ইরওয়া হা/২৩০ ও ২৩৩)*। একই মর্মে হাকেম, ইবনু আদী ও ত্বাবারাণীতে ছাহাবী সা'দ আল-কুরয থেকে একটি স্পষ্ট হাদীছ এসেছে। তবে সেটি যঈফ। শায়খ আলবানী বলেন, সনদ যঈফ হ'লেও হুকুম ছহীহ *(ইরওয়া ১/২৫০ পৃঃ, হা/২৩২-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। উল্লেখ্য যে, ইমাম শাওকানী (রহঃ) প্রতিবারেই ডাইনে ও বামে মুখ ফিরানোর কথা ইবনু বাত্ত্বালের বরাতে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেখানে কোন হাদীছের বরাত দেননি *(নায়ল ২/১১৬ পৃঃ 'আযানে কানে আংগুল রেখে কাঁধ ঘুরানো' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৭/২৫৭)ঃ জনৈক ইমাম মুছল্লীদেরকে মসজিদের জন্য দান করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে বলেন, 'কে মসজিদে দান করে জান্নাতের টিকিট নিয়ে যেতে চান'! এরূপভাবে বলা কি ঠিক?

-আব্দুল হাকীম
বড়কুড়া, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ ইমামের পক্ষ থেকে কথাটি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়নি। তিনি আম কথাকে খাছ করে বলেছেন। তবে কথাটি ছহীহ হাদীছের সারমর্ম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ওয়াস্তে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করবেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯৭)*। সুতরাং ইমাম ছাহেবের জন্য স্রেফ হাদীছ বলাই উত্তম ছিল। জান্নাতের টিকিট কাটার কথা বলা থেকে সর্বদা বিরত থাকা উচিত।

প্রশ্নঃ (১৮/২৫৮)ঃ সূরা মায়েদাহ্র ৪৪-৪৫ নং আয়াতের অনুবাদ ও সারমর্ম জানতে চাই।

-ফযলুর রহমান
বিলচাপড়ী, ধুনট, বগুড়া।

উত্তরঃ অনুবাদঃ 'আমি তাওরাত অবতীর্ণ করেছি। এতে হেদায়াত ও আলো রয়েছে। নবীগণ, দরবেশ ও আলেমগণ এর মাধ্যমে ইহুদীদের ফায়ছালা দিতেন। কারণ তাদেরকে আল্লাহ্র এই গ্রন্থের দেখাশুনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এবং তারা এর তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন। অতএব, তোমরা মানুষকে ভয় করোনা; বরং আমাকে ভয় কর এবং আমার আয়াত সমূহের বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করো না। যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়ছালা করে না, তারা কাফের'। 'আমি এ গ্রন্থে তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখম সমূহের

বিনিময়ে সমান সমান যখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে সে গোনাহ থেকে পাক হয়ে যায়। যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়ছালা করে না, তারা 'যালেম' *(মায়েদাহ ৪৪-৪৫)*। এখানে ৪৪ নং আয়াতের সারমর্ম হ'ল, তাওরাত রক্ষাণাবেক্ষণের দায়িত্ব ইহুদীদের উপর ছিল। কিন্তু তারা দুনিয়াবী স্বার্থে স্বল্প মূল্যের বিনিময়ে তাতে শব্দ ও অর্থগত পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। এজন্য তারা 'কাফির'। ৪৫ নং আয়াতে বিভিন্ন অপরাধের ক্বিছাছ নির্ধারণ করা হয়েছে। যার বিরোধিতাকারী ব্যক্তি 'যালিম'। উভয় আয়াতের সারমর্ম হ'ল তারা ফাসিক, কাফির নয়। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যারা আল্লাহ্‌র বিধানকে অস্বীকার করে, তারা কাফির। কিন্তু যারা স্বীকার করে, অথচ আমল করেনা, তারা যালেম ও ফাসেক' *(ইবনু জারীর-এর বরাতে তাফসীরে ইবনে কাছীর ২/৬৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/২৫৯)ঃ সূরা তওবা ৪৪নং সহ অন্য আয়াতেও বলা হয়েছে 'আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন'। আল্লাহ কিভাবে আমাদের সাথে থাকেন? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ক্বামারুল হাসান
দুর্গাপুর বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন' এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ স্বয়ং নিজ সত্তা সহ আমাদের সাথে থাকেন। বরং আমাদের সাথে তিনি আছেন তাঁর ইল্‌ম ও নুছরতের মাধ্যমে অর্থাৎ তাঁর জ্ঞান ও সাহায্য সর্বদা আমাদের সাথে আছে। আমরা সর্বদা তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে আছি, তাঁর সাহায্যে চলাফেরা করি, জীবিকা নির্বাহ করি ও তাঁর সাহায্যে বিপদ থেকে মুক্তি পাই। আল্লাহ তা'আলা (স্বীয় আকৃতিতে) আরশের উপর সমাসীন আছেন *(ত্বা-হা ৫)*।

প্রশ্নঃ (২০/২৬০)ঃ সূরা মায়েদাহ ৪৭ ও ইউসুফের ৪০নং আয়াতের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-হাসান মণ্ডল
বিল চাপড়ী, ধুনট, বগুড়া।

উত্তরঃ অনুবাদঃ 'ইঞ্জীলের অনুসারীদের উচিৎ, আল্লাহ তাতে যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়ছালা কর। যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়ছালা করে না, তারা 'ফাসিক' *(মায়েদাহ ৪৭)*। 'তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলি নামের ইবাদত কর, সেগুলি তোমরা এবং তোমাদের বাপ-দাদারা সাব্যস্ত নির্ধারণ করে নিয়েছ। আল্লাহ এসবের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ করেছেন যে, একমাত্র তিনি ব্যতীত অন্য কারু ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ' কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না' *(ইউসুফ ৪০)*। আল্লাহ তা'আলা সূরা মায়েদাহ্‌র ৪৭ নং আয়াতে যারা আল্লাহ্‌র ফায়ছালা অনুযায়ী ফায়ছালা করে না, তাদেরকে ফাসিক্ব বা পাপাচারী বলেছেন। তবে তাদেরকে 'মুরতাদ' বলেননি। সূরা ইউসুফ ৪০ আয়াতের তাৎপর্যও তাই-ই।

উল্লেখ্য যে, উক্ত আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করেই ভ্রান্ত ফের্কা খারেজীরা হযরত আলী ও মু'আবিয়া (রাঃ)-কে 'কাফির' গণ্য করেছিল ও তাঁদেরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। আজকেও যদি কেউ সেই অর্থ নিয়ে দেশের মুসলিম শাসকদের 'কাফির' গণ্য করে ও হত্যাযোগ্য অপরাধী মনে করে তবে তারাও খারেজী আক্বীদার লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে। যাদের বাহ্যিক আমল-আখলাক খুবই সুন্দর ও পরহেযগারী পূর্ণ হবে। কিন্তু ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। রাসূল (ছাঃ) এইসব চরমপন্থী লোকদের হত্যা করে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৯৪, ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫৬৪২)*।

প্রশ্নঃ (২১/২৬১)ঃ ছালাত আদায়ের সময় হাত বুকের উপরে বাঁধতে হবে না নাভির নীচে বাঁধতে হবে?

-আব্দুল আহাদ
শেরুডাংগা, শঠিবাড়ি, রংপুর।

উত্তরঃ ছালাত আদায় করার সময় বুকের উপরে হাত বাঁধতে হবে। সাহ্‌ল বিন সা'দ (রাঃ) বলেন, 'লোকদেরকে নির্দেশ দেওয়া হ'ত যেন তারা ছালাতের সময় ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখে। আবু হাযেম বলেন যে, ছাহাবী সাহ্‌ল বিন সা'দ এই আদেশটিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করতেন বলেই জানি' *(বুখারী ১/১০২ পৃঃ)*। হাদীছে উল্লিখিত 'যেরা' (ذِرَاعٌ) অর্থ কনুই থেকে মধ্যমা আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ হাত' *(আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব)*। একথা স্পষ্ট যে, বাম হাতের উপরে ডান হাত রাখলে তা বুকের উপরেই চলে আসে। নিম্নোক্ত রেওয়ায়াত সমূহে পরিষ্কারভাবে যার ব্যাখ্যা এসেছে। যেমন- ওয়ায়েল ইবনু হুজ্‌র (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করলাম। তিনি তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপরে বুকের উপর রাখলেন *(ছহীহ ইবনে খোযায়মা, বুলূগুল মারাম হা/২৭৫, 'ছালাতের বিবরণ' অধ্যায়)*। হুল্‌ব আত-ত্বাঈ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-কে আমি ডান হাত বাম হাতের উপরে বুকের উপরে রাখতে দেখলাম *(আহমাদ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৯ পৃঃ)*। নাভীর নীচে হাত বাঁধা সম্পর্কে যে ৪টি হাদীছ ও ২টি আছার বর্ণিত হয়েছে, তার সবগুলিই 'যঈফ' এবং এগুলির একটিও দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়। উল্লেখ্য যে, বাম হাতের উপরে ডান হাত রাখা সম্পর্কে ১৮ জন ছাহাবী ও ২ জন তাবেঈ থেকে মোট ২০টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে এর বিপরীত কিছু বর্ণিত হয়নি এবং এটাই জমহূর ছাহাবা ও তাবেঈনের অনুসৃত পদ্ধতি *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৪৭-৪৮)*।

প্রশ্নঃ (২২/২৬২)ঃ যারা প্রতি মাসে নিয়মিত তিনটি ছিয়াম পালন করেন, যিলহজ্জ মাসে "আইয়ামে

তাশরীক্ব' হওয়ার প্রেক্ষিতে তারা কিভাবে ঐ তিনটি ছিয়াম পালন করবেন?

-নাজমুল হাসান
বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ঈদুল আযহার পরের তিনদিন 'আইয়ামে তাশরীক্ব' পার হওয়ার পর যেকোন দিন 'আইয়ামে বীয'-এর তিনটি নফল ছিয়াম পালন করবেন। প্রতি চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে নফল ছিয়ামের কথা হাদীছে এসেছে *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২০৫৭ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*। তবে অন্যদিনেও সেটা রাখা যায়। যেমন মু'আযাহ 'আদাভীয়াহ (রাঃ) বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাসের কোন তিনদিন ছিয়াম পালন করতেন? আয়েশা (রাঃ) বললেন, তিনি নির্ধারিত দিনের পরোয়া করতেন না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৬; বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ মির'আত হা/২০৭০-এর ব্যাখ্যা ৭/৬৯-৭০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৩/২৬৩)ঃ হজ্জ পালনকারীগণ বিদায়ী ত্বাওয়াফ করার পর কারণবশতঃ মক্কায় অবস্থান করলে কা'বা ঘরে গিয়ে ছালাত আদায় করবেন, নাকি বাসায় ছালাত আদায় করবেন?

-আহসান হাবীব
প্রফেসরপাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ কা'বা ঘরে গিয়ে কিংবা যেকোন মসজিদে ও বাসায় ছালাত আদায় করতে পারেন। কারণ তখন তিনি সাধারণ মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্নঃ (২৪/২৬৪)ঃ কুরআন মুখস্ত করার পর ভুলে গেলে গোনাহ হবে কি?

-পারভীন
সোনাফুল, হাকীমপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ কুরআন ভুলে গেলে গোনাহ হবে না। তবে যাতে ভুলে না যায় সেজন্য সতর্ক থাকতে হবে। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কুরআনের প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রেখ। আল্লাহ্র কসম নিশ্চয়ই কুরআন রশিতে বাঁধা উট অপেক্ষাও অধিক পলায়ণপর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১৭৮)*। ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এরূপ কথা বলা জঘন্য যে, আমি কুরআনের অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি। বরং সে যেন বলে, সে বিস্মৃত হয়েছে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১৮৮)*।

প্রশ্নঃ (২৫/২৬৫)ঃ পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের নকল করার বৈধতা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রহমান
কামারপাড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ নকল করা জায়েয নয়। কারণ এটি এক প্রকারের ধোঁকা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى 'যে ব্যক্তি ধোঁকা দিল, সে আমার দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৮০৩; মিশকাত হা/২৮৬০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। এটি কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। তওবা ব্যতীত যার ক্ষমা হবে না।

প্রশ্নঃ (২৬/২৬৬)ঃ নেশাজাত দ্রব্য, নোংরা ফিল্ম ইত্যাদি বিক্রির জন্য দোকান ঘর ভাড়া দেওয়া যাবে কি?

-আব্দুল খালেক
ছয়ঘরিয়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ যেকোন হারাম বস্তু এবং নাজায়েয কথা ও কর্ম সম্পাদনের জন্য দোকান ভাড়া দেওয়া যাবে না। কারণ এতে পাপ ও সীমালংঘনমূলক কাজে সহযোগিতা করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরে সহযোগিতা কর এবং অন্যায় ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্নঃ (২৭/২৬৭)ঃ ব্যাংকে ২৫০০০ টাকা জমা আছে। কিন্তু আয়ের অন্য কোন উৎস নেই। সেক্ষেত্রে কিভাবে যাকাত আদায় করব।

-হামীদা
১৭৫; গোবরচাকা মেইন রোড, খুলনা।

উত্তরঃ ব্যাংকে গচ্ছিত টাকা যদি নিছাব পরিমাণ হয় এবং এক বৎসর অতিবাহিত হয়, তাহ'লে মালিকের জন্য উক্ত টাকার যাকাত দেওয়া ফরয। চাই তার আয়ের উৎস থাক বা না থাক। প্রকাশ থাকে যে, যাকাতের মালকে ব্যবসা বাণিজ্যে ব্যবহার না করে যাকাত দিয়ে শেষ করা ঠিক নয়। ছহীহ সনদে বায়হাক্বীতে 'মাওকূফ' সূত্রে ওমর ফারূক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, ইয়াতীমের মালে ব্যবসা কর। যাকাত দিয়ে মালটা যেন শেষ না হয়ে যায়' *(ইবনু হাজার, তালখীছুল হাবীর ২/৩৫৪ পৃঃ 'যাকাত' অধ্যায়)*। একই মর্মে তিরমিযীতে একটি মরফূ হাদীছও বর্ণিত হয়েছে। তবে হাদীছটি যঈফ *(মিশকাত হা/১৭৮৯ 'যাকাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৮/২৬৮)ঃ শিশু মাত্রই নিষ্পাপ। কিন্তু কারো খাবার জুটছে আবার কারো জুটছে না। এর কারণ কি? আল্লাহ সবাইকে সমান ধন-সম্পদ দান করেননি কেন?

-মুহাম্মাদ নাহিদুল ইসলাম
চৌডালা বি,এল হাইস্কুল
রহনপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ শিশু নিষ্পাপ হ'লেও তাকে অনাহারে রেখে আল্লাহ তা'আলা তার মাতা-পিতার ধৈর্যের পরীক্ষা করে থাকেন। যেরূপ ধন-সম্পদ দিয়েও পরীক্ষা করে থাকেন। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা রিযিক প্রশস্ত করে দেন এবং যাকে ইচ্ছা হ্রাস করে দেন' *(আনকাবূত ৬২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি এবং ফল-ফসল

বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দিন ধৈর্যশীলদের' *(বাক্বারাহ ১৫৫)*।

এটা বাস্তব যে, আল্লাহ পৃথিবীতে সবাইকে জ্ঞান-বুদ্ধিতে ও ধন-সম্পদে সমান করলে পৃথিবী অচল হয়ে যেত। তাই প্রজ্ঞাময় আল্লাহ পৃথিবীতে সবাইকে সমান করেননি। যেমন তিনি বলেন,

اَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ط نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ط وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ-

'তারা কি আপনার পালনকর্তার রহমতকে বন্টন করে থাকে? আমি তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করেছি পার্থিব জীবনে এবং একের মর্যাদাকে অপরের উপরে উন্নীত করেছি। যাতে একে অপরের সেবকরূপে গ্রহণ করে। তারা যা সঞ্চয় করে, আপনার পালনকর্তার রহমত তদপেক্ষা উত্তম' *(যুখরুফ ৩২)*।

উল্লেখ্য যে, মালিক, শ্রমিক, কর্মকর্তা, কর্মচারী, উদ্যোক্তা ও সংগঠক ব্যতীত কোন শিল্প, ব্যবসা ও কৃষি উৎপাদন এমনকি পরিবার পরিচালনাও সম্ভব নয়। ধনী ও গরীব, সবল ও দুর্বল, বুদ্ধিহীন ও বুদ্ধিমান সবই আল্লাহ্র সৃষ্টি, যা পৃথিবী পরিচালনার জন্য খুবই দূরদর্শিতাপূর্ণ। পরস্পরের আন্তরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই সমাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে। পারস্পরিক সংঘাতে সমাজ বিপর্যস্ত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ এমন ব্যক্তিকে দেখে, থাকে মালে-সম্পদে ও শক্তি সামর্থে অধিক দান করা হয়েছে, তখন সে যেন তার চাইতে নিম্নস্তরের লোকদের দিকে তাকায়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ)*। ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে যে, তোমার চাইতে উঁচু স্তরের লোকদের দিকে তাকিয়ো না। তাহ'লে তোমাকে দেওয়া আল্লাহ্র নে'মত সমূহকে তুমি হীন মনে করবে' *(ঐ, মিশকাত হা/৫২৪২, বঙ্গানুবাদ হা/৫০১৩)*। তিনি আরও বলেন, তোমরা তোমাদের দুর্বলদের মধ্যে আমাকে অন্বেষণ কর (অর্থাৎ তাদের প্রতি সহমর্মিতার মাধ্যমে আমার সুন্নাত অনুসরণ কর)। কেননা তাদের মাধ্যমেই তোমাদেরকে রিযিক পৌঁছানো হয় ও সাহায্য করা হয়' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫২৪৬; ঐ বঙ্গানুবাদ হা/৫০১৬)*।

প্রশ্নঃ (২৯/২৬৯)ঃ আত-তাহরীক ফেব্রুয়ারী ২০০০-এর ১/৯৯নং প্রশ্নোত্তরে লিখা হয়েছে, টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা দেওয়া শরী'আত সম্মত নয়। আবার ডিসেম্বর ২০০০ প্রশ্নোত্তর ২০/৯০-এর উত্তরে লিখা হয়েছে, টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা দেওয়া জায়েয। কোন্টি সঠিক জানিয়ে বাধিত করবেন?

-আলহাজ্জ মুহাম্মাদ তোফাযযল
পূর্ব জগন্নাথপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ফেব্রুয়ারী ২০০০ সংখ্যার উত্তরটিই সঠিক। ডিসেম্বর ২০০০-এ 'টাইপ মিসটেক'-এর কারণে 'নাজায়েয'-এর স্থলে 'জায়েয' ছাপা হয়। পরের সংখ্যা জানুয়ারী ২০০১-এ যার সংশোধনী দেওয়া হয়েছে (পৃঃ ৫৬)

প্রশ্নঃ (৩০/২৭০)ঃ মাসিক মদীনা অক্টোবর'০৩ সংখ্যায় ৩৫নং প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে, মহিলারা লোমনাশক ব্যবহার করতে পারবে, কিন্তু পুরুষরা পারবে না। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এর যথার্থতা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ দেলোয়ার
৩২/২ বাসাবো, ঢাকা।

উত্তরঃ পুরুষ হৌক নারী হৌক সকলের জন্যই লজ্জাস্থানের লোম ছাফ করা স্বভাবগত সুন্নাত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২০ 'পোষাক' অধ্যায় 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। এজন্য যেকোন কিছুর সাহায্য নেওয়া যায়। চাই সেটা ক্ষুর, ব্লেড বা লোমনাশক তৈল যাই-ই হৌক না কেন। পুরুষ হৌক বা নারী হৌক সবার জন্য একই বিধান। এ সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে ছহীহ হাদীছে কিছু পাওয়া না গেলেও ছিন্নসূত্রে বর্ণিত একটি হাদীছে বরং পুরুষের জন্য লোমনাশক ব্যবহারের দলীল পাওয়া যায়। যেমন- উম্মে সালামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেই তাঁর গুপ্তাঙ্গে লোমনাশক ব্যবহার করেছেন *(ইবনু মাজাহ হা/৩৭৫১ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'লোমনাশক দ্বারা মর্দন' অনুচ্ছেদ নং ৩৯)*। হাদীছটির বর্ণনাকারী সকলেই বিশ্বস্ত। তবে সনদ মুনক্বাত্বি' বা ছিন্নসূত্র *(মির'আত হা/৩৮২-এর ব্যাখ্যা ২/৮১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩১/২৭১)ঃ হিন্দুদের দুর্গাপূজায় মুসলমান সন্তানদের অংশ নিয়ে নাচ, গান করা এবং পুরস্কার গ্রহণ কেমন পাপ। জানিয়ে বাধিত করবেন।

-এফ,এম, লিটন বিন হায়দার
কাঠিগ্রাম, এফ বাড়ী
কোঠালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ দুর্গাপূজা একটি শিরকী অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে মুসলমান সন্তানদের নাচ-গান করা শিরকী কাজে সহযোগিতা করার শামিল। এটি কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। যা তওবাহ ব্যতীত মাফ হবে না *(যুমার ৫৩)*। আল্লাহ পাক বলেন, তোমরা পাপ ও অন্যায় কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর না *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্নঃ (৩২/২৭২)ঃ যদি অবিবাহিত ছেলে কোন বিবাহিত মহিলাকে স্পর্শ করে এবং পরবর্তীতে ঐ মহিলার মেয়েকে বিবাহ করে, তাহ'লে তাদের বিবাহ বৈধ হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তরঃ উল্লিখিত কাজটি গর্হিত হ'লেও উক্ত মহিলার মেয়েকে বিবাহ করাতে শরী'আতের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা যে সমস্ত মহিলাদের বিবাহ করা হারাম করেছেন এ মহিলা তার বা তার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। আল্লাহ বলেন, 'এদেরকে (নিষিদ্ধ মহিলাগণ) ছাড়া তোমাদের জন্য সব মহিলা হালাল করা হয়েছে *(নিসা ২৪; আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ মুহাল্লা ৯/১৫১ পৃঃ 'বিবাহ' অধ্যায়, মাসআলা নং ১৮৬৬১)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/২৭৩)ঃ জনৈক শিক্ষিত ব্যক্তি মাঝে মধ্যে ছালাত আদায় করেন আবার হিন্দুর মন্দিরেও যান। প্রশ্ন হ'ল, তিনি কি মুসলমান আছেন না হিন্দু হয়ে গেছেন?

-আশরাফ
ধকুরা, ৭৮১৩০৯
বরপেটা, আসাম, ভারত।

উত্তরঃ একজন মুসলমানকে অমুসলিম ঘোষণা করা যাবে না, যতক্ষণ না সে কুফরীকে মানসিক তৃপ্তিবোধ ও নিশ্চিন্ততা সহকারে গ্রহণ করে *(নাহল ১০৬)*। তবে বিনা প্রয়োজনে একজন মুসলমানের জন্য মন্দিরে বা শিরকের স্থানে যাওয়া বৈধ নয়। বাধ্যগত বা বিশেষ কোন প্রয়োজন ব্যতীত সাধারণভাবে যদি কোন মুসলমান হিন্দুদের মন্দিরে প্রবেশ করে, তবে শিরককে সমর্থন করা হবে। যা তওবা ব্যতীত মাফ হবে না।

প্রশ্নঃ (৩৪/২৭৪)ঃ 'হাজারে আসওয়াদ' পাথরটি কোথায় ছিল, কে নিয়ে আসল, পাথরটি কি প্রকৃতই কালো? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন
বাউসা হেদাতীপাড়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'হাজারে আসওয়াদ' পাথরটি জান্নাতের সাদা চকচকে পাথর ছিল। আদম (আঃ) জান্নাত হ'তে পৃথিবীতে আসার সময় পাথরটি নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে মানুষের পাপপূর্ণ হস্ত স্পর্শের ফলে তা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে *(তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা বাক্বারাহ ১২৭নং আয়াতের তাফসীর দ্রঃ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হাজারে আসওয়াদ প্রথমে দুধ বা বরফের চেয়েও সাদা ও মসৃণ অবস্থায় জান্নাত থেকে অবতীর্ণ হয়। অতঃপর বনু আদমের পাপের কারণে তা কালো হ'তে থাকে *(ছহীহ তিরমিযী হা/৬৯৫; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২৭৩৩)*।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন হাজারে আসওয়াদকে এমন অবস্থায় উঠাবেন যে, তার দু'টি চোখ থাকবে, যা দিয়ে সে দেখবে ও একটি যবান থাকবে, যা দিয়ে সে কথা বলবে এবং ঐ ব্যক্তির জন্য সাক্ষ্য দেবে যে ব্যক্তি সঠিক অন্তরে তাকে স্পর্শ করেছে *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৩৮২; মিশকাত হা/২৫৭৮; বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ স.স. প্রণীত হজ্জ ও ওমরাহ, পৃঃ ১১)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/২৭৫)ঃ অনেক মুছল্লী ছালাত শেষে দো'আ পাঠ করে স্বীয় হাতের আঙ্গুল দ্বারা তিনবার চোখ স্পর্শ করেন। এইরূপ করার কোন বিধান আছে কি?

-আবুবকর ছিদ্দীক্ব
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ছালাত শেষে দো'আ পাঠ করে হাতের আঙ্গুল দ্বারা তিনবার চোখ স্পর্শ করার প্রমাণে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। কিছু মুছল্লীকে দেখা যায় সূরা ক্বাফ-এর ২২ নং আয়াত পাঠ করে স্বীয় চক্ষু মাসাহ করেন। উক্ত মর্মেও কোন হাদীছ পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৩৬/২৭৬)ঃ তাবলীগ জামা'আতের অনেকে বলেন, আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করলে ছালাত যেভাবেই পড়া হৌক না কেন, আল্লাহ তার ছালাতের ভুলত্রুটি মাফ করে দিবেন। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-জান্নাতুল ফেরদাউস
বহরমপুর, জিপিও-৬০০০, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্যটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এর প্রমাণে কোন ছহীহ দলীল নেই। যে ওয়াক্তেই পড়ুন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেখানো পদ্ধতিতেই ছালাত আদায় করতে হবে, যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ছালাত আদায় কর, যেভাবে তোমরা আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ' *(বুখারী ১/৮৮ পৃঃ, 'আযান' অধ্যায়; মিশকাত হা/৬৮৩ 'আযান' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা এক ব্যক্তিকে তার ভুলের কারণে তিনবার ছালাত আদায় করিয়েছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৯০)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/২৭৭)ঃ ছহীহ বুখারী আধুনিক প্রকাশনী ৩/২৬৭ হা/২৯৩২ এ আনাস (রাঃ) বলেছেন যে, কুনুত রুকুর পূর্বে পড়তে হবে। নবী করীম (ছাঃ) বনী সুলাইমের গোত্রগুলির জন্য বদদো'আ করে একমাস রুকুর পরে কুনুতে নাযেলা পড়েছেন। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আলহাজ্জ মুহাম্মাদ তোফাযযল
পূর্ব জগন্নাথপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ দুর্ভিক্ষ, মহামারী, শত্রুর আক্রমণ অথবা কারো বিশেষ কল্যাণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কারণে সময় বিশেষে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতেই রুকুর পরে দাঁড়িয়ে কুনূতে নাযেলা পড়া সুন্নাত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত ১২৮৮-৮৯)*। এই কুনূতের জন্য কোন নির্দিষ্ট দো'আ নেই *(মির'আত ২/২২০)*। অবস্থা বিবেচনা করে ইমাম আরবীতে সরবে দো'আ পড়বেন ও মুক্তাদীগণ 'আমীন' 'আমীন' বলবেন *(আবুদাউদ, মিশকাত*

হা/১২৯০; মাসায়েলে ইমাম আহমাদ, মাসআলা নং ৪৫৯)।

বিতরের কুনূত দু'টি পদ্ধতিতেই রুকূর আগে ও পরে জায়েয আছে। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, রুকূর পরে কুনূতের রাবীগণ সংখ্যায় অধিক ও অধিকতর স্মৃতিসম্পন্ন এবং এর উপরেই খুলাফায়ে রাশেদীন আমল করেছেন *(তুহফা (কায়রো ১৯৮৭), ২/৫৬৬ পৃঃ)*। ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বলকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি রুকূর পরে পড়ার কথা বলেন' *(মাসায়েলে ইমাম আহমাদ নং ৪১৭-৪২১)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/২৭৮)ঃ কোন ব্যক্তি বিবাহ করার পর স্ত্রীকে রেখে কোথাও চলে গেছে অথবা হারিয়ে গেছে। অনেক দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে, কিন্তু ফিরে আসেনি। এমতাবস্থায় স্ত্রী তার স্বামীর জন্য কতদিন অপেক্ষা করবে?

-মুহাম্মাদ গোলাম রাব্বানী
নাড়াডাঙ্গী, জোতবাজার, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ নিখোঁজ স্বামীর জন্য স্ত্রী চার বৎসর অপেক্ষা করার পর অন্যত্র বিবাহ করতে পারে। ওমর (রাঃ) বলেন, নিখোঁজ স্বামীর জন্য স্ত্রী চার বৎসর যাবৎ অপেক্ষা করবে *(মুহাল্লা ৯/৩১৬ পৃঃ)*। অত্র হাদীছটি বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যেমন- হাম্মাদ ইবনু সালামা, ইবনু আবী শায়বা, সাঈদ ইবনু মানছূর প্রমুখ *(মুহাল্লা পৃঃ ঐ)*। ওমর, ওছমান, আলী, ইবনু মাস'ঊদ, ইবনু আব্বাস, ইবনু ওমর (রাঃ) এবং অনেক তাবেঈ বিদ্বানও অনুরূপ ফৎওয়া প্রদান করেছেন *(মুহাল্লা ৯/৩২৪ পৃঃ)*। তবে স্বামী পরে প্রকাশ হ'লে তার জন্য এখতিয়ার রয়েছে। সে তার প্রদত্ত মোহর ফেরৎ নিতে পারে কিংবা স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারে। একদা ওমর (রাঃ) এক স্বামীকে মোহর ফেরত দেন এবং আরেক স্বামীকে তার স্ত্রী ফেরত দেন *(মুহাল্লা ৯/৩১৭ পৃঃ; দ্রঃ আত-তাহরীক, জুন '৯৯, প্রশ্নোত্তর নং ১৮/১৪৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/২৭৯)ঃ পেশাব করে পানি ব্যবহার করার পর যদি কাপড়ে ফোঁটা ফোঁটা পেশাব পড়তে থাকে তাহ'লে এই পোশাকে ছালাত আদায় করা যাবে কি? এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় কি?

-মুহাম্মাদ আনীছুর রহমান
মুজগুন্নি, মনিরামপুর, যশোর।

উত্তরঃ চিকিৎসা করার পরও যদি কাপড়ে ফোঁটা ফোঁটা পেশাব পড়ে, তাহ'লে সে কাপড়েই ছালাত আদায় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬)*। একদা এক ব্যক্তি তাবেঈ বিদ্বান সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি মযী অর্থাৎ লিঙ্গের তরল পানির ভেজা অনুভব করি। আমি কি ছালাত ছেড়ে দিব? তিনি বললেন, আমার উরুর উপর দিয়ে মযী প্রবাহিত হয়। তথাপিও আমি ছালাত পরিত্যাগ করি না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা পূর্ণ করি' *(মুওয়াত্ত্বা হা/৫৬)*। মুস্তাহাযা মহিলা কিংবা ফোঁটা ফোঁটা পেশাব অথবা সর্বদা বায়ু আসে এসব মহিলা ও পুরুষ প্রত্যেক ছালাতের জন্য ওযূ করে ছালাত আদায় করবে *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৫৫৮ 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'মুস্তাহাযা' অনুচ্ছেদ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৬৮ 'ইস্তিহাযা' অধ্যায়; দ্রঃ আত-তাহরীক অক্টোবর ২০০২ প্রশ্নোত্তর নং ৪/৪)*।

প্রশ্নঃ (৪০/২৮০)ঃ দাজ্জালের সাথে সাক্ষাত হ'লে নাকি মানুষ কুরআন ভুলে যাবে। কথাটি কি সঠিক?

-হাবীবুল্লাহ
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি দাজ্জালের সাক্ষাতে সূরা কাহ্‌ফের প্রথম ১০ আয়াত পড়বে, তাকে দাজ্জালের ফিৎনা হ'তে রক্ষা করা হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫)*। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দাজ্জালের সাক্ষাতে লোকেরা কুরআন পাঠ করতে পারবে। অতএব 'কুরআন ভুলে যাবে' কথাটি সঠিক নয়।

পাপ্পু ফার্ণিচার মার্ট

আধুনিক ডিজাইনের কাঠ এবং স্টীলের আসবাবপত্র তৈরী ও সরবরাহ করা হয়।

কাদিরগঞ্জ, গ্রেটার রোড, রাজশাহী।
ফোনঃ ৭৭৩০৫৩।

সোনালী গার্মেন্টস

প্রোঃ আলহাজ্জ মূসা আহমাদ

আধুনিক ডিজাইনের তৈরি পোষাক বিক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

১২৭ নং আর. ডি. এ. মার্কেট,
সাহেব বাজার, রাজশাহী-৬১০০।
ফোনঃ ৭৭১২৭৯।

মাসিক

আত-তাহরীক

৭ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা
মে ২০০৪

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

ডায়াবেটিস রোগের ঔষধ মেহগিনি বীবি

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন জনৈক ভুক্তভোগী

১৯৯৬ সালে আমার ডায়াবেটিস রোগ ধরা পড়ে। প্রায় ৯ বৎসর আমি প্রথমে বারডেম ও পরে মিরপুর ১০ এ রীতিমত পরীক্ষা করে ওষুধ সেবন করে আসছিলাম। ডাক্তার আমাকে বেশির পক্ষে Comprid ট্যাবলেট খেতে দিয়েছেন। গত এক বৎসর হ'ল আমার বাম চোখে একটি ছানি পড়ে; কিন্তু ডায়াবেটিস ২৪/২৫ থাকায় আমি চোখে অপারেশন করাতে পারছিলাম না। কারণ যে কোন অপারেশন করতে হ'লে ডায়াবেটিস ৭/৮-এর মধ্যে আসতে হবে। এক আত্মীয়ের পরামর্শে আমি দৈনিক ৪/৫টি মেহগিনি বীচি রাতে ছেঁচে এক কাপ পানিতে ভিজিয়ে সকালে খালি পেটে ১০/১২ দিন খাওয়ার পরে আমার ডায়াবেটিস ৬.৯-এ চলে আসে। এর পরে গত ২৪.০৩.০৪ইং আমার বাম চোখ অপারেশন হয় এবং বর্তমানে আমি ভাল। কথিত মেহগিনি বীচি আমি ঢাকার একটা বাজার থেকে সংগ্রহ করি। যার প্রতি কেজির মূল্য মাত্র ৪০ টাকা। আশা করি, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে গবেষণা করে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছবে।

অতএব, আমি সারাদেশের ডায়াবেটিস রোগীদের (যাদের বেশী যেমন ২৫/২৬ ডায়াবেটিস আছে) বলছি, তারা যেন এই মেহগিনি বীচি (৫/৬টি) রাতে ছেঁচে এক কাপ পানিতে ভিজিয়ে রেখে সকালে খালি পেটে খান এবং ঘন্টাখানেক হাঁটাচলার চেষ্টা করলে ইনশাআল্লাহ ডায়াবেটিস অল্প দিনের মধ্যেই নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

** চৌধুরী মুহাম্মাদ শাহ আলম*
এভি, ২/২২, ব্লক-সি
মিরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬।

ঝলক জুয়েলার্স
প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।
সাহেব বাজার, রাজশাহী।
ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/২৮১)ঃ নর্তকীদের উপার্জন হালাল না হারাম? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সাঈদ
গ্রামঃ বারোতলা, শ্রীপুর, গাযীপুর।

উত্তরঃ মেয়েদের জন্য নৃত্য প্রদর্শন করা অবশ্যই একটি জঘন্য কাজ। এটি কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা নর্তকীদের বিক্রি করবে না, তাদের ক্রয় করবে না এবং তাদেরকে নৃত্য শিক্ষা দিবে না। তাদের উপার্জন হারাম' *(ছহীহ তিরমিযী হা/২৫৫৩; মিশকাত হা/২৭৮০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। একই হুকুম পুরুষ নৃত্য শিল্পীদের জন্য। কেননা এটি শালীনতাবিবর্জিত কর্ম। 'আল্লাহ প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার অশ্লীলতাকে হারাম করেছেন' *(আ'রাফ ৩৩)*।

প্রশ্নঃ (২/২৮২)ঃ ইমাম ছাহেবের কথানুযায়ী আমাদের গ্রামের এক মৃত প্রসূত সন্তানকে নাড়ী না কেটে দাফন করা হয়েছে। এটা কি ঠিক হয়েছে?

-আব্দুল লতীফ
আমনুরা রেলষ্টেশন
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মৃত সন্তানের নাড়ী কাটার প্রয়োজন নেই। মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ্র কসম! একটি মৃত প্রসূত সন্তানও তার মাকে আপন নাভী-লতা দ্বারা জান্নাতের দিকে টেনে নিয়ে যাবে, যদি তার মা এতে (ছবর করে এবং) ছওয়াবের আশা রাখে' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ ২/৪৬ পৃঃ 'মৃতের জন্য রোদন' অধ্যায়; মিশকাত হা/১৭৫৪ 'জানাযা' অধ্যায়; দ্রষ্টব্যঃ জুন ২০০২, প্রশ্নোত্তর ১৯/২৭৪)*।

প্রশ্নঃ (৩/২৮৩)ঃ আমি জনৈকা স্ত্রীলোকের সাথে অন্যায় কাজে লিপ্ত ছিলাম। এখন তা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছি। এক্ষণে পূর্বের অন্যায় কাজের জন্য আমার করণীয় কি? আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
লালবাগ, ঢাকা।

উত্তরঃ এ ধরনের পাপকার্য সংঘটিত হয়ে গেলে তাতে অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যতে কখনো এরূপ কার্য করব না মর্মে আল্লাহ্র নিকটে খালেছ অন্তরে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মুসলমান

কোন পাপ করার পর (অনুতপ্ত হয়ে) উত্তম রূপে ওযূ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতঃ আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করলে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করে দেন। অতঃপর তিনি সূরা আলে ইমরানের নিম্নোক্ত আয়াত দু'টি তেলাওয়াত করেনঃ

'তারা কখনও কোন অশ্লীল কাজ করে ফেললে কিংবা নিজের উপর যুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে পাপ ক্ষমা করবে? তারা জেনে-শুনে নিজেদের কৃতকর্মের উপরে হঠকারিতা প্রদর্শন করে না'। 'তাদেরই জন্য প্রতিদান হ'ল তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার নিম্নদেশ দিয়ে প্রবাহিত রয়েছে নহর সমূহ। সেখানে তারা চিরস্থায়ীভাবে থাকবে। সৎ কর্মশীলদের পুরস্কার কতই না সুন্দর' *(আলে ইমরান ১৩৫-৩৬; ছহীহ আবুদাউদ হা/১৩৪৬)*।

প্রশ্নঃ (৪/২৮৪)ঃ আমার এক বন্ধু আমার নিকট কিছু টাকা কর্য চাইলে আমি তাকে কর্য দিলাম। সে ঐ দিনেই আমার বাসায় একটি লাউ হাদিয়া স্বরূপ পাঠায়। আমি বুঝলাম টাকা ধার দেওয়ায় সে খুশী হয়ে লাউটি পাঠিয়েছে। আগে তো সে কখনো এভাবে পাঠায়নি। এক্ষণে এ লাউ গ্রহণ করা কি ঠিক হয়েছে?

-আলাউদ্দীন
কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নকারীর বর্ণনা অনুযায়ী উক্ত লাউ গ্রহণ করা ঠিক হয়নি। বরং তা সূদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আবু বুরদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি মদীনায় এলে আব্দুল্লাহ ইবনু সালামের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বললেন, তুমি এমন একটি জায়গায় বসবাস করছ, যেখানে সূদ প্রথা ব্যাপকভাবে চালু রয়েছে। সুতরাং কোন লোকের নিকট যদি তোমার কোন প্রাপ্য থাকে, আর সে তোমাকে যদি ঘাস, যব কিংবা তৃণের আঁটিও উপঢৌকন হিসাবে প্রদান করে, তবে তুমি তা গ্রহণ করবে না। কেননা এটাও সূদের নামান্তর' *(বুখারী ১/৫৩৮ পৃঃ 'মানাক্বিবে আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম' অনুচ্ছেদ)*। তবে যদি তাদের মধ্যে পূর্ব থেকেই এরূপ হাদিয়া-র লেনদেন চালু থাকে, তাহ'লে তাতে কোন দোষ নেই *(ইবনু মাজাহ, সনদ 'জাইয়িদ' বা উত্তম, মিশকাত হা/২৮৩১ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'সূদ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৫/২৮৫)ঃ এক পাত্রীকে দুই পাত্র বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে। উভয় পাত্র মেয়ের অভিভাবকের পসন্দ। শরী'আতের দৃষ্টিতে কোন্ পাত্র বেশী হকদার?

-শফীউল আলম
গ্রামঃ কালীগঞ্জ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে যে পাত্রের মধ্যে দ্বীন বেশী রয়েছে সে-ই বেশী হকদার। উভয় পাত্র যদি সমান হয়, তাহ'লে প্রথমে যে পাত্র বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে, সেই-ই হকদার হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত ঐ ব্যক্তি যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু' *(হুজুরাত ১৩)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কোন ব্যক্তি যেন তার মুসলমান ভাইয়ের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না করে। যতক্ষণ না সে বিয়ে করে অথবা বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩১৪৪ 'বিবাহ' অধ্যায়; বাংলা মিশকাত হা/৩০০৯)*।

প্রশ্নঃ (৬/২৮৬)ঃ আছরের পরে কোন ছালাত নেই। কথাটি কি ঠিক? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-এনামুল হক
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ আছরের পরে সাধারণভাবে কোন ছালাত নেই। তবে দু'রাক'আত তাহিইয়াতুল মসজিদ, জানাযা, ক্বাযা ছালাত ইত্যাদি কারণ বিশিষ্ট ছালাত আদায় করা এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮২ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ২৯)*।

প্রশ্নঃ (৭/২৮৭)ঃ মক্তবে জনৈক মৌলভী ছাহেব নিম্নোক্ত দো'আটি মুখস্থ করান।-

'আল্লা-হুম্মাগসিল খাত্বা-ইয়া-ইয়া বিমা-য়িছ ছালজে ওয়াল বারাদে, ওয়া নাক্কি ক্বালবী কামা ইউনাক্কাছ ছাওবুল আবইয়াযু মিনাদ দানাসে, ওয়া বা'ইদ বাইনী ওয়া বাইনা খাত্বা-ইয়া-ইয়া কামা বা-'আদ্‌তা বায়নাল মাশরেক্বে ওয়াল মাগরেব'। প্রশ্ন হ'ল- দো'আটি কি 'বা'ইদ বাইনী'কে পরিবর্তন করে তৈরী করা হয়েছে? নাকি ছহীহ হাদীছে এরূপ এসেছে। সঠিক সমাধান দিয়ে বাধিত করবেন।

-আজমল
ইসমাঈলপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উপরোক্ত দো'আটি রাসূল (ছাঃ) পঠিত অন্যান্য দো'আ সমূহের ন্যায় একটি সাধারণ দো'আ। যা যেকোন অবস্থায় পড়া যায় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৪৫৯; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/২৩৪৬)*। তবে এটি দো'আয়ে ইস্তেফতাহ বা ছানার সময় পড়ার দো'আ নয়।

প্রশ্নঃ (৮/২৮৮)ঃ মৃত্যুর পর হ'তে হাশরের দিবস পর্যন্ত মুমিন ও কাফিরদের আত্মা একই জায়গায় থাকবে, না ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় থাকবে? সেই জায়গার নাম কি?

-আলেয়া খাতুন
তাহেরপুর পৌরসভা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মৃত্যুর পর হ'তে হাশরের দিবস পর্যন্ত সময়কে 'আলমে বারযাখ' বলা হয়। এই 'আলমে বারযাখে' আত্মাসমূহের অবস্থান তাদের স্ব স্ব আমল অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৮৭ পৃঃ)*। মুমিনদের আত্মাসমূহ 'ইল্লিঈন' নামক স্থানে রাখা হবে। আর

কাফিরদের আত্মাসমূহ 'সিজ্জীন' নামক স্থানে থাকবে *(আহমাদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৬৩০ 'জানাযেয়' অধ্যায়; তাফসীরে কুরতুবী ১৯/২৫৭ পৃঃ, সূরা মুত্বাফফিফীন ৭ ও ১৮ আয়াতের তাফসীর; দ্রষ্টব্যঃ এপ্রিল-মে ২০০২, প্রশ্নোত্তর ২১/২৩১; বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ দরসে কুরআন, 'কবরের কথা' জুন ২০০০)*।

প্রশ্নঃ (৯/২৮৯)ঃ ছালাতের সময় সুৎরাকে সরাসরি সামনাসামনি করে নাকি দাঁড়ানো যাবে না। এ মর্মে কি কোন হাদীছ বর্ণিত হয়েছে? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-হাসীন আলী
আদিতমারী, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ এ মর্মে একটি যঈফ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। হাদীছটি নিম্নরূপঃ মিক্বদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কোন লাঠি, খুঁটি কিংবা গাছের দিকে সোজা মুখ করে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে দেখিনি। তিনি সামান্য ডানে কিংবা বামে সরে গিয়ে দাঁড়াতেন'। আলবানী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীছে একজন যঈফ ও একজন অজ্ঞাত রাবী রয়েছে *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৭৮৩ 'সুৎরা' অনুচ্ছেদ)*। অতএব সুৎরার দিকে সোজা মুখ করে দাঁড়ানো জায়েয, যা ছহীহ হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭২ ও ৭৮০ 'সুৎরা' অনুচ্ছেদ, 'ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১০/২৯০)ঃ 'বিসমিল্লা-হ' বলে খাওয়া আরম্ভ করা এবং 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করার কথা আমরা জানি। কিন্তু কিছু সংখ্যক আলেমকে দেখি খাওয়ার সময় একাধিক বার 'আল-হামদুলিল্লা-হ' বলেন। এর কারণ কি?

-মুহাম্মাদ ইকবাল
ঝাউতলা, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ প্রতি লোক্বমায় 'আল-হামদুলিল্লা-হ' বলা একটি উত্তম অভ্যাস। যেমন আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর সেই বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, যে এক লোক্বমা খাদ্য খেয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা করে *(আল-হামদুলিল্লা-হ বলে)* অথবা মাত্র এক ঢোক পানি পান করে 'আল-হামদুলিল্লা-হ' বলে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪২০০ 'খাদ্য' অধ্যায়; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৪০,৪৩৬ ও ১৩৯৬)*।

প্রশ্নঃ (১১/২৯১)ঃ আমরা বাড়ীতে কুরবানী করলে ইমাম ছাহেব বলেন, ঈদের মাঠে কুরবানী করতে হবে, বাড়ীতে কুরবানী করা চলবে না। ইমাম ছাহেবের বক্তব্য সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করেবেন।

-জামালুদ্দীন
কেশবপুর, যশোর,
ও
আব্দুশ শাকূর
নেংটাপীর হাট, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাড়ীতে ও ঈদের মাঠে উভয় স্থানে নিজে কুরবানী করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৪; বুখারী, মিশকাত হা/১৪৫৭; বাংলা মিশকাত হা/১৩৭০, ১৩৭৩)*। অতএব উভয় স্থানে কুরবানী করা জায়েয আছে *(দ্রঃ অক্টোবর ২০০১, প্রশ্নোত্তর ২০/২০)*।

প্রশ্নঃ (১২/২৯২)ঃ স্বামীর যৌনক্ষমতা না থাকায় বিবাহের এক সপ্তাহ পর স্ত্রী কাউকে না জানিয়ে কোর্ট ম্যারেজ করে অন্য ছেলের সাথে পুনরায় বিবাহ করেছে। ইতিমধ্যে তাদের একটি সন্তানও হয়েছে। পূর্বের স্বামী তাকে তালাক দেয়নি এবং স্ত্রীও 'খোলা' করেনি। এমতাবস্থায় তাদের বিবাহ হয়েছে কি? জবাব দানে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
নয়াপাড়া, পার্বতীপুর
দিনাজপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নের বিবরণ মতে তাদের দ্বিতীয় বিবাহ বৈধ হয়নি। কেননা প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেনি। অতএব পরবর্তী স্বামীর সাথে সে যতদিন থাকবে, ততদিন তারা ব্যভিচারের অপরাধে অপরাধী হবে এবং তাদের যে সন্তান হয়েছে সেটিও অবৈধ সন্তান হিসাবে গণ্য হবে। এক্ষণে সমাধান এই যে, পূর্বের স্বামীর শারীরিক অক্ষমতাকে কারণ দেখিয়ে মেয়েটি 'খোলা' করবে। অতঃপর বর্তমান স্বামীর সাথে অলীর অনুমতি সাপেক্ষে নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে। কারণ অলী ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হয় না *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ ও দারেমী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৩১৩০ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

উল্লেখ্য যে, তাদের এই কবীরা গোনাহের জন্য তারা নিজেরা আল্লাহ্র নিকটে খালেছ অন্তরে তাওবা করবে।

প্রশ্নঃ (১৩/২৯৩)ঃ মদীনার পূর্ব নাম 'ইয়াছরিব'-এর অর্থ কি? মদীনার অন্য কোন নাম আছে কি? নামগুলি ইতিহাস দ্বারা না সরাসরি হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-বিলক্বিস আরা
গ্রাম ও পোঃ মহিষালবাড়ী
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আগমনের পূর্বে মদীনাকে (يَثْرِبْ) 'ইয়াছরিব' বলা হ'ত। এর শাব্দিক অর্থ 'কাঁটাযুক্ত গাছের জঙ্গল' বা 'বিরাণ ভূমি' *(ফীরোযুল লোগাত, উর্দু (দিল্লীঃ ১৯৮৭) পৃঃ ১৪৬৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত নাম পরিবর্তন করে (المدينة) 'মদীনা' রাখেন, যার অর্থ শহর বা মহানগরী। যা 'মাদীনাতুর রাসূল'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ *(আর-রাহীক্ব পৃঃ ১৭২)*। মদীনার আরও দু'টি নাম রয়েছে 'ত্বাবাহ' (طَابَة) ও 'ত্বায়বাহ' (طَيْبَة)। অর্থ 'পবিত্র'।

উল্লেখিত চারটি নামই সরাসরি হাদীছে এসেছে। সেই সাথে ইতিহাসেও এসেছে।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আমি এমন এক জনপদে হিজরতের জন্য আদিষ্ট হ'লাম, যা অন্য জনগণগুলিকে গ্রাস করবে। লোকে বলে 'ইয়াছরিব', অথচ সেটি হ'ল 'মদীনা'। মদীনা মানুষকে বিশুদ্ধ করে, যেমনিভাবে কর্মকার খাদ ঝেড়ে ফেলে লোহাকে বিশুদ্ধ করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৭৩৭ 'মদীনার হরম' অনুচ্ছেদ; বাংলা মিশকাত হা/২৬১৭, ৫/৩৭০ পৃঃ)*। জাবির ইবনু সামুরাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা মদীনার নাম রেখেছেন 'ত্বাবাহ' (طَابَة) বা 'পবিত্র' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৩৮)*। 'ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে দাজ্জাল আবির্ভূত হয়ে বলবে, আমি ৪০ দিন দুনিয়াতে অবস্থান করব ও সকল জনপদ ধ্বংস করব কেবল মক্কা ও ত্বায়বাহ ব্যতীত। কারণ এ দু'টি স্থানকে আমার জন্য হারাম করা হয়েছে। এ দু'টি শহর ফেরেশতাদের প্রহরায় থাকবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরের উপরে লাঠির আঘাত করে তিনবার বলেন, এটি ত্বায়বাহ, এটি ত্বায়বাহ, এটি ত্বায়বাহ অর্থাৎ মদীনা *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৮২ 'ক্বিয়ামতের পূর্বেকার আলামত সমূহ ও দাজ্জালের বিবরণ' অনুচ্ছেদ, 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৪/২৯৪)ঃ আমার পূর্ণ নিয়ত ছিল হজ্জ করার। কিন্তু কিছু সমস্যার কারণে হজ্জ করা সম্ভব হচ্ছিল না, হঠাৎ সমস্যার সমাধান হয়ে গেলে বন্ধুর কথা অনুযায়ী ৯ যিলহজ্জ তারিখে ফজরের পরে তার সাথে হজ্জ করার জন্য আরাফায় চলে যাই মদীনার মীক্বাত হ'তে। কিন্তু আমি ওমরাও করিনি, মিনাতে ও অবস্থান করিনি। ৯ তারিখ হ'তে বাকী সব কাজ করেছি। এমতাবস্থায় আমার হজ্জ হয়েছে কি?

-আসাদুল্লাহ সরদার
গ্রামঃ একলারামপুর, দাঊদকান্দি, কুমিল্লা।

উত্তরঃ প্রশ্নকারীর হজ্জ সম্পাদন হয়ে গেছে। কেননা আরাফার দিনই মূলতঃ হজ্জ। ৯ তারিখে আরাফার ময়দানে হজ্জের নিয়তে অবস্থান করলে হজ্জ হয়ে যাবে। আব্দুর রহমান ইবনু ইয়া'মুর আদ-দায়লী বলেন, আমি নবী (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'আরাফা-ই হচ্ছে হজ্জ। সূর্যোদয়ের পূর্বে যে ব্যক্তি আরাফায় পৌঁছেছে, সে হজ্জ পেয়েছে.' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৭১৪ 'বাধাপ্রাপ্ত হওয়া এবং হজ্জ ফউত হওয়া' অনুচ্ছেদ; বঙ্গানুবাদ হা/২৫৯৫; দ্রঃ স.স. প্রণীত 'হজ্জ ও ওমরাহ' পৃঃ ৩৮-৩৯)*।

প্রশ্নঃ (১৫/২৯৫)ঃ জনৈক ব্যক্তি নিজ ভাইদের উপর রাগ করে অন্যদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে। অথচ তার ভাইয়েরা খুব গরীব। ছহীহ দলীল ভিত্তিতে দান-খয়রাত বা সাহায্য-সহযোগিতার হুকুম জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুজীবুর রহমান
দক্ষিণ দনিয়া, ডেমরা, ঢাকা-১২৩১।

উত্তরঃ ভাইদের মাঝে পারস্পরিক মতানৈক্য বা মনমালিন্য হ'লে সমাধান করা উচিৎ। মতানৈক্য থাকলেও নিজ ভাই সহ নিকটাত্মীয়কে দান ও সাহায্য-সহযোগিতা করতে শরী'আতের নির্দেশ রয়েছে *(বাক্বারাহ ৮৩ ও ১৭৭)*। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ছাহাবী আবু ত্বালহাকে মূল্যবান খেজুর বাগানটিকে তার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে দান করে দেওয়ার নির্দেশ দেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৪৫ 'যাকাত' অধ্যায় 'শ্রেষ্ঠ ছাদাক্বা' অনুচ্ছেদ)*। নিকটতম আত্মীয়কে দান করার মাধ্যমে দ্বিগুণ ছওয়াব পাবার কথা হাদীছে এসেছে। একটি হ'ল, আত্মীয়তার হক আদায়ের নেকী, অন্যটি হ'ল ছাদাক্বা করার নেকী *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৩৪ ঐ)*। আয়েশা (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে তাঁর খালাতো ভাই মিসত্বাহ ব্যভিচারের অপবাদ দিলে আবুবকর (রাঃ) তাকে পূর্ব থেকে দিয়ে আসা নিয়মিত আর্থিক ভাতা বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে নিষেধ করেন এবং নিকটাত্মীয় হিসাবে তার ভাতা চালু রাখার জন্য বলেন *(বুখারী, ২/৫৯৫ 'যুদ্ধ-বিগ্রহ' অধ্যায়, 'ইফকের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ; দ্রঃ প্রশ্নোত্তর ফেব্রুয়ারী ০৪, ১০/১৭০)*।

নিকটাত্মীয়দের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নিজ ভ্রাতাগণ। সুতরাং সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়ার হকদার প্রথমতঃ তারাই। অতএব তার উচিৎ অন্যদের পূর্বে নিজ গরীব ভাইদের সাহায্য-সহযোগিতা করা। ভাইদেরও কর্তব্য হবে মহব্বতের পরিবেশ সৃষ্টি করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা পরস্পরে হিংসা করো না, বিদ্বেষ করো না, পরস্পরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করো না, পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ করো না। তোমরা আল্লাহ্‌র বান্দা হিসাবে ভাই ভাই হয়ে যাও' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০২৮ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৬/২৯৬)ঃ 'সম্পদ ও জীবন রক্ষার তাকীদে সাময়িক কাদিয়ানী পরিচয়দানের অপরাধে মহল্লাবাসী তার পিতাকে মসজিদ থেকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় এবং 'কাফির' বলে অভিহিত করে। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, পুত্রের কারণে পিতাকে অপমান- অপদস্থ করা ঠিক হয়েছে কি?

-আব্দুর রশীদ
চরকানাপাড়া, চরআষাড়িয়াদহ
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ এরূপ বাধ্যগত অবস্থায় বিপাকে পড়ে স্বীকৃতি দানকারী কোন মুসলমান ব্যক্তি মুরতাদ হবে না। তবে এই অন্যায় স্বীকৃতি দানের জন্য তাকে আল্লাহ্‌র নিকটে খালেছ অন্তরে তওবা করতে হবে এবং ইসলামী বিধানসমূহ যথাযথভাবে পালন করতে হবে। অবশ্য এতে পিতার কোন দোষ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুরতাদকে হত্যা করতে বলেছেন। মুরতাদের পিতা-মাতা বা পরিবার-পরিজনকে কোন প্রকার দায়ী করেননি। রাসূলুল্লাহ

(ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার দ্বীনকে পরিবর্তন করবে তাকে হত্যা কর' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৫৩৩ 'ক্বিছাছ' অধ্যায়, 'মুরতাদ ও বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীকে হত্যা করা' অনুচ্ছেদ)*।

বিবরণ অনুযায়ী মুছল্লীরা দু'টি ভুল করেছেন (১) একজন মুসলমানকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে ইসলামী শিষ্টাচার বিরোধী কাজ করেছেন (২) একজন মুসলমানকে কাফির বলে প্রকারান্তরে নিজেরাই কাফির গণ্য হয়েছেন। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কেউ কাউকে কাফির বললে দু'জনের একজন কাফির হবে (অর্থাৎ যাকে কাফির বলা হচ্ছে, সে কাফির না হ'লে বক্তা নিজেই কাফির হ'বে)' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮১৫)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যদি কেউ কাউকে কাফির বলে আর সে যদি কাফির না হয়, তাহ'লে কথাটি তার উপরই বর্তাবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৮১৬)*।

প্রশ্নঃ (১৭/২৯৭)ঃ আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর বিবাহ কে পড়িয়েছিলেন? তাঁদের মোহরানা ছিল কি? থাকলে কি ছিল? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রফীকুল ইসলাম
ইকবালপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ আদম (আঃ)-এর বিবাহ পড়ানো হয়েছিল কি-না বা তাঁদের মোহর ছিল কি-না এ প্রসঙ্গে কোন ছহীহ বিবরণ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। ছাবী (صاوى) নামক তাফসীর গ্রন্থে বলা হয়েছে, একদা আদম (আঃ) ঘুমালে তাঁর বাম পাজর হ'তে হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করা হয়। তিনি ঘুম থেকে জেগে দেখেন পাশে একজন মহিলা। তিনি তাঁর দিকে ধাবিত হয়ে হাত বাড়ালে ফেরেশতাগণ বললেন, হে আদম! আপনি প্রথমে মোহর আদায় করুন। তিনি বললেন, কি মোহর প্রদান করতে হবে? ফেরেশতাগণ বললেন, আপনি তিনবার অথবা ১৭ বার মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করুন *(তাফসীরে জালালায়েন ৬৯ পৃঃ ৩ নং টীকা)*। বক্তব্যটি দলীল বিহীনভাবে উল্লেখিত হয়েছে বিধায় তা গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রশ্নঃ (১৮/২৯৮)ঃ জনৈক মাওলানা বক্তব্যে বললেন, আমাদের নবী (ছাঃ) সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবেন। বক্তব্যটি সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হাফেয হাবীবুর রহমান
পাঁচরুখী, নরসিংদী।

উত্তরঃ উপরোক্ত বক্তব্য সঠিক। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন নবীদের মধ্যে আমার অনুসারীদের সংখ্যা হবে সর্বাপেক্ষা বেশী এবং আমিই প্রথম ব্যক্তি জান্নাতের দরজা খুলব *(মুসলিম 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায়, মিশকাত হা/৫৭৪২; বাংলা মিশকাত হা/৫৪৯৭)*। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আমি জান্নাতের দরজায় পৌঁছে দরজা খোলার জন্য বলব। তখন তার পাহারাদার বলবে, আপনি কে? আমি বলব, মুহাম্মাদ। তখন পাহারাদার বলবে, আপনার সম্পর্কে আমাকে বলা হয়েছে যে, আপনার পূর্বে আমি যেন অন্য কারো জন্য এ দরজা না খুলি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪৩; বাংলা মিশকাত ১০/১৯৭ পৃঃ হা/৫৪৯৭)*।

প্রশ্নঃ (১৯/২৯৯)ঃ ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষে কাকে কবর থেকে উঠানো হবে?

-আব্দুল্লাহ আল-মামুন
খানসামা, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে উঠানো হবে মর্মে দলীল পাওয়া যায়। কিন্তু সবশেষে কাকে উঠানো হবে এ বিষয়ে কোন স্পষ্ট দলীল পাওয়া যায় না। বরং বিভিন্ন ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে এটাই বুঝা যায় যে, সকল মানুষ একত্রেই উঠবে *(দ্রঃ মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৩২, ৫৫৩৪ 'ক্বিয়ামতের অবস্থা সমূহ' অধ্যায়, 'হাশর' অনুচ্ছেদ)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি ক্বিয়ামতের দিন আদম সন্তানের সরদার (হব), আমি প্রথম ব্যক্তি, যাকে প্রথমে কবর থেকে উঠানো হবে, আমি প্রথমে আল্লাহ্‌র নিকট সুফারিশ করব এবং প্রথম আমার সুফারিশ কবুল করা হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪১)*।

প্রশ্নঃ (২০/৩০০)ঃ রুকূ থেকে উঠার দো'আ এবং দুই সিজদার মাঝের দো'আ সরবে না নীরবে পড়তে হবে?

-রফীকুল ইসলাম
কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ দুই সিজদার মাঝের দো'আগুলি নীরবে পড়তে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুছল্লী যতক্ষণ ছালাতের মধ্যে থাকে, ততক্ষণ আল্লাহ্‌র সাথে চুপে চুপে কথা বলে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭১০; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১২২ পৃঃ)*। রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে দো'আগুলি চুপে চুপে পড়াই উত্তম। কেননা রুকূ থেকে উঠার পর সরবে দো'আ পড়ার প্রমাণ কেবল একজন ছাহাবী থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু নবী করীম (ছাঃ) কিংবা অন্য কোন ছাহাবী কোন দিন সরবে পড়েছেন মর্মে দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (২১/৩০১)ঃ আমাদের এলাকায় কোন হিন্দু মারা গেলে, 'ফী না-রে জাহান্নামা খালেদীনা ফীহা' এবং মুসলমান মারা গেলে, 'ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজে'উন' বলা হয়। হিন্দুদের জন্য উক্ত দো'আ পড়া যায় কি?

-মাস'উদা
চর বাগডাঙ্গা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ হিন্দুদের মৃত্যুতে উপরোক্ত বদ দো'আ করার প্রমাণে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। অতএব উক্ত কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্নঃ (২২/৩০২)ঃ ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইলে অনেক সময় দেওয়ার মত কিছু থাকে না। তখন কিভাবে ভিক্ষুককে বিদায় করতে হবে?

-শাহীন
মাষ্টারপাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইলে কিছু না কিছু দেওয়ার চেষ্টা করা উচিৎ। উম্মু বুজাইদ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! ভিক্ষুক আমার দরজায় দাঁড়ায়। আমার বাড়িতে কিছু না থাকায় আমি তার হাতে কিছু দিতে পারি না, এতে আমি লজ্জা পাই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কিছু হ'লেও দাও *(আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৮৭৯ 'যাকাত' অধ্যায় 'কৃপণতা অপসন্দনীয়' অনুচ্ছেদ)*। তবে একথা জানা আবশ্যক যে, সুস্থদেহী কোন মানুষের জন্য ভিক্ষা করা জায়েয নয়। এতদ্ব্যতীত পেশাদার ভিক্ষুকদের থেকে সাবধান থাকতে হবে। যে ব্যক্তি হকদার নয়, তাকে ভিক্ষা দেওয়া থেকে হুঁশিয়ার হ'তে হবে। তবে তাকে ধমকানো যাবে না।

প্রশ্নঃ (২৩/৩০৩)ঃ আমের মওসুমে রাম ও লক্ষ্মণ গাছ পাহারা দেয়, ঐ সময় আম চুরি করলে সারা গায়ে ঘা হয়। এই ভয়ে রাজশাহী অঞ্চলে গাছের আম চুরি হয় না। স্ত্রী মিলনের পর খালি পায়ে হাঁটলে মাটি অভিশাপ করে, স্বামী-স্ত্রীর যেকোন একজনের গোসলের পর অপরের গায়ে স্পর্শ করলে তিনি নাপাক হয়ে যাবেন কিংবা অপবিত্র অবস্থায় দরজায় খালি হাতে স্পর্শ করলে তা নাপাক হয়ে যাবে, ইত্যাদি আক্বীদা কি ঠিক?

-নযরুল ইসলাম
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ এগুলি সম্পূর্ণরূপে বাতিল ও ভ্রান্ত আক্বীদা। রাম ও লক্ষ্মণ মৃত্যু বরণ করেছে। মৃত্যুর পরে কেউ কারু আম গাছ পাহারা দেয় না। তাছাড়া এ মওসুমে আম চুরি করলে গায়ে ঘা হৌক বা না হৌক, সে চুরির অপরাধে জাহান্নামী হয়, এই আক্বীদা পোষণ করা উচিত। মাটি কাউকে অভিশাপ করতে পারে, এরূপ আক্বীদা পোষণ করা শিরক। কেননা মাটির নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। সব ক্ষমতা আল্লাহ্‌র হাতে। অনুরূপভাবে নাপাক লোকের গায়ে হাত লাগলে কেউ নাপাক হয়ে যাবে কিংবা দরজা নাপাক হয়ে যাবে এগুলি সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত আক্বীদা। নাপাক অবস্থায় আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর হাত ধরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হেঁটেছেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৫১ 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'অপবিত্র লোকের সঙ্গে মেলামেশা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৩০৪)ঃ স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে পারে কি?

-আসমা
আঁখিলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জামা'আত বদ্ধ ভাবে ছালাত আদায় করতে পারে না। কারণ মহিলাদের কাতার পুরুষদের পিছনে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১০৭-১১০৮)*। পুরুষের ইমামতিতে স্ত্রী একাকী হ'লেও পিছনে দাঁড়াবেন।

প্রশ্নঃ (২৫/৩০৫)ঃ ছালাতের মধ্যে 'সাকতা' করার হাদীছগুলি কি ছহীহ? সাকতা করার নিয়ম জানিয়ে বাধিত করবেন?

-খলীলুর রহমান
শুভরাজপুর, কাথুলী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ মোট তিনটি স্থানে সাকতার কথা জানা যায়। (১) তাকবীরে তাহরীমার পর (২) সূরায়ে ফাতিহা শেষ করার পর (৩) রুকুর পূর্বে সকল ক্বিরাআত শেষ করার পর। এর মধ্যে ১ম ও ৩য় ছূরতগুলি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮১২; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৮১৮ এর টীকা দ্রষ্টব্য)*। এক্ষণে সূরায়ে ফাতিহা শেষ করার পর সাকতা করা সম্পর্কে আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ প্রভৃতি বর্ণিত রেওয়ায়াতটি সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী 'হাসান' বলেছেন *(মির'আত ৩/১০১)*। তবে শায়খ আলবানী এটিকে 'যঈফ' বলেছেন *(ঐ, মিশকাত হা/৮১৮; ইরওয়া হা/৫০৫)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৩০৬)ঃ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে কোন জিনিস দেওয়া বা তার সাথে কথা বলা যায় কি?

-রেহেনা খাতুন
পলিকাদোয়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে ভালবাসা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোন কিছু দেওয়া যাবে না এবং কথাও বলা যাবে না। কারণ সে মাহরাম মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে বাধ্যগত প্রয়োজনে অন্যদের মতো তার সাথেও কথা বলতে পারে।

প্রশ্নঃ (২৭/৩০৭)ঃ স্বামী মারা গেলে স্ত্রীর জন্য স্বামীকে দেখা হারাম, একথা কি ঠিক?

-আব্দুল খালেক
খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উপরোক্ত কথা সঠিক নয়; বরং ছহীহ হাদীছের বিরোধী। কেননা ছহীহ হাদীছ দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে মৃত্যুর পরে গোসল দিতে পারে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি বিষয়টি পূর্বে চিন্তা করলে নবী করীম (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ ব্যতীত অন্য কেউ তাঁকে গোসল দিত না *(ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৪)*। 'স্বামী ও স্ত্রীর যে কেউ মারা গেলে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেল' মর্মে দেশে যে কথা চালু আছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা মাত্র। অথচ স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের সম্পত্তির উত্তরাধিকার তাদের মৃত্যুর পরে ঠিকই বজায় থাকে, সন্তানদের সাথে পরিচয়ের সম্পর্কও বহাল থাকে।

প্রশ্নঃ (২৮/৩০৮)ঃ শস্য বা টাকার বিনিময়ে জমি লীজ

দেওয়া যাবে কি?

-আযীযুর রহমান
গড়েরডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ শস্যের বিনিময়ে জমি লীজ দেওয়া যাবে না। তবে টাকার বিনিময়ে জমি লীজ দেওয়া যায়। হানযালা বিন ক্বায়েস রাফে' ইবনু খাদীজ (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার চাচা আমাকে অবগত করিয়েছেন যে, তারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে নালার সম্মুখভাগের ফসল অথবা জমির মালিক জমির একটি বিশেষ স্থানের ফসল নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নেওয়ার বিনিময়ে জমি ভাড়া দিতেন। নবী করীম (ছাঃ) এরূপ জমি লীজ দেওয়া থেকে নিষেধ করেন। অতঃপর আমি রাফে' বিন খাদীজকে জিজ্ঞেস করলাম, দিরহাম ও দীনারের বিনিময়ে জমি লীজ দেওয়া কেমন হবে? তিনি বললেন, এতে কোন দোষ নেই' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৯৭৪ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায় 'ভাগে জমি করা' অনুচ্ছেদ; আত-তাহরীক অক্টোবর ১৯৯৭, প্রশ্নোত্তর ৪/৭ (সংশোধনীঃ উক্ত প্রশ্নোত্তরে 'নিষেধ করেননি' লেখা হয়েছে'। আসলে হবে 'নিষেধ করেন' -সম্পাদক)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৩০৯)ঃ আমরা মসজিদে সাধারণতঃ ইটের ও কাঠের তৈরী দুই ধরনের মিম্বর দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মিম্বর কিসের তৈরী ছিল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহসিন
কাজিরপাড়া, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কাঠের মিম্বরের উপরে উঠে খুৎবা দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একজন মহিলাকে ডেকে বললেন, তুমি তোমার গোলামকে আমার জন্য একটি কাঠের মিম্বর তৈরী করতে বল, আমি তার উপর বসব' *(বুখারী ১/৬৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৩১০)ঃ মেয়েদের ঢেলা-কুলুখ ব্যবহার করতে হবে কি? জনৈক মাওলানা বলেন, ঢেলা-কুলুখ ব্যবহার না করলে তাদের পাপ হবে, একথা কি ঠিক?

-যীনাত রেহেনা
দারুশা, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ পানি না থাকলে নারী-পুরুষ সকলকেই ঢেলা-কুলুখ ব্যবহার করতে হবে। আর পানি থাকলে সকলকেই পানি ব্যবহার করতে হবে। ঢেলা-কুলুখ ব্যবহার করার পর পানি ব্যবহার করতে হবে কিংবা মেয়েদেরকেই শুধু ঢেলা ব্যবহার করতে হবে একথা ঠিক নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কুলুখ নেবে, সে যেন বেজোড় নেয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৪১)* এখানে পানির কোন কথা নেই এবং নারী-পুরুষে পার্থক্য নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুধু পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২)*। শুধুমাত্র পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনকারীদের আল্লাহ তা'আলা প্রশংসা করেন *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৬৯)*। উল্লেখ্য যে, 'কুলুখ' বলতে কেবলমাত্র 'ঢেলা' শর্ত নয়। বরং যে বস্তু দ্বারা পবিত্রতা অর্জিত হয়, সবই কুলুখের অন্তর্ভুক্ত। যেমন টিস্যু পেপার ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ (৩১/৩১১)ঃ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন, (أَلَمْ تَرَ) 'হে নবী! আপনি কি দেখেননি'? কিন্তু ঐ সমস্ত ঘটনা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্মের বহুদিন পূর্বে সংঘটিত হয়েছে। ছূফীদের বইয়ে লিখা রয়েছে, এতে বুঝা যায় যে, মহানবী (ছাঃ) তখনও ছিলেন এবং আল্লাহর সাথে তিনিও ঐ সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই বলা যায়, নবী (ছাঃ) পূর্বেও ছিলেন, এখনও আছেন'। প্রশ্ন হ'ল, আল্লাহর উপরোক্ত বাণীর সঠিক অর্থ কি হবে।

-মাষ্টার আব্দুল ক্বাদের
গ্রাম ও পোঃ আলকীর হাট
স্বরূপকাঠী, পিরোজপুর।

উত্তরঃ ছূফীদের এ সমস্ত ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ শরী'আত পরিপন্থী এবং শিরক মিশ্রিত। কেননা চূড়ান্ত সত্য ও সর্বজনবিদিত বিষয়কে আরবী সাহিত্যে (أَلَمْ تَرَ) 'আলাম তারা' তুমি কি দেখোনি?' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এখানে (أَلَمْ تَرَ) 'আপনি কি দেখেননি' থেকে উদ্দেশ্য হ'ল (أَلَمْ تُخْبَرْ) 'আপনাকে কি সংবাদ দেওয়া হয়নি'? (أَلَمْ تَعْلَمْ) 'আপনি কি জানেন না?' (أَلَمْ تَسْمَعْ) 'আপনি কি শোনেন নি'? *(তাফসীর কুরতুবী, সূরা ফীল-এর তাফসীর দ্রষ্টব্য)*।

নবী করীম (ছাঃ) তখনও ছিলেন এখনও আছেন, এটাও ছূফীদের সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। মহান আল্লাহ বলেন, 'অবশ্যই আপনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে' *(যুমার ৩০)*। অতএব প্রশ্নোল্লেখিত আক্বীদা পোষণ করা হারাম।

প্রশ্নঃ (৩২/৩১২)ঃ ব্যবহার্য স্বর্ণালংকার নিছাব পরিমাণ না হ'লে তার যাকাত দিতে হবে কি? যদি নিছাব পরিমাণ হয়, তাহ'লে কিভাবে যাকাত দিতে হবে?

-লাভলী ইয়াসমীন
সোহাগদল, স্বরূপকাঠি, পিরোজপুর।

উত্তরঃ ব্যবহার্য গহনার স্বর্ণ নিছাব পরিমাণ না হ'লে তাতে যাকাত লাগবে না। উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, আমি সোনার গহনা পরিধান করতাম। একদিন আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বললাম, ব্যবহৃত গহনা কি সঞ্চিত ধন? তিনি বললেন, তা যদি নিছাব পরিমাণ হয় এবং তাতে যদি যাকাত দেওয়া হয় তাহ'লে তা সঞ্চিত ধন নয়' *(আবুদাউদ, বুলূগুল মারাম হা/৬০৮ 'যাকাত' অধ্যায়)*।

উল্লেখ্য যে, ব্যবহৃত গহনা নিসাব পরিমাণ হ'লে তাতে

প্রত্যেক বছরই যাকাত দেয়া ফরয। এ জন্য গহণার পরিমাণ নির্ধারণ করে নির্দিষ্ট টাকা বা সমপরিমাণ কিছু দিতে হবে(*দ্রঃ আত-তাহরীক, প্রশ্নোত্তর ১৭/১৭৭, ফেব্রুয়ারী ২০০৪*)।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩১৩)ঃ ইট ক্রেতা ভাটাওয়ালাকে আগাম টাকা দিয়ে রাখে এবং তার সাথে কথা হয় যে, যখন ইটের মূল্য কম হবে তখন সে ইট ক্রয় করবে। এরূপ ক্রয়-বিক্রয় কি জায়েয আছে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবদুর রহমান
বারকোনা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ এরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। একে শরী'আতের পরিভাষায় 'বায়'এ সালাম' বলা হয়। এর জন্য শর্ত হ'ল তিনটিঃ (১) নির্দিষ্ট মেয়াদ (২) নির্দিষ্ট পরিমাপ (৩) নির্দিষ্ট পরিমাণ। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন মদীনাবাসীগণ এক, দুই এবং তিন বছরের মেয়াদে বিভিন্ন প্রকার ফল ক্রয়-বিক্রয় করত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যদি কেউ অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করে তবে সে যেন নির্ধারিত পরিমাপে, নির্ধারিত পরিমাণে এবং নির্ধারিত মেয়াদে তা করে' (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৮৩ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'বায়'এ সালাম ও বন্ধক' অনুচ্ছেদ*)।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩১৪)ঃ 'শিহাব' শব্দের অর্থ কি? এই নামে সন্তানের নাম রাখা যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল গফূর তালুকদার
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ 'শিহাব' শব্দের অর্থঃ আলোকপিণ্ড, উজ্জ্বল নক্ষত্র, অগ্নিগোলক, দক্ষ ব্যক্তি (*আল-মু'জামুল ওয়াসীত্ব*)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'শিহাব' নাম সহ আরও কয়েকটি নাম পরিবর্তন করেছিলেন (*আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৭৭৬ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'নাম সমূহ' অনুচ্ছেদ*)। ছাহেবে মিরক্বাত বলেন, 'শিহাব' অর্থ অগ্নিগোলক, যা দিয়ে শয়তানকে মারা হয় এবং যা কাফিরদের শাস্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটিকে নিষেধ করেছিলেন। তবে যদি এটিকে 'দ্বীন'-এর দিকে সম্বন্ধ করা হয়, তবে এতে কোন দোষ নেই' (*মিরক্বাত ৯/১১৭ পৃঃ*)। অবশ্য উজ্জ্বল নক্ষত্র, দক্ষ ব্যক্তি প্রভৃতি অর্থে 'শিহাব' নাম রাখায় কোন আপত্তি নেই। স্বর্ণ যুগে অনেক হাদীছ বর্ণনাকারীর নামও 'শিহাব' ছিল। যেমনঃ ইবনু শিহাব যুহরী, শিহাব ইবনু খেরাশ, শিহাব ইবনু শুরনুফাতা, শিহাব বিন আব্বাদ ইত্যাদি (*মীযানুল ই'তেদাল ২/২৮১-২৮২ পৃঃ*)।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩১৫)ঃ ছালাতে সিজদার সময় কপালে ওড়না বা কোন কাপড় পড়লে ছালাত হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাহবূবা ইয়াসমীন
সিও কলোনী, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ সিজদার সময় মুখ খোলা রাখতে হবে, এটাই নিয়ম। বিশেষ কোন প্রয়োজনে বা অবস্থায় কপালের নিচে ওড়না পড়লে তাতে ছালাতের কোন ক্ষতি হওয়ার কারণ নেই। তবে কেউ যদি বিনা প্রয়োজনে ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত সময়ে কপালের নিচে কাপড় দেয় তাহ'লে সেটা মকরূহ হবে। ছহীহ সনদে ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক কাপড়ে ছালাত আদায় করেছেন এবং কাপড়ের কিছু অংশ দ্বারা যমীনের ঠাণ্ডা-গরম থেকে নিজেকে রক্ষা করেছেন (*আহমাদ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২২৪ পৃঃ, 'মুছল্লীর কাপড়ের উপর সিজদা করা' অনুচ্ছেদ*)।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩১৬)ঃ মসজিদের ছাদে ব্যক্তিগত কোন সাংসারিক কাজ করে ফায়েদা নেওয়া যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম
মেডিসিন সাপ্লাই, খুলনা।

উত্তরঃ মসজিদ আল্লাহ্‌র ঘর, যা স্রেফ আল্লাহ্‌র ইবাদতের জন্য নির্ধারিত। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই মসজিদ সমূহ আল্লাহ্‌র জন্য'... (*জিন ১৮*)। এতদ্ব্যতীত মসজিদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশেষ নির্দেশ রয়েছে (*আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৭১৭ 'ছালাত' অধ্যায়, 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ; দ্রঃ আত-তাহরীক মে ২০০১ প্রশ্নোত্তর ৩১/২৮৬*)। অতএব মসজিদের ছাদকে কারু ব্যক্তিগত ও সাংসারিক কাজে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার না করাই উত্তম। তবে সাময়িক ও বাধ্যগত অবস্থার কথা আলাদা।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩১৭)ঃ বিতর ছালাতে দো'আ কুনূত পড়তে হয় জানি। তবে যদি কোন ব্যক্তির দো'আ কুনূত জানা না থাকে অথবা মুখস্থ করা সম্ভব না হয়, তাহ'লে দো'আ কুনূতের বদলে অন্য কোন সূরা পড়া যাবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম (মাষ্টার)
শৌলমারী কাজীপাড়া
ডাকালিগঞ্জ, জলঢাকা, নীলফামারী।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তির যদি দো'আ কুনূত মুখস্থ না থাকে, তাহ'লে দো'আ কুনূত ছাড়াই তার ছালাত হয়ে যাবে। কেননা বিতরের জন্য দো'আ কুনূত পড়া শর্ত নয় (*আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৯১-৯২; মির'আত ২/২২৩ পৃঃ*)। আর দো'আ কুনূত না জানা থাকলে তার স্থলে অন্য কোন সূরা পড়া যাবে না। কেননা বিতরের কুনূতের জন্য সূরায়ে ইখলাছ বা অনুরূপ কোন ক্বিরাআত পড়ার বিধান নেই। বরং কুনূতের জন্য হাদীছে বিশেষ দো'আ বর্ণিত হয়েছে (*তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২৭৩; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৯৫*)।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩১৮)ঃ কেউ যদি ঘরে সিঁধ কেটে ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দেয় এবং কোন জিনিস হস্তগত করে, তাহ'লে তার হাত কাটা হবে না (হেদায়া (ইফাবা), ২/৪০৮ পৃঃ) এবং যদি আস্তিনের বাইরে ঝুলে থাকা থলে কেউ কেটে নেয়, তাহ'লে হস্ত কর্তন করা হবে না (ঐ পৃঃ ৪০৯)। ইসলামে এ ধরনের সুযোগ আছে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ মুর্তযা
সাং ও পোঃ রায়দৌলতপুর
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ 'হেদায়া' গ্রন্থকারের উপরোক্ত বক্তব্য দলীল বিহীন এবং তা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ চুরি করার অর্থ হ'ল- গোপনভাবে অন্যের মাল নিয়ে নেওয়া, চাই সে মাল সংরক্ষিত হোক বা না হোক। আল্লাহ মাল সংরক্ষিত থাকা বা না থাকাকে শর্ত করেননি *(মুহাল্লা ১২/৩১১ পৃঃ; মাসআলা নং ২২৬৮ 'চুরি' অধ্যায়)*। অতএব কেউ যদি সিঁধ কেটে হাত ঢুকিয়ে ভিতর থেকে গোপনভাবে কোন মাল বের করে নেয় তাহ'লে সে চোর হিসাবে পরিগণিত হবে এবং তার হস্ত কর্তন করাই শরী'আত সম্মত হবে *(মুগনী, শারহুল কাবীর ১০/২৫২ পৃঃ)*। অনুরূপভাবে যদি আস্তিনের বাইরে ঝুলে থাকা থলে কেউ কেটে নেয় তাহ'লে তার হস্ত কর্তন করাও শরী'আত সম্মত হবে। কেননা সেও গোপনভাবে তা চুরি করেছে। উল্লেখ্য যে, চুরিকৃত মালের সর্বনিম্ন পরিমাণ হ'ল সিকি দীনার অথবা তিন দিরহাম অথবা এদের সমপরিমাণ মাল *(বুখারী, মুসলিম হা/৩৫৯০ 'হুদূদ' অধ্যায়; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৯১; বুলূগুল মারাম হা/১২২৬-১২২৭-এর ব্যাখ্যা; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৪৬৯ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩১৯)ঃ জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে কি?

-মুহাম্মাদ ওমর ফারূক
আরবী প্রভাষক
নপাইয়া সিনিয়র মাদরাসা
মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে 'আম' এবং 'খাছ' উভয় দলীলের ভিত্তিতে সূরা ফাতিহা পড়া আবশ্যক।

আম দলীলঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَاصَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ অর্থাৎ 'ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ হা/৮২২; মির'আতুল মাফাতীহ ৫/৩৮১ পৃঃ)*।

খাছ দলীলঃ তাবেঈ বিদ্বান ত্বালহা বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর পিছনে জানাযার ছালাত আদায় করলাম, তাতে তিনি সূরা ফাতিহা পড়লেন এবং বললেন, আমি এ জন্য পড়লাম যাতে তোমরা জান যে, এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত *(বুখারী, মিশকাত হা/১৬৫৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৫৬৫)*। নাসাঈ-র বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি ঐ সাথে একটি সূরা মিলালেন এবং সরবে পড়লেন *(নাসাঈ হা/১৯৮৯ 'জানাযা' অধ্যায় 'দো'আ' অনুচ্ছেদ; আলবানী, তালখীছু আহকামিল জানায়েয পৃঃ ৫৪)*।

রশীদ আহমাদ গাংগুহী হানাফী (রহঃ) বলেন, বিদ্বানগণের নিকট ছালাতুল জানাযাতে সূরা ফাতিহা পড়া সুন্নাত এবং উত্তম। শাহ্ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেন, ছালাতুল জানাযার মধ্যে সূরা ফাতিহা পড়া সুন্নাত। কেননা সূরা ফাতিহা সকল দো'আর মধ্যে সর্বোত্তম দো'আ *(ফাতাওয়া রশীদিয়া পৃঃ ৪২০, 'সূরা ফাতিহা পড়া' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৩২০)ঃ জুম'আর খুৎবা দু'টি কোন্ ভাষায় দিতে হবে? কেউ বলেন প্রথমটি বাংলায় ও দ্বিতীয়টি আরবীতে দিতে হবে। কথাটি কতটুকু সত্য জানিয়ে বাধিত করবেন। তাছাড়া কুরআন-হাদীছের দলীল সমূহ আরবীতেই দিতে হবে নাকি বাংলা অর্থ বুঝালে চলবে?

-মুহাম্মাদ ওমর ফারূক
আরবী প্রভাষক
নপাইয়া সিনিয়র মাদরাসা
মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশাল।

উত্তরঃ প্রত্যেক খত্বীবের উচিত মুছল্লীদের বোধগম্য ভাষায় খুৎবা প্রদান করা। মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি প্রত্যেক রাসূলকে তাদের স্বজাতির ভাষাভাষী করে প্রেরণ করেছি, যাতে তিনি তাদেরকে বুঝাতে সক্ষম হন' *(ইবরাহীম ৪)*। ১ম খুৎবায় হামদ-ছানা ও ক্বিরাআত ছাড়াও সকলকে নছীহত করবেন, অতঃপর বসবেন। ২য় খুৎবায় হামদ-ছানা ও দরূদ সহ সকল মুসলমানের জন্য দো'আ করবেন *(আহমাদ, ত্বাবারাণী, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৪ পৃঃ; মির'আত ২/৩০৮ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১০৭)*। উল্লেখ্য যে, কুরআন-হাদীছের দলীল সমূহ আরবীতে দিতে সক্ষম হ'লে আরবী পড়ে বাংলায় অর্থ বলবে। আরবী বলতে সক্ষম না হ'লে বাংলা অর্থ বুঝালেও চলবে। প্রকাশ থাকে যে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর নিকটও কোন প্রকার ওযর ছাড়াই আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় খুৎবা প্রদান করা জায়েয আছে *(ফাতাওয়া আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী হানাফী, পৃঃ ২২৪)*। অতএব আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় খুৎবা দেওয়া চলবে না মর্মে এদেশে প্রচলিত প্রথাটি শরী'আত সম্মত নয়। অনুরূপভাবে ১ম খুৎবা বাংলায় ও ২য় খুৎবা আরবীতে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

মাসিক

আত-তাহরীক

৭ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা
জুন ২০০৪

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

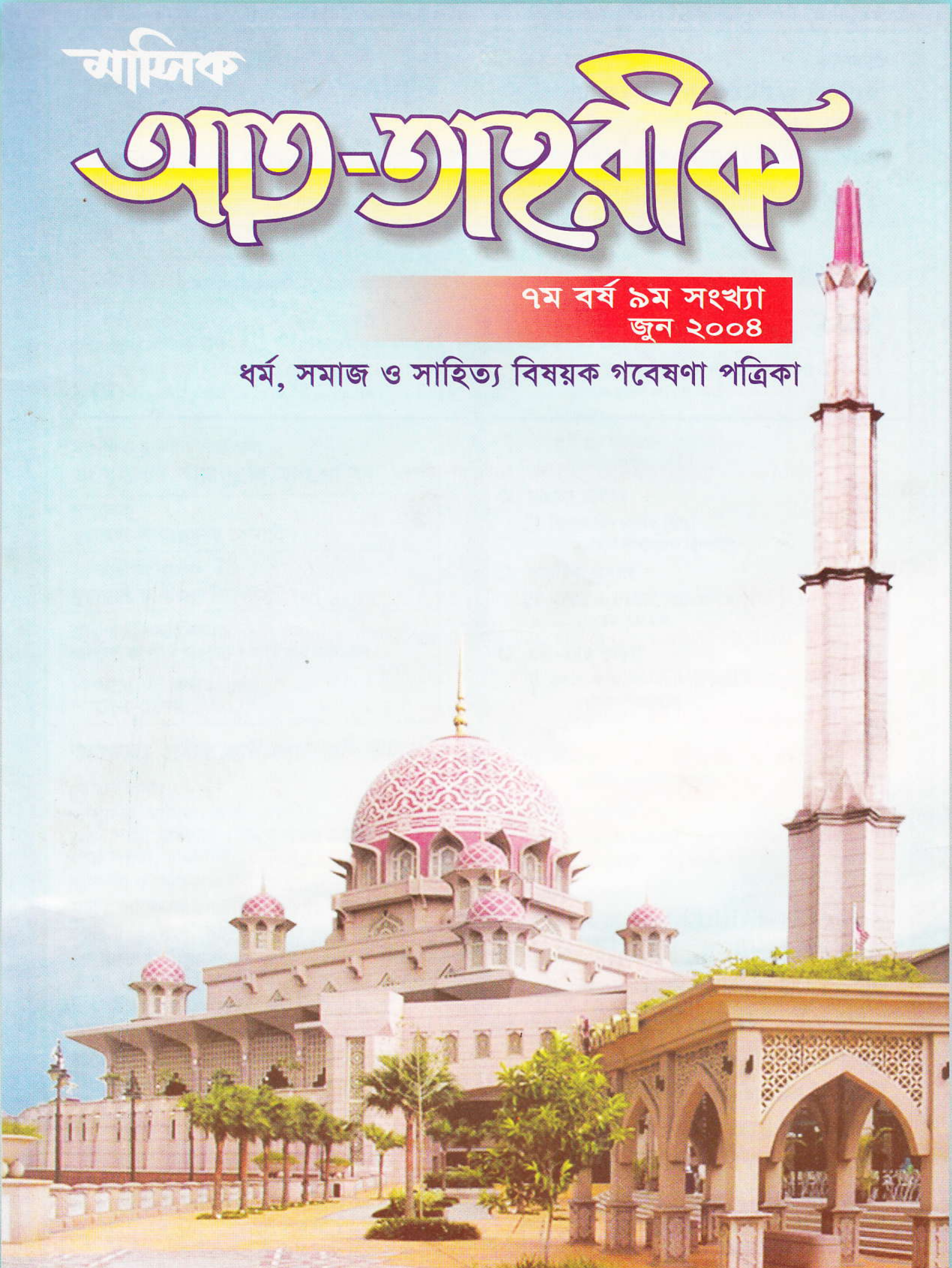

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৩২১)ঃ আমরা ১৫/২০ জন ছাত্র একটি ছাত্রাবাসে থাকি। সেখানে আমরা নিয়মিত আযান দিয়ে জামা'আতের সাথে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করি। কিন্তু এর মাত্র ২০০ গজ দূরেই একটি মসজিদ অবস্থিত। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল- এত নিকটে মসজিদ থাকা সত্ত্বেও ছাত্রাবাসে এভাবে ছালাত আদায় করা শরী'আত সম্মত কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুস্তাফীযুর রহমান
এ্যাডভান্স ছাত্রাবাস
রামনগর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় মসজিদে গিয়ে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আযান শুনতে পেয়েও বিনা ওযরে মসজিদে না যায় তার ছালাত সিদ্ধ হবে না'। রাবী আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'ওযর' হচ্ছে ভয় এবং অসুস্থতা *(ইবনু মাজাহ, দারা কুৎনী, হাকিম, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১০৭৭; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৬৫২)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে জনৈক অন্ধ ছাহাবী ওযরের কারণে বাড়ীতে ছালাত আদায়ের অনুমতি প্রার্থনা করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি কি আযান শুনতে পাও? শুনতে পেলে মসজিদে আস' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৪)*। অন্য এক বর্ণনায় জামা'আতে উপস্থিত না হ'লে তিনি তাদের বাড়ী-ঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১০৫৩)*।

প্রশ্নঃ (২/৩২২)ঃ ফজরের সুন্নাতের গুরুত্ব নাকি অন্যান্য সুন্নাতের চেয়ে অনেক বেশী। সেকারণ ফজরের জামা'আত চলাকালীন সময়ে এক রাক'আত জামা'আতের সাথে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সুন্নাত ছালাত আগে আদায় করে নিতে হবে। আর যে ব্যক্তি সুন্নাত না পড়ে জামা'আতে শরীক হবে, সে বেলা ওঠার পর উক্ত সুন্নাত আদায় করবে। এ বক্তব্য কি সঠিক?

-মুহাম্মাদ আনোয়ার
কাপাসিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ ফজরের সুন্নাতের গুরুত্ব অন্যান্য সুন্নাত ছালাত অপেক্ষা অনেক বেশী, যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু জামা'আত চলাকালীন সময়ে সুন্নাত আদায় করা ছহীহ হাদীছের পরিপন্থী। আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, যখন ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হবে, তখন ফরয ব্যতীত অন্য কোন ছালাত নেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৮)*।

ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত জামা'আতের পূর্বে পড়াই সুন্নাত। কিন্তু সময় না পেলে ফরয ছালাতের পর পড়তে হবে। সূর্য ওঠার পরে নয়। ক্বায়েস ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) একজন লোককে ফজরের ফরয ছালাতের পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে দেখে বললেন, ফজরের ছালাত কি দু'বার? তখন লোকটি বলল, আমি ফজরের পূর্বের দু'রাক'আত (সুন্নাত) পড়িনি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চুপ থাকলেন' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১১৬৫; মিশকাত হা/১০৪৪; দ্রঃ আত-তাহরীক, অক্টোবর ২০০০ সংখ্যা প্রশ্নোত্তর নং ৬/৬)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩২৩)ঃ ওযূর সময় কথা বলা যাবে কি? কোন কোন কিতাবে 'মাকরূহ' বলা হয়েছে। কারণ ওযূর সময় নাকি ফেরেশতাগণ ১টি কাপড় মাথার উপরে ধরে রাখেন এবং কথা বললে কাপড় ছেড়ে চলে যান। তাছাড়া ক্বিবলামুখী হয়ে ওযূ করা কি সুন্নাত? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন?

-আব্দুর রহমান
মোল্লাহাটী, টুংগীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ ওযূ করা অবস্থায় প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ও সালাম বিনিময় করা যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৮ 'দুই মোযার উপর মাসাহ করা' অনুচ্ছেদ; মুসলিম ২/২১৩ পৃঃ; বুলূগুল মারাম হা/৫৫; দ্রঃ আত-তাহরীক মে ২০০১, প্রশ্নোত্তর ১৫/২৬০)*। বাকী অন্যান্য বক্তব্যগুলি ভিত্তিহীন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৪/৩২৪)ঃ জনৈক ব্যক্তি দু'টি সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করেন। একটি সন্তান বিদেশে বসবাস করে এবং অপর সন্তানটি দেশে বসবাস করে। বিদেশে বসবাসকারী সন্তান কি তার পিতার সম্পত্তির অংশ পাবে?

-মাওলানা আব্দুর রহীম
ইমাম, হাকিমপুর জামে মসজিদ
সাং চরহরিশপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মুসলমানদের মধ্যে সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিভিন্নতা কোন অন্তরায় নয়; বরং উত্তরাধিকারী সর্বাবস্থায় তার উত্তরাধিকার পাবে। তবে কোন মুসলিম কোন কাফিরের এবং কোন কাফির কোন মুসলিমের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৪৩ 'ফারায়েয ও অছিয়ত' অধ্যায়)*। মুসলমান উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তিনটি কারণে (১) ক্রীতদাস (২) ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকারী (৩) দ্বীন পরিবর্তনকারী *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩৪৭)*। এদেশের মাদরাসা সমূহে প্রচলিত ফারায়েযের পাঠ্য বই 'সিরাজী'তে ৪র্থ কারণ হিসাবে 'রাষ্ট্রের পরিবর্তনের' যে কথা বলা হয়েছে, হাদীছে তার

কোন প্রমাণ নেই।

প্রশ্নঃ (৫/৩২৫)ঃ আপন খালাত ভাইয়ের মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয কি?

-আব্দুল কুদ্দুস
ইংরেজী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

উত্তরঃ যে সকল নারীর সাথে বিবাহ হারাম আপন খালাত ভাইয়ের মেয়ে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব তার সাথে বিবাহ জায়েয *(নিসা ২৩; বিস্তারিত দেখুনঃ অক্টোবর '৯৮ সংখ্যা প্রশ্নোত্তর ২০/২০)*।

প্রশ্নঃ (৬/৩২৬)ঃ 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইয়ের ৫১-৫২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে যে, 'সকল প্রকার ছালাতে প্রতি রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ফরয'। আমরা জানি ফরয কুরআনের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়। কোন্ আয়াতের মাধ্যমে এটি ফরয হয়েছে তা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাহমূদুল হক
বেলতলা রোড, দিনাজপুর।

উত্তরঃ শুধু কুরআন দ্বারাই ফরয সাব্যস্ত হয়, এ ধারণা ঠিক নয়। বরং হাদীছ দ্বারাও ফরয সাব্যস্ত হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা যেমন বিভিন্ন বস্তুকে হালাল ও হারাম করেছেন, অনুরূপ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও হালাল বা হারাম নির্ধারণ করেছেন। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুসলমান মাত্রই সবার উপর এক ছা' করে ফিৎরা আদায় ফরয করেছেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮১৫; আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৮১৭-১৮১৮ 'ছাদকাতুল ফিৎর' অনুচ্ছেদ 'যাকাত' অধ্যায়)*। অনুরূপভাবে গৃহপালিত গাধা, দন্ত-নখর বিশিষ্ট হিংস্র পশু-পাখী রাসূল (ছাঃ) হারাম করেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১০৫-৪১০৬; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৬৩)*।

ছালাতের মধ্যে কতগুলি রুকন হাদীছ দ্বারাই ফরয সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন- নিয়ত করা, শেষ তাশাহহুদের বৈঠক করা ও সালাম ফিরানো ইত্যাদি। আল্লাহ বলেন, 'রাসূল তোমাদের যা নির্দেশ দেন তা পালন কর, আর যা হ'তে নিষেধ করেন তা হ'তে বিরত থাক' *(হাশর ৭)*। এটাই রাসূলের হুকুম ফরয হওয়ার বড় দলীল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ)*। অতএব ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)-এর বিজ্ঞ লেখক দলীল সহকারে যা লিখেছেন তা নিঃসন্দেহে সঠিক।

প্রশ্নঃ (৭/৩২৭)ঃ ফিৎরা ও কুরবানীর চামড়া কাদের মাঝে বন্টন করতে হবে?

-আব্দুল গণী
কিসমতপুর, হরিণাকুণ্ড, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ যাকাত ও ফিৎরা বন্টনের খাত একই। কেননা ফিৎরাকেও আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) যাকাত বলেছেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮৬ পৃঃ)*। একটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফিৎরাকে বলেছেন 'মিসকীনদের জন্য খাদ্য'। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বুলূগুল মারামের ভাষ্যকার ছফিউর রহমান মুবারকপুরী বলেন, এখানে উদাহরণ স্বরূপ বা গুরুত্ব বুঝানোর জন্য 'মিসকীন' শব্দটি আনা হয়েছে। মিসকীন বলে কেবল এক শ্রেণীকে নির্দিষ্ট করা হয়নি *(বুলূগুল মারাম হা/৬১৫-এর ব্যাখ্যা)*।

কুরবানীর পশুর চামড়া হজ্জ পালন কালে যবেহকৃত পশুর চামড়ার ন্যায় গরীবদের মাঝে বন্টন করে দিতে হবে। কেননা দু'টির হুকুম অভিন্ন। আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে কুরবানীর পশুর গোশত, চামড়া ও ঝুল বা আবরণ (গরীবদের মাঝে) বিলিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। এমনকি কসাইকেও কিছু দিতে নিষেধ করেছেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৬৩৮)*।

প্রশ্নঃ (৮/৩২৮)ঃ আমি একজন চিকিৎসক। প্রায় বার বৎসর যাবৎ এ পেশায় নিয়োজিত আছি। আমি বহু সংখ্যক রোগীর নিকটে ঔষধের দাম বাবদ অনেক টাকা পাওনা আছি। অনেকে অভাবের কারণে দিতে পারে না। আবার কেউ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দেয় না। এরই মধ্যে কেউ মৃত্যুবরণ করেছে। এমতাবস্থায় আমি ঐ সকল ঋণের টাকার দাবী ছেড়ে দিব, নাকি রেখে দিব?

-মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম
কেশরহাট পৌরসভা
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ (১) যারা অভাবের তাড়নায় ঋণ পরিশোধ করতে পারে না, তারা যদি মাফ চায়, তাহ'লে মাফ করে দেওয়ার জন্য নেকী আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অক্ষম ঋণগ্রস্তকে সুযোগ দিবে বা তার ঋণ মাফ করে দিবে, আল্লাহ (হাশরের ময়দানে) তাঁর রহমতের ছায়াতলে তাকে স্থান দান করবেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০৪ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'ঋণগ্রস্তকে অবকাশ দান' অনুচ্ছেদ)*।

(২) সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা ঋণ পরিশোধ করে না, তাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সামর্থ্যবান ব্যক্তির টালবাহানা করা যুলুম' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৯০৭)*। তারা নিঃসন্দেহে গোনাহগার হবে।

(৩) যারা অলসতাবশতঃ ঋণ পরিশোধ না করে মারা গেছে, অথচ মাফ চায়নি, তাদের ওয়ারিছগণ উক্ত ঋণ পরিশোধ করবে। কিংবা ঋণ দাতার নিকট থেকে মাফ চেয়ে নিবে। নইলে আখেরাতে তার নেকী থেকে কর্তন করে ঋণদাতাকে দিয়ে দেওয়া হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৭, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'যুলুম' অনুচ্ছেদ)*। তবে বিষয়টি যেহেতু বান্দার সঙ্গে বান্দার মধ্যে সীমিত, সেহেতু ইচ্ছা করলে বান্দা তাকে মাফ করেও দিতে পারে।

প্রশ্নঃ (৯/৩২৯)ঃ ফজর ব্যতীত অন্যান্য ***ছালাত ক্বাযা হ'লে আমরা পরবর্তী ছালাতের পূর্বে আদায় করে***

থাকি। ফজরের ছালাত ক্বাযা হ'লে কখন কিভাবে আদায় করতে হবে? তাছাড়া অন্যান্য ছালাতের ক্ষেত্রে আমাদের পদ্ধতি সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম মাষ্টার
গ্রামঃ শৌলমারী কাযীপাড়া
পোঃ ডাকালীগঞ্জ, নীলফামারী।

উত্তরঃ কোন ছালাত ক্বাযা হয়ে গেলে পরবর্তী ছালাতের অপেক্ষা করা আবশ্যক নয়। বরং ঘুমের কারণে, ভুলের কারণে কিংবা বিপদের কারণে কোন ফরয ছালাত ছুটে গেলে যখন ঘুম ভেঙ্গে যাবে বা স্মরণ হবে বা বিপদ দূর হবে, তখনই আদায় করে নিবে' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত ১/১৯১ হা/৬০৩ 'ছালাত তাড়াতাড়ি পড়া' অনুচ্ছেদ)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, খায়বার যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে ঘুমের কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর সাথীদের ফজরের ছালাত ছুটে যায়। সূর্যোদয়ের পর তাঁর ঘুম ভাঙ্গলে আযান দিয়ে সকলকে নিয়ে তিনি ছালাত আদায় করেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৪ 'আযান দেরী করে দেওয়া' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১০/৩৩০)ঃ **যারা কুরআনের পরিবর্তে 'শাজারা' শরীফ পাঠ করে এবং সেটাকে কুরআনের ন্যায় মর্যাদা দেয়, পীরের মাযারে সিজদা করে, মানত করে ও গরুর গোশত হারাম মনে করে, তাদেরকে মুসলমান বলা যাবে কি?**

-আব্দুল গফূর তালুকদার
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ (১) যারা কুরআনের পরিবর্তে 'শাজারা' শরীফ অর্থাৎ পীরের বংশধারা পাঠ করে এবং কুরআনের ন্যায় মর্যাদা দেয়, তাদের এ কাজ নিঃসন্দেহে শরী'আত পরিপন্থী এবং শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনে বর্ণিত সূরা মায়েদার ৩৫নং আয়াতে যে 'অসীলা'র কথা বলা হয়েছে তার অর্থ নৈকট্য হাছিল করা। এটা কোন ব্যক্তির বা ব্যক্তির বংশধরের নাম যপ করার মাধ্যমে নয়। বরং নেক আমলের মাধ্যমে হয়ে থাকে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, রিয়ায হা/১২; তাফসীরে ফাৎহুল ক্বাদীর)*।

(২) আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে সিজদা করা হারাম। অতএব পীরের মাযারে সিজদা করা নিঃসন্দেহে শিরক। জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, সাবধান থেকো! তোমাদের পূর্বেকার লোকেরা তাদের নবীদের ও নেককার লোকদের কবরগুলিকে সিজদার স্থানে পরিণত করেছিল। সাবধান! তোমরা যেন কবরগুলিকে সিজদার স্থানে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে এ বিষয়ে নিষেধ করে যাচ্ছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭১৩ 'মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ নং ৭)*। ইবনু আবী শায়বাহ্‌র বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর মাত্র পাঁচ দিন পূর্বে' *(আলবানী, তাহযীরুস সাজেদ পৃঃ ১৫)*।

(৩) নযর বা মানত কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র নামে তাঁর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে হয়ে থাকে *(আলে ইমরান ৩৫, মারিয়াম ২৬)*। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু নামে মানত করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'গোনাহের কাজে কোন মানত নেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৯ 'নযর' অনুচ্ছেদ)*।

(৪) গরুর গোশতের ন্যায় হালাল খাদ্যকে হারাম মনে করা কবীরা গোনাহ। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মুখ থেকে সাধারণতঃ যেসব মিথ্যা কথা বের হয়ে আসে, তেমনি করে তোমরা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলো না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, তারা সফলকাম হবে না *(নাহ্‌ল ১১৬)*।

খারেজীদের আক্বীদা অনুযায়ী কবীরা গোনাহগার হিসাবে এদেরকে মুসলমান বলা যাবে না। বরং এরা কাফের। কিন্তু আহলেসুন্নাতের আক্বীদা অনুযায়ী কবীরা গোনাহগার মুমিন ব্যক্তি কাফের নয়; বরং ফাসেক্ব। সে হিসাবে এদেরকে ফাসেক্ব মুসলমান বলা যাবে।

প্রশ্নঃ (১১/৩৩১)ঃ **জামা'আতে মুক্তাদীগণ কখন কাতার সোজা করে দাঁড়াবেন? মুওয়াযযিনের ইক্বামত শ্রবণের পরে নাকি পূর্বে? আমাদের এলাকায় ইক্বামতে 'হাইয়া 'আলাছ ছালাহ' বলার সময় দাঁড়াতে হবে মর্মে নিয়ম চালু করা হয়েছে। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।**

-ওমর ফারূক
চাউলপট্টি, পাবনা বাজার
পাবনা।

উত্তরঃ 'হাইয়া 'আলাছ ছালাহ' বলার সময় দাঁড়াতে হবে মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার পরে মুক্তাদীগণ দাঁড়াবেন এবং 'ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালাহ' বলার পরে ইমাম ছালাতের তাকবীর দিবেন'। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, ইক্বামতকালে মুছল্লীদের দাঁড়ানো সম্পর্কে নির্ধারিত কোন সময় আমি শ্রবণ করিনি। বরং লোকেরা নিজেদের সুবিধামত দাঁড়াবে। কারণ তাদের মধ্যে রয়েছে ভারী ও পাতলা বিভিন্ন ধরনের মুছল্লী'।

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে আসার পূর্বে ইক্বামত দেওয়া হ'ত এবং ছাহাবীগণ দাঁড়িয়ে কাতার ঠিক করে নিতেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসে তাঁর স্থানে দাঁড়াতেন। পক্ষান্তরে আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ছালাতের ইক্বামত হ'লে আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না' *(বুখারী, ফাৎহুল বারী হা/৬৩৯, হা/৬৩৭ 'আযান' অধ্যায় ২৪ ও ২২ অনুচ্ছেদ)*।

উভয় হাদীছের সমন্বয় করে ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত নিষেধাজ্ঞা ছিল মূলতঃ মুছল্লীদের দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার কষ্টের দৃষ্টিকোণ থেকে' *(ফাৎহুল বারী ২/১৪১ ও ১৪২ পৃঃ, 'আযান' অধ্যায় নং ১০*

'ইক্বামতের সময় ইমামকে দেখলে লোকেরা কখন দাঁড়াবে' অনুচ্ছেদ নং ২২)।

উপরের হাদীছ সমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, ইক্বামত দেওয়ার পরে দাঁড়ানোই বাঞ্ছনীয়। তবে আগে ও পরে দু'টিই জায়েয। 'হাইয়া 'আলাছ ছালাহ' বলার সাথে সময় নির্ধারিত নয়।

***প্রশ্নঃ (১২/৩৩২)ঃ* খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, 'হে খাদীজা! তোমার সতীনদেরকে আমার সালাম জানিয়ে দিবে'। খাদীজা (রাঃ) তখন বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার পূর্বেও কি আপনি কাউকে বিবাহ করেছিলেন? উত্তরে তিনি বললেন, না। তবে আল্লাহ পাক মরিয়ম বিনতে ইমরান, ফিরাউনের স্ত্রী আছিয়া এবং মূসা (আঃ)-এর বোন কুলছূম এই তিন জনকে আমার সাথে বিবাহ দিয়ে রেখেছেন'। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।**

-এম,এ,আর আকন্দ
ইটাপোতা, মোগলহাট, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ এটি একটি 'মুনকার' হাদীছ, উক্বায়লী যা স্বীয় 'যু'আফা' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এর বর্ণনাকারীকে ইমাম যাহাবী 'কাযযাব' অর্থাৎ 'মহা মিথ্যাবাদী' বলেছেন। অতঃপর তাকে 'হাদীছ জালকারী' বলেছেন। হাদীছটি নিম্নরূপঃ 'হে আয়েশা! তুমি কি জানো আল্লাহ আমাকে মারিয়াম বিনতে ইমরান, কুলছূম উখ্তে মূসা এবং ফেরাউনের স্ত্রীর সাথে জান্নাতে বিবাহ দিয়ে রেখেছেন? *(আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৮১২, যঈফুল জামে' হা/১৩৩৩)*। উল্লেখ্য যে, উক্ত বর্ণনায় খাদীজার মৃত্যুর সময়কালীন উপরোক্ত বক্তব্য নেই।

প্রশ্নঃ (১৩/৩৩৩)ঃ 'জালালী খতম' কি? এটা কি বৈধ? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ গোলাম সরোয়ার
গ্রামঃ নূরনগর নতুনপাড়া
মুগবেলাই, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ দো'আ ইউনুস ১ লক্ষ বা ১ লক্ষ ২৫ হাযার বার একাকী কিংবা সম্মিলিতভাবে পড়ার যে রেওয়াজ অনেক স্থানে প্রচলিত আছে, সেটাই হচ্ছে 'জালালী খতম'। বিপদ মুক্তি, রোগারোগ্য ও কথিত শবে বরাতের মত বিশেষ দিনে বিশেষ ফযীলত লাভের আশায় জালালী খতম পড়া হয়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এর কোন ভিত্তি নেই।

নিঃসন্দেহে এটা বিদ'আত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ–

'যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করল, যাতে আমাদের কোন নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী পৃঃ ১০৯২, 'কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অধ্যায়; মুত্তাফাক্ব আলাইহ মিশকাত হা/১৪০)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৩৩৪)ঃ একজন কবরবাসীর 'রূহ' বা আত্মা অপর কবরবাসীর আত্মার সাথে কি পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করে?

-রফীকুল ইসলাম
গড়েরডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আত্মাসমূহ দু'ভাগে বিভক্ত। একভাগ শাস্তিপ্রাপ্ত যা 'সিজ্জীনে' অবস্থান করে এবং অপরভাগ নে'মতপ্রাপ্ত যা 'ইল্লীয়ীনে' অবস্থান করে। সিজ্জীনে অবস্থানকারী আত্মাসমূহ শাস্তি ভোগরত। এদের পরস্পর দেখা-সাক্ষাতের কোন সুযোগ নেই। কিন্তু যারা নে'মতপ্রাপ্ত তথা আরাম-আয়েশে রত থাকে, তারা পরস্পরে দেখা-সাক্ষাৎ করে এবং আপন বন্ধু ও সমপর্যায়ের সৎকর্মশীল আত্মার সাথে মুলাক্বাত করে। অর্থাৎ দুনিয়াতে যেরূপ দেখা সাক্ষাত করে অনুরূপ 'বারযাখী' জীবনে এবং আখেরাতেও দেখা-সাক্ষাৎ করে।

আল্লাহ বলেন, 'যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হয়, সে নবী, সত্যনিষ্ঠ, শহীদ ও সৎকর্মশীল যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন, তাদের সঙ্গী হবে এবং তারা কতই না উত্তম সাথী' *(মায়েদাহ ৬৯)*।

আবূ আইয়ূব আনছারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কবয করে নিয়ে যাওয়ার পর পরই মুমিনের আত্মাকে মহান আল্লাহ্র রহমতপ্রাপ্ত আত্মাসমূহ এমনভাবে অভ্যর্থনা জানায়, যেমনভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয় দুনিয়াতে' *(ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিয়াহ, কিতাবুর রূহ ৪২ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১৫ 'রূহ সমূহের অবস্থান স্থল' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৩৩৫)ঃ কাউকে ধর্ম পিতা, ধর্ম ভাই ইত্যাদি বানানো বা ডাকা এবং তাদের সাথে নিজ পিতা বা ভাইয়ের মত চলাফেরা করা যাবে কি? তারা মাহরাম-এর অন্তর্ভুক্ত হবে কি?

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন
তালপাতিলা, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ আল্লাহ বলেন, 'মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই' *(হুজুরাত ১০)*। তাই সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাসের ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক গড়া ইসলামে দোষণীয় নয়। তবে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে যেন এ সম্পর্কের মাধ্যমে কেউ কোন প্রকার শরী'আত পরিপন্থী কাজে লিপ্ত না হয়। যদি এর মাধ্যমে শরী'আত বিরোধী কাজের আশংকা থাকে, তাহ'লে এ ধরনের সম্পর্ক গড়া মারাত্মক অপরাধ হবে, যা থেকে বেঁচে থাকা কর্তব্য। এ ধরনের সম্পর্কের মাধ্যমে কেউ 'মাহরাম' এবং 'ওয়ারিছ' সাব্যস্ত হবে না। সেকারণ পর্দা সহ সার্বিক চলাফেরা শরী'আত মোতাবেক হ'তে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আনাস এবং মুগীরা (রাঃ)-কে 'হে আমার বৎস!' বলে সম্বোধন করতেন *(মুসলিম ২/২১০ 'স্নেহের খাতিরে অন্যের সন্তানকে হে বৎস! বলে সম্বোধন করা' অনুচ্ছেদ)*।

অনুরূপভাবে নিজ পিতা ব্যতীত অন্য কাউকে পিতা বলেও সম্বোধন করা যায়। যেমন যায়েদ বিন হারেছাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পালক পুত্র ছিলেন।

প্রশ্নঃ (১৬/৩৩৬)ঃ জনৈক ইমাম বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়ে দরস দিতে গিয়ে বলেন, বিবাহিত ব্যক্তির দু'রাক'আত ছালাত অবিবাহিত ব্যক্তির সত্তর রাক'আত ছালাতের চেয়েও উত্তম। এ কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আলফায়ুদ্দীন
দুর্গাদহ, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তরঃ উল্লিখিত হাদীছটিসহ এ সংক্রান্ত আরও হাদীছ রয়েছে। তবে সব হাদীছই মওযূ' বা জাল। অন্য একটি বর্ণনায় আছে, বিরাশি রাক'আতের চেয়েও উত্তম। *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৩৯-৬৪০, ২/৯৭ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৩৩৭)ঃ আমি মাসিক আত-তাহরীকের একজন নিয়মিত পাঠিকা। সহজে জান্নাত লাভের উপায় জানতে চাই।

-শরীফা সুলতানা
হরিরামপুর, মিরগঞ্জ
বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মহিলাদের জন্য সহজে জান্নাত লাভের যে পদ্ধতি বলে দিয়েছেন, সে পদ্ধতি অবলম্বন করলেই জান্নাতে প্রবেশ করা যাবে ইনশাআল্লাহ। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'স্ত্রীলোক যখন তার প্রতি নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাত আদায় করবে, রামাযান মাসের ফরয ছিয়াম পালন করবে, স্বীয় লজ্জাস্থানের হেফাযত করবে এবং স্বামীর অনুগত থাকবে, তখন সে জান্নাতের যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারবে *(আবু নু'আইম ফিল হিলইয়া, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৩২৫৪, 'বিবাহ' অধ্যায়, 'নারীদের সাথে ব্যবহার ও স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক হক্ব' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত হাদীছে চারটি মৌলিক বিষয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ চারটি বিষয় ঠিকমত আদায় করলে যাবতীয় অন্যায় কাজ হ'তে বেঁচে থাকা সহজ হবে। ফলে জান্নাতে যাওয়াও সহজ হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ (১৮/৩৩৮)ঃ জনৈক ইমাম ঈদের ছালাতে ভুলবশতঃ প্রথমে ছয় পরে পাঁচ মোট ১১ তাকবীর দেন। কিন্তু ছালাত শেষে সহো সিজদা করেননি। এতে ঈদের ছালাত পূর্ণাঙ্গ ও বিশুদ্ধভাবে আদায় হয়েছে কি?

-মুঈনুদ্দীন
সেতাবগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তরঃ ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ এরূপ করে থাকলে ছালাত সিদ্ধ হবে না। যেহেতু ইমাম ছাহেব ভুলবশতঃ তাকবীর কম দিয়েছেন, সেহেতু ছালাত শুদ্ধ হয়ে গেছে। এর জন্য সহো সিজদা লাগবে না *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৭০ 'দু'ঈদের তাকবীর' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৩৩৯)ঃ 'চুল পাকলে নেকী পাওয়া যায়' কথাটি কি ঠিক?

-ছাদেকুর রহমান
হরিপুর, পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তরঃ উল্লিখিত বক্তব্যটি সঠিক। আমর ইবনু শু'আইব (রাঃ) স্বীয় পিতার মধ্যস্থতায় তাঁর দাদা হ'তে বর্ণনা করেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা পাকা চুল তুলে ফেলো না। কেননা পাকা চুল হচ্ছে মুসলমানের জ্যোতি। কোন মুসলমানের একটি চুল পেকে গেলে আল্লাহ তার জন্য একটি নেকী লিখেন, একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং তার একটি পাপ মোচন করেন' *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৫৮, সনদ হাসান, 'পোষাক' অধ্যায়, 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় আছে, 'পাকা চুল মুসলমানদের জন্য ক্বিয়ামতের দিন নূর হবে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৪৫৯, ঐ, দ্রঃ আত-তাহরীক, জুন ২০০২, প্রশ্নোত্তর ২৮/২৮৩)*।

প্রশ্নঃ (২০/৩৪০)ঃ ইমাম যদি ইচ্ছাকৃতভাবে সুস্থ শরীরে 'জানাবাতে'র গোসল না করে ইমামতি করেন, তাহ'লে মুক্তাদীদের ছালাত সিদ্ধ হবে কি? বিষয়টি জানার পর কি মুক্তাদীদের পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে?

-আব্দুর রহমান
বামুন্দী বাজার, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ এরূপ করলে ইমামকে পুনরায় তার উক্ত ছালাতগুলি আদায় করতে হবে। কিন্তু মুক্তাদীদেরকে জানার পরও পুনরায় উক্ত ছালাতগুলি পড়তে হবে না। তাদের ছালাত সিদ্ধ হয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তারা (ইমামগণ) তোমাদেরকে নিয়ে ছালাত আদায় করবে। যদি তারা তা সঠিকভাবে আদায় করে, তাহ'লে তোমাদের অনুকূলে হবে। আর যদি তারা ভুল করে, তাহ'লে উক্ত ছালাত তোমাদের অনুকূলে হবে এবং তাদের প্রতিকূলে যাবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩ 'ছালাত' অধ্যায়; ফাৎহুল বারী হা/৬৯৪)*।

ইবনুল মুনযির (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীছ ঐ ব্যক্তির বিরোধী, যে ধারণা করে যে, ইমামের ছালাত নষ্ট হ'লে মুক্তাদীর ছালাতও নষ্ট হয়ে যায়। ইমাম বাগাভী (রহঃ) বলেন, হাদীছটি প্রমাণ করে যে, কেউ যদি বিনা ওযূতে লোকদের ছালাতে ইমামতি করে, তাহ'লে মুক্তাদীদের ছালাত সিদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু ইমামকে উক্ত ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে *(ফাৎহুল বারী, ২/১৮৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২১/৩৪১)ঃ জনৈক ব্যবসায়ী দেশী দ্রব্যের সাথে বিদেশী কম মূল্যের দ্রব্য মিশিয়ে বিক্রি করছে। আমি তার দোকানের একজন কর্মচারী। তার এই ব্যবসা কি হালাল হবে এবং এতে আমার গোনাহ হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রশ্নঃ (২৬/৩৪৬)ঃ আমাদের মসজিদের সরদার ছাহেব মসজিদের মুছল্লীদের আদেশসূচক বাক্যে উপদেশ দেন। এতে কিছু লোক রাগান্বিত হয়ে মসজিদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তাদের সকল দান ফেরত চায় এবং অন্য মসজিদে চলে যেতে চায়। এক্ষণে তারা দান ফেরত নিতে পারে কি? দান ফেরত না দিলে আমাদের কোন গুনাহ হবে কি?

-আব্দুল জাব্বার
সোনামুখী, চাপসী, নীলফামারী।

উত্তরঃ কোন অবস্থাতেই দান ফেরত নেওয়া যাবে না। কেননা এটা গুনাহের কাজ। ওমর (রাঃ) বলেন, আমি একটি ঘোড়া একজন লোককে দান করেছিলাম। ঘোড়াটি সেখানে দুর্বল হয়ে পড়ে। ঘোড়াটি কম মূল্যে বিক্রয় করবে জেনে বিষয়টি আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি তা ক্রয় কর না। তুমি তোমার ছাদাক্বা ফেরত নিয়ো না। এক দিরহামের বিনিময়ে দিলেও না। ছাদাক্বা ফেরত নেওয়া কাজটি কুকুরের বমি করে তা পুনরায় চেটে খাওয়ার শামিল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৪ 'যাকাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ নং ৯)*।

তবে সরদারকেও সবদিক চিন্তা করে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝে উপদেশ দান করতে হবে। যেন কোন বিশৃংখলার সৃষ্টি না হয়। অপরদিকে এই সামান্য কারণে মসজিদ পৃথক করার মানসিকতা পোষণ করাও শরী'আত পরিপন্থী যা অবশ্যই বর্জন করা উচিত।

প্রশ্নঃ (২৭/৩৪৭)ঃ আমাদের বিশ্বাস রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জীবিত। যারা তাঁকে মৃত মনে করে আমরা তাদেরকে বেঈমান মনে করি। আমাদের এই আক্বীদা সঠিক কি-না, জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মনীর, জিন্নাহ ও মোস্তফা
ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ
কুমিল্লা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পিতামাতার মাধ্যমে জন্মগ্রহণকারী একজন মানুষ ছিলেন। তিনি স্ত্রীর স্বামী ও সন্তানের পিতা ছিলেন এবং অবশ্যই মানুষের ন্যায় তাঁরও মৃত্যু হয়েছে। অতএব তিনি মৃত নন, এরূপ আক্বীদা সঠিক নয়। এ ধরণের আক্বীদা থেকে তওবা করা যরূরী। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'নিশ্চয়ই আপনার মৃত্যু হবে এবং (যারা আপনার শত্রু-মিত্র রয়েছে) তাদেরও মৃত্যু হবে' *(যুমার ৩০)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার উপর আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ এই যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার ঘরে, আমার পালার দিনে, আমার বুক ও গলার মধ্যবর্তী স্থানে ঠেস দেওয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন। আর তাঁর মৃত্যুর পূর্বক্ষণে আল্লাহ আমার মুখের লালার সাথে তাঁর মুখের লালাও মিশিয়ে দিয়েছেন। (ব্যাপারটি ছিল এই যে,) আমার ভাই আবদুর রহমান ইবনু আবুবকর মিসওয়াক হাতে আমার নিকট আসলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার গায়ে হেলান দিয়ে ছিলেন। আমি দেখলাম রাসূল (ছাঃ) মিসওয়াকের দিকে তাকাচ্ছেন। আমি বুঝতে পারলাম, তিনি মিসওয়াক করতে চাচ্ছেন। তাই আমি বললাম, মিসওয়াকটি আপনার জন্য নিব? তিনি মাথা নেড়ে হাঁ সূচক ইঙ্গিত করলেন। আমি মিসওয়াকটি নিয়ে তাঁর হাতে দিলাম। মিসওয়াকটি শক্ত হওয়ায় তাঁর জন্য কষ্টকর হ'ল। আমি বললাম, আমি কি দাঁতে চিবিয়ে নরম করে দিব? তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি দিলে আমি চিবিয়ে নরম করে দিলাম। অতঃপর তিনি তা ব্যবহার করলেন (এ হ'ল আমার লালার সাথে তাঁর লালা মিলিত হওয়ার ঘটনা)। তাঁর সামনে একটি পানির পাত্র ছিল। তিনি তাতে দু'হাত প্রবেশ করিয়ে দু'হাত দ্বারা স্বীয় চেহারা মাসাহ করতে লাগলেন, এবং বললেন, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, নিশ্চয়ই মরণের কষ্ট বড় কঠিন'। অতঃপর তিনি আসমানের দিকে হাত উঠিয়ে বলতে লাগলেন, الرفيق الأعلى 'উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বন্ধুর সাথে আমাকে মিলিত কর'। একথা বলতে বলতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর হাত ঢলে পড়ে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৯৫৯; বাংলা মিশকাত হা/৫৭০৭ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, শহীদগণকে কুরআনে যে জীবিত বলা হয়েছে' সেটি হ'ল বারযাখী জীবনের কথা, দুনিয়াবী জীবনের কথা নয়।

প্রশ্নঃ (২৮/৩৪৮)ঃ দাজ্জাল কার হাতে এবং কোথায় মৃত্যুবরণ করবে?

-আইনুল হক
ডিমলা, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নিকটবর্তী 'লুদ্দ' নামক একটি ছোট শহরের প্রধান ফটকে ঈসা (আঃ) দাজ্জালকে হত্যা করবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫, ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫২৪১ 'ফিৎনাসমূহ' অধ্যায়, 'দাজ্জালের বিবরণ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৩৪৯)ঃ বর্তমানে 'আরশ' বহনকারী ফেরেশতার সংখ্যা কত এবং ক্বিয়ামতের দিন সংখ্যা কত হবে?

আবুল কালাম আযাদ
জলঢাকা, নীলফামারী।

উত্তরঃ ক্বিয়ামতের দিন ৮ জন ফেরেশতা আরশ বহন করবেন *(আল-হাক্কাহ ১৭)*। তবে বর্তমানে সংখ্যা কত, এ বিষয়ে খ্যাতনামা মুফাসসির ইমাম মাওয়ার্দী বলেন, আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, বর্তমানে আরশটি চারজনে বহন করছে এবং ক্বিয়ামতের দিন তা আট জনে বহন করবে' *(তাফসীরে মাওয়ার্দী ৪/২৯৬)*। তবে তিনি বর্ণনাটির কোন হাওয়ালা দেননি।

প্রশ্নঃ (৩০/৩৫০)ঃ মক্কা শরীফে প্রতি রামাযানে অবস্থান করলে এবং সেখানে তারাবীহ্র ছালাত আদায় করলে এক লক্ষ রামাযানের ছওয়াব পাওয়া যায় বলে জনৈক হাজী ছাহেব সেখানে যান। আমিও এমন আশা পোষণ করেছি। আত-তাহরীক সঠিক ফৎওয়া প্রদান করে বলে বিষয়টি জানার জন্য আপনাদের শরণাপন্ন হ'লাম।

-এবাদুর রহমান
শিলিন্দা, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে ইবনু মাজাহ-তে বর্ণিত একটি জাল হাদীছ (হা/৩১১৭ 'হজ্জ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ নং ১০৬) রয়েছে *(সিলসিলা যঈফা হা/৮৩২, ২/২৩২ পৃঃ)*। তবে রামাযান মাসে মক্কায় গিয়ে ওমরা পালন করা ও সেখানে গিয়ে ছালাত আদায় করাতে অনেক নেকী রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই রামাযান মাসে এক ওমরা পালন করাতে একটি হজ্জের সমান নেকী পাওয়া যায়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫০৯ 'হজ্জ' অধ্যায়)*। মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববীতে ছালাত আদায় করলেও অনেক ফযীলত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আমার এই মসজিদে (নববীতে) এক রাক'আত ছালাত আদায় করা অপর মসজিদে এক হাযার রাক'আত ছালাত আদায় করা অপেক্ষা শ্রেয়, মসজিদে হারাম ব্যতীত' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৯২, ২/২১৯ পৃঃ)*। কেননা সেখানে ছালাত এক লক্ষ ছালাতের সমান = *আহমদ, ইবনু হিব্বান প্রভৃতি; মির'আত ২/৩৯৮; সনদ হাসান, আখবারু মাক্কাহ হা/১১৮৩, ২/৮৯-৯০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩৫১)ঃ আমি আমার স্ত্রীকে একটি তালাক দিয়েছিলাম, যা আমরা স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ জানেনা। এরপর নিয়মানুযায়ী দু'মাসে আরো দু'টি তালাক দিয়েছি, যা লোকজন জানে। পূর্বের তালাকের জন্য আমরা তওবা করেছিলাম। আরও দু'টি তালাক হওয়ার পরও আমরা এক সাথে বসবাস করছি এই ভেবে যে, তওবার মাধ্যমে আল্লাহ হয়ত পূর্বের তালাকটি মাফ করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আমাদের একত্রে বসবাস শরী'আত সম্মত হচ্ছে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
মহিষকুণ্ডি বাজার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ তওবার মাধ্যমে তালাক মাফ হয় না। গোপনে হৌক বা প্রকাশ্যে হৌক সজ্ঞানে তিন মাসে তিনটি তালাক প্রদান করলে স্ত্রী হারাম হয়ে যায়। বর্ণনানুযায়ী স্ত্রী হারাম হয়ে গেছে। যেহেতু তিন মাসে তিন তালাক প্রদান করা হয়েছে, সেহেতু তাকে আর ফিরিয়ে নিতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'অতঃপর যদি সে (স্বামী) তাকে (স্ত্রীকে) তালাক দেয়, তবে সে তার জন্য বৈধ হবে না, যতক্ষণ না অন্য স্বামীর সাথে তার বিবাহ হয়' *(বাক্বারাহ ২৩০)*। মোটকথা কুরআনে বর্ণিত নিয়মানুসারে তালাক দেওয়ার পরে স্ত্রী স্বেচ্ছায় অন্য স্বামী গ্রহণ করবে। অতঃপর যদি কখনো সেই স্বামী স্বেচ্ছায় তালাক দেয় এবং পূর্বের স্বামী তাকে পুনরায় আগ্রহের সাথে গ্রহণ করতে চায়, তখনই কেবল ঐ স্ত্রী তার প্রথম স্বামীর নিকট নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরে আসতে পারে। এছাড়া প্রচলিত হিল্লা প্রথার মাধ্যমে ঐ স্ত্রীকে গ্রহণ করা যাবে না *(বিস্তারিত দেখুনঃ স.স প্রণীত 'তালাক ও তাহলীল' পুস্তক)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩৫২)ঃ দরূদ না পড়ে দো'আ করলে সে দো'আ নাকি আসমানে আবদ্ধ থাকে? এর সত্যতা জানতে চাই।

-নিযামুদ্দীন
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ দরূদ না পড়ে দো'আ করলে সে দো'আ আসমান ও যমীনের মাঝে আবদ্ধ থাকে, এ মর্মে দু'টি 'যঈফ' হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(ইরওয়া ২/১৭৭ পৃঃ, হা/৪৩২)*। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হাম্দ ও দরূদ পাঠান্তে দো'আ করলে তা কবুল করা হয়' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯৩০ 'ছালাত' অধ্যায়, 'নবীর উপর দরূদ পাঠ' অনুচ্ছেদ)*। অতএব আল্লাহ্র প্রশংসা ও রাসূলের উপর দরূদ পাঠান্তে নিজের জন্য দো'আ করাই হ'ল সুন্নাতী তরীকা।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৫৩)ঃ পরীক্ষা দেওয়া অবস্থায় জনৈকা মহিলার সাথে 'মা' সম্পর্ক স্থাপন করেছিলাম এবং এখনও মা বলে ডাকি। সে মাকে নিয়ে হজ্জে যেতে পারব কি?

-আফতাবুদ্দীন
চওড়া সাতদরগা, পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ আপন মা ও দুধ মা ছাড়া শরী'আতে আর কোন মা নেই, যারা মাহরাম-এর অন্তর্ভুক্ত (অর্থাৎ যাদেরকে বিবাহ করা হারাম)। প্রশ্নে বর্ণিত মা তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই সম্পর্কিত ছেলের সাথে সফর করা যাবে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনে যেতে পারে না এবং কোন মহিলা মাহরাম ব্যতীত সফর করতে পারবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫১৩, ২৫১৫ 'হজ্জ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৫৪)ঃ বিবাহ সম্পাদনের সময় বর 'কবূল' 'আল-হামদুলিল্লাহ' না 'আল্লাহু আকবার' বলবে? আমাদের এলাকায় এ নিয়ে তুমুল বিতর্ক চলছে। এ বিষয়টির তথ্যভিত্তিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সুলায়মান
বিন্যাকুড়ি, চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ বিবাহ সম্পাদনের সময় বর কি বলবে এ বিষয়ে স্পষ্ট কোন শব্দ হাদীছে নেই। তবে মানুষ বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে বুঝতে পারে এমন শব্দ স্ব স্ব ভাষায় ব্যবহার করলেই চলবে। যেমন আরবী শব্দাবলী- قَبِلْتُ، وَافَقْتُ

أَمْـ[illegible]ـتُ [illegible]ـفَذْتُ। অর্থঃ 'আমি কবুল করলাম' 'আমি একমত হ'ল[illegible]' 'আমি মেনে নিলাম' 'আমি বাস্তবায়ন করলাম' *(ফিক্বহুস [illegible]ন্নাহ ২/১২৬ পৃঃ 'বিবাহ সম্পাদনের শব্দ সমূহ' অধ্যায়)*। 'আল্লাহু [illegible]কবার' এ স্থানে ব্যবহারের শব্দ নয়। অবশ্য 'আল-হামদু[illegible]ল্লাহ' বলে যদি 'কবুল করা' বুঝানো হয়, তবে তা বলা যাবে।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৫৫)ঃ ঘড়ির আযান বা এ্যালার্ম শুনে ফজরের ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-শাহীদা খাতুন
মৈশালা, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ ঘড়ির আযান বা এ্যালার্ম-এর শব্দ ছালাতের সময় নির্দেশের জন্য ব্যবহার করা যায়। তবে আযান হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। কারণ আযান একটি ইবাদত, যা নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত শব্দে নির্ধারিত উদ্দেশ্যে মুমিনকে আদায় করতে হবে। যার দ্বারা মুআযযিন নেকী লাভ করে এবং শয়তান বিতাড়িত হয়। ঘড়ির বা ক্যাসেটের আযানে কারু নেকী লাভের সুযোগ নেই। কাজেই যারা যখন ছালাত আদায় করবে, তখন তাদের জন্য আযান দিয়ে ছালাত আদায় করা সুন্নাত হবে।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৫৬)ঃ আমি একটি সরকারী কলেজের ৩২ শতাংশ পুকুরপাড় ১৭ বছর থেকে লীজ গ্রহণ করে আসছি। অরক্ষিত পুকুরপাড় অস্থায়ীভাবে ঘিরে রাখলে সেখানে কিছু গাছপালা বড় হয়েছে। এখন এসব গাছপালার হকদার কে হবে?

-ইসরাঈল
কলেজ মোড়, মেহেরপুর।

উত্তরঃ অনাবাদী জমি যে ব্যক্তি শস্য উৎপাদনের উপযোগী করে তোলে, সে জমি তারই হয় *(বুখারী, মিশকাত হা/২৯৯১)*। তবে যে জমির মালিক বিদ্যমান, সে জমি মালিকের কথা অনুপাতে আবাদ করতে হবে, অন্যথায় পরিশ্রম বৃথা যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের জমি তাদের অনুমতি ছাড়া আবাদ করলে শস্য পাবে না। তবে শস্য আবাদ করতে যা খরচ হয়েছে, তা ফেরত পাবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৯৭৯)*। এখন পুকুরের মালিকের সম্মতি সাপেক্ষে গাছের বিনিময়ে নির্ধারিত চুক্তিমতে অংশ নিতে পারে। অন্যথায় মালিককে সব ছেড়ে দিতে হবে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খায়বারের জমি অর্ধেক ভাগে দিয়েছিলেন *(বুখারী, মিশকাত হা/২৯৮০, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'ভাগে জমি করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৫৭)ঃ মাওলানা আবদুর রায্যাক বিন ইউসুফ বলেছেন, মোট ৩২টি স্থানে হাত তুলে দো'আ করা যায়। দো'আর ঐ ক্ষেত্রসমূহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শফীউল আলম
বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মাওলানা আবদুর রায্যাক বিন ইউসুফ ৩২টি স্থানে হাত তুলে দো'আ করা যায় একথা বলেননি; বরং তিনি বলেছেন, 'আইনে রাসূল (ছাঃ) দো'আ অধ্যায়' বইটিতে হাত তুলে দো'আ করার প্রমাণে ৩২টি ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেখানে ১৬টি স্থানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (১) বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য দলবদ্ধভাবে হাত তুলে দো'আ করা *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৯৭ 'ইস্তেসক্বা' অনুচ্ছেদ)*। (২) বৃষ্টি বন্ধের জন্য এককভাবে হাত তুলে দো'আ করা *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা৫৯০২ 'মু'জেযা' অনুচ্ছেদ; বুখারী ১/১৩৭ পৃঃ, মুসলিম ১/২৯৩ পৃঃ, 'ইস্তেসক্বা' অধ্যায়)*। (৪) উম্মতের জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দো'আ *(মুসলিম ১/১১৩ পৃঃ, হা/৩৪৬)*। (৫) কবর যিয়ারতের সময় *(মুসলিম ১/৩১৩ পৃঃ, হা/৯৭৪ 'জানাযা' অধ্যায়)*। (৬) কারু জন্য ক্ষমা প্রার্থনার লক্ষ্যে *(বুখারী ২/৯৪৪ পৃঃ, হা/৪৩২৩)*। (৭) হজ্জের সময় পাথর নিক্ষেপের পরে *(বুখারী ১/২৩৬ পৃঃ, হা/১৭৫১ 'হজ্জ' অধ্যায়)*। (৮) যুদ্ধক্ষেত্রে *(মুসলিম ২/৯৩ পৃঃ, হা/১৭৬৩ 'জিহাদ' অধ্যায়)*। (৯) কোন গোত্রের জন্য *(বুখারী, মুসলিম, ছহীহ আদাবুল মুফরাদ ২০৯ পৃঃ, হা/৬১১)*। (১০) বায়তুল্লাহ দর্শনে *(আবুদাউদ হা/১৮৭২, মিশকাত হা/২৫৭৫ 'হজ্জ' অধ্যায়)*। (১১) কুনূতে নাযেলাহ্‌র সময় *(বুখারী, জুয্‌উ রাফউল ইয়াদায়েন; আহমাদ, ইরওয়া হা/৪৩৪-এর ব্যাখ্যা ২/১৮১)*। (১২) খালিদ বিন ওয়ালীদের অপসন্দনীয় কাজের কারণে *(বুখারী ২/৬২২, হা/৪৩৩৯ 'মাগাযী' অধ্যায়)*। (১৩) ছাদাক্বা সংগ্রহকারীর ভুল তথ্য শুনে *(বুখারী ৯৮২ পৃঃ, হা/৬৬৩৬)*। (১৪) মুসাফির বিপদের সম্মুখীন হয়ে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। (১৫) ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সন্তান ও স্ত্রীকে মক্কায় রেখে ফিরে আসার সময় *(বুখারী ১/৪৭৫ পৃঃ হা/৩৩৬৪)*। (১৬) মুমিনকে কষ্ট বা গালি দেওয়ার প্রতিবাদে *(বুখারী, আদাবুল মুফরাদ ২০৯ পৃঃ, হা/৬১০)*।

উপরোক্তগুলির মধ্যে বৃষ্টি প্রার্থনা ব্যতীত বাকী সবগুলিতে এককভাবে দো'আ করার জন্য, দলবদ্ধভাবে নয়। এক্ষণে আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে যে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'ইস্তেসক্বা' অর্থাৎ বৃষ্টি প্রার্থনা ব্যতীত অন্য কোন দো'আর সময় দু'হাত উঠাননি, যাতে তাঁর দু'বগলের সাদা অংশ পরিদৃষ্ট হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৯৮; বুখারী ১/১৪০)*, উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী বলেন, এর অর্থ হ'ল الرفع البليغ। অর্থাৎ এমন উঁচু করা যাতে ইস্তেসক্বার দো'আর ন্যায় বগলের সাদা অংশ দেখা যায়' *(মুসলিম, শরহ নববী ১/২৯৩)*। ইবনু হাজার বলেন, এটি হ'ল (বৃষ্টি প্রার্থনার সঙ্গে খাছ) বিশেষ ধরনের صفة) (مخصوصة দো'আ, যেখানে অন্য সময়ে দো'আর চাইতে কিছু বেশী উঁচুতে হাত উঠাতে হয়' *(ফাৎহুল বারী হা/১০৩১-এর ব্যাখ্যা, ২/৬০০ পৃঃ)*। মিশকাতের ভাষ্যকার ছাহেবে মির'আত একই কথা বলেছেন *(ঐ, হা/১৫১১-এর ব্যাখ্যা ৫/১৭৯)*।

অনুরূপ ভাবে কুনূতে নাযেলাহ্‌র সময়, মুক্তাদীগণের 'আমীন' 'আমীন' বলার দলীল *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১২৯০)*। পাওয়া গেলেও ঐ সময় তাঁরা হাত উঠাতেন কি-না তার স্পষ্ট দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩৫৮)ঃ স্ত্রী আমার অবাধ্য ছিল। তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে কোর্টে গিয়ে মনের ক্ষোভে লিখিতভাবে তালাক প্রদান করি। তবে আমি মুখে তালাক উচ্চারণ করিনি এবং তালাকনামাও লিখিনি। তালাকনামা লিখে আমাকে পাঠ করে শুনায় ও স্বাক্ষর করতে বললে শুধু স্বাক্ষর করি। এ বিষয়টি আমার স্ত্রীর কাছে গোপন রেখেছিলাম। ইতিমধ্যে পুনরায় আমাদের মাঝে বিবাদ লাগলে স্ত্রী তার বাপের বাড়ী চলে যায়। আমি তখন পূর্বে লিখিত তালাক নামা ডাক মারফত তার কাছে পাঠালে সে তা গ্রহণ না করে উল্টা আমার নামে যৌতুক গ্রহণের মামলা দায়ের করে। এর কিছুদিন পরে সে বাপের বাড়ী থেকে পালিয়ে আমার বাড়ীতে চলে আসে। আমরা দু'জনেই এখন স্বামী-স্ত্রী হিসাবে থাকতে চাই। এ ব্যাপারে শারঈ বিধান কি?

-মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম
সাং গুয়ারাদী, ওয়াশীন, মাধাইনগর
তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী স্ত্রী এক তালাকপ্রাপ্তা হয়েছে। এমতাবস্থায় স্বামী তাকে ফেরত নিতে পারে। কারণ স্ত্রীকে দুই তহুরে দুই তালাক দেওয়ার পরেও ফিরিয়ে নেওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে তালাক দেওয়ার পর স্বামী স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারে তা হচ্ছে দু'বার। অর্থাৎ দুই তহুরে দুই তালাক পর্যন্ত ফেরত নিতে পারে। তৃতীয় তালাকের পর ফেরত নেওয়া যাবে না' *(বাক্বারাহ ২২৯)*। তবে জানা আবশ্যক যে, 'তালাক' কোন খেল-তামাশার বস্তু নয়। স্ত্রীকে শাসন করার অন্য পন্থা বের করুন। 'একবার জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়েছে জানতে পেরে রাগে উঠে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র কিতাব নিয়ে খেলা করা হচ্ছে? অথচ আমি তোমাদের মাঝে রয়েছি। তখন একজন দাঁড়িয়ে বলল, হে রাসূলুল্লাহ! আমি কি ওকে হত্যা করব না'? *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৩২৯২; মুহাল্লা, মাসআলা নং ১৯৪৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩৫৯)ঃ মসজিদের পশ্চিম দেওয়ালের ৩/৪ হাত দূরে একটি কবর আছে। কিন্তু কবরটি মসজিদের রেজিষ্ট্রিকৃত জমির মধ্যে নয়। এ মসজিদে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি?

-শফীকুল ইসলাম
বিলনাথাড়, শেরপুর, বগুড়া।

উত্তরঃ মসজিদের যেকোন পার্শ্বে কবর থাকলে, সেখানে ছালাত আদায় করা যাবে না। বিশেষভাবে পশ্চিম দিকে থাকলে সেখানে ছালাত আদায় করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কবরের দিকে এবং কবরের উপরে ছালাত আদায় করো না' *(ত্বাবারাণী, আলবানী, তাহযীরুস সাজেদ, পৃঃ ২৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'তোমরা কবরের উপর বসো না এবং কবরের দিকে ছালাত আদায় করো না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৮)*। আনাস (রাঃ) কবর সমূহের মাঝে মসজিদ নির্মাণ করা অপসন্দ করতেন' *(আহমাদ, সনদ শক্তিশালী, তাহযীর, পৃঃ ৯২)*। তবে কবর ও মসজিদের দেওয়ালের মাঝে পৃথক প্রাচীর থাকলে ছালাত জায়েয হবে *(তাহযীর, পৃঃ ১২৭)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৩৬০)ঃ হেদায়া-তে রয়েছে, 'নিজে প্রলোভন দিয়ে কোন নারী কোন বালক বা বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির সাথে যেনা করলে, তার উপর এবং উক্ত নারীর উপর হদ্দ ওয়াজিব হবে না' (হেদায়া ২/৩৬৭ পৃঃ, অনুবাদঃ ইসলামী ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ)। প্রশ্ন হ'ল, নারী তো বিবেকহীন নয়, তার শাস্তি হবে না কেন? ছহীহ দলীলের ভিত্তিতে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মুর্তযা
রায়দৌলতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ 'হেদায়া' গ্রন্থকারের উপরোক্ত ভাষ্যটি শরী'আত পরিপন্থী হওয়ার কারণে অগ্রহণযোগ্য। কারণ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, প্রাপ্তবয়স্ক বিবাহিত পুরুষ অথবা মহিলা যেনা করলে তাকে 'রজম' করতে হবে। আর অবিবাহিত হ'লে 'একশত দোর্রা' মারতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৫৮)*।

অতএব উক্ত মহিলার শাস্তি অবধারিত। তবে পাগল ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের কোন শাস্তি নেই। আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির উপর শরী'আতের বিধান কার্যকর হয় না (১) ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় (২) বালক, যতক্ষণ না সে বালেগ হয় এবং (৩) পাগল, যতক্ষণ না সে বুদ্ধি লাভ করে' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩২৮৭ সনদ ছহীহ)*।

উল্লেখ্য যে, ইমাম যুফার, ইমাম শাফেঈ এবং আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর একটি মতে উক্ত মহিলার উপর হদ্দ রয়েছে *(হেদায়া পৃঃ ৫১৮ 'দণ্ডবিধি' অধ্যায়)*।

এম, এস মানি চেঞ্জার
বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত
বিদেশী মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, ... মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, ... য়াল ইত্যাদি ক্রয় বিক্রয় করা হয়। ডলারের ... সরি নগদ টাকায় ক্রয় করা হয় ও পাসপো... হ এনডোর্সমেন্ট
...লাম
...রাজশাহী
ফোনঃ ৭... ৭৫৯০২
মোবাইলঃ ... ৩০৯৬৬।

মাসিক

আত-তাহরীক

৭ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা
জুলাই ২০০৪

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৩৬১)ঃ আমাদের ক্যাম্প থেকে কাজের স্থান ১০০ কিলোমিটার দূরে। সেখানে যোহরের ছালাত আদায় করে ক্যাম্পে ফিরে এসেও ছালাতের সময় থাকে। এমতাবস্থায় ছালাত ক্বছর হবে কি-না?

-সার্জেন্ট মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ
সি,এ,বি (ওকেপি-১)
বিএমসি টু কুয়েত
পুরাতন খাইত্বান, কুয়েত।

উত্তরঃ উক্ত ব্যক্তি কর্মের স্থানে ছালাতের সময় হ'লে ক্বছর করে ছালাত আদায় করে নিবেন। যদিও অত্যাধুনিক যানবাহনের মাধ্যমে ছালাতের ওয়াক্তের মধ্যেই বাসস্থানে পৌঁছা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' *(বুলূগুল মারাম হা/১৬৮ 'ছালাতের সময়' অনুচ্ছেদ)*। তবে সফরে ক্বছর করা বিষয়টি অপরিহার্য নয় বরং উত্তম। আল্লাহ বলেন, 'যখন তোমরা সফর কর, তখন তোমাদের ছালাতে ক্বছর করায় কোন দোষ নেই' *(নিসা ১০১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ এটিকে তোমাদের জন্য ছাদাক্বা হিসাবে প্রদান করেছেন। অতএব তোমরা তা গ্রহণ কর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৩৫)*। ওছমান ও আয়েশা (রাঃ) প্রথম দিকে ক্বছর করতেন ও পরে পুরা পড়তেন। ইবনু ওমর (রাঃ) জামা'আতে পুরা পড়তেন ও একাকী ক্বছর করতেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৪৭-৪৮)*।

প্রশ্নঃ (২/৩৬২)ঃ কোন চিকিৎসক ভুলবশতঃ চিকিৎসা করার কারণে যদি রোগী মারা যায়, তাহ'লে কি ঐ চিকিৎসক অপরাধী হবেন?

-মুহাম্মাদ আবু মূসা
বড়তারা, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসক সুস্থ করার সদিচ্ছায় রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে যদি রোগী মারা যায়, তাহ'লে ঐ চিকিৎসক দায়ী হবেন না। আর যদি চিকিৎসক অনভিজ্ঞ হন এবং তার চিকিৎসা না জানার কারণে রোগী মারা যায়, তবে চিকিৎসক দায়ী হবেন। তাকে 'দিয়াত' বা রক্তমূল্য দিতে হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَطَبَّبَ وَلاَيُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ 'যে ব্যক্তি চিকিৎসা করে, অথচ চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী নয়, সে (রোগীর জন্য) দায়ী হবে' *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, 'রক্তমূল্য' অধ্যায়, 'অনভিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসা' অনুচ্ছেদ নং ২৫, হা/৪৫৮৬)*। আমর ইবনু শু'আইব তার পিতা হ'তে, তিনি তার দাদা হ'তে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন 'যে ব্যক্তি চিকিৎসা করে অথচ সে চিকিৎসা বিদ্যায় অভিজ্ঞ নয়, তার কারণে যদি কোন রোগী মারা যায় অথবা রোগীর কোন ক্ষতি হয়, তাহ'লে ঐ চিকিৎসক দায়ী হবে' অর্থাৎ তাকে জরিমানা স্বরূপ 'রক্তমূল্য' দিতে হবে *(দারাকুৎনী, হাকেম হাদীছটিকে 'ছহীহ' বলেছেন, বুলূগুল মারাম হা/১১৮১ 'অপরাধ' অধ্যায় 'রক্তমূল্য' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩৬৩)ঃ আমার কোন পুত্র সন্তান নেই। ৯ জন মেধাবী কন্যা রয়েছে। তন্মধ্যে ৮ম কন্যা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় আমার অজ্ঞাতে স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনীতে অফিসার পদে চাকুরী গ্রহণ করে। সে এখন চট্টগ্রামে ২ বৎসর মেয়াদী কোর্সে ট্রেনিং-এ আছে। ইতিমধ্যে ৯ মাস অতিবাহিত হয়ে গেছে। চাকুরী ছাড়ারও উপায় নেই। তার চুল মহিলা নাপিত দ্বারা কেটে ছোট করা হয়েছে। এমতাবস্থায় তার এই চাকুরী গ্রহণ করা বৈধ হয়েছে কি? যদি না হয় তবে প্রতিকারের উপায় কি?

-মুহাম্মাদ আবদুস সাত্তার সরকার
গোপালপুর, নাটোর।

উত্তরঃ মহিলারা এ ধরনের চাকুরীতে কয়েকটি কারণে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। (এক) পর্দা, যা মেয়েদের জন্য ফরয *(নূর ৩১)*। (দুই) মেয়েদের জন্য সশস্ত্র জিহাদ নেই *(বুখারী ১/২০৬)*। (তিন) উক্ত চাকুরীর জন্য মাহরাম ছাড়াই বিভিন্ন স্থানে সফর করতে হবে, যা নিষিদ্ধ *(বুখারী, মিশকাত হা/২৫১৫)*। (চার) মহিলা হয়ে পুরুষের রূপ ধারণ করা *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৪২৯)*। (পাঁচ) পুরুষদের নিকটে ট্রেনিং নিতে হবে ও তাদের সাথে মিলেমিশে থাকতে হবে, যা হারাম। অতএব আপনার কর্তব্য হবে মেয়েকে জাহান্নামের ভয় প্রদর্শন করে চাকুরী থেকে ফিরিয়ে আনা এবং তাকে ভাল ছেলের সাথে বিবাহ দেওয়া।

প্রশ্নঃ (৪/৩৬৪)ঃ 'ছালাতুল আওয়াবীন' নামক নফল ছালাত কত রাক'আত, কত সালামে এবং কোন্ সময় পড়তে হয়? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাহমূদুর রহমান
গ্রামঃ বানিসর, পোঃ বালু বাজার
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ মাগরিবের ছালাত শেষে অনেকের মধ্যে ৬ বা ২০ রাক'আত নফল ছালাত আদায়ের অভ্যাস দেখা যায়, এটাকে এদেশে 'ছালাতুল আওয়াবীন' বলা হয়। উক্ত মর্মে তিরমিযী বর্ণিত হাদীছটি 'মওযূ' বা জাল *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১১৭৩ 'সুন্নাত ছালাত সমূহের ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। অতএব উক্ত ছালাত আদায় করা ঠিক নয়। তবে সূর্যোদয়ের পরে বেলা ১১-টার দিকে রৌদ্র গরম হ'লে যে চাশতের ছালাত আদায় করা হয়, উক্ত ছালাতকেই হাদীছে 'ছালাতুল আওয়াবীন'

বলা হয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১২, বাংলা মিশকাত হা/১২৩৭)*। কিন্তু সূর্যোদয়ের সাথে সাথে কেউ ইশরাক্বের ছালাত আদায় করলে তাকে আর ১১-টার দিকে চাশতের ছালাত আদায় করতে হবে না। যেকোন একটি পড়লেই চলবে। সময়ের ভিন্নতার কারণে নাম (ইশরাক্ব ও চাশত) দু'টি হয়েছে। মূলতঃ ছালাত একটিই এবং তার নাম 'ছালাতুল আওয়াবীন' অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনশীল বান্দাদের ছালাত'। যার রাক'আত সংখ্যা সর্বনিম্ন দুই ও সর্বোচ্চ আট *(মুসলিম, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩১১, ১৩০৯)*। উল্লেখ্য যে, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহতে বর্ণিত ১২ রাক'আতের হাদীছটি 'যঈফ' *(আলবানী, মিশকাত হা/১৩১৬)*।

প্রশ্নঃ (৫/৩৬৫)ঃ তিরমিযী ও আবূদাউদের একটি হাদীছে আছে, তালাক, বিবাহ এবং রাজ'আত এই তিনটি বিষয়ে হাসি-ঠাট্টা করলে সেটা অবধারিত হয়ে যায়। হাদীছটি কি ছহীহ?

-ফাতেমা
হাজিটোলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লিখিত হাদীছটি মূলতঃ 'যঈফ' কিন্তু 'শাওয়াহেদ' থাকার কারণে শক্তিশালী অর্থাৎ 'হাসান' হিসাবে গৃহীত হয় *(তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৩২৮৪; ইরওয়াউল গালীল, হা/১৮২৫)*। উক্ত হাদীছের সারকথা এই যে, বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়ের অলী যদি পাত্রের সাথে হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমে নিজের মেয়েকে বিবাহের প্রস্তাব দেয় এবং পাত্র তাতে ঠাট্টার ছলেই রাযী হয়ে যায়, তাহ'লে উক্ত বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। তালাক ও রাজ'আতের ক্ষেত্রেও অনুরূপ হবে। কেননা এগুলি হাসি-খেলার বিষয় নয়।

প্রশ্নঃ (৬/৩৬৬)ঃ কবর কত প্রকার এবং কোন্ প্রকার কবর উত্তম? মৃত ব্যক্তিকে কবরে কিভাবে রাখতে হয়? মৃতের দেহ এবং মুখমণ্ডল কোন্ দিকে রাখতে হয়?

-মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম
ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ কবর দু'প্রকার, 'লাহ্‌দ' ও 'শাক্ব' যাকে এদেশে যথাক্রমে 'পাশখুলি' ও 'বাক্স' কবর বলা হয়। তবে 'লাহ্‌দ' উত্তম। মাইয়েতকে কবরে রাখার সময় পায়ের দিক দিয়ে নামাবে। অসুবিধা হ'লে যেভাবে সহজ হয়, সেভাবে নামাবে। মাইয়েতের মাথা উত্তর দিকে থাকবে এবং তাকে একটু ডান কাতে ক্বিবলামুখী করে শোয়াবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৫৯; আলবানী, তালখীছু আহকামিল জানায়েয, পৃঃ ৫৮-৬৫)*।

প্রশ্নঃ (৭/৩৬৭)ঃ আমাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা মোট আট জন। আমরা তিন বোন বর্তমানে স্বামীর বাড়ীতে আছি। এমতাবস্থায় আমার আব্বা শুধু তিন ভাইকে ১৪০ শতাংশ জমি সাফ কবলা করে দিয়েছেন। এতে আম্মা সহ আমরা তিন বোন এই সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়েছি। বিষয়টি কতটুকু শরী'আত মোতাবেক হয়েছে?

-মা'রূফা আখতার
গ্রামঃ পুরিন্দা সরকার বাড়ী
পোঃ সাতগ্রাম, আড়াই হাজার
নারায়ণগঞ্জ।-১৬০৩

উত্তরঃ সম্পত্তির অন্যান্য অংশীদার থাকা অবস্থায় শুধু ছেলেদের নামে এভাবে সম্পত্তি দেয়া জায়েয নয়। এ বিষয়ে শরী'আতে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, আমার পিতা আমাকে একটি গোলাম দান করেন। তখন আমার মা বললেন, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সাক্ষী না রাখা পর্যন্ত আমি খুশী নই। অতঃপর তার পিতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে গিয়ে বললেন, আমার এ ছেলেকে আমি একটি গোলাম দান করেছি। কিন্তু তার মা আপনাকে এতে সাক্ষী রাখার জন্য বলেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কি তোমার সকল ছেলেকে এরূপভাবে দিয়েছ? সে উত্তরে বলল, না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহকে ভয় কর, তোমার ছেলেদের মাঝে ইনছাফ কর। আমি অন্যায় কাজের সাক্ষী থাকি না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০১৯ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৭)*।

প্রশ্নঃ (৮/৩৬৮)ঃ আমি গত এক বছর ছালাত আদায় করিনি। সেই ছালাত আমি এখন ক্বাযা হিসাবে আদায় করছি। এই ক্বাযা ছালাত হবে কি? আমি হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ছালাত আদায় করি এবং ইমামের পিছনে তাকবীরে তাহরীমা করি। আমার এই তাকবীরে তাহরীমা নাকি ইমামকে এভয়েড করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় আমার ছালাত হচ্ছে কি?

-মুহাম্মাদ শাহারুল ইসলাম
সিইপিজেড, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ উক্ত ছুটে যাওয়া ছালাত সমূহ আর ক্বাযা আদায় করতে হবে না। কারণ এরূপ ছুটে যাওয়া ছালাত ক্বাযা করার কোন বিধান শরী'আতে নেই। বরং নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করতে হবে এবং পূর্বের ছুটে যাওয়া ছালাতের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র নিকটে খালেছ অন্তরে তওবা করে ক্ষমা চাইতে হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ছুটে যাওয়া ছালাতের গোনাহ সমূহ মাফ করে দিবেন। আল্লাহ বলেন, 'বুলুন! হে আমার বান্দাগণ যারা নিজেদের উপরে যুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করে থাকেন' *(যুমার ৫৩)*। এ বিষয়ে 'উমর ক্বাযা' বলে যে কথা চালু আছে, এটা সম্পূর্ণরূপে বিদ'আত' *(মাসিক আত-তাহরীক ২য় বর্ষ, আগষ্ট '৯৯ প্রশ্নোত্তর ১৯/১৯৪)*।

ইমাম ও মুক্তাদী উভয়কেই তাকবীরে তাহরীমা তথা 'আল্লাহু আকবার' বলে ছালাত শুরু করা আবশ্যক। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'কারো ছালাত ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না যতক্ষণ না সে ঠিক মত ওযূ করবে। অতঃপর اَللّٰهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) বলবে' *(ত্বাবারাণী, সনদ ছহীহ, মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নবী, পৃঃ ৬৬)*। নবী

করীম (ছাঃ) আরো বলেন, 'ছালাতের শুরু হ'ল 'তাকবীর' এবং শেষ হ'ল 'সালাম' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৩১২ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*। ইমাম তিরমিযী বলেন, 'এটাই হ'ল এ বিষয়ে বর্ণিত বিশুদ্ধতম হাদীছ' *(আলবানী, মিশকাত ১/১০২ টীকা-৪)*।

প্রশ্নঃ (৯/৩৬৯)ঃ শিয়ালের থাবায় মুরগীর গলা যবেহ হয়ে গেলে পুনরায় যবেহ না করে খাওয়া জায়েয হবে কি? জবাব দানে বাধিত করবেন।

-এফ,এম লিটন
কাঠিগ্রাম, ফকির বাড়ী
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ হিংস্র জন্তুর আঘাতে যদি কোন হালাল প্রাণী মারা যায় তাহ'লে খাওয়া হারাম। তবে তাকে জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেলে যবেহ করে খাওয়া হালাল হবে *(মায়েদাহ ৩)*।

প্রশ্নঃ (১০/৩৭০)ঃ আমরা জানি পশু-পাখী বা মানুষের ছবি আঁকলে গোনাহ হয়। কিন্তু আমি যদি পূর্ণাঙ্গ মানুষের ছবি না এঁকে শরীরের অংশবিশেষের ছবি আঁকি তাহ'লেও কি গোনাহ হবে? অথবা এমন ছবি আঁকি যে আকৃতির মানুষ হ'তে পারে না। যেমন কার্টুন ছবি ইত্যাদি। জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আয়েশা বানু
উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ প্রাণীর পূর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট ছবি হারাম। কিন্তু যদি মাথা কেটে ফেলা হয় এবং অঙ্গাদি পৃথক করে ফেলা হয় তবে তাতে অনুমতি আছে। কারণ ছবির মূল হ'ল মাথা। যদি মাথা ছেদ করে দেওয়া হয় তাহ'লে আর রূহ থাকল না। তখন তা জড় পদার্থের পর্যায়ে পড়ে। সুতরাং মাথা ব্যতীত শরীরের অন্যান্য অঙ্গের ছবি আঁকা যাবে। এ সম্বন্ধে জিবরীল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলেন; 'আপনি মূর্তির মাথা কেটে দিতে বলুন, ফলে উহা গাছের মত একটা কিছুতে পরিবর্তিত হবে... *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫০১ 'পোষাক-পরিচ্ছদ' অধ্যায়, 'ছবি' অনুচ্ছেদ; বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০০২ দরসে হাদীছ 'ছবি ও মূর্তি')*। অনুরূপভাবে মানুষ অথবা আল্লাহ্র যেকোন সৃষ্টির ব্যঙ্গাত্মক ছবি বা কার্টুন আঁকাও সিদ্ধ নয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি মানুষকে উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছি' *(ত্বীন ৪)*। তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই' *(রূম ৩০)*।

প্রশ্নঃ (১১/৩৭১)ঃ 'তাহিইয়াতুল ওযূ' ও 'তাহিইয়াতুল মসজিদ'-এর মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

-আফযাল হোসাইন
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'তাহিইয়াতুল ওযূ' ও 'তাহিইয়াতুল মসজিদ'-এর মধ্যে অবশ্যই পার্থক্য রয়েছে। তাহিইয়াতুল ওযূর সম্পর্ক হচ্ছে ওযূ করার পর ছালাত আদায়ের সাথে। আর তাহিইয়াতুল মসজিদের সম্পর্ক হচ্ছে মসজিদে প্রবেশের সময় ছালাত আদায়ের সাথে। এক্ষণে ওযূ করার পর মসজিদে প্রবেশ করলে কেবল তাহিইয়াতুল মসজিদ পড়তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আমার ওযূর ন্যায় ওযূ করল অতঃপর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করল, যে দু'রাক'আতে দুনিয়াবী কোন চিন্তা-ভাবনা করল না, তার অতীতের সমস্ত (ছগীরা) গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৮৭ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*।

তাহিইয়াতুল মসজিদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখনই তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে, সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭০৪ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। আর যদি জুম'আর খুৎবার সময় প্রবেশ করে, তাহ'লে ঐ দু'রাক'আত সংক্ষেপে পড়বে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১১)*। বুরাইদাহ বলেন, একদিন ফজরের পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেলালকে ডেকে বললেন, কোন্ কাজ তোমাকে আমার আগে আগে জান্নাতে নিয়ে যাচ্ছেঃ কেননা যখনই আমি জান্নাতে প্রবেশ করি, তখনই আমার আগে আগে তোমার গমনের আওয়ায শুনি। জবাবে বেলাল বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি আযান দিলেই তার পরে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করি এবং যখনই ওযূ নষ্ট হয় তখনই ওযূ করি এবং মনে করি যেন আমার উপরে দু'রাক'আত ছালাত আল্লাহ্র জন্য আবশ্যিক হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ, এজন্যই হ'তে পারে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩২৬; কাছাকাছি একই মর্মের হাদীছ মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩২২ 'নফল ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, দু'টি নফল ছালাত দু'কাজের জন্য।

প্রশ্নঃ (১২/৩৭২)ঃ অসাবধানতাবশতঃ নির্ধারিত সময়ের এক দেড় মিনিট পূর্বে ইফতার করলে সে ছিয়াম হবে কি? নাকি পুনরায় আদায় করতে হবে? জবাবদানে বাধিত করবেন।

-শারাফাত
পাথরঘাটা, ঝাউডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে ছিয়াম হয়ে যাবে। এজন্য ক্বাযা করতে হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের উপর থেকে ভুল-ভ্রান্তির গোনাহ ও বাধ্যগত কাজের গোনাহ বিদূরিত করা হয়েছে' *(বায়হাক্বী, ছহীহুল জামে' হা/৭১১০)*। উল্লেখ্য যে, সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৮৫)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৩৭৩)ঃ লোকালয় থেকে দূরে একটি কবরে প্রতি বছর কুকুর বাচ্চা প্রসব করে। একদিন মৃত ব্যক্তির এক আত্মীয় ফজর ছালাতের পর কবর যিয়ারত করতে গিয়ে দেখে উক্ত কবরের উপরে একটি বিরাট আকৃতির সাপ। তার সমস্ত শরীরে বড় বড় চোখ রয়েছে এবং সাপটি যিয়ারতকারীর দিকে তাকাচ্ছে। এমতাবস্থায় ঐ

ব্যক্তি বাড়ীতে এসে লোকজন নিয়ে কবরস্থানে যায়। কিন্তু সাপটি আর দেখতে না পেলে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এক্ষণে কি করণীয় জানিয়ে বাধিত করবেন

-মুহাম্মাদ জুয়েল চৌধুরী
ঈদগাহ আবাসিক এলাকা
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ যদিও উক্ত ঘটনাটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে খারাপ মনে হয়, তবুও এটি তার শাস্তির কারণে হচ্ছে এ কথা বলা যাবে না। কেননা কবরের শান্তি বা শাস্তি কোনটাই মানুষকে বাহ্যিকভাবে দেখানো বা জানানো হবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/১২৯ 'কবরের আযাব' অনুচ্ছেদ)*। সব ধরনের মৃত মুমিন ব্যক্তির জন্য দো'আ ও দান-ছাদাক্বা করার বিধান হাদীছে রয়েছে। অতএব এ অবস্থায় আপনার করণীয় হ'ল, উক্ত কবরস্থানকে পরিচ্ছন্ন রাখা এবং মৃতের জন্য খালেছ অন্তরে দো'আ করা ও দান-ছাদাক্বা করা। তবে এ জন্য কোনরূপ অনুষ্ঠান করা যাবে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার পিতা মারা গেছেন এবং ধন-সম্পদ রেখে গেছেন। কিন্তু তিনি কোন অছিয়ত করে যাননি। আমি ছাদাক্বা করলে তার গোনাহ মাফ হবে কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ' *(আহমাদ, মুসলিম, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০৪ পৃঃ 'শোক প্রকাশ ও কবর যিয়ারত' অধ্যায়, 'যে সমস্ত আমল দ্বারা মৃত ব্যক্তির উপকার হয়' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৩৭৪)ঃ বিয়ে রেজিষ্ট্রি করা কি ঠিক? বরের পক্ষ থেকে মেয়ের জন্য যা কিছু দেওয়া হয়, সেগুলি কি মোহরানার মধ্যে গণ্য হবে?

-আব্দুর রহমান
গ্রাম ও পোঃ বারকোনা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ বিবাহ রেজিষ্ট্রি করা শরী'আত পরিপন্থী নয়। বরং এর দ্বারা বিবাহ বন্ধন আরো পাকাপোক্ত এবং সরকারী দফতরভুক্ত হয়। সমাজের অনিবার্য দাবীতে এ পদ্ধতি চালু হয়েছে। যেমনটি জামি রেজিষ্ট্রির ক্ষেত্রে হয়েছে। তবে কেউ রেজিষ্ট্রি বিহীন বিবাহ সম্পাদন করলে সেটিও নিঃসন্দেহে বৈধ হবে। বিবাহের সময় বর তার কনের জন্য যা কিছু নিয়ে আসে, সবই মোহরানার মধ্যে গণ্য করা যাবে। তাছাড়া মোহরানার বিষয়টি সম্পূর্ণ বরের সামর্থ্য ও উভয়ের সন্তুষ্টিতে নির্ধারিত হ'তে হবে। সেটি একটি লোহার আংটি, এক পেয়ালা খেজুর বা কুরআন শিক্ষা দানও হ'তে পারে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২০২; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২১৮ পৃঃ; 'মোহর' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৩৭৫)ঃ নফল ছালাত আদায় করছে এমন ব্যক্তিকে ইমাম গণ্য করে তার পিছনে ফরয ছালাত আদায় করা যায় কি?

-মুবায়দুর রহমান
মহিষপুর, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ নফল ছালাত আদায়কারীর পিছনে ফরয ছালাত আদায় করা যায়। জাবির (রাঃ) বলেন, মু'আয (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে এশার ফরয ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর নিজ গোত্রে এসে তাদের এশার ছালাত আদায় করাতেন। পরের ছালাত তার জন্য নফল হ'ত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৫১)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৩৭৬)ঃ ইমাম যদি মুসাফির হন এবং মুক্তাদী মুক্বীম হয় অথবা এর বিপরীত হয়, তাহ'লে কিভাবে ছালাত আদায় করতে হবে?

-হাবীবুর রহমান
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ ইমাম মুসাফির হ'লে এবং ছালাত দু'রাক'আত পড়লে, মুক্তাদীদেরকে বাকী দু'রাক'আত পূর্ণ করতে হবে। আর যদি ইমাম মুক্বীম হন এবং মুক্তাদী মুসাফির হয়, তাহ'লে মুসাফিরকে ইমামের সাথে পূর্ণ ছালাত আদায় করতে হবে। ইবনু ওমর (রাঃ) মুসাফির অবস্থায় মুক্বীম ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করলে চার রাক'আত আদায় করতেন। আর যখন একা ছালাত আদায় করতেন, তখন দু'রাক'আত ক্বছর করতেন *(মুসলিম ১/২৪৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৩৭৭)ঃ ছালাতের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে এক্বামতের পর তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে কথা বলা যায় কি?

-আবুল হাসান
পলিকাদোয়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় প্রয়োজনীয় কথা বলা যায়। এমনকি বিশেষ প্রয়োজনে মসজিদের বাইরেও যাওয়া যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা ছালাতের এক্বামত দেওয়া হ'ল এবং দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করা হ'ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আসলেন এবং তাঁর ছালাতের স্থানে দাঁড়ালেন। তারপর তাঁর স্মরণ হ'ল যে, তিনি অপবিত্র অবস্থায় আছেন। তিনি আমাদের বললেন, তোমরা নিজ নিজ স্থানে অপেক্ষা কর। অতঃপর তিনি বাড়ী ফিরে গেলেন ও গোসল করলেন। তারপর আমাদের নিকটে আসলেন। এমতাবস্থায় তাঁর মাথা হ'তে টপ টপ করে পানি পড়ছিল। তিনি 'আল্লাহ আকবার' বললেন এবং আমাদের ছালাত আদায় করালেন' *(বুখারী ১/৪১ পৃঃ.....)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৩৭৮)ঃ কিছু সাধারণ ব্যবসায়ী প্রায় প্রতিদিন বাজারে কাঁচামাল ক্রয়-বিক্রয় বাবদ আমার নিকটে থেকে ৫০০/১০০০ টাকা নেয়। অতঃপর শতকরা ৫/৬ টাকা অথবা মণ প্রতি ৫/৬ টাকা লাভসহ মোট টাকা আমাকে ফেরত দেয়। এ ধরনের ব্যবসা বৈধ হবে কি?

-আনীসুর রহমান
সাং- জোয়ার, নওগাঁ।

উত্তরঃ এরূপ ব্যবসা জায়েয নয়। তবে আপনি উক্ত ব্যবসায়ের লভ্যাংশের একটা ভাগ নিবেন দু'জনের সম্মতির ভিত্তিতে। তাহ'লেই ব্যবসাটি জায়েয হবে। এখানে টাকা

আপনার এবং ব্যবসা অন্যের। একে 'মুযারাবাহ্' বলা হয়। এ ধরনের ব্যবসা জাহেলী যুগেও ছিল, যা ইসলাম জায়েয রেখেছে। আব্দুর রহমান ইবনু ইয়াকূব তার পিতার মধ্যস্থতায় তার দাদা হ'তে বর্ণনা করেন, 'তার দাদা ওছমান (রাঃ)-এর অর্থ নিয়ে ব্যবসা করতেন এবং লাভ তাদের উভয়ের মাঝে ভাগ হ'ত' *(বুলূগুল মারাম হা/৮৯৫ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'মুযারাবা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৩৭৯)ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য হজ্জ করা যায় কি?

-নাজীবুর রহমান
ফার্মেসী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির জন্য হজ্জ করা যায়। বুরায়দা (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট বসেছিলাম। ইতিমধ্যে একজন মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার মা মারা গেছেন। তাঁর উপর এক মাসের ছিয়াম রয়েছে, আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে ছিয়াম পালন করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি তার পক্ষ থেকে ছিয়াম পালন কর। মহিলা বলল, তিনি কখনো হজ্জ করেননি, আমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হাঁ, কর' *(মুসলিম ১/৩৬২পৃঃ; মিশকাত হা/১৯৫৫ 'যাকাত' অধ্যায়)*। উল্লেখ্য যে, মৃত ব্যক্তির পক্ষে হজ্জ করার পূর্বে নিজের হজ্জ করতে হবে *(আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৫২৯ 'হজ্জ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২০/৩৮০)ঃ দু'বছর পর সন্তানকে দুধ পান করানো যায় কি?

-আব্দুল্লাহ
দেবীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ দু'বছর পর সন্তানকে দুধ পান করানোতে কোন দোষ নেই। কারণ পূর্ণ দু'বছর বাচ্চাকে দুধ পান করানোর কথা আল্লাহ তা'আলা ঐ অবস্থায় বলেছেন, যখন স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং স্ত্রীর কোলে দুগ্ধপোষ্য বাচ্চা থাকবে *(বাক্বারাহ ২৩৩)*। দু'বছরই দুধ পান করাতে হবে, কমবেশী করা যাবে না এটা উদ্দেশ্য নয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'একদা নবী করীম (ছাঃ) তাঁর নিকট গেলেন, তখন তাঁর নিকট ছিল একজন পুরুষ। এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অপসন্দ করলে আয়েশা (রাঃ) বললেন, ইনি আমার দুধ ভাই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, দেখ তোমাদের ভাই কারা? দুধের মাধ্যমে ক্ষুধা নিবারণ করার সময়কাল পর্যন্ত দুধ খাওয়ালে দুধ ভাই সাব্যস্ত হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩১৬৮; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৩০৩১ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দুধ যতদিন পর্যন্ত বাচ্চার ক্ষুধা নিবারণের মাধ্যম হবে, ততদিন পান করাতে পারে। উল্লেখ্য যে, দুধমাতা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য বাচ্চার দু'বছর বয়সের মধ্যেই দুধ পান করতে হবে। যদিও উক্ত সময়ের পরেও মায়ের দুধ পানে কোন বাধা নেই।

প্রশ্নঃ (২১/৩৮১)ঃ যাকাত এবং ওশর বন্টনের যে আটটি খাত রয়েছে সেগুলি কি কি? আমাদের দেশে কারা পাওয়ার হক্বদার? যেসব খাত এ দেশে নেই সেগুলি কি করতে হবে?

-মসজিদ কমিটি
মুশরিভুজা, ভোলাহাট
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কুরআন মাজীদে 'ছাদাক্বা' বন্টনের যে আকটি খাত রয়েছে তা নিম্নরূপঃ (১) ফক্বীর (২) মিসকীন (৩) যাকাত আদায়কারী (৪) ঐসব লোক যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য থাকে (৫) দাস মুক্তির জন্য (৬) ঋণগ্রস্তদের জন্য (৭) মুসাফিরদের জন্য (৮) আল্লাহ্র পথে ব্যয়। 'আল্লাহ্র পথ' বলতে সেই সমস্ত চেষ্টা, সাধনা ও সংগ্রামের মাধ্যমকে বুঝায়, যদ্দারা কুফরকে দমন এবং আল্লাহ্র বাণীকে সমুন্নত করা যায়। জিহাদের খাত সহ ছহীহ আক্বীদার প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলি এর অন্তর্ভুক্ত। ওশর এবং যাকাত আট ভাগ করতেই হবে এটা উক্ত আয়াতের উদ্দেশ্য নয়; বরং আট শ্রেণীর লোক পাবে এটাই বর্ণনা করা উদ্দেশ্য। কাজেই কমবেশী করা যাবে। কোন খাত বাদও দেওয়া যাবে।

উল্লেখ্য যে, 'মুওয়াল্লাফাতুল কুলূব' বলতে অমুসলিমদের হৃদয় সমূহকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করা বুঝায়, নও মুসলিম নয়। খ্রীষ্টানরা টাকা দিয়ে হাযার হাযার অখ্রীষ্টানকে খ্রীষ্টান করে ফেলছে। অথচ মুসলমানেরা যাকাতের উক্ত খাতটি যথাযথভাবে ব্যয় করলে খ্রীষ্টান মিশনারীদের মোক্ষম জবাব হয়ে যেত।

প্রশ্নঃ (২২/৩৮২)ঃ ছালাতের মধ্যে শয়তানের কুমন্ত্রণা হ'তে বাঁচার জন্য ডান দিকে থুথু ফেলতে হবে, না বাম দিকে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুস্তাফীযুর রহমান
শামসুন বইঘর, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ ছালাতের মধ্যে শয়তানের কুমন্ত্রণা অনুভব করলে বাম দিকে তিন বার থুক মারতে হবে। ওছমান ইবনু আবিল 'আছ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! নিশ্চয়ই শয়তান আমার মাঝে ও আমার ছালাতের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায় এবং আমার ক্বিরাআত উলটপালট করে দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এটা হচ্ছে শয়তান, তার নাম 'খিনযাব'। তুমি এরূপ অনুভব করলে আল্লাহ্র নিকট শয়তান হ'তে পরিত্রাণ চাও 'আ'উযুবিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রজীম' বলবে এবং তোমার বাম দিকে তিন বার থুক মারবে। রাবী বলেন, আমি এরূপ করলে আল্লাহ আমার থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর করে দেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭ 'ঈমান' অধ্যায়, 'কুমন্ত্রণা' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য, এখানে 'থুক' অর্থ থুথু বিহীন 'থুক'।

প্রশ্নঃ (২৩/৩৮৩)ঃ কবর স্থানের বাঁশ বাড়ির কাজে লাগানো যায় কি?

-আব্দুল হামীদ
কমরপুর, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ কবর স্থান ওয়াক্ফ করা হ'লে কবর স্থানের বাঁশ নিজ কাজে লাগানো যাবে না। কারণ ওয়াক্ফ করা সম্পদ ফেরত নেওয়া যায় না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'দান করে ফেরত নেওয়া কাজটি সেই কুকুরের মত, যে বমন করে পুনরায় তা ভক্ষণ করে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩০১৮)*। তবে পিতা ছেলেকে দান করার পর ফেরত নিতে পারে *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৩০২০)*। কবর স্থান ওয়াক্ফ না হ'লে বা নিজ জমিতে হ'লে, বাঁশ নিজের কাজে লাগানো যায়।

প্রশ্নঃ (২৪/৩৮৪)ঃ হাই উঠার সময় কোন্ দো'আ পড়তে হয় জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হাই
চাঁদপুর, পাবনা।

উত্তরঃ হাই উঠার সময় কোন দো'আ পড়তে হবে না। তবে হাত দ্বারা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করতে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কারো হাই আসে তখন সে যেন তা যথাসম্ভব প্রতিরোধ করে। কারণ যখন কেউ হাই তোলে তখন শয়তান (উপহাস করে) হাসে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৭৩২)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কারো হাই আসে তখন সে যেন স্বীয় হাত দ্বারা নিজের মুখ বন্ধ করে রাখে। কেননা শয়তান মুখের ভিতর প্রবেশ করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৩৭ 'আদাব' অধ্যায়)*। উল্লেখ্য যে, ঐ সময় 'লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলার কোন দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (২৫/৩৮৫)ঃ সূরা ইখলাছ তিনবার পড়লে একবার কুরআন খতমের সমান নেকী পাওয়া যাবে। একথা কি ঠিক?

-ইদরীস
বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কথাটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ কোন রাতে কুরআনের তিনভাগের একভাগ পড়তে অপারগ কি? তারা বলল, কিভাবে পড়া যাবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'সূরা ইখলাছ হচ্ছে কুরআনের তিন ভাগের একভাগ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৭)*। এর দ্বারা মূলতঃ সূরা ইখলাছের উচ্চ মর্যাদা বুঝানো হয়েছে। তিনবার সূরা ইখলাছ পড়া দ্বারা পূর্ণ কুরআন পাঠ করা বুঝানো হয়নি।

প্রশ্নঃ (২৬/৩৮৬)ঃ মহিলারা জানাযা ও দাফনের কাজে শরীক হ'তে পারে কি?

-রফীকুল ইসলাম
মহিষখোচা, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ মহিলারা জানাযায় অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে সেটা যরূরী নয়। উম্মু আত্বীয়া (রাঃ) বলেন, 'আমাদেরকে জানাযায় যেতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে দৃঢ়ভাবে নিষেধ করা হয়নি' *(বুখারী ১/১৭০, মুসলিম ১/৩২৪ পৃঃ)*। উল্লেখ্য যে, মহিলাদের দাফন কাজে শরীক হওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (২৭/৩৮৭)ঃ ইসলামী জালসা উপলক্ষে যে চাঁদা আদায় করা হয়, জালসা শেষে সে চাঁদা কিছু অবশিষ্ট থাকলে মসজিদের কাজে লাগানো যাবে কি?

-শমশের আলী
মুজগুন্নী, কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ ইসলামী জালসা উপলক্ষে যে চাঁদা দেওয়া হয়, যদি তা নিজ হালাল মাল থেকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়, তাহ'লে তার অবশিষ্ট চাঁদা মসজিদে লাগানো যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই মসজিদের কাজে সমূহ একমাত্র আল্লাহ্র জন্য' *(জিন ১৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র তিনি পবিত্র বস্তু ব্যতীত কবুল করেন না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৩৮৮)ঃ কেউ যদি শহীদ হওয়ার কামনা করে শহীদ না হয়ে মৃত্যুবরণ করে, সেকি শহীদের মর্যাদা পাবে?

-মাস'উদ রানা
মোলামগাড়ী হাট
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তি খালেছ অন্তরে শহীদ হওয়ার আকাংখা করে থাকলে, অবশ্যই তিনি শহীদের মর্যাদা পাবেন। সাহল বিন হুনাইফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকটে খালেছ অন্তরে শাহাদত কামনা করে, আল্লাহ তাকে শহীদগণের স্তরে পৌঁছে দেন, যদিও সে বিছানায় মৃত্যুবরণ করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০৮ 'জিহাদ' অধ্যায়; বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ ডিসেম্বর ২০০১ দরসে কুরআন, 'জিহাদ ও ক্বিতাল')*।

প্রশ্নঃ (২৯/৩৮৯)ঃ ছালাতুল জানাযায় সকলের উপস্থিত হওয়া কি যরূরী। রাসূল (ছাঃ)-কে কারা গোসল দিয়েছিলেন?

-আব্দুর রঊফ
কলারোয়া বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ একজন মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের জানাযায় উপস্থিত হওয়া 'ফরযে কিফায়াহ'। অর্থাৎ সকলের পক্ষে কিছু লোক উপস্থিত থাকাই যথেষ্ট। ছাহাবীগণ একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছাড়াই জনৈক ব্যক্তির জানাযা ও দাফন সম্পন্ন করেন' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১২৪৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটাত্মীয়রাই তাঁকে গোসল দিয়েছিলেন। যেমন আলী ইবনু আবি ত্বালিব, আব্বাস বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব, ফযল ইবনু আব্বাস, কুসাম বিন আব্বাস, উসামা বিন যায়েদ ও শুক্বরান (রাঃ) প্রথম জন আপন

চাচাতো ভাই ও জামাতা, দ্বিতীয় জন আপন চাচা, তৃতীয় ও চতুর্থ জন আপন চাচাতো ভাই, শেষোক্ত দু'জন রাসূলের গোলাম, যারা কেবল পানি ঢালার কাজে সাহায্য করেছিল। রাসূলের গায়ের জামা না খুলে আলী নিজে তাঁকে গোসল দিয়েছিলেন বাকী তিনজন তাঁকে সাহায্য করেছিলেন *(ইবনু হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাভিয়াহ (মিশরী ছাপা ১৩৭৫/১৯৫৫) ২/৬৬২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৩৯০)ঃ আমরা স্বামী-স্ত্রী আইয়ামে বীয-এর ছিয়াম পালন করি। কিন্তু বিকেলে তরকারী রান্না করার সময় লবণ হয়েছে কি-না চেখে দেখি। এতে কি ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে?

-আব্দুশ শুকুর ও আমীনা
পল্লবী, মিরপুর-১২, ঢাকা।

উত্তরঃ ছিয়াম অবস্থায় কোন কিছুর স্বাদ চেখে দেখলে ছিয়াম নষ্ট হবে না। তবে স্বাদ চাখার সময় যাতে কণ্ঠনালীতে প্রবেশ না করে, সেদিকে খেয়াল রাখা যরূরী। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ঝোল বা কোন বস্তুর স্বাদ চাখার সময় হলক্ব বা কণ্ঠনালীতে প্রবেশ না করলে কোন ক্ষতি নেই' *(ইরওয়াউল গালীল ৪/৮৬ পৃঃ)*। অন্য বর্ণনায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ঝোল বা কোন বস্তুর স্বাদ চেখে দেখলে ছিয়াম নষ্ট হয়ে না' *(আহমাদ, বুখারী, ইরওয়া হা/৯৩৭ পৃঃ; দ্রষ্টব্যঃ নভেম্বর ২০০১ প্রশ্নোত্তর ৯/৪৪)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩৯১)ঃ রক্ত প্রবাহিত হ'লে পুনরায় ওযূ করতে হবে কি? সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ফেরদৌসী
গড়মাটি, বড়াইগ্রাম, নাটোর।

উত্তরঃ উল্লিখিত মর্মের হাদীছটি যঈফ। ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তামীম আদ-দারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'রক্ত প্রবাহিত হ'লে ওযূ করতে হবে' *(দারাকুৎনী, মিশকাত 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*। হাদীছটি যঈফ। হাদীছটিতে ইয়াযীদ ইবনু খালিদ, ইয়াযীদ ইবনু মুহাম্মাদ এবং বাক্বীয়াহ বিন ওয়ালীদ রাবীগণ যঈফ *(সিলসিলা যঈফাহ ১/৬৮১ পৃঃ হা/৪৭০)*। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, কম হৌক বেশী হৌক ইস্তেহাযার রক্ত ব্যতীত অন্য কোন রক্ত প্রবাহিত হওয়ার কারণে ওযূ ওয়াজিব হওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই' *(তাহক্বীক্ব মিশকাত ১/১০৮ পৃঃ, হা/৩৩৩-এর টীকা-২ 'যে বস্তু ওযূ ওয়াজিব করে' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩৯২)ঃ মাসিক ভাল না হওয়া পর্যন্ত আমার স্বামী আমাকে পৃথক বিছানায় শুইতে দেন। এটা কি ঠিক?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
চকবোচাই, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ মাসিক অবস্থায় স্ত্রীকে পৃথক করা ইহুদীদের কাজ। আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, ইহুদীদের কোন স্ত্রীলোকের মাসিক হ'লে স্বামীরা তাদের সাথে একত্রে খাওয়া-দাওয়া করত না, একত্রে থাকত না। এ বিষয়ে ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তা'আলা সূরা বাক্বারাহ্‌র ২২২ নং আয়াত নাযিল করেন। যেখানে মাসিক অবস্থায় শুধু সহবাস নিষেধ করা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস ব্যতীত সবকিছু করতে পার' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৫, 'ঋতু' অনুচ্ছেদ)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার মাসিক অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার কোলে মাথা রেখে কুরআন তেলাওয়াত করতেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৮)*। তবে মাসিক অবস্থায় মিলনের আশংকা থাকলে পৃথক থাকা ভাল। *(দ্রঃ আত-তাহরীক মার্চ ২০০১ প্রশ্নোত্তর ১৬/১৯১)*। উল্লেখ্য যে, 'মা আয়েশা (রাঃ) ঋতুকালীন সময়ে খাট থেকে নীচে নেমে চাটাইতে শুতেন' মর্মে আবুদাঊদে যে হাদীছটি এসেছে, সেটি 'মুনকার' বা যঈফ *(মিশকাত হা/৫৫৬ 'পবিত্রতা' অধ্যায় 'ঋতু' অনুচ্ছেদ)*। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিপরীতে 'যঈফ' হাদীছের উপরে আমল করা যাবে না।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৯৩)ঃ যারা ছালাত আদায় করে না, ছাহাবীগণ নাকি তাদেরকে কাফের বলে গণ্য করতেন, একথা কি ঠিক?

-মুছত্বফা কামাল
চোপীনগর, কামারপাড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ উল্লিখিত বক্তব্যটি সঠিক। আব্দুল্লাহ ইবনু শাক্বীক্ব (তাবেঈ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ কোন আমল ত্যাগ করাকে কুফরী বলে মনে করতেন না ছালাত ব্যতীত। অর্থাৎ ছাহাবীগণ ছালাত পরিত্যাগকারী ব্যতীত কাউকে কাফের গণ্য করতেন না *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৭৯ ছালাত' অধ্যায় সনদ ছহীহ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ২য় খণ্ড হা/৫৩২)*। তবে এই কাফিররা 'কালেমায়ে শাহাদাত'-কে অস্বীকারকারী কাফিরদের ন্যায় চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়। বরং কালেমার বরকতে ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শাফা'আতের ফলে শেষ পর্যায়ে তারা এক সময়ে জান্নাতে ফিরে আসবে *(আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১৮-২০)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৯৪)ঃ বিবাহের দিন মেয়ের বাবার বাড়ীতে যে অনুষ্ঠান করা হয় তাকে 'ওয়ালীমা' বলা কি শরী'আত সম্মত?

-পলাশ
জয়নগর, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ বিয়ের দিন মেয়ের পিতার বাড়ীতে যে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় সেটি 'ওয়ালীমা' নয়। ওয়ালীমা হ'ল বরের বাড়ীতে বিয়ের পরের দিন যে অনুষ্ঠান করা হয়। মূলতঃ আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায়ের জন্য এবং দাম্পত্য জীবনের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য ওয়ালীমার ব্যবস্থা করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যয়নবের সাথে মিলামিশা করার

পর 'ওয়ালীমা' অনুষ্ঠান করেছিলেন এবং লোকদেরকে গোশত রুটি তৃপ্তি সহকারে খাইয়েছিলেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৩২১২ 'বিবাহ' অধ্যায় 'ওয়ালীমা' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য, কোন কোন এলাকায় এ প্রথা চালু আছে যে, বিবাহ অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে সবাইকে ওয়ালীমার দাওয়াত দেওয়া হয়। অতঃপর কিছু বাতাসা বা মুড়ি-জিলাপী খাইয়ে দিয়ে ওয়ালীমার কাজ সম্পন্ন হয়েছে বলে মনে করা হয়। এ প্রথাটি সম্পূর্ণরূপে সুন্নাত বিরোধী। এগুলি অবিলম্বে বন্ধ করা কর্তব্য।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৯৫)ঃ আল্লাহ তা'আলা মুত্তাক্বীদেরকে যে জান্নাত দিবেন তার স্বরূপ কেমন হবে? অর্থাৎ জান্নাতের মধ্যে কি কি থাকবে।

-যাকারিয়া
কমরগ্রাম, বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ জান্নাতের সুখ-শান্তি সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'মুত্তাক্বীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তাতে রয়েছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর, যার স্বাদ অবর্ণনীয়; আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর; আছে পরিশোধিত মধুর নহর এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে বিবিধ ফলমূল ও তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা' *(মুহাম্মাদ ১৫)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, সেখানে থাকবে আনতনয়না রমণীগণ, যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি, তারা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ' *(আর-রহমান, ৪৬, ৪৮, ৫০, ৫২, ৫৪, ৫৬ ও ৫৮)*। এছাড়া অসংখ্য আয়াতে মুত্তাক্বীদের জান্নাতের নে'মত সমূহ বর্ণিত হয়েছে *(ওয়াক্বি'আহ ২৮-৩২; দাহর ১৯; দ্রঃ দরসে কুরআন, 'জান্নাতের বিবরণ' সেপ্টেম্বর ২০০০)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৯৬)ঃ শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ (রহঃ)-এর নিকট 'রাফ'উল ইয়াদায়েন অধিক প্রিয়' ছিল, আসলেই কি তিনি এ কথা বলেছেন? দলীলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুছ ছামাদ
গ্রাম ও পোঃ মোগলাহাট
লালমণিরহাট।

উত্তরঃ উল্লিখিত মর্মের বক্তব্যটি শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ)-এর নিজস্ব উক্তি। তিনি বলেন, وَالَّذِىْ يَرْفَعُ أَحَبُّ إِلَىَّ مَنْ لاَيَرْفَعُ فَإِنَّ أَحَادِيْثَ الرَّفْعِ أَكْثَرُ وَأَثْبَتُ– 'যে মুছল্লী রাফ'উল ইয়াদায়েন করে সে মুছল্লী আমার নিকটে অধিক প্রিয় ঐ মুছল্লীর চেয়ে, যে রাফ'উল ইয়াদায়েন করে না। কেননা রাফ'উল ইয়াদায়েন-এর হাদীছ সংখ্যায় অধিক ও অধিকতর মযবুত' *(হুজ্জাতুল্লা-হিল বালিগাহ ২/১০ পৃঃ; আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৬৫-৬৭)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৯৭)ঃ বাবা-মা আমাকে উপুড় হয়ে শয়ন করতে নিষেধ করেন। এটি কি শরী'আতে নিষিদ্ধ, না প্রচলিত প্রথা?

-ছাদেকুল ইসলাম
রাজবাড়ী, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

উত্তরঃ উপুড় হয়ে শয়ন করা নিষিদ্ধ। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে উপুড় হয়ে শোয়া দেখে বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা এ পদ্ধতিতে শোয়া পসন্দ করেন না' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৭১৮-১৯; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩০১৫, 'উপুড় হয়ে শয়ন করা নিষিদ্ধ' অধ্যায় নং ২৭)*। অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, একদা আমি উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলাম। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, হে জুনদুব (আবু যার-এর নাম) শোয়ার এ পদ্ধতি জাহান্নাম বাসীদের পদ্ধতি' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩৩১৬; মিশকাত হা/৪৭৩১ 'আদাব' অধ্যায়; দ্রঃ আত-তাহরীক এপ্রিল-মে ২০০২, প্রশ্নোত্তর ৩৭/২৪৭)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩৯৮)ঃ ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর নিম্নের উক্তি কি সঠিক? যদি সঠিক হয় তাহ'লে কোন কিতাবে আছে। মূল আরবীটুকু লিখে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। অংশটুকু হ'ল-

'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একদিন স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি তাঁর সামনে পাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে মাছি তাড়াবার জন্য বাতাস করছি'। তারপর স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারীদের নিকটে এ স্বপ্নের তা'বীর জিজ্ঞেস করলে তাঁরা উত্তরে বলেন, আপনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি আরোপিত মিথ্যা হাদীছ প্রতিরোধ করবেন। বস্তুতঃ এ স্বপ্ন ও ব্যাখ্যাই আমাকে ছহীহ বুখারী সংকলনের জন্য সাহায্য করেছে'।

-আবুল হাসান
মুড়াগাছা, খোকসা, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর ছহীহ বুখারী সংকলনের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লিখিত বক্তব্য পেশ করেছেন *(ইবনু হাজার আসক্বালানী, মুক্বাদ্দামা ফাৎহুল বারী (কায়রোঃ ১৪০৭/১৯৮৭) ৯ পৃঃ; ছহীহ বুখারী (দিল্লী ছাপা) ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪)*। মূল আরবী হ'ল,

قَالَ الإِمَامُ رَحِمَهُ اللّٰهُ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَّنِى وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَبِيَدِىْ مِرْوَحَةٌ أَذُبُّ بِهَا عَنْهُ فَسَأَلْتُ بَعْضَ الْمُعَبِّرِيْنَ فَقَالَ لِىْ أَنْتَ تَذُبُّ عَنْهُ الْكِذْبَ، فَهُوَ الَّذِىْ حَمَلَنِىْ عَلَى إِخْرَاجِ الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ–

প্রশ্নঃ (৩৯/৩৯৯)ঃ স্বামী স্ত্রীকে এ ধরনের নছীহত করতে পারে কি যে, আমি মারা গেলে তুমি অন্যত্র বিবাহ করো

না?

-রোজিনা ও সুলতানা
গ্রাম ও পোঃ বোরাকনগর
রূপসা, খুলনা।

উত্তরঃ স্বামী তার স্ত্রীকে উল্লিখিতভাবে নছীহত করতে পারে। হুযায়ফা (রাঃ) স্বীয় স্ত্রীকে বলেন, 'যদি তুমি আমার সাথে স্ত্রী হিসাবে জান্নাতে থাকতে চাও, তাহ'লে আমার পরে অন্যত্র বিবাহ করোনা' কেননা জান্নাতে স্ত্রীগণ তাদের সর্বশেষ স্বামীর সাথে থাকবে (যদি সে নেককার হয়)। আর একারণেই রাসূলের স্ত্রীগণের জন্য অন্যত্র বিবাহ আল্লাহ হারাম করেছেন। কেননা তাঁরা জান্নাতে তাঁর স্ত্রী হবেন' *(বায়হাক্বী ৭/৬৯-৭০; আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ সিলসিলা ছহীহাহ হা/১২৮১)*। তবে উক্ত রূপ অছিয়ত মানার জন্য ইসলামী শরী'আত স্ত্রীকে বাধ্য করে না। ইচ্ছা করলে স্ত্রী অন্যত্র বিবাহ করতে পারে *(বাক্বারাহ ২৩৪-২৩৫)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৪০০)ঃ আমাদের এলাকায় কোন কোন ইমাম রুকুর পূর্বে বেশ কিছুক্ষণ সাকতা করেন এবং সে সময় মুক্তাদীগণকে সূরায়ে ফাতিহা পড়তে বলেন। কোন ইমাম এটা না করলে তার পিছনে ছালাত জায়েয হবে না, এমনকি জুম'আর ছালাতে এটা না করলে তাকে পুনরায় যোহর পড়তে হবে বলে ফৎওয়া দেন। এক্ষণে এভাবে সাকতা করে সূরা ফাতিহা পাঠ করা শরী'আত সম্মত কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-তরীকুযযামান
হাড়াভাঙ্গা মাদরাসা, মেহেরপুর
ও
আহসানুল হক
প্রভাষক, পৌর কলেজ, মেহেরপুর।

উত্তরঃ 'সাক্তা' অর্থ সামান্য বিরতি দেওয়া। মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী বলেন, 'আয়াত পাঠ শেষে নিঃশ্বাস ছাড়ার বাড়তি সময়টুকুকে 'সাক্তা' বলে الزيادة على حد التنفس فى أواخر الأيات। *(মিরক্বাত (দিল্লী ছাপা, তারিখ বিহীন) ২/২৮০)*। জেহরী ছালাতে ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী যে সাকতার কথা এসেছে, তা হ'ল, তাকবীরে তাহরীমার পরে। এর পরিমাণ হ'ল 'আল্লাহুম্মা বা'এদ বায়নী' ... তথা 'দো'আয়ে ইস্তেফতাহ' পড়া শেষ করা পর্যন্ত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮১২ 'ছালাত' অধ্যায়, 'তাকবীরে তাহরীমার পরে কি পড়তে হবে' অনুচ্ছেদ-১১ পৃঃ)*। এক্ষণে সূরা ফাতিহা শেষে এবং সকল ক্বিরাআত শেষে রুকুর পূর্বে মোট দু'টি স্থানে যে সাকতার কথা এসেছে, তার রাবী হ'লেন তাবেঈ বিদ্বান হাসান বছরী। যিনি বর্ণনা করেছেন সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) হ'তে *(আবুদাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৮১৮)*। তিরমিযী হাদীছটিকে 'হাসান' বলেছেন। কিন্তু সনদে ও মতনে বিভিন্ন ত্রুটি থাকায় শায়খ আলবানী এটিকে 'যঈফ' বলেছেন *(দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল হা/৫০৫; যঈফ আবুদাউদ হা/৭৭৭-৭৮০)*। ছাহাবী হযরত সামুরা থেকে হাসানের শ্রবণ বিষয়টি নিশ্চিত কি-না সে বিষয়ে মতভেদ থাকায় ইমাম তিরমিযী হাদীছটিকে 'ছহীহ' না বলে 'হাসান' বলেছেন *(মির'আত ৩/১০১)*। ইমাম শাওকানী হাদীছটিকে جديرا بالتصحيح বা 'ছহীহ হওয়ার যোগ্য' বলেছেন। দারাকুৎনী বলেন, অত্র হাদীছের সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত' *(নায়লুল আওত্বার (কায়রো ছাপা ১৯৭৮) ৩/৯৫, মির'আত ৩/১০১)*।

এক্ষণে যদি আমরা হাদীছটিকে 'ছহীহ' ধরে নিই, তাহ'লে এখানে বর্ণিত সাকতা দু'টির পরিমাণ কতটুকু হবে, সে সম্পর্কে ছাহেবে মির'আত বলেন, সূরা ফাতিহা শেষে সাকতার পরিমাণ হবে ليتراد إليه نفسه وليعلم المأموم أن لفظة آمين ليست من القرآن। 'যাতে তার পরবর্তী নিঃশ্বাস ফিরে আসে এবং যেন মুক্তাদীগণ উক্ত বিরতির কারণে বুঝতে পারে যে, 'আমীন' শব্দটি কুরআনের অংশ নয়'। অর্থাৎ একটা শ্বাস নেওয়ার সময় মাত্র এবং এটা কেবলমাত্র ইমামের স্বস্তির জন্য, মুক্তাদীর ক্বিরাআতের জন্য নয়। অতঃপর তৃতীয় সাকতা অর্থাৎ রুকুর পূর্বের সাকতার পরিমাণ সম্পর্কে ইমাম শাওকানী বলেন, وهى أخف من السكتتين اللتين قبلهما وذلك بمقدار ما تنفصل القراءة عن التكبير... 'এটি প্রথম দু'টি সাকতার পরিমাণের চেয়ে কম হবে। এটি হবে রুকুর তাকবীর থেকে ক্বিরাআতকে পৃথক বুঝাতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু মাত্র। কেননা ক্বিরাআতের সাথে রুকুর তাকবীরকে মিশিয়ে ফেলতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন' *(নায়ল ৩/৯৬ পৃঃ; মির'আত ৩/১০০; 'আওনুল মা'বূদ হা/৭৬৩-এর ব্যাখ্যা ২/৪৮২ পৃঃ)*।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত সাকতাগুলি ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব। যা তরক করলে ছালাত বিনষ্ট হয় না বা সিজদায়ে সহো লাগে না। ইমাম শাওকানী বলেন, উক্ত তিনটি সাকতাকে 'মুস্তাহাব' গণ্য করেছেন ইমাম আওযাঈ, শাফেঈ, আহমাদ ও ইসহাক্ব প্রমুখ। তবে আহলুর রায় (হানাফীগণ) ও ইমাম মালেক প্রথমটি ব্যতীত বাকীগুলিকে 'মকরূহ' বলেছেন। অবশ্য শাফেঈগণ চতুর্থ আরেকটি সাকতার কথা বলেছেন। সেটি হ'ল ওয়ালায যাল্লীন ও আমীন-এর মধ্যবর্তী সময়ে। যাতে 'আমীন' শব্দটিকে সূরা ফাতিহা থেকে পৃথক করা যায়' *(নায়ল ৩/৯৬)*।

এক্ষণে সাকতার সময়ে মুক্তাদীগণ সূরায়ে ফাতিহা পড়বেন কি-না, সে বিষয়ে ইমাম নববী ইমামের সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে সাকতার সময় শাফেঈগণের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, يسكت قدر قراءة المأمومين الفاتحة 'ইমাম সাকতা করবেন এতটুকু সময় যতটুকুতে মুক্তাদীগণ সূরা ফাতিহা পাঠ করতে পারে' *(নায়ল ৩/৯৬)*। ইবনু হাযম স্বীয় মুহাল্লার মধ্যে বলেন, মুক্তাদীগণ প্রথম সাকতায় সূরা

ফাতিহা পাঠ করবে। না পারলে দ্বিতীয় সাকতায় পাঠ করবে' *(মির'আত ৩/১০০)*। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, والثانية قد قيل إنها لأجل قراءة المأموم، فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة الفاتحة واما الثالثة فللراحة والنفس فقط 'দ্বিতীয় সাকতা সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, এটি মুক্তাদীর ক্বিরাআত পাঠের সময় দানের জন্য। এ কথার ভিত্তিতে সূরা ফাতিহা শেষ করা পর্যন্ত বিরতি দীর্ঘ করা উচিত। অতঃপর তৃতীয় সাকতাটি (রুকুর পূর্বে) কেবলমাত্র ইমামের স্বস্তি লাভ ও শ্বাস গ্রহণের জন্য' *(যাদুল মা'আদ ১/২০১)*। শাফেঈগণের, কিছু কিছু হাম্বলীদের, ইবনু হযম ও ইবনুল ক্বাইয়িমের উপরোক্ত বক্তব্য তাদের 'ইজতিহাদ' মাত্র। কেননা প্রথম সাকতায় 'ছানা' পড়া সম্পর্কে ছহীহ হাদীছে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় সাকতায় সূরা ফাতিহা পড়তে বলার কোন দলীল নেই।

অতএব আমরা মনে করি, এ বিষয়ে ছহীহ হাদীছের ফায়ছালাই চূড়ান্ত। যেমন (১) ওবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন ফজরের ছালাত শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, সম্ভবতঃ তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে কিছু পাঠ করে থাক? আমরা বললাম, হাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, لَاتَفْعَلُوْا إِلاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَإِنَّهُ لاَصَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا 'তোমরা এরূপ করো না কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা ব্যতীত। কেননা এটি পাঠ না করলে ছালাত সিদ্ধ হয় না' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৮৫৪ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)*। (২) জেহরী ছালাতে মুক্তাদী কখন কিভাবে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে, এরূপ এক প্রশ্নের জবাবে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, اِقْرَأْ بِهَا فِىْ نَفْسِكَ 'তুমি এটা মনে মনে পড়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৩ 'ছালাত' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১২)*। রাবী ও ছাহাবীর এধরনের স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়ার পরে অন্য কারু বক্তব্য তালাশ করা মুমিনের কর্তব্য নয়।

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ বলেন, والجمهور لايستحبون أن يسكت الامام ليقرأ المأموم 'জমহূর বিদ্বানগণ এটা মুস্তাহাব মনে করেন না যে, ইমাম চুপ থাকুন, যাতে মুক্তাদী ক্বিরাআত পড়তে পারে' *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'আ ফাতাওয়া (কায়রো ছাপা ১৪০৪হিঃ) ২২/৩৩৯)*। সঊদী আরবের সাবেক গ্রাণ্ড মুফতী শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায অনুরূপ এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, ليس هناك دليل صريح صحيح يدل على شرعية سكوت الإمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية 'জেহরী ছালাতে মুক্তাদীর সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করার জন্য ইমাম সাকতা করবেন, এই মর্মে কোন স্পষ্ট ও ছহীহ হাদীছ নেই'। ইমামের বিরতি কালীন অথবা ক্বিরাআত কালীন সর্বাবস্থায় মুক্তাদী নীরবে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে হাদীছের সাধারণ নির্দেশের কারণে যে, 'সূরা ফাতিহা ব্যতীত ছালাত সিদ্ধ নয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ)*। অন্যতম প্রধান মুফতী শায়খ ছালেহ আল-উছায়মীনও অনুরূপ বলেন *(আব্দুল্লাহ ইবনু বায, মজমূ'আ ফাতাওয়া নং ৩৯০, ৪/৩৭৮ পৃঃ; উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম নং ২৪৫, পৃঃ ৩২৩)*।

শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী বলেন, لا دليل فيه على مشروعية سكوت الامام بعد الفاتحة قدر ما يقرأها المؤتم كما يقولها بعض المتأخرين 'উপরোক্ত কথার মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠের পরে ইমামের চুপ থাকার এবং সেই সময় মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠের কোন দলীল নেই। যেমন পরবর্তীকালের কেউ কেউ বলে থাকেন' *(আলবানী, মিশকাত হা/৮১৮-এর টীকা-৪)*। ইমামের সূরা ফাতিহা পাঠের পরে হউক বা রুকূর পূর্বে হৌক, সব সময় একই হুকুম। কারণ দু'টিরই রাবী হাসান বছরী।

ছাহেবে তুহফাতুল আহওয়াযী বলেন, 'মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ করা ইমামের সাকতা করার সাথে শর্তযুক্ত নয়। বায়হাক্বী মাকহুল থেকে বর্ণনা করেন যে, ইমাম সাকতা করুন বা না করুন, ইমামের আগে হৌক, সাথে হৌক বা পরে হৌক মুক্তাদীকে নীরবে সূরা ফাতিহা পড়তেই হবে' *(তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী (কায়রোঃ ছাপা ১৯৮৭) হা/৩১১-এর ব্যাখ্যা ২/২৩৭)*।

উপরের আলোচনার সার-সংক্ষেপ এই যে, কেবলমাত্র তাকবীরে তাহরীমার পরের সাকতাটিই ছহীহ হাদীছ সম্মত। যেখানে কেবল চুপে চুপে 'দো'আয়ে ইস্তেফতাহ' পড়তে হয়। সূরা ফাতিহা শেষে ও রুকুর পূর্বের সাকতা দু'টি সম্পর্কে হাদীছ ছহীহ হওয়ার বিষয়টি বিতর্কিত। যদিও ওয়াক্ফের কারণে আপনা থেকেই সেখানে সাকতা বা বিরতি হয়ে যায়। কিন্তু উক্ত দু'স্থানের কোথাও মুক্তাদীকে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে, এ মর্মে ছহীহ, যঈফ কোন হাদীছ নেই। ছাহাবীগণের কোন বক্তব্য বা আমলও নেই। সেকারণ ছহীহ হাদীছের ফায়ছালা অনুযায়ী জেহরী ছালাতে মুক্তাদী কেবল নীরবে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে, যা ইমামের সাকতার সঙ্গে শর্তযুক্ত নয়।

এক্ষণে রুকুর পূর্বে সাকতা করে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পড়ার বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে প্রশ্নে যেগুলি বলা হয়েছে, সেগুলি বাড়াবাড়ি বৈ কিছুই নয়।

মাসিক

আত-তাহরীক

৭ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা
আগস্ট ২০০৪

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৪০১)ঃ আমরা দু'বোন, কোন ভাই নেই। তাই সংসার দেখাশুনার জন্য আমাদের দূর সম্পর্কের চাচাতো ভাইকে ছোটবেলা থেকেই আমাদের বাড়ীতে রাখা হয়। আব্বা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তিনি উক্ত ভাইকে সম্পত্তির অংশ দিতে চান। শরী'আত অনুযায়ী সে সম্পত্তির অংশ পাবে কি?

-ফেরদৌসী
ইনসাফনগর, দৌলতপুর
কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ চাচাতো ভাই সম্পত্তির অংশীদার হবে না। তবে তাকে অছিয়ত স্বরূপ কিছু দান করা যেতে পারে। এরূপ দানের সর্বোচ্চ পরিমাণ হচ্ছে মোট সম্পদের তিন ভাগের এক ভাগ। সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর খুব বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে দেখার জন্য আসেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আমার অনেক সম্পদ রয়েছে। কিন্তু আমার মেয়ে মাত্র একজন। আমি কি আমার সম্পূর্ণ মাল অছিয়ত করব? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, অর্ধেক? তিনি বললেন, তবুও না। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, তিন ভাগের এক ভাগ? তিনি বললেন, তিন ভাগের এক ভাগ দান করা যায়। তবে এটাও বেশী। নিশ্চয়ই তোমার ছেলে-মেয়েকে বিত্তবান অবস্থায় ছেড়ে যাওয়া তাদেরকে দরিদ্র অবস্থায় ছেড়ে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। যেন তারা মানুষের কাছে হাত না পাতে। নিশ্চয়ই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে খরচ করলে তুমি নেকী প্রাপ্ত হবে। এমনকি স্বীয় স্ত্রীর মুখে কিছু উঠিয়ে দিলেও তুমি নেকী পাবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৭১, 'অছিয়ত' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (২/৪০২)ঃ তিরমিযীতে 'ওযূ সম্পাদনকারী ব্যক্তি ছাড়া কেউ আযান দিবে না' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ? আযান দেওয়ার জন্য ওযূ করা শর্ত কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন?

-মিছবাহুল হুদা
দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ডেমরা, ঢাকা।

উত্তরঃ আযানের জন্য ওযূ করা শর্ত নয়। তবে ওযূ অবস্থায় আযান দেওয়াই উত্তম। প্রশ্নে উল্লিখিত তিরমিযীর হাদীছটি যঈফ *(যঈফ তিরমিযী হা/৩৩)।*

প্রশ্নঃ (৩/৪০৩)ঃ আম্মার ইবনু ইয়াসির কখন নিম্নের উক্তিটি পেশ করেছিলেন?

يَامَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ أَمِنَ الْجَنَّةِ تَفِرُّوْنَ؟ أَنَا عَمَّارُبْنُ يَاسِرٍ هَلُمُّوْا إِلَيَّ! إِلَيَّ! اوَ أَنَا أَنْظُرُ أُذْنَهُ قَدْفطعت فَهِيَ تَذَبْذَبُ وَهُوَ يُقَاتِلُ أَشَدَّ الْقِتَالِ-

-আশরাফুল ইসলাম
রুদ্রেশ্বর কাকিনা
কালীগঞ্জ, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ আবুবকর (রাঃ)-এর খিলাফতকালে ভণ্ডনবী মুসায়লামাতুল কাযযাব-এর বিরুদ্ধে পরিচালিত ইয়ামামার যুদ্ধে আম্মার অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধে মুসলিম মুজাহিদগণ প্রথম দিকে শত্রু বাহিনীর মোকাবিলায় টিকতে না পেরে ছত্রভঙ্গ হয়ে পিছু হটে যেতে থাকে। তখন আম্মার ইবনু ইয়াসির একটা পাথরের উপর দণ্ডায়মান হয়ে মুজাহিদগণকে লক্ষ্য করে চিৎকার দিয়ে উপরোক্ত উক্তি করেন' *(মুহাম্মাদ ইউসুফ, হায়াতুছ ছাহাবা (বৈরুতঃ দারুল মা'রিফাহ, ১ম সংস্করণ ১৪১৩/১৯৯২) ১/৫৫৩ পৃঃ)।*

প্রশ্নঃ (৪/৪০৪)ঃ জনৈক কান্দালুবী ইমাম মসজিদে দরস দেওয়ার সময় বললেন, 'কেউ যদি ছালাতের শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে বায়ু ছাড়ে, তাহ'লে তার ছালাত হয়ে যাবে'। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

-সিরাজুল ইসলাম
জামতৈল, কামারখন্দ
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ উল্লিখিত বক্তব্য সঠিক নয়। তিনি আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিরমিযীর একটি যঈফ হাদীছের আলোকে উপরোক্ত বক্তব্য দিয়েছেন। যেখানে বলা হয়েছে, 'তোমাদের মধ্যে যদি কারু ছালাতের শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে বায়ু নিঃসরণ হয়, তাহ'লে তার ছালাত সিদ্ধ হয়ে যাবে'। অর্থাৎ তাকে সালাম ফিরাতে হবে না। ইমাম তিরমিযী বলেন, অত্র হাদীছের সনদ শক্তিশালী নয় এবং এর সনদের মধ্যে 'ইযত্বিরাব' বা অসংলগ্নতা রয়েছে'। শায়খ নাছেরুদ্দীন আলবানী বলেন, অত্র হাদীছে আব্দুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আন'উম নামে একজন দুর্বল রাবী আছেন। এছাড়া হাদীছটি ছহীহ হাদীছেরও বিরোধী। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন تَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ। 'ছালাতের শুরু হয় তাকবীরে তাহরীমা দিয়ে এবং শেষ হয় সালাম দিয়ে' *(তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১০০৮-এর টীকা নং ৩ দ্রঃ; আবুদাঊদ, তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৩১২ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)।*

প্রশ্নঃ (৫/৪০৫)ঃ আমি শরী'আত অনুযায়ী বিবাহ করি। কিন্তু আমার পিতা আমার স্ত্রীকে পসন্দ করেন না। স্ত্রীকে তালাক দিতে বলেন। অথচ আমার স্ত্রী দ্বীনদার পরহেযগার। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

তাদুরিয়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ শরী'আত বিরোধী নির্দেশ ছাড়া সর্বক্ষেত্রে পিতা-মাতার আনুগত্য করা অপরিহার্য *(নিসা ৩৬, আনকাবূত ৩৮, ইসরা ২৩-২৪ ও লোকমান ১৪)*। অতএব শারঈ কারণের প্রেক্ষিতে পিতা-মাতা যদি অনুরূপ নির্দেশ দেন, তবে তা মান্য করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার স্ত্রীকে আমি ভালবাসতাম। কিন্তু আমার পিতা ওমর (রাঃ) ঘৃণা করতেন এবং তিনি আমার স্ত্রীকে তালাক দিতে বললেন। আমি তালাক দিতে অস্বীকার করি। আমার পিতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে ঘটনা বর্ণনা করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিলেন' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৩৩৩, ৩৩৪, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৪৯৪০ 'আদাব' অধ্যায়)*।

তবে স্ত্রী যদি দ্বীনদার, পরহেযগার হয় এবং কোন মারাত্মক অপরাধে অপরাধী না হয়, তাহ'লে পিতা-মাতাকে অবশ্যই সেদিকে খেয়াল রেখে তালাক দেওয়ার নির্দেশ না দেওয়া উচিত। কেননা ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর তালাক পসন্দ করে না। বরং সংসার অক্ষুণ্ণ রাখাই ইসলামী শরী'আতের একান্ত লক্ষ্য *(দ্রঃ আত-তাহরীক জুলাই ২০০২ প্রশ্নোত্তর ৩২/৩২২)*।

প্রশ্নঃ (৬/৪০৬)ঃ যোহরের সুন্নাত ছালাত আদায় করা অবস্থায় আমার ছোট বাচ্চা ঘুম থেকে উঠে এবং কাঁদতে কাঁদতে খাট থেকে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হ'লে আমি ছালাত ছেড়ে দিয়ে তাকে নীচে নামাই ও বাকী ছালাত সমাপ্ত করি। আমার ছালাত হয়েছে কি?

-আরীফা খাতুন
সেনেরগাতী, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ এতে ছালাতের কোন ক্ষতি হয়নি; বরং ছালাত সিদ্ধ হয়ে গেছে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নফল ছালাত আদায় করছিলেন এমতাবস্থায় যে, দরজা বন্ধ ছিল। আমি এসে দরজা খুলতে চাইলাম। তখন তিনি কিছু দূর হেঁটে এসে দরজা খুলে দিলেন। অতঃপর নিজ ছালাতের জায়গায় প্রত্যাবর্তন করলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, দরজাটি ক্বিবলার দিকে ছিল' *(নাসাঈ, আহমাদ, আবুদাঊদ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১০০৫, সনদ ছহীহ)*। এতে প্রমাণিত হয় যে, ছালাতরত অবস্থায় সামান্য স্থানান্তর হওয়া জায়েয আছে *(দ্রঃ ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৯৫ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৭/৪০৭)ঃ আমার স্বামী সপ্তাহে প্রায় ৬ দিনই তার ছোট স্ত্রীর নিকটে থাকে। আর একদিন মাত্র আমার নিকটে থাকে। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-শরীফা সুলতানা
কোটালীপাড়া, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ স্ত্রীদের সাথে ইনছাফ করা স্বামীদের উপরে অপরিহার্য কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কারু নিকট যদি দু'জন স্ত্রী থাকে, আর সে যদি তাদের মাঝে ইনছাফ না করে, তাহ'লে সে ক্বিয়ামতের দিন অর্ধাঙ্গ অবস্থায় উঠবে' *(নাসাঈ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩২৩৬)*। তবে স্ত্রীদের পারস্পরিক সম্মতিতে রাত্রি বন্টনে কম-বেশী করা যায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২২৯, ৩২৩০ ও ৩২৩১)*। নতুন স্ত্রী কুমারী হ'লে তার নিকটে সাত রাত্রি যাপনের পর সমান হারে রাত্রি বন্টন করবে। আর নতুন স্ত্রী কুমারী না হ'লে তার নিকট তিন রাত্রি থাকার পর সমান হারে রাত্রি বন্টন করবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২৩৩ 'স্ত্রীদের দিন বন্টন' অনুচ্ছেদ)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইনছাফ সহকারে তাঁর স্ত্রীদের মাঝে রাত্রি বন্টন করতেন *(নাসাঈ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৩২৩৫, সনদ হাসান)*।

প্রশ্নঃ (৮/৪০৮)ঃ ইয়াতীমদের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করলে সমস্ত নেক আমল ধ্বংস হয়ে যায়, কথাটি কি সঠিক?

-মফীযুদ্দীন
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ অন্যায়ভাবে ইয়াতীমদের মাল ভক্ষণ করা নিঃসন্দেহে কাবীরা গোনাহ এবং তা ৭টি ধ্বংসকারী বস্তুর একটি। তবে এর ফলে কারু সমস্ত নেক আমল ধ্বংস হয়ে যায় এমনটি নয়। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ৭টি ধ্বংসকারী বস্তু হ'তে তোমরা বেঁচে থাক। আল্লাহর সাথে শরীক করা, জাদু করা, অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করা, যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সূদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, যুদ্ধের ময়দান হ'তে পালিয়ে আসা এবং পূত-পবিত্র মুসলিম মহিলাদের চরিত্র সম্পর্কে কুৎসা রটনা করা *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২ 'ঈমান' অধ্যায়, 'মুনাফিকের আলামত ও কাবীরা গুনাহ সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৯/৪০৯)ঃ আমরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে বের হয়ে এক নির্জন এলাকায় রুটি খাচ্ছিলাম। হঠাৎ করে বুকে রুটি আটকে গেলে পানি আনার জন্য এক বন্ধু গ্রামের দিকে দৌড়ে যায়। কিন্তু আমার অবস্থা মরণাপন্ন। অন্য বন্ধুর নিকটে মদের বোতল ছিল। সে আমার অবস্থা দেখে আমাকে মদ দিলে আমি প্রাণ রক্ষার্থে দু'ঢোক পরিমাণ খেয়ে ফেলি এবং সুস্থতা লাভ করি। আমি জীবনে কোন দিন মদ বা তাড়ী খাইনি। এই মরণাপন্ন অবস্থায় হারাম জিনিষ খেয়েছি। এখন আমার করণীয় কি?

-হাবীবুর রহমান
রাজবাড়ী, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

উত্তরঃ প্রাণ রক্ষার্থে নিরুপায় অবস্থায় জান বাঁচা পরিমাণ হারাম বস্তু ভক্ষণ করাতে দোষ নেই। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন মৃত জীব, রক্ত, শুকরের গোশত এবং সে সব জীব-জন্তু, যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু নামে উৎসর্গ করা হয়। তবে যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে পড়বে এবং বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন না করে, তাহ'লে তাতে দোষ নেই' *(বাক্বারাহ ১৭৩)*।

প্রশ্নঃ (১০/৪১০)ঃ আমি প্রায় দু'বছর আগে ইসলাম গ্রহণ করেছি। কিন্তু খাৎনা করিনি। মাসিক 'আত-তাহরীকে'র মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, বড় মানুষ খাৎনা না করলেও চলবে। কিন্তু আমি কতগুলি উপকারার্থে খাৎনা করতে ইচ্ছুক। কাউকে না জানিয়ে একাকী খাৎনা করতে পারব কি?

-আব্দুর রহমান
আতর আলী রোড, মাগুরা।

উত্তরঃ নিজে বা যেকোন ব্যক্তির মাধ্যমে খাৎনা করা যায়। ইবরাহীম (আঃ) ৮০ বছর বয়সে নিজ হাতে সুতারের অস্ত্র দ্বারা খাৎনা করেছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, নায়লুল আওত্বার ১/১১১ পৃঃ; দ্রঃ 'আত-তাহরীক' মে ২০০১ প্রশ্নোত্তর ২০/২৬৫)*।

প্রশ্নঃ (১১/৪১১)ঃ জনৈক আলেম কবরে পুষ্পমাল্য অর্পণ করাকে ঘৃণা করতেন। অথচ কোন উচ্চ পদে আসীন হওয়ার পর নিজেই তা করছেন। এরূপ পরস্পর বিরোধী আমল করা কি শরী'আতে জায়েয?

-আব্দুল গাফফার
নাযিরাবাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ এরূপ করা শরী'আতে নাজায়েয। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যেটা করোনা সেটা কেন বল? আল্লাহ্র নিকটে এটাই বড় গোনাহ যে, তোমরা ঐগুলি বল, যা তোমরা কর না' *(ছফ ২-৩)*।

আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামতের দিন তোমরা সবচেয়ে খারাপ লোক ঐ ব্যক্তিকে পাবে, যে দু'মুখী। সে এক মুখ নিয়ে এদের কাছে যায় এবং অপর মুখ নিয়ে অন্যদের কাছে যায়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৮২২ 'আদব' অধ্যায়)*।

উল্লেখ্য, কবরে-মাযারে বা কথিত শহীদ মিনারে বা স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করা, পুষ্পমাল্য অর্পণ করা, তার সম্মানে বা কোন মৃত ব্যক্তির সম্মানে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা ইত্যাদি সম্পূর্ণ রূপে শরী'আত বিরোধী কাজ এবং অমুসলিমদের অনুকরণে সৃষ্ট। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি সেই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে' *(আহমাদ, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়)*। এতদ্ব্যতীত এগুলির মধ্যে শিরক মিশ্রিত আছে। কেননা নেককার ব্যক্তির কবর যিয়ারতের সময় কেবল দো'আ করার কথা এসেছে। দাঁড়িয়ে সম্মান করা ও পুষ্পার্ঘ নিবেদন করার বিধান নেই। এছাড়া শহীদ মিনার ইত্যাদি যেখানে কোন কবর নেই, অথচ এগুলি নিজেরা তৈরী করে নিজেরা পবিত্র ঘোষণা করে নিজেরা সেখানে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে বা পুষ্পমাল্য অর্পণ করে। এগুলি লাশ বিহীন কবর যিয়ারতের শামিল, যা মূর্তি পূজার সমার্থক। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কি ঐ বস্তুর উপাসনা কর, যা তোমরা নিজ হাতে গড়েছ' *(ছাফফাত ৯৫)*। মূর্তিপূজারী পিকার নিকটে এ প্রশ্ন উত্থাপন করাতেই ইবরাহীম (আঃ)-কে বিতাড়িত হ'তে হয়েছিল।

প্রশ্নঃ (১২/৪১২)ঃ মুওয়াযযিনের আযানের জওয়াব জামা'আতের পক্ষ হ'তে যে কেউ দিলে চলবে, না-কি প্রত্যেককেই দিতে হবে?

-ইকবাল
মিরাট, রাণীনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ প্রত্যেককেই দিতে হবে। জামা'আতের পক্ষ হ'তে যে কেউ জওয়াব দিলে তা যথেষ্ট হবে না। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন তোমরা মুওয়াযযিনকে আযান দিতে শুনবে, তখন মুওয়াযযিন যা বলে তোমরাও তা বল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭ 'মুওয়াযযিনের জওয়াব ও আযানের ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৪১৩)ঃ জেনে-শুনে জাল হাদীছ বর্ণনাকারীর হুকুম কি?

-আছগর
ভেণ্ডাবাড়ী, পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তরঃ জেনে-শুনে ও ইচ্ছাকৃতভাবে জাল হাদীছ বর্ণনাকারীর একমাত্র পরিণাম জাহান্নাম। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নিল' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার পক্ষ হ'তে এমন কথা বলে, যাকে সে মিথ্যা মনে করে, তবে সে মিথ্যুকদের অন্যতম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৯ 'ইল্ম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৪১৪)ঃ একই বাড়ীর ৫ সদস্য বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করে। ২ জন পুরুষ, ২ জন মহিলা এবং একটি শিশু। জানাযা পড়ানোর সময় প্রথমে পুরুষ তারপর মহিলা ও সবশেষে শিশু সন্তানকে পরপর সাজিয়ে জনৈক ইমাম ছাহেব জানাযা পড়িয়েছেন। আমার প্রশ্ন উল্লিখিত পদ্ধতিতে সাজানো কি ঠিক হয়েছে?

-মুহাম্মাদ ছিদ্দীকুর রহমান
কাটখইর, নওগাঁ।

উত্তরঃ সাজানো ঠিক হয়নি। বরং প্রথমে পুরুষ অতঃপর শিশু, তারপর মহিলাদের রাখতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) একদা ৯ জন পুরুষ ও নারীর জানাযা পড়িয়েছিলেন এবং ইমামের সামনে ক্বিবলার দিকে প্রথমে পুরুষ ও পরে নারীকে রেখেছিলেন *(আলবানী, তালখীছু আহকামিল জানায়েয, পৃঃ ৫০-৫২; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১১৫)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৪১৫)ঃ স্ত্রীর মৃত্যুর আগে যদি দেনমোহর পরিশোধ করা না হয়, তাহ'লে মৃত্যুর পরে কি মোহরের টাকা দান করতে হবে?

-রফীকুল ইসলাম
ঘোনা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ইসলামী শারী'আতে মোহর এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয, যাকে হালকাভাবে দেখার কোন অবকাশ নেই। এটি স্ত্রীর জীবদ্দশায় পরিশোধ করা অপরিহার্য কর্তব্য। স্ত্রীর জীবদ্দশায় তা পরিশোধ করা না হ'লে, স্বামীকে অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং স্ত্রীর ওয়ারিছদের মধ্যে মোহরের অর্থ বন্টন করে দেওয়া যরূরী হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অজ্ঞতাবশতঃ কোন মন্দ কাজ করে অনন্তর তওবা করে এবং সৎ হয়ে যায়, তবে তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, করুণাময়' *(আন'আম ৫৪)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৪১৬)ঃ বাংলাদেশে ছালাত শেষে মুনাজাত করা, মীলাদ পড়া এবং শবেবরাত পালন করা প্রচলিত আছে। কিন্তু কুয়েতে এগুলির কোনটাই হয় না। এগুলি নাকি বিদ'আত। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুছ ছামাদ
সি,ই,বি (ও,কে পি-১)
পুরাতন খাইতান, কুয়েত।

উত্তরঃ ফরয ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর পরে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে ইমামের সরবে দো'আ পাঠ ও মুক্তাদীদের সশব্দে 'আমীন' 'আমীন' বলার প্রচলিত প্রথাটি দ্বীনের মধ্যে একটি নতুন সৃষ্টি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম হ'তে এর পক্ষে ছহীহ বা যঈফ সনদে কোন দলীল নেই *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'আ ফাতাওয়া ২২/৫১৯)*।

৬০৪ হিজরী পর্যন্ত মীলাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। ক্রুসেড বিজেতা সেনাপতি মিসরের সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী (৫৩২-৫০৯ হিঃ) কর্তৃক নিয়োজিত ইরাকের 'এরবল' এলাকার গভর্ণর আবূ সাঈদ মুযাফ্‌ফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬-৬৩০ হিঃ) ৬০৪ হিজরী মতান্তরে ৬২৫ হিজরীতে খৃষ্টানদের 'বড় দিন'-এর অনুকরণে সর্বপ্রথম মীলাদের প্রচলন ঘটান *(মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মীলাদ প্রসঙ্গ, পৃঃ ৫)*।

নিছফে শা'বান তথা শবেবরাতের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন ছহীহ মারফূ' হাদীছ নেই। এ সম্পর্কে যে সমস্ত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে সেগুলির কোনটি মুনক্বাতি', কোনটি মুরসাল, কোনটি যঈফ, কোনটি মওযূ'। অনেকে সূরা দুখান-এর ৩ নং আয়াতে বর্ণিত 'মুবারক রজনী' দ্বারা শবেবরাত বুঝাতে চান। অথচ এখানে মুবারক রজনী অর্থ 'লায়লাতুল ক্বদর'। যেমনটি সূরা ক্বদরের ১ম আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমরা ইহা (কুরআন) নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে' *(বিস্তারিত দ্রঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, 'শবেবরাত' পুস্তক)*।

প্রশ্নে উল্লেখিত আমলগুলি নিঃসন্দেহে বিদ'আত, যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৪১৭)ঃ ইমামের অনুপস্থিতিতে মুছল্লীগণ আমাকে ইমামতি করার জন্য অনুমতি দেন। অতঃপর ছালাত শুরু করলে প্রধান ইমাম এসে বললেন, কার হুকুমে সে ওখানে দাঁড়াল? ইমামের বিনা অনুমতিতে সেখানে দাঁড়ানোই উচিত নয়। তার মাথা আলাদা করার হুকুম আছে। অতঃপর দ্বিতীয় ইমাম এসে বললেন, কে ইমামতি করছে? পরে ব্যবস্থা হবে। উল্লেখ্য যে, তাঁরা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের ইমাম নন। শুধুমাত্র জুম'আর ছালাতের ইমাম। তাদের এ সমস্ত কথা বলা এবং আমার ইমামতি করা অপরাধ হয়েছে কি? ছহীহ দলীলের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন
চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ নির্ধারিত ইমামের উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত অন্যের ইমামতি করা শরী'আত সম্মত নয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১১৭ 'ইমামত' অনুচ্ছেদ)*। তবে ইমামের অনুপস্থিতিতে মুছল্লীগণ যদি অন্য কাউকে ইমামতি করার দায়িত্ব দিয়ে ছালাত আদায় করেন, তাহ'লে তা নিঃসন্দেহে জায়েয আছে। ছালাত শুরু হওয়ার পর নির্ধারিত ইমাম এসে যদি বাড়াবাড়ি করেন, তাহ'লে তা শরী'আত বিরোধী কাজ হিসাবে গণ্য হবে। সাহল ইবনু সা'দ আস-সা'এদী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বনী আমর ইবনে আউফ গোত্রে তাদের মধ্যকার কোন একটা বিবাদ মীমাংসা করতে গিয়েছিলেন। ইতিমধ্যে ছালাতের সময় হ'লে আবুবকর (রাঃ)-এর কাছে মুওয়াযযিন এসে বলল, আপনি কি লোকদের ছালাত পড়াবেন? আমি ইক্বামত দেই। তিনি বললেন, হ্যাঁ। আবুবকর (রাঃ) ছালাত পড়াতে শুরু করলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উপস্থিত হ'লে ছাহাবায়ে কেরাম হাতে তালি মেরে আবুবকরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আগমনের কথা অবগত করানোর চেষ্টা করেন তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে ইশারায় নিষেধ করলেন এবং আবু বকরকে বললেন, তুমি তোমার জায়গায় স্থির থাক। ছালাত শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে ছালাতে সন্দেহ হ'লে হাতে তালি মারার পরিবর্তে (পুরুষদের জন্য) 'সুবহানাল্লাহ' বলার নির্দেশ দিলেন *(বুখারী ১/৯৪ 'ইমামের অনুপস্থিতিতে অন্যের ইমামতিতে ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ)*। অন্য কেউ ইমামতি করলে তার মাথা আলাদা করার হুকুম আছে- ইত্যাদি কথাগুলি স্রেফ বাড়াবাড়ি।

প্রশ্নঃ (১৮/৪১৮)ঃ সময়ের অভাবে যোহরের ফরয ছালাতের পূর্বের ৪ রাক'আত সুন্নাত না পড়েই জাম'আতে শরীক হয়েছি। এক্ষণে ছালাত শেষে পূর্বের ৪ রাক'আত সুন্নাত আগে পড়ব, নাকি পরের ২ রাক'আত সুন্নাত আগে পড়ব? ইমামের পিছনে মুক্তাদী

আর মুক্তাদীর পিছনে ৫০/৬০ গজ ফাঁকা জায়গা বা রাস্তা অথবা নালা রেখে তার পরে মহিলারা মাইকের মাধ্যমে ইমামের অনুকরণ করতে পারবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আশরাফুল আলম
গ্রাম- শাহবাজপুর, কানসাট
চাঁপাই নবাবগঞ্জ
ও
মুছল্লীবৃন্দ
শাহারবাটী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ যোহরের ফরয ছালাতের পূর্বের ৪ রাক'আত সুন্নাত পরের ২ রাক'আত সুন্নাতের পরে পড়াই উত্তম। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যোহরের পূর্বের ৪ রাক'আত সুন্নাত আদায় করতে না পারলে, পরের ২ রাক'আত সুন্নাতের পরে আদায় করতেন' *(ইবনু মাজাহ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪২ পৃঃ 'যোহরের সুন্নাত ক্বাযা করা' অনুচ্ছেদ)*। ইবনু মাজাহ্র উক্ত হাদীছটিকে আহমাদ শাকের 'ছহীহ' বলেছেন *(তিরমিযী হা/৪২৬, ২/২৯১ পৃঃ 'যোহরের পরের ২ রাক'আত সুন্নাত' অনুচ্ছেদ)*। তবে হাদীছটিকে নাছিরুদ্দীন আলবানী 'যঈফ' বলেছেন *(যঈফ ইবনে মাজাহ ৮৮-৮৯ পৃঃ)*।

হাফেয ইরাক্বী বলেন, শাফেঈদের নিকটে পূর্বের ৪ রাক'আত পরের ২ রাক'আত সুন্নাতের পরে আদায় করাই সঠিক। আর যোহরের সময় বাকী থাকলে ২ রাক'আত সুন্নাতের পূর্বেও উক্ত ৪ রাক'আত পড়া যায়। তবে প্রথমটিই উত্তম' *(নায়লুল আওত্বার ৩/২৮৮ পৃঃ; তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৪১২ ও ১৩ পৃঃ হা/৪২৪)*।

যদি ইমামের তাকবীর শোনা যায় তাহ'লে ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যখানে কোন রাস্তা, প্রাচীর বা নালা থাকলেও ইমামের এক্তেদা করা জায়েয। যা ইমাম বুখারীর নিম্নোক্ত 'তরজমাতুল বাব' বা 'অধ্যায় শিরোনাম' থেকে প্রমাণিত হয়।

তিনি বলেন, 'হাসান বছরী বলেছেন, ইমাম ও তোমার মধ্যে কোন নহর থাকলেও কোন দোষ নেই। আবু মেজলায বলেছেন, ইমামের তাকবীর শোনা যায় এমন অবস্থায় ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যখানে যদি কোন রাস্তা বা প্রাচীর থাকে তবুও এক্তেদা করা চলবে।

আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, ছাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাত্রীকালীন ছালাতে প্রাচীরের বাহির থেকে তাঁর এক্তেদা করেছেন *(বুখারী ১/১০১ পৃঃ 'ইমাম ও মুক্তাদীর মধ্যখানে কোন দেওয়াল বা পর্দা থাকা' অনুচ্ছেদ; আবুদাউদ, মিশকাত হা/১১২৪ 'ছালাতে দাঁড়াবার স্থান' অনুচ্ছেদ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৯৩-৯৪)*।

***প্রশ্নঃ (১৯/৪১৯)ঃ** তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে সূরা তাকাছুর একবার পাঠ করলে এক হাযার আয়াত পাঠের নেকী পাওয়ার কথা উল্লেখ আছে। উক্ত বর্ণনা ছহীহ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।*

-মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম
১৭ বংশাল রোড, ঢাকা
ও
-মুহাম্মাদ শাব্বির আহমাদ
গ্রাম- পশ্চিম ভাটপাড়া
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছটি সম্পর্কে মুনযেরী বলেন, رجال اسناده ثقات إلا أن عقبة بن محمد لاأعرفه ولكن هذا السند عن نافع عن ابن عمر وهو سند صحيح، 'হাদীছটির সনদের সকল রাবী বিশ্বস্ত। তবে ওক্ববা বিন মুহাম্মাদকে আমি চিনি না। কিন্তু নাফে' থেকে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর প্রমুখাত বর্ণিত অত্র সনদটি ছহীহ' *(আহমাদ হাসান দেহলভী, তানক্বীহুর রুওয়াত ফী তাখরীজি আহাদীছিল মিশকাত ২/৫৮ পৃঃ)*। হাদীছটি বায়হাক্বী স্বীয় 'শু'আবুল ঈমান' গ্রন্থে সংকলন করেছেন *(মিশকাত হা/২১৮৪ 'কুরআনের মাহাত্ম্য' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২০/৪২০)ঃ জনৈক ইমাম বক্তব্য রাখার সময় বলেন, সামুরা (রাঃ)-কে যখন কাফেররা মেরে ফেলে তাঁর লাশ নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন মৌমাছি তাঁর লাশটি ঘিরে ফেলে। ফলে লাশ নিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। পুনরায় রাতে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে লাশ অন্যত্র চলে যায়। কেউ তার লাশের সন্ধান পায়নি। এ কথার সত্যতা জানিয়ে উপকৃত করবেন।

-মুহাম্মাদ আমীনুল হক
মল্লিকপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত লাশটি সামুরা (রাঃ)-এর ছিল না; বরং আছেম ইবনু ছাবেত (রাঃ)-এর ছিল। দ্বিতীয়তঃ লাশটি যে বৃষ্টিতে ভেসে অন্যত্র চলে যায় একথারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মূল ঘটনা নিম্নে প্রদত্ত হ'ল-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওমর (রাঃ)-এর চাচা আছেম ইবনু ছাবিত (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ১০ জনের একটি ছোট সেনাদলকে পাঠান। কিন্তু মক্কার নিকটবর্তী 'ফাদফাদ' নামক স্থানে তিনি শহীদ হন। তাই কুরাইশ গোত্রের লোকেরা আছেম ইবনু ছাবেতের নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার নিমিত্তে তাঁর মৃতদেহের কিছু অংশ নিয়ে যাওয়ার জন্য লোক পাঠিয়েছিল। কারণ বদরের যুদ্ধে আছেম ইবনু ছাবেত তাদের একজন বড় নেতাকে হত্যা করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তখন একদল মৌমাছি পাঠিয়ে দিলেন। ফলে তাদের (কাফেরদের) প্রেরিত লোকদের হাত থেকে আছেমের লাশ রক্ষা পায়। আর এভাবেই আছেম ইবনু ছাবেতের মৃত দেহের কোন অংশ নিতে কাফেররা ব্যর্থ হয়' *(বুখারী, ফাৎহুল বারী, 'যুদ্ধ-বিগ্রহ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ২৮, হা/৪০৮৬)*।

প্রশ্নঃ (২১/৪২১)ঃ সিগারেট, বিড়ি, জর্দ্দা খাওয়া সম্পর্কে শরী'আতের বিধান কি?

-আব্দুছ ছামাদ
গ্রাম- আটুলিয়া (মোল্লাপাড়া)
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ সিগারেট, বিড়ি, গুল, জর্দ্দা খাওয়া বা পান করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্বর্ণযুগে ধূমপানের কোন উপকরণ ছিল না। কিন্তু তিনি এমন কিছু মূলনীতি দিয়ে গেছেন, যা দ্বারা এগুলি হারাম প্রমাণিত হয়। যেমন- স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর, প্রতিবেশী, সফরসঙ্গী, স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের জন্য ক্ষতিকর, সম্পদের অপচয় ইত্যাদি ধরণের সব কিছুকেই তিনি হারাম করে গেছেন।

সিগারেট ও বিড়ি তামাক থেকে তৈরী। যা মাদকের অন্তর্ভুক্ত। যার ধোঁয়া জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَضَرَرَ وَلاَضِرَارَ 'ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, ক্ষতিগ্রস্ত করবে না' *(বুলূগুল মারাম হা/৯১১ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*।

গুল-জর্দ্দা হ'ল প্রকৃত তামাক, যা ভক্ষণ করা হয়। এটা সরাসরি মাদক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ 'প্রত্যেক মাদক দ্রব্য হারাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮ 'মদ ও মদ্যপায়ীর শাস্তি' অনুচ্ছেদ)*। আল্লাহ যাবতীয় খবীছ বা অপবিত্র বস্তুকে হারাম করেছেন *(আ'রাফ ১৫৭)*। অতএব সিগারেট, বিড়ি, গুল, জর্দ্দা ইত্যাদি খবীছ ও মাদক জাতীয় বস্তু খাওয়া বা পান করা হারাম *(দ্রঃ আত-তাহরীক, প্রশ্নোত্তর ২৬/২৭১, মে ২০০১)*।

প্রশ্নঃ (২২/৪২২)ঃ নিশ্ছিদ্র ভাবে নির্মিত বাথরুমে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে গোসল করা জায়েয কি? এইরূপ গোসলের পর ছালাত আদায়ের জন্য পুনরায় ওযূ করার আবশ্যকতা আছে কি?

-বদরুল ইসলাম
বল্লা বাজার, টাংগাইল।

উত্তরঃ গোসলখানায় নগ্ন হয়ে গোসল করা যায় *(ফাৎহুল বারী ১/৩৮৫ পৃঃ; বুখারী ১/৪১ পৃঃ; আত-তাহরীক, আগষ্ট ২০০১, প্রশ্নোত্তর ২৩/২৭৩)*। তবে কাপড় পরে গোসল করাই উত্তম এবং এটি শিষ্টাচারের অন্যতম দিকও বটে। জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালকে বিশ্বাস করে, সে যেন কাপড় পরে গোসলখানায় প্রবেশ করে' *(ছহীহ নাসাঈ হা/৩৯৯; ছহীহ তিরমিযী হা/২২৬০)*। মু'আবিয়া ইবনু হায়দা (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের কেউ নির্জনে নগ্ন হ'তে পারে কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ মানুষের চেয়ে বেশী লজ্জাশীল' *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৪০১৬ 'গোসলখানা' অধ্যায়)*। ওযূ করে গোসল করলে ছালাত আদায়ের জন্য পুনরায় ওযূ করার কোন আবশ্যকতা নেই।

প্রশ্নঃ (২৩/৪২৩)ঃ মি'রাজের পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং ছাহাবীগণ দৈনিক কত ওয়াক্ত ছালাত আদায় করতেন? 'অহি' নাযিল হওয়ার পর থেকে মি'রাজ রজনীর ব্যবধান কত বছর? ইবরাহীম (আঃ)-এর যুগে কত ওয়াক্ত ছালাত ছিল?

-আরিফুল ইসলাম
খেজুরতলা, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ নবুঅত লাভের পর থেকে মি'রাজের রাত্রি পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দৈনিক কত ওয়াক্ত ও কত রাক'আত ছালাত আদায় করতেন, তার হিসাব পাওয়া যায় না। তবে মুক্বাতিল (রহঃ) সূরা মুমিনের ৫৫নং আয়াতের তাফসীরে বলেন, ঐ সময়ে সূর্যোদয়ের ও সূর্যাস্তের পূর্বে দুই ওয়াক্তে দুই রাক'আত করে ছালাত আদায় করা হ'ত' *(মুখতাছার সীরাতুর রাসূল, পৃঃ ১১৮; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৭৬; আত-তাহরীক, ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, জুন ২০০০, প্রশ্নোত্তর ১৮/২৫৮)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'অহি' প্রাপ্ত হয়েছিলেন রামাযান মাসের ২১ তারিখ সোমবার শবেকদরে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল চান্দ্রবর্ষ অনুযায়ী ৪০ বছর ৬ মাস ১২ দিন এবং সৌরবর্ষ অনুযায়ী ৩৯ বছর ৩ মাস ২২ দিন মোতাবেক ৬১০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৬৬)*।

মি'রাজ কখন সংঘটিত হয়েছিল এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ছয় ধরনের মতভেদ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে সূরা ইসরার বর্ণনাদৃষ্টে অনুমান করা যায় যে, মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাক্কী জীবনের শেষ দিকে নবুঅতের দশম বৎসরের পরে তথা হিজরতের কিছুদিন পূর্বে। কারণ খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যু হয়েছিল নবুঅতের দশম বছরে রামাযান মাসে। আর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত খাদীজার মৃত্যুর পূর্বে ফরয হয়নি। এ থেকে বুঝা যায় যে, নবুঅত প্রাপ্তির দশ বৎসরের অনধিক পরে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ১৩৭)*। 'মুখতাছার সীরাতুর রাসূল'-এর একটি বর্ণনায় ধারণা করা যায় যে, ইবরাহীম (আঃ)-এর সময়েও অনুরূপ দুই ওয়াক্ত ছালাত ছিল *(ঐ, পৃঃ ১২০)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৪২৪)ঃ পুত্র বা কন্যা সন্তান হ'লে আযান ও ইক্বামত কতবার এবং কোথায় দিতে হবে?

-মুহাম্মাদ কাওছার আলী
আটুলিয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ছেলে হৌক বা মেয়ে হৌক ভূমিষ্ঠ সন্তানের কানে কেবলমাত্র আযান শুনাতে হবে *(আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, ইরওয়াউল গালীল হা/১১৭৩, ৪/৪০০ পৃঃ)*। ডান কানে আযান ও বাম কানে এক্বামত শুনানোর হাদীছটি 'মওযূ' বা জাল *(ঐ, হা/১১৭৪; আত-তাহরীক, ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, এপ্রিল ২০০০, প্রশ্ন নং ১/১৮১)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৪২৫)ঃ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরে ৩টি পরীক্ষা হয়। ঐ পরীক্ষার ফি-এর অবশিষ্ট টাকা সমস্ত শিক্ষক ভাগ করে নেয়। এছাড়া সরকার প্রদত্ত উপবৃত্তির একটি অংশ টিউশন ফি বাবদ প্রতিষ্ঠানের নামে ব্যাংকে জমা হয়। ঐ টাকাও শিক্ষকগণ ভাগ করে নেন। এরূপ টাকা নেয়া হালাল না হারাম।

-আব্দুছ ছবুর
চান্দা সোনাবাড়িয়া
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি যদি উক্ত টাকা শিক্ষকদের মাঝে বন্টনের বিষয়টি অনুমোদন করে, তবে তা নেওয়া জায়েয হবে, অন্যথায় নয়। অনুরূপভাবে ছাত্রদের জন্য প্রদত্ত উপবৃত্তির টাকা থেকে যদি সরকার কিছু অংশ শিক্ষকদের জন্য বরাদ্দ করে থাকেন, তবে সেটাও নেওয়া জায়েয হবে, নইলে নয়।

প্রশ্নঃ (২৬/৪২৬)ঃ খাদীজা (রাঃ)-কে আল্লাহ তা'আলা এবং জিবরীল (আঃ) কি সালাম জানিয়েছিলেন?

-মুহাম্মাদ শাব্বির আহমাদ
পশ্চিম ভাটপাড়া, নন্দনগাছী
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা জিবরীল (আঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! খাদীজা একটি পাত্রসহ আসছেন, যাতে তরকারী ও খাদ্য রয়েছে। তিনি যখন আপনার নিকটে পৌঁছবেন, তখন তাঁকে তাঁর প্রভু আল্লাহ ও আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবেন এবং জান্নাতে এমন একটি ঘরের সুসংবাদ দিবেন যেখানে কোন হৈ-হুল্লোড় বা কষ্ট নেই' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬১৭৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৯২৫ 'রাসূল (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণের ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৪২৭)ঃ আমরা জানতাম ছালাতের নিয়ত করা ফরয। কিন্তু কুয়েতে এসে শুনি এটি বিদ'আত। 'আত-তাহরীক'-এর মাধ্যমে এর সঠিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-সার্জেন্ট আব্দুস সালাম
পুরাতন খাইতান, কুয়েত।

উত্তরঃ নিয়ত করা ফরয। কিন্তু নিয়ত পড়া বিদ'আত। 'নিয়ত' শব্দের অর্থ হৃদয়ের সংকল্প। ছালাতের জন্য মনে মনে সংকল্প করাই যথেষ্ট। বিভিন্ন পুস্তিকায় ছালাতের জন্য যে গৎবাঁধা নিয়ত সমূহ লিপিবদ্ধ আছে, তা কুরআন বা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন কাজ করলো, যেখানে আমাদের নির্দেশ নেই, সেটা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী হা/১০৯২)*। বিশিষ্ট হানাফী আলেম মোল্লা আলী ক্বারী, ইবনুল হুমাম, আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী (রহঃ) মুখে নিয়ত পাঠ করাকে বিদ'আত বলে আখ্যায়িত করেছেন *(মিরক্বাত শরহে মিশকাত (দিল্লী ছাপাঃ) ১/৪০-৪১ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ২৪ টীকা-৫৪)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৪২৮)ঃ কোন অপরাধ করার কারণে পিতা পুত্রের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। অতঃপর পিতার মুমূর্ষু অবস্থায় পুত্র পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে পিতা তাকে ক্ষমা করেননি। এক্ষণে পুত্র পিতার অসন্তুষ্টিতে জান্নাত পাবে না বলে প্রত্যহ পিতার কবরের কাছে গিয়ে ক্রন্দন করে এবং ক্ষমা চায়। এমতাবস্থায় পুত্র কি ক্ষমা পাবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হযরতুল্লাহ মিয়াঁ
যোগীশো, লালপুর, তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ পিতা-মাতার নাফরমানী করা এবং তাদের অবাধ্য হওয়া কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত *(বুখারী, মিশকাত হা/৫০ 'ঈমান' অধ্যায়, 'কাবীরা গুনাহ সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট রাখা মহান আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট রাখার পূর্বশর্ত *(তিরমিযী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৯২৭ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'সদাচরণ' অনুচ্ছেদ)*। সেকারণ সকলকে সর্বদা পিতা-মাতার সন্তুষ্টির প্রতি খেয়াল রেখে চলতে হবে।

পিতা ও পুত্রের মাঝে যে মনোমালিন্য হয়েছিল, সেগুলি শরী'আতের দৃষ্টিতে সমাধান করে পুত্র যদি কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে পিতার নিকটে ক্ষমা চেয়ে থাকে, তাহ'লে ক্ষমা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। যদি সেখানে হক্কুল ইবাদ নষ্ট না হয়ে থাকে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'অবশ্যই বান্দা যখন নিজ গুনাহকে স্বীকার করার পর তওবা করে, তখন আল্লাহ তা কবুল করেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২/৭২১ পৃঃ, হা/২৩৩০)*। অতএব, এখন তার কর্তব্য হ'ল পিতা-মাতার জন্য দো'আ করা এবং কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

উল্লেখ্য যে, পিতার কবরে গিয়ে ক্ষমা চাওয়া যাবে না। কেননা আল্লাহ বলেন, 'তুমি কবরবাসীকে কিছু শুনাতে পারো না' *(নামল ৮০, রূম ৫২)*। স্রেফ আল্লাহ্র নিকটেই ক্ষমা চাইতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৯/৪২৯)ঃ জন্মের সময় ঈসা (আঃ) ব্যতীত কোন বনু আদমই শয়তানের ধোঁকা থেকে মুক্তি পায় না। আর এটি তাঁর নানীর দো'আর বরকতে হয়েছিল। একথা যদি সঠিক হয়, তবে কি আমাদের নবীর সম্মানের হানি হয়নি?

-আব্দুল্লাহ
জলডোহরী, ঝালকাঠি।

উত্তরঃ ঈসা (আঃ) ব্যতীত সকল বনু আদমের জন্মের সময় শয়তান স্পর্শ করে থাকে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৯)*। ঈসা (আঃ)-এর নানী ইমরানের স্ত্রী হান্নার দো'আর কারণে শয়তান তাঁকে স্পর্শ করেনি কথাটি সঠিক *(ইবনু কাছীর, সূরা মারিয়াম ৩৬ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*।

তবে এর দ্বারা আমাদের নবীর মর্যাদার হানি হয়নি। কেননা আমাদের রাসূল (ছাঃ)-এর বহু ফযীলত ও মু'জেযা রয়েছে, যা অন্যান্য নবীগণের নেই। একথা আবশ্যিক নয় যে, সকল নবীর সকল বৈশিষ্ট্য শ্রেষ্ঠ নবীর মধ্যে থাকতে হবে।

বরং অন্য নবীর মধ্যেও কিছু কিছু ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। তার দ্বারা শ্রেষ্ঠ নবীর সর্বোচ্চ মর্যাদার হানি হয় না *(মির'আত ১/১৪৮)*। উল্লেখ্য যে, আমাদের নবীও শয়তানের স্পর্শ থেকে নিরাপদ ছিলেন এবং তাঁকে কল্যাণ ব্যতীত অকল্যাণের প্ররোচনা দেওয়া হ'ত না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৭)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৪৩০)ঃ জুম'আর দিনে সূরা 'কাহ্ফ' তেলাওয়াতের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীছটির ভিত্তি সম্পর্কে জানতে চাই।

-আবদুল গণী
টুংগীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ শুধু জুম'আর দিনের সাথে খাছ করা বিদ'আত। বরং যেকোন দিন যেকোন সময় সূরা কাহ্ফ পড়া যাবে। সূরা কাহ্ফের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীছটি ছহীহ। বারা ইবনু আযেব (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি সূরা কাহ্ফ পাঠ করছিল। পাশেই তার দু'টি ঘোড়া বাঁধা ছিল। তৎক্ষণাৎ এক খণ্ড মেঘের আকৃতিতে ফেরেশতাগণ তাকে আচ্ছাদিত করে নিল। এমনকি তারা আরো নিকটবর্তী হ'তে লাগল। তখন তার ঘোড়া দু'টি লাফাতে থাকে। পরদিন সকালে তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এটা রহমত, যা কুরআনের কারণে নেমে এসেছিল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৭)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে 'যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফের প্রথম ১০ আয়াত মুখস্ত করবে, তাকে দাজ্জালের ফিৎনা হ'তে নিরাপদে রাখা হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৬)*। তবে হাদীছে জুম'আর কথা নেই। সেকারণ যেকোন সময়ের জন্য উক্ত ফযীলত প্রযোজ্য।

প্রশ্নঃ (৩১/৪৩১)ঃ জনৈক আহলেহাদীছ ইমামকে দেখলাম নতুন দোকানঘর উদ্বোধন করতে গিয়ে কুরআনের বিভিন্ন সূরা পাঠ শেষে দরূদ পড়লেন এবং হাত তুলে দো'আ করলেন। জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটি খাছ দো'আর অন্তর্ভুক্ত। নতুন দোকানঘর বা নতুন বাড়ী এভাবে উদ্বোধন করা যায় কি?

-মুঈনুদ্দীন
নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তরঃ নতুন বাড়ী বা নতুন দোকানঘর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা শরী'আত সম্মত নয়। এটি একটি বিদ'আতী রেওয়াজ মাত্র। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি এমন আমল করে, যার উপর আমার নির্দেশ নেই তাহ'লে তা পরিত্যাজ্য' *(বুখারী হা/১০৯২)*। তবে শয়তানের ক্ষতি হ'তে বাঁচার জন্য যেকোন সময় সাধারণভাবে সূরা বাক্বারাহ বা বাক্বারাহ্র শেষ দুই আয়াত তেলাওয়াত করা যাবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা তোমাদের বাড়ীকে কবরে পরিণত করো না। নিশ্চয়ই শয়তান এমন বাড়ীতে থাকে না যে বাড়ীতে সূরা বাক্বারাহ পড়া হয়' *(মুসলিম, মিশকাত ২১১৯)*। অন্য বর্ণনায় সূরা বাক্বারাহ্র শেষ দুই আয়াতের কথা বলা হয়েছে *(মিশকাত হা/২১৪৫)*। উল্লেখ্য যে, নতুন বাড়ী উদ্বোধনের জন্য কোনরূপ অনুষ্ঠান করার বিধান শরী'আতে নেই। মীলাদ দেওয়ার তো প্রশ্নই ওঠেনা। কেননা ওটা নিজেই একটি বিদ'আত।

প্রশ্নঃ (৩২/৪৩২)ঃ ছালাত রত অবস্থায় সিজদা দেওয়ার সময় এক পা নড়বে, না কি দুই পা? এক পা হ'লে কোন পা নড়বে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মতীউর রহমান
পবাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ সিজদার সময় দুই পা-ই নড়বে। কেননা সাত অঙ্গের উপর সিজদা করতে হয়। যার দু'অঙ্গ হচ্ছে দু'পা এবং পা দু'টি সিজদার সময় একসঙ্গে মিলে আংগুলগুলি ক্বিলামুখী থাকবে *(ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৬৫৪, ১/৩২৮ পৃঃ; হাকেম একে ছহীহ বলেছেন ও যাহাবী তা সমর্থন করেছেন; আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নবী পৃঃ ১২৪)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সিজদার সময় পা দু'টি নিজ স্থান থেকে সরে গিয়ে একত্রিতভাবে খাড়া থাকবে। উল্লেখ্য, ডান পা নড়বেনা মর্মে প্রচলিত কথাটি বানাওয়াট।

প্রশ্নঃ (৩৩/৪৩৩)ঃ আয়াতুল কুরসীসহ ফরয ছালাত শেষে যে সমস্ত দো'আ পড়ার কথা হাদীছে রয়েছে, সেগুলি কি সুন্নাত ছালাতের পরও পড়া যাবে?

-আবদুল ওয়াজেদ
টুংগীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ সুন্নাত বা নফল ছালাত শেষেও উপরোক্ত দো'আ ও তাসবীহ সমূহ পড়া যাবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৫, ৯৬৭)*। ওক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে নির্দেশ করলেন যে, আমি যেন প্রত্যেক ছালাতের পর সূরা নাস ও ফালাক্ব পাঠ করি' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৯৬৯, হাদীছ ছহীহ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক ছালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করবে, মৃত্যু ব্যতীত তাকে জান্নাতে যাওয়া থেকে কোন কিছুই রুখতে পারবে না' *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/৯৭৪)*। উল্লেখ্য যে, অত্র হাদীছের শেষাংশ যঈফ *(তাহক্বীক্ব মিশকাত ১/৩০৮ পৃঃ ২নং টীকা; নাসাঈ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৭২)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৪৩৪)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পদ্ধতি অনুযায়ী ছালাত আদায় না করলে ছালাত হবে কি?

-নাজমুল হাসান
বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পদ্ধতি অনুযায়ী ছালাত আদায় না করলে ছালাত হবে না। আল্লাহ বলেন, 'সে সকল ছালাত আদায়কারীদের জন্য দুর্ভোগ, যারা তাদের ছালাতের ব্যাপারে অমনোযোগী' *(মাঊন ৫-৬)*। সঠিকভাবে রুকূ-সিজদা না করায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে তিনবার বলেন, 'তুমি পুনরায় ছালাত আদায় কর। কেননা তুমি ছালাত আদায় করনি' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯০)*।

অন্য বর্ণনায় এমন ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'ছালাত চোর' ও 'নিকৃষ্টতম চোর' বলেছেন *(আহমাদ, হাকেম, মুওয়াত্ত্বা হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৮৮৫, ৮৮৬ 'রুকূ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৪৩৫)ঃ মানুষ অনেক সময় আল্লাহ্র নামে কসম করে বলে, অমুক অমুকের সাথে কথা বলব না। কিংবা অমুক কাজ করব না। পরে কসমের প্রতি দৃঢ় থাকতে ব্যর্থ হয় এবং তা করে ফেলে। এতে কি কোন কাফফারা দিতে হবে?

-আমেনা বেগম
খিলগাঁও, ঢাকা।

উত্তরঃ অনর্থক কসম করলে অর্থাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন ব্যাপারে কসম করা অথবা সত্য মনে করে কসম করা, কিন্তু বাস্তবে তা সত্য নয়, এসব কসমের ক্ষেত্রে কাফফারা লাগবে না। তবে কোন কাজ করা না করা সম্পর্কে যদি দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে কসম করা হয় এবং পরে তা ভঙ্গ করে, সেক্ষেত্রে কসমের কাফফারা দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ তোমাদেরকে অনর্থক কসমের জন্য পাকড়াও করবেন না। তবে যে কসম দৃঢ়ভাবে করা হয়, তার জন্য ধরবেন। এর কাফফারা এই যে, দশজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে। মধ্যম শ্রেণীর খাদ্য, যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে দিয়ে থাক। অথবা তাদেরকে বস্ত্র প্রদান করবে, অথবা একজন ক্রীতদাস বা দাসী মুক্ত করবে। যে ব্যক্তি সামর্থ্য না রাখে, সে তিনদিন ছিয়াম পালন করবে' *(মায়েদাহ ৮৯)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৪৩৬)ঃ সূরা ফাতিহা পড়ার সময় বিসমিল্লাহ সরবে না নীরবে পড়বে?

-আব্দুল কুদ্দুস
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ 'বিসমিল্লাহ' নীরবে পড়বে। চার খলীফা এবং ছাহাবীগণ নীরবে পড়তেন *(যাদুল মা'আদ ১/২০০ পৃঃ)*। সরবে পড়ার হাদীছগুলি যঈফ *(হাইয়াতু কেবারিল ওলামা ১/২৩৮ পৃঃ)*। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) এবং আবুবকর ও ওমর (রাঃ) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ দ্বারা ছালাত শুরু করতেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৪, বুখারী, 'ছালাত' অধ্যায় 'তাকবীরের পর কি পড়তে হবে' অনুচ্ছেদ, দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৪৯-৫০)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৪৩৭)ঃ ছালাত আদায়কালে মহিলারা চুল বেঁধে রাখবে না ছেড়ে দিবে? তাদের চুলের ১টি বা ৩টি বেনী বাঁধার ব্যাপারে শরী'আতে কোন বাধ্যবাধকতা আছে কি?

-তাওহীদুয যামান
দঃ ভাদিয়ালী, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ অন্য সময়ের ন্যায় ছালাত আদায়কালেও মেয়েরা তাদের চুল পিছনে বেনী বা খোঁপাবদ্ধ করে রাখবে। এটা মেয়েদের পর্দা রক্ষা এবং ছালাতে খুশূ-খুযু বজায় রাখার সহায়ক। তবে তাদের খোঁপা উটের কুঁজের মত (كأسنمة البخت) করে মাথার উপরে বাঁধা যাবে না। যেমনভাবে প্রাচীন যুগে মিসরীয় নারীরা বাঁধতো। পর পুরুষকে আকৃষ্টকারী এই সব মহিলারা জাহান্নামী' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪ 'কি্বছাছ' অধ্যায় 'যেসব অপরাধের দণ্ড নেই' অনুচ্ছেদ; মিরক্বাত ৭/৯৬)*। ছালাত বা ছালাতের বাইরে সর্বাবস্থায় মেয়েদের জন্য এটা নিষিদ্ধ।

এক্ষণে 'ছালাতের সময় মুছল্লী তার ৭টি অঙ্গের উপরে সিজদা করবে (কপাল, দু'হাত, দু'হাঁটু ও দু'পায়ের মাথা)' মর্মে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের শেষাংশে যে বলা হয়েছে, وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعْرَ 'এবং আমরা যেন সিজদাকালে আমাদের কাপড় ও চুল গুটিয়ে না নেই' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৮৭; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৮২৭ 'সিজদা ও তার মাহাত্ম্য' অনুচ্ছেদ; নায়লুল আওত্বার ৩/১২২ পৃঃ)*। উক্ত বিষয়টি পুরুষের জন্য খাছ, মহিলাদের জন্য নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা না জানার কারণে অনেক পুরুষ মুছল্লী ছালাতের সময়ে তাদের মাথার চুল বেঁধে নিতেন। একদা ইবনু আব্বাস (রাঃ) জনৈক বদরী ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিছ (রাঃ)-এর চুল খুলে দেন *(আহমাদ, মুসলিম প্রভৃতি)*। অনুরূপভাবে ছাহাবী আবু রাফে' (রাঃ) হযরত হাসান বিন আলী (রাঃ)-এর মাথার চুল খুলে দেন *(ইবনু মাজাহ, আবুদাউদ, তিরমিযী, নায়লুল আওত্বার ৩/২৩৫ পৃঃ; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৮৬১; ছহীহ আবুদাউদ হা/৬৪৬)*। ইমাম শাওকানী উপরোক্ত হাদীছ দু'টির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, والحديثان يدلان على كراهة صلاة الرجل وهو معقوص الشعر 'হাদীছ দু'টি পুরুষের জন্য চুল বাঁধা অবস্থায় ছালাত আদায় করা মকরূহ সাব্যস্ত করে'।

হাফেয ইরাকী বলেন, 'এটি পুরুষের জন্য খাছ, মেয়েদের জন্য নয়। কেননা তাদের চুলও সতরের অন্তর্ভুক্ত, যা ছালাত অবস্থায় ঢেকে রাখা ওয়াজিব। যদি সে বেনী বা খোঁপা খুলে দেয় এবং চুল ছড়িয়ে পড়ে ও তা বেরিয়ে যায়, তাহ'লে তার ছালাত বাতিল হয়ে যাবে। এছাড়াও খোঁপা বা বেনী খোলার মধ্যে তার জন্য বাড়তি কষ্ট বা ঝামেলা রয়েছে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মেয়েদেরকে ফরয গোসলের মত গুরুত্বপূর্ণ সময়েও খোঁপা বা বেনী না খোলার অনুমতি দিয়েছেন' *(নায়লুল আওত্বার ৩/২৩৬-২৩৭ 'পুরুষের জন্য চুল বাঁধা অবস্থায় ছালাত আদায়' অনুচ্ছেদ)*। শায়খ আলবানী বলেন, ويبدو أن هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء 'এটা প্রকাশ্য যে, সিজদাকালে চুল খুলে দেওয়ার নির্দেশ শুধুমাত্র পুরুষের জন্য খাছ, মহিলাদের জন্য নয়' *(ছিফাতু ছালাতিন নবী পৃঃ ১২৫)*। জমহূর বিদ্বানগণ বলেন, পুরুষের জন্য মাথার চুল বাঁধা কেবল ছালাতের সময় নয় বরং সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। ইমাম নববী বলেন, এভাবেই ছাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য বিদ্বানগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং এটাই সঠিক' *(মির'আত ৩/২০৭, হা/৮৯৪-এর ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৪৩৮)ঃ নৌকায় ছালাত আদায় করলে বসে না দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবে?

-মুফাযযাল
বাঁশবাড়িয়া, গাংনী, মেহেরপুর ও
আহসানুল হক, প্রভাষক, পৌর কলেজ, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ক্বিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে ছালাত শুরু করবে। তবে

দাঁড়াতে অক্ষম হ'লে বসে ছালাত আদায় করবে *(নায়ল ৪/১১২-১৩, দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৮৬)।*

প্রশ্নঃ (৩৯/৪৩৯)ঃ আপন বোনের মেয়ের মেয়েকে অর্থাৎ বোনের নাতনীকে বিবাহ করা শরী'আতে জায়েয আছে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন। এ ধরনের বিবাহ হয়ে গেলে করণীয় কি?

-মুহাম্মাদ দেলোয়ার হোসাইন
ভাংড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ আপন বোনের নাতনীকে বিবাহ করা হারাম। কেননা তারা নিজ নাতনীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা নিজের মেয়ে ও বোনের মেয়েকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন *(নিসা ২৩)*। আলোচ্য আয়াতে মেয়ে বলতে নিজের মেয়ে, মেয়ের মেয়ে (নাতনী), তার মেয়ে এরূপ যত নীচে যাবে সবাই উক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে। অনুরূপভাবে বোনের মেয়ে, তার মেয়ে (নাতনী), তার মেয়ে, এভাবে নিম্নস্তর পর্যন্ত উক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এধরনের বিবাহ শরী'আতে হারাম। এ ধরনের বিবাহ সম্পন্ন হ'লে তাদের দু'জনকে অনতিবিলম্বে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে। তবে এ বিচ্ছেদের জন্য কোন তালাকের প্রয়োজন নেই। উল্লেখ্য যে, আপন বোনের নাতনী ও বিমাতা বোনের নাতনীর জন্য একই হুকুম *(যাদুল মা'আদ ৫/১০৯ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৪৪০)ঃ কারো বাগানের ফল ঝরে পড়লে তা কুড়িয়ে খাওয়া যায় কি?

-আমীন আলী
হাজীটোলা, দেবীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ক্ষুধা নিবারণের জন্য কুড়ানো ফল খাওয়া জায়েয আছে। এমনকি ছিঁড়ে খাওয়াও জায়েয। নবী করীম (ছাঃ)-কে গাছে ঝুলন্ত খেজুর খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, যদি নিয়ে যাওয়ার জন্য আঁচলে না বেঁধে কেবল প্রয়োজন মিটানোর জন্য খায়, তবে তাতে কোন দোষ নেই' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, বুলূগুল মারাম হা/১২৩৫ 'চুরির শাস্তি' অধ্যায়)। দ্রঃ আত-তাহরীক জুলাই '৯৯, প্রশ্নোত্তর ২১/১৭১।*

বার্ষিক কর্মী ও কেন্দ্রীয় পরিষদ সম্মেলন ২০০৪

তারিখঃ ২২, ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর
রোজ বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার
স্থানঃ নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সম্মেলনে যোগ দিন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাজ গড়ার শপথ নিন।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া (বিমান বন্দর রোড), পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮, ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৭৬০৫২৫।

সাতক্ষীরার শ্যামনগরে আহলেহাদীছ জামে মসজিদ দখল

গত ২৩শে জুলাই শুক্রবার দিবাগত রাতে সাতক্ষীরা যেলার শ্যামনগর উপযেলাধীন চরের বিল গ্রামের আহলেহাদীছ জামে মসজিদটি পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে আগত হানাফী মাযহাবধারী কিছু লোক সন্ত্রাসী কায়দায় মসজিদে অবস্থানরত আহলেহাদীছ মুছল্লীদের উপর লাঠি-সোটা নিয়ে হামলা চালিয়ে তাদেরকে বের করে দিয়ে মসজিদটি দখল করে নেয়। এই সময় মীযানুর রহমান নামক জনৈক আহলেহাদীছ মুছল্লী গুরুতর আহত হয়ে বর্তমানে খুলনায় ২৫০ বেড হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা সংখ্যালঘু আহলেহাদীছ মুছল্লীদেরকে নিয়মিতভাবে হুমকি দিয়ে চলেছে *(দ্রষ্টব্যঃ সাতক্ষীরা, দৈনিক পত্রদূত ২৪ জুলাই '০৪ শনিবার ১ম পৃঃ ৫-৬ কলাম, শ্যামনগর প্রতিনিধি প্রেরিত রিপোর্ট)*।

উক্ত ন্যাক্কারজনক ঘটনা জানতে পেরে সাতক্ষীরা যেলা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' ও 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থল সফর করেন এবং সরেযমীনে তদন্ত শেষে পত্রিকায় যে বিবৃতি দেন, তার শেষাংশ নিম্নরূপঃ

তদন্তকালে আহতরা যেলা নেতৃবৃন্দকে বলেন, শ্যামনগর উপযেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা আবদুল বারীর নির্দেশে সন্ত্রাসীরা মসজিদে হামলা চালিয়ে মুছল্লীদের আহত করে মসজিদ দখলের পাঁয়তারা চালিয়েছে। এমনকি তিনি হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসাধীন মীযানুর রহমানকে হুমকি প্রদান করেছেন এবং তারই চাপে ও ক্ষমতার দাপটে রক্তাক্ত মুছল্লীদের দেওয়া এজাহার পর্যন্ত থানা পুলিশ রেকর্ড করেনি' *(দ্রষ্টব্যঃ দৈনিক পত্রদূত ২৬ জুলাই '০৪ ১ম পৃঃ ৮ম কলাম ও শেষ পৃঃ ৫ম কলাম)*।

মন্তব্যঃ *এভাবে দেশের যেখানেই আল্লাহর মোখলেছ বান্দারা প্রচলিত মাযহাবী আমল ছেড়ে ছহীহ হাদীছের অনুসারী হচ্ছেন, সেখানেই স্বার্থান্ধ রেওয়াজ পন্থীরা নামধারী কিছু ধর্মীয় নেতার নেতৃত্বে তাদের উপরে হামলা চালাচ্ছে ও মসজিদ দখলের পাঁয়তারা করছে। ইতিমধ্যে সিলেট ও ফরিদপুরে এরূপ ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু জন প্রতিনিধি হবার দাবীদারগণ যখন এইসব নোংরামিতে অংশ নেন, তখন আর বলার কিছু থাকে না। আমরা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে চাই, যদি এভাবে আহলেহাদীছদের উপরে যুলুম অব্যাহত থাকে, তাহ'লে এ দেশের অন্যূন আড়াই কোটি আহলেহাদীছ জনগণ তাদের ভোটের অস্ত্র প্রয়োগে বাধ্য হবে (স.স)।*

মাসিক

আত-তাহরীক

৭ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ২০০৪

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৪৪১)ঃ 'যেহার' কাকে বলে যেহারের কাফফারা কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হামীদ
মাদারটেক, ঢাকা।

উত্তরঃ 'যেহারুন' 'যাহারুন' মাদ্দাহ থেকে এসেছে। যার অর্থ পিঠ। শারঈ পরিভাষায় 'যেহার' অর্থ হ'ল স্বামী কর্তৃক নিজ স্ত্রীকে একথা বলা যে, أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّيْ 'তুমি আমার উপরে আমার মায়ের পিঠের ন্যায়' (হারাম)' *(নায়লুল আওত্বার ৮/৬০; বুলূগুল মারাম পৃঃ ৩২৫, হা/১০৮৭-এর ব্যাখ্যা)*। যেহারের ফলে স্ত্রী সহবাস বা সহবাসের প্রতি ধাবিত করে এমন সকল কাজ হারাম হয়ে যায়। যেহারের কাফফারা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যেসকল লোক তাদের স্ত্রীদের সাথে যেহার করে। অতঃপর তারা সংশোধন করতে চায়, তাদেরকে স্ত্রী স্পর্শ করার পূর্বে একটি গোলাম আযাদ করতে হবে। সেটা সম্ভব না হ'লে স্ত্রীকে স্পর্শ করার পূর্বে একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন করতে হবে। এটিও সম্ভব না হ'লে ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে' *(মুজাদালা ২)*।

যদি কেউ কাফফারা আদায় না করেই স্ত্রী সহবাস করে, তবে তাকে একইভাবে কাফফারা আদায় করতে হবে। কাফফারা আদায় না করে পুনরায় স্ত্রীর নিকটবর্তী হওয়া যাবে না *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ; সনদ ছহীহ, বুলূগুল মারাম হা/১০৯১)*।

প্রশ্নঃ (২/৪৪২)ঃ নিষিদ্ধ সময়ে অর্থাৎ আছরের পর থেকে মাগরিবের পূর্ব পর্যন্ত এবং সূর্য ওঠা ও ডোবার সময় ও ঠিক দুপুরে মসজিদে প্রবেশ করলে বসার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে কি?

-আব্দুল কুদ্দুস
মুহাম্মাদপুর জামে মসজিদ, ঢাকা।

উত্তরঃ দিবা-রাত্রির যে কোন সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে। আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৪)*। এটি কারণবিশিষ্ট নফল ছালাতের অন্তর্ভুক্ত, যা যেকোন সময়েই পড়া যায়। যেমন ত্বাওয়াফের ছালাত, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের ছালাত, জানাযার ছালাত ইত্যাদি। জুম'আর খুৎবা শ্রবণ করা যরূরী হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায়ের পূর্বে কাউকে মসজিদে বসে খুৎবা শুনার অনুমতি দেননি *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১১; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ২৯)*।

প্রশ্নঃ (৩/৪৪৩)ঃ সূরা মুহাম্মাদের শেষাংশে বলা হয়েছে, 'যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। এরপর তারা তোমাদের মত হবে না'। এখানে অন্য জাতি বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-লুনা
উলনিয়া, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল।

উত্তরঃ হাফেয ইবনু কাছীর বলেন, তারা এমন এক জাতি হবে, যারা আল্লাহ্র আদেশ সমূহের অনুগত হবে *(ইবনে কাছীর, সূরা মুহাম্মাদ শেষ আয়াতের তফসীর দ্রষ্টব্য)*। অত্র আয়াত দ্বারা পারস্যবাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে বলে যে হাদীছ রয়েছে তা 'যঈফ' *(ঐ, ৪/১৯৬ পৃঃ; তিরমিযী, মিশকাত হা/৬২৪৪, 'মানাক্বিব' অধ্যায়, সনদ যঈফ)*। অনুরূপ ভাবে ইমাম আবু হানীফা এবং তাঁর সহচরদেরকে বুঝানো হয়েছে *(তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন, বঙ্গানুবাদ পৃঃ ১২৬৩)* বলে যে বিবরণ তাফসীরে মাযহারীতে রয়েছে তা ভিত্তিহীন। অতএব যারা আল্লাহ্র আদেশ পালন করবে ও তাঁর নিষেধ বর্জন করবে, তারাই এজাতির অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রশ্নঃ (৪/৪৪৪)ঃ কোন পুরুষ বা নারী বিবাহিত অবস্থায় যেনা করলে তাদের বিবাহ বাতিল হবে কি?

-সোহেল রানা
সাতনি-ঢেকড়া
আদমদীঘি, বগুড়া।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় বিবাহ বাতিল হবে না। তবে তাদেরকে তওবা করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, নিশ্চয়ই আমি বড় ক্ষমাশীল ঐ ব্যক্তির জন্য যে তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎ আমল করে' *(ত্বহা ৮২)*। খালেছ অন্তরে তওবা না করে মারা গেলে সে জাহান্নামী হবে।

প্রশ্নঃ (৫/৪৪৫)ঃ বেতনভুক কাজের মেয়ের সাথে দাসীর মত মেলামেশা করা যাবে কি? জনৈক ব্যক্তি যাবে বলেন এবং দলীলে কুরআনের আয়াত পেশ করেন। বিষয়টি প্রমাণ সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-জেসমিন
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ বেতনভুক কাজের মেয়ের সাথে ক্রীতদাসীর মত মেলামেশা করা যাবে না। এমন কাজ কারো দ্বারা সংঘটিত হলে তা স্পষ্ট 'যেনা' হবে। কেননা কাজের মেয়ে দাসী নয়। তারা মুক্ত স্বাধীন মেয়ে। তারা ইচ্ছামত যেকোন সময়ে চলে যেতে পারে। তাদের সঙ্গে পর্দা করা ফরয। কুরআনে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলি ক্রীতদাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা জাহেলী আরবেও তৎকালীন বিশ্বের সর্বত্র চালু ছিল। তখন দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় হ'ত। তাদের কোনরূপ মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা ছিল না। ইসলাম একে কঠিনভাবে নিরুৎসাহিত করেছে। এ বিষয়ে 'ইসলাম ও দাসপ্রথা' নামক নিবন্ধটি পাঠ করুন *(মূলঃ মুহাম্মাদ কুতুব, বেড়াজালে ইসলাম (ঢাকাঃ বুক ফোরাম ১ম সংস্করণ ১৯৭৫), পৃঃ ৩৫-৬০)*।

প্রশ্নঃ (৬/৪৪৬)ঃ আয়েশা (রাঃ)-এর বিবাহের পূর্বে তাঁকে স্ত্রী হিসাবে স্বপ্নযোগে রাসূল (ছাঃ)-কে দেখানো হয়েছিল, মর্মের কথাটি কি সত্য? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আহসান হাবীব
চরকুড়া, জামতৈল, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ কথাটি সত্য। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, তোমাকে তিন রাত স্বপ্নযোগে আমাকে দেখানো হয়েছে। একজন ফেরেশতা তোমাকে রেশমী কাপড়ে জড়িয়ে নিয়ে আসেন এবং আমাকে বলেন, ইনি আপনার স্ত্রী। তখন আমি তোমার মুখের কাপড় খুলে দেখি তুমিই। এ সময় আমি মনে মনে বলেছিলাম এ স্বপ্ন যদি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হয়, তাহ'লে অবশ্যই পূর্ণ হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬১৭৯, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণের মর্যাদা অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (৭/৪৪৭)ঃ জিবরাঈল (আঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে সালাম দিতেন, একথা কি সত্য?

-শামীম
চরকুড়া, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ কথাটি সত্য। আবু সালামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আয়েশা ইনি জিবরাঈল, তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। আয়েশা (রাঃ) তখন বললেন, وعليك السلام ورحمة الله। আয়েশা (রাঃ) বলেন, তিনি আমাদের দেখতে পেতেন; কিন্তু আমি তাকে দেখতে পেতাম না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬১৭৮)।*

প্রশ্নঃ (৮/৪৪৮)ঃ আয়েশা (রাঃ) কি খাদীজা (রাঃ)-কে ঈর্ষা বা হিংসা করতেন। এরূপ কোন হাদীছ থাকলে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আশরাফুল আনাম
বড়কুড়া, জামতৈল, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ হিংসা করা নাজায়েয। কিন্তু ঈর্ষা করা জায়েয। কেননা ঈর্ষা ঐ বস্তুকে বলে যা অন্যের ভাল দিকটার সাথে যুক্ত এবং এর দ্বারা ঐরূপ ভাল হওয়ার আকাংখা করা হয়। খাদীজা (রাঃ)-এর সাথে আয়েশা (রাঃ)-এর ঈর্ষা করা মর্মে ছহীহ হাদীছ রয়েছে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, খাদীজা (রাঃ)-এর প্রতি আমার যতটা ঈর্ষা হ'ত, ততটা ঈর্ষা নবী করীম (ছাঃ)-এর আর কোন স্ত্রীর প্রতি হ'ত না। অথচ তাকে আমি দেখিনি। (ঈর্ষার কারণ হচ্ছে) নবী করীম অধিকাংশ সময় তাঁর কথা বলতেন। কোন সময় ছাগল যবহ করলে তার বিভিন্ন অঙ্গ কেটে খাদীজার বান্ধবীদের জন্য হাদিয়া পাঠাতেন। আমি কখনও কখনও নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতাম মনে হয় দুনিয়াতে খাদীজা ব্যতীত আর কোন স্ত্রীলোক নেই। তিনি বলতেন, নিশ্চয়ই সে এরূপ এরূপ ছিল। আর তার পক্ষ থেকেই আমার সন্তানাদি রয়েছে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬১৭৭)।*

প্রশ্নঃ (৯/৪৪৯)ঃ 'আল্লাহ্‌র রাস্তায় এক রাত পাহারা দেওয়া এক হাযার বছর রাতে ইবাদত করা এবং দিনে ছিয়াম পালন করার চেয়েও উত্তম'। উক্ত মর্মের হাদীছটি ছহীহ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবু তাহের
পল্লী বিদ্যুৎ অফিস, ঠাকুরগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি মওযূ বা জাল *(যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৬০৯, সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৩৪)।*

প্রশ্নঃ (১০/৪৫০)ঃ আমি কলা বাগান বিক্রি করে ১৪,০০০/= টাকা পেয়েছি। উক্ত টাকা থেকে আমাকে কত টাকা যাকাত দিতে হবে?

-আশরাফ আলী
দুবইল, নারায়ণপুর, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত টাকা এক বছর থাকলে এবং নিছাব পরিমাণ হ'লে তাতে যাকাত দিতে হবে। স্বর্ণের নিছাব (সাড়ে সাত ভরি) হিসাবে ধরলে উক্ত টাকায় যাকাত আসে না।

প্রশ্নঃ (১১/৪৫১)ঃ এশার ছালাত শেষে বিতরের পূর্বে তাহাজ্জুদের নিয়তে চার রাক'আত নফল ছালাত আদায় করলে তা তাহাজ্জুদের স্থলাভিষিক্ত হবে কি?

-আহমাদ
টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ বিতরের পূর্বে তাহাজ্জুদের নিয়তে চার রাক'আত নফল ছালাত আদায় করলে তা তাহাজ্জুদের স্থলাভিষিক্ত হবে এর প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ দেখা যায় না। তবে এশা ও বিতরের পর দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলে তা রাতের ছালাতের স্থলাভিষিক্ত হ'তে পারে বলে হাদীছে এসেছে। ছাওবান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই রাতে ছালাত আদায় করা কষ্টকর কাজ। অতএব যখন তোমাদের কেউ বিতর পড়ে নিবে, অতঃপর সে যেন দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে। যদি রাতে উঠতে পারে, তাহ'লে তাহাজ্জুদ পড়বে। নইলে এই দু'রাক'আত তার রাতের ছালাত হিসাবে গণ্য হবে' *(দারেমী, মিশকাত, হাদীছ ছহীহ হা/১২৮৬)।* ছাহেবে মির'আত অন্য হাদীছের বরাতে বলেন, বিষয়টি সফরের জন্য খাছ' *(মির'আত ৪/২৯৮ হা/১২৯৪-এর ব্যাখ্যা 'বিতর' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (১২/৪৫২)ঃ যদি বাড়ীর নিকটে বিদ'আত পন্থীদের মসজিদ থাকে, আর দূরে ছহীহ হাদীছ পন্থীদের মসজিদ থাকে, তাহ'লে নিকটের মসজিদ ছেড়ে দূরের মসজিদে যাওয়া যাবে কি?

-ফায়ছাল
দত্তবাগ, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় নিকটস্থ মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে। যদি তাদের ইমাম ছহীহ হাদীছের বিরোধী তরীকায় ছালাত আদায় করায়, তবে তার গোনাহ উক্ত ইমামের উপরে বর্তাবে, মুক্তাদীর উপরে নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যারা তোমাদের ছালাত আদায় করাবে, তারা যদি ঠিকমত আদায় করায়, তাহ'লে

তোমাদের নেকী হবে। আর যদি তারা বেঠিক করে, তাহ'লে তোমাদের নেকী হবে এবং তাদের গুনাহ হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩)*। তবে নিয়মিতভাবে এখানে ছালাত আদায় করা যাবে না। কেননা এর দ্বারা প্রকারান্তরে মুনকারকে সমর্থন করা হয় ও বিদ'আতীকে সম্মান করা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বিদ'আতীকে সম্মান করল, সে ইসলাম ধ্বংসে সহায়তা করল' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৮৯ হাদীছ হাসান)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৪৫৩)ঃ ফজরের আযানের পূর্বে মাইকে নবীর উপরে ১০০ বার দরূদ পাঠ করা হয়, যেমন আছ-ছালাতু ওয়াস সালামু ইয়া রাসূলুল্লাহ ইত্যাদি

-মুযাফফর
আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ এগুলি বিদ'আতী রেওয়াজ মাত্র। শরী'আতে এর কোন ভিত্তি নেই। শুধু ফজর নয়, কোন আযানের পূর্বেই দরূদ পাঠ, কুরআন পাঠ বা আহ্বানসূচক অন্য কিছু পাঠ করা বা বক্তব্য রাখা কিছুরই কোন ভিত্তি নেই। ইসলামের স্বর্ণযুগে এগুলির কোন রেওয়াজ ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ ফজরের পূর্বে মাইকে শব্দ করে এসব করা মারাত্মক অপরাধের শামিল। এর ফলে ঐ সময় মানুষের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটানো হয়, রোগীদের কষ্ট দেওয়া হয়, তাহাজ্জুদ গোযার মুছল্লীদের ছালাতে বিঘ্ন ঘটানো হয়। তৃতীয়তঃ ঐসব দরূদের শব্দগুলি পরবর্তীকালে তৈরী, যা ছহীহ হাদীছে নেই। চতুর্থতঃ ছালাতে আহ্বানের জন্যই আযানের সৃষ্টি। অথচ সেই আযানের পূর্বে অন্য কিছু বলে লোক জাগানো নিঃসন্দেহে আযানের সুন্নাতকে অবজ্ঞা করার শামিল।

প্রশ্নঃ (১৪/৪৫৪)ঃ কুলক্ষণ কি? কুলক্ষণের শারঈ বিধান কি?

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ
সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তরঃ আরবরা যাত্রার প্রাক্কালে বা অন্য কাজের প্রারম্ভে পাখি উড়িয়ে দিয়ে তার শুভাশুভ লক্ষণ নির্ণয় করত। পাখি ডান দিকে গেলে শুভ মনে করে সে কাজে নেমে পড়ত। আর বামে গেলে অশুভ মনে করে তা হ'তে বিরত থাকত। একেই আরবীতে شُؤْم বা কুলক্ষণ বলা হয়। 'কুলক্ষণ' সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'যখন ফের'আউন ও তার প্রজাদের কোন কল্যাণ দেখা দিত, তখন তারা বলত, এটা আমাদের জন্য হয়েছে। আর যদি কোন অকল্যাণ হ'ত, তারা তখন মূসা ও তাঁর সাথীদের অলক্ষণ বলে গণ্য করত' *(আ'রাফ ১৩১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ। 'কুলক্ষণে বিশ্বাস করা শিরক' *(মুসলিম হা/২৯৮৫)*। উক্ত মর্মে আরও বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আমাদের দেশে অনুরূপ বহুবিধ কুলক্ষণের বিষয় চালু আছে। যেগুলি থেকে দূরে থাকা কর্তব্য *(দ্রঃ মিশকাত হা/৪৫৭৬-৭৮ মুত্তাফাক্ব আলাইহ ও বুখারী)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৪৫৫)ঃ অধিক মসজিদ নির্মাণ করা নাকি ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত? এ বিষয়ে জানতে চাই।

-আব্দুল বারী
মিরগঞ্জ, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উল্লিখিত বক্তব্য সঠিক নয়। বরং মুছল্লীর সংখ্যা বাড়লে মসজিদের সংখ্যা বাড়বে, এটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে সঠিক কথা হচ্ছে, মানুষ গর্ব করে ও যথার্থ প্রয়োজন ছাড়াই মসজিদ তৈরী করলে, সেটি ক্বিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে একটি হ'তে পারে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে, মানুষ পরস্পরের মসজিদ নিয়ে গর্ব করবে' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, দারেমী, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭১৯ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৪৫৬)ঃ আমরা নদীর ধারে বসবাস করি এবং সর্বদা নদীতে গোসল করি। 'জানাবাত'-এর গোসলের ক্ষেত্রেও একইভাবে নদীতে গোসল করে নিয়ে পরে ওযূ করে ছালাত আদায় করি। এরূপ করা জায়েয হবে কি?

-আব্দুল জব্বার
ফতেহপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ নিয়ত সহকারে প্রথমে দুই হাত ধুয়ে লজ্জাস্থান ছাফ করে, অতঃপর পূর্ণাঙ্গ ওযূ করে গোসল করাটাই হ'ল সুন্নাত সম্মত ও পূর্ণাঙ্গ গোসল। তবে ফরয গোসলের নিয়তে নদীতে ডুব দিলে বা অন্য যেকোন পন্থায় সর্বাঙ্গে পানি পৌঁছালে ও নাপাকী রগড়িয়ে ছাফ করলে ওয়াজিব গোসল আদায় হয়ে যাবে। কেননা আল্লাহ বলেন, وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا، 'যদি তোমরা নাপাক হও, তাহ'লে পবিত্রতা হাছিল কর' *(মায়েদাহ ৬)*। এক্ষণে যদি গোসলের পূর্বে ওযূ না করে থাকে, তবে ছালাতের জন্য তাকে পুনরায় ওযূ করতে হবে। কেননা ছালাতের জন্য ওযূ করা শর্ত *(মায়েদাহ ৬; আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম প্রশ্ন নং ১৬১, নায়লুল আওত্বার ১/৩৬৭, ৩৭০)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৪৫৭)ঃ আমি একজন মুদীর দোকানদার। নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করি। হালাল বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করি। কিন্তু বিড়ি-সিগারেট না রাখলে গ্রাহক কমে যায়। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-এহ্সানুল্লাহ
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ হালাল-হারাম মিশ্রিত বস্তু দ্বারা ব্যবসা করা উচিৎ নয়। শুধুমাত্র হালাল বস্তুর ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে, 'আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল করেছেন ও নিষিদ্ধ করেছেন হারাম বস্তু সমূহ' *(আ'রাফ ১৫৭)*।

যেহেতু বিড়ি-সিগারেট ক্ষতিকর দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত সেহেতু এগুলি ক্রয়-বিক্রয় বর্জন করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ 'ক্ষতি নয়, ক্ষতিকারিতাও নয়' অর্থাৎ নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এবং কাউকে ক্ষতি করবে না। বিড়ি-সিগারেটের ধোঁয়া পান করা বিষ পান করার শামিল, যা স্বাস্থ্য বিজ্ঞান দ্বারা স্বীকৃত। এমনকি ধূমপানকারীর চাইতে অধূমপায়ী ব্যক্তি বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্বিতীয় কারণ এর উৎস হ'ল তামাক। যা মাদকের উৎস। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যার বেশী পরিমাণে মাদকতা আসে তার কম পরিমাণও হারাম' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৬৪৫; মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮ 'মদের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'যে বস্তুটি হারাম তার মূল্যও হারাম' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৪৮৫ ও ৩৪৮৮ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। কাজেই গ্রাহক কমে গেলেও হালাল ব্যবসার মধ্যে অবশ্যই বরকত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র বস্তু ভিন্ন কবুল করেন না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'হালাল উপার্জন' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৪৫৮)ঃ ইমাম 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বললে মুক্তাদীগণও কি তা বলতে পারে?

-আলহাজ্জ মুজীবুর রহমান বিশ্বাস
সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ জামা'আতে ছালাত আদায়ের সময় মুক্তাদীগণও 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' বলতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাঁর অনুসরণের জন্য' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯ 'মুক্তাদী ও মাসবুক-এর কি করণীয়' অনুচ্ছেদ)*। তবে কেউ 'সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ' না বলে শুধু 'রব্বানা লাকাল হাম্‌দ' কিংবা 'আল্লা-হুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ'ও বলতে পারেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৮, ১১৩৯; দ্রঃ এপ্রিল ২০০১ প্রশ্নোত্তর ২১/২৩১)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৪৫৯)ঃ জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে দুই তোহরে দুই তালাক দিয়েছে। এভাবে দশ বছর অতিবাহিত হয়। স্বামী এখন তাকে ফিরিয়ে নিতে চায়। ফিরিয়ে নিতে পারবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সাঈদুল বারী
এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১০০০।

উত্তরঃ দুই তোহরে দুই তালাক প্রদানের পর ইদ্দত পার হয়ে গেলে স্বামী তাকে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা দুই তালাক পর্যন্ত স্ত্রী ফেরত নেওয়ার সুযোগ রেখেছেন *(বাক্বারাহ ২২৯)*। তবে তিন তোহরে তিন তালাক প্রদান করলে এ সুযোগ বন্ধ হয়ে যায় *(বাক্বারাহ ২৩০; আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইরওয়া হা/২০৮০)*। এক বা দুই তালাক দেওয়ার পরে তিন ঋতুর মধ্যে স্ত্রী ফেরত নিলে নতুন বিবাহের প্রয়োজন নেই। কিন্তু ইদ্দত পার হয়ে গেলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী ফেরত নিতে পারবে' *(বাক্বারাহ ২৩২)*।

উল্লেখ্য যে, একই তোহরে একাধিক তালাক দিলে তা এক তালাকে রাজ'ঈ হিসাবে গণ্য হয় এবং ইদ্দত কালের মধ্যে রাজ'আতের মাধ্যমে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে। কিন্তু ইদ্দত শেষ হ'লে নতুন বিবাহের মাধ্যমে স্বামী তাকে ফিরিয়ে নিতে পারে *(মুসলিম, হা/১৪৭২-৭৩; দ্রঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত তালাক ও তাহলীল পৃঃ ৩৪-৪০)*।

প্রশ্নঃ (২০/৪৬০)ঃ কোন ভীতিকর স্থানে যাত্রা করলে কোন্ দো'আ পড়তে হয়?

-শহীদুল ইসলাম
বিড়লডাঙ্গা, রসূলপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ঘর হ'তে বের হলে প্রথমে এই দো'আটি পড়তে হয়ঃ

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ-

অর্থঃ আল্লাহ্‌র নামে (বের হচ্ছি), তাঁর উপরে ভরসা করছি। নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৫০৯৫; তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৪৩ 'বিভিন্ন সময়ের দো'আ' অনুচ্ছেদ)*। নতুন গন্তব্যস্থল কিংবা অন্য কোন ভীতিকর স্থানে নামার পর নিম্নের দো'আটি পড়তে হয়-

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ-

'আমি আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে তার সৃষ্টির যাবতীয় অনিষ্ট হ'তে পানাহ চাচ্ছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২২ ঐ)*। এ ছাড়াও শত্রুর ভয় থাকলে নিম্নের দো'আটি পড়তে হয়।

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ،

'হে আল্লাহ! আমরা আপনাকে শত্রুদের মুকাবেলায় পেশ করছি এবং তাদের অনিষ্ট সমূহ হ'তে আপনার নিকটে পানাহ চাচ্ছি *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৪৪১ 'ছালাতুর রাসূল ১৪১-৪২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২১/৪৬১)ঃ পুরুষ বক্তা মহিলাদের মাঝে পর্দার আড়াল থেকে আলোচনা করতে পারে কি?

-মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম
হরিপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছহীহ দলীলের ভিত্তিতে দ্বীনী আলোচনা করার জন্য পর্দার আড়াল থেকে পুরুষ বক্তা মহিলাদের উদ্দেশ্যে আলোচনা করতে পারে। বরং দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার জন্য এ ধরনের বৈঠক করা যরূরী। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন যে, একদা জনৈকা মহিলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে

এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! পুরুষেরা আপনার সব হাদীছ নিয়ে গেল। এক্ষণে আমাদেরকে আপনি নিজের থেকে একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন, যে দিন আমরা আপনার নিকটে আসব এবং আপনি আমাদেরকে শিক্ষা দিবেন, যা আল্লাহ আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাদের জন্য একটি দিন ও স্থান নির্দিষ্ট করে দেন ও সেখানে তিনি আগমন করেন। অতঃপর তাদেরকে শিক্ষা দেন যা আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৭৫৩; ঐ বঙ্গানুবাদ হা/১৬৬১ 'জানাযা' অধ্যায় 'মৃতের জন্য রোদন' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২২/৪৬২)ঃ আল্লাহ তা'আলা সব অসুখের ঔষধ সৃষ্টি করেছেন কথাটি কি সঠিক?

-সোহরাব হোসাইন
মহিষখোঁচা, আদিতমারী, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ কথাটি সঠিক। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা যে অসুখ সৃষ্টি করেছেন সে অসুখের প্রতিষেধকও সৃষ্টি করেছেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৫১৪ 'চিকিৎসা ও ঝাড়ফুঁক' অনুচ্ছেদ)*। জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'প্রতিটি অসুখের জন্য ঔষধ রয়েছে' ... *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫১৫ ঐ)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৪৬৩)ঃ আমি নতুন বিবাহ করেছি। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পরামর্শ করলাম সন্তান-সন্ততি ফেৎনা ছাড়া কিছুই নয়। তাই সারা জীবন নিঃসন্তান অবস্থায় কাটিয়ে দিতে চাই। আমাদের এই চাওয়াটা কি ঠিক হয়েছে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
হোসনাবাদ, সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

উত্তরঃ সন্তান-সন্ততি ফিৎনা নয়, বরং আল্লাহ প্রদত্ত নে'মত বা বিশেষ অনুগ্রহ। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য ও সুখ-শান্তির উপাদান' *(কাহ্ফ ৪৬)*।

সন্তান-সন্ততি হচ্ছে বংশ রক্ষার মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের নিজ সত্তা থেকেই জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের এই জোড়া থেকেই তোমাদের জন্য সন্তান-সন্ততি ও পৌত্র-পৌত্রী সৃষ্টি করেছেন' *(নাহ্ল ৭২)*।

কুরআনে যে মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিকে 'ফিৎনা' বলা হয়েছে' *(আনফাল ২৮)*, তার অর্থ হ'ল 'পরীক্ষা'। এর মায়া-মহব্বতের ফাঁদে পড়ে যেন মানুষ তার সৃষ্টিকর্তা ও রূযিদাতা আল্লাহ্র অবাধ্য না হয়ে যায়। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) অধিক প্রেমময়ী ও অধিক সন্তান দানকারিণী মহিলাদের বিবাহ করতে নির্দেশ দিয়েছেন *(আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩০৯১ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। অতএব উক্ত সিদ্ধান্ত অনতিবিলম্বে পরিবর্তন করতে হবে এবং এ ধরনের শরী'আত বিরোধী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য খালেছ অন্তরে আল্লাহ্র নিকটে তওবা করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৪/৪৬৪)ঃ ছালাত শেষের সালাম কাকে দেওয়া হয়? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ
রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ ছালাত শেষের সালাম, ফেরেশতা, নবীগণ এবং তাদের অনুসারী মুমিন-মুসলিমদের উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়। আছিম ইবনু সামুরা (রাঃ) বলেন, আমি আলী (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিনের নফল ছালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, আপনারা কি তা পালন করতে পারবেন? আমরা বললাম, আপনি বলুন আমরা সাধ্যমত পালন করব। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূর্য ঢলে যাওয়া মাত্র যোহরের পূর্বে চার রাক'আত, পরে দু'রাক'আত এবং আছরের পূর্বে চার রাক'আত নফল ছালাত আদায় করতেন। প্রত্যেক দু'রাকা'আত পর নিকটতম ফেরেশতা, নবীগণ এবং তাদের অনুসারী মুমিন-মুসলমানদের উপর সালাম করতেন *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ হা/৯৬০, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১১৭১ 'ছালাতের সুন্নাত ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ; দ্রঃ মার্চ ২০০২ প্রশ্নোত্তর ১২/১৮৭)*। এর অর্থ এটা নয় যে, এক সালামে চার রাক'আত সুন্নাত পড়া যাবে না। অন্য হাদীছে এর প্রমাণ রয়েছে। তাছাড়া আছরের পূর্বের সুন্নাত মুওয়াক্কাদাহ নয়।

প্রশ্নঃ (২৫/৪৬৫)ঃ একটি সূরা পড়ার পর অন্য সূরা পড়ার আগে কেন 'বিসমিল্লা-হির রহমানির রহীম' পড়া হয়?

-ছাদেক আলী
কালীগঞ্জ, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ দু'টি সূরার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করার জন্যই মূলতঃ 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' পড়া হয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' অবতীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত সূরার পার্থক্য বুঝতে পারেননি' *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৭৮৮)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৪৬৬)ঃ পরপুরুষের বীর্য গ্রহণ করে অনেক নারী সন্তান-সন্ততির মা হচ্ছেন এটা কি করা যাবে?

-আনোয়ার হোসাইন
সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ কোন নারী কোন পরপুরুষের বীর্য গর্ভে ধারণ করতে পারে না। কারণ এটা স্পষ্ট যেনা *(মু'মিনূন ৭)*। উক্ত সন্তান জারজ হিসাবে গণ্য হবে এবং সে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে।

প্রশ্নঃ (২৭/৪৬৭)ঃ জুম'আর খুৎবা দেওয়ার জন্য পাঁচ স্তর বিশিষ্ট মিম্বর তৈরী করা হয়েছে। এখনও মসজিদে উঠানো হয়নি। এরূপ মিম্বরের উপর খুৎবা দেওয়া শরী'আত সম্মত হবে কি?

-গোলাম কিবরিয়া
হাকীমপুর, হিলি, দিনাজপুর।

উত্তরঃ পাঁচ স্তর বিশিষ্ট মিম্বর সুন্নাতের বরখেলাফ। মিম্বর

তিন স্তর বিশিষ্ট হওয়া সুন্নাত। আব্দুল আযীয ইবনু আবু হাযেম বলেন, কাঠের মিম্বরটি ছিল তিন স্তর বিশিষ্ট *(মুসলিম, আওনুল মা'বূদ ৩/২৯৫-৯৬ পৃঃ 'মিম্বর' অনুচ্ছেদ)*। তুফাইল ইবনু উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) তাঁর পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, জনৈক ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনার জন্য কি একটি মিম্বর তৈরী করব? যার উপর দাঁড়িয়ে আপনি খুৎবা দিবেন এবং জুম'আর দিন আপনার খুৎবা মানুষকে শুনাবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ (তাই করা হোক)। তখন তাঁর জন্য তিন স্তর বিশিষ্ট একটি মিম্বর তৈরী করা হ'ল *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৪৩৫ 'ছালাত' অধ্যায় 'মিম্বরের শুরু অবস্থা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৪৬৮)ঃ জনৈক বক্তার মুখে শুনলাম, শা'বান মাসের প্রথম থেকে পনেরো তারিখ পর্যন্ত যতটা ইচ্ছা ছিয়াম পালন করা যায়। শুধু পনেরো তারিখ ছিয়াম রাখার সঠিক কোন প্রমাণ নেই। কথাটি আমার কাছে নতুন মনে হ'ল। সঠিকটি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল গণী
কৈবর্তগ্রাম, গোয়ালা, নওগাঁ।

উত্তরঃ বক্তার বক্তব্য হাদীছের অনুকূলে হওয়ায় সঠিক। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রামাযান ব্যতীত অন্য কোন মাসে শা'বানের ন্যায় এত অধিক ছিয়াম পালন করতে দেখিনি। শেষের দিকে তিনি মাত্র কয়েক দিন ছিয়াম ত্যাগ করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৬)*। অন্য হাদীছে এসেছে, 'যখন শা'বানের অর্ধেক হবে তখন তোমরা ছিয়াম রেখো না' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৯৭৪)*। তাছাড়া ১৫ তারিখ উপলক্ষে রাতে ইবাদত করা আর দিনে ছিয়াম পালন করা মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। এ মর্মে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সবই যঈফ ও জাল *(বিস্তারিত আলোচনা দেখুনঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'শবেবরাত' বই)*। উল্লেখ্য, যারা প্রতি আরবী মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে 'আইয়ামে বীযে'র ছিয়াম পালন করেন, তারা শা'বান মাসেও উক্ত নিয়তেই পালন করবে (শবেবরাতের নিয়তে নয়)' *(নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৫৭)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৪৬৯)ঃ অনেকেই দেখা যায় তাসবীহ দানার মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করেন। এ সম্পর্কে শরী'আতের দলীল জানতে চাই।

-আব্দুল আযীয
চরকোল, গোপালপুর, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ প্রচলিত তাসবীহ দানার মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করার কোন ছহীহ হাদীছ নেই। এ সম্পর্কে দু'একটি হাদীছ বর্ণিত হ'লেও তার কোনটি জাল কোনটি যঈফ *(দেখুনঃ আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/২৩১১; সিলসিলা যঈফাহ হা/১০০২)*। তবে আঙ্গুলের মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করা সম্পর্কে একাধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন- ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আঙ্গুলের মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করতে দেখেছি *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী ২/১৮৬ পৃঃ)*। অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা আঙ্গুল দ্বারা তাসবীহ গণনা কর। কারণ ক্বিয়ামতের দিন আঙ্গুলগুলিকে জিজ্ঞেস করা হবে ও বলার শক্তি দান করা হবে' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত ২৩১৬)*। অতএব আঙ্গুলের মাধ্যমে তাসবীহ গণনা করাই শরী'আত সম্মত এবং তাসবীহ দানার মাধ্যমে গণনা বর্জনীয়।

প্রশ্নঃ (৩০/৪৭০)ঃ আযান শেষে মুওয়াযযিন জোরে জোরে মাইকে আযানের দো'আ পাঠ করেন। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-কামরুল হাসান
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ আযানের দো'আ আযানের ন্যায় জোরে জোরে পাঠ করা নাজায়েয। যেকোন দো'আ নীরবে বা চুপে চুপে পাঠ করা শরী'আত সম্মত *(আ'রাফ ৫৫, ২০৫, ইস্রা ১১০)*। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, একদা আমরা রাসূলের সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। এ সময় লোকেরা জোরে জোরে তাকবীর দিতে থাকলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা শান্ত হও! তোমরা নিশ্চয়ই কোন বধির ও অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছ না। নিশ্চয়ই তোমরা এমন সত্তাকে আহ্বান করছ, যিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। তিনি তোমাদের সাথেই আছেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০২ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়)*। অতএব মাইক লাগিয়ে চিৎকার দিয়ে দো'আ পাঠ করা নিঃসন্দেহে নাজায়েয। এ থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

প্রশ্নঃ (৩১/৪৭১)ঃ ইংরেজী 'সিল্ক' শব্দের অর্থ রেশম। শুনেছি পুরুষেরা রেশমের পোষাক ব্যবহার করতে পারে না। তাহ'লে সিল্কের তৈরী পোশাক যেমন পাঞ্জাবী, সার্ট ইত্যাদি পুরুষেরা ব্যবহার করতে পারবে কি?

-আব্দুল্লাহিল কাফী
মালঞ্চী ডিগ্রী কলেজ
বাগাতিপাড়া, নাটোর।

উত্তরঃ রেশমের তৈরী যাবতীয় পোশাক পুরুষের ব্যবহার করা হারাম। কারণ ইসলাম পুরুষের জন্য রেশমকে হারাম করেছে। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের পুরুষের উপর রেশম-এর পোশাক এবং স্বর্ণ হারাম করা হয়েছে, আর নারীদের উপর হালাল করা হয়েছে' *(তিরমিযী ১/১৩২ পৃঃ; নাসাঈ ২/২৮৫ পৃঃ, সনদ ছহীহ)*। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাদেরকে মিহি ও মোটা রেশমী কাপড় পরিধান করতে ও তার উপর বসতে নিষেধ করেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩২১)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৪৭২)ঃ 'যখন মধ্য শা'বান আসবে তখন তোমরা রাত্রিতে ইবাদত করবে এবং দিনে ছিয়াম পালন করবে। কারণ আল্লাহ ঐ দিন পৃথিবীর আসমানে নেমে এসে বলেন, কে আছ ক্ষমাপ্রার্থী আমি তাকে ক্ষমা করব, কে আছ রূযীপ্রার্থী আমি তাকে রূযী দেব...'। জনৈক

মাওলানা শবেবরাতের ফযীলতে উক্ত হাদীছটি বর্ণনা করলেন, হাদীছটি কি ছহীহ।

-নাফিউল ইসলাম
করখণ্ড, মাড়িয়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উল্লিখিত হাদীছটি নিতান্তই যঈফ। এতে দু'টি কারণ নিহিত রয়েছে। প্রথমতঃ এর সনদে ইবনু আবী সাবরাহ নামক একজন রাবী আছে, যে হাদীছ জাল করার অভিযোগে অভিযুক্ত। দ্বিতীয়তঃ হাদীছটি ছহীহ বুখারী, মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত প্রায় ৩০ জন ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত ছহীহ হাদীছের সরাসরি বিরোধী *(ছহীহ বুখারী, পৃঃ ১৫০, ৯৩৬; মুসলিম হা/৭৫৮; ইবনু মাজাহ হা/১৩৬৬)*। অর্থাৎ এ সমস্ত হাদীছে প্রতি রাতেই আল্লাহ তা'আলার নিম্ন আকাশে অবতরণের কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্নে বর্ণিত হাদীছে শুধু শা'বানের মধ্য রাত্রির কথা বলা হয়েছে। অতএব উক্ত হাদীছ কোন মতেই গ্রহণযোগ্য নয়। উল্লেখ্য, শা'বানের মধ্য রাতে ইবাদত করা ও দিনে ছিয়াম রাখা সম্পর্কে বা সেদিনের ফযীলত সংক্রান্ত কোন ছহীহ বর্ণনা নেই *(বিস্তারিত দেখুনঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'শবেবরাত' বই)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৪৭৩)ঃ মাসিক আত-তাহরীক-এর গত এপ্রিল ২০০৪ সংখ্যায় ২৪ নং প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে, 'কুরআন ভুলে গেলে গোনাহ হবে না'। অথচ তিরমিযী আবুদাউদের হাদীছে রয়েছে, সবচেয়ে বড় গোনাহ হবে। সঠিক ফায়ছালা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আনজুমান আরা বেগম
সারিয়াকান্দী, বগুড়া।

উত্তরঃ আত-তাহরীক-এর উত্তরই সঠিক। তিরমিযী, আবুদাউদে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ হওয়ায় তা গ্রহণযোগ্য নয় *(আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৭২০ 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৪৭৪)ঃ মাছরাঙ্গা, ডাহুক, দোয়েল, সাদা সারস (শালিক), লাল সারস, কাঠালী পাখি খাওয়া যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্বাস
আলাদীপুর দারুল হুদা সালাফিইয়াহ মাদরাসা
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ উল্লিখিত পাখিগুলির মধ্যে যেগুলি পায়ের নখ দ্বারা শিকার করে খায়, সেগুলি খাওয়া নিষিদ্ধ। অন্যথায় হালাল হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেকোন তীক্ষ্ণ দাঁতবিশিষ্ট হিংস্র জানোয়ার এবং ধারাল নখ বিশিষ্ট পাখি খেতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১০৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৪৭৫)ঃ টয়লেটে গিয়ে হাঁচি আসলে নাকি মুখে উচ্চারণ না করে মনে মনে হাঁচির উত্তর দেয়া যাবে। কথাটি নতুন শুনলাম। কতটুকু সত্য জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহসিন আকন্দ
জোরবাড়ীয়া, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ টয়লেটে গিয়ে হাঁচি আসলে উত্তর না দেওয়াই উত্তম। এ সময় আল্লাহ্র যিকর থেকে বিরত থাকতে হয়। এছাড়া পেশাব-পায়খানার সময়ও তিনি সালামের উত্তর দিতেন না *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৬৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পেশাব-পায়খানার কাজ শেষ করার পর غُفْرَانَكَ পড়াই প্রমাণ করে যে, তিনি এ সময় আল্লাহ্র যিকির হ'তে বিরত থাকতেন *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৫৯)*। অর্থাৎ দীর্ঘক্ষণ তাঁর স্মরণ হ'তে বিরত থাকার কারণে তিনি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। তবে অন্য হাদীছে রয়েছে, তিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৬)*। এর আলোকে কেউ কেউ বলেছেন, মুখে উচ্চারণ না করে মনে মনে হাঁচির উত্তর দিতে পারে *(আলোচনা দ্রঃ ছহীহ মুসলিম শরহ নববী, ১/১৬২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৪৭৬)ঃ হাত-পায়ের নখ কাটার সময় কোন আঙ্গুল থেকে আরম্ভ করতে হবে? নখ কাটার সময় কোন দো'আ থাকলে পত্রিকার মাধ্যমে জানাবেন।

-শাফা'আত
সোনামুই, বাদুড়িয়া, টাংগাইল।

উত্তরঃ নখ কাটার সময় কোন দিক থেকে আরম্ভ করতে হবে এ মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। তবে ইমাম নববী (রহঃ) তাঁর মুসলিম শরীফের ভাষ্যে একটি নিয়ম উল্লেখ করেছেন। যেমন- প্রথমে হাতের আঙ্গুল দ্বারা শুরু করবে। ডান হাতের শাহাদাত বা তর্জনী আঙ্গুল থেকে শুরু করে পরম্পর কনিষ্ঠ পর্যন্ত, অতঃপর বৃদ্ধ আঙ্গুল দ্বারা শেষ করবে। অনুরূপ বাম হাতের কনিষ্ঠ থেকে শুরু করে বৃদ্ধ আঙ্গুল দ্বারা শেষ করবে। আর পায়ের ক্ষেত্রে ডান পায়ের কনিষ্ঠ থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পর্যন্ত, অতঃপর বাম পায়ের বৃদ্ধ থেকে আরম্ভ করে কনিষ্ঠ দিয়ে শেষ করবে' *(মুসলিম শরহ নববী ১/১২৯ পৃঃ)*। এ সময় দো'আ পড়ার কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেহেতু প্রত্যেক ভাল কাজের প্রথমে بسم الله পড়তেন, সেহেতু শুরুতে بسم الله পড়া উচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক কাজ ডান থেকে শুরু করতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৪০০)* কাজেই ডান ও ডান পায়ের কনিষ্ঠ থেকে শুরু করা উচিত।

প্রশ্নঃ (৩৭/৪৭৭)ঃ 'আমি একে নাযিল করেছি এক বরকতময় রজনীতে, নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়' (দুখান ৩-৪)। আমাদের দেশের অধিকাংশ আলেম উক্ত আয়াতের 'বরকতময় রজনীর' অর্থ করেন 'শবেবরাত'। এমনকি টিভিতেও বলা হয়। এর সঠিক ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ শমশের
মল্লিকপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত আয়াতে বর্ণিত 'বরকতময় রজনী' দ্বারা শবেবরাতকে সাব্যস্ত করা চরম অন্যায় এবং কুরআন-সুন্নাহ্র বিরুদ্ধাচারণ করার শামিল। মূলতঃ এর দ্বারা 'লায়লাতুল ক্বদর' বা শবেক্বদরকে বুঝানো হয়েছে। যে রাতে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়। যেমন সূরা ক্বদরে বলা হয়েছে إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ 'নিশ্চয়ই আমরা তা (আল-কুরআন) অবতীর্ণ করেছি বরকতময় রজনীতে' *(ক্বদর ১)*। আর এই রাত রামাযান মাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন, شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ 'রামাযান মাস হ'ল সেই মাস, যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে' *(বাক্বারাহ ১৮৫)*। তাছাড়া একাধিক ছহীহ হাদীছের মাধ্যমেও প্রমাণিত হয় যে, লায়লাতুল ক্বদর রামাযান মাসের অন্তর্ভুক্ত এবং সে মাসেই কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে *(দ্রঃ তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/১৪৮ পৃঃ)*। অতএব উক্ত আয়াত দ্বারা যদি শবেবরাত সাব্যস্ত করা হয় তাহ'লে সূরা ক্বদরের উক্ত আয়াত ও হাদীছ সমূহকে অস্বীকার করাই বুঝায়।

প্রশ্নঃ (৩৮/৪৭৮)ঃ বাড়ী তৈরী করার সময় কোন কোন স্থানে দেখা যায়, লাল নিশান টাঙ্গানো হয়। সর্বপ্রথম ঘরের কোণের পালা বসানো হয় এবং সেখানে মোরগের রক্ত, কাঁচা হলুদ, ধান, দূর্বা ঘাস, সোনা-রূপা ইত্যাদি ভিজিয়ে রাখা পানি দেওয়া হয়। এগুলি কি শরী'আত সম্মত?

-মুহাম্মাদ অলিউর রহমান
ইসলামিয়া লাইব্রেরী
বুড়িচং মধ্য বাজার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ বাড়ী তৈরী করার সময় উল্লেখিত কাজগুলি মূলতঃ সামাজিক কুসংস্কার ও বিধর্মীয় প্রথা, যা মুসলিম সমাজে প্রবেশ করেছে। কোন অকল্যাণ থেকে বাঁচার আশায় এগুলি করলে শিরক হবে, যা শরী'আতে নিষিদ্ধ *(নিসা ৪৮)*। অতএব এ সমস্ত প্রথা বর্জন করা আবশ্যক।

প্রশ্নঃ (৩৯/৪৭৯)ঃ চুল-দাড়ি পেকে গেলে কালো রং বা অন্য কোন রং দ্বারা পরিবর্তন করা যাবে কি? অনুরূপ মহিলারাও কি তাদের পাকা চুলে রং দিতে পারবে?

-রুম্মান ইয়াসমীন (মুক্তা)
এ-ব্লক, মাঝিড়া সেনানিবাস, বগুড়া।

উত্তরঃ 'পুরুষদের চুল-দাড়ি এবং মহিলাদের চুল পাকলে তাকে যেকোন রং দ্বারা পরিবর্তন করা শরীয়ত সম্মত' *(নায়লুল আওতার ১/১২০ পৃঃ 'বার্ধক্য পরিবর্তন করা অনুচ্ছেদ)*। তবে কালো রং থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। জাবের (রাঃ) বলেন, মক্কা বিজয়ের দিনে আবুবকর (রাঃ)-এর পিতা আবু কুহাফাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে আসা হয়। তখন তার মাথার চুল ও দাড়ি ছিল কাশফুলের মত সাদা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কোন কিছু দ্বারা তার এই শুভ্রতাকে পরিবর্তন করে দাও। তবে কালো রং থেকে বিরত থাকো' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২৪)*। অন্য হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই ইহুদী-খ্রীষ্টানরা (চুল-দাড়ি) রং করে না। সুতরাং তোমরা তাদের বিরুদ্ধাচারণ কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২৩)*। আবু যর গিফারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই বার্ধক্যকে পরিবর্তন করার সর্বোত্তম বস্তু হ'ল মেহেদী এবং কাতাম নামক ঘাস' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৫১)*। অন্য হাদীছে রয়েছে, কালো রং ব্যবহার করলে সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৪৫২)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৪৮০)ঃ আমাদের দেশে ওরসের সময় মৃত পীরের নামে যে শত শত গরু-ছাগল উৎসর্গ করা হয় ও তাবাররুকের নামে তা খাওয়া হয়, ইসলামী শরী'আতে এর হুকুম কি?

-নাজমুল হাসান
ছোট শালঘর
দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে যবহ করা 'শিরকে আকবর' বা বড় শিরক। যা মুসলমানকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। চাই সেটি কোন ফেরেশতার নামে হৌক, কোন নবী-রাসূলের নামে হৌক বা পীর-আউলিয়ার নামে হৌক। আল্লাহ বলেন, إِنَّهُ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ ط وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ أَنْصَارٍ- 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে শিরক করল, আল্লাহ তার উপরে জান্নাতকে হারাম করে দেন। তার ঠিকানা হ'ল জাহান্নাম। সীমা লংঘনকারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই' *(মায়েদাহ ৭২)*।

উৎসর্গীত ঐসব পশুর গোস্ত খাওয়া হারাম। কেননা এগুলি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ... وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، 'তোমাদের উপরে হারাম করা হ'ল মৃত জীব, রক্ত, শুকরের গোশত, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গীত বস্তু, ... এবং যা যবহ করা হয় পূজ্য বেদীতে...' *(মায়েদাহ ৩)*। উল্লেখ্য যে, জাহেলী যুগে আরবের মুশরিকরা কা'বা গৃহের চতুষ্পার্শ্বে বিভিন্ন প্রস্তর স্থাপন করে সেখানে পশু যবহ করে তার গোশত ভক্ষণ করত এবং 'এদের অসীলায় আল্লাহ্র নৈকট্য আশা করত' *(যুমার ৩)*। আমাদের দেশে ওরসের সময় মৃত পীরের কবরকে কেন্দ্র করে যত পশু যবহ করা হয়, সবই উক্ত হুকুমের অন্তর্ভুক্ত এবং তা নিঃসন্দেহে শিরক। 'যদিও যবহের সময় আল্লাহ্র নাম নেওয়া হয়' *(দ্রঃ তাফসীর ইবনে কাছীর ২/১৩)*।

মাসিক

আত-তাহরীক

www.at-tahreek.com

৮ম বর্ষ ১ম সংখ্যা
অক্টোবর ২০০৪

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/১)ঃ ঋণ নিয়ে কুরবানী করা এবং ফিৎরা দেওয়া যাবে কি? ফক্বীর-মিসকীন কিভাবে ফিৎরা আদায় করবে? ছহীহ দলীল ভিত্তিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মিলন আখতার
চোরকোল বাজার, গোপালপুর
ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ ঋণ নিয়ে কুরবানী করা এবং ফিৎরা দেওয়া যাবে, যদি তা পরিশোধ করার সামর্থ্য থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমনকি ছাহাবীগণও বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করার জন্য ঋণ নিতেন এবং পরে তা পরিশোধ করতেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/১৮৪ পৃঃ, 'ঋণ' অনুচ্ছেদ)*।

কোন স্বাধীন মুসলিম ব্যক্তির নিকট যদি তার পরিবার-পরিজনের জন্য একদিনের চেয়ে অধিক পরিমাণ খাদ্য মওজুদ থাকে, তাহ'লে তার উপর ফিৎরা আদায় করা ওয়াজিব' *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৪৮ পৃঃ, 'যাকাতুল ফিত্র' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং ফক্বীর-মিসকীনের যদি এরূপ সামর্থ্য থাকে, তাহ'লে তাকেও ফিৎরা আদায় করতে হবে।

'কুরবানী' করার বিষয়টি নিজস্ব সামর্থ্যের সাথে শর্তযুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটেও না আসে' *(আহমাদ, ইবনু মাজাহ, হাকেম; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৩২; বুলূগুল মারাম হা/১৩৪৯)*। অতএব সামর্থ্য না থাকলে কুরবানী করা যরূরী নয়।

প্রশ্নঃ (২/২)ঃ আমরা কয়েক বছর থেকে একটি ঈদগাহে মহিলা ও পুরুষ এক সঙ্গে ছালাত আদায় করে আসছি। কিন্তু ঈদগাহটি ওয়াক্বফ করা নয়, ব্যক্তি মালিকানায় রয়েছে। এমন ঈদগাহে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মিম সু স্টোর
চৌডালা বাজার, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ঈদগাহের জমির মালিকের পক্ষ থেকে যদি কোন প্রকার আপত্তি ও বাধা না থাকে, তাহ'লে উক্ত ঈদগাহে ছালাত আদায় করাতে শারঈ কোন বাধা নেই। তবে জমির মালিকের উচিত হবে জনসাধারণের কল্যাণার্থে স্বত্ব ত্যাগ করে একমাত্র আল্লাহ্র ওয়াস্তে উক্ত জমিকে ওয়াক্ফ করে দেওয়া *(ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ, পৃঃ ৩৫৯-৩৬০)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩)ঃ মসজিদে ই'তেকাফকারীগণ শাওয়ালের চাঁদ দেখা দিলে এশার ছালাত আদায় করে বাড়ীতে চলে আসেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি এই রাত্রে ঘরে ফিরে যেতেন, নাকি ঈদের ছালাত আদায় করে ফিরতেন?

-আল-আমীন
গ্রাম ও পোঃ পশ্চিম দুবলাই
কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ই'তেকাফ শেষ করে কখন বাড়ী ফিরতেন, এ মর্মে স্পষ্ট কোন ছহীহ হাদীছ জানা যায় না। তবে একথা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকে ই'তেকাফ করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৯৭ 'ইতেকাফ' অনুচ্ছেদ)*। রামাযানের শেষ দশক শাওয়ালের চাঁদ দেখার সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়। সুতরাং চাঁদ দেখার পর বাড়ী ফিরে আসাই সুন্নাতের অনুকূলে। উল্লেখ্য যে, ঈদের রাতকে অধিক ফযীলতের মনে করে অনেকে সে রাতটি মসজিদে থেকে পরদিন ঈদের ছালাত আদায় করে বাড়ী ফিরেন। এ সম্পর্কে বর্ণিত সবক'টি হাদীছ 'জাল' *(দ্রঃ আত-তাহরীক, অক্টোবর ২০০০ 'প্রচলিত জাল ও যঈফ হাদীছ সমূহ' সংখ্যা ২৯; সিলসিলা যাঈফাহ হা/১৪৫২)*।

প্রশ্নঃ (৪/৪)ঃ জনৈক আলেম বললেন, সূরা বাক্বারাহ্র ১৮৭ নং আয়াতে রাত পর্যন্ত ছিয়াম পূর্ণ করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং সূর্য ডোবার ১২/১৩ মিনিট পর রাত হ'লে ইফতার করতে হবে। এটা কি ঠিক।

-আবুল কালাম আযাদ
উপযেলা কৃষি অফিস
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ উল্লিখিত ব্যাখ্যা ছহীহ হাদীছ সম্মত নয়। কারণ সূর্যাস্তের পরেই রাত্রি শুরু হয় এবং সূর্যাস্তের পরই ইফতার করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত। তিনি বলেন, 'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেয়ে কুরআনের ব্যাখ্যা কেউ অধিক অবগত নয়। রাসূল (ছাঃ) স্পষ্ট করে বলেন, 'লোকেরা ততদিন কল্যাণে থাকবে যতদিন তারা জলদি ইফতার করবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৪)*। বিলম্বে ইফতার করাকে তিনি ইহুদী-নাছারাদের আচরণ বলেছেন *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫)*। অতএব সূর্যাস্তের পরপরই ইফতার করা শরী'আত সম্মত। কিছুক্ষণ দেরী করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে অমান্য করার শামিল *(দ্রঃ আত-তাহরীক, ডিসেম্বর ২০০০, প্রশ্নোত্তর ২১/৯১)*।

প্রশ্নঃ (৫/৫)ঃ ছিয়াম অবস্থায় সকাল-বিকাল পেস্ট দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করা যাবে কি?

-যাকারিয়া
সত্যজিৎপুর, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ ছিয়াম অবস্থায় মিসওয়াক করার ন্যায় পেস্ট দ্বারা সকাল-বিকাল দাঁত পরিষ্কার করাও জায়েয। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিসওয়াক করার সময়সীমা বেঁধে দেননি। তিনি বলেন, 'আমি আমার উম্মতের উপর ভারী মনে না করলে প্রত্যেক ওযূর সময় মিসওয়াক করার আদেশ করতাম'। অন্য বর্ণনায় এসেছে 'প্রত্যেক ছালাতের সময় মিসওয়াক করতে বলতাম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৮; তোহফা ৩/৩৪৪ পৃঃ; হাইআতু কিবারিল ওলামা ১/৪২৩ পৃঃ)*। আর

পেস্টটাও মিসওয়াকের ন্যায় দাঁত পরিষ্কারের মাধ্যম বটে' *(দ্রঃ আত-তাহরীক, ২০০১ নভেম্বর প্রশ্নোত্তর ১৯/৫৪)*।

প্রশ্নঃ (৬/৬)ঃ জনৈক মহিলার বয়স ৭৫ বছর। ছিয়াম পালন করা তার জন্য খুবই কষ্টকর। আবার প্রতি ছিয়ামের পরিবর্তে একজন মিসকীন খাওয়ানোর সামর্থ্যও তার নেই। এমতাবস্থায় তার করণীয় কি?

-মাহমূদা খাতুন
পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তি ছিয়াম পালনে অক্ষম এবং ফিদইয়াহ প্রদানেও সামর্থ্যহীন হ'লে সে শরী'আতের মুকাল্লাফ (দায়বদ্ধ) নয়। যেমন সামর্থ্যহীন ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয নয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*। তবে কেউ যদি তার পক্ষ থেকে ফিদইয়াহ প্রদান করতে চায়, তাহ'লে তা করতে পারে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০০৪ 'ছিয়ামের পবিত্রতা রক্ষা করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৭/৭)ঃ একটি বইয়ে দেখলাম, ওযূর সময় গড়গড়া কুলি করা যরূরী। তবে ছিয়াম অবস্থা করলে ছিয়ামের ক্ষতি হবে। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করিবেন।

-আতিয়ার রহমান
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ ওযূ করার সময় নাকে মুখে পানি দিতে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যাতে কণ্ঠনালীতে পানি প্রবেশ না করে।

লাক্বীত ইবনু ছাবেরাহ বর্ণিত হাদীছে ছিয়াম অবস্থায় শুধু নাকে পানি দেওয়ায় সতর্কতা অবলম্বনের কথা এসেছে *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত হা/৪০৫)*। অন্য বর্ণনায় নাকে মুখে উভয়ের কথা এসেছে। *(মির'আতুল মাফাতীহ, পৃঃ ১০৮ 'ওযূর নিয়ম' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*। তবে সতর্কতা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি কণ্ঠনালীতে বা পেটে পানি প্রবেশ করে, তবে তাতে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না *(আহযাব ৫)*।

প্রশ্নঃ (৮/৮)ঃ তারাবীহ্‌র ছালাতের গুরুত্ব কতটুকু? কেউ যদি এ ছালাত নিয়মিত আদায় না করে তবে তার পরিণাম কি? নিয়মিত তাহাজ্জুদ গুযার ব্যক্তি যদি রামাযান মাসে তারাবীহ আদায় না করে পূর্বের মত তাহাজ্জুদ আদায় করে তবে তার হুকুম কি? তারাবীহ্‌র ছালাত কি নিয়মিত জামা'আতবদ্ধভাবে আদায় করতে হবে?

-বাবুল আখতার
গোবিন্দপুর, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ ছালাতের গুরুত্ব অত্যধিক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল রাতের ছালাত' অর্থাৎ তাহাজ্জুদ বা তারাবীহ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৯)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও পূণ্যলাভের আশায় রামাযানের রাত্রিতে ইবাদত (তারাবীহ পড়ে) করে তার পূর্বের (ছগীরা) গুনাহ সমূহ মাফ করে দেওয়া হয়' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৫৮)*।

কেউ যদি তারাবীহ্‌র ছালাত নিয়মিত আদায় না করে, তবে সে গুনাহগার হবে না কিন্তু বড় ধরনের নেকী থেকে বঞ্চিত হবে। তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টিই রাতের ছালাতের অন্তর্ভুক্ত। রাতের শেষ অংশে পড়লে তাকে 'তাহাজ্জুদ' বলা হয় এবং প্রথম অংশে পড়লে তাকে 'তারাবীহ' বলা হয়। সুতরাং নিয়মিত তাহাজ্জুদ গুযার ব্যক্তি রামাযান মাসে তাহাজ্জুদ পড়লে তাকে আর তারাবীহ পড়তে হবে না *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৯৮)*।

নেকী অর্জনের উদ্দেশ্যে তারাবীহ্‌র ছালাত জামা'আত সহকারে আদায় করাই সুন্নাত সম্মত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন দিন জামা'আত সহকারে তারাবীহ্‌র ছালাত আদায় করেছিলেন। মুছল্লীদের দারুণ আগ্রহ দেখে তারাবীহ্‌র ছালাত জামা'আত সহকারে আদায় করা ফরয হয়ে যাওয়ার আশংকায় তিনি আর জামা'আতে পড়েননি *(মির'আত হা/১৩১১-এর ভাষ্য, ২/২৩২ পৃঃ)*।

১ম খলীফা আবুবকর (রাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত খেলাফতকালে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে তারাবীহ্‌র জামা'আত পুনরায় চালু করা সম্ভব হয়নি *(মির'আত ২/২৩২)*। ২য় খলীফা ওমর (রাঃ) স্বীয় যুগে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে এবং বহু সংখ্যক মুছল্লীকে মসজিদে বিক্ষিপ্তভাবে উক্ত ছালাত আদায় করতে দেখে রাসূলের সুন্নাত অনুসরণ করে মসজিদে নববীতে তারাবীহ্‌র জামা'আত পুনরায় চালু করেন। যেমন সায়েব বিন ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, খলীফা ওমর বিনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) উবাই বিন কা'ব ও তামীম আদ-দারী (রাঃ)-কে রামাযানের রাত্রিতে ১১ রাক'আত ছালাত জামা'আত সহকারে আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২, 'রামাযানের রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ)*।

সুতরাং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতের অনুসরনে তারাবীহ্‌র ছালাত জামা'আত সহকারে আদায় করা সুন্নাত সম্মত *(বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৯৯-১০০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা আমার সুন্নাতকে এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে... *(আহমাদ, আবুদাঊদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/১৬৫)*।

প্রশ্নঃ (৯/৯)ঃ তারবীহ ছালাতে প্রতি দুই রাকা'আত পরপর ছানা পড়তে হবে কি? বিতরের কুনূত পড়ার নিয়ম কি।

-বাবুল সরকার
যুপমাড়া, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ফরয ছালাত হোক অথবা নফল ছালাত হোক প্রত্যেক ছালাতের শুরুতে দো'আ ইস্তেফতাহ (ছানা) বা ছালাত শুরুর দো'আ পড়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন-ই ছালাত আরম্ভ করতেন, তখনই তাকবীরে

তাহরীমার পর দো'আয়ে ইস্তেফতাহ পড়তেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮১৩, 'তাকবীরে তাহরীমার পরে পঠনীয়' অনুচ্ছেদ)*।

যেহেতু তারাবীহ্‌র প্রত্যেক দুই রাক'আত পৃথক পৃথক ছালাত, সেহেতু প্রত্যেক দুই রাক'আতের শুরুতে দো'আ ইস্তেফতাহ বা ছানা পড়া সুন্নাত। বিতরের কুনূতের জন্য হাদীছে বিশেষ দো'আ বর্ণিত হয়েছে। বিতরের কুনূত সারা বছর পড়া চলে। তবে মাঝে মধ্যে ছেড়ে দেওয়া ভাল। কেননা বিতরের জন্য কুনূত শর্ত নয়। আবু হুরায়রা ও আনাস (রাঃ) বর্ণিত ছহীহ হাদীছে যেহেতু রুকূর আগে ও পরে উভয় প্রকার কুনূতের বর্ণনা এসেছে, সেহেতু দু'টি পদ্ধতিই জায়েয আছে ইমাম বায়হাক্বী বলেন,

রুকূর পরে কুনূতের রাবীগণ সংখ্যায় অধিক ও অধিকতর স্মৃতিসম্পন্ন এবং এর উপরেই খোলাফায়ে রাশেদীন আমল করেছেন'। অনুরূপভাবে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ, আনাস, আবূ হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী থেকে বিতরের কুনূতে বুক বরাবর হাত উঠিয়ে দো'আ করা প্রমাণিত আছে। ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞেস করা হ'ল যে, বিতরের কুনূত রুকূর পরে হবে, না আগে হবে এবং এই সময় দো'আ করার জন্য হাত উঠানো যাবে কি-না? তিনি বললেন, বিতরের কুনূত হবে রুকূর পরে এবং এ সময় হাত উঠিয়ে দো'আ করা যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) বলেন, বিতরের কুনূতের সময় দু'হাতের তালু আসমানের দিকে বুক বরাবর উঁচু থাকবে। ইমাম ত্বাহাবী এবং ইমাম কারখীও এটাকে পসন্দ করেছেন *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৯৫-৯৬)*।

প্রশ্নঃ (১০/১০)ঃ বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন কর্তৃক প্রকাশিত মাহে রামাযানের ক্যালেণ্ডারে সাহারী ও ইফতারের সময়ে বেশ তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। হানাফীদের মধ্যে তো বটেই, আহলেহাদীছগণের মধ্যেও। অথচ প্রত্যেক ক্যালেণ্ডারেই লেখা থাকে, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত। প্রশ্ন হ'ল, একই তথ্যের ভিত্তিতে রচিত ক্যালেণ্ডারে এত তারতম্যের কারণ কি? এবং আত-তাহরীকে প্রকাশিত ক্যালেণ্ডারে উল্লেখিত 'আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ঘড়ি বেলাল- ৪' কি? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-এস,এম, মাযহারুল ইসলাম
সহকারী শিক্ষক
কেরামজানী উচ্চ বিদ্যালয়
মধুপুর, টাংগাইল।

উত্তরঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর প্রদত্ত সময়সূচী এক ও অভিন্ন। সে অনুযায়ী সকল সংস্থা ও সংগঠন কর্তৃক প্রকাশিত ইফতারের সময়সূচী এক ও অভিন্ন হওয়া উচিত। কিন্তু কিছু কিছু ব্যক্তি ও মহল স্বেচ্ছায় উক্ত সময়ের মধ্যে যোগ-বিয়োগ করে পার্থক্যের সৃষ্টি করে দেশব্যাপী চরম বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। এমনকি খোদ আবহাওয়া বিভাগও নিজেদের প্রদত্ত সূর্যাস্তের সময়সূচীর সাথে এবছর ২০০৪ সালে তিন মিনিট যোগ করে ইফতারের সময় নির্ধারণ করেছে, যা হাদীছের সম্পূর্ণ লংঘন। যেমন ৩০শে রামাযানে সূর্যাস্তের সময় হ'ল ৫-৩০-৮সেঃ। আমরা সেখানে ইফতারের সময় করেছি ৫-৩১ মিঃ। আবহাওয়া বিভাগ করেছে ৫-৩৪ মিঃ। অথচ রাসূলের নির্দেশ হ'ল 'সূর্যাস্তের সাথে সাথে ছায়েম ইফতার করবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৮৫)*। এ সময় দেরী করাকে তিনি 'ইহুদী-নাছারাদের স্বভাব' বলেছেন' *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫)*। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন সহ অনেকেই সেটা অনুসরণ করে ছায়েমদের অহেতুক দেরী করিয়ে গোনাহগার করছেন।

'মাসিক আত-তাহরীক' ও 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ প্রদত্ত সূর্যাস্তের সময়সূচী যথাযথভাবে অনুসরণ করে এবং ক্যালেন্ডারের উপরে নিম্নোক্ত ছহীহ হাদীছটি উল্লেখ করা থাকে যে, 'সূর্যাস্তের সাথে সাথে ছায়েম ইফতার করবে'। এক্ষণে সরকারী ক্যালেণ্ডারের সময়সূচী যদি কোন স্থানে সূর্যাস্তের সময়ের সাথে গরমিল হয়, তাহ'লে সরকারী ক্যালেন্ডার অনুসরণ করা আবশ্যিক নয়। বরং ছহীহ হাদীছের নির্দেশ অনুযায়ী সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ইফতার করা আবশ্যিক হবে। উল্লেখ্য যে, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' প্রকাশিত 'তুহফায়ে রামাযানে' আবহাওয়া বিভাগ প্রদত্ত সূর্যাস্তের সময়সূচীতে মিনিটের শেষের সেকেণ্ড গুলিকে পূর্ণ এক মিনিট ধরে এবছর ২০০৪ সালে ইফতারের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

বেলাল-৪ একটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ইসলামী ঘড়ি। যা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বড় বড় শহরে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও ছালাতের সময়সূচী নির্দেশ করে থাকে।

প্রশ্নঃ (১১/১১)ঃ মি'রাজের সময় আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে জুতাসহ আরশে যেতে বলেন, যাতে আরশের গৌরব বৃদ্ধি পায়। উল্লিখিত বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

-মীযানুর রহমান
ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ উল্লিখিত হাদীছটি মীলাদের নামে তৈরী করা হয়েছে, যা জাল ও বানোয়াট *(মীলাদ প্রসঙ্গ পৃঃ ১১)*। রাসূল (ছাঃ) মিথ্যা বা জাল হাদীছ বলা থেকে কঠোর হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করে বলেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক আমার নামে মিথ্যা হাদীছ রটনা করে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয় *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮ 'ইল্‌ম' অধ্যায়)*। মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যে ব্যক্তি আমার নামে কোন হাদীছ বর্ণনা করল, অথচ সে জানে যে, সেটি মিথ্যা, তাহ'লে সে মিথ্যাবাদীদের অন্যতম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৯)*।

প্রশ্নঃ (১২/১২)ঃ আমাদের দেশে কোন কোন মসজিদে দেখা যায়, শুধু রামাযান মাসে সাহারী রান্না করার জন্য আযান দেয়। আবার কোন মসজিদে বিভিন্ন কথা বলে মানুষদেরকে মাইকে ডাকাডাকি করা হয় বা ঢাক-ঢোল বাজনো হয়। প্রশ্ন হ'ল, রামাযান মাসে সাহারী রান্না

করার জন্য আযান দিতে হবে, না মুখে ডাকাডাকি করতে হবে?

-মাহমূদ হাসান
মেরীগাছা, বড়াইগ্রাম, নাটোর।

উত্তরঃ সাহারীর জন্য আযান দেওয়াই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় সাহারীর আযান দেয়া হত। তিনি বলেন, 'বেলাল (রাঃ) রাত্রি থাকতে আযান দেয় এজন্য, যেন তোমাদের তাহাজ্জুদ গুযার মুছল্লীগণ সাহারীর জন্য ফিরে আসে এবং ঘুমন্ত ব্যক্তিগণ যেন জেগে উঠে' *(তিরমিযী ব্যতীত কুতুবে সিত্তাহ্র সকল গ্রন্থ, নায়ল ২/১১৭ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৪১)*।

সুরূজী প্রমুখ কিছু সংখ্যক হানাফী বিদ্বান রাসূলের (ছাঃ) যামানার উক্ত আযানকে সাহারীর জন্য লোকজনকে আহ্বান ও সরবে যিকর বলে দাবী করেছেন। ছহীহ বুখারীর সর্বশেষ ভাষ্যকার হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, এই দাবী 'মারদূদ' বা প্রত্যখ্যাত। কেননা লোকেরা ঘুম থেকে জাগানোর নামে আজকাল যা কিছু করে, তা সম্পূর্ণরূপে 'বিদ'আত' বা ধর্মের নামে নতুন সৃষ্টি। উক্ত আযানের অর্থ সকলেই 'আযান' বুঝেছেন। যদি ওটা আযান না হয়ে অন্য কিছু হ'ত, তাহ'লে লোকদের ধোঁকায় পড়ার প্রশ্নই উঠতো না। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাবধান করারও দরকার পড়তো না *(ফাৎহুল বারী শরহ বুখারী, 'ফজরের পূর্বে আযান' অধ্যায় ২/১২৩-২৪, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৪২)*।

প্রশ্নঃ (১৩/১৩)ঃ গত রামাযানে সাহারীর আযান দিলে কিছু সংখ্যক আলেম যুক্তি পেশ করে বলেন, সাহারীর আযান দিলে সারা বছর দিতে হবে এবং তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করতে হবে। এ দাবীর সত্যতা জানতে চাই।

-এফ,এম, নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ স্বর্ণযুগে অধিকাংশ ছাহাবী নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত ছিলেন। সেকারণ তখন সারা বছর সাহারীর আযান চালু ছিল *(মির'আতুল মাফাতীহ ২/৩৮২ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায় 'আযান' অনুচ্ছেদ)*। কিন্তু বর্তমান যুগে উম্মতে মুহাম্মাদী নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত না হওয়ায় সারা বছর সাহারীর আযানের প্রচল নেই। বরং শুধু রামাযান মাসে প্রয়োজন হয়। উল্লেখ্য যে, মক্কা-মদীনায় এখনো সারা বছর উক্ত আযান চালু রয়েছে।

প্রশ্নঃ (১৪/১৪)ঃ ঋতুবতী মেয়েদের রামাযানের ছিয়াম ক্বাযা হ'লে এবং তারা শাওয়াল মাসের ৬টি নফল ছিয়াম আদায় করতে চাইলে তাদেরকে কি প্রথমে রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম আদায় করতে হবে? মেয়েরা তাদের ক্বাযা ছিয়াম অথবা মানতের ছিয়াম শা'বান মাসে আদায় করতে পারবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
পাঁজরভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ ঋতুবতী মহিলাদের রামাযানের ছিয়াম যদি ক্বাযা হয়ে যায়, অতঃপর তারা যদি শাওয়াল মাসের ৬টি নফল ছিয়াম আদায় করতে চান, তবে তাঁরা ক্বাযা ও নফল পরপর অথবা আগেপিছে দু'ভাবেই আদায় করতে পারেন। কেননা আল্লাহ পাক রামাযানের ক্বাযা আদায়ের জন্য কোন সময়সীমা নির্দেশ করেননি। বরং বলেছেন, فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 'সে অন্য দিনগুলিতে গণনা পূর্ণ করবে' *(বাক্বারাহ ১৮৫)*। অতএব তা বছরের যেকোন সময়ে করা যায়। কিন্তু শাওয়ালের ৬টি ছিয়াম উক্ত মাসের মধ্যেই করতে হয়। সুতরাং আগে পিছে হওয়ায় দোষ নেই। যদি কেউ শাওয়ালের মধ্যে উক্ত ৬টি নফল ছিয়াম পালন করতে না পারেন, তবে তা অন্য সময় ক্বাযা করার আবশ্যকতা নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি রামাযান মাসের ছিয়াম আদায় করল অতঃপর তার সাথে শাওয়াল মাসের ৬টি নফল ছিয়াম আদায় করল সে যেন পূর্ণ বছরেরই ছিয়াম পালন করল' *(মুসলিম, 'ছিয়াম' অনুচ্ছেদ, ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ৪৮৭, মাসআলা নং ৪৩৭)*।

মহিলাগণ তাদের ক্বাযা অথবা মানতের ছিয়াম শা'বান মাসে আদায় করতে পারবেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন শা'বান মাসে নফল ছিয়াম আদায় করতেন, আমি তখন রামাযানের ক্বাযা আদায় করতাম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩০, 'ক্বাযা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/১৫)ঃ মুসলিম ও মুমিনের মধ্যে পার্থক্য কি?

-মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম
আটুলিয়া (চরের রিল), সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ 'ঈমান' অর্থ ভীতিশূন্য নিশ্চিন্ত বিশ্বাস (الإيمان قد اشتق من الأمن أى الثقة ضد الخوف) পারিভাষিক অর্থে বিশ্ব প্রভু আল্লাহ্র উপরে একনিষ্ঠভাবে বিশ্বাস স্থাপন করাকে 'ঈমান' বলে। এই ঈমান কেবল বিশ্বাসেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং মুহাদ্দেছীনের পরিভাষায় ঈমান হ'ল- التصديق بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية- 'হৃদয়ে বিশ্বাস, মুখে স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম হ'ল ঈমান, যা আনুগত্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও গুনাহে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়'।

আর 'ইসলাম' অর্থ, আত্মসমর্পণ করা। পারিভাষিক অর্থে, আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে সকল বিধি-বিধান কুরআন-হাদীছের মাধ্যমে মানবজাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন, তা আন্তরিকতার সাথে বিশ্বাস করা ও মৌখিকভাবে স্বীকার করতঃ ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করার নাম 'ইসলাম'।

ঈমান ও ইসলামঃ ঈমান যখন ইসলাম-এর সাথে একত্রে উল্লেখিত হবে, তখন ঈমান অর্থ হবে হৃদয়ের বিশ্বাস এবং ইসলাম অর্থ হবে বাহ্যিক নেক আমল সমূহ। যেমন

হাদীছে জিবরীলে বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২)*। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী... *(আহযাব ৩৫)*।

বেদুঈনরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আপনি বলুন যে, তোমরা ঈমান আনয়ন করনি, বরং বল যে, আমরা ইসলাম কবুল করেছি' *(হুজুরাত ১৪)*।

পক্ষান্তরে যখন ঈমান এককভাবে উল্লেখিত হবে তখন তার মধ্যে ইসলাম তথা বাহ্যিক আমল সমূহ প্রবেশ করবে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই মুমিন তারাই... *(আনফাল ২-৪) (বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ মাসিক আত-তাহরীক 'দরসে কুরআন' 'ঈমান' ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর '৯৭, পৃঃ ২০-৩০)*।

সারকথা হ'ল ইসলাম দেহ স্বরূপ, আর ঈমান তার রূহ স্বরূপ। ঈমান হ'ল মূল, আর ইসলাম হ'ল তার শাখা-প্রশাখা।

প্রশ্নঃ (১৬/১৬)ঃ খারাপ কাজের সংকল্প করে তা বাস্তবায়ন না করলে পাপ হবে কি?

-আকরাম হুসাইন
বড় বেলঘরিয়া, নাটোর।

উত্তরঃ পাপ কার্য সম্পাদনের সংকল্প করার পর না করলে তাতে গুনাহ হয় না, বরং নেকী হয়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা নেকী ও গুনাহ লিখে রাখেন। কোন ব্যক্তি নেকী করার ইচ্ছা করে যদি তা না করে তবে তার জন্য পূর্ণ একটি নেকী লেখা হয়। আর ইচ্ছা করার পর যদি বাস্তবায়ন করে তবে তার জন্য ১০ হ'তে সাতশ' পর্যন্ত নেকী বৃদ্ধি করা হয়। পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি গুনাহ করার ইচ্ছা করে তা বাস্তবায়ন না করে, তবে আল্লাহ তার জন্য পূর্ণ এক নেকী লিখেন। আর তা বাস্তবায়ন করলে আল্লাহ তার জন্য মাত্র একটি গুনাহ লিখেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৭৪)*।

প্রশ্নঃ (১৭/১৭)ঃ সাড়ে সাত ভরির কম ব্যবহৃত স্বর্ণ থাকলে তার যাকাত দিতে হবে কি?

-যহীরুল হক্ব
দৌলতপুর কলেজ, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ সাধারণ স্বর্ণ যেমন সাড়ে সাত ভরি না হ'লে যাকাত দেওয়া লাগে না, তেমনি ব্যবহৃত স্বর্ণও সাড়ে সাত ভরির কম হ'লে যাকাত দেওয়া লাগবে না। উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, আমি স্বর্ণের গয়না পরিধান করতাম। একদা আমি বললাম হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! এই ব্যবহৃত স্বর্ণও কি সঞ্চিত সম্পদ? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'ব্যবহৃত স্বর্ণ যখন নিছাব পরিমান হবে এবং তার যাকাত প্রদান করা হবে তখন তা আর সঞ্চিত সম্পদ হবে না' *(মুওয়াত্ত্বা, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৮১০ 'যাকাত' অধ্যায়, 'কোন বস্তুতে যাকাত ওয়াজিব' অনুচ্ছেদ; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৩৮৩)*।

প্রশ্নঃ (১৮/১৮)ঃ যেসব টাকা ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে মানুষকে দেওয়া আছে তার যাকাত দিতে হবে কি?

-শরীফুল ইসলাম
মহিষামুড়া, একডালা, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে দেওয়া টাকা যদি সহজে পাওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকে, তবে তার যাকাত দিতে হবে। কিন্তু যদি সেরূপ সম্ভাবনা না থাকে, তাহ'লে হাতে না পাওয়া পর্যন্ত যাকাত দিতে হবে না। এমন সম্পদ একাধিক বছর পর হাতে আসলে মাত্র এক বছরের যাকাত দিতে হবে *(আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩০ পৃঃ, 'যাকাত' অধ্যায়, 'ঋণগ্রস্তের যাকাত' অনুচ্ছেদ; উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, মাসআলা নং ৩৫৭)*।

প্রশ্নঃ (১৯/১৯)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামানে পাঠিয়েছিলেন মর্মে হাদীছটি কি ছহীহ? হানাফীগণ উক্ত হাদীছ দ্বারা ক্বিয়াসের দলীল পেশ করে থাকেন। ক্বিয়াস ও ইজতিহাদের পার্থক্য জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুছ ছবুর চৌধুরী
হাজী কুদরতুল্লাহ মার্কেট, সিলেট।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ)-কে যাকাত আদায়ের জন্য ইয়ামনে প্রেরণ করেছিলেন মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৭২)*। তবে হানাফীগণ আবুদাঊদ ও তিরমিযী বর্ণিত মু'আয (রাঃ)-এর যে প্রসিদ্ধ হাদীছটিকে ক্বিয়াসের দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন, তা নিতান্তই যঈফ *(দ্রষ্টব্যঃ যঈফ তিরমিযী হা/২২৪, 'আহকাম' অধ্যায়, 'কিভাবে বিচার করা হবে' অনুচ্ছেদ; আবুদাঊদ 'বিচার কার্য' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১১; আলবানী, সিলসিলা যঈফা হা/৮৮১)*।

'ক্বিয়াস' শব্দের অভিধানিক অর্থঃ অনুমান করা, নির্ধারণ করা। শারঈ পরিভাষায় 'ক্বিয়াস' হ'ল একটি বিষয়কে অন্য একটি বিষয়ের সদৃশ কল্পনা করা। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী, كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ- 'আমি যেমন প্রথমবার সৃষ্টি করেছি পুনরায় সেভাবে করবে' *(আম্বিয়া ১০৪)*। এখানে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করাকে প্রথম বারের সদৃশ কল্পনা করা হয়েছে।

'ইজতিহাদ' শব্দের অর্থ, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। শারঈ পরিভাষায় ইজতিহাদ হচ্ছে, কোন বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ ও ইজমায়ে ছাহাবার মধ্যে স্পষ্ট সমাধান না পাওয়া গেলে উক্ত মূলনীতিগুলির আলোকে সমাধান দানের সার্বিক প্রচেষ্টা চালানো।

প্রশ্নঃ (২০/২০)ঃ তাহাজ্জুদ, তারাবীহ ও ক্বিয়াম এগুলির পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য কি? রামাযানের শেষ দশ রাতে ক্বিয়াম করলে তারাবীহ পড়া লাগবে কি?

-হাসান
আল-সূর ব্রিগেড, আল-জাহরা, কুয়েত।

উত্তরঃ তাহাজ্জুদ, তারাবীহ ও ক্বিয়াম সবই ছালাতুল লায়ল বা রাত্রির নফল ছালাত। নবী করীম (ছাঃ) ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত সহ মোট ১৩ রাক'আত রাত্রির নফল

ছালাত আদায় করতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৯১)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজরের দুই রাক'আত সুন্নাত ব্যতীত ৭, ৯ কিংবা ১১ রাক'আত ছালাত আদায় করতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৯২)*। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, তারাবীহ হচ্ছে 'ক্বিয়ামুল্লায়ল' *(মুসলিম ১/২৫৯ পৃঃ)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ২৩, ২৫ ও ২৭শে রামাযান তিন রাতে জনগণকে নিয়ে যে রাতের ছালাত আদায় করেছিলেন, তা এশার ছালাতের পরে শুরু করে ১ম দিন রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত, ২য় দিন মধ্য রাত্রি পর্যন্ত ও শেষের দিন সাহারীর পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ ছালাত আদায় করেন *(দ্রঃ মির'আত হা/১৩১১-এর ভাষ্য, ২/২৩২ পৃঃ)*। অন্য সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিয়মিতভাবে শেষ রাতে ফজরের পূর্ব পর্যন্ত রাত্রির ছালাত আদায় করতেন। উল্লেখ্য, পারিভাষিক অর্থে প্রথম রাতের নফল ছালাতকে 'তারাবীহ' এবং শেষ রাতের নফল ছালাতকে 'তাহাজ্জুদ' বলা হয় *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৯৯-১০০)*।

প্রশ্নঃ (২১/২১)ঃ ইফতারের দো'আ ...اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ মর্মে হাদীছটি 'মুরসাল'। মুরসাল হাদীছের প্রতি আমল করা যায় কি?

-মুহাম্মাদ দুররুল হুদা
হুগলী, পঃ বঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ 'মুরসাল' হচ্ছে এমন হাদীছ যা কোন তাবেঈ ছাহাবীকে বাদ দিয়ে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন *(শারহু নুখবা, পৃঃ ১১০)*। এমন হাদীছ আমলযোগ্য নয়। কারণ বিলুপ্ত ব্যক্তি ছাহাবী হ'তে পারেন, তাবেঈও হ'তে পারেন। এমন ব্যক্তি স্মৃতিতে শক্তিশালী হ'তে পারেন দুর্বলও হ'তে পারেন। তবে বিলুপ্ত ব্যক্তি নির্ভরযোগ্য হ'লে ইমাম আহমাদ ও জমহুর বিদ্বানগণের নিকট হাদীছটি আমলযোগ্য। মালেকীদের মতে 'মুরসাল' হাদীছ সাধারণভাবে আমলযোগ্য। ইমাম শাফেঈর মতে হাদীছটি অন্য কোন সূত্র দ্বারা শক্তিশালী হ'লে আমলযোগ্য। হানাফীদের মতে এমন হাদীছ দলীলযোগ্য নয় *(শারহু নুখবা, পৃঃ ১১১)*। ইফতারের এই দো'আটির সনদ দুর্বল। কারণ মু'আয ইবনু যুহরা নামক অপরিচিত রাবী হ'তে অত্র হাদীছটি একমাত্র হুছাইন বিন আবদুর রহমান বর্ণনা করেছেন, অন্য কেউ নয় *(ইরওয়া, হা/৯১৯-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

মিশকাতের সর্বশেষ ভাষ্যে শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীছের কতগুলি সমর্থনকারী হাদীছ রয়েছে, যা একে শক্তিশালী করে। কিন্তু আমার নিকটে এখন এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, যেসব শাওয়াহেদ-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, সেগুলি হ'ল ইবনু আব্বাস ও আনাস বর্ণিত হাদীছ। যেখানে 'কঠিন দুর্বলতা' (ضعف شديد) রয়েছে, যা মূল্যায়নযোগ্য নয়' *(হেদায়াতুর রুওয়াত, হা/১৯৩৫-এর টীকা নং ৩, ২/৩২৩ পৃঃ)*। তবে সঊদী আরবের মুফতী শায়খ ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন, যদিও হাদীছটিতে দুর্বলতা রয়েছে, তবুও অনেক বিদ্বান একে 'হাসান' বলেছেন। অতএব ইফতারের সময় এটি বা অন্য দো'আ পাঠ করলেও তা কবুলযোগ্য হবে। কেননা এটি দো'আ কবুলের স্থান' *(ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম নং ৪৩৬)*।

প্রশ্নঃ (২২/২২)ঃ অসুস্থতার কারণে গত দুই রামাযানে ছিয়াম পালন করতে পারিনি। পূর্ণ গত রামাযানে মাত্র কয়েকটি ছিয়াম পালন করেছিলাম। বাকীগুলি ক্বাযা হয়ে আছে। এখনো অসুস্থ আছি। এছাড়া আমার সন্তানের বয়স ১১ মাস। সে দুধ পান করে। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-উম্মে লাবীব শাহীদা
দিগদানা, যশোর।

উত্তরঃ যখন কোন ব্যক্তি এমন অসুস্থ হবে, যা থেকে আরোগ্য লাভের আশা করা যায় না। সে ব্যক্তি পুরুষ হোক বা মহিলা হোক, তাকে প্রত্যেকটি ছিয়ামের বিনিময়ে একজন মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করতে হবে। তাই বিগত ক্বাযা ছিয়ামগুলির ফিদইয়া প্রদান করাই শরী'আত সম্মত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা ছিয়াম পালন করতে সক্ষম নয়, তারা ছিয়ামের পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে *(বাক্বারাহ ১৮৪)*। দুগ্ধ দানকারিনী মা সন্তানের দুধের কমতির আশংকা করলে তিনিও ফিদইয়া দিবেন। দৈনিক একজনকে অথবা মাস শেষে একদিনে ৩০ জনকে খাওয়ানো চলবে *(নায়ল ৫/৩০৯-১১; তফসীর ইবনু কাছীর ১/২২১)*। ফিদইয়া দানের ক্ষমতা না থাকলে আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করবে।

প্রশ্নঃ (২৩/২৩)ঃ মাসিক বেতন যদি নেছাব পরিমাণ হয় তাহ'লে যাকাত দিতে হবে কি?

-আবুল কাসেম
আব্বাসীয়া, কুয়েত।

উত্তরঃ মাসিক বেতন নেছাব পরিমাণ হ'লেও যাকাত দিতে হবে না। কেননা উৎপন্ন শস্য ব্যতীত যেকোন অর্থ-সম্পদ নেছাব পরিমাণ হওয়ার সাথে সাথে এক বছর পার হ'তে হবে। আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন সম্পদের উপর এক বছর সময় পার না হওয়া পর্যন্ত যাকাত দিতে হবে না' *(আবুদাউদ, বুলূগুল মারাম হা/৫৯২)*।

প্রশ্নঃ (২৪/২৪)ঃ আমার কিছু হিন্দু সহপাঠি আছে, যারা আমাকে নমস্কার করে। কিন্তু আমি কোন উত্তর দেইনা। আমি কি তাদের নমস্কার করব, না অন্য কোন পন্থা আছে?

-মনীরুল ইসলাম
মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ কোন অমুসলিম ব্যক্তি মুসলমানকে শ্রদ্ধা জানানোর জন্য যতটুকু করে, তার প্রতি ততটুকুই করা যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন আহলে কেতাব তোমাদের সালাম দেয় তখন তোমরা বল, وعليكم (ওয়ালায়কুম)' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৭)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তার বলা কথার উত্তরে 'ওয়া আলায়কুম' বলা যায়। কিন্তু 'ওয়া আলায়কুমুস সালাম' বলা যাবে না।

প্রশ্নঃ (২৫/২৫)ঃ আরবীতে কুরআন পড়ার চেষ্টা করা সত্ত্বেও না পারলে বাংলায় উচ্চারণ করে পড়া জায়েয হবে কি?

-লাবু
নবীনগর, খুলনা।

উত্তরঃ একেবারে অক্ষম হ'লে বাংলা অক্ষরের মাধ্যমে আরবীতে উচ্চারণ করে কুরআন পড়া যাবে। তবে আরবী অক্ষর চিনে পড়ার চেষ্টা করা যরূরী। কারণ বাংলায় 'মাখরাজ' সঠিকভাবে উচ্চারিত হয় না। কাজেই কুরআন সরাসরি পড়ার মত জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, 'তুমি ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে কুরআন আবৃত্তি কর' *(মুযযাম্মিল ৪)*।

প্রশ্নঃ (২৬/২৬)ঃ শবে বরাত উপলক্ষে যেসব খাদ্য রান্না করা হয়, তা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের বাড়ীতে দেওয়া হয়। আমরা কি এ খাদ্য খেতে পারি?

-মাহমূদ আকবর
গোবরচাকা, খুলনা।

উত্তরঃ বিদ'আতী খাদ্য খাওয়া যাবে না। কারণ এতে অন্যায়ের সহযোগিতা করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে তোমরা একে অপরের সাহায্য কর। গুনাহ ও সীমা লংঘনের ব্যাপারে সাহায্য কর না' *(মায়েদাহ ২)*। তাদের খাদ্য গ্রহণ না করার কারণ বলে দিতে হবে। কেননা ক্বিয়ামতের দিন সাত শ্রেণীর লোক আল্লাহ্র আরশের নীচে ছায়া পাবেন, তাদের এক শ্রেণী হবেন তারাই, যারা পরস্পরের সাথে মিলিত হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশে এবং বিচ্ছিন্ন হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০১)*।

প্রশ্নঃ (২৭/২৭)ঃ বিড়ি তামাক, জর্দা, সিগারেট প্রভৃতি বস্তু দ্বারা উপার্জিত অর্থ হালাল হবে কি?

-নাজমুল হোসাইন
খানসামার হাট, হারাগাছ, রংপুর।

উত্তরঃ বিড়ি, সিগারেট, জর্দা ইত্যাদি তামাকজাত দ্রব্য অপবিত্র এবং হারাম। এ সমস্ত বস্তু দ্বারা উপার্জিত অর্থ হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ তাদের জন্য যাবতীয় পবিত্র বস্তু হালাল করেন এবং যাবতীয় অপবিত্র বস্তু হারাম করেন' *(আ'রাফ ১৫৭)*। অতএব এসমস্ত বস্তুর মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ হালাল হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, '... নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র। তিনি পবিত্র বস্তু ভিন্ন কবুল করেন না...' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'হালাল উপার্জন' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে বস্তুটি হারাম, তার মূল্যও হারাম' *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৩৪৮৮ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৮/২৮)ঃ জনৈক খতীব ছাহেব বলেন, ত্বাবারাণী শরীফে আছে, ইমাম মিম্বরে থাকা অবস্থায় তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন কোন ছালাত আদায় না করে এবং কোন কথা না বলে। অথচ অনেকে খুৎবা চলাকালীন সময়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেন। এর সঠিক সমাধান কি?

-আমানুল্লাহ
জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ত্বাবারাণীর উল্লখিত হাদীছটি যঈফ। *(দেখুনঃ সিলসিলা যঈফা হা/৮৭)*। এছাড়া উক্ত হাদীছ সরাসরি ছহীহ হাদীছের বিরোধী। যেমন জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা খুৎবা দানকালে বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ জুম'আর দিন খুৎবা অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে যেন সংক্ষেপে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১১ 'খুৎবা ও ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। জাবের বর্ণিত অন্য হাদীছে এর ব্যাখ্যা এসেছে যে, একদা (সালীক আল-গাত্বফানী নামক) জনৈক ব্যক্তি রাসূলের খুৎবা চলা অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি ছালাত আদায় করেছ? লোকটি বলল, না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি দু'রাক'আত ছালাত আদায় কর' *(বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি বুলূগুল মারাম হা/৫৪৫; নায়ল ৪/১৯৩ পৃঃ)*। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মসজিদে প্রবেশ করে বসে গেলেও 'তাহিইয়াতুল মসজিদ'-এর সুন্নাত ফওত হয়ে যায় না, বরং তাকে পুনরায় উঠে তা আদায় করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৯/২৯)ঃ উত্তর ও দক্ষিণ দিকে নাকি চুলার মুখ রাখা যায় না? এই দুই দিকে চুলার মুখ হ'লে নাকি মোর্দার বুকে আগুন জ্বলে? একথা কি সত্য?

*-জিন্নাত রেহানা**
দারুশা, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ শরী'আতে এসব কথার কোন ভিত্তি নেই। এগুলি বিশ্বাস করলে গোনাহগার হ'তে হবে। তবে উত্তর ও দক্ষিণের বাতাস চুলায় ঢুকে ঘরে আগুন লাগার ভয়ে কেউ এটা করলে সেটা স্বতন্ত্র কথা।

** 'জিন্নাত' অর্থ মহিলা জিন। 'যীনাত' নাম রাখা উচিত। যার অর্থ সৌন্দর্য (স.স)।*

প্রশ্নঃ (৩০/৩০)ঃ আব্বার দেওয়া গয়না আম্মা দান করে দিলে আব্বা তার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, গয়না ফেরত নিয়ে এসো। এক্ষণে এ গয়না ফেরত নেওয়া শরী'আত সম্মত হবে কি?

-এনামুল হক
উত্তর পতেংগা, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ গহনাটি স্বামীর পক্ষ থেকে স্ত্রীকে পূর্বেই উপঢৌকন স্বরূপ দান করা হয়েছে বিধায় ঐ গহনার মালিক এখন স্ত্রী নিজে। অতএব স্ত্রী ইচ্ছা করলে তা আল্লাহ্র রাস্তায় দান করতে পারেন। তবে দান করার সময় সংসারের স্বচ্ছলতার

প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। এ মর্মে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দাকে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) সাবধান করেছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৪২ 'বিবাহ' অধ্যায়, 'সাংসারিক খরচ' অনুচ্ছেদ)*। প্রশ্নে উল্লিখিত অবস্থায় স্ত্রীকে তার দান ফিরিয়ে নিতে বলা ঠিক হবে না। আল্লাহ্‌র পথে দানকৃত বস্তু ফেরত নেওয়া যায় না। ওমর (রাঃ) বলেন, আমি একটি ঘোড়া আল্লাহ্‌র পথে একজনকে দান করেছিলাম। লোকটি ঘোড়াটিকে দুর্বল করে দেয়। সে কম দামে দিবে মনে করে আমি ক্রয়ের ইচ্ছা করি। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জানালে তিনি বললেন, তুমি এটি ক্রয় কর না এবং তোমার ছাদাক্বায় ফিরে যেয়ো না, সে একটি দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করলেও। নিশ্চয়ই ছাদাক্বা প্রদান করে পুনরায় তা ফিরিয়ে নেওয়া কুকুরের বমন করে তা পুনরায় ভক্ষণ করার ন্যায়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৪ 'যাকাত' অধ্যায়)*। উল্লেখ্য, সংসার বিনষ্টকারী নয়, এরূপ পরিমাণ মাল যদি স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্বামীর মাল থেকে ব্যয় (ছাদাক্বা) করে, তাহ'লে স্বামী তার অর্ধেক নেকী পাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৪৭-৪৮ 'স্বামীর মাল হ'তে স্ত্রীর ছাদাক্বা করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩১)ঃ জনৈকা স্ত্রী তার স্বামীকে বলেছে যে, তোমাকে তালাক দিলাম। উক্ত তালাক কার্যকর হয়েছে কি?

-আমজাদ হোসাইন
বিলচাপড়ী, ধুনট, বগুড়া।

উত্তরঃ উক্ত তালাক কার্যকর হয়নি। কেননা স্ত্রী তার স্বামীকে তালাক দিতে পারে না। কারণ তালাক প্রদানের অধিকার হ'ল স্বামীর। তবে স্ত্রী বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করতে চাইলে সে 'খোলা'-এর মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে *(বুখারী, মিশকাত হা/৩২৭৫ 'খোলা ও তালাক' অনুচ্ছেদ)*। 'খোলা'-এর নিয়ম হ'ল, স্ত্রী তার এলাকার স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি অথবা সরকারী ক্বাযী বা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকটে গিয়ে তার স্বামীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘোষণা দিবে। চেয়ারম্যান স্বামীর দেওয়া মোহর স্ত্রীর কাছ থেকে নিয়ে স্বামীকে ফেরৎ দানের বিনিময়ে তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা নিবেন। বিচ্ছেদের দিন থেকে ঐ মহিলার ইদ্দত হবে মাত্র এক ঋতু। এটি মূলতঃ 'ফিসখে নিকাহ' বা বিবাহ বিচ্ছেদ *(দ্রঃ বুলূগুল মারাম হা/১০৬৬-৬৮)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩২)ঃ আল্লাহ্‌র দেওয়া নে'মত সমূহ ইচ্ছামত ভোগ করা যাবে কি?

-মিনহাজুল আবেদীন
ঘোড়ামারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইচ্ছামত সবকিছু ভোগ করা যাবে না, বরং সকল ক্ষেত্রে হালাল-হারাম বাছাই করে চলতে হবে। আল্লাহ্‌র নে'মত ভোগ করার সময় সর্বদা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার অনুভূতি ও স্বীকৃতি থাকতে হবে *(বাক্বারাহ ১৭২)* এবং সকল প্রকারের বাড়াবাড়ি ও অপচয় হ'তে দূরে থাকতে হবে *(আ'রাফ ৩১)*। খাদ্যের বিষয়ে আরও দু'টি মূলনীতি মনে রাখতে হবে, সেটি যেন হালাল হয় এবং পবিত্র হয় *(বাক্বারাহ ১৬৮)*। তাই হারাম ও অবিত্র বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বস্তু খাওয়া যাবে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যা খুশী খাও এবং যা খুশী পরিধান কর। তবে এ বিষয়ে তোমাকে দু'টি ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। তা হ'ল অপচয় ও অহংকার' *(বুখারী, আহমাদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৩৮০-৮১ 'পোষাক' অধ্যায়)*। মিক্বদাদ বিন মা'দীকারিব হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কোমরদাঁড়া সোজা রাখার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই মাত্র খাবে। যদি তার চেয়ে অতিরিক্ত খেতেই হয়, তবে পেটের এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য দ্বারা ও এক-তৃতীয়াংশ পানীয় দ্বারা পূর্ণ করবে এবং বাকী এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখবে' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫১৯২ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৪৯৬৫; হাদীছ ছহীহ, ইরওয়া হা/১৯৮৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৩)ঃ জুম'আর ছালাতের এক রাক'আত জামা'আতের সাথে পেলে আর এক রাক'আত মিলিয়ে সালাম ফিরালে জনৈক ব্যক্তি বলেন, তোমার জুম'আ হয়নি। তোমাকে চার রাক'আত যোহরের ছালাত আদায় করতে হবে। এ বিষয়ে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রহমান
জামদহ বৈদ্যপুর, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ আপনার ছালাত সঠিক হয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর এক রাক'আত পেল, সে যেন তার সাথে আর এক রাক'আত মিলিয়ে নেয়' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৯২৭, 'যে ব্যক্তি জুম'আর এক রাক'আত পেল তার হুকুম' অনুচ্ছেদ; ইরওয়াউল গালীল ৩/৮৪ পৃঃ, হা/৬২২)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৪)ঃ জনৈক বক্তার মুখে একটি হাদীছ শুনলাম যে, দুধ পিতা বা দুধ মাতা আসলে রাসূল (ছাঃ) স্বীয় চাদর বিছিয়ে তাদের বসতে দিতেন (আবুদাউদ)। এটা কি ঠিক?

-আবুবকর
কলারোয়া বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ হাদীছটি 'যঈফ' *(যঈফ আবুদাউদ হা/৫১৪৫, 'আদব' অধ্যায়; সিলসিলা যঈফা ৩/৩৪১ পৃঃ, হা/১১২০)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৫)ঃ হিন্দুদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে তাদেরকে ঈদে ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে আমরা দাওয়াত করি এবং তারা আমাদের দাওয়াতে সাড়া দেয়। অনুরূপ তারাও আমাদেরকে তাদের পূজাতে দাওয়াত দেয়। আমরা তাদের দাওয়াত খেতে পারব কি?

-শফীকুল ইসলাম
কাঁকনহাট, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ মুসলমানদের দাওয়াত হিন্দুরা খেতে পারবে। কিন্তু তাদের পূজা উপলক্ষে মুসলমানগণ কোনক্রমেই দাওয়াত কবুল করতে পারবে না এবং উক্ত উপলক্ষে তৈরী খাবারও খেতে পারবে না। কারণ এতে শিরকের মত বড় পাপের সাহায্য করা হবে, যা হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা পরষ্পর ভাল ও তাক্বওয়াশীল কাজে সহযোগিতা কর। পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা করনা' *(মায়েদাহ ২)*। তবে পূজা-পার্বন ব্যতীত অন্য উপলক্ষে তাদের সাধারণ নিমন্ত্রণ কবুল করা যাবে। এমনকি তাদের দেওয়া উপঢৌকনও গ্রহণ করা যাবে *(বুখারী ১/৩৫৬ পৃঃ প্রভৃতি, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৮৪; দ্রঃ আত-তাহরীক, মে ২০০০ প্রশ্নোত্তর ২৮/২৩৮)*। উল্লেখ্য যে, তাদের বলি দেওয়া পশুর গোশত কখনোই খাওয়া যাবে না। কারণ তা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবেহ করা হয়। আর আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে যবহকৃত পশুর গোশত খাওয়া আল্লাহ হারাম করেছেন *(বাক্বারাহ ১৭৩, মায়েদাহ ৩, আন'আম ১৪৫, নাহল ১১৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৬)ঃ উম্মাহাতুল মু'মিনীনের মধ্যে সর্বাধিক শুদ্ধভাষী ও অধিক মাসআলা-মাসায়েল কে জানতেন?

-আসাদুযযামান
তাহেরপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ নবী করীম (ছাঃ)-এর সহধর্মিনীদের মধ্যে আয়েশা (রাঃ) অধিক শুদ্ধভাষী ছিলেন ও অধিক দ্বীনী মাসআলা জানতেন। মূসা ইবনু ত্বালহা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-এর চেয়ে অন্য কাউকে অধিক শুদ্ধভাষী দেখিনি *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৬১৮৬ 'নবী সহধর্মিনীদের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের মাঝে যখন কোন হাদীছ বোধগম্য হ'ত না, তখন আমরা আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট হ'তে তার সমাধান নিতাম *(তিরমিযী, মিশকাত, হা/৬১৮৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৭)ঃ আহমাদিয়া সম্প্রদায় মুসলিম না অমুসলিম? 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' তাদের সম্পর্কে কি মত পোষণ করে জানতে চাই।

-আব্দুল হাকীম
বখশীবাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ 'আহমাদিয়া' মূলতঃ ক্বাদিয়ানী সংগঠনের নাম। যারা ক্বাদিয়ানী মতবাদ গ্রহণ করে, তারা নিঃসন্দেহে অমুসলিম। কারণ ক্বাদিয়ানীরা গোলাম আহমাদ ক্বাদিয়ানীকে নবী বলে মানে। তারা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে শেষনবী বলে স্বীকার করে না। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মুহাম্মাদ হচ্ছেন শেষ নবী' *(আহযাব ৪০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার ও অন্যান্য নবীদের উদাহরণ একটি ইমারতের ন্যায়। সেখানে একটিমাত্র ইটের জায়গা খালি রাখা ছিল। আমি সেই জায়গাটি বন্ধ করেছি ও আমাকে দিয়ে ইমারতটি পূর্ণ করা হয়েছে এবং আমাকে দিয়েই রাসূলদের সিলসিলা সমাপ্ত করা হয়েছে। আমিই হচ্ছি ঐ শেষ ইটটি এবং আমিই শেষ নবী' *(বুখারী, মুসলিম মিশকাত হা/৫৭৪৫ 'মর্যাদাসমূহ' অধ্যায় 'নবীকুল শিরোমনির মর্যাদা' অনুচ্ছেদ)*। অতএব গোলাম আহমাদ যে মিথ্যা ও ভণ্ড নবী এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আর ভণ্ডনবীর তাবেদাররা কখনও মুসলমান হ'তে পারে না। আর এ বিষয়ে যে সন্দেহ পোষণ করবে সেও মসলমান থেকে খারিজ হয়ে যাবে। তাই কুরআন ও ছহীহ হাদীছের চূড়ান্ত ফায়ছালাই হচ্ছে আহলেহাদীছগণের চূড়ান্ত মতামত *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ দরসে হাদীছঃ খতমে নবুওয়াত, আত-তাহরীক, অক্টোবর '৯৯)*।

উল্লেখ্য যে, মুসলমান হওয়ার শর্ত হ'ল কলেমায়ে শাহাদাত কবুল করা। যার প্রথমাংশে রয়েছে আল্লাহ্কে একমাত্র উপাস্য হিসাবে স্বীকার করা এবং দ্বিতীয়াংশে রয়েছে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আল্লাহ্র রাসূল অর্থাৎ শেষনবী হিসাবে স্বীকার করা। ক্বাদিয়ানীরা কলেমায়ে শাহাদাতের দ্বিতীয়াংশকে অস্বীকার করে। সেকারণ তারা মুসলিম নয়। কথিত ক্বাদিয়ানী ভণ্ড নবী গোলাম আহমাদের বিরুদ্ধে 'ফাতেহে ক্বাদিয়ান' নামে খ্যাত উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আহলেহাদীছ বিদ্বান মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (রহঃ)-এর আপোষহীন জিহাদ ও মুবাহালার ইতিহাস সর্বজনবিদিত।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩৮)ঃ আজকাল অধিকাংশ বাজারে মাছ-গোশত ক্রয় করলে দেখা যায় কেজিতে প্রায় একশ' গ্রাম করে কম হয়। অধিকাংশ বিক্রেতারা এরূপ ধোঁকা দিয়ে থাকে। এদের পরিণতি সম্পর্কে শরী'আতের বিধান কি?

*-গোলাম মোস্তফা**
নওদপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ওযনে কম দেওয়া একটি মারাত্মক সামাজিক অপরাধ। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'ধ্বংস তাদের জন্য, যারা ওযন ও মাপে কম-বেশী করে। যারা নেওয়ার সময় পুরোপুরি নেয় ও দেওয়ার সময় কম করে দেয়' *(মুত্বাফফিফীন ১-৩)*। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন কোন কওমের মধ্যে আমানতের খেয়ানত ব্যাপ্তি লাভ করে, তখন আল্লাহ তাদের অন্তর সমূহে ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার করেন। যখন কোন জনপদে যেনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেই সমাজে মৃত্যুহার বৃদ্ধি পায়। যখন কোন সমাজে মাপ ও ওযনে কম দেওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়, সেই সমাজে রূযীর স্বচ্ছলতা বন্ধ করে দেওয়া হয়। যখন কোন সমাজে অবিচার শুরু হয়, তখন সেই সমাজে খুন-খারাবী সস্তা হয়ে যায়। যখন কোন কওম চুক্তি ভঙ্গ করে, তখন তাদের উপরে শত্রু জয় লাভ করে' *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, মিশকাত হা/৫৩৭০ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়, হাদীছটি মওকূফ; বিস্তারিত দেখুনঃ দরসে কুরআন, 'দশটি হারাম থেকে বেঁচে থাকুন' মে '৯৯)*।

** প্রশ্নকারীর নামটি 'গোলাম মোস্তফা'র পরিবর্তে 'গোলাম রহমান' রাখার পরামর্শ রইল। কারণ সৃষ্টি কোন সৃষ্টির গোলামী করেনা, বরং সৃষ্টিকর্তার গোলামী করে (স.স)।*

প্রশ্নঃ (৩৯/৩৯)ঃ একদা জনৈক মুসাফির জুম'আ চলাকালীন সময় এক ব্যক্তির বাড়ীতে উপস্থিত হয়, অন্যেরা তাড়াতাড়ি করে জুম'আ পড়তে গেল, আর মুসাফির ব্যক্তি সামান্য বিশ্রাম নিয়ে যোহরের ক্বছর করলেন। অন্যান্য মুছল্লীগণ তার কড়া সমালোচনা করলেন। উক্ত মুসাফিরের এরূপ করা কি শরী'আত সম্মত হয়েছে?

-মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান
পুরানা মোগলটুলী, ঢাকা।

উত্তরঃ মুসাফিরের জন্য জুম'আর ছালাত আদায় করা যরূরী নয় *(দারাকুৎনী, মিশকাত হা/১৩৮০; ইরওয়া হা/৫৯২)*। বরং তার জন্য যোহরের ক্বছর করাই সুন্নাত *(নিসা ১০)*। তিনি যা করেছেন তা শরী'আত সম্মত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর সফর সঙ্গীসহ হজ্জ-এর সফর করেন। কিন্তু তাঁদের কেউ জুম'আর ছালাত আদায় করেননি *(ইরওয়া হা/৫৯৪)*। জাবের (রাঃ) বর্ণিত হাদীছেও অনুরূপ প্রমাণ রয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৫৫; বিস্তারিত দেখুনঃ নায়ল ৩/২২৬ পৃঃ 'কোন্ ব্যক্তির উপর জুম'আ ফরয আর কোন্ ব্যক্তির উপর ফরয নয়' অধ্যায়; দ্রঃ আত-তাহরীক, মার্চ ২০০০ প্রশ্নোত্তর ১৯/১৬৯)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৪০)ঃ للإمام سكتتان فاغتنموا القراءة فيهما بفاتحة الكتاب- অর্থাৎ ইমামের জন্য দু'টি সাকতা রয়েছে। এ দু'টিতে তোমরা সূরা ফাতিহা পাঠের সুযোগ গ্রহণ কর' হাদীছটি কি ছহীহ? এবং উক্ত সাকতার সময়েই কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়তে হবে, এ মর্মে রাসূলের কোন বিশেষ নির্দেশ আছে কি?

-আব্দুল্লাহ
কুলবাড়ী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্যটি তাবেঈ বিদ্বান আবু সালামা বিন আব্দুর রহমান বিন আওফ-এর নিজস্ব। শায়খ আলবানী বলেন, আবু সালামা পর্যন্ত সনদ 'হাসান'। কিন্তু لا أصل له مرفوعا 'বক্তব্যটি রাসূলের মরফূ' হাদীছ হওয়ার কোন ভিত্তি নেই' *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৪৬, ২/২৪ পৃঃ)*। তিনি বলেন, এটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বক্তব্য নয়। বরং উক্তিটি আবু সালামা পর্যন্ত হওয়ার কারণে মাক্বতূ'। আর যদি এটাকে মারফূ ধরে নেওয়া হয়, তবে আবু সালামা 'মুরসাল' তাবেঈ হওয়ার কারণে হাদীছটি যঈফ' *(ঐ, ২/২৫)*। সাকতা সম্পর্কে বর্ণিত ২য় হাদীছটি হাসান বাছরী কর্তৃক ছাহাবী সামুরা বিন জুনদুব হ'তে বর্ণিত, যা 'যঈফ' *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৪৭; যঈফ আবুদাউদ হা/৭৭৭-৭৮০; ইরওয়া হা/৫০৫; মিশকাত হা/৮১৮)*।

৩য় হাদীছটি আমর বিন শু'আইব তার পিতা ও তিনি তার দাদা হ'তে বর্ণিত, যেখানে ছাহাবীগণের আমল বর্ণিত হয়েছে এমর্মে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ক্বিরাআতের মধ্যে চুপ করতেন, তখন তারা ক্বিরাআত করতেন। আর যখন তিনি ক্বিরাআত করতেন, তখন তারা চুপ থাকতেন' *(বায়হাক্বী, কিতাবুল ক্বিরাআত (দিল্লী ছাপা) পৃঃ ৬৯)*।

শায়খ আলবানী উক্ত মর্মের হাদীছগুলিকে সিলসিলা যাঈফাহ হা/৯৯১ ও ৯৯২-তে জমা করে সবগুলিকে 'যঈফ' গণ্য করেছেন। অতঃপর ইমাম বায়হাক্বীর বক্তব্যের জবাবে মন্তব্য করেছেন যে, এ বিষয়ে ছাহাবীগণের আমলের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে (অতএব তা দলীলযোগ্য নয়) এবং রাসূলের ছহীহ মরফূ হাদীছসমূহের বিরুদ্ধে এসবের কোন মূল্য নেই' *(যাঈফাহ ২/৪২০)*। কেননা ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতিহা পাঠের নির্দেশটি ইমামের সাকতা করার সাথে শর্তযুক্ত নয়। ইমাম সাকতা করুন বা না করুন, মুক্তাদীকে নীরবে সূরা ফাতিহা পড়তেই হবে।

অতঃপর যারা জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে নীরবে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করাকে কুরআনী নির্দেশের বিরোধী ভেবেছেন ও সেকারণে সাকতার সময় সূরা ফাতিহা পাঠ করাকেই একমাত্র সমাধান মনে করেছেন, তাঁদের এই চিন্তাও যথার্থ নয়। কেননা সূরা মুযযাম্মিল ২০ আয়াতে ইমাম ও মুক্তাদী সকল মুছল্লীকে 'কুরআন থেকে সহজমত পড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে'। অন্যদিকে সূরা আ'রাফ ২০৪ আয়াতে 'কুরআন পাঠের সময় চুপ থেকে শুনতে' বলা হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা (জেহরী ছালাতে) ইমামের পিছনে কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠ কর' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৮৫৪)*। কেননা 'সূরা ফাতিহা ব্যতীত ছালাত সিদ্ধ হয় না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২২)*। রাবী আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে মুক্তাদীদের ক্বিরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'তুমি এটা নীরবে পড়বে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকেও ইমামের ক্বিরাআত রত অবস্থায় মুক্তাদীগণের চুপেচুপে কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা পাঠের নির্দেশ এসেছে *(ছহীহ ইবনু হিব্বান, বায়হাক্বী, তুহফা হা/৩১০-এর ভাষ্য)*।

অতএব এটাই ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক সমাধান যে, ইমামের পিছে পিছে মুক্তাদীগণ কেবলমাত্র সূরায়ে ফাতিহা নীরবে পাঠ করবে। এ সময় সূরায়ে ফাতিহা পাঠ না করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে 'কুরআন থেকে তোমরা সহজমত পাঠ কর' *(মুযযাম্মিল ২০)* আল্লাহ্র এই নির্দেশ অমান্য করা হয় এবং রাসূলের হাদীছও অমান্য করা হয়। অন্যদিকে চুপে চুপে সূরা ফাতিহা পাঠ করলে কুরআন ও হাদীছ সবই মান্য করা হয়। ইমামের ক্বিরাআতের সময় প্রতি আয়াত শেষে ওয়াক্ফের সময়ও মুক্তাদী ওটা চুপে চুপে পড়তে পারে।

কিন্তু নির্ধারিত সাকতার সময়ে ইমামের দীর্ঘ বিরতি দিয়ে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পড়তে হবে, এ মর্মে রাসূল ও ছাহাবীগণ থেকে কোন বর্ণনা বা আমলের দৃষ্টান্ত নেই। তাকবীরে তাহরীমার পরে দীর্ঘ বিরতি দেওয়ার কারণ কিঃ ছাহাবীগণ রাসূলকে সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তারা জানতে পারেন যে, ঐ সময় রাসূল (ছাঃ) দো'আয়ে ইস্তেফতাহ (ছানা) পড়তেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত*

হা/৮১২)। এক্ষণে যদি সূরা ফাতিহা সকল ক্বিরাআত শেষে পুনরায় রাসূল (ছাঃ) ঐরূপ দীর্ঘ সাকতা বা বিরতি দিতেন, তাহ'লে নিশ্চয়ই ছাহাবীগণ তাঁকে জিজ্ঞেস করতেন। কিন্তু কোন ছাহাবী থেকে যেহেতু এরূপ কোন বর্ণনা বা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না, সেহেতু কেবলমাত্র মুক্তাদীর সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করার স্বার্থে ইমামের দীর্ঘ সাকতা করাকে ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ, শায়খ আলবানী প্রমুখ বিদ্বানগণ দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি হিসাবে 'বিদ'আত' গণ্য করেছেন *(দ্রঃ সিলসিলা যাঈফাহ হা/৫৪৭-এর আলোচনা, তামামুল মিন্নাহ পৃঃ ১৮৭; এই সাথে ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৫০-৫৬ এবং জুলাই '০৪ সংখ্যা প্রশ্নোত্তর ৪০/৪০০ পাঠ করুন- সম্পাদক)*।

উপরের আলোচনায় একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বর্ণিত দু'টি সাকতার সময় মুক্তাদীগণের সূরা ফাতিহা পাঠের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কোন নির্দেশ নেই। বরং ইমামের ক্বিরাআতের সময় মুক্তাদীর নীরবে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পাঠের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, যা ছাহাবী উবাদাহ বিন ছামিত, আবু হুরায়রা ও আনাস (রাঃ) প্রমুখ বর্ণিত ছহীহ মরফূ হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

এই সাথে আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত আরেকটি প্রসিদ্ধ হাদীছ যোগ করা যেতে পারে। যেমন একদা এক জেহরী ছালাতে সালাম ফিরিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুছল্লীদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এইমাত্র আমার সাথে কুরআন পাঠ করেছ?' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/৮৫৫)*। হাদীছের বক্তব্যে বুঝা যায় যে, মুক্তাদীগণের মধ্যে কেউ রাসূলের সাথে সাথে সরবে ক্বিরাআত করছিল, যা তাঁর ক্বিরাআতে বিঘ্ন সৃষ্টি করছিল। অতএব ইতিপূর্বে আবু হুরায়রা ও আনাস বর্ণিত হাদীছ দ্বারা যেমন বুঝা যায় যে, ছাহাবীগণ নীরবে সূরা ফাতিহা পাঠ করতেন, তেমনি অত্র হাদীছ দ্বারা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সেটি ইমামের পিছে পিছে ছিল, পৃথকভাবে কোন সাকতার সময় ছিল না। কেননা সাকতার সময় পড়লে ইমামের ক্বিরাআতে বিঘ্ন সৃষ্টি হ'তে পারে না। শাহ অলিউল্লাহ দেহলভী বলেন, فليقرأ الفاتحة قراءةً لايشوّش على الإمام। 'জেহরী ছালাতে মুক্তাদী এমনভাবে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে, যাতে ইমামের ক্বিরাআতে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে' *(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ২/৯ পৃঃ)*।

পরিশেষে একটি বিষয়ে ইঙ্গিত দিতে চাই যে, ইমাম বুখারীর জুয্উল ক্বিরাআতে বর্ণিত সকল হাদীছ ও আছার ছহীহ নয়। সেটা হ'লে তো তিনি এগুলিকে তাঁর ছহীহ বুখারীর মধ্যেই জমা করতে পারতেন। জানা উচিত যে, তাঁর জুয্উল ক্বিরাআত ও জুয্উ রাফ'ইল ইয়াদায়েন পুস্তিকা দু'টির মূল বর্ণনাকারীর হ'লেন মাহমূদ বিন ইসহাক্ব আল-খাযা'ঈ, সরাসরি ইমাম বুখারী নন। অতঃপর তাঁর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন আবু নছর আল-মালাহেমী (মৃঃ ৩৯০ হিঃ), যখন তিনি বাগদাদে আসেন ও ৮৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। অতএব সেখানে ত্রুটি থাকতেই পারে। অনুরূপভাবে ইমাম বুখারীর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থের ১৩২২টি হাদীছের মধ্যে ১৯৮টি যঈফ হাদীছ রয়েছে। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

সংশোধনী

আত-তাহরীক আগস্ট '০৪ প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ৩০/৪৩০-এ 'সূরা কাহ্ফকে জুম'আর দিনের সাথে খাছ করা বিদ'আত। বরং যেকোন দিন যেকোন সময় সূরা কাহফ পড়া যাবে' উক্ত বিষয়ে সংশোধনী হবে এই যে, বর্ণিত হাদীছে জুম'আর কথা নেই। অতঃপর জুম'আর দিনকে খাছ করা ঠিক নয়। তবে ঐদিন পাঠ করলে তার বিশেষ ফযীলত রয়েছে। যেমন, হাদীছটি বায়হাক্বী স্বীয় দা'ওয়াতুল কাবীরে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন এভাবে যে, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন সূরা কাহ্ফ পাঠ করল, তার জন্য দুই জুম'আর মধ্যবর্তী সময়কে আলোকিত করা হবে'। শায়খ আলবানী হাদীছটিকে 'হাসান' বলেছেন *(মিশকাত হা/২১৭৫-এর টীকা নং ৩, 'কুরআনের মাহাত্ম' অধ্যায়)*। বুখারী ও মুসলিমে বারা বিন আযেব বর্ণিত হাদীছে *(মিশকাত হা/২১১৭)* এবং ছহীহ মুসলিমে আবুদ্দারদা বর্ণিত হাদীছে *(মিশকাত হা/২১২৬)* জুম'আর দিনের কথা উল্লেখ নেই। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, অন্য দিন পড়লেও বর্ণিত ছওয়াব পাবে এবং জুম'আর দিন পড়লে বায়হাক্বীতে বর্ণিত ছওয়াব পাবে।

বায়হাক্বীর হাদীছে জুম'আর দিনের কথাটি রয়েছে এটা জানিয়ে দেওয়ার জন্য কুয়েত ও বাহরায়নের বিজ্ঞ পাঠকদ্বয়কে অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ্‌র জন্যই সমস্ত প্রশংসা (স.স)।

দৃষ্টি আকর্ষণ

ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত দেশ-বিদেশে ব্যাপকভাবে সমাদৃত আহলেহাদীছ আন্দোলনের উপর কৃত একমাত্র ডক্টরেট থিসিস **'আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ'** হ্রাসকৃত মূল্যে (৫৩৮পৃঃ মূল্য ২০০/=) পাওয়া যাচ্ছে। এই সাথে মুহতারাম লেখকের সাড়া জাগানো, এটি-এন বাংলায় একাধিকবার প্রচারিত ছালাত শিক্ষার অনন্য গ্রন্থ **'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)'** সহ **ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন, ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি, হাদীছের প্রামাণিকতা, আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়** বইগুলি নিম্নোক্ত ঠিকানায় পাওয়া যাচ্ছে। পবিত্র রামাযান উপলক্ষে নিজে খরি ... ক উপহার দিয়ে পরকালের

যোগাযোগঃ মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোন- (০৭২১) ৭৬১৩৭৮, মোবাইলঃ ০১৭১৯৪৪৯১১, ০১৭৫০০২৩৮০।

মাসিক

আত-তাহরীক

Web: www.at-tahreek.com

৮ম বর্ষ ২য় সংখ্যা
নভেম্বর ২০০৪

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৪১)ঃ স্বামী-স্ত্রীর বিচ্ছেদের পর সন্তানের প্রকৃত হক্বদার কে? দলীল ভিত্তিক জবাবদানে বাধিত করবেন।

-রশীদা বিনতু আব্দুল মতীন
ড্রিম হাউজ, দক্ষিণগাঁও, ঢাকা।

উত্তরঃ সন্তানের অধিকারী হ'ল তার পিতা এবং তার খোর-পোশের দায়িত্বও তার। আল্লাহ বলেন, 'সন্তানের অধিকারী অর্থাৎ পিতার উপর ন্যস্ত তাদের (দুধ মাতাদের) খাওয়ানো-পরানোর দায়িত্ব প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী' *(বাক্বারাহ ২৩৩)*। তবে সন্তান লালন-পালনের অধিকার হ'ল মায়ের। কিন্তু মা অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'লে তার এ অধিকার আর থাকে না। তখন সন্তান পিতার দায়িত্বে থাকবে। আমর (রাঃ) তাঁর পিতা শু'আইব হ'তে, তিনি তাঁর দাদা আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, জনৈক স্ত্রীলোক বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এটি আমার ছেলে। আমার পেট ছিল তার পাত্র, আমার স্তন ছিল তার মশক এবং আমার কোল ছিল তার দোলনা। তার পিতা আমাকে তালাক দিয়েছে। সে এখন আমার ছেলে নিয়ে টানাটানি করছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যতক্ষণ তুমি অন্যত্র বিবাহ না করবে, ততক্ষণ তুমিই তার অধিকারিণী' *(আহমাদ, আবুদাঊদ; সনদ হাসান মিশকাত হা/৩৩৭৮ 'বিবাহ' অধ্যায় 'ছেলেমেয়ের লালন-পালন' অনুচ্ছেদ)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট জনৈকা স্ত্রীলোক এসে বলল, আমার স্বামী আমার ছেলে নিয়ে যেতে চায়। অথচ ছেলে আমার উপকার করে। সে আমাকে কূয়া থেকে পানি এনে দেয়। এসময় তার পিতা এলে নবী করীম (ছাঃ) ছেলেকে বললেন, ইনি তোমার পিতা আর ইনি তোমার মাতা- যার ইচ্ছা তুমি তার হাত ধর। ছেলে তার মায়ের হাত ধরল। অতঃপর মা তাকে নিয়ে চলে গেল' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৩৮০, বুলূগুল মারাম হা/১১৪৯-৫০ 'সন্তান লালন-পালন' অনুচ্ছেদ)*।

ইমাম শাওকানী বলেন, 'হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ছেলে হৌক বা মেয়ে হৌক, সন্তানের ভাল-মন্দ বুঝার জ্ঞান হওয়ার পর যদি পিতা-মাতা সন্তান গ্রহণের ক্ষেত্রে মতভেদ করেন, তাহ'লে সন্তানকে এখতিয়ার দেওয়াই শরী'আত সম্মত' *(নায়লুল আওত্বার ৮/১৬০পৃঃ, 'সন্তান পালনের অধিক হক্বদার কে?' অনুচ্ছেদ)*।

জমহূর বিদ্বানগণ বলেন, মা যদি কাফির হয়ে যায়, তবে মুসলিম সন্তানের উপরে তার কোন হক থাকবেনা। কেননা আল্লাহ বলেন, আল্লাহ কাফিরদের জন্য মুমিনদের উপরে কোন অধিকার রাখেননি' *(নিসা ১৪১)*। ইবনুল ক্বাইয়িম বলেন, সন্তানকে এখতিয়ার দেওয়ার পূর্বে তার অধিকতর কল্যাণ বিবেচনা করা কর্তব্য। কেননা আল্লাহ বলেন, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও *(তাহরীম ৬)*। তিনি তাঁর উস্তাদ ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, জনৈক সন্তান তার বাপের কাছে যেতে চাইলে তার কারণ হিসাবে বলে যে, মা আমাকে মাদরাসায় পাঠায়, আর উস্তাদ আমাকে মারেন। কিন্তু আব্বা আমাকে খেলতে দেন। একথা শুনে বিচারক তাকে তার মায়ের কাছে যাবার নির্দেশ দেন' *(নায়লুল আওত্বার ৮/১৬২)*।

প্রশ্নঃ (২/৪২)ঃ আয়াতুল কুরসী পড়ার আগে 'বিসমিল্লা-হির রহমানি রহীম' পড়তে হবে কি? বিভিন্ন ছালাত শিক্ষা বইয়ের প্রথমে 'বিসমিল্লা-হির রহমানির রহীম' লেখা থাকে না কেন?

-বযলুর রহমান
চরবয়ড়া, মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

উত্তরঃ আয়াতুল কুরসীকে দো'আ হিসাবে পাঠ করলে অথবা কুরআনের কেবল সূরার মধ্যস্থল থেকে কোন আয়াত তেলাওয়াত করলে *'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম'* পড়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে পবিত্র কুরআনের কোন সূরার প্রথম থেকে তেলাওয়াত শুরু করলে *'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম'* পড়া শরী'আত সম্মত। আর মধ্যস্থল থেকে তেলাওয়াত করলে শুধুমাত্র 'আঊযুবিল্লাহ' পড়াই শরী'আত সম্মত। মহান আল্লাহ বলেন, 'যখন তুমি কুরআন তেলাওয়াত করবে তখন 'আঊযুবিল্লাহ' বলবে' *(নাহ্ল ৯৮)*।

বিভিন্ন শুভ কাজের শুরুতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'বিসমিল্লাহ' বলতেন বলে ছহীহ হাদীছ সমূহে প্রমাণ রয়েছে। সে হিসাবে ছালাত শিক্ষা বইয়ের শুরুতেও 'বিসমিল্লাহ' লেখা উচিত।

প্রশ্নঃ (৩/৪৩)ঃ হাদীছে আছে, শেষ বৈঠকে বসার সময় বাম পা ডান পায়ের ভিতর দিয়ে বের করে দিয়ে নিতম্বের উপর বসতে হবে। কিন্তু তাকি শুধুমাত্র তিন রাক'আত বা চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে? নাকি দুই রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতেও অনুরূপ করতে হবে।

-আব্দুর রব
চাঁদবিল, আমঝুপি, মেহেরপুর।

উত্তরঃ এক, দুই, তিন বা চার রাক'আত যাই হৌক না কেন, যদি তা শেষ রাক'আত হয়, তবে তখন 'তাওয়ার্রুক' অর্থাৎ বাম পা ডান পায়ের নীচ দিয়ে বের করে নিতম্বের উপর বসতে হবে। প্রখ্যাত ছাহাবী আবু হুমায়েদ আস-সা'এদী এভাবেই দশজন ছাহাবীর সম্মুখে ছালাত আদায় করে দেখান এবং সকলে তা সমর্থন করেন *(আবুদাঊদ, দারেমী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৮০১ মির'আত হা/৮০৭, ৩/৬৮পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৪/৪৪)ঃ কোন মহিলার পূর্বের স্বামীর মেয়ের সাথে বর্তমান স্বামীর অন্য স্ত্রীর ছেলের বিবাহ বৈধ হবে কি?

-মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম
সাহারবাটি, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত উভয়ের মধ্যে বিবাহ শরী'আত সম্মত। কারণ যে সমস্ত ভাই-বোনের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বিবাহ নিষিদ্ধ করেছেন, প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থাটি তার অন্তর্ভুক্ত নয়। যে সকল ভাই-বোনের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ তারা হচ্ছে- (১) সহোদর ভাই-বোন (২) বৈমাত্রেয় ভাই-বোন (৩) বৈপিত্রেয় ভাই-বোন এবং (৪) দুধ ভাই-বোন *(নিসা ২৩)*।

প্রশ্নঃ (৫/৪৫)ঃ জনৈক ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান রেখে মারা যান। পরে ঐ ব্যক্তির স্ত্রী তার আপন বড় ভাইয়ের সাথে (অর্থাৎ ভাসুরের সাথে) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। বর্তমান স্বামীর ১ ছেলে ও ১ মেয়ে এবং পূর্বের স্বামীর তিন কন্যা রয়েছে। এমতাবস্থায় মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি কিভাবে বন্টন করতে হবে?

-এফ,এম, নাছরুল্লাহ (লিটন) ও কামাল
কাঠিগ্রাম ফকিরবাড়ী, কোটালী পাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির তিন কন্যা পাবে ২/৩ অংশ, স্ত্রী পাবে ১/৮ অংশ ও ভাই 'আছাবা' হিসাবে বাকী অংশ পাবে।

প্রশ্নঃ (৬/৪৬)ঃ 'ছেলে হোক কিংবা মেয়ে হোক দু'টি সন্তানই যথেষ্ট' যারা এ নির্দেশ দেন এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে যারা এটা পালন করেন তাদের পরিণাম কি হবে?

-হাফেয আব্দুছ ছামাদ
মায়ের দো'আ পাঠাগার
চৌডালা, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ যারা উক্ত পরামর্শ দেয় এবং যারা তা গ্রহণ করে উভয়ের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। কেননা এতে আল্লাহ তা'আলার সমস্ত সৃষ্ট জীবকে রিযিক প্রদানের যে পূর্ণ ক্ষমতা ও দায়-দায়িত্ব রয়েছে তা অস্বীকার করা হয়, যা শিরকী ও কুফরী কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ বলেন, 'দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা সন্তানদেরকে হত্যা করনা। আমি তাদেরকে ও তোমাদেরকে রিযিক প্রদান করি' *(আন'আম ১৫১)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'পৃথিবীতে এমন কোন বিচরণশীল জীব নেই, যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহ নেননি। তিনি জানেন তারা কোথায় থাকে এবং কোথায় সমাপিত হয়। সবকিছুই এক সুবিন্যস্ত কিতাবে রয়েছে' *(হূদ ৬)*।

প্রশ্নঃ (৭/৪৭)ঃ মালামাল সহ দোকান ভাড়া দিয়ে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর মালামাল সহ আবার ফিরিয়ে নেওয়া শরী'আত সম্মত হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুশাররফ হোসাইন
বড় বেরাইদ, বাড্ডা, ঢাকা।

উত্তরঃ দোকান বা বাড়ী ভাড়া দেওয়া শরী'আতে জায়েয। কিন্তু তার সাথে দোকানের মালামাল সংযোগ করে তার লভ্যাংশকে নির্ধারিত করা সূদের অন্তর্ভুক্ত। কেননা মালামালের মধ্যে লাভ-ক্ষতি উভয়ের সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। তবে ভিন্নভাবে দোকানের ভাড়া নেওয়া হ'লে এবং মালামালের লভ্যাংশ নির্দিষ্ট না করে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে লভ্যাংশ উভয়ের সন্তুষ্টিতে ভাগ করা হ'লে তা জায়েয হবে *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, মওকূফ ছহীহ, বুলূগুল মারাম হা/৮৯৫-এর ভাষ্য দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্নঃ (৮/৪৮)ঃ জনৈক ব্যক্তির ৬০/৭০ হাযার টাকা ব্যাংকে গচ্ছিত আছে এবং ১২/১৩ বিঘা জমিও আছে। ঐ ব্যক্তির উপর হজ্জ ফরয হয়েছে কি?

-শহীদুল ইসলাম
প্রভাষক, বান্দাইখাড়া কলেজ
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ টাকা-পয়সার ন্যায় জমিও সম্পদ। তাই পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পত্তির অতিরিক্ত জমি বিক্রি করে অথবা বন্ধক রেখে হজ্জে যাওয়া বৈধ। তবে বন্ধক গ্রহীতা ঐ বন্ধকী সম্পত্তি হ'তে কোনরূপ লভ্যাংশ পাবেন না। সম্পূর্ণরূপে যামানত হিসাবে রাখবেন। বিনিময়ে তিনি আল্লাহ্‌র নিকটে 'ক্বারযে হাসানাহ' দাতা হিসাবে বহুগুণ ছওয়াবের অধিকারী হবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করা লোকদের উপরে ফরয, যাদের সে পর্যন্ত পৌছার সামর্থ্য আছে' *(আলে ইমরান ৯৭)*।

প্রশ্নঃ (৯/৪৯)ঃ লাশ দাফনের সময় ক্ববরের ভিতরে যে বাঁশ দেওয়া হয় সে বাঁশ গজিয়ে বাঁশঝাড়ে পরিণত হ'লে সেই বাঁশ কাটা যাবে কি?

-হাফেয আবুল কালাম আযাদ
দারুস সুন্নাহ হাফেযিয়া মাদরাসা
হাড়গিলা, ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ কবরের অসম্মান ঘটিয়ে কোন কাজ করা যাবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবরের উপর বসতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৭)*। তবে বাধ্যগত অবস্থায় সাময়িকভাবে কবরের উপরে বসা যেতে পারে। কেননা তখন কবরের অসম্মান করা উদ্দেশ্যে থাকে না। তাছাড়া লাশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে ও তা মাটি হয়ে গেলে সেখানে সাধারণ মাটির ন্যায় সব কিছু করা যায় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০১; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১২৬)*।

অতএব সাময়িক প্রয়োজনে বাধ্যগত অবস্থায় কবরের বৃক্ষাদি কাটা যাবে এবং তা বিক্রয় করে কবরস্থানের উন্নয়নের কাজে লাগানো যাবে। অথবা তার চাইতে উত্তম ওয়াক্বফকৃত প্রতিষ্ঠান যেমন (মাদরাসা, মসজিদ ইত্যাদি) নির্মাণের কাজেও লাগানো যাবে, যদি প্রয়োজন হয় *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'আ ফাতাওয়া ৩১/২০৮; দ্রঃ প্রশ্নোত্তর ১৯/৩২৪ জুন ২০০৩)*।

প্রশ্নঃ (১০/৫০)ঃ জুম'আর দিন আযানের পর ইমামের খুৎবা আরম্ভ করার পূর্বে তার চেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তির আগমন ঘটলে এমতাবস্থায় ইমাম কি ঐ জ্ঞানী ব্যক্তির মাধ্যমে খুৎবা দেওয়াতে পারেন?

-ছাদীকুল ইসলাম

নারায়ণপুর, ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় ইমাম উক্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিকে খুৎবাদানের সুযোগ দিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অসুস্থ থাকায় একদা আবুবকর (রাঃ) লোকদের ইমামতি করছিলেন। এমন সময়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উপস্থিত হ'লে তিনি তাঁকে ইমামতির দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে নিজে মুক্তাদী হয়ে বাকী ছালাত আদায় করেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৪০)*। অতএব ছালাত আদায়কালীন সময়ে যদি ইমাম পরিবর্তন করা যায়, তাহ'লে খুৎবা শুরুর পূর্বে ইমাম পরিবর্তনে কোন দোষ হবে না।

প্রশ্নঃ (১১/৫১)ঃ أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ ***যে ব্যক্তি এই দো'আ সকাল ও বিকালে একশত বার পাঠ করবে আল্লাহ তার চিন্তা-ভাবনা, দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটন দূর করে দিবেন এবং তাকে এমন স্থান হ'তে জীবিকা দান করবেন যেখানে সে জীবিকা পাওয়ার কল্পনাই করেনি (মিশকাত)। অন্যত্র রয়েছে, আবার যে ব্যক্তি এই দো'আ ঘুমানোর পূর্বে পাঠ করবে তার গুনাহ সাগরের ফেনাতুল্য অথবা পৃথিবীর সমস্ত বৃক্ষের পত্রের সমান কিংবা মরুভূমির বালুকা রাশির সমতুল্য হ'লেও মাফ হয়ে যাবে (তিরমিযী)। প্রশ্ন হ'ল, উল্লিখিত হাদীছদ্বয় কি ছহীহ?***

-মাহবূব আলম
পোষ্ট বক্স নং- ৪২৪
কোড নং- ০১০০৬, আল-জাহরা, কুয়েত।

উত্তরঃ উল্লিখিত দো'আটি সম্পর্কে যে সময়সীমা, দো'আ পড়ার সংখ্যা এবং ফযীলত উল্লেখ করা হয়েছে তার কোনটিই হাদীছদ্বয়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়। হাদীছে এসেছে এভাবে, 'যে ব্যক্তি উক্ত দো'আ পাঠ করবে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন, যদিও সে যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে আসে' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৫৩ সনদ ছহীহ, তুহফাতুল আহওয়াযী ১০/২৩ পৃঃ, হা/৩৮১২ 'দো'আ' অধ্যায়; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৫১৭)*।

তবে দারেমী ও ইবনু মাজাহ গ্রন্থে ১০০ বার পাঠ করা সম্পর্কে যে এস্তেগফারের দো'আটি বর্ণিত হয়েছে, তার শব্দ এবং উল্লিখিত দো'আর শব্দের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু তাতেও কোন সময়সীমা এবং ফযীলতের কথা উল্লেখ করা হয়নি *(ইবনু মাজাহ ৩/২৪৮ পৃঃ, হা/৩০৯১, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়; দারেমী ২/৭৫৮ পৃঃ, হা/২৬২৩, 'ক্ষমা প্রার্থনা' অনুচ্ছেদ, 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১২/৫২)ঃ আলেমদের কাছে ফৎওয়া নিয়ে খ্রীষ্টানদের দ্বারা একটি মাদরাসা তৈরী করা হ'লে গ্রামের কিছু লোক জনৈক আলেমকে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষককে মারধর করে। উক্ত প্রতিষ্ঠান তৈরীর ব্যাপারে শরী'আতের বিধান জানতে চাই।

-সোলায়মান
বোয়ালকান্দী, এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অমুসলিমদের সম্পদ সাধারণভাবে বৈধ। যতক্ষণ না তা শরী'আতের দৃষ্টিতে হারাম হিসাবে প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কাফেরদের দেওয়া 'উপঢৌকন' গ্রহণ করেছেন ও তাদের দাওয়াত খেয়েছেন *(বুখারী ১/৩৫৬ পৃঃ; আত-তাহরীক, মে ২০০০ প্রশ্নোত্তর ২৮/২৩৮)*। মাওলানা আব্দুল্লাহেল কাফী (রহঃ) বলেন, অমুসলিমদের সম্পদ হ'লেই যে তা অপবিত্র হবে ইহা অপ্রমাণিত উক্তি। শরী'আত বর্ণিত অবৈধ উপায়ে অর্জিত জমি ও অর্থই কেবল অপবিত্র। মুসলমানদের হ'লেও অপবিত্র *(ফাতাওয়া ও মাসায়েল, পৃঃ ৬০)*। অতএব বিষয়গুলি পরিপূর্ণ না জেনে শুধুমাত্র অমুসলিমদের সম্পদ হওয়ার কারণে প্রতিষ্ঠানটির আলেমদের উপর কিছু লোকের এ ধরনের আচরণ করার জন্য অবিলম্বে তাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত।

প্রশ্নঃ (১৩/৫৩)ঃ একটি মাসিক পত্রিকায় দেখলাম যে, কোন কারণবশতঃ যদি ইমাম বসে ছালাত আদায় করেন, তবে মুক্তাদীগণকেও বসে ছালাত আদায় করতে হবে। বিষয়টির সত্যতা ছহীহ দলীলের ভিত্তিতে জানতে চাই।

-আবু মূসা
আনন্দনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ কোন কারণবশতঃ ইমাম বসে ছালাত আদায় করলে তার পিছনে মুক্তাদীগণ দাঁড়িয়ে বা বসে উভয়রূপে ছালাত আদায় করতে পারেন। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘোড়া থেকে পড়ে যাওয়ার কারণে বসে ছালাত আদায় করেন এবং মুক্তাদীগণকেও বসে ছালাত আদায়ের নির্দেশ দেন *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯)*। ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইমাম হুমায়দী (মৃঃ ২১৯হিঃ) বলেন, রাসূলের উক্ত নির্দেশটি ছিল তার পূর্বেকার রোগের কারণে। পরবর্তীতে রাসূল (ছাঃ) বসে ও মুক্তাদীগণ তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করেছেন এবং তিনি কাউকে বসে পড়ার নির্দেশ দেননি' *(দ্রঃ ঐ, মিশকাত হা/১১৩৪)*। ছফিউর রহমান মুবারকপুরীও তাই বলেন। সাথে সাথে তিনি আরো বলেন, বিনা ওযরে মুক্তাদী সর্বাবস্থায় দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করবে *(বুলূগুল মারাম হা/৩৯৫ ও ৩৯৯-এর ভাষ্য)*।

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, রাসূলের শেষের কর্ম তাঁর প্রথম হুকুমকে রহিত করেনি। বরং তাঁর প্রথমোক্ত নির্দেশটি ছিল 'মুস্তাহাব' অর্থে। অতএব ইমামের বসে ছালাত আদায়কালে মুক্তাদীর বসে ছালাত আদায় করা 'মুস্তাহাব' এবং দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করা জায়েয' *(মিশকাত হা/১১৩৯-এর টীকা ৫)* ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরীও অনুরূপ বলেন *(মির'আত ৪/৯২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৫৪)ঃ তাফসীর ইবনে কাছীরে সূরা বুরূজ-এর ব্যাখ্যায় নিম্নোক্ত হাদীছটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, লাওহে মাহফূযের কেন্দ্রস্থলে লিখিত রয়েছে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি এক। তাঁর দ্বীন ইসলাম। মুহাম্মাদ (ছাঃ)

তাঁর বান্দা ও রাসূল। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে, তাঁর অঙ্গীকার সমূহকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। হাদীছটি কি ছহীহ?

-ইমরান
খয়েরসূতী, পাবনা।

উত্তরঃ হাদীছটি 'যঈফ'। হাদীছটির বর্ণনাকারী ইসহাক্ব ইবনু বিশর আবু হুযায়ফা একজন মিথ্যুক ও পরিত্যক্ত ব্যক্তি' *(মীযানুল ই'তেদাল ১/১৮৪ পৃঃ)*। সেকারণ তাঁর বর্ণিত হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়

***প্রশ্নঃ (১৫/৫৫)ঃ** জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করার সময় ইমামের উভয় দিকে সালাম ফিরানো শেষ হ'লে মুক্তাদী সালাম ফিরাবে, নাকি ইমামের ডান দিকে সালাম ফিরানো হ'লে মুক্তাদী ডান দিকে অতঃপর ইমাম বামদিকে সালাম ফিরালে মুক্তাদী বাম দিকে সালাম ফিরাবে?*

-আব্দুর রহমান
চাঁদবিল, আমঝুপি, মেহেরপুর।

উত্তরঃ জামা'আতের সাথে ছালাত আদায়ের সময় ডাইনে ও বামে ইমামের সালামের পিছে পিছে মুক্তাদী সালাম ফিরাবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ইমাম এজন্য নির্ধারিত হয়েছেন যে, যেন তাঁর অনুসরণ করা হয় *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত, 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ, হা/৮৫৭, ২৭১পৃঃ)*। তবে ইবনু রজব তাঁর 'শারহুল বুখারীতে' বলেন, উত্তম হ'ল ইমামের দুই সালামের পর মুক্তাদী সালাম ফিরাবে। আর যদি কেউ প্রথম সালামের পর সালাম ফিরায়, তবে তা তাদের নিকট জায়েয হবে যারা দ্বিতীয় সালামকে ওয়াজিব বলেন না। আর যারা দ্বিতীয় সালামকে ওয়াজিব বলেন, তাদের নিকট জায়েয হবে না। কেননা সালাম ছাড়া ছালাত সমাপ্ত হয় না *(আলাউদ্দীন আবুল হাসান আলী বিন সুলায়মান, আল-ইনছাফ ৪/৩২৩ পৃঃ)*। তিরমিযীতে মা আয়েশা (রাঃ) হ'তে এক সালামের একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(মিশকাত হা/৯৫৭)* যাকে ইমাম নববী প্রমুখ বিদ্বানগণ 'যঈফ' বলেছেন *(মির'আত ৩/৩১৩)*। তবে শায়খ আলবানী অন্যসূত্রে 'ছহীহ' বলেছেন *(ইরওয়া হা/৩২৭-এর আলোচনা; ছিফাতু ছালাতিন নবী পৃঃ ১৬৮)*।

***প্রশ্নঃ (১৬/৫৬)ঃ** দাড়ি রাখার উপকারিতা কি? দাড়ি রেখে কেটে ফেললে এর ভয়াবহতা কি? এবং দাড়ি সাইজ করে টাকা জায়েয কি-না? উত্তর দানে বাধিত করবেন।*

-জাহিদুল ইসলাম
মাহুৎটুলী, ঢাকা।

উত্তরঃ দাড়ি রাখার উপকারিতা হ'লঃ (১) এতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশের আনুগত্য করা হয় (২) মুশরিক এবং অগ্নি উপাসকদের বিরোধিতা করা হয় (৩) এতে মহিলাদের সাদৃশ্য থেকে বেঁচে থাকা যায় (৪) গোঁফ ছাঁটা এবং দাড়ি রাখা মুসলমানের নিদর্শন (৫) এতে পুরুষের পৌরুষ ফুটে ওঠে (৬) এতে চেহারার ও চোখের দীপ্তি, যৌনশক্তি এবং দেহের স্নায়ুবিক ব্যবস্থাপনা ঠিক থাকে। পক্ষান্তরে নিয়মিত শেভ করলে এগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এলার্জি, একজিমা, যৌন দুর্বলতাসহ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। অথচ দাড়ি রাখলে এগুলি থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া যায়। বার্লিন ইউনিভার্সিটির গবেষক ডাঃ মোর একথা বলেন *(দ্রঃ সুন্নাতে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান ১/২৪১-৪৩পৃঃ)*। কোন কোন চিকিৎসক বলেন, যদি পরপর ৮ পুরুষ ধরে কোন বংশের লোক নিয়মিত শেভ করতে অভ্যস্ত হয়, তাহ'লে ঐ বংশের ৮ম পুরুষ দাড়ি শূন্য হয়ে থাকে। যেমন বহু হিজড়াকে দেখা যায়। তাদের পুরুষের সবই আছে। অথচ দাড়ি নেই *(যাকারিয়া কান্ধলভী, উজুবু ই'ফাইল লিহ্‌ইয়াহ পৃঃ ৩৩)*।

দাড়ি রাখার পর তা আবার কেটে ফেলা শারঈ নির্দেশকে অমান্য করার শামিল। তবে কেউ যদি দাড়ি রাখাকে অস্বীকার করে কেটে ফেলে, তাহ'লে তার কাফের হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা কর। তোমরা দাড়ি পূর্ণভাবে ছেড়ে দাও ও গোঁফ পূর্ণভাবে ছেটে ফেলো' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২১ 'পোষাক' অধ্যায়, 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। দাড়িকে কোন ভাবেই কেটে সাইজ করা যাবে না *(মাজমূ'আ ফাতাওয়া ইবনে বায, ৬/৩৭৪ পৃঃ; ৩/৩৬৮ ও ৩৬৯ পৃঃ, দ্রঃ প্রবন্ধঃ দাড়ি কাটা হারাম, মার্চ ২০০০)*।

***প্রশ্নঃ (১৭/৫৭)ঃ** জনৈক আলেম মাযহাবের প্রমাণে নিম্নোক্ত ঘটনা পেশ করেন। বনু কুরায়যার যুদ্ধে ছাহাবীদের পাঠানোর সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, সকলেই কুরায়যার পল্লীতে গিয়ে আছরের ছালাত আদায় করবে। ছাহাবীগণ রওয়ানা হ'লে রাস্তায় আছরের ছালাতের সময় হয়ে যায়। কতিপয় ছাহাবী পথেই ছালাত আদায় করেন এবং কিছু ছাহাবী বনু কুরায়যার পল্লীতে গিয়ে ছালাত আদায় করেন। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অবহিত করা হ'লে তিনি উভয় দলকেই সঠিক বলেন। তখন থেকেই নাকি মাযহাব শুরু হয়। একথাটি কি সত্য?*

-মুজাহিদুল ইসলাম
রসূলপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত ঘটনাটি সত্য *(বুখারী ২/৫৯১ পৃঃ)*। কিন্তু এ ঘটনা দ্বারা প্রচলিত মাযহাব সমূহ প্রমাণিত হয়, একথাটি সত্য নয়। কেননা 'মাযহাব' প্রমাণের জন্য পৃথক ইমাম ও মুজতাহিদ প্রয়োজন হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ব্যতীত কোন অনুসরণীয় ব্যক্তি ছিলো না। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন কাজের অনুমোদন করলে তাকে 'হাদীছে তাক্বরীরী' বলে। অতএব উক্ত হাদীছ দ্বারা মাযহাব প্রমাণ করা শরী'আত সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক।

***প্রশ্নঃ (১৮/৫৮)ঃ** জনৈক মাদরাসা শিক্ষক সপ্তম শ্রেণীর ক্লাসে চার প্রকার নারীর বিবরণ দেন। সেই সাথে তিনি বলেন, নূহ (আঃ)-এর একজন মেয়ে ছিল। মেয়েটিকে*

বিবাহ করার জন্য চারটি ছেলে প্রস্তাব দেয়। চারটি ছেলেই ছিল নূহ (আঃ)-এর পসন্দনীয়। এমতাবস্থায় একদা মেয়েটি ঘরে অবস্থান কালে সেখানে ১টি বিড়াল, ১টি কুকুর ও ১টি বানর প্রবেশ করে। অতঃপর নূহ (আঃ) সে ঘরে প্রবেশ করে ৪টি মেয়ে দেখতে পান। এই ৪টি মেয়ের সাথে তিনি চারটি ছেলের বিবাহ দেন। এ ঘটনার সত্যতা জানতে চাই।

-এনামুল হক
শঠিবাড়ী, মিঠাপুকুর, রংপুর।

উত্তরঃ উক্ত ঘটনা সত্য নয়। কারণ ঐ সময়ের কোন ঘটনা কুরআন অথবা ছহীহ হাদীছ ব্যতীত জানার উপায় নেই। অথচ সেখানে এসবের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (১৯/৫৯)ঃ আমাদের দেশে অনেক মেয়ে সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যায়। পর্দা করে মেয়েদের সাইকেল চালানো কি বৈধ?

-ফাতেমা খাতুন (কেয়া)
বলরামপুর, লালগোলা
মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ পর্দা করে হ'লেও মেয়েদের সাইকেল চালানো ঠিক নয়। কারণ এতে তার পর্দার ব্যাঘাত ঘটে ও বেহায়াপনা প্রকাশ পায়। আল্লাহ প্রকাশ্য ও গোপনীয় যাবতীয় বেহায়াপনাকে নিষিদ্ধ করেছেন *(আ'রাফ ৩৩)*। এমনকি এরূপ কাজের নিকটবর্তী হ'তেও নিষেধ করেছেন *(আন'আম ১৫৩)*। তার দিকে পুরুষদের কুদৃষ্টি পড়ে। এছাড়া ঘর্ষণজনিত কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তার দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। যার ফলে স্বামী সোহাগের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। যা সুখী দাম্পত্য জীবনের পরিপন্থী। এতদ্ব্যতীত তার স্বাস্থ্যগত অন্যান্য ক্ষতির সমূহ আশংকা থাকে। এর মাধ্যমে তার মধ্যে একটা পুরুষালী ভাবও চলে আসে। তাই এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হ'ল, যেহেতু ইসলাম নারীকে গৃহে অবস্থান করার নির্দেশ দিয়েছে। এমনকি গৃহকোণে নিরিবিলি ছালাত আদায়কে তার জন্য উত্তম বলেছে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১০৬৩ 'জামা'আত ও তার মাহাত্ম্য' অনুচ্ছেদ)*। অতএব গৃহের দায়িত্ব পালন ও প্রয়োজনে সেখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাই তাদের জন্য নিরাপদ। যদিও প্রয়োজনে পর্দার সাথে তাদের বাইরে যাওয়া নিঃসন্দেহে জায়েয রয়েছে, যা বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত আছে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩২৫১ প্রভৃতি)*।

প্রশ্নঃ (২০/৬০)ঃ যে স্থান হ'তে মসজিদ স্থানান্তর করা হয়েছে সেখানে কবরস্থান করা যায় কি?

-হেলালুদ্দীন
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ এমন স্থানকে কবরস্থানে পরিণত করা যায়। কারণ মসজিদ স্থানান্তর করার পর সে স্থান আর মসজিদের হুকুমে থাকে না। ওমর (রাঃ)-এর যুগে ইরাকের কূফা শহরের এক মসজিদে সিঁধ কেটে চুরি হয়। তখন ওমর (রাঃ) মসজিদটি স্থানান্তর করার আদেশ দেন এবং মসজিদের স্থানটি খেজুর বিক্রয়ের বাজারে পরিণত হয় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩১২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২১/৬১)ঃ ১৪ কিংবা ২১ দিনে আক্বীক্বা দেওয়ার হাদীছটি কি ছহীহ?

-রেখা
টি,ভি,আই,, লালপুর, নাটোর।

উত্তরঃ উক্ত বিষয়ে বুরাইদাহ বর্ণিত হাদীছটি 'যঈফ' যা বায়হাক্বী (৯/৩০৩) ও ত্বাবারানীতে বর্ণিত হয়েছে। অতঃপর একই বিষয়ে মা আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি (হাকেম ৪/২৩৮-২৩৯) সম্পর্কে শায়খ আলবানী বলেন, হাদীছটি 'মুনক্বাত্বি', 'শায' ও 'মুদরাজ' *(ইরওয়া ৪/৩৯৪-৩৯৬ পৃঃ হা/১১৭০-এর আলোচনা, ৪/৩৯৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২২/৬২)ঃ একদামে জিনিষপত্র ক্রয়-বিক্রয় জায়েয আছে কি?

-আব্দুল আহাদ
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ একদামে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয। কারণ ক্রয়-বিক্রয় হয় উভয়ের সন্তুষ্টিতে *(নিসা ২৯; ইবনু মাজাহ, ইরওয়া হা/১২৮৩)*। আর ক্রয়-বিক্রয়ের একটি বড় মূলনীতি হচ্ছে ধোঁকা না থাকা *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৭৮৪)*। সুতরাং একদামে ক্রয়-বিক্রয়ে যদি ধোঁকা না থাকে, তাহ'লে তা নিঃসন্দেহে জায়েয হবে। তবে ছাহাবীগণ দরদাম যাচাই করে ক্রয়-বিক্রয় করতেন *(আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইরওয়া হা/১২৮৫)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৬৩)ঃ আমাদের কলার বাগান ১৪ হাযার টাকায় বিক্রয় হয়েছে। এখন কত টাকা ওশর দিতে হবে?

-শু'আইব, আশরাফ, ইমরান
ও জাহিদা বিনতে ইবরাহীম
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ কলা কাঁচামালের (خضروات) অন্তর্ভুক্ত। শরী'আতে কাঁচামালের ওশর নির্ধারণ করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কাঁচামালে কোন ওশর নেই' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, ছহীহুল জামে' হা/৫৪১১)*। তবে কাঁচামালের বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিছাব পরিমাণ হ'লে ও তা এক বছর অতিবাহিত হ'লে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দিতে হবে *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত হা/১৭৯৯ 'যাকাত' অধ্যায়, দ্রঃ আগষ্ট '৯৯ প্রশ্নোত্তর ৬/১৮১)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৬৪)ঃ সৈনিকদেরকে তাদের পরিধেয় পোশাকের সাথে বুট পায়ে দিতে হয়। বুট পরে বসে পেশাব করতে খুব অসুবিধা হয়। এমতাবস্থায় দাঁড়িয়ে পেশাব করা জায়েয হবে কি?

-আবু জা'ফর খান
রাইফেল্স্ ট্রেনিং স্কুল

বায়তুল ইয্যত, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ বসে পেশাব করাই শরী'আতের বিধান। অসুবিধা হ'লে দাঁড়িয়ে পেশাব করা যায়। তবে যেন পেশাবের ছিটা দেহে না লাগে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৮)* এবং নির্লজ্জতা প্রকাশ না পায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫)*। হুযায়ফা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা একটি গোত্রের ডাষ্টবিনে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন *(বুখারী, ঐ মুসলিম)*। বলা হয়েছে যে, সেটি ছিল ওযর বশতঃ *(মিশকাত হা/৩৬৪ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৬৫)ঃ উপঢৌকন দিয়ে সাঁওতালের মেয়ের বিয়ের দাওয়াত খাওয়া জায়েয হবে কি?

-এলাহী বক্স দেওয়ান
গোবিনপাড়া, পাঁশুড়িয়া
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ অমুসলিমের দাওয়াত গ্রহণ করা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ইহুদী মহিলার দাওয়াত খেয়েছিলেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৯৩১ 'মু'জিযা' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) তাঁর মুশরিক মাতার সাথে থাকতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৯৫ 'মু'জেযা' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য, বর্তমানে বিয়ে উপলক্ষে উপঢৌকন দেওয়ার প্রথা চালু আছে, তা থেকে পরহেয করা যরূরী। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে এসব প্রথা ছিল না।

প্রশ্নঃ (২৬/৬৬)ঃ একটি কুকুর আমার হাঁস-মুরগী খেয়ে ফেলেছে। আমি তাকে প্রহার বা হত্যা করতে পারব কি? 'বাড়ীতে কুকুর থাকলে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না' হাদীছের তাৎপর্য কি?

-সৈনিক (অবঃ) মাহবুব
মানিকছড়ি, আর্মি ক্যাম্প, খাগড়াছড়ি
ও
শারাফত আলী,
মেলান্দহ, জামালপুর।

উত্তরঃ ক্ষতিকর কুকুর বা যেকোন হিংস্র প্রাণীকে ভয় দেখানোর জন্য প্রহার করা এমনকি হত্যা করাও জায়েয। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (ছাঃ) শিকারী কুকুর, ছাগল পাহারাদার কুকুর ও বাড়ী পাহারাদার কুকুর ব্যতীত সকল কুকুরকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১০১ 'শিকার ও যবহ' অধ্যায়, 'কুকুরের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*। উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যেসব কুকুর বাড়ীতে রাখা জায়েয আছে, সেসবের ক্ষেত্রে রহমতের ফেরেশতা বাড়ীতে প্রবেশে বাধা থাকে না।

প্রশ্নঃ (২৭/৬৭)ঃ পাঞ্জাবীর নীচে স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-ইসহাক মুনশী
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ছালাত জায়েয হওয়ার জন্য কাঁধের উপর কাপড় থাকা যরূরী। যেহেতু এখানে স্যাণ্ডো গেঞ্জির উপর পাঞ্জাবী রয়েছে, সেহেতু তাতে ছালাত জায়েয হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন এমন এক কাপড়ে ছালাত আদায় না করে, যার কোন অংশ তার কাঁধের উপরে নেই' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৫৫ 'ছালাত' অধ্যায়)*। কিন্তু কেউ শুধুমাত্র স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরে ছালাত আদায় করলে তার ছালাত হবে না। কারণ তাতে কাঁধ খোলা থাকে।

প্রশ্নঃ (২৮/৬৮)ঃ যিনি আযান দিবেন তিনি কখনই ইমামতি করতে পারবেন না। একথার সত্যতা জানতে চাই।

-যিল্লুর রহমান
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উল্লেখিত বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ উক্ত মর্মে কোন দলীল নেই। ক্বিরাআতে পারদর্শী ব্যক্তিই ইমামতির প্রথম হক্বদার *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১১৭, বুখারী, মিশকাত হা/১১২৬; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৮৮ পৃঃ)*। সুতরাং মুওয়াযযিনের মধ্যে ইমামতির গুণাবলী থাকলে ইমামতি করতে তার কোন বাধা নেই।

প্রশ্নঃ (২৯/৬৯)ঃ মানুষের শরীরে বা কাপড়ে কুকুরের স্পর্শ লাগলে শরীর বা কাপড় অপবিত্র হবে কি?

-ফরহাদ হোসেন
তেজপুর, রতনগঞ্জ বাজার
কালিহাতী, টাংগাইল।

উত্তরঃ কুকুর মানুষের শরীর বা কাপড় স্পর্শ করলে বা যেকোন পবিত্র স্থানে যাতায়াত করলে তা অপবিত্র হয় না। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় মসজিদে কুকুর যাতায়াত করত। কিন্তু ছাহাবীগণ এজন্য পানি ছিটাতেন না বা ধৌত করতেন না' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১৪ 'অপবিত্রকে পবিত্রকরণ' অনুচ্ছেদ)*। তবে কুকুরের শরীরে নাপাকী থাকা অবস্থায় স্পর্শ করলে তা ধুয়ে ফেলতে হবে *(দ্রঃ আগষ্ট ২০০৩ প্রশ্নোত্তর ২৬/৪১১)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৭০)ঃ (ক) ঝিনাইদহের আব্দুল সুবহান নামের এক পুলিশ কনেষ্টবলের কাছে দৈনিক হাযার হাযার লোক যাচ্ছে তাদের বিভিন্ন রোগ আরোগ্যের আশায়। দু'বছর পূর্বে রাজশাহী শহরের এক ষ্টুডিও মালিকের বাড়ীতে এক মহিলার নিকটে বিনা অস্ত্রে অপারেশন, ডায়াবেটিস থেকে মুক্তি ও যাবতীয় দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তির আশায় দৈনিক হাযার হাযার লোক জমা হ'ত ও তাদের কাছ থেকে হাযার হাযার টাকা লুটে নিত। এখন সব হাওয়া হয়ে গেছে। এসব স্থানে যাওয়ার শারঈ বিধান কি?

-শরীফা খাতুন
২য় বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

(খ) আমি গাছের শিকড় তাবীযের মধ্যে ঢুকিয়ে ৫০০ টাকা করে বিক্রি করি। এতে মানুষের উপকারও হয়। এটা কি শরী'আত সম্মত হবে? যদি শরী'আত সম্মত না

হয়, তাহ'লে আমার করণীয় কি?

-ফরীদা বেগম
কালীগঞ্জ, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ এসব স্রেফ প্রতারণা, যা নিষিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত কুরআনের আয়াত বা অন্য কিছু লিখে তাবীয তৈরী করা, ব্যবহার করা এবং এর বিনিময় গ্রহণ করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো সে শিরক করল' *(আহমাদ ৪/১৫৬ প্রভৃতি, হাদীছ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহা হা/৪৯২)*। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এ ধরনের ভূয়া ডাক্তারের কথা শোনা যাচ্ছে ও সেখানে মানুষের ঢল নামছে। মূলতঃ এগুলি 'শয়তানী আমল' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৫২-৫৩ 'চিকিৎসা ও ঝাড়ফুঁক' অধ্যায়)*। শয়তান অনেক সময় এসব কাজে সহযোগিতা করে। যাতে মানুষ আল্লাহকে ছেড়ে শয়তানের অনুগামী হয় *(ফাৎহুল মাজীদ ১০৭ পৃঃ)*।

অবশ্য যদি কুরআন পড়ে ফুঁক দেয় ও তাতে রোগ ভাল হয় এবং তার বিনিময়ে হাদিয়া গ্রহণ করে, তবে সেটা জায়েয আছে *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/৯০২)*। আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি অসুখের প্রতিষেধক (ঔষধ) সৃষ্টি করেছেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৫১৪ 'চিকিৎসা ও ঝাড়ফুঁক' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং ঐসব ভূয়া কবিরাজী ও তাবীযের আশ্রয় না নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশমতে বৈধ চিকিৎসা গ্রহণ করাই হ'ল শরী'আতের বিধান।

প্রশ্নঃ (৩১/৭১)ঃ মরা গরুর চামড়া ছাড়িয়ে বিক্রি করা এবং উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ সংসারে খরচ করা যাবে কি?

-মাওলানা মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম
সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ গরু, মহিষ, বকরী, ভেড়া ইত্যাদি হালাল পশু মারা গেলেও তার চামড়া দ্বারা ফায়েদা গ্রহণ করা শরী'আত সম্মত। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, (আমার খালা) উম্মুল মুমেনীন মায়মূনার আযাদ করা বাঁদীকে একটি বকরী দান করা হ'লে পরে সেটা মারা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং বললেন, কেন তোমরা এর চামড়া ছাড়িয়ে নিলে না? অতঃপর এটা দিয়ে ফায়েদা উঠালে না? উত্তরে তারা বলল, এটা যে মৃত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, একে ভক্ষণ করাই কেবল হারাম করা হয়েছে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৯ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*। চামড়া লবণ দিয়ে 'দাবাগত' করলে তা পাক হয়ে যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৮)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর গোশত খাওয়া হারাম। কিন্তু চামড়া, দাঁত, হাড়, চুল, পশম হালাল *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪ পৃঃ 'নাপাকী' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখিত হাদীছে রাসূল (ছাঃ)-এর উক্তি 'চামড়া দ্বারা তোমরা কেন ফায়েদা উঠালে না' কথাটি ব্যাপক অর্থ বহন করে। সুতরাং চামড়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে খাদ্যসহ সংসারের যাবতীয় খরচ নির্বাহ করা যাবে।

প্রশ্নঃ (৩২/৭২)ঃ জানাযা ছালাত শেষে শুধু ডাইনে সালাম ফিরানো কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?

-আতাউর রহমান
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ জানাযার ছালাত শেষে শুধু ডাইনে সালাম ফিরানোর কথাও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৭৫৮-৬০ 'যে ব্যক্তি একটিমাত্র সালাম ফিরাবে' অনুচ্ছেদ; বায়হাক্বী ৪/৪৩, সনদ হাসান; ছালাতুর রাসূল ১১৬ পৃঃ)*।

অনুরূপভাবে জানাযার ছালাতে ডানে ও বামে সালাম ফিরানোর ছহীহ হাদীছও রয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ৩টি বৈশিষ্ট্য ছিল। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে জানাযার সালাম ছালাতের সালামের ন্যায়'। অর্থাৎ ছালাতে যেভাবে দু'দিকে সালাম ফিরাতেন ঠিক জানাযার ছালাতেও তেমনি দু'দিকে সালাম ফিরাতেন *(বায়হাক্বী ৪/৪৩, সনদ হাসান; যাদুল মা'আদ ১/৪৯০-৪৯১)*। সুতরাং উভয় পদ্ধতিই জায়েয আছে।

প্রশ্নঃ (৩৩/৭৩)ঃ জনৈক ব্যক্তি বলেন, জুম'আর ছালাত শেষে দান সংগ্রহের জন্য যে কৌটা চালু করা হয়, তা সম্পূর্ণ বিদ'আত। তার এ বক্তব্য কি সঠিক?

-মুখলেছুর রহমান
উপ-সহকারী প্রকৌশলী
দূর্গাপুর উত্তরপাড়া, শঠিবাড়ী, রংপুর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা জুম'আর দিন সহ অন্য যেকোন দিনে ছালাত শেষে কৌটা বা অন্য যেকোন পদ্ধতিতে দান সংগ্রহ জায়েয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন ছালাত শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের পর উপস্থিত সকল ছাহাবীকে দান করার আহ্বান জানান। এমনকি একটি খেজুরের খোসা হ'লেও দান করতে বলেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১০ 'ইল্‌ম' অধ্যায়)*। তবে খুৎবার আগে বা খুৎবা চলা অবস্থায় এগুলি জায়েয নয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৮৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৭৪)ঃ রূহ ফুঁকার আগে মাতৃগর্ভে সন্তানের মাংসপিণ্ড নষ্ট করলে কতটুকু অপরাধ হবে?

-শহীদুল ইসলাম
মানিকনগর, কেশরগঞ্জ
মুজীবনগর, মেহেরপুর।

উত্তরঃ এটি হত্যার পর্যায়ে পড়বে না। তবে যদি উদ্দেশ্য দরিদ্রতার ভয় হয়, তবে তা নিষিদ্ধ হবে এবং ঐ ব্যক্তি গোনাহগার হবে। আর যদি স্ত্রীর স্বাস্থ্যগত কারণে হয়, তবে জায়েয হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা দরিদ্রতার ভয়ে সন্তান হত্যা কর না। আমি তাদের ও তোমাদের রূযী দান করে থাকি' *(বনী ইসরাঈল ৩১)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৭৫)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শরীরে মশা-মাছি বসা নিষিদ্ধ ছিল, তাঁর কোন ছায়া ছিল না। এসব কথা কি সত্য?

-আযীযুল হক
সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া
গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ ভ্রান্ত আক্বীদা সম্পন্ন লোকেরা এ সমস্ত কথা বলে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একজন মানুষ ছিলেন। মানুষ যেমন বিভিন্ন সমস্যা ও দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয় তেমনি তিনিও হ'তেন। সে সময়ের লোকেরা নবীদের লক্ষ্য করে বলত, 'তোমরা তো আমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছুই নও' *(ইবরাহীম ১০)*। তারা বলত, 'এ কেমন রাসূল যে, খাদ্য গ্রহণ করে এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করে? *(ফুরক্বান ৭)*।

রাসূল তাদের উত্তরে বলতেন, 'আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ মাত্র' *(কাহফ ১১০)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, (নবী) অন্য কিছুই নয়, বরং তোমাদের মতই একজন মানুষ। তোমরা যা খাও সেও তা খায়, তোমরা যা পান কর সেও তা পান করে' *(মুমিনূন ৩৩)*। সুতরাং তাঁর শরীরে মশা-মাছি বসা এবং তাঁর দেহের ছবি থাকা নিঃসন্দেহে স্বাভাবিক।

প্রশ্নঃ (৩৬/৭৬)ঃ জনৈকা লেখিকা তার 'স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য বা মিলনতত্ত্ব' বইয়ে বিভিন্ন দিনে ও রাতে স্বামী-স্ত্রীর মিলনের কারণে সন্তানও বিভিন্ন স্বভাবের হয়' বলেছেন। আসলে এগুলির কি কোন ভিত্তি আছে?

মুহাম্মাদ সবুজ
পাচুড়িয়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ এগুলি সব ভিত্তিহীন কথা। আল্লাহ তা'আলা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই সন্তান সৃষ্টি করেন *(আলে ইমরান ৪৭ প্রভৃতি)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৭৭)ঃ জনৈক মাওলানা বলেছেন, বিনা ওযরে জুম'আর ছালাত ছেড়ে দিলে এক দীনার স্বর্ণ কাফফারা দিতে হবে। বিষয়টির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ আল-হাদী
পাঁচরুখী মাদরাসা
নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত মর্মের হাদীছটি 'যঈফ' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ; মিশকাত হা/১৩৭৪ 'ছালাত' অধ্যায়, 'জুম'আ ওয়াজিব' অনুচ্ছেদ; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২৩৩; যঈফ নাসাঈ হা/৭৫; যঈফ আবুদাঊদ হা/২৩১)*। অত্র হাদীছে কুদামা ইবনে ওয়াবরাহ নামক জনৈক 'অজ্ঞাত' রাবী আছেন *(মিশকাত, তাহক্বীক্ব আলবানী ১/৪৩৪ পৃঃ টীকা-২)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৭৮)ঃ আমার এক প্রতিবেশী তার কন্যার বিয়ে উপলক্ষে উচ্চ সূদে ঋণ করেছিলেন। তারা তাদের আয়ের সিংহভাগই বর্তমানে সূদের টাকা পরিশোধে ব্যয় করছেন। এখন উক্ত ঋণ পরিশোধের জন্য তারা আর্থিক সাহায্য চাচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে তাকে অর্থ সাহায্য করা কি শরী'আত সম্মত হবে?

-নাজমা আখতার
৪২৫৪ ওয়েস্ট-নর্থ গেইট ড্রাইভ
এপার্টমেন্ট নং ২৯৬, আরভিং
টেক্সাস-৭৫০৬২, আমেরিকা।

উত্তরঃ সূদের বিনিময়ে ঋণ গ্রহণ করা ইসলামে নিষিদ্ধ। এক্ষণে যদি তিনি বাধ্যগত অবস্থায় এটি করে থাকেন এবং যদি তা পরিশোধের কোন উপায় না থাকে, তাহ'লে ঋণগ্রস্ত হিসাবে তাকে যাকাতের অর্থ থেকে বা সাধারণ ছাদাক্বা থেকে দান করা যাবে এই শর্তে যে, তিনি পরবর্তীতে আর কখনো ঐ গোনাহে লিপ্ত হবেন না' *(দ্রঃ ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৬৯ 'যাকাত বন্টনের খাত সমূহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৭৯)ঃ জনৈক ইমাম নিম্নের হাদীছ দ্বারা মসজিদে শোয়া হারাম বলেন, সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, একদা আমি মসজিদে শুয়েছিলাম এমন সময় এক ব্যক্তি আমাকে একটি কংকর মারল। জেগে দেখি তিনি ওমর (রাঃ)। তখন তিনি আমাকে বললেন, যাও ঐ দুই ব্যক্তিকে আমার নিকট নিয়ে আস। আমি তাদেরকে তাঁর নিকট নিয়ে আসলাম। ওমর (রাঃ) তাদের বললেন, তোমরা কোন গোত্রের লোক কিংবা কোথাকার লোক? তারা বলল, আমরা ত্বায়েফের লোক। ওমর (রাঃ) বললেন, যদি তোমরা মদীনার লোক হ'তে তবে আমি তোমাদের কঠোর শাস্তি দিতাম। তোমরা রাসূল (ছাঃ)-এর মসজিদে তোমাদের স্বর উচ্চ করছ (বুখারী, মিশকাত হা/৭৪৪ 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ)। বিষয়টি জানতে চাই।

-নওশাদ
মুশরীভুজা
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ইমাম ভুল বুঝেছেন। অত্র হাদীছে বরং মসজিদে শোয়া প্রমাণ হয়। কারণ মসজিদে শুয়ে থাকার জন্য নয়, বরং মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলার জন্য ওমর (রাঃ) তাদের কঠোর শাস্তির কথা বলেছেন। এ হাদীছ ব্যতীত মসজিদে শুয়ে থাকার জন্য আরও অনেক ছহীহ হাদীছ রয়েছে।

প্রশ্নঃ (৪০/৮০)ঃ মসজিদে মাইক নেই। যার ফলে আমাদের মুওয়াযযিন পার্শ্বের পাকা বাড়ীর ছাদ হ'তে আযান দেন, যাতে মানুষ আযান শুনতে পায়। এতে বাড়ীওয়ালারও অনুমতি রয়েছে। মসজিদের জায়গা ছাড়া অন্য জায়গায় আযান দেওয়া ঠিক হচ্ছে কি?

-সুলতান আহমাদ
আমনুরা রেলস্টেশন
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ আযানের ধ্বনি দূরে পাঠানোর উদ্দেশ্যে মসজিদের বাইরে যে কোন উঁচু স্থান হ'তে আযান দেওয়া জায়েয আছে। বেলাল (রাঃ) মসজিদে নববীর পার্শ্বে নাজ্জার বংশের একজন মহিলার বাড়ীর ছাদের উপরে দাঁড়িয়ে আযান দিতেন। কেননা তার বাড়ী মসজিদের পার্শ্বের অন্যান্য বাড়ী থেকে উঁচু ছিল *(আবুদাঊদ, ইরওয়া হা/২২৯)*।

মাসিক

আত-তাহরীক

Web: www.at-tahreek.com

৮ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০০৪

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

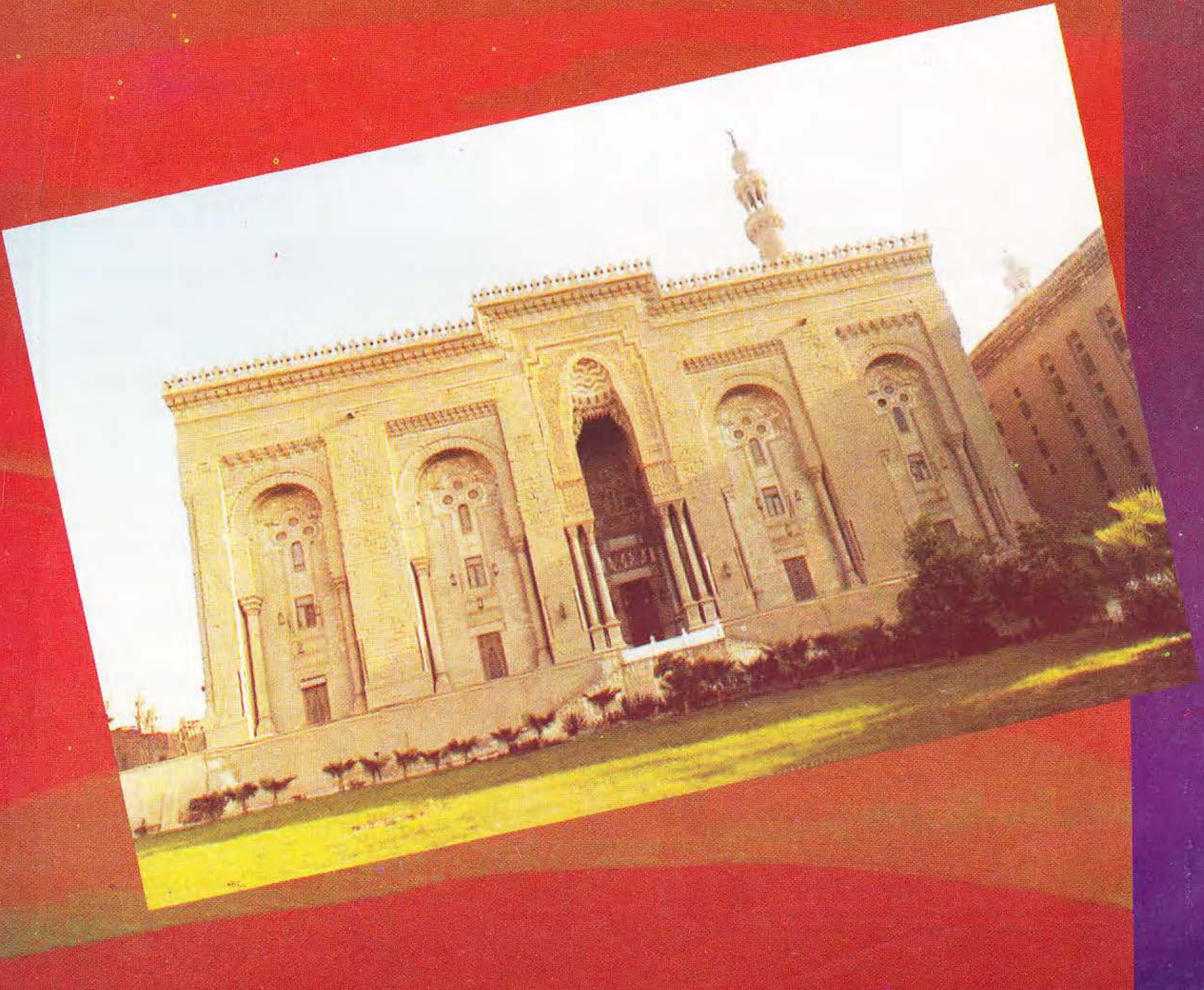

ছহীহ হাদীছ অনুসরণে 'আত-তাহরীক' এক অতন্দ্র প্রহরী। আজ পৃথিবীময় মুসলিম জাতির বুকের উপর দিয়ে যে প্রচণ্ড ঝড়-তুফান প্রবল গতিতে বয়ে চলেছে তার প্রধান কারণ নবীজির (ছাঃ) হাদীছের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল না হওয়া। তার একটা চাক্ষুস প্রমাণ আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের নোংরা কার্যাবলীতে।

বিধায় আরজ উপরোক্ত তথ্যের আলোকে এ সম্পর্কে সুষ্ঠু তদন্ত করে অনতিবিলম্বে আবহাওয়া বিভাগের কর্মকর্তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। যাতে আমাদের দেশের মুসলিম ভাইয়েরা এই পবিত্র রামাযান মাসে নবী করীম (ছাঃ)-এর নির্দেশের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাশীল হ'তে পারে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভে ধন্য হয়।

আমরা এবিষয়ে মাননীয় ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোশাররফ হোসায়েন শাহজাহান, ধর্ম মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির সভাপতি মাওলানা দেলাওয়ার হোসায়েন সাঈদী, ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মহাপরিচালক জনাব এ, জেড,এম, শামসুল আলম, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের খত্বীব মাওলানা ওবায়দুল হক প্রমুখ দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দের আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

** অধ্যক্ষ (অবঃ) মুহাম্মাদ হাসান আলী*
বসুপাড়া (বাঁশতলা), খুলনা মহানগরী, খুলনা।

মি. ডগলাস ম্যাকেই'র 'রাবিশ এণ্ড আনএথিক্যাল'

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের বাংলাদেশ ও ভারত বিষয়ক পলিটিক্যাল এফেয়ার্স এডভাইজর মিঃ ডগলাস সি ম্যাকেই সম্প্রতি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় দলের নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। উদ্দেশ্য ছিল, কয়েকটি পত্রিকায় প্রকাশিত 'মৌলবাদ', 'জঙ্গী' তৎপরতা ইত্যাদি সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেওয়া। কিন্তু দীর্ঘ সফরের পর যখন তিনি কোন আলামত খুঁজে পাননি, তখন তার রিপোর্টে ঐ পত্রিকাগুলোর উদ্দেশ্যে 'রাবিশ এণ্ড আনএথিক্যাল' শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছেন। কূটনীতির ভাষায় এর চেয়ে বাজে শব্দ আর কি হ'তে পারে? ইতিপূর্বে পত্রিকার রিপোর্টগুলো 'ভিত্তিহীন' উপাধি পেয়েছিল। আমরা আশা করি, 'স্টোরী' তৈরীতে দক্ষ ঐ সমস্ত পত্রিকা তাদের অপপ্রচার বন্ধ করবে এবং মিঃ ডগলাস ম্যাকেই'র রিপোর্ট তাদের জ্ঞানচক্ষু খুলে দেবে।

** হাসান মাহমুদ রিয়াজ*
চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম।

[মার্কিন সরকারের বাংলাদেশ ও ভারত বিষয়ক রাজনৈতিক উপদেষ্টা মিঃ ডগলাস সি ম্যাকেই (DOUGLAS C. MAKEIG) দেশের শীর্ষস্থানীয় মাদরাসা ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাতের এক পর্যায়ে গত ২১ শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার সকালে বিমানযোগে রাজশাহীতে নেমে প্রথমে নওদাপাড়া মারকাযে আসেন, যা ২৩ শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দৈনিক ইনকিলাব (৩য় পৃষ্ঠা ৫ম কলাম)-সহ বিভিন্ন পত্রিকায় 'মার্কিন উপদেষ্টার আহলেহাদীছ মারকায পরিদর্শন' শিরোনামে রিপোর্ট প্রকাশিত হয় (দ্রঃ 'আত-তাহরীক' অক্টোবর'০৪ পৃঃ ৩৭)।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৮১)ঃ অনেকের গায়ে জিন ভর করলে ঝাড়ফুঁক করে তাবীয গলায় ঝুলিয়ে রাখলে জিন আর আসে না। কিন্তু তাবীয খুললে আবার জিন আসে। এমতাবস্থায় জিনের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য তাবীয ব্যবহার করা যাবে কি?

-লুৎফর রহমান
পশ্চিম দৌলতপুর, হাটগাংগোপাড়া
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ শিরকমুক্ত বাক্যের মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক করা জায়েয। যদি সেখানে তিনটি শর্ত থাকেঃ (১) আল্লাহ্র কালাম অথবা তাঁর নাম ও গুণাবলী দ্বারা হ'তে হবে (২) আরবী ভাষায় অথবা বোধগম্য ভাষায় হ'তে হবে (৩) এই আক্বীদা রাখতে হবে যে, ঝাড়ফুঁকের নিজস্ব কোন প্রভাব নেই, বরং আল্লাহ্র নির্ধারিত তাক্বদীর অনুযায়ী ফল হবে' *(ফাৎহুল মাজীদ, পৃঃ ১০৮)*। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তাবীয ঝুলানো জায়েয নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয ঝুলালো সে শিরক করল' *(আহমাদ, হাকেম, আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯২; ছহীহুল জামে' হা/৬৩৯৪)*।

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে অনেক আয়াত ও দো'আ বর্ণিত হয়েছে, যেগুলি পাঠ করলে জিনের কুপ্রভাব থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। বিছানায় শোয়ার সময় নিয়মিত 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতার মাধ্যমে তার হেফাযত করেন এবং সকাল হওয়া পর্যন্ত শয়তান তার কোন প্রকার ক্ষতি করতে পারে না' *(বুখারী, মিশকাত হা/২১২৩ 'কুরআনের মাহাত্ম্য' অধ্যায়)*। এতদ্ব্যতীত সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করলে প্রত্যেক বস্তুর (বিপদাপদের) মোকাবেলায় যথেষ্ট হবে' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/২১৬৩)*।

প্রশ্নঃ (২/৮২)ঃ কোন কোন ছালাত শিক্ষা বইয়ে কালেমা শাহাদাত أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ-এর উচ্চারণ 'আশহাদু আন্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু', আবার কোন কোন মাসনূন দো'আ-দরূদ শিক্ষা বইয়ে 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' লেখা হয়েছে। এর সঠিক উচ্চারণ বা বানান রীতি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ সাব্বির উদ্দীন
রাঙ্গামাটিয়া, হাকিমপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ যে সকল বইয়ে গুন্নাহ ছাড়াই 'আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু' লেখা হয়েছে সেটাই সঠিক। কেননা যদি নূন সাকিনের পরে (يَرْمَلُوْنَ) ى، ر، م، ل، و، ن এই ছয়টি অক্ষরের মধ্য থেকে কোন একটি আসে, তাহ'লে

ইদগাম হয়ে যায়। কিন্তু এর মধ্যে "ر" ও "ل" এর ক্ষেত্রে গুন্নাহ ছাড়াই ইদগাম হয়। এগুলিকে ইদগামে বে-গুন্নাহ বলা হয়। যেমন- مِنْ رَّبِّهِمْ (মির রব্বিহিম), مِنْ رَّسُوْلٍ (মির রাসূলিন), مِنْ لَّدُنَّا (মিল্-লাদুন্না) ইত্যাদি। *(দ্রঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আরবী ক্বায়েদা পৃঃ ১৪)*। উল্লেখ্য যে, তাঁর প্রণীত 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইয়ের ৩৯ পৃষ্ঠায় 'আন্-লা-ইলাহা' লিখিত হয়েছে, এটি ছাপার ভুল (স.স)।

প্রশ্নঃ (৩/৮৩)ঃ জনৈক বক্তা বলেন, এক লোক সর্বদা মদ পান করত। তার মা তাকে মদ পান থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলে সে বলত, তুমি তো শুধু গাধার মত চিৎকার কর। একদা আছরের সময় তার মৃত্যু হয়। এরপর থেকে প্রতিদিন আছরের পর সে কবর থেকে বের হয়ে তিনবার গাধার মত আওয়াজ করে পুনরায় কবরে প্রবেশ করে। এ ঘটনাটির বাস্তবতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মানছূরুর রহমান
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও শরী'আত পরিপন্থী কথা। হাশরের দিন ব্যতীত কোন মানুষ কবর থেকে উঠবে না। আল্লাহ বলেন, وَمِنْ وَّرَاءِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ '(মৃত্যুর পরে) তাদের সামনে পর্দা রয়েছে ক্বিয়ামত পর্যন্ত' *(মুমিনূন ১০০)*। তবে হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'পিতামাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি আর পিতামাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি' *(তিরমিযী, মিশকাত ৩/১৩৭৯ পৃঃ, হা/৪৯২৭ 'সৎ কাজ ও সদ্ব্যবহার' অনুচ্ছেদ)*। অতএব পিতামাতার সন্তুষ্টি অর্জনের প্রতি সন্তানকে অবশ্যই সর্বদা যত্নবান থাকতে হবে।

প্রশ্নঃ (৪/৮৪)ঃ আমরা শুনেছি, হজ্জের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধনের জন্য মিনায় ১টি পশু দম দিতে হয়। এ ছাড়া আরেকটি পশু কুরবানী করতে হয়। প্রশ্ন হ'ল, তাহ'লে কি মিনায় ২টি কুরবানী করতে হবে? নাকি ১টি যবেহ করলেই চলবে? আবার কাউকে মক্কায় দম দিতে দেখা যায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আফসার বিন ইমামুদ্দীন
প্রসাদপুর, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ত্রুটি-বিচ্যুতির ধারণা করে নয়, বরং কতিপয় শর্তসাপেক্ষে দম দিতে হয়। যেমন ওয়াজিব তরক করলে বা ইহরামের পর নিষিদ্ধ কোন বিষয়ে লিপ্ত হ'লে কাফফারা স্বরূপ দম দিতে হয়। কাফফারা হ'ল ১টি বকরী কুরবানী করা অথবা ৬ জন মিসকীনকে খাওয়ানো অথবা তিনটি ছিয়াম পালন করা *(মুওয়াত্ত্বা, বায়হাক্বী ৫/১৯২; ইরওয়া ৪/২৯৯ পৃঃ, হা/১১০০; বুখারী, মুসলিম, ক্বাহত্বানী, পৃঃ ৬৪-৬৫)*।

কেবলমাত্র স্ত্রী-সম্ভোগের ফলেই ইহরাম বাতিল হবে। বাকীগুলির জন্য ইহরাম বাতিল হবে না। তবে ফিদ্ইয়া ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ কাফফারা স্বরূপ একটি বকরী কুরবানী দিতে হবে অথবা ৬ জন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে অথবা ৩ দিন ছিয়াম পালন করতে হবে *(দ্রঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, হজ্জ ও ওমরাহ পৃঃ ২০-২৩)*। উল্লেখ্য, কুরবানী মিনায় দিতে হবে। আর কাফফারা মিনায়ও দেওয়া যায় মক্কাতেও দেওয়া যায়। তাতে কোন শারঈ বাধা নেই।

প্রশ্নঃ (৫/৮৫)ঃ আমার মা আমাকে ৫০ টাকা দেন মুসাফিরকে দেওয়ার জন্য। তখন আমি সফরে যাচ্ছিলাম। তাই ৫০ টাকার মধ্যে হ'তে ২৫ টাকা এক মুসাফিরকে দিই এবং ২৫ টাকা আমি মুসাফির হিসাবে নিজে গ্রহণ করি। এটা কি শরী'আত সম্মত হয়েছে?

-মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম
আযীযাবাদ, মেহেরপুর।

উত্তরঃ 'মুসাফির' বলতে সাধারণ মুসাফির বুঝা উচিত নয়; বরং যাকাত প্রদানের ব্যাপারে এমন মুসাফির বা পথিককে বুঝানো হয়েছে, যার কাছে সফরকালে প্রয়োজনীয় অর্থ-সম্পদ নেই, স্বদেশে তার যত অর্থ-সম্পদই থাকুক না কেন। এমন মুসাফিরকে যাকাতের মাল দেওয়া যেতে পারে। যাতে করে সে তার সফরের প্রয়োজনাদি সমাধা করতে পারে এবং স্বদেশে ফিরে যেতে সমর্থ হয় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৩৪ পৃঃ, 'যাকাত বন্টন' অনুচ্ছেদ)*।

এক্ষণে উক্ত ব্যক্তি এবং মুসাফির উভয়েই যদি উপরে বর্ণিত 'মুসাফিরের' সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহ'লে উক্ত দান গ্রহণ করা শরী'আত সম্মত হবে, নইলে নয়।

প্রশ্নঃ (৬/৮৬)ঃ আক্বীক্বা করে সন্তানের নাম রাখার পর সেই নাম পরিবর্তন করে আরো ভাল এবং সুন্দর ইসলামী নাম রাখার কোন বিধান ইসলামে আছে কি?

-ইসমত আরা বেগম
মণ্ডল সেন, মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ অর্থগত দৃষ্টিকোন থেকে ত্রুটিপূর্ণ নামকে পরিবর্তন করে একটি সুন্দর ইসলামী নাম রাখা শরী'আত সম্মত। এক্ষেত্রে শুধু মুখে নাম পরিবর্তন করলেই চলবে।

যয়নাব বিনতে আবু সালামাহ (রাঃ) বলেন, আমার নাম রাখা হয়েছিল 'বাররাহ'। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'নিজের পবিত্রতা নিজে যাহির করো না। তোমাদের মধ্যে কে পূণ্যবান তা আল্লাহ ভাল জানেন। তোমরা এর নাম রাখ 'যয়নাব' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৫৬ 'নাম রাখা' অনুচ্ছেদ; হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম, তুহফাতুল মাওদূদ বি আহকামিল মাওলূদ, পৃঃ ৯০)*। হাদীছে এরূপ আরো দৃষ্টান্ত রয়েছে।

প্রশ্নঃ (৭/৮৭)ঃ আমি অমুসলিম থাকা অবস্থায় কিছু ঋণ নিয়েছিলাম। বর্তমানে আমি একজন মুসলমান চাকুরীজীবী। এখন আমি পূর্ববর্তী ঋণ পরিশোধ করতে চাই। কিন্তু ঋণদাতার সন্ধান পাচ্ছি না। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-মুহাম্মাদ মুহসিন
বোনারপাড়া রেলওয়ে হাসপাতাল
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উক্ত ঋণের অর্থ ঋণদাতার নিকটে পৌছানোর যথাযথ ব্যবস্থা করতে হবে। কেননা ঋণ হ'ল বান্দার হক। তবে যদি সাধ্যমত চেষ্টা সত্ত্বেও ঋণদাতার বা তার উত্তরাধিকারীদের সন্ধান না মেলে, তাহ'লে উক্ত ঋণের টাকা আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে দিবেন। নিখোঁজ ঋণদাতা মুসলিম হ'লে তার নামেই উক্ত দান করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৮/৮৮)ঃ মাসিক আত-তাহরীক জুন'০৪ সংখ্যার 'সীরাতুন্নবী (ছাঃ) ও জাল হাদীছ' শীর্ষক প্রবন্ধে বর্ণিত হয়েছে যে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যখন আমাকে সালাম করে, তখন আল্লাহ তা'আলা আমার রূহ ফিরিয়ে দেন এবং আমি তার সালামের জবাব দেই'। এই সালামের শব্দগুলি কি এবং পাঠানোর পদ্ধতি কি?

-মুহাম্মাদ আমীরুল ইসলাম
ও
মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম
খড়িবিলা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ পৃথিবীর যেকোন স্থান থেকে উম্মতে মুহাম্মাদী সালাম দিলে তা ফেরেশতার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট পৌছে দেওয়া হয়। আবদুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যমীনে আল্লাহ্র কিছু ফেরেশতা রয়েছে, যারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করে এবং আমার উম্মতের সালাম আমার নিকট পৌছে দেয়' *(নাসাঈ, দারেমী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৯২৪ 'নবীর উপর দরূদ পাঠ' অনুচ্ছেদ)*।

'দরূদে ইব্রাহিমী' যা আত্তাহিইয়াতু-র মধ্যে পড়া হয়, এটা ছাড়াও তাঁর নাম শুনে সর্বদা সংক্ষিপ্ত দরূদ পাঠ করতে হয় *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৯২৭)*। যেমন 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম'। অতএব ছহীহ হাদীছে বর্ণিত দরূদ ও সালাম ব্যতীত কোনরূপ বানাওয়াট দরূদ ও সালাম পড়া যাবে না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিয়তে সালাম পেশ করার সাথে সাথে ফেরেশতাগণ তাঁকে তা পৌছে দেয়। তবে ছালাতের মধ্যে তাশাহহুদের সময় সালাম পেশ করা নিঃসন্দেহে উত্তম *(ফাৎহুল মাজীদ, পৃঃ ২২৪)*।

প্রশ্নঃ (৯/৮৯)ঃ জুম'আর দিনে আগত বাচ্চাদেরকে পিছনে দিলে কথা-বার্তা, দৌড়া-দৌড়ি, চিল্লা-চিল্লি করায় খুৎবা শোনায় বিঘ্ন ঘটে ও ছালাতের ক্ষতি হয়। এমতাবস্থায় বাচ্চাদেরকে তাদের অভিভাবকদের পাশে জামা'আতে শামিল করা যাবে কি?

-এম,এম, এ, হালীম
আইচগাতি জামে মসজিদ, রূপসা, খুলনা।

উত্তরঃ ইমামের সরাসরি পিছনে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণ দাঁড়াবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৮৮)*। অতঃপর অভিভাবকগণ যে কোন স্থানে তাদের বাচ্চাদের নিয়ে দাঁড়াতে পারেন। তাতে কোন শারঈ বাধা নেই। কারণ পুরুষের কাতারের পিছনে বাচ্চাদের দাঁড় করানো সম্পর্কে যে হাদীছটি আবু মালেক আশ'আরী (রাঃ) হ'তে এসেছে তা 'যঈফ' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১১৫ 'জামা'আতে দাঁড়াবার স্থান' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১০/৯০)ঃ কুরআন শরীফের বিশেষ বিশেষ আয়াত, দরূদ, কলেমা ইত্যাদি সুস্থ শরীরে অথবা অসুস্থ অবস্থায় হেলান দিয়ে বা শুয়ে পড়া যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ফারুক আহমাদ
নূরুল্যাগঞ্জ, আটরশি, ফরিদপুর।

উত্তরঃ কুরআন শরীফের আয়াত, দরূদ, কলেমা ইত্যাদি সুস্থ বা অসুস্থ সকল অবস্থায় হেলান দিয়ে বা শুয়ে পাঠ করা শরী'আত সম্মত। কারণ মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদকে বিভিন্ন স্থানে 'যিকর' বলে সম্বোধন করেছেন *(হিজর ৯)*। আর যিকর সর্বাবস্থায় করা যায়। আল্লাহ বলেন, 'বুদ্ধিমান হ'ল সে সমস্ত লোক, যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায়' *(আলে ইমরান ১৯১)*।

প্রশ্নঃ (১১/৯১)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, সিজদা এমন (লম্বা) হবে যাতে বুকের নীচ দিয়ে বকরীর বাচ্চা যাওয়ার মত ফাঁকা থাকে। এ হাদীছটি কি শুধু পুরুষের জন্য? মহিলারা ছালাত আদায়ের সময় যখন সিজদা দিবে তখন বুকের নীচ দিয়ে নাকি একটা পিঁপড়াও যেতে পারবে না? আমাদের দেশে মহিলারা এভাবেই ছালাত আদায় করে। পুরুষেরা পা ফাঁকা করে আর মহিলারা পা মিলিয়ে ছালাতে দাঁড়াবে। এভাবেই আমাদের দেশের মক্তব-মাদরাসায় শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইটিতে লেখা হয়েছে, পুরুষ ও মহিলাদের ছালাতের পার্থক্য তিনটি। এই তিনটি পার্থক্যের মধ্যে উপরোক্ত পার্থক্য বলা হয়নি। মহিলাদের ছালাতের পার্থক্যের ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) কি কোন হাদীছ বর্ণনা করেছেন?

-পারুল আখতার
নূরুল্যাগঞ্জ, আটরশি, ফরিদপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীছটি উম্মুল মুমেনীন হযরত মায়মূনা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত। যা পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য বলা হয়েছে *(মুসলিম, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৮৯০ 'সিজদা ও তার মাহাত্ম্য' অনুচ্ছেদ)*। মহিলাদের সিজদার সময় তাদের বুকের নীচ দিয়ে একটি পিঁপড়াও যেতে পারবে না এর প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। কয়েকটি পার্থক্য ছাড়া নারী-পুরুষের ছালাতের মধ্যে পদ্ধতিগত কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্যগুলি হ'লঃ (১) মহিলাদের বড় চাদরে আপাদমস্তক ঢাকতে হবে, যা পুরুষের জন্য শর্ত নয় *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৭৬২ 'সতর' অনুচ্ছেদ)* (২) নারীদের ইমাম ১ম কাতারের মধ্যে থাকবে, সামনে যাবে না *(দারাকুৎনী হা/১৪৯২-৯৩, সনদ হাসান)* (৩) নারীরা পুরুষের কাতারে দাঁড়াতে পারবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১০৮ 'জামা'আতে দাঁড়াবার স্থান' অনুচ্ছেদ)* (৪) ইমামের ভুল হ'লে

পুরুষ মুক্তাদী 'সুবহানাল্লাহ' বলবে ও মহিলা মুক্তাদী নিজ ডান হাতের তালু দ্বারা বাম হাতের পিঠের উপর আঘাত করে শব্দের মাধ্যমে লোক্বমা দিবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৮৮ 'ছালাতে কি কি কাজ সিদ্ধ বা অসিদ্ধ' অনুচ্ছেদ; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৮৭; আত-তাহরীক, অক্টোবর ২০০৩ প্রশ্নোত্তর ২৯/২৯)*।

প্রশ্নঃ (১২/৯২)ঃ তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআনে সূরা ওয়াক্বি'আহ্র ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে দু'জন ছাহাবীর কথোপকথনের মাধ্যমে জানানো হয়েছে যে, প্রত্যেক রাত্রে সূরা ওয়াক্বি'আহ পাঠ করলে তার কখনোই রূযীর কষ্ট হবে না। এ কথাটি কতটুকু সত্য জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আরিফ
হাতেম খাঁ, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীছটি 'যঈফ' যা ইমাম বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমানে বর্ণিত হয়েছে *(তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/২১৮১ 'কুরআনের মাহাত্ম্য' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৯৩)ঃ আমি একজন অভাবী কৃষক। অন্য লোকের জমি ভাগে নিয়ে ফসল করি। চাষের সময় সার, বিষ ইত্যাদি বাকী ক্রয় করে চাষ করি। প্রশ্ন হ'ল, উৎপাদিত ফসল থেকে বাকী টাকা পরিশোধ করে উদ্বৃত্ত ফসলের ওশর দিতে হবে, না মোট উৎপাদিত ফসল হ'তে ওশর দিতে হবে। জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ লিয়াকত
মুজগুন্নি, মণিরামপুর, যশোর।

উত্তরঃ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস ও আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর প্রখ্যাত দু'জন ছাহাবী এ বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, জমিতে ফসল ফলাতে যে ঋণ হয়েছে তা পরিশোধ করার পর বাকী ফসলের ওশর বের করতে হবে *(ডঃ ইউসুফ আল-ক্বারযাভী, ফিক্বহুয যাকাত, পৃঃ ৩৯১, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৯৪)ঃ মাপে বা ওযনে কম প্রদানকারীর অবস্থা জানতে চাই।

-ক্বামারুযযামান
ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ মাপে কম দেওয়া হারাম। বিষয়টি শুধু ওযনে কম করার মধ্যে সীমিত নয়, বরং মাপের মাধ্যমে হোক বা গণনার মাধ্যমে হোক অথবা অন্য যেকোন পন্থায় হোক প্রাপককে তার প্রাপ্য কম দিলে তা হারাম হবে। এই পাপ হচ্ছে অপরের হক্ব নষ্ট করার পাপ। এই প্রাপ্য পরিশোধ না করলে অথবা ক্ষমা না নিলে ক্বিয়ামতের দিন নিজের নেকী তাকে দিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে হবে। নেকীতে না কুলালে পাওনাদারের পাপ নিতে হবে, অতঃপর নিঃস্ব অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৭ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'যুলুম' অনুচ্ছেদ)*। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা করেছেন *(আন'আম ১৫২, রহমান ৯, মুত্বাফফিফীন ১-৫)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৯৫)ঃ জাদু-টোনা বলে কিছু আছে কি? এর দ্বারা মানুষের ক্ষতি করা যায় কি?

-রাশীদা খাতুন
আমনুরা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ জাদু-টোনা সত্য। কিন্তু তা করা হারাম। জাদুর মাধ্যমে মানুষের ক্ষতি করা যায়। প্রাচীন ইহুদীদের কিছু ধর্মনেতা দুষ্ট জিন ও শয়তানের মাধ্যমে প্রথম জাদু বিদ্যা আয়ত্ব করে। তাদের ধারণা ছিল যে, সুলায়মান (আঃ) জাদুর মাধ্যমে অসাধারণ ক্ষমতা অর্জন করেন। অথচ সুলায়মান (আঃ) জাদু করতেন না, বরং শয়তানরাই লোকদের জাদু শিক্ষা দিত *(বাক্বারাহ ১০২)*। এই ধারণায়ই তারা জাদু বিদ্যাকে একটা পবিত্র বিদ্যা বলে বিবেচনা করত। এই বিদ্যার মূল উদ্যোক্তা হ'ল ইহুদীরা। তারাই আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে জাদু করেছিল। তাঁকে জাদুর ক্ষতি হ'তে মুক্ত করার জন্য আল্লাহ তা'আলা সূরা নাস ও ফালাক্ব নাযিল করেন *(বুখারী, তাফসীরে ইবনে কাছীর)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৯৬)ঃ আলবানী (রহঃ) তাঁর 'আদাবুয যিফাফ' গ্রন্থে মহিলাদের জন্য স্বর্ণের হার পরিধান করা নাজায়েয বলেছেন। বিষয়টির যথার্থতা জানতে চাই।

-যিয়াউর রহমান
এশিয়ান টেক্সটাইল
ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ।
ও
আব্দুল্লাহ
হাড়াভাঙ্গা, মেহেরপুর।

উত্তরঃ মহিলাদের জন্য স্বর্ণের যেকোন গয়না বৈধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তারা কি এমন নারীকে আল্লাহ্র জন্য (কন্যা সন্তান হিসাবে) নির্ধারণ করে, যে অলংকারে লালিত পালিত হয় এবং বিতর্কের সময় কথা বলতে পারে না' *(যুখরুফ ১৮)*। উক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গয়না পরিধান করা নারীদের বৈশিষ্ট্য এবং এখানে কোন গয়নাকে খাছ করা হয়নি। যায়েদ ইবনু আরক্বাম (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'স্বর্ণ এবং রেশম আমার উম্মতের মহিলাদের জন্য হালাল আর পুরুষদের জন্য হারাম' *(তিরমিযী, নাসাঈ প্রভৃতি; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮৬৫)*। একই মর্মে বর্ণিত হয়েছে আবু মূসা আশ'আরী ও আলী (রাঃ) থেকে *(ইরওয়া হা/২৭৭; তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৩৯৪ 'আংটি' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক মহিলার হাতে দুইটি স্বর্ণের বালা দেখে তার যাকাত আদায় করার জন্য বললেন। কিন্তু পরিধান নিষেধ করলেন না *(আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৮০৯ 'কিসে যাকাত দেওয়া ওয়াজিব' অনুচ্ছেদ; সনদ হাসান)*। অন্য বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় নাতনী উমামা বিনতে আবিল 'আছকে স্বর্ণের আংটি প্রদান করেন ও তা পরিধান করার আদেশ দেন *(আবুদাউদ, হাইআতু কেবারিল ওলামা ২/৮৪৬ পৃঃ)*। রাসূলের স্ত্রী উম্মু সালামা (রাঃ) স্বর্ণের গহনা পরিধান করতেন। একদা তিনি বললেন হে রাসূল! এটা কি সঞ্চিত সম্পদ? রাসূল (ছাঃ) বললেন, নেছাব পর্যন্ত পৌঁছলে যখন তুমি তার

যাকাত আদায় করবে, তখন তা সঞ্চিত সম্পদ হবে না *(মালেক, আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৮১০; ছহীহ আবুদাউদ হা/১৩৮৩; বুলূগুল মারাম হা/৬০৮)*। শায়খ আলবানী মহিলাদের জন্য স্বর্ণের গোলাকার বস্তু তথা কণ্ঠহার, আংটি ইত্যাদি নিষিদ্ধ বলেছেন *(আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ২৫৪)*। পক্ষান্তরে শায়খ আবদুল আযীয বিন বায মহিলাদের জন্য সকল প্রকার স্বর্ণালংকার 'নিঃসন্দেহে জায়েয' বলেন *(হাইআতু কিবারিল ওলামা ২/৮৪৬ পৃঃ)*। আমরা মনে করি, মহিলাদের জন্য স্বর্ণালংকার নিষেধের হাদীছগুলি তাদের যাকাত না দেওয়া গহনা সম্পর্কে এসেছে বলে গণ্য করলেই উভয় মর্মের হাদীছের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা সম্ভব।

প্রশ্নঃ (১৭/৯৭)ঃ পেনশন হিসাবে যে টাকা সরকার কর্তৃক প্রদান করা হয়, সে টাকা কি সূদ হবে?

-ডাঃ ক্বামারুদ্দীন
ফাতেমা ডেন্টাল ক্লিনিক, নওগাঁ।

উত্তরঃ সরকার তার কর্মচারীদের নামে প্রতি বছর যে বাড়তি টাকা বরাদ্দ করেন, তা গ্রহণ করা সূদ হবে না। কারণ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে স্বেচ্ছায় প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করা যায়। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে কিছু দান করলেন। আমি বললাম, এটি আপনি আমার চাইতে অধিক মুখাপেক্ষী ব্যক্তিকে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি এটা নাও ও সম্পদ হিসাবে গ্রহণ কর অথবা ছাদাক্বা কর। তোমার নিকটে যে মাল আসে, যদি তুমি তার প্রতি আগ্রহী না হও ও সওয়ালকারী না হও, তাহ'লে তুমি তা গ্রহণ কর। এমনটা যদি না হয়, তাহ'লে তুমি তার পিছু নিয়ো না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৪৫ 'যাকাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৯৮)ঃ টেলিফোন বা মোবাইল ফোনে সালামের পরিবর্তে হ্যালো বলা হয়। এটা কি ঠিক?

-আবদুল ওয়াদূদ
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ 'হ্যালো' (Hallo, Hello, Hullo) শব্দটি ইংরেজী Interjection বা সম্বোধন ও বিস্ময় সূচক অব্যয়, যা 'আহ্বান' দৃষ্টি আকর্ষণ এবং সম্বোধনের প্রত্যুত্তরে ব্যবহৃত হয়। খুৎবা, বক্তৃতা, আহ্বান বা অনুরূপ যেকোন আলাপে ইসলামী বিধান মতে 'সালাম' দিয়েই শুরু করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র নিকট মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যিনি সালাম দিয়ে কথা শুরু করেন' *(আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৪৬ 'সালাম' অনুচ্ছেদ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৩৮২/৬৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কেউ সালামের পূর্বে কথা আরম্ভ করলে তার উত্তর দিয়ো না' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮১৬, ৩৪৭ পৃঃ)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'যে ব্যক্তি সালাম দিয়ে কথা শুরু করে না, তোমরা তাকে কথা বলার অনুমতি দিয়ো না' *(বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/৪৬৭৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮১৭)*। এক্ষণে টেলিফোনে অদৃশ্য শ্রোতাকে হুঁশিয়ার করার জন্য কথার মাঝে 'হ্যালো' বলায় কোন দোষ হবে না। কারণ এতে আক্বীদাগত কোন দোষ আছে বলে জানা যায়নি। উল্লেখ্য যে, 'হ্যালো' না বলে 'হ্যালূ' (Halloo) বললে তার অর্থ হবে 'কুকুরের প্রতি চিৎকার দেওয়া'। অতএব টেলিফোনকারীগণ সাবধান!

প্রশ্নঃ (১৯/৯৯)ঃ যাকাত দেওয়া কখন ফরয হয় এবং তার শর্ত কি?

-লাকি
ভাটকান্দি উত্তরপাড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ যাকাত ২য় হিজরীতে ফরয হয়। যাকাত ফরয হওয়ার জন্য শর্ত হ'ল, (১) তাকে মুসলমান হ'তে হবে (২) স্বাধীন হ'তে হবে (৩) তার জন্য মালের পূর্ণ মালিকানা থাকতে হবে (৪) শরী'আতে বিভিন্ন মালের জন্য যে নিছাব রয়েছে, তা পূর্ণ হ'তে হবে এবং (৫) বৎসর পূর্ণ হ'তে হবে। তবে ওশরের জন্য এ শর্ত নেই, বরং যেদিন তা কর্তন করা হবে, নেছাব পরিমাণ হ'লে সেদিন তা ফরয হবে *(আন'আম ১৪১; আবুদাউদ, বুলূগুল মারাম হা/৫৯৪; দ্রঃ ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, নং ৩৪৫, পৃঃ ৪২১)*।

প্রশ্নঃ (২০/১০০)ঃ আমার আব্বার অসুস্থতার কারণে কিছু ছালাত ছুটে যায়। জানাযার সময় ইমাম ছাহেব আমাদেরকে তার ক্বাযা ছালাত আদায় করতে বলেন। আমরা তা আদায় করার ওয়াদা করি। এর শারঈ ভিত্তি সম্পর্কে জানতে চাই।

-মুযযাম্মেল হক্ব
বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ কারু অসুস্থতার কারণে ছালাত ছুটে গেলে অন্যেরা তা আদায় করতে পারে না। কারণ ছালাত হচ্ছে দৈহিক ইবাদত যা অন্যজনে পালন করতে পারে না। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'একজন অন্যজনের পক্ষ থেকে ছিয়াম রাখতে পারেনা এবং একজন অন্যজনের পক্ষে ছালাত আদায় করতে পারে না' *(মুওয়াত্ত্বা পৃঃ ৯৪; মিশকাত হা/২০৩৫ 'ছিয়াম' অধ্যায় 'ক্বাযা' অনুচ্ছেদ; বায়হাক্বী ৪/২৫৪ পৃঃ; সনদ ছহীহ, হেদায়াতুর রুওয়াত হা/১৯৭৭, ২/৩৩৬ পৃঃ)*। তবে মা আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত অন্য হাদীছে এসেছে যে, উত্তরাধিকারীগণ মৃতের ক্বাযা ছিয়াম আদায় করবেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৩৩)*। অবশ্য ইবনু ওমর (রাঃ) বর্ণিত অন্য হাদীছে উক্ত ক্বাযা ছিয়ামের ফিদ্‌ইয়া প্রদানের কথা এসেছে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৩৪)*। সে হিসাবে উত্তরাধিকারীগণ মৃতের পক্ষে তার ক্বাযা ছিয়াম আদায় করতে পারেন অথবা ফিদ্‌ইয়া দিতে পারেন। তবে ছালাত নয়।

প্রশ্নঃ (২১/১০১)ঃ সূরা ছাফফাতের ৭৯ এবং ১৩০ নং আয়াত পাঠ করলে নাকি সাপে দংশন করে না, সাপের ভয় থাকে না এবং সাপ সেখান থেকে চলে যায়। বিষয়টির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ওবায়দুল্লাহ

বাউসা হেদাতীপাড়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ এর প্রমাণে কোন হাদীছ নেই। তবে নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করলে যাবতীয় ক্ষতি থেকে বাঁচা যায়ঃ 'আ'ঊযু বি কালিমা-তিল্লাহিত তা-ম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্বা' 'আমি আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গ কালেমাসমূহের মাধ্যমে সেই সবের ক্ষতি থেকে তাঁর আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যেগুলি তিনি সৃষ্টি করেছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২২ 'বিভিন্ন সময়ের দো'আ সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২২/১০২)ঃ মৃত ব্যক্তি তার জন্য ক্রন্দনকারী, তাকে গোসল দানকারী, খাট বহনকারী ও কবর যিয়ারতকারীকে চিনতে পারে কি?

-হযরতুল্লাহ
যোগীশো, তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তি এদেরকে চিনতে পারে না। তবে দাফনকারী ব্যক্তিদের যাওয়ার সময় তাদের জুতার শব্দ শুনতে পায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২৬ 'ঈমান' অধ্যায় 'কবর আযাব' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৩/১০৩)ঃ অনেক মহিলা রুগীর গোপনস্থানে ও স্তনে বিভিন্ন রোগ হয়, যা না দেখে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা যায় না। এক্ষেত্রে করণীয় কি?

-ডাঃ রাহাতুল্লাহ বিশ্বাস
বড়বাজার, মেহেরপুর।

উত্তরঃ রোগীণীর জন্য মহিলা ডাক্তারের নিকট যাওয়া আবশ্যক। যদি মহিলা ডাক্তার না থাকে এবং চিকিৎসা ছাড়া কোন উপায় না থাকে, তাহ'লে বাধ্যগত অবস্থায় পুরুষ ডাক্তারের নিকট চিকিৎসা হ'তে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আহত যোদ্ধাদের সেবা করার জন্য মহিলাদেরকে বলেছিলেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯৪১ 'জিহাদ' অধ্যায় 'জিহাদে লড়াই' অনুচ্ছেদ)*। তবে সর্বক্ষেত্রে চিকিৎসকগণকে ইসলামী আদব বজায় রাখা অত্যাবশ্যক। কেননা আল্লাহ পাক প্রকাশ্য ও গোপন যাবতীয় ফাহেশা কাজের নিকটবর্তী হ'তে নিষেধ করেছেন এবং এগুলিকে হারাম করেছেন *(আন'আম ১৫৩, আ'রাফ ৩৩)*।

প্রশ্নঃ (২৪/১০৪)ঃ মৃত ব্যক্তির গোসল দেওয়ার সময় তার নাভির নীচের লোম ছাফ করতে হবে কি?

-শিহাবুদ্দীন
দহগ্রাম, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ গোসল দেওয়ার সময় নাভির নীচের লোম ছাফ করতে হবে না। কারণ মৃত্যুর পরে মানুষের শরী'আত পালনের দায়িত্ব থাকে না। শুধুমাত্র ওযূ-গোসল ও কাফন-দাফনের দায়িত্ব অন্যদের উপরে বর্তায়। এগুলি প্রচলিত বিদ'আত সমূহের অন্তর্ভুক্ত। মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এদেশে প্রচলিত ৬২টি বিদ'আতের তালিকা দেখুন *(ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)', পৃঃ ১২৭-১২৯)*।

প্রশ্নঃ (২৫/১০৫)ঃ জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, জান্নাত যেমন আলেম দ্বারা উদ্বোধন করা হবে, জাহান্নামও তেমনি আলেম দ্বারা উদ্বোধন করা হবে। কথাটি কি সত্য?

-আব্দুল হামীদ
হারাগাছ, রংপুর।

উত্তরঃ কথাটি সত্য নয়। কারণ জাহান্নামে কোন্ ব্যক্তিকে প্রথমে পাঠানো হবে তার স্পষ্ট কোন প্রমাণ নেই। তবে জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশ করবেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪২-৪৩ 'নবীকুল শিরোমণির মাহাত্ম্য' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৬/১০৬)ঃ মসজিদের জনৈক খত্বীব বললেন, তামাকের ব্যবসা বৈধ। পৃথিবীর কোন আলেম 'তামাক' শব্দ কুরআন-হাদীছে দেখাতে পারবে না। বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল ওয়াদূদ
মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া, হারাগাছ, রংপুর।

উত্তরঃ তামাক মাদকদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। তা কখনোই পবিত্র বস্তু নয়। এমনকি তামাক কোন চতুষ্পদ জন্তু পর্যন্ত ভক্ষণ করে না। 'আল্লাহ তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেছেন এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করেছেন' *(আ'রাফ ১৫৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ভিন্ন গ্রহণ করেন না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। মাদকতা আনয়ন করে এমন যাবতীয় বস্তু হারাম *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৭,৩৬৩৮ 'হুদূদ' অধ্যায়, 'মদ ও মদ্যপানকারীর শাস্তি' অনুচ্ছেদ)*। 'যার অধিক পরিমাণে মাদকতা আনে, তার অল্প পরিমাণও হারাম' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৬৪৫; ছহীহ তিরমিযী হা/১৯৪৩)*। 'যা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করে, তাই-ই মদ' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৬৩৫)*। দায়লাম হিমিয়ারী বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, আমরা শীতপ্রধান অঞ্চলে হাড়ভাঙ্গা খাটুনী করি। আমরা গম থেকে তৈরী একপ্রকার মদ পান করি, যা আমাদের কাজের মধ্যে জোশ নিয়ে আসে ও শীত দূর করে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তা কি তোমাদের মধ্যে মাদকতা আনে? আমি বললাম, হাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে তা থেকে বিরত হও। আমি বললাম লোকেরা যে ছাড়তে চায় না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, না ছাড়লে ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৬৫১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি মদ্যপান করে, তার ৪০ দিনের ছালাত কবুল হয় না' *(তিরমিযী, সনদ 'হাসান' মিশকাত হা/৩৬৪৩)*।

তামাক শব্দ কুরআন-হাদীছে নেই সত্য, কিন্তু হেরোইন-ফেনসিডিলের নাম কি আছে? জানিনা খত্বীব ছাহেব ওগুলোকে হালাল বলবেন কি-না। অনভ্যস্ত ও সুস্থ ব্যক্তি তামাক খেলে তার মধ্যে মাদকতা আসে। এছাড়াও এতে রয়েছে 'নিকোনিট' নামক বিষ যা মানুষকে গোপনে হত্যা করে। অতএব তামাক নিঃসন্দেহে মাদকদ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং তা হারাম। এই হারাম থেকে তৈরী

বিড়ি-সিগারেট, গুল-জর্দ্দা সবই হারাম। এ সবের ব্যবসা অবৈধ। অতএব উৎপাদন ও ব্যবসা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে সম্মান করে যদি কোন ভাই এগুলো পরিত্যাগ করে অন্য কোন বৈধ বস্তুর বা খাদ্য-শস্যের উৎপাদন ও ব্যবসা শুরু করেন, ইনশাআল্লাহ তাতে বরকত হবে।

প্রশ্নঃ (২৭/১০৭)ঃ মৃত ব্যক্তির নামে হজ্জ করা যায় কি?

-শরীফুন নেসা ডেজী
অধ্যাপিকা, ঢাকা কলেজ, ঢাকা।
ও
আলহাজ্জ সুরুজ মিয়াঁ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির নামে হজ্জ করা যায়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, একবার খাছ'আম গোত্রের জনৈকা মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তাঁর বান্দার প্রতি ফরয করা হজ্জ আমার পিতার প্রতি ফরয হয়েছে। অথচ তিনি অতি বৃদ্ধ। বাহনের পিঠে বসে থাকার ক্ষমতা তাঁর নেই। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ। রাবী বলেন, এটি বিদায় হজ্জের ঘটনা *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫১১ 'মানাসিক' অধ্যায়)*। অত্র হাদীছে অপরের পক্ষ থেকে হজ্জ করার ব্যাপারে জীবিত বা মৃত কোন ব্যক্তিকে খাছ করা হয়নি *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৫১ পৃঃ 'অপরের পক্ষ থেকে হজ্জ করা' অনুচ্ছেদ; হাইআতু কেবারিল ওলামা, ৪৭০ পৃঃ)*। বুরায়দা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট বসেছিলাম। এমন সময় জনৈকা মহিলা এসে বলল, ...হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি কখনো হজ্জ করেননি। আমি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করব কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হ্যাঁ কর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৫ 'যাকাত' অধ্যায়)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, মৃত ব্যক্তি অছিয়ত করুন বা না করুন তার পক্ষ থেকে ওয়ারিছগণ হজ্জ করতে পারেন। তবে অপরের পক্ষ থেকে হজ্জ করতে চাইলে প্রথমে নিজের হজ্জ করতে হবে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৫২৯ 'মানসিক' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৮/১০৮)ঃ কিছু লোক সময়মত ঈদগাহে উপস্থিত হ'তে না পারায় ছালাত শেষ হ'লে রাগের বশবর্তী হয়ে পার্শ্ববর্তী স্কুল মাঠে ঈদের ছালাত আদায় করে। এর সামনের জমিতে গোরস্থান আছে। আগামীতে তারা উক্ত জমিতে মেহরাব তৈরী করে স্থায়ীভাবে ঈদের ছালাত আদায় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এটা করা শরী'আত সম্মত হবে কি?

-মুহাম্মাদ আযহারুল ইসলাম
ও যয়নুল হক
পিয়ারপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উল্লেখিত কারণে আলাদাভাবে ঈদগাহ তৈরী করা এবং সেখানে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে না। এতে বরং এটি 'মসজিদে যিয়ার'-এর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। এছাড়া ঈদগাহের সামনে গোরস্থানের জমিতে মেহরাব তৈরী করা জায়েয নয়। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবরকে পাকা করতে, তার উপর ঘর নির্মাণ করতে, তার উপরে বসতে এবং নাম লিখতে নিষেধ করেছেন' *(মুসলিম, ইরওয়া হা/৭৫৭; মিশকাত হা/১৬৯৭ 'জানাযা' অধ্যায় 'মৃতের দাফন' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি কবরকে সামনে রেখে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/৯৭২; মিশকাত হা/১৬৯৮)*। ঈদগাহে মেহরাব ও মিম্বর নির্মাণ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফাঁকা ময়দানে ছালাত আদায় করেছেন। তিনি বর্শা, লাঠি ইত্যাদি পুঁতে সেটিকে সামনে 'সুতরা' বানিয়ে ছালাত আদায় করতেন' *(বুখারী ১/১৩৩; মির'আত ৫/২৩ 'ঈদায়নের ছালাত' অনুচ্ছেদ। দ্রষ্টব্যঃ জুলাই ২০০২, প্রশ্নোত্তর ৯/২৯৯)*।

প্রশ্নঃ (২৯/১০৯)ঃ একটি তাফসীর মাহফিলে জনৈক মুফতী বললেন, কোন আলেম ব্যক্তি কবরের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে ৪০ দিনের কবরের আযাব মাফ হয়। এ বক্তব্য কি ঠিক?

-আব্দুর রশীদ
বুড়ীমারী বাজার, পাটগ্রাম, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন। তবে আলেম হোক বা সাধারণ মুমিন হোক কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে কবরবাসীর জন্য দো'আ করলে মৃত মুমিন ব্যক্তি উপকৃত হবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৪ 'জানাযা' অধ্যায় 'কবর যিয়ারত' অনুচ্ছেদ। দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১৩১)*।

প্রশ্নঃ (৩০/১১০)ঃ এক ব্যক্তি অন্যের অর্থ আত্মসাৎ করেছিল। এখন সে তা পরিশোধ করতে চায়। কিন্তু ঐ ব্যক্তির পরিচয় জানে না বা সাক্ষাতের সম্ভাবনা নেই। এমতাবস্থায় কিভাবে ঋণমুক্ত হবে?

-শেখ মুহাম্মাদ আউয়াল হোসায়েন
সাং- আনতা, দোহার, ঢাকা।

উত্তরঃ আত্মসাৎকৃত অর্থ মালিকের নিকট পৌঁছানোর যাবতীয় ব্যবস্থা করতে হবে। মালিককে না পেলে তার ওয়ারিছদের নিকট পৌঁছাতে হবে। যদি তাও সম্ভবপর না হয়, তাহ'লে মালিকের নামে আল্লাহ্র রাস্তায় ছাদাক্বাহ করতে হবে। সাথে সাথে কৃত অন্যায়ের জন্য একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্র দরবারে তওবা করবে। আল্লাহ বলেন, 'যদি কেউ অন্যায় করার পর তওবা করে ও নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তবে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াবান' *(মায়েদাহ ৩৯; দ্রঃ ডিসেম্বর ২০০২ প্রশ্নোত্তর ২২/৯২)*।

প্রশ্নঃ (৩১/১১১)ঃ মসজিদে পুরুষ ও মহিলাদের মিলিত জামা'আত হয়। দক্ষিণ পার্শ্বে পর্দার মধ্যে মেয়েরা থাকেন। কিন্তু তাদের সম্মুখস্থ প্রথম কাতারের মহিলা বরাবর অংশটি পুরুষেরা খালি রেখে দাঁড়ান। এইভাবে কাতার করা ঠিক হবে কি?

-শামসুল হুদা

সারাংপুর (কমিশনারপাড়া)
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ এভাবে সামনের কাতার খালি রেখে কাতার করা ঠিক হবে না। বরং সামনের কাতার পূর্ণ করতে হবে, অতঃপর দ্বিতীয় কাতার, এই নিয়মে ধারাবাহিকভাবে কাতার পূর্ণ করতে হবে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'সামনের কাতার পূর্ণ কর। তারপর পরবর্তী কাতার এবং অসম্পূর্ণ কাতার সবশেষে করবে' *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১০৯৪ 'ছালাত' অধ্যায়, 'কাতার সমান করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/১১২)ঃ জনৈকা মহিলার শরী'আত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পাদনের পর একটি সন্তান হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে স্বামী স্ত্রীকে তার বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়। চার বছর পর খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, স্বামী প্রথমা স্ত্রীর অনুমতি ছাড়াই দ্বিতীয় বিবাহ করেছে। ফলে উক্ত মেয়ের অভিভাবক জনৈক ইমাম ছাহেবকে ডেকে এনে মেয়ের সম্মতি নিয়ে স্বামীকে এক বৈঠকে তিন তালাক দিয়ে উক্ত মজলিসেই মহিলাকে অন্যত্র বিবাহ দিয়েছে। এই তালাক ও বিয়ে কি শরী'আত সম্মত হয়েছে?

-মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম (খোকা)
নজরমামুন, চৌধুরাণী, পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ উক্ত তালাক ও বিয়ে কোনটাই শরী'আত সম্মত হয়নি। কারণ কোন মহিলা তার স্বামীকে তালাক দিতে পারে না। বরং মহিলা স্বামীর বন্ধনে না থাকতে চাইলে সে 'খোলা' করে নিবে। এরপর এক হায়েয (ঋতু) 'ইদ্দত' পালন করে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে। ছাবিত ইবনু ক্বায়েসের স্ত্রী রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশক্রমে 'মোহর' ফেরত দানের বিনিময়ে নিজেকে স্বামীর নিকট থেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৭৪ 'খোলা' ও তালাক্ব' অনুচ্ছেদ)*। দ্বিতীয় স্বামীর সাথে উক্ত মহিলা যতদিন থাকবে, ততদিন ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। *(বিস্তারিত দ্রঃ প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'তালাক ও তাহলীল' পুস্তিকা)*।

এক্ষণে করণীয় হবে এই যে, সামাজিক অথবা সরকারী দায়িত্বশীলদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে শেষোক্ত বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে এবং মহিলাকে নির্ধারিত 'মোহর' পরিশোধ করতে হবে *(বুখারী ২/৮০৫ পৃঃ)*। অতঃপর স্ত্রী তার প্রথম স্বামীর সাথে থাকবে, অথবা তার থেকে 'খোলা' করে নিয়ে এক মাস ইদ্দত পালনান্তে অন্যত্র বিয়ে করবে।

প্রশ্নঃ (৩৩/১১৩)ঃ মানুষকে বাঘে খেয়ে নিলে বা কবর দেওয়া না হ'লে তাদের শাস্তি বা শান্তি কোথায় হয়? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হাসীবুল ইসলাম
বহরমপুর (নিমতলা), মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ যে দেহ নিয়ে মানুষ চলাফেরা করে, এটি হ'ল জড় দেহ। কবর বা কবর আযাবের জন্য মানুষের জড় দেহ বা মাটির বানানো কবর শর্ত নয়। আল্লাহ যেভাবে খুশী মানুষের দেহের বা আত্মার উপরে শাস্তি বা শান্তি দিতে পারেন। কবর আযাবের বিষয়টি সম্পূর্ণ অদৃশ্য জ্ঞানের বিষয়। আয়েশা (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে কবরের আযাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'কবরের আযাব সত্য' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৮ 'ঈমান' অধ্যায়)*। এ বিষয়ে মানবীয় জ্ঞানের প্রবেশাধিকার নেই। অতএব পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে প্রাপ্ত তথ্যাদির উপরে নিঃসংকোচে আমাদের ঈমান আনতে হবে। অহেতুক সন্দেহ-সংশয়ের দোলাচলে পড়ে ইহকাল ও পরকাল হারানোর পিছনে কোন যুক্তি নেই *(দ্রষ্টব্যঃ ফেব্রুয়ারী '০৩, প্রশ্নোত্তর ৩৯/১৮৪; দরসে কুরআন 'কবরের কথা' জুন ২০০০)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/১১৪)ঃ ১০/১৫ বছর পূর্বে কবর ছিল। ঐ স্থানসহ জমি ক্রয় করেছি ও সেখানে ঘর বেঁধেছি। এখন ঘর কি ভেঙ্গে ফেলতে হবে?

-শেখ মুহাম্মাদ আবদুর রঊফ
দক্ষিণ বারহা, দোহার, ঢাকা।

উত্তরঃ ঘর ভাঙতে হবে না এবং সেখানে ঘর বাঁধায় ও বসবাস করায় কোন গোনাহ হবে না। কবরে কিছু না পাওয়া গেলে সেখানে সবকিছু করা যায়। যদি মাটি খুঁড়তে গিয়ে হাঁড় পাওয়া যায়, তাহ'লে তা অন্যত্র (বা কোন কবরস্থানে) দাফন করে দিবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০১; মাজমূ'আ ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১/২০৮ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১২৬; জুন ২০০৩ প্রশ্নোত্তর ২৯/৩২৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/১১৫)ঃ জুম'আর দিন ফেরেশতারা মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে আগত মুছল্লীদের নেকী লিখতে থাকে। খুৎবার আযান শুরু হওয়ার সাথে সাথে তারা লেখা বন্ধ করে দেয়। কিন্তু যে মসজিদে এক আযান হয়, সেখানে আযানের সাথেই খুৎবা শুরু হয়। আমি আযানের পর মসজিদে গেলে তো ফেরেশতা তার খাতা গুটিয়ে নিবেন। এক্ষণে আমি উক্ত ছওয়াব পাব কি?

-মুহাম্মাদ মমিনুল ইসলাম
শিমুলবাড়ী (বারকোনা), সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছে জুম'আর দিন যারা সকাল সকাল মসজিদে আসে, তাদের জন্য বিশেষ ছওয়াবের কথা বলা হয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৮৪; তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩৮৮ 'ছালাত' অধ্যায়)*। আর শেষোক্ত আয়াত দ্বারা আযানের সাথে সাথে জুম'আয় যাওয়ার চূড়ান্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রথমে যারা যাবে, তারা আগে যাওয়ার নেকী পাবে। শেষে যারা যাবে, তারাও নেকী পাবে। তবে আগে যাওয়া লোকদের সমান নেকী পাবে না। অতএব আযানের পূর্বেই মসজিদে যেতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩৬/১১৬)ঃ ইসলামে আদৌ কোন ব্যাংকিং ব্যবস্থা আছে কি? বাংলাদেশে যে ইসলামী ব্যাংক রয়েছে, সেগুলি সূদী ব্যাংকের সাথে সম্পৃক্ত। এদের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নযরে পড়ে না। সুতরাং টাকা পয়সা সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সূদী ব্যাংকে রাখা যাবে কি? অন্যথায় বিকল্প পথ আছে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আরিফ আহমাদ
সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তরঃ ইসলামে ব্যাংকিং ব্যবস্থা রয়েছে, যাকে বলা হয় 'মুযারাবা'। এর অর্থ হ'লঃ এক জনের পুঁজি, অন্য জনের পরিশ্রম এবং উভয়ে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে মুনাফা ভাগ করে নিবে' *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, বুলূগুল মারাম হা/৮৫২, ২৬৭ পৃঃ; হাদীছটি মওকূফ ছহীহ 'ক্বিরায' অনুচ্ছেদ; ছান'আনী, সুবুলুস সালাম হা/৮৫২)*। বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকগুলি লাভ-লোকসান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে চলে এবং সেই লভ্যাংশ সঞ্চয়ীদের মধ্যে বন্টন করে দেয় বলে জানা যায়, যা শরী'আত সম্মত। সুতরাং টাকা-পয়সা সূদবিহীন ব্যাংকগুলিতে রাখা উচিৎ। কেবলমাত্র নিরুপায় অবস্থায় সূদী ব্যাংকে টাকা রাখা যেতে পারে। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ যা তোমাদের উপর হারাম করেছেন, তা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। তবে তোমরা নিরুপায় হয়ে পড়লে সেটা স্বতন্ত্র কথা' *(আন'আম ১১৯; দ্রষ্টব্যঃ অক্টোবর'০২ প্রশ্নোত্তর ৫/৫; এপ্রিল/০৩ প্রশ্নোত্তর ১১/২৩৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/১১৭)ঃ কোন বালেগা মহিলা যদি তার প্রকৃত অভিভাবককে বাদ দিয়ে অন্য কোন লোককে অভিভাবক বানিয়ে বিবাহ করে, তাহ'লে কি উক্ত বিবাহ জায়েয হবে?

-মুহাম্মাদ মোয়াযযেম হোসায়েন
জগন্নাথপুর, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ অভিভাবকের বিষয়ে নাবালিকা, সাবালিকা বা বিধবা মহিলাদের বিবাহের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই। সাবালিকা বা বিধবা মহিলার ক্ষেত্রে কেবল তার সম্মতি শর্ত। সুতরাং 'অলী' ব্যতীত বিবাহ করলে কিংবা অভিভাবক অন্যকে দায়িত্ব না দিলে, সে বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, 'অলী ব্যতীত বিবাহ হয় না' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১৩০, হাদীছ ছহীহ, 'বিবাহে অভিভাবক ও নারীর অনুমতি গ্রহণ' অনুচ্ছেদ)*। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ করেছে, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল...' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১৩১, হাদীছ ছহীহ; এ মর্মে বিস্তারিত আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ ইরওয়া হা/১৮৪১ ও ১৮৪৪, ৬/২৪৮ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২০১ পৃঃ)*। সুতরাং অলী নিজে থেকে অথবা অলী অন্যকে অনুমতি দিলে বিবাহ শুদ্ধ হবে, নচেৎ বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। যদি তারা সহবাস করে, তবে স্ত্রীকে মোহর দিয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে। যদি ঝগড়ার সৃষ্টি হয়, তবে সরকার অলী হবে [ও ফায়ছালা করবে] *(ঐ, মিশকাত হা/৩১৩১)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/১১৮)ঃ আযানের সময় কোন কোন মসজিদে 'হাইয়া আলাছ ছালাহ' ডানে একবার বামে একবার অনুরূপভাবে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' ডানে একবার ও বামে একবার বলে। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-হাফেয আব্দুছ ছামাদ
চৌডালা, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ 'হাইয়া আলাছ ছালাহ'-এর জন্য ডান দিকে দু'বার এবং 'হাইয়া আলাল ফালাহ'-এর জন্য বামদিকে দু'বার মুখ ফিরাতে হবে। আবু জুহায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি বেলাল (রাঃ)-কে তাঁর দু'কানে দু' আঙ্গুল রেখে ডাইনে ও বামে মুখ ফিরাতে দেখেছি *(আহমাদ, তিরমিযী, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, ইরওয়া হা/২৩০ ও ২৩৩)*। ইমাম নববী এই পদ্ধতিকে বিশুদ্ধতম বলেছেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮৯)*। ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেছেন, ডাইনে দু'বার 'হাইয়া আলাছ ছালাহ' ও বামে দু'বার 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার বিষয়টি 'হাদীছের শাব্দিক অর্থের নিকটবর্তী' *(নায়লুল আওত্বার ২/১১৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/১১৯)ঃ হাদীছে আছে ৩০ ও ৩৩ বয়সী নারী-পুরুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। এর কম-বেশী বয়সী নারী-পুরুষ জান্নাতবাসী হবে কি-না?

-মুহাম্মাদ ইউনুস আলী
কাজীপুর (মিলিটারীপাড়া), গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ জান্নাতবাসী সকলেই ৩০ বা ৩৩ বছর বয়সী হবেন। তারা কেশ ও শ্মশ্রু বিহীন এবং সুরমায়িত চক্ষু বিশিষ্ট হবেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬৩৯ 'জান্নাত ও জান্নাত বাসীদের বিবরণ' অনুচ্ছেদ, সনদ হাসান)*। উল্লেখিত ছহীহ দলীল দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতবাসী নারী-পুরুষ সকলেই ৩০ বা ৩৩ বছর বয়সী হবেন ও সকলে সমবয়সী হবেন *(তাফসীরে ইবনে কাছীর সূরা ওয়াক্বি'আহ ৩৭ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য; বিস্তারিত দেখুন, দরসে কুরআন 'জান্নাতের বিবরণ' সেপ্টেম্বর ২০০০ইং)*।

প্রশ্নঃ (৪০/১২০)ঃ আদম (আঃ) নাকি আরশের পায়ায় লেখা কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' দেখে বলেন, আল্লাহ তুমি আমাকে 'মুহাম্মাদ' নামের অসীলায় মাফ করে দাও, তখন আল্লাহ তাকে মাফ করেন। একথা কি ঠিক?

-আলহাজ্জ আবুল হোসায়েন
রিয়াদ, সঊদী আরব।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি 'মওযূ' বা জাল *(সিলসিলা যঈফা হা/২৫; দ্রঃ 'প্রচলিত যঈফ ও জাল হাদীছ সমূহ' আত-তাহরীক, মে ২০০০, পৃঃ ২২)*।

মাসিক
আত-তাহরীক

Web: www.at-tahreek.com

৮ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী-২০০৫

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/১২১)ঃ ওআইসি-র অঙ্গসংস্থা 'ইসলামী ফিক্বহ একাডেমী' ১৯৮৬ সালে আম্মানে অনুষ্ঠিত বৈঠকের ৬ নং প্রস্তাবে পৃথিবীর সর্বত্র একইদিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বর্তমানে কিছু লোককে দেখা যাচ্ছে, তারা মক্কা শরীফের সাথে মিলিয়ে একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনে উৎসুক। শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এটা কি সঠিক হবে?

-মাহবূবুর রহমান
গাছবাড়ী, কানাইঘাট, সিলেট।

উত্তরঃ শরী'আতের দৃষ্টিতে এটি সঠিক হবে না। কেননা আল্লাহ পাক বলেন, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (রামাযানের) এ মাস পাবে, সে যেন ছিয়াম রাখে' *(বাক্বারাহ ১৮৫)*। 'এ মাস পাবে' অর্থ এ মাসের চাঁদ দেখতে পাবে। (২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلاَثِيْنَ- 'তোমরা চাঁদ দেখে ছিয়াম রাখো ও চাঁদ দেখে ছিয়াম ভঙ্গ কর। যদি চাঁদ তোমাদের নিকটে আচ্ছন্ন থাকে, তাহ'লে শা'বান ত্রিশ দিন পূর্ণ করে নাও' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৭০ 'ছাওম' অধ্যায়, 'চাঁদ দেখা' অনুচ্ছেদ)*। উপরোক্ত দলীল সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ছিয়াম ও ঈদের জন্য চাঁদ দেখা শর্ত। এক্ষণে এই চাঁদ দেখার বিষয়টি অঞ্চল বিশেষের সঙ্গে সম্পৃক্ত, না বিশ্বের যেকোন প্রান্তে একজন মুমিন চাঁদ দেখলেই পৃথিবীর সকল দেশের সকল মুমিনের জন্য তা প্রযোজ্য হবে? যেমন আজকাল বিভিন্ন আধুনিক মিডিয়ার মাধ্যমে চাঁদ দেখা ও তা সর্বত্র সঙ্গে সঙ্গে প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

এর জবাব রাসূল (ছাঃ)-এর ভাষায় নিম্নরূপঃ

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَنَكْتُبُ وَلاَنَحْسُبُ، الشَّهْرُ هكذا وهكذا وهكذا وعَقَدَ الإِبْهَامَ فِى الثَّالِثَةِ، ثم قال: الشَّهْرُ هكذا وهكذا وهكذا، يعنى تمامَ الثلاثين-

'আমরা নিরক্ষর উম্মৎ। আমরা লিখতেও জানিনা, হিসাবও জানিনা। মাস হ'ল এরূপ, এরূপ ও এরূপ। তৃতীয়বারে তিনি বুড়ো আঙ্গুল মুষ্টিবদ্ধ করলেন। রাবী ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, এর দ্বারা তিনি প্রথমবারে ২৯ দিন ও পরের বারে ৩০ দিন বুঝালেন। অর্থাৎ চান্দ্র মাস হ'ল একবার ২৯ দিনে, একবার ৩০ দিনে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৭১)*।

উপরোক্ত জবাবে এটা পরিষ্কার যে, চাঁদ দেখার জন্য দূরবীক্ষণ যন্ত্র বা অনুরূপ কোন আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতি ও হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন নেই। স্বাভাবিক চোখে এক অঞ্চলের কেউ চাঁদ দেখলেই সেই অঞ্চলের সকলের জন্য তা প্রযোজ্য হবে। সাথে সাথে এ মূলনীতি ঠিক রাখতে হবে যে, রামাযান কখনোই ৩০ দিনের বেশী হবে না এবং ২৯ দিনের কমে হবে না। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, شَهْرَا عِيْدٍ لاَ يَنْقُصَانِ: رَمضانُ و ذوالحجة 'একই বছরে দুই ঈদের মাস অর্থাৎ রামাযান ও যুলহিজ্জাহ (সাধারণতঃ) একসাথে কম হয় না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৭২)*। অর্থাৎ একটি ২৯ দিনে হ'লে অপরটি ৩০ দিনে হয়ে থাকে। দু'টিই ২৯ দিনে হয় না।

এক্ষণে অঞ্চল বলতে কতটুক দূরত্বের অঞ্চল বুঝায়? এ বিষয়ে আহমাদ, মুসলিম, তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ প্রভৃতি হাদীছগ্রন্থে কুরাইব (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে এসেছে যে, তিনি সিরিয়ায় রামাযানের ছিয়াম রেখে মাস শেষে মদীনায় ফিরে এখানকার ছিয়ামের সাথে এক দিন কমবেশ দেখতে পান। এ বিষয়ে ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন যে, সিরিয়ায় আমীর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর গৃহীত ছিয়ামের তারিখ মদীনায় প্রযোজ্য নয়। কেননা ওখানে তোমরা শুক্রবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছ। আর আমরা এখানে শনিবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি। অতএব আমরা ছিয়াম চালিয়ে যাব, যতক্ষণ না ঈদের চাঁদ দেখতে পাব'। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আমরা ৩০ দিন পূর্ণ করব। তাঁকে বলা হ'লঃ মু'আবিয়ার চাঁদ দেখা ও ছিয়াম রাখা কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়? তিনি বললেন, না। এভাবেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দান করেছেন' *(ছহীহ তিরমিযী হা/৫৫৯; ছহীহ আবুদাউদ হা/২০৪৪)*। ইমাম নববী বলেন, এ হাদীছ স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, এক শহরের চন্দ্র দর্শন অন্য শহরে প্রযোজ্য নয় অধিক দূরত্বের কারণে' *(মির'আত ৬/৪২৮ হা/১৯৮৯-এর ব্যাখ্যা)*।

উল্লেখ্য যে, সিরিয়া মদীনা থেকে উত্তর-পশ্চিমে এক মাসের পথ এবং ৭০০ মাইলের মত দূরত্বে অবস্থিত। সময়ের পার্থক্য ১৪ মিঃ ৪০ সেকেণ্ড। সম্ভবতঃ সেকারণেই সেখানে মদীনার একদিন পূর্বে চাঁদ দেখা গিয়েছিল। মিশকাতের ভাষ্যকার ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (১৩২২-১৪১৪হিঃ/ ১৯০৪-১৯৯৪খৃঃ) বলেন, পশ্চিম দিগন্তে ভূপৃষ্ঠ থেকে নবচন্দ্রের উদয়কালের উচ্চতার আধুনিক হিসাব মতে পশ্চিম অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে পশ্চিমাঞ্চলসহ সেখান থেকে অন্যূন ৫৬০ মাইল দূরত্বে পূর্ব অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য ঐ চাঁদ গণ্য হবে। আর যদি পূর্ব অঞ্চলে চাঁদ দেখা যায়, তাহ'লে পশ্চিম অঞ্চলের সকল দূরত্বের অধিবাসীদের জন্য উক্ত চাঁদ গণ্য হবে' *(মির'আত ৬/৪২৯, হা/১৯৮৯-এর ব্যাখ্যা)*। সর্বাধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের উক্ত হিসাব মতে মক্কা শরীফে চাঁদ দেখা গেলে পূর্ব অঞ্চলের দেশ সমূহে ৫৬০ মাইল পর্যন্ত উক্ত চাঁদ দেখা যাওয়া সম্ভব এবং উক্ত দূরত্বের অধিবাসীগণ উক্ত চাঁদের

হিসাবে ছিয়াম ও ঈদ পালন করতে পারেন। উল্লেখ্য যে, এই মাইলের হিসাব সরাসরি আকাশ পথের মাইল, সড়ক পথের মাইল নয়।

উক্ত হিসাব অনুযায়ী মক্কার নিকটবর্তী ও পূর্বদিকের ৫৬০ মাইল দূরত্বের বাইরের অধিবাসীদের জন্য মক্কার চাঁদ প্রযোজ্য নয়। তারা স্ব স্ব এলাকায় চাঁদ দেখে ছিয়াম ও ঈদ পালন করবেন। পুরা বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম সহ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহে উপরোক্ত দূরত্বের হিসাবে একই চাঁদে ছিয়াম ও ঈদ পালন করা যেতে পারে। তবে ভারত বিশাল আয়তনের দেশ হওয়ায় পূর্বের কলিকাতার চাঁদ পশ্চিমের নয়াদিল্লীতে প্রযোজ্য হবে না। অনুরূপভাবে পাকিস্তানের চাঁদ বাংলাদেশে প্রযোজ্য হবে না। কারণ কা'বা শরীফ হ'তে ইসলামাবাদের দ্রাঘিমার দূরত্ব ৩২°৫৬ (বত্রিশ ডিগ্রী ছাপান্ন মিনিট), নয়াদিল্লীর ৩৬°৪৬, কলিকাতা ৪৮°৯ এবং ঢাকার দূরত্ব ৫০° ১২। সময়ের পার্থক্য যথাক্রমে ইসলামাবাদে ২ ঘঃ ১১ মিঃ ৪৪ সেকেণ্ড; নয়াদিল্লীতে ২ ঘঃ ২৭ মিঃ ৪ সেঃ; কলিকাতায় ৩ ঘঃ ১২ মিঃ ৩৬ সেঃ এবং ঢাকায় ৩ ঘঃ ২০ মিঃ ৪৮ সেকেণ্ড।

একই অঞ্চলের এক বা দু'জন মুমিন ব্যক্তি চাঁদ দেখলে তা সবার জন্য প্রযোজ্য হবে। ফলে কেউ ঢাকায় চাঁদ দেখলে আর রাজশাহীতে না দেখলে চাঁদ গণ্য করবেন না, আবার কেউ মক্কার দেখা চাঁদ অনুযায়ী বাংলাদেশে এক বা দু'দিন আগে চাঁদ গণ্য করবেন, এগুলি ঠিক নয়। কেননা হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, اَلصَّوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ، 'ছাওম হ'ল যেদিন তোমরা ছিয়াম রাখো, ঈদুল ফিৎর হ'ল যেদিন তোমরা সেটা পালন কর এবং ঈদুল আযহা হ'ল যেদিন তোমরা তা পালন কর' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, ইরওয়া হা/৯০৫, ৪/১১ পৃঃ)*। অত্র হাদীছে ইঙ্গিত রয়েছে এক অঞ্চলের অধিবাসী সকলে একই দিনে ছিয়াম ও ঈদ পালনের প্রতি। অতএব কোন বিদেশী যদি বাংলাদেশে থাকেন এবং কোন বাংলাদেশী যদি বিদেশে থাকেন, তাহ'লে সেদেশের মুসলমানদের সাথেই তিনি ছিয়াম ও ঈদ পালন করবেন, নিজ দেশের হিসাবে নয়।

সূর্য পূর্ব থেকে পশ্চিমে যায় এবং চন্দ্র পশ্চিম থেকে পূর্বে যায়। এক্ষণে কা'বা শরীফ ঢাকা থেকে পশ্চিমে হওয়ায় সেখানে চাঁদ আগে দেখা যায়। মক্কায় চাঁদ দেখার ৩ ঘঃ ২০ মিঃ ৪৮ সেকেণ্ড পরে ঢাকায় চাঁদ দেখা সম্ভব। কিন্তু ঢাকায় তখন রাত থাকায় পরের দিন সন্ধ্যায় সেটা আমরা দেখি। যদিও সরকারী হিসাবে 'প্রমাণ সময়' (Standard time) ৩ ঘন্টা ধরা হয়। যেমন রাজশাহী ও মুর্শিদাবাদ পদ্মা নদীর এপার-ওপার। সূর্যাস্তের সময়ের পার্থক্য অতি সামান্য হ'লেও সরকারী 'প্রমাণ সময়' হ'ল ৩০ মিনিট। ফলে মক্কায় যখন মাগরিবের আযান হয়, ঢাকার মুছল্লীগণ তখন এশার ছালাত আদায়ের পর রাতের খানাপিনা শেষ করেন। অনুরূপভাবে ঢাকায় যখন মাগরিব হয়, কানাডা, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় তখন ফজরের সময় হয়। এদেশে যখন রাত, ঐসব দেশে তখন দিন। এদেশে যখন শবে ক্বদর, ঐসব দেশে তখন যোহরের ছালাতের সময়। অতএব সারা বিশ্বে একই সময়ে চাঁদ দেখা ও একই দিনে ছিয়াম, শবেক্বদর ও ঈদ পালন করা সম্ভব নয়। যাঁরা এটা করতে চান, তারা সূর্যের হিসাবে করতে পারেন। কিন্তু ইসলাম উক্ত ইবাদতগুলিকে চন্দ্রের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। অতএব মূলনীতি পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, রামাযান, হজ্জ, ঈদায়েন প্রভৃতি ইবাদতের হিসাব আল্লাহপাক চান্দ্র মাসের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, সৌর হিসাবে করেননি। যাতে পৃথিবীর সকল প্রান্তের মুসলমানের জন্য সকল ঋতুতে এগুলি পালনের সুযোগ হয়। অন্যথায় কোন দেশে কেবল গ্রীষ্মকালেই রামাযান আসত, আবার কোন দেশে হয়ত কেবল শীতকালেই আসত। এতে নির্দিষ্ট এলাকার মুমিনদের উপরে অবিচার করা হ'ত। কেননা চান্দ্রমাস সৌরমাসের চেয়ে ছোট এবং প্রতি বছর ১১ দিন করে এগিয়ে আসে। ইসলাম বিশ্বধর্ম। তাই বিশ্বের সকল এলাকার সকল বান্দার প্রতি সুবিচার করার জন্য উপরোক্ত ইবাদতগুলির সময়কালকে আল্লাহ চান্দ্র মাসের সাথে যুক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে ছালাতের দৈনন্দিন সময়কালকে সূর্যের সাথে হিসাব করা হয়েছে। অতএব চাঁদের হিসাবে সারা বিশ্বে একইদিনে ছিয়াম ও ঈদ পালন করা প্রকারান্তরে আল্লাহ্র উক্ত কল্যাণ বিধান থেকে মাহরূম হওয়ার শামিল।

উল্লেখ করা আবশ্যক যে, হজ্জ ও আরাফাহ মক্কা শরীফের হিসাবেই হবে এবং হাদীছে যেহেতু 'ইয়াউমু আরাফাতা' শব্দ এসেছে, সেকারণ মক্কার বাইরের মুসলমানগণ আরাফার দিনেই নফল ছিয়াম পালন করবেন।

সঊদী আরবের সাবেক প্রধান মুফতী শায়খ আবদুল আযীয বিন আবদুল্লাহ বিন বায (১৩৩০-১৪২০হিঃ/ ১৯১৩-১৯৯৯খৃঃ) এবং দ্বিতীয় মুফতী শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (১৩৪৭-১৪২১হিঃ/১৯২৭-২০০১ খৃঃ) উপরোক্ত মর্মে ফৎওয়া দিয়ে গেছেন। সেদেশের 'সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ'ও একই মত পোষণ করেন *(দ্রঃ মজমূ' ফাতাওয়া ইবনে বায ৫/১৬০-১৭৯; আল-উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম প্রশ্নোত্তর নং ৩৯৩-৩৯৪, পৃঃ ৪৫১-৪৫৪)*।

জানিনা ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দে জর্ডানের রাজধানী আম্মানে অনুষ্ঠিত 'ইসলামী ফিক্বহ একাডেমী'-র বৈঠকে প্রস্তাব গ্রহণের সময় সঊদী আরবের উপরোক্ত শ্রেষ্ঠ মুফতীগণ উপস্থিত ছিলেন কি-না।

প্রশ্নঃ (২/১২২)ঃ আমাদের স্কুলে প্রতিদিন সকালে পতাকাকে সালাম জানানোর মধ্য দিয়ে জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়। শিক্ষক ও ছাত্ররা সারিবদ্ধ হয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন আর কিছু ছাত্র সংগীত গায়। এটা শরী'আত সম্মত কি-না তা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মাস'উদ রেযা
শিক্ষক, করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ দেশের পরিচিতি হিসাবে জাতীয় পতাকা উড্ডয়ন করা যাবে *(হুজুরাত ১৩)*। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যুদ্ধের সময় পতাকা উত্তোলন করতেন *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৮৮৯; সনদ হাসান, হেদায়াতুর রুওয়াত হা/৩৮১২)*। কিন্তু জাতীয় পতাকাকে সালাম জানানো, তার সম্মানে দাঁড়িয়ে থাকা এবং তার সামনে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা ইসলামী শরী'আতের পরিপন্থী। কেননা তা বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কাজ, যা মুসলমানদের জন্য অবশ্য বর্জনীয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাদৃশ্যপূর্ণ কাজ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে অর্থাৎ হাশর-নাশর তাদের সাথেই হবে' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়)*।

দ্বিতীয়তঃ বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত শিরক মিশ্রিত। যা মুখে বলা ও হৃদয়ে বিশ্বাস করা অমার্জনীয় গোনাহের কাজ। নিষ্পাপ বাচ্চাদের হৃদয়ে যারা এই বিশ্বাস প্রোথিত করে দিচ্ছেন, তারা আরও বেশী গোনাহগার হচ্ছেন। উক্ত গানে 'বাংলা'-কে 'মা' সম্বোধন করা হয়েছে এবং গানের মধ্যে উক্ত কল্পিত মায়ের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে মায়ের মুখের 'মধুর হাসি', 'মুখের বাণী', মায়ের বদন, মায়ের আকাশ, মায়ের বাতাস, সবই 'বাংলা' মায়ের বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, যা ইসলামের তাওহীদ বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরোধী।

তৃতীয়তঃ এ গানটি বাংলাদেশ-এর স্বাধীন অস্তিত্বের বিরোধী। কেননা এ গানটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১খৃঃ) রচনা করেছিলেন ১৯০৫ সালে 'বঙ্গভঙ্গ' রদ করে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলাকে একীভূত করার উদ্দেশ্যে। ঐসময় ঢাকাকে রাজধানী করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট পূর্ব বাংলা ও আসামকে একত্রিত করে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার জন্য বৃটিশ সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। হিন্দু নেতারা একে Vivisection of mother বা 'মায়ের অঙ্গচ্ছেদ' বলে অভিহিত করেন এবং উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিবাদেই উক্ত গান রচিত হয়। ফলে হিন্দুদের ব্যাপক আন্দোলনের মুখে বৃটিশ সরকার ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর 'বঙ্গভঙ্গ' রদ করতে বাধ্য হয় ও উভয় বাংলা পুনরায় এক হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলা স্বাধীন পাকিস্তানের অংশ হিসাবে 'পূর্ব পাকিস্তান' রূপে পৃথক প্রাদেশিক মর্যাদা পায় এবং উক্ত মানচিত্রের উপরেই ১৯৭১ সালে স্বাধীন 'বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ গান তাই বাংলাদেশকে পশ্চিম বঙ্গের সাথে মিলে গিয়ে ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হবার আহ্বান জানায়। যা কোন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক মেনে নিতে পারে না। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে তাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জানমাল কুরবানী দিতে উদ্বুদ্ধ করে *(আনফাল ৬০)*।

প্রশ্নঃ (৩/১২৩)ঃ ইমামের পিছনে জামা'আতে ছালাত আদায়ের সময় তিন রাক'আত হয়ে গেলে অথবা শেষ বৈঠকে মুক্তাদী জামা'আতে শরীক হ'লে বাকি রাক'আতগুলিতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে, না এক বা দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা সহ অন্য সূরা মিলাবে। কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সঠিক উত্তরদানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ ইদ্রীস আলী
মুজগুন্নি, মণিরামপুর, যশোর।

উত্তরঃ ইমামের সাথে ছালাতের কিছু অংশ পেলে তাকে 'মাসবূক্ব' বলে। যদি কেউ ৪ রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের এক রাক'আত ইমামের সাথে পায় তবে সেটি তার প্রথম রাক'আত হিসাবে গণ্য হবে। সে পরের রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়ে তাশাহহুদ পড়বে এবং শেষের দুই রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়ে সালাম ফিরাবে। আর যদি তিন রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতে অর্থাৎ মাগরিব ১ রাক'আত ইমামের সাথে পায়, তবে পরের রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়ে তাশাহহুদ পড়বে। তৃতীয় রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে। বায়হাক্বী হযরত আলী (রাঃ) ও ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, 'তুমি ইমামের সাথে যতটুকু পাবে সেটিই তোমার প্রথম ছালাত বলে গণ্য হবে'। সনদ 'জাইয়িদ' বা 'উত্তম' *(মির'আতুল মাফাতীহ ২/৩৯০ হা/৬৯১-এর ভাষ্য, বায়হাক্বী আস-সুনানুল কুবরা ২/৪২৪পৃঃ, হা/৩৬৩১)*।

প্রশ্নঃ (৪/১২৪)ঃ রামাযান মাসে ই'তেকাফ অবস্থায় এবং অন্য সময় মসজিদের বারান্দায় রেডিওর খবর শুনা এবং খবরের কাগজ পড়া যাবে কি-না?

-মুহাম্মাদ খাজির উদ্দীন
নোনাগ্রাম (দহপাড়া), বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ই'তেকাফ অবস্থায় হৌক বা ই'তেকাফ বিহীন অবস্থায় হৌক যে সমস্ত পত্রিকা অশ্লীলতা থেকে মুক্ত, সে সমস্ত পত্রিকা মসজিদের বারান্দায় পড়া যায়। যেমন বিভিন্ন ইসলামী পত্রিকা সমূহ। আর যেহেতু রেডিওতে ভালো-মন্দ উভয়টাই শোনানো হয়, সেহেতু মসজিদে রেডিও শোনা থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

প্রশ্নঃ (৫/১২৫)ঃ মানুষের মৃত্যু হওয়ার আগে এবং পরে তার শিয়রে বসে কুরআন পড়া যাবে কি? জনৈক আলেম আবুদাঊদ শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে মা'ক্বিল ইবনু ইয়াসার বর্ণিত হাদীছ অনুযায়ী উক্ত অবস্থায় কুরআন পাঠ করার অনুমতি প্রদান করেন। সঠিক উত্তর জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ আব্দুল লতীফ
রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত হাদীছটি ضعيف বা দুর্বল হওয়ার কারণে তার প্রতি আমল করা ঠিক নয় *(তাহক্বীক্বে মেশকাত*

হা/১৬২২)। পক্ষান্তরে আবু সাঈদ এবং আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কালেমা لا إله إلا الله -এর তালক্বীন দান কর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৬, মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট যা বলতে হয় তার অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৬/১২৬)ঃ আমি একজন মুসলিম। সাধ্যানুযায়ী ইসলাম পালন করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হ'ল, আমি হিন্দু বসতির মাঝে বসবাস করি। কিন্তু তাদের সাথে আমার সম্পর্ক নেই। তবে আমার অপারগতার কারণে একটি হিন্দু মহিলাকে পারিশ্রমিক দিয়ে গাভীর দুধ দোহন করে নেই। এটা বৈধ হবে কি?

-আলহাজ্জ মুহাম্মাদ আকবর হোসায়েন
মুহারাপুর, তালুক কানুপুর
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ হিন্দু মহিলাকে পারিশ্রমিক দিয়ে বাড়ির কাজের জন্য রাখা যাবে এবং তার হাতের রান্নাও খাওয়া যাবে। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) বলেন, 'মহিলা মজুর হ'লে (চাই সে মুসলিম হোক অথবা কাফির হোক) শর্ত হ'ল যে, ফিৎনা থেকে বেঁচে থাকতে হবে এবং নিষিদ্ধ বস্তুর দিকে দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে' *(আল-মাউসূআ'তুল ফিক্বহিইয়াহ ১/২৮৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা এক মুশরিক মহিলার মশক থেকে পানি পান করেছিলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৮৪; আত-তাহরীক নভেম্বর ২০০০ প্রশ্নোত্তর ৬/৪১)*।

মাওলানা আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী বলেন, 'অমুসলিম (كافرة) মহিলাকে চাকরানী রাখা জায়েয' *(আব্দুল হাই, মাজমূ'আহ ফাতাওয়া, পৃঃ ৩০৮, প্রশ্নোত্তর নং ৫০২)*।

প্রশ্নঃ (৭/১২৭)ঃ খাস জমিতে মসজিদ নির্মাণ এবং দোকানপাট করে ব্যবসা করা বৈধ হবে কি?

-রূহুল আমীন
প্রভাষক
প্রেমতলী ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।

উত্তরঃ মসজিদের জন্য মালিকের পক্ষ থেকে জমি ওয়াকফ হওয়া যরূরী। তবে খাস জমিতে সরকারী বাধা-নিষেধ না থাকলে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে। তেমনি মানুষের চলাচলে অসুবিধা না হ'লে, রাস্তার পার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয হবে *(ফাতাওয়া রাশীদিয়া, পৃঃ ৫৩১)*। আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী বলেন, 'প্রশস্ত রাস্তার কিছু অংশে মসজিদ নির্মাণ করলে, তাতে কোন শারঈ বাধা নেই' *(ফাতাওয়া আবদুল হাই, ২৭০ পৃঃ)*। খাস জমিতে দোকানপাট তৈরী করে ব্যবসা করা অতক্ষণ বৈধ হবে, যতক্ষণ সরকার তাতে বাধা না দিবে। কেননা জমিকে অনাবাদী ফেলে রাখতে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন *(বুখারী- মর্মার্থ, মিশকাত হা/২৯৯১-৯২ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায় 'অনাবাদী জমি আবাদ করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৮/১২৮)ঃ সেচ ও বৃষ্টির পানির মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের ওশর কিভাবে বের করতে হবে?

-মাওলানা গোলাম রহমান বিশ্বাস
বাঁটরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ শুধু বৃষ্টি, বন্যা বা নালার পানিতে ফসল উৎপন্ন হ'লে ১০ ভাগের এক ভাগ ওশর দিতে হয়। যেহেতু কিছু সেচের পানির মাধ্যমে জমিতে ফসল উৎপাদিত হয়েছে, সেহেতু সেচের পানির হুকুম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ ২০ ভাগের এক ভাগ ওশর দিতে হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে শস্য আকাশের পানি বা বন্যা কিংবা নালার পানির মাধ্যমে উৎপন্ন হবে তাতে ১০ ভাগের এক ভাগ এবং যে শস্য সেচের মাধ্যমে হয়, তাতে বিশ ভাগের এক ভাগ (নিছফে ওশর) দিতে হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৭৯৭ 'যাকাত' অধ্যায়)*। ওশর ও নিছফে ওশর উভয় হাদীছের মর্ম অনুযায়ী ইমাম শওকানী (রহঃ) বলেন, যে শস্য চাষে অধিক খরচ হয় না, সেখানে দশ ভাগের একভাগ এবং যে শস্য চাষের খরচ অধিক, সেখানে বিশ ভাগের এক ভাগ ওশর দিতে হবে'। ইমাম নববী বলেন, 'এ বিষয়ে বিদ্বানগণ সকলে একমত' *(নায়লুল আওত্বার ৫/১৮১ পৃঃ 'ফসল ও ফলের যাকাত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৯/১২৯)ঃ মহিষ কুরবানী দেওয়া যাবে কি? পরিবারের সদস্য সংখ্যা অনেক হ'লে এবং কুরবানীর গোশতে যদি সকলের একবার খাওয়ার মত হয়, তাহ'লে কি ফকীর-মিসকীনকে গোশত দিতে হবে?

-আবুল কালাম আযাদ
উপযেলা কৃষি অফিস, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ সূরা হজ্জের ৩৪ ও ৩৬ নং আয়াতে البدن। ও الأنعام। শব্দ উল্লেখিত রয়েছে, যা উট, গরু বা গরু জাতীয় পশুকে বুঝায়। আর মহিষ ও গরু যে একই জাতীয় পশু এ ব্যাপারে সকল বিদ্বান একমত। কাজেই মহিষের গোশত খাওয়াতে ও তা কুাবানী দেওয়াতে কোন দোষ নেই। হাসান (রাঃ) বলেন, 'মহিষ গরুর স্থলাভিষিক্ত' *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বা; মির'আত ৫/৮১ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ, দ্রষ্টব্যঃ জানুয়ারী ২০০৩, প্রশ্নোত্তর ১২/১১৭)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা (কুরবানীর গোশত) খাও, জমা রাখ এবং ছাদাক্বাহ কর' *(মুসলিম, ইরওয়া হা/১১৫৬, ৪/৩৭০ পৃঃ)*। উক্ত নির্দেশ অনুযায়ী কুরবানীর গোশত তিনভাগ করা উত্তম। যার এক ভাগ ঐসকল মিসকীনকে দেওয়া উচিত, যারা কুরবানী দিতে পারেননি *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩১ 'কুরবানীর গোশত বন্টন' অনুচ্ছেদ; দ্রঃ মাসায়েলে কুরবানী পৃঃ ১০)*।

প্রশ্নঃ (১০/১৩০)ঃ কুরবানীর দিন দুপুর পর্যন্ত নাকি ছিয়াম রাখতে হয়? এর সত্যতা জানতে চাই।

-ইবরাহীম

দিয়াড় মানিক চক, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কুরবানীদাতার জন্য ঈদের দিন কুরবানীর গোশত খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত না খেয়ে থাকা সুন্নাত। এর নাম ছিয়াম নয়। বুরায়দা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎর-এর দিন না খেয়ে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হ'তেন না। আর ঈদুল আযহার দিন ছালাত শেষ না করে খেতেন না' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৪৪০, 'দুই ঈদের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। কুরবানীর পশুর কলিজা দ্বারা ইফতার করা সুন্নাত *(বায়হাক্বী, মির'আত ২/৩৩৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১১/১৩১)ঃ ওযূর অঙ্গের ক্ষত স্থানে পট্টি লাগান থাকলে, কিভাবে ওযূ করতে হবে?

-রেযাউল করীম
রেলবাজার, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তির ক্ষতস্থানে পট্টি আছে, সে ওযূ করবে ও পট্টির উপরে মাসাহ করবে। আর পট্টির আশ-পাশে ধৌত করবে' *(বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, মির'আত হা/৫৩৩-এর ব্যাখ্যা, 'পট্টির উপর মাসাহ করা' অনুচ্ছেদ; দ্রঃ অক্টোবর ২০০২, প্রশ্নোত্তর ২০/২০)*।

প্রশ্নঃ (১২/১৩২)ঃ কুরবানীর গোশত কত দিন পর্যন্ত রেখে খাওয়া যাবে? কুরবানীর গোশত ৮ ভাগ করে ৭ ভাগ নিজে রেখে একভাগ সমাজে বিতরণ করা বৈধ হবে কি?

-আব্দুল জব্বার
গাবতলী, বগুড়া
ও
আব্দুল্লাহ
মথুরা, নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তরঃ গরীব-মিসকীনকে কুরবানীর গোশত দেওয়ার পর যতদিন ইচ্ছা রেখে খাওয়া যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, كُلُوْا وَادَّخِرُوْا وَتَصَدَّقُوْا 'তোমরা (কুরবানীর গোশত) খাও, জমা রাখ এবং ছাদাক্বাহ কর' *(মুসলিম, ছহীহ নাসাঈ হা/৪৪৪৩, 'কুরবানীর গোশত জমা রাখা' অনুচ্ছেদ; ইরওয়া হা/১১৫৬, ৪/৩৬৯-৭০ পৃঃ; ছহীহ আবুদাউদ হা/২৫০৩)*। উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কুরবানীর গোশত জমা রাখার নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা হয়নি। সুতরাং যতদিন ইচ্ছা জমা রেখে কুরবানীর গোশত খেতে পারবে। কুরবানীর গোশত ৮ ভাগ করার কোন ইঙ্গিত হাদীছে পাওয়া যায় না। অতএব উক্ত নিয়ম বাতিলযোগ্য।

প্রশ্নঃ (১৩/১৩৩)ঃ কুরবানীর পশু নিজে যবেহ করবে, না অন্যের মাধ্যমে যবেহ করবে? কুরবানীর পশুর মাথাগুলি যবেহকারী ইমাম ছাহেব নিয়ে নেন। এটা কি ঠিক?

-মুহাম্মাদ শু'আইব আলী
দুবইল, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ কুরবানীর পশু নিজ হাতে যবেহ করা সুন্নাত *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৭১)*। তবে অন্যের মাধ্যমেও যবেহ করা যায়। জাবির ইবনু আবদিল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিছু উট নিজ হাতে যবেহ করলেন এবং কিছু উট অন্যের মাধ্যমে যবেহ করলেন *(ছহীহ নাসাঈ হা/৪৪৩১; দ্রষ্টব্য অক্টোবর ২০০১ প্রশ্নোত্তর ৪/৪)*। যবহের পারিশ্রমিক হিসাবে ইমাম ছাহেবকে টাকা দিতে হবে। কুরবানীর গোশত বা মাথা দেওয়া যাবে না *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩৯ পৃঃ, 'কুরবানীর গোশত বন্টন' অনুচ্ছেদ)*। তবে ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হ'লে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কিছু দেওয়ায় দোষ নেই *(মুগনী ১১/১১০)*।

প্রশ্নঃ (১৪/১৩৪)ঃ সামর্থ্য না থাকলেও ধার করে কুরবানী করতে হবে কি? একই পরিবারের সদস্যগণ পৃথকভাবে আয় করলে, সবাই মিলে ১টি কুরবানী করবে, না সবাইকে আলাদাভাবে কুরবানী করতে হবে?

-মুহাম্মাদ আলতাফ আলী
এ,বি, ব্যাংক, নওগাঁ
ও
হাবীবুর রহমান
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়' *(ইবনু মাজাহ, নায়ল ৬/২২৭)*। অতএব সামর্থ্য থাকলেই কুরবানী করতে হবে, না থাকলে নয়। তবে ধার করে কুরবানী করতে হবে এরূপ বাধ্য-বাধকতা শরী'আতে নেই *(দ্রঃ ফেব্রুয়ারী ২০০২ প্রশ্নোত্তর ২৫/১৬৫)*।

একই পরিবার এক সাথে থাকলে পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পশু কুরবানী করলে যথেষ্ট হবে। একাধিক কুরবানী করলেও করতে পারেন *(বিস্তারিত দেখুনঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত মাসায়েলে কুরবানী)*।

প্রশ্নঃ (১৫/১৩৫)ঃ ঈদুল আযহার চাঁদ উঠলে সকলের জন্য নখ ও চুল কাটা নিষেধ, না শুধু কুরবানীদাতার জন্য? আর যারা কুরবানী দিতে পারে না, তারা গোশত খাওয়ার জন্য সেদিন মুরগী যবেহ করতে পারবে কি?

-আতাউর রহমান
বড়কুড়া, কামারখন্দ
সিরাজগঞ্জ
ও
আব্দুল বারী
জুমারবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উম্মু সালামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ... 'যে ব্যক্তি যুলহিজ্জার চাঁদ দেখবে এবং কুরবানী করার ইচ্ছা করবে, সে যেন চুল ও নখ না কাটে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৯ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কুরবানীদাতার জন্য চুল ও নখ কাটা নিষেধ। তবে অন্যের জন্য নিষেধ না হ'লেও না

কাটাই উত্তম হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক কুরবানী দিতে অক্ষম ব্যক্তির জবাবে বলেন, তুমি ঐদিন তোমার চুল, নখ, লোম কর্তন কর। সেটাই তোমার জন্য আল্লাহ্র নিকটে পূর্ণাঙ্গ কুরবানী হিসাবে গৃহীত হবে' অর্থাৎ পূর্ণ কুরবানীর নেকী পাবে। *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, হাকেম একে ছহীহ বলেছেন। যাহাবী তাকে সমর্থণ করেছেন ৪/২২৩; মির'আত ৫/১১৭)।* আর কুরবানীর দিন শুধু নয়, যেকোন দিন হালাল পশু যবেহ করে খাওয়া যাবে। তবে কুরবানীর নিয়তে মুরগী যবহ করা যাবে না। কেননা মুরগী কুরবানীর পশুর অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্নঃ (১৬/১৩৬)ঃ জনৈক আলেম কবরস্থানে গিয়ে সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দো'আ করেছেন। এটা কি ঠিক?

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দো'আ করার প্রচলিত নিয়মটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়, বিধায় এটি পরিত্যাজ্য। তবে বিশেষ কোন দিন বা রাত নির্ধারণ না করে একাকী কবরস্থানে গিয়ে কবরবাসীর জন্য হাত তুলে দো'আ করা যায়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'বাক্বীউল গারক্বাদ' কবরস্থানে গিয়ে কবরবাসীর উদ্দেশ্যে একাকী হাত তুলে দো'আ করেছিলেন *(মুসলিম ১/৩১৩ পৃঃ 'জানাযা' অধ্যায়, 'কবরবাসীদের সালাম ও তাদের জন্য দো'আ' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (১৭/১৩৭)ঃ ঈদগাহকে বিভিন্ন রঙিন কাগজ দ্বারা সজ্জিত করা যাবে কি? কুরবানীর পশু কেনার পর অসুখ হ'লে সেটি বিক্রি করে ভাল পশু ক্রয় করা যাবে কি?

-সুলতান মাহমূদ
মূলগ্রাম, কালাই, জয়পুরহাট
ও
আশরাফ আলী
হরিপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ বর্তমানে কোন কোন ঈদগাহ যেভাবে সুদৃশ্য গেইট নির্মাণ করে ও রঙিন কাগজ ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়ে থাকে, তা শরী'আত সম্মত নয়। কারণ ঈদগাহ হ'ল ইবাদতের স্থান। ইবাদতের স্থানে সাজ-সজ্জা করা যাবে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মসজিদ সমূহকে চাকচিক্যময় করে নির্মাণ করার জন্য আমি আদিষ্ট হইনি'। অতঃপর ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, (কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে,) তোমরা উহাকে (বিভিন্নভাবে) চাকচিক্যময় করবে, যেভাবে ঈহুদী-খৃষ্টানরা করেছে' *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭১৮ 'মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ)।* তবে মসজিদকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ রয়েছে *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭১৭, ঐ)।* অতএব ঈদগাহ ছালাতের স্থান হিসাবে তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। তবে বিশেষ কোন সাজ-সজ্জা নয়।

কুরবানীর পশুর অসুখ হ'লে সেটি বিক্রি করে ভাল পশু কিনে কুরবানী করতে শরী'আতে কোন বাধা নেই।

প্রশ্নঃ (১৮/১৩৮)ঃ মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী দেওয়া যাবে কি? যবহের পূর্বে কুরবানীর পশুর চামড়া বিক্রি করা যাবে কি?

-আযীযুল হক
সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ
ও
ছাদেকুল ইসলাম
নোয়াগাঁও, আড়াই হাযার, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ মৃতব্যক্তির জন্য পৃথকভাবে কুরবানী দেওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই। আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অছিয়ত হিসাবে তাঁর জন্য পৃথক একটি দুম্বা কুরবানী করেছিলেন বলে তিরমিযীতে যে হাদীছটি এসেছে *(মিশকাত হা/১৪৬২ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ টীকা নং ২),* তা নিতান্তই যঈফ। অন্য কোন ছাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য বা কোন মৃতব্যক্তির জন্য এভাবে কুরবানী করেছেন বলে জানা যায় না। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১হিঃ) বলেন, 'যদি কেউ (মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে) কুরবানী করেই বসে তবে সবটুকু ছাদাক্বাহ করে দিতে হবে' *(তিরমিযী, তুহফাতুল আহওয়াযী সহ হা/১৫২৮, ৫/৭৮-৮০ পৃঃ; দ্রঃ মাসায়েলে কুরবানী পৃঃ ১০; ডিসেম্বর ২০০১ প্রশ্নোত্তর ১৬/৮৬)।* উল্লেখ্য যে, যবহের পূর্বে কুরবানীর পশুর চামড়া বিক্রি করাতে কোন বাধা নেই।

প্রশ্নঃ (১৯/১৩৯)ঃ ইমাম ছাহেব কর্তৃক ঈদের তাকবীর ভুলবশতঃ কমবেশী হয়ে গেলে সহো সিজদা লাগবে কি?

-হাসীনুর রহমান
গোমস্তাপুর, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ভুলবশতঃ ঈদের তাকবীর কমবেশী হ'লে ছালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং এর জন্য সহো সিজদা লাগবে না *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৭০ পৃঃ; 'দুই ঈদের ছালাতের তাকবীর' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (২০/১৪০)ঃ জন্ম দিবস পালন করা ও তার দাওয়াত খাওয়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ মুছত্বফা
কাঁঠালপাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে জন্ম ও মৃত্যুদিবস কিংবা অন্য কোনরূপ দিবস পালনের ও দাওয়াত কবুলের কোন নযীর নেই। এসব অমুসলিমদের অনুকরণে পালিত রেওয়াজ। মুসলমানদেরকে এসব থেকে দূরে থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়)।*

প্রশ্নঃ (২১/১৪১)ঃ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সম্বোধন করার পদ্ধতি কি হবে? স্ত্রী কি স্বামীকে ভাই কিংবা বাবা বলে ডাকতে পারবে?

-মুহাম্মাদ মাহবুব ইসলাম
উত্তর শালিখা, মেহেরপুর।

উত্তরঃ স্বামী-স্ত্রী ছেলেমেয়ের নামের সাথে যোগ করে ডাকতে পারে। যেমন হে অমুকের আব্বা বা অমুকের আম্মা! *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, সনদ জাইয়েদ, মিশকাত হা/৪৭৬৬ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'নাম রাখা' অনুচ্ছেদ)*। স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের নাম ধরেও ডাকতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-কে নাম ধরে ডাকতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৬১৬৭)*। ইবরাহীম (আঃ)-কে তাঁর স্ত্রী নাম ধরে ডেকেছিলেন *(বুখারী ১/৪৭৪)*। মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ)। সে হিসাবে স্ত্রী যদি স্বামীকে ভাই বলে ডাকে তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু বর্তমানে কেউ কেউ স্বামীকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করে থাকে এটি কবীরা গোনাহ। কারণ বাবা অর্থ পিতা, যা স্ত্রী কোন অবস্থাতেই তার স্বামীকে বলতে পারে না।

প্রশ্নঃ (২২/১৪২)ঃ কোন কোন বন্ধ্যা মহিলা পর পুরুষের বীর্য গ্রহণ করে সন্তানের মা হচ্ছে। এটা কি জায়েয।

-মুহাম্মাদ রফীকুল হক
ঘোনা, সাতক্ষীরা
ও
মিসেস সালমা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন নারী অপর কোন পুরুষের বীর্য গর্ভে ধারণ করতে পারে না। কারণ এটা স্পষ্ট যেনা। দ্বিতীয়তঃ এর ফলে সন্তানের কোন বংশ পরিচয় থাকে না। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি মানব সমাজের মধ্যে বংশ ও গোত্র করে সৃষ্টি করেছি, যেন তোমরা পরস্পরে পরিচিত হ'তে পার' *(হুজুরাত ১৩)*। তৃতীয়তঃ বন্ধ্যা হওয়া না হওয়া এটি সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র এখতিয়ারে। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন, যাকে ইচ্ছা কন্যা এবং যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন। অথবা তাদের পুত্র ও কন্যা উভয় দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে রাখেন' *(শূরা ৪৯-৫০; দ্রঃ মার্চ ২০০৩ প্রশ্নোত্তর ৪০/২২৫)*।

প্রশ্নঃ (২৩/১৪৩)ঃ 'তাকবীরে তাহরীমা'র পর ছানা পড়ার সময় اللهم باعد بيني الخ পাঠ করা উত্তম হবে, না سبحانك اللهم وبحمدك এ দো'আ পড়া উত্তম হবে?

-আব্দুর রহমান
জয়ন্তীবাড়ী, বগুড়া।

উত্তরঃ 'বায়েদ বায়নী' হাদীছটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত এবং এর মধ্যে বান্দার প্রার্থনা বর্ণিত হয়েছে *(মিশকাত হা/৮১২)*। সে হিসাবে সনদ ও প্রার্থনার বিবেচনায় 'বায়েদ বায়নী' পড়া উত্তম হবে। 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা' তিরমিযী ও আবুদাঊদে বর্ণিত *(মিশকাত হা/৮১৫)* এবং এর সনদ সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী ও ইমাম বুখারী দুর্বল হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তবে অন্যান্য সূত্রের বিবেচনায় শায়খ আলবানী হাদীছটিকে 'ছহীহ' বলেছেন *(মিশকাত হা/৮১৫-এর টীকা; মির'আত হা/৮২১, ৩/৭৪)*। 'বায়েদ বায়নী'-র হাদীছটি সনদের দিক দিয়ে أصح বা বিশুদ্ধতম। তাছাড়া আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) সর্বদা এটির উপরে আমল করতেন বলে হাদীছের বর্ণনায় ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

প্রশ্নঃ (২৪/১৪৪)ঃ আমি মুসলমানের ঘরে জন্ম নিলেও আমার দ্বারা যেসব কথা ও কর্ম ঘটেছে তাতে ঈমান নষ্ট হয়ে যায় এবং মানুষ কাফের হয়ে যায়। এখন আমার করণীয় কি? শুধু তওবা করলে হবে, না পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করতে হবে?

-আব্দুর রশীদ
দিনাজপুর।

উত্তরঃ আপনি যদি আপনার কথা ও কর্ম দ্বারা নিজেকে 'কাফির' বলে মনে করেন, তাহ'লে আপনি একজন মুত্তাক্বী ও সুন্নাতপন্থী আলেমের নিকটে গিয়ে তওবা করে ইসলাম গ্রহণ করুন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮)*। আর যদি 'গোনাহে কবীরা' করেছেন বলে মনে করেন, তাহ'লে নিজে নিজে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র নিকটে তওবা করুন ও ক্ষমা প্রার্থনা করুন *(যুমার ৫৩)*।

প্রশ্নঃ (২৫/১৪৫)ঃ মানুষ মারা যাওয়ার পর সাধারণতঃ মাথা উত্তর দিকে ও পা দক্ষিণ দিকে রেখে কাপড় দ্বারা ঢেকে রাখা হয়। কিন্তু জনৈক আলেম মৃতকে কিবলামুখী রাখতে গিয়ে পা পশ্চিম দিকে রেখে কয়েকটি বালিশে হেলান দিয়ে কিবলামুখী রাখার কথা বলেন। এ বিষয়ে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবনে।

-আলহাজ্জ আব্দুর রহমান
রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পূর্বে কিবলামুখী করে রাখা বা না রাখা উভয়ই জায়েয। জাবির বলেন, আমি শা'বীকে জিজ্ঞেস করলাম মৃত ব্যক্তিকে কিবলামুখী করে রাখা সম্পর্কে। তিনি বললেন, ইচ্ছা করলে তাকে কিবলামুখী করে রাখতে পার বা নাও পার *(ইবনু হাযম আন্দালুসী, মুহাল্লা, ৩/৪০৫ পৃঃ মাসআলা নং ৬১৬; দ্রষ্টব্যঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১১৯)*।

প্রশ্নঃ (২৬/১৪৬)ঃ কবর খনন করলে কি নেকী হয়? আমাদের দেশে একটি কথা প্রচলিত আছে, যে ১০০টি কবর খনন করবে সে বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। কথাটির সত্যতা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন
বাউসা, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উল্লেখিত কথাটি ভিত্তিহীন। তবে কবর খনন করা

নিঃসন্দেহে নেকীর কাজ। এজন্য ঐ ব্যক্তি অশেষ ছওয়অবের অধিকারী হবেন। কেননা আল্লাহ বলেন, নেকীর কাজে তোমরা পরস্পরে সহযোগিতা কর... *(মায়েদাহ ২)।*

প্রশ্নঃ (২৭/১৪৭)ঃ বন্যা কবলিত এলাকায় বিদেশী এনজিওগুলি আমাদেরকে আর্থিক সহযোগিতা দিতে চায়। আমরা এগুলো গ্রহণ করতে পারব কি?

-মুযাফফর রহমান
শান্তি ফার্মেসী
আখড়াখোলা বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ অমুসলিমদের সাহায্য-সহযোগিতা গ্রহণ করা জায়েয। আবু হুমায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'আয়লার শাসক নবী করীম (ছাঃ)-কে একটি সাদা খচ্চর উপহার দিয়েছিলেন। নবী (ছাঃ) তাকে একখানা চাদর হাদিয়া দিয়েছিলেন এবং সেখানকার শাসক হিসাবে তাকে সনদ লিখে দিয়েছিলেন' *(বুখারী ১/৩৫৬ 'মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ করা' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (২৮/১৪৮)ঃ জনৈক মুফাসসিরে কুরআন এক তাফসীর মাহফিলে বলেন, ইস্রাফীল (আঃ) সিঙ্গায় ফুঁক দিলে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে এমন কি কুরআনও ধ্বংস হবে। কিন্তু ইস্রাফীল (আঃ)-এর কপালে আল্লাহ যে ত্রিশ পারা কুরআন লিখে দিয়েছেন তা ধ্বংস হবে না। প্রশ্ন হচ্ছে ইস্রাফীল (আঃ)-এর কপালে লিখিত কুরআনের কোন দলীল আছে কি?

-মুহাম্মাদ ফযলুর রহমান
উত্তর কাটিয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। যার প্রমাণে কোন দলীল পাওয়া যায় না। ঐদিন লাওহে মাহফূয-এর কুরআন ব্যতীত দুনিয়ার সমস্ত লিখিত কুরআন ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, 'যমীনের উপরে যা কিছু আছে, সবকিছু ধ্বংস হবে। কেবলমাত্র তোমার প্রভুর চেহারা ব্যতীত' *(রহমান ২৭)।*

প্রশ্নঃ (২৯/১৪৯)ঃ আমার স্ত্রীর সাথে আমার মাঝে মাঝে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকে। আমি একদিন রাগের মাথায় আমার স্ত্রীকে বলে ফেলি যে, তুই যদি আমার গায়ে হাত দিস তাহ'লে আমি তোর বাবা। এমতাবস্থায় কি 'যিহার' সাব্যস্ত হবে?

-মুহাম্মাদ ফরহাদ মাহমুদ
গুবিরপাড়া, তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'যিহার' কেবলমাত্র মায়ের সাথে খাছ। অর্থাৎ স্ত্রীকে মায়ের পিঠের সাথে তুলনা করা। অতএব প্রশ্নোল্লেখিত উক্তি দ্বারা যিহার সাব্যস্ত হবে না। তবে এ ধরনের অন্যায় ও অশালীন কথাবার্তা থেকে তওবা করা ও বিরত থাকা অপরিহার্য *(দ্রঃ নায়লুল আওত্বার ৮/৬০ 'যিহার' অধ্যায়)।*

প্রশ্নঃ (৩০/১৫০)ঃ মুসলমানদের দোকানঘর অমুসলিমরা ভাড়া নিয়ে সেখানে তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করলে যে পাপ হবে তা কি জায়গাওয়ালার উপর বর্তাবে?

-মুহাম্মাদ আবু মূসা
পাঠানপাড়া বাজার
ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ গান-বাজনা সহ যেকোন অন্যায় অশ্লীল কাজের জন্য এবং অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের জন্য দোকান ভাড়া দিয়ে তাদের সেই শরী'আত বিরোধী কার্যকলাপে সহযোগিতা করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে পরস্পরে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে সহায়তা করো না' *(মায়েদাহ ২)*। অতএব ঐসব অন্যায় কাজে দোকান ভাড়া দেওয়া থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

প্রশ্নঃ (৩১/১৫১)ঃ হিন্দুদের লাশ পোড়ানোর শ্মশানে মুসলমানদের কবরস্থান বানানো যাবে কি?

-শরীফুল ইসলাম
দেইলপাড়া
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত স্থানটি যদি হিন্দুদের মালিকানা মুক্ত হয়, তবে সেটিতে কবরস্থান বানাতে শারঈ দৃষ্টিকোন থেকে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। কারণ অমুসলিমদের নিকট থেকে খরিদকৃত জমির কবরস্থানের কবর উঠিয়ে ফেলার পর সেখানে মসজিদ বানানো শরী'আতে জায়েয রয়েছে *(বুখারী ১/৬১পৃঃ 'ছালাত' অধ্যায়)।*

প্রশ্নঃ (৩২/১৫২)ঃ বাগদাদে কি কবরের আযাব মাফ? আমাদের নবী করীম (ছাঃ) এবং ওয়ায়েস কুরনী কি একই যুগের মানুষ?

-ফরহাদ হোসায়েন
আমীরপুর, খুলনা।

উত্তরঃ বাগদাদে কবর আযাব মাফ নয়। এরূপ আক্বীদা পোষণ করা কুফরী। ওয়ায়েস কুরনী রাসূল (ছাঃ)-এর যুগের লোক। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তার সাক্ষাত হয়নি। যার কারণে তিনি ছাহাবী নন, তাবেঈ হিসাবে গণ্য। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আমি বলতে শুনেছি নিশ্চয়ই তাবেঈদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি হচ্ছে ওয়ায়েস কুরনী *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৫৭)*। অন্য এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইয়ামান হ'তে তোমাদের নিকট এমন ব্যক্তি আসবে যাকে ওয়ায়েস বলা হয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৫৭)।*

প্রশ্নঃ (৩৩/১৫৩)ঃ তাশাহহুদ অবস্থায় জামা'আতে শরীক হ'লে ইমামের সাথে তাশাহহুদ পড়তে হবে কি?

-এনামুল হক্ব
শঠিবাড়ী, মিঠাপুকুর, রংপুর।

উত্তরঃ তাশাহহুদ অবস্থায় জামা'আতে শরীক হ'লে ইমামের সাথে তাশাহহুদ ও বাকী দো'আ পড়তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার

অনুসরণ করার জন্য। কাজেই তোমরা তার বিপরীত কর না *(বুখারী, মুসলিম, ইরওয়া হা/৫৩৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/১৫৪)ঃ একই ছালাত মসজিদে জামা'আতবদ্ধ ভাবে একাধিকবার অনুষ্ঠিত হ'তে পারে কি? আলবানী (রাঃ) বলেছেন পারে না।

-আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ একই ছালাত জামা'আতবদ্ধভাবে একাধিকবার অনুষ্ঠিত হ'তে পারে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একজন লোক মসজিদে আসল, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত আদায় করে নিয়েছেন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন কোন ব্যক্তি এই লোককে ছাদাক্বাহ করবে কি? অর্থাৎ সে তার সাথে ছালাত আদায় করবে কি? একজন লোক দাঁড়ালো এবং তার সাথে ছালাত আদায় করল *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১১৪৬; শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৪/৪৩ পৃঃ; 'ইমামের ছালাত আদায়ের পর মসজিদে জামা'আত করে ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ)*। শায়খ আলবানী মিশকাতের হাশিয়ায় (হা/১১৪৬) ও শায়খ আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির *(তিরমিযীর হাশিয়ায় হা/২২০)* ১ম জামা'আতের পরে ২য় জামা'আত শুদ্ধ হবে না বলে যে বক্তব্য রেখেছেন, তা ইজতিহাদ ভিত্তিক।

প্রশ্নঃ (৩৫/১৫৫)ঃ আমি নিজে জমি চাষ করি না, বর্গা বা ভাগে দিয়ে থাকি। এমতাবস্থায় আমি কিভাবে ওশর বের করব?

-আব্বাস আলী গাযী
সোনাতন কাটি, শার্শা, যশোর।

উত্তরঃ নিজ ভাগের ফসল থেকে ওশর বের করতে হবে, যদি তা নেছাব পরিমাণ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি তোমাদের জন্য জমি হ'তে যা উৎপাদন করি, তার যাকাত বের কর' *(বাক্বারাহ ২৬৭)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, 'শস্য কাটার দিন তার হক্ব আদায় কর' *(আন'আম ১৪১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'উৎপাদিত শস্য পাঁচ ওয়াসাক্বের (প্রায় ২০ মনের) কম হ'লে যাকাত লাগবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৯৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/১৫৬)ঃ আমি হেফয খানার একজন শিক্ষক। ক্বায়দা পড়া শেষ হ'লে কুরআন শুরু করার সময় ছাত্রদের কাছ থেকে মিষ্টি খাই এবং অন্যান্যদের খাওয়াতে বলি। এটা কি ঠিক?

-আনারুল ইসলাম
চাঁদপুর, শিবগঞ্জ, চাপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কুরআন শুরু করার সময় খাওয়া বা খেতে দেওয়ার জন্য বলার কোন শারঈ বিধান নেই। তবে এটাকে খুশীর ব্যাপার মনে করে কিছু হাদিয়ার ব্যবস্থা করতে পারে কিংবা কিছু দান করতে পারে। কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) তার তওবা কবুলের সুসংবাদদাতাকে খুশী হয়ে দু'টি কাপড় দিয়েছিলেন এবং অনেক অর্থ সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় দান করেছিলেন *(বুখারী ২/৬৩৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/১৫৭)ঃ ঘুমের কারণে ফজরের ছালাতের সময় পার হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বিতর বাকী আছে। এমতাবস্থায় ফজরের ছালাত আদায় করব, না বিতর ছালাত আদায় করব?

-ইদ্রীস আলী
বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ এ অবস্থায় আগে ফজরের ছালাত আদায় করতে হবে, তারপর বিতর ছালাত আদায় করবে। ফজরের ছালাতের পর পরই আদায় করা যায়, সূর্যোদয়ের পরেও আদায় করা যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, যখন ফজর হয়ে যাবে, তখন ফজরের দুই রাক'আত ছালাত ছাড়া আর কোন ছালাত আদায় করা যাবে না *(আহমাদ, ইরওয়া হা/৪৭৮)*। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমাদের কারো সকাল হয়ে যাবে এমতাবস্থায় যে সে বিতর পড়েনি, সে যেন বিতর পড়ে নেয় *(বায়হাক্বী, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৮ পৃঃ 'বিতরের ক্বাযা' অনুচ্ছেদ)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বিতর না পড়ে ঘুমাবে অথবা পড়তে ভুলে যাবে, সে যেন স্মরণ হওয়া মাত্র আদায় করে' *(আবুদাঊদ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৮)*। অত্র হাদীছ দ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিতরের ক্বাযা আদায় করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩৮/১৫৮)ঃ ইয়াওমুল আরাফার ছিয়ামের ফযীলত কি? চন্দ্র মাসের কত তারিখে উক্ত ছিয়াম রাখতে হয়? এটা আমাদের দেশের চাঁদের হিসাবে রাখতে হবে? না আরব দেশের চাঁদের হিসাবে রাখতে হবে?

-মুহাম্মাদ নাজমুল হাসান
বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আরাফার দিন ছিয়াম পালন করলে একবছর পূর্বের এবং এক বছর পরের (ছগীরা) গুনাহ মাফ করা হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪)*। উক্ত ছিয়াম পালনের জন্য যেমন কোন তারিখ উল্লেখ করা হয়নি, তেমন দেশ অনুপাতে চাঁদ দেখারও হিসাব করা হয়নি। বরং বলা হয়েছে 'আরাফার দিন' ছিয়াম রাখতে। কাজেই আমাদেরকে মক্কা শরীফের হিসাবে আরাফার দিন ছিয়াম পালন করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩৯/১৫৯)ঃ জনৈক ছাত্র দেউবন্দ মাদরাসা হ'তে এক রূপার আংটি নিয়ে আসে এবং নিম্নলিখিত গুণের উপর বিজ্ঞাপন ছড়ায় (১) জিন হ'তে হেফাযত থাকবে (২) কোন জাদুটোনা কাজে আসবে না (৩) কোন খারাপ তাবীয কাজে আসবে না (৪) মাথা ব্যথা হবে না। এ কথাগুলি কি সত্য?

-হারুণুর রশীদ
বায়তুল ইয্যত, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ যে আংটি দ্বারা রোগ আরোগ্যের আশা করা শিরক। কাজেই ঐ ছাত্রের এই বিজ্ঞাপন ছড়ানো গুনাহে কাবীরা হয়েছে। এতে সে নিজে পাপী হচ্ছে এবং অন্যকে পাপী করছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই তাবীয

লটকানো শিরক' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৫২; আহমাদ, হাকেম, ছহীহুল জামে' হা/৬৩৯৪)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে নবী আপনি ওদেরকে বলুন! তোমরা ভেবে দেখেছ কি? যদি আল্লাহ আমাকে কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা করেন, তবে তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে দিয়ে যাদেরকে ডাক তারা কি সে কষ্ট দূর করতে পারবে? অথবা তিনি আমার প্রতি রহমত করার ইচ্ছা করলে তারা কি সে রহমত প্রতিরোধ করতে পারবে? আপনি বলুন, আমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। তাঁর উপরেই ভরসাকারীগণ ভরসা করে থাকে' *(যুমার ৩৮)*। অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, রোগ মুক্তির কাজ আল্লাহর, আংটির নয়।

ইমরান ইবনু হুসাইন থেকে বর্ণিত একদা নবী করীম (ছাঃ) 'এক ব্যক্তির হাতে তামার বালা দেখে বললেন, এটা কি? সে বলল, দুর্বলতার কারণে (ব্যবহার করছি)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এটা খুলে ফেল কারণ এটা তোমার দুর্বলতা বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। তুমি যদি মারা যাও আর এই বালা যদি তোমার হাতে থেকে যায়, তাহ'লে তুমি পরিত্রাণ পাবে না' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, কিতাবুত তাওহীদ ৩৮ পৃঃ)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বালা বা আংটি রোগমুক্তির আশায় ব্যবহার করা হারাম, যার পরিণাম জাহান্নাম।

প্রশ্নঃ (৪০/১৬০)ঃ মাসিক 'আত-তাহরীক' জুলাই '০৪-এর মহিলাদের পাতা থেকে জানতে পারলাম যে, গোলাম মুছত্বফা অর্থ মুছত্বফার বান্দা। এ নাম রাখা জায়েয নয়, এটি শিরকের পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু জনৈক টাইটেল পাশ মৌলভীর নিকট জানতে পারলাম যে, গোলাম মুছত্বফা অর্থ সম্মানিত বান্দা। তাহ'লে এ অর্থে গোলাম মুছত্বফা নাম রাখা জায়েয হবে কি?

-মুহাম্মাদ মুছত্বফা
বরইতলা, কাজীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ মাসিক 'আত-তাহরীক'-এ 'গোলাম মুছত্বফা'-কে مضاف و مضاف إليه তথা সম্বন্ধসূচক পদ-এর ভিত্তিতে ব্যবহার করে অর্থ নেয়া হয়েছে মুছত্বফার গোলাম। এ দৃষ্টিতে 'আত-তাহরীক'-এ ব্যবহৃত অর্থ ঠিক আছে।

তবে গোলাম মুছত্বফা কে موصوف وصفت তথা গুণবাচক পদ-এর ভিত্তিতে ব্যবহার করলে অর্থাৎ মুছত্বফা শব্দটিকে যদি গোলাম এর বিশেষণ (صفت) ধরা হয়, তাহ'লে গোলাম মুছত্বফা অর্থ দাঁড়াবে 'বাছাইকৃত বান্দা'। আর এ দৃষ্টিতে গোলাম মুছত্বফা নাম রাখা যায়। কিন্তু উপমহাদেশে 'মুছত্বফা' শব্দটি রাসূলের গুণবাচক নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আর সেদিকে সম্বন্ধ করেই 'গোলাম মুছত্বফা' নাম রাখা হয়। অর্থাৎ 'মুছত্বফা মুহাম্মাদের গোলাম'। সেকারণে উক্ত নাম রাখা শিরকের পর্যায়ে পড়ে।

তাবলীগী ইজতেমা ২০০৫

তারিখঃ ২৪ ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী
১২ ও ১৩ ফাল্গুন ১৪১১
রোজ ঃ বৃহস্পতি ও শুক্রবার।
স্থানঃ নওদাপাড়া ট্রাক টার্মিনাল, রাজশাহী।
উদ্বোধন ঃ ১ম দিন বাদ আছর।

ভাষণ দিবেনঃ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা ওলামায়ে কেরাম।

দলে দলে যোগ দিন, অহি ভিত্তিক সমাজ গঠনের শপথ নিন!

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ দারুল ইমারত আহলেহাদীছ, নওদাপাড়া (বিমান বন্দর রোড), ে
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬০৫২৫, ফোনঃ ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১, মোবাইল -০১৭১ ৫৭৮

মাসিক আত-তাহরীক

Web: www.at-tahreek.com

৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা
ফেব্রুয়ারী-২০০৫

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/১৬১)ঃ আমাদের এলাকায় এক্বামতের শেষে আল্লাহ আকবর, লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ বলা হয় এবং বছরে একবার তাবলীগী জালসা করে সেখানে 'আখেরী মোনাজাত' করা হয়, যেখানে আশপাশের হাযার হাযার লোক জমা হয়, এ বিষয়ে শারঈ বিধান কি?

-মাওলানা আব্দুর রায্যাক
সহকারী শিক্ষক, মনাকশা দাখিল মাদরাসা
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ এক্বামতের কলেমা মোট ১১টি এবং শেষে 'আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর' একটি জোড় হিসাবে একবার বলতে হবে। ইমাম নববী বলেন, হাদীছে দু'বার আল্লাহু আকবর -কে একটি জোড় হিসাবে 'মার্রাতান' বা 'একবার' গণ্য করা হয়েছে *(মুসলিম, শরহ নববী হা/৮৩৬ -এর ব্যাখ্যা; ফাৎহুল বারী ২/৯৯ পৃঃ)*।

আব্দুল আযীয বিন আব্দুল মালিক বিন আবু মাহযূরাহ বলেন,

أدركت جدى و أبى و أهلى يقيمون فيقولون: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح ، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله-

'আমি আমার দাদা, আব্বা ও পরিবারকে পেয়েছি, তাঁরা এক্বামত দেওয়ার সময় বলতেন, 'আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর (২), আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (১), আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (১), হাইয়া 'আলাছ ছালাহ (১), হাইয়া 'আলাল ফালাহ (১), ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালাহ, ক্বাদ ক্বা-মাতিছ ছালাহ (২), আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর (২), লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (১)' =মোট ১১টি কলেমা *(দারাকুৎনী হা/৮৯৬ সনদ হাসান 'এক্বামতের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*।

(২) আযানের প্রথম স্বপ্ন বর্ণনাকারী খ্যাতনামা ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ)-এর যে হাদীছ বিস্তারিতভাবে ছহীহ ইবনু খুযায়মাতে এসেছে, সেখানে আযানের কলেমাসমূহ বর্ণনার পরে এক্বামতের কলেমা একবার করে বলার ব্যাখ্যা এসেছে এভাবে যে, এক্বামতের শেষে বলতে হবে 'আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' *(ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৩৭০-৩৭২)*। মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহ্ইয়া বলেন, আযানের ঘটনা বর্ণনায় এর চাইতে বিশুদ্ধ কোন বর্ণনা আর নেই *(ঐ, হা/৩৭২)*।

অতঃপর আযানের ন্যায় দু'বার করে এক্বামত দেওয়ার যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সে বিষয়ে ইমাম ইবনু খুযায়মাহ বলেন, خلطوا فى أسانيدهم التى رووها عن عبد الله بن زيد فى تثنية الأذان والإقامة جميعًا

'বর্ণনাকারীগণ আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ হ'তে উক্ত বর্ণনার মধ্যে আযান ও এক্বামত উভয়টির কলেমা একটি অপরটির সাথে মিশিয়ে ফেলেছেন' *(দ্রঃ ঐ, হা/৩৭৯ -এর ব্যাখ্যা)*। দু'বার এক্বামতের রাবী আবু মাহযূরাহ (রাঃ) নিজে ও তাঁর পুত্র একবার করে বেলালী এক্বামত দিতেন *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৪০-৪১; গৃহীতঃ আওনুল মা'বূদ শরহ আবূদাউদ হা/৪৯৫ -এর ব্যাখ্যা)*। ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, 'আযান হ'ল অনুপস্থিত লোকদের আহ্বানের জন্য। সেকারণ তা দু'বার করে এবং ধীরে ধীরে বলতে হয়। পক্ষান্তরে এক্বামত হ'ল উপস্থিত মুছল্লীদের আহ্বানের জন্য। সেকারণ তা একবার করে এবং দ্রুত বলতে হয় *(ফাৎহুল বারী হা/৬০৭ -এর ব্যাখ্যা ২/১০১ পৃঃ)*।

অতএব এক্বামতের কলেমা মোট ১১টি এবং শেষে 'আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর' একটি জোড় হিসাবে একবার বলতে হবে, শুধুমাত্র 'আল্লাহু আকবর' নয় *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ ছহীহ মুসলিম শরহ নববী, 'ছালাত' অধ্যায় 'আযান' অনুচ্ছেদ হা/৮৩৬ -এর ব্যাখ্যা)*।

'আখেরী মুনাজাত' বলে যে প্রথা আজকাল টঙ্গী সহ তাবলীগ জামাতের ইজতেমা ও বিভিন্ন ধর্মীয় মাহফিল শেষে দলবদ্ধভাবে করতে দেখা যায়, এটি সুন্নাত বিরোধী আমল। মানুষ যেভাবে এদিকে আকৃষ্ট হচ্ছে তাতে অনতিবিলম্বে ধর্মের নামে সৃষ্ট এসব বিদ'আতী আমল বন্ধ করার জন্য সচেতন জনগণের এগিয়ে আসা উচিত। এবিষয়ে মজলিস ভঙ্গের যে দো'আ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে পড়ার জন্য শিখিয়েছেন, সেটি হ'লঃ 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলায়কা'। এই দো'আ পাঠ করলে মজলিস চলাকালীন অনর্থক কথা সমূহের গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয় *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৩৩ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১৪৪; আরবী ক্বায়েদা পৃঃ ২)*।

প্রশ্নঃ (২/১৬২)ঃ 'বেহেস্তী জেওর' বইয়ের ৪র্থ খণ্ডের ১৭ নং মাসআলায় উল্লেখ আছে, রাতের অন্ধকারে স্ত্রী মনে করে কন্যা বা শ্বাশুড়ীর শরীর স্পর্শ করলে অথবা কোন ছেলে স্বীয় বিমাতার শরীর স্পর্শ করলে, সে পুরুষ তার স্ত্রীর জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। আলোচ্য ফৎওয়াটি সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন
নিউ ড্রাগ হাউজ

উলনিয়া, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল।

উত্তরঃ বেহেস্তী জেওরে বর্ণিত মাসাআলাটি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। সঠিক কথা এই যে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এধরনের জঘন্য আচরণ হয়ে গেলে স্ত্রী তার উপর হারাম হবে না। কেননা একটি হারাম কাজ অপর একটি হালালকে হারাম করতে পারে না। এরূপ কাজ হয়ে গেলে তাকে খালেছ অন্তরে তওবা করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি তার শ্বাশুড়ী ও শ্যালিকার সাথে যেনা করে ফেললে তিনি বলেন যে, এ কাজের জন্য তার স্ত্রী তার উপর হারাম হবে না' *(মুহাম্মাদ ইবনু আবী শায়বাহ, বায়হাক্বী; সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/১৮৮১, ৬/২৮৮; দ্রঃ আত-তাহরীক, নভেম্বর ২০০০ প্রশ্নোত্তর ২৭/৬২)*।

প্রশ্নঃ (৩/১৬৩)ঃ আমরা জানি সমাজে প্রচলিত মৃত ব্যক্তির নামে কুলখানি, চল্লিশা, কুরআন খতম কিংবা মৃত্যু বার্ষিকীসহ নানাবিধ অনুষ্ঠান করা বিদ'আত। কিন্তু এসব অনুষ্ঠানের বিপরীতে মৃতব্যক্তির আখেরাতের কল্যাণের জন্য আমরা ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী কি কি করতে পারি?

-মাহবূবুল হক
প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, ৩য় বর্ষ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তি আখেরাতে উপকৃত হবে তার রেখে যাওয়া মুমিন সন্তানের দো'আ ও ছাদাক্বাহ দ্বারা। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। তিনি যদি কথা বলতে পারতেন, তাহ'লে ছাদাক্বাহ করতে বলতেন। এখন যদি তাঁর জন্য ছাদাক্বা করি, তাহ'লে তিনি কি তার নেকী পাবেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫০ 'যাকাত' অধ্যায়, ৮ অনুচ্ছেদ)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে, তখন তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়। কেবল ৩টি আমল ব্যতীত। (১) ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ (২) এমন ইল্ম, যার দ্বারা জনগণের কল্যাণ সাধিত হয় এবং (৩) সুসন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩ 'ইল্ম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৪/১৬৪)ঃ তিনটি ক্ষেত্রে নাকি চুল-দাড়ি কলপ করা জায়েয। (১) যুদ্ধ ক্ষেত্রে বার্ধক্য লুকানোর জন্য (২) স্ত্রী যদি যুবতী হয় এবং স্বামীর পাকা চুল-দাড়ি দেখে যদি নাখোশ হয়, সে ক্ষেত্রে (৩) অকাল পক্কতা দেখা দিলে। বিষয়টির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কয়েকটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন ক্ষেত্রেই কাল খেযাব (কলপ) ব্যবহার করা বৈধ নয়। যেমন মুসলিম শরীফে জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ)-এর পিতা আবু কুহাফাহ্র চুল ও দাড়ি সম্পূর্ণ সাদা দেখে বললেন, 'তোমরা এই সাদা দাড়ি ও চুলগুলিকে কিছু দিয়ে পরিবর্তন কর। তবে কাল খেযাব থেকে দূরে থাক' *(মুসলিম ২/১৯৯ পৃঃ 'পোষাক ও সৌন্দর্য' অধ্যায়, মিশকাত হা/৪৪২৪ 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'শেষ যামানায় একদল লোকের আবির্ভাব হবে যারা কবুতরের বক্ষের ন্যায় কালো খেযাব ব্যবহার করবে। তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না' *(আবুদাউদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৪৫২, 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। ইবনু মাজাহ্তে স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করা এবং শত্রুর হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার করার জন্য কালো খেযাব ব্যবহার করা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছটি 'মুনকার' ও 'যঈফ' *(যঈফ ইবনু মাজাহ হা/৭২৯; সিলসিলা যঈফা হা/২৯৭২)*।

আর অকালপক্কতা ও বার্ধক্য লুকানোর জন্য কালো খেযাব ব্যবহার করা মর্মে যে আছারগুলি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণিত কালো খেযাব নিষেধ মর্মের ছহীহ মারফূ হাদীছের বিরোধী হওয়ার কারণে মুনকার বা 'অগ্রহণযোগ্য'। উল্লেখ্য যে, প্রথম কালো খেযাব ব্যবহার করেন মিসরের রাজা ফেরাউন এবং আরবদের মধ্যে প্রথম ব্যবহার করেন রাসূলের দাদা আব্দুল মুত্তালিব *(ফাৎহুল বারী ১০/৩৬৭ 'খেযাব লাগানো' অনুচ্ছেদ নং ৬৭)*।

প্রশ্নঃ (৫/১৬৫)ঃ মাযারভিত্তিক গড়ে উঠা মাদরাসা ও মসজিদগুলিতে শিক্ষা গ্রহণ কিংবা ছালাত আদায় এবং সেখানে আর্থিক সহায়তা করা শরী'আত সম্মত কি?

-মুহাম্মাদ সায়েদুল ইসলাম
সিপাইপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রচলিত অর্থে 'মাযার' হ'ল শিরকের কেন্দ্র। অতএব ঐ শিরকের কেন্দ্রকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা মসজিদ-মাদরাসা সবই শিরকের সহযোগী বলে গণ্য হবে। কোন ব্যক্তির কবর বা মাযারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা এবং তার উপার্জিত অর্থ দ্বারা পরিচালিত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে না। এ ধরনের মাদরাসায় শিক্ষা গ্রহণ করা ও সেখানে কোনরূপ সহযোগিতা করাও যাবে না। কেননা তাতে শিরকী কাজে সহায়তা করা হয়। অথচ এগুলি থেকে আল্লাহ নিষেধ করে বলেছেন 'তোমরা পরস্পরকে পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সহায়তা করো না' *(মায়েদাহ ২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা ইহুদী ও নাছারাদের লা'নত করেছেন। কেননা তারা তাদের নবীদের এবং সৎ লোকদের কবরকে মসজিদ তথা ইবাদত গৃহে পরিণত করেছিল' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭১২ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

আলী (রাঃ)-কে নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'হে আলী! তুমি কোন উঁচু কবর পেলে তা ভেঙ্গে সমান করে দিবে' *(মুসলিম, মিশকাত 'জানাযা অধ্যায় 'মৃতের দাফন' অনুচ্ছেদ হা/১৬৯৬)*। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উঁচু কবর ভেঙ্গে সমান করে দিতে বলেছেন, সেকারণ প্রচলিত মাযারকে কেন্দ্র করে এবং মাযারের অর্থ দ্বারা মসজিদ মাদরাসা গড়ার প্রশ্নই উঠে না। বরং সেগুলি ভেঙ্গে দিয়ে অন্যত্র হালাল অর্থে পুনর্নির্মাণ করাই শরী'আত সম্মত।

প্রশ্নঃ (৬/১৬৬)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সফর অবস্থায় কোন কোন সুন্নাত পড়েছেন ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শরীফুল ইসলাম
চরমোহনপুর, টিকরামপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সফর অবস্থায় ফজরের সুন্নাত, বিতর, চাশতের ছালাত, তাহাজ্জুদ, চন্দ্রগ্রহণ, তাহিইয়াতুল মসজিদ এবং ত্বাওয়াফের সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন সুন্নাত আদায় করতেন না।

তাবেঈ বিদ্বান হাফছ ইবনু আছেম বলেন, 'আমি মক্কার পথে (আমার চাচা) আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের সাথী ছিলাম। পথে তিনি আমাদেরকে নিয়ে যোহরের ছালাত দু'রাক'আত আদায় করলেন। অতঃপর নিজের আবাসে ফিরে এসে দেখলেন কিছু লোক দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এরা কি করছে? আমি বললাম, ওরা নফল ছালাত আদায় করছে। তিনি বললেন, যদি (সফরে) নফল পড়তেই পারতাম, তাহ'লে ফরযকেই পূর্ণ করতাম। একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথী ছিলাম, দেখেছি সফরে তিনি দু'রাক'আতের অধিক কোন ছালাত আদায় করেননি। আবুবকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর সাথেও ছিলাম, তাঁরাও সফরে দুই রাক'আতের অধিক কোন ছালাত আদায় করতেননা *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৩৮) 'সফরের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। আয়েশা (রাঃ) ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত সম্পর্কে বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ দু'রাক'আত সুন্নাত কখনোই ছাড়তেন না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী হা/১১৫৯, মুসলিম হা/৭২৪; মিশকাত হা/...)*।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খায়বার যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে ফজরের ছালাত ক্বাযা হয়ে গেলে সূর্য উদয়ের পর আযান দিয়ে সুন্নাত সহ ফজরের ছালাত আদায় করেন *(মুসলিম 'ক্বাযা ছালাত' অধ্যায় পৃঃ ২৩৮)*।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সফরে সওয়ারী অবস্থায় বিতর ছালাত আদায় করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'সফরে ছালাত' অনুচ্ছেদ হা/১৩৪০)*।

উম্মে হানী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কা বিজয়ের সময় গোসল শেষে চাশতের আট রাক'আত ছালাত আদায় করেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩০৯ 'চাশতের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

সাধারণ নফল ছালাত যেমন তাহাজ্জুদ, চাশতের ছালাত ও কারণবিশিষ্ট ছালাত যেমন ত্বাওয়াফের ছালাত, চন্দ্রগ্রহণের ছালাত, তাহিইয়াতুল মাসজিদ ইত্যাদি মুক্বীম ও মুসাফির উভয় অবস্থায় পড়া যায় *(সাঈদ ইবুন আলী আল-ক্বাহত্বানী, আস-সাফর ওয়া আহকামুহু, পৃঃ ৬৮)*।

প্রশ্নঃ (৭/১৬৭)ঃ জনৈক ব্যক্তি এক মহিলাকে চুম্বন করে ফেলল। অতঃপর ঐ ব্যক্তি অনুতপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে এজন্য শাস্তি কামনা করল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কি আমাদের সাথে ছালাত আদায় করোনি? অতঃপর ঐ ঘটনা উপলক্ষ্যে আয়াত নাযিল হ'ল 'আপনি দিনের দু'অংশে এবং রাতের কিছু অংশে ছালাত প্রতিষ্ঠা করুন। নিশ্চয়ই সৎকর্ম সমূহ গোনাহ সমূহকে মিটিয়ে দেয়'। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, উক্ত ব্যক্তিদ্বয় কে ছিলেন?

-মুহাম্মাদ মুঈনুদ্দীন আহমাদ
মহানন্দখালী
নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত আয়াতটি সূরা হূদ-এর ১১৪ আয়াত। ত্বাবারানীর বর্ণনা মতে উল্লেখিত ব্যক্তিটি ছিলেন ইবনু মা'তাব। ইবনু খায়ছামাহ বলেন, তিনি ছিলেন, একজন আনছারী, তাকে মা'তাব বলা হ'ত। তবে কোন কোন বর্ণনায় তাঁর নাম এসেছে কা'ব ইবনু আমর *(ফাৎহুল বারী ৮/৪৫৪ পৃঃ, হা/৪৬৮৭-এর ভাষ্য)*। তবে উক্ত মহিলা সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৮/১৬৮)ঃ কোন বস্তু ক্রয়ের সময় একজনের দামের উপর অন্যজন দাম করতে নবী করীম (ছাঃ) নিষেধ করেছেন। কিন্তু নিলামে বিক্রির সময় তো দামের উপরই দাম করতে হয়। এর শারঈ ভিত্তি কি?

-প্রকৌশলী নাছীরুদ্দীন
৪৬ লাইস সুপার মার্কেট
আম্বরখানা, সিলেট।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত নিষেধাজ্ঞাটি নিলামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বরং সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের সময় একজনের উপরে অন্য জনের দর-দাম করা নিষিদ্ধ *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। কিন্তু নিলাম-এর উদ্দেশ্যই হ'ল দর বৃদ্ধি করা এবং সেখানে একজনের উপরে অন্যজনের দর-দাম করার মাধ্যমেই নিলামের উদ্দেশ্য হাছিল হয়ে থাকে। আর নিলামে বেচাকেনা ইসলামে জায়েয রয়েছে।

তাবেঈ বিদ্বান আত্বা (রহঃ) বলেন, আমি ছাহাবায়ে কেরামকে দেখেছি যে, তারা গণীমতের মাল অধিক মূল্য প্রদানকারীর নিকটে বিক্রি করাতে দোষ মনে করতেন না।

মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা ... তাহরীক ৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৮ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তার মৃত্যুর পরে তার গোলাম আযাদ হবে বলে ঘোষণা দিল। তারপর সে অভাব গ্রস্ত হয়ে পড়ল। তখন নবী করীম (ছাঃ) গোলামটিকে নিয়ে নিলামে ডাক দিলেন এবং বললেন, কে একে আমার নিকট হ'তে ক্রয় করবে? নু'আঈম ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) তাঁর কাছ হ'তে সেটি এত এত মূল্যে ক্রয় করলেন। তিনি গোলামটিকে তার হাওয়ালা করে দিলেন *(বুখারী ১/... 'নিলাম' অনুচ্ছেদ, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৯/১৬৯)ঃ যৌথ পরিবারে তিন ভাই। কেউ উপার্জন করে, কেউ করে না। যারা উপার্জন করে তারা সবার ভরণ-পোষণ দেয়। যেমন মা-বাবা, ভাই-বোন। কিন্তু যারা উপার্জন করে না তারাও কি উপার্জনকারীর ক্রয়কৃত সম্পত্তিতে সমান অধিকারী হবে।

-আশরাফ আলী
পোঃ বক্স নং ৩০৪
খামিছ মোশায়েত, সঊদী আরব।

উত্তরঃ যৌথ পরিবারে মাতা-পিতার বর্তমানে তাদের সম্পত্তি ও সম্পদ দ্বারা কেউ উপার্জন করে ভরণ-পোষণ বাদে জমি ক্রয় করলে তাতে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও ভাগ পাবে। তবে মাতা-পিতার সম্পত্তি ও সম্পদ ব্যতিরেকে কেউ নিজে পৃথকভাবে উপার্জন করে তা দ্বারা পরিবারের ভরণ-পোষণের পর জমি ক্রয় করলে তাতে পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা ভাগ পাবে না। কেননা পরিবারের সদস্যরা মাতা-পিতার সম্পত্তি ও সম্পদের অধিকারী। ভাইয়ের উপার্জিত সম্পত্তি ও সম্পদের অধিকারী নয়।

প্রশ্নঃ (১০/১৭০)ঃ জনৈক ইমাম জুম'আর খুৎবায় প্রতি চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে 'আইয়ামে বীয'-এর নফল ছিয়াম রাখার কারণ সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন আদম (আঃ)-কে দুনিয়ায় পাঠালেন তখন তার দেহ কালো বর্ণ ছিল। অতঃপর ফেরেশতাগণ তার সৌন্দর্যের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেন। আল্লাহ তখন ফেরেশতাদের দো'আ কবুল করেন এবং প্রতি চান্দ্র মাসের এই তিন দিন তাকে ছিয়াম পালনের নির্দেশ দেন। ফলে তখন থেকে আদম (আঃ)-এর চেহারা উজ্জ্বল হ'তে লাগল। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয
শান্তি ফার্মেসী, আখড়াখোলা
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন। এর প্রমাণে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে প্রতি আরবী মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের ছিয়ামকে 'আইয়ামে বীয'-এর নফল ছিয়াম বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রতি মাসের উক্ত দিনগুলিতে তিনটি ছিয়াম পালন করলে সারা বছর নফল ছিয়াম পালনের সমান নেকী পাওয়া যায়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ; মাসিক আত-তাহরীক আগষ্ট ২০০০/প্রশ্ন নং ২১, পৃঃ ৫৪)*।

প্রশ্নঃ (১১/১৭১)ঃ তাকবীরে তাহরীমার সাথে জামা'আত ধরতে না পারলে ছানা পড়তে হবে কি?

-মুহাম্মাদ ছাদেকুল ইসলাম
চহেড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ তাকবীরে তাহরীমার পরে ছানা পড়ার সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পর জামা'আতে যোগদানকারীকে ছানা পড়তে হবে না। শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। কেননা জেহরী ছালাতে ইমামের ক্বিরাআতের সময় মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিছু পড়ার অনুমতি নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা ইমামের ক্বিরাআত রত অবস্থায় কেবলমাত্র সূরা ফাতিহা চুপে চুপে পড়বে *(ছহীহ ইবনু হিব্বান, বুখারী, জুযউল ক্বিরাআত, ত্বাবারাণী আওসাত্ব, বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, তুহফাতুল আহওয়াযী ২/২২৮; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৭৩৬-৩৭; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৫২)*।

প্রশ্নঃ (১২/১৭২)ঃ নিজ গৃহের অভ্যন্তরে মহিলাদের ওড়না বিহীন ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-নাজমুন নাহার
দেবনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ নিজ গৃহে হোক অথবা মসজিদে হোক মহিলাদের বড় ওড়না ব্যতীত ছালাত কবুল হবে না। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যুবতী মহিলাদের ছালাত ওড়না সহ সর্বাঙ্গ আবৃত করা ব্যতীত কবুল হবে না' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭৬২; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৭২)*।

প্রশ্নঃ (১৩/১৭৩)ঃ তারাবীহ-এর জামা'আতে বিতরে ইমামের সশব্দে দো'আ কুনূত পাঠ করা এবং মুক্তাদীগণের আমীন আমীন বলার কি কোন প্রমাণ আছে?

-সাঈদুর রহমান চৌধুরী
চৌধুরী লেন, নতুন বাজার, বরিশাল।

উত্তরঃ 'কুনূতে নাযেলা'য় যেভাবে ইমাম ছাহেব সশব্দে কুনূতের দো'আ পাঠ করেন এবং মুক্তাদীগণ 'আমীন' 'আমীন' বলেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১২৯০)*, অনুরূপভাবে জামা'আতে সাধারণ বিতর ছালাতেও ইমাম ছাহেব সশব্দে কুনূতের দো'আ পাঠ করবেন এবং মুক্তাদীগণ 'আমীন' 'আমীন' বলবেন *(ইমাম নববী, রাওযাতুত ত্বালেবীন ওয়া উমদাতুল মুফতীন ১/৩৩১ পৃঃ)*। ছাহেবে 'ইনছাফ' বলেন, কেবলমাত্র ইমাম-ই কুনূতের দো'আ সশব্দে পাঠ করবেন *(আলাউদ্দীন আল-মুরদাবী, আল-ইনছাফ ফী মা'রিফাতির রাজেহ মিনাল খেলাফ, আলমুক্বনে ও শারহুল কাবীর সহ, ৪/১৩১)*। তিনি বলেন, 'মুক্তাদী ঐ সময় কুনূতের দো'আ পাঠ না করে কেবল 'আমীন' 'আমীন' বলবেন *(ঐ, ৪/১৩০-৩১)*।

প্রশ্নঃ (১৪/১৭৪)ঃ স্বর্ণের সাথে যদি অন্য কোন ধাতু মেশানো থাকে এবং ধাতুর পরিমাণ স্বর্ণের চেয়ে বেশী থাকে, তবে সে জিনিসের কি যাকাত দিতে হবে?

-জি, জামান
রণজিতপুর, কাবিলপুর
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ স্বর্ণের সঙ্গে অন্য ধাতু মিশ্রিত থাকলে (স্বর্ণকার) দ্বারা স্বর্ণের পরিমাণ জেনে নিয়ে নেছাব পরিমাণ হ'লে শুধু স্বর্ণের যাকাত দিতে হবে, অন্য ধাতুর নয় *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, মাসআলা নং ৩৬৭, 'যাকাত' অধ্যায়, পৃঃ ৪৩০)*।

প্রশ্নঃ (১৫/১৭৫)ঃ রুকুতে গেলে পেশাব বের হয়ে যায়। চিকিৎসা করেও ফল পাচ্ছি না। এমতাবস্থায় ছালাত জায়েয হবে কি?

-আবুল খায়ের
রাণীরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ চিকিৎসার পরও যদি এরূপ অবস্থা হয় তাহ'লে ছালাত আদায় হয়ে যাবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬)*। এক ব্যক্তি তাবেঈ বিদ্বান সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি মযী অর্থাৎ লিঙ্গের তরল পানির সিক্ততা অনুভব করি। আমি কি ছালাত ছেড়ে দিব? তিনি বললেন, 'আমার উরুর উপর দিয়ে মযী প্রবাহিত হয়। তথাপিও আমি ছালাত পরিত্যাগ করি না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা পূর্ণ করি' *(মুওয়াত্ত্বা হা/৫৬)*। মুস্তাহাযা মহিলা কিংবা ফোঁটা ফোঁটা পেশাব অথবা সর্বদা বায়ু বের হয়, এসব পুরুষ-মহিলা প্রত্যেক ছালাতের জন্য ওযূ করে ছালাত আদায় করবে *(আবুদাউদ, নাসাঈ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৫৫৮ 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'মুস্তাহাযা' অনুচ্ছেদ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৬৮ পৃঃ 'ইস্তিহাযা' অধ্যায়; দ্রষ্টব্য : অক্টোবর ২০০২ প্রশ্নোত্তর নং ৪/৪)*।

প্রশ্নঃ (১৬/১৭৬)ঃ বিবাহিতা হিন্দু মেয়েদের মাথায় সিঁদুর ব্যবহারের সাথে ইবরাহীম (আঃ)-কে আগুনে নিক্ষেপের ঘটনার কোন সংশ্লিষ্টতা আছে কি?

-মাস'উদ আহমাদ
দমদমা, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লিখিত বিষয়টির কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। কুরআন ও হাদীছের কোথাও এ সম্পর্কে কিছু পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (১৭/১৭৭)ঃ কেউ যদি কোন মহিলাকে বলে, যেদিন তোমাকে বিয়ে করব সেদিনই তুমি তালাক। অতঃপর সে তাকে রাত্রি কালে বিয়ে করল, তাহ'লে সে তালাক প্রাপ্তা হয়ে যাবে (হিদায়া, অনুবাদঃ ইফাবা ২/১০২ পৃঃ)। উল্লিখিত মাসআলা কি ঠিক?

-মুহাম্মাদ মুর্তযা
রায়দৌলতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ উল্লিখিত মাসআলা সঠিক নয়। কারণ বিবাহের পূর্বে তালাকের শর্ত জুড়ে দিলে তা তালাক হিসাবে গণ্য হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'বনু আদম যে নযর পূরণের ক্ষমতা রাখে না তার জন্য কোন নযর নেই, আযাদ করার ক্ষমতা না থাকলে তার জন্য কোন গোলাম আযাদ নেই, তালাকের কর্তৃত্ব না থাকলে তার জন্য কোন তালাক নেই' *(তিরমিযী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৩২৮২ 'খোলা ও তালাক' অনুচ্ছেদ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২৮৭ পৃঃ, 'বিবাহের পূর্ব তালাক' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/১৭৮)ঃ কোন হালাল পশু যবহের সময় মাথা আলাদা হ'লে খাওয়া জায়েয হবে কি?

-সুমন
তাহেরপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ যেকোন হালাল পশু যবেহ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে যবেহ করতে গিয়ে যদি মাথা আলাদা হয়ে যায়, তাহ'লে তার গোশত খাওয়া নিঃসন্দেহে হালাল। এখানে যবহ করাটাই মুখ্য বিষয়, মাথা আলাদা হওয়া না হওয়াটা মুখ্য বিষয় নয়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'অতঃপর যে পশুর উপর আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারিত হয়, তা থেকে তোমরা খাও, যদি তোমরা তাঁর বিধান সমূহে বিশ্বাসী হও' *(আন'আম ১১৮)*।

প্রশ্নঃ (১৯/১৭৯)ঃ কিছু মহিলা আপত্তিকর পোষাক পরিধান করে বেহায়ার মত চলা-ফেরা করে ও চাকুরীস্থলে থাকে, যার ফলে কর্মস্থলে থাকা অবস্থায় দৃষ্টি এড়ানো কষ্টসাধ্য হয়। এথেকে বাঁচার উপায় কি?

-আব্দুল মতীন
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ মুসলিম দেশগুলিতে শারঈ আইন না থাকার কারণে বহু মহিলা নির্লজ্জ ও বেহায়ার মত চলাফেরা করে। এমতাবস্থায় মুত্তাক্বী-পরহেযগার ব্যক্তিগণের জন্য যতদূর সম্ভব মেয়েদের প্রতি কুদৃষ্টি এড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য অধিক পবিত্রতা রয়েছে' *(নূর ৩০)*। মহিলাকে অবশ্যই পর্দার সঙ্গে চলতে হবে এবং নারী-পুরুষ উভয়কে দৃষ্টি অবনত রেখে ভদ্রতার সঙ্গে সংযতভাবে চলাফেরা করতে হবে *(নূর ৩০-৩১)*।

প্রশ্নঃ (২০/১৮০)ঃ পিতা পাপ কাজের উৎস তৈরী করে মারা গেছেন। ছাদাক্বায়ে জারিয়ার মত তার পাপও কি জারি থাকবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
ঝাওয়াইল, টাংগাইল।

উত্তরঃ যার কারণে পাপ জারি হয়, তার অনুসারীদের পাপ সমূহের সমপরিমাণ পাপ তার উপরে আপতিত হয়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামতের দিন ওরা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে ওদের পাপভার এবং তাদেরও পাপভার, যাদেরকে তারা তাদের অজ্ঞতাহেতু বিপথগামী করে। সাবধান! খুবই নিকৃষ্ট বোঝা তারা বহন করে থাকে' *(নাহল ২৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি মানুষকে ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান জানালো, তার উপরে ঐ

পরিমাণ গোনাহ চাপানো হবে, যে পরিমাণ গোনাহ তার অনুসারীদের উপরে চাপবে। তাদেরকে তাদের গোনাহ থেকে এতটুকুও কম করা হবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৫, 'ঈমান' অধ্যায়, হা/২১০ 'ইল্ম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২১/১৮১)ঃ* أستغفر الله الذى لاإله إلا هوالحيّ القيوم وأتوب إليه *এই দো'আটি কি ছহীহ না যঈফ? ছহীহ হ'লে কোন্ হাদীছে আছে?

-মঈনুদ্দীন
দূর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উল্লিখিত দো'আটি একটি ছহীহ হাদীছের অংশ বিশেষ। এসম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন যে, ঐ দো'আ পাঠকারীর গোনাহ মাফ করা হবে। যদিও সে যুদ্ধের ময়দান হ'তে পলাতক ব্যক্তি হয়' *(ছহীহ তিরমিযী হা/২৮৩১; ছহীহ আবুদাউদ হা/১৩৪৩; মিশকাত হা/২৩৫৩ 'ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২২/১৮২)ঃ কোন ব্যবসায়ী মালের সঠিক হিসাব করতে না পারলে অনুমানভিত্তিক সে মালের যাকাত দেওয়া যাবে কি?

-আব্দুর রঊফ
জাকেরপুর, বরপেটা
আসাম, ভারত।

উত্তরঃ শরী'আতের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবসার সম্পদ সঠিক হিসাব করে যাকাত বের করতে হবে। সামুরা বিন জুনদুব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে ব্যবসার সম্পদ হিসাব করে যাকাত বের করতে বলেছেন *(আবুদাউদ, বুলূগুল মারাম হা/৬০৯ 'যাকাত' অধ্যায়, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৩২ পৃঃ)*। তবে সঠিক হিসাব না করতে পারলে সাধ্যমত হিসাব করে যাকাত বের করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহ্কে ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬)*।

প্রশ্নঃ (২৩/১৮৩)ঃ কা'বা গৃহ ও মসজিদুল আক্বছার নির্মাণ কালের ব্যবধান কত এবং পৃথিবীতে কোন মসজিদ সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছে?

-আব্দুর রশীদ
উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ উক্ত মসজিদ দু'টির নির্মাণ কালের মধ্যে পার্থক্য ছিল ৪০ বছর। পৃথিবীতে সর্বপ্রথম মসজিদুল হারাম (কা'বা গৃহ) নির্মিত হয়েছে। আবুযর গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, পৃথিবীতে কোন মসজিদ সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছে? তিনি বললেন, মাসজিদুল হারাম (কা'বা গৃহ)। আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদুল আক্বছা। আমি বললাম, দু'টির নির্মাণ কালের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত? তিনি বললেন, ৪০ বছর। অতঃপর যেখানে তোমাদের ছালাতের স্থান হয়ে যায়, সেখানেই ছালাত আদায় কর। কেননা তার মধ্যেই রয়েছে কল্যাণ' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশখাত হা/৭৫৩ 'মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থানসমূহ')*।

প্রশ্নঃ (২৪/১৮৪)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবুবকর (রাঃ)-কে ছিদ্দীক বা সত্যবাদী এবং ওমর ও ওছমান (রাঃ)-কে শহীদ বলেছিলেন, একথা কি সত্য?

-মুযযাম্মেল
নশীরার পাড়া
মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ একথা সত্য। যখন ওছমান (রাঃ)-কে হত্যা করার জন্য ঘেরাও করা হয়েছিল, তখন তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'আমি তোমাদেরকে আল্লাহ এবং ইসলামের কসম দিয়ে বলছি তোমরা কি জান? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মক্কার 'ছাবীর' নামক পাহাড়ের উপর ছিলেন, তাঁর সাথে আবুবকর, ওমর এবং আমি ছিলাম। পাহাড় দুলতে আরম্ভ করল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পাহাড়ের উপর পায়ের আঘাত দিয়ে বললেন, হে ছাবীর! স্থির হও। নিশ্চয়ই তোমার উপর একজন নবী, একজন ছিদ্দীক্ব ও দু'জন শহীদ রয়েছেন। তারা বলল, হাঁ আপনি সত্য বলছেন... *(তিরমিযী, নাসাঈ, বায়হাক্বী, দারাকুৎনী, মিশকাত হা/৬০৬৬ 'ওছমানের মর্যাদা' অনুচ্ছেদ; সনদ হাসান, ইরওয়া হা/১৫৯৪)*।

প্রশ্নঃ (২৫/১৮৫)ঃ আ'রাফ কি? সেখানে কোন্ শ্রেণীর লোক অবস্থান করবে? তারা সেখানে কতদিন থাকবে? তাদের শেষ পরিণতি কি হবে?

-আবুবকর ছিদ্দীক্ব
সচিব, বিটিএমসি
কারওয়ান বাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ জাহান্নাম ও জান্নাতের মাঝে একটি উঁচু স্থানকে 'আ'রাফ' বলা হয়। আ'রাফবাসী হবে সেই সব লোক, যারা ইতিবাচকভাবে যেমন জান্নাতে প্রবেশের যোগ্য বিবেচিত হবে না, তেমনি তাদের নেতিবাচক দিকও এতদূর নৈরাশ্যজনক ও ব্যর্থতাপূর্ণ হবে না যে, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এই কারণে তারা জাহান্নাম ও জান্নাতের মধ্যবর্তী এক সীমান্ত এলাকায় অবস্থান করবে। তারা সেখানে কত দিন থাকবে এবং তাদের শেষ পরিণতি কি হবে এ মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে কিছু যঈফ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তাদের কোন এক সময়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে বলবেন *(তাফসীর ইবনে কাছীর, আ'রাফ ৪৬ আয়াতের আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্নঃ (২৬/১৮৬)ঃ একটি জনপ্রিয় ধর্মীয় ম্যাগাজিনের প্রশ্নোত্তর পর্বে বলা হয়েছে যে, নবীগণ স্ব স্ব কবরে জীবিত আছেন। এর বিশুদ্ধতা জানতে চাই।

-নাজমুল হাসান
বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ সকল নবী মারা গেছেন এবং তাঁদেরকে পুনরায় জীবিত করা হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'নিশ্চয়ই আপনি মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে' *(যুমার ৩০)*। ওহোদ যুদ্ধের এক পর্যায়ে কেউ একথা রটিয়ে দিয়েছিল যে, মুহাম্মাদ মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মুহাম্মাদ একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নন। তাঁর পূর্বেও অনেক রাসূল গত হয়েছেন (মৃত্যুবরণ করেছেন)। এমতাবস্থায় তিনি যদি মারা যান কিংবা নিহত হন, তবে কি তোমরা (তাঁর দ্বীন হ'তে) মুখ ফিরিয়ে নিবে?' *(আলে ইমরান ১৪৪)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ৪০ বছর বয়সে নবী হন। ১৩ বছর মক্কায় অবস্থান করেন, ১০ বছর মদীনায় অবস্থান করেন এবং ৬৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৩৭)*। কাজেই ম্যাগাজিনের উক্ত জবাব পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিরোধী হওয়ায় অগ্রহণযোগ্য।

প্রশ্নঃ (২৭/১৮৭)ঃ দিন-মজুরের পারিশ্রমিক বাকী রাখা যায় কি?

-মাস'উদ
নতুনপাড়া, ভাদুরিয়া, দিনাজপুর।

উত্তরঃ দিন-মজুরের পয়সা তার সন্তুষ্টিতে বাকী রাখা জায়েয হ'লেও কাজ শেষ করা মাত্রই মজুরী আদায় করা যরূরী। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মজুরের ঘাম শুকানোর পূর্বে তোমরা তার মজুরী প্রদান কর' *(ইবনু মাজাহ, ইরওয়া হা/১৪৯৮; মিশকাত হা/২৯৮৭ 'মজুরী প্রদান' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৮/১৮৮)ঃ কোন শিক্ষক কোন ছাত্রের মুখের উপর মারতে পারে কি?

-আব্দুর রহমান
সুখানদিয়া দাখিল মাদরাসা
চাঁদপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ছাত্র-শিক্ষক বলে নয়, কেউ কারো মুখের উপর মারতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন ব্যক্তির প্রতি অভিশাপ করেছেন যে ব্যক্তি মুখে ছাপ দেয় বা মুখের উপর মারে *(মুসলিম, ইরওয়া হা/২১৮৫)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে রাসূল (ছাঃ) মুখে দাগ দিতে এবং মুখের উপর মারতে নিষেধ করেছেন *(তিরমিযী, ইরওয়া ৭/২৪২ পৃঃ)*। আবু হুরায়রা বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ কোন ব্যক্তিকে (কোন অপরাধীকে) মারবে, তখন সে যেন চেহারার উপর মারা থেকে বিরত থাকে' *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১২৪৩, 'নেশার দ্রব্য পানকারীর শাস্তির বিবরণ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৯/১৮৯)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু রোকানা নামক একজন ছাহাবীর সাথে কুস্তি লড়েছিলেন মর্মে আবুদাঊদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?

-আব্দুর রহমান
বড় পাথার, বগুড়া।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি 'হাসান'। ইবনে রোকানা তাঁর পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, তার পিতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে কুস্তি লড়েছিলেন। তাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে পরাজিত করেছিলেন *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইরওয়া হা/১৫০৩)*।

প্রশ্নঃ (৩০/১৯০)ঃ প্রচলিত তাবলীগ জামাতের 'ফাযায়েলে আমল' বইটি কতটুকু নির্ভরযোগ্য?

-আরীফা
কোরপাই, কুমিল্লা।

উত্তরঃ 'ফাযায়েলে আমল' বইটি নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ এতে বহু জাল ও যঈফ হাদীছ রয়েছে এবং বহু মিথ্যা কাহিনী রয়েছে। ছহীহ হাদীছ কিছু থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলির অপব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রশ্নঃ (৩১/১৯১)ঃ স্বামীর অনুপস্থিতিতে মহিলারা হাটবাজার ও স্বামীর ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে কি?

-রোকেয়া
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া মেয়েরা ঘর থেকে বের হবে না, এটাই তাদের জন্য চূড়ান্ত বিধান। তবে যেকোন সময়ে যরূরী প্রয়োজনে বাহিরে বা হাট বাজারে যেতে হ'লে সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণভাবে আবৃত করে যেতে হবে। আল্লাহ তা'আলা প্রয়োজনে বাড়ী হ'তে বের হওয়ার অনুমতি দান করে বলেন, 'হে নবী আপনার স্ত্রীদের, কন্যাদের ও মুসলিম মেয়েদের বলে দিন, তারা যেন ঘরের বাইরে বের হওয়ার সময় তাদের মাথার উপর চাদর ঝুলিয়ে দেয়' *(আহযাব ৫৯)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাতে সাওদা (রাঃ) বাড়ী হ'তে বের হয়েছিলেন। ওমর (রাঃ) তাঁকে দেখে চিনতে পেরে বলেছিলেন, আল্লাহ্র কসম আপনি সাওদা। আপনি আমাদের সামনে লুকাতে পারবেন না। সাওদা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট ফিরে এসে ঘটনা বর্ণনা করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন তোমরা তোমাদের প্রয়োজনে বের হ'তে পার' *(বুখারী ২/৭০৭ ও ৭৮৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/১৯২)ঃ স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারে কি? কোন স্ত্রী রাগের মাথায় তালাক দিয়ে ফেললে তাদের বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হবে কি?

-সৈয়দা সাওদা ফেরদৌসী
বড়বাগ, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

উত্তরঃ কোন স্ত্রী স্বামীকে তালাক দিতে পারে না এবং এর দ্বারা বিবাহ বন্ধনও ছিন্ন হবেনা। কোন স্ত্রী তার স্বামীর সাথে চলা অসম্ভব মনে করলে স্থানীয় দায়িত্বশীল বা ক্বাযীর

নিকট অভিযোগ পেশ করবে। ক্বাযী স্বামী ও স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে স্বামীকে মোহর ফেরত দিয়ে বিবাহ বিচ্ছিন্ন করে দিবেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩২৭৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/১৯৩)ঃ আমার মেয়ের নাম খায়রুন নাঈমা মনি। এই নামটি কি সঠিক?

-নীলুফা পারভীন
স্বাস্থ্য সহকারী
প্যারামেডিকেল পাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত নামের মধ্যে শিরক ও বিদ'আত কিছু নেই। উক্ত নাম রাখা চলে। তবে নামটি সুন্দর নয়। কারণ তিনটি নাম একত্রিত করা হয়েছে (১) খায়রুন (২) নাঈমা ও (৩) মনি বা মূনীরা। যে কোন একটি রাখাই ভাল।

প্রশ্নঃ (৩৪/১৯৪)ঃ বিতর ছালাতে দো'আ কুনূত পড়ার সময় হাত উঠানোর দলীল সমূহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবু সাঈদ
নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তরঃ বিতর ছালাতে দো'আ কুনূত পড়ার সময় হাত তোলা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) থেকে কোন মরফূ হাদীছ নেই। তবে ছাহাবায়ে কেরাম থেকে আছার বা আমল পাওয়া যায় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪৭ পৃঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ৯৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/১৯৫)ঃ মাসিক অবস্থায় জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী কুরআন মুখস্থ করছিল। এমতাবস্থায় স্বামী স্ত্রীকে মারধর করে এবং বাপের বাড়ী থেকে টাকা নিয়ে এসে কাফফারা দিতে বলে। এ সম্পর্কে শরী'আতের বিধান কি?

-পারভীন সুলতানা
সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তরঃ ঋতুবতী অবস্থায় কুরআন স্পর্শবিহীনভাবে তেলাওয়াত করা, মুখস্থ করা এবং এর কোন আয়াত দো'আ হিসাবে পাঠ করা জায়েয। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকির করতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৬)*। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় আল্লামা ছান'আনী বলেন, فتدخل تلاوة القرآن ولو كان جنبا। অর্থাৎ 'সর্বাবস্থায় যিকির করার মধ্যে অপবিত্র অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াতও অন্তর্ভুক্ত' *(সুবুলুস সালাম ১/১২১ পৃঃ, হা/৭২)*। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'অপবিত্র অবস্থায় দো'আ হিসাবে, শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে, যিকির-আযকার হিসাবে কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েয। যেমন- সফরের দো'আয় কুরআনের আয়াত পাঠ ইত্যাদি *(আল-ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৩৮৪ পৃঃ)*। ইমাম বুখারী, ইবনুল মুনযির ও অন্যান্য বিদ্বানগণ ঋতু বা অপবিত্র অবস্থায় কুরআন পড়া জায়েয বলেছেন' *(ইরওয়া ২/২৪৪-৪৫)*। তবে কুরআন স্পর্শ করে পড়া নিষিদ্ধ *(ঐ ১/১৫৮-৬১, হা/১২২)*।

উল্লেখ্য, যে সকল হাদীছে ঋতু অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করা হয়েছে সেগুলি যঈফ *(মিশকাত হা/৪৬০-৬৩ 'অপবিত্র ব্যক্তির সাথে মেলামেশা ও তার জন্য যা বৈধ অনুচ্ছেদ; ইরওয়া হা/৪৮৫-এর আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ আগষ্ট ২০০২ প্রশ্নোত্তর ৩৩/৩৫৮)*। সুতরাং স্বামীর এহেন আচরণ চরম অন্যায় হয়েছে এবং নেকী থেকে স্ত্রীকে বঞ্চিত করেছে।

প্রশ্নঃ (৩৬/১৯৬)ঃ জামা'আত চলাকালীন সময়ে কোন লোক অজ্ঞান হয়ে গেলে ছালাত ছেড়ে দিয়ে তার সেবা করতে হবে, নাকি ছালাত শেষ করতে হবে?

-শফীকুর রহমান
বাসা নং ৫৩, রোড- ৭, ব্লক-ই
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় ছালাত ছেড়ে দিয়ে অজ্ঞান ব্যক্তির সেবায় এগিয়ে যেতে হবে। কারণ এতে তার জীবনাবসানের আশংকা রয়েছে। যেমন ছালাত অবস্থায় রাসূল (ছাঃ) সাপ মারতে বলেছেন *(আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১০০৪)*। কারণ সাপের দংশনে মানুষের প্রাণ নাশের সম্ভাবনা থাকে।

প্রশ্নঃ (৩৭/১৯৭)ঃ নারী নেতৃত্ব কি বৈধ?

-শাকিল
রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।

উত্তরঃ নারী নেতৃত্ব ইসলামী শরী'আতে জায়েয নয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যেমন সিদ্ধ নয়, তেমনি সিদ্ধ নয় আদালতে বিচারক হওয়ার ক্ষেত্রেও। নারী-পুরুষ সম্মিলিত জুম'আ-জামা'আত ও ঈদায়নের ছালাতের ইমামতি নারী করতে পারে না। বিবাহ ও তালাকের ক্ষেত্রেও তাদেরকে নেতৃত্ব দেওয়া হয়নি। বিগত যুগে ইসলামী খেলাফতের কোন পর্যায়ে নারীকে রাষ্ট্রের নেতৃত্ব সোপর্দ করা এমনকি পার্লামেন্টের সদস্যা নিয়োগ করারও কোন প্রমাণ নেই। এমনকি বনু ইসরাঈলের ইতিহাসেও কোথাও নারী নেতৃত্বের প্রমাণ নেই। প্রচলিত চার মাযহাবের কোন ইমাম ও ফক্বীহ একে জায়েয বলেননি। হানাফী মাযহাবে আদালতের বিচারক পদে নারীর নিয়োগ জায়েয বলা হ'লেও তা হুদূদ ও ক্বিছাছ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বলা হয়েছে *(হেদায়া ৩/১২৫ পৃঃ)*। তবে ছাহেবে মিরক্বাত এটিকে নাকচ করেছেন এবং সর্বক্ষেত্রে নাজায়েয বলেছেন *(মিরক্বাত ৭/২১৫ পৃঃ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন কোন সময়ে স্ত্রীদের নিকট থেকে পরামর্শ নিয়েছেন। এখনও সেটা নেওয়া যাবে। কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে, তাদেরকে সেজন্য জাতীয় সংসদ সদস্যা নিয়োগ করতে হবে। মাওলানা আশরাফ আলী থানবী নারীকে জাতীয় সংসদ সদস্যা পদে নিয়োগ জায়েয বলতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর এ মতামত শরী'আতে অগ্রাহ্য। মাওলানা মওদূদী মিস ফাতেমা জিন্নাহকে যে প্রেসিডেন্ট পদে সমর্থন দিয়েছিলেন, সেটা

সম্ভবতঃ তাঁর সাময়িক সিদ্ধান্ত ছিল। কেননা তাঁর সার্বিক লেখনী নারী নেতৃত্বের বিরোধী। অতএব রাষ্ট্রীয় ও সমাজের কোন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নারী নেতৃত্ব ইসলাম নাকচ করেছে বিধায় তা কোন পর্যায়ে সমর্থন করা যায় না। কেননা স্থায়ী মূলনীতি হিসাবে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ 'পুরুষগণ নারীদের উপরে কর্তৃত্বশীল' *(নিসা ৩৪)*। আবুবকর (রাঃ) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই সংবাদ পেলেন যে, পারস্যবাসীরা কিসরার কন্যাকে তাদের শাসক নির্বাচিত করেছে, তখন তিনি বললেন, সে জাতি কখনই সফলতা লাভ করতে পারবে না, যারা কোন নারীর হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার অর্পণ করে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৬৯৩ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়; মিরক্বাত ৭/২১৫ পৃঃ; ফৎহুলবারী হা/৪৪২৫-এর ব্যাখ্যা ৭/৭৩৩)*। অতএব নারীর সমানাধিকার ও ক্ষমতায়নের নামে নারীকে যতবেশী পুরুষের সাথে কর্মস্থলে নিয়োগ করা হবে, ততবেশী সমাজে অশান্তি ও অধঃপতন নেমে আসবে। বিগত সভ্যতাগুলির ধ্বংস একারণেই হয়েছে এবং কুরআন-হাদীছও সে কথা বলে, যা কখনোই মিথ্যা হবার নয়।

প্রশ্নঃ (৩৮/১৯৮)ঃ জনশ্রুতি আছে যে, কা'বা ঘর নির্মাণের পর ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্‌র আদেশে অতিরিক্ত সুরকিগুলি ছুড়ে মারেন এবং আল্লাহ্‌র আদেশে সুরকিগুলি উড়ে গিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পড়ে। ঐ সুরকিগুলি যে স্থানে পড়েছে সেখানে একটি করে মসজিদ গড়ে উঠেছে। এটা কি সত্য?

-নাছীর
নয়াটোলা, ঢাকা।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনা ও বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

প্রশ্নঃ (৩৯/১৯৯)ঃ জমি চাষের কঠিন দায়িত্ব গরু নিজেই গ্রহণ করেছে, একথার সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুর রাকীব
পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তরঃ উক্ত কথা সত্য। তবে এভাবে নয়; বরং গরু বলেছে যে, আমাকে জমি চাষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা ফজরের ছালাত শেষে মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে বললেন যে, বিগত যুগে একজন লোক একটি গাভীকে পিছন থেকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় ক্লান্ত হয়ে তার উপর সওয়ার হয়। তখন গাভী তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, আমাদেরকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়নি; বরং আমাদেরকে জমি চাষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। একথা শুনে মুছল্লীগণ বিস্মিত হয়ে বলে উঠল, গাভী কি কথা বলতে পারে? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি এবং আবুবকর ও ওমর একথা বিশ্বাস করি। অথচ আবুবকর ও ওমর সেখানে উপস্থিত ছিলেন না' *(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আহমাদ, ইরওয়া হা/২১৮৬, ৭/২৪২-২৪৩)*। একথা বলার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কথাটির সত্যতার ব্যাপারে জোর দিয়েছেন মাত্র। অতএব গরু নিজে দায়িত্ব নেয়নি। বরং আল্লাহ তাকে ঐ দায়িত্ব দিয়েই সৃষ্টি করেছেন।

প্রশ্নঃ (৪০/২০০)ঃ আমি প্রত্যেক ফরয ছালাতান্তে 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করি ফযীলত মনে করে। আয়াতুল কুরসী পাঠকারী জান্নাতে প্রবেশ করাতে মউত ব্যতীত কোন বাঁধা থাকে না। শুনলাম মিশকাতে যে হাদীছটিতে একথা আছে, সেটি নাকি যঈফ?

-আযহারুদ্দীন
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ উল্লেখিত মর্মে হযরত আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটির প্রথমাংশ ছহীহ, যেখানে প্রশ্নে বর্ণিত বিষয়টি বলা হয়েছে এবং শেষাংশটি যঈফ, যেখানে শয়ন কালে এটি পড়তে বলা হয়েছে *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/৯৭৪ 'ছালাত শেষে যিকর' অনুচ্ছেদ)*। তবে শেষাংশটি আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তুমি ঘুমাতে যাবে তখন 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করবে। তাহ'লে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তোমার জন্য সকাল পর্যন্ত একজন পাহারাদার নিয়োগ করা হবে এবং শয়তান তোমার নিকটবর্তী হবে না' *(বুখারী, মিশকাত হা/২১২৩ 'কুরআনের মাহাত্ম্য অনুচ্ছেদ)*। অতএব ছালাতান্তে এবং শয়নকালে নিঃসন্দেহে 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করা যাবে।

হোটেল এশিয়া
(আবাসিক)
ফোনঃ (০৭২১) ৭৭৩৭২১; মোবাইলঃ ০১১-৩৭৭৫৯৮
HOTEL ASIA
(RESIDENTIAL)
Tel: (0721) 773721; Mob: 011-377598
* মনোরম পরিবেশ
* রুচিসম্মত আবাসিক সুবিধা
* গাড়ি পার্কিং-এর সু-ব্যবস্থা ও
* ডিলাক্স রুম
ইয়াসিন সুপার মার্কেট, ষ্টেশন রোড, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী।

মাসিক

আত-তাহরীক

Web: www.at-tahreek.com

৮ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
মার্চ-২০০৫

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

ব্লেয়ারদের চরিত্র বিশ্লেষণ থেকে বিশ্ববাসী কি জ্ঞান লাভ করতে পারে দেখা যাক।

তৃতীয় 'ব+ব' (বুশ+ব্লেয়ার) একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই কি কুকীর্তির জন্ম দিল তা শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল জগতবাসী প্রত্যক্ষ করছে। জাপানে বোমা নিক্ষেপের ফলে অসংখ্য নিরপরাধ নরনারী, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা অকালে মারা পড়েছিল। ফলে মানুষের মধ্যে দয়া, মায়া, মমতা, ভালবাসা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলীর দ্রুত জাগরণ ও বিকাশ ঘটে এবং তার ফলশ্রুতিতে জাতিসংঘের উদ্ভব হয়েছিল। আর আজ সাম্রাজ্যবাদী জ্ঞানপাপী, নরপিশাচ বর্বরদের হাতে সেই জাতিসংঘের মৃত্যু ঘন্টা বেজে উঠল। লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ মানুষকে কতখানি নীচে ঠেলে দেয় তা বর্তমান দ্রুত ও শ্রুত সংবাদ মাধ্যমে আমরা জগৎবাসী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি 'ব'-দের কার্যকলাপ থেকে।

স্বার্থান্বেষায় অতিমাত্রায় অন্ধ হয়ে সকল প্রকার মানবিক গুণাবলী বিসর্জন দিয়ে তারা মিথ্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে আগাগোড়া। এদের মত বড় মিথ্যাবাদী এই দুনিয়াতে কখনও জন্মগ্রহণ করেছে কি? তারা এমনভাবে মিথ্যাচার চালিয়েছে যে, সাদ্দামের নিকট আমেরিকা, ইউরোপ তথা বিশ্ববাসীকে ধ্বংস করার মত রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র রয়েছে। এজন্য 'ব'-দের রাতে ঘুম ছিল না। অথচ যুদ্ধ শেষে কোন মরণাস্ত্রেরই সন্ধান এখন পর্যন্ত পাওয়া গেল না। জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শক দলও কোন মারণাস্ত্রের সন্ধান পায়নি। আমেরিকানদের প্রতি বিশ্ববাসীর যে ভাল ধারণা ছিল, মিষ্টার বুশ তা ধ্বংস করে দিয়েছে। সে সুখ্যাতি ফিরে পেতে হ'লে আমেরিকানদের উচিৎ 'বুশ'-কে গ্রেফতার করে তার মিথ্যাচারের বিচার করা।

মহান আল্লাহ ক্বিয়ামতের পূর্বে সবচেয়ে মিথ্যুক, দাজ্জালকে এই দুনিয়াতে পাঠাবেন মানুষের ঈমান পরীক্ষার জন্য। হয়ত তারই প্রতিভু হিসাবে দুই সর্বোত্তম মিথ্যুক (বুশ-ব্লেয়ার)-এর আর্বিভাব ঘটিয়েছেন, যাতে বিশ্ববাসী আগে থেকেই তা জানতে পারে। বাংলা ভাষায় 'ব' বর্ণটিই যেন যত খারাপ বা দোষের জন্য সৃষ্ট এবং সেই বদ দোষগুলির সবই বুশ-ব্লেয়ারের মধ্যে বিদ্যমান। আর সে কারণেই জাতিসংঘ তথা বিশ্ববাসীর মানবিক আবেদন, নিবেদন, আন্দোলন 'ব'-দের বুঝে আসেনি। এই 'ব' দিয়ে কতরকম দোষ প্রকাশ পায় তার অন্ত নেই। যেমনঃ বদ, বদমাশ, বখাটে, বজ্জাত, বেআন্দাজ, বেআক্কেল, বেতমীজ, বেদরদী, বেঈমান, বেআইনী, ব্যভিচারী, বেজন্মা, বিদ'আতী ইত্যাদি বদগুণের সবগুলিরই অধিকারী সম্ভবতঃ 'বুশ' ও 'ব্লেয়ার'। কেউ তা অস্বীকার করতে পারে কি? সুতরাং 'হ' এবং 'ব' সম্বন্ধে হুঁশিয়ার।

মাযহারুল ইসলাম
শিক্ষক (অবঃ)
গভঃ ল্যাবরেটরি হাইস্কুল, রাজশাহী।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/২০১)ঃ আমার পিতা সূদে টাকা নিয়ে মাছ চাষ করে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করেন। তার পরিবারের একজন সদস্য হিসাবে আমি দায়ী হব কি-না এবং আমার ইবাদত কবুল হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-কবীর হোসাইন
ফকিরহাট, বাগেরহাট।

উত্তরঃ যতদিন ছেলের লালন-পালনের দায়িত্ব পিতার উপরে থাকে, ততদিন বাধ্যগত অবস্থায় ছেলে পিতার সংসারে হারাম খাওয়ার জন্য দায়ী হবে না। তবে ছেলে যখন উপার্জনক্ষম হবে, তখন পিতার হারাম উপার্জন খেলে দায়ী হবে এবং তার ইবাদত কবুল হবে না। কেননা সূদ স্পষ্ট হারাম *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭)*। আর হারাম খাদ্যে ইবাদত কবুল হয় না *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*।

প্রশ্নঃ (২/২০২)ঃ সন্তান প্রসবের পর ডান কানে আযান এবং বাম কানে এক্বামত দেওয়া সংক্রান্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

-শাহাদাত হোসাইন
ভাটপাড়া, আড়ানী, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি 'মওযূ' বা জাল *(ইরওয়া হা/১১৭৪)*। হাদীছটি নিম্নরূপঃ

رَوَى اِبْنُ السُّنِّى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ مَرْفُوْعًا: مَنْ وَلَدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَذَّنَ فِىْ أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَاَقَامَ فِى الْيُسْرَى لَمْ تَضُرُّهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ-

ইবনুস সুন্নী হাসান ইবনে আলী থেকে মরফূ সূত্রে বর্ণনা করেন, 'যার কোন সন্তান জন্ম নিবে, অতঃপর সে তার ডান কানে আযান এবং বাম কানে এক্বামত দিবে, সে শিশুর মৃগী রোগ হবে না' *(ইরওয়া হা/১১৭৪)*। তবে সন্তান জন্মের পর তার পাশে দাঁড়িয়ে বা বসে আযান দিবে। 'যাতে প্রথমেই তার কানে আল্লাহ্র নাম প্রবেশ করে' *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩৩)*। আবু রাফে' বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে 'হাসান' জন্মের পর তার কানে ছালাতের আযান দিতে দেখেছি' *(তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪১৫৭ 'শিকার ও যবহ সমূহ' অধ্যায় 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ, সনদ 'হাসান ইনশাআল্লাহ' ইরওয়া হা/১১৭৩)*।

প্রশ্নঃ (৩/২০৩)ঃ কোন ব্যক্তি তার শ্বাশুড়ীর সাথে যেনা করলে, তার স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে কি?

http://islaminonesite.wordpress.com

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় স্ত্রী হারাম হবে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'হারাম মিলন কোন বৈধ বন্ধনকে হারাম করতে পারে না' (*বায়হাক্বী, ইরওয়া হা/১৮৮১*)। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এক ব্যক্তি তার শ্বাশুড়ীর সাথে এবং তার শ্যালিকার সাথে যেনা করেছিল। ইবনু আব্বাস (রাঃ) তার ব্যাপারে বলেছিলেন, এই যেনার কারণে তার স্ত্রী তার উপর হারাম হবে না (*মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, বায়হাক্বী, ইরওয়া ৬/২৮৭-৮৮ পৃঃ*)।

প্রশ্নঃ (৪/২০৪)ঃ আমি একজন ছাত্র। শিক্ষকরা কলেজের সকল ছাত্র-ছাত্রীর নিকট থেকে পূজার জন্য চাঁদা তোলেন। বাধ্য হয়ে আমাকেও চাঁদা দিতে হয়। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-মাহফূয
নলডহরী, লালগোলা
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ পূজা বা এ ধরনের কোন শিরকী অনুষ্ঠানের জন্য চাঁদা দেওয়া যাবে না। যেকোন মূল্যে চাঁদা দেওয়া হ'তে বিরত থাকতে হবে। কারণ এতে শিরকের সহযোগিতা করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'পাপ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে একে অপরকে সহায়তা কর না' (*মায়েদাহ ২*)। এরপরেও যদি বাধ্য করা হয়, তবে সেজন্য আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা চাইতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' (*তাগাবুন ১৬*)।

প্রশ্নঃ (৫/২০৫)ঃ জনৈক ব্যক্তি বললেন, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য এবং জান্নাতের আশায় ইবাদত করলে তার ইবাদত কবুল হবে না; বরং আল্লাহ্র নির্দেশ পালনের জন্য ইবাদত করতে হবে। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

-সায়ফুল্লাহ বিন আফযাল
উত্তর হিন্দুকান্দি, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তরঃ শুধু নির্দেশ পালন নয়; বরং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করে জান্নাত লাভের আকাংখা করাও ইবাদতের উদ্দেশ্য। কারণ নবী করীম (ছাঃ)-এর অধিকাংশ দো'আ ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ লাভ বিষয়ে ছিল (*বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৮৭ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়*)। তিনি বলেন, যদি কেউ আল্লাহ্র নিকটে তিনবার জান্নাত প্রার্থনা করে, তখন জান্নাত নিজেই সুফারিশ করে বলে, আল্লাহ তুমি ঐ ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। অনুরূপভাবে কেউ তিনবার জাহান্নাম থেকে বাঁচার প্রার্থনা করলে, জাহান্নাম তার জন্য সুফারিশ করে বলে, হে আল্লাহ তুমি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও' (*তিরমিযী, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৪৭৮ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়*)।

প্রশ্নঃ (৬/২০৬)ঃ জনৈকা বৃদ্ধা মহিলা ১৬ বৎসর যাবৎ রোগাক্রান্ত থেকে মারা যায়। সে ১৬ মাস রামাযানের ছিয়াম পালন করতে পারেনি। তার স্বামীর আর্থিক অবস্থা ভাল থাকার পরও ফিদইয়া দেয়নি। এখন কি তার পক্ষ থেকে ফিদইয়া দেওয়া যাবে?

-সুমন
হাট দামনাস, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত স্বামীর উচিৎ ছিল দৈনন্দিন ফিদইয়া আদায় করা। এখন তার জন্য কোন ফিদইয়া দিতে হবে না। তবে তার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে এবং তার নামে ছাদাক্বাহ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃতব্যক্তির জন্য ক্ষমা চাইতে বলেছেন (*আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৩৩; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫০*) ও মৃতব্যক্তির নামে ছাদাক্বাহ করতে বলেছেন (*মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫০*)।

প্রশ্নঃ (৭/২০৭)ঃ বিয়ের সময় আমি কবুল না বলে শুধু স্বাক্ষর করেছিলাম। কবুল বলা ছাড়া বিয়ে হয় কি?

-পারুল সুলতানা
কলারোয়া মহিলা কলেজ, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কাবিননামায় স্বাক্ষর থাকাটাই মেয়ের সম্মতির প্রমাণ। মুখে সরবে 'কবুল পড়া' বা সেটা শোনা শর্ত নয়। মেয়ের সম্মতি নিয়ে 'অলী' হিসাবে পিতা বিবাহে সম্মতি দিলেই যথেষ্ট হবে (*দ্রঃ তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ প্রভৃতি, মিশকাত হা/৩১২৭, ৩১৩৩ 'বিবাহ' অধ্যায় 'কনের সম্মতি' অনুচ্ছেদ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২০০ পৃঃ*)।

প্রশ্নঃ (৮/২০৮)ঃ আত্তাহিইয়াতু পড়ার সময় بِسْمِ اللهِ। وَبِاللهِ শব্দ দু'টি প্রথমে মিলিয়ে পড়ার হাদীছটি কি ছহীহ?

-আবুল মুহসিন ফারুকী
মহাস্থান, বগুড়া।

উত্তরঃ হাদীছটি যঈফ (*মিশকাত হা/৯১৬, ১নং টীকা; যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১৯০; যঈফ নাসাঈ হা/৫৪*)।

প্রশ্নঃ (৯/২০৯)ঃ নবনির্মিত একটি মসজিদের তিনটি দরজার উপর কা'বা শরীফের তিনটি ছবি টাঙানো হয়েছে। এই ছবিগুলি মুছল্লীদের পিছনে হওয়ায় মসজিদে ছালাত হবে না বলে অনেকেই মসজিদ ত্যাগ করেছেন। বিষয়টি কতটুকু যুক্তিসঙ্গত। শারঈ দৃষ্টিতে এর সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুসলিমুদ্দীন
শিবপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ কা'বা শরীফের ছবি পিছনে থাকলে ছালাতের কোন অসুবিধা হবে না। এতে কা'বা শরীফের কোন অবমাননাও হবে না। তবে মসজিদ যেহেতু ইবাদতের স্থান, কাজেই তা সবধরনের ছবি ও প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকে মুক্ত হ'তে হবে। কারণ এতে ছালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট হয়। মুছল্লীর একাগ্রতায় বিঘ্ন ঘটায়, এমন সবকিছু ছালাতে নিষিদ্ধ

http://islaminonesite.wordpress.com

(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৫৭, 'ছালাত' অধ্যায়, 'পর্দা' অনুচ্ছেদ)।

প্রশ্নঃ (১০/২১০)ঃ দক্ষিণ দিকে মাথা করে শোয়া কি শরী'আত সম্মত?

*-মানিক মাহমূদ**
বনগড়ুপাড়া, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ এ ব্যাপারে শরী'আতে কোন বিধি-নিষেধ নেই। খোলা ময়দানে পশ্চিম দিকে মুখ করে পেশাব-পায়খানা করতে নিষেধ করা হয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৩৪)*। কিন্তু পশ্চিম দিকে পা করে শু'তে নিষেধ করা হয়নি। কাজেই শুধুমাত্র উত্তর-দক্ষিণ হয়ে শু'তে হবে, একথা সঠিক নয়।

** আপনার নাম শুধু 'মাহমূদ'-ই যথেষ্ট হবে (স.স)।*

প্রশ্নঃ (১১/২১১)ঃ এক ব্যক্তি বার বার পরীক্ষা দিয়েও পাশ করতে পারছে না। এমতাবস্থায় অন্য কেউ তার পক্ষ থেকে পরীক্ষা দিয়ে তাকে পাশ করিয়ে দিতে পারবে কি?

-লুৎফর রহমান
পশ্চিম দৌলতপুর
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ এটি উপকার নয়, বরং জালিয়াতি মাত্র। চুরি ও প্রতারণার মাধ্যমে কোন অযোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্য প্রমাণ করার মধ্যে ঐ ব্যক্তির কল্যাণ হ'লেও তাতে সমাজের মহা অকল্যাণ সাধিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রতারণা করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২০ 'ক্বিছাছ' অধ্যায়)*। দ্বিতীয়তঃ এটা আল্লাহ্র চিরন্তন বিধানের বিরোধিতা করার শামিল। কেননা মেধা ও প্রতিভার বিভিন্নতা স্রেফ আল্লাহ্র ইচ্ছায় হয়ে থাকে। এখানে বান্দার কিছু করার নেই। 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সম্মানিত করেন ও যাকে ইচ্ছা অসম্মানিত করেন তাঁরই মঙ্গল হস্তে' *(আলে ইমরান ২৬)*। অতএব ঐ ব্যক্তির বারবার ফেল করার মধ্যেও নিশ্চয়ই কোন মঙ্গল রয়েছে, যা আল্লাহ্র ইল্মে রয়েছে। অতএব তাকে আল্লাহ্র উপরে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। এতে তিনি আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রাপ্ত হবেন।

প্রশ্নঃ (১২/২১২)ঃ আমি একজন ব্যবসায়ী। শরী'আত মুতাবেক শতকরা কত ভাগ লাভ করা যায়?

-মুহাম্মাদ রিপন
রবি ভ্যারাইটি ষ্টোর
পলিকাদোয়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ক্রেতা-বিক্রেতা কাউকে ধোঁকা না দিয়ে উভয়ের সন্তুষ্টিতে বাজার দর অনুযায়ী যেকোন মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করতে পারে। এটা শরী'আত সম্মত। উরওয়া আল-বারেকী হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী করীম (ছাঃ) একটি কুরবানীর পশু বা ছাগল কেনার জন্য তাকে একটা দিনার দিয়েছিলেন। উক্ত ছাহাবী তা দিয়ে দু'টি ছাগল খরিদ করেন। তারপর এক দিনারের বিনিময়ে একটি ছাগল বিক্রয় করে দিয়ে একটি ছাগল ও একটি দিনার নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে তার ব্যবসায়ে বরকতের দো'আ করেন। এরপর থেকে সে মাটি কিনলেও তাতে লাভবান হ'ত *(বুখারী, মিশকাত হা/২৯৩২; বুলূগুল মারাম হা/৮০৬, ৮০৭ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। তবে তোমাদের পরস্পরের সম্মতিতে যে ব্যবসা করা হয়, তা বৈধ' *(নিসা ২৯)*।

প্রশ্নঃ (১৩/২১৩)ঃ আমাদের এলাকায় জমি বর্গাদাতা কোন প্রকার খরচ বহন করে না। সমস্ত খরচ বর্গা গ্রহীতা বহন করে থাকে। এমতাবস্থায় বর্গাদাতা ও গ্রহীতা উভয়কে কি ওশর দিতে হবে?

*-সুমন**
কোটা (পদ্মপুকুর), পায়রাহাট
অভয়নগর, যশোর।

উত্তরঃ জমি বর্গা দাতাকে উৎপন্ন ফসলের ভাগ প্রদানের পর বর্গা গ্রহীতা তার নিজস্ব ভাগ হ'তে ফসল উৎপাদনের খরচ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশের ওশর প্রদান করবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন *(ইউসুফ আল-ক্বারযাভী, ফিক্বহুস যাকাত ১/৩৯১ পৃঃ; ঐ, ইসলামের যাকাত বিধান ১/৩৫১ পৃঃ; দ্রঃ আত-তাহরীক জানু'০৫ প্রশ্নোত্তর ৮/১২৮)*।

** আরবীতে সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন (স.স)।*

প্রশ্নঃ (১৪/২১৪)ঃ আমি আলু চাষের জন্য এক ভাইকে তিন মাসের জন্য একশত টাকা দরে দুইশত মণ আলু ক্রয়ের জন্য অগ্রিম বিশ হাযার টাকা দিয়েছি। এটা জায়েয হবে কি?

-মুহাম্মাদ বাবুল হোসাইন
কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতি শরী'আত সম্মত। কারণ বিক্রিত বস্তুর পূর্ণ পরিচয় ও পরিমাণ ঠিক করে এবং তা হস্তান্তর করার সময় নির্দিষ্ট করে নির্ধারিত মূল্যে বিক্রেতাকে অগ্রিম মূল্য দিয়ে দেওয়া হ'লে ইসলামী পরিভাষায় তাকে 'বাইয়ে সালাম' বা 'বাইয়ে সালাফ' বলে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) যখন মদীনায় হিজরত করে এলেন, তখন মদীনাবাসীগণ এক বছর বা দু'বছর মেয়াদে 'বাইয়ে সালাফ' করতো। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে বললেন, 'যারা 'বাইয়ে সালাফে'র ভিত্তিতে ফলের সওদা করবে, তারা যেন তার ধার্যকৃত ওযন ও (কাঠা বা আড়ীর) মাপ এবং ধার্যকৃত মেয়াদের ভিত্তিতে তা করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৮৮৩ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায় 'সালাম ও রেহেন' অনুচ্ছেদ)*। তবে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বিক্রেতার অভাবের সুযোগ নিয়ে তার উপরে যুলুম না করা

http://islaminonesite.wordpress.com

হয়।

প্রশ্নঃ (১৫/২১৫)ঃ দ্রুত সন্তান প্রসব হবে এই ধারণায় প্রসবের সময় মহিলার উরুতে কুরআনের আয়াত কাগজে লিখে ঝুলিয়ে দেওয়া কি বৈধ?

-আশরাফ
নতুন আড়বেতাই, দেবগ্রাম, নদীয়া
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ সন্তান প্রসবের সময় হোক কিংবা অন্য কোন অসুস্থতার কারণে হোক, এভাবে কুরআনের আয়াত, দো'আ বা তাবীয ঝুলানো বা লটকানো নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকায় তাকে তার উপর ভরসা করে দেয়া হয়' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৫৫৬ 'চিকিৎসা ও ফুঁকদান' অধ্যায়)*। তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো, সে ব্যক্তি শিরক করল' *(আহমাদ, হাকেম, ছহীহুল জামে' হা/৬৩৯৪)*।

কুরআনের আয়াতকে তাবীয বানিয়ে গোপন অঙ্গে বাঁধার মত অসম্মানজনক আচরণ যারা সিদ্ধ বলেন, তাদের অবিলম্বে তওবা করা আবশ্যক।

প্রশ্নঃ (১৬/২১৬)ঃ বহু দিন পূর্বে মনের অজান্তে স্বপ্নদোষ অবস্থায় ফজরের ছালাত আদায় করি। দুপুরে গোসল করতে গিয়ে স্বপ্নদোষের আলামত পাই। এখন আমার করণীয় কি?

-তসিকুল ইসলাম
চরমোহনপুর, টিকরামপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তি যদি মনের অজান্তে অপবিত্র অবস্থায় ছালাত আদায় করে নেয়, আর পরবর্তীতে অপবিত্রতার কথা স্মরণ হয়, তাহ'লে স্মরণ হওয়ার পরপরই উক্ত ক্বাযা আদায় করতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬০৩, ৬০৪)*। এ জন্য সময়ের কোন বাধা-নিষেধ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, পবিত্রতা ব্যতীত ছালাত কবুল হয় না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩০১ 'যে কারণে ওযূ করতে হয়' অনুচ্ছেদ)*। আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা অপবিত্র হও, তখন পবিত্রতা অর্জন করে নাও' *(মায়েদাহ ৬)*। তবে শারীরিক অপবিত্র না হয়ে কাপড় অথবা জুতাতে অপবিত্র জিনিস লেগে থাকা অবস্থায় মনের অজান্তে ছালাত আদায় করে নিলে তার ছালাত সিদ্ধ হয়ে যাবে। নতুন ভাবে ছালাত আদায় করতে হবে না *(ছহীহ আবুদাউদ ২/৬৫০ পৃঃ; ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃঃ ২৯৫, মাসআলা ২১৩, 'জুতা পরিধান করে ছালাত আদায়' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৭/২১৭)ঃ একজন মুসলমান যুবকের সাথে হিন্দু মেয়ের বিবাহ হয়। বিবাহের সময় ইসলাম ধর্ম ও হিন্দু ধর্ম উভয়টিই অনুসরণ করা হয়। বর্তমানে তারা একই ঘরে কুরআন তেলাওয়াত ও শিবমূর্তির পূজা করে। শারঈ দৃষ্টিতে এটা জায়েয হবে কি?

-আশরাফ হুসাইন
ধকুবা, বরপেটা, আসাম, ভারত।

উত্তরঃ আহলে কিতাব ব্যতীত একজন মুসলিমের সাথে অমুসলিমের (মুশরিক) বিবাহ শরী'আতে অসিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, 'আর তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করোনা, যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে' *(বাক্বারাহ ২২১)*। অতএব তাদের বিবাহ হয়নি। তাদের একত্রে বসবাস করা ব্যভিচারের শামিল হবে।

প্রশ্নঃ (১৮/২১৮)ঃ অসুস্থ অবস্থায় স্বপ্নদোষ হ'লে তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করলে কি ছালাত শুদ্ধ হবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় তায়াম্মুম দ্বারাই পবিত্রতা অর্জন করে ছালাত আদায় করা যাবে। কারণ তায়াম্মুম ওযূ-গোসল উভয়েরই স্থলাভিষিক্ত *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৬৬ 'তায়াম্মুম' অনুচ্ছেদ)*। আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা পীড়িত হও... তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর' *(মায়েদাহ ৬)*।

প্রশ্নঃ (১৯/২১৯)ঃ কুরআন তেলাওয়াত কালে তার অর্থ ও ব্যাখ্যা পড়ার সময় অর্থে জিজ্ঞাসা চিহ্ন (?) দেখা যায়। অথচ কোন আরবী আয়াতের শেষে তা নেই কেন?

-শেখ সেতাবুদ্দীন
মুহাম্মাদপুর, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ কুরআনে জিজ্ঞাসা চিহ্ন না লেখার দু'টি কারণ হ'তে পারে। প্রথমতঃ মাছহাফে ওছমানীতে জিজ্ঞাসা চিহ্ন লেখা হয়নি এবং এ পর্যন্ত সেটাই অনুসরণ করা হচ্ছে। দ্বিতীয়তঃ আরবী ভাষায় জিজ্ঞাসা বর্ণ দ্বারাই প্রকাশ পায়। যেমন – أ – هل – ما ইত্যাদি। তবে আধুনিক আরবীতে জিজ্ঞাসা চিহ্ন ব্যবহার হচ্ছে।

প্রশ্নঃ (২০/২২০)ঃ আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের (রাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে রুকূতে যাওয়ার সময় এবং রুকূ থেকে উঠে দাঁড়ানোর সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করছে। ছালাত শেষে তিনি তাকে বললেন, 'তুমি এরূপ করবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রথম দিকে এরূপ করতেন, পরে তিনি তা ছেড়ে দিয়েছেন'। ইমাম ত্বহাবী উক্ত বর্ণনাকে ছহীহ বলেছেন। এ ব্যাপারে অন্যান্য মুহাদ্দিছগণের মতামত জানতে চাই।

-মুহসিন
মুজমদারী, সিলেট।

উত্তরঃ উক্ত বর্ণনাটি ত্বাহাবী শরীফে নেই। তবে হেদায়ার ভাষ্যকার ছাহেবুন নেহায়া এবং অন্যান্যগণ উক্ত হাদীছটি সনদবিহীন ভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর 'জুযউ রাফ'উল ইয়াদায়েন' বইয়ে রুকূতে যাওয়া এবং উঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করার বিষয়ে

http://islaminonesite.wordpress.com

আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, উল্লিখিত বর্ণনাটির কোন ভিত্তি নেই। বরং তার বিপরীতে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(তালখীছুল হাবীর ১/৫৪৭ পৃঃ 'ছালাত' অধ্যায়)* যেমন- عن عبد الله بن زبير أنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ

'আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি রুকুতে যাওয়ার সময় ও ওঠার সময় রাফ'উল ইয়াদায়েন করতেন' *(আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী হানাফী, আত-তা'লীকুল মুমাজ্জাদ হাশিয়া মুওয়াত্ত্বা মুহাম্মাদ, পৃঃ ৯১ 'ছালাত শুরু' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২১/২২১)ঃ ইউসুফ (আঃ) কি পরে জুলেখার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন?

-আকরাম হুসাইন
বনবেল ঘড়িয়া, বাইপাস মোড়, নাটোর।

উত্তরঃ বিভিন্ন তাফসীরে ইউসুফ (আঃ) ও জুলেখার বিবাহের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এগুলি মূলতঃ ইসরাঈলী বর্ণনা *(তাহক্বীকে তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/৪০৬ পৃঃ)*। মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী বলেন, বিবাহের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং বাইবেলে রয়েছে, ইউসুফের বিয়ে অন্যত্র হয়েছিল। জুলেখার সাথে নয়। ক্বাযী সুলায়মান মানছূরপুরী (রহঃ) সূরা ইউসুফের তাফসীরে জুলেখার সাথে বিবাহকে অস্বীকার করেছেন *(ফাতাওয়া ছানাইয়াহ ১/১৫৯ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২২/২২২)ঃ কুরআনে হাফেযদেরকে পরকালে এক এক আয়াত পড়ে বেহেশতের এক এক তলা উপরে উঠতে বলা হবে। একথা কি সঠিক?

-সৈয়দ ফায়েয
ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লিখিত বক্তব্য সঠিক। যা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/২১৩৪ ১/৬৫৮ পৃঃ সনদ হাসান 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৪৬৪)*। এর দ্বারা কুরআন মুখস্থকারীদের উচ্চ মর্যাদা বুঝানো হয়েছে। যেকোন পরিমাণ মুখস্থকারীদের জন্য উক্ত ছওয়াব হবে। কেবলমাত্র হাফেযগণই নন। উল্লেখ্য যে, কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬২০০-এর উর্ধ্বে বলে ঐক্যমত রয়েছে, ৬৬৬৬-এর বিষয়ে ঐক্যমত নেই *(দ্রঃ তাফসীরে কুরতুবী ১/৯৪-৯৫)*।

প্রশ্নঃ (২৩/২২৩)ঃ পীর ছাহেবের পায়ে সিজদা করা এবং কদমবুসি করা কি জায়েয?

-এম,এ, আকন্দ
হাতিয়ার সিনিয়র ফাযিল মাদরাসা
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ পীর ছাহেবের পায়ে সিজদা করা বা কদমবুসি করা উভয়ই নাজায়েয। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করা জায়েয নয়' *(মিশকাত হা/৩২৭০ সনদ ছহীহ 'মহিলাদের সাথে সদ্ব্যবহার' অনুচ্ছেদ)*। ওযাআ বিন আমের এবং ছুহাইব থেকে কদমবুসি সম্পর্কে যে দু'টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ *(আল-আদাবুল মুফরাদ, তাহক্বীক্ব, আলবানী পৃঃ ৩৫০, হা/৯৭৫ ও ৯৭৬ 'কদমবুচি' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৪/২২৪)ঃ 'একতাদাইতো বিহা-যাল ইমাম' কথাটি কবে থেকে হানাফীদের মধ্যে সুন্নাত হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

-মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন
বাউসা মাঝপাড়া
বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ এগুলি দলপন্থী বিদ'আতী আলেমদের মাধ্যমে পরবর্তী যুগে আবিষ্কৃত হয়েছে। ছাহাবী ও তাবেঈগণের স্বর্ণযুগে এগুলির কোন অস্তিত্ব ছিল না। যেকোন নিয়ত মুখে পড়া বিদ'আত (কেবলমাত্র হজ্জের তালবিয়াহ ব্যতীত)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সকল কাজ নিয়তের উপরে নির্ভরশীল' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১)*। তিনি বলেন, 'ইমাম নিযুক্ত হন তার অনুসরণ করার জন্য' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯)*। এজন্য ইমাম ও মুক্তাদী কারু কোনরূপ নিয়ত করা শর্ত নয়।

প্রশ্নঃ (২৫/২২৫)ঃ জনৈক বক্তা একটি তাফসীরুল কুরআন মাহফিলে বলেছেন এবং একটি বইয়ে লিখেছেন যে, আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আব্বা ও আম্মা জান্নাতী এবং একথা ফতহুল মুলহিম ১/৩৭৩ পৃঃ ৬ লাইন-এর পরে আছে বলে দলীল পেশ করেন। এই বক্তব্য কতটুকু সত্য?

-মুহাম্মাদ আনছার আলী
দাউদপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ বক্তার উক্ত বক্তব্য ঠিক নয়। সূরা তওবার ১১২ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল এবং ইবনু জারীর হযরত বুরাইদা (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন এক সফর থেকে ফেরার পথে তাঁর মাতার কবর যিয়ারত করতে যেয়ে অধিক ক্রন্দনরত অবস্থায় তাঁর মায়ের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাইলে আল্লাহ তা প্রত্যাখ্যান করেন *(মুসনাদে আহমাদ ৫/৩৫৫ পৃঃ; মাজমু'আ হায়ছামী ১/১১৬ পৃঃ সনদ ছহীহ; তাফসীরে ইবনে জারীর ত্বাবারী ১৪/৫১২ পৃঃ; মুসতাদরাকে হাকেম ১/৩৭৫ পৃঃ; তাহক্বীক্বে তাফসীরে ইবনে কাছীর ৪/২৩৭ পৃঃ)*।

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার পিতা কোথায়? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমার পিতা জাহান্নামে। একথা শ্রবণ করে লোকটি দুঃখিত হয়ে ফিরে যাচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'আমার পিতা এবং তোমার পিতা উভয়েই জাহান্নামী' *(আবুদাঊদ পৃঃ ৬৪৯, ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৯৪৯ 'সুন্নাত' অধ্যায় 'মুশরিকদের সন্তান-সন্ততি' অনুচ্ছেদ;*

http://islaminonesite.wordpress.com

মুসলিম ১/১১৪ পৃঃ)।

প্রকাশ থাকে যে, এ সম্পর্কে অপরিচিত এবং বানোয়াট সনদে যে কাহিনীটি বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিতা-মাতাকে পুনরায় জীবিত করেছিলেন এবং তারা ঈমান এনেছিল, তা ঠিক নয়। হাকেম ইবনু দাহইয়া বলেন, এ হাদীছটি মিথ্যা, কুরআন এবং ইজমা উভয় এটাকে রদ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ ঐ লোকদের ক্ষমা করবেন না, যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে' *(নিসা ১৮)*। ইবনু জাওযী উল্লিখিত ঘটনাটিকে মওযু'আতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন *(কিতাবুল মওযু'আত; তাহক্বীক্বে ইবনে কাছীর ২৩৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়ে মাসিক আত-তাহরীক জুন ২০০২ এর ১৮/২৭৩ নং প্রশ্নে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিতা-মাতা জান্নাতী হবে না বলে যে দলীল পেশ করা হয়েছে সেটাই সঠিক।

প্রশ্নঃ (২৬/২২৬)ঃ মধ্য নওদাপাড়া জামে মসজিদ পুনঃনির্মাণের জন্য মাটি খনন করে মানুষের মাথা ও কিছু হাড়-হাড্ডি পাওয়া গেছে। সেই হাড়-হাড্ডি অন্যত্র পুঁতে দিয়ে উক্ত স্থানে মসজিদ করা শরী'আত সম্মত হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আহসানুল্লাহ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ শারঈ ওযর বশতঃ যরূরী কারণে কবর পুনঃখনন, লাশ উঠানো ও স্থানান্তর করা জায়েয আছে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০১-৩০২ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১২৬)*। অতএব প্রাপ্ত হাড়-হাড্ডি অন্যত্র বা কোন কবরস্থানে সসম্মানে দাফন করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয হবে।

প্রশ্নঃ (২৭/২২৭)ঃ জিহাদ কাদের উপরে ফরয ও কাদের উপরে ফরয নয়?

-মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ
তালাইমারী, রাজশাহী।

উত্তরঃ সুস্থ, বয়ঃপ্রাপ্ত, জ্ঞান সম্পন্ন, মুসলিম পুরুষের উপরে জিহাদ ফরয, যখন তার নিকটে পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের বাইরে জিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ, সুযোগ ও সামর্থ্য থাকবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৮৫ পৃঃ)*। জিহাদ ফরয নয় দুর্বলের উপরে, নারীর উপরে, রোগীর উপরে, শিশু ও পাগলের উপরে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'দুর্বলদের উপরে, রোগীদের উপরে, ব্যয়ভার বহনে অসমর্থদের উপরে কোন দোষ নেই, (জিহাদ থেকে দূরে থাকায়) যখন তারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি খালেছ অনুরাগী হবে'... *(তওবাহ ৯১)*। *বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ দরসে কুরআন 'জিহাদ ও ক্বিতাল' ডিসেম্বর ২০০১।*

প্রশ্নঃ (২৮/২২৮)ঃ জনৈক ব্যক্তিকে মাত্র এক হাত গভীরে গর্ত করে কবর দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হলঃ কবরের গভীরতার ব্যাপারে শরী'আতের কোন নির্দেশ আছে কি?

-সৈয়দ সিরাজুল ইসলাম
নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

উত্তরঃ কবর প্রশস্ত ও গভীর করার নির্দেশ শরী'আতে রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা কবর খনন কর এবং প্রশস্ত, গভীর ও সুন্দর কর' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৭০৩, সনদ ছহীহ, 'জানাযা' অধ্যায়)*। গভীরতার পরিমাণ সম্পর্কে ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহতে একটি রেওয়ায়াত এসেছে, যেখানে মানুষের দৈর্ঘ্য পরিমাণ গভীর করতে বলা হয়েছে। ইমাম শাফেঈও সেকথা বলেন। খলীফা ওমর ইবনু আবদুল আযীয (রহঃ) থেকে 'নাভী' পর্যন্ত গভীর করার কথা এসেছে। ইমাম ইয়াহ্ইয়া 'বুক' পর্যন্ত বলেন। তিনি বলেন, এর সর্বনিম্ন পরিমাণ হ'ল যাতে লাশ ঢাকা পড়ে এবং হিংস্র জন্তু থেকে হেফাযত হয়। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, কবরের গভীরতার কোন সীমা নেই' *(শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৫/৯৪ পৃঃ)*।

উপরের আলোচনা শেষে বলা চলে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাধারণ নির্দেশ অনুযায়ী কবর গভীর করতে হবে এবং তা অধিক গভীর হওয়াই উত্তম।

প্রশ্নঃ (২৯/২২৯)ঃ বিবাহের অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা না করে শুধু রেজিস্ট্রীর পরে কি বর-কনে স্বামী-স্ত্রীর ন্যায় মেলামেশা করতে পারে?

-আব্দুর রহীম
তেরখাদিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ বিবাহ রেজিস্ট্রী হওয়া অর্থই ঈজাব-কবুল হয়ে যাওয়া। কারণ বিবাহ রেজিস্ট্রীর জন্য বর ও কনের সম্মতি, দু'জন সাক্ষী ও অলীর প্রয়োজন হয়। আর বিবাহ বৈধ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট *(দারাকুৎনী, ইরওয়া হা/১৮৫৮; ইরওয়া হা/১৮৪৪ হাদীছ ছহীহ)*। সুতরাং স্বামী-স্ত্রীর মেলামেশায় কোন শারঈ বাধা নেই। বিয়ের পরেই বৌ বাড়ীতে এনে বাসর মিলনের পরের দিন ওয়ালীমার অনুষ্ঠান করাই শরী'আত সম্মত *(বুখারী, মিশকাত হা/৩২১২ 'ওয়ালীমা' অনুচ্ছেদ)*। অতএব বিবাহের অনুষ্ঠান না করলে স্বামী-স্ত্রী মেলামেশা করতে পারবে না এ ধারণা সঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (৩০/২৩০)ঃ নিজের জন্য কুরবানীর যে গোশত রাখা হয়, সে গোশত বিক্রি করা যাবে কি? অথবা বিয়েতে উক্ত গোশত খাওয়ানো যাবে কি?

-মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ কুরবানীর গোশত বিক্রি করা যাবে না *(আহমাদ, মির'আত ৫/১২১)*। চাই সেটা নিজের জন্য রাখা হোক বা অন্যের জন্য হোক। ঐ গোশত বিয়েতে খাওয়ানো যাবে। তবে বিয়ের উদ্দেশ্যে কুরবানী করা যাবে না।

প্রশ্নঃ (৩১/২৩১)ঃ আমরা জানি আল্লাহ ছাড়া কেউ কাউকে আগুন দ্বারা শাস্তি দিতে পারে না। তাহ'লে আস্ত মুরগী আগুনে ভুনা করা এবং শিক কাবাব বানানো যাবে

http://islaminonesite.wordpress.com

কি?

-মুহাম্মাদ আযাদ আলী
কৃষ্ণপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ আগুন দ্বারা শাস্তি দিতে পারে না *(ছহীহ আবুদাউদ হা/২৬৭৩)*। উল্লিখিত হাদীছের হুকুমে মুরগী ভুনা করা, শিক কাবাব তৈরী করা অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এখানে আগুন দ্বারা পোড়ানোর উদ্দেশ্য শাস্তি প্রদান নয়; বরং উদ্দেশ্য হ'ল খাদ্য তৈরী। অতএব শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যে কোন জীবন্ত প্রাণীকে আগুনে পোড়ানো যাবে না।

প্রশ্নঃ (৩২/২৩২)ঃ কোন প্রবাসী ব্যক্তি দশ বছরের জন্য জায়গা-জমি লীজ বা ঠিকা দিতে পারবে কি?

-মুহাম্মাদ আবুবকর
শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ যমীন এক বা একাধিক বছরের জন্য পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে লীজ, ঠিকা ও ভাড়া দেওয়া জায়েয। হানযালা ইবনু ক্বায়েস (রাঃ) বলেন, আমি রাফে' ইবনু খাদীজ (রাঃ)-কে দীনার ও দিরহামের পরিবর্তে যমীন ভাড়া দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এতে কোন দোষ নেই *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৯৭৪)*। উল্লিখিত হাদীছে কোন সময় নির্ধারণ করা হয়নি। সুতরাং টাকার পরিবর্তে যতদিন ইচ্ছা জমি ঠিকা, ভাড়া বা লীজ দেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (৩৩/২৩৩)ঃ আহলুল হাদীছ ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের মধ্যে পার্থক্য কি?

-আব্দুল লতীফ
মুহিষকুণ্ডি বাজার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ 'আহল' অর্থ অনুসারী। 'হাদীছ' অর্থ কুরআন ও হাদীছ। 'আহলুল হাদীছ' অর্থ কুরআন ও হাদীছের অনুসারী। আর 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত' অর্থ- রাসূলের সুন্নাত ও ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আতের অনুসারী। আহলেহাদীছ-ই প্রকৃত অর্থে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত। বড় পীর আব্দুল ক্বাদের জীলানী (রহঃ) বলেন, فَأهل السنة والجماعة ولا اسم لهم الا اسم واحد وهو أصحاب الحديث، 'আহলেসুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্য কোন নাম নেই, একটি নাম ব্যতীত। সেটি হ'ল আছহাবুল হাদীছ বা আহলেহাদীছ'।

অতএব সুন্নাত-এর বিরোধী বিদ'আতী কোন ব্যক্তি যেমন আহলে সুন্নাত হ'তে পারে না। তেমনি ছাহাবায়ে কেরামের আক্বীদা, আমল ও তরীকা বিরোধী কোন ব্যক্তি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে না।

আহলেহাদীছের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হ'লঃ নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

উপরোক্ত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও তরীকা অনুযায়ী যে মুমিন যতটুকু কাজ করবেন, তিনি ততটুকু আহলেহাদীছ বা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত হবেন। একাকী হ'লেও তাকে জামা'আত বলা হয়েছে। যেমন ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك 'হক-এর অনুসারী ব্যক্তি একাকী হ'লেও তিনি একটি জামা'আত' *(আলবানী, মিশকাত হা/১৭৩ হাশিয়া; বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? পৃঃ ৬, ১৬, ১২)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/২৩৪)ঃ ঈদ মোবারক লেখা ব্যানার নিয়ে হোণ্ডায় চড়ে প্রদর্শনী ও ঈদ শেষে কোলাকুলি করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ মুহসিন আলী
ফুলতলা বাজার, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ ঈদ উপলক্ষ্যে যেকোন নির্দোষ খেলা-ধূলা ও আনন্দ-উচ্ছ্বাস করা যাবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪১ পৃঃ)*। প্রশ্নে উল্লিখিত বিষয়ে শারঈ সীমারেখা বহির্ভূত কিছু দেখা যায় না। ঈদের ছালাত শেষে কোলাকুলি করার কোন শারঈ ভিত্তি নেই। তবে আগন্তুক ব্যক্তির সাথে কোলাকুলি করা যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ পরস্পর সাক্ষাতে মুছাফাহা করতেন আর সফর থেকে আসলে কোলাকুলি করতেন *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব, বায়হাক্বী, সিলসিলা ছহীহা ১/২৫২ পৃঃ)*। ঈদের দিন ছাহাবায়ে কেরাম পরস্পরে সাক্ষাৎ হ'লে বলতেন 'আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্না ওয়া মিনকা' 'আল্লাহ আমাদের ও আপনার পক্ষ হ'তে (ঈদ) কবুল করুন'! *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩২ পৃঃ; দ্রষ্টব্য জানুয়ারী ২০০২ প্রশ্নোত্তর ১৯/১২৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/২৩৫)ঃ 'কবরের শাস্তি' নামক একটি পুস্তিকায় দেখলাম, মৃত ব্যক্তির শাস্তির কথা যদি কোন আত্মীয়-স্বজন স্বপ্নে দেখে, তাহ'লে দান না করা পর্যন্ত শাস্তি অব্যাহত থাকবে। এ বক্তব্য সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-যামীরুল ইসলাম
জামতলা বাজার, শার্শা, যশোর।

উত্তরঃ এ সম্পর্কে কিছু হাদীছে পাওয়া যায় না। তবে এ ধরনের কোন খারাপ স্বপ্ন দেখলে সাথে সাথে আল্লাহ্র নিকটে এর অনিষ্ট হ'তে পরিত্রাণ চাইতে হবে ও আঊযুবিল্লাহ.... পড়ে বাম দিকে তিনবার থুক মারতে হবে। ঐ স্বপ্নের কথা কাউকে বলা যাবে না এবং শোয়া অবস্থায় থাকলে পার্শ্ব পরিবর্তন করতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬১২-১৩ 'স্বপ্ন' অধ্যায়)*। তবে মৃত ব্যক্তির কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা ও দান-ছাদাক্বা করার কথা হাদীছে এসেছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩ 'ইল্ম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/২৩৬)ঃ আরবদেরকে তিন কারণে ভালবাসার কথা জনৈক বক্তা বললেনঃ ১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভাষা আরবী ২. কুরআনের ভাষা আরবী ৩. জান্নাতবাসীদের ভাষা আরবী। এই হাদীছের সত্যতা

http://islaminonesite.wordpress.com

জানতে চাই।

-মুশফিকুর রহমান
ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ উল্লিখিত হাদীছটি মওযূ বা জাল *(আলবানী, সিলসিলা যঈফা হা/১৬০, ১/২৯৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/২৩৭)ঃ আমি স্ত্রীকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে থাকি। কিন্তু সে আমাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয় না এবং আমার কথা শুনে না। এ ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
ঝাউতলী, দাউদকান্দি, কুমিল্লা।

উত্তরঃ 'পুরুষগণ নারীদের উপরে কর্তৃত্বশীল' *(নিসা ৩৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে যদি সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহ'লে স্ত্রীর জন্য তার স্বামীকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩২৫৫, ৩২৬৬)*। অন্য হাদীছে এসেছে, স্বামী যদি স্বীয় স্ত্রীকে কোন প্রয়োজনে ডাকে আর সে যদি না আসে, তাহ'লে সকাল পর্যন্ত ফেরেশতা মণ্ডলী ঐ স্ত্রীর উপর অভিসম্পাত করতে থাকে। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, চুলার নিকটেও যদি স্ত্রী থাকে তবুও স্বামীর ডাকে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিতে হবে' *(বুখারী ৯/২৫৮ পৃঃ; মুসলিম হা/১৪৩৬; রিয়াযুছ ছালেহীন ১৬৫-১৬৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/২৩৮)ঃ ওশর-এর শস্য বিক্রি করে শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত ব্যক্তিদের মধ্যে বন্টন করা যাবে কি?

-মাওলানা মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম
ইমাম, সারাংপুর জামে মসজিদ
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ ওশর শস্য দ্বারাই বের করতে হবে এবং তা মসজিদের মুতাওয়াল্লী বা সমাজের সর্দারের কাছে জমা দিয়ে তার মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে। এটাই হ'ল শারঈ বিধান। কিন্তু যদি এ ব্যবস্থা না থাকে, তবে বাধ্যগত অবস্থায় উক্ত ওশর-এর শস্য বন্টনের সুবিধার্থে বিক্রি করাতে কোন দোষ নেই। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তোমরা শস্য কাটার দিন ওশর বের কর' *(আন'আম ১৪১)*। অর্থাৎ যেদিন তা কর্তন করা হবে নেছাব পরিমাণ হ'লে সেদিন তা ফরয হবে *(আবুদাঊদ, বুলূগুল মারাম হা/৫৯৪; দ্রঃ ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম নং ৩৪৫, পৃঃ ৪২১)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/২৩৯)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মলমূত্র কি পাক ছিল?

-মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
আলতাপোল, কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ সর্বপ্রথম এই আক্বীদা পোষণ করতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একজন মানুষ ছিলেন। পার্থক্য এই যে, তিনি ছিলেন রাসূল। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, (হে নবী) আপনি বলুন! অবশ্যই আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। (পার্থক্য) আমার প্রতি অহি নাযিল হয়' *(কাহফ ১১০)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'রাসূল নিজ ইচ্ছামত কিছু বলেন না, বরং 'অহি' অবতীর্ণ হ'লেই তবে বলেন' *(নাজম ৩-৪)*। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেহেতু মানুষ ছিলেন সেহেতু মানুষের মলমূত্র নাপাক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পবিত্রতা অর্জন করার জন্য পায়খানা-পেশাব করার পর পানি, মাটি, কংকর ইত্যাদি ব্যবহার করতেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৪২; মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৬ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৪০/২৪০)ঃ খেলাফত, মুলূকিয়াত ও জুমহূরিয়াতের মধ্যে পার্থক্য কি?

-মুসলিম
বেড়ুঞ্জ, দুপচাচিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ 'খেলাফত' আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থার নাম। 'মুলূকিয়াত' অর্থ রাজতন্ত্র এবং 'জামহূরিয়াত' অর্থ প্রজাতন্ত্র বা গণতন্ত্র। তিনটি শাসনব্যবস্থার মধ্যে তিনটি আদর্শের প্রতিফলন রয়েছে। 'খেলাফত' ব্যবস্থায় আল্লাহ প্রেরিত 'অহি'-র বিধানই চূড়ান্ত। আল্লাহ সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। 'মুলূকিয়াতে' রাজার ইচ্ছাই চূড়ান্ত। তাঁর হাতেই থাকে সার্বভৌমত্বের চাবিকাঠি। 'জামহূরিয়াতে' জনগণের ইচ্ছাই চূড়ান্ত। জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। মুলূকিয়াত ও জামহূরিয়াত ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থার সাথে সংঘর্ষশীল। *(বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন, 'ইসলামী খেলাফত ও নেতৃত্ব নির্বাচন' বই)*।

সততা বি ফার্মের নিজস্ব উৎপাদন
এস, পি, হানি
১০০% খাঁটি মধু
এছাড়াও মৌ পালনের জন্য দেশী, বিদেশী মৌমাছি সহ বাক্স ও যাবতীয় সরঞ্জাম বিক্রয় করা হয়।
যোগাযোগের ঠিকানাঃ
ডাঃ এস,এম, ইসরাইল
মডেল হোমিও সেন্টার
নূর সুপার মার্কেট, জজ কোর্টের মোড়, সাতক্ষীরা
(নিরিবিলি রেঁস্তোরার নিচ তলা, মোটর সাইকেল শোরুমের পার্শ্বে)
মোবাইলঃ ০১৭৬৭১৭৫৭৬

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা
এপ্রিল-২০০৫

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/২৪১)ঃ মি'রাজের আগে রাসূল (ছাঃ)-এর উপর ছালাত ফরজ ছিল কি? ফরজ থাকলে নিয়ম কি ছিল এবং কত ওয়াক্ত, কত রাক'আত ফরজ ছিল? নবুঅতের কত বছর পরে মি'রাজ সংঘটিত হয়?.

-মুহাম্মাদ আফছার আলী
বেনীচক
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ নবুঅত লাভের পর থেকে মি'রাজের রাত্রি পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দৈনিক কত ওয়াক্ত ও কত রাক'আত ছালাত আদায় করতেন, তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। তবে মুক্বাতিল (রহঃ) সূরা মুমিনের ৫৫ নং আয়াতের তাফসীরে বলেন, ঐ সময়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে দুই ওয়াক্তে দুই রাক'আত করে ছালাত আদায় করা ফরয ছিল *(মুখতাছার সীরাতির রাসূল, পৃঃ ১১৮; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৭৬; আত-তাহরীক, জুন ২০০০ প্রশ্নোত্তর ১৮/২৫৮)*। 'মুখতাছার সীরাতির রাসূল (ছাঃ)'-এর একটি বর্ণনা হ'তে ধারণা পাওয়া যায় যে, ইবরাহীম (আঃ)-এর সময়েও অনুরূপ দুই ওয়াক্ত ছালাত ছিল *(ঐ, পৃঃ ১০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'অহি' প্রাপ্ত হয়েছিলেন রামাযান মাসের ২১ তারিখ সোমবার শবে কদরে মোতাবেক ৬১০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল চান্দ্রবর্ষ অনুযায়ী ৪০ বছর ৬ মাস ১২ দিন এবং সৌরবর্ষ অনুযায়ী ৩৯ বছর ৩ মাস ২২ দিন *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৬৬)*।

মি'রাজ কবে সংঘটিত হয়েছিল এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ছয় ধরনের মতভেদ রয়েছে। তন্মধ্যে সূরা ইসরার বর্ণনা মতে অনুমান করা যায় যে, মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাক্কী জীবনের শেষ দিকে নবুঅতের দশম বৎসরের পরে, তথা হিজরতের কিছুদিন পূর্বে। কারণ খাদীজা (রাঃ)-এর মৃত্যু হয়েছিল নবুঅতের দশম বছরে রামাযান মাসে। আর পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত খাদীজার মৃত্যুর পূর্বে ফরয হয়নি। এ থেকে বুঝা যায় যে, নবুঅত প্রাপ্তির দশ বৎসর পরে মি'রাজ সংঘটিত হয়েছিল *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ১৩৭)*।

প্রশ্নঃ (২/২৪২)ঃ সূদ কি শুধু সমজাতীয় বস্তুর মধ্যে হয়, নাকি বিভিন্ন জাতীয় জিনিসের মধ্যেও হ'তে পারে?

-আব্দুস সাত্তার
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

উত্তরঃ সমজাতীয় বস্তু কম-বেশীর তারতম্যে গ্রহণ করলে সূদ হিসাবে পরিগণিত হবে। আর যদি সমজাতীয় না হয়, তাহ'লে নগদে কম-বেশী লেনদেন করলে সূদে পরিণত হবে না। উবাদা বিন ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সোনার বদলে সোনা, চাঁদির বদলে চাঁদি, গমের বদলে গম, যবের বদলে যব, খেজুরের বদলে খেজুর ও লবণের বদলে লবণ লেনদেন (কম-বেশী না করে) একই রকমে সম পরিমাণে ও নগদে হ'তে হবে। যখন ঐ বস্তুগুলির মধ্যে প্রকারভেদ থাকবে তখন নগদে তোমরা ইচ্ছানুযায়ী বিক্রয় কর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৮ 'সূদের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩/২৪৩)ঃ আমি ছালাত আদায় করি কিন্তু দাড়ি রাখি না, আমার ছালাত আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় হবে কি? সুন্নাত ছালাত শেষে সালামের পরে কি দো'আ পড়তে হবে?

-মুস্তা'ছিম
চুপিনগর, মাঝিরা, বগুড়া।

উত্তরঃ ছালাত শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে দাড়ি না রাখা প্রতিবন্ধক নয়। কিন্তু কবূল হওয়া বা না হওয়া সম্পর্কে আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

তবে দাড়ি রাখা ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত, যা না রাখলে শারঈ নির্দেশকে অমান্য করার কারণে গুনাহগার হ'তে হবে এবং আল্লাহ্‌র ভালবাসা অর্জন করা হ'তে বঞ্চিত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা গোঁফ খাট কর ও দাড়ি ছেড়ে দাও এবং এ ব্যাপারে মুশরিকদের বিরোধিতা কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২১)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'বলুন! যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহ'লে আমার অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ মার্জনা করবেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও মহা দয়ালু *(আলে ইমরান ৩১; শায়খ বিন বায, মাজমূ'আ ফাতাওয়া ৩/৩৬৩-৩৭৬)*। ফরজ ছালাত শেষে সালামের পরে যে সমস্ত যিকির করা হয়, সুন্নাত ছালাত শেষেও ঐ সমস্ত যিকির করা যায়।

প্রশ্নঃ (৪/২৪৪)ঃ ভূমিকম্পের কারণ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছের আলোকে সঠিক তথ্য জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ কামাল হোসাইন
শেখ আমানুল্লাহ ডিগ্রী কলেজ
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মানুষের বাড়াবাড়ি চরম সীমায় পৌঁছলে, অন্যায়-অবিচার ও পাপ বৃদ্ধি পেলে, আল্লাহ্‌র কথা ভুলে তাঁর নাফারমানি করলে আল্লাহ তা'আলা বড় বড় আযাব দিয়ে মানব জাতিকে শাস্তি দিয়ে থাকেন। তার মধ্যে এক ভয়াবহ গযব হ'ল ভূমিকম্প। এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে সতর্ক করে দেন। যাতে মানুষ আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের কথা স্মরণ করে তাঁর একত্ববাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'জলে ও স্থলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে' *(রূম ৪১)*।

প্রশ্নঃ (৫/২৪৫)ঃ জনৈক আলেমের মুখে শুনেছি, পিছনে হা[illegible] ...ক্তি জাহান্নামী ব্যক্তিদের চিহ্ন।

কথাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আফফানুল্লাহ
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত আলেমের কথা সঠিক নয়। এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীছে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ছালাতে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত রাখতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৯৮১)*।

প্রশ্নঃ (৬/২৪৬)ঃ জমি, গরু-ছাগল, আসবাবপত্র ইত্যাদি বন্ধক রাখার বিধান জানতে চাই।

-ইকবাল হোসাইন
গার্জিপাড়া, পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তরঃ ঋণদাতা ঋণের বিনিময়ে জামানত স্বরূপ গরু, ছাগল ইত্যাদি এবং আসবাবপত্র বন্ধক রাখতে পারে। তবে জমি বন্ধক রাখা জায়েয নয় *(ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ২/২৭৪)*। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বন্ধক রাখা জন্তুর প্রতি খরচের বিনিময়ে আরোহণ করা এবং দুধ পান করা যায়। আর যে জন্তুর প্রতি আরোহণ করা হয় এবং যার দুধ পান করা হয় তার খরচ বহন করতে হবে' *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/৮৪৭)*। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ইহুদীর নিকট থেকে কিছু খাদ্যবস্তু ক্রয় করেছিলেন এবং সেই ইহুদীর নিকট জামানতস্বরূপ একটি বর্ম রেখে ছিলেন *(বুখারী ১/৩৪১ পৃঃ মীরাট ছাপা)*।

প্রশ্নঃ (৭/২৪৭)ঃ অসুস্থতার কারণে কোন ব্যক্তি ১৭দিন দাঁড়িয়ে, বসে কিংবা শুয়ে এমনকি ইশারা ইঙ্গিতেও ছালাত আদায় করতে না পারলে তাকে ক্বাযা ছালাত আদায় করতে হবে কি?

-ইবরাহীম খলীল
চান্দিনা, কুমিল্লা।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় তার উপর ছালাত আদায় করা আবশ্যক নয় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৪, 'অসুস্থ ব্যক্তির ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। মহান আল্লাহ বলেন, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا– 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কাজের ভার অর্পণ করেন না' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*।

প্রশ্নঃ (৮/২৪৮)ঃ কোন হিন্দু ব্যক্তির সাথে কোন মুসলমান মুছাফাহা করলে পাপ হবে কি?

-সোহেল রানা
কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ মুছাফাহার বিধান শুধু দু'জন মুসলমানের মধ্যে। [illegible] পাপ মোচন হয়ে যাবে' *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৬৭৯)*। তবে কোন অমুসলিমের সাথে নিতান্ত প্রয়োজনে মুছাফাহা করাতে শারঈ কোন বাধা নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে মুছাফাহার ফযীলত থেকে বঞ্চিত হবে। তবে সালাম প্রদানের ক্ষেত্রে আগে কোন অমুসলিমকে সালাম প্রদান করা যাবে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ইহুদী নাছারাদের প্রথমে সালাম কর না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৫)*। আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইহুদী-নাছারারা সালাম দিলে জবাবে শুধু وَعَلَيْكُمْ (ওয়া আলায়কুম) বলবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬৩৭)*।

প্রশ্নঃ (৯/২৪৯)ঃ 'তাহাজ্জুদের ছালাত একবার শুরু করলে নিয়মিত আদায় করতে হয়, ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেওয়া অন্যায়' কথাটি কতটুকু সত্য?

-আরীফা বিনতে আব্দুল মতীন
কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ যেকোন আমল স্থায়ীভাবে করাই শরী'আত সম্মত। বিনা কারণে ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র নিকট প্রিয়তর আমল তাই যা নিয়মিত করা হয়ে থাকে, যদিও তা কম হয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হা/১২৪১ 'কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা' অনুচ্ছেদ)*। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, 'হে আব্দুল্লাহ! তুমি অমুকের মত হইও না, যে প্রথমে তাহাজ্জুদের জন্য রাতে উঠত, এখন রাতে উঠা ছেড়ে দিয়েছে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২৩৪ 'রাতে উঠার জন্য উৎসাহ দান' অনুচ্ছেদ)*। তবে কোন কারণ বশত ধারাবাহিকতা ধরে না রাখতে পারলে গোনাহগার হবে না।

প্রশ্নঃ (১০/২৫০)ঃ সূরা 'ক্বাফ'-এর ৪০ নং আয়াত দ্বারা কি ফরয ছালাতের পরে প্রশংসামূলক তাসবীহ পড়ার নির্দেশ প্রমাণিত হয়? অনুরূপ সূরা হিজরের ৮৭ নং আয়াত দ্বারা কি ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয প্রমাণিত হয়?

-মুহাম্মাদ আবু সাঈদ
নওহাটা, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ১ম আয়াতের অর্থ হ'লঃ 'অতএব সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার রব-এর হাম্‌দসহ মহিমা বর্ণনা কর' *(ক্বাফ ৪০)*। উক্ত আয়াত দ্বারা ফজর ও আছরের ছালাতকে বুঝানো হয়েছে। জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে কখনো ছালাত ছাড়বে না। তারপর তিনি আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন। তবে অন্য বর্ণনায় এর দ্বারা রাতে-দিনের পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত শেষে তাসবীহ-তাহলীলকেও বুঝানো হয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা নবী করীম (ছাঃ)-কে [illegible] ছালাতের পরে তাসবীহ পড়ার আদেশ করেছেন *(বুখারী ২য় খণ্ড পৃঃ ৭১৯ 'তাফসীর' অধ্যায়)*।

দ্বিতীয়তঃ সূরা হিজরের আয়াত দ্বারা ছালাতের প্রতি রাক'আতে সূরা ফাতিহা বারবার পাঠ করা প্রমাণিত হয়। এজন্য তাকে سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِيْ বলা হয়। সুতরাং আয়াত হিসাবে ছালাতের জন্য সূরা ফাতিহা পড়া ফরয।

প্রশ্নঃ (১১/২৫১)ঃ চাঁদ উঠেছে এই ধারণায় এক লোক ছিয়াম রাখে। পরদিন জানতে পারা যায় যে, চাঁদ উঠেনি। এমতাবস্থায় লোকটি ছিয়াম পালন করবে না ছেড়ে দিবে?

-মুহাম্মাদ ফযলুল করীম
টবর, টুনিরহাট, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় ছিয়াম ছেড়ে দিবে। ৩০শে শা'বান পূর্ণ না হ'লে চাঁদ দেখার অনুমান করে সন্দেহের উপর ছিয়াম পালন করা জায়েয নয়। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'চাঁদ না দেখা পর্যন্ত তোমরা ছিয়াম ও ইফতার করবে না। যদি মেঘের কারণে চাঁদ না দেখা যায় তবে তোমরা শা'বানের ত্রিশ দিন পূর্ণ কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৬৯)*।

প্রশ্নঃ (১২/২৫২)ঃ হিন্দু লোকের দান করা জিনিস মসজিদের নির্মাণ কাজে লাগানো যাবে কি?

-মুহাম্মাদ ফযলুল করীম
ঘটবর, টুনিরহাট, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ হিন্দুদের দান দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অমুসলিমদের দান গ্রহণ করেছেন। আবু হুমায়েদ বর্ণনা করেছেন, আয়লার শাসক নবী করীম (ছাঃ)-কে একটি সাদা খচ্চর উপহার দিয়েছিলেন। তিনি তাকে একখানা চাদর দিয়েছিলেন এবং সেখানকার শাসক হিসাবে সনদ লিখে দিয়েছিলেন *(বুখারী ১ম খণ্ড, ৩৫৬ পৃঃ, 'মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ' অনুচ্ছেদ)*। প্রকাশ থাকে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাল্যকালে মক্কার কাফেররা কা'বা ঘর নির্মাণ করেছিলেন *(বিস্তারিত দ্রঃ আত-তাহরীক মে ২০০০, প্রশ্নোত্তর ২৮/২৩৮)*।

প্রশ্নঃ (১৩/২৫৩)ঃ একজন বিশিষ্ট আলেম সূরা নিসার ৫৯নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এখানে আল্লাহ তা'আলা মাযহাব মানার নির্দেশ দিয়েছেন। তার উপরোক্ত ব্যাখ্যা সঠিক কি-না? أولى الأمر এর সঠিক ব্যাখ্যা কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুছ ছবুর
আরবী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ উক্ত আলেমের ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ এ আয়াত দ্বারা কোন ইমামের তাক্বলীদ (মাযহাব) সাব্যস্ত হয় না। আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবায়ে কেরাম বলেছেন যে, أولى الأمر এর অর্থ হচ্ছে সে সমস্ত লোক, যাদের হাতে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত। তাফসীরে ইবনে কাছীর এবং তাফসীরে ফাতহুল ক্বাদীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ শব্দটির দ্বারা (ওলামা ও শাসক) উভয় শ্রেণীকেই বোঝায়। কারণ নির্দেশ দানের বিষয়টি তাদের উভয়ের সাথেই সম্পর্কিত *(ফাতহুল ক্বাদীর ১/৪৮১ পৃঃ; তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/৫৩০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/২৫৪)ঃ আমি একজন নিঃসন্তান মানুষ। তবে আমরা চার ভাই দুই বোন। তারা সবাই বেঁচে থাকা সত্ত্বেও দুই জন ভাতিজী ও একজন ভাগিনাকে আমি সন্তান হিসাবে লালন-পালন করছি। এমতাবস্থায় আমি হজ্জে যেতে চাই এবং যাওয়ার পূর্বে আমার সম্পত্তি আমার ভাই-বোনকে না দিয়ে পালক ভাতিজী ও ভাগিনার মাঝে বন্টন করে দিতে চাই। এখন প্রশ্ন হ'ল, নিজ ভাই-বোনকে মাহরূম করে এটা করা শরী'আত সম্মত হবে কি?

-আব্দুল্লাহ বিন ফয়েয
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ ব্যক্তির নিজ ভাই-বোন বেঁচে থাকা অবস্থায় তার ভাতিজী ও ভাগিনা উক্ত সম্পত্তির মালিক হবে না। তবে তার মূল সম্পত্তি থেকে অছিয়ত স্বরূপ তাদেরকে তিন ভাগের এক ভাগ দিতে পারে *(বুখারী ও মুসলিম হা/৩০৭১)*। উল্লেখ্য যে, যদি উক্ত সম্পত্তির ওয়ারিছগণ তাদেরকে সম্পত্তি দেওয়াতে সন্তুষ্ট থাকে, তাহ'লে কোন আপত্তি নেই।

প্রশ্নঃ (১৫/২৫৫)ঃ ভারতের কোন কোন স্থানে মহিলাদেরকে ক্ষুধার তাড়নায় বিক্রি করা হয়। সে সমস্ত মহিলাদেরকে ক্রয় করে দাসী রূপে ব্যবহার করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ আল-মাহমূদ মোড়ল
ফকিরহাট, বাগেরহাট।

উত্তরঃ মহিলাদেরকে ক্ষুধার তাড়নায় অথবা জোরপূর্বক নিয়ে যেয়ে বিক্রি করা এবং ক্রয় করে দাসী রূপে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ শরী'আত পরিপন্থী। এটা ঐ দাস-দাসী নয় যেটা যুদ্ধে যেয়ে অমুসলিমদেরকে বন্দী করে দাস-দাসী রূপে ব্যবহার করা হ'ত অথবা কিছুর বিনিময়ে ছেড়ে দেওয়া হ'ত *(বিস্তারিত দ্রঃ ডিসেম্বর'০৩ প্রশ্নোত্তর ৩/৮৩)*।

প্রশ্নঃ (১৬/২৫৬)ঃ ৯৯ বছর বয়সের জনৈক বৃদ্ধ একজন যুবতীকে বিবাহ করেছে। এরূপ বিবাহ কি শরী'আত সম্মত?

-আব্দুল হাসীব
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ বিবাহ সম্পাদনের ক্ষেত্রে শরী'আতে কোন বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়নি। সুতরাং এরূপ ব্যক্তির যদি বিবাহের ক্ষমতা থাকে এবং মেয়ের অভিভাবক বিবাহে রাযী থাকে, তাহ'লে নিঃসন্দেহে এ বিবাহ জায়েয। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন আয়েশা (রাঃ)-কে বিবাহ করেন, তখন তার বয়স ছিল মাত্র সাত বছর। নয় বছর বয়সে তাদের মিলন হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মারা যান, তখন আয়েশা (রাঃ)-এর বয়স হয়েছিল আঠারো বছর *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১২৯ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৭/২৫৭)ঃ জনৈকা মহিলা বিষ পানে আত্মহত্যা করেছে। তার জানাযাও পড়ানো হয়েছে। আত্মহত্যাকারীর জানাযার হুকুম কি?

-শফীকুল ইসলাম
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঋণগ্রস্ত ও আত্মহত্যাকারীর জানাযা নিজে পড়তেন না। বরং অন্যদের পড়তে বলতেন *(ছহীহ নাসাঈ হা/১৮৫১, ১৮৫৬)*। বর্তমানে কোন ইমাম বা কোন পরহেযগার ব্যক্তি (সতর্ক করার জন্য) নিজে জানাযা না পড়িয়ে সাধারণ মানুষ দ্বারা পড়াতে পারেন *(দ্রষ্টব্যঃ মার্চ ২০০১ প্রশ্নোত্তর নং ২৬/২০১)*।

প্রশ্নঃ (১৮/২৫৮)ঃ আমি মাগরিবের ছালাত কারণবশতঃ পড়তে পারিনি। এশার জামা'আত আরম্ভ হ'লে আমি কোন ছালাত আগে আদায় করব?

-সেকান্দার আলী
ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ বর্ণিত অবস্থায় এশার ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করবে। অতঃপর মাগরিবের ক্বাযা ছালাত আদায় করবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন কোন ফরয ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হয়, তখন ফরয ছালাত ব্যতীত অন্য কোন ছালাত নেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৮)*। আলোচ্য হাদীছে ঐ ফরয ছালাতকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে ফরয ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হ'ল।

প্রশ্নঃ (১৯/২৫৯)ঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে আগে না জিনকে আগে সৃষ্টি করেছেন? মানুষ ও জিনের খাদ্য কি একই?

-খুরশেদ আলম
মণিগ্রাম, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষের পূর্বে জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি মানুষের পূর্বে জিন জাতিকে সম্পূর্ণ আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছি' *(হিজর ২৭)*। মানুষ ও জিনের খাদ্য এক নয়। ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জিনদের খাদ্য হচ্ছে, হাড়, গোবর ও কয়লা *(আবুদাউদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৭৫ 'পেশাব-পায়খানার আদব' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২০/২৬০)ঃ স্বামী তার স্ত্রীকে দুই তুহুরে দুই তালাক দিয়েছে। ৩য় তালাক দেওয়ার নিয়ত করেছে, কিন্তু মুখে উচ্চারণ করেনি। এখন সে স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারবে কি?

-মীযানুর রহমান
দুর্গাপুর, আদিতমারী, লালমনিরহাট।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় দুই তালাক হয়েছে। তালাকের নিয়ত করলেও মুখে উচ্চারিত না হওয়া পর্যন্ত তালাক হয় না। সুতরাং সে স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'দুই তালাক পর্যন্ত স্ত্রী ফেরত নেওয়ার সুযোগ রয়েছে' *(বাক্বারাহ ২২৯)*। তবে তিন তুহুরে তিন তালাক প্রদান করলে এ সুযোগ বন্ধ হয়ে যায় *(আবুদাউদ, নাসাঈ, ইরওয়া হা/২০৮০)*। এক বা দুই তালাক দেওয়ার পরে তিন ঋতুর মধ্যে স্ত্রী ফেরত নিলে নতুন বিবাহের প্রয়োজন নেই। কিন্তু ইদ্দত পার হয়ে গেলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী ফেরত নিতে পারবে *(মুসলিম হা/১৪৭২, ৭৩; দ্রঃ 'তালাক ও তাহলীল' পৃঃ ৩৪-৪০)*।

প্রশ্নঃ (২১/২৬১)ঃ ইয়া'জূজ-মা'জূজ কি আল্লাহ্র বান্দা?

-আব্দুল গাফফার
হাড়াভাঙ্গা, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ইয়া'জূজ-মা'জূজকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দা বলে ঘোষণা করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭০ 'ক্বিয়ামতের প্রাক্কালের আলামত ও দাজ্জালের আবির্ভাব' অনুচ্ছেদ)*। তারা অবশ্যই আদম সন্তান ছিল। নূহ (আঃ)-এর পরে পৃথিবীতে তাদের আগমন ঘটেছিল *(ফাতহুল বারী ১৩/১২১ পৃঃ, 'ইয়া'জূজ মা'জূজ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২২/২৬২)ঃ গণকের কাছে গমন করা ও তার কথা বিশ্বাস করা যাবে কি?

-ইয়াহইয়া
ছালাভরা, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ শরী'আতে এটি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। গণককে বিশ্বাস করলে বা তার কথা সত্য বলে মেনে নিলে আমল বরবাদ হয়ে যাবে। হাফছা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় এবং তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করে, তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হয় না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৯৫ 'গণক' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে আসল এবং সে যা বলল তা বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার সাথে কুফরী করল' *(ছহীহ আবুদাউদ ২/৫৪৫ পৃঃ সনদ ছহীহ, 'গণক ও কুফল' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৩/২৬৩)ঃ ভাগ্য কর্মের মাধ্যমে বের হয়ে আসে, কথাটি কি সঠিক?

-রবীউল ইসলাম
চন্দনপুর, ঝগড়ারচর, জামালপুর।

উত্তরঃ উল্লিখিত বক্তব্য সঠিক, যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। ভাগ্য কর্মের মাধ্যমে বের হয়ে আসে এবং উক্ত কর্মকে তার জন্য সহজ করে দেওয়া হয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৫ 'তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনা' অনুচ্ছেদ)*। সদাচরণ ও প্রার্থনার মাধ্যমে মানুষের বয়স ও সম্পদ বৃদ্ধি পায় *(বুলূগুল মারাম হা/৪৫৪)*। এর অর্থ হ'ল, কল্যাণ ও আনুগত্যের অনুকূলে থাকা, যাতে বরকত প্রদান করা হয় *(ইত্তেহাফুল কিরাম শারহু বুলূগুল মারাম হা/১৪৫৪-এর ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (২৪/২৬৪)ঃ সূরা নাস ও ফালাক্ব পড়ে শরীরের ব্যথা সহ অন্য অসুখের জন্য ফুঁক দেওয়া যাবে কি?

-আসলাম
বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ যেকোন ব্যথা দূরীকরণের দো'আ রয়েছে। ওছমান ইবনু আবুল আছ (রাঃ) মুসলমান হওয়ার পর থেকে দেহের এক স্থানে ব্যথার কষ্ট ভোগ করতেন। তিনি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে পেশ করলে তিনি বলেন, ব্যথার স্থানে হাত রেখে তুমি তিনবার 'বিসমিল্লাহ' বলবে। অতঃপর সাতবার নিম্নের দো'আ পাঠ করবে,

أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ-

অর্থঃ 'আমি আল্লাহ্‌র সম্মান ও তাঁর ক্ষমতার দোহাই দিয়ে ঐ বিষয়ের ক্ষতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যা আমি ভোগ করছি এবং আশংকা করছি'। তিনি বলেন, এটি করায় আল্লাহ আমার কষ্ট দূর করেছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩৩ 'রোগীর দেখাশোনা' অনুচ্ছেদ 'জানাযা' অধ্যায়)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দৈহিক কোন কষ্ট পেলে সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ে হাতে ফুঁক দিয়ে নিজ দেহে বুলাতেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৫৩২ 'জানাযা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৫/২৬৫)ঃ বিবাহের ওলীমার ন্যায় আক্বীক্বার দাওয়াত দেওয়া যাবে কি?

-ইমামুদ্দীন
রহনপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ইসলামের সোনালী যুগে আক্বীক্বার জন্য লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়ার কোন প্রচলন ছিল না। এটা বর্তমান সমাজের প্রচলিত প্রথা মাত্র। ইবনু আবদিল বার্র ইমাম মালেক (রহঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন,

ولايدعى الرجال كما يفعل بالوليمة

'বিবাহের ওলীমায় যেভাবে লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়া হয়, সেভাবে আক্বীক্বায় লোকদের দাওয়াত দেওয়া হ'ত না' *(ইবনুল ক্বাইয়িম আল-জাওযিইয়াহ, তুহফাতুল মাওদূদ বি আহকামিল মাওলূদ পৃঃ ৬০, 'আক্বীক্বার গোশত বন্টন' অনুচ্ছেদ)*। তবে আক্বীক্বার গোশত নিজে খাবে এবং গরীব মিসকীনসহ পাড়া প্রতিবেশীকে দান করবে *(ঐ, পৃঃ ৫৯; দ্রষ্টব্য ফেব্রুয়ারী ২০০৩ প্রশ্নোত্তর ২৪/১৬৯)*।

প্রশ্নঃ (২৬/২৬৬)ঃ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের আযান দিলে কি ক্বিয়ামতের দিন গর্দান উঁচু হবে, নাকি এক ওয়াক্ত দিলেও ঐ হুকুম প্রযোজ্য হবে?

-আজমাল হোসাইন
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ হাদীছে এক ওয়াক্ত বা পাঁচ ওয়াক্তের আযানের ফযীলতের কথা উল্লেখ নেই। বরং যারা মুওয়াযযিন হবেন তাদের সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। মুওয়াযযিনের মর্যাদা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামতের দিন মুওয়াযযিনের গর্দান অন্য মানুষের চেয়ে উঁচু হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৪ 'ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৭/২৬৭)ঃ ক্বিয়ামতের দিন স্বীয় জিহ্বা নাকি বিপরীত সাক্ষ্য দিবে। একথার সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুল হামীদ
উত্তর চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'সেদিন আমরা তাদের মুখে মোহর এঁটে দিব এবং তাদের হাত আমাদের সাথে কথা বলবে ও তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য প্রদান করবে' *(ইয়াসীন ৬৫)*। অন্যত্র চক্ষু, কর্ণ ও চর্মের সাক্ষ্য দানের কথা এসেছে *(ফুছছিলাত ২০)*। এমনকি নিজের জিহ্বা সেদিন বিপরীত সাক্ষ্য দিবে (নূর ২৪)। কেউ কোন কথা লুকাতে পারবে না *(নিসা ৪২)*। সুতরাং শুধু জিহ্বাই নয়, বরং প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই সেদিন বান্দার শরী'আত বিরোধী কর্মের সাক্ষ্য দিবে।

প্রশ্নঃ (২৮/২৬৮)ঃ ঘুমের কারণে যদি 'ছালাতুল লায়ল' বা তাহাজ্জুদের ছালাত পড়তে না পারে তাহ'লে উক্ত ছালাত দিনে পড়া যাবে কি?

-আব্দুল কাফী
ছোট বনগ্রাম, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ তাহাজ্জুদের ছালাত ক্বাযা হ'লে দিনে পড়া যাবে। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তন্দ্রা বা ঘুমের কারণে রাতের ছালাত আদায় করতে না পারলে দিনে আদায় করতেন' *(তিরমিযী হা/৪৪৩ সনদ হাসান ছহীহ)*। তিরমিযীর ভাষ্যকার আল্লামা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, উক্ত ছালাত ক্বাযা হয়ে গেলে আদায় করা মুস্তাহাব *(তোহফা ২/৪৩০ পৃঃ)*। এর অর্থ এই নয় যে, না পড়লে পাপ হবে। পড়া ভাল, না পড়লে গোনাহ হবে না।

প্রশ্নঃ (২৯/২৬৯)ঃ আমার পীঠের ডান সাইডে কিছু লোম আছে সেগুলি তুলা যাবে কি?

-আলমগীর
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ এধরনের লোম তুলতে শরী'আতে নিষেধ নেই। যেমন গোঁফ কেটে ফেলতে হবে *(ছহীহ নাসাঈ হা/৫০৬০ 'সুন্নাহকে সৌন্দর্য করনে' অধ্যায়)*। মাথার চুল কাটা যায় *(ছহীহ নাসাঈ হা/৫০৬৩)*। গুপ্তাঙ্গের লোম কেটে ফেলতে হবে *(ছহীহ নাসাঈ হা/৫০৫৭)*। বগলের লোম তুলে ফেলতে হবে *(ছহীহ নাসাঈ হা/৫০৫৫)*। দাড়ি ছাড়তে হবে *(ছহীহ নাসাঈ হা/৫০৫৭)*। চোখের ভ্রূ কেটে ও তুলে চিকন করা যাবে না *(ছহীহ নাসাঈ হা/৫১১৪)*। এছাড়া অন্যান্য লোমের ব্যাপারে কোন আলোচনা নেই। কাজেই সেগুলি কাটা ইচ্ছাধীন বিষয়।

প্রশ্নঃ (৩০/২৭০)ঃ আয়েশা (রাঃ) হাফসা (রাঃ)-এর একটি পাতলা ওড়না ছিড়ে ফেলে দিয়েছিলেন মর্মে বর্ণিত কথাটি কি সত্য?

-মুহাম্মাদ জাবের আলী
কালীগঞ্জহাট, তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ বর্ণনাটি সত্য। হাফসা বিনতে আব্দুর রহমান একটি পাতলা ওড়না পরে আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে আসলে তিনি

রেগে ওড়নাটি দু'টুকরো করে ফেলেন এবং তাকে একটি মোটা ওড়না পরিয়ে দেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩৭৫ 'পোষাক' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩১/২৭১)ঃ ভিক্ষুককে খালি হাতে ফিরিয়ে দেওয়া নাকি উচিৎ নয়? একথা কি হাদীছে আছে, না মানুষের কথা?

-আব্দুল হান্নান
বহরমপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইলে কিছু দেওয়ার চেষ্টা করা উচিৎ। উম্মু বুজাইদ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ভিক্ষুক আমার দরজায় দাঁড়ায়, আমার বাড়িতে কিছু না থাকায় আমি তার হাতে কিছু দিতে পারি না, এতে আমি লজ্জাবোধ করি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কিছু হ'লেও দাও' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৮৭৯ 'যাকাত' অধ্যায়, 'কৃপণতা অপসন্দনীয়' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য, সুস্থ সবল দেহী মানুষের জন্য ভিক্ষা করা জায়েয নয় এবং পেশাদার ভিক্ষুক থেকে সাবধান থাকা উচিত হবে। তবে ভিক্ষুককে ধমকানো যাবে না ভালভাবে বিদায় দিতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩২/২৭২)ঃ জনৈক বক্তা তার বক্তব্যে বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আমি তখন থেকেই নবী ছিলাম, যখন আদম (আঃ) পানি এবং কাদার মধ্যস্থানে ছিলেন। তিনি এটাকে হাদীছ বলেছেন। এর সত্যতা জানতে চাই এবং আরবী অংশটুকু উঠিয়ে দেয়ার অনুরোধ রইল।

-আব্দুল ওয়াদূদ
দক্ষিণ দনিয়া, ডেমরা, ঢাকা।

উত্তরঃ উল্লিখিত বক্তব্যটি একটি মিথ্যা বা জাল হাদীছের অংশ বিশেষ। আরবী অংশটুকু হচ্ছে-

كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّيْنِ وَكُنْتُ نَبِيًّا وَلاَ آدَمَ وَلاَ مَاءَ وَلاَ طِيْنَ–

অর্থঃ 'আমি তখন থেকেই নবী ছিলাম, যখন আদম (আঃ) পানি এবং কাদার মাঝে ছিলেন। আমি তখন নবী ছিলাম যখন না ছিল আদম, না ছিল পানি, না ছিল কাদা' *(সিলসিলা যঈফাহ ১/৪৭৩ পৃঃ, হা/৩০২ ও ৩০৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/২৭৩)ঃ মুরব্বীদের অন্যায় কর্মের প্রতিকার করতে কি ভয় করা ঠিক হবে?

-এনামুল হক
[illegible] মল্লিক পাড়া, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

[illegible] মুরব্বীদের অন্যায় কর্মের [illegible] করা উচিৎ। এক্ষেত্রে ভীত হওয়া চলবে না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তোমরা মানুষকে ভয় কর না, আমাকে ভয় কর' *(মায়েদাহ ৪৪)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই মানুষ যখন অন্যায় প্রত্যক্ষ করে অথচ তার প্রতিকার করে না, তখন আল্লাহ তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করেন' *(সিলসিলা ছহীহা হা/১৫৬৪; ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৪২ 'আদব' অধ্যায়, 'সৎ কাজের আদেশ' অনুচ্ছেদ)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'অবশ্যই কোন ব্যক্তি যেন হক্ব কথা বলতে মানুষকে ভয় না করে, যখন সে হক জানতে পারবে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩২৫৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/২৭৪)ঃ মিশকাত ও আবুদাঊদে বর্ণিত একটি হাদীছে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের পিতার কসম খেয়েছেন। অতএব আমাদের পিতার কসম খেতে অসুবিধা কি?

-রফীকুল ইসলাম
নিজপাড়া, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উল্লিখিত হাদীছটি যঈফ *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪২৬১ 'খাদ্য' অধ্যায়, 'বাধ্যগত অবস্থায় খাওয়া' অনুচ্ছেদ)*। বর্ণনাকারীদের মধ্যে উক্বা বিন ওয়াহহাব নামক জনৈক ব্যক্তি রয়েছে। তার বর্ণিত হাদীছ সঠিক নয় *(যঈফ আবুদাঊদ হা/৩৮১৭)*। উপরন্তু হাদীছটি বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত ছহীহ হাদীছের বিরোধী। যেমন ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেছেন তোমাদের পিতা-মাতার নামে কসম করতে। অতএব যে, ব্যক্তি কসম করতে চায়, সে যেন আল্লাহ্র নামে কসম করে অথবা চুপ থাকে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৪০৭ 'শপথ ও মানত' অধ্যায়)*। সুতরাং পিতা-মাতার কসম খাওয়া যাবে না।

প্রশ্নঃ (৩৫/২৭৫)ঃ ক্বিয়ামতের আলামতের মধ্যে রয়েছে ৫০ জন মহিলার জন্য একজন পুরুষ হবে, ব্যভিচার চরমভাবে বৃদ্ধি পাবে। এটি কোন হাদীছ কি?

-আব্দুল হক
দামনাশ, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত হ'ল এই যে, (১) ইলম উঠে যাবে ও মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে (২) যেনা-ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবে (৩) মদ্যপান বৃদ্ধি পাবে (৪) পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে ও মহিলাদের সংখ্যা বেড়ে যাবে। এমনকি ৫০ জন মহিলার জন্য অভিভাবক হবে মাত্র একজন পুরুষ। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, ইলম কমে যাবে ও মূর্খতা প্রকাশিত হবে' অর্থাৎ সর্বত্র মূর্খতা বিজয় লাভ করবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৪৩৭; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/৫২০৩ 'ফিৎনা সমূহ' অধ্যায়, 'ক্বিয়ামতের আলামত সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/২৭৬)ঃ একজন ব্যক্তি কত মাইল অতিক্রম করার পর মুসাফির হয়?

-হাফেয শহীদুল ইসলাম
সৈয়দপুর, নীলফামারী।

উত্তরঃ কুরআন-হাদীছে সফরের দূরত্বের ব্যাপারে কোনরূপ নির্ধারিত সীমা নেই। কেবল সফরের কথা আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের সফরের হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। কাজেই সফর হিসাবে গণ্য করা যায় এরূপ সফরের নিয়তে বের হ'লে নিজ বাসস্থান থেকে কিছু দূর গেলেই ক্বছর করা যায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত*

হা/১৩৩৬, ১৩৩৭; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২১৩, ২১৪ পৃঃ; দ্রষ্টব্যঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ১০৪ পৃঃ।

প্রশ্নঃ (৩৭/২৭৭)ঃ মধ্যবয়সী সুস্থ মহিলারা কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম। কিন্তু এতে স্বল্প আয় হয়। ফলে তারা দারিদ্রতার ভয়ে ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহের পথ বেছে নিয়েছে। এমন মহিলাদের ভিক্ষা দেওয়া যাবে কি?

-এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম (এফবাড়ী), কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ বিশেষ কোন কারণ ছাড়া সক্ষম ব্যক্তির জন্য ভিক্ষাবৃত্তি বৈধ নয়। কেননা শরী'আত যে তিন ব্যক্তির জন্য ভিক্ষাবৃত্তিকে বৈধ করেছে উল্লিখিত মহিলারা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ভিক্ষাবৃত্তি তিন ধরনের লোক ব্যতীত কারও জন্য জায়েয নয়ঃ (১) যে ব্যক্তি কোন ঋণের যামিন হয়েছে, তার জন্য সওয়াল করা হালাল যতক্ষণ না সে উহা পরিশোধ করে (২) যে ব্যক্তির উপর কোন বিপদ পৌঁছেছে এবং তার সম্পদ ধ্বংস করে দিয়েছে তার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি হালাল, যতক্ষণ না সে আবশ্যক পূর্ণ করবার মত অথবা বেঁচে থাকার মত কিছু লাভ করে এবং (৩) যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হয়েছে এমনকি যাতে তার প্রতিবেশীদের মধ্যে জ্ঞানসম্পন্ন তিন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, সত্যিই অমুক অভাবে পড়েছে, তার জন্য ভিক্ষাবৃত্তি করা হালাল, যতক্ষণ না সে তার জীবিকা নির্বাহের মত অথবা বেঁচে থাকার মত কিছু লাভ করে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৩৭, 'যার পক্ষে সওয়াল করা হালাল নয় এবং যার পক্ষে হালাল' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য যে, ভিক্ষুক হক্বদার হ'লে তাকে কিছু দিয়ে বিদায় করা, আর না পারলে নরম ভাষায় অক্ষমতা প্রকাশ করা উত্তম। অন্যথায় হক্বদার না হ'লে তাকে ধমক না দিয়ে নরম ভাষায় অর্থোপার্জনের বিভিন্ন পথ দেখিয়ে দেওয়া বাঞ্ছণীয়।

প্রশ্নঃ (৩৮/২৭৮)ঃ আমরা আলেমদের মুখ থেকে শুনতে পাই যে, মহান আল্লাহ পৃথিবীতে ১৮০০০ মাখলূকাত সৃষ্টি করেছেন। তার প্রথম এবং শেষ মাখলূকাত কোনটি।

-মুহাম্মাদ মুখতার হুসাইন
কাছিকাটা বাজার, নাটোর।

উত্তরঃ এ বিষয়ে একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমনঃ মুক্বাতিল বলেন, মাখলূকাতের সংখ্যা ৮০ হাযার। আবু সাঈদ খুদরীর (রাঃ)-এর মতে ৪০ হাযার, ওয়াহহাব বিন মুনাব্বিহ-এর মতে ১৮০০০ প্রভৃতি। তবে কা'বুল আহ্বারের মতে, আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান নেই *(তাফসীরে ইবনে কাছীর, ১/২৬; সূরা ফাতেহা 'রাব্বিল আলামীন'-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। বরং উক্ত বর্ণনাগুলি থেকে অধিক মাখলূক্বাতের সংখ্যাই বুঝানো হয়েছে। কারণ বর্তমানে বৈজ্ঞানিকগণ মাখলূক্বাতের সংখ্যা সন্ধান করতে গিয়ে পনের লক্ষ পঁচানব্বই হাযার দুইশ' পঁচিশ প্রকার মাখলূক্বাত পেয়েছেন *(জীবন বৈচিত্র্য সহায়ক নির্দেশিকা, পৃঃ ৩৬)*। মহান আল্লাহ বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নে'মত দান করেছে তা তোমরা গণনা করে শেষ করতে পারবে না *(নাহল ১৮)*। অতএব, উল্লিখিত বর্ণনাটি কুরআন ও হাদীছ সম্মত নয়। মাখলূক্বাতের মধ্যে সর্বপ্রথম মাখলূক্বাত হ'ল কলম *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৪, সনদ ছহীহ, 'তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনা' অনুচ্ছেদ)*। আর শেষ মাখলূকাত সম্পর্কে জানা যায় না। আল্লাহই ভাল জানেন।

প্রশ্নঃ (৩৯/২৭৯)ঃ বিবাহে উভয় পক্ষের অলী উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তৃতীয় পক্ষ থেকে উকিল নিয়োগ করে বিবাহ পড়ানো কতটুকু শরী'আত সম্মত? খাদীজা (রাঃ)-এর সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর যে বিবাহ হয়েছিল তাতে কি কোন অলী ছিল? কোন নিয়মে বিবাহ পড়ালে বিবাহ ছহীহ হাদীছ অনুসারে হবে?

-রুহুল আমীন
রাধাকানাই, ফুরকানাবাদ
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ অলী মওজুদ থেকে উকিল দ্বারা বিবাহ সম্পাদনের যে পদ্ধতি আমাদের দেশে চালু আছে তা ছহীহ হাদীছ মোতাবেক নয় *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, দারেমী সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩১৩০)*। কারণ অলীর উপস্থিতিতে উকিলের কোন প্রয়োজন নেই। বিবাহ পড়ানোর পদ্ধতিঃ মেয়ের অলী তার সম্মতি নিয়ে দুই জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে বরের সামনে বলবে, আমি আমার মেয়েকে এতটাকা দেন মোহরের বিনিময়ে তোমার নিকটে সোপর্দ করলাম এবং বর বলবে আমি কবুল করলাম, তাহ'লে বিবাহ ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হবে। উল্লেখ্য, বরের জন্য অলীর প্রয়োজন নেই। তবে মেয়ের জন্য অলী আবশ্যক। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে মহিলা অলীর অনুমতি ছাড়া বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে তার বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, মিশকাত, সনদ ছহীহ হা/৩১৩১ 'অলী' অনুচ্ছেদ)*। খাদীজার বিবাহের অলী ছিলেন তাঁর চাচা আমর বিন আসাদ *(আল-বেদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ২/২৭৪ পৃঃ, 'খাদীজার সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর বিবাহ' অনুচ্ছেদ)*। আর খাদীজার বিবাহের উকিল ছিল মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৪০/২৮০)ঃ طلب العلم فريضة على كل مسلم উল্লিখিত হাদীছটি ছহীহ না যঈফ? যদি যঈফ হয় তাহ'লে কোন দলীলের আলোকে জ্ঞান অর্জন করা ফরয?

-আযীযুল হক্ব
সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছটিকে কিছু ইমাম যঈফ বললেও ইমাম সয়ূতী ৫০টি সনদে বর্ণনা করে হাদীছটিকে ছহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। হাফেয ইরাক্বী বলেন, কিছু মুহাদ্দিছ হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন এবং অনেকেই ইহাকে হাসান বলেছেন *(তাহক্বীক মিশকাত ১/৭৬ পৃঃ, হা/২১৮-এর ব্যাখ্যা ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৮৪)*। উল্লেখ্য, বিভিন্ন বইপুস্তকে উক্ত হাদীছের শেষাংশে 'ওয়া মুসলিমাতিন' যোগ করা হয়েছে। মূলতঃ এর কোন ভিত্তি নেই *(তাহক্বীক মিশকাত ১/৭৬ পৃঃ, হা/২১৮-এর টীকা দ্রঃ)*।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com
৮ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা
মে-২০০৫

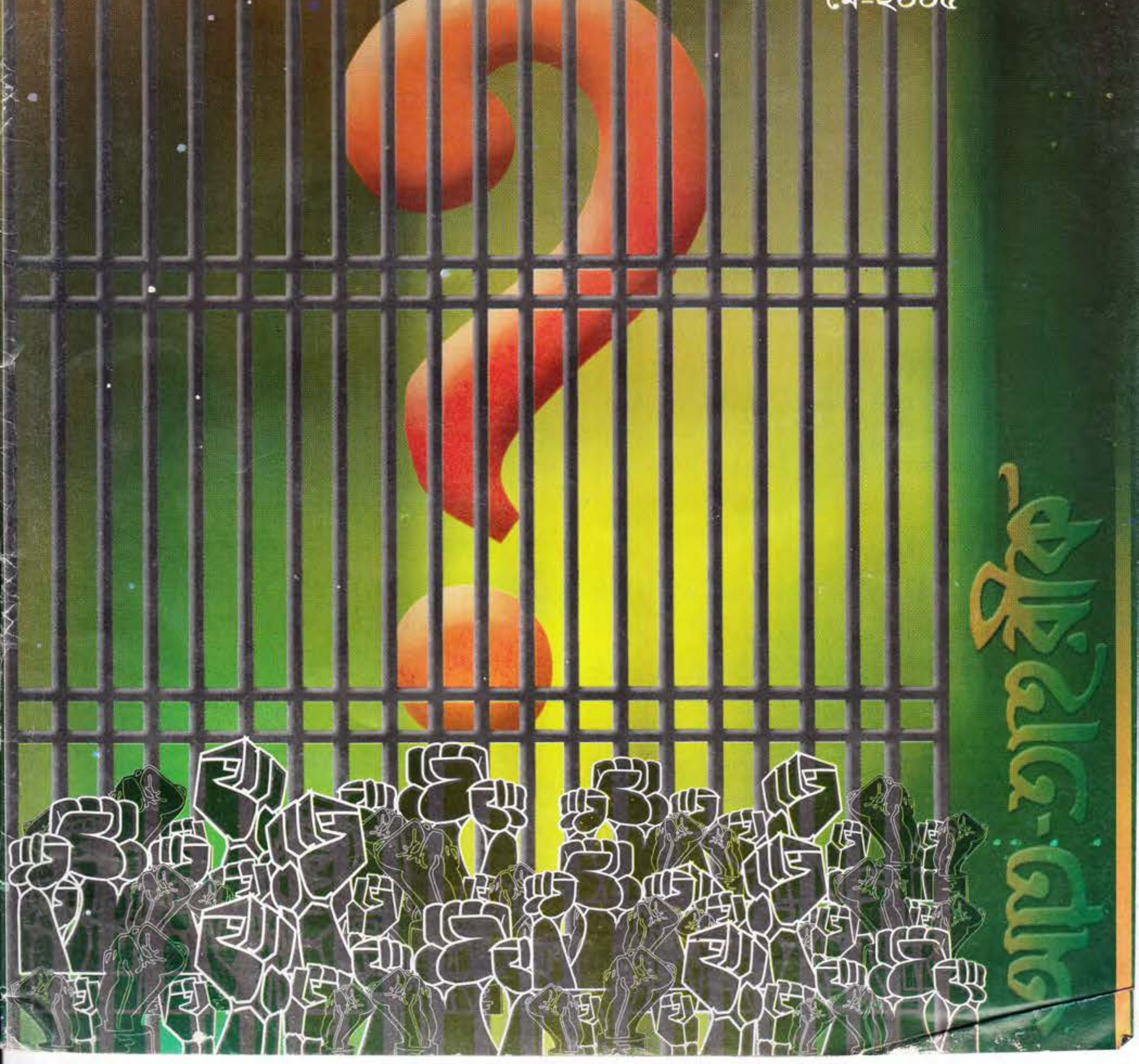

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/২৮১)ঃ ছালাতে দাঁড়িয়ে মুক্তাদীগণ পিছনে কি করছে আল্লাহর রাসূল কি তা দেখতে পেতেন? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-এরফান আলী
সালামতপুর, মধুপুর, যশোর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত অবস্থায় সম্মুখ ও পশ্চাতে সমভাবে দেখতেন। এটা ছিল তাঁর মু'জিযা বা অলৌকিক নিদর্শন। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যোহরের ছালাত আদায় করালেন। এক লোক পিছনের কাতারগুলিতে খারাপ কিছু ঘটিয়ে ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সালাম ফিরিয়ে তাকে ডেকে বললেন, তুমি আল্লাহকে ভয় কর না? তুমি বুঝনা কিভাবে ছালাত আদায় করছ? তোমরা মনে কর যে, তোমাদের কর্ম আমার নিকট গোপন থাকে। আল্লাহর কসম, নিশ্চয়ই আমি সামনে যেমন দেখি, পিছনেও তেমনি দেখি' *(আহমাদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৮১১; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৬৮)*।

প্রশ্নঃ (২/২৮২)ঃ শয়তান জিন কি মানুষকে কষ্ট দিতে পারে? জিনের সাথে মানুষের কি মিলন সম্ভব? শরী'আতে এ ধরনের কোন নযীর আছে কি?

-আব্দুছ ছামাদ
তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ শয়তান জিন মানুষকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, '(হে নবী! আপনি বলুন! আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি) তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে। জিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে' *(নাস ৪-৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সন্ধ্যার সময় তোমরা তোমাদের বাচ্চাদেরকে ধরে রাখ, কেননা ঐ সময় জিন ছড়িয়ে পড়ে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৯৫; ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃঃ ৯৬, মাসআলা নং ৪৩)*। উল্লিখিত দলীল থেকে প্রমাণিত হয় যে, জিন মানুষের ক্ষতি করতে পারে। তবে জিনের সাথে মানুষের মিলন হয় এমন কোন নযীর শরী'আতে পাওয়া যায় না। তাছাড়া জিন আগুনের তৈরী আর মানুষ মাটির তৈরী *(আ'রাফ ১২)*। সেকারণ এটি অসম্ভবও বটে।

প্রশ্নঃ (৩/২৮৩)ঃ অনেকে প্রেমকে পবিত্র মনে করে। এ বিষয়ে শরী'আতের ফায়ছালা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
ভারত।

উত্তরঃ প্রেম করা শরী'আতের দৃষ্টিতে হারাম। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, 'মুমিনেরা যেন অবাধ যৌন লালসা পরিতৃপ্ত করতে উদ্যোগী না হয় এবং লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম না করে বেড়ায়' *(নিসা ২৫)*।

প্রশ্নঃ (৪/২৮৪)ঃ জান্নাতীরা জান্নাতে কি কি ভোগ করবে?

-মুসাম্মাৎ আসিয়া খাতুন
ধর্মদহ, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ জান্নাতীরা জান্নাতে যা চাইবে তাই পাবে *(হা-মীম সাজদাহ ৩১)*। জান্নাতের সুখ-শান্তি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'মুত্তাক্বীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, তাতে রয়েছে নির্মল পানির নহর, আছে দুধের নহর, যার স্বাদ অবর্ণনীয়। আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু সুরার নহর, আছে পরিশোধিত মধুর নহর এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে বিবিধ ফলমূল ও তাদের প্রতিপালকের ক্ষমা' *(মুহাম্মাদ ১৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'সেখানে থাকবে আনতনয়না রমনীগণ, যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা জিন স্পর্শ করেনি, তারা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ' *(আর-রহমান ৪৬, ৪৮, ৫০, ৫২, ৫৪, ৫৬ ও ৫৮ নং আয়াত দ্রঃ)*। এছাড়া অসংখ্য আয়াতে জান্নাতের নে'মত সমূহ বর্ণিত হয়েছে *(ওয়াক্বিআহ ২৮-৩২; দাহর ১৯; বিস্তারিত দ্রঃ দরসে কুরআন 'জান্নাতের বিবরণ' সেপ্টেম্বর ২০০০ সংখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (৫/২৮৫)ঃ খোলা তালাক দেয়ার পর কোন মহিলা পুনরায় ঐ স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে কি?

-শফীকুর রহমান
বাসা ৫৫, রোড ৭, ব্লক- ই
. মিরপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ স্ত্রী পুনরায় ঐ স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে। ইবনু ওমর (রাঃ) খোলা করার পর পুনরায় স্বামী-স্ত্রীর নতুন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফৎওয়া দিতেন *(মুহাল্লা ৯/৫১৫ পৃঃ; ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩৩/১০ পৃঃ; আত-তাহরীক নভেম্বর '৯৮ ২/২২; ডিসেম্বর ২০০০ ১৪/৮৪)*।

প্রশ্নঃ (৬/২৮৬)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মিম্বর নাকি খেজুরের ডালের ছিল। এর সত্যতা জানতে চাই।

-আমজাদ
বালীজুড়ি, মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মিম্বর কাঠের ছিল, খেজুরের ডালের নয়। একদা তিনি জনৈকা মহিলাকে ডেকে বললেন, 'তুমি তোমার গোলামকে আমার জন্য একটি কাঠের মিম্বর তৈরী করতে বল, আমি তার উপর বসব' *(বুখারী ১/৬৪ পৃঃ)*। এ হাদীছ দ্বারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মিম্বর কাঠের ছিল এটিই প্রমাণিত হয়।

প্রশ্নঃ (৭/২৮৭)ঃ ডাক্তারগণ বলেন, ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কিন্তু এ রোগ সম্পূর্ণ রূপে ভাল হয় না। এ বক্তব্যের যথার্থতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুনীরুয্যামান
সুলতানগঞ্জ করিডোর
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ তা'আলা যে রোগ সৃষ্টি করেছেন তার প্রতিষেধকও সৃষ্টি করেছেন' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৫১৪ 'চিকিৎসা ও ঝাড়ফুঁক' অনুচ্ছেদ)*। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'প্রতিটি অসুখের জন্য ঔষধ রয়েছে...' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫১৫ ঐ)*। অতএব সকল রোগ-ব্যারামেরই সম্পূর্ণ নিরাময়যোগ্য ঔষধ রয়েছে। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান এখনো অনেক ঔষধ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়নি। অদূর ভবিষ্যতে হয়ত এমন অনেক নতুন নতুন ঔষধ আবিষ্কার হবে। যার মাধ্যমে শুধু ডায়অবেটিস কেন এর চেয়েও মারাত্মক অসুখও সম্পূর্ণ নিরাময় হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্নঃ (৮/২৮৮)ঃ 'খবরে ওয়াহেদ' এবং 'হাদীছে গরীব' এর মধ্যে প্রার্থক্য কি? হুকুম সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আতাউর রহমান
কালাইবাড়ী, পোরশা, নওগাঁ।

উত্তরঃ যে হাদীছের মধ্যে মুতাওয়াতির-এর সংজ্ঞা অথবা মুতাওয়াতির এর শর্ত সমূহ পাওয়া যায় না তাকে 'খবরে ওয়াহেদ' বলে। অর্থাৎ প্রত্যেক যুগে এক, দুই বা তিনজন বর্ণনাকারীর হাদীছকে 'খবরে ওয়াহেদ' বলা হয়। এ প্রকারের হাদীছ তিন ভাগে বিভক্ত (১) মাশহূর (২) আযীয (৩) গরীব। একজন বর্ণনাকারী কর্তৃক বর্ণিত হাদীছকে 'গরীব হাদীছ' বলে।

হুকুমঃ ইবনু হাযম (রহঃ) বলেন, আহকাম সমূহের মধ্যে 'খবরে ওয়াহেদ' দ্বারা ইলম এবং আমল উভয়টিই আবশ্যক *(বিস্তারিত দ্রঃ আত-তাহরীক অক্টোবর'০৪, পৃঃ ২৮-২৯ 'দিশারী' কলাম)*।

পার্থক্যঃ 'খবরে ওয়াহেদ' এবং হাদীছে গারীব-এর মধ্যকার সম্পর্ক হ'ল আম-খাছ-মুতলাক্ব, অর্থাৎ প্রত্যেক 'খবরে গরীব' 'খবরে ওয়াহেদ' কিন্তু প্রত্যেক 'খবরে ওয়াহেদ' 'খবরে গরীব' নয় *(মুক্বাদ্দামাহ মির'আতুল মাফাতীহ, পৃঃ ১৮)*।

প্রশ্নঃ (৯/২৮৯)ঃ জনৈক আলেম ফৎওয়া দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি যৌতুক নিয়ে বিবাহ করলে স্ত্রীর সাথে তার মেলামেশা করা হারাম হয়ে যাবে। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুয্যাম্মিল হক
মোবারকপুর, শিবগঞ্জ
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ যৌতুক নিয়ে বিবাহ করলে স্বামী-স্ত্রীর মেলামেশা হারাম হয়ে যাবে এ বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ যৌতুক একটি হারাম ও জাহেলী প্রথা হ'লেও তা বৈধ বিবাহের কোন ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা যেখানে মোহরানার বিনিময়ে বিবাহ করতে বলেছেন *(নিসা ২৩)*, সেখানে স্ত্রীর নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ করা আল্লাহ্র হুকুমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। প্রকৃত মুসলমান ছেলেদের এ বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিৎ।

প্রশ্নঃ (১০/২৯০)ঃ তাসবীহ দানার মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করা কি শরী'আত সম্মত?

-মুহাম্মাদ এমাজুদ্দীন মোল্লা
মির্জাপুর, বিনোদপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ তাসবীহ দানার মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করার কোন ছহীহ হাদীছ নেই। এ সম্পর্কে দু'একটি হাদীছ পাওয়া গেলেও এর কোনটি জাল ও কোনটি যঈফ *(দেখুনঃ আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/২৩১১; সিলসিলা যঈফাহ হা/১০০২)*। অপরদিকে আঙ্গুলের মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করা সম্পর্কে একাধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আঙ্গুলের মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করতে দেখেছি *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী ২/১৮৬ পৃঃ)*। অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা আঙ্গুল দ্বারা তাসবীহ গণনা কর। কারণ ক্বিয়ামতের দিন আঙ্গুলগুলিকে জিজ্ঞেস করা হবে ও বলার শক্তি দান করা হবে' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩১৬)*। অতএব আঙ্গুলের মাধ্যমে তাসবীব গণনা করাই শরী'আত সম্মত। অনেকে মনে করেন বৃদ্ধ হওয়ার কারণে আঙ্গুলে গণনা করলে ভুল হবে, তাই তাসবীহ দানার মাধ্যমে করলে ভুল হবে না। শরী'আতে যুক্তি চলে না। এরূপ ভুল হ'লেও তিনি নেকীর হকদার হবেন' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগেও তো বৃদ্ধ লোক ছিল, তাদের ক্ষেত্রে তো তাসবীহ দানার মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (১১/২৯১)ঃ বিধর্মীদের মেলায় ব্যবসার উদ্দেশ্যে দোকান দেওয়া যাবে কি?

-আলমগীর হোসাইন
বসুপাড়া, বাঁশতলা, খুলনা।

উত্তরঃ বিধর্মীদের মেলায় ব্যবসা-বাণিজ্য করা জায়েয নয়। কারণ এতে বিধর্মীদের সহযোগিতা করা হয়। আর আল্লাহ তা'আলা অন্যায় ও পাপ কাজের সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্নঃ (১২/২৯২)ঃ যুবতী মেয়েরা পাতলা ওড়না ব্যবহার করতে পারবে কি?

-নাজমা খাতুন
বর্ষাপাড়া, হিরণ, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েদের পাতলা ওড়না পরিধান করা জায়েয নয়। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদিন আসমা বিনতে আবুবকর (আয়েশা (রাঃ)-এর বড় বোন) পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে আসলে তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুখ ফিরিয়ে নেন...' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৭২)*।

প্রশ্নঃ (১৩/২৯৩)ঃ জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ নিষিদ্ধ বলে জনৈক আলেম ফৎওয়া দিয়েছেন। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল বারী আনছারী
ধর্মশুর, রোহিতপুর বাজার
কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

উত্তরঃ ইমামের পিছনে জেহরী ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা যাবে না মর্মে যারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন তারা মূলতঃ নিম্নোক্ত দলীল পেশ করে থাকেন, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা এক জেহরী ছালাতে সালাম ফিরিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুছল্লীদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি এই মাত্র আমার সাথে কুরআন পাঠ করেছ? একজন বলল, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাই ভাবছিলাম مَا لِى أُنَازِعُ الْقُرْآنَ 'আমার ক্বিরাআতে কেন বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে'? এরঁপর থেকে লোকেরা জেহরী ছালাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ক্বিরাআত করা থেকে বিরত হ'ল *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৭৩৬, তিরমিযী, মিশকাত হা/৮৫৫)*।

উক্ত হাদীছের জবাবঃ হাদীছের বক্তব্যে বুঝা যায় যে, মুক্তাদীদের মধ্যে কেউ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাথে সরবে ক্বিরাআত করেছিল। যার জন্য ইমাম হিসাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ক্বিরাআতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে তিনি উক্ত কথা বলেছিলেন। মূলতঃ জেহরী ছালাতে মুক্তাদীদেরকে সরবে না পড়ে নীরবে কিরাআত পাঠ করতে হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৩)*। এতদ্ব্যতীত অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) সুস্পষ্টভাবে বলেছেন,

لاَتَفْعَلُوا الاَّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُ لاَصَلوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا-

'তোমরা এরূপ করোনা কেবল সূরা ফাতিহা ব্যতীত। কেননা যে ব্যক্তি তা পাঠ করে না তার ছালাত সিদ্ধ হয় না' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৭৩৫-৩৭; মিশকাত হা/৮৫৪ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং জেহরী ক্বিরাআত হৌক বা সের্রি ক্বিরাআত হৌক ইমাম-মুক্তাদী উভয়কে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে। ইমাম বুখারী (রহঃ) এ মর্মে অধ্যায় রচনা করেছেন যে, باب وجوب القراءة للإمام والمأموم فى الصلوات كلها فى الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت 'সফর ও মুক্বীম অবস্থায় জেহরী ও সের্রি সকল ছালাতেই ইমাম-মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ করা আবশ্যক =*(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৫০-৫৬)*।

প্রশ্নঃ (১৪/২৯৪)ঃ জনৈক ব্যক্তি তার ছোট ছেলেকে কিছু জমি বেশী দিতে চান, কিন্তু অন্য ছেলেরা এতে রাযী নয়। এমতাবস্থায় পিতার পক্ষে বেশী দেওয়া ঠিক হবে কি?

-মুহাম্মাদ সুরুজ মিয়া
শনির দিয়াড়, পাবনা।

উত্তরঃ সম্পত্তির অন্যান্য অংশীদার থাকা অবস্থায় একজনের নামে এভাবে বেশী সম্পত্তি দেওয়া জায়েয নয়। হাদীছে এ বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) বলেন, আমার পিতা আমাকে একটি গোলাম দান করেন। তখন আমার মা বলেন, এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সাক্ষী না রাখা পর্যন্ত আমি রাযী এতে নই। অতঃপর তার পিতা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে গিয়ে বললেন, আমার এই ছেলেকে আমি একটি গোলাম দান করেছি। কিন্তু তার মা আপনাকে এতে সাক্ষী থাকার জন্য বলেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি কি তোমার সকল ছেলেকে এরূপ দিয়েছ? সে উত্তরে বলল, না। তখন তিনি বললেন, আল্লাহকে ভয় কর, তোমার ছেলেদের মাঝে ইনছাফ কর। আমি অন্যায় কাজের সাক্ষী থাকি না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০১৯)*।

প্রশ্নঃ (১৫/২৯৫)ঃ মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি সকল নবী-রাসূলের ইমামতি করেছিলেন?

-ছিদ্দীকুর রহমান
নাজিরা বাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ হ্যাঁ, মি'রাজ রজনীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সকল নবী-রাসূলের ইমামতি করেছিলেন' *(মুসলিম ১/৯৬ পৃঃ হা/১৭২ 'ঈমান' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৬/২৯৬)ঃ ছালাতে রুকূ থেকে উঠে হাত বুকে বাঁধবে না ছেড়ে দিবে? দলীল ভিত্তিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

- ইমদাদ
চিতলমারী, বাগেরহাট।

উত্তরঃ ছালাতে রুকূ থেকে উঠে দণ্ডায়মান অবস্থায় হাত ছেড়ে দেওয়াটাই হাদীছ সম্মত। এ মর্মে বিখ্যাত ছাহাবী আবূ হুমায়েদ সা'এদী (রাঃ) যিনি ১০ জন ছাহাবীর সম্মুখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাতের নমুনা প্রদর্শন করে সত্যায়ন প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে গেলেন এমনভাবে যেন মেরুদণ্ডের জোড়া সমূহ স্ব স্ব স্থানে ফিরে আসে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৯২)*। ছালাতে ভুলকারী জনৈক ব্যক্তিকে রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক হাতে-কলমে ছালাত শিখানোর প্রসিদ্ধ হাদীছে এসেছে, যতক্ষণ না অস্থি সমূহ স্ব স্ব জোড়ে ফিরে আসে *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৮০৪)*।

ওয়ায়েল বিন হুজর ও সাহল বিন সা'দ (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে ছালাতে বাম হাতের উপরে ডান হাত রাখার 'আম' হাদীছের উপরে ভিত্তি করে কেউ কেউ রুকূর আগে ও পরে ক্বিয়াম অবস্থায় বুকে হাত বাঁধার কথা বলেছেন। কিন্তু উক্ত হাদীছ রুকূ পরবর্তী দণ্ডায়মান অবস্থা সম্পর্কে 'খাছ' ভাবে বর্ণিত হয়নি। তাছাড়া পুনরায় বুকে হাত বাঁধার বিষয়টি হাতের স্বাভাবিক অবস্থার পরিপন্থী। এক্ষেত্রে শিরদাঁড়া সহ দেহের অন্যান্য অস্থি সমূহকে স্ব স্ব জোড়ে ফিরে আসতে গেলে ক্বওমার সময় হাতকে তার স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দেওয়াটাই ছহীহ হাদীছ সমূহের যথাযথ অনুসরণ বলে অনুমিত হয় *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৬৪-৬৫)*।

প্রশ্নঃ (১৭/২৯৭)ঃ অর্ধ ছা' পরিমাণ ফিৎরা দেওয়ার কোন ছহীহ হাদীছ আছে কি? যদি না থাকে তাহ'লে অর্ধ ছা' পরিমাণ গম ফিৎরা দেওয়া কখন থেকে প্রচলন হয়। এক ছা' বর্তমানে কত কেজির সমান?

-আবু তালেব মোড়ল
গোবরচাকা প্রধান সড়ক, খুলনা।

উত্তরঃ ছহীহ মারফূ হাদীছ দ্বারা যেকোন খাদ্য বস্তুর এক ছা' ফিৎরা দেওয়া প্রমাণিত হয়। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস, স্বাধীন, পুরুষ-নারী, ছোট-বড় সকলের উপর মাথাপিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার হিসাবে ফরয করেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫, ১৮১৬)*। ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) বলেন, 'গমের এক ছা' আর্ধ ছা' সম্পর্কে যতগুলি মারফূ হাদীছ রয়েছে সবগুলিই দুর্বল *(মির'আতুল মাফাতীহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ১৯৬ 'ছাদাকাতুল ফিৎর' অনুচ্ছেদ)*।

আবু সাঈদ ও আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর খিলাফত কালে গমের অর্ধ ছা' ফিৎরা চালু হয়। এর কারণ হচ্ছে, তাঁর যুগে সিরিয়ার গম মদীনায় আমদানী হ'লে উচ্চমূল্যের বিবেচনায় তিনি গমের অর্ধ ছা' দিতে বলেন। কিন্তু ছাহাবী আবু সাঈদ খুদরী সহ অন্যান্য ছাহাবীগণ মু'আবিয়া (রাঃ)-এর এই ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ ও প্রথম যুগের আমলের উপরেই কায়েম থাকেন। অর্থাৎ এক ছা' ফিৎরার উপরেই তাঁরা অটল থাকেন। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'যারা অর্ধ ছা' গমের ফিৎরা দেন, তারা মু'আবিয়া (রাঃ)-এর 'রায়' এর অনুসরণ করেন মাত্র' *(দ্রঃ ফাৎহুল বারী (কায়রোঃ ১৪০৭ হিঃ) ৩/৪৩৮ পৃঃ)*।

হিজাযী বা মক্কা-মদীনার ছা' এর পরিমাণ পাঁচ রিতল ও ১ রিতলের এক তৃতীয়াংশ। এর পরিমাণ চার মুদ। আধুনিক হিসাব অনুযায়ী ছা'-এর পরিমাণ প্রায় আড়াই কেজি। পাত্রের পরিমাণ হিসাবে এর সঠিক পরিমাণ করা সম্ভব নয়। কেননা কোন খাদ্যবস্তু হালকা হ'লে আড়াই কেজির কমেই ছা' পূর্ণ হয়ে যাবে যেমন যব ইত্যাদি। আর যদি বস্তু ওযনে ভারী হয় (যেমন চাউল) তাহ'লে আড়াই কেজির বেশী না হ'লে ছা' পূর্ণ হবে না। তবে উক্ত হাদীছটি অন্য দ্রব্যের ন্যায় গমও আড়াই কেজি ফিৎরা হিসাবে বের করাকে প্রমাণ করে। অর্ধ ছা' গম ফিৎরা আদায়ের জন্য যথেষ্ট নয় *(ইত্তেহাফুল কেরাম শারহু বুলূগুল মারাম হা/৬১৪-এ ভাষ্য, পৃঃ ১৬৮ 'যাকাত' অধ্যায়, 'ছাদাক্বাতুল ফিৎর' অনুচ্ছেদ)*।

প্রকাশ থাকে যে, হানাফী মাযহাবের মধ্যে যে ছা'-এর প্রচলন রয়েছে তা ইরাকী ছা'। যার পরিমাণ ৮ রিতল। এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বা মদীনার ছা'-এর বিপরীত।

প্রশ্নঃ (১৮/২৯৮)ঃ মাদরাসার ছাত্রীরা পরীক্ষার সময় হায়েয অবস্থায় তাফসীর, কুরআন-হাদীছ ইত্যাদি বিষয়গুলি পড়তে পারবে কি?

-মুসাম্মাৎ শামীমা নাসরীন
বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ প্রয়োজনে ঋতুবতী মহিলারা মূল কুরআন ব্যতিরেকে তাফসীর ও হাদীছের কিতাবগুলি স্পর্শ করে পড়তে পারে। কেননা অপবিত্র অবস্থায় যে কুরআন স্পর্শ করার কথা নিষেধ করা হয়েছে তা হ'ল মূল কুরআন *(মুগনী শারহুল কাবীর সহ, ২/৭৫ পৃঃ)*। আবুবকর ইবনু মুহাম্মাদ, আমর ইবনে হাযম থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইয়ামনবাসীদের কাছে যে চিঠি লিখে ছিলেন তাতে লিখা ছিল যে, 'অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করবে না'। শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন *(ইরওয়াউল গালীল ১/১৫৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/২৯৯)ঃ গুপ্তস্থানের লোম চেছে ফেলতে হবে? না ছোট করে রাখলে চলবে?

-শাহিন
ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ গুপ্তস্থানের লোম চেছে ফেলাই শরী'আত সম্মত। আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ দ্বারা চেছে ফেলা প্রমাণিত হয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৯ 'মিসওয়াক' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, যেকোন ধরনের আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন করেও লোম পরিষ্কার করা যায়।

প্রশ্নঃ (২০/৩০০)ঃ মোযার উপরে মাসাহ করার নিয়ম কি? আমাদের দেশে নাকি মোযার উপর মাসাহ চলবে না। এ বিষয়ে দলীল ভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-বকুল
উত্তর যাত্রাবাড়ী, ডেমরা, ঢাকা।

উত্তরঃ যেকোন ধরনের পবিত্র মোযার উপরে মাসাহ করা যায় *(আহমাদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৫২৩; মির'আত ১/৩৪২ পৃঃ)*। মোযার উপরে মাসাহ করার নিয়ম হচ্ছে- প্রথমে ওযূ করে মোযা পরতে হবে। অতঃপর পরবর্তীতে নতুন ওযূর সময় মোযার উপরিভাগে দুই হাতের ভিজা আঙ্গুলগুলি পায়ের অগ্রভাগ থেকে পাতার উপর দিয়ে টাখনু পর্যন্ত টেনে এনে একবার মাসাহ করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৮)*। মুক্বীম অবস্থায় ১ দিন ১ রাত এবং মুসাফির অবস্থায় ৩ দিন ৩ রাত একটানা মোযার উপরে মাসাহ করা চলবে *(মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৭, ৫২০ 'মোযার উপর মাসাহ করা অনুচ্ছেদ'; দ্রঃ মার্চ ২০০২ প্রশ্নোত্তর নং ২৯/২০৪)*। উল্লেখ্য যে, চামড়ার মোযা ব্যতীত অন্য কোন মোযার উপরে মাসাহ চলবে না মর্মে প্রচলিত ধারণাটি সঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (২১/৩০১)ঃ এক ব্যক্তির দু'জন স্ত্রী আছে। সে তাদের মধ্যে ইনসাফ করে না। তবে সে ছালাত আদায় করে ও মানুষকে ভাল কাজের প্রতি আদেশ এবং মন্দ কাজ হ'তে বাধা প্রদান করে। এ ধরনের ত্রুটিপূর্ণ লোক

কি মানুষকে ভাল কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজ হ'তে বাধা প্রদান করতে পারে?

-মকবূল
বালিতিতা, লালপুর, নাটোর।

উত্তরঃ উক্ত ব্যক্তির ত্রুটি জঘন্য। এসব ত্রুটি পরিহার করা আবশ্যক। তবে উক্ত ত্রুটির কারণে সৎ কাজের আদেশ দেওয়া যাবে না এমনটি নয়। এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম বলেন, সৎ কাজের আদেশ দান এবং অন্যায় কাজ হ'তে নিষেধ করার জন্য এমন কোন শর্ত নেই যে, আদেশকারী নিজে যাবতীয় আহকামে শরী'আতের উপর যথাযথ আমলকারী এবং মন্দ কাজ সমূহ বর্জনকারী হবেন। বরং যদি সে নিজে ত্রুটিপূর্ণও হয় তবুও সৎ কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজ হ'তে নিষেধ করা যাবে *(শারহে নববী, মুসলিম ১/৫১ পৃঃ, 'ভাল কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করা ওয়াজিব' অনুচ্ছেদ)*। তবে এক্ষেত্রে নিজে আমল না করার পরিণতিও তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২২/৩০২)ঃ হাদীছে আছে ফজর ও আছরের ছালাতের সময় ফেরেশতা পরিবর্তন হয়। ফেরেশতারা কতক্ষণ অবস্থান করেন? মসজিদে প্রথম জামা'আত যারা পেল না তারা কি বাদ পড়ে যায়?

-মুহাম্মাদ
শামপুর, বাংগাবাড়ী
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে ফজর ও আছরের সময় ফেরেশতাদের একদলের সাথে অপর দলের সাক্ষাত হয়। তবে তাদের অবস্থানের সময়সীমা বর্ণিত হয়নি। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) সূরা বণী ইসরাঈলের ৭৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় না করলে প্রত্যাবর্তনকারী ফেরেশতাদের সাক্ষ্য হ'তে পরের মুছল্লীগণ বঞ্চিত হবে' *(তাফসীরে কুরতুবী ৫ম খণ্ড, ১০ম অংশ, পৃঃ ১৯৯)*। তবে পরবর্তীতে আগত ফেরেশতাগণ তাদের সাক্ষ্য হবে।

প্রশ্নঃ (২৩/৩০৩)ঃ নাসাঈ শরীফে আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত সূরা ফাতিহার পূর্বে বিসমিল্লাহ সরবে পড়া সংক্রান্ত হাদীছটি কি যঈফ? কেন যঈফ তার কারণ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আখতারুযযামান
মহারাজপুর, বৃপাথুরিয়া, নাটোর।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছটি যঈফ *(যঈফ নাসাঈ, হা/৯০৪)*। মুহাদ্দিছগণ হাদীছটি যঈফ হওয়ার দু'টি কারণ উল্লেখ করেছেন। প্রথম কারণ হ'ল, আবু হেলাল নামক রাবীর স্মরণশক্তি ত্রুটিপূর্ণ। দ্বিতীয় কারণ হ'ল- আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে যে সমস্ত রাবী উক্ত হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে নাঈম ব্যতীত সকল রাবী বিসমিল্লাহ বিহীন বর্ণনা করেছেন *(তাহক্বীক্বে সুবুলুস সালাম, ১/৪০১ পৃঃ, হা/২৬৩-এর টীকা)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৩০৪)ঃ কোন কোন মেয়ে পুরুষের পোষাক পরিধান করে। এ ধরনের পোষাক পরিধান করায় শরী'আতের কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কি?

-রাযিয়া সুলতানা
হাট শ্যামগঞ্জ
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ নারীদের পোষাক পরিধানকারী পুরুষ ও পুরুষদের পোষাক পরিধানকারী নারীকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অভিসম্পাত করেছেন *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৪৬৯ 'পোষাক' অধ্যায় 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং নারীরা পুরুষের পোষাক পরিধান করতে পারবে না। অনুরূপভাবে পুরুষরাও নারীদের পোষাক পরিধান করতে পারবে না।

প্রশ্নঃ (২৫/৩০৫)ঃ ঘরে টেলিভিশন রাখা যাবে কি-না এবং তা দেখা কি পাপ? যে ঘরে টেলিভিশন থাকে, সে ঘরে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ রশীদুল ইসলাম
ও
মুহাম্মাদ মুরজেম
মল্লিকপাড়া, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ঘরে টেলিভিশন রাখা নাজায়েয নয়। তবে তার মাধ্যমে গান-বাজনা, ছবি ও অশ্লীল অনুষ্ঠান দেখা নাজায়েয। এতদ্ব্যতীত কুরআন তেলাওয়াত, শরী'আত সম্মত বক্তব্য ও সংবাদ শ্রবণ করা বৈধ। যে ঘরে টেলিভিশন থাকে সে ছালাত আদায় করাও অবৈধ নয় *(মাজমু'আ ফাতাওয়া, ৩/৪৩৭ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৩০৬)ঃ অপবিত্র অবস্থায় কোন পবিত্র কাপড় স্পর্শ করলে তা কি অপবিত্র হয়ে যাবে?

-মুহাম্মাদ শাহাদত হোসাইন
তোল্লাতলা, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ অপবিত্র অবস্থায় যদি কোন ব্যক্তি পবিত্র কাপড় স্পর্শ করে এবং তার দ্বারা যদি কাপড়ে কোন অপবিত্র বস্তু না লাগে তাহ'লে কাপড় অপবিত্র হবে না। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) আমাকে বললেন, মসজিদ থেকে আমাকে মাদুরটি দাও। আমি বললাম, আমি হায়েযা বা ঋতুবতী। তিনি বললেন, তোমার হায়েয তোমার হাতে নেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৯ 'হায়েয' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৩০৭)ঃ একজনের পুঁজি ও অন্যজনের শ্রমের বিনিময়ে কোন ব্যবসায় মূলধন বিনিয়োগ করে অর্জিত মুনাফা উভয়ের মধ্যে অর্ধাধি বন্টিত হওয়ার শর্তে ব্যবসা করা কি বৈধ? এ ধরনের ব্যবসায় প্রথমে ক্ষতি হওয়ার পর পুনরায় লাভ হ'লে লভ্যাংশ দিয়ে মূলধনের ক্ষতি পূরণ করা যাবে কি? এবং পরবর্তীতে লভ্যাংশ সমহারে বন্টন করা যাবে কি?

-আব্দুল হান্নান
মুন্সিরহাট, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ উল্লিখিত বিষয়টি বাইয়ে মুযারাবাহ-এর অন্তর্ভুক্ত।

আর সেটাই একজনের পুঁজি অপরজনের শ্রম। এক্ষেত্রে তারা আপোষে উভয়ের সম্মতিক্রমে লভ্যাংশ বন্টনের যেকোন হার নির্ধারণ করতে পারে। অর্থাৎ পুঁজিদাতা যদি শ্রমদাতাকে বলে, আমি তোমাকে লভ্যাংশের অর্ধেক, তিন ভাগের এক ভাগ বা চার ভাগের এক ভাগ দিব এবং শ্রমদাতা এই প্রস্তাব যদি মেনে নেয়, এটা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। তবে শর্ত হ'ল (১) মূলধন নগদ হ'তে হবে (২) মূলধন ও লভ্যাংশ পৃথক হ'তে হবে এবং (৩) উভয়ের মধ্যে লভ্যাংশ নির্ধারিত হ'তে হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/২১২ ও ২১৩ পৃঃ)*। সুতরাং লাভের টাকা দিয়ে মূলধনের ক্ষতি পূরণের পর লভ্যাংশ চুক্তি অনুযায়ী ভাগাভাগি করা যায়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নবুঅত প্রাপ্তির পূর্বে লভ্যাংশ ভাগাভাগির শর্তে খাদীজা (রাঃ)-এর মূলধন নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গমন করেছিলেন' *(ফিক্বহুস সুন্নাহ, পৃঃ ৩/২১২)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৩০৮)ঃ মেয়েদের নাকফুল ও কানের দুল থাকার কারণে ওযূর সময় যথাযথভাবে নাকে ও কানে পানি ঢুকে না। এমনতাবস্থায় করণীয় কি?

-মুহাম্মাদ আবু হাসান
পলিকাদোয়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ গোসল এবং ওযূর স্থান সমূহে কোন গয়না বা আংটির কারণে পানি পৌঁছানো সম্ভব না হ'লে তা নাড়িয়ে পানি পৌঁছাতে হবে *(মির'আতুল মাফাতীহ ২/১২৬ পৃঃ, 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*। নাকফুল খোলার কোন প্রয়োজন নেই, সেখানে পানি পৌঁছলেই যথেষ্ট।

প্রশ্নঃ (২৯/৩০৯)ঃ আমরা জানি মহিলাদের জন্য জুম'আর ছালাত ফরয নয়। তাহ'লে তারা জুম'আর ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

-মুহাম্মাদ আফসার
বেনীচক, চৌডালা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ যাদের উপর জুম'আর ছালাত ফরয নয়, তারা যদি জুম'আর ছালাতে উপস্থিত হয়ে ছালাত আদায় করে তাহ'লে তাদের ছালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে এবং যোহরের ফরযিয়াত আদায় হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় মহিলারা জুম'আর ছালাত আদায় করতেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৫৬ পৃঃ; ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃঃ ৩৮৯, প্রশ্ন নং ৩১৮)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৩১০)ঃ আমার পার্শ্ববর্তী হানাফীদের বিদ্রূপের কারণে 'রাফউল ইয়াদায়েন' করা খুব কঠিন। রাফউল ইয়াদায়েন না করলে ছালাতের ক্ষতি হবে কি?

-যয়নাল আবেদীন
বেতিল খামার গ্রাম, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ 'রাফউল ইয়াদায়েন' সম্পর্কে চার খলীফা সহ প্রায় ২৫ জন ছাহাবী থেকে বহু ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। একটি হিসাব মতে রাফউল ইয়াদায়েন-এর হাদীছ অন্যূন ৫০ জন ছাহাবী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে এবং সর্বমোট ছহীহ হাদীছ ও আছারের সংখ্যা প্রায় ৪০০ শত। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, 'কোন ছাহাবী রাফউল ইয়াদায়েন পরিত্যাগ করেছেন বলে প্রমাণিত হয়নি, রাফউল ইয়াদায়েন-এর হাদীছ সমূহের সনদের চেয়ে বিশুদ্ধতম সনদ আর নেই' *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ৬৫ পৃঃ)*। কাজেই রাফউল ইয়াদায়েন না করলে ছালাত ত্রুটিপূর্ণ হবে। কেউ বিদ্রূপ করলেও রাফউল ইয়াদায়ন করা উচিৎ।

প্রশ্নঃ (৩১/৩১১)ঃ অপবিত্র অবস্থায় অন্যকে স্পর্শ করা যাবে কি?

-এনামুল হক
আড়াইহাযার, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ অপবিত্র অবস্থায় ছালাত আদায় ও স্পর্শ করে কুরআন তেলাওয়াত ব্যতিরেকে সবকিছু করা জায়েয আছে। অপবিত্র অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-এর হাত ধরে হেঁটেছেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৫১ 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'অপবিত্র লোকের সঙ্গে মেলামেশা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩১২)ঃ লোকমুখে শোনা যায় যে, আল্লাহ্‌র যিকির পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের চেয়ে উত্তম। এ বক্তব্য কি সঠিক?

-আহমাদ
কদমতলা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের দ্বিতীয় স্তম্ভ হ'ল ছালাত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪)*। আল্লাহ তা'আলা ছালাতকেই সর্বাধিক বড় যিকির বলেছেন *(আনকাবূত ৪৫)*। কারণ পুরো ছালাতই মূলতঃ যিকির, দো'আ ও তাসবীহতে পরিপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ছালাত সঠিক না হ'লে কোন ইবাদতই সঠিক হবে না' *(নাসাঈ হা/৪৬৪)*।

উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে প্রচলিত অধিকাংশ যিকরই নিজেদের রচিত। কুরআন-হাদীছে যার কোন ভিত্তি নেই অথচ এগুলির মাধ্যমেই মজলিসকে সরগরম রাখা হচ্ছে। আবেগতাড়িত ভক্তরা এ সমস্ত যিকিরে বেশামাল হয়ে পড়ছে। এসবই এক বাক্যে বিদ'আত। এগুলি পরিহার করা সর্বাগ্রে যরূরী। তাছাড়া সশব্দে সম্মিলিত যিকির আরো জঘন্য বিদ'আত। আল্লাহ তা'আলা এ ধরনের যিকির থেকে নিষেধ করেছেন' *(আ'রাফ ২০৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩১৩)ঃ অনেকেই বলেন, জানাযার ছালাতের কাতার কমপক্ষে তিনটি হ'তে হবে। প্রথম কাতার সবচেয়ে বড় হ'তে হবে। তারপর ধারাবাহিকভাবে ছোট হবে। একথা কি সঠিক?

-আব্দুল মান্নান
গোপালপুর, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে মুছল্লীদের তিন কাতার হওয়া আবশ্যক নয়। তবে তিন কাতার হওয়া ভাল। মালিক ইবনু হুবায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যখন কোন মুসলমান মারা যায় আর মুসলমানের

তিন কাতার লোক তার জানাযা পড়ে, তখন আল্লাহ তার জন্য জান্নাত নির্ধারণ করেন' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৬৮৭)*। উল্লেখ্য, প্রথম কাতার বড় হবে এবং ধারাবাহিকভাবে ছোট হবে এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩১৪)ঃ ব্যবসার টাকার যাকাত প্রদানের সময় মূলধন ও লভ্যাংশ উভয়ের যাকাত দিতে হবে, না কি শুধু মূলধনের যাকাত দিতে হবে?

-একরাম
হালিশহর, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ মূলধন ও লভ্যাংশ উভয়েরই যাকাত দিতে হবে। কারণ যাকাতের ব্যাপারে যেসব সম্পদের জন্য বছর শর্ত রয়েছে তা হচ্ছে মূল সম্পদের উপর। মূল হ'তে যা বর্ধিত হয় তার জন্য বছর শর্ত নয়। যেমন ছাগল, গরু, উট ইত্যাদির যাকাত প্রদানের সময় ঐ বছরের মধ্যে যেগুলি জন্ম নিয়েছে সেগুলিরও হিসাব করে যাকাত দিতে হয়। অনুরূপ বছর শেষে মূল ও লভ্যাংশ হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩১৫)ঃ স্বামী তার স্ত্রীকে মারতে মারতে এক পর্যায়ে যদি স্ত্রী মারা যায়, তাহ'লে শরী'আতের বিধান কি?

-শরীফা বেগম
ভাবনচুর, জলঢাকা, নীলফামারী।

উত্তরঃ স্ত্রীর উপর বিনা কারণে প্রহার করা মহা অন্যায় *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৩২৫৯)*। প্রশ্নে উল্লেখিত বিষয়টি ঘটলে শরী'আতের দৃষ্টিতে স্বামীর মৃত্যুদণ্ড হবে। তবে স্ত্রীকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে স্বামী যদি সাধারণভাবে প্রহার করে আর তাতে স্ত্রী মারা যায়, তাহ'লে জরিমানা দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ তোমাদের জন্য নরহত্যার ব্যাপারে ক্বিছাছ নির্ধারণ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলে তাকে হত্যা করে ক্বিছাছ নেয়া হবে। ... অবশ্য কোন হত্যাকারীর প্রতি তার ভাই যদি কিছুটা নম্র ব্যবহার করে তবে প্রচলিত ন্যায়নীতি অনুযায়ী রক্তপাতের বিনিময় আদায় করা হত্যাকারীর অবশ্য কর্তব্য' *(বাক্বারাহ ১৭৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩১৬)ঃ ছালাত শেষে ডান দিকে সালাম ফিরানোর সময় 'ওয়া বারাকা-তুহু' শব্দটি বেশী করা মর্মে বর্ণিত হাদীছটি কি ছহীহ?

-আবুল কালাম আযাদ
ভাবনচুর, জলঢাকা, নীলফামারী।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ *(আবুদাউদ, ইরওয়া ২/৩১ পৃঃ)*। তবে দু'দিকেই 'ওয়া বারাকা-তুহু' বলতে হবে মর্মে আলোচনা ঠিক নয় *(বুলূগুল মারাম, ইরওয়া ২/৩২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩১৭)ঃ যোহরের ৪ রাক'আত ছালাতের স্থলে ইমাম ৫ রাক'আত আদায় করেছেন সন্দেহে সহো সিজদা করেছেন। তবে মুক্তাদীগণ কোন সংকেত দেননি। ছালাত শেষে মুক্তাদীগণ বলেন, ছালাত ৫ রাক'আত হয়েছে। এমতাবস্থায় করণীয় কি?

-আযীযুল হক
সিতাইকুণ্ড, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ ইমাম ছাহেব যা করেছেন তাতেই ছালাত পূর্ণ হয়ে গেছে। সালামের পর আর কিছু করার প্রয়োজন নেই। ছালাতের মধ্যে ভুল সংশোধনের জন্য মুক্তাদীর সংকেত দেওয়া ছাড়া সহো সিজদা করা যাবে না একথা ঠিক নয়। রাক'আত বেশী হ'লে দু'টি সহো সিজদা করতে হয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০১৬)*। আর রাক'আত কম হ'লে ছালাত পূর্ণ করে সহো সিজদা করতে হয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০১৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩১৮)ঃ এস.এস.সি পরীক্ষার সময় আমার মামা দো'আ চাওয়ার জন্য মাযারে নিয়ে যেতে চাইলে আমি যেতে অস্বীকার করি। এটি কি ঠিক হয়েছে?

-হাফীযুর রহমান
অমরপুর, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ দো'আ চাওয়ার জন্য মাযারে গেলে শিরক হ'ত, যা সবচেয়ে বড় পাপ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সবচেয়ে বড় গুনাহ তিনটি (১) আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা (২) পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং (৩) মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫০)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩১৯)ঃ ভোট প্রার্থীর নিকট থেকে গোপনে টাকা নিয়ে নির্মিত মসজিদে ছালাত জায়েয হবে কি?

-জসীমুদ্দীন
নবীয়াবাদ, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ প্রথমত গোপনে টাকা নিয়ে ভোট দেওয়া স্পষ্ট মুনাফেকী। কাজেই এই অর্থ বৈধ নয়। এরূপ অর্থ দ্বারা তৈরী মসজিদে ছালাত জায়েয হ'লেও দাতা কোন নেকী পাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন পবিত্র, তিনি পবিত্র কিছু বস্তু ছাড়া কবুল করেন না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৩২০)ঃ কিছু কিছু কুরআন শরীফের প্রথমে ফযীলত সম্পর্কে বেশ কিছু হাদীছ লিপিবদ্ধ দেখা যায়। এই হাদীছগুলি কি ছহীহ?

-তাওহীদুর রহমান
দস্তানাবাদ, নাটোর।

উত্তরঃ কুরআনের প্রথমে ফযীলত সম্পর্কে লিখিত হাদীছগুলির সবগুলি ছহীহ নয়। বরং এর মধ্যে অনেক জাল ও যঈফ হাদীছও রয়েছে। এ সম্পর্কে কয়েকটি জাল হাদীছ নিম্নে প্রদত্ত হ'ল-

عن أنس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه (ص) إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَقَلْبُ الْقُرْآنِ يس وَمَنْ قَرَأَ يس كَتَبَ اللّهُ لَهُ

بِقِرَأَتِهَا قِرَأَةَ الْقُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ-

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক জিনিসের হৃদয় রয়েছে আর কুরআনের হৃদয় হ'ল 'সূরা ইয়াসীন। যে উহা একবার পড়বে আল্লাহ তাকে দশ বার কুরআন পড়ার সমান নেকী দিবেন' *(তিরমিযী)*। হাদীছটি জাল *(যঈফ তিরমিযী হা/৫৪৩)*।

عن أبى هريرة قال قال رسول الله (ص) مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانَ فِىْ لَيْلَةٍ أَصْبَحَ يَسْتَغْفِرُلَهُ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٌ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রাতে 'সূরা হা-মীম দুখান' পড়ে তার জন্য ৭০ হাযার ফেরেশতা আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন' *(তিরমিযী)*। হাদীছটি জাল *(যঈফ তিরমিযী হা/৫৪৪)*।

عن أنس عن النبى (ص) قال مَنْ قَرَأَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَتَىْ مَرَّةٍ قُلْ هُوَاللّٰهُ أَحَدٌ مُحِىَ عَنْهُ ذُنُوْبَ خَمْسِيْنَ سَنَةً إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ عَلَيْهِ دَيْنٌ-

আনাস (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন দুইশতবার সূরা এখলাছ পড়বে তার ৫০ বছরের গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে যদি তার উপর ঋণের বোঝা না থাকে' *(তিরমিযী)*। হাদীছটি যঈফ *(যঈফ তিরমিযী হা/৫৫১)*।

আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে কুরআন পড়ল এবং মুখস্থ রাখল অতঃপর তার হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জানল, তাকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তার পরিবারের এমন দশ ব্যক্তি সম্পর্কে তার সুপারিশ কবুল করবেন, যাদের প্রত্যেকের জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়েছে'। হাদীছটি নিতান্তই যঈফ *(যঈফ তিরমিযী হা/৫৫৩)*।

মালেক ইবনু ইয়াসার (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, 'যে ব্যক্তি সকালে উঠে তিনবার বলবে 'আউযু বিল্লাহিস সামীঈল আলীমি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম'। অতঃপর সূরা হাশরের শেষের তিন আয়াত পড়বে, আল্লাহ তার জন্য সত্তর হাযার ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন, যারা তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত দো'আ করতে থাকবেন। আর যদি সে ঐ দিনে মারা যায়, তাহ'লে শহীদদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং যে ব্যক্তি উহা সন্ধ্যায় পড়বে সেও অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী হবে। হাদীছটি যঈফ *(যঈফ তিরমিযী হা/৫৬০)*। এরূপ আরো যঈফ ও জাল হাদীছ লিখিত রয়েছে। সাথে সাথে এদেশে প্রকাশিত অনেক কুরআন শরীফে আরবী নকশা তৈরী করা থাকে। এগুলিও ভণ্ড পীর-ফকীরদের ধোঁকাবাজি মাত্র। এগুলি থেকে সাবধান থাকা যরূরী।

ঝলক জুয়েলার্স
প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।
সাহেব বাজার, রাজশাহী।
ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

'সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ' কর্তৃক ইসলামী অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক একমাত্র বাংলাদেশী প্রকাশনা-
"ইসলামিক ফাইন্যান্স"
এবং
"সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড জার্নাল"
পড়ুন, লিখুন ও পরামর্শ দিয়ে একে সমৃদ্ধ করুন।
যোগাযোগ
সম্পাদক
'ইসলামিক ফাইন্যান্স'
'সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড জার্নাল'
৮/সি, আজাদ সেন্টার, ৫৫ পুরানা পল্টন, জিপিও বক্স ৯৪০, ঢাকা-১০০০
ফোন # ৮৮০-২-৭১৬১৬৯৩, ফ্যাক্স # ৮৮০-২-৭১৬১৭৬১
ই-মেইলঃ mrahman_sb@yahoo.com

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com
৮ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা
জুন-২০০৫

وإن تصبروا وتتقوا لايضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط

'যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, তবে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। নিশ্চয়ই তারা যা কিছু করে সবই আল্লাহর আয়ত্ত্বাধীন' (আলে ইমরান ১২০)।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৩২১)ঃ কুরবানীর গোশত বন্টন পদ্ধতি কি? সূদের টাকা দিয়ে কুরবানী দেওয়া যাবে কি? কুরবানী কারা করবে?

-আনারুল ইসলাম
তেঁথুলিয়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজ পরিবারের জন্য, এক ভাগ প্রতিবেশী যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের জন্য ও এক ভাগ সায়েল ফক্বীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবে। প্রয়োজনে উক্ত বন্টনে কমবেশী করায় কোন দোষ নেই *(হজ্জ ৩৬; সুবুলুস সালাম শরহে বুলূগুল মারাম ৪/১৮৮; আল-মুগনী ১১/১০৮; মির'আত ২/৩৬৯; ঐ, ৫/১২০ পৃঃ; মাসায়েলে কুরবানী, পৃঃ ২৩)*।

উত্তম হ'ল, স্ব স্ব কুরবানীর গোশতের এক তৃতীয়াংশ এক স্থানে জমা করতঃ মহল্লার যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের তালিকা করে তাদের মধ্যে সুশৃংখলভাবে বন্টন করা *(মাসায়েলে কুরবানী, পৃঃ ২৩)*। উল্লেখ্য, জমাকৃত গোশত যারা কুরবানী দিয়েছে তাদের মাঝে বন্টন করা ঠিক নয়।

ইসলামে সূদ হারাম, তাই শুধু কুরবানী নয় কোন ইবাদতই হারাম উপার্জন দ্বারা বৈধ নয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০ 'ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা' অধ্যায়, 'উপার্জন করা এবং হালাল রোযগারের উপায় অবলম্বন করা' অনুচ্ছেদ)*। কুরবানী করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৩২; আহমাদ, বায়হাক্বী, হাকেম প্রভৃতি)*। সুতরাং যার সামর্থ্য আছে সে অবশ্যই কুরবানী করবে।

প্রশ্নঃ (২/৩২২)ঃ ঢাকা বেতার হ'তে 'কা'বার পথে' অনুষ্ঠানে হজ্জের সময় জামরায় কংকর মারা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'প্রথম দিন বড় শয়তানকে লক্ষ্য করে জামরায় সাতটি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে'। অথচ শায়খ বিন বায রচিত 'মাসায়েলে হজ্জ ও ওমরা' বইয়ে বলা হয়েছে, 'শয়তান সেখানে নেই। এটি আল্লাহর একটি হুকুম'। এক্ষণে প্রশ্ন হচ্ছে- কংকর মারার ক্ষেত্রে কিরূপ নিয়ত করতে হবে?

- মুনীরুল ইসলাম
বিলকৃষ্ণপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ ইসমাঈল (আঃ)-কে কুরবানী করার জন্য মিনা প্রান্তরে নিয়ে যাওয়ার সময় শয়তান ইবরাহীম (আঃ)-কে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করলে ইবরাহীম (আঃ) শয়তানকে লক্ষ্য করে জামরায় ৭টি কংকর ছুঁড়ে মারেন *(তাফসীরে কুরতুবী ১৫/৭০ পৃঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর ভাষ্য)*। সুতরাং ইবরাহীম (আঃ)-এর রেখে যাওয়া সেই সুন্নাতের অনুসরণেই শয়তানকে লক্ষ্য করে উক্ত কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। তবে কংকর মারার সময় এমনটি বিশ্বাস করার প্রয়োজন নেই যে, সেখানে শয়তান অবস্থান করছে।

প্রশ্নঃ (৩/৩২৩)ঃ জনৈক আলেম বলেছেন, তারাবীহর ছালাতে কুরআন খতম দেওয়া বিদ'আত। একথার সত্যতা জানতে চাই।

-আবুল কালাম আযাদ
ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ তারাবীহ্র ছালাতে কুরআন খতম দেওয়ার অপরিহার্যতা সম্পর্কে কোন হাদীছ নেই। তবে ইমাম যদি ধীর-স্থিরভাবে তারতীলের সাথে মুছল্লীদের দিকে লক্ষ্য রেখে (যেন তাদের কষ্ট বা অসুবিধা না হয়) তারাবীহ্র ছালাতে কুরআন খতম দেন তাতে দোষের কিছু নেই *(আব্দুর রহমান আল-জাযীরী, আল-ফিক্বহ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আহ ১/২৬৯ পৃঃ)* এটি বিদ'আত নয়। বরং এতে দীর্ঘ সময় কুরআন পাঠ ও শ্রবণের কারণে ইমাম-মুক্তাদী উভয়েই অধিক নেকীর হকদার হবেন।

প্রশ্নঃ (৪/৩২৪)ঃ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মৃত্যু কখন কোন্ প্রেক্ষিতে হয়েছিল? তাঁকে নাকি বিষপান করিয়ে হত্যা করা হয়েছিল? এ বিষয়ে সঠিক তথ্য জানিয়ে বাধিত করবেন।

- ইউসুফ
নিজপাড়া (হাজীপাড়া)
বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মৃত্যুর তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে তিনি ১৫০ হিজরীতে, কারো মতে ১৫১ হিজরীতে, কারো মতে ১৫৩ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তবে তিনি ১৫০ হিজরী সনে ৭০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন এ মতটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য *(আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ৫/১১০ পৃঃ)*। ইবনে হাজার মাক্কী বলেন, 'খলীফা মনছূরের শাসনামলে কাযীর পদ গ্রহণ না করায় তাঁকে কারারুদ্ধ করে নির্যাতন করা হয়, অবশেষে বিষপানের মাধ্যমে তাঁকে জেলখানাতেই হত্যা করা হয়' *(আশরাফুল হিদায়াহ, উর্দু শারহ হিদায়াহ ১/৪০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৫/৩২৫)ঃ বড় স্ত্রীর পক্ষ থেকে ফিৎনা বেড়ে যাওয়ার কারণে শালিশী বৈঠকের মাধ্যমে আমি আমার সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে স্বেচ্ছায় এক তালাক প্রদান করি। সমাজের দায়িত্বশীলদের নিকটেও তালাকনামায় স্বাক্ষর করি। এক্ষণে শরী'আতের দৃষ্টিতে উক্ত তালাক সঠিক হয়েছে কি? এবং এর জন্য পরকালে জবাবদিহি করতে হবে কি? পরবর্তী দুই তালাক কিভাবে দিতে হবে? উল্লেখ্য, 'বিনা কারণে স্ত্রীকে তালাক দিলে নাকি জান্নাতের সুগন্ধিও পাওয়া যাবে না' এ কথা কি সঠিক?

-আব্দুল্লাহ
সাং- শ্যামপুর, কালীগঞ্জ
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনার পরিপেক্ষিতে শালিশী বৈঠকের মাধ্যমে যে তালাক প্রদান করা হয়েছে তা এক তালাক সাব্যস্ত হয়েছে। আর এটা তালাকে রাজঈ অর্থাৎ ইদ্দতের মধ্যে এমনিতেই পুনরায় ফেরত নিতে পারবে। আর ইদ্দত পার হয়ে গেলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে পারবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২৭৫; আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩২৮৩)*। তবে সমাজে প্রচলিত নোংরা হিল্লা প্রথার মাধ্যমে নয়। এটা পরিস্কার হারাম *(তিরমিযী, নাসাঈ, দারেমী সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩২৯৬; ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী সনদ হাসান, আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, ৬/৩০৯-১০ পৃঃ)*। পক্ষান্তরে ফিরিয়ে না নিলে পরবর্তীতে দুই তহুরে দুই তালাক প্রদান করবে। আর তালাক প্রদান না করে যদি ইদ্দত পার হয়ে যায় তাহ'লে স্ত্রী স্বেচ্ছায় অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে। তবে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে সম্মত হ'লে নতুন বিবাহের মাধ্যমে পুনরায় দাম্পত্য জীবনও গড়তে পারে *(বাক্বারাহ ২২৯; তালাক ১)*।

উক্ত তালাকের কারণে পরকালে স্বামীকে আল্লাহ্র নিকটে জবাবদিহি করতে হবে না। কারণ স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ব্যাপারে শরী'আত কর্তৃক স্বামীর উপর অধিকার রয়েছে। বিনা কারণে অন্যায়ভাবে তালাক দিলে নিঃসন্দেহে তাকে পরকালে জবাবদিহি করতে হবে। তবে প্রশ্নে উল্লিখিত 'বিনা কারণে তালাক দিলে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না' মর্মে কথাটি স্বামীর ক্ষেত্রে নয়, বরং স্ত্রীর ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে *(আহমাদ, তিরমিযী, আবূদাঊদ সনদ জাইয়িদ, মিশকাত হা/৩২৭৯। বিস্তারিত দ্রঃ তালাক ও তাহলীল বই)*।

প্রশ্নঃ (৬/৩২৬)ঃ ফজরের ছালাতে মাইকে আযান হওয়া সত্ত্বেও মুছল্লী বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পুনরায় মাইকে ডাকাডাকি করা এবং আউয়াল ওয়াক্তের পরিবর্তে দেরী করে ফর্সা হ'লে জামা'আত করা কতটুকু শরী'আত সম্মত? এমতাবস্থায় কারো পক্ষে অন্ধকারে একাকী ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি?

- মুহাম্মাদ মাকছূদুর রহমান
রহমান মেডিকেল সেন্টার
হারাগাছ, রংপুর।

উত্তরঃ যেকোন ছালাতের আযানের পরে জামা'আতে লোক বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হোক বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে হোক পুনরায় লোকদেরকে আহ্বান করা বিদ'আত। তাবেঈ মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, 'আমি আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর সাথে ছিলাম, তিনি এক মসজিদে প্রবেশ করলেন। ঐ মসজিদে তখন এক ব্যক্তি যোহর বা আছরের আযানের পরে লোকদেরকে আহ্বান করছিলেন। এদৃশ্য দেখে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, এই বিদ'আতীর মসজিদ হ'তে আমাকে নিয়ে বের হও' *(ছহীহ আবূদাঊদ, হা/৫৩৮, সনদ হাসান, 'আযানের পরে পুনরায় আহ্বান করা' অনুচ্ছেদ)*।

অপরদিকে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করাই উত্তম ও শরী'আত সম্মত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'উত্তম আমল হচ্ছে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' *(তিরমিযী, হাকেম, সনদ ছহীহ, বুলূগুল মারাম (সুবুলুস সালাম) ১/২৬৫; ছালাত অধ্যায়)*। ইমাম যদি নিয়মিত ইচ্ছাকৃতভাবে আউয়াল ওয়াক্তের পরিবর্তে বিলম্বে ছালাত আদায় করেন সেক্ষেত্রে মুক্তাদী একাকী আউয়াল ওয়াক্তেই ছালাত আদায় করতে পারে *(মুসলিম, মিশকাত, হা/৬০০; 'দ্রুত ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৭/৩২৭)ঃ আমি আমার বাড়ীর পার্শ্ববর্তী একটি মসজিদে নিয়মিত ছালাত আদায় করে আসছিলাম। কিন্তু ইমামের ক্বিরাআতে প্রচুর ভুল থাকায় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও জামা'আতে না গিয়ে বাড়ীতে একাকী ছালাত আদায় করছি। এটা কি ঠিক হচ্ছে?

- মুহাম্মাদ শাহাবুদ্দীন
বোনারপাড়া, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ইমামের এ ধরনের ভুলের কারণে জামা'আত পরিত্যাগ করে একাকী ছালাত আদায় করা শরী'আত সম্মত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তারা তোমাদের ইমামতি করে। যদি তারা সঠিকভাবে আদায় করে তাহ'লে তার ছওয়াব তোমরা পাবে। আর যদি তারা ভুল করে, তাহ'লে তোমাদের জন্য ছওয়াব রয়েছে, আর ভুলত্রুটি তাদের উপরেই বর্তাবে' *(বুখারী, 'যদি ইমাম ছালাত সম্পূর্ণভাবে আদায় না করেন আর মুক্তাদীগণ তা সম্পূর্ণভাবে আদায় করেন' অনুচ্ছেদ, পৃঃ ১০২ মিশকাত হা/১১৩৩)*। তবে মুক্তাদীগণের উচিত হবে এ ধরনের ইমামের স্থলে বিশুদ্ধ কুরআন তেলাওয়াতকারী ইমাম নিয়োগ করা।

প্রশ্নঃ (৮/৩২৮)ঃ আমাদের এলাকায় প্রতি বছর ইছালে ছওয়াব ও ওরস শরীফ পালিত হয়। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-মোশাররফ
আজমপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ইছালে ছওয়াব ও ওরস শরীফ পালন করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীদের যুগে ছিল না। এটি পরবর্তী যুগে আবিষ্কৃত, যা বিদ'আত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি এমন আমল করল, যার প্রতি আমার নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুসলিম হা/৪৪৬৮, 'মীমাংসা' অধ্যায়, ২/৭৭ পৃঃ)*। আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী হানাফী (রহঃ) বলেন, ওরস শরীফের মত কোন অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব সালাফে ছালেহীনদের যুগে ছিল না *(ফাতাওয়া আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী হানাফী, পৃঃ ৯১)*।

প্রশ্নঃ (৯/৩২৯)ঃ জনৈক ইমাম ভয়ভীতি থেকে অবসানের উদ্দেশ্যে সূতা পড়ে দেন। তিনি বলেন, এটি তাবীযের অন্তর্ভুক্ত নয়। এমনকি তা শিরক-বিদ'আতও নয়। এটি ব্যবহার করা দোষণীয় নয়। ইমাম ছাহেবের উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- এফ.এম.লিটন
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া
গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ কেবল তাবীয নয় বরং তাগা, বালা, কড়ি ইত্যাদি যা কিছুই ভয়-ভীতি বা অসুস্থতা থেকে অবসানের উদ্দেশ্যে লটকানো হয় এসবই শিরকের অন্তর্ভুক্ত। হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি জনৈক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গিয়ে রোগীর বাহু স্পর্শ করে দেখেন যে, উহাতে সূতা বাঁধা আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ইহা কি? উত্তরে অসুস্থ ব্যক্তি বলল, ইহা ঝাড়-ফুঁক দিয়ে বাঁধা হয়েছে। তখন হুযায়ফা (রাঃ) এটি ছিঁড়ে ফেলে বললেন, এই অবস্থাতে যদি তুমি মৃত্যুবরণ করতে তাহ'লে আমি তোমার জানাযার ছালাত আদায় করতাম না' *(ফাৎহুল মাজীদ, ১৪২ পৃঃ, 'মুসীবত দূর করার উদ্দেশ্যে তাগা, বালা, তাবীয ইত্যাদি ব্যবহার করা শিরক' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১০/৩৩০)ঃ বাংলা নববর্ষকে সাদরে বরণ করে নেয়ার জন্য বৈশাখী মেলাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা এবং পান্তাভাত খাওয়ার কোন শারঈ ভিত্তি আছে কি?

- মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ
উত্তর হিন্দুকান্দি, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তরঃ বর্ষবরণ ও বর্ষবিদায়ের মত কোন অনুষ্ঠান ইসলাম অনুমোদন করে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেঈ এযাম সহ ইসলামের সোনালী যুগে এ ধরনের কোন অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এসবই অপসংস্কৃতি ও কুসংস্কার। বিশেষ করে বর্ষবরণ ও বিদায়ে এদেশে যেসব ন্যক্কারজনক কর্মকাণ্ড হয়ে থাকে এসবের বিরুদ্ধেই ইসলামের কঠোর অবস্থান। এ সমস্ত অপসংস্কৃতি থেকে যত দ্রুত সম্ভব মুসলমানদের ফিরে আসা উচিত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এমন কাজ করল যার প্রতি আমার নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুসলিম ২/৭৭ পৃঃ, হা/৪৪৬৮, 'মীমাংসা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১১/৩৩১)ঃ আমার এক নাতি ভূমিষ্ঠ হওয়ার দু'দিন পরে মারা গেছে। এখন তার আক্বীক্বা দিতে হবে কি?

-আব্দুল গফূর তালুকদার
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ সন্তান জন্মের পর সপ্তম দিনের পূর্বে মারা গেলে তার আক্বীক্বা দিতে হবে না। কারণ সপ্তম দিনের পূর্বে আক্বীক্বা দেওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বুরায়দা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জাহেলী যুগে আমাদের কারো সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সে একটি বকরী যবেহ করত এবং এর রক্ত নিয়ে শিশুর মাথায় মালিশ করে দিত। কিন্তু ইসলাম আসার পর শিশু জন্মের সপ্তম দিনে আমরা একটি বকরী যবেহ করি, তার মাথার চুল কামিয়ে দেই এবং তার মাথায় জাফরান মালিশ করি' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪১৫৮, 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (১২/৩৩২)ঃ কোন জিনিস এক হাযার টাকায় ক্রয় করে ছয় মাস বা এক বছরের কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে এক হাযার দুই শত টাকা গ্রহণ করা যাবে কি?

- ক্বামারুযযামান
মানিকদিয়া, গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ উল্লিখিত পদ্ধতিতে টাকা গ্রহণ করা বৈধ। কারণ বাকীতে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করে এরূপ ক্রয়-বিক্রয়ে কোন শারঈ বাধা নেই। কিন্তু বিক্রয় করার সময় নগদ-বাকী কোনটি উল্লেখ না করেই যদি বিক্রি করা হয় তবে সেটা জায়েয হবে না *(তুহফাতুল আহওয়াযী ৪/৩৫৭-৫৮ হা/১২৪৯-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৩৩৩)ঃ কেউ কেউ বলেন যে, বেহেশতে অবস্থানকালে আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে গন্ধম খেতে নিষেধ করেছিলেন বটে কিন্তু গন্ধমকেও বলেছিলেন, আদমকে ছেড় না। প্রশ্ন হল- গন্ধম কি? এর কি কান আছে, যার দ্বারা সে আল্লাহর কথা শ্রবণ করেছিল? উক্ত বক্তব্য সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হান্নান
রুদ্রনগর, উজলপুর, মেহেরপুর।

উত্তরঃ আদম ও হাওয়া (আঃ)-কে জান্নাতে রাখার পর পরীক্ষা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে গাছটির নিকটবর্তী হ'তে নিষেধ করেছিলেন, সে গাছটি সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেউ বলেন, সেটি ছিল গন্ধম (حنطة)। কেউ বলেন, আঙ্গুর গাছ (الكرم)। কেউ বলেন, আঞ্জির ফল (تين)। আবার কেউ বলেন, খোসা জাতীয় শস্য (السنبلة) *(ফাৎহুল ক্বাদীর, ১/৬৮ পৃঃ সূরা বাক্বারাহ ৩৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। গন্ধম বা অন্যান্য বৃক্ষ জড় পদার্থ হ'লেও এরা আল্লাহ তা'আলার কথা শুনতে পায়। মানুষ কিংবা অন্যান্য জীব-জন্তুর ন্যায় এদের কোন কান নেই। তবে 'আল্লাহ তা'আলা গন্ধমকে বলেছিলেন, তুমি আদম (আঃ)-কে ছেড় না' মর্মে প্রশ্নে উল্লিখিত বক্তব্যটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

প্রশ্নঃ (১৪/৩৩৪)ঃ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) নাকি তার প্রধান শিষ্যদেরকে মাসআলা লিখতে বলতেন। এর সত্যতা জানতে চাই।

- নাহিদ আখতার
পাঁচরুখী, নররায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-কে আহলুর রায়দের ইমাম বলা হয়ে থাকে। তিনি নিজে কোন কিতাব লিখে যাননি। বরং শিষ্যদের অছিয়ত করে গিয়েছেন এই বলে যে, যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনো সেটাই আমার মাযহাব *(মীযানুল কুবরা ১/৩০ আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রাণী)*। একবার তিনি তার প্রধান শিষ্য আবু ইউসুফ (১১৩-১৮২ হিঃ) কে

বলেন, 'তুমি আমার পক্ষ হ'তে কোন মাসআলা বর্ণনা করো না। আল্লাহ্‌র কুসম আমি জানি না নিজ সিদ্ধান্তে আমি বেঠিক না সঠিক *(তারীখু বাগদাদ ১৩/৪০২ পৃঃ)*। সুতরাং প্রশ্নে উল্লেখিত বক্তব্য সঠিক নয়। *-বিস্তারিত দেখুন প্রবন্ধ আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? নভেম্বর ২০০৪।*

প্রশ্নঃ (১৫/৩৩৫)ঃ ঋতু হ'তে পবিত্র হওয়ার গোসল কি ফরয গোসলের মতই? দলীল ভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

- রহীমা
জগদিশপুর, মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ঋতু হ'তে পবিত্র হওয়ার গোসল ফরয গোসলের মত, একথা ঠিক নয়। কেননা ফরয গোসলের জন্য ছালাতের ন্যায় ওযূ করতে হয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৫)*। আর ঋতু হ'তে পবিত্রতা অর্জনের জন্য ওযূ আবশ্যক নয়। বরং এর পদ্ধতি হ'ল, তুলা বা নেকড়ায় সুগন্ধি নিয়ে লজ্জাস্থান ভাল করে পরিষ্কার করে নিয়ে গোসল করবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৭)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৩৩৬)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দেবর থেকে বেঁচে থাকার জন্য কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। প্রশ্ন হ'ল- যৌথ পরিবারে থেকে বিয়ে করলে দেবরের সাথে দেখা বা কথা হওয়া অসম্ভব নয়। এমতাবস্থায় করণীয় কি?

- ইসমাঈল হোসাইন
পোষ্ট বক্স নং-১৯৫৫৭
রিয়াদ, সঊদী আরব।

উত্তরঃ মানব জীবনে যৌথ পরিবার আসতে পারে বলেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দেবর থেকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে বলেছেন। কারণ একই পরিবারে বসবাস করলে দেবরের সাথে কথা বা দেখা হওয়া অসম্ভব নয়। ওক্বা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা নারীদের নিকট যাবে না। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! দেবর সম্পর্কে বলুন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, দেবরের সাক্ষাত তো যম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০২)*। উক্ত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দেবরের সাথে দেখা ও অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

প্রশ্নঃ (১৭/৩৩৭)ঃ মুসলমান ও হিন্দু যৌথভাবে শেয়ারে ব্যবসা করতে পারে কি?

- মাসুম
২৩ হাজী আব্দুর রশীদ লেন
বংশাল, ঢাকা।

উত্তরঃ মুসলমান ও হিন্দু একত্রে ব্যবসা করতে পারে। আবু হুরায়রা (রাঃ) মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'দুই অংশীদারের মধ্যে আমি তৃতীয়, যতক্ষণ তারা একে অপরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৯৩৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খায়বারের জমি ও বাগান সেখানকার ইহুদীদেরকে চাষাবাদ করার জন্য দিয়েছিলেন *(বুখারী, মিশকাত হা/২৯৭২)*। প্রথম হাদীছে শেয়ারে ব্যবসা জায়েয বলা হয়েছে, সেখানে মুসলিম অমুসলিম কোন তারতম্য করা হয়নি। দ্বিতীয় হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম (ছাঃ) অমুসলিমদের সাথেও উপার্জনের চেষ্টা করেছেন।

প্রশ্নঃ (১৮/৩৩৮)ঃ চাপের মুখে জমির মালিক মসজিদের নামে জমি ওয়াক্‌ফ করে দেন। এধরনের মসজিদে ছালাত হবে কি? উক্ত জমি বিক্রি করে অথবা বিনিময় করে মসজিদ অন্যত্র স্থানান্তর করা যাবে কি?

- মাঈনুল ইসলাম
আলাদীপুর মাদরাসা
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ যেহেতু জমি ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছেন, সেকারণ এই মসজিদে ছালাত জায়েয হবে। প্রয়োজনে মসজিদের জমি বিনিময় বা বিক্রয় করা যায়। ওমর (রাঃ) কুফার মসজিদের স্থান বিক্রি করে মসজিদ স্থানান্তরের নির্দেশ দিয়েছিলেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩১২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৩৩৯)ঃ ওযূ অবস্থায় ঘুমিয়ে গেলে এবং ওযূ ভঙ্গের কোন কারণ না ঘটলে ওযূ থাকবে কি?

- নাজমুল হাসান
ছোট শালঘর
দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ঘুমিয়ে যাওয়া ওযূ ভঙ্গের একটি অন্যতম কারণ। কাজেই ওযূ অবস্থায় কেউ ঘুমিয়ে গেলে তাকে পুনরায় নতুন করে ওযূ করতে হবে। কারণ তখন মানুষ অনুভূতিহীন হয়ে যায় এবং শারীরিক শিথিলতা আসে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দুই চক্ষু হচ্ছে নিতম্বের বাঁধন। অতএব চক্ষু ঘুমিয়ে গেলে নিতম্বের বাঁধন ঢিলা হয়ে যায়' *(দারেমী, মিশকাত হা/৩১৫)*। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দুই চক্ষু হচ্ছে নিতম্বের বাঁধন। অতএব যে ব্যক্তি ঘুমাবে সে যেন ওযূ করে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩১৬)*। উল্লেখ্য যে, বসে তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'লে ওযূ নষ্ট হবে না।

প্রশ্নঃ (২০/৩৪০)ঃ জনৈক আলেম বলেছেন, ছালাতে সালাম ফিরানোর পূর্বে বায়ু নিঃস্বরণ হ'লে ছালাত হয়ে যাবে। তিনি তিরমিযী শরীফের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ মাসআলা সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ছিফাতুল্লাহ
কালাই জুম্মাপাড়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ উল্লিখিত মাসআলাটি সঠিক নয়। একটি যঈফ হাদীছের উপর ভিত্তি করে তিনি একথা বলেছেন। উক্ত হাদীছে আব্দুর রহমান বিন যিয়াদ বিন আন'আম নামে একজন দুর্বল রাবী আছে *(তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১০০৮-এর টীকা নং ৩)*। এছাড়া এটি ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী *(মিশকাত হা/৩১২ 'ছালাত' অধ্যায় হা/৭৯১)*। ছহীহ হাদীছে বায়ু নিঃসরণকে ওযূ ভঙ্গের কারণ উল্লেখ করা হয়েছে *(আবুদাঊদ,*

মিশকাত হা/৩১৪)। কাজেই এমন ব্যক্তির ছালাত ছেড়ে দিয়ে পুনরায় ওযূ করে জামা'আত পেলে জামা'আতে শরীক হ'তে হবে, অন্যথায় একাকী ছালাত আদায় করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২১/৩৪১)ঃ নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ বলতে কি বুঝায়?

-আলফাযুদ্দীন
নাড়াবাড়ী, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ বলতে নফসের মধ্যে যে খারাপ চিন্তা আসে, যার ফলে নফসকে কলুষিত করে ও আখেরাতের চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে নেয়, এমন বিকৃত সব ধরনের সাহিত্য, পরিবেশ ও কুরুচীপূর্ণ প্রচার মাধ্যম থেকে ও দুনিয়াবী জৌলুস থেকে নিজেকে সাধ্যমত দূরে সরিয়ে রেখে সর্বদা দ্বীনী আলোচনা ও পরিবেশের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত রাখাকে বুঝায়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'আপনি নিজেকে ঐসব লোকদের সাথে ধরে রাখুন, যারা তাদের প্রভুকে ডাকে সকালে ও সন্ধ্যায়। তারা কামনা করে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। আপনি তাদের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবেন না। আপনি কি দুনিয়াবী জীবনের জৌলুস কামনা করেন? আপনি ঐ ব্যক্তির অনুসরণ করবেন না, যা'র অন্তর আমাদের স্মরণ থেকে খালি হয়েছে। সে প্রবৃত্তির অনুসারী হয়েছে ও তার কাজকর্মে সীমালংঘন এসে গেছে' *(কাহফ ২৮)*।

প্রশ্নঃ (২২/৩৪২)ঃ হাদীছে আছে মানুষের চলাফেরা, বেচা-কেনা, খাওয়া-দাওয়া অবস্থায় ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'প্রত্যেকটি জীবকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে'। ক্বিয়ামত হওয়ার সময় মানুষ কি জীবিত থাকবে, নাকি সকল মানুষ মৃত্যুর পর ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে?

- কামাল হুসাইন
কাথুলী রোড, বড়বাজার, মেহেরপুর।

উত্তরঃ কিছু জীবিত মানুষের উপর ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে। ক্বিয়ামতই হবে ঐসব মানুষের জন্য মরণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন এক সময়ে হঠাৎ আল্লাহ তা'আলা একটি স্নিগ্ধ বায়ু প্রবাহিত করবেন। তা তাদের বগল স্পর্শ করবে এবং উক্ত বায়ু প্রতিটি মুমিন মুসলমানের রূহ ক্বয করবে। অতঃপর কেবলমাত্র পাপী ও মন্দ লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে... তখন এদের উপর ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৪১)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৩৩৩)ঃ ছালাতের মধ্যে ক্বিরাআত পড়ার সময় কুরআন মজীদে যেভাবে সাজানো আছে ঠিক সেভাবেই পড়তে হবে, নাকি আগে পিছে করা যাবে?

- রুহুল আমীন
হোটেল রংধনু, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনে যেভাবে সাজানো আছে সেই ধারাবাহিকতা রক্ষা করে ছালাতে কুরআন পাঠ করা উত্তম। তবে উক্ত ধারাবাহিকতা রক্ষা না করলেও কোন ক্ষতি নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমার জন্য যা সহজ হবে তা পড়' *(মুযযাম্মিল ২০)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৩৪৪)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা তওবায় বর্ণিত যেরার নামক মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলার এবং জ্বালিয়ে দেওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন, একথা কি সত্য?

- আব্দুল হাফীয
চাঁদপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ
গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছ দ্বারা এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে উক্ত ঘটনাটি ইতিহাসের গ্রন্থগুলিতে খুব প্রসিদ্ধ রয়েছে। নবী করীম (ছাঃ) মসজিদটি ভেঙ্গে ফেলার জন্য এবং জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্য দু'জন ছাহাবীকে পাঠিয়েছিলেন *(ইরওয়া ৫/৩৭০ পৃঃ, হা/১৫৩১-এর ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৩৪৫)ঃ নারী-পুরুষের মধ্যে ছালাতের পার্থক্যের ক্ষেত্রে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছটি কি ছহীহ? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'জন মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদেরকে বললেন, 'যখন তোমরা সিজদা করবে, তখন তোমাদের নিতম্বের কিছু অংশ মাটিতে লাগবে। কেননা এ ব্যাপারে নারী পুরুষের মত নয়' (বায়হাক্বী)।

-আবেদ আলী
নাযিরাবাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ। হাদীছটির রাবী ইয়াযীদ ইবনু হাবীব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ না করেই হাদীছটি বর্ণনা করেন *(মীযানুল ই'তিদাল ২/৩০৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৩৪৬)ঃ ইহুদী-খ্রীষ্টানরা মুসলমানদের বন্ধু হিসাবে ফিলিস্তীনে বসবাস করবে, জনৈক মুসলিম নেতার এ বক্তব্য কি সঠিক?

-মুহাম্মাদ ফুরক্বান
ফুলবাড়িয়া, কাথুলী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ইহুদী-খ্রীষ্টানরা কখনো মুসলমানদের বন্ধু হ'তে পারে না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা কখনোই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের দ্বীনের অনুসরণ করবেন। আপনি তাদের বলে দিন যে, আল্লাহ প্রদর্শিত পথই সত্যিকারের হেদায়াতের পথ। অতএব আপনার নিকটে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে সঠিক জ্ঞান এসে যাওয়ার পরেও যদি আপনি প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন, তবে আল্লাহ্র কবল থেকে বাঁচাবার জন্য আপনার কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী জুটবে না' *(বাক্বারাহ ১২০)*। তাছাড়া এদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে নিষেধ করে বলা হয়েছে, 'কোন মুমিন যেন মুমিনকে বাদ দিয়ে কোন কাফিরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করে। যে কেউ এরূপ করবে আল্লাহ্র সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। তবে তোমরা যদি তাদের কাছ থেকে কোনরূপ অনিষ্টের আশংকা কর (তবে সাবধানতার সাথে বাহ্যিক বন্ধুত্ব রাখতে পার)' *(আলে ইমরান ২৮; দ্রষ্টব্য 'দরসে কুরআন' অক্টোবর*

২০০১)। যে কোন দেশে মুসলমানদের পাশাপাশি বিধর্মীরাও থাকতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে স্বাতন্ত্র বজায় রেখে তাদের সাথে বাহ্যিক বন্ধুত্ব রাখা যায়।

প্রশ্নঃ (২৭/৩৪৭)ঃ কবরস্থানে জুতা পায়ে হাঁটা যায় কি?

- ছিবগাতুল্লাহ
তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ কবরস্থানে জুতা পায়ে হাঁটা যায় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৬)*। উল্লেখ্য যে, জুতা পায়ে কবরস্থানে হাঁটা যায় না মর্মে বর্ণিত হাদীছটির মর্মার্থ হচ্ছে জুতার মধ্যে নাপাকি লেগে থাকলে *(ফাৎহুলবারী ৩/২৬৪-৬৫; হা/১৩৩৮-এর ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৩৪৮)ঃ মানুষ মারা যাওয়ার পরপরই তার মুখমণ্ডল পশ্চিম দিকে করা যায় কি?

- মুহাম্মাদ
কদমতলা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে ক্বিবলামুখী করা বা তার জন্য উত্তর দিকে মাথা রাখার ব্যাপারে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। প্রখ্যাত তাবেঈ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রাঃ)-কে ক্বিবলামুখী করে বিছানা ঘুরিয়ে দিলে হুঁশ ফেরার পর তিনি পুনরায় পূর্বের ন্যায় শয়ন করেন এবং বলেন যে, মাইয়েত কি মুসলমান নয়? *(আলবানী, তালখীছুল জানায়েয, পৃঃ ১১ ও ৯৬; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল, পৃঃ ১১৯)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৩৪৯)ঃ মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে কি?

- সুমন
মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয নয়। আমর ইবনু শু'আইব (রাঃ) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হ'তে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে অশালীন কবিতা পড়তে, ক্রয়-বিক্রয় করতে এবং জুম'আর পূর্বে বৃত্তাকারে গোল হয়ে বসতে নিষেধ করেছেন' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৭৩২)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যখন তোমরা মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখবে তখন বলবে, আল্লাহ যেন আপনার ব্যবসায় লাভ না দেন *(তিরমিযী, ইরওয়া হা/১২৯৫)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৩৫০)ঃ মসজিদের ছাদের উপর মোবাইল টাওয়ার নির্মাণ করা যাবে কি? সংরক্ষণের জন্য সেখানে কেউ বসবাস করতে পারবে কি? এর মাধ্যমে কিছু আয় হ'লে তা মসজিদে ব্যয় করা যাবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ দুররুল হুদা
সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ মসজিদে বসবাস করার বিষয়টি একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(বুখারী ১ম খণ্ড, ৬২, ৬৩, ৬৬ পৃঃ)*। জানা আবশ্যক যে, মসজিদ একমাত্র ইবাদতের স্থান হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনী কল্যাণার্থে বহু কাজে ব্যবহার করার অবকাশ রয়েছে। যেমন কোষাগার হিসাবে, মেহমান খানা হিসাবে, বিচারালয় হিসাবে, বসবাস স্থল হিসাবে, কয়েদ খানা হিসাবে। অনুরূপভাবে মসজিদের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রেখে তার কল্যাণার্থে মসজিদের ছাদের উপর মোবাইল টাওয়ার নির্মাণ সহ বসবাস করায় শরী'আতে কোন বাধা নেই। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, মসজিদের নীচে দোকানপাট ও পানির হাউজ তৈরী করা যায়। তাতে কোন ক্ষতি নেই *(ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১/২১৮ পৃঃ)*। মিঁয়া নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ) বলেন, মসজিদের কল্যাণের জন্য নীচে ও উপরে দোকানপাট করা যায় *(ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ৩/৩৬৮ পৃঃ; দ্রষ্টব্যঃ আত-তাহরীক, ১ম বর্ষ ১০ সংখ্যা, জুন ৯৮ প্রশ্নোত্তর ১/৯১)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩৫১)ঃ জামা'আত চলাকালীন তাকবীরে তাহরীমা বলে বুকে হাত বেঁধে ইমাম যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় যেতে হবে, নাকি বুকে হাত না বেঁধে শুধু মুখে তাকবীর বলে সরাসরি ইমামের সাথে যোগ দিবে?

-মুহাম্মাদ সাইফুদ্দীন
হরিপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাকে অনুসরণ ও অনুকরণ করার জন্য *(ছহীহ নাসাঈ হা/৮৮২, আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ মিশকাত হা/৮৫৭)*। ইমাম যে অবস্থায় থাকবে শুধু দাঁড়িয়ে তাকবীর বলে ইমামের সাথে যোগ দিতে হবে বুকে হাত বাঁধার কোন প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়তঃ 'তাকবীরাতুল ইনতিকাল' অর্থাৎ যে তাকবীর দিয়ে ইমামের সাথে যোগ দিবে সেটাই তাকবীরে তাহরীমা *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২২০ পৃঃ 'ইমামকে পাওয়া' অনুচ্ছেদ)*। মু'আয (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছালাতে যে অবস্থায় পেতাম সে অবস্থায়ই শরীক হ'তাম *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১১৪২-এর টীকা নং ১)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩৫২)ঃ আমরা সোনা বা রূপা কোনটির দাম ধরে টাকার যাকাত বের করব? যদি বর্তমান বাজারে সাড়ে ৫২ তোলা বা ৫৯৫ গ্রাম রূপার মূল্য ধরি তাহ'লে দশ হাযার টাকা হ'লেই যাকাত দিতে হবে। আর সাড়ে সাত তোলা বা ১০৫ গ্রাম সোনার মূল্য ধরলে ৭০ হাযার টাকা হ'লে যাকাত দিতে হবে। এমতাবস্থায় আমরা কি করব? সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আহসান আলী
মহল সাতমরা, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ মূল্যের ব্যবধান হ'লেও হাদীছ অনুযায়ী সোনা বা রূপার যেকোন একটির হিসাবে টাকার যাকাত বের করতে হবে। কেউ যদি মনে করেন সাড়ে ৫২ তোলা রূপার দাম যা হবে সেই হিসাবে যাকাত দিবেন তাও দিতে পারেন। আবার কেউ যদি মনে করেন সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের দাম ধরে যাকাত দিবেন তাও দিতে পারেন *(আবুদাউদ হা/১৫৭৩, ১৫৬৪, বুলূগুল মারাম তাহক্বীক্বঃ মুবারকপুরী হা/৫৯২-৯৩ 'যাকাত' অধ্যায়-এর ভাষ্য)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৫৩)ঃ মরা শংকর মাছ খাওয়া যাবে কি?

- আব্দুল্লাহ আল-মামুন
নামোরাজারামপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ জীবিত বা মৃত যেকোন ধরনের মাছ খাওয়া যাবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার ধরা ও উহা খাওয়া হালাল করা হয়েছে' *(মায়েদাহ ৯৬)*। মরা মাছ ও মরা টিড্ডি (পঙ্গপাল) খাওয়া জায়েয। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমাদের জন্য দু'টি মরা (প্রাণী) ও দু'প্রকার রক্ত হালাল করা হয়েছে। দু'টি মৃত (প্রাণী) হ'ল, মাছ ও টিড্ডি। আর দু'প্রকার রক্তের একটি কলিজা, অপরটি প্লীহা' *(আহমাদ, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৬২৫, মিশকাত হা/৪১৩২, বুলূগুল মারাম তাহক্বীক্ব; মুবারকপুরী, হা/১ 'পবিত্রতা' অধ্যায়)*। সুতরাং শংকর মাছ মরা হৌক বা জীবিত হৌক খাওয়া জায়েয।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৫৪)ঃ অনেকেই মৃত ব্যক্তিকে গোসল দিতে জানেন না। মৃত ব্যক্তিকে কিভাবে গোসল দিতে হবে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল ক্বাদের
পাওটানাহাট, পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দানের সুন্নাতী পদ্ধতি নিম্নরূপঃ 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান দিক থেকে ওযূর অঙ্গ সমূহ প্রথমে ধৌত করবে। ধোয়ানোর সময় হাতে ভিজা ন্যাকড়া রাখবে। পূর্ণ পর্দার সাথে মাইয়েতের দেহ থেকে পরনের কাপড় খুলে নেবে। গোসলের সময় লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না বা খালি হাতে স্পর্শ করবে না। তিনবার বা তিনের অধিক বেজোড় সংখ্যায় সমস্ত দেহে পানি ঢালবে। গোসল শেষে সুগন্ধি বা কর্পূর লাগাবে। মাইয়েত মহিলা হ'লে চুল খুলে রাখবে। অতঃপর তিনটি ভাগে ভাগ করে পিছনে ছড়িয়ে দিবে *(আলবানী, তালখীছুল জানায়েয, ২৮-৩০ পৃঃ)*। উল্লেখ্য যে, কুল পাতা দেওয়া পানি, সুগন্ধি বা সাবান দিয়ে সুন্দরভাবে গোসল করাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৩৪-৩৫ 'জানাযা' অধ্যায়)*। *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), ১২৬-২৭ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৫৫)ঃ সূরা তওবার ১১১ নং আয়াতের শানে নুযূল বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্ন রকম লিখা আছে। অত্র আয়াতটি বায়'আত সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আমার প্রশ্ন- উক্ত বায়'আতটির নাম কি ছিল? সঠিক উত্তর জানিয়ে বাধিত করবেন।

- একরামুল হক
চণ্ডিপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ সূরা তওবার ১১১ নং আয়াতটি বায়'আতে আক্বাবায়ে কুবরায় অংশগ্রহণকারী মদীনার আনছারদের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছে। নবুঅতের ত্রয়োদশ বর্ষে হজ্জের মওসুমে মদীনা থেকে মক্কায় আগত হাজীদের নিকট থেকে মিনার 'আক্বাবাহ' নামক পাহাড়ী সুড়ঙ্গ পথে গভীর রাত্রিতে এই বায়'আত গ্রহণ করা হয়। পরপর তিন বছরের মধ্যে এটিই ছিল সর্ববৃহৎ ও মক্কার সর্বশেষ বায়'আত। সেকারণ 'বায়'আতে আক্বাবাহ' বলতে মূলতঃ এই সর্বশেষ বায়'আতকেই বুঝায়। হাজীদের সংখ্যাধিক্যের কারণে বর্তমানে মিনার উক্ত পর্বতাংশকে জামরায়ে আক্বাবাটুকু বাদ দিয়ে বাকীটা সমান করে দেওয়া হয়েছে। এই বায়'আতেই তাওহীদ ভিত্তিক আক্বীদা ও আমলের বিরোধীপক্ষের সাথে জিহাদ এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে গেলে তাঁর নিরাপত্তা ও সহযোগিতার বিষয়ে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়। বায়'আত গ্রহণকালে আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা আনছারী বলেন, আপনি আপনার প্রভুর জন্য ও আপনার নিজের জন্য যা খুশী শর্তারোপ করুন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি আমার প্রতিপালকের জন্য এই শর্ত আরোপ করছি যে, তোমরা তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। অতঃপর আমার নিজের ব্যাপারে শর্ত হ'ল এই যে, তোমরা আমার হেফাযত করবে, যেমন তোমরা নিজেদের জান ও মালের হেফাযত করে থাক। জবাবে তারা বলল, এসব করলে বিনিময়ে আমরা কি পাব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'জান্নাত'। তখন তারা খুশীতে উদ্বেলিত হয়ে বলে উঠল, ব্যবসায়িক লাভের এই চুক্তি আমরা কখনই ভঙ্গ করব না এবং ভঙ্গ করার আবেদনও করব না। তখন অত্র আয়াত নাযিল হয় *(তাফসীর ইবনু কাছীর ২/৪০৬; বিস্তারিত দ্রঃ ইক্বামতে দ্বীনঃ পথ ও পদ্ধতি বই)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৫৬)ঃ জনৈক ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে এবং তার বাপ-চাচা, ভাইয়েরাও অনুরূপ ছালাত আদায় করে। কিন্তু কিছুদিন থেকে সে তার বড় ছেলের মাধ্যমে গাজা বিক্রি করে জিবীকা নির্বাহ করছে। এই হারাম খেয়ে তার ইবাদত কবুল হবে কি?

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ হারাম খাদ্য ভক্ষণ করে ইবাদত করলে ইবাদত কবুল হবে না। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র ব্যতীত কিছুই কবুল করেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে যে আদেশ করেছেন, মুমিনগণকেও সেই আদেশ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে রাসূলগণ! আপনারা পবিত্র খাদ্য ভক্ষণ করুন এবং সৎ আমল করুন' *(মুমিনুন ৫২)*। মুমিনদের সম্বোধন করেও আল্লাহ বলেন, হে মুমিনগণ! আমার দেওয়া পাক-পবিত্র বস্তু হ'তে ভক্ষণ কর, যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে রিযিক হিসাবে দান করেছেন *(বাক্বারাহ ১৭২)*। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি দীর্ঘ সফর করেছে, এলোমেলো তার মাথার চুল ও শরীরে ধুলা-বালি, এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি আসমানের দিকে হাত উত্তোলন করে আল্লাহর নিকটে কাতর কণ্ঠে দো'আ করছে, হে প্রভু! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং সে হারাম খাদ্য খেয়েছে। ঐ ব্যক্তির প্রার্থনা কিভাবে কবুল হবে? অর্থাৎ কবুল হবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০ 'হালাল উপার্জন' অনুচ্ছেদ)*। কাজেই হারাম জিবীকা নির্বাহ করে ইবাদত করলে তা কবুল হবে না।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৫৭)ঃ ছালাতে ক্বিরা'আত পড়ার সময় ইমাম কাঁদলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি?

-আবু হানীফ
সরিষাবাড়ী, জামালপুর।

উত্তরঃ ছালাতের মাঝে কাঁদলে ছালাতের কোন ক্ষতি হয় না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তারা ক্রন্দন করতে করতে অবনত মস্তকে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়ভাব আরো বৃদ্ধি পায়' *(বনী ইসরাঈল ১০৯)*। মুত্বাররিফ ইবনে শিখখীর স্বীয় পিতা হ'তে বর্ণনা করেন, আমি একদা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম। এমতাবস্থায় তিনি ছালাত আদায় করছিলেন এবং ফুটন্ত পানির ডেগের শব্দের ন্যায় কাঁদছিলেন। অন্য বর্ণনায় আছে, চাক্কীর শব্দের ন্যায় শব্দ করে কাঁদছিলেন *(আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ মিশকাত হা/১০০০)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩৫৮)ঃ জানাযার ছালাতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত বাকী তাকবীরগুলিতে হাত উঠাতে হবে কি?

- শরাফত আলী
কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত বাকী তাকবীরগুলিতে হাত উঠানো সম্পর্কে কোন মরফূ' হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর, আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী থেকে মওকূফ সূত্রে ছহীহ হাদীছ রয়েছে। ইবনুল মুবারক, ইমাম শাফেঈ, আহমাদ, ইসহাক্ব (রহঃ) প্রমুখগণ বলেন, 'প্রতি তাকবীরেই হাত উঠানোর ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত হয়েছে'। *(দ্রঃ যাদুল মা'আদ ১/৪৯২ পৃঃ)*। অতএব জানাযার ছালাতের সকল তাকবীরেই হাত উঠাতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩৫৯)ঃ আমরা রামাযান মাসের নতুন চাঁদ দেখলে দো'আ পড়ি। কিন্তু অন্য মাসের নতুন চাঁদ দেখলে দো'আ পড়ি না কেন? নতুন চাঁদ দেখার দো'আটি প্রকাশের জন্য আবেদন করছি।

- মুহাম্মাদ ছায়েম
আমীন বাজার, গাবতলী, ঢাকা।

উত্তরঃ শুধু রামাযান মাসের নতুন চাঁদ দেখলে দো'আ পড়তে হয় এ ধারণা সঠিক নয়। যেকোন মাসে নতুন চাঁদ দেখলে নিম্নের দো'আটি পড়তে হয়।-

اَللهُ أَكْبَرُ اَللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالْإِسْلاَمِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللهُ-

অনুবাদঃ 'আল্লাহ সবচেয়ে বড়। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের উপরে চাঁদকে উদিত করুন শান্তি ও ঈমানের সঙ্গে, নিরাপত্তা ও ইসলামের সঙ্গে এবং ঐ সকল কাজের তাওফীকের সঙ্গে, যে সকল কাজ আপনি ভালবাসেন ও পসন্দ করেন, (হে চন্দ্র!) আমাদের ও তোমার প্রভু আল্লাহ' *(দারেমী, সনদ হাসান, আল-আযকার পৃঃ ৮২; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১৪৩)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৩৬০)ঃ জনৈক ব্যক্তি আমার জমির মধ্যে প্রায় ১ হাত ভিতর দিয়ে আইল দিয়েছে। তার শাস্তি কি হবে?

- যোবাইর
কেশরগঞ্জ, মুজিব নগর, মেহেরপুর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি জমির নিশানা বা আইল পরিবর্তন করে আল্লাহ তার উপর অভিসম্পাত করেন *(মুসলিম শরহে নববী সহ ১৩/১৪১ পৃঃ)*। অন্য হাদীছে আছে, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি জবরদখল করবে আল্লাহ তাকে যমীনের সপ্ত স্তর পর্যন্ত তা খনন করতে বাধ্য করবেন। অতঃপর ক্বিয়ামত দিবসে তা তার গলায় বেড়ী করে রাখা হবে। যে পর্যন্ত না মানুষের মাঝে বিচার কার্য শেষ হয়' *(ছহীহুল জামে' হা/২৭১৯)*।

ঝলক জুয়েলার্স

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ
রৌপ্য অলঙ্কার
প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।

সাহেব বাজার, রাজশাহী।

ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

'সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ' কর্তৃক ইসলামী অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ক একমাত্র বাংলাদেশী প্রকাশনা-

"ইসলামিক ফাইন্যান্স"
এবং
"সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড জার্নাল"

পড়ুন, লিখুন ও পরামর্শ দিয়ে একে সমৃদ্ধ করুন।

যোগাযোগ
সম্পাদক
'ইসলামিক ফাইন্যান্স'
'সেন্ট্রাল শরীয়াহ্ বোর্ড জার্নাল'

৮/সি, আজাদ সেন্টার, ৫৫ পুরানা পল্টন, জিপিও বক্স ৯৪০, ঢাকা-১০০০
ফোন # ৮৮০-২-৭১৬১৬৯৩, ফ্যাক্স # ৮৮০-২-৭১৬১৭৬১
ই-মেইলঃ mrahman_sb@yahoo.com

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

৮ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

জুলাই-২০০৫

এই জাগরণ হোক

আত্মপ্রত্যয়ের. . .

আত্মোপলব্ধির. . .

মহাসত্যের

অনুসন্ধিৎসু আত্মার. . .

প্রশ্নোত্তর

?????????

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৩৬১)ঃ যারা বলে, কুরআন নিজেই নিজের ব্যাখ্যা, এর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। তাই কুরআনের তাফসীর রচনা করার কিংবা হাদীছ মানার প্রয়োজন নেই। মহানবী (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৩০০ বছর পর হাদীছ লিপিবদ্ধ হওয়ায় তা সন্দেহযুক্ত বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়। আর ঈমান আনতে হয় নেতৃত্বের কাছে শপথের মাধ্যমে, কিন্তু বর্তমানে এরূপ ব্যবস্থা না থাকায় কেউ ঈমানদার নয়। প্রশ্ন হ'ল, এরূপ ব্যক্তির ঈমান থাকবে কি? তাকে মুসলমান বলা যাবে কি?

-হাসান মাহমূদ
ঝিলটুলী, ফরিদপুর।

উত্তরঃ হাদীছ ইসলামী শরী'আতের দ্বিতীয় উৎস। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দলীলের মাধ্যমেই ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসাবে স্বীকৃত। এ দু'এর কোন একটিকে বাদ দিয়ে ইসলাম কখনোই পূর্ণাঙ্গতা লাভ করবে না। হাদীছ নিঃসন্দেহে কুরআনের ব্যাখ্যা। আল্লাহ বলেন, 'আমরা আপনার নিকটে 'যিকর' নাযিল করেছি, যাতে আপনি লোকদের উদ্দেশ্যে নাযিলকৃত বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করে দেন। যেন তারা চিন্তা ও গবেষণা করে' *(নাহল ৪৪)*।

দ্বিতীয়তঃ হাদীছকে অস্বীকার করার অর্থ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অস্বীকার করা, আর রাসূলকে অস্বীকার করা মানেই আল্লাহকে অস্বীকার করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্‌রই আনুগত্য করল। আর যে মুহাম্মাদের অবাধ্যতা করল, সে আল্লাহ্‌রই অবাধ্যতা করল। মুহাম্মাদ হ'লেন লোকদের মধ্যে (মুমিন ও কাফের) পার্থক্যকারী' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৪৪, 'কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*।

তৃতীয়তঃ হাদীছকে অস্বীকার করার অর্থ আল্লাহ্‌র 'অহি'কে অস্বীকার করা। কেননা হাদীছও আল্লাহ্‌র 'অহি'। কুরআন অহিয়ে মাতলূ, অর্থাৎ যা তেলাওয়াত করা হয়, আর হাদীছ অহিয়ে গায়ের মাতলূ, যা তেলাওয়াত করা হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মুহাম্মাদ তার ইচ্ছামত কিছুই বলেন না। কেবলমাত্র অতটুকুই বলেন, যা তার নিকটে অহি হিসাবে প্রেরণ করা হয়' *(নাজম ৩-৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'আল্লাহ আপনার প্রতি নাযিল করেছেন কিতাব ও হিকমত (সুন্নাহ)' *(নিসা ১১৩)*।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর তিনশ' বছর পর হাদীছ লিপিবদ্ধ হয়েছে মর্মের প্রশ্নোল্লিখিত বক্তব্যটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশা থেকেই ছাহাবীগণ হাদীছ লিপিবদ্ধ করার সূচনা করেছেন এবং একে অপরকে শুনিয়েছেন *(বিস্তারিত দ্রঃ 'হাদীছের প্রামাণিকতা' বই)*। যে দেশে প্রকৃতপক্ষে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত থাকবে সে দেশের জন্য শপথের মাধ্যম প্রযোজ্য। কিন্তু উক্ত পন্থা ছাড়া মুসলমান থাকা যায় না এটা নিছক যুক্তি মাত্র। এর কোন ভিত্তি শরী'আতে নেই। কারণ কোন অমুসলিম রাষ্ট্রেও ইসলামী বিধান পালন করে মুসলমান থাকা যায়।

মূলতঃ প্রশ্নে উল্লিখিত বক্তব্যগুলি শারঈ দৃষ্টিতে ঠিক নয়। এরূপ আক্বীদা সম্পন্ন ব্যক্তি মুসলমান থাকবে না। এরূপ ব্যক্তির খুব শীঘ্রই আল্লাহ্‌র নিকটে তওবা করতঃ হাদীছকে শরী'আতের অকাট্য দলীল হিসাবে দ্বিধাহীন চিত্তে মেনে নেয়া আবশ্যক।

প্রশ্নঃ (২/৩৬২)ঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া, কবর খনন করা এবং খাটলি বহন করার বিনিময়ে টাকা নেওয়া বৈধ কি?

-আশরাফ
ধকুরা, বরপেটা, আসাম, ভারত।

উত্তরঃ উপরোক্ত কার্য সমূহের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা অপসন্দনীয় (মাকরূহ)। তবে কেউ মুখাপেক্ষী হ'লে কিংবা প্রয়োজনবোধ করলে গ্রহণ করায় কোন দোষ নেই। ইমাম আহমাদ (রহঃ) অনুরূপ বলেন *(আল-ইনসাফ ৬/১৯৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩৬৩)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জানাযার ছালাত কে পড়িয়েছিলেন?

-বযলুর রশীদ
যশোর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জানাযার ছালাত নির্ধারিত কোন ইমামের মাধ্যমে সম্মিলিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়নি। ছাহাবায়ে কেরাম দশজন করে পালাক্রমে তাঁর জানাযা পড়েছেন। ইমাম ছাড়াই প্রথমে তাঁর পরিবার, অতঃপর ক্রমান্বয়ে মুহাজির, আনছার এবং পর্যায়ক্রমে অন্যান্য পুরুষ, মহিলা ও শিশুগণ জানাযার ছালাত আদায় করেন *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৪৭১ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাফন-দাফন' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৪/৩৬৪)ঃ মসজিদ ফাণ্ডে ১০ হাযার টাকা আছে। মসজিদ কমিটির ক্যাশিয়ার উক্ত টাকা লাভের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করেছে যে, ১০ হাযার টাকার বিনিময়ে বছরে দুই হাযার টাকা লাভ দিবে। মসজিদের টাকা এরূপ শর্তে বিনিয়োগ করা যাবে কি? মসজিদের নগদ টাকা রাখার পদ্ধতি কি?

-জাহাঙ্গীর
প্রতিনিধি, দৈনিক আমার দেশ
মুরাদনগর, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উপরোক্ত পদ্ধতিতে টাকা বিনিয়োগ করা শরী'আত সম্মত নয়। কেননা লাভ-লোকসানের অংশীদার ছাড়া শুধু লাভ নির্ধারিত করে পুঁজি বিনিয়োগ করলে তা সূদে পরিণত হবে। অর্থাৎ এমন শর্ত, যা শুধু লাভেরই অংশীদার হয় লোকসানের অংশীদার হয় না। মসজিদের সঞ্চিত টাকা শরী'আত সম্মত পদ্ধতিতে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে ব্যবসায় খাটানো যাবে অথবা সূদ মুক্ত পন্থায় ব্যাংকে জমা করে রাখা যাবে *(আশ-শারহুল কাবীর ১২/৩৪২ পৃঃ, মাসআলা নং ১৭৬৮)*।

প্রশ্নঃ (৫/৩৬৫)ঃ ঋতু অবস্থায় ছালাত ছুটে গেলে পরবর্তীতে আদায় করতে হবে কি?

-সখিনা বেগম
কাজলা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ঋতু অবস্থায় যে ছালাত ছুটে যায় তা পরবর্তীতে আদায় করতে হবে না। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একবার ঈদের খুৎবা প্রদানের সময় মহিলারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, আমাদের দ্বীনের অসম্পূর্ণতা কি? তখন তিনি বললেন, মহিলারা ঋতু অবস্থায় ছালাত-ছিয়াম হ'তে বিরত থাকে *(বুখারী ১/৪৪ পৃঃ; ফাতাওয়া আরকানি ইসলাম পৃঃ ২৫৫, মাসআলা নং ১৭৪)*। তবে ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে হবে। এ বিষয়ে আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে ছিয়াম কাযা করতে এবং ছালাত মাফের কথা বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৭৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৬/৩৬৬)ঃ 'আখেরী চাহারশম্বা' কাকে বলে। শরী'আতে এ দিবসে কোন আনুষ্ঠানিকতা আছে কি?

-হুমায়ুন কবীর
কদমডাঙ্গা আরাবিয়া সালাফিয়া মাদরাসা
গোয়ালা, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ 'আখেরী চাহারশম্বা' কথাটি ফার্সী। ইরান, ইরাক, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশে আরবী ছফর মাসের শেষ বা চতুর্থ বুধবারকে 'আখেরী চাহারশম্বা' বলা হয়ে থাকে এবং দিবস হিসাবে পালন করা হয়। কথিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এদিনে তাঁর রোগযন্ত্রণা থেকে কিছুটা সুস্থ হয়েছিলেন এবং গোসল করেছিলেন *(ইসলামী বিশ্বকোষ ১/১১৩ পৃঃ)*। আরো কথিত আছে যে, সেদিন সুস্থতা লাভ করলে তিনি আনন্দবোধ করেন *(ফীরোযুল লুগাত, পৃঃ ১১)*। ইসলামী শরী'আতে এ দিবসের কোন ভিত্তি নেই। বাংলা ইসলামী বিশ্বকোষে বলা হয়েছে, 'আখেরী চাহারশম্বা উদযাপনের কোন নির্ভরযোগ্য ধর্মীয় ভিত্তি পাওয়া যায় না' *(ঐ, ১/১১৩)*। সুতরাং এ দিবসকে কেন্দ্র করে সরকারী ছুটি ঘোষণা করা এবং কোন অনুষ্ঠান পালন করা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। এটা স্বর্ণযুগে প্রচলিত ছিল না। অতএব তা বর্জন করা আবশ্যকীয় কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কেউ যদি এমন কোন আমল করে যার প্রতি আমাদের নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুসলিম হা/৪৪৬৮, ২/৭৭ পৃঃ 'মীমাংসা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৭/৩৬৭)ঃ আত-তাহরীক ডিসেম্বর ২০০৪ সংখ্যায় ১৭/৯৭ নং প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে, 'নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে স্বেচ্ছায় প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করা যায়'। অর্থাৎ ইহা সূদ হবে না'। প্রশ্ন হচ্ছে, সরকার বর্তমানে পেনশন হোল্ডারদের জন্য ১১% লাভে একটি সঞ্চয়পত্র ছেড়েছে। অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের জন্যই এ ব্যবস্থা করা হয়েছে, সর্বসাধারণের জন্য নয়। সরকার প্রদত্ত এরূপ মুনাফা গ্রহণ করা কি সূদ হিসাবে গণ্য হবে? উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আবু সাঈদ
ডাক বাংলা পাড়া, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ সরকার তার কর্মচারীদের নামে প্রতিবছর যে বাড়তি টাকা বরাদ্দ করে, তা গ্রহণ করা সূদ হবে না। কারণ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে স্বেচ্ছায় প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করা যায়। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে কিছু দিলেন। আমি বললাম, আপনি আমার চাইতে অধিক মুখাপেক্ষী ব্যক্তিকে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তুমি এটা নাও এবং সম্পদ হিসাবে গ্রহণ কর অথবা ছাদাক্বা করে দাও। তোমার নিকটে যে মাল আসে, যদি তুমি তার প্রতি আগ্রহী না হও এবং সওয়ালকারীও না হও, তাহ'লে তুমি তা গ্রহণ কর। অন্যথা তুমি তার পিছু নিয়ো না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৪৫ 'যাকাত' অধ্যায়)*। কর্মচারীরা সরকার কর্তৃক সঞ্চিত মূল অর্থই গ্রহণ করতে পারবে। কিন্তু সঞ্চিত অর্থের ১১% লাভে সরকার যে সঞ্চয়পত্র ছেড়েছে তা গ্রহণ করা শরী'আত সম্মত নয়। কারণ তা সূদ হিসাবে গণ্য হবে।

প্রশ্নঃ (৮/৩৬৮)ঃ মোহরানা কি? বিয়ের সময় নাকি মোহরানা দিতে হয়। কিন্তু আমার স্বামী আমাকে মোহরানা দেননি এবং দেওয়ার ইচ্ছাও নেই। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বৃ-কুষ্টিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ মোহরানাকে আল্লাহ তা'আলা স্বামীর উপর ফরয করেছেন *(নিসা ২৫)*। বিয়ের বৈঠকে প্রদান করুক বা পরে করুক স্বামীকে অবশ্যই স্বীয় স্ত্রীর মোহরানা আদায় করতে হবে। অন্যথা স্ত্রীর সঙ্গে তার মিলামিশা করা হালাল হবে না *(বুখারী 'নিকাহ' অধ্যায় 'মোহর' অনুচ্ছেদ, মিশকাত হা/৩১৪৩)*। মোহর প্রদানে স্বামী অস্বীকৃতি জানালে স্ত্রীর উচিত হবে সামাজিকভাবে চাপ সৃষ্টি করে আদায় করা। এরপরও সম্ভব না হ'লে স্বামী এর জন্য গোনাহগার হবে এবং আল্লাহর নিকটে জবাবদিহি করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৯/৩৬৯)ঃ শুধু ডানে সালাম ফিরিয়ে সিজদায়ে সহো করা এবং পুনরায় আত্তাহিইয়াতু, দরূদ শরীফ, দো'আ মাছূরা পড়ে সালাম ফিরানোর ব্যাপারে শারঈ বিধান আছে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রূহুল আমীন
হোটেল রংধনু (আবাসিক)

চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ সিজদায়ে সহোর নিয়ম হ'ল, যদি ইমাম ছালাত রত অবস্থায় নিজের ভুল সম্পর্কে নিশ্চিত হন অথবা লোকমা দিয়ে মুক্তাদীগণ ভুল ধরিয়ে দেন, তবে তাশাহহুদ শেষে তাকবীর দিয়ে পর পর দু'টি সিজদায়ে সহো দিবেন। অতঃপর সালাম ফিরাবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০১৫, 'ছালাত' অধ্যায়, 'সহো সিজদাহ' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য, কেবল ডাইনে একটি সালাম দিয়ে সিজদায়ে সহো করার প্রচলিত প্রথার শারঈ কোন ভিত্তি নেই। অনুরূপ সিজদায়ে সহোর পরে পুনরায় তাশাহহুদ পড়ারও কোন ছহীহ হাদীছ নেই। উক্ত মর্মে ইমরান বিন হুছাইন (রাঃ) হ'তে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, সেটি যঈফ *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইরওয়াউল গালীল হা/৪০৩ ২/১২৮-২৯ পৃঃ; ফাৎহুল বারী ২/৭৯ পৃঃ)*। তাছাড়া একই রাবী কর্তৃক বর্ণিত মুসলিমের ছহীহ হাদীছের বিরোধী। সেখানে তাশাহহুদের কথা নেই *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০২১)*। উল্লেখ্য, ছালাত রত অবস্থায় ইমামের ভুল হ'লে মুক্তাদী 'আল্লাহু আকবার' না বলে 'সুবহা-নাল্লাহ' বলে লোকমা দিবে। অর্থাৎ স্মরণ করিয়ে দিবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯৮৮ 'ছালাত অবস্থায় নাজায়েয ও জায়েয আমল সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১০/৩৭০)ঃ ছালাতের মধ্যে ক্বিরাআত ছুটে গেলে কিংবা ভুল হ'লে সহো সিজদা দিতে হবে কি?

-আব্দুল্লাহ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাতে কুরআন পড়ার সময় কোন আয়াত বা আয়াতাংশ ছুটে গেলে সহো সিজদা দিতে হবে না। বরং রাক'আতে কম-বেশী হ'লে কিংবা তাশাহহুদ ছুটে গেলে সহো সিজদা করতে হবে। বলা যেতে পারে সহো সিজদা চারটি কারণে দেওয়া যায়। (১) ছালাত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সালাম ফিরালে (২) ছালাত কম-বেশী হ'লে (৩) তাশাহহুদ ছুটে গেলে ও (৪) ছালাতে সন্দেহ হ'লে *(বিস্তারিত দ্রঃ যাদুল মা'আদ ১/১৬৯)*।

প্রশ্নঃ (১১/৩৭১)ঃ জনৈক মহিলার তিনটি কন্যা। তার দ্বিতীয় কন্যার সাথে শিশুকালে অন্য এক ছেলেও দুধপান করেছে। প্রশ্ন হ'ল, ঐ ছেলে তার তৃতীয় কন্যাকে বিবাহ করতে পারবে কি? দুধমাতা ও দুধবোনের সংজ্ঞা সহ বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ রেযওয়ান
প্রভাষক, জামদই বতিউল্লাহ্ আলিম মাদরাসা
বৈদ্যপুর, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ দুই বৎসর বয়স পর্যন্ত কোন মহিলার দুধপান করলে উক্ত মহিলাকে দুধমাতা বলা হয়। ঐ মহিলার দুধপান করার কারণে তার মেয়েগুলি দুধবোন হিসাবে সাব্যস্ত হবে *(ইত্তেহাফুল কেরাম শরহে বুলূগুল মারাম, পৃঃ ৩৩১ 'দুধপান' অনুচ্ছেদ)*। দুধমাতার সকল মেয়ে দুধপানকারীর উপর হারাম। এমনকি ঐ দুধমাতার বোন, দুধমাতার স্বামীর কন্যা, তাঁর স্বামীর বোন (ফুফু), তার স্বামীর মা (দাদী), দুধমাতার ছেলের ছেলে-মেয়েরা সবাই স্থায়ীভাবে হারাম *(তাফসীরে কুরতুবী ৫/৭২, সূরা নিসার ২৩নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। অতএব প্রশ্নে উল্লিখিত ছেলের জন্য তার দুধমাতার কোন কন্যা বিবাহ করা বৈধ নয়।

প্রশ্নঃ (১২/৩৭২)ঃ ১৮ বছর পূর্বে আমার মাতা মারা গেছেন। সম্প্রতি আমার নানী মারা গেলেন। নানীর নামে ৬৫ শতাংশ জমি আছে। তার জমি থেকে আমরা দু'ভাই-বোন শরী'আত মোতাবেক কোন অংশ পাব কি?

-সুলতান মাহমূদ
মুলগ্রাম, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ উক্ত নাতি, নাতনির মাতা তাদের নানীর পূর্বে মৃত্যুবরণ করার কারণে তারা নানীর সম্পদ থেকে কোন অংশ পাবে না। কেননা ইসলামী শরী'আত তাদের জন্য কোন মীরাছ নির্ধারণ করেনি *(ফাতাওয়া ছানাইয়া ২/২৬৬ পৃঃ)*। তবে তার মামারা স্বেচ্ছায় তাদেরকে কিছু দিলে দিতে পারে। এতে কোন শারঈ বাধা নেই *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৭১)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৩৭৩)ঃ জনৈক মহিলা তার স্বামীর অসুখের মিথ্যা খবর শুনে মানত করেছিল যে, সে যতদিন বাঁচবে ততদিন বৃহস্পতি ও শুক্রবার ছিয়াম পালন করবে। পরবর্তীতে এভাবে ছিয়াম পালন করায় ঐ মহিলা খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। এক্ষণে করণীয় কি?

-আনোয়ারুল ইসলাম
জোড়পুকুরিয়া, মেহেরপুর।

উত্তরঃ সম্ভব হ'লে ছিয়াম পালন করাই তার জন্য উত্তম। তবে সম্ভব না হ'লে কাফফারা আদায় করে মানত থেকে মুক্ত হ'তে পারে *(আবুদাঊদ, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২১৫৭, মিশকাত হা/৩৪৩৬)*। এর কাফফারা হচ্ছে- ১০ জন মিসকীনকে খাওয়ানো অথবা একজন গোলাম আযাদ করা কিংবা তিনদিন ছিয়াম পালন করা *(মায়েদাহ ৮৯)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৩৭৪)ঃ জানাযার সাথে ফেরেশতাগণ পায়ে হেঁটে যান মর্মে কথাটি কি সত্য?

-মুহাম্মাদ কবীর
ফুলবাড়িয়া, কাঁথুলী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ লাশ বহনের সময় জানাযার সাথে ফেরেশতাগণ পায়ে হেঁটে চলেন। এটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'জানাযার সাথে ফেরেশতাগণ পায়ে হেঁটে চলেন এবং জানাযা শেষে তারা চলে যান। এজন্য আমি এতক্ষণ বাহনে সওয়ার হইনি। এখন তারা চলে গেছেন বিধায় সওয়ার হ'লাম' *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ মিশকাত হা/১৬৭২-এর টীকা নং ৪)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৩৭৫)ঃ জিন-ইনসান আল্লাহ্র প্রশংসা করে। কিন্তু পশু-পাখি গাছ-পালা ইত্যাদি কি আল্লাহ্র প্রশংসা করে?

-আবুল কালাম

পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ মহাবিশ্বে জিন-ইনসান ছাড়াও অন্যান্য সকল জীব-জন্তু এমনকি জড় বস্তুও আল্লাহ্র অনুগত এবং সকলেই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, সপ্তাকাশ ও পৃথিবী এবং এগুলির মধ্যে যা কিছু আছে সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রশংসা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তাদের তাসবীহ (পবিত্রতা ঘোষণা) তোমরা অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয়ই তিনি অতি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ *(ইসরা ৪৪; হাদীদ ১; হাশর ১)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৩৭৬)ঃ ক্বিয়ামতের দিন কাকে সর্বপ্রথম কবর থেকে উঠানো হবে?

-ইবরাহীম
মহানন্দখালী, নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে কবর হ'তে উঠানো হবে। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আমিই ক্বিয়ামতের দিন আদম সন্তানের সরদার (হব)। আমিই প্রথম ব্যক্তি, যাকে প্রথমে কবর থেকে উঠানো হবে এবং আমিই সর্বপ্রথম আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ করব এবং প্রথম আমার সুপারিশই কবুল করা হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪১; 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৩৭৭)ঃ জনৈকা মহিলা বিবাহের কিছুদিন পর তার স্বামীর ভাত খেতে চায় না। কিন্তু তার অভিভাবক জোরপূর্বক স্বামীর ভাত খেতে বাধ্য করে। কিন্তু সে এখনও নারায। এমতাবস্থায় তার করণীয় কি?

-আমানুল্লাহ
বোহাইল, বগুড়া।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বন্ধন সুদৃঢ় দেখতে চান। কিন্তু যদি উভয়ের মধ্যে ভাঙ্গনের আশংকা করা হয়, তাহ'লে সংশোধনের উদ্দেশ্যে তাদের পরিবারের পক্ষ হ'তে একজন করে জ্ঞানী ও দূরদর্শী মধ্যস্থতাকারী প্রেরণ করতে হবে *(নিসা ৩৫)*। তাতে ফায়ছালা না হ'লে এবং সামঞ্জস্যতা অসম্ভব হ'লে স্ত্রী তার মোহরানা ফেরত দেয়ার মাধ্যমে 'খোলা' করে নিবে *(বাক্বারাহ ২২৯, বুখারী, মিশকাত হা/৩২৭৪ 'খোলা তালাক' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৩৭৮)ঃ কাপড় না থাকায় ছালাতের সময় শুধু গামছা মাথায় দিয়ে খালি শরীরে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-মশিউর রহমান
কলারোয়া বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ খালি শরীরে ছালাত আদায় করা যাবে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কোন ব্যক্তি যেন এমন একটি কাপড়ে ছালাত আদায় না করে, যার কিছু অংশ তার দু'কাঁধে থাকে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৫৫ 'ছালাত' অধ্যায় 'সতর' অনুচ্ছেদ)*। অর্থাৎ ছালাত আদায়ের সময় কাঁধে কাপড় থাকা যরূরী। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কোন ব্যক্তি যদি একটি কাপড়ে ছালাত আদায় করে, তাহ'লে সে যেন কাপড়টির দু'কিনারা দু'কাঁধের উপরে রাখে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৫৬)*।

উল্লিখিত দলীল সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ব্যক্তিকে পুনরায় ছালাত আদায় করতে হবে। তবে কারো কাপড় না থাকলে নিরুপায় হয়ে খালি শরীরে ছালাত আদায় করে নিলে ছালাত আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ (১৯/৩৭৯)ঃ চাশতের ছালাতের ফযীলত কি? এ ছালাতের রাক'আত সংখ্যা কত?

-সিরাজুল ইসলাম
চিনাটোলা, যশোর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মানুষের শরীরে ৩৬০টি জোড় আছে। অতএব মানুষের কর্তব্য হ'ল প্রত্যেক জোড়ের একটি করে ছাদাক্বা করা। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! কার শক্তি আছে এই কাজ করার? তিনি বললেন, চাশতের দু'রাক'আত ছালাতই এজন্য যথেষ্ট *(আবুদাউদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩১৫; মুসলিম, মিশকাত ১৩১১ ও ১২)*। চাশতের ছালাতের রাক'আত সংখ্যা ২, ৪, ৮, ১২ পর্যন্ত। মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ৮ রাক'আত পড়েছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩০৯)*।

প্রশ্নঃ (২০/৩৮০)ঃ রাগ হ'লে বসে কিংবা শুয়ে যেতে হয়, একথা কি ঠিক?

-আবুবকর
চাঁদপাড়া, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক। আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন তোমাদের কেউ রাগান্বিত হবে তখন যদি সে দাঁড়িয়ে থাকে, তবে যেন বসে যায়। তাতেও যদি রাগ থেকে না যায় তাহ'লে যেন শুয়ে পড়ে' *(আহমাদ, তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৫১১৪ 'ক্রোধ ও অহংকার' অনুচ্ছেদ; বাংলা মিশকাত হা/৪৮৮৭)*।

প্রশ্নঃ (২১/৩৮১)ঃ ধনীরা আগে জান্নাতে যাবে, না গরীবেরা? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাহমূদ আলম
কিষাণগঞ্জ, বিহার, ভারত।

উত্তরঃ মুমিন গরীব-মিসকীনরা ধনীদের আগে জান্নাতে যাবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৩৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, '(মি'রাজের রাতে) আমি জান্নাতের দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, যারা তাতে প্রবেশ করছে তাদের অধিকাংশই গরীব-মিসকীন। আর বিত্তবান-সম্পদশালীরা আটকা পড়ে আছে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৩৩ 'গরীবদের ফযীলত ও নবী (ছাঃ)-এর জীবন যাপন' অনুচ্ছেদ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০০৪)*। অন্য হাদীছে আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ

করেন, 'আমি জান্নাতে উঁকি মেরে দেখলাম তার অধিবাসীদের অধিকাংশই হ'ল গরীব-মিসকীন। আর জাহান্নামে দেখলাম যে, উহার অধিবাসীদের অধিকাংশই নারী' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৩৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫০০৫)*।

প্রশ্নঃ (২২/৩৮২)ঃ কিছু সংখ্যক মুছল্লীকে বাদ মাগরিব ২০ রাক'আত ছালাত আদায় করতে দেখা যায়। এর কোন ছহীহ দলীল আছে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মীযানুর রহমান
দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ডেমরা, ঢাকা।

উত্তরঃ বাদ মাগরিব দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত আদায় করাই ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৫৯ ও ৬০; বাংলা মিশকাত হা/১০৯১ 'সুন্নাত ছালাত ও উহার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। এ প্রসঙ্গে তরমিযীতে বর্ণিত ২০ রাক'আতের হাদীছটি যঈফ। মুহাদ্দিছগণ উক্ত হাদীছের রাবী ইয়াকূব ইবনু ওয়ালীদকে মিথ্যুক ও হাদীছ জালকারী হিসাবে অভিহিত করেছেন *(আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১১৭৩-৭৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১০৬)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৩৮৩)ঃ ছালাত নিষিদ্ধ সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলে কি দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে?

-আবুল হাসনাত
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ নিষিদ্ধ সময়ে মসজিদে প্রবেশ করলেও দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে বসার পূর্বেই যেন দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৪)*। অত্র হাদীছ নিষিদ্ধ সময়কে পরিবেষ্টন করে আছে। এজন্য একদিন জুম'আর খুৎবা চলা অবস্থায় এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে দাঁড়িয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে বাধ্য করেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুলূগুল মারাম হা/৪৪৫; মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১১)*। অথচ খুৎবা চলাকালীন সময়ে ছালাত নিষিদ্ধ। যেকোন সময় মসজিদে প্রবেশ করলেই যে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে হয়, সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুৎবা বন্ধ করে তার সাথে কথা বললেন এবং তাকে ছালাত আদায় করতে বললেন।

প্রশ্নঃ (২৪/৩৮৪)ঃ হজ্জ না করে ওমরাহ করা যায় কি?

-আব্দুল্লাহ
মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ হজ্জ না করেও ওমরাহ করা যায়। ইকরামা ইবনু খালেদ (রাঃ) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হজ্জের পূর্বে ওমরাহ করা যায় কি? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি হজ্জ না করে ওমরা করবে তার জন্য কোন ক্ষতি নেই। নবী করীম (ছাঃ) নিজেও হজ্জের পূর্বে ওমরাহ করেছিলেন *(বুখারী, যাদুল মা'আদ ১/৫৪১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৩৮৫)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ক্ষুধার কারণে পেটে পাথর বেঁধেছিলেন মর্মে কথাটি কি সঠিক?

-আরিফুল ইসলাম
হালসা, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ কথাটি সত্য। খন্দকের যুদ্ধে মাটি খনন করার সময় তিনি পেটে পাথর বেঁধেছিলেন। জাবের (রাঃ) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন আমরা গর্ত খনন করছিলাম। এমতাবস্থায় একটি বড় ধরণের পাথর গর্তে দেখা গেলে ছাহাবীগণ নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে জানালেন। তখন নবী করীম (ছাঃ) 'আমি গর্তে নামব' বলে দাঁড়ালেন, এমন সময় তাঁর পেটে পাথর বাঁধা ছিল। জাবের (রাঃ) বলেন, ঐ সময় আমরা তিন দিন যাবৎ কোনকিছুই খাইনি *(বুখারী ২/৫৮৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৩৮৬)ঃ অনেক সময় দেখা যায়, সামনে জায়গা না থাকলে ইমাম মুক্তাদী হ'তে অর্ধ হাত সামনে দাঁড়ান। এভাবেই দাঁড়াতে হবে, না কাতারের মধ্যে দাঁড়াতে হবে?

-আব্দুর রাযযাক
বাড়ই পাড়া, গাংনগর, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ ইমাম সম্পূর্ণই সামনে দাঁড়াবেন যেন মুক্তাদীরা তাঁর পিছনে পৃথক কাতারে দাঁড়াতে পারে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১০৭-৯)*। মুক্তাদী হ'তে অর্ধ হাত আগে দাঁড়ানোর কোন হাদীছ নেই। সুতরাং সামনে যাওয়া সম্ভব না হ'লে ইমাম কাতারের মাঝে দাঁড়িয়েই ছালাত আদায় করবেন।

প্রশ্নঃ (২৭/৩৮৭)ঃ ফরয ছালাত আদায় করার পর সুন্নাতের জন্য জায়গা পরিবর্তন করতে দেখা যায়। এ ব্যাপারে ছহীহ দলীল জানতে চাই।

-কামাল
প্রতাপ জয়সেন
সাতদর্গা বাজার, পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ ফরয ছালাতের পর সুন্নাত পড়ার সময় পূর্বের স্থান থেকে একটু সরে ছালাত আদায় করাই সুন্নাত। সায়েব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে এক ছালাতের সাথে অন্য ছালাত মিলাতে নিষেধ করেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত কথা না বলব অথবা সরে না যাব *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৮৬)*। ইবনু ওমর (রাঃ) জুম'আর দিন দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের পর একটু সামনে গিয়ে আরো চার রাক'আত পড়তেন *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১১৮৭)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৩৮৮)ঃ তায়াম্মুমকারী ইমামের পিছনে অযূকারী মুক্তাদীর ছালাত হবে কি?

-আযীযুল হক
সিতাইকুন্ড, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমকে অযূর স্থলাভিষিক্ত করেছেন *(মায়েদাহ ৬)*। কাজেই তায়াম্মুম দ্বারা যে পবিত্রতা অর্জিত হয় তাকে দুর্বল মনে করা ঠিক নয়। তায়াম্মুমের

মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা অযূর মতই পূর্ণ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'পানি না পাওয়া গেলে মাটিকে আমার জন্য পবিত্রতার মাধ্যম করে দেওয়া হয়েছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৬)*। অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'পবিত্র মাটি হচ্ছে মুসলমানের জন্য অযূর মাধ্যম, ১০ বছর পানি না পাওয়া গেলেও' *(আহমাদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৫৩০)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৩৮৯)ঃ জুম'আর খুৎবার মাঝখানে বসার ব্যাপারে কোন হাদীছ আছে কি?

-আব্দুল হামীদ
কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ জুম'আর খুৎবার মাঝেও বসা যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৫)*। তবে দুই খুৎবার কোন্টি ছোট কোন্টি বড় এ বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। দুই খুৎবাতেই কুরআন পড়া, মুছল্লীদের বোধগম্য ভাষায় উপদেশ দান করা, হামদ, নাত ও দো'আ পড়া যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৫)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৩৯০)ঃ ঈদের দিনে পরস্পরের সাক্ষাতে 'ঈদ মোবারক' বলা, নববর্ষের প্রথম দিনে 'গুড ইয়ার', 'হ্যাপী নিউ ইয়ার' বা 'শুভ নববর্ষ' বলে অভিনন্দন জানানো এবং ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান করা যাবে কি?

-বযলুর রশীদ
কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত কথাগুলি পরস্পরের সাক্ষাতে ব্যবহার করা যাবে না। অনুরূপভাবে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান সহ অন্যান্য দিবস পালনার্থে কোন অনুষ্ঠান করাও শরী'আত সম্মত নয়। ছাহাবী, তাবেঈগণের যুগ থেকে এগুলির কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। মূলতঃ এগুলি কুসংস্কার। যা ইহুদী-খ্রীষ্টান তথা বিধর্মীদের অপসংস্কৃতি থেকে মুসলিম সমাজে প্রচলিত হয়েছে। এগুলি থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে সে তারই অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩৯১)ঃ হাদীছে আছে, জুম'আর ছালাত দীর্ঘ হবে আর খুৎবা সংক্ষিপ্ত হবে। কিন্তু সাধারণত দেখা যায় খুৎবা দীর্ঘ হয় এবং ছালাত সংক্ষিপ্ত হয়। বিষয়টি জানতে চাই।

-আব্দুল হাকীম
কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ ছালাত দীর্ঘ আর খুৎবা সংক্ষিপ্ত এর অর্থ এই নয় যে, ছালাতের সময়ের পরিমাণ বেশী এবং খুৎবার সময়ের পরিমাণ কম। কারণ অন্য হাদীছে বলা হয়েছে, ছালাত ও খুৎবা উভয়ই মধ্যম হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৫)*। অতএব হাদীছের অর্থ হচ্ছে- ছালাত দীর্ঘ হবে খুৎবা অনুপাতে অর্থাৎ খুৎবা এমন দীর্ঘ হবে না যাতে মুক্তাদী বিরক্ত হয়ে যায়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'খুৎবা সংক্ষিপ্ত হওয়া ইমামের বিচক্ষণতার প্রমাণ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০৬)*। অর্থাৎ বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হবে, কিন্তু সারমর্ম হবে ব্যাপক। মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী (রহঃ) বলেন, খুৎবা সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ মধ্যম, আর ছালাত দীর্ঘ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ *(মির'আতুল মাফাতীহ, ৪/৪৯৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩৯২)ঃ মুসলমান হিজড়া মারা গেলে জানাযার সময় ইমাম তার মাথা বরাবর দাঁড়াবেন, না কোমর বরাবর?

-আব্দুল ওয়াদুদ
মোবারকপুর, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ হিজড়া যেহেতু নারী-পুরুষ উভয় আকৃতির হয় সেহেতু পুরুষের আকৃতিতে হ'লে মাথা বরাবর এবং নারীর আকৃতিতে হ'লে কোমর বরাবর দাঁড়াবেন। এটাই হাদীছের অনুকূলে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সাধারণ নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে অনুরূপ পার্থক্য করে দাঁড়াতেন *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৬৭৯ 'জানাযা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৯৩)ঃ মানতের খাদ্য ধনী-গরীব সহ মসজিদের সকল মুছল্লী খেতে পারবে কি?

-আব্দুল ক্বাইয়ূম
ওয়াবদা বাজার, কুলাঘাট, লালমণির হাট।

উত্তরঃ মূলতঃ মানত মানুষের নিয়তের উপর নির্ভর করে। মসজিদের মুছল্লীগণকে খাওয়ানোর মানত করলে সকলেই খেতে পারে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কৃসম মানুষের নিয়তের উপর নির্ভর করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪১৬)*। সুতরাং যখন যেভাবে মানত করবে তখন সেভাবে বাস্তবায়ন করবে। তবে মানত করলে তা অবশ্যই পূরণ করতে হয়, উদ্দেশ্য হাছিল হোক বা না হোক *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুলূগুল মারাম হা/১৩৮২)*। উল্লেখ্য, মানত ও ছাদাক্বাহ এক নয়।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৯৪)ঃ কালো চুলকে আরো বেশী কালো করার জন্য বর্তমানে বিভিন্ন ধরণের তেল পাওয়া যায়। এগুলি ব্যবহার করা যাবে কি?

-আখতারা খাতুন
খানপুর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কালো চুলকে আরো বেশী কালো করা যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮)*। তবে সাদা চুলকে কালো করা জায়েয নয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৯৫)ঃ আত্মীয়-স্বজনের কান্নাকাটি মৃত ব্যক্তি শুনতে পায় কি?

-তামান্না
কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ আত্মীয়-স্বজনের কান্নাকাটি ব্যক্তি শুনতে পায় না। আল্লাহ তা'আলা মহানবী (ছাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আপনি মৃতদেরকে শুনাতে পারেন না' *(নামল ৮০, রূম ৫২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'আপনি কবরবাসীদেরকে শুনাতে সক্ষম নন' *(ফাত্বির ২২)*। আয়াত সমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মৃত তথা কবরে শায়িত ব্যক্তি দুনিয়ার কোন কিছু শুনতে পায় না। সুতরাং এ ধরনের ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে দূরে থাকা উচিত।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৯৬)ঃ খাৎনার প্রচলন কখন, কার মাধ্যমে, কিভাবে শুরু হয়েছিল? এটি কি সুন্নাতে মুআক্কাদাহ?

-আযীযুল হক
সিতাইকুণ্ড, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ খাৎনা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত, যা ছেড়ে দিলে গুনাহগার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইমাম শা'বী, রাবী'আ, আওযাঈ, ইয়াহইয়া বিন সা'দ আনছারী, ইমাম মালেক, শাফেঈ ও আহমাদ (রহঃ) প্রমুখগণ ওয়াজিব বলেছেন *(হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম, তুহফাতুল মওদূদ আহকামুল মওলূদ, পৃঃ ১১৩, অনুচ্ছেদ-৪)*। এই গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতের প্রবর্তক এবং প্রথম খাৎনাকারী হ'লেন মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (আঃ) *(মুওয়াত্ত্বা ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯২২, 'জন্মগত সুন্নাত' অনুচ্ছেদ)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ইবরাহীম (আঃ) ৮০ বছর বয়সে বাইশ দ্বারা খাৎনা করেছিলেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭০৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৯৭)ঃ মোজা পরিহিত অবস্থায় টাখনুর নিচে প্যান্ট থাকলে ছালাত হবে কি? উত্তরদানে বাধিত করবেন?

-আবুল হোসাইন
থাওইপাড়া, আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ টাখনুর নিচে প্যান্ট কিংবা কাপড় লটকিয়ে ছালাত আদায় করলে উক্ত ছালাত ত্রুটিপূর্ণ হবে, চাই তা মোজা পরিহিত অবস্থায় হৌক বা মোজা না পরা অবস্থায় হৌক। আত্বা ইবনু ইয়াসির (রাঃ) জনৈক ছাহাবী হ'তে বর্ণনা করেন যে, একদা এক ব্যক্তি টাখনুর নিচে কাপড় লটকিয়ে ছালাত আদায় করছিল। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, যাও অযূ কর। তাই সে গেল এবং অযূ করে আসল। তখন অপর এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আপনি তাকে কেন অযূ করতে বললেন? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'যে ব্যক্তি টাখনুর নিচে কাপড় লটকিয়ে ছালাত আদায় করে, আল্লাহ তার ছালাত কবুল করেন না *(আল-হাইছামী, মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৫/১২৫ পৃঃ; সনদ ছহীহ, মির'আতুল মাফাতীহ ২/৪৭৭ পৃঃ, 'সতর' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য, উক্ত মর্মে মিশকাতে আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(তাহক্বীক্ব মিশকাত ১/২৩৭ পৃঃ, হা/৭৬১, 'সতর' অনুচ্ছেদ)*। উক্ত হাদীছদ্বয় সকল অবস্থার সাথেই সম্পৃক্ত। মোজা পরা বা না পরার মধ্যে শরী'আত কোন পার্থক্য করেনি।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩৯৮)ঃ অনেক দেওয়ালে, মসজিদে, যানবাহনে এবং বিভিন্ন স্থানে ডান পার্শ্বে 'আল্লাহ' ও বাম পার্শ্বে 'মুহাম্মাদ' লেখা দেখতে পাওয়া যায়। এটা কি শরী'আত সম্মত? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সুরাইয়া আখতার রুনা
কাঁটাবাড়ী হাঁড়পুর, পত্নীতলা, নওগাঁ।

উত্তরঃ শুধু আল্লাহ ও মুহাম্মাদ পাশাপাশি প্রদর্শন করা শরী'আত বিরোধী। এতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে আল্লাহ্‌র সমতুল্য বুঝায়। যা মুসলমানের আক্বীদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। একজন অশিক্ষিত মানুষ দেখলে মনে করবে উভয়ে সমান, যার কারণে সে মুশরিকে পরিণত হবে। অতএব আমাদের করণীয়-হ'ল, এগুলি মিটিয়ে দেওয়া এবং শব্দদ্বয় দ্বারা কোন পূর্ণ বাক্য লেখা *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, মাসআলা নং ১০৪, পৃঃ ১৯২)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩৯৯)ঃ পুনঃনির্মাণ করার উদ্দেশ্যে পুরাতন মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার কারণে পার্শ্বের কোন সরকারী ঘরে জুম'আর ছালাত আদায় করা বৈধ হবে কি? পুরাতন মসজিদ ভেঙ্গে একটি বহুতল বিশিষ্ট কমপ্লেক্স আকারে পুনঃনির্মাণ করে নিচতলা মার্কেট হিসাবে ব্যবহার করা যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-জাহাঙ্গীর
বিক্রমপুর বস্ত্র বিতান
কাজী নজরুল ইসলাম রোড, বাগেরহাট।

উত্তরঃ সরকারী কোন নিষেধাজ্ঞা না থাকলে সেখানে ছালাত আদায় করতে শারঈ কোন বাধা নেই। কতগুলি স্থান ব্যতীত সমস্ত যমীনই মসজিদ হিসাবে গণ্য *(আবুদাউদ, তিরমিযী, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭৩৭ 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। মসজিদে বসবাস করার বিষয়টি একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই মসজিদের মান অক্ষুণ্ন রেখে মসজিদের কল্যাণার্থে তার জায়গায় বা নীচতলায় দোকান পাঠ তৈরী করা বিধি সম্মত। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, মসজিদের নীচে দোকান পাঠ তৈরী করা যায়। তাতে কোন দোষ নেই *(ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ, ৩১/২১৮ পৃঃ)*। মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (রহঃ) বলেন, মসজিদের কল্যাণার্থে নীচে ও উপরে দোকানপাট করা যায় *(ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ১/৩৬৭ পৃঃ)*। ক্বাযী খান বলেন, মসজিদের অধিবাসী মসজিদে দোতলা করে নীচতলায় দোকানপাট ও পানির হাউস তৈরী করতে পারে *(মুগনী ৬/১৬৮ পৃঃ, দ্রঃ আত-তাহরীক জুন '৯৮ প্রশ্নোত্তর ১/৯১)*। উল্লেখ্য যে, মসজিদের ঐ সকল দোকানপাটে শরী'আত বিরোধী কোন প্রকার গান-বাজনা, অশ্লীল ছবি ও অবৈধ ব্যবসা-বাণিজ্য করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্নঃ (৪০/৪০০)ঃ নফল ছিয়াম কারণবশতঃ ভেঙ্গে ফেললে পরে ক্বাযা আদায় করা ওয়াজিব কি-না ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জানতে চাই।

-আব্দুর রহমান
টুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ নফল ছিয়াম কারণবশতঃ ছেড়ে দিলে তার ক্বাযা আদায় করা মুস্তাহাব। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য খানা প্রস্তুত করলাম। অতঃপর তিনি এবং তার ছাহাবীগণ আসলেন। যখন খানা পেশ করলাম তখন তাদের মধ্য হ'তে একজন ছাহাবী বললেন, আমি ছায়েম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের ভাই পরিশ্রম করে খানা প্রস্তুত করেছেন এবং দাওয়াত দিয়েছেন, অতএব তুমি ছিয়াম ছেড়ে দাও এবং চাইলে তার স্থানে অন্যদিন ছিয়াম ক্বাযা করে নিও' *(বায়হাক্বী সনদ হাসান, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড ৩৮৫ পৃঃ 'ছাওম' অধ্যায়)*।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

৮ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

আগস্ট-২০০৫

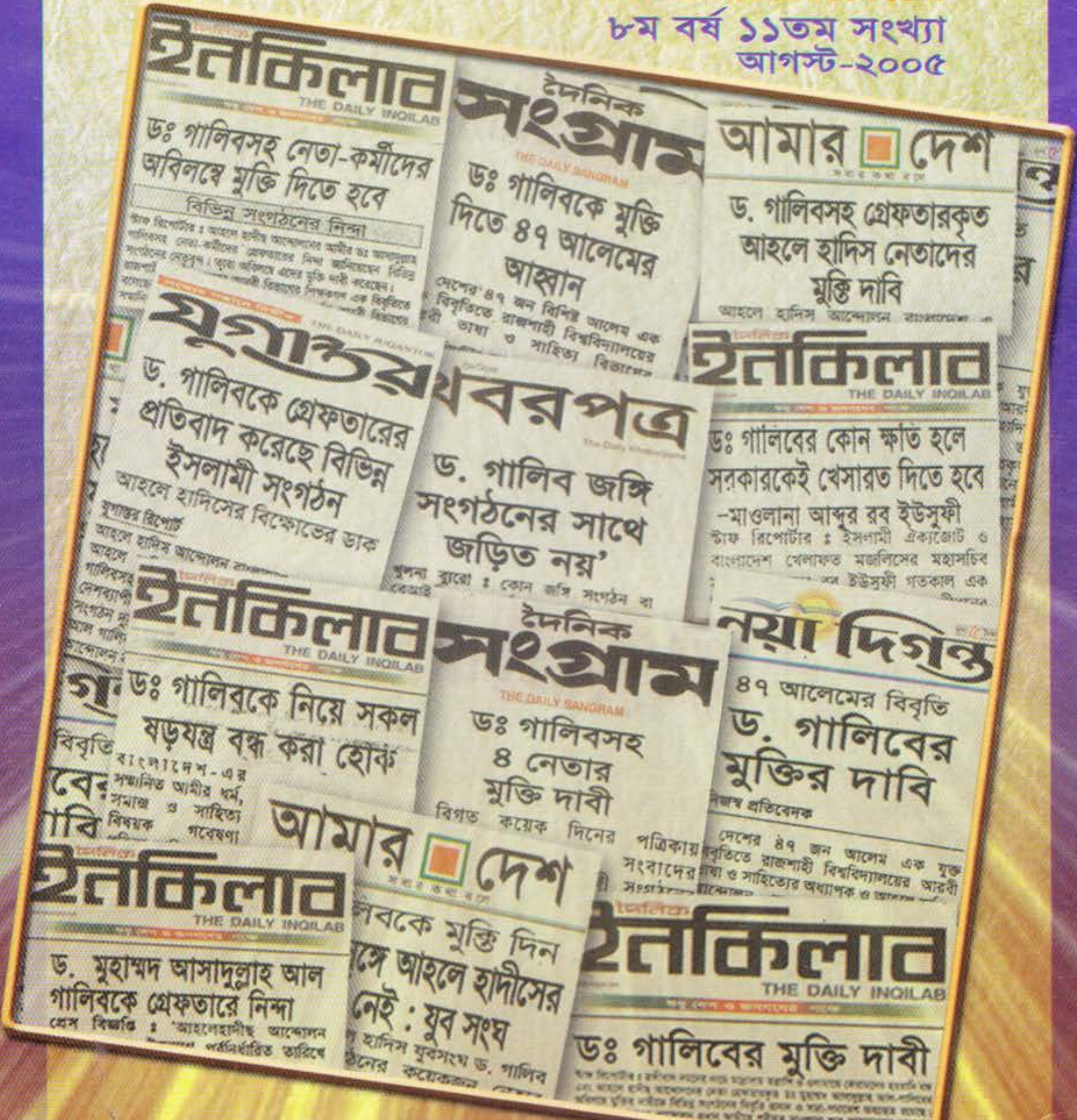

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্নোত্তর

??????????

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৪০১)ঃ সালাফী তরীক্বা ছূফী (বাতেনী) ও ফিক্বহী (যাহেরী) তরীক্বার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে, একথা কি সত্য?

-সাইফুল্লাহ
উত্তর হিন্দুকান্দি, সারিয়ান্দি, বগুড়া।

উত্তরঃ উল্লিখিত বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সালাফী তরীক্বার সাথে ছূফী ও ফিক্বহী তরীক্বার কোন সম্পর্ক নেই। যেমন- ছূফী তরীক্বার দর্শন হ'ল, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের মধ্যকার সম্পর্ক এমন হ'তে হবে যেন উভয়ের অস্তিত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকে। অর্থাৎ তারা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে কোন পার্থক্য করে না, যা সুস্পষ্ট শিরক। সম্ভবতঃ এই দর্শনের কারণেই দরগাহ ও খানকাহগুলিতে ব্যভিচার ও সমকামিতার বিস্তার ঘটেছে বলে ব্যাপক জনশ্রুতি আছে *(বিস্তারিত দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক, জানুয়ারী/৯৯ 'দরসে কুরআন')*।

অন্যদিকে ফিক্বহী তরীক্বার অনুসারী হচ্ছে 'আহলুর রায়' অর্থাৎ রায়-এর অনুসারী। তারা পূর্বসূরী কোন বিদ্বানের রচিত ফিক্বহী উছূল বা ব্যবহারিক আইন সূত্রের ভিত্তিতে জীবন সমস্যার সমাধান নেন। শাহ্ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ)-এর ভাষায় তাদেরকে 'আহলুর রায়' বলা হয়। আহলুর রায়গণ উদ্ভূত কোন সমস্যার সমাধান রাসূলের হাদীছ ও ছাহাবায়ে কেরামের আছারের মধ্যে তালাশ না করে পূর্ব যুগে কোন মুজতাহিদ ফক্বীহ্র গৃহীত কোন ফিক্বহী সিদ্ধান্ত বা ফিক্বহী মূলনীতির সঙ্গে সাদৃশ্য বিধানের চেষ্টা করে থাকে এবং তার উপরে ক্বিয়াস বা উপমান পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা বের করে থাকে। এভাবে প্রায় সকল বিষয়ে তারা নিজেদের অনুসরণীয় ইমাম বা ফক্বীহ-এর পরিকল্পিত 'উছূলে ফিক্বহ' বা ব্যবহারিক আইন সূত্র সমূহের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। ফলে সকল ক্ষেত্রে তারা ছহীহ হাদীছের উর্ধ্বে ব্যক্তির রায়কে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে 'সালাফী' বলা হয়, যাঁরা শারঈ আহকামের ক্ষেত্রে নিঃশর্তভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কুরআন-সুন্নাহ্র পরিপন্থী হুকুম সমূহকে নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করেন *(মু'জামুল ওয়াসীত্ব)*। তারা মধ্যপ্রাচ্যে 'সালাফী' ও উপমহাদেশে 'আহলেহাদীছ' বা 'মুহাম্মাদী' নামে পরিচিত। যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে নিঃশর্তভাবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেন কেবলমাত্র তাঁরাই এ নামে অভিহিত হন *(বিস্তারিত দ্রঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন, পৃঃ ৬)*।

অতএব এ কথা সুস্পষ্ট যে, সালাফী তরীক্বার সাথে ছূফী (বাতেনী) ও ফিক্বহী (যাহেরী) তরীক্বার কোনরূপ সম্পর্ক নেই।

প্রশ্নঃ (২/৪০২)ঃ কোন হিন্দু মেয়ে যদি মুসলিম যুবককে পাবার আশায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাহ'লে সে কি মুসলমান হিসাবে গণ্য হবে? তাদের বিবাহ সঠিক হবে কি? উক্ত বিবাহে মেয়ের অভিভাবক কে হবেন?

-বকুল
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা।

উত্তরঃ প্রকৃত মুসলমান হওয়া বা না হওয়া নিয়তের উপর নির্ভরশীল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিয়তের উপরই সমস্ত কাজ নির্ভর করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই রয়েছে, যার সে নিয়ত করে। সুতরাং যে হিজরত করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিয়তে তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিয়তেই হয়। আর যে হিজরত করে দুনিয়া লাভ অথবা কোন নারীকে বিবাহ করার নিয়তে তার হিজরত সেদিকেই হয়, যে নিয়তে সে হিজরত করেছে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১)*। তবে এক্ষেত্রে বিবাহ হয়ে যাবে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাকে অমুসলিম হিসাবে গণ্য করা যাবে না। তাছাড়া তার নিয়তের খবর সম্পর্কে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাওফীক্ব দিলে আমলের মাধ্যমে সে পরবর্তীতে প্রকৃত মুসলমান হিসাবে গণ্য হ'তে পারে।

অপরদিকে তার অভিভাবক অমুসলিম হওয়ার কারণে ওলী হ'তে না পারায় মুসলিম দেশের শাসক বা তার প্রতিনিধি উক্ত মেয়ের ওলীর দায়িত্ব পালন করবেন। যেমন আবূ সুফিয়ান অমুসলিম থাকাবস্থায় তার মেয়ে উম্মে হাবীবার বিয়েতে বাদশা নাজাশী ওলীর দায়িত্ব পালন করেছিলেন *(ইরওয়াউল গালীল, ৬/২৫৩, হা/১৮৫০ 'অলী' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যার ওলী নেই তার ওলী হবে দেশের শাসক' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩১৩১ 'বিবাহের অভিভাবক' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩/৪০৩)ঃ বুখারী শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডে আছে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে পৃথিবীর আসমানে নেমে আসেন। প্রশ্ন হ'ল, যখন ভারতের রাত্রির শেষ অংশ তখন সঊদীতে, আমেরিকাতে বা অন্য কোথাও রাতের দ্বিতীয় অংশ বা প্রথমাংশ। তাহ'লে কোন দেশের সময় অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলা শেষ আসমানে নেমে আসেন?

-মুহাম্মাদ হাসীবুল ইসলাম
ও
মুহাম্মাদ মুনীরুল ইসলাম
ললডুহুরী, লালগোলা
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

http://islaminonesite.wordpress.com

উত্তরঃ উক্ত বিষয়টি 'মুতাশাবাহ' (متشابه)-এর অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ জটিল বিষয়। এ বিষয়ে সালাফে ছালেহীনের বক্তব্য হ'ল, আল্লাহ্‌র গুণাবলী সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে যা বর্ণিত হয়েছে তার উপর আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে। তাই রাতের পার্থক্যের কারণে আল্লাহ তা'আলা শেষ রাতে কিভাবে প্রথম আসমানে অবতরণ করবেন তা তাঁর সাথেই সংশ্লিষ্ট। এ বিষয়ে তিনিই ভাল জানেন। এটা মানুষের বিবেকের বাইরে *(মির'আতুল মাফাতীহ ৪/২১৮ পৃঃ, হা/১২৩০-এর ব্যাখ্যা)*। আল্লাহ তা'আলা 'মুতাশাবাহ' বা অস্পষ্ট বিষয়গুলি সম্পর্কে বলেন, وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلاَّ اللهُ 'এর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেনা' *(আলে ইমরান ৭)*। অতএব এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্নঃ (৪/৪০৪)ঃ মসজিদের পিছনে প্রায় দুইশ' বছর পূর্বের ১টি কবর ছিল। মুছল্লীর সংখ্যা বাড়তে বাড়তে কবরটি এখন মসজিদের মাঝে কাতারের সামনে পড়ে গেছে। তবে ঘেরা আছে। এমতাবস্থায় কবরটি স্থানান্তরিত করা যাবে কি? কবর অন্যত্র সরিয়ে নিলে মসজিদটি কি কবরশূন্য হবে?

-মুছল্লীবৃন্দ
মণ্ডলপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ বর্ণিত অবস্থায় কবর স্থানান্তর করা যাবে এবং স্থানান্তরের পর মসজিদটি কবরশূন্য হিসাবেই গণ্য হবে। কবর যত পুরোনোই হোক না কেন স্থানান্তর না করে এভাবে কাতারের সামনে কবর রেখে ছালাত সিদ্ধ হবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবরের উপরে ও কবরের দিকে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৮)*। সুতরাং কবর খুঁড়ে প্রাপ্ত হাড়-হাড্ডিগুলি আদবের সাথে অন্যত্র দাফন করতে হবে *(ছহীহ বুখারী ১/১৮০ 'জানাযা' অধ্যায়)*। তবেই সেখানে ছালাত আদায় করা জায়েয হবে।

প্রশ্নঃ (৫/৪০৫)ঃ জনৈক বক্তা বলেছেন, এমন পাঁচটি রাত আছে, যে রাতে দো'আ ফেরত দেওয়া হয় না। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক? কোন্ পাঁচটি রাত?

-খলীলুর রহমান
জলঢাকা, নীলফামারী।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। একটি জাল হাদীছের উপর ভিত্তি করে বক্তা উপরোক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন। যেমন- আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'পাঁচ রাতে দো'আ ফেরত দেওয়া হয় না। রজব মাসের ১ম রাত, মধ্য শা'বানে, জুম'আর রাত, ঈদুল ফিতর এবং কুরবানীর রাতের দো'আ *(ইবনু আসাকির, আলবানী, সিলসিলা যঈফাহ হা/১৪৫২)*।

প্রশ্নঃ (৬/৪০৬)ঃ জনৈক ব্যক্তি জীবনে ঔষধ সেবন করেননি। তার ধারণা ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা ঠিক নয়। এ ধারণা কি ঠিক?

-আবুল হোসাইন
মহিষকুণ্ডি বাজার, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা যাবে না, এ ধারণা সঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা রোগ এবং রোগের ঔষধ উভয়টিই সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তোমরা ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা কর' *(হাকেম প্রভৃতি, হাদীছ হাসান, ছহীহুল জামে' হা/১৭৬৪)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন কোন অসুখ সৃষ্টি করেননি যার ঔষধ সৃষ্টি করেননি। যে জেনেছে সে জেনেছে, যে জানেনি সে জানেনি' *(হাকেম, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৫১)*।

প্রশ্নঃ (৭/৪০৭)ঃ 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আলোতে যেমন দেখতেন অন্ধকারেও ঠিক তেমনই দেখতেন'। হাদীছটি কি ছহীহ, না যঈফ? জবাবদানে বাধিত করবেন।

-ইমরান
দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ডেমরা, ঢাকা।

উত্তরঃ হাদীছটি যঈফ। এ সম্পর্কে শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, এ হাদীছের সনদ অত্যন্ত দুর্বল। এতে আব্দুল্লাহ ইবনুল মুগীরাহ নামে এক ব্যক্তি রয়েছে, যার ব্যাপারে মুহাদ্দিছ ওকায়লী বলেন, সে ভিত্তিহীন হাদীছ বর্ণনা করে থাকে। ইবনু ইউনুস বলেন, তার হাদীছ মুনকার তথা দুর্বল। ইমাম যাহাবী বলেন, হাদীছটি জাল। এছাড়া এর সনদে মু'আল্লা ইবনু হেলাল নামে অপর এক ব্যক্তি আছে, যে সকল মুহাদ্দিছের ঐক্যমতে মিথ্যুক *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৪১, ১/৫১৫ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৮/৪০৮)ঃ মাসিক অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে কি ধরনের পাপ হবে?

-শামীম আরা শিউলী
ও
বিউটি
রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মাসিক অবস্থায় স্ত্রী সহবাস সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ *(বাক্বারাহ ২২২)*। উক্ত অবস্থায় সহবাস করলে কঠিন পাপ হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি কোন ঋতুবতীর সাথে মিলিত হয়, নিশ্চয়ই সে মুহাম্মাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অস্বীকার করে' *(তিরমিযী, ছহীহুল জামে' হা/৫৯১৮; সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৫৫১)*। উক্ত গর্হিত কর্মের কারণে তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। মাসিকের প্রথম দিকে সহবাস করলে এক দীনার আর শেষ দিকে করলে অর্ধ দীনার কাফফারা দিতে হবে' *(আবুদাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৫৩ 'পবিত্রতা' অধ্যায় 'ঋতু' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'সহবাস ব্যতীত তোমরা তাদের সাথে সবকিছুই কর' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৫ 'হায়েয' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৯/৪০৯)ঃ জিবরীল (আঃ) নাকি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এমন একটি বিশেষ খানা খাইয়েছিলেন, যার ফলে তাকে ৪০ জন পুরুষের চেয়েও বেশী শক্তি প্রদান

http://islaminonesite.wordpress.com

করা হয়েছিল। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুশফিকুর রহমান
কমরপুর, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'একদা আমার কাছে জিবরীল (আঃ) একটি ডেগচি নিয়ে আসলেন। আমি সেই ডেগচি থেকে খেলাম। ফলে স্ত্রী সহবাসে আমাকে চল্লিশ জন পুরুষের শক্তি দেওয়া হ'ল'। ইবনু সা'দ আবু নু'আইম সহ অন্যান্যরাও হাদীছটি বর্ণনা করেছেন। হাদীছটি বাতিল *(সিলসিলা যঈফাহ, হা/১৬৮৫)*।

প্রশ্নঃ (১০/৪১০)ঃ মুমূর্ষু অবস্থায় তওবা কবুল হওয়া সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ নজীবুর রহমান
পলিকাদোয়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ মুমূর্ষু অবস্থায় তওবা কবুল হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ঐ সকল লোকের তওবা গ্রহণযোগ্য নয়, যারা অবিরত পাপাচারে লিপ্ত থাকে। অবশেষে যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন বলে, আমি এখন তওবা করলাম...' *(নিসা ১৮)*। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দার তওবা কবুল করেন যতক্ষণ না তার মৃত্যুশ্বাস আগমন করে' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৩৪৩ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়, 'ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা' অনুচ্ছেদ)*। উপরোক্ত দলীল সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মৃত্যুশ্বাস আসার পূর্ব পর্যন্ত তওবা কবুল হয়, মৃত্যুর সময় নয়।

প্রশ্নঃ (১১/৪১১)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হেরা গুহায় একই সাথে ১২ বছর ধ্যান করেছেন মর্মে বক্তব্য কি সঠিক? তিনি কখন অহি প্রাপ্ত হয়েছিলেন? ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আফসার আলী
বেনীচক, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'অহি' আসার প্রাক্কালে মাত্র এক মাস হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন ছিলেন *(ফাৎহুল বারী, ১/৩০ পৃঃ 'অহির প্রারম্ভ' অধ্যায়; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৬৪-৬৬)*। সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী তাঁর নিকটে সর্বপ্রথম 'অহি' আসে ২১শে রামাযান রোজ সোমবার মোতাবেক ১০ই আগষ্ট ৫১০ খৃষ্টাব্দে। তখন তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর ছয় মাস ১২ দিন *(সীরাহ নববিইয়াহ, পৃঃ ১৪৫; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৬৫-৬৬)*।

প্রশ্নঃ (১২/৪১২)ঃ মৃত ব্যক্তিকে কিংবা মৃত স্বামীকে তার স্ত্রী এবং স্ত্রীকে স্বামী চুম্বন করতে পারে কি?

-আশরাফ
জগন্নাথপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে অথবা স্বামী মৃত স্ত্রীকে বা স্ত্রী মৃত স্বামীকে চুম্বন করতে পারে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মৃত অবস্থায় চুম্বন করেছিলেন' *(বুখারী, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৬২৪ 'জানাযা' অধ্যায়; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৩৬)*। উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওছমান বিন মায'উনকে মৃত অবস্থায় চুম্বন করেছিলেন মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(দ্রঃ তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৬২৩)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৪১৩)ঃ একটি বইয়ে দেখলাম, ৪৮ কিঃমিঃ যাওয়ার পর ছালাত ক্বছর করতে হয়। অন্য আরেকটি বইয়ে লিখা আছে, বাড়ী থেকে কোন জায়গার উদ্দেশ্যে বের হ'লেই ক্বছর করতে হয়। সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ ছফিউর রহমান
তালুক বাণী নগর
কালীগঞ্জ, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ ক্বছর ছালাত আদায় করার ব্যাপারে বিদ্বানগণের মধ্যে এক থেকে ৪৮ মাইলের ব্যাপারে মোট বিশ প্রকার বক্তব্য রয়েছে *(নায়লুল আওত্বার ৪/১২২ পৃঃ)*। পবিত্র কুরআনে দূরত্বের কথা উল্লেখ নেই। কেবল সফরের কথা আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকেও এর কোন সীমা বর্ণিত হয়নি *(যাদুল মা'আদ ১/৪৬৩ পৃঃ)*। তাই সফর হিসাবে গণ্য করা যায়, এরূপ সফরে বের হ'লে নিজ বাসস্থান থেকে বেরিয়ে কিছু দূর গেলেই 'ক্বছর' করা যায়। *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১০৪ 'সফরের দূরত্ব')*।

প্রশ্নঃ (১৪/৪১৪)ঃ বাড়ীর ভিতরে প্রাচীরের মধ্যে প্রায় চার পুরুষ পূর্বের একটি কবর আছে বলে জানা যায়। তবে কবরের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় ঐ জায়গায় বসবাস ব্যতীত প্রয়োজনীয় মালামাল রাখার জন্য কোন গোডাউন তৈরী করা যাবে কি?

-আলহাজ্জ আব্দুর রহমান
রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ যদি লাশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় ও তা মাটি হয়ে যায় তবে সাধারণ মাটির ন্যায় সেখানে সবকিছু করা যাবে। তবে মাটি খুঁড়তে গিয়ে হাড়হাড্ডি পাওয়া গেলে আদবের সাথে অন্যত্র তা দাফন করতে হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৭২; 'আত-তাহরীক' ৬ষ্ঠ বর্ষ ৯ম সংখ্যা প্রশ্ন নং ১৩/৩১৮)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৪১৫)ঃ জনৈক মহিলা মারা গেলে ইমাম মৃতের উত্তরসূরিদের ডেকে বলেন, এই মৃত ব্যক্তিকে 'তালক্বীন' করাতে হবে। তোমরা আমার সাথে সাথে বল- 'ইয়া বিনতা হাওয়া কুল রব্বীয়াল্লাহ, দ্বীনিয়াল ইসলাম...'। এরূপ তালক্বীন করানো কি শরী'আত সম্মত?

-মুহাম্মাদ এরশাদ
চক গোবিন্দ, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ এধরনের তালক্বীন শরী'আত সম্মত নয়। এ সম্পর্কে তাবারাণীতে বর্ণিত হাদীছটি নিতান্তই যঈফ *(বুলূগুল মারাম, তাহক্বীক্ব ছফিউর রহমান মুবারকপুরী হা/৫৭০, ৫৭১, পৃঃ ১৫৩ 'জানাযা' অধ্যায়; সুবুলুস সালাম, ২/৭৭২-৭৩)*। তবে

http://islaminonesite.wordpress.com

দাফন-কাফনের পর মাইয়েতের জন্য দো'আ করা যায় *(আবুদাউদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩৩ 'কবরের আযাব' অনুচ্ছেদ)*। মূলতঃ তালক্বীন হচ্ছে, কথা বুঝানো বা দ্রুত মুখস্থ করে নেওয়া। মৃত্যুর আলামত দেখা গেলে রোগীর শিয়রে বসে তাকে কালেমায়ে ত্বাইয়িবা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু' পড়ানোর চেষ্টা করাকে তালক্বীন বলা হয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬১৬)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৪১৬)ঃ বিচারের মাধ্যমে জরিমানাকৃত টাকা মসজিদ, মাদরাসা ও ইয়াতীম খানায় প্রদান করা যায় কি?

-নো'মান
মাক্তাপুর, নাচোল।

উত্তরঃ কোন জরিমানার টাকা মসজিদে প্রদান করা যাবে না। তাছাড়া যে সমস্ত অপরাধের শাস্তি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে উল্লেখ আছে, সে বিষয়ে শারঈ ফায়ছালাকে উপেক্ষা করে জরিমানা আদায় করাটাই অবৈধ। যেমন- যেনা, চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি। তবে যে সমস্ত বিষয়ে শারঈ ফায়ছালা নেই, সে বিষয়ে যদি সতর্কতামূলক সামাজিক শাসনের মাধ্যমে জরিমানা নির্ধারণ করা হয়, তবে সেই জরিমানার টাকা মসজিদ ব্যতীত মাদরাসা, ইয়াতীমখানা ইত্যাদি স্থানে প্রদান করা যাবে *(ফাতাওয়া আব্দুল হাই, পৃঃ ৩৫৯)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৪১৭)ঃ আমরা পাঁচ ভাই, পাঁচ বোন। আব্বা মৃত্যুর পূর্বে আমাদের দুই ভাইকে তার সম্পদের কিছু অংশ দিয়ে গেছেন। এক্ষণে আমার মা যদি ঐ দুই ভাইকে তার সম্পত্তি না দেন তাহ'লে কি পাপ হবে?

-বদরুল ইসলাম
হড়গ্রাম, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।

উত্তরঃ পিতার জীবদ্দশায় তার সম্পত্তি কোন সন্তানকে লিখে দেওয়া তো দূরের কথা শারঈ বিধান অনুযায়ী বন্টন করাও শরী'আত সম্মত নয়। কারণ মীরাছের বন্টন স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। যা ব্যক্তির মৃত্যুর পরে কার্যকর হবে, বেঁচে থাকাকালীন নয় *(নিসা ৭)*। এক্ষণে যদি পিতা কোন ছেলের নামে বন্টন নামা লিখে দিয়ে থাকেন, তবে তিনি ভুল করেছেন। অনুরূপভাবে মায়ের সম্পত্তি ছেলেদের বাদ দিয়ে বন্টন করে নেয়াও ভুল হবে। অতএব পিতা-মাতার সমস্ত সম্পত্তিকে আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী বন্টন করে পিতার পরকালীন পথকে সুগম করাটাই কর্তব্য।

উল্লেখ্য, ছহীহ বুখারীতে জনৈক ছাহাবী কর্তৃক তার ছেলেকে ক্রীতদাস দান করার যে বর্ণনা এসেছে, তা হেবা বা সাধারণ দান ছিল, মীরাছ বন্টন নয় *(বুখারী, পৃঃ ৩৫২)*। তাই পিতা-মাতা জীবিত থাকাবস্থায় ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কিছু দান করতে চাইলে সকলকে সমানভাবে দান করতে হবে। কোন কমবেশী করা যাবে না।

প্রশ্নঃ (১৮/৪১৮)ঃ সূরা ত্বারিক্বের ১৫, ১৬ এবং ১৭ নং আয়াত পাঠ করলে নাকি কুকুর বা অন্যান্য হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়? এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুর রাযযাক
কাকিয়ারচর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত কথার স্বপক্ষে কোন দলীল পাওয়া যায় না। কেউ কেউ বলেছেন, আয়াতগুলি বদরের যুদ্ধে কাফেরদের হত্যা ও বন্দী করা সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে *(ফাৎহুল ক্বাদীর, ৫/৪২১ পৃঃ)*। তবে আয়াতগুলি উক্ত বিষয়ে অবতীর্ণ না হ'লেও সেগুলি পাঠ করার ফলে যদি হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, তাহ'লে পাঠ করা জায়েয। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঝাড়-ফুঁক করা হ'তে নিষেধ করেন। আমর ইবনু আযমের বংশের কয়েকজন লোক এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের কাছে এমন একটি মন্ত্র আছে, যার দ্বারা আমরা বিচ্ছুর দংশনে ঝাড়-ফুঁক করে থাকি। অথচ আপনি তা নিষেধ করেছেন। তখন তারা মন্ত্রটি নবী করীম (ছাঃ)-কে পড়ে শোনালেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি তো এর মধ্যে দোষের কিছু দেখছি না। অতএব তোমাদের যে কেউ তার কোন ভাইয়ের কোন উপকার করতে পারলে, সে যেন অবশ্যই তার উপকার করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫২৯)*। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঝাড়-ফুঁক অবশ্যই শিরক বিমুক্ত হ'তে হবে।

প্রশ্নঃ (১৯/৪১৯)ঃ হারানো জিনিস খুঁজে পাওয়ার জন্য 'তুলা রাশি' ব্যক্তি দ্বারা বাটি চালান দেওয়া জায়েয কি?

-শেখ যায়েদুর রহমান
ছোটনা, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতি শরী'আত সম্মত নয়। কোন কিছু হারিয়ে যাওয়া বিপদ সমূহের একটি বিপদ। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যা হারাও তার জন্য যেন দুঃখিত না হও এবং তিনি যা দান করেছেন সেজন্য খুব উল্লাসিত না হও। আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পসন্দ করেন না' *(হাদীদ ২৩)*। তবে কোন কিছু হারিয়ে গেলে إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ বলে দো'আ করলে আল্লাহ তার একটি ব্যবস্থা করে দিবেন।

প্রশ্নঃ (২০/৪২০)ঃ জনৈক ব্যক্তি ভাড়া চুক্তি না করে রিক্সায় উঠে। নামার সময় চালক বেশী ভাড়া চাওয়ায় কয়েকটি থাপ্পড় মারে। পরে সে খুব অনুতপ্ত হয়। কিন্তু চালককে খুঁজে পাওয়া যায় না। এখন তার করণীয় কি?

-আব্দুল ওয়ারেছ
রাণীবাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ একজন রিক্সা চালককে এভাবে মারা নেহায়েত অন্যায় হয়েছে। যার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। এরূপ অন্যায়ের ক্ষমা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথেই সম্পৃক্ত। ব্যক্তি ক্ষমা করলে তবে আল্লাহ ক্ষমা করবেন। নইলে এর পরিণাম ক্বিয়ামতের মাঠে ভোগ করতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত*

http://islaminonesite.wordpress.com

হা/৫১২৭)। তবে অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা চাওয়ার আশায় খুঁজতে থাকলে, না পেলেও আল্লাহ চাহে তো ক্ষমা হ'তে পারে।

প্রশ্নঃ (২১/৪২১)ঃ মাথা মাসাহ করার পর ঘাড় মাসাহ করতে হবে কি? এ বিষয়ে দলীল সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মনীরুল ইসলাম
নলডহরী, লালগোলা
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ ওযূতে ঘাড় মাসাহ করার কোন ছহীহ হাদীছ নেই। আবূদাউদে এ সম্পর্কে একটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(যঈফ আবূদাউদ হা/১৫)*, যে হাদীছটি সম্পর্কে ইমাম নববী বলেন, এটি মওযূ বা জাল। সুতরাং এটা সুন্নাত নয় বরং বিদ'আত *(নায়লুল আওত্বার, ১/১৬৩)*। হেদায়ার ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনুল হুমামের ভাষ্যমতে কেউ কেউ বলেন, এটা বিদ'আত *(ফাৎহুল ক্বাদীর, ১/৫৪)*। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ঘাড় মাসাহ-এর ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) হ'তে কোন ছহীহ হাদীছ নেই *(যাদুল মা'আদ ১/১৮৭)*। অতএব যারা ওযূর সময় ঘাড় মাসাহ করেন তাদের দলীল জাল হাদীছ বৈ কিছুই নয় *(আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ সিলসিলা আহাদীছ আয-যাঈফাহ হা/৬৯)*।

প্রশ্নঃ (২২/৪২২)ঃ স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেশত, স্বামীকে সন্তুষ্ট করতে পারলে স্ত্রী জান্নাতী, একথা কতটুকু সত্য।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বৃ-কুষ্টিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ 'স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর জান্নাত' এ কথাটি হাদীছে নেই। তবে স্বামী যে স্ত্রীর জান্নাত ও জাহান্নামের কারণ তা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(আলবানী, আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ২৮৫)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৪২৩)ঃ সূরা আহযাবের ৫০ নং আয়াতে কি মামাতো বোনকে বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে? আয়াতটির ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-তরীকুল ইসলাম
বাঁকাল মাদরাসা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত আয়াতে মামাতো বোনকে বিবাহ করা হারাম করা হয়নি, বরং হালাল করা হয়েছে। **আয়াতের অনুবাদঃ** 'হে নবী! আমরা আপনার জন্য হালাল করে দিয়েছি আপনার সেই স্ত্রীদেরকে যাদের মোহরানা আপনি আদায় করেছেন। ঐ সমস্ত মহিলাদেরকেও হালাল করেছি, যারা আল্লাহ্র দেওয়া দাসীদের মধ্য হ'তে আপনার মালিকানাভুক্ত হবে। আপনার সেই চাচাতো, ফুফাতো ও মামাতো বোনদেরকেও হালাল করেছি, যারা আপনার সাথে হিজরত করে এসেছে। সেই মুমিন নারীকেও, যে নিজেকে নবীর জন্য হেবা করেছে, যদি নবী তাকে বিবাহ করতে চায়। তবে এটা বিশেষ করে আপনারই জন্য, অন্য কোন মুমিনের জন্য নয়। আমি জানি সাধারণ মুমিন লোকদের জন্য তাদের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে কি বিধিনিষেধ আরোপ করেছি। আপনাকে এই বিধিনিষেধ হ'তে এজন্যই উর্ধ্বে রেখেছি, যেন আপনার পক্ষে কোন সংকীর্ণতার অসুবিধা না থাকে। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান *(আহযাব ৫০)*। উল্লেখ্য যে, আয়াতে উল্লিখিত 'তবে এটা বিশেষ করে আপনার জন্য' এ অংশটি হেবাকারী নারী জন্য নির্দিষ্ট। এর দ্বারা অন্যান্যদেরকে তথা চাচাতো, ফুফাতো ও মামাতো বোনদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়নি। তাছাড়া সূরা নিসার ২৩ নং আয়াতের মাধ্যমে যাদের সাথে বিবাহ হারাম করা হয়েছে তাদের মধ্যে মামাতো, খালাতো, চাচাতো বোন অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্নঃ (২৪/৪২৪)ঃ আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) জুতা পায়ে দিয়ে আরশে আরোহণ করেছিলেন, তাঁকে সৃষ্টি না করলে কিছুই সৃষ্টি করতেন না, তাঁর দোহাই দিয়েই আদম (আঃ) ক্ষমা পেয়েছিলেন ইত্যাদি কথা যারা প্রচার করে, তারা মুসলমান থেকে খারিজ, মুশরিক, মুরতাদ, ফাসেক, ক্বিয়ামতের দিন রাসূল (ছাঃ) তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। জনৈক আলেমের উক্ত মন্তব্য সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুয্যাম্মেল
সিপাইপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন আলেমের পক্ষে এ ধরনের মন্তব্য করা ঠিক নয়। যারা এ সমস্ত জাল-যঈফ ও ভিত্তিহীন কথা প্রচার করে তারা মুসলমান থেকে খারিজ নয়, কিংবা মুশরিক, মুরতাদও নয়। তবে এ সমস্ত কথা প্রচার করার অর্থ রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি সরাসরি মিথ্যারোপ করা। তাই এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাদের পরিণাম ভয়াবহ হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেছেন 'যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করল তার পরিণাম জাহান্নাম' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৪২৫)ঃ মসজিদে একবার জামা'আত হওয়ার পর পুনরায় জামা'আত হ'লে জামা'আতের নেকী ২৭ গুণ বেশী পাওয়া যাবে কি?

-শহীদুল ইসলাম
নীলফামারী।

উত্তরঃ কারণবশত একাধিকবার জামা'আত হ'লে সবাই জামা'আতের নেকী পাবে। হাদীছে জামা'আতে নেকী পাওয়ার ব্যাপারে কোন শর্ত উল্লেখ করা হয়নি। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'একা ছালাত আদায় করার চেয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করার ফযীলত ২৭ গুণ বেশী' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১০৫২)*। তিনি আরো বলেন, 'দু'জনে জামা'আতে ছালাত আদায় করা উত্তম একা ছালাত আদায় করার চেয়ে। বহুসংখ্যক লোকের জামা'আতে ছালাত আদায় করা উত্তম দু'জনে ছালাত আদায় করার চেয়ে উত্তম। আর এটা আল্লাহ্র নিকট অতীব প্রিয়' *(আবূদাউদ, নাসাঈ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১০৬৬)*।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্নঃ (২৬/৪২৬)ঃ মুয়াযযিন যখন 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ' বলেন তখন আমরা কি 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলব?

-খায়রুল হক
গ্রাম- সাদিয়ালের কুটি, চান্দেরকুটি
দিনহাটা, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ আযানের বাক্যে রাসূল (ছাঃ)-এর নাম আসলে 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম' বলতে হবে না। বরং আযানের জবাবে মুয়াযযিন যা বলেন শ্রোতাকেও হুবহু তাই বলতে হবে। তবে 'হাইয়া 'আলাছ ছালাহ' ও 'হাইয়া 'আলাল ফালাহ'-এর স্থানে 'লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৮)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৪২৭)ঃ যারা 'আহলেহাদীছ' দাবী করে তাদের কমপক্ষে ৪০টি হাদীছ মুখস্থ থাকতে হবে। অন্যথ্যা শুধু 'আহলেহাদীছ' দাবী করলে জাহান্নামী হবে। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

-মাহবুবুর রহমান
চাঁদপাড়া সিনিয়র মাদরাসা
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ 'আহলেহাদীছ' হওয়ার জন্য ৪০টি হাদীছ মুখস্থ থাকতে হবে একথা সঠিক নয়। তবে কেবল মুখে আহলেহাদীছ দাবী করলেই আহলেহাদীছ হওয়া যায় না। বরং যারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে নিঃশর্তভাবে মেনে নেন তাদেরকেই কেবল 'আহলেহাদীছ' বলা হয় *(আহলেহাদীছ আন্দোলনঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ; দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ, পৃঃ ৬৫)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৪২৮)ঃ দাজ্জাল কি আমাদের মত কথা বলবে? তার আকার-আকৃতি কি আমাদের মত হবে? দাজ্জালের পরিচয় জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মীযানুর রহমান
মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

উত্তরঃ দাজ্জাল মানুষের মত কথা বলবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৪৭৯)*। দাজ্জালের আকৃতি মানুষের মতই হবে। তবে তা হবে বিশাল *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৮২)*। দাজ্জালের ডান চক্ষু কানা হবে এবং ফোলা আঙ্গুলের মত হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭০)*। দাজ্জালের দুই চোখের মাঝে লিখা থাকবে ك ، ف ، ر *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৪৭১)*। দাজ্জালের বাম চোখ হবে কানা, মাথার চুল অত্যন্ত বেশী হবে। তবে তার সঙ্গে তার জান্নাত ও জাহান্নাম থাকবে। তার জান্নাত হবে জাহান্নাম এবং জাহান্নাম হবে জান্নাত *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৪)*। তার আকার হবে আবুল উযযা ইবনু কাতান নামক জনৈক ইহুদীর মত *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৪২৯)ঃ জীবনের যে কোন সময়ে দাঁত উঠে গেলে কিংবা পড়ে গেলে পুনরায় দাঁত লাগানো যায় কি?

-আব্দুল ক্বাইয়ূম
শেখপুর, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ দাঁত উঠে গেলে কিংবা পড়ে গেলে পুনরায় দাঁত লাগানো যায় *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ২১০, মাসআলা নং ১২৫)*। নবী করীম (ছাঃ) একদা এক ব্যক্তিকে স্বর্ণ দ্বারা নাক মেরামত বা লাগানোর জন্য বলেছিলেন *(আবুদাউদ, পৃঃ ৫৮১ 'আংটি পরা' অধ্যায়, 'স্বর্ণ দ্বারা দাঁত জোড়া লাগানো' অনুচ্ছেদ)*। ইমাম আবুদাউদ অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন 'স্বর্ণ দ্বারা দাঁত লাগানো' আর হাদীছ পেশ করেছেন 'স্বর্ণ দ্বারা নাক মেরামত সম্পর্কে'। এতে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়োজনে যেমন নাক লাগানো যায় তেমন দাঁতও লাগানো যায়।

প্রশ্নঃ (৩০/৪৩০)ঃ অনেকে বিভিন্ন জীব-জন্তু ও কীট-পতঙ্গকে আগুনে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে দেয়। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-আফযাল হোসাইন
পাঁজর ভাঙ্গা, বান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ জীব-জন্তু ও কীট-পতঙ্গ মৃত হৌক বা জীবিত হৌক আগুনে নিক্ষেপ করে পুড়ানো যাবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি প্রদান করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, রিয়াযুছ ছালেহীন, পৃঃ ৪৭৭ 'আগুন দ্বারা শাস্তি প্রদান' অধ্যায়)*। ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন, আমরা এক সফরে পিপিলিকা পুড়িয়ে দিলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের বলেন, 'আগুনের প্রতিপালক ব্যতীত কারো জন্য আগুন দ্বারা শাস্তি প্রদান করা জায়েয নয়' *(রিয়াযুছ ছালেহীন, পৃঃ ৪৭৭)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৪৩১)ঃ রাসূল (ছাঃ) কত বছর বয়সে মানুষের বাড়ীতে ছাগল চরাতেন। তিনি ছিলেন মক্কার ধনাঢ্য বংশের সন্তান, তবে কেন ছাগল চরাতেন?

-আশরাফ
ধকুবা, বরপেটা ৭৮১৩০৯০, আসাম, ভারত।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাল্য জীবনে ধাত্রী গৃহে থাকাকালে অন্যান্য বালকদের সাথে ছাগল চরাতেন। মক্কাতেও তিনি কিছু অর্থের বিনিময়ে ছাগল চরিয়েছেন। তবে কত বছর বয়স পর্যন্ত তিনি ছাগল চরিয়েছেন তা জানা যায় না *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৬০)*। তিনি ধনাঢ্য বংশের সন্তান হ'লেও তখন ধনী ছিলেন না। তাছাড়া ছাগল চরানো নবীগণের সুন্নাত *(বুখারী, মিশকাত হা/২৯৮৩)*। এতে উম্মত পরিচালনার প্রশিক্ষণ হয় এবং ধৈর্য ও দয়া বৃদ্ধি পায় *(বুখারী ফাৎহুল বারী সহ হা/২২৬২, ৪/৫৫৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৪৩২)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর মাতার কবর যিয়ারতের অনুমতি পেয়েছিলেন। কথা কি সঠিক?

-আব্দুল্লাহিল কাফী
চরকোল, গোপালপুর, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ উল্লিখিত বক্তব্য সঠিক। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আমি আমার পরওয়ারদিগারের কাছে আমার মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন না।

http://islaminonesite.wordpress.com

তবে কবর যিয়ারতের অনুমতি দিলেন' *(ছহীহ মুসলিম হা/৯৭৬ 'জানাযা' অধ্যায়)*

প্রশ্নঃ (৩৩/৪৩৩)ঃ মসজিদ ও মক্তবের অর্থ দ্বারা জমি বন্ধক রেখে তা থেকে অর্জিত মুনাফা দ্বারা ইমাম-মুয়াযযিনের বেতন দেওয়া যাবে কি?

-আলহাজ্জ আব্দুর রহমান
রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ জমি বন্ধক নেওয়া ও দেওয়া উভয়টিই শরী'আতে অবৈধ। তা মসজিদ-মক্তবের ফান্ড দ্বারা হোক বা ব্যক্তি মালিকানা হিসাবে হোক। তবে বন্ধককৃত কোন বস্তু যদি এমন ধরনের হয় যাকে অটুট রাখতে হ'লে তার পিছনে শ্রম ও অর্থ ব্যয় আবশ্যক, তাহ'লে শুধু শ্রমের মজুরি ও অর্থ ব্যয় পরিমাণে বন্ধককৃত বস্তু হ'তে উপকৃত হওয়া যায়, এর বেশী নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'ব্যয় অনুপাতে বন্ধককৃত জন্তুর উপর আরোহন করতে পারবে এবং বন্ধককৃত দুধ দানকারী পশুর দুধ পান করতে পারবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/২৮৮৬)*। হাম্মাদ ইবনু সালামা তার 'জামে' গ্রন্থে ইবরাহীম নাখঈ হ'তে বর্ণনা করেন, যখন কোন ছাগল বন্ধক রাখা হবে বন্ধক গ্রহণকারী ছাগল চরানোর খরচ পরিমাণ দুধ গ্রহণ করতে পারবে। তবে যদি সে চরানোর খরচের অধিক পরিমাণে ছাগলের দুধ গ্রহণ করতে চায় তবে তা সূদ হবে *(বুখারী, ১/১৩১; ফাৎহুল বারী ৫/১৪৩-৪৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/১৯৯)*।

মূলতঃ বন্ধক হ'ল, ঋণ ফেরতের নিশ্চয়তা স্বরূপ কোন বস্তু বন্ধক রাখা এবং ঋণ ফেরত পেলেই বন্ধক হুবহু ফেরত দেয়া *(দ্রঃ আত-তাহরীক, জানুয়ারী '৯৮ প্রশ্নোত্তর ২/৩৫)*।

তবে জমি খায়-খালাসী বা ঠিকা দেওয়া পদ্ধতি শরী'আত সম্মত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৯৭৪)*। সুতরাং উক্ত খায়-খালাসী পদ্ধতিতে অর্জিত মসজিদ-মক্তবের অর্থ দ্বারা ইমাম-মুয়াযযিনের বেতন দেওয়া যায়।

প্রশ্নঃ (৩৪/৪৩৪)ঃ অবিবাহিত ইমামের পিছনে ছালাত শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে মুরব্বীদের মাঝে সন্দেহ দেখা যায়। এ ব্যাপারে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবু সাঈদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস।

উত্তরঃ অবিবাহিত ইমামের পিছনে নিঃসন্দেহে ছালাত আদায় করা যাবে। কারণ ইমামতি করার জন্য বিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। আমর ইবনু সালমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় ছয় বা সাত বছর বয়সে কুরআন অধিক জানার কারণে তার গোত্রের ইমামতি করেছেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১১২৬ 'ইমামত' অনুচ্ছেদ)*। উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, নাবালেগ ও অবিবাহিত ব্যক্তি ছালাতের নিয়মকানূন ও ভাল ক্বিরাআত জানলে ইমামতি করতে পারে এবং এ ধরনের ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে।

প্রশ্নঃ (৩৫/৪৩৫)ঃ আমরা জানি, তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীর ক্ষেত্রে ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বিবাহ জায়েয নেই। কিন্তু জনৈক ইমাম ও ক্বারী ছাহেব জানা সত্ত্বেও ইদ্দত পূর্ণ হয়নি এমন মেয়ের বিয়ে পড়িয়ে দিয়েছেন। প্রশ্ন হ'ল, ঐ মেয়ের বিবাহ জায়েয হয়েছে কি?

-মুহাম্মাদ নাজমুল ইসলাম
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে বিবাহ সম্পাদিত হওয়ায় উক্ত বিবাহ শরী'আত সম্মত হয়নি। আল্লাহ বলেন, 'যতদিন ইদ্দত পূর্ণ না হবে ততদিন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে না' *(বাক্বারাহ ২৩৫)*। অর্থাৎ ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ সিদ্ধ হবে না। যদি কেউ ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ করে এমনকি সহবাসও হয়ে যায়- তবুও তাদেরকে পৃথক করে দিতে হবে এবং ইদ্দত পার হওয়ার পর পুনরায় নতুন বিবাহের মাধ্যমে তারা একত্রিত হবে *(তাফসীর ইবনে কাছীর, ১/২৭২)*। যারা ইদ্দতের মধ্যে জেনে-শুনে বিবাহ করিয়েছেন এবং যে করেছে উভয়কে এই মারাত্মক অপরাধের জন্য মহান আল্লাহ্র নিকট কায়মনোবাক্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে *(ফাতাওয়ায়ে নাযীরিয়াহ, পৃঃ ২/৩৯৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৪৩৬)ঃ মুছল্লী তার সামনে 'সুতরা' না দিলে কতদূর সম্মুখ দিয়ে যাওয়া যাবে? মসজিদে কাতার সোজা করার জন্য যে দাগ দেওয়া থাকে তাকে কি সুতরা হিসাবে গণ্য করা যাবে?

-সুমন
মতিয়াবিল হাই স্কুল, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মুছল্লীর সামনে 'সুতরা' রেখে ছালাত আদায় করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ *(শায়খ বিন বায, ফাতাওয়া মুহিম্মাহ, পৃঃ ৩৬)*। কোন ব্যক্তি যদি সুতরা স্থাপন না করে ছালাত আদায় করে তাহ'লে তার ছালাত বাতিল হবে না। তবে ছালাতে একাগ্রতা নষ্ট হবে *(মির'আতুল মাফাতীহ ২/৪৯৬ পৃঃ, 'সুতরা' অনুচ্ছেদ)*। আর যে ব্যক্তি মুছল্লীর সামনে দিয়ে যাবে সে গোনাহগার হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৮২)*। আহমাদ ও নাসাঈতে বর্ণিত হয়েছে, মুছল্লীর সামনে সুতরা না থাকলে তার সামনের ৩ গজের বাইরে দিয়ে যেতে পারবে। একই অর্থে ইমাম বুখারীও হাদীছ বর্ণনা করেছেন *(দ্রঃ ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১৭ পৃঃ)*।

কাতার সোজা করার জন্য যে দাগ দেওয়া হয়, তা সুতরা হিসাবে গণ্য করার ব্যাপারে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, তার শুদ্ধাশুদ্ধি নিয়ে মুহাদ্দিছগণের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে *(তাহক্বীক্ব সুবুলুস সালাম ১/৩৩৪ পৃঃ; যঈফ আবুদাউদ হা/৬৮৯, পৃঃ ৫৬; মিশকাত হা/৭৮১)*। তবে ইমাম আহমাদ ও শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, যদি সুতরার জন্য কিছু না পাওয়া যায় তাহ'লে কাতারের দাগকে সুতরা হিসাবে গণ্য করা যায় *(সুবুলুস সালাম, ১/৩৩৪; ফাতাওয়া মুহিম্মা, পৃঃ ৩৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৪৩৭)ঃ জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক তালাক দেয়। এভাবে এক বছরে পরপর তিনবার তালাক দেয়। শেষবার মেয়ে পক্ষ কোর্টে মামলা করে এবং কোর্টের

http://islaminonesite.wordpress.com

শর্তানুযায়ী কারাবরণের আকাংকায় ছেলে পুনরায় স্ত্রী গ্রহণ করে। এরূপ বৈবাহিক অবস্থা বৈধ কি।

-আবুবকর ছিদ্দীক্ব
মহিষবাথান উত্তর পাড়া
রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইদ্দতের ব্যবধানে তিনবার তালাক দিলে উক্ত মহিলা তিন তালাক প্রাপ্তা হওয়ায় বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এজন্য মহিলা তার স্বামীর জন্য বৈধ হবে না। কারণ হ'ল দুই ইদ্দতে তালাক দেওয়ার পরে ফিরে না নিলে তৃতীয় তালাকের পর উক্ত মহিলা তার স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন, 'যদি স্বামী স্ত্রীকে তৃতীয়বার তালাক দেয় তবে সেই স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না' *(বাক্বারাহ ২৩০)*। সুতরাং তাদের বর্তমান বৈবাহিক সম্পর্ক অবৈধ। যদিও কোর্ট কর্তৃক নির্দেশ আরোপ করা হয়। কারণ কোর্টে যে শর্তারোপ করা হয়েছে তা শরী'আত পরিপন্থী। শরী'আতের উপর এরূপ অবৈধ হস্তক্ষেপ করার অধিকার কেউ রাখে না।

প্রশ্নঃ (৩৮/৪৩৮)ঃ আমরা যে টুপি পরি এই টুপি কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পরতেন? টুপি-পাগড়ী উভয়টিই কি এক সাথে পরতে হবে? টুপি ছাড়া ছালাত আদায় করলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি?

-মা'রূফ আহমাদ চৌধুরী
ল-৫৩-১, মধ্য বাড্ডা, ঢাকা।

উত্তরঃ আমরা যে টুপি পরিধান করি তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পরতেন কি-না এ বিষয়ে ছহীহ সূত্রে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। কিছু বর্ণনা পাওয়া গেলেও সেগুলি ত্রুটিপূর্ণ। তিনি পাগড়ী পরতেন মর্মে অনেক ছহীহ হাদীছ রয়েছে *(মুসলিম, ইবনু মাজাহ, বুখারী, ১/৩৩ পৃঃ; তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৩৩৮)*। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে টুপি ও পাগড়ী উভয় পরার প্রচলন ছিল। এ ব্যাপারে একাধিক ছহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় *(বুখারী, হা/৩৮৫ ও ৫৮০৬; মিশকাত হা/২৬৭৮)*। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, টুপি ও পাগড়ী এক সাথে অথবা শুধু টুপি বা শুধু পাগড়ীও পরিধান করা যায় *(বিস্তারিত দ্রঃ যাদুল মা'আদ, ১/১৩০ 'পোষাক' অনুচ্ছেদ)*।

ছালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য টুপি ও পাগড়ী পরিধান করা শর্ত নয়। এটি অভ্যাসগত সুন্নাত, যা সুনানুয যাওয়ায়েদ-এর অন্তর্ভুক্ত। এটি ব্যবহার করা ভাল এবং ছেড়ে দেওয়া অপসন্দনীয় নয় *(আল-জুরজানী, কিতাবুত তা'রীফাত, পৃঃ ১২২)*। তবে ইবাদতের সময় ইসলামী আদব বজায় রাখা কর্তব্য। আর ছালাত হ'ল শ্রেষ্ঠ ইবাদত। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ছালাতের সময় সৌন্দর্যমণ্ডিত পোশাক পরিধান কর' *(আ'রাফ ৩১)*। অতএব পুরুষের সৌন্দর্যের জন্য ছালাতের সময় টুপি ও পাগড়ী পরিধান করা ভাল।

প্রশ্নঃ (৩৯/৪৩৯)ঃ বন্যার সময় উপায়ান্তর না পেয়ে পানিতে মল-মূত্র ত্যাগ করা যাবে কি?

-কামরুল হাসান
মেলান্দী, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বদ্ধ পানিতে মল-মূত্র ত্যাগ করা জায়েয নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যেন কখনো বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৪)*। তবে চলমান পানি এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। চলমান পানিতে প্রয়োজনবোধে মল-মূত্র ত্যাগ করা যাবে। কারণ এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ) কোন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেননি।

প্রশ্নঃ (৪০/৪৪০)ঃ মানব মন কত প্রকার? খারাপ মন থেকে বাঁচতে হ'লে কি করতে হবে?

-সৈয়দ ফয়েয
ধামতী মীরবাড়ী, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ মানব মন মূলতঃ একটি। তবে গুণগত দিক দিয়ে এর তিনটি নাম রয়েছে' *(ইবনুল ক্বাইয়িম, আর-রূহ, পৃঃ ৪৬১)*। যেমন- (১) নফসে মুত্বমাইন্নাহ বা প্রশান্ত আত্মা। আল্লাহ বলেন, يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْ إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً-

'হে প্রশান্ত চিত্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকটেই ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে' *(ফজর ২৭-৩০)*।

(২) নফসে লাওয়্যামাহ। আল্লাহ বলেন, لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ- وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ। 'আমি শপথ করছি ক্বিয়ামত দিবসের, আরও শপথ করছি সেই নফসের, যে নিজ কর্মের জন্য নিজেকে ধিক্কার দেয়' *(ক্বিয়ামাহ ১-২)*।

(৩) নফসে আম্মারাহ। আল্লাহ বলেন, وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِيْ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ إِلاَّ مَنْ رَّحِمَ رَبِّيْ- 'আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন অবশ্যই মন্দ কর্ম প্রবণ। কিন্তু সেই ব্যক্তি নয়, যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন' *(ইউসুফ ৫৩)*।

খারাপ মন থেকে বাঁচার কোন সুনির্দিষ্ট দো'আ নেই। তবে নিম্নোক্ত দো'আগুলি পাঠ করা যায়ঃ

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ

'হে অন্তর পরিবর্তনকারী আল্লাহ! আপনি আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপরে স্থির রাখুন' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১০২)*।

اَللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ صَرِّفْ قُلُوْبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

'হে অন্তর পরিবর্তনকারী আল্লাহ! আমার অন্তরকে আপনার আনুগত্যের উপরে স্থির রাখুন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯)*।

http://islaminonesite.wordpress.com

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

৮ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

সেপ্টেম্বর-২০০৫

প্রশ্নোত্তর

??????????

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৪৪১)ঃ শাদ্দাদ কে ছিল? সে নাকি একটি বেহেশত তৈরী করেছিল। বেহেশত তৈরির সময় কিছু স্বর্ণ কম পড়লে এক বুড়ির নাতনীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়। বুড়ি অভিশাপ দেয় যে, আল্লাহ যেন শাদ্দাদকে বেহেশতে প্রবেশ করতে না দেন। অতঃপর কাজ সমাপ্ত হ'লে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন করে গিয়ে বেহেশতের দরজায় এক পা ও ভিতরে এক পা রাখা অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে। শাদ্দাদের তৈরী বেহেশত সহ নাকি আল্লাহ্ মোট ৮টি বেহেশত পূর্ণ করেছেন। এগুলির সত্যতা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ দিদার বখশ
খানপুর বাজার, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'আদ'-এর দুই পুত্র ছিল শাদীদ ও শাদ্দাদ। প্রথমে শাদীদ রাজা হয় এবং বহু দেশ জয় করে। শাদীদের মৃত্যুর পর শাদ্দাদ রাজা হয়। সে আল্লাহ্‌র বেহেশতের বর্ণনা শ্রবণ করে অহংকার বশতঃ 'আদনের মরুভূমিতে অনুরূপ একটি বেহেশত নির্মাণ করে এবং 'ইরাম' নামে নামকরণ করে। অতঃপর দেখার জন্য সে তার আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে যাত্রা করে। একদিন এক রাতের পথ বাকী থাকতেই আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর আকাশ হ'তে একটি বিকট শব্দ প্রেরণ করেন। ফলে তারা সবাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কাম তাল্লানী উক্ত গল্পটি উল্লেখ করে বলেন, ইহা ইহুদী সূত্র হ'তে প্রাপ্ত যা ভিত্তিহীন *(বুখারী, 'তাফসীর' অধ্যায়, সূরা ফজরের ৬ নং আয়াতের তাফসীরের হাশিয়া দ্রঃ)*।

অন্য মতে বলা হয়, শাদ্দাদ তার নির্মিত বেহেশতের দ্বারে উপনীত হয়ে ঘোড়া হ'তে অবতরণের জন্য যখন এক পা কেবল মাটিতে রেখেছে আর অপর পা ঘোড়ার রিকাবেই আছে তখন তার প্রাণ হরণের জন্য 'মালাকুল মঊত' (মৃত্যু) উপস্থিত হন। শাদ্দাদ বেহেশতে প্রবেশ করে এক মুহূর্ত দেখার সময় প্রার্থনা করলেও ফেরেশতা তৎক্ষণাৎ তার প্রাণ হরণ করেন। উপরোক্ত কাহিনীরও কোন ভিত্তি নেই *(মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নু'মানী, লুগাতুল কুরআন ১/৭১ পৃঃ, 'ইরাম' শব্দের ব্যাখ্যা দ্রঃ; তাফসীরে কুরতুবী, সূরা ফজরের ৭নং আয়াতের ব্যাখ্যা; ইসলামী বিশ্বকোষ ২৩/৪৫৭ পৃঃ)*।

শাদ্দাদের বেহেশত নিয়ে আল্লাহ্‌র ৮টি বেহেশত পূর্ণ করা এবং বুড়ির নাতনীর কাছ থেকে স্বর্ণ ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনাটিও ভিত্তিহীন। মূল কথা হ'ল এ সমস্ত ঘটনা গালগল্প মাত্র। এগুলির আদৌ কোন ভিত্তি নেই।

প্রশ্নঃ (২/৪৪২)ঃ বিছানায় ছালাত আদায় করা কি জায়েয? ছালাত আদায়ের সময় কপালে ধুলা বা ময়লা লাগলে ঝেড়ে ফেলা যাবে কি? ক্রমাগত প্রত্যেক ছালাতে একই আয়াত বা সূরা পড়া যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-গালিব, ঢাকা।

উত্তরঃ বিছানা পবিত্র থাকলে তার উপর ছালাত আদায় করাতে শারঈ কোন বাধা নেই। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) নিজের বিছানায় ছালাত আদায় করতেন। তিনি বলেন, আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করতাম। আমাদের কেউ কেউ নিজ কাপড়ের উপর সিজদা করত *(ছহীহ বুখারী ১/১২৬ পৃঃ, 'ছালাত' অধ্যায়, 'বিছানায় ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ)*। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে ঘুমাতাম। আমার পা দু'খানা তাঁর ক্বিবলার দিকে থাকত। তিনি সিজদায় গেলে আমার পায়ে মৃদু চাপ দিতেন। তখন আমি পা গুটিয়ে নিতাম। আর তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আমি আবার পা প্রসারিত করতাম *(ছহীহ বুখারী হা/৩৮২-৮৩, 'বিছানায় ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ)*।

ছালাতরত অবস্থায় কপালে কিংবা নাকে ধূলা-বালি বা ময়লা লাগলে ঝেড়ে ফেলা উচিত নয়। কারণ এ সমস্ত কার্যাদি ছালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট করে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ)-কে পানি ও কাদার মধ্যে সিজদা করতে দেখেছি। এমনকি তাঁর কপালে কাদামাটির চিহ্নও লেগে থাকতে দেখেছি। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, তাঁর উস্তায হুমায়দী (রহঃ) ছালাত শেষ হবার পূর্বে কপাল না মোছার পক্ষে আলোচ্য হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করতেন *(ছহীহ বুখারী হা/৮৩৬, 'ছালাতরত অবস্থায় কপাল ও নাকের ধূলা-বালি না মোছা' অনুচ্ছেদ)*।

কোন মুছল্লীর একটি আয়াত বা সূরা ছাড়া অন্য কোন আয়াত বা সূরা জানা না থাকলে তার দ্বারাই ক্রমাগত প্রত্যেক ছালাত আদায় করতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের জন্য কুরআনের যতটুকু সহজ ততটুকু পাঠ কর' *(মুযযাম্মিল ২০)*। তবে একাধিক সূরা বা আয়াত মুখস্থ থাকলে একাধিক পড়াই উত্তম। কারণবশতঃ একই ছালাতে প্রতি রাক'আতে একটি আয়াত বা সূরা পাঠ করলেও ছালাত হয়ে যাবে। আবু যার গিফারী (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাত্র একটি আয়াত দ্বারা রাতের ছালাত শেষ করেন। সেটি হ'ল সূরা মায়েদার ১১৮ নং আয়াত *(নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১২০৫ 'রাতের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা ফজরের ছালাতের দুই রাক'আতেই সূরা যিলযাল পড়েছেন *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৮১৬ 'ছালাত' অধ্যায়, 'দুই রাক'আতে একই সূরা পড়া' অনুচ্ছেদ; সনদ হাসান, মির'আতুল মাফাতীহ ৪/১৯১পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩/৪৪৩)ঃ মানুষ জন্মসূত্রে মুসলমান, না অন্য কোন ধর্মাবলম্বী?

-আব্দুল বারী
শিফা মেডিকেল হল, রাজারবাগ, বাসাবো, ঢাকা।

উত্তরঃ সকল মানুষই জন্মসূত্রে মুসলমান। আবু হুরায়রা

(রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মাতৃগর্ভ থেকে জন্মলাভকারী প্রত্যেকটি শিশুই 'ফিতরাতের' উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর পিতা-মাতা তাকে ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান কিংবা অগ্নিপূজক বানায়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯০ 'ঈমান' অধ্যায়, 'তাক্বদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন' অনুচ্ছেদ)*। ইমাম বুখারী, হাফেয ইবনু কাছীর, ইবনু হাযম ও সালাফে ছালেহীন বলেন, উক্ত হাদীছে 'ফিতরাত' বলতে 'ইসলাম'কে বুঝানো হয়েছে। অন্য যে হাদীছে 'মিল্লাত' শব্দ এসেছে তা এ মতকেই শক্তিশালী করে। একটি হাদীছে কুদসীতে বলা হয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমার প্রভু বলেন, আমার বান্দাদেরকে একনিষ্ঠ সত্য পথাশ্রয়ী করে সৃষ্টি করেছি। তারপর শয়তান তাদেরকে দ্বীন থেকে বিভ্রান্ত করে দেয়' *(মির'আতুল মাফাতীহ, ১/১৭৬ পৃঃ)*। কেউ বলেন, উক্ত হাদীছ ও সূরা রূমের ৩০নং আয়াতে বর্ণিত 'ফিতরাত' দ্বারা 'যোগ্যতা'কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি হিসাবে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্রষ্টাকে চেনা, তাঁকে মেনে চলা, দ্বীন ইসলাম কবুল করা এবং ভাল-মন্দের পার্থক্য করার যোগ্যতা দিয়ে তিনি সৃষ্টি করেছেন। তাই পরবর্তীতে যদি পিতা-মাতা বা অভিভাবকের পক্ষ থেকে কোন প্রতিবন্ধকতা না আসে তবে সে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করবে না। মিশকাত শরীফের বিশ্ববিশ্রুত ভাষ্যকার আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন *(মির'আতুল মাফাতীহ ১/১৭৫-৭৬ পৃঃ, হা/৯০-এর ভাষ্য দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (৪/৪৪৪)ঃ মুসলমান রাজমিস্ত্রী অন্য কোন ধর্মের উপাসনালয় যেমন মন্দির, গির্জা ইত্যাদি নির্মাণ করতে পারবে কি?

-মাহফূয
লালগোলা (ললডহরী), মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ মুসলিম শ্রমিকদের জন্য বিশেষত অমুসলিম উপাসনালয় তৈরী করা জায়েয হবে না। জমহূর বিদ্বানগণ বলেন, কোন মুসলমান শ্রমিক অমুসলিম মালিকের অধিনস্ত থেকে সেই কাজই করতে পারবে, যে কাজ তার মুসলমান হিসাবে সম্পাদন করা শরী'আত সম্মত। যেহেতু অমুসলিমদের উপাসনালয়গুলি শিরকের আড্ডাখানা সেহেতু মুসলমান হিসাবে তা নির্মাণ কার্যে শ্রম দেয়া জায়েয হবে না *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ, ১/১৮৮ পৃঃ)*। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ন্যায় ও কল্যাণের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর, অন্যায় ও পাপের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ৩)*।

প্রশ্নঃ (৫/৪৪৫)ঃ যেহরী ছালাতে ইমাম সিজদার আয়াত পাঠ করলে ছালাতের মধ্যে ইমাম মুক্তাদী উভয়কেই কি সিজদা করতে হবে? ছালাতের বাইরে তেলাওয়াত করলেও কি সিজদা করতে হবে? এর পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবুল কালাম আযাদ
বি,কম, পরীক্ষার্থী
সাতক্ষীরা দিবা নৈশ ডিগ্রী কলেজ, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ যেহরী বা সেররী যেকোন ছালাতে ইমাম সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করলে ইমাম-মুক্তাদী সকলকেই সিজদা করা সুন্নাত। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার অনুসরণের জন্য' *(ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৯)*। আবু রাফে' বলেন, আমি আবু হুরায়রার পিছনে রাতের ছালাত আদায় করেছি। তিনি সূরা ইনশিক্বাক্ব পাঠ করে সিজদা করলেন। আমি বললাম, এটা আবার কি? তিনি বললেন, এই সূরা পড়ার কারণে আমি রাসূলের পিছনে সিজদা করেছি ... *(ছহীহ বুখারী ১/৩২৯ পৃঃ, হা/১০৭৮ 'ছালাতে সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করে সিজদা করা' অনুচ্ছেদ)*। ছালাতের বাইরে তেলাওয়াতকারী বা শ্রবণকারী সকলকেই কেবল একটি করে সিজদা করতে হয়। এর জন্য ওযূ, ক্বিবলা বা সালাম শর্ত নয় *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছঃ), পৃঃ ৮৪)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছাঃ) সূরা নাজম তেলাওয়াতের সময় সিজদা করলে তাঁর সাথে সমস্ত মুসলিম, মুশরিক, জিন ও ইনসান সবাই সিজদা করেছিল *(ছহীহ বুখারী হা/১০৭১, মিশকাত হা/১০৩৩)*।

প্রশ্নঃ (৬/৪৪৬)ঃ ছিয়াম অবস্থায় ইনজেকশন নেয়া যায় কি?

-গালিব, ঢাকা

উত্তরঃ ইনজেকশন দ্বারা কেবল ঔষধ প্রয়োগ করা উদ্দেশ্য হ'লে, ছিয়াম অবস্থায় তা নেয়া যায়। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০০০ 'ছিয়াম' অধ্যায়; বুলূগুল মারাম হা/৬৫০)*। তবে খাদ্য হিসাবে প্রয়োগ করা উদ্দেশ্য হ'লে জায়েয নয়। কারণ ছিয়াম মূলতঃ আহার থেকে বিরত থাকার নাম। একান্ত প্রয়োজন হ'লে ছিয়াম ছেড়ে দিবে এবং অন্য মাসে ক্বাযা আদায় করবে *(বাক্বারাহ ১৮৪; আত-তাহরীক, জানুয়ারী ২০০১, প্রশ্নোত্তর ২২/১২৭)*।

প্রশ্নঃ (৭/৪৪৭)ঃ মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর কয়দিন পর্যন্ত জানাযা পড়া যাবে?

-আব্দুল হাদী
চন্দ্রপুকুর, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর কবরকে সামনে রেখে যেকোন সময় জানাযা পড়া যায়। যদিও দাফনের পূর্বে জানাযা হয়ে থাকে। ওহোদ যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন ৮ বছর পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের জানাযা পড়েছিলেন *(বুখারী, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৪৯ ও ৪৬ পৃঃ 'শহীদদের উপর ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। অনুরূপ মসজিদে নববীর জনৈক ঝাড়ুদার মারা গেলে নবী করীম (ছাঃ) তার মৃত্যুর কথা জানতে না পেরে পরবর্তীতে উপস্থিত হয়ে তার কবরকে সামনে রেখে জানাযা পড়েন *(বুখারী হা/১৩৩৭ 'জানাযা' অধ্যায়, 'দাফন করার পর কবরের উপর জানাযা আদায় করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৮/৪৪৮)ঃ আযাযীল শয়তানের বংশ পরিচয়, নাম অর্থসহ এবং শয়তানের মৃত্যু যন্ত্রণা সম্পর্কে দলীল ভিত্তিক জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ সাইফুল্লাহ
উত্তর হিন্দুকান্দি, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তরঃ ইবলীস জিন জাতির পিতা। যেমন আদম (আঃ) মানব জাতির পিতা। উল্লেখ্য, কেউ কেউ ইবলীসকে

মালায়িকা (ফেরেশতা)-এর অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করলেও এমত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তাকে জিনদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন *(কাহফ ৫০; তাফসীরে কুরতুবী ১/২০২ পৃঃ, বাক্বারাহ ৩৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা)*। ইবলীসের হায়াত ক্বিয়ামত পর্যন্ত প্রলম্বিত *(আ'রাফ ১৪-১৫)*। শয়তানের নাম ইবলীস ও আযাযীল। 'ইবলীস' অর্থ আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ, বঞ্চিত। 'আযাযীল' অর্থ (عزازيل) পৃথক হওয়া, বিতাড়িত হওয়া। 'শয়তান' অর্থ দূরাচারী, কুমন্ত্রণা দাতা। ইবলীস শয়তানের উপর শরী'আতের বিধি বিধান আরোপিত হওয়ায় জিন ও মানুষের ন্যায় তাকেও মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। তবে তার মৃত্যু যন্ত্রণা কেমন হবে সে সম্পর্কে আল্লাহ পাকই ভাল জানেন।

প্রশ্নঃ (৯/৪৪৯)ঃ মসজিদের ফাণ্ড হ'তে মক্তব নির্মাণ করা যাবে কি-না ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আলহাজ্জ আব্দুছ ছামাদ
মাটিকাটা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ মসজিদের ফাণ্ড মসজিদের কাজেই ব্যয় করতে হবে। তবে তার উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা অর্থাৎ মসজিদের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহের পর অতিরিক্ত অর্থ দ্বারা মাদরাসা, মক্তব বা দ্বীনী প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা জায়েয। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে শুনেছি যে, 'যদি তোমার সম্প্রদায় জাহেলিয়াত হ'তে নতুন মুসলমান না হ'ত, তাহ'লে আমি কা'বার গচ্ছিত সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করে দিতাম' *(মুসলিম, ইমাম শওকানী, আদ-দারারিউল মাযিয়্যাহ, পৃঃ ২৬৫)*। ওমর (রাঃ) কা'বা ঘরের ওয়াক্বফকৃত গেলাফ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিয়েছিলেন *(ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ, ৩১/২১৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১০/৪৫০)ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে বা অভাবের তাড়নায় জন্মনিয়ন্ত্রণ করার পরিণতি সম্পর্কে জানতে চাই। অত্যন্ত দুর্বল বা রোগাক্রান্ত মহিলারা ঔষধ খেয়ে কিংবা অন্য কোন পদ্ধতিতে সন্তান নেওয়া বন্ধ করতে পারবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ সুখী সংসারের উদ্দেশ্যে অথবা দরিদ্রতার কারণে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করা শরী'আত সম্মত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'দরিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা কর না। তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই রিযিক দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা মারাত্মক অপরাধ' *(ইসরা ৩১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একে গোপন হত্যা বলে অভিহিত করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৯ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। তবে যদি দুর্বল বা অসুখের কারণে কোন রমণীর সন্তান নেওয়ায় মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে, তাহ'লে তার ব্যাপার স্বতন্ত্র। এমতাবস্থায় ঔষধ কিংবা অন্য যেকোন অস্থায়ী পদ্ধতি অবলম্বন করা যাবে। তখন সেটা আযলের অন্তর্ভুক্ত হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৭)*। তবে বিনা কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ করলে কবীরা গোনাহ হবে। কারণ সন্তান হত্যা করা কবীরা গোনাহ সমূহের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্নঃ (১১/৪৫১)ঃ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পত্তন বা লিজ নেওয়া জমিতে ফসল হ'লে ওশর কাকে দিতে হবে? যে লিজ নিয়েছে তাকে, না জমির মালিককে?

-সাঈদ ইবনু এহসান
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ নিছাব পরিমাণ ফসল হ'লে যে জমি লিজ নিয়েছে তাকেই ওশর দিতে হবে। কেননা লীজ গ্রহীতাই উৎপাদিত শস্যের মালিক। আর শস্যের মালিকের উপরেই ওশর ফরয *(আন'আম ১৪১)*। অন্যদিকে জমির মালিক যেহেতু টাকা নিয়েছে তাই তার টাকা যদি সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণের বা সাড়ে বাহান্ন তোলা টাকার সমপরিমাণ হয় এবং এক বছর অতিবাহিত হয় তাহ'লে তাকে শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দিতে হবে *(আবুদাউদ হা/১৫৭৩ ও ১৫৬৮; বুলূগুল মারাম তাহক্বীক্বঃ মুবারকপুরী হা/৫৯২-৯৩ 'যাকাত' অধ্যায়-এর ভাষ্য দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (১২/৪৫৩)ঃ মেয়েরা বাড়ীতে জুম'আর ছালাত একাকী পড়লে মোট কয় রাক'আত আদায় করবে?

-আহসান হাবীব
কাজিপুর, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ মহিলাদের উপরে জুম'আ ফরয নয়। তারা মসজিদে গিয়ে জুম'আ পড়তে চাইলে ইমামের সাথে দু'রাক'আতই আদায় করবে। আর বাড়ীতে পড়লে যোহর পড়বে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১০৫৯-৬০)*। জুম'আর ছালাত প্রত্যেক বয়স্ক জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ মুসলমানের উপরে জামা'আত সহ আদায় করা ফরযে আইন *(জুম'আ ৯)*। গোলাম, রোগী, মুসাফির, শিশু ও মহিলাদের উপরে জুম'আ ফরয নয় *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৩৭৭; দারাকুৎনী, ইরওয়া হা/৫৯২)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৪৫৪)ঃ প্রচলিত আছে, আদম (আঃ)-এর কোন এক সন্তানের বেহেশতের হূরের সাথে বিয়ে হয়েছিল। তাদের ঘরে যারা জন্মগ্রহণ করেছে তারা আজ মুঘল, সৈয়দ ও পাঠানের বংশধর। এদের ঝি, বৌরা গোয়াল ঘরে গেলে নাকি গরু, ছাগল মারা যাবে। এ ঘটনার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- এফ,এম, নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন। কুরআন-হাদীছে এ ধরনের ঘটনার অস্তিত্বই পাওয়া যায় না। আদম সন্তান যখন জান্নাতে যাবে তখনই তারা জান্নাতের হূর পাবে, এর পূর্বে নয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬১৯, ৫৬৪৮ 'জান্নাতবাসী ও জান্নাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৪৫৬)ঃ একই মাসে দু'বার মাসিক হ'লে দ্বিতীয় মাসিকে স্ত্রী সহবাস করা জায়েয কি?

- আমানুল্লাহ
হারগিলা, ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ একই মাসে দু'বার ঋতুস্রাব হ'লে উভয়টি হায়েয বা

মাসিক নয়। মাসের নির্ধারিত সময়ে যে রক্তস্রাব দেখা দেয় সেটিই কেবল মাসিক। পরবর্তীতে নির্ধারিত সময়ের আগে রক্তস্রাব দেখা দিলে তাকে মুস্তাহাযা বলা হয়। এই অবস্থায় গোসল করে প্রত্যেক ছালাতের সময় ওযূ করে ছালাত আদায় করা এবং সহবাস করা ইত্যাদি জায়েয *(আবুদাঊদ, দারেমী, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৫৫৯ ও ৫৬০)*। অতএব প্রথমে যদি পূর্বের সময় অনুযায়ী মাসিক হয়ে থাকে, তাহ'লে দ্বিতীয়টি হবে মুস্তাহাযা। আর দ্বিতীয় হায়েয যদি পূর্বের মাসের সময় হয়ে থাকে তাহ'লে প্রথমটি হবে মুস্তাহাযা। আর এ অবস্থায় সহবাস জায়েয।

প্রশ্নঃ (১৫/৪৫৭)ঃ বক, শালিক, বাবুই পাখি, পানকৌড়ী ইত্যাদি বন্দুক অথবা অন্য কিছুর মাধ্যমে শিকার করে খাওয়া যাবে কি?

-মাহবূবা তাসনীম
রাণীনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ যেসব পাখি পায়ের নখ দ্বারা শিকার করে খায়, সেগুলি খাওয়া নিষিদ্ধ। এসব ছাড়া অন্য সব পাখি বন্দুক দ্বারা বা অন্য কিছুর মাধ্যমে শিকার করে খাওয়া হালাল। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে কোন তীক্ষ্ণ দাঁত বিশিষ্ট হিংস্র জানোয়ার এবং ধারাল নখ বিশিষ্ট পাখি খেতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১০৫)*। উল্লেখ্য যে, বন্দুক, তীর বা অন্য কিছুর মাধ্যমে শিকার করলে সেটা 'বিসমিল্লাহ' বলে ছুড়তে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪০৬৪, ৪০৬৬ 'শিকার ও যবেহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৪৫৮)ঃ একটি ছালাত শিক্ষা বইয়ে দেখলাম, ফজরের ছালাত ছেড়ে দিলে চেহারার উজ্জলতা কমে যাবে, যোহরের ছালাত ছেড়ে দিলে রূযীর বরকত কমে যাবে, আছরের ছালাত ছেড়ে দিলে শরীরে শক্তি কমে যাবে, মাগরিবের ছালাত ছেড়ে দিলে সন্তান কোন কাজে আসবে না এবং এশার ছালাত ছেড়ে দিলে ঘুমে তৃপ্তি হবে না। ছালাত পরিত্যাগকারী ৮০ হুকবা জাহান্নামে থাকবে ইত্যাদি। এগুলির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুছ ছামাদ
তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত কথাগুলি ছহীহ বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত নয়। এগুলি মানুষের তৈরি উদ্ভট কথা মাত্র। কোন ব্যক্তি এক ওয়াক্ত ছালাত ত্যাগ করলে তাকে ৮০ হুক্বা জাহান্নামে থাকতে হবে মর্মে প্রচলিত কথার প্রমাণেও কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত পরিত্যাগ করা কুফরী। এর প্রমাণে একাধিক ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫৭৪; তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ মিশকাত হা/৫৭৯; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৪৬০)ঃ জনৈক ব্যক্তি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। এই তালাক কার্যকর হওয়া বা না হওয়া নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। এক্ষণে এর সঠিক সমাধান কি?

- আব্দুল জব্বার
পলাশ বাজার, নরসিংদী।

উত্তরঃ মাতাল অবস্থায় তালাক হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তিন ব্যক্তির ব্যাপারে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে (১) ঘুমন্ত ব্যক্তি, যতক্ষণ না সে জাগ্রত হয় (২) নাবালেগ, যতক্ষণ না সে বালেগ হয় (৩) জ্ঞান হারা ব্যক্তি, যতক্ষণ না সুস্থ জ্ঞান ফিরে পায়' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৭০৩)*। তাই মাতাল হয়ে তালাক দিলে ঐ তালাক কার্যকর হবে না *(বিস্তারিত দ্রঃ 'তালাক ও তাহলীল' বই)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৪৬১)ঃ পোষ্ট মর্টেম করা জায়েয কি?

- মুহাম্মাদ সেলিম রেযা
দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ যরূরী রাষ্ট্রীয় নির্দেশ ব্যতীত মৃত দেহ কাটা-ছেঁড়া বা পোষ্ট মর্টেম করা জায়েয নয়। কারণ মৃত লাশের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা যরূরী। হাদীছে মৃত লাশের হাড্ডি ভাঙ্গাকে জীবিতের হাড্ডি ভাঙ্গার সাথে তুলনা করা হয়েছে *(মুওয়াত্ত্বা, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১৭১৪)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৪৬৩)ঃ অনেকে গোসলের পূর্বে শরীরে তেল ব্যবহার করে। রাসূল (ছাঃ) কি এভাবে তেল ব্যবহার করতেন?

- ফযলুর রহমান
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ শুধু তেল নয় প্রয়োজনে যেকোন পাক-পবিত্র বস্তু শরীরে ব্যবহার করতে পারে। এছাড়া তেল ব্যবহার করা সম্পর্কে হাদীছও রয়েছে। সালমান (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিন গোসল করবে এবং সাধ্যানুযায়ী উত্তম রূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা লাভ করবে, অতঃপর তেল হ'তে নিজের শরীরে কিছু তেল ব্যবহার করবে অথবা ঘরে খোশবু থাকলে কিছু খোশবু ব্যবহার করবে, তারপর মসজিদে রওয়ানা হবে এবং দু'ব্যক্তির মধ্যে ফাঁক রাখবে না এবং যতদূর সম্ভব নফল ছালাত আদায় করবে। তৎপর ইমাম যখন খুৎবা দিবেন তখন চুপ করে শুনবে। নিশ্চয়ই এই জুম'আ ও পূর্ববর্তী জুম'আর মধ্যকার তার সমস্ত (ছগীরা) গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/১৩৮১; বাংলা মিশকাত হা/১২৯৯ 'পরিচ্ছন্নতা লাভ করা এবং সকাল সকাল মসজিদে যাওয়া' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২০/৪৬৪)ঃ আবুবকর (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে 'গারে ছওরে' অবস্থান করছিলেন, তখন নাকি কাফেররা তাঁদের মাথার উপরে উঠে গিয়েছিল। একথার সত্যতা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ
গোমস্তাপুর, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত ঘটনা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) বলেছেন, (হিজরতের সময়) আমরা যখন গুহার মধ্যে ছিলাম তখন আমাদের মাথার উপরে মুশরিকদের পা

দেখতে পাচ্ছিলাম। তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! যদি তাদের কেউ নিজের পায়ের দিকে তাকায় তাহ'লে তো আমাদের দেখে ফেলবে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হে আবুবকর! তুমি এমন দু'ব্যক্তি সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করছ, যাদের তৃতীয় জন হ'লেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৬৮; বাংলা মিশকাত হা/৫৬১৮ 'মু'জেযার বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২১/৪৬৫)ঃ অবৈধভাবে কোন মেয়ে অন্তসত্ত্বা হ'লে যেনাকারীর সাথে তার বিবাহ দেওয়া যাবে কি?

-সাজিদুল ইসলাম
চেতকাপ, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ যেনা জঘন্য অপরাধ। অবিবাহিতদের ক্ষেত্রে এর শাস্তি বেত্রাঘাত। এ ধরনের গর্হিত ঘটনা সংঘটিত হ'লে উভয়ের মধ্যে বিবাহ সম্পাদন করা যায়। তবে তাদের উভয়কে তওবা করতে হবে। অবিবাহিত যেনাকারীদের বিবাহের ব্যাপারে ইবনু ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, তারা তওবা করে সংশোধন হ'লে বিবাহ দেওয়া যায়। আলী, ইবনু আব্বাস, ইবনু ওমর, জাবের (রাঃ), সাঈদ ইবনু মুসাইয়িব, ইমাম যুহরী, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ (রহঃ) প্রমুখ বলেন, যেনাকার ও যেনাকারিণীর মধ্যে বিবাহ জায়েয। তাদের দলীল হ'ল, আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণী, যা তিনি মাহরাম মহিলাদের নাম উল্লেখ করার পর বলেন, 'এ ব্যতীত যেকোন নারী তোমাদের জন্য হালাল' *(নিসা ২৩; নায়লুল আওত্বার ৬/১৪৫ পৃঃ 'যেনাকার যেনাকারিণীর বিবাহ' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যেনা হালাল সম্পর্ককে হারাম করতে পারে না' *(ইবনু শায়বাহ, বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/ ১৮৮১, ৬/ ২৮৭-৮৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২২/৪৬৬)ঃ স্বামী মারা গেলে স্ত্রী কতদিন পর্যন্ত অলংকার ব্যবহার করতে পারবে না?

-নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ চার মাস দশ দিন পর্যন্ত অলংকার ও রঙ্গিন কাপড় এবং সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে না। উম্মু আত্বীয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন স্ত্রীলোক যেন কোন মৃতের জন্য তিন দিনের অধিক শোক পালন না করে। তবে স্বামীর জন্য স্ত্রী চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে। সে রঙ্গীন কাপড় পরবে না এবং সুরমা লাগাবে না...' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৩১; বাক্বারাহ ২৩৪)*। উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'বিধবা মহিলা (চার মাস দশ দিন) লাল রঙের কাপড় ও গয়না পরবে না। চুলে বা হাতে পায়ে মেহেদী এবং সুরমাও লাগাবে না' *(আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৩৩৪)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৪৬৭)ঃ জনৈক ব্যক্তি তার পুত্রবধূর সাথে যেনা করলে দারুল উলূম দেওবন্দ ও ভারতের মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড ঘোষণা করেছে, মহিলা স্বামীর বাড়ীতে থাকতে পারবে না এবং স্বামীর সঙ্গে মিলামেশা করতে পারবে না। এ ফৎওয়া কি সঠিক?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ উক্ত ফৎওয়া সঠিক নয়। কারণ এক্ষেত্রে হালালকে হারাম করা হয়েছে। ঐ মহিলাকে নিয়ে তার স্বামী ঘর-সংসার করতে পারবে। এক লোক শ্বাশুড়ীর সাথে যেনা করলে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এ অবৈধ কর্ম তার স্ত্রীকে তার জন্য হারাম করতে পারে না *(বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ, ইরওয়া হা/১৮৮১)*। আলী (রাঃ) বলেন, 'হারাম কর্মকাণ্ড কখনো হালাল সম্পর্ককে হারাম করতে পারে না' *(ইরওয়া ২৮৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৪৬৮)ঃ রামাযান মাসে নিয়মিত ছালাত আদায় না করে শুধু ছিয়াম পালন করলে পূর্ণ নেকী পাওয়া যাবে কি?

-তরীকুল ইসলাম
বর্ষাপাড়া, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ ছিয়াম সাধনা হচ্ছে পানাহার থেকে বিরত থাকার সাথে সাথে সকল প্রকার অনৈসলামী ক্রিয়া-কলাপ ও মিথ্যা থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকা। অন্যথায় ছিয়াম মূল্যহীন। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা ও কাজ, (অন্য বর্ণনায়) অনৈসলামী কাজ থেকে বিরত না থাকে, সে ব্যক্তির পানাহার থেকে বিরত থাকাতে আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই *(বুখারী হা/১৯০৩ 'ছিয়াম' অধ্যায়, পরিচ্ছেদ নং ৯)*। ছালাত-এর উপরেই অন্যান্য সকল ইবাদত কবুল হওয়া নির্ভর করে। যেমন নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন মুমিনের সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার ছালাতের। ছালাতের হিসাব সঠিক হ'লে বাকী আমল সমূহের হিসাব সঠিক হবে। নইলে সবকিছুই বেকার হবে *(ত্বাবারানী আওসাত্ব, হাদীছ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৫৮)*। সুতরাং ছিয়াম পালনের ফরয আদায়ের সাথে সাথে অবশ্যই পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতে অভ্যস্ত হ'তে হবে *(আত-তাহরীক মার্চ '৯৯, ১০/৯০ দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৪৬৯)ঃ মুর্দাকে গোসল দেওয়ার পূর্বে ওযূ করানো সম্পর্কে দলীল জানতে চাই।

-সুমন
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ মুর্দাকে গোসল দেওয়ার পূর্বে ওযূ করানো সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মেয়ে যয়নব মারা গেলে তাকে উম্মু সুলাইম গোসল করান। ঐ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ছালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করাও তারপর তাকে গোসল দাও' *(ত্বাবারাণী, মির'আত ৫/৩৪২ পৃঃ 'মুর্দাকে গোসল ও কাফন পরানো' অনুচ্ছেদ; ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ৪৩৫)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৪৭০)ঃ মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তির অনেক সময় পূর্ণ লাশ পাওয়া যায় না। তাই বিভিন্ন অঙ্গ পাওয়া গেলে গোসল, কাফন-দাফন ও জানাযা পড়তে হবে কি?

-শাহাবুদ্দীন
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ মৃতের যেকোন অঙ্গ পাওয়া গেলে তার গোসল, কাফন-দাফন ও জানাযা করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এমন ব্যক্তিও জানাযা করেছেন, যার কোন অঙ্গই উপস্থিত নেই *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৫৪৫; ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ৪০৬)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৪৭১)ঃ আমার স্ত্রীকে ১৯৮১ সালে এক মজলিসে তিন তালাক দিয়েছিলাম। সেদিনই রাতে জনৈক ইমামের ফৎওয়া অনুযায়ী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেই এবং দীর্ঘদিন যাবৎ একত্রে সংসার করে আসছি। হঠাৎ সে তার বড় ভাইয়ের বাসায় যায় এবং এক বছর যাবৎ ফিরে আসে না। সে বলছে, আমার মুখ দেখলে নাকি গোনাহ হবে। কেননা তার মতে সে তালাক হয়ে গেছে। তার বক্তব্য হ'ল, আমি যখন তাকে এক সাথে তিন তালাক দেই, তখন নাকি 'তালাকে বায়েন' কথাটি আমি উল্লেখ করেছিলাম। অবশ্য একথা আমার স্মরণ নেই। এর দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-কাযী ফযলুর রহমান
২৩৮, খান জাহান আলী রোড
মৌলভী পাড়া, খুলনা-৯১০০।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লিখিত এক সঙ্গে দেয়া তিন তালাক এক তালাকই গণ্য হয়েছে। তালাক হয়ে গেছে মর্মে উক্ত মহিলার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এমনকি ঐ সময় তালাকে বায়েন কথাটি উল্লেখ করলেও *(মুসলিম হা/১৪৭২; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২৯১ পৃঃ)*। ইমামের ফৎওয়া মোতাবেক স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়াও শরী'আত সম্মত হয়েছিল। অতএব দীর্ঘদিন যাবৎ পৃথক থাকলেও সে তার স্বামীর স্ত্রী হিসাবেই আছে এবং তাদের বৈবাহিক সম্পর্কও অটুট রয়েছে। এক্ষণে একত্রিত হওয়ার জন্য পুনরায় নতুন বিবাহের প্রয়োজন নেই। উল্লেখ্য, সমাজে প্রচলিত হিল্লা প্রথা সম্পূর্ণ হারাম *(তিরমিযী, নাসাঈ, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩২৯৬; ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, সনদ হাসান, আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ৬/৩০৯-১০ পৃঃ)*।

আবু রুকানা তার স্ত্রীকে তালাক দেয়। এতে সে দারুণভাবে মর্মাহত হয়। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে তালাক দিয়েছ? তিনি বললেন, এক মজলিসে তিন তালাক দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, আমি জানি ওটা এক তালাকই হয়েছে। তুমি স্ত্রীকে ফেরত নাও। অতঃপর তিনি সূরা তালাকের ১ম আয়াতটি পাঠ করে শুনান *(আবুদাউদ হা/২১৯৬; আহমাদ হা/২৩৮৭; আওনুল মা'বূদ ৬/২৭৯; যাদুল মা'আদ ৫/২২৯; বুলূগুল মারাম হা/১০৭৪, হাদীছ ছহীহ, দ্রঃ ঐ, হাশিয়া মুবারকপুরী)*।

সুতরাং উক্ত মহিলা নিঃসন্দেহে তার স্বামীর বাড়ী ফিরে এসে স্বামীর স্ত্রী হিসাবে ঘর-সংসার করতে পারে। *[বিস্তারিত জানতে পড়ুন; ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'তালাক ও তাহলীল' বই]*।

প্রশ্নঃ (২৮/৪৭২)ঃ অঙ্গভঙ্গি দ্বারা ইশারা করে তালাক দিলে তালাক হবে কি? এমন তালাক কি তালাকে কেনায়ার অন্তর্ভুক্ত হবে?

-আব্দুল্লাহ, খুলনা।

উত্তরঃ অঙ্গভঙ্গি দ্বারা ইশারা করে তালাক দিলে তালাক হবে না। কারণ শরী'আতে এভাবে তালাক দেওয়ার কোন বিধান নেই। কেনায়া বা অস্পষ্ট শব্দ দ্বারা তালাক হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, তবুও তা মুখে উচ্চারিত হ'তে হবে এবং তাতে নিয়ত যরূরী। সুতরাং ইহা তালাকে কেনায়ারও অন্তর্ভুক্ত নয়। কেনায়া হ'ল- যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে নবী আপনার স্ত্রীদেরকে বলুন, 'তোমরা যদি দুনিয়া ও তার চাকচিক্যই পেতে চাও তবে এসো, আমি তোমাদের কিছু দিয়ে ভালভাবে বিদায় করে দেই' *(আহযাব ২৮)*। অত্র আয়াতে 'দুনিয়া ও তার চাকচিক্য চাওয়া' বলে তালাকের চাওয়ার প্রতি ইশারা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর আলীয়া নামক এক স্ত্রীকে বলেছিলেন, اِلْحَقِيْ بِأَهْلِكِ। 'তুমি তোমার পরিবার বা পিতার নিকট চলে যাও' *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/১০৮০)*। অত্র হাদীছে কেনায়া শব্দ মুখে উচ্চারণ করে তালাকের প্রতি ইশারা করা হয়েছে। তাই কেবল অঙ্গভঙ্গি এসব তালাকের অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্নঃ (২৯/৪৭৩)ঃ জনৈক হিন্দু লোক মুসলমান পরিচয় দিয়ে এক মুসলিম মেয়েকে বিবাহ করে এবং তার দু'টি সন্তান হয়। পরে লোকটি নিজের এলাকায় গিয়ে আরেক হিন্দু মেয়েকে বিবাহ করে। হিন্দু-মুসলিম দুইজন স্ত্রী নিয়ে সে বর্তমানে সংসার করছে। এক্ষণে ঐ মুসলিম মহিলা এবং তার দুই মেয়ের পরকাল কেমন হবে?

-আব্দুল জব্বার মোল্লা
হরিশ্বর তালুক, বৈদ্যের বাজার,
রাজার হাট, কুড়িগ্রাম।

উত্তরঃ তাদের পরকাল কেমন হবে তা আল্লাহ্ই ভাল জানেন। স্বামী হিন্দু প্রমাণ হওয়ার সাথে সাথে তাদের বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তার সাথে মিলামেশা যেনা হবে এবং তার সংসারে থাকা-খাওয়া হারাম হবে। কারণ কাফের আর মুসলমান পরস্পর উত্তরাধিকারী হয় না *(নাসাঈ, বুলূগুল মারাম হা/৯৪১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মেয়ে যয়নবের বিবাহ হয়েছিল অমুসলিম অবস্থায়। তিনি যয়নবকে নিয়ে মদীনায় হিজরত করলে যয়নবের স্বামী আবুল 'আছ পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে। ফলে রাসূল (ছাঃ) যয়নব ও আবুল আছ-এর মধ্যে নতুন বিবাহ পড়িয়ে দেন *(নাসাঈ, বুলূগুল মারাম হা/১০০৫)*। অত্র হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, স্বামী-স্ত্রীর একজন মুসলমান ও অপরজন অমুসলিম হ'লে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। উল্লেখ্য, অজানা অবস্থায় মহিলার সম্পর্ক অব্যাহত থাকা আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায়। তবে জানার পরে এক সাথে থাকলে পরকাল ভয়াবহ হবে।

প্রশ্নঃ (৩০/৪৭৪)ঃ মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য শয়তানের হাত রয়েছে কি? সে মানুষ বা অন্য কোন প্রাণীর আকার ধারণ করে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শামীমা আখতার
গুজিপাড়া, পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তরঃ মানুষকে পথভ্রষ্ট করার ব্যাপারে শয়তানেরই বেশী প্রাধান্য রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আসলে শয়তানই মানুষের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। প্রকৃত কথা হ'ল, শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন' *(ইসরা ৫৭)*। মানুষ কিংবা জিন শয়তান মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয় *(নাস)*। তবে যারা আল্লাহ্র একনিষ্ঠ বান্দা তাদের উপর শয়তানের কোন ক্ষমতা চলে না *(ছোয়াদ ৮৩; হিজর ৪০)*। শয়তান বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে। তবে বিভ্রান্ত করার জন্য তাকে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে হবে এটা ঠিক নয়। শয়তান ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য অনুমতি চাইলে আল্লাহ তাকে বলেছেন, 'ঠিক আছে তোমাকে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অনুমতি দেওয়া হ'ল' *(হিজর ৩৭-৩৮)*।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
৯ম বর্ষ ১ম সংখ্যা
অক্টোবর-২০০৫

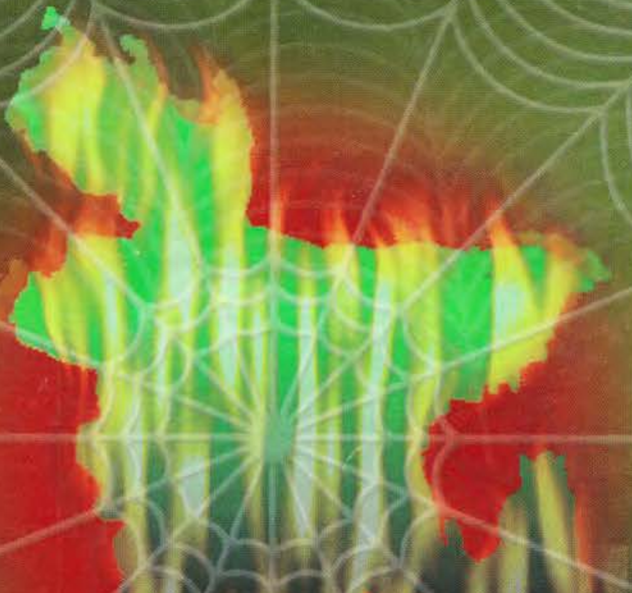

ষড়যন্ত্রের বিস্তৃত জালে আচ্ছন্ন বাংলাদেশ,
বিপর্যস্ত স্বাধীনতা, আতঙ্কিত মুসলিম জনগোষ্ঠী

প্রশ্নোত্তর

??????????

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/১)ঃ আত্মহত্যাকারীর জন্য দান-খয়রাত ও দো'আ করা যায় কি? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আফযাল
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ আত্মহত্যাকারীর জন্য দান-খয়রাত ও দো'আ করা যায়। কারণ আত্মহত্যা করা জঘন্য অপরাধ হ'লেও এর দরুন সে কাফের হয়ে যায় না, বরং মুসলমানই থাকে। আর যেকোন মুসলমানের জন্য দান-খয়রাত ও দো'আ করা যায়। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মদীনায় হিজরত করেন, তখন তুফায়েল বিন আমরের সঙ্গে অন্য আরেকজন লোকও হিজরত করে। মদীনার আবহাওয়া অনুকূলে না হওয়ায় অসহ্য হয়ে লোকটি স্বীয় হাতের আঙ্গুল সমূহের গিরা কেটে ফেলে। ফলে রক্ত প্রবাহিত হয়ে সে মৃত্যুবরণ করে। তারপর তুফায়েল বিন আমর একদিন স্বপ্নযোগে লোকটিকে খুব ভাল অবস্থায় দেখেন। কিন্তু তার হাত দু'খানা ছিল আবৃত। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার হাত দু'টি আবৃত কেন? তখন সে জবাবে বলল, মদীনায় হিজরত করার কারণে মহান আল্লাহ হাত দু'টি ছাড়া আমার সবকিছুই ক্ষমা করে দিয়েছেন। অতঃপর তুফায়েল স্বপ্নের ঘটনা নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে খুলে বললে তিনি আল্লাহর নিকট দো'আ করেন। ফলে তার হাত দু'টিও ভাল হয়ে যায় *(মুসলিম ১/৭২ পৃঃ, 'আত্মহত্যাকারী কাফের না হওয়া' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কেউ আত্মহত্যা করলে চিরস্থায়ীভাবে সে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে'। মুসলিম শরীফের ভাষ্যকার উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, (১) এখানে خالداً مخلداً -এর মর্ম হ'ল সুদীর্ঘকাল ও অধিককাল, চিরস্থায়ী নয়। অর্থাৎ দীর্ঘকাল সে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে এবং পরে জান্নাতে যাবে (২) চিরস্থায়ী শাস্তি ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যে আত্মহত্যাকে হালাল বলে বিশ্বাস করে। এরূপ বিশ্বাস করার কারণে সে কাফের হয়ে যাবে। আর কাফের নিঃসন্দেহে চিরস্থায়ী জাহান্নামী। অতএব উভয় হাদীছের মধ্যে কোন বিরোধ নেই *(মুসলিম, ১/৭২ ও ৭৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২/২)ঃ মাসিক আত-তাহরীক জুলাই '০৫ সংখ্যায় বলা হয়েছে, নানীর মৃত্যুর পূর্বে মাতা মৃত্যুবরণ করলে নানীর সম্পদ থেকে নাতি-নাতনী বঞ্চিত হবে। কিন্তু জনৈক আইনজীবি ১৯৬১ সালে আইয়ুব খান কর্তৃক প্রণীত মুসলিম ফারায়েয আইন অনুযায়ী নাতি-নাতনীকে অংশ দানের সিদ্ধান্ত প্রদান করেন। এ বিষয়ে সঠিক ফায়ছালা দানে বাধিত করবেন।

-সুলতান মাহমূদ
মধ্যপাড়া, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খান কর্তৃক প্রণীত মুসলিম ফারায়েয আইনের এ বিষয়টি ছিল ভ্রান্তিপূর্ণ। যা বর্তমান কোর্ট-কাচারীতে বহাল রয়েছে। আর আইনজীবি সেই মোতাবেক ফায়ছালা প্রদান করেছেন। যা কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক নয়। আল্লাহ তা'আলা মীরাছ বন্টনের বিধি-বিধান নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাতে দাদা-দাদী, নানা-নানীর মৃত্যুর পূর্বে তাদের ছেলে-মেয়ে মৃত্যুবরণ করলে, আল্লাহ তা'আলা নাতি-নাতনীর জন্য কোন মীরাছ বন্টন করেননি *(বিস্তারিত দ্রঃ সূরা নিসা ১০-১২)*।

উল্লেখ্য যে, এমতাবস্থায় সম্পদের মালিক বঞ্চিতদের জন্য অছিয়ত স্বরূপ সম্পূর্ণ সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ বা তার কম দান করে দিতে পারে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০৭১)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩)ঃ মুছল্লীর সামনে দিয়ে কেউ অতিক্রম করতে লাগলে হাত উঁচু করে বাধা দিতে হবে, না মানলে শয়তান মনে করে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে। এ কথা কি দলীল ভিত্তিক? এতে কি ছালাতের ক্ষতি হবে না?

- এম,এম, এ, হালীম
কে,এম,এস, ৬ কেডি ঘোষ রোড, খুলনা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। মুছল্লীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা অতীব গোনাহের কাজ। তার কর্তব্য হ'ল অতিক্রমকারীকে প্রথমে বাধা দেওয়া, অমান্য করলে শক্তি প্রয়োগ করা এবং শয়তান বলে অভিহিত করা *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭৭ 'সুতরা' অনুচ্ছেদ)*। যেহেতু এরূপ করা সরাসরি শরী'আতেরই নির্দেশ তাই ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। উল্লেখ্য যে, মুক্তাদীর সম্মুখ দিয়ে প্রয়োজনে অতিক্রম করতে পারে, তবে ইমামের সম্মুখ দিয়ে নয় *(নায়লুল আওত্বার ৩/২৬৯ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৯২ 'সুতরা' অধ্যায়)*। এজন্য ইমাম বুখারী (রহঃ) অধ্যায় রচনা করেছেন যে, ইমামের সুতরা মুক্তাদীর জন্য সুতরা হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুক্তাদীদের জন্য পৃথক কোন সুতরার কথা বলেননি *(ইরওয়াউল গালীল, হা/৫০৪)*।

প্রশ্নঃ (৪/৪)ঃ যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে কোন্ কোন্ দিনে ছিয়াম পালন করা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?

-মুহাম্মাদ আবু তাহের
থাওইপাড়া, আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ যিলহজ্জের প্রথম দশকের সব দিনেই ছিয়াম পালন করার বিষয়টি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। তবে আরাফার

দিন ছিয়াম পালন করা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নফল ছিয়ামের মধ্যে অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আরাফার দিন ছিয়াম পালন করলে সামনের এবং পিছনের দুই বছরের গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করবেন বলে আমি আশা পোষণ করি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪, 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যিলহজ্জের প্রথম ৯ দিনের ছিয়াম কখনো ছাড়তেন না *(ছহীহ নাসাঈ, হা/২৪১৬; মিশকাত হা/২০৭০ 'নফল ছিয়াম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৫/৫)ঃ সহোদরা দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা কি জায়েয? কোন ইমাম এরূপ করলে তার পিছনে ছালাত বৈধ হবে কি?

-রিযওয়ানুর রহমান
লালবাগান, রাজশাহী।

উত্তরঃ সহোদরা হোক, বৈমাত্রেয় হোক কিংবা বৈপিত্রেয় হোক দু'বোনকে একত্রে বিবাহ করা হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের উপর দু'বোনকে একত্রে বিবাহ করা হারাম করা হয়েছে' *(নিসা ২৩)*। ইমাম যদি বৈধ মনে করে এই জঘন্য কর্ম ঘটায় তবে সে কাফের বলে গণ্য হবে। আর না জেনে করলে সে মারাত্মক অপরাধী হবে এবং অবগতির সাথে সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে তওবা করে উক্ত কাজ থেকে ফিরে না আসবে ততক্ষণ ইমামতির দায়িত্ব থেকে পৃথক রাখতে হবে।

প্রশ্নঃ (৬/৬)ঃ হিন্দুদের তৈরী মিষ্টি ক্রয় করে খাওয়া যাবে কি?

-শাহীদা খাতুন
মাধনগর, নাটোর।

উত্তরঃ অমুসলিমদের প্রস্তুতকৃত খাবার হারাম নয়। বরং তাদের যবেহকৃত জন্তু হারাম। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে সেসব জন্তু, যা আল্লাহর ছাড়া অন্যের নামে যবেহ করা হয়' *(মায়েদাহ ৩; ফাতাওয়া সাত্তারীয়া, পৃঃ ৮২)*।

প্রশ্নঃ (৭/৭)ঃ ছালাত-ছিয়াম আদায় করে না এমন গরীব লোকদের বাড়ীতে টিভি, ভিসিআর ও সিডি থাকলে তাদেরকে বায়তুল মালের অংশ দেওয়া যাবে কি?

-আব্দুর রহমান
রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ এ সমস্ত লোকদেরকে গরীব আখ্যায়িত করাই ভুল। এদেরকে সহযোগিতা করার অর্থই হ'ল পাপের কাজে সহযোগিতা করা। আর পাপ কাজে সহযোগিতা করার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ২)*। ইবনুল আরাবী (রহঃ) বলেন, গোনাহগার ব্যক্তিকে বায়তুল মাল দেয়াতে কোন মতভেদ নেই। তবে ইসলামের রুকন সমূহ অর্থাৎ ছালাত-ছিয়াম ইত্যাদি পরিত্যাগ করলে তওবা না করা পর্যন্ত তাকে বায়তুল মাল দেয়া যাবে না *(তাফসীরে কুরতুবী, ২/২১৯ পৃঃ)*।

এছাড়া উক্ত ব্যক্তি যদি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয় তাহ'লে বায়তুল মাল তার জন্য হালাল নয়। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ধনী ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তির জন্য যাকাত হালাল নয়' *(তিরমিযী, আবুদাউদ, দারেমী, মিশকাত হা/১৮৩০, 'যার জন্য যাকাত হালাল নয়' অনুচ্ছেদ; ছহীহ আবুদাউদ হা/১৬৩৪)*।

প্রশ্নঃ (৮/৮)ঃ জনৈক ব্যক্তি আগামী রামাযানে ৪০০/৫০০ ছায়েমকে ইফতার করাবেন বলে নিয়ত করেছেন। এরূপ নিয়ত করা কি শরী'আত সম্মত?

-ডাঃ আব্বাস সরকার
বেড়ের বাড়ী, বগুড়া।

উত্তরঃ এমন নিয়ত করা শরী'আত সম্মত। কারণ কোন ব্যক্তি যদি ছওয়াবের উদ্দেশ্যে ছিয়াম পালনকারীকে ইফতার করায় তাহ'লে সে তার ছওয়াব অবশ্যই পাবে। যায়েদ ইবনু খালেদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন ছায়েমকে ইফতার করাবে তার জন্য ঐ ব্যক্তির অনুরূপ ছওয়াব রয়েছে' *(বায়হাক্বী, মিশকাত সনদ ছহীহ, হা/১৯৯২, 'সাহারী ও ইফতার' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৯/৯)ঃ ফিৎরার টাকা এক স্থানে জমা করা এবং ঈদের ছালাত পর বন্টন করা কি শরী'আত সম্মত?

-শফীকুর রহমান
মৈশালা, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতিই শরী'আত সম্মত পদ্ধতি। নিজে ফিৎরা বন্টন না করে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বেই সমাজের প্রধানের নিকট জমা করা যরূরী *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৯০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের মাঠে যাওয়ার পূর্বে ছাদাক্বাতুল ফিতর জমা করার নির্দেশ দিতেন *(বুখারী হা/১৫০৯, ১/৪৬৭ পৃঃ)*। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (ছাঃ) তার ফিৎরা সরদারের নিকট ঈদের এক বা দুই দিন পূর্বেই জমা করতেন' *(মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৫৫, ১/২৮৫ পৃঃ 'যাকাত' অধ্যায়)*।

উল্লেখ্য, টাকা দ্বারা ফিৎরা আদায়ের রীতি ইসলামের সোনালী যুগে ছিল না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাঁর ছাহাবায়ে কেরাম টাকা দ্বারা ফিৎরা আদায় করেছেন মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতএব প্রধান খাদ্যদ্রব্য হ'তে মাথা পিছু এক ছা' ছাদক্বাতুল ফিৎর আদায় করতে হবে। এটাই শরী'আত সম্মত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮১৫ ও ১৮১৬)*।

প্রশ্নঃ (১০/১০)ঃ মাসিক আত-তাহরীক মে '০৪ সংখ্যায় (১৭/২৯৭) প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে, কে আদম (আঃ)-এর বিবাহ পড়িয়েছিলেন এ মর্মে ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। কিন্তু ডঃ মুজীবর রহমান কর্তৃক অনুদিত তাফসীরে ইবনু কাছীরে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাঁর বিবাহ পড়িয়েছিলেন। সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুস সালাম
মুহাম্মাদপুর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ তাফসীরে ইবনে কাছীরে বর্ণিত ঘটনাটি ইসরাঈলী বর্ণনা। যা নির্ভরযোগ্য কোন সূত্র দ্বারা প্রমাণিত নয়। সুতরাং 'আত-তাহরীক'-এর ফৎওয়াই সঠিক।

প্রশ্নঃ (১১/১১)ঃ অসুখের কারণে ব্যাঙ খাওয়া কি শরী'আত সম্মত?

-মুযাফফর আহমাদ
আলাদীপুর, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ ব্যাঙ হত্যা করে ঔষধ তৈরী করা শরী'আত সম্মত নয়। আব্দুর রহমান বিন ওছমান (রাঃ) বলেন, একজন ডাক্তার ব্যাঙ দ্বারা ঔষধ তৈরী করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি ব্যাঙ হত্যা করতে নিষেধ করেন *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৫২৬৯ 'ব্যাঙ হত্যা করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১২/১২)ঃ বাদ ফজর সূরা ইয়াসীন এবং বাদ এশা সূরা আম্বিয়া পড়ার ব্যাপারে কোন ছহীহ হাদীছ আছে কি?

-সাইফুল ইসলাম
নতুন কাশিয়াডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ উক্ত নিয়মে সূরা ইয়াসীন ও আম্বিয়া পড়ার ব্যাপারে কোন ছহীহ কিংবা যঈফ হাদীছও পাওয়া যায় না। তবে এমনিতেই যেকোন স্থান থেকে কুরআন তেলাওয়াতকারীর জন্য এক বিশেষ নেকী রয়েছে *(সিলসিলা ছহীহ হা/২২৪০/৩০০৩)*।

প্রশ্নঃ (১৩/১৩)ঃ ফরয ছালাতের জন্য ইক্বামত দেওয়া কি শর্ত? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-এম.এ. ইউসুফ সালাফী
নিজপাড়া, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ফরয ছালাতে ইক্বামত দেয়া শর্ত নয়। বরং এটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। তবে অনেকে ফরযে কিফায়াও বলেছেন *(শায়খ বিন বায, ফাতাওয়া মুহিম্মাহ, প্রশ্ন নং ২১, পৃঃ ৩৩; শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-আরেফী, আল-মুখীদ ফি তাকবীরি আহকামিল আযান, পৃঃ ১৭, প্রশ্ন নং ১ ও ২)*।

প্রশ্নঃ (১৪/১৪)ঃ সদ্য বিবাহিত জনৈক ব্যক্তিকে তার স্ত্রী এক মাস পর তালাক্ব দেয়। অতঃপর দু'মাস ৩ দিন পর অন্যত্র তার বিয়ে হয়েছে। এ বিয়ে কি বৈধ হয়?

-মুহাম্মাদ নাজমুল ইসলাম
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ শরী'আতে স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে তালাক্ব দেওয়ার কোন বিধান নেই। তবে স্ত্রী কাযী বা শালিশের মাধ্যমে প্রাপ্ত মোহরানা স্বামীকে ফেরত দিয়ে 'খোলা তালাক্ব' নিতে পারে *(মুওয়াত্ত্বা, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩২৭৪)*। প্রশ্নোল্লিখিত তালাকটি যদি খোলা না হয়ে থাকে তবে স্ত্রীর পরবর্তী বিবাহ বৈধ হয়নি।

প্রশ্নঃ (১৫/১৫)ঃ জনৈক বক্তা বলেন, মালাকুল মঊত মুমিনের জান এমনভাবে কবয করবেন যেমন শিশু মায়ের কোলে দুধ খেতে খেতে ঘুমিয়ে যায়। এ বক্তব্য কি সঠিক?

-নাছীরুদ্দীন
পুরাতন সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কথাটি এমন নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মালাকুল মঊত মুমিনের মাথার পাসে বসে বলেন, 'হে প্রশান্ত আত্মা তুমি আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে বের হয়ে এসো'। তখন আত্মা এমনভাবে বের হয়ে আসে যেমন কলস হ'তে পানির ফোঁটা বের হয়ে আসে' *(আহমাদ, মিশকাত হা/১৬৩০)*।

প্রশ্নঃ (১৬/১৬)ঃ একটি ইসলামিয়াত বইয়ে দেখলাম, ছালাতের ফরয, আহকাম, আরকান ১৩টি, ওয়াজিব ১৪টি, সুন্নাত ১৮টি এবং মুস্তাহাব ১৮টি। এগুলি কি ঠিক?

-মুজাহিদুল ইসলাম
নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ ছালাতের বিভিন্ন নিয়ম-কানুনকে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ইত্যাদিতে বিভক্ত করা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। কাজেই উক্ত বিভাজন সঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (১৭/১৭)ঃ ইক্বামত দেওয়ার সময় মুয়াযযিনকে কোন নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াতে হবে মর্মে বাধ্যবাধকতা আছে কি? কেউ কেউ বলেন, ঠিক ইমামের পিছনে ১ম কাতারে দাঁড়াতে হবে। এটা কি হাদীছ সম্মত?

-হানযালা
দুর্গাপুর, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ ইক্বামত সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ সমূহে মুয়াযযিনের দাঁড়ানোর ব্যাপারে কোন নির্দিষ্ট স্থানের কথা উল্লেখ নেই। সুবিধামত ১ম কাতারের ডানে-বামে, ইমামের পিছনে বা যে কোন কাতারে দাঁড়িয়ে ইক্বামত দিবেন। হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হবে তখন আমাকে বের হয়ে আসতে না দেখে তোমরা দাঁড়াবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮৫)*।

প্রশ্নঃ (১৮/১৮)ঃ একটি মসজিদের দু'টি অংশ। এক অংশে রেজিষ্ট্রিকৃত আর বাকী অংশ রেজিষ্ট্রি বিহীন। এমন মসজিদে ছালাত হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
নবীনগর, খুলনা।

উত্তরঃ মসজিদের জন্য জমি ওয়াক্বফ হওয়া যরূরী। বাকী অংশটুকুও দাতাকে দ্রুত রেজিষ্ট্রি করে দেয়া উচিত। তবে রেজিষ্ট্রিবিহীন জমিতেও ছালাত শুদ্ধ হবে। কারণ ওয়াক্বফ হওয়ার জন্য মৌখিক স্বীকৃতিও যথেষ্ট। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'গোসলখানা ও কবরস্থান ব্যতীত সমস্ত যমীন মসজিদ' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, দারেমী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৭৩৭ 'ছালাতের স্থান ও মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩১)*। সুতরাং ছালাত আদায় করায় দাতার আপত্তি

না থাকলে সেখানে ছালাত আদায় করাতে শারঈ কোন বাধা নেই।

প্রশ্নঃ (১৯/১৯)ঃ জনৈক আলেম বলেছেন, যেনার কথা দু'একজন জানলে যেনাকার ও যেনাকারিণী আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করে দিবেন। কিন্তু বেশী লোক জানলে ক্ষমা করবেন না। এ ফৎওয়া কি সঠিক?

-মুহাম্মাদ যাইদুর রহমান
পশ্চিম দোমার পাল, কালাইবাড়ী
পোরশা, নওগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলার ক্ষমা কারো জানা-অজানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তবে বিবাহিতদের মাধ্যমে সংঘটিত এ ধরণের অপকর্ম সম্পর্কে ৪ জন সাক্ষ্য দিলে যেনাকার ও যেনাকারিণীর উপর হদ্দ তথা 'রজম' কায়েম হবে। আর বাস্তবায়ন করবে দেশের সরকার *(নিসা ১৫; বাক্বারাহ ২৮৬)*। এছাড়া সাক্ষী চার জনের কম হ'লে এবং তারা নিজেরা প্রকাশ না করলে হদ্দ কায়েম হবে না *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৫৬৫ পৃঃ)*। আর অবিবাহিত পুরুষ বা নারী যেনা করলে স্বীকারোক্তি বা চার জন সাক্ষীর মাধ্যমে প্রমাণিত হ'লে প্রত্যেককে ১০০ বেত্রাঘাত করতে হবে *(নূর ২)*। তবে এই জঘন্য অপরাধ প্রকাশ না পেলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২০/২০)ঃ বিভিন্ন জায়গায় লেখা দেখা যায়, 'নবী করীম (ছাঃ) নিজ হাতে গাছ লাগিয়েছেন'। এটা কি সঠিক?

-আব্দুল্লাহ
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত কথাটি বিভিন্ন জায়গায় লিখে সরকারীভাবে প্রচার করা হ'লেও এটি হাদীছ নয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গাছ লাগানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, 'যেকোন মুসলিম ব্যক্তি যদি কোন গাছ লাগায় অথবা শস্য উৎপাদন করে অতঃপর সে শস্য বা গাছ মানুষ, পশুপাখি ও চতুষ্পদ জন্তু ভক্ষণ করে তবে তা ঐ ব্যক্তির জন্য ছাদাক্বা হবে' *(বুখারী, মুসলিম হা/১৯০০)*। সুতরাং সরকার গাছ লাগানোর জন্য যে উৎসাহ দিচ্ছে সেক্ষেত্রে আমাদের সকলকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করা এবং বেশী বেশী গাছ লাগানো উচিত।

প্রশ্নঃ (২১/২১)ঃ দুই বছর বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পর অন্যের দুধ পান করলে সে কি দুধ সন্তান হিসাবে গণ্য হবে?

-আব্দুল্লাহ আল-হাদী
পাঁচরুখী, আড়াই হাযার, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ দুই বছর বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পর অন্যের দুধ পান করলে সে দুধ সন্তান হিসাবে গণ্য হবে না *(বাক্বারাহ ২৩৩; নিসা ২৩)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) তাঁর নিকট গেলেন, এমতাবস্থায় সেখানে একজন লোক ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অপসন্দ করলে আয়েশা (রাঃ) বলেন, এই লোকটি আমার দুধ ভাই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, দেখ তোমাদের ভাই কারাঃ দুধের মাধ্যমে ক্ষুধা নিবারণ করার সময়কাল পর্যন্ত দুধ খাওয়ালে দুধ ভাই সাব্যস্ত হয়। অর্থাৎ দু'বছর বয়সের মধ্যে দুধ পান করলে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩১৬৮; বঙ্গানুবাদ মেশকাত হা/৩০৩১ 'বিবাহ' অধ্যায়; বুলূগুল মারাম তাহক্বীকঃ মুবারাকপুরী হা/১১২৭)*। অতএব দু'বছর বয়স অতিক্রান্ত হওয়ার পর দুধ পান করলে সে দুধ সন্তান সাব্যস্ত হবে না *(দ্রঃ আত-তাহরীক জুলাই ২০০৪ প্রশ্নোত্তর নং ২০/৩৮০)*।

প্রশ্নঃ (২২/২২)ঃ অন্যায়ভাবে কারো জমি বা টাকা আত্মসাৎ করে মারা গেলে এবং তার ওয়ারিছগণ তা ফেরত দিলে মৃত ব্যক্তি মুক্তি পাবে কি?

-মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান
কুড়াহার, তায়ের পুকুর, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ আত্মসাৎ নিঃসন্দেহে গর্হিত অপরাধ। এটি বান্দার হক, যা আল্লাহ্র ক্ষমা করা বিষয় নয়। তাই মৃত্যুর পূর্বেই আত্মসাৎকৃত সম্পদ ফিরিয়ে দেওয়া আবশ্যক ছিল' *(বুখারী, মুসলিমস, মিশকাত হা/৫১২৬-২৭)*। এক্ষণে মৃত ব্যক্তির ওয়ারিছগণ উক্ত সম্পদ ফিরিয়ে দিয়ে ঐ ব্যক্তির পক্ষ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিলে ক্ষমা হ'তে পারে।

প্রশ্নঃ (২৩/২৩)ঃ মৃত ব্যক্তিকে দূরদূরান্ত থেকে নিজ বাড়ীতে নিয়ে এসে কবর দেওয়া যাবে কি?

-মুজীবুর রহমান
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ যেখানে মানুষ মারা যায় সেখানেই দাফন করা ভাল। কারণ গোটা পৃথিবীর মাটি সমান। আয়েশা (রাঃ) তার ভাই আব্দুর রহমান-এর কবরকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, আল্লাহ্র কসম! যদি আমি আপনার মৃত্যুকালে উপস্থিত থাকতাম, তাহ'লে আপনি যেখানে ইন্তেকাল করেছেন সেখানেই দাফন করতাম *(তিরমিযী, মিশকাত, হাদীছ ছহীহ হা/১৭১৮)*। তবে বিশেষ প্রয়োজনে দূর দূরান্ত থেকে নিজ বাড়ীতে এনেও দাফন করা যায় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ)*।

প্রশ্নঃ (২৪/২৪)ঃ জনৈক ব্যক্তি একটি ইটের ভাটা তৈরী করেন এবং পার্শ্বে একটি মসজিদও নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে তিনি ভাটা বন্ধ করে দেন এবং মসজিদটি ভেঙ্গে দিয়ে সেখানে গাছ লাগান। এজন্য ঐ ব্যক্তি কি অপরাধী হবে?

-ডাঃ আব্দুল আলীম
স্বরূপ নগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ অস্থায়ীভাবে ছালাত আদায় করার জন্য মসজিদ নির্মাণ করলে এবং পরবর্তীতে ভেঙ্গে ফেললে কোন পাপ হবে না। তবে মসজিদ নির্মাণের জন্য যদি কেউ জমি ওয়াকফ করে থাকে এবং শারঈ কারণবশত মসজিদ ভাঙ্গতে হয়, তাহ'লে তার অর্থ অন্য মসজিদের প্রয়োজনে ব্যয় করতে হবে অথবা মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দিতে হবে *(ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ, ৩১/২১৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৫/২৫)ঃ জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীর আপন ভাতিজিকে বিয়ে করার পর জানতে পারে যে, এ কাজ ঠিক হয়নি। এক্ষণে তার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনেচ্ছুক
কুমারগাতী, হাজীপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ ফুফু-ভাতিজিকে এবং খালা-ভাগ্নিকে একত্রে বিবাহ করা হারাম। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কোন নারীকে তার ফুফুর সাথে (বিবাহ বন্ধনে) একত্র করা যাবে না। আর না কোন নারীকে তার খালার সাথে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩১৬০; বাংলা মিশকাত হা/৩০২৫ 'যাদেরকে বিবাহ করা হারাম' অনুচ্ছেদ)।*

সুতরাং প্রশ্নকারী ব্যক্তি যদি একত্রে বিবাহ করে থাকে তবে তাদের বিবাহ হয়নি। এমনিতেই তাদের বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর এই হারাম কাজ করার জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ্র নিকটে খালেছ অন্তরে তওবা করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৬/২৬)ঃ আজওয়া খেজুর কি? মদীনায় এর মূল্য প্রতি কেজি ১২০ রিয়াল। মূল্য এত বেশী হওয়ার কারণ কি?

-আলহাজ্জ ওবায়দুল্লাহ
নারিন্দা বাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ 'আজওয়া' সবচেয়ে উন্নতমানের খেজুর। যা মদীনার উঁচু ভূমিতে উৎপাদিত হয়। এই খেজুরের রং কালো এবং ছোট আকৃতির। এর মাধ্যমে রোগ নিরাময় হয় এবং এটা বিষের প্রতিষেধক। যার কারণে এই খেজুরের চাহিদাও বেশী, দামও বেশী।

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মদীনার উঁচু ভূমির 'আজওয়া' খেজুরের মধ্যে রোগের প্রতিষেধক রয়েছে। আর রয়েছে ভোরে (খাওয়া) বিষের প্রতিষেধক' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৯১; বাংলা মিশকাত হা/৪০০৯ 'খাদ্য' অধ্যায়)।* অন্য হাদীছে রয়েছে 'যে ব্যক্তি সকালে ৭টি আজওয়া খেজুর খাবে সেদিন বিষ এবং যাদু তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১৯০)।*

প্রশ্নঃ (২৭/২৭)ঃ রাতে ঘুমানোর সময় চেরাগ বা বাতি নিভিয়ে ঘুমাতে বলার কারণ কি?

-নাঈমা আখতার
হাটপাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ শরী'আতে আগুনকে মানুষের শত্রু বলা হয়েছে। তাছাড়া শয়তানও ঘরে আগুন লাগিয়ে দিতে পারে মর্মে বাতি নিভিয়ে ঘুমাতে বলা হয়েছে। আবু মূসা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাতের বেলায় মদীনার একখানা ঘর পুড়ে যায়। বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জানানো হ'লে তিনি বলেন, 'এ আগুন তোমাদের দুশমন। অতএব তোমরা যখন রাতে ঘুমাবে তখন উহা নিভিয়ে দিবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩০১; বাংলা মেশকাত হা/৪১১২)।* অন্যত্র তিনি বলেন, 'কেননা শয়তান এ জাতীয় অনিষ্টকর বস্তুকে উদ্বুদ্ধ করে, ফলে তারা তোমাদের (ঘরে) আগুন ধরিয়ে দেয়' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩০৩ বাংলা মিশকাত হা/৪১১৪)।*

প্রশ্নঃ (২৮/২৮)ঃ আরব দেশ সমূহের মধ্যে সিরিয়া নাকি আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক পসন্দনীয়। একথার সত্যতা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ আশরাফ
বেলকুড়ি, মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য একটি ছহীহ হাদীছের অংশবিশেষ। ইবনু হাওয়ালা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'অচিরেই অবস্থা এমন হবে যে, তোমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একদল সিরিয়ায়, আরেক দল ইয়ামনে এবং আরেক দল ইরাকে যাবে। ইবনু হাওয়ালা বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি যদি সে যুগ পাই, তাহ'লে আমি কোন দলের সাথে থাকব তা আপনি মনোনীত করে দিন। তিনি বললেন, তুমি সিরিয়াকে গ্রহণ করবে। কারণ সিরিয়া হ'ল আল্লাহ্র পসন্দনীয় যমীন। শেষ যামানায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর নেক ও পূণ্যবান ব্যক্তিদেরকে সেখানে সমবেত করবেন। যদি তোমরা তথায় যেতে না চাও, তাহ'লে ইয়ামনে চলে যাবে এবং তোমাদের (গবাদি পশুকে) নিজেদের হাউস হ'তে পানি পান করাবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা আমার অসীলায় সিরিয়া এবং সিরিয়াবাসীর জন্য যিম্মাদার হয়ে গেছেন। ফলে উহার বাসিন্দারা কুফরের অনিষ্ট এবং ফিৎনা-ফাসাদ হ'তে নিরাপদে থাকবে' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৬২৭৬; বাংলা মিশকাত হা/৬০১৬)।*

প্রশ্নঃ (২৯/২৯)ঃ ওমর (রাঃ) তাঁর বোন ও ভগ্নিপতিকে মারার জন্য গিয়েছিলেন, কিন্তু তাদের কুরআন তেলাওয়াত শোনার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এ ঘটনার সত্যতা জানতে চাই।

-আমীমুল ইহসান
কদম হাজীর মোড়, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত ঘটনাটি সমাজে প্রচলিত থাকলেও এর নির্ভরযোগ্য কোন ভিত্তি নেই। তবে সঠিক ঘটনা হ'ল, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুই বিত্তবান ও প্রভাবশালীর মধ্যে যে কোন একজনের ইসলাম গ্রহণের জন্য আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করেছিলেন, যার ফলে পরের দিন ওমর (রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) এই মর্মে দো'আ করেছিলেন, 'হে আল্লাহ! আবু জাহল ইবনু হিশাম অথবা ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব দ্বারা তুমি ইসলামকে শক্তিশালী কর। আল্লাহ তাঁর দো'আ কবুল করলে পরদিন ভোরে ওমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর মসজিদুল হারামে প্রকাশ্যে ছালাত আদায় করেন *(আহমাদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৬০৪৫; বাংলা মিশকাত হা/৫৭৮৯ 'ওমর (রাঃ)-এর ফযীলত' অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (৩০/৩০)ঃ ছিয়াম অবস্থায় দিনের বেলা ঘুমালে, স্বপ্নে কিছু খেলে বা স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়াম মাকরূহ হবে কি?

-আব্দুল্লাহ
এনসিওস একাডেমী
বগুড়া সেনানিবাস।

উত্তরঃ ছিয়াম অবস্থায় ঘুমালে, ঘুমের মধ্যে খেলে কিংবা স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়াম মাকরূহ হবে না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ)-এর ছিয়াম অবস্থায় ফজর হয়ে যায়। তারপর গোসল করেন এবং ছিয়াম পালন করেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০০১)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩১)ঃ শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম কি একাধারে রাখতে হবে? না মাঝে মধ্যে রাখলেও চলবে? ছয়টি ছিয়ামের ফযীলত জানতে চাই।

-আব্দুছ ছামাদ
নওদাপাড়া মাদরাসা
রাজশাহী।

উত্তরঃ রামাযানের পর পরই শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম ধারাবাহিকভাবে রাখা ভাল। তবে কেউ যদি মাঝে মধ্যে ছিয়াম রাখে তাতে কোন দোষ নেই। যেভাবেই হৌক শাওয়াল মাসে রাখলেই চলবে। উক্ত ছিয়ামের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ،

'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন শেষ করে শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৭ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*।

অন্য হাদীছে এক বছরের হিসাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এভাবে দিয়েছেন যে, 'রামাযানের একমাস ছিয়াম (১০ গুণ নেকী ধরলে) ১০ মাসের সমান এবং (শাওয়ালের) ছয়টি ছিয়াম দু'মাসের সমান' *(বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, ইরওয়া ৪/১০৭ পৃঃ হা/৯৫০-এর আলোচনা)*।

উক্ত হাদীছের তাৎপর্য হচ্ছে- রামাযানের ছিয়াম পালন করে শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম পালন করলে সারা বছরের ছিয়াম পালনের নেকী পাওয়া যায়।

প্রশ্নঃ (৩২/৩২)ঃ ছেলে-মেয়ে বা যেকোন ব্যক্তিকে দেখানোর উদ্দেশ্যে মৃতকে একদিন, দুই দিন দাফন করা হয় না। এটা কি জায়েয?

-সুমন
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি দাফন করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন এবং দেরী করা উভয়ের জন্য ক্ষতিকর বলে উল্লেখ করেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মুর্দাকে দাফন করার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি কর। কারণ সে যদি ভাল হয় তাহ'লে তাকে কল্যাণে পৌঁছে দিলে। আর যদি খারাপ না হয়, তাহ'লে তোমরা খারাপ ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি কাঁধ হ'তে রেখে দিলে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৪৬)*। অন্য এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মৃত ব্যক্তি যদি গুনাহগার হয় আর তাকে তাড়াতাড়ি দাফন করা হয়, তাহ'লে সকল মানুষ, দেশ, বৃক্ষরাজী ও পশুপাখি শান্তি লাভ করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬০৩)*। তবে একান্ত প্রয়োজনে সাময়িক বিলম্ব করা যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৩)ঃ সূরা বাক্বারাহ ১০২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আযীযুল হক্ব
সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া
গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ আয়াতের অর্থঃ 'তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফরী করেনি, শয়তানরাই কুফরী করেছিল। তারা মানুষকে যাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারূত ও মারূত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়েই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য। কাজেই তুমি কাফের হয়ো না ....'।

সংক্ষিপ্ত ঘটনা হ'ল- ঐ সময় ইরাকের বাবেল বা ব্যবিলন শহর জাদু বিদ্যায় প্রসিদ্ধ ছিল। সুলায়মানের বিশাল ক্ষমতাকে শয়তান ও দুষ্ট লোকেরা উক্ত জাদু বিদ্যার ফল বলে রটনা করত। তখন নবুঅত ও জাদুর মধ্যে পার্থক্য বুঝানোর জন্য আল্লাহ হারূত ও মারূত নামক দু'জন ফেরেশতাকে সেখানে শিক্ষক হিসাবে মানুষের রূপ ধারণ করে পাঠান। তারা মানুষকে জাদু বিদ্যার অনিষ্টকারিতা ও নবুঅতের কল্যাণ বিধান সম্পর্কে বুঝাতে থাকেন। কিন্তু লোকেরা অকল্যাণকর বিষয়গুলিই শিখতে চাইত। যা কুরআনের উক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন তাফসীরে যেমন বলা হয়ে থাকে যে, আল্লাহ তাদেরকে পরীক্ষা স্বরূপ মানুষ হিসাবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন। পরে তারা মানুষের ন্যায় মহাপাপে লিপ্ত হয়। তখন শাস্তি স্বরূপ তাদের পায়ে বেড়ী দিয়ে বাবেল শহরে একটি পাহাড়ের গুহার মধ্যে আটকিয়ে রাখা হয়।

যারা সেখানে ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবস্থান করবে। আর যে সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে তারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছিল, সে মেয়েটি আসমানে 'যোহরা' তারকা হিসাবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঝুলন্ত থাকবে। এগুলি সব তাফসীরের নামে উদ্ভট গল্প, যা সুলায়মানের শত্রু ইহুদী-নাছারাদের তৈরী কল্প-কাহিনী মাত্র *(তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২১১-১২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৪)ঃ ওহোদ যুদ্ধে ফেরেশতারা কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সাহায্য করেছিলেন?

- আব্দুল খাবীর
দাউদপুর রোড
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ওহোদ যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রক্ষার জন্য দু'জন ফেরেশতা লড়াই করেছিলেন। সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, ওহোদ যুদ্ধের দিন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ডানে ও বামে সাদা পোশাক পরিহিত দু'জন লোককে দেখলাম তারা তাঁর (রাসূলুল্লাহ্‌র) প্রতিরক্ষার জন্য প্রচণ্ডভাবে লড়াই করছিলেন। ঐ দু'জনকে আমি পূর্বে কোন দিন দেখিনি পরেও কোন দিন দেখিনি। তাঁরা ছিলেন জিবরীল ও মীকাঈল (আঃ) *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৭৫; বাংলা মিশকাত হা/৫৬২৫ 'মু'জেযার বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৫)ঃ অনেক আলেম রামাযানের প্রথম ১০ দিন রহমত, দ্বিতীয় ১০ দিন মাগফেরাত এবং শেষ ১০ দিন নাজাতের বলে রামাযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করে থাকেন। এরূপ করা কি ঠিক?

-আব্দুল্লাহ
বৃ-কুষ্টিয়া, বি-ব্লক, বগুড়া।

উত্তরঃ এভাবে ভাগ করা ঠিক নয়। এভাবে ভাগ করলে ছহীহ হাদীছের বিরোধিতা করা হয়। কারণ ছহীহ হাদীছে সম্পূর্ণ রামাযানকে রহমত বলা হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৬)*। পক্ষান্তরে তিন ভাগের প্রমাণে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে তা নিতান্তই যঈফ *(মিশকাত হা/১৯৬৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৬)ঃ জনৈক ফকীর বা যাদুকর একটি কবর হ'তে লাশের মাথা কেটে নিয়েছে। তার বিচার কি হবে?

-মুযাফফর
সঠিবাড়ী, রংপুর।

উত্তরঃ এমন ব্যক্তি তেমনি গুনাগার হবে যেমন জীবিত মানুষকে হত্যা করলে গুনাহগার হয়। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মৃত ব্যক্তির হাড়ভাঙ্গা জীবদ্দশায় তার হাড় ভাঙ্গার অনুরূপ' *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৭১৪)*। অত্র হাদীছে গুনাহর প্রতি ইশারা করা হয়েছে। এসব ব্যক্তিকে সামাজিকভাবে শাস্তি দেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৭)ঃ আহলেহাদীছের একটি ঈদগাহে দেখলাম মিম্বর ছাড়াই শুধু হাতে লাঠি নেয়। এ নিয়ম কি সঠিক?

- মুহাম্মাদ শাহাদত
যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বগুড়া।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতিই সঠিক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বর ছাড়াই ঈদের খুৎবা দিতেন। তিনি মিম্বরের উপর খুৎবা দিয়েছেন মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। ইমাম সকলকে নিয়ে প্রথমে ছালাত আদায় করবেন অতঃপর পরে খুৎবা দিবেন। খুৎবার সময় হাতে লাঠি নিবেন *(আবুদাঊদ, মির'আত হা/১৪৬০, ২/৩৪৩ পৃঃ)*। সুতরাং মিম্বর ছাড়াই হাতে লাঠি নিয়ে ঈদের খুৎবা দেয়া সুন্নাত।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩৮)ঃ মহিলারা ইমাম হয়ে কোন্ কোন্ ছালাত জামা'আতবদ্ধ হয়ে আদায় করতে পারবে?

- রুম্মান ইয়াসমিন (মুক্তা)
যোগীপাড়া, লক্ষণহাটী
বাগাতিপাড়া, নাটোর।

উত্তরঃ ফরয ছালাত ও তারাবীহর ছালাত মহিলারা ইমামতি করে জামা'আতবদ্ধ হয়ে ও আদায় করতে পারে। আয়েশা (রাঃ) ফরয ছালাত সমূহে মহিলাদের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে ইমামতি করতেন *(বায়হাক্বী ৩/১৩১ পৃঃ, হাদীছ ছহীহ)*। জুম'আর ছালাত মসজিদে গিয়ে ও ঈদের ছালাতও ঈদগাহে গিয়ে পুরুষের ইমামতিতে আদায় করতে পারে। অথবা বাড়ীতে একাকী ছালাত আদায় করে নিবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৩১)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩৯)ঃ কতিপয় আলেম বলেন, ধানের ফিৎরা চলবে না। চাউল, গম, যব ইত্যাদির ফিৎরা দিতে হবে। আবার কোন কোন আলেম যুক্তি দেন যে, যবের যেমন খোসা আছে ধানেও তেমন খোসা আছে। সুতরাং ধানের ফিৎরা দেওয়া যাবে। চাউলের ফিৎরার দলীল নেই। টাকা দ্বারা ফিৎরা দেওয়া যাবে কি? সঠিক সমাধান জানতে চাই।

-মুনীরুয্যামান
আনন্দনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ হাদীছে ফিৎরা প্রদানের ব্যাপারে বিভিন্ন খাদ্যশস্যের নাম সহ সাধারণভাবে 'ত্বা'আম' বা খাদ্যের কথা এসেছে। যা দ্বারা পৃথিবীর সকল খাদ্যশস্যকে বুঝানো হয়েছে। সরাসরি চাউলের কথা উল্লেখ না থাকলেও তা যে ত্বা'আম বা খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ধান

মানুষের সরাসরি খাদ্য নয়। যবের উপরে ধানের ক্বিয়াস করা যাবে না। কেননা যব খোসা সহ পিষে খাওয়া যায়। কিন্তু ধান খোসা সহ পিষে খাওয়া যায় না।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন,

كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، أَو صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيْبٍ.

আমরা এক ছা' করে ত্বা'আম (খাদ্য) প্রদান করতাম অথবা যব, খেজুর, পনির ও কিশমিশ থেকে এক ছা' করে প্রদান করতাম *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৬ 'যাকাত' অধ্যায়, 'ছাদাক্বাতুল ফিৎর' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং এদেশের প্রধান খাদ্য হিসাবে চাউল দ্বারা ফিৎরা প্রদান করাই শরী'আত সম্মত।

টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা আদায় করা উচিৎ নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে সোনা-রূপার মুদ্রা বাজারে চালু থাকা সত্ত্বেও তিনি খাদ্যবস্তু দ্বারাই ফিৎরা আদায় করেছেন এবং ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই তা (জমাকারীর নিকটে) আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫-১৬)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৪০)ঃ রামাযানের সাহারী, ইফতার এবং তারাবীহ-এর জামা'আতের জন্য বেল বাজানো কি জায়েয?

-আব্দুল খালেক
খানপুর, মোহনপুর
রাজশাহী।

উত্তরঃ যে কোন ছালাতের জন্য ঘন্টা বাজিয়ে মানুষকে আহবান করা কিংবা সাহারী, ইফতার করার জন্য ঘন্টা বা সাইরেন বাজানো জায়েয নয়। কারণ এতে ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য রয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৪৯ 'আযান' অনুচ্ছেদ)*। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও তার রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে ছালাতের জন্য আযানের ব্যবস্থা রয়েছে *(সূরা জুম'আ ৯; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৪১)*। আর সূর্য অস্ত যাওয়া দেখে দ্রুত ইফতার করার জন্য তাকীদ করা হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৫)*। অতএব কে শুনতে পেল না পেল সেদিকে লক্ষ্য না করে মুখে বা মাইকে একমাত্র আযানের মাধ্যমেই মানুষকে ছালাতের জন্য ডাকতে হবে এবং সূর্যাস্ত দেখেই ইফতার করতে হবে।

'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' প্রকাশিত অডিও/ভিডিও সিডি সমূহ

০১।	জাতীয় প্রতিনিধি ও সুধী সমাবেশ ২০০৫(৩ সিডি)	(ভিডিও)		১২০/=
০২।	বিক্ষোভ সমাবেশ, রাজশাহী ২০০৫	"		৪০/=
০৩।	যেলা সম্মেলন, সিলেট ২০০৪	"	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	৪০/=
০৪।	যেলা সম্মেলন, সিলেট ২০০৪	"	ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন	৪০/=
০৫।	জুম'আর খুৎবা ১৮/০২/২০০৫	(অডিও)	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	৩৫/=
০৬।	ইমান ও লং মার্চ	"	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	৩৫/=
০৭।	ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)	"	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	৩৫/=
০৮।	তাবলীগী ইজতেমা ২০০২	"	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	৩৫/=
০৯।	তাবলীগী ইজতেমা ২০০১	"	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	৩৫/=
১০।	দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০০০	"	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	৩৫/=
১১।	দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ১৯৯৬	"	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	৩৫/=
১২।	তাবলীগী ইজতেমা ১৯৯৬	"	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	৩৫/=
১৩।	তাবলীগী ইজতেমা ১৯৯৫	"	ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব	৩৫/=

সার্বিক যোগাযোগ

মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইলঃ ০১৭৫০০২৩৮০, ০১৭৬০৩৪৬২৫
ফোন ও ফ্যাক্সঃ ০১৭২-৭৬০৫২৫

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা
নভেম্বর-২০০৫

ظهر الفساد فى البر و البحر بما كسبت أيدى
الناس ليذيقهم بعض الذى عملوا لعلهم يرجعون

'স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে' (রূম-৪১)।

মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ২য় সংখ্যা

প্রশ্নোত্তর

??????????

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৪১)ঃ কোন ব্যবসায়ী দেউলিয়া হয়ে গেলে এবং মহাজনের নিকট হ'তে গৃহীত বকেয়া পরিশোধে অপারগ হ'লে, মহাজন তার নির্ধারিত যাকাতের মধ্যে উক্ত বকেয়া গণ্য করে বিষয়টি সমাধান করতে পারবেন কি?

-রুহুল্লাহ
হাড়াভাঙ্গা মাদরাসা
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ঋণ গ্রহীতা যেকোন কারণে অভাবগ্রস্ত হ'লে এবং ঋণ পরিশোধে অপারগ হ'লে, যাকাত দাতা মহাজন যদি উক্ত ব্যক্তির ঋণকে নিজের যাকাতের মধ্যে গণ্য করেন, তাহ'লে যাকাত আদায় হয়ে যাবে। কারণ ঋণ গ্রহীতা যাকাতের অংশ নিয়েও তার ঋণ পরিশোধ করতে পারে, যা শরী'আত কর্তৃক অনুমোদিত। আর এভাবে মহাজন উক্ত ব্যক্তির ঋণকে তার যাকাতের মধ্যে গণ্য করে একদিকে যেমন তাকে ঋণ মুক্ত করলেন, অপরদিকে তার যাকাতও আদায় হয়ে গেল *(ফিক্বহুয যাকাত ২/৮৪৯ পৃঃ)*।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তাহ'লে তার সুবিধাজনক সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাক। আর তোমরা যদি ছাদাক্বা দিয়ে দাও তাহ'লে তা তোমাদের জন্য খুবই উত্তম, যদি তোমরা জান' *(বাক্বারাহ ২৮০)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে এক ব্যক্তি ফল ক্রয় করে বিপদে পড়ে যায়। তার ঋণের পরিমাণ বেড়ে যায়। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা সকলে এই লোকটিকে যাকাত প্রদান কর' *(ছহীহ মুসলিম ২/১৬ পৃঃ 'ঋণ মওকূফ করা' অনুচ্ছেদ; মুহাল্লা ৬/১০৫-১০৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২/৪২)ঃ মসজিদে জানাযার ছালাত পড়া জায়েয আছে কি?

-আলহাজ্জ ছিয়ামুদ্দীন
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ জানাযার ছালাত মসজিদের ভিতরে এবং বাহিরে উভয় জায়গায় পড়া জায়েয আছে। তবে কোন সমস্যা না থাকলে বাহিরে খোলা মাঠে পড়াই উত্তম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিকাংশ সময় মসজিদের বাহিরেই জানাযা পড়াতেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৫০ পৃঃ)*। সুহায়েল বিন বায়যা (রাঃ)-এর জানাযা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদের মধ্যে পড়েছিলেন। আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর জানাযাও মসজিদের ভিতরে হয়েছিল *(বায়হাক্বী ৪/৫২ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১২১ ও ১২২)*।

প্রশ্নঃ (৩/৪৩)ঃ খাদ্য খাওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করতে হয়। কিন্তু ঔষধ খাওয়ার সময়ও কি 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে?

- সোলায়মান
আটমূল, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ ঔষধও খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত। সেকারণ ঔষধ খাওয়ার সময়েও 'বিসমিল্লাহ' বলা সুন্নাত। ঔষধ খাওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলতে হয় না মর্মে সমাজে প্রচলিত কথাটি ঠিক নয়। ওমর ইবনু আবী সালামাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, 'তুমি আল্লাহ্র নাম নাও এবং ডান হাত দ্বারা খাদ্য খাও' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৫৯)*।

প্রশ্নঃ (৪/৪৪)ঃ 'নিয়ামুল কোরআন' বইয়ে লেখা আছে, বরকতের আশায় মৃত ব্যক্তির কাফনে 'বিসমিল্লাহ' অথবা 'লা ইলা-হা' লিখে দিলে কবরের আযাব কিছুটা হ'লেও হালকা হয়। এর সত্যতা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ বদিয়ার রহমান
কুলাঘাট বাজার, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন ও বানাওয়াট। মৃত ব্যক্তির কাফনে 'বিসমিল্লাহ' বা অন্য কিছু লেখার বিষয়টি কুরআন-সুন্নাহ, ইজমায়ে ছাহাবা এমনকি মুজতাহিদগণের বক্তব্য দ্বারাও সাব্যস্ত নয় *(ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭০০ 'জানাযা' অধ্যায়)*। এটি সমাজে প্রচলিত একটি বিদ'আতী প্রথা মাত্র। যা সত্বর পরিত্যাজ্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কেউ যদি এমন কোন আমল করে, যার প্রতি আমার নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুসলিম হা/৪৪৬৮, ২/৭৭ পৃঃ 'মীমাংসা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৫/৪৫)ঃ ধূমপান করলে নাকি ওযূ ভঙ্গ হয় না। এটা কি ঠিক?

-হাফেয সৈয়দ ফয়েয
ধামতী মীরবাড়ী
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ধূমপান একটি নেশা জাতীয় দ্রব্য, যা হারাম। সুতরাং ওযূ নষ্ট হওয়া বা না হওয়ার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। শুধু ধূমপান নয় যেকোন দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য খেয়ে মসজিদে গেলে ফেরেশতা ও মুছল্লীগণ কষ্ট পান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য খেয়ে মসজিদে যেতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৭ 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। তাই ধূমপানের ন্যায় যাবতীয় হারাম দ্রব্য থেকে বিরত থাকা অত্যাবশ্যক। উল্লেখ্য যে, খাদ্য হালাল বা হারাম হওয়ার সাথে ওযূ ভঙ্গের কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্নঃ (৬/৪৬)ঃ অনেকে গমের দরে অর্ধ ছা' হিসাবে টাকা দ্বারা ফিৎরা দিয়ে থাকেন। এটা কি ঠিক?

-হাফেয শহীদুল্লাহ খান
তুলাগাঁও, সুলতানপুর, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ প্রথমতঃ ফিৎরা একটি ইবাদত। তাই কোন কৌশল অবলম্বন করে নয়; বরং ছহীহ হাদীছ মোতাবেক গম হোক বা চাউল হোক প্রধান খাদ্যদ্রব্য হ'তে এক ছা' পরিমাণ ফিৎরা দেওয়াই ফরয (*মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮১৫*)। অর্ধ ছা' ফিৎরা দেওয়ার কোন ছহীহ হাদীছ নেই। এটা মু'আবিয়া (রাঃ)-এর নিজস্ব মতামত মাত্র। তাঁর যুগে সিরিয়ার গম মদীনায় আমদানী হ'লে উচ্চ মূল্যের বিবেচনায় তিনি গমে অর্ধ ছা' ফিৎরা দিতে বলেন। কিন্তু আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) সহ অন্যান্য ছাহাবীগণ মু'আবিয়া (রাঃ)-এর এই ইজতিহাদী সিদ্ধান্ত অমান্য করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ ও প্রথম যুগের আমলের উপরেই অটল থাকেন। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'যারা অর্ধ ছা' গমের ফিৎরা দেন কেবল তারা মু'আবিয়া (রাঃ)-এর রায়ের অনুসরণ করেন' (*দ্রঃ ফাৎহুল বারী (কায়রো ছাপা, ১৪০৭ হিঃ), ৩/৪৩৮ পৃঃ*)।

দ্বিতীয়তঃ খাদ্যবস্তু ছাড়া টাকা দ্বারা ফিৎরা দেওয়ার নিয়ম ইসলামের স্বর্ণযুগে ছিল না। অথচ সে যুগেও টাকা বা মুদ্রার প্রচলন ছিল। তথাপি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খাদ্যদ্রব্য দ্বারাই ফিৎরা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই আমাদেরও উচিত হবে টাকা-পয়সার পরিবর্তে সরাসরি চাউল, গম বা প্রধান খাদ্যদ্রব্য দ্বারা ফিৎরা আদায় করা।

প্রশ্নঃ (৭/৪৭)ঃ অমুসলিমদের দান মসজিদে বা মসজিদের ইমামকে বেতন হিসাবে দেওয়া যাবে কি?

- রাফী ওছমান
পলাশতলী, চিতেশ্বরী, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল।

উত্তরঃ অমুসলিমদের দান মসজিদে বা ইমামকে বেতন হিসাবে দেওয়া জায়েয আছে। আবু হুমায়েদ বর্ণনা করেন, আয়লার শাসক নবী করীম (ছাঃ)-কে একটি সাদা খচ্চর উপহার দিয়েছিলেন এবং তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন (*বুখারী ২/১৯৫ পৃঃ, 'মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ করা' অনুচ্ছেদ*)। এছাড়া পবিত্র কা'বা ঘরও মুশরিকদের দান দ্বারা নির্মিত হয়েছিল (*আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৬১, 'কা'বা ঘর নির্মাণ' অনুচ্ছেদ*)।

প্রশ্নঃ (৮/৪৮)ঃ মিথ্যা অভিযোগে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা জায়েয আছে কি? অভিযোগ প্রমাণিত না হ'লে আটকে রাখার পরিণাম জানিয়ে বাধিত করবেন।

- এনামুল হক
জ্যোতবাজার, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ জেনে শুনে মিথ্যা অভিযোগে কাউকে গ্রেফতার করা মহা অন্যায়। তবে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা যায়। কিন্তু অভিযোগ প্রমাণিত না হ'লে তাকে অবশ্যই সত্বর মুক্তি দিতে হবে। বাহয বিন হাকীম তার পিতা হ'তে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (ছাঃ) জনৈক অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বন্দী করেছিলেন। জিজ্ঞাসাবাদে সে নিরপরাধ প্রমাণিত হ'লে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছেড়ে দেন (*আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/২৭৮৫; বাংলা মিশকাত হা/৪৪৮৪ 'বিচার-বিধান ও সন্ধি' অনুচ্ছেদ*)।

অপরদিকে অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার পর কোন ব্যক্তিকে আটক রাখা নিঃসন্দেহে তার উপর অত্যাচারের নামান্তর। আর ঐ অত্যাচারী শাসকের পরিণতিও হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যুলুম থেকে বেঁচে থাক। কেননা যুলুম ক্বিয়ামতের দিন অন্ধকার হয়ে দেখা দিবে' (*মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৬৫*)। হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি আমার জন্য যুলুম হারাম করেছি এবং তোমাদের জন্যও হারাম করেছি। অতএব তোমরা পরস্পরের উপর যুলুম করো না' (*মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১৪৯৫*)। অন্যত্র তিনি বলেন, 'শাসকদের মধ্যে সর্বাধিক মন্দ হচ্ছে সে, যে যালিম ও নির্যাতনকারী' (*মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৮*)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, 'ক্বিয়ামতের' দিন অত্যাচারী ও যালেম শাসকরাই হবে আল্লাহ্র নিকটে সমস্ত মানুষের চাইতে নিকৃষ্ট এবং কঠিন আযাবের অধিকারী (*তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৭০৪*)। উল্লেখ্য যে, অত্যাচারী শাসক বা যেই হোক তাকে নিরপরাধ অত্যাচারিত ব্যক্তির নিকটে অবশ্যই ক্ষমা চাইতে হবে। অন্যথা আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। কেননা এটি বান্দার হক (*মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৭*)।

প্রশ্নঃ (৯/৪৯)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীগণ কি নাক, কান ফোঁড়ায়ে অলঙ্কার ব্যবহার করতেন?

- শামীমা
পাঁচরুখী, আড়াই হাযার, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ উম্মাহাতুল মুমিনীনদের পক্ষ থেকে নাক, কান ফোঁড়ানো বা না ফোঁড়ানো সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে অন্যান্য মহিলা ছাহাবীগণ ব্যবহার করতেন মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন- জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ঈদের ছালাত আদায় করেছি, খুৎবার পূর্বে তিনি বিনা আযান ও ইক্বামতে ছালাত আদায় করেছেন। অতঃপর পুরুষদের উদ্দেশ্যে খুৎবা প্রদানের পর মহিলাদের নিকটে গিয়েও ওয়ায-নছীহত করেছেন। তাদেরকে ছাদাক্বাহ করার নির্দেশ দিলে তারা তাদের কানের দুল ও গলার হার বেলাল (রাঃ)-এর কাপড়ে জমা দিয়েছেন (*মুসলিম ১/২৯০ পৃঃ, 'দুই ঈদের ছালাত' অধ্যায়*)।

প্রশ্নঃ (১০/৫০)ঃ ছালাত অবস্থায় পিতা-মাতার ডাকে সাড়া দেওয়া যাবে কি? সাড়া দিলে ঐ ছালাত পুনরায় কিভাবে পড়তে হবে?

- ওবায়দুল্লাহ
নারান জোল (পূর্ব পাড়া), সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ নফল ছালাত অবস্থায় পিতা-মাতার গুরুত্বপূর্ণ আহ্বানে সাড়া দেওয়া শরী'আত সম্মত। কারণ

পিতা-মাতার আনুগত্য করা ফরয। এ মর্মে বাণী ইসরাঈলের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এক মহিলা তার ছেলেকে ডাকল। তখন তার ছেলে গির্জায় ছালাত অবস্থায় ছিল। মা বলল, হে জুরাইজ! ছেলে মনে মনে বলল, হে আল্লাহ! একদিকে আমার মায়ের ডাক অপরদিকে আমার ছালাত। মা এভাবে জুরাইজকে তিনবার ডাকলেন। অবশেষে জুরাইজের সাড়া না পেয়ে বিরক্ত হয়ে মা অভিশাপ করে বললেন, হে আল্লাহ! পতিতাদের সাক্ষাৎ ব্যতীত যেন জুরাইজের মৃত্যু না হয়। সে সময় জনৈকা রাখালিণী জুরাইজের গীর্জায় আসা যাওয়া করত। এক সময় সে একটি সন্তান প্রসব করলে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়- এ সন্তান কার ঔরসজাত? সে বলল, জুরাইজের ঔরসের। তখন জুরাইজের উপর নানা রকম নির্যাতন চালানো হয়। পরে জুরাইজ গীর্জা থেকে নেমে এসে জিজ্ঞেস করল, কোথায় সে মেয়েটি? সন্তানসহ মেয়েটিকে উপস্থিত করা হ'লে ঐ সন্তানকে লক্ষ্য করে জুরাইজ বলল, তোমার পিতা কে? নবজাতক তখন বলল, অমুক রাখাল *(বুখারী, হা/১২০৬ 'মা তার ছালাত রত অবস্থায় সন্তানকে ডাকা' অনুচ্ছেদ; ফাৎহুল বারী ৩/১০০, ৬/৫৯৭ পৃঃ 'নবীগণের কাহিনী' অধ্যায়)*। এভাবে জুরাইজের মায়ের বদদো'আ বাস্তবে রূপ লাভ করে। অতএব উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পিতা-মাতার আহ্বানে সাড়া দেওয়াই কর্তব্য।

আর উক্ত ছুটে যাওয়া ছালাত পুনরায় একই নিয়মে আদায় করে নিবে। 'সুবুলুস সালাম' গ্রন্থকার বলেন, ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, ছালাত কোনভাবে নষ্ট হয়ে গেলে পুনরায় তা নতুনভাবে আদায় করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন ছালাত অবস্থায় বমি করবে, তখন সে যেন ছালাত ছেড়ে দিয়ে পুনরায় ওযূ করে নতুনভাবে ছালাত আদায় করে' *(আবুদাউদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, তাহক্বীক্ব সুবুলুস সালাম ১/১৪৩-৪৪ পৃঃ দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (১১/৫১)ঃ কোন জারজ সন্তান তার কথিত পিতার সম্পত্তিতে অংশীদার হ'তে পারবে কি?

-জসীম, দিনাজপুর।

উত্তরঃ জারজ সন্তান হওয়ার কারণে সে কথিত পিতার সম্পত্তির অংশ থেকে বঞ্চিত হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৬৫০ পৃঃ)*। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জারজ সন্তানদের জন্য কোন অংশ নির্ধারণ করেননি *(নিসা ১১, ১২)*। তবে মানবিক কারণে উক্ত পিতা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তাকে কিছু দিতে পারে।

প্রশ্নঃ (১২/৫২)ঃ কেউ যদি জানালা দিয়ে ঘরের ভিতরে উঁকি মারে, আর চোর মনে করে তার চোখে সিক ঢুকিয়ে দেওয়ার কারণে চোখ নষ্ট হয়ে যায়, তাহ'লে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কি?

-আছগর
দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ডেমরা, ঢাকা।

উত্তরঃ এ ধরনের ঘটনা ঘটলে শরী'আতের দৃষ্টিতে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'কেউ যদি অনুমতি ব্যতীত তোমার ঘরের দিকে উঁকি মারে আর তুমি তার প্রতি কংকর বা ঢিলা নিক্ষেপ করার কারণে তার চোখ নষ্ট হয়ে যায়, তবে তোমার কোন পাপ হবে না। অর্থাৎ কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৫১৪; বাংলা মিশকাত হা/৪২৩২ 'যে সমস্ত অপরাধে ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৫৩)ঃ বিতর ছালাতে দো'আয়ে কুনূতের পরিবর্তে অন্য কোন দো'আ পড়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ ইকবাল
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ বিতর ছালাতে দো'আয়ে কুনূতের পরিবর্তে অন্য নির্দিষ্ট কোন দো'আ পড়ার দলীল পাওয়া যায় না। তাই ছহীহ সূত্রে যে দো'আটি বর্ণিত হয়েছে সেটি পাঠ করাই উত্তম। তবে নিজের মঙ্গলার্থে ও ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে অন্যান্য দো'আ পাঠ করা যায় *(মির'আতুল মাফাতীহ ৪/২৮৫ পৃঃ 'বিতর' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৫৪)ঃ জুম'আর দিন মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় দরজার নিকটে এসে পশ্চিম দিকে মুখ করে সালাম দিতে হবে মর্মে কোন দলীল আছে কি?

-মুনীরুদ্দীন
নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তরঃ মসজিদে প্রবেশ এবং বের হওয়ার সময় মুছল্লীগণকে সম্বোধন করে সালাম দেওয়া ফরযে কিফায়াহ-এর অন্তর্ভুক্ত *(আল-ইনসাফ, হা/৬৪৮, ৫/২৩৬)*। যেমনটি কোন মজলিসে উপস্থিত হওয়া ও বের হওয়ার ক্ষেত্রে দিতে হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ কোন মজলিসে উপস্থিত হবে তখন সে যেন মজলিসে প্রবেশ এবং মজলিস ত্যাগ করার সময় সালাম প্রদান করে' *(আল-আদাবুল মুফরাদ, সনদ ছহীহ, হা/১০০৭, পৃঃ ৩৬৩, 'মজলিসে আগমনের সময় সালাম দেওয়া' অনুচ্ছেদ)*। তবে জুম'আর দিন মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় পশ্চিম দিকে মুখ করে সালাম দেয়ার কোন দলীল নেই।

প্রশ্নঃ (১৫/৫৫)ঃ ঈদগাহ থাকা সত্ত্বেও জায়নামায বা মাদুর নিয়ে আসার ঝামেলায় বড় মসজিদে ঈদের ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি?

-আব্দুস সালাম
নন্দলালপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ ঈদের ছালাত খোলা ময়দানে তথা ঈদগাহে আদায় করাই সুন্নাত। তবে নিতান্ত কোন কারণে ময়দানে যাওয়া অসম্ভব হ'লে মসজিদে পড়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদে নববীর পূর্ব দরজার বাইরে ৫০০ গজ দূরে

'বাৎহান' প্রান্তরে ঈদায়নের ছালাত আদায় করতেন *(মির'আতুল মাফাতীহ ২/৩২৭; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩৭)*। সুতরাং জায়নামায ও মাদুর নিয়ে আসার ঝামেলায় বা বড় মসজিদের দোহাই দিয়ে ময়দান ছেড়ে মসজিদে ঈদের জামা'আত করা সম্পূর্ণ সুন্নাত বিরোধী *(বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১১২)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৫৬)ঃ বজ্রের সময়ে কোন্ দো'আ পড়তে হয় জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবু রায়হান
সাজিয়াড়া, ডুমুরিয়া, খুলনা।

উত্তরঃ বজ্র বা মেঘের গর্জন শুনলে নিম্নের দো'আটি পড়তে হয়-

سُبْحَانَ الَّذِىْ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ-

উচ্চারণঃ সুবহা-নাল্লাযী ইয়ুসাব্বিহুর রা'দু বিহামদিহী ওয়াল মালা-ইকাতু মিন খীফাতিহি।

অর্থঃ 'পাক পবিত্র সেই মহান সত্তা, মেঘের গর্জন প্রশংসা সহকারে যাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং যাঁর ভয়ে ভীত হয়ে ফেরেশতাগণও তার মহিমা বর্ণনা করে' *(রা'দ ১৩; মুওয়াত্ত্বা ২/৯৯২; আল-আযকার, পৃঃ ৭৯)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৫৭)ঃ সংসারের জন্য ব্যয় করা কি ছাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত?

-আব্দুল হামীদ
বিশ্বনাথপুর
কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ছওয়াবের প্রত্যাশা নিয়ে নিজ পরিবারে ব্যয় করলেও তা ছাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত হবে। আবু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন কোন মুসলমান নিজ পরিবারের জন্য খরচ করে এবং তাতে ছওয়াবের আশা রাখে, তখন তার পক্ষে এটি দান হিসাবে গণ্য হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৩০; বাংলা মিশকাত হা/১৮৩৪ 'শ্রেষ্ঠদান' অনুচ্ছেদ)*। উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আবু সালামার সন্তানদের জন্য খরচ করায় আমার ছওয়াব হবে কি? তারা তো আমারই সন্তান। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তাদের জন্য খরচ কর। এতে তোমার ছওয়াব হবে যে পরিমাণ তুমি খরচ করবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৩৩; বাংলা মিশকাত হা/১৮৩৭)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৫৮)ঃ রোগজনিত কারণে প্রস্রাব করার পর কখনো ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব আসে। ছালাত অবস্থাতেও কখনো এরূপ হয়। এমতাবস্থায় ছালাত হবে কি?

-আল-আমীন
বিনোদপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাত অবস্থায় এমনটি হ'লে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। তবে প্রত্যেক ছালাতের জন্য নতুন করে ওযূ করতে হবে। যেমন 'ইস্তেহাযা' রোগের কারণে মহিলাদের সব সময় রক্ত আসে। এজন্য হাদীছে তাদেরকে প্রত্যেক ছালাতের জন্য নতুন করে ওযূ করতে বলা হয়েছে *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬০)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৫৯)ঃ স্ত্রীকে মোহর দিতে চাওয়ার পর তা গ্রহণ না করে যদি সেচ্ছায় ক্ষমা করে দেয়, তাহ'লে উক্ত মোহরের জন্য স্বামী দায়ী থাকবে কি।

-এম এ ক্বাইয়ূম
ওয়াবদা বাজার, কুলাঘাট
লালমণিরহাট।

উত্তরঃ স্বামীর পক্ষ থেকে দেওয়া মোহর স্ত্রীকে গ্রহণ করা উচিত। কারণ এটা তার প্রাপ্য। তবে কোন স্ত্রী সেচ্ছায় ক্ষমা করে দিলে তাতে স্বামী দায়ী থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, '... স্ত্রীদের মোহরানা সন্তুষ্টচিত্তে আদায় কর। অবশ্য তারা যদি মনের খুশীতে মোহরানার কোন অংশ তোমাদের ছাড় দেয়, তবে তা তোমরা সানন্দে গ্রহণ করতে পার' *(নিসা ৪)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অবশ্য মোহরানার প্রস্তাব হওয়ার পর পারস্পরিক সন্তুষ্টি সহকারে যদি তোমাদের মধ্যে সমঝোতা হয়ে যায়, তবে কোন দোষ নেই' *(নিসা ২৪)*। অত্র আয়াতদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রী সন্তুষ্টচিত্তে মোহরানা ছাড় দিলে স্বামী দায়ী হবে না।

প্রশ্নঃ (২০/৬০)ঃ হাদীছে মদ তৈরী হয় এমন পাঁচ প্রকারের বস্তুর নাম পাওয়া যায়। যেমন- আঙ্গুর, খেজুর, গম, যব ও মধু (বুখারী, বাংলা মিশকাত হা/৪৩৪২)। কিন্তু বর্তমানে এগুলি ছাড়াও অনেক বস্তু হ'তে মদ তৈরী হয়। তাহ'লে এগুলি কি মদের অন্তর্ভুক্ত হবে না?

-শহীদুল ইসলাম
তেঁথুলিয়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ তৎকালীন আরবে সাধারণতঃ উক্ত পাঁচ প্রকারের জিনিষ দ্বারাই মদ তৈরী হ'ত। সেকারণ হাদীছে উক্ত পাঁচ প্রকারের কথা বর্ণিত হয়েছে। মূলতঃ নেশা জাতীয় সকল প্রকার জিনিষই ইসলামে হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক নেশাজাতীয় দ্রব্যই মাদকতা এবং প্রত্যেকই মাদকতাই হারাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮)*। অতএব যে বস্তু দ্বারাই মদ তৈরী হোক তা নিঃসন্দেহে হারাম।

প্রশ্নঃ (২১/৬১)ঃ অমুসলিম ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বললে জবাবে কি বলতে হবে?

-মোস্তাক্ব আহমাদ
পুরানা মোগলটুলী, ঢাকা।

উত্তরঃ অমুসলিম ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বললে তার জবাবে নিম্নের দো'আটি বলতে হবে-

يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ-

উচ্চারণঃ ইয়াহ্দীকুমুল্লাহু ওয়া ইউছলেহু বা-লাকুম। অর্থাৎ

'আল্লাহ তোমাদের সৎপথ প্রদর্শন করুন এবং অবস্থা ভাল করুন' *(তিরমিযী, আহমাদ, আবূদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৭৪০)*।

প্রশ্নঃ (২২/৬২)ঃ ইমামের ভুল হওয়ায় মহিলা মুছল্লী 'সুবহা-নাল্লাহ' বলে লোকমা দিলে ছালাত পুনরায় পড়তে হবে কি?

-আমেনা বেগম
ফুলবাড়িয়া, কাথুলী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ উক্ত কারণে ছালাত পুনরায় পড়তে হবে না। এটি এমন কোন মারাত্মক ভুল নয়, যা ছালাতের ক্ষতি করবে। শুধু পদ্ধতিগত ভুল। নিয়ম হ'ল- ইমামের ভুল হ'লে পুরুষ মুক্তাদী 'সুবহা-নাল্লাহ' বলবে আর মহিলা মুক্তাদী হাত দ্বারা হাতের পিঠে থাবা মেরে লোকমা দিবে বা স্মরণ করিয়ে দিবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৮৮, 'ছালাত অবস্থায় নাজায়েয ও জায়েয আমল সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৬৩)ঃ ওযূ শেষে আকাশের দিকে তাকিয়ে দো'আ পাঠ করা সম্পর্কে কোন হাদীছ আছে কি?

- আব্দুর রহীম
বানীজুড়ি, মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

উত্তরঃ ওযূ শেষে দো'আ পাঠের সময় আকাশের দিকে তাকানো সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। তবে এ বিষয়ে একটি 'মুনকার' বা যঈফ হাদীছ রয়েছে, যা আমলযোগ্য নয়' *(দ্রঃ আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ১/১৩৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৬৪)ঃ জুম'আর দিনে কোন মুসলিম ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে কবরের আযাব হ'তে রক্ষা পাবে, এ কথা কি ঠিক?

-ফেরদাউস
শাখারীপাড়া, নাটোর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য একটি ছহীহ হাদীছের মর্মার্থ। আব্দুল্লাহ ইবনু 'আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কোন মুসলমান জুম'আর দিনে অথবা জুম'আর রাতে মারা গেলে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কবরের ফিৎনা (আযাব) হ'তে রক্ষা করেন' *(আহমাদ, তিরমিযী, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৩৬৭)*। উল্লেখ্য, তিরমিযী বর্ণিত এই হাদীছটি যঈফ হ'লেও একই মর্মে তাবারাণী বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ' *(তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৩৬৭-এর টীকা নং ১ দ্রঃ)*

প্রশ্নঃ (২৫/৬৫)ঃ পবিত্র কুরআন মুখস্থ রাখার বিনিময়ে একজন হাফেয পরকালে কি পাবে?

-সৈয়দ ফয়েয
ধামতী মিরবাড়ী, কুমিল্লা।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনের হাফেযগণ ক্বিয়ামতের দিন এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হবেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন কুরআনের অধিকারীকে বলা হবে কুরআন তেলাওয়াত করতে থাক এবং জান্নাতের উপর দিকে যেতে থাক। অক্ষর ও শব্দ স্পষ্টভাবে তেলাওয়াত করতে থাক, যেভাবে দুনিয়াতে তেলাওয়াত করতে। তোমার তেলাওয়াতের শেষ স্তর হবে তোমার বসবাসের স্থান *(আহমাদ, তিরমিযী, আবূদাঊদ, নাসাঈ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/২১৩৪)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৬৬)ঃ আমি নিয়মিত ছালাত আদায় করতাম এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে কথা বলতাম। এক সময় কসম করে বলেছিলাম, আল্লাহ আমি সিনেমা দেখলে আমার ইহকাল ও পরকাল ধ্বংস করে দিয়ো। কিন্তু শয়তানের ধোঁকায় পড়ে পুনরায় আমি উক্ত অন্যায় করে বসি। এক্ষণে আমাকে কি তওবা করতে হবে, নাকি কাফফারা দিতে হবে?

-ক্বামারুযযামান
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ বর্ণিত অবস্থায় একাগ্রচিত্তে তওবা করতে হবে এবং কসম ভঙ্গের কারণে কাফফারাও দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা যেসব অর্থহীন কসম করে থাক আল্লাহ সেজন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না। তবে তোমরা জেনে বুঝে যেসব কসম কর সে সম্পর্কে আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। এ ধরনের কসম ভঙ্গ করার জন্য কাফফারা হচ্ছে দশজন মিসকীনকে মধ্যম খাবার খাওয়ানো, যা তোমরা তোমাদের ছেলে-মেয়েদের খাওয়ায়ে থাক। অথবা তাদেরকে কাপড় দান করা কিংবা একটি দাস মুক্ত করা' *(মায়েদাহ ৮৯)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৬৭)ঃ আমি কোন কারণ বশতঃ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে বলেছিলাম, হে আল্লাহ তুমি যদি আমার অমুক গুনাহ ক্ষমা কর, তাহ'লে মাগরিবের পর যে 'ছালাতুল আউয়াবীন' রয়েছে তা চিরদিন পড়ব। সে মোতাবেক নিয়মিত এই ছালাত আদায় করে আসছি। কিন্তু কারণবশত ছুটে গেলে গুনাহ হবে কি?

-হাফীযুর রহমান
তুলশীপুর, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ গুনাহ মাফের জন্য যেকোন সময়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে ক্ষমা চাওয়া সুন্নাত *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩২৪)*। ক্ষমার জন্য নিয়মিত ছালাত আদায় করা সুন্নাত নয়। অপরদিকে মাগরিবের পর 'ছালাতুল আউয়াবীন' নামে ছয় রাক'আত ছালাত আদায়ের প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটিও জাল *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১১৭৩)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৬৮)ঃ এক রাক'আত বিতর পড়ার সপক্ষে দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুশাররফ হোসাইন
সোনাচাকা, নোয়াখালী।

উত্তরঃ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'বিতর এক রাক'আত' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১২৫৫; বাংলা মিশকাত হা/১১৮৬)*। এছাড়া এ সম্পর্কে আরো অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(দ্রঃ মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৫৪; আবূদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২৬৫-৬৬)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৬৯)ঃ আমি একজন নতুন আহলেহাদীছ। আমাদের ঈদগাহে ছয় তাকবীরে ঈদের ছালাত হয়।

এমতাবস্থায় ইমামের পিছনে ১২ তাকবীর দিলে আমার ছালাত হবে কি?

-শেখ সাদী
ছোটশেলুয়া, তিতুদহ, চুয়াডাঙ্গা।

উত্তরঃ ইমামের পিছনে ১২ তাকবীর দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ ইমামের অনুসরণ করা আবশ্যক *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯)*। এতে ছালাতের ক্ষতি হ'লে সরাসরি ইমাম দায়ী হবেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩)*। তবে যে ঈদগাহে ১২ তাকবীরে ছালাত হয় সেখানে যাওয়াই উত্তম। উল্লেখ্য, ছয় তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে কোন বর্ণনা নেই *(বিস্তারিত দ্রঃ 'মাসায়েলে কুরবানী' বই)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৭০)ঃ মসজিদের ক্যাশিয়ার মসজিদ ফাণ্ডের টাকা দিয়ে ব্যবসা করতে পারে কি?

-শিশির
সিংগা পূর্বপাড়া, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ মসজিদের ক্যাশিয়ার মসজিদ ফাণ্ডের টাকা দিয়ে নিজের জন্য ব্যবসা করতে পারবে না। কারণ এই টাকা তার ব্যক্তিগত নয়। তবে মসজিদ কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে লভ্যাংশ মসজিদে প্রদানের চুক্তিতে ব্যবসা করতে পারবে *(বুলূগুল মারাম হা/৮৯৫; ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১/২৫৮)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৭১)ঃ জনৈক ব্যক্তি একটি গরু কুরবানীর নিয়ত করেন। কিন্তু গরুটি রোগাক্রান্ত হ'লে যবেহ করে গোশত বিক্রি করেন। এভাবে গোশত বিক্রি করা জায়েয হয়েছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তরঃ এমন প্রাণী যবেহ করা এবং তার গোশত বিক্রি করা জায়েয। তবে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে আরেকটি উত্তম কুরবানী ক্রয় করবে *(মির'আতুল মাফাতীহ ২/৩৬৮-৬৯ ও ৫/১১৭-১২০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৭২)ঃ জনৈক মুছল্লী ছালাত অবস্থায় বিদ্যুৎ আসলে এক পা সামনে অগ্রসর হয়ে সুইজ অন করেন। এধরণের কাজ করলে ছালাত হবে কি?

-এফ,এম, লিটন
কাঠিগ্রাম, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ ফরয ছালাতে এধরণের কাজ করা যাবে না। তবে একান্ত প্রয়োজন হ'লে নফল ছালাতে করা যেতে পারে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছালাতের মধ্যে এদিক সেদিক দেখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এটা শয়তানের ছোঁ মারা, শয়তান ছোঁ মেরে বান্দার ছালাতের কিছু অংশ নিয়ে যায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯৮২)*। অন্য হাদীছে এসেছে, আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নফল ছালাত আদায় করছিলেন, তখন দরজা বন্ধ ছিল। আমি এসে দরজা খোলার জন্য বললাম। তিনি সামান্য হেঁটে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। তারপর ছালাতের স্থানে ফিরে গেলেন *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১০০৫)*। হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফরয ছালাত অবস্থায় এদিক সেদিক তাকানো বা আগে পিছে বাড়া যাবে না। তবে নফল ছালাতে বিশেষ প্রয়োজনে এমনটি করা যায় *(দ্রঃ মির'আতুল মাফাতীহ ৩/৩৭১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৭৩)ঃ বিবাহের অনুষ্ঠানে যবেহকৃত গরু-ছাগলে আক্বীক্বার নিয়ত করা যাবে কি?

-আব্দুল আলীম
বল্লা বাজার, চৌডালা
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ আক্বীক্বা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত, যা জন্মের সপ্তম দিনেই করতে হয় *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪১৫৩)*। পরবর্তীতে আক্বীক্বা করা সম্পর্কে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না। তাই বিবাহের অনুষ্ঠানে যবেহকৃত গরু-ছাগলে আক্বীক্বার নিয়ত করা যাবে না। অনুরূপভাবে কুরবানীর পশুতে আক্বীক্বার নিয়ত করারও কোন শারঈ বিধান নেই। এসবই পরবর্তীতে চালুকৃত বিদ'আত, যা প্রকৃত সুন্নাত অনুসরণে বাধাগ্রস্ত করে।

প্রশ্নঃ (৩৪/৭৪)ঃ সৎ মামার সাথে বিবাহ বৈধ কি

- আব্দুস সুবহান
পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ সৎ মামার সাথে বিবাহ বৈধ নয়। কারণ কুরআন মাজীদে যাদের সাথে বিবাহ হারাম করা হয়েছে সৎ ভাগ্নী তাদের অন্তর্ভুক্ত *(নিসা ২৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৭৫)ঃ অনেক মোবাইল সেটে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' লেখা থাকে। এসমস্ত মোবাইল নিয়ে বাথরুমে যাওয়া যাবে কি?

-মুহসিন আকন্দ
জোরবাড়িয়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' একটি পবিত্র বাক্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটিকে সর্বোত্তম যিকর বলেছেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩০৬)*। অতএব উক্ত পবিত্র বাক্য লেখা সম্বলিত মোবাইল সেট নিয়ে বাথরুমে গমন তো দূরের কথা উক্ত বাক্য মোবাইল সেটে লেখাই উচিত নয়। কেননা এর দ্বারা উক্ত পবিত্র কালেমার অবমাননা করা হয় *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, মাসআলা নং ১২৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৭৬)ঃ আবুদাউদের একটি হাদীছে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃতকে দাফন করার কাজ যখন সমাধা করতেন তখন সেখানে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, 'তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার জন্য দৃঢ়তার আহ্বান কর। কেননা তাকে এখন প্রশ্ন করা হচ্ছে'। উক্ত হাদীছ কি ছহীহ?

-ক্বামারুযযামান
মুহাম্মাদপুর, ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ হাদীছটি ছহীহ *(আবুদাঊদ, আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৩৩)*। তবে উক্ত হাদীছ দ্বারা দলবদ্ধভাবে হাত তুলে দো'আ করা এবং আমীন আমীন বলা প্রমাণিত হয় না। বরং প্রত্যেকেই মাইয়েতের জন্য স্ব স্ব দায়িত্বে মাগফিরাত কামনা করবে এটাই প্রমাণিত হয়। যেমন অন্য হাদীছে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দো'আ করার কথা বর্ণিত হয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭১৬ 'জানাযা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৭৭)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর নিজের আক্বীক্বা নিজেই করেছেন। একথা কি সত্য?

-আয়েশ উদ্দীন
পশ্চিম দোয়ারপাল, পোরশা, নওগাঁ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের আক্বীক্বা নিজে করেছেন মর্মে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে তা নিতান্তই যঈফ *(বায়হার, যাদুল মা'আদ ২/৩০৩ পৃঃ)*। সুবুলুস সালাম গ্রন্থকার বলেন, হাদীছটি বাতিল।

প্রশ্নঃ (৩৮/৭৮)ঃ জনৈক ব্যক্তি তার হালের একটি গরুর ব্যাপারে মানত করে যে, চার বছর পর এটি কুরবানী করবে। কিন্তু তার আগেই গরুটি মারা যায়। এখন করণীয় কি?

-আব্দুল মজীদ
নাচুনিয়া পূর্বপাড়া, তেরখাদা, খুলনা।

উত্তরঃ মানতকৃত বস্তুই যেহেতু নেই তাই তার করণীয়ও কিছু নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আদম সন্তানকে এমন বস্তুর মানত পূরণ করতে হবে না, যা তার আয়ত্তের মধ্যে নেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৭৯)ঃ মুছাফাহার সঠিক পদ্ধতি কি? দু'হাতে মুছাফাহা করার পক্ষে কি কোন ছহীহ হাদীছ আছে?

-মুহিব্বুর রহমান হেলাল
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ মুছাফাহা (المصافحة) শব্দটি বাবে مفاعلة -এর ক্রিয়ামূল। এর আভিধানিক অর্থঃ الإفضاء بصفحة اليد إلى صفحة اليد অর্থাৎ এক হাতের তালুর সাথে অন্য হাতের তালুকে আঁকড়িয়ে ধরা *(মিশকাত, পৃঃ ৪০১, হাশিয়া ৬)*। আরবী ভাষার কোন অভিধানে চার হাতের সংযোগকে মুছাফাহা বলে অভিহিত করা হয়নি।

নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী বলেন, দুই দুই করে চার হাতের তালু মিলিয়ে মুছাফাহার প্রমাণে কোন মারফূ' হাদীছ নেই *(তানক্বীহুর রুওয়াত শরহ মিশকাত 'মুছাফাহা' অনুচ্ছেদ ৩/২৮৭ পৃঃ, টীকা ৬)*।

(১) হাসান বিন নূহ বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন বুসরকে বলতে শুনেছি, তোমরা আমার এই হাতের তালুটি দেখেছ? তোমরা সাক্ষী থাক, আমি এই তালুটি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর তালু মুবারকে রেখেছি। অর্থাৎ মুছাফাহা করেছি *(মুসনাদে আহমাদ, সনদ ছহীহ, তুহফাতুল আহওয়াযী ৭/৪৩০ পৃঃ 'মুছাফাহা' অনুচ্ছেদ)*।

(২) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল যে, আমি কি আমার বন্ধুর আগমনে মাথা নত করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, না। তবে কি আলিঙ্গন করব? তিনি বললেন, না। আমি কি তাকে চুম্বন করব? তিনি বললেন, না। সে বলল যে, তবে কি তার এক হাতে মুছাফাহা করব? (فيأخذه بيده ويصافحه) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ *(তিরমিযী, হাদীছ হাসান, আলবানী মিশকাত হা/৪৬৮০ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'মুছাফাহা ও মু'আনাকা' অনুচ্ছেদ)*।

তবে আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে তাশাহহুদ শিক্ষা দেওয়ার সময় তাঁর হাতের তালুটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দুই হাতের তালুর মধ্যে ছিল (বুখারী, মুসলিম)। উক্ত হাদীছটির ব্যাখ্যায় আবদুল হাই লক্ষ্ণৌবী হানাফী স্বীয় ফাৎওয়া গ্রন্থে বলেছেন, হাদীছটি মুছাফাহার সাথে সম্পৃক্ত নয়। বরং শিক্ষার প্রতি শিক্ষার্থীর অধিক আগ্রহ সৃষ্টির জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ করেছিলেন *(তুহফাতুল আহওয়াযী হা/২৮৭৫-এর ভাষ্য, ৭/৫২২)*।

আব্দুল্লাহ বিন মাস'ঊদ (রাঃ)-এর উক্ত হাদীছ থেকেও চার হাতের তালু মিলানো প্রমাণিত হয় না; বরং তিন হাতের তালু প্রমাণিত হয়। সুতরাং উভয়ের ডান হাতের তালু দ্বারা মুছাফাহা করাই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

উল্লেখ্য যে, প্রথম সাক্ষাতে মুছাফাহা করা সুন্নাত এবং বিদায়কালে মুছাফাহা করা মুস্তাহাব। উহা কোনক্রমেই বিদ'আত নয়। যেমনটি অনেকে বলে থাকেন। অনুরূপভাবে উভয়ের দু'হাতে মোট চার হাতে মুছাফাহা করা সুন্নাতের খেলাফ' *(আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬-এর ভাষ্য, ১/২৩ পৃঃ)*। এর চাইতে আরো বড় বিদ'আত হ'ল মুছাফাহা শেষে বুকে হাত দেওয়া, মাথা ঝুঁকানো ইত্যাদি পন্থায় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

প্রশ্নঃ (৪০/৮০)ঃ মুকুট মাথায় দিয়ে বিবাহ করতে যাওয়া কি ঠিক? বরের জন্য কোন নির্ধারিত পোষাক আছে কি?

-আমীনুল ইসলাম
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ ভারতের মুসলমান বাদশাহদের রাজমুকুট ও পাগড়ীর অনুকরণে মুসলমান বরদের মুকুট পরানো হয়ে থাকে। হিন্দু বরেরাও হিন্দু রাজাদের অনুকরণে মুকুট পরে থাকে। কিন্তু বর্তমানে এসবের তারতম্য নেই। ফলে হিন্দু-মুসলমান একে অপরের মুকুট পরছে, যা মুসলমানদের ক্ষেত্রে বিধর্মীদের সাদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*। মুকুট পরা বিবাহের কোন সুন্নাতী পোষাক নয়। অতএব এগুলি থেকে বিরত থাকা কর্তব্য। এগুলি অপচয় ব্যতীত কিছু নয়। বরের জন্য নির্ধারিত কোন পোষাক নেই। তবে নিম্নোক্ত চারটি মূলনীতি অনুসরণ করতে হবেঃ (১) পোষাক পরিধানের উদ্দেশ্য থাকবে দেহকে আবৃত করা। যেন পোষাক পরা সত্ত্বেও লজ্জাস্থান সমূহ অন্যের চোখে প্রকট হয়ে না ওঠে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪ 'ক্বিছাছ' অধ্যায়)* (২) ভিতরে-বাইরে তাক্বওয়াশীল হ'তে হবে। এজন্য ঢিলেঢালা, ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করতে হবে। হাদীছে সাদা পোষাক পরিধানের নির্দেশ এসেছে *(আ'রাফ ২৬; মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৮৮ 'আদব' অধ্যায় প্রভৃতি)* (৩) পোষাক যেন অমুসলিমদের সাদৃশ্য না হয় *(আহমাদ, আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৩৪৭)* এবং (৪) পোষাকে যেন অহংকার প্রকাশ না পায়। এজন্য পুরুষ যেন সোনা ও রেশম পরিধান না করে এবং টাখনুর নীচে কাপড় না রাখে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১১-১৪)*।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

ডিসেম্বর-২০০৫

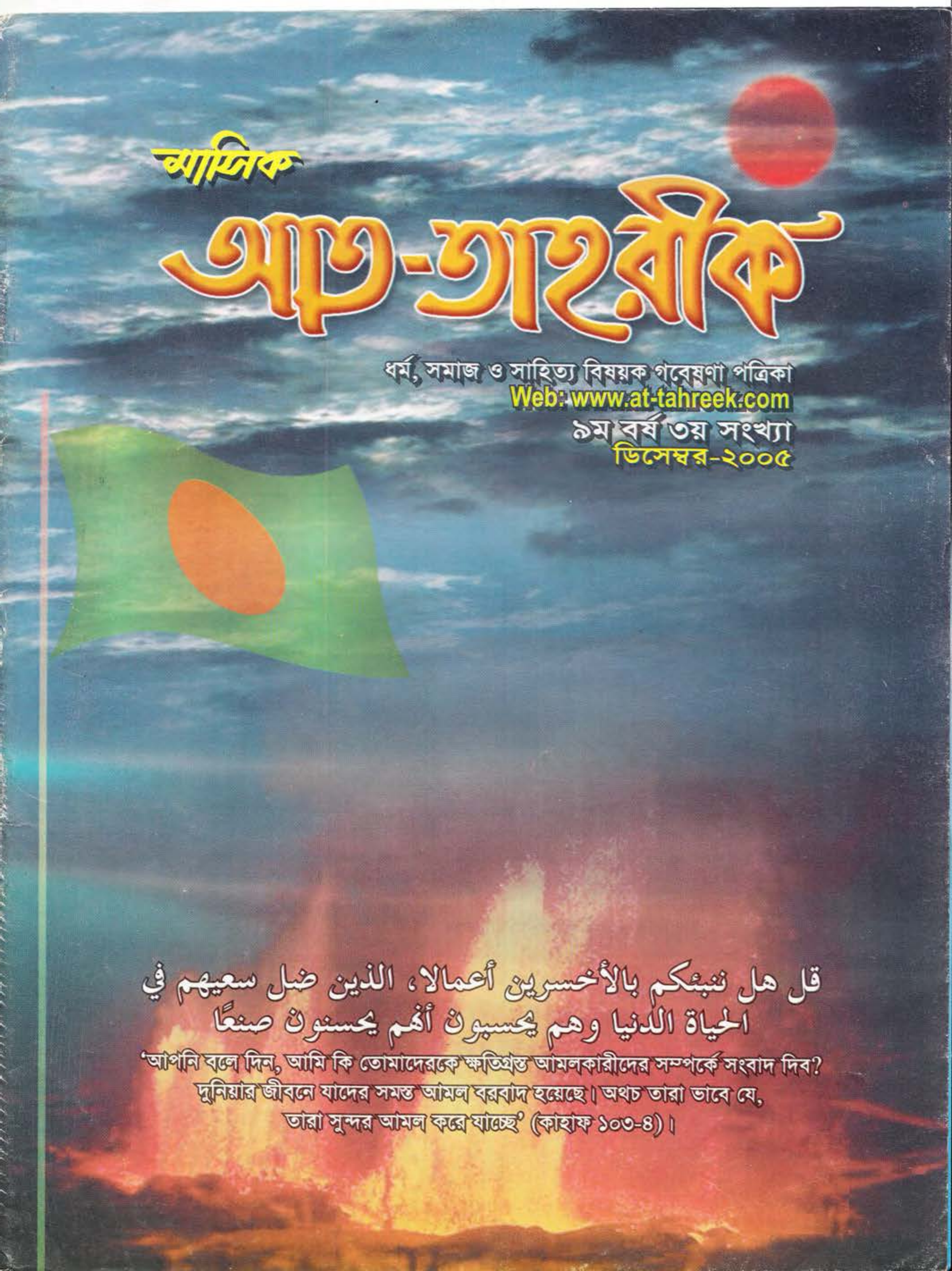

قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا

'আপনি বলে দিন, আমি কি তোমাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের সম্পর্কে সংবাদ দিব? দুনিয়ার জীবনে যাদের সমস্ত আমল বরবাদ হয়েছে। অথচ তারা ভাবে যে, তারা সুন্দর আমল করে যাচ্ছে' (কাহাফ ১০৩-৪)।

মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৯ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

প্রশ্নোত্তর

??????????

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৮১)ঃ কুরবানীর গরুর উপর খড়ের বিশাল স্তুপ পড়ে যাওয়ায় পিছনের বাম পা ব্যতীত বাকী সমস্ত অংশই ভিতরে থেকে যায়। এমতাবস্থায় জনৈক আলেমের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গরুর বাম পায়ে ছুরি চালিয়ে কুরবানী করা হয়। এভাবে কুরবানী করা কি জায়েয?

-সৈয়দ ফয়েয
ধামতী মীরবাড়ী, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ আলেম যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তা সঠিক। কোন কারণ বশতঃ কুরবানী বা অন্য কোন হালাল পশুর গলায় ছুরি চালানো সম্ভব না হ'লে, পশুর যেকোন স্থানে আঘাত করে রক্ত প্রবাহিত করলেই তা যবেহ হয়ে যাবে এবং হালাল বলে গন্য হবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে চতুষ্পদ জন্তু তোমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তা শিকারের তুল্য এবং ঐ উটের ন্যায় যা কূপে পতিত হয়েছে। সুতরাং যেভাবে সম্ভব তাকে যবেহ কর। অনুরূপ বলেন, আয়েশা, আলী, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) প্রমুখ *(বুখারী ৩/৫৮০ পৃঃ, 'যবেহ' অধ্যায়)*।

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) ফাৎহুল বারী গ্রন্থে ইবনু আবী শায়বার বরাত দিয়ে 'আবায়া বিন রেফা' থেকে বর্ণনা করেন যে, একটি উট কূপের মধ্যে পতিত হ'লে জনৈক ব্যক্তি তাকে যবেহ করার জন্য কূপের মধ্যে নেমে পড়ে। সে গলায় ছুরি চালাতে সক্ষম না হ'লে আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) তাকে বলেন, আল্লাহ্র নাম নিয়ে তুমি কোমরের পার্শ্বে ছুরি চালাও। অতঃপর ইবনু ওমর (রাঃ) ঐ উটের এক দশমাংশ গোস্ত দুই বা চার দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে নেন *(ফাৎহুল বারী ৯/৭৯৬ পৃঃ 'যবেহ' অধ্যায়)*। আলী (রাঃ) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। অতএব আলেমের ফৎওয়া অনুযায়ী পায়ে ছুরি চালিয়ে যবেহ করা বৈধ হয়েছে।

প্রশ্নঃ (২/৮২)ঃ ইবরাহীম (আঃ)-কে নমরূদ আগুনে নিক্ষেপ করলে নমরূদের কন্যা স্বচক্ষে দেখছিল যে, ইবরাহীম (আঃ) আগুনে পুড়ছেন না, তখন সে ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিল এবং আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল। এ ঘটনার সত্যতা জানতে চাই।

-মুসাম্মাৎ লিলি খাতুন
মল্লিকপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ নমরূদের কন্যা সম্পর্কে এরূপ ঘটনার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ইবরাহীম (আঃ)-এর মা সম্পর্কে ইতিহাস গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, যখন ইবরাহীম (আঃ)-কে তাঁর মা আগুনের মধ্যে নিরাপদ দেখলেন তখন বললেন, হে আমার বৎস! আমি তোমার কাছে আসতে চাই। তুমি আল্লাহ্র কাছে দো'আ কর আগুন যেন আমাকে স্পর্শ না করে। ফলে ইবরাহীম (আঃ) তাঁর মাকে ডাকলে তিনি আগুনের ভিতর দিয়ে তাঁর কাছে যান এবং সন্তানকে আলিঙ্গন করে চুম্বন করেন অতঃপর ফিরে আসেন। কিন্তু আগুন তাকে স্পর্শ করেনি *(আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/১৩৮ পৃঃ, 'ইবরাহীম (আঃ)-এর বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩/৮৩)ঃ পিতা মেয়েকে মারধর করলে নাকি মেয়ের ১২ বছর দুঃখ হয়। এর সত্যতা জানতে চাই।

-নাজমুন্নাহার
সাহারবাটি, কলোনি পাড়া
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। পিতা তার সন্তান-সন্ততিদেরকে সংশোধনের জন্য শাসন করণার্থে শাস্তি দিতে পারেন, এতে দোষের কিছু নেই। যেমন আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঙ্গে কোন এক সফরে ছিলাম। আমরা যখন 'চায়দা' অথবা 'যাতুল জায়শ' নামক স্থানে পৌঁছলাম, তখন আমার হার হারিয়ে গেল। তার খোঁজে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেমে গেলে লোকেরাও থেমে যায়। সেখানে পানি ছিল না। লোকেরা আবুবকর (রাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আয়েশা (রাঃ) কী করেছেন আপনি কি দেখেননি? তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও লোকদের আটকিয়ে ফেলেছেন। আবুবকর (রাঃ) তখন আমার নিকটে আসলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার উরুর উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে ছিলেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আবুবকর (রাঃ) আমাকে তিরস্কার করলেন। এতে আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি যা খুশি তাই বললেন এবং আমার কোমরে আঘাত করতে লাগলেন। এ সময় আমি একটুও নড়তে পারছিলাম না' *(বুখারী হা/৩৩৪, 'তায়াম্মুম' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৪/৮৪)ঃ যাকাত দেয়ার সময় কি শুধু চন্দ্রের হিসাবে বছর গণনা করতে হবে? না ইংরেজী হিসাব অনুযায়ীও দেয়া যায়?

-বযলুর রশীদ, যশোর।

উত্তরঃ যাকাত দেওয়ার বিষয়টি শুধু চন্দ্রমাসের সাথে নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই। যাকাত ফরয হওয়ার শারঈ বিধান হচ্ছে একবছর পূর্ণ হওয়া। তাই চন্দ্র, বাংলা বা ইংরেজী যেকোন বর্ষের পূর্ণ এক বছর নিছাব পরিমাণ মালের উপর অতিক্রান্ত হ'লে তার উপর যাকাত ফরয হবে এবং তা আদায় করতে হবে।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন মাল লাভ করবে, তার উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত যাকাত ফরয হবে না' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৭৮৭, সনদ মওকূফ সূত্রে ছহীহ)*।

উল্লেখ্য যে, রামাযান মাস ব্যতীত অন্য যেকোন মাসে যাকাত ফরয হ'লে সে মাসেই যাকাত দেওয়া কর্তব্য। তবে রামাযানের নিকটবর্তী মাসে যাকাত ফরয হ'লে ফযীলতের দিকে লক্ষ্য রেখে রামাযান মাসে আদায় করা যেতে পারে *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, মাসআলা নং- ৩৮৮, পৃঃ ৪৪৪)।*

প্রশ্নঃ (৫/৮৫)ঃ অনেক মসজিদে লেখা থাকে, মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা নাজায়েয। এটা কি ঠিক?

-আবু ছালেহ
শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মসজিদে অপ্রয়োজনীয় দুনিয়াবী কথা-বার্তা বলা থেকে বিরত থাকাই বাঞ্ছনীয়। ওমর (রাঃ) দুনিয়াবী কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকার জন্য মসজিদে নববীর পার্শ্বে বুতাইহা নামক একটি চত্বর তৈরী করেছিলেন এবং বলেছিলেন, যে ব্যক্তি অনর্থক কথা, কবিতা পাঠ কিংবা উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে চায় সে যেন ঐ স্থানে চলে যায় *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, মিশকাত হা/৭৪৫)।*

হাসান বছরী বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, এমন এক যুগ আসবে যখন মানুষ মসজিদে দুনিয়াবী বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করবে। তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না। তাদের সাথে আল্লাহ তা'আলার কোন আবশ্যকতা নেই *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৭৪৩ 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ)।* হাফেয ইরাকী (রহঃ) বলেন, হাদীছটির সনদ ছহীহ।

প্রশ্নঃ (৬/৮৬)ঃ 'যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াক্বিয়া পাঠ করে তাকে দারিদ্র স্পর্শ করবে না'। হাদীছটি কি ছহীহ?

-সৈয়দ ফয়েয
ধামতী মীরবাড়ী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটির সনদ যঈফ *(বায়হাক্বী, মিশকাত, হা/২১৮১)।*

প্রশ্নঃ (৭/৮৭)ঃ 'যদি বান্দারা আমার আনুগত্য করত তাহ'লে আমি তাদেরকে রাত্রে বৃষ্টি ও দিনে সূর্যের কিরণ দিতাম এবং মেঘের গর্জন শুনাতাম না'। এটি কুরআনের আয়াত না হাদীছ?

-আব্দুল্লাহ মাস'উদ
বামন্দী, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ এটি একটি যঈফ হাদীছ *(আহমাদ, মিশকাত, হা/৫৩১০; বাংলা মিশকাত, হা/৫০৭৯)।*

প্রশ্নঃ (৮/৮৮)ঃ ছাগল প্রজননের জন্য টাকার বিনিময়ে পাঁঠা প্রদান করা কি শরী'আত সম্মত?

-মানিক
ঝগড়ুপাড়া, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ গবাদী পশু উন্নয়ন ও দুগ্ধ উৎপাদনের লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারীভাবে ছাগল প্রজননের জন্য টাকার বিনিময়ে পাঁঠা প্রদান করা যায়। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, কিলাব গোত্রের জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে ষাঁড়ের পাল বা প্রজননের মজুরী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি নিষেধ করেন। তখন সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা ষাঁড়ের পাল দিয়ে থাকি এবং তার বিনিময়ে সৌজন্য মূলক কিছু পেয়ে থাকি। তখন রাসূল (ছাঃ) ঐ সৌজন্য গ্রহণের অনুমতি প্রদান করলেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৮৬৬ 'নিষিদ্ধ বস্তু বেচা-কেনা' অনুচ্ছেদ, সনদ ছহীহ)।* অতএব কেবল উপার্জনের স্বার্থেই টাকার বিনিময়ে গাভী প্রজননের জন্য ষাঁড় প্রদান করা জায়েয হবে না *(বিস্তারিত দ্রঃ আত-তাহরীক সেপ্টেম্বর '৯৯ প্রশ্নোত্তর (২/১০২)।*

প্রশ্নঃ (৯/৮৯)ঃ ক্বাযা ছিয়াম শা'বান মাসের শেষের দিকে আদায় করা যাবে কি?

-খাদীজা খাতুন (বিউটি)
সাহারবাটি, কলোনী পাড়া, মেহেরপুর।

উত্তরঃ শা'বানের যেকোন সময় ক্বাযা ছাওম, নযরের ছাওম বা অভ্যাসগত ছওম পালনে কোন বাধা নেই *(মির'আতুল মাফাতীহ ৬/৪৪০ পৃঃ, 'চন্দ্রদেখা' অনুচ্ছেদ)।* আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রোগী কিংবা সফরের কারণে ছওম রাখতে অক্ষম, সে যেন অন্য যেকোন সময়ে দিন গণনা করে তা পূরণ করে নেয়' *(বাক্বারাহ ১৮৪)।*

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপস্থিতির কারণে রামাযানের ক্বাযা ছওম শা'বান ব্যতিরিকে অন্য মাসে আদায় করা আমার পক্ষে সম্ভব হ'ত না। যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শা'বান মাসে অধিক ছাওম পালন করতেন, তখন আমি আমার ঐ ক্বাযা ছওমগুলি আদায় করে নিতাম *(বুখারী ও মুসলিম)।*

উল্লেখ্য, আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে ১৫ই শা'বানের পরে তোমরা রোযা রাখিও না মর্মে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে। তার অর্থ হ'ল, যে সমস্ত ছওম কারণ বিশিষ্ট নয়, সেই ছওম ১৫ই শা'বানের পরে আদায় করা অপছন্দনীয় *(মির'আতুল মাফাতীহ ৩/৪৪০ পৃঃ)।*

প্রশ্নঃ (১০/৯০)ঃ আমি আমার মাকে ঘন ঘন ডাকতাম। সেই অভ্যাসে হঠাৎ একদিন অনিচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রীকেও মা বলে ফেলি। এতে স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
নাটোর।

উত্তরঃ এরূপ 'মা' বলে সম্বোধনে স্ত্রী হারাম হবে না। কেননা এতে 'যিহার' সাব্যস্ত হয় না *(ফিকুহুস সুন্নাহ ৩/২৬৬)।* যেহার হ'ল স্ত্রীর কোন অঙ্গকে মায়ের পিঠ বা অন্য কোন অঙ্গের সাথে তুলনা করা *(নাসাঈ, বুলূগুল মারাম, হা/১০৯১ 'যিহার' অনুচ্ছেদ)।* আর এরূপ যিহারের কাফফারা হ'ল স্বামী একটি গোলাম আযাদ করবে অথবা এক টানা দু'মাস ছিয়াম পালন করবে অথবা ৬০ জন মিসকীনকে খাওয়াবে *(মুজাদালাহ ৩-৪)।*

প্রশ্নঃ (১১/৯১)ঃ মাসিক আত-তাহরীকে ফেব্রুয়ারী ২০০৫ ১৮/১৭৮ নং প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে, বিসমিল্লাহ

বলে যেকোন হালাল পশু-পাখি যবেহ করে খেতে পারবে। কিন্তু শায়খ ছালেহ আল-ওছায়মীন বলেন, ছালাত আদায় করে না এমন ব্যক্তির যবেহকৃত প্রাণীর গোশত খাওয়া যাবে না। সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আনীসুর রহমান
শঠিবাড়ী, রংপুর।

উত্তরঃ কোন মুসলিম ব্যক্তি হালাল পশু-পাখি যবেহ করলে তার গোশত খাওয়া জায়েয। শায়খ ওছায়মীন (রহঃ) উক্ত মর্মে ফৎওয়া দেয়ার কারণ হ'ল, তিনি ছালাত পরিত্যাগকারীকে কাফের মনে করতেন। আর কাফেরের যবেহকৃত পশু-পাখির গোশত খাওয়া যাবে না। কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম অলসতা করে ছালাত পরিত্যাগকারীকে কাফের মনে করেন না, বরং বড় অপরাধী মনে করেন। সেকারণ তাদের যহেবকৃত পশুর গোশত খাওয়া জায়েয *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭৩, 'শাফা'আত' অধ্যায়; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১৯)*।

প্রশ্নঃ (১২/৯২)ঃ অনেক সময় কম্পিউটার ও ফটোষ্ট্যাটের দোকানে মূল কাগজের নাম পরিবর্তন করে কাজ করা হয়। বিশেষ করে সার্টিফিকেট ও জমির দলীলের ক্ষেত্রে এটা বেশী পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের কাজে সহযোগিতা করলে পাপ হবে কি?

- আনীসুর রহমান
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ এটা এক প্রকার জালকরণ ও ধোঁকাবাজির অন্তর্ভুক্ত। তাই এ ধরনের অন্যায় কাজে সহযোগিতা করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা কল্যাণ ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর, অন্যায় ও পাপ কার্যে পরস্পরকে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ২)*। অতএব কেউ এ ধরনের সহযোগিতা চাইলে তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে।

প্রশ্নঃ (১৩/৯৩)ঃ প্রত্যেক জুম'আর ছালাতে সূরা আ'লা ও গাশিয়াহ এবং কোন দিন সূরা জুম'আহ ও মুনাফিকূন তেলাওয়াত করি। অনুরূপ ফজরের ছালাতে সাজদাহ ও দাহর পড়ি। এতে অনেকেই একঘেঁয়েমী বলে। একই সূরা বার বার পড়া হয় কেন, অন্য কোন সূরা কি পড়া যাবে না?

-ওছমান গণী
প্রতাপগঞ্জ, পাকুরিয়া
ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ জুম'আর ছালাতে রাসূল (ছাঃ) কখনো সূরা আ'লা ও গাশিয়াহ পড়েছেন। আবার কখনো কখনো সূরা জুম'আহ ও মুনাফিকূন পড়েছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৩৯-৪০ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)*। অনুরূপ জুম'আর দিন ফজরের ১ম রাক'আতে সূরা সাজদাহ এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা দাহর পড়তেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৩৮)*। অতএব এভাবে পড়াই সুন্নাত। একে একঘেঁয়েমী বলা ঠিক নয়। তবে অন্য সূরাও পড়া যায় *(মুযযাম্মিল ২০)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৯৪)ঃ কোথাও কোথাও দেখা যায়, আযানের সময় 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' শুনে কিছু দো'আ পড়ে আঙ্গুলে চুমু দিয়ে চোখ রোগড়ায়। এর কোন শারঈ ভিত্তি আছে কি?

-আব্দুর রহমান
হরিপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ এটা করা ঠিক নয়। কারণ এ মর্মে যে বর্ণনাগুলি এসেছে সেগুলি সবই জাল। শারঈ কোন ভিত্তি নেই *(দ্রঃ তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, পৃঃ ৩৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ 'আযান' অধ্যায়, ২১তম মাসআলা, ১/৯২-৯৩)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৯৫)ঃ জানাযার ছালাতে দরূদ পড়ার দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-তৈমুর রহমান
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে দরূদ পড়ার প্রমাণে একাধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে *(মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, হাকেম বায়হাক্বী, ইবনুল জারূদ, সনদ ছহীহ, দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল হা/৭৩৪, ৩/১৮০-১৮১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৯৬)ঃ ঈদুল ফিতর বা কুরবানীর চামড়ার টাকা মসজিদ ভিত্তিক মক্তবে দিলে 'ফী সাবীলিল্লাহ্‌র' মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে কি?

- আব্দুছ ছামাদ
ভোলাবাড়ী, বায়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ সূরা তওবার ৬০ নং আয়াতে উল্লিখিত যাকাত বন্টনের ৮টি খাতের একটি হ'ল- 'ফী সাবীলিল্লাহ' (আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করা)। এ খাতটি ব্যাপক। এর মধ্যে মাদরাসা, ইয়াতীম খানা এবং মসজিদ ভিত্তিক মক্তবও অন্তর্ভুক্ত। সে হিসাবে যে সমস্ত দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী অনুদান পায় না শুধু জনগণের দান-যাকাত, ফিৎরা ইত্যাদির মাধ্যমে চলে সেগুলিকে ওলামায়ে কেরাম ফী সাবীলিল্লাহর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। যদিও কেউ কেউ এর বিরোধিতা করেন। উল্লেখ্য যে, মক্তব মসজিদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্নঃ (১৭/৯৭)ঃ কুরবানীর পশু ক্রয়ের পর যদি হারিয়ে যায় কিংবা শিং ভেঙ্গে যায় তাহ'লে করণীয় কি?

-ফাবিহা
থুপসারা, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ কুরবানীর পশু ক্রয়ের পর হারিয়ে গেলে কুরবানী দাতা তার পূর্ণ নেকী পাবে। তবে সক্ষম হ'লে পুনরায় নতুন কুরবানী করতে পারে। কুরবানীর ক্রয়ের পর কোন দোষ-ত্রুটি প্রকাশ পেলে বা শিং ভেঙ্গে গেলে সেই পশু দ্বারা কুরবানী করাতে কোন অসুবিধা নেই *(মির'আত ২/৩৬৩ পৃঃ)*। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'আল্লাহ তা'আলার নিকটে

তার (কুরবানীর) গোশত ও রক্ত পৌঁছে না, বরং তাঁর নিকট তোমাদের পক্ষ থেকে তাক্বওয়া পৌঁছে' *(হজ্জ ৩৭)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৯৮)ঃ জাহান্নামের আগুন নাকি ৭০ হাযার বার ধৌত করে দুনিয়াতে আনা হয়েছে? এর সত্যতা জানতে চাই।

-সৈয়দ ফয়েয
ধামতী মীরবাড়ী, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ জাহান্নামের আগুন ৭০ হাযার বার ধৌত করে দুনিয়াতে আনা হয়েছে মর্মে কথার কোন ভিত্তি নেই। তবে হাদীছে জাহান্নামের আগুনের সাথে দুনিয়ার আগুনের উত্তাপের তুলনা করা হয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের আগুনের উত্তাপ জাহান্নামের আগুনের উত্তাপের সত্তর ভাগের এক ভাগ মাত্র। বলা হ'ল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! শাস্তির জন্য দুনিয়ার আগুন তো যথেষ্ট ছিল। তিনি বললেন, দুনিয়ার আগুনের চেয়ে জাহান্নামের আগুন আরও উনসত্তর গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৬৬৫; বাংলা মিশকাত হা/৫৪২১ ১০ খণ্ড, ১৬০ পৃঃ 'জাহান্নাম ও জাহান্নামীদের বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৯৯)ঃ কুরবানী করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি কুরবানী না করে, তাহ'লে তার ঈদের ছালাত হবে কি?

-ইমরান
পাঁচপাড়া, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ কুরবানী করা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য কুরবানী করা উচিৎ। এ প্রসঙ্গে রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়' *(আহমাদ, সনদ হাসান, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৩২; বুলূগুল মারাম হা/১৩৪৯ 'কুরবানী' অধ্যায়)*। তবে এমন ব্যক্তি কুরবানী না করলেও ঈদগাহে গিয়ে ছালাত আদায় করলে ছালাত হয়ে যাবে। কেননা উক্ত হাদীছে ছালাত আদায়ে নিষেধ বুঝানো হয়নি, বরং গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে এবং সতর্ক করা হয়েছে *(শরহে বলূগুল মারাম হা/১৩৪৯ নং-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (২০/১০০)ঃ জান্নাতের নাকি অনেক স্তর রয়েছে। প্রশ্ন হ'ল, স্তরগুলির ব্যবধান কতটুকু?

-আতীকুর রহমান
চাকলা, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ জান্নাতের প্রত্যেক স্তরের ব্যবধান হবে আসমান ও যমীনের দূরুত্বের সমান। উবাদাহ ইবনু ছামেত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'জান্নাতের স্তর হবে ১০০টি। প্রত্যেক স্তরের মাঝের ব্যবধান হবে আসমান ও যমীনের দূরুত্বের সমান। তবে জান্নাতুল ফেরদাউসের স্তর হবে সর্বোচ্চ। তার থেকে প্রবাহিত হবে চারটি ঝর্ণাধারা এবং তার উপরেই থাকবে আল্লাহ্‌র আরশ। সুতরাং তোমরা যখন আল্লাহ্‌র নিকটে কিছু চাইবে, তখন জান্নাতুল ফেরদাউস চাইবে' *(বুখারী, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৬১৭ 'জান্নাত ও জান্নাতবাসীদের বিবরণ' অনুচ্ছেদ, ঐ বঙ্গানুবাদ ১০ খণ্ড, হা/৫৩৭৬)*।

প্রশ্নঃ (২১/১০১)ঃ ক্বিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্র কি অবস্থায় থাকবে?

-আব্দুল মান্নান
হরিপুর, পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তরঃ ক্বিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে পেঁচিয়ে নেওয়া হবে। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে পেচিয়ে নেওয়া হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৫২৬; বাংলা মিশকাত হা/৫২৯২ 'শিঙ্গার ফুৎকার' অনুচ্ছেদ)*। অর্থাৎ সূর্য-চন্দ্রকে আলোহীন করা হবে।

প্রশ্নঃ (২২/১০২)ঃ ফরয ছালাতের পর তাসবীহ না পড়ে সুন্নাতের পর পাঠ করা যাবে কি?

-ফারূক আহমাদ
সোহাগদল, স্বরূপকাঠী, পিরোজপুর।

উত্তরঃ ফরয ছালাতের পরে নির্ধারিত তাসবীহ সমূহ ফরয ছালাতের পরই পড়া শরী'আত সম্মত *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৬)*। কোন কারণে ফরযের পরে তাসবীহ পাঠ করতে না পারলে সুন্নাতের পরে ক্বাযা করার কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে সুন্নাত ছালাতের পরও সাধারণ তাসবীহ পাঠ করা যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা প্রত্যেক ছালাতের পর দশবার সুবহানাল্লাহ, দশবার আল-হামদুলিল্লাহ ও দশবার আল্লাহু আকবার বল' *(বুখারী, মিশকাত হা/৯৬৫)*। উক্ত হাদীছে ফরয ছালাতকে নির্দিষ্ট না করায় ফরয নফল সকল ছালাতই এর অন্তর্ভুক্ত *(দ্রঃ ফাৎহুল বারী ২/৩২৫ 'ছালাতের পর যিকির' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৩/১০৩)ঃ মসজিদে প্রবেশ করে দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের পর আযান হ'লে জামা'আতের পূর্বে আর কোন ছালাত আদায় করতে হবে কি?

-যহুরুল ইসলাম
জান্নাতপুর, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ মসজিদে প্রবেশের পর আদায়কৃত দু'রাক'আত ছালাত 'তাহিয়াতুল মসজিদ' হিসাবে গণ্য হবে। অতঃপর আযান হ'লে তাকে পুনরায় সংশ্লিষ্ট ছালাতের সুন্নাত পড়তে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৬০)*।

প্রশ্নঃ (২৪/১০৪)ঃ 'সিজদায়ে শুকুর' কখন কিভাবে এবং কয়টি করতে হয়? এতে ওযূ শর্ত কি? তেলাওয়াতে সিজদার নিয়ম জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল লতীফ
নবাব জাইগীর, নবাবগঞ্জ।
ও
-আব্দুল হাফীয
জান্নাতপুর, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ সিজদায়ে শুকুর ও সিজদায়ে তেলাওয়াতে একটি সিজদা হবে এবং এই সিজদাতে ওযূ ও কিবলা শর্ত নয়।

কোন খুশীর ব্যাপার ঘটলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সিজদায় পড়ে যেতেন *(আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৪৯৪)*। হাদীছে তাকবীর দেওয়ার স্পষ্ট বক্তব্য নেই তবে সম্ভবতঃ অন্যান্য সিজদার উপরে ভিত্তি করে ছাহেবে 'গহর' তাকবীর দেওয়ার কথা বলেছেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৬৮ পৃঃ)*। উল্লেখ্য যে, তেলাওয়াতে সিজদা ছালাতের মধ্যে হ'লে তাকবীর বলে সিজদায় যেতে হবে এবং তাকবীর বলে উঠতে হবে। তেলাওয়াতে সিজদার জন্য বিশেষ দো'আ রয়েছে। যেমন-

سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ. فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ.

উচ্চারণঃ সাজাদা ওয়াজ্হিয়া লিল্লাযী খালাক্বাহূ ওয়া শাক্ক্বা সাম'আহূ ওয়া বাছারাহূ বিহাওলিহী ওয়া কুওয়াতিহী; ফাতাবা-রাকাল্লা-হু আহ্সানুল খা-লেক্বীন।

অর্থঃ 'আমার চেহারা সিজদা করছে সেই মহান সত্তার জন্য, যিনি একে সৃষ্টি করেছেন এবং স্বীয় ক্ষমতা ও শক্তি বলে এতে কর্ণ ও চক্ষু সন্নিবেশ করেছেন। অতএব মহা পবিত্র আল্লাহ যিনি সুন্দরতম সৃষ্টিকর্তা'।

প্রশ্নঃ (২৫/১০৫)ঃ চাশতের ছালাত ছুটে গেলে ক্বাযা করতে হবে কি?

-মুজীবুর রহমান
মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ চাশতের ছালাত আদায়ের সময় পার হয়ে গেলে ক্বাযা করার দলীল পাওয়া যায় না। তবে যেসব সুন্নাত ফরয ছালাতের সাথে সম্পৃক্ত, সেগুলির ক্বাযা আদায় করা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। অনুরূপ রাতের ছালাত ছুটে গেল দিনে আদায় করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর নিদ্রা বিজয়ী হ'লে অথবা অসুস্থ হওয়ার কারণে রাতের ছালাত ছুটে গেলে তিনি দিনে আদায় করে নিতেন *(মুসলিম, 'মুসাফিরের ছালাত' অধ্যায়, 'রাতের ছালাত জমা করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৬/১০৬)ঃ স্বামীর সমস্যার কারণে দেবরের সাথে সফর করা বৈধ হবে কি? 'মাহরাম' শব্দটি কি পুরুষের সাথে শর্তযুক্ত? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-তাহমীদা নাছরীন তামান্না
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ দেবরের সাথে সফর করা বৈধ নয়। স্বামীর সমস্যা থাকলে মাহরাম ব্যক্তির সাথে সফর করতে হবে, নইলে সফর করা হ'তে বিরত থাকতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন নারী 'মাহরাম' ছাড়া কখনো সফর করতে পারবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫১৩)*। 'মাহরাম' শব্দটি পুরুষের সাথে শর্তযুক্ত। কারণ 'মাহরাম' এমন পুরুষদের বলা হয়, যার সাথে বিবাহ হারাম। যেমন- পিতা, ছেলে, দাদা, নানা, নিজ ভাই অথবা বোনের ছেলে, দুধ ভাই।

প্রশ্নঃ (২৭/১০৭)ঃ ছাদক্বাতুল ফিতর জমা করার সঠিক সময় কখন। অনেকের মতে ঈদুল ফিতর-এর চাঁদ ওঠার পূর্বে বিতরণ করলে এটি ফিৎরা হিসাবে গণ্য হবে না। বরং সাধারণ দান হিসাবে গণ্য হবে। এর সঠিক সমাধান জানতে চাই।

-ইমদাদুল হক্ব
পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ঈদের দিন অথবা ঈদের এক বা দু'দিন আগে ফিৎরা জমা করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের মাঠে যাওয়ার পূর্বে জমা করতে বলেছেন *(বুখারী ১/২০৩ পৃঃ)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, ফিৎরা জমা করার উদ্দেশ্যে ঈদুল ফিৎরের একদিন কিংবা দু'দিন আগে ছাহাবীগণ ফিৎরা জমা দিতেন। তবে এই জমা করাটা বন্টনের উদ্দেশ্যে ছিল না *(বুখারী ১/২০৫)*। ফিৎরা ঈদের ছালাতের পর বা ঈদের দু'তিন দিন পরেও বন্টন করা যায় *(বুখারী, মিশকাত হা/২১২৩)*।

প্রশ্নঃ (২৮/১০৮)ঃ পুরুষদের জন্য লাল কাপড় পরিধান করা জায়েয কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মেহেদী হাসান
ভবানীপুর, কুশখালী, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কম-বেশী যাই হৌক লাল কাপড় পরিধান করা জায়েয। আবু জুহায়ফাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে চামড়ার একটি লাল তাঁবুতে দেখলাম এবং বেলাল (রাঃ)-কে তাঁর জন্য ওযূর পানি নিয়ে উপস্থিত হ'তে দেখলাম। এ সময় লোকেরা তাঁর ওযূর পানির জন্য প্রতিযোগিতা করছিল। কেউ সামান্য পানি পাওয়া মাত্রই তা দিয়ে শরীর মুছে নিচ্ছে। আর যে পায়নি সে তার সাথীর ভিজা হাত হ'তে নিচ্ছে। অতঃপর বেলাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি লৌহ ফলকযুক্ত ছড়ি নিয়ে এসে তা মাটিতে পুঁতে দিলেন। তখন নবী করীম (ছাঃ) একটা লাল পোশাক পরে বের হ'লেন। এ সময় তাঁর তহবন্দ কিঞ্চিৎ উঁচু করে জড়া ছিল। সেই ছড়িটি সামনে রেখে লোকদের নিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলেন... *(বুখারী (বৈরুত ছাপা) ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২৪, হা/৩৭৬ 'ছালাত' অধ্যায়, 'লাল কাপড় পরে ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ)*।

শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, لاَ يَصِحُّ فِيْ النَّهْيِ عَنِ الْأَحْمَرِ حَدِيْثٌ। 'লালবস্ত্র পরিধান নিষেধ মর্মে কোন ছহীহ হাদীছ নেই' *(তাহক্বীক্ব মিশকাত, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৪৭ টীকা ২ দ্রঃ)*।

উল্লেখ্য, কোন কোন বিদ্বান এ বিষয়ে ভিন্নমত ব্যক্ত করলেও ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, উল্লিখিত হাদীছগুলির দ্বারা লালবস্ত্র পরিধান করা জায়েয বলে শাফেঈ, মালেক ও অন্যান্যরা দলীল গ্রহণ করেছেন। হাফেয ইবনু হাজর আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, আলী, ত্বালহা, আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর, বারা ইবনু আযেব প্রমুখ ছাহাবী এবং সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব, নাখঈ, শা'বী, আবু

কিলাবা, আবু ওয়ায়েল ও একদল তাবেঈ বিদ্বান থেকেও লালবস্ত্র সাধারণভাবে পরিধান করা জায়েয বলে বর্ণিত হয়েছে। হানাফী মাযহাবে লালবস্ত্র পরিধান করা মাকরূহ বলা হয়েছে। তাদের দলীল হচ্ছে, 'এক ব্যক্তি দু'টি লালবস্ত্র পরিধান করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাঁকে সালাম দেয়। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) তার সালামের উত্তর দিলেন না'। উক্ত হাদীছটি যঈফ। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, শায়খ আলবানী সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন *(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৩১৯ পৃঃ, হা/১৭৭৮-এর ভাষ্য দ্রঃ; তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৩৫৩)*।

তবে কমলা রংয়ের যে পোষাক সন্ন্যাসীরা পরিধান করে (হিন্দীতে একে كومية বা কুম্বা রং বলা হয়) তা পরিধান করা জায়েয নয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩২৭ 'পোষাক-পরিচ্ছেদ' অধ্যায়; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১৩৪, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২০০)*।

প্রশ্নঃ (২৯/১০৯)ঃ দাবা খেলা কি জায়েয?

-তালালুদ্দীন
নাজিরাবাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ দাবা, পাশা ও লুডু খেলা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি দাবা বা লুডু খেলায় অংশগ্রহণ করল সে নিজের হস্ত শূকরের রক্তে রঞ্জিত করল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫০০)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'যে ব্যক্তি দাবা-লুডু খেলল সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫০৫)*।

প্রশ্নঃ (৩০/১১০)ঃ জমাকৃত মূল টাকার সাথে মাসে মাসে কিস্তিতে নির্দিষ্ট সংখ্যক টাকা জমা করা হ'লে বছর শেষে যাকাত দেওয়ার সময় বছরের শুরুতে যে মূল টাকা ছিল তার যাকাত দিতে হবে, না কি সমুদয় টাকার যাকাত দিতে হবে?

-একরাম, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় মূল টাকারই যাকাত দিতে হবে। আর পরবর্তীতে জমাকৃত কিস্তি সমূহের উপর বৎসর পূর্ণ না হওয়ায় তাতে যাকাত ফরয হবে না। মূল কথা হ'ল, টাকার উপর পূর্ণ এক বৎসর অতিক্রান্ত হ'তে হবে *(আবুদাঊদ, বুলূগুল মারাম, হা/৫৯৩, পৃঃ ১৬১)*। তবে ব্যবসার ক্ষেত্রে বৎসরান্তে মূল ও লাভ হিসাব করে সমুদয় টাকার যাকাত বের করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩১/১১১)ঃ আমাদের এলাকার লোকেরা দেরী করে ছালাত আদায় করার কারণে আমরা কিছু সংখ্যক লোক নির্ধারিত সময়ে আউয়াল ওয়াক্তে আযান না দিয়েই ছালাত আদায় করি। এভাবে আযান ছাড়া ছালাত হবে কি?

-ফয়ছাল
হিলি বাজার, হাকীমপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় আযান ব্যতীত আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা সিদ্ধ হবে এবং এটাই উত্তম *(আহমাদ, মিশকাত হা/৬০৭)*। রাসূল (ছাঃ) তাঁর জীবনে একবার মাত্র জিবরীল (আঃ)-এর সাথে শেষ সময়ে ছালাত আদায় করেছিলেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৬০৮)*। ওবাদা ইবনু ছামেত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, আমার পর তোমাদের উপর এমন শাসক আসবে, যাদেরকে বিভিন্ন ব্যস্ততা ঠিক সময়ে ছালাত আদায় করা হ'তে বিরত রাখবে। এমনকি ছালাতের সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে। তখন তোমরা সঠিক সময়ে ছালাত আদায় করে নিবে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৬২১)*।

প্রশ্নঃ (৩২/১১২)ঃ খুৎবার সময় ইমাম ছাহেব মোবাইলে অন্যের সাথে প্রয়োজনীয় কথা বলতে পারেন কি?

-যাকারিয়া
বৃ-কুষ্টিয়া, শাজাহানপুর, বগুড়া।

উত্তরঃ খুৎবার সময়টি এক বিশেষ মুহূর্ত। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মোবাইলে অন্যের সাথে কথা বলা যাবে না। সাধারণভাবেই যখন মানুষ আপোষে কোন কথা বলে, তখন হঠাৎ কোন ব্যক্তি এসে তাদের সাথে কথা বলতে চাইলে কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে কথা বলা নিয়ম বিরোধী। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীগণের সাথে কথা বলছিলেন, হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে বলল, ক্বিয়ামত কখন হবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের কথা শেষ করার পরে বললেন, 'যখন আমানত ধ্বংস করা হবে তখন' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৪৩৯)*। তবে খুৎবা চলাকালে উপস্থিত মুছল্লীদের সাথে যরূরী প্রয়োজনে ইমাম কথা বলতে পারেন *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৫৪৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/১১৩)ঃ অমুসলিম ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাওয়া যায় কি?

-মুজীবুর রহমান
নবাবজাইগীর, নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ অমুসলিম ব্যক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কোন মুসলমানকে সহযোগিতা করলে তা গ্রহণ করা যায়। এমনকি কোন সাধারণ বিষয়ে তাদের নিকট থেকে সাহায্য-সহযোগিতা নেওয়াও যায়। নবী করীম (ছাঃ) মক্কা হ'তে মদীনা হিজরতের সময় রাস্তা দেখানোর ব্যাপারে একজন মুশরিকের সাহায্য নিয়েছিলেন, যার নাম আব্দুল্লাহ ইবনু আরীকত *(বুখারী ১/৫৫৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/১১৪)ঃ যুবতী মেয়ে রেখে হজ্জে গেলে নাকি হজ্জ কবুল হবে না। এ কথা কি সত্য?

-সৈয়দ ফয়েয
ধামতী, (মীরবাড়ী), দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা যুবতী মেয়ে ঘরে থাকার সাথে হজ্জের কোন সম্পর্ক নেই। হজ্জের সামর্থ্য থাকলে হজ্জ পালন করা ফরয। আল্লাহ বলেন, 'কা'বা গৃহে যাতায়াতের যার সামর্থ্য রয়েছে তার উপর হজ্জ পালন করা ফরয' *(আলে ইমরান ৯৭)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/১১৫)ঃ আউয়াল ওয়াক্ত কি? পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের আউয়াল ওয়াক্ত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হুরায়রা
বাঁশবাড়ীয়া, বাগাতীপাড়া, নাটোর।

উত্তরঃ ছালাতের প্রথম সময়ই আউয়াল ওয়াক্ত। আর সর্বোত্তম আমল হচ্ছে প্রথম ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা। রাসূলুল্লাহ আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায়ের প্রতিই গুরুত্বারোপ করেছেন *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৬০৭)*। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের আউয়াল ওয়াক্ত নিম্নরূপঃ যোহরের আওয়াল ওয়াক্ত সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পর শুরু হয় *(বনী ইসরাঈল৭৮)*। আছরের আউয়াল ওয়াক্ত শুরু হয়, সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে যাওয়ার পর যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হয় *(আবুদাঊদ তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৫৮৩ 'ছালাতের সময়' অনুচ্ছেদ)*। মাগরিব ছালাতের আউয়াল ওয়াক্ত সূর্য পশ্চিম আকাশে অস্ত যাওয়ার পরই শুরু হয়। এশার ছালাতের আউয়াল ওয়াক্ত পশ্চিম আকাশে লালীমা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পর শুরু হয় *(বুখারী ও মুসলিম, তাহক্বীক্বে মিশকাত হা/৫৯৭, 'ছালাতের সময়' অনুচ্ছেদ)*। ফজর ছালাতের আওয়াল ওয়াক্ত ছুবহে কাযীবের পর পূর্ব আকাশে সাদা রেখা (ছুবহে ছাদিক্ব) সম্প্রসারিত হয়ে যাওয়ার পর শুরু হয় *(মুসলিম মিশকাত হা/৫৮২, ছালাতের সময় অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য যে, 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক প্রকাশিত ছালাতের স্থায়ী ক্যালেণ্ডার অথবা আত-তাহ্রীক পত্রিকার প্রত্যেক মাসের ছালাতের সময়সূচী অনুযায়ী ছালাতের আযান ও জামা'আতের সময় নির্ণয় করা যায়।

প্রশ্নঃ (৩৬/১১৬)ঃ এশার ছালাত শেষ হয়ে তারাবীহ ছালাত শুরু হয়েছে। এমতাবস্থায় কেউ উপস্থিত হ'লে কোন ছালাত পড়বে?

-হুরায়রা
বাঁশবাড়ীয়া, বাগাতীপাড়া, নাটোর।

উত্তরঃ তারাবীহর জামা'আত চলাকালীন অবস্থায় কেউ এসে যদি তারাবীহর জামা'আতের ইমামের ইক্বতেদা করে এশার ফরয ছালাত আদায় করে তাহ'লে শারঈ কোন দোষ নেই। কারণ নফল ছালাত আদায়কারীর পিছনে ফরয ছালাত আদায় করা যায় *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, ৩০৬ পৃঃ, মাস'আলা নং ২২৩)*।

জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এশার ফরয ছালাত আদায় করে নিজ মহল্লায় গিয়ে এশার ফরয ছালাতের ইমামতি করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৩৩ 'ছালাতে কিরাআত' অনুচ্ছেদ)*।

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিছগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে মু'আয (রাঃ)-এর ছালাত ফরয বলে গণ্য হয়েছে আর স্বীয় মহল্লায় যে ছালাত আদায় করতেন তা ছিল নফল বলে গণ্য হয়েছে।

প্রশ্নঃ (৩৭/১১৭)ঃ দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করতে অক্ষম ব্যক্তি আরেকটি চেয়ারের উপর সিজদা করে ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

-আফরোজা আখতার
তুলাগাও (নোয়াপাড়া)
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ অক্ষম ব্যক্তির জন্য চেয়ারে বসে ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে পৃথক চেয়ার বা অন্য কিছু সামনে রেখে তার উপর সিজদা করা যাবে না। বরং এক্ষেত্রে ইশারা করে সাধ্যমত রুকু ও সিজদা আদায় করবে। তবে সিজদার ক্ষেত্রে রুকুর চেয়ে একটু বেশী ঝুকে ইশারা করবে। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন এক রুগ্ন ব্যক্তিকে বালিশের উপর সিজদা দিয়ে ছালাত আদায় করতে দেখে বালিশটি টেনে ফেলে দিয়ে বললেন, পারলে এমনভাবে ইশারা করে ছালাত আদায় করবে যেন তোমার সিজদা রুকুর ইশারা হ'তে অপেক্ষাকৃত নীচু হয় *(বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ, বুলূগুল মারাম হা/৩২৫ 'ছালাতের বিবরণ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/১১৮)ঃ ঈদুল ফিৎতর ও ঈদুল আযহার দিনে ঈদগাহ সজ্জিত করা যায় কি?

-মনীরুযযামান
আনন্দনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ ঈদগাহকে গেইট, রঙিন কাগজ ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা শরী'আত সম্মত নয়। কারণ ঈদগাহ হ'ল ইবাদতের স্থান। আর ইবাদতের স্থানে সাজ-সজ্জা করা যাবে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মসজিদ সমূহকে চাকচিক্য করে নির্মাণ করার জন্য আমি আদিষ্ট হইনি'। অতঃপর ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, (কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে,) তোমরা উহাকে (বিভিন্নভাবে) চাকচিক্যময় করবে, যেভাবে ইহুদী-খৃষ্টানরা করেছে *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭১৮ 'মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

তবে মসজিদকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ রয়েছে *(আবূদাঊদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭১৭ 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। অতএব, ঈদগাহ ছালাতের স্থান হিসাবে তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, সাজ-সজ্জা নয়।

প্রশ্নঃ (৩৯/১১৯)ঃ হাদীছের প্রধান ছয়টি কিতাবকে 'ছিহাহ সিত্তাহ' বলা যাবে কি?

-আব্দুছ ছবুর
আরবী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ কিছু ওলামায়ে কেরাম বুখারী, মুসলিম, আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ এসব মহামতি ইমামগণের হাদীছ গ্রন্থগুলিকে 'ছিহাহ সিত্তাহ' বলে থাকেন। যার অর্থ হাদীছের ছয়টি ছহীহ কিতাব। মূলতঃ ছহীহ কিতাব শুধু বুখারী ও মুসলিম। যাকে একত্রে 'ছহীহায়েন' বলা হয়। এ গ্রন্থদ্বয়ের সব হাদীছই ছহীহ। তাই ইমাম বুখারী ও মুসলিম

উভয়েই স্ব স্ব কিতাবের নাম 'ছহীহ' বলেই নামকরণ করেছেন। কিন্তু এর বাইরে আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ এ চারটি কিতাবে অধিকাংশ হাদীছ 'ছহীহ' হ'লেও তাঁরা কেউই স্ব স্ব কিতাবকে 'ছহীহ' বলে নামকরণ করেননি। কারণ সেখানে অনেক যঈফ হাদীছ সংযোজিত হয়েছে। শায়খ আলবানীর (রহঃ)-এর হিসাব মতে এগুলিতে সর্বমোট তিন হাযারের অধিক 'যঈফ' হাদীছ রয়েছে। যেমন আবুদাঊদে ১১২৭, তিরমিযীতে ৮৩২, নাসাঈতে ৪৪০ এবং ইবনু মাজাহতে ৯৪৮টি, সর্বমোট ৩৩৪৭টি *(দেখুনঃ আলবানী, যঈফ আবুদাঊদ, যঈফ তিরমিযী, যঈফ নাসাঈ ও যঈফ ইবনু মাজাহ)*।

অতএব দ্বীনী আলেমগণের উচিত এগুলিকে বুখারী ও মুসলিমের সাথে মিলিয়ে 'ছিহাহ সিত্তাহ' না বলে একত্রে 'কুতুবে সিত্তাহ' বলা। অথবা পৃথকভাবে 'ছহীহায়েন' ও 'সুনানে আরবা'আহ' বলা উচিত। কারণ মুহাদ্দিছগণের নিকটে এ দু'টি পরিভাষাই সমধিক পরিচিত। উল্লেখ্য, 'ছিহাহ সিত্তাহ' কথাটি উপমহাদেশের কোন কোন আলেমের প্রচলন *(দ্রঃ আব্দুন নূর সালাফী, তিরমিযী বাংলা অনুবাদ)*।

প্রশ্নঃ (৪০/১২০)ঃ চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের সময় লোকজন খাওয়া-দাওয়া এমনকি যেকোন প্রয়োজনীয় কাজ থেকে বিরত থাকে। এ ব্যাপারে শারঈ বিধান জানতে চাই।

-আশরাফুল ইসলাম
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিম চত্বর।

উত্তরঃ উক্ত ধারণা ঠিক নয়। তবে যেহেতু মানুষের জন্য এটা একটা বড় বিপদ, কাজেই এসময় অন্য কোন কাজে ব্যস্ত না থেকে তাসবীহ-তাহলীল ও ছালাত আদায় করা বাঞ্ছনীয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'চন্দ্র-সূর্য আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যু বা জন্মের কারণে গ্রহণ লাগেনা। অতএব তোমরা চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণ দেখলে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা কর, তাকবীর দাও ছালাত আদায় কর এবং ছাদাক্বা কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৮৩ 'চন্দ্র গ্রহণের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণের মাধ্যমে তার বান্দাদের ভয় প্রদর্শন করেন। তোমরা এরূপ দেখলে দ্রুত ভীত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর, তাঁর নিকট প্রার্থনা কর ও ক্ষমা চাও' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৮৪)*। চন্দ্র বা সূর্য গ্রহণ লাগলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যথাক্রমে কুসূফ ও খুসূফ-এর ছালাত আদায় করতেন। আমাদেরও তা করা উচিত *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১৩২-৩৩)*।

আত-তাহরীক পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ

॥ আসসালা-মু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ ॥

সম্মানিত পাঠক! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার অনন্য মুখপত্র আপনাদের প্রিয় গবেষণা পত্রিকা 'মাসিক আত-তাহরীক' অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ৮ম বর্ষ অতিক্রম করে ৯ম বর্ষে পদার্পন করেছে। ডিসেম্বর'০৫ সংখ্যার মাধ্যমে ৯ম বর্ষের ৩য় সংখ্যা প্রকাশ হ'ল। আমাদের এই দীর্ঘ পথপরিক্রমায় আপনাদের সহযোগিতাকে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি এবং আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

শিরক-বিদ'আত সহ সমাজে পুঞ্জীভূত যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপোষহীন এবং ইসলামের নির্ভেজাল আদিরূপ প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত এই অনন্য মুখপত্রটি সেপ্টেম্বর ১৯৯৭-এর সূচনা লগ্ন থেকেই বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবেষ্টিত মানবতাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে মাইলফলক হিসাবে কাজ করে আসছে। দেশ-বিদেশে সাড়াও পেয়েছে আশানুরূপ। বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাংলাভাষী মুসলমানদের নিকটে এমন একটি পত্রিকা ছিল দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় যৎসামান্য হ'লেও চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়েছি। ফালিল্লা-হিল হামদ।

প্রিয় পাঠক! আমরা সর্বদা সচেষ্ট থেকেছি পত্রিকাটির মূল্য ক্রয়সীমার মধ্যে রাখতে। সেকারণ দীর্ঘ আট বছরে অসংখ্যবার কাগজের মূল্য বৃদ্ধি হ'লেও পাঠকদের কথা সুবিবেচনা করে আমরা মাত্র একবার মূল্যবৃদ্ধি করেছি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাতে হচ্ছে যে, সম্প্রতি আকস্মাৎ কাগজের অত্যধিক (৩৫-৪০%) মূল্যবৃদ্ধির কারণে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরা পত্রিকাটির বর্তমান মূল্য ১২/= টাকার পরিবর্তে জানুয়ারী'০৬ সংখ্যা থেকে ২(দুই) টাকা বৃদ্ধি করে ১৪/= টাকা নির্ধারণের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি। যেমনটি অন্যান্য পত্র-পত্রিকার ক্ষেত্রেও ঘটেছে। আমরা জানি এই মূল্যবৃদ্ধি আপনাদের কাম্য নয়। কিন্তু 'দ্বীনে হক্ব' প্রচারের এই নির্ভরযোগ্য ব্যতিক্রম মুখপত্রটি বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে এর কোন বিকল্প ছিল না। আশা করি দ্রব্যমূল্যের অনাকাঙ্খিত উর্ধ্বগতির এই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে আপনাদের প্রিয় **'আত-তাহরীক'**-এর প্রকাশনা অব্যাহত রাখার স্বার্থে এই সামান্য মূল্য বৃদ্ধি কষ্টের কারণ হবে না। আপনাদের সার্বিক সহযোগিতাই উন্মোচিত করবে আমাদের সাফল্যের দ্বার। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর দ্বীন অনুযায়ী চলার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

সম্পাদক
মাসিক আত-তাহরীক

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১০ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

ফেব্রুয়ারী ২০০৭

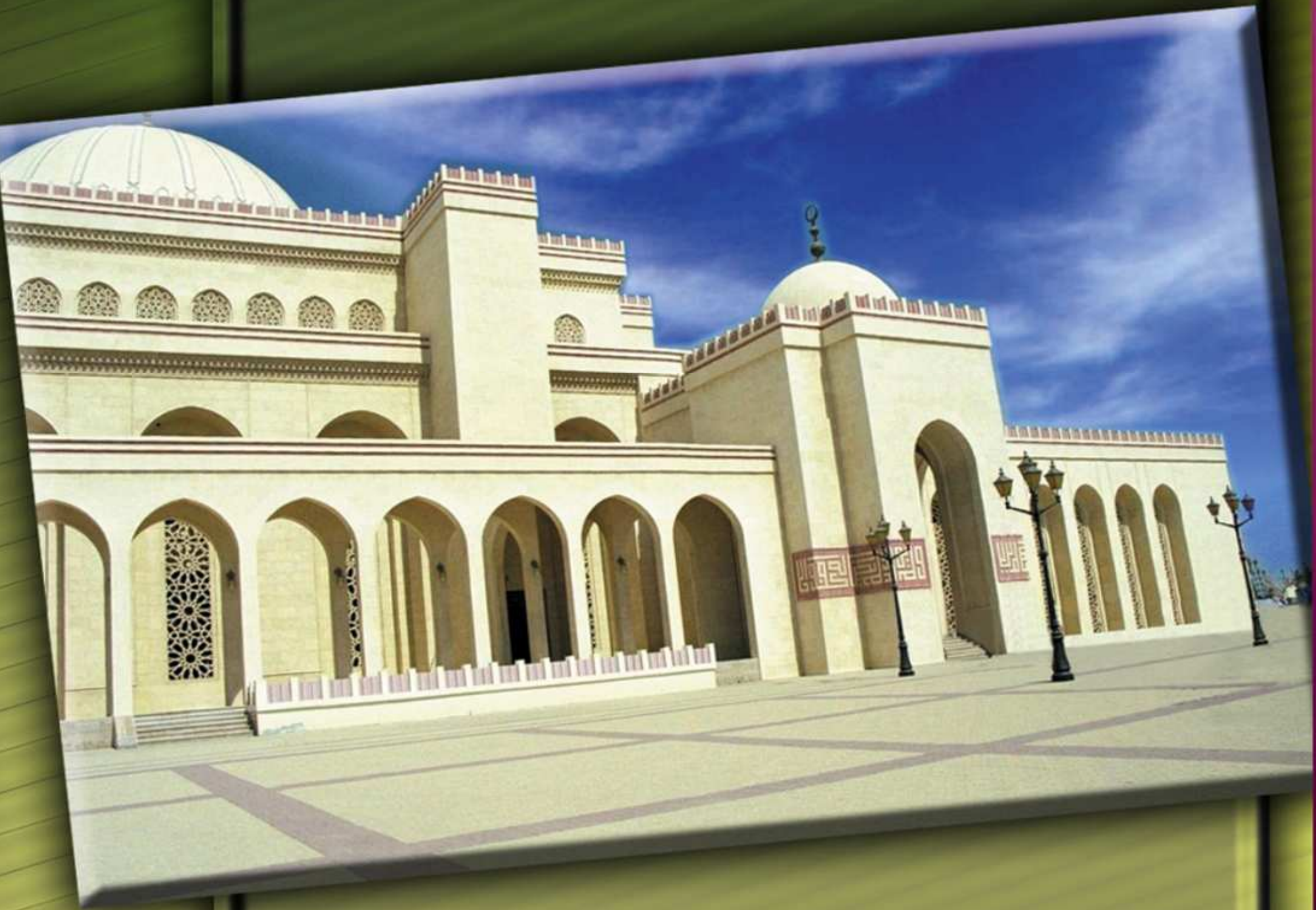

আত-তাহরীক

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/১৫১)ঃ আদম (আঃ)-কে তাঁর ভুল করার অপরাধে জান্নাত হ'তে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে বলে জানা যায়। যদি তাই হয় তবে আদম (আঃ)-এর সন্তান হিসাবে আমরা সকলেই কি সেই অপরাধে অপরাধী? আল্লাহ তো আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির পর জান্নাতে না রেখে সরাসরি পৃথিবীতে পাঠাতে পারতেন? উক্ত বিষয়ে দলীল ভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

- খোরশেদ আলম
মাষ্টারের মিল, মৌগাছী
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ভুলের কারণে আদম (আঃ)-কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে বলে সে অপরাধ তাঁর সন্তানদের উপর বর্তাবে না। আল্লাহ বলেন, 'কেউ অপরের পাপের বোঝা বহন করবে না' *(ফাতির ১৮)*। আদম (আঃ)-কে ভুলের অপরাধে জান্নাত হ'তে পৃথিবীতে পাঠানোর পিছনে কতিপয় মৌলিক কারণ থাকতে পারে। প্রথমতঃ হয়ত আদম (আঃ)-এর তাক্বদীরে অনুরূপ লেখা ছিল। যেমন- ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মূসা (আঃ) আল্লাহ্র নিকট আদম (আঃ)-এর সাক্ষাৎ কামনা করলে আল্লাহ তাঁর সাথে মূসা (আঃ)-এর সাক্ষাৎ ঘটান। তখন মূসা (আঃ) বলেন, আপনি কি আদম (আঃ)? আল্লাহ কি আপনার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছিলেন? তিনি কি আপনাকে সবকিছুর নাম শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং ফেরেশতামণ্ডলী আপনাকে সিজদা করেছিলেন? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। মূসা (আঃ) বললেন, তবে আপনাকে এবং আমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করার ব্যাপারে আপনাকে কোন বস্তু উত্তেজিত করেছিল? আদম (আঃ) মূসা (আঃ)-কে বললেন, আপনি এত সম্মানিত হয়েও আমার সৃষ্টির পূর্বে তাক্বদীরে আল্লাহ যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা নিয়ে আমাকে ভর্ৎসনা করছেন কেন? তখন মূসা (আঃ) চুপ হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইহাতে আদম (আঃ) মূসা (আঃ)-এর উপর জয়ী হয়ে গেলেন' *(ছহীহ আবুদাঊদ ৪/১৪৯ পৃঃ, হা/৪৭০২, সনদ হাসান; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১/১৯৬ পৃঃ, 'আদম (আঃ)-এর বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*।

দ্বিতীয়তঃ তাঁর জন্য এটি পরীক্ষা স্বরূপ হ'তে পারে *(তাফসীর ইবনে কাছীর ১/৮২, সূরা বাক্বারাহ ৩৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। তৃতীয়তঃ মহান আল্লাহ আদম (আঃ)-কে পৃথিবীতে খলীফা হিসাবে পাঠানোর জন্যই সৃষ্টি করেছেন। তাই তিনি ঐ ভুলের মাধ্যমে তাঁকে পৃথিবীতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন এমনটিও হ'তে পারে। সর্বোপরি এ বিষয়ে মহান আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্নঃ (২/১৫২)ঃ পর্দার বিধান নিয়ে প্রায়শই সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়। মুখমণ্ডল, চোখ, হাত ও পায়ের পাতার পর্দা সম্পর্কে শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি কি? মাহরাম কারা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আরীফা বিনতু আব্দুল মতীন
কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ শারঈ বিধান হ'ল মহিলারা তাদের সমস্ত শরীর ঢেকে রাখবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে হাত ও মুখমণ্ডল খুলে রাখতে পারে। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা একদা ইহরাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। যখন আমাদের সামনে দিয়ে কোন কাফেলা অতিক্রম করত তখন আমরা কাপড় দ্বারা মুখমণ্ডল ঢেকে নিতাম এবং কাফেলা অতিবাহিত হয়ে গেলে আমরা মুখমণ্ডল হ'তে পর্দা সরিয়ে নিতাম *(আহমাদ, ইবনু মাজাহ, আবুদাঊদ, ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়েমাহ ১৭ খণ্ড, পৃঃ ১৪৭)*। ইসলামী শরী'আতে যাদের সাথে বিবাহ নিষিদ্ধ তারাই মাহরাম (নিসা ২৩)।

প্রশ্নঃ (৩/১৫৩)ঃ কোন সময় থেকে ছালাতের প্রচলন হয়েছে এবং কোন নবীর প্রতি কত ওয়াক্ত ছালাত ফরয ছিল?

- মু'আয বিল্লাহ
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ সকল নবী-রাসূলের উপরই ছালাত ফরয ছিল। তবে কোন নবীর প্রতি কত ওয়াক্ত ছালাত ফরয ছিল সে সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জানা যায় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তাদেরকে কেবল নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন একনিষ্ঠচিত্তে আল্লাহ্র ইবাদত করে' *(বাইয়েনাহ ৫; হজ্জ ৭৮)*। জিবরীল (আঃ) একদা ছালাতের দু'টি সময় উল্লেখ করার পর বলেন, হে মুহাম্মাদ (ছাঃ)! এ হচ্ছে আপনার পূর্বের নবীগণের ছালাতের সময়' (আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৫৮৩)।

প্রশ্নঃ (৪/১৫৪)ঃ মহিলারা মাসিক অবস্থায় ভিক্ষুককে ভিক্ষা দান করা সহ অন্যান্য বৈধ কাজ করতে পারে কি?

- তাজীরা বেগম

দক্ষিণ নওদাপাড়া, তালপুকুর পাড়া
সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মহিলারা মাসিক অবস্থায় স্বামীর সাথে মিলন ব্যতিরেকে যাবতীয় বৈধ ও পুণ্যের কাজ করতে পারে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা নবী করীম (ছাঃ) মসজিদ হ'তে আমাকে মাদুর দিতে বললেন। আমি বললাম, আমি ঋতুবতী। তিনি বললেন, 'ঋতু তো তোমার হাতে লেগে নেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৯ 'ঋতু' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৫/১৫৫)ঃ নবনির্মিত গৃহে প্রবেশের প্রাক্কালে বরকতের আশায় ৩ দিনে ৩ খতম কুরআন পড়ানো, দো'আ করানো এবং শেষ দিনে দাওয়াত খাওয়ানো ও মীলাদ অনুষ্ঠান করায় কোন কল্যাণ আছে কি? অন্যথায় এক্ষেত্রে কী ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যেতে পারে?

- আব্দুল করীম
বাঁশদহ বাজার, বাঁশদহ, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ নবনির্মিত ঘরে প্রবেশের প্রাক্কালে বরকতের আশায় উপরোক্ত আনুষ্ঠানের আয়োজন করার শারঈ কোন ভিত্তি নেই। তবে নতুন হোক পুরাতন হোক যেকোন বাড়ী থেকে শয়তানকে বিতাড়িত করার জন্য ও বরকত লাভের আশায় নিজে বা কোন মুত্তাক্বী আলেম দ্বারা কুরআন পাঠ করানো যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের ঘর সমূহকে কবরস্থানে পরিণত কর না (অর্থাৎ কুরআন পড়, ছালাত আদায় কর)। কেননা শয়তান ঐ ঘর হ'তে পলায়ন করে যে ঘরে সূরা বাক্বারাহ পড়া হয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৯)*। আনাস (রাঃ) বলেন, একদা আমি ও আমাদের বাড়ীর একজন ইয়াতীম আমাদের বাড়ীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করছিলাম এবং আমার মা উম্মু সুলায়ম আমাদের পিছনে ছিলেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১০৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত আগমন ও ছালাত আদায় ছিল বরকতমূলক ও প্রশিক্ষণমূলক *(মির'আতুল মাফাতীহ, 'মাওক্বেফ' অধ্যায়; মাসিক আত-তাহরীক, সংখ্যা অক্টোবর ২০০০, প্রশ্নোত্তর ২০/২০)*। উল্লেখ্য যে, নতুন বাড়ীতে উঠার জন্য প্রচলিত পন্থায় বর্তমানে যা কিছু করা হয় এর সবই বিদ'আত।

প্রশ্নঃ (৬/১৫৬)ঃ অনেকে বলে থাকে যে, রাতের অন্ধকারে ছালাত আদায় করা ঠিক নয়, বরং আলো জ্বালিয়ে ছালাত আদায় করতে হবে। এ বক্তব্য সঠিক কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ মুহসিন আলম
ছোট বনগ্রাম, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ অন্ধকারে ছালাত আদায় করা যায় না এমন কথা সঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্ধকারে ছালাত আদায় করেছেন *(বুখারী, হা/৩৮২; 'ছালাত' অধ্যায়, মিশকাত হা/৭৮৬)*। তবে আলো জ্বালিয়ে ছালাত আদায় করাই ভাল। যেমন মসজিদে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায়ের সময় অন্ধকার হ'লে কাতার সোজা না হওয়ার আশংকা থাকে এবং পরবর্তী মুছল্লীদের কাতারে শামিল হ'তে সমস্যা হয়।

প্রশ্নঃ (৭/১৫৭)ঃ 'আইয়ামে বীয' তথা প্রতি চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ যে নফল ছিয়াম পালন করা হয় উক্ত সময়ে যদি কোন মহিলা ঋতুবতী হয় সেক্ষেত্রে পরবর্তীতে উক্ত ছিয়াম ক্বাযা আদায় করা যাবে কি?

- মৌসুমী সুলতানা
খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ নিয়মিতভাবে আইয়ামে বীযের ছিয়াম পালনে অভ্যস্ত কোন মহিলা উক্ত সময়ে ঋতুবতী হ'লে পরবর্তীতে তার ক্বাযা আদায় করতে পারে। কারণ নফল ছিয়ামেরও ক্বাযা আদায় করা যায় *(নায়লুল আওত্বার, ২/২৫৯ পৃঃ, 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*। তবে এটা তার ইচ্ছাধীন বিষয়। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও কতিপয় ছাহাবীকে দাওয়াত দিলাম। খাওয়ার পূর্বমুহূর্তে জনৈক ছাহাবী (নফল) ছিয়ামরত থাকায় খাবারে অংশগ্রহণ করলেন না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ছিয়াম ভঙ্গ করে খাবার গ্রহণ করতে বললেন এবং ইচ্ছা করলে পরবর্তীতে ইহার ক্বাযা আদায় করার জন্য বললেন *(বায়হাক্বী ৪/৪৬২ পৃঃ, হা/৮৩৬২, 'নফল ছিয়াম ক্বাযা করা ঐচ্ছিক' অনুচ্ছেদ; সনদ হাসান, নায়লুল আওত্বার ২/২৫৯ পৃঃ, 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৮/১৫৮)ঃ 'বান্দা যখন আমার হয়, আমি তখন বান্দার হাত হই'। অর্থাৎ বান্দা এক হাত অগ্রসর হ'লে আমি দু'হাত অগ্রসর হই। উক্ত হাদীছ পেশ করে জনৈক পীর দাবি করেছে যে, সে আল্লাহকে দেখেছে এবং কথা বলেছে। তার দাবীর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- রাশীদা আখতার
চেংগার বন্দ, কালিয়াকৈর, গাযীপুর।

উত্তরঃ পীরের উক্ত বক্তব্যটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন । সে স্বার্থসিদ্ধির জন্য উক্ত ছহীহ হাদীছের ভুল ব্যাখ্যা করেছে। কারণ পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী মূসা (আঃ) এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কেউ আল্লাহ্র সাথে কথা বলেছেন মর্মে কোন প্রমাণ নেই। তাহ'লে কথিত পীরের পক্ষে কিভাবে তা সম্ভব? অতএব এ সমস্ত ভণ্ড পীর-ফক্বীর থেকে সর্বদা দূরে থাকা আবশ্যক।

প্রশ্নঃ (৯/১৫৯)ঃ কোন মুসলিম ব্যক্তিকে তার কৃত অপরাধের কারণে শারঈ বিধান মোতাবেক যদি দুনিয়াতে শাস্তি দেওয়া হয় তাহ'লে ঐ অপরাধের জন্য পরকালে তাকে আবার শাস্তি দেওয়া হবে কি? যেমন- চুরির অপরাধে হাত কাটা অথবা যেনার অপরাধে ৮০ বেত্রাঘাত করা প্রভৃতি।

- মুহাম্মাদ মাহবুবুল আলম
বাঁশদহ, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ অপরাধের কারণে কোন মুসলিম ব্যক্তির উপর শারঈ বিধান মোতাবেক শাস্তি দেওয়া হ'লে এবং সে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে পরকালে তাকে পুনরায় আর শাস্তি দেওয়া হবে না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮)*। যেমন- মায়েয বিন মালেক রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে যেনার স্বীকারোক্তি দিয়ে তার জন্য শাস্তি প্রার্থনা করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে রজমের নির্দেশ দেন। অতঃপর তাকে রজম করা হয়। ঐ ঘটনার ২ কিংবা ৩ দিন পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা মায়েযের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, কেননা সে এমন তওবা করেছে, যদি তা সমস্ত উম্মতের মাঝে বিতরণ করা হয় তবে তা সবার জন্য যথেষ্ট হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৬২, 'দণ্ডবিধি' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১০/১৬০)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কর্তৃক ওয়াইসকুরনী (রাঃ)-কে জামা দান করা সংক্রান্ত বর্ণনা কি সঠিক? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মহব্বতে ওয়াইসকুরনীর নিজের দাঁত ভাঙ্গার কারণে তার ছওয়াব হবে কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, শারী'আত আমার বাক্য, তরীক্বত আমার কাজ, হাক্বীক্বত আমার অবস্থা এবং মা'রেফাত আমার নিগূঢ় রহস্য। হাদীছটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
ভাওয়াল, মির্জাপুর সদর, গাযীপুর।

উত্তরঃ উল্লিখিত বর্ণনাগুলির সবই ভিত্তিহীন। ইবনু হিব্বান বলেন, ওয়াইসকুরনী সম্পর্কিত বর্ণনাগুলির মধ্যে সামান্য কিছু ছাড়া সবই বাতিল *(তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, পৃঃ ১০১)*। ছহীহ বর্ণনায় এতটুকু পাওয়া যায় যে, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ইয়ামন দেশ হ'তে এক ব্যক্তি তোমাদের নিকট আসবে, তাঁর নাম হবে 'ওয়াইস'। একজন মাতা ছাড়া ইয়ামন দেশে তাঁর আর কোন নিকটাত্মীয় থাকবে না। তাঁর দেহে থাকবে শ্বেত ব্যাধি। এর জন্য তিনি আল্লাহ্র কাছে দো'আ করবেন। ফলে এক দিরহাম কিংবা এক দীনার পরিমাণ জায়গা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা তার সেই রোগটি দূর করে দিবেন। সুতরাং তোমাদের যে কেউ তাঁর সাক্ষাৎ পাবে, সে যেন নিজের মাগফিরাতের জন্য তার মাধ্যমে দো'আ করায়। অপর বর্ণনায় আছে, ওমর (রাঃ) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি হবেন তাবেঈদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি। তাঁর নাম 'ওয়াইস' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬২৬৬ 'মানাকিব' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১১/১৬১)ঃ কবরে যাওয়ার পর সবাই কি আছরের সময় দেখতে পাবে?।

- সৈয়দ ফয়েয
ধামতী মীরবাড়ী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ কবরে যাওয়ার পর সকল মানুষ আছরের সময় দেখতে পাবে এমনটি নয়। বরং কেবল মাত্র মুমিন ব্যক্তিগণ আছরের সময় উপলব্ধি করবেন *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৪৩৪৮; সনদ হাসান, মিশকাত হা/১৩৮, 'কবরের আযাব' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১২/১৬২)ঃ কোন ব্যক্তি কেবল সাহরী খেতে বসেছে কিন্তু খাওয়া শুরু করেনি, এমতাবস্থায় আযান শুরু হ'লে খাবার খেতে পারবে কি?

- শামীম আখতার
হরীহার পাড়া, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় সে তার খাওয়া সম্পন্ন করবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ খাবার পাত্র অথবা পানির পাত্র হাতে নেয় আর এমতাবস্থায় আযান শুনে তখন সে যেন উহা রেখে না দেয়; বরং যেন খাওয়া শেষ করে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত, হা/১৯৮৮ 'ছওম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৩/১৬৩)ঃ সূরা বাক্বারার ১০২-১০৩ নং আয়াতের আলোকে বুঝা যায় যে, হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয় মানুষকে যাদুবিদ্যা শিখিয়ে দিতেন। বিষয়টি স্পষ্টভাবে জানতে চাই।

- আযীযুল হক্ব
সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয় স্বেচ্ছায় মানুষকে যাদু শিখিয়ে দিতেন একথা ঠিক নয়। বরং তারা লোকদেরকে যাদু না শিখার ব্যাপারেই সতর্ক করতেন এবং বলতেন, তোমরা সাবধান হয়ে যাও! আমরা কিন্তু তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্যই প্রেরিত হয়েছি। তোমরা নিজেদের পরকাল নষ্ট কর না। কিন্তু জনগণ তাদের নিকট হ'তে যাদু-মন্ত্র ও তা'বীয-তুমার শিক্ষা নেয়ার জন্য একেবারে পাগলপারা হয়ে যেতে। তাই অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। মূলকথা হ'ল মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যই তারা প্রেরিত হয়েছিলেন। যেমন- আল্লাহ বলেন, 'তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা কিন্তু পরীক্ষা করার জন্যই। কাজেই তোমরা কাফের হয়ো না। এরপরও তাদের কাছ থেকে এমন যাদু শিখত যার দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছেদ ঘটে থাকে' *(বাক্বারাহ ১০২)*।

প্রশ্নঃ (১৪/১৬৪)ঃ কোন মুসলমান সদা-সর্বদা সত্য কথা বললেই কি পবিত্র কুরআনে বর্ণিত 'ছিদ্দীক্ব' হিসাবে পরিগণিত হবেন?

- শাহ মুহাম্মাদ আবু শাহীন
পাবনাপুর, পলাশবাড়ী, গাইবান্দা।

উত্তরঃ সদা-সর্বদা সত্য কথা বললেই পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ছিদ্দীক্ব হিসাবে পরিগণিত হওয়া সাধারণ মানুষের

পক্ষে সহজসাধ্য নয়। কারণ এ স্তরে পৌঁছা নবী-রাসূল ও অধিক মর্যাদাবান ছাহাবীগণ ব্যতীত সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ। তবে সাধারণ মানুষদের মধ্যে কেউ তার সমধিক সৎ আমল ও সত্যতার ভিত্তিতে ছিদ্দীক্বদের পর্যায়ভুক্ত হ'তে পারেন। এ মর্মে আল্লাহ বলেন, 'যারা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তারা তাদের পালনকর্তার কাছে ছিদ্দীক্ব' *(হাদীদ ১৯)*। উল্লেখ্য, আবুবকর (রাঃ) ব্যতীত কোন মানুষকে দুনিয়াতে 'ছিদ্দীক্ব' উপাধিতে আখ্যায়িত করা যাবে না।

প্রশ্নঃ (১৫/১৬৫)ঃ যে ব্যক্তি 'সুবহা-নাল্ল-হি ওয়া বিহামদিহী' পড়ে তার আমলনামায় নাকি এক লক্ষ চব্বিশ হাযার নেকী লেখা হয়। একথা কি সঠিক?

- আমানুল্লাহ; কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্যের কোন ভিত্তি নেই। বরং হাদীছে এর বিপরীত এসেছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় একশ'বার 'সুবহা-নাল্ল-হী ওয়াবিহামদিহী' বলবে ক্বিয়ামতের দিন এর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমল নিয়ে কেউ উপস্থিত হ'তে পারবে না। তবে ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে এই বাক্য উক্ত ব্যক্তির চেয়ে অধিকবার বলবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২২৯৭)*। অন্য এক বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি একশ'বার উক্ত বাক্য বলবে তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, যদিও তার গোনাহ সমুদ্রের ফেনার ন্যায় বেশী হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২২৯৬)*।

প্রশ্নঃ (১৬/১৬৬)ঃ মাসিক আত-তাহরীক নভেম্বর'০৬ (২৯/৫৯ নং) প্রশ্নোত্তরে হাদীছের অনুবাদে বলা হয়েছে, 'রাসূল (ছাঃ) পেশাব-পায়খানায় যাওয়ার সময় এদিক সেদিক তাকাতেন না'। কিন্তু বুখারী শরীফের জনৈক অনুবাদক এর অনুবাদ করেছেন, 'তাকাতেন'। কোনটি সঠিক?

- আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দায়খাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ মাসিক আত-তাহরীকের জবাটিই সঠিক। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বের হ'তেন তখন আমি তাঁর অনুসরণ করতাম। তার অভ্যাস ছিল যে, এ সময় তিনি এদিক সেদিক তাকাতেন না *(ছহীহ বুখারী ১ম খণ্ড, ২৭ পৃঃ; বাংলা বুখারী (তাওহীদ প্রেস), ১ম খণ্ড, হা/১৫৫ 'ওযু' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৭/১৬৭)ঃ সাধারণ বিস্কুট বা অন্য কোন মাল ক্রয়ের সময় যে সমস্ত জিনিস ফ্রি পাওয়া যায় খরিদ্দার হিসাবে তা গ্রহণ করা জায়েয কি?

- আখতার
মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ উল্লিখিত বিষয়টি যদি এরূপ হয় যে, কোন জিনিস কিনলে তার সাথে অন্য একটা জিনিস ফ্রি তাহ'লে খরিদ্দার হিসাবে তা গ্রহণ করা জায়েয। এটা তার জন্য হাদিয়া স্বরূপ হবে। আর যদি বিষয়টি লটারির মাধ্যমে হয় তাহ'লে তা জায়েয নয়। কারণ লটারি হচ্ছে ভাগ্যবাজী খেলার শামিল। যা ইসলামে পরিস্কারভাবে হারাম। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক মাধ্যম সমূহ শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ কিছুই নয়। অতএব এগুলি থেকে তোমরা বেঁচে থাক' *(মায়েদাহ ৯০)*।

প্রশ্নঃ (১৮/১৬৮)ঃ কোন্ কোন্ সূরা ও আয়াতের জবাবে কি বলতে হবে তা দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

- ফেরদৌসী
মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ সূরা 'আলা'র জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলতেন, سُبْحَانَ رَبِّىَ الْأَعْلَى ('সুবহা-না রাব্বিইয়াল 'আলা') *(আহমাদ, আবুদাঊদ হাকেম, সনদ ছহীহ, মিশকাত, হা/৮৫৯)*। সূরা ক্বিয়ামার শেষ আয়াত পাঠ করে বলবে, سُبْحَانَكَ فَبَلَى (সুবহা-নাকা ফাবালা) *(আবুদাঊদ, বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৮৬০)*। সূরা আর-রহমানের فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان আয়াতের জবাবে বলবে لاَبِشَيْئٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ (লা বিশাইয়িম মিন নি'আমিকা রাব্বানা নুকাযযিবু ফালাকাল হামদু) *(তিরমিযী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৮৬১)*। তবে সূরা গাশিয়ার শেষে 'আল্লাহুম্মা হাসিবনী হিসাবাই ইয়াসীরা' বলা শুধু গাশিয়ার সাথে খাছ নয়, বরং ছালাতের মাঝে যেখানেই আল্লাহ্র হিসাবের কথা উল্লেখ রয়েছে সেখানেই এই দো'আ পড়া যায় *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫৫৬২)*। অপরদিকে সূরা ত্বীন ও মুরসালাত শেষে জবাব দান সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৮৬০; আলবানী, হাশিয়া মিশকাত টিকা নং ৬; ইবনু কাছীর ১/৭৪৬ পৃঃ টীকা নং ২)*।

প্রশ্নঃ (১৯/১৬৯)ঃ রামাযান মাসে ছিয়াম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই কি ৬০টি করে ১২০টি ছিয়াম রাখতে হবে? নাকি শুধু ৬০টি রাখতে হবে। এছাড়া ছিয়াম পালনে অক্ষম হ'লে ৬০ জন মিসকীনকে এক সঙ্গে খাওয়াতে হবে না বারে বারে খাওয়াতে হবে?

- আসিরুদ্দীন
মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ শুধু স্বামীকে একাধারে ৬০টি ছিয়াম পালন করতে হবে, স্ত্রীকে নয়। আর ছিয়াম পালনে অক্ষম ব্যক্তিকে ৬০ জন মিসকীন খাওয়াতে হবে। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিসকীনকে খাওয়ানোর ব্যাপারে একসঙ্গে কথাটি বলেননি। যেমন ভাবে তিনি একাধারে ছিয়াম পালনের কথা বলেছেন। সে হিসাবে সামর্থ্যানুসারে থেমে থেমে খাওয়ালেও হবে। তবে একসঙ্গে খাওয়ানোই উত্তম *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০০৪; বঙ্গানুবাদ বুখারী, হা/১৯৩৭ 'ছিয়াম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২০/১৭০)ঃ জুম'আর দিন খত্বীব খুৎবা দেওয়া অবস্থায় বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন হ'লে করণীয় কি?
- মুহাম্মাদ হায়দার আলী
চর আসাড়িয়াদহ, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় অন্যজনকে দায়িত্ব দিয়ে খত্বীব তার প্রয়োজন সম্পন্ন করবেন। যেমনটি ছালাতের ইমামতির ক্ষেত্রে করা হয়। এটা সম্ভব না হ'লে খুৎবা বন্ধ করে প্রয়োজন সেরে নিবেন। অতঃপর যেখান থেকে খুৎবা বন্ধ করেছেন সেখান থেকে পুনরায় আরম্ভ করবেন। কারণ খুৎবা ছালাত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুৎবা অবস্থায় মুছল্লীদের সাথে কথোপকথন করতেন *(ইবনু মাজাহ হা/৯২০১; বুখারী 'ইসতিস্কা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২১/১৭১)ঃ সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে উচ্চৈঃস্বরে তিনবার আমীন বলা কি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত?
-নাছিরুদ্দীন
বাউসা হেদাতীপাড়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাতে তিনবার আমীন বলার পক্ষে কোন ছহীহ হাদীছ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। তবে একবার উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলার পক্ষে একাধিক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী ১/১০৭ পৃঃ; আবুদাঊদ হা/৯৩২; নাসাঈ হা/৯২৪; ইবনু মাজাহ হা/৮৬২; ইরওয়া হা/৩৪৪)*।

প্রশ্নঃ (২২/১৭২)ঃ হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয় কি তাদের অপরাধের জন্য বর্তমানে পার্থিব শাস্তি ভোগ করছেন?
- আব্দুল আযীয
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয় কোন অপরাধ করেননি এবং তাদের কোন পার্থিব শাস্তিও নির্ধারিত হয়নি। উল্লেখ্য, যোহুরা নামক এক মহিলার সাথে তারা যেনা করেছিলেন, তাই তাদেরকে ইরাকের ব্যবিলন শহরের এক কুয়ায় উল্টা করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে মর্মে যত কাহিনী রয়েছে, তার সবই বণী ইসরাঈলদের সৃষ্ট মিথ্যা ও বানোয়াট কাহিনী *(দ্রঃ আল-ইসরাঈলিয়াত ওয়াল মাওযূ'আত ফী কুতুবিত তাফাসীর, পৃঃ ১৫৬)*।

প্রশ্নঃ (২৩/১৭৩)ঃ যারা কুরআন ভুল পড়েন তাদের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে কি? এমন ইমামের পিছনে ভাল ক্বারীর ছালাত আদায় করা জায়েয হবে কি?
- ডাঃ সাইফুল ইসলাম
মৌগাছী বাজার, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ শারঈ নির্দেশ হ'ল- যিনি সবচেয়ে ভাল কুরআন পড়তে পারেন তাকেই ইমাম নির্ধারণ করতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১১৭)*। তবে নির্ধারিত ইমাম যদি ভুল পড়েন তাহ'লে মুক্তাদীর ছালাত হয়ে যাবে, কিন্তু ইমাম গুনাহগার হবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইমাম যদি ঠিক করে তাহ'লে তোমরা নেকী পাবে। আর যদি ভুল করে তাহ'লেও তোমরা নেকী পাবে। কিন্তু ইমামের গুনাহ হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩)*। আর মুক্তাদী ভাল ক্বারী হ'লেও উক্ত ইমামের পিছনে ছালাত জায়েয হবে। কারণ ইমামের অনুমতি ছাড়া অন্য কেউ তার স্থানে ইমামতি করতে পারে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১১৭)*।

প্রশ্নঃ (২৪/১৭৪)ঃ জনৈকা মহিলা সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থায় এবং সন্তানকে দুধপান করানোর সময়ে ছিয়াম পালন করতে পারেনি। এক্ষণে তাকে ছিয়াম পালন করতে হবে, না কাফফারা দিতে হবে?
- মুহাম্মাদ দিদার বখশ
খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত মহিলা বর্তমানে ছিয়াম পালনে সক্ষম হ'লে উক্ত ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করবে। অন্যথা প্রতি ছিয়ামের বিনিময়ে একজন মিসকীনকে ফিদইয়া স্বরূপ খাদ্য খাওয়াবে। কারণ গর্ভবতী ও দুধপান করানো অবস্থায় ছিয়াম পালনে অক্ষম হ'লে ছিয়াম ছেড়ে দিতে পারে এবং প্রতি ছিয়ামের বিনিময়ে ফিদইয়া হিসাবে একজন দরিদ্র ব্যক্তিকে খাদ্য খাওয়াতে পারে *(আবুদাঊদ, হা/২৩১৭, সনদ ছহীহ; তাফসীর কুরতুবী, ২/১৯৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৫/১৭৫)ঃ মসজিদে মিম্বরের কারণে প্রথম কাতারের মাঝে ফাঁকা রেখে কাতারে দাঁড়াতে হয়। এমতাবস্থায় ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি?
- মাওলানা আবুল হোসাইন
মণিগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তরঃ কাতারের মাঝখানে খুঁটি রেখে যেমন ছালাত আদায় করা জায়েয নয়, তেমনি কাতারের মধ্যে মিম্বর রেখেও ছালাত আদায় করা জায়েয নয়। কারণ এতে কাতারের মাঝে বিচ্ছিন্নতা আসে *(বুখারী, আরকানুল ইসলাম, পৃঃ ৩১০)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কাতার সোজা কর ও কাঁধে কাঁধ মিলাও, ফাঁক বন্ধ কর, তোমরা পরস্পর নরম হও, শয়তানের জন্য ফাঁকা রেখ না। আর যে কাতার মিলিয়ে দাঁড়ায় তার প্রতি আল্লাহ দয়া করেন। যে কাতার বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহ তার প্রতি রহমত ছিন্ন করেন' *(নাসাঈ, মিশকাত হা/১১০২)*। উপরোক্ত দলীল সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কাতারের মধ্যে ফাঁকা থাকলে সে স্থান শয়তান দখল করে, আল্লাহ্র রহমত ছিন্ন হয় এবং ছালাতের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

প্রশ্নঃ (২৬/১৭৬)ঃ কোন বিধর্মী ইসলাম গ্রহণ করলে বায়'আত করবে না কালেমা পড়বে?
- মুহিউদ্দীন
চাঁদপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ বিধর্মীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বায়'আত এবং কালেমায়ে শাহাদত পাঠের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করত। যেমাদ মক্কায় এসে এভাবেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬০ 'নবুওতের নির্দশন' অনুচ্ছেদ)*। তবে শুধু কালেমায়ে শাহাদত পাঠের মাধ্যমেও ইসলাম গ্রহণ করা যায়। ইয়ামামার নেতা ছুমামা বিন ওছাল শুধু কালেমায়ে

শাহাদত পাঠের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯৬৪ 'কয়েদীদের বিধান' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং যেকোন মুমিন পরহেযগার ব্যক্তি বা ইমামের নিকটে অমুসলিম ব্যক্তি উপরোক্ত ভাবে ইসলাম গ্রহণ করবে।

প্রশ্নঃ (২৭/১৭৭)ঃ হাসি দেওয়া কি সুন্নাত? হাসলে নাকি ওমরা হজ্জের ছওয়াব পাওয়া যায় এ কথা কি সঠিক?

- আমানুল্লাহ
কুমিল্লা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট।

উত্তরঃ হাসি দেওয়া সুন্নাত এমনটি নয়, বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃদু হাসতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৭৪৫)*। আর হাসলে ওমরা হজ্জের ছওয়াব পাওয়া যায়, কথাটি বানোওয়াট ও ভিত্তিহীন।

প্রশ্নঃ (২৮/১৭৮)ঃ এক ছা' পরিমাণ কত? অনেকেই বলেন, ২ কেজি ৫০০ গ্রাম। আবার কেউ বলেন, ২ কেজি ৪০ গ্রাম। কোন্‌টি সঠিক?

- সুলতান
মির্জাপুর, গাযীপুর।

উত্তরঃ ২ কেজি ৫০০ গ্রামের হিসাবই সর্বাধিক বিশুদ্ধ। তবে এক ছা'-এর ওযন কতটুকু হবে তা চূড়ান্ত করে বলা যায় না। কারণ ছা' একটা পাত্রের মাপ। এজন্য বস্তু ভারী বা পাতলা হ'লে ছা'-এর ওযনে অবশ্যই কমবেশী হবে *(বুলূগুল মারাম, পৃঃ ১৬৮)*। যেমন এক ছা' চাল আর এক ছা' আটার ওযন এক সমান হবে না। মদীনার ছা'-এর পরিমাণ অনুযায়ী আমাদের প্রধান খাদ্য হিসাবে এক ছা' চাল প্রায় ২ কেজি ৫০০ গ্রাম হয়।

প্রশ্নঃ (২৯/১৭৯)ঃ এক ব্যক্তি নিজ শ্যালিকাকে বিবাহ করেছে এবং বর্তমানে দু'বোনকে নিয়ে ঘর-সংসার করছে। এমন ব্যক্তি কি মুসলমান থাকতে পারে?

- নযরুল ইসলাম
শাহবাজপুর, কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা এক সাথে দু'বোনকে বিবাহ করা এবং এক সঙ্গে ঘর-সংসার করা হারাম করেছেন *(নিসা ২৩)*। সুতরাং কোন ব্যক্তি দু'বোনকে এক সাথে বিবাহ বন্ধনে রাখা বৈধ মনে করলে সে মুসলমান থাকবে না। কেননা এটি আল্লাহর ফরয বিধানের সরাসরি লংঘন।

প্রশ্নঃ (৩০/১৮০)ঃ হামযা (রাঃ) ওহোদ যুদ্ধে শহীদ হ'লে হিন্দা বিনতে উৎবাহ তাঁর কলিজা বের করে খেয়েছিল। এ ঘটনা কি সত্য?

- মুহাইমেন
চাকলা, দেবীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কলিজা খেয়ে ফেলেছিল এমনটি নয়, বরং চিবিয়ে গিলে ফেলার চেষ্টা করেছিল। এছাড়া হামযা (রাঃ)-এর মৃত্যুতে মুশরিক মহিলারা হিন্দার নেতৃত্বে খুশীর গান গাইতে গাইতে তাঁর পবিত্র লাশের কান, নাক, ঠোঁট এবং অন্যান্য অঙ্গ কেটে ফেলেছিল *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ২৬১; বিস্তারিত দ্রঃ 'ছাহাবা চরিত' হামযাহ বিন আব্দুল মুত্ত্বালিব (রাঃ), আত-তাহরীক মার্চ ২০০০, পৃঃ ২২)*।

প্রশ্নঃ (৩১/১৮১)ঃ জনৈকা মহিলা তার স্বামীকে পরহেযগার হিসাবে দৃঢ় বিশ্বাস থাকায় স্বামী মারা যাওয়ার পর অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়নি। তার প্রত্যাশা হ'ল স্বামীর সাথে জান্নাতে থাকবে। প্রশ্ন হ'ল, এরূপ আশা করে দ্বিতীয় বিবাহ করা থেকে বিরত থাকা যাবে কি?

- আব্দুর রহমান
নিজপাড়া, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ যে মহিলার স্বামী একাধিক হবে সে জান্নাতী হ'লে সর্বশেষ স্বামীর সাথে থাকবে। যদি স্বামী জান্নাতী হয়। আবু দারদা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সাথে বিবাহের প্রস্তাব করা হ'লে তিনি বলেন, আমি অন্য কোথাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে রাযী নই। কেননা আবু দারদা বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, নারীরা তাদের শেষ স্বামীর সাথে থাকবে। সুতরাং আমি আমার স্বামী আবু দারদার পরিবর্তে কাউকে চাই না। আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) হ'তেও এ ধরনের বক্তব্য এসেছে। অনুরূপভাবে হুযায়ফা (রাঃ) স্বীয় স্ত্রীকে বলেন, যদি তুমি আমার সাথে স্ত্রী হিসাবে জান্নাতে থাকতে চাও তাহ'লে আমার পরে অন্যত্র বিবাহ করো না *(ত্বাবারাণী, বায়হাক্বী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১২৮১)*। উক্ত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মহিলারা এরূপ আশা করে দ্বিতীয় বিবাহ থেকে বিরত থাকতে পারে।

প্রশ্নঃ (৩২/১৮২)ঃ মেয়েদের ঋতুকালীন সময়সীমা কত দিন?

- আয়েশা আখতার
বল্লা বাজার, কালিহাতী, টাংগাইল।

উত্তরঃ ঋতুর উর্ধ্ব ও নিম্ন নির্দিষ্ট সীমা সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। বরং নিম্নে তিনদিন এবং ঊর্ধ্বে ১৫ দিন বলে সমাজে যে কথা প্রচলিত আছে তা বাতিল *(ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াহ ২১/৬২৩)*। এ বিষয়ে চূড়ান্ত হিসাব হচ্ছে তাদের অভ্যাস ও আদাত। অর্থাৎ প্রথম দিকে ঋতুর যে সময়সীমা থাকত, সেটাই হবে তাদের স্থায়ী সময়সীমা *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১৩৯)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/১৮৩)ঃ পেশাব-পায়খানা করার পর পানি থাকা সত্ত্বেও শুধু টিস্যু পেপার ব্যবহার করা যাবে কি? মেয়েরাও কি টিস্যু পেপার ব্যবহার করতে পারবে?

- আব্দুল খালেক
জলাইডাংগা, গোপালপুর, রংপুর।

উত্তরঃ পানি থাকলে পানি দ্বারাই ইস্তেঞ্জা করতে হবে। পানি যখন না পাওয়া যাবে তখনই কেবল মাটি বা পাথর দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। আর মাটি বা পাথর না থাকলে তার স্থলে টিসু বা অনুরূপ কিছু দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৪১)*। এখানে নারী-পুরুষের পার্থক্য নেই। সুতরাং পানি না পেলে

নারী-পুরুষ সবাই ঢেলা-কুলুখ বা টিসু পেপার ব্যবহার করতে পারে।

প্রশ্নঃ (৩৪/১৮৪)ঃ জনৈক মুসলিম ব্যক্তি এক হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু সে হিন্দু ধর্মে থেকেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে চায়। এরূপ বিবাহ কি জায়েয হবে?

- মুহাম্মাদ হেলাল
শিবদেবচর, পীরগাছা, রংপুর।

উত্তরঃ হিন্দু মেয়েকে মুসলিম করার পর বিয়ে করতে হবে। অন্যথা বিয়ে হবে না। কারণ হিন্দুরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করো না যতক্ষণ না তারা ঈমান গ্রহণ করে' *(বাক্বারাহ ২২১)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/১৮৫)ঃ ইমামের সাথে সাথে মুক্তাদীগণও কি কুনূতে নাযিলাহ পড়বেন? না মুক্তাদীগণ শুধু আমীন আমীন বলবেন? কুনূতে নাযিলা বিতর ছালাতে, না ফরয ছালাতে পড়তে হয়?

- এনামুল হক্ব
কামালনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ফরয ছালাতের শেষ রাক'আতে রুকুর পরে ইমাম কুনূতে নাযিলা পড়বেন আর মুক্তাদীগণ তার সাথে কেবল আমীন আমীন বলবেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক মাস যাবৎ যোহর, আছর, মাগরিব, এশা ও ফজরের ছালাতে কুনূতে নাযেলাহ পড়েছিলেন। তিনি শেষ রাক'আতে রুকূর পরে দো'আয়ে কুনূত পড়তেন এবং মুক্তাদীগণ আমীন আমীন বলতেন *(আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১২৯০, 'ছালাত' অধ্যায়, 'কুনূত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/১৮৬)ঃ শিশু সন্তান মারা গেলে তারা জান্নাতে থাকবে, না জাহান্নামে থাকবে?

- আলাউদ্দীন
কাঠখইর, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ মুমিন শিশুদের আত্মা তাদের পিতা-মাতার সংগেই থাকবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'ঈমানদারগণের সন্তানরা যারা ঈমানের দিকে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃ পুরুষদের সাথে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করব না' *(তূর ২১)*। কাফেরদের শিশু সন্তানের ব্যাপারে মতানৈক্য থাকলেও সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত হ'লঃ তারা জান্নাতে থাকবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৩০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/১৮৭)ঃ কবরে মাটি দেওয়ার সময় কোন দিকে থেকে মাটি দিতে হবে?

- ইমরান
চিতলমারী, বাগেরহাট।

উত্তরঃ দাফন করার সময় তিন মুষ্ঠি মাটি কবরের মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে ছড়িয়ে দিবে *(আলবানী, তালখীছ, পৃঃ ৬৪; ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৭২০)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/১৮৮)ঃ আযানের সময় হ'লে ওযূ করতে দেরী হবে বিধায় বিনা ওযূতে মুয়াযযিন আযান দেয়। ওযূ করে আযান না দেওয়ার কারণে জনৈক মুছল্লী পুনরায় আযান দেয়। ফলে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। এ বিষয়ে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আহমাদ আলী
পলাশিয়া, গোপালপুর, টাংগাইল।

উত্তরঃ বিনা ওযূতেও আযান দেওয়া যায়। তবে ওযূ অবস্থায় আযান দেওয়াই উত্তম। ওযূকারী ব্যক্তি ছাড়া কেউ আযান দিবে না বলে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তা যঈফ *(দ্রষ্টব্যঃ আলবানী, যঈফ তিরমিযী হা/৩৩)*। তাই উক্ত ব্যক্তির দ্বিতীয়বার আযান দেওয়া ঠিক হয়নি।

প্রশ্নঃ (৩৯/১৮৯)ঃ বিতর ছালাত না পড়লে অসুবিধা নেই এ বক্তব্য কি সঠিক? ছুটে গেলে তার ক্বাযা করা যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আব্দুছ ছামাদ
চামড়া পট্টি, নাটোর।

উত্তরঃ বিতর ছালাত একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। হাদীছের নির্দেশ সমূহের মাধ্যমে বুঝা যায়, কেউ যদি অবজ্ঞা করে তা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেয় তাহ'লে সে গোনাহগার হবে *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১২৬৬)*। কোন ব্যক্তি যদি বিতর ছালাত বাকী রেখে ঘুমিয়ে যায় অথবা বিতর আদায় করতে ভুলে যায়, তাহ'লে যখন ঘুম ভাঙ্গবে অথবা যখন স্মরণ হবে তখনই আদায় করে নিবে *(আবুদাঊদ, ইরওয়া হা/৪৪২)*।

প্রশ্নঃ (৪০/১৯০)ঃ 'যে যাকে ভালবাসে, সে তার সাথে থাকবে', এটি কি হাদীছ? এটা কি মানুষ, জীব-জন্তু সবার জন্যই?

- মুহাম্মাদ আমানুল্লাহ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫০০৯-৫০১০)*। এ মর্মের হাদীছগুলি কেবল মানুষের সাথে সম্পৃক্ত, অন্যান্য জীব-জন্তু এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা জান্নাত-জাহান্নাম জিন ও ইনসানের জন্য সৃষ্ট, অন্যদের জন্য নয়।

সংশোধনী

জানুয়ারী'০৭ (১০ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা) ২৩/১৩৩ নং প্রশ্নোত্তরে শোয়ার সময় সূরা কাফেরূণ পড়া হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয় বলা হয়েছে। কিন্তু এ বিষয়ে ছহীহ হাদীছ রয়েছে *(ছহীহ তিরমিযী হা/৩৪০৩; ছহীহ আল-জামে' আছ-ছগীর হা/১১৬১ ও ৪৬৪৮)*। এই অনাকাংখিত ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত। বিষয়টি আমাদেরকে অবগত করানোর জন্য বাহরাইন প্রবাসী ভাই জনাব ইঞ্জিনিয়ার শাহজাহানকে আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। *-সম্পাদক*]

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১০ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

এপ্রিল ২০০৭

পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম ও নওদাপাড়া মাদরাসার ছাত্র মুহাম্মাদ মুনীরুয্যামান প্রমুখ।

তাবলীগী সভা

সিরাজগঞ্জ ৪ঠা মার্চ, রবিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব সিরাজগঞ্জ যেলার রশিদপুর পূর্বপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মুযযাম্মিল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। তিনি স্বীয় বক্তব্যে মহানবী (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুযায়ী ছালাত আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তরীকা ব্যতীত ছালাত আদায় করলে তা কখনও কবুল হবে না এবং এর দ্বারা কল্যাণ লাভও সম্ভব নয়। বরং যারা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত ব্যতীত মনগড়া পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করবে এবং ছালাতের ব্যাপারে বেখেয়াল থাকবে তাদের জন্যই দুর্ভোগ।

নাটোর ৯ই মার্চ শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ নাটোর যেলার নলডাঙ্গা থানার অন্তর্গত ছাতারভাগ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' নাটোর যেলার সহ-সভাপতি মাওলানা মুযযাম্মিল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ।

তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব থেকে রক্ষা পেতে এবং জান্নাত লাভের জন্য প্রত্যেক মুমিনকে সূরা আছরে বর্ণিত ৪টি গুণ তথা ঈমান, আমল, দাওয়াত ও ছবর অর্জন করতে হবে। উল্লিখিত চারটি গুণ অর্জন করা ব্যতীত জান্নাত লাভ সম্ভব নয়। তিনি সবাইকে পূর্ণাঙ্গ মুমিন হয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত আদেশ ও নিষেধ সমূহ যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে স্ব স্ব আমলী যিন্দেগী মযবূত করার এবং সে অনুযায়ী দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। তিনি সকলকে বিপদে ধৈর্যধারণ করারও আহ্বান জানান।

বগুড়া ১৬ মার্চ, শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ বগুড়া যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন আটমূল পূর্ব পাড়া জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা জাহিদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। তিনি স্বীয় বক্তব্যে প্রত্যেককে নিজ নিজ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ইসলামের যাবতীয় বিধান সঠিকভাবে মেনে চলার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

বগুড়া ১৬ মার্চ, শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর বগুড়া যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন আটমূল সালাফিয়া মাদরাসা সংলগ্ন জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মুহাম্মাদ ভৌরুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। তিনি তাঁর বক্তব্যে উপস্থিত সবাইকে জান্নাত লাভের লক্ষ্যে যাবতীয় অন্যায় ও অশ্লীলতা পরিত্যাগ করে ইসলামী বিধান অনুযায়ী সার্বিক জীবন পরিচালনার আহ্বান জানান।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/২৩১)ঃ রাতে ইবাদত করা ও ইল্‌ম অন্বেষণ করার মধ্যে কোন্‌টি উত্তম? ছহীহ দলীল ভিত্তিক উত্তরদানে বাধিত করবেন।

- ছাত্রবৃন্দ
দাওরায়ে হাদীছ, ২য় বর্ষ
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাত্রিতে ইবাদত করা ও ইল্‌ম অন্বেষণ করা দু'টিই অতি উত্তম কাজ। তবে দু'টি বিষয় যখন একত্রিত হবে তখন ইল্‌ম অন্বেষণ করাই প্রাধান্য পাবে। কেননা রাসূল (ছাঃ)-কে রাত্রিতে ইবাদতকারী ও ইল্‌ম অন্বেষণকারীর মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'আলেম ও আবেদের মধ্যে পার্থক্য অনুরূপ যেমন আমি এবং তোমাদের সাধারণ মানুষের মধ্যে মর্যাদাগত পার্থক্য' *(তিরমিযী, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৫০ ও ২১৩)*। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, পরিশুদ্ধ নিয়তে ইল্‌ম অর্জনের সাথে অন্য আর কোন কিছুর তুলনা হ'তে পারে না। কেননা শারঈ ইল্‌ম দ্বারা ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই অজ্ঞতা দূরীভূত হয়। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি রাত্রি জাগরণ করে ইল্‌ম অনুসন্ধান করে কিংবা অপরকে ইল্‌ম শিক্ষা দেয় তাহ'লে তা রাত্রি বেলায় ইবাদতের চেয়ে উত্তম হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রথম রাতে হাদীছ হিফয করায় ব্যস্ত থাকতেন এবং শেষ রাতে ঘুমাতেন (এতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিতর ছুটে যেত)। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে প্রথম রাতে ঘুমানোর পূর্বেই বিতর ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এখানে তিনি রাত্রির ছালাতের প্রতি জোর দেননি। তবে যদি কেউ উভয়টিই একসাথে আদায় করে তাহ'লে তা আরো উত্তম *(শায়খ উছায়মীন, মাজমূঊ ফাতাওয়া ১৪ খণ্ড, ১১৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২/২৩২)ঃ বিবাহ অনুষ্ঠানে উপহার দেওয়া যাবে কি?

- ক্বামারুল হাসান
মেলান্দী, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ বিবাহ অনুষ্ঠানে উপহার দেওয়ার প্রচলিত প্রথাটি শরী'আত সম্মত নয়। এতে সমাজের দরিদ্র শ্রেণীকে বিবাহ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা থেকে নিরুৎসাহিত করা হয়। তবে সুন্দরভাবে ওয়ালীমা সম্পন্ন করার নিমিত্তে অসমর্থ বরকে সহযোগিতা করার জন্য হাদিয়া প্রদান করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এক বিবাহে আনাস (রাঃ)-এর মা উম্মু সুলাইম কিছু মিষ্টি প্রেরণ করেছিলেন *(বুখারী, হা/৫১৬৩; নাসাঈ হা/৩৩৮৭)*।

প্রশ্নঃ (৩/২৩৩)ঃ মসজিদের ভিতরে বা বাইরে নকশা করা, রং করে টাইলস লাগিয়ে মসজিদকে চকচকে করা যাবে কি?

- শামীম আখতার
নরেন্দ্রপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মসজিদকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা ও চকচকে করা যায়। ওছমান (রাঃ) মসজিদে নববীর সৌন্দর্য বর্ধন করেছিলেন *(বুখারী ফাৎহসহ হা/৪৪৬, ১/৬৪৩)*। তবে এমনভাবে অতিরঞ্জিত করে মসজিদ সৌন্দর্য করা অনুচিত, যা ছালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট করে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৭ 'ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৪/২৩৪)ঃ প্রায় শত বৎসর যাবৎ একটি সমাজ জামা'আতবদ্ধ হয়ে ছালাত আদায় করে আসছিল। হঠাৎ কিছু লোক ঝগড়া-বিবাদ ছাড়াই আলাদা হয়ে পুরাতন মসজিদের পার্শ্বে নতুন মসজিদ নির্মাণ করে। উক্ত নতুন মসজিদ নির্মাণ করা ঠিক হয়েছে কি?

- মুহাম্মাদ আমানুল্লাহ
ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ শারঈ কারণ ব্যতীত নতুন মসজিদ নির্মাণ করা জায়েয নয়। কেননা মসজিদ হচ্ছে ইবাদতের স্থান। সকলের ঐক্যমতে ও সন্তুষ্টিতে মসজিদ নির্মিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অন্যথা জিদবশত, কুফরীর তাড়নায় এবং মুমিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অথবা আল্লাহ ও তার রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বিরোধিতা করার লক্ষ্যে মসজিদ নির্মাণ করা ইসলামে নিষিদ্ধ *(তওবা ১০৭)*।

প্রশ্নঃ (৫/২৩৫)ঃ খোঁড়া ইমামের পেছনে ছালাত শুদ্ধ হবে কি?

- মুহসিন আকন্দ
জোরবাড়িয়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ ইমামতির জন্য খোঁড়া হওয়া অন্তরায় নয়। যথাযথভাবে রুকু-সিজদা করতে পারেন না এমন যোগ্য ইমামের পিছনেও ছালাত আদায় করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো অসুস্থতার কারণে বসে বসে ইমামতি করেছেন এবং ছাহাবীগণ তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে জামা'আতবদ্ধভাবে ছালাত আদায় করেছেন। অপরদিকে অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ)ও ছালাতে ইমামতি করতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৯; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১২১)*। উপরোক্ত দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এমন মা'যূর ব্যক্তিদের ইমামতি করা জায়েয।

প্রশ্নঃ (৬/২৩৬)ঃ জনৈক বক্তা বলেন, একদা বৃষ্টির সময় নবী করীম (ছাঃ) বাইরে আছেন। আয়েশা (রাঃ) চাদর হাতে করে তাঁকে ভিতরে ডাকেন। তখন তিনি বলেন, রহমতের বৃষ্টিতে শরীর ভিজে না। উক্ত বক্তা আরও বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন ছোটবেলায় ছাগল চরাতেন তখন মেঘ তাঁকে ছায়া দিতে এবং বিশ্রামকালে বিষধর সাপও তাঁকে ছায়া দিত। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আব্দুল আলীম
কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ মেঘ ও গাছপালা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ছায়া প্রদান করত। এটা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৫৯১৮)*। তবে সাপ তাঁকে ছায়া দিত মর্মে কোন ছহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। অনুরূপ রহমতের বৃষ্টি হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শরীর ভিজত না একথাও সঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (৭/২৩৭)ঃ ঈদের দিন গোসল করা এবং নতুন পোশাক পরিধান করা কি শরী'আত সম্মত?

- মুহসিন আকন্দ
জোরবাড়িয়া, ফুলবাড়িয়া
ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ ঈদের দিনে সৌন্দর্য অবলম্বন করার কথা ছহীহ হাদীছে এসেছে *(বুখারী ১/১৩০ পৃঃ; নাসাঈ হা/১৫৬০)*। সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য উত্তম বা নতুন পোষাক পরিধান করা ও গোসল করা যায়। তবে তা সুন্নাত নয়। উল্লেখ্য, ঈদের দিনে গোসল করা সম্পর্কে ইবনু মাজাহ সহ অন্যান্য গ্রন্থে কিছু যঈফ হাদীছ বর্ণিত হ'লেও আলী (রাঃ) থেকে ছহীহ আছার বর্ণিত হয়েছে *(বায়হাক্বী, ফাৎহুল বারী ২/৫১০ হা/৯৪৮ বিস্তারিত দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল হা/১৪৬)*।

প্রশ্নঃ (৮/২৩৮)ঃ ছালাতে কখন আমীন বলতে হবে? ইমাম-মুক্তাদী এক সঙ্গে, না ইমাম আমীন বলার পর মুক্তাদীগণ আমীন বলবেন?

- মাহতাবুদ্দীন
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ছালাতে ইমাম আমীন বলা শুরু করলে সঙ্গে সঙ্গে মুক্তাদীগণও আমীন বলবেন। এ সম্পর্কে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যখন ইমাম আমীন বলবে তখন তোমরাও আমীন বলবে'। ইমামের সাথে সাথে মুক্তাদীর আমীন বলার ফযীলত সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ইমামের সঙ্গে আমীন বলবে আল্লাহ তার পূর্বের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২৫)*। তবে যে ইমামের আমীন বলার পূর্বেই আমীন বলবে সে এই ফযীলত থেকে বঞ্চিত হবে *(মাজমূউ ফাতাওয়া ১৩ খণ্ড, পৃঃ ১১৬)*।

উল্লেখ্য যে, ছালাতে ইমাম সূরা ফাতিহার শেষাংশে ولاالضالين পড়ার পর ওয়াক্বফ করবেন অর্থাৎ একটু দেরী করে আমীন বলবে। কারণ ولاالضالين কুরআনের অংশ আর امين হাদীছের অংশ। এছাড়া ولاالضالين বলার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তাদীদের আমীন বলার যে প্রচলন সমাজে চালু আছে, তা সঠিক নয় *(কুরতুবী মুক্বাদ্দামা)*।

প্রশ্নঃ (৯/২৩৯)ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষা সফর কেমন হওয়া উচিত। শিক্ষা সফরের নামে বর্তমানে যা চালু আছে তা কি শরী'আত সম্মত?

- আবু তাহের
গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলার নিদর্শন সমূহ থেকে শিক্ষা লাভ করা এবং মিথ্যুক ও পাপীদের ভয়াবহ পরিণতি প্রত্যক্ষ করার জন্য আল্লাহ তা'আলা ভ্রমণের অনুমতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'হে নবী! আপনি বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং মিথ্যুকদের পরিণতি প্রত্যক্ষ কর' *(আনআম ১১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'হে নবী! আপনি বলুন, 'তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ কিভাবে তিনি সৃষ্টিকার্য শুরু করেছেন' *(আনকাবূত ২০)*। তবে যে শিক্ষা সফরে শরী'আত পরিপন্থী কাজ হয় তা সম্পূর্ণ নাজায়েয। যেমন বিনা প্রয়োজনে ছবি উঠানো, নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ, গান-বাজনা, বেহায়াপনা ইত্যাদি। তবে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর ছবি তোলা যাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪৯৮)*।

প্রশ্নঃ (১০/২৪০)ঃ মসজিদের মুছল্লীরা প্রায় সকলেই গরীব। ইমামকে বেতন দেওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সামর্থ্য না থাকায় ফিতরা এবং কুরবানীর চামড়ার টাকা দিয়ে তারা তাকে বেতন দিতে চায়। এটা কি জায়েয হবে?

- আরীফুর রহমান
মানতালা, চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ফিৎরা ও কুরবানীর টাকা দিয়ে ইমামকে বেতন দেওয়া শরী'আত সম্মত নয়। এগুলো বায়তুল মাল বা ছাদাক্বার অন্তর্ভুক্ত। আর পবিত্র কুরআনে বায়তুল মালের যে ৮টি খাত আছে তার মধ্যে ইমাম অন্তর্ভুক্ত নন *(তওবা ৬০)*। তবে দরিদ্র হিসাবে ইমাম ঐ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হ'লে তাকে তার হক অনুযায়ী দেওয়া যাবে।

প্রশ্নঃ (১১/২৪১)ঃ পিতার মৃত্যুর পরে পাঁচ ভাই যৌথভাবে নিজেদের আয়ে সংসার চালায়। এর মধ্যে কোন ভাই যদি সংসারে খরচ দেওয়ার পর নিজ আয়ের অর্থ দিয়ে নিজের নামে সম্পত্তি ক্রয় করে তাহ'লে অন্য ভাইয়েরা উক্ত সম্পত্তির অংশ পাবে কি?

- রবীউল ইসলাম
বোয়ালিয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ যৌথ পরিবারের সংসারে নির্ধারিত অংশ দেওয়ার পর অবশিষ্ট আয় দিয়ে সম্পত্তি ক্রয় করলে তাতে অন্য ভাইয়েরা অংশ পাবে না। তবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ভাইদেরকে দিতে চাইলে সে দিতে পারবে। কিন্তু পৈত্রিক সম্পত্তি খাটিয়ে রোজগার করে কিছু ক্রয় করে থাকলে তাতে সকলেই সমান অংশ পাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০১৯)*।

প্রশ্নঃ (১২/২৪২)ঃ এক বইয়ে লেখা আছে যে, জায়নামাযে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রওযা মোবারক এবং কা'বা শরীফের ছবি থাকলে খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হবে। কারণ ছবির উপর পা পড়লে গোনাহ হয়। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

- যহুরুল ইসলাম
পলিকাদোয়া, বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ প্রথমতঃ জায়নামাযে রওযা, কা'বা শরীফ কিংবা অনুরূপ কোন বস্তুর ছবি থাকা ঠিক নয়। কারণ তা ছালাতে মনোযোগ বিনষ্ট করে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৭)*। দ্বিতীয়তঃ রওযা ও কা'বা শরীফের ছবি বা প্রতিকৃতির উপরে পা পড়লে গুনাহ হবে এমনটিও সঠিক নয়। কারণ সেটা প্রতিছায়া মাত্র।

প্রশ্নঃ (১৩/২৪৩)ঃ নতুন পোষাক পরিধানকালে কোন দো'আ পড়তে হয় কি?

- নাদিরা খাতুন
চকসিদ্ধেশ্বরী, পাঁজর ভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ নতুন পোষাক পরিধানকালে নিম্নের দো'আ পড়া সুন্নাত।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَـوْلٍ مِّنِّـىْ وَ لاَقُوَّةٍ–

উচ্চারণঃ *আল-হামদু লিল্লা-হিল্লাযী কাসা-নী হা-যা ওয়া রাঝাক্বানীহি মিন গায়রি হাওলিম মিন্নী ওয়ালা কুউওয়াতিন।*

অনুবাদঃ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। যিনি আমার কোন ক্ষমতা ও শক্তি ছাড়াই আমাকে এই কাপড় পরিধান করিয়েছেন ও এই খাদ্য দান করেছেন' *(ইবনুস সুন্নী, সনদ হাসান, আযকার, পৃঃ ১০৬)*।

প্রশ্নঃ (১৪/২৪৪)ঃ জনৈক আলেম বলেন, অভিভাবক ছাড়া মেয়েদের বিবাহ শুদ্ধ হয় না মর্মে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে, তার বর্ণনাকারী হ'লেন আয়েশা (রাঃ)। কিন্তু তিনি নিজেই তার ভাতিজীকে তার ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া বিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে তার ভাই বাড়ীতে এসে তার উপর রাগান্বিত হন। বর্ণনাকারী নিজেই হাদীছ বিরোধী আমল করায় তার বর্ণিত হাদীছটি গ্রহণযোগ্য নয়। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- নাজমুল হোসাইন
পালিকাদোয়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ উক্ত আলেমের বক্তব্য সঠিক নয়, বরং চরম বিভ্রান্তিকর। আয়েশা (রাঃ) তার ভাতিজীর বিয়ে দেননি, বরং তার বিয়ের ব্যাপারে আলোচনা করেছিলেন মাত্র। অতঃপর ওলীর মাধ্যমে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। কারণ মহিলারা বিবাহ বন্ধনে ওলী হ'তে পারে না। বায়হাক্বীতে এমর্মে পরস্পর দু'টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(দ্রঃ বায়হাক্বী ৭/১১২ পৃঃ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

তাছাড়া অন্যান্য ছাহাবী থেকেও এমর্মে একাধিক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, মহিলা মহিলার বিবাহ সম্পাদন করতে পারে না এবং মহিলা নিজেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারে না। যে মহিলা নিজে নিজে বিবাহ বসে সে ব্যভিচারিণী *(ইবনু মাজাহ, দারাকুৎনী, ইরওয়াউল গালীল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হা/১৮৪১, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/২৪৫)ঃ মায়ের দুধ সন্তানের জন্য দুই বছর পর্যন্ত হালাল মর্মে পবিত্র কুরআনে এসেছে। কিন্তু এরপরে যে দুধ আসে তা কি সন্তানের জন্য হারাম?

- সজল
খুলনা।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনে মায়ের দুধ পান করা সম্পর্কে দু'বছরের যে সময়ের কথা বলা হয়েছে, তা মূলতঃ রাজা'আত বা তালাক প্রাপ্তা মহিলার নিকট থেকে সন্তান ফিরিয়ে নেওয়ার সময় সাব্যস্ত হওয়ার জন্য *(বাক্বারাহ ২৩৩)*। এটা সাধারণ সন্তানদের জন্য নয়। সুতরাং দু'বছরের পরে যে দুধ আসে তা সন্তানের জন্য হারাম নয়। বরং সন্তান খাদ্য হিসাবে তা খেতে পারে।

প্রশ্নঃ (১৬/২৪৬)ঃ স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পরে শাশুড়ীকে বিবাহ করা যাবে কি?

- মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান
পাতাড়ী, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পরে শাশুড়ীকে বিবাহ করা বৈধ নয়। যদি তার সাথে মেলা-মেশা নাও করে তবুও উক্ত স্ত্রীর মা, দাদী ও নানী সহ এভাবে ঊর্ধ্বতন কাউকে বিবাহ করা যাবে না। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের স্ত্রীর মাতৃবর্গকে' *(নিসা ২৩; তাফসীর ফাৎহুল ক্বাদীর)*।

প্রশ্নঃ (১৭/২৪৭)ঃ ঝড়, তুফান, শিলাবৃষ্টি ও ভূমিকম্প ইত্যাদি হ'লে আমাদের এলাকায় এই দুর্যোগ হ'তে পরিত্রাণের আশায় মসজিদ বা বাড়ীতে আযান দেওয়া হয়। এটা কি শরী'আত সম্মত?

- মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান
বাশদহা, বরখোলা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত দুর্যোগ সমূহের কারণে মসজিদ বা গৃহে আযান দেওয়ার কোন দলীল নেই। তবে এসব দুর্যোগ আসলে নিম্নের দো'আটি পাঠ করতে হবে।

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَمَا فِيْهَا وَخَيْرَمَا أُرْسِلَتْ بِـهِ،
وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا وَشَرِّمَا أُرْسِلَتْ بِهِ-

'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খায়রাহা ওয়া খায়রা মা-ফীহা ওয়া খায়রা মা উরসিলাত বিহী। ওয়া আঊযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা ফীহা ওয়া শাররি মা উরসিলাত বিহী'।

অর্থঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট উহার (দুর্যোগের) কল্যাণটুকু চাই, আর সেই কল্যাণ, যা উহার সাথে প্রেরিত হয়েছে। আর আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি উহার অনিষ্ট হ'তে, আর উহার ভিতরে নিহিত অনিষ্ট হ'তে এবং যে ক্ষতি উহার সাথে প্রেরিত হয়েছে তার অনিষ্ট হ'তে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫১৩, 'ঝড়, তুফান' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/২৪৮)ঃ হজ্জ করতে গিয়ে হাজীগণ পরিবারের সাথে যোগাযোগ করার জন্য মোবাইল করে থাকেন। এতে মিনিটে ৩০/৪০ টাকা খরচ হয়। কিন্তু চোরাই লাইনে মাত্র ৯/১০ টাকা খরচ হয়। এই চোরাই লাইন ব্যবহার করা ঠিক হবে কি?

- আবুল কালাম আযাদ
পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ এ ধরনের চোরাই লাইন ব্যবহার করে মোবাইল করা ঠিক নয়। কারণ এতে রাষ্ট্রের ক্ষতি করা হয় এবং অন্যায়ের সহযোগিতা করা হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা কল্যাণ ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদা ২)*।

প্রশ্নঃ (১৯/২৪৯)ঃ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পিতা-মাতা কি মুসলমান ছিলেন?

- আমানুল্লাহ
কাকিয়ারচর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিতা-মাতা মুসলমান ছিলেন না। তারা উভয়েই মুশরিক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছেন *(ইবনু মাজাহ হা/১৫৭২, 'মুশরিকদের কবর যিয়ারত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২০/২৫০)ঃ ইসলামী জালসায় কোন বিধর্মী ব্যক্তি দান করলে তা গ্রহণ করা যাবে কি?

- মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম
ধুরইল মণ্ডলপাড়া, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ বিধর্মীদের হাদিয়া বা দান গ্রহণ করা যায়। আইলার বাদশাহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একটি সাদা খচ্চর ও একটি চাদর উপহার দিয়েছিলেন *(বুখারী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫৬)*।

প্রশ্নঃ (২১/২৫১)ঃ ঈসা (আঃ) এখন জীবিত না মৃত? যদি জীবিত থাকেন তাহ'লে কোথায় আছেন?

- আবুল কালাম আযাদ
পাংশা, রাজবাহী।

উত্তরঃ ঈসা (আঃ) জীবিত আছেন এবং দ্বিতীয় আসমানে রয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈসা! আমি তোমাকে নিয়ে নিব এবং তোমাকে আমার দিকে উঠিয়ে

নিব। কাফেরদের হাত থেকে আমি তোমাকে মুক্ত করব' *(আলে ইমরান ৫৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, 'তারা ঈসাকে না হত্যা করেছে, আর না শূলে চড়িয়েছে; বরং তারা তার সদৃশ একজনের ধাঁধায় পতিত হয়েছিল। তারা এ ব্যাপারে নানা রকম কথা বলে থাকে। বস্তুতঃ তারা এ বিষয়ে সন্দেহের মাঝে পড়ে আছে। শুধুমাত্র অনুমান ব্যতীত তারা এ ব্যাপারে কোন কিছুই জানে না। আর নিশ্চয়ই তাকে তারা হত্যা করেনি। বরং আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন' *(নিসা ১৫৭)*। ঈসা (আঃ) বর্তমানে দ্বিতীয় আসমানে আছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬২ 'মি'রাজ' অনুচ্ছেদ)*। দামেস্ক মসজিদের পূর্ব দিকের সাদা মিনার-এর নিকটে দু'জন ফেরেশতার কাঁধে ভর দিয়ে ঈসা (আঃ) ক্বিয়ামতের পূর্বে দুনিয়ায় আগমন করবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫ 'ফিতান' অধ্যায়, 'ক্বিয়ামত পূর্বেকার নিদর্শন সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২২/২৫২)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে আশ্রয় দিবে তার ফরয, নফল কোন আমলই কবুল হবে না' (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭২৮)। উক্ত হাদীছে বিদ'আতীকে আশ্রয় দেওয়া বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

- লিয়াকত
সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ বিদ'আতীকে আশ্রয় দেওয়া বলতে বিদ'আতকে সমর্থন করা বুঝানো হয়েছে। অতএব যারা বিদ'আতকে সমর্থন করবে তাদের ফরয ও নফল কোন আমলই কবুল হবে না।

প্রশ্নঃ (২৩/২৫৩)ঃ আমরা জানি দাঁড়িয়ে জুম'আর খুৎবা প্রদান করা সুন্নাত। কিন্তু বিয়েতে কেন বসে খুৎবা পড়া হয়?

- ইসলাম
বাহাদুর বাজার, দিনাজপুর।

উত্তরঃ জুম'আ ও ঈদের খুৎবা দাঁড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে *(মুসলিম, মির'আতুল মাফাতীহ, মিশকাত হা/১৪১৫, 'জুম'আর খুৎবা' অনুচ্ছেদ)*। এছাড়া অন্যান্য যে খুৎবা বা ভাষণ দেওয়া হয় তা বসে এবং দাঁড়িয়ে উভয়ভাবেই দেওয়া যেতে পারে। এতে শারঈ কোন বাধা নেই। তাই বিয়ের খুৎবা বসে দেওয়া যায়।

প্রশ্নঃ (২৪/২৫৪)ঃ স্বপ্নে খাৎনা হওয়া সম্পর্কে শরী'আতের ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন?

- আফযাল
নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তরঃ স্বপ্নে কারো খাৎনা হয়ে গেলে পরবর্তীতে আর খাৎনা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তবে যদি আংশিক হয়ে থাকে তাহ'লে তা পূর্ণ করে নিতে হবে *(নায়লুল আওত্বার ১/১৭১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৫/২৫৫)ঃ বৈধ-অবৈধ টাকার সমন্বয়ে একটি ক্লাব তৈরী করা হয়, যেখানে অবৈধ কাজ হ'ত। বর্তমানে ঐ ক্লাব না ভেঙ্গে মসজিদ বানিয়ে ছালাত আদায় করা হচ্ছে। এধরনের স্থানে ছালাত আদায় করা ঠিক হবে কি?

- মোতাহার হোসাইন
ধুরইল মণ্ডলপাড়া
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ বৈধ টাকা দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা আবশ্যক *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*। তবে এ জাতীয় গৃহকে মসজিদ গণ্য করলে পুনরায় ভেঙ্গে তৈরী করার প্রয়োজন নেই। এতে ছালাত হয়ে যাবে। তবে যারা অবৈধ টাকা দ্বারা ক্লাবটি নির্মাণ করেছিল তারা নেকী পাবে না বরং ঐ অপকর্মের কারণে গোনাহগার হবে *(ফাতাওয়া লাজনা ৬/২৪১ পৃঃ; ছহীহ তিরমিযী হা/১)*।

প্রশ্নঃ (২৬/২৫৬)ঃ বিতর ছালাতে দো'আ কুনূত পড়তে ভুলে গেলে নতুন করে আবার ছালাত শুরু করতে হবে কি?

- ইসলাম
বাহাদুর বাজার, দিনাজপুর।

উত্তরঃ কুনূত পড়তে ভুলে গেলে নতুন করে আর বিতর পড়তে হবে না। কারণ বিতরের জন্য কুনূত শর্ত নয় *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৯১-৯২; মির'আত ২/২২৩)*।

প্রশ্নঃ (২৭/২৫৭)ঃ সন্তানরা সাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও তাদের মাতাকে ভিক্ষাবৃত্তি করা হ'তে বিরত না রেখে মাতার ভিক্ষা করা অর্থ তারাও খরচ করে। প্রশ্ন হ'ল, সন্তানরা উক্ত অর্থ খেতে পারে কি? এক্ষেত্রে সন্তানদের করণীয় কি?

- আব্দুল আলীম
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ সন্তানরা সাবলম্বী হওয়ার পরও যদি মাতা ভিক্ষা করে তাহ'লে সন্তানদের উচিত হবে তাদের মাতাকে ভিক্ষা করা হ'তে বিরত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা। কেননা ভিক্ষাবৃত্তি ঘৃণিত কাজ। রাসূল (ছাঃ) এ সম্পর্কে বলেন, 'যে মানুষের নিকট সওয়াল করে অথচ উহা হ'তে নিজেকে বেঁচে রাখার মত সম্বল তার আছে, সে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌র নিকট এমনভাবে হাযির হবে যখন এই সওয়ালের কারণে তার মুখমণ্ডল থাকবে ক্ষতবিক্ষত' *(আবুদাঊদ, মিশকাত, হা/১৮৪৭)*।

প্রশ্নঃ (২৮/২৫৮)ঃ 'ইয়াওমু আরাফা'-এর ছিয়াম আরবের লোকেরা যেদিন পালন করে আমাদেরকেও কি সেদিনই পালন করতে হবে?

- আমানুল্লাহ
ব্রক্ষ্মপুর, ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ হাজীগণ যেদিন আরাফার ময়দানে উপস্থিত হন সেদিনই 'ইয়াওমু আরাফা'। আর ঐ দিনই ছিয়াম রাখতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪)*। হাদীছে দিনের কথা বলা

হয়েছে তারিখ উল্লেখ করা হয়নি। সেকারণ আরাফার দিনটি অন্যান্য দেশের জন্য যে তারিখই হৌক সেদিনই ছিয়াম পালন করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৯/২৫৯)ঃ জামা'আতের সাথে মহিলাদের ছালাত আদায় করা ওয়াজিব নয়। কিন্তু তারা যদি জামা'আতে ছালাত আদায় করে তাহ'লে জামা'আতের জন্য পৃথক নেকী পাবে কি?

- শাহিনা আখতার
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ মহিলারা জামা'আতে ছালাত আদায় করতে পারে। তবে আবশ্যক নয়। জামা'আতে ছালাত আদায়ের জন্য অতিরিক্ত যে নেকীর কথা বলা হয়েছে তা মূলতঃ পুরুষদের জন্য খাছ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'পুরুষেরা যদি বাড়ীতে অথবা বাজারে ছালাত আদায় না করে মসজিদে জামা'আতে ছালাত আদায় করে, তবে তারা ২৫ গুণ বেশী নেকী পাবে' *(বুখারী, পৃঃ ৬৪৫, 'জামা'আতে ছালাতের ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩০/২৬০)ঃ অনেকে কুফরী কালামের মাধ্যমে গাছ, প্রাণী ও মানুষের ক্ষতি করে থাকে। কুফরী কালাম কি? আর তা কোন মুমিনের ক্ষতি করতে পারে কি? এর ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায় কি?

- আব্দুল আলীম
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ কুফরী কালামের মাধ্যমে কেউ গাছ, প্রাণী ও মানুষের ক্ষতি করতে পারে। কারণ এটা মূলতঃ যাদুবিদ্যা। আর যাদু মুমিনদের উপরও প্রভাব ফেলতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও যাদু দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর উপর সূরা নাস ও ফালাক্ব নাযিল করলে তিনি তা পড়ার মাধ্যমে যাদু হ'তে মুক্তি পান। সুতরাং যাদু হ'তে বাঁচার জন্য সূরা নাস ও সূরা ফালাক্ব পড়া যায় *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৫৬৩)*।

প্রশ্নঃ (৩১/২৬১)ঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ' ১০০টি রোগের ঔষধ। আর এগুলির মধ্যে সবচেয়ে নিম্নতর অসুখ হ'ল চিন্তা। হাদীছটি কি ছহীহ?

- আব্দুর রাযযাক
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছ যঈফ। এর সনদে বিশর ইবনু রাফে' আল-হারেছী নামক বর্ণনাকারী দুর্বল *(হেদায়াতুর রুয়াত, তাখরীজু আহাদীছিল মিশকাত হা/২২৬০; যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৯৭০, 'যিকর' অধ্যায়; মিশকাত হা/২৩২০)*। তবে উক্ত দো'আ 'জান্নাতের গচ্ছিত সম্পদ। সুতরাং বেশী বেশী পাঠ কর' মর্মে যে অংশটুকু বর্ণিত হয়েছে তা ছহীহ *(তিরমিযী হা/৩৬০১; মিশকাত হা/২৩২১)*।

প্রশ্নঃ (৩২/২৬২)ঃ জনৈক ইমাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার পর তার নাকের ভিতর দিয়ে রূহ প্রবেশ করালে তিনি হাঁচি দেন এবং 'আল-হামদুল্লিাহ' বলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলেন। বিষয়টি হাদীছ সম্মত কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

- রাশেদ আহমাদ
দাওরায়ে হাদীছ, ১ম বর্ষ
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

উত্তরঃ আদম (আঃ)-এর নাক দিয়ে নয়, বরং আল্লাহ তা'আলা তার মুখ দিয়ে রূহ প্রবেশ করিয়েছিলেন। অতঃপর যখন তা বিচরণ করতে করতে তাঁর চোখে এবং নাকে প্রবেশ করে তখন তিনি হাঁচি দেন এবং আল-হামদুল্লিাহ বলেন। আল্লাহ তা'আলা তখন ইয়ারহামুকাল্লাহ বলেন *(আল-বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮০-৮১)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/২৬৩)ঃ যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশের দো'আ পড়বে আল্লাহ তা'আলা তাকে দশ লক্ষ নেকী দিবেন। হাদীছটি কি ছহীহ?

- যিকরুল্লাহ
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কয়েকটি সূত্রের সমন্বয়ে মুহাদ্দিছগণ হাদীছটিকে হাসান বলেছেন। যদিও ইমাম তিরমিযী 'গরীব' বলে মন্তব্য করেছেন। উক্ত হাদীছে আরো বলা হয়েছে, তার দশ লক্ষ পাপ ক্ষমা করে দিবেন, দশ লক্ষ মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং জান্নাতে তার জন্য দশটি ঘর প্রস্তুত করবেন *(হেদায়াতুর রুয়াত, তাখরীজু আহাদীছিল মিশকাত, হা/২৩৬৬, 'দো'আ' অধ্যায়; ছহীহ তিরমিযী হা/৩৪২৮; সনদ হাসান, মিশকাত হা/২৪৩১)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/২৬৪)ঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সূরা রূমের ১৭, ১৮ এবং ১৯ নং আয়াত সকালে পাঠ করবে সে তা-ই পাবে যা তার ঐ দিনে নষ্ট হয়ে গেছে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পাঠ করবে সে তা-ই পাবে যা তার ঐ রাতে নষ্ট হয়ে গেছে (আবুদাঊদ)। হাদীছটি কি ছহীহ?

- জাহাঙ্গীর আলম
নীলফামারী।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছ যঈফ *(তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/২৩৯৪, সনদ যঈফ)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/২৬৫)ঃ অনেক আলেম বলে থাকেন, দো'আ ইউনুস বা জালালী খতম পড়তে ৪০ জন মাওলানা লাগে। আমি জালালী খতম মানত করেছি। এটা কিভাবে আদায় করতে হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- হাসিনা পারভীন
হরিশ্বর তালুক, বৈদ্যেও বাজার
রাজারহাট, কুড়িগ্রাম।

উত্তরঃ ইসলামে জালালী খতম বলে কিছু নেই। তাই দো'আ ইউনুস বা জালালী খতম পড়ার জন্য আলেমদেরকে ডাকা বিদ'আত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু আবিষ্কার করল যা তার মধ্যে নেই তা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০, 'কুরআন-সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন পাপের কাজে মানত পূর্ণ করা বৈধ নয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৮, 'নযর' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং এ ধরনের গর্হিত কর্ম হ'তে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্নঃ (৩৬/২৬৬)ঃ জনৈক ব্যক্তি বলেছেন যে, যার যতটা মেয়ে হবে তাকে ততটা জান্নাত দেয়া হবে। প্রশ্ন হ'ল, মেয়ে যদি ৮টির অধিক হয় তাহ'লে কি হবে? কারণ আমরা জানি যে জান্নাত ৮টি।

- আমানুল্লাহ
কাকিয়ার চর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ২ বা ৩টি মেয়ে অথবা ২ বা ৩টি বোনকে মৃত্যু পর্যন্ত লালন-পালন করবে, আমি এবং সেই ব্যক্তি জান্নাতে এভাবে অবস্থান করব। অতঃপর তিনি তার শাহাদত এবং বৃদ্ধাঙ্গুলের ব্যবধানের প্রতি ইশারা করলেন *(ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২৮)*। অন্য হাদীছে রয়েছে, 'যে মুসলিম ব্যক্তির তিনটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান মৃত্যুবরণ করবে তার জন্য জান্নাতের ৮টি দরজা খুলে দেওয়া হবে। যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২৯)*। উল্লেখ্য, জান্নাত আটটি নয়; বরং জান্নাতের দরজা আটটি *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৭)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/২৬৭)ঃ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের পরে মাথা ব্যাথা ও দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য 'বিসমিল্লা-হিল্লাযি লা ইলা-হা ইল্লাহুয়ার রাহমা-নির রাহীম' দো'আটি পড়া যাবে কি?

- আমানুল্লাহ
কাকিয়ার চর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে কোন ছহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে শরীরের কোন স্থানে ব্যাথা অনুভব হ'লে সেখানে হাতে রেখে তিনবার 'বিসমিল্লাহ' বলে সাতবার নিম্নের দো'আ পড়ার কথা হাদীছে এসেছে।

أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّمَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ

উচ্চারণঃ *আঊযু বিইযযাতিল্লাহি ওয়া কুদরাতিহী মিন শাররি মা আজিদু ওয়া উহা-যিরু।*

অর্থঃ 'যে ক্ষতি আমি অনুভব করছি এবং আমি যার আশংকা করছি তা হ'তে আমি আল্লাহ্র মর্যাদা এবং কুদরতের মাধ্যমে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩৩)*।

এছাড়া দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য রাসূল (ছাঃ) বলতেন

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنَ الهَمِّ وَالْحُزْنِ والْعَجْزِ وَالكسل والْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وغلبه الرِّجَال–

উচ্চারণঃ *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আঊযুবিকা মিনাল হাম্মি ওয়াল হাযালি ওয়াল 'আজযি ওয়াল কাসলি ওয়াল জুবনি ওয়াল বুখলি ওয়া যালাইদ দায়নি ওয়া গালাবাতির রিজাল।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি চিন্তা-ভাবনা, অপারগতা, অলসতা, কৃপণতা এবং কাপুরুষতা থেকে, অধিক ঋণ থেকে ও দুষ্ট লোকের প্রাধান্য থেকে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৫৮, পৃঃ ২১৬ 'ইস্তিযাহ' অনুচ্ছেদ)*। তবে এগুলো ছালাতের সালাম ফিরানোর পর পড়তে হবে এমনটা নির্দিষ্ট নয়।

প্রশ্নঃ (৩৮/২৬৮)ঃ চোখের ভ্রু উঠিয়ে ফেলা কি শরী'আত সম্মত?

- রায়হান
সিম্বা, রাণীনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য চোখের ভ্রু উঠিয়ে ফেলা জায়েয নয়। যে ব্যক্তি তা উঠিয়ে ফেলবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার উপর লা'নত করেছেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৪৬৮)*। শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, হাদীছে যে লা'নত করা হয়েছে তা মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য। তবে যদি ভ্রু বেশী হয় এবং চোখ পর্যন্ত নেমে আসে এবং দৃষ্টির উপর প্রভাব ফেলে তাহ'লে যে পরিমাণ তার সমস্যা সৃষ্টি করে তা কেটে ফেলাতে কোন অসুবিধা নেই *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১১তম খণ্ড, পৃঃ ১৩৩, প্রশ্ন নং ৬২)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/২৬৯)ঃ বিতরের ছালাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে যে 'দো'আয়ে কুনূত' বর্ণিত আছে সেটা ব্যতীত অন্য অতিরিক্ত দো'আ পড়া যাবে কি?

- নাফিউল ইসলাম (হাসান)
করখণ্ড, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ বর্ণিত দো'আ ছাড়াও অন্য দো'আ পড়াতে কোন অসুবিধা নেই। তবে বর্ণিত দো'আটি আগে পড়া ভাল *(আলবানী, ক্বিয়ামে রামযাল, পৃঃ ৩১)*।

প্রশ্নঃ (৪০/২৭০)ঃ অনেকে ইক্বামতের কিছুক্ষণ পূর্বে মসজিদে প্রবেশ করে 'তাহিইয়্যাতুল মসজিদ' না পড়ে ইমামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। এটি কি ঠিক?

- শাহীন আলম
হড়গ্রাম, শেখপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ সময় না থাকলে 'তাহিইয়্যাতুল মসজিদ' পড়া যরূরী নয়। তবে সময় থাকলে 'তাহিইয়্যাতুল মসজিদ' আদায় করাই ভাল। আর ছালাত অবস্থায় ইক্বামত শুরু হ'লে ছালাত ছেড়ে দিবে এবং জামা'আতে শরীক হবে *(তিরমিযী হা/৪২১; মিশকাত হা/১০৫৮)*।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১০ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা

মে ২০০৭

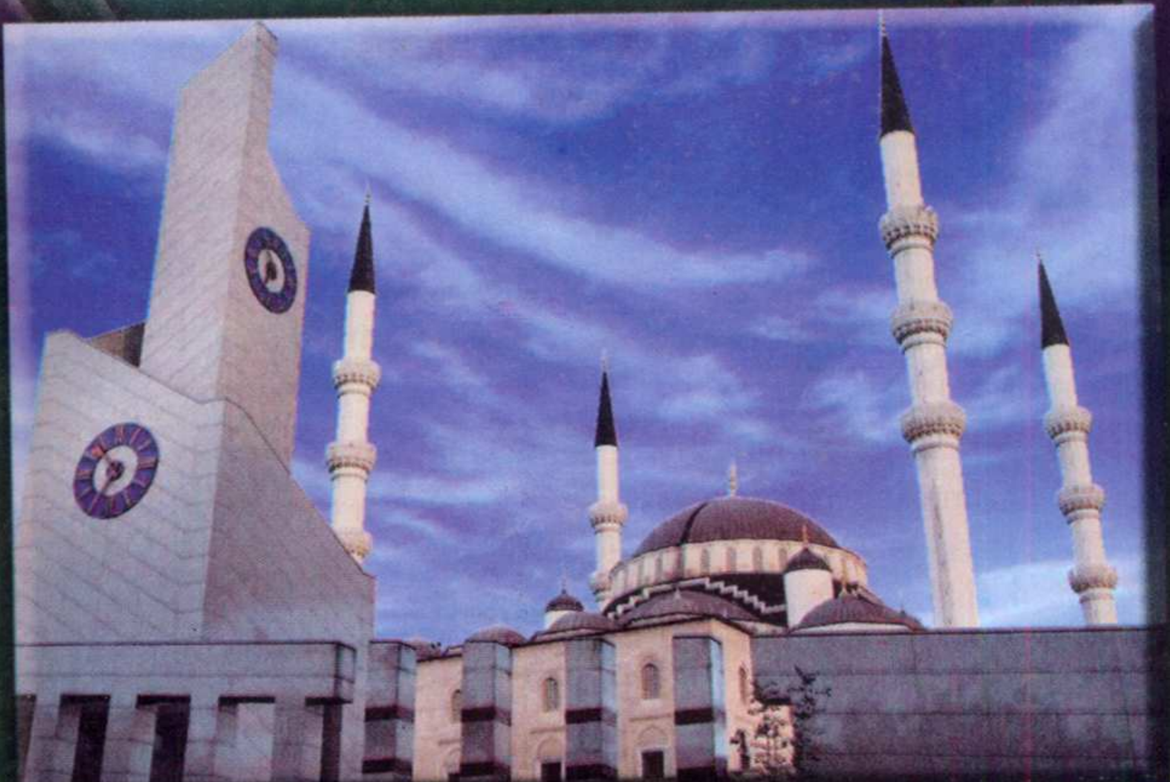

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/২৭১)ঃ সূরা নাজমের ১৯ ও ২০ নং আয়াত নাযিলের সময় শয়তান নাকি রাসূল (ছাঃ)-এর মনে দু'টি কালেমা বৃদ্ধি করে দিয়েছিল। যেখানে মানাত দেবীর প্রশংসা করা হয়েছে। উক্ত ঘটনা কি সঠিক? ঐ কালেমা দু'টি কী ছিল?

- আব্দুল আলীম
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ তাফসীরে তাবারীতে উক্ত আয়াতদ্বয় সম্পর্কে যে ঘটনা বর্ণিত আছে, তা ছহীহ নয়। ঘটনাটি হ'ল- 'রাসূল (ছাঃ) একদা কুরাইশদের এক মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সে সময় কামনা করছিলেন যেন তাঁর উপর কোন ওহী অবতীর্ণ না হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা উক্ত সময়ে সূরা নাজম অবতীর্ণ করেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন সূরাটি পড়তে পড়তে أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى পর্যন্ত পৌঁছেন, তখন এ আয়াতের সাথে শয়তান تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى এ বাক্য দু'টি বৃদ্ধি করে দেয়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরাটি পড়ে সিজদা করলে কুরাইশরাও তার সাথে সিজদা করে। এমনকি তাদের মধ্যে ওয়ালিদ বিন মুগীরা সিজদা করতে অক্ষম হওয়া সত্ত্বেও সে তার সামনে মাটি নিয়ে সিজদা করে। কারণ শয়তানের বৃদ্ধি করা বাক্যদ্বয়ে তাদের মূর্তির প্রশংসা করা হয়েছে। এ কারণে তারা রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি সন্তুষ্ট হয়।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট জিবরীল (আঃ) যখন আসলেন, তখন তিনি সূরা নাজম পড়তে লাগলেন। আয়াতগুলির সাথে তিনি যখন উক্ত বাক্য দু'টি পড়লেন, তখন জিবরীল (আঃ) বললেন, আমি তো এটা বলিনি'।

উক্ত বর্ণনা ঠিক নয়; বরং পবিত্র কুরআনের সরাসরি বিরোধী। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, কোনদিক থেকেই এ কিতাবে 'বাতিল হস্তক্ষেপ করতে পারে না' *(হা-মীম সাজদাহ ৪২)*।

প্রশ্নঃ (২/২৭২)ঃ গন্ধম খাওয়া যদি অপরাধই হয় তাহ'লে আল্লাহ এটা কেন জান্নাতে সৃষ্টি করে রাখলেন?

- মুহাম্মাদ মহিরুদ্দীন
গোপালপুর, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

উত্তরঃ আদম ও হাওয়া (আঃ)-এর জন্য জান্নাতের সর্বপ্রকার গাছের ফল খাওয়া বৈধ ছিল। কেবলমাত্র একটি গাছের ফল খেতে আল্লাহ নিষেধ করেছিলেন। এটা ছিল মূলতঃ তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য *(আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯)*। উল্লেখ্য যে, উক্ত গাছের বা ফলের নাম 'গন্ধম' বলে বহুল প্রসিদ্ধ হ'লেও এ বিষয়ে কোন নির্ভরযোগ্য দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৩/২৭৩)ঃ যারা সপ্তাহে মাত্র এক ওয়াক্ত ছালাত পড়ে আর অন্য ওয়াক্তগুলি পড়ে না, তারা কি কাফির, না মুনাফিক?

- আব্দুর রহীম
বিশোহারা, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ এমন ব্যক্তিকে রাসূল (ছাঃ) কাফের বলেছেন *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৫৭৪)*। ছাহাবীগণও তাদেরকে কাফের মনে করতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৭৯)*। রাসূল (ছাঃ) এমন ব্যক্তির সাথে লড়াই করে তাদেরকে ছালাত আদায়ে বাধ্য করতে বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২)*। কারণ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতের মধ্যে শুধু এক ওয়াক্ত আদায় করলে আল্লাহ্‌র ফরয হুকুম পালন হবে না। এছাড়া কেউ যদি শুধু চার ওয়াক্ত পড়ে আর এক ওয়াক্ত বাদ দেয় তবুও সে ছালাত তরককারীর অন্তর্ভুক্ত হবে।

প্রশ্নঃ (৪/২৭৪)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি اللهم صل على محمد... বলে দরূদ পড়ার পরিবর্তে যদি কেউ اللهم صل على سيد نا حبيبنا... বলে দরূদ পড়ে তাহ'লে তা ঠিক হবে কি?

- মাহতাবুদ্দীন
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠের ক্ষেত্রে اللهم صل على محمد... বা দরূদে ইবরাহীম পাঠ করতে হবে। যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯১৯)*। এতদ্ব্যতীত মানুষের তৈরীকৃত বিভিন্ন মনগড়া দরূদ পাঠ করা বিদ'আত। ইবনু হাজার আসক্বালানী (রঃ) বলেন, 'হাদীছে বর্ণিত শব্দ ব্যতীত অন্য কোন শব্দ দ্বারা

দরূদ পাঠ করা যাবে এরূপ কোন বর্ণনা ছাহাবী বা তাবেঈ থেকে আমরা অবগত নই' *(মুহাব্বাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৮০)*।

প্রশ্নঃ (৫/২৭৫)ঃ ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতা ও চাচা কি মুশরিক ছিলেন? কোন নবী-রাসূলের পিতা কি মুশরিক হ'তে পারেন?

- মুহাম্মাদ জাহিদুর রহমান
ভূরুলিয়া, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতা ও চাচা মুশরিক ছিলেন এবং মূর্তি পূজারী ছিলেন *(আন'আম ৭৪)*। কোন নবী-রাসূলের পিতা মুশরিক হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পিতাও মুশরিক ছিলেন *(ইবনু মাজাহ হা/১৫৭২, সনদ ছহীহ, 'মুশরিকদের কবর যিয়ারত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৬/২৭৬)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি কখনও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন?

- মজনুর রহমান
দক্ষিণ তলাইগাছা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার কথা বলেছেন *(তাহরীম ৯)*। তবে মুনাফিকদের সাথে জিহাদ করার মর্মার্থ হচ্ছে মৌখিক জিহাদ। অর্থাৎ তাদেরকে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করার জন্য শক্তভাবে আমন্ত্রণ জানানো, যাতে তারা ইসলামের দাবিতে নিষ্ঠাবান হ'তে পারে। মুনাফিকদের বিরুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) সরাসরি অস্ত্রধারণ করেছিলেন মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৭/২৭৭)ঃ তেলাওয়াতে সিজদা কয়টি? সিজদার আয়াত তেলাওয়াত বা শ্রবণ করে কেউ যদি সিজদা না করে তাহ'লে তার হুকুম কি?

- শাফা'আত
বংশাল, নাজির বাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ তেলাওয়াতে সিজদা ১৫টি *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, দারাকুৎনী, নায়ল ৩/৩৮৬-৯১; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৬৫)*। পবিত্র কুরআনে এমন কতগুলি আয়াত রয়েছে যেগুলি তেলাওয়াত করলে বা শুনলে মুমিন পাঠক ও শ্রোতা সকলকে একটি সিজদা করতে হয়। তবে কেউ যদি এই সিজদা না করে তাহ'লে সে গুনাহগার হবে না। কারণ এটি ফরয সিজদা নয়। করলে নেকী আছে, না করলে গুনাহ নেই *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/৩৪১; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৮৪)*।

প্রশ্নঃ (৮/২৭৮)ঃ ইমাম মাগরিবের ছালাত আরম্ভ করেছেন এমন সময় তার মনে পড়েছে যে, তিনি আছরের ছালাত আদায় করেননি। এমতাবস্থায় তার করণীয় কি?

- শামীমুযযামান
করখণ্ড, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় মাগরিবের ছালাত সমাপ্ত করবেন। অতঃপর আছরের ছালাত আদায় করবেন *(ফাতাওয়া উছায়মীন প্রশ্নোত্তর নং ১০৩৩, পৃঃ ১৭৩)*।

প্রশ্নঃ (৯/২৭৯)ঃ তাহাজ্জুদ ও বিতর ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করা যাবে কি?

- আব্দুল্লাহ আল-মামুন
কাটিয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ তাহাজ্জুদ ও বিতর ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাঝে মধ্যে ছাহাবীদের সাথে জামা'আত সহকারে তাহাজ্জুদ ও বিতর ছালাত আদায় করেছেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৯৫ 'রাতের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১০/২৮০)ঃ মুসলমানীর অনুষ্ঠান, জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী ইত্যাদি অনুষ্ঠানে যাওয়া জায়েয কি?

- আকরাম হোসাইন
বেলঘড়িয়া, বাইপাশ, নাটোর।

উত্তরঃ উক্ত অনুষ্ঠান সমূহ রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম পালন করেননি। তাদের যুগে ছিলও না। এ ধরনের অনুষ্ঠানগুলি শরী'আতের নামে পরবর্তীতে নতুনভাবে চালু হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার দ্বীনের মধ্যে এমন কিছু আবিষ্কার করল, যা তার মধ্যে নেই তা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪০)*। এ ধরনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা ও সহযোগিতা করা অন্যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা পাপ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে একে অপরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদা ২)*।

প্রশ্নঃ (১১/২৮১)ঃ লোক মুখে শোনা যায়, প্রেম-ভালবাসা নাকি পবিত্র জিনিষ। উদাহরণ স্বরূপ লাইলী-মজনুর কথা বলা হয়। লাইলী-মজনুর প্রেমকাহিনী নাকি কুতুবে সিত্তাহর হাদীছে আছে। যারা কোনদিন দাড়ি কাটেনি তারা নাকি জান্নাতে লাইলী-মজনুর বিয়ের বরযাত্রী হবে। এ সমস্ত কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- শামীম সরকার
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উক্ত কথাগুলি সবই মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। এ সমস্ত মিথ্যা প্রেমকাহিনী বলা ও শুনা থেকে বিরত থাকা অত্যাবশ্যক। এই ভিত্তিহীন কাহিনী প্রচার করে বর্তমানে প্রচলিত প্রেম-ভালবাসাকে উস্কে দেয়া হচ্ছে, যা যুব চরিত্র ধ্বংস করছে। সমাজে অশ্লীলতা ও নোংরামির প্রসার ঘটাচ্ছে। মুসলিম সমাজের সাথে এর কোন সম্পর্কই নেই।

প্রশ্নঃ (১২/২৮২)ঃ অবৈধ টাকা ঋণ নিয়ে বৈধভাবে ব্যবসা করে উপার্জন করা যাবে কি?

- হানযালা

চাঁদপুর, বামনডাঙ্গা, রূপসা, খুলনা।

উত্তরঃ অবৈধ টাকা কর্য নিয়ে বৈধভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করে মুনাফা অর্জন করা জায়েয নয়। কেননা আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পাপ ও সীমালংঘনের ব্যাপারে একে অপরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি পবিত্র ছাড়া কিছু গ্রহণ করেন না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৬০ 'বেচা-কেনা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৩/২৮৩)ঃ ইক্বামত শেষে দরূদ পড়ার স্বপক্ষে কোন দলীল আছে কি?

- ডাঃ বযলুর রশীদ
চণ্ডীপুর, যশোর।

উত্তরঃ ইক্বামত শেষে দরূদ বা অন্য কোন দো'আ পড়ার ব্যাপারে কোন দলীল নেই। তবে ইমাম-মুক্তাদী সকলকেই ইক্বামতের জবাব দিতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত, হা/৬৪৭)*।

প্রশ্নঃ (১৪/২৮৪)ঃ ছালাতের মধ্যে সূরা ফাতিহা পড়ার পর পরস্পর দু'টি সূরা পড়া যাবে কি?

- রূহুল আমীন
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাতের মধ্যে সূরা ফাতিহা পড়ার পর পরস্পর দু'টি বা ততোধিক সূরা পড়া যায় *(বুখারী, তিরমিযী, নায়লুল আওত্বার ২/৮০ 'প্রত্যেক ছালাতে দু'দু'টি সূরা পড়া' অনুচ্ছেদ; মুসলিম, নাসাঈ, নায়ল ২/৮১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/২৮৫)ঃ জনৈক বক্তা বলেন, পেশাব-পায়খানায় থুথু ফেললে শয়তান মনে কুমন্ত্রণা দেয়। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

- মাসুম বিল্লাহ
কলাতলী, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন। এ মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (১৬/২৮৬)ঃ জনৈক ইমাম বলেছেন, ধূমপান, তামাক এবং জর্দা যারা খায় না তারাই হারাম বলে। আসলে তা খাওয়া জায়েয। এর সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

- তাযুল ইসলাম
গাছবাড়ী, সিলেট।

উত্তরঃ যারা উক্ত অপবিত্র ঘৃণিত ও দুর্গন্ধযুক্ত হারাম ছাড়তে পারে না তারাই কেবল এ ধরনের মন্তব্য করে থাকে। মূলতঃ জর্দা ও তামাক মাদকদ্রব্য হিসাবে পরিষ্কার হারাম ও অপবিত্র। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করা হয়েছে' *(আ'রাফ ১৫৭)*। আর যে জিনিস বেশী খেলে মাদকতা আসে তার সামান্য পরিমাণও হারাম *(ছহীহ তিরমিযী হা/১৯৪৩; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৩৩৯৩)*। সুতরাং ধূমপান যে হারাম ও অপবিত্র তাতে সন্দেহ নেই। এছাড়া এটা অপচয়েরও শামিল। আর অপচয়কারী শয়তানের ভাই *(বনী ইসরাঈল ২৭)*।

প্রশ্নঃ (১৭/২৮৭)ঃ সূরা মায়েদার ৩৫ নং আয়াতে বর্ণিত 'অসীলা'র অর্থ কি?

- মুহাম্মাদ শামীম সরকার
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উক্ত আয়াতে অসীলা দ্বারা ইবাদত ও আমলের মাধ্যমে মহান আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ করাকে বোঝানো হয়েছে। মূলতঃ আল্লাহ্র আনুগত্যের মাধ্যমে এবং যেসব কাজে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন সেসব কাজের মাধ্যমে তার নৈকট্য অর্জন করাকে 'অসীলা' বলে' *(তাফসীর ইবনে কাছীর ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২০০)*। উল্লেখ্য যে, ভণ্ড পীর-ফকীর ও পেটপুঁজারী সুবিধাভোগীরা 'অসীলা' শব্দের অর্থ পীর ধরা বলে অপব্যাখ্যা কওে থাকে, যা সম্পূর্ণ মনগড়া ও মিথ্যা। কুরআন-সুন্নাহর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্নঃ (১৮/২৮৮)ঃ মামীর আপন খালাতো বোনকে বিবাহ করা কি জায়েয?

- আনোয়ার হোসাইন
বামনগ্রাম, নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তরঃ মামীর আপন খালাতো বোনকে বিবাহ করায় শারঈ কোন বাধা নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে যাদেরকে বিবাহ করা হারাম করেছেন মামীর আপন খালাতো বোন তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় *(নিসা ২৩)*।

প্রশ্নঃ (১৯/২৮৯)ঃ হিন্দুদের মেলায় যাওয়া কি গুনাহের কাজ?

- এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ যে সমস্ত জায়গায় শিরক-বিদ'আত ও শরী'আত বিরোধী কার্যকলাপ হয় সেখানে বেচা-কেনা ও ব্যবসা করা, যাওয়া এবং সহযোগিতা করা গুনাহের কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদা ২; ফাতাওয়া ছানাইয়া ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯০)*। সুতরাং হিন্দুদেও মেলায় যাওয়া থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্নঃ (২০/২৯০)ঃ সংসার চালানোর জন্য করযে হাসানা না পাওয়ায় ৬ মাস মেয়াদী ঋণ নিয়ে ফসল উৎপাদন করি। অতঃপর ফসল উঠানোর পর সূদ সহ তা পরিশোধ করি। এভাবে ঋণ গহ্মহণ করা যাবে কি? ঈাপমুক্ত ঋণ কিভাবে করব?

- মহিরুদ্দীন
গোপালপুর, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

উত্তরঃ কুরআন মাজীদে যেসব বিষয় হারাম করা হয়েছে, সূদ সেগুলির অন্যতম *(বাক্বারাহ ২৭৫; ফাতাওয়া ছানাইয়া, পৃঃ ৪৩০)*। উক্ত পদ্ধতিতে ঋণ গস্থহণ সূদ মুক্ত নয়। বিধায় তা পরিত্যাজ্য। তবে শরী'আত সমর্থিত বিকল্প যেকোন পন্থায় হালাল উপার্জনের চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২১/২৯১)ঃ আযান চলা অবস্থায় বাড়ীতে বা মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি? জুম'আর দিনে আযান চলা অবস্থায় মসজিদে হাযির হ'লে ছালাত শুরু করতে পারবে কি?

- ডাঃ বযলুর রশীদ
চণ্ডীপুর, যশোর।

উত্তরঃ আযান চলাকালীন মসজিদে প্রবেশ করলে আযানের জওয়াব দেওয়াই উত্তম। অতঃপর আযানের দো'আ পড়ার পর তাহিইয়াতুল মসজিদ ছালাত আদায় করে বসবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮-৫৯; ফাতাওয়া উছায়মীন, ১২/১৯৩)*।

প্রশ্নঃ (২২/২৯২)ঃ কুফর কত প্রকার ও কি কি?

- আব্দুল ওয়াদূদ
ধামতি, মিরবাড়ী
দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ কুরআন-সুন্নাহ বিশ্লেষণ করলে কুফরকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- **(ক) কুফরে আকবার** বা বড় কুফর- যা মানুষকে ইসলামী মিল্লাত থেকে বের করে দেয়। একে আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (১) মিথ্যা প্রতিপন্নের মাধ্যমে কুফরী করা (২) সত্যের প্রতি অহংকার ও অস্বীকারের মাধ্যমে কুফরী করা (৩) সন্দেহের মাধ্যমে কুফরী করা (৪) মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে কুফরী করা ও (৫) মুনাফেকীর মাধ্যমে কুফরী করা।

(খ) কুফরে আছগার বা ছোট কুফরী- যা মানুষকে ইসলামী মিল্লাত থেকে বের করে দেয় না। এই কুফরী বিভিন্ন কাজের দ্বারা সংঘটিত হয়। যাকে কুরআন ও সুন্নায় কুফরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু বড় কুফরীর সীমা অতিক্রম করে না *(নাহল ১১২; কিতাবুত তাওহীদ, শায়খ ডঃ ছালেহ বিন ফাওযান আল-ফাওযান)*।

প্রশ্নঃ (২৩/২৯৩)ঃ কথা প্রসঙ্গে অনেকেই বলে 'আমার জন্য দো'আ করবেন'। এ সময় কী বলে দো'আ করতে হবে?

- সিরাজুল ইসলাম
হারাগাছ, রংপুর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট কেউ দো'আ চাইলে তিনি ঐ ব্যক্তির চাহিদা ও প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বিভিন্নভাবে দো'আ করতেন। যেমন-

(১) আনাস (রাঃ)-এর মাতা আনাসের জন্য দো'আ চাইলে রাসূল (ছাঃ) বলেন,

اللهم أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَاَطِلْ عُمْرَهُ وَاغْفِرْلَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا رَزَقْتَهُ–

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মা আকছির মালাহূ ওয়া ওলাদাহূ ওয়া আতিল উমরাহূ ওয়াগফির লাহূ ওয়া বারিক লাহূ ফীমা রাযাকতাহূ।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করে দিন, তার আয়ু বাড়িয়ে দিন, তাকে ক্ষমা করুন এবং তাকে যা রূযী দিয়েছেন তাতে বরকত দিন *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪০)*।

(২) আয়েশা (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-কে খুশী মনে দেখলেই বলতেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার জন্য দো'আ করুন। তখন তিনি বলতেন,

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَائِشَةَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تَأَخَّرَ وَمَا أَسَرَّتْ وَمَا أَعْلَنَت–

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগফির লি 'আয়েশাতা মা তাক্বাদ্দামা মিন যানবিহা ওয়ামা তাআখখারা ওয়া মা আসাররাত ওয়া মা আ'লানাত।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ তুমি আয়েশার আগের পরের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দাও' *(সিলসিলা ছহীহাহ, হা/২২৫৪)*।

(৩) হুযায়ফা (রাঃ) দো'আ চাইলে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحُزَيْفَةَ وَلِأُمِّهِ। **উচ্চারণঃ** আল্লাহুম্মাগফির লিহুযায়ফাতা ওয়ালি উম্মিহী। **অর্থঃ** 'হে আল্লাহ আপনি হুযায়ফা ও তার মাকে ক্ষমা করুন'।

উপরোক্ত বর্ণনাগুলির আলোকে বলা যায় যে, কেউ কারো নিকটে দো'আ চাইলে প্রার্থিত ব্যক্তির চাহিদা অনুযায়ী দো'আ করা যাবে। এক্ষেত্রে প্রথোমুক্ত দো'আটি অনেকটা আম বা ব্যাপকার্থক বিধায় এটি সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তবে কাউকে বিদায় দেয়ার সময় রাসূল (ছাঃ) বলতেন,

اَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَ أَمَانَتَكَ وَ خَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَ يَسَّرَلَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ–

অর্থঃ 'আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানত এবং শেষ আমল আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দিচ্ছি। আল্লাহ তোমাকে তাক্বওয়া দান করুন, তোমার পাপ ক্ষমা করুন, তুমি যেখানেই থাক আল্লাহ তোমার জন্য কল্যাণকে সহজসাধ্য করুন' *(তিরমিযী, মিশকাত, পৃঃ ২১৫ সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (২৪/২৯৪)ঃ দাঁড়িয়ে জুতা-সেন্ডেল পরা নিষেধ মর্মের হাদীছটি কি ছহীহ?

- আশরাফ
জামিরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছ ছহীহ। জাবের (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) দাঁড়িয়ে জুতা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৪১৪, ১৫১৫)*। অবশ্য বিদ্বানগণ মনে করেন, বসে পরিধান করলে সুবিধা হয় এজন্য নবী করীম (ছাঃ) দাঁড়িয়ে পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। কারণ জুতা পরার সময় ও ফিতা আটকানোর প্রয়োজনে মাথা নিচু করতে হয়। তাই উক্ত কষ্টের পরিবর্তে বসে পরার কথা বলা হয়েছে *(আউনুল মা'বূদ ৭/২৩৫ পৃঃ)*। উল্লেখ্য, জুতা পরার সময় ডান পায়ের জুতা আগে পরতে হবে এবং খোলার সময় বাম পায়ের জুতা আগে খুলতে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪১০)*।

প্রশ্নঃ (২৫/২৯৫)ঃ নবী করীম (ছাঃ) যখন খেতেন তখন খাদ্য তাসবীহ পাঠ করত। একথা কি সত্য?

- শাহাবুদ্দীন
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত কথা সত্য। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, তোমরা আল্লাহ্র নিদর্শনকে ভয়ের কারণ মনে কর। আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে আল্লাহ্র যেকোন নিদর্শনকে বরকত মনে করতাম। আমরা যখন রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে খাদ্য খেতাম, তখন খাদ্যের তাসবীহ পড়া শুনতে পেতাম *(বুখারী, তিরমিযী হা/৩৬৩৩)*।

প্রশ্নঃ (২৬/২৯৬)ঃ জনৈক খত্বীব বলেন, মুহাররমের ১ম থেকে ১০টি ছিয়াম পালন করলে ৫০ বছরের নফল ছিয়ামের নেকী লেখা হয়। একথা কি সত্য?

- নাজমুল হাসান
বাশদহা বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্যের ছহীহ কোন ভিত্তি নেই। মুহাররমের ফযীলত সম্পর্কে এরূপ অসংখ্য জাল ও ভিত্তিহীন বর্ণনা রয়েছে, যেগুলি থেকে বিরত থাকা যরূরী।

প্রশ্নঃ (২৭/২৯৭)ঃ স্বামী-স্ত্রী একজন অপরজনের নিকটে দো'আ চাইতে পারে কি?

- আব্দুছ ছামাদ
কলাবাগান, ঢাকা।

উত্তরঃ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে দো'আ করার জন্য বলতে পারে। এভাবে দো'আ করতে বলা সুন্নাত। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে খুশী মনে দেখলেই আমার জন্য দো'আ করতে বলতাম। তিনি আমার জন্য বলতেন-

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَائِشَةَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تَأَخَّرَ وَمَا أَسَرَّتْ وَمَا أَعْلَنَتْ-

উচ্চারণঃ আল্লাহুম্মাগফির-লি 'আয়েশাতা মা তাক্বাদ্দামা মিন যানবিহা ওয়ামা তাআক্ষারা ওয়ামা আসাররাত ওয়ামা আ'লানাত।

'হে আল্লাহ তুমি আয়েশার আগের পরের প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দাও' *(সিলসিলা ছহীহাহ ২২৫৪)*।

প্রশ্নঃ (২৮/২৯৮)ঃ কোন্ দেশের সরকার নবী করীম (ছাঃ)-এর পত্র ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করেছিল?

- তাজাম্মুল হক্ব
বিশ্বনাথপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ইরানের বাদশাহ পারভেয ইবনু হুরমুয ইবনে নওশেরওঁয়া নবী করীম (ছাঃ)-এর পত্র ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করেছিল। আব্দুল্লাহ ইবনু হোযাফা (রাঃ)-এর মাধ্যমে নবী করীম (ছাঃ) ইরান সরকারের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন। পত্রটি তার হস্তগত হ'লে নবীর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করে সে পত্রটি ছিঁড়ে ফেলেছিল। এ খবর শুনে নবী করীম (ছাঃ) তার জন্য বদদো'আ করেছিলেন *(সিলসিলা ছাহীহহা হা/১৪২৯)*।

প্রশ্নঃ (২৯/২৯৯)ঃ ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত প্রচলিত ঘটনাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন?

- আব্দুল কুদ্দুস
রাজাশন, ঢাকা।

উত্তরঃ ওমর (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত ঘটনাটি ছহীহ সূত্রে প্রমাণিত নয়। বরং নবী করীম (ছাঃ)-এর দো'আর কারণে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন একথাই ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) দো'আ করেছিলেন, 'হে আল্লাহ ওমর এবং আবু জাহলের মধ্যে যাকে তুমি পসন্দ কর তার দ্বারা তুমি ইসলামকে শক্তিশালী কর। দু'জনের মধ্যে ওমর (রাঃ) আল্লাহ্র নিকট পসন্দনীয় ছিলেন *(তিরমিযী হা/৩৬৯০)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৩০০)ঃ ভালবাসায় শিরক বলতে কী বুঝানো হয়েছে?

- আমানুল্লাহ
কাকিয়ারচর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ভালবাসার ক্ষেত্রে রাসূল (ছাঃ)-কে দুনিয়ার সবকিছুর চেয়ে বেশী অগ্রাধিকার দিতে হবে। কেননা তিনি বলেন, 'তোমাদের মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ পূর্ণাঙ্গ মুমিন হ'তে পারবে না যতক্ষণ তার পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততির চেয়ে রাসূল (ছাঃ) তার নিকট প্রিয়তর না হবে' *(বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০ 'ঈমান' অধ্যায়; 'রাসূল (ছাঃ)-কে ভালবাসা' অনুচ্ছেদ)*। আর আল্লাহ এবং রাসূল (ছাঃ)-কে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ভালবাসার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদান করাই হচ্ছে ভালবাসায় শিরক। বর্তমান সমাজে আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-কে বাদ দিয়ে ভালবাসায়

পীর বা ওলী-আওলিয়াদেরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, যা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এ ধরনের কার্যকলাপকারীদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি *(তওবা ২৪)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩০১)ঃ পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতের পর কোন কোন ইমাম মুনাজাত করেন আবার কোন কোন ইমাম করেন না। কোনটি সঠিক জানিয়ে বাধিত করবেন?

- মুহাম্মাদ সইবুর রহমান
দেবীপুর রহমানীয়া মাদরাসা
লালপুর, তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'মুনাজাত' অর্থ পরষ্পরে গোপনে কথা বলা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন ছালাতে রত থাকে তখন সে তার প্রভুর সাথে মুনাজাত করে, অর্থাৎ গোপনে কথা বলে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৭১০)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব' *(মুমিন ৬০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, দো'আ হ'ল ইবাদত *(আহমাদ, আবুদাউদ, মিশকাত হা/২২৩০, 'দো'আ' অধ্যায়)*। অতএব দো'আ ইবাদত হিসাবে তার পদ্ধতি সুন্নাত মুতাবেক হ'তে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন্ পদ্ধতিতে দো'আ করেছেন, আমাদেরকে সে পদ্ধতিতেই দো'আ করতে হবে। তার রেখে যাওয়া পদ্ধতি ছেড়ে অন্য কোন পদ্ধতিতে দো'আ করলে তা কবুল হওয়ার বদলে গোনাহ হবে। ফরয ছালাত শেষে সালাম ফিরানোর পরে ইমাম ও মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে ইমামের সরবে দো'আ পাঠ ও মুক্তাদীর সশব্দে 'আমীন, 'আমীন' বলার প্রচলিত প্রথাটি দ্বীনের মধ্যে একটি নতুন সৃষ্টি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও সহাবায়ে কেরাম হ'তে এর পক্ষে ছহীহ বা যঈফ সনদে কোন দলীল নেই *(ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী, মাসিক 'মুহাদ্দিছ' (বেনারস জুন'৮২) পৃঃ ১৯-২৯)*। তবে বিভিন্ন স্থানে হাত তুলে দো'আ করার একাধিক ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায়। যেমন- সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণের সময়, যুদ্ধ ক্ষেত্রে, বৃষ্টি প্রার্থনার সময় একাকী কবর যিয়ারতের সময়, সফরে, কারো কোন ভুল-ত্রুটি দেখে, হজ্জে পাথর নিক্ষেপের সময়, সাফা-মারওয়ায়, কা'বা ঘর দেখে, কবরের শাস্তির কথা শুনে ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ (৩২/৩০২)ঃ জনৈক মাওলানা বলেছেন, কালেমা ত্বাইয়েবা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলা শিরক। কোন্ কারণে উহা শিরক জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আতীকুল ইসলাম
হারাগাছ, রংপুর।

উত্তরঃ উক্ত আলেমের বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ এখানে দু'টি বাক্য রয়েছে। ১ম বাক্য দ্বারা তাওহীদকে সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং ২য় বাক্য দ্বারা রিসালাতকে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর দ্বারা দু'টির মাঝে তুলনা করা হয়নি। বরং পৃথক পৃথক দু'টি জিনিসকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং উহা শিরকের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে যিকিরের ক্ষেত্রে শুধু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলবে। কারণ যিকির শুধু আল্লাহর হয় রাসূলের হয় না। বরং রাসূলের হয় আনুগত্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সর্বোত্তম যিকির হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/২৩০৬, 'যিকির' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩০৩)ঃ মায়ের গর্ভে ছেলে বা মেয়ে সন্তান হওয়ার কোন নির্দিষ্ট কারণ আছে কি?

- মুহাম্মাদ দেলোয়ার জাহান
সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত *(লোকমান ৩৪)*। তবে যার বীর্য রেহমে আগে প্রবেশ করে সন্তান তারই সাদৃশ্য হয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৪, 'গোসল' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩০৪)ঃ বিবাহে ঘটকালি করে মোটা অংকের টাকা নেওয়া কি জায়েয? চুক্তির মাধ্যমে ঘটকালি করা এবং জমি বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করে দেওয়ার বিনিময়ে টাকা গ্রহণ করা কি যাবে কি?

- আফতাবুদ্দীন
কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ বিবাহের যোগাযোগ করে দেওয়া বা ঘটকালি করা পূণ্যের কাজ। রাসূল (ছাঃ)-এর যুগেও এ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল *(নাসাঈ হা/৩২৪৫)*। ঘটকালির মাধ্যমে চুক্তিভিত্তিক টাকা গগ্রহণ সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে যার বিবাহের যোগাযোগ করে দেওয়া হয় সে যদি খুশিমনে হাদিয়া স্বরূপ কিছু প্রদান করে, তাহ'লে তা গ্রহণ করতে পারে। অনুরূপভাবে জমি বিক্রয়ের যোগাযোগ করে দেওয়ার কারণে জমি বিক্রেতাও তাকে পারিশ্রমিক হিসাবে কিছু প্রদান করলে তা গ্রহণ করতে পারে। এতে শারঈ কোন বাধা নেই।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩০৫)ঃ জনৈক আলেম বলেন, মালাকুল মউতের মাথায় যদি পৃথিবীর সমস্ত পানি ঢেলে দেওয়া হয়, তবুও এক ফোঁটা পানি মাটিতে পড়বে না। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

- মুহাম্মাদ শাহজাহান
বাখড়া, মোলামগাড়ীহাট
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন। মালাকুল মউত সম্পর্কে বাজাওে প্রচলিত বিভিন্ন বই-পুস্তকে আরো অনেক মনগড়া ও উদ্ভট কাহিনী লেখা আছে। সেগুলি থেকে সাবধান থাকা যরূরী।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩০৬)ঃ ক্বিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম কোন্ আলামতটি দেখা যাবে? উত্তর জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুনীরুল ইসলাম

জাহানাবাদ, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ ক্বিয়ামতের সর্বপ্রথম নিদর্শন হচ্ছে আগুন, যে আগুন মানুষকে পূর্ব দিক হ'তে পশ্চিম দিকে একত্রিত করবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৩৭৫, 'ফিতান' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩০৭)ঃ মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত এবং স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেশত। তাদের পায়ের নিচে কি সত্যিই বেহেশত আছে? সেই বেহেশত দু'টির নাম কি?

- শামীম সরকার
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত কথাটি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(আহমাদ, নাসাঈ, বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান সনদ জাইয়্যিদ মিশকাত হা/৪৯৩৯)*। তবে স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর জান্নাত এ মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। অবশ্য স্ত্রী যদি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করে, স্বীয় লজ্জাস্থান হেফাযত করে এবং স্বামীর আনুগত্য করে তাহ'লে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা সে জান্নাতে প্রবেশ করবে *(আবু নঈম, হিলইয়াহ, মিশকাত হা/৩২৫৪, সনদ হাসান)*। মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত এর উদ্দেশ্য হ'ল- যে ব্যক্তি পিতা-মাতার খিদমত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তবে হাদীছে জান্নাতের কোন নাম নির্দিষ্ট করা হয়নি।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩০৮)ঃ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের কোন্ ওয়াক্তে কোন্ সূরা বা আয়াত পাঠ করা সুন্নাত। জুম'আর দিন ফজর থেকে নিয়ে সারাদিন নিষিদ্ধ সময়েও কি ছালাত আদায় করা যায়?

- আসাদ
কাঞ্চন, রূপগঞ্জ।

উত্তরঃ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে যে কোন সূরা বা আয়াত পাঠ করা যায়। কেননা আল্লাহ বলেন, 'কুরআনের যতটুকু সহজ ততটুকু আবৃত্তি কর' *(মুয্যাম্মিল ২০)*। তবে যে ওয়াক্তে রাসূল (ছাঃ) নির্দিষ্ট সূরা পড়েছেন সেখানে অনুরূপভাবে পড়া সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) যে ওয়াক্তে যে সূরা পড়েছেন তা নিম্নে তুলে ধরা হ'ল।-

জুম'আর ছালাতে রাসূল (ছাঃ) প্রথম রাক'আতে সূরায়ে জুম'আ অথবা সূরায়ে আলা এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরায়ে মুনাফিকূন অথবা সূরায়ে গাশিয়াহ পড়েছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৩৯-৪০ 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)*। জুম'আর দিন ফজরের ফরয ছালাতের ১ম রাক'আতে রাসূল (ছাঃ) সূরায়ে সাজদাহ ও ২য় রাক'আতে সূরায়ে দাহর পাঠ করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৩৮, 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ)*। আর ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাতের ১ম রাক'আতে সুরায়ে কাফিরূন এবং ২য় রাক'আতে সূরায়ে এখলাছ পড়েছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৪২, 'ক্বিরআত' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য, জুম'আর দিন মাগরিবের ফরয ছালাতে সূরা কাফিরূণ ও এখলাছ পড়া এবং এশার ছালাতে প্রথম রাক'আতে জুম'আ ও দ্বিতীয় রাক'আতে মুনাফিকূন পড়া মর্মে বর্ণিত হাদীছদ্বয় নিতান্তই যঈফ *(সিলসিলা যঈফাহ)*।

এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাগরিব ছালাতে 'ক্বিছারে মুফাছ্ছাল' অর্থাৎ বাইয়িনাহ থেকে শেষ সূরা পর্যন্ত পড়ছেন এবং এশার ছালাতে 'ওয়াসত্বে মুফাছ্ছাল অর্থাৎ সূরা বুরূজ থেকে বাইয়িনাহ পর্যন্ত পড়ছেন *(নাসাঈ সনদ ছহীহ, বুলূগুল মারাম হা/২৮৫, মিশকাত হা/৮৫৩)*। তবে তিনি কোন কোন সময় এর ব্যতিক্রমও করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/২৮৬)* জুম'আর দিন সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত ব্যতীত দ্বিপ্রহরের নিষিদ্ধ সময়ে ছালাত আদায় করা যায় *(মুসনাদুশ শাফেঈ, মিশকাত হা/১০৪৬, 'নিষিদ্ধ সময়' অনুচ্ছেদ; মির'আতুল মাফাতীহ ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৭১, 'নিষিদ্ধ সময়' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩০৯)ঃ একদা আমাদের প্রতিষ্ঠানে কিছু টাকা চুরি হয়। কেউ স্বীকার না করায় কেউ কেউ বলছেন, সবাইকে লিয়ান করানো হোক। প্রশ্ন হ'ল, চুরি করার কারণে সকলকে লিয়ান করানো যাবে কি?

- মুহাম্মাদ সুলতান মাহমূদ
নয়াপাড়া ভাওয়াল মির্জাপুর
গাযীপুর সদর, গাযীপুর।

উত্তরঃ যিনার অপবাদ আরোপের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে লিয়ান করাতে হয় *(নূর ৬-১০)*। কিন্তু চুরি বা কোন কিছু অস্বীকার করার ক্ষেত্রে লিয়ান করার কথা নেই। তবে এক্ষেত্রে বিচারকের নিকট বাদীকে প্রমাণ পেশ করতে বলবেন। আর বাদী যদি প্রমাণ পেশ করতে না পারে তাহ'লে বিচারক বিবাদীকে কসমের জন্য উপযুক্ত মনে করলে কসমের দায়িত্ব বিবাদীর উপর অর্পিত হবে। এরপর বিবাদী কসম করে নিজেকে মুক্ত করবে *(বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ, বুলূগুল মারাম, হা/১৪০৯, 'দাবী ও প্রমাণাদি' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৩১০)ঃ খালাত, মামাত, চাচাত বোনদের সাথে খোলামেলা কথা বলা যাবে কি?

- আব্দুল আলীম
শিরতা, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লিখিত বোনেরা মাহরাম মহিলা নয়। সেকারণ তাদের সাথে পূর্ণ পর্দা বজায় রেখে কথা বলতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'যখন তোমরা তাদের নিকট কিছু চাইবে, তখন পর্দার অন্তরাল হ'তে চাইবে' *(আহযাব ৫৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তি কোন মহিলার সাথে নির্জনে একত্রিত হবে না। কারণ তাদের মাঝে শয়তান হচ্ছে তৃতীয় ব্যক্তি। সে তাদেরকে বিপদে ফেলে দিতে পারে *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩১১৮, 'পর্দা' অনুচ্ছেদ)*।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১০ম বর্ষ ১০ম সংখ্যা
জুলাই ২০০৭

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৩৫১)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় কবরে শুয়ে আছেন। পৃথিবীর যে প্রান্ত হ'তেই তাঁকে সালাম দেওয়া হয় তিনি তার জবাব দেন। এই জন্য তাঁকে 'হায়াতুন্নবী' বলা হয়। উক্ত কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুখলেছুর রহমান
দাম্মাম, সঊদী আরব।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় কবরে শুয়ে আছেন এবং তাঁকে সালাম দিলে সালামের জবাব দেন এ কারণে তাঁকে 'হায়াতুন্নবী' বলা সম্পূর্ণ মনগড়া ও শরী'আত পরিপন্থী। এখানে সালামের জবাব দেওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ আলমে বারযাখের বিষয়। তাঁর নিকটে সালাম পৌঁছে দেওয়া হ'লে তিনি আলমে বারযাখেই এর জবাব দেন। তাই বলে তিনি মদীনার কবরে শায়িত অবস্থায় জীবিত আছেন এবং সকলের সালাম শুনেন ও জবাব দেন একথা সঠিক নয়। যেমনিভাবে শহীদদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, 'তারা জীবিত ও তাদেরকে রিযিক দেওয়া হয়'। এর অর্থ হ'ল তাঁরা বারযাখী জীবনেই জীবিত থাকেন এবং সেখানে তাদেরকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রিযিক দেওয়া হয়। আর কোনভাবেই দুনিয়ার জীবনের সাথে উক্ত বারযাখী জীবনকে তুলনা করা যাবে না। কারণ উক্ত জগৎ সম্পর্কে মানুষ কোন কিছুই অবগত নয়। এটা মানুষের জ্ঞানের বাইরে। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবরের নিকটে গিয়ে দরূদ পাঠ করলে তিনি শুনতে পান মর্মে বায়হাক্বী বর্ণিত হাদীছটি জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/২০৩; যঈফুল জামে' হা/৫৬৮২)*।

প্রশ্নঃ (২/৩৫২)ঃ ছালাত কি শুধু জিন ও মানব জাতির উপর ফরয, না-কি অন্যান্য মাখলূক্বাতের উপরও ফরয?

- আব্দুল্লাহ আল-লুবাব
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা জিন ও মানব জাতিকে তাঁর ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন *(যারিয়াত ৫৬)*। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে জিন জাতির ইবাদত সম্পর্কে পরিষ্কার জানা গেলেও তাদের ছালাতের পদ্ধতি পরিষ্কারভাবে জানা যায় না। তবে জিনরাও আমাদের নবী (ছাঃ)-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত *(জিন ২)*। সে হিসাবে তাদের ইবাদতও মানুষের ইবাদতের ন্যায় হওয়াই স্বাভাবিক। জিন ও মানব জাতি ব্যতীত অন্য কোন মাখলূক্বাতের উপরে ছালাত ফরয নয়। তবে তারা নিয়মিত তাসবীহ তাহলীল পাঠ করে থাকে' *(জুম'আহ ১; বাণী ইসরাঈল ৪৪)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩৫৩)ঃ জানাযার ছালাত আদায়ের সময় ইমাম সূরা ফাতিহা এবং অন্যান্য দো'আ পড়েন। এমতাবস্থায় মুক্তাদীগণ তাকবীর ছাড়া অন্য কিছু শুনতে পায় না। তাই মুক্তাদীগণের পঠিতব্য দো'আ সমূহ যদি ইমামের আগে-পরে পড়া হয়ে যায় তাহ'লে কি গুনাহ হবে?

- দেলোয়ার হুসাইন
সারাংপুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ জানাযার ছালাত হোক বা অন্য কোন ছালাত হোক ইমাম যদি নীরবে ক্বিরাআত পড়েন আর মুক্তাদী যদি ইমামের পূর্বেই ক্বিরাআত বা দো'আ পড়ে নেয় তাহ'লে কোন দোষ নেই। কেননা ইমামের পিছনে পিছনে ক্বিরাআত পড়ার বিষয়টি স্বরবে ক্বিরাআতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯)*।

প্রশ্নঃ (৪/৩৫৪)ঃ মৃত ব্যক্তির নামে মসজিদে ছাদাক্বা করলে সে কি তার প্রতিদান পাবে?

-রায়হানুল ইসলাম
ঢাকা।

উত্তরঃ মৃতের নামে মসজিদে ছাদাক্বা করলে সে তার প্রতিদান পাবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার পিতা মারা গেছেন এবং সম্পদ রেখে গেছেন। কিন্তু তিনি অছিয়ত করে যাননি। এগুলি যদি তার জন্য ছাদাক্বা করা হয় তাহ'লে কি তার গুনাহ মাফ হবে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ *(মুসলিম ২/৪১ পৃঃ)*। উল্লেখ্য যে, মৃত ব্যক্তির নামে মসজিদের মুছল্লীদেরকে খাওয়ানো ঠিক নয়। কারণ সেখানে ধনী-গরীব সর্বপ্রকার মানুষ থাকে। আর ধনীদের জন্য ছাদাক্বা খাওয়া ঠিক নয়। বরং মসজিদের উন্নয়ণকল্পে দান করা উচিত।

প্রশ্নঃ (৫/৩৫৫)ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য ৩রা বা চল্লিশা দিয়ে কোন খানার আয়োজন করা কি শরী'আত সম্মত?

- আলহাজ্জ আব্দুর রহীম
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির নামে ৩রা বা চল্লিশা পালন করার প্রথা রাসূল (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ ও তাবে

তাবেঈদের যুগে ছিল না। এটা শরী'আতে নব আবিস্কৃত বিষয়, যা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন আমল করল যার প্রতি আমার নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত' *(আবূদাঊদ হা/৪৬০৬; ইবনু মাজাহ হা/১৪, হাদীছ ছহীহ)*। এমনকি এ সমস্ত কাজে সহযোগিতাও করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কল্যাণ ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্নঃ (৬/৩৫৬)ঃ খাদ্যে পিঁপড়া উঠলে যথাসম্ভব সরিয়ে ফেলার পরও যদি কিছু থেকে যায় তাহ'লে সেই খাদ্য খাওয়া যাবে কি?

- আব্দুল্লাহ আল-মনছুর
মির্জাপুর, টাংগাইল।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় যথাসম্ভব পিঁপড়া সরিয়ে খাদ্য গ্রহণ করবেন। তারপরও কিছু পিঁপড়া থেকে গেলে সে জন্য ঐ খাদ্যবস্তু হারাম হবে না। কেননা যে প্রাণীর রক্ত প্রবাহিত হয় না তার দ্বারা খাদ্য অপবিত্র হয় না। পিঁপড়ার শরীর থেকে যেহেতু রক্ত প্রবাহিত হয় না, সেকারণ খাদ্যবস্তুতে পতিত হ'লেও তা সরিয়ে খাওয়া যাবে *(ইতহাফুল কেরাম শারহু বুলূগুল মারাম, হা/১২-এর ব্যাখ্যা, পৃঃ ১৫)*।

প্রশ্নঃ (৭/৩৫৭)ঃ 'রিয়াযুছ ছালেহীন' এবং 'রিয়াদুছ ছালেহীন' এর মধ্যে কোন্ উচ্চারণটি সঠিক?

- আবু হাসান
অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী কলেজ
রাজশাহী।

উত্তরঃ 'রিয়াযুছ ছালেহীন' উচ্চারণটি সঠিক। 'রিয়ায' আরবী শব্দ। যার শেষের অক্ষর হ'ল 'যোয়াদ' (ض)। আর যোয়াদের উচ্চারণ 'যোয়া' (ظ)-এর সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। তবে 'দাল' এর সাথে মোটেই সামঞ্জস্যশীল নয় *(বিস্তারিত দ্রঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব রচিত আরবী ক্বায়েদা, পৃঃ ৫)*।

প্রশ্নঃ (৮/৩৫৮)ঃ উঁচু স্থান বা পাহাড়ে উঠার সময় 'আল্লাহু আকবার' ও নামার সময় 'সুবহা-নাল্লাহ' বলতে হবে মর্মে কোন হাদীছ আছে কি?

- আবু তায়েব
বোয়ালিয়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা যখন উপরের দিকে আরোহণ করতাম তখন 'আল্লাহু আকবার' বলতাম এবং যখন নীচের দিকে নামতাম তখন 'সুবহা-নাল্লাহ' বলতাম *(বুখারী, ফাৎহুল বারী ৬/১৩৫)*।

প্রশ্নঃ (৯/৩৫৯)ঃ পাটিতে বসে ছালাত আদায়ের সময় মেঝেতে সেজদা করা যাবে কি?

- ফেরদৌসী
হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতিতে সেজদা করা যায়। তবে বালিশ কিংবা অনুরূপ কোন উঁচু বস্তুতে সেজদা করতে রাসূল (ছাঃ) নিষেধ করেছেন *(বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, বুলূগুল মারাম হা/৩২৫)*।

প্রশ্নঃ (১০/৩৬০)ঃ আত্মহত্যাকারী ঈমানদার হ'লে সে কোনদিন জান্নাত পাবে কি? হাদীছ থেকে জানা যায় যে, আত্মহত্যাকারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী। উক্ত বিষয়ে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আকবর আলী
গাবতীল, বগুড়া।

উত্তরঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কেউ আত্মহত্যা করলে চিরস্থায়ীভাবে সে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে' *(মুসলিম ১/৭২-৭৩ পৃঃ)*। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম বলেন, এর মর্ম হ'ল خَالِدًا مُخَلَّدًا। 'সুদীর্ঘকাল ও অধিক কাল, চিরস্থায়ী নয়। অর্থাৎ দীর্ঘকাল সে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে। অতঃপর কালেমার বদৌলতে জান্নাতে যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, চিরস্থায়ী শাস্তি ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য যে আত্মহত্যাকে হালাল মনে করে নিহত হবে। এরূপ বিশ্বাস করার কারণে সে কাফের হয়ে যাবে। আর কাফের নিঃসন্দেহে চিরস্থায়ী জাহান্নামী *(মুসলিম ১/৭২-৭৩ পৃঃ; আত-তাহরীক, অক্টোবর '০৫, প্রশ্নোত্তর নং ১/১ দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (১১/৩৬১)ঃ আমার ছেলে ছালাত-ছিয়াম পালন করে। কিন্তু আমি তার স্ত্রী পরিবর্তনের বিষয়ে ইঙ্গিত দিয়ে ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক স্বীয় পুত্র ইসমাঈলকে তাঁর চৌকাঠ পরিবর্তনের হাদীছ বর্ণনা করলে সে বিরক্ত হয়ে আমাকে পাগল বলে। এছাড়া আমার কোন প্রয়োজনীয় কথা বললে সে পালন করতে চায় না। এতে তার পরিণতি কী হ'তে পারে? দলীল ভিত্তিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ ইবরাহীম (আঃ) তাঁর ছেলের স্ত্রীর কথায় অকৃতজ্ঞতার পরিচয় পেয়ে ইসমাঈল (আঃ)-কে চৌকাঠ অর্থাৎ স্ত্রী পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন *(বুখারী হা/২৩৬৮)*। সুতরাং পিতা-মাতা পুত্রবধুকে তাদের ছেলের জন্য ক্ষতিকর মনে করলে, ছেলেকে তার স্ত্রী পরিবর্তনের নির্দেশ দিতে পারেন। এতে ছেলে যদি তার পিতা-মাতার কথা না শোনে তাহ'লে সে অবাধ্য সন্তান হিসাবে গণ্য হবে। আর অবাধ্য সন্তান জান্নাত লাভ করতে পারবে না। কারণ পিতা-মাতার সন্তুষ্টিই হচ্ছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৯২৭)*।

প্রশ্নঃ (১২/৩৬২)ঃ রুকূ থেকে উঠে 'রাফউল ইয়াদায়েন' করার সময় দো'আ পড়া শেষ করা পর্যন্ত হাত উঠিয়ে রাখতে হবে কি, না সাথে সাথে নামিয়ে ফেলতে হবে?

- রুস্তম
উত্তর আশকুর নামাপাড়া
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ 'রাফউল ইয়াদায়েন' করার সময় হাতের আঙ্গুলগুলি খোলা রেখে ধীরস্থিরভাবে কাঁধ অথবা কান বরাবর উঠিয়ে নামাতে হবে *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, হা/৭৫৩ 'রাফউল ইয়াদায়েন' অনুচ্ছেদ)*। রাফউল ইয়াদায়েন অবস্থায় প্রত্যেক অঙ্গ স্ব স্ব স্থানে ফিরে যাবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৯২)*। তবে দো'আ বলা পর্যন্ত হাত উঠিয়ে রাখতে হবে মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (১৩/৩৬৩)ঃ ভাতিজা ও জামাইয়ের সাথে ছেলের স্ত্রী এবং দুলাভাইয়ের সাথে দেখা করতে পারে কি?

- মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
মেন্দিপুর পূর্বপাড়া, নাড়ুয়ামালা
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লিখিত ব্যক্তিগণ গায়রে মাহরামের অন্তর্ভুক্ত বিধায় তাদের সাথে পর্দাবিহীন সাক্ষাৎ করা শরী'আত সম্মত নয়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা যখন তাদের নিকটে (নারীদের) কিছু জিজ্ঞেস করবে, তখন পর্দার অন্তরাল হ'তে জিজ্ঞেস কর' *(আহযাব ৫৩)*। অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, গায়রে মাহরাম ব্যক্তি পর্দা রক্ষা করে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ও লেনদেন করতে পারে। তবে পর্দাবিহীন সাক্ষাত করা নিষিদ্ধ *(নূর ৩১)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৩৬৪)ঃ বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজনকে কার্ডের মাধ্যমে দাওয়াত প্রদান করা যায় কি?

- মাস'উদুর রহমান
নীচা বাজার, নাটোর।

উত্তরঃ রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে মৌখিকভাবে দাওয়াত প্রদান করা হ'ত *(নাসাঈ, সনদ ছহীহ, হা/৩৩৮৭ 'ওয়ালীমা' অনুচ্ছেদ)*। বর্তমান যুগে যে কার্ড বা চিঠির মাধ্যমে দাওয়াত প্রদান করা হয় তা শরী'আত পরিপন্থী নয়। তবে এক্ষেত্রে অপচয় থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই অপচয়কারী শয়তানের ভাই' *(বনী ইসরাঈল ২৭)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৩৬৫)ঃ কথিত আছে, রাসূল (ছাঃ)-এর লাশ গোসল দেওয়ার সময় প্রশ্ন উঠল, শরীরের কাপড়সহ গোসল দিতে হবে কি-না? সবাই ভাবনা-চিন্তা করছেন এমন সময় গায়েব হ'তে আওয়ায আসল, রাসূল (ছাঃ)-এর দেহ পোষাকশূন্য কর না। তিনি যে পোশাকে রয়েছেন, সে পোশাকেই তাঁকে গোসল দান কর। পরবর্তীতে তাই করা হয়। এ ঘটনার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন

- আমানুল্লাহ
কাকিয়ারচর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত ঘটনা সম্পর্কে ইবনু মাজাহতে যে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে তার সনদ মুনকার বা যঈফ *(যঈফ ইবনু মাজাহ, হা/১৪৬৬)*। উল্লেখ্য যে, ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (ছাঃ)-কে কাপড়ে আবৃত রেখে গোসল দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর তার উপর তিনটি কাপড় দিয়ে ভিতরের ভিজা কাপড়টি টেনে নেওয়া হয়েছিল *(মুসলিম হা/২১৮০ 'জানাযা' অধ্যায়, 'গোসল দেওয়া' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৩৬৬)ঃ তাক্বদীর বা ভাগ্যে তো সবকিছু লিখা আছে। যা ঘটার তা এমনিতেই ঘটবে। তাহ'লে আমি পরিশ্রম করব কেন? উক্ত বিষয়ে সমাধান দানে বাধিত করবেন।

- আব্দুল মালেক
কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ যার ভাগ্যে যেটা লেখা আছে সেটা তার জন্য সহজ করে দেওয়া হয়। চাই তা ভাল কাজ হোক অথবা মন্দ কাজ হোক *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮৫ 'তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং যার ভাগ্যে যা লেখা আছে, আল্লাহ তা'আলা তার দ্বারা তা করিয়ে নিবেন। কেউ পরিশ্রম করবে না এই ধারণা ঠিক নয়। কারণ পরিশ্রম করাও তার ভাগ্যে লিখিত আছে।

প্রশ্নঃ (১৭/৩৬৭)ঃ মসজিদের জায়গা বিক্রি করা এবং সেই ক্রয়কৃত জায়গাতে বাড়ী করা যাবে কি?

- আসমাউল আনছারী
সাহাপুকুর, ঝাড়খণ্ড, ভারত।

উত্তরঃ মসজিদের জায়গা বিক্রি করে মসজিদ অন্যত্র স্থানান্তর করা যায়। তবে উক্ত বিক্রয়লব্ধ অর্থ মসজিদের কাজে ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া যে ব্যক্তি মসজিদের জায়গা ক্রয় করে নিবে সে উক্ত স্থানটিকে তার প্রয়োজনানুযায়ী যেকোন কাজে ব্যবহার করতে পারে। ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) কূফার পুরাতন মসজিদ অন্যত্র স্থানান্তরিত করেছিলেন এবং প্রথম মসজিদকে খেজুরের বাজারে পরিণত করেছিলেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১২, 'ওয়াক্বফ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৩৬৮)ঃ মাতা-পিতার আক্বীক্বা দেওয়া হয়নি এমন ব্যক্তিদের সন্তানের আক্বীক্বা দেওয়া যাবে কি? আক্বীক্বার প্রাণীর কি দাঁত হওয়া শর্ত?

- শফীকুল ইসলাম
ঝাড়খণ্ড, ভারত।

উত্তরঃ সন্তানের আক্বীক্বার জন্য পিতা-মাতার আক্বীক্বা দেওয়া থাকতে হবে এমন কোন শর্ত কুরআন ও হাদীছে নেই এবং আক্বীকার প্রাণীর জন্য দাঁত হওয়াও শর্ত নয়।

প্রশ্নঃ (১৯/৩৬৯)ঃ মাগরিবের ছালাতের পরে ৬ রাক'আত ছালাতুল আউওয়াবীন পড়া যাবে কি?

- আমানুল্লাহ
কাকিয়ারচর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ মাগরিবের ছালাতের পরে ছালাতুল আউওয়াবীন নামে যে ৬ রাক'আত ছালাত পড়ার প্রথা সমাজে চালু আছে শরী'আতে তার কোন ভিত্তি নেই। মূলতঃ চাশতের সময় যে ছালাত পড়া হয় সেটাই আউওয়াবীন ছালাত *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১০, 'চাশতের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২০/৩৭০)ঃ যারা দুনিয়াতে ভাল কথা বলে, কিন্তু সেই অনুযায়ী আমল করে না পরকালে তাদের পরিণতি কী হবে?

- মুস্তাফীযুর রহমান
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ নিজে ভাল কথা বলা এবং সে অনুযায়ী আমল না করা একটি জঘন্য অপরাধ। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা কর না তা কেন বল। তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহ্র নিকটে খুবই অসন্তোষজনক' *(ছফ ২-৩)*। পরকালে তাদের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মি'রাজ রজনীতে একটি জাতির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন যাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। এ ব্যাপারে তিনি জিবরীল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এরা আপনার ঐ সকল উম্মত যারা নিজেরা যা বলত সে অনুযায়ী আমল করত না *(ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, পৃঃ ১৬১, হা/১২৫)*।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন এমন ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তার নাড়ীভূড়ি জাহান্নামে দ্রুত বের হয়ে যাবে এবং সে তার চতুষ্পার্শ্বে গাধার স্বীয় চর্কায় ঘুরার ন্যায় ঘুরতে থাকবে। তখন জাহান্নামীরা সেখানে জমায়েত হয়ে জিজ্ঞেস করবে, তোমার কি হয়েছে, তুমি তো আমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ দিতে ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করতে। তখন সে বলবে, আমি তোমাদেরকে ভাল কাজের আদেশ দিতাম ঠিকই কিন্তু নিজে তা করতাম না। আর তোমাদেরকে মন্দ থেকে নিষেধ করতাম কিন্তু আমি সে মন্দ কর্ম করতাম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৯)*।

প্রশ্নঃ (২১/৩৭১)ঃ ঋতু অবস্থায় কোন মহিলা বিবাহ করতে পারে কি?

- নাসতারা খাতুন
নাওদাপুকুর, ঝাড়খণ্ড, ভারত।

উত্তরঃ বিবাহের জন্য ঋতু অন্তরায় নয়। তবে ঋতু অবস্থায় স্বামীর সাথে মিলিত হ'তে পারবে না। আল্লাহ বলেন, 'আপনার কাছে লোকেরা ঋতু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এটা অপবিত্র। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রী গমন থেকে বিরত থাক' *(বাক্বারাহ ২২২)*।

প্রশ্নঃ (২২/৩৭২)ঃ আমাদের এলাকায় একটি ইসলামী সংগঠনের নামে মাইকিং করে মহিলাদের সমাবেশ করা হচ্ছে। মহিলারা মাইক ও সাউণ্ডবক্সের মাধ্যমে সুর করে বক্তব্য দিচ্ছে। এভাবে সমাবেশ করা ও মহিলাদের দ্বারা বক্তব্য দেয়া কি শরী'আত সম্মত?

- তারীকুযযামান
হাড়াভাংগা, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতিতে মহিলাদের দাওয়াত দান ও সমাবেশ করা 'শরী'আত সম্মত নয়। কারণ এভাবে নারীদের পক্ষ থেকে দ্বীন প্রচারের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে যে কোন ব্যক্তি শরী'আত অভিজ্ঞ কোন নারীর নিকটে পর্দা বজায় রেখে শরী'আতের বিভিন্ন বিষয় জানতে পারে। আবু মূসা (রাঃ) বলেন, 'কোন হাদীছের সারমর্ম বুঝার ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে সমস্যা দেখা দিলে আমরা আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট এর সমাধান নিতাম' *(তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/৬১৮৫)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, পর্দার সাথে নিরাপদ স্থানে নারীরা দ্বীন প্রচার করতে পারে। তবে কোন অবস্থাতেই খোলা ময়দানে প্যাণ্ডেল করে মাইক বা সাউণ্ডবক্স ব্যবহারের মাধ্যমে মহিলারা দ্বীন প্রচার করতে পারে না।

প্রশ্নঃ (২৩/৩৭৩)ঃ পাঁঠাকে খাসি করা যায় কি?

- মফীযুর রহমান ও
এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ পাঠাকে খাঁসি করার কোন আবশ্যকতা নেই; বরং এ অবস্থাতে রাখাই ভাল। কেননা এতেই বেশী উপকার লাভ করা যায়। তবে এ অবস্থায় খাঁসি করা যাবে না এমনটিও নয় *(ত্বাহাবী, আবু ইয়ালা, নাসাঈ, সনদ হাসান, ইরওয়াউল গালীল ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৫১, হা/১১৩৮)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৩৭৪)ঃ কবরস্থানে জন্মানো বাঁশ কি কি কাজে ব্যবহার করা যায়?

- শাহীন আলম
মচমইল, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কবরস্থান পারিবারিক হ'লে উক্ত বাঁশ পরিবারের যেকোন বৈধ কাজে ব্যবহার করা যাবে। আর যদি ওয়াক্বফকৃত হয় তাহ'লে তা কবরস্থানের উন্নতির জন্য ব্যবহার করতে হবে। যদি কবরস্থানের প্রয়োজন না হয় তাহ'লে কোন মসজিদে বা ফক্বীর-মিসকীনকে দান করা যাবে। তবে কারো ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা যাবে না *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩১২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৩৭৫)ঃ 'মাথার চুল ও দাড়ি পেকে সাদা হয়ে গেলে হাশরের মাঠে তা নূর হয়ে জ্বলবে' মর্মে কোন হাদীছ আছে কি?

- মাহতাবুদ্দীন
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তির চুল পেকে গেলে তা ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য আলোকময় হবে' *(তিরমিযী, নাসাঈ, সনদ হাসান ছহীহ, মিশকাত হা/৪৪৫৯)*। অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা পাকা চুল তুলে ফেল না। কেননা তা মুসলমানের জন্য আলো। মুসলমান অবস্থায় কারো একটি চুল সাদা হয়ে গেলে আল্লাহ তার জন্য একটি নেকী লিখেন, একটি পাপ মোচন করে দেন এবং একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন' *(আবূদাঊদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৪৫৮)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৩৭৬)ঃ সন্তান জন্মগ্রহণ করার দু'দিন পর মারা গেলে তার আক্বীকা দিতে হবে কি?

- যিয়াউল ইসলাম
পাতাড়ী, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সন্তান জন্মের ৭ম দিনে আক্বীক্বা দেয়ার কথা বলেছেন *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪১৫৮)*। সুতরাং ৭ দিনের পূর্বে সন্তান মারা গেলে তার আক্বীক্বা দেয়ার প্রয়োজন নেই *(তোহফা ৪/৪৬৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৩৭৭)ঃ ইমাম ভুলক্রমে এশার ছালাত তিন রাক'আত শেষে তাশাহহুদ পড়ে ডান দিকে সালাম ফিরান। তারপর সহো সিজদা দিয়ে পুনরায় তাশাহহুদ পড়ে সালাম ফিরান। এভাবে ছালাত পূর্ণ হয়েছে কি?

- ছাদেকুযযামান
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত ছালাত পূর্ণ হয়নি। কারণ রাক'আত ছুটে গেলে প্রথমে সেই রাক'আত পূর্ণ করতে হবে, তারপর সহো সিজদার মাধ্যমে ছালাত সংশোধন করতে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০১৭)*। আর ছালাতে কমবেশী যাই হোক ছালাত শেষে সালামের আগে বা পরে দু'টি 'সিজদায়ে সহো' দিতে হবে *(মুসলিম, নায়লুল আওত্বার ৩/৪১১ পৃঃ)*। তবে কেবল ডানে সালাম দিয়ে 'সিজদায়ে সহো' দেয়ার প্রচলিত প্রথার কোন ভিত্তি নেই। তেমনি 'সিজদায়ে সহো'র পরে তাশাহহুদ পড়ারও কোন ছহীহ হাদীছ নেই *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৮৪)*। উল্লেখ্য, সহো সিজদার পরে পুনরায় তাশাহহুদ পড়তে হবে মর্মে ইমরান ইবনু হুসাইন কর্তৃক তিরমিযী ও আবূদাঊদে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(ইরওয়াউল গালীল হা/৪০৩)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৩৭৮)ঃ ফজরের সুন্নাত ফরযের পূর্বে পড়তে না পারলে সেই সুন্নাত সূর্যোদয়ের আগে পড়া উত্তম, না-কি পরে পড়া উত্তম? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- নাজমুল হাসান
বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উভয়টিই ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। ফজরের ফরয ছালাতের পরে তাসবীহ,তাহলীল ও যিকির-আযকার শেষ করে সুন্নাত আদায় করা যায়। আবার সূর্যোদয়ের পরেও আদায় করা যায় *(তিরমিযী হা/৪২২ ও ৪২৩; সনদ ছহীহ, 'ফজর ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত ছুটে যাওয়া' অনুচ্ছেদ)*। তবে কোন অবস্থাতেই জামা'আত চলা অবস্থায় জামা'আতে শরীক না হয়ে সুন্নাত পড়া যাবে না।

প্রশ্নঃ (২৯/৩৭৯)ঃ ওছমান (রাঃ) জুম'আর যে দ্বিতীয় আযান চালু করেছিলেন তা চালু করলে কিভাবে করতে হবে? উক্ত আযানের উপর ক্বিয়াস করে যে দু'আযান দেয়া হয়, তার সঠিক ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আব্দুছ ছবূর
আরবী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ মুসলমানের সংখ্যা ও নগরীর ব্যস্ততা বেড়ে যাওয়ার কারণে ওছমান (রাঃ) জুম'আর নির্ধারিত সময়ের পূর্বে মসজিদে নববী থেকে দূরে 'যাওরা' নামক বাজারে লোকদেরকে সতর্ক করার জন্য পৃথক একটি আযানের নির্দেশ দেন, যা রাসূল (ছাঃ), আবু বকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর প্রথম যুগে চালু ছিল না *(বুখারী, মিশকাত হা/১৪০৪; ফাৎহুল বারী ২/৪৫৮ পৃঃ)*। তবে বর্তমানের ন্যায় মসজিদের দরজায় দু'টি আযান অথবা দরজায় একটি এবং ইমাম ছাহেবের সামনে আরেকটি আযান দেয়ার নিয়ম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে চালু ছিল না। সুতরাং বর্তমানে মসজিদের দরজায় দু'টি আযান দেওয়া ভিত্তিহীন।

প্রশ্নঃ (৩০/৩৮০)ঃ ঈসা (আঃ) ক্বিয়ামতের পূর্বে দুনিয়ায় এসে ৪০ বছর থাকবেন এবং যমীনে শান্তি নেমে আসবে। এর স্পষ্ট প্রমাণ জানতে চাই।

- আব্দুল্লাহ
বরিশাল।

উত্তরঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলূল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর কসম অবশ্যই অবশ্যই অচিরেই ঈসা (আঃ) তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন। ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন। শূকর হত্যা করবেন। কর মাফ করে দিবেন। তখন সম্পদ বৃদ্ধি পাবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫০৫)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ঈসা (আঃ) দামেশকের পূর্বপ্রান্তের শ্বেত মিনার হ'তে হলুদ বর্ণের দু'টি কাপড় পরে দু'জন ফেরেশতার পাখায় হাত রেখে অবতরণ

করবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৫)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন, তোমরা তাঁকে দেখে চিনতে পারবে। তিনি লাল সাদা মিশ্রিত মধ্যম মানুষ। তিনি মানুষকে মুসলমান করার জন্য যুদ্ধ করবেন। তাঁর যুগে আল্লাহ ইসলাম ছাড়া সব ধর্ম ধ্বংস করে দিবেন। তাঁর হাতে আল্লাহ দাজ্জালকে ধ্বংস করবেন। যমীনে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হবে। সাপ উটের সাথে মাঠে চরে খাবে, চিতা বাঘ গরুর সাথে চরে খাবে। নেকড়ে বাঘ ছাগলের সাথে খাবে। বাচ্চারা সাপের সাথে খেলা করবে, সাপ তাদের কোন ক্ষতি করবে না। তিনি ৪০ বছর যমীনে থাকবেন। তারপর মৃত্যুবরণ করবেন। মুসলমানগণ তাঁর জানাযার ছালাত আদায় করবে *(সিলসিলা ছাহীহা হা/২১৮২)*।

প্রকাশ থাকে যে, ঈসা (আঃ)-এর দুনিয়ায় সর্বমোট বয়স হবে চল্লিশ বছর। দ্বিতীয়বার তিনি দুনিয়াতে এসে মাত্র সাত বৎসর অবস্থান করবেন *(আবূদাঊদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৫৪৫৪; বিস্তারিত দ্রঃ দরসে হাদীছ জানুয়ারী '০৩)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩৮১)ঃ জাম'আতে ছালাত আদায়ের সময় পায়ে পা, কাঁধে কাঁধ মিলানোর গুরুত্ব সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মামূন
বরিশাল।

উত্তরঃ আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কাতার সোজা কর, আমি তোমাদেরকে পিছন থেকে দেখতে পাই'। তিনি (আনাস) বলেন, আমরা কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়াতাম' *(বুখারী, হা/৭২৫)*। নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, আমি আমাদের লোকদেরকে একে অপরের টাখনুর সাথে টাখনু মিলিয়ে দাঁড়াতে দেখেছি *(বুখারী ১/১০০ পৃঃ)*। আবু শাজারা বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কাতার সোজা কর। তোমরা সারিবদ্ধ হও, ফেরেশতাদের সারিবদ্ধ হওয়ার মত। তিনি আরও বলেন, তোমরা কাঁধ সামনা-সামনি কর। মধ্যের ফাঁকা বন্ধ কর। শয়তানের জন্য ফাঁকা ছেড়ে দিয়ো না। যারা কাতার মিলিয়ে দাঁড়ায় আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করেন *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭৪৩)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ ঐসব লোকের প্রতি রহম করেন এবং ফেরেশতাগণ ক্ষমা প্রার্থনা করেন, যারা ছালাত আদায়ের জন্য অবিচ্ছিন্নভাবে সারিবদ্ধ হয়। যারা সারির মধ্যে কোন ফাঁকা রাখে না আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৩৪)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে 'যে ব্যক্তি কাতারের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘটায় আল্লাহ তার প্রতি রহম করেন না' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১০২)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কাতারের মধ্যের ফাঁকা বন্ধ কর। কেননা শয়তান ছাগলের বাচ্চার ন্যায় তোমাদের কাতারের ফাঁকা দিয়ে প্রবেশ করে' *(আহমাদ, মিশকাত হা/১১৩১)*। উদ্ধৃত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ছালাতে পায়ের সাথে পা, কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়ানো রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ। কাতারের মধ্যকার ফাঁকা জায়গা বন্ধ করে দাঁড়ালে আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হয় এবং আল্লাহ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। পক্ষান্তরে কাতারের মধ্যে ফাঁকা রাখলে, রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ অমান্য করা হয়। আল্লাহ তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন না। তারা শয়তানকে কাতারের মধ্যে প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া হয়। অতএব ছালাতে পায়ের সাথে পা মিলিয়ে কাতার সোজা করে দাঁড়ানোর গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্নঃ (৩২/৩৮২)ঃ নিকটস্থ ওয়াক্তিয়া মসজিদ ছেড়ে ইচ্ছাকৃতভাবে বাড়ী থেকে দূরে জামে মসজিদে গিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

- আসমাউল আনছারী
সাহাপুকুর, ঝাড়খণ্ড, ভারত।

উত্তরঃ অধিক ছওয়াবের আশায় জামে মসজিদে যাওয়ার চেয়ে মহল্লার ওয়াক্তিয়া মসজিদে ছালাত আদায় করাই উত্তম। কেননা নেকী বেশী হওয়ার বিষয়টি যেকোন মসজিদে জামা'আতে আদায়ের সাথে সম্পৃক্ত। এখানে জুম'আ মসজিদ শর্ত নয়। উল্লেখ্য যে, জামে মসজিদে ছালাত আদায় করলে ৫০০ নেকী পাওয়া যায় মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা নিতান্তই যঈফ *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৭৫২ 'ছালাত' অধ্যায়, 'মসজিদ সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৮৩)ঃ ওমর (রাঃ) আটার বস্তা মাথায় নিয়ে এক মহিলা ও তার সন্তানদের খাওয়ার জন্য পৌঁছে দিয়েছিলেন এবং প্রথমে বাচ্চাদেরকে ও পরে মহিলাকেও খাওয়ালেন। পরদিন ওমর (রাঃ) তাদেরকে তাঁর দরবারে ডাকার পর মহিলা বুঝতে পারল স্বয়ং খলীফাই পূর্বরাতে তাঁর নিকটে গিয়েছিলেন। এ ঘটনার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আব্দুল আলীম আল-আযাদ
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ এটি একটি ঐতিহাসিক বর্ণনা। ইবনু কাছীর প্রণীত বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থ 'আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া'য় এটি বর্ণিত হয়েছে। এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে কিছু জানা যায় না। ঘটনাটি নিম্নরূপঃ 'ওমর (রাঃ)-এর ক্রীতদাস আসলাম বলেন, এক রাতে তিনি ওমর (রাঃ)-এর সাথে ওয়াকেম নামক এক পল্লীতে গেলেন। উন্মুক্ত প্রান্তরে তারা এক জায়গায় আলো (আগুন) দেখতে পেলেন। তাঁরা সেখানে গেলেন এবং কয়েকজন সন্তানসহ এক মহিলাকে পেলেন। মহিলার বাচ্চারা ক্রন্দন করছিল। ওমর (রাঃ)

তাদের সমস্যা জানতে চাইলে মহিলা বলল, তার সন্তানরা ক্ষুধার জ্বালায় ক্রন্দন করছে। তাদের নিকট কোন খাদ্য নেই। তাই চুলার উপর হাঁড়িতে পানি নাড়ছে যেন বাচ্চারা খাদ্য তৈরী হচ্ছে মনে করে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে। তাদের এই দুরবস্থা দেখে ওমর (রাঃ)-এর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। তিনি তৎক্ষণাৎ খাদ্য গুদামে গেলেন এবং পরিমাণমত আটা ও তৈল নিজের কাঁধে বহন করে মহিলার নিকট আসলেন। ক্রীতদাস আসলাম তা বহন করতে চাইলে ওমর (রাঃ) বললেন, তুমি কি ক্বিয়ামতের দিন আমার পাপ বহন করবে? অতঃপর তিনি নিজ হাতে আটা দিয়ে রুটি বানালেন এবং তাদের খাওয়ালেন। তারা তৃপ্ত হ'ল। মহিলা তাঁর জন্য দো'আ করল। অতঃপর তাদের ব্যয় নির্বাহের কিছু খরচ দিয়ে তিনি বাড়ী ফিরলেন *(ইবনু কাছীর (রহঃ) আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৪র্থ খণ্ড, ৭ম জুয, পৃঃ ১৪০-৪১)*। উল্লেখ্য, প্রশ্নের পরবর্তী অংশ সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৮৪)ঃ কুরআন তেলাওয়াত এবং যিকর -এর মধ্যে কোন্টি উত্তম?

- আব্দুল হাদী
চকলী, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ যখন যিকর করার কোন কারণ থাকবে না তখন কুরআন তেলাওয়াত উত্তম। তবে যখন যিকর-এর উপলক্ষ্য থাকবে তখন যিকর করা উত্তম। যেমন ছালাত শেষে তেলাওয়াতের চেয়ে যিকর উত্তম এবং আযানের জওয়াব দেওয়া কুরআন তেলাওয়াতের চেয়ে উত্তম *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১৪/৩৫৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৮৫)ঃ সিজদারত অবস্থায় পা দু'টি মিলিত থাকবে না ফাঁকা থাকবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সোহেল রানা
তাহেরপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক রাত্রিতে আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বিছানায় না পেয়ে আমার হাত দিয়ে খুঁজতে থাকলাম। অতঃপর আমার হাত তার দু'পায়ের উপর পতিত হয়। তখন তিনি সিজদারত ছিলেন এবং তাঁর পা দু'টি খাঁড়া ছিল *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৩, 'সিজদা ও সিজদার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় আছে, আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সিজদারত পেলাম। এ সময় তাঁর গোড়ালীদ্বয় মিলানো ছিল এবং পায়ের অঙ্গুলি সমূহ কিবলার দিকে ছিল' *(মুস্তাদরাক হাকেম ১/৩৪০ পৃঃ, হা/৮৩৫; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ ১/৩২৮ পৃঃ)*। উক্ত হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সিজদারত অবস্থায় পা দু'টি মিলিত রাখতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিজদারত অবস্থায় তাঁর পাদ্বয় মিলিত রেখেছিলেন বলেই আয়েশা (রাঃ)-এর একটি হাত তার দু'টি পায়ের উপর পতিত হয়েছিল।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৮৬)ঃ সকাল-সন্ধ্যা তিনবার করে সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পড়া যাবে কি? উক্ত সূরা তিনটি পড়ার ফযীলত জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আমজাদ
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ সকাল-সন্ধ্যা এ সূরা তিনটি পড়া ভাল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ সময়ে উক্ত সূরা তিনটি তিন বার করে পড়ার আদেশ করেছেন এবং বলেছেন, সূরা তিনটি সবকিছুর জন্য যথেষ্ট *(আবুদাঊদ হা/৫০৮২)*। ওক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) প্রত্যেক ছালাতের পর সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ার আদেশ করেছেন *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৬৪৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৮৭)ঃ প্রচলিত চার মাযহাব কি স্ব স্ব ইমাম সৃষ্টি করেছেন, না-কি তাঁদের মৃত্যুর পরে তৈরী হয়েছে?

- মুখলেছুর রহমান
হামিরকুৎসা, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মাযহাব ইমামগণ সৃষ্টি করেননি; বরং তাদের মৃত্যুর প্রায় সাড়ে তিন শত বছর পরে মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ১৫০ হিঃ, ইমাম মালেক (রহঃ) ১৭৯ হিঃ, ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ২০৪ হিঃ এবং ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ) ২৪১ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। অথচ ইমামগণের নামে মাযহাবের প্রচলন হয় ৪র্থ শতাব্দী হিজরীতে। শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) এ সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে বলেন যে,

إِعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا قَبْلَ الْمِائَةِ الرَّابِعَةِ غَيْرَ مُجْمَعِيْنَ عَلَى التَّقْلِيْدِ الْخَالِصِ مَذْهَبٌ وَاحِدٌ بِعَيْنِهِ–

'জেনে রাখ হে পাঠক! ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোন মুসলমান নির্দিষ্টভাবে কোন একজন বিদ্বানের মাযহাবের তাক্বলীদের উপরে সংঘবদ্ধ ছিল না'। তিনি আরো বলেন, কোন সমস্যা সৃষ্টি হ'লে লোকেরা যেকোন আলেমের নিকট থেকে ফৎওয়া জেনে নিত। এ ব্যাপারে কারু মাযহাব যাচাই করা হ'ত না *(শাহ অলিউল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৫২-৫৩ '৪র্থ শতাব্দী ও তার পরের লোকদের অবস্থা বর্ণনা' অনুচ্ছেদ; বিস্তারিত দেখুনঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?, পৃঃ ২১-২৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩৮৮)ঃ নবী করীম (ছাঃ) আবু জাহল সম্পর্কে বলেছিলেন যে, আবু জাহল যদি আমাকে মারতে আসে, তাহ'লে ফেরেশতারা তাকে ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলবে, একথা কি সত্য?

-আব্দুল কুদ্দুস
রাজাসন, ঢাকা।

উত্তরঃ এটি একটি ছহীহ হাদীছের অংশবিশেষ। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা আবু জাহল মক্কার কাফেরদের

বলল, তোমাদের সম্মুখে মুহাম্মাদ কি মাটিতে সিজদা করে? বলা হ'ল, হ্যাঁ। তখন আবু জাহল বলল, লাত ও উয্যার কসম! যদি আমি তাকে এরূপ করতে দেখি, তাহ'লে আমি পা দিয়ে তার ঘাড় পিষে দিব। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসল, তখন তিনি ছালাত আদায় করছিলেন। এ সময় আবু জাহল রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট তাঁর গর্দান মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে আসছিল। যখন সে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তৎক্ষণাৎ দেখা গেল, সে তড়িৎ বেগে পিছনের দিকে হটছে এবং উভয় হাত দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, তোমার কি হয়েছে যে, তুমি এভাবে পিছনে হটছ? সে বলল, আমি আমার ও মুহাম্মাদের মাঝে আগুনের এক বিরাট গর্ত দেখছি এবং এক ভয়ংকর দৃশ্য ও ডানা বিশিষ্ট একদল ফেরেশতা। উক্ত ঘটনা প্রসঙ্গে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যদি আবু জাহল আমার নিকটবর্তী হ'ত, তাহ'লে ফেরেশতাগণ তার এক একটি অংশ ছিঁড়ে ছিন্নভিন্ন ও টুকরা টুকরা করে দিতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬০৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩৮৯)ঃ ছালাত অবস্থায় মুছল্লীর দৃষ্টি কোথায় থাকবে?

-শাহাবুদ্দীন
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ ছালাত অবস্থায় মুছল্লীর দৃষ্টি সর্বদা সিজদার স্থানে থাকবে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আনাস! তোমার চক্ষু তোমার সিজদার স্থানে রাখ' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৯৯৬)*। এ বিষয়ে আরও অনেক হাদীছ রয়েছে যা সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখা প্রমাণ করে *(আলবানী, মিশকাত ৩১৫ পৃঃ, ২নং টীকা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৩৮০)ঃ সূরা ফাতিহা শেষে সশব্দে আমীন বলার দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আহমাদ
আদর্শ বায়া, নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

উত্তরঃ সূরা ফাতিহা শেষে ইমাম মুক্তাদী মিলে এক সাথে সশব্দে আমীন বলা এক গুরুত্বপূর্ণ শারঈ বিধান। এর প্রমাণে ১৬টি ছহীহ হাদীছ রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কিত দু'টি হাদীছ উপস্থাপন করা হ'ল- ইমাম যুহরী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে সশব্দে আমীন বলতেন। আত্বা বলেন, আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) সরবে আমীন বলতেন। তার সাথে মুক্তাদীদের আমীন-এর আওয়াযে মসজিদ গুঞ্জরিত হয়ে উঠত *(বুখারী ১/১০৭ পৃঃ; মুসলিম ১/৩০৭ পৃঃ)*। ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে গায়রিল মাগযুবে... বলার পরে উচ্চৈঃস্বরে আমীন বলতে শুনেছি' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৮৪৫)*।

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

- গ্রাহক হওয়া যায়।
- কোন অবস্থাতেই চেক গ্রহণযোগ্য নয়। গ্রাহকের নাম ও পত্রিকা পাঠানোর ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে।
- ভি.পি.পি. যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম জমা দিতে হবে।
- দেশে অর্ডিনারী ডাকে কোন গ্রাহক করা হয় না।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হারঃ

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	২০০/= (ষান্মাসিক ১০০/=)
এশিয়া মহাদেশঃ	৭১০/=
ভারত, নেপাল ও ভুটানঃ	৫১০/=
পাকিস্তানঃ	৬৪০/=
ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ	৮৪০/=
আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশঃ	৯৭০/=

ড্রাফট পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বর ঃ মাসিক আত-তাহরীক, এস.এন.ডি-১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোনঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১০ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

আগস্ট ২০০৭

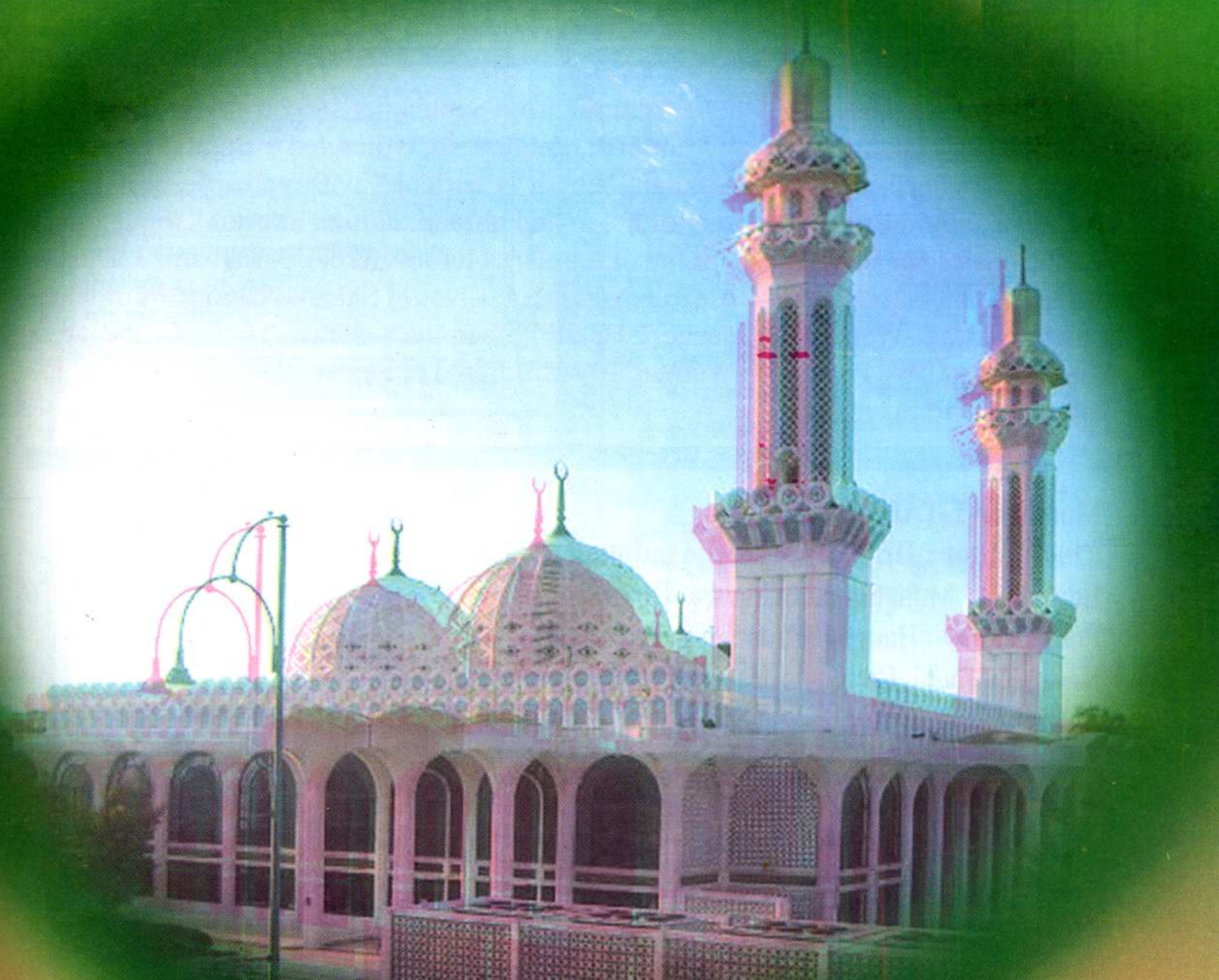

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৩৮১)ঃ 'জাইশুল খাবত' কারা? তাদের পরিচয় কি? তাদের নাম 'জাইশুল খাবত' হ'ল কেন? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আব্দুল্লাহ আল-মামুন
বরিশাল সদর, বরিশাল।

উত্তরঃ 'জাইশ' অর্থ দল, বাহিনী এবং 'খাবত' অর্থ গাছের পাতা। 'জাইশুল খাবত' অর্থ গাছের পাতাখোর বাহিনী। ক্ষুধায় অস্থির হয়ে উক্ত বাহিনী গাছের পাতা ঝেড়ে খেয়েছিল বলে উক্ত বাহিনী 'জাইশুল খাবত' নামে পরিচিত। এ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল আড়াইশত। খাদ্যাভাতে প্রতিদিন তারা মাত্র একটি করে খেজুর খেতেন। খেজুর শেষ হয়ে গেলে তারা গাছের পাতা চিবিয়ে খেতেন *(তিরমিযী, আবূদাঊদ)*। এ প্রসঙ্গে জাবির (রাঃ) বলেন, 'আমি খাবত বাহিনীর অভিযানে শরীক ছিলাম। আবু ওবায়দা (রাঃ)-কে বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করা হয়েছিল। এক সময় আমরা ভীষণ ক্ষুধায় পতিত হয়েছিলাম। তখন সমুদ্রের ঢেউ বিরাট এক মাছ উপরে তুলে দিল। এত বড় মাছ আমরা কোন দিন দেখিনি। একে বলা হয় 'আম্বর'। আমরা এই মাছ অর্ধমাস পর্যন্ত খেলাম। আবু ওবায়দা (রাঃ) তার হাড় সমূহ হ'তে একটি হাড় নিয়ে খাড়া করলেন। (মাছটি এত বড় ছিল যে) একজন উট সওয়ারী অনায়াসে তার নীচ দিয়ে অতিক্রম করল। অতঃপর মদীনায় ফিরে আমরা ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অবহিত করলে তিনি বললেন, 'তোমরা খাও! আল্লাহ তোমাদের জন্য রিযিক হিসাবে এটি পাঠিয়েছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১১৪)*।

প্রশ্নঃ (২/৩৮২)ঃ জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে আমার দৃঢ় প্রত্যয় যে, আমি একজন কুরআনের হাফিযাকে বিবাহ করব। জনৈক বক্তা বলেন, নিজে কুরআনের হাফিয না হ'লে, কোন হাফিযাকে বিবাহ করা জায়েয নয়। প্রশ্ন হ'ল উক্ত বক্তার বক্তব্য কি সঠিক? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- আল-আসাদ
ঘোনা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন। এমনকি তা বিবেক সম্মতও নয়। কেননা কোন নারী কুরআনের হাফেযা হ'লে সে নিজে কুরআনের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে যায় না। তাছাড়া বিবাহ করার জন্য কুরআন ও হাদীছে এরূপ কোন শর্তও আরোপ করা হয়নি। কাজেই কোন হাফেযাকে বিবাহ করার জন্য নিজেকে কুরআনের হাফেয হ'তে হবে এমন ধারণা আদৌ ঠিক নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের পসন্দমত তোমরা দুই-দুই, তিন-তিন, চার চারজনকে বিবাহ কর' *(নিসা ৩)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩৮৩)ঃ কোন ব্যক্তির সন্তানের আক্বীক্বার জন্য যদি তার কোন নিকটাত্মীয় টাকা প্রদান করে, তাহ'লে তা দ্বারা আক্বীক্বা করলে সেটি গ্রহণযোগ্য হবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আসীফ
খুলনা।

উত্তরঃ আত্মীয়-স্বজন টাকা প্রদান করলে তা দ্বারা সন্তানের আক্বীক্বা দেওয়া যায়। এতে শারঈ কোন বাধা নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেই হাসান এবং হোসাইন (রাঃ)-এর আক্বীক্বা দিয়েছিলেন *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪১৫৫ সনদ ছহীহ)*। তাছাড়া সামর্থ্যবান কাউকে কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কিছু দিতে চাইলে, তা গ্রহণ করা যায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৪৫)*।

প্রশ্নঃ (৪/৩৮৪)ঃ খাদ্য গ্রহণ করতে বসার সুন্নাতী পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন।

এফ.এম. নাছরুল্লাহ
ও
এহসানুল হক
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ খাওয়ার ব্যাপারে দুই হাঁটু মাটিতে বিছিয়ে পায়ের পাতার উপরে বসে খাওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে একটি বকরী হাদিয়া দেওয়া হয়েছিল। খাওয়ার সময় তিনি দুই হাঁটু বিছিয়ে বসেছিলেন। জনৈক বেদুঈন তাঁকে বলল, এ কেমন বসা?

তখন তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে সম্মানিত বান্দা হিসাবে সৃষ্টি করেছেন, অহংকারী ও সীমালংঘনকারী হিসাবে সৃষ্টি করেননি' *(তাবারাণী, ফাৎহুল বারী, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫২)*। অন্য বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি হেলান দিয়ে খাই না' *(বুখারী হা/৫৩৯৮; ফাৎহুলবারী ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫১)*। উদ্ধৃত হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, খাদ্য গ্রহণের সময় এমনভাবে বসতে হবে যেন বিনয়ীভাব প্রকাশ পায়। কোন অবস্থাতেই যেন অহংকারী মনোভাব প্রকাশ না পায়। সেই সাথে কোথাও ঠেস বা হেলান দিয়েও বসা যাবে না। উপরোক্ত বিষয়গুলির প্রতি খেয়াল রেখে মানুষ তার সুবিধাজনক যে কোন পদ্ধতিতে বসে খেতে পারে।

প্রশ্নঃ (৫/৩৮৫)ঃ আমাদের মসজিদের মেহরাবের কিছু অংশ কবরের উপর পড়েছে। এমতাবস্থায় এই মসজিদে ছালাত হবে কি? না হ'লে করণীয় কি?

- আব্দুল মালেক
চরমালগাঁও, শরীয়তপুর।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় কবর স্থানান্তরিত করতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবরের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/২২৫০ 'জানাযা' অধ্যায়, 'কবরের উপরে বসা ও কবরের উপরে ছালাত আদায় করা নিষেধ' অনুচ্ছেদ, মিশকাত হা/১৬৯৮)*। এক্ষণে কবর খুড়ে প্রাপ্ত হাড় হাড্ডিগুলি যত্ন সহকারে অন্যত্র দাফন করে তারপর উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করতে হবে। অন্যথায় উক্ত মসজিদে ছালাত জায়েয হবে না।

প্রশ্নঃ (৬/৩৮৬)ঃ আমি একজনকে সালাম দিলাম। সে সালামের জবাব দানের পর পাল্টা আমাকে সালাম দিল। এভাবে সালাম দেওয়া কি ঠিক? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আবু হাসান
পালিকাদোয়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ সালাম দিলে তার জবাব দেওয়া ওয়াজিব। তবে জবাব দেওয়ার পর পুনরায় সালাম প্রদানের কোন শারঈ ভিত্তি নেই। এমন অভ্যাস পরিত্যাজ্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, একজন মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি হক্ব রয়েছে। তার মধ্যে একটি হ'ল- সালামের জবাব দেওয়া *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩০)*।

প্রশ্নঃ (৭/৩৮৭)ঃ শরীরের অবয়ব প্রকাশ পায় এমন পাতলা কাপড় পরিধান করে নারী-পুরুষ ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি?

- মুহসিন আকন্দ
১৩৮ মাজেদ সরদার রোড
ঢাকা-১১০০।

উত্তরঃ পুরুষ হোক বা মহিলা হোক পাতলা ও আঁটসাঁট পোশাক পরিধান করার কারণে যদি তার সতর প্রকাশ পায়, তাহ'লে তা দ্বারা ছালাত শুদ্ধ হবে না। তবে সতর প্রকাশ পায় না এমন পোশাকে ছালাত হয়ে যাবে *(আ'রাফ ৩১)*। উল্লেখ্য যে, পুরুষের সতর নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের সতর মুখমণ্ডল এবং হাত ব্যতীত সমস্ত শরীর *(ফাতাওয়া উছায়মিন ১২/২৬৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৮/৩৮৮)ঃ অসুস্থতাজনিত কারণে জনৈক ব্যক্তি কিছুদিন ছালাত আদায় করতে পারেননি। কিন্তু তিনি সুস্থতা লাভের আগেই মারা যান। এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তির ছুটে যাওয়া ছালাতের কাফ্ফারা আদায় করতে হবে কি?

- সুলতান নাছিরুদ্দীন
দঃ কাযিরচর, মুলাদী, বরিশাল।

উত্তরঃ ছুটে যাওয়া ছালাতের কাফ্ফারা আদায় করার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই। জ্ঞান থাকা অবস্থায় যদি অসুস্থ ব্যক্তি ছালাত আদায় না করে মৃত্যুবরণ করেন, তাহ'লে তার জন্য তার উত্তরাধিকারীরা দো'আ ও ইস্তেগফার করবে। আর অজ্ঞান অবস্থায় ছালাত আদায় না করে মৃত্যুবরণ করলে মহান আল্লাহ এ ব্যাপারে তাকে পাকড়াও করবেন না' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩২৮৭)*।

প্রশ্নঃ (৯/৩৮৯)ঃ মসজিদে হারানো বিজ্ঞপ্তি এবং অন্যান্য জনসেবামূলক বিজ্ঞপ্তি যেমন- 'পোলিও টিকা খাওয়ানো হবে' ইত্যাদি প্রচার করা যাবে কি?

- আযহারুল ইসলাম
পিয়ারপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ মসজিদে হারানো বস্তুর ঘোষণা দেওয়া শরী'আত সম্মত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কেউ যদি মসজিদে হারানো বস্তুর ঘোষণা শুনতে পায় সে যেন বলে, আল্লাহ যেন তোমাকে ওটা ফিরিয়ে না দেন। কেননা মসজিদ এজন্য নির্মাণ করা হয়নি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৭ 'ছালাত' অধ্যায়)*। তবে শরী'আত সমর্থিত জনকল্যাণমূলক কাজের ঘোষণা দেওয়া যায়।

প্রশ্নঃ (১০/৩৯০)ঃ যাকাত পাওয়ার হকদার কোন দরিদ্র নিকটাত্মীয়কে জানিয়ে যাকাত দিলে নিতে চায় না। তাই তাকে না জানিয়ে যাকাত প্রদান করা হ'লে যাকাত আদায় হবে কি?

- ইসমাঈল
ফেনী।

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লিখিত ব্যক্তি যদি যাকাতের হকদার হয় এবং অন্যের নিকট থেকে যাকাত গ্রহণ করে থাকে, এমন ব্যক্তিকে না জানিয়ে যাকাত দেওয়া যাবে। এতে যাকাত প্রদানকারীর যাকাতও আদায় হয়ে যাবে। তবে যাকাতের হকদার যাকাত গ্রহণ করতে আগ্রহী না হ'লে, কৌশল অবলম্বন করে তাকে যাকাত প্রদান না করাই ভাল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে যাচনা হ'তে বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে বেঁচে থাকার উপায় করে দেন এবং যে কারো মুখাপেক্ষী না হয়ে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে কারো

মুখাপেক্ষী না করেই রাখেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৪৪)*।

প্রশ্নঃ (১১/৩৯১)ঃ আমি ঔষধ খাওয়ার পূর্বে 'আল্লাহু আকবার' বলে ঔষধ খাই। এটি কি ঠিক? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- নযরুল ইসলাম
শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাগঞ্জ।

উত্তরঃ ঔষধ খাওয়ার পূর্বে 'আল্লাহু আকবার' বলতে হবে এরূপ কোন হাদীছ নেই। ঔষধ হোক বা অন্য খাদ্য হোক খাওয়ার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৫৯ 'খাদ্য' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১২/৩৯২)ঃ অযূর পরে যদি শিশু মায়ের দুধ পান করে, তাহ'লে কি অযূ নষ্ট হয়ে যাবে?

- আব্দুল হক্ব
গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তরঃ পেশাব-পাখয়ানার রাস্তা দিয়ে দেহ থেকে কোন কিছু নির্গত হ'লে অযূ ভঙ্গ হয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৬)*। সেই সাথে শুয়ে নিদ্রা গেলেও অযূ ভঙ্গ হয়ে যায় *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৩১৮)*। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন কারণে অযূ ভঙ্গ হয় না। সুতরাং প্রশ্নোল্লিখিত কারণে অযূ ভঙ্গ হবে না।

প্রশ্নঃ (১৩/৩৯৩)ঃ এক্বামত চলাকালীন সময়ে মুক্তাদীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে কাতার সোজা কিংবা টাখনুর নীচে কাপড় আছে কি-না ইত্যাদি বিষয়ে ইমাম ছাহেব মুক্তাদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

- শিহাবুদ্দীন
রাঙ্গামাটি।

উত্তরঃ এক্বামত চলাকালীন সময়ে নয়; বরং এক্বামতের পরে ছালাত শুরু হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুক্তাদীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে পায়ের সাথে পা, কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে, দু'জনের মাঝের ফাঁকা বন্ধ করে কাতার সোজা করে দাঁড়াতে বলতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৮৫ 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭৪৩)*। উল্লেখ্য যে, টাখনুর উপর কাপড় পরিধানের বিষয়টি কেবলমাত্র ছালাতের সাথে সম্পৃক্ত নয়; বরং সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য।

প্রশ্নঃ (১৪/৩৯৪)ঃ সূরা তওবার ১০৮ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক কুবাবাসীদের প্রশংসা সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন যে, কুবাবাসীরা ঢিলা ও পানি দ্বারা ইস্তিঞ্জা করত বলে আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক? পানি থাকা অবস্থায় ঢিলা ব্যবহার করা যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আব্দুল আলীম
সরকারী মাদরাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কুবাবাসীরা পানি দ্বারাই পবিত্রতা অর্জন করত। আর এজন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে বলেন, 'সেখানে কতগুলি লোক রয়েছে যারা পবিত্রতাকে ভালবাসে। আর আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন' *(তওবা ১০৯)*। প্রকাশ থাকে যে, এক শ্রেণীর বিদ'আতী মনে করে, যারা ঢিলা ব্যবহারের পরে পানি ব্যবহার করে, অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশংসা করেছেন। অথচ তা মোটেই ঠিক নয়। এই মর্মে বর্ণিত হাদীছটি নিতান্তই যঈফ *(বাযযার, বুলূগুল মারাম হা/১০৪, ১০৫)*। উল্লেখ্য যে, পানি থাকাবস্থায় ঢিলা-কুলুপ ব্যবহার করা শরী'আত সম্মত নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুধু পানি দ্বারাই ইস্তিঞ্জা করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২)*। তবে পানি না পেলে ঢিলা দ্বারা ইস্তেঞ্জা করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩৬)*। পানি ও ঢিলা দু'টি একত্রে ব্যবহার করতেন না।

প্রশ্নঃ (১৫/৩৯৫)ঃ ছালাতের মধ্যে সূরা ফাতিহা এবং অন্য সূরা পড়ার হুকুম কি? ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়ার পর কোন আয়াতের অংশবিশেষ পাঠ করা যাবে কি?

- জি.এম. ছফেদ আলী
অফিসার, বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা।

উত্তরঃ ছালাতের মধ্যে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফরয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২২)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ছালাত আদায় করল, অথচ 'কুরআনের মা' অর্থাৎ সূরা ফাতিহা পাঠ করল না, তার ঐ ছালাত অপূর্ণাঙ্গ, অপূর্ণাঙ্গ, অপূর্ণাঙ্গ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৩)*। সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পড়া সুন্নাত *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৮)*। সূরা ফাতিহার পর একাধিক সূরাও পড়া যায় *(বুখারী, তাফসীরে ইবনে কাছীর ১৪/৫০১ পৃঃ)*, আবার একটি সূরাকে দু'টি অংশে ভাগ করেও পড়া যায় *(মুওয়াত্তা মালেক, মিশকাত হা/৮৬৩, সনদ ছহীহ)*। অনুরূপভাবে কোন বৃহৎ আয়াতের অংশবিশেষ পাঠ করলেও ছালাত হয়ে যাবে *(মুযযাম্মিল ২০)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৩৯৬)ঃ যাদের কাছে নবী-রাসূল আগমন করেননি এবং ইসলামের দাওয়াতও পৌঁছেনি। তারা কি জাহান্নামে যাবে? জবাব দানে বাধিত করবেন।

- সৈয়দ ফায়েয
ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, যাদের নিকটে নবী-রাসূল আগমন করেননি, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের একটি বিশেষ পরীক্ষা নিবেন। পরীক্ষায় যারা সফলকাম হবে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যারা সফলকাম

হবে না, তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। পরীক্ষার ধরন হচ্ছে- আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হাশরের মাঠে তাদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিবেন যে, আমি যা নির্দেশ দিব তা-কি তোমরা পালন করবে? অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদেরকে নির্দেশ দিবেন যে, যাও জাহান্নামে প্রবেশ করো। যারা তাঁর নির্দেশ পালন করে সেখানে প্রবেশ করবে, তারা মূলতঃ জান্নাতের সুখময় স্থানে অবস্থান করবে। আর যারা তাঁর নির্দেশ অমান্য করে সেখানে প্রবেশ করা হ'তে বিরত থাকবে, তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে *(আহমাদ, বায়হাক্বী, তাহক্বীক্ব তাফসীর ইবনে কাছীর, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪৮; সূরা বানী ইসরাঈল ১৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা)*। নাছীরুদ্দীন আলবানী 'আস সুন্নাহ' কিতাবের হাশিয়ায় বলেন, হাদীছটির সনদ ছহীহ।

প্রশ্নঃ (১৭/৩৯৭)ঃ হজ্জের দিন বা আরাফার দিনে আল্লাহ যত মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেন, শুক্রবারে কি তার চেয়ে বেশী মানুষকে জাহান্নাম হ'তে মুক্তি দেওয়া হয়? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ হাফীযুর রহমান
রাণীনগর, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ আরাফার দিনে অধিক মানুষকে জাহান্নাম হ'তে মুক্তি দেওয়া হয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৯৪, 'আরাফায় অবস্থান' অনুচ্ছেদ)*। কিন্তু জুম'আর দিনে মানুষকে জাহান্নাম হ'তে মুক্তি দেওয়া সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে জুম'আর দিনে কেউ মৃত্যুবরণ করলে, তাকে কবরের ফিৎনা থেকে বাঁচিয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে *(আহমাদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩৬৭)*। উল্লেখ্য যে, জুম'আর দিন ইবাদতগত দিক দিয়ে ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিৎর থেকে উত্তম *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩৬৩, সনদ ছহীহ, 'জুম'আ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৩৯৮)ঃ তিন রাক'আত বিতর ছালাত দুই বৈঠকে আদায় করলে সঠিক হবে কি? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- জাহাঙ্গীর আলম
বংশাল, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত নিয়ম ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বিতর ছালাত মাগরিবের সাথে সাদৃশ্য করে পড়ো না। অর্থাৎ মাগরিবের ছালাতের মত দু'রাক'আতের পরে তাশাহুদের বৈঠক করো না' *(বায়হাক্বী, মির'আতুল মাফাতীহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৭৪, 'বিতর' অনুচ্ছেদ)*। ছহীহ পদ্ধতি হচ্ছেঃ একটানা তিন রাক'আত পড়ে শেষ বৈঠক করবে *(ইবনু আবী শায়বা, হাকেম, ইরওয়াউল গালীল ২/১৫০ পৃঃ)*। অথবা তিন রাক'আত বিতরের ক্ষেত্রে প্রথমে দু'রাক'আত পড়ে সালাম ফিরাবে এবং পুনরায় এক রাক'আত পড়ে সালাম ফিরাবে *(মির'আতুল মাফাতীহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৫৯)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৩৯৯)ঃ কুরআন ও হাদীছ দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা এবং এর দ্বারা দুনিয়াবী উপকার লাভ করা যায় কি? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- আকবার আলী
মেন্দিপুর পূর্বপাড়া, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ কুরআন-হাদীছ দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা এবং এর দ্বারা দুনিয়াবী উপকার লাভ করা যায়। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর কতিপয় ছাহাবী আরবের কোন এক গোত্রের নিকট গমন করেন। এসময় তাদের নেতাকে সাপে দংশন করেছিল। ঐ গোত্রের লোকেরা তখন ছাহাবীদেরকে বলল, আপনাদের নিকটে কোন ঔষধ বা ঝাঁড়-ফুঁককারী আছে কি? ছাহাবীগণ বললেন, তোমরা আমাদের মেহমানদারী করোনি, এজন্য আমরা ঝাঁড়-ফুঁকের বিনিময়ে কিছু নির্ধারণ না করা পর্যন্ত ঝাঁড়-ফুঁক করব না। তখন তারা তাঁদের জন্য একপাল ছাগল নির্ধারণ করল। অতঃপর একজন ছাহাবী সূরা ফাতিহা পড়ে দংশনের স্থানে থুথু দিলে লোকটি ভাল হয়ে গেল। তারা ছাগলগুলি নিয়ে আসলে অন্যান্য ছাহাবীগণ বললেন, আমরা রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস না করা পর্যন্ত এগুলি গ্রহণ করব না। অতঃপর তাঁরা এ বিষয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে রাসূল (ছাঃ) হাসলেন এবং বললেন, তোমরা তা গ্রহণ করো এবং আমাকেও একটি অংশ দাও' *(বুখারী, হা/৫৭৩৬, 'চিকিৎসা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২০/৪০০)ঃ পশুর বাচ্চা প্রসবের পর ঐ বাচ্চা যদি কুরবানীর নিয়ত করা হয়, অতঃপর কিছুদিন পর যদি তা ত্রুটিযুক্ত হয়, তাহ'লে উহা দ্বারা কুরবানী করা জায়েয হবে কি?

- মুহাম্মাদ মুহসিন আলী
কাজলা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কোন পশুকে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করার পর যদি ত্রুটি প্রকাশ পায়, তাহ'লে তা দ্বারা কুরবানী করাতে কোন অসুবিধা নেই *(মীর'আতুল মাফাতীহ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮, 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ; বিস্তারিত দ্রঃ মাসায়েলে কুরবানী, পৃঃ ২৪)*। তবে তা বিক্রি করে তার বদলে উত্তম পশু কুরবানী দেওয়া ভাল।

প্রশ্নঃ (২১/৪০১)ঃ আল্লাহ তা'আলাকে শুধুমাত্র 'আল্লাহ' বলে ডাকা যাবে কি?

- আওলাদ মিয়া
কলাতলী, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ।

উত্তরঃ শুধুমাত্র 'আল্লাহ' শব্দ দ্বারা আল্লাহকে স্মরণ করার কোন দলীল পাওয়া যায় না। বরং 'আল্লাহু আকবার', 'সুবহানাল্লাহ', 'আল-হামদুলিল্লাহ', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ইত্যাদি শব্দযোগে বলা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। প্রকাশ থাকে যে, শুধুমাত্র 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলে ডাকার মত ব্যক্তি

অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত ক্বিয়ামত হবে না মর্মে ছহীহ মুসলিমে যে হাদীছটি এসেছে তা বায়হাক্বীর সূত্রে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' রয়েছে। অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার মত ব্যক্তি যমীনে অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না। শুধুমাত্র 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলে আল্লাহকে ডাকা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত *(বিস্তারিত দ্রঃ আলবানী মিশকাত ৩/১৪২৭ পৃঃ টীকা নং ১)*।

প্রশ্নঃ (২২/৪০২)ঃ গাভীর বাচ্চা প্রসবের কয়দিন পর হ'তে দুধ খেতে হয়? এ বিষয়ে শরী'আতে কোন বিধি নিষেধ আছে কি? উত্তরদানে বাধিত করবেন।

- আব্দুল্লাহ আল-মনছুর
মির্জাপুর, টাংগাইল।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে শরী'আত কোন সীমা নির্ধারিত নেই। দুধ পানের বিষয়টি মানুষের ইচ্ছাধীন। যার যখন ইচ্ছা হবে, সে তখন পান করতে পারে। কারণ এটা মূলতঃ রুচির উপর নির্ভর করে। সুতরাং বাচ্চা প্রসবের পর থেকেই দুধ পান করতে পারে, এ ব্যাপারে কোন শারঈ বিধি নিষেধ নেই।

প্রশ্নঃ (২৩/৪০৩)ঃ কোন কোন ইমাম বলেন যে, গীবত করা যেনার চেয়ে বেশী পাপ। এটা কি সঠিক?

- গোলাম আযম
দেবীপুর, তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(হেদায়াতুর রুয়াত ৪র্থ খণ্ড, হা/৪৮০১)*। তবে গীবত এক জঘন্য পাপ। আল্লাহ তা'আলা একে মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণের সাথে তুলনা করেছেন *(হুজুরাত ১২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গীবতকারীকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, গীবতকারী জান্নাতে প্রবেশ করবেন না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৩)*। উল্লেখ্য, গীবত 'হাক্কুল ইবাদের' অন্তর্ভুক্ত, যা ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত। সেকারণ যার গীবত করা হবে, তার নিকট থেকেই ক্ষমা নিতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৪/৪০৪)ঃ ছালাতের শেষে ইস্তেগফারের তাৎপর্য জানিয়ে বাধিত করবেন।

- এনামুল হক
ফুলবাড়ী, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ছালাতের মধ্যে যে সমস্ত ভুল-ক্রটি হয়ে থাকে, তা ছালাত শেষে পঠিত যিকর-ইস্তেগফারের দ্বারা মোচন হয়ে যায়। তাছাড়া এটি দো'আ কবুলের এবং আল্লাহ্র ক্ষমা প্রাপ্তিরও গুরুত্বপূর্ণ সময়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত শেষে পঠিতব্য বেশ কিছু তাসবীহ-তাহলীলের কথা বলেছেন এবং এর ফযীলত সম্পর্কে ছাহাবায়ে কেরামকে জানিয়েছেন। যেমন আল্লাহু আকবার (১ বার)। আসতাগফিরুল্লা-হা' (তিন বার) *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৫৯)*। 'আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম তাবারাকতা ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরাম' (১ বার) *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬০)*। সুবহানাল্লাহ (৩৩ বার), আলহামদুলিল্লাহ (৩৩ বার) এবং আল্লাহু আকবার (৩৪ বার) অথবা আল্লাহু আকবার (৩৩ বার) এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর' ১ বার পাঠ করবে। এতে অতীতের সকল ছগীরা গুনাহ মাফ হয়ে যাবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক ফরয ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য মৃত্যু ব্যতীত কোন বাধা থাকে না' *(নাসাঈ, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৯৭২)*। এছাড়াও ছালাতের শেষে আরো অনেক মাসনূন দো'আ রয়েছে।

প্রশ্নঃ (২৫/৪০৫)ঃ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ উল্লিখিত আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আবুল কালাম
সরকারী মাদরাসাই-ই-আলীয়া, ঢাকা।

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লিখিত আয়াতটি সূরা বানী ইসরাঈলের ৬০ নং আয়াতের অংশবিশেষ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মি'রাজ সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'যে দৃশ্যাবলী আমি আপনাকে প্রদর্শন করিয়েছি, তা মানুষের জন্য ফিতনা বা পরীক্ষা স্বরূপ' *(বানী ইসরাঈল ৬০)*।

আয়াতে উল্লিখিত الرؤيا শব্দের অর্থ স্বপ্ন, যা মানুষের নিদ্রিত অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয়। তবে আলোচ্য আয়াতে স্বপ্ন উদ্দেশ্য নয়। বরং স্বচক্ষে দর্শনকে বুঝানো হয়েছে। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, (رؤيا عين) অর্থাৎ স্বচক্ষে দর্শন, যা রাসূল (ছাঃ) মি'রাজ রজনীতে সশরীরের সপ্ত আকাশে অবলোকন করেছিলেন *(তাহক্বীক্ব তাফসীরে ইবনু কাছীর ৯/৩৭)*। তাছাড়া رؤيا দ্বারা স্বপ্ন উদ্দেশ্য হ'লে এটি আশ্চর্যের এবং অস্বীকারের কোন বিষয় ছিল না। কেননা মানুষ হর-হামেশাই অনেক অসম্ভব বিষয় স্বপ্নে দেখে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মি'রাজ সশরীরে হয়েছিল বলেই কাফেররা তা অস্বীকার করেছিল। এমনকি অনেক নও মুসলিম মি'রাজ অস্বীকার করে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। সেকারণ মি'রাজের এই অলৌকিক ঘটনা ছিল দুর্বল ঈমানদারদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। আয়াতে 'ফিতনা' শব্দটি পরীক্ষা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে *(তাফসীর ইবনে কাছীর, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭; তাহক্বীক্বে তাফসীরে কুরতুবী, ৯ম-১০ম খণ্ড, পৃঃ ২৪৫, উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৪০৬)ঃ পিপিলিকা মারা যায় কি? অনেকেই কেরোসিন তেল অথবা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে পিপিলিকা মারে। এভাবে মারা কি ঠিক?

- আব্দুস সালাম

তালসুড়, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ পিপিলিকা মারা ঠিক নয়। তবে যে পিপিলিকা দংশন করে, সেটা মারা যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'একদা কোন একজন নবীকে একটি পিপিলিকা দংশন করেছিল, ফলে তাঁর নির্দেশে পিপিলিকার গোটা বস্তি আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হ'ল। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে অহি-র মাধ্যমে বললেন, মাত্র একটি পিপিলিকা তোমাকে দংশন করেছিল, আর তুমি তাদের একটি সম্প্রদায়কে জ্বালিয়ে দিলে, যারা সর্বদা আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করছিল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১২২)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) চার শ্রেণীর প্রাণী মারতে নিষেধ করেছেন (১) পিপিলিকা (২) মৌমাছি (৩) হুদহুদ (৪) ছোরাদ নামক পাখি *(আবুদাঊদ হা/৪১৪৫)*। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পিপিলিকার অগ্নিদগ্ধ এক বস্তি দেখে বললেন, কে এদের জ্বালালো? ছাহাবীগণ বললেন, আমরা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'একমাত্র আগুনের প্রতিপালক ছাড়া অন্য কারো জন্য আগুন দ্বারা শাস্তি দেয়া জায়েয নয়' *(আবূদাঊদ হা/৫২৬৮)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৪০৭)ঃ শুধু ফল গ্রহণের শর্তে আম বাগান ১, ৩, ৫, ৭ বা তদূর্ধ্ব সময়ের জন্য লীজ নেওয়া যাবে কি?

- আব্দুছ ছামাদ
জালিবাগান, রহনপুর
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ফলবান বৃক্ষের ফল কয়েক বছরের জন্য অগ্রিম বিক্রি করা শরী'আতে নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে ফল পুষ্ট বা লাল হওয়ার পূর্বেও বিক্রি করা নিষিদ্ধ। কারণ এরূপ ক্রয়-বিক্রয় ধোঁকা বা প্রতারণার শামিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতারণার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫৪ 'নিষিদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়' অনুচ্ছেদ)*। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফলবান বৃক্ষের ফল কয়েক বছরের জন্য অগ্রিম বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭১৭)*। এছাড়া আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খেজুর লাল হওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৭১৬, ২৮৩৬ 'নিষিদ্ধ শ্রেণীর ক্রয়-বিক্রয়' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৪০৮)ঃ গাছের ছায়ার নীচে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

- মীযানুর রহমান
চৌডালা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ যে সকল স্থানে ছালাত আদায় করা নিষেধ, গাছের ছায়া সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সমস্ত যমীনই মসজিদ, তবে গোসল খানা এবং কবর ব্যতীত' *(আবূদাঊদ, তিরমিযী, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭৩৭ 'মসজিদ এবং ছালাতের স্থান' অনুচ্ছেদ)*। অতএব গাছের ছায়ার নীচে ছালাত আদায় করা যায়। উল্লেখ্য যে, সাত জায়গায় ছালাত নিষেধ সম্পর্কিত তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আলবানী মিশকাত ১/২২৯ পৃঃ ৭৩৮ নং হাদীছের টীকা-৪ দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৪০৯)ঃ রক্ত সম্পর্কিত মহিলা পুরুষকে এবং পুরুষ মহিলাকে গোসল করাতে পারে কি? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তরঃ সুন্নাতী তরীকা মোতাবেক গোসল করাতে সক্ষম এমন নিকটাত্মীয় বা অন্য কেউ মাইয়েতকে গোসল করাবেন। পুরুষ পুরুষকে ও মহিলা মহিলা মাইয়েতকে গোসল করাবে। তবে মহিলাগণ শিশুকে গোসল করাতে পারেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৬৮ পৃঃ)*। আর স্বামী স্ত্রীকে বা স্ত্রী স্বামীকে নির্দ্বিধায় গোসল করাতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছিলেন, যদি আমার পূর্বে তুমি মৃত্যুবরণ কর, তাহ'লে আমি তোমাকে গোসল দিব, কাফন পরাব, জানাযা পড়াব ও দাফন করব' *(ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৫)*। আবু বকর (রাঃ)-কে তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) এবং ফাতেমা (রাঃ)-কে তাঁর স্বামী আলী (রাঃ) গোসল দিয়েছিলেন *(বায়হাক্বী ৩/৩৯৭ পৃঃ দারাকুৎনী হা/১৮৩৩, সনদ হাসান)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৪১০)ঃ তিন তালাক কখন কিভাবে দিতে হয়? এবং এর ইদ্দতকাল কতটুকু?

- আব্দুল্লাহ
সিরাজগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।

উত্তরঃ তালাকের সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে তিন তুহুরে স্ত্রীর সাথে মিলিত না হয়ে তিনটি তালাক প্রদান করা। কারণ কুরআনের আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, তালাক একসাথে না দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে তিনবারে দিতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তালাক দু'বার। অতঃপর হয় স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিবে অথবা তাকে ভালভাবে ছেড়ে দিবে' *(বাক্বারাহ ২২৯)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তাদেরকে তাদের ইদ্দতে অর্থাৎ তাদের তুহুরে তালাক প্রদান কর' *(তালাক্ব ১)*। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) তাঁর স্ত্রীকে ঋতু অবস্থায় তালাক প্রদান করলে, ওমর (রাঃ) বিষয়টি রাসূল (ছাঃ)-কে জানান। এতে রাসূল (ছাঃ) রাগান্বিত হয়ে বলেন, সে যেন তাকে ফিরিয়ে নেয় এবং পবিত্র হওয়া পর্যন্ত রেখে দেয়। অতঃপর ঋতু আসলে এবং পবিত্র হ'লে যদি তালাক দিতে চায়, তাহ'লে যেন পাক অবস্থায় সহবাসের পূর্বে তালাক দেয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২/৩২৭৫, 'খোলা ও তালাক' অনুচ্ছেদ)*। অতএব একসাথে একাধিক তালাক নয়; বরং তিন মাসে ঋতু শেষে পবিত্র অবস্থায় পৃথক পৃথকভাবে তিনটি তালাক প্রদান করবে। আর এটিই হচ্ছে তালাকের ইদ্দতকাল।

প্রশ্নঃ (৩১/৪১১)ঃ কোন্ প্রাণীকে 'জাল্লালা' বলা হয়? 'জাল্লালা' খাওয়ার ব্যাপারে শারঈ বিধান কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুজীবুর রহমান
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ যে সকল প্রাণী ময়লা ও নাপাক জিনিস খায় এমন প্রাণীকে 'জাল্লালা' বলা হয়। এ জাতীয় প্রাণী ভক্ষণ করতে এবং এতে সওয়ার হ'তে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করতেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪১২৬)*। তবে এ জাতীয় প্রাণী খাওয়া হারাম নয়। বিদ্বানগণের মতে ময়লা ও নাপাক বস্তু ভক্ষণের কারণে ঐ প্রাণীর গোশত কিছুটা দুর্গন্ধযুক্ত হয়। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করতেন। তবে তিনি মুরগীর গোশত খেয়েছেন মর্মেও ছহীহ দলীল রয়েছে। আবু মূসা (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মুরগীর গোশত খেতে দেখেছি' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১১২)*। ইবনু ওমর (রাঃ) 'জাল্লালা' খাওয়ার ইচ্ছা করলে তিন দিন ঐ প্রাণী বেঁধে রাখতেন' *(ইবনু আবী শায়বা, ইরওয়া হা/২৫০৫; ফাৎহুল বারী ৯/৫৫৮ পৃঃ)*।

অতএব উপরোক্ত দলীল সমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 'জাল্লালা' প্রাণী খাওয়া হারাম নয়; বরং ময়লা ও নাপাকী খাওয়ার কারণে সাময়িক অপসন্দনীয় মাত্র। সেকারণ জাল্লালা প্রাণী তিন দিন বেঁধে রেখে খাওয়া ভাল। কেননা এতে তার পেটের ময়লাগুলি পরিষ্কার হয়ে যায় এবং নতুন খাদ্য ভক্ষণের কারণে তার গোশতের দুর্গন্ধও বিদূরিত হয়।

প্রশ্নঃ (৩২/৪১২)ঃ আমি একজন দর্জি। আমার দোকানে গ্রাহক প্যান্ট তৈরী করতে আসলে আমি টাখনুর উপরে মাপ নিতে চাই। কিন্তু তারা এতে সম্মত হয় না। বরং তাদের চাহিদামত প্যান্ট তৈরী না করলে আমার দোকানে প্যান্ট তৈরী করবে না বলে জানিয়ে দেয়। এমতাবস্থায় আমি যদি টাখনুর নিচে প্যান্ট তৈরী করে দেই তাতে আমার কোন গুনাহ হবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মাছুম বিল্লাহ
কলাতলী টেইলার্স
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ পুরুষদের জন্য টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করা হারাম। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'টাখনুর নীচে যে পরিমাণ কাপড় থাকবে সে পরিমাণ জাহান্নামে যাবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১৪)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইচ্ছাকৃতভাবে যে ব্যক্তি টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করবে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩১২)*। অতীতে জনৈক ব্যক্তি অহংকার বশে টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করত। তাকে মাটিতে দাবিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে ক্বিয়ামত পর্যন্ত মাটির নীচে যেতে থাকবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১৩)*। এক্ষণে উক্ত গর্হিত কর্মের সহযোগিতা পারতপক্ষে না করাই উচিত। তবে এরূপ উপদেশ প্রদানের পরও যদি গ্রাহক তাকে টাখনুর নীচে প্যান্ট বানিয়ে দিতে বাধ্য করে, সেক্ষেত্রে দর্জির কোন পাপ হবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কেউ কারো পাপের বোঝা বহন করবে না' *(বানী ইসরাঈল ১৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৪১৩)ঃ উঝারা নাকি সাপ ধরার সময় নূহ (আঃ) এবং সুলায়মান (আঃ)-এর দোহাই দেয়, একথা কি সত্য?

- সাইফুল ইসলাম
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ সাপ ধরার সময় উঝারা কি বলে তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। তবে নূহ (আঃ) ও সুলায়মান (আঃ) সাপের কাছে তাদেরকে দংশন না করার অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। আবু লাইলা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যদি তোমাদের গৃহে সাপ দেখা যায়। তাহ'লে তাকে লক্ষ্য করে বল, আমরা তোমাকে নূহ (আঃ) এবং সোলায়মান (আঃ)-এর সাথে কৃত অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে বলছি, আমাদেরকে কষ্ট দিওনা। যদি এরপরও সাপ ফিরে আসে, তখন তাকে মেরে ফেল' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪১৩৭)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যে সকল সাপ গৃহে বসবাস করে, সেগুলিকে 'আওয়ামের' বলা হয়। রাসূল (ছাঃ) এ জাতীয় সাপ মারতে নিষেধ করেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১১৭)*। এক শ্রেণীর জিন সাপের বা কুকুরের আকৃতি ধারণ করে মানুষের গৃহে বসবাস করে *(শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৪১৪৮)*। অতর্কিতে এদের মারলে ক্ষতির আশংকা থেকে যায়। তবে সতর্ক করার পর যদি গৃহ হ'তে না যায়, তখন মারলে কোন দোষ নেই।

প্রশ্নঃ (৩৪/৪১৪)ঃ বদনজর' কি? মানুষের উপরে কি বদনজর লাগে? এ সময়ে করণীয় কি?

- আব্দুল আহাদ
নরেন্দ্রপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তি, সুদর্শন কোন ছেলে-মেয়ে অথবা কারো প্রাচুর্য হিংসা বা খারাপ দৃষ্টিতে দেখাই 'বদ নজর'। বদনজর যেমন সত্য তেমনি এর ক্ষতিও ক্রিয়াশীল *(সিলসিলা ছহীহা হা/২৫৭২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নজর লাগা বাস্তব সত্য। যদি কোন জিনিস তাক্বদীর পরিবর্তন করতে পারত তবে বদনজরই তা করতে পারত' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৩২)*। কোন ব্যক্তির ভাল দেখে কারো মধ্যে এমন হিংসুটে ভাব জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে ঈর্ষাপরায়ণ না হয়ে বরং ঐ ব্যক্তির বরকতের জন্য দো'আ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যদি তোমাদের কোন ব্যক্তি তার ভাইকে দেখে এবং তার অর্থ-সম্পদ দেখে ভাল লাগে, তাহ'লে সে যেন ঐ ব্যক্তির বরকতের জন্য

দো'আ করে। কেননা বদনজর সত্য' *(সিলসিলা ছহীহা হা/২৫৭২)*। কারো উপর বদনজর লাগলে কুরআন দ্বারা অথবা শিরক মিশ্রিত নেই এমন বাক্য দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বদনজর লাগলে, কোন বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে এবং পিঁড়িবাত হ'লে ঝাড়-ফুঁক করার অনুমতি দিয়েছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩২৭)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বদনজর লাগলে ঝাড়-ফুঁক করার নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩২৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৪১৫)ঃ টিকটিকি মারার রহস্য কি? টিকটিকি মারলে নেকী হয় একথা কি সত্য?

- আব্দুল্লাহ আল-মামূন
শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

উত্তরঃ ইবরাহীম (আঃ)-কে পুড়িয়ে মারার জন্য নমরূদ আগুন জ্বালালে আগুনকে আরো প্রজ্জ্বলিত করার জন্য টিকটিকি আগুনে ফুঁক দিয়েছিল। এজন্য টিকটিকি মারার আদেশ দেয়া হয়েছে। উম্মে শারীক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) টিকটিকি মারার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, 'টিকটিকি ইবরাহীম (আঃ)-এর বিরুদ্ধে আগুনে ফুঁক দিয়েছিল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১১৯)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতে টিকটিকি মারতে পারবে তার জন্য একশত নেকী লেখা হবে। দ্বিতীয় আঘাতে মারলে তার চেয়ে কম হবে, তৃতীয় আঘাতে মারলে তার চেয়ে কম নেকী লেখা হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১২১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) টিকটিকি মারার আদেশ দিয়ে বলেন, এটা ক্ষুদ্র ফাসেক *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১২০)*। প্রকাশ থাকে যে, টিকটিকির আরবী প্রতিশব্দ 'ওয়াযাগ', যা হাদীছে এসেছে। এটা মানুষের ঘরে ঘরে থাকে, খাদ্যদ্রব্যের ক্ষতি করে থাকে। অপরদিকে গিরগিটের আরবী প্রতিশব্দ হচ্ছে حِرْبَاءٌ যা বনে-জঙ্গলে থাকে। এটা মানুষের কোন ক্ষতি করে না। এটাকে কোন এলাকায় রক্তচোষা বলে। আবার কোন এলাকায় কাঁকলাস বলে। মানুষকে দেখলে এর গায়ের রঙ পরিবর্তন হয়ে যায়। মানুষ ভুল করে এই গিরগিটি মেরে থাকে।

প্রশ্নঃ (৩৬/৪১৬)ঃ হাশরের দিন সন্তানকে কার নাম ধরে ডাকা হবে? পিতার নাম ধরে, নাকি মাতার নাম ধরে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আব্দুল মান্নান
চকোলী, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ হাশরের দিন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নাম, পিতার নাম ও বংশ পরিচয় সহ আহ্বান করা হবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৪১৭)ঃ জিন জাতির কি কোন প্রকার আছে? তারা কোথায় বাস করে। তারা কি মানুষের ক্ষতি করে?

- আহমাদ
নশীপুর, বগুড়া।

উত্তরঃ পৃথিবীতে তিন প্রকার জ্বিন রয়েছে। তার মধ্যে যারা দুষ্ট জিন তারা মানুষের ক্ষতি করে। আবু ছা'লাবা খোশানী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, 'জিন জাতি তিন প্রকার। একপ্রকার জিনের ডানা আছে, তারা শূন্যে উড়ে বেড়ায়। দ্বিতীয় প্রকার জিন সাপ ও কুকুরের আকৃতি ধারণ করে। আর তৃতীয় প্রকার জিন কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে এবং সেখান থেকে অন্যত্র চলে যায়' *(শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৪১৪৮, হাদীছ ছহীহ আলবানী)*। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'মদীনায় অনেক জিন আছে। তাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। সুতরাং যদি তোমরা এ জিনের কোন একটি দেখতে পাও, তাকে তিন দিনের মধ্যে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দাও। এরপরও যদি দেখতে পাও, তাকে হত্যা কর। কারণ সে শয়তান' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১১৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৪১৮)ঃ কালজিরার উপকারিতা কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আব্দুছ ছামাদ
কালীবাড়ী, খুলনা।

উত্তরঃ কালজিরার উপকারিতা অপরিসীম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কালজিরার মধ্যে মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের ঔষধ রয়েছে' *(বুখারী, মুসলিম, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৩২১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'তোমরা ঔষধ হিসাবে কালজিরা গ্রহণ কর। কেননা এতে মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের চিকিৎসা রয়েছে' *(সিলসিলা ছহীহা হা/৮৬৩)*। সুতরাং কালজিরাকে কোন নির্দিষ্ট রোগের জন্য খাছ করা যায় না। বরং সকল রোগের প্রতিষেধক হিসাবে কালজিরা সবসময়ই ক্রিয়াশীল।

প্রশ্নঃ (৩৯/৪১৯)ঃ কুরআন দ্বারা সুন্নাহ এবং সুন্নাহ দ্বারা কুরআন মানসূখ হয় কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মাহফূযা আখতার
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ কুরআন দ্বারা সুন্নাহ এবং সুন্নাহ দ্বারাও কুরআন মানসূখ বা রহিত হওয়ার বিধান রয়েছে। কুরআন দ্বারা সুন্নাহ মানসূখ হয়েছে যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন

মদীনায় হিজরত করলেন তখন তিনি 'বায়তুল মুক্বাদ্দাসে'র দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করেন। অতঃপর যখন ক্বিবলার আয়াত নাযিল হ'ল তখন তিনি কা'বার দিকে মুখ ফিরালেন। এখানে কুরআনের আয়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আমল তথা সুন্নাহ মানসূখ বা রহিত হয়ে গেল *(তাফসীরে কুরতুবী, ২/৬৫-৬৬)*। অপরদিকে সুন্নাহ দ্বারাও কুরআনের আয়াত রহিত হয়েছে। যেমন- আল্লাহ বলেন, إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ 'তোমাদের মধ্যে কারও মৃত্যুর সময় উপস্থিত হ'লে সে যদি কিছু ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করে যায়, তবে তার জন্য অছিয়ত বিধিবদ্ধ করা হ'ল ইনসাফের সাথে পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য' *(বাক্বারাহ ১৮০)*। মৃত্যুকালীন উত্তরাধিকারীদের জন্য অছিয়তের বৈধতা সম্পর্কিত এই আয়াতটি রাসূল (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত হাদীছ দ্বারা মানসূখ বা রহিত হয়েছে। যেখানে তিনি বলেছেন, لاوصية لوارث 'উত্তরাধিকারীদের জন্য কোন অছিয়ত নেই' *(তিরমিযী হা/২১২১; নাসাঈ হা/৩৬৪১; ইবনু মাজাহ হা/২৭১২)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৪২০)ঃ সাপ মারার শারঈ বিধান কি? সকল প্রাণী তাসবীহ পাঠ করে। সাপও কি তার অন্তর্ভুক্ত?

- আব্দুল আহাদ
বেরায়েদ পূর্বপাড়া, ঢাকা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সব ধরনের সাপ মারার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সাপের ভয়ে সাপ না মারল, সে আমার শরী'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৪১৪০)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, 'তোমরা সকল প্রকার সাপ মেরে ফেল। বিশেষ করে পিঠে দু'টি কালো রেখা বিশিষ্ট এবং লেজ কাটা সাপ অবশ্যই মারবে। কেননা এ সাপ চোখের জ্যোতি নষ্ট করে দেয় এবং নারীদের গর্ভপাত ঘটায়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১১৭)*। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন হ'তে আমরা সাপের সাথে লড়াই আরম্ভ করেছি, তখন থেকে আমরা আর কখনো তাদের সাথে আপোষ করিনি। আর যে ব্যক্তি প্রতিশোধের ভয়ে সাপ মারবে না,

দানশীল মুমিন ভাই ও বোনদের প্রতি

সম্মানিত দ্বীনী ভাই-বোনেরা! রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের অফুরন্ত সওগাত নিয়ে আর অল্প কিছু দিন পরেই আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হবে পবিত্র মাহে রামাযান। অধিক ইবাদত-বন্দেগী তথা তাসবীহ-তাহলীল, দান-ছাদাক্বা ও কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে বিশ্বনিয়ন্তা মহান আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উপযুক্ত হচ্ছে এই রামাযান মাস। এ মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বাধিক দান করতেন। তাই এ মাসে মুমিন বান্দা সারা বৎসরের হিসাব কষে যাকাত আদায় করে থাকেন।

প্রিয় দ্বীনী ভাই-বোনেরা! সর্বাধিক নেকী অর্জনের এ পবিত্র মাসে আমরা আপনাকে ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, শিরক-বিদ'আত সহ সমাজে পুঞ্জীভূত যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে **'আত-তাহরীক'** তত্ত্ব ও তথ্যবহুল লেখনীর মাধ্যমে এক নীরব সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। নির্ভেজাল তাওহীদ ও বিশুদ্ধ আক্বীদা প্রচার-প্রাসরে এদেশের একক ও অনন্য পত্রিকা হচ্ছে মাসিক **'আত-তাহরীক'**। তাই আসন্ন মাহে রামাযানে আপনার যাকাত, ওশর, ফিৎরা ও অন্যান্য দানের একটি বিশেষ অংশ **'আত-তাহরীক'**কে প্রদান করে নির্ভেজাল তাওহীদের এই দাওয়াতী মিশন অব্যাহত রাখতে সর্বাত্মক সহযোগিতায় এগিয়ে আসুন! **'আত-তাহরীক'**-এর গ্রাহক হউন, বিজ্ঞাপন দিন এবং গ্রাহক বৃদ্ধিতে সহায়তা করে অশেষ ছওয়াবের অধিকারী হউন।

টাকা পাঠানোর হিসাব নম্বরঃ

মাসিক **আত-তাহরীক**, এস.এন.ডি. ১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা, রাজশাহী।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১০ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

সেপ্টেম্বর ২০০৭

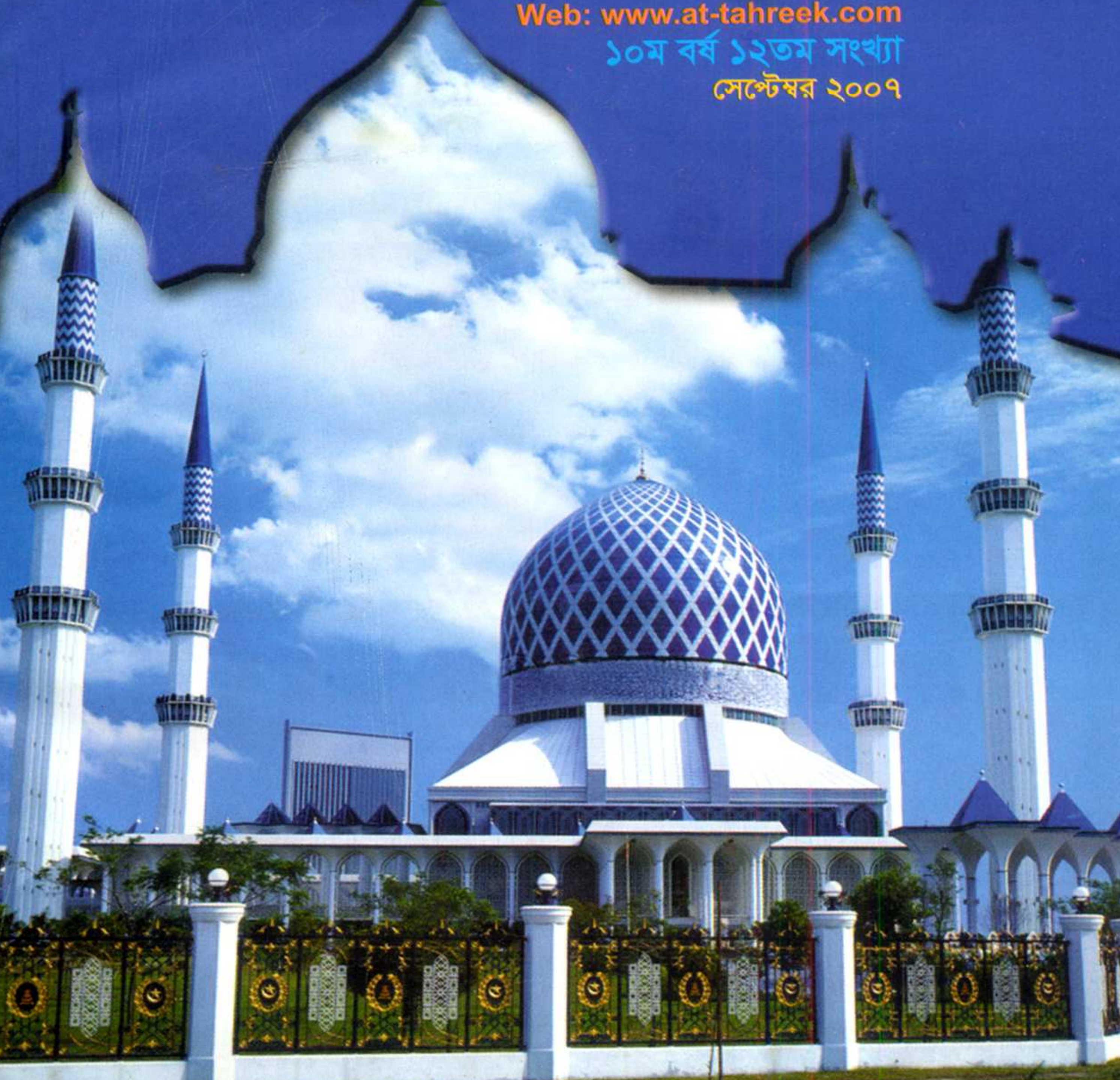

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৪২১)ঃ 'ছালাতুত তাসবীহ' আদায় করা যাবে কি? ছহীহ দলীল ভিত্তিক উত্তর জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মেছবাহুল ইসলাম
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ 'ছালাতুত তাসবীহ' সম্পর্কে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত এ সম্পর্কিত হাদীছকে কেউ 'মুরসাল' কেউ 'মওকূফ' কেউ 'যঈফ' আবার অনেকে জাল বলেছেন। যদিও শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত হাদীছের যঈফ সূত্র সমূহ পরস্পরকে শক্তিশালী করে বলে তাকে তিনি স্বীয় ছহীহ আবুদাঊদে (হা/১১৫২) সংকলন করেছেন এবং ইবনু হাজার আসক্বালানী 'হাসান' স্তরে উন্নীত বলেছেন। তবুও এরূপ বিতর্কিত সন্দেহযুক্ত ও দুর্বল ভিত্তির উপরে কোন ইবাদত বিশেষ করে ছালাত প্রতিষ্ঠা করা যায় না *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১৩৮)*। শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'আহলে ইলমদের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত হ'ল, উক্ত বিষয়ে বর্ণিত হাদীছগুলি যঈফ। এর দ্বারা দলীল সাব্যস্ত হয় না। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ)ও অনুরূপ বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, নিশ্চয়ই এ সম্পর্কিত হাদীছগুলি বাতিল' *(ফাতাওয়া উছাইমীন ১৪/৩২৩)*। সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ যার প্রধান শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায। উক্ত পরিষদ এ সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরে বলেন, صلاة التسبيح بدعة وحديثها ليس بثابت بل هو منكر ذكره بعض أهل العلم فى الموضوعات، অর্থাৎ 'ছালাতুত তাসবীহ বিদ'আত। তার সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। বরং ছহীহ হাদীছের বিরোধী। কতিপয় মুহাদ্দিছ উক্ত হাদীছকে জাল হাদীছের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন' *(ফাতাওয়া হাইয়াতি কিবারিল ওলামা, ১/১৯৭ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২/৪২২)ঃ শুক্রবারে বিভিন্ন মসজিদে মুছল্লীদেরকে খাওয়ানোর জন্য অনেকে ফিরনী, বাতাসা, চিনি ইত্যাদি নিয়ে আসে। এগুলি দেয়া কি জায়েয? এগুলি খাওয়ার হক্বদার কারা?

- জাহাঙ্গীর আলম
কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত জিনিষগুলি যাকাতের মাল বা ফরয ছাদাক্বা হ'লে তা মুছল্লীরা খেতে পারবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যারা উপার্জন করে খেতে পারে তাদের জন্য ছাদাক্বা খাওয়া জায়েয নয়' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত, হা/১৮৩২; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৬৩৩)*। তবে স্রেফ মুছল্লীগণকে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে কেউ হাদিয়া স্বরূপ প্রদান করলে তা খেতে পারবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮২৪)*।

প্রশ্নঃ (৩/৪২৩)ঃ যদি কোন ব্যক্তি অনুভব করে যে, তার বায়ু নির্গত হয়েছে। কিন্তু আওয়াজও হয়নি বা গন্ধও পায়নি, তখন সে কি করবে?

- এইচ,এম হাবীবুল্লাহ আল-কাছেম
ভায়েদ টাউন মসজিদ, বাহরাইন।

উত্তরঃ শব্দ বা গন্ধ না পেলেও যদি বায়ু নির্গত হওয়ার ব্যাপারে সে নিশ্চিত হয় তাহ'লে পুনরায় তাকে ওযূ করতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৬; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২)*।

প্রশ্নঃ (৪/৪২৪)ঃ মাসবূককে ইমাম করে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

- যিয়াউর রহমান
পাতাড়ী, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ মসজিদে প্রবেশ করে যদি কেউ দেখে যে, মুছল্লীগণ ছালাত আদায় করে নিয়েছে এবং মাসবূক তার বাকী ছালাত পূরণ করছে, তখন সে জামা'আতের নেকীর প্রত্যাশায় মাসবূককে ইমাম করতে পারে। অনুরূপ কাউকে একাকী ছালাত আদায় করতে দেখলে জামা'আতের নেকীর আশায় তাকেও ইমাম হিসাবে গ্রহণ করা যায়। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত শেষ হওয়ার পর এক ব্যক্তিকে মসজিদে প্রবেশ করতে দেখে বললেন, কেউ আছে কি যে এই লোকটিকে ছাদাক্বা করবে? অর্থাৎ তার সাথে ছালাত আদায় করবে। অতঃপর একজন দাঁড়াল এবং তার সাথে ছালাত আদায় করল *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১৪৬, সনদ ছহীহ)*। এখানে ছালাত আদায় করা ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার সাথী করে দিলেন এবং জামা'আতের নেকীর উপর উদ্বুদ্ধ করলেন। শায়খ বিন বায (রহঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি মাসবূককে ইমাম করা যাবে বলে ফৎওয়া প্রদান করেন এবং দলীল হিসাবে উক্ত হাদীছটি পেশ করেন *(ফাতাওয়া হাইয়াতি কিবারিল ওলামা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৮)*।

তবে উক্ত অবস্থায় একাকীও ছালাত আদায় করতে পারে *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১৫/১৭৩ পৃঃ)*। আর যদি একাধিক মুছল্লী হয় তাহ'লে পৃথক জামা'আত করে ছালাত আদায় করবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫২)*।

প্রশ্নঃ (৫/৪২৫)ঃ জুম'আর খুৎবা চলা অবস্থায় খত্বীব মসজিদের উন্নয়নের জন্য কালেকশন করাতে পারে কি?

- মুহসিন আকন্দ
১৩৮ মাজেদ সরদার রোড, ঢাকা-১১০০।

উত্তরঃ জুম'আর খুৎবায় দান-খয়রাতের ব্যাপারে মানুষকে উৎসাহ প্রদান করা যায়। কিন্তু খুৎবা অবস্থায় দান আদায় করা যাবে না। কেননা জুম'আর খুৎবা প্রদান ও শ্রবণ দু'টিই গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। তবে ছালাত শেষে দান আদায় করার প্রমাণ পাওয়া যায়। জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ বাজালী (রাঃ) বলেন, একদা দিনের প্রথম ভাগে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে ছিলাম। এমতাবস্থায় তাঁর কাছে মুযার গোত্রের একদল লোক আসল। তাদের মধ্যে অনাহারের চিহ্ন দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল এবং তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর বের হয়ে এসে বেলাল (রাঃ)-কে আযান এবং ইক্বামত দিতে বললেন। বেলাল (রাঃ) আযান এবং ইক্বামত দিলে তিনি সকলকে নিয়ে যোহরের ছালাত আদায় করলেন। ... অতঃপর তিনি তাঁর বক্তব্যে মানুষকে দীনার, দিরহাম এবং অন্যান্য বস্তু হ'তে দান করতে বললেন। তখন তারা দান করতে লাগল। ... এমনকি আমি দেখলাম অন্ন ও বস্ত্রের দু'টি স্তূপ জমে গেছে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারা খুশীতে চকচক করছে, যেন উহা স্বর্ণে মণ্ডিত... *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১০ 'ইলম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৬/৪২৬)ঃ চাচার শ্যালিকাকে বিবাহ করা যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

- রানা হামীদ
বেলঘরিয়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ২৩ নং আয়াতে যে সকল মহিলাকে বিবাহ করা হারাম করা হয়েছে চাচার শ্যালিকা তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় *(নিসা ২৩)*। সুতরাং তাকে বিবাহ করাতে শারঈ কোন বাধা নেই।

প্রশ্নঃ (৭/৪২৭)ঃ আমি বাসের হেলপার। ছালাত আদায় করার সুযোগ পাই না। আমার করণীয় কি? জান্নাত পাওয়ার আশায় চাকুরী ছেড়ে দেব, না পেটের দায়ে জান্নাত হারাব?

- এনামুল হক্ব
বগুড়া।

উত্তরঃ ছালাত পরিত্যাগ করা কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাদের এবং কাফেরদের মাঝে অঙ্গীকার হ'ল ছালাত। যে ব্যক্তি ছালাত পরিত্যাগ করল সে কুফরী করল *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫৭৪ 'ছালাত' অধ্যায়)*। সুতরাং ছালাত ত্যাগ করে জান্নাতের আশা করা যায় না। তাই ছালাতের সময় হয়ে গেলে ছালাত আদায় করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্য হাদীছে বলেন, 'যে ব্যক্তি ছালাতকে সংরক্ষণ করবে ক্বিয়ামতের দিন উহা তার জন্য আলোকবর্তিকা, দলীল এবং নাজাতের কারণ হবে। আর যে ব্যক্তি উহাকে সংরক্ষণ করবে না তার জন্য উহা আলোকবর্তিকা, দলীল এবং নাজাতের কারণ হবে না। বরং ক্বিয়ামতের দিন সে ক্বারূন, ফেরাউন, হামান এবং উবাই ইবনে খালফের সাথে থাকবে *(আহমাদ, দারেমী, বায়হাক্বী শু'আবিল ঈমান, মিশকাত হা/৫৭৮ সনদ জাইয়িদ, হেদায়াতুর রুওয়াত হা/৫৫০, 'ছালাত' অধ্যায়)*।

উল্লেখ্য, ছালাত আদায়ের কোনরূপ সুযোগ না থাকলে প্রয়োজনে উক্ত কর্ম পরিবর্তন করতে হবে। তবুও ছালাত পরিত্যাগ করা যাবে না।

প্রশ্নঃ (৮/৪২৮)ঃ আবু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, আল্লাহর নিকট কোন্ দো'আ সর্বাপেক্ষা বেশী গ্রহণীয়? তিনি জবাবে বলেছিলেন, শেষ রাতের দো'আ এবং ফরয ছালাতের পরের দো'আ। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ? ফরয ছালাতের পরবর্তী দো'আ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে?

- মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন
বাউসা হেদাতীপাড়া
বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উল্লিখিত হাদীছটির সনদ হাসান *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৩১)*। উক্ত হাদীছে ছালাত শেষের দো'আ বলতে সালাম ফিরানোর পরের তাসবীহ-তাহলীল, যিকির-আযকার ও বিভিন্ন দো'আ পড়া বুঝানো হয়েছে। অবশ্য অনেক মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম তাশাহহুদের পর সালাম ফিরানোর পূর্বে দো'আ পড়ার কথা বলেছেন। প্রচলিত পদ্ধতিতে ইমাম-মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে মোনাজাত বুঝানো হয়নি। শরী'আতে উক্ত পদ্ধতির কোন ভিত্তি নেই। উল্লেখ্য, হাদীছে শেষ রাতের কথা বলা হ'লেও সেদিকে মোটেও লক্ষ্য নেই। স্রেফ একটু সময় কথিত আনুষ্ঠানিকতা পালনের জন্য টার্গেট শুধু ছালাতের পরের দিকে। অথচ হাদীছে শেষ রাতের কথা আগে বলা হয়েছে। এছাড়া ফরয ছালাতের পরে যে সমস্ত তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ ও অনেকগুলি দো'আ পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে সেগুলির প্রতিও কোন ভ্রূক্ষেপ নেই।

প্রশ্নঃ (৯/৪২৯)ঃ পৃথিবী সৃষ্টি করতে ৬ দিন সময় লেগেছে। কিন্তু আল্লাহ তো আরো দ্রুত করতে পারতেন। ৬ দিন সময় লাগার কারণ কি?

- আব্দুল হাদী
চকউলি, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা 'কুন' (كن) শব্দ দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র পৃথিবী সৃষ্টি করতে পারতেন *(ইয়াসীন ৮২)*। কিন্তু তিনি যে কেন ৬ দিনে সৃষ্টি করেছেন তার হিকমত তিনিই

সর্বাধিক অবগত আছেন। তবে কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে ধীর-স্থীরতা শিক্ষা দিয়েছেন *(মাওলানা জুনাগাড়ী, আল-কুরআনুল কারীম, উর্দ্দূ অনুবাদ ও তাফসীরঃ (সূরা আ'রাফ ৫৪)*।

প্রশ্নঃ (১০/৪৩০)ঃ কোন ডাক্তার সরকারী ঔষধ জনগণকে না দিয়ে নিজে আত্মসাৎ করলে তার পরিণতি কি হবে? এছাড়া খুনের আসামীকে টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট দিয়ে বাঁচিয়ে দিলে পরকালে তার কি অবস্থা হবে?

- সৈয়দ ফয়েয
ধামতি, মীরবাড়ী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ সরকারী সম্পদ আত্মসাৎ করা আমানতের খেয়ানত করার শামিল। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের মাল ভক্ষণ করো না' *(নিসা ২৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যার আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৩৫, সনদ হাসান, 'ঈমান' অধ্যায়)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'আত্মসাৎকারীর পরিণাম জাহান্নাম' *(বুখারী, মসলিম, মিশকাত হা/৩৯৯৭)*।

টাকার বিনিময়ে খুনের আসামীকে সার্টিফিকেট দিয়ে বাঁচিয়ে দেওয়া মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার শামিল। যা কাবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কাবীরা গুনাহ হ'ল, আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা শপথ করা। অন্য বর্ণনায় আছে, মিথ্যা সাক্ষ্য দান করা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০ ও ৫১ 'কাবীরা গুনাহ ও মুনাফিকের আলামত' অনুচ্ছেদ)*। অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মিথ্যা সাক্ষীর পরিণাম জাহান্নাম *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৬০)*।

প্রশ্নঃ (১১/৪৩১)ঃ জনৈক মুফতী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবী, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন এবং চার ইমাম দু'ভাবেই ছালাত পড়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো তাঁর বাম হাত ডান হাতের উপরে রেখে বুকের উপরে বাঁধতেন আবার কখনো কব্জির সাথে কব্জি মুষ্ঠিবদ্ধ করে নাভির উপরও বাঁধতেন। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ আবুল হোসাইন মিয়া
ইউসিবিএল, মতিঝিল, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। একজন মুসলিম ব্যক্তির কর্তব্য হ'ল সে কেবল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিজের সার্বিক জীবন পরিচালনা করবে। আর অন্য সবকিছু বর্জন করবে। বুকের উপর হাত বাঁধা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছগুলি ছহীহ। পক্ষান্তরে নাভীর নীচে বা নাভী বরাবর হাত বাঁধা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছগুলি যঈফ। ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করলাম। তখন দেখলাম তিনি তাঁর বাম হাতের উপরে ডান হাত স্বীয় বুকের উপরে রাখলেন *(ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৪৭৯)*। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, হাত বাঁধা বিষয়ে ছহীহ ইবনু খুযায়মাতে ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের চাইতে বিশুদ্ধতম আর কোন হাদীছ নেই *(নায়লুল আওত্বার ৩/২৫)*। জানা আবশ্যক যে, বাম হাতের উপরে ডান হাত রেখে বুকের উপর বাধা সম্পর্কে ১৮জন ছাহাবী ও ২ জন তাবেঈ থেকে মোট ২০টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে এর বিপরীত কিছু বর্ণিত হয়নি এবং এটাই জমহুর ছাহাবা ও তাবেঈনের অনুসৃত পদ্ধতি *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৯)*।

নাভীর নীচে হাত বাঁধা সম্পর্কে আবুদাঊদ, মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহসহ অন্যান্য কতিপয় গ্রন্থে চারজন ছাহাবী ও দু'জন তাবেঈ থেকে যে চারটি হাদীছ ও দু'টি আছার বর্ণিত হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণের বক্তব্য হ'ল- لا يصلح واحد منهما للاستدلال 'যঈফ হওয়ার কারণে এগুলির একটিও দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়' *(মির'আতুল মাফাতীহ ১/৫৫৭-৫৮; তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৮৯; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৪৮)*।

অতএব উভয়টি সঠিক এরূপ ধারণা পোষণ করা ঠিক নয়। বরং সর্বদা ছহীহ হাদীছ মোতাবেক আমল করতে হবে। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেন, إذا صح الحديث فهو مذهبى 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনো সেটাই আমার মাযহাব' *(ইবনু আবেদীন, শামী হাশিয়া রাদ্দুল মুহতার ১/৬৭ পৃঃ; আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী, মীযানুল কুবরা ১/৩০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১২/৪৩২)ঃ একটি জমি সংলগ্ন কবরস্থান রয়েছে। জমির মালিক এই কবরস্থানটি কেটে সাধারণ জমি বানিয়েছে এবং ফসল ফলাচ্ছে। তার এই ফসল হালাল হবে কি?

- আবুল কাসেম
কোরপায়, কুমিল্লা।

উত্তরঃ কবরে যতদিন লাশের কোন অংশ বাকী থাকবে, ততদিন তাকে সংরক্ষণ করতে হবে। সেখানে পুনরায় কবর দেওয়া যাবে না এবং ফসলও ফলানো যাবে না। আর যদি কবর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাহ'লে সেখানে পুনরায় দাফন করা যাবে এবং প্রয়োজনের তাগিদে জমির মালিক সাধারণ জমির ন্যায় সেখানে ফসল ফলাতেও পারবে। তবে অবশ্যই সাধারণ অজুহাতে কবরের সম্মান হানিকর কোন কিছু করা যাবে না *(ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩০১; তালখীছ ৯১)*। উল্লেখ্য, ওয়াকফকৃত হ'লে কবরস্থানের উন্নয়নমূলক কাজে তা ব্যবহার করা যাবে *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১২৬)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৪৩৩)ঃ আমাদের এলাকায় মৃতকে দাফন করার পর কবরের উপর পানি ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এটা কি শরী'আত সম্মত?

- লুৎফর রহমান
পশ্চিম দৌলতপুর, গাংগোপাড়া
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মৃতকে দাফন করার পর কবরের উপরে পানি ছিটিয়ে দেওয়ার প্রমাণে কোন ছহীহ দলীল নেই। এ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তার সবই যঈফ ও মুনকার *(আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৭৫৫, ৩/২০৫-২০৬)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৪৩৪)ঃ 'যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে সম্মান করল সে ব্যক্তি ইসলাম ধ্বংসে সাহায্য করল'। হাদীছটির ব্যাখ্যাসহ সনদ সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

- লিয়াকত
সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ হাদীছটি বায়হাক্বীতে মুরসাল সনদে বর্ণিত হ'লেও অনেক সূত্রে মরফূ হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে। সে কারণ হাদীছটি 'হাসান' পর্যায়ের *(আলবানী, মিশকাত হা/১৮৯, টীকা দ্রষ্টব্য, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*। এর ব্যাখ্যা হ'ল, ঘুষখোর, সূদখোর, চোর-ডাকাত, গুন্ডা-বদমায়েশ তাদের কাজগুলিকে তারা অন্যায় মনে করে থাকে। ফলে এক সময় অনুতপ্ত হয়ে তারা তওবা করে। কিন্তু বিদ'আতী তার বিদ'আতকে অন্যায় মনে করে না। বরং নেকীর কাজ মনে করে। সেজন্য সে তওবা থেকে দূরে থাকে এবং অন্যকে ঐ বিদ'আতী কাজে শরীক করে। তার ছেলে-মেয়ে বংশপরম্পরায় এমনকি তার প্রভাবিত সমাজও ঐ বিদ'আতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং সে এভাবে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার মাধ্যমে ইসলাম ধ্বংসে সহযোগিতা করে। আর যে ব্যক্তি তাকে সম্মান করল সেও ইসলাম ধ্বংসে সাহায্য করল। তাই একজন কাবীরা গোনাহগার ব্যক্তির চাইতে একজন বিদ'আতী ব্যক্তি ইসলামের জন্য বেশী ক্ষতিকর *(বিস্তারিত দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক, ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, মে '৯৯)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৪৩৫)ঃ শহীদ কত প্রকার ও কি কি?

- মুজাহিদুল ইসলাম
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ যারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে নিহত হয় তারা প্রকৃত শহীদ। এ প্রকার শহীদদের গোসল দেওয়া লাগে না এবং জানাযাও পড়তে হয় না *(বুখারী হা/১৩৪৩, 'শহীদদের প্রতি জানাযার ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

দ্বিতীয়তঃ সাত শ্রেণীর সাধারণ মানুষ শহীদের মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত হবে বলে রাসূল (ছাঃ) ঘোষণা করেছেন। যেমন- (১) প্লেগ রোগে মারা যাওয়া ব্যক্তি (২) পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করা (৩) পাঁজরে ঘা হয়ে ব্যাথার কারণে মৃত্যুবরণ করা (৪) পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণ করা (৫) আগুনে পুড়ে মারা যাওয়া (৬) দেওয়াল ধ্বসে পরে মারা যাওয়া এবং (৭) বাচ্চা প্রসবকালীন সময়ে মারা যাওয়া *(আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৯০-৯১ পৃঃ)*।

তৃতীয়তঃ যুদ্ধের মাঠে বাহ্যিকভাবে শহীদ হ'লেও প্রকৃতপক্ষে তারা শহীদের পর্যায়ভুক্ত হবে না। যেমন গণীমতের মাল আত্মসাৎ এবং স্বেচ্ছায় আত্মহত্যার ন্যায় যুদ্ধের ময়দানে নিহত হওয়া *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৯০-৯১)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৪৩৬)ঃ রাসূল মোট কতজন? জনৈক মাওলানা বললেন, যাঁদের উপরে কিতাব নাযিল হয়েছে শুধু তাঁরাই রাসূল। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

- আকরাম
বনবেলঘরিয়া, বাইপাস মোড়, নাটোর।

উত্তরঃ রাসূলগণের সংখ্যা সর্বমোট ৩১৫ জন। আবু উমামা হ'তে বর্ণিত, আবুযার (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! নবীদের সংখ্যা কত? তিনি বললেন এক লক্ষ চব্বিশ হাযার। তন্মধ্যে রাসূলগণের সংখ্যা ৩১৫ জন *(আহমাদ, মিশকাত, হা/৫৭৩৭, 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়, সনদ ছহীহ)*। তবে কোন কোন বর্ণনায় রাসূলগণের সংখ্যা ৩১৩ জন বলেও উল্লেখিত হয়েছে *(তাহক্বীক্ব তাফসীর ইবনে কাছীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৭৪, সূরা নিসা ১৬৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা)*। যাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে শুধু তাঁরাই রাসূল মর্মে মাওলানা যে কথা বলেছেন তা সঠিক।

প্রশ্নঃ (১৭/৪৩৭)ঃ কোন ব্যক্তি মাদরাসা বা মসজিদে কিছু দান করল। অতঃপর সেটি যদি ডাকের মাধ্যমে অধিক মূল্যে কেউ ক্রয় করে নেয় তাহ'লে তার ছওয়াব দানকারী ব্যক্তি এককভাবে পাবে নাকি ক্রেতাও পাবে?

- আলহাজ্জ ছিয়ামুদ্দীন মাষ্টার
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ উভয় ব্যক্তিই ছওয়াবের অধিকারী হবে। কেউ খালেছ নিয়তে কিছু দান করলে সে তার বিনিময়ে ছওয়াব পাবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দানকারী ব্যক্তিকে জান্নাতের ছাদাক্বার দরজা দিয়ে আহ্বান করা হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৯০, 'ছাদাক্বার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা দানশীল ব্যক্তির দানকে ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তা ঘোড়ার বাচ্চার ন্যায় লালিত-পালিত হ'তে হ'তে পাহাড়ের ন্যায় হয়ে যায় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৮৮)*। অতঃপর উক্ত দানের বস্তু যদি ডাকের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয় এবং যদি কেউ মসজিদ-মাদরাসা উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশী মূল্যে ক্রয় করে তাহ'লে ঐ ক্রেতাও নেকী পাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল' *(বুখারী, মিশকাত হা/১)*। উল্লেখ্য, ডাকের মাধ্যমেও ক্রয়-বিক্রয় করা যায় *(বুখারী হা/২১৪১)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৪৩৮)ঃ স্ত্রী সহবাস ও স্বপ্নদোষে শরীর নাপাক হ'লে এবং গোসল করলে অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে করণীয় কি?

- আবু তাহের
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় তায়াম্মুম করবে। আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক যুদ্ধে ঠাণ্ডার রাত্রীতে আমার সপ্নদোষ হয়েছিল। আমি আশংকা করছিলাম যে গোসল করলে ধ্বংস হয়ে যাব। ফলে আমি তায়াম্মুম করলাম এবং সঙ্গীদের সাথে ফজরের ছালাত আদায় করলাম। তারা এ বিষয় নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট পেশ করলে তিনি বলেন, হে আমর! তুমি কি উক্ত অবস্থায় তোমার সঙ্গীদের সাথে ছালাত আদায় করেছ? অতঃপর বিষয়টি আমি তাঁকে জানালাম এবং বললাম, আমি আল্লাহ্‌র কালাম শুনেছি যে, 'তোমরা তোমাদের নাফসকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইহা শুনে হাসলেন এবং চুপ থাকলেন *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৩৪, সনদ হাসান)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৪৩৯)ঃ হাদীছে আছে, জুম'আর দিন এমন একটি সময় আছে যে সময় আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করলে তিনি কবুল করেন। সেটি কোন সময়? ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

- ইসলাম
আত্রাই, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছ দ্বারা কেবল দু'টি সময়ের কথা প্রমাণিত হয়। তাহ'ল ইমাম মিম্বরে বসা থেকে নিয়ে ছালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৫৮)*। অপরটি আছরের ছালাতের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩৫৯; মির'আতুল মাফাতীহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪২)*। উল্লেখ্য, উক্ত সময়ের ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত থাকলেও এ দু'টি সময়ই অধিক প্রাধান্যযোগ্য।

প্রশ্নঃ (২০/৪৪০)ঃ গাছ লাগিয়ে অন্যের জমির ক্ষতি করার কুফল জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আবুল কাসেম
কোরপাই, কুমিল্লা।

উত্তরঃ কারো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে গাছ লাগানো ঠিক নয়। এটা এক প্রকার যুলুম। রাসূল (ছাঃ) যুলুম থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৩ 'অত্যাচার' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তি যদি তার কোন মুসলিম ভাইয়ের প্রতি তার সম্মান কিংবা অন্য কোন বিষয়ে যুলুম করে, তবে সে যেন ঐ দিন আসার পূর্বেই যেন তার নিকট হ'তে উহা মাফ করে নেয়, যেদিন তার নিকট দিরহাম ও দীনার কিছুই থাকবে না (অর্থাৎ মৃত্যু বা ক্বিয়ামতের দিনের পূর্বে)। কেননা ক্বিয়ামতের দিন যদি তার নিকট নেক আমল থাকে, তবে তার যুলুম পরিমাণ নেকী নেওয়া হবে। আর যদি তার কাছে নেকী না থাকে, তবে মাযলূম ব্যক্তির গুনাহ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৮৯৯)*।

প্রশ্নঃ (২১/৪৪১)ঃ আমাদের গ্রামের জনৈক ধনী ব্যক্তি ওশর না দেওয়ায় ইমাম তার ফিৎরা গ্রহণ করেননি। একারণে ঐ ব্যক্তি কতিপয় লোক নিয়ে একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করেন। প্রশ্ন হ'ল- উক্ত মসজিদ নির্মাণ করা কি ঠিক হয়েছে?

- আবেদ
ভোটারপাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ একটি ফরয তরক হওয়ার কারণে অন্য ফরয তরক হয়ে যায় না। তাই ওশর না দেওয়ার কারণে তার ফিৎরার হুকুম বাতিল হবে না। সুতরাং তার ফিৎরা গ্রহণ করাতে কোন বাধা নেই *(মুসলিম, শরহে নববী ১/৫০)*। তবে ইমাম ছাহেব কোন বিকল্প পদ্ধতিতে তাকে অবশ্যই শাসন করতে পারেন। অপরদিকে এই তুচ্ছ কারণে ধনী ব্যক্তির পৃথক মসজিদ নির্মাণ করাও ঠিক হয়নি। কেননা মসজিদ থাকাবস্থায় বিরোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অন্য মসজিদ নির্মাণ করা সম্পূর্ণ শরী'আত পরিপন্থী *(তওবা ১০৭)*।

প্রশ্নঃ (২২/৪৪২)ঃ জনৈক বক্তা বলেন, আল্লাহ তা'আলা নাকি প্রত্যেক নবী-রাসূলকে মূর্তি ভাঙ্গার জন্য প্রেরণ করেছেন। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

- মুহাম্মাদ মু'তাছিম বিল্লাহ (রুমী)
আটুলিয়া, শ্যামপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণকে রিসালাতের পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। যার মধ্যে মূর্তি ভাঙ্গাও অন্তর্ভুক্ত ছিল *(বুখারী, হা/৪৭২০; মুসলিম হা/১৭৮১)*। তাই শুধু মূর্তি ভাঙ্গার জন্য তাঁদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল না। আল্লাহ বলেন, 'আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মর্মে রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত করবে এবং ত্বাগূত হ'তে বেঁচে থাকবে' *(নাহল ৩৬)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৪৪৩)ঃ জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, যারা চার মাযহাব কিংবা চার তরীক্বা মানবে না তারা কাফের। উক্ত কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ মতীউর রহমান
পবাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা কোন মাযহাব বা ত্বরীকা মান্য করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ নেই। আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাকে তাঁর এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন মাত্র। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ

তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো' *(নিসা ৫৯; আ'রাফ ৩)*। অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তি কেবল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করবে। অন্য কোন মাযহাব, ত্বরীকা, ইজম, রসম-রেওয়াজ ও পীর-ফকীরের অনুসরণ করবে না।

প্রশ্নঃ (২৪/৪৪৪)ঃ হাদীছে আছে, মাযলূম, মুসাফির ও পিতা-মাতার দো'আ কবুল হয়। আমরা মাযলূম অবস্থায় দো'আ করি কিন্তু দো'আ কবুল হ'ল কি-না বুঝতে পারি না? এর কারণ কি?

- গোমলা রহমান
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা কখনো দো'আ দ্রুত কবুল করেন আবার কখনো তার ফলাফল আখেরাতের জন্য রেখে দেন অথবা তার দ্বারা অন্য কোন কষ্ট দূর করে দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মুসলমান যখন অন্য মুসলমানের জন্য দো'আ করে যার মধ্যে কোনরূপ গুনাহ বা আত্মীয়তা ছিন্ন করার কথা থাকে না, আল্লাহ তা'আলা উক্ত দো'আর বিনিময়ে তাকে তিনটির যেকোন একটি দান করে থাকেন। (১) তার দো'আ দ্রুত কবুল করেন অথবা (২) তার প্রতিদান আখেরাতে প্রদান করার জন্য রেখে দেন অথবা (৩) তার থেকে অনুরূপ আরেকটি কষ্ট দূর করে দেন। একথা শুনে ছাহাবীগণ বললেন, তাহ'লে আমরা বেশী বেশী দো'আ করব। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ আরও বেশী দো'আ কবুলকারী' *(আহমাদ, মিশকাত হা/২২৫৯ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়; ছহীহ, তানক্বীহ ২/৬৯; হিদায়াতুর রুওয়াত হা/২১৯৯)*।

উল্লেখ্য, অত্র হাদীছে বর্ণিত শর্তটির সাথে অন্যান্য ছহীহ হাদীছে আরও তিনটি শর্ত বর্ণিত হয়েছে। যথা- দো'আকারীর খাদ্য, পানীয় ও পোষাক পবিত্র হওয়া (অর্থাৎ হারাম না হওয়া) এবং দো'আ কবুল হওয়ার জন্য ব্যস্ত না হওয়া *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০; তানক্বীহুর রওয়াত ফী তাখরীজি আহাদীছিল মিশকাত; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১৩৯)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৪৪৫)ঃ কাফনের কাপড় পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য কি তিনখানা? আমাদের এলাকায় মহিলাদের জন্য ৫টি কাপড়ের প্রচলন আছে। সঠিকটি জানিয়ে বাধিত করবেন।

- গোলাম রহমান
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।
ও
মুহাম্মাদ কুরবান মোল্লা
বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ পুরুষ ও মহিলা সকল মাইয়েতের জন্য কেবল তিনটি কাপড় দিয়ে কাফন দিবে। একটি মাথা হ'তে পা ঢাকার মত বড় চাদর এবং দু'টি ছোট কাপড়। অর্থাৎ লেফাফা বা বড় চাদর, তহবন্দ বা লুঙ্গি ও ক্বামীছ বা জামা। বাধ্যগত অবস্থায় একটি কাপড় দিয়ে কিংবা যতটুকু সম্ভব ততটুকু দিয়েই কাফন দিবে। শহীদকে তার পরিহিত পোষাকে এবং মুহরিমকে তার ইহরামের দু'টি কাপড়েই কাফন দিবে। কাফনের অভাব ঘটলে এক কাফনে একাধিক ব্যক্তিকেও কাফন দেওয়া যাবে *(তালখীছ, পৃঃ ৩৪-৩৭; বায়হাক্বী ৪/৭; বুখারী, মুসলিম, মির'আত হা/১৬৫২, ২/৪৬২ পৃঃ)*।

উল্লেখ্য, মহিলাদের জন্য প্রচলিত পাঁচটি কাপড়ে কাফন দেওয়ার হাদীছটি 'যঈফ' *(আলবানী, যঈফ আবুদাঊদ হা/৩১৫৭; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১২১)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৪৪৬)ঃ আমি একদা একাকী ফরয ছালাত আদায় করছিলাম। এমতাবস্থায় অন্য একজন এসে অন্য স্থানে ছালাত আদায় করল। এভাবে ছালাত পড়া বৈধ হবে কি?

- আব্দুল্লাহ
কাকডাংগা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ইমামকে রুকূ, সিজদা, বৈঠক যে অবস্থায় পাওয়া যাবে সে অবস্থায় মুছল্লী জামা'আতে যোগদান করবে। তাতে সে জামা'আতের নেকী পাবে। অন্যথা সে জামা'আতের নেকী থেকে বঞ্চিত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা (ছালাতের যে অংশটুকু) পাও সেটুকু আদায় কর এবং যেটুকু বাদ পড়ে যায় সেটুকু পূর্ণ কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৬; নায়লুল আওত্বার ৪/৪৪৬; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৮৬)*। সুতরাং যখন কোন ব্যক্তি একাকী ছালাত শুরু করবে তখন অপর কোন ব্যক্তি আসলে তার সাথে ছালাত আদায় করবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৯৫; ফাতাওয়া উছায়মীন, ১৫/১৭৩)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৪৪৭)ঃ অসুস্থ ব্যক্তি বসে ছালাত আদায়কালে সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় পিঠ-মাথা সোজা না হ'লেও কি ছালাত শুদ্ধ হবে?

- তাযুল ইসলাম
আদবাড়ী, সিলেট।

উত্তরঃ অসুস্থতার কারণে দাঁড়াতে অক্ষম হ'লে কিংবা রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকলে বসে, শুয়ে বা কাত হয়ে ছালাত আদায় করলেও ছালাত হয়ে যাবে। যদিও রুকূ, সিজদা ঠিকভাবে আদায় না হয় *(বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৮৭)*। সিজদার জন্য সামনে বালিশ বা উঁচু অন্য কিছু রাখা যাবে না। যদি মাটিতে সিজদা করা অসম্ভব হয় তাহ'লে ইশারায় ছালাত আদায় করবে। সিজদার সময় রুকূর চেয়ে মাথা কিছুটা বেশী ঝুঁকাবে *(তাবারাণী, বায়হাক্বী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২৩)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৪৪৮)ঃ অনেক মুছল্লী ফরয ছালাতের স্থান সুন্নাত পড়ার সময় পরিবর্তন করে ফেলে। এটা কি শরী'আত সম্মত?

- সোহেল রানা
তাহেরপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ মু'আবিয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন এক ছালাতকে অপর ছালাতের সাথে একই স্থানে আদায় না

করি, যতক্ষণ আমরা কথা না বলি অথবা স্থান পরিবর্তন না করি *(মুসলিম হা/৮৮৩)*। উক্ত হাদীছ দ্বারা ছালাতের স্থান পরিবর্তন করা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

প্রশ্নঃ (২৯/৪৪৯)ঃ জামা'আত চলা অবস্থায় সামনের কাতার পূরণ হয়ে গেলে পেছনে দাঁড়ানোর জন্য সামনের কাতারের কোন মুছল্লীকে পিছনে টেনে নেওয়া যাবে কি?

- এম. মুজাহিদ
নওগাঁ।

উত্তরঃ সামনের কাতার পূরণ হওয়া অবস্থায় কোন ব্যক্তি একাকী আসলে সে একাকী পিছনের কাতারে দাঁড়াবে এবং ইমামের অনুসরণ করবে। কারণ তার জন্য জামা'আতে শরীক হওয়া ওয়াজিব। যেমন কোন মহিলা একাকী থাকলে সে একাকী পেছনে দাঁড়াবে। কারণ পুরুষের কাতারে দাঁড়ানো তার জন্য জায়েয নয় *(শায়খ উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ৩৭৩)*।

উল্লেখ্য, সামনের কাতার থেকে কোন মুছল্লীকে পেছনে টেনে আনার ব্যাপারে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তা নিতান্তই যঈফ *(বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৫৪১, ২/৩২৩-৩২৯পৃঃ; তাবরাণী, কিতাবুল আওসাত ৮/৩৭৪, হা/৭৭৬৪)*। তাছাড়া সামনের কাতার থেকে মুছল্লীকে পেছনে টেনে আনলে তাকে ছালাতের মধ্যে দ্বিধার মধ্যে ফেলে দেয়া হয়, তাকে উত্তম থেকে অনুত্তমের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এজন্য কাতারে শূন্যতা সৃষ্টি হয় *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১৩/৩৮)*।

উল্লেখ্য যে, একাকী পেছনের কাতারে দাঁড়িয়ে ছালাত হবে না মর্মে যে হাদীছ রয়েছে তা তখনই প্রযোজ্য যখন সামনের কাতার অপূর্ণ থাকবে *(ইরওয়াউল গালীল ২/৩২৩-৩২৯পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৪৫০)ঃ কোন হিন্দু যদি মুসলিম হ'তে চায় আর কেউ যদি তাকে শুধু কালেমা ত্বাইয়েবা পড়ায় তাহ'লে সে কি মুসলিম হয়ে যাবে?

- মুহাম্মাদ গোলাম আযম
দেবীপুর, লালপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ গোসল ও কালেমায়ে শাহাদাতের মাধ্যমে অমুসলিমকে মুসলিম করাতে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অশ্বারোহী দল ছুমামা বিন উছালকে বন্দী করে নিয়ে এসে মসজিদে নববীর এক স্তম্ভে বেঁধে রাখেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে দু'দিন জিজ্ঞেস করেন। অতঃপর তৃতীয় দিন জিজ্ঞেস করার পরে ছাহাবাগণকে তাকে ছেড়ে দিতে বলেন। ছাহাবীগণ তাকে ছেড়ে দিলে সে মসজিদে নববীর নিকটবর্তী এক খেজুর বাগানে গিয়ে গোসল করে এবং মসজিদে প্রবেশ করে। অতঃপর কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯৬৪)*। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবাগণকে বললেন, তোমরা তাকে অমুকের বাগানে নিয়ে যাও এবং গোসল করার নির্দেশ দাও *(আহমাদ, বায়হাক্বী, ছহীহ ইবনে খুযায়মা, তানক্বীহুর রুওয়াত, পৃঃ ১৬২, 'বন্দীদের হুকুম' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৪৪১)ঃ কিছু দিন থেকে মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেদেরকে বিবাহ অনুষ্ঠানে আংটি ও স্বর্ণের চেন উপহার দেওয়া হচ্ছে। পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা সম্পর্কে শরী'আতের বিধান কি?

- সারজেনা খাতুন
বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ বর্তমানে হারাম বস্তুকে অনেকেই ঘৃণিত প্রথানুযায়ী হালাল মনে করে নিচ্ছে। তন্মধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পুরুষদের জন্য স্বর্ণের বস্তু উপহার দেওয়া যা শরী'আতে হারাম করা হয়েছে। আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের পুরুষদের উপর রেশম-এর কাপড় ও স্বর্ণ হারাম করা হয়েছে এবং নারীদের জন্য হালাল করা হয়েছে *(তিরমিযী ১/১৩২ পৃঃ; নাসাঈ ২/২৮৫পৃঃ; আহমাদ ৪/৩৯৪ পৃঃ হাদীছ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৪৪২)ঃ অসুস্থ খত্বীব খুৎবা চলাকালীন অসুস্থতা বেড়ে গেলে বসে খুৎবা শেষ করতে পারে কি?

- আব্দুল্লাহ
কাকডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ জুম'আর খুৎবা দাঁড়িয়ে প্রদান করতে হবে এটাই বিধিবদ্ধ সুন্নাত। জাবের ইবনু ছামুরা হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। অতঃপর মাঝে একটু বসতেন তারপর আবার দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। রাবী বলেন, যে ব্যক্তি বলে যে বসে খুৎবা দিয়েছেন সে তার প্রতি মিথ্যারোপ করল। আল্লাহ্র কসম আমি তাঁর সাথে অনেক ছালাত পড়েছি *(মুসলিম, আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪১৫)*। তবে অসুস্থতা জনিত কারণে খত্বীব বসে খুৎবা শেষ করতে পারেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩২)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৪৪৩)ঃ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ্র নিকট যখন কিছু চাইবে তখন দু'হাত প্রসারিত কর এবং দো'আর শেষে উভয় হাত দ্বারা মুখমণ্ডল মাসেহ কর'। হাদীছটি কি ছহীহ?

- এস.এ তারেক হাসান
বরিশাল।

উত্তরঃ বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১১৮১; ইরওয়া হা/৪৩৪)*। উল্লেখ্য, একাকী হাত তুলে দো'আ করা সম্পর্কে অনেক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু দো'আর পর মুখে হাত মাসাহ করা সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, দো'আর পরে দু'হাত মুখে মাসাহ করা সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ নেই *(মিশকাত, হাশিয়া ২/৬৯৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৪৪৪)ঃ কতিপয় আলেম বলেন যে, ধানের ফিৎরা চলবে না। চাউল, গম, যব ইত্যাদির ফিৎরা দিতে হবে। আবার কোন কোন আলেম যুক্তি দেন যে, যবের যেমন খোসা আছে ধানেরও তেমন খোসা আছে। সুতরাং ধানের ফিৎরা দেওয়া যাবে। চাউলের ফিৎরার দলীল নেই। টাকা দ্বারা ফিৎরা দেওয়া যাবে কি? সঠিক সমাধান দানে বাধিত করবেন।

- আব্দুল্লাহ আল-মামুন
আখিলা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ হাদীছে ফিৎরা প্রদানের ব্যাপারে বিভিন্ন খাদ্যশস্যের নাম সহ সাধারণভাবে 'ত্বা'আম' বা খাদ্যের কথা এসেছে। যা দ্বারা পৃথিবীর সকল খাদ্য শস্যকে বুঝানো হয়েছে। সরাসরি চাউলের কথা উল্লেখ না থাকলেও তা যে ত্বা'আম বা খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ধান খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা ধান মানুষের জন্য সরাসরি খাদ্য নয়। যবের উপরে ধানের ক্বিয়াস করা যাবে না। কেননা যব খোসা সহ পিষে খাওয়া যায়। কিন্তু ধান খোসা সহ পিষে খাওয়া যায় না।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা এক ছা' করে ত্বা'আম (খাদ্য) প্রদান করতাম অথবা যব, খেজুর, পনির ও কিশমিশ থেকে এক ছা' করে প্রদান করতাম *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৬ 'ছাদাক্বাতুল ফিত্র' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং এদেশের প্রধান খাদ্য হিসাবে চাউল দ্বারা ফিৎরা প্রদান করাই শরী'আত সম্মত। টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা আদায় করা উচিত নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে সোনা-রূপার মুদ্রা বাজারে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তিনি খাদ্যবস্তু দ্বারা ফিৎরা দিয়েছেন এবং ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই জমা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫-১৬; দ্রঃ ডিসেম্বর ২০০০ প্রশ্নোত্তর ২০/৯০।*

প্রশ্নঃ (৩৫/৪৪৫)ঃ মসজিদে মাইকের ব্যবস্থা না থাকলে সাহারীর সময় বাঁশী বাজিয়ে, সাইরেন বাজিয়ে ও দল বেঁধে ঢোল পিটিয়ে কিংবা মাইকে চিৎকার করে ডাকাডাকি কি শরী'আত সম্মত ?

- আব্দুল ওয়াহাব
ধামরাই, ঢাকা।

উত্তরঃ সাহারীর জন্য আযান দেওয়া সুন্নাত। সেটা মাইক দ্বারা হৌক বা বিনা মাইকে হৌক। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাতে (সাহারীর) আযান দেয়। তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত খাও এবং পান কর যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূমের (ফজরের) আযান শুনতে না পাও' *(বুখারী ১/৮৬ পৃঃ; মুসলিম ১/৩৪৯ পৃঃ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'বেলালের আযান তোমাদেরকে সাহারী খাওয়া থেকে যেন বাধা না দেয়' *(মুসলিম ১/৩৫০)*।

উপরোল্লিখিত হাদীছ দু'টি প্রমাণ করে যে, রামাযান মাসে সাহারী খাওয়ার উদ্দেশ্যে সাধারণ জনগণকে জাগাবার জন্য ফজরের আযানের পূর্বে প্রচলিত নিয়মে সাহারীর সময় বাঁশী বাজানো, পটকা ফুটানো, গজল গাওয়া ও মাইকে চিৎকার করে ডাকাডাকি ইত্যাদি করা শরী'আত পরিপন্থী ও মনগড়া কাজ। বিশেষ করে সাইরেন ও পটকা ফুটানো ইহুদীদের আচরণ *(বুখারী ৮৫ পৃঃ)*। সুতরাং সাহারীর জন্য আযান দেওয়াই হচ্ছে একমাত্র শরী'আত সম্মত পন্থা। বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, সাহারীর সময় (আযান ব্যতীত) লোক জাগানো নামে অন্য যেসব কাজ করা হয়, সবই বিদ'আত *(নায়ল ২/১১৯পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৪৪৬)ঃ ঈদের ছালাত শেষে পরস্পরে কোলাকুলি করা যায় কি?

- হুসাইন আল-মাহমুদ
উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ বিশেষভাবে ঈদের ছালাত শেষে কোলাকুলি করার কোন দলীল পাওয়া যায় না। এটা বিদ'আত। তবে সাধারণভাবে আগন্তুক ব্যক্তির সাথে কোলাকুলি করা যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ পরস্পর সাক্ষাতে মুছাফাহা করতেন, আর সফর থেকে আসলে কোলাকুলি করতেন *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব, বায়হাক্বী, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৬০-এর ব্যাখ্যা ১/২৫২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৪৪৭)ঃ রামাযানের ইফতার এবং তারাবীহ-এর জামা'আতের জন্য বেল বাজানো কি জায়েয?

- খোবায়েব
ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

উত্তরঃ যে কোন ছালাতের জন্য ঘন্টা বাজিয়ে মানুষকে আহ্বান করা কিংবা ইফতার করার জন্য ঘন্টা বা সাইরেন বাজানো জায়েয নয়। কারণ এতে ইহুদীদের সাদৃশ্য রয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৪৯ 'আযান' অনুচ্ছেদ)*। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে ছালাতের জন্য আযানের ব্যবস্থা রয়েছে *(জুম'আ ৯; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৪১)*। আর সূর্যাস্ত যাওয়া দেখে দ্রুত ইফতার করার জন্য তাকীদ করা হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৫)*। অতএব কে শুনতে পেল না পেল সেদিকে লক্ষ্য না করে মুখে বা মাইকে একমাত্র আযানের মাধ্যমেই মানুষকে ছালাতের জন্য ডাকতে হবে এবং সূর্যাস্ত দেখেই ইফতার করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩৮/৪৪৮)ঃ রামাযানের ১ম দশ দিন রহমত, ২য় দশ দিন মাগফেরাত ও শেষ দশ দিন জাহান্নাম হ'তে মুক্তির সময়। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

- মিনহাজ আহমাদ
যোগীপাড়া, নাটোর।

উত্তরঃ রামাযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করা সম্পর্কে সালমান ফারেসী (রাঃ) থেকে বায়হাক্বীতে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আলবানী, মিশকাত হা/১৯৬৫ 'ছিয়াম' অধ্যায়)*। বরং ছহীহ

হাদীছ সমূহে একথা এসেছে যে, পুরা রামাযান মাসই রহমত ও মাগফেরাতের মাস এবং এ মাসে জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করা হয় ও জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৬ 'ছিয়াম' অধ্যায়)*। এই মাসে বহু লোক জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হয় *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৬০)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৪৪৯)ঃ ছিয়াম অবস্থায় দিনের বেলা ঘুমালে, স্বপ্নে কিছু খেলে বা স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়াম ভঙ্গ হবে কি?

- আব্দুল্লাহ আল-লুবাব
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ছিয়াম অবস্থায় ঘুমালে, ঘুমের মধ্যে খেলে কিংবা স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়াম মাকরূহ হবে না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছিয়াম অবস্থায় ফজর হয়ে যায়। তারপর গোসল করেন এবং ছিয়াম পালন করেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০০১)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৪৫০)ঃ শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম কি একাধারে রাখতে হবে? না মাঝে মধ্যে রাখলেও চলবে? ছয়টি ছিয়ামের ফযীলত জানতে চাই।

- মাহবুবুর রহমান
হরিরামপুর, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ রামাযানের পর পরই শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম ধারাবাহিকভাবে রাখা ভাল। তবে কেউ যদি মাঝে মধ্যে ছিয়াম রাখে তাতে কোন দোষ নেই। যেভাবেই হৌক শাওয়াল মাসে রাখলেই চলবে। উক্ত ছিয়ামের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ–

'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন শেষ করে শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৭ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*। অন্য হাদীছে এক বছরের হিসাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এভাবে দিয়েছেন যে, 'রামাযানের একমাস ছিয়াম (১০ গুণ নেকী ধরলে) ১০ মাসের সমান এবং (শাওয়ালের) ছয়টি ছিয়াম দু'মাসের সমান' *(বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, ইরওয়া ৪/১০৭ পৃঃ, হা/৯৫০-এর আলোচনা)*।

উক্ত হাদীছের তাৎপর্য হচ্ছে- রামাযানের ছিয়াম পালন করে শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম পালন করলে সারা বছরের ছিয়াম পালনের নেকী পাওয়া যায়।

হিসনুল মুসলিম

শায়খ সাঈদ ইবনু আলী আল-ক্বাহতানী প্রণীত এবং মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব থেকে লিসান্স ডিগ্রীপ্রাপ্ত মোহাম্মাদ এনামুল হক অনূদিত **'হিসনুল মুসলিম'** বইটি পাওয়া যাচ্ছে। বইটির মূল্য ৫০/= (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

বইটিতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় যিক্র ও দো'আ সমূহ সংকলিত হয়েছে। প্রত্যেক মুমিনের জন্য বইটি অত্যন্ত প্রয়োজন।

প্রাপ্তিস্থান

১। **শায়খ ইবন বায ফাউণ্ডেশন**
৫৮/৯ ষষ্ঠ তলা, পান্থপথ, ধানমণ্ডি, ঢাকা। ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৯৬৬০২৮৯।

২। **আহসান পাবলিকেশন্স**
কাটাবন মসজিদ, ঢাকা। মোবাইল- ০১৭১১-৩৭১১৭১।
রেলগেট, মগবাজার, ঢাকা। মোবাইল- ০১৭১১-৭৩৪৯০৪।
৩৮/৩ বাংলা বাজার, ঢাকা। মোবাইল- ০১৭১১-১৯৩৭৮০।

৩। **মাসিক আত-তাহরীক**
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। ফোনঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১১তম বর্ষ ১ম সংখ্যা

অক্টোবর ২০০৭

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/১)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রায় প্রত্যেক কাজের পূর্বেই দো'আ পড়তেন। যদি প্রত্যেক কাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা হয় তাহ'লে কি তার আদর্শ মানা হবে?

-যাফরুল কবীর
আটরা, খুলনা।

উত্তরঃ প্রত্যেক কাজের শুরুতে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বললে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ অনুসরণ করা হবে না। কারণ তিনি বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ দো'আ পড়েছেন। যেমন- মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দো'আ, পেশাব-পায়খানার দো'আ, পোশাক পরিধানের দো'আ, শয়নকালে ও ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার দো'আ ইত্যাদি। তবে যে সমস্ত ক্ষেত্রে তিনি কোন বিশেষ দো'আ পড়েননি সেক্ষেত্রে 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ মানতে হ'লে তিনি যেভাবে যে কাজ করেছেন আমাদেরকেও সে কাজ সেভাবেই করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যেই রয়েছে উত্তম আদর্শ' *(আহযাব ২১)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা তোমরা গ্রহণ কর, আর যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাক' *(হাশর ৮)*।

প্রশ্নঃ (২/২)ঃ মৃত আপন বোন এবং ফুফাতো বোনকে কাফন পরানোর পর দেখা যাবে কি?

- আবুল কাসেম
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ আপন বোন যেহেতু 'মাহারিম'-এর অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু কাফন পরানোর পর তাকে দেখা যাবে। আর ফুফাতো বোন মাহারিম-এর অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় তাকে দেখার বিধান শরী'আতে নেই *(নিসা ২৩; নূর ৩১)*। কেননা কোন গায়রে মাহরাম মহিলাকে তার জীবদ্দশায় দেখা যেমন বৈধ নয়, তেমনি মৃত্যুর পর দেখাও শরী'আত সম্মত নয়।

প্রশ্নঃ (৩/৩)ঃ 'ওশর' শব্দের অর্থ কি? ধান, গম, যব এবং তরি-তরকারির ওশর কিভাবে আদায় করতে হবে?

- মাহফূযা বেগম
আটুলিয়া, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ 'ওশর' শব্দের অর্থ এক-দশমাংশ। ফসল যদি আকাশের পানি, ঝর্ণার পানি এবং কূপের পানি দ্বারা উৎপাদিত হয় তাহ'লে তা হ'তে ওশর বা এক-দশমাংশ যাকাত দিতে হবে। আর যদি সেচ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ফসল উৎপাদিত হয় তাহ'লে 'নিছফে ওশর' বা বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/১৭৪৭)*। উল্লেখ্য, উৎপাদিত ফসল প্রায় ২০ মণ হ'লে তার উপর যাকাত ফরয হয়। অর্থাৎ নিছাব পূর্ণ হয়।

তরি-তরকারিতে কোন যাকাত নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَيْسَ فِى الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ 'শাক-সবজিতে কোন যাকাত নেই' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, দারাকুৎনী, ছহীহুল জামে' হা/৫৪১১; মিশকাত হা/১৮১৩ 'যাকাত' অধ্যায়)*। তবে যেসব বস্তুতে যাকাত নির্ধারণ করা হয়নি, সেসব বস্তু থেকেও কিছু দান করা ভাল *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৭৩)*।

প্রশ্নঃ (৪/৪)ঃ জনৈক ইমাম বলেছেন, রূহ জগতে যে সমস্ত রূহ-এর সাথে পরস্পরে বন্ধুত্ব গড়ে উঠে, দুনিয়াতেও ঐ সমস্ত রূহের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- লিয়াকত আলী
সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ইমামের উক্ত বক্তব্য সঠিক। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'আলামে আরওয়াহ' বা রূহজগতে রূহগুলি সেনাবাহিনীর মত একত্রিত ছিল। সেখানে যে সমস্ত রূহের মাঝে পরস্পর পরিচয় হয়েছিল, দুনিয়াতেও তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে। সেখানে যাদের মধ্যে পরস্পর পরিচয় হয়নি, দুনিয়াতে তাদের মধ্যে পরস্পর মতবিরোধ থাকবে অর্থাৎ তাদের মধ্যে পরস্পর পরিচিত থাকবে না' *(ছহীহ বুখারী হা/৩৩৩৬)*।

প্রশ্নঃ (৫/৫)ঃ মৃত ব্যক্তি জীবিত অবস্থায় যে সমস্ত খারাপ কাজ করেছিল তা প্রকাশ করলে গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে কি?

- নাফিউল ইসলাম
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

উত্তরঃ মৃত মুসলিম ব্যক্তিকে গালি দেওয়া নিষেধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা মৃতদের গালি দিয়ো না। কেননা তারা তাদের পূর্বে পেশকৃত কর্মের প্রতিদান পেয়ে গেছে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৬৬৪)*। তবে মৃত

ব্যক্তির খারাপ কর্মকাণ্ড যদি ফাসেকী ও বিদ'আতী হয়, তবে তা থেকে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে উক্ত বিষয়ে আলোচনা করা যাবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০০)*।

প্রশ্নঃ (৬/৬)ঃ অনেক ভিক্ষুক নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকৃত করে ভিক্ষাবৃত্তি করে। তাদেরকে ভিক্ষা দেওয়া যাবে কি?

- আব্দুল মাজেদ
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ প্রথমতঃ ভিক্ষাবৃত্তি পেশাটিই শরী'আতের দৃষ্টিতে অপসন্দনীয়। ভিক্ষা না করে বরং যথাসাধ্য কর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করাই ভাল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন, 'যারা ভিক্ষা চায় তারা ক্বিয়ামতের দিন এমনভাবে উপস্থিত হবে, তাদের মুখমণ্ডল হবে ক্ষতবিক্ষত' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৮৪৬)*। অন্য বর্ণনায় আছে, তারা জাহান্নামের আগুন ভক্ষণ করবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৮৫০)*। দ্বিতীয়তঃ রূপকভাবে অঙ্গ বিকৃত করে ভিক্ষাবৃত্তি করা আরো গর্হিত অপরাধ। এটি ধোঁকা ও প্রতারণার শামিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয়, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(মুসলিম ১/৭০ পৃঃ, 'ঈমান' অধ্যায়)*। তবে সত্যিকার অর্থে যারা উপায়হীন বা যারা কর্মক্ষম নয়, তাদের ভিক্ষা করাতে কোন দোষ নেই *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৩৭)*। এ শ্রেণীর ভিক্ষুকরা নিঃসন্দেহে ভিক্ষা পাওয়ার যোগ্য। তাদেরকে খালি হাতে ফেরত দেওয়া উচিত নয় *(যুহা ১০)*।

প্রশ্নঃ (৭/৭)ঃ সৃষ্টির মধ্যে আদম (আঃ) প্রথম মানুষ। ফেরেশতাগণের মধ্যে কোন ফেরেশতাকে প্রথম সৃষ্টি করা হয়েছে এবং নাম কি?

- আবুল হোসাইন মিয়া
কেন্দুয়াপাড়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ জিন-ইনসানের ন্যায় আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাগণকে সৃষ্টি করেননি। জিন-ইনসান যেমন বংশ পরম্পরায় সৃষ্ট, ফেরেশতাগণ তেমন নয়। আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে বিভিন্ন সময়ে কিংবা একই সময়ে সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধ্যে প্রথম কাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা জানা যায় না। আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ থেকে জানা যায় যে, ফেরেশতাগণকে নূর হ'তে সৃষ্টি করা হয়েছে *(মুসলিম, হা/২৯৯৬; ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ১ খণ্ড, পৃঃ ২)*।

প্রশ্নঃ (৮/৮)ঃ জার্মানির জঙ্গলে সারিবদ্ধ গাছে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ', তুরস্কে মৌমাছির চাকে এবং লেবাননে মাছের পেটে 'আল্লাহ' লেখা পাওয়া গেছে। একথাগুলি কি সত্য?

- মুহাম্মাদ সইবুর রহমান
দেবীপুর, লালপুর, তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এ সমস্ত বিষয়ের কোন সত্যতা আমাদের জানা নেই। এ জাতীয় কোন নিদর্শন এভাবে প্রকাশিত হবে মর্মে কুরআন-হাদীছ থেকেও কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। উপরোক্ত কথাগুলি মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হ'লেও তা নিঃসন্দেহে যাচাই সাপেক্ষ। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য এ সমস্ত নিদর্শনেরও কোন আবশ্যকতা নেই।

প্রশ্নঃ (৯/৯)ঃ মুসলিম উম্মাহর বর্তমান ক্বিবলা কা'বা শরীফ। রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় বা তাঁর পূর্বে ক্বিবলা পরিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সম্পর্কে জানতে চাই।

- রফীক আহমাদ
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মক্কা থেকে মদীনায় গমন করলেন তখন ইহুদীদেরকে হেদায়াতের জন্য বায়তুল মুক্বাদ্দেসের দিকে মুখ ফিরে তিনি ছালাত আদায় করছিলেন। কিন্তু তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল মক্কা ক্বিবলা হোক। বিধায় তাঁর আকাঙ্খানুযায়ী ১৬ কিংবা ১৭ মাস পর আল্লাহ তা'আলা কুরআনের আয়াত নাযিল করে তাঁকে মসজিদে হারামের দিকে মুখ ফিরানোর নির্দেশ দেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আছরের সময় বায়তুল মুক্বাদ্দেসের দিক থেকে মসজিদে হারামের দিকে মুখ ফিরান *(বাক্বারাহ ১৪৪; বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, সূরা বাক্বারা অনুচ্ছেদ; তাহক্বীক্ব তাফসীরে ইবনে কাছীর, পৃঃ ১/১০৯)*।

প্রশ্নঃ (১০/১০)ঃ কোন ব্যক্তি শপথ করল যে আমি অমুক কাজ করবো না। কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি সে ঐ কাজ করে ফেলে তাহ'লে তার করণীয় কী?

- মুহাম্মাদ দিদার বখ্‌শ
খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ শপথ করার পর কেউ শপথ ভঙ্গ করলে তাকে শপথ ভঙ্গের কাফফারা প্রদান করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা তোমাদের পরিবারকে যে খাদ্য প্রদান কর তা হ'তে দশজন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাবার প্রদান কর কিংবা পোশাক প্রদান কর অথবা দাস মুক্ত কর। যে এগুলি পারবে না সে তিন দিন ছিয়াম পালন করবে। এটাই হচ্ছে তোমাদের শপথের কাফফারা' *(মায়েদাহ ৮৯)*।

প্রশ্নঃ (১১/১১)ঃ জনৈক ডাক্তার বললেন, চিকিৎসার সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে শিংগা লাগানো। একথা কি সত্য?

- আব্দুল মালেক
রাণীসংকৈল, ঠাকুরগাঁ।

উত্তরঃ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তিনটি জিনিসের মধ্যে রোগের নিরাময় রয়েছেঃ (১) শিংগা লাগানো, (২) মধুপান করা, (৩) গরম লোহা দ্বারা দাগ দেয়া। তবে লোহা দ্বারা দাগ দিতে আমি নিষেধ

করছি' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৫১৬)*। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা যেসব জিনিস দ্বারা চিকিৎসা কর, এর মধ্যে শিংগা লাগানো এবং কোস্ত বাহরী বা সাদা চন্দন ব্যবহার করা সর্বোত্তম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫২২)*। নবী করীম (ছাঃ)-এর সেবিকা সালামা (রাঃ) বলেন, কেউ মাথা ব্যথার অভিযোগ নিয়ে আসলে নবী করীম (ছাঃ) তাকে শিংগা লাগাতে নির্দেশ দিতেন। আর কেউ পায়ের ব্যথার অভিযোগ করলে তাকে মেহেদী লাগানোর পরামর্শ দিতেন' *(আবুদাউদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৫৪০)*। নবী করীম (ছাঃ) নিজের মাথায় এবং উভয় বাহুর মধ্যখানে শিংগা লাগাতেন এবং তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি এসব স্থান থেকে দুষিত রক্ত বের করে দেয়, তার জন্য অন্য কিছু দ্বারা রোগের চিকিৎসা না করলেও কোন ক্ষতি হবে না' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৪৫৪২)*।

প্রশ্নঃ (১২/১২)ঃ ওযূর পর দো'আ পড়তে হয়। কিন্তু তায়াম্মুম করলে দো'আ পড়তে হয় কি?

- রিয়াযুদ্দীন
বিদ্যাধরপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ তায়াম্মুম যেহেতু ওযূর স্থলাভিষিক্ত সেকারণ ওযূ শেষে যে দো'আ পড়তে হয়, তায়াম্মুম শেষেও একই দো'আ পাঠ করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৯)*।

প্রশ্নঃ (১৩/১৩)ঃ জনৈক ব্যক্তি বলেন, আলী (রাঃ)-এর পায়ে কোন এক যুদ্ধে তীরবিদ্ধ হ'লে তা বের করা যাচ্ছিল না। কিন্তু ছালাত অবস্থায় তার সাথীরা উক্ত তীর খুলে নেন। এ সময় তাঁর পা থেকে প্রায় এক পোয়া গোশত উঠে আসলেও তিনি অনুভব করতে পারেননি। এ ঘটনার সত্যতা জানতে চাই।

- মুনীর
তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্যের কোন সত্যতা পাওয়া যায় না। এটা শী'আদের তৈরী করা বর্ণনা হ'তে পারে।

প্রশ্নঃ (১৪/১৪)ঃ জনৈক বক্তা বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ফজরের ছালাত ছেড়ে দিলে চেহারার উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যায়। যোহরের ছালাত ছেড়ে দিলে রিযিকের বরকত কমে যায়, আছরের ছালাত ছেড়ে দিলে শারীরিক শক্তি কমে যায়, মাগরিবের ছালাত ছেড়ে দিলে সন্তানাদি তার কোন উপকারে আসে না এবং এশার ছালাত ছেড়ে দিলে নিদ্রায় তৃপ্তি আসে না। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- তাফীকুল ইসলাম
শাখারীপাড়া, নলডাংগা, নাটোর।

উত্তরঃ উপরিউক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ছালাত পরিত্যাগকারীর ভয়াবহতা সম্পর্কে অনেক আয়াত এবং হাদীছ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ছালাতের হেফাযত করবে, ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য ছালাত হবে আলো, দলীল এবং মুক্তি পাওয়ার কারণ। আর যে ছালাতের হেফাযত করবে না, ক্বিয়ামতের দিন ছালাত তার জন্য আলো, দলীল ও মুক্তি পাওয়ার কারণ হবে না। ক্বিয়ামতের দিন সে থাকবে ক্বারূণ, ফিরাউন, হামান ও উবাই ইবনু খালফের সঙ্গে' *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫৭৮, সনদ যাইয়িদ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/১৫)ঃ টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করলে এবং নবীর নামে মিথ্যা হাদীছ ছড়ালে যেমন সরাসরি জাহান্নামের কথা বলা হয়েছে এরূপ আর কোন পাপ আছে কি যার পরিণাম সরাসরি জাহান্নাম?

- আব্দুল্লাহ ছিদ্দীকী
বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ এরূপ পাপ আরও আছে, যার পরিণতি সরাসরি জাহান্নাম বলে আল্লাহ তা'আলা ও নবী করীম (ছাঃ) উল্লেখ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে বিন্দুমাত্র শরীক করবে সে জাহান্নামে যাবে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সাথে বিন্দুমাত্র শরীক করবে না সে জান্নাতে যাবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সম্পদ দখল করে ক্বিয়ামতের দিন সে জাহান্নামে যাবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৮১৯)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কসমের মাধ্যমে অন্য মুসলিমকে তার হক থেকে বঞ্চিত করবে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারণ করে রেখেছেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৬০)*। অত্যাচারী ও হক্ব বিনষ্টকারীর পরিণাম জাহান্নাম *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৮)*। অন্যায় বিচারকের পরিণাম জাহান্নাম *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/৩৭৩৫)*। ছবি অঙ্কনকারীর পরিণাম জাহান্নাম *(বুখারী, মিশকাত হা/৮৮০)*। বেপর্দা নারীরা জাহান্নামী *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫২৪)*। আত্মহত্যাকারী জাহান্নামী *(নিসা ২৯)* ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ (১৬/১৬)ঃ 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' কি শুধু আমাদের নবীর উপর নাযিল হয়েছে? না কি ইতিপূর্বে অন্য নবীর উপরেও নাযিল হয়েছিল?

- মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন
বাউসা হেদাতীপাড়া
তেঁথুলিয়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' শুধু আমাদের নবীর উপরই নাযিল হয়নি, বরং ইতিপূর্বে অন্য নবীর উপরও নাযিল হয়েছিল। যেমন সুলায়মান (আঃ) চিঠির প্রথমে 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' লিখতেন *(নামল ৩০)*।

প্রশ্নঃ (১৭/১৭)ঃ কবরের নিকট সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াত করলে কবরের আযাব মাফ হয় কি? উক্ত সূরা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা যাবে কি?

- নাহিদা আক্তার
নিউ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।

উত্তরঃ কবরের নিকট কুরআন তেলাওয়াত করা শরী'আত সম্মত নয়, চাই সেটি সূরা ইয়াসীন হোক বা অন্য কোন সূরা হোক। কারণ এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ছাহাবী, তাবেঈ এবং তাবে-তাবেঈনের যুগেও এর প্রচলন ছিল না। শায়খ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেন, মাইয়েতের নিকট এবং কবরের নিকট কুরআন তেলাওয়াত করার প্রথা ছাহাবীদের যুগে ছিল না। সুতরাং তা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) 'ফিক্বহুল আকবার' গ্রন্থে বলেছেন, ইমাম মালেক, আবু হানীফা এবং আহমাদ (রহঃ) কবরের নিকট কুরআন তেলাওয়াত করাকে বিদ'আত ও মাকরূহ বলেছেন। কারণ তা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয় *(ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ১/৭২৩)*।

শুধু সূরা ইয়াসীন নয় বরং পবিত্র কুরআনের যে কোন আয়াত পাঠ করে ঝাড়ফুঁক করা যায় *(বাণী ইসরাঈল ৮২; ফাতাওয়াত আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ৬৩)*। তবে কুরআনের আয়াত দ্বারা তা'বীয লটকানো শিরক। অনুরূপ কথিত নকশা দ্বারা তাবীয করাও শিরক *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৫২ ও ৫৫)*। উল্লেখ্য, সূরা ইয়াসীন একবার পাঠ করলে দশবার কুরআন খতমের নেকী হয় মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(যঈফ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব হা/৮৮৪; মিশকাত হা/২১৪৭)*।

প্রশ্নঃ (১৮/১৮)ঃ নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, সূরা ইয়াসীন মুমূর্ষ ব্যক্তির শিয়রে তেলাওয়াত করলে তার মৃত্যু যন্ত্রণা লাঘব হবে এবং যে ব্যক্তি উক্ত সূরা পড়ে ঘুমাবে সকালে সে নিষ্পাপ হয়ে উঠবে'। উক্ত হাদীছ দু'টি কি ছহীহ?

- নাজমুন নাহার
নিউ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।

উত্তরঃ মুমূর্ষ ব্যক্তির শিয়রে বসে সূরা ইয়াসীন পাঠ করা সম্পর্কিত হাদীছটি 'যঈফ' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৬২২)*। অনুরূপ পরের হাদীছটিও যঈফ *(যঈফ আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব হা/৮৮৬)*।

প্রশ্নঃ (১৯/১৯)ঃ নির্দিষ্ট ইমাম না থাকায় মুয়াযযিন নিজেই আযান ও ইক্বামত দেন এবং জুম'আর ছালাত ছাড়া বাকি ছালাতের ইমামতি করেন। প্রশ্ন হ'ল, অন্য মুছল্লী থাকা সত্ত্বেও একই ব্যক্তি ইক্বামত দিয়ে ইমামতি করতে পারবেন কি?

- সুলতান মাহমূদ
মূলগ্রাম, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ মুছল্লীদের উপস্থিতিতে একই ব্যক্তি ইক্বামত দিয়েছেন এবং ইমামতি করেছেন এরূপ নিয়ম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবী এমনকি তাবেঈদের থেকে প্রমাণিত নয়। বরং মুয়াযযিনের চেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি থাকলে তিনিই ইমামতি করবেন। আর না থাকলে মুয়াযযিন ইমামতি করবেন এবং অন্য মুছল্লী ইক্বামত দিবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আমাকে যেভাবে ছালাত আদায় করতে দেখছ সেভাবে ছালাত আদায় কর। যখন ছালাতের সময় উপস্থিত হবে তখন একজন আযান দিবে আর তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৩)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তিনজন থাকবে তখন তাদের একজন ইমামতি করবে। তবে যে ক্বির'আত সম্পর্কে বেশী অভিজ্ঞ সে ইমামতির অধিক হকদার *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১১৮)*। উল্লেখ্য যে, যিনি আযান দিবেন তিনিই ইক্বামত দিবেন এমন আবশ্যকতা নেই। উক্ত মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে সেটি জাল *(সিলসিলা যঈফা হা/৩৫; মিশকাত হা/৬৪৮)*।

প্রশ্নঃ (২০/২০)ঃ জামা বা পাঞ্জাবীর পকেটে বিড়ি, সিগারেট বা অন্য কোন অবৈধ বস্তু নিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

- টুটুল
কৃপারামপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ জামা বা পাঞ্জাবীর পকেটে বিড়ি, সিগারেট বা অন্য কোন অবৈধ বস্তু রেখে ছালাত আদায় করা ঠিক নয়। কেননা এ সমস্ত বস্তু হারাম, যা অপবিত্র বস্তু সমূহের অন্তর্ভুক্ত *(আ'রাফ ১৫৭)*। এছাড়া এগুলি দুর্গন্ধযুক্ত, যার দ্বারা মানুষ এবং ফেরেশতারা কষ্ট পায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এই দুর্গন্ধযুক্ত গাছ থেকে খাবে (অর্থাৎ কাঁচা পেয়াজ, রসুন ইত্যাদি) সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটবর্তী না হয়। নিশ্চয়ই যার দ্বারা মানুষ কষ্ট পায় তার দ্বারা ফেরেশতারাও কষ্ট পায়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৭, 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২১/২১)ঃ বাবরী চুল রাখা কোন নবীর আমল হ'তে চালু হয়। এ চুল রাখার ব্যাপারে বয়সের কোন সীমা আছে কি?

- সিরাজুল ইসলাম
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক, ঢাকা।

উত্তরঃ কোন নবীর আমল থেকে বাবরী চুল রাখার প্রচলন হয়েছে তা জানা যায় না। তবে মূসা ও ঈসা (আঃ)-এর লম্বা চুল ছিল মর্মে হাদীছ রয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭১৫; মিশকাত হা/৪৪২৫)*। বাবরী চুল রাখার ব্যাপারে বয়সের কোন সীমা-পরিসীমা উল্লেখ নেই।

প্রশ্নঃ (২২/২২)ঃ সমিতিতে মাসিক হারে চাঁদা দিয়ে দেখা যায় ৫ বছরে মুনাফা ও মূল টাকা সহ লক্ষাধিক টাকা জমা আছে। এ টাকার যাকাত দিতে হবে কি?

- মুহাম্মাদ মুহসিন আকন্দ
জোরবাড়িয়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ নিছাব পরিমাণ টাকার উপর এক বছর অতিক্রান্ত হ'লে তাতে মুনাফা সহ মূল টাকার যাকাত দিতে হবে *(মির'আতুল মাফাতীহ ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪৯)*। উল্লেখ্য যে, সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের সমপরিমাণ মূল্যের টাকা থাকলে নিছাব পূর্ণ হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/১৭৯৬; আবুদাঊদ, বুলূগুল মারাম, পৃঃ ৫৯৩)*।

প্রশ্নঃ (২৩/২৩)ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি প্রত্যেক জীবের হায়াত নির্ধারণ করেছি। তার এক মুহূর্ত আগেও মরবে না এবং পরেও মরবে না' (ইউনুস ৪৯)। প্রশ্ন হচ্ছে, অনেকে বলে থাকেন যে, আল্লাহ! তুমি অমুকের হায়াত বৃদ্ধি করে দাও। তাহ'লে কি তার হায়াত কম-বেশী হবে?

- আযীযুল ইসলাম
গন্ধর্ববাড়ী, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক প্রাণীর যে হায়াত নির্ধারণ করেছেন তার এক মুহূর্ত আগে কেউ মরবে না এবং পরেও মরবে না, এটিই সঠিক। তবে দো'আর মাধ্যমে তাক্বদীর পরিবর্তিত হয় এবং নেকী ও কল্যাণের মাধ্যমে বয়স বৃদ্ধি পায় *(নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৯২৫; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৫৪)*। অন্য হাদীছে এসেছে, আত্মীয়তার সম্পর্কের মাধ্যমেও বয়স বৃদ্ধি পায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১৮)*। এর অর্থ হচ্ছে, দো'আ ও সদাচরণের মাধ্যমে যে তার হায়াত পরিবর্তন হবে সেটাও তার তাক্বদীর *(তাহক্বীক্ব তাফসীর ইবনে কাছীর, ১১তম খণ্ড, পৃঃ ৩১৩ এবং ৮ম খণ্ড, ১৬৪-১৬৫)*।

প্রশ্নঃ (২৪/২৪)ঃ তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের জন্য ঘুম থেকে উঠে কোন দো'আ পড়তে হবে কি?

- তরীকুল ইসলাম
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করার জন্য ঘুম থেকে উঠে আসমানের দিকে তাকিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা আলে ইমরানের শেষ রুকু অথবা শেষ রুকুর প্রথম ৫ আয়াত পড়তেন' *(বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, মিশকাত হা/১১৯৫, ১২০৯; সনদ ছহীহ 'রাতের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৫/২৫)ঃ সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াত দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

- আশরাফ
উমরপুর সিটি, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ আয়াতটির অর্থঃ 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র, আল্লাহ্‌র রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যকার আমীরের আনুগত্য কর। যদি কোন ব্যাপারে তোমরা ঝগড়া কর তাহ'লে আল্লাহ ও তার রাসূলের (ফায়ছালার) দিকে বিষয়টি ফিরিয়ে দাও' *(নিসা ৫৯)*। তাবেঈ বিদ্বান হাসান বাছরী, আতা, মুজাহিদ, আবুল আলিয়াহ প্রমুখ বলেন, ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী দ্বীনদার মুত্তাক্বী নেতাই উলুল আমর-এর অন্তর্ভুক্ত। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, আয়াতের প্রকাশ্য অর্থে বুঝা যায় যে, শাসক ও আলেম সম্প্রদায় (যাদের হুকুম জনগণ মেনে চলেন) তাঁরা সবাই 'উলুল আমর'-এর অন্তর্ভুক্ত *(তাহক্বীক্ব তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ১৩৬)*। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, শারঈ নেতৃত্ব সম্পন্ন সকল শাসক, বিচারপতি ও নেতৃত্বে আসীন ব্যক্তিকেই উলুল আমর বা আমীর বলা হয়, তাগূতী নেতৃত্বকে নয় *(তাফসীরে ফৎহুল ক্বাদীর, ১/৪৮১-৮২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৬/২৬)ঃ দাড়ি রাখা ফরয না সুন্নাত? বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আহমাদ
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ দাড়ি রাখা একটি গুরুতপূর্ণ সুন্নাত। অবশ্য হাদীছের বাক্যগুলির প্রতি লক্ষ্য করলে এটিকে ফরযের কাছাকাছি ধরা যায়। কারণ বাক্যগুলি সব আদেশসূচক। তাছাড়া এটি সকল নবী-রাসূলের জন্য সুন্নাত ছিল। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'দশটি বিষয় হ'ল স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত যা সকল নবীর বৈশিষ্ট্য। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দাড়ি লম্বা করা' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫০)*। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা দাড়ি ও গোঁফের ব্যাপারে মুশরিক ও কাফেরদের বিরোধিতা কর'। অর্থাৎ 'তোমরা দাড়ি বাড়াও এবং গোঁফ খাট কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২২৪)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা গোঁফ খাট কর এবং দাড়ি লম্বা কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২২৪)*। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গোঁফ খাট করা এবং দাড়ি লম্বা করার আদেশ করেছেন *(আবুদাঊদ হা/৪১৯৮)*। উক্ত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, দাড়ি বাড়ানো রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশ। আর এ আদেশের মূল রহস্য কাফির-মুশরিকদের বিরোধিতা করা। দাড়ি চেঁছে ফেললে কিংবা খাট করলে যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদেশের বিরোধিতা করা হয় তেমন কাফের-মুশরিকদেরও অনুসরণ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হজ্জ কিংবা ওমরা সমাপ্ত করে চুল কাটার সময় দাড়িকেও মুষ্টিবদ্ধ করে অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলেছিলেন *(বুখারী হা/৫৮৯২)*। এটা ছিল তার ব্যক্তিগত আমল। অন্যান্য ছাহাবী এরূপ করতেন মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া নবী করীম (ছাঃ) স্বীয় দাড়ি প্রস্থ এবং দৈর্ঘ হ'তে ছেটে ফেলতেন মর্মে

তিরমিযী বর্ণিত হাদীছটি জাল' *(তিরমিযী হা/২৭৬২; মিশকাত হা/৪২৪১)*।

প্রশ্নঃ (২৭/২৭)ঃ স্ত্রীর নামের সাথে স্বামীর নাম সংযোজন করা যাবে কি?

- মুহাম্মাদ মুহসিন আকন্দ
১৩৮ মাজেদ সরকার রোড, ঢাকা।

উত্তরঃ স্ত্রীর নামের সাথে স্বামীর নাম সংযোজন করে পরিচয় প্রদান করাতে শারঈ কোন বাধা নেই। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদের স্ত্রী যায়নাব হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'হে মহিলাগণ! তোমরা ছাদাক্বা কর যদিও তোমাদের গহনা হয়'...। অতঃপর বেলাল (রাঃ) দু'জনকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসল এবং তাঁকে কিছু জিজ্ঞেস করল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, এরা দু'জন কারা? বেলাল (রাঃ) বললেন, আনসারী একজন মহিলা এবং যায়নাব। তিনি বললেন, কোন্ যায়নাব? বেলাল (রাঃ) বললেন, আব্দুল্লাহর স্ত্রী যায়নাব *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৩৪ 'উত্তম ছাদাক্বা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৮/২৮)ঃ 'সুপারি' খাওয়া কি হারাম? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ এনামুল হক
শঠিবাড়ী, মিঠাপুকুর, রংপুর।

উত্তরঃ সুপারি হারাম হওয়ার স্পষ্ট কোন প্রমাণ নেই। তবে সুপারিকে জাগ দিয়ে পচানোর পর যদি তাতে মাদকতা আসে তাহ'লে তা খাওয়া হারাম হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক নেশাদার বস্তুতেই মাদকতা রয়েছে এবং প্রত্যেক মাদকতাই হারাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮)*।

প্রশ্নঃ (২৯/২৯)ঃ জনৈক আলেম বলেন, একটা দাড়ির সাথে ৭০ হাযার ফেরেশতা থাকে। একথা কি ঠিক? দাড়ি রাখার নিয়ম কখন থেকে চালু হয়?

- সিরাজুল ইসলাম
ইউসিবিএল, ঢাকা।

উত্তরঃ দাড়ি রাখা সকল নবীর সুন্নাত ছিল *(মুসলিম, শরহে নববী ১/১২৮ 'সুন্নাত' অনুচ্ছেদ)*। তবে একটি দাড়ির সাথে ৭০ হাযার ফেরেশতা থাকে এ কথার কোন ভিত্তি নেই।

প্রশ্নঃ (৩০/৩০)ঃ ছালাতে ইমাম ডানে সালাম ফিরানোর পর 'মাসবূক্ব' তার অবশিষ্ট ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়াতে পারবে কি?

- মুহাম্মাদ মুহসিন শেখ
চরপাড়া, নেবুদিয়া, খুলনা।

উত্তরঃ ইমাম ডানে সালাম ফিরালে মাসবূক্ব তার অবশিষ্ট ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়াতে পারবে। কারণ একটি সালামের মাধ্যমেও ছালাত সমাপ্ত হয়। সালামা ইবনু আকওয়া (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এক সালামে ছালাত সমাপ্ত করতে দেখেছি *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৯২০)*। মির'আতুল মাফাতীহ গ্রন্থকার বলেন, ছালাতে দুই সালাম হ'ল জায়েয। এক সালাম হ'ল রুকন, যেটা ব্যতীত ছালাত শুদ্ধ হয় না। আর দ্বিতীয়টি হ'ল সুন্নাত *(মির'আতুল মাফাতীহ ৩/২৯৯)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩১)ঃ মহিলাদের ঋতু কখন থেকে শুরু হয়েছে?

- প্রধান শিক্ষক
একডালা উচ্চবিদ্যালয়
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মহিলাদের হায়েয বা ঋতুস্রাব মা হাওয়া (আঃ) থেকেই শুরু হয়েছে। ইমাম হাকেম ও ইবনুল মুনযির ছহীহ সনদে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, জান্নাত থেকে পৃথিবীতে অবতরণের পর হাওয়া (আঃ)-এর ঋতুস্রাব শুরু হয়েছিল *(ফাৎহুল বারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭৭, 'ঋতু প্রথম কীভাবে শুরু হয়েছিল' অনুচ্ছেদ, 'ঋতু' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩২)ঃ ইমাম যদি ক্বিরাআতে বারবার ভুল করেন এবং অন্য সূরা পড়ে ছালাত শেষ করেন তাহ'লে সহো সিজদা দিতে হবে কি?

- মুহাম্মাদ আব্দুল বারিক
১২০/এ সেগুন বাগিচা, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত কারণে সহো সিজদা দিতে হবে না। কারণ ক্বিরাআতে ভুল হ'লে সহো সিজদা দেওয়ার বিধান পাওয়া যায় না। বারবার লুকমা দেওয়া সত্ত্বেও ক্বিরাআত ঠিক করতে না পারলে সেক্ষেত্রে প্রয়োজনে অন্য সূরা পড়ে ছালাত শেষ করা যাবে। এতে শারঈ কোন বাধা নেই *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৮৬২)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৩)ঃ হরতাল ডেকে রাস্তাঘাট বন্ধ করে মানুষের জীবন-যাপনে বিঘ্ন ঘটানো কি জায়েয?

- মুহাম্মাদ ইসরাঈল
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ হরতাল ডেকে রাস্তাঘাট বন্ধ করা জায়েয নয়। কারণ এতে মানুষের চলাচলে যেমন বিঘ্ন ঘটে তেমন দেশও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রকৃত দ্বীন হ'ল কল্যাণ কামনা করা। আল্লাহ্র জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য' *(বুখারী, মুসলিম হা/১৯৬)*। আল্লাহ্র জন্য কল্যাণ কামনা হচ্ছে তাঁকে এক বলে স্বীকার করা, তাঁর সাথে শরীক না করা এবং একনিষ্ঠভাবে তার ইবাদত করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য কল্যাণ কামনা করা হচ্ছে, তাঁকে আল্লাহ্র নবী এবং তাঁর বান্দা বলে স্বীকার করা, একমাত্র তাঁরই অনুসরণ করা এবং তাঁরই পদ্ধতিতেই ইবাদত করা। নেতৃবৃন্দের কল্যাণ কামনা করা হচ্ছে, তাঁদের বিরোধিতা না করা, ভুলের সংশোধন করা ও সুপরামর্শ দেয়া। আর সাধারণ মুসলিমের কল্যাণ কামনা হচ্ছে তাদের প্রতি

অন্যায়-অবিচার না করা। তাদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করা। আর হরতাল হ'ল জনগণের কল্যাণের বিরোধী কর্ম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, রাস্তা হ'তে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো ঈমানের অংশ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫)*। সুতরাং কোন মুমিন রাস্তাঘাট বন্ধ করে জনগণকে কষ্ট দিতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এক ব্যক্তি রাস্তায় পতিত একটি গাছের ডালের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বলল, অবশ্যই আমি এ ডাল রাস্তা হ'তে সরিয়ে ফেলব। যাতে এটা তাদের কষ্ট না দেয়। অতঃপর সে সেটা সরিয়ে ফেলল। ফলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হ'ল' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮০৯)*। সুতরাং হরতাল ডেকে জনগণকে কষ্ট দেওয়া জায়েয নয়।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৪)ঃ জনৈক অফিসার বললেন, যে কোন একটি ইসলামী সংগঠন করলেই হ'ল। এজন্য কোন শর্ত নেই। একথা কি ঠিক?

- লিয়াকত
সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত কথা ঠিক নয়। কারণ পূর্বযুগ থেকেই ইসলামের নামে অনেক ভ্রান্ত দল বা সংগঠন রয়েছে। পক্ষান্তরে কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশ হ'ল সঠিক পথে চলা। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যার কারণে যেকোন ছালাতের মধ্যেই সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আল্লাহ্র কাছে সঠিক পথ প্রার্থনা করতে হয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), তাঁর ছাহাবীগণ যে পথের উপরে ছিলেন কেবল সেই জান্নাতের পথেই চলতে হবে, সব দলে নয় *(আবুদাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৬৫; বিস্তারিত দ্রঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন' বই)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৫)ঃ 'যে ব্যক্তি নিজেকে চিনেছে, সে তার প্রভুকে চিনতে সক্ষম হয়েছে'। হাদীছটি কি ছহীহ?

- ইমামুদ্দীন
আখিলা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত কথাটি সমাজে প্রচলিত থাকলেও এর কোন ভিত্তি নেই *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৬)ঃ 'আমার ছাহাবীগণ নক্ষত্রের ন্যায়, তোমরা তাদের যে কোন একজনের অনুসরণ করলে সঠিক পথ প্রাপ্ত হবে'। হাদীছটি কি ছহীহ?

- শহীদুল ইসলাম
ভায়া লক্ষ্মীপুর মাদরাসা
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছটি জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৮; মিশকাত হা/৬০০৯)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৭)ঃ জানাযার ছালাতের পূর্বে বৃষ্টি নামলে মসজিদের ভিতরে জানাযার ছালাত আদায় করা যাবে কি?

- সইবুর রহমান
দেবীপুর, তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রয়োজনে জানাযার ছালাত মসজিদেও পড়া যায়। সুহায়েল ইবনু বায়যা (রাঃ)-এর জানাযা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদের মধ্যে পড়েছিলেন। আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর জানাযাও মসজিদের মধ্যে পড়া হয়েছিল *(বায়হাক্বী ৪/৫২; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১২১-১২২)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩৮)ঃ হজ্জ করতে গিয়ে সেখান থেকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে কিছু আনা যাবে কি?

- আব্দুর রহমান
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ হজ্জ করতে গিয়ে সেখান থেকে বৈধ পন্থায় ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে মালামাল নিয়ে আসাতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ হজ্জ পালনকালেও মালামাল ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের উপর কোন গোনাহ নেই স্বীয় প্রতিপালকের অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে' *(বাক্বারাহ ১৯৮)*। অনুগ্রহ বলতে এখানে ক্রয়-বিক্রয়কে বুঝানো হয়েছে। তবে হজ্জের সময় ব্যবসা যেন মূল উদ্দেশ্য না হয় *(দ্রষ্টব্য জুন '৯৯ প্রশ্নোত্তর নং ১/১২৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩৯)ঃ নিকটতম আত্মীয়দের দান করার দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আব্দুল্লাহ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা নিকটাত্মীয়কে দান ও অনুগ্রহ করতে বলেছেন *(বাক্বারাহ ৮৩, ১৭৭)*। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছাহাবী আবু ত্বালহাকে তার মূল্যবান খেজুর বাগানটিকে তার নিকটাত্মীয়দের মধ্যে দান করে দেওয়ার নির্দেশ দেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৪৫, 'যাকাত' অধ্যায়, 'শ্রেষ্ঠ ছাদাক্বা' অনুচ্ছেদ)*। এমনকি নিকটতম আত্মীয়কে দান করার মাধ্যমে দ্বিগুণ ছওয়াব পাবার কথা হাদীছে এসেছে। তার একটি হ'ল আত্মীয়তার হক আদায়ের নেকী। অন্যটি হ'ল ছাদাক্বা দেওয়ার নেকী' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৩৪ 'শ্রেষ্ঠ ছাদাক্বা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৪০)ঃ إِخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ– 'আলেমদের মতভেদ এই উম্মতের প্রতি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে রহমত স্বরূপ'। উক্ত কথার সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাই।

- আবুল কালাম
কুন্দপাড়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উক্ত কথাটির ছহীহ কোন ভিত্তি নেই। ইমাম মালেক (রহঃ)-এর বক্তব্য হিসাবে উল্লেখ করা হ'লেও কথাটি অসত্য। আল্লামা সুয়ূত্বী ও মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) উক্ত বক্তব্য জাল হাদীছের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন *(কাশফুল খাফা ১/৭৫-৭৬ পৃঃ, হা/১৫৩-এর আলোচনা দ্রঃ)*।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১১তম বর্ষ ২য় সংখ্যা
নভেম্বর ২০০৭

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৪১)ঃ মুসাফির অবস্থায় ছিয়াম রাখা যাবে কি?

-আরীফুর রহমান
সাতনালা জ্যোতি, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মুসাফির অবস্থায় ছিয়াম রাখা বা না রাখা ইচ্ছাধীন বিষয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে' *(বাক্বারাহ ১৮৫)*। তবে মুসাফির অবস্থায় যদি কষ্টকর না হয়, তাহ'লে ছিয়াম রাখা ভাল। আর যদি কষ্টকর হয় তাহ'লে না রাখা ভাল। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মুসাফির অবস্থায় যদি ছিয়াম রাখতে সামর্থ্য হয় তাহ'লে তার জন্য ছিয়াম রাখা ভাল হবে। আর যদি দুর্বল মনে করে তাহ'লে তার জন্য ছেড়ে দেওয়াই ভাল' *(মুসলিম হা/২৬১৮)*।

প্রশ্নঃ (২/৪২)ঃ জুম'আর দিনে বা রাতে কেউ মারা গেলে তার কবরের শাস্তি মাফ করা হবে কি?

-রুবি
হাকিমপুর বাজার
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে বা রাতে মারা যাবে আল্লাহ তাকে কবরের শাস্তি থেকে মুক্তি দিবেন' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩৬৭, সনদ হাসান)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেহেতু সাধারণভাবে উল্লেখ করেছেন সেহেতু আল্লাহ তা'আলা এ দিনের বরকতে মুমিন ব্যক্তিদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমা করে দিবেন *(মির'আতুল মাফাতীহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪৪০)*।

প্রশ্নঃ (৩/৪৩)ঃ মুসাফির অবস্থায় শুধু ফরয ছালাত পড়তে হবে, নাকি সুন্নাত, নফল সবই পড়তে হবে?

-রাশেদুল ইসলাম
উত্তর আশকুর নামাপাড়া
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ মুসাফির অবস্থায় শুধু ফরয ছালাত আদায় করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সফর অবস্থায় ছালাত ক্বছর করতেন। ইয়ালা ইবনু উমাইয়া (রাঃ) বলেন, আমি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-কে বললাম, (ব্যাপার কি) আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কাফেররা তোমাদেরকে বিপদে ফেলবে মর্মে যদি ভয় কর তাহ'লে তোমরা ক্বছর করতে পার' *(নিসা ১০১)*। এখন তো মানুষ সম্পূর্ণ নিরাপদ। (তথাপি আমরা ক্বছর করি কেন?) ওমর (রাঃ) বললেন, আপনি যেরূপ আশ্চর্যবোধ করছেন আমিও আপনার ন্যায় আশ্চর্যবোধ করতাম। একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এটা জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, এটি একটি দান, যা আল্লাহ তোমাদের প্রতি করেছেন। সুতরাং তোমরা তার দান গ্রহণ করো' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৩৫)*।

সফর অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুন্নাত বা নফল পড়তেন না। হাফছ ইবনু আছেম হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মক্কার পথে ইবনু ওমরের সহচর ছিলাম। একদা তিনি যোহরের ছালাত দুই রাক'আত পড়লেন। অতঃপর নিজের আবাসে আসলেন। দেখলেন কতক লোক দাঁড়িয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তারা কী করছে? আমি বললাম, তারা নফল পড়ছে। তিনি বললেন, যদি সফরে নফল পড়তে পারতাম তাহ'লে ফরযকে পূর্ণ করতাম। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সহচর ছিলাম, দেখেছি তিনি সফরে দুই রাক'আতের অধিক কিছু পড়েননি। আবুবকর, ওমর এবং ওছমান (রাঃ)-এরও আমি সহচর ছিলাম, তাঁরা সফরে দুই রাক'আতের অধিক কিছু পড়েননি *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৩৮)*। উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সফরে বিতর ও ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ছাড়তেন না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৪০; মুসলিম, হা/১৫৬১ 'ছুটে যাওয়া ছালাত পূরণ করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৪/৪৪)ঃ জামা-প্যান্ট গুটিয়ে নিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-রাহীদুল ইসলাম
গাকুন্দা, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরার নিষেধাজ্ঞা শুধু ছালাতের জন্য নয়; বরং সর্বাবস্থায় টাখনুর নীচে কাপড় পরিধান করা নিষিদ্ধ। এটি গর্হিত অপরাধ। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'টাখনুর নীচে কাপড় দ্বারা যে অংশ ঢেকে যাবে উহা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১৪)*। অন্যত্র এসেছে, যে ব্যক্তি টাখনুর নীচে কাপড় পরবে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে তাকাবেন না *(আবুদাউদ, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৩৩২)*। অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ)

বলেন, 'যে ব্যক্তি ছালাতের মধ্যে টাখনুর নীচে কাপড় পরে সে হালালের মধ্যে আছে না হারামের মধ্যে আছে তাতে আল্লাহ্‌র যায় আসে না' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৬৩৭, সনদ ছহীহ, আওনুল মা'বূদ ২/৩৪০)*। অনুরূপ জামা বা জামার হাতা গুটিয়ে ছালাত পড়া উচিত নয়; বরং স্বাভাবিক রাখতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৮৭)*।

প্রশ্নঃ (৫/৪৫)ঃ আব্দুল ক্বাদের জীলানী (রহঃ) এক ওযূতে ৪০ দিন পর্যন্ত ছালাত আদায় করেছেন। তিনি মায়ের পেটে থাকতেই ১৮ পারা কুরআন মুখস্থ করেছিলেন। একথাগুলি কি সত্য?

-আবুল হোসাইন মিয়া
কেন্দুয়াপাড়া, কাঞ্চন
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত কথাগুলি সম্পূর্ণ বানাওয়াট ও ভিত্তিহীন। এগুলো আব্দুল ক্বাদের জীলানীর উপর অপবাদ দেওয়ার শামিল। এর সত্যতার ব্যাপারে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ ধরনের অসংখ্য মিথ্যা কথা তাঁর নামে ছড়ানো হয়েছে। উল্লেখ্য, মানুষের ঘুম এবং পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন আছে। একজন মানুষ ৪০ দিন পর্যন্ত ঘুম এবং পেশাব-পায়খানা ছাড়া থাকতে পারে না। সেকারণ এক ওযূতে ৪০দিন ছালাত আদায়ের বিষয়টি যে স্রেফ কাল্পনিক ও মিথ্যাচার তা বলার অপেক্ষা রাখে না। অনুরূপভাবে মায়ের গর্ভে ১৮ পারা কুরআন মুখস্থ করার ঘটনাও মিথ্যা। এ ধরনের প্রচারণা থেকে বিরত থাকা অত্যাবশ্যক।

প্রশ্নঃ (৬/৪৬)ঃ একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যোহর বা আছরের ছালাত ভুলে ৪ রাক'আতের স্থলে ৫ রাক'আত পড়ে ফেলেন। ছালাত শেষে যখন তিনি জানতে পারেন, তখন সিজদায়ে সহোর মাধ্যমে সংশোধন করেন। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে, এমতাবস্থায় ৪র্থ রাক'আতে না বসলে ছালাত শুদ্ধ হবে না (নায়লুল আওত্বার ২/১১৬)। সঠিক সিদ্ধান্ত জানিয়ে বাধিত করবেন?

-এইচ.এম. হাবীবুল্লাহ
আল-কাছেম, বাহরাইন।

উত্তরঃ ছালাতে ভুল হ'লে সিজদায়ে সহোর মাধ্যমে ছালাত সংশোধন করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যোহরের ছালাত ৫ রাক'আত আদায় করলে তাকে বলা হ'ল ছালাতের রাক'আত কি বেশী করা হয়েছে? তিনি বললেন, কী হ'ল! তারা বললেন, আপনি ৫ রাক'আত পড়েছেন। অতঃপর তিনি সালামের পরে দু'টি সিজদা করলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০১৬)*। ইমাম আবু হানীফা এবং সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ)-এর মত হ'ল, ৪র্থ রাক'আতে বৈঠককে বসা ফরয এবং না বসলে ছালাত হবে না। এ ধারণার কোন ভিত্তি নেই; বরং ছহীহ হাদীছের বিরোধী। উল্লেখ্য, সহো সিজদার পরে পুনরায় সালাম ফেরাতে হবে। *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১৪/৭৫)*।

প্রশ্নঃ (৭/৪৭)ঃ মুসলিম ব্যক্তি হিন্দুর বাড়িতে কাজের বিনিময়ে মজুরি নিতে এবং খাওয়া দাওয়া করতে পারে কি? তাদের মন্দির মেরামত করে দিলে পাপ হবে কি?

-নূরুল ইসলাম
ঝাগুড়পাড়া, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ হিন্দুর বাড়িতে কাজের বিনিময়ে মজুরি নেওয়া এবং সাধারণ খাদ্য গ্রহণ করা যাবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৮৪)*। তবে হিন্দুর যবেহকৃত কোন পশুর গোশত খাওয়া যাবে না *(মায়েদাহ ৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ইহুদীর বাড়িতে খেয়েছিলেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৯৩১)*। হিন্দুদের মন্দির নির্মাণে সহযোগিতা করা যাবে না। কেননা এর দ্বারা শিরকের কাজে সহযোগিতা করা হবে, যা আল্লাহ তা'আলা নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্নঃ (৮/৪৮)ঃ অমুসলিম ব্যক্তির সঙ্গে সালাম-মুছাফাহর নিয়ম জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রাসেল
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ অমুসলিম ব্যক্তি স্পষ্টভাবে 'আস-সালামু আলাইকুম' (السلام عليكم) বলে সালাম দিলে 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' (وعليكم السلام) বলে উত্তর দেওয়া যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যখন তোমাদেরকে সালাম প্রদান করা হবে তখন তোমরা তার চেয়ে উত্তম জওয়াব দাও অথবা অনুরূপ জওয়াব প্রদান কর' *(নিসা ৮৬)*। ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, উত্তরে 'তার চেয়ে উত্তম বলো' মুসলমানদের জন্য এবং 'হুবহু তা ফিরিয়ে দাও' যিম্মীদের জন্য প্রযোজ্য *(তাহক্বীক্ব ইবনে কাছীর ৪/১৮৫)*।

তবে তারা যদি অস্পষ্টভাবে সালাম দেয় এবং 'আস-সালামু' (السلام) না বলে 'আস-সামু (السام) বলে অথবা যদি স্পষ্টভাবে 'আস-সামু আলাইকুম (السام عليكم) বলে তাহ'লে শুধু 'ওয়াআলাইকা' (وعليك) বা 'ওয়া আলাইকুম' (وعليكم) বলে উত্তর দিবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৭)*।

উল্লেখ্য যে, অমুসলিম ব্যক্তিকে প্রথমে সালাম দেওয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ইহুদী-নাছারাদেরকে প্রথমে সালাম দিয়ো না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬৩৫)*।

অমুসলিমদের সাথে মুসাফাহ করা যেতে পারে। তবে নিজ থেকে আগে মুসাফাহর জন্য হাত বাড়ানো যাবে না *(ফাতাওয়া উছায়মীন, ৩/৩৭)*।

প্রশ্নঃ (৯/৪৯)ঃ ঈদগাহকে বিভিন্ন রঙিন কাগজ দ্বারা সজ্জিত করা যাবে কি? কুরবানীর পশু কেনার পর অসুখ হ'লে সেটি বিক্রি করে ভাল পশু ক্রয় করা যাবে কি?

-জা'ফর ইকরাম
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ বর্তমানে বিভিন্ন ঈদগাহে যেভাবে সুদৃশ্য গেইট নির্মাণ করে ও রঙিন কাগজ ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়ে থাকে, তা শরী'আত সম্মত নয়। কারণ ইদগাহ হ'ল ইবাদতের স্থান। ইবাদতের স্থানে সাজ-সজ্জা করা যাবে না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মসজিদ সমূহকে চাকচিক্যময় করে নির্মাণ করার জন্য আমি আদিষ্ট হইনি'। অতঃপর ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, (কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে,) তোমরা উহাকে (বিভিন্নভাবে) চাকচিক্যময় করবে, যেভাবে ইহুদী-খৃষ্টানরা করেছে' *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ মিশকাত হা/৭১৮ 'মসজিদ সমূহ ও ছালাতের স্থান সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। তবে মসজিদকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর নির্দেশ রয়েছে *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭১৭, ঐ)*। অতএব ঈদগাহ ছালাতের স্থান হিসাবে তাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। তবে বিশেষ কোন সাজ-সজ্জা নয়।

কুরবানীর পশুর অসুখ হ'লে সেটি বিক্রি করে ভাল পশু কিনে কুরবানী করতে শরী'আতে কোন বাধা নেই।

প্রশ্নঃ (১০/৫০)ঃ জনৈক ব্যক্তি পাঁচ-সাত বছর ধরে কোন ছালাত আদায় করে না। এমনকি ঈদের ছালাতও পড়ে না। ছোট-খাট একটা মুদি দোকানে দিন-রাত শুধু টেলিভিশন, সি.ডি দেখে সময় কাটায়। ছালাতের কথা বললে কিছুই বলে না। এমতাবস্থায় তার দোকান থেকে কেনাকাটা ক্রয় করা যাবে কি? তার ব্যাপারে ছালাতের জন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া যাবে কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-এফ.এম. নাছরুল্লাহ হায়দার
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় সর্বাগ্রে তাকে নছীহত করতে হবে এবং দ্বীনের দাওয়াত দিতে হবে। অতঃপর ফিরে না আসলে উক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে সামাজিকভাবে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হবে তখন তোমরা তাদেরকে ছালাতের আদেশ দাও। আর যখন দশ বছর হবে তখন তাদেরকে বেত্রাঘাত কর এবং বিছানাপত্র আলাদা করে দাও' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৭২, সনদ ছহীহ)*। এত কিছুর পরও তার মধ্যে কোন পরিবর্তন না আসলে তাকে সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ৩)*। আর উক্ত দোকানের পার্শ্বে যদি কোন দ্বীনদার ব্যক্তির দোকান থাকে তাহ'লে সে দোকান থেকে খরিদ করাই উত্তম হবে।

প্রশ্নঃ (১১/৫১)ঃ ইয়াওমু আরাফার ছিয়ামের ফযীলত কী? চন্দ্র মাসের কত তারিখে উক্ত ছিয়াম রাখতে হয়? এটা আমাদের দেশের চাঁদের হিসাবে রাখতে হবে, না আরব দেশের চাঁদের হিসাবে রাখতে হবে?

-বদীউযযামান
তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ আরাফার দিন ছিয়াম পালন করলে একবছর পূর্বের এবং এক বছর পরের (ছগীরা) গুনাহ সমূহ মাফ করা হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪)*। উক্ত হাদীছে ছিয়াম পালনের জন্য যেমন কোন তারিখ উল্লেখ করা হয়নি, তেমন দেশ অনুপাতে চাঁদ দেখারও হিসাব করা হয়নি। বরং বলা হয়েছে 'আরাফার দিন' ছিয়াম রাখতে। কাজেই আমাদেরকে মক্কা শরীফের হিসাবে আরাফার দিনে ছিয়াম পালন করতে হবে।

প্রশ্নঃ (১২/৫২)ঃ বিদেশী ষাঁড়ের শুক্রবীজ সংগ্রহ করে গাভী প্রজনন ঘটানো বৈধ হবে কি?

-ঠিকানা বিহীন।

উত্তরঃ গৃহপালিত প্রাণীসহ পৃথিবীর সকল প্রাণী আল্লাহ তা'আলা মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। অনুরূপ গাভীও একটি বড় কল্যাণকর পশু। কাজেই গবাদী পশুর উন্নয়নের লক্ষ্যে যে কোন উন্নতমানের প্রজনন পদ্ধতি গ্রহণ করা যায়। স্মর্তব্য হ'ল, শরী'আতের বিধিবিধান মেনে চলার আদেশ শুধুমাত্র মানুষ ও জিনের উপর ন্যস্ত। পশুর উপর নয় *(দ্রঃ আত-তাহরীক জানু/২০০১, প্রশ্নোত্তর ১৩/১১৮)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৫৩)ঃ মহিলারা জানাযার ছালাতে এবং কবরে মাটি দেওয়ার কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে কি?

-আব্দুর রশীদ সরকার
বেলচাম্পক, ছোট পাঁজরভাঙ্গা
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ মহিলারা পর্দা বজায় রেখে জানাযার ছালাতে শরীক হ'তে পারে। আয়েশা (রাঃ) ও অন্যান্য উম্মাহাতুল মুমিনীন মসজিদে নববীর মধ্যে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর লাশ আনিয়ে নিজেরা জানাযা পড়েছিলেন *(মুসলিম হা/৯৭৩, মিশকাত হা/১৬৫৬)*। মহিলারা একাকী বা জামা'আত সহকারে জানাযা পড়তে পারেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৮২)*। তবে মহিলাদের কবরে মাটি দেওয়ার ব্যাপারে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (১৪/৫৪)ঃ একই সময়ে বেশ কয়েকটি মসজিদের আযান শুনা যায়। এমতাবস্থায় সব আযানের উত্তর দিতে হবে, নাকি একটি আযানের উত্তর দিতে হবে?

-মুস্তাফীযুর রহমান
শামসুন বই ঘর
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ মসজিদের আযানের জওয়াব প্রদান করবে। তবে অন্যান্য মসজিদের আযানের জওয়াব দেওয়া ইচ্ছাধীন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমরা আযান শুনবে তখন তোমরা তাই বল যা মুওয়াযযিন বলে' *(বুখারী হা/৬১১, 'আযান' অধ্যায়)*। উক্ত হাদীছে 'মুওয়াযযিন' শব্দটি ব্যাপক হওয়ার কারণে ১ম আযানের জওয়াবের পর অন্যান্য আযানেরও জওয়াব দিতে পারে *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১২তম খণ্ড, পৃঃ ১৯৩)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৫৫)ঃ জ্বর আসলে ভাল্লুকের লোম ব্যবহার করলে নাকি জ্বর ভাল হয়ে যায়। প্রশ্ন হ'ল- ভাল্লুকের লোম ব্যবহার করা যাবে কি?

-দুলালী বেগম
শাখারী পাড়া, ছাতার ভাগ
নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তরঃ ভাল্লুকের লোম ব্যবহার করা যাবে না। কেননা তা'বীয বা অনুরূপ কোন কিছু রোগ মুক্তির জন্য শরীরে লটকানো বা বাঁধা যাবে না। ঈসা ইবনু হামযাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা আমি আব্দুল্লাহ ইবনু উকাইমের নিকট গেলাম। তখন তাঁর শরীরে লাল ফোসকা পড়ে আছে। আমি বললাম, আপনি তা'বীয ব্যবহার করবেন না? উত্তরে তিনি বলেন, উহা হ'তে আল্লাহ্র কাছে পানাহ চাই। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এর কোন কিছু ব্যবহার করে, তাকে উহার প্রতি সোপর্দ করে দেওয়া হবে' *(তিরমিযী হা/২০০৫; মিশকাত হা/৪৫৫৬)*। অন্য হাদীছে এসেছে, 'যে ব্যক্তি তা'বীয লটকালো সে শিরক করল' *(আহমাদ, হাকেম, ছহীহুল জামে' হা/৬৩৯৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯২)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৫৬)ঃ পবিত্র কুরআন বাংলা ভাষায় উচ্চারণ করে পড়া যাবে কি?

-মুহাম্মাদ আবুল কালাম
লাউবাড়িয়া, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন বাংলা ভাষায় উচ্চারণ করে পড়া যাবে না। কারণ তাতে পুরোপুরি শুদ্ধ হয় না। আরবী হরফের মধ্যে অনেক হরফের মাখরাজ বাংলা ভাষায় লিখা সম্ভব নয়। সেকারণ আরবী শিখে কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১১২)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৫৭)ঃ যেনা কত প্রকার ও কি কি? জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-কামরুযযামান
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, যেনা বিভিন্ন প্রকারের। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানের জন্য তার ব্যভিচারের অংশ নির্ধারিত করে রেখেছেন, সে তা করবে, চোখের যেনা দেখা, জিহ্বার যেনা কথা বলা আর মনের যেনা আকাঙ্ক্ষা করা এবং গুপ্তাঙ্গ উহাকে সত্য অথবা মিথ্যা সাব্যস্ত করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৬)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৫৮)ঃ মহিলারা যদি তারাবীহর ছালাতে ইমামতি করে তাহ'লে সরবে ক্বিরাআত পড়তে পারবে কি?

-মাসউদুর রহমান
নীচা বাজার, নাটোর।

উত্তরঃ মহিলারা তারাবীহর ছালাতে ইমামতি করলে সরবে ক্বিরাআত পড়তে পারবে। কারণ পুরুষ ও মহিলাদের ছালাতের মধ্যে পদ্ধতিগত কোন পার্থক্য নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈকা মহিলাকে তার পরিবারের ইমামতি করার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন *(আবুদাঊদ, দারাকুৎনী, ইরওয়া হা/৪৯৩, ২/২৫৫ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৫৯)ঃ অনেকে বলে, অমুক ব্যক্তি ভাল চিকিৎসার অভাবে মারা গেল। অভিজ্ঞ ডাক্তার দেখালে বেঁচে থাকত। এরূপ বলা কি ঠিক?

-রবীউল ইসলাম
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ এরূপ বলা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'প্রত্যেক উম্মতের নির্ধারিত সময় রয়েছে। যখন তা এসে যাবে তখন তারা একমুহূর্ত আগেও আসতে পারবে না, একমুহূর্ত পিছনেও যেতে পারবে না *(আ'রাফ ৩৪)*। সুতরাং এ ধরনের উক্তি থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

প্রশ্নঃ (২০/৬০)ঃ আমরা জানি যে, কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো বৈধ নয়। কিন্তু জনৈক শিক্ষক বললেন, শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করলে শৃঙ্খলা রক্ষার্থে দাঁড়ানো যায়। তাঁর কথার সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুল্লাহ আল-মানছূর
মির্জাপুর, টাংগাইল।

উত্তরঃ উক্ত শিক্ষকের বক্তব্য কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বিরোধী। মু'আবিয়া (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এতে আনন্দ পায় যে লোকজন তার সম্মানে দাঁড়িয়ে থাকুক, তবে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে

নির্ধারণ করে নেয়' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৯৯, 'ক্বিয়াম' অনুচ্ছেদ)*। এছাড়া সম্মানার্থে দাঁড়ানো বিরুদ্ধে অনেক হাদীছ রয়েছে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৯৮)*।

প্রশ্নঃ (২১/৬১)ঃ জন্মের সময় প্রত্যেক মানুষের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা হয় কি?

-মুছাব্বির
সৈয়দপুর, নীলফামারী।

উত্তরঃ জন্মের সময় প্রত্যেক মানুষের ভাগ্য লিপিবদ্ধ করা হয়। তবে তা ব্যাপকভাবে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের কারো সৃষ্টির ক্ষেত্রে তার মায়ের গর্ভে ৪০ দিন শুক্ররূপে রাখা হয়, অতঃপর ৪০ দিন রক্তপিণ্ড করে রাখা হয়, অতঃপর ৪০ দিন গোশত টুকরা করে রাখা হয়। তারপর আল্লাহ তা'আলা ৪টি কালেমাসহ ফেরেশতা পাঠান। অতঃপর সে তার আমল, মৃত্যু, জীবিকা এবং সে সৎ লোক না বদ লোক হবে তা লিপিবদ্ধ করেন। অতঃপর উহাতে রূহ প্রবেশ করানো হয়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮২)*। তবে মানুষের মূল তাক্বদীর আসমান-যমীন সৃষ্টির ৫০ হাযার বছর আগেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯)*।

প্রশ্নঃ (২২/৬২)ঃ জনৈক বক্তা বললেন, যদি কোন ব্যক্তি ইসলামী সম্মেলনে যোগদান করে এবং সম্মেলন শেষ হওয়ার আগে বাড়ী ফিরে যায় তাহ'লে তার প্রতি আল্লাহ্র গযব নাযিল হয়। তার এ বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আকরাম
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা প্রয়োজনে কেউ বক্তৃতার ময়দান থেকে উঠে যেতে পারে। এ বিষয়ে শরী'আতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে বৈঠকের আদব হ'ল- বৈঠক শেষ করা এবং বৈঠকে বসে আল্লাহ্র যিকির করা। অতঃপর বৈঠক শেষের দো'আ পড়ে বিদায় নেয়া। অন্যথা সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে *(আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৭২-৭৪)*। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে জুম'আর খুৎবা স্বতন্ত্র। কেননা জুম'আর খুৎবা শ্রবণ করা ওয়াজিব *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩০)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৬৩)ঃ বিক্রি বেশী হবে এ আশায় দোকানে টিভি রেখে মানুষকে অশ্লীল ছবি দেখানো জায়েয কি?

-রূহুল আমীন
নওগাঁ।

উত্তরঃ ইসলামে অশ্লীলতা হারাম। তাই উক্ত উদ্দেশ্যে দোকানে টিভি রেখে মানুষকে অশ্লীল ছবি দেখানো বড় পাপ করা এবং বড় পাপের সহযোগিতা করার শামিল। আল্লাহ তা'আলা পাপ কাজে সহযোগিতা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, 'তোমরা কল্যাণ ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ২)*। সুতরাং উক্ত কাজ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্নঃ (২৪/৬৪)ঃ আমাদের দোকানে ওযনে কম দেওয়া হয়। আমার আব্বা আমাকে দিয়ে এ কাজটি করিয়ে নিচ্ছেন। এই অসৎ নির্দেশ পালন করা কি ঠিক হচ্ছে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
রায়দৌলতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ ওযনে কম দেওয়া মহা পাপ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'দুর্ভোগ তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়। যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয় তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয় কিন্তু যখন লোকদেরকে মেপে দেয় তখন কম দেয়' *(মুত্বাফফিফীন ১-৩)*। এমতাবস্থায় পিতার নির্দেশ পালন করা ঠিক হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন পাপের কাজে আনুগত্য করা যাবে না, আনুগত্য করতে হবে শুধু ভাল কাজে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৬৫)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৬৫)ঃ কুরবানীর দিন দুপুর পর্যন্ত নাকি না খেয়ে থাকতে হয়? এর সত্যতা জানতে চাই।

-আবুল কালাম
ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

উত্তরঃ কুরবানীদাতার জন্য ঈদের দিন কুরবানীর গোশত খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত না খেয়ে থাকা সুন্নাত। এর নাম ছিয়াম নয়। বুরায়দা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎর-এর দিন না খেয়ে ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হ'তেন না। আর ঈদুল আযহার দিন ছালাত শেষ না করে খেতেন না' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ ও দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৪৪০, 'দুই ঈদের ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। কুরবানীর পশুর কলিজা দ্বারা খাওয়া সুন্নাত *(বায়হাক্বী, মির'আত ২/৩৩৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৬৬)ঃ মৃত ব্যক্তির রূহের মাগফেরাতের জন্য লোকজনের দ্বারা কবর যিয়ারত করে নিয়ে অতঃপর গরু যবাই করে খাওয়ানো যাবে কি?

-মামুন
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ নবী করীম (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈদের যুগে এ ধরনের প্রথার অস্তিত্ব ছিল না। উহা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০)*। তবে মৃত ব্যক্তির জন্য ছাদাক্বা করা যায়। মৃত ব্যক্তির জন্য সর্বোত্তম কাজ হ'ল তার জন্য ইস্তেগফার করা, দো'আ করা, ছাদাক্বা করা এবং তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩১০)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৬৭)ঃ শরী'আতে কোন প্রকার বাজনা জায়েয আছে কি?

-কামারুযযামান
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ গান-বাদ্য শরী'আতে হারাম। এর পরিণতিও অত্যন্ত ভয়াবহ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'একশ্রেণীর লোক আছে যারা আল্লাহ্র পথ হ'তে বিচ্যুত করার জন্য মূর্খতাবশতঃ অসার বাক্য সমূহ ক্রয় করে থাকে এবং আল্লাহ প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(লোকমান ৬)*। আলোচ্য আয়াতে উল্লিখিত 'লাহওয়াল হাদীছ' দ্বারা গান-বাদ্যকে বুঝানো হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্র কসম করে বলছি, এর অর্থ গান, গান, গান *(তাহক্বীক্ব তাফসীরে ইবনে কাছীর ১১/৪৬ পৃঃ; ইবনু হিব্বান, সনদ ছহীহ)*। ইমাম কুরতুবী বলেন, এই আয়াত সহ আরো দু'টি আয়াত (নাজম ৬১, বনী ইস্রাঈল ৬৪)-এর ভিত্তিতে বিদ্বানগণ গান-বাজনাকে নিষেধ করে থাকেন *(কুরতুবী ১৪/৫১ পৃঃ)*। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) গান-বাজনা শুনলে কানে আঙ্গুল প্রবেশ করিয়ে রাস্তা অতিক্রম করতেন *(আহমাদ, আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৮১১)*। তবে ইসলামী বিষয়ে উৎসাহিত করে এমন সব বাজনাবিহীন গান শোনা জায়েয আছে। অনুরূপভাবে জিহাদের ময়দানে মুজাহিদগণকে উদ্দীপিত করে তোলার জন্য জিহাদী কবিতা ও আখেরাতমুখী গান গাওয়া জায়েয আছে। খন্দকের যুদ্ধে খন্দক খোঁড়ার সময় ছাহাবীদের সাথে রাসূল (ছাঃ) নিজে কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন। অমনিভাবে যেকোন নেকীর কাজে উৎসাহিত করার জন্য শিরক ও বিদ'আতমুক্ত কবিতা পাঠ ও শোনা জায়েয। খ্যাতনামা কবি হাসসান বিন ছাবিত আনছারী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসসানের জন্য মসজিদে নববীতে একটি মিম্বর রাখতেন। যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি ইসলামের পক্ষে কবিতা সমূহ পাঠ করতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৮০৫ ও ৪৭৯৩, ৯২, 'বায়ান ও কবিতা' অনুচ্ছেদ)*।

এতদ্ব্যতীত দফ বা এক মুখো ঢোলের বাজনা জায়েয আছে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, (বিদায় হজ্জে) মিনায় অবস্থানকালে আবুবকর (রাঃ) তার নিকট উপস্থিত হ'লেন। তখন দুইটি নাবালিকা সেখানে গান গাচ্ছিল এবং 'দফ' বাজাচ্ছিল। অপর বর্ণনায় আছে, তারা গান গাচ্ছিল যা দ্বারা 'বু'আস' যুদ্ধে আনছারেরা গর্ব করেছিল। নবী করীম (ছাঃ) তখন শুয়ে নিজেকে কাপড়ে আবৃত করে রেখেছিল। এটা দেখে আবুবকর তাদেরকে ধমক দিলেন। এ সময় নবী করীম (ছাঃ) তাঁর চেহারা উম্মুক্ত করে বললেন, ওদের ছাড়, আবুবকর! ইহা ঈদের দিন। অপর বর্ননায় আছে, হে আবুবকর! প্রত্যেক জাতির একটি আনন্দ আছে, আর ইহা আমাদের আনন্দের দিন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৩২)*। তবে গান-বাদ্যকে ব্যবসায় পরিণত করা বা জাতিকে উহাতে অভ্যস্ত করার অনুমতি নেই।

উল্লেখ্য যে, বিয়ে ও ঈদের দিন 'দফ' নামক একমুখো ছোট ঢোল বাজানো জায়েয আছে- এই সূত্র ধরে এদেশের 'আউলিয়া' নামধারী কিছু মা'রেফতী ফক্বীর তাদের খানক্বায় বাদ্যসহযোগে 'যিকর' ও 'সামা' চালু করেছে। এটা নিঃসন্দেহে বিদ'আত। কেননা 'যিকর' হ'ল ইবাদত, যা অবশ্যই সুন্নাতী তরীকায় হ'তে হবে। তাছাড়া 'দফ' বাজানোর বিষয়টি ছিল একেবারে ছোট বাচ্চাদের জন্য। কাজেই দফ-এর উপর ভিত্তি করে প্রচলিত গান-বাদ্য কোনভাবেই জায়েয হ'তে পারে না। *(বিস্তারিত দ্রঃ আত-তাহরীক জুলাই '৯৯, দরসে কুরআন, 'বাদ্য-বাজনার বুদ্ধিবৃত্তির অপচয়')*।

প্রশ্নঃ (২৮/৬৮)ঃ অনেক বিবাহিত লোক বিদেশে চাকুরী করতে গিয়ে ৫/৬ বছর কাটিয়ে দেয়। স্ত্রী হ'তে এভাবে বিচ্ছিন্ন থাকার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান কী?

-আযীযুর রহমান
মন্দিপুর পূর্বপাড়া
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সম্মতিতে এভাবে বিচ্ছিন্ন থাকাতে শরী'আতে কোন বাধা নেই। যদি তারা তাদের ইযযত রক্ষা করে চলতে পারে।

প্রশ্নঃ (২৯/৬৯)ঃ একই রাক'আতে সূরা ফাতিহা পড়ার পর সূরা ইখলাছ পড়ে আবার অন্য সূরা পড়া যাবে কি?

-রফীকুল ইসলাম
ঠিকানা বিহীন।

উত্তরঃ একই রাক'আতে সূরা ফাতিহা পড়ার পর সূরা ইখলাছ পড়ে আবার অন্য সূরা পড়া যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, এক আনছারী ব্যক্তি মসজিদে কুবায় তাদের ইমামতি করত। সে প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ইখলাছ পড়ার পর অন্য একটি সূরা পড়ত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আসলে তারা তাঁকে এ সংবাদ জানান। তখন তিনি ইমামকে বললেন, কে তোমাকে প্রত্যেক রাক'আতে নিয়মিত এ সূরা পড়াতে উৎসাহিত করল? সে বলল, আমি ইহা পসন্দ করি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তোমার এই পসন্দই তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে' *(তিরমিযী, বুখারী তা'লীক্ব, নায়লুল আওতার ২/২২৯)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৭০)ঃ হাদীছে আছে যে, ডান হাতে দান করলে বাম হাত যেন জানতে না পারে। তাহ'লে কি প্রকাশ্যে দান করা যাবে না? কেউ দান করলে তাকে 'মারহাবা' দেওয়া যাবে কি?

-আব্দুস সালাম সরকার

নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ প্রকাশ্যে দান করা যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যদি তোমরা প্রকাশ্যে দান কর তা কতই না উত্তম। আর যদি গোপনে দান কর তবে তা তোমাদের জন্য আরও উত্তম' *(বাক্বারাহ ২৭১)*। তবে প্রকাশ্যে দান করতে গিয়ে যেন 'রিয়া' বা লৌকিকতা দেখানো প্রকাশ না পায় সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। কেউ দান করলে তাকে 'মারহাবা' না দিয়ে তার জন্য নিম্নোক্তভাবে দো'আ করতে হবে بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ 'বারাকাল্লাহু লাকা ফী আহলিকা ওয়া মালিকা'। অর্থাৎ 'আল্লাহ তোমার পরিবার-পরিজনে ও ধন-সম্পদে বরকত দান করুন' *(বুখারী, ফাৎহুলবারী ৪/৮৮)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৭১)ঃ অনেকে ধর্মীয় আত্মীয় করে থাকে। এ ধরনের আত্মীয় সম্পর্ক করা যাবে কি?

-আব্দুল আলীম
বিধধারা, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ এ ধরনের ধর্মীয় আত্মীয় করা যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যায়েদ ইবনু হারেছাকে পালক পুত্র রূপে গ্রহণ করেছিলেন *(আহযাব ৩৭)*। তবে এ ধরণের আত্মীয়ের সাথে পর্দাহীনভাবে চলাফেরা করা যাবে না। কারণ তারা মুহাররামাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্নঃ (৩২/৭২)ঃ জনৈক ব্যক্তি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অসুস্থতার কারণে হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দিয়েছিলেন। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-মাহতাবুদ্দীন
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। হাকাম ইবনু হাযন আল-কুলাফী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ৭ম কিংবা ৯ম হিজরীতে মদীনায় আগমন করে সেখানে কিছুদিন অবস্থান করেছিলাম এবং জুম'আর ছালাতে উপস্থিত হয়েছিলাম। সে সময় আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে লাঠির অথবা ধনুকের উপর ভর করে খুৎবা প্রদান করতে দেখেছি *(আহমাদ, আবুদাউদ, হা/১০৯৬, সনদ হাসান)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৭৩)ঃ মসজিদের সামনে কবর থাকায় মসজিদটি অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয়েছে। পূর্বের মসজিদের জায়গা ওয়াক্বফকারীরা নতুন মসজিদের অধীনে না দিয়ে তারা নিজেরা ভোগ করছে। প্রশ্ন হ'ল, ওয়াক্বফকৃত সম্পদ ওয়াক্বফকারীরা ভোগ করতে পারে কি?

-মুহাম্মাদ সোহরাব
ব্রজনাথপুর, পাবনা।

উত্তরঃ মসজিদ স্থানান্তর করার পর উক্ত জায়গাটি মসজিদের উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। ওয়াকফকৃত সম্পদ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা বৈধ নয়। তবে উক্ত জায়গা থেকে অর্জিত আয় মসজিদের কাজে ব্যবহার করে অতিরিক্ত হ'লে তা অন্য মসজিদে ব্যয় করা যাবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১২)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৭৪)ঃ পালক পুত্রের বিবাহের সময় মূল পিতার নাম উল্লেখ করতে হবে, না পালক পিতার নাম উল্লেখ করতে হবে?

-আনীসুর রহমান
বাউসা হেদাতীপাড়া
বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ যখন পালক ছেলেকে ডাকবে তখন প্রকৃত পিতার নামেই ডাকবে। পালক পিতার পুত্র হিসাবে সম্বোধন করবে না। ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা যায়েদ ইবনু হারেছাকে যায়েদ ইবনু মুহাম্মাদ (ছাঃ) বলে সম্বোধন করতাম। কেননা রাসূল (ছাঃ) তাকে পালক ছেলেরূপে গ্রহণ করেছিলেন। অতঃপর সূরা আহযাবের ৫নং আয়াত অবতীর্ণ হ'লে আমরা তা পরিত্যাগ করি *(বুখারী হা/৪৭৮২, সূরা আহযাবের তাফসীর)*। সুতরাং পালক পুত্রের বিবাহের ক্ষেত্রে তার মূল পিতার নামই উল্লেখ করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩৫/৭৫)ঃ কোন সড়ক দুর্ঘটনায় পিতা ও পুত্র উভয়ে মৃত্যুবরণ করলে এবং কে আগে মৃত্যুবরণ করেছে সেটা শনাক্ত করা সম্ভব না হ'লে তাদের সম্পদ কিভাবে বন্টিত হবে?

-ফুরক্বান
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ যখন একদল লোক নৌকা কিংবা জাহাজে ডুবে অথবা আগুনে পুড়ে অথবা ছাদ ধসে কিংবা প্রাচীরের নীচে চাপা পড়ে এক সঙ্গে মারা যাবে এবং কে আগে মারা গেল তা নিশ্চিতভাবে জানা না যায়, সেক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তিদের মধ্যে পরস্পর কেউ কারো ওয়ারিছ হবে না। তবে প্রত্যেকের সম্পদ তাদের স্ব-স্ব জীবিত ওয়ারিছগণের মধ্যে বন্টন করতে হবে *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, পৃঃ ৫০৪)*। যায়েদ ইবনু ছাবিত (রাঃ) বলেন, আবুবকর (রাঃ) আমাকে ইমামার যুদ্ধে মৃত্যুবরণকারীদের মীরাছ বন্টনের নির্দেশ দিলেন। তখন আমি মৃত ব্যক্তিদের উত্তরাধিকারী বানালাম জীবিত ব্যক্তিদেরকে আর মৃত ব্যক্তিদেরকে বাদ দিলাম। অনুরূপ ত্বাউনে আমওয়াসে উষ্ট্রীর যুদ্ধে এবং ছিফফীনের যুদ্ধে যারা মৃত্যুবরণ করেছিল তাদের একে অপরকে উত্তরাধিকারী বানানো হয়নি; বরং তাদের সম্পদ জীবিতদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছিল *(আল্লামা শরীফ, সিরাজী আরবী শারাহ সহ, ডুবন্ত, অগ্নিদগ্ধ এবং অকস্মাৎ আঘাত জনিত মৃত ব্যক্তির বর্ণনা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৭৬)ঃ বিভিন্ন নবী ও রাসূলের জীবনী গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, প্রায় নবী-রাসূলের নাম আল্লাহ্র নামের সাথে সম্পৃক্ত। উক্ত কথাটি কি ঠিক?

-মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম
বালানগর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ নবী-রাসূলের নাম আল্লাহ্র নামের সাথে সম্পৃক্ত থাকার প্রমাণে ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন ইবরাহীম (আঃ)-কে ইবরাহীম খালীলুল্লাহ, মূসা (আঃ)-কে মূসা কালীমুল্লাহ এবং ঈসা (আঃ)-কে ঈসা রূহুল্লাহ বলা হয়েছে *(মুসলিম হা/৪৭৮, 'শাফা'আত' অনুচ্ছেদ, ৩-৪ খণ্ড, পৃঃ ৫৭)*। অনুরূপ ইসমাঈল (আঃ)-কে যাবীহুল্লাহ বলা হয়ে থাকে। তবে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ ইবরাহীম খালীলুল্লাহ' এরূপ বলা সম্পর্কে কোন ছহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৩৭/৭৭)ঃ চেয়ার টেবিলে খাওয়া যাবে কি?

-আব্দুর রহীম
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ সুন্নাত হ'ল দুই হাঁটু মাটিতে বিছিয়ে পায়ের পাতার উপর বসে খাওয়া *(তাবারানী, ফাৎহুলবারী ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬২)*। তবে চেয়ার টেবিলে খাওয়ার ব্যাপারে শরী'আতে কোন বাধা নেই।

প্রশ্নঃ (৩৮/৭৮)ঃ যাকাত, ওশর, ফিৎরা বা কুরবানীর চামড়ার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা মসজিদের জায়গা ক্রয়, মেরামত ও সংস্কার এবং ইমাম-মুওয়াযযিনের বেতন দেওয়া যাবে কি?

-আল-আমীন
মহব্বতপুর মধ্যপাড়া
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত অর্থ মসজিদ বা নিজেদের সামাজিক কোন কাজে লাগানো যাবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা যাকাতের জন্য যেসব খাত উল্লেখ করেছেন এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত নয় *(আরকানুল ইসলাম, মাসআলা নং ৩৬৮, পৃঃ ৪৩১)*। তবে ইমাম, মুওয়াযযিন গরীব হ'লে তাদেরকে দেওয়া যাবে। কিন্তু বেতন হিসাবে নয়। ইমাম-মুওয়ায্যিন হচ্ছেন সমাজের সম্মানিত ব্যক্তি। তাদের দায়-দায়িত্ব সমাজের উপর ন্যস্ত। সুতরাং সমাজের লোকদের উচিত সম্মানিত ব্যক্তিদের সম্মানজনক ভাতা বা বেতনের ব্যবস্থা করা *(আবুদাউদ হা/৩৫৮৮, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩৭৪৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৭৯)ঃ ছাদাক্বাতুল ফিতর ও কুরবানীর চামড়ার টাকা একত্রিত করে কতদিনের মধ্যে বন্টন করতে হবে? কুরআনে উল্লিখিত আটটি খাত বাংলাদেশে আছে কি? যদি থাকে তাহ'লে বন্টনের পদ্ধতি কি হবে?

-মুহাম্মাদ রায়হান
তামিরুল মিল্লাত মাদরাসা, ঢাকা।

উত্তরঃ এসব সম্পদ যত দ্রুত সম্ভব হক্বদারের নিকটে পৌঁছে দেওয়া উচিত। কারণবশতঃ দেরী হ'লে কোন দোষ নেই। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে ফিতরার সম্পদ পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি কয়েকদিন যাবৎ উক্ত মাল দেখাশুনা করেছিলেন *(বুখারী, মিশকাত হা/২১১৩)*। বাংলাদেশে আটটি খাত আছে কি-না তা লক্ষ্যণীয় নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা আট শ্রেণীর লোককে দেওয়ার আদেশ করেননি; বরং আট শ্রেণীর লোক এই সম্পদের হক্বদার বলে উল্লেখ করেছেন। অতএব যখন যেখানে যতজন হক্বদার থাকবে, তাদের হক্বের পরিমাণ বিবেচনা করে প্রদান করতে হবে। সবাইকে সমান দেওয়াও আবশ্যক নয়। প্রয়োজনে কোন হক্বদারকে বাদ দিয়ে গুরুত্ব বিবেচনা করে অন্যকে সম্পূর্ণ মাল দেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (৪০/৮০)ঃ কুরবানীর গোশত বন্টন পদ্ধতি কি? সূদের টাকা দিয়ে কুরবানী দেওয়া যাবে কি? কুরবানী কারা করবে?

-তাজুল ইসলাম
গাছবাড়ী, সিলেট।

উত্তরঃ কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজ পরিবারের জন্য, এক ভাগ প্রতিবেশী যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের জন্য ও এক ভাগ সায়েল ফক্বীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবে। প্রয়োজনে উক্ত বন্টনে কমবেশী করায় কোন দোষ নেই *(হজ্জ ৩৬; সুবুলুস সালাম শরহে বুলূগুল মারাম ৪/১৮৮; আল-মুগনী ১১/১০৮; মির'আত ২/৩৬৯; ঐ, ৫/১২০ পৃঃ; মাসায়েলে কুরবানী, পৃঃ ২৩)*। উল্লেখ্য, দরিদ্রদের জন্য জমাকৃত গোশত যারা কুরবানী দিয়েছে তাদের মাঝে বন্টন করা ঠিক নয়।

ইসলামে সূদ হারাম, তাই শুধু কুরবানী নয় কোন ইবাদতই হারাম উপার্জন দ্বারা বৈধ নয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০ 'ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা' অধ্যায়, 'উপার্জন করা এবং হালাল রোযগারের উপায় অবলম্বন করা' অনুচ্ছেদ)*। কুরবানী করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৩২; আহমাদ, বায়হাক্বী, হাকেম প্রভৃতি)*। সুতরাং যার সামর্থ্য আছে সে অবশ্যই কুরবানী করবে।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১১তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা
ডিসেম্বর ২০০৭

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৮১)ঃ বহুকাল থেকে আমাদের এলাকায় ভাগে কুরবানী প্রচলিত আছে। অনেকে বলেন, ভাগে কুরবানী করা ঠিক নয়। এ ব্যাপারে দলীল ভিত্তিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম
চোরকোল, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ মুক্বীম অবস্থায় ভাগে কুরবানী করার কোন বিধান নেই। বরং একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পশু কুরবানী করাই যথেষ্ট। তবে সামর্থ্য থাকলে একাধিক পশুও কুরবানী করতে পারবে। সফর অবস্থায় ভাগা কুরবানী করা সম্পর্কে ছহীহ দলীল রয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হ'ল।

(১) আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি শিংওয়ালা সুন্দর সাদা-কালো দুম্বা আনতে বললেন... অতঃপর দো'আ পড়লেন

بِسْمِ اللهِ اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ،

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদিন ওয়া মিন উম্মাতি মুহাম্মাদিন।

অর্থঃ 'আল্লাহ্‌র নামে, হে আল্লাহ। আপনি কবুল করুন মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে, তার পরিবারের পক্ষ হ'তে ও তাঁর উম্মতের পক্ষ হ'তে'। এরপর উক্ত দুম্বা কুরবানী করলেন *(ছহীহ মুসলিম, ছহীহ তিরমিযী হা/১২১০, ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৪২৩; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩১২৮; মিশকাত, পৃঃ ১২৭, ২৮, হা/১৪৫৪ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ)*।

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে জনমণ্ডলী! নিশ্চয়ই প্রতিটি পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী' *(সনদ ছহীহ, ছহীহ তিরমিযী হা/১২২৫; ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৪২১; ছহীহ নাসাঈ হা/৩৯৪০; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৫৩৩; মিশকাত হা/১৪৭৮)*।

(৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরেও তাঁর সুন্নাত অনুযায়ী ছাহাবীগণের মধ্যে প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে একটা করে কুরবানী করার প্রচলন ছিল। যেমন আতা ইবনু ইয়াসির ছাহাবী আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ)-কে রাসূলের যুগে কেমনভাবে কুরবানী করা হ'ত মর্মে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'একজন লোক একটি বকরী দ্বারা নিজের ও নিজের পরিবারের পক্ষ হ'তে কুরবানী দিত। অতঃপর তা নিজে খেত ও অন্যকে খাওয়াত *(ছহীহ তিরমিযী হা/১২১৬ 'কুরবানী' অধ্যায়; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৩৩ 'নিজ পরিবারের পক্ষ হতে একটা বকরী কুরবানী করা' অনুচ্ছেদ, 'কুরবানী' অধ্যায়)*।

(৪) প্রখ্যাত ছাহাবী আবু ছারীহা (রাঃ) বলেন, 'একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটা অথবা দু'টা করে বকরী কুরবানী করা হ'ত *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৪৭)*। ইমাম শাওকানী (রহঃ) উপরোক্ত পরপর তিনটি হাদীছ পেশ করে বলেন, হক কথা হ'ল, একটি পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি ছাগলই যথেষ্ট, যদিও সেই পরিবারে সদস্য সংখ্যা একশ' অথবা তার চেয়ে বেশী হয় *(নায়লুল আওত্বার ৬/১২১ পৃঃ, 'একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল কুরবানী করাই যথেষ্ট' অনুচ্ছেদ)*।

ভাগা কুরবানীঃ সফরে থাকাকালীন সময়ে ঈদুল আযহা উপস্থিত হ'লে একটি পশুতে একে অপরে শরীক হয়ে ভাগে কুরবানী করা যায়। যেমন-

(ক) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হ'ল। তখন আমরা সাত জন একটি গরুতে ও দশ জন একটি উটে শরীক হ'লাম *(ছহীহ তিরমিযী হা/১২১৪; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৩১২৮, ছহীহ নাসাঈ হা/৪০৯০; সনদ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/১৪৬৯, 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ)*।

(খ) জাবির (রাঃ) বলেন, হুদায়বিয়ার সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তখন একটি গরুতে সাত জন ও একটি উটে সাত শরীক হয়ে কুরবানী করেছিলাম *(ছহীহ মুসলিম হা/১৩১৮ 'হজ্জ' অধ্যায়; ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৪৩৫; ছহীহ তিরমিযী হা/১২১৪; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩১৩২)*।

(গ) জাবির (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে হজ্জের সফরে ছিলাম। তখন সাত জনের পক্ষ থেকে একটি উট এবং সাত জনের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেছিলাম *(ছহীহ মুসলিম ২/৯৫৫ পৃঃ)*। উল্লেখ্য, উক্ত রাবী জাবির থেকে ছহীহ মুসলিমে সফর সংক্রান্ত আরো হাদীছ রয়েছে।

বিভ্রান্তির কারণ হ'ল, জাবের বর্ণিত আবুদাউদের ব্যাখ্যা শূন্য হাদীছটি। সেখানে বলা হয়েছে, গরুতে সাতজন আর উটে সাতজন'। এখানে সফর না মুক্বীম তা বলা হয়নি। কিন্তু এটি যে সফরের হাদীছ তা জাবের (রহঃ) বর্ণিত অন্যান্য হাদীছগুলি দ্বারা প্রমাণিত। দ্বিতীয়তঃ ইমাম আবূদাঊদ জাবের বর্ণিত সফরের হাদীছগুলি যে অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এই ব্যাখ্যাশূন্য হাদীছটিও সে অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং বিষয়টি আরো স্পষ্ট। তৃতীয়তঃ হাদীছে বলা হয়েছে 'সাত জনের' পক্ষ থেকে অথচ সমাজে (মুকীম অবস্থায়) চালু আছে সাত পরিবারের পক্ষ থেকে। বলা যায় সফর অবস্থাতেও সাত পরিবারের অনুমতি নেই। আরো স্পষ্ট হ'ল সাত জনের প্রেক্ষাপট কেবল সফর অবস্থায় সৃষ্টি হয়। আর মুকীম অবস্থায় কুরবানী পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত যেমন রাসূল (ছাঃ) করতেন। চতুর্থতঃ অনেকে বলেন, সফরের হাদীছগুলো আম। যদি আম হয় তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ মুক্বীম অবস্থায় ভাগা কুরবানী করতেন মর্মে দলীল কোথায়? *(বিস্তারিত দ্রঃ আত-তাহরীক জানুয়ারী ২০০২, প্রশ্ন নং (১/১০৬)।*

প্রশ্নঃ (২/৮২)ঃ জনৈক ব্যক্তি আযানের বাক্য বলার সময় কানে আঙ্গুল ঢুকায় আর বাক্য বলা শেষ হ'লে আঙ্গুল বের করে। শেষ পর্যন্ত এমনটি করতে থাকে। এভাবে আযান দেওয়া কি শরী'আত সম্মত?

-অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম
কেশবপুর মহিলা কলেজ
কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ উক্ত ব্যক্তির আমল শরী'আত সম্মত নয়। ছাহাবায়ে কেরাম এভাবে কখনও আযান দেননি। ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, মুওয়াযযিন আযান প্রদানের সময় কানে আঙ্গুল ঢুকাবেন এবং আযান শেষ হওয়া পর্যন্ত কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে রাখবেন। আবু যুহাইফা বলেন, আমি বিলাল (রাঃ)-কে কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে আযান দিতে দেখেছি *(তিরমিযী, হা/১৯৭ সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (৩/৮৩)ঃ জুম'আর খুৎবা প্রদানের মিম্বার কিসের হবে এবং কোন জায়গায় রেখে খুৎবা দিতে হবে?

-মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম
জবাই, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মিম্বার দেওয়ালের পার্শ্বে ছিল এবং সেটি কাঠ দ্বারা নির্মিত ছিল। আব্দুল আযীয তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন, একদল লোক সাহল ইবনু সা'আদের নিকটে আগমন করল। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মিম্বার কিসের ছিল এ নিয়ে তারা বিতর্কে লিপ্ত ছিল। তখন সাহল ইবনু সা'দ বললেন, সাবধান! উহা কিসের তৈরী ছিল, কে তৈরী করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাতে বসে ১ম যেদিন খুৎবা দিয়েছিলেন সে সম্পর্কে আমি জানি। রাবী বলেন, হে আবু আব্বাস! আপনি আমাদেরকে বলুন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে এক মহিলার নিকট পাঠালেন এবং বললেন, তুমি তোমার কাঠমিস্ত্রি গোলামকে দেখ। যে আমার জন্য কাঠ দ্বারা একটি মিম্বার বানিয়ে দিবে। আর আমি তাতে বসে খুৎবা প্রদান করব। সেটি ছিল তিন স্তরবিশিষ্ট এবং গাদা জঙ্গলের ঝাউ গাছ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেটিকে এক স্থানে রেখে দিয়েছিলেন *(মুসলিম ১/২০৬)*। উল্লেখ্য যে, মিম্বার ও মসজিদের সামনের দেয়ালের মাঝে একটু ফাকা থাকবে। সালামা বিন আকওয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মিম্বর এবং সামনের দেয়ালের মধ্যে একটি বকরী পারাপারের মত ফাঁকা ছিল' *(আবুদাঊদ হা/১০৮২)*।

প্রশ্নঃ (৪/৮৪)ঃ মাসিক মদীনা পত্রিকায় আগষ্ট ও সেপ্টেম্বর '০৭ সংখ্যায় ঈদায়নের ৬ তাকবীর, তারাবীহর ছালাত ২০ রাক'আত, ছালাতের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ আহকাম এবং পুরুষ ও মহিলার ছালাতের ১৮টি পার্থক্য সম্পর্কে যে উত্তর দেয়া হয়েছে তা কি সঠিক?

-মুহাম্মাদ যিয়াউর রহমান
পাতাড়ী, সাপাহার, নওগাঁ।
ও
মুহাম্মাদ নাজমুল হাসান
বাঁশদহা বাজার, বাঁশদহা
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আমরা লক্ষ্য করেছি যে, উক্ত পত্রিকার সকল প্রশ্নকারীই মাসআলাগুলি ছহীহ দলীলের ভিত্তিতে জানতে চেয়েছেন। আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি যে, প্রশ্নকারীগণ প্রকৃত হকের সন্ধানী এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ব্যতীত কোন ব্যক্তি, দল বা মাযহাবের সিদ্ধান্ত তারা চাননি। কিন্তু দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে জাল ও যঈফ হাদীছ দ্বারা এবং হাদীছের গ্রন্থ সমূহের নাম উল্লেখ না করে ফিক্বহ গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সাথে প্রায় সকল মাসআলাতেই মাযহাবী ফক্বীহদের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যেমন- ঈদায়নের ১২ তাকবীরের পক্ষে স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ থাকা সত্ত্বেও ফক্বীহ আলেমদের কথা দ্বারা ৬ তাকবীর প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। ঈদায়নের ছালাতের বারো তাকবীর সম্পর্কে সরাসরি রাসূল (ছাঃ) থেকে মারফূ সূত্রে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎর এবং ঈদুল আযহাতে ১ম রাক'আতে সাত এবং ২য় রাক'আতে রুকূর তাকবীর ব্যতীত পাঁচ তাকবীর দিতেন *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ হা/১১৪৯, ইরওয়াউল গালীল হা/৬৩৯, ৩/১০৭ পৃঃ)*। ১২ তাকবীর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে ৩০ এর অধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে। ছাহাবীদের ছহীহ

আছার সহ এর সংখ্যা ৫০-এর অধিক *(বিস্তারিত দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক অক্টোবর ও নভেম্বর '০৬)*।

উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছয় তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করেছেন এই মর্মে ছহীহ বা যঈফ কোন মারফূ হাদীছ নেই। অনুরূপ বিশ রাক'আত তারাবীহ সম্পর্কে যে হাদীছটি পেশ করা হয়েছে তা সকল মুহাদ্দিছের নিকট যঈফ ও জাল। অনুরূপ ওমর (রাঃ) ২০ রাক'আত পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বা তার যুগে চালু ছিল মর্মে যে কথা ছড়ানো হয় সেটাও ছহীহ হাদীছের প্রকাশ্য বিরোধী, নিতান্ত যঈফ ও মুনকার। কারণ ওমর (রাঃ) ১১ রাক'আত তারাবীহ পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন মর্মে অকাট্য ছহীহ হাদীছ এসেছে *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, মিশকাত হা/১৩০২, সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৪৪৫-এর আলোচনা দ্রঃ; এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখুনঃ আত-তাহরীক অক্টোবর ও নভেম্বর '০৩ সংখ্যা)*।

ছালাতের আহকামের ব্যাপারে নাভির নীচে হাত বাঁধা, রাফউল ইয়াদায়েন না করা, আমীন আস্তে বলা ইত্যাদি বিষয়ে জাল ও যঈফ হাদীছ দ্বারা দলীল দেয়া হয়েছে। অথচ বুকের উপর হাত বাঁধা, রাফউল ইয়াদায়েন করা, সরবে আমীন বলা সম্পর্কে বুখারী, মুসলিম সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে অধিক সংখ্যক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে' *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ))*। অনুরূপভাবে পুরুষ ও মহিলার ছালাতের পার্থক্য সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তাও উদ্ভট ও দলীল বিহীন। মূলতঃ নারী-পুরুষের ছালাতে কোন পার্থক্য নেই।

প্রশ্নঃ (৫/৮৫)ঃ বদলি হজ্জ যার পক্ষ থেকে করা হয় সে কী পরিমাণ নেকী পাবে এবং যিনি বদলি হজ্জ করে দেন তিনি কী পরিমাণ নেকী পাবেন?

- নাসিরুদ্দীন
মাদারটেক, ঢাকা।

উত্তরঃ বদলী হজ্জ যার পক্ষ থেকে করা হবে তিনি হজ্জের পূর্ণ নেকী পাবেন। ইবনু আব্বাস হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন শুবরুমার পক্ষ থেকে উপস্থিত। তিনি তাকে বললেন, তুমি কি নিজের হজ্জ করেছ? সে বলল, না। তিনি বললেন, তাহ'লে তুমি তোমার হজ্জ কর অতঃপর শুবরুমার পক্ষ থেকে হজ্জ কর *(আবুদাউদ, ইবনে মাজাহ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৫২)*। বদলী হজ্জ সম্পাদনকারীও পূর্ণ হজ্জের নেকী পাবেন *(ফাতাওয়া লাজনা আদ-দায়েমা ১১/৭৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৬/৮৬)ঃ একই পরিবারের পক্ষ থেকে একজন কুরবানী করলে চলবে কি? না সামর্থ্যবান একাধিক সদস্যকে কুরবানী করতে হবে?

- আসাদুল্লাহ
চোরকোল, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি কুরবানীই যথেষ্ট *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৪)*। তবে একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একাধিক পশুও কুরবানী করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ হাতে দু'টি শিংওয়ালা দুম্বা কুরবানী করেছেন *(বুখারী হা/৫৫৬৪-৬৫; মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৩)*। বিদায় হজ্জে রাসূল (ছাঃ) একশ'টি কুরবানী করেছিলেন *(বুখারী হা/১৭১৮ 'হজ্জ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৭/৮৭)ঃ কুরবানীর পশু অন্যের মাধ্যমে যবেহ করে নেওয়া যায় কি?

- মিলন হোসাইন
নাটোর ডিগ্রী কলেজ, নাটোর।

উত্তরঃ কুরবানীর পশু নিজ হাতে যবেহ করা সুন্নাত *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৫৭১)*। তবে অন্যের মাধ্যমেও যবেহ করা যায়। জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কিছু উট নিজ হাতে যবেহ করলেন এবং কিছু উট অন্যের মাধ্যমে যবেহ করালেন *(ছহীহ নাসাঈ হা/৪৪৩১; আত-তাহরীক, অক্টোবর '০১, ১৪/৮৬)*।

প্রশ্নঃ (৮/৮৮)ঃ জানাযার ছালাত শেষে মৃত দেহ কবরস্থানে নিয়ে যাওয়ার সময় পথে তিনবার রাখা হয়। এর কোন শারঈ ভিত্তি আছে কি?

- আযীযুল হক
সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া
গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত বিষয়ের শারঈ কোন ভিত্তি নেই। এ প্রথা নিঃসন্দেহে বর্জনীয়।

প্রশ্নঃ (৯/৮৯)ঃ ঈদের ছালাতে তাকবীর বলতে ভুলে গেলে বা গণনায় ভুল হ'লে পুনরায় তাকবীর বলা ও 'সিজদায়ে সাহো' দিতে হবে কি?

- লিয়াকত আলী
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ঈদের ছালাতে তাকবীর বলতে ভুল হ'লে বা গণনায় ভুল হ'লে পুনরায় বলতে হবে না বা 'সিজদায়ে সাহো' লাগবে না' *(মির'আত হা/১৪৫৩, ২/৩৪১ পৃঃ; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১১৪)*।

প্রশ্নঃ (১০/৯০)ঃ জনৈক বক্তার মুখে শুনলাম যে, যে সমস্ত প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল সে সমস্ত প্রাণীর মলমূত্র অপবিত্র নয়। তাহ'লে এসব প্রাণীর মলমূত্র কাপড়ে লাগলে ছালাত হবে কি?

- আবুল হুসাইন
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ হালাল প্রাণীর মলমূত্র কাপড়ে লাগলে ছালাত হয়ে যাবে। কারণ তা অপবিত্র নয়। ইবনে তাইমিয়াহ (রহঃ)

বলেন, কোন ছাহাবী এগুলোকে নাপাক বলেননি *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২১)*। আনাস (রাঃ) বলেন, উক্ল এবং উরায়না গোত্রের কিছু লোক এসে মদীনার আবহাওয়া অনুকূলে পেল না। তখন নবী করীম (ছাঃ) তাদেরকে লেক্বাহ নামক স্থানে গিয়ে উটের পেশাব ও দুধ পান করতে বললেন *(বুখারী হা/২৩৩)*। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদ নির্মাণের পূর্বে ছাগল বাঁধার স্থানে ছালাত আদায় করতেন *(বুখারী হা/২৩৪)*। উল্লেখ্য যে, সাত স্থানে ছালাত আদায় নিষিদ্ধ মর্মে তিরমিযী বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আলবানী, মিশকাত হা/৭৩৮)*।

প্রশ্নঃ (১১/৯১)ঃ ইসলামী শরী'আতে কালেমার সংখ্যা কতটি ও কি কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- সুলতানা নাসরিন
হাট গাংগোপাড়া ডিগ্রী কলেজ
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কালেমার কোন প্রকার নেই। একই কালেমা বিভিন্ন শব্দে হাদীছের গ্রন্থগুলিতে বর্ণিত হয়েছে। ভারত বর্ষের কতিপয় বিদ্বান ঐ শব্দগুলির বিভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য করে বিভিন্ন নামকরণ করেছেন (যেমন কালেমা তাইয়েবাহ, শাহাদাত, তাওহীদ, তামজীদ ইত্যাদি)। যা তাদের ইজতিহাদী বিষয়। সবক'টি মুখস্থ রাখা আবশ্যক নয়। যার মধ্যে তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য আছে মুখস্থ করার জন্য ঐ কালেমাটিই নির্বাচন করা বাঞ্ছনীয়। যেমন কালেমা তাইয়েবাহ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللهُ 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু' এবং কালেমায়ে শাহাদাত أشـهد أن لا إلـه إلا الله وأشـهد أن محمدا عبده ورسـوله 'আশহাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু' *(বুখারী ও মুসলিম)*। অত্র কালেমাটি কালেমায়ে শাহাদাত নামে পরিচিত *(বিস্তারিত দ্রঃ আত-তাহরীক, এপ্রিল '৯৯ প্রশ্নোত্তর ১৪/১০৯)*।

প্রশ্নঃ (১২/৯২)ঃ মি'রাজে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর উম্মতের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতনিয়ে এলেন। আমার প্রশ্ন হ'ল, জুম'আর ছালাত কখন ফরয হ'ল?

- নওরিন সুলতানা
ফার্সী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ হিজরতের পূর্বে জুম'আর ছালাত ফরয হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মদীনায় হিজরতের পূর্বে আস'আদ ইবনু যুরারাহ নামক ছাহাবী সর্বপ্রথম মুছল্লীদের নিয়ে জুম'আ আদায় করেছিলেন। কোন বর্ণনায় আছে, মুছ'আব ইবনু উমায়ের (রাঃ) প্রথম জুম'আ আদায় করেছিলেন। এর সামঞ্জস্য হ'ল আস'আদ ইবনু যুরারাহ ছিলেন নির্দেশকারী এবং মুছ'আব ইবনু উমায়ের (রাঃ) ছিলেন ইমাম। অথবা আস'আদ ইবনু যুরারাহ মদীনা থেকে এক মাইল দূরে বানী বায়াযাহ গোত্রে প্রথম জুম'আ আদায় করেছিলেন এবং মুছ'আব ইবনু উমায়ের মদীনাতেই প্রথম জুম'আ আদায় করেছিলেন *(ইরউয়াউল গালীল ৩/৬৮-৬৯)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৯৩)ঃ ওযূ করা অবস্থায় প্রস্রাব-পায়খানার রাস্তা দিয়ে কিছু বের হ'লে পুনরায় কি ওযূ করতে হবে?

-হাফেয মশিউর রহমান
রিয়াদ, সঊদী আরব।

উত্তরঃ পেশাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু নির্গত হ'লে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। পেটের গণ্ডগোল, ঘুম, যৌন উত্তেজনা ইত্যাদি কারণে যদি কেউ সন্দেহে পতিত হয় যে, ওযূ টুটে গেছে, তাহ'লে পুনরায় সে ওযূ করবে। আর যদি কোন শব্দ, গন্ধ বা চিহ্ন না পায় এবং নিজের ওযূর ব্যাপারে নিশ্চিত থাকে, তাহ'লে পুনরায় ওযূর প্রয়োজন নেই *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৯৪)ঃ কোন মহিলা খোলা তালাকের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটালে সে কতদিন ইদ্দত পালনের পর অন্যত্র বিবাহ করতে পারবে?

- ডাঃ ইদরীস
বানেশ্বর, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ খোলা তালাকের মাধ্যমে কোন মহিলা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটালে এক হায়েয ইদ্দত পালনের পর সে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে। কারণ খোলা তালাক নয় বরং বিবাহ বিচ্ছেদ মাত্র। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ছাবেত ইবনু ক্বায়েসের স্ত্রী খোলা করে নিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, সে এক হায়েয ইদ্দত পালনের পর বিবাহ বসতে পরবে *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ হা/১১৮৫)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৯৫)ঃ তিন তালাক প্রাপ্তা নারীর ইদ্দত কতদিন? কতদিন পর সে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে? একজন স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর স্বামীর জন্য অন্যত্র বিবাহের কোন সময়সীমা আছে কি?

- আবুল কাসেম
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ তিন তুহূরে তিন তালাক প্রাপ্তা মহিলা তৃতীয় তালাকের ইদ্দত শেষ হওয়ার পর অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে *(বাক্বারাহ ২২৯)*। উল্লেখ্য, তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যদি তালাকে বায়েনা বা এক তালাক্ব দেওয়ার পর তিন তুহূর পর্যন্ত তাকে রাজ'আত না করা হয় তাহ'লে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে এবং তিন তুহূরের পরে মহিলা অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে। আর স্বামী-স্ত্রী যদি

পুনরায় ঘরসংসার করতে রাযী হয় তাহ'লে নিকাহে জাদীদ বা নতুন বিবাহের মাধ্যমে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে।

আর যদি তালাকে মুগাল্লাযাহ বা তিন তুহূরে তিন তালাক্ব প্রাপ্তা হয়। তৃতীয় তালাক্বে স্ত্রীর ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে না *(বাক্বারাহ ২২৯)*। অর্থাৎ তৃতীয় তালাকে ইদ্দত পূরণের পর অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে। তবে পূর্বের স্বামীর সাথে বিবাহ হারাম। উল্লেখ্য, স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর স্বামীর জন্য কোন ইদ্দত বা সময়সীমা নেই।

প্রশ্নঃ (১৬/৯৬)ঃ খালি পায়ে ওযূ করে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

- রফীকুল ইসলাম
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ খালি পায়ে ওযূ করে ছালাত আদায় করা যায়। তবে শর্ত হ'ল পায়ে যেন অপবিত্রতা না লাগে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'পবিত্রতা ব্যতীত আল্লাহ তা'আলা ছালাত কবুল করেন না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩০১)*। উল্লেখ্য যে, ধূলাবালি অপবিত্র নয়।

প্রশ্নঃ (১৭/৯৭)ঃ হাদীছে আছে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত এবং মধ্যাহ্নের সময় ছালাত আদায় করা নিষিদ্ধ। অপর হাদীছে আছে, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে বসে। প্রশ্ন হ'ল, নিষিদ্ধ সময়গুলিতে 'তাহিইয়াতুল মসজিদ' আদায় করা যাবে কি?

- ওয়াহীদুযযামান
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ নিষিদ্ধ সময়গুলিতে 'কারণ বিশিষ্ট' ছালাত আদায় করা যায়। যেমন- তাহিইয়াতুল মসজিদ, তাহিইয়াতুল ওযূ, সূর্যগ্রহণের ছালাত, জানাযার ছালাত, ক্বাযা ছালাত ইত্যাদি *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮২)*। অতএব যে কোন সময় মসজিদে প্রবেশ করলে বসার পূর্বে দু'রাকাত ছালাত আদায় করতে হবে।

প্রশ্নঃ (১৮/৯৮)ঃ জনৈক আলেম বলেন, 'মদ পানকারী, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, হিংসাকারী ও আত্মীয়তা ছিন্নকারীর গোনাহ রামাযান মাসেও মাফ করা হয় না। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
নলহাটী, বীরভূম
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ পাপ মোচনের জন্য নির্দিষ্ট কোন মাস নেই। বরং গুনাহ সংঘটিত হওয়ার পর আল্লাহ্র নিকট তওবা করলে তিনি গুনাহ ক্ষমা করে দেন। উক্ত গোনাহগুলো কাবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। আর কাবীরা গোনাহ খালেছ তওবার মাধ্যমে মোচন হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ শিরক ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিতে পারেন' *(নিসা ৪৮)*। তিনি আরো বলেন, 'হে নবী (ছাঃ) আপনি তাদের বলে দিন, যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(যুমার ৫৩)*। তিনি আরো বলেন, 'তিনি তার বান্দাদের তওবা কবুল এবং পাপসমূহ মার্জনা করেন' *(শূরা ২৫)*। উল্লেখ্য যে, কবীরা গোনাহ বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট হ'লে আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না ব্যক্তির নিকট থেকে ক্ষমা নেওয়া হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১২৬)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৯৯)ঃ হারূত ও মারূত ফিরিশতাদ্বয়কে কেন এবং কিসের পরীক্ষার জন্য আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে পাঠিয়েছিলেন। জবাবদানে বাধিত করবেন।

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
নলহাটী, বীরভূম
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ সে যুগে যাদু শিক্ষা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করায় নবীদের মাধ্যমে যা প্রকাশিত হ'ত সেটাকেও তারা যাদু বলে আখ্যায়িত করত। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা যাদু ও মু'জিযার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়কে যাদু শিক্ষা দিয়ে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছিলেন। যাতে মানুষ জানতে পারে যে, নবীদের মাধ্যমে যা প্রকাশিত হয় তা যাদু নয় বরং তা মু'জিযা। *(মাওলানা জুনাগাড়ী, তাফসীরুল কুরআনিল কারীম, উর্দু অনুবাদ ও তাফসীর সহ সূরা বাক্বারাহ ১০২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা; তাহক্বীক্ব তাফসীরে ইবনু কাছীর, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫২০-২১)*।

প্রশ্নঃ (২০/১০০)ঃ 'ছাদাকাতুল ফিতর' এবং কুরবানীর চামড়ার টাকা স্কুল-কলেজে পড়ুয়া গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের দেওয়া যাবে কি?

- মাজেদুর রহমান
ইংরেজী বিভাগ
রাজশাহী কলেজ।

উত্তরঃ যদি ছাত্র-ছাত্রী শারঈ ইলম অর্জনকারী হয় তাহ'লে তাকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে। কারণ তারা ফী সাবীলিল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। যা যাকাত বন্টনের খাতের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যাকাত ফকীর মিসকীন, যাকাত আদায়কারী কর্মচারী, অমুসলিমদেরকে ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য, ক্রীতদাসকে আযাদ করার জন্য, ঋণগ্রস্তদেরকে ফী সাবীলিল্লাহ বা আল্লাহ্র রাস্তায় এবং মুসাফিরের জন্য। এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে

নির্ধারিত বিধান' *(তওবাহ ৬০)*। আর যদি ছাত্র-ছাত্রী দুনিয়াবী ইলম অর্জনকারী হয় তাহ'লে তাকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে না *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ৪৪০)*।

প্রশ্নঃ (২১/১০১)ঃ মীযান ও পুলসিরাত বলতে কিছু থাকবে কি? যদি থাকে এবং এদের কোন একটির দ্বারাই যদি জান্নাত বা জাহান্নাম নির্ধারিত হয়ে যায় তাহ'লে বিচারক হিসাবে আল্লাহ্‌র বিচার করা এবং ডান হাতে, বাম হাতে আমলনামা দেওয়ার কারণ কি?

- মহিরুদ্দীন
গোপালপুর, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

উত্তরঃ মীযান এবং পুলসিরাত দু'টিই আছে। যা পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। মীযানের প্রমাণে মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি ক্বিয়ামতের দিন ন্যায় বিচারের মীযান স্থাপন করব' *(আম্বিয়া ৪৭; ক্বারিআহ ৬ এবং ৮)*। 'পুলসিরাতের প্রমাণে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, সে তথায় (পুলসিরাত) পৌঁছবে না' *(মারইয়াম ৭১)*। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তারা সেখানে (পুলসিরাত) পৌঁছবে এবং তাদের আমল অনুযায়ী তারা পার হয়ে যাবে' *(ছহীহ তিরমিযী হা/৩১৬০)*। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা সবকিছু জানেন সেহেতু তিনি হিসাব না নিয়েও মানুষকে জান্নাত বা জাহান্নামে দিতে পারেন। কিন্তু তিনি তা না করে বান্দাহর নিকট স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবেন বান্দা নেককার না গুনাহগার। তারপর তাকে জান্নাতে বা জাহান্নামে দিবেন। এজন্যই তিনি কবর, মীযান, পুলসিরাত ইত্যাদি স্তরের ব্যবস্থা করেছেন। অর্থাৎ একাধিক স্তরে পরীক্ষার মাধ্যমে বান্দাকে জান্নাত বা জাহান্নামে পাঠানো হবে। এর প্রথম স্তর হ'ল কবর। ওছমান (রাঃ) যখন কবরের নিকট দাঁড়াতেন তখন কাঁদতেন এমনকি তাঁর দাড়ি পর্যন্ত ভিজে যেত। তাঁকে বলা হ'ল, জান্নাত ও জাহান্নামের কথা বলা হ'লে আপনি কাঁদেন না অথচ কবরের কাছে এসে কাঁদেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছৈন, আখেরাতের স্তর সমূহের মধ্যে প্রথম স্তর হ'ল কবর। যে এখানে মুক্তি পাবে পরবর্তী স্তর তার জন্য সহজ হবে এবং যে এখানে মুক্তি পাবে না তার জন্য পরবর্তী স্তরগুলি কঠিন হবে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৩২, সনদ হাসান)*।

প্রশ্নঃ (২২/১০২)ঃ সম্প্রতি ঢাকায় তাওহীদ প্রেস এন্ড পাবলিকেশন কর্তৃক প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ বুখারী ১ম খণ্ড ২৯০ পৃষ্ঠায় ১০/১৩ অধ্যায় 'ফজরের ওয়াক্ত হবার পূর্বে আযান দেওয়া' অনুচ্ছেদে ৬২২-৬২৩ নং হাদীসের টীকায় বলা হয়েছে, নাসায়ী, বাইহাকী, ইবনু খুযাইমাহ, ইবনুস সাকান থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যাতে প্রমাণিত হয় যে, শুধুমাত্র প্রথম আযানে (অর্থাৎ সাহারীর আযানে) 'আছ-ছালাতু খাইরুম মিনান নাওম' আছে। আর দ্বিতীয় আযানে অর্থাৎ ফজরের মূল আযানে নেই (সুবুলুস সালাম ২/২৮৫)। প্রশ্ন হ'ল, ফজরের ছালাতে আছ-ছালাতু খাইরুম মিনান নাওম' বলা যাবে কি? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- মুনছুরুর রহমান
দৌলপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ এ বিষয়ে সঠিক কথা এই যে, সাহারীর আযান সাধারণ আযানের ন্যায় দিতে হবে। অতঃপর ফজরের আযানের সাথেই কেবল 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাউম' যোগ হবে এবং এটা কেবল ফজরের আযানের সাথেই নির্দিষ্ট *(মির'আত ২/৩৫১)*। এ বিষয়ে (১) হাফেয ইবু খুযায়মা باب التثويب فى أذان الصبح 'ফজরের আযানে 'আছ-ছালাতু খায়রুম সিনান নাউম বলার মর্মে প্রথম শিরোনাম রচনা করেছেন *(১/২০১ পৃঃ)*। আবু মাহযুরাহ (রাঃ) বর্ণিত আযান শিক্ষা দান বিষয়ক হাদীছে এসেছে فإن كان هذا صلاة الصبح 'অতঃপর যদি এটা ফজরের ছালাত হয়, তাহ'লে তুমি বলবে আছছলাতু খায়রুম মিনান নাউম'...। *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৬৪৫ 'আযান' অধ্যায়; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪৭২, ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৩৮৫)*।

অনুরূপভাবে (২) বেলাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছেন যে, لاتثوبن فى شيئ من الصلوات ألا فى صلوت الفجر 'তুমি ফজরের ছালাত ব্যতীত অন্য কোন ছালাতে আস-সলাতু খায়রুম মিনান নাউম বলবে না' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৬৪৬)*। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, হাদীছটি অর্থগত দিক দিয়ে ছহীহ *(ঐ হাশিয়া দ্রষ্টব্য)*। ইবনু মাজার অন্য হাদীছে এসেছে, 'আস-সালাতু খায়রুম মিনান নাউম' ফজরের আযানের সাথে সম্পৃক্ত এবং তা স্থায়ী হয়ে গেছে। (فَأَ قَرَّت فى تاذين الفجر فثبت الأمر على ذلك) *(সনদ ছহীহ, ইবনু মাজাহ হা/৭১৬)*। (৩) ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হ'তে বর্ণিত অন্য হাদীছেও কেবল ফজরের কথা এসেছে। যেমন- আনাস (রাঃ) বলেন,

من السنة إذا قال المؤذن فى الفجر حى على الفلاح قال الصلاة خير من النوم

'সুন্নাত হ'ল এই যে, মুওয়াযযিন ফজরের আযানে 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলার পরে বলবে 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাউম' *(ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৩৮৬, সনদ ছহীহ, বুলূগুল মারাম (সুবুলুস সালাম সহ) হা/১৬৭)*।

উপরোক্ত দলীল সমূহ থেকে বুঝা যায় যে, এটাই ছিল ছাহাবীদের যুগের নিয়মিত সুন্নাত। অথচ অত্র হাদীছের ব্যাখ্যায় ছাহেবে সুবুল বলেন, উক্ত হাদীছে বর্ণিত 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাউম' ফজরের আযানের জন্য নয়। বরং এটি হ'ল ঘুমন্ত ব্যক্তিদের *(তাহাজ্জুদ ও সাহারীর উদ্দেশ্যে)* জাগানোর জন্য *(উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ১/২৫০ পৃঃ)*। তাঁর এই বক্তব্য ছহীহ হাদীছ সমূহের এবং ছাহাবীগণের আমলের অনুকূলে নয়। সম্ভবতঃ উক্ত ব্যক্তিগত মন্তব্যের উপরে ভিত্তি করেই সম্প্রতি ঢাকা থেকে প্রকাশিত বঙ্গানুবাদ ছহীহুল বুখারীর টীকায় আর এক ধাপ বেড়ে গিয়ে কড়া মন্তব্য করা হয়েছে।

(৪) নাসাঈ সুনানুল কুবরা التثويب فى أذان الفجر 'ফজরের আযানে 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাউম' শিরোনামে আবু মাহযূরাহ থেকে বর্ণিত হাদীছে كنت أقول فى أذان الفجر الأول 'আমি প্রথম ফজরের আযানে আছ-ছালাতু খায়রুম... বলতাম' মর্মে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(হা/১৬২৩)*। 'প্রথম ফজর' কথাটি আবূদাউদেও এসেছে। ইমাম নাসাঈ রচিত উপরোক্ত শিরোনামে প্রমাণিত হয় যে, তিনি প্রথম ফজর বলতে ফজরের ছালাত বুঝেছেন, ফজরের পুর্বের সাহারীর আযান নয়।

(৫) মুসনাদে আহমদে *(৩/৪০৮ পৃঃ)* বর্ণিত فإذا أذنت أذان الصبح الأول فقل الصلاة خيرمن النوم -এর ব্যাখ্যায় সঊদী আরবের সাবেক মুফতী শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, (নাসাঈ ও আহমাদে বর্ণিত) উক্ত আযানের অর্থ হ'ল ফজরের ওয়াক্ত প্রবেশ করার পরের আযান, ফজরের পূর্বের তাহাজ্জুদ বা সাহারীর আযান নয়। অতঃপর দ্বিতীয় আযান বলতে ছালাতের এক্বামত বুঝায়। যেমন অন্য হাদীছে এসেছে بين كل أذانين صلاة 'প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যে ছালাত রয়েছে' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৬৬২)*। এক্ষণে যারা এটাকে ফজরের পূর্বেকার আযান ধারণা করেছেন (ও সেখানে 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান নাউম' বলতে হবে বলে মনে করেছেন) فليس له حظ فى النظر তার এ বিষয়ে কোন দুরদৃষ্টি নেই *(ঐ, ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ২৮৩-২৮৪ নং ১৯৮)*। শায়খ বিন বায থেকে প্রায় একই ধরনের বক্তব্য এসেছে *(মাজমুআ ফাতাওয়া ৪/১৭০ ফাৎওয়া নং ১৫৪; হেদায়াতুর রুওয়াত হা/৬১৫ এর টিকা পৃঃ ১/৩১০; শাওকানী নায়লুল আওত্বার ২/১০২; ফিকহুস সুন্নাহ ১/৮৬; মির'আত ২/৩৫১, হা/৬৫১-এর ব্যাখ্যা; শায়খ উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম প্রশ্নোত্তর সংখ্যা ১৯৮ পৃঃ ২৮০; দ্রঃ আত-তাহরীক নভেম্বর '০৩)*।

প্রশ্নঃ (২৩/১০৩)ঃ মসজিদে ব্যবস্থা না থাকায় কোন মহিলা বাড়িতে ই'তিক্বাফ করলে জায়েয হবে কি?

- মোছাঃ সুফিয়া ফেরদৌস
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ বাড়িতে মহিলাদের ই'তেকাফ করা ঠিক নয়। ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে নবী করীম (ছাঃ)-এর সহধর্মীনীগণ মসজিদে নববীতে ই'তেকাফ করতেন *(মুসলিম ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৭১, 'ই'তেকাফ' অধ্যায়)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ই'তেকাফ অবস্থায় মসজিদে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে মিশোনা' *(বাক্বারা ১৮৭)*। উক্ত আয়াত ইঙ্গিত বহন করে যে, মহিলাদেরকেও মসজিদে ই'তেকাফ করতে হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৩৪)*।

প্রশ্নঃ (২৪/১০৪)ঃ হায়েয অবস্থায় তাসবীহ তাহলীল করা যাবে কি?

- খাদীজা
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ হায়েয অবস্থায় তাসবীহ তাহলীল করা জায়েয। এমনকি স্পর্শ না করে পবিত্র কুরআনও তেলাওয়াত করতে পারে। যেমন ছাত্রীদেরকে শিক্ষা দেওয়া, পরীক্ষায় লেখা ইত্যাদি। উল্লেখ্য, হায়েয অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে না মর্মে যে হাদীছ আছে তা যঈফ *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১১/৩১১; ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ২৫৫)*।

প্রশ্নঃ (২৫/১০৫)ঃ কুরবানীর চাঁদ উঠলে নাকি কোন পশু যবেহ করা যায় না। তাহ'লে এ সময়ে জন্মের ৭ম দিনে আক্বীক্বা করতে হ'লে করণীয় কি?

- আব্দুস সালাম
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ কুরবানীর চাঁদ উঠলে কোন পশু যবেহ করা যায় না এ কথাটি ঠিক নয়। কুরবানীর চাঁদ উঠার পরও হালাল পশু যবেহ করা যায়। এতে শরী'আতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। সুতরাং জন্মের ৭ম দিন ঈদের দিন হ'লেও আক্বীক্বা দেওয়া যাবে। তবে কুরবানী দাতার জন্য নখ ও চুল কাটা নিষেধ *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৯, 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ; আত-তাহরীক ডিসেম্বর '০১, ১৪/৮৪)*।

প্রশ্নঃ (২৬/১০৬)ঃ একটি সৎ কাজের নিয়ত করলে একটি নেকী হয় এবং তা বাস্তবায়ন করলে ১০ থেকে ৭০০টি নেকী পাওয়া যায়। প্রশ্ন হ'ল, খারাপ কাজের নিয়ত করলে এবং তা বাস্তবায়ন করলে কী পরিমাণ পাপ হবে?

- আবু তাহের
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন সৎ কাজের সংকল্প করে তা করে না, তাকে আল্লাহ তা'আলা

পূর্ণ একটি নেকী দান করেন। আর যদি সংকল্পের পর উক্ত কাজ বাস্তবায়ন করে তবে আল্লাহ তা'আলা তাকে ১০ থেকে ৭০০ পর্যন্ত এমনকি তার চেয়েও বেশী ছওয়াব দান করেন। আর যদি কোন ব্যক্তি অসৎ কাজের সংকল্প করে তা না করে তাহ'লে আল্লাহ তা'আলা তার বিনিময়ে একটি ছওয়াব দান করেন। আর যদি সংকল্প করার পর সেই অসৎ কাজটি করে ফেলে তবে আল্লাহ তা'আলা একটি মাত্র গুনাহ লিখেন *(মুসলিম ১/৭৮)*। উল্লেখ্য, কারো মাধ্যমে কোন পাপ কাজ চালু হ'লে সেই পাপ কাজ যারা করবে তাদের সকলের সমপরিমাণ পাপ তার আমল নামায় লেখা হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২১১)*।

প্রশ্নঃ (২৭/১০৭)ঃ সর্বপ্রথম কোন ব্যক্তির হিসাব শুরু হবে? কেউ কেউ বলেন, সর্বপ্রথম আবুবকর (রাঃ)-এর হিসাব শুরু হবে। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- হেলালুদ্দীন
সহকারী শিক্ষক
রামনগর সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ সর্বপ্রথম আবুবকর (রাঃ)-এর হিসাব শুরু হবে কথাটি ভিত্তিহীন। এমনকি কোন্ ব্যক্তির হিসাব প্রথমে শুরু হবে তারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে সমষ্টিগতভাবে প্রথমে হিসাব নেওয়ার বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন (১) লোক দেখানো শহীদ, কুরআন তেলাওয়াতকারী ও দানকারী *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৫)*। (২) ছালাত সম্পর্কে প্রথম হিসাব নেয়া হবে *(তাবারাণী, আওসাত্ব, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৫৮)* (৩) খুনের হিসাব *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪৪৮)* ইত্যাদি।

প্রশ্নঃ (২৮/১০৮)ঃ সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে এবং সূরা তওবার ৩১ নং আয়াতে 'আরবাব' বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে? মানুষ কিভাবে মানুষকে রব বানিয়ে নেয়? ফিরআউন নিজেকে 'বড় রব' বলে কি বুঝাতে চেয়েছিল?

- ছাদেকা বিনতে ছফিউল্লাহ
জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত أَرْبَاب (আরবাব) বলতে ইহুদী-খ্রীষ্টানদের ধর্মীয় পণ্ডিতদের বুঝানো হয়েছে। আদী ইবনু হাতেম হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট উক্ত আয়াত শ্রবণ করার পর তাকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ইহুদী-নাছারারা তো তাদের আলেমদের ইবাদত করে না। তাহ'লে কেন বলা হয় যে, তারা তাদের আলেমদের রব বানিয়ে নিয়েছে? তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তারা তাদের ইবাদত করে না একথা ঠিক। তবে তাদের আলেমরা যেটাকে হালাল বলে, সেটাকেই তারা হালাল হিসাবে গ্রহণ করে আর তারা যেটাকে হারাম বলে সেটাকেই তারা হারাম হিসাবে গ্রহণ করে। এটাই হচ্ছে তাদের আলেমদের ইবাদত করা *(ছহীহ তিরমিযী হা/৩০৯৫ 'তাফসীর' অধ্যায়)*। 'বড় রব' দ্বারা ফির'আউন নিজেকে প্রভু হিসাবেই দাবী করেছিল। ফির'আউন বলেছিল, আমি জানিনা যে আমি ব্যতীত তোমাদের আর কোন উপাস্য আছে *(ক্বাছাছ ৩৮)*।

প্রশ্নঃ (২৯/১০৯)ঃ জনৈক ইমাম ছাহেব খুৎবায় বলেন, মানুষের জন্ম ৫ বার এবং মৃত্যু চারবার। একথা কতটুকু সত্য?

- মুহাম্মাদ মুহসিন আকন্দ
২২০ বংশাল রোড, ঢাকা-১১০০।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিরোধী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তারা বলেছিল, হে প্রভু! আপনি আমাদের দু'বার মৃত্যু এবং দু'বার জীবন দান করেছেন' *(মুমিন ১১)*। অধিকাংশ মুফাসসির বলেন, দু'টি মৃত্যুর মধ্যে প্রথম মৃত্যু হচ্ছে জন্মের পূর্বে পিতার পৃষ্ঠদেশে নুতফা আকারে যেটা থাকে তাকে মৃত্যুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। ২য় মৃত্যু হচ্ছে মানুষ দুনিয়ায় জীবন যাপন করার পর যখন মারা যায়। আর দু'টি জীবনের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে দুনিয়ার জীবন অর্থাৎ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ যখন কবর থেকে উঠাবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা মৃত ছিলে অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জীবিত করেন। অতঃপর পুনরায় মৃত্যু প্রদান করবেন, এরপর আবার জীবিত করবেন' *(বাক্বারাহ ২৮; মাওলানা জুনাগড়ী, তাফসীরুল কুরআনিল কারীম, উর্দূ তরজমা তাফসীর সহ)*।

প্রশ্নঃ (৩০/১১০)ঃ টুপি ছাড়া ছালাত আদায় করলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি?

- জাহিদুল ইসলাম
ঘোনা, রহমানিয়া দাখিল মাদরাসা
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ টুপি মাথায় না দিয়ে ছালাত আদায় করলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। তবে টুপি মাথায় দিয়ে ছালাত আদায় করা যীনাত বা সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত। সেকারণ টুপি মাথায় দিয়ে ছালাত আদায় করা ভাল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক ছালাতের সময় সাজ-সজ্জা পরিধান করে নাও' *(আ'রাফ ৩১)*।

প্রশ্নঃ (৩১/১১১)ঃ জীবনে যে ব্যক্তি একবার আল্লাহ্র নাম নিয়েছে সে জান্নাতে যাবে। প্রচলিত কথাটি কি সত্য?

- মুহাম্মাদ শাহীন
পাটকেল ঘাটা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে ছহীহ হাদীছে এসেছে, 'যে ব্যক্তি অন্তর থেকে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৫)*। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে, যারা তাওহীদপন্থী হয়ে মারা যাবে অর্থাৎ 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' এর সাক্ষ্য দিয়ে মারা যাবে তারা অবশ্যই জান্নাতী হবে। আর যদি কাবীরা গুনাহগার হয় এবং তওবা না করে মারা যায় তাহ'লে আল্লাহ চাইলে তাকে ক্ষমা করে দিবেন। অথবা সে যে পরিমাণ পাপ করেছে সে পরিমাণ শাস্তি প্রদানের পর জান্নাত দিবেন *(শরহে নববী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪১)*। অর্থাৎ তাওহীদপন্থী কোন ব্যক্তি চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। যা শাফা'আতের হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(মুসলিম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৪)*। আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিন- আমীন!

প্রশ্নঃ (৩২/১১২)ঃ এক ব্যক্তি মোহর বাকি রেখে বিবাহ করেছে এবং মোহর পরিশোধ করার পূর্বে স্ত্রী মারা গেছে। এখন ঐ মোহরের টাকা কাকে প্রদান করতে হবে?

- শফীকুল ইসলাম
দারুশা বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত মোহর মৃত স্ত্রীর ওয়ারিছদের দিতে হবে। আর জীবিত অবস্থায় মোহর পরিশোধ না করার কারণে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাইতে হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা মোহরানাকে স্বামীর উপর ফরয করেছেন *(নিসা ৫)*। বিয়ের বৈঠকে প্রদান করুক বা পরে করুক স্বামীকে অবশ্যই স্বীয় স্ত্রীর মোহরানা আদায় করতেই হবে।

প্রশ্নঃ (৩৩/১১৩)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তিনবার সিনা চাক করা হয়েছিল। একথাটি কি সত্য?

- মারফিদুল হক
নবাবগঞ্জ কলেজ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তিনবার সিনা চাক করা হয়েছিল একথা সত্য। (১) দুগ্ধপানকারিণী মাতা হালীমার নিকট থাকা অবস্থায়, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৪/৫ বছর। তিনি তখন অন্যান্য ছেলেদের সাথে খেলছিলেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৫২; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৫৬)*। দ্বিতীয়বার গারে হেরায় এবং তৃতীয়বার মি'রাজে যাওয়ার সময় *(মিরক্বাতুল মাফাতীহ ৯/৩৭৪৩ পৃঃ, হা/৫৮৫২ নং-এর আলোচনা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/১১৪)ঃ 'প্রত্যেক ফরয ছালাতের পর 'আয়াতুল কুরসী' পড়া ও কুরবানীর ফযীলত সংক্রান্ত হাদীছকে মাসিক আত-তাহরীকে যঈফ বলা হয়েছে। অথচ প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' এবং 'মাসায়েলে কুরবানী' বইয়ে উক্ত হাদীছ দু'টি রয়েছে। বিষয়টি জানতে চাই।

- আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, নওগাঁ।

উত্তরঃ প্রত্যেক ফরয ছালাত শেষে 'আয়াতুল কুরসী' তেলাওয়াতকারীর জান্নাতে প্রবেশের জন্য মরণ ছাড়া আর কিছু বাধা নেই মর্মে হাদীছ ছহীহ, যা 'আত-তাহরীকে' এবং 'ছালাতুর রাসূলে' উল্লেখ করা হয়েছে। তবে উক্ত হাদীছের শেষাংশ ছহীহ নয় যা তাহরীকে যঈফ বলে উল্লেখ করা হয়েছে *(বিস্তারিত দেখুনঃ আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৯৭৪, টীকা নং ২)*। দ্বিতীয় হাদীছটি হচ্ছে- 'ক্বিয়ামতের দিন বান্দা কুরবানীর পশুর শিং, ক্ষুর ও লোম সমূহ নিয়ে উপস্থিত হবে। কুরবানীর রক্ত যমীনে পতিত হবার আগেই আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে যাবে'। এ হাদীছটি যঈফ *(যঈফ তিরমিযী, মিশকাত হা/১৪৭০)*। অত্র হাদীছটি 'মাসায়েলে কুরবানী'তে উল্লেখ করা হ'লেও ছহীহ বলা হয়নি। বরং হাদীছটির ত্রুটি বর্ণনা করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, কুরবানীর ফযীলত সংক্রান্ত কোন ছহীহ হাদীছ নেই *(মাসায়েলে কুরবানী, ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/১১৫)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি তাজ মাথায় দিতেন? আমি হজ্জ করতে মদীনায় গিয়ে তাজ ক্রয় করার ইচ্ছা করলে আরবী লোকেরা বললেন, এটা অনারব বা আজমী লোকদের ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। এ সম্পর্কে দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-ডাঃ আলহাজ্জ নূর মুহাম্মাদ
শ্যামনগর হাসপাতাল
আটুলিয়া, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আরবী লোকের উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাজা-বাদশাহদের মত কোন তাজ ব্যবহার করেননি; বরং তিনি মাথায় পাগড়ী ব্যবহার করেছেন। আমর ইবনু হুরাইছ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কাল পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় মিম্বরে খুৎবা প্রদান করতে দেখেছি। তার পাগড়ির দুই পার্শ্ব পিছনে ঝুলিয়ে ছিল *(মুসলিম হা/১৩৫৯, যাদুল মা'আদ, ১/১৩০)*। বর্তমানে যারা মাথায় পাগড়ী ব্যতীত তাজ ব্যবহার করাকে সুন্নাত মনে করেন আসলে তা সঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (৩৬/১১৬)ঃ তাশাহহুদের বৈঠকে আংগুল দ্বারা ইশারা করে কি দেখান হয়? এর উপকারিতা কি?

- আব্দুর রাকীব
সঠিবাড়ী, মিঠাপুকুর, রংপুর।

উত্তরঃ আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করে কিছু দেখানো হয় না। এটি ছালাতের সুন্নাত। একাজটি শয়তানের উপর খুব কঠিন হয় এবং সে মুছল্লীকে বিভ্রান্ত করার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে যায়। নাফে' (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) যখন ছালাতে বসতেন তখন দু'হাত দু'হাঁটুর উপর

রাখতেন, তাঁর আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন এবং তার উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেন। অতঃপর তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, এই আঙ্গুলের ইশারা শয়তানের উপর লোহার চেয়েও কঠিন' *(আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/৯১৭)*। উল্লেখ্য যে, তাশাহহুদের সম্পূর্ণ বৈঠকেই মুদৃভাবে আঙ্গুল নড়াতে হবে। কেবলমাত্র 'আশহাদু আল্লা-ইলা-হা' বলার সময় একবার আঙ্গুল উঠানোর প্রমাণে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯০৬-এর টীকা-১ দ্রঃ)*। আরো উল্লেখ্য যে, আঙ্গুল না নেড়ে কেবল তুলে রাখা হাদীছটি যঈফ *(মিশকাত হা/৯১২-এর টীকা দ্রঃ; যঈফ আবুদাউদ, হা/৯৮৯)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/১১৭)ঃ কবরে খেজুরের ডাল পোঁতার কারণ কি? এর ব্যাখ্যা জানতে চাই।

- ইয়ার
পূর্বপাড়া, আটমুল, বগুড়া।

উত্তরঃ কবরে খেজুরের ডাল পোঁতা ঠিক নয়। নবী করীম (ছাঃ) এবং ছাহাবীগণ পরবর্তী কোন সালাফ থেকেও এর কোন প্রমাণ নেই। নবী করীম (ছাঃ) দু'টি পরিত্যক্ত কবরে একটি খেজুর ডাল দু'টুকরা করে দু'টি কবরে পোঁতে দিয়েছিলেন মর্মে দলীল আছে। তিনি পুরাতন দু'টি কবরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদের কবরের শাস্তি অহীর মাধ্যমে অবগত হয়েছিলেন। তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ ও প্রার্থনা করেছিলেন। কবরের শাস্তি লাঘব হবে বলে এ সময় তিনি দু'টি তাজা খেজুরের ডাল শুস্ক হওয়া পর্যন্ত *(বুখারী, মুসলিম, আলবানী, মিশকাত, হা/৩৩৮-এর ৫নং টীকা)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/১১৮)ঃ ফাতিমা (রাঃ)-এর কবর খনন করার সময় বলা হয়েছিল, হে কবর তোমার মধ্যে রাখা হচ্ছে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মেয়ে, আলী (রাঃ)-এর স্ত্রী এবং হাসান-হুসাইনের মাতা ফাতিমা (রাঃ)-কে। তার সাথে বেআদবী কর না। কবর বলল, আমি কাউকে চিনি না। আমল ভাল না হ'লে কেউ আমার নিকট পরিত্রাণ পাবে না। এ ঘটনা কি সত্য?

- সোহেল রানা
গোমস্তাপুর, নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত বর্ণনাটির ছহীহ কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৩৯/১১৯)ঃ জনৈক বক্তা বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চাঁদি এবং পাথরের আংটি ব্যবহার করতেন। অতএব আপনারাও এ ধরণের আংটি ব্যবহার করুন। এটা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত। উক্ত বক্তার বক্তব্যটি কি সঠিক?

- জাহাঙ্গীর আলম
কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। প্রয়োজনে চাঁদির আংটি ব্যবহার করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানের নিকট চিঠি প্রেরণের ইচ্ছা করলেন তখন তাকে বলা হ'ল, সিলমোহর ছাড়া তারা চিঠি গ্রহণ করবেন না। তখন তিনি চিঠিতে সিলমোহর মারার জন্য চাঁদির আংটি বানালেন, যার উপর নকশা করা ছিল। সুতরাং প্রয়োজনে আংটি ব্যবহার করতে পারে *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১১/১০২)*। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চাঁদির আংটি ব্যবহার করতেন এবং তাতে নকশা ছিল *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৩৮৭)*। উল্লেখ্য, স্বর্ণের আংটি পুরুষের জন্য হারাম।

প্রশ্নঃ (৪০/১২০)ঃ ছালাতের মধ্যে বাইরের বিভিন্ন কথা মনে হ'লে করণীয় কি?

- নাছীরুদ্দীন
মাদারটেক, ঢাকা।

উত্তরঃ এ অবস্থায় أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (আঊযুবিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বা-নির রাজীম) বলতে হবে এবং বামদিকে তিনবার হাল্কা থুক নিক্ষেপ করতে হবে। ওছমান ইবনু আবু আছ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ রাসূল (ছাঃ)! নিশ্চয়ই শয়তান আমার মাঝে ও আমার ছালাত ও ক্বিরআতের মাঝে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। সে এগুলি আমার উপর উলট-পালট করে দেয়। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এ হচ্ছে শয়তান। এর নাম 'খিনযাব'। তুমি তাকে অনুভব করলে তার থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাও এবং তোমার বামদিকে তিনবার থুক নিক্ষেপ কর। ছাহাবী বলেন, আমি তাই করলাম, তখন আল্লাহ শয়তানকে আমার থেকে দূর করে দিলেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭)*।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১১তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী ২০০৮

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/১২১)ঃ তাহাজ্জুদের ছালাত কত রাক'আত। এই ছালাত আদায়ের জন্য বিশেষ কোন সূরা আছে কি?

-মূসা
রাণীনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ তাহাজ্জুদের ছালাত ৮ রাক'আত। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রামাযান মাসে হোক বা রামাযানের বাইরে অন্য মাসে হোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত বিতর সহ ১১ রাক'আত এর বেশী ছিল না *(বুখারী ১/১৫৪; মুসলিম ১/২৫৪)*। রাতের ছালাত বলতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টাকেই বুঝায়। অর্থাৎ রাতের শেষ অংশে পড়লে 'তাহাজ্জুদ' বলা হয় এবং রামাযান মাসে প্রথম অংশে পড়লে তারাবীহ বলা হয়। তাহাজ্জুদের ছালাত আদায়ের জন্য বিশেষ কোন সূরা নেই। তবে বিতরের ছালাতে প্রথম রাক'আতে সূরা 'আলা' ২য় রাক'আতে সূরা 'কাফেরুন' ও ৩য় রাক'আতে সূরা 'ইখলাছ' পড়া সুন্নাত *(হাকেম ১/৩০৫; আবুদাঊদ, দারেমী, মিশকাত হা/১২৬৯, ১২৭২)*।

প্রশ্নঃ (২/১২২)ঃ মাথায় পাগড়ি পরিধান করা কি সুন্নাত?

-ডাঃ মুহাম্মাদ আলী
পল্লীমহল ক্লিনিক
ঘোনা বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মক্কায় প্রবেশ করেন তখন কালো রঙের পাগড়ি পরিধান করে প্রবেশ করেছিলেন এবং পাগড়ির দুই মাথা কাঁধের উপরে ঝুলানো ছিল *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১০)*। উল্লেখ্য যে, পাগড়ি পরিধান করা 'সুনানুল যাওয়ায়েদ' বা অভ্যাসগত সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত, 'সুনানুল হুদা'-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। উল্লেখ্য, পাগড়ি পরার ফযীলত সম্পর্কিত বর্ণনা সমূহ জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৭, ১২৮ ও ১২৯)*।

প্রশ্নঃ (৩/১২৩)ঃ বর্তমানে অধিকাংশ পরিবারে দেখা যায় গৃহবধূরা দেবর বা ভাশুরের সাথে পর্দাহীন কথাবার্তা বলে থাকে। তারা পর্দার প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করে না। অভিভাবকরাও মেনে নেয়। এ ধরনের খোলামেলা আলাপ করা কি জায়েয?

-শাহীনুর রহমান
বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ দেবর-ভাশুর যেহেতু মাহরামের অন্তর্ভুক্ত নয় তাই তাদের সাথেও পর্দা করতে হবে। সূরা নূরের ৩১ নম্বর আয়াতে বর্ণিত পুরুষগণ ব্যতীত সবাই গায়রে মাহরামের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া দেবরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত্যুর সাথেও তুলনা করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০২)*। সুতরাং দেবর বা ভাশুরের সাথে পর্দাহীন চলাফেরা ও আলাপ-আলোচনা করা শরী'আত সম্মত নয়।

প্রশ্নঃ (৪/১২৪)ঃ সূরা নাহলের ৯৭ নং আয়াতে 'হায়াতুন ত্বাইয়িবাহ' দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে?

-মাহবূবুল হক্ব
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ উক্ত আয়াতে 'হায়াতুন ত্বাইয়িবাহ' দ্বারা প্রকৃত সুখ-শান্তিকে বুঝানো হয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, উহা হালাল-পবিত্র জীবিকা। কেউ বলেন, ধৈর্য, জান্নাত। দুনিয়াতে ইবাদত করা এবং আনুগত্য এবং উৎফুল্লতার সাথে আমল করা। মূলতঃ উপরের সবগুলিই 'হায়াতে ত্বাইয়িবাহ'-এর অন্তর্ভুক্ত *(তাফসীরে ইবনে কাছীর ৮/৩৫২)*।

প্রশ্নঃ (৫/১২৫)ঃ কুকুর পোষা যায় কি? পোষা কুকুর বাড়ীতে রাখা যায় কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাহিদা আখতার
নিউ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।

উত্তরঃ শিকারী কুকুর পোষা যায় এবং পাহারা বা শিকারের উদ্দেশ্যে কুকুর রাখাও যায়। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি গবাদি পশু পাহারাদানকারী কিংবা শিকারী কুকুর ছাড়া অন্য কুকুর পোষে প্রতিদিন তার আমলনামা হ'তে দুই ক্বীরাত পরিমাণ নেকী কমে যায়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪০৯৮)*। অপর বর্ণনায় আছে, 'যে ব্যক্তি গবাদি পশু পাহারাদানকারী, শিকারের জন্য নিয়োজিত অথবা ক্ষেত-খামারের রক্ষণাবেক্ষণকারী কুকুর ব্যতীত অন্য কোন কুকুর পোষে, প্রতিদিন তার আমলের ছওয়াব হ'তে এক ক্বীরাত পরিমাণ নেকী কমে যায়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪০৯৯)*।

প্রশ্নঃ (৬/১২৬)ঃ হজ্জে যাওয়ার জন্য যদি দুই লক্ষ টাকা জমা রাখা হয় এবং যাওয়ার পূর্বে এক বছর পূর্ণ হয়ে যায় তাহ'লে সেই টাকার যাকাত দিতে হবে কি?

-কামরুল হাসান
দুবলাই, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ জমাকৃত টাকা হজ্জের জন্য হোক বা অন্য কাজের জন্য হোক যদি এক বছর অতিক্রম করে তাহ'লে সে টাকার যাকাত দিতে হবে *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ৪২১)*। আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এক বছর অতিক্রম না হওয়া পর্যন্ত কোন সম্পদের যাকাত নেই' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৫৭৩)*।

প্রশ্নঃ (৭/১২৭)ঃ প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে বা মেয়ের পসন্দ নয় এমন ছেলে বা মেয়ের সাথে তাদের পিতা-মাতা কিংবা অভিভাবক বিবাহ দিতে পারে কি?

-ছালাহুদ্দীন
হড়গ্রাম, শেখপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে বা মেয়ের অনুমতি ব্যতীত তাদের অভিভাবক তাদের বিয়ে দিতে পারে না। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বালেগা বিবাহিতা নারীকে বিবাহ দেওয়া যাবে না তার পরামর্শ ব্যতীত। অনুরূপ বালেগা কুমারীকেও বিবাহ দেওয়া যাবে না তার অনুমতি ব্যতীত। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! তার অনুমতি কিরূপে বুঝা যাবে? তিনি বললেন, চুপ থাকাই তার অনুমতি' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১২৬)*। আর ছেলেদের বিবাহের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের পসন্দমত মেয়েদের বিবাহ করতে বলেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৯৮)*। তাই ছেলে নিজেই মেয়েকে পসন্দ করবে। তবে অভিভাবক হিসাবে পিতাকে দায়িত্ব দিতে পারে।

প্রশ্নঃ (৮/১২৮)ঃ লোক মুখে শুনেছি যে, মরা চাউলের ভাত খাওয়া মাকরূহ এবং এরূপ সাতটি ভাত খাওয়া হারাম? এর কোন ভিত্তি আছে কি?

-নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ মরা চাউলের ভাত খাওয়া মাকরূহ এবং এরূপ সাতটি ভাত খাওয়া হারাম একথার কোন ভিত্তি নেই। রুচিসম্মত হ'লে খেতে পারে। আর যদি রুচিসম্মত না হয় তাহ'লে খাবে না। এতে কোন অসুবিধা নেই।

প্রশ্নঃ (৯/১২৯)ঃ মেয়েদের ভ্রুর চুল উঠিয়ে সরু করা এবং চুল কেটে ছোট করা যাবে কি?

-নাজমুন্নাহার
নিউ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।

উত্তরঃ মেয়েদের ভ্রুর পশম উঠিয়ে সরু করা এবং মাথার চুল কেটে পুরুষের সাদৃশ্য করা শরী'আতে নিষিদ্ধ। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, ঐ নারীর উপর অভিশাপ, যে অন্য নারীর ভ্রু উপড়ায় অথবা নিজের ভ্রু উপড়ায় *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৪৬৮; ছহীহ আবুদাঊদ ৪১৭০)*। অন্য বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর লা'নত ঐ সকল নারীদের উপর, যারা পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন করে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৪২৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, 'যারা অমুসলিমদের সাদৃশ্য ধারণ করে তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*।

প্রশ্নঃ (১০/১৩০)ঃ জানাযার ছালাতে প্রতি তাকবীরে হাত উঠাতে হবে মর্মে দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-কাযী সাঈদুর রহমান
বামনভাঙ্গা, রূপসা, খুলনা।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে প্রতি তাকবীরে হাত উঠাতে হবে মর্মে মওফুফ সূত্রে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইবনু ওমর, আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী প্রত্যেক তাকবীরেই হাত উঠাতেন *(বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা ৪/৪৪; যাদুল মা'আদ ১/৪৯২পৃঃ টীকা সহ দ্রঃ)*। উল্লেখ্য, কূফাবাসী সহ কতিপয় বিদ্বান ব্যতীত সকলেই প্রত্যেক তাকবীরেই হাত উঠাতেন *(যাদুল মা'আদ ১/৪৯২)*।

প্রশ্নঃ (১১/১৩১)ঃ অনেক জায়গায় দেখা যায় একজন জুম'আর খুৎবা দেন অন্য আরেকজন ছালাত আদায় করান। এটা কি সুন্নাত সম্মত?

-আব্দুল জাব্বার
সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ সুন্নাত হ'ল যিনি খুৎবা দিবেন তিনিই ছালাতের ইমামতি করবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটাই নিয়মিত করেছেন। তাঁর পরে খুলাফায়ে রাশেদীনও এমনটিই করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ছালাত আদায় করো অনুরূপভাবে যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখছ' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮৩)*। উল্লেখ্য, একজন খুৎবা প্রদান ও অন্যজনের ইমামতিতে ছালাত হ'লেও তা খেলাফে সুন্নাত হবে।

প্রশ্নঃ (১২/১৩২)ঃ একটি পত্রিকা থেকে জেনেছি যে, ইমাম মাহদী অপরিচিত বেশে আবির্ভূত হবেন। প্রশ্ন হ'ল, কিভাবে পৃথিবীতে আসবেন? তার চরিত্রের সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চরিত্রের হুবহু মিল থাকবে কি? এ সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ফারজানা আক্তার শিলা
আখড়াখোলা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ইমাম মাহদী অপরিচিত হয়ে আসবেন উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইমাম মাহদীর নিদর্শন সম্পর্কে বলেছেন, 'আমার বংশ অথবা আমার পরিবার থেকে একজন ব্যক্তিকে পাঠানো হবে যার নাম হবে আমার নামে এবং তার পিতার নাম হবে আমার পিতার নামে'। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'পৃথিবী যেমন অত্যাচার ও যুলুমে পরিপূর্ণ ছিল তেমনি তিনি পৃথিবীতে ন্যায় ও ইনছাফে

পরিপূর্ণ করে দিবেন' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪২৮২)*। অপর হাদীছে আছে, মাহদী হবেন ফাতেমা (রাঃ)-এর বংশের *(ছহীহ আবুদাঊদ ৪২৮৪)*। তাঁর আকৃতি বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তার কপাল হবে প্রশস্ত এবং নাক হবে উঁচু এবং তিনি সাত বছর শাসন ক্ষমতার মালিক থাকবেন' *(ছহীহ আবুদাঊদ, সনদ হাসান হা/৪২৮৫)*। সুতরাং ইমাম মাহদী অপরিচিত নন বরং তিনি হবেন সমধিক পরিচিত ব্যক্তি। *(এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দেখুনঃ দরসে হাদীছ 'ইমাম মাহদীর আগমন' আত-তাহরীক জানুয়ারী '০৩, ৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (১৩/১৩৩)ঃ আযানের সময় 'আল্লাহু আকবার' শব্দগুলি মিলিয়ে পড়তে হবে, না আলাদাভাবে পড়তে হবে? মিলিয়ে পড়তে গিয়ে কেউ 'রা' এর উপর 'যবর' দিয়ে বলে আবার কেউ 'পেশ' দিয়ে বলে। কোন্টি সঠিক?

-হাবীবুল্লাহ
যায়েদ টাউন মসজিদ, গেট নং ০৩
রোড নং ২০০৬, ব্লক নং ৭২০, বাহরাইন।

উত্তরঃ 'আল্লাহু আকবার' 'আল্লাহু আকবার' বাক্যগুলি পৃথক পৃথকভাবে ওয়াক্ফ সহকারে পড়া যায়। আবার শেষ বর্ণে হরকত সহকারেও পড়া যায়। এক্ষেত্রে 'রা' বর্ণে পেশ দিয়ে পড়তে হবে। অর্থাৎ 'আল্লাহু আকবারুল্লাহু আকবার'। কারণ 'আল্লাহ' শব্দের হামযাহটি হামযায়ে আছলী যা আগের শব্দের সাথে মিলিয়ে পড়ার সময় উচ্চারণ হয় না। এটি হামযায়ে ক্বাত্ব'ঈ নয়। তবে কোনভাবেই 'রা' বর্ণে যবর দিয়ে পড়া যাবে না।

প্রশ্নঃ (১৪/১৩৪)ঃ শারঈ বিধান মতে মসজিদে সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ কয়টি দরজা রাখা যায় এবং কোন দিকে দরজা রাখতে হয়। এ সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ তায়েজুদ্দীন মণ্ডল
আমাইল, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মসজিদে প্রবেশের জন্য প্রয়োজনানুপাতে যতটি ইচ্ছা ততটি দরজা রাখা যায়। এতে শারঈ কোন বাধ্যবাধকতা ও নির্দেশনা নেই। অনুরূপভাবে মসজিদের দরজাও সুবিধামত দিকে রাখা যায়। পূর্বদিকে দরজা রাখতেই হবে এমন ধারণা সঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (১৫/১৩৫)ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় খুৎবা শেষে 'ছাদাক্বাল্লাহুল আযীম' বলা যাবে কি?

-নূর ইসলাম সরকার
মথুরা, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। অনুরূপ দ্বিতীয় খুৎবা শেষ করার কোন নির্ধারিত বাক্যও স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। তবে আল্লাহ্র যিকির ও দরূদ দ্বারা শেষ করা যায় *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৮/২৪৭)*। জুম'আর দ্বিতীয় খুৎবায় খত্বীব হামদ ও দরূদ সহ সকল মুসলমানের জন্য দো'আ করবেন এবং মুক্তাদীগণ দো'আয় আমীন আমীন বলতে পারবেন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা (সঊদী আরব) ৮/২৩৩; মাসিক আত-তাহরীক মার্চ'০৭)*।

প্রশ্নঃ (১৬/১৩৬)ঃ কাফেররা হাঁচি দিলে يَرْحَمُكَ الله বলা যাবে কি?

-মনীরুল ইসলাম
বাউসা হেদাতীপাড়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কাফেররা হাঁচি দিলে يَرْحَمُكَ الله বলা যাবে না। বরং يَهْدِيْكُمَ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ ইয়াহদীকুমুল্লাহ ওয়া ইউছলিহু বা-লাকুম। অর্থঃ 'আল্লাহ তোমাদের হেদায়াত দান করুন এবং তোমাদের অবস্থা ভাল রাখুন' বলতে হবে। আবু মূসা (রাঃ) বলেন, ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট হাঁচি দিত এই আশায় যে, তিনি তাদের জন্য يرحمك الله বলবেন। কিন্তু তিনি বলতেন يهديكم الله ويصلح بالكم *(আদাবুল মুফরাদ, পৃঃ ৪০৫, হা/১১১৪, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (১৭/১৩৭)ঃ কেউ যদি হারাম উপার্জন করে তাহ'লে জেনে-শুনে তার বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়া যাবে কি?

-শারমিন বিনতে শামসুল আলম
মাড়িয়া মহাবিদ্যালয়, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কেউ হারাম উপার্জন করলে জেনে-শুনে তার বাড়ীতে দাওয়াত খাওয়া থেকে বিরত থাকাই উচিত। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার দেওয়া পাক-পবিত্র হালাল রিযিক হ'তে খাও' *(বাক্বারাহ ১৭২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা পবিত্র। তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া অন্য কিছু কবুল করেন না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*।

প্রশ্নঃ (১৮/১৩৮)ঃ আমি বিয়ে করেছি এবং আমার পরিবারের সাথেই আছি। কিন্তু আমার পিতা হারাম খাচ্ছেন। আমার পক্ষে ঐ হারাম খাওয়া জায়েয হবে কি?

- সেলিম রেযা
দৌলতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ উপার্জন হারাম হ'লে আল্লাহ তা'আলা ইবাদত কবুল করবেন না। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া অন্য কিছু কবুল করেন না। আল্লাহ তা'আলা রাসূলগণকে যে আদেশ দিয়েছেন মুমিনগণকেও সে আদেশ দিয়েছেন। যেমন রাসূলগণকে বলেছেন, 'হে রাসূলগণ! আপনারা পবিত্র হালাল রূযী খান এবং নেক আমল করুন' *(মুমিনূন ৫১)*। মুমিনগণকে বলেছেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা আমার দেওয়া পবিত্র রিযিক হ'তে খাও' *(বাক্বারাহ ১৭২)*। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উল্লেখ করলেন, 'এক ব্যক্তি দূর-দূরান্তে সফর করছে। তার

মাথার চুল এলোমেলো, শরীরে ধূলা-বালি, এমন অবস্থায় সে উভয় হাত আসমানের দিকে উঠিয়ে কাতর স্বরে হে প্রভু! হে প্রভু!! বলে ডাকছে। কিন্তু তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পরিধেয় বস্ত্র হারাম এবং হারাম দ্বারাই বেষ্টিত। এই ব্যক্তির দো'আ কিভাবে কবুল হ'তে পারে? *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*। সুতরাং হারাম খাওয়া যাবে না। তাই পিতাকে প্রাথমিকভাবে হারাম ছাড়ার অনুরোধ করতে হবে। তা না হ'লে পৃথক হয়ে হালাল রূযী খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।

প্রশ্নঃ (১৯/১৩৯)ঃ 'মীলাদে মোস্তফা' নামক বইয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গায়েব জানতেন মর্মে সূরা জিনের ২৬ ও ২৭ নং আয়াতের দলীল দেয়া হয়েছে। যেমন 'তিনি অদৃশ্যের অধিকারী। তিনি অদৃশ্যের বিষয় কারো কাছে প্রকাশ করেন না তাঁর মনোনীত রাসূল ব্যতীত। তখন তিনি তার অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন'। প্রশ্ন হ'ল- আসলেই কী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গায়েব জানতেন?

-আবুল হোসাইন
উত্তর নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গায়েব জানতেন উক্ত আয়াত দ্বারা তা প্রমাণিত হয় না; বরং তিনি গায়েব জানতেন না এটাই প্রমাণিত হয়। কেননা উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে গায়েবের যতটুকু জানাতেন তিনি শুধু ততটুকুই জানতেন। মূল কথা হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গায়েব জানতেন না। কারণ একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ গায়েব জানে না। আল্লাহু তা'আলা বলেন, 'গায়েবের চাবিকাঠি তাঁর কাছে। তিনি ব্যতীত উহা কেউ জানে না' *(আন'আম ৫৯)*। অপর আয়াতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বক্তব্য এসেছে, 'যদি আমি গায়েব জানতাম তাহ'লে আমি অনেক কল্যাণের অধিকারী হ'তাম এবং অকল্যাণ আমাকে স্পর্শ করত না' *(আ'রাফ ১৮৮)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে রাসূল! আপনি বলুন, আমি তোমাদের একথা বলি না যে, আল্লাহ্র ভাণ্ডার আমার নিকট আছে। আমি গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়ও অবগত নই' *(আন'আম ৫০)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আপনি বলুন! আল্লাহ ব্যতীত আসমান এবং যমীনের কেউ গায়েব জানে না' *(নামল ৬৫)*।

মূলতঃ প্রশ্নে উল্লিখিত আয়াতের মর্মার্থ এই যে, রিসালাতের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ছিল গায়েবের বিষয়ে ততটুকু আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে অহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন।

প্রশ্নঃ (২০/১৪০)ঃ চতুষ্পদ প্রাণীর নাম রাখা যায় কি?

-আব্দুল্লাহ
নীচা বাজার, নাটোর।

উত্তরঃ চতুষ্পদ প্রাণীর নাম রাখা যায়। মু'আয (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সওয়ারীতে ছিলাম। তার সওয়ারীর নাম ছিল 'উফায়ের' *(আবুদাঊদ, হা/২৫৫৯)*। এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উটনীর নাম ছিল 'ক্বাছওয়া' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৫৫)*।

প্রশ্নঃ (২১/১৪১)ঃ মানুষের মৃত্যু কখন হবে তা ফেরেশতারা জানে ন কি?

-আমানুল্লাহ
কাকিয়ারচর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ মানুষের মৃত্যু কখন হবে তা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ জানে না। এমনকি ফেরেশতারাও জানে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র কাছেই ক্বিয়ামতের জ্ঞান আছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকল্য সে কী উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে' *(লোকমান ৩৪)*।

প্রশ্নঃ (২২/১৪২)ঃ অবৈধ মিলনের মাধ্যমে জনৈক মেয়ে গর্ভবতী হয়। বিষয়টি জানাজানি হ'লে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই তাদের বিয়ে দেওয়া হয়। প্রশ্ন হ'ল, এক্ষণে উক্ত সন্তান কি বৈধ হবে?

-নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত সন্তান বৈধ হবে না। বরং জারজ সন্তান বলে গণ্য হবে এবং সে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে না। তবে মায়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩৭২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তি স্বাধীন মহিলার সাথে যিনা করলে এবং অবৈধভাবে সন্তান জন্ম নিলে ঐ সন্তান নিজেও উত্তরাধিকারী হবে না এবং ঐ সন্তানের সম্পদেও (মা ব্যতীত) অন্য কেউ উত্তরাধিকারী হবে না' *(তিরমিযী হা/২৭৪৫; আবুদাঊদ ১৯৫৯-৬০)*।

প্রশ্নঃ (২৩/১৪৩)ঃ জনৈক ব্যক্তি একটি গরু কুরবানী করার জন্য নিয়ত করে। কিন্তু হঠাৎ করে গরুটি অসুস্থ হয়ে পড়ায় যবেহ করে অল্প দামে গোশত বিক্রি করা হয়। এখন ঐ টাকা দিয়ে গরু কেনা সম্ভব নয়। তাহ'লে ঐ টাকা দিয়ে ছাগল কুরবানী করা যাবে কি?

-ওবায়দুল্লাহ
বাউসা হেদাতিপাড়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত টাকা দিয়ে ছাগল কুরবানী করা যাবে। তার সাথে টাকা বৃদ্ধি করেও কুরবানী করা যাবে। তবে পোষা বা খরিদ করা কোন পশুকে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করলে ও সেই মর্মে ঘোষণা দিলে সম্ভবপর তা আর বদল না করা উচিত। অবশ্য যদি নির্দিষ্ট না করা থাকে, তবে তার বদলে উত্তম পশু কুরবানী দেওয়া যাবে *(মির'আতুল মাফাতীহ ৫/৯৯)*।

প্রশ্নঃ (২৪/১৪৪)ঃ আমি একজন ফটোগ্রাফী ও ভিডিওগ্রাফী সাংবাদিক। তাই অনেক সময় ডিজিটাল ও ভিডিও ক্যামেরায় ছবি কিংবা ঘটনার আলোকচিত্র তুলতে হয়। উহা পকেটে নিয়ে ছালাত আদায় করলে ছালাত হবে কি?

-মাহফূযুল হক
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত জিনিসগুলো আধুনিক যন্ত্রের শামিল। যা সঙ্গে নিয়ে ছালাত আদায় করা যায়।

প্রশ্নঃ (২৫/১৪৫)ঃ জনৈক বক্তা বলেন, কোন হক্কানী আলেম বা পীর কোন এলাকায় গেলে ৪০ দিন ঐ এলাকায় কবরের আযাব বন্ধ থাকে। কথাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মনীরুযযামান
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত কথাটি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন *(সিলসিলা যঈফা হা/৪১৯)*।

প্রশ্নঃ (২৬/১৪৬)ঃ লাইলাতুল ক্বদরের লক্ষণ কী কী? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রাযযাক
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লাইলাতুল ক্বদরের আলামত বা নিদর্শন সম্পর্কে বলেছেন, ক্বদরের রাত্রির পরের দিন সকালে সূর্য উঠবে কিন্তু তার কিরণ থাকবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৮৮)*।

প্রশ্নঃ (২৭/১৪৭)ঃ ত্যাজ্যপুত্র করা কি জায়েয?

-মাসরেকা সরকার
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ শরী'আতে ত্যাজ্যপুত্র করার কোন বিধান নেই। কোন পিতা তার সন্তানকে ত্যাজ্যপুত্র করতে পারে না। কেননা পিতার ত্যাজ্যপুত্র করার অধিকার নেই। যদি কোন পিতা এরূপ করে তাহ'লে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। সন্তান অন্যায় করলে তাকে অন্যায়ের শাস্তি প্রদান করতে হবে। তবে তার অন্যায়ের কারণে সম্পদ থেকে তাকে বঞ্চিত করা অন্যায়। সন্তানদের মাঝে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বন্টনের ক্ষেত্রে কম বেশী করলে তাদের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি হয় এবং আত্মীয়তা ছিন্ন হয়। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা সন্তানদের মাঝে সম্পদ সমানভাবে বন্টন কর' *(ত্বাবারাণী, বায়হাক্বী সনদ হাসান, ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩১৮)*। নু'মান বিন বাশীর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে কিছু প্রদান করলে আমার মা তাকে বললেন, এ ব্যাপারে আপনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সাক্ষী বানান। তখন সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট গিয়ে এটা ব্যক্ত করলে তিনি বললেন, তোমার অন্য সন্তানদের কি এরূপ সম্পদ প্রদান করেছ? সে বলল, না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে আমি এর সাক্ষী হ'তে পারব না *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ হা/৩৫৪২; ফিক্বহুস সুন্নাহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩১৮)*।

প্রশ্নঃ (২৮/১৪৮)ঃ যে ব্যক্তির সব সময় পেশাব পড়তে থাকে তার ইমামতি করা ঠিক হবে কি।

-আফতাবুযযামান শরীফ
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত ব্যক্তির নিজের ছালাত হয়ে যাবে। তবে তার ইমামতিতে অন্যদের ছালাত বিশুদ্ধ হওয়া নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। প্রাধান্যযোগ্য মত হ'ল তার ইমামতিতে অন্যদের ছালাত হয়ে যাবে। তবে উত্তম মত বলে, তাকে ছাড়া অন্যদের দিয়ে ছালাত আদায় করানো *(ফাতাওয়া লাজ্নাতুদ দায়েমা ৭ম খণ্ড, পৃঃ ৩৯৩)*। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের সাধ্যানুযায়ী আল্লাহকে ভয় করো' *(তাগাবুন ১৬)*। তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*।

প্রশ্নঃ (২৯/১৪৯)ঃ নিছাব পরিমাণ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি যাকাত ও ওশর না দেয় এবং সেই অর্থ দিয়ে মুছল্লীদেরকে ইফতার করায় তাহ'লে তার ইফতারী গ্রহণ করা যাবে কি?

-সারোয়ার জাহান
সুন্দরপুর, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ যাকাত ইসলামের ৫টি স্তম্ভের অন্যতম একটি স্তম্ভ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা ছালাত প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত আদায় কর' *(বাক্বারাহ ৪৩)*। যাকাত সম্পদকে পবিত্র করে এবং বরকতময় করে। যে মালের যাকাত ফরয হয় তার যাকাত প্রদান না করা হ'লে তাতে অপবিত্র মিশ্রিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'তাদের মালামাল থেকে যাকাত গ্রহণ কর যাতে এর মাধ্যমে তুমি সেগুলিকে পবিত্র করতে এবং বরকতময় করতে পার' *(তওবাহ ১০৩)*।

নিছাব পরিমাণ সম্পদ থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি যাকাত না দেয় এবং এই মাল দ্বারা ইফতারের ব্যবস্থা করে তাহ'লে তা বর্জন করাই উচিত। কারণ এই মালের যাকাত প্রদান না করার কারণে তাতে অপবিত্র মিশ্রিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু আহার কর, যেগুলি আমি তোমাদেরকে রূযী হিসাবে দান করেছি' *(বাক্বারাহ ১৭২)*।

প্রশ্নঃ (৩০/১৫০)ঃ মসজিদে ক্বিবলার দিকে পা রেখে বসা বা শয়ন করা যাবে কি?

-এরশাদ
বিশেহারা, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ মসজিদের ভিতরে হোক বা অন্য কোন জায়গায় হোক ক্বিবলার দিকে পা বিছিয়ে দেওয়াতে কোন শারঈ বাধা নেই। এমনকি মসজিদে খাওয়া-দাওয়া এবং ঘুমানোতেও কোন অসুবিধা নেই। তবে মসজিদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে *(ফাতাওয়া লাজনাতুদ দায়েমাহ ৬/২৯২)*।

প্রশ্নঃ (৩১/১৫১)ঃ আদম ও হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করতে কতদিন সময় লেগেছিল? তারা কতদিন জান্নাতে ছিলেন, দুনিয়াতে কোন স্থানে তাদের অবতরণ করানো হয়েছিল, তারা কত বছর জীবিত ছিলেন, তাদের মধ্যে কে আগে মারা গিয়েছিলেন, তাদের ছেলে মেয়ের সংখ্যা কত ছিল? তা কি ১২০ হাত লম্বা ছিলেন এবং তাদের উপর ছালাত ফরয ছিল কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবুল হুসাইন মিয়া
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

উত্তরঃ আদম (আঃ)-কে ছূরাত দান করার পূর্বে খামীর অবস্থায় ৪০ দিন রাখা হয়েছিল। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আদম (আঃ)-কে রূহবিহীন শারীরিক কাঠামো অবস্থায় ৪০ রাত রেখেছিলেন। সুদ্দী বর্ণনা করেন, আদম (আঃ)-কে আল্লাহ তা'আলা কাদা ও পানির মাঝে ৪০ বছর রেখেছিলেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস বলেন, পরকালের অর্ধদিন অর্থাৎ দুনিয়ার ৫০০ বছর।

আবুল আলিয়া বলেন, জান্নাতে তারা অবস্থান করেছিলেন পাঁচ ঘন্টা। অন্যত্র আছে, ৪৩ বছর ৪ মাস। হাসান বাছরী বলেন, দুনিয়ার ১৪০ বছরের মত তারা অবস্থান করেছিলেন। তাদের অবতরণ সম্পর্কে আলী ইবনু আবী ত্বালিব, ইবনু আব্বাস, ক্বাতাদাহ এবং আবুল আলিয়া বলেন, আদম (আঃ) ভারতে নওদ পাহাড়ে অবতরণ করেছিলেন এবং হাওয়া (আঃ) মক্কার জেদ্দায় অবতরণ করেছিলেন *(আল-মুনতাযাম পৃঃ ২০০-২০৮)*। দু'জনের মধ্যে আদম (আঃ) আগে মারা যান তার এক বছর পর হাওয়া মারা যান *(আল-বিদাইয়া ওয়ান নিহাইয়া, পৃঃ ৯২)*। কারো মতে তাদের ছেলে মেয়ের সংখ্যা ৪০ হাযার *(ঐ, পৃঃ ২২৮)*। ইবনু কাছীর বলেন, তাদের ছেলে মেয়ের সংখ্যা ছিল চার লাখ *(পৃঃ ৮৯)*। আদম (আঃ) ৬০ গজ অর্থাৎ ১২০ হাত লম্বা ছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাই, মিশকাত হা/৪৬২৮ ফাৎহুল বারী হা/৩৩২৬ এর ব্যাখ্যা দ্রঃ ৬/৪১৯-২০)*। তবে হাওয়া (আঃ)-এর দৈর্ঘ্যতা সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। উল্লেখ্য যে, শেষোক্ত হাদীছটি ব্যতীত উপরোক্ত কথাগুলির বিশুদ্ধতা সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। এগুলি ঐতিহাসিক বর্ণনা মাত্র।

প্রশ্নঃ (৩২/১৫২)ঃ বিবাহ পড়ানোর পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করনে।

-আবুল কাশেম (আকাশ)
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ বিবাহের বৈঠকে বর, মেয়ে পক্ষের ওলী বা অভিভাবক যিনি মেয়ের বিয়ের কথা বরের সামনে উল্লেখ করবেন। সেই সাথে বৈঠকে দু'জন সাক্ষী উপস্থিত থাকার মাধ্যমে বিবাহ সংঘটিত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ওলী ব্যতীত বিবাহ হয় না' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩১৩০)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, দু'জন সাক্ষী ও একজন বিবেকবান ওলী ব্যতীত বিবাহ হয় না *(মাওকূফ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/১৮৪৪)*। বিবাহের বৈঠকে ওলী বা কোন ব্যক্তি প্রথমে খুৎবাহ পড়বেন। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের দু'টি তাশাহহুদ শেখাতেন। একটি ছালাতে অপরটি প্রয়োজনীয় কাজে বলার জন্য। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, বিবাহে ও অন্যান্য প্রয়োজনে তিনি প্রথমে বলতেন,

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ،

তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পবিত্র কুরআনের ৪টি আয়াত পাঠ করতেন। আলে ইমরান ১৩২, নিসা ১ এবং আহযাব ৭০-৭১। অতঃপর তিনি প্রয়োজনীয় কথা বলতেন *(আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩১৪৯, 'বিবাহের সংবাদ, খুৎবা ও শর্ত' অনুচ্ছেদ)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রথমে খুৎবাহ, অতঃপর প্রয়োজনীয় কথা বলতে হবে। খুৎবার পরে কিছু প্রয়োজনীয় কথা বলতেন অর্থাৎ বিবাহ সংক্রান্ত কথা। যেমন মেয়ের পিতা অথবা অভিভাবক মেয়ের পক্ষ থেকে বলবেন, আমার মেয়ে এত মোহরের বিনিময়ে তোমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে রাযী। তুমি তাকে স্ত্রী হিসাবে কবুল কর। তখন বর বলবে, আমি কবুল করলাম। বরের এই বাক্য ২ জন সাক্ষী শুনবেন। অর্থাৎ ওলী মেয়েকে ছেলের নিকট সমর্পণ করবেন। ওলীর কথার উত্তরে বর 'ক্বাবিলতু' (আমি কবুল করলাম) বলবে *(ছহীহ বুখারী হা/৫১২২ ও ৫১৪১; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড ৩৩ পৃঃ)*। অতঃপর ওলী সহ অন্যরা তাদের মঙ্গলের জন্য নিম্নের দো'আ পাঠ করবে। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) কোন ব্যক্তির বিবাহ সম্পাদন কালে বলতেন-

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِىْ خَيْرٍ،

(বা-রাকাল্লুহ লাকা ওয়া বা-রাকা আলাইকুমা ওয়া জামা'আ বায়নাকুমা ফি খয়রিন)। অর্থঃ 'আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুন ও তোমাদের উভয়কে বরকত দান করুন। তিনি তোমাদের উভয়ের মাঝে দাম্পত্য মিলন কল্যাণমণ্ডিত করুন' *(আহমাদ, মিশকাত হা/২৪৪৫)*।

উল্লেখ্য যে, মেয়ের নিকট গিয়ে মেয়েকে কবুল করানোর প্রচলিত প্রথা ঠিক নয়। কারণ মেয়ের পক্ষ থেকে ওলীই যথেষ্ট। উম্মে হাবীবা (রাঃ)-কে যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিবাহ করেছিলেন তখন উম্মে হাবীবা (রাঃ) ছিলেন হাবশায়। আর নবী করীম (ছাঃ) ছিলেন মদীনায় *(মুহাল্লা ৯/১৬৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/১৫৩)ঃ 'ছালাতে বান্দা তার প্রভুর সাথে চুপি চুপি কথা বলে'। কিন্তু কোন এক ছালাতে এক ছাহাবী রুকূ থেকে উঠার দো'আ সশব্দে পড়লে ৩০ জন ফেরেশতা তা আল্লাহ্র দরবারে পৌঁছানোর জন্য প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েন। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও এটাকে নিষেধ করেননি। প্রশ্ন হ'ল, কেউ যদি রুকূ থেকে উঠার দো'আ সরবে পড়ে তাহ'লে কি ঠিক হবে?

- প্রফেসর মোশাররফ
মাষ্টারপাড়া, কাটিয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রুকূ থেকে উঠে নীরবে দো'আ পড়াই উত্তম *(ছহীহ বুখারী ১/৭৬; মিশকাত হা/৭১০)*। সরবে পড়ার প্রমাণে বলা হয় যে, জনৈক ছাহাবী রুকূ থেকে মাথা তুলে জোরে দো'আ পড়লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সালাম ফিরায়ে জিজ্ঞেস করলেন, ঐ কথাগুলো কে বলল? লোকটি বলল, আমি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি ত্রিশের অধিক ফেরেশতাকে ছুটাছুটি করতে দেখলাম যে, ঐ কথা কে আগে লিখবে *(বুখারী, মিশকাত ৮২ পৃঃ 'ছালাত' অধ্যায়)*।

অত্র হাদীছটি প্রমাণ করে যে, ঐ ছাহাবী ব্যতীত নবী করীম (ছাঃ) সহ কোন ছাহাবী রুকূ থেকে উঠার দো'আটি সরবে পড়েননি। দ্বিতীয়তঃ উক্ত দো'আ পড়ার ব্যাপারে ঐ ছাহাবী ব্যতীত নবী করীম (ছাঃ)-এর আমল এবং ছাহাবীগণেরও আমল নেই। তৃতীয়তঃ দো'আর ফযীলতে ঐ হাদীছটি বর্ণিত, উচ্চ কণ্ঠে বলার জন্য নয়। অতএব উক্ত রুকু হ'তে উঠে সরবে দো'আ পড়ার চেয়ে নীরবে দো'আ পড়ার বিষয়টি বেশী শক্তিশালী। তাছাড়া রুকু থেকে উঠে যা পড়া হয় তা একটি দো'আ। আর দো'আর সাধারণ আদব হ'ল নীরবে পড়া। বিশেষ করে ছালাতের ভিতরে আল্লাহ্র সাথে মুনাজাত বা চুপি চুপি কথার ক্ষেত্রে বেশী প্রযোজ্য। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তোমাদের প্রভুকে ডাক, বিনীতভাবে ও চুপে চুপে' *(আ'রাফ ৫৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/১৫৪)ঃ আমি এক বছর আগে আমার স্ত্রীকে কাযীর মাধ্যমে এক বৈঠকে তিন ত্বালাক দিই এবং চেয়ারম্যানকে সাক্ষী রেখে যাবতীয় পাওনা ও মোহরানা পরিশোধ করা হয়। বর্তমানে আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে ঘর-সংসার করতে ইচ্ছুক। আমি কি তাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে পারব? ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-গোলাম রব্বানী
ফার্মাসিস্ট, উপযেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স
পোরশা, নওগাঁ।

উত্তরঃ প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী স্ত্রী এক তালাকপ্রাপ্তা হয়েছে। এমতাবস্থায় স্বামী তাকে সাধারণ বিবাহের মাধ্যমে ফেরত নিতে পারবে *(মুসলিম হা/১৪৭২-৭৩; আবুদাঊদ হা/১৯২২; নাসাঈ হা/৩৪৩০; মিশকাত হা/৩২২৯;)*। উল্লেখ্য যে, ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বে ফিরিয়ে নিলে নতুন বিবাহের দরকার হ'ত না। আরো উল্লেখ্য যে, কোন কোন স্থানে হালালা বা হিল্লা করার নোংরা প্রথা সমাজে চালু আছে। এটি শরী'আতের দৃষ্টিতে পরিষ্কার হারাম। এটি জাহেলী প্রথা *(ছহীহ নাসাঈ হা/৩১৯৮; ছহীহ তিরমিযী হা/৮৯৩-৯৪; মিশকাত হা/৩২৯৬-৯৭)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে তালাক দেওয়ার পর স্বামী স্ত্রীকে ফেরত নিতে পারে তা হচ্ছে দু'বার। অর্থাৎ দুই তহুরে দুই তালাক পর্যন্ত ফেরত নিতে পারে। তৃতীয় তালাকের পর ফেরত নেওয়া যাবে না' *(বাক্বারাহ ২২৯)*। তবে জানা আবশ্যক যে, 'তালাক' কোন খেল-তামাশার বস্তু নয়। স্ত্রীকে শাসন করার অন্য পন্থা বের করুন। 'একবার জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক সঙ্গে তিন তালাক দিয়েছে জানতে পেরে রাগে উঠে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কিতাব নিয়ে খেলা করা হচ্ছে? অথচ আমি তোমাদের মাঝে রয়েছি। তখন একজন দাঁড়িয়ে বলল, হে রাসূলুল্লাহ! আমি কি ওকে হত্যা করব না'? *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৩২৯২; রাওযাতুন নাদিয়াহ, তাহক্বীক্ব আলবানী, ২/৪৭; হেদায়াতুর রুয়াত হা/৩২২৯, ৩/৩১৩ পৃঃ; মুহাল্লা, মাসআলা নং ১৯৪৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/১৫৫)ঃ 'দেশকে ভালবাসা ঈমানের অঙ্গ' উক্ত কথার সত্যতা জানতে চাই।

- আব্দুল্লাহ
পাঁচরুখী মাদরাসা
নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল বা মিথ্যা *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/১৫৬)ঃ 'যে ব্যক্তি আলেমের তাক্বলীদ করবে (দলীল ছাড়া অন্ধ অনুসরণ করবে) সে নিরাপদে আল্লাহ্র নিকট মিলিত হবে'। উক্ত কথার সত্যতা জানতে চাই।

-আমীনুল ইসলাম
কোমর গ্রাম, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ উক্ত কথা মিথ্যা ও বানোয়াট। মূর্খ আলেমরা উক্ত কথা প্রচার করে থাকে। সাইয়েদ রশীদ রিযাকে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, এটা কোন হাদীছ নয় *(আল-মানার ৩৪/৭৫৯; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৫১)*। বরং মুসলিম ব্যক্তি মাত্রই দলীলের ভিত্তিতে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করবে, কোন আলেম, পীর বা ইমামের অন্ধ তাক্বলীদ করবে না। কারণ ইসলামের নামে তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুসরণ হারাম।

প্রশ্নঃ (৩৭/১৫৭)ঃ আমাদের এলাকার কতিপয় লোক ধান কাটার ২/৩ মাস পূর্বেই মণ প্রতি ১৫০ টাকা ধার্য করে তা ক্রয় করে নেয়। এভাবে ধান কাটার পূর্বে অল্প মূল্যে ক্রয় করা কি শরী'আত সম্মত?

- আব্দুল্লাহ
প্রভাষক, নিতপুর ফাযিল মাদরাসা
পোরশা, নওগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতি শরী'আত সম্মত। কারণ বিক্রিত বস্তুর পূর্ণ পরিচয় ও পরিমাণ ঠিক করে এবং তা হস্তান্তর করার সময় নির্দিষ্ট করে নিয়ে নির্দ্ধারিত মূল্যে বিক্রেতাকে অগ্রিম

দিয়ে দেওয়া হ'লে এরূপ কেনা-বেচাকে ইসলামী পরিভাষায় 'বাইয়ে সালাম' বা 'বাইয়ে সালাফ' বলে।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) যখন মদীনায় হিজরত করে এলেন, তখন মদীনাবাসীগণ এক বছর বা দু'বছর মেয়াদে 'বাইয়ে সালাফ' করতেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে বললেন, 'যারা 'বাইয়ে সালাফে'র ভিত্তিতে ফলের সওদা করবে তারা যেন তার ধার্যকৃত ওযন ও (কাঠা বা আড়ীর) মাপ এবং ধার্যকৃত সময়ের ভিত্তিতে তা করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৮৩ 'সালাম ও রেহেন' অনুচ্ছেদ)*। তবে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় হ'ল, বিক্রেতার অভাবের তাড়নার সুযোগ নিয়ে যেন তার উপরে যুলুম না করা হয়।

প্রশ্নঃ (৩৮/১৫৮)ঃ 'মুরাক্বাবা' (مراقبة) কি? এটি কি কুরআন-হাদীছ সম্মত? নবী করীম (ছাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীন কি 'মুরাক্বাবা' করেছেন?

- আল-আমীন
তেরোখাদা, খুলনা।

উত্তরঃ শব্দটির আভিধানিক অর্থ পর্যবেক্ষণ করা, লক্ষ্য করা, পাহারাদারী করা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থ কোন ব্যক্তির নির্জনে একাকী বসে আল্লাহ পাকের কোন আয়াত বা তাঁর সৃষ্টিজগত অথবা তাঁর নিদর্শনাবলীর গবেষণায় নিমজ্জিত থাকাকে 'মুরাক্বাবা' বলে *(লুগাতুল হাদীছ, পৃঃ ৮১১৩)*। মা'রেফতী অর্থে ছূফীদের আবিস্কৃত ছয় লতীফার বিশেষ পদ্ধতিতে যিকরের মাধ্যমে মানবাত্মাকে পরমাত্মার সাথে মিলিয়ে আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিলীন হয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে মুরাক্বাবা বলে। ইসলামে এরূপ মুরাক্বাবার কোন অস্তিত্ব নেই। এরূপ মুরাক্বাবা আমাদের প্রিয় নবী (ছাঃ) ও তাঁর কোন ছাহাবী কোনদিন করেননি। কাজেই ইবাদতের নামে এইরূপ বিদ'আতী পদ্ধতি অবশ্যই পরিত্যাজ্য *(দ্রঃ আত-তাহরীক, অক্টোবর '৯৯ প্রশ্নোত্তর ২৯/২৯)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/১৫৯)ঃ 'ছালাত, ছিয়াম ও যিকিরকে আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করার উপরে ৭০০ গুণ নেকী বৃদ্ধি করা হয়' (আবুদাউদ হা/২৪৭৮ 'জিহাদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৪)। 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় টাকা প্রেরণ করল এবং নিজে বাড়ীতে অবস্থান করল সে প্রত্যেক দিরহামের বিনিময়ে ৭০০ দিরহামের নেকি পেল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করল এবং তার পথে খরচ করল সে প্রত্যেক দিরহামের বিনিময়ে ৭ লক্ষ নেকী পেল' (ইবনু মাজাহ হা/২৭৬১ 'জিহাদ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৪; মিশকাত হা/৩৮৫৭ 'জিহাদ' অধ্যায়)। উক্ত হাদীছ দু'টি কি ছহীহ? উক্ত দু'টি হাদীছ দ্বারা প্রচলিত তাবলীগ জামায়াতের লোকেরা যেকোন সৎ আমলের নেকী গুণ করে (৭০০x৭,০০০০০) ৪৯,০০০০০০০ (উনপঞ্চাশ কোটি) বলে প্রচার করে। উক্ত ফযীলতের হিসাবের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুরাদ বিন আমজাদ
খুলনা।

উত্তরঃ প্রথমতঃ উক্ত দু'টি হাদীছই যঈফ *(যঈফ আবুদাউদ হা/২৪৯৮; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২৭৬১; মিশকাত হা/৩৮৫৭-এর টীকা দ্রঃ)*। দ্বিতীয়তঃ দুই হাদীছে দুই রকম ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু একত্রিত করে গুণ করার এখতিয়ার কে দিল? প্রতি নেকীর বিনিময়ে উনপঞ্চাশ কোটি নেকী পেলে তো রাসূল (ছাঃ)ই বলে যেতেন। মনে হচ্ছে তারা নবীর চেয়ে উত্তম কিছু দিতে চায়। ইসলামী শরী'আতের নামে এরূপ নোংরা বাড়াবাড়ি মহা অন্যায়। এধরণের মিথ্যা বয়ান দিয়ে মূর্খ মানুষকে বাগে আনার অন্ধ অপচেষ্টা মাত্র। এ সমস্ত উদ্ভট ফযীলতের ধোঁকা থেকে বেঁচে থেকে ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ফযীলতের আমল করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৪০/১৬০)ঃ 'যে ব্যক্তি চল্লিশ দিনকে কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করবে তার কথায় জ্ঞানের ধারা প্রবাহিত হবে' (আল-হাদীছ)। হাদীছটি কি ছহীহ?

- শামসুল হক
দুয়ার পাল, পোরশা, নওগাঁ।

উত্তরঃ হাদীছটি জাল। আবু নঈম তার হিলইয়াহ কিতাবে (৫/১৮৯) এটি বর্ণনা করেছেন *(কিতাবুল মাওযূ'আত ৩/১৪৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৮)*।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১১তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

এপ্রিল ২০০৮

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/২৪১)ঃ আমার ভাগ্যে যেসব অমঙ্গল লিপিবদ্ধ করা আছে তা কি আমি আমার জ্ঞান দিয়ে এর বিপরীত করতে পারব? যারা দুনিয়ায় গযবের শিকার হন, তারা কি ভাগ্যের কারণে হন। দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-ক্বামারুল হাসান
এনায়েতপুর মাদরাসা, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ তাক্বদীরে আল্লাহ তা'আলা যা লিপিবদ্ধ করেছেন তা অবশ্যই ঘটবে। কিন্তু তাক্বদীরে ভাল লিপিবদ্ধ আছে, না মন্দ লিপিবদ্ধ আছে তা কেউ অবগত নয়। ফলে মন্দ কর্ম হ'তে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করতে হবে এবং সৎকর্ম সমূহ সম্পাদন করে যেতে হবে। তাহ'লে আল্লাহ তার তাক্বদীরের মন্দকে পরিবর্তন করে দিতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা তাক্বদীরের ভাল-মন্দকে ইচ্ছা করলে মিটিয়ে দিতে পারেন এবং বহালও রাখতে পারেন *(রা'আদ ৩৯)*। ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'মানুষ পাপ কর্মের কারণে রুযী থেকে বঞ্চিত হয়। দো'আর মাধ্যমে তাক্বদীর পরিবর্তন হয় এবং নেকীর মাধ্যমে বয়স বৃদ্ধি পায় *(নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, হা/৪৯২৪; মিশকাত হা/৪৯২৫)*।

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) ক্রন্দনরত অবস্থায় তাওয়াফ করতে করতে বললেন, 'হে আল্লাহ! যদি আমার ভাগ্যে মন্দ ও পাপ কর্ম লিপিবদ্ধ থাকে তাহ'লে উহা মিটিয়ে দিন। কেননা আপনি ইচ্ছা করলে মিটিয়ে দিতে পারেন এবং বহালও রাখতে পারেন। আপনার নিকট উম্মুল কিতাব রয়েছে। আপনি আমার তাক্বদীরকে কল্যাণময় করুন এবং গুনাহ থেকে ক্ষমা করুন *(ইবনু জারীর, তাফসীরে তাবারী হা/২০৪৭৮, সনদ হাসান, দ্রঃ তাহক্বীক্ব তাফসীরে ইবনে কাছীর ৮/১৬৫)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, আল্লাহ্‌র নিকট দু'টি কিতাব রয়েছে। একটি কিতাবে যা লিপিবদ্ধ আছে তা তিনি মিটিয়ে দেন এবং বহাল রাখেন। আর তার নিকট রয়েছে উম্মুল কিতাব *(ইবনু জারীর, হাকেম, সনদ ছহীহ, তাহক্বীক্ব তাফসীর ইবনে কাছীর, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৪-১৬৭)*।

প্রশ্নঃ (২/২৪২)ঃ বিদ্যা অর্জন করা ফরয, বিদ্যার্জনের জন্য প্রয়োজনে সুদূর চীন দেশে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় প্রশ্ন হ'ল, এটা কি শুধু ধর্মীয় শিক্ষার জন্য? স্কুল-কলেজে অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জিত বিদ্যা কি উক্ত ফরযের অন্তর্ভুক্ত হবে?

-মুতীউর রহমান
মরিয়ম বাজার হাফেযিয়া মাদরাসা
বাসুলী, খানসামা, ভারত।

উত্তরঃ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করা সকল মুসলিম ব্যক্তির উপর ফরয। আর এটি ইলমে শারঈ বা দ্বীনী ইলম। যা দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ইবাদত সমূহ করার মাধ্যম। এ ধরনের ইলম অর্জন করা থেকে বিরত থাকা অবৈধ। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির উপর দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা ফরয' *(মির'আতুল মাফাতীহ, হা/২১৯, পৃঃ ২২; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২২৪, সনদ ছহীহ)*। এতদ্ব্যতীত প্রয়োজনে বা উপকারার্থে এর অতিরিক্ত জ্ঞানার্জন করা যায়। যেমন- যায়েদ বিন সাবেত (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে সুরইয়ানী ভাষা শিক্ষার জন্য আদেশ করেছিলেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬৫৯, সনদ ছহীহ)*।

উল্লেখ্য যে, জ্ঞানার্জনের জন্য সুদূর চীন দেশে যাওয়া সম্পর্কিত হাদীছটি জাল *(মিশকাত হা/২১৮ নং এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। তবে ইলম অর্জনের জন্য প্রয়োজনে দূরদেশেও ভ্রমণ করা যায়। যেমন মূসা (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে জ্ঞানার্জনের নিমিত্তে খিযির (আঃ)-এর সাক্ষাতের জন্য দূর থেকে বহু দূরে ভ্রমণ করেছিলেন *(কাহফ ৬০)*।

প্রশ্নঃ (৩/২৪৩)ঃ মা-বাবা যদি নেক সন্তান রেখে মারা যান এবং মৃত্যুর পরে সন্তানেরা যদি গুনাহে লিপ্ত হয়, তাহ'লে উক্ত গুনাহের ভাগ কি মা-বাবাকেও বহন করতে হবে? অনুরূপভাবে, সৎ ও পরহেযগার সন্তানের পুণ্যের ভাগ মৃত পিতা-মাতা পাবেন কি?

-মুহাম্মাদ ইমামুল ইসলাম
ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৫।

উত্তরঃ পিতা-মাতা যদি সন্তানদেরকে শারঈ শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন এবং সন্তানের জন্য যে দায়িত্ব রয়েছে তা পালন করে থাকেন অতঃপর তাদের মৃত্যুর পর সন্তানেরা যদি অন্যায়-অপকর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে তাহ'লে পিতা-মাতা গোনাহগার হবেন না। আল্লাহ বলেন, 'একজন আরেক জনের পাপের বোঝা বহন করবে না' *(ফাত্বির ১৮)*। অপরদিকে পিতা-মাতা যদি দায়িত্ব পালন না করেন এবং সন্তানের অন্যায় কর্মের

সহযোগী হন তবে তাদেরকে অবশ্যই জবাবদিহী করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল, প্রত্যেককেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। জনসাধারণের নেতা তার প্রজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। গৃহকর্তা তার পরিবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে... *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৫)*। কতিপয় সৎকর্মের নেকী মৃত্যুর পরও মৃত ব্যক্তি পেয়ে থাকেন। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুমিন ব্যক্তি মৃত্যুর পরও তার সৎ কর্মের নেকীর ভাগীদার হবেন। সেগুলো হ'ল শিক্ষার্জন করা এবং শিক্ষা দেওয়া, সুসন্তান রেখে যাওয়া, কুরআনের উত্তরাধিকারী বানানো, মসজিদ নির্মাণ, পথিকের জন্য ঘর নির্মাণ, নদী খনন সহ সুস্থ থাকাবস্থায় যে দান করা হয় তার নেকী মুমিন ব্যক্তি মৃত্যুর পরও পান *(ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, সনদ হাসান, মিশকাত হা/২৫৪; ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩)*।

প্রশ্নঃ (৪/২৪৪)ঃ ১০ বছরে ছালাত ফরয হয় কিন্তু ছাওম কত বছরে ফরয হয়?

-ইয়াছির আরাফাত সজিব
ঠিকানা বিহীন।

উত্তরঃ ছালাতের ক্ষেত্রে ১০ বছরের কথা উল্লেখ থাকলেও শরী'আতের অন্যান্য ইবাদতের জন্য সুনির্দিষ্ট বয়স উল্লেখ নেই। তবে সাবালক হওয়ার নিম্নোক্ত আলামতগুলি কারো মধ্যে প্রকাশ পেলে তার উপর ইবাদত ফরয হবে। যেমন (১) গুপ্তাঙ্গে কেশ গজানো (২) প্রবৃত্তির তাড়নায় জাগ্রত বা ঘুমন্ত অবস্থায় বীর্যপাত হওয়া (৩) নারীদের ক্ষেত্রে হায়েয হওয়া ইত্যাদি *(ফাতাওয়া আরকালিন ইসলাম, পৃঃ ২৬৪-৬৫)*।

প্রশ্নঃ (৫/২৪৫)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উম্মতের ৭০ হাযার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। তারা হ'ল ঐ সমস্ত লোক, যারা ঝাড়ফুঁক করেনি, ফাল গ্রহণ করেনি, দাগ লাগায়নি, যারা শুধু আল্লাহ্র উপরই ভরসা করে। কোন মুসলিম ব্যক্তি এই হাদীছ জানা সত্ত্বেও ঝাড়ফুঁক করেছিল এবং চিকিৎসা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে অনুতপ্ত হয়ে এই হাদীছের উপর যদি সে আমল করে, তাহ'লে ঐ ৭০ হাযার লোকের অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারবে কি?

-শাহ আবু শাহীন
পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উক্ত ব্যক্তি যদি অনুতপ্ত হয়ে ঝাড়ফুঁক সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে এই হাদীছের প্রতি আমল করে এবং শুধু আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তাহ'লে আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তাকে ঐ ৭০ হাযার লোকের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা আল্লাহ্র রহমত হ'তে নিরাশ হয়ো না' *(যুমার ৫৩)*।

প্রশ্নঃ (৬/২৪৬)ঃ আমার ছেলে ১৫ বছর বয়সে মারা গেছে। জন্মের পর আমি তার আক্বীক্বা করতে পারিনি। এখন তার আক্বীক্বা করা যাবে কি? নিজেই নিজের আক্বীক্বা করা এবং জন্মের সপ্তম দিন ব্যতীত পরবর্তী দিনের আক্বীক্বা করা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রঊফ
তালবাড়িয়া, আকলীপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ শিশু জন্মের সপ্তম দিনে আক্বীক্বা করতে হবে। এটাই ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, বুলূগুল মারাম হা/১৩৬০; মিশকাত হা/৪১৫৩, ৫৮)*। সপ্তম দিনের পরে আক্বীক্বা করার যে হাদীছগুলো এসেছে এর সবগুলোই যঈফ ও জাল *(বুলূগুল মারাম হা/১৩৬০ -এর টীকা দ্রঃ বুলূগুল মারাম, ইতহাফুল কিরাম, পৃঃ ৪০৭)*। অতএব উল্লিখিত ব্যক্তির আক্বীক্বা করার কোন আবশ্যকতা নেই।

প্রশ্নঃ (৭/২৪৭)ঃ আমাদের এলাকায় ইসলামী ব্যাংক ফাউণ্ডেশন নামে একটি সমিতি আছে। তাদের ঋণ কার্যক্রম নিম্নোক্তভাবে পরিচালিত হয়। যেমন- আমি একজন ব্যবসায়ী। টাকার প্রয়োজনে উক্ত সমিতির সদস্য হই। উক্ত সমিতি হ'তে আমাকে ঋণ বাবদ ১০,০০০/= টাকা প্রদান করা হয় এবং সেই টাকার উপর ১২% লাভ বসিয়ে ১২,০০০/= টাকা আমাকে সাপ্তাহিক ভাবে ৪৬ কিস্তিতে পরিশোধ করতে বলা হয়। আর আমাকে বলা হয় ১২০০০/= টাকার একটি ভাউচার করতে। উল্লিখিত পদ্ধতিতে টাকা লেনদেন সূদের পর্যায়ে পড়ে কি?

-আনোয়ার
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতিতে টাকা লেনদেন সম্পূর্ণ সূদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ টাকা লেনদেনের জন্য শরী'আতে দু'টি বিধান রয়েছে। (১) 'ইশতিরাক' বা শরিকানা ব্যবসা (২) 'মুযারাবা' বা একজনের সম্পদ আর অপর জনের ব্যবসা বা পরিশ্রম *(নাসাঈ, বুলূগুল মারাম হা/৮৭১; দারাকুৎনী, বুলূগুল মারাম হা/৮৯৫)*। প্রশ্নোল্লিখিত পদ্ধতিটি শরী'আত নির্ধারিত পদ্ধতির বিরোধী হওয়ায় তা সূদের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্নঃ (৮/২৪৮)ঃ দাবা খেলা কি জায়েয?

-মুহাম্মাদ রেযাউল করীম
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ দাবা, পাশা ও লুডু খেলা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি দাবা বা লুডু খেলায় অংশগ্রহণ করল সে নিজের হস্ত শূকরের রক্তে রঞ্জিত করল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫০০)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'যে ব্যক্তি দাবা-লুডু খেলল সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫০৫)*।

প্রশ্নঃ (৯/২৪৯)ঃ আমি কোন ব্যক্তিকে ১০ হাযার টাকা ধার দিব এই শর্তে যে, সে আমাকে এক বছর পরে ১০ হাযার টাকা দিবে এবং ১০ মন ধানও দিবে। শরী'আতে এর বিধান কি?

-ছফিউল্লাহ খান
মহিলা মাদরাসা, রাণীপুরা, কাঞ্চন।

উত্তরঃ উক্ত লেন-দেন সূদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ ঋণ দাতা ঋণের বিনিময়ে তার প্রদত্ত টাকা ফেরত নেওয়া সত্ত্বেও অতিরিক্ত লাভ স্বরূপ আরও দশমন ধান নিচ্ছে। যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং সূদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২৭৫)*।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সোনার বিনিময়ে সোনা, চাঁদির বিনিময়ে চাঁদি, গমের বিনিময়ে গম, যবের বিনিময়ে যব, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, লবণের বিনিময়ে লবণ, সমান সমান, নগদ-নগদ। যে ব্যক্তি বেশী নিবে বা দিবে তা সূদের অন্তর্ভুক্ত। দাতা ও গ্রহীতা গুণাহের দিক দিয়ে উভয়েই সমান' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৯)*।

প্রশ্নঃ (১০/২৫০)ঃ কোন মহিলা সন্তান গ্রহণের কারণে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার আশঙ্কা থাকলে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তরঃ সন্তান ধারণে মৃত্যুর আশঙ্কা দেখা দিলে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শে অস্থায়ীভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করা যাবে। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের অসুবিধায় ফেলতে চান না' *(মায়েদাহ ৬)*। তবে রিযিকের ভয়ে এবং চেহারার সৌন্দর্য ও লাবণ্যতা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অবলম্বন করা জায়েয নয় *(বাণী ইসরাইল ৩১)*।

প্রশ্নঃ (১১/২৫১)ঃ অনেক মাদরাসায় ছাত্রীদেরকে উন্মুক্ত স্থানে পিটি, গান, গজল ইত্যাদি করানো হয়। শরী'আতে এর বিধান কি?

-হাসিবুল ইসলাম
করখণ্ড, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্টল, মক্তবে, হাসপাতাল এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান সহ যাবতীয় ক্ষেত্রে পর পুরুষের সঙ্গে নারীদের সংমিশ্রণ হারাম। কেননা আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে শক্তিধর এবং নারীদেরকে তাদের জন্য আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করেছেন। এজন্য মাহরাম ব্যতীত নারীরা যখন অন্য পুরুষের সঙ্গে একত্রিত হয় বা কোন স্থানে মিলিত হয় তখন শয়তানের প্ররোচনায় তারা অন্যায় ও গর্হিত কাজের প্রতি ধাবিত হয় *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১০৯, সনদ ছহীহ)*। ফলে তারা এক সময় অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাই উল্লিখিত অনুষ্ঠানাদিতে নারী-পুরুষের একত্রিত হওয়া বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেন, হে রাসূল! আপনি মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য পবিত্রতা আছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে *(নূর ৩০-৩১)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'চোখের যেনা তাকানো, কানের যেনা শ্রবণ করা, জিহ্বার যেনা কথা বলা, হাতের যেনা স্পর্শ করা এবং পায়ের যেনা ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে চলা' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৬)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে, জাহেলী যুগের ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না' *(আহযাব ৩৩; ফাৎওয়া লাজনাতুত দায়েমাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮১-৮৩)*।

প্রশ্নঃ (১২/২৫২)ঃ আমাদের এলাকায় কিছু মা'রেফতী ফকীর বলে যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া একটি গাছের পাতাও নড়ে না। অতএব আমরা ভাল-মন্দ যেসব কাজ করে থাকি সেটার জন্য আল্লাহই দায়ী। কেননা তিনি ইচ্ছা করলে আমরা ভাল কাজ করতে পারতাম। তাদের এ কথার যথার্থতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাজমুল হক
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, এন.এস সরকারী কলেজ
নাটোর।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করে' *(আনফাল ৫৩)*। তিনি আরও বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং বহাল রাখেন এবং মূলগ্রন্থ তাঁর কাছেই আছে' *(রা'দ ৩৯)*।

অর্থাৎ বান্দার প্রার্থনা এবং সৎ আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাক্বদীরের পরিবর্তন করেন। উক্ত প্রশ্ন রাসূল (ছাঃ)-কেও করা হয়েছিল। তাতে তারা তাঁকে বলেছিলেন, যেহেতু জান্নাত-জাহান্নাম নির্ধারিত রয়েছে, সেহেতু আমাদের আমলের কি দরকার হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা সত্য পথে থেকে সৎ আমল করতে থাক এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের চেষ্টা কর। কেননা জান্নাতীদের শেষ আমল জান্নাতী হবে এবং জাহান্নামীদের শেষ আমল জাহান্নামী হবে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা তোমাদের কাজ করতে থাক যার জন্য যাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সেটি সহজ হবে' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৮৫)*।

প্রশ্নঃ (১৩/২৫৩)ঃ কোন প্রতিষ্ঠানের ওয়াকফকৃত জায়গা পরিচালনা কমিটি ইচ্ছা করলে বিক্রি করতে পারে কি?

- মাওলানা আব্দুল হালীম
ঠিকানা বিহীন।

উত্তরঃ ওয়াক্‌ফকৃত জায়গা দ্বারা যদি উপকৃত না হওয়া যায় তাহ'লে উক্ত জায়গা বিক্রি করে ভাল জায়গা ক্রয় করা যায়। যেমন যুদ্ধ ঘোড়া যদি অকেজো হয়ে যায় এবং তার দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে উপকার না পাওয়া যায় তাহ'লে তা বিক্রি করে ভাল ঘোড়া ক্রয় করা যায় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩১২)*। তবে এমন কাজ করা যাবে না যাতে করে ওয়াক্‌ফকৃত বস্তু সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ওয়াক্‌ফকৃত জিনিস বিক্রিও করা যায় না, হেবাও করা যায় না' *(বুখারী, বুলুগুল মারাম হা/৯১৮ 'ওয়াক্‌ফ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/২৫৪)ঃ জনৈক মুফতী ফৎওয়া দিয়েছেন যে, স্থানীয় লোকদের জন্য মসজিদের বারান্দায় বা ভিতরে দ্বিতীয় জামা'আত করা মাকরূহে তাহরীমী। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ডাঃ মতীউল্লাহ
কলসিন্দুর বাজার, ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য ছহীহ হাদীছ পরিপন্থী। একই মসজিদে একই ছালাতের একাধিক জামা'আত অনুষ্ঠিত হ'তে পারে। আবু সাঈদ (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জামা'আতে ছালাত আদায়ের পর এক ব্যক্তি আসল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের কে আছ যে, এই ব্যক্তির সাথে ব্যবসা করবে? অর্থাৎ তার সাথে জামা'আতে ছালাত আদায় করে তাকে ছাওয়াবের অংশীদার করবে। অতঃপর এক ব্যক্তি দাঁড়াল এবং তার সাথে ছালাত আদায় করল *(তিরমিযী হা/২২০, সনদ ছহীহ)*। অপর বর্ণনায় আছে, কোন্‌ ব্যক্তি এই লোককে ছাদাক্বা করবে এবং তার সাথে ছালাত আদায় করবে? তখন এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে গেল এবং তার সাথে ছালাত আদায় করল *(তিরমিযী, আবুদাউদ, মিশকাত হা/১১৪৬)*।

প্রশ্নঃ (১৫/২৫৫)ঃ যারা ৩ বা ৪ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করে তারা কি ছালাত আদায়ের ছাওয়াব পাবে? ছালাত পড়ে না এমন ব্যক্তি যদি দান করে অথবা কুরআন তেলাওয়াত সহ বিভিন্ন ভাল কাজ করে তাহ'লে সে কি তার ছওয়াব পাবে?

-মুহাম্মাদ আযীযুল হক
ঠিকানা বিহীন।

উত্তরঃ ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত পরিত্যাগকারী ব্যক্তি কাফের। কারণ সে ছালাতের ফরযিয়াত অস্বীকারকারী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমাদের এবং তাদের (অমুসলিম) মাঝে অঙ্গীকার হ'ল ছালাত। যে ব্যক্তি উহা পরিত্যাগ করল সে কুফরী করল *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৭৪)*। আর যারা অলসতা করে ছালাত ছেড়ে দেয় তবে ছালাতের ফরযিয়াত স্বীকার করে তাদের কাফের হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মাঝে মতভেদ আছে। একদল মনে করেন তারা কাফের হবে। কারণ তারা ফরয ছালাত ত্যাগ করল। কতিপয় আলেম বলেন, ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত না ছাড়লে কাফের হবে না *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১২/৫১)*। আর যারা ছালাত আদায় করে না কিন্তু দান-ছাদাক্বা সহ অন্য ভাল কাজ করে তাদের কিছুই আল্লাহ্‌র নিকট কবুল হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি তাদের কৃতকর্মের দিকে মনোনিবেশ করব অতঃপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব' *(সূরা ফুরকান ২৩; ফাতাওয়া উছায়মীন ১২/১১০; ছহীহ মুসলিম ১/১১৫)*।

প্রশ্নঃ (১৬/২৫৬)ঃ ছালাতে 'রাফউল ইয়াদায়ে'ন করা এবং সশব্দে আমীন বলার দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন। ছাহাবায়ে কেরাম বগলে পুতুল নিয়ে ছালাত আদায় করতেন, আর সেকারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাফউল ইয়াদায়েন করতে নির্দেশ দিয়েছেন মর্মে কোন দলীল আছে কি?

-সানোয়ার
বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের শুরুতে, রুকূতে যাওয়াকালীন ও রুকূ হ'তে ওঠাকালীন সময়ে এবং তৃতীয় রাক'আতে দাঁড়ানোর সময় 'রাফউল ইয়াদায়েন' করতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৯৪)*। 'রাফউল ইয়াদায়েন করার ব্যাপারে ছহীহ হাদীছ ও আছারের সংখ্যা অন্যূন ৪০০ *(মাজদুদ্দীন ফিরোজাবাদী, সিফরুস সাদাত (ফার্সী থেকে উর্দু), পৃঃ ১৫)*।

ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, 'রাফউল ইয়াদায়েন'-এর হাদীছ সমূহের সনদের চেয়ে বিশুদ্ধতম সনদ আর নেই *(ফৎহুল বারী ২/২৫৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যখন ইমাম 'আমীন' বলেন কিংবা 'ওয়ালায-যা-ল্লীন' পাঠ শেষ করেন, তখন তোমরা সকলে 'আমীন' বল। কেননা যার 'আমীন' ফেরেশতাদের 'আমীন'-এর সাথে মিলে যাবে, তার পূর্বেকার সকল গুনাহ মাফ করা হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২৫, 'ছালাতে ক্বিরাআত' অনুচ্ছেদ; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৬০-৬৫)*। উল্লেখ্য যে, ছাহাবায়ে কেরাম বগলে পুতুল নিয়ে ছালাত আদায় করতেন, আর এ কারণে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাত উত্তোলন করতে বললেন যেন বগলের পুতুল (মূর্তি) পড়ে যায় এ সমস্ত কথা সম্পূর্ণ বানাওয়াট, মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

প্রশ্নঃ (১৭/২৫৭)ঃ কিছুদিন পূর্বে আমার আম্মা মারা যান। জীবিত থাকাকালীন সময়ে তিনি বিশেষ প্রয়োজনে ছবি উঠান। মৃত্যুর পর সেই ছবি রেখে দেওয়া যাবে? এ কারণে তার কোন শাস্তি হবে কি?

-আব্দুল্লাহ আল-মামুন
গোমাস্তাপুর, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ যে কোন প্রাণীর ছবি উঠানো এবং তা সংরক্ষণ করা শরী'আতে নিষিদ্ধ। তা ক্যামেরা দ্বারা উঠানো হোক অথবা হাত দ্বারা আঁকানো হোক *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১/৬৬৭)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক ছবি অংকনকারী জাহান্নামী *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯৮)*। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'ক্বিয়ামতের দিন ঐসব ব্যক্তিদের শাস্তি কঠোর করা হবে, যারা ছবি অংকন করে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯৭)*।

অনুরূপভাবে ছবি দেওয়ালে লটকিয়ে রাখা বা অ্যালবামে সংরক্ষণ করাও হারাম *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১২/৩৫৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ঐ ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করবে না যে ঘরে ছবি থাকে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৯২)*। অতএব মৃত ব্যক্তির ছবি নিছক দেখার জন্য সংরক্ষণ করা যাবে না। মৃত ব্যক্তি যদি ছবি সংরক্ষণের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে থাকেন তাহ'লে তিনি গুনাহগার হবেন। তবে বিশেষ প্রয়োজনে সরকারী কোন কাজের জন্য ছবি সংরক্ষণ করা যায়।

প্রশ্নঃ (১৮/২৫৮)ঃ ওযূ অবস্থায় কোন বেগানা পুরুষকে দেখলে এবং ঐ বেগানা পুরুষ মহিলাকে দেখলে ওযূ নষ্ট হবে কি?

-নাঈমা বিনতে শামসুল হক
জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ওযূ অবস্থায় কোন বেগানা পুরুষকে দেখলে অথবা ঐ বেগানা পুরুষ তাকে দেখলে ওযূ নষ্ট হবে না। কারণ যেসব কারণে ওযূ ভঙ্গ হয় এটা তার অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে বেগানা পুরুষ যেন দেখতে না পায় এমন স্থানে মহিলাদের ওযূ করা সমীচীন নয়।

প্রশ্নঃ (১৯/২৫৯)ঃ আমরা জানি ফরয ছালাতের ইক্বামত হ'লে সুন্নাত-নফল ছেড়ে দিয়ে জামা'আতে শরীক হ'তে হয়। সে মতে যোহরের চার রাক'আত সুন্নাতের তিন রাক'আত শেষে ইক্বামত শুরু হওয়ায় সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে জামা'আতে শরীক হ'লে এবং পরক্ষণে চার রাক'আত সুন্নাত আদায় করে নিলে মাঝখানের অসমাপ্ত তিন রাক'আত সুন্নাতের কোন নেকী পাওয়া যাবে কি?

- সৈয়দ ফয়েয
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ যেহেতু ছালাত সম্পন্ন হয়নি তাই এর ছওয়াব আশা করা যায় না। তারপরও আল্লাহ ইচ্ছা করলে দিতে পারেন। তবে উল্লিখিত অবস্থায় ছালাত ছেড়ে দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ অনুযায়ী জামা'আতে শরীক হওয়ার মধ্যেই অনেক নেকী রয়েছে।

প্রশ্নঃ (২০/২৬০)ঃ মাইকে আযান দিলে 'হাইয়া 'আলাছ ছালা-হ' ও 'হাইয়া 'আলাল ফালা-হ' বলার সময় মুয়াযযিনকে মাথা ঘুরাতে হবে কি?

-আব্দুল জাব্বার
উত্তর জোয়ানী, মণ্ডলপাড়া
দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর।

উত্তরঃ আযান মাইকে দেওয়া হোক বা মুখে দেওয়া হোক মুয়াযযিনকে 'হাইয়া 'আলাছ ছালা-হ' বলার সময় ডানে এবং 'হাইয়া 'আলাল ফালা-হ' বলার সময় বামে মুখ ঘুরাতে হবে। আবু যুহায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি বেলাল (রাঃ)-কে আযানের সময় দেখেছি, তিনি 'হাইয়া 'আলাছ ছালা-হ ও ফালা-হ' বলার সময় যথাক্রমে ডাইনে ও বামে মুখ ফিরাতেন *(বুখারী ও মুসলিম, ইরওয়াউল গালীল, ১ম খণ্ড, হা/২৩৩)*।

প্রশ্নঃ (২১/২৬১)ঃ এক ব্যক্তি মসজিদে জমি দান করেছে। এখন প্রতি বছর লিজ নিয়ে ফসল উৎপাদন করছে। এভাবে দানকৃত জমি মসজিদ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লিজ নিয়ে ফসল ভোগ করা যাবে কি?

-আযীযুল হক
কোটালিপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ দানকৃত জমি মসজিদ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে লিজ নিয়ে ফসল উৎপাদন করা যাবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩০৮)*। তবে দানকৃত জমি পুনরায় দানকারী ক্রয় করতে পারবে না *(বুখারী, মিশকাত হা/৩০১৮)*।

প্রশ্নঃ (২২/২৬২)ঃ চার রাক'আত বিশিষ্ট সুন্নাত ছালাতে শেষের দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা পড়তে হবে কি? ছালাতে চোখ বন্ধ করে ক্বিরাআত পড়া যাবে কি?

-আলমগীর
মাষ্টারপাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ চার রাক'আত বিশিষ্ট ফরয বা সুন্নাত ছালাতের শেষের দু'রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়তে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৮)*। তবে কেউ ইচ্ছা করলে শেষের দু'রাক'আতেও সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্য সূরা পড়তে পারে, যা কখনো কখনো রাসূল (ছাঃ) যোহরের ফরয ছালাতে করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৯)*।

ছালাতে চোখ বন্ধ করে ক্বিরাআত পড়া যাবে না। কারণ ছহীহ হাদীছের আলোকে প্রমাণিত হয় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের মধ্যে চোখ বন্ধ করতেন না। যেমন তিনি তাশাহহুদের বৈঠকের সময় শাহাদত আংগুলের দিকে তাকিয়ে থাকতেন *(ছহীহ তিরমিযী হা/৯৯০)*। আনাস (রাঃ) বলেন, আয়েশা (রাঃ)-এর একটি নকশাযুক্ত চাদর ছিল, যা তিনি দেয়ালে পর্দা হিসাবে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। রাসূলুল্লাহ

(ছাঃ) বললেন, 'তুমি তোমার নকশাযুক্ত চাদর এখান থেকে উঠাও। নিশ্চয়ই উহার নকশা সর্বদা আমার ছালাতে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে *(বুখারী ১/৪০৮)*। উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় তিনি ছালাতে চোখ বন্ধ করতেন না *(যাদুল মা'আদ ১/২৮৩)*।

প্রশ্নঃ (২৩/২৬৩)ঃ স্বামী-স্ত্রী জামা'আতে ছালাত আদায় করার গুরুত্ব কী? স্ত্রী কোথায় দাঁড়িয়ে ছালাত পড়বে?

-আব্দুছ ছবূর চৌধুরী
সিলেট।

উত্তরঃ একাকী ছালাত আদায়ের চেয়ে জামা'আতে ছালাত আদায় করলে ২৫ বা ২৭ গুণ ছওয়াব বেশী পাওয়া যায় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫২)*। সুতরাং কোন কারণে মসজিদে যেতে না পারলে বাড়ীতে স্বামী-স্ত্রী জামা'আতে ছালাত আদায় করলে তাতে একাকী ছালাত আদায়ের চেয়ে অবশ্যই বেশী নেকী হবে *(মির'আতুল মাফাতীহ ১/৫৬০)*। স্বামী-স্ত্রী একত্রে ছালাত আদায় করলে স্বামীর পিছনে স্ত্রী দাঁড়াবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সর্বোত্তম কাতার হ'ল পুরুষের কাতার প্রথমে হওয়া। সর্বনিকৃষ্ট কাতার পুরুষের কাতার পিছনে হওয়া। মহিলাদের কাতার পিছনে হওয়া সর্বোত্তম এবং প্রথমে হওয়া সর্বনিকৃষ্ট *(আবুদাঊদ হা/৬৭৮)*।

প্রশ্নঃ (২৪/২৬৪)ঃ জনৈক ব্যক্তি কোন পাপের কারণে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ নিয়ে শপথ করেছিল যে, সে কোনদিন আর এই পাপ কাজ করবে না। কিন্তু শয়তানের ধোঁকায় পড়ে পুনরায় সে ঐ পাপ কাজ করে বসে। প্রশ্ন হ'ল, শপথ ভঙ্গ করার কারণে ধর্মগ্রন্থকে অস্বীকার করা হ'ল কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তরঃ শপথ ভঙ্গ করার কারণে ধর্মগ্রন্থকে অস্বীকার করা হয়নি। তবে তাকে শপথ ভঙ্গের কাফফারা আদায় করে উক্ত পাপ কাজ থেকে ফিরে আসতে হবে। এর কাফফারা হ'ল, দশ জন মিসকীনকে মধ্যম মানের খাদ্য খাওয়ানো, যা পরিবারকে খাওয়ানো হয় অথবা সমপরিমাণ খাদ্যবস্তু প্রদান করা। অথবা একজন ক্রীতদাস মুক্ত করা। সম্ভব না হ'লে তিন দিন ছিয়াম পালন করবে *(মায়েদাহ ৮৯)*।

প্রশ্নঃ (২৫/২৬৫)ঃ কোন ব্যক্তি হজ্জ করার পর তার নামের প্রথমে 'আলহাজ্জ' শব্দটি ব্যবহার করতে পারে কি?

-মুহাম্মাদ মাস'ঊদ
শিকটা, কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ হজ্জ সম্পাদন করার পর নামের সাথে 'আলহাজ্জ' ব্যবহার করার যে প্রথা সমাজে চালু আছে তা ব্যবহারের ব্যাপারে শারঈ কোন বিধান নেই।

প্রশ্নঃ (২৬/২৬৬)ঃ স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তালাক নামা পাঠায়। কিন্তু স্ত্রী তা গ্রহণ না করে স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করে। ফলে স্বামীর ৪ মাস জেল হয়। ফলে স্বামী স্ত্রীকে গ্রহণ করে। প্রশ্ন হ'ল, স্ত্রীকে গ্রহণ করা ঠিক হয়েছে কি? তাদেরকে পুনরায় বিবাহ করতে হবে কি?

-হাফীয শেখ
খানজাহান আলী, খুলনা।

উত্তরঃ স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক প্রদান করে চাই তা মৌখিক বা লিখিত হোক, স্ত্রী তা গ্রহণ করুক আর না করুক তা তালাক বলে গন্য হবে। প্রশ্নের বর্ণনানুযায়ী স্ত্রী তালাকনামা গ্রহণ না করলেও এক তালাক হয়ে গেছে। স্বামী স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার পূর্বেই ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়ায় বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এক্ষণে স্ত্রীকে গ্রহণ করতে চাইলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে গ্রহণ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, দুই তালাক পর্যন্ত রাজ'আত বা স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ থাকে। ইদ্দতের মধ্যে হ'লে নতুন করে বিবাহের প্রয়োজন হয় না। আর ইদ্দত পার হয়ে গেলে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফেরত নেওয়া যায়। কিন্তু তৃতীয় তালাকের পর স্ত্রীকে আর ফেরত নেওয়ার সুযোগ থাকে না। যতক্ষণ না অন্যত্র তার স্বেচ্ছায় বিবাহ হয় এবং নতুন স্বামী স্বেচ্ছায় তাকে তালাক দেয় *(বাক্বারাহ ২২৯)*। উল্লেখ্য, প্রচলিত 'হিল্লা' প্রথা সম্পূর্ণ হারাম *(ছহীহ নাসাঈ ১/৩১৯৮)*।

প্রশ্নঃ (২৭/২৬৭)ঃ বিদ্যালয় সমূহ এমনকি মাদরাসার শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক অথবা শিক্ষা কর্মকর্তা প্রবেশ কালে অথবা অভিষেক অনুষ্ঠানে কিংবা প্রশিক্ষণ কক্ষে অতিথি বা প্রশিক্ষক প্রবেশ কালে দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে, এটা কি শরী'আত সম্মত?

-রিয়াযুদ্দীন
বিদ্যাপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগ ছিল সর্বোত্তম যুগ। ছাহাবায়ে কেরামই তাকে বেশী শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু যখন তিনি ছাহাবীদের নিকট আগমন করতেন তখন তারা তাঁর জন্য দাঁড়াতেন না। কারণ তারা জানতেন যে, এটা তিনি অপসন্দ করেন *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৬৯৮)*। সুতরাং শিক্ষকদের উচিত নয় যে, তারা শ্রেণীকক্ষে প্রবেশকালে তাদের জন্য ছাত্রদেরকে দাঁড়ানোর নির্দেশ দিবেন। আর ছাত্রদের ও শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো উচিত নয়। কারণ সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতায় কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই *(শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩৬৯৬, সনদ ছহীহ)*। মু'আবিয়া (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি কামনা করে যে, মানুষ তার জন্য মূর্তির ন্যায় দাঁড়িয়ে থাকুক সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ হা/৪৬৯৯)*। সম্মানার্থে না দাঁড়ানোর কারণে যারা অন্যকে তিরস্কার করে তাদের উচিত এ ধরনের শরী'আত বিরোধী কাজ থেকে বিরত থাকা।

প্রশ্নঃ (২৮/২৬৮)ঃ তোমরা যেখানেই থাকনা কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন এবং আল্লাহ আসমানে থাকেন (ছহীহ মুসলিম)। উক্ত কথার ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাজমুল হক
চাঁদপুর, পীরগঞ্জ, নাটোর।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর সমাসীন *(ত্বাহা-৫)*। তিনি সেখান থেকেই সারা বিশ্ব পরিচালনা করছেন। কোন কিছুই তার ইলমের বাইরে নয়। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর কড়া পর্যবেক্ষণকারী। তিনি তোমাদের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেন। তার ইলম সর্বত্র পরিব্যাপ্ত *(হাদীদ ৪)*। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ সকলের সাথে সর্বত্র বিরাজমান *(তাহক্বীক্ব তাফসীর ইবনে কাছীর, ১৩ তম খণ্ড, সূরা হাদীদ ৩৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা, পৃঃ ৪০৭)*।

প্রশ্নঃ (২৯/২৬৯)ঃ আল্লাহর জন্য যারা একে অন্যকে ভালবাসে, তারা ক্বিয়ামতের দিন নূরের মিম্বরে অবস্থান করবে। আম্বিয়ায়ে কেরাম ও শহীদগণ তাতে ঈর্ষা করতে থাকবেন। হাদীছটি কি ছহীহ?

-আবূ শাহীন
পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছটির সনদ হাসান ছহীহ *(ছহীহ তিরমিযী হা/২৩৯০; মিশকাত হা/৫০১১)*। উল্লেখ্য, উক্ত হাদীছে মূলতঃ শাহাদাতের মর্যাদা ও গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে।

প্রশ্নঃ (৩০/২৭০)ঃ স্ত্রী স্বামীর কাছে তালাক চায় কিন্তু স্বামী তা গ্রহণ না করে তিন বছর নিখোঁজ ছিল। তিন বছর পর স্বামী এসে তার স্ত্রীকে গ্রহণ করার প্রস্তাব দেয়। প্রশ্ন হ'ল, তারা এখন সংসারী হ'তে পারবে কি?

- নাম ও ঠিকানা বিহীন।

উত্তরঃ স্ত্রী যদি ক্বাযীর মাধ্যমে 'খোলা' না করে থাকে তাহ'লে সে উক্ত ব্যক্তির স্ত্রী হিসাবেই আছে। তাই তারা এমনিতেই স্বামী-স্ত্রী হিসাবে সংসার করতে পারবে। এতে শারঈ কোন বাধা নেই। কারণ স্বামীও তালাক দেয়নি এবং স্ত্রীও খোলা করেনি। আর যদি ক্বাযীর মাধ্যমে স্ত্রী 'খোলা' করে থাকে তাহ'লে উভয়ের সম্মতিতে নতুন বিবাহের মাধ্যমে সংসার করতে পারবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩২৪)*।

প্রশ্নঃ (৩১/২৭১)ঃ পাসপোর্ট করতে গিয়ে সরকারী কর্মকর্তাকে টাকা না দিলে পাসপোর্ট হচ্ছে না। এমতাবস্থায় অতিরিক্ত টাকা দিয়ে পাসপোর্ট করা যাবে কি?

-আতীকুল ইসলাম
নদীয়া, পশ্চিমবাংলা, ভারত।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত টাকা প্রদানে অসুবিধা নেই। কারণ নিজের হক্ব আদায়ের জন্য এবং অত্যাচারীর অত্যাচার দমন করার জন্য কাউকে টাকা প্রদান করার নাম ঘুষ নয়। বরং অন্যের হক্ব হরণ করার জন্য কাউকে টাকা প্রদান করার নাম ঘুষ *(ফাতাওয়া নায়ীরিইয়্যাহ, পৃঃ ১৭৮)*।

প্রশ্নঃ (৩২/২৭২)ঃ আমি মৌ চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করি। মৌ মাছি তিন প্রকার। (১) শ্রমিক মাছি (২) রাণী ও (৩) পুরুষ মাছি। পুরুষ মাছি শুধু চাকের মধু খায়। তাই চাকে যখন মধু বেশী থাকে তখন আমরা পুরুষ মাছি মেরে ফেলি। এতে মধুর উৎপাদন অনেক বেশী হয়। এভাবে পুরুষ মাছি মারা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ আব্দুল হাকীম
পালোপাড়া, খুজীপুর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চার প্রকার প্রাণীকে মারতে নিষেধ করেছেন। তার মধ্যে মৌমাছি অন্যতম। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চার প্রকার প্রাণীকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন (১) পিঁপড়া (২) মৌমাছি (৩) হুদহুদ পাখী (৪) ছরফ (এক প্রকার পাখী) *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৫২৬৮)*। সুতরাং উক্ত কারণে মৌমাছি মারা যাবে না। তবে সাময়িকভাবে তাকে আটকিয়ে রাখার পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (৩৩/২৭৩)ঃ মাসিক আত-তাহরীক সেপ্টেম্বর ২০০৭ সংখ্যার ৬ পৃষ্ঠায় লিখা আছে, যে ব্যক্তি সূরা কাফিরূন পড়বে তার জন্য তা কুরআনের এক চতুর্থাংশ পাঠের সমান হবে। কিন্তু 'বক্তা ও শ্রোতার পরিচয়' বইয়ে লিখা আছে, 'সূরা যিলযাল অর্ধ কুরআন এবং সূরা কাফিরূন কুরআনের ৪ ভাগের এক ভাগ' মর্মে হাদীছটি যঈফ। দু'টির মধ্যে কোনটি সঠিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রাযযাক
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ সূরা কাফিরূন সংক্রান্ত হাদীছটি ছহীহ যা আত-তাহরীকে উল্লেখ করা হয়েছে *(তিরমিযী হা/২৮৯৩-২৮৯৪)*। তবে 'বক্তা ও শ্রোতার পরিচয়ে' বইয়ে যে হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে সেটি যঈফ *(যঈফ তিরমিযী হা/২৮৭৫)*। কারণ সূরা যিলযাল কুরআনের অর্ধেক মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে শুধু সে অংশটুকু যঈফ *(তিরমিযী হা/২৮৯৩-২৮৯৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/২৭৪)ঃ আমাদের গ্রামের ঈদগাহ চারপাশে প্রাচীর দিয়ে ঘেরা আছে। কিন্তু ঈদগাহের দক্ষিণ ও পশ্চিম পার্শ্বে গোরস্থান আছে। জনৈক আলেম বলেন, এই ঈদগাহে ঈদের ছালাত হবে না। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ওমর ফারূক
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ উল্লিখিত বক্তব্যটি সঠিক। কারণ কবরকে সামনে রেখে ছালাত হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কবরের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় করো না' *(ছহীহ তিরমিযী হা/১০৫০, ছহীহ আবুদাঊদ ৩২২৯)*। তবে মসজিদ বা ঈদগাহের প্রাচীর ব্যতীত পৃথক প্রাচীর দ্বারা কবরস্থানকে আলাদা করা হ'লে তাতে কোন দোষ নেই *(দ্রঃ ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ, ৩১তম খণ্ড)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/২৭৫)ঃ প্রস্রাব করার পর পাক হওয়ার জন্য কুলুপ নিয়ে ৪০ কদম হাঁটার কোন শারঈ বিধান আছে কি?

-ছফিউল্লাহ খান
রাণীপুরা, কাঞ্চন, ভারত।

উত্তরঃ প্রস্রাব করার পর কুলুপ নিয়ে ৪০ কদম হাঁটার কোন শারঈ বিধান নেই। পানি থাকা অবস্থায় কুলুপ ব্যবহারেরও কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। কুলুপ নিয়ে ঘোরাফেরা করা একপ্রকার বেহায়াপনা বৈ কিছুই নয়। তাই মাওলানা আশরাফ আলী থানবী হানাফী (রহঃ) বলেন, প্রস্রাবের পর কুলুপ নিয়ে বেহায়ার মত ঘোরাফেরা করো না' *(তা'লীমুদ্দীন)*। আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, প্রস্রাবের পর জোরে কাশি দেওয়া, ওঠা-বসা করা ও আনুসঙ্গিক অন্যান্য বেহায়াপনা করা শয়তানী ওয়াসওয়াসাহ ও বিদ'আত *(ইগাছাতুল লাহফান ১/১৬৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/২৭৬)ঃ যুবতী মেয়ে রেখে হজ্জে গেলে নাকি হজ্জ কবুল হবে না। এ কথা কি সত্য?

-আব্দুছ ছবুর
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা যুবতী মেয়ে ঘরে থাকার সাথে হজ্জের কোন সম্পর্ক নেই। হজ্জের সামর্থ্য থাকলে হজ্জ পালন করা ফরয। আল্লাহ বলেন, 'কা'বা গৃহে যাতায়াতের যার সামর্থ্য রয়েছে তার উপর হজ্জ পালন করা ফরয' *(আলে ইমরান ৯৭)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/২৭৭)ঃ চুরিকৃত মাল ক্রয় করা যাবে কি?

-নাম ও ঠিকানা বিহীন।

উত্তরঃ জেনেশুনে চুরিকৃত মাল ক্রয় করা যাবে না। কারণ এতে পাপ কর্মে সহযোগিতা করা হয়। যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদা ২)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/২৭৮)ঃ বিভিন্ন জায়গায় লেখা দেখা যায়, 'নবী করীম (ছাঃ) নিজ হাতে গাছ লাগিয়েছেন'। এটা কি সঠিক?

-মাওলানা আলতাফ হুসাইন
কদমতলা, সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত কথাটি বিভিন্ন জায়গায় লিখে সরকারীভাবে প্রচার করা হ'লেও এটি হাদীছ নয়। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) গাছ লাগানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, 'যেকোন মুসলিম ব্যক্তি যদি কোন গাছ লাগায় অথবা শস্য উৎপাদন করে অতঃপর সে শস্য বা গাছ মানুষ, পশুপাখি ও চতুষ্পদ জন্তু ভক্ষণ করে তবে তা ঐ ব্যক্তির জন্য ছাদাক্বা হবে' *(বুখারী, মুসলিম হা/১৯০০)*। সুতরাং সরকার গাছ লাগানোর জন্য যে উৎসাহ দিচ্ছে সেক্ষেত্রে আমাদের সকলকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করা এবং বেশী বেশী গাছ লাগানো উচিত।

প্রশ্নঃ (৩৯/২৭৯)ঃ অনেক মোবাইল সেটে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' লেখা থাকে। এসমস্ত মোবাইল নিয়ে বাথরুমে যাওয়া যাবে কি?

-বসীর আল-হেলাল
জিওলজি বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' একটি পবিত্র বাক্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটিকে সর্বোত্তম যিকর বলেছেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩০৬)*। অতএব উক্ত পবিত্র বাক্য লেখা সম্বলিত মোবাইল সেট নিয়ে বাথরুমে গমন তো দূরের কথা উক্ত বাক্য মোবাইল সেটে লেখাই উচিত নয়। কেননা এর দ্বারা উক্ত পবিত্র কালেমার অবমাননা করা হয় *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, মাসআলা নং ১২৮)*।

প্রশ্নঃ (৪০/২৮০)ঃ কবরে ফুল দেওয়া যায় কি? কোন শহীদের কবরে কেউ ফুল দিলে শহীদের কোন ক্ষতি হবে কি? ফুল প্রদানকারীর কি অবস্থা হবে?

-আতীকুর রহমান
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ কবরে ফুল দেওয়া কুসংস্কার *(আহমাদ, সনদ ছহীহ)*। শহীদের কবরে ফুল দিলে শহীদের কোন ক্ষতি হবে না। কারণ তিনি এ ব্যাপারে কাউকে নির্দেশ দিয়ে যাননি। তবে অর্পণকারী অবশ্যই গোনাহগার হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৭)*।

প্রচলিত অর্থে আহলেহাদীছ কোন মাযহাবের নাম নয়; ইহা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১১তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা
মে ২০০৮

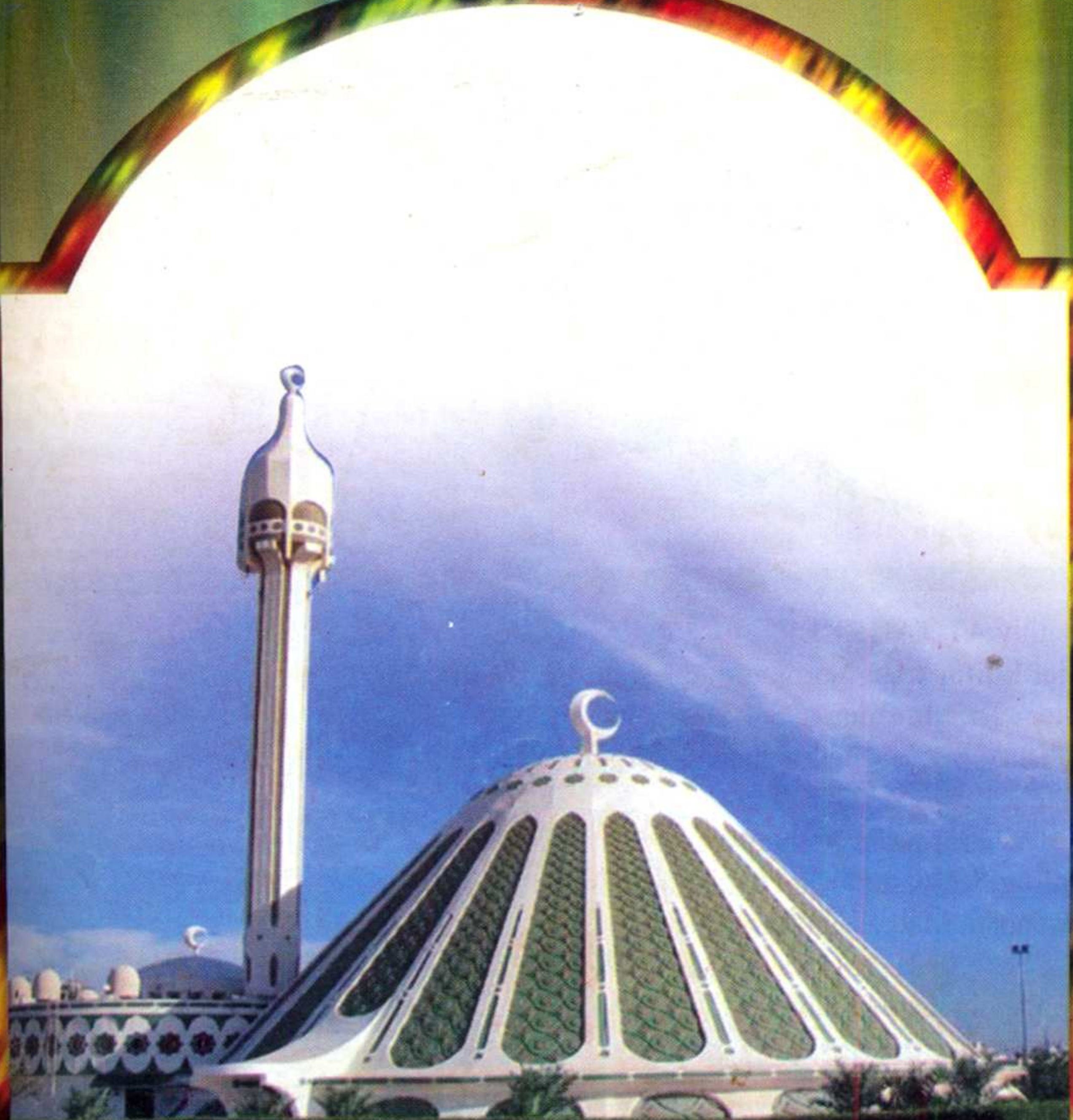

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/২৮১)ঃ নবীদের সঠিক পরিসংখ্যান জানিয়ে বাধিত করবেন। আমরা বিভিন্নভাবে শুনে থাকি যে, নবীদের সংখ্যা ১ লক্ষ ২৪ হাযার মতান্তরে ২ লক্ষ ২৪ হাযার। অথচ পবিত্র কুরআনে মাত্র ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ আছে। তাহ'লে অবশিষ্ট নবীগণের পরিসংখ্যান আমরা কিভাবে জানব? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মামূনুর রশীদ
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ নবী-রাসূলগণের সঠিক সংখ্যা হচ্ছে এক লক্ষ চব্বিশ হাযার। আবু যার (রাঃ) বলেন, আমি বললাম! হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! নবীদের সংখ্যা কত? উত্তরে তিনি বললেন, ১ লক্ষ ২৪ হাযার *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫৭৩৭, সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহা হা/২৬৬৮; তাহক্বীক্বে তাফসীর কুরতুবী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২০)*। উল্লেখ্য যে, উক্ত সংখ্যা ছাড়া আরো কতিপয় সংখ্যা বিভিন্ন বইয়ে লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু সেগুলোর ছহীহ কোন ভিত্তি নেই *(তাহক্বীক্ব তাফসীর কুরতুবী ৬/২০-২৩)*।

পবিত্র কুরআনে ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ করে নবী-রাসূলগণের উদাহরণ পেশ করা হয়েছে মাত্র। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি এমন রাসূল পাঠিয়েছি যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে শুনিয়েছি ইতিপূর্বে এবং এমন কতিপয় রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের বৃত্তান্ত আপনাকে শুনাইনি' *(নিসা ১৬৪)*।

প্রশ্নঃ (২/২৮২)ঃ আল্লাহ তা'আলা কি নবীর উপর দরূদ পড়েন?

- সৈয়দ ফয়েয
ধামতী মীরবাড়ী, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ মহান আল্লাহ রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পড়েন অর্থাৎ রহমত অবতীর্ণ করেন। এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ আমাদের মত তার নবীর উপর দরূদ পড়েন। ফেরেশতামণ্ডলীও রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য আল্লাহ্র কাছে রহমত প্রার্থনা করেন। মুমিনদেরকেও সে জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে *(আহযাব ৫৬; মাওলানা জুনাগড়ী, কুরআনুল কারীম, উর্দূ তরজমা সহ তাফসীর, পৃঃ ১১৯০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলা হ'ল, হে রাসূল (ছাঃ)! আপনার প্রতি আমাদেরকে কিভাবে দরূদ পড়তে হবে? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দরূদে ইবরাহীম বা যে দরূদ আমরা ছালাতে পড়ে থাকি সে দরূদের কথা উল্লেখ করলেন *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৯১৯; বুখারী ৪৭৯৭)*।

প্রশ্নঃ (৩/২৮৩)ঃ হারাম খাওয়া জায়েয নয়। কিন্তু এখন সমাজের অনেক মানুষই হারাম খায়। কেউ প্রকাশ্যে খায় আবার কেউ অপ্রকাশ্যে খায়। কেউ সূদ-ঘুষ খায়, কেউ ব্যবসার সম্পদে হারাম মিশ্রিত করে হারাম খায়, কেউ মালের যাকাত দেয় না। প্রশ্ন হ'লঃ এ প্রকৃতির কেউ দাওয়াত দিলে দাওয়াতে অংশগ্রহণ করা যাবে কি?

- সেলিম রেযা
দৌলতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ হারাম ভক্ষণকারী সম্পর্কে যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তার উপার্জিত খাদ্য হারাম, তাহ'লে তার দাওয়াত বর্জন করা উচিত। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পবিত্র রূযী ভক্ষণ কর' *(বাক্বারাহ ১৭২)*। তাছাড়া হারাম খাদ্য খেলে ইবাদত কবুল হয় না *(ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬৯)*।

প্রশ্নঃ (৪/২৮৪)ঃ খাদ্য খাওয়ার সময় বা অন্য কোন সময়ে আমাদের অনেকের মুখে বা জিহ্বায় কামড় লেগে যায়। তখন কেউ বলে আপনাকে কেউ স্মরণ করেছে, কেউ বলে আজ কিছু একটা ঘটবে ইত্যাদি। এমন মন্তব্য করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ আল-মামুন
ষাড়ব্রুজ মধ্যপাড়া
রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ এটা সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার বা ভ্রান্ত ধারণা মাত্র। যা শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্নঃ (৫/২৮৫)ঃ ক্বিরাআতে মাদ, মাখরাজের ভুল হ'লে কিংবা কোন রাক'আতে দুই সিজদার স্থলে এক সিজদা করা হয়েছে বলে সন্দেহ হ'লে করণীয় কি?

- সেলিম রেযা
দৌলতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ সিজদা ছালাতের রুকন। সেকারণ একটি সিজদা ছুটে যাওয়ার সন্দেহ হ'লে উক্ত রাক'আতটি রাক'আত বলে গণ্য হবে না; বরং পুনরায় উক্ত রাক'আত আদায় করতে হবে এবং সহো সিজদা দিতে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০১৪)*। অপরদিকে ক্বিরাআতে ভুল হ'লে সহো সিজদার প্রয়োজন নেই। কারণ ক্বিরাআতে ভুল হ'লে বা কিছু অংশ ছুটে গেলে সহো সিজদা করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ছহীহ ক্বিরাআত পাঠকারী ব্যক্তিকেই ইমামতি করা উচিত *(ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/১১১৮ 'ইমামতি' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৬/২৮৬)ঃ জনৈক ব্যক্তি বলেন 'দাঁড়িয়ে মিসওয়াক করলে যৌনশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং বসে করলে হ্রাস পায়'। উক্ত কথার সত্যতা জানতে চাই।

- ঠিকনা বিহীন।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্যের শারঈ কোন ভিত্তি পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৭/২৮৭)ঃ আসওয়াদ আমেরী (রহঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ফজরের ছালাত আদায় করেছিলাম। তিনি সালাম ফিরানোর পর আমাদের দিকে ফিরে বসলেন এবং দুই হাত তুললেন ও দো'আ করলেন'। উক্ত হাদীছের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আশরাফুল আলম শিমুল
বাশদহা বাজার, বাশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত বর্ণনাটি জাল *(তাহযীবুত তাহযীব, ১১/৩৫১, পৃঃ রাবী-৮১৬৬)*। উক্ত হাদীছের শেষের অংশ 'এবং হাত তুললেন ও দো'আ করলেন' (ورفع يديه ودعا) হাদীছের কিতাবে নেই। এটা মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বার বরাত দিয়ে ফাতাওয়া নাযীরিয়াতে উল্লেখ করা হ'লেও মূল কিতাবে শেষের ঐ অংশটুকু নেই *(দেখুনঃ হাফেয আব্দুল্লাহ ইবনু আবী শায়বাহ, আল-মুছান্নাফ (বৈরুত ছাপাঃ দারুল ফিকর, প্রথম প্রকাশ, ১৪০৯ হিঃ/১৯৮৯ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৭)*।

প্রশ্নঃ (৮/২৮৮)ঃ ওযূ আরম্ভ করার পর মাঝা-মাঝিতে কিংবা শেষের দিকে কোন কারণবশত ওযূ নষ্ট হয়ে গেলে পুনরায় নতুনভাবে ওযূ করতে হবে কি?

- এডভোকেট আখতার
মুহুরীপাড়া, কক্সবাজার।

উত্তরঃ 'বিসমিল্লাহ' বলে ওযূ আরম্ভ করার পর মধ্যখানে কিংবা শেষের দিকে ওযূ নষ্ট হয়ে গেলেও পুনরায় নতুনভাবে ওযূ করতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩০০; ফাতাওয়া লাজনাতুত দায়েমাহ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৬)*।

প্রশ্নঃ (৯/২৮৯)ঃ কুরআন না বুঝে পড়লে নেকী পাওয়া যাবে কি? এভাবে কুরআনের হক আদায় হবে কি?

- সোহেল
তারাবনিয়ার ছড়া, কক্সবাজার।

উত্তরঃ কুরআন বুঝে তেলাওয়াত করা অধিক উত্তম। তবে অর্থ বুঝে তেলাওয়াত না করলেও পূর্ণ নেকী পাওয়া যাবে। অনেক ছাহাবীও কুরআনের মর্ম পরিপূর্ণ অনুধাবন করতে পারতেন না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ তেলাওয়াত করবে তার জন্য একটি নেকী রয়েছে। আর এ একটি নেকী হবে দশটি নেকীর সমান। আমি বলছি না যে, 'আলিম লাম মিম' একটি হরফ। বরং 'আলিফ' একটি হরফ, 'লাম' একটি হরফ ও 'মীম' একটি হরফ *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২১৩৭)*। আলোচ্য হাদীছে কুরআন তেলাওয়াতকারীর জন্য কোন শর্তারোপ করা হয়নি। তাছাড়া উক্ত হাদীছে রাসূল (ছাঃ) এমন একটি আয়াত উদাহরণ হিসাবে পেশ করেছেন, যার অর্থ কোন মানুষ জানে না। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করবে আল্লাহ তার জন্য নেকী দিবেন এবং হকও আদায় হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ (১০/২৯০)ঃ সিজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে আগে হাত রাখা এবং হাঁটু রাখা উভয় বর্ণনা পাওয়া যায়। কোন বর্ণনাটি সঠিক?

- মুহাম্মাদ নাজমুল হাসান
বাশদহা বাজার, বাশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিজদায় যাওয়ার সময় আগে মাটিতে হাত রাখতেন অতঃপর দুই হাঁটু রাখতেন *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৮৪০-৪১; ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৬২৭; দারাকুৎনী, হাকেম, মিশকাত হা/৮৯৯; ফাৎহুল বারী ২/২৯১ পৃঃ)*। আগে হাঁটু রাখা যাবে না। উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(যঈফ আবুদাঊদ হা/৮৩৮-৩৯; মিশকাত হা/৮৯৮; আলবানী হাশিয়া মিশকাত ১/২৮২ পৃঃ, ইরওয়াউল গালীল হা/৩৫৭; সিলসিলা যঈফাহ হা/৯২৯)*।

প্রশ্নঃ (১১/২৯১)ঃ আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, জান্নাতের মধ্যে 'আদন' নামক একটি প্রাসাদ রয়েছে, যার চারপাশে মিনার রয়েছে। এর পাঁচ হাযার দরজা আছে এবং প্রত্যেক দরজার উপর পাঁচ হাযার চাদর রয়েছে। তাতে শুধু নবী, ছিদ্দীক্ব, শহীদ এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাহগণ অবস্থান করবেন। উল্লিখিত হাদীছটির সনদ সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শাহ মুহাম্মাদ আবু শাহীন
পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছের সনদ যঈফ। ইমাম যাহাবী বলেন, এর সনদে আব্দুল্লাহ বিন মুসলিম বিন হুরমুয রয়েছে। সে দুর্বল রাবী। ইবনুল মাদিনী, আবু হাতিম, ইমাম নাসাঈও তাকে দুর্বল বলেছেন *(তাহক্বীক্বে তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা ছোয়াদ এর ৫০ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্নঃ (১২/২৯২)ঃ আমার আকাঙ্ক্ষা হয় যে শিশু অবস্থায় যদি মৃত্যু হ'ত তাহ'লে কতইনা ভাল হ'ত। কারণ সে সময় কোন পাপ কাজ করতাম না। ফলে কবরে, হাশরে ও জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পেতাম। এ ধরণের আকাঙ্ক্ষা করা যাবে কি?

- সৈয়দ ফয়েয
ধামতী মীরবাড়ী, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ কোন অবস্থাতেই মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করা যাবে না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৯৮-১৬০০)*। কেননা এতে সৃষ্টির উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। বরং বেঁচে থেকে দীর্ঘ হায়াত লাভ ও হক পথে দৃঢ়ভাবে থাকার জন্য আকাঙ্ক্ষা করতে হবে এবং প্রার্থনা করতে হবে। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, 'যার বয়স বেশী ও আমল ভাল রয়েছে' *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৫২২৪)*। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দুই বন্ধুর একজন শহীদ হয়।

অপরজন পরে মারা যায়। তখন ছাহাবীগণ তার জন্য দো'আ করেন। তখন নবী করীম (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী বললে? ছাহাবীগণ বললেন, আমরা আল্লাহ্র নিকট দো'আ করলাম যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুক, তার উপর দয়া করুক এবং তার বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দিন। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে তার পরের ছালাত ও আমলগুলি কী হবে? এদের দু'জনের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে আসমান-যমীনের ন্যায়' *(আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫২৮৬)*। অতএব মৃত্যু কামনা নয় বরং বেঁচে থেকে নেক আমলের মধ্যেই সর্বাধিক কল্যাণ নিহিত আছে।

প্রশ্নঃ (১৩/২৯৩)ঃ বগলের লোম কাটা যাবে কি?

- দীপু
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ফিতরাত হচ্ছে (১) গোঁফ ছোট করা (২) দাড়ি ছেড়ে দেওয়া (৩) মিসওয়াক করা (৪) নাকে পানি দেওয়া (৫) নখ কাটা (৬) আঙ্গুলের গিরা সমূহ ধৌত করা (৭) বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা (৮) নাভীর নীচের লোম চেঁছে ফেলা (৯) ইস্তিঞ্জা করা। রাবি বলেন, আমি দশমটি ভুলে গেছি। তবে তা কুলি করা হ'তে পারে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৯)*। উল্লেখ্য, কেউ যদি একান্তই উপড়াতে অক্ষম হয় তাহ'লে যেকোন উপায়ে তা পরিষ্কার করতে পারে *(ফাতওয়া লাজনা দায়েমা ৫/১৭১)*।

প্রশ্নঃ (১৪/২৯৪)ঃ জনৈক বক্তার মুখে শুনেছি যে, সঊদী লেহানে কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে, অন্যথা ভুল হবে। এ কথা কি ঠিক?

- ওবায়দুল্লাহ
বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও।

উত্তরঃ উক্ত কথা ঠিক নয়। বরং কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে তাজবীদ সহকারে এবং তারতীলের সাথে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কুরআন তেলাওয়াত করুন তারতীল সহকারে' *(মুযযাম্মিল ৪)*। 'তারতীল' অর্থ সহজ ও শুদ্ধভাবে ধীর স্থিরতার সাথে উচ্চারণ করা।

প্রশ্নঃ (১৫/২৯৫)ঃ ছালাতের মধ্যে যে দো'আ করার কথা বলা হয়েছে সেগুলি কোন্ দো'আ? মুছল্লী কি ইচ্ছামত দো'আ করতে পারে?

- মাহমূদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ পুরো ছালাতটাই মুনাজাত বা দো'আ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা ধৈর্যসহকারে ছালাতের মাধ্যমে প্রার্থনা কর' *(বাক্বারাহ ৪৫)*। ছালাত হ'ল দো'আ করার সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম। আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করার সর্বোত্তম স্থান হ'ল সিজদা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বান্দা তখনই সবচেয়ে বেশী আল্লাহ্র নিকটবর্তী হয় যখন সে সিজদায় থাকে। সুতরাং তোমরা সেখানে বেশী বেশী দো'আ কর' *(ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৪)*। অন্য হাদীছে তিনি বলেন, 'সিজদায় সাধ্যমত দো'আ করার চেষ্টা করো। আশা করা যায় তোমাদের দো'আ কবুল করা হবে' *(ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭৩)*। উল্লেখ্য, রুকূ এবং সিজদায় কুরআনের আয়াত ছাড়া হাদীছে বর্ণিত অন্যান্য দো'আ সমূহ পাঠ করতে হবে *(ছহীহ মুসলিম, মিশকাত হা/৮৭৩)*। এছাড়া শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ ও দরূদ পড়ার পর সালামের পূর্বে ইচ্ছামত দো'আ করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তাশাহহুদে বসে মুছল্লী যেন তার যা প্রয়োজন সেই অনুযায়ী দো'আ করে' *(ছহীহ বুখারী হা/৮৩৫)*।

প্রশ্নঃ (১৬/২৯৬)ঃ ছালাতের ইক্বামত হচ্ছে এমতাবস্থায় কেউ মসজিদের বাইরে থেকে ইক্বামত শুনতে পেলে সে কি দৌড়ে এসে জামা'আতে শামিল হবে? নাকি স্বাভাবিক গতিতে আসবে?

- আলমগীর
মাষ্টারপাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় তাড়াহুড়া করে জামা'আতে শামিল হওয়া যাবে না। বরং স্বাভাবিক গতিতে গিয়ে জামা'আতে শরীক হ'তে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন ছালাতের ইক্বামত দেওয়া হবে তখন তোমরা তাড়াহুড়া করে ছালাতে এসো না। বরং তোমরা হেঁটে শান্তভাবে আসো। অতঃপর ছালাতের যে অংশটুকু পাও তা আদায় করো এবং যে অংশটুকু ছুটে যায় তা পূর্ণ কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৬)*।

প্রশ্নঃ (১৭/২৯৭)ঃ তাকবীর দিয়ে হাত বাঁধার পর কেউ সামনে দিয়ে গেলে ছালাত শুদ্ধ হবে কি?

-নাম ও ঠিকানা বিহীন।

উত্তরঃ মুছল্লীর সম্মুখ দিয়ে যাওয়া নিষেধ। এজন্য ক্বিবলার দিকে লাঠি, দেওয়াল কিংবা যেকোন বস্তু দ্বারা সুতরা বা আড়াল করতে হয়। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন কোন কিছুকে সুতরা বানিয়ে নিয়ে ছালাত আদায় করবে তখন তার সামনে দিয়ে কেউ অতিক্রম করতে লাগলে সে যেন তাকে প্রতিহত করে। যদি অস্বীকার করে তাহ'লে সে যেন তার সাথে লড়াই করে। নিশ্চয়ই সে শয়তান' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭৭)*।

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যদি ছালাতের সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী ব্যক্তি জানত যে, এতে কী পরিমাণ পাপ রয়েছে, তাহ'লে সে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকাকে উত্তম মনে করত। আবু নাযর বলেন, 'আমি জানিনা তা ৪০ দিন, মাস না বছর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭৬)*। ছফিউর রহমান মুবারকপুরী বলেন, 'ছালাতের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে ছালাত বাতিল হবে না তবে তার ছওয়াব এবং বরকত কম হবে' *(ইতিহাফুল কিরাম শারহে বুলূগুল মারাম, পৃঃ ৬৯)*।

প্রশ্নঃ (১৮/২৯৮)ঃ ছিয়াম অবস্থায় কারো কোন অঙ্গ কেটে গেলে এবং রক্ত বের হ'লে তার ছিয়ামের ক্ষতি হবে কি?

-ফাতেমাতুয যোহরা
ঠিকানা বিহীন।

উত্তরঃ ছিয়াম অবস্থায় শরীরের কোন অঙ্গ কেটে গেলে অথবা রক্ত বের হ'লে ছিয়ামের কোন ক্ষতি হবে না। কারণ ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহের মধ্যে এটি অন্তর্ভুক্ত নয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত পৃঃ ২০০২)*।

প্রশ্নঃ (১৯/২৯৯)ঃ জনৈক বক্তা বলেছেন যে, ওহোদের যুদ্ধে কাফের কর্তৃক আঘাত প্রাপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কপাল দিয়ে রক্ত বের হ'লে সে রক্ত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর পিতা মালেক ইবনু সিনান চুষে নিয়ে গিলে ফেলেছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যার রক্ত আমার রক্তের সাথে মিশে গেছে তার জন্য জাহান্নাম হারাম। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- ফারযানা
জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। ঘটনাটি ইবনে জারীর ত্রুটিপূর্ণ সূত্রে বর্ণনা করেছেন *(আল বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ ৪/২৫ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২০/৩০০)ঃ কোন ব্যক্তি ছিয়াম অবস্থায় লুডু খেললে তার ছিয়াম হবে কি?

-তামান্না
ঠিকানা বিহীন।

উত্তরঃ লুডু খেলা জায়েয নয়। কারণ তা মানুষকে আল্লাহ্র ইবাদত থেকে বিরত রাখে। এদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে *(লুকমান ৬-৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি লুডু, দাবা, জুয়া বা এ জাতীয় খেলায় অংশগ্রহণ করল সে নিজের হস্ত শূকরের রক্তে রঞ্জিত করল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫০০)*। তবে এজন্য ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। বরং তার নেকী কমে যাবে এবং ছিয়াম দুর্বল হবে' *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ৪৮৫, ফৎওয়া নং ৪৩৪)*।

প্রশ্নঃ (২১/৩০১)ঃ ওশর, যাকাত ও কুরবানীর চামড়ার টাকা মসজিদ ও মাদরাসায় দেওয়া যাবে কি? সূরা তওবার ৬০ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় 'মা'আরিফুল কুরআনে' বলা হয়েছে, ছাদাক্বা, ফিৎরা ও কুরবানীর চামড়ার টাকা দ্বারা মাদরাসার শিক্ষকদের বেতন দেওয়া বা ঘর তৈরী করা বৈধ নয়। একথা কি ঠিক?

- আব্দুল্লাহ
বাযাউল, টাঙ্গাঈল।

উত্তরঃ ওশর, যাকাত ও কুরবানীর চামড়ার টাকা মসজিদে দেওয়া যাবে না। কারণ সূরা তওবাহর ৬০ আয়াতে যাকাতের যে ৮টি খাত উল্লেখ করা হয়েছে মসজিদ তার অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে মাদরাসা 'ফী সাবীলিল্লাহ'র অন্তর্ভুক্ত হিসাবে যাকাত-ওশরের টাকা মাদরাসায় প্রদান করা যাবে *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ৪৪২, ফৎওয়া নং ৩৮৬)*।

প্রশ্নঃ (২২/৩০২)ঃ বর্তমানে অনেক দোকান ও অফিস আদালতে মহিলা কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়। শারঈ দৃষ্টিতে দোকানে মহিলা কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া কি বৈধ?

-শহীদুল ইসলাম
মাদরাসা দারুল সালাম নয়াবাড়ী
ভায়ালক্ষীপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, মক্তব, হাসপাতাল, অফিস আদালত এবং অন্যান্য স্থান সহ সর্বক্ষেত্রে পর পুরুষের সঙ্গে নারীদের সংমিশ্রণ হারাম। আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে শক্তিধর এবং নারীদেরকে তাদের জন্য আকর্ষণীয় করে সৃষ্টি করেছেন। এজন্য মাহরাম ব্যতীত নারীরা যখন অন্য পুরুষের সঙ্গে একত্রিত হয় বা কোন স্থানে মিলিত হয়, তখন শয়তানের প্ররোচনায় তারা অন্যায় ও গর্হিত কাজের প্রতি ধাবিত হয় *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১০৯, সনদ ছহীহ)*। ফলে তারা এক সময় অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাই অফিস-আদালতে নারী-পুরুষের একত্রিত হওয়া বৈধ নয়। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে রাসূল! আপনি মুমিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য পবিত্রতা আছে। নিশ্চয়ই তারা যা করে আল্লাহ তা অবহিত আছেন। ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে' *(নূর ৩০-৩১)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'চোখের যেনা তাকানো, কানের যেনা শ্রবণ করা, জিহ্বার যেনা কথা বলা, হাতের যেনা স্পর্শ করা এবং পায়ের যেনা ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে চলা' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৬)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে, জাহেলী যুগের ন্যায় নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না' *(আহযাব ৩; ফাতাওয়া লাজনাতুত দায়েমাহ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮১-৮৩)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৩০৩)ঃ রামাযান মাসে কিংবা অন্য কোন মাসে মহিলারা আতর ব্যবহার করে ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

-ঠিকানা বিহীন।

উত্তরঃ সুগন্ধি ব্যবহার করে মহিলারা বাইরে যেতে পারবে না। চাই তা মসজিদে হৌক বা অন্য কোথাও হৌক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুগন্ধি ব্যবহার করে মহিলাদের বাইরে বের হওয়াকে যেনার সাথে তুলনা করেছেন *(আবুদাউদ হা/৪১৭৩, সনদ হাসান)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, পুরুষের খুশবু হ'ল যার রং গোপন থাকবে আর সুগন্ধি প্রকাশ পাবে। আর মহিলাদের খুশবু হলো যার রং প্রকাশ পাবে এবং সুগন্ধি গোপন থাকবে *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৪৩, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৩০৪)ঃ একই বংশের ছেলে তার চাচাতো ভাতিজিকে বিয়ে করতে পারবে কি?

-ইমরান সরকার ও
রুহুল আমীন, শিবগঞ্জ, বগুড়া।

উত্তরঃ একই বংশের ছেলে তার চাচাতো ভাতিজিকে বিয়ে করতে পারে। এতে কোন শারঈ বাধা নেই *(নিসা ২৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)

নিজেই তাঁর আপন চাচাতো ভাই আলী (রাঃ)-এর সাথে স্বীয় কন্যা ফাতেমা (রাঃ)-এর বিবাহ দিয়েছিলেন।

প্রশ্নঃ (২৫/৩০৫)ঃ কোন ব্যক্তির অসুস্থতার কারণে অথবা কোন নতুন জিনিস উদ্বোধন করার সময় সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করা যাবে কি?

-শামসুযযামান
বংশাল, ঢাকা।

উত্তরঃ অসুস্থতার কারণে বা কোন নতুন জিনিস উদ্বোধনের সময় সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করার শারঈ কোন ভিত্তি নেই। তবে কারো অসুস্থতার কথা শুনে কেউ একাকী হাত তুলে দো'আ করতে পারে। তাকে দেখতে গিয়েও নিম্নের দো'আটি পড়তে পারে। যেমন-

اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لاَشِفَاءَ اِلاَّ شِفَائُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا.

উচ্চারণঃ আযহিবিল বা'সা রব্বা-ন্নাসে ওয়াশাফি আংতাশ শা-ফী লা শিফাআ ইল্লা শিফা-উকা শিফাআল-লা-ইয়ূগা-দিরু ছাক্বামা।

অর্থঃ 'হে মানুষের প্রতিপালক! আপনি এ রোগ দূর করুন এবং আরোগ্য দান করুন, আপনি আরোগ্য দানকারী। আপনার আরোগ্য ব্যতীত কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য, যা বাকী রাখে না কোন রোগ' *(ছহীহ বুখারী, মিশকাত হা/২৪২৭)*। এছাড়াও রোগমুক্তির জন্য হাদীছে বিশেষ দো'আ বর্ণিত আছে। যেগুলি পাঠ করা যাবে।

উল্লেখ্য যে, নতুন দোকান-পাট বা নতুন বাড়ীর বরকত ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে কোন পরহেযগার ব্যক্তির দ্বারা দু'রাক'আত ছালাত আদায় করিয়ে নেওয়া যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উম্মু সুলায়মের বাড়ীতে গিয়ে বরকত ও কল্যাণের উদ্দেশ্যে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেছিলেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১০৮)*। এতদ্ব্যতীত শয়তানের খারাবী থেকে হেফাযতের জন্য বাড়ীতে মাঝে মাঝে সূরা বাক্বারাহ বা এর শেষ দু'আয়াত তেলাওয়াত করা যাবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১১৯)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৩০৬)ঃ বিবাহের পর স্বামীর সাথে মেলামেশার পূর্বে কাযী অফিসে গিয়ে স্ত্রী স্বামীকে 'খোলা' তালাক প্রদান করে। এমতাবস্থায় উক্ত মহিলা অন্যত্র বিবাহের শারঈ বিধান কি?

-হাফেয লুৎফর রহমান
বগুড়া।

উত্তরঃ উক্ত মহিলা এক ঋতু অপেক্ষা করার পর অন্যত্র বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ছাবেত ইবনু কায়েস-এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! ছাবেত ইবনু কায়েসের চরিত্র এবং দ্বীনের ব্যাপারে দোষারোপ করছি না। কিন্তু আমি ইসলামের মধ্যে তার অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে অপসন্দ মনে করছি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাকে মোহরানা স্বরূপ যে বাগান দেওয়া হয়েছিল তা কি তুমি ফেরত দিতে রাযি আছে? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) ছাবেত ইবনু কায়েসকে বললেন, তুমি বাগানটা গ্রহণ করে নাও এবং তার সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দাও *(বুখারী, মিশকাত হা/৩২৭৪)*। আবুদাঊদ ও তিরমিযীর অপর বর্ণনায় আছে, জামীলাহ যখন তার স্বামী থেকে 'খোলা' করে নিল তখন রাসূল (ছাঃ) তার ইদ্দত এক হায়েয নির্ধারণ করলেন *(বুলূগুল মারাম হা/১০৬৬ 'খোলা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৩০৭)ঃ আমার পিতা মৃত্যুর পূর্বে আমাকে অছিয়ত করে গেছেন যে, প্রতি বছর মীলাদ মাহফিল করে শিল্পীদের দিয়ে মারেফতি গান গাওয়াবে এবং খিচুড়ি রান্না করে গরীব মিসকীনদের খাওয়াবে। আমি তা করি না, বরং অন্যদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করি। কিছুদিন ধরে আমার পিতা আমাকে স্বপ্নযোগে অছিয়তকৃত কাজ করার জন্য বলছেন। দয়া করে এ বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-না ও ঠিকানা বিহীন।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এমন আমল করল, যার প্রতি আমার নির্দেশ নাই তা প্রত্যাখ্যাত' *(ছহীহ মুসলিম, হা/৪৪৬৮)*। আর এ ধরনের কাজের জন্য পিতা অছিয়ত করলেও বা স্বপ্নে নির্দেশ প্রাপ্ত হ'লেও তা আমল করা যাবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির কোন আনুগত্য নেই' *(শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩৬৯৬, সনদ ছহীহ)*। উল্লেখ্য, স্বপ্ন অনেক সময় মনের ধাঁধা বা ধারণার উপর ভিত্তি করে দেখা যায়। স্বপ্নে দেখা কোন কথা বা কাজ শরী'আতে বিধান হ'তে পারে না। অতএব উক্ত বিদ'আতী অছিয়ত থেকে বেঁচে থাকতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৮/৩০৮)ঃ অনেকে বলেন যে, সেন্ট ব্যবহার করা জায়েয নয়। তাতে নাকি নাপাক বস্তু মিশানো থাকে। কিন্তু সেন্টের বোতলের গায়ে হালাল লেখা থাকে। উক্ত সেন্ট ব্যবহার করা যাবে কি?

- গোলাম মুর্তুযা
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ যদি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, সেন্টে অপবিত্র কোন কিছু মিশ্রিত নেই তাহ'লে তা আতরের ন্যায় ব্যবহার করা যাবে। সালমান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে গোসল করবে, সাধ্যানুযায়ী পবিত্রতা অর্জন করবে এবং তেল অথবা সুগন্ধি ব্যবহার করে মসজিদের দিকে বের হবে। অতঃপর মসজিদে গিয়ে দু'জনের মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করবে না। সাধ্যানুযায়ী ছালাত আদায় করতে থাকবে। ইমাম ছাহেবের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবে তাহ'লে তাকে এক জুম'আ থেকে অপর জুম'আ পর্যন্ত তার গুনাহ সমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/১৩৮১)*। আলোচ্য হাদীছে

আমভাবে খুশবু ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। কোন নির্দিষ্ট আতর বা সেন্টের নাম উল্লেখ করা হয়নি। অতএব হারাম মিশ্রিত নেই এমন যেকোন সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে।

প্রশ্নঃ (২৯/৩০৯)ঃ আমি হিন্দু ধর্ম থেকে মুসলমান হওয়ার পর আমার স্ত্রী আমাকে ছেড়ে তার বাবার বাড়ীতে চলে যায়। কিছুদিন পর সেও আমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আমার নিকটে ফিরে আসে। অতঃপর আমরা পূর্বের ন্যায় স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাস করছি। নতুন করে আমাদের আর বিবাহ সম্পন্ন হয়নি। প্রশ্ন হ'ল- মুসলমান হওয়ার পর এভাবে আমাদের ঘর-সংসার করা সঠিক হচ্ছে কি? আমি ও আমার স্ত্রী আমার হিন্দু শশুর বাড়ীতে যাতায়াত ও খাওয়া-দাওয়া করতে পারব কি?

-আহসান হাবীব
নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তরঃ অমুসলিম স্বামী-স্ত্রী যদি একই সঙ্গে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহ'লে তারা স্বামী-স্ত্রী হিসাবে থেকে যাবে। অনুরূপভাবে স্বামী-স্ত্রীর একজন ইসলাম গ্রহণের পর অপরজন যদি ইদ্দতের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করে তাহ'লেও তারা স্বামী-স্ত্রী হিসাবেই থেকে যাবে, এতে নতুন বিবাহের প্রয়োজন হবে না *(ফাতাওয়া লাজনাতুত দায়েমাহ, ১৮ খণ্ড, পৃঃ ২৯২)*।

বদর যুদ্ধের সময় আবুল আস বন্দী হ'লে রাসূল (ছাঃ) স্বীয় কন্যা যয়নাবকে মদীনায় পাঠানোর বিনিময়ে তাকে ছেড়ে দেন। তখন আবুল আস তার স্ত্রী যয়নাবকে মক্কা থেকে মদীনায় রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট প্রেরণ করেন। অতঃপর কিছুদিন পর আবুল আস ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন রাসূল (ছাঃ) পূর্বের বিয়ের মাধ্যমেই যয়নাবকে আবুল আসের নিকটে ফিরিয়ে দেন। নতুনভাবে বিবাহ সম্পাদন করেননি *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/২২৪০)*। সুতরাং প্রশ্নোল্লিখিত অবস্থায় স্ত্রী ইদ্দতের মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করে থাকলে পূর্ব বিবাহই বহাল থাকবে। অন্যথায় নতুন করে বিবাহ সম্পন্ন করতে হবে। হিন্দু শ্বশুর-শাশুড়ীর বাড়ীতে তাদের যবেহকৃত ও হারাম খাদ্য ব্যতীত অন্যান্য খাবার খাওয়া যাবে *(বুখারী হা/২৬১৯, ২০ 'মুশরিকদের হাদিয়া কবুল' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৩১০)ঃ ওযূ ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা ও পড়া যাবে কি?

- হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মামুন
জেদ্দা, সঊদী আরব।

উত্তরঃ অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শবিহীন তেলাওয়াত করা ও উহা দো'আ হিসাবে পড়া যায়। অনুরূপ বিনা ওযূতে কুরআন-হাদীছ স্পর্শ করে পড়া যায়। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির করতেন' *(মুসলিম, সুবুলুস সালাম, ১ম খণ্ড, ১২১ পৃঃ, হা/৭২, ১২)*। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় আল্লামা ছান'আনী বলেন, فيدخل تلاوة القرآن ولو كان جنبا 'সর্বাবস্থায় যিকির করার মধ্যে অপবিত্র অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াতও অন্তর্ভুক্ত'। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ্‌র বাণী لَايَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ অর্থাৎ 'পবিত্রগণ ব্যতীত কেউ উহা স্পর্শ করে না' *(ওয়াক্বি'আহ ৭৯)* দ্বারা বিনা ওযূ উদ্দেশ্য নয়। বরং বিনা ওযূতে কুরআন পড়া জায়েয *(ঐ দ্রঃ)*। ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, অপবিত্র অবস্থায় দো'আ হিসাবে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে, যিকির-আযকার হিসাবে, কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েয। যেমন সফরের দো'আয় কুরআনের আয়াত পাঠ করা *(আল-ফিক্বহুল ইসলামী ১/৩৮৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩১১)ঃ মাযহাব কি? ইহা মানা কি ফরয? মাযহাব না মানলে কি মুসলমানরা কাফের হয়ে যাবে?

-ফারূক বিন আলী আহমাদ
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ 'মাযহাব' আরবী শব্দ। এর অর্থ চলার পথ। শরী'আতে 'মাযহাব' একটিই। সেটা হ'ল আল্লাহ ও রাসূলের পথ, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের পথ *(আন'আম ১৫৩; আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৬৬ ও ১৬৫, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)* যে পথের উপরে ছাহাবী তাবেঈ এবং চার ইমাম সহ অন্যান্য ইমামরাও ছিলেন। এছাড়া দ্বিতীয় কোন মাযহাব নেই। ইসলামের নামে যে সমস্ত মাযহাব সমাজে প্রচলিত আছে তার সবই স্বর্ণযুগের বহু পরে সৃষ্ট। যেমন শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা'র মধ্যে লিখেছেন, '৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোন মুসলিম নির্দিষ্টভাবে কোন একজন বিদ্বানের মাযহাবের তাক্বলীদের উপরে সংঘবদ্ধ ছিল না'। এটা শরী'আতে বর্ধিত এবং নব আবিস্কৃত বিষয়, যা মান্য করা কোন মুসলিমের উপর ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব কিছুই নয়। বরং মাযহাব মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি করেছে এবং স্বাধীন চিন্তাধারাকে ব্যহত করেছে *(ঐ, ১/১৫২-৫৩ '৪র্থ শতাব্দী ও তার পরের লোকেদের অবস্থা বর্ণনা অনুচ্ছেদ)*। মাযহাব না মানলে কেউ কাফের হবে না। বরং মুসলিম মাত্রই স্বাধীনভাবে পবিত্র কুরআন ছহীহ হাদীছের উপর আমল করবে। যেমন ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বের কোন মানুষ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না।

প্রশ্নঃ (৩২/৩১২)ঃ প্রতিদিন অতিরিক্ত খাবার অপচয় হয় যদিও তা কাম্য নয়। ফলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা ফেলে দিতে হয়। কাউকে দেওয়াও সম্ভব হয় না। অথচ অনেকেই না খেয়ে দিনাতিপাত করে। এতে কোন পাপ হবে কি?

- মুহাম্মাদ হুমায়ুন কবীর
ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

উত্তরঃ কোন অবস্থাতেই খাদ্য নষ্ট করা যাবে না। বরং খাদ্য যাতে অপচয় না হয় সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে *(বণী ইসরাঈল ২৬-২৭)*। জাবের (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের নিকট তোমাদের খাওয়ার সময় উপস্থিত হয়। তাই তোমাদের কারো লোকমা পড়ে গেলে সে যেন তা পরিষ্কার করে খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য রেখে না দেয়। আর খাওয়া

শেষে যেন আঙুল চেটে খায়। কারণ, সে জানেনা যে, কোন খাদ্যে বরকত আছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬৭)*। তবে খাদ্যবস্তু নষ্ট বা খাবারের অনুপযোগী হয়ে গেলে তা ফেলে দেওয়া যাবে।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩১৩)ঃ জনৈক বক্তা বলেন যে, এক ছাহাবী নবী করীম (ছাঃ)-এর পেশাব পান করেছিলেন। একথা কি?

-সিরাজুল ইসলাম
মানিকহার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পেশাব-পায়খানা অপবিত্র বস্তু। এই জঘন্য জিনিস কিভাবে খাওয়া জায়েয হ'তে পারে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নামে এ ধরনের মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকা একান্ত যরূরী।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩১৪)ঃ স্বামী যদি একটানা ৪ বছর বিদেশে থাকে তাহ'লে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে কি?

-আশরাফুন্নাহার, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক না দেয় এবং স্ত্রীও যদি খোলা না করে তাহ'লে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না। এমনকি ৪ বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হ'লেও তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না' *(হাইয়াতু কিবারিল ওলামা; আত-ত্বালাকুস সুন্নাহ ওয়াল বিদ'ঈ, পৃঃ ৬২)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩১৫)ঃ একজন ব্যক্তিকে দিনে কতবার সালাম দেওয়া যাবে? অনেকে হাত উঠিয়ে সালাম দেয় এবং উত্তর দেয়। এটা কি সঠিক?

-আরিফ
সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ একজন মুসলিম ব্যক্তি অপর মুসলিম ব্যক্তির সাথে যতবার সাক্ষাৎ করবে ততবার সালাম দিবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন কোন মুসলিম ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন সে যেন তাকে সালাম প্রদান করে। যদি তাদের উভয়ের মাঝে গাছ, দেওয়াল ও পাথর আড়াল হয় অতঃপর আবার উভয়ের সাক্ষাৎ হয় তাহ'লে আবার তারা যেন সালাম বিনিময় করে *(আবুদাউদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৬৫০)*। হাত উঠিয়ে সালাম দেওয়া এবং উত্তর নেওয়া জায়েয নয় *(ছহীহ তিরমিযী হা/২৬৯৫; সনদ হাসান, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৯৪)*। তবে দূর থেকে সালাম দিলে সেটা ভিন্ন ব্যাপার।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩১৬)ঃ কুয়েতী এক ব্যক্তির আর্থিক সহযোগিতায় ১৩/১৪ বছর পূর্বে আমাদের এলাকায় একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় ফারেগ তখন থেকেই উক্ত মসজিদের ইমাম। কিছু লোকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মসজিদটি অক্ষুণ্ণ আছে। কিন্তু সম্প্রতি ইমাম ছাহেব মাঝে মধ্যেই বলেন, এই মসজিদটির সর্বময় অধিকর্তা তিনি নিজেই। তিনি এর হিসাব নিকাশ কাউকে দেখান না। তিনি বলেন, তার সৌজন্যেই মসজিদটি নির্মিত হয়েছে। প্রশ্ন হ'ল, ইমাম ছাহেবের এরূপ দাবী কি শরী'আত সম্মত? উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় বৈধ হবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তরঃ ইমাম সাহেবের সার্বিক সহযোগিতায় মসজিদটি নির্মিত হয়েছে বলেই, নিজেকে মসজিদের সর্বময় অধিকর্তা দাবী করা, মসজিদকে তার পরিবারের অঙ্গ হিসাবে গন্য করা, কমিটির নিকট হিসাব নিকাশ পেশ না করা এবং কমিটির সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করা তার জন্য মোটেই সমীচীন নয়। বরং এ ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র নিকট তওবা-ইস্তেগফার করা বাঞ্ছনীয়। উক্ত মসজিদটি যদি ওয়াকফকৃত জায়গায় নির্মিত হয় তাহ'লে উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করাতে শারঈ কোন বাধা নেই।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩১৭)ঃ ***মুছল্লীদের জায়গা সংকুলান না হ'লে এবং মসজিদ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা না থাকলে উক্ত মসজিদ অন্যত্র স্থানান্তর করা যাবে কি? উক্ত মসজিদের স্থান বা তার আসবাবপত্র নতুন মসজিদে ব্যবহার করা যাবে কি?***

-মুহাম্মাদ নাজিমুদ্দীন
শেখপাড়া, রাজশাহী কোর্ট, রাজশাহী।

উত্তরঃ মসজিদে মুছল্লীদের জায়গা সংকুলান না হ'লে এবং পার্শ্বে মসজিদ সম্প্রসারণের সুযোগ না থাকলে সে অবস্থায় উক্ত মসজিদ স্থানান্তর করা এবং মসজিদের আসবাবপত্র বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ নতুন মসজিদে ব্যয় করা শরী'আত সম্মত। মসজিদের মুতাওয়াল্লী বা কমিটি উক্ত মসজিদের স্থান বিক্রয় করে তার অর্থ দিয়ে অন্য স্থানে জমি ক্রয় করে অথবা কেউ দান করলে সেখানে নতুন মসজিদ নির্মাণ করতে পারেন। ওমর (রাঃ)-এর যুগে কূফার শাসক ছিলেন ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)। একদা মসজিদ হ'তে বায়তুল মালের অর্থ চুরি হ'লে সে ঘটনা ওমর (রাঃ)-কে জানানো হয়। তখন তিনি মসজিদ স্থানান্তর করার নির্দেশ দেন এবং মসজিদ স্থানান্তর করা হয়। পরে পরিত্যক্ত মসজিদের স্থানটি খেজুর বিক্রেতাদের স্থানে পরিণত হয়' *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উ ফাতাওয়া ৩১/২১৬-২১৭ পৃঃ)*।

উল্লেখ্য 'ওয়াক্‌ফের সম্পত্তি বিক্রি করাও যাবে না এবং কাউকে হেবা করাও যাবে না' মর্মের হাদীছটির প্রেক্ষিতে কতিপয় আলেম বলে থাকেন যে, যেহেতু মসজিদের সম্পত্তি ওয়াক্‌ফকৃত, তাই তাকে পরিবর্তন করা যাবে না'। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) এ কথার উত্তরে বলেন, 'ওয়াক্‌ফের সম্পত্তি বিক্রি করে তার চেয়ে উন্নতমানের সম্পত্তি ক্রয় করলে ওয়াক্‌ফকে নষ্ট করা হয় না বা পরিবর্তন করাও হয় না। যেমন ওমর (রাঃ) করেছেন। তাছাড়া একটি ঘোড়া যা জিহাদের জন্য ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে, সেটি বৃদ্ধাবস্থায় বিক্রি করে তার চেয়ে উন্নতমানের ঘোড়া ক্রয় করে জিহাদের জন্য রেখে দেওয়াতে ওয়াক্‌ফের কোন পরিবর্তন হয় না; বরং আরো ভালো হয়' *(দ্রঃ ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উ ফাতাওয়া ৩১/২১৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩১৮)ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য ৩রা বা চল্লিশা দিয়ে কোন খানার আয়োজন করা শরী'আত সম্মত কি?

- ফযলুর রহমান
বালানগর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির নামে ৩রা বা চল্লিশা পালন করার প্রথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈনদের যুগে ছিল না। এটা শরী'আতের মধ্যে নব

আবিষ্কৃত বিষয়, যা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন আমল করল যার প্রতি আমার নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত' *(ছহীহ মুসলিম হা/৪৪৬৮; আবুদাঊদ হা/৪৬০৬; ইবনু মাজাহ হা/১৪, হাদীছ ছহীহ)*। এমনকি এ সমস্ত কাজে সহযোগিতাও করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা কল্যাণ ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সযোগিতা কর না' (মায়েদাহ ২; দ্রঃ আত-তাহরীক ১০ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, জুলাই '০৭)।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩১৯)ঃ স্ত্রী মারা যাওয়ার পরে স্বামী স্ত্রীর মৃতদেহ দেখতে পারবে কি?

- সাইফুল ইসলাম
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ মৃত স্বামীকে স্ত্রী ও মৃত স্ত্রীকে স্বামী দেখতে পারবে। এতে শারঈ কোন বাধা নেই। আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) স্বীয় স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছিলেন, 'যদি আমার পূর্বে তুমি মারা যাও, তাহ'লে আমি তোমাকে গোসল দেব, কাফন পরাব, জানাযা পড়াব ও দাফন করব' *(ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৫)*। আবুবকর (রাঃ)-কে তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস (রাঃ) এবং ফাতেমা (রাঃ)-কে তার স্বামী আলী (রাঃ) গোসল দিয়েছিলেন *(বায়হাক্বী ৩/৩৯৭, দারাকুৎনী হা/১৮৩৩, সনদ হাসান দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১২০-২১)*। স্বামী বা স্ত্রী মারা যাওয়ার পর একে অপরকে দেখতে পারবে না, গোসল দিতে পারবে না, তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হয় ইত্যাদি কথাগুলি দলীল বিহীন ও মনগড়া কথা মাত্র।

প্রশ্নঃ (৪০/৩২০)ঃ গোরস্থান সংশ্লিষ্ট মসজিদ অর্থাৎ মসজিদের উত্তর-দক্ষিণ ও পশ্চিম পার্শ্বে কবর থাকলে ঐ মসজিদে ছালাত হবে কি?

- রায়হানুল ইসলাম
মির্জাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ এ ধরনের মসজিদে ছালাত জায়েয হবে না। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইহুদী ও নাছারারা তাদের নবীদের কবর সমূহকে মসজিদ বানিয়ে নেওয়ার কারণে আল্লাহ তাদের উপরে অভিসম্পাত করেছেন। কবরকে মসজিদ বানিয়ে নেওয়ার আশংকা যদি না থাকত, তাহ'লে রাসূল (ছাঃ)-এর কবরকে প্রকাশ করে দেওয়া হ'ত *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৬৭)*। আবু মারছাদ গানাবী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কবরের দিকে মুখ করে ছালাত আদায় কর না'। মুসলিমের অপর বর্ণনায় আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম (ছাঃ) কবর সমূহের মাঝে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন' *(এ হাদীছটি হিব্বান তার ছহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ২৭তম খণ্ড, পৃঃ ১৫৮)*।

উল্লেখ্য যে, মসজিদের দেওয়াল ব্যতীত মসজিদ এবং কবরস্থানের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে মসজিদকে পৃথক করার জন্য যদি আলাদা কোন প্রাচীর দেওয়া হয় এবং যদি সে মসজিদটি কোন কবরকে কেন্দ্র করে গড়ে না ওঠে, তাহ'লে উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে। যেরূপ খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কবর তাঁর গৃহের প্রাচীর দ্বারা পৃথক করা ছিল।

আহলেহাদীছ আন্দোলনকে দান করার আকুল আবেদন

মুহাতারাম দ্বীনী ভাই! পরকালীন মুক্তির আবশ্যিক পূর্বশর্ত হ'ল নির্ভেজাল তাওহীদী আক্বীদা পোষণ করা এবং আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী দুনিয়াবী জীবন পরিচালনা করা। আর পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার আন্দোলনকেই 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' বলা হয়। এই আন্দোলনে জান, মাল, সময় ও শ্রমের কুরবানী দেওয়াকেই আমরা ইহকালীন মঙ্গল ও পরকালীন মুক্তির অসীলা বলে মনে করি। 'আল্লাহ পাক মুমিনের জান ও মাল খরিদ করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে...' *(তওবা ১১১)*। অতএব আল্লাহর দেওয়া জান ও মাল আল্লাহর পথেই ব্যয় করতে হবে, আল্লাহ বিরোধী পথে নয়।

প্রিয় দ্বীনী ভাই! ইরি-বোরো ফসল উত্তোলনের এই মৌসুমে আমরা আপনাদেরকে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** ও তার অঙ্গসংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই আপনি শিরক-বিদ'আত সহ সমাজে পুঞ্জিভূত যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আপোষহীন উক্ত সংগঠনের দূরবস্থার কথা জেনেছেন। শুনেছেন ষড়যন্ত্রকারীদের গভীর চক্রান্তের শিকার মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর দীর্ঘ কারাবাসের কথা। অবগত হয়েছেন সংগঠনের দাঈ ভাতা এমনকি **আহলেহাদীছ আন্দোলন** পরিচালিত চারটি মাদরাসার চার শতাধিক ইয়াতীমের বরাদ্দ বাতিলের কথা। যার ফলে ঐ সমস্ত ইয়াতীম দ্বীনী শিক্ষা থেকে মাহরূম হয়েছে। অর্থ সংকটের কারণে আমরা এখনো নতুন করে ইয়াতীম বিভাগ পুরোপুরি চালু করতে পারিনি। তাছাড়া আমীরে জামা'আতের বিরুদ্ধে বিগত সরকারের দায়েরকৃত ডজনখানেক মিথ্যা মামলা সহ অন্যান্য মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে আমরা বর্তমানে অর্থনৈতিকভাবে চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।

অতএব আপনাদের ওশর, যাকাত ও অন্যান্য দানের একটি বৃহৎ অংশ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ প্রতিষ্ঠার এই আন্দোলনকে দান করার জন্য আপনাদের নিকটে আকুল আবেদন করছি। আপনার এই দান দ্বীনে হক্ব প্রচারে ব্যয়িত হবে ইনশাআল্লাহ। আপনাদের দানের অর্থ আমাদের যেলা সভাপতি বা তাদের প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে হাতে হাতে অথবা নিম্নোক্ত হিসাব নম্বরে ড্রাফ্ট বা টি টি করে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করছি।

'দারুল ইমারত আহলেহাদীছ'-এর পক্ষে

(শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী)
ভারপ্রাপ্ত আমীর
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

টাকা পাঠানোর ঠিকানাঃ মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ও অন্যান্য, হিসাব নং ০১৫১১২০৫১৩৪৪, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক কর্পোরেট শাখা, ১২৫, মতিঝিল, ঢাকা।

(অধ্যাপক নূরুল ইসলাম)
সাধারণ সম্পাদক
আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১১তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

আগস্ট ২০০৮

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৪০১)ঃ আমাদের গ্রামের একটি অবিবাহিত মেয়ে অন্তঃসত্তা হয়। আল্ট্রাসনোগ্রামের মাধ্যমে জানা যায়, তার পেটে পাঁচ মাস বয়সের বাচ্চা রয়েছে। মেয়েটি একটি ছেলের প্রতি এ ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে। কিন্তু অভিযুক্ত ছেলেটি ব্যভিচারের বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেও কেবল মেয়ের দাবীর উপর ভিত্তি করে স্থানীয় লোকজন জোর করে ঐ ছেলেটির সাথে মেয়েটির বিবাহ পড়িয়ে দেয়। এমতাবস্থায় এ বিবাহ বৈধ হবে কি? দলীল ভিত্তিক জবাব দানে বাধিত করবেন।

-আশরাফ আলী মণ্ডল
কোদালকাটি (জেলেপাড়া)
আলাতুলি, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কেবলমাত্র উক্ত মহিলার দাবীর উপর ভিত্তি করে ছেলেটি দোষী সাব্যস্ত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার ব্যাপারে চার জন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্য প্রদান না করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যভিচারিণী তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে ৪ জন পুরুষ সাক্ষী হিসাবে তলব কর' *(নিসা ১৫)*। যদি ৪ জন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষীর মাধ্যমে প্রমাণিত না হয়, তাহ'লে তার উপর হদ্দ জারী করা যাবে না এবং তার সাথে জবরদস্তি করে বিবাহও দেওয়া যাবে না। সূরা নূরের ২নং আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা শাওকানী (রহঃ) বলেন, কোন সৎ পুরুষের যিনাকারিণী মহিলাকে বিবাহ করা এবং সতী মহিলার যিনাকারী পুরুষকে বিবাহ করা বৈধ নয় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০৪)*। সেকারণ প্রমাণহীনভাবে জোর-জবরদস্তী করে বিবাহ পড়িয়ে দেওয়া শরী'আত সম্মত হয়নি *(ছহীহ ইবনু মাজাহ, হা/২০৪৫)*। অপরদিকে মহিলা যেহেতু স্বীকার করেছে এবং তার গর্ভাবস্থা সেটা প্রমাণ করছে, সেহেতু তার উপর হদ্দ জারী করতে হবে। উল্লেখ্য যে, অবিবাহিত যিনাকারিণীর হদ্দ ১০০ বেত্রাঘাত। অনুরূপভাবে কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলে, তার শাস্তিও প্রয়োগ করতে হবে। আর মিথ্যা অপবাদকারীর শাস্তি হচ্ছে ৮০ বেত্রাঘাত *(নূর ৫)*। উল্লেখ্য, শরী'আত নির্ধারিত হদ্দ কেবলমাত্র সরকার বা তার প্রতিনিধি জারী করবেন *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা, ২২তম খণ্ড, পৃঃ ৫-৭)*। অতএব প্রশ্নের বিবরণের ভিত্তিতে বলা যায় যে, উক্ত বিবাহ শরী'আত সম্মত হয়নি। অভিযুক্ত ব্যক্তি যেনাকারী না হ'লে এ বিবাহ বাতিল হিসাবে গণ্য হবে।

প্রশ্নঃ (২/৪০২)ঃ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত, তারাবীহ, জুম'আ ও ঈদের ছালাতের বিনিময়ে ইমাম ছাহেবকে পারিশ্রমিক বাবদ অর্থ প্রদান করা যায় কি?

-নূরুল ইসলাম
জয়পুরহাট কলেজ, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই ইমামতি বা অনুরূপ কোন ধর্মীয় আমল সম্পাদন করা উত্তম। কেননা নবীগণ স্ব স্ব দ্বীনী দাওয়াতের বিনিময়ে কোনরূপ মজুরী গ্রহণ করেননি *(ফুরক্বান ৫৭)*। কিন্তু যারা বাধ্য ও মুখাপেক্ষী তারা প্রয়োজনমত সম্মানীভাতা নিতে পারেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি মুখাপেক্ষীহীন সে যেন বিরত থাকে এবং যে মুখাপেক্ষী সে যেন ন্যায়নিষ্ঠভাবে ভক্ষণ করে' *(নিসা ৬)*। অবশ্য ইমামতি বা অনুরূপ কোন ধর্মীয় কাজের দায়িত্বশীল নিয়োগ করা হ'লে তার সম্মানজনক রূযীর ব্যবস্থা করা সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণেরই কর্তব্য। যেমন- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যাকে আমরা কোন দায়িত্বে নিয়োগ করি আমরা তার রূযীর ব্যবস্থা করে থাকি। এর বাইরে যদি সে নেয় তাহ'লে তা খেয়ানত হবে' *(আবূদাঊদ, সনদ ছহীহ, হা/৩৫৮৮; মিশকাত হা/৩৭৪৮ 'দায়িত্বশীলদের ভাতা' অনুচ্ছেদ)*। মোটকথা, কোন ধর্মীয় কাজের বিনিময় আদায়ে দরাদরি করা অনুচিত। তবে সরকার বা সমাজকে ধর্মীয় কর্তব্য সম্পাদনের মর্যাদা সমুন্নত রেখে সর্বোত্তম সম্মানজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নইলে দ্বীন পরাজিত ও বিপর্যস্ত হবে এবং বাতিল অগ্রগতি লাভ করবে।

প্রশ্নঃ (৩/৪০৩)ঃ কত সময় পর্যন্ত ইফতার করা যেতে পারে? অনেক সময় দেখা যায়, ইফতার খেতে খেতে মাগরিবের ছালাত আদায়ে বিলম্ব হয়ে যায়। এরূপ বিলম্ব করা কি ঠিক?

-হাফেয আল-আমীন
হুলিখালি, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টি কাজ খুব তাড়াতাড়ি করতে বলেছেন। (১) তাড়াতাড়ি ইফতার করা *(বুখারী হা/২৬২)* এবং (২) তাড়াতাড়ি মাগরিবের ছালাত আদায় করা *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৬০৯)*। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) মাগরিব ছালাতের আগে কয়েকটি তাজা খেজুর খেয়ে ইফতার করতেন। তাজা খেজুর না পেলে

শুকনো খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন। তাও না থাকলে কয়েক অঞ্জলি পানি পান করে নিতেন' *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৯১)*। অতএব মাগরিবের ছালাত বিলম্ব করে দীর্ঘ সময় ধরে ইফতার খাওয়া উচিত নয়। বরং ইফতারী সংক্ষিপ্ত করে যথাসম্ভব দ্রুত ছালাত আদায় করাই বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্নঃ (৪/৪০৪)ঃ সাহারীর আযান সম্পর্কে কিছুসংখ্যক আলেম যুক্তি পেশ করে বলেন যে, রামাযান মাসে সাহারীর আযান দিলে সারা বছর উক্ত আযান দিতে হবে এবং তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করতে হবে। এ দাবীর সত্যতা জানতে চাই।

-এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ উপরোক্ত দাবী যথার্থ নয়। রামাযান মাসে সাহারীর আযান দিলে সারা বছর উক্ত আযান দিতে হবে এমনটি সঠিক নয়। তবে স্বর্ণযুগে অধিকাংশ ছাহাবী নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত ছিলেন বিধায় তখন সারা বছর সাহারীর আযান চালু ছিল *(মির'আতুল মাফাতীহ ২/৩৮২)*। অনুরূপভাবে বর্তমানেও কোথাও নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত থাকলে আযান দেওয়া যাবে। যেমনভাবে মক্কা-মদীনায় এখনো উক্ত আযান চালু রয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত আযান সাহারী কিংবা তাহাজ্জুদ কোন একটির সাথে খাছ নয়। বরং উভয়টির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

প্রশ্নঃ (৫/৪০৫)ঃ আমরা শুনে থাকি যে, পবিত্র মাহে রামাযানের শেষ দশদিন কাউকে না কাউকে ই'তেকাফে বসতেই হবে। আমার প্রশ্ন হ'ল, কোন সমাজের একজন ব্যক্তিও যদি ই'তেকাফে না বসে, সেক্ষেত্রে সমাজের সকলেই কি গুনাহগার হবে?

-আহমাদ
বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কোন সমাজের কেউ ই'তেকাফ না করলে সকলে গোনাহগার হবে মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, ই'তেকাফ পালন করা ওয়াজিবও নয়, ফরযও নয়। বরং তা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি তা পালন করবে সে ছওয়াবের অধিকারী হবে, কিন্তু পালন না করলে গুনাহগার হবে না; বরং উক্ত আমলের ছওয়াব হ'তে বঞ্চিত হবে মাত্র *(মির'আতুল মাফাতীহ, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৪২)*।

প্রশ্নঃ (৬/৪০৬)ঃ শা'বান মাসের শুরু থেকে রামাযানের পূর্ব পর্যন্ত একটানা ছিয়াম পালন করা যাবে কি?

-আমানুল্লাহ
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ যারা ছিয়াম পালনে সক্ষম এবং রামাযান মাসের ছিয়াম পালনে যাদের কোন কষ্ট হবে না, সেসব ব্যক্তি পূর্ণ শা'বান মাস ছিয়াম পালন করতে পারেন। ১৫ শা'বানের পর ছিয়াম পালনে নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত হাদীছটি তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যারা পূর্ণ মাস ছিয়াম পালন করলে অধিকতর দুর্বল হয়ে পড়বে এবং রামাযানের ছিয়াম পালনে অক্ষম হওয়ার আশংকা থাকবে *(মির'আত, পৃঃ ৪৪০-৪৪১)*।

প্রশ্নঃ (৭/৪০৭)ঃ তারাবীহর জামা'আত চলা অবস্থায় এশার ফরয ছালাত আদায় করার জন্য উক্ত তারাবীহর জামা'আতে শামিল হওয়া যাবে কি?

-জসীমুদ্দীন সরকার
নবিয়াবাদ, দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ নফল ছালাত আদায়কারীর পিছনে ফরয ছালাত আদায় করা যায়। মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এশার ছালাত আদায় করে নিজ গোত্রে গিয়ে ঐ একই ছালাতের ইমামতি করতেন এবং ওটা তার জন্য নফল ছালাত হিসাবে গণ্য হ'ত *(বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১১৫১)*। অতএব এশার নিয়তে কেউ তারাবীহর জামা'আতে শামিল হ'লে তার এশার ছালাত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে বাকী ছালাত ইমাম সালাম ফিরানোর পর পড়ে নিবে।

প্রশ্নঃ (৮/৪০৮)ঃ ট্রেনে বা অন্য কোন যানবাহনে ছালাতের ওয়াক্ত হ'লে রেকর্ডকৃত আযান বাজানো হয়। ছালাতের জন্য এভাবে যন্ত্রের সাহায্যে আযান দেওয়ার শারঈ বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সাইফুল ইসলাম
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ ছালাতের জন্য রেকর্ডকৃত আযান যথেষ্ট নয়। কেননা আযান একটি ইবাদত। আর ইবাদতের জন্য নিয়ত আবশ্যক *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১২/১৮৮)*। তাছাড়া মুওয়াযযিনের জন্য ক্বিয়ামতের দিন অনেক মর্যাদা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ক্বিয়ামতের দিন মুওয়াযযিনদের গর্দান সব মানুষের চেয়ে লম্বা ও উঁচু হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৪)*। সুতরাং ছালাতের ওয়াক্ত হ'লে আযান দিতে হবে। রেকর্ডকৃত আযান এক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে না। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুওয়াযযিনের আযান মানুষ ও জিনসহ যে কেউই শ্রবণ করবে সেই ক্বিয়ামতের দিন সাক্ষ্য প্রদান করবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৬৫৬)*।

প্রশ্নঃ (৯/৪০৯)ঃ মনের বিরুদ্ধে জিহাদ করা সর্বোত্তম। এটা কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী?

-জাহিদুল ইসলাম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী। আবু যার (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, সর্বোত্তম জিহাদ কোন্টি? উত্তরে তিনি বললেন, 'মনের বিরুদ্ধে জিহাদ করা' *(সিলসিলা ছহীহা, হা/১৪৯৬)*।

প্রশ্নঃ (১০/৪১০)ঃ জনৈক ব্যক্তির সাথে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এক হিন্দু মহিলার পরিচয় হয়। হিন্দু মহিলাটি মুসলমান হ'তে চায় এবং তাকে বিবাহ করতে চায়। কিন্তু উক্ত ব্যক্তির স্ত্রী ও সন্তান আছে। এমতাবস্থায় ঐ হিন্দু মহিলাকে মুসলমান বানিয়ে বিবাহ করা যাবে কি? আর এজন্য তাকে তার পূর্ব স্ত্রীর কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে কি? হিন্দু মহিলাকে বিয়ে করলে কি পরিমাণ নেকী পাওয়া যাবে?

-আবুল কালাম
জাহিদ নগর, রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ হিন্দু মহিলাকে দাওয়াতের মাধ্যমে মুসলিম বানিয়ে বিবাহ করলে আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তার কর্মের প্রতিদান তাকে প্রদান করবেন। শারঈ দৃষ্টিতে এজন্য পূর্ব স্ত্রীর অনুমতি আবশ্যক নয়। তবে এটা দেশে প্রচলিত সরকারী আইন। সেকারণ ফেতনা-ফাসাদ থেকে মুক্ত থাকার জন্য পূর্ব স্ত্রীর কাছ থেকে পরামর্শ বা অনুমতি নেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (১১/৪১১)ঃ কোন কারণবশত ছিয়াম ছুটে গেলে করণীয় কি?

-হাসান মুনশী
কাকিয়ার চর, জোড়পুকুরিয়া
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ শারঈ ওযর ব্যতীত অন্য কোন কারণে ছিয়াম ভঙ্গ হয়ে গেলে তাঁকে তওবা-ইসতেগফার করতে হবে এবং উক্ত ছুটে যাওয়া ছিয়াম পালন করতে হবে *(ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃঃ ৪৫৫)*।

প্রশ্নঃ (১২/৪১২)ঃ ইফতারের সময় হাত তুলে সম্মিলিত দো'আ করা যায় কি?

- মাহতাবুদ্দীন
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ইফতারের পূর্বে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইফতারের সময় দো'আ কবুল হয় মর্মে নির্দিষ্টভাবে ইবনু মাজাহ ও মিশকাতে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ *(যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১৭৫৩; মিশকাত হা/২২৪৯)*। তবে ছিয়াম পালনকারীর দো'আ কবুল করা হয় মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৭৫২)*। সুতরাং কেবলমাত্র ইফতারের সময়ই নয়, বরং ছিয়াম অবস্থায় সারাক্ষণ দো'আ করতে হবে এটাই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

প্রশ্নঃ (১৩/৪১৩)ঃ ষাটোর্ধ্ব বয়সের এক লোকের স্ত্রী মারা যাওয়ায় সে কম বয়সী এক মেয়েকে বিবাহ করে। এতে তার ছেলে-মেয়েরা অসন্তুষ্ট হয়। এমনকি পিতার সাথে সম্পর্কও ছিন্ন করে। প্রশ্ন হ'ল, এরূপ অসম বিবাহ কি বৈধ? আর তার ছেলে-মেয়েদের অসন্তোষ প্রকাশ করা এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা কি ঠিক হয়েছে? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ইনসান আলী
সাগরদাড়ি, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ পুরুষের যদি বিবাহের প্রয়োজন থাকে তাহ'লে সে যেকোন বয়সের মেয়েকে বিবাহ করতে পারে। ওমর (রাঃ) ফাতেমা (রাঃ)-এর মেয়ে উম্মু কুলছূমকে বিবাহ করেছিলেন *(আল-মুনতাযাম, ৪/১৩১পৃঃ)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন তাকে বিবাহ করেন, তখন তার বয়স ছিল ৬ বছর *(ছহীহ নাসাঈ হা/৩২৫৫)*। পিতার বিবাহকে কেন্দ্র করে ছেলে-মেয়ের অসন্তোষ প্রকাশ করা এবং তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্পূর্ণরূপে শরী'আত পরিপন্থী ও নেহায়েত অন্যায় কাজ। কারণ পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৯২৭)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৪১৪)ঃ একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর পরিবার-পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে কি? জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলেছেন, একটির বেশী সন্তান গ্রহণ করবে না। কিন্তু স্ত্রী তার কথায় রাযী নয়। এক্ষেত্রে কি তারা উভয়ে গুনাহগার হবে, না-কি শুধু স্বামী গুনাহগার হবে?

-আঁখি আখতার
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ গুরুতর কারণ, যেমন অসুস্থতা, মৃত্যুর আশঙ্কা ইত্যাদি ছাড়া অধিক সন্তানের ভরণ-পোষণের ভয়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ করা শরী'আত পরিপন্থী কাজ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা খাদ্যের ভয়ে তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করো না। আমি তাদেরকে এবং তোমাদেরকে জীবিকা প্রদান করে থাকি' *(বনী ইসরাঈল ৩১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা অধিক প্রেমানুরাগিণী, অধিক সন্তান জন্মদানকারিণী মহিলাকে বিয়ে করো। কারণ আমি ক্বিয়ামতের দিন তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করব' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩০৯১ সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৪১৫)ঃ ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত ২০ রাক'আত তারাবীহ সংক্রান্ত হাদীছের অবস্থা জানতে চাই।

-নূরুল ইসলাম
বরুড়া, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ইয়াযীদ ইবনু রূমান থেকে ওমর (রাঃ)-এর যামানায় ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়া হ'ত বলে যে বর্ণনা এসেছে, তা 'যঈফ' এবং ২০ রাক'আত সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে মারফূ সূত্রে যে বর্ণনা এসেছে তা 'মওযূ' বা জাল *(আলবানী, হাশিয়া, মিশকাত হা/১৩০২)*। পক্ষান্তরে ওমর (রাঃ) তামীম আদ-দারী ও উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-কে বিতর সহ ১১ রাক'আত তারাবীহর ছালাত আদায় করার আদেশ করেন মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, মিশকাত হা/১৩০২)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৪১৬)ঃ লাইলাতুল ক্বদরে তারাবীহর ছালাত সহ আরও নফল ছালাত আদায় করা যাবে কি? উক্ত রাত্রি জাগরণের পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুন নূর
কোনাবাড়ী, গাযীপুর।

উত্তরঃ ক্বদরের নামে পৃথক নিয়তে ৮ বা ১২ রাক'আত নফল ছালাত আদায়ের কোন দলীল নেই। লাইলাতুল ক্বদরে অন্যান্য রাত্রির ন্যায় তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ ৮ রাক'আত পড়বে। সঙ্গে বিতর পড়বে। তবে এই ছালাত সম্পন্ন হবে দীর্ঘ ক্বিরাআত, দীর্ঘ রুকূ ও দীর্ঘ সিজদার মাধ্যমে। এভাবে চার রাক'আত আদায়ের পর দীর্ঘ বিরতি দিয়ে পুনরায় পূর্বের ন্যায় চার রাক'আত আদায় করবে। আর এই বিরতির সম্পূর্ণ সময় তাসবীহ-তাহলীল, যিকির-আযকার ও তওবা-ইস্তেগফারের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৩৬৮)*। এতদ্ব্যতীত বেশী বেশী তাসবীহ-তাহলীল ও কুরআন তেলাওয়াতে ব্যস্ত থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযানের শেষ দশকের রাত্রিগুলিতে দীর্ঘ ইবাদতে রত থাকতেন ও পরিবার-পরিজনকে এজন্য জাগাতেও উদ্বুদ্ধ করতেন *(বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ, মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২; মুত্তাফাক্ব আলাই, মিশকাত হা/২০৮৯-৯০)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৪১৭)ঃ পবিত্র রামাযান মাসে লাইলাতুল ক্বদরের বেজোড় রাত্রি যেমন ২১, ২৩, ২৫, ২৭ এবং ২৯ এই রাত্রিগুলোতে ওয়ায-নছীহত করে তারপর ইবাদত করা হয়। এই রাতে ওয়ায করে সময় ব্যয় করা কি হাদীছ সম্মত?

-আবুল হুসাইন মিয়া
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

উত্তরঃ ক্বদরের রাত্রি তথা রামাযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাত্রিগুলোতে ওয়ায-নছীহত করার কোন প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসের ২৩, ২৫ ও ২৭ তারিখ যে তিনদিন মসজিদে নববীতে জামা'আত সহকারে তারাবীহ পড়েছিলেন, সে তিনদিনের প্রথম দিন রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত, ২য় দিন মধ্য রাত্রি পর্যন্ত ও ৩য় দিন স্ত্রী-কন্যাসহ সারা রাত্রি তথা সাহারীর পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ ছালাত আদায় করেন *(আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৯৮)*। তিনি কোন রাত্রিতে ওয়ায-নছীহত করেছেন এ ধরনের কোন দলীল পাওয়া যায় না। এতদ্ব্যতীত উক্ত রাতে সম্মিলিতভাবে কুরআন তেলাওয়াত, দলবদ্ধ যিকর ও খানাপিনার আয়োজন করাও শরী'আত সম্মত নয়। বরং দীর্ঘ ক্বিরাআত ও রুকূ-সিজদার মাধ্যমে তারাবীহর ছালাত এবং যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল ও দো'আ ইস্তেগফারের মাধ্যমে রাত্রি অতিবাহিত করাই সর্বাধিক কল্যাণকর।

প্রশ্নঃ (১৮/৪১৮)ঃ ছালাতে সূরা ফাতিহা ছাড়া অন্যান্য সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রাহীম' পড়তে হবে কি? যদি পড়তে হয় তবে কোন সূরার মাঝখান থেকে তেলাওয়াত করলে কি বলতে হবে?

-হাসীবুল ইসলাম
করখণ্ড, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাতে সূরা ফাতিহা ছাড়াও অন্যান্য সূরার শুরু থেকে পাঠ করলে বিসমিল্লাহ বলতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা তওবা ব্যতীত অন্যান্য সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতেন। আর তিনি তা নীরবে পড়তেন, সরবে নয় *(আহমাদ ৬/৩০২, আবূদাঊদ ৪/৩৭ 'হরফ এবং ক্বিরা'আত' অধ্যায়)*। তবে সূরা ফাতিহার পর অন্যান্য সূরার মাঝখান থেকে তেলাওয়াত করলে বিসমিল্লাহ পড়ার প্রয়োজন নেই *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৬/৩৭৮-৩৮০)*। আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের মাঝে তন্দ্রা অবস্থায় ছিলেন। অতঃপর তিনি মুচকি হেসে মাথা উত্তোলন করলেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! কিসে আপনাকে হাসাল? তিনি বললেন, এখনি আমার উপর একটি সূরা অবতীর্ণ হ'ল। অতঃপর তিনি বিসমিল্লাহ বলে সূরা কাওছার তেলাওয়াত করলেন *(ছহীহ মুসলিম হা/৮৯৪, 'যারা বলে সূরা তওবা ব্যতীত প্রত্যেক সূরার প্রথমাংশে বিসমিল্লাহ' 'তার দলীল' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৪১৯)ঃ কোন্ কোন্ দ্রব্য দ্বারা ফিৎরা আদায় করতে হবে? টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা আদায় করা যাবে কি?

-শাহীন আলম
সাভার, ঢাকা।

উত্তরঃ হাদীছে ফিৎরা প্রদানের ব্যাপারে বিভিন্ন খাদ্যশস্যের নাম সহ সাধারণভাবে 'ত্বা'আম' বা খাদ্যের কথা এসেছে। যা দ্বারা পৃথিবীর সকল খাদ্যশস্যকে বুঝানো হয়েছে। সরাসরি চাউলের কথা উল্লেখ না থাকলেও চাউল যে ত্বা'আম বা খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ধান খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা ধান সরাসরি খাদ্য নয়। যবের উপরে ধানের কিয়াস করা যাবে না। কেননা যব খোসা সহ পিশে খাওয়া যায়। কিন্তু ধান খোসা সহ পিশে খাওয়া যায় না। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা এক ছা' করে ত্বা'আম (খাদ্য) প্রদান করতাম অথবা যব, খেজুর, পনির ও কিসমিস থেকে এক ছা' করে প্রদান করতাম *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৬ 'ছাদাক্বাতুল ফিতর' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং এদেশের প্রধান খাদ্য হিসাবে চাউল দ্বারা ফিৎরা প্রদান করাই শরী'আত সম্মত। টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা প্রদান করা উচিত নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে সোনা-রূপার মুদ্রা বাজারে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তিনি খাদ্যবস্তু দ্বারা ফিৎরা দিয়েছেন এবং ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হবার পূর্বেই জমা করার নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫-১৬, দ্রঃ ডিসেম্বর ২০০০ প্রশ্নোত্তর ২০/৯০)*।

প্রশ্নঃ (২০/৪২০)ঃ সাহারী ও ফজরের সময়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত?

-শামসুন্নাহার
হড়গ্রাম শেখপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ সাহারী ও ফজরের ছালাতের মধ্যে ব্যবধান খুব কম। যায়েদ ইবনু ছাবেত (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাহারী খেলাম, তারপর ছালাত আদায়ের জন্য গেলাম। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ছালাত ও সাহারীর মধ্যে ব্যবধান কি পরিমাণ ছিল? তিনি বললেন, একজন ব্যক্তির ৫০ আয়াত পড়ার সময় *(নাসাঈ হা/২১৫৫)*। ছিলাতা ইবনু যোফার (রাঃ) বলেন, আমি হুযায়ফা (রাঃ)-এর সাথে সাহারী খেলাম। তারপর আমরা মসজিদে গিয়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করলাম *(নাসাঈ হা/২১৫৪)*। হাদীছদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সাহারী ও ফজরের ছালাতের মধ্যে খুব অল্প সময়ের ব্যবধান ছিল।

প্রশ্নঃ (২১/৪২১)ঃ আমরা জানি ৯ যিলহজ্জ আরাফার দিবসের ছিয়াম রাখতে হয়। কিন্তু এবারে আমাদের ৮ যিলহজ্জ তারিখে সঊদী আরবে আরাফার দিবস উদযাপিত হয়েছে। এটা আল্লাহ্র বিধানের বরখেলাফ নয় কি?

-আইয়ুব ও মুসলিমুদ্দীন
দুপচাঁচিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ আরাফার দিবসে ছিয়াম পালন করতে হবে এটাই ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আরাফা দিবসের (يوم عرفة) ছিয়ামের ব্যাপারে আল্লাহ্র নিকট আশা করি তিনি এর মাধ্যমে ছিয়াম পালনকারীর পূর্বের এক বছরের এবং পরের এক বছরের পাপ মোচন করে দিবেন। আর আশূরার ছিয়াম পালনকারীর পূর্বের এক বছরের পাপ মোচন করে দিবেন *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/২৪২৫)*।

আরবের লোকেরা আরাফার দিবসেই ছিয়াম পালন করেছে এবং চাঁদ অনুযায়ী তা তাদের নিকট যিলহজ্জের ৯ তারিখ ছিল। এটি কোন দেশের ৮ তারিখ হ'তে পারে আবার কোন দেশের ৯ তারিখও হ'তে পারে। আরাফার দিবস সঊদী আরবে ৯ তারিখে হ'লে অন্যান্য দেশে তা ৯ তারিখে হবে, এই ধারণা সঠিক নয়। বরং পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তে তারিখের ভিন্নতা হওয়াই স্বাভাবিক। তবে সঊদী আরবে যেদিন আরাফা হবে সেদিনই ছিয়াম পালন করতে হবে, অন্য দেশের তারিখ যাই হোক না কেন।

প্রশ্নঃ (২২/৪২২)ঃ ছিয়াম অবস্থায় স্বপ্নে কিছু খেলে বা স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়াম ভঙ্গ হবে কি?

-আব্দুর রহীম
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ছিয়াম অবস্থায় স্বপ্নে কিছু খেলে কিংবা স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছিয়াম অবস্থায় ফজর হয়ে যায়। তারপর তিনি গোসল করেন এবং ছিয়াম পালন করেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০০১)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৪২৩)ঃ ইফতারের পূর্বের ও পরের দো'আ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-রাশেদুল ইসলাম
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ইফতারের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' এবং 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করবে। তবে ইফতারের দো'আ হিসাবে প্রসিদ্ধ দু'টি দো'আর প্রথমটি যঈফ ও দ্বিতীয়টি হাসান। ইফতার শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পড়া যাবে- *'যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ'*। অর্থঃ 'পিপাসা দূরীভূত হ'ল ও শিরাগুলি সঞ্জীবিত হ'ল এবং আল্লাহ চাহে তো পুরস্কার ওয়াজিব হ'ল' *(আবুদাঊদ, সনদ হাসান মিশকাত হা/১৯৯৩-৯৪)*। উল্লেখ্য, আল্লা-হুম্মা লাকা ছুমতু... মর্মে প্রচলিত 'দো'আটি যঈফ *(তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১৯৯৪)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৪২৪)ঃ আমাদের মসজিদে একজন ইমাম এসেছেন। তিনি আহলেহাদীছ মসজিদে চাকুরী পেলে আহলেহাদীছ পন্থায় ছালাত আদায় করেন। আবার হানাফী মসজিদে চাকুরী পেলে হানাফী মতে ছালাত আদায় করেন। আমার প্রশ্ন, এরকম সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার আশায় কিছু সময় হানাফী মতে ও কিছু সময় আহলেহাদীছ পন্থায় ছালাত আদায় করা যাবে কি? এদের পেছনে মুছল্লীদের ছালাত হবে কি?

-ইসলাম
কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ এটা উক্ত ইমামের এক ধরনের নেফাকী আচরণ। ছহীহ হাদীছ বর্তমান থাকাবস্থায় ছহীহ পদ্ধতি বর্জন করে অর্থের লোভে অন্য কোন পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করা আদৌ বৈধ নয়। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেভাবে ছালাত আদায় করেছেন সেভাবেই ছালাত আদায় করতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা আমাকে যেভাবে ছালাত আদায় করতে দেখেছ, সেভাবেই ছালাত আদায় কর' *(বুখারী, মিশকাত ১/হা/৬৮৩)*। জ্ঞাতসারে এই ধরনের ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা অনুচিত। বরং যথাসম্ভব ইমাম পরিবর্তন করে নৈতিক গুণসম্পন্ন শরী'আত সম্পর্কে জ্ঞাত পরহেযগার কোন ইমাম নিয়োগ করা উচিত।

প্রশ্নঃ (২৫/৪২৫)ঃ সমাজে প্রচলিত প্রবাদ 'অর্থই সকল অনর্থের মূল' কথাটি কুরআন-হাদীছের দৃষ্টিতে কতটুকু সত্য। দলীলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

- সৈয়দ ফয়েয
দেবীদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত কথার সমর্থনে কুরআন মাজীদের আয়াত পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি পরীক্ষা স্বরূপ' *(তাগাবুন ১৫)*। 'হে মুমিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র স্মরণ হ'তে গাফেল করে না দেয়। যারা এ কারণে গাফেল হয় তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত' *(মুনাফিকূন ৯)*। আয়াতদ্বয় দ্বারা একথাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে পরীক্ষা করার জন্যই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে থাকেন। সুতরাং যারা উপার্জিত অর্থের যথাযথ ব্যবহার করবে তথা শরী'আত নির্ধারিত পদ্ধতি অবলম্বন করে চলবে তারাই সফলকাম হবে। পক্ষান্তরে যারা অর্থ পেয়ে স্বীয় প্রভুকে ভুলে যাবে, অন্যায়ভাবে অর্থোপার্জন ও হারাম পথে বা যেকোন অকল্যাণকর পথে তা ব্যয় করবে তারাই দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। তাদের অর্থই হবে অনর্থের মূল।

প্রশ্নঃ (২৬/৪২৬)ঃ জনৈক আলেম বলেন, ধনীদের তুলনায় গরীবরা ৪০ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আমানুল্লাহ
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই বলে দো'আ করলেন 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে মিসকীনদের দলভুক্ত করুন। তখন আয়েশা (রাঃ) বললেন, কেন হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তারা ধনীদের ৪০ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(তিরমিযী, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫২৪৪)*। অপর এক হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই মুহাজির ফক্বীররা ক্বিয়ামাতের দিন ধনীদের ৪০ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৩৫)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৪২৭)ঃ আমাদের গ্রামের একটি কসাইখানায় দৈনিক ২-৩টি গরু যবেহ হয়। গ্রামের এক ব্যক্তি গরু যবেহ করে এবং তার বিনিময়ে গরু প্রতি ১ কেজি করে গোশত পায়। এভাবে গোশতের বিনিময়ে গরু যবেহ করা জায়েয হবে কি? তাছাড়া কসাইগিরি করে জীবিকা নির্বাহ করা যাবে কি?

-মাহফূয আলম
মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ গরু যবেহ-এর বিনিময়ে হাদিয়া স্বরূপ গোশত বা টাকা নেওয়াতে শারঈ কোন বাধা নেই। অনুরূপভাবে কসাইগিরি করে জীবিকা নির্বাহ করাতেও শারঈ কোন নিষেধাজ্ঞা নেই; বরং এটা শরী'আত সম্মত। আবূ মাসঊদ (রাঃ) বলেন, এক আনছারী লোক আসল, যার উপাধি ছিল আবূ শু'আইব। সে তার কসাই গোলামকে বলল, তুমি পাঁচজনের খাবার তৈরী কর। নিশ্চয়ই আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে পাঁচজনের একজন হিসাবে দাওয়াত দেওয়ার ইচ্ছা করেছি। আমি তাঁর চেহারায় ক্ষুধার চিহ্ন প্রত্যক্ষ করেছি। অতঃপর সে তাঁদেরকে ডাকল এবং তাঁদের সাথে অন্য একজন লোকও আসল। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এই ব্যক্তি আমাদের অনুসরণ করেছে। যদি চাও তো অনুমতি দাও, আর যদি চাও সে ফিরে যাক, তাহ'লে ফিরে যাবে। লোকটি বলল, না বরং আমি তাকে অনুমতি দিলাম' *(বুখারী, 'বেচা-কেনা' অধ্যায় হা/২০৮১)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৪২৮)ঃ কোন ব্যক্তি স্বহস্তে মলমূত্র বের করলে বা বীর্য স্খলন ঘটালে ক্বিয়ামতের দিন তার দু'হাতের আংগুল দিয়ে দশটি সন্তান বের হবে এবং এরা তার কাছে খাবার চাইবে। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-যহীরুল ইসলাম
জয়দেবপুর, গাযীপুর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। তবে হস্তমৈথুনের মাধ্যমে বীর্যপাত ঘটানো হারাম। আর হস্তমৈথুনকারীকে তার কৃতকর্মের জন্য তওবা-ইস্তিগফার করতে হবে এবং লজ্জিত হয়ে এই বলে সংকল্প করতে হবে যে, সে ঐ কাজের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে না। প্রয়োজনে বিবাহ করবে। বিবাহ করার সামর্থ্য না থাকলে ছিয়াম পালন করবে (ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২২/৫৬)।

প্রশ্নঃ (২৯/৪২৯)ঃ আমাদের এক প্রতিবেশী অসুস্থ। তার ছেলে-মেয়েরা তার সেবা-যত্ন করে না। তার কিছু জমি রয়েছে। এমতাবস্থায় পাশের বাড়ীর জনৈক ব্যক্তি বলেন, যদি আমাকে কিছু জমি লিখে দাও, তবে আমি তোমার সেবা করব। প্রশ্ন হ'ল, অসুস্থ ব্যক্তি সেবাকারীকে জমি লিখে দিতে পারবে কি?

-আব্দুল্লাহ আল-মামুন
রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ অসুস্থ ব্যক্তি সেবাকারীকে তার সেবার পারিশ্রমিক হিসাবে জমি বা অন্য কোন অর্থ দিতে পারে। সেবাকারী ব্যক্তি ওয়ারিছ না হ'লে অছিয়ত স্বরূপও তাকে সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তি দান করা যাবে। কারণ এক তৃতীয়াংশের বেশী ওছিয়ত করা বৈধ নয়। বরং এক তৃতীয়াংশই অনেক বেশী *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/২৮৬৪)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৪৩০)ঃ রামাযান মাসে তারাবীহর ৮ রাক'আত নফল ছালাতের মধ্যে ৪ রাক'আত আদায় করে কিছু সময় কুরআন ও হাদীছ থেকে বিভিন্ন আলোচনা করে বাকী ৪ রাক'আত ছালাত আদায় করা হয়। ছালাতের মাঝে এভাবে ওয়ায-নছীহত করা যাবে কি-না? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ তারাবীহর ছালাতের মাঝে মাঝে কুরআন ও হাদীছ থেকে শিক্ষামূলক সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করাতে কোন শারঈ বাধা নেই। কেননা অনেক সময় ছালাতের পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উপদেশমূলক কথা বলতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৬২৫; মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৮২)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৪৩১)ঃ ওযূর পর মসজিদে প্রবেশ করে প্রথমে 'তাহিইয়াতুল ওযূ' ও পরে 'তাহিইয়াতুল মসজিদ' এবং তারপর সুন্নাত পড়া যাবে কি? দলীল সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

- গোলাম মুক্তাদির
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ 'তাহিইয়াতুল মসজিদ' এবং 'তাহিইয়াতুল ওযূ'-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাহিইয়াতুল মসজিদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা শর্ত। কিন্তু তাহিইয়াতুল ওযূ-এর জন্য মসজিদে প্রবেশ করা শর্ত নয়। নিষিদ্ধ জায়গা ব্যতীত যে কোন স্থানেই তা আদায় করা যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেলালকে বললেন, 'হে বেলাল! তুমি ইসলামের কি এমন পসন্দনীয় আমল কর যে, আমি জান্নাতের মধ্যে তোমার জুতার শব্দ শুনলাম? তিনি বললেন, দিনে-রাতে যখনই আমি পবিত্রতা অর্জন করি তখনই দু'রাক'আত ছালাত আদায় করি *(বুখারী হা/১১৪৯; মুসলিম হা/২৪৫৮)*। আবূ কাতাদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে যেন দু'রাকাত ছালাত আদায় করার পূর্বে না বসে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৪)*।

সময় যদি বেশী থাকে তাহ'লে ওযূ করে মসজিদে প্রবেশের পর প্রথমে তাহিইয়াতুল ওযূ, অতঃপর তাহিইয়াতুল মসজিদ আদায় করে ছালাতের নির্ধারিত সুন্নাত আদায় করবে। আর সময় না থাকলে নির্ধারিত সুন্নাত আদায় করলেই তা তাহিইয়াতুল মসজিদ-এর জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৭/২৪৪)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৪৩২)ঃ মাথার চুল, গোঁফ, বগলের লোম বা নাভির নীচের লোম কেটে গোসল না করে ওযূ করে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আবুল হুসাইন
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ গোঁফ খাট করা, বগলের লোম এবং নাভির নীচের লোম পরিস্কার করা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৯)*। এগুলো পরিস্কার করে ধৌত না করলে বা গোসল না করলে ছালাত শুদ্ধ হবে না মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। বরং ওযূ করে ছালাত আদায় করলেই চলবে।

প্রশ্নঃ (৩৩/৪৩৩)ঃ রামাযান মাসে আযানের পর ইফতার করতে হবে, না সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করতে হবে?

-আব্দুর রহীম
সাধুরমোড়, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মত ততদিন পর্যন্ত কল্যাণের উপর থাকবে, যতদিন তারা ইফতার জলদি করবে ও সাহারী দেরীতে গ্রহণ করবে' *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৯৯৫)*। সুতরাং ইফতারের জন্য আযান শ্রবণ আবশ্যক নয়; বরং আযান প্রদানে বিলম্ব হ'লেও সূর্যাস্তের সময় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ইফতার করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩৪/৪৩৪)ঃ কারো বাড়ীতে কুরআন খতম করে বিনিময়ে টাকা গ্রহণ করা যাবে কি?

-ইলিয়াস আহমাদ
জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ কোন মানুষের বাড়িতে কুরআন খতম করে তার বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করা যাবে না। কারণ এ ধরনের প্রথা ইসলামের স্বর্ণ যুগে ছিল না। আল্লাহ তা'আলা কোন কিছুর বিনিময়ে কুরআন বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন *(বাক্বারাহ ৪১; আলে ইমরান ২০০)*। উল্লেখ্য যে, কুরআন তেলাওয়াত একটি সৎ আমল। আর সৎ আমল পার্থিব প্রতিদান কামনা করে না। যে ব্যক্তি এর দ্বারা পার্থিব প্রতিদান কামনা করবে, তার আমল নষ্ট হয়ে যাবে *(হূদ ১৫-১৬; ফাতাওয়া উছায়মীন ১২/১৬৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৪৩৫)ঃ বিবাহ রেজিষ্ট্রির পর বিবাহ পড়ানোর পূর্বে (তথা শুধুমাত্র কবুল বলার পূর্বে) সহবাস করা জায়েয হবে কি?

-রঞ্জু
জানিয়ার বাগান, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ বিবাহ রেজিষ্ট্রিকরণের মাধ্যমে মূলতঃ বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যায় এবং সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে বর-কনে উভয়ের সম্মতি পরিলক্ষিত হয়। শুধুমাত্র বাকি থাকে খুৎবা যা মুস্তাহাবের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বিবাহ রেজিষ্ট্রির পর সহবাস করা যাবে। এতে কোন শারঈ বাধা নেই।

প্রশ্নঃ (৩৬/৪৩৬)ঃ জনৈক খত্বীব বলেন, রাতের প্রথমাংশে এবং জামা'আতবদ্ধভাবে তারাবীহর ছালাত আদায় করা বিদ'আত। কারণ আবুবকর (রাঃ) স্বীয় খেলাফতকালে তা পড়েননি। এমনকি ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতের প্রথম দিকেও তা চালু ছিল না। পরে তিনি তা আলী (রাঃ)-এর পরামর্শে চালু করেন। পরবর্তীতে তিনি এটাকে বিদ'আত বলেছেন। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হাফেয ওয়াহীদুযযামান
নরসিংদী।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। জামা'আতের সাথে তারাবীহর ছালাত আদায় করা কোন অবস্থাতেই বিদ'আত

নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় জীবদ্দশায় ৩ দিন জামা'আত সহকারে তারাবীহর ছালাত আদায় করেছেন। তবে ফরয হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি জামা'আতে নিয়মিত তারাবীহ আদায় করেননি *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৯৫)*। শেষ রাতে একাকী তাহাজ্জুদ পড়াকে উত্তম মনে করে অথবা নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের উপর আপতিত যুদ্ধ-বিগ্রহ ও অন্যান্য ব্যস্ততার কারণে প্রথম খলীফা আবু বকর (রাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত খেলাফতকালে সম্ভবত তারাবীহর জামা'আত পুনরায় চালু করা সম্ভব হয়নি *(মির'আত ২/২৩২)*। দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাঃ) স্বীয় যুগে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণে এবং বহুসংখ্যক মুছল্লীকে মসজিদে বিক্ষিপ্তভাবে উক্ত ছালাত আদায় করতে দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত অনুসরণ করে মসজিদে নববীতে **১১** রাক'আত তারাবীহর জামা'আত চালু করেন। উল্লেখ্য যে, ওমর (রাঃ) নিয়মিত জামা'আতে তারাবীহ চালু করার পর একে 'সুন্দর বিদ'আত' (نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَـذِهِ) বলেছিলেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১৩০)* আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শারঈ অর্থে নয়। কেননা শারঈ বিদ'আত সর্বোতভাবেই ভ্রষ্টতা, যার পরিণাম জাহান্নাম।

প্রশ্নঃ (৩৭/৪৩৭)ঃ ইফতার, সাহারী এবং তারাবীহ-এর জামা'আতের জন্য ঘণ্টা বাজানো জায়েয কি?

-শামীম
হড়গ্রাম শেখপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ যেকোন ছালাতের জন্য মানুষকে ঘণ্টা বাজিয়ে আহ্বান করা কিংবা ইফতার ও সাহারীর জন্য ঘণ্টা বা সাইরন বাজানো জায়েয নয়। কারণ এতে ইহুদীদের সাদৃশ্য রয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৪৯ 'আযান' অনুচ্ছেদ)*। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে ছালাতের জন্য আযানের ব্যবস্থা করা হয়েছে *(জুম'আ ৯, বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৫)*। অতএব কে শুনতে পেল, না পেল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে মুখে বা মাইকে একমাত্র আযানের মাধ্যমেই মানুষকে ছালাতের জন্য ডাকতে হবে এবং সূর্যাস্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ইফতার করতে হবে। উল্লেখ্য যে, সাহারীর সময় মানুষকে জাগানোর নামে সাইরেন, ঘণ্টা বাজানো বা মাইকে ডাকাডাকি সহ যা কিছু করা হয় এর সবই বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। সুন্নাতী পদ্ধতি হচ্ছে সাহারীর জন্য আযান দেওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় বিলাল (রাঃ) সাহারীর আযান দিতেন এবং আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) ফজরের আযান দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা বিলালের আযান শুনে খাও, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূমের আযান শুনতে না পাও' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮০)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৪৩৮)ঃ ফিৎরার টাকা এক স্থানে জমা করা এবং ঈদের ছালাত আদায়ের পর বণ্টন করা কি শরী'আত সম্মত?

-শফীকুর রহমান
পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতিই শরী'আত সম্মত। নিজে ফিৎরা বণ্টন না করে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বেই সমাজ প্রধানের নিকট জমা করা সুন্নাত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৯০)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদের মাঠে যাওয়ার পূর্বে ছাদাক্বাতুল ফিৎর জমা করার নির্দেশ দিতেন *(বুখারী হা/১৫০৯, ১/৪৬৭ পৃঃ)*। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) তার ফিৎরা সরদারের নিকট ঈদের এক বা দুই দিন পূর্বেই জমা করতেন *(মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৫৫, ১/২৮৫, পৃঃ 'যাকাত' অধ্যায়)*। ঈদের ছালাতের পূর্ব পর্যন্ত ফিৎরা জমা করার সময়। অতঃপর ছালাত আদায়ের পর তা হকদারদের নিকট সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করবে *(দ্রঃ ফাৎহুলবারী ৩/৪৩৯-৪০ পৃঃ, হা/১৫০৯-১৫১০-এর আলোচনা)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৪৩৯)ঃ রামাযান মাসে আমরা সমাজের লোক এক সঙ্গে ইফতার করে থাকি। কিন্তু উক্ত ইফতার ব্যবস্থায় নামাযী-বেনামাযী সকলেই খাদ্য প্রদান করে থাকে। আমার প্রশ্ন হ'ল, বেনামাযীর খাদ্য দ্বারা ইফতার করা যায় কি?

-মুসাম্মাৎ মাশরেক্বা
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ বেনামাযীর খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকা উচিত। যেন এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তারা ছালাত আদায়ে উদ্বুদ্ধ হয়। কারণ ছালাতের মাধ্যমে মুসলিম ও কাফের-মুশরিকের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৯)*। অনুরূপভাবে হারাম খাদ্য খাওয়া ও তা দ্বারা ইফতার করা হ'তে বিরত থাকাও আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ পবিত্র। পবিত্র বস্তু ব্যতীত তিনি কবুল করেন না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৪৪০)ঃ দাঁড়িয়ে বা চলন্ত অবস্থায় খাওয়া এবং পান করা যায় কি?

-মাযহারুল ইসলাম
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

উত্তরঃ যেকোন ধরনের পানাহার বসে করাই সুন্নাত *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৬৬, ৬৭)*। তবে কারণ সাপেক্ষে কখনো দাঁড়িয়েও পানাহার করা যায়। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে চলন্ত অবস্থায় আহার করতাম এবং দাঁড়ানো অবস্থায় পান করতাম *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩৩০১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪২৬৮)*। আলী (রাঃ) ওযূর অতিরিক্ত পানি দাঁড়িয়ে পান করতেন এবং বলতেন যে, এইভাবে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে পান করতে দেখেছি *(বুখারী, মিশকাত হা/৪২৬৯)*।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১২তম বর্ষ ২য় সংখ্যা

নভেম্বর ২০০৮

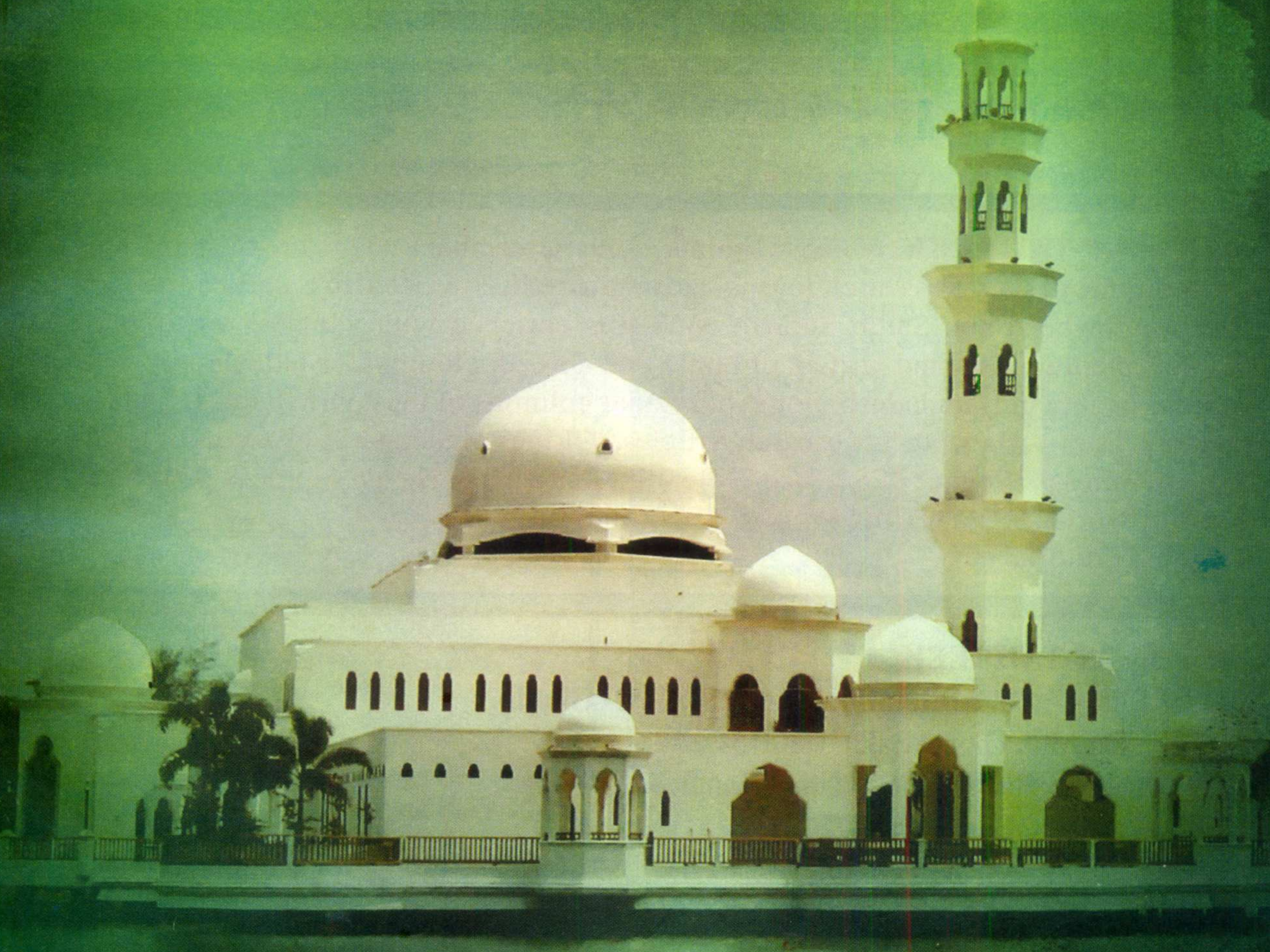

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৪১)ঃ কুরবানী প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে হবে, না প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষ থেকে হবে? সাত ভাগে কুরবানী করা সম্পর্কে শারঈ বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সাইফুল ইসলাম
পাঁজরভাঙ্গা, নওগাঁ।

উত্তরঃ মুক্বীম অবস্থায় ভাগে কুরবানী করার কোন বিধান নেই। বরং একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি পশু কুরবানী করাই যথেষ্ট। তবে সামর্থ্য থাকলে একাধিক পশুও কুরবানী করতে পারবে। সফর অবস্থায় ভাগা কুরবানী করা সম্পর্কে ছহীহ দলীল রয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হ'ল।

(১) আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি শিংওয়ালা সুন্দর সাদা-কালো দুম্বা আনতে বললেন... অতঃপর দো'আ পড়লেন

بِسْمِ اللهِ اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ،

উচ্চারণঃ বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদিন ওয়া মিন উম্মাতি মুহাম্মাদিন।

অর্থঃ 'আল্লাহ্‌র নামে, হে আল্লাহ। আপনি কবুল করুন মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে, তার পরিবারের পক্ষ হ'তে ও তাঁর উম্মতের পক্ষ হ'তে'। এরপর উক্ত দুম্বা কুরবানী করলেন *(ছহীহ মুসলিম, ছহীহ তিরমিযী হা/১২১০, ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৪২৩; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩১২৮; মিশকাত, পৃঃ ১২৭, ২৮, হা/১৪৫৪ 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ)*।

(২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে জনমণ্ডলী! নিশ্চয়ই প্রতিটি পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী' *(সনদ ছহীহ, ছহীহ তিরমিযী হা/১২২৫; ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৪২১; ছহীহ নাসাঈ হা/৩৯৪০; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৫৩৩; মিশকাত হা/১৪৭৮)*।

(৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরেও তাঁর সুন্নাত অনুযায়ী ছাহাবীগণের মধ্যে প্রত্যেক পরিবারের পক্ষ থেকে একটা করে কুরবানী করার প্রচলন ছিল। যেমন আতা ইবনু ইয়াসির ছাহাবী আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ)-কে রাসূলের যুগে কেমনভাবে কুরবানী করা হ'ত মর্মে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, 'একজন লোক একটি বকরী দ্বারা নিজের ও নিজের পরিবারের পক্ষ হ'তে কুরবানী দিত। অতঃপর তা নিজে খেত ও অন্যকে খাওয়াত *(ছহীহ তিরমিযী হা/১২১৬ 'কুরবানী' অধ্যায়; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৩৩ 'নিজ পরিবারের পক্ষ হতে একটা বকরী কুরবানী করা' অনুচ্ছেদ, 'কুরবানী' অধ্যায়)*।

(৪) প্রখ্যাত ছাহাবী আবু ছারীহা (রাঃ) বলেন, 'একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটা অথবা দু'টা করে বকরী কুরবানী করা হ'ত *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৪৭)*। ইমাম শাওকানী (রহঃ) উপরোক্ত পরপর তিনটি হাদীছ পেশ করে বলেন, হক কথা হ'ল, একটি পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি ছাগলই যথেষ্ট, যদিও সেই পরিবারে সদস্য সংখ্যা একশ' অথবা তার চেয়ে বেশী হয় *(নায়লুল আওত্বার ৬/১২১ পৃঃ, 'একটি পরিবারের পক্ষ থেকে একটি ছাগল কুরবানী করাই যথেষ্ট' অনুচ্ছেদ)*।

ভাগা কুরবানীঃ সফরে থাকাকালীন সময়ে ঈদুল আযহা উপস্থিত হ'লে একটি পশুতে একে অপরে শরীক হয়ে ভাগে কুরবানী করা যায়। যেমন-

(ক) আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। এমতাবস্থায় কুরবানীর ঈদ উপস্থিত হ'ল। তখন আমরা সাত জন একটি গরুতে ও দশ জন একটি উটে শরীক হ'লাম *(ছহীহ তিরমিযী হা/১২১৪; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৩১২৮, ছহীহ নাসাঈ হা/৪০৯০; সনদ ছহীহ, আলবানী, মিশকাত হা/১৪৬৯, 'কুরবানী' অনুচ্ছেদ)*।

(খ) জাবির (রাঃ) বলেন, হুদায়বিয়ার সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তখন একটি গরুতে সাত জন ও একটি উটে সাত শরীক হয়ে কুরবানী করেছিলাম *(ছহীহ মুসলিম হা/১৩১৮ 'হজ্জ' অধ্যায়; ছহীহ আবুদাঊদ হা/২৪৩৫; ছহীহ তিরমিযী হা/১২১৪; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩১৩২)*।

(গ) জাবির (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে হজ্জের সফরে ছিলাম। তখন সাত জনের পক্ষ থেকে একটি উট এবং সাত জনের পক্ষ থেকে একটি গরু কুরবানী করেছিলাম *(ছহীহ মুসলিম ২/৯৫৫ পৃঃ)*। উল্লেখ্য, উক্ত রাবী জাবির থেকে ছহীহ মুসলিমে সফর সংক্রান্ত আরো হাদীছ রয়েছে।

বিভ্রান্তির কারণ হ'ল, জাবের (রাঃ) বর্ণিত আবুদাঊদের ব্যাখ্যাশূন্য হাদীছটি। সেখানে বলা হয়েছে, গরুতে সাতজন আর উটে সাতজন'। এখানে সফর না মুক্বীম তা বলা হয়নি। কিন্তু এটি যে সফরের হাদীছ তা জাবের (রাঃ) বর্ণিত অন্যান্য হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। **দ্বিতীয়তঃ** ইমাম আবূদাঊদ জাবের বর্ণিত সফরের হাদীছগুলি যে অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এই ব্যাখ্যাশূন্য হাদীছটিও সে অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং বিষয়টি আরো স্পষ্ট। **তৃতীয়তঃ** হাদীছে বলা হয়েছে 'সাত জনের' পক্ষ থেকে অথচ সমাজে (মুক্বীম অবস্থায়) চালু আছে সাত পরিবারের পক্ষ থেকে। বলা যায় সফর অবস্থাতেও সাত পরিবারের অনুমতি নেই। আরো স্পষ্ট হ'ল সাত জনের প্রেক্ষাপট কেবল সফর অবস্থায় সৃষ্টি হয়। আর মুক্বীম অবস্থায় কুরবানী পরিবারের

সাথে সম্পৃক্ত যেমন রাসূল (ছাঃ) করতেন। **চতুর্থতঃ** অনেকে বলেন, সফরের হাদীছগুলো আম। যদি আম হয় তাহ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ মুক্বীম অবস্থায় ভাগা কুরবানী করতেন মর্মে দলীল কোথায়? *(বিস্তারিত দ্রঃ আত-তাহরীক জানুয়ারী ২০০২, প্রশ্ন নং (১/১০৬)*।

প্রশ্নঃ (২/৪২)ঃ 'পিতা-মাতার কর্মের কারণে সন্তান পঙ্গু অবস্থায় জন্ম নেয়'। একথা কি সত্য?

-জয়নাল আবেদীন
দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ সন্তান জন্ম নেয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহ্র ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এতে পিতা-মাতার কোন হাত নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে লোকসকল! মৃত্যুর পূর্ববর্তী জীবন সম্পর্কে তোমরা যদি সন্দেহ পোষণ কর, তাহ'লে (তোমাদের জানা উচিত যে,) আমি তোমাদেরকে মাটি হ'তে সৃষ্টি করেছি, তারপর শুক্রকিট হ'তে, তারপর রক্তপিণ্ড হ'তে, তারপর পূর্ণাকৃতি বা অপূর্ণাকৃতি গোশতপিণ্ড হ'তে' *(হজ্জ ২২/৫)*। তবে স্বামী বা স্ত্রীর কোন স্বাস্থ্যগত ত্রুটি থাকলে তা অবশ্যই চিকিৎসা সাপেক্ষ বিষয়। কিন্তু সন্তান কোন্ আকৃতিতে জন্ম নেবে, সে বিষয়টি সম্পূর্ণ আল্লাহ্র এখতিয়ারাধীন *(ইনফিতার ৮২/৮)*।

প্রশ্নঃ (৩/৪৩)ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয ছালাত ত্যাগকারী কি কাফের? ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে কী পরিমাণ শাস্তি প্রদান করবেন?

-মুহাম্মাদ শামসুযযামান
বংশাল, ঢাকা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মুসলিম ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে ছালাত পরিত্যাগ করা' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৯)*। ছাহাবায়ে কেরাম ছালাত তরককারীকে কাফের হিসাবে গণ্য করতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৭৯)*। উল্লেখ্য যে, অলসতাবশে যারা ছালাত ত্যাগ করে তারা মহাপাপী। কিন্তু যারা ছালাতকে অস্বীকার করে তারা কাফের ও চিরস্থায়ী জাহান্নামী।

প্রশ্নঃ (৪/৪৪)ঃ তিন বা চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের শেষ বৈঠকে নিতম্বের উপর বসতে হবে, নাকি প্রত্যেক সালামের বৈঠকে নিতম্বের উপর বসতে হবে?

-মুজীবুর রহমান
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ ছালাত যত রাক'আত বিশিষ্টই হোক না কেন প্রত্যেক সালামের বৈঠকে নিতম্বের উপর বসতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শেষ রাক'আতে নিতম্বের উপর বসার জন্য বলেছেন *(ছহীহ বুখারী হা/৮২৮)*। ছাহাবীগণ বলেন, যে রাক'আতে সালাম রয়েছে সে বৈঠকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিতম্বের উপরে বসতেন *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৮০১)*।

প্রশ্নঃ (৫/৪৫)ঃ কুরবানীর পশু যবহ করার পর হিন্দু লোক দ্বারা চামড়া ছাড়ানো যায় কি?

-আব্দুল কদ্দুস
ধনরায়, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ কুরবানী হালাল হওয়ার জন্য আল্লাহ্র নামে যবহ করা শর্ত। চামড়া ছাড়ানো বা কুটাবাছার জন্য মুসলিম-অমুসলিম কোন শর্ত নয়। তাই হিন্দু লোক দ্বারা কুরবানীর পশুর চামড়া ছাড়ানো যেতে পারে। আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে কুরবানীর পশু দেখা-শুনা করতে বলেন এবং তার গোশত চামড়া ও তার গায়ের ঝুল মিসকীনদের মাঝে বণ্টন করার নির্দেশ দেন। তবে কসাইকে সেখান থেকে কিছু দিতে নিষেধ করেন *(ছহীহ বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১২৫৭)*। এখানে কসাই বলতে মুসলমানদের খাছ করা হয়নি। বরং মুসলিম-অমুসলিম যেকোন ব্যক্তি হ'তে পারে।

প্রশ্নঃ (৬/৪৬)ঃ যাকাতের টাকা নিজ সন্তানকে দেওয়া যাবে কি?

-জাহানারা বেগম
মাটিকাটা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ সন্তান হক্বদার হ'লে তাকে যাকাতের টাকা দেওয়া যাবে। মূলতঃ যাকাতের টাকার অধিক হক্বদার হ'ল নিকটতম দরিদ্র ব্যক্তি। সেকারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর স্ত্রী যয়নবকে উদ্দেশ্য করে তার স্বামীকে যাকাত দেওয়ার কথা বলেছিলেন' *(ছহীহ বুখারী, বলূগুল মারাম হা/৬২৩)*।

প্রশ্নঃ (৭/৪৭)ঃ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে খরচ দেওয়া বা প্রয়োজনে কোন কথা বলা যাবে কি?

-জাহানারা বেগম
মাটিকাটা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে তালাক প্রদানের পর তিন মাস পর্যন্ত ভরণ-পোষণ প্রদানের দায়িত্ব স্বামীর উপর ন্যস্ত থাকে। তিন মাসের পর তার খরচ দেওয়া আবশ্যক নয় *(তালাক ৬৫/১)*। তবে একজন অসহায় মিসকীন মহিলার ন্যায় তাকে সাধারণভাবে সহযোগিতা করা এবং বিশেষ যরূরী প্রয়োজনে বেগানা নারীর ন্যায় তার সাথে সতর্কতার সাথে কথা বলা যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (৮/৪৮)ঃ ছালাতে ভুল হ'লে সহো সিজদা দেওয়ার পর আবার তাশাহহুদ পড়তে হবে কি?

-শামসুদ্দীন
হড়গ্রাম, রাজশাহী।

উত্তরঃ সহো সিজদা দেওয়ার পর আর তাশাহহুদ পড়তে হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা যোহরের ছালাত দু'রাক'আত পড়ে না বসে দাঁড়িয়ে যান। মুছল্লীগণও তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে যান। অতঃপর তিনি চার রাক'আত শেষে বসা অবস্থাতেই 'আল্লাহ আকবার' বললেন এবং দু'টি সিজদা করলেন, অতঃপর সালাম ফিরালেন' *(বুখারী, মুসলিম,*

বুলূগুল মারাম হা/৩২৬)। উল্লেখ্য, সহো সিজদার পর পুনরায় তাশাহহুদ পড়তে হবে মর্মে আবুদাঊদে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ এবং ছহীহ হাদীছ সমূহের বিরোধী *(যঈফ আবুদাঊদ হা/১০৩৯)*।

প্রশ্নঃ (৯/৪৯)ঃ রিজাল শাস্ত্র কি? রিজাল শাস্ত্র না জানলে কোন ক্ষতি হবে কি? কোন কোন দাওরা ফারেগ আলেম বলে থাকেন 'আসমায়ে রিজাল' সম্পর্কে জানার প্রয়োজন নেই। কারণ রাসূল (ছাঃ) ইহা শিক্ষা করতে বলেননি। তারা আরো বলেন, ছহীহ-যঈফ বলতে কোন কিছু নেই। সব হাদীছই মানতে হবে। উক্ত দাবী কতটুকু ঠিক?

-আবু তাহের
চরপাকেরদহ, মাদারগঞ্জ
জামালপুর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তিরা এ ধরনের কথা বলে থাকে। তবে রিজালশাস্ত্র সবাইকে জানতে হবে এমনটি নয়। যারা আলেম, হাদীছ বিশারদ এবং দ্বীন সম্পর্কে গবেষণা করেন তাদের জন্য রিজালশাস্ত্র জানা আবশ্যক। মুসলিম শরীফের মুক্বাদ্দামায় বর্ণিত হয়েছে, ছহীহ ও যঈফ রেওয়াতের মধ্যে পার্থক্য করার জ্ঞান রাখা সকল যোগ্য আলেমের জন্য ওয়াজিব। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুমিনগণ! যদি কোন ফাসিক্ব ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখ *(হুজুরাত ৪৯/৬; মুসলিম শরীফ, মুক্বাদ্দামা, পৃঃ ৬৭৪)*। সুতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ যদি দুর্বল হাদীছ বর্ণনা করে তাহ'লে তার পরিণাম জাহান্নাম। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ওপর মিথ্যারোপ করল, সে যেন তার স্থানকে জাহান্নামে বানিয়ে নিল' *(ছহীহ মুসলিম মিশকাত হা/১৯৮ 'ইলম' অধ্যায়)*। আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বলেন, সনদ হচ্ছে দ্বীন। যদি সনদ না থাকত তাহ'লে যার যা ইচ্ছা তাই বর্ণনা করত *(ছহীহ মুসলিম মুক্বাদ্দামা হা/৩২)*।

প্রশ্নঃ (১০/৫০)ঃ 'আমার ছাহাবীগণ তারকার ন্যায়, তোমরা যারই অনুসরণ কর সঠিক পথ পাবে'। হাদীছটি কি ছহীহ?

-নূরুল ইসলাম
নাখারগঞ্জ, কুড়িগ্রাম।

উত্তরঃ এটি একটি প্রসিদ্ধ জাল হাদীছ *(রাযীন, সিলসিলা যঈফাহ হা/৬০; মিশকাত হা/৬০১৮)*। এ ধরনের হাদীছ বর্ণনা করা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

প্রশ্নঃ (১১/৫১)ঃ রাতের অন্ধকারে আলোর ফাঁদ পেতে বর্শা দ্বারা আঘাত করে মাছ শিকার করা যাবে কি?

-শাহজাহান
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ এভাবে মাছ শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করা যাবে। কারণ মাছ মানুষের খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত। যে কোনভাবে তা শিকার করা যায়। আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে' *(মায়েদাহ ৫/৯৬)*।

প্রশ্নঃ (১২/৫২)ঃ অনেকে ধানের উপরে টাকা ঋণ দেয়। অর্থাৎ ধান লাগানোর সময় মন প্রতি একটি মূল্য নির্ধারণ করে অগ্রিম টাকা দিয়ে দেয়। কিন্তু ধান নেওয়ার সময় বাজার মূল্য থাকে অনেক বেশী। এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় কি জায়েয?

-আযীযুর রহমান
রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উভয়ের সম্মতিতে এ ধরনের লেনদেন জায়েয। ইসলামে একে 'বাইয়ে সালাম' বলে। নবী করীম (ছাঃ) যখন মদীনায় আসলেন তখন দেখলেন, মদীনার লোকেরা এক বছর অথবা দু'বছরের জন্য 'বাইয়ে সালাম' করছে। তখন তিনি বললেন, 'তোমাদের কেউ যদি এ লেনদেন করে তাহ'লে সে যেন পরিমাপ, পরিমাণ ও সময় নিশ্চিত করে নেয়' *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৮৪৯)*। তবে কোন অবস্থাতেই যেন যুলুম না হয় সেদিকে কঠোর দৃষ্টি রাখতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যুলুম থেকে ভয় কর। কেননা যুলুম ক্বিয়ামতের দিন অন্ধকার হয়ে দেখা দেবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫১২৩, 'যুলুম' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৫৩)ঃ ইয়াযীদ সেই যামানার শ্রেষ্ঠ আলেমদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাহাজ্জুদ গুযার ছিলেন, মুখে দাড়ি ছিল, সুন্নাতের কোন খেলাপ করতেন না। তবুও কেন হুসাইন (রাঃ) ইয়াযীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন?

-ইসলামুল হক্ব
মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ কারবালার ঘটনাটি ছিল নিতান্তই রাজনৈতিক মতবিরোধের এক দুঃখজনক পরিণতি। এর জন্য দায়ী ছিল মূলতঃ বিশ্বাসঘাতক কূফাবাসীরা ও নিষ্ঠুর গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ। কেননা ইয়াযীদ কেবলমাত্র হুসাইনের আনুগত্য চেয়েছিলেন, তাঁর খুন চাননি। হুসাইন (রাঃ) সে আনুগত্য দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। ইয়াযীদ স্বীয় পিতার অছিয়ত অনুযায়ী হুসাইনকে সর্বদা সম্মান করেছেন এবং তখনও করতেন। যখন হুসাইন (রাঃ)-এর ছিন্ন মস্তক ইয়াযীদের সামনে রাখা হয়, তখন তিনি কেঁদে উঠে বলেছিলেন, ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের উপরে আল্লাহ পাক লা'নত করুন! আল্লাহ্র কসম যদি হুসাইনের সাথে তার রক্তের সম্পর্ক থাকত, তাহ'লে সে কিছুতেই তাঁকে হত্যা করত না'। তিনি আরও বলেন, হুসাইনের খুন ছাড়াও আমি ইরাকীদেরকে আমার অনুগত্যে রাযী করাতে পারতাম *(ইবনু তায়মিয়াহ, মুখতাছার মিনহাজুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫০; বিস্তারিত দ্রঃ আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, পৃঃ ৯-১০)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৫৪)ঃ যুলহিজ্জার চন্দ্র উঠলে, নখ, চুল কাটা যায় না, এ হুকুম সবার জন্য, নাকি যারা কুরবানী করবে তাদের জন্য?

-আব্দুর রহমান

ড্যামাজানী, বগুড়া।

উত্তরঃ যারা কুরবানী করবে তারাই কেবল নখ-চুল কাটবে না। উম্মু সালামা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী দেওয়ার এরাদা রাখে, তারা যেন যিলহাজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হ'তে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা হ'তে বিরত থাকে' *(ছহীহ মুসলিম হা/১৫৬৫; মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৯; মির'আতুল মাফাতীহ ৫/৮৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৫৫)ঃ কুরবানীর পশু ক্বিয়ামতের মাঠে তার লোম, শিং ও ক্ষুর সহ উপস্থিত হবে। একথা কি ঠিক?

-আহমাদ
বেরাইদ, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত বিষয়ে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(যঈফ ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৭০)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কুরবানীর গোশত ও রক্ত আল্লাহ্র নিকটে পৌঁছে না; বরং তোমাদের তাক্বওয়া আল্লাহ্র নিকট পৌঁছে' *(হজ্জ ২২/৩৭)*। যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির আশায় বৈধ পয়সা দ্বারা কুরবানী করবে তারাই কুরবানীর নেকী পাবে।

প্রশ্নঃ (১৬/৫৬)ঃ কুরবানী কাকে বলে? কুরবানী সুন্নাত না ফরয?

-সুমন
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ যুলহিজ্জার ১০, ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শারঈ তরীকায় যে পশু যবহ করা হয় তাকে কুরবানী বলে। কুরবানী ফরয নয়, বরং সক্ষম ব্যক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) 'বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবার' বলে নিজ হাতে শিংওয়ালা সাদা-কাল দু'টি দুম্বা কুরবানী করেন *(বুখারী, মুসলিম হা/১৫৫২)*। ফরয মনে করা হবে এই ভয়ে আবুবকর ও ওমর (রাঃ) মাঝে মধ্যে কুরবানী করতেন না, *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৪/১৭৭)*। অতএব কুরবানী করা সুন্নাত।

প্রশ্নঃ (১৭/৫৭)ঃ মানুষের ভাগ্য চূড়ান্ত হয়ে আছে। তাহ'লে দো'আর মাধ্যমে তা কিভাবে পরিবর্তন হয়?

-আলী আকবর
নামাযগড়, নওগাঁ।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ ইচ্ছামত মানুষের তাক্বদীর মিটিয়ে দেন এবং ইচ্ছামত অটল রাখেন' *(রা'দ ১৩/৩৯)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'দো'আর মাধ্যমে তাক্বদীরের পরিবর্তন ঘটে এবং সদাচরণের মাধ্যমে বয়স বৃদ্ধি পায়' *(ইবনু মাজাহ হা/৪০২২)*। তিনি আরো বলেন, 'আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখলে বয়স বৃদ্ধি পায়' *(বুখারী, মুসলিম, তাফসীর ইবনে কাছীর হা/৩৯৭৫)*। উল্লেখ্য যে, কোন কোন আলেম বলেন, ভাগ্য দু'প্রকার (১) ঝুলন্ত (২) অকাট্য। দো'আ ও সদাচরণের মাধ্যমে ঝুলন্ত তাক্বদীর পরিবর্তন হয়। উক্ত কথা ঠিক নয়। বরং আল্লাহ ইচ্ছামত চূড়ান্ত তাক্বদীরই পরিবর্তন করেন।

প্রশ্নঃ (১৮/৫৮)ঃ দৈনিক প্রথম আলো ৪/৯/০৮ তারিখে ডঃ মুহাম্মাদ আঃ মুমিন খান কর্তৃক লিখিত 'মাহে রামাযান তারাবীহ নামাযের ফযীলত' শীর্ষক কলামে লেখা হয়েছে, নবী করীম (ছাঃ) তারাবীহ নামায কখনও ২০, ১৬, ৮ রাক'আত পড়তেন। তবে বিশেষ কারণবশত তিনি নিয়মিত ২০ রাক'আত পড়তেন না।

-সোহরাব
আকরগ্রাম, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ নবী করীম (ছাঃ) কোনদিনই তারাবীহর ছালাত ২০ রাক'আত বা ১৬ রাক'আত পড়েননি। এমনকি ওমর (রাঃ)ও বিশ রাক'আত পড়ার আদেশ দেননি। বিশ রাক'আতের প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(ইরওয়া হা/৪৪৫)*। ওমর (রাঃ)-এর যুগে মানুষ ২৩ রাক'আত তারাবীহ পড়ত প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ ও মুনকার *(ইরওয়া হা/৪৪৬)*। বরং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত ছিল ১১ রাক'আত। তাঁর ছালাতের ব্যাপারে মা আয়েশা (রাঃ) বেশী অবহিত। তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, রামাযান ও অন্যান্য মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত ১১ রাক'আতের বেশী ছিল না *(ছহীহ বুখারী হা/২০১৩; মুসলিম, ইরওয়াউল গালীল হা/৪১৯)*। ওমর (রাঃ) তার খিলাফতকালে মসজিদে নববীতে উবাই ইবনু কা'ব ও তামীম দারীকে বিতরসহ ১১ রাক'আত তারাবীহ জামা'আত সহ আদায়ের নির্দেশ দেন *(সনদ ছহীহ, মুওয়াত্ত্বা মালেক, মিশকাত হা/১৩০২)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৫৯)ঃ ঈদের ছালাতে কখন ছানা পড়তে হবে? প্রথম তাকবীরের পর, নাকি সকল তাকবীর দেওয়ার পর?

-তুফায়যল
চিনাডুলী, ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ ঈদের ছালাতে প্রথম তাকবীর বলার পর ছানা পড়তে হবে। তারপর বাকী সাত তাকবীর বলতে হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৭৯ পৃঃ; ইরওয়া হা/৬৪২)*। কারণ তাকবীরে তাহরীমার পরেই ছানা পড়তে হয় এবং তাকবীরে তাহরীমার মাধ্যমেই মুছল্লী ছালাতে প্রবেশ করে। শেষ তাকবীরকে তাকবীরে তাহরীমা ধরলে মুছল্লী এখনও ছালাতে প্রবেশ করেনি বলে প্রমাণ হবে *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ মাসায়েলে কুরবানী পৃঃ ৩৬-৩৮)*।

প্রশ্নঃ (২০/৬০)ঃ ঈদের অতিরিক্ত তাকবীরগুলিতে হাত উঠাতে হবে কি?

-আফাযুদ্দীন
মহিষখোচা, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ ঈদের অতিরিক্ত তাকবীরগুলিতেও হাত উঠাতে হবে। ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম (রাঃ) বলেন, আমি মালিক ইবনু আনাস (রাঃ)-কে ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীরে হাত

উঠানোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তুমি প্রত্যেক তাকবীরে হাত উঠাও *(ইরওয়া ৩/১১৩ পৃঃ)*। ওয়ায়েল ইবনু হুজুর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক তাকবীরের সাথে সাথে হাত উঠাতেন *(আহমাদ, সনদ হাসান, ইরওয়াউল গালীল হা/৬৪১)*।

প্রশ্নঃ (২১/৬১)ঃ মহিলারা কুরবানীর পশু যবেহ করতে পারে কি?

-আহমাদ
কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ মহিলারা কুরবানীর পশু সহ যেকোন পশু যবেহ করতে পারে। কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, তাঁর একটি ছাগল 'সালআ' নামক চারণক্ষেত্রে ছিল। তাঁর এক দাসী ছাগলটিকে মরণাপন্ন দেখে পাথর দ্বারা যবেহ করে দেয়। বিষয়টি তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি ছাগলটি খাওয়ার আদেশ দেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৪০৭২)*।

প্রশ্নঃ (২২/৬২)ঃ ব্যবহৃত স্বর্ণালংকারে যাকাত দিতে হবে কি?

-অধ্যক্ষ হাসান আলী
বনুপাড়া, খুলনা।

উত্তরঃ ব্যবহৃত স্বর্ণালংকার নিছাব পরিমাণ হলে যাকাত দিতে হবে। দু'জন মহিলা হাতে স্বর্ণের বালা পরিহিত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আসলে তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা কি চাও যে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তোমাদেরকে আগুনের গয়না পরান। তারা বলল, না। তিনি তখন বললেন, তাহ'লে তোমরা এর যাকাত আদায় কর *(তিরমিযী হা/৬৩৭; আবুদাঊদ হা/১৫৬২; নাসাঈ হা/২৪৭৯, সনদ হাসান)*। উল্লেখ্য, ব্যবহৃত স্বর্ণালংকারে যাকাত লাগে না মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৮১৭)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৬৩)ঃ স্ত্রীর সন্তান না হওয়ায় উভয়ের সম্মতিতে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে তার ছোট বোনকে বিবাহ করে। এ বিবাহ কি জায়েয হয়েছে?

-হাসানুযযামান
পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ উক্ত বিবাহ বৈধ হয়েছে। তবে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার তিন মাস পর তথা ইদ্দত শেষ হ'লে বিবাহ হ'তে হবে। কেননা আল্লাহ দু'বোনকে একত্রে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন *(নিসা ৪/২৩)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৬৪)ঃ 'সৎ লোকের লাশ কবরে নষ্ট হয় না' একথা কি ঠিক?

- ডাঃ হাসান
ফুলবাড়ী, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেবল নবীগণের লাশ মাটিতে খায় না মর্মে ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ। 'নিশ্চয়ই আল্লাহ মাটির জন্য নবীগণের লাশ সমূহকে হারাম করেছেন'। অর্থাৎ মাটি তাদের দেহকে বিনষ্ট করতে পারে না *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, দারেমী, বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩৬১ 'জুম'আ' অনুচ্ছেদ)*। অতএব আউলিয়াগণ মরেন না, তারা কবরে জীবিত থাকেন, ভক্তদের ভালমন্দ করার ক্ষমতা রাখেন, বলে যেসব কথা বিদ'আতীরা প্রচার করে থাকে, তা সর্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

প্রশ্নঃ (২৫/৬৫)ঃ গাধা ও ঘোড়ার গোশত, রক্ত ও পেশাব-পায়খানা হারাম হওয়ার কারণ কি?

-আবুল হোসাইন
কেহুয়াপাড়া, কাঞ্চন
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল সে সব প্রাণীর পেশাব-পায়খানা পবিত্র। নবী করীম (ছাঃ) অসুস্থ কিছু লোককে উটের পেশাব ও দুধ পান করার জন্য আদেশ করেছিলেন *(ছহীহ বুখারী হা/৫০-৫১; মুসলিম হা/১১; আবুদাঊদ হা/৪৩৬৪; তিরমিযী ৭২; ইবনু মাজাহ হা/২৫৭৮)*। গৃহপালিত গাধার পেশাব-পায়খানা অপবিত্র। কারণ রাসূল (ছাঃ) গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪১০৬)*। একদা ইস্তেঞ্জার জন্য তাঁকে দু'টি পাথর এবং একটি গোবরের টুকরা দেয়া হয়। তিনি পাথর দু'টি গ্রহণ করেন এবং গোবরের টুকরাটি ফেলে দিয়ে বলেন, এটি অপবিত্র, এটি গাধার গোবর *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৯ পৃঃ)*। উল্লেখ্য যে, ঘোড়ার গোশত খায়বরের দিন রাসূল (ছাঃ) হালাল করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাই, মিশকাত হা/৪১০৭)*। অপরদিকে সকল প্রকার রক্ত আল্লাহ হারাম করেছেন *(বাক্বারাহ ২/১৭৩)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৬৬)ঃ জামে মসজিদ স্থানান্তর করায় পূর্বের স্থানটি ফাঁকা পড়ে আছে। এখানে গরু-ছাগল বাঁধা বা পেশাব পায়খানা করা যাবে কি?

-আব্দুস সালাম
পাঁজরভাঙ্গা, নওগাঁ।

উত্তরঃ মসজিদের স্থানটি বিক্রি করা ভাল। ক্রয়কারী ব্যক্তি তা ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারে। ওমর (রাঃ) কূফার পুরাতন মসজিদ স্থানান্তর করেন এবং স্থানটি খেজুর বিক্রির বাজারে পরিণত হয় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৪/২৯০)*। বিক্রি না করেও সে স্থানে মসজিদের উন্নয়নমূলক যেকোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। তবে কেউ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে না।

প্রশ্নঃ (২৭/৬৭)ঃ 'তাযকিরাতুল কুরআনে' উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ্‌র আরশে একটি দো'আ লিখা আছে যার নাম 'গঞ্জুল আরশ'। এ দো'আটি চারজন ফেরেশতা পাঠ করার পর আল্লাহ্‌র আরশ বহন করতে সক্ষম হন। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুছাদ্দিক্ব বিল্লাহ
পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত ঘটনা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। চার ফেরেশতা আরশ বহন করেন না; বরং ৮ জন ফেরেশতা আরশ বহন করেন *(সূরা হা-ক্কাহ ৬৯/১৭)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৬৮)ঃ কবরের পার্শ্বে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' পড়লে ঐ কবরের শাস্তি হয় না। একথা কি ঠিক?

- রেহানা পারভীন
মিঠাপুকুর, রংপুর।

উত্তরঃ উক্ত কথা ঠিক নয়। কবরে লাশ দাফন করার পর 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' তিনবার 'রব্বিআল্লাহ' একবার, 'দীনিয়াল ইসলাম' একবার এবং 'নাবিইয়ি মুহাম্মাদ' একবার বলার প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি নিতান্তই যঈফ *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৯৯)*। এ হাদীছের প্রতি আমল করা বিদ'আত *(সুবুলুস সালাম ২/২৯১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৬৯)ঃ নবী ও রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য কি? নবী কতজন ছিলেন এবং রাসূল কতজন ছিলেন?

- আবুল হুসাইন
কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ সকল রাসূলই নবী ছিলেন। কিন্তু সকল নবী রাসূল ছিলেন না। যাঁদের নিকটে ছোট বা বড় কিতাব নাযিল করা হয়েছে তাদেরকে 'রাসূল' বলা হয়। যাঁরা সরাসরি কিতাব পাননি তাঁদেরকে বলা হয় নবী। তাবেঈ আবু উমামা হ'তে বর্ণিত, আবু যর (রাঃ) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! নবীগণের পূর্ণ সংখ্যা কত? তিনি বললেন, এক লক্ষ চব্বিশ হাযার। তার মধ্যে রাসূল ছিলেন তিনশ' পনের জনের এক বিরাট জামা'আত *(আহমাদ মিশকাত হা/৫৭৩৭ সনদ ছহীহ)*। উল্লেখ্য, মতান্তরে দুই লক্ষ চব্বিশ হাযার কথাটি ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (৩০/৭০)ঃ ছালাত আদায়ের সময় মাথা থেকে টুপি পড়ে গেলে ছালাত অবস্থায় টুপি তুলে মাথায় দেয়া যাবে কি?

-আবু সাঈদ
রসূলপুর,কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ ছালাত অবস্থায় টুপি তুলে মাথায় দেওয়াতে কোন দোষ নেই। আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে দেখেছি, তিনি ছালাতে ইমামতি করছিলেন, আর আবুল আসের মেয়ে উমামা তাঁর কাঁধে ছিল। তিনি যখন রুকূ করতেন তখন বাচ্চাটি রেখে দিতেন, আর যখন সিজদা থেকে উঠতেন তখন পুনরায় কাঁধে করে নিতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯৮৪)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৭১)ঃ ঈদের ছালাতে দুই খুৎবা দেওয়া যায় কি?

-নযরুল ইসলাম
তেররশিয়া, বাগডাঙ্গা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ঈদের খুৎবা দু'টি হওয়ার প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। নাসাঈতে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছটি জুম'আর সাথে সম্পৃক্ত। সিমাক (রাঃ) বলেন, আমি জাবির (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কি দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন? তিনি বলেন, তিনি দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। তারপর অল্প বসতেন, অতঃপর পুনরায় দাঁড়াতেন *(নাসাঈ হা/১৫৮৩-৮৪, ১৪১৮)*। অত্র হাদীছে দু'খুৎবার মাঝে বসা প্রমাণ হয় কিন্তু তা জুম'আর খুৎবা না ঈদের খুৎবা তা প্রমাণ হয় না। তবে জাবির (রাঃ) বর্ণিত অন্য হাদীছে সরাসরি জুম'আর কথা উল্লিখিত হয়েছে *(ছহীহ নাসাঈ হা/১৪১৭; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১০০৩)*। সুতরাং এটা জুম'আর খুৎবার বিষয়। তাছাড়া ঈদের খুৎবায় দুই খুৎবা দেওয়ার কোন ছহীহ হাদীছ নেই। আলবানী (রহঃ) বলেন, দু'খুৎবার মাঝে বসার বিষয়টি জুম'আর সাথে সংশ্লিষ্ট, ঈদের খুৎবায় নয়। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, দু'খুৎবার মাঝে বসার বিষয়টি জুম'আর সাথে সংশ্লিষ্ট। উল্লেখ্য যে, ঈদের দু'খুৎবার মাঝে বসার প্রমাণে যত হাদীছ আছে সব যঈফ *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৭২)ঃ কুরবানীর পশুতে আক্বীক্বার নিয়ত করে কুরবানী করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ কুরবানী ও আক্বীক্বা দু'টি পৃথক ইবাদত। কুরবানীর পশুতে আক্বীক্বার নিয়ত করা শরী'আত সম্মত নয়। রাসূল (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ধরনের আমলের অস্তিত্ব ছিল না *(আলোচনা দ্রঃ নায়লুল আওত্বার ৬/২৬৮, 'আক্বীক্বা' অধ্যায়; মির'আত ২/৩৫১ ও ৫/৭৫)*। এই ভিত্তিহীন প্রথা পরবর্তীতে চালু হয়েছে। যা আমাদের দেশেও কোন কোন স্থানে চালু আছে। এই রেওয়াজ বর্জন করা আবশ্যক।

প্রশ্নঃ (৩৩/৭৩)ঃ দু'জন যুবককে নির্জনে দেখতে পেয়ে তাদের উপর লাওয়াত্বাতের অভিযোগ আরোপ করা হয় এবং বড় ছেলেটিকে শারীরিক প্রহার সহ ৬০০০/= টাকা জরিমানা করা হয়। এরপরও সমাজের লোক বলে এই ছেলে তওবা না করলে সমাজে নেয়া যাবে না। এ বিচার কি সঠিক হয়েছে?

-আব্দুল জাব্বার
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত বিচার সঠিক হয়নি। কারণ এসব অন্যায়ের বিচার স্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া করা যায় না। এতে দু'জনের বিচার একই হবে এবং তা হবে খুব কঠোর ও কঠিন। যা একমাত্র দেশের সরকারের মাধ্যমেই বাস্তবায়ন করা যায়। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা যাকে লুৎ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের মত পুরুষে পুরুষে অপকর্ম করতে দেখবে তাদের উভয়কে হত্যা কর *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইরওয়া হা/২৩৫০)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৭৪)ঃ ঈদের মাঠের চতুর্পার্শ্বে প্রাচীর নির্মাণ, ইমাম দাঁড়ানোর স্থানে ছাদ দেওয়া, মাঠে ছায়ার জন্য প্যান্ডেল করা এবং সারিবদ্ধভাবে গাছ লাগানো যাবে কি?

-মাওলানা মুহাম্মাদ আলী

জোড়গাছা, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।
ও ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল বারী
বরইকুড়ি, নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ঈদের মাঠ সংরক্ষণ করার জন্য প্রাচীর দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া অন্য কোন কারণে ঈদের মাঠে প্রাচীর দেয়া যাবে না। ঈমাম দাঁড়ানোর জন্য মেহরাব বা মিম্বর তৈরী করা যাবে না। ছায়ার জন্য প্যান্ডেল, ছাদ বা অনুরূপ কিছুই করা যাবে না। কারণ নবী করীম (ছাঃ) মসজিদে নববী উত্তম স্থান হওয়া সত্ত্বেও ঈদের ছালাত আদায়ের জন্য মদীনার মসজিদে নববীর পূর্বদিকে ৫০০ গজ দূরে খোলা ময়দানে 'বাত্বহান' সমতলভূমিতে ছালাত আদায় করেন *(ফিকহুস সুন্নাহ, মির'আত ৫/২২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৭৫)ঃ ঈদায়েন, জুম'আ ও ওয়াক্তিয়া ছালাতে মহিলারা উপস্থিত হ'তে পারবে কি?

-মাওলানা আবু সাঈদ
ধুনট, বগুড়া।

উত্তরঃ নবী করীম (ছাঃ) মহিলাদেরকে ঈদের মাঠে যাওয়ার জন্য আদেশ করেন, এমনকি ঋতুবতীদেরকেও যাওয়ার জন্য বলেছেন। তখন মহিলারা কাপড় না থাকার অভিযোগ পেশ করলে তিনি অন্যের কাপড় নিয়ে যাওয়ার জন্য আদেশ করেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৩১)*। তিনি আরো বলেন, তোমাদের কারো স্ত্রী মসজিদে যেতে চাইলে তাকে বাধা দিয়োনা *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে মসজিদে যেতে বাধা দিওনা, তবে তাদের জন্য তাদের গৃহ উত্তম *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১০৬২)*।

উপরোক্ত হাদীছ সমূহের আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, মহিলাদের জন্য ওয়াক্তিয়া ছালাত গৃহে আদায় করা এবং জুম'আ মসজিদে আদায় করা ভাল। তবে ঈদের ছালাতের ব্যাপারে বিশেষ তাকীদ রয়েছে বিধায় মহিলাদের ঈদের জামা'আতে শরীক হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্নঃ (৩৬/৭৬)ঃ ফরয ছালাতে মহিলাদেরকে এক্বামত দিতে হবে কি?

-মাইমুনা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ মহিলাদেরকেও এক্বামত দিয়ে ছালাত আদায় করতে হবে। আয়েশা (রাঃ) আযান দিতেন, এক্বামত দিতেন এবং নারীদের ইমামতি করতেন। তিনি কাতারের মাঝে দাঁড়াতেন *(বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, আলবানী, তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ১৫৩)*। উল্লেখ্য যে, নারীদের আযান, এক্বামত লাগবে না মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(তামামুল মিন্নাহ পৃঃ ১৫৩)*। এক্বামত হচ্ছে একটি বড় ধরনের যিকির। তারা এক্বামত না দিলে এ যিকিরের নেকী হ'তে বঞ্চিত হবে।

প্রশ্নঃ (৩৭/৭৭)ঃ ঈদের দিন সাক্ষাতে অথবা মোবাইলে পরস্পরে 'ঈদ মুবারাক' বলা যাবে কি?

-আব্দুল আযীয
বড়পাথার, বগুড়া।

উত্তরঃ সম্ভাষণ হিসাবে 'ঈদ মুবারক' বলা যাবে না; বরং এ সময় নিম্নের দো'আটি পাঠ করতে হবে। জুবায়ের ইবনু নুফায়ের (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ ঈদের দিন সাক্ষাতে একজন অপরজনকে বলতেন, تَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكَ 'আল্লাহ আমাদের এবং আপনার পক্ষ থেকে কবুল করুন' *(ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩৮৫; বিস্তারিত দ্রঃ তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ৩৫৪-৫৬, সনদ হাসান)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৭৮)ঃ মাসবূক তার ছুটে যাওয়া ছালাত কিভাবে আদায় করবে? তার সূরা ক্বিরাআত কেমন হবে?

-আশরাফ
রাজাবাজার, ঢাকা।

উত্তরঃ মাসবূক ইমামের সাথে যা পাবে তা হবে তার ছালাতের প্রথমাংশ। তিন বা চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের এক রাক'আত ইমামের সাথে পেলে তার পরবর্তী রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলাবে। আর শেষের দু'রাক'আত পেলে বাকী ছালাতের সাথে কোন সূরা মিলাতে হবে না। আলী (রাঃ) ক্বাতাদা (রাঃ)-কে বলেন, আপনি ইমামের সাথে যা পাবেন তা হবে আপনার ছালাতের প্রথমাংশ *(দারাকুৎনী হা/১৪৮৩, হাদীছ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৭৯)ঃ অনেক আলেম বলে থাকেন, আযরাঈল (আঃ)-এর ৭টি মুখ ও ৭টি মাথা আছে। একথা কি ঠিক? আযরাঈল (আঃ)-এর দেহের বিবরণ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ
কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ 'মালাকুল মাঊত' একজন নির্দিষ্ট ফেরেশতা, যিনি 'ইযরাঈল' নামে প্রসিদ্ধ। যদিও উক্ত নাম কুরআন হাদীছে পাওয়া যায় না। তবে তার ৭টি মুখ, ৭টি মাথা আছে এসব কথা ভিত্তিহীন। ফেরেশতাগণ নূরের তৈরী। তারা বিভিন্নরূপ ধারণ করতে পারেন *(তাফসীর ইবনে কাছীর, সূরা সাজদাহ ১১নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৮০)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খাৎনা হয়েছিল কি? যদি হয়ে থাকে তবে কখন হয়েছিল?

-শওকত
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ আরবদের প্রথা অনুযায়ী সপ্তম দিনে তাঁর খাৎনা দেওয়া হয় *(সীরাতে ইবনে হিশাম)*। তিনি খাৎনা অবস্থায় জন্ম নিয়েছিলেন বলে যে কথা চালু আছে, সে বিষয়ে কোন নির্ভরযোগ্য হাদীছ নেই *(যাদুল মা'আদ, আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৫৪)*।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১২তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

ডিসেম্বর ২০০৮

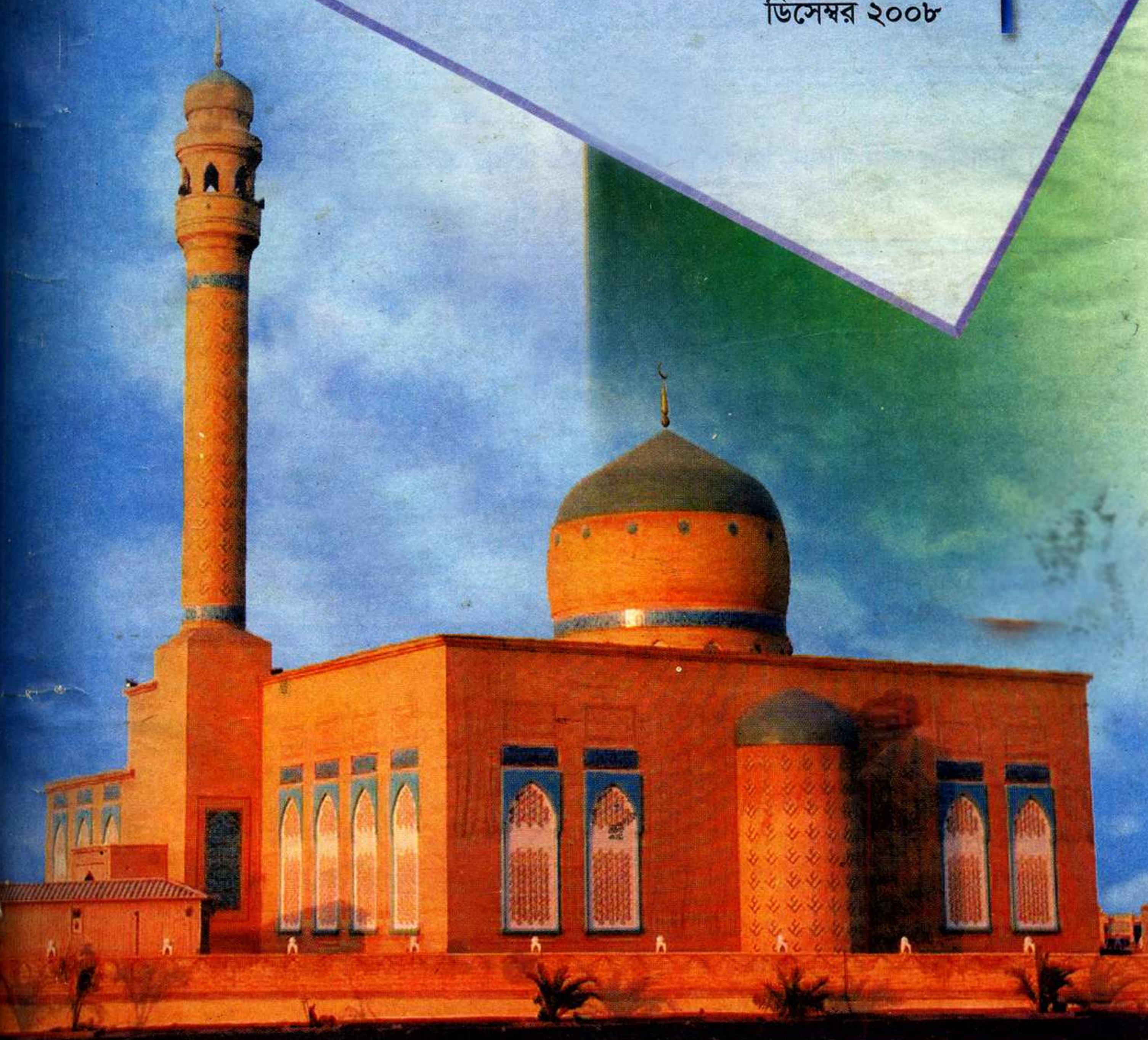

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৮১)ঃ মহিলারা দ্বীনের কাজে বাড়ীর বাইরে যেতে পারবে কি?

-শাহরীমা খাতুন
নশীপুর, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ সুন্দর ও নিরাপদ পরিবেশ বিবেচনায় এবং স্বামী বা অভিভাবকের অনুমতি সাপেক্ষে ইসলামী পর্দা সহকারে মহিলাগণ দ্বীনের কাজে বাড়ীর বাইরে যেতে পারেন। আল্লাহ স্বীয় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলেন, 'আপনি বলুন, এটাই আমার পথ। আহ্বান করি আল্লাহ্র দিকে আমি এবং আমার অনুসারীগণ জাগ্রত জ্ঞান সহকারে' *(ইউসুফ ১২/১০৮)*। 'অনুসারীগণ' বলতে এখানে মুসলিম নারী ও পুরুষ সবাইকে বুঝানো হয়েছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) হাদীছ শাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, 'রাসূলের ছাহাবীগণের উপর কোন হাদীছ দুর্বোধ্য মনে হ'লে আমরা সে বিষয়ে আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করতাম এবং তাঁর নিকট থেকে জ্ঞান হাছিল করতাম' *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ হা/৬১৮৫)*। তিনি ২২১০টি হাদীছ বর্ণনা করেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সময়ে মুসলিম মহিলাগণ ৫ম হিজরীতে পর্দা ফরয হওয়ার আগে ও পরে পর্দার সঙ্গে দ্বীনের কাজে ও দুনিয়ার কাজে বাড়ীর বাইরে যেতেন। তারা যেমন মসজিদে ও ঈদের জামা'আতে যোগদান করতেন। তেমনি বাজারে, ক্ষেতে-খামারে ও জিহাদেও গমন করতেন *(বুখারী ও মুসলিম)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর এই শাসনকে পূর্ণতা দান করবেন এবং অবস্থা এমন শান্তিময় হবে যে, হীরা (ইরাক) থেকে একজন গৃহবধু একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় মক্কায় আসবে এবং বায়তুল্লাহ তাওয়াফ শেষে পুনরায় নিঃসঙ্গ অবস্থায় নিরাপদে ফিরে যাবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৮৫৭, 'নবুঅতের আলামত' অনুচ্ছেদ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতকালে বাস্তবায়িত হয়েছিল। এ যুগেও যেখানে নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু পরিবেশ থাকবে, সেখানে মেয়েরা স্বাধীনভাবে বিচরণ করবে।

অতঃপর দ্বীনী কাজে বিশেষ করে দ্বীন শিক্ষা করা বা দ্বীন শিক্ষা দেওয়া দু'টি কাজই পুরুষের ন্যায় মেয়েরা ঘরে বসে কিংবা প্রয়োজনে বাইরে গিয়ে করবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দ্বীন শিক্ষা করা প্রত্যেক মুমিনের (পুরুষ ও নারী উভয়ের) জন্য ফরয' *(ইবনু মাজাহ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২১৮)*। তিনি বলেন, 'তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, তিনি আরও বলেন, 'তোমরা একটি আয়াত জানলেও তা আমার পক্ষ হ'তে অন্যকে পৌছে দাও' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮)*।

দ্বিতীয়ত: সৎ কাজের নির্দেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার দায়িত্ব আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও নারী উভয়ের উপরে ন্যস্ত করেছেন *(তওবা ৯/৭১)*। পক্ষান্তরে যেসব পুরুষ ও নারী অন্যায় কাজের নির্দেশ দেয় ও সৎ কাজে নিষেধ করে, আল্লাহ তাদের 'মুনাফিক' বলেছেন *(তওবা ৯/৬৭)*। মুসলিম উম্মাহর উপরে এটি 'ফরযে কিফায়াহ' *(আলে ইমরান ১০৪; তওবা ১২২)*। অর্থাৎ একদল এ দায়িত্ব পালন করলে অন্যদের উপরে তা ফরয থাকে না। কিন্তু কেউ পালন না করলে সকলে গোনাহগার হয়। কুরতুবী (রহঃ) বলেন, সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার প্রধান বিষয় হ'ল 'দাওয়াত'। আর দাওয়াত দানকারীর জন্য প্রধান বিষয় হ'ল 'সক্ষমতা' *(কুরতুবী; আলে ইমরান ২১ আয়াতের ব্যাখ্যা)*। অর্থাৎ তাকে দ্বীনী তা'লীমে যোগ্যতা সম্পন্ন হ'তে হবে এবং এজন্য তাকে অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমার দ্বারা একজনও যদি হেদায়াত পায়, তবে সেটা তোমার জন্য লাল উট কুরবানীর চেয়েও উত্তম হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬০৮০ 'আলীর মর্যাদা' অনুচ্ছেদ)*। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মঙ্গলের পথ দেখায়, সে ব্যক্তি পথপ্রাপ্ত ব্যক্তির সমান নেকী পায়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৯)*। এ নেকী মুমিন নারী ও পুরুষ সকলের জন্য সমান। আল্লাহ বলেন, 'তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার আছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দিকে (মানুষকে) আহ্বান করে ও সৎকর্ম করে এবং বলে যে আমি (আল্লাহ্র) আজ্ঞাবহদের একজন' *(হা-মীম সাজদাহ ৪১/৩৩)*। শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, উপরোক্ত মর্মের আয়াত সমূহ পুরুষ ও নারী উভয়কে শামিল করে' *(মাজমূ'উ ফাতাওয়া ৭/৩২৫ পৃঃ)*। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) ইয়ামনে ও অন্যান্য বহু গোত্রে দাঈদের প্রেরণ করতেন এবং এতে কোন বাধা ছিল না যে, তারা তাদের স্ত্রীদের সাথে করে নিয়ে যেতেন' *(ঐ, ৯/২৯৫ পৃঃ)*।

উল্লেখ্য যে, নারীর মূল দায়িত্ব হ'ল তার ঘরে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নারী তার স্বামীর গৃহের ও সন্তানদের দায়িত্বশীল। এজন্য সে আল্লাহ্র নিকট জিজ্ঞাসিত হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৫)*।

অতএব মূল পারিবারিক দায়িত্ব পালনের পর সময়-সুযোগ পেলে পর্দা-পুশিদা সহকারে দ্বীনের দাওয়াত দান ও দ্বীন শিক্ষার কাজে অবশ্যই মহিলাগণ বাইরে যেতে পারবেন।

আর দ্বীন শিক্ষা বলতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জ্ঞান অর্জনকে বুঝায়।

প্রশ্নঃ (২/৮২)ঃ প্রশ্নঃ 'নিউওয়ে প্রাইভেট লিমিটেড' এবং 'ডেসটিনি ২০০০ প্রাইভেট লিমিটেড' যে কার্যক্রম চালাচ্ছে এবং Multi Level Marketing পদ্ধতিতে যে লভ্যাংশ মানুষকে দিচ্ছে, এটা কি জায়েয?

- হারূনুর রশীদ
চোরকোল, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ মৌলিকভাবে দু'টি পদ্ধতিতে যৌথ ব্যবসা সিদ্ধ। একটির নাম 'মুশারাকাহ' (مشاركة) অর্থাৎ শরীকানা ব্যবসা। এতে যার যেমন অর্থ থাকবে, সে তেমন লভ্যাংশ পাবে *(আবুদাঊদ, বুলূগুল মারাম হা/৮৭০; নায়ল হা/২৩৩৪-৩৫)*। অপরটির নাম 'মুযারাবাহ' (مضاربة) অর্থাৎ একজনের অর্থ নিয়ে অপর জন ব্যবসা করবে। এ পদ্ধতিতে লভ্যাংশ তাদের মাঝে চুক্তিহারে বন্টিত হবে *(দারাকুৎনী, মুওয়াত্ত্বা, বুলূগুল মারাম হা/৮৯৫, মওকূফ ছহীহ)*। প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যবসা এ দু'য়ের অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্নে বর্ণিত সংস্থার প্রকাশিত The index file, The concept এবং Sales & marketing plan বই সমূহ এবং অন্যান্য উপাত্ত সমূহ পর্যালোচনা করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগ ও অর্থনীতি বিভাগের এবং সঊদী আরবের কিং আব্দুল আযীয বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরগণের যে লিখিত মতামত আমরা পেয়েছি, তার কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হ'লঃ

(১) বিধিসম্মত ব্যবসা বলতে লাভ-লোকসানের ঝুঁকি নিয়ে কোন বৈধ পণ্যের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডকেই বুঝিয়ে থাকে। কিন্তু আলোচ্য (মাল্টি লেভেল মার্কেটিং বা MLM) ব্যবসায় শুধু লাভের প্রলোভনই দেখানো হয়েছে। কোথাও লোকসানের বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নেই। তাই এটা ব্যবসা নাকি লাভের এজেন্সী সে বিষয়ে স্পষ্টতা পাওয়া কঠিন ও জটিল। (২) এ ব্যবসায় সূদের বিষয়টি সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিষয়টি করা না হ'লেও সম্পৃক্ততার বিষয়টি নির্দ্বিধায় উড়িয়ে দেয়া যায় না। (৩) এতে পিরামিড জুয়ার বিষয়টি আক্রমণাত্মক ভঙ্গিমায় এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। (৪) সাধারণ কমিশন ব্যবসায়ীরা পণ্য যতটুকু বিক্রি হয়, তার উপরে কমিশন পায় এবং অবিক্রিত পণ্য ফেরৎযোগ্য। কিন্তু ডেসটিনির (তথা এম,এল,এম) ব্যবসায়ে এ ধরনের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ নেই। (৫) ইনডেক্সে বর্ণিত উদ্দেশ্য মতে কোন প্রলোভন না দেখিয়ে নবাগতদের সম্পৃক্ত করার কথা বলা হ'লেও প্রতিটি বক্তব্যের সাথেই প্রলোভনমূলক উপস্থাপনা লক্ষণীয়'। (৬) এখানে জুয়ার উপস্থিতি রয়েছে। এটা এমন একটি খেলা যেখানে জনস্বার্থ উপেক্ষা করে পণ্যকে আশ্রয় করে সদস্য সংগ্রহ করা হয় এবং নিয়মতান্ত্রিক বিক্রয়লব্ধ লভ্যাংশের বাইরে গ্রাহককে সহজে অর্থ (Easy money) লাভের আকর্ষণীয় প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, এইসব (এমএলএম) কোম্পানীর পরিবেশিত পণ্যের বাজার মূল্য ধার্যকৃত মূল্যের অর্ধেকেরও কম হবে। এগুলি মানসম্পন্ন হওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই। যেমন ৭৫০০/= টাকার প্যাকেজে (১ম গ্রুপে) তাদের দেওয়া তথ্যমতে পণ্যের মূল্য ৩৫০০/= সার্ভিস চার্জ ১০০০/= সিকিউরিটি ১৫০০/= ডিস্ট্রিবিউশন ১৫০০/= মোট ৭৫০০/=। অর্থাৎ (৩৫০০/= টাকার পণ্যে) ৪০০০/= টাকা বিভিন্ন নাম দিয়ে হাতিয়ে নিচ্ছে। যার একটা অংশ পর্যায়ক্রমে বিতরণ করা হচ্ছে।

মার্চ ২০০৮-এ 'ডেসটিনি' প্রকাশিত সেলস্ এন্ড মার্কেটিং প্ল্যানে (পৃঃ ৭) বলা হয়েছে যে, তাদের মোট বিপণন লভ্যাংশ বণ্টন পরিমাণ প্রায় ৮৮ শতাংশ। অতঃপর ১৬ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, ১২টি ধাপের পর্যায় অর্জিত হবার পর প্রথম ক্রেতা পরিবেশককে যদি পরবর্তীকালে কোম্পানী থেকে প্রতিটি ভোক্তার ক্রয়কৃত পণ্য-সামগ্রীর উপর (ধরা যাক মাসিক ক্রয় ১০০ টাকা) লভ্যাংশ স্বরূপ বা সাপ্তাহিক কমিশন বাবদ শতকরা ৫ ভাগ হারেও দেয়া যায়, তাহ'লেও সপ্তাহে ন্যূনতম তাকে ৮,০০০ টাকা কমিশন দিতে হবে'। এইভাবে বিরাট লাভের অংক দেখিয়ে এরা মানুষকে টেনে নিচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে যাবতীয় 'গারার' বা প্রতারণাকে নিষিদ্ধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫৪ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়)*।

সঊদী আরবের জাতীয় গবেষণা ও ফাতাওয়া বিভাগের স্থায়ী কমিটি (লাজনা দায়েমাহ) এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানিয়েছে যে, পিরামিড স্কীম, নেটওয়ার্ক মার্কেটিং বা এমএলএম যে নামেই হোক না কেন এ ধরনের সকল প্রকার লেনদেন নিষিদ্ধ। কেননা এর উদ্দেশ্য হ'ল, কোম্পানীর জন্য নতুন নতুন সদস্য সৃষ্টির মাধ্যমে কমিশন লাভ করা, পণ্যটি বিক্রি করে লভ্যাংশ গ্রহণ করা নয়। এ কারবার থেকে বহুগুণ কমিশন লাভের প্রলোভন দেখানো হয়। স্বল্পমূল্যের একটি পণ্যের বিনিময়ে এরূপ অস্বাভাবিক লাভ যে কোন মানুষকে প্ররোচিত করবে। আর এতে ক্রেতা-পরিবেশকদের মাধ্যমে কোম্পানী এক বিরাট লাভের দেখা পাবে। মূলতঃ পণ্যটি হ'ল কোম্পানীর কমিশন ও লাভের হাতিয়ার মাত্র। এক্ষণে যেসব কারণে এ ধরনের 'ব্যবসা' হারাম তা নিম্নরূপঃ

(১) সূদঃ এই ব্যবসায় দুই প্রকার সূদই মওজুদ রয়েছে। একটি হ'ল সমজাতীয় বস্তুতে অতিরিক্ত নেওয়ার সূদ। অপরটি হ'ল একই বস্তুতে বাকীতে বেশী নেওয়ার সূদ। কোম্পানী যে পণ্য বিক্রয় করে ভোক্তার কাছে তা একটি ছল মাত্র। অংশগ্রহণকারীর উদ্দেশ্যও সেটা থাকে না।

(২) প্রতারণা (আল-গারার)ঃ গ্রাহক প্রত্যাশিত ভোক্তা সৃষ্টি করতে পারবে কি না সে সম্পর্কে সে অনিশ্চিত থাকে। এই পিরামিড নেটওয়ার্ক যত লম্বাই হোক না কোন এক সময় তা শেষ হতেই হবে। এমতাবস্থায় গ্রাহক এ বিষয়ে অজ্ঞ থাকে যে সে নেটওয়ার্কের উচ্চ অবস্থানে পৌঁছে লাভবান হবে না কি নিম্ন অবস্থানে থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দেখা যায়

যে, উচ্চস্তরের মুষ্টিমেয় গ্রাহক ব্যতীত অধিকাংশ পিরামিড সদস্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা প্রতারণার শামিল। শরী'আতে যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ *(মুসলিম)*।

(৩) বাতিলপন্থায় মানুষের সম্পদ ভক্ষণঃ এর মাধ্যমে কোম্পানী ও সংশ্লিষ্ট ক্রেতা-পরিবেশকগণ অন্যদের কাছ থেকে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ হাতিয়ে নিয়ে লাভবান হয়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা বাতিল পন্থায় পরস্পরের মাল ভক্ষণ করো না' *(নিসা ৪/২৯)*।

(৪) ধোঁকা, শঠতা ও অস্পষ্টতাঃ এই ব্যবসায় মানুষকে বিক্রয়ের জন্য পণ্য প্রদর্শন করা হয়, যেন ব্যবসাই মূল উদ্দেশ্য। অথচ বাস্তবতা তার বিপরীত। আবার বিরাট লাভের টোপ দেয়া হয়, অথচ অধিকাংশ সময় তা হয় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ধোঁকা দেয় সে আমার দলভুক্ত নয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৫৪)*।

কেউ কেউ এ কারবারকে এজেন্সি বা ব্রোকারিজ চুক্তির ন্যায় দাবী করে। এটা ভুল। কেননা একজন ব্রোকার সরাসরি পণ্য বিক্রির মাধ্যমে কমিশন লাভ করে। অন্যদিকে এমএলএম কোম্পানী পণ্যের উপর নয়, বরং বাজারজাতকরণের উপর কমিশন দেয়। ব্রোকারের উদ্দেশ্য থাকে কেবল পণ্য বিক্রয়, আর এমএলএম কোম্পানীর উদ্দেশ্য পণ্য নয়, বরং মেম্বারশীপ বিক্রয় তথা ক্রেতা-পরিবেশক দল বৃদ্ধি করা। ব্রোকার কমিশন লাভ করে কোম্পানীর নিকট থেকে, আর নেটওয়ার্ক মার্কেটিং-য়ে কমিশন গ্রহণ করা হয় ক্রেতাদের নিকট থেকে ধারাবাহিকভাবে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট।

অনেকে আবার এই কমিশনকে উপহার আখ্যা দেন যা সঠিক নয়। কেননা সকল উপহার শরী'আতে সিদ্ধ নয়। যেমন ঋণদাতাকে উপহার দেয়া সূদের পর্যায়ভুক্ত *(বুঃ মুঃ; দ্রঃ লাজনা দায়িমা, ফৎওয়া নং- ২২৯৩৫। তাং-১৪/০৩/১৪২৫ হিঃ)*।

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের নেটওয়ার্ক ব্যবসা অসম মূল্য নির্ধারণ ও অতিরঞ্জিত আয়ের প্রলোভন দেখানোর কারণে অভিযুক্ত হয়েছে। আমেরিকার ফেডারেল ট্রেড কমিশন (FTC) ২০০৮ সালের মার্চ মাসে তাদের প্রস্তাবিত ব্যবসায় সুযোগ সম্বন্ধীয় তালিকা থেকে এমএলএম কোম্পানীগুলোর নাম বাদ দিয়েছে। সংস্থাটি গ্রাহকদের সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, নতুন সদস্য সংগ্রহের মাধ্যমে কমিশন গ্রহণ করার এই রীতি (এমএলএম) বিশ্বের অধিকাংশ দেশে পিরামিড স্কীম পদ্ধতির ন্যায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে *(দ্রঃ Multi-level marketing-উইকিপিডিয়া)*।

তত্ত্বগতভাবেও এ ধরনের মার্কেটিং বিষয়ে অনেক আপত্তি রয়েছে। কেননা এ মার্কেটিং-কে বলা হয়েছে, 'MLM is like a train with no brakes and no engineer headed full-throttle towards a terminal.' অর্থাৎ 'সর্বোচ্চ গতিতে স্টেশনমুখী একটি ট্রেনের মত যার কোন ব্রেক নেই, নেই কোন চালক' (দ্রঃ www.vandruff.com/mlm.html)।

সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও এ 'ব্যবসা' সমর্থন করা যায় না। কেননা একজন গ্রাহককে তার আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের বশীভূত করে পণ্য বিক্রয় করতে বলা হয়। ফলে গ্রাহক ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে। মানুষের সাথে অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ককে সে ব্যবসায়িক স্বার্থ চরিতার্থের কেন্দ্রে পরিণত করে। এ সম্পর্ক তখন হয়ে যায় যান্ত্রিক। নিষ্কলুষ বন্ধুত্বের স্থলে তখন সন্দেহ আর সংকীর্ণতাবোধ স্থান করে নেয়। নিজ গৃহ পরিণত হয় মার্কেট প্লেসে। যে কোন সুস্থ বিবেকসম্পন্ন লোক এ কাজে ঘৃণাবোধ করবে।

এদেশের অনেক লোক সম্মানজনক চাকুরী ছেড়ে কাঁচা পয়সার নেশায় এ ধরনের তথাকথিত ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ছে। অত্যন্ত দুঃখজনক যে, এদের শিকারে পরিণত হয়েছেন আলেমদের একটি অংশ। অনেকেই তাতে ফুলে ফেঁপে উঠছেন এবং সেই সাথে চলে যাচ্ছে তাঁদের আখেরাত মুখী ঈমানী জাযবা। আর সে স্থান দখল করছে নিরেট বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনা। অথচ ইসলামী দর্শন হ'ল পুঁজি ব্যয় করা। বিপরীতে বস্তুবাদী দর্শন হ'ল পুঁজি সঞ্চয় করা। যা মানুষকে রক্তচোষা ক্বারূণের প্রতিমূর্তি বানিয়ে ফেলে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট। এর মধ্যবর্তী বিষয়সমূহ অস্পষ্ট, যা অনেক মানুষ জানে না। অতএব যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকবে, সে ব্যক্তি তার দ্বীন ও সম্মানকে পবিত্র রাখলো। আর যে ব্যক্তি সন্দিগ্ধ কাজে লিপ্ত হ'ল, সে হারামে পতিত হ'ল *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬২)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, সন্দিগ্ধ বিষয় পরিহার করে নিঃসন্দেহ বিষয়ের দিকে ধাবিত হও। কেননা সত্যে রয়েছে প্রশান্তি এবং মিথ্যায় রয়েছে সন্দেহ' *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৭৭৩)*।

অতএব আমাদের স্পষ্ট সিদ্ধান্ত এই যে, প্রশ্নে উল্লেখিত নামে বা অন্য নামে প্রচলিত এম.এল.এম ব্যবসা সমূহ শরী'আত সম্মত হবে না। জান্নাত পিয়াসী মুমিনকে এসব থেকে বেঁচে থাকতে হবে (*বিস্তারিত দেখুনঃ আত-তাহরীক, প্রবন্ধ 'প্রতারণার অপর নাম জিজিএন' অক্টোবর ২০০০ সংখ্যা*)।

প্রশ্নঃ (৩/৮৩)ঃ প্রবাস থেকে মোবাইলে এস.এম.এস-এর মাধ্যমে আমার স্বামী আমাকে এক তালাক প্রদান করেন। এর দুই মাস পর রাগের মাথায় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আরেকটি তালাক প্রদান করেন এবং বলেন যে, তোমার উপর তিন তালাক হয়ে গেল। তিন তালাক কিভাবে হ'ল জানতে চাইলে বলেন, দেশে থাকতে এক বছর পূর্বেই এফিডেভিটের মাধ্যমে একটি তালাক লেখা হয়েছিল, যা তোমাকে দেওয়া হয়নি। এক্ষণে আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে ঘর-সংসার করতে চাই। তাহলীল ব্যতীত এটা সম্ভব কি?

-মমতাজ মহল
নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রশ্নের বিবরণ অনুযায়ী এফিডেভিটের তালাকটি স্ত্রী না জানার কারণে সেটা তালাক হিসাবে গণ্য হবে না। তাই পরবর্তীতে দুই মাসে দুই তালাক দেওয়ায় দুই তালাক সাব্যস্ত হয়েছে। ফলে স্বামী তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে

পারবে। দ্বিতীয় তালাকের পর তিন মাস ইদ্দতের মধ্যে ফিরিয়ে নিলে নতুন বিবাহের প্রয়োজন হবে না। আর ইদ্দত পার হয়ে গেলে কেবল নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিবে *(বুখারী, তরজমাতুল বাব, 'তালাক' অধ্যায় হা/৫২৫৯, হা/৫২৬৪)*। উল্লেখ্য যে, 'তাহলীল' বা হিল্লা একটি জাহেলী প্রথা। এর সাথে ইসলামী শরী'আতের কোন সম্পর্ক নেই। আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) হিল্লাকারী পুরুষ ও নারী উভয়কে লা'নত করেছেন *(নাসাঈ, তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/৩২৯৬-৯৭)*। ধর্মের নামে প্রচলিত এই নোংরা প্রথা থেকে প্রত্যেক মুমিন নর-নারীকে বিরত থাকতে হবে। সাথে সাথে তালাকের বিষয়ে ঠাণ্ডা মাথায় সিদ্ধান্ত নিতে হবে। রাগের মাথায় হাতের মুঠোয় পাওয়া মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তালাকনামা পাঠানোর প্রবণতা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তালাক ও দাসমুক্তি নেই 'ইগলাক্ব' অবস্থায়' *(ছহীহ আবু দাউদ হা/১৯১৯, মিশকাত হা/৩২৮৫)*। আবু দাউদ বলেন, 'ইগলাক্ব' গালাক্ব ধাতু হ'তে ব্যুৎপন্ন। যার অর্থ বন্ধ হওয়া। ক্রোধান্ধ, পাগল ও যবরদস্তির অবস্থায় মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি লোপ পায়। তাই এ অবস্থাকে 'ইগলাক্ব' বলা হয় *(ঐ, হাশিয়া ২/৪১৩ পৃঃ)*। অতএব তালাক দাতাগণ সাবধান হউন! *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: 'তালাক ও তাহলীল' বই)*।

প্রশ্নঃ (৪/৮৪)ঃ ইচ্ছাকৃতভাবে ছগীরা গোনাহ করতে থাকলে তা মাফ হবে কি?

-ওবায়দুল্লাহ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ মানুষ গোনাহ কিভাবে করে সেটা দেখার বিষয় নয়; বরং ক্ষমা কিভাবে চাচ্ছে সেটাই লক্ষণীয়। কোন মানুষ তার পাপের জন্য অনুতপ্ত হয়ে কোন দিন আর সেই পাপ করবে না বলে স্বীকারোক্তি দিয়ে ক্ষমা চাইলে আশা করা যায় তার পাপ ক্ষমা হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'কোন মানুষ যখন গোনাহ করে অতঃপর বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমি গোনাহ করেছি আমাকে ক্ষমা করুন। তখন প্রতিপালক বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে তার প্রতিপালক আছেন, যিনি ক্ষমা করতে পারেন, যিনি শাস্তি দিতে পারেন? এভাবে জেনেশুনে ক্ষমা চাইলে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। সে যতবারই এমন গোনাহ করুক না কেন *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩৩, 'তওবা ও ইস্তেগফার' অনুচ্ছেদ)*। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হ'লে কোন বান্দা একই পাপ বারবার করতে পারে না। উল্লেখ্য, কবীরা গোনাহ তওবা ব্যতীত মাফ হয় না। আর ছগীরা গোনাহ ইচ্ছাকৃতভাবে বারবার করলে তা কবীরা হয়ে যায়, যা তওবা ব্যতীত মাফ হয় না *(মুসলিম শরহে নববী ১/৬৪)*।

প্রশ্নঃ (৫/৮৫)ঃ মসজিদ কমিটির সদস্যদের বৈশিষ্ট্য কেমন হওয়া উচিত?

-শওকত
জগন্নাথপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করেন এবং নিজেদের দাসত্বকে একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করেন তারাই কেবল মসজিদের মুতাওয়াল্লী ও সদস্য হ'তে পারেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ্‌র মসজিদের আবাদ (তত্ত্বাবধান ও খেদমত) তো তারাই করতে পারে যারা আল্লাহ এবং পরকালকে বিশ্বাস করে, ছালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না' *(তওবাহ ৯/১৮)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মসজিদ কমিটির সদস্যদের জন্য পাঁচটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন। (১) আল্লাহকে বিশ্বাস (২) পরকালে বিশ্বাস (৩) নিয়মিত ছালাত আদায় করা (৪) যাকাত প্রদান করা এবং (৫) প্রতি কাজে আল্লাহকে ভয় করা। মসজিদ, মাদরাসা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কমিটির সদস্য বাছাইয়ের সময় উপরোক্ত গুণাবলীসম্পন্ন ব্যক্তিদের অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। নইলে আল্লাহ্‌র এই বিধান লংঘন করা হবে।

প্রশ্নঃ (৬/৮৬)ঃ জুম'আর দিন ফজরের ছালাতে সূরা সাজদা এবং সূরা দাহর না পড়লে পাপ হবে কি? অত্র সূরা দু'টি মুখস্থ না থাকলে করণীয় কী?

-মাওলানা রুস্তম আলী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ নবী করীম (ছাঃ) উক্ত সূরা দু'টি জুম'আর দিন ফজরের ছালাতে পড়তেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮৩৮)*। জুম'আর দিন অন্য সূরা দ্বারা ফজরের ছালাত আদায় করলে গুনাহগার হবে না। কেননা ছালাতে ভুলকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) বলেছিলেন, 'অতঃপর তুমি পাঠ কর কুরআন থেকে যা তুমি সহজ মনে কর' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৯০)*। সূরা দু'টি মুখস্থ না থাকলে অন্য সূরা দ্বারা ছালাত আদায় করবে। ছাহেবে মির'আত বলেন, এ বিষয়ে সঠিক কথা এটাই যে, অন্য সূরা দ্বারাও ছালাত জায়েয হবে এমন বিশ্বাস রেখে সর্বদা অত্র সূরা দু'টি দ্বারা জুম'আর দিন ফজরের ছালাত আদায় করা সুন্নাত *(মির'আত হা/৮৪৪-এর ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (৭/৮৭)ঃ সোলায়মান (আঃ)-এর স্ত্রী কতজন ছিলেন? তাঁর স্ত্রীর মধ্যে কেউ জিন জাতির ছিলেন কি? তিনি কি পাখির ভাষা জানতেন?

-আনারুল ইসলাম
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ সোলায়মান (আঃ)-এর স্ত্রী ছিলেন ৯০ জন অথবা ৭০ জন *(বুখারী ১/৪৮৭)*। ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, ৬০, ৭০, ৯০, ৯৯ ও ১০০ জন ছিলেন মর্মেও ছহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় *(ফাৎহুল বারী ৬/৫১৪)*। জিন জাতির মধ্য হ'তে তাঁর কোন স্ত্রী ছিল না। তিনি পাখির ভাষা বুঝতেন *(সূরা আম্বিয়া ৭৯, ৮০, ৮১)*।

প্রশ্নঃ (৮/৮৮)ঃ বাড়ীর ছাদের উপর, গেটের সামনে পানির ট্যাংকিতে, নেমপ্লেটে আরবীতে 'মা শা-আল্লাহ, লা-হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' এবং 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' ইত্যাদি লেখা যাবে কি?

-মুহসিন আখন্দ
জোরবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ উক্ত বাক্যগুলি পবিত্র কুরআনের আয়াত। এসব স্থানে কুরআনের আয়াত লেখা জায়েয নয়। কারণ এতে

অনেক সময় পবিত্র কুরআনের অবমাননা করা হয়। নবী করীম (ছাঃ) কুরআন নিয়ে শত্রুদের এলাকায় যেতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/২১৯৭)*। আর এ নিষেধের কারণ হচ্ছে, এতে পবিত্র কুরআনের অবমাননা হ'তে পারে।

প্রশ্নঃ (৯/৮৯)ঃ বক্তারা বলে থাকেন, জনৈক ছাহাবী নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে জামা'আতে ছালাত আদায় করতেন। কিন্তু তিনি সবার পরে মসজিদে আসতেন এবং সবার আগে যেতেন। নবী করীম (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলে লোকটি বলল, আমি গরীব মানুষ। আমরা স্বামী-স্ত্রী এক কাপড়ে ছালাত আদায় করি। আমার স্ত্রী এখন গর্তে অবস্থান করছেন। আমি যাওয়ার পর আমার কাপড় তাকে দিলে সে ছালাত আদায় করবে। সেদিন তার বাড়ী ফিরতে দেরী হয়। ফলে স্ত্রী তাকে জিজ্ঞেস করে, দেরী কেন হ'ল? তিনি তার স্ত্রীর সামনে দেরী হওয়ার কারণ বলেন। এতে তার স্ত্রী জানল যে, নবী করীম (ছাঃ) তাদের গোপন বিষয় জেনে গেছেন। এতে তারা অনুতপ্ত হয় এবং মারা যায়। এ ঘটনা কি সত্য?

-মীযানুর রহমান
ভদ্রখণ্ড, তানোর, রাজশাহী।

উত্তরঃ এ ঘটনার পক্ষে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (১০/৯০)ঃ ইমাম মেহরাবের বাহিরে প্রথম কাতারে দাঁড়াতে পারবেন কি? ইমামের কতটুকু পিছনে বাকী কাতার হবে?

-আব্দুল্লাহ
আখিলা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ জায়গা থাকলে ইমাম ইচ্ছা করলে মেহরাবের বাইরে প্রথম কাতারে দাঁড়াতে পারবেন। নবী করীম (ছাঃ) একদা ছালাত শিক্ষা দেয়ার জন্য মিম্বরের উপর দাঁড়ালেন। অতঃপর সিজদার সময় মিম্বর থেকে নেমে পিছনে সরে এসে সিজদা করলেন *(বুখারী হা/৯১৭)*। সিজদার জন্য যে পরিমাণ জায়গা প্রয়োজন, সে পরিমাণ দূরত্বে মুক্তাদীগণ দাঁড়াবেন।

প্রশ্নঃ (১১/৯১)ঃ ডাক্তারদের মুখে শুনা যায়, স্বামী-স্ত্রীর রক্তের গ্রুপ একই হ'লে সন্তানের প্রতি এর কুপ্রভাব পড়ে। একথা কি ঠিক?

-আশিকুর রহমান
মোল্লাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত কথা সঠিক নয়। মানুষ তার পূর্ব লিখিত তাক্বদীর অনুযায়ী জন্মগ্রহণ করে। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টির ৫০ হাযার বছর পূর্বে তাক্বদীর লিপিবদ্ধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭৯)*। রক্তের গ্রুপ এক হওয়া না হওয়ার সঙ্গে ভাল বা মন্দ প্রভাবের কোন সম্পর্ক নেই।

প্রশ্নঃ (১২/৯২)ঃ কুরবানীর গোশত বণ্টনের সঠিক পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আহমাদ
রহনপুর, গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা খাও এবং দুস্থ-ফকীরকে খাওয়াও' *(হজ্জ ২৮)*। তিনি আরও বলেন, 'তোমরা নিজেরা খাও, যারা চায় না তাদের খাওয়াও এবং যারা নিজেদের পেশ করে তাদের খাওয়াও' *(হজ্জ ৩৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আমি তোমাদের তিনদিনের উর্ধ্বে কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছিলাম, যাতে সচ্ছল ব্যক্তিরা অসচ্ছল ব্যক্তিদেরকে বেশী বেশী দিতে পারে। এক্ষণে তোমরা খাও, অন্যকে খাওয়াও এবং জমা রাখো' *(ছহীহ তিরমিযী হা/১২১৯; বুখারী হা/৫৫৬৯)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) কুরবানীর গোশত তিনভাগ করে একভাগ নিজেরা খেতেন, একভাগ যাকে চাইতেন তাকে খাওয়াতেন এবং একভাগ ফকীর-মিসকীনকে দিতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর কুরবানীর গোশত বন্টন সম্পর্কে বলেন যে, তিনি একভাগ নিজের পরিবারকে খাওয়াতেন, একভাগ গরীব প্রতিবেশীদের দিতেন এবং একভাগ সায়েল-ফকীরদের দিতেন। হাফেয আবু মূসা বলেন, হাদীছটি 'হাসান'। তবে আলবানী বলেন, আমি এটির সনদ জানতে পারিনি। জানি না তিনি অর্থের দিক দিয়ে 'হাসান' বলেছেন, না সনদের দিক দিয়ে *(ইরওয়া হা/১১৬০; আলোচনা দ্রষ্টব্য: মির'আত হা/১৪৯৩-এর ব্যাখ্যা, ৫/১২০ পৃঃ)*। ছাহেবে সুবুল বলেন, বহু বিদ্বান কুরবানীর গোশত তিনভাগ করাকে মুস্তাহাব বলেছেন *(সুবুলুস সালাম শরহ বুলূগুল মারাম ৪/১৮৮ পৃঃ)*।

উক্ত বিবরণের আলোকে কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করা ভাল। একভাগ নিজেরা ও একভাগ প্রতিবেশীদের যারা কুরবানী করেনি এবং এক ভাগ ফকীর-মিসকীনকে। প্রয়োজনে বণ্টনে কমবেশী করাতে কোন দোষ নেই *(দ্রঃ মাসায়েলে কুরবানী, পৃঃ ২৩)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৯৩)ঃ মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়ামনে প্রেরণ করা সংক্রান্ত হাদীছটি নাকি ক্বিয়াসের পক্ষে বড় দলীল। তাই অনেক আলেম এই হাদীছটিকে ক্বিয়াসের দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন। এর সত্যতা জানতে চাই।

-সিরাজুল ইসলাম
কড়ইতলা, রাজশাহী।

উত্তরঃ শায়খ আলবানী (রহঃ) হাদীছটির ব্যাপক আলোচনা শেষে হাদীছটিকে মওযূ বা জাল বলেছেন *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৮১)*। মু'আয (রাঃ) নিজ রায়ের ভিত্তিতে ফায়সালা দিবেন বলে আবুদাঊদ ও তিরমিযীতে যে হাদীছটি এসেছে, সেটি যঈফ। তবে বুখারী ও মুসলিমে যে হাদীছ রয়েছে তাতে ইজতিহাদ সংক্রান্ত কোন আলোচনা নেই *(বুলূগুল মারাম হা/৫৫৪; বুখারী ১৩৩১; মুসলিম ১/৩৬-৩৭)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৯৪)ঃ মৃত ব্যক্তির নামে ইফতারীর দাওয়াত দিলে সেই দাওয়াত কবুল করা যাবে কি?

-আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, নওগাঁ।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির নামে অর্থ দান করা যায়। জনৈক ব্যক্তি মায়ের জন্য দান করার অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে দান করার অনুমতি দেন এবং বলেন এ দানের নেকী তোমার মা পাবেন *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫০)*। মৃত ব্যক্তির নামে যা দান করা হয় তা ছাদাক্বা।

আর ছাদাক্বা সবাই খেতে পারে না। কাজেই মৃত ব্যক্তির নামে ইফতারী দেয়া হ'লে সবাই অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। বরং ছাদাক্বার হক্বদারেরা অংশ গ্রহণ করতে পারে।

প্রশ্নঃ (১৫/৯৫)ঃ অনেকে বলেন, আহলেহাদীছরা শুধু নবীর সুন্নাত মানে, খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত মানে না। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতও মানতে বলেছেন। প্রশ্ন হ'ল-খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত নবীর সুন্নাতের বিপরীত হ'লে কোনটি আমলযোগ্য?

-সিরাজুল ইসলাম
মেহেরচণ্ডি, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত দাবী সঠিক নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হুবহু অনুসরণের ব্যাপারে ছাহাবীগণ ছিলেন সবচেয়ে বেশী একনিষ্ঠ। আর ছাহাবীগণের মধ্যে খুলাফায়ে রাশেদীন ছিলেন সর্বাধিক একনিষ্ঠ। কাজেই তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিপরীত আমল করবেন এ ধারণা অজ্ঞতা মাত্র। চার খলীফার কোন আমল যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিপরীত হয় তাহ'লে জানতে হবে যে, এটা ছিল তাদের ইজতিহাদ, যা সকল মুসলিমের জন্য সর্বযুগে মান্য করা আবশ্যক নয়। যেমন এক বৈঠকে তিন তালাক হবে বলে ওমর (রাঃ)-এর ইজতিহাদ। এজন্য তিনি পরবর্তীতে লজ্জিত হয়েছিলেন *(ইগাছাতুল লাহফান ১/২৭৬)*। জুম'আর দিনের ডাক আযান ছিল ওছমানের ইজতিহাদ *(বুখারী, মিশকাত হা/১৪০৪)*। উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে তারা এগুলো করেছিলেন। উল্লেখ্য, বিশ রাক'আত তারাবীহ ওমর (রাঃ)-এর ইজতিহাদ নয়, এটা তার উপর চাপানো মিথ্যা অপবাদ মাত্র। কারণ তিনি বিশ রাক'আত তারাবীহ চালু করেননি; বরং তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণে ১১ রাক'আত চালু করেছিলেন *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২; সিলসিলা যঈফাহ হা/৫২০১)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৯৬)ঃ দ্বীনে হানীফ কী? ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বীনের নাম কী ছিল? উম্মী বলে কাদের বুঝানো হয়েছে?

-তামান্না তাসনীম
নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তরঃ 'হানীফ' অর্থ 'একনিষ্ঠ'। ইবরাহীম (আঃ) হানীফ ছিলেন *(আলে ইমরান ৩/৬৭)*। ইহুদী-নাছারারা যখন নিজ নিজ ধর্মের দিকে আহবান করল, তখন আল্লাহ তাদের প্রতিবাদ করে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি ইবরাহীমের ধর্মের অনুসরণ করুন, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন এবং শিরককারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না' *(নাহল ১৬/১২৩)*। ইবরাহীমের দ্বীনের নাম ছিল হানীফ। তাতে ছিল সরলতা ও একনিষ্ঠতা। 'উম্মী' অর্থ নিরক্ষর। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, উম্মী বলতে আরবদের বুঝানো হয়েছে, তারা লিখতে জানুক বা না জানুক। কেননা তারা আহলে কিতাব (ইহুদী বা নাছারা) ছিল না *(কুরতুবী, সূরা জুম'আ)*। আমাদের রাসূলকে কুরআনে 'উম্মী নবী' বলা হয়েছে *(আ'রাফ ৭/১৫৭, ১৫৮)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৯৭)ঃ সূরা মায়েদার ১৫নং আয়াতে নবী করীম (ছাঃ)-কে নূর বলা হয়েছে। তাহ'লে তিনি কি নূরের তৈরী ছিলেন?

-আব্দুল্লাহ
দশমাইল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ অত্র আয়াতে নূর অর্থ কুরআন অথবা ইসলাম বা আল্লাহ্র হেদায়াতের নূর, আলো, সঠিক পথ *(তাফসীর ইবনে কাছীর, ফাৎহুল ক্বাদীর ২/২৩ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। আলোচ্য আয়াতে 'নূর' শব্দ দ্বারা নবী করীম (ছাঃ)-কে নূরের তৈরী বলা হয়েছে এমন তাফসীর কোন মুফাসসির করেননি। বরং আল্লাহ বলেন, হে নবী তুমি বল যে, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ *(কাহফ ১১০)*। আর মানুষ হ'ল- মাটির তৈরী *(আ'রাফ ১২; ছোয়াদ ৭৬ ও অন্যান্য)*। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে আলোর সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে তাঁকে 'উজ্জ্বল প্রদীপ' বলা হয়েছে *(আহযাব ৪৬)*। তাই বলে তিনি নূরের তৈরী নন।

প্রশ্নঃ (১৮/৯৮)ঃ সমাজে প্রচলিত আছে- পাপীকে নয় পাপকে ঘৃণা কর। কথাটি কুরআন-হাদীছের দৃষ্টিতে কতটুকু সত্য।

-আবু সাঈদ
কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ বাক্যটি সমাজে প্রচলিত একটি কথা মাত্র। মূলতঃ পাপ ও পাপীকে পৃথক করা সম্ভব নয়। যেমন ফুল ও তার সুগন্ধিকে পৃথক করা সম্ভব নয়। এজন্য পাপের ফল পাপীই ভোগ করে এবং পুণ্যের ফল পুণ্যবান ভোগ করে *(হামীম সাজদাহ ৩৩, ৪৬; মুমিন ৪০)*। তবে পাপের কারণে পাপীকে ঘৃণ্য মনে করা ঠিক নয়। ছহীহ বুখারীতে এসেছে যে, একবার এক দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে শাস্তিদানের পর একজন তাকে লা'নত করল। এতে রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তাকে লা'নত করোনা, আল্লাহ্র শপথ আমি জানি যে, সে আল্লাহ ও তার রাসূলকে ভালোবাসে *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৬২৫ 'হুদূদ' অধ্যায়, 'বিধিবদ্ধ শাস্তিপ্রাপ্তদের মন্দ না বলা' অনুচ্ছেদ)*। অনুরূপ অপর হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা এভাবে লা'নত করো না। আর শয়তানকে তার উপরে সাহায্য করো না' (অর্থাৎ এতে শয়তান তাকে পাপের ব্যাপারে আরো প্ররোচনা দেওয়ার সুযোগ গ্রহণ করবে)। বরং বলো اللهم اغفر له اللهم ارحمه 'আল্লাহ তুমি তাকে ক্ষমা কর ও তার উপর রহম কর' *(বুখারী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৬২১, ৩৬২৬)*। পাপীকে ঘৃণা করলে পাপের প্রতি তার যিদ সৃষ্টি হতে পারে। ফলে তার তওবা করার মানসিকতা হারিয়ে যেতে পারে। অতএব ঘৃণা না করে সর্বদা তার জন্য হেদায়াতের দো'আ করতে হবে।

প্রশ্নঃ (১৯/৯৯)ঃ ত্বক ফর্সা করার জন্য ছেলেরা বিভিন্ন ধরনের স্নো, ক্রীম ও সেন্ট ব্যবহার করতে পারে কি?

-সাঈদ মোল্লা
রসূলপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ মানুষের ত্বক আল্লাহ্র সৃষ্টি এবং প্রকৃতিগত বিষয়, যা ফর্সা বা কালো করার ক্ষমতা মানুষের নেই। এ বিষয়ে যেসব প্রচারণা চালানো হয় সেগুলো পুঁজিবাদী ব্যবসায়ীদের অপপ্রচার মাত্র। এগুলো করতে গিয়ে অনেকে ত্বকের নানা রোগের শিকার হয়। তবে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর। তিনি সৌন্দর্যকে পসন্দ করেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮ 'ক্রোধ ও গর্ব' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২০/১০০)ঃ বিশ রাক'আত তারাবীহ্‌র জামা'আতে মুক্তাদী যদি ৮ রাক'আত পড়তে চায় তাহ'লে তার করণীয় কী? মক্কায় বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়া হয় কেন?

-মূসা
জেদ্দা, সঊদী আরব।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় আট রাক'আত পড়ার পর চলে যেতে হবে। কারণ বিশ রাক'আত তারাবীহ্‌র প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৬০)*। আর ওমর (রাঃ) বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়ার আদেশ দিয়েছেন এ দাবী তাঁর উপর মিথ্যা অপবাদ। কেননা তিনি ১১ রাক'আত পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন *(সনদ ছহীহ, মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২)*। মক্কায় একই মর্মে একটানা বিশ রাক'আত তারাবীহ হয় না। বরং দশ রাক'আত হ'লে ইমাম ছাহেব চলে যান। অন্য ইমাম এসে বাকী ১০ রাক'আত পড়ান বলে জানা যায়। তাছাড়া মক্কা-মদীনা মূলত শরী'আতের দলীল নয়; বরং কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হ'ল দলীল।

প্রশ্নঃ (২১/১০১)ঃ জনৈক মহিলার মুখভর্তি দাড়ি গজিয়েছে। লোকেরা তাকে দাড়ি কাটতে বললে বলে, অমুক মৌলভী দাড়ি কাটতে নিষেধ করেছেন। এক্ষণে মহিলাদের দাড়ি হ'লে করণীয় কী?

- জাফর ইকরাম
ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা

উত্তরঃ মহিলাদের দাড়ি হ'লে দাড়ি কাটতে পারে। কেননা গোঁফ ও দাড়ির বিধান পুরুষের জন্য, নারীর জন্য নয়। বরং মহিলা দাড়ি রাখলে তা হবে পুরুষের সাদৃশ্য। নবী করীম (ছাঃ) নারী ও পুরুষের পরস্পরের সাদৃশ্য হ'তে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারীদের উপর এবং নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষের উপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লা'নত করেছেন *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২৯ 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২২/১০২)ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'নিশ্চয়ই ছালাত যাবতীয় অশ্লীল ও পাপ কাজ হ'তে বিরত রাখে' (আনকাবূত ৭৫)। তবুও কেন আমরা বিভিন্ন অন্যায় ও পাপ কাজ করে থাকি?

-আকরাম
বেলঘরিয়া, নাটোর।

উত্তরঃ আসলে তিনটি গুণ বিশিষ্ট ইবাদতের নাম ছালাত। (১) একনিষ্ঠভাবে ছালাত আদায় করা (২) ভীতি ও বিনয়ের সাথে আদায় করা এবং (৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দেখানো পদ্ধতিতে আদায় করা। একনিষ্ঠতা মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করে, ভয়ভীতি মানুষকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। রাসূল (ছাঃ)-এর পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করলে কল্যাণ আসে আর অকল্যাণ চলে যায়। আমাদের ছালাত যেভাবে হওয়া উচিত সেভাবে হয় না। তবুও কল্যাণের আশা রাখতে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, অমুক ব্যক্তি রাতে ছালাত আদায় করে আর সকালে চুরি করে। তিনি বললেন, তুমি যা বলছ অচিরেই তার ছালাত তাকে এ অন্যায় হ'তে বিরত রাখবে *(আহমাদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১২৩৭; ইবনে কাছীর, আনকাবূত ৪৫ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৩/১০৩)ঃ রামাযান মাসে শয়তানের পায়ে শিকল দেয়া থাকে তবুও কেন মানুষ পাপ কাজ করে?

-হুসাইন
বেলঘরিয়া, নাটোর।

উত্তরঃ রামাযান মাসে শয়তানের পায়ে শিকল দেয়া থাকে, রহমতের দরজা খোলা থাকে, জান্নাতের দরজা খোলা থাকে, জাহান্নামের দরজা বন্ধ থাকে *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৬)*। এগুলো বলে আল্লাহ্‌র অসীম রহমত ও দয়াকে বুঝানো হয়েছে এবং রামাযান মাসের মর্যাদা উল্লেখ করা হয়েছে *(দ্রঃ ফাৎহুল বারী ৪/১৪৩, হা/১৮৯৯)*। রামাযানে মানুষ পাপ করবে না একথা নবী করীম (ছাঃ) বলেনি। তাই মানুষের উচিত হবে এ মাসে পাপ হতে বিরত থেকে রহমত অর্জন করে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করা।

প্রশ্নঃ (২৪/১০৪)ঃ সূরা ফাতিহা ছাড়া জানাযার ছালাত হবে কি?

-ফরীদুল ইসলাম
রাণীনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে এবং অন্য একটি সূরা পড়তে হবে। এটা সুন্নাত। ত্বালহা ইবনু আব্দুল্লাহ বলেন, আমি একদা ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর পিছনে জানাযার ছালাত আদায় করলাম। তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন। তিনি যখন ছালাত শেষ করলেন, তখন আমি তার হাত ধরে তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আমি সরবে পড়েছি এজন্য যে, তোমরা জানতে পার সূরা ফাতিহা পাঠ করা সুন্নাত *(বুখারী ১/১৭৮ পৃঃ দিল্লী ছাপা)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, এর সাথে আরেকটি সূরা পড়বে *(আবুদাঊদ হা/৩১৯৮; ছহীহ নাসাঈ হা/১৮৭৮; তিরমিযী হা/১০২৬-১০৭৭, দারাকুতনী ১৯১)*।

প্রশ্নঃ (২৫/১০৫)ঃ ছালাতের মধ্যে হাত কোথায় বাঁধতে হবে? হাতের উপর হাত না কব্জির উপর কব্জি?

-জাফর
বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ছালাতের মধ্যে বাম হাতের উপর ডান হাত বুকের উপর বাঁধতে হবে *(বুখারী ১/১০২ পৃঃ দিল্লী ছাপা; ছহীহ আবুদাঊদ হা/৬৭৮; ছহীহ ইবনে খুযায়মা হা/৪৭৯; বিস্তারিত দেখুন ছালাতুর রাসূল, পৃঃ ৪৮)*। ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপরও রাখা যায় *(ছহীহ আবু দাউদ হা/৭১৭, ছহীহ নাসাঈ হা/৮৮৯)*। উল্লেখ্য যে, নাভির নীচে হাত বাঁধার হাদীছগুলো নিতান্তই যঈফ *(আবুদাঊদ হা/৭৫২, ৭৫৩, ৭৫৪)*। আরও উল্লেখ্য যে, দিল্লী ও দেউবন্দ ছাপা আবুদাঊদে বুকের উপর হাত বাঁধার ছহীহ হাদীছটি নেই *(পৃঃ ১১০)*। তবে বিশুদ্ধতম ছাপা ইবনুল আ'রাবীতে হাদীছটি রয়েছে *(রিয়ায ছাপা হা/৭৫৯)*।

প্রশ্নঃ (২৬/১০৬)ঃ যেসব মুসলমান মানুষের উপর অত্যাচার করে, সম্পদশালী হওয়ার জন্য ঋণ গ্রহণ করে এবং দায়িত্বশীল হওয়ার পর সম্পদ আত্মসাৎ করে তারা কি মুসলিম?

-শহীদুল ইসলাম
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ এদেরকে অমুসলিম বলা যাবে না। তবে তারা মহা পাপী। অত্যাচারীর পরকাল অন্ধকার *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৮৬৫)*। নিরুপায় অবস্থায় ব্যতীত ঋণ গ্রহণ করা ঠিক নয়। ঋণ ছাড়া সব পাপ ক্ষমা হ'তে পারে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০৬)*। অপরের সম্পদ আত্মসাৎকারীর পরিণাম জাহান্নাম *(বুখারী, মুসলিম মিশকাত হা/৪০৩৪)*।

প্রশ্নঃ (২৭/১০৭)ঃ মহিলারা একাকী নিজ বাড়ীতে ঈদের ছালাত আদায় করতে পারবে কি?

-শহীদুল্লাহ
বাড়ীগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তরঃ মহিলাদেরকে ঈদের মাঠে যাওয়া যরূরী *(বুখারী হা/৯৭৪)*। কারণ বশতঃ যেতে না পারলে তারা বাড়ীতে একাকী দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেবেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৪০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৮/১০৮ঃ হালাল রূযী ছাড়া কোন প্রকার ইবাদত আল্লাহ্র নিকট কবুল হয় না। একথাটি কি ঠিক?

-আমজাদ
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ হালাল রূযী ছাড়া কোন ইবাদত কবুল হয় না এ কথা সঠিক। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'এক লোক দীর্ঘ সফরে উস্কু-খুস্কু অবস্থায় হাত তুলে প্রার্থনা করে, হে প্রভু! হে প্রভু! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক হারাম এবং জীবিকা হারাম, তার দো'আ কিভাবে কবুল হবে? *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে শরীর অবৈধ জীবিকা দ্বারা গঠিত হয় তার জন্য জাহান্নাম *(আহমাদ হা/১৪৪৮১, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২৭৭২)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'ঐ দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যে দেহ হারাম জীবিকায় গঠিত হয়েছে' *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, সনদ ছহীহ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৬০৯; মিশকাত হা/২৭৮৭)*।

প্রশ্নঃ (২৯/১০৯)ঃ মৃত ব্যক্তির হাত কোথায় রাখতে হবে? কেউ বলেন, বুকের উপরে, আবার কেউ বলেন, দু'পার্শ্বে।

- ডাঃ ইদরীস
বানেশ্বর, রাজশাহী।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির হাত কোথায় রাখতে হবে এ মর্মে কোন স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে দু'পার্শ্বে রাখা ভাল। কারণ এটা হাতের স্বাভাবিক অবস্থা। আর বুকের উপর হাত রাখলে মানুষ মনে করে সে যে মুছল্লী ছিল, এটা তার প্রমাণ।

প্রশ্নঃ (৩০/১১০)ঃ তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের খুব ইচ্ছা। কিন্তু বিভিন্ন কর্মব্যস্ততার কারণে শরীর ক্লান্ত হয়ে যায়। ফলে প্রতি রাতে ছালাত আদায় করা সম্ভব হয় না। এভাবে ছালাত আদায় করলে নেকী হবে কি?

-আব্দুল মতীন
রাঘবিন্দ্রপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ রাতের ছালাত নিয়মিত পড়াই উচিত। আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল তাই যা সর্বদা করা হয়, যদিও তা কম হয় *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১২৪২)*। তবে উক্ত অবস্থায় সাধ্য অনুযায়ী নিয়মিত আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ কাউকে সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট দেন না *(বাক্বারাহ ২৮৬)*। তিনি বলেন, 'তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬)*। 'তাহাজ্জুদ শুরু করলে আর ছাড়া যাবে না' প্রচলিত একথাটি ঠিক নয়। তবে নিয়মিতভাবে আদায় করাই উত্তম।

প্রশ্নঃ (৩১/১১১)ঃ অনেক বক্তাকে দেখা যায়, বক্তৃতার সময় চা পান করেন, পানি পান করেন। এত মানুষের সামনে এভাবে পান করা কি জায়েয?

-আব্দুস সালাম
মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ বক্তৃতার সময় মানুষের সামনে খাদ্য গ্রহণ করা যায়। নবী করীম (ছাঃ) আরাফার মাঠে মানুষের সামনে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন এ সময় তাঁর নিকট দুধ পাঠানো হ'ল, তিনি লোকদের সামনেই তা পান করলেন *(বুখারী ও মুসলিম; আবুদাঊদ হা/২৪৪১)*।

প্রশ্নঃ (৩২/১১২)ঃ শুনেছি তাবীয ব্যবহার করা হারাম। তাবীযের পরিবর্তে ঔষধি গাছের শিকড়, ডাল বেঁধে দেয়া যাবে কি?

-আবু সাঈদ
মেলান্দহ, জামালপুর।

উত্তরঃ ঔষধ হিসাবে কোন কিছু ঝুলনো বা বাঁধা যাবে না। ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই ঝাড়-ফুঁক করা, কোন কিছু ঝুলানো এবং স্বামী-স্ত্রীর মাঝে ভালবাসা গড়ানোর যেকোন মাধ্যম অবলম্বন করা শিরক' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৫২)*। শিশু বা নারী-পুরুষের গলায়, হাতে ও কোমরে যেকোন বিপদ থেকে বাঁচার জন্য যা কিছু ঝুলিয়ে দেয়া হয় তাকে তা'বীয বলে। তবে কুরআন ও হাদীছের দো'আ ও শিরক মুক্ত কথার মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করা জায়েয আছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫২৬, ৪৫২৯, ৪৫৩০)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/১১৩)ঃ বিতর ছালাত আদায় করে ঘুমিয়ে গেলে কোন নিয়মে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করবে? পুনরায় বিতর পড়তে হবে কি? অনেকেই বলেন, এক রাক'আত পড়ে বিতরকে জোড় করে নিতে হবে। অতঃপর আবার বিতর পড়তে হবে।

-শামীম
গোবরচাকা, খুলনা।

উত্তরঃ রাতের প্রথম ভাগে বিতর পড়লে তাহাজ্জুদ পড়ার পর পুনরায় বিতর পড়তে হবে না। এক রাক'আত পড়ে জোড়াও করা লাগবে না। কারণ বিতর পড়ার পরেও নফল ছালাত আদায় করা যায়। সাথে সাথে এক রাতে দু'বার বিতর পড়াও নিষেধ। নবী করীম (ছাঃ) এক রাতে দু'বার বিতর পড়তে নিষেধ করেছেন *(আবুদাঊদ হা/১৪৩৯)*। তিনি বিতর ছালাত আদায় করার পর আরো দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন *(আবুদাঊদ হা/১২৯৩; তিরমিযী হা/৪৭১; ইবনু মাজাহ হা/১১৯৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/১১৪)ঃ বিতর ছালাত ছুটে গেলে পরে আদায় করতে হবে কি?

-রফীকুল ইসলাম

পাঁজরভাঙ্গা, নওগাঁ।

উত্তরঃ বিতর ছালাত ছুটে গেলে পরে আদায় করতে হবে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি বিতর রেখে ঘুমিয়ে গেলে অথবা বিতর ভুলে গেলে, যখন সকাল হবে অথবা যখন স্মরণ হবে তখন সে যেন পড়ে নেয়' *(ছহীহ আবু দাউদ হা/১২৬৮; মুস্তাদরাকে হাকেম হা/১০৭৭ সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/১১৫)ঃ নারীতে নারীতে সমকামিতায় লিপ্ত হ'লে তার বিধান কি?

-রুহুল্লাহ সাঈদী
হাড়াভাঙ্গা, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ নারীতে নারীতে সমকামিতায় লিপ্ত হ'লে এর জন্য স্পষ্ট কোন শারঈ দণ্ডবিধান নেই। কারণ এদের মধ্যে কর্তা ও কৃত ব্যক্তি নেই। তবে যেসব পাপের নির্ধারিত কোন দণ্ড নেই তার জন্য শারঈ বিধান হচ্ছে তা'যীর তথা সতর্ককারী শাস্তি। আর তা হ'ল ১০টি বেত্রাঘাত *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩০; 'তা'যীর' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/১১৬)ঃ স্বামীর সঙ্গে সহবাস করে গোসলের পরে সন্দেহ হয় যেন ভিতরে জমে থাকা বীর্য কিছুটা পরে বের হয়। এতে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি?

- নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
বি-ব্লক, বগুড়া।

উত্তরঃ উক্ত বীর্যের কারণে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে না। কারণ গোসলের ব্যাপারটি এই বীর্যের কারণে নয়; বরং শরীর থেকে আসক্তির সাথে বের হওয়া বীর্যের কারণে গোসল করতে হয় *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩০)*। সম্ভব হ'লে উক্ত বীর্য ধৌত করে ছালাত আদায় করবে। নবী করীম (ছাঃ)-এর কাপড়ে কখনো বীর্য শুকিয়ে গেলে আয়েশা (রাঃ) তা নখ দিয়ে খুঁটিয়ে ফেলে দিতেন। অতঃপর উক্ত কাপড়ে তিনি ছালাত আদায় করতেন *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/২৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/১১৭)ঃ মোরগের ডাক হ'ল তার ছালাত, দু'পাখার ঝাড়া হ'ল তার রুকু ও সিজদা। এটা কি হাদীছ?

-আহমাদ
বেরাইদ, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(সিলসিলা যাঈফা হা/৩৭৮৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/১১৮)ঃ চাকুরিজীবীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমাকৃত টাকার যাকাত দিতে হবে কি?

-সুহাইল
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত টাকা খরচ করার ব্যাপারে মালিকের স্বাধীনতা থাকলে যাকাত দিতে হবে। আর স্বাধীনতা না থাকলে যখন পাবে তখন সব টাকার যাকাত দিতে হবে। কারণ যাকাত বের করার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে- সম্পদের উপর মালিকের স্বাধীনতা থাকা *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৯৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/১১৯)ঃ ক্বাযা ছালাত আদায়ের কোন নির্দিষ্ট সময় আছে কি? এই ছালাত আদায়ের জন্য ধারাবাহিকতা অবলম্বন করতে হবে কি?

-যিয়াউর রহমান
পাতাড়ী, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ ক্বাযা ছালাত আদায়ের জন্য কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। যখন স্মরণ হবে অথবা ঘুম থেকে জাগবে তখনই তা আদায় করবে। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কোন ব্যক্তি ছালাত ভুলে গেলে অথবা ছালাত রেখে ঘুমিয়ে গেলে তার কাফফারা হচ্ছে- যখনই তার স্মরণ হবে অথবা ঘুম থেকে জাগবে তখনই ছালাত আদায় করে নেওয়া। ছুটে যাওয়া ছালাত আদায় করা ছাড়া বিকল্প কোন কাফফারা নেই *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৬০৩)*। তাবে ক্বাযা ছালাত ধারাবাহিক ভাবেই আদায় করতে হবে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৬৮৭)*। উল্লেখ্য যে, ওমরী ক্বাযা নামে শারী'আতে কোন ছালাত নেই। বিগত জীবনে ছুটে যাওয়া ছালাতের জন্য আল্লাহ্র নিকট অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইতে হবে।

প্রশ্নঃ (৪০/১২০)ঃ আমার পিতা সব সময় অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকতেন। আমি উপদেশ দিলে আমার কথা মানতেন না। এ বিষয়ে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে তিনি আমাকে হাঁসিয়া নিয়া কোপাতে আসেন ও আমাকে হাঁসিয়া দিয়ে কোপ মারেন, আমিও কোপ মারি। আমার কোপে পিতা মারা যান। এখন ক্ষমা চাইলে আমার ক্ষমা হবে কি?

-সাগর
মিরপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ মানুষ হত্যা করা মহাপাপ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে ব্যক্তি মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করল সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করল' *(মায়েদাহ ৩২)*। তাছাড়া পিতা-মাতাকে হত্যা করা আরো বড় পাপ। বর্ণিত অবস্থায় ছেলের সেখান থেকে চলে যাওয়া উচিত ছিল। পাল্টা মারতে যাওয়াটা মারাত্মক অন্যায় হয়েছে। এক্ষণে অনুতপ্ত হয়ে পিতার জন্য এবং নিজের জন্য ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করতে পারেন। আল্লাহ বলেন, 'হে আমার ঐসব বান্দারা! যারা নিজেদের উপর বাড়াবাড়ি করেছ, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সকল গোনাহ ক্ষমা করে থাকেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(যুমার ৫৩)*।

দৃষ্টি আকর্ষণ

মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর জুম'আর খুৎবাসহ বিভিন্ন বক্তব্যের জন্য নিম্নোক্ত ওয়েব এ্যাড্রেসে লগ ইন করুন-

www.4shared.com/account/dir/10565990/7a9c04e8

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১২তম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা
জানুয়ারী ২০০৯

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/১২১)ঃ কবরের পার্শ্বে মাদরাসার ঘর নির্মাণ করা ঠিক হবে কি? দলীল সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-পলাশ
রংপুর।

উত্তরঃ কবরের পার্শ্বে মাদরাসা নির্মাণে কোন শারঈ বাধা নেই। তবে কবরকে মসজিদ বা ছালাতের স্থান হিসাবে নির্ধারণ করা নিষিদ্ধ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭১২)*।

প্রশ্নঃ (২/১২২)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দাফন করার সময় পূর্ব-পশ্চিমে নাকি উত্তর-দক্ষিণে করে দাফন করা হয়েছিল?

-ইসমাঈল
জামিরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মদীনায় দাফন করা হয়েছে আর মদীনার ক্বিবলা হ'ল দক্ষিণ দিকে *(ছফীউর রহমান মুবারকপুরী, বুলূগুল মারাম হা/৯৬-এর ব্যাখ্যা)*। অতএব রাসূল (ছাঃ)-কে পশ্চিম দিকে মাথা রেখে এবং দক্ষিণ দিকে ক্বিবলামুখী করে দাফন করা হয়েছে। যেমন আমাদের দেশে উত্তর দিকে মাথা রেখে পশ্চিম দিকে ক্বিবলামুখী করে রাখা হয়।

প্রশ্নঃ (৩/১২৩)ঃ ছেঁড়া কুরআন মাজীদ মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে, নাকি পুড়িয়ে ফেলতে হবে?

-আব্দুল হাকীম
কোন্দা, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ৩য় খলীফা ওছমান (রাঃ) কয়েকটি উপভাষায় লিপিকৃত কুরআন মাজীদগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র কুরায়শী নুসখাটি রেখে অবশিষ্টগুলো পুড়িয়ে ফেলেছিলেন *(বুখারী, ফৎহুল বারী ৯/১১, 'কুরআন সংকলন' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/২২২১ 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়)*। অতএব ছেঁড়া পাতাগুলো পুড়িয়ে ফেলাই উত্তম।

প্রশ্নঃ (৪/১২৪)ঃ আমরা জানি যে, এক সাথে ২-৩ বছরের জন্য আম বাগান বিক্রয় করা হারাম। তাহ'লে সেই বাগান বিক্রয়ের টাকা দিয়ে বিদেশে গিয়ে উপার্জনকৃত টাকা হালাল হবে কি?

-ইউসুফ
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ ফল পাকার পূর্বে এবং এক সাথে কয়েক বছরের জন্য বাগান বিক্রি করা শরী'আতে নিষিদ্ধ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৪০ এবং মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৪১)*। অতএব উক্ত পদ্ধতিতে বাগান বিক্রি করলে তা হারাম হবে। আর এই হারাম অর্থ দিয়ে ব্যবসা বা উক্ত অর্থ খরচ করে বিদেশে গিয়ে উপার্জিত টাকাও হারাম হবে। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬৬)*।

প্রশ্নঃ (৫/১২৫)ঃ জনৈক বক্তা বলেছেন, আরবের কোন এক শহরের অধিবাসীরা ঢিলা ও পানি এ দু'টি জিনিস দ্বারা ইস্তেঞ্জা করত। এজন্য মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে তাদের প্রশংসা করেছেন। এ বক্তব্য কি সঠিক? পানির আগে টিস্যু পেপার ব্যবহার করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ আখতারুল ইসলাম
চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ সূরা তওবা ১০৮ আয়াত দ্বারা আল্লাহ তা'আলা কোবাবাসীদের প্রশংসা করেছেন। কারণ তারা শুধু পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করতেন, যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(ছহীহ আবুদাঊদ, হা/৪৪; বুলূগুল মারাম হা/১০৫; বিস্তারিত দ্রঃ তাফসীরে ইবনে কাছীর উক্ত আয়াতের ব্যাখ্য।)*। তবে তারা পানি দ্বারা ইস্তেঞ্জা করার পর ঢিলা ব্যবহার করতেন মর্মে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে মুসনাদে বায্যারে যে বর্ণনাটি এসেছে তা যঈফ *(বুলূগুল মারাম হা/১০৪)*। পানির আগে টিস্যু পেপার বা অন্য কিছু ব্যবহার করা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পড়ে। অতএব কেবল পানিই যথেষ্ট।

প্রশ্নঃ (৬/১২৬)ঃ খিযির (আঃ) কে ছিলেন? তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু কখন হয়েছে? জনৈক বক্তা বলেন, খিযির (আঃ) এবং তাঁর বংশধরগণ আজও নদী ভাঙ্গনের কাজে নিয়োজিত। এই বক্তব্য কি সঠিক?

-মুযাফফর রহমান
আখড়াখোলা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ অধিকাংশ মুফাসসির এ বিষয়ে একমত যে, খিযির নবী ছিলেন না। তবে নিঃসন্দেহে তিনি একজন উচ্চ পর্যায়ের জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। যারা বলেছেন তিনি এখনো জীবিত আছেন তাদের সূত্র অত্যন্ত দুর্বল। উল্লেখ্য যে, তিনি এবং তাঁর বংশধরগণ নদী ভাঙ্গনের কাজে নিয়োজিত আছেন কথাটির কোন সত্যতা নেই। তাঁর মারা যাওয়ার দলীল হিসাবে ইমাম বুখারী (রহঃ) নিম্নোক্ত আয়াতটি উল্লেখ করেছেন 'আপনার পূর্বেও কোন মানুষকে আমরা অনন্ত জীবন দান করিনি' *(আম্বিয়া ২১/৩৪; ক্বাছাছুল আম্বিয়া, পৃঃ ২৯৯)*।

প্রশ্নঃ (৭/১২৭)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কবরে রাখার সময় بسم الله وعلى ملة رسول الله বলা হয়েছিল কি?

-হাসীবুল ইসলাম
করখণ্ড, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ইবনু ওমর (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমরা মাইয়েতকে কবরে রাখবে তখন 'বিসমিল্লা-হি ওয়া 'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লা-হি' বলবে *(আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৭০৭; বুলূগুল মারাম হা/৫৬২)*। অতএব নিশ্চিতভাবে বুঝা যায় যে, ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ পালনার্থে তাঁকে দাফন করার সময় উক্ত দো'আ পাঠ করে।

প্রশ্নঃ (৮/১২৮)ঃ মসজিদে নববী তৈরী করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কাদের জমি ক্রয় করেছিলেন?

-শরীফুল ইসলাম
ঘোনা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন হিজরত করে মদীনায় এলেন এবং মসজিদ নির্মাণের জন্য আদিষ্ট হ'লেন, তখন তিনি বনু নাজ্জার গোত্রকে ডেকে বললেন, 'তোমরা তোমাদের বাগান মসজিদ নির্মাণের জন্য বিক্রি করে দাও। তখন তারা বলল, আমরা এর বিনিময় নিব না, আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য এটা ছেড়ে দিলাম' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩৭৯ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৯/১২৯)ঃ পালিত পুত্রের বিবাহের সময় পালক পিতার নাম ব্যবহার করা যাবে কি? যদিও তার প্রকৃত পিতার নাম জানা আছে।

-এম.এ সরকার
ভানকুর, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ পালিত সন্তানের বিবাহ সহ সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত পিতার পরিচয় দিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃ পরিচয়ে ডাক। এটাই আল্লাহ্র কাছে ন্যায়সংগত। যদি তোমরা তাদের পিতৃ পরিচয় না জান, তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধুরূপে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে তোমাদের কোন বিচ্যুতি হ'লে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই, তবে ইচ্ছাকৃত হ'লে ভিন্ন কথা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু' *(আহযাব ৩৩/৫)*।

প্রশ্নঃ (১০/১৩০)ঃ কখন থেকে জুম'আর ছালাতের সূচনা হয়? জুম'আর ছালাতের জন্য অনেক মসজিদে দু'বার আযান দেওয়া হয়। এর ভিত্তি আছে কি?

-আব্দুল্লাহ আল-মামুন
রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ১ম হিজরীতে জুম'আ ফরয হয় এবং হিজরতকালে ক্বোবা ও মদীনার মধ্যবর্তী বনু সালেম গোত্রে সর্বপ্রথম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুম'আর ছালাত আদায় করেন *(কুরতুবী, সূরা জুম'আ; ইরওয়াউল গালীল ৩/৬৮ পৃঃ)*। জুম'আর আযান একটি, যা খত্বীব মেম্বারের উপর বসার পর দিতে হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আবূবকর ও ওমর (রাঃ)-এর যুগে এবং ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতের প্রথমার্ধে এই নিয়ম চালু ছিল। অতঃপর মুসলিমদের সংখ্যা ও নগরীর ব্যস্ততা বেড়ে গেলে ওছমান (রাঃ) জুম'আর পূর্বে মসজিদে নববী থেকে দূরে 'যাওরা' বাজারে একটি উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে লোকদের হুঁশিয়ার করার জন্য পৃথক একটি আযানের নির্দেশ দেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১৪০৪; ফাৎহুল বারী ২/৪৫৮)*। খলীফার এই হুকুম ছিল স্থানিক প্রয়োজনের কারণে একটি সাময়িক রাষ্ট্রীয় ফরমান মাত্র। তাই সর্বদা এই নিয়ম চালু করার পিছনে কোন যুক্তি নেই। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আচরিত সুন্নাতের অনুসরণই সকল মুমিনের কাম্য *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১০৫-১০৬)*।

প্রশ্নঃ (১১/১৩১)ঃ অনেক বক্তার মুখে শুনা যায়, জুম'আর দিন তাহইয়াতুল মসজিদ দুই রাক'আত, ফরয দুই রাক'আত এবং ফরযের পরে দুই রাক'আত ছালাত আদায় করলেই ছালাত হয়ে যাবে। কথাটি কতটুকু সত্য?

-আনোয়ার
বেড়াশুলা, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতিতে ছালাত হয়ে যাবে। তবে জুম'আর ফরয ছালাতের পূর্বে নির্দিষ্ট কোন সুন্নাত ছালাত নেই। মুছল্লী কেবল 'তাহইয়াতুল মসজিদ' দু'রাক'আত পড়ে বসবে। সময় পেলে খুৎবার আগ পর্যন্ত যত খুশী নফল ছালাত আদায় করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৮২)*। জুম'আর ছালাতের পরে মসজিদে চার রাক'আত অথবা বাড়ীতে দু'রাক'আত সুন্নাত আদায় করবে। তবে মসজিদেও চার বা দুই কিংবা চার ও দুই মোট ছয় রাক'আত সুন্নাত পড়া যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৬৬; মির'আত ২/১৪৮; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১১০)*।

প্রশ্নঃ (১২/১৩২)ঃ হজ্জ করতে গিয়ে মক্কা থেকে কাফনের কাপড় সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করা যাবে কি?

-আব্দুল মতীন
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ হজ্জ শেষে ফেরার সময় মক্কা থেকে প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করাতে শারঈ কোন বাধা নেই। কিন্তু অধিক ফযীলতপূর্ণ মনে করে সেখান থেকে কাফনের কাপড় ক্রয় করা ঠিক নয়। এটা দ্বীনের মধ্যে বাড়াবাড়ির শামিল হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না' *(নিসা ১৭১)*।

প্রশ্নঃ (১৩/১৩৩)ঃ চার রাক'আত বিশিষ্ট ছালাতের শেষ বৈঠকের সময় বায়ু নির্গত হ'লে পূর্বের দু'রাক'আত ছালাত

হবে কি? নাকি আবার শুরু থেকে চার রাক'আত আদায় করতে হবে?

-আশিকুর রহমান
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

উত্তরঃ পুনরায় শুরু থেকে চার রাক'আত ছালাত আদায় করতে হবে। কেননা ঐ ব্যক্তি তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা ছালাত শুরু করলেও সালাম দ্বারা ছালাত শেষ করেনি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ছালাতের শুরু হ'ল তাকবীর এবং শেষ হ'ল সালাম' *(আবুদাঊদ, তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/৩১২)*। উল্লেখ্য যে, ছালাতরত অবস্থায় বায়ু নির্গত হ'লে পুনরায় ওযূ করে এসে বাকী ছালাত আদায় করতে হবে মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ। এছাড়া নতুনভাবে ওযূ করে পুনরায় নতুনভাবে ছালাত শুরু করতে হবে মর্মে আবুদাঊদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত তালক্ব ইবনু আলী (সঠিক নাম হবে আলী ইবনু তালক্ব) বর্ণিত হাদীছটি ইমাম তিরমিযী (রহঃ) 'হাসান' বলেছেন। ইবনুল মুনযির 'হাসান' হিসাবে তা নকল করেছেন এবং তিনি তার স্বীকৃতিও দিয়েছেন। ইবনু হিব্বান উক্ত হাদীছটি 'ছহীহ' বলেছেন। মুতাক্বাদ্দিমীনের মধ্যে ইবনুল ক্বাত্তান ব্যতীত কেউ যঈফ বলেননি *(মির'আতুল মাফাতীহ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮৩-৩৮৪)*। শায়খ আলবানী (রহঃ)ও উক্ত হাদীছকে যঈফ বলেছেন *(যঈফ আবুদাঊদ হা/২০৫ ও ১০০৫)*।

প্রশ্নঃ (১৪/১৩৪)ঃ আমার এলাকায় একটি 'খোলা তালাক' হয়। পরবর্তীতে স্ত্রী ভুল বুঝতে পেরে পুনরায় স্বামীর সাথে সংসার করার ইচ্ছা পোষণ করে। এক পর্যায়ে ৪ মাস ৬ দিন পরে স্বামী-স্ত্রী কাযী অফিসে গিয়ে নতুনভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এ বিবাহ শুদ্ধ হয়েছে কি?

-আব্দুল খালেক
উলানিয়া, বরিশাল।

উত্তরঃ উক্ত বিবাহ শুদ্ধ হয়েছে। স্ত্রী যদি স্বেচ্ছায় মোহর ফেরত দিয়ে স্বামীর কাছ থেকে খোলা করে থাকে, তাহ'লে তার জন্য ইদ্দত হ'ল এক হায়েয, ৪ মাস ১০ দিন নয়। ছাবেত ইবনু ক্বায়েসের স্ত্রী তার স্বামীর কাছ থেকে খোলা করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার ইদ্দত এক হায়েয নির্ধারণ করেন *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/২২২৯; তিরমিযী, বুলূগুল মারাম/১০৬৭)*। খোলা দ্বারা তালাকে বায়েন পতিত হয়। ইদ্দতের পরে যদি স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে গ্রহণ করতে চায় তাহ'লে মোহর ধার্য করে নতুন বিবাহের মাধ্যমে আবদ্ধ হ'তে হবে *(দ্রঃ তালাক ও তাহলীল বই, পৃ:১০-১১)*।

প্রশ্নঃ (১৫/১৩৫)ঃ আরবীতে নিজের প্রয়োজনীয় দো'আ তৈরী করে সিজদার মধ্যে পড়া যাবে কি?

-এম. এ ছবুর
নবীনগর, খুলনা।

উত্তরঃ সিজদা অথবা ছালাতের কোন স্থানেই আরবী অথবা অন্য কোন ভাষায় প্রয়োজনীয় দো'আ তৈরী করে পড়া যাবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই ছালাত মানুষের কথাবার্তা বলার ক্ষেত্র নয়। এটা কেবল তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন তেলাওয়াতের জন্যই নির্দিষ্ট' *(ছহীহ মুসলিম হা/৫৩৭, আবুদাঊদ হা/৭৯৫; নাসাঈ হা/১২০৩)*। তবে কুনূতে নাযেলায় রাসূল (ছাঃ) বিভিন্ন ব্যক্তির নাম ধরে তাদের বিরুদ্ধে দো'আ করেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২৮৮)*।

প্রশ্নঃ (১৬/১৩৬)ঃ আলেমদের কাছ থেকে জানতে পারি যে, স্ত্রী-কন্যাদেরকে যে ব্যক্তি যথাযথভাবে পর্দায় রাখে না এবং যত্রতত্র ঘোরাফেরা ও বেগানা পুরুষের সামনে যাতায়াত করা থেকে বিরত রাখে না সে 'দাইয়ুছ'। আর দাইয়ুছ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। কিন্তু স্ত্রী-কন্যাদের বোঝানোর পরও যদি তারা কথা না শোনে তাহ'লে ঐ ব্যক্তির করণীয় কী?

-হেলালুদ্দীন
কালাচাঁদপুর, গুলশান, ঢাকা।

উত্তরঃ আলেমদের উক্ত বক্তব্য সঠিক *(আহমাদ হা/৬১৮০, নাসাঈ হা/২৫৬২ সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৩৬৫৫)*। অভিভাবকের উপদেশ উপেক্ষা করে যদি কেউ ইসলাম বহির্ভূত রীতিতে চলাফেরা করে তাহ'লে সেজন্য অভিভাবক দায়ী থাকবেন না এবং তিনি দাইয়ুছও হবেন না। তবে তার কর্তব্য হবে তাদের প্রতি উপদেশ অব্যাহত রাখা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অতএব আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা। আপনি তাদের শাসক নন' *(গাশিয়াহ ২১-২২)*। তিনি অন্যত্র বলেন, 'আপনি উপদেশ দিন, কেননা উপদেশ মুমিনদের উপকারে আসে' *(আয-যারিয়াত ৫৫)*।

প্রশ্নঃ (১৭/১৩৭)ঃ আদম (আঃ) পৃথিবীতে আসার পর অন্যান্য নবী-রাসূলের ন্যায় কোন গোত্র বা মানুষকে দাওয়াত দিতেন কি? আদম (আঃ)-এর সময়ে মানুষ কি মূর্তি পূজার মত শিরক করত? কখন থেকে মূর্তিপূজা শুরু হয়?

-রুবিনা হেলাল
কালাচাঁদপুর, গুলশান, ঢাকা।

উত্তরঃ অন্যান্য নবী-রাসূলগণের মত আদম (আঃ)ও মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দিতেন। মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক্ব বলেন, আদম (আঃ)-এর মৃত্যুর সময় হ'লে তিনি তাঁর পুত্র শীছ (আঃ)-কে ওছিয়ত করলেন, তাকে দিন-রাতের সময় শিক্ষা দিলেন এবং তাকে ইবাদতের সময় শিক্ষা দিলেন *(ক্বাছাছুল আম্বিয়া, পৃঃ ১০৩)*। তাঁর যুগে মূর্তিপূজা ছিল না। মূর্তিপূজা শুরু হয় নূহ (আঃ)-এর যামানায় *(ফাৎহুল বারী ৮/৮৬৪ পৃঃ, হা/৪৯২০-এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/১৩৮)ঃ পেশাব-পায়খানা করা অবস্থায় আযান শুনলে তার জওয়াব দিতে হবে কি? বর্তমানে গোসলখানা ও টয়লেট একত্রে তৈরী হচ্ছে। প্রশ্ন হ'ল, ঐ বাথরুমে ওযু ও গোসল করা যাবে কি? শুনা যায়, অপবিত্র স্থানে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া যাবে না। সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-শরীফুল ইসলাম
গাজীপুর।

উত্তরঃ পেশাব-পায়খানা করা অবস্থায় আযান শুনলে তার জওয়াব দিতে হবে না। টয়লেটযুক্ত গোসলখানাতেও আযানের জওয়াব এবং যিকর করা যাবে না। যখন সেখানে প্রবেশ করবে তখন দো'আ পড়ে প্রবেশ করবে এবং বের হওয়ার সময় বের হয়ে দো'আ পড়বে এবং ওযূ করে বাইরে বের হয়ে ওযূর দো'আ পড়বে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৩৭ ও ৩৫৯; ফাতাওয়া লাজনা-দায়েমা ৫/৯২)।*

প্রশ্নঃ (১৯/১৩৯)ঃ কুরবানীর পশুর গলায় লাল ফিতা বেঁধে দেওয়া যাবে কি?

-শামসুযযামান
বাউসা হেদাতীপাড়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কুরবানীর পশু হিসাবে কেবল পরিচিতির জন্য দেওয়া যেতে পারে *(বুখারী হা/১৭০০)*। তবে তা যেন মুশরিক ও বিদ'আতীদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭)।*

প্রশ্নঃ (২০/১৪০)ঃ আমি জনৈক আলেমকে দেখেছি যে, তিনি কুরআন তেলাওয়াত রত অবস্থায় সিজদার আয়াত পড়ে দক্ষিণ দিকে মুখ করে সিজদা করলেন। এটা কি জায়েয? আর সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করে সিজদা না করলে তার পরিণাম কী হবে?

-সাইফুল ইসলাম
জামুর, শেরপুর, বগুড়া।

উত্তরঃ তেলাওয়াতে সিজদা যেহেতু ছালাত নয়, সেকারণে এর জন্য ওযূ বা ক্বিবলা শর্ত নয়। সুতরাং সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করলে বা শ্রবণ করলে যেকোন দিকে মুখ করে সেজদা করা যায়। একই আয়াত বারবার পড়লে তেলাওয়াত শেষে একবার সিজদা করলেই যথেষ্ট হবে। স্থান পরিবর্তন হ'লে আর সিজদা করতে হয় না বা ক্বাযাও আদায় করতে হয় না। এই সিজদা ফরয নয়। করলে নেকী আছে, না করলে গুনাহ নেই *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৮৪-৮৫)।*

প্রশ্নঃ (২১/১৪১)ঃ একটি মেয়ে তার আপন বৃদ্ধা দাদীর সাথে ঝগড়ার এক পর্যায়ে তাকে আঘাত করতে উদ্যত হ'লে তার মা তাকে বিরত রাখে। ঘটনাটি জানার পর মেয়েটির পিতা তার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেন। এমনকি পিতা এখন মেয়েকে মেয়ে বলে স্বীকার করতে অসম্মত। মেয়েটি তার দাদীর কাছে ক্ষমা নিলেও পিতা তাকে ক্ষমা করতে নারায। এখন তার করণীয় কি?

-মশিউর রহমান
গুলশান, ঢাকা।

উত্তরঃ মেয়েটি দাদীর সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে এবং তাকে মারতে উদ্যত হয়ে নিঃসন্দেহে গুরুতর অপরাধ করেছে। কিন্তু পরবর্তীতে সে দাদীর কাছ থেকে ক্ষমা নিয়ে নেওয়ায় সে এখন অপরাধ মুক্ত। সুতরাং মেয়ের সাথে কথা না বলা, তাকে মেয়ে বলে স্বীকার না করা এবং তার উপর অসন্তুষ্ট থাকা পিতার জন্য অন্যায় হবে। অতএব পিতার উচিত মেয়েকে ক্ষমা করে দিয়ে তার সাথে স্বাভাবিক আচরণ করা। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর চাচা আমীর হামযাহ (রাঃ)-এর হত্যাকারী নওমুসলিম ওয়াহশীকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন *(বুখারী ২/৫৮২ পৃঃ)*। এছাড়া আল্লাহ তা'আলা মুত্তাক্বীদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, যারা সচ্ছলতা ও অভাবের সময় ব্যয় করে, যারা ক্রোধকে সংবরণ করে এবং মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। বস্তুতঃ আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকেই ভালবাসেন *(আলে ইমরান ১৩৪)।*

প্রশ্নঃ (২২/১৪২)ঃ ইলিয়াস (আঃ) আল্লাহকে বলেন, হে আল্লাহ! আমি জান্নাত দেখতে চাই। তখন আল্লাহ জিবরীল (আঃ)-কে বললেন, তুমি তাকে জান্নাত দেখাও। জিব্রীল ইলিয়াসকে বললেন, আপনি শুধু একপলক দেখবেন। অতঃপর তিনি জান্নাত যাওয়ার পর আর বের হননি। এখন পর্যন্ত তিনি জান্নাতে অবস্থান করছেন। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শাহিন আলম
ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত ঘটনাটি ইলিয়াস (আঃ)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, বরং ইদরীস (আঃ)-এর সাথে সংশ্লিষ্ট। তবে ইদরীস (আঃ) সম্পর্কে কথিত উক্ত ঘটনাটি জাল বা মিথ্যা *(দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৩৯)।*

প্রশ্নঃ (২৩/১৪৩)ঃ কোন একটি নির্দিষ্ট মসজিদে দান করার নিয়ত করার পর নিয়ত পরিবর্তন করে অন্য মসজিদে দান করা যাবে কি?

-ইদরীস পাটোয়ারী
হালিশহর, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ শারঈ বিবেচনায় দাতা তার নিয়ত পরিবর্তন করতে পারেন, অন্য কোন বিবেচনায় নয়। যেমন মসজিদে শিরক-বিদ'আতের প্রচলন হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বা মসজিদের জমিতে ওয়াকফের ব্যাপারে কোন ত্রুটি থাকলে অথবা অন্য মসজিদে দানের অধিক প্রয়োজন মনে করলে ইত্যাদি কারণে নিয়ত পরিবর্তন করা যাবে *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ ফিক্বহুস সুন্নাহ 'ওয়াক্ফ' অধ্যায় ৩/৩৮৬)।*

প্রশ্নঃ (২৪/১৪৪)ঃ কেউ কেউ বলেন, 'ছালাতুয যুহা' আদায় করলে ওমরার নেকী পাওয়া যায়, একথা সঠিক কি? এর রাক'আত সংখ্যা সহ ফযীলত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল মান্নান ব্যাপারী
কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে ফজরের ছালাত আদায়ের পর সেখানে বসেই যিকর-

আযকারে মশগূল থাকল। অতঃপর সূর্যোদয়ের পর সেখানেই দু'রাক'আত ছালাত আদায় করল। সে ব্যক্তি একটি হজ্জ ও ওমরাহ্‌র ন্যায় নেকী পেল' *(ছহীহ তিরমিযী হা/৫৮৬ সনদ হাসান; মিশকাত হা/৯৭১ 'ছালাতের পরে যিকর' অনুচ্ছেদ)*। এই ছালাতকে 'ছালাতুল ইশরাক্ব' বলা হয়, যা ছালাতুয যুহার প্রথমাংশের ছালাত *(দ্রঃ মির'আত হা/৯৭৮-এর ব্যাখ্যা)*। এ ছালাতের রাক'আত সংখ্যা ২, ৪, ৮, ১২ পর্যন্ত পাওয়া যায়। মক্কা বিজয়ের দিন আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) ৮ রাক'আত পড়েছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩০৯)*। বোরায়দা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মানুষের শরীরে ৩৩০টি জোড় আছে। অতএব মানুষের কর্তব্য হ'ল- প্রত্যেক জোড়ের জন্য একটি করে ছাদাক্বা করা। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! কার শক্তি আছে এই কাজ করার? তিনি বললেন, চাশতের দু'রাক'আত ছালাতই এজন্য যথেষ্ট' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৮০)*।

প্রশ্নঃ (২৫/১৪৫)ঃ ওযূর ফরয কয়টি ও কি কি? দলীলভিত্তিক সঠিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-ভেউর এলাকাবাসী
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী ওযূর ফরয চারটি: (১) পুরা মুখমণ্ডল ধৌত করা (২) দুই হাত কনুই সমেত ধৌত করা (৩) দুই পা টাখনু সহ ধৌত করা (৪) কানসহ মাথা মাসাহ করা *(মায়েদাহ ৬)*। এছাড়া উক্ত আয়াতের আলোকে বিদ্বানগণ ধারাবাহিকতা অবলম্বন করা, এক অঙ্গ শুকিয়ে যাওয়ার আগে আরেক অঙ্গ ধৌত করা ও নিয়ত করাকে ফরয বলেছেন *(শায়খ ওছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ২১৯; ফাতাওয়া শায়খ বিন বায ১০/১০২-১০৩; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৮-৩৯)*।

প্রশ্নঃ (২৬/১৪৬)ঃ জনৈক বক্তা খুৎবা দেওয়ার সময় বলেন যে, কোন মানুষ যদি কোনদিন সাতবার জাহান্নাম থেকে মুক্তি চায় তাহ'লে জাহান্নাম বলে, হে আমার প্রতিপালক! আপনার অমুক বান্দা আমার কাছ থেকে আপনার নিকট মুক্তি চেয়েছে আপনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করুন। আর কোন ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট সাতবার জান্নাত চাইলে জান্নাত বলে, হে আমার প্রতিপালক! আপনার অমুক বান্দা আমাকে চেয়েছে। আপনি দয়া করে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। উক্ত বর্ণনাটির সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ রূহুল আমীন শাহ
শাঁখারীপাড়া, নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। বরং সঠিক বর্ণনা নিম্নরূপ: আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার নিকট তিনবার জান্নাত চাইবে তখন জান্নাত বলবে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। আর যে ব্যক্তি তিনবার জাহান্নাম থেকে মুক্তি চাইবে জাহান্নাম তখন বলবে, হে আল্লাহ! তুমি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাও *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৪৩৪০; তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৪৭৮)*।

প্রশ্নঃ (২৭/১৪৭)ঃ আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় তাঁর কোন শরীক নেই। কিন্তু আল্লাহ কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় বহুবচন ব্যবহার করেছেন কেন?

-ডাঃ যহীরুল হক
রামপাল, কুমিল্লা।

উত্তরঃ সম্মানের ক্ষেত্রে এক বচনকে বহু বচন ব্যবহার করা হয়। সেকারণ আল্লাহ তা'আলা নিজের সম্মানার্থে বহু বচন ব্যবহার করেছেন।

প্রশ্নঃ (২৮/১৪৮)ঃ কোন ঈমানদার ব্যক্তিকে রক্ত দিলে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে তার কোন প্রতিদান আছে কি? আর কোন বেনামাযীকে রক্ত দিলে তার জন্য কোন গুনাহ হবে কি?

-ইবরাহীম
ত্রিমোহনী, ঢাকা।

উত্তরঃ নামাযী-বেনামাযী যেকোন মানুষের উপকারার্থে রক্ত দেওয়া ও নেওয়ার মধ্যে কল্যাণ বা ছওয়াব রয়েছে। কারণ এটা মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য এবং দয়া করার শামিল। জাবির ইবনু আব্দিল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি রহম করেন না যে মানুষের প্রতি দয়া করে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৪৭)*।

প্রশ্নঃ (২৯/১৪৯)ঃ ইসলামিক টিভিতে 'জেনে নাও' নামক ইসলামিক অনুষ্ঠানে জনৈক আলেম বলেন, ফজর, মাগরিব, এশা ও জুমার ছালাতের প্রথম দুই রাক'আতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতেহা পড়তে হবে না, শুধু শুনতে হবে। এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, যেহেতু ইমাম সরবে সূরা ফাতেহা পড়েন সেহেতু নীরবে শোনাই উত্তম। কেননা যেখানে কুরআন তেলাওয়াত হয় সেখানে মনোযোগ সহকারে তেলাওয়াত শোনাও ছওয়াব। উক্ত কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আলমগীর
মাষ্টারপাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দৃষ্টিতে উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ ইমাম ও মুক্তাদী সকলের জন্য সকল প্রকার ছালাতের প্রতি রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করা ফরয। উবাদাহ বিন ছামিত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ঐ ব্যক্তির ছালাত সিদ্ধ নয়, যে ব্যক্তি সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২২)*। পক্ষান্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যখন কুরআন পাঠ করা

হয়, তখন তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ কর ও চুপ থাক' *(আ'রাফ ২০৪)*। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা কি ইমামের ক্বিরাআত অবস্থায় কিছু পাঠ করে থাক? এটা করবে না। বরং কেবলমাত্র সূরায়ে ফাতিহা চুপে চুপে পড়বে' *(বুখারী, জুযউল ক্বিরাআত, ছহীহ ইবনু হিব্বান, ত্বাবারানী আওসাত্ব, বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, তুহফাতুল আহওয়াযী, অনুচ্ছেদ নং ২২৯, হা/৩১০ দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৫১)*।

প্রশ্নঃ (৩০/১৫০)ঃ জনৈক মুসলিম ব্যক্তি ইহুদীর সাথে জমি সংক্রান্ত বিষয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে যায়। তিনি ইহুদীর পক্ষে ফায়ছালা দেন। মুসলিম ব্যক্তি রাসূলের ফায়ছালা উপেক্ষা করে ওমর (রাঃ)-এর কাছে গেলে ওমর (রাঃ) তাকে হত্যা করেন। উক্ত ঘটনা কি সঠিক?

-মুহাম্মাদ আমীনুর রহমান
ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজ, কুমিল্লা।

উত্তরঃ প্রকৃত ঘটনা এই যে, রাসূল (ছাঃ)-এর ফুফাতো ভাই যুবায়ের (রাঃ) এবং বদরী ছাহাবী হাতেব বিন আবু বালতা'আহ আনছারীর মধ্যে নালা থেকে ক্ষেতে পানি দেওয়া নিয়ে ঝগড়া হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যুবায়ের (রাঃ)-এর পক্ষে রায় দেন। কেননা তাঁর জমি ছিল উঁচুতে এবং বিবাদীর জমিটি ছিল নীচুতে। তাই উপরের ক্ষেতে পানি না দিয়ে নীচের ক্ষেতে আগে পানি চালু করা সম্ভব ছিল না। তাতে বিবাদী নাখোশ হয়ে বলেন যে, যুবায়ের আপনার ফুফাতো ভাই হওয়ার কারণে আপনি তার পক্ষে রায় দিলেন। এতে আল্লাহ্‌র রাসূলের চেহারা লাল হয়ে যায়। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে সূরা নিসা ৬৫ আয়াতটি নাযিল হয় *(বুখারী হা/৪৫৮৫ ও অন্যান্য, তাফসীর ইবনে কাছীর)*। প্রশ্নে উল্লেখিত ওমর (রাঃ)-এর ঘটনাটি এবং এর কারণে ওমর (রাঃ)-কে 'ফারূক' উপাধি দেওয়া হয় বলে কালবী সূত্রে আবু ছালেহ হযরত ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে যে বর্ণনা এসেছে, যা যঈফ এবং বিস্ময়কর (غريب)। কালবী 'মিথ্যুক' বলে অভিযুক্ত *(তাহক্বীক কুরতুবী হা/২২৯৮ ও ২২৯৯-এর টীকা দ্রঃ; ইবনু কাছীর একে 'অতীব বিস্ময়কর' বলেছেন)*।

প্রশ্নঃ (৩১/১৫১)ঃ জনৈক ব্যক্তির সাথে এক মহিলার অবৈধ সম্পর্কের মাধ্যমে সন্তান হয়। পরে তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। প্রশ্ন হ'ল- বিবাহের আগে তাদের যে সন্তান জন্ম নিল, সে সন্তান কি পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ'তে পারবে?

-আব্দুল কাফী
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত সন্তান 'জারজ' হিসাবে গণ্য হবে। আর জারজ সন্তান পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে না এবং পিতাও তার উত্তরাধিকারী হবে না *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৭৪৫; তিরমিযী, মিশকাত হা/৩০৫৪)*। তবে সে তার মাতার সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে এবং মাতাও তার সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الولد للفراش 'সন্তান হ'ল বিছানার' অর্থাৎ তার মায়ের *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, আবুদাউদ, মিশকাত হা/৩৯১২, ৩৩২০)*।

প্রশ্নঃ (৩২/১৫২)ঃ সূরা মা'আরিজের ২৩ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, দায়েমী (সার্বক্ষণিক) ছালাত কায়েমী (আনুষ্ঠানিক) ছালাতের চেয়ে উত্তম। প্রশ্ন হ'ল, সার্বক্ষণিক ২৪ ঘণ্টা কিভাবে ছালাতের উপর থাকা যায়? দায়েমী ছালাত ও কায়েমী ছালাত কি ধরনের, কেমন করে আদায় করতে হয়?

-ডাঃ মুহাম্মাদ যহীরুল হক্ব
রামপাল, ময়নামতি বাজার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ইমাম কুরতুবী ও ইবনু কাছীর বলেন, উক্ত আয়াতের অর্থ হ'ল, যে ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ে ওয়াজিব সমূহ সহকারে নিয়মিতভাবে ছালাত আদায় করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ 'আল্লাহ্‌র নিকটে প্রিয়তর আমল হ'ল নিয়মিত করা, যদিও তা কম হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৪২ 'আমলে মধ্যপন্থা অবলম্বন' করা অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/১৫৩)ঃ চুল এবং দাড়ি সাদা হয়ে গেলে তা কালো করার জন্য কোন কিছু ব্যবহার করা যায় কি?

-মুহাম্মাদ আমীনুর রহমান
ভিক্টোরিয়া সরকারী কলেজ, কুমিল্লা।

উত্তরঃ পুরুষের চুল-দাড়ি বা মহিলাদের চুল সাদা হয়ে গেলে মেহেদী বা অন্য কিছু দিয়ে রাঙ্গানো যায়। তবে কালো করার জন্য কোন কিছু ব্যবহার করা যাবে না। জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আবুবকর (রাঃ)-এর পিতা আবু কুহাফাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট যখন নিয়ে আসা হয়, তখন তার মাথার চুল ও দাড়ি সাদা কাশফুলের ন্যায় ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, কোন কিছু দিয়ে চুলগুলোর রং পরিবর্তন কর, তবে কালো রং থেকে বিরত থাক *(মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৯৯, 'হলুদ ও লাল রং দিয়ে চুল রাঙ্গানো মুস্তাহাব এবং কালো দিয়ে রাঙ্গানো হারাম' অনুচ্ছেদ; মিশকাত হা/৪৪২৪ 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। তিনি বলেন, আখেরী যামানায় একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যারা কবুতরের বক্ষের ন্যায় কালো খোযাব ব্যবহার করবে। তারা জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না' *(আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৫২)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'চুল রাঙানোর শ্রেষ্ঠ রং হ'ল মেহেদী এবং 'কাতাম' ঘাস' *(তিরমিযী, আবুদাউদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৫১)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/১৫৪)ঃ জনৈক ইমাম দরূদ শরীফের ফযীলত বর্ণনায় বলেন, নৌকার মাঝির দরূদ শুনে একটি মাছ পাগল হয়ে নদীর কিনারে উপস্থিত হয়। এক জেলে মাছটি ধরে বাজারে বিক্রি করে। মাছটি ক্রয় করেন ওমর (রাঃ) এবং রাসূল (ছাঃ)-কে

দাওয়াত করেন। ওমর (রাঃ)-এর স্ত্রী মাছটি রান্না করতে গেলে আগুন নিভে যায় ও বারবার চেষ্টা করেও তিনি ব্যর্থ হন। ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে বর্ণনা করলে তিনি হেসে বলেন, এটা তো দুনিয়ার আগুন, এমনকি জাহান্নামের আগুনও এ দরূদ পাগল মাছকে পোড়াতে পারবে না।

-কাযী মাইনুল ইসলাম
ইমামনগর, ভোলাহাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত ঘটনাটি ভিত্তিহীন ও কল্পকাহিনী মাত্র। এসব অলীক কাহিনী বর্ণনা করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে (যাচাই-বাছাই না করে) তাই বলে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/১৫৫)ঃ ছালাতরত অবস্থায় বিদ্যুৎ চলে গেলে সিজদায় গিয়ে টর্চ লাইটের সুইচ টিপে আলো জ্বালানো যাবে কি?

-মুহাম্মাদ গোলাম রহমান
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ছালাতরত অবস্থায় প্রয়োজনে আলো জ্বালানো যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নফল ছালাতরত অবস্থায় স্ত্রী আয়েশার জন্য দরজা খুলে দিয়েছেন *(আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/1005 'ছালাতের মধ্যে কী কী করা জায়েয ও নাজায়েয' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/১৫৬)ঃ আমাদের এলাকায় আক্বীক্বার চামড়া বা তার অর্থ গ্রামের প্রধানের হাতে দিতে হয়। এর প্রকৃত হক্বদার কে?

-মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ আক্বীক্বার পশুর চামড়া বিক্রি করে তার মূল্য ফক্বীর-মিসকীনের মাঝে ছাদাক্বা করে দিতে হবে। সর্দারের মাধ্যমেও সেটা বন্টন করা যায় বা নিজেও করা যায় *(ইবনুল ক্বাইয়েম আল-জাওযীয়াহ, তুহফাতুল মাওদূদ বিআহকামিল মাওলূদ, পৃঃ ৬২-৬৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/১৫৭)ঃ সফরে (দীর্ঘ ভ্রমণ) কিংবা স্বল্প দূরত্বে আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধুদের বাড়ীতে রাত্রি যাপন করলে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন নির্দেশনা আছে কি?

-সুলতানা
মেলান্দী, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছাওবান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'সফরে রাত্রি জাগরণ কষ্টসাধ্য ও কঠিন ব্যাপার। অতএব তোমাদের কেউ যখন প্রথম রাত্রে বিতর পড়বে, তখন যেন বিতরের পরে দু'রাক'আত নফল পড়ে নেয়। অতঃপর যদি শেষ রাতে উঠতে পারে তাহ'লে তাহাজ্জুদের বাকী ছালাত পড়ে নিবে। যদি শেষ রাতে উঠতে না পারে তাহ'লে প্রথম রাতের দু'রাক'আত নফল ছালাতই তার তাহাজ্জুদের ছালাতের জন্য যথেষ্ট হবে' *(দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১২৮৬ 'বিতর' অনুচ্ছেদ)*। বিতরের পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত দু'রাক'আত ছালাত বসে পড়তেন এবং তাতে সূরা যিলযাল ও সূরা কাফেরূন পড়তেন *(আহমাদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১২৮৭)*। অতএব আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুদের বাড়ী বা যে কোন বাড়ীই হোক না কেন তা যদি সফরের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহ'লে উক্ত ছহীহ হাদীছের উপর আমল করা যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (৩৮/১৫৮)ঃ আমি মোবাইল ফোনে ফ্ল্যাক্সিলোড দিয়ে থাকি। এক্ষেত্রে টাকার বিনিময়ে টাকার কমিশন নিয়ে ব্যবসা করা বৈধ হবে কি? অনেকে দূর-দূরান্ত থেকে মোবাইলে টাকা পাঠায় এতে কমিশন নেয়া যাবে কি?

-বযলুর রশীদ
যশোর।

উত্তরঃ আলোচ্য বিষয়টি ব্যবসায়ের পর্যায়ভুক্ত। ব্যাংক বা পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে যেমন সার্ভিস চার্জ হিসাবে খরচ দিতে হয়, এখানেও তেমনি লেনদেনে একটা কমিশন দেওয়া হয়ে থাকে। এটা জায়েয আছে। কিন্তু কমিশন নেওয়ার বাইরে অতিরিক্ত অর্থ যদি গ্রহণ করা হয়, সেটা জায়েয নয়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা অত্যাচার করো না এবং অত্যাচারিত হয়ো না' *(বাক্বারাহ ২/২৭৯)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/১৫৯)ঃ ঘটকালিকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করা বৈধ হবে কি?

-সুলতান
ধোপাঘাটা, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ঘটকালি করা বৈধ। কারণ এতে মানুষের উপকার ও সহযোগিতা করা হয়। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা ভাল কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর' *(মায়েদাহ ২)*। কাজেই এটা ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করায় কোন দোষ নেই। তবে এতে কোন মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া যাবে না এবং কোন পক্ষের দোষ গোপন করা যাবে না। তাতে পরস্পরকে ধোঁকা দেওয়া হবে, যা হারাম। নবী করীম (ছাঃ) বিবাহের বর-কনের ভাল-মন্দ অবগত হ'তে বলেছেন *(আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১০৭ 'বিবাহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৪০/১৬০)ঃ আমি দু'লক্ষ টাকা দিয়ে একটি দোকান ক্রয় করেছি। বর্তমানে প্রতি মাসে দেড় হাযার টাকা ভাড়া পাচ্ছি। লাভ সহ ক্রয় মূল্যের যাকাত দিতে হবে কি? না শুধু ভাড়ার যাকাত দিতে হবে?

-শওকত হুসাইন
মক্কা, সঊদী আরব।

উত্তরঃ যে দোকান ভাড়া দেওয়ার জন্য অথবা নিজে ব্যবসা করার জন্য ক্রয় করা হয় তাতে ক্রয়মূল্যের যাকাত দিতে হবে না। দোকানের ভাড়া এবং ব্যবসায়রত সম্পদের মূল্যমান যদি নিছাব পরিমাণ হয় এবং এক বছর পার হয়, তাহ'লে তাতে যাকাত দিতে হবে *(আবুদাঊদ, বুলূগুল মারাম হা/৫৯৩)*।

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১২তম বর্ষ ৫ম সংখ্যা

ফেব্রুয়ারী ২০০৯

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/১৬১)ঃ ক্বিয়ামত সংঘটিত হ'লে আকাশ ভেঙ্গে যমীনের উপর পড়বে এবং আরব দেশে সবার বিচার হবে। এ কথা কি ঠিক?

-আযহারুল ইসলাম
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ক্বিয়ামতের দিন আকাশ বিদীর্ণ হবে *(সূরা ইনশিক্বাক্ব ১)* এবং উন্মোচিত হবে *(তাকভীর ১১)*। ঐ দিন বর্তমান পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে নতুন রূপ ধারণ করবে এবং পরিবর্তিত করা হবে আকাশ সমূহকে এবং লোকেরা পরাক্রমশালী এক আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে' *(ইবরাহীম ১৪/৪৮)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, হাউয কাউছার হবে বায়তুল্লাহ ও বায়তুল মাক্বদাসের মাঝখানে *(ইবনে মাজাহ হা/৪৩০১ 'হাদীছ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৯৪৯)*।

প্রশ্নঃ (২/১৬২)ঃ জিবরীল (আঃ) কার আকৃতি ধারণ করে অহী নিয়ে আসতেন? কেন অন্যের আকৃতি ধারণ করতেন?

-জাহাঙ্গীর
বালানগর, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ জিবরীল (আঃ) কখনো মানুষের রূপ ধারণ করে আসতেন। কখনো স্বীয় রূপ ধারণ করে আসতেন। প্রথম 'অহি' নাযিলের দিন হেরা গুহাতে তিনি মানুষের রূপ ধারণ করে এসেছিলেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৪১)*। একবার তিনি দেহ্ইয়া কাল্বীর আকৃতি ধারণ করে এসেছেন। কারণ তিনি 'বেশী সুন্দর' ছিলেন *(মিরক্বাত, হাদীছে জিবরীল)*। তিনি বিবি মারিয়ামের সামনে সুঠাম একজন মানুষের রূপ ধারণ করে এসেছিলেন *(মারইয়াম ১৯/১৭)*। এতদ্ব্যতীত তিনি আল্লাহর রাসূলকে স্বরূপেও দেখা দিয়েছেন *(নাজম ৫৩/৭, তাকভীর ৮১/২৩)*। যেমন অহি-র বিরতিকালের পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁকে আকাশ জুড়ে স্বরূপে দেখেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৪১, ৫৮৪৩)*।

প্রশ্নঃ (৩/১৬৩)ঃ শাওয়াল মাসের ছিয়াম আগে করতে হবে, না রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম আগে করতে হবে?

-রোকেয়া
পাঁজরভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ শাওয়াল মাসের ছিয়াম আগে করতে হবে। তারপর রামাযানের ক্বাযা ফরয ছিয়াম আদায় করতে হবে। কারণ শাওয়াল পার হ'লে শাওয়াল মাসের ছিয়াম পালনের সময় থাকে না, আর রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম বছরের সুবিধামত যেকোন সময়ে আদায় করা যেতে পারে। আয়েশা (রাঃ) তাঁর রামাযানের ছুটে যাওয়া ছিয়াম পরবর্তী শা'বান মাসে পালন করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩০)*।

প্রশ্নঃ (৪/১৬৪)ঃ আমার দোকানের পাশে হানাফী মসজিদ আছে। সেখানে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করলে অনেকেই অনেক কথা বলে। এক্ষেত্রে আমার করণীয় কি?

-জাহাঙ্গীর আলম
পদ্মা আবাসিক এলাকা, রাজশাহী।

উত্তরঃ এক্ষেত্রে ফজর ও আছরের ছালাত একাই পড়ে নিতে হবে। কেননা এই দু'টি ছালাত তাদের মসজিদে খুব দেরীতে পড়া হয়। অতঃপর পুনরায় জামা'আতে পড়তে পারা যায়। তবে এটা নফল হবে। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'নেতারা যদি ছালাতের সময়কে ধ্বংস করে দেয় অথবা পিছিয়ে দেয়, তাহ'লে তুমি নির্ধারিত সময়ে ছালাত আদায় করে নাও। যদি পরে তাদেরকে (জামা'আতে) পাও, তাহ'লে পুনরায় তাদের সাথে ছালাত আদায় করো। এটা তোমার জন্য নফল হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬০০)*। বাকী ছালাত তাদের সাথে আদায় করা যায়।

প্রশ্নঃ (৫/১৬৫)ঃ সূদ, ঘুষ ও যেনা এই তিনটি পাপের মধ্যে কোনটি সবচাইতে বড়? তওবা করলে যেনার গুনাহ মাফ হবে কি?

-নাসীমুদ্দীন
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

উত্তরঃ তিনটিই মহা পাপ, যা অনুতপ্ত হয়ে খালেছ অন্তরে তওবা করা ছাড়া ক্ষমা হবে না। তবে পাপগুলোর হুকুম ভিন্ন ভিন্ন। অবিবাহিত নারী-পুরুষ যেনা করলে তাকে একশত বেত্রাঘাত করতে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৫৬)*। বিবাহিত নারী-পুরুষ যেনা করলে ঢেলা-পাথর দ্বারা মেরে ফেলতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৫৫৮)*। ঘুষদাতা ও গ্রহীতার উপর নবী করীম (ছাঃ) অভিশাপ করেছেন *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৭৫৩)*। তিনি সূদদাতা, সূদ গ্রহীতা, সূদের লেখক ও সাক্ষীদ্বয়ের প্রতি লা'নত করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭)*। 'সূদের পাপের সত্তরটি স্তর রয়েছে। যার নিম্নতম স্তরটি হ'ল মায়ের সঙ্গে যেনা করা' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২২৭৪-৭৫; বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৮২৬)*। অতএব কোন পাপকেই কমবেশী করা যাবে না। কেননা উক্ত তিনজন পাপীর প্রত্যেকেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অভিশাপগ্রস্ত।

প্রশ্নঃ (৬/১৬৬)ঃ টুথ পেষ্ট বা ব্রাস দিয়ে দাঁত মাজলে সুন্নাত পালন হবে কি?

-আবুল হোসাইন
কেন্দুয়াপাড়া, কাঞ্চন, রূপগঞ্জ।

উত্তরঃ এভাবে দাঁত মাজলে সুন্নাত পালন হবে। কারণ নবী করীম (ছাঃ) দাঁত ভালভাবে পরিষ্কার করার জন্য আদেশ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৬)*। তবে কী দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করতে হবে এ বিষয়ে তিনি কিছু বলেননি। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'আমার উম্মতের উপর ভারী মনে না করলে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময় মিসওয়াক করার আদেশ করতাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৬)*। তবে পেষ্ট হালাল বস্তু দ্বারা তৈরী কি-না সেটা যাচাই সাপেক্ষ। কেননা যা দাঁতকে ও মাড়িকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, তা মাজন হিসাবে ব্যবহার করা হ'তে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্নঃ (৭/১৬৭)ঃ ছালাতে সালাম ফিরানোর সময় উভয় দিকে 'আস-সালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু' বলা যাবে কি?

-হাফেয আলীউযযামান
কাহালপুর, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তরঃ ছালাতের শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর সময় কেবল ডানে প্রথম সালামে ওটা বলার প্রমাণ পাওয়া যায় *(আবুদাঊদ হা/৯৯৭, ইবনু মাজাহ হা/৯১৪; মিশকাত হা/৯৫০-এর টীকা দ্রষ্টব্য)*। আলবানী (রহঃ) বলেন, ইমাম নববী এবং ইবনু হাজার আসক্বালানী উভয়দিকে 'ওয়া বারাকা-তুহু' বলা যাবে বলেছেন। কিন্তু আমি মনে করি এটা তাঁদের ধারণা মাত্র অথবা মুদ্রণ জনিত ভুল হ'তে পারে *(ইরওয়া ২/৩০-৩২; তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ১৭৯)*।

প্রশ্নঃ (৮/১৬৮)ঃ ওমর (রাঃ)-এর বোন এবং ভগ্নিপতি ইসলাম গ্রহণ করলে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি তাদেরকে মারতে যান। কিন্তু এ সময়ে তারা সূরা ত্বোয়াহা পাঠ করছিলেন। ওমর (রাঃ) তা পাঠ করে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। উক্ত ঘটনাটি কি সঠিক?

-রূহুল আমীন শাহ
নলডাঙ্গার হাট, নাটোর।

উত্তরঃ ঘটনাটির মূল সূত্র সীরাতে ইবনে হেশাম *(মৃঃ ২১৩ হিঃ; ১/৩৪৩-৪৬ পৃঃ)*। সেখান থেকে অন্যেরা বর্ণনা করেছেন। প্রশ্নে উল্লেখিত ঘটনাটি বহুল প্রচারিত। উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা শেষে ইবনু ইসহাক্ব *(৮৫-১৫০ হিঃ)* বলেন, فهذا حديث الرواة من أهل المدينة عن إسلام عمر بن الخطاب حين أسلم، 'এটাই হ'ল ওমর ইবনুল খাত্ত্বাবের ইসলাম গ্রহণ বিষয়ে মদীনাবাসী বর্ণনাকারীদের বক্তব্য' *(সীরাতে ইবনে হিশাম ১/৩৪৬)*। উক্ত মর্মে দারাকুৎনী *(হা/৪৩৫)* ও বায়হাক্বী *(১/৮৮)* বর্ণিত হাদীছের রাবী ক্বাসেম বিন ওছমান 'শক্তিশালী নন' (ليس بالقوي)। তবে ইমাম বায়হাক্বী উক্ত হাদীছের বর্ণনা শেষে বলেন, ولهذا الحديث شواهد كثيرة وهو قول الفقهاء السبعة من أهل المدينة، 'অত্র হাদীছের বহু 'শাওয়াহেদ' বা সহযোগী হাদীছ রয়েছে এবং এটিই হ'ল মদীনার 'সপ্ত ফক্বীহ'-র বক্তব্য' *(ঐ, ১/৮৮)*। এতদ্ব্যতীত ইবনু ইসহাক্ব আত্বা, মুজাহিদ ও অন্যদের বরাতে ওমর (রাঃ)-এর প্রমুখাত বর্ণনা করেন যে, তিনি কা'বা গৃহের গেলাফের আড়াল থেকে একদিন রাতের বেলায় রাসূলের ছালাতরত অবস্থায় ক্বিরাআত শুনে মুগ্ধ হন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বাড়ীতে ফিরে যাবার সময় তাঁর নিকটে গিয়ে তিনি ইসলাম কবুল করেন।' ঘটনাটির বর্ণনা শেষে ইবনু ইসহাক্ব বলেন, والله أعلم أي ذلك كان 'আল্লাহ সর্বাধিক অবগত কোন্‌টি ঘটেছিল' *(ঐ, ১/৩৪৮ পৃঃ)*।

এগুলো ঐতিহাসিক ঘটনা মাত্র। সঠিক বিষয় হ'ল- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব ও আবু জাহ্ল ইবনু হিশাম উভয়ের একজনের জন্য দো'আ করেছিলেন। ফলে ওমর (রাঃ) ইসলাম কবুল করেন *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ, হা/৩৬৮১, 'মানাক্বিব' অধ্যায়; মিশকাত হা/৬০৩৬)*।

প্রশ্নঃ (৯/১৬৯)ঃ মুসলিম ছাড়া অন্য ধর্মের লোকেরা জান্নাতে যাবে কি? জনৈক শিক্ষক বলেছেন, যারা আস্তিক তারাই শুধু জান্নাতে যাবে।

-ইলিয়াস আহমাদ
জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ কেবল 'আস্তিক' নয়, বরং জেনে বুঝে যারা ঈমান এনেছেন, কেবল তারাই জান্নাতে যাবেন। আল্লাহ বলেন, فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ 'তুমি জানো যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৯)*। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ঈমান আনয়ন না করা পর্যন্ত তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না' *(মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫, 'মুমিন ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ না করা' অনুচ্ছেদ)*। যারা তাওহীদে বিশ্বাসী তারা পাপ করলে এবং তওবা না করে মারা গেলে জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করার পর রাসূলের সুপারিশের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭২-৭৩)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যাদের অন্তরে সরিষাতুল্য ঈমান রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকেও জাহান্নাম থেকে এক সময় মুক্তি দিবেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭৯)*।

প্রশ্নঃ (১০/১৭০)ঃ হাদীছে ৫টি বস্তুর উপর যাকাত নির্ধারণ করা হয়েছে। যেখানে টাকার কথা উল্লেখ নেই। তাহ'লে টাকার যাকাত দিতে হবে কেন?

-মুহাম্মাদ মু'তাছিম বিল্লাহ
আটুলিয়া, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ যাকাত পাঁচটি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ একথা ঠিক নয়। বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা এই সংখ্যার কমবেশীও বর্ণনা পাওয়া যায়। সে সময়ে স্বর্ণ বা রৌপ্যের মুদ্রার বিনিময়ে জিনিস ক্রয়-বিক্রয় হ'ত। বর্তমানে স্বর্ণ বা রৌপ্যের মুদ্রার পরিবর্তে কাগজের টাকার প্রচলন ঘটেছে। কাজেই সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের মূল্যের পরিমাণ যদি টাকা হয় এবং তাতে এক বছর অতিবাহিত হয়, তাহ'লে টাকার যাকাত দিতে হবে *(বুলূগুল মারাম হা/৫৯২-৯৩-এর ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (১১/১৭১)ঃ মহিলারা কি জুম'আর ছালাত বাড়িতে পড়তে পারে? এবং বাড়িতে পড়লে কিভাবে পড়বে?

- মাহফূযা বেগম
পালিহারা, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ মহিলাদের উপরে জুম'আ ফরয নয় *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৩৭৭; ইরওয়া হা/৫৯২)*। তারা বাড়ীতে একাকী আদায় করলে যোহরের ছালাত আদায় করবেন *(মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহ, সনদ ছহীহ, ইরওয়া হা/ ৬২১-এর আলোচনা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (১২/১৭২)ঃ মসজিদের দোতলায় মহিলারা ছালাত পড়তে পারবে কি? এক্ষেত্রে মহিলারা পুরুষদের ১ম কাতারের ঠিক উপরে আছে। এছাড়া মূল মসজিদের ডান পার্শ্ব বর্ধিত করে মহিলাদের জন্য দেওয়া যায় কি? মূল মসজিদ থেকে সামান্য দূরে আলাদা ঘরে ছালাত পড়লে ইমামের ইক্বতেদা হবে কি?

- তামান্না তাসনীম
নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তরঃ উক্ত সকল অবস্থায় মহিলারা তাদের ইমামের ইক্বতেদা করতে পারে *(মুগনী ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৮-৩৯)*। শর্ত হচ্ছে ইমামের আগে যেন বাড়ে। যে হাদীছে বলা হয়েছে পুরুষের কাতার প্রথমে এবং মহিলার কাতার পিছনে হবে, সে বিষয়ে ইমাম নববী বলেন, যখন পুরুষ ও মহিলা আড়াল ব্যতীত একই স্থানে একত্রে ছালাত আদায় করবে, তখন এ হুকুমটি প্রযোজ্য হবে। কিন্তু যখন একই ইমামের অধীনে পৃথকভাবে ঘরে কিংবা ছাদে ছালাত আদায় করবে, তখন এ হুকুমটি প্রযোজ্য হবে না *(মির'আত, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৩, 'কাতার সোজা করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৩/১৭৩)ঃ কুরবানীর পশুর গায়ে যত লোম থাকবে প্রত্যেকটি লোম পরিমাণ নেকী হবে এবং তা কুরবানী দাতাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে বাহন হিসাবে। হাদীছটি কি ছহীহ?

-সৈয়দ ফয়েয
ধামতী মীর বাড়ী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছটি যঈফ *(আহমাদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৭৬)*। অতঃপর তা 'কুরবানী দাতাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে বাহন হিসাবে' এ মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (১৪/১৭৪)ঃ মাখলূক্বের প্রশংসা করা যাবে কি? এক শ্রেণীর কট্টরপন্থী লোকেরা বলেন, কেবলমাত্র আল্লাহ্র প্রশংসা করতে হবে। অন্যথায় শিরক হবে। একথা কি সঠিক?

-আব্দুল আলীম
তোপখানা, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। প্রকৃত প্রশংসা কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্যই। তবে বিভিন্ন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে মানুষের কর্ম-দক্ষতা, আচার-আচরণ ও বস্তুর গুণাগুণের ভিত্তিতে মানুষ ও অন্যের প্রশংসা করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবী-তাবেঈগণের প্রশংসা করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত 'মানাক্বিবে ছাহাবা' অধ্যায় দ্রঃ)*। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নবীদের প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ বলেন, আমি দাঊদ (আঃ)-কে দান করলাম সুলায়মান (আঃ)। তিনি ছিলেন উত্তম বান্দা এবং অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী *(ছোয়াদ ৩৮/৩০)*।

প্রশ্নঃ (১৫/১৭৫)ঃ মানুষ কী কী কাজ করলে কাফের হয় এবং কী কী কাজ করলে মুনাফিক হয়?

-মুহাম্মাদ মোবারক
হাটগাঙ্গোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ নিম্নলিখিত দশটি কর্মের যে কোন একটি করলে বা যেকোন একটির সাথে জড়িত হ'লে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে; বরং সে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে বেরিয়ে যাবে।

(১) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে অন্যকে শরীক করে (২) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে দো'আ করার সময় কিংবা তাঁর কাছে কিছু চাওয়ার সময় কোন মৃত ব্যক্তিকে সুফারিশকারী হিসাবে মাধ্যম ধরে (৩) যে ব্যক্তি মুশরিককে মুশরিক মনে করবে না অথবা মুশরিকদের কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে অথবা কুফরী মতবাদকে সঠিক মনে করবে (৪) যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস রাখবে যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আদর্শ ছাড়া অন্য কারো আদর্শ বেশী পরিপূর্ণ অথবা তাঁর মাধ্যমে আগত বিধানের চেয়ে অন্য কারো বিধান উত্তম (৫) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে আদর্শ নিয়ে আগমন করেছেন, তার কোন কিছুকে কেউ ঘৃণা করলে, যদিও তার উপরে সে আমল করে (৬) আল্লাহ্র দ্বীনের কোন কিছুকে অথবা তাঁর ছওয়াবকে অথবা তার শাস্তিকে যে ব্যক্তি ঠাট্টা করবে *(তওবাহ ৬৫-৬৬)*। (৭) যে ব্যক্তি জাদু করবে অথবা জাদুর প্রতি ঈমান আনবে *(বাক্বারাহ ১০২)*। (৮) যে ব্যক্তি মুসলিমদের বিপক্ষে কাফিরদের স্বপক্ষে সাহায্য করবে *(মায়েদাহ ৫/৫১)*। (৯) যে ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাস রাখবে যে, কোন কোন ব্যক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ করা ওয়াজিব নয় এবং তার জন্য তাঁর শরী'আত থেকে

বেরিয়ে যাওয়া জায়েয আছে *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*। (১০) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে। সে তা শিক্ষা করবে না এবং তার উপর আমলও করবে না *(সাজদাহ ৩২/২২; শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, মাজমূউ ফাতাওয়া ১/১৩০-১৩১ পৃঃ)*।

হাদীছে মুনাফিকের নিম্নোক্ত আলামতগুলি বর্ণিত হয়েছে। যেমন- (১) যখন কথা বলে তখন মিথ্যা বলে (২) যখন ওয়াদা করে তখন ভঙ্গ করে (৩) যখন আমানত রাখে, তখন তাতে খিয়ানত করে (৪) যখন ঝগড়া করে তখন অশ্লীল ভাষায় কথা বলে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫-৫৬)*। তবে কারু মধ্যে এগুলির কোন একটি পাওয়া গেলেই তাকে মুনাফিক বলা যাবে না; বরং মুনাফিকের একটি আলামত আছে বলা যাবে। কেননা হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, নেফাক ছিল রাসূলের যামানায়। বর্তমানে মানুষ হয় মুমিন হবে, না হয় কাফের হবে' *(বুখারী, মিশকাত, হা/৬২)*।

প্রশ্নঃ (১৬/১৭৬)ঃ 'আশারায়ে মুবাশশারাহ' ছাহাবীগণ কোন আমল করেছিলেন, যার কারণে তাদেরকে জান্নাতের আগাম সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে?

-মাহবুবুর রহমান
রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী।

উত্তরঃ নির্দিষ্ট কোন একটি আমলের কারণে নয়, বরং তাদের ব্যাপক আমলের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তবে অন্যান্য কিছু ছাহাবী তাদের ব্যাপক নেক আমল ছাড়াও নির্দিষ্ট কোন আমলের কারণে জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছেন। যেমন বেলাল (রাঃ) ওযূর পর দু'রাক'আত 'তাহইয়াতুল ওযূ'-র ছালাত আদায় করার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩২২)*।

প্রশ্নঃ (১৭/১৭৭)ঃ রাসূলগণকে আল্লাহ তা'আলা কী দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন? অনেকে বলেন, কিসত্ব কায়েম করা বড় ফরয। ক্বিসত ব্যতীত নাকি অন্য কোন ফরয সঠিকভাবে পালন করা যাবে না। একথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শফীকুল ইসলাম
দারুশা, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক। তবে ক্বিস্ত (ন্যায় বিচার) হ'ল ব্যাপক ফরযের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ বলেন, নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও তুলাদণ্ড, যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে *(হাদীদ ৫৭/২৫)*। রাসূলগণকে আল্লাহ তা'আলা যে দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন, সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ্র ইবাদাত করা ও তাগূতকে বর্জন করার নির্দেশ দিবার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি' *(নাহল ১৬/৩৬)*।

প্রশ্নঃ (১৮/১৭৮)ঃ পীর-ফকীরেরা বলে আরবী ত্রিশটি হরফ দ্বারা মানুষ গঠিত। একথা কি সঠিক?

-আব্দুল জব্বার মোল্লা
হারশ্বর তালুক, বৈদ্যের বাজার, কুড়িগ্রাম।

উত্তরঃ একথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ ধরনের কথার পক্ষে কোন দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (১৯/১৭৯)ঃ মি'রাজে গিয়ে কি রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র চেহারা দেখেছিলেন?

-সিরাজুল ইসলাম
হারশ্বর তালুক, বৈদ্যের বাজার, কুড়িগ্রাম।

উত্তরঃ মি'রাজে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করেছেন কি-না এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। যারা বলেন, আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাদের দলীল স্পষ্ট নয়। কিন্তু যারা বলেন প্রত্যক্ষ করেননি, তাদের দলীল স্পষ্ট। আবু যার গিফারী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলা হ'ল, আপনি কি আল্লাহকে দেখেছেন? জবাবে তিনি বললেন, 'আল্লাহ তো নূর। আমি কি করে তাঁকে দেখব' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৫৯ ও ৫৬৬০ 'আল্লাহকে প্রত্যক্ষ করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২০/১৮০)ঃ আসমানী কিতাব ১০৪ খানা। এই কথা কি সঠিক?

-আব্দুর রহমান
ভোলাহাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত বিষয়ে সঠিক কোন সংখ্যা জানা যায় না। শ্রেষ্ঠ চারখানা কিতাব হ'ল তাওরাত, যবুর, ইঞ্জীল ও কুরআন। তবে ইবরাহীম (আঃ) সহ অন্যান্য নবী ও রাসূলদের নিকটে প্রেরিত সকল পুস্তিকাকে আল্লাহ প্রেরিত কিতাব ও ছহীফা হিসাবে বিশ্বাস করা ওয়াজিব *(শহরস্তানী, 'আল-মিলাল' ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১০-২১২)*।

প্রশ্নঃ (২১/১৮১)ঃ জনৈক আলেম বলেন, কোন ছালাতে একই সূরা পরপর পড়া যাবে না? উক্ত বক্তব্যের সত্যতা ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ আল-মামুন
সাভার, ঢাকা।

উত্তরঃ দুই রাক'আতে পরপর একই সূরা পড়া যেতে পারে' কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার ফজরের ছালাতে সূরা যিলযাল পর পর দু'রাক'আতে পড়েছেন' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৮৬২)*।

প্রশ্নঃ (২২/১৮২)ঃ মসজিদের ভিতরে সুতরা দেওয়া যাবে কি?

-আযহার
মহিষালবাড়ী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ মসজিদের ভিতরে সুতরা দেওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে ছাহাবায়ে কেরাম মাগরিব ছালাতের পূর্বের দুই রাকা'আত সুন্নাত মসজিদের খুঁটি বা স্তম্ভকে সম্মুখে রেখে আদায় করতেন। অতঃপর জামা'আতে শরীক হ'তেন *(মুসলিম, আবুদাঊদ, নায়লুল আওতার ১ম-২য় খণ্ড, পৃঃ ৫৮)*। উল্লেখ্য, আজকাল ব্যস্ত মুছল্লীরা যেভাবে মসজিদের মধ্যে পিছনের কাতারের মুছল্লীর সম্মুখে সুতরা রেখে চলে যান, সেটা উচিত নয়। বরং তাকে অপেক্ষা করতে হবে। নইলে এটা মুছল্লীদের ছালাতে গোলমালের কারণ হিসাবে গণ্য হ'তে পারে।

প্রশ্নঃ (২৩/১৮৩)ঃ আক্বীক্বা কখন থেকে চালু হয়েছে? সর্বপ্রথম কে কার আক্বীক্বা দিয়েছিলেন? বয়স্ক লোকদের আক্বীক্বা দেওয়া যাবে কী? কুরবানীর দিন যদি আক্বীক্বার দিন হয় তাহ'লে তার বিধান কি?

-মুহাম্মাদ আসাদুল ইসলাম
টিকটিকা পাড়া, নাগড়াজোল
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ জাহেলী যুগেও আক্বীক্বার প্রথা চালু ছিল। তবে সর্বপ্রথম কে কার আক্বীক্বা দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। ইমাম নববী বলেন, হিজরতের পর মদীনায় প্রথম আনছার সন্তান ছিলেন নু'মান বিন বশীর এবং প্রথম মুহাজির সন্তান জন্ম নেন আসমাপুত্র আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, প্রত্যেকটি সন্তান আক্বীক্বার সাথে দায়বদ্ধ থাকে। তার পক্ষ থেকে সপ্তম দিনে পশু যবহ করতে হয়, মাথা মুণ্ডন করতে হয় এবং নাম রাখতে হয় *(আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪১৪৩, ৪১৫৮)*। বয়স্ক ব্যক্তিগণ নিজের আক্বীক্বা নিজে দিতে পারবেন বলে কোন কোন বিদ্বান মত প্রকাশ করেছেন। তবে উক্ত বিষয়ে কোন ছহীহ দলীল নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নবুঅত লাভের পর নিজের আক্বীক্বা নিজে দিয়েছেন মর্মে মুসনাদে বাযযারে বর্ণিত হাদীছটি প্রমাণিত নয় *(ফাৎহুল বারী হা/৫৪৭২-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য, ৯/৫০৯ পৃঃ)*। কুরবানীর দিন যদি আক্বীক্বার দিন হয়, তবে আক্বীক্বার জন্য পৃথক ছাগল যবহ করতে হবে *(আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ শাওকানী নায়লুল আওত্বার, 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ৬/২৬৮; মাসায়েলে কুরবানী পৃঃ ২০)*।

প্রশ্নঃ (২৪/১৮৪)ঃ আমি ডীপ মেশিন দ্বারা অন্যের জমিতে নিজস্ব খরচে সেচ দিয়ে থাকি। এর বিনিময়ে জমির মালিকগণ টাকার পরিবর্তে আমাকে ধান দেন। উক্ত ধানের ওশর দিতে হবে কি?

-আব্দুল হামীদ
দেওলিয়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মেশিনের পারিশ্রমিক হিসাবে যে ধান পাওয়া যায়, তার ওশর দিতে হবে না। কারণ উক্ত ধান তার উৎপাদিত ফসল নয়। কিন্তু উক্ত ধানের মূল্য যদি নিছাব পরিমাণ হয় এবং তাতে এক বছর অতিবাহিত হয় *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৭৮৭)*, তাহ'লে তার যাকাত দিতে হবে। ওশর দিতে হয় জমির উৎপন্ন ফসলের উপর। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বৃষ্টি, নহর ও নালার মাধ্যমে সিঞ্চিত জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের ১০ ভাগের এক ভাগ ওশর দিতে হয় এবং কৃত্রিম সেচের মাধ্যমে ২০ ভাগের এক ভাগ ওশর দিতে হয়' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৭৯৭, 'যাকাত' অধ্যায়)*। উল্লেখ্য, বাংলাদেশী হিসাবে প্রায় ২০ মণ ফসলে নিছাব হয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৭৯৪)*।

প্রশ্নঃ (২৫/১৮৫)ঃ সূরা রহমানে আল্লাহ বলেন, 'দুই পূর্ব এবং দুই পশ্চিমের রব'। আমরা জানি, পূর্ব এবং পশ্চিম একটি করে। এর ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- ডাঃ মুহাম্মাদ জহিরুল হক
রামপাল, ময়নামতি বাজার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনে অন্যত্র উক্ত শব্দদ্বয় বহুবচনে এসেছে। যেমন 'রাব্বুল মাশারিক্ব' *(ছাফফাত ৫, মা'আরিজ ৪০)*। তাতে বুঝানো হয়েছে যে, সূর্য বছরের ৩৬০ দিনে নির্ধারিত একটি মাত্র স্থান হ'তে উদিত হয় না। এর দ্বারা সূর্যের গতিশীলতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা সৌর বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সূর্য প্রতিদিন পরিবর্তিত স্থান হ'তে উদিত হয়। সূরা রহমানে যে দ্বিবচন ব্যবহার করা হয়েছে তার দ্বারা সূর্য গ্রীষ্মকালে উত্তর পূর্ব এবং শীতকালে দক্ষিণ পূর্ব কোণে উদিত হওয়ার কথা এবং অনুরূপভাবে অস্ত যাওয়ার কথা বুঝানো হয়েছে। মোটকথা এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা যে সমগ্র পৃথিবীর মালিক সেকথা বুঝানো হয়েছে *(তাফসীরে ফাৎহুল ক্বাদীর, ছাফফাত ৫)*।

প্রশ্নঃ (২৬/১৮৬)ঃ কুরআন মজীদে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু'। প্রশ্ন হ'ল, প্রকাশ্য তাকেই বলে যা চোখে দেখা যায়। কিন্তু শয়তানকে তো আমরা দেখি না?

-মুহাম্মাদ অহীদুযযামান
সমাজ কল্যাণ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ প্রশ্নোল্লেখিত مبين বা 'প্রকাশ্য' বলতে চোখের মাধ্যমে দেখা বুঝানো হয়নি। বরং এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা শয়তানের প্রকাশ্য শত্রুতাকে বুঝিয়েছেন *(কুরতুবী, বাক্বারাহ ২০৮)*। কেননা শয়তান একটি অশরীরী সত্তা, যা মানুষের চর্মচক্ষুতে দেখা যায় না। শয়তান মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয় *(নাস ৪)* এবং মানুষের রগে-রেশায় বিচরণ করে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮)*।

প্রশ্নঃ (২৭/১৮৭)ঃ ঈসা (আঃ) কিভাবে চতুর্থ আসমানে উঠেন? সশরীরে না জিব্রীলের মাধ্যমে? তখন তাঁর বয়স কত ছিল?

-মুহাম্মাদ আবুল হুসাইন মিয়া

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লিঃ
৬০, মতিঝিল বা/এ ঢাকা-১০০০।

উত্তরঃ ঈসা (আঃ) চতুর্থ আসমানে নন; বরং দ্বিতীয় আসমানে আছেন। সেখানে তাঁর খালাতো ভাই নবী ইয়াহ্ইয়াও রয়েছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৬২; 'মি'রাজ' অনুচ্ছেদ)*। ঈসা (আঃ) সশরীরে একদল ফিরিশতার সঙ্গে আসমানে আরোহন করেন *(কুরতুবী, ইবনু কাছীর)*। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৩ বছর *(ফাৎহুলবারী, ৬/৬১০ পৃঃ, হা/৩৪৬৮-এর আলোচনা দ্রঃ)*। তিনি ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন এবং ৭ বছর অবস্থান করবেন। এই সময়ে তিনি পুরো পৃথিবীতে ইনছাফ প্রতিষ্ঠা করবেন *(মুসলিম হা/৭৩৮১; ফাৎহুলবারী ৬/৬১০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৮/১৮৮)ঃ আল্লাহ বলেন, 'কোন ব্যক্তি অপরের পাপের বোঝা বহন করবে না'। আদম (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশ অমান্য করেন বিধায় জান্নাত হ'তে বের করে শাস্তি ভোগের জন্য আল্লাহ তাঁকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। কিন্তু আমাদেরকে কোন অপরাধের শাস্তি ভোগের জন্য দুনিয়ায় পাঠানো হ'ল?

-আব্দুল কাদের
কলমুডাঙ্গা ইসলামিয়া মাদরাসা
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ উক্ত আয়াতকে আদম (আঃ)-কে দুনিয়ায় পাঠানোর ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে না। কারণ এটি তাক্বদীরের বিষয়। যেমন- আদম ও মূসা (আঃ) তাদের প্রভুর নিকটে পরস্পরে তর্কে লিপ্ত হ'লেন। মূসা (আঃ) বললেন, ... আপনি আপনার ত্রুটির কারণে মানব জাতিকে (জান্নাত হ'তে) যমীনে নামিয়ে এনেছেন। জবাবে আদম (আঃ) বললেন, ...আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তাওরাতের সেই তখতী সমূহ দান করেছেন, যাতে সকল বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। এছাড়া তিনি তোমাকে গোপন আলোচনার জন্য তাঁর নৈকট্য দান করেছেন। অতএব তুমি কি বলতে পার আমার সৃষ্টির কত বছর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তাওরাত লিপিবদ্ধ করেছেন? মূসা (আঃ) বললেন, ৪০ বছর পূর্বে। আদম (আঃ) বললেন, তুমি কি তাতে আল্লাহ্র এই বাণী পাওনি যে, আদম তাঁর প্রভুর অবাধ্যতা করল এবং পথভ্রষ্ট হ'ল'। মূসা (আঃ) বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর আদম (আঃ) বললেন, তাহ'লে তুমি আমাকে এমন একটি কাজ সম্পর্কে কিভাবে তিরস্কার করতে পার, যা আমার সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্বে আমি করব বলে আল্লাহ তা'আলা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আদম (আঃ) মূসা (আঃ)-এর ওপর জয়ী হ'লেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮১ 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ)*।

প্রকৃত প্রস্তাবে আদম (আঃ)-কে তাঁর অবাধ্যতার কারণে শাস্তি ভোগের জন্য দুনিয়ায় পাঠানো হয়নি; বরং দুনিয়াকে আবাদ করার জন্য এবং আল্লাহ্র ইবাদত করার জন্যই পিতা আদম ও বনু আদমকে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে। আল্লাহ বলেন, 'আমি জ্বিন এবং মানবজাতিকে আমার ইবাদাতের জন্যই সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫১/৫৬)*।

প্রশ্নঃ (২৯/১৮৯)ঃ সূরা মুযযাম্মিলের ৮নং আয়াতের সঠিক ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আজমল
বায়া বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত আয়াতের অর্থ, 'আপনি আপনার পালনকর্তার নাম স্মরণ করুন এবং একাগ্রচিত্তে তাতে মগ্ন হোন'। উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী বলেন, আসমাউল হুসনার মাধ্যমে তাঁকে আহ্বান কর ... এবং উত্তম কর্মের মাধ্যমে তোমার প্রভুর সন্তুষ্টি হাছিল কর *(তাফসীরে কুরতুবী)*।

প্রশ্নঃ (৩০/১৯০)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করলে সেখানকার বালক ও মহিলারা 'তালা'আল বাদরু আলায়না'... বলে স্বাগত জানিয়েছিল। এই ঘটনা কি সঠিক?

-আব্দুল্লাহ
পাঁচরুখী ইসলামিয়া মাদরাসা
নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

উত্তরঃ অভিনন্দন সূচক উক্ত চরণ দু'টি ৯ম হিজরীর রজব মাসে রোমকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত রাসূলের জীবনের সর্বশেষ ও সর্ববৃহৎ সমরাভিযান শেষে বিজয়ী বেশে সিরিয়া অঞ্চলের তাবূক থেকে মদীনায় ফিরে এলে তাঁর উদ্দেশ্যে মদীনার বালক-বালিকারা গেয়েছিল। হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, কোন কোন বর্ণনাকারী এটিকে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতকালীন ঘটনা বলে উল্লেখ করেছেন। এটা ভুল। কেননা 'ছানিয়াতুল বিদা' নামক উঁচু টিলাটি সিরিয়া থেকে মদীনায় আগমনকারীদের সামনে পড়ে, মক্কা থেকে মদীনায় আগমনকারীদের সম্মুখে নয়' *(যাদুল মা'আদ ৩/৪৮২)*। তবে আলবানী (রহঃ) বলেন, বর্ণনাটির সনদ যঈফ। কেননা এর মধ্যে তিনের অধিক ছিন্নসূত্র রয়েছে *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৯৮, ২/৬৩)*। উল্লেখ্য যে, ইমাম গাযযালী (রহঃ) তাঁর এহইয়াউল উলূমের মধ্যে বাড়তি আরও বলেছেন যে, উক্ত গানের মধ্যে দফ ও সুরের ঝংকার ছিল'। যা দিয়ে এযুগে নবীর নামে সুর সঙ্গীত জায়েয করা হচ্ছে *(ঐ)*। অথচ এসবের কোন ভিত্তি নেই।

প্রশ্নঃ (৩১/১৯১)ঃ কুরআন কি শুধু মুসলমানদের জন্য, নাকি সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য?

-অনুপম
বায়া বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন শুধু মুসলিম উম্মাহ্র জন্য নয়; বরং তা সমগ্র বিশ্ববাসীর হেদায়াতের জন্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'রামাযান হল সেই মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে

আল-কুরআন, যা মানব জাতির জন্য হেদায়াত, স্পষ্ট পথনির্দেশ এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী' *(বাক্বারাহ ২/১৮৫)*।

প্রশ্নঃ (৩২/১৯২)ঃ পবিত্রতা অর্জন না করে সালাম দেওয়া বা নেওয়া যাবে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নূর জাহান বেগম
কালিয়াকৈর, গাযীপুর।

উত্তরঃ সালাম দেওয়া বা জওয়াব দেওয়ার জন্য পবিত্রতা অর্জন করা শর্ত নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, অপবিত্র অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হ'লে তিনি আমার হাত ধরলেন। তিনি না বসা পর্যন্ত আমি তার সাথে হাঁটলাম। অতঃপর গোপনে আমি বাড়ীতে এসে গোসল করে তাঁর কাছে এসে দেখি তিনি সেখানেই বসে আছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমি কোথায় গিয়েছিলাম। আমি তাঁকে বললাম। তিনি বললেন, 'সুবহা-নাল্লাহ! নিশ্চয়ই মুমিন অপবিত্র হয় না *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৫১)*। উক্ত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, অপবিত্র অবস্থায় সালাম দেওয়া বা তার জওয়াব দেওয়া যায়।

প্রশ্নঃ (৩৩/১৯৩)ঃ ফরয ছালাতের জামা'আত শুরু হ'লে অন্য ছালাত ছেড়ে দিয়ে জামা'আতে শামিল হ'তে হবে। কিন্তু কেউ যদি ৪ রাক'আত সুন্নাত ছালাতের ৩ রাক'আত শেষ করে জামা'আতে শামিল হয় তাহ'লে তার জন্য করণীয় কি?

-হাফীযুর রহমান
তুলশীপাড়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ফরয ছালাতের ইক্বামাত হ'লে সুন্নাত ছালাত ছেড়ে দিয়ে জামা'আতে শরীক হ'তে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৮)*। অতঃপর পুনরায় তাকে পুরা সুন্নাত ছালাত আদায় করতে হবে *(ইবনু মাজাহ হা/১১৫৪, ১১৫৯ সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/১৯৪)ঃ ফজরের আযানে 'আছ-ছালাতু খায়রুম মিনান্নাউম'-এর জবাবে 'ছাদাক্বতা ও বারারতা' বলা যাবে কি?

-আব্দুল মুমিন
সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া।

উত্তরঃ উক্ত বাক্যের জবাবে 'ছাদাক্বতা ও বারারতা' বলার কোন দলীল নেই। এটি ভিত্তিহীন কথা। বরং মুওয়াযযিন যা বলেন সেটাই বলতে হবে *(ইরওয়াউল গালীল ১/২৫৯ পৃঃ হা/২৪১-এর আলোচনা দ্রঃ; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ৪০)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/১৯৫)ঃ ছালাত শেষে হাতের আঙ্গুল ব্যতীত অন্য কিছুতে তাসবীহ পাঠ করলে পাপ হবে কি?

-আব্দুল মান্নান
তুলশীপুর, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ তাসবীহ হাতের আঙ্গুলেই গণনা করতে হবে, যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(ছহীহ তিরমিযী হা/৩৫৮৩; মিশকাত হা/২৩১৬, সনদ হাসান)*। আঙ্গুল ব্যতীত অন্য কিছুর মাধ্যমে তাসবীহ গণনা করার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তার সনদ ছহীহ নয় *(যঈফ তিরমিযী হা/৩৫৬৮; ৩৫৫৪, মিশকাত হা/২৩১১)*। সুন্নাত মোতাবেক আমল করলেই কেবল নেকী পাওয়া যায়। নইলে তা আল্লাহ্র দরবারে কবুল হবে না। ঐ ব্যক্তি পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত আমলকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে *(কাহ্‌ফ ১৮/১০৩-০৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/১৯৬)ঃ 'মালাকুল মঊত' এসে মূসা (আঃ)-কে সালাম না দেয়ার কারণে তিনি তাঁকে থাপ্পড় মেরে চোখ কানা করে দিয়েছিলেন। এ কথা কি ঠিক?

-আফযাল হোসাইন
পাঁজরভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ মালাকুল মঊত মূসা (আঃ)-কে সালাম না দেওয়ার বিষয়টি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। তবে তিনি থাপ্পড় মেরেছিলেন এবং তাতে মালাকুল মঊত-এর চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এটি ছহীহ বুখারীর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭১৩)*। ইবনু হিব্বান (রহঃ) ছহীহ সনদে বর্ণনা করেন যে, তিনি অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে আসায় এবং মূসা (আঃ) তাকে চিনতে না পারায় থাপ্পড় মেরেছিলেন। এছাড়া তিনি তাকে যে আকৃতিতে চিনতেন তিনি সে আকৃতিতে আসেননি *(আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়াহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২২)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/১৯৭)ঃ সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভী (রহঃ) ও শাহ ইসমাঈল (রহঃ)-এর 'জিহাদ আন্দোলন' এবং বাংলাদেশে নামে-বেনামে চরমপন্থী জঙ্গী সংগঠনের মধ্যে পার্থক্য কি?

-নাজমুল হক
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ
এন.এস. সরকারী কলেজ, নাটোর।

উত্তরঃ সাইয়েদ আহমাদ ব্রেলভী ও শাহ ইসমাঈল (রহঃ)-এর জিহাদ আন্দোলন এবং বাংলাদেশে প্রচলিত চরমপন্থী জঙ্গী সংগঠন সমূহের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। উপমহাদেশে জিহাদ আন্দোলন ছিল দখলদার ইংরেজ কুফরী হুকুমতের বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয়ের মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। কিন্তু বাংলাদেশে ইসলামের নামে কথিত চরমপন্থী আন্দোলন সমূহ পরিচালিত হয়েছে দেশীয় মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে, যা ইসলামের দৃষ্টিতে কবীরা গোনাহ। এরা বিগত যুগের খারেজী চরমপন্থীদের অনুসারী। এদের থেকে বিরত থাকার জন্য রাসূলের স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে *(বিস্তারিত দেখুন: ইক্বামতে দ্বীন পথ ও পদ্ধতি, পৃঃ ৩২-৪০)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/১৯৮)ঃ السلطان ظل الله فى الأرض، من أهان

–سلطان الله فى الارض اهانه الله 'শাসক পৃথিবীতে আল্লাহ্র ছায়া স্বরূপ'। 'যে আল্লাহ্র শাসককে পৃথিবীতে অপদস্ত করবে, আল্লাহ্ তাকে অপদস্ত করবেন'। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

- মুত্তালিব
বড়গাছী, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত বাক্যটি দু'টি হাদীছের অংশ। প্রথম অংশটি 'জাল' *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১৬৬১, ১৬৬২)*। তবে পরবর্তী অংশটুকু ছহীহ *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৬৯৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/১৯৯)ঃ জনৈক আলেম বলেছেন, পরীক্ষার আগে 'ফাইন্নাল্লাহা খায়রুন নাছিরীন' ৩ কিংবা ১১ বার পড়লে পরীক্ষা ভাল হবে। উক্ত দো'আ কি ছহীহ? যদি ছহীহ না হয় তাহ'লে কোন্ দো'আ পড়তে হবে?

-আব্দুল হাই
৩য় বর্ষ, বি.এ. আরবী, সাউথ মালদা কলেজ
মালদহ, পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ উক্ত দো'আর পক্ষে কোন ছহীহ বর্ণনা পাওয়া যায় না। এছাড়া নির্দিষ্টভাবে শুধু পরীক্ষা ভাল হওয়ার জন্য কোন দো'আ নেই। তবে জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য 'রাব্বি যিদনী ইলমা' বা 'রাব্বিশ রাহ্‌লী ছাদরী ওয়া ইয়াসসিরলী আমরী' পড়া যেতে পারে *(ত্বোয়াহা ২৫-২৬ ও ১১৪)*।

প্রশ্নঃ (৪০/১৬০)ঃ জান্নাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে বিবি মারিয়াম, মূসার বোন কুলছূম এবং ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়ার বিবাহ হবে। উক্ত কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-জাফর ইকরাম
ভিক্টোরিয়া কলেজ, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত কথাটি মিথ্যা *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৮১২)*।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রাহীম

রাজশাহী শুধু শিক্ষা নগরী বা রেশম নগরীই নয়, স্যুট তৈরীর জন্যও প্রসিদ্ধ।

এম এন টেইলার্স

৬৮, ৭৩ ও ৭৪ নং নিউমার্কেট, দোতলা, রাজশাহী। ঃ ৭৭৫৭৭৫

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত

* প্রয়োজনে একদিনেও পোষাক সরবরাহ
* অটোমেটিক মেশিনে ফিউজিং
* স্যুটের জন্য মনোরম কভার
* কাপড়ের উন্মুক্ত মূল্য

সাদর আমন্ত্রণে
মুহম্মদ রফিকুল ইসলাম

'শিক্ষা যেমন মানুষকে স্বাবলম্বী করে, তেমনি সুন্দর পোষাক ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করে'।

তাবলীগী ইজতেমা ২০০৯ সফল হোক

হোটেল এশিয়া
(আবাসিক)

ফোনঃ (০৭২১) ৭৭৩৭২১; মোবাইলঃ ০১৭১২-৪৩৯০২১

HOTEL ASIA
(RESIDENTIAL)

Tel: (0721) 773721; Mob: 01712-439021

* মনোরম পরিবেশ
* রুচিসম্মত আবাসিক সুবিধা
* গাড়ি পার্কিং-এর সু-ব্যবস্থা ও
* ডিলাক্স রুম

ইয়াসিন সুপার মার্কেট, ষ্টেশন রোড, গোরহাঙ্গা, রাজশাহী।

রক্তিম ইলেকট্রোনিক্স

* এখানে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন এ্যামপ্লিফায়ার সহ মাইক ও বক্স এবং পি.এ বক্স সহ পি.এ সেট ভাড়া পাওয়া যায়।

* এ্যামপ্লিফায়ার
* **মাইক**
* **পি.এ. বক্স**
* রেডিও
* টিভি
* চার্জার ফ্যান
* পাম্প মটর ও টেপ রেকর্ডার মেরামত করা হয়।

মুহাম্মাদ আসলাম দ্দৌলা খাঁন
পরিচালক
নগর ভবনের সামনে, গ্রেটার রোড, রাজশাহী
মোবাইলঃ ০১৭১৬-৯৬০৮৮৯

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১২তম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা

মার্চ ২০০৯

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/২০১)ঃ সর্বপ্রথম কোথায়, কখন ও কোন অবস্থায় অহী নাযিল হয়?

-গোলাম কিবরিয়া
আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ সর্বপ্রথম অহী নাযিল হয় হেরা পর্বতের গুহায় *(ফাৎহুল বারী ১/২৩)*। সময়টা ছিল হিজরতের ১৩ বছর পূর্বে রামাযান মাসের ২১ তারিখ মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ৬১০ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট। এ সময় তিনি সেখানে ধ্যানমগ্ন ছিলেন *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৬৬)*।

প্রশ্নঃ (২/২০২)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিবরীল (আঃ)-কে আসল চেহারায় কতবার দেখেছেন?

- সিরাজুল ইসলাম
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিবরীল (আঃ)-কে দু'বার আসল চেহারায় দেখেছেন। একবার প্রথম অহী নাযিলের পর বিরতি শেষে *(আর-রাহীক্ব, পৃঃ ৬৯)*। আরেকবার দেখেছেন মি'রাজ রজনীতে সিদরাতুল মুনতাহায় *(সূরা নাজম ৯-১৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (৩/২০৩)ঃ যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকে ঠিক কতটা ছিয়াম পালন করতে হবে?

-মনছুর আহমাদ
গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিন অধিক ফযীলতের বলে ছিয়াম কিংবা অন্যান্য নেকীর কাজ করা যেতে পারে *(বুখারী, মিশকাত হা/১৪৬০)*। সে হিসাব ১ম থেকে ৯ তারিখ পর্যন্ত ছিয়াম রাখা যায়। কেননা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) উক্ত ছিয়াম রাখতেন *(নাসাঈ হা/২৪১৭, সনদ ছহীহ)*। তবে আরাফার দিনের ছিয়ামের মর্যাদা আলাদা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আরাফার দিনের ছিয়াম পালন করবে আল্লাহ তা'আলা তার এক বছর আগের এবং এক বছর পরের গোনাহ মাফ করে দিবেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪)*। উল্লেখ্য যে, মা আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ছহীহ মুসলিমের হাদীছে এসেছে যে, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে যিলহজ্জের ১ম দশকে কোন ছিয়াম পালন করতে দেখিনি' *(মুসলিম হা/২৭৮১-৮২)*। এ বিষয়ে ভাষ্যকার ইমাম নববী বলেন, সফর বা অন্য কোন কারণে হয়ত আয়েশা (রাঃ) এটা দেখেননি। তবে এর দ্বারা এ সময় ছিয়াম পালন অসিদ্ধ প্রমাণিত হয় না *(ঐ ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (৪/২০৪)ঃ পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত কোনটি? দলীলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আব্দুল মমিন
আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া।

উত্তরঃ সর্বপ্রথম অবতীর্ণ আয়াত হ'ল, সূরা আলাক্বের প্রথম পাঁচটি আয়াত *(ফাৎহুল বারী ১/২৩, হা/৩)*। সর্বশেষ অবতীর্ণ আয়াত সম্পর্কে তিন প্রকার উক্তি পাওয়া যায় (১) আয়াতুল কালালাহ *(নিসা ১৭৬)*। (২) সূদ নিষিদ্ধের আয়াত *(বাক্বারাহ ২৭৭)* (৩) বাক্বারাহ ২৮১ *(সুয়ূত্বী, আল-ইৎক্বান ১/৩৫ পৃঃ)*। শেষোক্ত আয়াত সম্পর্কে ইমাম কুরতুবী বিভিন্ন বর্ণনা উদ্ধৃত করে বলেন, এটি রাসূলের মৃত্যুর ২১, ৯, ৭, ৩ দিন বা ৩ ঘণ্টা পূর্বে নাযিল হয়। এরপরে আর কোন আয়াত নাযিল হয়নি। এটিই হ'ল সর্বাধিক পরিচিত, বহু সূত্রে বর্ণিত, সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও সবচেয়ে প্রসিদ্ধ (أعرف وأكثر وأصح و أشهر) *(ঐ, তাফসীর)*।

প্রশ্নঃ (৫/২০৫)ঃ স্বপ্নদোষ হওয়ার পরে ইচ্ছা করে ফজরের ছালাত ক্বাযা করে যোহরের ছালাতের সময় পড়ে নিলে হবে কি? এতে গুনাহ হবে কি?

- আব্দুস সাত্তার
পাতাড়ী, নওগাঁ।

উত্তরঃ স্বপ্নদোষ হওয়ার পরে স্বেচ্ছায় অলসতা করে গোসল না করে ফজরের ছালাত ক্বাযা করলে গোনাহগার হবে। তাই সময়মত গোসল করে ফজরের ছালাত আদায় করাটাই বাঞ্ছনীয়। তবে যদি শারঈ ওযর থাকে অর্থাৎ গোসল করলে অসুস্থ হওয়ার আশংকা থাকে তাহ'লে সাধ্যানুযায়ী ওযূ বা তায়াম্মুম করে ছালাত আদায় করতে হবে *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৩৬-৩৭)*।

প্রশ্নঃ (৬/২০৬)ঃ আমি তাহিইয়াতুল মসজিদ ছাড়াও আছর ও এশার ছালাতের আগে ৪ রাক'আত সুন্নাত পড়ি এবং মাগরিব ও এশার পর দু'রাক'আত সুন্নাত ছাড়াও আরো দু'রাক'আত করে ছালাত আদায় করি। এ ছালাত শুদ্ধ হয় কি?

-নক্বীব ইমাম কাজল
ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৫।

উত্তরঃ আছরের পূর্বে ৪ রাক'আত ছালাত আদায় করা যায় *(আহমাদ, তিরমিযী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১১৭০-১১৭১)*। মাগরিবের পরে দু'রাক'আত সুন্নাত ব্যতীত অতিরিক্ত যত

ছালাতের বর্ণনা আছে তার কোনটিই ছহীহ নয় *(মিশকাত হা/৩৬৫-৩৬৯, 'সুন্নাত সমূহ ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। এশার পরে দু'রাক'আত সুন্নাত ব্যতীত অতিরিক্ত সুন্নাতের প্রমাণে কোন দলীল পাওয়া যায় না। এশার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক আযান এবং ইক্বামতের মাঝে দু'রাক'আত ছালাত আছে'। তবে তিনি বলেন, 'যে চায় তার জন্য' *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/৬৬২ ও হা/১১৬৫)*।

প্রশ্নঃ (৭/২০৭)ঃ জনৈক ব্যক্তির কাছে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি দাড়ি কাটে সে যেন বিশ্বনবীর গলায় ছুরি দেয়'। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক? শরী'আতে দাড়ি কাটার অনুমতি আছে কি?

-ওমর ফারূক
চৌডালা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্যটি সঠিক নয়। তবে ইসলামে দাড়ি রাখার ব্যাপারে কঠোর তাকীদ দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা মুশরিকদের বিরোধিতা করো, গোঁফ ছোট কর এবং দাড়ি ছেড়ে দাও' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২১)*। উল্লেখ্য, তিরমিযীতে আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাঁড়ির মাথা ও পাস থেকে ছাঁটতেন মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(যঈফ তিরমিযী হা/২৭৬২; ফাতাওয়া ইবনে বায ৩/৩৭৩)*। যুদ্ধের ময়দানে সৈন্যদের দাড়ি কাটতে হবে কথাটিও সত্য নয় *(ফাতাওয়া শায়খ বিন বায ৩/৩৭৩)*। অতএব দাড়ি কাটা বা ছাঁটা থেকে বিরত থাকতে হবে। এটা সুন্নাতের অবমাননা।

প্রশ্নঃ (৮/২০৮)ঃ প্রত্যেক কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করতে হয়। কিন্তু শুধু কি 'বিসমিল্লাহ' নাকি 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রাহীম'?

-দলীলুদ্দীন
নোনাগ্রাম, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ শুধু চিঠি লেখার সময় *(সূরা নামল ৩০)* এবং কুরআন মজীদের সূরার শুরুতে 'বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম' পূর্ণ পড়তে হবে। অন্যান্য ভাল কাজের শুরুতে শুধু 'বিসমিল্লাহ' পড়তে হবে *(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৪৮০)*। তবে কেউ যদি পূর্ণ পড়ে তাহ'লে তাতে কোন দোষ নেই *(ঐ)*।

প্রশ্নঃ (৯/২০৯)ঃ চোখে অপারেশন করার কারণে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ১ ফুট উপরে থেকেই ছালাতের সিজদা করতে হয়। এভাবে ছালাত সিদ্ধ হবে কি?

-আবুল কাসেম
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় ছালাত শুদ্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ কারো উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেন না' *(বাক্বারাহ ২৮৬)*। তাছাড়া অপারগ অবস্থায় শুয়ে শুয়ে ছালাত আদায়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে *(বুখারী, আবূদাঊদ, আহমাদ)*। সিজদার জন্য সামনে বালিশ বা উঁচু অন্য কিছু রাখা যাবে না। যদি মাটিতে সিজদা করা সম্ভব না হয়, তাহ'লে ইশারায় ছালাত আদায় করবে। সিজদার সময় রুকূর চেয়ে মাথা কিছুটা বেশী ঝুঁকাবে *(ত্বাবারাণী, বায়হাক্বী, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৩২৩; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৮৭)*।

প্রশ্নঃ (১০/২১০)ঃ সালাম ফিরানোর পর অনেকে 'আয়াতুল কুরসী' পড়ে বুকে ফুঁক দেয়। এর পক্ষে ছহীহ দলীল আছে কি?

-শিবলী
মনোবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করে বুকে ফুঁক দেওয়ার প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ফরয ছালাতের পরে 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করবে তাকে মৃত্যু ব্যতীত অন্য কিছু জান্নাতে প্রবেশ করা হ'তে বাধা দিতে পারবে না' *(নাসাঈ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৯৭২)*।

প্রশ্নঃ (১১/২১১)ঃ কুরবানীর জন্য মানতকৃত পশুর গোশত নিজে খাওয়া যাবে কি?

-মুজাহিদুল ইসলাম
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কুরবানীর গোশত নিজে খাওয়া যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা আহার কর (কুরবানীর পশুর গোশত) এবং আহার করাও যে কিছু যাচঞা করে না তাকে এবং যে যাচঞা করে তাকে' *(হজ্জ ৩৬)*।

প্রশ্নঃ (১২/২১২)ঃ জনৈক ব্যক্তি বলেন, জন্ম দিনে বিবাহ করলে, মাথার চুল ও হাতের নখ কাটলে অকল্যাণ হয়। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবু সাঈদ
রসুলপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। এর প্রমাণে কোন দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (১৩/২১৩)ঃ জনৈক মেয়ে তার পিতা-মাতার অনুমতি ছাড়াই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। পরবর্তীতে মেয়ের মা উক্ত বিবাহ মেনে নেয়। কিন্তু পিতার বক্তব্য হ'ল, তুমি জামাই-মেয়ে গ্রহণ করলে তোমাকে তিন তালাকে বায়েন। এক্ষণে তাদের করণীয় কি?

- আব্দুর রহমান
কাকডাঙ্গা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মেয়ের মা উক্ত বিবাহের স্বীকৃতি প্রদান করুক আর না করুক বিবাহ শরী'আত সম্মত হবে না। কারণ মেয়ের মা অভিভাবক হ'তে পারে না। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, অভিভাবক ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হবে না *(আহমাদ, আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ,*

তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১৩০)। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কোন মহিলা নিজেকে বা অন্য মহিলাকে বিবাহ দিতে পারে না *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৮৮২ 'বিবাহে অভিভাবক' অনুচ্ছেদ)*। আর মেয়ের পিতার বক্তব্য অনুযায়ী যদি তিনি মেয়ের মাকে তিন তালাক প্রদান করেন, তবে তা এক তালাক গণ্য হবে। কারণ এক বৈঠকে একাধিক তালাক প্রদান করলে তা এক তালাক হিসাবে গণ্য হয় *(আবুদাঊদ, বুলূগুল মারাম হা/১০৭৩-৭৪)*।

প্রশ্নঃ (১৪/২১৪)ঃ জুম'আ বা সাধারণ খুৎবার মধ্যে শাহাদাতের শব্দ (أَشْهَدُ) একবচন পড়তে হবে, না (نَشْهَدُ) বহুবচন পড়তে হবে?

-হাসিবুল ইসলাম
ইংরেজী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ উক্ত স্থানে একবচন ব্যবহার করতে হবে। হাদীছে এক বচনের শব্দই বর্ণিত হয়েছে *(তিরমিযী হা/১১০৫; মিশকাত হা/৩১৪৯)*।

প্রশ্নঃ (১৫/২১৫)ঃ দুবাইতে দেখেছি, আযানে 'হাইয়্যা আলাছ ছালাহ' বলার সময় একবার ডান দিকে এবং একবার বাম দিকে মুখ ফেরানো হয়। 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলার সময়ও অনুরূপ করা হয়। উক্ত পদ্ধতির দলীল আছে কি?

- রূহুল আমীন
দুবাই।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতিটি সঠিক নয়। সঠিক পদ্ধতি হ'ল, 'হাইয়্যা আলাছ ছালাহ' বলার সময় ডানদিকে এবং 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলার সময় বাম দিকে মুখ ফেরাতে হবে *(ইরওয়া ১/২৫২ হা/২৩৩-৩৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্নঃ (১৬/২১৬)ঃ نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلاَنَبِيْدُ... জান্নাতে হূরগণ উক্ত গান গাইবেন মর্মে তিরমিযীতে হাদীছ এসেছে। কিন্তু কেউ বলেন হাদীছটি ছহীহ কেউ বলেন যঈফ। কোনটি সঠিক?

-আব্দুছ ছবূর
আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(যঈফ তিরমিযী হা/২৫৬৪; সিলসিলা যঈফাহ হা/১৯৮২)*।

প্রশ্নঃ (১৭/২১৭)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কতজন স্ত্রী ছিলেন? তাদের নাম কী? খাদীজা (রাঃ)-এর গর্ভে কতজন সন্তান জন্ম নিয়েছিলেন? তাদের নাম কী ছিল? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছেলে কোন স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন।

-সখিনা খাতুন
আবরার ভিলা, কাজলা, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ১১ জন স্ত্রী ছিলেন। তারা হ'লেন- (১) খাদীজা (২) সাওদাহ (৩) আয়েশা (৪) হাফছাহ (৫) যায়নাব বিনতে খুযায়মাহ (৬) উম্মে সালামা (৭) যায়নাব বিনতে জাহশ (৮) জুওয়াইরিয়াহ (৯) উম্মে হাবীবাহ (১০) ছাফিয়াহ (১১) মাইমূনাহ। ইমাম বায়হাক্বী আরও ভিন্ন ভিন্ন কিছু বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন *(দালায়েলুন নবুঅত ৭/২৮৯)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মোট ৪ মেয়ে ও ৩ ছেলে ছিল। তন্মধ্যে খাদীজা (রাঃ)-এর গর্ভে ৪টি মেয়ে জন্ম নিয়েছিলেন। তারা হ'লেন, (১) যায়নাব (২) উম্মে কুলছূম (৩) রুক্বাইয়াহ (৪) ফাতেমা *(যাদুল মা'আদ ১/১০২)*। খাদীজার গর্ভে ২ পুত্র জন্ম নিয়েছিলেন, কাসেম ও আব্দুল্লাহ। ৩য় পুত্র ইবরাহীম জন্ম নিয়েছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাসী মারিয়া ক্বিবতীয়ার গর্ভে *(যাদুল মা'আদ ১/১০০)*।

প্রশ্নঃ (১৮/২১৮)ঃ জনৈক বক্তা বলেন যে, জমিতে তামাক চাষ করলে তামাকের টাকা হারাম হবে এবং কয়েক বছর ঐ জমিতে অন্য ফসল চাষ করলে উক্ত টাকাও হারাম হবে। তার কথা কি ঠিক?

-আযীযুল ইসলাম
গাজর্ব বাড়ী, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ প্রত্যেক নেশাদার বস্তুই হারাম *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৬৫২)*। তামাক নেশাদার বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তা হারাম। অতএব তামাক উৎপাদন করা এবং এর ব্যবসা করা সবই হারাম। আল্লাহ বলেন, তোমরা তাক্বওয়া ও কল্যাণকর কাজে পরস্পরকে সহায়তা কর, পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহায়তা করো না *(মায়েদাহ ২)*। তবে বক্তার শেষের কথাটুকু সঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (১৯/২১৯)ঃ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার আদায়কৃত টাকা দ্বারা যদি মসজিদ তৈরী করা হয়। পরবর্তীতে যদি সেই টাকা ফেরত দেওয়া হয় তাহ'লে সেই মসজিদে ছালাত ছহীহ হবে কি?

-মুশফিকুর রহমান
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ উক্ত টাকায় মসজিদ তৈরী করা ঠিক হয়নি। তবে সেখানে ছালাত শুদ্ধ হবে। ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার টাকা কুরআনে বর্ণিত নির্ধারিত ৮টি খাতে ব্যয় করতে হবে *(তাওবাহ ৬০)*।

প্রশ্নঃ (২০/২২০)ঃ একজন হিন্দু মৃত্যুবরণ করলে তাকে শ্মশান ঘাটে পোড়ানো হয় এবং তার পোশাকাদি রেখে যায়। উক্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত পোশাক মুসলিম ব্যক্তি নিয়ে এসে ব্যবহার করতে পারে কি?

-হারূনুর রশীদ
ঘোনা বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত পোশাকগুলো যদি হিন্দুরা রেখে যায় এবং তারা কোন দাবী না রাখে তাহ'লে মুসলিম ব্যক্তি তা পাক-পবিত্র করে ব্যবহার করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুশরিকদের ব্যবহৃত আসবাবপত্র ব্যবহার করেছেন *(ছহীহ তিরমিযী*

হা/১৭৯৬; তুহফাতুল আহওয়াযী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪১৮)। তবে বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়াই উত্তম। যেমন আল্লাহ্‌র নবী (ছাঃ) গুই সাপের গোশত হারাম করেননি। কিন্তু নিজে খাননি রুচির কারণে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১১০)*।

প্রশ্নঃ (২১/২২১)ঃ মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ১১৪টি সূরা আছে। বাক্বারাহ অর্থ- গাভী কমবেশী সবাই জানে। কিন্তু সাধারণ মানুষ অন্যান্য সূরার নামের অর্থ জানে না। সেগুলোর অর্থ জানালে বাধিত হব।

-আবুল হোসাইন মিয়া
কেন্দুপাড়া, কাঞ্চন, রূপগঞ্জ।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনের সূরা সমূহের নামকরণ করা হয়েছে আল্লাহ্‌র হুকুমে বিশেষ উদ্দেশ্যে। ১১৪টি সূরার মধ্যে কিছু সূরার নামের অর্থ জানা যায় না। কারণ যে সূরাগুলোর حروف مقطعات বা 'খণ্ডিত বর্ণ' দ্বারা নামকরণ করা হয়েছে, সেগুলোর অর্থ জানা যায় না। যেমন يس، ص ، ق ইত্যাদি। এগুলোর অর্থ আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না *(আলে ইমরান ৭)*।

প্রশ্নঃ (২২/২২২)ঃ ফরয ছালাতে ইমাম প্রথম রাক'আতে রুকূতে চলে গিয়েছেন। এক্ষণে ছানা পড়লে সূরা ফাতেহা পড়ে রুকূ পাব না। এমতাবস্থায় ছানা না পড়ে সূরা ফাতেহা পড়ার পর রুকূতে গেলে রাক'আত পূর্ণ হবে কি?

-আবুল হুসাইন
কেন্দুপাড়া, কাঞ্চন, রূপগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় ইমামের ইক্বতেদা করার জন্য সরাসরি তাকবীর বলে রুকূতে যেতে হবে। কারণ ইমামকে নিযুক্ত করা হয় তার অনুসরণের জন্য *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৯; ছহীহ আবুদাউদ হা/৫০৬ 'আযান' অধ্যায়, ২৮ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৩/২২৩)ঃ জনৈক ব্যক্তি তাহাজ্জুদ পড়ার পরে ফজরের ছালাতের সময়ের পূর্বেই ফজরের সুন্নাত আদায় করে। এটা কি শরী'আত সম্মত হবে?

-আবুল বাশার
গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ উক্ত সুন্নাত ফজরের সুন্নাত হিসাবে গণ্য হবে না। কারণ সময়ের পূর্বেই তা পড়া হয়। উল্লেখ্য যে, অনেক মসজিদে ছুবহে ছাদিকের পূর্বেই আযান দেওয়া হয়। আযানের পরেও যদি ছুবহে ছাদিক না হয় এবং এর মধ্যে কেউ ফজরের সুন্নাত আদায় করে নেয় তাহ'লে ছালাত শুদ্ধ হবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই মুমিনদের উপর প্রত্যেক ছালাতের নির্ধারিত সময় রয়েছে' *(নিসা ৪/১০৩)*।

প্রশ্নঃ (২৪/২২৪)ঃ জনৈক আলেমের কাছে শুনেছি, কোন আলেমের চেহারার দিকে তাকালে সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-রাশেদ আহমাদ
ইসলামী শিক্ষা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি 'জাল' *(তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, পৃঃ ২১)*।

প্রশ্নঃ (২৫/২২৫)ঃ অপবিত্র অবস্থায় মুখস্থ কিংবা দেখে বা স্পর্শ করে কুরআন তেলাওয়াত করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ আল-মামুন
আখিলা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কুরআন পবিত্র গ্রন্থ। তা পবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করা এবং পাঠ করা উত্তম। অবশ্য ওযূ বিহীন অবস্থায় পবিত্র কুরআন স্পর্শ করে পড়া যায়। তবে যে কারণে গোসল ফরয হয় সে অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করে পড়া যাবে না। স্পর্শ না করে মুখস্থ পড়া যায় *(আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ ইরওয়াউল গালীল, হা/১২৩ ও ৪৮৫)*।

প্রশ্নঃ (২৬/২২৬)ঃ স্ত্রী স্বামীকে নাম ধরে ডাকতে পারে কি?

-অহীদুযযামান
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ স্ত্রী স্বামীর নাম ধরে ডাকতে পারে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর স্ত্রী যয়নাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আগমন করে বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! আজকে আপনি আমাদের দান করার নির্দেশ দিয়েছেন। আমার নিকট অলংকার রয়েছে। আমি তা দান করতে চাই। কিন্তু (তার স্বামী) ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, তিনি এবং তার সন্তানই উক্ত সম্পদের অধিক হকদার। তখন নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ইবনু মাস'ঊদ সত্য বলেছে। তোমার স্বামী এবং সন্তানকে তা প্রদান কর *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/৬২৩)*।

প্রশ্নঃ (২৭/২২৭)ঃ আমরা জানি যে, কবরে ৩টি প্রশ্ন করা হবে। কিন্তু জনৈক বক্তা বলেছেন, কবরে ৪টি প্রশ্ন করা হবে। কোনটি সঠিক?

-আখতারুল ইসলাম
চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ কবরে ৩টি প্রশ্ন করা হবে *(আবুদাঊদ, আহমাদ, মিশকাত হা/১৩১)*। তবে অন্য একটি হাদীছে এসেছে যে, তাকে প্রশ্ন করা হবে, 'তুমি কি আল্লাহকে দেখেছ' জবাবে তিনি বলবেন, 'কারু জন্য আল্লাহকে দেখা সম্ভব নয়' *(ইবনু মাজাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩৯)*।

প্রশ্নঃ (২৮/২২৮)ঃ মেয়েদের বর পসন্দ করার অধিকার আছে কি? পিতা যদি মেয়ের মতামত না নিয়ে বিয়ে ঠিক করে এবং মেয়ে যদি তাতে সম্মত না হয় তাহ'লে কোন গুনাহ হবে কি?

-তাসনিয়া রিফাহ
কাজিপুর, গাংণী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ বর পসন্দ করার অধিকার মেয়েদের অবশ্যই আছে। অভিভাবক ছাড়া মেয়ের বিবাহ যেহেতু শুদ্ধ হয় না। সেহেতু অভিভাবক তার মেয়ের মতামত নিবেন। অনুমতি নেওয়ার ক্ষেত্রে মেয়ে যদি কুমারী হয় এবং চুপ থাকে,

তাহ'লে চুপ থাকাটাই হবে সম্মতির লক্ষণ। আর বিধবা হ'লে মুখে স্পষ্ট স্বীকৃতি নিতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১২৭)*। মেয়ে যদি সম্মত না হয়, তবে তাতে তার কোন গোনাহ হবে না।

প্রশ্নঃ (২৯/২২৯)ঃ ছালাতে সিজদা অবস্থায় বাংলায় দো'আ করা যাবে কি?

- মুহাম্মাদ যহীরুল ইসলাম
বি-প্রবর্থা পূর্বপাড়া, গাযীপুর।

উত্তরঃ ছালাতের মধ্যে সিজদা অবস্থায় আপন আপন ভাষায় নিজের তৈরীকৃত প্রার্থনা করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই ছালাত মানুষের কথা-বার্তা বলার ক্ষেত্র নয়। এটা কেবল তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্যই নির্দিষ্ট' *(ছহীহ মুসলিম হা/৫৩৭; মিশকাত হা/৯৭৮; বলূগুল মারাম হা/২১৭)*। এমতাবস্থায় শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে 'রববানা আ-তেনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আ-খিরাতে হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা আযা-বান্নার' পড়াই উত্তম। (অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি দুনিয়াতে আমাদের মঙ্গল দান করুন এবং আখেরাতে মঙ্গল দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হ'তে রক্ষা করুন!)। এসময় দুনিয়াবী সমস্যাগুলি নিয়তের মধ্যে আনবেন।

প্রশ্নঃ (৩০/২৩০)ঃ কোন ব্যক্তির ডান হাত ভাল থাকা অবস্থায় বাম হাত দিয়ে পানি, চা ইত্যাদি পান করে তাহ'লে গুনাহ হবে কি?

-হাসনা হেনা
বি-প্রবর্থা, গাযীপুর।

উত্তরঃ বাম হাতে খানা-পিনা করার ব্যাপারে শরী'আতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কেউ যেন বাম হাতে না খায় এবং পান না করে। কেননা শয়তান বাম হাতে খায় এবং পান করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৬৩)*। বিনা ওযরে রাসূলের নিষেধ অমান্য করলে তাকে গোনাহগার হ'তে হবে।

প্রশ্নঃ (৩১/২৩১)ঃ ছালাতের মধ্যে হাঁচি আসলে 'আল-হামদুলিল্লাহ' নীরবে বলতে হবে না সরবে বলতে হবে?

-রাশেদুল ইসলাম
দীঘিরহাট, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ নীরবে 'আলহামদুল্লিাহ' বলতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৭৮)*।

প্রশ্নঃ (৩২/২৩২)ঃ যোহর ও আছর ছালাতের প্রথম দুই রাক'আতে কোন মুক্তাদী সূরা ফাতিহা পড়ার পর অন্য সূরা না পড়লে তার ছালাত হবে কি?

-আবু সাঈদ
রসুলপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রথম দুই রাক'আতে সূরা ফাতিহা পড়ার পর অন্য সূরা পড়া যেহেতু ফরযের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই ছালাত হয়ে যাবে। তবে ছালাত সুন্নাত অনুযায়ী হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ছালাত আদায় করো সেভাবে যেভাবে আমাকে ছালাত আদায় করতে দেখ' *(বুখারী, মিশকাত হা/৬৮৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/২৩৩)ঃ কোন মা তার সন্তানকে গালি দিতে পারেন কি? এর পরিণাম কি হবে?

-ইসমাঈল
দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ
বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আদব শিখানোর জন্য বাপ-মা তাদের সন্তানকে গালি দিতে পারেন। ইবনু ওমর (রাঃ) তার সন্তানকে কঠোর ভাষায় গালি দিয়েছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৮৩)*। ১০ বছর বয়সের সন্তান ছালাত আদায় না করলে তাকে মারার নির্দেশও হাদীছে এসেছে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৭২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এভাবে অনেককে বকা দিতেন *(মিশকাত হা/৩৭১, ৩৭২, ১৫৭৮ প্রভৃতি)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/২৩৪)ঃ ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসা করাতে শারঈ কোন বিধি-নিষেধ আছে কি?

-তামান্না ইয়াসমীন
নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তরঃ ধোঁকা ও সূদমুক্ত ঋণ গ্রহণ করে ব্যবসা করাতে শারঈ কোন বাধা নেই। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২৭৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/২৩৫)ঃ যে গৃহপরিচারিকা সার্বক্ষণিক মনিবের বাড়ীতে অবস্থান করে এবং খাওয়া-পরার ও থাকার ব্যবস্থা ছাড়াও মাসে মাসে নির্ধারিত বেতন নেয়, তার ফিতরা আদায়ের হক কার উপর বর্তাবে?

-মার্যিয়া বিলক্বীস
ইটাগাছা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ এমতক্ষেত্রে গৃহপরিচারিকা নিজেই তার ফিৎরা দিবে। তবে যদি তার বেতন খুবই কম হয় এবং সে নিজের ফিৎরা দিতে অক্ষম হয়, তাহ'লে মনিব তার পক্ষে তার ফিৎরা দিয়ে দিবেন *(দ্রঃ ফাৎহুল বারী হা/১৫১১-এর ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/২৩৬)ঃ আমরা জানি আসমানী কিতাব ১০৪টি। এর মধ্যে ছহীফা ১০০টি। বড় চারটি কিতাব চারজন নবীর উপরে অবতীর্ণ হয়েছে। সে হিসাবে রাসূল মাত্র চারজনই হওয়ার কথা। আত-তাহরীক নভেম্বর '০৮ সংখ্যায় দেখলাম নবী-রাসূলের সর্বমোট সংখ্যা ১ লক্ষ ২৪ হাযার। যার মধ্যে ৩১৫ জন রাসূল। বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবুল হাসান
পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁ।

উত্তরঃ আসমানী কিতাবের সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। সকল রাসূল নবী ছিলেন। কিন্তু সকল নবী রাসূল ছিলেন না। যাঁদের নিকটে ছোট বা বড় কিতাব নাযিল করা হয়েছে তাদেরকে রাসূল বলা হয়। বর্ণিত চারজন রাসূল হ'লেন শ্রেষ্ঠ রাসূল। আত-তাহরীকে নবী-রাসূলের যে সংখ্যা বলা হয়েছে তা সঠিক।

প্রশ্নঃ (৩৭/২৩৭)ঃ মাশরুম সম্পর্কে কুরআন-হাদীছে কোন বক্তব্য আছে কি? কেউ কেউ বলেন, এটি মান্না ও সালওয়া থেকে এসেছে। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল ওয়াদূদ
রহমতগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ মান্না এক প্রকার খাদ্য যা আল্লাহ তা'আলা বণী ইসরাঈলদের উপর আসমান থেকে অবতীর্ণ করতেন। আর তা ছিল দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। আর সালওয়া হচ্ছে আসমান থেকে আগত এক প্রকার পাখি *(তাফসীরে ইবনে কাছীর, সূরা বাক্বারাহ ৫৭ আয়াতের ব্যাখ্যা)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, الكمأة من المن 'কামআহ হ'ল মান্ন-এর অন্তর্ভুক্ত' *(তিরমিযী, হাদীছ হাসান; মিশকাত হা/৪৫৬৯ 'চিকিৎসা ও মন্ত্র' অধ্যায়)*। এতে বুঝা যায় 'মান্ন' কয়েক প্রকারের ছিল। ইংরেজীতে কামআহ অর্থ করা হয়েছে মাশরূম (Mashroom)। আধুনিক গবেষণায় বলা হয়েছে যে, মান্না একপ্রকার আঠা জাতীয় উপাদেয় খাদ্য। যা শুকিয়ে পিষে রুটি তৈরী করে তৃপ্তির সাথে আহার করা যায়। সালওয়া একপ্রকার চড়ুই পাখি, যা ঐসময় সিনাই এলাকায় প্রচুর পাওয়া যেত। ব্যাঙের ছাতার মত সহজলভ্য ও কাই জাতীয় হওয়ায় সম্ভবত একে মাশরূম-এর সাথে তুলনীয় মনে করা হয়েছে। তবে মাশরূম ও ব্যাঙের ছাতা সম্পূর্ণ পৃথক জিনিস। কয়েক লাখ বনু ইসরাঈল কয়েক বছর ধরে মান্না ও সালওয়া খেয়ে বেঁচে ছিল। এতে বুঝা যায় যে, মান্ন ছিল চাউল বা গমের মত কার্বো-হাইড্রেট-এর উৎস এবং সালওয়া বা চড়ুই জাতীয় পাখির গোশত ছিল ভিটামিন ও চর্বির উৎস। সব মিলে তারা পরিপূর্ণ খাবার নিয়মিত খেয়ে বেঁচে থাকতে সক্ষম হয়েছিল। দক্ষিণ ইউরোপের সিসিলিতে, আরব উপদ্বীপের ইরাকে-ইরানে, অস্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষে মান্না জাতীয় খাদ্য উৎপন্ন হয় *(বিস্তারিত দ্রঃ ডঃ ইকতেদার হোসেন ফারুকী, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে কুরআনে বর্ণিত উদ্ভিদ ই,ফা,বা ২০০৮, পৃঃ ১৩-২০)*। অবাধ্য বনু ইস্রাঈলরা এগুলো সিরিয়ার তীহ প্রান্তরে ৪০ বছরের বন্দী জীবনে বিপুলভাবে পেয়েছিল আল্লাহ্র বিশেষ রহমতে।

প্রশ্নঃ (৩৮/১৫৮)ঃ একাকী হাত তুলে দো'আ করা যাবে কি? যদি হাত উঠিয়ে মুখে মাসাহ করা না হয় তাহ'লে কোন দোষ হবে কি?

-মুজাহিদুল ইসলাম
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে একাকী হাত তুলে চুপে চুপে দো'আ করা যায় *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, প্রভৃতি, মিশকাত হা/২২৪৪, ২২৫৬)*। দো'আ শেষে মুখে মাসাহ না করলে কোন দোষ হবে না। কেননা মুখে মাসাহ করার বিষয়ে কোন ছহীহ হাদীছ নেই *(দ্রঃ আবুদাঊদ হা/১৪৮৫, পৃঃ ২০৯; মিশকাত হা/২২৫৫-এর টীকা- আলবানী)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/২৩৯)ঃ মানুষের রং ও ভাষা বিভিন্ন হওয়ার কারণ কি?

- কামালুদ্দীন
বসুরহাট, নোয়াখালী।

উত্তরঃ মানুষের রং ও ভাষা বিভিন্ন হওয়ার কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা ও নিদর্শনের বহিঃপ্রকাশ ঘটানো এবং মানুষকে আল্লাহ্র ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আল্লাহ্র নিদর্শন সমূহের অন্যতম হ'লঃ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা এবং তোমাদের ভাষা ও রং বিভিন্ন করা। নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে বহুবিধ নিদর্শন' *(রূম ৩০/২২)*।

প্রশ্নঃ (৪০/২৪০)ঃ গলায় 'টাই' ঝুলানো যাবে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই?

- যিল্লুর রহমান
ষষ্টিতলা, যশোর।

উত্তরঃ 'টাই' খৃষ্টানদের 'ক্রশ' ঝুলানোর সাথে সামঞ্জস্যশীল এক বিশেষ পোশাক বলে কথিত। যার বিরোধিতা করা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা ইহুদী ও মুশরিকদের বিরোধিতা কর *(আবুদাঊদ, মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৬৫, ৪৪২১)*। তিনি আরও বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৩৪৭)*।

সংশোধনী

নভেম্বর '০৮ ৬/৪৬ নং প্রশ্নোত্তরে যাকাতের টাকা নিজ সন্তানকে দেওয়া যাবে বলা হয়েছে। সঠিক কথা হবে এই যে, সন্তান তার পিতার নিকট থেকে তার ভবণ-পোষণের অধিকারী। অতএব সন্তান গরীব হ'লে পিতা তার যাবতীয় সম্পদ দিয়ে সন্তানের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করবেন। তাকে যাকাত দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। পক্ষান্তরে স্ত্রী তার স্বামীর ভরণ-পোষণের দায়িত্বশীল নন। সেকারণ তিনি তার অপারগ স্বামীকে নিজের যাকাত থেকে দিতে পারেন। যেটা বর্ণিত প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে।

এ বিষয়ে আমাদেরকে সচেতন করার জন্য মাননীয় পাঠক মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটীকে অসংখ্য ধন্যবাদ রইল। আল্লাহ তাঁকে উত্তম জাযা প্রদান করুন।- *পরিচালক হা.ফা.বা।*

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১২তম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

এপ্রিল ২০০৯

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/২৪১)ঃ সাংসারিক ভুল বুঝাবুঝির এক পর্যায়ে রাগের মাথায় স্বামী তার স্ত্রীকে এক সাথে দুই তালাক প্রদান করে। এরপর স্বামী-স্ত্রী আবার ঘর-সংসার করতে থাকে। অতঃপর দেড় মাস পরে পুনরায় স্বামী রাগের বশবর্তী হয়ে এক সাথে তিনবার 'তালাক' শব্দটি উচ্চারণ করে। তৎক্ষণাৎ স্ত্রী স্বামীর বাড়ী ছেড়ে চলে যায়। এ ঘটনার ৮/১০ মাস পর গ্রামের কিছুসংখ্যক লোক তাদের মাঝে মিলমিশ করে দিলে তারা পুনরায় ঘর-সংসার করতে শুরু করে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য প্রবাসী ছেলের কথায় তারা আবার পৃথক হয়ে যায়। এরপর প্রায় দেড় বৎসর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। কিন্তু তাদের উভয়ের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ ও কথা-বার্তা নেই। এক্ষণে তারা একত্রে ঘর-সংসার করতে আগ্রহী। এ বিষয়ে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ফায়ছালা জানতে চাই।

-আনোয়ার
নোয়াখালী।

উত্তরঃ প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী স্ত্রীর উপর দুই তালাক কার্যকর হয়েছে। স্বামী তার স্ত্রীকে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিয়ে ঘর-সংসার করতে পারবে। এক বৈঠকে এক সঙ্গে একাধিক তালাক দিলেও তা এক তালাক গণ্য হয়। কারণ তালাক দেওয়ার নিয়ম হল, ইদ্দতে ইদ্দতে তালাক দেওয়া *(মুসলিম হা/১৪৭২; নাসাঈ হা/৩৪৩০; মিশকাত হা/৩২৯২; সূরা তালাক্ব ১)*। যেহেতু দ্বিতীয় তালাক প্রদানের পর ইদ্দতের মাঝে ফিরিয়ে নেওয়া হয়নি তাই কেবল নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিবে *(বুখারী, তরজমাতুল বাব, ফাৎহুল বারী ৯/৪৫২ পৃঃ হা/৫২৫৯-এর আলোচনা)*। নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে না নিয়ে তারা পাপ করেছে। এজন্য তাদেরকে তওবা করতে হবে। তবে এখানে তথাকথিত জাহেলী হিল্লা প্রথার কোন সুযোগ নেই। এটা ইসলামে হারাম *(ছহীহ নাসাঈ হা/৩১৯৮; মিশকাত হা/৩২৯৬-৯৭; ইরওয়াউল গালীল ৬/৩০৯)*। উল্লেখ্য যে, এর পরে তালাক দিলে তিন তালাক কর্যকর হবে। ফলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেওয়ার আর সুযোগ থাকবে না।

প্রশ্নঃ (২/২৪২)ঃ ছালাত অবস্থায় কেউ সালাম দিলে উত্তর দেওয়ার পদ্ধতি কী? ছালাতরত অবস্থায় কেউ ডাকলে গলায় আওয়াজ করা যাবে কি?

-আবু আনীসা
ডুমনী, খিলক্ষেত, ঢাকা।

উত্তরঃ ছালাতরত অবস্থায় কেউ সালাম দিলে কথা না বলে শুধু হাত বা আঙ্গুলের ইশারায় সালামের উত্তর দিতে হবে *(তিরমিযী, নাসাঈ সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৯৯১)*। ছালাতরত অবস্থায় গলার আওয়াজ দেওয়ার হাদীছটি যঈফ *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৬৭৫; তামামুল মিন্নাহ পৃঃ ৩১২)*।

প্রশ্নঃ (৩/২৪৩)ঃ পেশাব-পায়খানা করা অবস্থায় যদি হাঁচি আসে তাহ'লে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলা যাবে কি?

-লোকমান
পাশুণ্ডী, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ পেশাব-পায়খানা করা অবস্থায় হাঁচি আসলে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলা যাবে না। কারণ এ সময় যিকর করা হ'তে নবী করীম (ছাঃ) বিরত থাকতেন। তাই হাজত সম্পন্ন করার পর তিনি **'গুফরা-নাকা'** বলে আল্লাহ্‌র নিকটে ক্ষমা চাইতেন *(তিরমিযী হা/৭, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৩৫৯)*।

প্রশ্নঃ (৪/২৪৪)ঃ সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম পালনের শারঈ বিধান এবং ফযীলত দলীল সহকারে জানিয়ে বাধিত করবেন।

–উম্মু ছাক্বিব
ডুমনী, খিলক্ষেত, ঢাকা।

উত্তরঃ নবী করীম (ছাঃ) নিয়মিতভাবে সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছিয়াম পালন করতেন। একদা তাঁকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'আমি এই দিনে জন্ম গ্রহণ করেছি এবং এই দিনে আমার প্রতি অহি নাযিল করা হয়েছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৫)*। অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমল সমূহ পেশ করা হয়। তাই আমি পসন্দ করি ছিয়াম অবস্থায় আমার আমল পেশ করা হোক' *(তিরমিযী হা/৭৪৭, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২০৫৬)*।

প্রশ্নঃ (৫/২৪৫)ঃ অনেকে কুরআন তেলাওয়াতের পর 'ছাদাক্বাল্লা-হুল আযীম' বলে থাকে। এর দলীল জানতে চাই।

-রাসেল
বাউসা, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত শেষে 'ছাদাক্বাল্লা-হুল আযীম' বলার পক্ষে কোন দলীল পাওয়া যায় না। বরং

কুরআন তেলাওয়াত শেষে রাসূল (ছাঃ) নিম্নের দো'আ পড়তেন,

سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ.

উচ্চারণঃ *সুব্হা-নাকা ওয়া বিহাম্দিকা লা ইলা-হা ইল্লা আন্তা আস্তাগ্ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলায়কা।* **অর্থঃ** 'পবিত্রতা সহ আপনার প্রশংসা বর্ণনা করছি। আপনি ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই। আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তওবা করছি' *(ইমাম নাসাঈ, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লায়লাহ হা/৩০৮, পৃঃ ২৭৩)*।

প্রশ্নঃ (৬/২৪৬)ঃ মানুষ ঘুমের মাঝে যে সমস্ত স্বপ্ন দেখে, তার শারঈ কোন তা'বীর আছে কি? স্বপ্নের কোন প্রকার-ভেদ আছে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুছাদ্দিক্ব বিল্লাহ
পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ সব স্বপ্ন তা'বীরযোগ্য নয়। কারণ মানুষ বিভিন্ন ধরনের স্বপ্ন দেখে থাকে। রাসূল (ছাঃ) অনেক স্বপ্নের তা'বীর বলে দিতেন *(আহমাদ. শারহুস সুন্নাহ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৬২৪ টীকাসহ দ্রঃ)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন. 'উত্তম স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়। সুতরাং তোমাদের কেউ যদি ভাল স্বপ্ন দেখে তাহ'লে সে যেন ঐ ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করে, যাকে সে ভালবাসে। আর যদি কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখে তাহ'লে সে যেন তার ক্ষতি ও শয়তানের অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট পরিত্রাণ চায় এবং বাম দিকে তিনবার থুক মারে। আর কারো কাছে যেন প্রকাশ না করে। ফলে তার কোন ক্ষতি হবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৬১২)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'স্বপ্ন তিন প্রকার হয়ে থাকে। (ক) সত্য স্বপ্ন (খ) মনের কল্পনা এবং (গ) শয়তানের পক্ষ হ'তে ভীতি প্রদর্শন। সুতরাং কেউ যদি অপসন্দনীয় স্বপ্ন দেখে তাহ'লে তখন উঠে যেন ছালাত আদায় করে' *(তিরমিযী হা/২২৮০)*।

প্রশ্নঃ (৭/২৪৭)ঃ ইরাককে 'হাদীছ ভাঙ্গানোর কারখানা' বলা হয় কেন?

- আবু ইউসুফ
যোগীপাড়া, বাগাতিপাড়া
নাটোর।

উত্তরঃ ইরাকে হাদীছের শব্দে ও বাক্যে বিভিন্নভাবে পরিবর্তন করা হ'ত। তাই ইমাম মালেক (রহঃ) ইরাককে 'দারুয যারব' বা হাদীছ ভাঙ্গানোর কারখানা বলতেন। ইমাম ইবনু শিহাব যুহরী বলেন, 'আমাদের নিকট থেকে বের হওয়া এক বিঘত হাদীছ ইরাক থেকে এক হাত হয়ে ফিরে আসে' *(আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ৭৯)*।

প্রশ্নঃ (৮/২৪৮)ঃ আমরা জানি জেহরী ছালাতে সশব্দে আমীন বলার হাদীছ ছহীহ। কিন্তু দেশের একটি পরিচিত মাসিক পত্রিকায় বিভিন্ন দলীল ও ইমামদের মতামত উল্লেখ করে নিঃশব্দে আমীন বলার পক্ষে ফৎওয়া দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হাসিবুল হাসান
ধানমণ্ডী আবাসিক এলাকা
ঢাকা।

উত্তরঃ জেহরী ছালাতে সূরা ফাতিহা শেষে আমীন জোরে বলতে হবে। এটা একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(ছহীহ আবুদাউদ হা/৯৩২; ছহীহ তিরমিযী হা/২৪৮)*। পক্ষান্তরে নীরবে আমীন বলার পক্ষে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা মুহাদ্দিছগণের নিকটে যঈফ এবং অনেক ত্রুটিযুক্ত। ইমাম তিরমিযী অনেকগুলো ত্রুটি উল্লেখ করেছেন এবং জোরে আমীন বলার হাদীছকে সর্বাধিক ছহীহ বলেছেন *(যঈফ তিরমিযী হা/৪১)*। ইমাম দারাকুৎনীও একই মন্তব্য করেছেন *(দারাকুৎনী হা/১২৫৬, ১/৩২৮-২৯)*। অতএব ছহীহ হাদীছের প্রতি নিঃশর্তভাবে আমল করাই একান্ত কাম্য। আর যঈফ ও ত্রুটিপূর্ণ হাদীছ বর্জনীয়। এভাবে ছহীহ হাদীছকে সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিলে কোন মতানৈক্য ও ভেদাভেদ থাকতে পারে না।

প্রশ্নঃ (৯/২৪৯)ঃ যে ব্যক্তি পরহেযগার আলেমের পিছনে ছালাত আদায় করল সে যেন নবীর পিছনে ছালাত আদায় করল। উক্ত হাদীছের সনদ সম্পর্কে জানতে চাই।

- মুহাম্মাদ মুহসিন আকন্দ
বংশাল, ঢাকা।

উত্তরঃ বর্ণনাটি জাল। এর কোন ভিত্তি নেই *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৫৭৩, ২/৪৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১০/২৫০)ঃ অনেকে ফরয ছালাতের সালাম ফিরানোর পর মাথায় হাত রেখে বিভিন্ন দো'আ পড়ে। এই দো'আগুলোর ছহীহ দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ আখতারুল ইসলাম
চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ ফরয ছালাতের সালাম ফিরানোর পর মাথায় হাত রেখে দো'আ পড়ার ছহীহ কোন দলীল পাওয়া যায় না। মাথায় হাত দিয়ে **'বিসমিল্লা-হিল্লাযি লা-ইলা-হা গাইরুহু আর-রাহমা-নুর রাহীম, আল্লাহুম্মা আযহিব আন্নিল হাম্মা ওয়াল হাযানা'** বলতে হবে মর্মে ত্বাবারাণীতে যে

বর্ণনাটি এসেছে তার সনদ নিতান্তই যঈফ, যা আমলযোগ্য নয় *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৬৬০, ২/১১৪ পৃঃ; যঈফুল জামে' হা/৪৪২৯)*।

প্রশ্নঃ (১১/২৫১)ঃ ওযূ শেষে আকাশের দিকে তাকিয়ে দো'আ পাঠ করা সম্পর্কে কোন হাদীছ আছে কি?

- শহীদুল ইসলাম
হাঁপানিয়া, সাপাহার
নওগাঁ।

উত্তরঃ ওযূ শেষে দো'আ পাঠের সময় আকাশের দিকে তাকানো সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। এ বিষয়ে একটি 'মুনকার' বা যঈফ হাদীছ রয়েছে, যা আমলযোগ্য নয়' *(দারেমী, ইবনুস সুন্নী, দ্রঃ আলবানী, ইরওয়াউল গালীল ১/১৩৪)*।

প্রশ্নঃ (১২/২৫২)ঃ বিবাহের অনুষ্ঠানে যবেহকৃত গরু-ছাগলে আক্বীক্বার নিয়ত করা যাবে কি?

- নাজমুল ইসলাম
এম এম কলেজ, যশোর।

উত্তরঃ আক্বীক্বা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত, যা জন্মের সপ্তম দিনেই করতে হয় *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪১৫৩)*। পরবর্তীতে আক্বীক্বা করা সম্পর্কে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না। তাই বিবাহের অনুষ্ঠানে যবেহকৃত গরু-ছাগলে আক্বীক্বার নিয়ত করা যাবে না। অনুরূপভাবে কুরবানীর পশুতে আক্বীক্বার নিয়ত করারও কোন শারঈ বিধান নেই। এসবই পরবর্তীতে চালুকৃত বিদ'আত।

প্রশ্নঃ (১৩/২৫৩)ঃ রুকূ ও সিজদার প্রসিদ্ধ দো'আ 'সুবহা-না রব্বিয়াল 'আযীম ও 'সুবহা-না রাব্বিয়াল আ'লা' ছহীহ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মনিরুল ইসলাম
চোরকোল, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ উক্ত দো'আ দু'টি ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৮৮১; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৮৮৮)*।

প্রশ্নঃ (১৪/২৫৪)ঃ অনেকেই বলেন, ছালাত অবস্থায় ডান পা সরানো যায় না। তবে প্রয়োজনে বাম পা সরানো যায়। এ কথার ছহীহ কোন ভিত্তি আছে কি?

- জুয়েল রানা
ঢাকা।

উত্তরঃ ছালাত অবস্থায় ডান পায়ের স্থান ত্যাগ করা যাবে না কথাটি সঠিক নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিজদার সময় উভয় পা মিলিয়ে রাখতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৯৩)*।

প্রশ্নঃ (১৫/২৫৫)ঃ আলেম সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী? উক্ত দায়িত্ব পালন না করলে তারা পরকালে কেমন শাস্তির সম্মুখীন হবেন?

- আল-ওয়ালিদ
খুলনা।

উত্তরঃ আলেমগণ নবীগণের ইলমের ওয়ারিছ *(তিরমিযী, আবু দাঊদ, মিশকাত হা/২১২, সনদ হাসান)*। তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হ'ল, মানুষকে কল্যাণের দিকে আহ্বান করা, সৎ কাজের আদেশ দেওয়া এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমাদের মাঝে এমন একটি দল থাকা চাই যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করে, ভাল কাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর তারাই সফলকাম *(আলে-ইমরান ১০৪)*। তবে অবশ্যই দলীলসহ দাওয়াত দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'বলুন! ইহাই আমার পথ, আমি ও আমার অনুসারীগণ আল্লাহর দিকে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে (দলীল সহ) আহ্বান করে থাকি' *(ইউসুফ ১০৮)*। দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হ'লে পরকালে প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৮৫)*।

প্রশ্নঃ (১৬/২৫৬)ঃ আমরা জানি, সুন্নাত ছালাত বাড়ীতে পড়াই উত্তম (ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৭৬)। প্রশ্ন হ'ল, মুয়াযযিন আযানের আগে বাড়ীতে সুন্নাত পড়তে পারবে কি?

- উছমান গণী
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
ভারত।

উত্তরঃ সুন্নাত ছালাত ফরয ছালাতের সাথে সম্পৃক্ত। যদি সেই ছালাতের সময় হয়ে যায়, তাহলে আযানের আগেও মুওয়াযযিন বাড়ীতে সুন্নাত পড়তে পারবে। কারণ প্রত্যেক ছালাতেরই নির্ধারিত সময় রয়েছে *(নিসা ১০৩)*।

প্রশ্নঃ (১৭/২৫৭)ঃ আমাদের এলাকায় প্রচলিত আছে, জুতা পায়ে দিয়ে কবরে মাটি দেওয়া এবং কবরস্থানে যাওয়া নিষেধ। মাটি দেওয়ার পর কবরের উপর পানি ছিটানোর নিয়মও প্রচলিত আছে। এগুলোর শারঈ কোন ভিত্তি আছে কি?

- আব্দুল্লাহ খান
শ্রীপুর, গাযীপুর।

উত্তর: জুতা পায়ে দিয়ে কবরে মাটি দেওয়া ও কবরস্থানে যাওয়া যাবে *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১২৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জুতা পায়ে দিয়ে ছালাত আদায় করেছেন *(আবুদাঊদ,*

দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৭৬৬)। উল্লেখ্য, যে হাদীছে জুতা খুলে ফেলার কথা বলা হয়েছে সে হাদীছের ব্যাখ্যা হ'ল, ঐ জুতাতে নাপাকি লেগে ছিল বলেই জুতা খুলতে বলা হয়েছিল *(আবুদাউদ, ইরওয়া হা/৭৬০, ৩/২১১)*। সুতরাং জুতা পরিস্কার থাকলে জুতা খোলার প্রয়োজন নেই।

দাফনের পর পানি ছিটানো যায় *(বায়হাক্বী, সনদ মুরসাল ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/৭৫৫-এর আলোচনা দ্রঃ)*। তবে মাথার দিক থেকে পা পর্যন্ত পানি ছিটাতে হবে এই অংশটুকু যঈফ *(ইরওয়া ৩/২০৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/২৫৮)ঃ আমার ছেলে গোপনে বিয়ে করে মেয়ের পিতার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ঘুষ দিয়ে সেনাবাহিনীতে চাকরি নিয়েছে। পরবর্তীতে সে তার শ্বশুরকে টাকা পরিশোধ করে দিয়েছে। আমি কি ছেলের উপার্জন খেতে পারব?

- মমতাজ বেগম
তেরখাদা, খুলনা।

উত্তরঃ ঘুষ দিয়ে চাকরি নিয়ে সে অন্যের হক্ব নষ্ট করেছে। সে ঘুষ না দিলে হয়ত যোগ্য ব্যক্তিই এ কাজে নিয়োগ পেত, যে ঘুষ দিতে পারেনি। সুতরাং এই চাকরি থেকে উপার্জিত অর্থ হারাম বলে গণ্য হবে। রাসূল (ছাঃ) ঘুষ দাতা এবং ঘুষ গ্রহীতা উভয়কেই অভিসম্পাত করেছেন *(আবুদাঊদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/৩৭৫৩, সনদ ছহীহ)*। এছাড়া বিয়ের সময় যৌতুক নিয়ে সে জঘন্য পাপ করেছে।

প্রশ্নঃ (১৯/২৫৯)ঃ ৭০ হাযার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। তাদের পরিচয় জানতে চাই।

- আবু শাহীন
চরের হাট, পলাশবাড়ী
গাইবান্ধা।

উত্তরঃ নবী করীম (ছাঃ) বলেন, পূর্বের নবীগণের উম্মতগণকে আমার সামনে পেশ করা হ'ল। দেখলাম একজন নবী, তাঁর সাথে রয়েছে একজন লোক। অন্য একজন নবীর সাথে রয়েছে দু'জন লোক। অন্য এক নবীর সাথে রয়েছে একদল লোক। একজন নবী এমনও ছিলেন, যাঁর সাথে কোন লোক ছিল না। অতঃপর এক বিরাট জামা'আত দেখলাম যারা দিগন্ত জুড়ে রয়েছে। তখন আকাংখা করলাম, এ জামা'আতটি যদি আমার উম্মত হ'ত! এ সময় বলা হ'ল, এ সব লোক মূসা (আঃ) এবং তার সম্প্রদায়। ..... তারপর আমাকে দিগন্তজোড়া একটি বড় দল দেখানো হল। তাদের অগ্রভাগে ৭০ হাযার লোক রয়েছে যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারা ঐ সব লোক যারা অশুভ লক্ষণ মানে না, ঝাড়ফুঁক বা মন্ত্র-তন্ত্রের ধার ধারে না এবং আগুনে পোড়া লোহার দাগ লাগায় না। তারা আপন প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৯৬)*।

প্রশ্নঃ (২০/২৬০)ঃ 'ইনসান ও 'নফস' কি একই জিনিস? নাকি ভিন্ন?

- রাসেল আহমাদ
কটিখের, নওগাঁ।

উত্তরঃ 'ইনসান' দ্বারা সমস্ত মানব জাতিকে বুঝায়। আর 'নফস' দ্বারা কেবল মানবাত্মাকে বুঝায়। অতএব, দু'টি এক জিনিস নয়।

প্রশ্নঃ (২১/২৬১)ঃ মসজিদের ইমাম বিভিন্ন বাড়ীতে খান। তাদের অনেকেই হারাম উপার্জন করে। এ বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, এটা আমার মুজুরী। আর মুজুরীদাতা সেটা হারাম থেকে দিলেও আমার জন্য তা হালাল। একথা কি ঠিক?

- আব্দুল্লাহ
পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত ইমামের দাবী সঠিক নয়। কারণ যারা খোলাখুলি হারাম উপার্জনে অভ্যস্ত, তাদের বাড়ীতে খাওয়া যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে শরীর অবৈধ উপার্জনে বৃদ্ধি হয় তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২৭৮৭; ছহীহাহ হা/২৬০৯)*।

প্রশ্নঃ (২২/২৬২)ঃ একটি ইসলামী পত্রিকায় লেখা হয়েছে, ইমাম আবু হানীফার মাযহাব অনুসারে জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়া জায়েয নয়। কেউ পড়তে চাইলে তাকবীরে উলার দো'আ হিসাবে পড়তে পারে। কিন্তু হাদীছে রয়েছে, সূরা ফাতিহা ছাড়া কোন ছালাত হয় না। উক্ত বিষয়ে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

- নাজমুল হাসান
বাঁশদহা বাজার, বাঁশদহা
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়া সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জানাযার ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়েছেন *(ছহীহ তিরমিযী হা/১০২৬; মিশকাত হা/১৬৭৩)*। ত্বালহা বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর পিছনে জানাযার ছালাত আদায় করেছি। তিনি তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন। নাসাঈ-র বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি ঐ সাথে আরেকটি সূরা পড়েন এবং সরবে পড়েন, যা আমরা শুনতে পাই। ছালাত শেষে আমি তার হাত ধরে উক্ত বিষয়ে প্রশ্ন করলে *(নাসাঈ হা/১৯৮৯)* তিনি বলেন, এটা এজন্য যাতে তোমরা জানতে পারো যে, এটা সুন্নাত' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৬৫৪)*। উল্লেখ্য

যে, উক্ত সূরা দো'আ হিসাবে পড়তে হবে মর্মে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কোন প্রমাণ নেই।

প্রশ্নঃ (২৩/২৬৩)ঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সকল সৃষ্টির উপরে মর্যাদা দিয়েছেন নাকি অধিকাংশের উপরে মর্যাদা দিয়েছেন? ফেরেশতাগণ মানুষের চাইতে উত্তম কি-না?

- নূরুল ইসলাম
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সকল সৃষ্টির উপরে মর্যাদা দিয়েছেন। কারণ তিনি আদম সন্তানকে 'জ্ঞান' দান করেছেন এবং বিভিন্ন দিক দিয়ে এমন সব বৈশিষ্ট্য দান করেছেন, যা অন্যান্য সৃষ্ট জীবের মধ্যে নেই। ফেরেশতাগণ নূরের সৃষ্টি হওয়ায় জন্মগতভাবে মানুষের চেয়ে উত্তম। অন্যায় কাজ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা আল্লাহ তাদের দেননি। পক্ষান্তরে নেককার মুমিন আমলগত কারণে ফেরেশতাগণের চাইতে উত্তম। কেননা তারা অন্যায় করার ক্ষমতা ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা করেন না *(দ্রঃ ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম নং ১০৭)*।

প্রশ্নঃ (২৪/২৬৪)ঃ ছালাতুল ইস্তিখারাহ কী? এর পদ্ধতি এবং কোন দো'আ পড়ে ছালাতুল ইস্তিখারাহ পড়তে হয় জানিয়ে বাধিত করবেন?

- শহীদুল ইসলাম
খিরাইকান্দি, কুমিল্লা।

উত্তরঃ কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কোন্ কাজটি করা মঙ্গলজনক হবে, সে বিষয়ে আল্লাহর নিকট থেকে ইঙ্গিত পাওয়ার জন্য বিশেষভাবে যে ছালাত আদায় করা হয়, তাকে 'ছালাতুল ইস্তেখা-রাহ' বলা হয়। কোন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত না করে এবং ঝোঁক না রেখে বরং নিরপেক্ষ ও সাদা মনে ইস্তেখারার ছালাত আদায় করবে। অতঃপর যেদিকে মন টানবে, সেভাবেই কাজ করবে। এ জন্য দু'রাক'আত ছালাত দিন বা রাতে যেকোন সময়ে পড়া যায়। ফরয ছালাতের জন্য নির্ধারিত সুন্নাত সমূহে কিংবা 'তাহইয়াতুল মসজিদ' দু'রাক'আত ছালাতে বা পৃথকভাবে দু'রাক'আত নফল ছালাতে ইস্তেখা-রার দো'আ পাঠের মাধ্যমে এই ছালাত আদায় করা যেতে পারে। সূরায়ে ফাতিহার পরে যেকোন সূরা পাঠ করবে। এরপর হামদ ও দরূদ পাঠ করবে। অতঃপর নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করবে,

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَاأَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ، اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ قَالَ فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ- وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرًّا لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ قَالَ: فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ، وَقَالَ : وَيُسَمِّيْ حَاجَتَهُ –

উচ্চারণঃ *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্তাখীরুকা বি'ইলমিকা ওয়া আস্তাক্বদিরুকা বি কুদরাতিকা, ওয়া আসআলুকা বিফাযলিকাল 'আযীমি। ফাইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়ালা আক্বদিরু, ওয়া তা'লামু ওয়া লা আ'লামু, ওয়া আংতা 'আল্লা-মুল গুয়ূবি। আল্লা-হুম্মা ইন কুংতা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা খায়রুন লী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আ-শী ওয়া 'আ-ক্বিবাতি আমরী আও ফী 'আ-জিলি আমরী ওয়া আ-জিলিহী, ফাক্বদিরহু লী ওয়া ইয়াসসিরহু লী; ছুম্মা বা-রিক লী ফীহি। ওয়া ইন কুনতা তা'লামু আন্না হা-যাল আমরা শার্রুণ লী ফী দ্বীনী ওয়া মা'আ-শী ওয়া 'আ-ক্বিবাতি আমরী আও 'আ-জিলি আমরী ওয়া আ-জিলহি, ফাছরিফহু 'আন্নী ওয়াছরিফনী 'আনহু, ওয়াক্বদির লিয়াল খায়রা হায়ছু কা-না, ছুম্মা আরযিনী বিহী।*

অনুবাদঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমারই জ্ঞানের সাহায্যে কল্যাণকর বিষয়টি প্রার্থনা করছি এবং তোমার মুক্তির মাধ্যমে (সেটা অর্জন করার) শক্তি প্রার্থনা করছি। আমি তোমার মহান অনুগ্রহ ভিক্ষা চাইছি। কেননা তুমিই ক্ষমতা রাখ। আমি ক্ষমতা রাখিনা। তুমি জানো, আমি জানিনা। তুমিই অদৃশ্য বিষয় সমূহের মহাজ্ঞানী। হে আল্লাহ! যদি তুমি জানো যে, এ কাজটি আমার জন্য উত্তম হবে আমার দ্বীনের জন্য, আমার জীবিকার জন্য ও আমার পরিণাম ফলের জন্য অথবা আমার ইহকাল ও পরকালের জন্য, তাহ'লে ওটা আমার জন্য নির্ধারিত করে দাও এবং সহজ করে দাও। অতঃপর ওতে আমার জন্য বরকত দান কর। আর যদি তুমি জানো যে, এ কাজটি আমার জন্য মন্দ হবে আমার দ্বীনের জন্য আমার জীবিকার জন্য ও আমার পরিণাম ফলের জন্য অথবা আমার ইহকাল ও পরকালের জন্য, তাহ'লে এটা আমার থেকে ফিরিয়ে নাও এবং আমাকেও ওটা থেকে ফিরিয়ে রাখ। অতঃপর আমার জন্য মঙ্গল নির্ধারণ কর, যেখানে তা আছে এবং আমাকে তা দ্বারা সন্তুষ্ট কর' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৩২৩ 'নফল ছালাত' অনুচ্ছেদ; বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১৩৬-১৩৭)*।

প্রশ্নঃ (২৫/২৬৫)ঃ ঈদের খুৎবা চলাকালে টাকা-পয়সা ছাদাক্বাহ করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ বিন মোশাররফ
ঐতিহ্যবাহী মুসলিম হাইস্কুল

বেরাইদ, বাড্ডা, ঢাকা।

উত্তরঃ করা যাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৯, 'ঈদায়েন' অনুচ্ছেদ)*। তবে খুৎবা সমাপ্তির পরেই তা করা যায়। নবী করীম (ছাঃ) বেলালের মাধ্যমে মহিলাদের দান গ্রহণ করেছিলেন খুৎবা দেওয়ার পর *(বুখারী হা/৯৭৮; মুসলিম হা/১১৪১ 'ছালাত' অধ্যায়; মিশকাত হা/১৪৬৯)*।

প্রশ্নঃ (২৬/২৬৬)ঃ মুকুল অবস্থায় কিংবা মুকুল আসার পূর্বে অথবা ৪/৫ বছর একসঙ্গে আম বাগান বিক্রি করা যাবে কি?

-আবু ছালেহ
তা'মীরুল মিল্লাত মাদরাসা, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত বিষয়টি শরী'আত সম্মত নয়। জাবির (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ২/৩ বছর কিংবা তদোধিক বছরের জন্য ফলের গাছ বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৩৬; মুসলিম নববী সহ ২/১০ পৃঃ;)*। অন্যত্র নবী করীম (ছাঃ) ফল (খাওয়ার বা কাজে লাগার) উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮৩৯)*।

প্রশ্নঃ (২৭/২৬৭)ঃ কিছুদিন পূর্বে জটিল অপারেশনের কারণে আমি ১৫/১৬ দিন ছালাত আদায় করতে পারিনি। আমি এখন সুস্থ আমার করণীয় কী জানিয়ে বাধিত করবেন?

- নার্গিস
বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় পূর্বের ছুটে যাওয়া ফরয ছালাতগুলো আদায় করা যরূরী। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ছালাতের কোন কাফফারা নেই। যখন স্মরণ হবে অথবা ঘুম থেকে জাগবে তখনই ছালাত আদায় করতে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬০৩)*। অনিয়মিতভাবে ছালাত ছুটে গেলে আদায় করা লাগবে না। তার জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৮/২৬৮)ঃ অধিকাংশ ইমামকে দেখা যায় বিশেষ করে শহরের মসজিদগুলোতে ছালাত শুরুর আগে মাথায় পাগড়ী বেঁধে নেন। আবার ছালাত শেষ হলে খুলে রাখেন। এর ফযীলত সম্বন্ধে জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মাহবূবুর রহমান
রাজশাহী কলেজ।

উত্তরঃ পাগড়ী পরে ছালাত আদায় করলে বেশী নেকী হয় মর্মে অনেকগুলো জাল হাদীছ রয়েছে। যার কারণে উক্ত আমল সমাজে চালু হয়েছে। যেমন পাগড়ীসহ দুই রাক'আত ছালাত আদায় করা পাগড়ী বিহীন সত্তর রাক'আত ছালাত আদায়ের সমান। পাগড়ী পরে ছালাত আদায় করলে দশ সহস্রাধিক বেশী নেকী লেখা হয় ইত্যাদি জাল হাদীছ রয়েছে *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৭-১২৮, ১/২৪৯-২৫৩ পৃঃ)*। পাগড়ী পরে ছালাত আদায় করলে বেশী নেকী হয় মর্মে যত হাদীছ রয়েছে সবগুলোই জাল। এই জাল হাদীছ থেকে বিরত থাকা আবশ্যক।

প্রশ্নঃ (২৯/২৬৯)ঃ জনৈক বক্তা বললেন, রাসূল (ছাঃ) ইরশাদ করেছেন, হে আমার উম্মত! তোমাদের আমলনামা আমার রওযায় পেশ করা হয়। ভাল আমলকারীর আমলনামা দেখলে আমি খুশী হই এবং খারাপ আমলনামা দেখলে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। এর সত্যতা জানতে চাই।

- মেহেদী
ধাপ সাতপাড়া, রংপুর।

উত্তরঃ এধরনের কথার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৩০/২৭০)ঃ জনৈক মাওলানা বলেছেন, নবীর পদ্ধতি ছাড়া কোন ছালাত কবুল হবে না। একথার পক্ষে ছহীহ দলীল আছে কি?

- নাজমুল ইসলাম
হলপাড়া, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ শুধু ছালাত কেন রাসূল (ছাঃ)-এর পদ্ধতি ছাড়া কোন ইবাদতই কবুল হবে না। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ এবং তার রাসূলের আনুগত্য কর, তোমাদের আমল সমূহ বাতিল কর না' *(মুহাম্মাদ ৩৩)*। অতএব রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য ও তাঁর দেখানো পদ্ধতি ছাড়া যে কোন আমল বাতিল বলে গণ্য হবে।

প্রশ্নঃ (৩১/২৭১)ঃ প্রশ্নঃ আলেমদেরকে 'মাওলানা' বলা যাবে কি? অনেকে বলেন, এটা বলা কঠিন শিরক।

- সাইফুল ইসলাম
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

উত্তরঃ এটি বলা যাবে এবং এটি শিরক নয়। কেননা 'মাওলা' অর্থ কেবল 'প্রভু' বা 'উপাস্য' নয়। বরং মাওলা অর্থ বন্ধু, সুহৃদ, অভিভাবক, নেতা ইত্যাদি হয়ে থাকে। যা আরবী ভাষায় বহুল প্রচলিত। 'মাওলানা' শব্দটির মাদ্দাহ وَلِيٌ শব্দটি পবিত্র কুরআনে প্রায় ১০টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন প্রভূ *(ইউনুস ৩০)*, সন্তান *(মারিয়াম ৫)*, সাথী, বন্ধু *(কাহফ ১৭)*, নিকটজন *(দুখান ৪১)*, সাহায্যকারী *(মুহাম্মাদ ১১)*, শরীক ইলাহ সমূহ *(যুমার ৩)*, উত্তরাধিকারী *(নিসা ৩৩)*, দ্বীনী বন্ধু *(তওবা ৭১)*, আযাদকৃত দাস *(আহযাব ৫)* ইত্যাদি। এটি আল্লাহর গুণবাচক নামের অন্তর্ভুক্ত নয়। পবিত্র কুরআনে এটি গুণবাচক নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়নি। অতএব কোন দ্বীনী আলেমকে এ শব্দ দিয়ে সম্বোধন করা আপত্তিকর নয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা

কেউ বলোনা যে, তোমার রবকে খাওয়াও ও পান করাও। বরং বল যে, আমার নেতা ও অভিভাবককে (سيدى ومولاي) খাওয়াও' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৭৬০)।*

কোন সম্মানী ব্যক্তির জন্য 'মাওলানা' বলার ব্যাপারে বিদ্বানগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই। তবে কোন ব্যক্তির জন্য নিজের পরিচয় দানে এই শব্দ ব্যাবহার করা অর্থগতভাবে ভুল এবং ক্ষেত্রবিশেষে আত্মপ্রশংসার নামান্তর। অতএব নিজের নামের সাথে এ শব্দটি যুক্ত করা ঠিক হবে না।

প্রশ্নঃ (৩২/২৭২)ঃ জনৈক মাওলানা বলেছেন 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মি'রাজে গিয়ে আল্লাহর আরশের সত্তর হাযার পর্দা অতিক্রম করছিলেন, তখন গায়েবী আওয়াজ শুনতে পেলেন যে, আবুবকর (রাঃ) বলছেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! সাবধান, মহান আল্লাহ এখন ছালাত আদায় করছেন'। এ ঘটনার সত্যতা জানতে চাই।

- হাফেয অহীদুযযামান
পাঁচদোনা বাজার, নরসিংদী।

উত্তরঃ এসমস্ত ঘটনা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। তাছাড়া আবুবকর (রাঃ)-এর উক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি গায়েব জানতেন। অথচ এরূপ আক্বীদা পোষণ করা শিরক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আপনি বলে দিন, আসমান ও যমীনের কেউ গায়েবের খবর রাখে না একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত' *(নামল ৬৫, আন'আম ৫৯)।* তাছাড়া আমরা ছালাত আদায় করি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য; কিন্তু আল্লাহ কার সন্তুষ্টির জন্য ছালাত আদায় করবেন? সুতরাং প্রত্যেকের উচিত দলীল ভিত্তিক কথা বলা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি জেনে শুনে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮ 'ইলম' অধ্যায়)।*

প্রশ্নঃ (৩৩/২৭৩)ঃ জনৈক আলেম বলেন, 'গীবত করা যিনা করার চেয়েও বড় পাপ'। হাদীছটি কি ছহীহ?

- আব্দুল মুমিন
সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া।

উত্তরঃ হাদীছটি যঈফ *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১৮৪৬; যঈফুল জামে' হা/২২০৪; মিশকাত হা/৪৮৭৪)।* তবে গীবত করা বড় পাপ। আল্লাহ তা'আলা একে মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করার সাথে তুলনা করেছেন *(হুজুরাত ১২; মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৮)।*

প্রশ্নঃ (৩৪/২৭৪)ঃ 'অসীলা' কী? পীর-ফকীরদের অসীলা ধরা যাবে কি?

-তরীকুল ইসলাম
বর্ষাপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ 'অসীলাহ' অর্থ নৈকট্য। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহর নৈকট্য অনুসন্ধান কর' *(মায়েদাহ ৩৫)।* আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় কী? এ সম্পর্কে আল্লাহ নিজেই বলেন, 'যে ব্যক্তি তার প্রভুর দীদার লাভ করতে চায়, সে যেন নেক আমল করে এবং তার প্রভুর ইবাদতে কাউকে শরীক না করে' *(কাহফ ১১০)।* অর্থাৎ আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় মাত্র দু'টি। (১) শিরক বিমুক্ত নির্ভেজাল তাওহীদে বিশ্বাস এবং (২) শরী'আত অনুমোদিত নেক আমল। এর অর্থ কখনোই পীর-ফকীর ধরা নয়, যা বর্তমানে লোকেরা ধরে থাকে।

প্রশ্নঃ (৩৫/২৭৫)ঃ যে ফেরেশতা মানুষের জান কবয করার জন্য আসেন, মানুষ কি তাকে দেখতে পায়?

- মাহফুয আলম
নীলডহরী, লালবাগ, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ উক্ত ফেরেশতাকে মানুষ দেখতে পায় কি-না সে সম্পর্কে স্পষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে মালাকুল মঊত আসার পূর্বে অনেক ফেরেশতা তার পাশে এসে বসেন, তখন সে তার চোখের দৃষ্টি পর্যন্ত ফেরেশতাগণকে দেখতে পায়। এ সময় মালাকুল মঊত তার মাথার পাশে বসেন *(আহমাদ, মিশকাত হা/১৬৩০)।*

প্রশ্নঃ (৩৬/২৭৬)ঃ কোন আমল করলে সবচেয়ে বেশী নেকী হয়?

- সৈয়দ ফয়েয
ধামতী মীরবাড়ী, কুমিল্লা।

উত্তরঃ নফল ছিয়াম পালন করলে সবচেয়ে বেশী নেকী হয়। আবু উমামা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাকে এমন একটি আমলের আদেশ করুন যা দ্বারা আল্লাহ আমার উপকার করবেন। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, তুমি ছিয়াম পালন কর, ছিয়ামের ন্যায় কোন ইবাদত নেই *(ছহীহ ইবনে হিব্বান, তারগীব-তারহীব হা/১৩৯২)।* আবু ওমামা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমাকে একটি আমলের কথা বলে দিন যা দ্বারা আমি জান্নাতে প্রবেশ করব। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি ছিয়াম পালন কর ছিয়ামের সমতুল্য কোন ইবাদত নেই *(নাসাঈ, তারগীব হা/১৩৯২)।*

প্রশ্নঃ (৩৭/২৭৭)ঃ মহিলা বক্তা জালসা মঞ্চে বসে মহিলাদেরকে সামনে রেখে মাইকে বক্তব্য দিতে পারে কি?

- আব্দুর রাযযাক
ভবানীপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ মহিলা বক্তা মহিলাদের সামনে মাইকে বক্তব্য দিতে পারে এই শর্তে যে, তাদের কণ্ঠ যেন কোন পুরুষ শুনতে

না পায়। কারণ তাদের কণ্ঠও বেগানা পুরুষের জন্য পর্দা স্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা নারীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোমরা কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বল না। কারণ এতে এমন সব পুরুষদের অন্তরে কুবাসনা জন্মে যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে' *(আহযাব ৩২)*। একারণেই ছালাতের মধ্যে ভুল হ'লে মহিলারা সংশোধন করবে হাতের পিঠে তালি দিয়ে, তারা মুখে কথা বলবে না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৮৮)*। আর একারণেই হজ্জ পালনের সময় মহিলারা সরবে 'তালবিয়া' পড়তে পারে না। তবে যরূরী কোন কারণ হ'লে মহিলাগণ পুরুষের সাথে কথা বলতে পারেন।

প্রশ্নঃ (৩৮/২৭৮)ঃ যে ব্যক্তি পুরো জামা'আত পায়নি, সে কি সালাম ফিরানো পর্যন্ত ইমামের সাথে বৈঠকে দো'আগুলো শেষ পর্যন্ত পড়তে থাকবে?

- আসাদুল্লাহ
সাতক্ষীরা সিটি কলেজ, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত মুছল্লী ইমামের সাথে সালাম ফিরানো পর্যন্ত দো'আগুলো পড়তে থাকবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ইমাম নির্ধারণ করা হয় তার অনুসরণের জন্য' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'যখন তোমরা ছালাত আদায় করতে আস, তখন ধীরস্থিরভাবে আস। যেটুকু পাও তা পড় আর যেটুকু ছুটে যায় তা পূর্ণ কর' *(বুখারী ১/৮৮ পৃঃ; মিশকাত হা/৬৮৬)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/২৭৯)ঃ বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় গাড়ীতে করে লাশ বহন করার প্রচলন বেশী দেখা যাচ্ছে। শরী'আতের দৃষ্টিতে এটি কতটুকু সঠিক?

-হুমায়ুন কবীর
ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

উত্তরঃ জানাযার জন্য গাড়ীতে করে লাশ বহন করা সুন্নাত বিরোধী কাজ। সুন্নাত হচ্ছে পুরুষেরা কাঁধে লাশ বহন করে কবরস্থানে নিয়ে যাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৪৬-৪৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা জানাযার অনুগমন কর। তা তোমাদের আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দিবে' *(আলবানী, তালখীছুল জানায়েয, পৃঃ ৪২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'জানাযার সাথে ফেরেশতাগণ পায়ে হেঁটে চলেন এবং জানাযা শেষে তারা চলে যান। এ কারণে আমি বাহনে সওয়ার হইনি। এখন তারা চলে গেছেন বিধায় সওয়ার হ'লাম' *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৬৭২-এর টীকা নং ৪)*। অতএব নিতান্ত বাধ্য না হ'লে কাঁধে করেই লাশ বহন করবে।

প্রশ্নঃ (৪০/২৮০)ঃ প্রশ্নঃ নবীগণ কি নিষ্পাপ ছিলেন? এ বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা কি? কুরআন ও হাদীছের আলোকে বিষয়টি সুস্পষ্ট করবেন।

-ডাঃ রফীকুল হাসান
সাতক্ষীরা সরকারী হাসপাতাল, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে এক লক্ষ ২৪ হাযার নবী-রাসূল ছিলেন আল্লাহর বিশেষ মনোনীত বান্দা *(আলে ইমরান ৩৩; মারিয়ম ৫৮)*। আল্লাহ তাদেরকে মানবজাতির নিকট সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে প্রেরণ করেছিলেন *(আন'আম ৮৯-৯০; আম্বিয়া ৭৩, ৯০; আহযাব ২১)*। তাই তাঁরা স্বভাবগতভাবে নিষ্পাপ ছিলেন। দুনিয়াবী লোভ-লালসা, প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে তারা ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্ত। আল্লাহ বলেন, তারা এমন ছিলেন, যাদেরকে আল্লাহ সুপথ প্রদর্শন করেছিলেন, অতএব আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন *(আন'আম ৮৯-৯০)*। আল্লাহ আরো বলেন, আমি তাদেরকে নেতৃত্ব দান করেছিলাম আমার নির্দেশ অনুসারে পথ-প্রদর্শনকারীরূপে *(আম্বিয়া ৭৩)*। পবিত্র কুরআনের এ সমস্ত আয়াত নবীগণের মানবীয় পূর্ণতা লাভকে নিশ্চিত করে। তাই আহলে সুন্নাতের আক্বীদা অনুযায়ী সমস্ত নবী ও রাসূলগণ ছিলেন নিষ্পাপ। আর এজন্যই তাঁদের আনীত শরী'আতের বিধি-বিধান সমূহের প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমু'আ ফাতাওয়া ১০/২৮৯-৯৩)*।

এই নিষ্পাপত্বের অর্থ হলো- তারা কখনো কোন ওয়াজিব কাজ পরিত্যাগ করেন নি। কখনো হারাম কাজে লিপ্ত হননি এবং উত্তম চরিত্রের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কিছুও তাঁদের মাঝে প্রকাশ পায়নি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁদেরকে সর্বাবস্থায় অন্যায় কর্ম সমূহ থেকে হেফাযত করেছিলেন। এজন্য দুনিয়ার বুকে সর্বশ্রেষ্ট মানব হিসাবে তারা ছিলেন অনুসরণীয় পুরুষ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সমস্ত নবী ও রাসূলের প্রতি মানুষকে নিঃশর্ত আনুগত্য প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন *(বাক্বারাহ ১৩৬, ২৮৫; আলে ইমরান ৮৪)*।

তবে মানুষ হিসাবে সাময়িকভাবে তাদের মধ্যে কিছু কিছু ছগীরা গুণাহ প্রকাশ পেয়েছে যার কথা কুরআনে এসেছে *(ত্বোয়াহা ১১৫, ১২১; হজ্জ ৫২; হূদ ৪৫; ছোয়াদ ৩৪-৩৫; মুহাম্মদ ১৯; ফাতহ ২)*। কিন্তু তাঁরা সাথে সাথে ভুল শুধরে নিয়ে তওবা করেছেন *(বাক্বারাহ ৩৭; তওবা ৪৩; ত্বোয়াহা ১২২; হূদ ৪৭; ক্বাছাছ ১৬)*। তাই সেগুলো তাঁদের নিষ্পাপত্বের পরিপন্থী নয়। কেননা ভুল করা অপূর্ণতার পরিচায়ক নয়; ভুলের উপর অটল থাকাটাই অপূর্ণতা।

আহলে কিতাবগণ নবীগণের নিষ্পাপত্বের ব্যাপারে সীমা লংঘন করেছে। যেমন ইহুদীরা নবীদের উপর জঘন্য অপবাদ সমূহ আরোপ করেছে। পক্ষান্তরে খৃষ্টানরা নবীদের মাঝে একমাত্র ঈসা মসীহ (আঃ)-কেই নিষ্পাপ মনে করে। তাদের মতে, আদম (আঃ)-এর পাপের কারণে পাপিষ্ঠ মানবজাতিকে ঈসা (আঃ) তাঁর আত্মদানের মাধ্যমে পাপমুক্ত করে গেছেন। এই অন্যায় আক্বীদার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের উপর লা'নত করেছেন *(নিসা ১৫৫-১৫৭; মায়েদা ৭০,৭৮-৮১; তওবা ৩০-৩১)*।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১২তম বর্ষ ৮ম সংখ্যা

মে ২০০৯

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/২৮১) জনৈক বক্তার মুখে শুনেছি, জুম‘আর দিন ওযূ-গোসল করে ও আতর ব্যবহার করে ছালাতের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে মসজিদের দিকে গমন করলে প্রতি কদমে এক বছরের গোনাহ মাফ হবে। উক্ত কথার প্রমাণ জানতে চাই।

-ইমদাদুল হক
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ হাদীছটি নিম্নরূপঃ ‘যে ব্যক্তি জুম‘আর দিন জানাবাতের গোসল করল এবং পায়ে হেঁটে আউয়াল ওয়াক্তে মসজিদে গেল ও শুরু থেকে খুৎবা পেল। ইমামের কাছাকাছি ও মনোযোগ দিয়ে খুৎবা শুনল, কোনরূপ গোলমাল করল না। সে ব্যক্তি প্রতি কদমে এক বছরের নফল ছালাত ও ছিয়ামের সমান নেকী পেল’ *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/১৩৮৮)*। অত্র হাদীছে এক বছরের গোনাহ মাফের কথা নেই।

প্রশ্নঃ (২/২৮২) মানুষের রোগ-ব্যাধি হলে গোনাহ মাফ হয় কি?

-যহূরুল ইসলাম
বিপ্রবর্থা, যেবপাড়া, গাজীপুর।

উত্তরঃ মানুষের রোগ-ব্যাধি হলে গুনাহ মাফ হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে বিপদাপদ (রোগব্যাধি) দেওয়া হয়’ *(বুখারী, মিশকাত হা/১৫৩৬)*। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘মুসলমান যদি কোন বিপদ, রোগ, ভাবনা, চিন্তা, কষ্ট বা দুঃখ পায় এমনকি শরীরে যদি কাঁটাও ফুটে, তাহ’লে তার দ্বারা আল্লাহ তার গোনাহ দূর করে দেন’ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩৭)*।

প্রশ্নঃ (৩/২৮৩) দ্বিতীয় বিবাহ করার জন্য স্ত্রীর কাছে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন আছে কি?

-রফীকুল ইসলাম
বিপ্রবর্থা, পূর্বপাড়া, গাজীপুর।

উত্তরঃ স্ত্রীর অনুমতি বাধ্যতামূলক নয়। কারণ আল্লাহ তা‘আলা সকল মুসলিম ব্যক্তিকেই দু’জন, তিনজন, চারজন বিবাহ করার জন্য শর্তহীনভাবে ইখতিয়ার দিয়েছেন *(নিসা ৩)*। তবে বিবাহ করার চেয়ে স্ত্রীদের মাঝে ইনছাফ করার বিষয়টি বেশী যরূরী ও কঠিন। এজন্য দু’জন, তিনজন বিবাহ করার আগে ইনছাফের বিষয়টি ভাবতে হবে। কারণ ইনছাফ না করতে পারলে ক্বিয়ামতের মাঠে ঐ স্বামীকে অর্ধাঙ্গ করে উঠানো হবে *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ,সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৩২৩৬; ‘বিবাহ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৯)*।

প্রশ্নঃ (৪/২৮৪) ঈছালে ছওয়াব ও ওরস শব্দের অর্থ কী? উক্ত পদ্ধতিতে ছওয়াব পৌঁছানো সম্ভব কি? এ ধরণের ওয়ায মাহফিল করা ও সেখানে যাওয়া যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুজীবুর রহমান
বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ‘ঈছাল’ আরবী শব্দ, অর্থ পৌঁছানো। ছওয়াব আরবী শব্দ, অর্থ নেকী। ওরসও আরবী শব্দ, অর্থ বাসর রাত। ছওয়াব পৌঁছানোর মাত্র দু’টি পথ রয়েছে। (ক) মৌখিক দো‘আ *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৩৩)*। (খ) দান-ছাদাক্বাহ করা *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫০)*। প্রচলিত ঈছালে ছওয়াব ও ওরসের মাহফিল স্পষ্ট বিদ‘আত। অতএব এধরণের ওয়ায মাহফিলে যাওয়া যাবে না।

প্রশ্নঃ (৫/২৮৫) অনেক সময় মাহরাম পুরুষ ছাড়াও নিজ প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে কথা বলতে হয় এবং প্রয়োজনীয় লেনদেন করতে হয়। এ সময় মুখ খোলা রাখা যাবে কি?

-তাসনীমা
সরকারী আযীযুল হক কলেজ, বগুড়া।

উত্তরঃ মুখ ঢেকে রাখা অতি উত্তম ও তাক্বওয়াপূর্ণ হ’লেও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মুখ খোলা যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, আসমা বিনতে আবুবকর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট আসলেন। এ সময় তার পরনে চিকন কাপড় ছিল। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, ‘আসমা! নারী যখন যুবতী হয় তখন তার হস্তদ্বয় ও মুখমণ্ডল ছাড়া অন্য কোন অঙ্গ দেখানো জায়েয নয়’ *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৭২)*। বিশেষ প্রয়োজনে মুখ খুলে অন্যের সাথে কথা বলা যাবে।

প্রশ্নঃ (৬/২৮৬) ৭ম দিনে আক্বীক্বার জন্য ক্রয় করা ছাগল হারিয়ে গেলে বা মারা গেলে করণীয় কী?

- সৈয়দ ফয়েয
ধামতি, মিরবাড়ী, কুমিল্লা।

উত্তরঃ আক্বীক্বার জন্য ক্রয় করা ছাগল মারা গেলে বা হারিয়ে গেলে পুনরায় ছাগল ক্রয় করতে হবে। নিজের সামর্থ্য না থাকলে কর্য করতে হবে বা অন্যের নিকট সহযোগিতা নিতে হবে। কারণ আক্বীক্বা দেয়া একটি

গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'বাচ্চা আক্বীক্বার সাথে বন্ধক থাকে। তার পক্ষ থেকে সপ্তম দিনে আক্বীক্বা করতে হবে, নাম রাখতে হবে এবং মাথা মুণ্ডন করতে হবে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪১৫৩ 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৭/২৮৭) আহলেহাদীছ ও মাযহাবীদের ছালাতে ফরয ও ওয়াজিবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেবল ইমামগণের ব্যাখ্যাগত মতপার্থক্যের কারণে সুন্নাতের ক্ষেত্রে কিছু ভিন্নতা রয়েছে। সুতরাং উভয়ের ছালাতই সঠিক। যেকোন একটির প্রতি আমল করলেই চলবে। উক্ত দাবীর সত্যতা জানতে চাই।

-আহসানুল্লাহ
প্রধান সড়ক, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ এখানকার মৌলিক পার্থক্য হ'ল- তাক্বলীদে শাখছী বা অন্ধ ব্যক্তিপূজা। তাঁরা তাঁদের মাযহাবের ফিক্বহ বা ইমাম ও পীরদের অন্ধ অনুসরণ করেন। দ্বিতীয় পার্থক্য হ'ল, জাল ও যঈফ হাদীছ এবং ছহীহ হাদীছ। মাযহাবী ভাইগণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জাল ও যঈফ হাদীছের ভিত্তিতে ছালাত আদায় করে থাকেন। আহলেহাদীছগণ ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে ছালাত আদায় করে থাকেন। যেমন (১) ওযূতে গর্দান মাসাহ করার কোন ছহীহ হাদীছ নেই। বরং ইমাম নববী একে বিদ'আত বলেছেন। (২) ছালাতের পূর্বেই জায়নামাযের দো'আ মনে করে 'ইন্নী ওয়াজ্জাহতু...' পড়া। যার কোন ভিত্তি নেই। (৩) ছালাতের শুরুতে নিয়ত বা সংকল্প করা ফরয। কিন্তু মুখে আরবী-বাংলা নিয়ত পড়া বিদ'আত (৪) ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করার হাদীছ ছহীহ, কিন্তু না পড়ার কোন হাদীছ নেই (৫) মাযহাবের দোহাই দিয়ে ফজর ও আছরের ছালাত নিয়মিতভাবে দেরীতে পড়া। অথচ আউয়াল ওয়াক্তে পড়ার ছহীহ দলীল রয়েছে। (৬) বুকের উপর হাত বাঁধার হাদীছ ছহীহ, আর নাভীর নীচে হাত বাঁধার হাদীছ যঈফ। (৭) জোরে আমীন বলার হাদীছ ছহীহ, আর চুপে চুপে আমীন বলার হাদীছ যঈফ। (৮) রাফ'উল ইয়াদায়েনের হাদীছ ছহীহ ও মুতাওয়াতির পর্যায়ের। আর রাফ'উল ইয়াদায়েন না করার হাদীছ যঈফ। (৯) রুকূ-সিজদা, ক্বিয়াম-কু'উদ সবকিছু ধীরে-সুস্থে করা ফরয। কিন্তু দ্রুত করা নিষেধ (১০) সিজদায় যাওয়ার সময় আগে মাটিতে দু'হাত রাখার হাদীছ ছহীহ, কিন্তু আগে হাঁটু রাখার হাদীছ যঈফ (১১) পুরুষ ও মহিলার সিজদার নিয়ম একই। কিন্তু মহিলাদের মাটিতে নিতম্ব রাখার হাদীছ যঈফ। অমনিভাবে পুরুষের নাভির নীচে হাত ও মহিলাদের বুকের উপর হাত বাঁধার প্রথা একেবারেই ভিত্তিহীন (১২) দুই সিজদার মাঝের বৈঠকে বসে দো'আ পাঠ করার ছহীহ হাদীছ রয়েছে। না পড়ার কোন দলীল নেই (১৩) সিজদা থেকে উঠে সুস্থিরভাবে বসে অতঃপর মাটিতে দু'হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ানোর হাদীছ ছহীহ, কিন্তু ভর না দিয়ে সোজা উঠে দাঁড়ানোর হাদীছ জাল ও যঈফ (১৪) শেষ বৈঠকে ডান পায়ের তলা দিয়ে বাম পায়ের অগ্রভাগ বের করে নিতম্বের উপরে বসবে ও ডান পা খাড়া রাখবে, এটাই ছহীহ হাদীছ। এটা না করার কোন দলীল নেই (১৫) বৈঠকে বসে 'আশহাদু' বলে আঙ্গুল উঠাবে ও 'ইল্লাল্লাহ' বলে আঙ্গুল নামাবে- এ প্রথার কোন ভিত্তি নেই; বরং তাশাহহুদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করবে (১৬) আট রাক'আত তারাবীহ্র হাদীছ ছহীহ। কিন্তু ২০ রাক'আতের হাদীছ জাল ও যঈফ (১৭) ঈদায়নের জন্য অতিরিক্ত ১২ তাকবীর ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে ৬ তাকবীরের কোন হাদীছ নেই (১৮) ঈদায়নের জামা'আতে মহিলাদের পর্দার সাথে যোগদানের ব্যাপারে ছহীহ হাদীছ সমূহে তাকীদ রয়েছে। এর বিপক্ষে কোন দলীল নেই (১৯) জানাযার ছালাতে সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা পড়ার ছহীহ হাদীছ রয়েছে। না পড়ার কোন দলীল নেই।

অতএব উভয়ের ছালাত আল্লাহ্র নিকট কবুল হবে এ কথা না বলে কেবল এটুকু বলা যায় যে, রাসূলের পদ্ধতি ছাড়া কারো ছালাত কবুল হবে না। যারা রুকূ-সিজদা পূর্ণ করে না তাদেরকে নবী করীম (ছাঃ) 'নিকৃষ্টতম চোর' (أسوأ الناس سرقة) বলেছেন *(আহমাদ, মিশকাত হা/৮৮৫)*। একশ্রেণীর ছালাত আদায়কারী ক্বিয়ামতের দিন কারূণ, ফেরাউন, হামান, উবাই বিন খালাফের সাথে থাকবে *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫৭৮)*। একশ্রেণীর ছালাত আদায়কারী হত্যাযোগ্য অপরাধী *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৯৪; 'মু'জেযা সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, ছালাত কবুল হওয়ার জন্য কেবল সুন্নাতী পদ্ধতিই যথেষ্ট নয়, বরং ইখলাছে নিয়ত হ'ল আবশ্যিক পূর্বশর্ত। অথচ মাযহাবী গোঁড়ামীর কারণে মানুষ খোলামনে ছহীহ হাদীছ মানতে পারে না। তাই সবকিছুর পূর্বে মাযহাবী সংকীর্ণতা ও ব্যক্তিগত যিদ পরিহার করা আবশ্যক। আল্লাহ বলেন, '(ক্বিয়ামতের দিন) দুর্ভোগ ঐসব মুছল্লীর জন্য' 'যারা তাদের ছালাত সম্পর্কে উদাসীন'। 'যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে থাকে' *(মা'ঊন ৪-৫)*।

প্রশ্নঃ (৮/২৮৮) আমি মাগরিবের ছালাতের পর 'ছালাতুল আউওয়াবীন' নামে ৬ রাক'আত ছালাত পড়ি। এর পক্ষে ছহীহ দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-অধ্যাপক শফীউদ্দীন আহমাদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ মাগরিবের ছালাতের পর আউওয়াবীনের ৬ রাক'আত ছালাত পড়ার পক্ষে বর্ণিত হাদীছগুলো জাল ও যঈফ *(আলবানী, মিশকাত হা/১১৭৩-১১৭৫)*। সুতরাং এ আমল থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্নঃ (৯/২৮৯) বিতর ছালাত আদায়ের পর শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়া যাবে কি? তাহাজ্জুদ পড়লে পুনরায় বিতর পড়তে হবে কি?

-আহমাদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ বিতর ছালাত আদায়ের পর শেষ রাতে তাহাজ্জুদ পড়া যাবে। পরে আর বিতর পড়তে হবে না। কেননা একরাতে দুই বিতর নেই। রাসূল (ছাঃ) বিতর ছালাত আদায়ের পরও দু'রাক'আত ছালাত পড়তেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৮৪)*।

প্রশ্নঃ (১০/২৯০) ছালাত আদায়ের জন্য সুতরা কতটুকু উঁচু হওয়া প্রয়োজন? ব্যাগ, জুতা বা তাসবীহ দ্বারা সুতরা করা যাবে কি?

-তাজুল ইসলাম
এলাহাবাদ, কুমিল্লা।

উত্তরঃ সুতরার উচ্চতা সম্পর্কে হাদীছে কিছু পাওয়া যায় না। রাসূল (ছাঃ) কখনো সওয়ারীকে সুতরা হিসাবে গ্রহণ করতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৭৪)*। তিনি বলেন, 'যখন তোমাদের কোন ব্যক্তি ছালাত আদায় করবে তখন যেন কোন কিছুকে সুতরা হিসাবে গ্রহণ করে। অতঃপর কোন ব্যক্তি যদি সুতরার মধ্য দিয়ে পার হ'তে চায় তবে সে যেন তাকে বাধা দেয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৭৭৭)*। অতএব সুতরা কোন একটি বস্তু হ'তে হবে, তা যেকোন উচ্চতার হোক না কেন। তবে দাগ টেনে সুতরা করার হাদীছ যঈফ *(যঈফ আবুদাউদ, মিশকাত হা/৭৮১; যঈফুল জামে' হা/৫৬৯)*।

প্রশ্নঃ (১১/২৯১) নাপিতকে চুলসহ অনেকের দাড়িও কেটে দিতে হয়। এজন্য পাপ হবে কি?

-আব্দুস সালাম
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ দাড়ি কেটে দিলে পাপ কাজে সহযোগিতা করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা ভাল কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর; পাপ কাজে সহযোগিতা কর না' *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্নঃ (১২/২৯২) যারা শুধু জুম'আ ও ঈদের ছালাত আদায় করে তাদেরকে মুসলিম বলা যাবে কি?

-আহমাদুল্লাহ
বাউটিয়া, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ এরা মুসলিম। তবে বড় পাপী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত তরককারী মুসলমানকে 'কাফের' বলেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৯ 'ছালাত' অধ্যায়)*। তবে এদের 'মুরতাদ' বা ধর্মত্যাগী বলেননি। তিনি বলেছেন, 'আমাকে আদেশ করা হয়েছে, যে ছালাত আদায় করেনা এমন ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করব (বা ছালাত আদায়ের জন্য তাকে বাধ্য করব)' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২)*।

প্রশ্নঃ (১৩/২৯৩) ঈদের দিনে 'আল্লাহু আকবার কাবীরা, আল-হামদুলিল্লাহি কাছীরা ..... তাকবীর পড়া যাবে কি?

-মনীরুযযামান
আনন্দনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ এটি কোন হাদীছে বর্ণিত হয়নি। বরং বিদ্বানগণের অনেকে পসন্দ করেছেন। ঈদের তাকবীরের দো'আর ব্যাপারে বিদ্বানগণ কোন বাধ্যবাধকতা আরোপ করেননি। তবে ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) থেকে ছহীহ সূত্রে নিম্নোক্ত আছারটি বর্ণিত হয়েছে, যা সমাজে প্রসিদ্ধ।- আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্দ *(মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, ইরওয়া ৩/১২৫ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/২৯৪) অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা ও আযান দেওয়া যাবে কি?

-ইলিয়াস
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ অপবিত্র অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করা ও আযান দেওয়া যাবে। তবে ওযূ করে আযান দেওয়া উত্তম। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাকে বললেন, 'মসজিদ থেকে আমাকে মুছাল্লাটি এনে দাও। আমি বললাম, আমি ঋতুবতী। তিনি বললেন, তোমার ঋতু তোমার হাতে লেগে নেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৯ 'পবিত্রতা' অধ্যায় 'ঋতুকাল' অনুচ্ছেদ)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঋতুবতী বা অপবিত্র মানুষ মসজিদে যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (১৫/২৯৫) সমাজে বহুল প্রচলিত কথা আছে যে, 'জান বাঁচানো ফরয'। এ কথাটি কি ঠিক? এর উপর ভিত্তি করে বহু মানুষ রোগমুক্তির আশায় পীর-ফকীরের নিকট যায়।

-যুলফিক্বার
শাহযাদপুর, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ বাক্যটি মানুষের তৈরি, যার দ্বারা জীবন রক্ষার গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা আক্বীদা যদি এটাই হয় যে, জান বাঁচানোর দায়িত্ব মানুষের, তাহ'লে সেটা শিরক হবে। কোন ডাক্তার, কবিরাজ বা পীর-ফকীরের ক্ষমতা নেই মানুষের জান বাঁচানোর। তবে বাধ্য হ'লে আল্লাহ যতটুকু নির্দেশ দিয়েছেন ততটুকু আমরা করতে পারি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'বাধ্যগত অবস্থায় কোনরূপ বাড়াবাড়ি না করে শূকর, রক্ত বা মৃত ভক্ষণ করায় কোন গোনাহ নেই' *(বাক্বারাহ ১৭৩)*।

প্রশ্নঃ (১৬/২৯৬) বিচার করার পর আবারো যেন দ্বন্দ্ব-ফাসাদে লিপ্ত না হয়, সে জন্য গ্রামের বিচারকেরা অপরাধীর নিকট থেকে অগ্রিম কিছু টাকা নেন যাকে 'মুচলেকা' বলে। এটা নেওয়া জায়েয হবে কি?

-আহমাদ
বড় কালিকাপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ সামাজিক বিশৃঙ্খলা রোধের জন্য এটা করা যেতে পারে। তবে পক্ষপাতিত্বের জন্য নিলে সেটা ঘুষ হিসাবে গণ্য হবে। বিচারককে ধৈর্য সহকারে এবং নিঃস্বার্থভাবে বিচার করতে হবে। বিচারক তিনভাগে বিভক্ত। (১) যিনি হক্ব বুঝেন এবং হক্ব অনুযায়ী বিচার করেন। এমন ব্যক্তি জান্নাতী (২) হক্ব বুঝে না-হক্ব বিচার করেন এমন বিচারক জাহান্নামী (৩) না বুঝে বিচার করেন, এমন বিচারকও জাহান্নামী *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, বুলূগুল মারাম হা/১৩৮৩)*।

প্রশ্নঃ (১৭/২৯৭) জনৈক আলেম বলেন, কুনূত পড়ার পর বা হাত তুলে দো'আ করার পর মুখে হাত মাসাহ করা যাবে না। ছহীহ দলীলের আলোকে একথার সত্যতা জানতে চাই।

- হাবীবুর রহমান
বৃ-কুষ্টিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ উক্ত আলেমের বক্তব্য সঠিক। কারণ মুখে হাত মাসাহ করা সম্পর্কে যে কয়টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে সবগুলোই যঈফ। ইমাম আবুদাঊদ মুখে হাত মাসাহ করা সংক্রান্ত হাদীছ উল্লেখ করে বলেন, 'এই হাদীছ অন্য সূত্রেও মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব থেকে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকটিই সীমাহীন দুর্বল। এই সূত্রও সেগুলোর মত। তাই এটাও যঈফ' *(আবুদাঊদ হা/১৪৮৫, পৃঃ ২০৯)*। শায়খ আলবানী (রহঃ) এ সংক্রান্ত হাদীছগুলো পর্যালোচনা শেষে বলেন, দো'আর পর মুখে দু'হাত মাসাহ করা সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ নেই' *(আলবানী, মিশকাত হা/২২৫৫ -এর টীকা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/২৯৮) সিজদার সময় হাতের আঙ্গুলগুলো খোলা থাকবে না জমা থাকবে? সিজদার সময় আগে কপাল যাবে না আগে নাক যাবে? অনেকে বলেন, সিজদার সময় নাক মাটিতে না থাকলে ছালাত বাতিল হয়ে যাবে।

-ওমর ফারূক
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ সিজদার সময় হাতের আঙ্গুলগুলো একত্রিত করে রাখবে। নাক আগে না কপাল আগে এ মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে উভয়টিই মাটিতে রাখতে হবে। ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন রুকূ করতেন তখন আঙ্গুলগুলো খোলা রাখতেন আর যখন সিজদা করতেন তখন আঙ্গুলগুলো জমা করে রাখতেন (যাতে আঙ্গুলগুলো ক্বিবলামুখী থাকে)। *-(হাকেম, বুলূগুল মারাম হা/২৯৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমাকে সাত হাড়ের উপর সিজদা করতে বলা হয়েছে। তার একটি হচ্ছে কপাল ও নাক' *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/২৯৪)*। নাক মাটিতে না রাখলে ছালাত বাতিল হবে কথাটি ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (১৯/২৯৯) বাংলা ফিক্বহ মুহাম্মাদী বইয়ে লেখা আছে, ছালাতের মধ্যে হাঁচি আসলে 'আল-হামদু লিল্লা-হি হামদান কাছীরান ত্বাইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহি, মুবা-রাকান আলাইহি কামা ইউহিব্বু রাব্বুনা ওয়া ইয়ারযা' বলতে হবে। একথা কি ঠিক? ছালাতের মধ্যে হাঁচির দো'আর উত্তর দিতে হবে কি?

-ছিদ্দীকুর রহমান
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ছালাতের মধ্যে হাঁচি আসলে উক্ত দো'আ পড়া যায় *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৯৯২; মির'আত ৩/১৯৩ পৃঃ হা/৮৮৪-এর আলোচনা দ্রঃ)*। তবে উক্ত দো'আর জবাব দিতে পারবে না। কারণ তখন সম্বোধনের ব্যক্তি হবে মানুষ, যা ছালাতের মধ্যে জায়েয নয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৯৭৮)*।

প্রশ্নঃ (২০/৩০০) কবরে তিনটি প্রশ্ন করা হবে না পাঁচটি জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মেহদী আরিফ
ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ কবরে মানুষকে মৌলিক তিনটি প্রশ্ন করা হবে। (১) তোমার প্রতিপালক কে? (২) তোমার দ্বীন কী? (৩) ঐ ব্যক্তি কে যাঁকে তোমাদের নিকট পাঠানো হয়েছিল? মুমিন ব্যক্তি উক্ত তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিলে তাকে আরো দু'টি প্রশ্ন করা হবে। (ক) তুমি এগুলো কীভাবে জানতে পেরেছ? (খ) তুমি কি আল্লাহকে দেখেছ? কিন্তু কাফের ব্যক্তি উক্ত তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়ে বলবে, হায়! হায়! আমি কিছুই জানিনা *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৩১; ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৩৯ 'কবরের আযাব' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২১/৩০১) একদা নবী করীম (ছাঃ) একটি কবরের পার্শ্ব দিয়ে যাওয়ার সময় তার শাস্তি অনুভব করেন। তারপর তিনি তাতে খেজুরের ডাল পুঁতে দিলে কবরের শাস্তি বন্ধ হয়ে যায়। উক্ত ঘটনা কি সত্য?

-আব্বাস
বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ উক্ত ঘটনা সত্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টি গাছ থেকে দু'টি ডাল নিয়ে দু'টি কবরে পুঁতে দিয়েছিলেন এবং প্রত্যেকটিই চিরে দিয়েছিলেন। তবে কবরের শাস্তি জানতে পারা ও খেজুরের ডাল পোঁতার কারণে তা কাঁচা থাকা পর্যন্ত শাস্তি হালকা হওয়ার বিষয়টি রাসূল (ছাঃ) 'অহি' মারফত অবগত হয়েছিলেন, যা ছহীহ মুসলিমে জাবের (রাঃ) বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীছ থেকে জানা যায় *(মুসলিম হা/৩০১২ 'যুহ্দ' অধ্যায় ১৮ অনুচ্ছেদ; হা/২৯২ 'ত্বাহারৎ' অধ্যায় ৩৪ অনুচ্ছেদ, ইবনু আব্বাস হ'তে; বুখারী হা/৬০৫২ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'গীবত' অনুচ্ছেদ)*। ডালের কারণে শাস্তি লাঘবের কথাটি ঠিক নয়। কারণ সেটা হ'লে ডাল চিরে ফেলা হ'ত না। তাতে ডাল সত্বর শুকিয়ে যায়। নবী ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে ডাল পোঁতার কোন নির্দেশ বা আমল পাওয়া যায় না। এখানে শাস্তি লাঘবের মূল কারণটি হ'ল- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দো'আ ও সুফারিশ, খেজুরের ডাল নয় *(বিস্তারিত দ্রঃ আলবানী, মিশকাত হা/৩৩৮-এর টীকা ৫)*।

প্রশ্নঃ (২২/৩০২) কীভাবে কবর যিয়ারত করতে হবে? শুরুতে ৩/৪ বার নাস, ফালাক্ব, ইখলাছ ও দরূদ পড়া যাবে কি?

-খলীলুর রহমান
বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ যে কোন সময়ে কবরের পাশে গিয়ে কবর যিয়ারতের প্রাথমিক দো'আ পড়বে। তারপর হাত তুলে দীর্ঘ সময় ধরে কবরবাসীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে। এ সময় অন্যান্য দো'আ সহ জানাযার দো'আগুলো বার বার পড়তে পারে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কবরের পার্শ্বে গিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে তিন তিনবার হাত তুলে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন *(মুসলিম হা/৯৭৪ 'জানাযা' অধ্যায় ৩৫ অনুচ্ছেদ)*। কবরের পাশে গিয়ে কুরআন তেলাওয়াত বা কোন সূরা পড়া কিংবা ৩/৪ বার দরূদ পড়া যাবে না। এর প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে দো'আ হিসাবে যে সব আয়াত রয়েছে সেগুলো পড়া যাবে। যেমন- 'রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী ছাগীরা'। উল্লেখ্য, কবরস্থানে গিয়ে দলবদ্ধভাবে হাত তুলে দো'আ করার কোন প্রমাণ নেই। ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে-তাবেঈগণ থেকেও এরূপ কিছু পাওয়া যায় না। বরং প্রত্যেকে নিজে নিজে দো'আ করবেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৩৩)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৩০৩) মসজিদে টাইল্‌সের মিম্বর তৈরি করা যাবে কি?

-রকীবুদ্দীন
বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কাঠ ব্যতীত টাইল্‌স বা ইট-সিমেন্ট বা অন্য কিছু দ্বারা মিম্বর তৈরি করা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে এ ধরনের মিম্বর ছিল না। বরং তিনি কাঠের মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। সে সময় মাটি বা পাথর দ্বারা মিম্বর তৈরি করা কঠিন ছিল না বরং কাঠ সংগ্রহ করে মিস্ত্রি ডেকে মিম্বর তৈরি করাই কঠিন ছিল। এরপরও রাসূল (ছাঃ) জনৈক মহিলাকে বলেন, সে যেন তার গোলামকে দিয়ে একটি কাঠের মিম্বর তৈরি করে দেয়। ইমাম বুখারী (রহঃ) একটি অধ্যায় রচনা করেন যে, 'কাঠের মিম্বর তৈরি ও মসজিদ নির্মাণে কাঠমিস্ত্রি ও রাজমিস্ত্রির সাহায্য গ্রহণ করা'। সাহল (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) জনৈক মহিলার নিকট লোক পাঠিয়ে বললেন, তুমি তোমার গোলাম কাঠমিস্ত্রিকে বল, সে যেন আমার জন্য কাঠের মিম্বর তৈরি করে যাতে আমি বসতে পারি' *(বুখারী হা/৪৪৮)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৩০৪) দীর্ঘদিন অসুস্থ ব্যক্তির নিকটে ১০/১২ জন আলেম গিয়ে সোয়া লক্ষ বার দো'আয়ে ইউনুস পড়া যাবে কি? অনেকে বলেন, এভাবে পড়লে হয় রোগী দ্রুত সুস্থ হবে, নয় মারা যাবে। একথা কি ঠিক?

-আনোয়ার
কালিগঞ্জ, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ রোগী বা কোন কিছুর উদ্দেশ্যে দো'আয়ে ইউনুস সোয়া লক্ষ বার পড়ার কোন দলীল নেই। এভাবে পড়লে পাপ হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কেউ যদি এমন কোন আমল করে যে আমলের উপর আমার কোন নির্দেশনা নেই তা প্রত্যাখ্যত' *(বুখারী ২/১০৯০)*। তবে কোন সমস্যাকে দূর করার জন্য অত্র দো'আটি ইচ্ছামত যেকোন সংখ্যায় পড়া যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, এই দো'আ ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে পড়েছিলেন। তিনি বলেন, যে কোন মুসলিম ব্যক্তি যে কোন সমস্যায় দো'আটি পড়লে তা কবুল করা হবে । এ সময় জনৈক ছাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! দো'আটি কি ইউনুস (আঃ)-এর জন্য খাছ, না অন্য সকল মুমিন পড়তে পারে? তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমরা কি আল্লাহর বাণী শুননি? 'আমি ইউনুসকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছি। অনুরূপ আমরা মুমিনদেরকেও রক্ষা করব' *(আম্বিয়া ৮৮, তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৯২; তারগীব হা/২৩৭০)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৩০৫) ফরয ছালাতের সময় বাচ্চা কাঁদলে পিছনে গিয়ে বাচ্চা কোলে নিয়ে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-হুসাইন
ভোটমারী, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় ছেলে কোলে নিতে হবে না; বরং ছালাত সংক্ষিপ্ত করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বাচ্চাদের কান্না শুনে ছালাত সংক্ষিপ্ত করতেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩০)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৩০৬) 'কুচে' সাপ খাওয়া যাবে কি? অনেকেই একে হারাম বলেন।

-ছাদিকুল ইসলাম
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ রুচি হলে কুচে খাওয়া যাবে। কারণ পানি হতে যা কিছু শিকার করা হয় ব্যাঙ ব্যতীত সবই হালাল। আল্লাহ বলেন, 'সমুদ্রের শিকার তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে' *(মায়েদাহ ৯৬)*। রাসূল (ছাঃ) ব্যাঙ মারতে নিষেধ করেছেন *(আবুদাউদ হা/৩৮৭১, ৫২৬৯)*। তবে যে সব প্রাণী মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তা থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা ক্ষতি করনা এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়োনা' *(মুওয়াত্ত্বা, মালেক, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৫০)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৩০৭) একজন মহিলার কী কী গুণ থাকলে জান্নাতে যেতে পারবে?

-আব্দুর রহমান
নওগাঁ।

উত্তরঃ নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'কোন মহিলা পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করলে, রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করলে, লজ্জাস্থানের হেফাযত করলে ও স্বামীর আনুগত্য করলে সে জান্নাতের যেকোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে' *(আল-হিলইয়া, মিশকাত হা/৩৩৫৪)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৩০৮) ছালাতের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। এমতাবস্থায় মুছল্লীদের জন্য ইমাম অপেক্ষা করতে পারবেন কি?

-আতাউর রহমান
সন্ন্যাস বাড়ী, নওগাঁ।

উত্তরঃ ছালাতের সময় নির্ধারণ করা থাকলেও ইমাম মুছল্লীদের জন্য অপেক্ষা করতে পারেন। মানুষ বেশী হলে রাসূল (ছাঃ) তাড়াতাড়ি ছালাত আদায় করতেন। আর কম হলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৮)*। তবে শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে নির্ধারিত সময়ে ছালাত আদায় করা ভাল।

প্রশ্নঃ (২৯/৩০৯) বিদ'আতী ইমামের পিছনে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-শামসুল হক
সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ইমাম নির্ধারণের সময়ই তার আমল আখলাক সম্পর্কে জানতে হবে। যিনি ইমাম হবেন তিনি শিরক-বিদ'আত ও যাবতীয় অপসন্দনীয় কর্ম থেকে বিরত থাকবেন। ইমামতি একটি আমানতপূর্ণ কাজ। তাছাড়া ইমাম মুসলমানদের জন্য আদর্শ। তাই বিদ'আতী ও ফাসিক ব্যক্তিকে ইমাম নির্ধারণ করা উচিত নয়। এক্ষণে যে বিদ'আত ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয় না, এমন বিদ'আতকারী ব্যক্তির পিছনে সাময়িকভাবে ছালাত আদায় করা যেতে পারে। হাসান বাছরী বলেন, আপনি বিদ'আতীর পিছনে ছালাত আদায় করুন। বিদ'আতের গোনাহ তার উপর বর্তাবে *(বুখারী, 'বিদ'আতীর ইমামতি' অনুচ্ছেদ)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'অনেকেই তোমাদেরকে ছালাত আদায় করায়। তারা যদি ঠিক করে তাহলে তোমাদের জন্য নেকী রয়েছে। আর তারা যদি ভুল করে, তাতে তোমাদের নেকী হবে আর তাদের গোনাহ হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৩১০) রুকূ থেকে উঠে হাত কোথায় থাকবে? অনেকে ছেড়ে দেন, কেউ কেউ বুকে বাঁধেন, কেউ উঁচু করে রাখেন। কোনটি সঠিক?

-আব্দুল্লাহ
বাহাদুরপুর, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ যারা রুকূ থেকে উঠে বুকে হাত রাখেন তারা নিম্নের দলীল পেশ করেন- 'লোকদের নির্দেশ দেওয়া হ'ত যে, ছালাতে প্রত্যেকেই ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে' *(বুখারী হা/৭৪০, 'ছালাতে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা' অনুচ্ছেদ)*। তাঁরা মনে করেন, সিজদা অবস্থায় হাত থাকবে মাটিতে, রুকূ অবস্থায় থাকবে হাঁটুতে, বসা অবস্থায় থাকবে রানের উপর। আর দাঁড়ানো অবস্থায় রুকূর আগে ও পরে থাকবে বুকের উপর। যাঁরা মনে করেন রুকূ থেকে উঠে হাত ছেড়ে দিতে হবে তাদের দলীল হল- 'অতঃপর তিনি রুকূ থেকে মাথা উঠিয়ে এমনভাবে সোজা হয়ে দাঁড়াতেন যে, প্রত্যেক হাড় স্ব স্ব জোড়ে ফিরে যেত *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৯২)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তুমি তোমার মাথা এমনভাবে উঠাও যেন প্রত্যেক হাড় তার স্ব স্ব জোড়ের স্থানে যেতে পারে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৮০৪)*। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, উক্ত হাদীছগুলো প্রমাণ করে না যে, রুকূর পর বুকে হাত বাঁধতে হবে বা হাত উঁচু করে ধরে রাখতে হবে। যেমন আমাদের কিছু ভাই মনে করেন *(আলবানী, মিশকাত হা/৮০৪-এর ৫ নং টীকা; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৬৪)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩১১) পেশাব-পায়খানা শেষে পানি থাকা অবস্থায় ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করার পর পানি নেওয়া যাবে কি?

-মুনীরুল ইসলাম
উল্লা বাজার, ভরতখালী, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ পানি থাকা অবস্থায় ঢিলা-কুলখ ব্যবহার করা যাবে না। শুধু পানি ব্যবহার করতে হবে। আর পানি না থাকলে পানির বদলে ঢিলা-কুলুখ ব্যবহার করতে হবে। আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন পেশাব-পায়খানার জন্য বের হতেন তখন আমি ও অপর একটি ছেলে পানির পাত্র নিয়ে আসতাম। তিনি তার দ্বারা শৌচকার্য সম্পাদন করতেন *(বুখারী হা/১৫০)*। পানি না থাকা অবস্থায় তিনি পাথর দ্বারা শৌচকার্য সারতেন *(বুখারী হা/১৫৫)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩১২) আল্লাহ আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার জন্য ফেরেশতাকে মাটি আনার জন্য বলেন। ফেরেশতা কোন কোন স্থান থেকে মাটি নিয়েছিলেন এবং কোন কোন অঙ্গ তৈরি করেছিলেন?

-ইউসুফ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা মাটি আনার জন্য ফেরেশতাকে পাঠাননি। বরং আল্লাহ নিজে সমস্ত পৃথিবী হ'তে এক মুষ্টি মাটি নিয়েছেন এবং পৃথিবীর মাটি অনুযায়ী আদম সন্তান, লাল, সাদা, কাল ও মধ্যম রংয়ের, নরম, কঠোর, দুষ্ট ও পবিত্র মেযাজের হয়েছে *(আহমাদ, মিশকাত হা/১০০)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩১৩) ইদরীস (আঃ) জান্নাতে প্রবেশ করলেন। পিছন থেকে জিবরীল (আঃ) অনেকবার ডাকলেন। কিন্তু তিনি জান্নাত থেকে বের হননি। এ ঘটনা কি ঠিক?

-আবু তাহের
কাঠমা, জামালপুর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। তবে ইদরীস (আঃ)-এর জান্নাতে প্রবেশ সম্পর্কে একটি মিথ্যা কাহিনী আছে *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৩৯)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩১৪) কবর যিয়ারতের প্রসিদ্ধ দো'আ আস-সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবূরে .... ওয়া নাহনু বিল আছারি। এর সনদ সম্পর্কে জানতে চাই।

-আব্দুল হাই
বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছটি যঈফ *(তিরমিযী, আলবানী, মিশকাত হা/১৭৬৫)*। তবে আরো কয়েকটি দো'আ ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩১৫) রেডিও ও টেলিভিশনের ব্যবসা করা যাবে কি? এর জন্য ঘর ভাড়া ও মোবাইল ফোনে গান-বাজনা ডাউন লোড করা যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শফীকুল ইসলাম
দারুশা, রাজশাহী।

উত্তরঃ রেডিও-টেলিভিশন হারাম বস্তু নয়। এর ব্যবসা করা যায় এবং ঘরও ভাড়া দেওয়া যায়। কিন্তু উত্তম হ'ল এর ব্যবসা না করা এবং এর জন্য ঘর ভাড়া না দেওয়া। কারণ এগুলো অন্যায় প্রচারেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর অন্যায়ের সহযোগিতা করা নিষিদ্ধ *(মায়েদাহ ২)*। তাছাড়া আল্লাহ মানুষের জন্য হালাল রূযী আহরণের অনেক পথ খোলা রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إنك لن تدع شيئا لله عز و جل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه– 'তুমি যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কোন কিছু ত্যাগ কর, তাহ'লে আল্লাহ তোমাকে তার চেয়ে যা উত্তম তা দান করবেন' *(আহমাদ হা/২৩১২৪ সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩১৬) আল্লাহ্‌র ৯৯টি গুণবাচক নাম কীভাবে পাঠ করতে হবে? ইয়া আল্লাহ, ইয়া রহমান বলে না হুওয়াল্লাহ, হুওয়ার রহমান বলে?

-হাফীযুর রহমান
রাম রায়পুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ হুওয়াল্লাহু, আর-রাহমানু বলে পাঠ করতে হবে। কারণ এভাবেই হাদীছে এসেছে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২২৮৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩১৭) মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার সময় কবরের চার কোণায় দাঁড়িয়ে 'চার কুল' পড়ার দলীল আছে কি?

-মুহসিন
কিশোরীনগর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ দাফন করার সময় কবরের চার কোণায় দাঁড়িয়ে চার কুল অর্থাৎ সূরা কাফেরূন, ইখলাছ, ফালাক্ব এবং নাছ পড়ার প্রমাণে কোন দলীল পাওয়া যায় না। এটি বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত। মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এ ধরনের অসংখ্য বিদ'আত সমাজে চালু আছে। এগুলো থেকে বিরত থাকা আবশ্যক *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর (ছাঃ), পৃঃ ১২৭)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩১৮) কোন কোন কুরআনের শুরুতে কিংবা শেষে তাবীযের বিভিন্ন ধরনের নকশা অংকন করা আছে। একশ্রেণীর আলেম টাকার বিনিময়ে উক্ত নকশার মাধ্যমে তাবিয দিয়ে থাকেন। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-আবুল কালাম আযাদ
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত নকশা যারা অংকন করেছেন তারা কুরআনের উপর মহা অন্যায় করেছেন। কারণ শরী'আতে এর কোন ভিত্তি নেই। মূলত তাবীয লেখা ও তা লটকানো শিরক। তা যেকোন পদ্ধতিতে হৌক, এমনকি কুরআনের আয়াত দিয়ে তাবীয দেওয়াও শিরক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো সে শিরক করল' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯২; তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৫৫৬, সনদ হাসান)*। একশ্রেণীর কথিত আলেম এটাকে বিনা পুঁজির ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাদের প্রতারণা থেকে জনগণকে সাবধান থাকতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩১৯) মানুষ ও জিন ব্যতীত অন্যান্য জীবের প্রাণ সংহার করেন কে? এবং মালাকুল মউতের জীবন হরণ করবেন কে?

গোলাম কিবরিয়া
দোলেশ্বর, ঢাকা।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশক্রমে মালাকুল মাউত সকল প্রাণীর প্রাণ সংহার করবেন। এমনকি মশা-মাছিরও প্রাণ সংহার করেন *(তাফসীরে কুরতুবী, সূরা সাজদাহ, ১১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৩২০) ফেরাউন কোন্ সাগরে ডুবে মরেছিল?

- আবু রাশেদ ফরহাদউল করীম
আগারগাঁও, ২৪৬/ঈ২ ঢাকা-১২০৫।

উত্তরঃ ফেরাউন কোন্ সাগরে ডুবে মরেছিল, সে সম্পর্কে বিদ্বানগণ একমত হ'তে পারেননি। তবে গত ১৯০৭ সালে ফেরাউনের লাশ উদ্ধার পাওয়ার পর এ সম্পর্কে মোটামুটি একটা নিশ্চিত ধারণা পাওয়া গেছে যে, ফেরাউন লোহিত সাগর সংলগ্ন তিক্ত হ্রদে ডুবে মরেছিল। এর অনতিদূরে সিনাই উপদ্বীপের পশ্চিম তীরের ছোট পাহাড়টিকে স্থানীয় লোকেরা 'জাবালে ফেরাউন' বা ফেরাউনের পাহাড় বলে আখ্যায়িত করে থাকে। এই পাহাড়ের পাদদেশ থেকে ফেরাউনের মমি করা লবণাক্ত লাশ উদ্ধার করেন বৃটিশ নৃতত্ত্ববিদ স্যার ক্রাঁফো ইলিয়ট স্মিথ ১৯০৭ সালে। - *(মওলানা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল ৫/৯৯)*।

মাসিক আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১২তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা
জুন ২০০৯

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৩২১) ইহরাম অবস্থায় কোন ব্যক্তি মারা গেলে তার জানাযা ও কাফন-দাফন কীভাবে করতে হবে?

-গিয়াছুদ্দীন
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ বরই পাতা পানিতে দিয়ে গোসল দিতে হবে এবং তার পরনের দুই কাপড় দ্বারাই কাফন দিতে হবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট একজন লোককে নিয়ে যাওয়া হ'ল, যার সওয়ারী তাকে ফেলে দিয়েছে। সে মুহরিম অবস্থায় মারা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা তাকে বরই পাতা ও পানি দ্বারা গোসল দাও এবং তার দু'কাপড় দ্বারা কাফন দাও। আর মাথা খোলা রাখ। তবে তার পাশে খোশবু নিয়ে যেয়ো না' *(আবুদাঊদ হা/৩২৩৮, 'হজ্জ' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৮৪)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুহরিম অবস্থায় মারা গেলে ইহরামের কাপড় দ্বারা তাকে কাফন দিতে হবে। মাথা ঢাকা যাবে না এবং খোশবু লাগানো যাবে না। উল্লেখ্য, বরই পাতার বদলে সাবান দিয়েও গোসল দেওয়া যায়।

প্রশ্নঃ (২/৩২২) কবর পাকা করা ও তার গায়ে ঠিকানা লেখা যাবে কি?

-রবীউল ইসলাম
ডুমনি, ঢাকা।

উত্তরঃ কবর পাকা করা এবং তার গায়ে কিছু লেখা যাবে না। জাবির (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) কবর পাকা করতে, তার উপর সমাধি নির্মাণ করতে এবং তাতে বসতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৭)*। তিনি কবরের গায়ে কিছু লিখতে এবং এর উপর হাঁটতে নিষেধ করেছেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১৭০৯; সনদ ছহীহ; ইবনু মাজাহ হা/১৫৬৩)*। উল্লেখ্য যে, কবর পাকা করা এবং তার উপর গম্বুজ নির্মাণ করাতে কবরবাসীর কোন লাভ নেই। যারা করছে তারা রাসূল (ছাঃ)-এর আদেশকে অমান্য করছে এবং অপচয় করছে মাত্র।

প্রশ্নঃ (৩/৩২৩) ৫০ বার কা'বা ঘর ত্বাওয়াফ করলে মানুষ নিষ্পাপ হয়ে যায়। এ কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হাসান
২২০ বংশাল রোড, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। এ মর্মে একটি যঈফ হাদীছ রয়েছে। যেমন- 'যে ব্যক্তি ৫০ বার বায়তুল্লাহ ত্বাওয়াফ করবে সে পাপ থেকে ঐ দিনের মত মুক্ত হয়ে যায় যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছেন *(যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৭২৩; যঈফুল জামে' হা/৫৬৮২)*।

প্রশ্নঃ (৪/৩২৪) রোগ-ব্যাধি ভাল করার উদ্দেশ্যে কিংবা দুনিয়াবী কোন মকছুদ হাছিলের জন্য কুরআন দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করা এবং তাবীয দিয়ে টাকা-পয়সা নেয়া যাবে কি?

-আবুবকর ছিদ্দীক
দিনাজপুর সরকারী কলেজ।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে 'শিফা' বলেছেন। সে হিসাবে মুমিনের রোগ আরোগ্যের জন্য এটি নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম মাধ্যম। তবে এটাকে ব্যবসা হিসাবে গ্রহণ করা গর্হিত কাজ। কোন ছাহাবী ঝাড়-ফুঁক করাকে অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেননি। তবে অবস্থাভেদে হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েয আছে। যেমন একদল ছাহাবী একটি যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে নিয়েছিলেন *(বুখারী, মিশকাত হা/২৯৮৫)*। মানুষের কল্যাণের জন্য নেক-নিয়তে ঝাড়-ফুঁক করা যাবে এবং এজন্য হাদিয়াও গ্রহণ করা যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যার বিনিময় গ্রহণ কর কুরআন তার সবচেয়ে উত্তম মাধ্যম' *(বুখারী, বুলূগুল মারাম হা/৯০২)*।

কুরআন দ্বারা তাবীয করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে তাবীয ঝুলালো সে শিরক করল' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯২; তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৫৫৬; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৫২)*। অতএব তাবীযের বেচাকেনা নিষিদ্ধ। উল্লেখ্য যে, অবৈধ উদ্দেশ্য যেমন হারাম, কুরআন দ্বারা ঐ উদ্দেশ্য হাছিল করাও তেমন হারাম।

প্রশ্নঃ (৫/৩২৫) 'আল্লাহুম্মা হাসিবনী হিসাবাঁই ইয়াসীরা' দো'আটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের মধ্যে কখন বলতেন?

-আব্দুছ ছামাদ
নয়াপাড়া, গাজীপুর।

উত্তরঃ উক্ত দো'আ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের মধ্যে কখন বলতেন তা হাদীছে উল্লেখ নেই *(আহমাদ, মিশকাত হা/৫৫৬২. সনদ জাইয়িদ)*। তবে তিনি কুরআন পড়ার সময় আযাবের আয়াত আসলে আযাব হ'তে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতেন আর রহমতের আয়াত পড়লে রহমত চেয়ে নিতেন *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, বুলূগুল মারাম হা/২৮৯)*। অতএব তিনি হিসাবের আয়াত আসলে অত্র দো'আটি পড়তেন। যেমন

আমরা সূরা গাশিয়ার শেষে পড়ে থাকি। তবে দো'আটি গাশিয়ার সাথে খাছ নয়। উল্লেখ্য, দো'আটি নীরবে পাঠ করা উচিত।

প্রশ্নঃ (৬/৩২৬) জানাযার ছালাতে কি ছানা পড়তে হবে? সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা পড়ার দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল আহাদ
নীলফামারী।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে ছানা পড়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তালহা বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর পিছনে একদা জানাযার ছালাত আদায় করলাম। তিনি সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা পড়লেন। তিনি সরবে আমাদেরকে শুনিয়ে পাঠ করলেন। যখন তিনি ছালাত শেষ করলেন তখন আমি তাঁর হাত ধরে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, যাতে তোমরা জানতে পারো যে, এটাই সুন্নাত ও হক *(বুখারী, ১/১৭৮ পৃঃ, 'জানাযা' অধ্যায়, হা/১৩৩৫ অনুচ্ছেদ ৬৫; নাসাঈ হা/১৯৮৯; ছহীহ নাসাঈ হা/১৮৭৮ 'জানাযা' অধ্যায়, ৭৭ অনুচ্ছেদ)।*

প্রশ্নঃ (৭/৩২৭) মাকড়সা নাকি শয়তান। আল্লাহ তার আকৃতি পরিবর্তন করে এরূপ করেছেন। এ মর্মে কোন হাদীছ আছে কি?

-আব্দুল মুমিন
চককিত্তি, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১৫১)।*

প্রশ্নঃ (৮/৩২৮) কাদেরকে 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত' বলা হয়? তাঁদের বৈশিষ্ট্য কী?

-শফীক
কাঞ্চন, নরসিংদী।

উত্তরঃ যারা ছহীহ সুন্নাহকে শক্তভাবে গ্রহণ করে এবং ছাহাবায়ে কেরামের তরীকার উপর দৃঢ় থাকে, তাদেরকে 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত' বলে। এ বিষয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, اَلْجَمَاعَةُ مَاوَافَقَ الْحَقَّ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ 'হক-এর অনুসারী দলকেই জামা'আত বলা হয়, যদিও তুমি একাকী হও' *(ইবনু আসাকির, তারিখে দিমাস্ক ১৩/৩২২; মিশকাত হা/১৭৩-এর টীকা দ্রষ্টব্য)।*

প্রশ্নঃ (৯/৩২৯) কুনূতে নাযিলাহ কী? কখন পাঠ করতে হয়? জনৈক আলেম বলেছেন, প্রতিদিন ফজরের ছালাতের প্রথম রাক'আতে সিজদায় পাঠ করলে যালিমদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ হয়।

-অধ্যক্ষ হাসান আলী
বসুপাড়া, খুলনা।

উত্তরঃ বিপদের সময় নিজেদের জন্য কল্যাণ এবং শত্রুদের ধ্বংস কামনা করে ফরয ছালাতের শেষ রাক'আতে রুকূ থেকে উঠে হাত তুলে যে দো'আ করা হয় তাকে 'কুনূতে নাযিলা' বলে। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) কারো জন্য নেক দো'আ বা বদদো'আ করার ইচ্ছা করলে রুকূর পরে এ দো'আ করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২৮৯)*। অন্য হাদীছে এসেছে, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতেই শেষ রাকা'আতে রুকূ থেকে উঠে পড়তেন। আর পিছনের মুক্তাদীগণ 'আমীন' 'আমীন' করতেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১২৯০)*। অতএব কুনূতে নাযিলা পড়ার ব্যাপারে জনৈক আলেমের উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (১০/৩৩০) অনেকেই বাড়ীর পাশে কিংবা মসজিদের পাশে কবর দেয়ার জন্য বলে থাকেন। কোন্ স্থানে কবর হওয়া ভাল?

-শরীফুল ইসলাম
কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে কবরস্থানে দাফন করাই সুন্নাত। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মৃত ব্যক্তিদেরকে মসজিদে নববীর নিকটবর্তী 'বাকী' নামক গোরস্থানেই দাফন করতেন *(মুসলিম ১/৩১৩)*। তবে নবী ও শহীদগণকে সে স্থানেই কবর দিতে হবে যেখানে তাঁদের মৃত্যু হয়েছে *(তিরমিযী হা/১০১৮; আবুদাঊদ হা/৩১৬৫ 'জানাযা' অধ্যায়)।*

প্রশ্নঃ (১১/৩৩১) কা'বা ঘর তাওয়াফ করার ফযীলত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আফরোজা
বেরাইদ, ঢাকা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ৭ বার কা'বা ঘর তাওয়াফ করবে সে একটি গোলাম আযাদ করার সমান নেকী পাবে'। এ সময় রুকনে ইয়ামানী ও 'হাজরে আসওয়াদ' স্পর্শ করলে গুনাহ মিটে যায় *(নাসাঈ হা/২৯১৯)।*

প্রশ্নঃ (১২/৩৩২) মৃত ব্যক্তিকে কবরে কীভাবে শোয়াতে হবে?

-ইসরাঈল
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কবরে মৃতকে ডানকাতে কিবলামুখী করে শোয়াবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগ হ'তে অদ্যাবধি এরূপ আমলই হয়ে আসছে *(আলবানী, আহকামুল জানায়েয, মাসআলা নং ১০২)।*

কবরে মাইয়েতকে কোন কাতে শোয়াতে হবে এ বিষয়ে স্পষ্ট কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে ঘুমানোর সময়

ডানকাতে শোয়ার ব্যাপারে ছহীহ হাদীছ রয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩৮৪-৮৫, 'দো'আসমূহ' অধ্যায়, ৬ অনুচ্ছেদ)*। সম্ভবতঃ এর উপরে ভিত্তি করেই বিদ্বানগণ মাইয়েতকে ডান কাতে শোয়ানো এবং কিবলামুখী করার কথা বলেছেন *(আল-মুহাল্লা ৩/৪০৪, মাসআলা ৬১৫)*।

উল্লেখ্য, লাশ কবরে চিৎ করে রাখা, শুধু মুখটা ক্বিবলার দিকে করে দেয়া এবং তাকে মুছল্লী প্রমাণ করার জন্য হাত দু'টি বুকের উপর রাখা এগুলো ঠিক নয়। বরং দু'হাত দু'পাশে রাখাই ভাল। কারণ এটাই মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা।

প্রশ্নঃ (১৩/৩৩৩) গোনাহগার মানুষের শাস্তি কখন থেকে শুরু হয়? মরণের পরে না ক্বিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের পরে?

-আনোয়ার
হাসনের পাড়া, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ গোনাহগার মানুষের শাস্তি মরণের সময় থেকেই শুরু হয় *(আহমাদ, মিশকাত হা/১৬৩০)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অচিরেই আমি তাদেরকে দু'বার শাস্তি দিব। অতঃপর তারা কঠিন শাস্তির দিকে ফিরে যাবে' *(তওবাহ ৯/১০১)*। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, এখানে 'অচিরেই শাস্তি দিব' অর্থ কবরের আযাব এবং 'অতঃপর কঠিনতম শাস্তির দিকে ফিরে যাবে' অর্থ পরকালে জাহান্নামের চূড়ান্ত শাস্তি বুঝানো হয়েছে। অন্য আয়াতে এসেছে, 'আগুনের শাস্তি তাদের উপর পেশ করা হবে সকালে ও সন্ধ্যায়' *(মুমিন ৪০/৪৬; বুখারী ১/১৮৩)*। এতে স্পষ্ট হয় যে, শাস্তি কবর থেকেই শুরু হবে এবং চূড়ান্ত শাস্তি ক্বিয়ামতের পরে জাহান্নামে গিয়ে হবে। কবরে জিজ্ঞাসার উত্তর সঠিক না হ'লে কঠিন শাস্তি শুরু হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৩১ 'কবরের আযাব' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৩৩৪) মৃত ব্যক্তিকে কবরে কোন দিক থেকে নামাতে হবে?

-আব্দুল আহাদ
মুজগুন্নি, যশোর।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে কবরে পায়ের দিক থেকে নামানো সুন্নাত। আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ হারিছ (রাঃ)-কে পায়ের দিক থেকে কবরে রেখেছিলেন এবং বলেছিলেন এটিই হচ্ছে সুন্নাত *(আবুদাউদ হা/৩২১১; বায়হাক্বী ৪/৫৪)*। তবে অসুবিধা হ'লে যেভাবে সুবিধা সেভাবে নামাবে। উল্লেখ্য যে, ক্বিবলার দিক থেকে কবরে নামানোর প্রমাণে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(বায়হাক্বী ৪/৫৪ পৃঃ; বিস্তারিত দ্রঃ আলবানী, আহকামুল জানায়েয, মাসআলা নং ১০৩)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৩৩৫) আমি আহলেহাদীছের পরিচয় জানতে চাই এবং সেভাবে নিজেকে গড়তে চাই।

-আমীরুল ইসলাম
কালাই, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারীকে 'আহলেহাদীছ' বলা হয়। যিনি জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্তকে নিঃশর্তভাবে মেনে নিবেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের তরীকা অনুযায়ী নিজের সার্বিক জীবন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হবেন, কেবলমাত্র তিনিই এ নামে অভিহিত হবেন। প্রশ্নকারীর কামনা আল্লাহ কবুল করুন আমীন!!

উল্লেখ্য, 'আহলেহাদীছ' কোন দল ও মতের নাম নয়। কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক এক অনন্য বৈশিষ্ট্যগত নাম মাত্র। আহলেহাদীছের আক্বীদা ও আমল সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন- 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন?' বই এবং 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' (ডক্টরেট থিসিস)।

প্রশ্নঃ (১৬/৩৩৬) কা'বা ঘরে সব সময় তাওয়াফ ও ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আবুবকর সিদ্দীক্ব
বেরাইদ, ঢাকা।

উত্তরঃ কা'বা ঘরে সব সময় ত্বাওয়াফ ও ছালাত আদায় করা যাবে। জুবায়ের ইবনু মুত্ব'ইম (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন 'হে আবদে মানাফের সন্তানেরা! তোমরা রাত-দিন কোন সময়ে কা'বা ঘরে ছালাত আদায় করতে ও তাওয়াফ করতে লোকদেরকে নিষেধ কর না *(নাসাঈ হা/২৯২৪)*।

উল্লেখ্য, তিন সময়ে ছালাত আদায় করা নিষিদ্ধ মর্মে যে হাদীছ রয়েছে তা কা'বা গৃহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৪০)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৩৩৭) নেয়ামুল কুরআন বইয়ের ২৩৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, দশ প্রকার লোকের দেহ কবরে পচবে না। (১) পয়গম্বর (২) শহীদ (৩) আলেম (৪) গাযী (৫) কুরআনের হাফেয (৫) মুওয়াযযিন (৭) সুবিচারক বাদশা বা সরদার (৮) সূতিকাগারে মৃত রমণী (৯) বিনা অপরাধে নিহত ব্যক্তি (১০) জুম'আর দিন যার মৃত্যু হয়। উক্ত কথাগুলো কি সঠিক?

-আবুবকর ছিদ্দীক্ব
দিনাজপুর সরকারী কলেজ।

উত্তরঃ উক্ত কথাগুলো ঠিক নয়। তবে নবীগণের লাশ মাটিতে খায় না *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৩৬১ 'জুম'আ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৩৩৮) নেশাদার দ্রব্য পানকারী ব্যক্তি সম্পর্কে শারঈ বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাহবুব
সাতনী ঢেকড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ যে সব অন্যায় করলে দুনিয়াতে নির্ধারিত শাস্তি রয়েছে নেশাদার দ্রব্য পান করা তার অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নেশা পানকারীকে ৪০ দোররা মারতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬১৪)*। ওমর (রাঃ) তাঁর খেলাফতের প্রথম দিকে নেশা পানকারীকে ৪০ বেত্রাঘাত করতেন। কিন্তু শেষের দিকে ৮০ বেত্রাঘাত করতেন। কারণ তারা সীমা লংঘন করছিল এবং সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করছিল *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৬১৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন শ্রেণীর মানুষের উপর জান্নাত হারাম বলেছেন। তার একশ্রেণীর মানুষ হচ্ছে- যারা নেশা পানকারী *(আহমাদ হা/৫১১৭; নাসাঈ, হা/২৫৬২; মিশকাত হা/৩৬৫৫, হাদীছ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৩৩৮) মৃত ব্যক্তিকে দাফন করা ওয়াজিব যদি সে কাফের হয়। এ কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রঊফ
বামুন্দি, মেহেরপুর।

উত্তরঃ মুসলিম অমুসলিম যেকোন ব্যক্তি মারা গেলে তাকে দাফন করা আবশ্যক। আলী ইবনু আবী ত্বালেব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আবু ত্বালেব মারা গেল তখন আমি নবী কারীম (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম। অতঃপর তাঁকে বললাম, আপনার বৃদ্ধ পথভ্রষ্ট চাচা মারা গেছেন। তিনি বললেন, যাও তোমার পিতাকে মাটি চাপা দিয়ে এসো। অতঃপর কোন কিছু না করে আমার কাছে আসবে। আলী (রাঃ) বললেন, আমি মাটি চাপা দিলাম। অতঃপর তাঁর নিকট আসলাম। তিনি আমাকে বললেন, যাও গোসল কর। তারপর কোন কিছু না করে আমার কাছে আসবে। আমি গোসল করে তাঁর নিকট আসলে তিনি আমার জন্য দো'আ করেন *(আবুদাঊদ হা/৩২১৪; নাসাঈ হা/২০০৬)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৩৩৯) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' নামকরণ করা হ'ল কেন?

-মাহমূদুল হাসান
মহিষামুড়া, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ বিদ'আতী দলগুলো থেকে পৃথক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে গিয়ে নির্ভেজাল ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারী ছাহাবায়ে কেরাম ও অন্যান্য হকপন্থী মুসলমানগণ প্রাথমিক যুগে 'আহলুলহাদীছ' হিসাবে পরিচিত হন *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০, ২৮০)*। খ্যাতনামা তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (৩৩-১১০ হিঃ) বলেন, 'লোকেরা ইতিপূর্বে কখনো হাদীছের সনদ বা সূত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত না। কিন্তু যখন ফিৎনার যুগ এল, তখন লোকেরা বলতে লাগল, আগে তোমরা বর্ণনাকারীদের পরিচয় দাও। অতঃপর যদি দেখা যেত যে, বর্ণনাকারী 'আহলে সুন্নাত' দলভুক্ত, তাহ'লে তাঁর হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত। 'আহলে বিদ'আত' হ'লে তার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত না' *(মুক্বাদ্দামা মুসলিম, পৃঃ ১৫)*। 'আহলুল হাদীছ আন্দোলন' নামকরণের অর্থ এটা বুঝানো যে, এটি একটি দাওয়াতের নাম। মানুষকে পবিত কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দিকে দাওয়াত দেওয়াই এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

প্রশ্নঃ (২০/৩৪০) জাদু করা ও দেখা কী ধরনের গোনাহ?

-আব্দুস সালাম
বেরাইদ, ঢাকা।

উত্তরঃ জাদু করা হারাম। জাদুকর হত্যার যোগ্য অপরাধী। ওমর (রাঃ) একদা বলেন, 'তোমরা জাদুকরদের হত্যা কর। ছাহাবীগণ বলেন, আমরা একদিনে তিনজন জাদুকরকে হত্যা করেছিলাম *(আবুদাঊদ হা/৩০৪৩)*। তবে ক্বিছাছ নেওয়ার দায়িত্ব ইসলামী সরকারের, কোন ব্যক্তি বিশেষের নয়।

প্রশ্নঃ (২১/৩৪১) জানাযার সময় লাশকে সামনে রেখে তার প্রশংসা করা যায় কি?

-আব্দুল মান্নান
মহিষালবাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ সাধারণভাবে মৃত মুমিনের গুণ বর্ণনা করা দোষনীয় নয়। কিন্তু মাইয়েতকে সামনে রেখে তার গুণ বর্ণনা করা এবং তিনি কেমন ছিলেন বলে উপস্থিত লোকদের কাছে মতামত নেওয়া নিঃসন্দেহে বিদ'আত। এ কাজ থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, ছাহাবীগণ একটি জানাযা নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা তার গুণ বর্ণনা করলেন, রাসূল (ছাঃ) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। তারপর অন্য একটি জানাযা নিয়ে নবী কারীম (ছাঃ)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তারা তার ব্যাপারে মন্দ কিছু বললেন, নবী কারীম (ছাঃ) বললেন, ওয়াজিব হয়ে গেল। তারপর বললেন, তোমরা একে অপরের জন্য সাক্ষী *(আবুদাঊদ হা/৩২৩৩)*।

প্রশ্নঃ (২২/৩৪২) রাগান্বিত অবস্থায় বিচার করা ও সমস্যার সমাধান দেওয়া জায়েয কি?

-শামসুদ্দীন
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ রাগান্বিত অবস্থায় বিচার করা ও কোন সমস্যার সমাধান দেয়া জায়েয নয়। আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) বলেন,

আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, কেউ যেন ক্রুদ্ধ অবস্থায় দু'জনের মাঝে কোন বিচার ও ফায়ছালা না করে *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১৩৮৩)*। এটা নিঃসন্দেহে কবীরা গোনাহ।

প্রশ্নঃ (২৩/৩৪৩) মাসবূক যদি যোহর, আছর কিংবা মাগরিবের শেষ রাক'আত বা শেষের দু'রাক'আত পায় তাহ'লে পরবর্তী রাক'আতগুলোর ক্বিরাআত কেমন হবে?

-আছীরুদ্দীন
রসূলপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ মাসবূক ইমামের সাথে যা পায় তা তার ছালাতের প্রথমাংশ। অতএব এক রাক'আত পেলে পরের রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য একটি সূরা মিলাবে। আর বাকী রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পড়বে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তুমি ইমামের সাথে যা পাবে তা আদায় কর। আর যা ছুটে যাবে, তা পূর্ণ কর *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮৬)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৩৪৪) খাওয়ার সময় সালাম দেওয়া যাবে কি?

-আজীবর রহমান
হেদাতীপাড়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ খাওয়ার সময় সালাম দেওয়া যাবে *(আবুদাঊদ হা/৫২০০ সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৪৬৫০)*। খাওয়ার সময় সালাম দেওয়া যাবে না মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা জাল *(যঈফ তিরমিযী হা/৫১০, ২/৯৯ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৩৪৫) কবর থেকে লাশ বের করে অন্যত্র স্থানান্তর করা যায় কি?

-শরীফুল ইসলাম
পাতাড়ী, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ কোন সমস্যা মনে করলে বা যরূরী হ'লে কবর থেকে লাশ উঠিয়ে স্থানান্তর করা যেতে পারে। জাবির (রাঃ) বলেন, আমার পিতাকে একজন লোকের পাশে দাফন করা হয়েছিল। এটা আমার কাছে পসন্দনীয় ছিল না। ফলে দাফনের ছয়মাস পর লাশ কবর থেকে বের করলাম। অতঃপর আমি তার কিছুই অপসন্দনীয় পেলাম না মাটির সাথে লাগা কয়েকটা দাড়ি ব্যতীত *(আবুদাঊদ হা/৩২৩২, হাদীছ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৩৪৬) ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار– উক্ত আয়াতের শেষে দুনিয়ার শাস্তি, কবরের শাস্তি ও ক্বিয়ামতের শাস্তির কথা যোগ করা যাবে কি? যেমন- 'ওয়াক্বিনা আযাবাল ক্বাবরি', 'ওয়াক্বিনা আযাবাল আখিরাহ' ইত্যাদি।

-আহমাদ
নয়াপাড়া, গাযীপুর।

উত্তরঃ উক্ত আয়াতে ইহকালের সব ধরণের কল্যাণ চাওয়া হয়েছে এবং পরকালের সব ধরণের অকল্যাণ হ'তে মুক্তি চাওয়া হয়েছে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই আয়াতটি বেশী বেশী পড়তেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৪৮৭)*। তাই এই আয়াতকে অসম্পূর্ণ মনে করে এর সাথে কিছু যোগ করার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া কুরআনের আয়াতের সাথে মানুষের কালাম যোগ করার সিদ্ধ নয়।

প্রশ্নঃ (২৭/৩৪৭) সমাজে প্রচলিত আছে, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে সবাই সমান। একথা কি সত্য?

-আবু সাঈদ
কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ একথা সত্য। যে ব্যক্তি অন্যায় করে ও যে ব্যক্তি শক্তি থাকা সত্ত্বেও উক্ত অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না পাপের দিক দিয়ে উভয়ে সমান। এ মর্মে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেন। নু'মান ইবনু বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধানে অবহেলাকারী এবং অন্যায়ে পতিত ব্যক্তির দৃষ্টান্ত এমন সম্প্রদায়ের ন্যায়, যারা একটি জাহাযে লটারীর মাধ্যমে নিজেদের স্থান নির্ধারণ করল। তদনুযায়ী কারো স্থান নীচের তলায় এবং কারো স্থান উপরের তলায় হল। আর নীচের লোকেরা পানির জন্য উপরের লোকদের নিকট গমনাগমন করলে তাদের অসুবিধা ঘটে। তাই নীচের এক ব্যক্তি একখানা কুঠার নিল এবং জাহাযের তলা ছিদ্র করতে লাগল। এ সময় উপরের লোকেরা এসে জিজ্ঞাসা করতে লাগল তোমার কী হয়েছে? সে বলল, আমাদের কারণে তোমাদের কষ্ট হয়। অথচ আমাদেরও পানির একান্ত প্রয়োজন। এ অবস্থায় তারা যদি তার হস্তদ্বয় ধরে নেয়, তবে তাকেও রক্ষা করবে এবং নিজেরাও রক্ষা পাবে। আর যদি তাকে তার কাজে ছেড়ে দেয় তবে তাকেও ধ্বংস করবে এবং নিজেরাও ধ্বংস হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১৩৮ 'ন্যায়ের আদেশ' অনুচ্ছেদ)*। অতএব অন্যায় রুখতে হবে। নইলে সবাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

প্রশ্নঃ (২৮/৩৪৮) এসিড মারার অপরাধ কেমন? শরী'আতে এর শাস্তি কী?

-ফয়েয
ধামতী, কুমিল্লা।

উত্তরঃ এসিড মারা মহা পাপ। এতে কেউ মারা গেলে তার ক্বিছাছ নিতে হবে। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের জন্য হত্যার ব্যাপারে ক্বিছাছের বিধান নির্ধারিত করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন, দাস-এর বদলে দাস ও নারীর বদলে নারীকে হত্যা করতে হবে *(বাক্বারাহ ১৭৮)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি এ গ্রন্থে

তাদের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চক্ষুর বিনিময়ে চক্ষু, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান, দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং যখম সমূহের বিনিময়ে সমান যখম। অতঃপর যে ক্ষমা করে সেটা তার জন্য কাফফারা হয়ে যায়। আর যেসব লোক আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী ফায়ছালা করে না, তারা যালেম' *(মায়েদাহ ৪৫)*। উল্লেখ্য যে, ক্বিছাছ বাস্তবায়ন করার বিষয়টি সরকারের দায়িত্ব।

প্রশ্নঃ (২৯/৩৪৯) আমাদের এলাকায় গৃহপালিত পশু-পাখি যেমন গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগীর পায়ের নখ বা ক্ষুর তুলে সবই খেয়ে নেয়। এগুলো খাওয়া কি জায়েয?

-হাফিযুর রহমান
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ এগুলো হালাল প্রাণী। মানুষের যা রুচি হবে তা খাবে এতে কোন দোষ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে হালাল প্রাণীকে 'বিসমিল্লাহ' বলে যবেহ করা হয়েছে তা তোমরা খাও' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুলূগুল মারাম হা/১৩৪১)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৩৫০) মূসা (আঃ)-এর হাতের লাঠিটি ছিল আদম (আঃ)-এর। তিনি জান্নাত থেকে আসার সময় জান্নাতের গাছের একটি ডাল নিয়ে এসেছিলেন। ডালটি আদম (আঃ) লাঠিরূপে ব্যবহার করেছিলেন। অতঃপর পর্যায়ক্রমে নবীগণের হাতে আসতে থাকে। শেষে মূসা (আঃ)-এর নিকট এসে পৌঁছে। এ লাঠির অনেক মু'জিযা ছিল। উক্ত ঘটনা কি সত্য?

-ডাঃ খলীলুর রহমান
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত ঘটনার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে লাঠির উপর ভর দেওয়া নবীদের স্বভাব, এ মর্মে জাল হাদীছ রয়েছে *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৯১৮)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩৫১) দেশে প্রচলিত তাবলীগ জামা'আতে যোগ দেয়া যাবে কি? তারা কি রাসূলের পদ্ধতিতে তাবলীগ করে? নবী করীম (ছাঃ)-এর তাবলীগের পদ্ধতি সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুনতাজ
বাঁশকাটা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ প্রচলিত তাবলীগ জামা'আত যে পদ্ধতিতে তাবলীগ করে থাকে সে পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম তাবলীগ করেননি। দ্বিতীয়তঃ তাদের বই 'তাবলীগী নেছাবে' অসংখ্য বানোয়াট ফযীলত অলীক গাল-গল্প এবং জাল ও যঈফ হাদীছ রয়েছে। তৃতীয়তঃ এরা মানুষকে 'নাহী আনিল মুনকার' তথা অন্যায়ের প্রতিবাদ থেকে বিমুখ রাখেন। চতুর্থতঃ এরা মানুষকে ছহীহ হাদীছ মান্য করা থেকে বিরত রাখেন ও মিষ্টভাষায় তাদের অনুসারীদের বিদ'আতী বানান। পঞ্চমতঃ এরা তাদের আবিস্কৃত ছয় উছূলের বয়ানের মধ্যেই সীমায়িত থাকেন। ইসলামের অন্যান্য বিষয় থেকে লোকদের ফিরিয়ে রাখেন। ষষ্ঠতঃ তাদের চালুকৃত চিল্লা প্রথার মাধ্যমে তাদের অনুসারীদের সাংসারিক ও সামাজিক দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নেন। যা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি এবং পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে। অথচ মুসলমানের প্রধান দায়িত্ব হ'ল তার নফসের ও তার পরিবারের *(তাহরীম ৬)*। সপ্তমতঃ তারা অনেক ক্ষেত্রে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মনগড়া ব্যাখ্যা করে মানুষকে ভুল পথে নিয়ে যান।

তাবলীগের সুন্নাতী পদ্ধতি হ'ল কুরআন ও ছহীহ হাদীছে অভিজ্ঞ মুমিন ব্যক্তি মসজিদ ভিত্তিক অথবা অন্য যেকোন সুন্দর উপায়ে সর্বদা দ্বীন প্রচারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবেন। তাবলীগের মূলনীতি হ'ল, সৎ কাজের আদেশ দেওয়া ও অসৎ কাজে নিষেধ করা। যা কেবল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে হ'তে হবে *(মায়েদাহ ৬৭; ইউসুফ ১০৮)*। তাবলীগ একাকীও হ'তে পারে, জামা'আতবদ্ধ ভাবেও হ'তে পারে *(তওবাহ ৪১)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩৫২) নাজী ফের্কা সম্পর্কিত হাদীছটির সারমর্ম জানতে চাই।

-সাইফুল ইসলাম
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ নাজী ফের্কা সম্পর্কে ইমাম বুখারী (১৯৪-২৫৬ হিঃ)-এর উস্তাদ আলী ইবনুল মাদীনী (১৬১-২৩৪ হিঃ) উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন,

هُمْ أَهْلُ الْحَدِيْثِ وَالَّذِيْنَ يَتَعَاهَدُوْنَ مَذَاهِبَ الرَّسُوْلِ وَيَذُبُّوْنَ عَنِ الْعِلْمِ، وَلَوْلاَ هُمْ لَمْ نَجِدْ عَنِ الْمُعْتَزِلَةِ وَالرَّافِضَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَأَهْلِ الْإِرْجَاءِ وَالرَّأْىِ شَيْئًا مِّنَ السُّنَنِ.

'উক্ত দল হ'ল 'আহলুল হাদীছ জামা'আত'। যারা রাসূলের বিধান সমূহের হেফাযত করে ও তাঁর ইলম কুরআন ও হাদীছের পক্ষে প্রতিরোধ করে। নইলে মু'তাযিলা, রাফেযী (শী'আ), জাহ্‌মিয়া, মুরজিয়া ও আহলুর রায়দের নিকট থেকে আমরা সুন্নাতের কিছুই আশা করতে পারি না' *(খত্বীব বাগদাদী, শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ৫)*।

ইয়াযীদ ইবনে হারূণ (১১৮-২১৭ হিঃ) ও ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১ হিঃ) বলেন, إِنْ لَّمْ يَكُوْنُوْا أَصْحَابَ الْحَدِيْثِ فَلاَ أَدْرِىْ مَنْ هُمْ؟ 'তাঁরা যদি আহলেহাদীছ না হন, তবে আমি জানি না তারা কারা' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৬২৮৩-এর ব্যাখ্যা: ফাৎহুল বারী ১৩/৩০৬ হা/৭৩১১-এর ব্যাখ্যা;*

সিলসিলা ছাহীহা হা/২৭০-এর ব্যাখ্যা; শারফ, পৃঃ ১৫)। 'ইমাম বুখারীও এ বিষয়ে দৃঢ়মত ব্যক্ত করেছেন'।

ক্বাযী আয়ায বলেন, أَرَادَ أَحْمَدُ أَهْلَ السُّنَّةِ وَمَنْ يَّعْتَقِدُ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ 'ইমাম আহমাদ (রহঃ) একথা দ্বারা আহলে সুন্নাত এবং যারা আহলুল হাদীছ-এর মাযহাব অনুসরণ করেন, তাদেরকে বুঝিয়েছেন' *(ফাৎহুল বারী 'ইল্ম' অধ্যায় ১/১৯৮, হা/৭১-এর ব্যাখ্যা)*।

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আরও বলেন, لَيْسَ قَوْمٌ عِنْدِىْ خَيْرًا مِّنْ أَهْلِ الْحَدِيْثِ لاَيَعْرِفُوْنَ إِلاَّ الْحَدِيْثَ 'আহলেহাদীছের চেয়ে উত্তম কোন দল আমার কাছে নেই। তারা হাদীছ ছাড়া অন্য কিছু চেনে না' *(শারফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ২৭)*।

ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪ হিঃ) বলেন,

إِذَا رَأَيْتُ رَجُلاً مِّنْ أَصْحَابِ الْحَدِيْثِ فَكَأَنِّىْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيًّا-

'যখন আমি কোন আহলেহাদীছকে দেখি, তখন আমি যেন রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-কে জীবন্ত দেখি' *(শারফ ২৬)*।

খ্যাতনামা তাবেঈ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হিঃ) বলেন,

هُمْ عِنْدِىْ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ وَقَالَ: أَثْبَتُ النَّاسِ عَلَى الصِّرَاطِ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ-

'নাজী দল হ'ল আহলেহাদীছ জামা'আত'। ... 'লোকদের মধ্যে তারাই ছিরাতে মুস্তাক্বীম-এর উপর সর্বাপেক্ষা দৃঢ়' *(শারফ ১৫, ৩৩)*। উল্লেখ্য যে, আহলেহাদীছের প্রকৃত পরিচয় তার নির্ভেজাল আক্বীদা ও আমলের মধ্যে নিহিত। রক্ত, বংশ, নাম ও পদমর্যাদার মধ্যে নয়।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৫৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে দলকে জান্নাতী বলে আখ্যায়িত করেছেন, তাদের কী কী বৈশিষ্ট্য আছে?

-হাবীবুর রহমান
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ জান্নাতী দলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমি ও আমার ছাহাবীগণ যে পথের উপর আছে সেই পথে যারা থাকবে তারাই জান্নাতী' *(তিরমিযী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১৭১)*। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবীগণের আক্বীদা, আমল, চরিত্র ও মূলনীতির সাথে যাদের মিল পাওয়া যাবে তারাই জান্নাতী দল। জান্নাতী দলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শায়খ উছাইমীন বলেন, যারা রাসূল (ছাঃ)-এর (১) আক্বীদা (২) ইবাদত (৩) আখলাক ও (৪) মু'আমালাতকে শক্তভাবে গ্রহণ করে তারাই মুক্তিপ্রাপ্ত দল। আক্বীদা অর্থঃ (ক) প্রতিপালককে এক মানা। (খ) মাবূদকে এক জেনে তাঁর ইবাদত করা (গ) আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, অর্থাৎ তাওহীদের ব্যাপারে একনিষ্ঠ ও একমুখি হওয়া। ইবাদত অর্থঃ আল্লাহ্র দ্বীন মানার ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন বিদ'আত পাওয়া যাবে না। ইবাদতের মধ্যে কোন নতুন ইবাদত প্রবেশ না করতে দেয়ার ব্যাপারে তারা অটল। তারা রাসূলের শিষ্টাচার মানার ব্যাপারে কোন ইমাম বা বুযর্গকে প্রাধান্য দেবে না। আখলাক্ব অর্থ: হাসি মুখে সুন্দর কথা বলা, মন পরিস্কার ও প্রশস্ত রাখা ও মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করার ব্যাপারে তারা সবার চেয়ে ভিন্ন ও সুন্দর। মু'আমালাত হ'লঃ তারা মানুষের সাথে লেন দেনের ব্যাপারে স্পষ্ট ও সত্যবাদী *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ২২-২৫)*।

আহলেহাদীছের সর্বাপেক্ষা বড় নিদর্শন হ'ল এই যে, তারা হলেন আক্বীদার ক্ষেত্রে শিরকের বিরুদ্ধে আপোসহীন তাওহীদবাদী এবং আমলের ক্ষেত্রে বিদ'আতের বিরুদ্ধে আপোসহীনভাবে সুন্নাতপন্থী। তবে এখানে বলা আবশ্যক যে, আহলেহাদীছ হওয়ার জন্য যেমন আহলেহাদীছ বাপের সন্তান হওয়া শর্ত নয়। তেমনি রক্ত, বর্ণ, ভাষা বা অঞ্চলেরও কোন ভেদাভেদ নেই। বরং যেকোন মুসলমান নিঃশর্তভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের সিদ্ধান্ত মেনে নিলে ও সেই অনুযায়ী নিজের সার্বিক জীবন গড়ে তুলতে সচেষ্ট হ'লেই কেবল তিনি 'আহলেহাদীছ' নামে অভিহিত হবেন। নিঃসন্দেহে আহলেহাদীছ-এর প্রকৃত পরিচয় তার নির্ভেজাল আক্বীদা ও আমলের মধ্যে নিহিত। তার পিতৃ পরিচয়, বিদ্যা-বুদ্ধি, অর্থ-সম্পদ বা সামাজিক পদ মর্যাদার মধ্যে নয় *(আহলেহাদীছ আন্দোলন, পৃঃ ১৮)*।

আহলেহাদীছদের বাহ্যিক নিদর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম আব্দুর রহমান ছাবূনী (৩৭২-৪৪৯ হিঃ) বলেন, (১) কম হউক বেশী হউক সকল প্রকারের মাদকদ্রব্য ব্যবহার হ'তে তারা বিরত থাকেন (২) ফরয ছালাত সমূহ আউয়াল ওয়াক্তে আদায়ের জন্য তারা সদা ব্যস্ত থাকেন (৩) ইমামের পিছনে সূরায়ে ফাতিহা পড়াকে তারা ওয়াজিব মনে করেন (৪) ছালাতের মধ্যে রুকূ-সুজূদ, ক্বিয়াম-কু'ঊদ ইত্যাদি আরকানগুলোকে ধীরে-সুস্থে শান্তির সঙ্গে আদায় করাকে তারা অপরিহার্য বলেন এবং এতদ্ব্যতীত ছালাত শুদ্ধ হয় না বলে তারা মনে করেন (৫) তারা সকল কাজে নবী (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের কঠোর অনুসারী হয়ে থাকেন (৬) বিদ'আতীদেরকে তারা ঘৃণা করেন। তারা বিদ'আতীদের সঙ্গে উঠাবসা করেন না বা তাদের সঙ্গে দ্বীনের ব্যাপারে অহেতুক ঝগড়া করেন না।

তাদের থেকে সর্বদা কান বন্ধ রাখেন, যাতে তাদের বাতিল যুক্তি সমূহ অন্তরে ধোঁকা সৃষ্টি করতে না পারে' *(আব্দুর রহমান ছাবূনী, আক্বীদাতুস সালাফ আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ৯৯-১০০)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৫৪) কত সালে মাযহাব প্রতিষ্ঠিত হয়? প্রতিষ্ঠাতার পরিচয় জানিয়ে বাধিত করবেন?

-ফয়েয
ধামতি, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ২য় শতাব্দী হিজরীর পরে প্রচলিত মাযহাবী তাক্বলীদের আবির্ভাব ঘটে। অতঃপর ৪র্থ শতাব্দী হিজরীতে বিভিন্ন ইমামের নামে বিভিন্ন মাযহাবের প্রচলন হয়। শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী বলেন, 'জেনে রাখ হে পাঠক! ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোন মুসলিম নির্দিষ্টভাবে কোন বিদ্বানের মাযহাবের তাক্বলীদের উপরে সংঘবদ্ধ ছিল না *(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১/১৫২)*। 'ইযালাতুল খাফা' গ্রন্থে তিনি বলেন, বনী উমাইয়াদের শাসনের অবসান কাল (১৩২ হিঃ) পর্যন্ত কোন মুসলিম নিজেকে হানাফী, শাফেঈ ইত্যাদি বলতেন না। আব্বাসীয় শাসনামলে ইমাম আবু ইউসুফ প্রধান বিচারপতি হ'লে তাঁর মাধ্যমে হানাফী মাযহাব প্রসার লাভ করে *(ফওয়ায়েদুল বাহিইয়াহ, পৃঃ ৯৪; হুজ্জাতুল্লাহ ১/১৪৬ পৃঃ; মুক্বাদ্দামা শারহে বেক্বায়াহ, পৃঃ ৩৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৫৫) মাসবূক তার ছুটে যাওয়া রাক'আতগুলো আদায় করার সময় তাকবীর ও ক্বিরাআত সরবে আদায় করবে না নীরবে আদায় করবে?

-সাঈদ
রসূলপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ তাকবীর ও ক্বিরাআত সরবে ও নীরবে দু'ভাবেই হ'তে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা ইমামের সাথে যা পাবে তা আদায় কর এবং যা ছুটে যাবে তা পূর্ণ কর *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮৬ 'ছালাত' অধ্যায়, ৬ অনুচ্ছেদ)*। এখানে বুঝা যায় যে, বাকী ছালাতও একই পদ্ধতিতে আদায় করবে *(মালেক, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৬৮৭)*। তবে মাসবূক সংখ্যায় বেশী হ'লে এবং তারা পৃথক পৃথকভাবে ছালাত আদায় করলে নীরবে পড়াই ভাল। কারণ সবাই সরবে পড়লে ছালাতে খুশূ-খুযূ নষ্ট হবে।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৫৬) জনৈক ব্যক্তি বলেন, পাগড়ী পরার ফযীলত অনেক। অতএব টুপি পরা সুন্নাত হলে পাগড়ী পরা ফরয হবে। বিষয়টি জানতে চাই।

- মেহদী আরিফ
ইংরেজী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ পাগড়ী পরার ব্যাপারে অনেক ছহীহ হাদীছ রয়েছে *(মুসলিম হা/৩১৭১, ৩১৭৫, ৩১৭৬, ৩১৭৭; আবুদাঊদ হা/৪০৭৬; ইবনে মাজাহ ২৮২২)*। কিন্তু পাগড়ী পরিধানের ফযীলতের ব্যাপারে যত হাদীছ রয়েছে সবগুলোই জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১২৭-২৮)*।

নবী কারীম (ছাঃ) টুপি পরিধান করতেন মর্মে বর্ণিত হাদীছগুলি যঈফ *(যঈফুল জামে হা/৪৬২২-২৪, ২৫; সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৩১৩)*। তবে টুপী পরিধান করা সেযুগের রীতি ছিল এবং ছাহাবীগণ টুপী পরিধান করতেন বলে হাদীছে এসেছে। যেমন (১) সুফিয়ান ইবনু ওয়ায়না বলেন, আমি শারীককে দেখলাম আমাদেরকে জানাযার পরে আছর পড়ালেন এবং তাঁর টুপীটি সম্মুখে রাখলেন' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৬৪০ 'ছালাত' অধ্যায়, ১০৪ অনুচ্ছেদ)*। (২) ইমাম বুখারী তাঁর ছহীহ বুখারীর *(হা/১১৪০)* তারজুমাতুল বাবে *('ছালাতের মধ্যে কাজ করার অনুচ্ছেদ সমূহ')* তা'লীক্ব হিসাবে উদ্ধৃত করেন, 'আবু ইসহাক ছালাতের মধ্যে তাঁর টুপী মাটিতে রাখলেন ও পুনরায় উঠালেন'। উল্লেখ্য যে, টুপী হ'ল শিষ্টাচারমূলক পোষাকের অন্তর্ভুক্ত, এটি ইবাদাতের অন্ত র্ভুক্ত নয়। এটাকে তাক্বওয়ার পোশাক হিসাবে গণ্য করা হয়।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৫৭) ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি কীভাবে হয়?

-মোখলেছুর রহমান
নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম।

উত্তরঃ ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে, যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'মুমিন কেবল তারাই যাদের নিকটে আল্লাহ্র কথা বলা হ'লে ভয়ে তাদের হৃদয় কেঁপে উঠে। যখন তাদের নিকট আল্লাহ্র আয়াত সমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং তাদের প্রভুর উপরে তারা একান্তভাবে নির্ভরশীল হয় *(আনফাল ৮/২-৪)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা ঈমান এনেছে তারা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে' *(মুদ্দাছছির ৭৪/৩১; তাওবা ৯/১২৪-১২৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ঈমানের সত্তরের অধিক শাখা আছে। তার মধ্যে সর্বোচ্চ হ'ল লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ। আর সর্বনিম্ন হ'ল রাস্তা হ'তে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫)*।

আল্লাহ্র পরিচিতি এবং তাঁর গুণগত নামের পরিচয় বেশী জ্ঞাত হ'লে ঈমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আল্লাহ্র নির্দশনাবলীতে দৃষ্টি দিলে ঈমান বেশী হয় *(যারিয়াত ২০)*। ছালাত, যাকাত, ছিয়াম ও হজ্জে যত আনুগত্য বেশী হবে ঈমান তত বেশী হবে। অপর দিকে আল্লাহ্র পরিচয়ে যে পরিমাণ অজ্ঞতা থাকবে, ঈমানে তেমনি ঘাটতি থাকবে। মানুষের নাফরমানী অনুযায়ী ঈমানে কমতি আসবে। আনুগত্য কম হ'লে ঈমান কমে যাবে এবং বেশী হ'লে ঈমান বৃদ্ধি পাবে *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ২৮-৩০)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩৫৮) শহীদ কে? কোন কোন শ্রেণীর মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিদের শহীদ বলা যায়?

-ইমাসাঈদ
রসূলপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ আল্লাহ্‌র কালেমাকে সমুন্নত করার জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে যিনি নিহত হন তিনিই সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন শহীদ। তবে আরও কয়েক শ্রেণীর মুমিন শহীদের মর্যাদা পাবেন। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবীদেরকে বলেন, ‘তোমরা কাকে শহীদ গণ্য কর? তারা বললেন, যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হয় সেই শহীদ। তখন তিনি বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে শহীদের সংখ্যা তাতে অতি নগন্যই হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিহত হয় সে শহীদ, যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় নিয়োজিত থেকে মারা যায় সেও শহীদ, যে প্লেগ রোগে মারা যায় সেও শহীদ এবং যে ব্যক্তি কলেরা রোগে মারা যায় সেও শহীদ’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮১১)*। অন্য হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ চিত্তে আল্লাহ্‌র কাছে শাহাদাত কামনা করে আল্লাহ তাকে শহীদের মর্যাদা দান করেন, যদিও সে বিছানায় মৃত্যুবরণ করে’ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮০৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩৫৯) জনৈক বক্তা বলেন, ওহোদ যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর দাঁত ভেঙ্গে গেলে যে রক্ত বের হয়েছিল সেই রক্ত ছাহাবীগণ পান করেছিলেন। মাটিতে পড়তে দেননি। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-দিদার বক্স
খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়; বরং বানোয়াট। কারণ প্রবাহিত রক্তকে আল্লাহ তা‘আলা হারাম করেছেন’ *(মায়েদাহ ৩)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৩৬০) ইমাম-মুক্তাদী মিলে সরবে তিনবার আমীন বলার কোন দলীল আছে কি?

-আবদুল আউয়াল
নয়াপাড়া, গাজীপুর।

উত্তরঃ তিনবার আমীন বলার প্রমাণে ত্বাবারাণী বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(ত্বাবারানী হা/১৭৫০৭; তানকীহুল কালাম, পৃঃ ২৯৩-৯৪)*। অতএব ছালাতে তিনবার আমীন বলা ঠিক নয়।

মাসিক আত-তাহরীক-এর নতুন গ্রাহক চাঁদা

এতদ্বারা মাসিক ‘আত-তাহরীক’-এর সম্মানিত গ্রাহক-এজেন্টদেরকে জানানো যাচ্ছে যে, ‘বাংলাদেশ ডাক বিভাগ’ জানুয়ারী ’০৮ থেকে নতুন ডাক মাশুল নির্ধারণ করেছে। যা পূর্বের ডাক মাশুলের চেয়ে প্রায় ৩ গুণ বেশী। সেকারণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও ‘আত-তাহরীক’-এর গ্রাহক চাঁদা বাড়াতে হচ্ছে।

নতুন বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা নিম্নে প্রদত্ত হ’ল-

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	২৫০/= (ষান্মাসিক ১৩০)	--
সার্কভুক্ত দেশ সমূহ	১৩০০/=	৬৫০/=
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৬০০/=	৯৫০/=
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৮৫০/=	১২০০/=
আমেরিকা মহাদেশ	২১৫০/=	১৫০০/=

ড্রাফট পাঠানোর জন্য একাউন্ট নাম্বার

মাসিক **আত-তাহরীক**, এস.এন.ডি-১১৫, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১২তম বর্ষ ১০ম সংখ্যা

জুলাই ২০০৯

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৩৬১) তাবীয ও ঝাড়ফুঁক দেন এমন ইমামের পিছনে ছালাত হবে কি?

-আবুল কাসেম
কাযী আলাউদ্দীন রোড
নাজিরা বাজার, ঢাকা-১০০০।

উত্তরঃ তাবীয দেওয়া শিরক। অনুরূপ শিরকী কলেমা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করাও শিরক *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯২ ও ৩৩১; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৫২)*। তবে কুরআন দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা জায়েয *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৫২)*। এক্ষণে উক্ত ইমাম যদি তাবীয দেন অথবা শিরকী কলেমা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করেন তাহ'লে ইমাম গোনাহগার হবেন। কিন্তু মুক্তাদীর ছালাত হয়ে যাবে *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩)*। এ ধরনের ইমামদের সংশোধনের জন্য বলতে হবে। সংশোধিত না হ'লে ইমাম পরিবর্তন করা বাঞ্ছনীয়।

প্রশ্নঃ (২/৩৬২) ওযূ করার সময় মুখে ও নাকে এক সঙ্গে পানি দিতে হবে, না পৃথক পৃথকভাবে পানি দিতে হবে?

-ডাঃ ওমর ফারূক
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মুখে এবং নাকে একই সঙ্গে পানি দিতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৯৪)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩৬৩) যোহরের ফরয ছালাতের পূর্বের চার রাক'আত সুন্নাত ছালাতের স্থলে নিয়মিতভাবে দুই রাক'আত করে পড়া যাবে কি? তাছাড়া উক্ত চার রাক'আত সুন্নাত দুই দুই রাক'আত করে পড়া যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হামীদুল ইসলাম
সদর, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ যোহরের পূর্বে চার রাক'আত কিংবা দুই রাক'আত উভয় আমলের কথা হাদীছে এসেছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৬০, ১১৫৯)*। উক্ত চার রাক'আত ছালাত এক সালামেও পড়া যায় দুই সালামেও পড়া যায় *(ইবনু মাজাহ হা/১১৬১; নাসাঈ হা/৮৬৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৩৭)*।

প্রশ্নঃ (৪/৩৬৪) অনেকে সূরা কাওছারের ২ নং আয়াতের অর্থ করেছেন, 'আপনি ছালাত পড়ুন এবং বুকের উপর হাত বাঁধুন'। উক্ত আয়াতের সঠিক অর্থ জানিয়ে বাধিত করবেন?

-মুহাম্মাদ কামীরুল ইসলাম
ঈদগাহ বাজার, মেহেন্দীগঞ্জ, বরিশাল।

উত্তরঃ উক্ত আয়াতের সঠিক অর্থ হ'ল, 'আপনি ছালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন'। এতদ্ব্যতীত ডান হাত বাম হাতের উপর স্থাপন করে বুকে রাখা, তাকবীরে তাহরীমার সময় দুই হাত উত্তোলন করা, রাফ'উল ইয়াদায়েন করা ইত্যাদি অর্থ সম্পর্কে ইবনু কাছীর বলেন, 'এ সমস্ত অর্থের কোনটিই সঠিক নয়। সঠিক অর্থ প্রথমটিই অর্থাৎ কুরবানী করা' *(তাফসীরে ইবনে কাছীর উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (৫/৩৬৫) ঘুমানোর সময় যে ব্যক্তি 'আস্তাগফিরুল্লাহালাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ুম ওয়া আতূবু ইলাইহি' এই দো'আ তিনবার পড়বে তার সমস্ত গোনাহ আল্লাহ মাফ করে দিবেন। যদিও তা সমুদ্রের ফেনার পরিমাণও হয়, গাছের পাতা, একত্রিত বালি ও দুনিয়ার দিনগুলোর সমানও হয়। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

-মুহাম্মাদ নাজমুল ইসলাম
বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও।

উত্তরঃ তিরমিযীতে বর্ণিত উক্ত হাদীছটি যঈফ *(যঈফ তিরমিযী হা/৩৩৯৭; যঈফুল জামে হা/৫৭২৮; মিশকাত হা/২৩০৪)*। তবে যেকোন সময় উক্ত দো'আ পড়া যায় মর্মে বর্ণিত হাদীছ ছহীহ *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩৫৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭২৭)*।

প্রশ্নঃ (৬/৩৬৬) মৃত ব্যক্তির খাটিয়া বহন করার সময় 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' ইত্যাদি বলে যিকির করা এবং পথে তিনবার খাটিয়া নামানো যাবে কি?

-লীনা খাতুন
পীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ জানাযার খাটিয়া বহন করার সময় 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' ইত্যাদি বলে যিকির করার কোন বিধান নেই। অনুরূপভাবে তিনবার খাটিয়া নামানোর অভ্যাস সামাজিক কুসংস্কার মাত্র। বিনা প্রয়োজনে খাটিয়া নামানো ঠিক নয় *(বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১২৭-২৯)*।

প্রশ্নঃ (৭/৩৬৭) আক্বীক্বা করার সময় পঠিতব্য কোন দো'আ আছে কি? এ সময় 'আল্লাহুম্মা মিনকা ওয়া লাকা' বলতে হবে কি এবং বাচ্চার নাম উলেখ করতে হবে কি?

-ডা: মুহাম্মাদ ওমর ফারূক
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ আক্বীক্বা করার জন্য পৃথক কোন দো'আ পাওয়া যায় না। অন্যান্য পশু যবহ করার সময় পঠিতব্য দো'আ 'বিসমিল্লাহ' অথবা 'বিসমিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার' বলতে হবে *(সূরা আন'আম ৪; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৫৩, ১৪৭২; আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪১৫৬)*। এ সময় বাচ্চার নাম উলেখ করার প্রয়োজন নেই *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪১৫৩, সনদ ছহীহ)*। উলেখ্য, প্রশ্নে উল্লেখিত দো'আর প্রমাণে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৮/৩৬৮) সুসন্তান দো'আ করলে মৃত পিতা-মাতার সমস্ত পাপ আল্লাহ ক্ষমা করবেন কি?

-আবুল হুসাইন মিয়া
কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়গঞ্জ।

উত্তরঃ নেক সন্তান মৃত মাতা-পিতার জন্য খালেছ অন্তরে ক্ষমা চাইলে যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন তাহ'লে পাপ ক্ষমা করতে পারেন *(সূরা ইবরাহীম ৪১; মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩)*।

প্রশ্নঃ (৯/৩৬৯) জনৈক শিক্ষক আরবী ভাষার গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, হাদীছে এসেছে, তোমরা তিনটি কারণে আরবী ভাষাকে ভালবাস। আমি আরবী, কুরআন আরবী এবং জান্নাতের ভাষাও আরবী। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

-আবু সাঈদ
আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ উক্ত কথাটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ একটি জাল হাদীছ *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১৬০)*। আজ থেকে হাযার বছর পূর্বে মুহাদ্দিছগণ উক্ত বর্ণনাকে জাল আখ্যায়িত করে জাল হাদীছের গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

প্রশ্নঃ (১০/৩৭০) ওযূ করা অবস্থায় আযানের জবাব দেওয়া যাবে কি? একটি ইসলামী পত্রিকায় বলা হয়েছে, জুম'আর খুৎবার পূর্বে যে আযান দেওয়া হয় তার জবাব দেওয়া নিষিদ্ধ ও মাকরূহ। এ কথার সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাই।

-আবু যিয়াদ আল-ফারূক
ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ওযূ করা অবস্থায় আযানের জবাব দেওয়া যায়। অনুরূপ জুম'আর খুৎবার আযানেরও জবাব দেওয়া যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭)*। উল্লেখ্য, ওযূর সময় কথা বলা যায় না এবং ফেরেশতাগণ ওযূকারী ব্যক্তির মাথার উপর রুমাল ধরে থাকেন, কথা বললে তারা রুমাল নিয়ে চলে যান এ সমস্ত কথাবার্তা গালগল্প মাত্র। এগুলোর শারঈ কোন ভিত্তি নেই। এছাড়া খুৎবার আযানের সময় জবাব দেওয়া নিষিদ্ধ একথাও ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (১১/৩৭১) সূরা তাকাছুর একবার পড়লে এক হাযার আয়াত পড়ার সমান ছওয়াব পাওয়া যায়। হাদীছটি কি ছহীহ?

-হুমায়ুন কবীর
ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

উত্তরঃ ইমাম বায়হাক্বীর শু'আবুল ঈমানে বর্ণিত উক্ত হাদীছটি যঈফ *(যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৮৯১; মিশকাত হা/২১৮৪)*।

প্রশ্নঃ (১২/৩৭২) অধিকাংশ মুছল্লী ছালাতে দাঁড়ানোর সময় পরস্পরের মাঝে অনেক ফাঁক রেখে দাঁড়ায়। এর পক্ষে কোন ছহীহ দলীল আছে কি? দু'জনের ফাঁকে শয়তান দাঁড়িয়ে থাকে একথা কি সত্য?

-আবু ছালেহ মাহমূদ
মির্জাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ জামা'আতে ছালাত আদায় করার সময় পরস্পরের মাঝে ফাঁক রেখে দাঁড়ানোর পক্ষে শরী'আতে কোন বিধান নেই। বরং পরস্পরের ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়াতে হবে এ মর্মে হাদীছে কঠোর নির্দেশ এসেছে। আবু মাসঊদ আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের বাহু স্পর্শ করে কাতার মিলিয়ে দিতেন এবং বলতেন, তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও, পৃথক হয়ে দাঁড়াবে না। অন্যথায় তোমাদের অন্তরসমূহ পৃথক হয়ে যাবে। ...আবু মাসঊদ বলেন, দুঃখজনক হ'ল, তোমরা আজকে চরমভাবে বিভক্ত হয়ে গেছ *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৮৮)*। অন্য হাদীছে পায়ে পা কিংবা টাখনুর সাথে টাখনু মিলিয়ে দাঁড়ানোর কথা এসেছে *(বুখারী, ফাৎহুল বারী সহ ২/২৪৭, হা/৬৮৩)*। এছাড়াও উক্ত মর্মে বহু হাদীছ রয়েছে।

দু'জনের ফাঁকে শয়তান প্রবেশ করে একথা সঠিক। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ঐ আল্লাহর শপথ করে বলছি, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, নিশ্চয়ই আমি শয়তানকে দেখি কাল ভেড়ার বাচ্চার ন্যায় কাতার সমূহের ফাঁকে প্রবেশ করে' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১০৯৩)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৩৭৩) মসজিদের জায়গা সংকুলান না হ'লে উক্ত জমি বিক্রি করে মসজিদ অন্যত্র স্থানান্তর করা যাবে কি? অনেকে বলেন, মসজিদ স্থানান্তর করা বা এর জমি বিক্রি করা যায় না। এ বিষয়ে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আলহাজ্জ মনছুর
সোনাদহ, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর: মসজিদ স্থানান্তর করা যায় এবং উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করে তার অর্থ স্থানান্তরিত মসজিদে ব্যয় করা যায়। রাসূল (ছাঃ) কা'বা ঘর ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন এবং ইবরাহীম (আঃ)-এর দেওয়া ভিত্তির উপর ভিত দিতে চেয়েছিলেন। কারণ কুরাইশরা কা'বা ঘর নির্মাণের সময় ইবরাহীম (আঃ)-এর ভিত ছাড়াই ছোট করে নির্মাণ করেছিল। কিন্তু তারা নতুন মুসলিম হওয়ায় বিরোধের আশংকায় রাসূল (ছাঃ) তা করেননি *(মুসলিম হা/২৩৬৭; বুখারী হা/১২৩)*। উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যায় মসজিদ ভেঙ্গে দিয়ে স্থানান্তর করা যায়। তাছাড়া ওমর (রাঃ) কূফার একটি মসজিদ স্থানান্তর করেছিলেন এবং পূর্বের স্থানটিকে খেজুর বিক্রির বাজারে পরিণত করেছিলেন *(ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ ৩১/২৪৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৩৭৪) জনৈক বক্তা বলেন, রাসূল (ছাঃ) আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করেন, যেন তাঁর পিতা-মাতাকে জীবিত করে দেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জীবিত করে দিলেন। অতঃপর তারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনলেন এবং পুনরায় মৃত্যুবরণ করলেন। উক্ত হাদীছের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে জানতে চাই।

-আল-আমীন
কুমিল্লা।

উত্তর: হাদীছটি জাল *(আল-মাক্বাছিদুল হাসানাহ, পৃঃ ৪৫)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৩৭৫) তাওরাত, যবূর, ইঞ্জীল কি অহী-র অন্তর্ভুক্ত?

মীযানুর রহমান
বেড়াবাড়ী, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনের ন্যায় তাওরাত, যবূর ইঞ্জীলও অহি-র অর্ন্তভুক্ত। নবী-রাসূলগণের প্রতি যে অহি করা হয়েছিল তা কুরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে *(ত্ব-হা ৭৭; নিসা ১৬৩; আলে ইমরান ৩)*। এরূপ অনেক আয়াতে নবীগণের প্রতি অহী নাযিল সম্পর্কে বিধৃত করা হয়েছে।

রাসূল (ছাঃ) উবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তুমি কি পসন্দ করো যে, আমি তোমাকে এমন একটি সূরা শিখিয়ে দিব যার মত (সূরা) তাওরাত, ইঞ্জীল, যবূরেও নাযিল করা হয়নি' *(তিরমিযী হা/২৮৭৫; আহমাদ হা/৮৪৬৭; দারেমী হা/২৩৭৩)*। এ হাদীছ থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, উক্ত গ্রন্থগুলো আসমানী গ্রন্থ।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে একমাত্র কুরআন ব্যতীত অন্য আসমানী গ্রন্থগুলোকে বিকৃত করা হয়েছে।

প্রশ্নঃ (১৬/৩৭৬) গ্রাম অঞ্চলে দেখা যায় কৃষকেরা বৃষ্টির জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাউল তুলে। সেই চাউল দিয়ে খিচুড়ী বা ক্ষীর রান্না করে। তারা গ্রামের ছোট ছোট নগ্ন বাচ্চাদেরকে কাদামাটিতে গড়াগড়ি করায় ও খিচুড়ী খাওয়ায়। আর মনে করে বৃষ্টি হবে। আবার ইমামগণ জনগণকে সাথে নিয়ে মাঠে গিয়ে দো'আ করেন। বৃষ্টি চাওয়ার সঠিক পদ্ধতি জনতে চাই।

-আবুল হুসাইন
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ প্রশ্নের প্রথমাংশটি সম্পূর্ণ বিদ'আতী প্রথা। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। দ্বিতীয় অংশটি হ'ল, 'ছালাতুল ইস্তিসক্বা' বা বৃষ্টি প্রার্থনার ছালাত। যা খরা ও অনাবৃষ্টির সময় আদায় করা সুন্নাত। এর পদ্ধতি হ'ল: সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সবাই চাদর গায়ে দিয়ে ময়দানে যাবে। অতঃপর হাম্দ ও দরূদ পাঠের পর ইমাম সবাইকে ইস্তিসক্বার গুরুত্ব সম্পর্কে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে ঈমান বর্ধক কিছু বক্তব্য রাখবেন। অতঃপর দো'আ করবেন। দো'আর সময় দু'হাত উপুড় অবস্থায় সোজাভাবে খাড়া রাখবেন যেন বগল খুলে যায়। ক্বিবলামুখী হবেন ও চাদর এপাশ-ওপাশ করবেন। অর্থাৎ চাদরের ডান কিনারা ধরে বাম কাঁধে ও বাম কিনারা ধরে ডান কাঁধে রাখবেন। অতঃপর সবাই একত্রে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবেন *(আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৫০৮ 'ইস্তিসক্বা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৩৭৭) ফরয গোসল করার সময় মাথা মাসাহ করতে হবে কি?

-আবুবকর
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ মাথা মাসাহ করতে হবে। কারণ ফরয গোসলের ওযূ ও ছালাতের ওযূ একই। উক্ত ওযূতেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত আদায় করতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩৫)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৩৭৮) 'বিসমিল্লাহি ওয়া আলা বারাকাতিল্লাহ' অথবা 'আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফীমা রাযাকতানা ওয়াক্বিনা আযা-বান্নার' বলে খাওয়া শুরু করা এবং শেষে 'শুকুর আল-হামদুলিল্লাহ' বলা কি শরী'আত সম্মত?

-হুসাইন
বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ একাডেমী
চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহি ওয়া আলা বারাকাতিল্লাহ' বলা যাবে না। অনুরূপ 'আল্লাহুম্মা বারিকলানা...' দো'আও বলা যাবে না। কারণ এর সনদ

যঈফ *(আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ হা/৪৫৬)*। খাওয়ার শুরুতে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১৫৯)*। শেষে 'শুকুর আল-হামদুলিল্লাহ' বলা যাবে না। শুধু 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলতে হবে অথবা ছহীহ হাদীছে বর্ণিত অন্য দো'আ পড়তে হবে *(তিরমিযী, বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯ ও ৪২৮৩)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৩৭৯) 'আইসিসি' (ICC) কর্তৃক আয়োজিত শর্ট ভার্সনের T20 ক্রিকেট খেলা সহ বিভিন্ন ধরনের বিশ্বকাপ ও আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা যাবে কি?

মুফীদুল ইসলাম
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

উত্তরঃ এই সব খেলা থেকে দূরে থাকতে হবে। কেননা এগুলো স্রেফ অর্থ ও সময়ের অপচয় মাত্র। সারাদিন ব্যাপী এই খেলাগুলো বিনোদনের নামে সাধারণ মানুষের পকেট ছাফ করার একটা ফাঁদ মাত্র। এতে দুনিয়া ও আখেরাতের কোন কল্যাণ নেই। অহেতুক অর্থ ও সময়ের অপচয়ের জন্য উদ্যোক্তা, ব্যবস্থাপক ও দর্শক সবাইকে আল্লাহ্র কাছে দায়ী হ'তে হবে। বর্তমানে এই খেলাগুলোর সাথে জুয়া সম্পৃক্ত হয়েছে। ফলে আরো কঠিন হারামে পরিণত হয়েছে *(মায়েদাহ ৯০)*।

প্রশ্নঃ (২০/৩৮০) তামাক চাষ করা যাবে কি? তামাকের টাকা মসজিদে লাগানো যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন?

-মামুনুর রশীদ
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ তামাক হারাম এবং অপবিত্র বস্তু *(আ'রাফ ১৫৭; মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮)*। এর পয়সা মসজিদে লাগানো যাবে না। তবে কেউ যদি এ পয়সা মসজিদে লাগায় তবে সেখানে ছালাত হয়ে যাবে। কিন্তু দাতার নেকী হবে না *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৮/২৪৩ পৃঃ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ নিজে পবিত্র। তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া কবুল করেন না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*।

প্রশ্নঃ (২১/৩৮১) ব্যবহার্য ৫ ভরি স্বর্ণ ও কম-বেশী ২০ ভরি রূপা ও নগদ টাকা থাকলে যাকাত দিতে হবে কি?

আমীর হামযাহ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর ঃ যার নিকট নেছাব পরিমাণ সম্পদ যেমন স্বর্ণ, রূপা ও নগদ টাকা অতিরিক্ত হিসাবে এক বছর গচ্ছিত থাকবে তাকে যাকাত দিতে হবে। নেছাব হচ্ছে, স্বর্ণের ক্ষেত্রে বিশ মিছকাল বা বিশ দীনার অর্থাৎ ৮৫ গ্রাম আর রূপার ক্ষেত্রে দু'শ দিরহাম অর্থাৎ ৫৯৫ গ্রাম। আর টাকার হিসাব করতে হবে ৮৫ গ্রাম স্বর্ণের মূল্যের হিসাব অথবা ৫৯৫ গ্রাম রূপার মূল্যের হিসাবে। প্রশ্নমতে উক্ত স্বর্ণ এবং রূপার উপর যাকাত ওয়াজিব হয়নি *(আবূদাঊদ হা/১৫৭২ ও ১৫৭৩ 'যাকাত' অধ্যায়; ইবনু মাজাহ হা/১৭৯১, ১৭৯২ 'যাকাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২২/৩৮২) লাল টিপ কাদের জন্য প্রযোজ্য। টিপ ব্যবহার করা যাবে কি?

-হাফীযুর
বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ টিপের কোন প্রকার বা ধরণ নেই। সব টিপই হারাম। কারণ টিপ হচ্ছে হিন্দুদের রীতি। হিন্দু মেয়েদের বিবাহের একটি পদ্ধতি হচ্ছে- মেয়ের পিতা কন্যাদানে সম্মত না হ'লে ছেলে জোর করে কপালে টিপ দিয়ে মেয়েকে বিবাহ করবে। একে বলা হয় রাক্ষস বিবাহ। কোন মুসলমান এ ধরনের সামাজিক নিদর্শনের ক্ষেত্রে অমুসলিমদের অনুকরণ করলে সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে *(আহমাদ, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭, 'পোষাক' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৩৮৩) ব্যবসায়ের জন্য ব্যাংক ঋণ গ্রহণের শরী'আত সম্মত পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-তোফায়েল
বাগহাট, পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ লাভ-লোকসানের শর্তে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করা যাবে। তবে সেক্ষেত্রে ব্যবসায়ের শেষে লাভ-লোকসান হিসাব করে বণ্টন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই ব্যবসায়ের আগে হিসাব করা যাবে না। এতদ্ব্যতীত ব্যাংক এজন্য করযে হাসানাহ প্রকল্প চালু করতে পারে, যাতে কোন লাভ নেওয়া যায় না। উক্ত প্রকল্প ভারত ও শ্রীলংকার মত দেশে চালু আছে। বাংলাদেশেও চালু করা উচিত।

প্রশ্নঃ (২৪/৩৮৪) স্বামী স্ত্রীকে এক বৈঠকে তিন তালাক দিয়েছে। তারা আবার ঘর সংসার করতে চায়। হানাফী আলেম বলেছেন, 'হিল্লা বিবাহ' দিতে হবে। বিষয়টি সম্পর্কে জানতে চাই।

-অধ্যাপক শফীউদ্দীন
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ এক বৈঠকে তিন তালাক এক তালাক হয়। কাজেই কেউ তার স্ত্রীকে এক বৈঠকে তিন তালাক দিলে সে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে। ইদ্দতের (তিন মাসের) মধ্যে হ'লে স্বামী সরাসরি তাকে ফিরিয়ে নেবে। ইদ্দত পার হয়ে গেলে উভয়ের সম্মতিতে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফেরত নিবে *(মুসলিম হা/১৪৭২; বুলূগুল মারাম হা/৯৯৫)*। আবু রোকানা তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি তোমার স্ত্রীকে ফেরত নাও। তিনি বললেন, আমি তাকে তিন তালাক দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি অবশ্যই এ খবর জানি। তুমি তাকে ফেরত নাও *(আবূদাঊদ হা/২১৯৬)*।

হানাফী মাযহাবে একত্রে তিন তালাককে ‘বেদ‘ঈ তালাক’ বলা হয়েছে *(হেদায়া ২/৩৫৪-৫৫)*। কিন্তু মুসলমান সুন্নাত মানতে পারে, কোন অবস্থায় বিদ‘আত মানতে পারে না। কেননা দ্বীনের নামে সকল বিদ‘আত প্রত্যাখ্যাত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪০)*। আর বিদ‘আতের পরিণাম জাহান্নাম *(নাসাঈ হা/১৫৭৯)*। বলা বাহুল্য যে, এই বিদ‘আতী তালাক আইন সিদ্ধ করার মাধ্যমেই মুসলিম সমাজে হিল্লার ন্যায় জাহেলী যুগের কুপ্রথাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। যার অসহায় শিকার হচ্ছে সরলসিধা মুসলিম নারী সমাজ। ইসলামে হিল্লা-র কোন বিধান নেই। এটি জাহেলী যুগের প্রথা। রাসূল (ছাঃ) হিল্লাকারীকে লা‘নত করেছেন ও ভাড়াটে ষাঁড় বলেছেন’ *(নাসাঈ, ইবনু মাজা বিস্তারিত দেখুন: ‘তালাক ও তাহলীল’ বই)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৩৮৫) কুরবানীর সাথে আক্বীক্বা দেয়া কি জায়েয? অনেকেই বলেন, এভাবে আক্বীক্বা দিলে পুনরায় আবার আক্বীক্বা দিতে হবে।

-অধ্যাপক শফীউদ্দীন
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ কুরবানীর সাথে আক্বীক্বা করার কোন দলীল নেই। অতএব তা জায়েয নয়। কেউ দিলে তা শরী‘আত সম্মত হবে না। আক্বীক্বা সাত দিনে করাই সুন্নাত *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪১৫৩)*। পরবর্তীতে করার ব্যাপারে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (২৬/৩৮৬) পেশাব পায়খানায় বসে কথা বলা যায় কি? ঢিলা নিয়ে হাঁটা-হাঁটি এবং কথাবার্তা বলা যায় কি?

-আহমাদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পেশাব পায়খানায় বসে সালামের উত্তর দিতেন না *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৬৭)*। সুতরাং এ অবস্থায় কথা বলা যাবে না। আর ঢিলা নিয়ে হাঁটাহাঁটি করাও কথা বলা চরম বে-আদবী। ইসলামী শিষ্টাচারে এসবের কোন স্থান নেই।

প্রশ্নঃ (২৭/৩৮৭) অনেক সময় কোন কোন ব্যক্তির দু‘বার-তিন বার জানাযার ছালাত হয়। একই ব্যক্তি দু‘বার তিন বার জানাযার ছালাতে অংশগ্রহণ করতে পারে কি?

-মুহাম্মাদ আলী
ঘণ্টাঘর, চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ জানাযায় একাধিকবার অংশগ্রহণ করতে পারে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) এমন একটি কবরের পাশ দিয়ে গেলেন যাকে রাতে কবর দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, কখন কবর দেয়া হয়েছে? ছাহাবীগণ বললেন, গত রাতে। তিনি বললেন, তোমরা আমাকে বলনি কেন? তারা বললেন, আমরা রাতের অন্ধকারে কবর দিয়েছি; আপনাকে জানানো অপসন্দ মনে করেছি। অতঃপর তিনি কবরকে সামনে রেখে ছালাতে দাঁড়ালেন, আমরা তাঁর পিছনে সারিবদ্ধ হ’লাম। তিনি তার জানাযার ছালাত আদায় করলেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৫৮, ‘জানাযা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫; ফাতাওয়া শায়খ বিন বায ১৩/১৫৫-১৫৬)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৩৪৮) প্রত্যেক সালাম ফিরানোর পর ‘আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালা-ইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহী, ওয়াল ইয়াউমিল আখিরি ওয়াল ক্বাদরি খাইরিহী ওয়া শাররিহী মিনাল্লাহি তা‘আলা’ পড়া যাবে কি?

-মেহদী আরিফ
ইংরেজী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ সালাম ফিরানোর পর উক্ত দো‘আ পড়ার প্রমাণে কোন দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (২৯/৩৮৯) সিজদা শুকর কিভাবে দিতে হয়। যে কোন দিকে মুখ করে সিজদা দেয়া যাবে কি?

-ডাঃ মাহমূদ
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ সিজদায়ে শুকর-এর জন্য ওযূ বা ক্বিবলা শর্ত নয়। ‘আল্লাহ আকবার’ বলে সিজদায় পড়ে ইচ্ছামত দো‘আ করবে।

প্রশ্নঃ (৩০/৩৯০) পর্দা বজায় রেখে মেয়েদের প্রাইমারী স্কুলে চাকরী করা শরী‘আত সম্মত হবে কি?

-আবু শাহীন
পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ শুধু বোরক্বা পরার নাম পর্দা নয়। সাথী পরপুরুষের দৃষ্টি এড়ানো সম্ভব কি-না মুসলিম মহিলা সেটা ভেবে দেখবেন। চোখের যেনা, কথার যেনা, অন্তরের যেনা *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ মিশকাত হা/৮৬)* থেকে নিজেকে কিভাবে বাঁচিয়ে রাখবেন সে দায়িত্ব তার। রাসূল (ছাঃ) স্ত্রী জাতিকে ‘আওরৎ’ (عورة) অর্থাৎ গোপনীয় বলেছেন। যখন সে বের হয়, শয়তান তার পিছে ধায়’ *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১০৯)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩৯১) শ্বশুর বাড়ী গিয়ে লজ্জায় ফরয গোসল না করেই ফজরের ছালাত আদায় করলে উক্ত ছালাত হবে কি?

-ডাঃ ওমর ফারূক
দিনাজপুর।

উত্তরঃ এ কাজে নারী-পুরুষ কারো লজ্জা করা ঠিক নয়। কোন অসুখ না থাকলে গোসল করতেই হবে। গোসল

বিহীন ছালাত হবে না। সুতরাং গোসল করে আবার ছালাত আদায় করতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩০)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৩৯২) জানাযা বহন করার সময় মৃত ব্যক্তিকে যে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয় তাতে 'আয়াতুল কুরসী' সহ বিভিন্ন দো'আ ও আয়াত লেখা থাকে। এগুলো মৃত্যু ব্যক্তির জন্য কোন উপকারে আসে কি?

-অহীদুযযামান
সদর, নরসিংদী।

উত্তরঃ মৃতকে কেন্দ্র করে সমাজে যত বিদ'আত ও কুসংস্কার প্রচলিত আছে তার মধ্যে এটি অন্যতম। এতে মৃতের কোন উপকার হয় না। এগুলোর বর্জন করা আবশ্যক *(ছালাতুর রাছুল (ছাঃ), পৃঃ ১২৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৯৩) আল্লাহ্র সৃষ্টির ভিতরে মানুষ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাহ'লে ইহুদী-খৃষ্টান, হিন্দু সবাই কি শ্রেষ্ঠ?

-তাজুল্লাহিল বাকী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ সৃষ্টির দিক দিয়ে সবাই সমান। তবে কর্মগতভাবে মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ আবার সর্বনিম্ন *(সূরা ত্বীন ৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৯৪) মুওয়াযযিন আযান দেয়ার পর ইমামতি করতে পারে কি?

-ডাঃ হাফীযুদ্দীন
আতা নারায়ণপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ মুওয়াযযিন ইমামতি করতে পারে। মালিক ইবনে ইয়াসির (রাঃ) বলেন, আমি এবং আমার চাচাত ভাই রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম। তিনি আমাদের বললেন, তোমরা দু'জন যখন সফর করবে তখন আযান দিবে এবং ইক্বামত দিবে। অতঃপর তোমাদের বড় জন ইমামতি করবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৬৮২)*। অত্র হাদীছে একজন আযান অপরজন ইমামতির কথা বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে যেকোন একজন আযান দিবে। তবে বড় জন ইমামতি করবে।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৯৫) জনৈক লেখক দেশের একটি জাতীয় দৈনিকে লিখেছেন 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে বসে পেশাদার আরব গায়িকাদের বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গীতবাদ্য উপভোগ করেছেন'। এ কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

ছাদেক
সোনাপুর, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ লেখকের উক্ত দাবী সত্য নয়। তিনি হয়ত হাদীছের অপব্যাখ্যা করেছেন। ইসলামে গান-বাজনা নিষিদ্ধ। এ বিষয়ে কুরআনের আয়াত ও বহু ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(লোকমান ৬-৭; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৭৯৪)*। তবে ক্ষেত্র বিশেষে একমুখ বিশিষ্ট ছোট ঢোল জাতীয় দুফ বাজানোর কথা এসেছে। সেগুলো বিশেষ ঘটনার প্রেক্ষিতে ছিল। যেমন বিয়ের অনুষ্ঠানে *(বুখারী, মিশকাত হা/৩১৪০, ৩১৩৯-৪০)*। ঈদের দিন এবং যুদ্ধ বিজয়ী সেনাপতি হিসাবে ফিরলে নবীকে অভিনন্দন সূচক কবিতা দুফ বাজিয়ে শুনাবার মানতের কথা এসেছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৩২; তিরমিযী, মিশকাত হা/৬০৩৯)*। এসব হাদীছে কোন গায়িকার কথা নেই। বরং ছোট মেয়ের কথা এসেছে। তাছাড়া সেগুলো কোন বাদ্য-বাজনা ছিল না, বরং একমুখো ছোট ঢোল জাতীয় বস্তু ছিল, যাকে দুফ বলা হয়। বাদ্য-বাজনা মানুষকে আল্লাহ বিমুখ করে। অতএব ইসলামে তা সিদ্ধ হবার প্রশ্নই আসে না। লেখক হয়তবা অজ্ঞতা বশতঃ কিংবা বিদ্বেষবশতঃ অনুরূপ কথা লিখেছেন। আল্লাহ তাকে হেদায়াত করুন।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৯৬) ১০ মুহাররম ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে বলে কোন হাদীছ আছে কি?

ফযলে এলাহী রাহাত
পশ্চিম গাটিয়াডাঙ্গা
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ দশই মুহাররম ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে শুক্রবারে এ মর্মে অনেক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮৫৪)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৯৭) মহিলাদের পর্দা রক্ষার ক্ষেত্রে শরীরের কতটুকু ঢেকে রাখতে হবে এবং কতটুকু খোলা রাখা যাবে?

আব্দুর রহীম
নাখোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ সূরা নূরের ৩০ আয়াতে পুরুষের দৃষ্টি নত রাখার নির্দেশ দানের পর ৩১ আয়াতে নারীর দৃষ্টি নত রাখার নির্দেশ এসেছে। অতএব পর্দা পুরুষের ও নারীর পরস্পরের জন্য ফরয। কোন পুরুষ গায়ের মাহরাম নারীর দিকে একবারের বেশী তাকাবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১০৪)*। এক্ষণে নারীর পর্দার ক্ষেত্রে উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, 'নারীরা তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না। তবে স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পেয়ে যায়'। পরেই বলা হয়েছে, তারা যেন এমনভাবে পা না ফেলে যাতে তাদের গোপন

সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়ে পড়ে'। এতে বুঝা যায় যে, নারীর সর্বাঙ্গ সতর। এমনকি তার কণ্ঠস্বর ও চলনভঙ্গি সবই তার সতরের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ নারীর সবটুকুই গোপনীয় *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১০৯)*। বিশেষ ক্ষেত্রে নারী তার দু'হাত কবজি পর্যন্ত ও মুখ প্রকাশ করতে পারবে মর্মে ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। অতএব ঈমানদার নারী তার বিবেচনা অনুযায়ী ক্ষেত্র বিশেষে তার দু'হাত ও মুখ খুলতে পারবেন।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩৯৮) জুম'আর দিনে দুই আযান দেওয়া কি জায়েয? কোথায় দাঁড়িয়ে আযান দিতে হবে? মিম্বরের নিকটে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়ার দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

মাহমূদুল হাসান
নাখোপাড়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ জুম'আর দিনে মূল আযানের পূর্বে আরো একটি আযান দেয়ার নিয়ম ওছমান (রাঃ) চালু করেছিলেন। মুসলিমদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মসজিদে নববীর অদূরে 'যাওরা' নামক বাজারে তিনি এ আযান দেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন, যাতে উক্ত আযান শুনে লোকেরা যথাসময়ে মসজিদে উপস্থিত হ'তে পারে। সায়েব ইবনু ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, জুম'আর দিন রাসূল (ছাঃ), আবুবকর ও ওমর-এর যুগে যখন ইমাম মিম্বরে বসতেন তখন প্রথম আযান দেয়া হ'ত। অতঃপর যখন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল তখন ওছমান যাওরাতে তৃতীয় আযান বৃদ্ধি করেন *(বুখারী হা/৯১২, 'জুম'আহ' অধ্যায়; তিরমিযী হা/৫১৬)*।

খলীফার এই হুকুম ছিল স্থানিক প্রয়োজনের কারণে একটি সাময়িক রাষ্ট্রীয় ফরমান মাত্র। সেকারণ মক্কা, কূফা ও বছরা সহ ইসলামী খেলাফতের বহু গুরুত্বপূর্ণ শহরে এ আযান তখন চালু হয়নি। হযরত ওছমান (রাঃ) এটাকে সর্বত্র চালু করার প্রয়োজন মনে করেননি বা উম্মতকে বাধ্য করেননি। তাই সর্বদা সর্বত্র চালু করার পিছনে কোন যুক্তি নেই।

অতএব তিনি যে কারণে তৃতীয় আযান যাওরাতে চালু করেছিলেন সে কারণ এখনও থাকলে তাকে না-জায়েয কিংবা বিদ'আত বলা যাবে না। কিন্তু উক্ত কারণ যদি না থাকে তাহ'লে বিদ'আত হিসাবে গণ্য হবে। বর্তমানে সে কারণ না থাকায় ওছমানী আযান দেয়ার প্রয়োজন নেই *(বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১০৬)*।

আযান মিম্বরের নিকটে দেয়া সুন্নাত বিরোধী কাজ। মসজিদের বাইরে যেকোন স্থান থেকে আযান দেওয়া সুন্নাত *(বিস্তারিত দ্রঃ আলবানী 'আল আজবেবাতুন নাফি'আহ')*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩৯৯) জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, মক্কায় চার মাযহাবের চাল মুছাল্লা চালু আছে। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

হাফেয শফীকুল ইসলাম
ধুরইল মাদরাসা, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ কথাটি সঠিক নয়। ১৩৪৩ হিজরীতে চার মুছাল্লা ভেঙ্গে এক মুছাল্লা কায়েম করা হয়েছে। বিখ্যাত পর্যটক ইবনু জুবায়ের ৫৭৮ হিজরীতে মক্কা অতিক্রম করার সময় চার মাযহাবের চারজন ইমামের ইমামতি করার অস্তিত্ব পান। তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ মাযহাবের ইমামের পেছনে ছালাত আদায় করত *(রিহলাতু ইবনু জুবায়ের ১/২৯)*। অতঃপর আল্লাহ্র রহমতে ১৩৪৩ হিজরীতে সঊদী শাসক আব্দুল আযীয আলে সঊদ উক্ত চার মুছাল্লা উৎখাত করেন। ফলে অদ্যাবধি একজন ইমাম ইমামতি করে আসছেন।

প্রশ্নঃ (৪০/৪০০) ছালাতের পর আঙ্গুলে তাসবীহ গণনা করলে হিসাবে ভুল হয়। কতবার হ'ল তাতে সন্দেহ হয়। এ অবস্থায় করণীয় কী?

-আহমাদ
বিরোল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ তাসবীহ গণনায় ভুল হ'লে বা সন্দেহ হ'লে কোন দোষ নেই। সম্ভবপর সঠিক করার চেষ্টা করতে হবে। আঙ্গুলেই তাবসীহ গণনা করতে হবে। কারণ আঙ্গুল বিচারের মাঠে তার পক্ষে কথা বলবে *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩১৬)*। তাসবীহ দানায় তাসবীহ গণনা করা যাবে না। এর প্রমাণে বর্ণিত হাদীছ যঈফ *(তিরমিযী, আলবানী, মিশকাত হা/২৩১১)*।

নিম্নোক্ত তথ্যবহুল বইগুলো পড়ুন!

১। যঈফ ও জাল হাদীছ বর্জনের মূলনীতি
নির্ধারিত মূল্য: ২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র

২। শারঈ মানদণ্ডে মুনাজাত
নির্ধারিত মূল্য: ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) টাকা মাত্র

৩। তারাবীহর রাক'আত সংখ্যা : একটি তাত্ত্বিক বিশেষণ
নির্ধারিত মূল্য: ২০ (বিশ) টাকা মাত্র

৪। ছহীহ হাদীছের কষ্টিপাথরে ঈদের তাকবীর
নির্ধারিত মূল্য: ১৫ (পনের) টাকা মাত্র

লেখক: মুযাফফর বিন মুহসিন।

সার্বিক যোগাযোগ
নওদাপাড়া মাদরাসা, পোঃ সপুরা, রাজশাহী
মোবাইল: ০১৭২২-৬৮৪৪৯০, ০১৭১৫-২৪৯৬৯৪

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১২তম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

আগস্ট ২০০৯

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৪০১) আল্লাহ কি নিরাকার? তিনি কি সর্বত্র বিরাজমান?

-শামসুযযামান
বাউসা, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহ নিরাকার সত্তা নন। তাঁর মর্যাদা অনুযায়ী তাঁর নিজস্ব আকার রয়েছে। যা কারো সাথে তুলনীয় নয়। তিনি বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা' *(শূরা ১১)*। অনুরূপ আল্লাহ্‌র সত্তা সর্বত্র বিরাজমান নয়। বরং তাঁর ইল্‌ম ও কুদরত অর্থাৎ জ্ঞান ও ক্ষমতা সর্বত্র বিরাজমান *(ত্বোয়া-হা ৪৬)*। তিনি সাত আসমানের উপরে আরশে সমাসীন *(ত্বোয়াহা ৫; মুসলিম হা/৮৩৬, 'মসজিদ' অধ্যায়; মিশকাত হা/৩৩০৩)*। এ বিষয়ে নমুনা স্বরূপ নিম্নে কয়েকটি দলীল উল্লেখ করা হ'ল:

(১) আল্লাহ্‌র হাত: قَالَ يَا إِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ 'আল্লাহ বললেন, হে ইবলীস! আমি স্বহস্তে যাকে সৃষ্টি করেছি তাকে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিল? *(ছোয়াদ ৭৫)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ 'বরং তাঁর উভয় হস্ত উন্মুক্ত। তিনি যেরূপ ইচ্ছা ব্যয় করেন' *(মায়েদাহ ৬৪; আরো দ্রঃ আলে ইমরান ২৬, ৭৩, মুমিনূন ৮৮, ইয়াসীন ৮৩, যুমার ৬৭, ফাত্‌হ ১০, হাদীদ ২৯, মুল্‌ক ১)*।

(২) আল্লাহ্‌র চেহারা: وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ 'একমাত্র আপনার মহিমাময় ও মহানুভব পালনকর্তার সত্তা অবশিষ্ট থাকবে' *(বাক্বারাহ ১১৫, ২৭২, আর-রহমান ২৭; এছাড়া রূম ৩৮, ৩৯, দাহ্‌র ৯, লায়ল ২০)*।

(৩) আল্লাহ্‌র পা: يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُوْدِ فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ 'গোছা পর্যন্ত পা খোলার দিনের কথা স্মরণ কর, যেদিন তাদেরকে সিজদা করার জন্য আহ্বান করা হবে। কিন্তু তারা সক্ষম হবে না' *(ক্বলম ৪২)*।

(৪) আল্লাহ্‌র কথা বলা: وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوْسَى تَكْلِيْماً 'আল্লাহ মূসার সাথে কথোপকথন করেছেন সরাসরি' *(নিসা ১৬৪; এছাড়া বাক্বারাহ ১৭৪, ২৫৩, আ'রাফ ১৪৩, ১৪৪, ইয়াসীন ৬৫, শূরা ৫১ দ্রঃ)*।

(৫) আরশে সমাসীন হওয়া: الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى 'রহমান আরশের উপর সমাসীন' *(ত্বোয়া-হা ৫; এছাড়া আ'রাফ ৫৪, ইউনুস ৩, রা'দ ২, ফুরক্বান ৫৯, সাজদাহ ৪, হাদীদ ৪)*।

মু'তাযিলাগণ 'আল্লাহ্‌র হাত' অর্থ করেছেন 'কুদরত ও নে'মত। কেউ 'আল্লাহ্‌র চেহারা' অর্থ করেছেন 'আল্লাহ্‌র সত্তা', কেউ করেছেন 'ক্বিবলা', কেউ করেছেন 'ছওয়াব ও বদলা'। আর কেউ বলেছেন এটি 'অতিরিক্ত'। এগুলো কোনটিই সঠিক নয়।

ইবনুল ক্বাইয়িম এসব গৌণ ও রূপক অর্থের প্রতিবাদে যথাক্রমে ২০টি ও ২৬টি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন *(ইবনুল ক্বাইয়িম, মুখতাছার ছাওয়ায়েকুল মুরসালাহ ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৫৩-১৭৪ ও ১৭৪-১৮৮)*।

মু'আত্তিলাগণ 'আরশে অবস্থান' সম্পর্কিত সর্বমোট সাতটি আয়াতের অর্থ করেছেন 'মালিক হওয়া', কেউ করেছেন 'আরশ সৃষ্টির ইচ্ছা করা' ইত্যাদি। এইভাবে এঁরা ২৫ প্রকারের সম্ভাব্য অর্থ ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) এসবের প্রতিবাদে ৪২টি যুক্তি পেশ করেছেন *(ইবনুল ক্বাইয়িম, প্রাগুক্ত ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৬-১৫২)*। ইমাম যাহাবী উক্ত আয়াত সমূহের ব্যাখ্যায় ৯৬টি হাদীছ, ২০টি আছার ও আহলেসুন্নাত পণ্ডিতগণের ১৬৮টি বক্তব্য সংকলন করেছেন *(যাহাবী, 'মুখতাছারুল 'উলু')*।

মূলতঃ উক্ত অর্থগুলো রূপক। আল্লাহর ছিফাতের বিষয়ে বর্ণিত আয়াতের এরূপ রূপক ও কাল্পনিক অর্থ করা গর্হিত অন্যায়। তাই এ সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের জওয়াবে ইমাম মালিক বিন আনাস (রহঃ) বলেছিলেন,

الإستواء معلوم والكيف مجهول و الإيمان به واجب والسوال عنه بدعة-

'সমাসীন' শব্দের অর্থ সুবিদিত, কিভাবে সেটা অবিদিত, এর উপরে ঈমান আনা ওয়াজিব এবং এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলা বিদ'আত' *(ইমাম লালকাঈ, 'উছূলু ই'তিক্বাদ' ৩য় খণ্ড পৃঃ ৩৮৭ টীকা-২; শহরস্তানী, 'আল-মিলাল' ১ম খণ্ড পৃঃ ৯৩; দ্রঃ থিসিস পৃঃ ১১৫-১১৭)*।

প্রশ্নঃ (২/৪০২) পবিত্র রামাযান মাসে লায়লাতুল ক্বদরের বেজোড় রাত্রি অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ এবং ২৯ -এর রাত্রিগুলোতে ওয়ায-নছীহত করে তারপর ইবাদত করা হয়। এই রাতে ওয়ায করে সময় ব্যয় করা কি হাদীছ সম্মত?

-মুহসিন আকন্দ
নাযিরা বাজার, বংশাল, ঢাকা।

উত্তরঃ ক্বদরের রাত্রি তথা রামাযানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাত্রিগুলোতে ওয়ায-নছীহত করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসের ২৩, ২৫ ও ২৭ তারিখ তিনদিন মসজিদে নববীতে জামা'আত সহকারে তারাবীহ পড়েছিলেন। উক্ত তিনদিনের প্রথম দিন রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত, ২য় দিন মধ্য রাত্রি পর্যন্ত ও ৩য় দিন স্ত্রী-কন্যাসহ সারা রাত্রি তথা সাহারীর পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ছালাত আদায় করেন *(আবূদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৯৮)*। তিনি কোন রাত্রিতে ওয়ায-নছীহত করেছেন মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। এতদ্ব্যতীত উক্ত রাতে সম্মিলিতভাবে কুরআন তেলাওয়াত, দলবদ্ধ যিকর ও খানাপিনার আয়োজন করাও শরী'আত সম্মত নয়। বরং দীর্ঘ ক্বিরাআত ও রূকূ-সিজদার মাধ্যমে তারাবীহ্র ছালাত এবং যিকর-আযকার, কুরআন তেলাওয়াত, তাসবীহ-তাহলীল ও দো'আ ইস্তেগফারের মাধ্যমে রাত্রি অতিবাহিত করাই সুন্নাত সম্মত।

প্রশ্নঃ (৩/৪০৩) জেলখানায় জুম'আ মসজিদ নেই। তাহ'লে জুম'আর ছালাত আদায়ের জন্য করণীয় কী?

-আমানুল্লাহ
ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ জুম'আর জন্য মসজিদ শর্ত নয়। বরং জামা'আত ও খুৎবা শর্ত *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৫৭, ২৬০ পৃঃ; আবূদাঊদ, ইরওয়া হা/৫৯২)*। জুম'আ ও জামা'আতের সুযোগ দিলে জেলখানায় জুম'আ পড়বে নইলে যোহর পড়ে নিবে।

প্রশ্নঃ (৪/৪০৪) আমি শয়তানের ধোঁকায় পড়ে প্রতি বছরই ২/৪টি করে ছিয়াম ক্বাযা করে ফেলি। পরে আর আদায় করিনি। এখন দেখি অসুস্থ ও সফর ছাড়া ছিয়াম কাযা করা যায় না। বিগত ছিয়ামগুলির ব্যাপারে আমার করণীয় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ এভাবে ছিয়াম ছেড়ে দেওয়া বড় গোনাহের কাজ। যেহেতু বিগত ছুটে যাওয়া ছিয়ামগুলোর নির্ধারিত কোন হিসাব নেই। তাই অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইতে হবে। আশা করা যায় ক্ষমা হবে। কারণ আল্লাহ বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র রহমত হ'তে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সব পাপ ক্ষমা করেন' *(যুমার ৫৩)*।

প্রশ্নঃ (৫/৪০৫) যে ব্যক্তি যোহরের ফরয ছালাতের আগে ৪ রাক'আত ও পরে ৪ রাক'আত সুন্নাত ছালাত পড়বে তার উপর জাহান্নাম হারাম হয়ে যাবে। এ হাদীছ কি ছহীহ?

-মামুন
রায়দৌলতপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছ ছহীহ *(তিরমিযী, নাসাঈ প্রভৃতি, মিশকাত হা/১১৬৭; বুলূগুল মারাম হা/৩৫০)*।

প্রশ্নঃ (৬/৪০৬) জুম'আর খুৎবা অবস্থায় হাতে লাঠি রাখতে হবে কি?

-আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, নওগাঁ।

উত্তরঃ হাতে লাঠি নিয়ে জুম'আর খুৎবা প্রদান করা সুন্নাত। হাকাম ইবনু হাযন (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে জুম'আর দিন হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দিতে দেখেছি *(ছহীহ আবূদাঊদ, সনদ হাসান, হা/১০৯৬; ইরওয়াউল গালীল হা/৬১৬, ৩/৭৮; বায়হাক্বী ৩/২০৬, সনদ ছহীহ; বুলূগুল মারাম হা/৪৬৩)*। অনুরূপ ঈদের মাঠে এবং অন্যান্য স্থানেও বক্তব্যের সময় রাসূল (ছাঃ) হাতে লাঠি নিয়েছেন *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/১১৪৫, সনদ হাসান; ইরওয়াউল গালীল হা/৬৩১, ৩/৯৯; আহমাদ ৩/৩১৪, সনদ ছহীহ)*।

উল্লেখ্য, মিম্বর তৈরীর পর রাসূল (ছাঃ) হাতে লাঠি নেননি বলে ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) যে দাবী করেছেন তার পক্ষে কোন দলীল নেই *(যাদুল মা'আদ ১/৪১১ পৃঃ)*। শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত দলীল বিহীন বক্তব্য উল্লেখ করে শুধু জুম'আর খুৎবার বিষয়টি সমর্থন করেছেন। আর ঈদের খুৎবাসহ অন্যান্য বক্তব্যের সময় হাতে লাঠি নেওয়া যাবে বলে উল্লেখ করেছেন *(আলোচনা দ্রঃ সিলসিলা যঈফাহ হা/৯৬৪, ২/৩৮০-৮৩ পৃঃ)*।

মূল কথা হ'ল, মিম্বর তৈরির পরও রাসূল (ছাঃ) হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দিয়েছেন। কারণ মিম্বর তৈরি হয়েছে ৫ম হিজরীতে আর হাকাম বিন হাযন ৮ম হিজরীতে ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় আগমন করেন এবং জুম'আর দিনে রাসূল (ছাঃ)-কে হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দিতে দেখেন *(ছহীহ আবূদাঊদ, সনদ হাসান, হা/১০৯৬; ইরওয়াউল গালীল হা/৬১৬, ৩/৭৮)*। উল্লেখ্য, হাকাম বিন হাযন (রাঃ) কত সালে ইসলাম গ্রহণ করেছেন সে ব্যাপারে দু'টি মত পাওয়া

যায়। ছফিউর রহমান মুবারকপুরী বলেন, ৮ম হিজরীই সঠিক *(ইতহাফুল কেরাম শরহে বুলূগুল মারাম, পৃঃ ১৩২, হা/৪৬৩-এর আলোচনা)*।

দ্বিতীয়তঃ হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দেওয়ার হাদীছটি ব্যাপক। রাসূল (ছাঃ) সব সময় হাতে লাঠি নিয়েছেন বলে প্রমাণিত হয়। **তৃতীয়তঃ** মিম্বর তৈরির পর তিনি আর হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দেননি একথার পক্ষে কোন দলীল নেই। **চতুর্থতঃ** ছাহাবীদের মধ্যেও মিম্বরে দাঁড়িয়ে হাতে লাঠি নিয়ে খুৎবা দেওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায় *(তারীখে বাগদাদ ১৪/৩৮ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৭/৪০৭) জনৈক ব্যক্তি বলেন, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে। কিন্তু কুরআনের ভাষায় জানা যায়, সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। তাহ'লে কি পৃথিবী স্থির? কোনটি সঠিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-এনামুল
ইসলামপুর, জামালপুর।

উত্তরঃ সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী সবই ঘুরে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আকাশের সবকিছু নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরনশীল' *(ইয়াসীন ৪০)*।

প্রশ্নঃ (৮/৪০৮) জানাযার ছালাতে ছানা পড়া যাবে কি?

-আহমাদ
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে ছানা পড়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। জানাযার ছালাতে প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়া সুন্নাত। দ্বিতীয় তাকবীর দিয়ে দরূদ পড়বে, তৃতীয় তাকবীর দিয়ে জানাযার দো'আ পড়বে। তারপর চতুর্থ তাকবীর দিয়ে সালাম ফিরাবে *(নাসাঈ হা/১৯৮৯ ও ১৯৮৭)*।

প্রশ্নঃ (৯/৪০৯) ইসলামী ব্যাংকে ৫/১০ বছরের মেয়াদে যে টাকা রাখা হয় তার যাকাত দিতে হবে কি?

-আবুল কালাম আযাদ
পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তরঃ উক্ত টাকা নেছাব পরিমাণ হ'লে তার যাকাত দিতে হবে। কারণ এ টাকার উপর তার পূর্ণ মালিকানা রয়েছে *(ছহীহ আবূদাউদ হা/১৫৭৩, সনদ ছহীহ)*। তিনি ইচ্ছা করলে যখন-তখন টাকা উঠিয়ে খরচ করতে পারেন।

প্রশ্নঃ (১০/৪১০) যে সংগঠন শিরক-বিদ'আতমুক্ত নয় সে সংগঠনের সাথে জড়িত থাকা যাবে কি? নারীদের সংগঠন করা বাধ্যতামূলক কি?

-তাসনীমা খাতুন
সরকারী আযীযুল হক কলেজ, বগুড়া।

উত্তরঃ যে সংগঠন শিরক-বিদ'আত মুক্ত নয় সে সংগঠনের সাথে জড়িত থাকা যাবে না। একদা নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'দ্বীনের দিকে আহ্বানকারীরা জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে জনগণকে আহ্বান করবে। যারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে তারা তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। একথা শুনে হোযায়ফা (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! বিষয়টি আমাদেরকে স্পষ্ট করে বলুন। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তারা আমাদের মতই মানুষ হবে এবং আমাদের ভাষায় কথা বলবে। হোযায়ফা (রাঃ) বলেন, এ সময় আমার করণীয় কী হবে? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, এ সময় মুসলমানদের জামা'আত এবং তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে। আমি বললাম, সে সময় যদি কোন মুসলিম দল ও মুসলিম দলনেতা না থাকে, তখন আমি কী করব? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি বিচ্ছিন্ন সমস্ত দল পরিত্যাগ করবে। যদিও তোমাকে নির্জনে গাছের শিকড়ের পাশে আশ্রয় নিতে হয়। সেখানে থেকে মরে গেলেও বাতিল দল থেকে বেঁচে থাকতে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৮২)*।

'তোমাদের উপর জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন করা যরূরী' রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এ নির্দেশ মুসলিম নারী-পুরুষ সকলের জন্য প্রযোজ্য *(দ্রঃ তিরমিযী, মিশকাত হা/১৭৩; আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৬৯৪)*। সুতরাং মুসলিম নারীরাও শিরক-বিদ'আতমুক্ত ও ছহীহ সুন্নাহর ভিত্তিতে পরিচালিত জামা'আতের অধীনে সংঘবদ্ধ থেকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন যাপন করবে।

প্রশ্নঃ (১১/৪১১) প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কি কবরে চাপ দেওয়া হবে? সা'দ বিন মু'আয (রাঃ)-কে কেন চাপ দেওয়া হয়েছিল?

-সোলায়মান
এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ সকল মুমিনকেই কবরে চাপ দেওয়া হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই কবরে একটি চাপ রয়েছে। কেউ যদি এ চাপ থেকে নিরাপদে থাকত কিংবা পরিত্রাণ পেত তাহ'লে সা'দ বিন মু'আয (রাঃ) পরিত্রাণ পেতেন *(আহমাদ, ত্বাহাবী, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৬৯৫)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, এ কারণেই সা'দ ইবনু মু'আয (রাঃ)-কেও কবরে চাপ দেয়া হয়েছিল।

প্রশ্নঃ (১২/৪১২) অনেক সময় মুড়ি, ভর্তা কিংবা ভাতের সাথে কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়া হয়। জনৈক আলেম বলেছেন, কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়া হারাম। এ বিষয়ে সঠিক সমাধান দানে বাধিত করবেন।

-ওয়াহীদুযযামান
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ কাঁচা পেঁয়াজ খাওয়া হারাম নয়। তবে কাঁচা পেঁয়াজ খেয়ে মসজিদে যাওয়া নিষেধ। জাবির (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এই দুর্গন্ধময় গাছ খাবে সে যেন মসজিদে না আসে। কারণ মানুষ যাতে কষ্ট পায় ফেরেশতাগণও তাতে কষ্ট পায়' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৭০৭)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, দুর্গন্ধ দূর হওয়ার পর মসজিদে আসবে *(আবূদাঊদ হা/৩৮২৬)*। অতএব এমতাবস্থায় মিসওয়াক সহ ওযূ করে গন্ধ দূর করে মসজিদে আসবে।

প্রশ্নঃ (১৩/৪১৩) অলী ছাড়া বিবাহ শুদ্ধ হয় না। কিন্তু অমুসলিম নারী মুসলমান হ'লে তার অলী কে হবেন?

-সোনালী খাতুন
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ এমন মহিলার অলী হবেন দেশের নেতা বা সমাজের নেতা। আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে মহিলা অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে তার বিবাহ বাতিল। তিনি বাতিল কথাটি তিনবার উচ্চারণ করেন। তারপর বলেন, যার কোন অভিভাবক নেই, দেশের শাসক তার অভিভাবক হবে' *(আবূদাঊদ, তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/৩১৩১ 'বিবাহ' অধ্যায় ২ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৪১৪) ব্যবসায়ী পণ্যের যাকাত দিতে হবে কি?

-শারমীন
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ব্যবসায়রত সম্পদের মূল্য হিসাব করে যাকাত দিতে হবে *(আবূদাঊদ হা/১৫৭৩, সনদ ছহীহ)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে সব সম্পদের উপর এক বছর পার হবে তাতে যাকাত দিতে হবে' *(আবূদাঊদ, বুলূগুল মারাম হা/৫৯২; মিশকাত হা/১৭৮৭)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৪১৫) ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে ভুলে গেলে অথবা ইমামের আগে চলে গেলে করণীয় কী?

- আব্দুল মুমিন
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তর ঃ মুক্তাদীর ভুলের সহো সিজদা লাগে না *(ইরওয়া ২/১৩১, হা/৪৫৪-এর আলোচনা দ্রঃ)*। যথাযথ খেয়াল রেখে সূরা ফাতেহা পড়ার চেষ্টা করতে হবে। কারণ সূরা ফাতেহা ছাড়া ছালাত হয় না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮২২)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৪১৬) মিথ্যা এবং কৌশলের মধ্যে পার্থক্য কী?

-মনীরুল ইসলাম
বায়া বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ মিথ্যা কবীরা গুনাহ যা তওবা ব্যতীত ক্ষমা হয় না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সবচেয়ে বড় পাপ তিনটি। তার অন্যতম হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা হ'তে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাক' *(হজ্জ ৩০)*। 'কৌশল' ভাল ও মন্দ উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ বলেন, 'তারা কৌশল করে' 'এবং আমিও কৌশল করি' *(তারেক্ব ১৫-১৬)*। এখানে মানুষের কৌশলকে ষড়যন্ত্র ধরতে হবে এবং আল্লাহ্‌র কৌশলকে ভাল মনে করতে হবে।

প্রশ্নঃ (১৭/৪১৭) কেউ কেউ মসজিদে যিকর করতে করতে এক পর্যায়ে বিকট শব্দে যিকর করে। এভাবে যিকর করা যাবে কি?

-নূরে ঈমান
চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ চিৎকার করে যিকর করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূল (ছাঃ) চুপে চুপে যিকর করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক মিনতি সহকারে ও সংগোপনে' *(আ'রাফ ৫৫ ও ২০৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে চুপে চুপে ডাক। তোমরা যাকে ডাক তিনি অন্ধ ও বধির নন। তোমরা ডেকে থাক সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা এক সত্তাকে। তিনি তোমাদের সাথে থাকেন। আর যাকে তোমরা ডাকছ তিনি তোমাদের সওয়ারীর গর্দানের চাইতেও তোমাদের নিকটবর্তী আছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০৩ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায় ৩ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৪১৮) পানের সাথে জর্দা খাওয়া যাবে কি? জর্দার দুর্গন্ধ মুখে থাকলে ছালাত হবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শফিউদ্দীন
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ জর্দা তামাক থেকে তৈরী বস্তু। আর তামাক হ'ল মাদকের অন্তর্ভুক্ত। অতএব তা খাওয়া হারাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর আল্লাহ তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেছেন এবং অপবিত্র বস্তু হারাম করেছেন' *(আ'রাফ ১৫৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, كُلُّ مُسكِرٍ حَرَامٌ 'সকল মাদক দ্রব্য হারাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৯)*। তিনি বলেন, مَا أَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ 'যা বেশী খেলে মাদকতা আনে, তার কমটাও হারাম' *(তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/৩৬৪৫)*। তিনি সাবধান করে বলেন, يَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا 'আমার উম্মতের কিছু লোক মাদক সেবন করবে। আর তারা তাকে অন্য নাম দিবে' *(আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪২৯২)*। অতএব বিড়ি, তামাক, জর্দা, সিগারেট, গুল ইত্যাদি থেকে

সাবধান। এগুলি মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এসব হারাম বস্তু যারা খায় তাদের ছালাত কবুল হবে কি-না সন্দেহ।

প্রশ্নঃ (১৯/৪১৯) মা আমেনার প্রসবকালে জান্নাত হ'তে মারইয়াম, আসিয়া ও হাজেরা দুনিয়ায় নেমে এসে ধাত্রীর কাজ করেন। একথা কি সত্য?

- আবু সাঈদ
রসূলপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত কথা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

প্রশ্নঃ (২০/৪২০) যেসব ফকীর-মিসকীন ছালাত আদায় করে না তাদেরকে দান করলে নেকী পাওয়া যাবে কি?

-সমশের
মল্লিকপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ নেকী পাওয়া যাবে। এমনকি চোর, ধনী বা কোন কবীরা গোনাহগার ব্যক্তিকে ছাদাক্বা করলেও নেকী পাওয়া যাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৭৬)*।

প্রশ্নঃ (২১/৪২১) মি'রাজের সময় আরশের গৌরব বৃদ্ধির জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে জুতাসহ আরশে যেতে বলেছিলেন। উক্ত কথার সত্যতা সম্পর্কে জানতে চাই।

- আছাবুদ্দীন মোল্লা
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর ঃ উক্ত কথা মিথ্যা ও বানাওয়াট। আরশের মালিক একমাত্র আল্লাহ। অন্য কেউ তাতে আরোহন করতে পারে না।

প্রশ্নঃ (২২/৪২২) পায়খানার ট্যাংকির উপরে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-হাফীযা লিপি
চৌরাহা মাদরাসা
আদিতমারী, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ পায়খানার ট্যাংকি কিংবা পায়খানার ছাদের উপর ছালাত আদায় করাতে কোন দোষ নেই। কারণ উপরে ছাদ কিংবা ছাদের ন্যায় ঢাকনা থাকার কারণে স্থানটি পবিত্র। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাদের জন্য সমগ্র যমীনকে সিজদার স্থান এবং মাটিকে পবিত্র করে দেওয়া হয়েছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৬ 'তায়াম্মুম' অধ্যায়; ছহীহ আবূদাঊদ হা/৪৮৯)*। স্থানটি পবিত্র হওয়ার কারণে ব্যাপক ভিত্তিক উক্ত হাদীছের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়া অন্য হাদীছে বলা হয়েছে, 'কবরস্থান এবং টয়লেট ছাড়া সমগ্র যমীন হচ্ছে মসজিদ' *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/৪৯২)*। লক্ষণীয় হ'ল, টয়লেটের মধ্যে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। টয়লেটের ছাদ কিংবা ট্যাংকি এ নিষেধের অন্তর্ভুক্ত নয়।

প্রশ্নঃ (২৩/৪২৩) মা, বোন ও নিকটাত্মীয়া অথবা অন্য কোন মহিলা পারিবারিক কবরস্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও যিয়ারত করতে পারবে কি?

-মাসঊদুর রহমান
সুলতানপুর, চাঁদপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত করা জায়েয আছে। একদা আয়েশা (রাঃ) তার ভাই আব্দুর রহমান ইবনু আবী বাক্র-এর কবর যিয়ারত করেন। তাঁকে বলা হ'ল, রাসূল (ছাঃ) কি কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেননি? তিনি বললেন, পরে তিনি অনুমতি দিয়েছেন *(বিস্তারিত দ্রঃ আলবানী, আহকামুল জানায়েয, 'মহিলাদের কবর যিয়ারত' বিষয়ক আলোচনা)*। এছাড়া তিনি আয়েশা (রাঃ)-কে কবর যিয়ারত করার দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন *(মুসলিম হা/৯৭৪, 'জানাযা' অধ্যায়; নাসাঈ হা/২০৩৭; আহমাদ হা/২৫৩২৭)*।

মহিলাদের দ্বারা কবরস্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা মর্মে স্পষ্ট কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। আর কবরস্থান পরিষ্কার করাও যরূরী নয়। তবে বেশী আবর্জনা হ'লে এবং তা পরিবেশের ক্ষতির কারণ হ'লে যে কেউ তা ছাফ করতে পারে।

প্রশ্নঃ (২৪/৪২৪) কোন ব্যক্তি ১০ হাযার টাকায় ২০ শতক জমি গ্রহণ করল এবং এক বছর পর জমির মালিককে জমি ফেরত দিল। মালিকও টাকা ফেরত দিল। এই পদ্ধতি কি জায়েয? এই পদ্ধতিতে উপার্জিত অর্থ সূদের অন্তর্ভুক্ত হবে কি?

-হাফেয আব্দুল মালেক
হাজারীর হাট, বেলকা
সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতি শরী'আতে নিষিদ্ধ। কারণ দশ হাযার টাকা দিয়ে উপকার করার বিনিয়ে জমিটি এক বছর চাষাবাদ করে সে উপকার গ্রহণ করেছে যা সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং বাতিল পন্থায় সম্পদ ভক্ষনের শামিল। আল্লাহ্ তা'আলা বাতিল পন্থায় সম্পদ ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, 'হে মানুষ! তোমরা যারা ঈমান এনেছ তারা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না' *(নিসা ২৯)*।

উল্লেখ্য, কোন ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করার পর ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম হ'লে আর ঋণদাতা তাকে সুযোগ দিলে এর জন্য জান্নাত লাভ করার মত নেকী রয়েছে *(বুখারী হা/৩৪৫২)*। এছাড়া অন্য হাদীছে রয়েছে, 'যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অপারগ ব্যক্তিকে সুযোগ প্রদান করবে অথবা তার ঋণ মওকূফ করে দিবে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন তাকে আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দিবেন *(তিরমিযী*

হা/১৩০৬; আহমাদ হা/৮৪৯৪)। এজন্য কেউ ঋণ দিলে ছওয়াবের নিয়তে দেয়া কর্তব্য, লাভ করার নিয়তে নয়।

প্রশ্নঃ (২৫/৪২৫) মহিলারা কবরে মাটি দিতে পারে কি?

-আব্দুর রহীম
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ মহিলারা কবরে মাটি দিতে পারে মর্মে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং রাসূল (ছাঃ) মহিলাদেরকে জানাযার অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী হা/১২৭৮, 'জানাযা' অধ্যায়; মুসলিম হা/৯৩৮)*। যখন জানাযার অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে তখন তাদের দ্বারা মাটি দেয়ার অনুমতি থাকে না। যদিও তারা জানাযার ছালাত আদায় করতে পারে।

প্রশ্নঃ (২৬/৪২৬) ইফতারের সময় হাত তুলে সম্মিলিত দো'আ করা যায় কি?

- মুহাম্মাদ আফসার
আন্ধারমুহা, চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ইফতারের পূর্বে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দো'আ করার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। নির্দিষ্টভাবে ইফতারের সময় দো'আ কবুল হয় মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ *(যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১৭৫৩; মিশকাত হা/২২৪৯)*। তবে ছিয়াম পালনকারীর দো'আ কবুল করা হয় মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৭৫২)*। সুতরাং কেবলমাত্র ইফতারের সময়ই নয়, বরং ছিয়াম অবস্থায় যেকোন সময় দো'আ করার বিষয়টিই প্রমাণিত হয়।

প্রশ্নঃ (২৭/৪২৭) কর্তৃপক্ষের মৌখিক অনুমতি সাপেক্ষে রেলওয়ের জায়গায় নির্মিত একটি ওয়াক্তিয়া মসজিদে ১৫/১৬ বছর যাবৎ ছালাত আদায় করা হচ্ছে। এখন উক্ত মসজিদে জুম'আর ছালাত আদায় করা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কিন্তু কোন কোন মুছল্লী বলছেন ওয়াকফকৃত জায়গা ছাড়া জুম'আ ছালাত আদায় করা জায়েয হবে না। এ বিষয়ে সঠিক সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ ফসিয়ার রহমান
নওয়াপাড়া, অভয়নগর, যশোর।

উত্তর ঃ অস্থায়ীভাবে যে কোন পবিত্র স্থানে ছালাত আদায় করলে ছালাত হয়ে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সমগ্র যমীনকে আমাদের জন্য সিজদার স্থান এবং মাটিকে পবিত্র করে দেয়া হয়েছে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৬ 'তায়াম্মুম' অধ্যায়; ছহীহ আবূদাঊদ হা/৪৮৯)*। অতএব জুম'আর ছালাত হোক কিংবা অন্য কোন ছালাত হোক জায়েয হওয়ার জন্য কোন স্থান ওয়াক্‌ফকৃত হওয়া শর্ত নয়। অবশ্য কোন স্থানে স্থায়ীভাবে মসজিদ নির্মাণ করতে হ'লে কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে ওয়াক্‌ফ কিংবা ক্রয় করে নিতে হবে। জুম'আর ছালাত কায়েম করার জন্য মসজিদ শর্ত নয়। বরং জুম'আ অন্যান্য ফরয ছালাতের ন্যায় একটি ফরয ছালাত। ওমর (রাঃ) নির্দেশ প্রদান করেন, তোমরা যেখানেই একত্রিত হবে জুম'আ কায়েম কর *(আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৫৯৯ -এর ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৪২৮) সন্তানকে ত্যাজ্যপুত্র করা যায় কি?

-মুছত্বফা কামাল
দেবিদ্বার ফাযিল মাদরাসা, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ইসলামে সন্তানকে ত্যাজ্য করার কোন বিধান নেই। সন্তান পিতা-মাতার অবাধ্য হ'লে তা কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত হবে। এর জন্য সন্তানকে পিতা-মাতা ক্ষমা না করলে আখেরাতে উক্ত সন্তান কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। পিতা-মাতা কর্তৃক কোন সন্তানকে ত্যাজ্য করা হ'লে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী অপরাধী হিসাবে গণ্য হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'রেহেমের সম্পর্ককে ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না' *(বুখারী হা/৫৯৮৪; মুসলিম হা/ ২৫৫৬; মিশকাত হা/৪৯২২)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৪২৯) মৃত পিতা-মাতাকে জান্নাতবাসী বলে সম্বোধন করা যাবে কি?

-মুহাম্মাদ রবিনুয্‌যামান
শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ শুধু মৃত পিতা-মাতা নয়, বরং কোন ব্যক্তিকেই জান্নাতী বলে সম্বোধন করা যাবে না। কেবল তাদেরকেই জান্নাতী বলা যাবে যাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৬১১৮)*। কারণ কে জান্নাতবাসী তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জাম'আতের আক্বীদা। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর কোন ছাহাবী কোন ব্যক্তিকে জান্নাতী বলেছেন মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায় না। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ)-কে এক আনছারী শিশুর জানাযাতে ডাকা হ'ল। আয়েশা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ)! এর জন্য সুসংবাদ, এতো জান্নাতী চড়ুই পাখিগুলোর মধ্যকার একটি। সে তো কোন মন্দ কর্ম করেনি এবং মন্দ কর্ম তাকে স্পর্শও করেনি। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, আয়েশা! আরো কিছু বলবে কি? কারা জান্নাতী আর জাহান্নামী তা আল্লাহ তা'আলা তখনই নির্দিষ্ট করেছেন যখন তারা তাদের পিতা-মাতার পিঠে ছিল *(মুসলিম হা/২৬৬২; নাসাঈ হা/১৯৪৭; আবূদাঊদ হা/৪৭১৩)*। উক্ত হাদীছ থেকে প্রমাণিত হয় রাসূল (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ নিশ্চিতভাবে কাউকে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলা যায় না।

প্রশ্নঃ (৩০/৪৩০) সাহারীর আযান সম্পর্কে কিছুসংখ্যক আলেম যুক্তি পেশ করে বলেন যে, রামাযান মাসে সাহারীর আযান দিলে সারা বছর উক্ত আযান দিতে হবে এবং তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করতে হবে। এ দাবীর সত্যতা জানতে চাই।

-এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ রামাযান মাসে সাহারীর আযান দিলে সারা বছর উক্ত আযান দিতে হবে এমন দাবী করা যথার্থ নয়। স্বর্ণযুগে অধিকাংশ ছাহাবী নফল ছিয়ামে অভ্যস্ত ছিলেন বিধায় তখন সারা বছর সাহারীর আযান চালু ছিল *(মির'আতুল মাফাতীহ ২/৩৮২)*। বর্তমানেও কোথাও নফল ছিয়ামে লোকেরা অভ্যস্ত থাকলে উক্ত আযান দেওয়া যাবে। যেমনভাবে মক্কা-মদীনায় এখনো উক্ত আযান চালু রয়েছে। উল্লেখ্য যে, সাহারী কিংবা তাহাজ্জুদ কোন একটির সাথে উক্ত আযান খাছ নয়। বরং উভয়টির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

প্রশ্নঃ (৩১/৪৩১) মসজিদে কা'বা গৃহের ছবিযুক্ত টাইল্স লাগানো কি শরী'আত সম্মত?

-মুহাম্মাদ নাজমুল হাসান
বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কা'বা গৃহের ছবিযুক্ত টাইল্স মুছল্লীর মনোযোগ ফিরিয়ে নিতে পারে, সেকারণ এ থেকে বিরত থাকা উচিত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ ছবি থেকে বিরত থাকতে বলেছেন, যা মুছল্লীর মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং মুছল্লীকে অমনোযোগী করে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৫৭; আলবানী, আছ-ছামারুল মুসতাত্বাব, পৃঃ ৪৬৫)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৪৩২) ভবিষ্যৎ বিপদের 'ঝুঁকি তহবিল' হিসাবে ইসলামী বীমা করা যাবে কি? উক্ত অর্থের যাকাত প্রদান করতে হবে কিভাবে?

-আবদুল্লাহ
চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তরঃ এরূপ বীমা জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। যেমন- কেউ জীবনবীমা করল এ মর্মে যে, সে মারা গেলে কোম্পানী তার মৃত্যুর পরে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ তার সন্তানদেরকে প্রদান করবে। এর শর্ত হচ্ছে সে প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বীমা কোম্পানীতে জমা দিবে। এখন সে যদি এক বছর পর মারা যায় তাহলে কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্ত হবে, আর ব্যক্তি লাভবান হবে। আর যদি সে দীর্ঘ দিন জীবিত থাকে তাহ'লে মাসে মাসে অর্থ প্রদান করে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর কোম্পানী লাভবান হবে। অর্থাৎ যিনি মাসে মাসে টাকা জমা দিচ্ছেন তিনি হয় প্রদত্ত অর্থের চেয়ে বেশী পাবেন অথবা কম পাবেন। তিনি লাভ লোকসানের অনিশ্চয়তার মাঝে ঘুরপাক খাবেন। এটিই তো আসল জুয়া। যাকে আল্লাহ তা'আলা নিষিদ্ধ করেছেন *(মায়েদাহ ৯০)*।

গাড়ী বীমার বিষয়টিও একইরূপ। হয় গাড়ীর মালিক লাভবান হবে না হয় কোম্পানী লাভবান হবে। অতএব এরূপ বীমা করা থেকে নিজেকে বিরত রাখা কর্তব্য। মনে রাখতে হবে যে, নিরাপত্তা দেয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ। অন্য কেউ আপনার বা আপনার সন্তানদের নিরাপত্তা দিতে পারে না।

প্রশ্নঃ (৩৩/৪৩৩) প্রায় একশ' বছর পূর্বের একটি মসজিদের পার্শ্বে ৫ শতক জমি আছে। এলাকাবাসী ঐ জায়গাটুকু সহ মসজিদ সংস্কার করতে চায়। কিন্তু কিছু লোক বলছে, বহুদিন পূর্বে ঐ স্থানে কবর ছিল। তবে এখন কবরের কোন অস্তিত্ব নেই। এক্ষণে এলাকাবাসীর জন্য করণীয় কী?

-মুছল্লীদের পক্ষে
মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম
চাকলা, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ এরূপ স্থানে মসজিদ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ভিত খুঁড়ে কোন হাড়-গোড় পাওয়া গেলে তা সরিয়ে অন্যত্র কবর দিতে হবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৭২ পৃঃ; তালখীছু আহকামিল জানায়েয, পৃঃ ৯১)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৪৩৪) শবে মি'রাজ উপলক্ষে বেশী বেশী একটা হাদীছ বলা হয়, 'ছালাত মুমিনদের জন্য মি'রাজ স্বরূপ'। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

-আবু ছালেহ
ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্যটি হাদীছ হিসাবে সমাজে প্রসিদ্ধ থাকলেও এর কোন সনদ নেই। ইমাম রাযী তার তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করলেও তিনি কোন সনদ বর্ণনা করেননি *(তাফসীরে কবীর ১/২১৪, সূরা ফাতিহার তাফসীর দ্রঃ; মোল্লা আলী ক্বারী, মিরক্বাতুল মাফাতীহ 'ঈমান' ও 'মি'রাজ' অধ্যায়)*। আর সনদ বিহীন হাদীছই জাল।

প্রশ্নঃ (৩৫/৪৩৫) ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত ২০ রাক'আত তারাবীহ সংক্রান্ত হাদীছের অবস্থা জানতে চাই।

-জাফর ইকরাম
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ইয়াযীদ ইবনু রূমান থেকে ওমর (রাঃ)-এর যামানায় ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়া হ'ত বলে যে বর্ণনা এসেছে, তা 'যঈফ' এবং ২০ রাক'আত সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে মারফূ সূত্রে যে বর্ণনা এসেছে তা

'মওযূ' বা জাল *(আলবানী, হাশিয়া, মিশকাত হা/১৩০২)*। পক্ষান্তরে ওমর (রাঃ) তামীম আদ-দারী ও উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ)-কে বিতর সহ ১১ রাক'আত তারাবীহর ছালাত আদায় করার আদেশ করেন মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, মিশকাত হা/১৩০২ 'রামাযানে রাত্রি জাগরণ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৪৩৬) 'তোমরা তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশ্যে ভ্রমণ কর না'। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

-মুহাম্মাদ খুরশেদ আলম
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছ ছহীহ। রাসূল (ছাঃ) বলেন,

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى

'তিনটি মসজিদ ব্যতীত (ছওয়াবের উদ্দেশ্যে) সফর করা যায় না। সেগুলো হল. মসজিদুল হারাম, মসজিদে নববী ও মসজিদুল আক্বছা' *(বুখারী হা/১১১৫; মুসলিম হা/২৪৭৫; মিশকাত হা/৬৯৩ 'ছালাত' অধ্যায় ৭ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৪৩৭) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক মৃত ব্যক্তির জানাযা পড়ানোর সময় উপস্থিত সবাইকে লক্ষ্য করে মৃত ব্যক্তি ভাল ছিল কি-না জিজ্ঞেস করেন। এভাবে জিজ্ঞেস করা কি শরী'আত সম্মত?

-আব্দুল লতীফ
হেতেম খাঁ, রাজশাহী।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে এধরনের স্বীকারোক্তি নেওয়া শরী'আত সম্মত নয়। তবে মানুষ নিজেদের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় যা বলে সেটাই মৃত ব্যক্তির জন্য গৃহীত হয়ে যায়। চাই তা খারাপ মন্তব্য হোক বা ভাল হোক *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৬২)*। উল্লেখ্য, 'তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের উত্তম কার্যসমূহ উল্লেখ কর এবং তাদের মন্দকর্ম উল্লেখ করা থেকে বিরত থাক' মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ ও মুনকার *(আলবানী, মিশকাত হা/১৬৭৮)*। সমাজে চালু এই অভ্যাসটি বিদ'আত, যা দ্রুত পরিত্যাজ্য *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১২৭)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৪৩৮) কেউ অসুস্থতার কারণে বা দুগ্ধবতী, গর্ভবতী মহিলারা রামাযান মাসে ছিয়াম পালন করতে অক্ষম হ'লে তাদের জন্য করণীয় কী?

-মুহাম্মাদ আনছার
বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, খুলনা।

উত্তরঃ অতি বৃদ্ধ বা চিররোগী ব্যক্তি ছিয়াম পালনে অক্ষম হ'লে প্রতি ছিয়ামের বিনিময়ে একজন মিসকীন বা দরিদ্র ব্যক্তিকে তিনি খানা খাওয়াবেন *(বাক্বারাহ ১৮৫)*। গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী মহিলারাও ছিয়ামের বিনিময়ে ফিদইয়া স্বরূপ ফকীর-মিসকীন বা দরিদ্র ব্যক্তিকে অনুরূপভাবে খানা দিতে পারেন' *(ছহীহ আবূদাঊদ হা/২৪০৮; নায়লুল আওত্বার ৫/৩০৮-৩১১)*। দৈনিক নিয়মিত মিসকীন না পেলে একদিনে ত্রিশজন মিসকীনকে খানা খাওয়ানো যাবে। আনাস (রাঃ) গোশত-রুটি পাকিয়ে একদিনে ত্রিশজন মিসকীনকে ছিয়ামের ফিদইয়া হিসাবে খাইয়েছিলেন *(ফাৎহুলবারী 'তাফসীর' অধ্যায় হা/৪৫০৫ দ্রঃ ৮/২৮ পৃঃ; তাফসীরে ইবনে কাছীর বাক্বারাহ ১৮৪; ১/২২১ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৪৩৯) 'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ইল্ম শিক্ষা কর' এটা কি হাদীছ?

-আব্দুল লতীফ
রাজপুর, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কথাটি শী'আদের রচিত একটি প্রসিদ্ধ জাল হাদীছ *(আব্দুর রহমান মুহাম্মাদ সাঈদ দেমাস্কী, আহাদীছু ইয়াহতাজ্জু বিহাশ শী'আ, পৃঃ ৬৬)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৪৪০) কোন্ কোন্ দ্রব্য দ্বারা ফিৎরা আদায় করতে হবে? টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা আদায় করা যাবে কি?

-যিয়াউর রহমান
পাতাড়ী, নওগাঁ।

উত্তরঃ হাদীছে ফিৎরা প্রদানের ব্যাপারে বিভিন্ন খাদ্যশস্যের নাম সহ সাধারণভাবে 'ত্বা'আম' বা খাদ্যের কথা এসেছে। যা দ্বারা পৃথিবীর সকল খাদ্যশস্যকে বুঝানো হয়েছে। সরাসরি চাউলের কথা উল্লেখ না থাকলেও চাউল যে ত্বা'আম বা খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ধান সরাসরি খাদ্য নয়। যবের উপরে ধানের কিয়াস করা যাবে না। কেননা যব খোসা সহ পিষে খাওয়া যায়। কিন্তু ধান খোসা সহ পিষে খাওয়া যায় না। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা এক ছা' করে ত্বা'আম (খাদ্য) ফিৎরা হিসাবে প্রদান করতাম অথবা যব, খেজুর, পনির ও কিসমিস থেকে এক ছা' করে প্রদান করতাম *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৬ 'ছাদাক্বাতুল ফিতর' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং এদেশের প্রধান খাদ্য হিসাবে চাউল দ্বারা ফিৎরা প্রদান করাই শরী'আত সম্মত। টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা প্রদান করার কোন প্রমাণ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে সোনা-রূপার মুদ্রা বাজারে চালু থাকা সত্ত্বেও তিনি খাদ্যবস্তু দ্বারা ফিৎরা দিয়েছেন এবং ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হবার পূর্বেই জমা করার নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫-১৬, দ্রঃ ডিসেম্বর ২০০০ প্রশ্নোত্তর ২০/৯০)*। আজও সঊদী মুসলমানগণ তাদের খাদ্য দ্বারা ফিৎরা দিয়ে থাকেন।

মাসিক
আত-তাহরীক
ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১২তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ২০০৯

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৪৪১) ছিয়াম অবস্থায় থুথু গিলে ফেললে, রক্ত বের হলে এবং অনিচ্ছায় বমি হলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় কি?

-ফয়েয
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত কারণ সমূহে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কারো অনিচ্ছায় বমি হ'লে ছিয়াম ক্বাযা করতে হবে না। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে। তার স্থলে একটি ছিয়াম ক্বাযা করতে হবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২০০৭; ছহীহ তিরমিযী হা/৭২০)*। থুথু গিলে ফেললে ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। কারণ উহা ভিতরের বস্তু। ছিয়াম অবস্থায় বাহির থেকে খাওয়া বা পান করা নিষিদ্ধ। রক্ত বের হ'লেও ছিয়াম ভঙ্গ হবে না। রাসূল (ছাঃ) ছিয়াম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়ে রক্ত বের করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০০২)*। তবে শারীরিক দুর্বলতা থাকলে শিঙ্গা লাগানো থেকে বিরত থাকবে *(বুখারী, মিশকাত হা/২০১৬)*।

প্রশ্নঃ (২/৪৪২) অনেক স্থানে জুম'আ এবং দুই ঈদের দিনে সম্মিলিতভাবে কবর যিয়ারত করা হয়। কবর যিয়ারতের সঠিক পদ্ধতি কী?

-ইসমাঈল
বাঁকাল, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ নির্দিষ্ট দিন ও সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ডাকাডাকি করে কবর যিয়ারত করা ঠিক নয়। নবী করীম (ছাঃ) ও ছাহাবীগণ সম্মিলিতভাবে কবর যিয়ারত করেছেন মর্মে প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, কবর যিয়ারত মানুষের মরণকে স্মরণ করায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৩)*। একাকী কবর যিয়ারত করা ভাল। রাসূল (ছাঃ) সাধারণত একাই কবর যিয়ারত করতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৬)*। একাকী কবর যিয়ারত করতে গেলে হাত তুলে দো'আ করবে *(মুসলিম ১/৩১৩ পৃঃ)*। একাধিক ব্যক্তি গেলে মৃত ব্যক্তির জন্য সবাই নিজ নিজ দো'আ করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৪)*। প্রচলিত প্রথায় সম্মিলিতভাবে কখনো দো'আ করবে না। এই প্রথা বিদ'আত।

প্রশ্নঃ (৩/৪৪৩) মোবাইল ফোনের মেমোরী থেকে কুরআন তেলাওয়াত শুনলে এবং অন্যকে শুনালে ছওয়াব হবে কি?

-আব্দুস সাত্তার
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতিতে কুরআন তেলাওয়াত শুনলে ও শুনালে নেকী হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যখন কুরআন তোমাদের সামনে তেলাওয়াত করা হয় তখন তোমরা খুব মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং চুপ থাক, যাতে তোমাদের প্রতি রহমত হয়' *(আ'রাফ ২০৪)*। এতে বুঝা যায় যে, কুরআন শুনলে আল্লাহ্‌র দয়া হয়। তবে কুরআন নিজে তেলাওয়াত করা উচিত। এতে প্রতি হরফে দশ নেকী হয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১১২; তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৩৭)*।

প্রশ্নঃ (৪/৪৪৪) ফিৎরা ও কুরবানীর চামড়ার টাকা দিয়ে সামাজিক ও ধর্মীয় কাজের জন্য সামিয়ানা তৈরি করা যাবে কি?

-রায়হানুল ইসলাম
সমাজকর্ম বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ ফিৎরা ও কুরবানীর চামড়ার টাকা দিয়ে সামাজিক ও ধর্মীয় কাজের জন্য সামিয়ানা তৈরি করা যাবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা যাকাতের জন্য যেসব খাত উল্লেখ করেছেন এটা তার অন্তর্ভুক্ত নয় *(তওবা ৬০)*। এমনকি উক্ত টাকা দ্বারা মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের ব্যবস্থাও করা যাবে না *(মুগনী ৪/১২৫)*। একদা ইমাম আহমাদ (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, যাকাতের টাকা দিয়ে মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা এবং কাফন-দাফন করা যাবে কি? তিনি উত্তরে বলেন, না *(মুগনী ৪/১২৬ পৃঃ, মাসআলা নং ৪৩১)*।

প্রশ্নঃ (৫/৪৪৫) নিজে কোন আমল না করে অন্যকে তার নছীহত করা কি ধরনের অপরাধ?

-ফারূকুযযামান
বাঁকাল মাদরাসা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ নিজে কোন আমল না করে অন্যকে করতে বলা মস্ত বড় অপরাধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা কেন সে কথা বল যা তোমরা কর না? আল্লাহ্‌র নিকট ইহা অত্যন্ত ক্রোধের কারণ যে, তোমরা এমন কথা বলবে যা তোমরা কর না' *(ছফ ৩-৪)*। এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ জাহান্নামে দিবেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১৩৯)*।

প্রশ্নঃ (৬/৪৪৬) জনৈক পীর ছাহেব তাবীয দিয়ে ১০ টাকা করে হাদিয়া নেন। জিজ্ঞেস করলে বলেন, শাফেঈ মাযহাব মতে তাবীয দেয়া জায়েয। এর সত্যতা সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সাঈদ আল-মাহমূদ
কিসমত ঘোড়াগাছা, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ তাবীয-কবয করা শেরেকী কাজ যা পরিহার করা আবশ্যক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয় তাবীয ব্যবহার করা শিরক *(আহমাদ, আবুদাঊদ,মিশকাত হা/৪৫৫২; সিলসিলা ছহীহাহ হ/৪৯২)*। উল্লেখ্য, কোন ব্যক্তি বা কোন মাযহাব শরী'আতের দলীল নয়। তাই কোন কিছুর বৈধতার জন্য কোন ব্যক্তি বা মাযহাবকে দলীল হিসাবে পেশ করা উচিত নয়। তাছাড়া শাফেঈ মাযহাবে তাবীয দেওয়া জায়েয একথার কোন ভিত্তি নেই।

প্রশ্নঃ (৭/৪৪৭) জনৈক বক্তা বলেন, মানুষের আয়ু ও খাবার নির্ধারিত আছে। ৬০ বছরের খাবার ৪০ বছরে খেয়ে নিলে ৬০ বছরের সমান ইবাদতের সুযোগ থাকে না আর ৬০ বছরের খাবার ৮০ বছরে খেলে ইবাদতের সুযোগ বেশী হয়ে যায়। একথা কি ঠিক?

-সুমন
কন্দনা, মহাদেবপুর, নওগাঁ।

উত্তরঃ বান্দার আয়ু ও রূযী সবই তাক্বদীরে পূর্ব নির্ধারিত। অতএব যখন তার আয়ু শেষ হবে, তখন বুঝতে হবে তার রূযীও শেষ হয়ে গেছে ।

প্রশ্নঃ (৮/৪৪৮) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, একদা এক ব্যক্তি তার পরিবারের নিকট এসে দেখল তারা ক্ষুধার্ত অবস্থায় আছে। তখন সে ময়দানের দিকে বের হল। অতঃপর তার স্ত্রী যখন দেখল তার স্বামী খাদ্যের তালাশে বের হ'লেন, তখন সে আটা পিষার চাক্কির কাছে গেল এবং চাক্কির এক পাট অপর পাটের উপর রাখল। অতঃপর চুলার কাছে গিয়ে আগুন জ্বালাল। তারপর দো'আ করল, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের রিযিক দান কর। তারপর সে চাক্কির পাশে রক্ষিত পাত্রটির প্রতি লক্ষ্য করল ও দেখল যে তা ভর্তি হয়ে গেছে। অতঃপর সে রুটি তৈরী করার জন্য চুলার কাছে গিয়ে দেখে যে, সেখানকার পাত্রটি রুটিতে পরিপূর্ণ। তারপর স্বামী ঘরে ফিরে জিজ্ঞেস করল, আমার চলে যাওয়ার পর তোমরা কি কারো নিকট হ'তে কিছু পেয়েছ? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ পেয়েছি। আমরা আমাদের রবের কাছ থেকে পেয়েছি। অতঃপর লোকটি চাক্কির নিকট গিয়ে পাটটি খুলে রাখল এবং নবী (ছাঃ)-এর কাছে গিয়ে ঘটনা সব খুলে বলল। তিনি শুনে বললেন, চাক্কির পাটটি না সরালে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তা ঘুরতে থাকত এবং আটা বের হ'তে থাকত (আহমাদ হা/১০৬০৬; মিশকাত হা/৫৩১১)। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

-তামান্না তাসনীম
নলডাঙ্গা, নাটোর।

উত্তরঃ হাদীছটি 'হাসান' *(আহমাদ, মিশকাত 'তাওয়াককুল ও ছবর' অনুচ্ছেদ; হেদায়াতুর রুওয়াত হা/৫২৪১; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৯৩৭-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্নঃ (৯/৪৪৯) জুম'আর দিন পিতা-মাতার কবর যিয়ারত করা উত্তম। এ কথার দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ডা. ওমর ফারূক
ভগিরথপুর, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত কথা সঠিক নয়। যেকোন দিন কবর যিয়ারত করা যায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৩)*। জুম'আর দিন কবর যিয়ারতের ফযীলত সম্পর্কে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৪৯-৫০; বায়হাক্বী, শো'আবুল ঈমান মিশকাত হা/১৭৬৮ 'কবর যিয়ারত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১০/৪৫০) নামের প্রথমে মুহাম্মাদ লেখা যাবে কি? অনেকেই যরূরী মনে করে। আবার অনেকে বলে মুহাম্মাদ লিখলে গুনাহ হবে। কোনটি সঠিক?

-আব্দুল আলীম
পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ নামের শুরুতে 'মুহাম্মাদ' লেখায় কোন দোষ নেই। বৃটিশ আমলে হিন্দুদের শ্রীর স্থানে মুসলিমদের ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ লিখা হ'ত। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন আরব দেশে মুসলিম বিদ্বানগণের নামের শুরুতে 'মুহাম্মাদ' লিখতে দেখা যায়। যেমন মুহাম্মাদ নাছেরুদ্দীন আলবানী, মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ দারায, মুহাম্মাদ আহমাদ বাশমীল, মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, মুহাম্মাদ সুলায়মান আল-আশক্বার প্রমুখ। মুসলমানের নাম শুধু 'মুহাম্মাদ' বা শুধু 'আবুল কাসেম' রাখা যাবে। তবে দু'টি একত্রে না রাখাই উত্তম *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৭৫১; তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৭৬৯, ৪৭৭২ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'নাম সমূহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১১/৪৫১) কুরআন নিয়মিত রাতে না পড়লে কুরআন সুফারিশ করবে না। অনুরূপ সূরা মুলক রাতে শোওয়ার পর না পড়ে দিনে পড়লে কবরের শাস্তি মাফ হবে না। একথা কি ঠিক?

-আব্দুল মুত্ত্বালিব
চাঁদপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআন যখনই তেলাওয়াত করা হোক ক্বিয়ামতের মাঠে তা সুফারিশ করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২০)*। অন্য হাদীছে রাত্রির কথাও এসেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কুরআন ক্বিয়ামতের মাঠে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি এই ব্যক্তিকে রাতে ঘুম থেকে বিরত রেখেছি। আপনি তার ব্যাপারে আমার সুফারিশ কবুল করুন। ফলে তার সুফারিশ কবুল করা হবে' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/১৯৬৩ 'ছওম' অধ্যায়)*। এর দ্বারা রাতের নিরিবিলি পরিবেশে অধিক মনোযোগের সাথে কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

সূরা মুল্কের বিষয়টিও অনুরূপ। রাত্রে পড়া শর্ত নয় *(তিরমিযী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১৪০; মিশকাত হা/২১৫৪)*। তবে এক হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) সূরা সাজদা ও মুলক না

পড়ে রাতে ঘুমাতেন না *(তিরমিযী হা/৩০৬৬; মিশকাত হা/২১৫৫)*। উল্লেখ্য, সূরা সাজদা ও মুল্ক রাত্রিতে পাঠ করলে অন্যান্য সূরার তুলনায় ৬০ গুণ বেশী নেকী পাওয়া যায় বলে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ *(দারেমী, মিশকাত হা/২১৭৬)*।

প্রশ্নঃ (১২/৪৫২) কিরামান ও কাতেবীন দুইজন ফেরেশতা মানুষের হিসাব লিখেন। এ কথা কি ঠিক?

-আবুবকর ছিদ্দীক্ব
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কিরামান কাতেবীন দু'জন ফেরেশতার নাম নয়। এর অর্থ সম্মানিত লেখকগণ। অনেক ফেরেশতা হিসাব লিখেন। তারা সকলেই সম্মানিত লেখক হিসাবে অভিহিত।

প্রশ্নঃ (১৩/৪৫৩) ঈদের ছালাতের পর পরস্পরে কোলাকুলি করা কি জায়েয?

-মুকাম্মাল
দিনাজপুর।

উত্তর: ঈদের ছালাতের পর কোলাকুলি করা ঠিক নয়। এর পক্ষে কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে নতুন আগন্তুক ব্যক্তির সাথে কোলাকুলি করা যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ পরস্পর সাক্ষাতে মুছাফাহা করতেন আর সফর থেকে আসলে কোলাকুলি করতেন *(ত্বাবরাণী আওসাত্ব, বায়হাক্বী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৬০-এর আলোচনা ১/২৫২)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৪৫৪) গল্প-উপন্যাস পড়া কিংবা লেখা যাবে কি?

-দীপু এবং তুহিন
জয়পুরহাট।

উত্তর: গল্প ও উপন্যাস চরিত্র গঠন ও শিক্ষামূলক হ'লে পড়া বা লেখা যাবে। যেমন প্রয়োজনে শিক্ষামূলক কবিতা পড়া যায়। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা কবিতা সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'ইহা কিছু বাক্য মাত্র। অতএব এর ভালটি ভাল এবং মন্দটি মন্দ' *(দারাকুৎনী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৮০৭ 'শিষ্টাচার' অধ্যায় 'বক্তব্য ও কবিতা' অনুচ্ছেদ)*। অতএব অশ্লীল গল্প ও উপন্যাসের বই লেখা যাবে না এবং পড়া যাবে না। এতে চরিত্রের অবনতি ঘটবে।

প্রশ্নঃ (১৫/৪৫৫) প্রশ্নঃ বিভিন্ন মসজিদে তারাবীহ্‌র ছালাতে মুনাজাতের সময় 'ইয়া মজীরু ইয়া মুজীরু' বলে যে দো'আ পড়া হয় তার ছহীহ দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হারূনুর রশীদ
শাসনগাছা, কুমিল্লা।

উত্তরঃ প্রথমত: প্রচলিত দলবদ্ধ পদ্ধতিতে মুনাজাত করা শরী'আত সম্মত নয়। দ্বিতীয়ত: বর্ণিত দো'আর প্রমাণে কোন দলীল পাওয়া যায় না।

(১৬/৪৫৬) অনেক স্থানে দুই বা তিন জন ব্যক্তি ঈদের খুৎবা প্রদান করেন। এটা কি সুন্নাত সম্মত?

আব্দুর রাযযাক
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ ঈদের খুৎবা একজন দেওয়াই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একাই খুৎবা দিয়েছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৯; নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৪৬)*। দুই বা তিনজন ব্যক্তি ঈদের খুৎবা দিয়েছেন মর্মে রাসূল (ছাঃ) এবং চার খলীফাসহ ছাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত নয়। অতএব খতীব ব্যতীত অন্যদের ঈদের মাঠে বক্তৃতা করা ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (১৭/৪৫৭) জনৈক ব্যক্তি মসজিদের কিছু আসবাবপত্র চুরি করে। এখন সে অত্যন্ত অনুতপ্ত। সে আল্লাহ্‌র কাছে কিভাবে ক্ষমা পেতে পারে?

-বাবলু
ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ চুরি করা কবীরা গোনাহ, যা তওবা ছাড়া ক্ষমা হবে না। আর মসজিদের জিনিষ চুরি করা আরো বড় গোনাহ। জনৈক ছাহাবী গণীমতের একটি চাদর চুরি করলে রাসূল (ছাঃ) তাকে জাহান্নামী বলে ঘোষণা দেন *(মুসলিম হা/৩২৩; মিশকাত হা/৪০৩৪)*।

এমতাবস্থায় মসজিদের সম্পদ ফেরত দিয়ে ক্ষমা চাইতে হবে এবং এটাই হ'ল বিধান। সম্পদ ফেরত দেওয়ার কোন উপায় না থাকলে আল্লাহর নিকট অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইতে হবে। আল্লাহ চাইলে ক্ষমা করতে পারেন। তিনি বলেন, 'তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করেন' *(যুমার ৫৩)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৪৫৮) সূরা মুল্‌কের ৩নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আল্লাহ সাত আসমানকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। প্রশ্ন হ'ল, সাত আসমানের কোন্‌টি কী দ্বারা তৈরী?

- আবুবকর ছিদ্দীক্ব
ও নাযীর
চক নারায়ণপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ আসমানের সাত স্তরের সঠিক ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীদের কাছে এখনো স্পষ্ট হয়নি। অনুরূপভাবে কোন আসমান কী দিয়ে তৈরী, তারও ব্যাখ্যা অজানা। এ বিষয়ে আল্লাহ সর্বাধিক অবগত। তবে কুরআন আসমানকে 'দুখান' বলেছে *(হা-মীম সাজদাহ ১১, দুখান ১০)*। যার অর্থ ধূম্রকুঞ্জ। অতএব আমাদের কেবল এটুকুতেই বিশ্বাস রাখতে হবে। অন্য আয়াতে 'কঠিন সপ্তস্তর' *(নাবা ১২)* বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঐসব আসমানের গঠন প্রকৃতি এমন, যা ভেদ করা কঠিন ও দুরূহ। আমরা কেবল আসমানের নীচের স্তরটিই দেখতে পাই, যাকে কুরআনে 'সুরক্ষিত ছাদ' *(আম্বিয়া ৩২)* বলা হয়েছে। বায়ুমণ্ডল আমাদের জন্য সেই

মযবুত ছাদ হিসাবে কাজ করছে। বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে 'প্রটেকশন শীল্ড' বলা হয়। যার মধ্যকার 'ওযোন স্তর' পৃথিবীকে সূর্যের ক্ষতিকর 'অতি বেগুনী রশ্মি' থেকে রক্ষা করে এবং মহাকাশ থেকে প্রতিদিন গড়ে দুই কোটির উপরে নিক্ষিপ্ত বিরাট বিরাট উল্কাপিণ্ড থেকে পৃথিবীকে সাক্ষাৎ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়। কেননা তা বায়ুমণ্ডলে এসে নিঃশেষ হয়ে যায় আল্লাহ্‌র হুকুমে। আল্লাহ্‌র বিশেষ নির্দেশ ব্যতীত সাত আসমানের স্তর ও সীমানা পেরিয়ে যাওয়া জিন ও মানুষের সাধ্যের অতীত *(রহমান ৩৩)*। মানবজাতির মধ্যে একমাত্র শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এইসব স্তর ভেদ করে 'অগ্নিস্ফূলিঙ্গ ও ধূম্রকঞ্জসমূহ' *(রহমান ৩৫)* এড়িয়ে মে'রাজে গিয়েছিলেন আল্লাহ্‌র হুকুমে। উল্লেখ্য যে, বায়ুমণ্ডলের উপরে রয়েছে বায়ুশূন্য ইথার জগত। যেখানে রয়েছে নীহারিকাপুঞ্জ ও অসংখ্য গ্রহ ও নক্ষত্ররাজি। যেসব নক্ষত্র এত বড় বড় যে, আমাদের বিশাল সূর্য তাদের কাছে বিন্দুতুল্য। বহু দূরে থাকায় এগুলি ছোট ও মিটি মিটি দেখা যায়। ১৯৩৩ সালে প্রাপ্ত হিসাব মতে সবচাইতে দূরবর্তী নক্ষত্রটি পৃথিবী থেকে ১৪ কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করছে। আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার হ'লে এক বছরে তার গতি কত দূরে যায়, অনুমান করতেও মাথা ঘুরে যায়। অতএব এক আসমানের অবস্থাই যখন এই, তখন সাত আসমানের অবস্থান ও দূরত্ব কত, তা হিসাব করা আপাততঃ মানুষের অসাধ্য।

প্রশ্নঃ (১৯/৪৫৯) কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা করা যাবে কি?

-সাখাওয়াত চৌধুরী
চর পাকেরদহ, মাদারগঞ্জ
জামালপুর।

উত্তরঃ কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসা করা যাবে শর্ত সাপেক্ষে। শেয়ার ব্যবসা দু'ধরনের- (১) হারামের উপর প্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর শেয়ার অথবা হারাম উপার্জনের উপর প্রতিষ্ঠিত শেয়ার। যেমন সূদী কারবার করে এরূপ কোম্পানী বা ব্যাংক। এ ধরনের কোম্পানী বা ব্যাংকের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম। (২) হালাল বস্তুর কারবার করে বা উৎপাদন করে এরূপ কোম্পানীর শেয়ার হ'লে তা ক্রয়-বিক্রয় করতে কোন শারঈ বাধা নেই। তবে শর্ত হচ্ছে যে, এর মধ্যে যেন সূদ আদান প্রদান, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা ও জুয়ার সংমিশ্রণ না থাকে।

প্রশ্নঃ (২০/৪৬০) ডি.ভি. লটারীর মাধ্যমে আমেরিকা গিয়ে অর্থ উপার্জন করা বৈধ কি?

-মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম
পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ ডি.ভি. লটারী বৈধভাবে আমেরিকা যাওয়ার জন্য আমেরিকান সরকার কর্তৃক গৃহীত একটি পদ্ধতি। এর জন্য কোন প্রকার ঘুষ দিতে হয় না। হাযার হাযার লোক এজন্য দরখাস্ত করে । ফলে চাহিদার চেয়ে লোকসংখ্যা বেশী হয়ে যায়। অতঃপর লটারীর মাধ্যমে তাদের থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ লোক বাছাই করা হয়। এরূপ লটারী বৈধ *(দ্রঃ বুখারী হা/২৬৮৮ 'কিতাবুশ শাহাদাত'; আবূদাঊদ হা/৩১৩৮; নাসাঈ হা/৩৪৮৮; ইবনু মাজাহ হা/২৩৪৮)*।

প্রশ্নঃ (২১/৪৬১) 'দেবর মরণ সমতুল্য'-এর তাৎপর্য কী? প্রাপ্ত বয়স্ক ভাইয়ের সামনে বোন ওড়না ছাড়া যেতে পারে কি? ছেলে মায়ের সাথে কত বছর পর্যন্ত একই বিছানায় ঘুমাতে পারে?

-আব্দুল হান্নান
ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ 'দেবর মরণ সমতুল্য' এর তাৎপর্য সম্পর্কে ইমাম কুরতুবী (রহঃ) আল-মুফহিম গ্রন্থে বলেন, স্বামীর নিকটাত্মীয় লোকেরা তার স্ত্রীর নিকট প্রবেশ করাটা নিকৃষ্ট কর্ম হিসাবে মৃত্যু সমতুল্য। যেমন আরবরা বলে থাকে 'সিংহ হ'ল মৃত্যু সমতুল্য'। কঠোর ভাষায় বলার কারণ হল, স্বামী-স্ত্রী এবং অন্যান্য লোকেরা বিষয়টিকে হালকা মনে করে। অন্যদিকে দেবর ভাইয়ের স্ত্রীর নিকট যাওয়াটা দ্বীন ধ্বংসের কারণ। কেননা স্বামীর পক্ষ থেকে সন্দেহ সৃষ্টি হ'লে ত্বালাকের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটার সম্ভাবনা থাকে। কিংবা যদি ব্যভিচারে জড়িয়ে পড়ে তাহ'লে ভাইয়ের স্ত্রীকে পাথর মেরে হত্যা করাও হ'তে পারে। এজন্য একে মৃত্যু বলা হয়েছে *(আলোচনা দ্রঃ তুহফাতুল আহওয়াযী শরহ তিরমিযী, হা/১১৭১ 'দুগ্ধ পানের অনুচ্ছেদ সমূহ')*। সাধারণ পর্দাসহ সাবালিকা বোন ভাইয়ের সামনে যাবে *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৭২ 'পোষাক' অধ্যায়)*। দশ বছর পর্যন্ত সন্তান মায়ের সাথে এক বিছানায় থাকতে পারে। তারপর বিছানা পৃথক করে দিতে হবে *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৫৭২ 'ছালাত' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২২/৪৬২) মাযহাব কয়টি ও কি কি? সর্বশ্রেষ্ঠ মাযহাব কোনটি? দেশের আইন কাঠামো কোন মাযহাব অনুসারে গঠন হয়ে থাকে? আহলেহাদীছরা পরকালে মুক্তি পাবে কি?

-আবুল আকরাম
নরদাশ, বাগমারা, , রাজশাহী।

উত্তরঃ অনেক মাযহাব থাকলেও হানাফী, মালেকী, শাফেঈ ও হাম্বলী এই চারটি মাযহাব অধিক প্রসিদ্ধ। তবে ইসলামে এ সমস্ত মাযহাবের কোন গুরুত্ব নেই। দুনিয়াবী স্বার্থে একশ্রেণীর লোক এগুলোর সূচনা করেছে। সঠিক পথের মানদণ্ড হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। উক্ত প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের চার ইমামেরও একই দাবী ছিল, 'ছহীহ হাদীছই আমার মাযহাব' *(হাশিয়া ইবনু আবেদীন ১/৬৩ পৃঃ)*। তাই ইসলামের বিধান আমল করতে গিয়ে যাদের সিদ্ধান্ত ছহীহ হাদীছের সাথে মিলে যাবে, তারাই প্রকৃতপক্ষে চার

ইমামের আসল অনুসারী হিসাবে গণ্য হবে। এই দৃষ্টিকোন থেকে আহলেহাদীছগণই সর্বাপেক্ষা বেশী অগ্রগামী এবং তাদের গৃহীত নীতিই সর্বশ্রেষ্ঠ।

ইসলামী বিধি-বিধানকে রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে চালু করার উদ্দেশ্যে কোন ইসলামী শাসক যদি কুরআন এবং ছহীহ হাদীছকে রাষ্ট্রের সংবিধান হিসাবে গ্রহণ করেন, তাহ'লে সে দেশের আইন কাঠামো সেভাবেই গঠিত হয়ে থাকে। আমাদের দেশে ইসলামী আইন চালু নেই। তাই কোন মাযহাব অনুযায়ীই দেশ চলে না। তবে সরকারের ধর্মীয় বিধান সমূহ অঘোষিতভাবে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী চলে। কেননা সরকারী কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যেমন ইসলামিক ফাউন্ডেশনে, বায়তুল মুকাররম মসজিদে, পুলিশ বা সেনাবাহিনীর ধর্মীয় শিক্ষক পদে কিংবা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ সমূহের ইমাম-মুওয়াযযিন পদে কখনোই কোন আহলেহাদীছকে নেওয়া হয় না। এছাড়া ইফতারের সময়সূচী তৈরী, ফিতরার পরিমাণ নির্ধারণ, সরকারীভাবে তৈরী ও প্রকাশিত ধর্মীয় পাঠ্য বই সমূহে কোথাও কোন সচেতন আহলেহাদীছ বিদ্বানকে গ্রহণ করা হয় না।

পরকালে মুক্তি পাওয়ার মাপকাঠি হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-এর প্রকৃত অনুসরণ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, '...আমার উম্মত তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। একটি বাদে সবগুলোই জাহান্নামী হবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সেটি কোন দল? তিনি বললেন, আজকে আমি এবং আমার সাথীগণ যার উপরে রয়েছি' (যুগে যুগে যারা তার উপর থাকবে) *(ছহীহ তিরমিযী হা/২৬৪১ হাকেম ১/১২৯)*। অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি যতদিন তোমরা সে দু'টিকে আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত' *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, আলবানী, তাহকীক্ব মিশকাত হা/১৮৬)*।

অতএব যারা যাবতীয় শিরক ও বিদ'আতী কর্মকাণ্ড প্রত্যাখ্যান করে একমাত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্ মাফিক চলে তারাই আখেরাতে মুক্তি পাবে। আর এর সর্বাপেক্ষা বড় হকদার হচ্ছেন আহলেহাদীছগণ। ইনশাআল্লাহ তাঁরাই সর্বপ্রথম পরকালে মুক্তি পাবেন।

প্রশ্নঃ (২৩/৪৬৩) মি'রাজ রজনীতে আল্লাহর নবী সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছলে তাকে জান্নাত, জাহান্নাম, হাউয কাওছার দেখানো হয়। ঐ রজনীতে চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীর সবকিছুকে স্থির করে দেওয়া হয়। এটা কি ঠিক?

-জালালুদ্দীন
পশ্চিম ডগরী, গাযীপুর।

উত্তরঃ মি'রাজের রাতে রাসূল (ছাঃ) জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছেন। তিনি বলেন, 'আমাদের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়েছিল এবং আমি জান্নাত ও জাহান্নাম দেখেছি' *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৮৭৪; ছহীহ জামে'উছ ছাগীর হা/১২৮; আল-ইসরা ওয়াল মি'রাজ, পৃঃ ৬২)*। তাঁকে হাউযে কাওছারও দেখানো হয়েছে *(ছহীহ তিরমিযী হা/৩৩৬০)*। ঐ রজনীতে চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীর সবকিছুকে স্থির করে দেওয়া হয় মর্মে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। এটি বানোয়াট কথা।

প্রশ্নঃ (২৪/৪৬৪) আযানের পর হাত তুলে দো'আ পড়া যাবে কি?

-আব্দুল গাফফার
সাতক্ষীরা সরকারী কলেজ, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আযান দেওয়ার পর হাত তুলে দো'আ করা ঠিক নয়। সমাজে প্রচলিত উক্ত প্রথার পক্ষে কোন দলীল পাওয়া যায় না। বরং আযান শেষে কেবল দরূদসহ ছহীহ হাদীছে বর্ণিত নির্দিষ্ট দো'আ পড়বে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭; বুখারী, মিশকাত হা/৬৫৯)*। রেডিও-টিভিতে পঠিত বানোয়াট দো'আ নয়।

প্রশ্নঃ (২৫/৪৬৫) জনৈক বক্তা আলেমদের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে সাক্ষাৎ করল সে আমার সাথে সাক্ষাৎ করল। যে আলেমদের সাথে মুছাফাহা করল সে আমার সাথে মুছাফাহা করল। যে আলেমদের সাথে বসল সে যেন আমার সাথে বসল, আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার সাথে বসল সে ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমার সাথে বসল। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

-মামুন
রায়দৌলতপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ এটি একটি জাল হাদীছ *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৩৩৩)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৪৬৬) অনেক আলেমের মুখে শোনা যায়, জানাযার ছালাতে লোকসংখ্যা বেশী হলে মৃত ব্যক্তির মঙ্গল হয় এবং যারা জানাযায় শরীক হয় তাদেরও অধিক নেকী হয়। একথা কি সঠিক?

-রবীউল ইসলাম
মল্লিকপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ জানাযার ছালাতে লোকসংখ্যা বেশী হওয়া ভাল। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কোন মৃত ব্যক্তির উপর যদি একশ' জন মুসলমান জানাযা পড়ে, আর প্রত্যেকেই যদি তার জন্য সুফারিশ করে (ক্ষমা প্রার্থনা করে), তাহ'লে তাদের সুফারিশ কবুল করা হয়' *(মুসলিম হা/৯৪৭; মিশকাত হা/১৬৬১ 'জানায়েয' অধ্যায় ৫ অনুচ্ছেদ)*। অন্য হাদীছে এসেছে, শিরকের সাথে জড়িত নয় এমন ৪০ জন মুমিন ব্যক্তি যদি কোন মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাহ'লে তাকে আল্লাহ ক্ষমা করেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৬০)*। উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যায়, জানাযায় লোকসংখ্যা অধিক হ'লে মৃতের পক্ষে সুফারিশটা যোরদার হয় *(তালখীছু আহকামিল জানাইয, পৃঃ ৪৯)*। তবে জানাযায় লোক বেশী করার জন্য মাইকিং

করা, শোক সংবাদ প্রচার করা, বাজারে ও মসজিদে মসজিদে ঘোষণা দেওয়া নাজায়েয। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শোক সংবাদ প্রচারে নিষেধ করেছেন *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১২৭)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৪৬৭) অনেক ইমাম বাচ্চাদেরকে ছালাতের সামনের কাতার থেকে বের করে পিছনে সরিয়ে দেন। এটা কি জায়েয?

-আব্দুল্লাহ আল-আযাদ
ঘণ্টাঘর, রাণীর বন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ছালাতে কাতারে দাঁড়ানোর নিয়ম হ'ল, জ্ঞানী ও সম্মানী ব্যক্তিগণ ইমামের পিছনে কাছাকাছি দাঁড়াবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১০৮)*। অতঃপর স্বাভাবিক নিয়মে ছোট বড় সবাই দাঁড়াবে । উল্লেখ্য, প্রথমে বড়রা দাঁড়াবে তারপর ছোটরা দাঁড়াবে মর্মে আবুদাঊদে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তার সনদ যঈফ *(তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/১১১৫)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৪৬৮) যে ব্যক্তি রামাযান মাসে একটি নফল আমল করল সে অন্য মাসে একটি ফরয কাজ করার নেকী পেল। আর যে ব্যক্তি এ মাসে একটি ফরয আমল করল সে অন্য মাসের সত্তরটি ফরয আমল করার নেকী পেল। উক্ত হাদীছটি কোন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে এবং এর সনদ ছহীহ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আখতারুল ইসলাম
চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ হাদীছটি ইমাম বায়হাক্বী সংকলিত 'শু'আবুল ঈমানে বর্ণিত হয়েছে *(হা/৩৭১৭)*। বর্ণনাটি যঈফ ও মুনকার *(যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৫৮৯; আলবানী, মিশকাত হা/১৯৬৫ 'ছওম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৪৬৯) সাত দিনের পূর্বে কোন সন্তান মারা গেলে তার আক্বীক্বা দিতে হবে কি?

-ইকরামুল ইসলাম
শার্শা, যশোর।

উত্তরঃ সাত দিনের পূর্বে বাচ্চা মারা গেলে আক্বীক্বা দেওয়ার প্রয়োজন নেই *(নায়লুল আওত্বার ৬/২৬১ পৃঃ 'আক্বীক্বা' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৪৭০) অনেক স্থানে ক্বদরের রাত্রিগুলোতে তারাবীহর ছালাতের পরও ৮ কিংবা ১২ রাক'আত অতিরিক্ত ছালাত আদায় করা হয়। এর দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ আল-মামূন
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ ক্বদরের রাত্রির জন্য তারাবীহ ব্যতীত পৃথক ৮ বা ১২ রাক'আত কোন ছালাত নেই। বিতরসহ ১১ তারাবীহ বা তাহাজ্জুদ ছালাতই দীর্ঘ ক্বিরাআত, রুকূ ও দীর্ঘ সিজদা করার মাধ্যমে আদায় করবে। কুরআন কম মুখস্থ থাকলে একই সূরা বার বার পড়ে ছালাত দীর্ঘ করবে *(নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১২০৫)*। এছাড়া কুরআন তেলাওয়াত, তাসবীহ-তাহলীল ও যিকর-আযকারে মগ্ন থাকবে। রামাযানের শেষ দশকের রাত্রিগুলোতে রাসূল (ছাঃ) দৃঢ় প্রস্তুতি নিয়ে পরিবার-পরিজন সহ ইবাদতে রত থাকতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০৮৯-২০৯০)*। কিন্তু শবেক্বদর উদযাপনের নামে ওয়ায মাহফিলের আয়োজন করা, ভাল খানা-পিনার ব্যবস্থা করার কোন শারঈ ভিত্তি নেই।

প্রশ্নঃ (৩১/৪৭১) যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে সূরা কাহফ পাঠ করবে সে ৮ দিন পর্যন্ত সকল প্রকার অনিষ্ট থেকে মুক্ত থাকবে যদিও তার মাঝে দাজ্জাল এসে যায়। উক্ত হাদীছ কি ছহীহ?

-আব্দুল হান্নান
শাসনগাছা, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছটি যঈফ। এর সনদে দুই জন দুর্বল রাবী আছেন *(সিলসিলা যঈফাহ হা/২০১৩)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৪৭২) নিয়মিত তাহিয়াতুল ওযূর ছালাত আদায় করেন এমন ব্যক্তি মসজিদে এসে যদি দেখেন যে কেবল সুন্নাত পড়ার সময় আছে, তখন তার করণীয় কী হবে? সুন্নাত আদায় করবেন, না তাহিয়াতুল ওযূর ছালাত আদায় করবেন?

-সোহেল রানা
চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ আদায় করবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১১৫৯)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৪৭৩) মসজিদের ইমাম ও মুওয়াযযিন বেতন নিতে পারেন কি?

-আব্দুল্লাহ
ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তরঃ এগুলো অতি সম্মানিত দায়িত্ব। সমাজকেই তাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব নিতে হবে। সেকারণ সম্মানী হিসাবে ভাতা নিয়ে এসব খিদমত করা যায়। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যাকে আমরা কোন কাজে নিযুক্ত করেছি, অতঃপর তার জন্য ভাতা নির্ধারণ করেছি। এরপর যা সে গ্রহণ করবে তা খিয়ানত হবে *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৩৭৪৮ 'নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায়, ৩ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৪৭৪) রামাযান মাসে অনেক স্থানে বিভিন্ন মাদরাসার ছাত্রদের নিয়ে মৃত মাতাপিতার মাগফিরাতের জন্য কুরআন খতম করানো হয়। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবীদের যুগে এই আমল চালু ছিল কি?

-সোহেল
কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ রামাযান মাসে হোক কিংবা রামাযানের বাইরে হোক মৃত ব্যক্তির জন্য আলেম-ওলামা বা মাদরাসার ছাত্রদেরকে দাওয়াত দিয়ে কুরআন খতম করানো একটি বিদ'আতী প্রথা মাত্র। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ নিয়ম চালু ছিল না *(যাদুল মা'আদ ১/৫২; নায়লুল আওত্বার ৪/৯২)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৪৭৫) লোকসংখ্যা কমে যাওয়ার আশংকায় আমাদের মসজিদে শুধু মাগরিবের ছালাতে মুনাজাত করা হয়। আর অন্য চার ওয়াক্তে করা হয় না। শুধু এক ওয়াক্ত মুনাজাত করা কি জায়েয?

-মুখলেছুর রহমান
শরীফপুর, জামালপুর।

উত্তর: মুছল্লী সংখ্যা কমে যাওয়ার ভয়ে বিদ'আতী কোন আমল জায়েয করা যাবে না। অন্য চার ওয়াক্তে যে কারণে মুনাজাত করা হয় না মাগরিবের সময়ও ঐ একই কারণ রয়েছে। উক্ত অভ্যাস অবশ্যই বর্জনীয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'কেউ যদি এমন কোন আমল করে যার প্রতি আমাদের নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত' *(মুসলিম হা/৪৪৬৮)*। আল্লাহ বলেন, তুমি মানুষকে ভয় কর। অথচ আল্লাহ হ'লেন ভয় করার অধিক হকদার' *(আহযাব ৩৭)*। বিদ'আত দূর করার জন্য মুছল্লীদের বুঝানোই হ'ল বড় কৌশল। নিজে বিদ'আত করে বিদ'আত দূর করা যায় না।

প্রশ্নঃ (৩৬/৪৭৬) অনেক মসজিদে তারাবীহ্র ছালাতে প্রতি চার রাক'আত পর পর 'সুবহানা যিল মুলকি ওয়াল মালাকূতি.... বলে সরবে বড় দো'আ পড়ে থাকে । উক্ত দো'আর প্রমাণে দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আসিফ আব্দুল্লাহ
মির্জাপুর, রাজশাহী।

উত্তর: উক্ত দো'আ তারাবীহর সময় পড়তে হবে মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। তাছাড়া দো'আটি যে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে তার সনদ নিতান্তই দুর্বল *(রওযাতুল মুহাদ্দিছীন হা/৫৭০৯, ১২/২০৯ পৃঃ)*। সুতরাং এই দো'আ বর্জনযোগ্য।

প্রশ্নঃ (৩৭/৪৭৭) শবে মি'রাজের রাতে নাকি আমাদের নবী আল্লাহ্র সাথে দেখা করেছেন এবং কথা বলেছেন। একথা কি সত্য?

-আহমাদ
ধামতী মীরবাড়ী, কুমিল্লা।

উত্তরঃ মি'রাজের রাতে রাসূল (ছাঃ) আল্লাহকে দেখেননি। বরং তাঁর 'নূর' দেখেছেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬৫৯)*। কারণ মানুষের চক্ষু আল্লাহকে দেখতে পারে না *(আন'আম ১০৩)*। তবে তিনি আল্লাহর সাথে কথা বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৩ 'মি'রাজ' অনুচ্ছেদ; মাজমূ'উ ফাতাওয়া ১৬/২১০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৪৭৮) মসজিদের নামে চার শতক জমি মৌখিকভাবে দেয়া হয়েছে। বর্তমানে সেখানে ঈদের ছালাত আদায় করা হচ্ছে। উক্ত জমি ঈদগাহের নামে রেজিস্ট্রী করে দেয়া যাবে কি?

-আব্দুল হাফীয
শেখহটি, নড়াইল।

উত্তর: উক্ত জমি মসজিদের প্রয়োজন না থাকলে ঈদগাহের নামে রেজিস্ট্রী করে দেয়া যাবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩১২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৪৭৯) আমি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ থাকার কারণে মসজিদে গিয়ে জুম'আর ছালাত আদায় করতে পারি না। বাড়িতে যোহরের ছালাত আদায় করি। অনেক সময় সুন্নাতও পড়তে পারি না এতে পাপ হবে কি?

-সুলায়মান
এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় বাড়ীতে যোহরের ছালাত আদায় করাতে কোন গুনাহ হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'চার শ্রেণীর মানুষের উপর জুম'আ ফরয নয়। তার এক শ্রেণী হচ্ছে রোগী' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৩৭৭; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১০৬৭)*। সুন্নাত পড়তে না পারলেও কোন গুনাহ হবে না। কেননা 'মানুষের সাধ্যের বাইরে আল্লাহ কষ্ট দেন না' *(বাক্বারাহ ২৮৬; তাগাবুন ২৬; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৪)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৪৮০) আমরা অল্প সংখ্যক আহলেহাদীছ লোক মসজিদে গেলে মাযহাবীদের সাথে দ্বন্দ্ব হয়। এ অবস্থায় আমরা পৃথক মসজিদ তৈরী করতে পারি কি? উল্লেখ্য, দুই মসজিদের ব্যবধান হবে আনুমানিক ১০০ গজ।

-আব্দুর রশীদ
কাযীপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় পৃথক মসজিদ করা উচিত নয়। এতে মুসলিম সমাজে বিভক্তি বৃদ্ধি পাবে, যা 'মসজিদে যেরারের' অন্যতম কারণ *(তওবা ১০৭)*। তাই সাধ্যমত মিলেমিশে একই মসজিদে ছালাত আদায় করা উত্তম হবে। মসজিদ আল্লাহ্র ঘর। সেখানে সকল মুছল্লীকে পরস্পরের প্রতি সহনশীল ও সহমর্মী থাকতে হবে এবং সবাইকে ছহীহ হাদীছ মোতাবেক আমলের প্রতি আগ্রহী হ'তে হবে।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৩তম বর্ষ ১ম সংখ্যা

অক্টোবর ২০০৯

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/১) সূরা বাক্বারাহ ৬২ আয়াতের ব্যাখ্যা কি? এ যুগের ঈমানদার ইহুদী-নাছারা সবাই কি পরকালে মুক্তি পাবে?

-জুয়েল হাসান
মণিগ্রাম, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই যারা মুসলমান হয়েছে এবং যারা ইহুদী, নাছারা ও ছাবেঈন, (তাদের মধ্য থেকে) যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ্‌র প্রতি ও ক্বিয়ামত দিবসের প্রতি এবং যারা সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে তার ছওয়াব তাদের পালনকর্তার কাছে। আর তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না' *(বাক্বারাহ ৬২)*। একই মর্মে আয়াত এসেছে সূরা মায়েদাহ ৬৯ আয়াতে। এক্ষণে আয়াতের মর্ম হ'ল এই যে, ইসলাম আসার পরের ইহুদী-নাছারা-ছাবেঈ কেউ যদি ইসলাম কবুল করেন এবং আল্লাহ ও শেষনবীর উপরে এবং আখেরাতে জবাবদিহিতার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেন ও ইসলামী বিধান মতে সৎকর্ম সম্পাদন করেন, তাহ'লে পরকালে তাদের কোন ভয় নেই বা চিন্তার কোন কারণ নেই। আল্লাহ বলেন, 'যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তালাশ করে, কখনোই তা কবুল করা হবে না' *(আলে ইমরান ৮৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যদি আজ মূসা বেঁচে থাকত, তাহ'লে তার কোন উপায় থাকতো না আমার অনুসরণ করা ব্যতীত' *(আহমাদ, বায়হাক্বী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১৭৭)*। ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে যখন ঈসা (আঃ) অবতরণ করবেন, তখন তিনি মুহাম্মাদী শরী'আতকে সম্মান দেখিয়ে ইমাম মাহদীর পিছনে ছালাত আদায় করবেন *(আহমাদ হা/১৪৭২০, সনদ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২২৩৬)*। অতএব সর্বশেষ আসমানী শরী'আত নাযিল হওয়ার পরে পূর্বেকার সকল শরী'আত মানসূখ হয়ে গেছে। শেষনবী এসেছেন বিগত সকল নবীর সত্যায়নকারী হিসাবে এবং শেষ কিতাব কুরআন মজীদ এসেছে পূর্ণাঙ্গ ও অপরিবর্তনীয় বিধান গ্রন্থ হিসাবে এবং 'ইসলাম' এসেছে সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ শরী'আত বা জীবন ব্যবস্থা হিসাবে *(মায়েদাহ ৩)*। মানব জাতির জন্য বর্তমান বিশ্বে 'ইসলাম' ব্যতীত অন্য কোন ইলাহী ধর্ম নেই।

প্রশ্নঃ (২/২) আমার প্রতিবেশী অধিকাংশ হিন্দু ও কিছু আছে নব্য খৃষ্টান। তাদের কাছে কিভাবে দ্বীনের দাওয়াত দেব?

-রবীউল ইসলাম
ওমরপুর, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ তাদের কাছে প্রথমে তাওহীদের দাওয়াত দিতে হবে। ঈশ্বর, ভগবান ও গড-এর সাথে আল্লাহ্‌র পার্থক্য বুঝাতে হবে। কেননা তাদের ঐসব নামের স্ত্রীলিঙ্গ আছে, কিন্তু 'আল্লাহ্' নামের স্ত্রীলিঙ্গ নেই। এক বচন বা বহু বচন নেই। তারা তাদের উপাস্যের মূর্তি নিজ হাতে বানিয়ে তাকে ঈশ্বর কল্পনায় পূজা করে। এমনকি পরে তা পানিতে ডুবিয়ে বিসর্জন দেয়। আমাদের আল্লাহ মানুষের যাবতীয় ধরাছোঁয়া ও কল্পনার বাইরে, 'তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন' *(শূরা ১১)*। 'তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি প্রকাশ্য, তিনি গোপন' *(হাদীদ ৩)*। 'তাঁর কোন তন্দ্রাও নেই নিদ্রাও নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও সবকিছুর ধারক' *(বাক্বারাহ ২৫৫)*। 'তিনি কারু পিতা নন বা কারু সন্তান নন, তাঁর সমতুল্য কেউ নেই *(ইখলাছ ৩-৪)*। 'তিনি সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা' *(ফাতেহা ১)*। মানুষ ও সকল সৃষ্টজীব তাঁর হুকুমেই পৃথিবীতে এসেছে। আবার তাঁর হুকুমেই পৃথিবী থেকে চলে যাবে। তিনিই সকলের রূযীদাতা ও সবকিছুর একক ব্যবস্থাপক। মানুষকে সকল ব্যাপারে কেবল তাঁরই দাসত্ব করতে হবে' *(ইউনুস ৩, ৩১)*।

অতঃপর রিসালাতের দাওয়াত দিতে হবে। বুঝাতে হবে যে, আল্লাহ ও বান্দার মধ্যেকার মাধ্যম হ'লেন নবী ও রাসূলগণ। আল্লাহ যাকে খুশী তাকে নবী হিসাবে বেছে নেন। তাদের মাধ্যমে তিনি মানব জাতির নিকট তার আদেশ ও নিষেধ সমূহ প্রেরণ করেন। এভাবে আদম থেকে যুগে যুগে এক লক্ষ চব্বিশ হাযার নবী ও রাসূল এসেছেন। তাদের মধ্যে সর্বশেষ হ'লেন শেষনবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম। এ যুগে তাঁর অনুসরণ ব্যতীত দুনিয়ার মঙ্গল ও আখেরাতে মুক্তি সম্ভব নয়। তাঁর আনীত সর্বশেষ আসমানী কিতাব পবিত্র কুরআন ও তার ব্যাখ্যা ছহীহ হাদীছ সমূহ মেনে চলা জান্নাত পিয়াসী সকল মানুষের কর্তব্য।

অতঃপর আখেরাতের দাওয়াত দিতে হবে। আখেরাতের বিষয়টি গায়েবী বিষয়। এ বিষয়ে জানার জন্য নবী-রাসূলগণ ব্যতীত সম্ভব নয়। আর কুরআন ও ছহীহ হাদীছই তার একমাত্র মাধ্যম। এ দু'য়ের বাইরে সবই কল্পনা মাত্র। অতএব কথিত ধর্মবেত্তাদের ধারণা-কল্পনার বিধান সমূহ ছেড়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ঐশী বিধানের উপরে নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করাই বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য হবে।

উল্লেখ্য যে, দাওয়াত দেওয়ার সময় সর্বদা মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, আমরা কেবল দাওয়াত দেওয়ার মালিক। কিন্তু হেদায়াতের মালিক আল্লাহ। তিনি যাকে প্রিয় বান্দা হিসাবে মনোনীত করেছেন, তিনি অবশ্যই দাওয়াত কবুল করবেন ও ইসলাম গ্রহণ করবেন।

প্রশ্নঃ (৩/৩) অপরিচিতা মহিলার লাশ পাওয়া গেলে তার জানাযা পড়া যাবে কি?

মুছত্বফা
কুড়িগ্রাম।

উত্তরঃ যদি সর্বোচ্চ ধারণা হয় যে সে অমুসলিম তাহলে তার জানাযা পড়া যাবে না। তাকে জানাযা বিহীন মাটি দিতে হবে। যেমন রাসূল (ছাঃ)-এর চাচাকে মাটি দেওয়া হয়েছিল *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩২১৪, 'জানাযা' অধ্যায়, ৭০ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৪/৪) লাশের ময়না তদন্ত করা কি জায়েয?

-ফারূক
গাইহানা, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ মুসলিম মাইয়েতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ওয়াজিব। রাসূল (ছাঃ) বলেন, মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা জীবিত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গার ন্যায় *(আবুদাঊদ হা/৩২০৭)*। ত্বীবী বলেন, উক্ত হাদীছ দ্বারা জীবিত ও মৃত উভয় অবস্থায় মানুষকে সম্মান প্রদর্শনের কথা বলা হয়েছে। জাবের (রাঃ) বলেন, একটি জানাযায় কবর খোঁড়ার সময় বের হওয়া একটি হাড্ডি ভেঙ্গে অন্যত্র ফেলে দিতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হাড্ডিটি ভেঙ্গো না। কেননা মৃত হাড্ডি ভাঙ্গা ওকে জীবিত অবস্থায় ভাঙ্গার ন্যায়। তোমরা হাড়টিকে কবরের একপাশে চাপা দাও'। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'মৃত মুমিনকে কষ্ট দেওয়া তাকে জীবিত অবস্থায় কষ্ট দেওয়ার ন্যায়' *(আওনুল মা'বূদ হা/৩১৯১, ৯/২৪ পৃঃ)*। অতএব যরূরী রাষ্ট্রীয় নির্দেশ ব্যতীত মৃতদেহ কাটাছেঁড়া বা পোস্ট মর্টেম করা অন্যায়। আজকাল পোস্ট মর্টেমের বিষয়টি অনেকটা সস্তা হয়ে গেছে। তারপরেও লাশের প্রতি অসম্মান করা হয়। যা থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবশ্যই বিরত থাকা উচিত।

প্রশ্নঃ (৫/৫) যে ব্যক্তি জুম'আর রাত্রিতে চার রাক'আত ছালাত আদায় করবে এইভাবে যে, প্রথম রাক'আতে সূরা ফাতিহাসহ ইয়াসীন, দ্বিতীয় রাক'আতে ফাতিহাসহ দুখান, তৃতীয় রাক'আতে ফাতিহাসহ সাজদাহ এবং চতুর্থ রাক'আতে ফাতিহাসহ সূরা মুলক পড়বে, সে কুরআনের কোন অংশ ভুলে যাবে না। হাদীছটির সনদ সম্পর্কে জানতে চাই।

-মাওলানা ছফিউল্লাহ
জগৎপুর, কুমিল্লা।

উত্তরঃ হাদীছটির সনদ জাল *(যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৮৭৪)*।

প্রশ্নঃ (৬/৬) যে সব মহিলা অপারেশনের মাধ্যমে সন্তান বন্ধ করে তারা মারা গেলে জানাযা পড়া যাবে কি?

-মাহফূয
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ শরী'আত সম্মত কারণ ছাড়াই সন্তান বন্ধ করা কাবীরা গোনাহ। হাদীছে একে 'গুপ্ত হত্যা' (الْوَأْدُ الْخَفِىُّ) বলা হয়েছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৯ 'বিবাহ' অধ্যায় ৫ অনুচ্ছেদ)*। কেউ এ ধরনের গর্হিত অন্যায় করলে তাকে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। সে মারা গেলে তার জানাযার ছালাত আদায় করা যাবে। তবে কোন আলেম তার জানাযায় অংশ গ্রহণ করবে না *(ছহীহ মুসলিম হা/৩২৩)*।

প্রশ্নঃ (৭/৭) জনৈক আলেম বলেন, ইমামতি করে বেতন নেওয়া শূকরের গোশত খাওয়ার সমান। এ ধরণের ইমামের পিছনে ছালাত হবে না। উক্ত কথা কি সঠিক?

-মুনীর
উল্লা বাজার, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ উক্ত কথা সঠিক নয়। ইমামতি একটি সম্মানিত পদ। ইমামের ভাতা প্রদানের গুরু দায়িত্ব সমাজের উপর বর্তাবে। তারাই তার সম্মানজনক ভাতার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩৭৪৮-৪৯)*।

প্রশ্নঃ (৮/৮) বাজারে ঘড়ির মত একপ্রকার চেইন পাওয়া যায়। যার মূল্য প্রায় পাঁচশ' টাকা। এর মাধ্যমে অনেকের রোগ ভাল হচ্ছে। এই চেইন ব্যবহার করা যাবে কি?

-সাইফুল ইসলাম
পাঁচরুখী, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত চেইন লটকালে রোগ ভাল হয়ে যাবে বলে যদি আক্বীদা হয়, তবে উক্ত চেইন ব্যবহার করা শিরক হবে। এর দ্বারা রোগমুক্তি হয় একথা সত্য নয়। বরং রোগ বৃদ্ধি হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকালো

বা বাঁধল, তাকে সেদিকেই ধাবিত করা হল' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৫৫৬)*। অন্য হাদীছে এসেছে, 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো সে শিরক করল' *(আহমাদ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯২ ও ৩৩১)*।

প্রশ্নঃ (৯/৯) ঈদের মাঠ আলোকসজ্জা করা, আগরবাতি জ্বালানো এবং ঈদের দিন পটকা ফোটানো, বাঁশি বাজানো, মেলায় যাওয়া কি জায়েয? ঈদ বোনাস দেওয়া ও নেওয়া কি শরী'আত সম্মত?

-মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
ক্যান্টনমেন্ট, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ঈদ মাঠ সজ্জিত করা, আলোকসজ্জা করা, আগরবাতি জ্বালানো, পটকা ফুটানো ও বাঁশি বাজানো, মেলায় যাওয়া বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কাজ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্য রাখে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৩৪৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১৫৩, ৮/২০৬)*। ঈদ বোনাস দেওয়া ও নেওয়া জায়েয। যেকোন নিয়োগকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তার নিযুক্ত ব্যক্তিদের স্বেচ্ছায় কিছু দিলে তারা তা গ্রহণ করতে পারে *(বুখারী হা/২৬১৯; মিশকাত হা/৩৭৪৫)*।

প্রশ্নঃ (১০/১০) হাত থেকে কুরআন মজীদ পড়ে গেলে বা তাতে পা লেগে গেলে করণীয় কী?

-শহীদুল্লাহ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় অনুতপ্ত হয়ে মুছীবত হিসাবে 'ইন্না-লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন' পড়া যায় *(বাক্বারাহ ১৫৬)*। সেই সাথে সতর্ক থাকতে হবে যেন এমনটি পুনরায় আর না ঘটে।

প্রশ্নঃ (১১/১১) যোহর এবং আছর ছালাতে সরবে ক্বিরাআত পড়া হয় না কেন?

-হাফেয ওয়াহীদুযযামান
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ এর কারণ সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) কিছু বলেননি। তিনি নীরবে ক্বিরাআত পড়েছেন তাই তাঁর অনুসরণে আমরাও নীরবে পড়ে থাকি।

প্রশ্নঃ (১২/১২) মসজিদের কমিটি হওয়ার জন্য কী কী গুণ থাকা যরূরী?

-রাজিব
শিমুলিয়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ মসজিদ আবাদকারীদের গুণাবলী সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, পরকালকে বিশ্বাস করে, ছালাত আদায় করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করে না, তারাই আল্লাহ্র মসজিদ সমূহ আবাদ করবে' *(তওবা ১৮)*। অতএব মসজিদ কমিটির সদস্যদের উপরোক্ত পাঁচটি গুণ থাকা আবশ্যিক। এছাড়া কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত অন্যান্য গুণাবলী থাকা আবশ্যিক। যেমন শিরক ও বিদ'আতের অনুসারী না হওয়া এবং আমানতদার হওয়া।

প্রশ্নঃ (১৩/১৩) আমার মাতা-পিতা উভয়েই মারা গেছেন। আমি তাদের জন্য কিভাবে মাগফিরাত কামনা করব?

-সাখাওয়াত
মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

উত্তরঃ দুইটি পদ্ধতিতে মৃত ব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা যায়। (ক) তার নামে ছাদাক্বাহ করার মাধ্যমে। যেমন একজন লোক এসে রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। কথা বলতে পারলে দান করতেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান করি তাহলে কবুল হবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ কবুল হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫০)*। (খ) তার জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমা চেয়ে দো'আ করা *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৫৫; আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৬৭৪)*।

প্রশ্নঃ (১৪/১৪) কারো প্রতিকৃতি নির্মাণ ও তাতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা কী ধরনের অপরাধ?

-আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ কোন প্রাণীর প্রতিকৃতি নির্মাণ করা এবং তাতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ *(আম্বিয়া ৫২)*। এটা বিধর্মীদের অনুকরণ যা শরী'আতে হারাম *(মায়েদাহ ৫১)*। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে অন্যদের সাথে সাদৃশ্য রাখবে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব তোমরা ইহুদী এবং খৃষ্টানদের অনুসরণ করো না' *(ছহীহ্ তিরমিযী হা/২৬৯৫)*।

প্রশ্নঃ (১৫/১৫) কেউ যৌতুক নিয়ে বিবাহ করলে তার বিয়েতে উপস্থিত হওয়া যাবে কি?

-শাহাদত
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ যৌতুক নিয়ে বিয়ে করা নাজায়েয। এ ধরনের বিয়েতে উপস্থিত হওয়া উচিত নয়। কারণ এটা পাপ ও অন্যায় কাজে সমর্থন ও সহযোগিতা করার শামিল। যা শরী'আতে নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'তোমরা নেকী ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো, পাপ ও বাড়াবাড়ির কাজে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ্ ২)*।

প্রশ্নঃ (১৬/১৬) অনেক মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের আযান দরজার কাছে দেওয়া হয়। কিন্তু জুম'আর দিনে মিম্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আযান দেয়া হয়। এর কারণ কী?

-আতিয়ার রহমান
বাগআঁচড়া, শার্শা, যশোর।

উত্তরঃ মসজিদের দরজার নিকট থেকে ছালাতের আযান দেয়া সম্পর্কে ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না। সুন্নাত হল, মসজিদের বাইরে উঁচু কোন স্থানে দাঁড়িয়ে আযান দেয়া। সেটা মিনার হোক কিংবা বাড়ির ছাদ বা অন্য কোন উঁচু স্থান হোক। উরওয়া ইবনুয যুবায়ের (রাঃ) বানু নাজ্জারের এক মহিলা হতে বর্ণনা করেন, মসজিদের নিকটে আমার বাড়িই সর্বাপেক্ষা উঁচু ছিল, বেলাল (রাঃ) তার উপরে উঠে ফজরের আযান দিতেন *(ছহীহ্ আবুদাঊদ হা/৫১৯, সনদ হাসান)*। উল্লেখ্য, জুম'আর দিনে মসজিদের দরজার নিকট দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া হ'ত মর্মে বর্ণিত আবুদাঊদের হাদীছটি যঈফ *(যঈফ আবুদাঊদ হা/১০৮৮)*।

অতএব মাইক থাকলে সুবিধামত স্থানে দাঁড়িয়ে আযান দিবে। আর মাইক না থাকলে বাইরে উঁচুস্থানে দাঁড়িয়ে আযান দিবে। বিনা মাইকে মিম্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া উমাইয়া খলীফা হেশাম ইবনে আব্দুল মালেকের আবিস্কৃত বিদ'আত। অতএব মাইক থাকলেও মিম্বরের সামনে দাঁড়িয়ে আযান না দেওয়াই উত্তম হবে।

প্রশ্নঃ (১৭/১৭) মোর্দাকে গোসল করানোর নিয়ম জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল মুমিন
চোপীনগর, শাহজাহানপুর, বগুড়া।

উত্তরঃ মাইয়েতকে গোসল দেয়ার সময় পর্দার ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং পূর্ণ শালীনতা ও পরহেযগারীর সাথে কুলপাতা দেওয়া পানি অথবা সুগন্ধি সাবান দিয়ে গোসল করাবে। সুন্নাতী তরীকা মোতাবেক গোসল করাতে সক্ষম এমন নিকটাত্মীয় বা অন্য কেউ মাইয়েতকে গোসল করাবে। পুরুষ পুরুষকে এবং মহিলা মহিলাকে গোসল করাবে। তবে মহিলাগণ শিশুদেরকে গোসল করাতে পারবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৬৮)*। স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে বিনা দ্বিধায় গোসল করাবে *(ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৫; বায়হাক্বী ৩/৩৯৭; দারাকুৎনী হা/১৮৩৩, সনদ হাসান)*।

গোসলের সময় প্রথমে একটি কাপড় দিয়ে তার সতর ঢেকে দিবে এবং তার শরীরের পরিধেয় কাপড়গুলো খুলে ফেলবে। এরপর গোসলদানকারী হাতে একটি ভিজা ন্যাকড়া পেঁচিয়ে নিবে। অতঃপর লজ্জাস্থানের দিকে না তাকিয়ে তা পরিষ্কার করে দিবে। এরপর 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান দিক থেকে ছালাতের ওযূর ন্যায় ওযূর অঙ্গ সমূহ ধৌত করাবে। তার পর তিনবার বা তার বেশী বেজোড় সংখ্যায় সমস্ত শরীরে পানি ঢালবে। গোসল শেষে সুগন্ধি বা কর্পূর লাগাবে। মাইয়েত মহিলা হলে চুল খুলে দিবে। অতঃপর তিনটি ভাগে বেনীবদ্ধ করে পিছনে ছড়িয়ে দিবে *(বুখারী হা/১২৬৩; মুসলিম হা/৯৩৯; আবুদাঊদ হা/৩১৪২, ৩১৪৫; মিশকাত হা/১৬৩৪; ছালাতুর রাসূল পৃঃ ১২০-১২১)*।

প্রশ্নঃ (১৮/১৮) আল্লাহ আসমান-যমীন সৃষ্টির ৫০ হাযার পূর্বে রিযিক নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু মানুষ তো বিভিন্ন অপকর্ম করে থাকে। সেটাও কি আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন?

-আযীযুল ইসলাম
গন্ধর্ব বাড়ী, সরকার পাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ মানুষকে আল্লাহ পরীক্ষা করার জন্য সৃষ্টি করেছেন *(মুলক ২)*। তার জন্য ভাল ও মন্দ দু'টি পথই বাতলিয়ে দিয়েছেন এবং সেই পথে চলারও স্বাধীনতা দিয়েছেন *(দাহর ৩)*। তারপরেও অনেকে তার স্বাধীনতাকে মন্দ পথে ব্যবহার করছে আবার কেউ ভাল পথে ব্যবহার করছে। আর মানুষ তার স্বাধীনতাকে কোন পথে ব্যবহার করবে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ অগ্রিম জানেন। এ কারণেই তিনি কে জান্নাতী আর কে জাহান্নামী তা নির্ধারণ করে রেখেছেন। যা মানুষের জানার বাইরে। অতএব মানুষকে কেবল আল্লাহ্র দেখানো পথেই চলতে হবে।

প্রশ্নঃ (১৯/১৯) জিনদের দেশ কোথায়? তারা মানুষের মত বিবাহ-শাদী ও ঘর সংসার করে কি? তাদের খাদ্য ও জীবন যাপন সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আতিয়ার রহমান
বাগআঁচড়া, শার্শা, যশোর।

উত্তরঃ উক্ত বিষয়টি ইলমে গায়েবের সাথে সংশ্লিষ্ট। তাদের দেশ কোথায় সে সম্পর্কে কুরআন-হাদীছে স্পষ্ট কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। তবে তারা কোন্ কোন্ স্থানে অবস্থান করে সে সম্পর্কে কিছু জানা যায়। যেমন তাদের কিছু অংশ মরুভূমিতে, কিছু গর্তে, কিছু মানুষের বসতবাড়ীতে থাকে। আর কিছু থাকে ময়লা আবর্জনায়, টয়লেটে, বিরাণভূমিতে ও কবরস্থানে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, তারা আমাদেরকে দেখে কিন্তু আমরা তাদেরকে দেখি না *(আ'রাফ ২৭)*। তাদেরকেও ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে *(যারিয়াত ৫৬)*। তারাও ক্বিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসিত হবে *(আন'আম ১৩০)*। তাদের মধ্যে মুমিন ও ফাসিক উভয় প্রকারের জিন রয়েছে *(জিন ১৪-১৫; বুখারী হা/৭৭৩ ও ৭৩১, 'আযান' অধ্যায়)*। আল্লাহ্ তা'আলা প্রতিটি জীবকেই জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং জিনদেরও বিবাহ-শাদী হয়, ঘর-সংসার আছে এবং তাদেরও বংশ বৃদ্ধি হয় *(কাহফ ৫০)*। জিনরা গায়েব সম্পর্কে কিছুই জানে

না *(সাবা ১৪)*। তারা রূপ পরিবর্তন করতে পারে *(বুখারী, মিশকাত হা/২১২৩)*।

তাদের খাদ্য সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন, জিনদের খাদ্য হাড়, তা খাওয়ার সময় 'বিসমিল্লাহ্' বললেই তা পূর্ণাঙ্গ গোশতে পরিণত হয়। আর গোবর হচ্ছে তাদের পশুর খাদ্য *(মুসলিম হা/৪৫০, 'ছালাত' অধ্যায়; তিরমিযী হা/৩২৫৮)*। অন্য হাদীছে রাসূল (সঃ) বলেন, 'জিনরা হচ্ছে তিন প্রকার। (ক) বহু ডানা বিশিষ্ট যারা বাতাসে উড়ে বেড়ায়, (খ) সাপ ও কুকুর রূপ ধারণ করে (গ) নির্দিষ্ট স্থানে অবতরণ করে আবার চলে যায় *(ত্বাহাভী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪১৪৮; ছহীহুল জামে' হা/৩১১৪)*। মূল কথা হ'ল, তাদের একটি পৃথক জগৎ রয়েছে যা মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে *(বিস্তারিত দ্রঃ উমার সুলায়মান আশক্বার, 'আলামুল জিন্নে ওয়াশ শায়াত্বীন' নামক বই)*।

প্রশ্নঃ (২০/২০) সূরা নিসার ৫৯নং আয়াতে আমীরের আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আমি প্রবাসী এমতাবস্থায় আমার করণীয় কী?

-মাহবুব আলম
বেরানজিরো, এথেন্স, গ্রীস।

উত্তরঃ উক্ত আয়াতে সঠিক ইসলামী আমীরের আনুগত্য করতে বলা হয়েছে। আপনি প্রবাসে থেকেও ইসলামী আমীরের আনুগত্য করবেন এবং সে দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে রাষ্ট্রীয় বিধান মেনে চলবেন। তবে আল্লাহর নাফরমানী করে কারু আনুগত্য করা যাবে না *(ছহীহুল জামে' হা/৭৫২০; মিশকাত হা/৩৬৯৬)*।

প্রশ্নঃ (২১/২১) আমার আব্বা ছালাত-ছিয়াম খুব ভালভাবে আদায় করতেন। যাকাতও প্রদান করতেন। হয়তো যথাযথ হিসাব করে দিতেন না। তিনি মারা যাবার পর সম্প্রতি আমার বোনের মেয়ে স্বপ্নে দেখে যে, তিনি খড়ের স্তূপ করছেন। সেখানে অসংখ্য সাপ। এটা কি যাকাত সঠিকভাবে না দেয়ার শাস্তির প্রতি ইঙ্গিত করে?

-হাফিযা বেগম
বায়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ স্বপ্ন কোন দলীল নয়। স্বপ্নের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির জন্য কোনকিছু বিষয় নির্দিষ্ট করা যায় না। বরং খারাপ স্বপ্ন দেখলে কারো নিকট প্রকাশ করা উচিত নয়।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যখন তোমাদের কেউ পসন্দনীয় স্বপ্ন দেখবে, তখন সেটা হবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। অতএব সে যেন আল্লাহ্র প্রশংসা করে এবং অন্যকে জানায়। আর যদি অপসন্দনীয় স্বপ্ন দেখে তাহলে তা হবে শয়তানের পক্ষ থেকে। সে যেন তার অনিষ্টতা থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং কাউকে না জানায়। এরূপ করলে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না *(বুখারী হা/৭০৪৫)*।

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ যখন অপসন্দনীয় স্বপ্ন দেখবে তখন সে যেন তার বাম দিকে তিনবার থুক মারে, তিনবার শয়তান থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং পার্শ্ব পরিবর্তন করে *(মুসলিম হা/২২৬২)*।

প্রশ্নঃ (২২/২২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোনদিন আযান দিয়েছেন কি?

-আবুল কালাম
চক কাজিজিয়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে কখনো ছালাতের আযান দিয়েছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (২৩/২৩) শিশুদেরকে কোন প্রাণীর মূর্তি বা পুতুল জাতীয় খেলনা দিয়ে খেলতে দেয়া যাবে কি?

-আমীনুল ইসলাম
মেলান্দী, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রাণীর মূর্তি বা পুতুল দ্বারা শিশুদের খেলতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ মূর্তির ব্যাপারে ইসলাম কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৬৯৬)*। তবে কন্যা শিশুদেরকে সাধারণ পুতুল দিয়ে খেলতে দেওয়া যায়। যা খেলা করার পর তাৎক্ষণিক নষ্ট হয়ে যায়। যেমন আয়েশা (রাঃ) শৈশবে এ জাতীয় পুতুল দ্বারা খেলা করেছেন *(বুখারী হা/৬১৩০, 'আদাব' অধ্যায়; মুসলিম হা/২৪৪০)*। উল্লেখ্য, আয়েশা (রাঃ) যে পুতুল নিয়ে খেলতেন তা বর্তমানে প্রচলিত পুতুলের মত নয়। বর্তমানে প্লাষ্টিক বা অন্য বস্তুর দ্বারা পুতুল তৈরি করা হয়। যার মুখ, চোখ, নাক, কান সহ অন্যান্য অঙ্গ প্রতঙ্গ হুবহু মানুষের বা প্রাণীর আকৃতির ন্যায়। এ ধরনের পুতুল অবশ্যই বর্জনীয়।

প্রশ্নঃ (২৪/২৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শয্যা গ্রহণের জন্য কী কী দ্রব্যাদি ব্যবহার করতেন?

রাযিয়া সুলতানা
মেলান্দী, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যে বিছানায় শয়ন করতেন তা ছিল চামড়ার তৈরি। খেজুর গাছের আঁশে তা ভর্তি ছিল *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩০৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪১১৮, ৮/১৯৬ পৃঃ)*। তিনি যে বালিশে হেলান দিতেন তাও ছিল চামড়ার, যার ভিতরে আঁশ ছিল *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৩০৮)*।

প্রশ্নঃ (২৫/২৫) ফিৎরা-কুরবানীর টাকা সমাজের সরদার বা ইমামের নিকট জমা করা হয়। সেখান থেকে সরদারকে দুই আনা অংশ দেওয়া হয়। কোন কোন জায়গায় ইমাম ও মুয়াযযিনের বেতনও দেওয়া হয়। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-মুহাম্মাদ আফসার
কোনাবাড়িয়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ বায়তুল মালের নির্দিষ্ট হক্বদার রয়েছে। তাদেরকেই দিতে হবে। এর বাইরে দেওয়া যাবে না *(তওবা ৬০)*। আল্লাহ তা'আলা যাদের মধ্যে বণ্টন করার আদেশ করেছেন সমাজের সরদার বা ইমাম-মুওয়াযযিন তাদের অন্তর্ভুক্ত নন।

প্রশ্নঃ (২৬/২৬) জানাযার ছালাত কত হিজরীতে চালু হয় এবং সর্বপ্রথম কোন ব্যক্তির জানাযা পড়া হয়?

-আবুল হুসাইন মিয়াঁ
কেন্দুয়া পাড়া, কাঞ্চন, রূপগঞ্জ।

উত্তরঃ জানাযার ছালাত ১ম হিজরীতে চালু হয় *(ইতহাফুল কিরাম শরহ বুলূগুল মারাম, পৃঃ ১৪১, 'জানাযা' অধ্যায়)*। সর্বপ্রথম কোন ব্যক্তির জানাযা পড়া হয় তা সঠিকভাবে জানা যায় না।

প্রশ্নঃ (২৭/২৭) মাখলূক্বাতের সংখ্যা ১৮০০০ হাযার। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ ইউসুফ
নিজ পাড়া, বীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মাখলূক্বাতের সঠিক সংখ্যা জানা যায় না। এ ব্যাপারে অনেকগুলো মত পাওয়া যায়। যেমন মুক্বাতিল বলেন, ৮০০০০, আবু সাঈদ খুদরী বলেন, ৪০০০০ হাযার, ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ বলেন, ১৮০০০, উমাইয়া খলীফা মারওয়ান বিন মুহাম্মাদ বলেন, ১৭০০০ প্রভৃতি। উক্ত সংখ্যাগুলো দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মাখলূক্বাতের সংখ্যা অগণিত। যার সঠিক সংখ্যা আল্লাহই ভাল জানেন *(দ্রঃ তাফসীরে ইবনে কাছীর সূরা ফাতিহা ২ নং আয়াতের ব্যাখ্যা)*।

প্রশ্নঃ (২৮/২৮) ওয়াইস ক্বারনী সম্পর্কে বলা হয়, তিনি সর্বদা আল্লাহ্র ধ্যানে মগ্ন থাকতেন, জামা'আতে ছালাত আদায় করতে আসার প্রয়োজন মনে করতেন না। ওহোদ যুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর দাঁত ভাঙ্গার কথা শুনে কোন্ দাঁত ভেঙ্গেছে তা না জানার কারণে এক এক করে তার মুখের সব দাঁত ভেঙ্গে ফেলেন। উক্ত ঘটনাগুলোর প্রমাণ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ইসলামুল হক্ব
কামারকুড়ি, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ ওয়াইস ক্বারনী সম্পর্কে কথিত উক্ত বক্তব্যগুলো সঠিক নয়। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ তাবেঈগণের একজন। রাসূল (ছাঃ) তার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেন, 'ইয়ামন থেকে এক ব্যক্তি তোমাদের নিকট আসবে। তার নাম হবে ওয়াইস। ইয়ামনে তার মা ছাড়া আর কোন নিকটাত্মীয় থাকবে না। তার দেহে ধবলকুষ্ঠ ছিল। সে জন্য তিনি আল্লাহ্র কাছে দো'আ করেছিলেন। ফলে এক দিরহাম বা এক দীনর পরিমাণ জায়গা ছাড়া আল্লাহ (সারা দেহ থেকে) তার রোগ দূর করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে তার সাক্ষাৎ পাবে সে যেন নিজের মাগফিরাতের জন্য তার মাধ্যমে দো'আ করায় *(মুসলিম, ফাযায়েল অধ্যায়; মিশকাত হা/৬২৫৭; বঙ্গানুবাদ মিশকাত ১১/২২৬, হা/৬০০৬)*।

প্রশ্নঃ (২৯/২৯) সূরা ইয়াসীনের ফযীলত সম্পর্কে জনৈক আলেম বলেন, যদি কোন ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন পড়ে ঘুমিয়ে যায় তাহলে সে সকালে নিষ্পাপ হয়ে উঠবে। আর যে ব্যক্তি প্রত্যহ তেলাওয়াত করবে তার জন্য ক্বিয়ামতের মাঠে আল্লাহর কাছে সুফারিশ করবে। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

উত্তরঃ প্রথম বর্ণনাটি যঈফ *(যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৮৮৬)*। আর দ্বিতীয়টির কোন দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৩০/৩০) এক ঘণ্টা আল্লাহ্র সৃষ্টি তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা সত্তর বছর ইবাদত করার সমান। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

-বিলক্বিস পারভীন
তেরঘরিয়া, মেহেরপুর।

উত্তরঃ উক্ত বর্ণনাটি জাল। বর্ণনাটি হল, যে আলেম বিছানায় ভর দিয়ে এক ঘণ্টা ইলম চর্চা করবেন তা একজন আবেদ ব্যক্তির সত্তর বছর ইবাদতের সমান হবে *(দায়লামী, সিলসিলা যঈফাহ হা/৩৯৭৮)*। অনুরূপ এক ঘণ্টা ইলম অন্বেষণ করা এক ঘণ্টা ইবাদত করার চেয়ে উত্তম এই বর্ণনাটিও যঈফ *(দারেমী, মিশকাত হা/২৫৬)*। তবে এ বিষয়ে ছহীহ হাদীছ হ'ল এই যে, 'আবেদের উপরে আলেমের মর্যাদা নক্ষত্র সমূহের উপরে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায়' বা 'আমার মর্যাদা যেমন তোমাদের উপরে' *(তিরমিযী, আবুদাউদ প্রভৃতি, মিশকাত হা/২১২, ২১৩)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩১) অনেক আলেম বলে থাকেন, বাচ্চা জন্ম গ্রহণ করার পর আযান-ইক্বামত দেওয়ার কারণে জানাযার ছালাতের আযান-ইক্বামত নেই। এ কথা কি ঠিক?

-নূরুল ইসলাম
নাল্লাপোল্লা বাজার, নৈহাটি, সাভার, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত কথা ভিত্তিহীন। জানাযার ন্যায় ঈদের ছালাতেও আযান-ইক্বামত নেই। মূলত শরী'আত মহান

আল্লাহ কর্তৃক বিধিবদ্ধ। আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী আমল করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩২/৩২) জনৈক মাওলানা তার বইয়ে লিখেছেন, যে ব্যক্তি সূরা ওয়াক্বি'আ কাগজে লিখে তাবীয বানিয়ে শরীরে ব্যবহার করবে সে যাবতীয় বিপদ থেকে রক্ষা পাবে। যে ব্যক্তি উক্ত সূরা প্রত্যহ তেলাওয়াত করবে তার কোন দিন অভাব হবে না। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-অধ্যাপক সফিউদ্দীন আহমাদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ শুধু সূরা ওয়াক্বি'আহ নয় কোন সূরা বা আয়াত লিখে তাবীয বানানো শিরক। তাবীয বিপদাপদ দূর করে একথা সত্য নয়। বরং বিপদাপদের মধ্যে ঠেলে দেয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো সে শিরক করল' *(আহমাদ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯২ ও ৩৩১)*। অন্য হাদীছে এসেছে, 'যে ব্যক্তি কোন কিছু লটকালো সে তার দিকেই ধাবিত হল' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৫৫৬)*। বরং কুরআন তেলাওয়াত করে গায়ে ফুঁক দিতে পারে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৫২ 'চিকিৎসা ও ফুঁক দেওয়া' অধ্যায়)*।

সূরা ওয়াক্বি'আহ পড়লে কোনদিন অভাব হবে না বলে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা যঈফ *(বায়হাক্বী শো'আবুল ঈমান, মিশকাত হা/২১৮১ 'ফাযায়েলুল কুরআন' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৩) ইমাম মাহদীর আগমনের পর জিবরীল (আঃ) তাঁর কাছে অহি নিয়ে আসবেন। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-রাসেল
আন্ধার মুহা, চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে নবুঅত ও রিসালতের সিলসিলা শেষ হয়ে গেছে। মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর পর জিবরীল (আঃ) অন্য কারো নিকট নবুঅতের 'অহি' নিয়ে আসবেন এই আক্বীদা পোষণ করা ঈমান বিনষ্টের শামিল। কারণ তিনি অহি নিয়ে আসতেন শুধু নবী ও রাসূলগণের নিকটে *(বুখারী, মিশকাত হা/৫৮৪১)*। আর ইমাম মাহদী নবী নন *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪২৮৩-৮৫)*। তিনি শেষনবীর বংশধর হবেন ও সাত বছর পৃথিবী সুশাসনে ভরিয়ে দেবেন *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪৫২-৫৪ 'কিয়ামতের আলামত' অনুচ্ছেদ)*। তবে আল্লাহ চাইলে জিবরীল (আঃ)-কে অন্য কারো কাছে যেকোন উদ্দেশ্যে পাঠাতে পারেন।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৪) মৃত ব্যক্তিকে বাড়ী থেকে কবরস্থানে নিয়ে যাওয়ার সময় আগে মাথা রাখবে না পা রাখবে?

-হাবীবুর রহমান
দুর্গাপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত বিষয়ে নির্দিষ্ট কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। অতএব সুবিধামত অবস্থায় কবরস্থানে নিয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৫) জনৈক আলেম বলেন, কা'বা ঘর তৈরী করার পর যে সমস্ত পাথর উদ্বৃত্ত হয়েছিল তা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। উক্ত পাথরগুলো যে যে স্থানে পড়েছে সে সমস্ত স্থানে মসজিদ নির্মিত হয়েছে। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

-মুফাক্ষারুল ইসলাম
বাগহাটা, নরসিংদী।

উত্তরঃ উক্ত ঘটনা ভিত্তিহীন ও বানোয়াট। কা'বা ঘর নির্মাণের ইতিহাসে এ ধরণের কথার কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩৬) শায়খ আলবানী (রহঃ) তাঁর 'ছিফাতু ছালাতিন নবী' গ্রন্থে বলেন, ইমাম সরবে ক্বিরাআত করলে ইমামের পিছনে ক্বিরাআত পড়তে হবে না। এ মর্মে সঠিক ফায়ছালা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-যিয়াউল ইসলাম
বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ শায়খ আলবানীসহ কিছু বিদ্বান জেহরী ছালাতে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া মানসূখ হয়ে গেছে বলে মত প্রকাশ করলেও ইমাম বুখারী সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম ইমামের পিছনে সর্বাবস্থায় সূরা ফাতিহা পড়া ওয়াজিব বলেছেন। এ বিষয়ে রাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, اقرأ بها فى نفسك 'তুমি এটা মনে মনে পড়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৩)*। অতএব কোন বিষয়ে হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবীর ব্যাখ্যা পাওয়া গেলে অন্য কারু ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। *(এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৫১-৫৫।*

প্রশ্নঃ (৩৭/৩৭) একাধিক স্ত্রীর স্বামী জান্নাতী হলে কোন্ স্ত্রীর সাথে তিনি জান্নাতে থাকবেন? অনুরূপ কোন মহিলার একাধিক স্বামী থাকলে তিনি কোন্ স্বামীর সাথে জান্নাতে থাকবেন?

-রাফিয়া সুলতানা
গাছবাড়ী, সিলেট।

উত্তরঃ কোন জান্নাতী ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী জান্নাতী হলে সবাই উক্ত স্বামীর সাথে জান্নাতে থাকবেন। পক্ষান্তরে একাধিক স্বামীর অধিকারীণী মহিলা জান্নাতী হলে এবং তার সর্বশেষ স্বামীও জান্নাতী হ'লে তিনি তার সাথে থাকবেন। আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর সাথে বিবাহের প্রস্তাব করা হ'লে তিনি বলেন, আমি অন্য কোথাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে রাযী নই।

কারণ আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেছেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, মহিলাগণ তাদের শেষ স্বামীর সাথে জান্নাতে থাকবে। অতএব, আমি আমার স্বামী আবুদ্দারদার পরিবর্তে কাউকে চাই না। একই ধরনের বক্তব্য এসেছে, আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) হতে। অনুরূপভাবে হুযায়ফা (রাঃ) তার স্ত্রীকে বলেন, যদি তুমি আমার সাথে জান্নাতে থাকতে চাও তাহলে আমার পরে অন্যত্র বিবাহ করো না *(ত্বাবারাণী, বায়হাক্বী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/১২৮১)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩৮) যে ব্যক্তি রাতে সূরা দুখান পাঠ করে তার জন্য ৭০ হাযার ফেরেশতা ক্ষমা প্রার্থনা করে। হাদীছটির সনদ ছহীহ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হাফেয ওয়াহীদুযযামান
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছটি জাল *(যঈফ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৪৪৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩৯) ফেরাউনের লাশ পাওয়ার পর কিভাবে সনাক্ত করা হ'ল যে, এটা তার লাশ? প্রমাণ সহ জানিয়ে বাধিত করবেন।

-যিয়াউর রহমান
পাতাড়ী, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ মৃত ফেরাউনকে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অতএব আজকের দিনে আমরা তোমার দেহকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি যাতে তোমার পশ্চাদদ্বর্তীদের জন্য তুমি নিদর্শন হ'তে পারো' *(ইউনুস ৯২)*। ফেরাউনকে লোহিত সাগরের সংলগ্ন তিক্ত হ্রদে আল্লাহ তার সৈন্যদল সহ ডুবিয়ে মেরেছেন। ফেরাউনের লাশের মমি ১৯০৭ খৃস্টাব্দে আবিস্কৃত হয়। সিনাই উপদ্বীপের পশ্চিম তীরে 'জাবালে ফেরাউন' নামে একটি ছোট পাহাড় আছে। এখানেই প্রথম ফেরাউনের লাশ প্রথম পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক লুইস গোল্ডিংয়ের ভ্রমণ পুস্তক এবং এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার নিবন্ধে বলা হয়েছে যে, 'থেব্‌স' নামক স্থানের সমাধি মন্দিরে ১৮৯৬ সালে একটি স্তম্ভ আবিস্কৃত হয়, যাতে ফেরাউনের আমলের কীর্তি সমূহ লিপিবদ্ধ ছিল। অতঃপর ১৯০৬ সালে বৃটিশ নৃতত্ত্ববিদ স্যার ক্রাঁফো ইলিয়ট স্মিথ মমিগুলো খুলে মমিকরণের কলাকৌশল অনুসন্ধান শুরু করেন। এভাবে তিনি ৪৪টি মমি পরীক্ষা করেন এবং অবশেষে ১৯০৭ সালে তিনি ফেরাউনের লাশ সনাক্ত করেন। ঐ সময় তার লাশের উপরে লবণের একটি স্তর জমে ছিল। যা দেখে সবাই স্তম্ভিত হন। কারণ অন্য কোন মমি দেহে অনুরূপ পাওয়া যায়নি। উক্ত লবণের স্তর যে সাগরের লবণাক্ত পানি তা বলাই বাহুল্য *(মাওলানা মওদূদী, রাসায়েল ও মাসায়েল (ঢাকা: ১৯৯৬) ৫/৯৯ পৃঃ।)*। এভাবে সূরা ইউনুস ৯২ আয়াতের বক্তব্য দুনিয়াবাসীর নিকটে সত্য প্রমাণিত হয়ে যায়।

প্রশ্নঃ (৪০/৪০) আহলেহাদীছগণ দুই সিজদার মাঝের বৈঠকে দো'আ পড়েন কেন? উক্ত দো'আর ভিত্তি আছে কি?

-আল-আমীন
ছারছিনা মাদরাসা, পিরোজপুর।

উত্তরঃ উক্ত দো'আ আবুদাঊদ, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহতে ছহীহ সনদে বর্ণিত হয়েছে *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৮৫০; ছহীহ তিরমিযী হা/২৮৪; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/৮৯৮; মিশকাত হা/৯০০; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৮৪০, ২/৩০১)*। দো'আটি হ'লঃ **'আল্লা-হুম্মাগফিরলী, ওয়ারহামনী, ওয়াজবুরনী, ওয়াহদেনী, ওয়া 'আ-ফেনী, ওয়ারযুক্বনী'**। যার অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমাকে দয়া কর, আমার অবস্থার সংশোধন কর, আমাকে সুপথ দেখাও, আমাকে আরোগ্য দাও' আমাকে রূযী দাও'। এছাড়া এ সময় 'রব্বিগফিরলী' ('হে প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর') বলারও ছহীহ হাদীছ রয়েছে *(নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/৯০১ 'সিজদা ও তার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। ছহীহ হাদীছে বর্ণিত এই সুন্দর দো'আটি যেকোন আল্লাহভীরু মুসলমানের হৃদয় দিয়ে পাঠ করা উচিত। কেননা এর মধ্যে বান্দার সকল চাওয়া-পাওয়া শামিল রয়েছে। আর ছালাতের মধ্যেই দো'আ কবুল হয়ে থাকে। আহলেহাদীছগণ ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ইবাদত করার চেষ্টা করেন। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সহ সকল ইমাম আমাদেরকে ছহীহ হাদীছ মেনে চলার নির্দেশ দিয়ে গেছেন *(শা'রানী, কিতাবুল মীযান (দিল্লী ছাপা, ১২৮৬ হিঃ) ১/৬৩ পৃঃ)*। বলা বাহুল্য, অহেতুক মাযহাবী গোঁড়ামী অনেককে ছহীহ হাদীছ মান্য করা থেকে দূরে নিয়ে গেছে।

আবশ্যক

(১) আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়া, রাজশাহী-র জন্য একজন 'হাফেয' আবশ্যক। বয়সঃ ২৫ থেকে ৪০-এর মধ্যে হবে। সুন্নাতের পাবন্দ, তাক্বওয়াশীল ও ক্বিরাআতে অভিজ্ঞ প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

যোগাযোগঃ ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল, ঐ।
মোবাইলঃ ০১৭১৭-০৮৮৯৬৭।

(২) দারুলহাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকাল, সাতক্ষীরা-র জন্য আলেম ও দাওরায়ে হাদীছ পাঠ দানে যোগ্য দু'জন 'আরবী শিক্ষক' ও একজন তরুণ হাফেয আবশ্যক। দাওরায়ে হাদীছ ও কামিল পাশ সুন্নাতের পাবন্দ ও তাক্বওয়াশীল প্রার্থীগণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। বেতন-ভাতা আলোচনা সাপেক্ষ।

যোগাযোগঃ সুপার, ঐ।
মোবাইলঃ ০১৭১০-৬১৯১৯১
০১৭১৬-১৫০৯৫৩।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১৩তম বর্ষ ২য় সংখ্যা
নভেম্বর ২০০৯

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৪১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন্ ছাহাবীকে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করতে নিষেধ করেছিলেন? সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ছাহাবীগণ কেন করবানী করতেন না?

-আবুল হুসাইন মিঞা
কেন্দুয়াপাড়া, কাঞ্চন, রূপগঞ্জ।

উত্তরঃ রাসূল (ছাঃ) কোন ছাহাবীকে কুরবানী করতে নিষেধ করেননি। তবে কুরবানী করা যে ওয়াজিব নয় তা জানানোর জন্য আবুবকর ছিদ্দীক্ব ও ওমর (রাঃ) নিয়মিত কুরবানী করতেন না *(বায়হাক্বী, ইরওয়াউল গালীল হা/১১৩৯, ৪/৩৫৪ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২/৪২) আযান ও ইক্বামতে ভুল হলে পুনরায় নতুন করে দিতে হবে কি? যাদের উপর ছালাত ফরয হয়নি তারা ছালাতের সামনে দিয়ে গেলে গুনাহগার হবে কি?

উত্তরঃ আযান ও ইক্বামতে ভুল হলে নতুন করে দিতে হবে না। অনুরূপ যাদের উপর ছালাত ফরয হয়নি তারা ছালাতের সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করলে গুনাহগার হবে না। কারণ তাদের উপর শরী'আত বর্তায় না। তবে তাদের বিরত রাখা উচিত। কেননা এতে মুছল্লীদের মনোযোগ ব্যাহত হয়।

প্রশ্নঃ (৩/৪৩) মোর্দাকে মাটি দেয়ার পর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে সূরা বাক্বারাহর প্রথম রুকু এবং পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে শেষ রুকু পড়ার কোন ছহীহ দলীল আছে কি?

-কামরুল ইসলাম
দেবীনগর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত মর্মে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (৪/৪৪) এমন কোন দো'আ আছে কি যা আসমান-যমীন সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে এবং পরে আজ পর্যন্ত কেউ জানতে পারেনি? এমনকি আল্লাহর নিকটবর্তী কোন ফেরেশতা, বড় বড় কোন নবীও জানতে পারেননি। অথচ দো'আটি আল্লাহর ধন-ভাণ্ডার বলে পরিচিত, যার প্রতিটি অক্ষরে লক্ষ লক্ষ ভাবের উদয় হয়। তাতে রয়েছে কোটি কোটি গোপন রহস্য। উক্ত দো'আ সম্পর্কে জানতে চাই।

-আনিসুর রহমান
বেড়াবাড়ী, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ এ ধরনের কোন কথা কুরআন-হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়।

প্রশ্নঃ (৫/৪৫) রাসূল (ছাঃ) যে সাতটি বিষয়ের প্রতি ঈমান আনার কথা বলেছেন সেগুলো কি ছালাতের মধ্যে পড়া যাবে?

-আব্দুল আহাদ
নোয়াখালী।

উত্তরঃ সাতটি নয়; বরং ছয়টি। এগুলো ছালাতের মধ্যে বলা যাবে না। কারণ তা কুরআন-হাদীছ হতে প্রমাণিত দো'আ নয়। জিবরীল (আঃ) ঈমান সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে উক্ত ছয়টি বিষয় বলেছিলেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১)*।

প্রশ্নঃ (৬/৪৬) চিংড়ি মাছ খাওয়া সম্পর্কে শরী'আতের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল হাই
সিংগাপুর।

উত্তরঃ চিংড়ি মাছ খাওয়া জায়েয। কারণ এটি মাছ। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নদীর শিকার তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে' *(মায়েদা ৯৬)*।

প্রশ্নঃ (৭/৪৭) চাকরী দেওয়ার শর্তে ছেলের সংগে মেয়ের বিবাহ দিলে সেই বিবাহ শরী'আত সম্মত হবে কি?

-সুলতানা
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ বিবাহ সিদ্ধ হবে। তবে এরূপ শর্ত জায়েয নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ঐ সকল শর্ত যা আল্লাহর কিতাবে নেই তা বাতিল *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৮৭৭)*। বিবাহের শর্ত হল ওয়ালী ও দুইজন ঈমানদার ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষী *(ইরওয়াউল গালীল হা/১৮৫৮, ৬/২৫৮)*।

প্রশ্নঃ (৮/৪৮) চুলে বা দাড়িতে কালো কলপ দেওয়া যায় কি?

-আব্দুল হালীম
সিংগাপুর।

উত্তরঃ চুল ও দাড়ি সাদা হয়ে গেলে মেহেদী বা অন্য কোন রং দিয়ে পরিবর্তন করতে হবে। তবে কালো রং ব্যবহার

করা যাবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২৪)*। এ জন্য উত্তম রং হল মেহেদী *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/৪৪৫১)*। অন্য হাদীছে এসেছে, যারা সাদা চুল বা দাড়িতে কালো রং ব্যবহার করে তারা জান্নাতের সুগন্ধীও পাবে না *(নাসাঈ হা/৫০৭৫, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/৪৪৫২)*।

প্রশ্নঃ (৯/৪৯) ফজরের ছালাতের পর ছুটে যাওয়া সুন্নাত সাথে সাথে পড়ার দলীল জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মাহে আলম
জগৎপুর,বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ ছুটে যাওয়া সুন্নাত ছালাতের পরপরই পড়া যায় *(তিরমিযী হা/৪২৩, অনুচ্ছেদ ৩০৯; ইবনু মাজাহ হা/১১৫৪ অনুচ্ছেদ ১০৪; সনদ ছহীহ)*। উল্লেখ্য, পরে সুন্নাত পড়া যায় না এই ধারণা করে জামা'আত চলা অবস্থায় ফজরের সুন্নাত পড়া রাসূলের সুন্নাতের বিরুদ্ধাচরণের শামিল *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৮)*।

প্রশ্নঃ (১০/৫০) মহিলারা কুরবানীর পশু যবেহ করতে পারে কি?

-মুহসিন আকন্দ
বংশাল, ঢাকা।

উত্তরঃ মহিলারা কুরবানীর পশু সহ যেকোন পশু যবেহ করতে পারে। কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, তার একটি ছাগল 'সালআ' নামক চারণক্ষেত্রে ছিল। তাঁর এক দাসী ছাগলটিকে মরণাপন্ন দেখে পাথর দ্বারা যবেহ করে দেয়। বিষয়টি তিনি রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি ছাগলটি খাওয়ার নির্দেশ দেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৪০৭২)*।

প্রশ্নঃ (১১/৫০) হাদীছের গ্রন্থ কতটি? শুনা যায় ৫৬টি। এটা কি সঠিক সংখ্যা?

-মুহাম্মাদ রেযাউল হক্ব
শালিয়া, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ উক্ত হিসাব সঠিক নয়। হাদীছের গ্রন্থের সঠিক হিসাব জানা যায় না। শুধু ছাপান্নটির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

প্রশ্নঃ (১২/৫২) জুম'আর ছালাতের পর ৪ রাক'আত সুন্নাত কিভাবে পড়তে হবে? এক সংগে না দুই দুই রাক'আত করে?

-শামীমা
খিলক্ষেত, ঢাকা।

উত্তরঃ দিন-রাত সব সময়ই সুন্নাত ছালাত দুই দুই রাক'আত করে পড়া ভাল *(নাসাঈ হা/১৬৬৬; ইবনু মাজাহ হা/১৩২২; আবুদাঊদ হা/১২৯১; নায়লুল আওত্বার হা/৯৭৩)*। তবে দিনের ছালাত এক সংগে চার রাক'আতও পড়া যায় *(নায়লুল আওত্বার হা/৯৭৮)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৫৩) ঈদের অতিরিক্ত তাকবীরগুলিতে হাত উঠাতে হবে কি?

-হাসিবুর রহমান
মুনিপুর, গাযীপুর।

উত্তরঃ ঈদের অতিরিক্ত তাকবীরগুলোতে হাত উঠাতে হবে। ওয়ালীদ ইবনু মুসলিম (রাঃ) বলেন, আমি মালিক ইবনু আনাস (রহঃ)-কে ঈদায়নের অতিরিক্ত তাকবীরে হাত উঠানোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তুমি প্রত্যেক তাকবীরে হাত উঠাও *(ইরওয়া ৩/১১৩ পৃঃ)*। ওয়ায়েল ইবনু হুজ্র (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক তাকবীরের সাথে হাত উঠাতেন *(আহমাদ, সনদ হাসান, ইরওয়াউল গালীল হা/৬৪১)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৫৪) নিয়ামুল কুরআনে রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কুরআনের ৭টি সূরার শুরুতে 'হা-মীম' আছে। জাহান্নামেরও ৭টি দরজা আছে। জাহান্নামের প্রত্যেক দরজায় 'হা-মীম' সূরা লেখা আছে। ক্বিয়ামতের দিন প্রত্যেক সূরা আল্লাহ্র কাছে আরয করবে যে, যে ব্যক্তি আমাকে দুনিয়ায় প্রত্যেক দিন পাঠ করেছে, তাকে এই দরজা দিয়ে প্রবেশ করিও না। তখন তার জন্য দোযখের ৭টি দরজাই বন্ধ থাকবে। উক্ত কথা কি সঠিক?

-রাযিয়া সুলতানা
বড় মিশন রোড, দিনাজপুর।

উত্তরঃ বর্ণনাটি যঈফ *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান হা/২৩৭৭; সুয়ূতী, তাফসীরে দুর্রুল মানছূর ৬/৯৮; যঈফুল জামে' হা/২৮০২)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৫৫) কোন ব্যক্তি যদি জীবনে ছিয়াম পালন না করে তাহলে সে মুসলিম হিসাবে দাবী করতে পারে কি?

-ডা. ওমর ফারূক
রাইন ফেনা, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তরঃ যদি সে ছিয়ামের ফরযিয়াতকে অস্বীকার করে তাহলে সে মুসলিম থাকবে না। তবে অলসতা করে ছিয়াম পালন না করলে সে কবীরা গোনাহগার হবে।

প্রশ্নঃ (১৬/৫৬) যে সমস্ত বস্তু হারাম তার ব্যবসা করা যাবে কি?

-আখতারুল ইসলাম
চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ শরী'আতে যা হারাম করা হয়েছে তার ব্যবসা করা ও বিক্রি করাও হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা যখন কোন জাতির উপর কোন কিছু খাওয়া হারাম করেন তখন তার মূল্যও হারাম করেন' *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৪৮৮)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৫৭) পশু যবহ করার সময় ক্বিবলামুখী হওয়া কি যরূরী?

-আব্দুল মজীদ
রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ ক্বিবলামুখী হওয়া যরূরী নয়। তবে ক্বিবলামুখী হয়ে পশু যবহ্ করা উত্তম। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) কিবলামুখী হয়ে যবহ করাকে পসন্দ করতেন। এছাড়া তিনি কিবলামুখী না হয়ে যবহ্ করা পশুর গোশত খাওয়া অপসন্দ করতেন *(আলবানী, 'মানাসিকুল হাজ্জ ওয়াল ওমরাহ্, পৃঃ ৩৪)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৫৮) হজ্জকারী ব্যক্তি হজ্জ সংক্রান্ত দো'আ পড়তে না পারলে তার হজ্জ কবুল হবে কি? হজ্জের সময় পড়তে হয় এমন সব দো'আ বাড়ীতে পড়া যাবে কি?

-ছিফাতুলাহ
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ দো'আ না পড়তে পারলে হজ্জ হয়ে যাবে। তবে নেকীতে ঘাটতি হবে। হজ্জে গমনের আগে দো'আগুলো গুরুত্বের সাথে মুখস্থ করা উচিত। 'তালবিয়া' ব্যতীত হজ্জের অনেক দো'আ অন্য সময়ে পাঠ করা যায়। যেমন আরাফার ময়দানের জন্য সর্বোত্তম দো'আ 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর'। যা সর্বদা পড়া যায়। এছাড়া 'রব্বানা আতেনা ফিদ দুনিয়া হাসানাহ'... এটাও সর্বদা পড়া যায়।

প্রশ্নঃ (১৯/৫৯) জনৈক আলেম বলেন যে, ১০টি জন্তু বিশেষ কারণে জান্নাতে যাবে। যথা- (১) ছালেহ (আঃ)-এর উষ্ট্রী, (২) ইবরাহীম (আঃ)-এর মেষ, (৩) ইসমাঈল (আঃ)-এর দুম্বা, (৪) মূসা (আঃ)-এর গাভী, (৫) ইউনুস (আঃ)-কে যে মাছ গিলে ফেলেছিল, (৬) সুলায়মান (আঃ)-এর পিপীলিকা, (৭) ওযাইর-এর গাধা, (৮) মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উষ্ট্রী, (৯) বিলক্বিসের হুদহুদ পাখি, (১০) আছহাবে কাহফের কুকুর। এ বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

-আবুবকর ছিদ্দীক্ব
ভোটমারি, লালমনিরহাট।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কোন জন্তু জান্নাতে যাবে মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায় না। ক্বায়ত্বী রচিত 'হাশিয়াতুদ দারদীর আলা কিছ্ছাতিল ইসরা ওয়াল মি'রাজ' নামক গ্রন্থে এরূপ একটি উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে *(আল-মাজাল্লাতুল ইসলামিয়াহ্, তৃতীয় খণ্ড, সংখ্যা ২৫)*। উল্লেখ্য, আরবী সাহিত্যের গ্রন্থ 'আল-মুসতাত্বরাফ ফী কুল্লি ফান্নি মুসতাযরফ'-এ কয়েকটি পশু জান্নাতে যাবে মর্মে একটি কথা উলেখ করা হয়েছে। কিন্তু কোন দলীল উল্লেখ করেননি। দলীল ছাড়া এরূপ কথা উল্লেখ করা ঠিক নয়।

প্রশ্নঃ (২০/৬০) রেডিও-টিভিতে সম্প্রচারিত ফরয ছালাতের ইমামের অনুসরণে বাড়ীতে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-সৈয়দ ফয়েয
ধামতী মিরবাড়ী, দেবিদ্বার, কুমিলা।

উত্তরঃ উক্ত পদ্ধতিতে ছালাত বৈধ হবে না। কারণ মসজিদ ও জামা'আতে হাযির হওয়ার বিপুল নেকী থেকে মুছল্লী মাহরূম হবে। মসজিদ নির্মাণ বন্ধ হয়ে যাবে ও তার নেকী থেকে মানুষ বঞ্চিত হবে। অতএব ইমাম ও মুক্তাদীর মাঝে স্থানিক ঐক্য থাকতে হবে।

প্রশ্নঃ (২১/৬১) সফর অবস্থায় সহবাসের পর পানির সমস্যা হলে এবং লোকলজ্জায় পড়ে শুধু ওযূ করে ছালাত আদায় করে। তার স্ত্রী ছালাত আদায় না করে যোহর ছালাতের সাথে আদায় করে। উভয়ের ছালাত শুদ্ধ হয়েছে কি?

-কামরুল ইসলাম
বালিয়াডাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও।

উত্তরঃ পানির সমস্যার করণে গোসল না করতে পারলে, ওযূ করে ছালাত আদায় করলে ছালাত হয়ে যাবে। আর লোকলজ্জার কারণে গোসল না করলে ছালাত হবে না। উল্লেখ্য, গোসলের পানির সমস্য হ'তে পারে কিনা তা পূর্বেই জেনে নেয়া উচিত।

প্রশ্নঃ (২২/৬২) সরকারী স্থানে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত নির্মিত মসজিদে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আহসান হাবীব
নওহাটা, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাত আদায় করা যাবে। কেননা যমীনের যে কোন পবিত্র স্থানে ছালাত আদায় করা যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'সমগ্র যমীনকে আমার জন্য পবিত্র স্থান এবং সিজদার স্থান বানিয়ে দেয়া হয়েছে' *(ছহীহ্ আবুদাউদ হা/৪৮৯)*। তবে সরকারী মাটিতে মসজিদ নির্মাণ করলে সরকারের অনুমতি নিতে হবে। অনুমতি না পেলে মসজিদকে অন্যত্র সরিয়ে নিতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৩/৬৩) ছালাতের জামা'আতে লোকসংখ্যা বেশী হওয়ার কারণে সামনের মুছল্লীর পিঠে সিজদা করা যাবে কি?

-সৈয়দ ফয়েয
ধামতী মিরবাড়ী, দেবিদ্বার, কুমিলা।

উত্তরঃ পিঠে সিজদা করা যাবে না। এমন অবস্থা হলে দাঁড়িয়ে ইশারা করে ছালাত আদায় করবে।

প্রশ্নঃ (২৪/৬৪) মায়ের পেটে সন্তান চার মাসের বয়স প্রাপ্ত হলে মহান আল্লাহ একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে ভাল-মন্দ আমলের কথা, তার মৃত্যু কোথায় ও কবে হবে, তার ধন-

সম্পদ কী পরিমাণ হবে ইত্যাদি তাক্বদীর তার ললাটে লিখে দেওয়া হয়। এ কথা কি ঠিক?

-আতিকুর রহমান, বেড়াবাড়ী,
মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছ ছহীহ্ *(বুখারী হা/৩২০৮ ও ৬৫৯৪; মুসলিম হা/২৬৪৩; মিশকাত হা/৮২)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৬৫) দাইয়ূছ কারা? দাইয়ূছের পরিণতি কী? জান্নাতের দরজায় তাদের সম্পর্কে কিছু লেখা আছে কি?

-মাকছূদ আলী মুহাম্মাদী
ইটাগাছা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ যার স্ত্রীর নিকট পরপুরুষ প্রবেশ করে অথচ সে কিছুই মনে করে না সে ব্যক্তিই দাইয়ূছ। অন্য বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি তার পরিবারে বেহায়াপনা চালু করে সেই দাইয়ূছ। এর পরিণতি সম্পর্কে রাসূল বলেছেন, দাইয়ূছ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না *(ছহীহ আত-তারগীব আত-তারহীব হা/২০৭১ ও ২৩৬৭; ছহীহুল জামে' হা/৩০৫২)*।

উল্লেখ্য, 'দাইয়ূছ জান্নাতে যাবে না' জান্নাতের দরজায় উক্ত কথা লেখা আছে বলে যে কথা সমাজে চালু আছে তার কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না। এছাড়া সেখানে জান্নাতের দরজায় 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্ল-াহ্' লেখা আছে মর্মে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা জাল বা বানোয়াট *(সিলসিলা যঈফাহ্ হা/৪৯০১)*।

তবে জান্নাতের দরজায় লেখা সম্পর্কে ছহীহ হাদীছ হল, 'এক ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করার সময় দেখল যে, তার দরজার উপর লেখা রয়েছে, একটি ছাদাকাহ তার দশগুণ হয়, আর অন্যকে ঋণ প্রদান করলে তা আঠারো গুণ হয় *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৪০৭; ছহীহুল জামে' হা/৯০০)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৬৬) আত-তাহরীক ১১তম বর্ষ ১২তম সংখ্যায় ৬/৪৪৬ নং প্রশ্নোত্তরে বলা হয়েছে, জামা'আতে শামিল হওয়ার ক্ষেত্রে আগত মুছল্লী সামনের কাতারের মধ্য থেকে কাউকে টেনে এনে দাঁড়ানোর হাদীছটি যঈফ। এমতাবস্থায় একাকী পিছনে দাঁড়াবে। কিন্তু আবূদাঊদ ও তিরমিযীতে এসেছে 'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে কাতারের পিছনে একাকী দাঁড়িয়ে ছালাত পড়তে দেখে তাকে পুনরায় ছালাত আদায় করতে নির্দেশ দেন'। সুতরাং বিষয়টির ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আসাদুয্যামান ও আনিসুর রহমান
দিগদানা, যশোর।।

উত্তরঃ আত-তাহরীকের সিদ্ধান্তই সঠিক। আবূদাঊদ ও তিরমিযীতে বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যা হল, সামনের কাতারে জায়গা থাকা অবস্থায় যদি কেউ একাকী দাঁড়ায় তাহলে তার ছালাত হবে না। সামনের কাতারে জায়গা না থাকলে পিছনে একাকী দাঁড়ালে তার ছালাত হয়ে যাবে। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ ও শায়খ আলবানী এ ব্যাখ্যাই দিয়েছেন *(ইরওয়াউল গালীল হা/৫৪১-এর আলোচনা ২/৩৯২ পৃঃ; সিলসিলা যঈফাহ হা/৯২২)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৬৭) ছালাত আদায়ের ক্ষেত্রে সাউন্ডবক্স বা লাউড স্পিকার ব্যবহার করলে 'মুকাব্বির' নিযুক্ত করা সংক্রান্ত হাদীছ অমান্য করা হয় নাকি?

-আব্দুল্লাহিল বাকী
বাউটিয়া, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর ঃ মুকাব্বির নিয়োগ করার উদ্দেশ্য থাকে ইমামের তাকবীরের সাথে সাথে রুকূ ও সিজদায় যাওয়ার কাজগুলি সম্পন্ন করা। আর সাউন্ডবক্স বা লাউড স্পিকার দ্বারা মুকাবিবরের কাজটিই আরো সুন্দরভাবে করা হয় এবং এর মাধ্যমে ইমামের অনুসরণ সহজ হয়। কিন্তু মুকাব্বিরের অনুসরণ করলে কিছুটা হলেও ইমামের অনুসরণে দেরী হয়ে যায়।

প্রশ্নঃ (২৮/৬৮) সর্বদা বায়ু নির্গত হলে এবং পেশাবের ফোঁটা বের হলে কিভাবে ছালাত আদায় করবে?

-ডা. ওমর ফারূক
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থাতেই ছালাত আদায় করতে হবে। তবে প্রত্যেক ছালাতের জন্য পৃথক পৃথক ওযূ করতে হবে *(বুখারী হা/২২৮; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৬২৪)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৬৯) গরুকে বা অন্য কোন পশুকে কৃত্রিমভাবে প্রজনন দেওয়ার ব্যবসা করা যাবে কি?

-পলাশ
দারুশা বাজার, পবা, রাজশাহী।

উত্তরঃ কৃত্রিমভাবে প্রজনন দেওয়ার ব্যবসা করা যাবে এবং এর বিনিময়ে পারিশ্রমিকও গ্রহণ করা যাবে। কারণ যিনি এ কাজ করে থাকেন তিনি একজন ডাক্তার হিসাবে অথবা এ সম্পর্কে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি হিসাবে তার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করেন।

উল্লেখ্য, ষাঁড় দেখানোর বিনিময়ে পয়সা গ্রহণ করা নিষেধ বলে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সেটা এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ অন্য হাদীছে এসেছে,কোন ব্যক্তির নিকট ষাঁড় বা পাঠা থাকলে তার নিকট কোন গাভী বা বকরী নিয়ে আসলে রাসূল (সঃ) তার বিনিময় গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। তবে যদি কোন প্রকার শর্ত ছাড়া হাদিয়া হিসাবে কিছু প্রদান করা হয় তাহলে তা গ্রহণ করা যাবে *(তিরমিযী হা/১২৭৪; মিশকাত হা/২৮৬৬)*। ব্যক্তিগত পর্যায়ে এরূপ ব্যবসাকে ইসলাম অপসন্দ করেছে। তবে সরকারী পর্যায়ে নয়।

প্রশ্নঃ (৩০/৭০) অনেকে বলেন, হজ্জ করলে বিগত দিনের সমস্ত পাপ ক্ষমা হয়ে যায়। প্রশ্ন হল, হজ্জ করার পরে তারা যা পাপ করে সেগুলোও কি ক্ষমা হয়ে যায়?

-জামালুদ্দীন
-নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ হজ্জ করলে এবং তা আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হ'লে বিগত দিনের পাপগুলো ক্ষমা হয়ে যায় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫০৭)*। কিন্তু হজ্জ করার পর পাপ করলে সেই পাপও অগ্রিম ক্ষমা হবে এ ধরনের কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে হজ্জ কবুল হওয়ার লক্ষণ হ'ল এই যে, হজ্জ থেকে ফিরে এসে ঐ ব্যক্তি সকল পাপ কাজ থেকে সাধ্যমত বিরত থাকে।

প্রশ্নঃ (৩১/৭১) উৎপাদিত ফসলের মূল্যের চেয়ে উৎপাদন খরচ বেশী হলে ঐ ফসলের ওশর দিতে হবে কি? ঐ ফসলের নিছাব কী হবে?

-আজিজুল হক
সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থাতে নিছফে ওশর অর্থাৎ বিশ ভাগের একভাগ করে ওশর বের করতে হবে। ওশর বের করার নিছাব হচ্ছে পাঁচ অসাক্ব বা তিনশ' ছা'। অতএব নিছাব পরিমাণ ফসল হলেই ওশর দিতে হবে। খরচ বেশী হয়ে গেছে বলে যাকাত বের না করলে গোনাহগার হবে।

প্রশ্নঃ (৩২/৭২) ক্বিয়ামতের মাঠে কুরবানীর পশুর লোম, শিং ও ক্ষুর উপস্থিত হবে। একথা কি ঠিক?

-ইকরামুল ইসলাম
শার্শা, যশোর।

উত্তরঃ উক্ত বিষয়ে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(যঈফ ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৭০)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কুরবানীর গোশত ও রক্ত আল্লাহ্‌র নিকটে পৌঁছে না; বরং তোমাদের তাক্বওয়া আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে' *(হজ্জ ২২/৩৭)*। যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির আশায় বৈধ পয়সা দ্বারা কুরবানী করবে তারাই কুরবানীর নেকী পাবে।

প্রশ্নঃ (৩৩/৭৩) জিন জাতির খাদ্য কী? তারা কি মানুষের মলমূত্র খায়?

-রুমানা কাঞ্চন
পালসাহার, দিনাজপুর।

উত্তরঃ রাসূল (ছাঃ) বলেন, হাড় আর গোবর হচ্ছে জিনদের খাদ্য *(বুখারী হা/১৫৫)*। অন্য হাদীছে হাড় ও গোবর দ্বারা ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এগুলো জিনদের খাদ্য *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৩৫০)*। জিনেরা পেশাব-পায়খানার স্থানে এসে থাকে *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৫৭, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২)*। তবে তারা মানুষের মল-মূত্র খায় কি-না সে সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

প্রশ্নঃ (৩৪/৭৪) কুরবানীর পশুতে আক্বীক্বার নিয়ত করে কুরবানী করা যাবে কি?

-মাসঊদ
শাখারীপাড়া, নাটোর।

উত্তরঃ কুরবানী ও আক্বীক্বা দু'টি পৃথক ইবাদত। কুরবানীর পশুতে আক্বীক্বার নিয়ত করা শরী'আত সম্মত নয়। রাসূল (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এ ধরনের আমলের অস্তিত্ব ছিল না *(আলোচনা দ্রঃ নায়লুল আওত্বার ৬/২৬৮, 'আক্বীক্বা' অধ্যায়; মির'আত ২/৩৫১ ও ৫/৭৫)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৭৫) কবরে মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে মনে করে কখন দো'আ পাঠ করবে? এর পদ্ধতি কী?

-আবুবকর
রাণীনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ মাটি দেয়া শেষ হলে দো'আ পড়বে। এ সময় বলবে, اللهم اغفرله وثبته 'হে আল্লাহ! আপনি তাকে ক্ষমা করুন এবং তাকে দৃঢ় রাখুন'। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, '(দাফন থেকে ফারেগ হওয়ার পর) তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা চাও। অতঃপর তার দৃঢ় থাকার জন্য প্রার্থনা কর' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৩৩)*। প্রত্যেকে নিজে নিজে এই দো'আ করবে, দলবদ্ধভাবে নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে এই প্রথা চালু ছিল না।

প্রশ্নঃ (৩৬/৭৬) মহিলাদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম জান্নাতী হবেন?

-আইয়ূব
বুড়িমারি, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ ফাতেমা (রাঃ) সর্বপ্রথম জান্নাতী হবেন। কেননা তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ করবেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬১২৯)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৭৭) জনৈক অধ্যাপক তার লেখায় মুনাজাতের পক্ষে নিম্নের হাদীছটি পেশ করেছেন। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, কোন বান্দা যখন প্রত্যেক ছালাতের পর স্বীয় দুই হাত উত্তোলন করে বলে, হে আমার আল্লাহ! ইবরাহীম, ইসহাক্বের আল্লাহ! ... তখন আল্লাহ তা'আলা নিরাশ করে তার দুই হাত ফিরিয়ে দেন না। হাদীছটির সনদ সম্পর্কে জানতে চাই?

-আব্দুছ ছামাদ
কেশবপুর, যশোর।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছটি জাল *(তাযকিরাতুল মাওযূ'আত, পৃঃ ৫৬)*। বর্ণনাটি ইনবুস সুন্নী তার আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন *(ঐ, হা/১৩৮, ১/১২১ পৃঃ)*।

... কিন্তু কালের পার্থক্যের দরুন স্বর্ণমুদ্রার মূল্যে তেমন একটা পার্থক্য ঘটে নি। কেননা তা সর্বকালের নির্ধারণ একক। ... অতএব একালের উপযোগী হবে স্বর্ণের নিছাব, রৌপ্যের নয়' (ঐ, ইসলামের যাকাত বিধান পৃঃ ২৫২-৫৩)।

প্রশ্নঃ (৩৮/৭৮) যাকাতের নিছাব দুইভাবে হিসাব করা হয়। স্বর্ণ ও রৌপ্যের হিসাবে। কিন্তু বর্তমানে স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্যে বিস্তর ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। এমতাবস্থায় কোন হিসাবে যাকাত দিব?

-ওবায়দুর রহমান
টিয়ারা, বিটঘর, নবীনগর, বি-বাড়িয়া।

উত্তরঃ অনেক বিদ্বান গরীব-মিসকীনদের প্রতি দয়ার মনোভাব প্রকাশ করে রৌপ্যের হিসাবে যাকাত দেওয়াকেই উত্তম বলেছেন। তবে অন্যান্য বিদ্বানগণের মতে স্বর্ণের নিছাব উত্তম। ডঃ ইউসূফ ক্বারযাভী বলেন, নবী করীম (ছাঃ) -এর যুগের পরে রৌপ্যের মূল্যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। ...বর্তমানে তা এমন নীচে পড়ে গেছে যে, তাতে শরীয়তের নিছাব কোন উল্লেখ্য জিনিসের সমান হয় না।

প্রশ্নঃ (৩৯/৭৯) হাদীছের গ্রন্থ কতটি? শুনা যায় ৫৬টি। এটা কি সঠিক সংখ্যা?

-মুহাম্মাদ রেযাউল হক্ব
শালিয়া, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ উক্ত হিসাব সঠিক নয়। হাদীছের গ্রন্থের সঠিক হিসাব জানা যায় না। শুধু ছাপান্নটির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

প্রশ্নঃ (৪০/৮০) রাসূলের নামের সাথে 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' এবং অন্যান্য নবী-রাসূলের ক্ষেত্রে 'আলাইহিস সালাম' বলা হয় কেন? আবার ছাহাবীদের ক্ষেত্রে 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' আর সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে 'রাহিমাহুল্লাহ' বলা হয় কেন?

-ওবায়দুল্লাহ
দিক পাইত, জামালপুর।

উত্তরঃ ছাহাবায়ে কেরাম আমাদের রাসূলের নাম বলার সময় 'ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলতেন। আর অন্যান্য নবীগণের নামের সাথে হাদীছে 'আলাইহিস সালাম' এসেছে *(নাসাঈ হা/৪৪৮)*। পরবর্তী বিদ্বানগণ ছাহাবীদের নামের সাথে 'রাযিয়াল্লাহু আনহু' ব্যবহার করেছেন। যেমন বিভিন্ন হাদীছের গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়। রাসূল (ছাঃ) 'রাহিমাহুল্লাহ' বলে অন্যকে দো'আ করতেন *(নাসাঈ হা/১৬১০)*। এমনকি ছহাবীগণ অন্য কাউকে অনুরূপ ভাষায় দো'আ করতেন *(নাসাঈ হা/ ৫৭৫০)*।

সেবা হোমিও ফার্মেসী

এখানে বিনা অপারেশনে অর্শ্ব-গেজ, ভগন্দর, পিত্ত ও মূত্র পাথরী এবং একশিরা, টনসিল, পলিপাস যত্ন সহকারে চিকিৎসা করা হয়। এছাড়াও গ্যাস্ট্রিক * ফোটায় ফোটায় প্রসাব * ঘন ঘন প্রসাব * জন্ডিস * প্যারালাইসিস * এপেন্ডিসাইটিস * হার্টের রোগ * হাপানী * ব্রেইন টিউমার * ধ্বজভঙ্গ * ঘন ঘন স্বপ্নদোষ * যৌন শক্তি কমে যাওয়া * প্রসাবে জ্বালা-পোড়া * রক্ত প্রসাব হওয়া * হস্ত মৈথুনের প্রবল ইচ্ছা * অনিয়মিত ঋতুস্রাব * অতিরিক্ত ঋতুস্রাব * অল্প ঋতুস্রাব * সাদা স্রাব * সিপিলিস * গনোরিয়া * হার্নিয়া * নালী ঘা বা ফিশ্চুলা * সাইনোসাইটিস * টনসিল প্রদাহ * টিউমার * দাঁতে পোকা ধরা * বাতজ্বর* দাউদ * একজিমা * বিখাউজ * মেছতা * ছুলি * শ্বেতী * ব্রণ * পুরাতন আমাশয় * বাত-বেদনা * স্মরণ শক্তি কমে যাওয়া প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা করা হয়।

চেম্বার

সেবা হোমিও ফার্মেসী	নিজ বাসভবন
কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী। আলহাজ্জ ডাঃ আব্দুস সালাম (H.M.B.A) (৩৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন) রোগী দেখার সময়ঃ শনি ও বুধবার- সকাল ৮-টা থেকে সন্ধ্যা ৭-টা। অন্যদিন বেলা ৩-টা থেকে সন্ধ্যা ৭-টা।	গোছাহাট, মোহনপুর, রাজশাহী। রুগী দেখার সময়ঃ শনি ও বুধবার ব্যতীত প্রতিদিন সকাল হতে ২-টা পর্যন্ত। মোবাইলঃ ০১৭১৩-৭০৪৬২৫ বাসাঃ ০১৭১২-০৬৫১৩৬।

হোমিও ঔষধ সেবন করুন, আজীবন সুস্থ থাকুন

বের হয়েছে! বের হয়েছে!! বের হয়েছে!!!

সোনালী ব্যাংকের সাবেক উপ-মহাব্যবস্থাপক **'আত-তাহরীক'**-এর শুভাকাঙ্খী মুহাম্মাদ শহীদুল মুলক প্রণীত নিম্নোক্ত তিনটি বই প্রকাশিত হয়েছে-

1. **নবীজীর জথা**
2. **সূরাতুল ফাতিহা একটি আবেদন**
3. **বিশ্ব নবীর আবির্ভাবে**

প্রাপ্তিস্থানঃ

১. ১/১৭, কল্যাণপুর হাউজিং এস্টেট, দারুস সালাম রোড, ঢাকা-১২০৭। ফোনঃ (০২) ৯০১৫৯৯২ (বাসা) মোবাইলঃ ০১৭১১-১৩৪৪৪৮।
২. আল-ফুরকান পাবলিকেশন্স, ৪৯১, ওয়ারলেস রেলগেট, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭। মোবাইলঃ ০১৭১৪-০১৫৯৭৭; ০১৭১৩-২৬৫৯৮৫

নিঃসন্তান বন্ধ্যাদের জন্য সুখবর

যে সমস্ত মহিলার গর্ভে সন্তান হয় না এবং সন্তান নেওয়ার আশায় বিভিন্ন চিকিৎসা করেছেন কিন্তু কোন ফল পাননি, তাদের হতাশার কারণ নেই। এখানে নিঃসন্তান বন্ধ্যাদের চিকিৎসা করা হচ্ছে এবং অগণিত নিঃসন্তান দম্পতি কয়েক মাসের চিকিৎসাতেই সন্তান লাভ করছেন। সন্তানহীনারা অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন। সুফল পাবেন ইনশাআল্লাহ।

যোগাযোগের ঠিকানা

ডাঃ মুহাম্মাদ এনামুল হক
ডি.এইচ.এম.এস (ঢাকা); রেজিঃ নং-৫২৮৬
নিঃসন্তান বন্ধ্যা সমস্যার গবেষক ও চিকিৎসক।
কলেজ বাজার, পোঃ ও থানাঃ বিরামপুর, যেলাঃ দিনাজপুর।
মোবাইলঃ ০১৭১৮-৬৯০৫৭১
বিঃদ্রঃ ডাকযোগেও চিকিৎসা করা হয়।

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৩তম বর্ষ ৩য় সংখ্যা

ডিসেম্বর ২০০৯

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৮১) ঈদুল আযহার সময় ছাড়া অন্য সময়ে কুরবানীর মানত করা যায় কি? মানত করা প্রাণীর গোশত খাওয়ার হকদার কে?

-ময়নুল ইসলাম
মুহাম্মাদপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ঈদুল আযহার কুরবানী নির্ধারিত সময় ছাড়া হয় না। মানতের জন্য যবহকৃত পশুর গোশত ফকীর-মিসকীনকে দিতে হবে। নিজে খেতে পারবে না। আর কুরবানীর গোশত সবাই খাবে। ক্ষমতা বহির্ভূত কিংবা বান্দার সাধ্যের বাইরে এমন মানত পূরণ করা আবশ্যক নয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৭ 'মানত সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। আর এমন মানতের কাফফারা হ'ল দশটি মিসকীন খাওয়ানো অথবা তিনটি ছিয়াম পালন করা *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*।

প্রশ্নঃ (২/৮২) আমি একটি লাইব্রেরী করতে চাই। উক্ত লাইব্রেরী থেকে যে ব্যক্তি ১০ হাযার টাকার বই ক্রয় করবে তাকে ১ হাযার টাকা এবং ৫ হাযার টাকার ক্রয় করলে ৫০০ টাকা হাদিয়া দিব। এভাবে কেউ কাউকে ক্রয় করতে উদ্বুদ্ধ করলেও তাকে অনুরূপ দিব। এভাবে দেয়া যাবে কি?

শহীদুল্লাহ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ এভাবে করা যাবে না। বরং যারা উদ্বুদ্ধ করবে তাদের জন্য বেতন ভাতা নির্ধারণ করা যায় এবং যারা ক্রয় করবে তাদের জন্য আমভাবে কমিশন নির্ধারণ করা যায়।

প্রশ্নঃ (৩/৮৩) ব্যবহার্য ও খাদ্য দ্রব্যে হারাম জিনিস মিশানো থাকলে (যেমন সাবান বা পেপসিতে শুকরের চর্বি মিশানো হয়।) তা খাওয়া বা ব্যবহার করা যাবে কি?

-আহমাদুল্লাহ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ সাবান ও পেপসিতে শুকরের চর্বি মিশানো হয় বলে প্রমাণিত হ'লে, তা অবশ্যই হারাম হবে। কারণ যেসব জিনিসে হারাম বস্তু মিশানো হয় তা ব্যবহার করা যাবে না, খাওয়া বা ব্যবহার করা যাবে না। এমনকি যাতে সন্দেহ রয়েছে সেটাও খাওয়া যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, হালাল স্পষ্ট, হারাম স্পষ্ট। এর মাঝে একটি সন্দেহযুক্ত জিনিস রয়েছে যা হারাম *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬২)*।

প্রশ্নঃ (৪/৮৪) যোহর ও মাগরিবের সুন্নাতের পর যে অতিরিক্ত দু'রাক'আত করে ছালাত আদায় করা হয়, এ সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ আছে কি?

-মুমিনুল ইসলাম
নামাযগড় মাদরাসা, নওগাঁ।

উত্তরঃ এ বিষয়ে কোন ছহীহ হাদীছ নেই।

প্রশ্নঃ (৫/৮৫) কারো গাছের ফল না বলে পেড়ে খাওয়া যাবে কি?

-আব্দুল কুদ্দুস
চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ ক্ষুধা নিবৃত্ত হওয়া পর্যন্ত গাছের ফল পেড়ে খাওয়া যায়। কিন্তু পকেট ভরে বাড়ী নেওয়া যাবে না। তবে ঝরে পড়লে সব অবস্থাতেই খাওয়া যায়। গোবারা বংশের জনৈক ছাহাবী বলেন, এক বছর আমরা দুর্ভিক্ষের মধ্যে পড়ি। আমি মদীনায় পৌঁছে একটি বাগানের নীচে আসি। বাগানের ফল ছিঁড়ে কিছু খাই এবং কিছু আমার কাপড়ে বেঁধে নিই। এ সময় বাগানের মালিক এসে আমাকে মারল এবং আমার কাপড় কেড়ে নিল। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বিষয়টি অবগত করালাম। তিনি লোকটিকে বললেন, তুমি তাকে খেতে দাওনি যখন সে ক্ষুধার্ত। তুমি তাকে শিখিয়ে দাওনি যখন সে অজ্ঞ। নবী করীম (ছাঃ) তাকে কাপড় ফেরত দিতে বললেন এবং এক ওয়াসাক্ব (৬০ ছা') অথবা আধা ওয়াসাক্ব খাদ্য প্রদানের আদেশ করলেন *(ইবনু মাজাহ হা/২২৯৮)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা বাগানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় (ক্ষুধার্ত হ'লে) ফল খাও, তবে বেঁধে নিয়ে যেয়ো না' *(ইবনু মাজাহ হা/২৩০১)*।

প্রশ্নঃ (৬/৮৬) গরুর গায়ে এক প্রকার উকুন হয় যাকে আমাদের এলাকায় আঠোল বলে। আমাদের এলাকার লোকেরা গরুর গা থেকে এ আঠোল ছাড়িয়ে আগুনে পোড়ায়। এভাবে পোড়ানো যাবে কি?

-আব্দুল হামীদ
চাটাইডুবি, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ কোন প্রাণীকে আগুন দিয়ে পোড়ানো যাবে না। কারণ আগুন দিয়ে শাস্তি আল্লাহ দিয়ে থাকেন' *(বুখারী হা/২৫১; আবুদাউদ হা/৪৩৫১; ইবনু মাজাহ হা/২৫৩৫)*।

প্রশ্নঃ (৭/৮৭) সব মানতই পূরণ করতে হয় কি? মানতের পরিচয় সহ বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল আহাদ
চরকুড়া, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ ক্ষমতা বহির্ভূত এবং অসৎকর্মে কোন মানত পূরণ করতে হয় না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৮ 'মানত সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। 'মানত' বলতে শরী'আতে যরূরী নয় এমন কিছু কাজকে নিজের উপর যরূরী করে নেয়া। মানত দু'ভাগে বিভক্ত- শর্তাধীন ও শর্ত বিহীন। শর্তাধীন মানত যেমন আমার রোগী ভাল হ'লে অথবা আমার কাজ সফল হ'লে আল্লাহ্র নামে ১টি ছিয়াম পালন করব কিংবা একটি পশু ছাদাক্বা করব। এ অবস্থায় আশা পূর্ণ হ'লে মানত পূরণ করতে হবে। আর আশা পূরণ না হ'লে মানত পূর্ণ করতে হবে না। আর শর্ত বিহীন হ'লে সব সময় মানত পূর্ণ করতে হবে। যেমন কেউ দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতে চাইল কিংবা দান করতে চাইল। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আনুগত্যমূলক কোন মানত করল, সে যেন তা পূর্ণ করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৪২৭; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/১২২ 'মানত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৮/৮৮) অনেক সময় গাভী যবেহ করার পর পেটে বাচ্চা পাওয়া যায়। এ অবস্থায় গাভীর গোশত খাওয়া যাবে কি?

-কাওছার
ত্রিমোহনী, ঢাক।

উত্তরঃ গাভীর গোশত খাওয়া যাবে। এমনকি রুচি হ'লে পেটের বাচ্চাও খেতে পারে। আবু সাঈদ খুদরী বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা উটনী, গাভী ও ছাগী যবেহ করি এবং কখনো কখনো আমরা তার পেটে বাচ্চা পাই। আমরা ঐ বাচ্চা ফেলে দিব, না খাব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তোমাদের ইচ্ছা হ'লে খাও। কারণ বাচ্চার মাকে যবেহ করা বাচ্চাকে যবেহ করার শামিল' *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, দারেমী; মিশকাত হা/৪০৯১-৯২ 'যবহ ও শিকার' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৯/৮৯) জনৈক বক্তা বলেন, পাঁচটি রাত জেগে ইবাদত করলে তার জন্য জান্নাত যরূরী হয়ে যাবে। (১) তারবিয়ার রাত (২) আরাফার রাত (৩) কুরবানীর রাত (৪) ঈদুল ফিতরের রাত (৫) ১৫ শা'বানের রাত। এ হাদীছটি কি ঠিক?

-মীযান
চৌডালা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ হাদীছটি জাল *(আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব হা/১৫৬০)*।

প্রশ্নঃ (১০/৯০) আমাদের এলাকায় অনেক সময় চেয়ারম্যান, মিম্বাররা সামাজিক বিচার-আচার করতে গিয়ে কুরআন-হাদীছ বিরোধী কাজ করে। এরা একাজের জন্য দায়ী হবে কি?

-মুহাম্মাদ আলী
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ এ অবস্থায় তারা গুনাহগার হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, বিচারক তিন ভাগে বিভক্ত। (১) হক জেনে সে অনুযায়ী বিচার করল তার জন্য জান্নাত। (২) হক জেনে তার বিপরীত বিচার করল অথবা (৩) না বুঝে বিচার করল। এ দু'এর জন্য জাহান্নাম *(আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩৭৩৫ ' নেতৃত্ব ও বিচার' অধ্যায় ২ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১১/৯১) 'হজ্জ মানুষের পাপকে ধুয়ে দেয় যেভাবে পানি ময়লাকে ধুয়ে দেয়' এ হাদীছ কি ঠিক?

-বেদানা খাতুন
মেহেরপুর।

উত্তরঃ এ হাদীছটি জাল *(আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব হা/১৫৯৪)*। তবে নিম্নের হাদীছটি ঠিক। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা হজ্জ ও ওমরা কর। হজ্জ-ওমরা মানুষের দরিদ্রতা দূর করে ও পাপ মিটিয়ে দেয়। যেভাবে হাপর সোনা-রূপা ও লোহার মরিচা দূর করে। আর কবুল হজ্জের একমাত্র প্রতিদান হ'ল জান্নাত' *(তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৫২৪ 'হজ্জ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১২/৯২) মানুষ মারা গেলে তাকে দাফন করার পর ৪০ কদম চলে আসার পর মোর্দাকে কি জীবিত করে প্রশ্ন করা হয়, না রূহের কাছে প্রশ্ন করা হয়?

আতিয়ার রহমান
বাগআঁচড়া, শার্শা, যশোর।

উত্তরঃ চল্লিশ কদম চলে আসলে তাকে প্রশ্ন করা হয় মর্মে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। মৃত ব্যক্তিকে কবর দেয়া সম্পন্ন হ'লে মুনকার ও নাকীর নামক দু'জন ফেরেশতা তার নিকট আগমন করেন *(ছহীহ তিরমিযী হা/১০৭১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৩৯১; মিশকাত হা/১৩০)*। তার দেহে তার আত্মাকে ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং তাকে উঠিয়ে বসানো হয়। অতঃপর নির্দিষ্ট তিনটি প্রশ্ন করা হয় *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৪৭৫৩; মিশকাত হা/১৩১, ১৬৩০)*। এ থেকে বুঝা যায় রূহ সমেত দেহকে প্রশ্ন করা হয়। তবে সেই রূহ ও দেহাবয়ব কেমন হবে, সেটি সম্পূর্ণ গায়েবী বিষয়।

প্রশ্নঃ (১৩/৯৩) আমাদের এখানে একটি জুম'আ মসজিদের কিছু অংশ সরকারী জমিতে ও কিছু অংশ মসজিদের নিজস্ব জমিতে রয়েছে। এ মসজিদে জুম'আর ছালাত হবে কি?

-নূর আলী

বহরমপুর, দুর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ এ মসজিদে জুম'আর ছালাত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমার জন্য পৃথিবীকে মসজিদ ও পবিত্র করা হয়েছে *(আহমাদ, ইরওয়া ১/৩১৬)*। তবে মসজিদ করার জন্য পুরা জমি ওয়াকফ করতে হবে *(আবুদাঊদ হা/৪৫৪)* এবং এলাকার সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তার নিকট থেকে অনুমতি নিতে হবে।

প্রশ্নঃ (১৪/৯৪) মসজিদে ই'তেকাফ না করলে মহল্লাবাসী গুনাহগার হয় একথা কি ঠিক?

-রুবেল
নামাযবাড়ী, বুড়িমারী, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ একথা ঠিক নয়। কারণ ই'তেকাফ একটি সুন্নাত ইবাদত, যা করলে ছাওয়াব আছে না করলে গোনাহ নেই।

প্রশ্নঃ (১৫/৯৫) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ইবাদতের মাপকাঠি ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-মাহে আলম
জগতপুর, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ মাপকাঠি হ'ল ছহীহ হাদীছ। তাঁর জীবনের যে ইবাদতগুলো ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত সেগুলোই আমাদের জন্য পালনযোগ্য। যেমন ঐসব যিকির আযকার, তাসবীহ-তাহলীল ও নফল ছালাত যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

প্রশ্নঃ (১৬/৯৬) জানাযার ছালাতে আমরা ডানে-বামে উভয় দিকে সালাম ফিরাই। কিন্তু কোন কোন আলেম বলেন, বাম দিকে সালাম না ফিরালেও চলবে। কোনটি সঠিক?

-মুহাম্মাদ ফুয়াদ
সারুলিয়া, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তরঃ অন্যান্য ছালাতের ন্যায় উভয় দিকে সালামের ব্যাপারে ছহীহ হাদীছ সমূহ বর্ণিত হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, লোকেরা তিনটি আমল ছেড়ে দিয়েছে যেগুলো রাসূল (ছাঃ) করতেন। সেগুলোর একটি হচ্ছে জানাযার ছালাতের সালাম অন্যান্য ছালাতের সালামের ন্যায় হওয়া' *(বায়হাক্বী, ত্বাবারানী, সনদ হাসান, আলবানী, আহকামুল জানায়েয, পৃঃ ৮৪)*। আবার শুধুমাত্র ডান দিকে সালাম দেয়া মর্মেও আবূ হুরায়রাহ হতে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে যে, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চার তাকবীরে জানাযার ছালাত আদায় করেন এবং এক সালাম দেন *(দারাকুতনী হা/১৮৩৯, ১৮৬৪; সনদ হাসান, আহকামুল জানায়েয, পৃঃ ৮৫)*। উভয়টিই সঠিক যেটির উপরেই আমল করা হোক না কেন সুন্নাতের উপর আমল হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ (১৭/৯৭) পাঞ্জাবী কাদের পোশাক? মুসলমানদের নির্দিষ্ট কোন পোশাক আছে কি?

-আমিনা সুলতানা
ধুনট, বগুড়া।

উত্তর ঃ ইসলাম ধর্মে এমন পোষাক পরিধান করা নিষেধ যে পোষাককে অন্য কোন ধর্মের নিদর্শন বা বিশেষ আলামত হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। পাঞ্জাবী মুসলিমরা সহ যে কেউ পরতে পারে। তবে বৃটিশদের রেখে যাওয়া শার্টের বিপরীতে পাঞ্জাবী এদেশে দ্বীনদার মুসলমানদের পোষাক হিসাবে পরিচিত। একইভাবে মুসলমানদের কলিদার পাঞ্জাবীর বিপরীতে হিন্দুদের পাঞ্জাবী আলাদা। 'ইসলাম' হ'ল বিশ্বধর্ম। স্থান-কাল ও আবহাওয়া ভেদে মুসলমান বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পোষাক পরতে পারে। এজন্য তাকে সর্বদা নিম্নোক্ত ৪টি মূলনীতি অনুসরণ করা আবশ্যক।-১. পোষাক পরিধানের উদ্দেশ্য থাকবে দেহকে আবৃত করা। যেন পোষাক পরা সত্ত্বেও লজ্জাস্থান সমূহ অন্যের চোখে প্রকট হয়ে না ওঠে *(মুসলিম, মিশকাত হা৩৫২৪, 'ক্বিছাছ' অধ্যায়)*। ২. ভিতরে-বাইরে তাক্বওয়াশীল হ'তে হবে। এজন্য ঢিলাঢালা, ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করতে হবে। হাদীছে সাদা পোষাক পরিধানের নির্দেশ এসেছে *(আ'রাফ ২৬; মুসলিম, মিশকাত হা/৫১০৮ 'আদব' অনুচ্ছেদ; তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৩৫০ 'লিবাস' অধ্যায়; আহমাদ, নাসাঈ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৩৩৭)*। ৩. পোষাক যেন অমুসলিমদের সাদৃশ্য না হয় *(আহমাদ, আবু দাউদ, মিশকাত হা/৪৩৩৭)*। ৪.পোষাকে যেন অহংকার প্রকাশ না পায়। এজন্য পুরুষ যেন সোনা ও রেশম পরিধান না করে এবং টাখনুর নীচে কাপড় না রাখে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, বুখারী, মিশকাত হা/৪৩১১-১৪, আবুদাউদ, মিশকাত হা/ ৪৩৪৬; দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ২২)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৯৮) খাৎনা করার সুন্নাত কখন থেকে চালু হয়? কত বছর বয়স হ'লে খাৎনা করাতে হবে?

-আব্দুছ ছাদেক
সোনাপুর, পাঁচবিবি, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ হাদীছে খাৎনা করাকে মানুষের জন্য ফিৎরত বা স্বভাবজাত বলা হয়েছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪২০ 'পোষাক' অধ্যায় 'চুল আঁচড়ানো' অনুচ্ছেদ)*। এটি মূলতঃ নবীগণের সুন্নাত এবং নিঃসন্দেহে চিরন্তন মানবীয় সভ্যতার পরিচায়ক। তাই এটি কবে থেকে চালু হয়েছে, সেকথা সঠিকভাবে বলা যাবে না। হাদীছ থেকে একথা জানা যায় যে, ইবরাহীম (আঃ) ৮০ বছর বয়সে আল্লাহ্র হুকুমে নিজের খাৎনা করেছিলেন *(বুখারী হা/৩৩৫৬, ৬২৯৮; মুসলিম হা/২৩৭০)*। খাৎনা কত বছরে করতে হবে এ মর্মে নির্দিষ্টভাবে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। তবে শিশুকালেই একর্তব্য সম্পন্ন করা আবশ্যক।

প্রশ্নঃ (১৯/৯৯) পুরুষের সতর হচ্ছে নাভীর নীচ হতে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত। কিন্তু কৃষিকাজ বা অন্য কোন কারণে সতর রক্ষা না হ'লে সেজন্য কবীরা গোনাহ হবে কি?

-মাহফুযুর রহমান
নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ পুরুষের সতর হচ্ছে নাভী হ'তে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত (*ছহীহ জামে'উছ ছাগীর হা/৫৫৮৩; ইরওয়াউল গালীল হা/২৭১*)। সর্বদা তা ঢেকে রাখা ওয়াজিব। আর ওয়াজিব পরিত্যাগ করলে গুনাহ হবে। অতএব কৃষিকাজ করার সময়েও সতর ঢেকে রেখে কাজ করতে হবে। প্রয়োজনে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ঢিলেঢালা পাজামা বা প্যান্ট বানিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (২০/১০০) আমাদের এলাকার এক মসজিদে আমরা এক সঙ্গে ছালাত আদায় করতাম। কিন্তু সেখানে শিরক-বিদ'আত মিশ্রিত আমল করা হয়। অনেক চেষ্টা করেও তা থেকে বিরত করা যায়নি। বিধায় আমরা উক্ত মসজিদ থেকে ১০০ গজ দূরে একটি পৃথক মসজিদ তৈরি করে ছালাত আদায় করছি। উক্ত মসজিদে ছালাত আদায় হবে কি?

-মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ
কাযীপুর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ মসজিদ তৈরীর আগেই ফৎওয়া জেনে নেওয়া আবশ্যক ছিল। ১০০ গজ দূরে মসজিদ করার পিছনে উপরোক্ত যুক্তি সমূহের বাস্তবতা প্রশ্নসাপেক্ষ। সংশ্লিষ্ট মুছল্লীদের সকলের সম্মতি ও যথাযথ কারণ ব্যতীত মসজিদ পৃথক করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

প্রশ্নঃ (২১/১০১) আমরা জানি যে, মানুষের ভাগ্যলিপি আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাযার বছর পূর্বে লিখিত হয়েছে। তাহ'লে যার ভাগ্যে জাহান্নামী হিসাবে লেখা আছে তার এমন কোন আমল আছে কি যার মাধ্যমে সে জান্নাতী হ'তে পারে?

-আতিক হাসান
তামাই, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ তাকদীরে জান্নাতী বা জাহান্নামী যা লেখা আছে, শেষ পর্যন্ত সে আমলই সে করবে। জাহান্নামী দু'ধরনের। (১) চিরস্থায়ী জাহান্নামী, তারা হচ্ছে কাফির ও মুশরিক। (২) অস্থায়ী জাহান্নামী, এরা মুসলিম কিন্তু গোনাহ্গার। জাহান্নামে তার পাপের সমপরিমাণ শাস্তি ভোগ করতে হবে। অতঃপর মুসলিম হওয়ায় আর কখনও শিরক না করার কারণে তাকে পরবর্তীতে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। আর পাপে জড়িত হওয়ার পরেও যদি আল্লাহ্ তার অন্য কোন ভাল কর্মের কারণে তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান তাহ'লে সে রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং শাফা'আত লাভ করার মাধ্যমে জান্নাতে যাবে। ভাগ্যলিপি যেহেতু গায়েবের বিষয়, সেহেতু কারো জানা নেই যে, কার ভাগ্যে কি রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় সবাইকে ভাল আমল করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২২/১০২) জানাযা ছালাতের পূর্বে নছীহতমূলক আলোচনা করার কোন বিধান আছে কি?

-ইঞ্জিনিয়ার আবুল কাশেম
মাস্টারপাড়া, কাটিয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ছালাতের পূর্বে ইমাম ছাহেবের উচিত হবে মৃত ব্যক্তির নিকট কারো কোন পাওনা আছে কি-না বা কেউ কোন কিছুর দাবীদার আছে কি-না তা জিজ্ঞেস করে দাবীদার থাকলে তা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এ সময় ইমাম ছাহেব পরকাল বিষয়ক কিছু নছীহত করতে পারেন। কিন্তু অন্যদের বক্তব্য রাখার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না (*বুখারী হা/২২৯১; নাসাঈ হা/১৯৬১*)।

প্রশ্নঃ (২৩/১০৩) একটি হাদীছে এসেছে, যদি তোমরা পাপ না করতে তাহ'লে আল্লাহ অবশ্যই এমন একদলকে সৃষ্টি করতেন যারা পাপ করত, আবার ক্ষমা চাইত... (তিরমিযী)। পক্ষান্তরে আলাহ বলেন, 'যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন তবে তোমাদেরকে (পাপ করার কারণে) বিলুপ্ত করে দিবেন এবং নতুন সৃষ্টি আনয়ন করবেন' (ইবরাহীম ১৯)। উক্ত বিষয়ে সমাধান দানে বাধিত করবেন।

-আব্দুল মুত্তালিব
চাঁদপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত হাদীছ দ্বারা পাপ করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে এমন ধারণা করা যাবে না। এখানে বুঝানো হয়েছে যে, মানুষ মাত্রই ভুল করবে এটা মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এ প্রকৃতি দিয়েই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা প্রার্থী হ'লে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করবেন। অন্য হাদীছে এসেছে, 'প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী, আর সর্বোত্তম ভুলকারী হচ্ছে তাওবাকারীগণ' (*ছহীহ তিরমিযী হা/২৪৯৯; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৪২৫১; মিশকাত হা/২৩৪১*)।

এ হাদীছের মধ্যে আল্লাহ যে ক্ষমাকারী তাঁর এ বৈশিষ্ট্যকেই মুখ্য বিবেচ্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব এ হাদীছে গুনাহ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে এরূপ ভাবা ঠিক নয়। পক্ষান্তরে আয়াতের ভাবার্থ এই যে, যদি সব মানুষ আল্লাহর নাফরমানী করত, তাঁর আনুগত্য করা থেকে দূরে সরে যেত তাহ'লে তিনি তাদের ধ্বংস করে দিয়ে নতুন আরেকটি জাতি সৃষ্টি করতেন।

প্রশ্নঃ (২৪/১০৪) বাসে, ট্রেনে বা অন্য কোন যানবাহনে সফরকালীন সময়ে পানি বা মাটি না পাওয়া গেলে কিভাবে ছালাত আদায় করতে হবে?

-ডাঃ রফীকুল ইসলাম

বাংলা বাজার, চিরির বন্দর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ নিরুপায় অবস্থায় তায়াম্মুম ছাড়াই ছালাত আদায় করবে। পানি পাওয়ার পর পুনরায় আদায় করতে হবে না *(মুসলিম, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৭১ 'ওযু ও তায়াম্মুমের সুযোগ না থাকা অবস্থায় ছালাত' অনুচ্ছেদ)*। সচেতন মুছল্লীর উচিত হবে, ব্যাগে সর্বদা মাটির ঢেলা রাখা। যাতে প্রয়োজনে তায়াম্মুম করা যায়।

প্রশ্নঃ (২৫/১০৫) ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিজের লেখা কোন গ্রন্থ আছে কি? ফিক্বহের গ্রন্থ যেমন হিদায়া, শরহে বিকায়া, কুদূরী কিংবা মাযহাবপন্থী কোন কিতাব না মানলে গোনাহ হবে কি?

-আবুল হোসাইন
কেন্দুয়াপাড়া, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ পাঁচটি কিতাবকে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর কিতাব হিসাবে সর্বাপেক্ষা বেশী উল্লেখ করা হয়। (১) হাম্মাদ ইবনু আবী হানীফার বর্ণনায় 'আল-ফিকহুল আকবার' (২) আবূ মুতী' আল-বালখীর বর্ণনায় 'আল-ফিকহুল আকবার' (৩) আবূ মুকাতিল সামারকান্দীর বর্ণনায় 'আল-আলেম ওয়াল মুতা'আল্লিম' (৪) রিসালাতুল ইমাম আবী হানীফা ইলা ওছমান আল-বাত্তী। (৫) আবূ ইউসুফের বর্ণনায় 'আল-অছিয়াহ্'। তবে শায়খ মুহাম্মাদ আল-খুমাইয়েস বলেছেন, বর্ণনার নিরিখে এবং মুহাদ্দিছগণের নীতির উপর নির্ভর করে যাচাই বাছাই করলে সাব্যস্ত হয় না যে, ইমাম আবূ হানীফার লিখিত কোন গ্রন্থ আছে। যুবায়দী এবং আবুল খায়ের হানাফী বলেছেন, এ কিতাবগুলো সরাসরি ইমাম আবূ হানীফার লিখিত নয়। বরং তিনি যা কিছু লিখিয়েছেন সেগুলোকে এবং তার কথাগুলোকে তার ছাত্ররা জমা করে গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করেছেন *(উছূলুদ দীন ইনদা আবী হানীফাহ্ , পৃঃ ১৪০)*।

বিষয়টি প্রশ্ন সাপেক্ষ। কেননা তাঁর বক্তব্য লিখতে দেখে ইমাম আবু হানীফা একদিন তাঁর প্রধান শিষ্য আবু ইউসুফকে ধমক দিয়ে বলেন, ويك يا يعقوب! لا تكتب كلَّ ما تسمعهُ مني فإني قد أرى الرأىَ اليوم فأتركُه غـــدًا وأرى الرأىَ غدًا وأَتركهُ بعد غـــدٍ– 'সাবধান হে ইয়াকূব (আবু ইউসুফ)! আমার নিকট থেকে যা-ই শুনো তা-ই লিখে নিয়ো না। কেননা আমি আজকে যে রায় দেই কালকে তা প্রত্যাহার করি। কালকে যে রায় দেই, পরশু তা প্রত্যাহার করি' *(খত্বীব বাগদাদী, তারীখু বাগদাদ (মিসর: ১৩৪৯/১৯৩১খৃঃ), ১৩/৪০২পৃঃ)*। অতএব সঠিক কথা এই যে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ফিক্বহের উপর কোন কিতাব সংকলন করে যাননি। যদি 'ফিক্বহে আকবার' ও 'মুসনাদে আবু হানীফা'-কে তাঁর কিতাব বলে ধরেও নেওয়া হয়, তাহ'লে প্রথমোক্ত ছোট পুস্তকটি আক্বায়েদের উপর লিখিত এবং শেষোক্তটি হাদীছের সংক্ষিপ্ত সংকলন মাত্র। ... বস্তুতঃ প্রসিদ্ধ চার ইমামের মধ্যে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ব্যতীত বাকী তিনজনের কেউই ফেক্বহী বিষয়ে কোন গ্রন্থ রচনা করে যাননি। যা কিছুই তাঁদের নামে চালু হয়েছে, পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, সবই তাঁদের অনুসারী পরবর্তী বিদ্বানগণের রচিত। ইবনু দাক্বীকুল ঈদ (মৃঃ ৭০২হিঃ) চার মাযহাবে প্রচলিত ছহীহ হাদীছ বিরোধী ফৎওয়া সমূহের একটি বিরাট সংকলন তৈরী করেছিলেন। যার ভূমিকাতে তিনি ঘোষণা করেন, إن نسبة هذه المـــسائل إلى الأئمـــة المجتهدين حرام 'এই মাসআলাগুলি চার ইমামের নামে চার মাযহাবে চালু থাকলেও এগুলোকে তাঁদের দিকে সম্পর্কিত করা হারাম'। এগুলির মাধ্যমে তাঁদের উপর মিথ্যারোপ করা হয়েছে মাত্র। খ্যাতনামা হানাফী বিদ্বান আল্লামা তাফতাযানী, শা'রাবী, অলিউল্লাহ দেহলভী, মোল্লা মুঈন সিন্ধী, আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌবী প্রমুখ সকলেই একথা স্বীকার করেছেন *(দ্রঃ থিসিস, পৃঃ ১৭০-৭২, ঐ, টীকা ৫৯-৬০)*। এক্ষণে প্রশ্নে বর্ণিত ফিক্বহের কিতাব সমূহের যেসব ফৎওয়া পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুকূলে এবং মুহাদ্দেছীনের মাসলাক অনুসারে লিখিত, সেগুলি মান্য করা যাবে। বাকীগুলি পরিত্যাজ্য। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

প্রশ্নঃ (২৬/১০৬) জান্নাতের স্তর সমূহ এবং স্তর সমূহের মধ্যকার ব্যবধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-শাহজাহান আলী
ভাদিয়ালী, সোনবাড়িয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ জান্নাতের স্তরগুলো কি পরিমাণে তা নির্দিষ্ট করে বলা ঠিক হবে না (যদিও কোন কোন হাদীছে একশতটির কথা উলেখ করা হয়েছে)। কারণ বিভিন্ন হাদীছে বিভিন্নভাবে জান্নাতের স্তরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন একটি হাদীছে এসেছে, প্রত্যেকের জন্য দুনিয়াতে পঠিতব্য আয়াতের সংখ্যা অনুপাতে জান্নাতে তার জন্য স্তর হবে এবং তাকে একটি একটি করে আয়াত পাঠ করার দ্বারা একেকটি স্তরে উঠতে বলা হবে *(ছহীহ তিরমিযী হা/২৯১৪; ছহীহ আবু দাঊদ হা/১৪৬৪)*। অন্য হাদীছে এসেছে, জান্নাতের মধ্যে একশতটি স্তর রয়েছে যা আল্লাহ্ তা'আলা জিহাদকারীদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। প্রতি দু'স্তরের মধ্যকার দূরত্ব আসমান ও যমীনের মধ্যের দূরত্বের ন্যায় *(বুখারী হা/২৭৯০, ৭৪২৩)*। ফিরদাউসকে জান্নাতের সর্বোত্তম এবং সর্বোচ্চ স্থান হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেটি আরশের নীচে। সেখান থেকেই জান্নাতের নহরগুলো প্রবাহিত হয়ে থাকে *(বুখারী হা/২৭৯০; হা/৭৪২৩)*। আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন কর্মের দ্বারা মানুষের মর্যাদার স্তর বৃদ্ধি করেন *(মুসলিম হা/২৫১, 'জান্নাত ও জাহান্নাম' অধ্যায় হা/২৮৩১)*।

প্রশ্নঃ (২৭/১০৭) আমার পিতা-মাতার কবরের পার্শ্বে অন্য লোকের বাড়ী হওয়ায় তারা উক্ত কবরের উপর দিয়েই চলাফেরা করে। এমতাবস্থায় কবর অন্যত্র স্থানান্তর করা যাবে কি? কবর স্থানান্তরের ক্ষেত্রে নতুন করে জানাযার প্রয়োজন আছে কি?

-আবুবকর ছিদ্দীক
মহিষবাথান উত্তরপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ কবরের সম্মান করা ওয়াজিব। যদি কবর নতুন হয়, তবে তাকে হেফাযত করতে হবে। আর যদি বহু বছরের পুরাতন হয়, তাহ'লে নিশ্চিহ্ন কবর হিসাবে ধর্তব্য হবে এবং উপায়ান্তর না থাকলে তার উপর দিয়ে চলা যাবে। তবে যেকোন বাধ্যগত অবস্থায় কবর স্থানান্তর করায় কোন দোষ নেই। এজন্য নতুন করে জানাযার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্নঃ (২৮/১০৮) সফরে গমনকালে বাড়ীতেই যোহর ও আছরের ছালাত একসাথে জমা করে আদায় করা যাবে কি?

-মাহবূবুর রহমান
পীরগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ সফরে গমনকালে বাড়ীতেই উভয় ছালাতকে একত্রিত করে আদায় করা যাবে না। সফরে বেরিয়ে কিছু দূর গিয়ে আদায় করতে পারবেন।

প্রশ্নঃ (২৯/১০৯) আসহাবে কাহফের ঘটনা বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ডাঃ ওমর ফারূক
বায়েযীদ বোস্তামী, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ যে দেশে ঘটনাটি ঘটেছিল সেখানে কতিপয় যুবক ছিল যারা আল্লাহ্‌র ইবাদত করত এবং তারা যাবতীয় ফরযগুলো আদায় করত। তাদের একটি কুকুরও ছিল। সেখানে একজন নিকৃষ্ট বাদশা ছিল যে নিজেকে আল্লাহ বলে দাবী করত। লোকদেরকে শক্তি প্রয়োগ করে তার উপাসনা করার নির্দেশ প্রদান করত। কিন্তু সেই যুবক দল ঈমানী বলে বলীয়ান হওয়ায় তারা তাকে সিজদাহ করতে এবং তার উপাসনা করতে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ তারা জানত যে, আল্লাহ হচ্ছেন এক ও অদ্বিতীয় যার কোন শরীক নেই। এ কারণে সে বাদশা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিয়েছিল। কিন্তু সেখান থেকে তারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। বাদশার লোকেরা তাদেরকে ধরার জন্য তাদের পিছু ধাওয়া করে। কিন্তু যুবকরা একটি বড় গর্তের মধ্যে আত্মগোপন করে। আর কুকুরটি গর্তের প্রবেশ পথে ভয়ঙ্কর ভঙ্গিমায় বসে যায়। যারা গর্তের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করে। এ যুবকরা সে গর্তে তিনশত নয় বছর অবস্থান করেছিল। তাদের এ দীর্ঘ সময় গর্তের মধ্যে অবস্থান করা সহ আরো কিছু তথ্য আল্লাহ্ সূরা কাহফের মধ্যে (৯-২৬ আয়াত) উল্লেখ করেছেন। তারা ঘুম থেকে উঠে খাবারের জন্য তিনশত বছর পূর্বের মুদ্রা দোকানীর নিকট দিলে তাদের পরিচয় প্রকাশ পেয়ে যায়। ঐ অত্যাচারী শাসক মারা গেছে বহুকাল পূর্বে। কিন্তু গর্তটি কোন্ দেশের কোথায় তা জানা যায় না। কুরআন এবং হাদীছের মধ্যে নির্দিষ্ট করে কোন তথ্যও দেয়া হয়নি। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর নেককার বান্দাদের প্রতি তাদেরকে অত্যাচারী শাসকের হাত থেকে রক্ষার জন্যে এ ছিল এক বিরাট অনুগ্রহ এবং এটি ছিল আল্লাাহর পক্ষ থেকে এক বিরল নিদর্শনমূলক ঘটনা। মানুষের পুনরুত্থান যে ঘটবে এবং তা ঘটানো যে আল্লাহর নিকট অতি সহজ ব্যাপার তার অকাট্য দলীল হচ্ছে উক্ত ঘটনা।

প্রশ্নঃ (৩০/১১০) মহিলারা ভূমিষ্ঠ সন্তানের কানে আযান দিতে পারবে কি?

-মুসাব্বির
সৈয়দপুর, নীলফামারী।

উত্তরঃ মহিলারা ভূমিষ্ঠ সন্তানের কানে আযান দিতে পারবেন। মূল লক্ষ্য হচ্ছে সন্তানের কানে আযান পৌঁছানো। অতএব এ ক্ষেত্রে পুরুষ বা নারী যে কেউ আযান দিলে সুন্নাতের উপর আমল হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ (৩১/১১১) ইচ্ছাকৃতভাবে সুন্নাত ছালাত ছেড়ে দিলে তার পরিণাম কি হবে তা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ

উত্তরঃ ফরয ছালাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সুনানে রাতেবা ইচ্ছাকৃতভাবে ছেড়ে দেওয়াতে বড় ধরণের নেকী থেকে মাহরূম হ'তে হবে। যদিও সে এ জন্য গোনাহগার হবে না। এছাড়া নফল ছালাতের মাধ্যমে ফরয ছালাতের ত্রুটিসমূহের কাফফারা আদায়ে সুযোগ থেকে সে বঞ্চিত হবে। রাসূল (ছাঃ) এসব ছালাতের ক্বাযা আদায় করেছেন।

হাদীছে কুদসীতে আল্লাহ বলেন, 'নফল ইবাদতসমূহ পালনের মাধ্যমে বান্দা আমার নৈকট্য হাছিলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে যতক্ষণ না আমি তাকে ভালবাসি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমিই হয়ে যাই তার কান যা দিয়ে সে শোনে; আমিই হয়ে যাই তার চোখ যা দিয়ে সে দেখে; আমিই হয়ে যাই তার হাত যা দিয়ে সে ধারণ করে; আমিই হয়ে যাই তার পা যা দ্বারা সে চলাফেরা করে। এমতবস্থায় সে আমার কাছে যা প্রার্থনা করে আমি তা দান করি আর যদি সে আশ্রয় ভিক্ষা করে আমি তাকে আশ্রয় দান করি'... *(বুখারী, মিশকাত হা/২২৬৬)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি দিনে ও রাতে বারো রাক'আত নফল ছালাত আদায় করে জান্নাতে তার জন্য একটি ঘর তৈরী করা হবে *(তিরমিযী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৫৯)*। ইবনে ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) থেকে যোহরের পূর্বে দু'রাক'আত সহ সর্বমোট দশ রাক'আতের নিয়মিত আমলের কথা এসেছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৬০)*। বিশেষভাবে বিতরের ছালাত এবং ফজরের ছালাতের পূর্বে দু'রাক'আত সুন্নাত ছালাত অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা রাসূল (ছাঃ) মুক্বীম বা মুসাফির কোন অবস্থাতেই এই ছালাতদ্বয় ত্যাগ করেননি। অতএব সুনানে রাতেবা এমনকি অন্যান্য নফল ছালাত ইচ্ছাকৃত ও নিয়মিতভাবে পরিত্যাগ করলে তা রাসূলের অবাধ্যতামূলক কাজ হবে। অবশ্য বাধ্যগত কারণে সাময়িকভাবে স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করাতে কোন দোষ নেই।

প্রশ্নঃ (৩২/১১২) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জানাযার ছালাত কে পড়ান? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ কামরুল হাসান
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জানাযার ছালাত জামা'আতের সাথে আদায় করা হয়নি। বরং প্রত্যেকেই পৃথকভাবে আদায় করেন বলে সীরাত গ্রন্থসমূহে এসেছে। বিভিন্ন রেওয়ায়াতসমুহে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর জানাযার ছালাত সর্বপ্রথম আদায় করেন তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ)। কেননা তিনি ছিলেন বনু হাশেমের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি। অতঃপর পর্যায়ক্রমে তাঁর পরিবারবর্গ, মুহাজির ও আনছারগণ। অতঃপর মহিলাগণ। অতঃপর বালকগণ। দশ দশ জন করে রাসূল (ছাঃ)-এর গৃহে প্রবেশ করে পৃথক পৃথক ছালাত আদায় করেন *(আর-রাহীকুল মাখতুম পৃঃ ৪৭১)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/১১৩) চাচার মৃত্যুর পর ভাতিজা কি চাচীকে বিবাহ করতে পারবে?

-মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক ত্রিশালী
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত মুহাররামাতের মধ্যে চাচী অন্তর্ভুক্ত নন *(নিসা ২৩)*। অতএব চাচার মৃত্যু বা তালাক প্রদানের পর ইদ্দত পূরণ সাপেক্ষে চাচীকে বিয়ে করা যাবে।

প্রশ্নঃ (৩৪/১১৪) জানাবাত তথা গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা বা মসজিদে প্রবেশ করা যাবে কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জবাব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ এনামুল হক
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

উত্তরঃ জানাবাতের (যে অপবিত্রতা গোসল ফরয করে) অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা উচিৎ নয়। কুরআনের হুরমত তথা সম্মানের দিকে লক্ষ্য রেখে এই নীতি পালন করতে হয়। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'পবিত্র ব্যক্তি ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না' *(ওয়াকি'আহ ৭৯)*। অনুরূপভাবে রাসূল (ছাঃ) থেকেও বর্ণনা এসেছে *(মালিক, দারাকুৎনী, মিশকাত হা/৪৬৫)*। তবে বর্ণিত 'পবিত্র ব্যক্তি' সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে, এখানে পবিত্র ব্যক্তি সে-ই যে যাবতীয় ছোট-বড় অপবিত্রতা (যা ওযু বা গোসল ফরয করে দেয়) তা থেকে মুক্ত। অর্থাৎ কুরআন স্পর্শ করতে চাইলে তাকে অবশ্যই ওযু বা গোসল দ্বারা পবিত্র হতে হবে। তবে ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইমাম বুখারী, ইবনুল ক্বাইয়িম এবং শায়খ আলবানী প্রমুখ বিদ্বানের মতে, এখানে পবিত্রতার অর্থ শিরক থেকে পবিত্র থাকা। অর্থাৎ মুশরিক ব্যক্তি ছাড়া সকল মুমিন ওযু-গোসলবিহীন অবস্থাতেও পবিত্র কুরআন স্পর্শ করতে পারবে।

আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'জুনুবী অবস্থায় গোসল না করে কুরআন পাঠ করা যাবে না' *(আহমাদ হা/৮৭২)* এবং আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত 'রাসূল (ছাঃ) সর্বাবস্থায় কুরআন পড়েছেন কেবল জানাবাতের অবস্থা ব্যতিত' *(আবুদাউদ,ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/৪৬০)* মর্মের হাদীছগুলোকে অধিকাংশ মুহাদ্দিছ ছহীহ বা হাসান পর্যায়ের বললেও শায়খ আলবানী বিস্তারিত তাহক্বীক্বের পর এগুলিকে যঈফ সাব্যস্ত করেছেন *(ইরওয়াউল গালীল হা/১২২, তামামুল মিন্নাহ ১/১০৭ ও যঈফ ইবনে মাজাহ হা/১২৯)*। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীছের সূত্রগুলোও শক্তিশালী নয়। অতএব সার্বিক পর্যালোচনায় বলা যায় যে, জুনুবী ব্যক্তি কুরআন স্পর্শ ছাড়া সাধারণভাবে মুখস্ত পাঠ করতে পারে। কিন্তু স্পর্শ করতে চাইলে এমনকি ছোট অপবিত্রতার (যেমন-বায়ু নিঃসরণ) কারণেও তার জন্য পবিত্র হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা কুরআন তেলাওয়াত একটি ইবাদত। ইবাদত করার জন্য সার্বিকভাবে পবিত্র হওয়া যরূরী। এ ক্ষেত্রে স্কুল-মাদরাসায় কুরআন হিফয বা ক্রয়-বিক্রয় ও অনুরূপ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিদের জন্য ওযর হেতু ওলামায়ে কেরাম শিথিলতা দেখিয়েছেন। তদুপরি কুরআনের প্রতি আদবস্বরূপ সর্বাবস্থায় পবিত্রতার সাথে স্পর্শ করাটাই উত্তম ও তাক্বওয়াপূর্ণ মনে হয়। কেননা শিক্ষার্থীদেরকেই যদি কুরআন তেলাওয়াতের আদব শিক্ষা না দেওয়া হয়, তবে আর কাকে দিতে হবে? তবে তাফসীরসহ কুরআন মাজীদের ক্ষেত্রে এ হুকুম প্রযোজ্য নয়; কেননা তা সরাসরি কুরআনের মুছহাফ নয় *(মাজমু'আ ফাৎওয়া ইবনে বায নং-১১৮)*। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

আর জুনুবী ব্যক্তি কোন কারণে মসজিদে প্রবেশ করলে তাতে সমস্যা নেই বলে অনুমিত হয়। কেননা নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত হাদীছটি যঈফ *(যঈফ আবু দাঊদ হা/৪০)*। তাছাড়া ছাহাবায়ে কেরাম কোন কোন সময় জুনুবী অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করেছেন বলে বিশুদ্ধ বর্ণনায় এসেছে *(ফাৎওয়া আল-লাজনা আদ-দায়েমা নং-৩৭১৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/১১৫) স্ত্রীর পক্ষ থেকে রামাযানের ক্বাযা ছিয়াম স্বামী পালন করতে পারে কি?

-এমদাদুল হক
কৃষ্ণপুর, মোহনপুর, রাজশাহী

উত্তরঃ সাধারণভাবে কারো ক্বাযা ছালাত বা ছিয়াম অন্য কেউ আদায় করতে পারে না *(মুওয়াত্ত্বা, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২০৩৫; হিদায়াতুর রুওয়াত হা/১৯৭৭)*। তাই অসুস্থতার কারণে যদি কেউ ছিয়াম ক্বাযা করে এবং সুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তাহ'লে ফিদইয়া হিসাবে প্রতিদিনের বদলে একজন করে মিসকীনকে খাদ্য প্রদান করতে হয়। তবে যদি ক্বাযা ছিয়াম অবস্থায় কেউ মারা যায় তাহ'লে তার উত্তরাধীকারগণ তার পক্ষ থেকে ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করে দিতে পারেন *(মুত্তাফাক আলাইহ, মিশকাত হা/২০৩৩; বায়হাক্বী, দারাকুৎনী হা/২৩৫৭)*। অবশ্য শায়খ আলবানী প্রমুখ উপরোক্ত হাদীছকে মানতের সাথে খাছ করেছেন অর্থাৎ তাঁদের মতে মৃত্যুর পর কেবল মানতের ছিয়াম আদায় করা যাবে, সাধারণ ক্বাযা ছিয়াম নয়। উল্লেখ্য, মৃত্যুর পর ক্বাযা ছিয়ামের ফিদইয়া প্রদানের হাদীছটি দুর্বল *(যঈফ তিরমিযী হা/৭১৮)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/১১৬) মানব জীবনের প্রতিটি বিষয় তাক্বদীরে কিভাবে পূর্ব নির্ধারিত? বিষয়টি বুঝিয়ে বলবেন।

-আরীফুল ইসলাম
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ তাক্বদীরের প্রতি বিশ্বাস বান্দার মৌলিক ও অপরিহার্য ছয়টি আক্বীদার অন্তর্ভুক্ত। তাক্বদীর মহাবিশ্বের সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি গায়েবী বিষয়, যার রহস্য মহান আল্লাহ ব্যতিত অন্য কেউ অবগত নন। এজন্য এ প্রসঙ্গে অহেতুক বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/৯৮)*। সাধারণভাবে বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, যেমন একজন লোকের সামনে ফলের রস ভর্তি গ্লাস রাখা রয়েছে। সে ইচ্ছা করলে তা পান করতে পারে, নাও পারে। অর্থাৎ সে পান করতে বাধ্য নয়। অতঃপর যদি সে পান করে, তবে তা আল্লাহ্র জ্ঞানে পূর্ব থেকেই রক্ষিত রয়েছে। আবার যদি পান না করে, তবুও তা আল্লাহর জ্ঞানে আগে থেকেই রক্ষিত আছে। যদি বলা হয় এর ব্যাখ্যা কি? এর জবাব এতটুকুই দেওয়া যায় যে, অসীম জ্ঞানের অধিকারী মহান আল্লাহ্র সৃষ্টি রহস্য মানুষের স্বল্পজ্ঞান দিয়ে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। মানুষের সৎ-অসৎ যাবতীয় কর্মের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বক্তব্যই প্রযোজ্য। একজন পাপাচারী পাপকর্মের দিকে প্রবৃত্ত হয় এবং নিজ হাতে তা বাস্তবায়ন করে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতা প্রয়োগ করে সে পাপাচারে লিপ্ত হচ্ছে। কিন্তু একই সাথে আল্লাহ্র জ্ঞান বা পূর্বনির্ধারণ থেকে বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা তার নেই। এটা আল্লাহ তা'আলার অপরিসীম ক্ষমতা ও হিকমতের বহিঃপ্রকাশ। এক্ষণে বান্দা যেহেতু নিজের তাক্বদীর জানে না, অতএব তাকে আল্লাহ্র বিধান মেনে কাজ করে যেতে হবে। তার সাধ্যমত চেষ্টার পরেও যেটা ঘটবে, বুঝতে হবে সেটাই ছিল তার তাক্বদীরের লিখন।

প্রশ্নঃ (৩৭/১১৭) ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত হয়েছে যে, ক্বিয়ামতের পূর্বে ইমাম মাহদীর আগমন ঘটবে। তিনি কি আগমন করেছেন? মাহদী (আঃ)-এর গায়ের রং নাকি খুবই উজ্জ্বল হবে এবং তাঁর মুখমণ্ডলে বিশেষ নূরের জ্যোতি বিকশিত হবে। এই বিশেষ জ্যোতি দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে?

-শামিমা আখতার বানু
মুকুন্দপুর, আখড়াখোলা, সাতক্ষীরা

উত্তরঃ মাহদীর আগমন ক্বিয়ামতের বড় আলামতগুলোর অন্যতম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন যে, মাহদী হবেন আমার বংশের, উজ্জ্বল চেহারা বিশিষ্ট ও উঁচু নাক বিশিষ্ট। তিনি ন্যায় ও ইনছাফ দ্বারা যমীনকে এমনভাবে পরিপূর্ণ করে দিবেন, যেমনভাবে তার পূর্বে তা যুলুম ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি সাত বছর পৃথিবী শাসন করবেন *(আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৫৪৫৪)*। তিনি ফাতেমার আওলাদভুক্ত হবেন। তার নাম ও পিতার নাম, আমার নাম ও পিতার নামের সাথে মিলবে *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫৪৫২-৫৩)*। তার চেহারার উজ্জ্বলতা বা জ্যোতি কি ধরনের হবে তার ব্যাখ্যা হাদীছে আসে নি। আর তিনি এখনও আগমন করেছেন কি না এ নিয়ে গবেষণার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা তিনি আল্লাহ্র হুকুমেই ঈসা (আঃ) আগমনের নিকটবর্তী সময়ে আগমন করবেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫০৬-০৭)*। হাদীছে বর্ণিত সমস্ত গুণাবলী যখন তাঁর মাঝে একত্রিত হবে এবং তিনি সমস্ত পৃথিবীতে ন্যায় ও ইনছাফের সমাজ প্রতিষ্ঠা করবেন, তখন সকলেই তাঁকে চিনতে পারবে। কারো কাছে তিনি গোপন থাকবেন না। অতএব আমাদের উচিৎ হবে এসব বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা না চালিয়ে পরকালীন জীবনের জন্য সাধ্যমত প্রস্তুতি গ্রহণ করা। যেমনভাবে রাসূল (ছা) কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল ক্বিয়ামত কবে হবে? রাসূল (ছাঃ) পাল্টা প্রশ্ন করলেন, তুমি সে জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছ? *(বুখারী হা/৩৬৮৮,মুসলিম হা/২৬৩৯)*।

প্রশ্নঃ (৩৮/১১৮) সূরা ফাতিহার পূর্বে বিসমিল্লাহ আস্তে না জোরে পড়তে হবে?

-ফযলুল হক
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তরঃ মুছল্লী প্রতি রাকা'আতে সূরা ফাতিহার পূর্বে নীরবে 'বিসমিল্লাহ' পড়বে। আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আবু বকর, ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর পিছনে ছালাত আদায় করেছি। কিন্তু তাদের কাউকে জোরে বিসমিল্লাহ পড়তে শুনিনি *(আহমাদ, মুসলিম, নায়লুল আওত্বার ৩/৩৯)*। ইবনে খুযায়মার রেওয়ায়াতে স্পষ্টভাবে এসেছে যে, 'তারা চুপে চুপে পড়তেন' (হা/৪৯৪-৯৭, সনদ ছহীহ)। - বিস্তারিত দ্রঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৪৯।

প্রশ্নঃ (৩৯/১১৯) যুলহিজ্জার চাঁদ উঠলে নখ, চুল ইত্যাদি না কেটে ঈদের ছালাতের পর কাটার এই সুন্নাতটি কি কেবল কুরবানী দাতার জন্য প্রযোজ্য হবে? সঠিক উত্তর দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ কামরুল হাসান
ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ

উত্তরঃ হুকুমটি মূলতঃ কুরবানীদাতাদের জন্য প্রযোজ্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'জিলহজ্জ মাসের চাঁদ উঠার পর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরবানী প্রদানের ইচ্ছা রাখে সে যেন কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্বীয় চুল ও নখ কর্তন থেকে বিরত থাকে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৯)*। তবে যারা কুরবানী দিতে অপারগ তারাও যদি খালেছ নিয়তে এ হুকুমটি পালন করেন তবে আল্লাহর নিকটে তা পূর্ণাঙ্গ কুরবানী হিসাবে গৃহীত হবে বলে আশা করা যায় *(আবু দাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৪৭৯ 'ছালাত' অধ্যায় 'আতীরাহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৪০/১২০) আত্মহত্যাকারীর জানাযার ছালাত পড়া যাবে কি?

-আব্দুল আযীয
মালীবাগ, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ আত্মহত্যাকারীর জানাযা রাসূল (ছাঃ) পড়েননি *(মুসলিম, বলূগুল মারাম হা/৫৪২)*। রাসূল (ছাঃ) এক বড় অপরাধীর জানাযা না পড়ে অন্যকে পড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন মর্মে বর্ণিত হাদীছ যঈফ (যঈফ আবুদাঊদ হা/২৭১০; ইবনু মাজাহ হা/২৮৪৮)।